আর্য্যশাস্ত্র

ধারণা

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

১৮।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মের হানি অধর্ম্মের বৃদ্ধি হ'লে আমি আমাকে সৃজন করি। মূল বৈদিক ধর্ম্ম, বেদের সার উপনিষদ্, যখন উপনিষদ্ ধর্ম্মের হানি হয়, তখন আমায় ধরাধামে অবতরণ ক'র্‌তে হয়।

উপনিষদ্‌রূপে আমিই বলি যে অনিত্য বস্তুসকল পরমেশ্বর আমার দ্বারা আবৃত কর, ঐরূপ ত্যাগের দ্বারা আত্মাকে পালন কর। কারও ধনে লোভ ক'রো না তুমি যদি শত বৎসর বাঁচতে চাও ত শাস্ত্রবিহিত কর্ম কর। দৃষ্টি প্রতিরোধক নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন আসুরলোকে আত্মহত্যাকারীগণ গমন করে। আত্মজ্ঞান লাভে সচেষ্ট হও। আমিই সেই আত্মতত্ত্ব, আমি অচল, এক, মন হ'তে নিরতিশয় দ্রুতগামী। পূর্ব্বগামী ইন্দ্রিয়গণ আমাকে পায় না। বিশ্বব্যাপ্ত আমি স্থির থেকেও দ্রুত গমনশীল, সকলকে অতিক্রম ক'রে যাই। আমি আছি ব'লে সূত্রাত্মা কর্ম সমুদয় আপনাতে ধারণ করে। আমি চলি, আমি চলি না, আমি দূরে, আমি নিকটে,

১২শ বর্ষ, বৈশাখমাস, ১৩৮১ [একাদশ সংখ্যা —চান্দনী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মাকিঙ্কর :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম-বি,

ডি. ও. এম. এস, ডি.পি.এইচ.,

ডি.টি.এম. এণ্ড এইচ (লণ্ডন)।

এফ.আর.এস.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন— সঞ্চালক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৩৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্ট-ভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১।	মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—	২২.৫০
২।	শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ—	৪০.০০
৩।	শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—	৯.০০
৪।	শ্রীমদ্ভাগবত—	৬০.০০

ব্যাধিতো দুঃখিতো দীনশ্চোরগ্রস্তো ভয়ার্দিতঃ।
রাজকার্য্যাভিযুক্তো বা মুচ্যতে মহতো ভয়াৎ ॥১৯৫

অনেনৈব তু দেহেন গণানাং সমতাং ব্রজেৎ।
তেজসা যশসা চৈব যুক্তো ভবতি নির্মলঃ ॥ ১৯৬

ন রাক্ষসাঃ পিশাচা বা ন ভূতা ন বিনায়কাঃ।
বিঘ্নং কুর্য্যুর্গৃহে তস্য যত্রায়ং পঠ্যতে স্তবঃ ॥ ১৯৭

শৃণুয়াচ্চৈব যা নারী তদ্ভক্তা ব্রহ্মচারিণী।
পিতৃপক্ষে মাতৃপক্ষে পূজ্যা ভবতি দেববৎ ॥ ১৯৮

শৃণুয়াদ্ যঃ স্তবং কৃৎস্নং কীর্তয়েদ্ বা সমাহিতঃ।
তস্য সর্বাণি কর্মাণি সিদ্ধিং গচ্ছন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ ॥ ১৯৯

মনসা চিন্তিতং যচ্চ যচ্চ বাচানুকীর্তিতম্।
সর্বং সম্পদ্যতে তস্য স্তবস্যাস্যানুকীর্তনাৎ ॥ ২০০

দেবস্য চ গুহস্যাপি দেব্যা নন্দীশ্বরস্য চ।
বলিং সুবিহিতং কৃত্বা দমেন নিয়মেন চ ॥ ২০১

ততস্তু যুক্তো গৃহ্ণীয়ান্নামান্যাশু যথাক্রমম্।
ঈপ্সিতাল্লঁভতে সোঽর্থান্ ভোগান্ কামাংশ্চ মানবঃ ॥ ২০২

মৃতশ্চ স্বর্গমাপ্নোতি তির্য্যক্ষু চ ন জায়তে।
ইত্যাহ ভগবান্ ব্যাসঃ পরাশরসুতঃ প্রভুঃ ॥ ২০৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি দক্ষপ্রোক্তশিবসহস্রনামস্তবে চতুরশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮৪

রোগী, দুঃখী, দীন, চোরের কবলে পতিত, ভয়ভীত এবং রাজকার্য্যের অপরাধী মানুষও এই স্তোত্র পাঠ করিলে মহাভয় হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ১৯৫

কেবল ইহাই নহে, সেই পুরুষ এই শরীরেই ভগবান্ শিবের গণসকলের সমানতা লাভ করে এবং তেজস্বী ও যশস্বী হইয়া নির্মল হয় ॥ ১৯৬

যাহার গৃহে এই স্তোত্রের পাঠ হয়, তাহার গৃহে রাক্ষস, পিশাচ, ভূত ও বিনায়কগণ কখনও বিঘ্নসৃষ্টি করেন না ॥ ১৯৭

যে নারী ভগবান্ শঙ্করে ভক্তিভাব রাখিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে করিতে এই স্তোত্র শ্রবণ করে, সেই নারী পিতৃকুল ও পতিকুলে দেবতার ন্যায় আদরণীয়া হইয়া থাকে ॥ ১৯৮

যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হইয়া এই সম্পূর্ণ স্তোত্র শ্রবণ করে এবং পাঠ করে, তাহার সমস্ত কার্য্যই সর্বদা সিদ্ধ হয় ॥ ১৯৯

সেই ব্যক্তি মনে মনে যে বস্তু লাভের চিন্তা করে অথবা বাক্যের দ্বারা যে মনোরথ প্রার্থনা করে, তাহার সমস্ত বাসনাই এই স্তোত্রের বারংবার পাঠে সিদ্ধ হইয়া যায় ॥ ২০০

মানুষের কর্তব্য হইল সে ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত রাখিয়া শৌচ-সন্তোষাদি নিয়মসমূহ পালন করিতে করিতে মহাদেব, কার্ত্তিকেয়, পার্ব্বতীদেবী ও নন্দিকেশ্বরকে বিধি অনুসারে পূজোপহার সমর্পণ করিবে। তারপর একাগ্রচিত্ত হইয়া ক্রমশঃ এই সহস্র নাম পাঠ করিবে। এরূপ করিলে মানুষ অতি সত্বর মনোবাঞ্ছিত পদার্থ, ভোগ ও কামনাসমূহ লাভ করিয়া থাকে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গমন করে। তাহাকে আর পশু-পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। সর্বসমর্থ পরাশরনন্দন ভগবান্ ব্যাসদেব এই স্তোত্রের এইরূপই মাহাত্ম্য বলিয়া গিয়াছেন ॥ ২০১-২০৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে দক্ষকর্তৃক কথিত শিবসহস্রনাম-স্তোত্রবিষয়ক চতুরশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

[অধ্যাত্মজ্ঞানস্য তৎফলস্য চ বর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অধ্যাত্মং নাম যদিদং পুরুষস্যেহ বিদ্যতে ।
যদধ্যাত্মং যতশ্চৈব তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

সর্বজ্ঞানং পরং বুদ্ধ্যা যন্মাং ত্বমনুপৃচ্ছসি ।
তদ্ ব্যাখ্যাস্যামি তে তাত তস্য ব্যাখ্যামিমাং শৃণু ॥ ২
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ ।
মহাভূতানি ভূতানাং সর্বেষাং প্রভবাপায়ৌ ॥ ৩
স তেষাং গুণসঙ্ঘাতঃ শরীরং ভরতর্ষভ ।
সততং হি প্রলীয়ন্তে গুণাস্তে প্রভবন্তি চ ॥ ৪
ততঃ সৃষ্টানি ভূতানি তানি যান্তি পুনঃ পুনঃ ।
মহাভূতানি ভূতেভ্য ঊর্ময়ঃ সাগরে যথা ॥ ৫
প্রসারয়িত্বেহাঙ্গানি কূর্মঃ সংহরতে যথা ।
তদ্বদ্ ভূতানি ভূতানামল্পীয়াংসি স্ববীয়সাম্ ॥ ৬
আকাশাৎ খলু যো ঘোষঃ সঙ্ঘাতস্তু মহীগুণঃ ।
বায়োঃ প্রাণো রসস্ত্বদ্ভ্যো রূপং তেজস উচ্যতে ॥ ৭
ইত্যেতন্ময়মেবৈতৎ সর্বং স্থাবর-জঙ্গমম্ ।
প্রলয়ে চ তমভ্যেতি তস্মাদুদ্দিশ্যতে পুনঃ ॥ ৮
মহাভূতানি পঞ্চৈব সর্বভূতেষু ভূতকৃৎ ।
বিষয়ান্ কল্পয়ামাস যস্মিন্ যদনুপশ্যতি ॥৯
শব্দ-শ্রোত্রে তথা খানি ত্রয়মাকাশযোনিজম্ ।
রসঃ স্নেহশ্চ জিহ্বা চ অপামেতে গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০
রূপং চক্ষুর্বিপাকশ্চ ত্রিবিধং জ্যোতিরুচ্যতে ।
ঘ্রেয়ং ঘ্রাণং শরীরঞ্চ এতে ভূমিগণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১
প্রাণঃ স্পর্শশ্চ চেষ্টা চ বায়োরেতে গুণা স্মৃতাঃ ।
ইতি সর্বগুণা রাজন্ ব্যাখ্যাতাঃ পাঞ্চভৌতিকাঃ ॥ ১২

পঞ্চাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায় ।

[অধ্যাত্মজ্ঞান ও তাহার ফল বর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! শাস্ত্রে পুরুষের পক্ষে যে এই অধ্যাত্মতত্ত্ব কথিত হইয়াছে, সেই অধ্যাত্ম কি ? তাহার উৎপত্তি কোথা হইতে হইয়াছে ? ইহা আমাকে বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—তাত ! তুমি আমাকে যে অধ্যাত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছ, উহা বুদ্ধির দ্বারা সমস্ত বস্তুরই উত্তম জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকে। আমি তোমার নিকট ইহার ব্যাখ্যা করিব, তুমি সেই ব্যাখ্যা শ্রবণ কর । ২

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ—এই পঞ্চ মহাভূত সমস্ত প্রাণিগণের উৎপত্তি এবং প্রলয়ের স্থান ॥ ৩

ভরতশ্রেষ্ঠ ! প্রাণিগণের শরীর এই পঞ্চমহাভূতেরই কার্য্য-সমূহ। কার্য্যরূপে পরিণত এই সব ভূতগণ সর্বদা লীন হয় ও উৎপন্ন হয় । ৪

যেরূপ মহাভূতসকল সূক্ষ্মভূতগণ হইতে উৎপন্ন হয় ও তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয় এবং যেরূপ তরঙ্গসমূহ সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া উহাতেই লয় হইয়া যায়, সেইরূপ পরমাত্মা হইতে সমস্ত প্রাণী উদ্ভূত হয় ও পুনরায় তাঁহাতেই লয় হইয়া থাকে । ৫

যেরূপ কচ্ছপ নিজের অঙ্গসকল প্রসারিত করিয়া পুনরায় সঙ্কুচিত করিয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত প্রাণিগণের শরীর আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় তাহাতেই লয় হইয়া যায় ॥ ৬

দেহে যে শব্দ হয়, উহা আকাশের গুণ (কার্য্য)। এই স্থূলদেহের যে কঠিনাংশ, উহা পৃথিবীর কার্য্য। প্রাণ বায়ুর, রস জলের এবং রূপ তেজের কার্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছে । ৭

এইভাবে এই সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম শরীর পঞ্চ ভূতময়। প্রলয়কালে এই সবই পরমাত্মায় লীন হইয়া যায় এবং সৃষ্টির আরম্ভে পুনরায় তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে । ৮

সমস্ত ভূতগণের সৃষ্টিকারী ঈশ্বর, সকল প্রাণীর মধ্যে পঞ্চ মহাভূতগণকেই বিভাগপূর্বক সমাবেশ করিয়াছেন। দেহের মধ্যে যে ভূত অবস্থান করিলে পর মানুষ যে কার্য্য দেখিতে পায়, উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৯

শব্দ, শ্রোত্রেন্দ্রিয় (কর্ণ) ও ছিদ্রসকল—এই তিনটি আকাশের কার্য্য। রস, স্নেহ ও জিহ্বা—এই তিনটি জলের গুণ বা কার্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছে । ১০

রূপ, নেত্র ও পরিপাক—এই তিনটি গুণরূপে তেজেরই অবস্থিতি বলিয়া কথিত হয়। গন্ধ, ঘ্রাণ (নাসিকা) ও শরীর—এই তিনটি ভূমির গুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । ১১

প্রাণ, স্পর্শ ও চেষ্টা—এই তিনটি বায়ুর গুণ বলিয়া কথিত

সত্ত্বং রজস্তমঃ কালঃ কর্ম বুদ্ধিশ্চ ভারত।
মনঃষষ্ঠানি চৈতেষু ঈশ্বরঃ সমকল্পয়ৎ ॥ ১৩
যদূর্ধ্বং পাদতলয়োরবাঙ্ মূর্দ্ধ্নশ্চ পশ্যসি।
এতস্মিন্নেব কৃৎস্নেয়ং বর্ততে বুদ্ধিরন্তরে ॥ ১৪
ইন্দ্রিয়াণি নরে পঞ্চ ষষ্ঠং তু মন উচ্যতে।
সপ্তমীং বুদ্ধিমেবাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পুনরষ্টমঃ ॥ ১৫
ইন্দ্রিয়াণি চ কর্তা চ বিচেতব্যানি ভাগশঃ।
তমঃ সত্ত্বং রজশ্চৈব তেঽপি ভাবাস্তদাশ্রয়াঃ ॥ ১৬
চক্ষুরালোচনায়ৈব সংশয়ং কুরুতে মনঃ।
বুদ্ধিরধ্যবসানায় সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ॥
তমঃ সত্ত্বং রজশ্চেতি কালঃ কর্ম চ ভারত ॥ ১৭
গুণৈর্নেনীয়তে বুদ্ধির্বুদ্ধিরেবেন্দ্রিয়াণি চ।
মনঃষষ্ঠানি সর্বাণি বুদ্ধ্যভাবে কুতো গুণাঃ ॥ ১৮
যেন পশ্যতি তচ্চক্ষুঃ শৃণ্বতী শ্রোত্রমুচ্যতে।
জিঘ্রতী ভবতি ঘ্রাণং রসতী রসনা রসান্ ॥ ১৯
স্পর্শনং স্পর্শতী স্পর্শান্ বুদ্ধির্বিক্রিয়তেঽসকৃৎ।
যদা প্রার্থয়তে কিঞ্চিৎ তদা ভবতি সা মনঃ ॥ ২১
অধিষ্ঠানানি বুদ্ধ্যা হি পৃথগেতানি পঞ্চধা।
ইন্দ্রিয়াণীতি তান্যাহুস্তেষু দুষ্টেষু দুষ্যতি ॥ ২১
পুরুষে তিষ্ঠতী বুদ্ধিস্ত্রিষু ভাবেষু বর্ততে।
কদাচিল্লভতে প্রীতিং কদাচিদপি শোচতি ॥ ২২
ন সুখেন ন দুঃখেন কদাচিদপি বর্ততে।
সেয়ং ভাবাত্মিকা ভাবাংস্ত্রীনেতান্ পরিবর্ততে ॥ ২৩
সরিতাং সাগরো ভর্তা যথা বেলামিবোর্মিবান্।
ইতি ভাবগতা বুদ্ধির্ভাবে মনসি বর্ততে ॥ ২৪

হয়। রাজন্! এইরূপে আমি সমস্ত পাঞ্চভৌতিক গুণসমূহের ব্যাখ্যা করিলাম ॥ ১২

হে ভারত! ঈশ্বর এই সমস্ত প্রাণীরই শরীরে সত্ত্ব, রজ, তম, কাল, কর্ম, বুদ্ধি ও মনসহ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কল্পনা করিয়াছেন ॥ ১৩

পদতলদ্বয় হইতে উর্দ্ধ মস্তক পর্য্যন্ত যে শরীর এবং মস্তক হইতে নিম্নভাগ পর্য্যন্ত যে শরীর, উহার মধ্যেই এই বুদ্ধি পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যমান আছে ॥ ১৪

মানবদেহে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও ষষ্ঠরূপে মন কথিত হইয়াছে। বুদ্ধিকে সপ্তমী এবং ক্ষেত্রজ্ঞকে (জীবাত্মাকে) পুনরায় অষ্টম বলিয়া গণ্য করা হয় ॥ ১৫

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও জীবাত্মা—এই সকলকে কার্য্য বিভাগ অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ জানিতে হইবে। সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ এবং ইহাদের সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভাব জীবাত্মারই আশ্রিত ॥ ১৬

নেত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল দর্শনাদি কার্য্যসমূহের জন্যই। মন সংশয় করে এবং বুদ্ধি সেই বিষয়ের যথার্থ নিশ্চয় করিয়া থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞকে (জীবাত্মাকে) সাক্ষী বলা হয়। হে ভারত! সত্ত্ব, রজ, তম, কাল ও কর্ম—এই পঞ্চ গুণের দ্বারা বুদ্ধি বারংবার বিভিন্ন বিষয়ের দিকে সঞ্চালিত হয়। বুদ্ধি মনসহ সমস্ত ইন্দ্রিয়দিগকে পরিচালিত করে। এই বুদ্ধি যদি না থাকে, তবে এই সব ইন্দ্রিয়াদি কিরূপে কোন্ কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকে? ১৭-১৮

বুদ্ধি যাহার দ্বারা দেখে, উহার নাম নেত্র বা দৃষ্টি। এই বুদ্ধিই যখন নিজের বৃত্তিবিশেষের দ্বারা শ্রবণ করিতে থাকে, তখন উহাকে শ্রোত্র বলা হয়। রসাস্বাদন করিবার সময় রসনা এবং স্পর্শ অনুভব করিবার সময় উহাই স্পর্শেন্দ্রিয় (ত্বক্) নাম ধারণ করে। এইরূপে বুদ্ধি বারংবার বিকৃত হইতে থাকে। যখন এই বুদ্ধি কিছু প্রার্থনা করে, তখন উহাই আবার মন হইয়া যায় ॥ ১৯-২০

বুদ্ধির এই যে পৃথক্ পৃথক্ পঞ্চ অধিষ্ঠান, এই সকলকেই ইন্দ্রিয় বলা হয়। এই সব ইন্দ্রিয় দূষিত হইলে পর বুদ্ধিও দূষিত হইয়া যায় ॥ ২১

সাক্ষী আত্মার আশ্রয়ে স্থিতা বুদ্ধি সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস—এই তিন ভাবে (যাহা সুখ, দুঃখ ও মোহরূপে) অবস্থান করে, সেইজন্য কখনও (সত্ত্বগুণের উদ্রেকে) উহার আনন্দ লাভ হয় এবং কখনও (রজগুণের আধিক্য হইলে) সে দুঃখ ও শোক অনুভব করে ॥ ২২

কখনও (তমোগুণের আধিক্যে মোহাচ্ছন্ন হইয়া যাইলে পর) উহা সুখভোগ করে না এবং দুঃখভোগও করে না (সে নিদ্রা ও আলস্যাদিতে মগ্ন থাকে)। এইরূপে এই ভাবাত্মিকা বুদ্ধি উক্ত তিন ভাবের অনুসরণ করে ॥ ২৩

যেরূপ নদীসকলের পতি সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গমালায় যুক্ত হইলে পরও নিজের তটভূমি উল্লঙ্ঘন করিয়া যায় না, সেইরূপ সাত্ত্বিকাদি ভাবসমূহে যুক্ত বুদ্ধি তিনগুণকে উল্লঙ্ঘন করে না। ভাবনাময় মনেই সর্বদা অবস্থান করে ॥ ২৪

প্রবর্তমানং তু রজস্তদ্ভাবেনানুবর্ততে।
প্রহর্ষঃ প্রীতিরানন্দঃ সুখং সংশান্তচিত্ততা ॥ ২৫
কথঞ্চিদুপপদ্যন্তে পুরুষে সাত্ত্বিকা গুণাঃ।
পরিদাহস্তথা শোকঃ সন্তাপোঽপূর্তিরক্ষমা ॥ ২৬
লিঙ্গানি রজসস্তানি দৃশ্যন্তে হেত্বহেতুভিঃ।
অবিদ্যা রাগ-মোহৌ চ প্রমাদঃ স্তব্ধতা ভয়ম্ ॥২৭
অসমৃদ্ধিস্তথা দৈন্যং প্রমোহঃ স্বপ্নতন্দ্রিতা।
কথঞ্চিদুপবর্তন্তে বিবিধাস্তামসা গুণাঃ ॥ ২৮
তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কায়ে মনসি বা ভবেৎ।
বর্ততে সাত্ত্বিকো ভাব ইত্যুপেক্ষেত তৎ তথা ॥ ২৯
অথ যদ্ দুঃখসংযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ।
প্রবৃত্তং রজ ইত্যেব তদসংরভ্য চিন্তয়েৎ। ৩০
অথ যন্মোহসংযুক্তং কায়ে মনসি বা ভবেৎ।

যখন রজোগুণের প্রবৃত্তি হয়, তখন বুদ্ধি রাজসিক ভাবের অনুসরণ করে। যদি মানুষের যে কোনপ্রকারে অতিশয় হর্ষ, প্রীতি, আনন্দ, সুখ ও চিত্তে শান্তি উপলব্ধি হয়, তবে সেই সব সাত্ত্বিকগুণ বলিয়া জানিবে। ২৫½

যদি শরীর বা মনে কোন কারণে বা অকারণেই দাহ, শোক, সন্তাপ, অপূর্ণতা (লোভ-লিপ্সা) এবং অসহনশীলতা ভাব দেখা যায়, তবে সেই সবকে রজোগুণের চিহ্ন বলিয়া জানিবে। ২৬½

যদি কোনরূপে অবিদ্যা, রাগ, মোহ, প্রমাদ, স্তব্ধতা, ভয়, দরিদ্রতা, দীনতা, প্রমোহ (মূর্চ্ছা), স্বপ্ন, নিদ্রা ও আলস্যাদি দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে এই সবকে তমোগুণেরই বিবিধ রূপ বলিয়া জানিতে হইবে। ২৭-২৮

এরূপ পরিস্থিতিতে শরীর অথবা মনের মধ্যে যদি কোন প্রীতিযুক্ত ভাব উদয় হয়, তবে উহা সাত্ত্বিক ভাব; এরূপ স্থির করিবে। ২৯

যখন নিজের পক্ষে অপ্রসন্নতার হেতু ও দুঃখযুক্ত ভাব অনুভব হইতে থাকিবে, তখন রজোগুণের প্রবৃত্তি হইয়াছে, এরূপ নিজের মনে বিচার করিবে এবং সেরূপ কোন কার্য্যের আরম্ভ না করিয়া তাহার দিক হইতে নিজের চিন্তাকে সরাইয়া লইবে। ৩০

এইভাবে শরীর বা মনে যে মোহযুক্ত ভাব অতর্কিতরূপেই হউক ও জ্ঞাতভাবেই হউক যদি উপস্থিত হয়, তবে সেই বিষয়ে এই নিশ্চয় করিতে হইবে যে, উহা তমোগুণ। ৩১

অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ॥ ৩১
ইতি বুদ্ধিগতীঃ সর্বা ব্যাখ্যাতা যাবতীরিহ।
এতদ্ বুদ্ধ্বা ভবেদ্ বুদ্ধঃ কিমন্যদ্ বুদ্ধলক্ষণম্ ॥ ৩২
সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞয়োরেতদন্তরং বিদ্ধি সূক্ষ্ময়োঃ।
সৃজতেঽত্র গুণানেক একো ন সৃজতে গুণান্ ॥ ৩৩
পৃথগ্‌ভূতৌ প্রকৃত্যা তু সম্প্রযুক্তৌ চ সর্বদা।
যথা মৎস্যোঽদ্ভিরন্যঃ স্যাৎ সম্প্রযুক্তো ভবেৎ তথা ॥৩৪
ন গুণা বিদুরাত্মানং স গুণান্ বেদ সর্বশঃ।
পরিদ্রষ্টা গুণানাং তু সংস্রষ্টা মন্যতে যথা ॥ ৩৫
আশ্রয়ো নাস্তি সত্ত্বস্য গুণসর্গেণ চেতনা।
সত্ত্বমস্য সৃজন্ত্যন্যে গুণান্ বেদ কদাচন ॥ ৩৬
সৃজতে হি গুণান্ সত্ত্বং ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরিপশ্যতি।
সম্প্রয়োগস্তয়োরেষ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ধ্রুবঃ ॥ ৩৭

এইরূপ বুদ্ধির যতগুলি অবস্থা আছে, সেই সবের ব্যাখ্যা আমি এস্থলে করিলাম। ইহা জানিয়া মানুষ জ্ঞানী হয়। ইহা ব্যতীত আর কি জ্ঞানীর লক্ষণ হইতে পারে? ৩২

বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা) এই উভয়ই সূক্ষ্ম তত্ত্ব। এই উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, উহা জানিয়া লও। ইহাদের মধ্যে এক অর্থাৎ বুদ্ধি গুণসকলকে সৃষ্টি করে এবং অন্য অর্থাৎ আত্মা গুণসকল সৃষ্টি করেন না—কেবল সাক্ষী ভাবে সব কিছু নিরীক্ষণ করেন। ৩৩

এই দুই বুদ্ধি ও আত্মা স্বভাবতঃ পরস্পর ভিন্ন, তথাপি সর্বদা পরস্পর মিলিত বলিয়াই প্রতীত হয়। যেরূপ মৎস্য জল হইতে ভিন্ন হইলেও সদা উহার সহিত সংযুক্ত থাকে, সেইরূপ বুদ্ধি ও আত্মা পরস্পর ভিন্ন হইলেও অভিন্ন ভাবে অবস্থান করেন। ৩৪

সত্ত্বাদি গুণসকল জড় (অচেতন) বলিয়া আত্মাকে জানিতে পারে না; কিন্তু আত্মা চেতন, সেইজন্য সমস্ত গুণকে তিনি পূর্ণরূপে জানেন। যদিও তিনি গুণসকলের সাক্ষী, তথাপি মূঢ় মানুষ তাঁহাকে গুণসংশ্লিষ্ট বলিয়াই মনে করে। ৩৫

যখন বুদ্ধি সত্ত্বাদি গুণসমূহ সৃষ্টি করে, সেই সময় জীবাত্মা তাহার আশ্রয় হন না। অন্য গুণসকলের সৃষ্টিও বুদ্ধি করিয়া থাকে এবং সেই সব গুণকে জীব কখনও কখনও জানিতে সমর্থ হয়। ৩৬

বুদ্ধি গুণসমূহ উৎপন্ন করে এবং আত্মা কেবল সেই সব দেখিতে থাকেন। বুদ্ধি এবং আত্মার এই সম্বন্ধ অনাদি। ৩৭

ইন্দ্রিয়ৈস্তু প্রদীপার্থং ক্রিয়তে বুদ্ধিরন্তরা।
নিশ্চক্ষুর্ভিরজানদ্ভিরিন্দ্রিয়াণি প্রদীপবৎ ॥ ৩৮

এবংস্বভাবমেবৈতৎ তদ্ বুদ্ধ্বা বিহরেন্নরঃ।
অশোচন্নপ্রহৃষ্যংশ্চ স বৈ বিগতমৎসরঃ ॥ ৩৯

স্বভাবসিদ্ধমেবৈতদ্ যদিমান্ সৃজতে গুণান্।
ঊর্ণনাভির্যথা সূত্রং বিজ্ঞেয়াস্তন্তুবদ্ গুণাঃ ॥ ৪০

প্রধ্বস্তা ন নিবর্তন্তে প্রবৃত্তির্নোপলভ্যতে।
এবমেকে ব্যবস্যন্তি নিবৃত্তিরিতি চাপরে ॥ ৪১

ইতীদং হৃদয়গ্রন্থিং বুদ্ধিচিন্তাময়ং দৃঢ়ম্।
বিমুচ্য সুখমাসীত বিশোকশ্ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ৪২

তাম্যেয়ুঃ প্রচ্যুতাঃ পৃথ্বীং মোহপূর্ণাং নদীং নরাঃ।
যথা গাধমবিদ্বাংসো বুদ্ধিযোগময়ং তথা ॥ ৪৩

নৈব তাম্যন্তি বিদ্বাংসঃ প্লবন্তঃ পারমম্ভসঃ।
অধ্যাত্মবিদুষো ধীরা জ্ঞানং তু পরমং প্লবঃ ॥ ৪৪

ন ভবতি বিদুষাং মহদ্ভয়ং
যদবিদুষাং সুমহদ্ভয়ং ভবেৎ।
ন হি গতিরধিকাস্তি কস্যচিৎ
সকৃদুপদর্শয়তীহ তুল্যতাম্ ॥ ৪৫

যৎ করোতি বহুদোষমেকস্ত-
স্তচ্চ দূষয়তি যৎ পুরা কৃতম্।
নাপ্রিয়ং তদুভয়ং করোত্যসৌ
যচ্চ দূষয়তি যৎ করোতি চ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পাঞ্চভৌতিকে
পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮৫

দৃষ্টিশক্তিহীন ও অজ্ঞান ইন্দ্রিয়গণ বস্তুসকলকে প্রকাশিত করিবার জন্য বুদ্ধিকে মধ্যস্থ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণ সমস্ত বস্তুকে প্রকাশিত করিতে দীপের ন্যায় কেবল সহায়ক হয় ॥ ৩৮

এইরূপ "আত্মা অসঙ্গ ও নির্লেপ" ইহা জানিয়া মানুষ শোক, হর্ষ ও দ্বেষ পরিত্যাগ করত বিচরণ করিতে থাকে। ৩৯

যেরূপ মাকড়সা জাল নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ বুদ্ধি সত্ত্বাদি গুণসকলকে সৃষ্টি করে—ইহা স্বভাবসিদ্ধ; অতএব গুণসকলকে জালের ন্যায় এবং বুদ্ধিকে মাকড়সার ন্যায় জানিবে। ৪০

এই সব গুণ নষ্ট হইলে পর পুনরায় ফিরিয়া আসে না; কারণ, পুনর্ব্বার তাহাদের প্রবৃত্তির উপলব্ধি হয় না। এক শ্রেণীর বিদ্বান্‌গণের ইহাই অভিমত। অপর বিদ্বান্‌গণ আবার নষ্ট গুণসকলের পুনরাবৃত্তি স্বীকার করেন। ৪১

এইভাবে বুদ্ধির চিন্তারূপ এই সুদৃঢ় হৃদয়-গ্রন্থি ত্যাগ করত শোক ও সংশয়হীন হইয়া সুখের সহিত অবস্থান করিবে। ৪২

জলের গভীরতা সম্বন্ধে অজ্ঞ মানুষগণ যেরূপ নদীর তলদেশে যাইয়া দুঃখ অনুভব করে, সেইরূপ বুদ্ধিযোগে (জ্ঞানে) অনভিজ্ঞ সকল মানুষ এই মোহময় বিশাল সংসার-নদীতে পতিত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে। ৪৩

যেরূপ যে সকল ব্যক্তি সন্তরণ করিতে জানে, তাহারাই সন্তরণ করিয়া অগাধ জল পার হইয়া যায়; তাহাদিগকে কোনরূপ কষ্টভোগ করিতে হয় না, সেইরূপ অধ্যাত্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ ধীর পুরুষগণ অনায়াসে সংসারসাগর পার হইয়া যান; তাঁহাদের নিকট জ্ঞানই উত্তম নৌকা হয়। ৪৪

অজ্ঞান পুরুষগণের নিকট যে সংসার অতিশয় ভয়স্বরূপ হয়, জ্ঞানী পুরুষদিগের নিকট সেই গুরুতর ভয়স্বরূপ সংসারেও অল্প ভয়ও হয় না। জ্ঞানী পুরুষগণের মধ্যে কাহারও অধিক বা কাহারও ন্যূন (স্বল্প) গতি লাভ হয় না অর্থাৎ সকলের পক্ষেই সমান গতি লাভ হয়। "সকৃদ্ বিভাতো হ্যেষ ব্রহ্মলোক" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এস্থলে জ্ঞানিগণের গতির সমানতা দেখাইয়া থাকেন। ৪৫

অজ্ঞানাবস্থায় মানুষ যে অনেক দোষযুক্ত কর্ম্ম করে এবং সে পূর্ব্বে যে সব কর্ম্ম করিয়াছে, সেই সবের জন্য শোক করিতে থাকে। ইহা ব্যতীত অজ্ঞান অবস্থায় যে সে অপরের কৃত অপ্রিয় কর্ম্মকে দোষরূপে দেখে এবং রাগাদি দোষবশতঃ স্বয়ং যে দূষিত কর্ম্ম করে, এই উভয় প্রকার কর্ম্মই জ্ঞান হইবার পর আর করে না। ৪৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে পাঞ্চভৌতিক তত্ত্বের বর্ণনা বিষয়ক পঞ্চাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়শীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সমঙ্গেন নারদসমীপে স্বস্য শোকহীনাবস্থায়া বর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শোকাদ্ দুঃখাচ্চ মৃত্যোশ্চ ত্রসন্তে প্রাণিনঃ সদা।
উভয়ং নো যথা ন স্যাৎ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
নারদস্য চ সংবাদং সমঙ্গস্য চ ভারত ॥ ২

নারদ উবাচ।

উরসেব প্রণমসে বাহুভ্যাং তরসেব চ।
সম্প্রহৃষ্টমনা নিত্যং বিশোক ইব লক্ষ্যসে ॥ ৩
উদ্বেগং ন হি তে কিঞ্চিৎ সুসূক্ষ্মমপি লক্ষয়ে।
নিত্যতৃপ্ত ইব স্বস্থো বালবচ্চ বিচেষ্টসে ॥ ৪

সমঙ্গ উবাচ।

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্বমেতৎ তু মানদ।
তেষাং তত্ত্বানি জানামি ততো ন বিমনা হ্যহম্ ॥ ৫
উপক্রমানহং বেদ পুনরেব ফলোদয়ান্।
লোকে ফলানি চিত্রাণি ততো ন বিমনা হ্যহম্ ॥ ৬
অগাধাশ্চাপ্রতিষ্ঠাশ্চ গতিমন্তশ্চ নারদ।
অন্ধা জড়াশ্চ জীবন্তি পশ্যাস্মানপি জীবতঃ ॥ ৭
বিহিতেনৈব জীবন্তি অরোগাঙ্গা দিবৌকসঃ।
বলবন্তোঽবলাশ্চৈব তদ্বাদস্মান্ সভাজয় ॥ ৮
সহস্রিণোঽপি জীবন্তি জীবন্তি শতিনস্তথা।
শাকেন চান্যে জীবন্তি পশ্যাস্মানপি জীবতঃ ॥ ৯
যদা ন শোচেমহি কিং নু নঃ স্যাদ্
ধর্মেণ বা নারদ কর্মণা বা।
কৃতান্তবশ্যানি যদা সুখানি
দুঃখানি বা যন্ন বিধর্ষয়ন্তি ॥ ১০

ষড়শীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[সমঙ্গকর্তৃক নারদের নিকট নিজের শোকহীন অবস্থার কথা বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! সংসারের সকল প্রাণীই সর্ব্বদা শোক, দুঃখ ও মৃত্যুকে ভয় করে, অতএব আপনি এরূপ উপদেশ করুন, যাহাতে আমাদের এই উভয়ের ভয় থাকে না। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—হে ভারত! এ বিষয়ে বিদ্বান্ পুরুষগণ দেবর্ষি নারদ ও সমঙ্গের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস এস্থলে উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ২

নারদ বলিলেন,—অন্য সকলে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করে, কিন্তু আপনি হৃদয় দিয়া প্রণাম করিতেছেন। ইহাতে মনে হইতেছে— আপনি এই সংসারকে নিজের দুই হস্তে সন্তরণ করিয়া পার হইয়া যাইতেছেন। আপনার মন নিত্য প্রসন্ন থাকে এবং আপনি সর্ব্বদা শোক-শূন্যের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছেন ॥ ৩

আমি আপনার চিত্তে কখনও অল্পও উদ্বেগ পরিদর্শন করি নাই। আপনি নিত্য তৃপ্তের ন্যায় নিজের মধ্যে অবস্থান করত বালকতুল্য চেষ্টা করিতেছেন (ইহার কারণ কি?) ৪

সমঙ্গ বলিলেন,—মানদ! আমি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই সবেরেই স্বরূপ এবং তত্ত্ব জানি; সেইজন্য আমার মনে কোন উদ্বেগ নাই। ৫

আমি কর্ম্মসকলের আরম্ভ ও সেই সবের ফলোদয়ের কালও জানি এবং লোকে যে সমস্ত নানাবিধ বিচিত্র কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়, সেই সবও আমি জানি, এইজন্য আমি বিমনা হই না। ৬

হে নারদ। আপনি দেখুন, যেরূপ জগতে মূর্খ, অপ্রতিষ্ঠিত, প্রগতিশীল, অন্ধ ও জড় মনুষ্যগণও জীবিত থাকে, সেইরূপ আমরাও জীবিত থাকি ॥ ৭

নীরোগ দেহধারী দেবতাগণ, বলবান্ ও নির্ব্বল সকলেই নিজ নিজ প্রারব্ধের বিধিনানুসারে জীবন ধারণ করেন; অতএব আমরাও প্রারব্ধকেই অবলম্বন করত কোন কার্য্য আরম্ভ করি নাই, সেইজন্য আপনি আমাদিগকে সমাদর করুন (অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া আমাদের অনাদর করিবেন না) ॥ ৮

যাহাদের নিকট হাজার অর্থ আছে, তাহারাও জীবিত থাকে। যাহাদের নিকট শত অর্থ আছে, তাহারাও জীবন ধারণ করে। অন্য বহু লোক কেবল শাকের দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করে। সেইরূপ আমরাও জীবিত আছি—ইহা অবলোকন করুন। ৯

নারদ! যখন অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যাওয়ায় আমরা শোক করি না, তখন ধর্ম্ম বা লৌকিক কর্ম্মের দ্বারা আমাদের কোন্ প্রয়োজন সাধিত হইবে? সমস্ত সুখ ও দুঃখ কালের অধীন হওয়ায় ক্ষণভঙ্গুর; অতএব এই উভয়ে জ্ঞানী পুরুষকে পরাভূত করিতে পারে না। ১০

যস্মৈ প্রাজ্ঞাঃ কথয়ন্তে মনুষ্যাঃ
প্রজ্ঞামূলং হীন্দ্রিয়াণাং প্রসাদঃ।
মুহ্যন্তি শোচন্তি তথেন্দ্রিয়াণি
প্রজ্ঞালাভো নাস্তি মূঢ়েন্দ্রিয়স্য ॥ ১১

মূঢ়স্য দর্পঃ স পুনর্মোহ এব
মূঢ়স্য নায়ং ন পরোঽস্তি লোকঃ।
ন হ্যেব দুঃখানি সদা ভবন্তি
সুখস্য বা নিত্যশো লাভ এব ॥ ১২

ভবাত্মকং সম্পরিবর্তমানং
ন মাদৃশঃ সংজ্বরং জাতু কুর্য্যাৎ।
ইষ্টান্ ভোগান্ নানুরুধ্যেৎ সুখং বা
ন চিন্তয়েদ্ দুঃখমভ্যাগতং বা ॥ ১৩

সমাহিতো ন স্পৃহয়েৎ পরেষাং
নানাগতং চাভিনন্দেচ্চ লাভম্।
ন চাপি হৃষ্যেদ্ বিপুলেঽর্থলাভে
তথার্থনাশে চ ন বৈ বিষীদেৎ ॥ ১৪

ন বান্ধবা ন চ বিত্তং ন কৌল্যং
ন চ শ্রুতং ন চ মন্ত্রা ন বীর্য্যম্।
দুঃখাৎ ত্রাতুং সর্ব এবোৎসহন্তে
পরত্র শীলেন তু যান্তি শান্তিম্ ॥ ১৫

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য নাযোগাদ্ বিন্দতে সুখম্।
ধৃতিশ্চ দুঃখত্যাগশ্চেত্যুভয়ং তু সুখং নৃপ ॥ ১৬

প্রিয়ং হি হর্ষজননং হর্ষ উৎসেকবর্ধনঃ।
উৎসেকো নরকায়ৈব তস্মাৎ তান্ সন্ত্যজাম্যহম্ ॥ ১৭

এতান্ শোকভয়োৎসেকান্ মোহনান্ সুখদুঃখয়োঃ।
পশ্যামি সাক্ষিবল্লোকে দেহস্যাস্য বিচেষ্টনাৎ ॥ ১৮

অর্থ-কামৌ পরিত্যজ্য বিশোকো বিগতজ্বরঃ।
তৃষ্ণা-মোহৌ তু সন্ত্যজ্য চরামি পৃথিবীমিমাম্ ॥ ১৯

ন চ মৃত্যোর্ন চাধর্মান্ন লোভান্ন কুতশ্চন।
পীতামৃতস্যেবাত্যন্তমিহ বামুত্র চ ভয়ম্ ॥ ২০

জ্ঞানী পুরুষগণ যখন বলেন যে, প্রজ্ঞার মূল হইল ইন্দ্রিয়গণের নির্মলতা, তখন ইন্দ্রিয়গণই শোকাচ্ছন্ন ও মোহে মগ্ন হয়। সেই মোহাচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়বান্ পুরুষের কখনও প্রজ্ঞালাভ হয় না ॥ ১১

মূঢ় মানুষের গর্ব্ব হয়, এই গর্ব্ব পুনরায় মোহ বলিয়াই জানিবে। মূঢ় মানুষের ইহলোক ও পরলোক কোন লোকই সুখকর হয় না। কাহারও সর্ব্বদা দুঃখভোগ হয় না এবং কাহারও আবার নিত্য নিরন্তর সুখ লাভও হয় না ॥ ১২

সংসারের স্বরূপকে প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া আমার ন্যায় মানুষ কখনও সন্তাপ করে না, অভীষ্ট ভোগ অথবা সুখেরও অনুসরণ করে না এবং দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইলেও উহার জন্য চিন্তিতও হয় না ॥ ১৩

মহাপুরুষ অন্য ব্যক্তিগণের সুখের প্রতি যোগারূঢ় অভিলাষ করেন না। ভবিষ্যতে প্রাপ্য অর্থলাভকেও তিনি অভিনন্দিত করেন না। বিপুল অর্থলাভ হইলেও হৃষ্ট হন না এবং ধননাশ হইলে পর বিপদগ্রস্ত হন না ॥ ১৪

বন্ধু-বান্ধব, ধন, উত্তমকুল, শাস্ত্রাধ্যয়ন, মন্ত্র ও পরাক্রম—এই সমস্ত মিলিত হইয়াও কাহাকেও দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না। পরলোকে সকল মানুষ নিজ নিজ উত্তম স্বভাবের জন্যই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। ১৫

যাহার চিত্ত যোগযুক্ত নয়, তাহার সমস্ত বুদ্ধি লাভ হয় না। যোগ ব্যতীত কেহ সুখলাভ করিতে পারে না। হে নৃপ! দুঃখ-সকলের সম্বন্ধ ত্যাগ ও ধৈর্য্য এই উভয়ই হইল সুখের কারণ ॥ ১৬

প্রিয় বস্তু হর্ষজনক হয়। হর্ষ অভিমানকে বর্দ্ধিত করে এবং অভিমান নরকের কারণ হয়, সেই হেতু আমি এই তিনটিকেই পরিত্যাগ করিয়াছি ॥ ১৭

শোক, ভয় ও অভিমান—ইহারা সকল মানুষকে সুখ-দুঃখে পাতিত করিয়া মোহিত করে; সেইজন্য যতক্ষণ এই শরীর চেষ্টা করিতে থাকে, ততক্ষণ আমি এই সবকে সাক্ষীর ন্যায় দেখিতে থাকি। ১৮

অর্থ ও কামকে পরিত্যাগ করিয়া এবং তৃষ্ণা ও মোহকে ত্যাগ করত আমি শোকহীন ও সন্তাপশূন্য হইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি ॥ ১৯

যেরূপ অমৃতপানকারী মানুষ মৃত্যু হইতে ভীত হয় না, সেইরূপ আমারও ইহলোক ও পরলোকে মৃত্যু, অধর্ম্ম, লোভ ও অন্য কিছু হইতে ভয় হয় না ॥ ২০

এতদ্ ব্রহ্মন্ বিজানামি মহৎ কৃত্বা তপোঽব্যয়ম্।
তেন নারদ সম্প্রাপ্তো ন মাং শোকঃ প্রবাধতে ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্মপর্ব্বণি সমঙ্গনারদসংবাদে ষড়শীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮৬

ব্রহ্মন্! আমি অক্ষয় তপস্যা করিয়া পরব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছি; নারদ! অতএব শোক আসিয়া উপস্থিত হইলেও আমাকে ব্যাকুল করিতে পারে না ॥ ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে সমঙ্গ ও নারদের সংবাদবিষয়ক ষড়শীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নারদেন গালবমুনয়ে শ্রেয়োলাভস্যোপদেশঃ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অতত্ত্বজ্ঞস্য শাস্ত্রাণাং সততং সংশয়াত্মনঃ।
অকৃতব্যবসায়স্য শ্রেয়ো ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

গুরুপূজা চ সততং বৃদ্ধানাং পর্য্যুপাসনম্।
শ্রবণং চৈব শাস্ত্রাণাং কূটস্থং শ্রেয় উচ্যতে ॥ ২
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
গালবস্য চ সংবাদং দেবর্ষের্নারদস্য চ ॥ ৩
স্বাশ্রমং সমনুপ্রাপ্তং নারদং দেববর্চসম্।
বীতমোহক্লমং বিপ্রং জ্ঞানতৃপ্তং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
শ্রেয়স্কামো যতাত্মানং নারদং গালবোঽব্রবীৎ ॥৪
যৈঃ কশ্চিৎ সম্মতো লোকে গুণৈশ্চ পুরুষো মুনে!
ভবত্যনপগান্ সর্বাংস্তান্ গুণাংল্লক্ষয়ামহে ॥ ৫
ভবানেবংবিধোঽস্মাকং সংশয়ং ছেত্তুমর্হতি।
অমূঢ়শ্চিরমূঢ়ানাং লোকতত্ত্বমজানতাম ॥ ৬
জ্ঞানে হ্যেবং প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ কার্য্যাণামবিশেষতঃ।
যৎ কার্য্যং ন ব্যবস্যামস্তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ৭
ভগবন্নাশ্রমাঃ সর্বে পৃথগাচারদর্শিনঃ;
ইদং শ্রেয় ইদং শ্রেয় ইতি সর্বে প্রবোধিতাঃ ॥ ৮

সপ্তাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[নারদ কর্ত্তৃক গালবমুনিকে শ্রেয়োলাভের উপদেশ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যে ব্যক্তি শাস্ত্রসকলের তত্ত্ব জানে না, যাহার মন সতত সংশয়াপন্ন, যে ব্যক্তি পরমার্থের জন্য কোন নিশ্চিত অধ্যবসায় অবলম্বন করে না, সেই ব্যক্তির কল্যাণ লাভ কিভাবে হয়? ইহা আমাকে বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! সর্ব্বদা গুরুজনগণের পূজা, বৃদ্ধ পুরুষগণের সেবা ও শাস্ত্রসকল শ্রবণ—এই তিনটি কল্যাণের অমোঘ সাধন বলিয়া কথিত হয় ॥ ২

এ বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি গালবের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস এ স্থলে উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥৩

কল্যাণকামী জিতেন্দ্রিয় গালব মুনি নিজের আশ্রমে উপস্থিত, দেবোপম তেজস্বী, ব্রাহ্মণ, মোহ ও ক্লান্তিহীন, জ্ঞানানন্দে পরিপূর্ণ এবং মনকে বশীভূত করিতে সমর্থ দেবর্ষি নারদকে বলিলেন ॥ ৪

মুনে! সংসারে কোনও মানুষ যে সব গুণের দ্বারা সম্মানিত হয়, সেই সমস্ত গুণই আমরা স্থায়িভাবে আপনার মধ্যে লক্ষ্য করিয়া থাকি ॥ ৫

সর্ব্বগুণসম্পন্ন আপনার ন্যায় জ্ঞানী মহাত্মাই লোকতত্ত্বের জ্ঞানশূন্য ও চিরকাল হইতে অজ্ঞানে পতিত আমাদের তুল্য মনুষ্যগণের সংশয় নিবারণ করিতে পারেন ॥ ৬

মুনে! শাস্ত্রে বহু কর্ত্তব্য কর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অমুক কর্ম্ম এইভাবে কৃত হইলে জ্ঞানমার্গে প্রবৃত্তি হয়, আমরা ইহার বিশেষরূপে নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না; অতএব আমাদের পক্ষে যাহা করণীয় এবং যাহার নির্দ্ধারণ আমরা করিতে পারিতেছি না, উহা আপনি আমাদের কৃপা করিয়া বলুন ॥৭

ভগবন্! সকল আশ্রমাশ্রয়ী ব্যক্তিগণ পৃথক্ পৃথক্ নিজ নিজ আচার দর্শন করাইয়া থাকেন এবং 'ইহা শ্রেষ্ঠ, ইহা শ্রেষ্ঠ' এরূপ উপদেশ দান করিতে করিতে (নিজ নিজ সিদ্ধান্তের প্রাধান্য প্রতিপাদন করিতে করিতে) সকল মানুষের মনে সেই সেই জ্ঞান জন্মাইয়া থাকেন ॥ ৮

তাংস্তু বিপ্রস্থিতান্ দৃষ্ট্বা শাস্ত্রৈঃ শাস্ত্রাভিনন্দিনঃ
স্বশাস্ত্রৈঃ পরিতুষ্টাংশ্চ শ্রেয়ো নোপলভামহে ॥ ৯
শাস্ত্রং যদি ভবেদেকং শ্রেয়ো ব্যক্তং ভবেৎ তদা।
শাস্ত্রৈশ্চ বহুভির্ভূয়ঃ শ্রেয়ো গুহ্যং প্রবেশিতম্ ॥ ১০
এতস্মাৎ কারণাচ্ছ্রেয়ঃ কলিলং প্রতিভাতি মে।
ব্রবীতু ভগবাংস্তন্মে উপসন্নোঽস্ম্যধীহি ভোঃ ॥ ১১

নারদ উবাচ।

আশ্রমাস্তাত চত্বারো যথাসঙ্কল্পিতাঃ পৃথক্।
তান্ সর্বাননুপশ্য ত্বং সমাশ্রিত্যেতি গালব ॥ ১২
তেষাং তেষাং তথা হি ত্বমাশ্রমাণাং ততস্ততঃ।
নানারূপগুণোদ্দেশং পশ্য বিপ্র স্থিতং পৃথক্ ॥ ১৩
ন যান্তি চৈব তে সম্যগভিপ্রেতমসংশয়ম্।
অন্যেঽপশ্যংস্তথা সম্যগাশ্রমাণাং পরাং গতিম্ ॥ ১৪
যৎ তু নিঃশ্রেয়সং সম্যক্ তচ্চৈবাসংশয়াত্মকম্ ॥ ১৫
অনুগ্রহঞ্চ মিত্রাণামমিত্রাণাঞ্চ নিগ্রহম্।
সংগ্রহঞ্চ ত্রিবর্গস্য শ্রেয় আহুর্মনীষিণঃ ॥ ১৬
নিবৃত্তিঃ কর্মণঃ পাপাৎ সততং পুণ্যশীলতা।
সদ্ভিশ্চ সমুদাচারঃ শ্রেয় এতদসংশয়ম্ ॥ ১৭
মার্দবং সর্বভূতেষু ব্যবহারেষু চার্জবম্।
বাক্ চৈব মধুরা প্রোক্তা শ্রেয় এতদসংশয়ম্ ॥ ১৮
দৈবতেভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ সংবিভাগোঽতিথিষ্বপি।
অসন্ত্যাগশ্চ ভৃত্যানাং শ্রেয় এতদসংশয়ম্ ॥ ১৯
সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যজ্ঞানং তু দুষ্করম্।
যদ্ ভূতহিতমত্যন্তমেতৎ সত্যং ব্রবীম্যহম্ ॥ ২০
অহঙ্কারস্য চ ত্যাগঃ প্রমাদস্য চ নিগ্রহঃ।
সন্তোষশ্চৈকচর্য্যা চ কূটস্থং শ্রেয় উচ্যতে ॥ ২১

যাহাদের মনে এইসব বিষয় অবস্থিত রহিয়াছে, সেই সব ব্যক্তিকে উক্ত শাস্ত্রসকলের উপদেশানুসারে নানাপ্রকার আচার মার্গে চলিতে এবং নিজ নিজ শাস্ত্রকে অভিনন্দিত করিতে দেখিয়া যেরূপ আমরা নিজের মান্যতায় সন্তুষ্ট, সেইরূপ তাহাদিগকেও সন্তুষ্ট দেখিয়া আমাদের মনে সংশয় উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা ইহা যথাযথভাবে নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না যে, পরম কল্যাণপ্রাপ্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় কি ? ৯

যদি শাস্ত্র এক হইত, তবে শ্রেয়প্রাপ্তির উপায়ও এক হওয়ার কারণ উহা স্পষ্টভাবে বুঝা যাইত, কিন্তু বহু শাস্ত্র নানা প্রকারে বর্ণনা করিয়া শ্রেয়কে গুহ্য অবস্থায় লইয়া গিয়াছেন—অর্থাৎ শ্রেয়কে সর্ব্বতোভাবে গোপন করিয়া দিয়াছেন ॥ ১০

এই কারণে শ্রেয়ের স্বরূপকে আমার সংশয়াপন্ন বলিয়া মনে হইতেছে। ভগবন্! এখন আপনিই আমাকে উহার উপদেশ করুন। আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমি আপনার শিষ্য, অতএব আপনি আমাকে শ্রেয় মার্গের উপদেশ করুন ॥ ১১

নারদ বলিলেন,—তাত! ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি প্রকার আশ্রম। শাস্ত্রে এই সকলের পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা আছে। গালব! তুমি জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করত সেই সবকে যথার্থ রূপে জান ॥ ১২

বিপ্রবর! সেই সেই আশ্রমসমূহের যে নানাপ্রকার গুণ-সম্পন্ন ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, উহা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্থিত আছে। এই বিষয় নিরীক্ষণ কর ॥ ১৩

যাহারা সাধারণ মানুষ, তাহারা এই সব আশ্রমের বাস্তবিক অভিপ্রায় ভালভাবে নিঃসংশয়ে জানিতে পারে না, কিন্তু অন্য যাহারা তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, তাঁহারা সকল আশ্রমের পরম তত্ত্ব যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারেন ॥ ১৪

যাহা সর্ব্বোত্তম কল্যাণকর সাধন, উহা সর্ব্বথা সংশয়হীনই হয়। সুহৃদ্‌গণের প্রতি দয়া করা, শত্রুভাবাপন্ন দুষ্টসকলকে দণ্ডদান করা এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সংগ্রহ করা—ইহাদিগকে মনীষী পুরুষগণ শ্রেয় বলেন ॥ ১৫-১৬

পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, সতত পুণ্য কর্ম্মসমূহে আসক্ত থাকা এবং সৎপুরুষগণের সঙ্গে থাকিয়া যথাযথভাবে সদাচার পালন করা—ইহাই হইল সংশয়হীন শ্রেয় অর্থাৎ কল্যাণকর পথ ॥ ১৭

সমস্ত প্রাণীর প্রতি বিনয়পূর্ণ আচরণ করা, সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারে সরলতা দেখান এবং মধুর বাক্য বলা—এই সবও সংশয়রহিত কল্যাণকর পথ ॥ ১৮

দেবতা ও পিতৃগণ এবং অতিথিদিগকে প্রাপ্য ভাগ অর্পণ করা ও ভরণ-পোষণযোগ্য ব্যক্তিবর্গকে ত্যাগ না করা—এইগুলি কল্যাণের নিশ্চিত সাধন ॥ ১৯

সত্যকথা বলা কল্যাণকর, কিন্তু সত্যকে যথার্থ ভাবে জানা কঠিন। আমি তাহাকেই 'সত্য' বলিব, যাহার দ্বারা প্রাণিগণের অত্যন্ত হিত হইয়া থাকে ॥ ২০

অহঙ্কার ত্যাগ, প্রমাদকে (অনবধানতাকে) সংযত রাখা, সন্তোষ ও একান্ত বাস—ইহা অবিকারী শ্রেয় বলিয়া কথিত হয় ॥ ২১

ধর্মেণ বেদাধ্যয়নং বেদাঙ্গানাং তথৈব চ
জ্ঞানার্থানাঞ্চ জিজ্ঞাসা শ্রেয় এতদসংশয়ম্ ॥ ২২
শব্দরূপরসস্পর্শান্ সহ গন্ধেন কেবলান্ ।
নাত্যর্থমুপসেবেত শ্রেয়সোঽর্থী কথঞ্চন ॥ ২৩
নক্তঞ্চর্য্যাং দিবাস্বপ্নমালস্যং পৈশুনং মদম্ ।
অতিযোগমযোগঞ্চ শ্রেয়সোঽর্থী পরিত্যজেৎ ॥ ২৪
আত্মোৎকর্ষং ন মার্গেত পরেষাং পরিনিন্দয়া ।
স্বগুণৈরেব মার্গেত বিপ্রকর্ষং পৃথগ্জনাৎ ॥ ২৫
নির্গুণাস্ত্বেব ভূয়িষ্ঠমাত্মসম্ভাবিতা নরাঃ ।
দোষৈরন্যান্ গুণবতঃ ক্ষিপন্ত্যাত্মগুণক্ষয়াৎ ॥ ২৬
অনুচ্যমানাস্ত পুনস্তে মন্যন্তে মহাজনাৎ ।
গুণবত্তরমাত্মানং স্বেন মানেন দর্পিতাঃ ॥ ২৭
অব্রুবন্ কস্যচিন্নিন্দামাত্মপূজামবর্ণয়ন্ ।
বিপশ্চিদ্ গুণসম্পন্নঃ প্রাপ্নোত্যেব মহদ্ যশঃ ॥ ২৮
অব্রুবন্ বাতি সুরভির্গন্ধঃ সুমনসাং শুচিঃ ।
তথৈবাব্যাহরন্ ভাতি বিমলো ভানুরম্বরে ॥ ২৯
এবমাদীনি চান্যানি পরিত্যক্তানি মেধয়া ।
জ্বলন্তি যশসা লোকে যানি ন ব্যাহরন্তি চ ॥ ৩০
ন লোকে দীপ্যতে মূর্খঃ কেবলাত্মপ্রশংসয়া ।
অপি চাপিহিতঃ শ্বভ্রে কৃতবিদ্যঃ প্রকাশতে ॥ ৩১
অসদুচ্চৈরপি প্রোক্তঃ শব্দঃ সমুপশাম্যতি ।
দীপ্যতে ত্বেব লোকেষু শনৈরপি সুভাষিতম্ ॥ ৩২
মূঢ়ানামবলিপ্তানামসারং ভাষিতং বহু ।
দর্শয়ত্যন্তরাত্মানমগ্নিরূপমিবাংশুমান্ ॥ ৩৩
এতস্মাৎ কারণাৎ প্রজ্ঞাং মৃগয়ন্তে পৃথগ্বিধাম্ ।
প্রজ্ঞালাভো হি ভূতানামুত্তমঃ প্রতিভাতি মে ॥ ৩৪

ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে বেদ ও ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহের স্বাধ্যায় করা এবং এই সবের সিদ্ধান্ত জানিবার ইচ্ছা জাগরূক রাখা নিঃসন্দেহে কল্যাণকর সাধন ॥ ২২

যে ব্যক্তি কল্যাণকামী, সে ব্যক্তি কোনরূপেই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই সব বিষয়ের অধিক সেবা (উপভোগ) করিবে না। ২৩

কল্যাণকামী পুরুষ রাত্রিতে বিচরণ, দিনের বেলায় নিদ্রা যাওয়া, আলস্য, খলতা, মাদকদ্রব্য সেবা, আহার-বিহারের অধিকমাত্রায় সেবন এবং উহার সর্ব্বদা ত্যাগ—এই সব পরিহার করিবে। ২৪

অপর ব্যক্তিগণের নিন্দা করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিবে না। সাধারণ মানুষ হইতে নিজের উৎকৃষ্টতা স্বীয় গুণসমূহের দ্বারাই প্রতিপন্ন করিবে (বাক্যের দ্বারা নহে) ॥২৫

গুণহীন মানুষেরাই নিজেদের অতিশয় প্রশংসা করিতে থাকে। তাহারা নিজেদের মধ্যে গুণের স্বল্পতা দেখিয়া অন্য গুণবান্ পুরুষগণের সকল গুণের দোষ বলিয়া তাহাদের নিন্দা করে। ২৬

নিজ নিজ গর্ব্বে গর্বিত অশিক্ষিত লোকেরা পুনরায় নিজেকে নিজেই মহাপুরুষ হইতেও অধিক গুণবান্ বলিয়া মনে করে।২৭

কিন্তু যাঁহারা অপর কাহারও নিন্দা এবং নিজেদের প্রশংসা করেন না, এরূপ উত্তম গুণসম্পন্ন বিদ্বান্ পুরুষগণই প্রভূত যশের অধিকারী হইয়া থাকেন। ২৮

কিছু না বলিলেও পুষ্পসমূহের পবিত্র ও মনোরম সুগন্ধ প্রবাহিত হইতে থাকে। নির্মল সূর্য্য নিজের প্রশংসা না করিয়াই আকাশে প্রকাশিত হইতে থাকেন। ২৯

এইরূপ জগতে আরও বহু মানুষ আছে, যাহারা নিজেদের প্রশংসা করে না বটে, কিন্তু নিজ নিজ যশে দেদীপ্যমান হয়। ৩০

মূর্খ মানুষ কেবল নিজেদের প্রশংসা করিয়াই জগতে খ্যাতি লাভ করিতে পারে না। বিদ্বান্ পুরুষ গুহাতে আত্মগোপন করিয়া থাকিলেও তাঁহার খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়া যায়। ৩১

অসৎ কথা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকিলেও শূন্যে বিলীন হইয়া যায় এবং জগতে তাহার আদর থাকে না, কিন্তু উত্তম কথা ধীরে ধীরে বলিলেও উহা সংসারে প্রকাশিত হইতে থাকে—তাহার সমাদর হয় ও প্রভাব বাড়িতে থাকে। ৩২

গর্ব্বিত মূর্খগণের কথিত অসার বাক্য তাহাদের দূষিত অন্তকরণই সেইভাবে প্রদর্শন করাইয়া থাকে, যেরূপ সূর্য্য সূর্য্য-কান্ত মণির সংযোগে নিজের দাহক অগ্নিরূপকে প্রকাশিত করেন। ৩৩

সেই কারণে কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ অনেক শাস্ত্রের অধ্যয়নে নানাপ্রকার প্রজ্ঞার (উত্তম বুদ্ধির) অন্বেষণ করিতে থাকেন। আমার ত' সকল প্রাণীদিগের পক্ষে প্রজ্ঞালাভই উত্তম বলিয়া মনে হয়। ৩৪

নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রুয়ান্নাপ্যন্যায়েন পৃচ্ছতঃ।
জ্ঞানবানপি মেধাবী জড়বৎ সমুপাবিশেৎ ॥ ৩৫
ততো বাসং পরীক্ষেত ধর্মনিত্যেষু সাধুষু।
মনুষ্যেষু বদান্যেষু স্বধর্মনিরতেষু চ ॥ ৩৬
চতুর্ণাং যত্র বর্ণানাং ধর্মব্যতিকরো ভবেৎ।
ন তত্র বাসং কুর্বীত শ্রেয়োঽর্থী বৈ কথঞ্চন ॥ ৩৭
নিরারম্ভোঽপ্যয়মিহ যথালব্ধোপজীবনঃ।
পুণ্যং পুণ্যেষু বিমলং পাপং পাপেষু চাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৮
অপামগ্নেস্তথেন্দোশ্চ স্পর্শং বেদয়তে যথা
তথা পশ্যামহে স্পর্শমুভয়োঃ পুণ্য-পাপয়োঃ ॥৩৯
অপশ্যন্তোঽন্নবিষয়ং ভুঞ্জতে বিঘসাশিনঃ।
ভুঞ্জানাশ্চাত্মবিষয়ান্ বিষয়ান্ বিদ্ধি কর্মণাম্ ॥ ৪০
যত্রাগময়মানানামসৎকারেণ পৃচ্ছতাম্।

বুদ্ধিমান্ পুরুষ জ্ঞানবান্ হইলেও কেহ জিজ্ঞাসা না করিলে কাহাকেও কোন উপদেশ করিবেন না। অন্যায় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেও কাহারও প্রশ্নে উত্তর দিবেন না, বরং জড়ের ন্যায় নীরবে বসিয়া থাকিবেন ॥ ৩৫

মানুষের সর্ব্বদা ধর্ম্মে আসক্ত সাধু মহাত্মাগণ এবং স্বধর্ম্ম-পরায়ণ উদার পুরুষগণের নিকটে বাস করিবার ইচ্ছা রাখা উচিত ॥ ৩৬

যেস্থানে চারি বর্ণের ধর্ম্মের উল্লঙ্ঘন হয়, সেস্থানে কল্যাণ-কামী মানুষের কোনরূপে বাস করা উচিত নয় ॥ ৩৭

কোন কর্ম্মের যিনি আরম্ভ করেন না এবং যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহার দ্বারাই জীবননির্ব্বাহকারী পুরুষও যদি পুণ্যাত্মাগণের সমাজে অবস্থান করেন, তবে তাঁহার নির্ম্মল পুণ্য প্রাপ্তি হয় এবং পাপিদিগের সংসর্গে যদি বাস করেন, তাহা হইলে তিনি পাপভাগী হন ॥ ৩৮

যেরূপ জল, অগ্নি ও চন্দ্রের কিরণের সংসর্গে আসিলে পর মানুষ ক্রমশঃ শীত, উষ্ণ ও সুখদায়ক স্পর্শের অনুভব করে, সেইরূপ আমরা পুণ্যাত্মা ও পাপিগণের সংসর্গে পুণ্য এবং পাপ এই উভয়ের স্পর্শের প্রত্যক্ষ অনুভব করি ॥ ৩৯

যাহারা বিঘসাশী (ভৃত্যবর্গ ও অতিথি প্রভৃতি ভোজনের পর অবশিষ্ট অন্ন ভোজনকারী), তাঁহারা তিক্ত মধুর রস বা স্বাদের আলোচনা না করিয়াই অন্ন গ্রহণ করেন; কিন্তু যাহারা নিজ নিজ রসনার বিষয় মনে করিয়া স্বাদু ও অস্বাদু বিচার

প্রব্রুয়াদ্ ব্রহ্মণো ধর্মং ত্যজেৎ তং দেশমাত্মবান্ ॥ ৪১
শিষ্যোপাধ্যায়িকা বৃত্তির্যত্র স্যাৎ সুসমাহিতা।
যথাবচ্ছাস্ত্রসম্পন্না কস্তং দেশং পরিত্যজেৎ ॥ ৪২
আকাশস্থা ধ্রুবং যত্র দোষং ব্রুয়ুর্বিপশ্চিতাম্।
আত্মপূজাভিকামো বৈ কো বসেৎ তত্র পণ্ডিতঃ ॥ ৪৩
যত্র সংলোড়িতা লুব্ধৈঃ প্রায়শো ধর্মসেতবঃ।
প্রদীপ্তমিব চৈলান্তং কস্তং দেশং ন সন্ত্যজেৎ ॥ ৪৪
যত্র ধর্মমনাশঙ্কাশ্চরেয়ুর্বীতমৎসরাঃ।
ভবেৎ তত্র বসেচ্চৈব পুণ্যশীলেষু সাধুষু ॥ ৪৫
ধর্মমর্থনিমিত্তঞ্চ চরেয়ুর্যত্র মানবাঃ।
ন তাননুবসেজ্জাতু তে হি পাপকৃতো জনাঃ ॥ ৪৬
কর্মণা যত্র পাপেন বর্তন্তে জীবিতেপ্সবঃ।
ব্যবধাবেৎ ততস্তূর্ণং সসর্পাচ্ছরণাদিব ॥ ৪৭

করিতে করিতে ভোজন করে, তাহাদিগকে কর্ম্মপাশে আবদ্ধ বলিয়াই জানিতে হইবে ॥ ৪০

যেস্থানে ব্রাহ্মণ অনাদর ও অন্যায় পূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্রবিষয়ক প্রশ্নকারী পুরুষগণকে ধর্ম্মের উপদেশ করেন, আত্মজ্ঞ সাধক সেই দেশ পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৪১

যেস্থানে গুরু ও শিষ্যের ব্যবহার সুব্যবস্থিত, শাস্ত্রসম্মত এবং যথাযথভাবে চলিতে থাকে, কোন্ ব্যক্তি সেই দেশ পরিত্যাগ করিবে? ৪২

যেস্থানে মানুষ কোন অপরাধ ব্যতীতই বিধান্ পুরুষগণের উপর নিশ্চিতরূপে দোষারোপণ করে, সেই স্থানে আত্মসম্মান-কামী কোন্ পুরুষ বাস করিবে? ৪৩

যেস্থানে লুব্ধ মনুষ্যগণ প্রায়শই ধর্ম্মের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করে, প্রজ্বলিত বস্ত্রের ন্যায় সেই দেশকে কোন্ ব্যক্তি ত্যাগ না করিবে? কিন্তু যেস্থানে সকল মানুষ মাৎসর্য্য ও শঙ্কাহীন হইয়া ধর্ম্মের আচরণ করে, সেস্থানে পুণ্যশীল সাধু পুরুষগণের নিকটে অবশ্যই বাস করিবে ॥ ৪৪-৪৫

যেস্থানে সকল মানুষ ধনের জন্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেস্থানে তাহাদের নিকটে কদাপি বাস করিবে না; কারণ, তাহারা সকলেই পাপাচারী মানুষ ॥ ৪৬

যেস্থানে জীবনরক্ষার জন্য মনুষ্যগণ পাপকর্ম্মের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, সর্পযুক্ত গৃহের ন্যায় সেই স্থান হইতে অতিসত্বর দূরে চলিয়া যাইবে ॥ ৪৭

যেন খট্বাং সমারূঢ়ঃ কর্ম্মণানুশয়ী ভবেৎ।
আদিতস্তন্ন কর্তব্যমিচ্ছতা ভবমাত্মনঃ ॥ ৪৮
যত্র রাজা চ রাজ্ঞশ্চ পুরুষাঃ প্রত্যনন্তরাঃ।
কুটুম্বিনামগ্রভুজস্ত্যজেৎ তদ্ রাষ্ট্রমাত্মবান্ ॥ ৪৯
শ্রোত্রিয়াস্ত্বগ্রভোক্তারো ধর্মনিত্যাঃ সনাতনাঃ।
যাজনাধ্যাপনে যুক্তা যত্র তদ্ রাষ্ট্রমাবসেৎ। ৫০
স্বাহাস্বধা-বষট্কারো যত্র সম্যগনুষ্ঠিতাঃ।
অজস্রং চৈব বর্তন্তে বসেৎ তত্রাবিচারয়ন্ ॥ ৫১
অশুচীন্ যত্র পশ্যেত ব্রাহ্মণান্ বৃত্তিকর্শিতান্।
ত্যজেৎ তদ্ রাষ্ট্রমাসন্নমুপসৃষ্টমিবামিষম্ । ৫২
প্রীয়মাণা নরা যত্র প্রযচ্ছেয়ুরযাচিতাঃ।
স্বস্থচিত্তো বসেৎ তত্র কৃতকৃত্য ইবাত্মবান্ ॥ ৫৩
দণ্ডো যত্রাবিনীতেষু সৎকারশ্চ কৃতাত্মসু।
চরেৎ তত্র বসেচ্চৈব পুণ্যশীলেষু সাধুষু ॥ ৫৪

উপসৃষ্টেষু দান্তেষু দুরাচারেষু সাধুষু।
অবিনীতেষু লুব্ধেষু সুমহদ্ দণ্ডধারণম্ ॥ ৫৫
যত্র রাজা ধর্মনিত্যো রাজ্যং ধর্মেণ পালয়েৎ।
অপাস্য কামান্ কামেশো বসেৎ তত্রাবিচারয়ন্ ॥ ৫৬
যথাশীলা হি রাজানঃ সর্বান্ বিষয়বাসিনঃ।
শ্রেয়সা যোজয়ন্ত্যাশু শ্রেয়সি প্রত্যুপস্থিতে ॥ ৫৭
পৃচ্ছতস্তে ময়া তাত শ্রেয় এতদুদাহৃতম্।
ন হি শক্যং প্রধানেন শ্রেয়ঃ সংখ্যাতুমাত্মনঃ ॥ ৫৮
এবং প্রবর্তমানস্য বৃত্তিং প্রণিহিতাত্মনঃ।
তপঃসেবেহ বহুলং শ্রেয়ো ব্যক্তং ভবিষ্যতি ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শ্রেয়োবাচিকো নাম
সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮৭

নিজের উন্নতিকামী সাধকের কর্তব্য হইল—যে পাপকর্ম্মের সংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ খট্বায় আরোহণ করিয়া অর্থাৎ তীব্র দুঃখগ্রস্ত হইয়া দুঃখভোগ করে, সেই কর্ম্মকে প্রথম হইতেই তিনি পরিহার করিয়া চলিবেন ॥ ৪৮

যেখানে রাজা ও রাজার নিকটবর্ত্তী অন্য পুরুষগণ কুটুম্বদিগের ভোজনের পূর্ব্বেই ভোজন করে, সেই রাজ্যকে মনস্বী পুরুষ অবশ্যই পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন ॥ ৪৯

যে দেশে সদা ধর্ম্মপরায়ণ, যজ্ঞকার্য্য করাইতে ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণই সর্ব্বাগ্রে ভোজন পাইয়া থাকেন, সেই রাজ্যে অবশ্যই বাস করিবেন ॥ ৫০

যে দেশে স্বাহা (অগ্নিহোত্র), স্বধা (শ্রাদ্ধকর্ম্ম) ও বষট্কার (পূজাদি) কার্য্য ভালভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং নিরন্তর এই সব ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন হইতে থাকে, সেই দেশে বিনা বিচারেই বাস করিবে। ৫১

যেদেশে ব্রাহ্মণগণকে জীবিকার জন্য কষ্ট পাইতে এবং অপবিত্র অবস্থায় থাকিতে দেখিবেন, সেই রাজ্য নিকটবর্ত্তী হইলেও বিষমিশ্রিত ভোগ্যবস্তুর ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৫২

যেদেশে সকল মানুষ প্রসন্নমনে অযাচিতভাবে ভিক্ষা দান করেন, সেই দেশে মনস্বী পুরুষ কৃতকৃত্যের ন্যায় স্বস্থচিত্ত হইয়া বাস করিবেন ॥ ৫৩

যে দেশে দুর্বিনীত পুরুষগণকে দণ্ডদান করা হয় এবং জিতেন্দ্রিয় পুরুষদিগকে সমাদর করা হয়, সেই দেশে পুণ্যশীল শ্রেষ্ঠ পুরুষসকলের মধ্যে বিচরণ করিবে ও বাস করিবে। ৫৪

যাহারা জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণের প্রতি ক্রোধ ও শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের উপর অত্যাচার করে, সেই দুর্বিনীত ও লুব্ধ মানুষসকলকে যে দেশে অত্যন্ত কঠোর দণ্ডদান করা হয়, সেই দেশে বিনা বিচারে নিবাস করা উচিত ॥ ৫৫

যে দেশে রাজা সদা ধর্ম্মপরায়ণ থাকিয়া ধর্ম্মানুসারেই রাজ্য পালন করেন এবং সমস্ত কামনার ঈশ্বর হইয়াও বিষয়ভোগ ত্যাগ করেন, সেই দেশে বিনা বিচারেই বাস করিবে। ৫৬

কারণ, রাজাদের শীল স্বভাব যেরূপ হয়, সেইরূপ প্রজারাও হইয়া থাকে। নিজের কল্যাণের সুযোগ উপস্থিত হইলে সমস্ত প্রজাগণেরও সত্বরই কল্যাণভাগী করিয়া থাকেন। ৫৭

বৎস! আমি তোমার প্রশ্নানুসারে এই শ্রেয়োমার্গের বর্ণন করিলাম। পূর্ণরূপে ত' আত্মকল্যাণের পথ পরিগণনা করা যায় না। ৫৮

যে ব্যক্তি এইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন এবং জ্ঞানিগণের হিতে মনকে সংযুক্ত রাখেন, সেই ব্যক্তির স্বধর্ম্মরূপ তপস্যার অনুষ্ঠানে এই মনুষ্যলোকেই পরম কল্যাণের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইয়া যায়। ৫৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে শ্রেয়োমার্গের প্রতিপাদননামক সপ্তাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

অরিষ্টনেমিনা রাজ্ঞে সগরায় বৈরাগ্যোৎপাদক-মোক্ষবিষয়কোপদেশদানম্।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং নু যুক্তঃ পৃথিবীং চরেদস্মদ্বিধো নৃপঃ।
নিত্যং কৈশ্চ গুণৈর্যুক্তঃ সঙ্গপাশাদ্ বিমুচ্যতে॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র তে বর্তয়িষ্যেঽহমিতিহাসং পুরাতনম্।
অরিষ্টনেমিনা প্রোক্তং সাগরায়ানুপৃচ্ছতে॥ ২

সগর উবাচ।

কিং শ্রেয়ঃ পরমং ব্রহ্মন্ কৃত্বেহ সুখমশ্নুতে।
কথং ন শোচেন্ন ক্ষুভ্যেদেতদিচ্ছামি বেদিতুম্॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্তস্তদা তার্ক্ষ্যঃ সর্বশাস্ত্রবিদাং বরঃ।
বিবুধ্যং সম্পদং চাগ্র্যাং সদ্বাক্যমিদমব্রবীৎ॥ ৪
সুখং মোক্ষসুখং লোকে ন চ মূঢ়োঽবগচ্ছতি।
প্রসক্তঃ পুত্রপশুষু ধনধান্যসমাকুলঃ॥ ৫
সক্তবুদ্ধিরশান্তাত্মা ন শক্যং তচ্চিকিৎসিতুম্।
স্নেহপাশসিতো মূঢ়ো ন স মোক্ষায় কল্পতে॥ ৬
স্নেহজানিহ তে পাশান্ বক্ষ্যামি শৃণু তান্ মম।
সকর্ণকেন শিরসা শক্যাঃ শ্রোতুং বিজানতা॥ ৭
সম্ভাব্য পুত্রান্ কালেন যৌবনস্থান্ বিবহ্য চ।
সমর্থান্ জীবনে জ্ঞাত্বা মুক্তশ্চর যথাসুখম্॥ ৮
ভার্যাং পুত্রবতীং বৃদ্ধাং লালিতাং পুত্রবৎসলাম্।
জ্ঞাত্বা প্রজহি কালেন পরার্থমনুদৃশ্য চ॥ ৯
সাপত্যো নিরপত্যো বা মুক্তশ্চর যথাসুখম্।
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থাংস্ত্বমনুভূয় যথাবিধি॥ ১০
কৃতকৌতূহলস্তেষু মুক্তশ্চর যথাসুখম্।
উপপত্ত্যোপলব্ধেষু লোকেষু চ সমো ভব॥ ১১

অষ্টাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[অরিষ্টনেমি কর্তৃক রাজা সগরকে বৈরাগ্যোৎপাদক মোক্ষবিষয়ক উপদেশ দান।]

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমার ন্যায় রাজা কিরূপ সাধন ও ব্যবহারযুক্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন এবং সর্ব্বদা কোন্ সব গুণে সমাবৃত হইয়া আসক্তির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইবেন? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—এবিষয়ে রাজা সগর প্রশ্ন করিলে পর অরিষ্টনেমি যে উত্তর দিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন ইতিহাস আমি তোমাকে বলিব॥ ২

সগর বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এ জগতে মানুষ পরম কল্যাণকর কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সুখভাগী হয় এবং কিভাবে সে শোক বা ক্ষোভ প্রাপ্ত হইবে না? ইহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজা সগর এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তার্ক্ষ্য (অরিষ্টনেমি) তাঁহার মধ্যে সর্ব্বোত্তম দৈবী সম্পদের গুণ জানিয়া এই সদুপদেশ দিয়াছিলেন।৪

সগর! সংসারে মোক্ষের সুখই বাস্তবিক সুখ, কিন্তু যে ব্যক্তি ধন-ধান্য উপার্জনে ব্যগ্র এবং পুত্র ও পশুসকলে আসক্ত, সেই মূঢ় মানুষের চিকিৎসা উহার যথার্থ জ্ঞান হয় না। ৫

যাহার বুদ্ধি বিষয়সমূহে আসক্ত, যাহার মন অশান্ত, এরূপ মানুষের চিকিৎসা করা যায় না; কারণ, যে ব্যক্তি স্নেহপাশে আবদ্ধ, সেই মূর্খ ব্যক্তি মোক্ষলাভের যোগ্য নয়॥ ৬

আমি তোমাকে স্নেহজনিত বন্ধনসমূহের পরিচয় দান করিতেছি, তুমি সেই সব শ্রবণ কর। শ্রবণেন্দ্রিয়সম্পন্ন বুদ্ধিমান্ মানুষই এই সব বাক্য বুদ্ধিপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে পারিবে। ৭

সময়ানুসারে একাধিক পুত্র উৎপন্ন করিয়া যখন তাহারা যুবক হইবে, তখন তাহাদের বিবাহ দিবে এবং যখন ইহা জানিতে পারিবে যে, তাহারা কাহারও সাহায্য ব্যতীতই জীবননির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন তাহাদের স্নেহপাশ হইতে মুক্ত হইয়া সুখের সহিত বিচরণ করিবে।৮

পত্নী পুত্রবতী হইয়া বৃদ্ধা হইয়া গিয়াছেন, এখন পুত্রগণ তাঁহাকে পালন করিতেছে এবং তিনিও পুত্রদের উপর পূর্ণ বাৎসল্যপরায়ণা আছেন, ইহা জানিয়া পরম পুরুষার্থ মোক্ষকে নিজের লক্ষ্য করিয়া যথাসময়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে।৯

শাস্ত্রবিধি অনুসারে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা তাহাদের বিষয়সমূহ অনুভব করত যখন তুমি তাহাদের কৌতূহল পূর্ণ করিবে, তখন তোমার কোন সন্তান হউক বা না হউক উহাদের হইতে মুক্ত হইয়া সুখের সহিত বিচরণ করিবে। দৈবেচ্ছায় যাহা কিছু লৌকিক পদার্থ লাভ হইবে, উহাতে সমানভাব রাখিবে অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ করিবে না। ১০-১১

এষ তাবৎ সমাসেন তব সংকীর্ত্তিতো ময়া ।
মোক্ষার্থো বিস্তরেণাথ ভূয়ো বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ১২
মুক্তা বীতভয়া লোকে চরন্তি সুখিনো নরাঃ ।
সক্তভাবা বিনশ্যন্তি নরাস্তত্র ন সংশয়ঃ ॥ ১৩
আহারসঞ্চয়াশ্চৈব তথা কীটপিপীলিকাঃ ।
অসক্তাঃ সুখিনো লোকে সক্তাশ্চৈব বিনাশিনঃ ॥১৪
স্বজনে ন চ তে চিন্তা কর্তব্যা মোক্ষবুদ্ধিনা ।
ইমে ময়া বিনাভূতা ভবিষ্যন্তি কথং ত্বিতি ॥ ১৫
স্বয়মুৎপদ্যতে জন্তুঃ স্বয়মেব বিবর্ধতে ।
সুখদুঃখে তথা মৃত্যুং স্বয়মেবাধিগচ্ছতি ॥ ১৬
ভোজনাচ্ছাদনে চৈব মাত্রা পিত্রা চ সংগ্রহম্ ।
স্বকৃতেনাধিগচ্ছন্তি লোকে নাস্ত্যকৃতং পুরা ॥ ১৭
ধাত্রা বিহিতভক্ষ্যাণি সর্বভূতানি মেদিনীম্ ।

এই আমি সংক্ষেপে তোমাকে মোক্ষের বিষয় বর্ণনা করিলাম। এখন আমি পুনরায় ইহার সবিস্তারে বর্ণনা করিব, তুমি শ্রবণ কর ॥ ১২

মুক্ত পুরুষগণ সুখী হন এবং সংসারে নির্ভয়ে বিচরণ করেন ; কিন্তু যাহাদের চিত্ত বিষয়ে আসক্ত, তাহারা কীট ও পিপীলিকার ন্যায় আহার সংগ্রহ করিতে করিতেই নষ্ট হইয়া যায়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ; অতএব যাঁহারা নিরাসক্ত তাঁহারাই সংসারে সুখী হইয়া থাকেন। আসক্ত মনুষ্যগণের ত' নাশই হইয়া থাকে ॥ ১৩-১৪

যদি তোমার বুদ্ধি মোক্ষে অনুরক্তা হয়, তবে তোমার স্বজনগণবিষয়ে এরূপ চিন্তা করা উচিত নয় যে, ইহারা আমাকে ত্যাগ করিয়া কিভাবে বাস করিবে ? ১৫

প্রাণী স্বয়ংই জন্মগ্রহণ করে, বর্দ্ধিত হয় এবং স্বয়ংই সুখ দুঃখ ও মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৬

মনুষ্যগণ পূর্ব্বজন্মেরই কর্ম্মানুসারে ভোজন, বস্ত্র ও মাতা-পিতার দ্বারা সংগৃহীত ধন প্রাপ্ত হয়। সংসারে যাহা কিছু লাভ হয়, তাহা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসকলের ফলের অতিরিক্ত বস্তু কিছুই নহে ॥ ১৭

সংসারে সকল প্রাণী নিজ নিজ কর্ম্মসমূহের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া পৃথিবীতে দৌড়াদৌড়ি করে এবং বিধাতা তাহাদের প্রারব্ধ অনুসারেই যে আহার নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, উহা লাভ

লোকে বিপরিধাবন্তি রক্ষিতানি স্বকর্মভিঃ ॥ ১৮
স্বয়ং মৃৎপিণ্ডভূতস্য পরতন্ত্রস্য সর্বদা ।
কো হেতুঃ স্বজনং পোষ্টুং রক্ষিতুং বাদৃঢ়াত্মনঃ ॥ ১৯
স্বজনং হি যদা মৃত্যুর্হন্ত্যেব তব পশ্যতঃ ।
কৃতেঽপি যত্নে মহতি তত্র বোদ্ধব্যমাত্মনা ॥ ২০
জীবন্তমপি চৈবৈনং ভরণে রক্ষণে তথা ।
অসমাপ্তে পরিত্যজ্য পশ্চাদপি মরিষ্যসি ॥ ২১
যদা মৃতঞ্চ স্বজনং ন জ্ঞাস্যসি কদাচন ।
সুখিতং দুঃখিতং বাপি নম্ন বোদ্ধব্যমাত্মনা ॥ ২২
মৃতে বা ত্বয়ি জীবে বা যদা ভোক্ষ্যতি বৈ জনঃ ।
স্বকৃতং নম্ন বুদ্ধ্বৈবং কর্তব্যং হিতমাত্মনঃ ॥ ২৩
এবং বিজানঁল্লোকেঽস্মিন্ কঃ কস্যেত্যভিনিশ্চিতঃ ।
মোক্ষে নিবেশয় মনো ভূয়শ্চাপ্যুপধারয় ॥ ২৪

করে ॥ ১৮

যে নিজেই শারীরিক দৃষ্টিতে মৃত্তিকার পিণ্ড মাত্র, সর্ব্বদা পরতন্ত্র, সেই অদৃঢ়চিত্ত মানুষ স্বজনগণের পোষণ ও রক্ষণ করিতে কিরূপে সমর্থ হইবে ? ১৯

যখন স্বজন ব্যক্তিকে তোমার সাক্ষাতেই মৃত্যু বিনাশ করে এবং তুমি তাহাকে জীবিত রাখিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে থাকিলেও সফল হইতে পার না, তখন এ বিষয়ে তোমার স্বয়ংই এই বিচার করা আবশ্যক যে, আমার কি শক্তি আছে ? ২০

যদি এই স্বজন জীবিতও থাকে, তবে তাহার ভরণ-পোষণ ও সংরক্ষণ কার্য্য সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তুমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া স্বয়ংই পরে মৃত্যু বরণ করিবে ॥ ২১

অথবা যখন কোন স্বজন মৃত্যুবরণ করিয়া এই লোক হইতে চলিয়া যাইবে, তখন তাহার বিষয়ে তুমি কখনও ইহা জানিতে পারিবে না যে, সে সুখী কিংবা দুঃখী, অতএব এ বিষয়ে তোমার নিজেরই বিচার করা প্রয়োজন ॥ ২২

তুমি জীবিত থাক কিংবা মরিয়াই যাও ; যখন তোমার প্রত্যেক স্বজন নিজ নিজ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মেরই ফল ভোগ করিবে, তখন এই বিষয় জানিয়া তোমারও আত্মকল্যাণ সাধনে তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য ॥ ২৩

এরূপ জানিয়া, এ সংসারে কে কাহার—এই বিষয় ভালভাবে বিচার করত নিজের মনকে মোক্ষে নিযুক্ত কর এবং পুনরায় সেই বিষয় বুঝিবার চেষ্টা কর ॥ ২৪

ক্ষুৎপিপাসাদয়ো ভাবা জিতা যস্যেহ দেহিনঃ।
ক্রোধো লোভস্তথা মোহঃ সত্ত্ববান্ মুক্ত এব সঃ ॥২৫
দ্যূতে পানে তথা স্ত্রীষু মৃগয়ায়াঞ্চ যো নরঃ।
ন প্রমাদ্যতি সম্মোহাৎ সততং মুক্ত এব সঃ ॥ ২৬
দিবসে দিবসে নাম রাত্রৌ রাত্রৌ পুমান্ সদা।
ভোক্তব্যমিতি যঃ খিন্নো দোষবুদ্ধিঃ স উচ্যতে ॥ ২৭
আত্মভাবং তথা স্ত্রীষু মুক্তমেব পুনঃ পুনঃ।
যঃ পশ্যতি সদা যুক্তো যথাবন্মুক্ত এব সঃ ॥২৮
সম্ভবঞ্চ বিনাশঞ্চ ভূতানাং চেষ্টিতং তথা।
যস্তত্ত্বতো বিজানাতি লোকেঽস্মিন্ মুক্ত এব সঃ ॥ ২৯
প্রস্থং বাহসহস্রেষু যাত্রার্থং চৈব কোটিষু।
প্রাসাদে মঞ্চকং স্থানং যঃ পশ্যতি স মুচ্যতে ॥ ৩০
মৃত্যুনাভ্যাহতং লোকং ব্যাধিভিশ্চোপপীড়িতম্।
অবৃত্তিকর্শিতং চৈব যঃ পশ্যতি স মুচ্যতে ॥ ৩১
যঃ পশ্যতি স সন্তুষ্টো ন পশ্যংশ্চ বিহন্যতে।
যশ্চাপাল্পেন সন্তুষ্টো লোকেঽস্মিন্ মুক্ত এব সঃ ॥ ৩২
অগ্নীষোমাবিদং সর্বমিতি যশ্চানুপশ্যতি।
ন চ সংস্পৃশ্যতে ভাবৈরদ্ভুতৈর্মুক্ত এব সঃ ॥ ৩৩
পর্য্যঙ্কশয্যা ভূমিশ্চ সমানে যস্য দেহিনঃ।
শালয়শ্চ কদন্নঞ্চ যস্য স্যান্মুক্ত এব সঃ ॥ ৩৪
ক্ষৌমঞ্চ কুশচীরঞ্চ কৌশেয়ং বল্কলানি চ।
আবিকং চর্ম চ সমং যস্য স্যান্মুক্ত এব সঃ ॥ ৩৫
পঞ্চভূতসমুদ্ভূতং লোকং যশ্চানুপশ্যতি।
তথা চ বর্ততে দৃষ্ট্বা লোকেঽস্মিন্ মুক্ত এব সঃ ॥ ৩৬
সুখ-দুঃখে সমে যস্য লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ইচ্ছা-দ্বেষৌ ভয়োদ্বেগৌ সর্বথা মুক্ত এব সঃ ॥৩৭

যে সব দেহধারী মানুষ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, লোভ ও মোহাদি ভাবসমূহ জয় করিয়াছেন, সেই সত্ত্বসম্পন্ন পুরুষগণই সদা মুক্ত। ২৫

যে মানুষ মোহবশতঃ পাশাখেলা, মদ্যপান, পরস্ত্রী সংসর্গ এবং মৃগয়াদি দুর্ব্যসনে আসক্ত হইবার প্রমাদ করেন না, তিনিও সদা মুক্ত। ২৬

যে মানুষ সদা প্রত্যেক দিন ও প্রত্যেক রাত্রিতে ভোগ করিবার বা ভোজন করিবার চিন্তায় দুঃখিত থাকে, সেই মানুষ দোষবুদ্ধি-যুক্ত বলিয়া কথিত হয়। ২৭

যে ব্যক্তি সর্বদা যোগযুক্ত থাকিয়া স্ত্রীগণের প্রতি নিজের ভাব (অনুরাগ বা আসক্তি)-কে নিবৃত্ত থাকিতে দেখেন অর্থাৎ স্ত্রীগণের প্রতি যাঁহার ভোগ্যবুদ্ধি থাকে না, তিনিই প্রকৃত পক্ষে মুক্ত। ২৮

যিনি প্রাণিগণের জন্ম, মৃত্যু ও চেষ্টা যথাযথভাবে জানেন, তিনিই এ-সংসারে মুক্ত পুরুষ। ২৯

যে ব্যক্তি হাজার ও কোটি যান-পূর্ণ অন্নের মধ্যে কেবল এক প্রস্থ (উদরপূর্তিকারক) অন্নকেই নিজের জীবননির্বাহের পক্ষে পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করেন (উহা হইতে অধিক সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হন না) এবং বড় বড় প্রাসাদের মধ্যে মঞ্চপরিমাণ স্থানই নিজের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া গণ্য করেন, তিনি মুক্ত হইয়া যান ॥৩০

যে ব্যক্তি এ জগৎকে রোগসমূহের দ্বারা পীড়িত, জীবিকার অভাবে দুর্বল এবং মৃত্যুর আঘাতে নষ্ট বলিয়া দেখেন, তিনি মুক্ত হইয়া যান। ৩১

যিনি এরূপ দেখেন, তিনি সন্তুষ্ট ও মুক্ত হন ; কিন্তু যে ব্যক্তি এভাবে দেখে না, সেই ব্যক্তি নষ্ট হইয়া যায় অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হয়। যিনি অল্প লাভেই সন্তুষ্ট হন, তিনি এ জগতে মুক্ত পুরুষ। ৩২

যিনি এই সম্পূর্ণ জগৎকে অগ্নি ও সোমরূপেই (ভোক্তা ও ভোজ্যরূপেই) দেখেন এবং স্বয়ং উহা হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন তাঁহাকে মায়ার অদ্ভুত ভাব—সুখ-দুঃখাদি স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি সর্বথা মুক্ত হইয়া যান। ৩৩

যে দেহধারী পুরুষের নিকট পালঙ্ক শয্যা ও ভূমি—এই উভয়ই সমান ; যিনি শালিধান্যের তণ্ডুল (চাউল) এবং ক্ষুদ প্রভৃতিকে সমান বলিয়া মনে করেন, তিনি মুক্ত পুরুষ। ৩৪

যাঁহার নিকট ক্ষৌম বস্ত্র, কুশচীর, রেশমী বস্ত্র, বল্কল, মেষলোমের বস্ত্র ও মৃগচর্ম—সব সমান, তিনি মুক্ত হইয়া যান। ৩৫

যিনি জগৎকে ক্ষিতি অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূতের দ্বারা উৎপন্ন দেখেন, তিনি এই লোকে মুক্ত পুরুষ হইয়া যান। ৩৬

যাঁহার দৃষ্টিতে সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় সমান এবং যাঁহার ইচ্ছা-দ্বেষ, ভয় ও উদ্বেগ সর্বথা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তিনিই মুক্ত পুরুষ। ৩৭

রক্ত-মূত্র পুরীষাণাং দোষাণাং সঞ্চয়াংস্তথা।
শরীরং দোষবহুলং দৃষ্ট্বা চৈব বিমুচ্যতে ॥ ৩৮
বলীপলিতসংযোগে কার্শ্যং বৈবর্ণ্যমেব চ।
কুব্জভাবঞ্চ জরয়া যঃ পশ্যতি স মুচ্যতে ॥ ৩৯
পুংস্ত্বোপঘাতং কালেন দর্শনোপরমং তথা।
বাধির্য্যং প্রাণমন্দত্বং যঃ পশ্যতি স মুচ্যতে ॥ ৪০
গতানৃষীংস্তথা দেবানসুরাংশ্চ তথা গতান্।
লোকাদস্মাৎ পরং লোকং যঃ পশ্যতি স মুচ্যতে ॥৪১
প্রভাবৈরন্বিতাস্তৈস্তৈঃ পার্থিবেন্দ্রাঃ সহস্রশঃ।
যে গতাঃ পৃথিবীং ত্যক্ত্বা ইতি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥৪২
অর্থাংশ্চ দুর্ল্লভাঁল্লোকে ক্লেশাংশ্চ সুলভাংস্তথা।
দুঃখং চৈব কুটুম্বার্থে যঃ পশ্যতি স মুচ্যতে ॥ ৪৩

অপত্যানাঞ্চ বৈগুণ্যং জনং বিগুণমেব চ।
পশ্যন্ ভূয়িষ্ঠশো লোকে কো
মোক্ষং নাভিপূজয়েৎ ॥ ৪৪
শাস্ত্রাল্লোকাচ্চ যো বুদ্ধঃ সর্ব্বং পশ্যতি মানবঃ।
অসারমিব মানুষ্যং সর্ব্বথা মুক্ত এব সঃ ॥ ৪৫
এতচ্ছ্রুত্বা মম বচো ভবাংশ্চরতু মুক্তবৎ।
গার্হস্থ্যে যদি বা মোক্ষে কৃত্বা বুদ্ধিরবিক্লবা ॥৪৬
তৎ তস্য বচনং শ্রুত্বা সম্যক্ চ পৃথিবীপতিঃ।
মোক্ষজৈশ্চ গুণৈর্যুক্তঃ পালয়ামাস চ প্রজাঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্মপর্ব্বণি সগরারিষ্টনেমিসংবাদে অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৮

এই দেহ বহু দোষের ভাণ্ডার, ইহাতে রক্ত, মল মূত্র এবং এবং অনেক দোষ সঞ্চিত থাকে, যিনি ইহা বুঝিতে পারেন, তিনি মুক্ত হইয়া যান ॥ ৩৮

বার্দ্ধক্য আসিলে দেহে বলী (চর্ম্মে কোচ) পড়িয়া, কেশ পাকিয়া যায়, দেহ দুর্ব্বল, কৃশ ও কান্তিহীন হইয়া থাকে, কুব্জ হইয়া যায়। এই সব বিষয়ের দিকে যাহার সতত দৃষ্টি থাকে, তিনি মুক্ত হইয়া যান ॥ ৩৯

সময় আসিলে পুরুষত্বও নষ্ট হইয়া যায়, চক্ষুতে দেখিবার শক্তি থাকে না, কর্ণ বধির (কালা) হইয়া যায় এবং প্রাণ শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই সব বিষয় যিনি সতত দেখেন ও এই সবের বিচার করেন, তিনি মুক্ত হইয়া যান ॥ ৪০

কত ঋষি, দেবতা ও অসুরগণ এই লোক হইতে পরলোকে গমন করিয়াছেন। যিনি এই সব বিষয় জানেন, তিনি মুক্ত হইয়া যান ॥ ৪১

সহস্র সহস্র প্রভাবশালী নরপতি এই পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এই বিষয় যিনি পর্য্যালোচনা করেন, তিনি মুক্ত হইয়া যান ॥ ৪২

জগতে ধন দুর্লভ ও ক্লেশ সুলভ। কুটুম্বগণের ভরণ-পোষণের জন্যও এ সংসারে বহু দুঃখ ভোগ করিতে হয়, এই সব যাঁহার দৃষ্টিতে থাকে, তিনি মুক্ত হন ॥ ৪৩

কেবল ইহাই নহে, এ জগতে নিজ নিজ সন্তানগণের গুণ-হীনতার দুঃখও আসিয়া থাকে। বিপরীত গুণযুক্ত মনুষ্যগণের সহিত সম্বন্ধও স্থাপিত হয়। এইরূপ যিনি অধিকাংশ কষ্টই দেখিতে পান, এরূপ কোন্ ব্যক্তি মোক্ষের সমাদর না করিবেন ? ৪৪

যে মানুষ শাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন ও লৌকিক অনুভবের দ্বারাও জ্ঞানবান্ হইয়া সমস্ত মানব জগৎকে সারহীন দেখেন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত হইয়া যান ॥ ৪৫

আমার এই উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তুমি নিজের বুদ্ধিকে নিরুদ্বিগ্ন করত গৃহস্থাশ্রম বা সন্ন্যাসাশ্রম যেখানে হউক বাস করিয়া মুক্তের ন্যায় আচরণ কর ॥ ৪৬

রাজা সগর অরিষ্টনেমির পূর্ব্বোক্ত উপদেশ বাক্য ভালভাবে শ্রবণ করিয়া মোক্ষোপযোগী গুণসমূহে সংযুক্ত হইয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে সগর ও অরিষ্টনেমির সংবাদবিষয়ক অষ্টাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনননবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভৃগুপুত্রোশনসশ্চরিত্রবর্ণনম্, তস্য শুক্রনামপ্রাপ্তিকথনঞ্চ

যুধিষ্ঠির উবাচ।

তিষ্ঠতে মে সদা তাত কৌতূহলমিদং হৃদি।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তঃ কুরুপিতামহ ॥ ১
কথং দেবর্ষিরুশনা সদা কাব্যো মহামতিঃ।
অসুরাণাং প্রিয়করঃ সুরাণামপ্রিয়ে রতঃ ॥ ২
বর্দ্ধয়ামাস তেজশ্চ কিমর্থমমিতৌজসাম্।
নিত্যং বৈরিনিবদ্ধাশ্চ দানবাঃ সুরসত্তমৈঃ ॥ ৩
কথং চাপ্যুশনা প্রাপ শুক্রত্বমমরদ্যুতিঃ।
ঋদ্ধিঞ্চ স কথং প্রাপ্তঃ সর্বমেতদ্ বদস্ব মে ॥ ৪
ন যাতি চ স তেজস্বী মধ্যেন নভসঃ কথম্।
এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং নিখিলেন পিতামহ ॥ ৫

ভীষ্ম উবাচ।

শৃণু রাজন্নবহিতঃ সর্বমেতদ্ যথাতথম্।
যথামতি যথা চৈতচ্ছ্রুতপূর্বং ময়ানঘ ॥৬
এষ ভার্গবদায়দো মুনির্মান্যো দৃঢ়ব্রতঃ।
সুরাণাং বিপ্রিয়করো নিমিত্তে কারণাত্মকে ॥ ৭
ইন্দ্রোঽথ ধনদো রাজা যক্ষরক্ষোঽধিপঃ সদা।
প্রভবিষ্ণুশ্চ কোশস্য জগতশ্চ তথা প্রভুঃ ॥৮
তস্যাত্মানমথাবিশ্য যোগসিদ্ধো মহামুনিঃ।
রুদ্‌ধ্বা ধনপতিং দেবং যোগেন হৃতবান্ বসু ॥ ৯

একোনননবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[ভৃগুপুত্র উশনার চরিত্রবর্ণন এবং তাঁহার শুক্র নামপ্রাপ্তি কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তাত! কুরুকুলের পিতামহ! আমার হৃদয়ে দীর্ঘকাল হইতে এক কৌতূহলপূর্ণ প্রশ্ন জাগরিত আছে, যাহার সমাধান আমি আপনার নিকট হইতে শুনিতে বাসনা করি ॥ ১

পরম বুদ্ধিমান্ কবিত্বসম্পন্ন দেবর্ষি উশনা কেন সদা অসুরগণের প্রিয় ও দেবতাদিগের অপ্রিয় করিতে নিরত ছিলেন ॥ ২

তিনি অমিততেজস্বী দানবগণের তেজ কিজন্য বর্দ্ধিত করিতেন? দানবেরা ত' সর্ব্বদা শ্রেষ্ঠ দেবতাদিগের সহিত শত্রুতাবদ্ধ থাকিত ॥ ৩

দেবোপম তেজস্বী মুনিবর উশনার নাম কেন শুক্র হইয়াছে? তিনি ঋদ্ধি কিভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন? এই সব আমাকে বলুন ॥ ৪

পিতামহ! দেবর্ষি উশনা তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, তথাপি তিনি কেন আকাশের মধ্য দিয়া গমন করেন না? এই সব বিষয় আমি পূর্ণভাবে জানিতে বাসনা করি ॥ ৫

ভীষ্ম বলিলেন,—নিষ্পাপ রাজন্ যুধিষ্ঠির! আমি এই সব বিষয় যেরূপ পূর্ব্বে শুনিয়াছি, সেই সব বৃত্তান্ত আমি নিজ বুদ্ধি অনুসারে যথাযথভাবে বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া উহা শ্রবণ কর ॥ ৬

এই ভৃগুপুত্র মুনিবর উশনা সকলেরই মাননীয় এবং দৃঢ়তা সহকারে উত্তম ব্রত পালন করেন। এক বিশেষ কারণ সংঘটিত হইয়া যাওয়ায় তিনি দেবতাদিগের বিরোধী হইয়া যান। * সেই সময় ইন্দ্র তিন লোকের অধীশ্বর ছিলেন এবং সর্ব্বদা যক্ষ ও রাক্ষসগণের অধিপতি প্রভাবশালী জগৎপতি রাজা কুবের তাঁহার কোষাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন ॥ ৮

যোগসিদ্ধ মহামুনি উশনা যোগবলে ধনাধ্যক্ষ কুবেরের মধ্যে প্রবেশ করত তাঁহাকে নিজের বশীভূত করিয়া লইলেন এবং তাঁহার সমস্ত ধন অপহরণ করিলেন ॥ ৯

* শুনা যায়, কোন এক সময় অসুরগণ দেবতাদিগকে কষ্ট দান করিয়া ভৃগু-পত্নীর আশ্রমে যাইয়া আত্মগোপন করিয়া রহিল। অসুরগণ 'মাতা' বলিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিল এবং তিনি পুত্র বোধে তাহাদের সকলকে নির্ভয় করিয়া দিয়াছিলেন। দেবতারা যখন অসুরগণকে দণ্ডদান করিবার জন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আসিয়াছিলেন, তখন ভৃগুপত্নীর প্রভাবে তাঁহারা আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারেন না। ইহা দেখিয়া দেবগণ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। ভুবনপালক ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণ ও দৈবী সম্পদ্ রক্ষা করিবার জন্য চক্র ধারণ করিলেন এবং অসুরগণ ও আসুরভাব উত্থানে যোগ দেওয়ায় ভৃগুপত্নীর শিরশ্ছেদ করিলেন। তখন অবশিষ্ট অসুরেরা ভৃগুপুত্র উশনার শরণ গ্রহণ করিল। উশনা মাতার মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত ছিলেন, সেইজন্য তিনি অসুরসকলকে অভয় দান করিলেন। সেই হইতেই তিনি অসুরদের দ্বারা দেবগণের উন্নতিতে বাধা দিতে লাগিলেন।

হৃতে ধনে ততঃ শর্ম ন লেভে ধনদস্তথা।
আপন্নমন্যুঃ সংবিগ্নঃ সোঽভ্যগাৎ সুরসত্তমম্ ॥ ১০
নিবেদয়ামাস তদা শিবায়ামিততেজসে।
দেবশ্রেষ্ঠায় রুদ্রায় সৌম্যায় বহুরূপিণে ॥ ১১
যোগাত্মকেনোশনসা রুদ্ধ্বা মম হৃতং বসু।
যোগেনাত্মগতং কৃত্বা নিঃসৃতশ্চ মহাতপাঃ ॥ ১২
এতচ্ছ্রুত্বা ততঃ ক্রুদ্ধো মহাযোগী মহেশ্বরঃ।
সংরক্তনয়নো রাজন্ শূলমাদায় তস্থিবান্ ॥ ১৩
কাসৌ কাসাবিতি প্রাহ গৃহীত্বা পরমায়ুধম্।
উশনা দূরতস্তস্য বভৌ জ্ঞাত্বা চিকীর্ষিতম্ ॥ ১৪
স মহাযোগিনো বুদ্ধ্বা তং রোষং বৈ মহাত্মনঃ।
গতিমাগমনং বেত্তি স্থানং চৈব ততঃ প্রভুঃ ॥ ১৫
সঞ্চিন্ত্যোগ্রেণ তপসা মহাত্মানং মহেশ্বরম্।
উশনা যোগসিদ্ধাত্মা শূলাগ্রে প্রত্যদৃশ্যত ॥ ১৬
বিজ্ঞাতরূপঃ স তদা তপঃসিদ্ধেন ধন্বিনা।
জ্ঞাত্বা শূলঞ্চ দেবেশঃ পাণিনা সমনাময়ৎ ॥ ১৭
আনতেনাথ শূলেন পাণিনামিততেজসা।
পিনাকমিতি চোবাচ শূলমুগ্রায়ুধঃ প্রভুঃ ॥ ১৮
পাণিমধ্যগতং দৃষ্ট্বা ভার্গবং তমুমাপতিঃ।
আস্যং বিবৃত্য ককুদী পাণিনা প্রাক্ষিপচ্ছনৈঃ ॥ ১৯
স তু প্রবিষ্ট উশনা কোষ্ঠং মাহেশ্বরং প্রভুঃ।
ব্যচরচ্চাপি তত্রাসৌ মহাত্মা ভৃগুনন্দনঃ ॥ ২০
যুধিষ্ঠির উবাচ।
কিমর্থং ব্যচরদ্ রাজন্নুশনা তস্য ধীমতঃ।
জঠরে দেবদেবস্য কিং চাকার্ষীন্মহাদ্যুতিঃ ॥ ২১
ভীষ্ম উবাচ।
পুরা সোঽন্তর্জলগতঃ স্থাণুভূতো মহাব্রতঃ।
বর্ষাণামভবদ্ রাজন্ প্রযুতান্যর্বুদানি চ ॥ ২২

ধন অপহরণ হইয়া যাইলে পর কুবের শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি ক্রুদ্ধ ও উদ্বিগ্ন হইয়া দেবেশ্বর মহাদেবের নিকট গমন করিলেন ॥ ১০

সেই সময় তিনি অমিততেজস্বী, বহুরূপধারী, সৌম্য ও কল্যাণময় দেবেশ্বর রুদ্রকে এইরূপ নিবেদন করিলেন ॥ ১১

প্রভো! মহর্ষি উশনা যোগবলে বলীয়ান্। তিনি নিজ শক্তিতে আমাকে রুদ্ধ করিয়া আমার সমস্ত ধন অপহরণ করিয়া লইয়াছেন। সেই মহাতপস্বী যোগবলে আমাকে নিজের বশীভূত করিয়া স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন করত চলিয়া গিয়াছেন ॥ ১২

রাজন্! ইহা শ্রবণ করত মহাযোগী মহেশ্বর কুপিত হইলেন এবং চক্ষু রক্তবর্ণ করত হস্তে ত্রিশূল লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ॥১৩

সেই উত্তম অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন—কোথায়, কোথায় সেই উশনা? মহাদেব কি করিতে ইচ্ছুক, ইহা জানিয়া উশনা তাঁহা হইতে দূরে চলিয়া যাইলেন ॥ ১৪

মহাযোগী মহাত্মা ভগবান্ শিবের সেই রোষ জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহার নিকট হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন, যোগসিদ্ধ উশনা গমন, আগমন ও অবস্থান জানিতে পারিতেন অর্থাৎ কখন চলিয়া যাইতে হয়, কখন আগমন করিতে হয় এবং কখন কোন অবস্থায় কোথাও অন্যত্র না যাইয়া নিজের স্থানে অবস্থান করিতে হয়, এই সব বিষয় তিনি ভালভাবে বুঝিতে পারিতেন ॥ ১৫

যোগসিদ্ধাত্মা উশনা নিজের উগ্র তপস্যার দ্বারা মহাত্মা মহেশ্বরের চিন্তা করত তাঁহার ত্রিশূলের অগ্রভাগে দর্শন দিলেন ॥ ১৬

তপঃসিদ্ধ শুক্রাচার্য্যকে সেইরূপে জানিতে পারিয়া দেবেশ্বর শিব তাঁহাকে শূলের উপরে স্থিত জানিয়া নিজের ধনুযুক্ত হস্তের দ্বারা সেই শূলকে নত করিয়া দিলেন ॥ ১৭

যখন অমিততেজস্বী শূল তাঁহার হস্তের দ্বারা নত হইয়া ধনুরূপে পরিণত হইয়া যাইল, তখন উগ্র ধনুর্দ্ধর ভগবান্ শিব পাণির (হস্তের) দ্বারা আনত হওয়ায় সেই শূলকে 'পিনাক' বলিয়া অভিহিত করিলেন ॥ ১৮

তাঁহার নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভৃগুপুত্র উশনা তাঁহার হস্তে আসিয়া পড়িলেন। উশনাকে হস্তমধ্যে আসিতে দেখিয়া দেবেশ্বর উমাবল্লভ ভগবান্ শিব মুখ বিস্তার করত হস্তের দ্বারা ধীরে ধীরে মুখের মধ্যে ঠেলিয়া দিলেন ॥ ১৯

মহাদেবের উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রভাবশালী মহাত্মা ভৃগুনন্দন উশনা তাঁহার মধ্যে চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২০

যুধিষ্ঠির বলিলেন, রাজন্! মহাতেজস্বী উশনা বুদ্ধিমান দেবাধিদেব মহাদেবের উদরে কিজন্য বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং তিনি সেখানে কি করিলেন? ২১

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! পুরাকালে মহাব্রতধারী মহাদেব জলের মধ্যে সরল কাষ্ঠদণ্ডের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করত লক্ষ অর্বুদ বর্ষকাল তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ২২

উদতিষ্ঠৎ তপস্তপ্ত্বা দুশ্চরঞ্চ মহাহ্রদাৎ।
ততো দেবাতিদেবস্তং ব্রহ্মা বৈ সমসর্পত ॥ ২৩
তপোবৃদ্ধিমপৃচ্ছচ্চ কুশলং চৈবমব্যয়ঃ।
তপঃ সুচীর্ণমিতি চ প্রোবাচ বৃষভধ্বজঃ ॥ ২৪
তৎসংযোগেন বৃদ্ধিং চাপ্যপশ্যৎ স তু শঙ্করঃ।
মহামতিরচিন্ত্যাত্মা সত্যধর্মরতঃ সদা ॥ ২৫
স তেনাঢ্যো মহাযোগী তপসা চ ধনেন চ।
ব্যরাজত মহারাজ ত্রিষু লোকেষু বীর্যবান্ ॥ ২৬
ততঃ পিনাকী যোগাত্মা ধ্যানযোগং সমাবিশৎ।
উশনা তু সমুদ্বিগ্নো নিলিল্যে জঠরে ততঃ ॥ ২৭
তুষ্টাব চ মহাযোগী দেবং তত্রস্থ এব চ।
নিঃসারং কাঙ্ক্ষমাণঃ স তেন স্ম প্রতিহন্যতে ॥ ২৮
উশনা তু তথোবাচ জঠরস্থো মহামুনিঃ।
প্রসাদং মে কুরুষেতি পুনঃ পুনররিন্দম ॥ ২৯

সেই দুষ্কর তপস্যা পূর্ণ করত যখন তিনি বিশাল সরোবর হইতে বহির্গত হইলেন, তখন দেবদেব ব্রহ্মা তাঁহার পার্শ্বে আগমন করিলেন। ২৩

অবিনাশী ব্রহ্মা তাঁহার তপোবৃদ্ধির কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ভগবান্ বৃষভধ্বজ শঙ্কর বলিলেন যে, আমার তপস্যা ভালভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে। ২৪

মহামতি, অচিন্তনীয় স্বরূপ ও সদা সত্যধর্মপরায়ণ মহাদেব নিজের তপস্যা সম্পর্কে উশনার তপস্যাও বৃদ্ধি হইতে দেখিলেন।

মহারাজ! মহাযোগী উশনা সেই তপস্যা এবং ধনের দ্বারা সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া তিন লোকেই প্রকাশিত হইতে লাগিলেন॥ ২৫-২৬

তদনন্তর পিনাকধারী যোগস্বরূপ মহাদেব ধ্যানযোগ আরম্ভ করিলেন। সেই সময় উশনা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার উদরেই বিলীন হইতে লাগিলেন। ২৭

মহাযোগী উশনা সে স্থানেই থাকিয়া মহাদেবের স্তুতি করিলেন। তিনি নির্গত হইবার পথ অন্বেষণ করিতেছিলেন; কিন্তু মহাদেব তাঁহার গতি প্রতিহত করিয়া দিলেন। ২৮

শত্রুদমন নরেশ! তখন উদরেই থাকিয়া মহামুনি উশনা মহাদেবের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিলেন,—প্রভো! আমার উপর কৃপা করুন। ২৯

তমুবাচ মহাদেবো গচ্ছ শিশ্নেন মোক্ষণম্।
ইতি সর্বাণি স্রোতাংসি রুদ্ধ্বা ত্রিদশপুঙ্গবঃ ॥ ৩০
অপশ্যমানস্তদ্ দ্বারং সর্বতঃ পিহিতো মুনিঃ।
পর্যাক্রমদ্ দহ্যমান ইতশ্চেতশ্চ তেজসা ॥ ৩১
স বৈ নিষ্ক্রম্য শিশ্নেন শুক্রত্বমভিপেদিবান্।
কার্যেণ তেন নভসো নাধ্যগচ্ছত মধ্যতঃ ॥ ৩২
বিনিষ্ক্রান্তং তু তং দৃষ্ট্বা জ্বলন্তমিব তেজসা।
ভবো রোষসমাবিষ্টঃ শূলোদ্যতকরঃ স্থিতঃ ॥ ৩৩
অবারয়ত তং দেবী ক্রুদ্ধং পশুপতিং পতিম্।
পুত্রত্বমগমদ্ দেব্যা বারিতে শঙ্করে চ সঃ ॥ ৩৪

দেব্যুবাচ।

হিংসনীয়স্ত্বয়া নৈব মম পুত্রত্বমাগতঃ।
ন হি দেবোদরাৎ কশ্চিন্নিঃসৃতো নাশমৃচ্ছতি ॥ ৩৫

তখন মহাদেব উশনাকে বলিলেন,—শিশ্নদ্বার (লিঙ্গদ্বার) দিয়াই তোমার উদ্ধার হইবে; অতএব সেই পথ দিয়া তুমি নির্গত হও। এই কথা বলিয়া দেবেশ্বর শিব অন্য সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ৩০

সর্বদিক্ দিয়া আবৃত মুনিবর উশনা সেই শিশ্নদ্বার দেখিতে পাইতেছিলেন না। অতএব ভগবান্ শঙ্করের তেজে দগ্ধ হইতে হইতে তিনি উদরেই এদিক্ ওদিক্ পরিক্রমা করিতে লাগিলেন।

তাহার পর শিশ্নদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া সহসা বাহির হইয়া আসিলেন। এই দ্বার দিয়া বহির্গত হওয়ায় তাঁহার নাম শুক্র (বীর্য) হইল। এই কারণেই তিনি আকাশের মধ্য দিয়াও যাইতে পারেন না। ৩১-৩২

বহির্গত হইলে পর শুক্র স্বীয় তেজে যেন প্রজ্বলিত হইতেছিলেন। তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া হস্তে ত্রিশূল ধারণ করত দণ্ডায়মান শিব পুনরায় রোষাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। ৩৩

সেই সময় দেবী পার্বতী ক্রুদ্ধ নিজের পতিদেব ভগবান্ পশুপতিকে নিবারিত করিলেন। দেবীর দ্বারা ভগবান্ শঙ্কর নিবারিত হইলে পর শুক্রাচার্য তাঁহার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ৩৪

দেবী পার্বতী বলিলেন,—প্রভো! এখন এই শুক্র আমার পুত্র হইয়া গিয়াছে; অতএব ইহাকে আপনার বিনাশ করা উচিত নয়। যে আপনার উদর হইতে নির্গত হইয়াছে, এরূপ কোন পুরুষই বিনাশপ্রাপ্ত হইতে পারে না। ৩৫

ততঃ প্রীতো ভবো দেব্যাঃ প্রহসংশ্চেদমব্রবীৎ।
গচ্ছত্বেষ যথাকামমিতি রাজন্ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৬

ততঃ প্রণম্য বরদং দেবং দেবীমুমাং তথা।
উশনা প্রাপ তদ্ধীমান্ গতিমিষ্টাং মহামুনিঃ ॥ ৩৭

রাজন্! এই কথা শ্রবণ করত মহাদেব পার্ব্বতীর উপর অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং হাস্য করিতে করিতে এই কথা বলিলেন—এখন শুক্র ইচ্ছানুসারে অন্যত্র গমন করিতে পারে ॥ ৩৬

এতৎ তে কথিতং তাত ভার্গবস্য মহামুনিঃ।
চরিতং ভরতশ্রেষ্ঠ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি ভব-ভার্গবসমাগমে একোননবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮৯

তদনন্তর বুদ্ধিমান্ মহামুনি শুক্রাচার্য্য বরদায়ক দেব মহাদেব ও উমাদেবীকে প্রণাম করত অভীষ্ট গতি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৭

ভরতশ্রেষ্ঠ তাত যুধিষ্ঠির! তুমি যেরূপ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তদনুসারে আমি এই মহাত্মা ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য্যের চরিত্র তোমাকে বলিলাম ॥ ৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে মহাদেব ও শুক্রাচার্য্যের সমাগম বিষয়ক একোননবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পরাশরগীতারম্ভঃ—পরাশরমুনিনা রাজ্ঞে জনকায় কল্যাণপ্রাপ্তি-সাধনস্যোপদেশদানম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অতঃ পরং মহাবাহো যচ্ছ্রেয়স্তদ্ বদস্ব মে।
ন তৃপ্যাম্যমৃতস্যেব বচসস্তে পিতামহ ॥ ১

কিং কর্ম পুরুষঃ কৃত্বা শুভং পুরুষসত্তম।
শ্রেয়ঃ পরমবাপ্নোতি প্রেত্য চেহ চ তদ্ বদ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি যথাপূর্বং মহাযশাঃ।
পরাশরং মহাত্মানং পপ্রচ্ছ জনকো নৃপঃ ॥ ৩

কিং শ্রেয়ঃ সর্বভূতানামস্মিঁল্লোকে পরত্র চ।
যদ্ ভবেৎ প্রতিপত্তব্যং তদ্ ভবান্ প্রব্রবীতু মে ॥ ৪

ততঃ স তপসা যুক্তঃ সর্বধর্মবিধানবিৎ।
নৃপায়ানুগ্রহমনা মুনির্বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৫

পরাশর উবাচ

ধর্ম এব কৃতঃ শ্রেয়ানিহ লোকে পরত্র চ।
তস্মাদ্ধি পরমং নাস্তি যথা প্রাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৬

প্রতিপদ্য নরো ধর্মং স্বর্গলোকে মহীয়তে।
ধর্মাত্মকঃ কর্মবিধির্দেহিনাং নৃপসত্তম ॥ ৭

নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[পরাশরগীতারম্ভ—পরাশর মুনিকর্ত্তৃক রাজা জনককে কল্যাণপ্রাপ্তির সাধনের উপদেশ দান]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহো পিতামহ! অতঃপর যাহা কিছু কল্যাণ প্রাপ্তির উপায় আছে, তাহা আমাকে বলুন। যেরূপ অমৃতপানে তৃপ্তি হয় না, সেইরূপ আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না। ॥ ১

পুরুষপ্রবর! সেইজন্য আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, মানুষ কোন্ শুভ কর্ম্ম করিয়া ইহলোক ও পরলোকেও পরম কল্যাণলাভ করিতে সমর্থ হয়, ইহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এ বিষয়েও আমি তোমাকে এক প্রাচীন ইতিহাস শুনাইব। এক সময় মহাযশস্বী রাজা জনক মহাত্মা পরাশর মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৩

মুনে! এরূপ কোন্ বস্তু আছে, যাহা সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষে ইহলোক এবং পরলোকেও কল্যাণকর ও জানিবার যোগ্য? উহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ৪

তখন সমস্ত ধর্ম্মের বিধানবিষয়ে অভিজ্ঞ সেই তপস্বী মুনি রাজা জনককে অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছায় এই কথা বলিলেন ॥ ৫

পরাশর বলিলেন, মনীষী পুরুষগণ বলেন যে, ধর্ম্ম যদি বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তিনি ইহলোক ও পরলোকে পরম কল্যাণকারী হন্। উহা অপেক্ষা অন্য কোন শ্রেয়োলাভের উত্তম সাধন নাই ॥ ৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মকে জানিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণকারী মানুষ স্বর্গলোকে সম্মানিত হন। বেদেতে যে 'সত্যং বদ, ধর্ম্মং চর,

তস্মিন্নাশ্রমিণঃ সন্তঃ স্বকর্মাণীহ কুর্বতে ॥ ৮
চতুর্বিধা হি লোকেঽস্মিন্ যাত্রা তাত বিধীয়তে।
মর্ত্যা যত্রাবতিষ্ঠন্তে সা চ কামাৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ৯
সুকৃতাসুকৃতং কর্ম্ম নিষেব্য বিবিধৈঃ ক্রমৈঃ।
দশার্দ্ধপ্রবিভক্তানাং ভূতানাং বহুধা গতিঃ ॥ ১০
সৌবর্ণং রাজতঞ্চাপি যথা ভাণ্ডং নিষিচ্যতে।
তথা নিষিচ্যতে জন্তুঃ পূর্বকর্মবশানুগঃ ॥ ১১
নাবীজাজ্জায়তে কিঞ্চিন্নাকৃত্বা সুখমেধতে।
সুকৃতৈর্বিন্দতে সৌখ্যং প্রাপ্য দেহক্ষয়ং নরঃ ॥ ১২
দৈবং তাত ন পশ্যামি নাস্তি দৈবস্য সাধনম্।
স্বভাবতো হি সংসিদ্ধা দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ ॥ ১৩

প্রেত্য জাতিকৃতং কর্ম ন স্মরন্তি সদা জনাঃ।
তে বৈ তস্য ফলপ্রাপ্তৌ কর্ম চাপি চতুর্বিধম্ ॥১৪
লোকযাত্রাশ্রয়শ্চৈব শব্দো বেদাশ্রয়ঃ কৃতঃ।
শান্ত্যর্থং মনসস্তাত নৈতদ্ বৃদ্ধানুশাসনম্ ॥ ১৫
চক্ষুষা মনসা বাচা কর্মণা চ চতুর্বিধম্।
কুরুতে যাদৃশং কর্ম তাদৃশং প্রতিপদ্যতে ॥১৬
নিরন্তরঞ্চ মিশ্রঞ্চ লভতে কর্ম পার্থিব।
কল্যাণং যদি বা পাপং ন তু নাশোঽস্য বিদ্যতে ॥ ১৭
কদাচিৎ সুকৃতং তাত কূটস্থমিব তিষ্ঠতি।
মজ্জমানস্য সংসারে যাবদ্ দুঃখাদ্ বিমুচ্যতে ॥ ১৮

যজেত, জুহুয়াৎ" ইত্যাদি বাক্যসমূহের দ্বারা দেহধারী মনুষ্যগণের কর্ত্তব্য-বিধান করা হইয়াছে, উহাই হইল ধর্ম্মের লক্ষণ ॥ ৭

ব্রহ্মচর্য্যাদি সমস্ত আশ্রমবাসীরা এই ধর্ম্মে অবস্থান করত এ জগতে নিজ নিজ কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠান করে ॥ ৮

তাত! এই সংসারে চারি প্রকার জীবিকার বিধান আছে (ব্রাহ্মণের পক্ষে যজ্ঞাদি করাইয়া দক্ষিণা গ্রহণ করা, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কর গ্রহণ করা, বৈশ্যের পক্ষে কৃষিকর্ম্ম ও শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের সেবা।) মানুষ এই চারি প্রকার জীবিকা অবলম্বন করিয়া থাকে। এই জীবিকা দৈবেচ্ছায় পরিচালিত হয় ॥ ৯

যে প্রাণী নানা প্রকার ক্রমানুসারে পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের সেবা করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সে নানাবিধ গতি লাভ করে ॥ ১০

যেরূপ তাম্রাদি ভাণ্ডের উপর স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রলেপ (কলাই) দেওয়া হইলে তখন সে স্বর্ণাদি বলিয়াই দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসমূহের বশীভূত প্রাণী পূর্বকৃত কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত থাকে (পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত থাকায় সুখী হয় এবং পাপ কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত থাকায় উহাকে দুঃখ ভোগ করিতে হয় ॥ ১১

যেরূপ বিনা বীজে কোনও অঙ্কুর উদ্গত হয় না, সেইরূপ পুণ্যকর্ম্ম ব্যতীত কোন মানুষ সুখী বা সমৃদ্ধিশালী হয় না; অতএব মানুষ দেহ ত্যাগের পর পুণ্যকর্ম্মের ফলে সুখী হয় ॥ ১২

তাত! এ বিষয়ে নাস্তিকেরা বলে—আমি প্রারব্ধকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই নাই এবং প্রারব্ধের অস্তিত্বসূচক কোন অনুমান প্রমাণও নাই। দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও দানবাদি পদপ্রাপ্তি ত' স্বভাবতই হইয়া থাকে ॥ ১৩

ইহার উত্তরে এই কথা বলা যায় যে, মৃত্যুর পর মানুষগণ পূর্ব্ব জন্মে কৃত কর্ম্মসকল সদা স্মরণ করিতে পারে না। কিন্তু যখন কেন পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয়, তখন সেই ব্যক্তি সর্বদা (মন, বাক্য, নেত্র ও ক্রিয়ার দ্বারা অনুষ্ঠিত) চারি প্রকার কর্ম্ম স্মরণ করে। অর্থাৎ তখন সে বলে যে, আমি কোন এরূপ কার্য্য করিয়াছিলাম, যাহার ফল আমি এইভাবে প্রাপ্ত হইতেছি ॥ ১৪

তাত! নাস্তিকগণ এই কথা বলে যে, লোকযাত্রা নির্বাহ ও মনের শান্তির জন্য বেদোক্ত শব্দসকলের প্রমাণ স্বীকার করা হয় অর্থাৎ বেদে যে সব কর্ম্মের বিধান আছে, সেই সব ত অসমর্থ পুরুষগণের জীবিকা নির্বাহের জন্য এবং পূর্বজন্মের কৃত কর্ম্ম-সকলের যে আলোচনা করা হয়, উহা ত দুঃখী মনুষ্যদিগের ধৈর্য্য ধারণ করাইবার জন্য; পরন্তু এই মত ঠিক নহে; কারণ, পতঞ্জলি প্রভৃতি জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষগণ এরূপ উপদেশ করেন নাই (পতঞ্জলি বলিয়াছেন "তদ্‌বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ" অর্থাৎ জাতি, আয়ু ও সুখ-দুঃখরূপ ভোগ পূর্বকৃত কর্ম্মের ফল) ॥ ১৫

মানুষ নেত্র, মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা চারি প্রকার কর্ম্ম করে এবং যেরূপ কর্ম্ম করে, সেইরূপই উহার ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ১৬

রাজন্! মানুষ কর্ম্মের ফলরূপে কখনও কেবল সুখ, কখনও সুখ-দুঃখ এক সঙ্গে লাভ করে। পুণ্য বা পাপ যে কোন কর্ম্ম হউক না কেন ফল ভোগ ব্যতীত উহার ক্ষয় হয় না ॥ ১৭

তাত! সংসার-সাগরে নিমজ্জমান মানুষের পুণ্য কর্ম্ম সেই কাল পর্য্যন্ত স্থির থাকে, যতক্ষণ না তাহার দুঃখভোগ হইতে

ততো দুঃখক্ষয়ং কৃত্বা সুকৃতং কর্ম সেবেতে ;
সুকৃতক্ষয়াদ্ দুষ্কৃতং তদ্ বিদ্ধি মনুজাধিপ । ১৯
দমঃ ক্ষমা ধৃতিস্তেজঃ সন্তোষঃ সত্যবাদিতা ।
হ্রীরহিংসাব্যসনিতা দাক্ষ্যং চেতি সুখাবহাঃ ॥২০
দুষ্কৃতে সুকৃতে চাপি ন জন্তুর্নিয়তো ভবেৎ ।
নিত্যং মনঃ সমাধানে প্রযতেত বিচক্ষণঃ ॥২১
নায়ং পরস্য সুকৃতং দুষ্কৃতং চাপি সেবতে ।
করোতি যাদৃশং কর্ম তাদৃশং প্রতিপদ্যতে ॥ ২২
সুখ-দুঃখে সমাধায় পুমানন্যেন গচ্ছতি ।
অন্যেনৈব জনঃ সর্বঃ সঙ্গতো যশ্চ পার্থিবঃ ॥ ২৩
পরেষাং যদসূয়েত ন তৎ কুর্য্যাৎ স্বয়ং নরঃ ।
যো হ্যসূয়ুস্তথাযুক্তঃ সোঽবহাসং নিযচ্ছতি ॥ ২৪

ভীরু রাজন্যো ব্রাহ্মণঃ সর্বভক্ষ্যো
বৈশ্যোঽনীহাবান্ হীনবর্ণোঽলসশ্চ ।
বিদ্বাংশ্চাশীলো বৃত্তহীনঃ কুলীনঃ
সত্যাদ্ বিভ্রষ্টো ধার্মিকঃ স্ত্রী চ দুষ্টা॥২৫
রাগী যুক্তঃ পচমানোঽত্মহেতো-
র্মূর্খো বক্তা নৃপহীনঞ্চ রাষ্ট্রম্ ।
এতে সর্বে শোচ্যতাং যান্তি রাজন
যশ্চাযুক্তঃ স্নেহহীনঃ প্রজাসু ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পরাশরগীতায়াং নবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯০

মুক্তি হয়। তারপর দুঃখভোগ শেষ করিয়া জীব নিজের পুণ্য কর্ম্মের ফল উপভোগ করিতে আরম্ভ করে। আবার যখন পুণ্যেরও ক্ষয় হইয়া যায়, তখন সে পুনরায় পাপের ফল ভোগ করিতে থাকে। নরনাথ! এই বিষয় তুমি ভালভাবে বুঝিয়া লও ॥ ১৮-১৯

ইন্দ্রিয়-সংযম, ক্ষমা, ধৈর্য্য, তেজ, সন্তোষ, সত্যভাষণ, লজ্জা, অহিংসা, দুর্ব্ব্যসনে আসক্ত না হওয়া এবং দক্ষতা—এ সমস্তই সুখ প্রদান করে ॥ ২০

বুদ্ধিমান্ পুরুষ জীবন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পাপ বা পুণ্য কর্ম্মে আসক্ত হইবেন না এবং নিজের মনকে পরমাত্মার ধ্যানে সতত নিযুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিবেন ॥ ২১

জীব অপরের কৃত শুভ অথবা অশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করে না ; সে স্বয়ং যেরূপ কর্ম্ম করে, সেইরূপই ফল ভোগ করে ॥ ২২

বিবেকী পুরুষ সুখ ও দুঃখকে নিজের মধ্যে বিলীন করিয়া অন্য পথে অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তিকর পথে গমন করেন। যে সব ব্যক্তি স্ত্রী, পুত্র ও ধনাদিতে আসক্ত, সেই সব সংসারী জীব এই মোক্ষ পথ হইতে ভিন্ন পথে চলে (অতএব তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ করে) ॥ ২৩

মানুষ অপরের যে কর্ম্মের নিন্দা করে, উহা স্বয়ংও আচরণ করিবে না। যে ব্যক্তি অপরের নিন্দা করে, অথচ স্বয়ং সেই নিন্দনীয় কর্ম্ম করিতে থাকে, সেই ব্যক্তি উপহাসের পাত্র হয় ॥২৪

রাজন্! ভীরু ক্ষত্রিয়, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার না করিয়া সব কিছুই ভক্ষণকারী ব্রাহ্মণ, ধনোপার্জ্জনের চেষ্টাহীন বৈশ্য, অলস শূদ্র, উত্তম গুণরহিত বিদ্বান্, সদাচার অপালনকারী কুলীন পুরুষ, সত্য হইতে ভ্রষ্ট ধার্ম্মিক মানুষ, দুরাচারিণী স্ত্রী, বিষয়াসক্ত যোগী, কেবল নিজের অন্নাদি পাককারী মনুষ্য, মূর্খ বক্তা, রাজহীন রাজ্য এবং অজিতেন্দ্রিয় ও প্রজাগণের প্রতি স্নেহশূন্য রাজা—ইহারা সকলেই শোকের যোগ্য অর্থাৎ ইহারা সকলেই নিন্দনীয় ॥ ২৫-২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে পরাশরগীতাবিষয়ক নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পরাশরগীতায়াং কর্ম্মফলস্যানিবার্য্যতায়াঃ পুণ্যকর্ম্মণা লাভস্য চ বর্ণনম্]

পরাশর উবাচ।

মনোরথরথং প্রাপ্য ইন্দ্রিয়াখ্যহয়ং নরঃ।
রশ্মিভির্জ্ঞানসম্ভূতৈর্যো গচ্ছতি স বুদ্ধিমান্ ॥ ১

সেবাশ্রিতেন মনসা বৃত্তিহীনস্য শস্যতে।
দ্বিজাতিহস্তান্নির্বৃত্তা ন তু তুল্যাৎ পরস্পরাৎ ॥ ২

আয়ুর্ন সুলভং লব্ধ্বা নাবকর্ষেদ্ বিশাম্পতে।
উৎকর্ষার্থং প্রযতেত নরঃ পুণ্যেন কর্মণা ॥ ৩

বর্ণেভ্যো হি পরিভ্রষ্টো ন বৈ সম্মানমর্হতি।
ন তু যঃ সৎক্রিয়াং প্রাপ্য রাজসং কর্ম সেবতে ॥ ৪

বর্ণোৎকর্ষমবাপ্নোতি নরঃ পুণ্যেন কর্মণা।
দুর্লভং তমলব্ধ্বা হি হন্যাৎ পাপেন কর্মণা ॥ ৫

অজ্ঞানাদ্ধি কৃতং পাপং তপসৈবাভিনির্ণুদেৎ।
পাপং হি কর্ম ফলতি পাপমেব স্বয়ং কৃতম্ ॥
তস্মাৎ পাপং ন সেবেত কর্ম দুঃখফলোদয়ম্ ॥ ৬

পাপানুবন্ধং যৎ কর্ম যদ্যপি স্যান্মহাফলম্।
তন্ন সেবেত মেধাবী শুচিঃ কুশলিনং যথা ॥ ৭

কিং কষ্টমনুপশ্যামি ফলং পাপস্য কর্মণঃ।
প্রত্যাপন্নস্য হি ততো নাত্মা তাবদ্ বিরোচতে ॥ ৮

প্রত্যাপত্তিশ্চ যস্যেহ বালিশস্য ন জায়তে।
তস্যাপি সুমহাংস্তাপঃ প্রস্থিতস্যোপজায়তে ॥ ৯

বিরক্তং শোধ্যতে বস্ত্রং ন তু কৃষ্ণোপসংহিতম্।
প্রযত্নেন মনুষ্যেন্দ্র পাপমেবং নিবোধ মে ॥ ১০

একনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[পরাশর গীতায় কর্মফলের অনিবার্য্যতা এবং পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা লাভ বর্ণন।]

পরাশর বলিলেন,—রাজন্! ইন্দ্রিয়গণরূপ অশ্বযুক্ত মনোময় সূক্ষ্ম শরীর হইল একটি রথ। জ্ঞানাকার বৃত্তিসমূহই এই রথের অশ্বগণের রশ্মি (লাগাম)। এই সব বস্তুতে পূর্ণ রথে আরোহণ করিয়া যে মানুষ গমন করেন, অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করত মোক্ষাভিলাষী হইয়া পরমব্রহ্মের দিকে গমন করেন, তিনি বুদ্ধিমান্। ১

যে মানুষ ইন্দ্রিয়গণের বাহ্য বৃত্তি-রহিত হইয়া অর্থাৎ অন্তর্মুখ হইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন মনের দ্বারা তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহার এই উপাসনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এরূপ উপাসনা কোন বিদ্বান্ ও ভক্ত ব্রাহ্মণের বরদ হস্ত হইতেই উপলব্ধ হয়। সমান যোগ্যতাসম্পন্ন পরস্পর মনুষ্যগণের নিকট হইতে উহার প্রাপ্তি হয় না। ২

প্রজানাথ! মনুষ্য শরীরের আয়ু সুলভ নহে—উহা দুর্লভ বস্তু, উহাকে প্রাপ্ত হইয়া আত্মাকে অধঃপাতিত করিবে না; অতএব মানুষমাত্রই পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা আত্মার উত্থানের জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিবে। ৩

যে মানুষ দুষ্কর্ম্ম করিয়া বর্ণসকল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায়, সে কখনও সম্মান পাইবার যোগ্য হয় না। ইহা ব্যতীত যে মানুষ সত্ত্বগুণের দ্বারা সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় রাজসিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, সেই মানুষও সম্মান পাইবার যোগ্য নহে। ৪

পুণ্য কর্ম্মের দ্বারাই মানুষ উত্তম বর্ণে জন্ম গ্রহণ করে। পাপীর পক্ষে উহা অত্যন্ত দুর্লভ। পাপী উহা প্রাপ্ত না হইয়া পাপ কর্ম্মের দ্বারা নিজেরই বিনাশ সাধন করে। ৫

না জানিয়া যে পাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তপস্যার দ্বারা উহাকে নষ্ট করিয়া দিবে; কারণ, নিজের কৃত পাপ কর্ম্ম পাপরূপ দুঃখ-রূপে ফলিত হয়। অতএব দুঃখময় ফলপ্রদ পাপকর্ম্ম কখনও আচরণ করিবে না। ৬

পাপের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যে কর্ম্ম, উহা যত বড়ই লৌকিক সুখরূপ হউক না কেন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উহার আচরণ করিবেন না। যেরূপ পবিত্র মানুষ চণ্ডাল হইতে দূরে থাকেন, তিনিও সেইরূপ উক্ত কর্ম্ম হইতে দূরে থাকিবেন। ৭

পাপকর্ম্মের ফল যে কি কষ্টকর, তাহা আমি দেখিতেছি। অহো! পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত মানুষের আত্মচিন্তনও ভাল লাগে না। ৮

এ জগতে যে মূর্খ ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি হয় না, সংসার পথে যাইতে যাইতে অথবা পরলোকে যাইলে পরও সেই ব্যক্তিকে অতিশয় সন্তাপ ভোগ করিতে হয়। ৯

নরেন্দ্র! অরঞ্জিত বস্ত্র ধৌত করিলে পর নির্ম্মল হইয়া যায়; কিন্তু যে বস্ত্রকে কৃষ্ণ বর্ণে রঞ্জিত করা হইয়াছে, উহা প্রযত্ন করিলেও শুভ্র হয় না। পাপ সম্বন্ধেও এরূপ জানিও। উহাও সত্বর নষ্ট হয় না। ১০

স্বয়ং কৃত্বা তু যঃ পাপং শুভমেবানুতিষ্ঠতি।
প্রায়শ্চিত্তং নরঃ কর্তুমুভয়ং সোঽশ্নুতে পৃথক্ ॥ ১১
অজ্ঞানাৎ তু কৃতাং হিংসামহিংসা ব্যপকর্ষতি।
ব্রাহ্মণাঃ শাস্ত্রনির্দেশাদিত্যাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১২
তথা কামকৃতং নাস্য বিহিংসৈবানুকর্ষতি।
ইত্যাহুর্ব্রহ্মশাস্ত্রজ্ঞা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১৩
অহং তু তাবৎ পশ্যামি কর্ম যদ্ বর্ততে কৃতম্।
গুণযুক্তং প্রকাশং বা পাপেনানুপসংহিতম্ ॥ ১৪
যথা সূক্ষ্মাণি কর্মাণি ফলন্তীহ যথাতথম্।
বুদ্ধিযুক্তানি তানীহ কৃতানি মনসা সহ ॥ ১৫
ভবত্যল্পফলং কর্ম সেবিতং নিত্যমুল্বণম্।
অবুদ্ধিপূর্বং ধর্মজ্ঞ কৃতমুগ্রেণ কর্মণা ॥ ১৬
কৃতানি যানি কর্মাণি দৈবতৈর্মুনিভিস্তথা।
ন চরেৎ তানি ধর্মাত্মা শ্রুত্বা চাপি ন কুৎসয়েৎ ॥ ১৭
সংচিন্ত্য মনসা রাজন্ বিদিত্বা শক্যমাত্মনঃ।
করোতি যঃ শুভং কর্ম স বৈ ভদ্রাণি পশ্যতি ॥ ১৮
নবে কপালে সলিলং সন্ন্যস্তং হীয়তে যথা।
নবেতরে তথাভাবং প্রাপ্নোতি সুখভাবিতম্ ॥ ১৯
সতোয়েঽন্যৎ তু যৎ তোয়ং তস্মিন্নেব প্রসিচ্যতে।
বৃদ্ধে বৃদ্ধিমবাপ্নোতি সলিলে সলিলং যথা ॥ ২০
এবং কর্মাণি যানীহ বুদ্ধিযুক্তানি পার্থিব।
সমানি চৈব যানীহ তানি পুণ্যতমান্যপি ॥ ২১
রাজ্ঞা জেতব্যাঃ শত্রবশ্চোন্নতাশ্চ
সম্যক্ কর্তব্যং পালনঞ্চ প্রজানাম্।
অগ্নিশ্চেয়ো বুদ্ধিভিশ্চাপি যজ্ঞৈ-
রন্ত্যে মধ্যে বা বনমাশ্রিত্য শ্রেয়ম্ ॥২২

যে ব্যক্তি স্বয়ং জানিয়া শুনিয়া পাপ করিবার পর উহার প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্যে শুভ কর্ম্ম করে, সেই ব্যক্তিও শুভ ও অশুভ উভয় কর্ম্মেরই ফল ভোগ করে ॥ ১১

না জানিয়া যদি হিংসা কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে উহা অহিংসা ব্রতপালনের দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ শাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে এরূপই বলেন ॥ ১২

কিন্তু স্বেচ্ছায় কৃত হিংসাময় পাপকর্ম্ম অহিংসাব্রতও নষ্ট করিতে পারে না। ইহাই বেদশাস্ত্রজ্ঞ ও বেদের উপদেষ্টা ব্রাহ্মণগণ বলেন ॥ ১৩

কিন্তু আমি দেখিতেছি, যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, উহা পুণ্য হউক বা পাপ হউক ; প্রকাশ্যে হউক কিংবা অপ্রকাশ্যে হউক (জানিয়া শুনিয়া হউক বা না জানিয়া হউক), উহা নিজের ফল অবশ্যই প্রদান করিয়া থাকে ॥ ১৪

ধর্ম্মজ্ঞ রাজা জনক ! যেরূপ মনের দ্বারা বিচার-বিবেচনা করিয়া বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করত যে স্থূল বা সূক্ষ্ম কর্ম্ম এ সংসারে করা হইয়া থাকে, সেই কর্ম্ম যথাযোগ্য ফল অবশ্য দান করে, সেইরূপ হিংসাদি উগ্র কর্ম্মের দ্বারা না জানিয়া কৃত ভয়ঙ্কর পাপ যদি সদা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, তবে উহার ফলও সেইরূপ লাভ হয় , পার্থক্য এই যে, জ্ঞানকৃত পাপ অপেক্ষা উহার ফললাভ অল্প হয় ॥ ১৫-১৬

দেবতা ও মুনিগণের দ্বারা যে অনুচিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ধর্ম্মাত্মা মানুষ তাহার অনুকরণ করিবেন না এবং সেই সব কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া সেই দেবতাদিগকে নিন্দাও করিবেন না ॥ ১৭

যে মানুষ মনের দ্বারা ভালভাবে চিন্তা করিয়া 'অমুক কর্ম্ম আমি করিতে সমর্থ হইব' এরূপ নিজের সামর্থ্য জানিয়া শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে অবশ্যই নিজের কল্যাণ দেখিতে পায় ॥ ১৮

যেরূপ নবনির্ম্মিত অপক্ব (কাঁচা) কলসে স্থাপিত জল নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু পক্ব কলসে স্থাপিত জল ঠিক থাকে, সেইরূপ পরিপক্ব বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে সম্পাদিত সুখদায়ক শুভকর্ম্ম নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে ॥ ১৯

রাজন্ ! সেই জলযুক্ত পক্ব কলসে যদি অন্য জল নিক্ষেপ করা (ঢালা) হয়, তবে সেই পাত্রে পূর্ব্বস্থিত জল ও পরে নিক্ষিপ্ত জল উভয়ে মিলিত হইয়া বর্দ্ধিত হয় এবং এইভাবে সেই কলস অধিক জলযুক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ এ সংসারে বিবেক সহকারে কৃত যে পুণ্য কর্ম্ম সঞ্চিত আছে, তাহার তুল্য যে নব পুণ্য কর্ম্ম করা হয়, এই উভয়ে মিলিত হইয়া অধিক পুণ্যতম কর্ম্ম হইয়া যায় (এবং ইহার দ্বারা সেই মানুষ অতিশয় পুণ্যাত্মা হইয়া থাকে।) ॥ ২০-২১

রাজার কর্ত্তব্য হইল—তিনি বর্দ্ধিত শত্রুগণকে জয় করিবেন, প্রজাদিগকে ন্যায়ানুসারে পালন করিবেন, নানাপ্রকার যজ্ঞের দ্বারা অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করিবেন এবং বৈরাগ্য আসিলে মধ্য বয়সে বা অন্তিম বয়সে বনে যাইয়া বাস করিবেন ॥ ২২

দমান্বিতঃ পুরুষো ধর্মশীলো
ভূতানি চাত্মানমিবানুপশ্যেৎ।
গরীয়সঃ পূজয়েদাত্মশক্ত্যা
সত্যেন শীলেন সুখং নরেন্দ্র ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পরাশরগীতায়াম্ একনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯১

নরেন্দ্র! প্রত্যেক মানুষ ইন্দ্রিয়সংযমী ও ধর্মাত্মা হইয়া সমস্ত প্রাণিগণকে নিজেরই সমান বোধ করিবে। যিনি বিদ্যা, তপস্যা ও বয়সে নিজের অপেক্ষা অধিক অথবা যাঁহারা গুরুতুল্য ব্যক্তি, তাঁহাদের সকলকে যথাশক্তি পূজা করিবেন। সত্য ভাষণ ও উত্তম আচার-বিচারের দ্বারা এ জগতে সুখলাভ হয়॥ ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে পরাশরগীতাবিষয়ক একনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পরাশরগীতায়াম্—ধর্ম্মেণোপার্জিতধনস্য শ্রেষ্ঠতায়াঃ, অতিথিসংকারমহত্ত্বস্য, পঞ্চবিধেভ্য ঋণেভ্যো মুক্তিলাভোপায়স্য, ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যস্য চ কথনম্, সদাচারপালনেন তথা গুরুজনানাং সেবয়া মহাসৌভাগ্যলাভবর্ণনঞ্চ।]

পরাশর উবাচ।

কঃ কস্য চোপকুরুতে কশ্চ কস্মৈ প্রযচ্ছতি।
প্রাণী করোত্যয়ং কর্ম সর্বমাত্মার্থমাত্মনা ॥ ১
গৌরবেণ পরিত্যক্তং নিঃস্নেহং পরিবর্জয়েৎ
সোদর্য্যং ভ্রাতরমপি কিমুতান্যং পৃথগ্জনম্ ॥২
বিশিষ্টস্য বিশিষ্টাচ্চ তুল্যৌ দান-প্রতিগ্রহৌ।
তয়োঃ পুণ্যতরং দানং তদ্ দ্বিজস্য প্রযচ্ছতঃ ॥ ৩
ন্যায়াগতং ধনং চৈব ন্যায়েনৈব বিবর্ধিতম্।
সংরক্ষ্যং যত্নমাস্থায় ধর্মার্থমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪
ন ধর্মার্থী নৃশংসেন কর্মণা ধনমর্জয়েৎ।
শক্তিতঃ সর্বকার্য্যাণি কুর্য্যান্নর্দ্ধিমনুস্মরেৎ ॥৫
অপো হি প্রযতঃ শীতাস্তাপিতা জ্বলনেন বা।
শক্তিতোঽতিথয়ে দত্ত্বা ক্ষুধার্তায়াশ্নুতে ফলম্ ॥ ৬
রন্তিদেবেন লোকেষ্টা সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা মহাত্মনা।
ফলপত্রৈরথো মূলৈর্মুনীনর্চিতবাংশ্চ সঃ ॥ ৭
তৈরেব ফলপত্রৈশ্চ স মাঠরমতোষয়ৎ।
তস্মাল্লেভে পরং স্থানং শৈব্যোঽপি পৃথিবীপতিঃ ॥৮

দ্বিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[পরাশর গীতায়—ধর্মানুসারে উপার্জিত ধনের শ্রেষ্ঠতা, অতিথি-সৎকারের মহত্ত্ব, পঞ্চবিধ ঋণ হইতে মুক্তি লাভের উপায় এবং ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য কথন, সদাচার পালন ও গুরুজনগণের সেবায় মহাসৌভাগ্যলাভ বর্ণন।]

পরাশর বলিলেন,-রাজন্! কে কাহার উপকার করে? এবং কে কাহাকে দান করে? এই প্রাণী সকল কার্য্য নিজের জন্যই স্বয়ং করিয়া থাকে। ১

নিজের সহোদর ভ্রাতাও যদি স্বীয় শ্রেষ্ঠ স্বভাব ও স্নেহ পরিত্যাগ করে, তবে তাহাকেও মানুষ পরিত্যাগ করিয়া দেয়; সুতরাং অন্য সাধারণ মানুষের কথা আর কি বলিবার আছে? ২

শ্রেষ্ঠ পুরুষ কর্তৃক প্রদত্ত দান এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইতে প্রাপ্ত প্রতিগ্রহ—এই উভয়ের মহত্ত্ব যদিও সমান, তথাপি ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রতিগ্রহ স্বীকার করা অপেক্ষা দান করা অধিক পুণ্যময় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৩

যে ধন ন্যায়ানুসারে লাভ হইয়াছে এবং ন্যায়ানুসারেই বর্দ্ধিত করা হইয়াছে, উহাকে যত্নসহকারে ধর্ম্মের উদ্দেশ্যেই রক্ষা করা উচিত। ইহাই ধর্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ৪

ধর্ম্মকামী মানুষ ক্রূর কর্ম্মের দ্বারা ধনোপার্জন করিবে না। নিজের শক্তি অনুসারে সমস্ত শুভ কর্ম করিবে। ধনবৃদ্ধি চিন্তা করিবে না। ৫

যে ব্যক্তি নিজের সামর্থ্যানুসারে পিপাসিত ও ক্ষুধিত অতিথিকে শীতল জল বা উষ্ণ জল ও অন্ন পবিত্রভাবে সমর্পণ করে, সেই ব্যক্তি উত্তম ফল লাভ করে। ৬

মহাত্মা রাজা রন্তিদেব ফলমূল ও পত্রসমূহের দ্বারা ঋষি-মুনিগণের পূজা করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা তিনি সেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহা সকলেই কামনা করে। ৭

পৃথিবীপতি মহারাজ শৈব্যও এই ফল ও পত্রসমূহের দ্বারাই মাঠর-মুনিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, যাহার দ্বারা তিনি উত্তম লোকলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৮

দেবতাতিথিভৃত্যেভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চাত্মনস্তথা।
ঋণবান্ জায়তে মর্ত্যস্তস্মাদনৃণতাং ব্রজেৎ ॥ ৯
স্বাধ্যায়েন মহর্ষিভ্যো দেবেভ্যো যজ্ঞকর্মণা।
পিতৃভ্যঃ শ্রাদ্ধদানেন নৃণামভ্যর্চনেন চ ॥ ১০
বাচা শেষাবহার্য্যেণ পালনেনাত্মনোঽপি চ।
যথাবদ্ ভৃত্যবর্গস্য চিকীর্ষেৎ কর্ম আদিতঃ ॥ ১১
প্রযত্নেন চ সংসিদ্ধা ধনৈরপি বিবর্জিতাঃ।
সম্যগ্‌হুত্বা হুতবহং মুনয়ঃ সিদ্ধিমাগতাঃ ॥ ১২
বিশ্বামিত্রস্য পুত্রত্বমৃচীকতনয়োঽগমৎ।
ঋগ্‌ভিঃ স্তুত্বা মহাবাহো দেবান্ বৈ যজ্ঞভাগিনঃ ॥ ১৩
গতঃ শুক্রত্বমুশনা দেবদেবপ্রসাদনাৎ।
দেবীং স্তুত্বা তু গগনে মোদতে যশসা বৃতঃ ॥ ১৪
অসিতো দেবলশ্চৈব তথা নারদ-পর্বতৌ।
কক্ষীবান্ জামদগ্ন্যশ্চ রামস্তাণ্ড্যস্তথাত্মবান্ ॥ ১৫
বশিষ্ঠো জমদগ্নিশ্চ বিশ্বামিত্রোঽত্রিরেব চ।
ভরদ্বাজো হরিশ্মশ্রুঃ কুণ্ডধারঃ শ্রুতশ্রবাঃ ॥ ১৬
এতে মহর্ষয়ঃ স্তুত্বা বিষ্ণুমৃগ্‌ভিঃ সমাহিতাঃ।
লেভিরে তপসা সিদ্ধিং প্রসাদাৎ তস্য ধীমতঃ ॥ ১৭
অনর্হাশ্চার্হতাং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ স্তুত্বা তমেব হ।
ন তু বৃদ্ধিমিহান্বিচ্ছেৎ কর্ম কৃত্বা জুগুপ্সিতম্ ॥ ১৮
যেঽর্থা ধর্মেণ তে সত্যা যেঽধর্মেণ ধিগস্তু তান্।
ধর্মং বৈ শাশ্বতং লোকে ন জহ্যাদ্ ধনকাঙ্ক্ষয়া ॥ ১৯
আহিতাগ্নির্হি ধর্মাত্মা যঃ স পুণ্যকৃদুত্তমঃ।
বেদা হি সর্বে রাজেন্দ্র স্থিতাস্ত্রিষ্বগ্নিষু প্রভো ॥২০
স চাপ্যগ্ন্যাহিতো বিপ্রঃ ক্রিয়া যস্য ন হীয়তে।
শ্রেয়ো হ্যনাহিতাগ্নিত্বমগ্নিহোত্রং ন নিষ্ক্রিয়ম্ ॥২১

প্রত্যেক মানুষ দেবতা, অতিথি, ভরণ পোষণ যোগ্য আত্মজন, পিতৃগণ এবং নিজেকে নিজেও ঋণী হইয়া জন্মগ্রহণ করে; অতএব তাহার এই সব ঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করা উচিত ॥ ৯

বেদশাস্ত্রসকলের অধ্যয়নের দ্বারা মহর্ষিগণের, যজ্ঞকর্মের দ্বারা দেবতাদিগের, শ্রাদ্ধ ও দানকর্মের দ্বারা পিতৃগণের এবং স্বাগত সৎকার ও সেবাদি দ্বারা অতিথিসকলের ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ১০

এইরূপ বেদবাণীর পঠন, শ্রবণ ও মননের দ্বারা, যজ্ঞবিশিষ্ট অন্নভোজনের দ্বারা ও জীবগণের রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা মানুষ নিজের ঋণ হইতে মুক্ত হয়। ভরণীয় আত্মীয়গণের পালন-পোষণের কার্য্য আদি হইতেই করিবার ইচ্ছা করিবে। ইহার দ্বারা তাহাদের ঋণ হইতে মুক্তি হইবে ॥ ১১

ঋষি-মুনিগণ ধনহীন ছিলেন, তথাপি তাঁহারা নিজেদের প্রযত্নের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা বিধি অনুসারে অগ্নিহোত্র কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১২

মহাবাহো! ঋচীকের পুত্র যজ্ঞে ভাগগ্রহণকারী দেবতাগণের বেদমন্ত্রসমূহের দ্বারা স্তুতি করিয়া বিশ্বামিত্রের পুত্র হইয়াছিলেন ॥

মহর্ষি উশনা দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার শুক্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং, পার্ব্বতীদেবীর স্তুতি করিয়া এই যশস্বী মুনি আকাশে গ্রহরূপে অবস্থান করত আনন্দভোগ করিতেছেন ॥ ১৩-১৪

অসিত, দেবল, নারদ, পর্ব্বত, কক্ষীবান্, জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম, মনস্বী তাণ্ড্য, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, বিশ্বামিত্র, অত্রি, ভরদ্বাজ, হরিশ্মশ্রু, কুণ্ডধার ও শ্রুতশ্রবা—এই মহর্ষিগণ একাগ্রচিত্ত হইয়া বেদের ঋকমন্ত্রসমূহের দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করত এই ধীমান্ শ্রীহরির কৃপায় তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৫-১৭

যাঁহারা পূজনীয় ছিলেন না, তাঁহারাও ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর স্তুতি করত পূজনীয় সজ্জন হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সংসারে নিন্দনীয় কার্য্য করিয়া কোনও ব্যক্তি নিজের অভ্যুদয়ের আশা করিবে না ॥ ১৮

ধর্মপালন করিতে করিতে যে ধন লাভ হইবে, উহাই সত্য ধন। যাহা অধর্মের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ধনে ধিক্ অর্থাৎ উহা নিন্দনীয় ধন। সংসারে ধনের আকাঙ্ক্ষায় সনাতন ধর্ম কখনও পরিত্যাগ করিবে না ॥ ১৯

রাজেন্দ্র! যিনি প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করেন, তিনিই পুণ্য-কর্মকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষ। প্রভো! সমস্ত বেদ দক্ষিণ, আহবনীয় ও গার্হপত্য এই তিন অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ২০

যাঁহার সদাচার ও সৎকর্ম কখনও লুপ্ত হয় না, সেই ব্রাহ্মণ (অগ্নিহোত্র না করিয়াও) অগ্নিহোত্রী। সদাচার যথাযথভাবে পালিত হইতে থাকিলে যদি অগ্নিহোত্র কার্য্য সম্পন্ন না হয়, তবে উহা বরং ভাল; কিন্তু সদাচার ত্যাগ করিয়া কেবল অগ্নিহোত্র কার্য্য করা কল্যাণকারী হয় না ॥ ২১

অগ্নিরাত্মা চ মাতা চ পিতা জনয়িতা তথা।
গুরুশ্চ নরশার্দূল পরিচর্য্যা যথাতথম্ ॥ ২২
মানং ত্যক্ত্বা যো নরো বৃদ্ধসেবী
বিদ্বান্ ক্লীবঃ পশ্যতি প্রীতিযোগাৎ।
দাক্ষ্যেণ হীনো ধর্মযুক্তো নদান্তো
লোকেঽস্মিন্ বৈ পূজ্যতে সদ্ভিরার্য্যঃ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পরাশরগীতায়াং দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯২

পুরুষশ্রেষ্ঠ! অগ্নি, আত্মা, মাতা, জন্মদাতা পিতা এবং গুরু —ইঁহাদের সকলের যথাযোগ্য সেবা করা কর্ত্তব্য। ২২

যে মানুষ অভিমান ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ পুরুষগণের সেবা করেন, বিদ্বান্, কামভোগে অনাসক্ত হইয়া সকলের প্রতি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করেন, মনে কপটতা না রাখিয়া ধর্মে আসক্ত থাকেন এবং অপরকে দমন বা হিংসা না করেন, সেই মানুষ এই লোকে শ্রেষ্ঠ ও সৎপুরুষগণ তাঁহার সমাদর করেন। ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে পরাশরগীতাবিষয়ক দ্বিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পরাশরগীতায়াং শূদ্রস্য সেবাবৃত্তেঃ প্রাধান্যম্, সৎসঙ্গস্য মহিমা, চতুর্ণাং বর্ণানাং ধর্ম্মপালনস্য মহত্ত্বকথনঞ্চ।]

পরাশর উবাচ।
বৃত্তিঃ সকাশাদ্ বর্ণেভ্যস্ত্রিভ্যো হীনস্য শোভনা।
প্রীত্যোপনীতা নির্দিষ্টা ধর্মিষ্ঠান্ কুরুতে সদা ॥ ১
বৃত্তিশ্চেন্নাস্তি শূদ্রস্য পিতৃপৈতামহী ধ্রুবা।
ন বৃত্তিং পরতো মার্গেচ্ছুশ্রূষাং তু প্রযোজয়েৎ ॥ ২
সদ্ভিস্তু সহ সংসর্গঃ শোভতে ধর্মদর্শিভিঃ।
নিত্যং সর্বাস্ববস্থাসু নাসদ্ভিরিতি মে মতিঃ ॥ ৩
যথোদয়গিরৌ দ্রব্যং সংনিকর্ষেণ দীপ্যতে।
তথা সৎসন্নিকর্ষেণ হীনবর্ণোঽপি দীপ্যতে ॥ ৪
যাদৃশেন হি বর্ণেন ভাব্যতে শুক্লমম্বরম্।
তাদৃশং কুরুতে রূপমেতদেবমবেহি মে ॥ ৫
তস্মাদ্ গুণেষু রজ্যেথা মা দোষেষু কদাচন।
অনিত্যমিহ মর্ত্যানাং জীবিতং হি চলাচলম্ ॥ ৬
সুখে বা যদি বা দুঃখে বর্তমানো বিচক্ষণঃ।
যশ্চিনোতি শুভান্যেব স তন্ত্রাণীহ পশ্যতি ॥ ৭

ত্রিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[পরাশরগীতায় শূদ্রের পক্ষে সেবাবৃত্তির প্রাধান্য, সৎসঙ্গের মহিমা ও চারিবর্ণের ধর্মপালনের মহত্ত্বকথন।]

পরাশর বলিলেন,—রাজন্! শূদ্রের ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবার দ্বারা জীবননির্ব্বাহ করা উত্তম বৃত্তি। শূদ্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট সেবাবৃত্তি যদি তাহারা প্রীতিসহকারে পালন করে, তবে সেই কর্ম তাহাদিগকে ধর্মিষ্ঠ করিয়া দেয়। ১

যদি শূদ্রের নিকট তাঁহার পিতা-পিতামহপ্রদত্ত কোন নিশ্চিত বৃত্তি না থাকে, তবে সে নিজের জন্য কোন বৃত্তির অনুসন্ধান করিবে না। তিন বর্ণের সেবাকেই নিজের জীবিকার ব্যবহারে প্রয়োগ করিবে। ২

ধর্মদর্শী সৎপুরুষগণের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত করিয়া অবস্থান করা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু কোনও অবস্থায় কখনও দুষ্ট পুরুষসকলের সঙ্গ করা ভাল নয়, ইহাই আমার অভিমত। ৩

যেরূপ সূর্য্যের সান্নিধ্যে উদয়াচল পর্ব্বতের প্রত্যেক বস্তু উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সেইরূপ সৎপুরুষগণের সান্নিধ্যে নীচবর্ণের মনুষ্যেরাও সদ্গুণে সুশোভিত হইয়া থাকে। ৪

শ্বেতবর্ণের বস্ত্রকে যেরূপ রঙে রাঙান হয়, উহা তদ্রূপই হইয়া যায়; সেইরূপ যাদৃশ সঙ্গ করা হয়, সেইরূপ গুণই নিজের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। তুমি আমার এই কথা ভালভাবে অবগত হও। ৫

এইজন্য তুমি গুণসমূহে অনুরাগী হও, দোষসকলে নহে; কারণ, এজগতে মনুষ্যগণের জীবন অনিত্য ও চঞ্চল। ৬

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি সুখ অথবা দুঃখে থাকিয়াও সর্ব্বদা শুভকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করেন, তিনি এ সংসারে শাস্ত্রসমূহ দর্শন করেন এবং বুঝিয়া থাকেন অর্থাৎ তিনিই যথার্থ শাস্ত্রদর্শী পুরুষ। ৭

ধর্ম্মাদপেতং যৎ কর্ম্ম যদ্যপি স্যান্মহাফলম্ ।
ন তৎ সেবেত মেধাবী ন তদ্ধিতমিহোচ্যতে ॥ ৮
(ধর্ম্মেণ সহিতং যৎ তু ভবেদল্পফলোদয়ম্ ।
তৎ কার্য্যমবিশঙ্কেন কর্ম্মাত্যন্তং সুখাবহম্ ॥)
যো হৃত্বা গোসহস্রাণি নৃপো দদ্যাদরক্ষিতা ।
স শব্দমাত্রফলভাগ্ রাজা ভবতি তস্করঃ ॥ ৯
স্বয়ম্ভূরসৃজচ্চাগ্রে ধাতারং লোকসৎকৃতম্ ।
ধাতাসৃজৎ পুত্রমেকং লোকানাং ধারণে রতম্ ॥ ১০
তমর্চয়িত্বা বৈশ্যস্তু কুর্য্যাদত্যর্থমৃদ্ধিমৎ ।
রক্ষিতব্যং তু রাজন্যৈরুপযোজ্যং দ্বিজাতিভিঃ ॥ ১১
অজিহ্মৈরশঠক্রোধৈর্হব্যকব্যপ্রযোক্তৃভিঃ ।
শূদ্রৈর্নির্মার্জনং কার্য্যমেবং ধর্ম্মো ন নশ্যতি ॥ ১২
অপ্রনষ্টে ততো ধর্ম্মে ভবন্তি সুখিতা প্রজাঃ ।

ধর্ম্মের বিপরীত কর্ম্ম যদি লৌকিক দৃষ্টিতে অতিশয় লাভদায়কও হয়, তথাপি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উহার আচরণ করিবেন না ; কারণ, উহাকে এজগতে হিতকর বলা হয় নাই ॥ ৮

যে কার্য্য ধর্ম্মের অনুকূল, উহা অল্প লাভ দায়ক হইলেও নিঃসংশয়ে সম্পন্ন করিবার যোগ্য, যেহেতু ধর্ম্মানুসারে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম শেষে অত্যন্ত সুখদান করিয়া থাকে। যে রাজা অপরের হাজার হাজার গরু অপহরণ করিয়া দান করেন এবং প্রজাগণকে রক্ষা করেন না, তিনি নামমাত্রেই দাতা ও রাজা ; প্রকৃত পক্ষে তিনি ত' চোর ও দস্যু ॥ ৯

ঈশ্বর সর্ব্বপ্রথমে লোকপূজিত ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়াছেন। ব্রহ্মা মাত্র এক পুত্র (পর্জন্য)-কে উৎপন্ন করেন। ইনি সমস্ত লোকসকলকে ধারণ করিবার কার্য্যে রত আছেন ॥ ১০

তাঁহাকে পূজা করিয়া বৈশ্য ক্ষেত্রকর্ষণ ও পশুপালনের দ্বারা নিজেকে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী করিবে। রাজার তাহাকে রক্ষা করা উচিত এবং ব্রাহ্মণগণ কুটিলতা, শঠতা ও ক্রোধ পরিত্যাগ করত হব্য-কব্যের প্রয়োগ করিতে করিতে সেই অন্ন-ধনকে যজ্ঞে (লোকহিতকর) কার্য্যে সদ্ব্যবহার করিবেন। শূদ্রদিগের যজ্ঞভূমি ও ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের গৃহসকল মার্জনাদি করিয়া পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে ধর্ম্ম নাশপ্রাপ্ত হন না ॥ ১১-১২

ধর্ম্ম নষ্ট না হইয়া যদি পালিত হইতে থাকে, তবে সমস্ত প্রজাই সুখী হয়। রাজেন্দ্র ! প্রজারা সুখী থাকিলে স্বর্গে দেবগণও প্রসন্ন থাকেন ॥ ১৩

সুখেন তাসাং রাজেন্দ্র মোদন্তে দিবি দেবতাঃ ॥ ১৩
তস্মাদ্ যো রক্ষতি নৃপ স ধর্ম্মেণেতি পূজ্যতে ।
অধীতে চাপি যো বিপ্রো বৈশ্যো যশ্চার্জ্জনে রতঃ ॥১৪
যশ্চ শুশ্রূষতে শূদ্রঃ সততং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
অতোঽন্যথা মনুষ্যেন্দ্র স্বধর্ম্মাৎ পরিহীয়তে ॥ ১৫
প্রাণসন্তাপনির্দ্দিষ্টাঃ কাকিন্যোঽপি মহাফলাঃ ।
ন্যায়েনোপার্জ্জিতা দত্তাঃ কিমুতান্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৬
সৎকৃত্য হি দ্বিজাতিভ্যো যো দদাতি নরাধিপঃ ।
যাদৃশং তাদৃশং নিত্যমশ্নাতি ফলমূর্জ্জিতম্ ॥ ১৭
অভিগম্য চ তৎ তুষ্ট্যা দত্তমাহুরভিষ্টুতম্ ।
যাচিতেন তু যদ্ দত্তং তদাহুর্ম্মধ্যমং বুধাঃ ॥ ১৮
অবজ্ঞয়া দীয়তে যৎ তথৈবাশ্রদ্ধয়াপি বা ।
তমাহুরধমং দানং মুনয়ঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ১৯

যে রাজা ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে রক্ষা করেন, তিনি এই ধর্ম্মাচরণের জন্যই সকল লোকে পূজিত হন। এইভাবে যে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মানুসারে স্বাধ্যায় করেন, যে বৈশ্য ধর্ম্মানুসারে ধন উপার্জনে রত থাকেন এবং যে শূদ্র জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া সর্ব্বদা দ্বিজাতিগণের সেবা করেন, ইঁহারা সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মাচরণের জন্য সকল লোকে সম্মানিত হন। নরেন্দ্র ! ইহার বিপরীত আচরণ করিলে পর সকল মানুষ নিজ নিজ ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৪-১৫

প্রাণকে কষ্ট দিয়াও যদি ন্যায় অনুসারে উপার্জিত তিনটি কড়িও (অল্প অর্থও) দান করা হয়, তবে উহা মহাফলপ্রদ হইয়া থাকে, কিন্তু অন্য সব বস্তু যদি হাজার হাজার সংখ্যায় দান করা হয়, তবে উহার কথা আর কি বলিবার আছে ? ১৬

যে নরপতি ব্রাহ্মণগণকে সৎকার করিয়া উঁহাদিগকে যেরূপ দান করিয়া থাকেন, সেইরূপই উত্তম ফল তিনি সর্ব্বদা উপভোগ করেন ॥ ১৭

স্বয়ংই ব্রাহ্মণের নিকট গমন করত তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া যে দান করা হয়, উহা প্রশংসনীয়—উত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং যাচ্ঞা করিলে পর যাহা কিছু প্রদত্ত হয়, উহাকে বিদ্বান্ পুরুষ মধ্যম শ্রেণীর দান বলিয়া থাকেন ॥ ১৮

অবহেলা অথবা অশ্রদ্ধা করিয়া যাহা কিছু দান করা হয়, উহাকে সত্যবাদী মুনিগণ অধম শ্রেণীর দান বলেন। নিমজ্জমান মানুষ যেরূপ নানা প্রকার উপায়ে সমুদ্র পার হইয়া যায়, সেইরূপ

অতিক্রামেদজ্জমানো বিবিধেন নরঃ সদা।
তথা প্রযত্নঃ কুর্বীত যথা মুচ্যেত সংশ্রয়াৎ ॥ ২০
দমেন শোভতে বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বিজয়েন তু।
ধনেন বৈশ্যঃ শূদ্রস্তু নিত্যং দাক্ষ্যেণ শোভতে ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পরাশরগীতায়াং ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯৩

তোমারও সর্বদা এতাদৃশ যত্ন করা উচিত, যাহাতে তুমিও সংসার-সমুদ্র হইতে মুক্ত হইয়া যাইতে সমর্থ হইবে। ১৯-২০

ব্রাহ্মণ ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা, ক্ষত্রিয় যুদ্ধে জয় লাভের দ্বারা, বৈশ্য ন্যায়ানুসারে উপার্জিত ধনের দ্বারা এবং শূদ্র সদা সেবা-কার্য্যে নৈপুণ্যের পরিচয় দান করিলে পর শোভাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে পরাশরগীতাবিষয়ক ত্রিনবত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পরাশরগীতায়াং ব্রাহ্মণানাং শূদ্রাণাঞ্চ জীবিকা, নিন্দনীয়-কর্ম্মণাং পরিত্যাগায়াদেশদানম্, মনুষ্যেষু আসুর-ভাবোৎপত্তিঃ, ভগবতা শিবেন তস্য নিবারণম্, স্বধর্ম্মানুসারেণ কর্ত্তব্যপালনস্যাদেশদানঞ্চ]

পরাশর উবাচ।

প্রতিগ্রহাগতা বিপ্রে ক্ষত্রিয়ে যুধি নির্জিতাঃ।
বৈশ্যে ন্যায়ার্জিতাশ্চৈব শূদ্রে শুশ্রূষয়ার্জিতাঃ
স্বল্পাপ্যর্থাঃ প্রশস্যন্তে ধর্মস্যার্থে মহাফলাঃ।
নিত্যং ত্রয়াণাং বর্ণানাং শুশ্রূষুঃ শূদ্র উচ্যতে ॥
ক্ষত্রধর্মা বৈশ্যধর্মা নাবৃত্তিঃ পততে দ্বিজঃ।
শূদ্রধর্মা যদা তু স্যাৎ তদা পততি বৈ দ্বিজঃ ॥ ৩
বাণিজ্যং পাশুপাল্যঞ্চ তথা শিল্পোপজীবনম্।
শূদ্রস্যাপি বিধীয়তে যদা বৃত্তির্ন জায়তে ॥ ৪
রঙ্গাবতরণং চৈব তথা রূপোপজীবনম্।
মদ্যমাংসোপজীবঞ্চ বিক্রয়ং লোহ-চর্মণোঃ ॥ ৫
অপূর্বিণা ন কর্তব্যং কর্ম লোকে বিগর্হিতম্।
কৃতপূর্বং তু ত্যজতো মহান্ ধর্ম ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৬
সংসিদ্ধঃ পুরুষো লোকে যদাচরতি পাপকম্।
মদেনাভিপ্লুতমনাস্তচ্চ ন গ্রাহ্যমুচ্যতে ॥ ৭

চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়

[পরাশরগীতায়—ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের জীবিকা, নিন্দনীয় কর্ম্ম-সকল ত্যাগ করিতে আদেশ দান, মনুষ্যগণের মধ্যে আসুরভাবের উৎপত্তি, ভগবান্ শিবের দ্বারা উহার নিবারণ এবং স্বধর্ম্মানুসারে কর্ত্তব্য পালনের আদেশ।]

পরাশর বলিলেন,- রাজন্! ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিগ্রহ করিয়া আনীত অর্থ, ক্ষত্রিয়ের গৃহে যুদ্ধে জয় করিয়া আনীত অর্থ, বৈশ্যের সমীপে ন্যায়ানুসারে (ক্ষেত্রকর্ষণ-পশুপালনাদি হইতে) অর্জিত অর্থ এবং শূদ্রের গৃহে সেবার দ্বারা আনীত অর্থ অল্প হইলেও উহাই প্রশংসিত হইয়া থাকে ও ধর্মকার্য্যে উহার ব্যবহার হইলে মহাফল দান করে। ১½

শূদ্র ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের নিত্য সেবক বলিয়া কথিত হয়। যদি ব্রাহ্মণ জীবিকার অভাবে ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের ধর্মের (বৃত্তির) দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করেন, তবে তিনি পতিত হন না; কিন্তু তিনি যখন শূদ্রের ধর্ম অবলম্বন করিবেন, তখনই পতিত হইয়া যান। ২-৩

যখন শূদ্র সেবাবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে না, তখন তাহার পক্ষেও বাণিজ্য, পশুপালন ও শিল্প কলাদির দ্বারা জীবননির্ব্বাহের বিধান আছে। ৪

রঙ্গমঞ্চে স্ত্রীআদি বেশে উঠিয়া নৃত্য করা বা ক্রীড়া দেখান, বহুরূপীর কার্য্য করা, মদ্য ও মাংস বিক্রয় করিয়া জীবিকা চালান এবং লৌহ ও চর্ম বিক্রী করা – এই সব কার্য্য (সকলের পক্ষেই) নিন্দনীয়। যাহার গৃহে পূর্ব্বপরম্পরাক্রমে এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া না আসে, সেই ব্যক্তি স্বয়ং ইহা আরম্ভ করিবে না। যাহার গৃহে পূর্ব হইতেই এই কার্য্য করিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে, সেই ব্যক্তি যদি ইহা পরিত্যাগ করে, তবে উহাতে তাহার মহান্ ধর্ম পালিত হইবে—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। ৫-৬

যদি জগতে প্রসিদ্ধ কোন মানুষ গর্ব্ববশতঃ বা মনে লোভ-বশতঃ পাপাচরণ করিতে থাকে, তবে তাহার সেই কার্য্য অনুকরণ করিবার যোগ্য হয় না। ৭

শ্রূয়ন্তে হি পুরাণেষু প্রজা ধিগ্‌দণ্ডশাসনাঃ।
দান্তা ধর্মপ্রধানাশ্চ ন্যায়ধর্মানুবৃত্তিকাঃ ॥ ৮
ধর্ম এব সদা নৃণামিহ রাজন্ প্রশস্যতে।
ধর্মবৃদ্ধা গুণানেব সেবন্তে হি নরা ভুবি ॥ ৯
তং ধর্মমসুরাস্তাত নামৃষ্যন্ত জনাধিপ।
বিবর্দ্ধমানাঃ ক্রমশস্তত্র তেঽন্ববিশন্ প্রজাঃ ॥ ১০
তাসাং দর্পঃ সমভবৎ প্রজানাং ধর্মনাশনঃ।
দর্পাত্মনাং ততঃ পশ্চাৎ ক্রোধস্তাসামজায়ত ॥ ১১
ততঃ ক্রোধাভিভূতানাং বৃত্তং লজ্জাসমন্বিতম্।
হ্রীশ্চৈবাপ্যনশদ্ রাজংস্ততো মোহো ব্যজায়ত ॥ ১২
ততো মোহপরীতাস্তা নাপশ্যন্ত যথা পুরা।
পরস্পরাবমর্দেন বর্দ্ধয়ন্ত্যো যথাসুখম্ ॥ ১৩
তাঃ প্রাপ্য তু স ধিগ্‌দণ্ডো ন কারণমতোঽভবৎ।
ততোঽভ্যগচ্ছন্ দেবাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাবমন্য হ ॥ ১৪

পুরাণসকলে শুনা যায়, পূর্বে অধিকাংশ মানুষ সংযমী ও ধার্ম্মিক ছিলেন এবং ন্যায়োচিত আচারই অনুসরণ করিতেন। সেই সময় অপরাধী ব্যক্তিগণের ধিক্কার (তিরস্কার)-দানরূপ দণ্ডই ছিল ॥ ৮

রাজন্! এ জগতে সর্বদা মনুষ্যগণের ধর্ম্মই প্রশংসিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যসকল ভূতলে কেবল সদ্‌গুণসমূহই সেবন করেন ॥ ৯

তাত! জনেশ্বর! কিন্তু এই ধর্ম্ম অসুরগণ সহ্য করিতে পারে না। তাহারা ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল প্রজাগণের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া যায় ॥ ১০

তখন প্রজাদিগের মধ্যে ধর্ম্মবিনাশকারী দর্প উৎপন্ন হয়। তারপর যখন প্রজাগণের মনে দর্প আসিয়া প্রবিষ্ট হয়, তখন ক্রোধও উদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১১

রাজন্! তদনন্তর ক্রোধে আক্রান্ত মনুষ্যগণের মধ্যে লজ্জাযুক্ত সদাচার লুপ্ত হইতে থাকে। তাহাদের সঙ্কোচও চলিয়া যায়। ইহার পর তাহাদের মনে মোহের উদ্ভব হয় ॥ ১২

মোহে আচ্ছন্ন সেই মনুষ্যগণের আর পূর্ব্বের ন্যায় বিবেকপূর্ণ দৃষ্টি থাকে না, অতএব তাহারা পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করত নিজ নিজ সুখ বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করে ॥ ১৩

সেই বিকৃত মনুষ্যগণকে প্রাপ্ত হইয়া ধিগ্‌দণ্ড তাহাদিগকে সৎপথে আনিতে সফল হয় না। তখন সকল মানুষই দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের অপমান করত স্বৈরাচারী পথে বিষয়ভোগসমূহ উপভোগ করিতে থাকে ॥ ১৪

এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে পর দেবগণ বহুরূপধারী, অধিক

এতস্মিন্নেব কালে তু দেবা দেববরং শিবম্।
অগচ্ছন্ শরণং বীরং বহুরূপং গুণাধিপম্ ॥ ১৫
তেন স্ম তে গগনগাঃ সপুরাঃ পাতিতাঃ ক্ষিতৌ।
ত্রিধাপ্যেকেন বাণেন দেবাপ্যায়িততেজসা ॥ ১৬
তেষামধিপতিস্ত্বাসীদ্ ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
দেবতানাং ভয়করঃ স হতঃ শূলপাণিনা ॥ ১৭
তস্মিন্ হতেঽথ স্বং ভাবং প্রত্যপদ্যন্ত মানবাঃ।
প্রাপদ্যন্ত চ বেদান্ বৈ শাস্ত্রাণি চ যথা পুরা ॥ ১৮
ততোঽভিষিচ্য রাজ্যেন দেবানাং দিবি বাসবম্।
সপ্তর্ষয়শ্চান্বযুঞ্জন্ নরাণাং দণ্ডধারণে ॥ ১৯
সপ্তর্ষীণামথোর্দ্ধ্বঞ্চ বিপৃথুর্নাম পার্থিবঃ।
রাজানঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব মণ্ডলেষু পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২০
মহাকুলেষু যে জাতা বৃদ্ধাঃ পূর্বতরাশ্চ যে।
তেষামপ্যাসুরো ভাবো হৃদয়ান্নাপসর্পতি ॥ ২১

গুণবান্, বীর ও দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শিবের শরণ গ্রহণ করেন ॥ ১৫

তখন শিব দেবতাগণের দ্বারা বর্দ্ধিত তেজে সংযুক্ত হইয়া একটি মাত্র শক্তিশালী বাণের দ্বারা তিনটি নগরসহ আকাশে বিচরণকারী অসুরসকলকে বিনাশ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। পক্ষান্তরে সেই ভগবান্ শঙ্কর অলৌকিক শক্তিশালী কেবল উপদেশ বক্যরূপ বাণের দ্বারা অত্যুচ্চগামী অধিক, মধ্যম ও অল্পভেদে ত্রিবিধ কামাদিকে পুনরায় ভূতলে নিপাতিত করিলেন ॥ ১৬

এই অসুরগণের অধিপতি ভয়ঙ্কর আকারবিশিষ্ট ও ভীষণ পরাক্রমশালী ছিল। দেবগণকে সে সর্বদা ভীতি প্রদান করিত; কিন্তু ভগবান্ শূলপাণি তাহাকেও বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ১৭

সেই অসুর নিহত হইলে পর সকল মানুষ প্রকৃতিস্থ হইল এবং তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় বেদ ও শাস্ত্রজ্ঞান প্রাপ্ত হইল ॥ ১৮

তাহার পর সপ্তর্ষিগণ ইন্দ্রকে স্বর্গে দেবতাদের রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহারা স্বয়ং মনুষ্যগণের দণ্ড ধারণে নিরত থাকিলেন ॥ ১৯

সপ্তর্ষিগণের পর বিপৃথুনামক রাজা ভূতলে রাজা হইয়াছিলেন এবং আরও অন্যান্য ক্ষত্রিয়সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজা ছিলেন ॥ ২০

সেই সময় যাঁহারা উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন, গুণেও অধিক ছিলেন এবং যাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষ, তাঁহাদের হৃদয় হইতেও আসুরভাব পূর্ণরূপে নির্গত হয় নাই ॥ ২১

তস্মাৎ তেনৈব ভাবেন সানুষঙ্গেণ পার্থিবাঃ।
আসুরাণ্যেব কর্মাণি নাসেবন্ ভীমবিক্রমাঃ ॥ ২২

প্রত্যাতিষ্ঠংশ্চ তেষ্বেব তান্যেব স্থাপয়ন্ত্যপি।
ভজন্তে তানি চাদ্যাপি যে বালিশতরা নরাঃ ॥ ২৩

তস্মাদহং ব্রবীমি ত্বাং রাজন্ সঞ্চিন্ত্য শাস্ত্রতঃ।
সংসিদ্ধাধিগমং কুর্য্যাৎ কর্ম হিংসাত্মকং ত্যজেৎ ॥ ২৪

ন সঙ্করেণ দ্রবিণং প্রচিন্বীয়াদ্ বিচক্ষণঃ।
ধর্মার্থং ন্যায়মুৎসৃজ্য ন তৎ কল্যাণমুচ্যতে ॥ ২৫

স ত্বমেবংবিধো দান্তঃ ক্ষত্রিয়ঃ প্রিয়বান্ধবঃ।
প্রজা ভৃত্যাংশ্চ পুত্রাংশ্চ স্বধর্মেণানুপালয় ॥ ২৬

ইষ্টানিষ্টসমাযোগো বৈরং সৌহার্দমেব চ।
অথ জাতিসহস্রাণি বহূনি পরিবর্ত্ততে ॥ ২৭

তস্মাদ্ গুণেষু রজ্যেথা মা দোষেষু কথঞ্চন।
নির্গুণোঽপি হি দুর্বুদ্ধিরাত্মনঃ সোঽতিরজ্যতে ॥ ২৮

মানুষেষু মহারাজ ধর্মাধর্মৌ প্রবর্ত্ততঃ।
ন তথান্যেষু ভূতেষু মনুষ্যরহিতেষ্বিহ ॥ ২৯

ধর্মশীলো নরো বিদ্বানীহকোঽনীহকোঽপি বা।
আত্মভূতঃ সদা লোকে চরেদ্ ভূতান্যহিংসয়া ॥ ৩০

যদা ব্যপেতহৃল্লেখং মনো ভবতি তস্য বৈ।
নানৃতং চৈব ভবতি তদা কল্যাণমৃচ্ছতি ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পরাশরগীতায়াং চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯৪

অতএব সেই আনুষঙ্গিক আসুরভাবাপন্ন বহু ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ভূপাল অসুরোচিত কর্মসকলই আচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

যে সব মানুষ অত্যন্ত মূর্খ, তাহারা আজ পর্য্যন্ত সেই আসুরভাবেই অবস্থিত থাকে, উহাকেই স্থাপিত করে এবং উহাই সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন করে ॥ ২৩

রাজন্! অতএব আমি শাস্ত্রানুসারে বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা করিয়া বলিতেছি যে, মানুষ সেই আসুরভাব নিবৃত্তির কারণ আত্মজ্ঞানলাভের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিবে, কিন্তু হিংসাত্মক কার্য্য ত্যাগ করিয়া দিবে ॥ ২৪

বিদ্বান্ ব্যক্তি ধর্ম্ম করিবার জন্য ন্যায়পথ পরিত্যাগ করিয়া পাপপুণ্যমিশ্রিত পথে ধন সংগ্রহ করিবেন না; কারণ, উহা কল্যাণকর বলিয়া কথিত হয় না ॥ ২৫

তুমিও এইরূপ জিতেন্দ্রিয় ক্ষত্রিয় হইয়া বন্ধু বান্ধবগণের প্রতি সৌহার্দভাব রাখিয়া প্রজা, ভৃত্য ও পুত্রগণকে স্বধর্ম্মানুসারে পালন কর ॥ ২৬

ইষ্ট ও অনিষ্টের সংযোগ এবং শত্রুতা ও সৌহার্দ এই সব অনুভব করিতে করিতে জীবের বহু সহস্র জন্ম অতিবাহিত হইয়া যায় ॥ ২৭

সেইজন্য তুমি সদ্গুণসমূহে অনুরাগী হইও, কোনরূপেই দোষসকলে নহে; কারণ, গুণহীন ও দুর্মতি মানুষও নিজের গুণসকলের অভিমানে অত্যন্ত সন্তুষ্ট থাকে ॥ ২৮

মহারাজ! এ সংসারে মনুষ্যগণের মধ্যে যেভাবে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নিবাস করে, সেইরূপ মনুষ্যেতর অন্য প্রাণীর মধ্যে নহে ॥ ২৯

ধর্ম্মপরায়ণ বিদ্বান্ মানুষ সচেষ্ট বা নিশ্চেষ্ট হউন, তিনি সর্ব্বদা জগতে সকলের প্রতি আত্মভাব রাখিয়া কোন প্রাণীকে হিংসা না করিয়া সমভাবে ব্যবহার করিবেন ॥ ৩০

যখন মানুষের মন কামনা ও কর্ম্মসংস্কারহীন হইয়া যায় এবং সে মিথ্যাচরণ করিবে না, সেই সময় তাহার ব্রহ্মানন্দরূপ কল্যাণলাভ হইয়া থাকে ॥ ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে পরাশরগীতাবিষয়ক চতুর্নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

[পরাশরগীতায়াং বিষয়াসক্তমানুষস্য পতনম্, তপোবলস্য শ্রেষ্ঠতা, দার্ঢ্যেন স্বধর্ম্মপালনায়াদেশদানঞ্চ]

পরাশর উবাচ।

এষ ধর্মবিধিস্তাত গৃহস্থস্য প্রকীর্তিতঃ।
তপোবিধিং তু বক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১
প্রায়েণ চ গৃহস্থস্য মমত্বং নাম জায়তে।
সঙ্গাগতং নরশ্রেষ্ঠ ভাবৈ রাজস-তামসৈঃ ॥ ২
গৃহাণ্যাশ্রিত্য গাবশ্চ ক্ষেত্রাণি চ ধনানি চ।
দারাঃ পুত্রাশ্চ ভৃত্যাশ্চ ভবন্তীহ নরস্য বৈ ॥৩
এবং তস্য প্রবৃত্তস্য নিত্যমেবানুপশ্যতঃ।
রাগ-দ্বেষৌ বিবর্ধেতে হ্যনিত্যত্বমপশ্যতঃ ॥ ৪
রাগ-দ্বেষাভিভূতঞ্চ নরং দ্রব্যবশানুগম্।
মোহজাতা রতির্নাম সমুপৈতি নরাধিপ ॥ ৫
কৃতার্থং ভোগিনং মত্বা সর্বো রতিপরায়ণঃ।
লাভং গ্রাম্যসুখাদন্যং রতিতো নানুপশ্যতি ॥ ৬
ততো লোভাভিভূতাত্মা সঙ্গাদ্ বর্ধয়তে জনম্।
পুষ্ট্যর্থং চৈব তস্যেহ জনস্যার্থং চিকীর্ষতি ॥ ৭
স জানন্নপি চাকার্য্যমর্থার্থং সেবিতে নরঃ।
বালস্নেহপরীতাত্মা তৎক্ষয়াচ্চানুতপ্যতে ॥ ৮
ততো মানেন সম্পন্নো রক্ষন্নাত্মপরাজয়ম্।
করোতি যেন ভোগী স্যামিতি তস্মাদ্ বিনশ্যতি ॥৯
তথা হি বুদ্ধিযুক্তানাং শাশ্বতং ব্রহ্মবাদিনাম্।
অন্বিচ্ছতাং শুভং কর্ম নরাণাং ত্যজতাং সুখম্ ১০
স্নেহায়তননাশাচ্চ ধননাশাচ্চ পার্থিব।
আধিব্যাধিপ্রতাপাচ্চ নির্বেদমুপগচ্ছতি ॥ ১১

পঞ্চনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[পরাশরগীতায়—বিষয়াক্ত মানুষের পতন, তপোবলের শ্রেষ্ঠতা ও দৃঢ়তাসহকারে স্বধর্ম্মপালনের জন্য আদেশ দান।]

পরাশর বলিলেন,—তাত! এই আমি গৃহস্থ মানুষের ধর্ম্মের বিধান বর্ণনা করিলাম। এখন আমি তপস্যার বিধির কথা বলিব, তুমি উহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ১

নরশ্রেষ্ঠ! গৃহস্থ মানুষের প্রায়শই রাজস ও তামসভাব সমূহের সংসর্গবশতঃ পদার্থ এবং ব্যক্তিসকলের উপর মমতা জন্মিয়া থাকে ॥ ২

গৃহসমূহ আশ্রয় করিলেই মানুষের গরু, ক্ষেত্র, ধন, স্ত্রী, পুত্র ও ভরণ-পোষণযোগ্য অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায় ॥ ৩

এইভাবে প্রবৃত্তি মার্গে থাকিয়া সে নিত্যই এই সব বস্তু দেখে, কিন্তু ইহাদের অনিত্যতার উপর তাহার দৃষ্টি পতিত হয় না; সেইজন্য তাহার মনে এই সবের প্রতি অনুরাগ ও দ্বেষ বর্দ্ধিত হইতে থাকে ॥৪

নরনাথ! রাগ ও দ্বেষের বশীভূত হইয়া যখন মানুষ দ্রব্য-সমূহে আসক্ত হয়, তখন মোহের কন্যা রতি তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৫

তখন রতিপরায়ণ সকল মানুষ ভোগী পুরুষকেই কৃতার্থ মনে করিয়া রতির দ্বারা যে বিষয়-সুখ অনুভব হয়, উহা হইতে শ্রেষ্ঠ লাভ অন্য কিছুকেই মনে করে না ॥ ৬

তদনন্তর তাহার মনে লোভ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং সে আসক্তিবশতঃ নিজের পরিজনের সংখ্যা বাড়াইতে থাকে। ইহার পর সেই সব পরিজনের পালন-পোষণের জন্য মানুষের মনে ধনসংগ্রহের ইচ্ছা হয় ॥ ৭

যদিও মানুষ জানে যে, অমুক কার্য্য করা পাপ, তথাপি ধনের জন্য সে সেই কার্য্য করিয়াই থাকে। বালক-বালিকাগণের স্নেহে তাহার মন আবিষ্ট থাকে এবং তাহাদের মধ্যে যদি কেহ নিহত হয়, তবে তাহার জন্য সে বারংবার অনুতাপ করে ॥ ৮

ধনের দ্বারা যখন মানুষের সম্মান বাড়ে, তখন সেই মানী মানুষ সদা নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে এবং 'আমি ভোগী হইব' এই উদ্দেশ্য লইয়াই সে সমস্ত কার্য্য করে ও সেই চেষ্টা করিতে করিতেই সে একদিন নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৯

কিন্তু যাঁহারা শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, অথচ উহা হইতে সুখলাভের আশা পরিত্যাগ করেন, এরূপ সমত্ববুদ্ধিযুক্ত ব্রহ্মবাদী পুরুষই সনাতন পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১০

ভূপাল! সংসারী মানুষের যদিও তাহার স্নেহের আধার-ভূত স্ত্রী-পুত্রাদির নাশ হয়, ধন নিঃশেষ হইয়া যায় এবং রোগ ও চিন্তার কষ্টে সে পতিত হয়, তথাপি তাহার বৈরাগ্য হয় না ॥ ১১

নির্বেদাদাত্মসম্বোধঃ সম্বোধাচ্ছাস্ত্রদর্শনম্ ।
শাস্ত্রার্থদর্শনাদ্ রাজংস্তপ এবানুপশ্যতি ॥ ১২
দুর্লভো হি মনুষ্যেন্দ্র নরঃ প্রত্যবমর্শবান্ ।
যো বৈ প্রিয়-সুখে ক্ষীণে তপঃ কর্তুং ব্যবস্যতি ॥১৩
তপঃ সর্বগতং তাত হীনস্যাপি বিধীয়তে ।
জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য স্বর্গমার্গপ্রবর্তকম্ ॥ ১৪
প্রজাপতিঃ প্রজাঃ পূর্বমসৃজৎ তপসা বিভুঃ ।
কচিৎ কচিদ্ ব্রহ্মপরো ব্রতান্যাস্থায় পার্থিব ॥১৫
আদিত্যা বসবো রুদ্রাস্তথৈবাগ্ন্যশ্বিমারুতাঃ ।
বিশ্বেদেবাস্তথা সাধ্যাঃ পিতরোঽথ মরুদ্গণাঃ ॥ ১৬
যক্ষ-রাক্ষস-গন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চান্যে দিবৌকসঃ ।
সংসিদ্ধাস্তপসা তাত যে চান্যে স্বর্গবাসিনঃ ॥ ১৭
যে চাদৌ ব্রাহ্মণাঃ সৃষ্টা ব্রহ্মণা তপসা পুরা ।
তে ভাবয়ন্তঃ পৃথিবীং বিচরন্তি দিবং তথা ॥ ১৮
মর্ত্যলোকে চ রাজানো যে চান্যে গৃহমেধিনঃ ।
মহাকুলেষু দৃশ্যন্তে তৎ সর্বং তপসঃ ফলম্ ॥ ১৯
কৌশিকানি চ বস্ত্রাণি শুভান্যাভরণানি চ ।
বাহনাসনপানানি তৎ সর্বং তপসঃ ফলম্ ॥ ২০
মনোঽনুকূলাঃ প্রমদা রূপবত্যঃ সহস্রশঃ ।
বাসঃ প্রাসাদপৃষ্ঠে চ তৎ সর্বং তপসঃ ফলম্ ॥ ২১
শয়নানি চ মুখ্যানি ভোজ্যানি বিবিধানি চ ।
অভিপ্রেতানি সর্বাণি ভবন্তি শুভকর্মিণাম্ ॥ ২২
নাপ্রাপ্যং তপসঃ কিঞ্চিৎ ত্রৈলোক্যেঽপি পরন্তপ ।
উপভোগপরিত্যাগঃ ফলান্যকৃতকর্মণাম্ ॥ ২৩
সুখিতো দুঃখিতো বাপি নরো লোভং পরিত্যজেৎ
অবেক্ষ্য মনসা শাস্ত্রং বুদ্ধ্যা চ নৃপসত্তম ॥ ২৪
অসন্তোষোঽসুখায়েতি লোভাদিন্দ্রিয়সম্ভ্রমঃ ।
ততোঽস্য নশ্যতি প্রজ্ঞা বিদ্যেবাভ্যাসবর্জিতা ॥ ২৫
নষ্টপ্রজ্ঞো যদা তু স্যাৎ তদা ন্যায়ং ন পশ্যতি ।
তস্মাৎ সুখক্ষয়ে প্রাপ্তে পুমানুগ্রং তপশ্চরেৎ ॥ ২৬

রাজন্! বৈরাগ্যের দ্বারা মানুষের আত্মতত্ত্বের জিজ্ঞাসা হয়। জিজ্ঞাসা হইতে শাস্ত্রসকলের অধ্যয়নে মন লাগে এবং শাস্ত্রসমূহের অর্থ ও ভাবের জ্ঞান হইতে মানুষ তপস্যাকেই কল্যাণের সাধন বলিয়া বুঝিতে পারে ॥ ১২

নরেন্দ্র! জগতে এরূপ বিবেকী পুরুষ দুর্লভ, যিনি স্ত্রী পুত্রাদি প্রিয়জন হইতে প্রাপ্ত সুখভোগ না করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টা করেন ॥ ১৩

তাত! তপস্যায় সকলেরই অধিকার আছে। জিতেন্দ্রিয় ও মনোনিগ্রহসম্পন্ন হীন বর্ণের পক্ষেও তপেরই বিধান আছে; কারণ, তপই মানুষকে স্বর্গের পথে লইয়া যায় ॥ ১৪

ভূপাল! পুরাকালে শক্তিশালী প্রজাপতি তপস্যায় অবস্থান করত এবং কখনও কখনও ব্রহ্মপরায়ণ ব্রতে অবস্থিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন ॥ ১৫

তাত! আদিত্য, বসু, রুদ্র, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার, বায়ু, বিশ্বেদেব, সাধ্য ও পিতৃগণ এবং মরুৎ, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও অন্যান্য যে সব স্বর্গবাসী দেবতা আছেন, ইঁহারা সকলেই তপস্যার দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ॥ ১৬-১৭

ব্রহ্মা পুরাকালে মরীচি প্রভৃতি যে সব ব্রাহ্মণগণকে সৃষ্ট করিয়াছিলেন, তাঁহারা তপস্যার প্রভাবেই পৃথিবী ও আকাশকে পবিত্র করিতে করিতে বিচরণ করেন ॥১৮

মর্ত্যলোকেও যে সব রাজা, মহারাজা এবং অন্যান্য গৃহস্থকে উচ্চ কুলে জন্মগ্রহণ করিতে দেখা যায়, এই সবও তাঁহাদের তপস্যারই ফল ॥ ১৯

রেশমী বস্ত্র, সুন্দর আভরণ, বাহন, আসন এবং উত্তম খাদ্য পানীয়াদি সব কিছুই তপস্যারই ফল ॥ ২০

মনের অনুকূল সহস্র সহস্র রূপবতী যুবতী ও প্রাসাদে বাস—এ সমস্তই তপস্যারই ফল ॥ ২১

শ্রেষ্ঠ শয্যা, নানাবিধ উত্তম ভোজন এবং সমস্ত মনোবাঞ্ছিত পদার্থ পুণ্য কর্মকারী মনুষ্যগণেরই লাভ হইয়া থাকে ॥ ২২

পরন্তপ! ত্রিভুবনে এরূপ কোন বস্তু নাই, যাহা তপস্যার দ্বারা পাওয়া না যাইবে; কিন্তু যাঁহারা কাম্য অথবা নিষিদ্ধ কর্ম করেন নাই, তাঁহাদের তপস্যার ফল সুখভোগেরই পরিত্যাগ ॥২৩

নৃপশ্রেষ্ঠ! মানুষ সুখে বা দুঃখে মন এবং বুদ্ধির দ্বারা শাস্ত্রের তত্ত্ব বুঝিয়া লোভকে পরিত্যাগ করিয়া দিবে ॥ ২৪

অসন্তোষ দুঃখেরই কারণ। লোভের দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গণ চঞ্চল হইয়া উঠে, উহাতে মানুষের বুদ্ধি সেইভাবে নষ্ট হইয়া যায়, যেরূপ অভ্যাসের অভাবে বিদ্যা নষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৫

যখন মনুষ্যের বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়, তখন সে ন্যায়কে দেখিতে পায় না অর্থাৎ কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। সেইজন্য সুখের ক্ষয় হইয়া যাইলে পর প্রত্যেক পুরুষের ঘোর তপস্যা করা কর্তব্য ॥ ২৬

যদিষ্টং তৎ সুখং প্রাহুর্দ্বেষ্যং দুঃখমিহেষ্যতে।
কৃতাকৃতস্য তপসঃ ফলং পশ্যস্ব যাদৃশম্ ॥ ২৭

নিত্যং ভদ্রাণি পশ্যন্তি বিষয়াংশ্চোপভুঞ্জতে।
প্রাকাশ্যঞ্চৈব গচ্ছন্তি কৃত্বা নিকল্মষং তপঃ ॥ ২৮

অপ্রিয়াণ্যবমানাংশ্চ দুঃখং বহুবিধাত্মকম্।
ফলার্থী তৎ ফলং ত্যক্ত্বা প্রাপ্নোতি বিষয়াত্মকম্ ॥২৯

ধর্মে তপসি দানে চ বিচিকিৎসাস্য জায়তে।
স কৃত্বা পাপকান্যেব নিরয়ং প্রতিপদ্যতে ॥ ৩০

সুখে তু বর্ত্তমানো বৈ দুঃখে বাপি নরোত্তম।
সুবৃত্তাদ্ যো ন চলতে শাস্ত্রচক্ষুঃ স মানবঃ ॥ ৩১

ইষুপ্রপাতমাত্রং হি স্পর্শযোগে রতিঃ স্মৃতা।
রসনে দর্শনে ঘ্রাণে শ্রবণে চ বিশাম্পতে ॥৩২

ততোঽস্য জায়তে তীব্রা বেদনা তৎক্ষয়াৎ পুনঃ।
অবুধা ন প্রশংসন্তি মোক্ষং সুখমনুত্তমম্ ॥ ৩৩

ততঃ ফলার্থং সর্বস্য ভবন্তি জ্যায়সে গুণাঃ
ধর্মবৃত্ত্যা চ সততং কামার্থাভ্যাং ন হীয়তে ॥ ৩৪

অপ্রযত্নাগতাঃ সেব্যা গৃহস্থৈর্বিষয়াঃ সদা।
প্রযত্নেনোপগম্যশ্চ স্বধর্ম ইতি মে মতিঃ ॥ ৩৫

মানিনাং কুলজাতানাং নিত্যং শাস্ত্রার্থচক্ষুষাম্।
ক্রিয়াধর্মবিমুক্তানামশক্ত্যা সংবৃতাত্মনাম্ ॥ ৩৬

ক্রিয়মাণং যদা কর্ম নাশং গচ্ছতি মানুষম্।
তেষাং নান্যদৃতে লোকে তপসঃ কর্ম বিদ্যতে ॥ ৩৭

সর্বাত্মনানুকুর্বীত গৃহস্থঃ কর্মনিশ্চয়ম্।
দাক্ষ্যেণ হব্যকব্যার্থং স্বধর্মং বিচরন্ নৃপ। ৩৮

যথা নদীনদাঃ সর্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্।
এবমাশ্রমিণঃ সর্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পরাশরগীতায়াং
পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৫

যাহা নিজের প্রিয়, উহাকে সুখ বলে এবং যাহা মনের প্রতিকূল, উহাকে দুঃখ বলে। তপস্যা করিলে সুখ লাভ হয় ও তপস্যা না করিলে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। এইভাবে তপস্যা করিলে এবং না করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, উহা তুমি ভালভাবে বুঝিতে সচেষ্ট হও। ২৭

মানুষ ত্রুটীহীন তপস্যা করিয়া সদা নিজের কল্যাণই দেখিতে পায়। তখন সে মনোবাঞ্ছিত বিষয়সমূহ উপভোগ করিতে থাকে এবং জগতে তাহার খ্যাতি লাভ হয়। ২৮

মনের অনুকূল ফললাভ করিতে অভিলাষী মানুষ সকাম কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া অপ্রিয়, অপমান ও নানা প্রকার দুঃখ লাভ করে, কিন্তু কর্মের ফলের আশা যদি পরিত্যাগ করিয়া দেয়, তবে সেই মানুষই সমস্ত বিষয়ের আত্মস্বরূপ পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২৯

যে ব্যক্তির ধর্ম, তপস্যা ও দানে সংশয় উৎপন্ন হয়, সেই পাপকর্মকারী ব্যক্তি নরকে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৩০

নরোত্তম! যে মানুষ সুখে অথবা দুঃখে কোন সময়েই সদাচার হইতে বিচলিত হন না, সেই মানুষ শাস্ত্রদর্শী। ৩১

প্রজানাথ! ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে বাণের যে সময় লাগে, সেইরূপ সময়ই স্পর্শেন্দ্রিয়, রসনা, নেত্র, নাসিকা ও কর্ণের বিষয় সুখ অনুভব করিতে লাগে অর্থাৎ বিষয় সুখ ক্ষণিক। ৩২

তারপর সেই সুখ যখন নষ্ট হইয়া যায়, তখন তাহার জন্য মনে অতিশয় বেদনা হইতে থাকে। ইহাতেও অজ্ঞান মানুষ (বিষয়েই লিপ্ত থাকে, সে) সর্বোত্তম মোক্ষসুখের প্রশংসা করে না অর্থাৎ উহা কামনা করে না ॥ ৩৩

অতএব প্রত্যেক বিবেকী পুরুষের মনে শ্রেষ্ঠ মোক্ষফল লাভ করাইতে শম-দমাদি গুণসকলের উৎপত্তি হয়। নিরন্তর ধর্ম পালন করিতে থাকিলে মানুষ কখনও ধন ও ভোগ হইতে বঞ্চিত হয় না। ৩৪

সেইজন্য গৃহস্থ মানুষগণের সদা বিনা চেষ্টায় স্বতই উপস্থিত বিষয়সমূহ উপভোগ করা উচিত এবং যত্ন সহকারে নিজের ধর্ম পালন করা উচিত,—ইহাই আমার অভিমত ॥ ৩৫

যখন উত্তম কুলে উৎপন্ন, সম্মানিত, শাস্ত্রের অর্থদর্শী, অসামর্থবশতঃ কর্ম ও ধর্মহীন এবং আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ মনুষ্যগণেরও সম্পাদিত লৌকিক কর্ম নষ্ট হইয়া যায়, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে জগতে তপস্যা ব্যতীত অন্য আর কোন সৎকর্ম তাহাদের পক্ষে নাই। ৩৬-৩৭

হে নৃপ! গৃহস্থ ব্যক্তি সর্বোতোভাবে নিজের কর্ত্তব্য নিশ্চয় করত স্বধর্মপালন করিতে করিতে দক্ষতার সহিত যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধাদি কর্মসকল অনুষ্ঠান করিবে। ৩৮

যেরূপ সমস্ত নদনদী সমুদ্রে যাইয়া মিলিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস - এই সমস্ত আশ্রমই গৃহস্থ আশ্রমেরই আশ্রয়ে অবস্থিত থাকে। ৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে পরাশরগীতাবিষয়ক পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

পরাশরগীতায়াং বর্ণবিশেষস্যোৎপত্তিরহস্যম্, তপোবলেনোৎকৃষ্টবর্ণপ্রাপ্তিঃ, বিভিন্নবর্ণানাং বিশেষ সামান্যধর্ম্মাঃ, সৎকর্ম্মণাং শ্রেষ্ঠতা, হিংসারহিতস্য বর্ণধর্ম্মস্য বর্ণনঞ্চ]

জনক উবাচ।

বর্ণো বিশেষবর্ণানাং মহর্ষে কেন জায়তে।
এতদিচ্ছাম্যহং জ্ঞাতুং তদ্ ব্রূহি বদতাং বর॥ ১

যদেতজ্জায়তেঽপত্যং স এবায়মিতি শ্রুতিঃ।
কথং ব্রাহ্মণতো জাতো বিশেষগ্রহণং গতঃ॥ ২

পরাশর উবাচ

এবমেতন্মহারাজ যেন জাতঃ স এব সঃ।
তপসস্ত্বপকর্ষেণ জাতিগ্রহণতাং গতঃ॥ ৩

সুক্ষেত্রাচ্চ সুবীজাচ্চ পুণ্যো ভবতি সম্ভবঃ
অতোঽন্যতরতো হীনাদবরো নাম জায়তে॥ ৪

বক্ত্রাদ্ ভুজাভ্যামূরুভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চৈবাথ জজ্ঞিরে।
সৃজতঃ প্রজাপতের্লোকানিতি ধর্মবিদো বিদুঃ॥ ৫

মুখজা ব্রাহ্মণাস্তাত বাহুজাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
ঊরুজা ধনিনো রাজন্ পাদজাঃ পরিচারকাঃ॥ ৬

চতুর্ণামেব বর্ণানামাগমঃ পুরুষর্ষভ
অতোঽন্যে ত্বতিরিক্তা যে তে বৈ সঙ্করজাঃ স্মৃতাঃ॥ ৭

ক্ষত্রিয়াতিরথাম্বষ্ঠা উগ্রা বৈদেহকাস্তথা
শ্বপাকাঃ পুক্কসাঃ স্তেনা নিষাদাঃ সূত-মাগধাঃ॥৮

অযোগাঃ করণা ব্রাত্যাশ্চাণ্ডালাশ্চ নরাধিপ।
এতে চতুর্ভ্যো বর্ণেভ্যো জায়ন্তে বৈ পরস্পরাৎ॥ ৯

জনক উবাচ।

ব্রহ্মণৈকেন জাতানাং নানাত্বং গোত্রতঃ কথম্।
বহূনীহ হি লোকে বৈ গোত্রাণি মুনিসত্তম॥ ১০

যত্র তত্র কথং জাতাঃ স্বযোনিং মুনয়ো গতাঃ।
শুদ্ধযোনৌ সমুৎপন্না বিযোনৌ চ তথা পরে॥ ১১

ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[পরাশরগীতায়—বর্ণবিশেষের উৎপত্তির রহস্য, তপোবলের দ্বারা উৎকৃষ্ট বর্ণপ্রাপ্তি, বিভিন্ন বর্ণসমূহের বিশেষ ও সামান্য ধর্ম, সৎকর্মের শ্রেষ্ঠতা এবং হিংসারহিত বর্ণধর্মের বর্ণন।]

জনক বলিলেন,—বক্তৃতাদাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহর্ষে! ব্রাহ্মণাদি বিশেষ বিশেষ বর্ণসকলের যে বর্ণ, উহা কাহার দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে? ইহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি আমাকে এই বিষয় বলুন॥ ১

শ্রুতি বলেন, যাহার দ্বারা সন্তান উৎপন্ন হয়, উহাকে তদ্রূপেই জানিতে হইবে অর্থাৎ সন্তানরূপে জন্মদাতা পিতাই নূতন জন্ম ধারণ করেন। সেই কারণে প্রথমে ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ হইতেই সকলের জন্ম হইয়াছে, তখন উহাদের ক্ষত্রিয়াদি বিশেষ সংজ্ঞা কিভাবে হইল? ২

পরাশর বলিলেন, হে মহারাজ! ইহা সত্য যে, যাহার দ্বারা যে জন্মগ্রহণ করে, সে তাহারই স্বরূপই হয়, তথাপি তপস্যার স্বল্পতার জন্য মানুষ নিকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়। ৩

উত্তম ক্ষেত্র (মাতা) ও উত্তম বীজ (পিতা) হইতে যে জন্ম হয়, উহা পবিত্রই হইয়া থাকে। যদি ক্ষেত্র (মাতা) এবং বীজের (পিতার) মধ্যে একজনও নিম্ন কোটীর হয়, তবে উহার দ্বারা হীন সন্তানেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৪

ধর্মজ্ঞ পুরুষগণ ইহা জানেন যে, প্রজাপতি ব্রহ্মা যখন মানব-জগৎ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, সেই সময় তাঁহার মুখ, বাহু, জানু ও পদ এই অঙ্গসকল হইতে মনুষ্যগণের জন্ম হইয়াছিল॥ ৫

তাত! যাঁহারা মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। বাহু হইতে উদ্ভূত মনুষ্যদিগকে ক্ষত্রিয় বলা হয়। রাজন্! জঙ্ঘা হইতে উৎপন্ন মনুষ্যগণকে ধনবান্ (বৈশ্য) বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং চরণ হইতে যাঁহাদের জন্ম হইয়াছে, তাঁহাদিগকে পরিচারক বলা হয় অর্থাৎ শূদ্ররূপে পরিচয় দেওয়া হয়॥ ৬

পুরুষপ্রবর! এই প্রকার চার অঙ্গ হইতে চার বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা হইতে ভিন্ন যে সব মানুষ উৎপন্ন হইয়াছে, উহারাও এই চারি বর্ণের সম্মিশ্রণে উৎপন্ন হওয়ায় বর্ণসঙ্কর বলিয়া কথিত হয়॥ ৭

নরনাথ! ক্ষত্রিয়, অতিরথ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, বৈদেহ, শ্বপাক, পুক্কস, স্তেন, নিষাদ, সূত, মাগধ, অযোগ, করণ, ব্রাত্য ও চাণ্ডাল—ইহারা ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ হইতে অনুলোম ও প্রতিলোম বর্ণের স্ত্রীগণের সহিত পরস্পর সংযোগ হইলে পর উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৮ ৯

জনক বলিলেন—মুনিশ্রেষ্ঠ! যখন একমাত্র ব্রহ্মাই সকলকে জন্ম দিয়া থাকেন, তখন মনুষ্যগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র কিভাবে হইল? এ জগতে মনুষ্যদের মধ্যে বহু গোত্র শুনা যায়। ১০

ঋষি ও মুনিগণ যেখানে সেখানে জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ যাঁহারা

পরাশর উবাচ।

রাজন্নেতদ্ ভবেদ্ গ্রাহ্মমপকৃষ্টেন জন্মনা।
মহাত্মনাং সমুৎপত্তিস্তপসা ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ১২
উৎপাদ্য পুত্রান্ মুনয়ো নৃপতে যত্র তত্র হ।
স্বেনৈব তপসা তেষামৃষিত্বং বিদধুঃ পুনঃ ॥ ১৩
পিতামহশ্চ মে পূর্ব্বমৃষ্যশৃঙ্গশ্চ কাশ্যপঃ।
বেদস্তাণ্ড্যঃ কৃপশ্চৈব কক্ষীবান্ কমঠাদয়ঃ ॥ ১৪
যবক্রীতশ্চ নৃপতে দ্রোণশ্চ বদতাং বরঃ।
আয়ুর্মতঙ্গো দত্তশ্চ দ্রুপদো মৎস্য এব চ ॥ ১৫
এতে স্বাং প্রকৃতিং প্রাপ্তা বৈদেহ তপসোঽশ্রয়াৎ।
প্রতিষ্ঠিতা বেদবিদো দমেন তপসৈব হি ॥ ১৬
মূলগোত্রাণি চত্বারি সমুৎপন্নানি পার্থিব।
অঙ্গিরাঃ কশ্যপশ্চৈব বসিষ্ঠো ভৃগুরেব চ ॥ ১৭
কর্ম্মতোঽন্যানি গোত্রাণি সমুৎপন্নানি পার্থিব।
নামধেয়ানি তপসা তানি চ গ্রহণং সতাম্ ॥ ১৮

জনক উবাচ।

বিশেষধর্ম্মান্ বর্ণানাং প্রব্রূহি ভগবন্ মম।
তথা সামান্যধর্ম্মাংশ্চ সর্ব্বত্র কুশলো হ্যসি ॥ ১৯

পরাশর উবাচ।

প্রতিগ্রহো যাজনঞ্চ তথৈবাধ্যাপনং নৃপ।
বিশেষধর্ম্মা বিপ্রাণাং রক্ষা ক্ষত্রস্য শোভনা ॥ ২০
কৃষিশ্চ পাশুপাল্যঞ্চ বাণিজ্যঞ্চ বিশামপি।
দ্বিজানাং পরিচর্য্যা চ শূদ্রকর্ম্ম নরাধিপ ॥ ২১
বিশেষধর্ম্মা নৃপতে বর্ণানাং পরিকীর্ত্তিতাঃ।
ধর্ম্মান্ সাধারণাংস্তাত বিস্তরেণ শৃণুষ্ব মে ॥ ২২
আনৃশংস্যমহিংসা চাপ্রমাদঃ সংবিভাগিতা।
শ্রাদ্ধকর্ম্মাতিথেয়ঞ্চ সত্যমক্রোধ এব চ ॥ ২৩
স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং নিত্যানসূয়তা।
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মাঃ সাধারণা নৃপ ॥ ২৪

শুদ্ধ যোনিতে এবং অন্যেরা বিপরীত যোনিতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে কিভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ? ১১

পরাশর বলিলেন,—রাজন্ ! তপস্যার দ্বারা যাঁহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই মহাত্মা পুরুষগণের দ্বারা যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, অথবা তাঁহারা স্বেচ্ছায় যে কোনও স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন, এরূপ স্থলে ক্ষেত্র (মাতা) নিকৃষ্ট হইলে পরও তাঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট বলিয়াই মানিতে হইবে। ১২

হে নৃপতে ! মুনিগণ যেখানে সেখানে বহু পুত্র উৎপন্ন করিয়া তাঁহাদের সকলকে নিজেদেরই তপোবলে পুনরায় ঋষি করিয়াছিলেন। ১৩

বিদেহরাজ ! আমার পিতামহ বশিষ্ঠ, কাশ্যপগোত্রীয় ঋষ্যশৃঙ্গ, বেদ, তাণ্ড্য, কৃপ, কক্ষীবান্ কমঠাদি, যবক্রীত, বাচকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণ, আয়ু, মতঙ্গ, দত্ত, দ্রুপদ এবং মৎস্য ইঁহারা সকলে তপস্যা আশ্রয় করায় নিজ নিজ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়সংযম ও তপস্যার দ্বারাই ইঁহারা বেদজ্ঞ এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৪-১৬

ভূপাল ! প্রথমে অঙ্গিরা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ ও ভৃগু এই চার মূল গোত্র উদ্ভূত হইয়াছিল। অন্য সব গোত্র কর্ম্মানুসারে পরে উৎপন্ন হয়। এইসব গোত্র ও তাঁহাদের নাম সেই গোত্রপ্রবর্ত্তক মহর্ষিগণের তপস্যার দ্বারা সাধুসমাজে সুবিখ্যাত এবং সম্মানিত হইয়াছে। ১৭-১৮

জনক বলিলেন,—ভগবন্ ! আপনি আমাকে সকল বর্ণের বিশেষ ধর্ম্মের কথা বলুন, তারপর সামান্য ধর্ম্মও উপদেশ করিবেন ; কারণ, আপনি সকল বিষয় প্রতিপাদন করিতে কুশল। ১৯

পরাশর বলিলেন,—রাজন্ ! প্রতিগ্রহ (দানগ্রহণ করা), যজ্ঞ করান এবং অধ্যাপন এই তিনটি ব্রাহ্মণের বিশেষ ধর্ম্ম (যাহা তাঁহাদের জীবিকার উপায়)। প্রজাগণকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ২০

নরনাথ ! কৃষি পশুপালন ও বাণিজ্য ইহা বৈশ্যদের বিশেষ ধর্ম্ম এবং দ্বিজাতিগণের সেবা করা শূদ্রের বিশেষ ধর্ম্ম। ২১

মহারাজ ! বর্ণসকলের যে বিশেষ ধর্ম্ম, উহা আমি বর্ণনা করিলাম। তাত ! এখন উহাদের সাধারণ ধর্ম্ম আমি বিস্তারের সহিত বলিতেছি, তুমি আমার নিকট হইতে উহা শ্রবণ কর। ২২

নৃশংসতা না করা (অর্থাৎ দয়া), অহিংসা, অপ্রমাদ (সাবধানতা), দেবগণ ও পিতৃগণকে তাঁহাদের যথাযথ ভাগ সমর্পণ করা, অথবা দান করা, শ্রাদ্ধকর্ম্ম, অতিথিসৎকার, সত্য, অক্রোধ, নিজেরই পত্নীতে সন্তুষ্ট থাকা, পবিত্র থাকা বা রাখা কখনও কাহার দোষ না দেখা, আত্মজ্ঞান এবং তিতিক্ষা (সহনশীলতা) —এগুলি সকল বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। ২৩-২৪

নরশ্রেষ্ঠ ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি বলে। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মে ইঁহাদেরই অধিকার। ২৫

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
অত্র তেষামধীকারো ধর্মেষু দ্বিপদাং বর ॥ ২৫

বিকর্মাবস্থিতা বর্ণাঃ পতন্তে নৃপতে ত্রয়ঃ।
উন্নমন্তি যথাসন্তমাশ্রিত্যেহ স্বকর্মসু ॥ ২৬

ন চাপি শূদ্রঃ পততীতি নিশ্চয়ো
ন চাপি সংস্কারমিহার্হতীতি বা।
শ্রুতিপ্রবৃত্তং ন চ ধর্মমাপ্নুতে
ন চাস্য ধর্মে প্রতিষেধনং কৃতম্ ॥ ২৭

বৈদেহ কং শূদ্রমুদাহরন্তি
দ্বিজা মহারাজ শ্রুতোপপন্নাঃ।
অহং হি পশ্যামি নরেন্দ্র দেবং
বিশ্বস্য বিষ্ণুং জগতঃ প্রধানম্ ॥২৮

সতাং বৃত্তিমধিষ্ঠায় নিহীনা উদ্দিধীর্ষবঃ।
মন্ত্রবর্জং ন দুষ্যন্তি কুর্বাণাঃ পৌষ্টিকীঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৯

যথা যথা হি সদ্বৃত্তমালম্বন্তীতরে জনাঃ।
তথা তথা সুখং প্রাপ্য প্রেত্য চেহ চ মোদতে ॥ ৩০

জনক উবাচ।

কিং কর্ম দূষয়ত্যেনমথো জাতির্মহামুনে।
সন্দেহো মে সমুৎপন্নস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩১

পরাশর উবাচ।

অসংশয়ং মহারাজ উভয়ং দোষকারকম্।
কর্ম চৈব হি জাতিশ্চ বিশেষং তু নিশাময় ॥ ৩২

জাত্যা চ কর্মণা চৈব দুষ্টং কর্ম ন সেবতে।
জাত্যা দুষ্টশ্চ যঃ পাপং ন করোতি স পুরুষঃ ॥ ৩৩

জাত্যা প্রধানং পুরুষং কুর্বাণং কর্ম ধিক্কৃতম্।
কর্ম তদ্ দূষয়ত্যেনং তস্মাৎ কর্ম ন শোভনম্ ॥ ৩৪

জনক উবাচ।

কানি কর্মাণি ধর্ম্যাণি লোকেঽস্মিন্ দ্বিজসত্তম।
ন হিংসন্তীহ ভূতানি ক্রিয়মাণানি সর্বদা ॥ ৩৫

নৃপতে! এই তিন বর্ণ বিপরীত কর্মে প্রবৃত্ত হইলে পর পতিত হইয়া যান। সৎপুরুষগণের আশ্রয় গ্রহণ করত নিজ নিজ কর্মে রত থাকিলে যেরূপ ইঁহাদের উন্নতি হয়, সেইরূপই বিপরীত কর্মসমূহের আচরণে ইঁহাদের পতনও হইয়া থাকে ॥২৬

ইহা নিশ্চিত আছে যে, শূদ্র কখনও পতিত হয় না এবং তাহার উপনয়নাদি সংস্কারেরও অধিকার নাই। তাহার বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি কর্মসমূহের অনুষ্ঠানেরও অধিকার থাকে না; কিন্তু পূর্বোক্ত (২৩-২৪ শ্লোকে কথিত) সাধারণ ধর্মে তাহার পক্ষে নিষেধ করা হয় নাই ॥ ২৭

নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ! বেদ-শাস্ত্রের জ্ঞানসম্পন্ন দ্বিজগণ শূদ্রকে প্রজাপতিতুল্য বলিয়া থাকেন (কারণ, শূদ্র সেবার দ্বারা সমস্ত প্রজাকে পালন করে); নরেন্দ্র! কিন্তু আমি ত' শূদ্রকে সম্পূর্ণ জগতের প্রধান রক্ষক ভগবান্ বিষ্ণুরই রূপে দেখিয়া থাকি। (যেহেতু পালন কর্ম বিষ্ণুরই এবং সে নিজের কর্মের দ্বারা পালনকর্তা শ্রীহরির আরাধনা করত তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়)। ২৮

হীনবর্ণের মানুষ (শূদ্র) যদি নিজের উদ্ধার কামনা করে, তবে সদাচার পালন করিতে করিতে আত্মার উন্নতিকারক সমস্ত ক্রিয়াসমূহের অনুষ্ঠান করিবে; কিন্তু বৈদিক মন্ত্রসকল উচ্চারণ করিবে না। ইহা করিলে সে দোষভাগী হইবে। ২৯

ইতর জাতীয় মনুষ্যগণও যেরূপ যেরূপ সদাচার আশ্রয় করিয়া থাকে, সেরূপ সেরূপই সুখপ্রাপ্ত হইয়া ইহলোক ও পরলোকেও আনন্দভোগ করে। ৩০

জনক বলিলেন—মহামুনে! মানুষকে তাহার কর্ম দূষিত করে কিংবা জাতি? আমার মনে এই সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, আপনি ইহার ব্যাখ্যা করুন। ৩১

পরাশর বলিলেন,—মহারাজ! ইহাতে কোন সংশয় নাই যে, কর্ম ও জাতি উভয়ই দোষকারক; কিন্তু ইহাতে যে বিশেষ তত্ত্ব আছে, উহা আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ৩২

যে ব্যক্তি জাতি ও কর্ম—এই উভয়েই শ্রেষ্ঠ, পাপকর্মের আচরণ করেন না এবং জাতিতে দূষিত হইয়াও যে ব্যক্তি পাপকর্ম করেন না, তিনি পুরুষ বলিবার যোগ্য। ৩৩

জাতিতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ যদি নিন্দিত কর্ম করেন, তবে তাঁহার সেই কর্ম তাঁহাকে কলঙ্কিত করিয়া দেয়, অতএব কোন অবস্থাতেই নিন্দনীয় কর্ম করা ভাল নয়। ৩৪

জনক বলিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এ জগতে কোন্ কোন্ কর্ম ধর্মের অনুকূল, যাহার অনুষ্ঠান করিবার সময় কখনও কোনও প্রাণীরই হিংসা হয় না? ৩৫

পরাশর উবাচ।

শৃণু মেঽত্র মহারাজ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
যানি কর্ম্মাণ্যহিংস্রাণি নরং ত্রায়ন্তি সর্বদা ॥ ৩৬

সন্ন্যস্তাগ্নীনুদাসীনাঃ পশ্যন্তি বিগতজ্বরাঃ।
নৈঃশ্রেয়সং কর্ম্মপথং সমারুহ্য যথাক্রমম্ ॥৩৭

প্রশ্রিতা বিনিয়োপেতা দমনিত্যাঃ সুসংশিতাঃ।
প্রযান্তি স্থানমজরং সর্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩৮

পরাশর বলিলেন, মহারাজ! তুমি যে সব কর্ম্মের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছ, উহা বলিতেছি, আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। যে সব কর্ম্ম হিংসাশূন্য, উহারাই সর্বদা মনুষ্যদিগকে রক্ষা করে ॥ ৩৬

যাহারা (সন্ন্যাসের দীক্ষা গ্রহণ করত) অগ্নিহোত্র ত্যাগ করিয়া উদাসীন ভাবে সব কিছুই দেখিতে থাকেন এবং সর্ব্বপ্রকার চিন্তাহীন হইয়া ক্রমশঃ কল্যাণকারী কর্ম্মের পথে আরোহণ পূর্ব্বক নম্রতা, বিনয় ও ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি গুণসকল অবলম্বন করিয়া তীক্ষ্ণ (কঠোর) ব্রত পালন করেন, তাঁহারা সর্ব্ব কর্ম্মরহিত হইয়া অবিনাশী পদ লাভ করেন ॥ ৩৭-৩৮

সর্বে বর্ণা ধর্ম্মকার্য্যাণি সম্যক্
কৃত্বা রাজন্ সত্যবাক্যানি চোক্ত্বা।
ত্যক্ত্বাধর্ম্মং দারুণং জীবলোকে
যান্তি স্বর্গং নাত্র কার্য্যো বিচারঃ ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি পরাশরগীতায়াং ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৬

রাজন্! সকল বর্ণের মানুষ এই প্রাণিজগতে নিজ নিজ ধর্ম্মানুসারে কর্ম্মসমূহ ভালভাবে অনুষ্ঠান করিয়া, সদা সত্য কথা বলিয়া এবং ভয়ানক পাপকর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন। এবিষয়ে আর অন্য কোন বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে পরাশরগীতাবিষয়ক ষণ্ণবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পরাশরগীতায়াং নানাবিধধর্মাণাং কর্ত্তব্যানাঞ্চ সমুপদেশঃ।]

পরাশর উবাচ।

পিতা সখায়ো গুরবঃ স্ত্রিয়শ্চ
ন নির্গুণানাং হি ভবন্তি লোকে।
অনন্যভক্তাঃ প্রিয়বাদিনশ্চ
হিতাশ্চ বশ্যাশ্চ ভবন্তি রাজন্ ॥ ১

পিতা পরং দৈবতং মানবানাং
মাতুর্বিশিষ্টং পিতরং বদন্তি।
জ্ঞানস্য লাভং পরমং বদন্তি
জিতেন্দ্রিয়ার্থাঃ পরমাপ্নুবন্তি ॥ ২

সপ্তনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[পরাশরগীতা—নানাপ্রকার ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের উপদেশ।]

পরাশর বলিলেন—সংসারে পিতা, সখা, গুরুজন ও স্ত্রীগণ—ইঁহারা কেহই তাহার নন, যে গুণহীন; কিন্তু যাহারা প্রভুর অনন্য ভক্ত, প্রিয়বাদী, হিতৈষী ও ইন্দ্রিয়বিজয়ী, ইঁহারাই তাহার হইয়া থাকেন অর্থাৎ তাহাকে ত্যাগ করেন না ॥ ১

পিতা মনুষ্যগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। কেহ কেহ পিতাকে মাতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। বিজ্ঞ পুরুষগণ জ্ঞানলাভকেই পরম লাভ বলিয়া বর্ণনা করেন। যাহারা কর্ণাদি ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি বিষয়সমূহ জয় করিয়াছেন, তাঁহারাই পরম পদলাভে সমর্থ হন ॥ ২

রণাজিরে যত্র শরাগ্নিসংস্তরে
নৃপাত্মজো ঘাতমবাপ্য দহ্যতে।
প্রযাতি লোকানমরৈঃ সুদুর্লভান্
নিষেবতে স্বর্গফলং যথাসুখম্ ॥ ৩

শ্রান্তং ভীতং ভ্রষ্টশস্ত্রং রুদন্তং
পরাঙ্মুখং পারিবর্হৈশ্চ হীনম্।
অনুদ্যতং রোগিণং যাচমানং
ন বৈ হিংস্যাদ্ বাল-বৃদ্ধৌ চ রাজন্ ॥ ৪

ক্ষত্রিয়তনয় যদি রণাঙ্গনে আহত হইয়া বাণের চিতায় দগ্ধ হইয়া থাকেন, তবে তিনি দেবদুর্লভ লোকে গমন করেন এবং সেখানে আনন্দসহকারে স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করেন ॥ ৩

রাজন্! যে ব্যক্তি যুদ্ধে শ্রান্ত, ভীত, অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, রোদন করিতেছে, পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক পলায়ন করিতেছে,

পারিবর্হৈঃ সুসংযুক্তমুদ্যতং তুল্যতাং গতম্ ।
অতিক্রমেৎ তং নৃপতিঃ সংগ্রামে ক্ষত্রিয়াত্মজম্ ॥ ৫
তুল্যাদিহ বধঃ শ্রেয়ান্ বিশিষ্টাচ্চেতি নিশ্চয়ঃ ।
নিহীনাদ্ কাতরাচ্চৈব কৃপণাদ্ গর্হিতো বধঃ ॥ ৬
পাপাৎ পাপসমাচারান্নিহীনাচ্চ নরাধিপ ।
পাপ এব বধঃ প্রোক্তো নরকায়েতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৭
ন কশ্চিৎ ত্রাতি বৈ রাজন্ দিষ্টান্তবশমাগতম্ ।
সাবশেষায়ুষঞ্চাপি কশ্চিন্নৈবাপকর্ষতি ॥ ৮
স্নিগ্ধৈশ্চ ক্রিয়মাণানি কর্মাণীহ নিবর্তয়েৎ ।
হিংসাত্মকানি সর্বাণি নায়ুরিচ্ছেৎ পরায়ুষা ॥ ৯
গৃহস্থানাং তু সর্বেষাং বিনাশমভিকাঙ্ক্ষতাম্ ।
নিধনং শোভনং তাত পুলিনেষু ক্রিয়াবতাম্ ॥ ১০

যাহার নিকট যুদ্ধের কোন সামগ্রী নাই, যে যুদ্ধবিষয়ক উদ্যোগ পরিত্যাগ করিয়াছে, যে রোগী, প্রাণভিক্ষাকারী, যে বয়সে বালক কিংবা বৃদ্ধ, এরূপ শত্রুকে বধ করিবে না ॥ ৪

কিন্তু যাহার নিকটে যুদ্ধসামগ্রী আছে, যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত এবং যে নিজের তুল্য যোদ্ধা, রণাঙ্গনে সেই ক্ষত্রিয়তনয়কে রাজা অবশ্যই জয় করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন ॥ ৫

নিজের তুল্য বা নিজের অপেক্ষা অতিশয় বীর যোদ্ধার হস্তে নিহত হওয়া ভাল, ইহাই যুদ্ধশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পুরুষগণের নিশ্চয়। নিজেরঅপেক্ষা হীন, কাতর ও দীন মানুষের হস্তে মৃত্যু নিন্দিত ॥৬

নরনাথ। পাপী, পাপাচারী ও হীন মানুষের হস্তে যে বধ, উহা পাপ বলিয়াই কথিত হইয়াছে এবং এরূপ মৃত্যু নরকে পাতিত করে—ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ॥ ৭

মৃত্যুর বশে পতিত প্রাণীকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না এবং যাহার আয়ু অবশিষ্ট আছে, তাহাকেও আবার কেহ বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৮

মানুষের কর্তব্য হইল—তাহার প্রিয়জনগণ যদি হিংসাত্মক কার্য্যসমূহ তাহার জন্য করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহাদিগকে সেই সব কর্ম হইতে নিবৃত্ত করাইবে। অন্যের আয়ুর দ্বারা নিজের আয়ু বর্দ্ধিত করিবার অর্থাৎ অপরের প্রাণ লইয়া নিজের প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিবে না ॥ ৯

তাত! গঙ্গাদি পবিত্র নদীসকলের তীরে শুভকর্মসমূহ অনুষ্ঠান করিতে করিতে যে মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে, নিজের মৃত্যুকামী গৃহস্থগণের পক্ষে সেই মৃত্যুই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১০

আয়ুষি ক্ষয়মাপন্নে পঞ্চত্বমুপগচ্ছতি ।
তথা হ্যকারণাদ্ ভবতি কারণৈরুপপাদিতম্ ॥ ১১
তথা শরীরং ভবতি দেহাদ্ যেনোপপাদিতম্ ।
অধ্বানং গতকশ্চায়ং প্রাপ্তশ্চায়ং গৃহাদ্ গৃহম্ ॥ ১২
দ্বিতীয়ং কারণং তত্র নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে
তদ্দেহং দেহিনাং যুক্তং পঞ্চভূতেষু বর্ততে ॥ ১৩
শিরাস্নায়্বস্থিসঙ্ঘাতং বীভৎসামেধ্যসঙ্কুলম্ ।
ভূতানামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ গুণানাঞ্চ সমাগমম্ ॥ ১৪
ত্বগন্তং দেহমিত্যাহুর্বিদ্বাংসোঽধ্যাত্মচিন্তকাঃ ।
গুণৈরপি পরিক্ষীণং শরীরং মর্ত্যতাং গতম্ ॥ ১৫
শরীরিণা পরিত্যক্তং নিশ্চেষ্টং গতচেতসম্ ।
ভূতৈঃ প্রকৃতিমাপন্নৈস্ততো ভূমৌ নিমজ্জতি ॥১৬

যখন আয়ু শেষ হইয়া যায়, তখনই দেহধারী জীব অল্প বয়সেও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কখনও কখনও উহা রোগাদি বিনা কারণেও হইয়া থাকে এবং কখনও কখনও আঘাতাদি বিভিন্ন কারণেও সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ১১

যে মানুষ দেহপ্রাপ্ত হইয়া হঠকারিতাবশতঃ উহা পরিত্যাগ করিয়া দেয়, তাহার আবার পূর্ব্বের ন্যায় যাতনাময় দেহপ্রাপ্তি হয়। এরূপ মানুষ (মোক্ষের সাধনরূপ মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হইয়াও আত্মহত্যাবশতঃ মোক্ষলাভে বঞ্চিত হইয়া) এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে গমনকারী মানুষের ন্যায় এক দেহ হইতে অপর দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১২

তাহার এই অবস্থালাভে আত্মহত্যারূপ পাপ ব্যতীত অন্য কোন কারণ নাই। প্রাণিগণের সেই দেহলাভ যুক্তিযুক্ত, যাহা পঞ্চভূতময় ॥ ১৩

এই দেহ শিরা, স্নায়ু ও অস্থিসমূহযুক্ত, ঘৃণিত ও অপবিত্র মলমূত্রাদিতে পরিপূর্ণ, পঞ্চ মহাভূত, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ এবং গুণের (বাসনাময় বিষয়সমূহের) সমুদায় ॥ ১৪

অধ্যাত্মতত্ত্বচিন্তাকারী জ্ঞানী পুরুষগণ বলেন—এই শরীরের অন্তে অর্থাৎ বাহ্যভাগে ত্বগ্‌মাত্র (কেবল চামড়া) আছে। উহা সৌন্দর্য্যাদি গুণযুক্ত বা গুণহীন যাহাই হউক না কেন—ইহার মৃত্যু অনিবার্য্য ॥ ১৫

যখন জীবাত্মা এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিবেন, তখন এই দেহ নিশ্চেষ্ট ও চেতনাশূন্য হইয়া যায় এবং ইহার পঞ্চভূত নিজ নিজ প্রকৃতির সহিত মিলিত হয়। তারপর সেই দেহ পৃথিবীতে নিমজ্জিত হইয়া থাকে অর্থাৎ মৃত্তিকাময় হইয়া যায়। ৬

ভাবিতং কর্মযোগেন জায়তে তত্র তত্র হ।
ইদং শরীরং বৈদেহ ম্রিয়তে যত্র যত্র হ।
তৎস্বভাবোঽপরো দৃষ্টো বিসর্গঃ কর্মণস্তথা ॥ ১৭
ন জায়তে তু নৃপতে কঞ্চিৎ কালময়ং পুনঃ।
পরিভ্রমতি ভূতাত্মা দ্যামিবাম্বুধরো মহান্ ॥ ১৮
স পুনর্জায়তে রাজন্ প্রাপ্যেহায়তনং নৃপ।
মনসঃ পরমো হ্যাত্মা ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ॥ ১৯
বিবিধানাঞ্চ ভূতানাং জঙ্গমাঃ পরমা নৃপ।
জঙ্গমানামপি তথা দ্বিপদাঃ পরমাঃ মতাঃ ॥ ২০
দ্বিপদানামপি তথা দ্বিজা বৈ পরমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বিজানামপি রাজেন্দ্র প্রজ্ঞাবন্তঃ পরা মতাঃ।
প্রাজ্ঞানামাত্মসম্বুদ্ধাঃ সম্বুদ্ধানামমানিনঃ ॥ ২১
জাতমন্বেতি মরণং নৃণামিতি বিনিশ্চয়ঃ।
অন্তবন্তি হি কর্মাণি সেবন্তে গুণতঃ প্রজাঃ ॥ ২২

বিদেহরাজ! এই দেহ যে কোন স্থানে মৃত্যুলাভ করিতে পারে; তারপর প্রারব্ধ কর্মের যোগে উদ্ভাবিত হইয়া যে কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিতেও পারে। কর্ম্মসমূহের ফলস্বরূপ এই স্বভাবসিদ্ধ পুনর্জন্ম দেখা গিয়াছে ॥ ১৭

হে নৃপ! যেরূপ বিশাল মেঘ আকাশে সর্ব্বদিকে ভ্রমণ করে, সেইরূপ জীবাত্মা প্রারব্ধ কর্মের ফলানুসারে কিছুকাল ভ্রমণ করিতে থাকে, জন্মগ্রহণ করে না ॥ ১৮

রাজন্! সেই জীবাত্মা এ সংসারে পুনরায় কোন আশ্রয় পাইয়া জন্মগ্রহণ করে। মন হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ ॥ ১৯

মহারাজ! জগতে বিবিধ প্রাণিগণের মধ্যে জঙ্গম (গমনাগমনকারী) জীবগণই শ্রেষ্ঠ। এই জঙ্গমগণের মধ্যে দুই পদবিশিষ্ট মানুষেরাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ২০

মনুষ্যদিগের মধ্যেও দ্বিজগণই (ব্রাহ্মণগণই) শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রাজেন্দ্র! দ্বিজগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্ ও বুদ্ধিমান্‌দিগের মধ্যে আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিরাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই আত্মজ্ঞানিগণের মধ্যে আবার যাঁহারা নিরহঙ্কারী, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হন ॥ ২১

জন্মের সহিতই মৃত্যু মনুষ্যগণের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করে, —ইহাই বিদ্বান্‌গণের সিদ্ধান্ত। সমস্ত প্রজারা সত্ত্বাদি গুণসমূহের দ্বারা প্রেরিত হইয়া বিনাশশীল কর্ম্মসকলেরই আচরণ করে ॥ ২২

আপন্নে তূত্তরাং কাষ্ঠং সূর্য্যে যো নিধনং ব্রজেৎ।
নক্ষত্রে চ মুহূর্ত্তে চ পুণ্যে রাজন্ স পুণ্যকৃৎ ॥ ২৩
অযোজয়িত্বা ক্লেশেন জনং প্লাব্য চ দুষ্কৃতম্।
মৃত্যুনাপ্যকৃতেনেহ কর্ম কৃত্বাত্মশক্তিভিঃ ॥ ২৪
বিষমুদ্বন্ধনং দাহো দস্যুহস্তাৎ তথা বধঃ।
দংষ্ট্রিভ্যশ্চ পশুভ্যশ্চ প্রাকৃতো বধ উচ্যতে ॥ ২৫
ন চৈভিঃ পুণ্যকর্মাণো যুজ্যন্তে চাভিসন্ধিজৈঃ।
এবংবিধৈশ্চ বহুভিরপরৈঃ প্রাকৃতৈরপি ॥ ২৬
ঊর্দ্ধং ভিত্ত্বা প্রতিষ্ঠন্তে প্রাণাঃ পুণ্যবতাং নৃপ।
মধ্যতো মধ্যপুণ্যানামধো দুষ্কৃতকর্মণাম্ ॥ ২৭
একঃ শত্রুর্ন দ্বিতীয়োঽস্তি শত্রু-
রজ্ঞানতুল্যঃ পুরুষস্য রাজন্।
যেনাবৃতঃ কুরুতে সম্প্রযুক্তো
ঘোরাণি কর্মাণি সুদারুণানি ॥ ২৮

রাজন্! যে ব্যক্তি সূর্য্যের উত্তরায়ণ হইলে পর উত্তম নক্ষত্র ও পবিত্র মুহূর্ত্তে মৃত্যুপ্রাপ্ত হন, তিনিই পুণ্যকর্ম্মকারী ॥ ২৩

এরূপ পুণ্যাত্মা ব্যক্তি কাহাকেও কষ্ট না দিয়া প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা নিজের পাপ নষ্ট করিয়া নিজের শক্তি অনুসারে শুভকর্ম্ম করত স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন ॥ ২৪

কিন্তু বিষপান করিয়া, উদ্বন্ধনের দ্বারা (গলায় দড়ি দিয়া), অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া, দস্যুদের হস্তে এবং দংষ্ট্রাধারী পশুগণের দংষ্ট্রাঘাতে যে মৃত্যু হয়, উহা নিকৃষ্ট (অপমৃত্যু) বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৫

পুণ্যকর্ম্মকারী মানুষ এই সব উপায়ে প্রাণত্যাগ করেন না এবং এতাদৃশ বিবিধ উপায়ের দ্বারা তাঁহাদেরও মৃত্যুও হয় না ॥ ২৬

রাজন্! পুণ্যাত্মা পুরুষগণের প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করত নির্গত হয়। যাঁহাদের পুণ্য কর্ম্ম মধ্যম শ্রেণীর, তাঁহাদের প্রাণ মধ্য দ্বার (মুখ নেত্রাদি) দিয়া বহির্গত হয় এবং যাহারা কেবল পাপ কর্ম্মই করিয়াছে, তাহাদের প্রাণ অধোদ্বার (মল-মূত্র দ্বার) দিয়া নিষ্ক্রান্ত হয় ॥ ২৭

রাজন্! মানুষের শত্রু একটিই আছে, উহার তুল্য অন্য কোন শত্রু নাই। তাহার নাম হইল অজ্ঞান। এই অজ্ঞানে আবৃত ও প্রেরিত হইয়া মানুষ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং ক্রূরতাপূর্ণ কার্য্য করিতে থাকে ॥ ২৮

প্রবাধনার্থং শ্রুতিধর্মযুক্তান্
বৃদ্ধানুপাস্য প্রভবেত যস্য।
প্রযত্নসাধ্যো হি স রাজপুত্র
প্রজ্ঞাশরেণোন্মথিতঃ পরৈতি ॥ ২৯

অধীত্য বেদং তপসা ব্রহ্মচারী
যজ্ঞান্ শক্ত্যা সংনিসৃজ্যেহ পঞ্চ।
বনং গচ্ছেৎ পুরুষো ধর্মকামঃ
শ্রেয়ঃ স্থিত্বা স্থাপয়িত্বা স্ববংশম্ ॥৩০

উপভোগৈরপি ত্যক্তং নাত্মানং সাদয়েন্নরঃ।
চণ্ডালত্বেঽপি মানুষ্যং সর্বথা তাত শোভনম্ ॥ ৩১

ইয়ং হি যোনিঃ প্রথমা যাং প্রাপ্য জগতীপতে।
আত্মা বৈ শক্যতে ত্রাতুং কর্মভিঃ শুভলক্ষণৈঃ ॥ ৩২

কথং ন বিপ্রণশ্যেম যোনিতোঽস্যা ইতি প্রভো।
কুর্বন্তি ধর্মং মনুজাঃ শ্রুতিপ্রামাণ্যদর্শনাৎ ॥ ৩৩

যো দুর্লভতরং প্রাপ্য মানুষ্যং দ্বিষতে নরঃ।
ধর্মাবমন্তা কামাত্মা ভবেৎ স খলু বঞ্চ্যতে ॥ ৩৪

যস্তু প্রীতিপুরোগেণ চক্ষুষা তাত পশ্যতি।
দীপোপমানি ভূতানি যাবদর্থান্ন পশ্যতি ॥ ৩৫

সান্ত্বেনান্নপ্রদানেন প্রিয়বাদেন চাপ্যুত।
সমদুঃখসুখো ভূত্বা স পরত্র মহীয়তে ॥ ৩৬

দানং ত্যাগঃ শোভনা মূর্তিরদ্ভ্যো
ভূতপ্লাব্যং তপসা বৈ শরীরম্।
সরস্বতীনৈমিষপুষ্করেষু
যে চাপ্যন্যে পুণ্যদেশাঃ পৃথিব্যাম্ ॥ ৩৭

গৃহেষু যেষামসবঃ পতন্তি
তেষামথো নির্হরণং প্রশস্তম্।
যানেন বৈ প্রাপণঞ্চ শ্মশানে
শৌচেন নূনং বিধিনা চৈব দাহঃ ॥ ৩৮

রাজপুত্র! এই শত্রুকে পরাজিত করিতে সেই ব্যক্তিই সমর্থ হয়, যিনি বেদোক্ত ধর্মপরায়ণ বৃদ্ধ পুরুষগণের সেবা করিয়া প্রজ্ঞা (স্থিরবুদ্ধি) লাভ করিয়াছেন; কারণ, এই অজ্ঞানময় শত্রুকে পরাজিত করা অতিশয় যত্নসাধ্য কর্ম; এই শত্রু প্রজ্ঞা-রূপী বাণের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হয় ॥ ২৯

ব্রাহ্মণের প্রথমে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে অবস্থান করত তপস্যা করিতে করিতে বেদাধ্যয়ন করা কর্তব্য। তারপর তিনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করত নিজের শক্তি অনুসারে ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক ১। ব্রহ্মযজ্ঞ বেদাধ্যয়ন, ২। দেবযজ্ঞ—দেবপূজাদি, ৩। পিতৃযজ্ঞ—নিত্য শ্রাদ্ধ তর্পণাদি, ৪। নৃযজ্ঞ—অতিথি-সেবাদি এবং ৫। ভূতযজ্ঞ বলিবৈশ্বাদি এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। তাহার পর নিজের পুত্রকে গৃহ-ক্ষেত্রাদি রক্ষা করিবার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কল্যাণমার্গে অবস্থান করত কেবল ধর্মপালনেরই ইচ্ছা রাখিয়া সেই ব্রাহ্মণ বনে গমন করিবেন। ৩০

তাত! উপভোগের সামগ্রী হইতে বঞ্চিত হইলে পরও মানুষ নিজেকে নিজে হীন বলিয়া মনে করিবে না। চণ্ডাল বংশেও যদি মনুষ্য-জন্মলাভ হয়, তবে উহা মানবেতর প্রাণিগণ অপেক্ষা সর্বথা উত্তম বলিয়াই জানিবে। ৩১

ভূপতি! কারণ, মনুষ্যজন্মই অদ্বিতীয় জন্ম, যাহা প্রাপ্ত হইয়া শুভকর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানে প্রাণী আত্মাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। ৩২

"প্রভো! আমরা এরূপ কোন্ উপায় অবলম্বন করিব, যাহাতে আমাদের এই মানুষ যোনি হইতে অধঃপতিত হইতে না হয়" এরূপ চিন্তা করিয়া এবং বেদোক্ত প্রমাণসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া সকল মানুষ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। ৩৩

যে মানুষ অত্যন্ত দুর্লভ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াও অপরকে দ্বেষ করে, ধর্ম্মের অনাদর করে এবং মনের দ্বারা কামনাসমূহে আসক্ত হইয়া যায়, সেই মানুষ নিজের অভ্যুদয় হইতে বঞ্চিত হয়। ৩৪

তাত! যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীকেই দীপের ন্যায় স্নেহের দ্বারা সংবর্দ্ধন করিবার যোগ্য বলিয়া মনে করে, তাহাদিগকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করে এবং যে ব্যক্তি সমস্ত বিষয়সমূহের দিকে কখনও দৃষ্টিপাত করে না; সেই ব্যক্তি পরলোকে সম্মানিত হয় ॥ ৩৫

যে ব্যক্তি সকলকে সান্ত্বনাপ্রদান করে, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করে এবং প্রিয় বাক্য বলিয়া সকলকে আপ্যায়ন করে, সেই ব্যক্তি সুখ-দুঃখে সমান থাকিয়া (ইহলোক ও) পরলোকে প্রতিষ্ঠালাভ করে। ৩৬

রাজন্! সরস্বতী নদী, নৈমিষারণ্য ক্ষেত্র, পুষ্কর ক্ষেত্র এবং আরও যে সমস্ত ভূতলে পাবন তীর্থ আছে, সেই সব তীর্থে যাইয়া দান, ভোগত্যাগ, শান্তভাবে অবস্থান এবং তপস্যা ও তীর্থের জলে দেহ এবং মনকে পবিত্র করিবে। ৩৭

গৃহের মধ্যে যাহাদের প্রাণত্যাগ হয়, তাহাদিগকে অতিসত্বর গৃহের বাহিরে লইয়া যাওয়াই ভাল। মৃত্যুর পর তাহাদিগকে

ইষ্টঃ পুষ্টির্যজনং যাজনঞ্চ
দানং পুণ্যানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রয়োগঃ।
শক্ত্যা পিত্র্যং যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রশস্তং
সর্ব্বাণ্যাত্মার্থে মানবোহয়ং করোতি ॥ ৩৯
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি বেদাশ্চ ষড়ঙ্গানি নরাধিপ।
শ্রেয়সোহর্থে বিধীয়ন্তে নরস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ॥ ৪০

ভীষ্ম উবাচ।
এতদ্ বৈ সর্ব্বমাখ্যাতং মুনিনা সুমহাত্মনা।
বিদেহরাজায় পুরা শ্রেয়সোহর্থে নরাধিপ ॥ ৪১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি পরাশরগীতায়াং
সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯৭ ॥

যানে শয়ন করাইয়া শ্মশানে লইয়া যাওয়া এবং পবিত্রতার সহিত শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে তাহাদের দাহ-সংস্কার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ৩৮

মানুষ নিজের সামর্থ্যানুসারে ইষ্টি পুষ্টি (শান্তিকর্ম্ম), যজন, যাজন, দান, পুণ্যকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান এবং শ্রাদ্ধাদি যাহা কিছু উত্তম কার্য্যসকল করে, তৎসমস্তই নিজের জন্যই করিয়া থাকে। ৩৯

নরনাথ! ধর্ম্মশাস্ত্রসকল এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ছয় অঙ্গযুক্ত সমস্ত বেদ পুণ্যকর্ম্মকারী পুরুষের কল্যাণের জন্যই কর্ত্তব্যের বিধান করিয়া থাকেন। ৪০

ভীষ্ম বলিলেন,- যুধিষ্ঠির! মহাত্মা পরাশর মুনি বিদেহরাজ জনকের কল্যাণের জন্য এই সব উপদেশ দিয়াছিলেন। ৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে পরাশরগীতাবিষয়ক সপ্তনবত্যধিক-দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

পরাশরগীতায়া উপসংহারঃ,—রাজ্ঞো জনকস্য বিবিধপ্রশ্নানামুত্তরদানম্।

ভীষ্ম উবাচ।
পুনরেব তু পপ্রচ্ছ জনকো মিথিলাধিপঃ।
পরাশরং মহাত্মানং ধর্মে পরমনিশ্চয়ম্ ॥ ১
জনক উবাচ।
কিং শ্রেয়ঃ কা গতির্ব্রহ্মন্ কিং কৃতং ন বিনশ্যতি।
ক্ব গতো ন নিবর্ত্তেত তন্মে ব্রূহি মহামতে ॥ ২
পরাশর উবাচ।
অসঙ্গঃ শ্রেয়সো মূলং জ্ঞানঞ্চৈব পরা গতিঃ
চীর্ণং তপো ন প্রণশ্যেদ্বাপঃ ক্ষেত্রে ন নশ্যতি ॥ ৩
ছিত্ত্বাধর্ম্মময়ং পাশং যদা ধর্মেঽভিরজ্যতে।
দত্ত্বাভয়কৃতং দানং তদা সিদ্ধিমবাপ্নুতে ॥৪
যো দদাতি সহস্রাণি গবামশ্বশতানি চ।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যঃ সদা তমভিবর্ত্ততে ॥ ৫
বসন্ বিষয়মধ্যেঽপি ন বসত্যেব বুদ্ধিমান্।
সংবসত্যেব দুর্ব্বুদ্ধিরসৎসু বিষয়েষ্বপি ॥ ৬

অষ্টনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়

[পরাশর গীতার উপসংহার রাজা জনকের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তদনন্তর মিথিলাপতি জনক সেই ধর্ম্মের বিষয়ে সর্ব্বোত্তম সিদ্ধান্তকারী মহাত্মা পরাশর মুনিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

জনক বলিলেন, ব্রহ্মণ! শ্রেয় কি? উত্তম গতি কি? কোন্ কর্ম্ম নষ্ট হয় না এবং কোথায় গমন করিলে পর জীব পুনরায় ফিরিয়া আসে না? মহামতে! আপনি আমার এই সব প্রশ্নের কথা বলুন। ২

পরাশর বলিলেন,—রাজন্! আসক্তির অভাবই শ্রেয়ের (মঙ্গলের) মূল কারণ। জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম গতি। স্বয়ং কৃত তপস্যা এবং সুপাত্রে প্রদত্ত দান—ইহা কখনও নষ্ট হয় না। ৩

মানুষ যখন অধর্ম্মময় বন্ধনের উচ্ছেদ করত ধর্মে অনুরক্ত হয় এবং সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান করে, সেই সময় তাহার উত্তম সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ৪

যে ব্যক্তি এক হাজার গরু ও এক শত অশ্ব দান করে এবং যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান করে, ইহাদের উভয়ের মধ্যে অভয়দাতা গরু ও অশ্বদাতা হইতেও শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করত অবস্থান করে। ৫

বুদ্ধিমান্ মানুষ বিষয়সমূহের মধ্যে বাস করিয়াও (অসঙ্গ থাকেন বলিয়া) বাস না করারই ন্যায় থাকেন, কিন্তু যাহার বুদ্ধি

নাধর্মঃ শ্লিষ্যতে প্রাজ্ঞং পয়ঃ পুষ্করপর্ণবৎ ।
অপ্রাজ্ঞমধিকং পাপং শ্লিষ্যতে জতুকাষ্ঠবৎ ॥ ৭
নাধর্মঃ কারণাপেক্ষী কর্ত্তারমভিমুঞ্চতি ।
কর্তা খলু যথাকালং ততঃ সমভিপদ্যতে ॥ ৮
ন ভিদ্যন্তে কৃতাত্মান আত্মপ্রত্যয়দর্শিনঃ ।
বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়াণাং হি প্রমত্তো যো ন বুধ্যতে ॥
শুভাশুভে প্রসক্তাত্মা প্রাপ্নোতি সুমহদ্ভয়ম্ ॥ ৯
বীতরাগো জিতক্রোধঃ সম্যগ্ ভবতি যঃ সদা ।
বিষয়ে বর্তমানোঽপি ন স পাপেন যুজ্যতে ॥ ১০
মর্য্যাদায়াং ধর্মসেতুর্নিবদ্ধো নৈব সীদতি ।
পুষ্টস্রোত ইবাসক্তঃ স্ফীতো ভবতি সঞ্চয়ঃ ॥ ১১
যথা ভানুগতং তেজো মণিঃ শুদ্ধঃ সমাধিনা ।
আদত্তে রাজশার্দূল তথা যোগঃ প্রবর্ততে ॥ ১২

দূষিত, সেই ব্যক্তি বিষয়সমূহের নিকট না থাকিয়াও সদা বিষয়েই অবস্থান করে ॥ ৬

যেরূপ জল পদ্মের পত্রে লিপ্ত হইয়া থাকে না, সেইরূপ জ্ঞানী পুরুষে অধর্ম লিপ্ত হইয়া থাকিতে পারে না; কিন্তু যেরূপ লাক্ষা কাষ্ঠমধ্যে লিপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ অধিক পাপ অজ্ঞান মানুষে লিপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭

অধর্ম ফলপ্রদানের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে থাকে, সেই কারণে সে কর্তাকে ত্যাগ করিয়া থাকে না; সময় আসিলেই কর্তা (অধর্মকারী) সেই পাপের ফল অবশ্যই ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৮

পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট আত্মজ্ঞানী পুরুষ কর্মসমূহের শুভাশুভ ফলের দ্বারা কখনও বিচলিত হন না; যে ব্যক্তি অনবধানতাবশতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা নিষ্পাদনযোগ্য পাপসকলের বিষয় বুঝিতে পারে না এবং শুভ ও অশুভ কর্মেই আসক্ত থাকে, সেই ব্যক্তিই অত্যন্ত মহাভয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৯

কিন্তু যিনি বিষয়সমূহের অনুরাগ ত্যাগ করিয়া ক্রোধকে জয় করিয়াছেন এবং নিত্য সদাচার পালন করেন, তিনি বিষয়সকলে বর্তমান থাকিয়াও পাপ-কর্মের সহিত যুক্ত হইয়া যান না ॥ ১০

যেরূপ নদীতে নির্মিত সুদৃঢ় সেতু ভাঙিয়া যায় না, এবং সেই কারণে সেখানে জলের স্রোত বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেইরূপ প্রাচীন মর্য্যাদায় আবদ্ধ ধর্মরূপী সেতু (বাঁধ) নষ্ট হয় না এবং উহার দ্বারা আসক্তিহীন সঞ্চিত তপস্যার বৃদ্ধি হইতে থাকে ॥ ১১

যথা তিলানামিহ পুষ্পসংশ্রয়াৎ
পৃথক্ পৃথগ্ যাতি গুণোঽতিসৌম্যতাম্ ।
তথা নরাণাং ভুবি ভাবিতাত্মনাং
যথাশ্রয়ং সত্ত্বগুণঃ প্রবর্ততে ॥ ১৩
জহাতি দারাংশ্চ জহাতি সম্পদঃ
পদঞ্চ যানং বিবিধাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ ।
ত্রিবিষ্টপে জাতমতির্যদা নর-
স্তদাস্য বুদ্ধির্বিষয়েষু ভিদ্যতে ॥ ১৪
প্রসক্তবুদ্ধির্বিষয়েষু যো নরো
ন বুধ্যতে হ্যাত্মহিতং কথঞ্চন ।
স সর্বভাবানুগতেন চেতসা
নৃপামিষেণেব ঝষো বিকৃষ্যতে ॥ ১৫
সংঘাতবন্মর্ত্যলোকঃ পরস্পরমপাশ্রিতঃ ।
কদলীগর্ভনিঃসারো নৌরিবাপ্সু নিমজ্জতি ॥ ১৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! যেরূপ শুদ্ধ সূর্য্যকান্ত মণি সূর্য্যের তেজ গ্রহণ করে, সেইরূপ যোগের সাধক সমাধির দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ১২

যেরূপ তিলজাত তৈল ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সুগন্ধি পুষ্পসমূহের দ্বারা বাসিত হইয়া অত্যন্ত মনোরম গন্ধ গ্রহণ করে, সেইরূপই ভুবনে শুদ্ধচিত্ত মানুষগণের স্বভাব সৎপুরুষদিগের সঙ্গ অনুসারে সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইয়া যায় ॥ ১৩

যে সময় মানুষ সর্বোত্তম পদ লাভ করিবার জন্য উৎসুক হয়, সেই সময় তাহার বুদ্ধি বিষয় হইতে পৃথক হইয়া যায় এবং সে স্ত্রী, সম্পদ, পদ, বাহন ও নানাবিধ যে সব ক্রিয়া আছে, এ সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ১৪

কিন্তু যাহার বুদ্ধি বিষয়সমূহে আসক্ত হইয়া যায়, সেই ব্যক্তি কোন রূপেই নিজের হিতের কথা বুঝিতে পারে না। রাজন্! যেরূপ মৎস্য মাংসের দ্বারা আবৃত বড়িশকর্তৃক আকৃষ্ট হয় এবং দুঃখও পায়, সেইরূপে সেই ব্যক্তি নানাপ্রকার বাসনাসমূহে বাসিত চিত্তের দ্বারা বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং দুঃখ ভোগ করে ॥ ১৫

যেরূপ শরীরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল পরস্পর আশ্রিত, সেইরূপ এই মর্ত্যলোক—স্ত্রী-পুত্র ও পশু প্রভৃতি পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত। এই সংসার কদলীর মধ্যভাগের ন্যায় নিঃসার। যেরূপ নৌকা জলে ডুবিয়া যায়, সেইরূপ এই সব কিছুই কালের প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া যায় ॥ ১৬

ন ধৰ্মকালঃ পুরুষস্য নিশ্চিতো
ন চাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে।
সদা হি ধর্মস্য ক্রিয়ৈব শোভনা
যদা নরো মৃত্যুমুখেঽভিবর্ততে ॥ ১৭
যথান্ধঃ স্বগৃহে যুক্তো হ্যভ্যাসাদেব গচ্ছতি।
তথা যুক্তেন মনসা প্রাজ্ঞো গচ্ছতি তাং গতিম্ ॥ ১৮
মরণং জন্মনি প্রোক্তং জন্ম বৈ মরণাশ্রিতম্।
অবিদ্বান্ মোক্ষধর্মেষু বদ্ধো ভ্রমতি চক্রবৎ ॥
বুদ্ধিমার্গপ্রয়াতস্য সুখং ত্বিহ পরত্র চ ॥ ১৯
বিস্তরাঃ ক্লেশসংযুক্তাঃ সংক্ষেপাস্তু সুখাবহাঃ।
পরার্থং বিস্তরাঃ সর্বে ত্যাগমাত্মহিতং বিদুঃ ॥ ২০
যথা মৃণালানুগতমাশু মুঞ্চতি কর্দমম্।
তথাত্মা পুরুষস্যেহ মনসা পরিমুচ্যতে ॥ ২১
মনঃ প্রণয়তেঽঽত্মানং স এনমভিযুঞ্জতি।
যুক্তো যদা স ভবতি তদা তং পশ্যতে পরম্ ॥২২
পরার্থে বর্তমানস্তু স্বং কার্য্যং যোঽভিমন্যতে।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু সংযুক্তঃ স্বকার্য্যাৎ পরিমুচ্যতে ॥২৩
অধস্তির্য্যগ্‌গতিং চৈব স্বর্গে চৈব পরাং গতিম্।
প্রাপ্নোতি স্বকৃতৈরাত্মা প্রাজ্ঞস্যেহেতরস্য চ ॥ ২৪
মৃন্ময়ে ভাজনে পক্বে যথা বৈ নশ্যতি দ্রবঃ।
তথা শরীরং তপসা তপ্তং বিষয়মশ্নুতে ॥ ২৫
বিষয়ানশ্নুতে যস্তু ন স ভোক্ষ্যত্যসংশয়ম্।
যস্তু ভোগাংস্ত্যজেদাত্মা স বৈ ভোক্তুং ব্যবস্যতি ॥২৬
নীহারেণ হি সংবীতঃ শিশ্নোদরপরায়ণঃ।
জাত্যন্ধ ইব পন্থানমাবৃতাত্মা ন বুধ্যতে ॥ ২৭

মানুষের ধর্মপালন করিবার কোন বিশেষ সময় নিশ্চিত নাই, কারণ, মৃত্যু কোন পুরুষের জন্য প্রতীক্ষা করে না। যখন মানুষ সর্ব্বদা মৃত্যুর মুখেই বিদ্যমান আছে, তখন নিত্য নিরন্তর ধর্ম্মের আচরণ করিতে থাকাই তাহার পক্ষে জীবনের সদ্ব্যবহার করিবার সুন্দর সুযোগ ॥১৭

যেরূপ অন্ধ প্রতিদিনের অভ্যাসবশতই সাবধানতার সহিত বাহির হইতে নিজের গৃহে আসিয়া থাকে, সেইরূপ বিবেকী মানুষ যোগযুক্ত চিত্তের দ্বারা সেই পরম গতি প্রাপ্ত হন। ১৮

জন্মেতেই মৃত্যুর স্থিতি এবং মৃত্যু জন্মের আশ্রয়ে থাকে। যে ব্যক্তি মোক্ষধর্মকে জানে না, সেই অজ্ঞান মানুষ সংসারে আবদ্ধ হইয়া জন্ম মৃত্যুর চক্রে ঘুরিতে থাকে; কিন্তু জ্ঞানপথে গমনকারী ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকেও সুখ লাভ করিয়া থাকেন। ১৯

কর্ম্মসমূহের বিস্তার ক্লেশযুক্ত এবং উহার সংক্ষেপ সুখদায়ক হইয়া থাকে। ধনোপার্জনাদি সকল কর্মবিস্তারই পরার্থ অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তির জন্য; কিন্তু ত্যাগ নিজের হিতকর বলিয়া জ্ঞানিগণ বলেন। ২০

যেরূপ (জল হইতে তুলিবার সময়) পদ্মের নালে স্থিত কর্দম জলের দ্বারা সত্বর ধৌত হইয়া যায়, সেইরূপ ত্যাগী পুরুষের আত্মা মনের দ্বারা সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ২১

মন আত্মাকে যোগের দিকে লইয়া যায়। যোগী এই মনকে যোগযুক্ত (আত্মায় লীন) করিয়া থাকেন। এইভাবে যখন তিনি যোগসিদ্ধি লাভ করিবেন, তখন তিনি সেই পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হন ॥ ২২

যে ব্যক্তি পরের জন্য অর্থাৎ এই বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তির জন্য বিষয়ভোগে তৃপ্ত হইয়া ইহাকেই নিজের মুখ্য কার্য্য বলিয়া বুঝিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি নিজের বাস্তবিক কর্ত্তব্য হইতে চ্যুত হইয়া যায়। ২৩

এ জগতে বুদ্ধিমান্ হউক বা মূঢ় হউক, তাহার আত্মা নিজের কৃত কর্ম্মসকলের অনুসারেই নরক, পশু-পক্ষী প্রভৃতি যোনি, স্বর্গ ও পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। ২৪

যেরূপ কলসাদি পক্ব মৃত্তিকার পাত্রে স্থাপিত জলাদি তরল পদার্থ চ্যুতও হয় না এবং নষ্টও হয় না, সেইরূপ তপস্যার দ্বারা তপ্ত সূক্ষ্ম শরীর ব্রহ্মলোকের পর্য্যন্ত বিষয় অনুভব করে।২৫

যে মানুষ শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়সমূহ উপভোগ করে, সেই মানুষ নিশ্চিতই ব্রহ্মানন্দ অনুভব হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায়। কিন্তু যিনি বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছেন, তিনি অবশ্যই ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হন। ২৬

যেরূপ জন্মান্ধ ব্যক্তি পথ দেখিতে পায় না, সেইরূপ শিশ্নোদর-পরায়ণ ও অজ্ঞানে আবৃত জীব মায়ারূপ কুয়াসায় আচ্ছন্ন থাকায় মোক্ষমার্গ বুঝিতে পারে না। ২৭

বণিগ্‌ যথা সমুদ্রাদ্ বৈ যথার্থং লভতে ধনম্।
তথা মর্ত্যার্ণবে জন্তোঃ কর্মবিজ্ঞানতো গতিঃ ॥২৮
অহোরাত্রময়ে লোকে জরারূপেণ সংসরন্
মৃত্যুর্গ্রসতি ভূতানি পবনং পন্নগো যথা ॥ ২৯
স্বয়ংকৃতানি কর্মাণি জাতো জন্তুঃ প্রপদ্যতে।
নাকৃত্বা লভতে কশ্চিৎ কিঞ্চিদত্র প্রিয়াপ্রিয়ম্ ॥ ৩০
শয়ানং যান্তমাসীনং প্রবৃত্তং বিষয়েষু চ।
শুভাশুভানি কর্মাণি প্রপদ্যন্তে নরং সদা ॥ ৩১
ন হ্যন্যৎ তীরমাসাদ্য পুনস্তর্তুং ব্যবস্যতি।
দুর্লভো দৃশ্যতে হ্যস্য বিনিপাতো মহার্ণবে ॥ ৩২
যথা ভাবাবসন্না হি নৌর্মহাম্ভসি তন্তুনা।
তথা মনোভিযোগাদ্ বৈ শরীরং প্রচিকীর্ষতি ॥ ৩৩
যথা সমুদ্রমভিতঃ সংশ্রিতাঃ সরিতোঽপরাঃ।
তথাদ্যা প্রকৃতির্যোগাদভিসংশ্রিয়তে সদা ॥ ৩৪
স্নেহপাশৈর্বহুবিধৈরাসক্তমনসো নরাঃ।
প্রকৃতিস্থা বিষীদন্তি জলে সৈকতবেশ্মবৎ ॥ ৩৫
শরীরগৃহসংস্থস্য শৌচতীর্থস্য দেহিনঃ।
বুদ্ধিমার্গপ্রয়াতস্য সুখং ত্বিহ পরত্র চ ॥ ৩৬
বিস্তরাঃ ক্লেশসংযুক্তাঃ সংক্ষেপাস্তু সুখাবহাঃ।
পরার্থং বিস্তরাঃ সর্বে ত্যাগমাত্মহিতং বিদুঃ ॥৩৭
সঙ্কল্পজো মিত্রবর্গো জ্ঞাতয়ঃ কারণাত্মকাঃ।
ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ স্বমর্থমনুযুজ্যতে ॥ ৩৮
ন মাতা ন পিতা কিঞ্চিৎ কস্যচিৎ প্রতিপদ্যতে।
দানপথ্যোদনো জন্তুঃ স্বকর্মফলমশ্নুতে ॥ ৩৯
মাতা পুত্রঃ পিতা ভ্রাতা ভার্যা মিত্রজনস্তথা।
অষ্টাপদপদস্থানে লক্ষমুদ্রেব লক্ষ্যতে ॥ ৪০

যেরূপ বৈশ্য সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিতে যাইয়া নিজের মূলধন অনুসারে দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনে, সংসার-সাগরে বাণিজ্যকারী জীব নিজের কর্ম ও বিজ্ঞানের অনুরূপ গতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ২৮

দিন ও রাত্রিময় সংসারে বার্দ্ধক্যের রূপ ধরিয়া পরিভ্রমণকারী মৃত্যু সমস্ত প্রাণীকে সেইভাবে গ্রাস করে, যেরূপ সর্প বায়ু পান করিতে থাকে। ২৯

জীব জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসমূহেরই ফল ভোগ করিতে থাকে; পূর্ব্বজন্মে কোন কিছু না করিয়া এ সংসারে কেহই কোনরূপ প্রিয় বা অপ্রিয় ফললাভ করে না ॥ ৩০

মানুষ শয়ন, উপবেশন, গমন ও বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত—এই সব যে কোন অবস্থাতেই থাকুক, তাহার শুভাশুভ কর্ম্মসকল সর্ব্বদা তাহার নিকট উপস্থিত থাকে। ৩১

যেরূপ সমুদ্রের পরপারে উপস্থিত হইয়া পুনরায় কেহ উহাতে আবার সন্তরণ করিবার উদ্যোগ করে না, সেইরূপ সংসারসাগর হইতে পার হইয়া মানুষের পুনরায় উহাতে পতিত হওয়া অর্থাৎ পুনরায় ফিরিয়া আসা দুর্লভ দেখা যায়। ৩২

যেরূপ গভীর জলে স্থিত নৌকা নাবিককর্তৃক রজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট হইতে থাকিলে সে তাহার মনোভাবের অধীন হইয়া যায়, সেইরূপ জীব এই শরীররূপী নৌকাকে নিজের মনের অভিপ্রায়ানুসারে পরিচালিতে করিতে বাসনা করে। ৩৩

যেরূপ বহু নদী চারিদিক্ দিয়া আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, সেইরূপ যোগের দ্বারা বশীভূত মন চিরকালের জন্য মূল প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। ৩৪

যাহাদের মন নানাপ্রকার স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ, প্রকৃতিতে অবস্থিত অর্থাৎ অজ্ঞানবশীভূত সেই সব মানুষ জলে বালুকার গৃহের ন্যায় অত্যন্ত দুঃখে অবসন্ন হইয়া যায় ।৩৫

শরীরই যাহার গৃহ, যে ব্যক্তি বাহির ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতাকেই তীর্থ বলিয়া মনে করেন এবং বুদ্ধি সহকারে কল্যাণপথে গমন করেন, সেই দেহধারী জীবের ইহলোক ও পরলোকেও সুখলাভ হয়। ৩৬

ক্রিয়াসমূহের বিস্তার ক্লেশদায়ক এবং সংক্ষেপ সুখদায়ক হয়। সমস্ত কর্ম্মের বিস্তারই পরার্থরূপ অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তির জন্য হইয়া থাকে; কিন্তু ত্যাগ নিজের পক্ষে হিতকর বলিয়া জ্ঞানিগণ বলেন ॥ ৩৭

কোন না কোন সম্বন্ধ লইয়াই মানুষ মিত্র হয়, জ্ঞাতিরাও কোন কোন কারণবশতই সম্বন্ধ রাখিয়া চলে এবং পত্নী, পুত্র ও সেবকও নিজ নিজ স্বার্থের অনুসরণ করিয়া চলে ।৩৮

মাতা ও পিতা পরলোকের কল্যাণসাধনে কোন কিছুই সহায়তা করেন না। পরলোকের পথে ত' নিজের কৃত দান অর্থাৎ ত্যাগই পাথেয়রূপে প্রয়োজনসাধন করে। প্রত্যেক জীব নিজের কর্ম্মেরই ফল ভোগ করে। ৩৯

মাতা, পিতা; পুত্র, ভ্রাতা, ভার্য্যা ও মিত্রগণ ইঁহারা সকলেই সুবর্ণের শিকার মধ্যে স্থাপিত লক্ষ মুদ্রার ন্যায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন। ৪০

সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি পুরা কৃতানি
শুভাশুভান্যাত্মনো যান্তি জন্তোঃ।
উপস্থিতং কর্ম্মফলং বিদিত্বা
বুদ্ধিং তথা চোদয়তেঽন্তরাত্মা ॥ ৪১

ব্যবসায়ং সমাশ্রিত্য সহায়ান যোঽধিগচ্ছতি।
ন তস্য কশ্চিদারম্ভঃ কদাচিদবসীদতি ॥ ৪২

অদ্বৈধমনসং যুক্তং শূরং ধীরং বিপশ্চিতম্।
ন শ্রীঃ সন্ত্যজতে নিত্যমাদিত্যমিব রশ্ময়ঃ ॥ ৪৩

আস্তিক্য-ব্যবসায়াভ্যামুপায়াদ্ বিস্ময়াদ্ ধিয়া।
সমারভেদনিন্দ্যাত্মা ন সোঽর্থঃ পরিসীদতি ॥ ৪৪

সর্ব্বঃস্বানি শুভাশুভানি নিয়তং কর্ম্মাণি জন্তুঃ স্বয়ং
গর্ভাৎ সম্প্রতিপদ্যতে তদুভয়ং যৎ তেন পূর্ব্বং কৃতম্।
মৃত্যুশ্চাপরিহারবান্ সমগতিঃ কালেন বিচ্ছেদিনা
দারোশ্চূর্ণমিবাশ্মসারবিহিতং
কর্ম্মান্তিকং প্রাপয়েৎ ॥ ৪৫

স্বরূপতামাত্মকৃতঞ্চ বিস্তারং
কুলান্বয়ং দ্রব্যসমৃদ্ধিসঞ্চয়ম্।
নরো হি সর্ব্বো লভতে যথাকৃতং
শুভাশুভেনাত্মকৃতেন কর্ম্মণা ॥ ৪৬

ভীষ্ম উবাচ।
ইত্যুক্তো জনকো রাজন্ যাথাতথ্যং মনীষিণা।
শ্রুত্বা ধর্ম্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ পরাং মুদমবাপ হ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি পরাশরগীতায়াম্
অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯৮

পূর্ব্বজন্মে কৃত সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মই জীবের অনুসরণ করে। এইরূপ প্রাপ্ত পরিস্থিতিকে নিজের কর্ম্মসমূহেরই ফল অবগত হইয়া যাঁহার মন অন্তর্মুখ হইয়াছে, তিনি নিজের বুদ্ধিকে এরূপ শুভ প্রেরণা দিয়া থাকেন, যাহাতে ভবিষ্যতে আর দুঃখ ভোগ করিতে না হয়। ৪১

যে ব্যক্তি দৃঢ় নিশ্চয় ও পূর্ণ উদ্যোগের আশ্রয় লইয়া অনুকূল সহায়কগণকে সংগ্রহ করেন, তাঁহার কোনও কার্য্য কখনও ব্যর্থ হয় না। ৪২

যাঁহার মন দ্বিধাগ্রস্ত হয় না, যিনি উদ্যোগী, শৌর্য্যশালী বীর, ধীর ও বিদ্বান্, তাঁহাকে লক্ষ্মী সেইভাবে কখনও ত্যাগ করেন না, যেরূপ রশ্মিসমূহ সূর্য্যকে ত্যাগ করিয়া থাকে না। ৪৩

যাঁহার হৃদয় উদার এবং প্রশস্ত, যিনি আস্তিকতা, নিশ্চয় ও আবশ্যক উপায়ের দ্বারা গর্ব্বহীনতার সহিত উত্তম বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্য আরম্ভ করেন, তাঁহার সেই কার্য্য কখনও বিফল হয় না। ৪৪

সকল জীব, পূর্ব্বজন্মে তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে, সেই নিজের শুভাশুভ কর্ম্মসকলের নিয়ত ফলের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময়েই ক্রমশঃ লাভ করিতে এবং ভোগ করিতে থাকে। যেরূপ বায়ু তাড়াতাড়িভাবে বিদীর্ণ করিয়া নির্দ্মিত কাষ্ঠখণ্ডের চূর্ণ সকল উড়াইয়া দেয়, সেইরূপ অপরিবর্ত্তনীয় মৃত্যু বিনাশকারী কালের সহায়তায় মনুষ্যকে নষ্ট করিয়া থাকে। ৪৫

সকল মানুষ নিজ নিজ কৃত শুভাশুভ কর্ম্মানুসারেই সুন্দর বা অসুন্দর, স্বকৃত যোগ্য-অযোগ্য পুত্র-পৌত্রাদির বিস্তার, উত্তম বা অধমকুলে জন্ম এবং দ্রব্য-সমৃদ্ধির সঞ্চয়াদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪৬

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! জ্ঞানী মহাত্মা পরাশর মুনির মুখ হইতে এই যথার্থ উপদেশ শ্রবণ করত ধর্ম্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা জনক অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ৪৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে পরাশরগীতাবিষয়ক অষ্টনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[হংসগীতা—হংসরূপধারিণা ব্রহ্মণা সাধ্যেভ্য উপদেশদানম্

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সত্যং দমং ক্ষমাং প্রজ্ঞাং প্রশংসন্তি পিতামহ।
বিদ্বাংসো মনুজা লোকে কথমেতন্মতং তব ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র তে বর্ত্তয়িষ্যেঽহমিতিহাসং পুরাতনম্।
সাধ্যানামিহ সংবাদং হংসস্য চ যুধিষ্ঠির ॥ ২

হংসো ভূত্বাথ সৌবর্ণস্ত্বজো নিত্যঃ প্রজাপতিঃ
স বৈ পর্য্যেতি লোকাংস্ত্রীনথ সাধ্যানুপাগমৎ ॥ ৩

সাধ্যা উচুঃ।

শকুনে বয়ং স্ম দেবা বৈ সাধ্যাস্ত্বামনুযুঙ্‌ক্ষ্মহে
পৃচ্ছামস্ত্বাং মোক্ষধর্ম্মং ভবাংশ্চ কিল মোক্ষবিৎ ॥ ৪

শ্রুতোঽসি নঃ পণ্ডিতো ধীরবাদী
সাধুশব্দশ্চরতে তে পতৎত্রিন্।
কিং মন্যসে শ্রেষ্ঠতমং দ্বিজ ত্বং
কস্মিন্ মনস্তে রমতে মহাত্মন্ ॥ ৫

তন্নঃ কার্য্যং পক্ষিবর প্রশাধি
যৎ কার্য্যাণাং মন্যসে শ্রেষ্ঠমেকম্
যৎ কৃত্বা বৈ পুরুষঃ সর্ব্ববন্ধৈ-
র্বিমুচ্যতে বিহগেন্দ্রেহ শীঘ্রম্ ॥ ৬

হংস উবাচ।

ইদং কার্য্যমমৃতাশাঃ শৃণোমি
তপো দমঃ সত্যমাত্মাভিগুপ্তিঃ।
গ্রন্থীন্ বিমুচ্য হৃদয়স্য সর্ব্বান্
প্রিয়াপ্রিয়ে স্বং বশমানয়ীত ॥ ৭

নারুন্তুদঃ স্যান্ন নৃশংসবাদী
ন হীনতঃ পরমভ্যাদদীত
যয়াস্য বাচা পর উদ্বিজেত
ন তাং বদেদ্ রুষতীং পাপলোক্যাম্ ॥ ৮

নব নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

[হংসগীতা হংসরূপধারী ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সাধ্যগণকে উপদেশ দান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! জগতে বহু বিদ্বান্ মানুষ সত্য, ইন্দ্রিয়সংযম, ক্ষমা ও প্রজ্ঞার (উত্তম বুদ্ধির) প্রশংসা করেন। এ বিষয়ে আপনার কি অভিমত ? ১

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে হংস ও সাধ্যগণের মধ্যে যে আলাপ আলোচনা হইয়াছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাস আমি তোমাকে শুনাইব।২

এক সময় নিত্য অজন্মা প্রজাপতি ব্রহ্মা সুবর্ণময় হংসের রূপ ধারণ করত ত্রিভুবনে বিচরণ করিতেছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি সাধ্যগণের নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩

সাধ্যগণ বলিলেন,—হংস! আমরা সাধ্য নামে দেবতা এবং আপনার নিকটে মোক্ষধর্ম্ম বিষয়ে প্রশ্ন করিতে অভিলাষী হইয়াছি ; কারণ, আপনি মোক্ষতত্ত্ব জানেন। ৪

মহাত্মন্! আমরা শুনিয়াছি যে, আপনি পণ্ডিত এবং ধীর পণ্ডিতগণেরই ন্যায় কথা বলেন। পতৎত্রিন্! আপনার উত্তম বাণী সর্ব্বত্র প্রচারিত আছে। পক্ষিপ্রবর! আপনার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু কি ? আপনার মন কোথায় রমণ (আরাম-অনুভব) করে ?৫

পক্ষিরাজ! খগশ্রেষ্ঠ! সমস্ত কার্য্যসমূহের মধ্যে যে এক কার্য্যকে আপনি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া মনে করেন এবং যাহা সম্পন্ন করিলে জীবের সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে সত্বর মুক্তি লাভ হয়, উহাই আমাদের উপদেশ করুন। ৬

হংস বলিলেন- অমৃতভোজী দেবগণ! আমি ত' শ্রবণ করিয়াছি যে, তপ, ইন্দ্রিয়সংযম, সত্যভাষণ ও মনোনিগ্রহাদি কার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি উন্মুক্ত করিয়া প্রিয় ও অপ্রিয়কে নিজের বশীভূত করিবে অর্থাৎ উহাদের জন্য হর্ষ এবং বিষাদ করিবে না। ৭

কাহারও মর্ম্মে আঘাত দান করিবে না। অপরের পীড়াদায়ক নিষ্ঠুর বাক্য বলিবে না। কোন নীচ মনুষ্য হইতে অধ্যাত্ম শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করিবে না এবং যাহা শুনিয়া অপরের উদ্বেগ হয়, নরক জনক অমঙ্গলময় বাক্যও মুখ হইতে নির্গত করিবে না। ৮

বাক্সায়কা বদনান্নিষ্পতন্তি
যৈরাহতঃ শোচতি রাত্র্যহানি ।
পরস্য নামর্মসু তে পতন্তি
তান্ পণ্ডিতো নাবসৃজেৎ পরেষু ॥ ৯

পরশ্চেদেনমতিবাদবাণৈ-
র্ভৃশং বিধ্যেচ্ছম এবেহ কার্য্যঃ
সংরোষ্যমাণঃ প্রতিহৃষ্যতে যঃ
স আদত্তে সুকৃতং বৈ পরস্য ॥১০

ক্ষেপায়মাণমভিষঙ্গব্যলীকং
নিগৃহ্ণাতি জ্বলিতং যশ্চ মন্যুম্ ।
অদুষ্টচেতা মুদিতোঽনসূয়ুঃ
স আদত্তে সুকৃতং বৈ পরেষাম্ ॥১১

আক্রুশ্যমানো ন বদামি কিঞ্চিৎ
ক্ষমাম্যহং তাড্যমানশ্চ নিত্যম্ ।
শ্রেষ্ঠং হ্যেতদ্ যৎক্ষমামাহুরার্য্যাঃ
সত্যং তথৈবার্জবমানৃশংস্যম্ ॥ ১২

বেদস্যোপনিষৎ সত্যং সত্যস্যোপনিষদ্ দমঃ ।
দমস্যোপনিষন্মোক্ষ এতৎ সর্বানুশাসনম্ ॥ ১৩

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
বিধিৎসাবেগমুদরোপস্থবেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেদুদীর্ণাং-
স্তং মন্যেঽহং ব্রাহ্মণং বৈ মুনিঞ্চ ॥১৪

অক্রোধনঃ ক্রুধ্যতাং বৈ বিশিষ্ট-
স্তথা তিতিক্ষুরতিতিক্ষোর্বিশিষ্টঃ ।
অমানুষান্মানুষো বৈ বিশিষ্ট-
স্তথাজ্ঞানাজ্জ্ঞানবিদ্ বৈ বিশিষ্টঃ ॥ ১৫

আক্রুশ্যমানো নাক্রোশেন্মন্যুরেনং তিতিক্ষতঃ ।
আক্রোষ্টারং নির্দহতি সুকৃতং চাস্য বিন্দতি ॥১৬

যো নাত্যুক্তঃ প্রাহ রূক্ষং প্রিয়ং বা
যো বা হতো ন প্রতিহন্তি ধৈর্য্যাৎ ।
পাপঞ্চ যো নেচ্ছতি তস্য হন্তুস্তস্যেহ
দেবাঃ স্পৃহয়ন্তি নিত্যম্ ॥ ১৭

বাক্যরূপী বাণ যখন মুখ হইতে নির্গত হয়, তখন উহার দ্বারা বিদ্ধ মনুষ্য দিবারাত্রি শোক করিতে থাকে ; কারণ, সেই বাক্য অপরের মর্ম্মে যাইয়া আঘাত করে, সেইজন্য বিদ্বান্ মানুষ কোনরূপে অন্য মনুষ্যের উপর বাক্যবাণের প্রয়োগ করিবেন না ॥৯

অবশ্য কেহ যদি এই বিদ্বান্ পুরুষকে কটুবাক্যরূপী বাণের দ্বারা অধিক আঘাত করে, তবে তিনি শান্ত হইয়াই থাকিবেন । যে ব্যক্তি অপরে ক্রোধ করিলেও নিজে তাহার পরিবর্তে শান্ত থাকেন, তিনি তাহার পুণ্য গ্রহণ করেন ॥ ১০

কোন ব্যক্তি আক্রোশবশতঃ অপ্রীতিকর তিরস্কার করিতে লাগিল, তাহার প্রতি প্রজ্বলিত নিজের ক্রোধকে যে ব্যক্তি রুদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ, যিনি চিত্তে কোন বিকার বা দোষ আসিতে দেন না, যিনি সর্ব্বদা আনন্দিত থাকেন এবং অপরের দোষ যিনি দর্শন করেন না, সেই ব্যক্তি নিজের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন সকল মানুষের পুণ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ১১

আমাকে কেহ যদি কটুকাটব্য ভাষায় নিন্দা করে, তবে আমি তাহার পরিবর্তে কিছু বলি না। কেহ যদি আমাকে প্রহার করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে ক্ষমা করি ; কারণ, উত্তম পুরুষগণ ক্ষমা, সত্য, সরলতা ও দয়াকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন ॥ ১২

বেদাধ্যয়নের সার হইল সত্যভাষণ, সত্যভাষণের সার হইল ইন্দ্রিয়সংযম এবং ইন্দ্রিয়সংযমের ফল হইল মোক্ষ। ইহাই সকল শাস্ত্রের উপদেশ ॥ ১৩

যে ব্যক্তি বাক্যের বেগ, মন ও ক্রোধের বেগ, তৃষ্ণার বেগ এবং উদর ও লিঙ্গের বেগ—এই সব প্রচণ্ড বেগ সহ্য করেন, তাঁহাকেই আমি ব্রহ্মজ্ঞ ও মুনি বলিয়া মনে করি ॥ ১৪

ক্রোধী মনুষ্যগণ হইতে অক্রোধী মানুষ শ্রেষ্ঠ, অসহনশীল অপেক্ষা সহনশীল মানুষ শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যেতর প্রাণিগণ হইতে মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ এবং অজ্ঞানী হইতে জ্ঞানবান্ শ্রেষ্ঠ ॥ ১৫

যে ব্যক্তি অপরে কটুকাটব্য বলিলেও পরিবর্তে তাহাকে কিছুই বলেন না, সেই ক্ষমাশীল মানুষের নিরুদ্ধ ক্রোধই সেই কটুকাটব্যভাষী ব্যক্তিকে দগ্ধ করিয়া দেয় এবং তাহার পুণ্যও ক্ষমাশীল মানুষ গ্রহণ করেন ॥ ১৬

যে ব্যক্তি অপরের দ্বারা নিজের উদ্দেশ্যে কটু কথা কথিত হইলেও তাহার প্রতি কঠোর বা প্রিয় বাক্য কিছুই বলেন না এবং কাহারও দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও ধৈর্য্যবশতঃ তাহার পরিবর্তে তাহাকে আঘাত করেন না ও তাহার অমঙ্গল কামনা করেন না, সেই মহাত্মা পুরুষের সহিত মিলিত হইবার জন্য দেবগণও সদা স্পৃহা করেন ॥ ১৭

পাপীয়সঃ ক্ষমেতৈব শ্রেয়সঃ সদৃশস্য চ।
বিমানিতো হতোৎক্রুষ্ট এবং সিদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ১৮
সদাহমার্য্যান্নিভৃতোঽপ্যুপাসে
ন মে বিবিৎসোৎসহতে ন রোষঃ।
ন বাপ্যহং লিপ্সমানঃ পরৈমি
ন চৈব কিঞ্চিদ্ বিষয়েণ যামি ॥ ১৯
নাহং শপ্তঃ প্রতিশপামি কঞ্চিদ্
দমং দ্বারং হ্যমৃতস্যেহ বেদ্মি।
গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি
ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ ॥ ২০
নির্মুচ্যমানঃ পাপেভ্যো ঘনেভ্যো ইব চন্দ্রমাঃ।
বিরজাঃ কালমাকাঙ্ক্ষন্ ধীরো ধৈর্য্যেণ সিধ্যতি ॥২১
যঃ সর্ব্বেষাং ভবতি হ্যর্চনীয়
উৎসেধনস্তম্ভ ইবাভিজাতঃ।
যস্মৈ বাচং সুপ্রসন্নাং বদন্তি
স বৈ দেবান্ গচ্ছতি সংযতাত্মা ॥ ২২
ন তথা বক্তুমিচ্ছন্তি কল্যাণান্ পুরুষে গুণান্।
যথৈষাং বক্তুমিচ্ছন্তি নৈর্গুণ্যমনুযুঞ্জকাঃ ॥ ২৩
যস্য বাঙ্‌মনসী গুপ্তে সম্যক্ প্রণিহিতে সদা।
বেদাস্তপশ্চ ত্যাগশ্চ স ইদং সর্বমাপ্নুয়াৎ ॥২৪
আক্রোশন-বিমানাভ্যাং নাবুধান্ বোধয়েদ্ বুধঃ।
তস্মান্ন বর্ধয়েদন্যং ন চাত্মানং বিহিংসয়েৎ ॥ ২৫
অমৃতস্যেব সংতৃপ্যেদবমানস্য পণ্ডিতঃ।
সুখং হ্যবমতঃ শেতে যোঽবমন্তা স নশ্যতি ॥ ২৭
যৎ ক্রোধনো যজতি যদ্ দদাতি
যদ্ বা তপস্তপ্যতি যজ্জুহোতি।
বৈবস্বতস্তদ্ধরতেঽস্য সর্বং
মোঘঃ শ্রমো ভবতি হি ক্রোধনস্য ॥২৭

পাপকারী অপরাধী ব্যক্তি বয়সে বড় হউক বা সমান হউক, তাহার দ্বারা অপমানিত হইয়া, আঘাত পাইয়া এবং কটুকাটব্য ভাষা শুনিয়া তাহাকে ক্ষমাই করিয়া দিবেন। এরূপ আচরণকারী মানুষ পরম সিদ্ধিলাভ করেন ॥ ১৮

যদিও আমি সর্বপ্রকারে পরিপূর্ণ (আমার কোন কিছু জানিবার বা পাইবার শেষ নাই), তথাপি আমি শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের উপাসনা (সৎসঙ্গ) করিতে থাকি। তৃষ্ণা আমাকে বশীভূত করিতে পারে না এবং রোষও আমাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না। আমি কোন কিছু পাইবার লোভে ধর্মকে উল্লঙ্ঘন করি না এবং কোন বিষয় প্রাপ্তির জন্যও কোথাও যাতায়াত করি না ॥১৯

কেহ যদি আমাকে অভিশাপ দেয়, আমি তাহার পরিবর্তে কোন শাপদান করি না। ইন্দ্রিয়সংযমকেই আমি মোক্ষের দ্বার বলিয়া মনে করি। এই সময় আমি তোমাদিগকে এক অতিশয় গুহ্য তত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য জন্ম হইতে শ্রেষ্ঠ আর অন্য কোন জন্ম নাই। ২০

যেরূপ চন্দ্র মেঘের আবরণ হইতে নির্গত হইলে পর নিজের প্রভায় প্রকাশিত হইয়া উঠে, সেইরূপ পাপসকল হইতে মুক্ত হইয়া নির্মল অন্তঃকরণযুক্ত ধীর পুরুষ ধৈর্য্যধারণ করত প্রতীক্ষা করিতে করিতে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ২১

সংযতচিত্ত অর্থাৎ নিজের মনকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ যে বিদ্বান্ পুরুষ ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত স্তম্ভের ন্যায় উচ্চকুলে উৎপন্ন হইয়া সকলেরই সমাদরের যোগ্য হন এবং যাঁহার প্রতি সকল মানুষ প্রসন্নতাসহকারে মধুর বাক্য বলে, সেই পুরুষ দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২২

কাহারও প্রতি দ্বেষকারী মানুষ যেরূপ তাহার দোষসমূহের বর্ণনা করে, সেরূপ তাহার কল্যাণময় গুণসকল বর্ণনা করিতে ইচ্ছুক হয় না ॥ ২৩

যাঁহার বাক্য ও মন সুরক্ষিত থাকিয়া সর্বদা সর্বপ্রকারে পরমাত্মায় আসক্ত থাকে, তিনি বেদাধ্যয়ন, তপ ও ত্যাগ — এই সবেরই যথার্থ ফল লাভ করেন ॥ ২৪

অতএব বিবেকী মানুষ কটুভাষী বা অপমানকারী অজ্ঞান ব্যক্তিগণকে তাহাদের উক্ত দোষের কথা বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন না। তাহাদের সম্মুখে অন্যকে সম্বর্দ্ধনা করিবেন না এবং তাহাদের প্রতি নিন্দা বাক্য বলিয়া তাহাদের দ্বারা নিজের হিংসা করাইবেন না। ২৫

বিদ্বান্ ব্যক্তি অপমান প্রাপ্ত হইয়া অমৃত পানের ন্যায় সন্তুষ্ট হইবেন; কারণ, অপমানিত মানুষ সুখে শয়ন করে, কিন্তু সেই অপমানকারী ব্যক্তি নষ্ট হইয়া যায়। ২৬

ক্রোধী মানুষ যে যজ্ঞ করে, যাহা দান করে, যে তপস্যা করে অথবা যাহা হোম করে, তাহার এই সব কর্মের ফল যমরাজ হরণ করিয়া লইয়া যায়। ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তির কৃত সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হইয়া থাকে। ২৭

চত্বারি যস্য দ্বারাণি সুগুপ্তান্যমরোত্তমাঃ।
উপস্থমুদরং হস্তৌ বাক্ চতুর্থী স ধর্মবিৎ ॥ ২৮

সত্যং দমং হ্যার্জবমানৃশংস্যং
ধৃতিং তিতিক্ষামতিসেবমানঃ।
স্বাধ্যায়নিত্যোঽস্পৃহয়ন্ পরেষা-
মেকান্তশীল্যূর্ধ্বগতির্ভবেৎ সঃ ॥ ২৯

সর্বাংশ্চৈনাননুচরন্ বৎসবচ্চতুরঃ স্তনান্।
ন পাবনতমং কিঞ্চিৎ সত্যাদধ্যগমং ক্বচিৎ ॥ ৩০

আচক্ষেঽহং মনুষ্যেভ্যো দেবেভ্যঃ প্রতিসঞ্চরন্।
সত্যং স্বর্গস্য সোপানং পারাবারস্য নৌরিব ॥ ৩১

যাদৃশৈঃ সংনিবসতি যাদৃশাংশ্চোপসেবতে।
যাদৃগিচ্ছেচ্চ ভবিতুং তাদৃগ্ ভবতি পুরুষঃ ॥ ৩২

যদি সন্তং সেবতি যদ্যসন্তং
তপস্বিনং যদি বা স্তেনমেব।
বাসো যথা রঙ্গবশং প্রয়াতি
তথা স তেষাং বশমভ্যুপৈতি ॥ ৩৩

সদা দেবাঃ সাধুভিঃ সংবদন্তে
ন মানুষং বিষয়ং যান্তি দ্রষ্টুম্।
নেন্দুঃ সমঃ স্যাদসমো হি
বায়ুরুচ্চাবচং বিষয়ং যঃ স বেদ ॥ ৩৪

অদুষ্টং বর্তমানে তু হৃদয়ান্তরপুরুষে।
তেনৈব দেবাঃ প্রীয়ন্তে সতাং মার্গস্থিতেন বৈ ॥ ৩৫

শিশ্নোদরে যে নিরতাঃ সদৈব
স্তেনা নরা বাক্‌পরুষাশ্চ নিত্যম্।
অপেতদোষানপি তান্ বিদিত্বা
দূরাদ্ দেবাঃ সম্পরিবর্জয়ন্তি ॥ ৩৬

ন বৈ দেবা হীনসত্ত্বেন তোষ্যাঃ
সর্বাশিনা দুষ্কৃতকর্মণা বা।
সত্যব্রতা যে তু নরাঃ কৃতজ্ঞা
ধর্মে রতাস্তৈঃ সহ সম্ভজন্তে ॥ ৩৭

দেবেশ্বরগণ! যে পুরুষের উপস্থ (লিঙ্গ), উদর, দুই হস্ত ও বাক্য—এই চারিটি দ্বার সুরক্ষিত থাকে, তিনি ধর্মজ্ঞ পুরুষ ॥ ২৮

যে ব্যক্তি সত্য, ইন্দ্রিয়সংযম, সরলতা, দয়া, ধৈর্য্য ও ক্ষমা—অধিকভাবে এই সব পালন করেন, সদা স্বাধ্যায়ে নিরত থাকেন, অপরের বস্তু গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় লাভ করেন না এবং একাকী নির্জনে বাস করেন, তিনি ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৯

যেরূপ বৎস নিজের মাতার চারিটি স্তনই পান করে, সেইরূপ সকল মানুষের পূর্ব্বোক্ত সত্যাদি সদ্‌গুণসমূহের সেবা করা উচিত। আমি আজ পর্য্যন্ত সত্য অপেক্ষা অধিক কোন পাবন বস্তু কোথাও প্রাপ্ত হই না ॥ ৩০

আমি চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া মনুষ্য ও দেবগণকে বলিতে থাকি যে, যেরূপ নৌকাই সমুদ্র পার হইবার উপায়, সেইরূপ সত্যই স্বর্গলোকে উপস্থিত হইবার সোপান (সিঁড়ি) ॥ ৩১

মানুষ যেরূপ লোকসকলের সহিত বাস করে, যেরূপ মনুষ্যগণকে সেবা করে এবং যেরূপ হইবার বাসনা করে, সেইরূপই হইয়া থাকে ॥ ৩২

যেরূপ বস্ত্র যে বর্ণে (রং-এ) রঞ্জিত করা হয়, সেইরূপই হয়, সেইপ্রকার যদি কোন ব্যক্তি সজ্জন, অসজ্জন, তপস্বী অথবা চোরকে সেবা করে, তবে সেই ব্যক্তি তত্তৎ ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহার উপর সেই সেই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য আরোপিত করা হয় ॥ ৩৩

দেবগণ সর্ব্বদা সৎপুরুষগণের সঙ্গ—তাঁহাদের সহিতই বার্ত্তালাপ করেন, সেইজন্য তাঁহারা মনুষ্যগণের ক্ষণভঙ্গুর ভোগসমূহের দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না। যে ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়সমূহের নশ্বর স্বভাব যথাযথভাবে জানেন, তাঁহার সমানতা চন্দ্রও হয় না এবং বায়ুও হয় না ॥ ৩৪

হৃদয়গুহায় অবস্থিত অন্তর্য্যামী আত্মা যখন দোষভাবহীন হইয়া যান, সেই অবস্থায় তাঁহার সাক্ষাৎকারকারী পুরুষ সন্মার্গগামী বলিয়া কথিত হন। তখন দেবগণ তাঁহার উপর প্রসন্ন থাকেন ॥ ৩৫

কিন্তু যাহারা সর্ব্বদা উদরপূরণ ও উপস্থ-ইন্দ্রিয়ের ভোগসাধনে নিরত থাকে, যাহারা চুরি করে ও সর্ব্বদা কর্কশ বাক্য ব্যবহার করে, তাহারা যদি প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির দ্বারা সেই সব কর্মের দোষ হইতে মুক্ত হইয়াও যায়, তথাপি দেবগণ তাহাকে জানিতে পারিয়া দূর হইতেই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৬

সত্ত্বগুণহীন ও সব কিছু ভক্ষণকারী পাপাচারী মনুষ্যগণ দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু যে সব মানুষ

অব্যাহৃতং ব্যাহৃতাচ্ছ্রেয় আহুঃ
সত্যং বদেদ্ ব্যাহৃতং তদ্ দ্বিতীয়ম্
প্রিয়ং বদেদ্ ব্যাহৃতং তৎ তৃতীয়ং
ধর্মং বদেদ্ ব্যাহৃতং তচ্চতুর্থম্ ॥ ৩৮

সাধ্যা ঊচুঃ ।

কেনায়মাবৃতো লোকঃ কেন বা ন প্রকাশতে ।
কেন ত্যজতি মিত্রাণি কেন স্বর্গং ন গচ্ছতি ॥ ৩৯

হংস উবাচ ।

অজ্ঞানেনাবৃতো লোকো মাৎসর্য্যান্ন প্রকাশতে ।
লোভাৎ ত্যজতি মিত্রাণি সঙ্গাৎ স্বর্গং ন গচ্ছতি ॥৪০

সাধ্যা ঊচুঃ ।

কঃ স্বিদেকো রমতে ব্রাহ্মণানাং
কঃ স্বিদেকো বহুভির্জোষমাস্তে
কঃ স্বিদেকো বলবান্ দুর্বলোঽপি
কঃ স্বিদেষাং কলহং নান্ববৈতি ॥৪১

হংস উবাচ ।

প্রাজ্ঞ একো রমতে ব্রাহ্মণানাং
প্রাজ্ঞশ্চৈকো বহুভির্জোষমাস্তে ।
প্রাজ্ঞ একো বলবান্ দুর্বলোঽপি
প্রাজ্ঞ এষাং কলহং নান্ববৈতি ॥ ৪২

সাধ্যা ঊচুঃ ।

কিং ব্রাহ্মণানাং দেবত্বং কিঞ্চ সাধুত্বমুচ্যতে ।
অসাধুত্বঞ্চ কিং তেষাং কিমেষাং মানুষং মতম্ ॥ ৪৩

হংস উবাচ ।

স্বাধ্যায় এষাং দেবত্বং ব্রতং সাধুত্বমুচ্যতে ।
অসাধুত্বং পরীবাদো মৃত্যুর্মানুষ্যমুচ্যতে ॥ ৪৪

ভীষ্ম উবাচ ।

(ইত্যুক্ত্বা পরমো দেবো ভগবান্ নিত্য অব্যয়ঃ ।
সাধ্যৈর্দেবগণৈঃ সার্দ্ধং দিবমেবারুরোহ সঃ ॥
এতদ্ যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং স্বর্গায় চ ধ্রুবম্ ।
দর্শিতং দেবদেবেন পরমেণাব্যয়েন চ ॥)

নিয়মানুসারে সত্যভাষী, কৃতজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ, তাঁহাদের সহিত দেবগণ স্নেহপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত করেন। ৩৭

বৃথা কথা বলা অপেক্ষা মৌন থাকা ভাল বলিয়া কথিত হয় (ইহা বাক্যের প্রথম বৈশিষ্ট্য), সত্য কথা বলা বাক্যের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, প্রিয় কথা বলা বাক্যের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এবং ধর্মসম্মত কথা বলা বাক্যের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য (ইহাদের মধ্যে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ)। ৩৮

সাধ্যগণ বলিলেন, এই জগৎ কাহার দ্বারা আবৃত আছে? কি কারণে তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হয় না? মানুষ কি হেতু মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে এবং কোন্ দোষের জন্য সে স্বর্গে গমন করে না? ৩৯

হংস বলিলেন,—অজ্ঞানের দ্বারা এই জগৎ আবৃত আছে। মাৎসর্য্যবশতঃ (পরশ্রীকাতরতাবশতঃ) উহার স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। মানুষ লোভবশতঃ মিত্রদিগকে পরিত্যাগ করে এবং আসক্তি দোষের জন্য সে স্বর্গে যাইতে পারে না। ৪০

সাধ্যগণ বলিলেন,—ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একমাত্র কোন্ ব্যক্তি সুখ অনুভব করেন? কোন্ সেই এক ব্যক্তি, যিনি বহুর সহিত থাকিয়াও নীরব থাকেন? কোন্ সেই এক মানুষ, যিনি দুর্বল হইলেও বলবান্ এবং ইহাদের মধ্যে এরূপ কোন্ ব্যক্তি আছেন, যিনি কাহারও সহিত কলহ করেন না? ৪১

হংস বলিলেন,—ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যিনি জ্ঞানী, একমাত্র তিনিই পরম সুখ অনুভব করেন। জ্ঞানীই বহুর সহিত অবস্থান করিয়াও মৌন থাকেন। একমাত্র জ্ঞানী দুর্বল হইলেও বলবান্ এবং ইঁহাদের মধ্যে জ্ঞানীই কাহার সহিত কলহ করেন না। ৪২

সাধ্যগণ বলিলেন—ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব কি? উঁহাদের মধ্যে সাধুতা কাহাকে বলা হয়? তাঁহাদের মধ্যে অসাধুতা ও মনুষ্যতা কাহাকে মানা হইয়াছে! ৪৩

হংস বলিলেন,—বেদশাস্ত্রসকলের স্বাধ্যায়ই ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব। শাস্ত্রবিহিত উত্তম ব্রতপালন করাই উঁহাদের মধ্যে সাধুতা কথিত হইয়াছে। অপরের নিন্দা করাই হইল তাঁহাদের অসাধুতা এবং মৃত্যু প্রাপ্ত হওয়াই তাঁহাদের মনুষ্যত্ব বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪৪

(ভীষ্ম বলিলেন যুধিষ্ঠির! এই কথা বলিয়া নিত্য অবিনাশী পরমদেব ভগবান্ ব্রহ্মা সাধ্য দেবতাগণের সহিতই স্বর্গলোকে আরোহণ করিলেন।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবিনাশী দেবাধিদেব ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদর্শিত এই পুণ্যময় তত্ত্বজ্ঞান যশ ও আয়ু বৃদ্ধিকারী এবং স্বর্গপ্রাপ্তির নিশ্চিত সাধন।)

সংবাদ ইত্যয়ং শ্রেষ্ঠঃ সাধ্যানাং পরিকীর্ত্তিতঃ।
ক্ষেত্রং বৈ কর্ম্মণাং যোনিঃ সদ্ভাবঃ সত্যমুচ্যতে ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি হংসগীতাসমাপ্তৌ নবনবত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯৯

যুধিষ্ঠির! এইভাবে সাধ্যগণের সহিত হংসের যে সংবাদ সংঘটিত হইয়াছিল, উহা আমি তোমার নিকট বলিলাম। স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরই কর্ম্মসমূহের যোনি (উদ্ভব স্থান) এবং সদ্ভাবকেই সত্তাকেই—ব্রহ্মকেই সত্য বলা হয় ॥৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে হংসগীতাসমাপ্তিবিষয়ক নবনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিশততমোহধ্যায়ঃ।

[সাংখ্য-যোগয়োঃ পার্থক্যং প্রতিপাদয়তা ভীষ্মেণ যোগমার্গস্য স্বরূপ-সাধন-ফল-প্রভাবাণাং বর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
সাংখ্যে যোগে চ মে তাত বিশেষং বক্তুমর্হসি।
তব ধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বং হি বিদিতং কুরুসত্তম ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।
সাংখ্যাঃ সাংখ্যং প্রশংসন্তি যোগা যোগং দ্বিজাতয়ঃ।
বদন্তি কারণং শ্রেষ্ঠং স্বপক্ষোদ্ভাবনায় বৈ ॥২
অনীশ্বরঃ কথং মুচ্যেদিত্যেবং শত্রুকর্শন।
বদন্তি কারণৈঃ শ্রৈষ্ঠ্যং যোগাঃ সম্যঙ্‌মনীষিণঃ ॥ ৩
বদন্তি কারণং চেদং সাংখ্যাঃ সম্যগ্‌দ্বিজাতয়ঃ।
বিজ্ঞায়েহ গতীঃ সর্ব্বা বিরক্তো বিষয়েষু যঃ ॥ ৪
ঊর্দ্ধ্বং স দেহাৎ সুব্যক্তং বিমুচ্যেদিতি নান্যথা।
এতদাহুর্ম্মহাপ্রাজ্ঞাঃ সাংখ্যে বৈ মোক্ষদর্শনম্ ॥৫
স্বপক্ষে কারণং গ্রাহ্যং সময়ে বচনং হিতম্।
শিষ্টানাং হি মতং গ্রাহ্যং ত্বদ্বিধৈঃ শিষ্টসম্মতৈঃ ॥৬
প্রত্যক্ষহেতবো যোগাঃ সাংখ্যাঃ শাস্ত্রবিনিশ্চয়াঃ।
উভে চৈতে মতে তত্ত্বে মম তাত যুধিষ্ঠির ॥ ৭
উভে চৈতে মতে জ্ঞাতে নৃপতে শিষ্টসম্মতে।
অনুষ্ঠিতে যথাশাস্ত্রং নয়েতাং পরমাং গতিম্ ॥ ৮

ত্রিশততম অধ্যায়

[সাংখ্য ও যোগের পার্থক্য বলিতে বলিতে ভীষ্মকর্ত্তৃক যোগমার্গের স্বরূপ, সাধন, ফল এবং প্রভাব বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তাত! ধর্ম্মজ্ঞ কুরুশ্রেষ্ঠ! সাংখ্য ও যোগের মধ্যে কি পার্থক্য আছে, আপনি উহা আমাকে বলুন, কারণ, আপনি সব কিছুই জ্ঞাত আছেন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! সাংখ্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ সাংখ্যের প্রশংসা করেন এবং যোগী দ্বিজগণ যোগের প্রশংসা করেন। উভয়েই নিজ নিজ পক্ষের উৎকৃষ্টতা সূচিত করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যুক্তিসকল প্রতিপাদন করিয়া থাকেন

শত্রুসূদন! মনীষী যোগিগণ নিজের মতের শ্রেষ্ঠত্ব বলিতে বলিতে এই যুক্তি উপস্থাপিত করেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে পর কিরূপে কাহার মুক্তি হইতে পারে? (অতএব মোক্ষদাতা ঈশ্বরের সত্তা অবশ্যই স্বীকার করা উচিত) ॥৩

সাংখ্যমতাবলম্বী বিদ্বান্ দ্বিজগণ মোক্ষের যুক্তিযুক্ত কারণ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—সর্ব্বপ্রকার গতির কথা বিদিত হইয়া যে ব্যক্তি বিষয়সমূহ হইতে বিরক্ত হন, তিনিই দেহত্যাগের পর মুক্ত হইয়া যান। এই বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেই মুক্তি লাভ হয়, অন্য কোন উপায়ে মোক্ষলাভ অসম্ভব। এইরূপে তাঁহারা সাংখ্য-শাস্ত্রকেই মোক্ষদর্শন বলিয়া অভিহিত করেন ॥ ৪-৫

নিজ নিজ পক্ষে যুক্তিযুক্ত কারণ এইভাবে গ্রহণীয় হয় এবং সিদ্ধান্তের অনুকূল হিতকারক বচন মানিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। শিষ্ট পুরুষগণের দ্বারা সম্মানিত তোমাদের ন্যায় ব্যক্তিদিগের শ্রেষ্ঠ পুরুষসকলেরই মত গ্রহণ করা উচিত ॥ ৬

যোগাশ্রয়ী বিদ্বান্‌গণ প্রধানরূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই মানিয়া থাকেন এবং সাংখ্যমতাবলম্বী জ্ঞানীরা শাস্ত্রপ্রমাণের উপরেই বিশ্বাস করেন। তাত যুধিষ্ঠির! এই উভয় মতই তত্ত্বজ্ঞানানুকূল বলিয়া আমার অভিমত জানিবে ॥ ৭

নৃপ! এই উভয় মতকেই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সমাদর করেন এই উভয় মতকেই জানিয়া শাস্ত্রানুসারে উহার আচরণ করিলে পর পরম গতি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৮

তুল্যং শৌচং তপোযুক্তং দয়া ভূতেষু চানঘ
ব্রতানাং ধারণং তুল্যং দর্শনং ন সমং তয়োঃ ॥ ৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যদি তুল্যং ব্রতং শৌচং দয়া চাত্র ফলং তথা।
ন তুল্যং দর্শনং কস্মাৎ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥১০

ভীষ্ম উবাচ।

রাগং মোহং তথা স্নেহং কামং ক্রোধঞ্চ কেবলম্।
যোগাচ্ছিত্ত্বা ততো দোষান্ পঞ্চৈতান্ প্রাপ্নুবন্তি তৎ॥১১
যথা চানিমিষাঃ স্থূলা জালং ছিত্ত্বা পুনর্জলম্।
প্রাপ্নুবন্তি তথা যোগাস্তৎ পদং বীতকল্মষাঃ ॥ ১২
তথৈব বাগুরাং ছিত্ত্বা বলবন্তো যথা মৃগাঃ।
প্রাপ্নুয়ুর্বিমলং মার্গং বিমুক্তাঃ সর্ব্ববন্ধনৈঃ ॥ ১৩
লোভজানি তথা রাজন্ বন্ধনানি বলান্বিতাঃ।
ছিত্ত্বা যোগাঃ পরং মার্গং গচ্ছন্তি বিমলং শিবম্ ॥১৪
অবলাশ্চ মৃগা রাজন্ বাগুরাসু তথা পরে।
বিনশ্যন্তি ন সন্দেহস্তদ্বদ্ যোগবলাদৃতে ॥ ১৫
বলহীনাশ্চ কৌন্তেয় যথা জালং গতা ঝষাঃ।
বধং গচ্ছন্তি রাজেন্দ্র যোগাস্তদ্বৎ সুদুর্ব্বলাঃ ॥ ১৬
যথা চ শকুনাঃ সূক্ষ্মং প্রাপ্য জালমরিন্দম।
তত্র সক্তা বিপদ্যন্তে মুচ্যন্তে চ বলান্বিতাঃ ॥ ১৭
কর্ম্মজৈর্বন্ধনৈর্বদ্ধাস্তদ্বদ্ যোগাঃ পরন্তপ।
অবলা বৈ বিনশ্যন্তি মুচ্যন্তে চ বলান্বিতাঃ ॥ ১৮
অল্পকশ্চ যথা রাজন্ বহ্নিঃ শাম্যতি দুর্ব্বলঃ।
আক্রান্ত ইন্ধনৈঃ স্থূলৈস্তদ্বদ্ যোগোঽবলঃ প্রভো ॥১৯
স এব চ যদা রাজন্ বায়ুর্জাতবলঃ পুনঃ।
সমীরণগতঃ ক্ষিপ্রং দহেৎ কৃৎস্নাং মহীমপি ॥ ২০
তদ্বজ্জাতবলো যোগী দীপ্ততেজা মহাবলঃ।
অন্তকাল ইবাদিত্যঃ কৃৎস্নং সংশোধয়েজ্জগৎ ॥ ২১

অন্তরে বাহিরে পবিত্রতা, তপস্যা, প্রাণিগণের প্রতি দয়া এবং ব্রতপালনাদি নিয়মসমূহ উভয় মতেই সমানভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। কেবল ইহাদের উভয়ের দর্শন অর্থাৎ জ্ঞান সমান নহে ॥ ৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যদি এই উভয় মতেই উত্তম ব্রত, অন্তরে বাহিরে পবিত্রতা ও দয়া সমান এবং উভয়ের পরিণাম একই হয়, তবে ইহাদের দর্শনের সমানতা কেন নাই, ইহা আমাকে বলুন ॥ ১০

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যোগী পুরুষ কেবল যোগ বলে রাগ, মোহ, স্নেহ, কাম ও ক্রোধ—এই পাঁচটি দোষের মূলোচ্ছেদ করিয়া পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১১

যেরূপ বলশালী বড় বড় মৎস্যগণ জালকে ছেদন করিয়া পুনরায় জলে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ যোগীরা নিজ নিজ পাপ নাশ করত পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২

রাজন! এইভাবে যেরূপ বলবান্ মৃগগণ জাল ছিঁড়িয়া দিয়া সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করত নির্বিঘ্ন পথ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যোগবলসম্পন্ন যোগী পুরুষগণ লোভজনিত সর্ব্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন করত পরম নির্মল কল্যাণময় পথ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৩-১৪

রাজন্! যেরূপ নির্ব্বল মৃগ ও অন্য পশুরা জালে আবদ্ধ হইয়া নিঃসন্দেহে নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ যোগবলহীন মানুষগণেরও তাদৃশ অবস্থা হইয়া থাকে ॥ ১৫

কুন্তীপুত্র রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির! যেরূপ নির্ব্বল মৎস্যগণ জালে আবদ্ধ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যোগবলহীন মনুষ্যেরাও সর্ব্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্তই হইয়া থাকে ॥ ১৬

শত্রুদমন! যেরূপ নির্ব্বল পক্ষীরা সূক্ষ্ম জালে আবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ প্রাণ হইতে বঞ্চিত হয় এবং বলবান্ পক্ষীরা জাল ছিন্ন করিয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়, সেইরূপ কর্ম্মজনিত নানা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নির্ব্বল যোগীরাও সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যোগবলসম্পন্ন যোগিগণ সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান ॥ ১৭-১৮

রাজন্! যেরূপ অল্প হওয়ায় দুর্ব্বল অগ্নিতে বড় বড় বহু কাষ্ঠ স্থাপিত করিলে উহা আর প্রজ্বলিত হইতে না পারিয়া শান্ত হইয়া (নিভিয়া) যায়, প্রভো! সেইরূপ নির্ব্বল যোগীরা শ্রেষ্ঠ যোগসমূহের ভারে অবনত হইয়া নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৯

রাজন্! সেই অগ্নি যখন আবার বায়ুর সহায়তায় প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন সে সম্পূর্ণ পৃথিবীকে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিয়া দিতে সমর্থ হইবে ॥ ২০

এইরূপ যোগীও যখন যোগবল বর্দ্ধিত হওয়ায় উদ্দীপ্ত তেজস্বী ও মহাশক্তিশালী হন, তখন তিনি যেরূপ প্রলয়কালীন সূর্য্য সমস্ত জগৎকে শুষ্ক করিয়া থাকেন, সেইরূপ রাগাদি সমস্ত দোষকে নষ্ট করিতে সমর্থ হন ॥ ২১

দুর্ব্বলশ্চ যথা রাজন্ স্রোতসা হ্রিয়তে নরঃ।
বলহীনস্তথা যোগো বিষয়ৈর্হ্রিয়তেঽবশঃ ॥ ২২

তদেব চ মহাস্রোতো বিষ্টম্ভয়তি বারণঃ।
তদ্বদ্ যোগবলং লব্ধ্বা ব্যূহতে বিষয়ান্ বহূন্ ॥ ২৩

বিশন্তি চাবশাঃ পার্থ যোগাদ্ যোগবলান্বিতাঃ।
প্রজাপতীনৃষীন্ দেবান্ মহাভূতানি চেশ্বরাঃ ॥ ২৪

ন যমো নান্তকঃ ক্রুদ্ধো ন মৃত্যুর্ভীমবিক্রমঃ।
ঈশতে নৃপতে সর্বে যোগস্যামিততেজসঃ ॥ ২৫

আত্মনাঞ্চ সহস্রাণি বহূনি ভরতর্ষভ।
যোগঃ কুর্য্যাদ্ বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্বৈর্মহীং চরেৎ ॥২৬

প্রাপ্নুয়াদ্ বিষয়াংশ্চৈব পুনশ্চোগ্রং তপশ্চরেৎ।
সংক্ষিপেচ্চ পুনস্তাত সূর্য্যস্তেজোগুণানিব ॥২৭

বলস্থস্য হি যোগস্য বন্ধনেশস্য পার্থিব।
বিমোক্ষপ্রভবিষ্ণুত্বমুপপন্নমসংশয়ম্ ॥ ২৮

বলানি যোগপ্রাপ্তানি ময়ৈতানি বিশাম্পতে।
নিদর্শনার্থং সূক্ষ্মাণি বক্ষ্যামি চ পুনস্তব ॥ ২৯

আত্মনশ্চ সমাধানে ধারণাং প্রতি বা বিভো।
নিদর্শনানি সূক্ষ্মাণি শৃণু মে ভরতর্ষভ ॥ ৩০

অপ্রমত্তো যথা ধন্বী লক্ষ্যং হন্তি সমাহিতঃ।
যুক্তঃ সম্যক্ তথা যোগী মোক্ষং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥৩১

স্নেহপূর্ণে যথা পাত্রে মন আধায় নিশ্চলম্
পুরুষো যুক্ত আরোহেৎ সোপানং যুক্তমানসঃ ॥ ৩২

যুক্তস্তথায়মাত্মানং যোগঃ পার্থিব নিশ্চলম্।
করোত্যমলমাত্মানং ভাস্করোপমদর্শনম্ ॥ ৩৩

যথা চ নাবং কৌন্তেয় কর্ণধারঃ সমাহিতঃ।
মহার্ণবগতাং শীঘ্রং নয়েৎ পার্থিবসত্তম ॥ ৩৪

তদ্বদাত্মসমাধানং যুক্ত্বা যোগেন তত্ত্ববিৎ।
দুর্গমং স্থানমাপ্নোতি হিত্বা দেহমিমং নৃপ ॥ ৩৫

রাজন্! যেরূপ দুর্ব্বল মানুষ জলের বেগে ভাসিয়া যায়, সেইরূপ দুর্ব্বল যোগীও বিবশ হইয়া বিষয়সমূহের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ২২

কিন্তু জলের সেই প্রবল স্রোত যেরূপ গজরাজ রুদ্ধ করিয়া দেয় অর্থাৎ বিশালদেহ হাতীকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইতে সেই জলস্রোত সমর্থ হয় না, সেইরূপ যোগের শ্রেষ্ঠ বল প্রাপ্ত হইয়া যোগীও সেই সব বহুসংখ্যক বিষয়সমূহকে অবরুদ্ধ করিয়া থাকেন। ২৩

কুন্তীনন্দন! যোগশক্তিসম্পন্ন পুরুষগণ স্বতন্ত্রতাপূর্ব্বক প্রজাপতি, ঋষি, দেবতা ও পঞ্চমহাভূতে প্রবেশ করেন; তাঁহাদের মধ্যে এরূপ করিবার সামর্থ্য আসিয়া উপস্থিত হয়। ২৪

হে নৃপ! অমিততেজস্বী যোগীর উপর ক্রুদ্ধ যমরাজ, অন্তক ও ভয়ঙ্কর পরাক্রমপ্রদর্শনকারী মৃত্যু ইঁহারা সকলে শাসন প্রবর্ত্তন করিতে সমর্থ হন না। ২৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! যোগী যোগবল প্রাপ্ত হইয়া নিজের সহস্র সহস্র রূপ সৃষ্টি করিতে পারেন এবং সেই সবের দ্বারা এই ভূতলে বিচরণ করিয়া থাকেন। ২৬

বৎস যুধিষ্ঠির! তিনি সেই সব শরীরের দ্বারা বিষয়সমূহের উপভোগ করিয়া থাকেন ও উগ্র তপস্যা করিতে পারেন। তদনন্তর সূর্য্য যেরূপ নিজের তেজোময়ী কিরণসমূহের সঙ্কোচ করিয়া থাকেন, সেইরূপ উক্ত সমস্ত রূপকে যোগী নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া লইতে পারেন। ২৭

ভূপাল! বলবান্ যোগী সমস্ত বন্ধনকে উচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ, তাঁহার মধ্যে নিজেকে মুক্ত করিবার পূর্ণ শক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২৮

প্রজাপালক নরেশ! আমি দৃষ্টান্তের জন্য যোগের দ্বারা প্রাপ্ত এই সব সূক্ষ্ম শক্তি পুনরায় তোমার নিকট বর্ণনা করিব। ২৯

প্রভো! ভরতশ্রেষ্ঠ! যোগীর আত্মসমাধি বিষয়ে ও ধারণা-বিষয়ে যে সব অনুভব হইয়া থাকে, সেই সেই বিষয়েও কিছু সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত বলিব, তুমি শ্রবণ কর। ৩০

যেরূপ সর্ব্বদা সাবধানী ধনুর্দ্ধর বীর চিত্ত একাগ্র করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিলে পর লক্ষ্যকে অবশ্যই বিদ্ধ করিতে সমর্থ হন, সেইরূপ যে যোগী মনকে পরমাত্মার ধ্যানে নিবিষ্ট করিয়া রাখেন, তিনি নিঃসন্দেহে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। ৩১

ভূপাল! যেরূপ মস্তকে স্থাপিত তৈলপূর্ণ পাত্রে মনকে স্থির-ভাবে সমাবিষ্টকারী মানুষ একাগ্রচিত্ত হইয়া সোপানসমূহে (সিঁড়িসমূহে) আরোহণ করে এবং অল্পও তেল উচ্ছলিত হইয়া পতিত হয় না, সেইরূপ যোগীও যোগযুক্ত হইয়া যখন আত্মাকে

সারথিশ্চ যথা যুক্ত্বা সদশ্বান্ সুসমাহিতঃ।
দেশমিষ্টং নয়ত্যাশু ধন্বিনং পুরুষর্ষভ ॥ ৩৬
তথৈব নৃপতে যোগী ধারণাসু সমাহিতঃ।
প্রাপ্নোত্যাশু পরং স্থানং লক্ষং মুক্ত ইবাশুগঃ ॥ ৩৭
প্রবেশ্যাত্মনি চাত্মানং যোগী তিষ্ঠতি যোঽচলঃ।
পাপং হন্তি পুনীতানাং পদমাপ্নোতি সোঽজরম্ ॥৩৮
নাভ্যাং কণ্ঠে চ শীর্ষে চ হৃদি বক্ষসি পার্শ্বয়োঃ।
দর্শনে শ্রবণে চাপি ঘ্রাণে চামিতবিক্রম ॥ ৩৯
স্থানেষ্বেতেষু যো যোগী মহাব্রতসমাহিতঃ।
আত্মনা সূক্ষ্মমাত্মানং যুঙ্ক্তে সম্যগ্ বিশাম্পতে ॥৪০
স শীঘ্রমচলপ্রখ্যং কর্ম দগ্ধ্বা শুভাশুভম্।
উত্তমংযোগমাস্থায় যদীচ্ছতি বিমুচ্যতে ॥ ৪১

যুধিষ্ঠির উবাচ।
আহারান্ কীদৃশান্ কৃত্বা কানি জিত্বা চ ভারত।
যোগী বলমবাপ্নোতি তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হসি ॥ ৪২
ভীষ্ম উবাচ।
কণানাং ভক্ষণে যুক্তঃ পিণ্যাকস্য চ ভারত।
স্নেহানাং বর্জনে যুক্তো যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৩
ভুঞ্জানো যাবকং রূক্ষং দীর্ঘকালমরিন্দম।
একাহারো বিশুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৪
পক্ষান্ মাসানৃতূংশ্চৈতান্ সংবৎসরানহস্তথা।
অপঃ পীত্বা পয়োমিশ্রা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৫
অখণ্ডমপি বা মাংসং সততং মনুজেশ্বর।
উপোষ্য সম্যক্ শুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৬
কামং জিত্বা তথা ক্রোধং শীতোষ্ণে বর্ষমেব চ।
ভয়ং শোকং তথা শ্বাসং পৌরুষান্ বিষয়াংস্তথা ॥ ৪৭

পরমাত্মায় স্থির করিয়া থাকেন, সেই সময় তাঁহার আত্মা অত্যন্ত নির্মল ও নিশ্চল সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া যান ॥ ৩২-৩৩

কুন্তীকুমার! নৃপশ্রেষ্ঠ! যেরূপ সাবধানী নাবিক সমুদ্রে স্থিত নৌকাকে অতিসত্বর তীরে লইয়া যায়, সেইরূপ যোগানুসারে তত্ত্বজ্ঞানী মানুষ সমাধির দ্বারা মনকে পরমাত্মায় সন্নিবেশিত করিয়া এই দেহকে ত্যাগ করিবার পর দুর্গম স্থান (পরম ধাম) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৪-৩৫

পুরুষপ্রবর! রাজন্! যেরূপ অত্যন্ত সাবধানে স্থিত সারথি উত্তম অশ্বগণকে রথে যোজিত করিয়া ধনুর্দ্ধর যোদ্ধাকে অতিসত্বরই অভীষ্ট স্থানে লইয়া যায়, সেইরূপই ধারণাসমূহে একাগ্রচিত্ত যোগী লক্ষ্যের দিকে নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় শীঘ্র পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৬-৩৭

যে যোগী সমাধির দ্বারা আত্মাকে পরমাত্মায় স্থির করত অচল হইয়া যান, তিনি নিজের পাপকে নষ্ট করিয়া থাকেন এবং পবিত্র পুরুষগণের প্রাপ্য অবিনাশী পরমপদ লাভ করেন ॥ ৩৮

অমিতপরাক্রমশালী নরেশ! যোগের মহান্ ব্রত একাগ্রচিত্ত হইয়া পালনকারী যে যোগী নাভি, কণ্ঠ, মস্তক, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, পার্শ্বভাগ, নেত্র, কর্ণ ও নাসিকাদি স্থানসমূহে ধারণার দ্বারা সূক্ষ্ম আত্মাকে পরমাত্মার সহিত সর্ব্বতোভাবে সংযুক্ত করেন, তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে নিজের পর্ব্বতাকার বিশাল শুভাশুভ কর্মসমূহ অতিসত্বর ভস্মীভূত করিয়া উত্তম যোগ অবলম্বন করত মুক্ত হইয়া যান ॥ ৩৯-৪১

যুধিষ্ঠির বলিলেন, ভরতনন্দন! যোগী কিরূপ আহার করিয়া এবং কোন্ সব বিষয় জয় করিয়া যোগশক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহা আপনি আমাকে কৃপা করিয়া বলুন ॥ ৪২

ভীষ্ম বলিলেন—ভারত! যিনি তণ্ডুলকণাসমূহ ও তিলের কল্ক (খোল) ভক্ষণ করেন এবং ঘৃত-ব্যতীত তৈলাদি স্নেহ পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া দেন, সেই যোগী যোগবল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪৩

শত্রুদমন নরেশ! যিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া রুক্ষ যবের চূর্ণসমূহ ভক্ষণ করেন, সেই যোগী শুদ্ধচিত্ত হইয়া যোগবল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৪

যে যোগী দুগ্ধমিশ্রিত জল দিনে একবার পান করেন; তারপর পঞ্চদশ দিবসে একবার পান করেন, অনন্তর একমাস পরে একবার পান, এক ঋতুতে এবং এক বর্ষে একবার উহা গ্রহণ করেন, তিনি যোগশক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৫

নরনাথ! যিনি অচ্ছিন্নভাবে সারা জীবনে কখনও মাংস ভক্ষণ করেন নাই এবং বিধি অনুসারে উত্তম ব্রত পালন করত নিজের অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করিয়া থাকেন, সেই যোগীও যোগশক্তি প্রাপ্ত হন ॥ ৪৬

ভূপাল! নৃপশ্রেষ্ঠ! কাম, ক্রোধ, গ্রীষ্ম, বর্ষা, ভয়, শোক, শ্বাস, মনুষ্যগণের প্রিয় বিষয়, দুর্জয় অসন্তোষ, ঘোর তৃষ্ণা, স্পর্শ, নিদ্রা ও দুর্জয় আলস্যকে জয় করিয়া অনুরাগহীন ও উত্তম বুদ্ধি-

অরতিং দুর্জয়াং চৈব ঘোরাং তৃষ্ণাঞ্চ পার্থিব।
স্পর্শং নিদ্রাং তথা তন্দ্রীং দুর্জয়াং নৃপসত্তম ॥ ৪৮
দীপয়ন্তি মহাত্মানঃ সূক্ষ্মমাত্মানমাত্মনা।
বীতরাগা মহাপ্রাজ্ঞা ধ্যানাধ্যয়নসম্পদা ॥ ৪৯
দুর্গস্ত্বেষ মতঃ পন্থা ব্রাহ্মণানাং বিপশ্চিতাম্।
যঃ কশ্চিদ্ ব্রজতি হ্যস্মিন্ ক্ষেমেণ ভরতর্ষভ ॥ ৫০
যথা কশ্চিদ্ বনং ঘোরং বহুসর্পসরীসৃপম্।
শ্বভ্রবৎ তোয়হীনঞ্চ দুর্গমং বহুকণ্টকম্ ॥ ৫১
অভক্তমটবীপ্রায়ং দাবদগ্ধমহীরুহম্।
পন্থানং তস্করাকীর্ণং ক্ষেমেণাভিপতেদ্ যুবা ॥ ৫২
যোগমার্গং তথাহসাদ্য যঃ কশ্চিদ্ ব্রজতে দ্বিজঃ।
ক্ষেমেণোপরমেন্মার্গাদ্ বহুদোষো হি স স্মৃতঃ ॥ ৫৩
সুস্থেয়ং ক্ষুরধারাসু নিশিতাসু মহীপতে।
ধারণাসু তু যোগস্য দুঃস্থেয়মকৃতাত্মভিঃ ॥ ৫৪
বিপন্না ধারণাস্তাত নয়ন্তি ন শুভাং গতিম্।
নেতৃহীনা যথা নাবঃ পুরুষানর্ণবে নৃপ ॥ ৫৫
যস্তু তিষ্ঠতি কৌন্তেয় ধারণাসু যথাবিধি।
মরণং জন্ম দুঃখঞ্চ সুখঞ্চ স বিমুঞ্চতি ॥ ৫৬
নানাশাস্ত্রেষু নিষ্পন্নং যোগেষ্বিদমুদাহৃতম্।
পরং যোগস্য যৎ কৃত্যং নিশ্চিতং তদ্ দ্বিজাতিষু ॥ ৫৭
পরং হি তদ্ ব্রহ্ম মহন্মহাত্মন্
ব্রহ্মাণমীশং বরদঞ্চ বিষ্ণুম্।
ভবঞ্চ ধর্মঞ্চ ষড়াননঞ্চ
যদ্ ব্রহ্মপুত্রাংশ্চ মহানুভাবান্ ॥ ৫৮
তমশ্চ কষ্টং সুমহদ্ রজশ্চ
সত্ত্বং বিশুদ্ধং প্রকৃতিং পরাঞ্চ।
সিদ্ধিঞ্চ দেবীং বরুণস্য পত্নীং
তেজশ্চ কৃৎস্নং সুমহচ্চ ধৈর্য্যম্ ॥৫৯
তারাধিপং খে বিমলং সতারং
বিশ্বাংশ্চ দেবানুরগান্ পিতৄংশ্চ।
শৈলাংশ্চ কৃৎস্নানুদধীংশ্চ ঘোরান্
নদীশ্চ সর্বাঃ সবনান্ ঘনাংশ্চ ॥ ৬০

মুক্ত মহাত্মা যোগীরা স্বাধ্যায় ও ধ্যান সম্পাদন করত বুদ্ধির দ্বারা সূক্ষ্ম আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন ॥ ৪৭-৪৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ যোগের এই পথকে দুর্গম বলিয়া মনে করেন। কোন বিরল পুরুষই কুশলতার সহিত এই পথ অতিক্রম করিতে পারেন ॥ ৫০

যেরূপ কোন বিরল নবযুবকই বহু সর্প ও বিছা প্রভৃতিতে পূর্ণ গর্ত্ত এবং বহু সংখ্যক কণ্টকে পূর্ণ, জলশূন্য, দুর্গম ও ঘোর বনে কুশলের সহিত যাত্রা করিতে পারে এবং যেস্থানে ভোজন পাওয়া অসম্ভব, যেখানে কেবল বন হইতে বনই পাওয়া যায়, যে স্থানের বৃক্ষসকল দাবানলে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে এবং যে স্থানে দস্যু-তস্করে পূর্ণ, এরূপ পথে সকুশলে যাইতে পারে, সেইরূপ যোগমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করত কোন বিরল ব্রাহ্মণই এই যোগ-পথে সকুশলে যাইতে সমর্থ হন; কারণ, উহা বহুসংখ্যক দোষে পরিপূর্ণ বলিয়া কথিত হয়। ৫১-৫৩

মহীপাল! বরং ক্ষুরের তীক্ষ্ণধারের উপরও কেহ স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারে, তথাপি যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ নহে, এরূপ মনুষ্যগণের যোগের ধারণায় স্থির থাকা নিতান্ত কঠিন। ৫৪

তাত! নৃপ! যেরূপ সমুদ্রে নাবিক-হীন নৌকা মনুষ্যগণকে পার করিতে পারে না, সেইরূপ যদি যোগের ধারণাসমূহ সুষ্ঠুভাবে অনুভূত হইয়া প্রতিপালিত না হয়, তবে উহারা পরম গতি লাভ করাইতে সমর্থ হয় না। ৫৫

কুন্তীনন্দন! যে ব্যক্তি বিধি অনুসারে যোগের ধারণা-সমূহে স্থির থাকে, তিনিই জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ ও সুখের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন। ৫৬

এই আমি তোমাকে যোগ-বিষয়ক নানা শাস্ত্রসমূহের সিদ্ধান্ত বলিলাম। যোগসাধনার যে সমস্ত কৃত্য আছে, সেই সব দ্বিজাতিগণেরই জন্য নিশ্চিত করা হইয়াছে অর্থাৎ ইহাতে তাঁহাদেরই অধিকার আছে। ৫৭

মহাত্মন্! যোগসিদ্ধ মহাত্মা পুরুষ যদি অভিলাষ করেন, তবে অতি সত্বরই মুক্ত হইয়া মহৎ পরম ব্রহ্মের স্বরূপ লাভ করিয়া থাকেন অথবা তিনি স্বীয় যোগবলে ভগবান্ ব্রহ্মা, বরদায়ক বিষ্ণু, মহাদেব, ধর্ম, ছয় মুখবিশিষ্ট কার্ত্তিকেয়, ব্রহ্মার মহানুভব পুত্রগণ সনকাদি, কষ্টদায়ক তমোগুণ, মহান্ রজোগুণ, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ, মূল প্রকৃতি, বরুণ পত্নী সিদ্ধিদেবী, সম্পূর্ণ তেজ, মহৎ ধৈর্য্য, তারাগণের সহিত আকাশে প্রকাশিত নির্মল তারা-পতি চন্দ্র, বিশ্বেদেবগণ, নাগ ও পিতৃগণ এবং সমস্ত পর্ব্বত, ভয়ঙ্কর সমুদ্রসকল, সমস্ত নদীসমূহ, বন, মেঘ, নাগ, বৃক্ষ, যক্ষ,

নাগান্ নগান্ যক্ষগণান্ দিশশ্চ
গন্ধর্বসান্ পুরুষান্ স্ত্রিয়শ্চ।
পরস্পরং প্রাপ্য মহান্মহাত্মা
বিশেত যোগী ন চিরাদ্ বিমুক্তঃ ॥ ৬১
কথা চ যেয়ং নৃপতে প্রসক্তা
দেবে মহাবীর্য্যমতৌ শুভেয়ম্।
যোগী সর্বানভিভূয় মর্ত্যান্
নারায়ণাত্মা কুরুতে মহাত্মা ॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি যোগবিধৌ ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০০

দিক্‌সকল, গন্ধর্ব্বগণ, সমস্ত পুরুষ ও স্ত্রীগণ ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট উপস্থিত হইয়া উঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন ॥ ৫৮-৬১

হে নৃপ! মহাবল ও বুদ্ধিসম্পন্ন পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত এই কল্যাণময়ী বার্ত্তা আমি প্রসঙ্গবশতঃ তোমাকে শুনাইলাম। যোগসিদ্ধ মহাত্মা পুরুষ সমস্ত মানুষকে অতিক্রম করিয়া নারায়ণ-স্বরূপ হইয়া যান এবং সঙ্কল্পমাত্রেই সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৬২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে যোগবিধিবিষয়ক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাংখ্যযোগানুসারেণ সাধনস্য তৎফলস্য চ বর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সম্যক্ ত্বয়ায়ং নৃপতে বর্ণিতঃ শিষ্টসম্মতঃ।
যোগমার্গো যথান্যায়ং শিষ্যায়েহ হিতৈষিণা ॥ ১
সাংখ্যে ত্বিদানীং কার্ৎস্ন্যেন বিধিং প্রব্রূহি পৃচ্ছতে
ত্রিষু লোকেষু যজ্জ্ঞানং সর্বং তদ্ বিদিতং হি তে ॥ ২
শৃণু মে ত্বমিদং সূক্ষ্মং সাংখ্যানাং বিদিতাত্মনাম্
বিহিতং যতিভিঃ সর্বৈঃ কপিলাদিভিরীশ্বরৈঃ ॥ ৩
যস্মিন্ ন বিভ্রমাঃ কেচিদ্ দৃশ্যন্তে মনুজর্ষভ।
গুণাশ্চ যস্মিন্ বহবো দোষহানিশ্চ কেবলা ॥ ৪
জ্ঞানেন পরিসংখ্যায় সদোষান্ বিষয়ান্ নৃপ।
মানুষান্ দুর্জয়ান্ কৃৎস্নান্ পৈশাচান্ বিষয়াংস্তথা ॥৫
রাক্ষসান্ বিষয়ান্ জ্ঞাত্বা যক্ষাণাং বিষয়াংস্তথা।
বিষয়ানৌরগান্ জ্ঞাত্বা গান্ধর্ববিষয়াংস্তথা ॥ ৬

একাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[সাংখ্য যোগানুসারে সাধন ও তাহার ফল বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—নরনাথ! আপনি আমার হিতৈষী, সেইজন্য আপনি শিষ্য আমার নিকটে শিষ্ট পুরুষগণের মতানুসারে এই যোগমার্গের যথোচিতরূপে বর্ণনা করিলেন ॥ ১

এখন আমি সাংখ্যবিষয়ক সম্পূর্ণ বিধান শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া আপনাকে উহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া উহা আমাকে বলুন, কারণ, ত্রিভুবনমধ্যে যে সব জ্ঞান বিদ্যমান আছে; তৎসমস্তই আপনি বিদিত আছেন। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! আত্মতত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ সাংখ্যশাস্ত্রাবলম্বী বিদ্বান্‌গণের এই সূক্ষ্ম জ্ঞান তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। এই জ্ঞান ঈশ্বরতুল্য প্রভাবশালী কপিলাদি যতিগণ প্রকাশিত করিয়াছেন। ৩

নরশ্রেষ্ঠ! এই মতে কোন প্রকারেই ভ্রম দেখা যায় না। ইহার মধ্যে বহু গুণ আছে; কিন্তু দোষসমূহের সর্ব্বতোভাবে অভাব বিদ্যমান আছে অর্থাৎ ইহাতে কোন দোষই নাই। ৪

বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরেশ্বর! যে ব্যক্তি জ্ঞানের দ্বারা মনুষ্য, পিশাচ, রাক্ষস, যক্ষ, সর্প, গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ, তির্য্যগ্‌-যোনিজাত, গরুড়, মরুদ্গণ, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, অসুর, বিশ্বেদেব, দেবর্ষি, যোগী ও প্রজাপতিগণ এবং ব্রহ্মারও সম্পূর্ণ দুর্জয় বিষয়সমূহ দোষযুক্ত জানিয়া, সংসারে মনুষ্যগণের পরমায়ুকাল ও সুখের পরম তত্ত্ব যথাযথ জ্ঞানলাভ করে এবং বিষয়বাসনাকারী পুরুষগণের সময়ে সময়ে যে দুঃখপ্রাপ্তি হয়, উহা তির্য্যগ্‌যোনি ও নরকে পতিত জীবগণের দুঃখ, স্বর্গ ও বেদের ফলশ্রুতিবিষয়ে সম্পূর্ণ গুণ দোষ জানিয়া জ্ঞানযোগ, সাংখ্যজ্ঞান ও যোগমার্গের গুণ দোষকেও জানিতে পারিয়া হে ভরতনন্দন! সত্ত্বগুণের দশ (১),

পিতৄণাং বিষয়ান্ জ্ঞাত্বা তির্য্যক্ষু চরতাং নৃপ ।
সুপর্ণবিষয়ান্ জ্ঞাত্বা মরুতাং বিষয়াংস্তথা ॥ ৭
রাজর্ষিবিষয়ান্ জ্ঞাত্বা ব্রহ্মর্ষিবিষয়াংস্তথা ।
আসুরান্ বিষয়ান্ জ্ঞাত্বা বৈশ্বদেবাংস্তথৈব চ ॥৮
দেবর্ষিবিষয়ান্ জ্ঞাত্বা যোগানামপি চেশ্বরান্ ।
প্রজাপতীনাং বিষয়ান্ ব্রহ্মণো বিষয়াংস্তথা ॥ ৯
আয়ুষশ্চ পরং কালং লোকে বিজ্ঞায় তত্ত্বতঃ ।
সুখস্য চ পরং তত্ত্বং বিজ্ঞায় বদতাং বর ॥ ১০
প্রাপ্তে কালে চ যদ্ দুঃখং পততাং বিষয়ৈষিণাম্ ।
তির্য্যক্ষু পততাং দুঃখং পততাং নরকে চ যৎ ॥ ১১
স্বর্গস্য চ গুণান্ কৃৎস্নান্ দোষান্ সর্বাংশ্চ ভারত ।
বেদবাদেঽপি যে দোষা গুণা যে চাপি বৈদিকাঃ ॥১২
জ্ঞানযোগে চ যে দোষা গুণা যোগে চ যে নৃপ
সাংখ্যজ্ঞানে চ যে দোষাস্তথৈব চ গুণা নৃপ ॥ ১৩
সত্ত্বং দশগুণং জ্ঞাত্বা রজো নবগুণং তথা ।
তমশ্চাষ্টগুণং জ্ঞাত্বা বুদ্ধিং সপ্তগুণাং তথা ॥ ১৪

ষড়্গুণঞ্চ মনো জ্ঞাত্বা নভঃ পঞ্চগুণং তথা ।
বুদ্ধিং চতুর্গুণাং জ্ঞাত্বা তমশ্চ ত্রিগুণং তথা ॥ ১৫
দ্বিগুণঞ্চ রজো জ্ঞাত্বা সত্ত্বমেকগুণং পুনঃ ।
মার্গং বিজ্ঞায় তত্ত্বেন প্রলয়ে প্রেক্ষণে তথা ॥ ১৬
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নাঃ কারণৈর্ভাবিতাঃ শুভাঃ ।
প্রাপ্নুবন্তি শুভং মোক্ষং সূক্ষ্মা ইব নভঃ পরম্ ॥১৭
রূপেণ দৃষ্টিং সংযুক্তাং ঘ্রাণং গন্ধগুণেন চ ।
শব্দে সক্তং তথা শ্রোত্রং জিহ্বা রসগুণেষু চ ॥১৮
তনুং স্পর্শে তথা সক্তাং বায়ুং নভসি চাশ্রিতম্ ।
মোহং তমসি সংযুক্তং লোভমর্থেষু সংশ্রিতম্ ॥ ১৯
বিষ্ণুং ক্রান্তে বলে শক্রং কোষ্ঠে সক্তং তথানলম্ ।
অপ্সু দেবীং সমাসক্তামপস্তেজসি সংশ্রিতাঃ ॥ ২০
তেজো বায়ৌ তু সংসক্তং বায়ুং নভসি চাশ্রিতম্ ।
নভো মহতি সংযুক্তং মহদ্ বুদ্ধৌ চ সংশ্রিতম্ ॥ ২১
বুদ্ধিং তমসি সংসক্তাং তমো রজসি সংশ্রিতম্ ।
রজঃ সত্ত্বে তথা সক্তং সত্ত্বং সক্তং তথাঽত্মনি ॥ ২২

রজোগুণের নয় (২), তমোগুণের আট (৩), বুদ্ধির সাত (৪),মনের ছয় (৬) ও আকাশের পাঁচ (৫), গুণের জ্ঞানলাভ করিয়া বুদ্ধির অন্য চার (৭), তমোগুণের অন্যপ্রকার তিন (৮), রজোগুণের অন্য দুই (৯) এবং সত্ত্বগুণের অন্য এক (১০) গুণকে জানিয়া আত্মার প্রাপ্তিকারক পথ—প্রাকৃত প্রলয় এবং আত্মবিচার যথাযথভাবে জানিতে পারেন, তাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন এবং মোক্ষোপযোগী সাধনসমূহের অনুষ্ঠানে শুদ্ধচিত্ত কল্যাণময় সাংখ্যযোগীরা পরম আকাশকে প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্ম ভূতসকলের ন্যায় মঙ্গলময় মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন ॥৫-১৭

(১) জ্ঞানশক্তি, বৈরাগ্য, স্বাভিভাব, তপ, সত্য, ক্ষমা, ধৈর্য্য, স্বচ্ছতা, আত্মার বোধ এবং আধিষ্ঠাতৃত্ব—এই দশবিধ সাত্ত্বিকগুণ কথিত হইয়াছে। (২) অসন্তোষ, পশ্চাত্তাপ, শোক, লোভ, অক্ষমা, দমন করিতে প্রবৃত্তি, কাম, ক্রোধ ও ঈর্ষা এই নয়টি রাজসগুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। (৩) অবিবেক, মোহ, প্রমাদ, স্বপ্ন, নিদ্রা, অভিমান, বিষাদ ও অপ্রীতি এই আটটি তামস গুণ। (৪) মহৎ, অহঙ্কার, শব্দতন্মাত্রা, স্পর্শতন্মাত্রা, রূপতন্মাত্রা, রসতন্মাত্রা ও গন্ধতন্মাত্রা—এই সপ্ত বুদ্ধির গুণ। (৫) শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, রসনা ও ঘ্রাণ—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সহিত ষষ্ঠ মন এই ছয়টি গুণ মনের। (৬) আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী—এই আকাশের পাঁচটি গুণ। (৭) সংশয়,নিশ্চয়, গর্ব্ব ও স্মরণ—এই বুদ্ধির চারিটি গুণ। (৮) অপ্রতিপত্তি, বিপ্রতিপত্তি ও বিপরীত বিপ্রতিপত্তি এই তিনটি গুণ হইল তমের। (৯) প্রবৃত্তি এবং দুঃখ—এই দুইটি গুণ হইল রজের। (১০) সত্ত্বের 'প্রকাশ' হইল এক প্রধান গুণ।

নেত্র রূপ-গুণের দ্বারা সংযুক্ত আছে। নাসিকা গন্ধনামক গুণের দ্বারা যুক্ত আছে। কর্ণ শব্দগুণে আসক্ত এবং জিহ্বা রসগুণে যুক্ত আছে। ॥ ১৮

ত্বক্ (চর্ম) স্পর্শ নামক গুণে আসক্ত। এইরূপ বায়ুর আশ্রয় আকাশ, মোহের আশ্রয় তমোগুণ এবং লোভের আশ্রয় ইন্দ্রিয়গণের রূপাদি বিষয়। ১৯

গতির আধার বিষ্ণু, বলের ইন্দ্র, উদরের অগ্নি এবং পৃথিবীদেবীর আধার জল। জলের তেজ, তেজের বায়ু, বায়ুর আকাশ, আকাশের আশ্রয় মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের কার্য্য অহঙ্কার এবং অহংকারের অধিষ্ঠান সমষ্টি বুদ্ধি। ২০-২১

বুদ্ধির আশ্রয় তমোগুণ, তমোগুণের আশ্রয় রজোগুণ এবং রজোগুণের আশ্রয় সত্ত্বগুণ। সত্ত্বগুণ জীবাত্মার আশ্রিত।

সঙ্কমাত্মানমীশে চ দেবে নারায়ণে তথা।
দেবং মোক্ষে চ সংসক্তং মোক্ষং সক্তং তু ন কচিৎ ॥২৩
জ্ঞাত্বা সত্ত্বগুণং দেহং বৃতং ষোড়শভির্গুণৈঃ।
স্বভাবং চেতনাং চৈব জ্ঞাত্বা দেহসমাশ্রিতে ॥ ২৪
মধ্যস্থমেকমাত্মানং পাপং যস্মিন্ ন বিদ্যতে।
দ্বিতীয়ং কর্মবিজ্ঞায় নৃপতে বিষয়ৈষিণাম্ ॥ ২৫
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ সর্বানাত্মনি সংশ্রিতান্।
দুর্লভত্বঞ্চ মোক্ষস্য বিজ্ঞায় শ্রুতিপূর্বকম্ ॥ ২৬
প্রাণাপানৌ সমানঞ্চ ব্যানোদানৌ চ তত্ত্বতঃ।
অধশ্চৈবানিলং জ্ঞাত্বা প্রবহং চানিলং পুনঃ ॥ ২৭
সপ্ত বাতাংস্তথা জ্ঞাত্বা সপ্তধা বিহিতান্ পুনঃ।
প্রজাপতীনৃষীংশ্চৈব মার্গাংশ্চৈব বহূন্ বরান্ ॥ ২৮
সপ্তর্ষীংশ্চ বহূন্ জ্ঞাত্বা রাজর্ষীংশ্চ পরন্তপ।
সুরর্ষীন্ মহতশ্চান্যান্ ব্রহ্মর্ষীন্ সূর্য্যসন্নিভান্ ॥ ২৯

ঐশ্বর্য্যাচ্চ্যাবিতান্ দৃষ্ট্বা কালেন মহতা নৃপ।
মহতাং ভূতসঙ্ঘানাং শ্রুত্বা নাশঞ্চ পার্থিব ॥ ৩০
গতিং চাপ্যশুভাং জ্ঞাত্বা নৃপতে পাপকর্মিণাম্।
বৈতরণ্যাঞ্চ যদ্ দুঃখং পতিতানাং যমক্ষয়ে ॥ ৩১
যোনীষু চ বিচিত্রাসু সংসারানশুভাংস্তথা।
জঠরে চাশুভে বাসং শোণিতোদকভাজনে ॥ ৩২
শ্লেষ্ম-মূত্র-পুরীষে চ তীব্রগন্ধসমন্বিতে।
শুক্রশোণিতসঙ্ঘাতে মজ্জাস্নায়ুপরিগ্রহে ॥ ৩৩
শিরাশতসমাকীর্ণে নবদ্বারে পুরেঽশুচৌ।
বিজ্ঞায় হিতমাত্মানং যোগাংশ্চ বিবিধান্ নৃপ ॥ ৩৪
তামসানাঞ্চ জন্তূনাং রমণীয়াবৃতাত্মনাম্।
সাত্ত্বিকানাঞ্চ জন্তূনাং কুৎসিতং ভরতর্ষভ ॥ ৩৫
গর্হিতং মহতামর্থে সাংখ্যানাং বিদিতাত্মনাম্।
উপপ্লবাংস্তথা ঘোরান্ শশিনস্তেজসস্তথা ॥ ৩৬

জীবাত্মাকে ভগবান্ নারায়ণের আশ্রিত বলিয়া জানিও। ভগবান্ নারায়ণের আশ্রয় হইলেন মোক্ষ (পরমব্রহ্ম)। কিন্তু মোক্ষের কোনই আশ্রয় নাই তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ২২ ২৩

এই সব বিষয় ভালভাবে জানিয়া রজগুণ, মন সহ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা) ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান)—এই ষোড়শগুণে পরিবৃত সূক্ষ্ম শরীর, শরীরের আশ্রিত স্বভাব এবং চেতনাকে জানিবে। নৃপ! যাহার মধ্যে পাপই নাই, সেই একাকী জীবাত্মা শরীরের মধ্যে হৃদয়গুহায় উদাসীন (নিরপেক্ষ) ভাবে বিদ্যমান আছেন, ইহা জানিও। বিষয়াভিলাষী মনুষ্যগণের যে সব কর্ম, উহা শরীরের মধ্যস্থিত আত্মা হইতে ভিন্ন তত্ত্ব। উহাও ভালভাবে জানা আবশ্যক ॥ ২৪-২৫

ইন্দ্রিয়গণ ও তাহাদের বিষয়সমূহ—সমস্তই শরীরের মধ্যে স্থিত। মোক্ষ পরম দুর্লভ বস্তু। এই সব বিষয়কে বেদ সকলের স্বাধ্যায় পূর্ব্বক উত্তমরূপে জানিতে হইবে ॥ ২৬

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পঞ্চ প্রাণবায়ু। অধোগামী বায়ু ষষ্ঠ এবং উর্দ্ধগামী প্রবাহনামক বায়ু সপ্তম। এই যে বায়ুর সপ্ত ভেদ, ইহাদের মধ্যে প্রত্যেককেই আবার সপ্ত প্রকার ভেদবিশিষ্ট বলিয়া জানিবে। এইভাবে সর্ব্বসাকুল্যে (৭×৭=৪৯) উনপঞ্চাশ বায়ু হয়। অনেক প্রজাপতি, অনেক ঋষি এবং মুক্তিরও অনেকানেক উত্তম পথ আছে। ইহাদের সকলেরও জ্ঞান থাকা আবশ্যক ॥ ২৭-২৮

পরন্তপ! সপ্তর্ষিগণ, বহুসংখ্যক রাজর্ষি, দেবর্ষি; অন্যান্য মহাপুরুষগণ এবং সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ব্রহ্মর্ষিগণেরও জ্ঞান লাভ করিতে হইবে ॥ ২৯

নৃপ! মহাকালের প্রেরণায় মনুষ্যগণকে ঐশ্বর্য্য ভ্রষ্ট হইতে দেখা যায়। বৃহদাকার ভূতসমুদায়েরও মহাকালের অন্তুপ্রেরণায় নাশ হইয়া থাকে। এই সব দেখিয়া পাপকর্ম্মা মনুষ্যদিগের যে অশুভ গতি প্রাপ্তি হয় এবং যমলোকে যাইয়া বৈতরণী নদীতে পতিত প্রাণিগণের যে দুঃখ হয়, উহাও জানিতে হইবে ॥ ৩০ ৩১

প্রাণিগণকে বিচিত্র বিচিত্র যোনিসমূহে অশুভ জন্মধারণ করিতে হয়। রক্ত ও মূত্রের পাত্রস্বরূপ অপবিত্র গর্ভাশয়ে নিবাস করিতে হয়। যেস্থানে কফ, মূত্র ও মল পরিপূর্ণ আছে এবং তীব্র দুর্গন্ধ চারিদিকে ব্যাপ্ত আছে, যাহা রজ ও বীর্য্যের সমুদায়মাত্র, মজ্জা ও স্নায়ুর সংগ্রহ, শত শত নাড়ীসমূহে পরিবৃত এবং যাহার মধ্যে নয়টি দ্বার আছে; সেই অপবিত্র পুর অর্থাৎ শরীরে জীবকে অবস্থান করিতে হয়। নরনাথ! এই সব বিষয় জানিয়া নিজের পরম হিতস্বরূপ আত্মাকে এবং তাঁহার প্রাপ্তির জন্য শাস্ত্র কর্ত্তৃক বর্ণিত নানাপ্রকার যোগ জানা আবশ্যক ॥৩২ ৩৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা পুরুষগণের দ্বারা নিন্দিত তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক—এই তিন প্রকার প্রাণীদিগের যে মোক্ষ বিরোধী ব্যবহার সেই বিষয়ও জানা আবশ্যক ॥ ৩৫৷

হে নৃপ! ঘোর উৎপাত, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ, তারাসকলের

তারাণাং পতনং দৃষ্ট্বা নক্ষত্রাণাঞ্চ পর্য্যয়ম্ ।
দ্বন্দ্বানাং বিপ্রয়োগঞ্চ বিজ্ঞায় কৃপণং নৃপ ॥ ৩৭
অন্যোন্যভক্ষণং দৃষ্ট্বা ভূতানামপি চাশুভম্ ।
বাল্যে মোহঞ্চ বিজ্ঞায় ক্ষয়ং দেহস্য চাশুভম্ ॥ ৩৮
রাগে মোহে চ সম্প্রাপ্তে কচিৎ সত্ত্বং সমাশ্রিতম্ ।
সহস্রেষু নরঃ কশ্চিন্মোক্ষবুদ্ধিং সমাশ্রিতঃ ॥ ৩৯
দুর্লভত্বঞ্চ মোক্ষস্য বিজ্ঞায় শ্রুতিপূর্বকম্ ।
বহুমানমলব্ধেষু লব্ধে মধ্যস্থতাং পুনঃ ॥ ৪০
বিষয়াণাঞ্চ দৌরাত্ম্যং বিজ্ঞায় নৃপতে পুনঃ ।
গতাসূনাঞ্চ কৌন্তেয় দেহান্ দৃষ্ট্বা তথাশুভান্ ॥ ৪১
বাসং কুলেষু জন্তূনাং দুঃখং বিজ্ঞায় ভারত ।
ব্রহ্মঘ্নানাং গতিং জ্ঞাত্বা পতিতানাং সুদারুণাম্ ॥ ৪২
সুরাপানে চ সক্তানাং ব্রাহ্মণানাং দুরাত্মনাম্
গুরুদারপ্রসক্তানাং গতিং বিজ্ঞায় চাশুভাম্ ॥ ৪৩

জননীষু চ বর্তন্তে যেন সম্যগ্ যুধিষ্ঠির ।
সদেবকেষু লোকেষু যে ন বর্তন্তি মানবাঃ ॥ ৪৪
তেন জ্ঞানেন বিজ্ঞায় গতিং চাশুভকর্মণাম্ ।
তির্য্যগ্‌যোনিগতানাঞ্চ বিজ্ঞায় গতয়ঃ পৃথক্ ॥ ৪৫
বেদবাদাংস্তথা চিত্রানৃতূনাং পর্য্যয়াংস্তথা ।
ক্ষয়ং সংবৎসরাণাঞ্চ মাসানাঞ্চ ক্ষয়ং তথা ॥ ৪৬
পক্ষক্ষয়ং তথা দৃষ্ট্বা দিবসানাঞ্চ সংক্ষয়ম্ ।
ক্ষয়ং বৃদ্ধিঞ্চ চন্দ্রসো দৃষ্ট্বা প্রত্যক্ষতস্তথা ॥ ৪৭
বৃদ্ধিং দৃষ্ট্বা সমুদ্রাণাং ক্ষয়ং তেষাং তথা পুনঃ ।
ক্ষয়ং ধনানাং দৃষ্ট্বা চ পুনর্বৃদ্ধিং তথৈব চ ॥ ৪৮
সংযোগানাং ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা যুগানাঞ্চ বিশেষতঃ ।
ক্ষয়ঞ্চ দৃষ্ট্বা শৈলানাং ক্ষয়ঞ্চ সরিতাং তথা ॥ ৪৯
বর্ণানাঞ্চ ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা ক্ষয়ান্তঞ্চ পুনঃ পুনঃ ।
জরামৃত্যুং তথা জন্ম দৃষ্ট্বা দুঃখানি চৈব হ ॥ ৫০

পতন, নক্ষত্রমণ্ডলের গতি পরিবর্তন এবং পতি পত্নীগণের দুঃখ-দায়ক বিয়োগ এই যে সমস্ত বিষয় জগতে সংঘটিত হইয়া থাকে, সেই সবও জানিয়া নিজের কল্যাণের উপায় করা উচিত। ৩৬ ৩৭

সংসারের সকল প্রাণী পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে, ইহা কিরূপ অশুভ ঘটনা। ইহারও দিকে দৃষ্টিপাত কর। বাল্যকালে মনের মধ্যে মোহ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং বৃদ্ধ বয়সে শরীরের অমঙ্গলকারী বিনাশ উপস্থিত হয়। রাগ ও মোহ প্রাপ্ত হইলে পর বহু দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই সব জানিয়া কোথাও কোন কোন ব্যক্তিকে সত্ত্বগুণাশ্রয়ী হইতে দেখা যায়। সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে কোন ক্ষণজন্মা পুরুষই মোক্ষবিষয়ক বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে। ৩৮-৩৯

বেদবাক্যসমূহের শ্রবণের দ্বারা মোক্ষের দুর্লভতা জানিয়া অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি না হইলে পরও সেই পরিস্থিতির প্রতি অধিক সমাদর বুদ্ধি রাখিবে এবং মনোবাঞ্ছিত বস্তু যদি লাভ হইয়া থাকে, তবে তাহারও প্রতি উদাসীন থাকিবে। ৪০

নরনাথ! শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়সমূহের দুঃখরূপতা জানিয়া হে কুন্তীনন্দন! যাহাদের প্রাণ চলিয়া গিয়াছে, সেই মনুষ্যগণের শরীরে যে অশুভ ও বীভৎস দশা হইয়া থাকে, উহার দিকেও দৃষ্টিপাত কর। ৪১

হে ভারত! প্রাণিগণের গৃহে বাস করাও দুঃখকর, ইহা তুমি জানিয়া ব্রহ্মহত্যাকারী ও পতিত মনুষ্যগণের যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দুর্গতি হইয়া থাকে, তাহাও জানিবে। ৪২

মদ্যপানে আসক্ত দুরাত্মা ব্রাহ্মণগণের এবং গুরুপত্নীগামী মনুষ্যদিগের যে অশুভ গতি হয়, উহাও ভালভাবে জানিবে। ৪৩

যুধিষ্ঠির! যে সব মানুষ মাতা, দেবতা ও সমস্ত লোকদিগের প্রতি উত্তম ব্যবহার করে না, তাহাদের দুর্গতির জ্ঞান যাহার দ্বারা হয়, সেই জ্ঞানের সাহায্যে পাপাচারী মানুষগণের অধোগতির জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে এবং তির্য্যগ্‌যোনিতে পতিত প্রাণিসকলের যে বিভিন্ন গতি, সেই সবও অবগত হইবে। ৪৪-৪৫

বেদসমূহের নানাবিধ বিচিত্র বচন, ঋতুসকলের পরিবর্তন ও দিন, পক্ষ, মাস এবং সংবৎসরাদি কাল যে প্রতিক্ষণ অতিবাহিত হয়, এই সবেরও প্রতি লক্ষ্য করিবে। চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি ত' প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সমুদ্রের হ্রাস-বৃদ্ধিও (জোয়ার-ভাটাও) প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ধনী ব্যক্তিগণের ধনের নাশ ও নাশের পর পুনরায় বৃদ্ধির ক্রমও দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। এই সবও দেখিয়া নিজের কর্তব্য নিশ্চয় করিবে। ৪৬-৪৮

সংযোগসকলের ক্ষয় অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষাদির বিচ্ছেদ বিশেষতঃ যুগসমূহের ক্ষয়, সমস্ত পর্বতের ক্ষয় ও নদীসকলের ক্ষয় লক্ষ্য কর। বর্ণসমূহের ক্ষয় এবং ক্ষয়েরও অন্ত পুনঃ পুনঃ অবলোকন কর। জন্ম, মৃত্যু ও জরাবস্থায় দুঃখসকলের প্রতিও দৃষ্টিপাত কর। ৪৯-৫০

দেহদোষাংস্তথা জ্ঞাত্বা তেষাং দুঃখঞ্চ তত্ত্বতঃ।
দেহবিক্লবতাং চৈব সম্যগ্ বিজ্ঞায় তত্ত্বতঃ ॥ ৫১

আত্মদোষাংশ্চ বিজ্ঞায় সর্বানাত্মনি সংশ্রিতান্।
স্বদেহাদুত্থিতান্ গন্ধাংস্তথা বিজ্ঞায় চাশুভান্ ॥ ৫২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কান্ স্বগাত্রোদ্ভবান্ দোষান্ পশ্যস্যমিতবিক্রম।
এতন্মে সংশয়ং কৃৎস্নং বক্তুমর্হসি তত্ত্বতঃ ॥ ৫৩

ভীষ্ম উবাচ।

পঞ্চ দোষান্ প্রভো দেহে প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
মার্গজ্ঞাঃ কাপিলাঃ সাংখ্যাঃ শৃণু তানরিসূদন ॥ ৫৪

কাম ক্রোধৌ ভয়ং নিদ্রা পঞ্চমঃ শ্বাস উচ্যতে।
এতে দোষাঃ শরীরেষু দৃশ্যন্তে সর্বদেহিনাম্ ॥ ৫৫

ছিন্দন্তি ক্ষময়া ক্রোধং কামং সঙ্কল্পবর্জনাৎ।
সত্ত্বসংসেবনান্নিদ্রামপ্রমাদাদ্ ভয়ং তথা ॥ ৫৬

ছিন্দন্তি পঞ্চমং শ্বাসমল্পাহারতয়া নৃপ ॥ ৫৭

গুণান্ গুণশতৈর্জ্ঞাত্বা দোষান্ দোষশতৈরপি।
হেতূন্ হেতুশতৈশ্চিত্রৈশ্চিত্রান্ বিজ্ঞায় তত্ত্বতঃ ॥ ৫৮

অপাং ফেনোপমং লোকং বিষ্ণোর্মায়াশতৈর্বৃতম্।
চিত্রভিত্তিপ্রতীকাশং নলসারমনর্থকম্ ॥ ৫৯

তমঃ শ্বভ্রনিভং দৃষ্ট্বা বর্ষবুদ্বুদসন্নিভম্।
নাশপ্রায়ং সুখাদ্ধীনং নাশোত্তরমিহাবশম্ ॥ ৬০

রজস্তমসি সম্মগ্নং পঙ্কে দ্বিপমিবাবশম্।
সাংখ্যা রাজন্ মহাপ্রাজ্ঞাস্ত্যক্ত্বা স্নেহং প্রজাকৃতম্ ॥৬১

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যেন ব্যাপিনা মহতা নৃপ।
রাজসানশুভান্ গন্ধাংস্তামসাংশ্চ তথাবিধান্ ॥ ৬২

পুণ্যাংশ্চ সাত্ত্বিকান্ গন্ধান্ স্পর্শজান্ দেহসংশ্রিতান্।
ছিত্ত্বাশু জ্ঞানশস্ত্রেণ তপোদণ্ডেন ভারত ॥ ৬৩

ততো দুঃখোদকং ঘোরং চিন্তাশোকমহাহ্রদম্।
ব্যাধিমৃত্যুমহাগ্রাহং মহাভয়মহোরগম্ ॥ ৬৪

তমঃকূর্মং রজোমীনং প্রজ্ঞয়া সন্তরন্ত্যুত।
স্নেহপঙ্কং জরাদুর্গং জ্ঞানদ্বীপমরিন্দম ॥ ৬৫

দেহের দোষসকল জানিয়া উহার দ্বারা প্রাপ্য দুঃখেরও যথার্থ জ্ঞানলাভ করিবে। শরীরের অকর্মণ্যতাও যথাযথভাবে জানিবার চেষ্টা করিবে। ৫১

নিজের দেহে স্থিত যে সব নিজেরই দোষ আছে, সেই সমস্তও জানিয়া শরীর হইতে যে নিরন্তর নানাপ্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়, তাহারও জ্ঞানলাভ করিবে (এবং বিরক্ত হইয়া পরমাত্মার চিন্তা করিতে করিতে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইবার প্রযত্ন করিবে)। ৫২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অমিতপরাক্রমশালী পিতামহ! আপনি নিজ গাত্র হইতে উৎপন্ন কি কি দোষ দেখিতে পান? আপনি আমার এই সম্পূর্ণ সন্দেহের যথার্থরূপে সমাধান করিবার জন্য উপদেশ করুন। ৫৩

ভীষ্ম বলিলেন,—প্রভাবশালী শত্রুসূদন যুধিষ্ঠির! কপিল-প্রদর্শিত সাংখ্যশাস্ত্রের মতানুসারে গমনকারী উত্তম মার্গসকলের জ্ঞাতা মনীষী পুরুষগণ এই দেহের মধ্যে পাঁচটি দোষের কথা বলেন, তুমি সেই সব আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ৫৪

কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস—এই পাঁচটি দোষ সমস্ত দেহধারী প্রাণিগণের দেহমধ্যে থাকিতে দেখা যায়। ৫৫

সৎপুরুষগণ ক্ষমার দ্বারা ক্রোধকে, সঙ্কল্পত্যাগের দ্বারা কামকে, কর্মোদ্যমের দ্বারা নিদ্রাকে, প্রমাদত্যাগের দ্বারা অর্থাৎ সাবধানতার দ্বারা ভয়কে এবং অল্প আহারের দ্বারা পঞ্চম দোষ শ্বাসকে নাশ করেন। ৫৬-৫৭

রাজন্! ভরতনন্দন! অতিশয় বুদ্ধিমান সাংখ্যশাস্ত্রে বিদ্বান্ পুরুষগণ শত শত গুণের দ্বারা গুণসকলকে, শত দোষের দ্বারা দোষসমূহকে এবং শত বিচিত্র হেতুর দ্বারা বিচিত্র সমস্ত হেতুকে তত্ত্বতঃ জানিয়া ব্যাপক জ্ঞানের প্রভাবে সংসারকে জলের ফেনের ন্যায় নশ্বর, বিষ্ণুর শত শত মায়ার দ্বারা আবৃত, দেওয়াল মধ্যে অঙ্কিত চিত্রের তুল্য, নলের সদৃশ সারহীন, অন্ধকারে আচ্ছাদিত গর্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর, বর্ষাকালের জলের বুদ্বুদের সমান ক্ষণভঙ্গুর, সুখহীন, পরাধীন, নষ্টপ্রায় এবং পঙ্কে মগ্ন হাতীর ন্যায় রজোগুণ ও তমোগুণে নিমগ্ন বলিয়া মনে করেন। সেইজন্য তাঁহারা সন্তানাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করত তপরূপ দণ্ডযুক্ত বিবেকরূপী অস্ত্রের দ্বারা রাজস-তামস অশুভ গন্ধসমূহ এবং সুন্দর শোভনীয় সাত্ত্বিক গন্ধ ও স্পর্শজাত দেহে আশ্রিত ভোগসমূহের আসক্তিকেও সত্বর ছেদন করিয়া থাকেন। ৫৮-৬৩

শত্রুসূদন! তদনন্তর সেই সিদ্ধ যতিগণ প্রজ্ঞারূপী নৌকার দ্বারা সেই সংসাররূপ ভয়ঙ্কর সাগর পার হইয়া যান। এই সংসার-সাগর দুঃখরূপ জলের দ্বারা পরিপূর্ণ। চিন্তা ও শোক হইল সেই সাগরে বড় বড় কুণ্ড। নানাপ্রকার রোগ ও মৃত্যু বিশাল গ্রাহের সদৃশ। তমোগুণ কচ্ছপ, রজোগুণ মৎস্য, মহাভয় মহাসর্প, স্নেহ কর্দম, বার্দ্ধক্য দুর্গ এবং জ্ঞান হইল উহার দ্বীপ। নানাপ্রকার কর্মের দ্বারা উহা অগাধ হইয়া গিয়াছে। সত্যই

কর্মাগাধং সত্যতীরং স্থিতব্রতমরিন্দম।
হিংসাশীঘ্রমহাবেগং নানারসসমাকরম্ ॥ ৬৬
নানাপ্রীতিমহারত্নং দুঃখজ্বরসমীরণম্।
শোকতৃষ্ণামহাবর্তং তীক্ষ্ণব্যাধিমহাগজম্ ॥ ৬৭
অস্থিসঙ্ঘাতসঙ্ঘট্টং শ্লেষ্মফেনমরিন্দম।
দানমুক্তাকরং ঘোরং শোণিতহ্রদবিদ্রুমম্ ॥ ৬৮
হসিতোৎক্রুষ্টনির্ঘোষং নানাজ্ঞানসুদুস্তরম্।
রোদনাশ্রুমলক্ষারং সঙ্গত্যাগপরায়ণম্ ॥ ৬৯
পুত্রদারজলৌকৌঘং মিত্রবান্ধবপত্তনম্।
অহিংসাসত্যমর্যাদং প্রাণত্যাগমহোর্মিণম্ ॥ ৭০
বেদান্তগমনদ্বীপং সর্বভূতদয়োদধিম্।
মোক্ষদুর্লভবিষয়ং বড়বামুখসাগরম্ ॥ ৭১
তরন্তি যতয়ঃ সিদ্ধা জ্ঞানযানেন ভারত।
তীর্ত্বাতিদুস্তরং জন্ম বিশন্তি বিমলং নভঃ ॥ ৭২

তত্র তান্ সুকৃতীন্ সাংখ্যান্ সূর্যো বহতি রশ্মিভিঃ।
পদ্মতন্তুবদাবিশ্য প্রবহন্ বিষয়ান্ নৃপ ॥ ৭৩
তত্র তান্ প্রবহো বায়ুঃ প্রতিগৃহ্লাতি ভারত।
বীতরাগান্ যতীন্ সিদ্ধান্ বীর্যযুক্তাংস্তপোধনান্ ॥ ৭৪
সূক্ষ্মঃ শীতঃ সুগন্ধী চ সুখস্পর্শশ্চ ভারত।
সপ্তানাং মরুতাং শ্রেষ্ঠো লোকান্ গচ্ছতি যঃ শুভান্ ॥
স তান্ বহতি কৌন্তেয় নভসঃ পরমাং গতিম্ ॥ ৭৫
নভো বহতি লোকেশ রজসঃ পরমাং গতিম্।
রজো বহতি রাজেন্দ্র সত্ত্বস্য পরমাং গতিম্ ॥ ৭৬
সত্ত্বং বহতি শুদ্ধাত্মন্ পরং নারায়ণং প্রভুম্।
প্রভুর্বহতি শুদ্ধাত্মা পরমাত্মানমাত্মনা ॥ ৭৭
পরমাত্মানমাসাদ্য তদ্ভূতায়তনামলাঃ।
অমৃতত্বায় কল্পন্তে ন নিবর্তন্তি বা বিভো ॥৭৮

হইল তাহার তীর। নিয়মব্রতাদি হইল তাহার স্থৈর্য। এই সাগর নানাপ্রকার রসের ভাণ্ডার। নানাবিধ প্রীতিই সেই ভবসাগরের মহারত্ন। দুঃখ ও সন্তাপ হইল সেস্থানের বায়ু। শোক ও তৃষ্ণা উহার বড় বড় আবর্ত। তীব্র ব্যাধি হইল উহার মধ্যে স্থিত জলহস্তী। অস্থিসমূহ তাহার তীর্থ (ঘাট)। কফ হইল উহার ফেন। দান উহার মুক্তার খনি। রক্ত উহার কুণ্ডে স্থিত মুক্তাফল। হাস্য ও চীৎকার সেই সাগরের গম্ভীর গর্জন। নানাপ্রকারের অজ্ঞানই ইহাকে অত্যন্ত দুস্তর করিয়া তুলিয়াছে। রোদনজনিত অশ্রুজলই উহার মধ্যে স্থিত মলিন ক্ষার জলসদৃশ। আসক্তিসমূহের ত্যাগই হইল উহার মধ্যে সর্বোত্তম আশ্রয় বা দ্বিতীয় তীরভূমি। স্ত্রী-পুত্রগণ হইল উহার মধ্যে জলৌকা (জোঁক)। মিত্র ও বন্ধু বান্ধবগণ তীরবর্তী নগর। অহিংসা ও সত্য উহার সীমা। প্রাণত্যাগই হইল উহার উত্তাল তরঙ্গমালা। বেদান্তজ্ঞানই হইল উহার দ্বীপ। সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়াভাবই উহার জলরাশি। মোক্ষ উহার মধ্যে দুর্লভ বিষয় এবং নানাপ্রকারের সন্তাপ সেই সংসার সাগরের বড়বানল। হে ভরতনন্দন! ইহাকেও পার হইয়া তাঁহারা (সাংখ্যমতাবলম্বী জ্ঞানীরা) আকাশস্বরূপ নির্মল পরমব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ৬৪-৭২

রাজন্! সেই পুণ্যাত্মা সাংখ্যযোগী সিদ্ধ পুরুষগণকে স্বীয় রশ্মিদ্বারা উঁহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট সূর্যদেব অর্চিমার্গে সেই ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবার জন্য উপরিতন লোকসমূহে সেইভাবে বহন করিতে থাকেন, যেরূপ পদ্মের নাল সরোবরের জল আকর্ষণ করে। ৭৩

সেস্থানে প্রবহনামক বায়ু অভিমানী দেবতা সেই বীতরাগ, শক্তিশালী, সিদ্ধ ও তপোধন মহাপুরুষগণকে সূর্য-অভিমানী দেবতা হইতে নিজের অধিকারে লইয়া যান। ৭৪

ভারত কুরুনন্দন! সূক্ষ্ম, শীতল, সুগন্ধিত, সুখস্পর্শ এবং সপ্তবায়ুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে বায়ুদেব শুভলোকসমূহে গমন করেন, তিনি পুনরায় সেই কল্যাণময় সাংখ্যযোগিগণকে আকাশের উচ্চ ভূমিতে উপস্থিত করিয়া দেন। ৭৫

লোকেশ্বর! আকাশাভিমানী দেবতা সেই যোগিগণকে রজোগুণের পরমা গতি পর্যন্ত বহন করেন অর্থাৎ তেজোময় বিদ্যুৎ অভিমানী দেবতার নিকট লইয়া যান। রাজেন্দ্র! এই রজোগুণ অর্থাৎ বিদ্যুদভিমানী দেবতা তাঁহাদিগকে সত্ত্বের শেষ সীমা পর্যন্ত অর্থাৎ যেস্থানে শ্রীনারায়ণের পার্ষদগণ তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করেন, সেই পর্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যান। শুদ্ধাত্মন্! যেস্থান হইতে সত্ত্বগুণযুক্ত সেই ভগবানের পার্ষদগণ তাঁহাদের পরম প্রভু শ্রীনারায়ণের সমীপে লইয়া যান। সামর্থ্যশালী রাজন্! ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধাত্মা পরব্রহ্ম পরমাত্মায় প্রবিষ্ট করিয়া দেন।

পরমা সা গতিঃ পার্থ নির্দ্বন্দ্বানাং মহাত্মনাম্ ।
সত্যার্জবরতানাং বৈ সর্বভূতদয়াবতাম্ ॥ ৭৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স্থানমুত্তমমাসাদ্য ভগবন্তং স্থিরব্রতাঃ।
আজন্মমরণং বা তে স্মরন্ত্যুত ন বানঘ ॥ ৮০

যদত্র তথ্যং তন্মে ত্বং যথাবদ্ বক্তুমর্হসি।
ত্বদৃতে পুরুষং নান্যং প্রষ্টুমর্হামি কৌরব ॥৮১

মোক্ষে দোষো মহানেষ প্রাপ্য সিদ্ধিং গতানৃষীন্।
যদি তত্রৈব বিজ্ঞানে বর্তন্তে যতয়ঃ পরে ॥ ৮২

প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্মং পশ্যামি পরমং নৃপ।
মগ্নস্য হি পরে জ্ঞানে কিং নু দুঃখতরং ভবেৎ ॥ ৮৩

ভীষ্ম উবাচ।

যথান্যায়ং ত্বয়া তাত প্রশ্নঃ পৃষ্টঃ সুসঙ্কটঃ।
বুধানামপি সম্মোহঃ প্রশ্নেঽস্মিন্ ভরতর্ষভ ॥ ৮৪

অত্রাপি তত্ত্বং পরমং শৃণু সম্যঙ্ময়েরিতম্।
বুদ্ধিশ্চ পরমা যত্র কাপিলানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৮৫

ইন্দ্রিয়াণ্যেব বুধ্যন্তে স্বদেহে দেহিনাং নৃপ
কারণান্যাত্মনস্তানি সূক্ষ্মঃ পশ্যতি তৈস্তু সঃ ॥ ৮৬

আত্মনা বিপ্রহীণানি কাষ্ঠকুড্যসমানি তু।
বিনশ্যন্তি ন সন্দেহঃ ফেনা ইব মহার্ণবে ॥ ৮৭

ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ সুপ্তস্য দেহিনঃ শত্রুতাপন।
সূক্ষ্মশ্চরতি সর্বত্র নভসীব সমীরণঃ ॥ ৮৮

স পশ্যতি যথান্যায়ং স্পর্শান্ স্পৃশতি বা বিভো।
বুধ্যমানো যথাপূর্বমখিলেনেহ ভারত ॥ ৮৯

পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপবান্ নির্মল যোগীরা অমৃতভাব সম্পন্ন হইয়া যান অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন, আর সংসারে ফিরিয়া আসেন না। ৭৬-৭৮

কুন্তীনন্দন! যাঁহারা সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বহীন, সত্যবাদী, সরল এবং সমস্ত প্রাণিগণের প্রতিই দয়াভাবসম্পন্ন, সেই মহাত্মাগণেরই এই পরমগতিলাভ হয়। ৭৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—নিষ্পাপ পিতামহ! স্থিরতাসহকারে শ্রেষ্ঠ ব্রতপালনকারী এই সাংখ্যযোগীরা মহাত্মা ভগবান্ নারায়ণকে এবং উত্তম পরমাত্মপদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইলে পর মৃত্যুকাল পর্যন্ত সংঘটিত বৃত্তান্তসমূহ কখনও স্মরণ করেন কি না? অর্থাৎ মোক্ষাবস্থায় বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান থাকে কি থাকে না? (ইহাই আমার প্রশ্ন।) এ বিষয়ে যাহা যথাযথ তত্ত্ব, উহা আপনি যথার্থরূপে বর্ণনা করুন। কুরুনন্দন! আপনি ব্যতীত অন্য আর কোন মানুষকে আমি এই প্রশ্ন করিতে পারিব না। ৮০-৮১

সিদ্ধিলাভকারী ঋষিগণের পক্ষে ইহা এক মহৎ দোষ প্রতীত হইয়া থাকে যে, যদি মোক্ষপ্রাপ্ত হইলে পরও সেই যতিগণ বিশেষ জ্ঞানেই বিচরণ করেন অর্থাৎ তাঁহাদের পূর্বেকার স্মৃতি থাকে, তবে ত' আমি প্রবৃত্তিরূপ ধর্মকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। যদি বলেন, মুক্তাবস্থায় বিশেষ বিজ্ঞানের অনুভব হয় না, তাহা হইলে ত' সেই পরম জ্ঞানে নিমগ্ন হইলে পর বিশেষ জ্ঞানের অভাব হইয়া যায়, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি হইতে পারে? ৮২-৮৩

ভীষ্ম বলিলেন,—তাত! ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি যথোচিতরীতিতে এই অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছ। এই প্রশ্নের উপর বিচার করিবার সময় বিদ্বান্গণেরও মোহ আসিয়া উপস্থিত হয়। ৮৪

এই বিষয়ে যে পরম তত্ত্ব আছে, উহা আমি ভালভাবে তোমার নিকট বর্ণনা করিব, তুমি শ্রবণ কর। এস্থলে কপিল মুনিকর্তৃক প্রতিপাদিত সাংখ্য-মতের অনুসরণকারী মহাত্মা পুরুষগণের যে উত্তম বিচার, উহাই উপদেশ করিব। ৮৫

নৃপ যুধিষ্ঠির! দেহধারী প্রাণিগণের নিজ নিজ শরীরে যে সব ইন্দ্রিয় আছে, তাহারাই বিশেষ বিশেষ বিষয়সমূহ দেখিতে থাকে বা অনুভব করে; তাহারাই আত্মার বিভিন্ন জ্ঞান করাইবার কারণ; যেহেতু, সেই সূক্ষ্ম আত্মা এই ইন্দ্রিয়গণেরই দ্বারা বাহ্য বিষয়সমূহ দর্শন বা প্রকাশ করেন (মুক্তাবস্থায় মন ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকায় তাঁহার মধ্যেই ইন্দ্রিয়-জনিত বিশেষ জ্ঞানের অভাব দেখা যায়)। ৮৬

যেরূপ মহাসাগরে উত্থিত ফেন নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ জীবাত্মা হইতে পরিত্যক্ত হইলে পর মনুষ্যের কাঠ ও দেওয়ালের ন্যায় জড় ইন্দ্রিয়সকল প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়; ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৮৭

শত্রুতাপন রাজন্! যখন শরীরধারী প্রাণী ইন্দ্রিয়গণের সহিত নিদ্রিত হয়, তখন তাহার সূক্ষ্ম শরীর আকাশে বায়ুর ন্যায় সর্বত্র বিচরণ করিতে থাকে অর্থাৎ স্বপ্ন দেখিতে থাকে। ৮৮

প্রভাবশালী ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! সে জাগ্রদবস্থার ন্যায় স্বপ্নেতেও যথোচিতরীতিতে দৃশ্য বস্তুসমূহ দেখিতে থাকে এবং

ইন্দ্রিয়াণীহ সর্বাণি স্বে স্বে স্থানে যথাবিধি।
অনীশত্বাৎ প্রলীয়ন্তে সর্পা হতবিষা ইব ॥ ৯০
ইন্দ্রিয়াণাং তু সর্বেষাং স্বস্থানেষেব সর্বশঃ।
আক্রম্য গতয়ঃ সূক্ষ্মাশ্চরত্যাত্মা ন সংশয়ঃ ॥ ৯১
সত্ত্বস্য চ গুণান্ কৃৎস্নান্ রজসশ্চ গুণান্ পুনঃ।
গুণাংশ্চ তমসঃ সর্বান্ গুণান্ বুদ্ধেশ্চ ভারত ॥ ৯২
গুণাংশ্চ মনসশ্চাপি নভসশ্চ গুণাংশ্চ সঃ।
গুণান্ বায়োশ্চ ধর্মাত্মংস্তেজসশ্চ গুণান্ পুনঃ ॥ ৯৩
অপাং গুণাংস্তথা পার্থ পার্থিবাংশ্চ গুণানপি।
সর্বাণ্যেব গুণৈর্ব্যাপ্য ক্ষেত্রজ্ঞেষু যুধিষ্ঠির ॥৯৪
মনোঽনুযাতি ক্ষেত্রজ্ঞং কর্মণী চ শুভাশুভে।
শিষ্যা ইব মহাত্মানমিন্দ্রিয়াণি চ তং প্রভো ॥ ৯৫
প্রকৃতিং চাপ্যতিক্রম্য গচ্ছত্যাত্মানমব্যয়ম্।
পরং নারায়ণাত্মানং নির্দ্বন্দ্বং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥৯৬

বিমুক্তঃ পুণ্য-পাপেভ্যঃ প্রবিষ্টস্তমনাময়ম্।
পরমাত্মানমগুণং ন নিবর্ততি ভারত ॥ ৯৭
শিষ্টং তত্র মনস্তাত ইন্দ্রিয়াণি চ ভারত।
আগচ্ছন্তি যথাকালং গুরোঃ সন্দেশকারিণঃ ॥ ৯৮
শক্যং চাল্পেন কালেন শান্তিং প্রাপ্তুং গুণার্থিনা।
এবমুক্তেন কৌন্তেয় যুক্তজ্ঞানেন মোক্ষিণা ॥ ৯৯
সাংখ্যা রাজন্ মহাপ্রাজ্ঞা গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্।
জ্ঞানেনানেন কৌন্তেয় তুল্যং জ্ঞানং ন বিদ্যতে ॥১০০
অত্র তে সংশয়ো মা ভূজ্ জ্ঞানং সাংখ্যং পরং মতম্।
অক্ষরং ধ্রুবমেবোক্তং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ১০১
অনাদিমধ্যনিধনং নির্দ্বন্দ্বং কর্তৃ শাশ্বতম্।
কূটস্থং চৈব নিত্যঞ্চ যদ্ বদন্তি মনীষিণঃ ॥ ১০২
যতঃ সর্বাঃ প্রবর্তন্তে সর্গ-প্রলয়-বিক্রিয়াঃ।
যচ্চ শংসন্তি শাস্ত্রেষু বদন্তি পরমর্ষয়ঃ ॥ ১০৩

স্পৃশ্য পদার্থসকল স্পর্শ করে। ইহার সারাংশ হইল যে, সেই সূক্ষ্ম দেহও সমস্ত বিষয়সমূহ জাগ্রদবস্থার ন্যায়ই অনুভব করিতে থাকে। ৮৯

তারপর সুষুপ্তি অবস্থা আসিলে পর বিষয় জ্ঞানে অসমর্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ স্থানে সেইরূপ বিধি অনুসারে লীন হইয়া যায়, যেরূপ বিষহীন সর্পগণ ভয়বশতঃ লুকাইয়া পড়ে। ৯০

স্বপ্নাবস্থায় নিজ নিজ স্থানসমূহে স্থিত সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের গতিসকল আক্রান্ত করিয়া জীবাত্মা সূক্ষ্ম বিষয়সমূহে বিচরণ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৯১

ভরতনন্দন! ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির! পরমব্রহ্ম পরমাত্মা সাত্ত্বিক (দয়াদি), রাজস (কামাদি) ও তামস (মোহাদি) গুণসমূহকে এবং বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই সকলেরও অধ্যবসায়াদি সম্পূর্ণ গুণকে এবং অন্য সব বস্তুসকলকেও স্বীয় গুণের দ্বারা ব্যাপ্ত করত সমস্ত ক্ষেত্রজ্ঞমধ্যে (দেহস্থ জীবাত্মামধ্যে) অবস্থান করেন; প্রভো! যেরূপ শিষ্য নিজের গুরুর পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করে, সেইরূপ মন, ইন্দ্রিয়গণ ও শুভাশুভ কর্মসকলও জীবাত্মার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করে। যখন জীবাত্মা ইন্দ্রিয়গণ ও প্রকৃতিকেও লঙ্ঘন করিয়া যান, তখন তিনি দ্বন্দ্বরহিত, মায়ার অতীত, অবিনাশী সেই নারায়ণ-স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। ৯২-৯৬

পুণ্য ও পাপ হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত হইয়া যখন সাংখ্যযোগী এই নির্গুণ, নির্বিকার নারায়ণ স্বরূপ পরমাত্মায় প্রবিষ্ট হন, তখন তিনি পুনরায় আর এ সংসারে ফিরিয়া আসেন না। ৯৭

হে ভারত! এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষের আত্মা ত' পরমাত্মায় মিলিত হইয়া যান, প্রারব্ধবশতঃ যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ তাঁহার মন ও ইন্দ্রিয়গণও অবশিষ্ট থাকে এবং গুরুর আদেশ পালনকারী শিষ্যের ন্যায় তিনি যথাসময়ে এ জগতে গমনাগমন করেন। ৯৮

কুন্তীনন্দন! এইরূপে কথিত জ্ঞানযুক্ত মোক্ষাধিকারী ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী পুরুষ অল্প সময়ের মধ্যেই পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। ৯৯

রাজন্! কুন্তীকুমার! মহাজ্ঞানী সাংখ্যযোগী পূর্বোক্ত এই পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। এই সাংখ্যজ্ঞানের তুল্য অন্য কোনও জ্ঞান নাই। ১০০

এই সাংখ্যজ্ঞান সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে। এবিষয়ে তোমার অল্পও সন্দেহ হওয়া উচিত নহে। ইহার মধ্যে অক্ষর, ধ্রুব ও পূর্ণ সনাতন ব্রহ্মেরই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ১০১

এই ব্রহ্ম আদি, মধ্য ও অন্তহীন, অদ্বিতীয় জগৎকর্তা, শাশ্বত, কূটস্থ (অবিকারী), ও নিত্য—ইহা মনীষী পুরুষগণ বলেন। ১০২

সংসারের সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ সমস্ত বিকার তাঁহার নিকট হইতেই

সর্বে বিপ্রাশ্চ দেবাশ্চ তথা শমবিদো জনাঃ।
ব্রহ্মণ্যং পরমং দেবমনন্তং পরমচ্যুতম্ ॥ ১০৪
প্রার্থয়ন্তশ্চ তং বিপ্রা বদন্তি গুণবুদ্ধয়ঃ।
সম্যগ্ যুক্তাস্তথা যোগাঃ সাংখ্যাশ্চামিতদর্শনাঃ ॥ ১০৫
অমূর্তেস্তস্য কৌন্তেয় সাংখ্যং মূর্তিরিতি শ্রুতিঃ।
অভিজ্ঞানানি তস্যাহুর্মতং হি ভরতর্ষভ ॥ ১০৬
দ্বিবিধানীহ ভূতানি পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে।
জঙ্গমাগমসংজ্ঞানি জঙ্গমং তু বিশিষ্যতে ॥ ১০৭
জ্ঞানং মহদ্ যদ্ধি মহৎসু রাজন্
বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে।
যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে
সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র ॥ ১০৮
যচ্চেতিহাসেষু মহৎসু দৃষ্টং
যচ্চার্থশাস্ত্রে নৃপ শিষ্টজুষ্টে।
জ্ঞানঞ্চ লোকে যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ
সাংখ্যাগতং তচ্চ মহন্মহাত্মন্ ॥ ১০৯
শমশ্চ দৃষ্টঃ পরমং বলঞ্চ
জ্ঞানঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ যথাবদুক্তম্।
তপাংসি সূক্ষ্মাণি সুখানি চৈব
সাংখ্যে যথাবদ্ বিহিতানি রাজন্ ॥ ১১০
বিপর্য্যয়ে তস্য হি পার্থ দেবান্
গচ্ছন্তি সাংখ্যাঃ সততং সুখেন।
তাংশ্চানুসঞ্চার্য্য ততঃ কৃতার্থাঃ
পতন্তি বিপ্রেষু যতেষু ভূয়ঃ ॥ ১১১
হিত্বা চ দেহং প্রবিশন্তি দেবং
দিবৌকসো দ্যামিব পার্থ সাংখ্যাঃ।
অতোঽধিকং তেঽভিরতা মহার্হে
সাংখ্যে দ্বিজাঃ পার্থিব শিষ্টজুষ্টে ॥ ১১২

প্রবর্তিত হয়। মহর্ষিগণ নিজ নিজ শাস্ত্রমধ্যে তাঁহারই প্রশংসা করেন এবং তাঁহার কথাই বলেন ॥ ১০৩

সমস্ত ব্রাহ্মণ, দেবতা ও শান্তি অনুভবকারী মনুষ্যগণ সেই অনন্ত, অচ্যুত, ব্রাহ্মণহিতৈষী এবং পরমদেব পরমাত্মার স্তুতি প্রার্থনা করেন। তাঁহার গুণসকল চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারই মহিমা গান করেন। যোগের দ্বারা উত্তম সিদ্ধি লাভকারী যোগীরা এবং অপার জ্ঞানবিশিষ্ট সাংখ্যশাস্ত্রবিদ্গণও তাঁহার গুণগান করেন ॥ ১০৪-১০৫

কুন্তীনন্দন! এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, এই সাংখ্যশাস্ত্র সেই নিরাকার পরমাত্মার আকার। ভরতশ্রেষ্ঠ! যত জ্ঞান আছে, তৎ সমস্তই সাংখ্য মতেরই প্রতিপাদন করে ॥ ১০৬

পৃথিবীপতি যুধিষ্ঠির! এই ভূতলে স্থাবর (পর্বতাদি) ও জঙ্গম (মনুষ্যাদি)—এই দুই প্রকার প্রাণী উপলব্ধ হয়। তাহাদের মধ্যে জঙ্গম প্রাণীই শ্রেষ্ঠ ॥ ১০৭

রাজন্! নরেশ্বর! মহাত্মা পুরুষগণের মধ্যে, বেদে, সাংখ্যে (দর্শনশাস্ত্রে), যোগশাস্ত্রমধ্যে এবং পুরাণসকলে যে নানাপ্রকার উত্তম জ্ঞান দেখা যায়, সে সমস্তই সাংখ্য হইতেই আসিয়াছে ॥ ১০৮

নৃপ! মহাত্মন্! শ্রেষ্ঠ ইতিহাসসমূহে, সৎপুরুষগণ কর্তৃক সেবিত অর্থশাস্ত্রসকলে এবং এই সংসারে যাহা কিছুও উত্তম জ্ঞান দেখা গিয়াছে, তৎসমস্তই সাংখ্যশাস্ত্র হইতে আসিয়াছে ॥ ১০৯

রাজন্! প্রত্যক্ষ প্রাপ্ত মন ও ইন্দ্রিয়গণের সংযম, উত্তম বল, সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং পরিণামে সুখপ্রদ যে সূক্ষ্ম তপ কথিত হইয়াছে, সেই সবই সাংখ্যশাস্ত্রে যথাযথভাবে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১১০

কুন্তীনন্দন! যদি সাধনায় কিছু ত্রুটি থাকার জন্য সাংখ্যশাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞানলাভ না হয়, তবে সাংখ্যযোগের সাধকগণ দেবলোকে অবশ্যই গমন করেন এবং সেখানে নিরন্তর সুখে বাস করত দেবতাগণের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থতা লাভ করেন। তদনন্তর পুণ্যক্ষয়ের পর তাঁহারা এই জগতে আসিয়া পুনরায় সাধনার জন্য যত্নপরায়ণ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১১১

কুন্তীকুমার! সাংখ্যজ্ঞানী শরীর ত্যাগের পর পরমদেব পরমাত্মায় সেইভাবে প্রবেশ করেন, যেরূপ দেবগণ স্বর্গে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ভূপাল! অতএব শিষ্টপুরুষগণের দ্বারা সেবিত পরম পূজনীয় সাংখ্যশাস্ত্রে সব দ্বিজগণই অধিক অনুরক্ত হন ১১২

তেষাং ন তির্য্যগ্‌গমনং হি দৃষ্টং
নার্বাগ্‌গতিঃ পাপকৃতাধিবাসঃ।
ন বা প্রধানা অপি তে দ্বিজাতয়ো
যে জ্ঞানমেতন্নৃপতেঽনুরক্তাঃ ॥ ১১৩

সাংখ্যং বিশালং পরমং পুরাণং
মহার্ণবং বিমলমুদারকান্তম্।
কৃৎস্নঞ্চ সাংখ্যং নৃপতে মহাত্মা
নারায়ণো ধারয়তেঽপ্রমেয়ম্ ॥ ১১৪

এতন্ময়োক্তং নরদেব তত্ত্বং
নারায়ণো বিশ্বমিদং পুরাণম্।
স সর্গকালে চ করোতি সর্গং
সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ ॥ ১১৫
সংহৃত্য সর্বং নিজদেহসংস্থং
কৃত্বাপ্সু শেতে জগদন্তরাত্মা ॥ ১১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি সাংখ্যকথনে
একাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০১

নৃপতে! যাহারা এই সাংখ্যজ্ঞানে অনুরক্ত, তাঁহারাই হইলেন—ব্রাহ্মণ প্রধান, অতএব দেহত্যাগের পর এই সব ব্রাহ্মণগণ কখনও পশু পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে গমন করিয়াছেন, এরূপ দেখা যায় না। তাঁহারা কখনও নরকাদি অধোগতিও প্রাপ্ত হন নাই এবং তাঁহাদিগকে পাপাচারী ব্যক্তিদের মধ্যেও থাকিতে হয় না ॥১১৩

সাংখ্যজ্ঞান অত্যন্ত বিশাল ও অতিশয় প্রাচীন। উহা মহাসাগরের ন্যায় অগাধ, নির্মল, উদার ভাবসমূহে পরিপূর্ণ এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর। নৃপতে! পরমাত্মা ভগবান্ নারায়ণ এই সম্পূর্ণ অপ্রমেয় সাংখ্যজ্ঞানকে পূর্ণরূপে ধারণ করিয়া আছেন ॥১১৪

নরদেব! এই আমি তোমাকে সাংখ্যশাস্ত্রের তত্ত্ব বলিলাম। এই পুরাতন বিশ্বের রূপে সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণই সর্বত্র বিরাজমান আছেন। তিনিই সৃষ্টির সময় জগতের সৃষ্টি করেন এবং সংহারকালে উহাকে নিজের মধ্যে বিলীন করিয়া দেন। এইভাবে জগৎকে নিজের শরীরের মধ্যে স্থাপিত করিয়া এই জগতের অন্তরাত্মা ভগবান্ নারায়ণ একার্ণব-জলে শয়ন করেন ॥ ১১৫ ১১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে সাংখ্যতত্ত্ববর্ণনবিষয়ক একাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বশিষ্ঠ-করালজনকসংবাদঃ—ক্ষরাক্ষরতত্ত্বনিরূপণম্, অস্য জ্ঞানেন মুক্তিলাভবর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

কিং তদক্ষরমিত্যুক্তং যস্মান্নাবর্ততে পুনঃ।
কিঞ্চ তৎক্ষরমিত্যুক্তং যস্মাদাবর্ততে পুনঃ ॥ ১
অক্ষর-ক্ষরয়োর্ব্যক্তিং পৃচ্ছাম্যরিনিষূদন।
উপলব্ধুং মহাবাহো তত্ত্বেন কুরুনন্দন ॥ ২
ত্বং হি জ্ঞাননিধির্বিপ্রৈরুচ্যসে বেদপারগৈঃ।
ঋষিভিশ্চ মহাভাগৈর্যতিভিশ্চ মহাত্মভিঃ ॥ ৩
শেষমল্পং দিনানাং তে দক্ষিণায়ণভাস্করে।
আবৃত্তে ভগবত্যর্কে গন্তাসি পরমাং গতিম্ ॥ ৪

দ্ব্যধিকত্রিশততম অধ্যায়

[বশিষ্ঠ ও করালজনকের সংবাদ ক্ষর ও অক্ষর তত্ত্বের নিরূপণ এবং উহার জ্ঞানে মুক্তি লাভ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! সেই অক্ষর তত্ত্ব কি, যাহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীব পুনরায় আর এ জগতে ফিরিয়া আসে না এবং ক্ষর পদার্থই বা কি, যাহার জ্ঞানের দ্বারা ও যাহা প্রাপ্ত হইয়াও এ জগতে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়? ১

শত্রুসূদন! মহাবাহু! কুরুনন্দন! ক্ষর ও অক্ষরের স্বরূপকে স্পষ্টরূপে যথাযথভাবে বুঝিবার জন্যই আমি আপনাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি। ২

বেদসমূহের পারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ, মহাভাগ মহর্ষিগণ এবং মহাত্মা যতিগণও আপনাকে জ্ঞাননিধি বলেন। ৩

এখন সূর্য্যদেবের দক্ষিণায়নে গতির আর অল্পই অবশিষ্ট আছে। ভগবান্ সূর্য্যদেব উত্তরায়ণে পদার্পণ করিলেই আপনি পরম ধামে চলিয়া যাইবেন। ৪

ত্বয়ি প্রতিগতে শ্রেয়ঃ কুতঃ শ্রোষ্যামহে বয়ম্ ।
কুরুবংশপ্রদীপস্ত্বং জ্ঞানদীপেন দীপ্যসে ॥ ৫
তদেতচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তঃ কুরুকুলোদ্বহ ।
ন তৃপ্যামীহ রাজেন্দ্র শৃণ্বন্নমৃতমীদৃশম্ ॥ ৬
ভীষ্ম উবাচ ।
অত্র তে বর্ত্তয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্ ।
বশিষ্ঠস্য চ সংবাদং করালজনকস্য চ ॥ ৭
বশিষ্ঠং শ্রেষ্ঠমাসীনমৃষীণাং ভাস্করদ্যুতিম্ ।
পপ্রচ্ছ জনকো রাজা জ্ঞানং নৈঃশ্রেয়সং পরম্ ॥ ৮
পরমধ্যাত্মকুশলমধ্যাত্মগতিনিশ্চয়ম্ ।
মৈত্রাবরুণিমাসীনমভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৯
স্বক্ষরং প্রশ্রিতং বাক্যং মধুরং চাপ্যনুল্বণম্ ।
পপ্রচ্ছর্ষিবরং রাজা করালজনকঃ পুরা ॥ ১০
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
যস্মান্ন পুনরাবৃত্তিমাপ্নুবন্তি মনীষিণঃ ॥ ১১
যচ্চ তৎ ক্ষরমিত্যুক্তং যত্রেদং ক্ষরতে জগৎ ।
যচ্চাক্ষরমিতি প্রোক্তং শিবং ক্ষেমমনাময়ম্ ॥১২
বশিষ্ঠ উবাচ ।
শ্রূয়তাং পৃথিবীপাল ক্ষরতীদং যথা জগৎ ।
যন্ন ক্ষরতি পূর্ব্বেণ যাবৎ কালেন বাপ্যথ ॥ ১৩
যুগং দ্বাদশসাহস্রং কল্পং বিদ্ধি চতুর্যুগম্ ।
দশকল্পশতাবৃত্তমহস্তদ্ ব্রাহ্মমুচ্যতে ॥ ১৪
রাত্রিশ্চৈতাবতী রাজন্ যস্যান্তে প্রতিবুধ্যতে ।
সৃজত্যনন্তকর্মাণং মহান্তং ভূতমগ্রজম্ ॥ ১৫
মূর্তিমন্তমমূর্ত্তাত্মা বিশ্বং শম্ভুঃ স্বয়ম্ভুবঃ ।
অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিরীশানং জ্যোতিরব্যয়ম্ ॥ ১৬
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৭

আপনি চলিয়া যাইলে পর আমরা নিজেদের কল্যাণ বার্ত্তা কাহার নিকট শুনিব? আপনি কুরুবংশের প্রকাশকারী প্রদীপ এবং জ্ঞানদীপে উদ্ভাসিত হইতেছেন ॥ ৫

কুরুকুলধুরন্ধর! রাজেন্দ্র! অতএব আমি আপনার নিকট হইতেই এই সব শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক। আপনার এই অমৃতময় বচনসকল শ্রবণ করিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। (অতএব আপনি আমাকে এই ক্ষর ও অক্ষর তত্ত্ব বলুন।) ॥ ৬

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই বিষয়ে করালজনক ও বশিষ্ঠের যে সংবাদ সংঘটিত হইয়াছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাস আমি তোমাকে বলিব ॥ ৭

কোন এক সময়ের কথা, ঋষিগণের মধ্যে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ নিজ আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন; এমন সময় রাজা করালজনক উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরম কল্যাণকারী জ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৮

মিত্রাবরুণের পুত্র বশিষ্ঠ অধ্যাত্মবিষয়ক প্রবচনে অত্যন্ত কুশল ছিলেন এবং তাঁহার অধ্যাত্মজ্ঞানের নিশ্চয় হইয়া গিয়াছিল। তিনি এক আসনে বসিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে রাজা করালজনক সেই মুনিবরের নিকট গমন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন এবং সুন্দর অক্ষরসমূহে যুক্ত, বিনয়পূর্ণ ও কুতর্ক-রহিত (অনুদ্ধত) মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৯-১০

ভগবন্! যেখান হইতে মনীষী পুরুষগণ পুনরায় এ সংসারে ফিরিয়া আসেন না, সেই সনাতন পরব্রহ্মের স্বরূপ আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ১১

এবং যাহাকে 'ক্ষর' বলা হইয়াছে, উহাও আমি জানিতে অভিলাষী। যাহার মধ্যে এই জগতের ক্ষরণ (লয়) হয় এবং যাহাকে 'অক্ষর' বলা হয়, সেই নির্বিকার কল্যাণময় শিবস্বরূপ অধিষ্ঠানেরও জ্ঞানলাভ করিতে আমি ইচ্ছুক ॥ ১২

বশিষ্ঠ বলিলেন, ভূপাল! যেরূপে এই জগতের ক্ষর (পরিবর্ত্তন) হয়, উহা এবং যাহা কোনও কালে ক্ষরিত (নষ্ট) হয় না, সেই অক্ষরকেও আমি বলিব, তুমি শ্রবণ কর ॥ ১৩

দেবতাগণের বার হাজার বর্ষে এক চতুর্যুগ হয়। ইহাকেই কল্প অর্থাৎ মহাযুগ বলিয়া জানিও। এরূপ এক হাজার মহাযুগে ব্রহ্মার একদিন হয় ইহা কথিত হইয়াছে ॥ ১৪

রাজন্! তাঁহার রাত্রিও এই পরিমাণেই হইয়া থাকে; যাহার শেষে তিনি জাগরিত হন। অনন্তকর্মা ব্রহ্মা সকলের অগ্রজ এবং মহাপ্রাণী। এই সম্পূর্ণ বিশ্ব তাঁহারই স্বরূপ। যিনি অণিমা, লঘিমা ও প্রাপ্তি আদি অষ্ট সিদ্ধিসমূহের নিয়ামক, সেই কল্যাণস্বরূপ নিরাকার পরমেশ্বরই এই মূর্তিমান্ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই পরমাত্মা জ্যোতিস্বরূপ স্বয়ম্প্রকাশ ও অবিনাশী। তাঁহার হস্ত, পদ, নেত্র, মস্তক ও মুখ সর্ব্বদিকেই রহিয়াছে। তাঁহার কর্ণও সর্ব্বদিকে আছে। তিনি সংসারে সব কিছু ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত আছেন ॥ ১৫-১৭

হিরণ্যগর্ভো ভগবানেষ বুদ্ধিরিতি স্মৃতঃ।
মহানিতি চ যোগেষু বিরিঞ্চিরিতি চাপ্যজঃ ॥ ১৮

সাংখ্যে চ পঠ্যতে শাস্ত্রে নামভির্বহুধাত্মকঃ।
বিচিত্ররূপো বিশ্বাত্মা একাক্ষর ইতি স্মৃতঃ ॥ ১৯

বৃতং নৈকাত্মকং যেন কৃতং ত্রৈলোক্যমাত্মনা
তথৈব বহুরূপত্বাদ্ বিশ্বরূপ ইতি স্মৃতঃ ॥ ২০

এষ বৈ বিক্রিয়াপন্নঃ সৃজত্যাত্মানমাত্মনা।
অহঙ্কারং মহাতেজাঃ প্রজাপতিমহঙ্কৃতম্ ॥ ২১

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তমাপন্নং বিদ্যাসর্গং বদন্তি তম্।
মহান্তং চাপ্যহঙ্কারমবিদ্যাসর্গমেব চ ॥ ২২

অবিধিশ্চ বিধিশ্চৈব সমুৎপন্নৌ তথৈকতঃ।
বিদ্যাবিদ্যেতি বিখ্যাতে শ্রুতিশাস্ত্রার্থচিন্তকৈঃ ॥২৩

ভূতসর্গমহঙ্কারাৎ তৃতীয়ং বিদ্ধি পার্থিব।
অহঙ্কারেষু সর্ব্বেষু চতুর্থং বিদ্ধি বৈকৃতম্ ॥ ২৪

বায়ুর্জ্যোতিরথাকাশমাপোঽথ পৃথিবী তথা।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ ॥ ২৫

এবং যুগপদুৎপন্নং দশবর্গমসংশয়ম্।
পঞ্চমং বিদ্ধি রাজেন্দ্র ভৌতিকং সর্গমর্থবৎ ॥ ২৬

শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা ঘ্রাণমেব চ পঞ্চমম্।
বাক্ চ হস্তৌ চ পাদৌ চ পায়ুর্মেঢ্রং তথৈব চ ॥ ২৭

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চৈতানি তথা কর্মেন্দ্রিয়াণি চ।
সম্ভূতানীহ যুগপন্মনসা সহ পার্থিব ॥ ২৮

এষা তত্ত্বচতুর্বিংশা সর্বাকৃতিষু বর্ততে।
যাং জ্ঞাত্বা নাভিশোচন্তি ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ২৯

এতদ্ দেহং সমাখ্যাতং ত্রৈলোক্যে সর্বদেহিষু।
বেদিতব্যং নরশ্রেষ্ঠ সদেব-নর-দানবে ॥ ৩০

সযক্ষ-ভূত-গন্ধর্বে সকিন্নর-মহোরগে।
সচারণ-পিশাচে বৈ সদেবর্ষি-নিশাচরে ॥ ৩১

পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন যিনি সকলের অগ্রজ ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ, তাঁহাকেই বুদ্ধি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যোগশাস্ত্রে ইঁহাকেই মহান্ বলা হইয়াছে। ইঁহাকে বিরিঞ্চি এবং অজও বলা হয়। ১৮

অনেক নাম ও রূপসমূহে যুক্ত এই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে সাংখ্যশাস্ত্রেও বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি বিচিত্ররূপধারী, বিশ্বাত্মা ও একাক্ষর বলিয়া কথিত হন। এই অনেকরূপবিশিষ্ট ত্রিলোকের রচনা তিনিই করিয়াছেন এবং স্বয়ংই ইঁহাকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। এইরূপ বহু রূপ ধারণ করেন বলিয়া তিনি বিশ্বরূপ নামে অভিহিত হন। ১৯-২০

এই মহাতেজস্বী ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ বিকারপ্রাপ্ত হইয়া স্বয়ংই অহঙ্কারকে ও উহার অভিমানী প্রজাপতি বিরাটের সৃষ্টি করেন। ২১

ইঁহাদের মধ্যে নিরাকার হইতে সাকাররূপে প্রকটিত মূল প্রকৃতিকে বিদ্যাসর্গ বলা হয় এবং মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারকে অবিদ্যাসর্গ বলা হয়। ২২

অবিধি (জ্ঞান) ও বিধির (কর্ম্মের) উৎপত্তিও এই পরমাত্মা হইতেই হইয়াছে। শ্রুতি ও শাস্ত্রের অর্থ বিচারকারী বিদ্বান্‌গণ উহাদিগকে বিদ্যা ও অবিদ্যা বলিয়াছেন। ২৩

পৃথিবীনাথ! অহঙ্কার হইতে যে সমস্ত সূক্ষ্ম ভূতসমূহের সৃষ্টি হয়, উহাকে তৃতীয় 'সর্গ' বলিয়া জানিও। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভেদে তিন প্রকার অহঙ্কার হইতে যে চতুর্থ সৃষ্টি উৎপন্ন হয়, উহাকে বৈকৃত-সর্গ বলিয়া জানিও। ২৪

আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী—এই পঞ্চ মহাভূত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চ বিষয় বৈকৃত-সর্গের অন্তর্গত। ২৫

এই দশটির উৎপত্তি একই সঙ্গে হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। রাজেন্দ্র! পঞ্চমে ভৌতিক-সর্গ বলিয়া জানিও; যাহা প্রাণিগণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া সার্থক। ২৬

এই ভৌতিক সর্গের অন্তর্গত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। ভূপাল! মন সহ এই সবেরও উৎপত্তি একই সঙ্গে হইয়া থাকে। ২৭-২৮

এই চব্বিশটি তত্ত্ব সমস্ত প্রাণিগণের শরীরে বিদ্যমান আছে তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ ইহাদের যথার্থ স্বরূপ জানিয়া কখনও শোক করেন না। ২৯

নরশ্রেষ্ঠ! ত্রিভুবনে যত দেহধারী প্রাণী আছে, তাহাদের সকলের মধ্যে এই তত্ত্বসমুদায়েরই দেহ বলিয়া জানিতে হইবে; দেবতা, মনুষ্য, দানব, যক্ষ, ভূত, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মহাসর্প, চারণ, পিশাচ, দেবর্ষি, নিশাচর, দংশ (ডাঁশ), কীট, মশক, দুর্গন্ধযুক্ত

সদংশ-কীট-মশকে সভূতি-কৃমি-মূষিকে।
শুনি শ্বপাকে চৈণেয়ে সচাণ্ডালে সপুৰুসে ॥ ৩২

হস্ত্যশ্ব-খর-শার্দূলে সবৃক্ষে গবি চৈব হ।
যচ্চ মূর্তিময়ং কিঞ্চিৎ সর্বত্রৈতন্নিদর্শনম্ ॥ ৩৩

জলে ভুবি তথাঽকাশে নান্যত্রেতি বিনিশ্চয়ঃ।
স্থানং দেহবতামাসীদিত্যেবমনুশুশ্রুম ॥ ৩৪

কৃৎস্নমেতাবতস্তাত ক্ষরতে ব্যক্তসংজ্ঞিতম্।
অহন্যহনি ভূতাত্মা ততঃ ক্ষর ইতি স্মৃতঃ ॥ ৩৫

এতদক্ষরমিত্যুক্তং ক্ষরতীদং যথা জগৎ।
জগন্মোহাত্মকং প্রাহুরব্যক্তাদ্ ব্যক্তসংজ্ঞকম্ ॥ ৩৬

মহাংশ্চৈবাগ্রজো নিত্যমেতৎ ক্ষরনিদর্শনম্।
কথিতং তে মহারাজ যস্মাৎ ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৩৭

পঞ্চবিংশতিমো বিষ্ণুর্নিস্তত্ত্বস্তত্ত্বসংজ্ঞিতঃ।
তত্ত্বসংশ্রয়ণাদেতৎ তত্ত্বমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৩৮

যদমর্ত্যমসৃজদ্ ব্যক্তং তত্তন্মূর্ত্যধিতিষ্ঠতি।
চতুর্বিংশতিমোঽব্যক্তো হ্যমূর্তঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৩৯

স এব হৃদি সর্বাসু মূর্তিষ্বাতিষ্ঠতেঽঽত্মবান্।
কেবলশ্চেতনো নিত্যঃ সর্বমূর্তিরমূর্তিমান্ ॥৪০

সর্গপ্রলয়ধর্মিণ্যা অসর্গপ্রলয়াত্মকঃ।
গোচরে বর্ততে নিত্যং নির্গুণং গুণসংজ্ঞিতম্ ॥ ৪১

এবমেষ মহানাত্মা সর্গপ্রলয়কোবিদঃ।
বিকুর্বাণঃ প্রকৃতিমানভিমন্যত্যবুদ্ধিমান্ ॥ ৪২

তমঃসত্ত্বরজোযুক্তাসু তাস্বিহ যোনিষু।
নিয়তে প্রতিবুদ্ধিত্বাদবুদ্ধজনসেবনাৎ ॥ ৪৩

কীট, ইঁদুর, কুকুর, চাণ্ডাল, হরিণ, শ্বপাক (কুকুরমাংসভোজী), পুকস (ম্লেচ্ছ) হস্তী, অশ্ব, গাধা, সিংহ, বৃক্ষ ও গরু প্রভৃতি রূপে যাহা কিছু মূর্তিমান্ পদার্থ আছে, সর্বত্রই এই সব তত্ত্বই দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৩০-৩৩

পৃথিবী, জল ও আকাশে এই সব দেহধারীদিগের নিবাস, অন্যত্র আর কোথাও নহে; ইহাই বিদ্বান্গণের সিদ্ধান্ত। আমি তাহাই শুনিয়াছি ॥ ৩৪

বৎস করালজনক! এই সম্পূর্ণ পাঞ্চভৌতিক জগৎকে ব্যক্ত বলা হয় এবং প্রতিদিন ইহার ক্ষরণ (ক্ষয়) হয়; সেই কারণে 'ক্ষর' বলা হইয়া থাকে ॥ ৩৫

ইহা হইতে ভিন্ন যে তত্ত্ব আছে, ইহাকে 'অক্ষর' বলে। এইভাবে সেই অব্যক্ত অক্ষর হইতে উৎপন্ন এই ব্যক্ত নামধারী মোহাত্মক জগৎ ক্ষরিত হয় বলিয়া "ক্ষর" নামে অভিহিত করা হয় ॥ ৩৬

ক্ষরতত্ত্বসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথমে মহত্তত্ত্বের (বুদ্ধ, ব্রহ্মার) সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা সর্বদা চিন্তনীয়। ইহাই ক্ষরের পরিচয়। মহারাজ করালজনক! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তদনুসারে তোমার সমক্ষে এই ক্ষর ও অক্ষর তত্ত্ব বর্ণনা করিলাম ॥৩৭

এই চব্বিশ তত্ত্বের পরে যে ভগবান্ বিষ্ণু (সর্বব্যাপী পরমাত্মা) তাঁহাকে পঁচিশ তত্ত্ব বলা হয়। তত্ত্বসমূহের দ্বারা উৎপন্ন দেহে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া মনীষী পুরুষগণ তাঁহাকেও তত্ত্ব বলিয়া থাকেন ॥৩৮

মহত্তত্ত্বাদি ব্যক্ত পদার্থ যে মরণশীল (নশ্বর) পদার্থসকলের সৃষ্টি করে; সেই সবই কোন না কোন মূর্তি আশ্রয় করিয়াই থাকে। গণনা করিলে দেখা যায় চতুর্বিংশতিতম তত্ত্ব হইলেন অব্যক্ত প্রকৃতি এবং পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব নিরাকার পরমাত্মা ॥৩৯

যিনি অদ্বিতীয়, চেতন, নিত্য, সর্বস্বরূপ, নিরাকার এবং সকলের আত্মা, সেই পরম পুরুষ পরমাত্মাই সমস্ত শরীরের হৃদয়দেশে বাস করেন ॥ ৪০

যদ্যপি সৃষ্টি ও প্রলয় প্রকৃতিরই ধর্ম এবং পুরুষ ত' উহার সহিত সর্বতোভাবে সম্বন্ধরহিত, তথাপি সেই প্রকৃতির সংসর্গবশতঃ পুরুষও সৃষ্টি এবং প্রলয়রূপ ধর্ম সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে হয়। তিনি ইন্দ্রিয়সকলের বিষয় না হইয়াও ইন্দ্রিয়গোচর বলিয়াই প্রতিভাত হন এবং নির্গুণ হইলেও গুণবান্ বলিয়াই প্রতীত হন ॥ ৪১

এইরূপ সৃষ্টি ও প্রলয়ের তত্ত্বসম্বন্ধে অভিজ্ঞ এই মহান্ আত্মা অধিকারী হইয়াও প্রকৃতির সংসর্গযুক্ত হইয়া বিকারবান্ বলিয়াই প্রতীয়মান হন এবং প্রাকৃত বুদ্ধিহীন হইয়াও শরীরে আত্মাভিমান করিয়া থাকেন ॥ ৪২

প্রকৃতির সংসর্গবশতই তিনি সত্ত্ব গুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণযুক্ত হইয়া যান ও অজ্ঞান মনুষ্যদিগের সঙ্গ করিয়া থাকেন বলিয়া তাহাদেরই ন্যায় নিজেকে শরীরস্থ মনে করিয়া তিনি সেই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪৩

সহবাসবিনাশিত্বান্নান্যোঽহমিতি মন্যতে ।
যোঽহং সোঽহমিতি হ্যুক্ত্বা গুণানেবানুবর্ত্ততে ॥৪৪

তমসা তামসান্ ভাবান্ বিবিধান্ প্রতিপদ্যতে ।
রজসা রাজসাংশ্চৈব সাত্ত্বিকান্ সত্ত্বসংশ্রয়াৎ ॥ ৪৫

শুক্ললোহিতকৃষ্ণানি রূপাণ্যেতানি ত্রীণি তু ।
সর্বাণ্যেতানি রূপাণি যানীহ প্রাকৃতানি বৈ ॥ ৪৬

তামসা নিরয়ং যান্তি রাজসা মানুষানথ ।
সাত্ত্বিকা দেবলোকায় গচ্ছন্তি সুখভাগিনঃ ॥ ৪৭

নিষ্কৈবল্যেন পাপেন তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ ।
পুণ্য-পাপেন মানুষ্যং পুণ্যেনৈকেন দেবতাঃ ॥ ৪৮

এবমব্যক্তবিষয়ং ক্ষরমাহুর্মনীষিণঃ ।
পঞ্চবিংশতিমো যোঽয়ং জ্ঞানাদেব প্রবর্ত্ততে ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি বশিষ্ঠকরালজনসংবাদে দ্ব্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০২

প্রকৃতির সহবাসে নিজের স্বরূপবোধ লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় পুরুষ বুঝিতে থাকেন যে, আমি শরীর হইতে ভিন্ন নহি। 'আমি ইহা, আমি উহা, অমুকের পুত্র, আমি জাতিতে অমুক' এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি সাত্ত্বিকাদি গুণসকলেরই অনুসরণ করেন ॥ ৪৪

তিনি তমোগুণের দ্বারা মোহাদি নানাপ্রকার তামস ভাব সকল, রজোগুণের দ্বারা প্রবৃত্তি প্রভৃতি রাজস ভাবসমূহ এবং সত্ত্বগুণের আশ্রয় করত প্রকাশাদি সাত্ত্বিক ভাবসমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪৫

সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ হইতে ক্রমশঃ শুক্ল, রক্ত এবং কৃষ্ণ—এই তিন বর্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রকৃতি হইতে যে যে রূপসকল উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমস্তই এই তিন বর্ণেরই অন্তর্গত ॥ ৪৬

তমোগুণাবলম্বী প্রাণী নরকে পতিত হয়, রাজস স্বভাবের জীব মনুষ্যলোকে গমন করে এবং সুখভাগী সাত্ত্বিক মানুষ দেবলোকে প্রস্থান করে ॥ ৪৭

কেবল পাপ কর্মসমূহেরই ফলস্বরূপ জীব পশু-পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্‌-যোনি লাভ করে। পুণ্য ও পাপ এই উভয়ের সংমিশ্রণে মনুষ্যলোকপ্রাপ্তি হয় এবং কেবল পুণ্যের দ্বারা প্রাণী দেবলোকে গমন করে ॥ ৪৮

এইরূপে জ্ঞানী পুরুষ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন পদার্থসমূহকে 'ক্ষর' বলেন। পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে ভিন্ন যে পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব-পরম পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনি হইলেন 'অক্ষর'। জ্ঞানেরই দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় ॥ ৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে বশিষ্ঠ ও করালজনকের সংবাদ-বিষয়ক দ্ব্যধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[প্রকৃতেঃ সংসর্গবশাজ্জীবস্য নানাবিধকর্ম্মণাং কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বয়োর্বোধঃ, নানাযোনিষু পৌনঃপুন্যেন জন্মলাভশ্চ

বশিষ্ঠ উবাচ ।

এবমপ্রতিবুদ্ধত্বাদবুদ্ধমনুবর্ত্ততে ।
দেহাদ্ দেহসহস্রাণি তথা সমভিপদ্যতে ॥ ১

তির্য্যগ্‌যোনিসহস্রেষু কদাচিদ্ দেবতাস্বপি ।
উপপদ্যতি সংযোগাদ্ গুণৈঃ সহ গুণক্ষয়াৎ ॥ ২

মানুষত্বাদ্ দিবং যাতি দিবো মানুষ্যমেব চ ।
মানুষ্যান্নিরয়স্থানমানন্ত্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ৩

কোষকারো যথাত্মানং কীটঃ সমবরুন্ধতি ।
সূত্রতন্তুগুণৈর্নিত্যং তথায়মগুণো গুণৈঃ ॥ ৪

দ্বন্দ্বমেতি চ নির্দ্বন্দ্বস্তাসু তাস্বিহ যোনিষু ।
শীর্ষরোগেঽক্ষিরোগে চ দন্তশূলে গলগ্রহে ॥৫

জলোদরে তৃষারোগে জ্বরগণ্ডে বিষূচকে ।
শ্বিত্রকুষ্ঠেঽগ্নিদগ্ধে চ সিধ্মাপস্মারয়োরপি ॥ ৬

যানি চান্যানি দ্বন্দ্বানি প্রাকৃতানি শরীরিষু ।
উৎপদ্যন্তে বিচিত্রাণি তান্যেষোঽপ্যভিমন্যতে ॥ ৭

তির্য্যগ্‌যোনিসহস্রেষু কদাচিদ্ দেবতাস্বপি ।
অভিমন্যত্যভীমানাৎ তথৈব সুকৃতান্যপি ॥৮

শুক্লবাসাশ্চ দুর্বাসাঃ শায়ী নিত্যমধস্তথা ।
মণ্ডূকশায়ী চ তথা বীরাসনগতস্তথা ॥ ৯

চীরধারণমাকাশে শয়নং স্থানমেব চ ।
ইষ্টকাপ্রস্তরে চৈব কণ্টকপ্রস্তরে তথা ॥ ১০

ভস্মপ্রস্তরশায়ী চ ভূমিশয্যা তলেষু চ ।
বীরস্থানাম্বুপঙ্কে চ শয়নং ফলকেষু চ ॥ ১১

ত্র্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

[প্রকৃতির সংসর্গবশতঃ জীবের নিজকে নানা প্রকার কর্ম সকলের কর্ত্তা ও ভোক্তারূপে বোধ এবং নানা যোনিতে বারংবার জন্মলাভ ।]

বশিষ্ঠ বলিলেন — রাজন্ ! এইরূপে জীব জ্ঞানহীন হইয়া সর্ব্বদা অজ্ঞানেরই অনুসরণ করিয়া চলে ; সেইজন্য তাহাকে এক দেহ হইতে সহস্র সহস্র দেহে ভ্রমণ করিতে হয় ॥১

এই জীব গুণসকলের সহিত সম্বন্ধবশতঃ সেই সব গুণেরই সামর্থ্যবশতঃ কখনও সহস্রবার তির্য্যগ যোনি এবং কখনও দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ২

কখনও মানব-যোনি হইতে স্বর্গলোকে গমন করে এবং কখনও স্বর্গ হইতে মনুষ্যলোকে ফিরিয়া আসে। মনুষ্যলোক হইতে কখনও কখনও আবার অনন্ত নরকেও পতিত হইয়া থাকে ॥ ৩

যেরূপ কোষকার যাবতীয়া নিজেরই দেহ হইতে উৎপন্ন সূত্রসমূহের দ্বারা নিজেকে সর্ব্বদিকে আবদ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই নির্গুণ আত্মাও নিজেরই দ্বারা উৎপন্ন প্রাকৃত গুণসমূহের দ্বারা নিজেকে সর্ব্বতোভাবে আবদ্ধ করেন ॥ ৪

স্বয়ং সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বসমূহ-রহিত হইলেও ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করত সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। কখনও তাঁহার মস্তকে ব্যাধি, কখনও নেত্ররোগ, কখনও দন্ত রোগ এবং কখনও গলদেশে রোগ উৎপন্ন হয় ॥৫

এইভাবে তিনি জলোদর তৃষা রোগ, জ্বর, গলগণ্ড, বিষূচিকা (হাজা), শ্বেত কুষ্ঠ, অগ্নিদাহ, সিধ্মা (সাদা দাগ বা শ্বেতী) ও অপস্মার (মৃগী) প্রভৃতি রোগসকলের দ্বারা আক্রান্ত হন ॥ ৬

ইহা ব্যতীত আরও যত প্রকারের প্রকৃতি জন্য বিচিত্র রোগ বা দ্বন্দ্ব দেহধারী প্রাণিগণের মধ্যে উৎপন্ন হয়, সেই সবেরও দ্বারা তিনি নিজেকে আক্রান্ত মনে করেন ॥৭

কখনও নিজেকে সহস্র তির্য্যগ্-যোনিতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করেন এবং কখনও দেবত্বের অভিমান করেন। এই অভিমানবশতই সেই সেই দেহের দ্বারা কৃত কর্ম্মসমূহের ফল ভোগ করেন ॥ ৮

ফলের আশায় আবদ্ধ মানুষ কখনও নব শুভ্র বস্ত্র পরিধান করে, কখনও ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিধান করে, কখনও ভূতলে শয়ন করে, কখনও মণ্ডূকের (ব্যাঙের) ন্যায় হস্তপদ সঙ্কুচিত করিয়া শয়ন করে কখনও বীরাসনে উপবেশন করে এবং কখনও অনাবৃত আকাশের নিচে বসিয়া থাকে। কখন চীর ও বল্কল পরিধান করে, কখনও ইষ্টক ও প্রস্তরে শয়ন এবং উপবেশন করে, এবং প্রস্তরে শয়ন-উপবেশন করে, কখনও কণ্টক-শয্যায় শয়ন করে, কখনও ভস্মভূমিতে, কখনও জলে, কখনও কর্দমে, কখনও কাঠচৌকীতে এবং নানাবিধ শয্যায় শয়ন করে। কখনও যুদ্ধ

বিবিধাসু চ শয্যাসু ফলগৃদ্ধ্যান্বিতস্তথা
মুঞ্জমেখলনগ্নত্বং ক্ষৌমকৃষ্ণাজিনানি চ ॥ ১২
শাণীবালপরীধানো ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিচ্ছদঃ।
সিংহচর্ম্মপরীধানঃ পট্টবাসাস্তথৈব চ ॥ ১৩
ফলকং পরিধানশ্চ তথা কণ্টকবস্ত্রধৃক্।
কীটকাবসনশ্চৈব চীরবাসাস্তথৈব চ ॥ ১৪
বস্ত্রাণি চান্যানি বহূন্যভিমন্তত্যবুদ্ধিমান্।
ভোজনানি বিচিত্রাণি রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ১৫
একরাত্রান্তরাশিত্বমেককালিকভোজনম্।
চতুর্থাষ্টমকালশ্চ ষষ্ঠকালিক এব চ ॥ ১৬
ষড়্‌রাত্রভোজনশ্চৈব তথৈবাষ্টাহভোজনঃ।
সপ্তরাত্রদশাহারো দ্বাদশাহিকভোজনঃ ॥ ১৭
মাসোপবাসী মূলাশী ফলাহারস্তথৈব চ।
বায়ুভক্ষোঽম্বুপিণ্যাকদধিগোময়ভোজনঃ ॥ ১৮

গোমূত্রভোজনশ্চৈব শাকপুষ্পাদ এব চ।
শৈবালভোজনশ্চৈব তথাচামেন বর্ত্তয়ন্ ॥ ১৯
বর্ত্তয়ন্ শীর্ণপর্ণৈশ্চ প্রকীর্ণফলভোজনঃ।
বিবিধানি চ কৃচ্ছ্রাণি সেবতে সিদ্ধিকাঙ্ক্ষয়া ॥ ২০
চান্দ্রায়ণানি বিধিবল্লিঙ্গানি বিবিধানি চ।
চাতুরাশ্রম্যপন্থানমাশ্রয়ত্যপথানপি ॥ ২১
উপাশ্রমানপ্যপরান্ পাষণ্ডান্ বিবিধানপি।
বিবিক্তাশ্চ শিলাচ্ছায়াস্তথা প্রস্রবণানি চ ॥ ২২
পুলিনানি বিবিক্তানি বিবিক্তানি বনানি চ।
দেবস্থানানি পুণ্যানি বিবিক্তানি সরাংসি চ ॥ ২৩
বিবিক্তাশ্চাপি শৈলানাং গুহা গৃহনিভোপমাঃ।
বিবিক্তানি চ জপ্যানি ব্রতানি বিবিধানি চ ॥ ২৪
নিয়মান্ বিবিধাংশ্চাপি বিবিধানি তপাংসি চ।
যজ্ঞাংশ্চ বিবিধাকারান্ বিধীংশ্চ বিবিধাংস্তথা ॥ ২৫

তৃণনির্ম্মিত মেখলা পরিধান করে, কখনও নগ্ন হইয়াই ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে, কখনও রেশমী বস্ত্র পরিধান করে এবং কখনও কৃষ্ণ মৃগ চর্ম্ম পরিধান করে ॥ ৯-১২

কখনও শণ বা লোমনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করে। কখনও ব্যাঘ্র বা সিংহের চর্ম্মনির্ম্মিত বস্ত্রের দ্বারা নিজের দেহকে আবৃত করে। কখনও আবার পট্টবস্ত্র পরিধান করে ॥ ১৩

কখনও ফলকবস্ত্র (ভূর্জ্জপত্রের ছাল), কখনও সাধারণ বস্ত্র এবং কণ্টকবস্ত্র পরিধান করে। কখনও কীট হইতে উৎপন্ন কোমল রেশম বস্ত্র পরিধান এবং কখনও গণ্ডবস্ত্র পরিধান ॥ ১৪

সেই অজ্ঞান জীব ইহারও অতিরিক্ত নানাবিধ বস্ত্র পরিধান করে, বিচিত্র বিচিত্র ভোজনেরও স্বাদ গ্রহণ করে এবং বহু প্রকার রত্নও ধারণ করে ॥ ১৫

কখনও একরাত্রি অন্তর ভোজন করে, কখনও দিন-রাত্রিতে একবার ভোজন করে, কখনও দিনের চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টমপ্রহরে একবার ভোজন করে ॥ ১৬

কখনও ছয় রাত্রি অতিক্রম করিয়া ভোজন করে এবং কখনও সপ্ত, আট, দশ অথবা দ্বাদশ দিন অতিবাহিত করিয়া ভোজন করে ॥ ১৭

কখনও ক্রমান্বয়ে একমাস উপবাস করে। কখনও ফল খাইয়া ভোজন করে এবং কখনও কন্দমূল ভোজনের দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করে। কখনও জল বায়ু পান করত অবস্থান করে। কখনও তিলের খোল, কখন দধি এবং কখনও গোবর পান করত অবস্থান করে ॥ ১৮

কখনও সে গোমূত্র ভোজন করে। কখনও সে শাক ও পুষ্প ভোজন করে এবং কখনও জলের আচমনমাত্র করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করে ॥ ১৯

কখনও শুষ্ক পত্র ও বৃক্ষ হইতে পতিত ফলসমূহ ভোজন করত অবস্থান করে। এইভাবে সিদ্ধিলাভের বাসনা লইয়া সে নানা-প্রকার কঠোর নিয়মসমূহ পালন করে ॥ ২০

কখনও বিধি অনুসারে চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করে এবং বহুপ্রকারের ধর্ম্মীয় চিহ্ন ধারণ করে। কখনও চারি আশ্রমের পথে চলিতে থাকে ও কখনও বিপরীত পথেও গমন করে ॥ ২১

কখনও নানাবিধ অন্তআশ্রমসকল এবং কখনও নানাপ্রকারের পাষণ্ড ধর্ম্ম অবলম্বন করে। কখনও নির্জনে শিলাখণ্ডের ছায়ায় উপবেশন করে এবং কখনও ঝরণার নিকটে বাস করে ॥ ২২

কোন সময়ে নদীসকলের নির্জন তীরে, নির্জন বনে, পবিত্র দেবমন্দিরসমূহে এবং সরোবরের নির্জন সমীপে বাস করে ॥২৩

কখনও পর্ব্বতসকলের নির্জন গৃহতুল্য গুহাসমূহে বাস করে। সেই সব স্থানে নানাপ্রকারের গোপনীয় জপ, ব্রত, নিয়ম, তপ, যজ্ঞ এবং বিধিযুক্ত নানাবিধ কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করে ॥ ২৪-২৫

বণিক্‌পথং দ্বিজং ক্ষত্রং বৈশ্য-শূদ্রাংস্তথৈব চ।
দানঞ্চ বিবিধাকারং দীনান্ধকৃপণাদিষু ॥ ২৬
অভিমন্তত্যসম্বোধাৎ তথৈব বিবিধান্ গুণান্।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ধর্মার্থৌ কাম এব চ ॥ ২৭
প্রকৃত্যাত্মানমেবাত্মা এবং প্রবিভজত্যুত।
স্বধাকার-বষট্‌কারৌ স্বাহাকারনমস্ক্রিয়াঃ ॥ ২৮
যাজনাধ্যাপনং দানং তথৈবাহুঃ প্রতিগ্রহম্।
যজনাধ্যায়নে চৈব যচ্চান্যদপি কিঞ্চন ॥ ২৯
জন্মমৃত্যুবিবাদে চ তথা বিশসনেঽপি চ।
শুভাশুভময়ং সর্বমেতদাহুঃ ক্রিয়াপথম্ ॥ ৩০
প্রকৃতিঃ কুরুতে দেবী ভবং প্রলয়মেব চ।
দিবসান্তে গুণানেতানভ্যেত্যৈকোঽবতিষ্ঠতে ॥ ৩১
রশ্মিজালমিবাদিত্যস্তৎ তৎকালে নিযচ্ছতি।
এবমেষোঽসকৃৎপূর্বং ক্রীড়ার্থমভিমন্যতে ॥ ৩২
আত্মরূপগুণানেতান্ বিবিধান্ হৃদয়প্রিয়ান্।
এবমেতাং বিকুর্বাণঃ সর্গপ্রলয়ধর্মিণীম্ ॥ ৩৩
ক্রিয়াং ক্রিয়াপথে রক্তস্ত্রিগুণাং ত্রিগুণাধিপঃ।
ক্রিয়াং ক্রিয়াপথোপেতস্তথা তদিতি মন্যতে ॥ ৩৪
প্রকৃত্যা সর্বমেবেদং জগদন্ধীকৃতং বিভো।
রজসা তমসা চৈব ব্যাপ্তং সর্বমনেকধা ॥ ৩৫
এবং দ্বন্দ্বান্যথৈতানি সমাবর্তন্তি নিত্যশঃ।
মমৈবৈতানি জায়ন্তে ধাবন্তে তানি মামিতি ॥ ৩৬
নিস্তর্তব্যান্যথৈতানি সর্বাণীতি নরাধিপ।
মন্যতেঽয়ং হ্যবুদ্ধত্বাৎ তথৈব সুকৃতান্যপি ॥ ৩৭
ভোক্তব্যানি ময়ৈতানি দেবলোকগতেন বৈ।
ইহৈব চৈনং ভোক্ষ্যামি শুভাশুভফলোদয়ম্ ॥ ৩৮

কখনও বাণিজ্য করে; কোন সময়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য পালন করে। কখনও বৈশ্য এবং শূদ্রগণের কর্মসমূহ অবলম্বন করে। কোন সময়ে দীন-দুঃখী ও অন্ধগণকে নানা প্রকারের দান করে ॥ ২৬

অজ্ঞানভাবশতঃ সে নিজের মধ্যে সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিন প্রকার গুণ এবং ধর্ম, অর্থ ও কামের অভিমান করে ॥ ২৭

এইভাবে আত্মা প্রকৃতির দ্বারা নিজের স্বরূপকে অনেক ভাগে বিভক্ত করেন। তিনি কখনও স্বাহা (হোমকার্য্য), কখনও স্বধা (শ্রাদ্ধকর্ম), কখনও বষট্‌কার (ন্যাসাদি) এবং নমস্কার কর্মে প্রবৃত্ত হন ॥ ২৮

তিনি কখনও যজ্ঞ করেন ও যজ্ঞ করান, বেদ পড়েন ও বেদ পড়ান এবং কখনও দান করেন, আবার কখনও প্রতিগ্রহ করেন। এইভাবে তিনি অন্যান্য সব কিছু কার্য্যই করিতে থাকেন ॥ ২৯

কখনও জন্ম গ্রহণ করেন, কখনও মৃত্যুবরণ করেন, কখনও বিবাদ করেন এবং কখনও সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন যে, এ সবই হইল শুভাশুভ কর্মমার্গ ॥ ৩০

প্রকৃতিদেবীই এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় করেন। যেরূপ সূর্য্যদেব প্রতিদিন প্রাতঃকালে নিজের কিরণাবলি চারিদিকে বিস্তার করেন এবং সায়ংকালে নিজের কিরণাবলি সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ আদিপুরুষ ব্রহ্মা নিজের দিন অর্থাৎ কল্পের আরম্ভে সত্ত্ব, রজ ও তম—এই গুণত্রয়কে বিস্তার করেন এবং অন্তে সকলকেই নিজে সঙ্কুচিত করিয়া একাকীই অবস্থান করেন ॥ ৩১½

এইভাবে প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া পুরুষ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে পর মনে প্রিয়কর নানাবিধ নিজের রূপ ও গুণসকল ক্রীড়ার জন্য গ্রহণ করেন এবং উঁহাকেই নিজের কর্তব্য বলিয়া মনে করেন ॥ ৩২½

সৃষ্টি ও প্রলয় যাহার ধর্ম, সেই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া তিন গুণের অধিপতি আত্মা কর্মমার্গে অনুরক্ত ও প্রবৃত্ত হইয়া সেই প্রকৃতির দ্বারা সম্ভাব্য প্রত্যেক ত্রিগুণাত্মক কার্য্যকে নিজের বলিয়া বোধ করেন ॥ ৩৩-৩৪

প্রভো! প্রকৃতি এই সম্পূর্ণ জগৎকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারই সংযোগে সমস্ত পদার্থ অনেক প্রকারের রজোগুণ এবং তমোগুণে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৫

এইরূপ প্রকৃতির প্রেরণায় স্বভাবতঃ সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বসমূহের সদা পুনরাবৃত্তি হইতে থাকে; কিন্তু জীবাত্মা অজ্ঞানভাবশতঃ এরূপ মনে করে যে, এই সমস্ত দ্বন্দ্বই আমার দিকে ধাবিত হইতেছে এবং ইহা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য আমাকে চেষ্টা করিতে হইবে। (এই বোধ করিয়া দুঃখী হয়) নরনাথ! প্রকৃতির দ্বারা সংযুক্ত পুরুষ অজ্ঞানভাবশতঃ ইহা মনে করিতে আরম্ভ করে যে, আমি দেবলোকে গমন করত নিজের সমস্ত পুণ্য কর্মসমূহের ফল উপভোগ করিব এবং পূর্বজন্মের কৃত শুভাশুভ কর্মসমূহের যে ফল উদ্ভূত হইয়াছে, উহা এখানেই ভোগ করিব ॥ ৩৬-৩৮

সুখমেব তু কর্তব্যং সকৃৎ কৃত্বা সুখং মম।
যাবদন্তঞ্চ মে সৌখ্যং জাত্যাং জাত্যাং ভবিষ্যতি ॥৩৯

ভবিষ্যতি চ মে দুঃখং কৃতেনেহাপ্যনন্তকম্।
মহদ্ দুঃখং হি মানুষ্যং নিরয়ে চাপি মজ্জনম্ ॥৪০

নিরয়াচ্চাপি মানুষ্যং কালেনৈষ্যাম্যহং পুনঃ।
মনুষ্যত্বাচ্চ দেবত্বং দেবত্বাৎ পৌরুষং পুনঃ ॥ ৪১

মনুষ্যত্বাচ্চ নিরয়ং পর্য্যায়েণোপগচ্ছতি।
য এবং বেত্তি নিত্যং বৈ নিরাত্মাত্মগুণৈর্বৃতঃ ॥ ৪২

তেন দেবমনুষ্যেষু নিরয়ে চোপপদ্যতে
মমত্বেনাবৃতো নিত্যং তত্রৈব পরিবর্ত্ততে ॥ ৪৩

সর্গকোটিসহস্রাণি মরণান্তাসু মূর্ত্তিষু।
য এবং কুরুতে কর্ম শুভাশুভফলাত্মকম্ ॥ ৪৪

স এবং ফলমাপ্নোতি ত্রিষু লোকেষু মূর্ত্তিমান্।
প্রকৃতিঃ কুরুতে কর্ম শুভাশুভফলাত্মকম্।
প্রকৃতিশ্চ তদশ্নাতি ত্রিষু লোকেষু কামগা ॥ ৪৫

তির্য্যগ্‌যোনিমনুষ্যত্বং দেবলোকে তথৈব চ।
ত্রীণি স্থানানি চৈতানি জানীয়াৎ প্রাকৃতানি হ ॥ ৪৬

অলিঙ্গাং প্রকৃতিং ত্বাহুর্লিঙ্গৈরনুমিমীমহে।
তথৈব পৌরুষং লিঙ্গমনুমানাদ্ধি মন্যতে ॥ ৪৭

স লিঙ্গান্তরমাসাদ্য প্রাকৃতং লিঙ্গমব্রণঃ।
ব্রণদ্বারাণ্যধিষ্ঠায় কর্মণ্যাত্মনি মন্যতে ॥ ৪৮

শ্রোত্রাদীনি তু সর্বাণি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়াণ্যথ।
বাগাদীনি প্রবর্ত্তন্তে গুণেষ্বিহ গুণৈঃ সহ ॥ ৪৯

অহমেতানি বৈ সর্বং মযোতানীন্দ্রিয়াণি হ।
নিরিন্দ্রিয়ো হি মন্যেত ব্রণবানস্মি নির্ব্রণঃ ॥ ৫০

এখন আমার সুখের সাধনভূত পুণ্যেরই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। উহার একবারও অনুষ্ঠান করিলে পর আমার আজীবন সুখলাভ হইবে এবং ভবিষ্যতেও প্রত্যেক জন্মে সুখের প্রাপ্তি হইতে থাকিবে॥ ৩৯

যদি এই জন্মে আমি পাপ কর্ম করি, তবে আমাকে এজগতে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। এই মানব জন্ম অতিশয় দুঃখে পরিপূর্ণ। ইহা ব্যতীত পাপের ফলরূপে নরকেও নিমজ্জিত হইতে হইবে। ৪০

নরক হইতে দীর্ঘকালের পর মুক্তিলাভ হইলে আমি পুনরায় মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিব। মানব যোনি হইতে পুণ্যের ফলস্বরূপ দেব-যোনিতে গমন করিব এবং পুণ্য ক্ষীণ হইলে পর আমি পুনরায় মানবদেহ প্রাপ্ত হইব ॥ ৪১

এইভাবে পর্য্যায়ক্রমে সেই জীব মানব-যোনি হইতে নরকে (ও নরক হইতে মানব-যোনিতে) যাতায়াত করিতে থাকে। আত্মা হইতে ভিন্ন এবং আত্মার গুণ চৈতন্যাদিযুক্ত যে ইন্দ্রিয়গণের সমুদায় শরীরে এরূপ ভাবনা রাখে যে 'ইহা আমি', সে-ই দেবলোক, মনুষ্যলোক, নরক ও তির্য্যগ্‌যোনিতে গমন করে।৪২½

স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি মমতায় আবদ্ধ মানুষ তাহাদেরই সংসর্গে থাকিয়া সহস্র-সহস্র কোটি সৃষ্টিকাল পর্য্যন্ত নশ্বর দেহেই সর্বদা ঘুরিতে থাকে। ৪৩½

যে ব্যক্তি এইরূপ শুভাশুভ ফলদায়ক কর্ম করে, সেই ব্যক্তিই তিন লোকে শরীর ধারণপূর্বক এই পূর্বোক্ত ফল লাভ করিয়া থাকে। ৪৪½

বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতিই শুভাশুভ ফলপ্রদ কর্মসকলের অনুষ্ঠান করে এবং তিনলোকে ইচ্ছানুসারে বিচরণকারিণী প্রকৃতিই সেই সব কর্মের ফলভোগ করে (কিন্তু পুরুষ অজ্ঞানতাবশতঃ কর্ত্তা ভোক্তা হইয়া থাকে)। ৪৫½

তির্য্যগ্‌যোনি, মনুষ্যযোনি এবং দেবলোকে দেবযোনি—কর্মফল ভোগ করিবার এই তিনটি স্থান। এ সমস্তকেই তুমি প্রাকৃত বলিয়া জানিবে। ৪৬

মুনিগণ প্রকৃতিকে লিঙ্গহীনা (নিরাকারা) বলিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা মহদাদি কার্য্যের দ্বারাই উহার অনুমান করিতে পারি। এইরূপ অনুমানের দ্বারা আমরা পুরুষের স্বরূপও বুঝিতে পারি।৪৭

পুরুষ স্বয়ং ছিদ্ররহিত হইয়াও প্রকৃতিনির্মিত চিহ্নস্বরূপ বিভিন্নদেহ অবলম্বন করত ছিদ্রসমূহে স্থিত ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা হইয়া তাহাদের সকলের কর্মকে নিজের বলিয়াই গণ্য করে। ৪৮

এ জগতে শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাগাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় নিজ নিজ গুণসকলের সহিত গুণময় দেহেই অবস্থান করে। ৪৯

কিন্তু এই জীব যদিও বাস্তবিক পক্ষে ইন্দ্রিয়রহিত, তথাপি সে মনে করে—আমি এই সব কর্ম করিতেছি এবং আমাতেই সকল ইন্দ্রিয় আছে। এইভাবে সে ছিদ্রশূন্য হইয়াও নিজেকে ছিদ্রযুক্ত বলিয়া মনে করে। ৫০

অলিঙ্গো লিঙ্গমাত্মানমকালঃ কালমাত্মনঃ।
অসত্ত্বং সত্ত্বমাত্মানমতত্ত্বং তত্ত্বমাত্মনঃ ॥ ৫১
অমৃত্যুর্মৃত্যুমাত্মানমচরশ্চরমাত্মনঃ
অক্ষেত্রঃ ক্ষেত্রমাত্মানমসর্গঃ সর্গমাত্মনঃ ॥ ৫২
অতপাস্তপ আত্মানমগতির্গতিমাত্মনঃ।
অভবো ভবমাত্মানমভয়ো ভয়মাত্মনঃ ॥ ৫৩
অক্ষরঃ ক্ষরমাত্মানমবুদ্ধিস্তমিমন্যতে ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ববণি মোক্ষধর্মপর্ববণি বশিষ্ঠকরালজনকসংবাদে ত্র্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯৪

পুরুষ আকারশূন্য হইয়াও নিজেকে সাকার বলিয়াই মনে করে। কালধর্ম (মৃত্যু)-রহিত হইয়াও নিজেকে কালধর্মী (মরণশীল) বলিয়া মনে করে। সত্ত্ব হইতে ভিন্ন হইয়াও নিজেকে সত্ত্বরূপী মনে করে এবং মহাভূতাদি তত্ত্বহীন হইয়াও নিজেকে নিজেই তত্ত্বস্বরূপ বোধ করে ॥ ৫১

সে মৃত্যুহীন হইয়াও নিজেকে মৃত্যুগ্রস্ত বলিয়া গণ্য করে। অচর হইলেও নিজেকে বিচরণকারী বলিয়া মনে করে। ক্ষেত্র (দেহ) হইতে ভিন্ন হইলেও নিজেকে ক্ষেত্ররূপে বোধ করে। সৃষ্টির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও নিজের সৃষ্টি বলিয়া মনে করে ॥ ৫২

সে কখনও তপ করে না, তথাপি নিজেকে তপস্বী বলিয়া বোধ করে। কোথাও গমন না করিলেও নিজেকে গমনাগমনকারী বলিয়া গণ্য করে। সংসার রহিত হইলে পরও নিজেকে সংসারী এবং নির্ভয় হইয়াও নিজেকে ভয়ভীত বলিয়া মনে করে। যদ্যপি সে অক্ষর (অবিনাশী), তথাপি নিজেকে ক্ষর (নাশবান্) মনে করে এবং বুদ্ধির পরে হইলেও নিজের বুদ্ধি মত্তার অভিমান করে ॥ ৫৩-৫৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে বশিষ্ঠ ও করালজনকের সংবাদ বিষয়ক ত্র্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রকৃতিসংসর্গদোষেণ জীবস্য পতনম্।]

বশিষ্ঠ উবাচ।

এবমপ্রতিবুদ্ধত্বাদবুদ্ধজনসেবনাৎ
সর্গকোটিসহস্রাণি পতনান্তানি গচ্ছতি।
ধাম্না ধামসহস্রাণি মরণান্তানি গচ্ছতি
তির্য্যগ্-যোনিমনুষ্যত্বে দেবলোকে তথৈব চ ॥ ২
চন্দ্রমা ইব ভূতানাং পুনস্তত্র সহস্রশঃ।
লীয়তেঽপ্রতিবুদ্ধত্বাদেবমেষ হ্যবুদ্ধিমান্ ॥ ৩
কলা পঞ্চদশী যোনিস্তদ্ধাম প্রতিবুধ্যতে।
নিত্যমেতদ্ বিজানীহি সোমং বৈ ষোড়শীং কলাম্ ॥৪
কলায়াং জায়তেঽজস্রং পুনঃ পুনরবুদ্ধিমান্।
ধাম তস্যোপযুঞ্জন্তি ভূয় এবোপজায়তে ॥৫
ষোড়শী তু কলা সূক্ষ্মা স সোম উপধার্য্যতাম্।
ন তূপযুজ্যতে দেবৈর্দেবানুপযুনক্তি সা ॥৬

চতুরধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[প্রকৃতির সংসর্গ-দোষে জীবের পতন।]

বশিষ্ঠ বলিলেন— রাজন্! এইরূপ অজ্ঞানের কারণ অজ্ঞানী পুরুষগণের সঙ্গ করিলে পর জীবের নিরন্তর পতন হয় এবং তাহাকে সহস্র কোটিবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় ॥ ১

সে পশু পক্ষী, মনুষ্য ও দেবযোনিতে এবং এক স্থান হইতে সহস্র সহস্র স্থানে বারংবার নিহত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ॥ ২

যেরূপ চন্দ্রের সহস্র সহস্র বার ক্ষয় এবং সহস্র সহস্র বার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞান জীবও অজ্ঞানতাবশতঃই সহস্র বার লয় প্রাপ্ত হয় (এবং জন্ম গ্রহণ করে) ॥ ৩

রাজন্! চন্দ্রের পঞ্চদশী কলার ন্যায় জীবেরও পঞ্চদশী কলাই উৎপত্তির স্থান। অজ্ঞান জীব তাহাকেই নিজের আশ্রয় বলিয়া বোধ করে; কিন্তু উহার যে ষোড়শী কলা, উহাকে তুমি নিত্য বলিয়া বুঝিও। ইহাই চন্দ্রের অমানামক ষোড়শী কলার সমান ॥ ৪

অজ্ঞান জীব সর্ব্বদা বারংবার সেই সব কলাতেই স্থিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। সেই সব কলাই জীবের আশ্রয় লইবার যোগ্য; অতএব জীবের তাহা হইতেই পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে থাকে ॥ ৫

অমানাম্নী যে ষোড়শী সূক্ষ্ম কলা আছে, উহাই সোম অর্থাৎ জীবের প্রকৃতি, ইহা তুমি নিশ্চিত ভাবে জানিও। দেবতাগণ

এতামক্ষপয়িত্বা হি জায়তে নৃপসত্তম।
সা হ্যস্ত প্রকৃতির্দৃষ্টা তৎক্ষয়ান্মোক্ষ উচ্যতে ॥ ৭
তদেব ষোড়শকলং দেহমব্যক্তসংজ্ঞকম্।
মমায়মিতি মন্বানস্তত্রৈব পরিবর্ত্ততে ॥ ৮
পঞ্চবিংশো মহানাত্মা তস্যৈবাপ্রতিবোধনম্
বিমলস্য বিশুদ্ধস্য শুদ্ধাশুদ্ধনিষেবণাৎ ॥ ৯
অশুদ্ধ এব শুদ্ধাত্মা তাদৃগ্ ভবতি পার্থিব।
অবুদ্ধসেবনাচ্চাপি বুদ্ধোঽপ্যবুদ্ধতাং ব্রজেৎ ॥ ১০
তথৈবাপ্রতিবুদ্ধোঽপি বিজ্ঞেয়ো নৃপসত্তম।
প্রকৃতেস্ত্রিগুণায়াস্তু সেবনাৎ ত্রিগুণো ভবেৎ ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্মপর্ব্বণি বশিষ্ঠকরালজনকসংবাদে চতুরধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০৪

অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণ যাহাকে পঞ্চদশী কলানামে অভিহিত করেন। তাঁহারা এই ষোড়শী কলাকে উপভোগ করিতে পারেন না; কিন্তু সেই ষোড়শী কলা অর্থাৎ তাঁহাদের সকলের কারণভূতা প্রকৃতিই তাঁহাদিগকে উপভোগ করেন। ৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! জীব নিজের অজ্ঞানতাবশতঃ সেই ষোড়শী কলারূপ প্রকৃতির সংযোগ ক্ষয় করিতে পারে না, সেইজন্য বারংবার জন্মগ্রহণ করে। সেই কলাই জীবের প্রকৃতি অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ বলিয়া দৃষ্ট হয়। উহার সংযোগ ক্ষয় হইলে পরই মোক্ষপ্রাপ্তি হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৭

(মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, এক প্রাণ ও চার প্রকারের অন্তঃকরণ—এই) এই ষোড়শ কলাযুক্ত যে এই সূক্ষ্ম শরীর, উহাকে 'ইহা আমার' এরূপ মনে করিতে থাকায় অজ্ঞান জীব উহাতেই আবর্ত্তিত হইতে থাকে। ৮

পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্বরূপ যে মহান্ আত্মা, তিনি নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ। তাঁহাকে না জানিতে পারায় এবং শুদ্ধ-অশুদ্ধ বস্তুসমূহের সেবনে সেই নির্ম্মল ও সঙ্গরহিত আত্মাও শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ বস্তুর তুল্য হইয়া যান। ভূপাল! অবিবেকী ব্যক্তিগণের সংসর্গে বিবেকী পুরুষও অবিবেকী হইয়া যায়। ৯-১০

নৃপশ্রেষ্ঠ! এইরূপ মূর্খ ব্যক্তিও বিবেকী পুরুষের সংসর্গে বিবেকী হইয়া থাকে, ইহা বুঝিতে হইবে। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সংসর্গে নির্গুণ আত্মাও যেন ত্রিগুণময় হইয়া যান। ১১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে বশিষ্ঠ ও করালজনকের সংবাদ-বিষয়ক চতুরধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ক্ষরাক্ষরয়োঃ, প্রকৃতি-পুরুষয়োর্বিষয়েষু রাজ্ঞো জনকস্য শঙ্কাপ্রকাশঃ, বশিষ্ঠেন তস্য নিরাকরণঞ্চ।]

জনক উবাচ।
অক্ষরক্ষরয়োরেষ দ্বয়োঃ সম্বন্ধ ইষ্যতে।
স্ত্রী-পুংসোর্বাপি ভগবন্ সম্বন্ধস্তদ্বদুচ্যতে ॥ ১
ঋতে তু পুরুষং নেহ স্ত্রীগর্ভং ধারয়ত্যুত।
ঋতে স্ত্রিয়ং ন পুরুষো রূপং নির্বর্তয়েৎ তথা ॥ ২
অন্যোন্যস্যাভিসম্বন্ধাদন্যোন্যগুণসংশ্রয়াৎ।
রূপং নির্বর্তয়ত্যেতদেবং সর্বাসু যোনিষু ॥ ৩
রত্যর্থমভিসম্বন্ধাদন্যোন্যগুণসংশ্রয়াৎ।
ঋতৌ নির্বর্ত্যতে রূপং তদ্ বক্ষ্যামি নিদর্শনম্ ॥৪

পঞ্চাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[ক্ষর-অক্ষর ও প্রকৃতি-পুরুষের বিষয়ে রাজা জনকের শঙ্কাপ্রকাশ এবং বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক উহার নিরাকরণ]

জনক বলিলেন,—ভগবন্! ক্ষর ও অক্ষর (প্রকৃতি ও পুরুষ) এই উভয়ের সম্বন্ধ সেইরূপই স্বীকৃত হইয়াছে, যেরূপ নারী ও পুরুষের দাম্পত্য সম্বন্ধ কথিত হয়। ১

এ জগতে বিনা পুরুষে স্ত্রী কখনও গর্ভ ধারণ করিতে পারে না এবং স্ত্রী বিনা কোন পুরুষও কোন শরীরকে উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। ২

উভয়েরই পারস্পরিক সম্বন্ধে পরস্পরের গুণ অবলম্বন করিলেই কোন এক দেহের উৎপত্তি হয়। প্রায় প্রত্যেক যোনি-বিষয়ে এরূপই নিয়ম। ৩

যখন স্ত্রী ঋতুমতী হয়, সেই সময় রমণের জন্য পুরুষের সহিত তাহার সম্পর্ক হইলেই উভয়ের গুণের সংমিশ্রণবশতঃ শরীরের উৎপত্তি হয়। শরীরে পুরুষের অর্থাৎ পিতার যে সব গুণ

যে গুণাঃ পুরুষস্যেহ যে চ মাতৃগুণাস্তথা।
অস্থি স্নায়ুশ্চ মজ্জা চ জানীমঃ পিতৃতো গুণাঃ ॥ ৫
ত্বঙ্‌মাংসং শোণিতং চেতি মাতৃজান্যপি শুশ্রুম।
এবমেতদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ বেদে শাস্ত্রে চ পঠ্যতে ॥ ৬
প্রমাণং যৎ স্ববেদোক্তং শাস্ত্রোক্তং যচ্চ পঠ্যতে।
বেদশাস্ত্রদ্বয়ং চৈব প্রমাণং তৎ সনাতনম্ ॥ ৭
অন্যোন্যগুণসংরোধাদন্যোন্যগুণসংশ্রয়াৎ
এবমেবাভিসম্বদ্ধৌ নিত্যং প্রকৃতি-পুরুষৌ ॥৮
পশ্যামি ভগবংস্তস্মান্মোক্ষধর্মো ন বিদ্যতে।
অথবানন্তরকৃতং কিঞ্চিদেব নিদর্শনম্ ॥ ৯
তন্মমাচক্ষ্ব তত্ত্বেন প্রত্যক্ষো হ্যসি সর্বদা।
মোক্ষকামা বয়ং চাপি কাঙ্ক্ষামো যদনাময়ম্ ॥
অদেহমজরং নিত্যমতীন্দ্রিয়মনীশ্বরম্ ॥ ১০

বশিষ্ঠ উবাচ।
যদেতদুক্তং ভবতা বেদশাস্ত্রনিদর্শনম্।
এবমেতদ্ যথা চৈতন্নিগৃহ্ণাতি তথা ভবান্ ॥ ১১
ধার্যতে হি ত্বয়া গ্রন্থ উভয়োর্বেদশাস্ত্রয়োঃ।
ন চ গ্রন্থস্য তত্ত্বজ্ঞো যথাতত্ত্বং নরেশ্বর ॥ ১২
যো হি বেদে চ শাস্ত্রে চ গ্রন্থধারণতৎপরঃ।
ন চ গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞস্তস্য তদ্ধারণং বৃথা ॥ ১৩
ভারং স বহতে তস্য গ্রন্থস্যার্থং ন বেত্তি যঃ।
যস্তু গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞো নাস্য গ্রন্থাগমো বৃথা ॥ ১৪
গ্রন্থস্যার্থস্য পৃষ্টঃ সংস্তাদৃশো বক্তুমর্হতি।
যথা তত্ত্বাভিগমনাদর্থং তস্য স বিন্দতি ॥ ১৫
ন যঃ সংসৎসু কথয়েদ্ গ্রন্থার্থং স্থূলবুদ্ধিমান্।
স কথং মন্দবিজ্ঞানো গ্রন্থং বক্ষ্যতি নির্ণয়াৎ ॥১৬

থাকে এবং মাতারও যে সব গুণ থাকে, তৎসমস্তই আমি দৃষ্টান্ত সহকারে তোমাকে বলিতেছি। অস্থি, স্নায়ু ও মজ্জা—ইহাদিগকে আমি পিতা হইতে প্রাপ্ত গুণ বলিয়াই মনে করি ত্বক্ (চর্ম), মাংস ও রক্ত—এই তিনটিকে আমি মাতা হইতে লব্ধ গুণ বলিয়াই শুনিয়াছি। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই কথা আমি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রেও পড়িয়াছি ॥৪-৬

বেদে যে সব প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে এবং অন্য শাস্ত্রে বর্ণিত যে সব প্রমাণ আমি পড়িয়াছি ও শুনিয়াছি, তৎ সমস্তই সত্য ; কারণ, বেদ ও শাস্ত্র উভয়ই সনাতন প্রমাণ ॥ ৭

ভগবন্! এইরূপ প্রকৃতি এবং পুরুষ এই উভয়েই পরস্পরের গুণকে আবৃত করিয়া উভয়ের গুণকে আশ্রয় * করত সৃষ্টি করে। এইভাবে আমি উহাদের মধ্যে সদা পারস্পরিক সম্বন্ধ দেখিতেছি। অতএব পুরুষের পক্ষে মোক্ষধর্মে সিদ্ধি লাভ অসম্ভব বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে ॥ ৮½

অথবা পুরুষকে মোক্ষের সাক্ষাৎকার করাইতে সমর্থ কোন দৃষ্টান্ত যদি থাকে, তবে আপনি উহা আমাকে বলুন এবং যথাযথভাবে বুঝাইয়া দিন ; কারণ, আপনি সর্ব্বদা সব কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছেন ॥ ৯½

আমিও মোক্ষাভিলাষী এবং সেই পরম পদ লাভ করিতে বাসনা করি , যাহা নির্বিকার, নিরাকার, অজর, অমর, নিত্য ও ইন্দ্রিয়াতীত এবং যাহাকে প্রাপ্ত হইলে পর তাহার আর কোনও শাসক থাকে না ॥ ১০

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাজন্! তুমি বেদ ও শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়া যাহা কিছু বলিলে, তৎ সমস্তই সত্য। তুমি যেরূপ বুঝিয়াছ, উহা সেইরূপই ॥ ১১

নরেশ্বর! ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, বেদ ও শাস্ত্রসমূহে যাহা কিছু উল্লিখিত আছে, সেই সবই তোমার স্মরণ আছে ; কিন্তু গ্রন্থের যথার্থ তত্ত্ব বিষয়ে তোমার সেরূপ জ্ঞান নাই ॥ ১২

যে ব্যক্তি বেদ ও শাস্ত্রসকলের গ্রন্থসমূহ ধারণ করিয়া রাখিতে তৎপর, কিন্তু সেই সব শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না, তাহার সেই গ্রন্থধারণই বৃথা ॥ ১৩

যে ব্যক্তি গ্রন্থের অর্থ বুঝে না, সে কেবল সেই গ্রন্থের ভারই বহন করিয়া থাকে , কিন্তু যিনি গ্রন্থের অর্থের তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহার নিকট সেই গ্রন্থের অধ্যয়ন বৃথা হয় না ॥ ১৪

এরূপ মানুষ জিজ্ঞাসা করিলে পর তত্ত্বজ্ঞান পূর্ব্বক গ্রন্থের অর্থ যেরূপ বুঝিয়াছেন, সেইরূপ তিনি অন্যকেও বুঝাইতে পারেন ॥ ১৫

যে ব্যক্তি স্থূল ও মন্দবুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হওয়ায় বিদ্বান্‌গণের সভায় শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের অর্থ বলিতে পারে না, সেই ব্যক্তি নির্ণয়-পূর্ব্বক সেই গ্রন্থের তাৎপর্য্য কিরূপে বলিতে সমর্থ হইবে ? ১৬

* পুরুষ প্রকৃতির জড়তাকে আচ্ছাদিত করিয়া তাহার দুঃখের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং প্রকৃতি পুরুষের আনন্দগুণকে আচ্ছাদিত করিয়া তাহার চৈতন্য গুণের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাৎপর্য্য হইল এই যে, প্রকৃতির সংযোগে পুরুষ আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া দুঃখভাগী হয় এবং প্রকৃতি পুরুষের সংসর্গে নিজের জড়তা ভুলিয়া গিয়া চৈতন্যের ন্যায় কার্য্য করিতে থাকে।

নির্ণয়ং চাপি ছিন্নাত্মা ন তং বক্ষ্যতি তত্ত্বতঃ।
সোপহাসাত্মতামেতি যস্মাচ্চৈবাত্মবানপি ॥ ১৭
তস্মাৎ ত্বং শৃণু রাজেন্দ্র যথৈতদনুদৃশ্যতে।
যাথাতথ্যেন সাংখ্যেষু যোগেষু চ মহাত্মসু ॥ ১৮
যদেব যোগাঃ পশ্যন্তি সাংখ্যৈস্তদনুগম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স বুদ্ধিমান্ ॥ ১৯
ত্বঙ্ মাংসং রুধিরং মেদঃ পিত্তং মজ্জা চ স্নায়ু চ।
অথ চৈন্দ্রিয়কং তাত যদ্ ভবানিদমাহ মাম্ ॥ ২০
দ্রব্যাদ্ দ্রব্যস্য নির্বৃত্তিরিন্দ্রিয়াদিন্দ্রিয়ং তথা।
দেহাদ্ দেহমবাপ্নোতি বীজাদ্ বীজং তথৈব চ ॥ ২১
নিরিন্দ্রিয়স্যাবীজস্য নির্দ্রব্যস্যাপ্যদেহিনঃ।
কথং গুণা ভবিষ্যন্তি নির্গুণত্বান্মহাত্মনঃ ॥ ২২
গুণা গুণেষু জায়ন্তে তত্রৈব নিবিশন্তি চ।
এবং গুণাঃ প্রকৃতিতো জায়ন্তে নিবিশন্তি চ ॥ ২৩

যাহার চিত্ত শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য, সেই ব্যক্তি গ্রন্থের যথাযথ তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। যদি সে কিছু বলিতেও থাকে তবে মনস্বী পুরুষ হইলেও সকল লোকের উপহাসের পাত্র হয়। ১৭

রাজেন্দ্র! সেইজন্য সাংখ্য ও যোগে অভিজ্ঞ মহাত্মা পুরুষগণের মতে মোক্ষের স্বরূপ যেরূপ দেখা যায়, উহা আমি তোমাকে যথাযথরূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৮

যোগীরা যে তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করেন, সাংখ্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ তাহারই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সাংখ্য ও যোগকে সম ফলবান্ বলিয়া জানিতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান্ ॥ ১৯

তাত! তুমি যে আমাকে বলিয়াছ, ত্বক্, মাংস, রক্ত, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, স্নায়ু ও ইন্দ্রিয়সমুদায়ই শরীরে আছে এবং এ সবই মাতা পিতার সম্বন্ধের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২০

যেরূপ বীজ হইতে বীজের উৎপত্তি, সেইরূপ দ্রব্য হইতে দ্রব্য, ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয় এবং দেহ হইতে দেহের প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২১

কিন্তু পরমাত্মা ত' ইন্দ্রিয়, বীজ, দ্রব্য ও দেহরহিত এবং নির্গুণ, অতএব উঁহাতে গুণ কিভাবে হইবে? ২২

যেরূপ আকাশাদি গুণসকল সত্ত্বাদি গুণসমূহ হইতে উৎপন্ন হয় এবং উঁহাতেই লীন হইয়া যায়, সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ— এই তিন গুণও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় এবং উঁহাতে লীন হইয়া থাকে ॥ ২৩

ত্বঙ্ মাংসং রুধিরং মেদঃ পিত্তং মজ্জাস্থি স্নায়ু চ।
অষ্টৌ তান্যথ শুক্রেণ জানীহি প্রাকৃতানি বৈ ॥ ২৪
পুমাংশ্চৈবাপুমাংশ্চৈব ত্রৈলিঙ্গ্যং প্রাকৃতং স্মৃতম্।
ন বাপুমান্ পুমাংশ্চৈব স লিঙ্গীত্যভিধীয়তে ॥ ২৫
অলিঙ্গাৎ প্রকৃতির্লিঙ্গৈরুপলভ্যতি সাত্মজৈঃ।
যথা পুষ্পফলৈর্নিত্যমৃতবোঽমূর্তয়স্তথা ॥ ২৬
এবমপ্যনুমানেন হ্যলিঙ্গমুপলভ্যতে।
পঞ্চবিংশতিমস্তাত লিঙ্গেষু নিয়তাত্মকঃ ॥ ২৭
অনাদিনিধনোঽনন্তঃ সর্বদর্শী নিরাময়ঃ।
কেবলং ত্বভিমানিত্বাদ্ গুণেষু গুণ উচ্যতে ॥ ২৮
গুণা গুণবতঃ সন্তি নির্গুণস্য কুতো গুণাঃ।
তস্মাদেবং বিজানন্তি যে জনা গুণদর্শিনঃ ॥ ২৯

রাজন্! তুমি ইহা জানিয়া রাখ যে, ত্বক্, মাংস, রক্ত, মেদ, পিত্ত, মজ্জা, অস্থি ও স্নায়ু—এই আটটি বস্তু বীর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেইজন্য ইহারা প্রাকৃত ॥ ২৪

পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই তত্ত্ব। ইহাদের স্বরূপ প্রকাশকারী সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই যে তিন প্রকারের চিহ্ন, সেই সবই প্রাকৃত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু যিনি লিঙ্গী অর্থাৎ এই সবেরই আধার আত্মা, তিনি না পুরুষ পদবাচ্য, না প্রকৃতি পদবাচ্য। তিনি এই উভয় হইতেই বিলক্ষণ ॥ ২৫

যেরূপ পুষ্প ও ফলসমূহেরই দ্বারা সদা নিরাকার ঋতুসকলের অনুমান হয়, সেইরূপ নিরাকার পুরুষের সংযোগ প্রাপ্ত হইয়া নিজের দ্বারা উৎপাদিত যে সব মহত্তত্ত্বাদি লিঙ্গ দেখা যায়, ইঁহাদেরই দ্বারা প্রকৃতির অনুমান হয় ॥ ২৬

এইরূপ লিঙ্গ হইতে ভিন্ন যে শুদ্ধচেতনরূপ আত্মা, তিনিও অনুমানের দ্বারা বোধের বিষয় হইয়া থাকেন অর্থাৎ যেরূপ দৃশ্যকে প্রকাশিত করেন বলিয়া সেই সব হইতে ভিন্নরূপে অবস্থিত। তাত! ইনিই সেই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, যিনি সকল লিঙ্গ মধ্যেই নিয়তরূপে ব্যাপ্ত ॥ ২৭

আত্মা জন্ম-মৃত্যুরহিত, অনন্ত, সকলের দ্রষ্টা এবং নির্ব্বিকার। তিনি সত্ত্বাদি গুণসমূহে কেবল অভিমান করেন বলিয়াই গুণরূপে উক্ত হন। ২৮

গুণ ত' গুণবানের মধ্যে থাকে। নির্গুণ আত্মায় গুণ কিভাবে থাকিতে পারে? অতএব গুণসকলের স্বরূপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষগণের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, যেমন জীবাত্মা এই

আমি এই সমস্ত জগতের ভিতরে, আবার এই সমস্ত জগতের বাইরে, আকাশের স্থায় ভিতর-বার ব্যেপে আমি অবস্থান করি। যে ব্যক্তি সমুদয় বস্তু আমাতে এবং সকল বস্তুতেই আমাকে দেখেন তজ্জন্ত তিনি কাকেও ঘৃণা করেন না। সমুদয় বস্তুই যখন জ্ঞানীর আমিই হ'য়ে যায়, তখন তাঁর মোহই বা কি শোকই বা কি? আমি সর্ব্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময়, শরীরশূন্য, অক্ষত, শিরাবিরহিত, শুদ্ধ নির্ম্মল, অপাপবিদ্ধ, ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবিহীন, সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ামক, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। সকলের উত্তম আপনিই আপনার কারণ, আমি চিরকাল-স্থায়ী।

আমার ইচ্ছায় মন স্ববিষয়ে ধাবিত হয়, আমার প্রেরণায় প্রাণ স্বকার্য্যে গমন করে, আমার ইচ্ছায় লোক বাক্য উচ্চারণ করে। জ্যোতির্ম্ময় আমিই চক্ষু ও কর্ণকে স্ব-স্ব বিষয়ে প্রেরণ করি। আমিই কর্ণের কর্ণ, আমিই মনের মন, আমিই বাক্যের বাক্য, চক্ষুরও চক্ষু। বিবেকীগণ আমাকে এরূপ জেনে, ইন্দ্রিয় সকল আত্মবুদ্ধি ত্যাগ ক'রে অমৃত লাভ করেন। আমার কাছে নয়ন আসেনা, বাক্য যায়না, মনও গমন করেনা।

দেবাসুর সংগ্রামে আমিই দেবতাদের বিজয় করি, তারা আমার গৌরবে আপনাদের গৌরবান্বিত মনে ক'র্লে; আমি তাদের সে অভিমান নষ্ট ক'রে উমারূপে আমার উপদেশ প্রদান করি।

বেদ সকল যে বাঞ্ছিততমকে প্রতিপাদন করেন, অখিল তপস্যাদি কর্ম্মসমুদয় যাঁর প্রাপ্তির উপায়, যাঁকে ইচ্ছা ক'রে লোকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে,—তাহা ওঙ্কাররূপ আমি। আমি অপর ব্রহ্ম, আমিই পরব্রহ্ম। ওঙ্কাররূপ আমার উপাসনার দ্বারা যিনি যা ইচ্ছা করেন, তিনি তা প্রাপ্ত হন্। ওঙ্কাররূপ অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ, এর দ্বারা অপর ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম দুইই লাভ হয়, এ ওঙ্কারের বেত্তা ব্রহ্মলোকে পূজিত হন। অণু হ'তে অণু মহান্ হ'তে মহীয়ান্ আত্মা আমি,

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ওঙ্কার মঠ

১৯।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমি ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই আমাকে লাভ করবার জন্য জীব সংসারে আসে, সে যখন একথা বিস্মৃত হ'য়ে যায়, তখন আমাকে এসে তাকে ধর্ম্মোপদেশ ক'র্‌তে হয়। তাদের ডেকে বলি—ওঠো, জাগো। শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণের নিকট গিয়ে আমাকে বিদিত হও, ক্ষুরের তীক্ষ্ণীকৃত ধারের ন্যায় সে পথ দুর্গম—একথা মেধাবীগণ বলেন।

আমি শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধবিহীন, আমি অক্ষয়, শাশ্বত, অনাদি, অন্তরহিত, আমি মহত্তত্ত্ব হ'তে বিলক্ষণ, কূটস্থ, নিত্য, আমাকে জেনে ভক্ত মৃত্যুমুখ হ'তে বিমুক্ত হন; বিশুদ্ধ মনের দ্বারা আমাকে লাভ করে, আমাতে অনুমাত্র ভেদ নাই, যে আমাতে নানা বস্তু দর্শন করে সে মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়; আমি ত্রিকালের নিয়ন্তা, জ্যোতিঃসদৃশ অঙ্গুষ্ঠমাত্র, অন্তরাত্মা, আমি আজও আছি, কালও অর্থাৎ অনন্তকাল থাক্‌বো। অজন্মা চৈতন্যস্বরূপ আমার একাদশ দ্বার যুক্ত

১২শ বর্ষ; জ্যৈষ্ঠমাস, ১৩৮১] [দ্বাদশ সংখ্যা — মানযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্মাধিকারী :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,

ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,

ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন— সঞ্চালক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৩৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্ট-ভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র. শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়

৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড

কলিকাতা—৩৫

যদা ত্বেষ গুণানেতান্ প্রাকৃতানভিমন্যতে।
তদা স গুণহাত্তৈ তং পরমেবানুপশ্যতি ॥ ৩০
যৎ তদ্ বুদ্ধেঃ পরং প্রাহুঃ সাংখ্যা যোগাশ্চ সর্বশঃ।
বুধ্যমানং মহাপ্রাজ্ঞমবুদ্ধপরিবর্জনাৎ ॥ ৩১
অপ্রবুদ্ধমথাব্যক্তং সগুণং প্রাহুরীশ্বরম্।
নির্গুণং চেশ্বরং নিত্যমধিষ্ঠাতারমেব চ ॥ ৩২
প্রকৃতেশ্চ গুণানাঞ্চ পঞ্চবিংশতিকং বুধাঃ।
সাংখ্যযোগে চ কুশলা বুধ্যন্তে পরমৈষিণঃ ॥ ৩৩
যদা প্রবুদ্ধা হ্যব্যক্তমবস্থাজন্মভীরবঃ।
বুধ্যমানং প্রবুধ্যন্তি গময়ন্তি সমং তদা ॥ ৩৪
এতন্নিদর্শনং সম্যগসম্যগনিদর্শনম্।
বুধ্যমানাপ্রবুদ্ধানাং পৃথক্পৃথগরিন্দম ॥ ৩৫
পরস্পরেণৈতদুক্তং ক্ষরাক্ষরনিদর্শনম্।
একত্বমক্ষরং প্রাহুর্নানাত্বং ক্ষরমুচ্যতে ॥ ৩৬
পঞ্চবিংশতিনিষ্ঠোঽয়ং যদা সম্যক্ প্রবর্ততে।
একত্বং দর্শনং চাস্য নানাত্বং চাপ্যদর্শনম্ ॥ ৩৭
তত্ত্বনিস্তত্ত্বয়োরেতৎ পৃথগেব নিদর্শনম্।
পঞ্চবিংশতিসর্গং তু তত্ত্বমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৩৮
নিস্তত্ত্বং পঞ্চবিংশস্য পরমাহুনিদর্শনম্।
সর্গস্য বর্গমাধারং তত্ত্বং তত্ত্বাৎ সনাতনম্ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি বশিষ্ঠ-করালজনকসংবাদে পঞ্চাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০৫

সব গুণকে প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া মনে করেন, সেই সময় তিনি দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া নিজের বিশুদ্ধ পরমাত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন ॥ ২৯-৩০ ॥

সাংখ্য ও যোগবিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ যাঁহাকে বুদ্ধির পরে বলিয়া বর্ণনা করেন, যিনি পরম জ্ঞানসম্পন্ন, অহঙ্কারাদি জড় তত্ত্বসকল পরিত্যাগ করিলে পর অবশিষ্ট চিন্ময় তত্ত্বরূপে যাঁহার বোধ হয়, যিনি অজ্ঞাত, অব্যক্ত, সগুণ ঈশ্বর, নিত্য ও অধিষ্ঠাতা বলিয়া কথিত হন, সেই পরমাত্মাই প্রকৃতি ও তাঁহার গুণসমূহ (চতুর্বিংশতি তত্ত্ব) হইতে অতিরিক্ত পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব। সাংখ্য এবং যোগে নিপুণ ও পরমাত্মতত্ত্বান্বেষণকারী বিদ্বান্ পুরুষগণ পরমাত্মাকে এইরূপই জানেন ॥ ৩১-৩৩

যে সময় বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা অথবা জন্ম-মরণ হইতে ভীত বিবেকী পুরুষ চেতনস্বরূপ অব্যক্ত পরমাত্মার তত্ত্বকে যথাযথভাবে বুঝিতে পারিবেন, সেই সময়েই তাহার পরমব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপ প্রাপ্তি হইবে ॥ ৩৪

শত্রুদমনকারী নরেশ! জ্ঞানী পুরুষগণের এই জ্ঞান যুক্তিযুক্ত হওয়ায় উত্তম ও (অজ্ঞান ব্যক্তিদের ধারণা হইতে) পৃথক্। ইহার বিপরীত অজ্ঞান পুরুষগণের যে অপ্রামাণিক জ্ঞান, উহা যুক্তিযুক্ত না হওয়ায় যথার্থ নহে। উহা পূর্বোক্ত সম্যক্ জ্ঞান হইতে পৃথক্ ॥ ৩৫

ক্ষর এবং অক্ষর তত্ত্বের প্রতিপাদনকারী এই দর্শনশাস্ত্র আমি তোমাকে বলিলাম। ক্ষর ও অক্ষরের মধ্যে কি পার্থক্য? উহা তুমি এরূপ জানিও—সদা একরূপে বিদ্যমান নিত্য পরমাত্মতত্ত্বকে 'অক্ষর' বলা হইয়াছে এবং নানারূপে প্রতীয়মান ও অনিত্য এই প্রাকৃত প্রপঞ্চকে 'ক্ষর' বলা হয় ॥ ৩৬

যখন এই মানুষ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বরূপী পরমাত্মায় স্থিত হইয়া যান, তখন তাঁহার সেই স্থিতি উত্তম বলিয়া কথিত হয় এবং তিনিই যথার্থ আচরণ করেন, এরূপ উক্ত হয়। একত্ব বোধই জ্ঞান এবং নানাত্ব বোধই হইল অজ্ঞান ॥ ৩৭

তত্ত্ব (ক্ষর) ও নিস্তত্ত্বের (অক্ষরের) এই পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বুঝিতে হইবে। বহু মনীষী পুরুষ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকেই তত্ত্ব বলেন; কিন্তু অন্য বিদ্বান্‌গণ চতুর্বিংশতি জড় তত্ত্বকেই তত্ত্ব বলিয়া উল্লেখ করেন* এবং পঞ্চবিংশ চেতন পরমাত্মাকে নিস্তত্ত্ব (তত্ত্ব হইতে ভিন্ন) বলেন। এই চৈতন্যই পরমাত্মার লক্ষণ। মহত্তত্ত্বাদি যে সব বিকার, উহা হইল ক্ষর তত্ত্ব এবং পরম পুরুষ পরমাত্মাই এই 'ক্ষর' তত্ত্ব হইতে ভিন্ন উহার সনাতন আধার ॥ ৩৮-৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে বশিষ্ঠ-করালজনকসংবাদবিষয়ক পঞ্চাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

*চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ ভূত, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ- এই পঞ্চ বিষয় এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও চিদাভাস এই পঞ্চ প্রত্যক্ -এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব; অথবা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ মহাভূত এই পঁচিশটি তত্ত্ব।

ষড়ধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যোগ-সাংখ্যয়োঃ স্বরূপকথনম্, আত্মজ্ঞানেন মুক্তিলাভবর্ণনঞ্চ।]

জনক উবাচ।

নানাত্বৈকত্বমিত্যুক্তং ত্বয়ৈতদৃষিসত্তম।
পশ্যাম্যেতদ্ধি সংদিগ্ধমেতয়োর্বৈ নিদর্শনম্ ॥ ১
তথা বুদ্ধ-প্রবুদ্ধাভ্যাং বুধ্যমানস্য চানঘ।
স্থূলবুদ্ধ্যা ন পশ্যামি তত্ত্বমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ২
অক্ষর-ক্ষরয়োরুক্তং ত্বয়া যদপি কারণম্।
তদপ্যস্থিরবুদ্ধিত্বাৎ প্রনষ্টমিব মেঽনঘ ॥৩
তদেতচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি নানাত্বৈকত্বদর্শনম্।
বুদ্ধং চাপ্রতিবুদ্ধঞ্চ বুধ্যমানঞ্চ তত্ত্বতঃ ॥ ৪
বিদ্যাবিদ্যে চ ভগবান্নক্ষরং ক্ষরমেব চ।
সাংখ্যং যোগঞ্চ কার্ৎস্ন্যেন পৃথক্ চৈবাপৃথক্ চ হ ॥ ৫

বশিষ্ঠ উবাচ।

হন্ত তে সম্প্রবক্ষ্যামি যদেতদনুপৃচ্ছসি।
যোগকৃত্যং মহারাজ পৃথগেব শৃণুষ্ব মে ॥ ৬
যোগকৃত্যং তু যোগানাং ধ্যানমেব পরং বলম্।
তচ্চাপি দ্বিবিধং ধ্যানমাহুর্বিদ্যাবিদো জনাঃ ॥ ৭
একাগ্রতা চ মনসঃ প্রাণায়ামস্তথৈব চ।
প্রাণায়ামস্তু সগুণো নির্গুণো মনসস্তথা ॥ ৮
মূত্রোৎসর্গ-পুরীষে চ ভোজনে চ নরাধিপ।
ত্রিকালং নাভিযুঞ্জীত শেষং যুঞ্জীত তৎপরঃ ॥ ৯
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো নিবর্ত্ত্য মনসা শুচিঃ।
দশদ্বাদশভির্বাপি চতুর্বিংশাৎ পরং ততঃ ॥ ১০

ষড়ধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[যোগ ও সাংখ্যের স্বরূপকথন এবং আত্মজ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ বর্ণন।]

জনক বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি ক্ষরকে অনেক রূপবিশিষ্ট এবং অক্ষরকে একরূপধারী বলিলেন, কিন্তু এই দুই তত্ত্বের যে নির্ণয় করা হইয়াছে, উহা এখনও আমি সন্দেহপূর্ণ বলিয়াই দেখিতেছি। ১

নিষ্পাপ মহর্ষে! যাহাকে অজ্ঞান মানুষ অনেক রূপে এবং জ্ঞানী পুরুষ এক রূপে জানেন, সেই পরমাত্মার তত্ত্ব আমি আমার স্থূল বুদ্ধিবশতঃ বুঝিতে পারিতেছি না, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২

অনঘ! যদিও আপনি ক্ষর ও অক্ষর তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য অনেক প্রকারের কথাই বলিলেন, তথাপি আমার বুদ্ধি অস্থির বলিয়া আমি সেই সব যুক্তি ভুলিয়াই গিয়াছি। ৩

সেইজন্য আমি এই নানাত্ব ও একত্বরূপ দর্শনকে পুনরায় শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। বুদ্ধ (জ্ঞানবান্) কি! অপ্রতিবুদ্ধ (জ্ঞানহীন) কি? এবং বুধ্যমান (জ্ঞেয়) কি! ইহা যথাযথভাবে বলুন। ৪

ভগবন্! আমি বিদ্যা, অবিদ্যা, অক্ষর ও ক্ষর এবং সাংখ্য ও যোগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পূর্ণরূপে বুঝিতে বাসনা করি। ৫

বশিষ্ঠ বলিলেন,—মহারাজ! তুমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি সে সমস্ত ভালভাবে তোমাকে বুঝাইয়া বলিব। এই সময় আমি যোগসম্বন্ধী কৃত্য পৃথক্ভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৬

যোগিগণের প্রধান কর্ত্তব্য হইল ধ্যান। ইহাই তাঁহার পরম বল। যোগবিদ্যায় অভিজ্ঞ বিদ্বান্গণ এই ধ্যানকে দুই প্রকার বলেন: এক হইল মনের একাগ্রতা এবং দ্বিতীয় হইল প্রাণায়াম। প্রাণায়ামেরও দুই প্রকার ভেদ আছে। সগুণ ও নির্গুণ। ইহাদের মধ্যে যে প্রাণায়ামে মনের সম্বন্ধ গুণের সহিত বিদ্যমান থাকে, উহা সগুণ প্রাণায়াম এবং যাহাতে মনের সম্বন্ধ থাকেনা, উহাকে বলে নির্গুণ প্রাণায়াম। ৭-৮

নরনাথ! মলত্যাগ, মূত্রত্যাগ ও ভোজন—এই তিন কার্য্য যে সময় সম্পন্ন হয়, সেই সময়ে যোগের অভ্যাস করিবে না। শেষ সময়ে তৎপরতা সহকারে যোগের অভ্যাস করিবে। ৯

বুদ্ধিমান্ যোগীর কর্ত্তব্য হইল—তিনি পবিত্র হইয়া মনের দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে শব্দাদি বিষয়সমূহ হইতে অপসারিত করিয়া দ্বাবিংশতি প্রকার* প্রেরণের দ্বারা সেই জরারহিত

* যেরূপ কলসে জলপূর্ণ করা হয়, সেইরূপ পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে নাসিকার ছিদ্র দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া পূর্ণ করিতে হইবে। তারপর ব্রহ্মরন্ধ্র (মস্তক) হইতে বায়ুকে অপসারিত করিয়া ললাটে স্থাপিত করিবে। ইহাই প্রাণবায়ু প্রত্যাহারের প্রথম স্থান। এইরূপ পর পর বায়ুকে অপসারিত করিবে এবং ক্রমশঃ ভ্রূমধ্য, নেত্র, নাসিকামূল, কণ্ঠকূপ, হৃদয়মধ্য, নাভিমধ্য, মেঢ্র (উপস্থের মূলভাগ),

সঙ্কোদনাভির্মতিমানাত্মানং চোদয়েৎ।
তিষ্ঠন্তমজরং তং তু যৎ তদুক্তং মনীষিভিঃ ॥ ১১
তৈস্তাত্মা সততং জ্ঞেয় ইত্যেবমনুশুশ্রুম।
ব্রতং হ্যহীনমনসো নান্যথেতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১২
বিমুক্তঃ সর্বসঙ্গেভ্যো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পূর্বরাত্রেঽপররাত্রে ধারয়ীত মনোঽঽত্মনি ॥১৩
স্থিরীকৃত্যেন্দ্রিয়গ্রামং মনসা মিথিলেশ্বর।
মনো বুদ্ধ্যা স্থিরং কৃত্বা পাষাণ ইব নিশ্চলঃ ॥ ১৪
স্থাণুবচ্চাপ্যকম্পঃ স্যাদ্ গিরিবচ্চাপি নিশ্চলঃ।
বুদ্ধ্যা বিধিবিধানজ্ঞাস্তদা যুক্তং প্রচক্ষতে ॥ ১৫
ন শৃণোতি ন চাঘ্রাতি ন রস্যতি ন পশ্যতি।
ন চ স্পর্শং বিজানাতি ন সঙ্কল্পয়তে মনঃ ॥ ১৬
ন চাভিমন্যতে কিঞ্চিন্ন চ বুধ্যতি কাষ্ঠবৎ
তদা প্রকৃতিমাপন্নং যুক্তমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১৭
নির্বাতে হি যথা দীপ্যন্ দীপস্তদ্বৎ প্রকাশতে।
নির্লিঙ্গোঽবিচলশ্চোর্ধ্বং ন তির্যগ্গতিমাপ্নুয়াৎ ॥১৮
তদা তমনুপশ্যেত যস্মিন্ দৃষ্টে ন কথ্যতে।
হৃদয়স্থোঽন্তরাত্মেতি জ্ঞেয়ো জ্ঞস্তাত মদ্বিধৈঃ ॥ ১৯
বিধূম ইব সপ্তার্চিরাদিত্য ইব রশ্মিমান্
বৈদ্যুতোঽগ্নিরিবাকাশে দৃশ্যতেঽঽত্মা তথাত্মনি ॥ ২০
যং পশ্যন্তি মহাত্মানো ধৃতিমন্তো মনীষিণঃ।
ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিস্থা হ্যযোনিমমৃতাত্মকম্ ॥ ২১
তদেবাহুরণুভ্যোঽণু তন্মহদ্ভ্যো মহত্তরম্।
তৎ তত্ত্বং সর্বভূতেষু ধ্রুবং তিষ্ঠন্ ন দৃশ্যতে ॥ ২২

জীবাত্মাকে, যাঁহাকে মনীষী পুরুষগণ 'আত্মা' বলিয়া অভিহিত করেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সমুদায়রূপ প্রকৃতি হইতে পর পরমপুরুষ পরমাত্মার দিকে প্রেরণ করিবেন ॥ ১০-১১

আমরা গুরুজনগণের মুখে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এইভাবে প্রাণায়াম করেন, তিনি সর্বদাই পরমব্রহ্ম পরমাত্মাকে জানিবার অধিকারী। যাঁহার মন সদা ধ্যানমগ্ন, এরূপ যোগীরই এই ব্রত যোগ্য অন্যথা বহির্মুখ চিত্তযুক্ত পুরুষের পক্ষে উহা যোগ্য নহে, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। ১২

যোগী সর্বপ্রকার বিষয়সমূহের আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া মিতাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হইবেন। রাত্রির পূর্বভাগে (সন্ধ্যাকালে) এবং রাত্রির শেষভাগে (প্রাতঃকালে) মনকে আত্মায় একাগ্র করিবেন। ১৩

মিথিলেশ্বর! যখন যোগী মনের দ্বারা সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গণকে এবং বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করত প্রস্তরসদৃশ অবিচল হইয়া যাইবেন, শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় নিষ্কম্প এবং পর্বতের তুল্য স্থির হইবেন, তখন শাস্ত্রের বিধানবিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষগণ নিজ নিজ অনুভবের দ্বারাই তাঁহাকে যোগযুক্ত বলেন। ১৪-১৫

উদর, লিঙ্গ, উরুমূল, উরুমধ্য, জানু, চিতিমূল, জঙ্ঘামধ্য, গুল্ফ ও পাদমূল—এই সব স্থানে বায়ুকে লইয়া যাইয়া স্থাপিত করিবে। এই অষ্টাদশ প্রকার স্থানে কৃত প্রত্যাহারকেই অষ্টাদশ প্রকার প্রেরণা বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহা ব্যতীত ধ্যান, ধারণা, সমাধি এবং 'সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি' (বুদ্ধি ও পুরুষ এই উভয়ের ভিন্নতা বোধ)—এই চারিপ্রকার প্রেরণা আছে। এই সব মিলিত হইয়াই দ্বাবিংশতি প্রকার প্রেরণা কথিত হইয়াছে।

যে সময় তিনি শুনিতে পান না, আঘ্রাণ করিতে পারেন না, স্বাদ বুঝিতে পারেন না, দেখিতে পান না এবং স্পর্শ অনুভব করিতে সমর্থ হন না, যখন তাঁহার মনে কোনরূপ সঙ্কল্প উত্থিত হয় না এবং কাষ্ঠসদৃশ অবস্থিত থাকিয়া তিনি কোনও বস্তুর অভিমান করিতে ও বুঝিতে পারেন না, সেই সময় মনীষী পুরুষগণ তাঁহাকে নিজের শুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্ত ও যোগযুক্ত বলেন। ১৬-১৭

সেই অবস্থায় তিনি বায়ুহীন স্থানে স্থিত নিশ্চলভাবে প্রজ্বলিত দীপের ন্যায় প্রকাশিত হইতে থাকেন। লিঙ্গ শরীরের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধই থাকে না। তিনি এরূপ নিশ্চল হইয়া যান যে, তাঁহার উপর ও নিম্নে অথবা মধ্যে কোনও গতি থাকে না ॥ ১৮

যাঁহার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইলে পর মানুষ কিছুই বলিতে পারে না, যোগকালে যোগী সেই পরমাত্মাকে দর্শন করেন। বৎস! আমার ন্যায় মনুষ্যগণের নিজ নিজ হৃদয়ে অবস্থিত সর্বজ্ঞ অন্তরাত্মারই জ্ঞান লাভ করা উচিত। ১৯

যেরূপ ধূমহীন অগ্নি, কিরণমালামণ্ডিত সূর্যদেব এবং আকাশে বিদ্যুৎস্ফুরণের দর্শন হইয়া থাকে, সেইরূপ ধ্যাননিষ্ঠ যোগী নিজের হৃদয়ে পরমাত্মার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন। ২০

ধৈর্যবান্, মনীষী, ব্রহ্মবোধক শাস্ত্রে নিষ্ঠাসম্পন্ন এবং মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই সেই অজন্মা ও অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে দর্শন করিতে সমর্থ হন। ২১

এই ব্রহ্ম অণু হইতেও অণু এবং মহান্ হইতেও মহান্ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। যদিও সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে ইনি অন্তর্যামী-

বুদ্ধিদ্রব্যেণ দৃশ্যেত মনোদীপেন লোককৃৎ ।
মহত্তমসস্তাত পারে তিষ্ঠন্নতামসঃ ॥ ২৩
স তমোনুদ ইত্যুক্তঃ সর্বজ্ঞৈর্বেদপারগৈঃ ।
বিমলো বিতমস্কশ্চ নির্লিঙ্গোঽলিঙ্গসংজ্ঞিতঃ ॥ ২৪
যোগ এষ হি যোগানাং কিমন্যদ্ যোগলক্ষণম্ ।
এবং পশ্যং প্রপশ্যন্তি আত্মানমজরং পরম্ ॥ ২৫
যোগদর্শনমেতাবদুক্তং তে তত্ত্বতো ময়া ।
সাংখ্যজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি পরিসংখ্যানদর্শনম্ ॥ ২৬
অব্যক্তমাহুঃ প্রকৃতিং পরাং প্রকৃতিবাদিনঃ ।
তস্মান্মহৎ সমুৎপন্নং দ্বিতীয়ং রাজসত্তম ॥ ২৭
অহঙ্কারস্তু মহতস্তৃতীয়মিতি নঃ শ্রুতম্ ।
পঞ্চভূতান্যহঙ্কারাদাহুঃ সাংখ্যাত্মদর্শিনঃ ॥ ২৮

এতাঃ প্রকৃতয়শ্চাষ্টৌ বিকারাশ্চাপি ষোড়শ ।
পঞ্চ চৈব বিশেষা বৈ তথা পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ ॥২৯
এতাবদেব তত্ত্বানাং সাংখ্যমাহুর্মনীষিণঃ ।
সাংখ্যে বিধিবিধানজ্ঞা নিত্যং সাংখ্যপথে রতাঃ ॥ ৩০
যস্মাদ্ যদভিজায়েত তৎ তত্রৈব প্রলীয়তে ।
লীয়ন্তে প্রতিলোমানি সৃজ্যন্তে চান্তরাত্মনা ॥ ৩১
অনুলোমানি জায়ন্তে লীয়ন্তে প্রতিলোমতঃ ।
গুণা গুণেষু সততং সাগরস্যোর্ময়ো যথা ॥ ৩২
সর্গপ্রলয় এতাবান্ প্রকৃতের্নৃপসত্তম ।
একত্বং প্রলয়ে চাস্য বহুত্বঞ্চ যদাসৃজৎ ॥ ৩৩
এবমেব চ রাজেন্দ্র বিজ্ঞেয়ং জ্ঞানকোবিদৈঃ ।
অধিষ্ঠাতারমব্যক্তমস্যাপ্যেতন্নিদর্শনম্ ॥ ৩৪

রূপে অবশ্যই স্থিত থাকেন, তথাপি তিনি কাহারও দৃষ্টিগোচর হন না ॥ ২২

বৎস ! সূক্ষ্ম বুদ্ধিরূপ ধনসম্পন্ন মানুষই মনোময় দীপের দ্বারা সেই লোকস্রষ্টা পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। এই পরমাত্মা বিশাল তমোগুণের অতীত এবং তমোগুণরহিত ; সেইজন্য বেদের পারগামী সর্বজ্ঞ পুরুষগণ তাঁহাকে তমোনুদ (অজ্ঞান নাশক) বলেন। তিনি নির্মল, অজ্ঞানরহিত, লিঙ্গহীন নিরাকার এবং অলিঙ্গনামে প্রসিদ্ধ (উপাধিশূন্য) ইহাই হইল যোগিগণের যোগ। ইহা ব্যতীত যোগের আর লক্ষণ হইতে পারে ? এইরূপে সাধন-ভজনশীল যোগী সর্বদ্রষ্টা অজর-অমর পরমাত্মাকে দর্শন করেন ॥ ২৩-২৫

এই পর্যন্ত আমি তোমাকে যথাযথভাবে যোগদর্শনের কথা বলিলাম, এখন আমি সাংখ্যশাস্ত্রের বর্ণনা করিব ; ইহা বিচার-প্রধান দর্শনশাস্ত্র ॥ ২৬

নৃপশ্রেষ্ঠ ! প্রকৃতিবাদী বিদ্বান্‌গণ মূল প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলেন। উহা হইতেই দ্বিতীয় তত্ত্ব উদ্ভূত হইয়াছে ; যাহাকে মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধি) বলা হয় ॥ ২৭

মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা তৃতীয় তত্ত্ব বলিয়া আমরা শ্রবণ করিয়াছি। অহঙ্কার হইতে পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাসকলের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাই সাংখ্যাত্মদর্শী বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন ॥ ২৮

মূল প্রকৃতি, মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—ইহার এইগুলি হইল অষ্ট প্রকৃতি। ইহাদের দ্বারা ষোলপ্রকার তত্ত্বের উৎপত্তি হয়, যাহাদিগকে বিকার বলা হইয়া থাকে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, এক মন ও পঞ্চ স্থূলভূত—এই ষোল-প্রকার বিকার। ইহাদের মধ্যে আকাশাদি পঞ্চভূত ও পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই দশটিকে বিশেষ বলা হয় ॥ ২৯

সাংখ্যশাস্ত্রের বিধি ও বিধান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও সদা সাংখ্য-শাস্ত্রেই অনুরক্ত মনীষী পুরুষগণ সাংখ্যসম্মত তত্ত্বসমূহের সংখ্যা বলেন চব্বিশ অর্থাৎ অব্যক্ত, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রা—এই অষ্ট প্রকৃতিসহ পূর্বোক্ত ষোড়শ (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, এক মন ও পঞ্চ স্থূলভূত) বিকার মিলিত হইয়া চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সাংখ্যশাস্ত্রবিদ্‌গণ স্বীকার করেন ॥ ৩০

যে তত্ত্ব যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই তত্ত্ব উহাতেও লীনও হয়। অনুলোমক্রমে এই সব তত্ত্বসকলের উৎপত্তি হয় (যেরূপ প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে সূক্ষ্ম ভূত এই ক্রমে সৃষ্টি হয়) ; কিন্তু ইহাদের সংহার বিলোপ-ক্রমে হইয়া থাকে (অর্থাৎ পৃথিবীর জলে, জলের তেজে এবং তেজের বায়ুতে লয় হয়। এইরূপ সকল তত্ত্ব নিজ নিজ কারণে লীন হয়।) এই সব তত্ত্ব অন্তরাত্মা দ্বারাই সৃষ্ট হয় ॥ ৩১

যেরূপ সমুদ্র হইতে উত্থিত তরঙ্গসমূহ পুনরায় সমুদ্রে সহজেই লয় হইয়া যায়, সেইরূপ সমস্ত গুণসমূহ (তত্ত্বসমূহ) সদা অনুলোম-ক্রমে উৎপন্ন হয় এবং বিলোমক্রমে নিজের কারণভূত গুণসকলে (তত্ত্বসকলে) লীন হইয়া যায় ॥ ৩২

নৃপশ্রেষ্ঠ ! এই প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া থাকে। মহদাদি লয় হইলে এই প্রকৃতি একাকিনীই থাকেন, আবার যখন সৃষ্টি হয়, তখন বহু হইয়া যান। রাজেন্দ্র ! জ্ঞাননিপুণ পুরুষগণের এইরূপ প্রকৃতির একত্ব ও নানাত্ব জানা কর্তব্য।

একত্বঞ্চ বহুত্বঞ্চ প্রকৃতেরর্থতত্ত্ববান্ ।
একত্বং প্রলয়ে চাস্য বহুত্বঞ্চ প্রবর্তনাৎ ॥ ৩৫
বহুধাত্মা প্রকুর্বীত প্রকৃতিং প্রসবাত্মিকাম্ ।
তচ্চ ক্ষেত্রং মহানাত্মা পঞ্চবিংশোঽধিতিষ্ঠতি ॥ ৩৬
অধিষ্ঠাতেতি রাজেন্দ্র প্রোচ্যতে যতিসত্তমৈঃ ।
অধিষ্ঠানাদধিষ্ঠাতা ক্ষেত্রাণামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৩৭
ক্ষেত্রং জানাতি চাব্যক্তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চোচ্যতে ।
অব্যক্তিকে পুরে শেতে পুরুষশ্চেতি কথ্যতে ॥ ৩৮
অন্যদেব চ ক্ষেত্রং স্যাদন্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ।
ক্ষেত্রমব্যক্তমিত্যুক্তং জ্ঞাতা বৈ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৩৯
অন্যদেব চ জ্ঞানং স্যাদন্যজ্জ্ঞেয়ং তদুচ্যতে ।
জ্ঞানমব্যক্তমিত্যুক্তং জ্ঞেয়ো বৈ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৪০

অব্যক্তং ক্ষেত্রমিত্যুক্তং তথা সত্ত্বং তথেশ্বরঃ ।
অনীশ্বরমতত্ত্বঞ্চ তত্ত্বং তৎ পঞ্চবিংশকম্ ॥ ৪১
তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশৎ পরিসংখ্যায় তত্ত্বতঃ ।
সাংখ্যাঃ প্রকুর্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে ॥ ৪২
তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশৎ পরিসংখ্যায় তত্ত্বতঃ ।
সাংখ্যাঃ সহ প্রকৃত্যা তু নিস্তত্ত্বঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৪৩
পঞ্চবিংশোঽপ্রকৃত্যাত্মা বুধ্যমান ইতি স্মৃতিঃ ।
যদা তু বুধ্যতেঽঽত্মানং তদা ভবতি কেবলঃ ॥৪৪
সম্যগ্দর্শনমেতাবদ্ ভাষিতং তব তত্ত্বতঃ ।
এবমেতদ্ বিজানন্তঃ সাম্যতাং প্রতি যান্ত্যত ॥ ৪৫
সম্যঙ্নিদর্শনং নাম প্রত্যক্ষং প্রকৃতেস্তথা ।
গুণতত্ত্বান্যথৈতানি নির্গুণোঽন্যস্তথা ভবেৎ ॥ ৪৬

অব্যক্ত প্রকৃতিই অধিষ্ঠাতা পুরুষকে সৃষ্টিকালে নানাত্বের দিকে লইয়া যান। ইহাই পুরুষের একত্বের নিদর্শন ॥ ৩৩-৩৪

অর্থতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ পুরুষ ইহা জানেন যে, প্রলয়কালে প্রকৃতির একত্ব ও সৃষ্টিকালে অনেকত্ব থাকে। এইভাবে পুরুষও প্রলয়কালে এককই থাকেন; কিন্তু সৃষ্টিকালে প্রকৃতির প্রেরক হওয়ায় তাঁহার মধ্যে নানাত্বের আরোপ হইয়া যায় ॥ ৩৪

পরমাত্মাই প্রসবাত্মিকা প্রকৃতিকে নানারূপে পরিণত করেন। প্রকৃতি ও তাঁহার বিকারকে ক্ষেত্র বলে। চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে ভিন্ন যে পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব মহান্ আত্মা, তিনিই ক্ষেত্রে অধিষ্ঠাতারূপে নিবাস করেন। ৩৬

রাজেন্দ্র! সেইজন্য যতিশিরোমণিগণ তাঁহাকে অধিষ্ঠাতা বলেন। শরীররূপ ক্ষেত্রসকলে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া তিনি অধিষ্ঠাতা, এরূপই আমরা শ্রবণ করিয়াছি। ৩৭

তিনি অব্যক্তসংজ্ঞক ক্ষেত্রকে (প্রকৃতিকে) জানেন বলিয়া তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয় এবং প্রাকৃত শরীররূপী পুরমধ্যে অন্তর্যামিরূপে তিনি শয়ন করেন, এইজন্য তাঁহাকে (পুরুষ) বলিয়া অভিহিত করা হয়। ৩৮

প্রকৃতপক্ষে 'ক্ষেত্র' এক বস্তু আর 'ক্ষেত্রজ্ঞ' অন্য এক বস্তু। ক্ষেত্রকে অব্যক্ত বলা হয় এবং ক্ষেত্রজ্ঞ হইলেন তাহার (ক্ষেত্রের) জ্ঞাতা পঞ্চবিংশ তত্ত্বস্বরূপ আত্মা। ৩৯

'জ্ঞান' এক বস্তু, আর 'জ্ঞেয়' তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া কথিত হন। জ্ঞান (এই জ্ঞানশব্দের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে বুঝিতে হইবে) অব্যক্ত বলিয়া কথিত হয় এবং জ্ঞেয় হইলেন পঞ্চবিংশ তত্ত্বস্বরূপ আত্মা ॥ ৪০

অব্যক্তকে ক্ষেত্র বলা হইয়াছে। ইহাকে সত্ত্ব (বুদ্ধি) ও ঈশ্বরও (শাসকও) বলা হয়; কিন্তু পঞ্চবিংশ তত্ত্ব পরমপুরুষ পরমাত্মা হইলেন জড় তত্ত্ব হইতে ভিন্ন ঈশ্বররহিত। ৪১

এই পর্যন্তই হইল সাংখ্যদর্শন। সাংখ্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি তত্ত্বসকলের সংখ্যা (গণনা) করেন এবং প্রকৃতিকেই জগতের কারণ বলিয়া অভিহিত করেন। সেই কারণে এই দর্শনের নাম হইল সাংখ্যদর্শন ॥ ৪২

সাংখ্যবিৎ পুরুষগণ প্রকৃতিসহ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের পরিগণনা করিয়া পরমপুরুষকে জড়তত্ত্ব হইতে ভিন্ন পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপে নিশ্চিত করেন ॥ ৪৩

এই পঞ্চবিংশ পুরুষ প্রকৃতি নহেন। ইহা হইতে সর্বতোভাবে ভিন্ন জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া তিনি স্মৃত হন। যখন তিনি স্বয়ং নিজেকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নিত্য-চিন্ময় বলিয়া জানিতে পারেন, সেই সময় তিনি কেবল (এক) হইয়া যান অর্থাৎ স্বীয় বিশুদ্ধ পরব্রহ্মরূপে স্থির হইয়া যান ॥ ৪৪

এইরূপে আমি তোমার নিকটে এই সম্যগ্দর্শন (সাংখ্যদর্শন) যথাযথরূপে বর্ণনা করিলাম। যে ব্যক্তি ইহাকে এইরূপ জানেন, তিনি শান্তস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ॥ ৪৫

প্রকৃতি-পুরুষের প্রত্যক্ষদর্শনই (অপরোক্ষ অনুভবই) সম্যগ্দর্শন। এই যে সব গুণময় তত্ত্ব, সেই সব হইতে ভিন্ন পরমপুরুষ পরমাত্মা হইলেন নির্গুণ ॥ ৪৬

ন ত্বেবং বর্ত্তমানামাবৃত্তির্বিদ্যতে পুনঃ।
বিদ্যতেঽক্ষরভাবত্বাদপরং পরমব্যয়ম্ ॥ ৪৭
পশ্যেরন্নৈকমতয়ো ন সম্যক্ তেষু দর্শনম্।
তে ব্যক্তং প্রতিপদ্যন্তে পুনঃ পুনররিন্দম ॥ ৪৮
সর্বমেতদ্ বিজানন্তো নাসর্বস্য প্রবোধনাৎ।
ব্যক্তীভূতা ভবিষ্যন্তি ব্যক্তস্য বশবর্ত্তিনঃ ॥ ৪৯

সর্বমব্যক্তমিত্যুক্তমসর্বঃ পঞ্চবিংশকঃ।
য এনমভিজানন্তি ন ভয়ং তেষু বিদ্যতে ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি বশিষ্ঠকরালজনকসংবাদে ষড়ধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০৬

এই দর্শন-শাস্ত্রানুসারে জ্ঞানলাভকারী ব্যক্তিগণের আর জগতে পুনরাবৃত্তি হয় না; কারণ, তিনি অবিনাশী ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অতএব পরাপরস্বরূপ নির্বিকার পরব্রহ্ম রূপেই তাঁহার স্থিতি হয় ॥ ৪৭

শত্রুদমন নরেশ! যাহাদের বুদ্ধি নানাত্ব দর্শন করে, তাহাদের সম্যগ্ জ্ঞান লাভ হয় না। এরূপ ব্যক্তিদিগকে বারংবার শরীর ধারণ করিতে হয় ॥ ৪৮

যাহারা এই সারা প্রপঞ্চকে জানে, তাহারা ইহা হইতে ভিন্ন পরমাত্মার তত্ত্ব না জানায় নিশ্চয়ই শরীর ধারণ করিয়া থাকে এবং কাম ক্রোধাদি দোষসকলের বশবর্ত্তী হয় ॥ ৪৯

'সর্ব্ব' নাম হইল অব্যক্ত প্রকৃতির এবং ইহা হইতে ভিন্ন পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপী পরমাত্মাকে 'অসর্ব্ব' বলা হয়। যে সব ব্যক্তি ইঁহাদের এইভাবে জানেন, তাঁহাদের আর যাতায়াতের ভয় থাকে না ॥ ৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে বশিষ্ঠ-করালজনক সংবাদ-বিষয়ক ষড়ধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বিদ্যাবিদ্যয়োঃ, অক্ষর-ক্ষরয়োঃ, প্রকৃতি পুরুষয়োশ্চ স্বরূপবর্ণনম্, বিবেকিনো জনস্যোক্তিকথনঞ্চ।]

বশিষ্ঠ উবাচ

সাংখ্যদর্শনমেতাবদুক্তং তে নৃপসত্তম।
বিদ্যাবিদ্যে ত্বিদানীং মে ত্বং নিবোধানুপূর্বশঃ ॥ ১
অবিদ্যামাহুরব্যক্তং সর্গপ্রলয়ধর্মি বৈ।
সর্গপ্রলয়নির্মুক্তাং বিদ্যাং বৈ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ২
পরস্পরস্য বিদ্যাং বৈ ত্বং নিবোধানুপূর্বশঃ।
যথোক্তমৃষিভিস্তাত সাংখ্যস্যাতিনিদর্শনম্ ॥ ৩

কর্মেন্দ্রিয়াণাং সর্বেষাং বিদ্যা বুদ্ধীন্দ্রিয়ং স্মৃতম্।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাঞ্চ তথা বিশেষা ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥৪
বিশেষাণাং মনস্তেষাং বিদ্যামাহুর্মনীষিণঃ।
মনসঃ পঞ্চভূতানি বিদ্যা ইত্যভিচক্ষতে ॥ ৫
অহঙ্কারস্তু ভূতানাং পঞ্চানাং নাত্র সংশয়ঃ।
অহঙ্কারস্য চ তথা বুদ্ধির্বিদ্যা নরেশ্বর ॥ ৬

সপ্তাধিকত্রিশততম অধ্যায়

[বিদ্যা-অবিদ্যা, অক্ষর-ক্ষর এবং প্রকৃতি পুরুষের স্বরূপ বর্ণন ও বিবেকী ব্যক্তির উক্তিকথন।]

বশিষ্ঠ বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! এই পর্যন্ত আমি তোমাকে সাংখ্যদর্শনের কথা বলিলাম। এখন এই সময় তুমি আমার নিকট হইতে ক্রমশঃ বিদ্যা ও অবিদ্যার বর্ণনা শ্রবণ কর ॥ ১

মুনিগণ সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ কার্য্যসহ অব্যক্তকেই অবিদ্যা বলেন এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে পরে যে পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব পরম পুরুষ পরমাত্মা, যিনি সৃষ্টি ও প্রলয় রহিত; তাঁহাকে বিদ্যা বলেন ॥ ২

তাত! ঋষিগণ যেভাবে সাংখ্যদর্শনের কথা বলিয়াছেন, সেইরূপে তুমি অব্যক্তের যে পারস্পরিক ভেদ, উহাদের মধ্যে যে যাহার বিদ্যা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ উহার বর্ণনা তুমি শ্রবণ কর ॥ ৩

আমরা শুনিয়াছি যে, কর্মেন্দ্রিয়ের বিদ্যা জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়া কথিত হইয়াছে অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয় হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিদ্যা পঞ্চমহাভূত ॥ ৪

মনীষী পুরুষগণ বলেন যে, স্থূল পঞ্চমহাভূতের বিদ্যা হইল মন এবং মনের বিদ্যা হইল সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত ॥ ৫

নরেশ্বর! এই সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতের বিদ্যা অহঙ্কার, ইহাতে

বিদ্যা প্রকৃতিরব্যক্তং তত্ত্বানাং পরমেশ্বরী।
বিদ্যা জ্ঞেয়া নরশ্রেষ্ঠ বিধিশ্চ পরমঃ স্মৃতঃ ॥ ৭
অব্যক্তস্তু পরং প্রাহুর্বিদ্যাং বৈ পঞ্চবিংশকম্।
সর্বস্য সর্বমিত্যুক্তং জ্ঞেয়ং জ্ঞানস্য পার্থিব ॥ ৮
জ্ঞানমব্যক্তমিত্যুক্তং জ্ঞেয়ো বৈ পঞ্চবিংশকঃ।
তথৈব জ্ঞানমব্যক্তং বিজ্ঞাতা পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৯
বিদ্যাবিদ্যার্থতত্ত্বেন ময়োক্তা তে বিশেষতঃ।
অক্ষরঞ্চ ক্ষরং চৈব যদুক্তং তন্নিবোধ মে ॥ ১০
উভাবেবাক্ষরাবুক্তাবুভাবেতাবনক্ষরৌ।
কারণং তু প্রবক্ষ্যামি যাথাতথ্যং তু জ্ঞানতঃ ॥ ১১
অনাদিনিধনাবেতাবুভাবেবেশ্বরৌ মতৌ।
তত্ত্বসংজ্ঞাবুভাবেতৌ প্রোচ্যেতে জ্ঞানচিন্তকৈঃ ॥ ১২
সর্গপ্রলয়ধর্মত্বাদব্যক্তং প্রাহুরক্ষরম্।
তদেতদ্ গুণসর্গায় বিকুর্বাণং পুনঃ পুনঃ ॥ ১৩
গুণানাং মহদাদীনামুৎপত্তিশ্চ পরস্পরম্।
অধিষ্ঠানাৎ ক্ষেত্রমাহুরেতত্তৎ পঞ্চবিংশকম্ ॥ ১৪
যদা তু গুণজালং তদব্যক্তাত্মনি সংক্ষিপেৎ।
তদা সহ গুণৈস্তৈস্তু পঞ্চবিংশো বিলীয়তে ॥ ১৫
গুণা গুণেষু লীয়ন্তে তদৈকা প্রকৃতির্ভবেৎ।
ক্ষেত্রজ্ঞোঽপি যদা তাত তৎক্ষেত্রে সম্প্রলীয়তে ॥ ১৬
তদা ক্ষরত্বং প্রকৃতির্গচ্ছতে গুণসংশ্রিতা।
নির্গুণত্বঞ্চ বৈদেহ গুণেষপ্রতিবর্তনাৎ ॥ ১৭
এবমেব চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রজ্ঞানপরীক্ষয়ে।
প্রকৃত্যা নির্গুণস্ত্বেষ ইত্যেবমনুশুশ্রুম ॥ ১৮
ক্ষরো ভবত্যেষ যদা তদা গুণবতীমথ।
প্রকৃতিং ত্বভিজানাতি নির্গুণত্বং তথাত্মনঃ ॥ ১৯

কোনও সংশয় নাই এবং অহঙ্কারের বিদ্যা বুদ্ধি বলিয়া কথিত আছে ॥ ৬

নরশ্রেষ্ঠ! অব্যক্তনাম্নী যে পরমেশ্বরী প্রকৃতি, তিনি সমস্ত তত্ত্বসমূহের বিদ্যা। এই বিদ্যা জানিবার যোগ্য। ইহার জ্ঞানকে পরম বিধি বলে*। ৭

পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপে যে পরমপুরুষ পরমাত্মার কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাকে অব্যক্ত প্রকৃতির পরম বিদ্যা বলে। রাজন্! ইনিই সমস্ত জ্ঞানের স্বরূপ জ্ঞেয় ॥ ৮

অব্যক্ত প্রকৃতিকে 'জ্ঞান' বলা হইয়াছে এবং পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপী পরমপুরুষ পরমাত্মা হইলেন 'জ্ঞেয়'। এইরূপেই জ্ঞান হইল অব্যক্ত এবং উহার জ্ঞাতা হইলেন পরমপুরুষ। ৯

রাজন্! আমি তোমার নিকটে যথার্থরূপে বিদ্যাসহ অবিদ্যা বিশেষভাবে বর্ণনা করিলাম। এখন যাহাকে ক্ষর ও অক্ষর তত্ত্ব বলা হইয়াছে, উহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ১০

সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অক্ষর বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে এবং ইঁহারা উভয়ে আবার ক্ষর বলিয়াও কথিত হন। আমি নিজের জ্ঞানানুসারে ইহার যথার্থ কারণ তোমাকে বলিব ॥ ১১

ইঁহারা উভয়েই অনাদি ও অনন্ত; অতএব পরস্পর সংযুক্ত হইয়াই ইঁহারা উভয়ে ঈশ্বর (সর্বসমর্থ) বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। সাংখ্যজ্ঞানবিচারকারী বিদ্বান্‌গণ এই উভয়কেই 'তত্ত্ব' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ১২

সৃষ্টি ও প্রলয় প্রকৃতির ধর্ম। সেইজন্য প্রকৃতিকে 'অক্ষর' বলা হয়। এই প্রকৃতিই মহত্তত্ত্বাদি গুণসমূহের সৃষ্টির জন্য বারংবার বিকারপ্রাপ্ত হন, সেইজন্য তাঁহাকে 'ক্ষর'ও বলা হয়। ১৩

মহত্তত্ত্বাদি গুণসকলের উৎপত্তি প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের সংযোগেই হইয়া থাকে; অতএব পরস্পর পরস্পরের অধিষ্ঠান হওয়ায় পুরুষকেও ক্ষেত্র বলা হয় ॥ ১৪

যোগী যখন নিজের যোগের প্রভাবে প্রকৃতির গুণসমূহকে অব্যক্ত মূল প্রকৃতিতে লীন করিয়া দেন, তখন সেই সব গুণের বিলয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপী পুরুষও পরমাত্মায় লীন হন। এই দৃষ্টিতে তিনিও 'ক্ষর' বলিয়া উক্ত হন। ১৫

তাত! যখন কার্যভূত গুণসমূহ কারণভূত গুণসকলে লীন হইয়া যায়, সেই সময় সব কিছু একমাত্র প্রকৃতিস্বরূপ হইয়া থাকে এবং যখন ক্ষেত্রজ্ঞও পরমাত্মায় লীন হন, তখন তাঁহারও পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। ১৬

বিদেহরাজ! সেই সময় ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ক্ষরত্বকে (নাশকে) প্রাপ্ত হন এবং পুরুষও গুণে প্রবৃত্ত না হওয়ায় নির্গুণ (গুণাতীত) হইয়া যান। ১৭

এইভাবে যখন ক্ষেত্রের জ্ঞান থাকে না অর্থাৎ পুরুষের প্রকৃতির জ্ঞান থাকে না, তখন তিনি স্বভাবতই নির্গুণ হইয়া যান—এরূপ আমরা শুনিয়াছি। ১৮

যখন এই পুরুষ ক্ষর হন অর্থাৎ পরমাত্মায় লীন হইয়া যান,

* এই শ্লোকের নিম্নরূপ ব্যাখ্যাও দেখা যায়—"নরশ্রেষ্ঠ! অব্যক্তনাম্নী পরমেশ্বরী প্রকৃতি সমস্ত মহদাদি তত্ত্বসমূহেরই বিদ্যা এবং স্মৃতিকথিত পরম বিধাতা হইলেন প্রকৃতির বিদ্যা।

তদা বিশুদ্ধো ভবতি প্রকৃতেঃ পরিবর্জনাৎ।
অন্যোঽহমন্যেয়মিতি যদা বুধ্যতি বুদ্ধিমান্ ॥ ২০
তদৈষ তন্যতামেতি ন চাপি মিশ্রতাং ব্রজেৎ।
প্রকৃত্যা চৈব রাজেন্দ্র মিশ্রো ন্যশ্চ দৃশ্যতে ॥ ২১
যদা তু গুণজালং তৎ প্রাকৃতং বৈ জুগুপ্সতে।
পশ্যতে চ পরং পশ্যং তদা পশ্যন্ন সন্ত্যজেৎ ॥ ২২
কিং ময়া কৃতমেতাবদ্ যোঽহং কালমিমং জনম্।
মৎস্যো জালং হ্যবিজ্ঞানাদনুবর্তিতবানিহ ॥ ২৩
অহমেব হি সম্মোহাদন্যমন্যং জনাজ্জনম্।
মৎস্যো যথোদকজ্ঞানাদনুবর্তিতবানহম্ ॥ ২৪
মৎস্যো যথোদকজ্ঞানাদুদকাদাভিমন্যতে।
আত্মানং তদদজ্ঞানাদন্যং নৈব বেদম্যহম্ ॥ ২৫

সেই সময় তিনি প্রকৃতির সগুণত্ব ও নিজের নির্গুণত্বকে যথার্থরূপে বুঝিতে পারেন। ১৯

এইরূপ জ্ঞানী মানুষ যখন ইহা জানিতে পারেন যে, আমি অন্য এবং এই প্রকৃতি আমা হইতে ভিন্ন, তখন তিনি প্রকৃতি হইতে রহিত হওয়ায় নিজের শুদ্ধ স্বরূপে স্থিত হন। ২০

রাজেন্দ্র! প্রকৃতির সহিত সংযোগের সময় তাঁহা হইতে অভিন্নের ন্যায় প্রতীতি হওয়ায় সেই পুরুষ যেন তদ্রূপতাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সেই অবস্থাতেও তাঁহার প্রকৃতির সহিত মিশ্রণ হয় না, তাঁহার পার্থক্য থাকিয়াই যায়। এই ভাবে পুরুষ প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত ও তাঁহা হইতে ভিন্ন রূপেও দৃষ্টিগোচর হন। ২১

যখন তিনি প্রাকৃত গুণসকলকে কুৎসিত বোধ করিয়া তাহা হইতে বিরত হন, সেই সময় তিনি পরম দর্শনীয় পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহাকে দর্শন করত পুনরায় তাঁহাকে আর ত্যাগ করেন না অর্থাৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ থাকেন। ২২

(যে সময় জীবাত্মার বিবেক হয়, সেই সময় তিনি এরূপ বিচার করিতে থাকেন যে,) অহো! আমি এ কি করিয়াছি? যেরূপ মৎস্য স্বয়ংই যাইয়া জালের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ আমিও আজ পর্য্যন্ত এ সংসারে এই প্রাকৃত শরীরেরই অনুসরণ করিয়া যাইতেছি। ২৩

যেরূপ মৎস্য জলকেই নিজের জীবনের মূল কারণ বোধ করিয়া এক জলাশয় হইতে অন্য জলাশয়ে গমন করে, সেইরূপ আমিও মোহবশতঃ এক দেহ হইতে অন্য দেহের অনুবর্তন করিয়াই চলিয়াছি। ২৪

মমাস্তু ধিগবুদ্ধস্য যোঽহং মগ্নমিমং পুনঃ।
অনুবর্তিতবান্ মোহাদন্যমন্যং জনাজ্জনম্ ॥ ২৬
অয়মত্র ভবেদ্ বন্ধুরনেন সহ মে ক্ষমম্।
সাম্যমেকত্বমায়াতো যাদৃশস্তাদৃশস্ত্বহম্ ॥ ২৭
তুল্যতামিহ পশ্যামি সদৃশোঽহমনেন বৈ।
অয়ং হি বিমলো ব্যক্তমহমীদৃশকস্তথা ॥ ২৮
যোঽহমজ্ঞানসম্মোহাদজ্ঞয়া সম্প্রবৃত্তবান্।
সসঙ্গয়াহং নিঃসঙ্গঃ স্থিতঃ কালমিমং ত্বহম্ ॥ ২৯
অনয়াহং বশীভূতঃ কালমেতং ন বুদ্ধবান্।
উচ্চ-মধ্যম-নীচানাং তামহং কথমাবসে ॥ ৩০
সমানয়ানয়া চেহ সহ বাসমহং কথম্।
গচ্ছাম্যবুদ্ধভাবত্বাদেষেদানীং স্থিরো ভবে ॥ ৩১

যেরূপ মৎস্য অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেকে জল হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ করে না, সেইরূপ আমিও অজ্ঞতাবশতঃ এই প্রাকৃত শরীর হইতে নিজেকে ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। ২৫

মূর্খ আমাকে ধিক্; যে আমি সংসার-সাগরে নিমগ্ন এই দেহকে আশ্রয় করত মোহবশতঃ একদেহ হইতে অন্য দেহের অনুসরণ করিয়া যাইতেছি। ২৬

প্রকৃতপক্ষে এ জগতের মধ্যে এই পরমাত্মাই আমার বন্ধু (উপকারকারী)। ইঁহারই সহিত আমার মৈত্রী হইতে পারে। পূর্বে আমি যাহাই থাকি না কেন? এই সময় আমি ইঁহার সমানতা ও একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব এখন তিনি যেরূপ, আমিও সেরূপ। ২৭

এখন আমি ইঁহার তুল্যতা আমাতে দেখিতে পাইতেছি। আমি অবশ্যই ইঁহারই সদৃশ। এই পরমাত্মা অত্যন্ত নির্মল — ইহা স্পষ্ট এবং আমিও ইঁহারই সমান নির্মল ॥২৮

যদিও আমি বর্তমানে আসক্তিহীন হইয়াছি, তথাপি আমি অজ্ঞান ও মোহের বশীভূত হইয়া এতকাল পর্য্যন্ত এই আসক্তিময়ী জড় প্রকৃতির সহিত সানন্দে বাস করিয়া যাইতেছি। ২৯

এই প্রকৃতি আমাকে এরূপ বশীভূত করিয়াছিল যে, আমি আজ পর্য্যন্ত উহা বুঝিতেই পারি নাই। এই প্রকৃতি উচ্চ, মধ্যম ও নীচ সব শ্রেণীর লোকেরই সহিত বাস করে; সুতরাং আমি ইহার সহিত কিভাবে বাস করিব? ৩০

যে আমার সহিত সংযুক্ত হইয়া আমার সমানতা করিতে থাকে, এরূপ প্রকৃতির সহিত আমি মূর্খতাবশতঃ কিভাবে সহবাস করিতে পারি? আচ্ছা, এখন আমি স্থির হইয়া যাইলাম। ৩১

সহবাসং ন যাস্যামি কালমেতদ্ধি বঞ্চনাৎ।
বঞ্চিতোঽস্ম্যনয়া যদ্ধি নির্বিকারো বিকারয়া ॥ ৩২
ন চায়মপরাধোঽস্যা অপরাধো হ্যয়ং মম।
যোঽহমত্রাভবং সক্তঃ পরাঙ্মুখমুপস্থিতঃ ॥ ৩৩
ততোঽস্মি বহুরূপাসু স্থিতো মূর্তিষমূর্তিমান্।
অমূর্তশ্চাপি মূর্তাত্মা মমত্বেন প্রধর্ষিতঃ ॥ ৩৪
প্রাক্ কৃতেন মমত্বেন তাসু তাস্বিহ যোনিষু।
নির্মমস্য মমত্বেন কিং কৃতং তাসু তাসু চ ॥ ৩৫
যোনীষু বর্তমানেন নষ্টসংজ্ঞেন চেতসা।
ন মমাত্রানয়া কার্য্যমহঙ্কারকৃতাত্ময়া ॥ ৩৬
আত্মানং বহুধা কৃত্বা যেয়ং ভূয়ো যুনক্তি মাম্।
ইদানীমেষ বুদ্ধোঽস্মি নির্মমো নিরহঙ্কৃতঃ ॥ ৩৭
মমত্বমনয়া নিত্যমহঙ্কারকৃতাত্মকম্।
অপেত্যাহমিমাং হিত্বা সংশ্রয়িষ্যে নিরাময়ম্ ॥ ৩৮
অনেন সাম্যং যাস্যামি নানয়াহমচেতয়া।
ক্ষেমং মম সহানেন নৈকত্বমনয়া সহ ॥ ৩৯
এবং পরমসম্বোধাৎ পঞ্চবিংশোঽনুবুদ্ধবান্।
অক্ষরত্বং নিযচ্ছেত ত্যক্ত্বা ক্ষরমনাময়ম্ ॥ ৪০
অব্যক্তং ব্যক্তধর্মাণং সগুণং নির্গুণং তথা।
নির্গুণং প্রথমং দৃষ্ট্বা তাদৃগ্ ভবতি মৈথিল ॥ ৪১
অক্ষর-ক্ষরয়োরেতদুক্তং তব নিদর্শনম্।
ময়েহং জ্ঞানসম্পন্নং যথাশ্রুতিনিদর্শনাৎ ॥ ৪২
নিঃসন্দিগ্ধঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ বিবুদ্ধং বিমলং যথা।
প্রবক্ষ্যামি তু তে ভূয়স্তন্নিবোধ যথাশ্রুতম্ ॥ ৪৩
সাংখ্য-যোগৌ ময়া প্রোক্তৌ শাস্ত্রদ্বয়নিদর্শনাৎ।
যদেব শাস্ত্রং সাংখ্যোক্তং যোগদর্শনমেব তৎ ॥ ৪৪

আমি নির্বিকার হইয়াও এই বিকারময়ী প্রকৃতির দ্বারা প্রতারিত হইয়াছি। এতকাল পর্য্যন্ত আমি ইহার দ্বারা বঞ্চিত হইয়া আসিতেছি। সেইজন্য আমি এখন আর ইহার সহিত বাস করিব না ॥৩২

কিন্তু ইহাতে তাহার কোন অপরাধ নাই, এ অপরাধ আমারই; যে আমি পরমাত্মা হইতে বিমুখ হইয়া ইহাতেই আসক্ত হইয়া ছিলাম ॥ ৩৩

যদিও আমি সর্ব্বথা অমূর্ত অর্থাৎ কোন আকার আমার নাই, তথাপি আমি প্রকৃতির অনেক রূপবিশিষ্ট মূর্ত্তির মধ্যে বাস করিয়া দেহরহিত হইয়াও মমতার দ্বারা পরাজিত হওয়ায় দেহধারী হইয়াছি ॥৩৪

পূর্ব্বে আমি যে ইহার সহিত মমতা করিয়াছিলাম, সেইজন্য আমাকে ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। যদিও আমি মমতারহিত ছিলাম, তথাপি এই প্রকৃতিজনিত মমতা ভিন্ন ভিন্ন যোনিসমূহে আমাকে পাতিত করিয়া আমাকে দুর্দশাগ্রস্ত করিয়া দিয়াছে। ৩৫

ইহার সহিত বিভিন্ন যোনিতে অবস্থান করায় আমার চৈতন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এখন এই অহঙ্কারময়ী প্রকৃতির দ্বারা আমার কোন প্রয়োজন নাই। ৩৬

এখনও সে বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়া আমার সহিত সংযোগের চেষ্টা করিয়া যাইতেছে; কিন্তু আমি সাবধান হইয়া গিয়াছি; সেইজন্য মমতা ও অহঙ্কারহীন হইতে পারিয়াছি ॥ ৩৭

এখন আমি ইহাকে এবং ইহার অহঙ্কাররূপিণী মমতাকে পরিত্যাগ করত ইহাকে সর্ব্বথা অতিক্রম করিয়াই আমি নিরাময় পরমাত্মারই শরণ গ্রহণ করিব। ৩৮

সেই পরমাত্মারই সমানতাপ্রাপ্তি হইতে সচেষ্ট থাকিব। এই জড় প্রকৃতির সাহিত আর থাকিব না। পরমাত্মার সহিত সংযোগ করিলেই আমার কল্যাণলাভ হইবে, এই প্রকৃতির সহিত নহে ॥ ৩৯

এইরূপ উত্তম বিকারের দ্বারা নিজের শুদ্ধস্বরূপে জ্ঞানলাভ করত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের পরে পঞ্চবিংশ তত্ত্ব আত্মা ক্ষরভাব (বিনাশশীলতা) ত্যাগ করত নিরাময় অক্ষরভাবকে প্রাপ্ত হন। ৪০

মিথিলাপতি করালজনক! অব্যক্ত প্রকৃতি, ব্যক্ত মহত্তত্ত্বাদি, সগুণ জড়বর্গ, নির্গুণ আত্মা এবং সকলের আদিভূত নির্গুণ পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করত মানুষ স্বয়ংও সেইরূপ হইয়া যায় ॥ ৪১

রাজন্! বেদে যেরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহারই অনুরূপ এই ক্ষর ও অক্ষরের বিচারকারী জ্ঞান আমি তোমাকে শুনাইলাম। ৪২

এখন পুনরায় শ্রুতি অনুসারে সন্দেহরহিত, সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত নির্ম্মল জ্ঞানের কথা তোমাকে বলিব, তুমি উহা শ্রবণ কর। ৪৩

আমি সাংখ্য ও যোগ উভয়ই পূর্ব্বে বলিয়াছি, উহাদের মধ্যে এই উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ দুইটি শাস্ত্রও বর্ণনা করিয়াছি; কিন্তু

প্রবোধনকরং জ্ঞানং সাংখ্যানামবনীপতে।
বিস্পষ্টং প্রোচ্যতে তত্র শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া ॥ ৪৫
বৃহচ্চৈবমিদং শাস্ত্রমিত্যাহুর্বিদুষো জনাঃ।
অস্মিংশ্চ শাস্ত্রে যোগানাং পুনর্বেদে পুরঃসরঃ ॥ ৪৬
পঞ্চবিংশাৎ পরং তত্ত্বং পঠ্যতে ন নরাধিপ।
সাংখ্যানাং তু পরং তত্ত্বং যথাবদনুবর্ণিতম্ ॥ ৪৭
বুদ্ধমপ্রতিবুদ্ধত্বাদ্ বুধ্যমানঞ্চ তত্ত্বতঃ।
বুধ্যমানঞ্চ বুদ্ধঞ্চ প্রাহুর্যোগনিদর্শনম্ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি বশিষ্ঠকরালজনকসংবাদে সপ্তাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০৭

প্রকৃতপক্ষে যাহা সাংখ্যশাস্ত্র, উহাই যোগশাস্ত্রও (কারণ উভয়েরই ফল এক) ॥ ৪৪

ভূপাল ! আমি শিষ্যগণের হিতকামনায় তাঁহাদের জ্ঞানজনক এই সাংখ্যদর্শন তোমাদের নিকট স্পষ্টরূপে বলিলাম ॥ ৪৫

বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন যে, এই সাংখ্যশাস্ত্র মহান্। এই শাস্ত্রে, যোগশাস্ত্রে ও বেদে অধিক প্রামাণিকতা বোধ করিয়া মানুষের ইহা অধ্যয়নের জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত ॥ ৪৬

নরনাথ ! সাংখ্যশাস্ত্রের আচার্য্যগণ পঞ্চবিংশতত্ত্বের পর আর কোন তত্ত্ব বর্ণনা করেন নাই। আমি সেই সাংখ্যশাস্ত্রের পরম তত্ত্ব যথাযথরূপে বর্ণনা করিলাম ॥ ৪৭

যিনি নিত্য জ্ঞানসম্পন্ন পরমব্রহ্ম পরমাত্মা, তিনিই বুদ্ধ এবং পরমাত্মতত্ত্ব না জানায় যে ব্যক্তি উঁহার জিজ্ঞাসু জীবাত্মা; উঁহাকে 'বুধ্যমান' বলা হয়। এইরূপ যোগের সিদ্ধান্তানুসারে বুদ্ধ (নিত্য জ্ঞানসম্পন্ন পরমাত্মা) এবং বুধ্যমান (জিজ্ঞাসু জীব)—এই উভয়কে চেতন বলিয়া স্বীকার করা হয় ॥ ৪৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে বশিষ্ঠ ও করালজনকের সংবাদ-বিষয়ক সপ্তাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ক্ষরাক্ষর-পরমাত্মনাং তত্ত্ববর্ণনম্, জীবস্য নানাত্বৈকত্বদৃষ্টান্তঃ, উপদেশে অধিকার্য্যনধিকারিকথনম্, বশিষ্ঠকরালজনক-সংবাদস্যোপসংহারশ্চ।]

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথ বুদ্ধমথাবুদ্ধমিমং গুণবিধিং শৃণু।
আত্মানং বহুধা কৃত্বা তান্যেব প্রবিচক্ষতে ॥ ১
এতদেবং বিকুর্বাণো বুধ্যমানো ন বুধ্যতে।
গুণান্ ধারয়তে হ্যেষ সৃজত্যাক্ষিপতে তথা ॥ ২
অজস্রং ত্বিহ ক্রীড়ার্থং বিকরোতি জনাধিপ।
অব্যক্তবোধনাচ্চৈব বুধ্যমানং বদন্ত্যপি ॥ ৩
ন ত্বেব বুধ্যতেঽব্যক্তং সগুণং তাত নির্গুণম্।
কদাচিৎ ত্বেব খল্বেতদাহুরপ্রতিবুদ্ধকম্ ॥ ৪
বুধ্যতে যদি বাব্যক্তমেতদ্ বৈ পঞ্চবিংশকম্।
বুধ্যমানো ভবত্যেব সঙ্গাত্মক ইতি শ্রুতিঃ
অনেনাপ্রতিবুদ্ধেতি বদন্ত্যব্যক্তমচ্যুতম্ ॥ ৫

অষ্টাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[ক্ষর-অক্ষর ও পরমাত্মার তত্ত্ববর্ণন, জীবের নানাত্ব এবং একত্বের দৃষ্টান্ত, উপদেশের অধিকারী ও অনধিকারীকথন এবং বশিষ্ঠ-করালজনক সংবাদের উপসংহার।]

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাজন্ ! এখন বুদ্ধ (পরমাত্মা), অবুদ্ধ (জীবাত্মা) ও এই গুণময়ী সৃষ্টির (প্রাকৃত প্রপঞ্চের) কথা শ্রবণ কর। জীবাত্মা নিজেকে নিজে অনেকরূপে প্রকটিত করিয়া সেই সব রূপ সত্য মনে করত দেখিতে থাকেন ॥ ১

প্রকৃত জ্ঞানবান্ হইলেও এইরূপ প্রকৃতির সংসর্গে বিকারগ্রস্ত হইয়া জীবাত্মা ব্রহ্মকে জানিতে পারেন না। তিনি গুণসকলকে ধারণ করেন; অতএব কর্তৃত্বের অভিমান লইয়া সৃষ্টি ও সংহার করিতে থাকেন ॥ ২

জনাধিপ ! জীবাত্মা সর্ব্বদা ক্রীড়া করিবার জন্যই বিকারগ্রস্ত হন। তিনি অব্যক্ত প্রকৃতিকে জানেন, এইজন্য ঋষিগণ উঁহাকে 'বুধ্যমান' বলিয়া অভিহিত করেন ॥ ৩

তাত ! পরমব্রহ্ম পরমাত্মা সগুণ কিংবা নির্গুণ, ইহা প্রকৃতি কখনও জানিতে পারেন না; (কারণ, তিনি জড়) অতএব সাংখ্যবাদী পণ্ডিতগণ এই প্রকৃতিকে অপ্রতিবুদ্ধ (জ্ঞানশূন্য) বলেন ॥ ৪

যদি ইহা মানিতে হয় যে, প্রকৃতিও জানেন, তবে তিনি পঞ্চবিংশ তত্ত্বস্বরূপ পুরুষের দ্বারা সংযুক্ত হইয়াই জানিতে পারেন।

অব্যক্তবোধনাচ্চাপি বুধ্যমানং বদন্ত্যত।
পঞ্চবিংশং মহাত্মানং ন চাসাবপি বুধ্যতে ॥ ৬
ষড়্‌বিংশং বিমলং বুদ্ধমপ্রমেয়ং সনাতনম্।
স তু তং পঞ্চবিংশঞ্চ চতুর্বিংশঞ্চ বুধ্যতে ॥ ৭
দৃশ্যাদৃশ্যে হ্যনুগতং স্বভাবেন মহাদ্যুতে।
অব্যক্তমত্র তদ্ ব্রহ্ম বুধ্যতে তাত কেবলম্ ॥৮
কেবলং পঞ্চবিংশঞ্চ চতুর্বিংশং ন পশ্যতি।
বুধ্যমানো যদাত্মানমন্যোঽহমিতি মন্যতে ॥ ৯
তদা প্রকৃতিমানেষ তদাব্যক্তলোচনঃ।
বুধ্যতে চ পরাং বুদ্ধিং বিশুদ্ধামমলাং যদা ॥ ১০
ষড়্‌বিংশো রাজশার্দূল তথা বুদ্ধত্বমাব্রজেৎ।
ততস্ত্যজতি সোঽব্যক্তং সর্গপ্রলয়ধর্মি বৈ ॥ ১১

নির্গুণঃ প্রকৃতিং বেদ গুণযুক্তামচেতনাম্।
ততঃ কেবলধর্মাসৌ ভবত্যব্যক্তদর্শনাৎ ॥ ১২
কেবলেন সমাগম্য বিমুক্তোঽত্মানমাপ্নুয়াৎ।
এতৎ তু তত্ত্বমিত্যাহুর্নিস্তত্ত্বমজরামরম্ ॥ ১৩
তত্ত্বসংশ্রয়ণাদেতৎ তত্ত্ববন্ন চ মানদ।
পঞ্চবিংশতি তত্ত্বানি প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ১৪
ন চৈষ তত্ত্ববাংস্তাত নিস্তত্ত্বস্ত্বেষ বুদ্ধিমান্।
এষ মুঞ্চতি তত্ত্বং হি ক্ষিপ্রং বুদ্ধস্য লক্ষণম্ ॥ ১৫
ষড়্‌বিংশোঽহমিতি প্রাজ্ঞো গৃহ্যমাণোঽজরামরঃ।
কেবলেন বলেনৈব সমতাং যাত্যসংশয়ম্ ॥১৬
ষড়্‌বিংশেন প্রবুদ্ধেন বুধ্যমানোঽপ্যবুদ্ধিমান্।
এতন্নানাত্বমিত্যুক্তং সাংখ্যশ্রুতিনিদর্শনাৎ ॥ ১৭

প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হওয়ায় জীব সঙ্গমাত্মক (সঙ্গী) হয়, ইহা শ্রুতির বচন। এই সঙ্গদোষের জন্যই অব্যক্ত ও অবিকারী জীবাত্মাকে সকল মানুষ 'মূঢ়' বলিয়া থাকে ॥ ৫

পঞ্চবিংশ তত্ত্বস্বরূপ মহান্ আত্মা অব্যক্ত প্রকৃতিকে জানেন; সেইজন্য উঁহাকে 'বুধ্যমান' বলা হয়; কিন্তু তিনিও ষড়্‌বিংশ তত্ত্বরূপী নির্মল নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ অপ্রমেয় সনাতন পরমাত্মাকে জানেন না। সেই সনাতন পরমাত্মা এই পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপ জীবাত্মা ও চতুর্বিংশতিতত্ত্বরূপিণী প্রকৃতিকে জানেন ॥ ৬-৭

তাত মহাতেজস্বী নরেশ! সেই অব্যক্ত ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এ-জগতে দৃশ্য এবং অদৃশ্য সকল বস্তুতেই স্বভাবতঃ ব্যাপ্ত আছেন; অতএব তিনি সকলকেই জানেন ॥ ৮

চতুর্বিংশ তত্ত্বরূপিণী অব্যক্তপ্রকৃতি অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে দেখিতে পান না এবং পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপী জীবাত্মাকেও দেখিতে পান না। যখন জীবাত্মা অব্যক্ত ব্রহ্মের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিজেকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন, তখন তিনি প্রকৃতির অধিপতি হইয়া যান ॥৯॥

নরশ্রেষ্ঠ! যখন জীবাত্মা শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়িণী, নির্মল এবং সর্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, তখন তিনি ষড়্‌বিংশ তত্ত্বরূপ পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপ হইয়া যান। এই অবস্থায় তিনি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ব্রহ্মভাবেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। তারপর তিনি সৃষ্টি ও প্রলয়রূপ ধর্মবিশিষ্টা অব্যক্তা প্রকৃতিকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া যান ॥ ১০-১১

তিনি গুণসকলের অতীত হইয়া ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে জড়রূপে জানিতে পারেন, এইভাবে প্রকৃতিকে নিজ হইতে সর্বথা অভিন্ন দেখিতে থাকায় তিনি কৈবল্যপ্রাপ্ত হইয়া যান ॥ ১২

কেবল (অদ্বিতীয়) ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করত নিজের পরমার্থস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। ইহাকেই পরমার্থতত্ত্ব বলা হয়। ইহা সব তত্ত্বের অতীত ও জরামরণরহিত ॥ ১৩

মানদাতা নরেশ! জীবাত্মা তত্ত্বসকলকে আশ্রয় করিলে পরই তত্ত্বসদৃশ প্রতীত হইয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে তিনি তত্ত্বসকলের দ্রষ্টামাত্র হওয়ায় তত্ত্বস্বরূপ নহেন অর্থাৎ সকল তত্ত্ব হইতে ভিন্ন। মনীষী পুরুষগণ এইভাবে (প্রকৃতির চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সহিত) জীবাত্মাকে এক পৃথক্ তত্ত্ব মানিয়া সর্বসাকুল্যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব প্রতিপাদন করেন ॥ ১৪

তাত! এই জীবাত্মা প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বসকলের অতীত; অতএব তদ্রূপ নহেন; কিন্তু জ্ঞানবান্ বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলে পরই তিনি অতিশয় প্রাকৃত তত্ত্বসমূহ ত্যাগ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার মধ্যে তখন নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্মের লক্ষণ প্রকাশিত হইতে থাকে ॥ ১৫

'আমি পঞ্চবিংশ তত্ত্ব হইতে ভিন্ন ষড়্‌বিংশতত্ত্ব পরমাত্মা, নিত্য জ্ঞানসম্পন্ন এবং জানিবার যোগ্য অজর-অমরস্বরূপ'—এইরূপ বিচার করিতে করিতে জীবাত্মা কেবল বিবেকবলেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১৬

জীব ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার প্রকাশেই জড়বর্গকে জানে; কিন্তু উঁহাকে জানিয়াও পরমাত্মাকে না জানিতে পারায়

চেতনেন সমেতস্য পঞ্চবিংশতিকস্য হ।
একত্বং বৈ ভবত্যস্য যদা বুদ্ধ্যা ন বুধ্যতে ॥ ১৮
বুধ্যমানোঽপ্রবুদ্ধেন সমতাং যাতি মৈথিল।
সঙ্গধর্মা ভবত্যেষ নিঃসঙ্গাত্মা নরাধিপ ॥ ১৯
নিঃসঙ্গাত্মানমাসাদ্য ষড়্বিংশকমজং বিভুম্।
বিভুস্ত্যজতি চাব্যক্তং যদা ত্বেতদ্ বিবুধ্যতে ॥ ২০
চতুর্বিংশমসারঞ্চ ষড়্বিংশস্য প্রবোধনাৎ।
এষ হ্যপ্রতিবুদ্ধশ্চ বুধ্যমানশ্চ তেঽনঘ ॥ ২১
প্রোক্তো বুদ্ধশ্চ তত্ত্বেন যথাশ্রুতিনিদর্শনাৎ।
নানাত্বৈকত্বমেতাবদ্ দ্রষ্টব্যং শাস্ত্রদর্শনাৎ ॥ ২২
মশকোদুম্বরে যদ্বদন্যত্বং তদ্বদেতয়োঃ।
মৎস্যোদকে যথা তদ্বদন্যত্বমুপলভ্যতে ॥ ২৩
এবমেবাবগন্তব্যং নানাত্বৈকত্বমেতয়োঃ।
এতদ্ধি মোক্ষ ইত্যুক্তমব্যক্তজ্ঞানসংহিতম্ ॥ ২৪
পঞ্চবিংশতিকস্যাস্য যোঽয়ং দেহেষু বর্ত্ততে।
এষ মোক্ষয়িতব্যেতি প্রাহুরব্যক্তগোচরাৎ ॥ ২৫
সোঽয়মেবং বিমুচ্যেত নান্যথেতি বিনিশ্চয়ঃ।
পরেণ পরধর্মা চ ভবত্যেষ সমেত্য বৈ ॥ ২৬
বিশুদ্ধধর্মা শুদ্ধেন বুদ্ধেন চ স বুদ্ধিমান্।
বিমুক্তধর্মা মুক্তেন সমেত্য পুরুষর্ষভ ॥ ২৭
বিয়োগধর্মিণা চৈব বিমুক্তাত্মা ভবত্যথ।
বিমোক্ষিণা বিমোক্ষশ্চ সমেত্যেহ তথা ভবেৎ ॥ ২৮
শুচিকর্মা শুচিশ্চৈব ভবত্যমিতদীপ্তিমান্।
বিমলাত্মা চ ভবতি সমেত্য বিমলাত্মনা ॥ ২৯

সে অজ্ঞান-ই থাকিয়া যায়। এই অজ্ঞান-ই জীবের নানাস্বরূপ বন্ধনের কারণ বলিয়া কথিত হয়—ইহা সাংখ্য ও শ্রুতির দৃষ্টান্তানুসারে বুঝা যায়। ১৭

যখন জীবাত্মা বুদ্ধির দ্বারা জড়বর্গকে নিজের বলিয়া বোধ করেন না অর্থাৎ তাহার সহিত নিজের কোন সম্বন্ধ রাখেন না, তখনই নিত্য চেতন পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া সেই জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত একতা হইয়া যান। ১৮

মিথিলাপতি করালজনক! যতক্ষণ জীবাত্মা জড়বর্গকে নিজের বলিয়া মনে করিবেন, ততক্ষণ তিনি জড়বর্গের সমতা প্রাপ্ত হইতে থাকেন। যদিও তিনি স্বরূপতঃ অসঙ্গ, তথাপি প্রকৃতির সম্পর্কবশতঃ আসক্তিরূপ ধর্মযুক্ত হইয়া যান। ১৯

ষড়্বিংশ তত্ত্বস্বরূপ পরমাত্মা অজন্মা, সর্বব্যাপী ও সঙ্গদোষরহিত। তাঁহার শরণগ্রহণ করত যখন জীবাত্মা তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন, তখন পরমাত্মার জ্ঞানের প্রভাবে স্বয়ংও সর্বব্যাপী হইয়া যান এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্বরূপিণী প্রকৃতিকে অসার বুঝিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ২০½

নিষ্পাপ নরেশ! এইরূপে আমি তোমাকে অপ্রতিবুদ্ধ (জড়), বুধ্যমান (অজ্ঞ জীবাত্মা) ও বুদ্ধ (জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা) এই তিন তত্ত্ব শ্রুতির নির্দেশানুসারে যথার্থরূপে প্রতিপাদন করিয়াছি। শাস্ত্রীয় দৃষ্টি অনুসারে জীবাত্মার নানাত্ব ও একত্বও এইভাবে বুঝিতে হইবে। ২১-২২

যেরূপ মশক ও মশকাশ্রিত উডুম্বরবৃক্ষ একত্রে থাকিয়াও পরস্পর ভিন্ন, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষেও ভিন্নতা আছে। যেরূপ মৎস্য ও জল পরস্পর ভিন্ন, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষেও ভেদ উপলব্ধ হয়। ২৩

এইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের একতা এবং অনেকতা বুঝিতে হইবে। অব্যক্ত প্রকৃতির পুরুষের সহিত যে নিত্য ভেদ আছে উহার যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা মানুষ সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ইহাকেই মোক্ষ বলে। ২৪

এই দেহমধ্যে যে পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপী অন্তর্যামী পুরুষ বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে অব্যক্তের কার্য্যভূত মহত্তত্ত্বাদির বন্ধন হইতে মুক্ত করা আবশ্যক, ইহা বিদ্বান্‌গণ বলেন। ২৫

সেই এই জীবাত্মা পূর্বোক্ত প্রকারেই মুক্ত হইতে পারেন, অন্যথা নহে। ইহাই মহাপুরুষগণের সিদ্ধান্ত। এই জীবাত্মা অপরের সহিত মিলিত হইয়া উহারই সমানধর্মী হইয়া যান। ২৬

পুরুষপ্রবর! জীবাত্মা শুদ্ধ পুরুষের সঙ্গ করত বিশুদ্ধ ধর্মবিশিষ্ট হন। কোন জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান্ পুরুষের সঙ্গ করিলে তিনি বুদ্ধিমান্ হইয়া থাকেন। কোন মুক্ত পুরুষের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে পর তাঁহার মধ্যে মুক্ত পুরুষের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশিত হইতে থাকে। ২৭

যাঁহার প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, এরূপ পুরুষের সহিত মিলিত হইলে পর তিনি 'বিমুক্তাত্মা' হইয়া যান। যিনি মোক্ষধর্মের সহিত সংযুক্ত, তাঁহার সঙ্গ করিলে পর জীবের মোক্ষ লাভ হয়। ২৮

যাঁহার আচার-বিচার শুদ্ধ, তাঁহার সহিত মিলিত হইলে তিনি পবিত্রকর্মা ও পবিত্র হইয়া যান। যাঁহার অন্তঃকরণ নির্মল, তাঁহার সম্পর্কে আসিলে পর তিনিও নির্মলাত্মা ও অমিততেজস্বী হইয়া থাকেন। ২৯

কেবলাত্ম তথা চৈব কেবলেন সমেত্য বৈ।
স্বতন্ত্রশ্চ স্বতন্ত্রেণ স্বতন্ত্রত্বমবাপ্নুতে ॥ ৩০

এতাবদেতৎ কথিতং ময়া তে
তথ্যং মহারাজ যথার্থতত্ত্বম্।
অমৎসরত্বং পরিগৃহ্য চার্থং
সনাতনং ব্রহ্ম বিশুদ্ধমাদ্যম্ ॥ ৩১

নাবেদনিষ্ঠস্য জনস্য রাজন্
প্রদেয়মেতৎ পরমং ত্বয়া ভবেৎ।
বিবিৎসমানায় বিবোধকারণং
প্রবোধহেতোঃ প্রণতস্য শাসনম্ ॥ ৩২

ন দেয়মেতচ্চ তথানৃতাত্মনে
শঠায় ক্লীবায় ন জিহ্মবুদ্ধয়ে।
ন পণ্ডিতজ্ঞানপরোপতাপিনে
দেয়ং তু দেয়ঞ্চ নিবোধ যাদৃশে ॥৩৩

শ্রদ্ধান্বিতায়াথ গুণান্বিতায়
পরাপবাদাদ্ বিরতায় নিত্যম্।
বিশুদ্ধযোগায় বুধায় নিত্যং
ক্রিয়াবতে চ ক্ষমিণে হিতায় ॥ ৩৪

বিবিক্তশীলায় বিধিপ্রিয়ায়
বিবাদহীনায় বহুশ্রুতায়।
বিজানতে চৈব ন চাহিতক্ষমে
দমে চ শক্তায় শমে চ দেয়ম্ ॥ ৩৫

এতৈর্গুণৈর্হীনতমে ন দেয়-
মেতৎ পরং ব্রহ্ম বিশুদ্ধমাহুঃ।
ন শ্রেয়সা যোক্ষ্যতি তাদৃশে কৃতং
ধর্মপ্রবক্তারমপাত্রদানাৎ ॥ ৩৬

পৃথ্বীমিমাং যদ্যপি রত্নপূর্ণাং
দদ্যান্ন দেয়ং ত্বিদমব্রতায়।
জিতেন্দ্রিয়ায়ৈতদসংশয়ং তে
ভবেৎ প্রদেয়ং পরমং নরেন্দ্র ॥ ৩৭

করাল মা তে ভয়মস্তু কিঞ্চি-
দেতচ্চ তৎ ব্রহ্ম পরং ত্বয়াদ্য।
যথাবদুক্তং পরমং পবিত্রং
বিশোকমত্যন্তমনাদিমধ্যম্ ॥ ৩৮

অদ্বিতীয় পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করত তিনি রূপতা লাভ করেন অর্থাৎ অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন, ন্ত্র পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিলে পর তিনি প্রকৃত-ক স্বতন্ত্র হইয়া যথার্থ স্বতন্ত্রতাকে প্রাপ্ত হন। ৩০

মহারাজ! আমি ঈর্ষা-দ্বেষরহিত ভাব অবলম্বন করত এবং মার প্রয়োজন বুঝিয়া তোমাকে প্রীতিসহকারে এই শুদ্ধ, তন ও সকলের আদিভূত সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের যথার্থ তত্ত্ব রূপে বর্ণনা করিলাম। ৩১

রাজন্! যে মানুষ বেদে শ্রদ্ধাসম্পন্ন নহে, তাহাকে এই ত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ তুমি করিবে না। জ্ঞানলাভের জন্য যাহার ত্যন্ত বাসনা আছে এবং যে জিজ্ঞাসু হইয়া শরণাগত হইবে, ই ব্যক্তিই এই উপদেশ শুনিবার অধিকারী। ৩২

অসত্যবাদী, শঠ, নীচ, কপটী, নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া ন্যকারী এবং অপরের কষ্টদাতা মনুষ্যকেও ইহার উপদেশ রিবে না। কিরূপ ব্যক্তিকে এই জ্ঞানের উপদেশ কর্তব্য ও বশ্য কর্তব্য ইহাও আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ৩৩

শ্রদ্ধালু, গুণবান্, পরনিন্দা হইতে বিরত, বিশুদ্ধ যোগী, বিদ্বান্, সদা শাস্ত্রোক্ত কর্মকারী, ক্ষমাশীল, সকলের হিতৈষী, একান্তবাসী, শাস্ত্রবিধি সমাদরকারী, বিবাদহীন, বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ, যে ব্যক্তি কাহারও অহিত করেন না এবং ইন্দ্রিয়সংযম ও মনোনিগ্রহ করিতে সমর্থ ব্যক্তিকে এই জ্ঞানের উপদেশ দান করিবে। ৩৪-৩৫

যে ব্যক্তি সর্বতোভাবে এই সব সদ্গুণহীন, তাহাকে এই জ্ঞানের উপদেশ করিবে না। এই জ্ঞান বিশুদ্ধ পরমব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এরূপ গুণহীন পুরুষকে প্রদত্ত এই জ্ঞান তাহার পক্ষে কল্যাণকারী হইবে না এবং অপাত্রে উপদেশ দেওয়ায় সেই জ্ঞান উপদেষ্টারও কল্যাণকর হয় না। ৩৬

নরেন্দ্র! যে ব্যক্তি ব্রত ও নিয়মসমূহ পালন করে না, সেই ব্যক্তি যদি রত্নপূর্ণ এই সমগ্র পৃথিবীর রাজ্য দান করে, তথাপি তাহাকে এই জ্ঞানের উপদেশ করিবে না। কিন্তু জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে নিঃসন্দেহে এই পরম উত্তম জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া তোমার উচিত। ৩৭

করাল! আজ তুমি আমার নিকট হইতে পরব্রহ্মের জ্ঞান শ্রবণ করিয়াছ; অতএব তোমার মনে আর অল্পও ভয় হওয়া

অগাধজন্মামরণঞ্চ রাজন্
নিরাময়ং বীতভয়ং শিবঞ্চ।
সমীক্ষ্য মোহং ত্যজ বাদ্য সর্ব-
জ্ঞানস্য তত্ত্বার্থমিদং বিদিত্বা ॥৩৯

অবাপ্তমেতদ্ধি ময়া সনাতনা-
দ্ধিরণ্যগর্ভাদ্ গদতো নরাধিপ।
প্রসাদ্য যত্নেন তমুগ্রচেতসং
সনাতনং ব্রহ্ম যথাদ্য বৈ ত্বয়া ॥ ৪০

পৃষ্টস্ত্বয়া চাস্মি যথা নরেন্দ্র
যথা ময়েদং ত্বয়ি চোক্তমদ্য।
তথাবাপ্তং ব্রহ্মণো মে নরেন্দ্র
মহাজ্ঞানং মোক্ষবিদাং পরায়ণম্ ॥ ৪১

ভীষ্ম উবাচ।

এতদুক্তং পরং ব্রহ্ম যস্মান্নাবর্ততে পুনঃ।
পঞ্চবিংশো মহারাজ পরমর্ষিনিদর্শনাৎ ॥ ৪২

পুনরাবৃত্তিমাপ্নোতি পরং জ্ঞানমবাপ্য চ।
নাববুধ্যতি তত্ত্বেন বুধ্যমানোঽজরামরম্ ॥ ৪৩

এতন্নিঃশ্রেয়সকরং জ্ঞানং তে পরমং ময়া।
কথিতং তত্ত্বতস্তাত শ্রুত্বা দেবর্ষিতো নৃপ ॥ ৪৪

হিরণ্যগর্ভাদৃষিণা বশিষ্ঠেন মহাত্মনা।
বশিষ্ঠাদৃষিশার্দূলান্নারদোঽবাপ্তবানিদম্ ॥ ৪৫

নারদাদ্ বিদিতং মহ্যমেতদ্ ব্রহ্ম সনাতনম্।
মা শুচঃ কৌরবেন্দ্র ত্বং শ্রুত্বৈতৎ পরমং পদম্ ॥ ৪৬

যেন ক্ষরাক্ষরে বিত্তে ভয়ং তস্য ন বিদ্যতে।
বিদ্যতে তু ভয়ং তস্য যো নৈতদ্ বেত্তি পার্থিব ॥৪৭

অবিজ্ঞানাচ্চ মূঢ়াত্মা পুনঃ পুনরুপাদ্রবৎ।
প্রেত্য জাতিসহস্রাণি মরণান্তান্যুপাশ্নুতে ॥ ৪৮

দেবলোকং তথা তির্যগ্-মানুষ্যমপি চাশ্নুতে।
যদি শুধ্যতি কালেন তস্মাদজ্ঞানসাগরাৎ ॥ ৪৯

উচিত নহে। এই পরব্রহ্ম পরমপবিত্র, শোকরহিত, আদি, মধ্য ও অন্তশূন্য, জন্ম মৃত্যু হইতে রক্ষাকারী, নিরাময়, নির্ভয় এবং কল্যাণময়। রাজন্! উঁহাকে আমি যথাযথরূপে প্রতিপাদন করিয়াছি। ইহাই সমস্ত জ্ঞানের তাত্ত্বিক অর্থ। এইরূপ জানিয়া তাঁহার জ্ঞান প্রাপ্ত করিয়া আজ মোহ পরিত্যাগ কর ॥ ৩৮-৩৯

নরেশ্বর! যেরূপ আজ তুমি আমার নিকট হইতে সনাতন ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করিয়াছ, সেইরূপ আমিও সনাতন উগ্রচেতা ব্রহ্মকে অতিশয় যত্নসহকারে প্রসন্ন করত হিরণ্যগর্ভ নামক প্রসিদ্ধ সনাতন ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪০

নরেন্দ্র! যেরূপ তুমি আমাকে প্রশ্ন করিতেছ এবং যেরূপ আমি আজ তোমাকে এই জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছি, সেইরূপ আমিও ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার মুখ হইতে এই পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা মোক্ষজ্ঞানিগণের সর্ব্বোত্তম আশ্রয় ॥ ৪১

ভীষ্ম বলিলেন, মহারাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠের উপদেশানুসারে এই পরমব্রহ্মের স্বরূপ আমি তোমাকে বলিলাম, যাহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবাত্মা পুনরায় এ-সংসারে প্রত্যাবর্তন করে না ॥ ৪২

যে ব্যক্তি এই উত্তম জ্ঞান গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াও ভালভাবে বুঝিতে পারে না, সেই ব্যক্তি পুনরাবৃত্তি (বারংবার আগমন) প্রাপ্ত হয় এবং যে ব্যক্তি ইহা তত্ত্বানুসারে বুঝিতে পারেন, তিনি জরা-মৃত্যুরহিত পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে লাভ করেন ॥ ৪৩

তাত! নরেশ্বর! এই পরম কল্যাণকারী উত্তম জ্ঞান আমি নারদের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি। ইহা আমি যথাযথরূপে তোমাকে বলিলাম ॥ ৪৪

ব্রহ্মার নিকট হইতে মহাত্মা বশিষ্ঠ মুনি এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ হইতে নারদ লাভ করিয়াছিলেন এবং নারদের নিকট হইতে আমি এই সনাতন ব্রহ্মের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। কৌরবনরেশ! এই জ্ঞানই পরমপদ। ইহা শ্রবণ করিয়া এখন তুমি শোক পরিত্যাগ কর ॥ ৪৫-৪৬

কৃপাল! যে ব্যক্তি ক্ষর ও অক্ষর তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে কোনরূপও ভয় হয় না। যে ব্যক্তি ইহাকে জানে না, তাহার মধ্যে ভয় থাকে ॥ ৪৭

মূর্খ মানুষ এই তত্ত্বকে না জানিতে পারায় বারংবার সংসারে যাতায়াত করিতে থাকে এবং হাজার যোনিতে যাইয়া জন্ম-মৃত্যুর কষ্ট অনুভব করিতে থাকে ॥ ৪৮

সেই ব্যক্তি দেব, মনুষ্য ও পশু-পক্ষী আদি যোনি প্রাপ্তি হয়। যদি কখনও সময়ানুসারে শুদ্ধ হইয়া যায়, তবে সেই অগাধ অজ্ঞান-সাগর হইতে পার হইয়া পরম কল্যাণভাগী হয় ॥ ৪৯

(উত্তীর্ণোঽস্মাদগাধাৎ স পরমাপ্নোতি শোভনম্ ।.)

অজ্ঞানসাগরো ঘোরো হ্যব্যক্তোঽগাধ উচ্যতে ।

অহন্যহনি মজ্জন্তি যত্র ভূতানি ভারত ॥ ৫০

হে ভারত! অজ্ঞানরূপী সমুদ্র অব্যক্ত, অগাধ ও ভয়ঙ্কর বলিয়া কথিত হয়। ইহার মধ্যে অসংখ্য প্রাণী প্রতিদিন নিমজ্জিত হইতে থাকে। ৫০

যস্মাদগাধাদব্যক্তাদুত্তীর্ণস্ত্বং সনাতনাৎ ।

তস্মাৎ ত্বং বিরজাশ্চৈব বিতমস্কশ্চ পার্থিব ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি বশিষ্ঠকরালজনকসংবাদে অষ্টাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০৮

রাজন্! তুমি আমার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া এই অব্যক্ত, অগাধ ও প্রবাহরূপে সদা বিদ্যমান ভবসাগর পার হইয়া গিয়াছ, সেইজন্য এখন তুমি রজোগুণ ও তমোগুণরহিত হইয়াছ। ৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে বশিষ্ঠ ও করালজনকের সংবাদের সমাপ্তিবিষয়ক অষ্টাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

(জনকবংশিনে বসুমতে কস্যাচিদ্ মুনের্ধর্মবিষয়কোপদেশদানম্ ।)

ভীষ্ম উবাচ ।

মৃগয়াং বিচরন্ কশ্চিদ্ বিজনে জনকাত্মজঃ ।

বনে দদর্শ বিপ্রেন্দ্রমৃষিং বংশধরং ভৃগোঃ ॥ ১

উপাসীনমুপাসীনঃ প্রণম্য শিরসা মুনিম্ ।

পশ্চাদনুমতস্তেন পপ্রচ্ছ বসুমানিদম্ ॥ ২

ভগবন্ কিমিদং শ্রেয়ঃ প্রেত্য চাপীহ বা ভবেৎ ।

পুরুষস্যাধ্রুবে দেহে কামস্য বশবর্তিনঃ ॥ ৩

সৎকৃত্য পরিপৃষ্টঃ সন্ সুমহাত্মা মহাতপাঃ ।

নিজগাদ ততস্তস্মৈ শ্রেয়স্করমিদং বচঃ ॥ ৪

ঋষিরুবাচ ।

মনসোঽপ্রতিকূলানি প্রেত্য চেহ চ বাঞ্ছসি ।

ভূতানাং প্রতিকূলেভ্যো নিবর্তস্ব যতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫

ধর্মঃ সতাং হিতঃ পুংসাং ধর্মশ্চৈবাশ্রয়ঃ সতাম্ ।

ধর্মাল্লোকাস্ত্রয়স্তাত প্রবৃত্তাঃ সচরাচরাঃ ॥ ৬

স্বাদুকামুক কামানাং বৈতৃষ্ণ্যং কিং ন গচ্ছসি ।

মধু পশ্যসি দুর্বুদ্ধে প্রপাতং নানুপশ্যসি ॥ ৭

নবাধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

[জনকবংশী বসুমান্‌কে এক মুনির ধর্মবিষয়ক উপদেশ দান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! বহুদিন পূর্বের কথা, জনকবংশের কোন রাজকুমার মৃগয়া করিবার জন্য এক নির্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি বনে উপবিষ্ট এক মুনিকে দর্শন করিলেন। সেই মুনি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মহর্ষি ভৃগুর বংশধর ছিলেন। ১

সম্মুখে উপবিষ্ট মুনিকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত সেই রাজকুমার তাঁহার নিকট উপবেশন করিলেন। ইঁহার নাম ছিল বসুমান্। তিনি মহর্ষির আজ্ঞা লইয়া তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ২

ভগবন্! এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরে কামের অধীন হইয়া অবস্থিত মানুষের ইহলোক ও পরলোকে কোন্ উপায়ে কল্যাণলাভ হইতে পারে? ৩

সমাদৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে পর সেই মহাতপস্বী মহাত্মা মুনি রাজকুমার বসুমান্‌কে এই কল্যাণকারী বাক্য বলিলেন। ৪

ঋষি বলিলেন,—রাজকুমার! যদি তুমি ইহলোক ও পরলোকে নিজের মনের অনুকূল বস্তুসকল লাভ করিতে চাও, তবে নিজের ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া সমস্ত প্রাণীবর্গের প্রতিকূল আচরণ হইতে নিবৃত্ত হও। ৫

ধর্মই সৎপুরুষগণের হিতকারী এবং ধর্মই সৎপুরুষদিগের আশ্রয়। তাত! চরাচর প্রাণীসহ তিন-লোক (ত্রিভুবন) ধর্ম হইতেই উৎপন্ন হয়। ৬

ভোগসমূহের আস্বাদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক দুর্মতি মানব! তোমার কামপিপাসা যেন শান্ত হইতেছে না? এখন তুমি বৃক্ষের উচ্চশাখায় নিবদ্ধ কেবল মধুই দেখিতেছ, কিন্তু সেস্থান হইতে পতিত হইলে পর প্রাণান্ত হইতে পারে, ইহার দিকে তোমার দৃষ্টিপাত হইতেছে না। (অর্থাৎ এখন তুমি ভোগের স্বাদুতার উপরই লুব্ধ হইতেছ; কিন্তু তাহা হইতে পতনের দিকে তোমার দৃষ্টি যাইতেছে না।) ৭

যথা জ্ঞানে পরিচয়ঃ কর্তব্যস্তৎফলার্থিনা।
তথা ধর্মে পরিচয়ঃ কর্তব্যস্তৎফলার্থিনা ॥ ৮
অসতা ধর্মকামেন বিশুদ্ধং কর্ম দুষ্করম্।
সতা তু ধর্মকামেন সুকরং কর্ম দুষ্করম্ ॥ ৯
বনে গ্রাম্যসুখাচারো যথা গ্রাম্যস্তথৈব সঃ।
গ্রামে বনসুখাচারো যথা বনচরস্তথা ॥ ১০
মনোবাক্কায়িকে ধর্মে কুরু শ্রদ্ধাং সমাহিতঃ।
নিবৃত্তৌ বা প্রবৃত্তৌ বা সম্প্রধার্য্য গুণাগুণান্ ॥ ১১
নিত্যঞ্চ বহু দাতব্যং সাধুভ্যশ্চানুসূয়তা।
প্রার্থিতং ব্রত-শৌচাভ্যাং সংকৃতং দেশ-কালয়োঃ ॥১২
শুভেন বিধিনা লব্ধমর্হায় প্রতিপাদয়েৎ।
ক্রোধমুৎসৃজ্য দত্ত্বাচ্চ নানুতপ্যেন্ন কীর্তয়েৎ ॥ ১৩

যেরূপ জ্ঞানের ফলাভিলাষী ব্যক্তির জ্ঞানের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক, সেইরূপ ধর্ম্মের ফললাভ করিতে ইচ্ছুক মানুষেরও ধর্ম্মের সহিত পরিচয় করা কর্ত্তব্য ॥ ৮

দুষ্ট পুরুষ যদি ধর্ম্মের ইচ্ছা করে, তবে তাহার দ্বারা বিশুদ্ধ কর্ম্ম সম্পাদিত হওয়া কঠিন এবং সৎপুরুষ যদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে কঠিন হইতেও কঠিন কর্ম্মও সম্পাদন করা সহজ হয় ॥ ৯

বনে থাকিয়াও যে ব্যক্তি গ্রামীণ সুখ উপভোগ করিতে থাকে, তাহাকে গ্রামীণ বলিয়াই বুঝিতে হইবে এবং যিনি গ্রামে থাকিয়াও বনবাসী মুনিগণের ন্যায় আচরণেই সুখ আছে বলিয়া মনে করেন, তাঁহাকে বনবাসী মুনি বলিয়া গণনা করা উচিত ॥১০

প্রথমে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিমার্গে যে গুণ এবং অবগুণ আছে, তাহা তুমি ভালভাবে নিশ্চয় কর; তারপর একাগ্রচিত্ত হইয়া মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা সম্পাদনীয় ধর্ম্মে শ্রদ্ধা কর (অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ধর্ম্মপালনে তৎপর হও) ॥ ১১

প্রতিদিন ব্রত ও শৌচাচার পালন করিতে করিতে উত্তম দেশ এবং কালে সৎপুরুষগণের নিকট প্রার্থনা ও সৎকার পূর্ব্বক উঁহাদিগকে প্রভূতদান করা উচিত এবং তাঁহাদের উপর দোষদৃষ্টি রাখিবে না ॥ ১২

শুভকর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্তধন সৎপাত্রে অর্পণ করা উচিত। ক্রোধ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য এবং দান করিবার পর আর তাহার জন্য অনুতাপ করিবে না এবং দানের কথা অপরের নিকট বলিবে না ॥ ১৩

অনৃশংসঃ শুচির্দান্তঃ সত্যবাগার্জবে স্থিতঃ।
যোনিকর্মবিশুদ্ধশ্চ পাত্রং স্যাদ্ বেদবিদ্ দ্বিজঃ ॥ ১৪
সংস্কৃতা চৈকপত্নী চ জাত্যা যোনিরিহোচ্যতে
ঋগ্‌যজুঃসামগো বিদ্বান্ ষট্‌কর্মা পাত্রমুচ্যতে ॥ ১৫
স এব ধর্মঃ সোঽধর্মস্তং তং প্রতি নরং ভবেৎ।
পাত্রকর্মবিশেষেণ দেশ-কালাববেক্ষ্য চ ॥ ১৬
লীলয়াল্পং যথা গাত্রাৎ প্রমৃজ্যাৎ তু রজঃ পুমান্।
বহুযত্নেন চ মহৎ পাপনির্হরণং তথা ॥ ১৭
বিরিক্তস্য যথা সম্যগ্ ঘৃতং ভবতি ভেষজম্।
তথা নির্হৃতদোষস্য প্রেত্য ধর্মঃ সুখাবহঃ ॥ ১৮
মানসং সর্বভূতেষু বর্ততে বৈ শুভাশুভম্।
অশুভেভ্যঃ সদাঽঽক্ষিপ্য শুভেষ্বেবাবতারয়েৎ ॥ ১৯

দয়ালু, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, সরলতাপূর্ণ আচরণকারী এবং যোনিশুদ্ধ অর্থাৎ জন্ম ও কর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই দানগ্রহণের উত্তম পাত্র ॥ ১৪

নিজেরই জাতির উত্তম কুলে উৎপন্না ও পতির দ্বারা সম্মানিতা পতিব্রতা স্ত্রী এ-জগতে উত্তম যোনি বলিয়া কথিত হয়। অতএব যাহার এরূপ মাতার গর্ভে জন্ম হইয়াছে, তিনিই জন্ম হইতেই শুদ্ধ। ঋক্, যজু ও সামবেদের বিদ্বান্ হইয়া সদা (যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা দান ও প্রতিগ্রহ এই) ছয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণ কর্ম্মের দ্বারা শুদ্ধ এবং উত্তম পাত্র বলিয়া কথিত হন ॥১৫

দেশ, কাল, পাত্র ও কর্ম্মবিশেষের উপর বিচার করিলে পর একই কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যগণের পক্ষে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম হইয়া যায় ॥ ১৬

যেরূপ দেহে অল্প ধূলি লাগিলে মানুষ অনায়াসেই উহা দেহ হইতে ঝাড়িয়া দিতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত অধিক মল লিপ্ত হইয়া যাইলে পর উহাকে অতিশয় যত্ন সহকারে পরিষ্কার করিতে হয়, সেইরূপ অল্পপাপ অল্প প্রযত্নে এবং মহাপাপ অধিক প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা ক্ষালিত হয় ॥ ১৭

যেরূপ যে ব্যক্তি বিরেচনের দ্বারা নিজের উদরকে ভালভাবে পরিষ্কার করিয়াছে, সেই ব্যক্তি যদি ঘৃত ভোজন করে, তবে তাহার এই ঘৃতভোজন ঔষধের ন্যায় লাভদায়ক হয়, সেইরূপ যাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে ধর্ম্ম পরলোকে সুখপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ১৮

সমস্ত প্রাণীর মনে শুভ এবং অশুভ এই উভয়েরই বিচার

সর্ব্বং সর্ব্বেণ সর্ব্বত্র ক্রিয়মাণঞ্চ পূজয় ।
স্বধর্ম্মে যত্র রাগস্তে কামং ধর্ম্মো বিধীয়তাম্ ॥ ২০
অধৃতাত্মন্ ধৃতৌ তিষ্ঠ দুর্ব্বুদ্ধে বুদ্ধিমান্ ভব ।
অপ্রশান্তঃ প্রশাম্য ত্বমপ্রাজ্ঞঃ প্রাজ্ঞবচ্চর ॥ ২১
তেজসা শক্যতে প্রাপ্তুমুপায়ঃ সহচারিণা ।
ইহ চ প্রেত্য চ শ্রেয়স্তস্য মূলং ধৃতিঃ পরা ॥ ২২
রাজর্ষিরধৃতিঃ স্বর্গাৎ পতিতো হি মহাভিষঃ ।
যযাতিঃ ক্ষীণপুণ্যোঽপি ধৃত্যা লোকানবাপ্তবান্ ॥ ২৩
তপস্বিনাং ধর্ম্মবতাং বিদুষাং চোপসেবনাৎ ।
প্রাপ্স্যসে বিপুলাং বুদ্ধিং তথা শ্রেয়োঽভিপৎস্যসে ॥২৪

ভীষ্ম উবাচ ;

স তু স্বভাবসম্পন্নস্তচ্ছ্রুত্বা মুনিভাষিতম্ ।
বিনিবর্ত্ত্য মনঃ কামাদ্ ধর্ম্মে বুদ্ধিং চকার হ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি জনকানুশাসনে নবাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯৪

উত্থাপিত হয়। মানুষের কর্ত্তব্য হইল—সে নিজের চিত্তকে সদা অশুভ কর্ম্মসকল হইতে শুভ কর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইবে ॥ ১৯

নিজের বর্ণ ও আশ্রম অনুসারে সকলের দ্বারা সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মকে সমাদর কর। তুমিও নিজের ধর্ম্মানুসারে যে কর্ম্মে তোমার অনুরাগ আছে, ইচ্ছানুসারে উহা পালন করিতে থাক ॥ ২০

অধীরচিত্ত নরেশ! তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন কর। দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি বুদ্ধিমান্ হও। তুমি সর্ব্বদা শান্ত থাক। এখন হইতে শান্ত হইয়া যাও এবং আজ পর্য্যন্ত মূর্খের ন্যায় আচরণ করিয়াছ, এখন বিদ্বান্‌গণের তুল্য আচরণ কর ॥ ২১

যে ব্যক্তি সৎপুরুষগণের সঙ্গ করে, তাহার তাঁহাদের তেজ বা প্রতাপে কোন এরূপ উপায়প্রাপ্তি হইবে, যাহা ইহলোকে ও পরলোকে কল্যাণপ্রদ হয়। উত্তম ধৃতিই (মনের স্থিরতাই) কল্যাণের মূল ॥ ২২

রাজর্ষি মহাভিষ ধৃতিমান্ না হওয়ায় জন্যই স্বর্গ হইতে অধঃপতিত হইয়াছিলেন এবং রাজা যযাতি নিজের পুণ্যক্ষয় হইয়া যাওয়ায় ধৃতিরই বলে উত্তম লোক লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৩

রাজন্! তপস্বী, ধর্ম্মাত্মা ও বিদ্বান্‌গণের সেবা করিলে তোমার বিপুল বুদ্ধি লাভ হইবে, যাহার ফলে তুমি কল্যাণভাগী হইয়া যাইবে ॥ ২৪

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! রাজকুমার বসুমান্ উত্তম স্বভাব-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি সেই মুনির এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া নিজের মনকে কামনাসমূহ হইতে নিবৃত্ত করিয়া বুদ্ধিকে ধর্ম্মেই আসক্ত করিয়া রাখিলেন ॥ ২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে জনকবংশীয় বসুমান্‌কে উপদেশদানবিষয়ক নবাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যাজ্ঞবল্কস্য রাজ্ঞে জনকায়োপদেশদানম্—সাংখ্যমতানুসারেণ চতুর্বিংশতত্ত্বানাং নববিধসর্গাণাঞ্চ নিরূপণম্

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধর্মাধর্মবিমুক্তং যদ্ বিমুক্তং সর্বসংশয়াৎ।
জন্মমৃত্যুবিমুক্তঞ্চ বিমুক্তং পুণ্য-পাপয়োঃ ॥ ১
যচ্ছিবং নিত্যমভয়ং নিত্যমক্ষরমব্যয়ম্।
শুচি নিত্যমনায়াসং তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্।
যাজ্ঞবল্কস্য সংবাদং জনকস্য চ ভারত ॥ ৩
যাজ্ঞবল্কমৃষিশ্রেষ্ঠং দৈবরাতির্মহাযশাঃ।
পপ্রচ্ছ জনকো রাজা প্রশ্নং প্রশ্নবিদাং বরম্ ॥ ৪

জনক উবাচ।

কতীন্দ্রিয়াণি বিপ্রর্ষে কতি প্রকৃতয়ঃ স্মৃতাঃ
কিমব্যক্তং পরং ব্রহ্ম তস্মাচ্চ পরতস্তু কিম্ ॥ ৫
প্রভবং চাপ্যয়ং চৈব কালসংখ্যাং তথৈব চ।
বক্তুমর্হসি বিপ্রেন্দ্র ত্বদনুগ্রহকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৬
অজ্ঞানাৎ পরিপৃচ্ছামি ত্বং হি জ্ঞানময়ো নিধিঃ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি সর্বমেতদসংশয়ম্ ॥৭

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

শ্রূয়তামবনীপাল যদেতদনুপৃচ্ছসি।
যোগানাং পরমং জ্ঞানং সাংখ্যানাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৮
ন তবাবিদিতং কিঞ্চিন্মাং তু জিজ্ঞাসতে ভবান্।
পৃষ্টেন চাপি বক্তব্যমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৯
অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ প্রোক্তা বিকারাশ্চাপি ষোড়শ।
তত্র তু প্রকৃতীরষ্টৌ প্রাহুরধ্যাত্মচিন্তকাঃ ॥ ১০
অব্যক্তঞ্চ মহাংশ্চৈব তথাহঙ্কার এব চ।
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ ॥ ১১
এতাঃ প্রকৃতয়স্ত্বষ্টৌ বিকারানপি মে শৃণু।
শ্রোত্রং ত্বক্ চৈব চক্ষুশ্চ জিহ্বা ঘ্রাণঞ্চ পঞ্চমম্ ॥১২

দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[যাজ্ঞবল্ক্যকর্তৃক রাজা জনককে উপদেশদান—সাংখ্যমতানুসারে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং নব প্রকার সর্গের নিরূপণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যাহা ধর্ম ও অধর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত, সমস্ত সংশয়হীন, জন্ম ও মৃত্যু রহিত, পুণ্য এবং পাপমুক্ত, নিত্য, নির্ভয়, কল্যাণময়, অক্ষর, অব্যয় (অধিকারী), পবিত্র এবং ক্লেশরহিত তত্ত্ব, উহা আপনি আমাকে উপদেশদান করুন। ১-২

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! এ বিষয়ে আমি জনক ও যাজ্ঞবল্ক্যের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস তোমায় শুনাইব। ৩

একবার দেবরাতের মহাযশস্বী পুত্র রাজা জনক প্রশ্নের রহস্য বুঝিতে সমর্থ শ্রেষ্ঠ মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৪

জনক বলিলেন,—ব্রহ্মর্ষে! ইন্দ্রিয় কতগুলি? প্রকৃতির কতপ্রকার ভেদ আছে? অব্যক্ত কাহাকে বলে? উহার পরে পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপ কি? সৃষ্টি ও প্রলয় কি? এবং কালেরও নিরূপণ কিরূপে করা হইয়া থাকে? বিপ্রেন্দ্র! এই সমস্ত আপনি আমাকে বলুন; কারণ, আমরা আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। ৫-৬

আমি এই সব বিষয় জানিনা, সেইজন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি জ্ঞানের ভাণ্ডার, সেই কারণে আপনার নিকট হইতেই এইসব বিষয় শুনিতে বাসনা করিতেছি; যাহাতে সমস্ত সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে। ৭

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—ভূপাল! তুমি যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সেই যোগ ও বিশেষতঃ সাংখ্যের পরম রহস্যময় জ্ঞান তোমাকে বলিতেছি। ৮

যদিও তোমার কোনও বিষয় অজ্ঞাত নাই, তথাপি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, তবে তাহাকে অবশ্যই জ্ঞানী ব্যক্তির উত্তর দেওয়া কর্তব্য—ইহাই হইল সনাতন ধর্ম। ৯

অষ্ট প্রকার প্রকৃতি বলা হইয়াছে এবং বিকার হইল ষোল প্রকার। অধ্যাত্ম শাস্ত্রের চিন্তাকারী বিদ্বান্‌গণ আট প্রকৃতির এইরূপ বলেন, যথা—অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি), মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী। ১০-১১

এই হইল অষ্ট প্রকৃতি। এখন আমার নিকট হইতে বিকার সকলেরও বর্ণনা শ্রবণ কর—কর্ণ, ত্বক্ (চর্ম), নেত্র, জিহ্বা, পঞ্চমে নাসিকা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ। ১২-১৩

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ।
বাক্ চ হস্তৌ চ পাদৌ চ পায়ুর্মেঢ্রং তথৈব চ ॥ ১৩

এতে বিশেষা রাজেন্দ্র মহাভূতেষু পঞ্চসু।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণ্যথৈতানি সবিশেষাণি মৈথিল ॥ ১৪

মনঃ ষোড়শকং প্রাহুরধ্যাত্মগতিচিন্তকাঃ।
ত্বং চৈবান্যে চ বিদ্বাংসস্তত্ত্ববুদ্ধিবিশারদাঃ ॥ ১৫

অব্যক্তাচ্চ মহানাত্মা সমুৎপদ্যতি পার্থিব।
প্রথমং সর্গমিত্যেতদাহুঃ প্রাধানিকং বুধাঃ ॥ ১৬

মহতশ্চাপ্যহঙ্কার উৎপন্নো হি নরাধিপ।
দ্বিতীয়ং সর্গমিত্যাহুরেতদ্ বুদ্ধ্যাত্মকং স্মৃতম্ ॥ ১৭

অহঙ্কারাচ্চ সম্ভূতং মনো ভূতগুণাত্মকম্।
তৃতীয়ঃ সর্গ ইত্যেষ আহঙ্কারিক উচ্যতে ॥ ১৮

মনসস্তু সমুদ্ভূতা মহাভূতা নরাধিপ।
চতুর্থং সর্গমিত্যেতন্মানসং বিদ্ধি মে মতম্ ॥ ১৯

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ।
পঞ্চমং সর্গমিত্যাহুর্ভৌতিকং ভূতচিন্তকাঃ ॥ ২০

শ্রোত্রং ত্বক্ চৈব চক্ষুশ্চ জিহ্বা ঘ্রাণঞ্চ পঞ্চমম্।
সর্গং তু ষষ্ঠমিত্যাহুর্বহুচিন্তাত্মকং স্মৃতম্ ॥ ২১

অধঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাম উৎপদ্যতি নরাধিপ।
সপ্তমং সর্গমিত্যাহুরেতদৈন্দ্রিয়কং স্মৃতম্ ॥ ২২

ঊর্ধ্বং স্রোতস্তথা তির্য্যগ্ উৎপদ্যতি নরাধিপ।
অষ্টমং সর্গমিত্যাহুরেতদার্জ্জবকং স্মৃতম্ ॥ ২৩

তির্য্যক্স্রোতস্ত্বধঃস্রোত উৎপদ্যতি নরাধিপ।
নবমং সর্গমিত্যাহুরেতদার্জ্জবকং বুধাঃ ॥ ২৪

এতানি নব সর্গাণি তত্ত্বানি চ নরাধিপ।
চতুর্বিংশতিরুক্তানি যথাশ্রুতিনিদর্শনাৎ ॥ ২৫

রাজেন্দ্র! ইহাদের মধ্যে বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও শব্দাদি পঞ্চ বিষয়কে 'বিশেষ' বলা হয় এবং কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে 'সবিশেষ' বলে। মিথিলাপতি জনক! এই 'বিশেষ' ও 'সবিশেষ' তত্ত্ব পঞ্চমহাভূতে অবস্থিত থাকে ॥ ১৪

(এইভাবে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয় মিলিয়া পনের হয়) ইহাদের সহিত একক 'মনকে' ধরিয়া ষোল গণনা করা হয়। অধ্যাত্মগতি চিন্তাকারী তত্ত্বজ্ঞাননিপুণ ও অন্যান্য বিদ্বান্‌গণ ইহাদিগকেই ষোড়শ বিকার বলেন ॥ ১৫

ভূপাল! অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের (সমষ্টি বুদ্ধির) উৎপত্তি হয়। ইহাকে বিদ্বান্ পুরুষগণ প্রথম এবং প্রাকৃত সৃষ্টি বলেন ॥ ১৬

নরেশ্বর! মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাকে 'দ্বিতীয় সর্গ' বলিয়া মহাত্মাগণ অভিহিত করেন এবং বুদ্ধ্যাত্মক-সৃষ্টিও বলেন ॥ ১৭

অহঙ্কার হইতে মন উদ্ভূত হইয়াছে। এই মন পঞ্চভূত ও শব্দাদি গুণস্বরূপ। ইহাকে তৃতীয় ও আহঙ্কারিক সৃষ্টি বলা হইয়া থাকে ॥ ১৮

নরাধিপ! মন হইতে পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা চতুর্থ সর্গ। আমার মতানুসারে ইহাকে 'মানস' সৃষ্টি বলিয়া জানিও ॥ ১৯

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ -এই পঞ্চবিষয় পঞ্চ মহাভূত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা পঞ্চম সর্গ। ভূতচিন্তক বিদ্বান্‌গণ ইহাকে ভৌতিক সর্গ বলেন ॥ ২০

শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা ও পঞ্চমে নাসিকা—ইহাকে ষষ্ঠ সর্গ বলা হইয়াছে। ইহা 'বহুচিন্তাত্মক' সৃষ্টি বলিয়া স্মৃত হয় ॥ ২১

নরাধিপ! শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তির পর কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকলের উৎপত্তি হয়। মনীষী পুরুষগণ ইহাকে সপ্তম সর্গ বলেন। ইহা 'ঐন্দ্রিয়ক' সৃষ্টি বলিয়াও কথিত হয় ॥ ২২

তদনন্তর যাহার প্রবাহ ঊর্দ্ধদিকে, সেই প্রাণ এবং তির্য্যগ্‌গামী সমান, ব্যান ও উদান—ইহারা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাকে বিদ্বান্‌গণ অষ্টম সর্গ বলেন। ইহা 'আর্জ্জবক' সর্গ বলিয়াও কথিত হয় (অথবা এই সব বায়ুর গতি সরল।) ॥ ২৩

নরেন্দ্র! তাহার পর যাহার প্রবাহ তির্য্যগ্‌গামী, সেই ব্যান ও উদান অপানবায়ুর সহিত নিম্নভাগে উৎপন্ন হইয়াছে। বিদ্বান্‌গণ ইহাকে নবম সর্গ বলেন এবং আর্জ্জবক সৃষ্টি নামেও অভিহিত করেন (কিংবা ইহাদের গতি সরল) ॥ ২৪

নরেশ্বর! এই নয়টি সর্গ এবং চব্বিশটি তত্ত্ব আমি শ্রুতির নির্দ্দেশ অনুসারে এস্থলে বর্ণনা করিলাম ॥ ২৫

অত ঊর্ধ্বং মহারাজ গুণস্যৈতস্য তত্ত্বতঃ।
মহাত্মভিরনুপ্রোক্তাং কালসংখ্যাং নিবোধ মে ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি যাজ্ঞবল্ক্যজনকসংবাদে দশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১০

মহারাজ! এখন ইহার পর মহাত্মা পুরুষগণকর্ত্তৃক কথিত এই গুণময়ী সৃষ্টির কালসংখ্যাও তুমি আমার নিকট হইতে যথাযথ ভাবে শ্রবণ কর। ২৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের সংবাদবিষয়ক দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অব্যক্ত-মহত্তত্ত্বাহঙ্কারমনোবিষয়াণাং কালসংখ্যানিরূপণম্, সৃষ্টিবর্ণনম্, ইন্দ্রিয়েষু মনসঃ প্রাধান্যং প্রতিপাদনঞ্চ।]

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

অব্যক্তস্য নরশ্রেষ্ঠ কালসংখ্যাং নিবোধ মে।
পঞ্চকল্পসহস্রাণি দ্বিগুণান্যহরুচ্যতে ॥ ১
রাত্রিরেতাবতী চাস্য প্রতিবুদ্ধো নরাধিপ
সৃজত্যোষধিমেবাগ্রে জীবনং সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ২
ততো ব্রহ্মাণমসৃজদ্ধিরণ্যাণ্ডসমুদ্ভবম্।
সা মূর্ত্তিঃ সর্বভূতানামিত্যেবমনুশুশ্রুম ॥ ৩
সংবৎসরমুষিত্বাণ্ডে নিষ্ক্রম্য চ মহামুনিঃ।
সন্দধে স মহীং কৃৎস্নাং দিবমূর্ধ্বং প্রজাপতিঃ ॥ ৪
দ্যাবাপৃথিব্যোরিত্যেষ রাজন্ বেদেষু পঠ্যতে।
তয়োঃ শকলয়োর্মধ্যমাকাশমকরোৎ প্রভুঃ ॥ ৫
এতস্যাপি চ সংখ্যানং বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ।
দশকল্পসহস্রাণি পাদেনান্যহরুচ্যতে ॥ ৬
রাত্রিমেতাবতী চাস্য প্রাহুরধ্যাত্মচিন্তকাঃ।
সৃজত্যহঙ্কারমৃষির্ভূতং দিব্যাত্মকং তথা ॥ ৭
চতুরশ্চাপরান্ পুত্রান্ দেহাৎ পূর্বং মহানৃষিঃ।
তে বৈ পিতৃণাং পিতরঃ শ্রূয়ন্তে রাজসত্তম ॥৮

একাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[অব্যক্ত, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, মন ও বিষয় সমূহের কালসংখ্যা-নিরূপণ, সৃষ্টি বর্ণন এবং ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মনের প্রাধান্য প্রতিপাদন।]

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! এখন তুমি আমার নিকট হইতে অব্যক্তের কালসংখ্যা শ্রবণ কর। দশ হাজার কল্পকাল (মহাযুগ) এই অব্যক্তের একদিন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১

নরেন্দ্র! তাঁহার রাত্রিও উক্ত পরিমিত বলিয়াই জানিও। জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মা প্রথমে সমস্ত প্রাণিগণের জীবন-নির্ব্বাহের জন্য ওষধির (নানা প্রকার অন্নের) সৃষ্টি করেন।২

আমরা শুনিয়াছি যে, পরমাত্মা ওষধিসমূহের সৃষ্টির পর ব্রহ্মকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ব্রহ্ম সুবর্ণময় অণ্ডের (ডিমের) মধ্য হইতে প্রকটিত হইয়াছিলেন। ইনিই সমস্ত প্রাণীগণের উদ্গমস্থান। ৩

এই মহামুনি প্রজাপতি ব্রহ্ম সেই সুবর্ণময় অণ্ডের মধ্যে একবৎসর কাল বাস করত সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। তারপর তিনি সম্পূর্ণ পৃথিবী, আকাশ ও ঊর্দ্ধলোকের (স্বর্গের) সৃষ্টির জন্য মতিস্থির করিলেন। ৪

রাজন্! শক্তিশালী ব্রহ্ম সেই অণ্ডের দুইটি খণ্ডের এবং স্বর্গ ও ভূতলের মধ্যভাগে আকাশের সৃষ্টি করিলেন। এই বিষয় বেদে কথিত হইয়াছে। ৫

বেদ ও বেদাঙ্গসমূহের পারদর্শী বিদ্বান্ ব্রহ্মাও কালসংখ্যার বিচার করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে, দশহাজার কল্পের মধ্যে চারিভাগের এক ভাগ কম করিয়া দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, উহাই হইবে ব্রহ্মার একদিন অর্থাৎ সার্দ্ধ সপ্ত সহস্র (সাড়ে সাত হাজার) কল্পে ব্রহ্মার একদিন হয়। ৬

অধ্যাত্মতত্ত্বসমূহের চিন্তাকারী বিদ্বান্‌গণ বলেন যে, ব্রহ্মার রাত্রিও সেই পরিমিত। ঋষি ব্রহ্মা অতঃপর অহঙ্কার নামক দিব্যভূতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ৭

রাজশ্রেষ্ঠ! মহর্ষি ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে ভৌতিক দেহের উৎপত্তির পূর্ব্বে অন্য চার পুত্রকে উৎপন্ন করিলেন (যাঁহাদের নাম হইল—বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও চিত্ত)। এই চার পুত্রকে 'পিতৃগণের পিতৃগণ' অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতের জনক বলিয়া শুনা যায়। ৮

দেবাঃ পিতৃণাঞ্চ সুতা দেবৈর্লোকাঃ সমাবৃতাঃ।
চরাচরা নরশ্রেষ্ঠ ইত্যেবমশুশ্রুম ॥ ৯
পরমেষ্ঠী হ্যহঙ্কারঃ সৃজন্ ভূতানি পঞ্চধা।
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ ॥১০
এতস্যাপি নিশামাহুস্তৃতীয়মিহ কুর্বতঃ।
পঞ্চকল্পসহস্রাণি তাবদেবাহরুচ্যতে ॥ ১১
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ।
এতে বিশেষা রাজেন্দ্র মহাভূতেষু পঞ্চসু ॥ ১২
যৈরাবিষ্টানি ভূতানি অহন্যহনি পার্থিব।
অন্যোন্যং স্পৃহয়ন্ত্যেতে অন্যোন্যস্য হিতে রতাঃ ॥১৩
অন্যোন্যমভিবর্তন্তে অন্যোন্যস্পর্ধিনস্তথা।
তে বধ্যমানা হ্যন্যোন্যং গুণৈর্হারিভিরব্যয়ৈঃ ॥১৪
ইহৈব পরিবর্তন্তে তির্যগ্‌যোনিপ্রবেশিনঃ।
ত্রীণি কল্পসহস্রাণি এতেষামহরুচ্যতে ॥ ১৫
রাত্রিরেতাবতী চৈব মনসশ্চ নরাধিপ।
মনশ্চরতি রাজেন্দ্র চারিতং সর্বমিন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ১৬
ন চেন্দ্রিয়াণি পশ্যন্তি মন এবানুপশ্যতি।
চক্ষুঃ পশ্যতি রূপাণি মনসা তু ন চক্ষুষা ॥ ১৭
মনসি ব্যাকুলে চক্ষুঃ পশ্যন্নপি ন পশ্যতি।
তথেন্দ্রিয়াণি সর্বাণি পশ্যন্তীত্যভিচক্ষতে ॥ ১৮
ন চেন্দ্রিয়াণি পশ্যন্তি মন এবাত্র পশ্যতি।
মনস্যুপরতে রাজন্নিন্দ্রিয়োপরমো ভবেৎ ॥ ১৯
ন চেন্দ্রিয়ব্যুপরমে মনস্যুপরমো ভবেৎ।
এবং মনঃপ্রধানানি ইন্দ্রিয়াণি প্রভাবয়েৎ ॥ ২০
ইন্দ্রিয়াণাং তু সর্বেষামীশ্বরং মন উচ্যতে।
এতদ্ বিশন্তি ভূতানি সর্বাণীহ মহাযশঃ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি যাজ্ঞবল্ক্যজনকসংবাদে একাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১১

নরশ্রেষ্ঠ! দেবতারা (শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ) পিতৃগণের (পঞ্চ মহাভূতবৃন্দের) পুত্র অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ পঞ্চ মহাভূত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহারা সকলে চরাচর জগতের আশ্রয় লইয়া অবস্থিত বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। ৯

ব্রহ্মার উত্তম পদে প্রতিষ্ঠিত অহঙ্কার আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী—এই পঞ্চবিধ ভূতের সৃষ্টি করেন। ১০

এই তৃতীয় ভৌতিক সর্গের সৃষ্টিকারী অহঙ্কারের রাত্রি পাঁচ হাজার কল্পকাল। ইহার দিনও উক্ত পরিমিত বলিয়াই কথিত হয়। ১১

রাজেন্দ্র! আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে ক্রমশঃ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই সব বিশেষ গুণ আছে। ১২

ভূপাল! প্রবাহরূপে সদা বিদ্যমান এই মনোহর শব্দাদি বিষয়সমূহে আবিষ্ট হইয়া সকল প্রাণী প্রতিদিন কখনও পরস্পরকে আকাঙ্ক্ষা করে, কখনও পারস্পরিক হিতসাধনে তৎপর থাকে, কখনও একজন অপরজনকে নিজ অপেক্ষা উৎকর্ষহীনরূপে দেখাইতে থাকে, কখনও পরস্পর স্পর্ধা করিতে থাকে এবং কখনও পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে থাকে। ১৩-১৪

এরূপ বিষয়াসক্ত প্রাণী তির্যগ্‌যোনিতে প্রবিষ্ট হইয়া এই সংসারে ঘুরিতে থাকে। এই শব্দাদি বিষয়সমূহের একদিন তিন-হাজার কল্প বলিয়া কথিত হয়। নরেশ্বর! ইহাদের রাত্রিও উক্ত পরিমিত কাল। মনেরও দিন-রাত্রির পরিমাণও এইরূপই। ১৫½

রাজেন্দ্র। মন ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া সমস্ত বিষয়ে বিচরণ করে। ইন্দ্রিয়গণ সেই বিষয়সমূহ দেখিতে পায় না, মনই নিরন্তর সেই সব দেখিতে থাকে। চক্ষু মনেরই সহায়তায় রূপ দর্শন করে, নিজের শক্তিতে নহে। ১৬-১৭

যে সময় মন ব্যাকুল হইয়া উঠে, সেই সময় চক্ষু দেখিয়াও দেখিতে পায় না। মানুষ ভ্রমবশতই এরূপ বলিয়া থাকে যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সকল প্রত্যক্ষ করে। ১৮

কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ কিছুই দেখে না, কেবল মনই দেখিতে থাকে। রাজন্! মন যদি বিষয়সমূহ হইতে উপরত (নিবৃত্ত) হইয়া যায়, তবে ইন্দ্রিয়গণও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ১৯

কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ উপরত হইলে পরও মনের উপরতি হয় না। এইভাবে ইহা নিশ্চয় করা কর্তব্য যে, সমস্ত ইন্দ্রিয় মধ্যে মনই প্রধান। ২০

মন সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বর বলিয়া কথিত হয়। মহাযশস্বী নরেশ! জগতের সমস্ত প্রাণী এই মনকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। ২১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের সংবাদ-বিষয়ক একাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(সংহারক্রমবর্ণনম্ ।)

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

তত্ত্বানাং সর্বসংখ্যা চ কালসংখ্যা তথৈব চ।
ময়া প্রোক্তাঽনুপূর্ব্যেণ সংহারমপি মে শৃণু ॥ ১
যথা সংহরতে জন্তূন্ সসর্জ চ পুনঃ পুনঃ।
অনাদিনিধনো ব্রহ্মা নিত্যশ্চাক্ষর এব চ ॥ ২
অহঃ ক্ষয়মথো বুদ্ধ্বা নিশি স্বপ্নমনাস্তথা।
চোদয়ামাস ভগবানব্যক্তোঽহঙ্কৃতং নরম্ ॥ ৩
ততঃ শতসহস্রাংশুরব্যক্তেনাভিচোদিতঃ।
কৃত্বা দ্বাদশধাঽঽত্মানমাদিত্যো জ্বলদগ্নিবৎ ॥ ৪
চতুর্বিধং মহীপাল নির্দহত্যাশু তেজসা।
জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জং নরাধিপ ॥ ৫
এতদুন্মেষমাত্রেণ বিনষ্টং স্থাণুজঙ্গমম্।
কূর্মপৃষ্ঠসমা ভূমির্ভবত্যথ সমন্ততঃ ॥ ৬
জগদ্ দগ্ধ্বামিতবলঃ কেবলাং জগতীং ততঃ।
অম্ভসা বলিনা ক্ষিপ্রমাপূরয়তি সর্বশঃ ॥ ৭
ততঃ কালাগ্নিমাসাদ্য তদম্ভো যাতি সংক্ষয়ম্।
বিনষ্টেঽম্ভসি রাজেন্দ্র জাজ্বলত্যনলো মহান্ ॥ ৮
তমপ্রমেয়োঽতিবলং জ্বলমানং বিভাবসুম্।
ঊষ্মাণং সর্বভূতানাং সপ্তার্চিষমথাঞ্জসা ॥ ৯
ভক্ষয়ামাস ভগবান্ বায়ুরষ্টাত্মকো বলী।
বিচরন্নমিতপ্রাণস্তির্য্যগূর্ধ্বমধস্তথা ॥ ১০
তমপ্রতিবলং ভীমমাকাশং গ্রসতেঽঽত্মনা।
আকাশমপ্যতিনদন্মনো গ্রসতি চাধিকম্ ॥ ১১
মনো গ্রসতি ভূতাত্মা সোঽহঙ্কারং প্রজাপতিঃ।
অহঙ্কারং মহানাত্মা ভূত-ভব্য-ভবিষ্যবিৎ ॥ ১২

দ্বাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়

[সংহারক্রমের বর্ণন।]

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—রাজন্! এখন আমার দ্বারা ক্রমশঃ কথিত তত্ত্বসমূহের সংখ্যা, কাল সংখ্যা এবং তত্ত্ব সকলের সংহারের কথা শ্রবণ কর। ১

আদি ও অন্তহীন নিত্য অক্ষয়স্বরূপ ব্রহ্মা যে ভাবে বারংবার প্রাণিসকলকে সৃষ্টি করেন এবং সংহার করেন। (উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর)। ২

ভগবান্ ব্রহ্মা যখন দেখেন যে, আমার দিনের শেষ হইয়া গিয়াছে, তখন তাঁহার মনে রাত্রে শয়ন করিবার ইচ্ছা হয়; সেইজন্য তিনি অহঙ্কারের অভিমানী দেবতা রুদ্রকে সংহার করিবার জন্য প্রেরিত করেন। ৩

সেই সময় এই রুদ্রদেব ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রচণ্ড সূর্য্যের রূপ ধারণ করেন এবং নিজেকে দ্বাদশরূপে বিভক্ত করিয়া অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন। ৪

ভূপাল! নরনাথ! তারপর তিনি নিজ তেজে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চারি প্রকার প্রাণিসমূহে পরিপূর্ণ সমস্ত জগৎকে শীঘ্র ভস্ম করিয়া দেন। ৫

নিমেষের মধ্যে এই সমস্ত চরাচর জগৎ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং এই ভূমি সর্ব্বদিক্ দিয়া কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় প্রতীত হয়। ৬

জগৎকে দগ্ধ করিবার পর অমিত বলবান্ রুদ্র একমাত্র অবশিষ্ট সমগ্রা পৃথিবীকে অতি সত্বর প্রবল জলপ্রবাহে পরিপূর্ণ করিয়া দেন। ৭

তদনন্তর কালাগ্নিতে পতিত হইয়া সেই সম্পূর্ণ জল শুষ্ক হইয়া যায়। রাজেন্দ্র! জল নষ্ট হইয়া যাইলে পর অগ্নি অত্যন্ত ভয়ানক রূপ ধারণ করেন এবং সর্ব্বদিকে প্রবলবেগে প্রজ্বলিত হইতে থাকেন। ৮

সমস্ত প্রাণিগণের সন্তাপকারক এবং অত্যন্ত প্রবল বেগে প্রজ্বলিত সেই সপ্ত জ্বালাযুক্ত অগ্নিকে বলবান্ বায়ু নিজেকে অষ্টরূপে বিভক্ত করিয়া ভক্ষণ করেন এবং ঊর্দ্ধে নিম্নে ও মধ্যে সর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। ৯-১০

তদনন্তর আকাশ সেই অত্যন্ত প্রবল এবং ভয়ঙ্কর বায়ুকে স্বয়ংই গ্রাস করিয়া থাকে। তর্জ্জন-গর্জন করিতে করিতে অবস্থিত সেই আকাশকে তাহা হইতেও অধিক শক্তিশালী মন গ্রাস করে। ১১

ক্রমশঃ ভূতাত্মা ও প্রজাপতিস্বরূপ অহঙ্কার সেই মনকে নিজের মধ্যে লীন করিয়া নেয়। তাহার পর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের জ্ঞাতা বুদ্ধিস্বরূপ মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারকে গ্রাস করে। ১২

তমপ্যনুপমাত্মানং বিশ্বং শম্ভুঃ প্রজাপতিঃ।
অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিরীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥ ১৩
সর্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ।
সর্বতঃ শ্রুতিমাঁল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪
হৃদয়ং সর্বভূতানাং পর্বণাঙ্গুষ্ঠমাত্রকঃ।
অথ গ্রসত্যনন্তো হি মহাত্মা বিশ্বমীশ্বরঃ ॥ ১৫
ততঃ সমভবৎ সর্বমক্ষয়াব্যয়মব্রণম্।
ভূত-ভব্য-ভবিষ্যাণাং স্রষ্টারমনঘং তথা ॥ ১৬
এষোঽপ্যয়স্তে রাজেন্দ্র যথাবৎ সমুদাহৃতঃ।
অধ্যাত্মমধিভূতঞ্চ অধিদৈবঞ্চ শ্রূয়তাম্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি যাজ্ঞবল্ক্যজনকসংবাদে দ্বাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১২

ইহার পর যাঁহার সর্ব্বদিকে হস্ত-পদ, সর্ব্বদিকে নেত্র, মস্তক ও মুখ, সর্ব্বদিকে কর্ণ এবং যিনি জগতে সকলকে ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান আছেন, যিনি সকল প্রাণীর হৃদয়-দেশে অঙ্গুষ্ঠ-অঙ্গুলিতুল্য আকার ধারণ করত অবস্থিত আছেন, অণিমা, লঘিমা ও প্রাপ্তি আদি ঐশ্বর্য্য যাঁহার অধীন, যিনি সকলের নিয়ন্তা, জ্যোতিঃস্বরূপ, অবিনাশী, কল্যাণময়, প্রজাপতি, অনন্ত, মহান্ আত্মা এবং সর্ব্বেশ্বর, সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা সেই অনুপম বিশ্বরূপ বুদ্ধিতত্ত্বকে নিজের মধ্যে লীন করিয়া থাকেন ॥ ১৩-১৫

তদনন্তর হ্রাস ও বৃদ্ধিরহিত, অবিনাশী ও নির্ব্বিকার সর্ব্বস্বরূপ পরব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সৃষ্টিকারী নিষ্পাপ ব্রহ্মাকেও সৃষ্টি করেন ॥ ১৬

রাজেন্দ্র! এইরূপে আমি তোমার নিকটে যথাযথভাবে সংহারক্রম বর্ণনা করিলাম। এখন তুমি অধ্যাত্ম, অধিভূত ও ও অধিদৈবের বর্ণনা শ্রবণ কর ॥ ১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের সংবাদ বিষয়ক দ্বাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈববর্ণনম্, সাত্ত্বিক-রাজসতামসভাবানাং নিরূপণঞ্চ।]

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।
পাদাবধ্যাত্মমিত্যাহুর্ব্রাহ্মণাস্তত্ত্বদর্শিনঃ
গন্তব্যমধিভূতঞ্চ বিষ্ণুস্তত্রাধিদৈবতম্ ॥ ১
পায়ুরধ্যাত্মমিত্যাহুর্যথা তত্ত্বার্থদর্শিনঃ।
বিসর্গমধিভূতঞ্চ মিত্রস্তত্রাধিদৈবতম্ ॥ ২
উপস্থোঽধ্যাত্মমিত্যাহুর্যথা যোগপ্রদর্শিনঃ
অধিভূতং তথানন্দো দৈবতঞ্চ প্রজাপতিঃ ॥ ৩
হস্তাবধ্যাত্মমিত্যাহুর্যথা সংখ্যানদর্শিনঃ।
কর্তব্যমধিভূতং তু ইন্দ্রস্তত্রাধিদৈবতম্ ॥ ৪
বাগধ্যাত্মমিতি প্রাহুর্যথা শ্রুতিনিদর্শিনঃ।
বক্তব্যমধিভূতং তু বহ্নিস্তত্রাধিদৈবতম্ ॥ ৫
চক্ষুরধ্যাত্মমিত্যাহুর্যথা শ্রুতিনিদর্শিনঃ।
রূপমত্রাধিভূতং তু সূর্য্যশ্চাপ্যধিদৈবতম্ ॥ ৬

ত্রয়োদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব বর্ণন এবং সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভাবসমূহের লক্ষণনিরূপণ।]

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, রাজন্! তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, দুই পদ অধ্যাত্ম, গন্তব্য স্থান অধিভূত এবং বিষ্ণু হইলেন অধিদৈব ॥ ১

তত্ত্বার্থদর্শী বিদ্বান্‌গণ পায়ুকে (জননেন্দ্রিয়কে) অধ্যাত্ম বলেন। মলত্যাগ অধিভূত এবং মিত্র অধিদৈবত ॥ ২

যোগ মতপ্রদর্শনকারী ব্যক্তিরা যেরূপ বলেন, তদনুসারে উপস্থ (লিঙ্গ) অধ্যাত্ম, মৈথুনজনিত আনন্দ অধিভূত এবং প্রজাপতি অধিদৈবত ॥ ৩

সাংখ্যদর্শী বিদ্বান্‌গণ বলেন, দুই হস্ত অধ্যাত্ম, কর্ত্তব্য অধিভূত এবং ইন্দ্র অধিদৈবত ॥ ৪

দেবতত্ত্বার্থদর্শী জ্ঞানিগণ বলেন, বাক্ অধ্যাত্ম, বক্তব্য অধিভূত ও অগ্নি হইলেন অধিদৈবত। ৫

বেদপারদর্শী বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন যে, নেত্র অধ্যাত্ম, রূপ অধিভূত এবং সূর্য্য হইলেন অধিদৈবত ॥ ৬

শ্রোত্রমধ্যাত্মমিত্যাহুর্যথা প্রতিনিদর্শিনঃ।
শব্দস্তত্রাধিভূতং তু দিশশ্চাত্রাধিদৈবতম্ ॥ ৭

জিহ্বামধ্যাত্মমিত্যাহুর্যথা প্রতিনিদর্শিনঃ।
রস এবাধিভূতং তু আপস্তত্রাধিদৈবতম্ ॥ ৮

ঘ্রাণমধ্যাত্মমিত্যাহুর্যথা প্রতিনিদর্শিনঃ।
গন্ধ এবাধিভূতং তু পৃথিবী চাধিদৈবতম্ ॥ ৯

ত্বগধ্যাত্মমিতি প্রাহুস্তত্ত্ববুদ্ধিবিশারদাঃ।
স্পর্শমেবাধিভূতং তু পবনশ্চাধিদৈবতম্ ॥ ১০

মনোঽধ্যাত্মমিতি প্রাহুর্যথা শাস্ত্রবিশারদাঃ।
মন্তব্যমধিভূতং তু চন্দ্রমাশ্চাধিদৈবতম্ ॥ ১১

অহঙ্কারিকমধ্যাত্মমাহুস্তত্ত্বনিদর্শিনঃ।
অভিমানোঽধিভূতং তু রুদ্রশ্চাত্রাধিদৈবতম্ ॥ ১২

বুদ্ধিরধ্যাত্মমিত্যাহুর্যথাবদভিদর্শিনঃ।
বোদ্ধব্যমধিভূতং তু ক্ষেত্রজ্ঞশ্চাধিদৈবতম্ ॥ ১৩

এষা তে ব্যক্তিতো রাজন্ বিভূতিরনুদর্শিতা।

বেদের সিদ্ধান্তবিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ শ্রোত্রকে (কর্ণকে) অধ্যাত্ম, শব্দকে অধিভূত এবং দিকসকলকে অধিদৈবত বলিয়া থাকেন ॥ ৭

বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, জিহ্বা অধ্যাত্ম, রস অধিভূত এবং জল হইলেন অধিদৈবত ॥ ৮

বৈদিক মতবিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষগণ নাসিকাকে অধ্যাত্ম, গন্ধকে অধিভূত এবং পৃথিবীকে অধিদৈবত বলিয়া বর্ণনা করেন ॥ ৯

তত্ত্বজ্ঞাননিপুণ ব্যক্তিগণ বলেন—ত্বক্ (চর্ম) অধ্যাত্ম, স্পর্শ অধিভূত এবং বায়ু হইলেন অধিদৈবত ॥ ১০

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে, মন অধ্যাত্ম, মন্তব্য অধিভূত ও চন্দ্র হইলেন অধিদৈবত ॥ ১১

তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ বলিয়া থাকেন যে, অহঙ্কার অধ্যাত্ম, অভিমান অধিভূত এবং রুদ্র হইলেন—অধিদৈবত ॥ ১২

যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তিরা এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বুদ্ধি অধ্যাত্ম, বোদ্ধব্য অধিভূত হয় এবং আত্মা অধিদৈবত ॥ ১৩

তত্ত্বজ্ঞ রাজন্! এই আমি তোমার নিকট আদি, মধ্য ও অন্তে তত্ত্বানুসারে প্রকাশিত জীবের ব্যক্তিগত বিভূতির বর্ণনা করিলাম ॥ ১৪

আদৌ মধ্যে তথান্তে চ যথাতত্ত্বেন তত্ত্ববিৎ ॥ ১৪

প্রকৃতির্গুণান্ বিকুরুতে স্বচ্ছন্দেনাত্মকাম্যয়া।
ক্রীড়ার্থে তু মহারাজ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১৫

যথা দীপসহস্রাণি দীপান্মর্ত্যাঃ প্রকুর্বতে।
প্রকৃতিস্তথা বিকুরুতে পুরুষস্য গুণান্ বহূন্ ॥ ১৬

সত্ত্বমানন্দ উদ্রেকঃ প্রীতিঃ প্রকাশ্যমেব চ।
সুখং শুদ্ধিত্বমারোগ্যং সন্তোষঃ শ্রদ্দধানতা ॥ ১৭

অকার্পণ্যমসংরম্ভঃ ক্ষমা ধৃতিরহিংসতা।
সমতা সত্যমানৃণ্যং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ১৮

শৌচমার্জবমাচারমলৌল্যং হৃদ্যসম্ভ্রমঃ।
ইষ্টানিষ্টবিয়োগানাং কৃতানামবিকত্থনা ॥ ১৯

দানেন চানুগ্রহণমস্পৃহত্বং পরার্থতা।
সর্বভূতদয়া চৈব সত্ত্বস্যৈতে গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২০

রজোগুণানাং সঙ্ঘাতো রূপমৈশ্বর্যবিগ্রহৌ।
অত্যাগিত্বমকারুণ্যং সুখদুঃখোপসেবনম্ ॥ ২১

মহারাজ! প্রকৃতি স্বতন্ত্রতাপূর্বক ক্রীড়া করিবার জন্য নিজেরই ইচ্ছানুসারে শত শত ও সহস্র সহস্র গুণসমূহকে উৎপন্ন করে ॥ ১৫

যেরূপ মানুষ এক দীপ হইতে সহস্র দীপ প্রজ্বালিত করিতে থাকে, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধের দ্বারা অনেক গুণ উৎপন্ন করিতে পারেন ॥ ১৬

ধৈর্য, আনন্দ, প্রীতি, উৎকর্ষ, প্রকাশ (জ্ঞানশক্তি), সুখ, শুদ্ধি, আরোগ্য, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, অকার্পণ্য (দীনতার অভাব) অসংরম্ভ (ক্রোধের অভাব), ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমতা, সত্য, ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া, মৃদুতা, লজ্জা, অচঞ্চলতা, শৌচ, সরলতা, সদাচার, অলোলুপতা, হৃদয়ে সম্ভ্রম না হওয়া, ইষ্ট ও অনিষ্ট বিয়োগের প্রশংসা না করা, দানের দ্বারা ধৈর্য ধারণ না করা, কোনও বস্তুর ইচ্ছা না করা, পরোপকার করা এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতিই দয়া করা এ সমস্তই সত্ত্ব সম্বন্ধীয় গুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১৭-২০

রূপ, ঐশ্বর্য, বিগ্রহ, ত্যাগের অভাব, করুণার অভাব, দুঃখ সুখ উপভোগ, পরনিন্দায় প্রীতি, বাদ-বিবাদ না করা, অহঙ্কার, মাননীয় পুরুষগণের সৎকার না করা, চিন্তা, শত্রুতাভাব রাখা, সন্তাপ করা, নির্লজ্জতা, কুটিলতা, ভেদবুদ্ধি, কঠোরতা, কাম,

পরাপবাদেষু রতির্বিবাদানাঞ্চ সেবনম্ ।
অহঙ্কারমসৎকারশ্চিন্তা বৈরোপসেবনম্ ॥ ২২
পরিতাপোঽভিহরণং হ্রীনাশোঽনার্জবং তথা ।
ভেদঃ পরুষতা চৈব কামঃ ক্রোধো মদস্তথা ॥২৩
দর্পো দ্বেষোঽতিবাদশ্চ এতে প্রোক্তা রজোগুণাঃ ।
তামসানাং তু সঙ্ঘাতং প্রবক্ষ্যাম্যুপধার্য্যতাম্ ॥২৪
মোহোঽপ্রকাশস্তামিস্রমন্ধতামিস্রসংজ্ঞিতম্ ।
মরণং চান্ধতামিস্রং তামিস্রং ক্রোধ উচ্যতে ॥ ২৫
তমসো লক্ষণানীহ ভক্ষণাদভিরোচনম্ ।
ভোজনানামপর্য্যাপ্তিস্তথা পেয়েষ্বতৃপ্ততা ॥ ২৬
গন্ধবাসো বিহারেষু শয়নেষ্বাসনেষু চ ।
দিবাস্বপ্নেঽতিবাদে চ প্রমাদেষু চ বৈ রতিঃ ॥ ২৭
নৃত্যবাদিত্রগীতানামজ্ঞানাচ্ছ্রদ্দধানতা ।
দ্বেষো ধর্মবিশেষাণামেতে বৈ তামসা গুণাঃ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি যাজ্ঞবল্ক্যজনকসংবাদে ত্রয়োদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১৩

ক্রোধ, মদ, দর্প, দ্বেষ ও বহুকথা বলার স্বভাব—এই সব হইল রজোগুণ। এ সমস্ত ভাবই রজোগুণের কার্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। এখন আমি তামস ভাবসমূহের পরিচয় প্রদান করিব, তুমি উহা সাবধানে শ্রবণ কর ॥ ২১-২৪

মোহ, অপ্রকাশ (অজ্ঞান), তামিস্র ও অন্ধতামিস্র, এই সব হইল তমোগুণের লক্ষণ। ইহাদের মধ্যে তামিস্র ক্রোধের বাচক এবং অন্ধতামিস্র মরণের বাচক। ভোজনে রুচি না হওয়া, খাদ্যবস্তুতে তৃপ্তি বা সন্তোষের অভাব, যত ভোজনই পাওয়া যাক না কেন উহাকে পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে না করা, পানীয় বস্তুতে কখনও তৃপ্তি না হওয়া, দুর্গন্ধযুক্ত বস্ত্র, অনুচিত বিহার, মলিন-শয্যা ও আসনসমূহের ব্যবহার, দিবসে শয়ন করা (নিদ্রা যাওয়া), অত্যন্ত বাদ-বিবাদ করা, প্রমাদে অতিশয় আসক্ত থাকা, অজ্ঞানবশতঃ নৃত্য-গীত ও নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনিতে শ্রদ্ধা এবং নানাবিধ ধর্মে দ্বেষ—এই সব হইল তমোগুণের লক্ষণ ॥ ২৫-২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের সংবাদবিষয়ক ত্রয়োদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

[সাত্ত্বিক-রাজস-তামসপ্রকৃতিমনুষ্যাণাং গতিবর্ণনম্, রাজ্ঞো জনকস্য প্রশ্নশ্চ ।]

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ ।
এতে প্রধানস্য গুণাস্ত্রয়ঃ পুরুষসত্তম ।
কৃৎস্নস্য চৈব জগতস্তিষ্ঠন্ত্যনপগাঃ সদা ॥ ১
অব্যক্তরূপো ভগবান্ শতধা চ সহস্রধা ।
শতধা সহস্রধা চৈব তথা শতসহস্রধা ॥ ২
কোটিশশ্চ করোত্যেষ প্রত্যগাত্মানমাত্মনা ॥ ৩
তামসস্যাধমং স্থানং প্রাহুরধ্যাত্মচিন্তকাঃ ।
কেবলেনেহ পুণ্যেন গতিমূর্ধ্বমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪
পুণ্য-পাপেন মানুষ্যমধর্মেণাপ্যধোগতিম্ ।
দ্বন্দ্বমেষাং ত্রয়াণাং তু সন্নিপাতঞ্চ তত্ত্বতঃ ॥ ৫

চতুর্দ্দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস প্রকৃতির মনুষ্যগণের গতিবর্ণন এবং রাজা জনকের প্রশ্ন।]

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—পুরুষপ্রবর! সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি হইল প্রকৃতির গুণ। ইহারা সম্পূর্ণ জগতে সদা বিদ্যমান থাকে, কখনও উহা হইতে পৃথক্ হইয়া থাকে না।) ·

এই ঐশ্বর্য্যশালিনী প্রকৃতি নিজের প্রভাবে জীবনকে শত, সহস্র, লক্ষ ও কোটি কোটিরূপে উৎপাদিত করিয়া থাকেন। ২½

অধ্যাত্ম-শাস্ত্রচিন্তাকারী বিদ্বান্‌গণ বলেন যে, সাত্ত্বিক পুরুষের উত্তম, রজোগুণীর মধ্যম এবং তমোগুণী ব্যক্তির অধম স্থান প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৩½

কেবল পুণ্য করিলে মানুষ উর্দ্ধলোকে গমন করে, পুণ্য ও পাপ উভয়ের অনুষ্ঠানে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে এবং কেবল পাপাচার করিলে পর মানুষের অধোগতি হইয়া থাকে। ৪½

এখন আমি সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনগুণের দ্বন্দ্ব ও সন্নিপাত * যথাযথ রূপে বর্ণনা করিব, তুমি উহা শ্রবণ কর। ৫½

* দুই গুণের মিলনকে দ্বন্দ্ব এবং তিন গুণের মিলনকে সন্নিপাত বলে।

সত্ত্বস্য রজসশ্চৈব তমসশ্চ শৃণুষ্ব মে।
সত্ত্বস্য তু রজো দৃষ্টং রজসশ্চ তমস্তথা ॥ ৬
তমসশ্চ তথা সত্ত্বং সত্ত্বস্যাব্যক্তমেব চ।
অব্যক্তঃ সত্ত্বসংযুক্তো দেবলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭
রজঃসত্ত্বসমাযুক্তো মানুষেষু প্রপদ্যতে।
রজস্তমোভ্যাং সংযুক্তস্তির্য্যগ্‌যোনিষু জায়তে ॥ ৮
রাজসৈস্তামসৈঃ সত্ত্বৈর্যুক্তো মানুষমাপ্নুয়াৎ।
পুণ্য-পাপবিযুক্তানাং স্থানমাহুর্মহাত্মনাম্।
শাশ্বতং চাব্যয়ং চৈবমক্ষয়ং চামৃতঞ্চ তৎ ॥ ৯
জ্ঞানিনাং সম্ভবং শ্রেষ্ঠং স্থানমব্রণমচ্যুতম্।
অতীন্দ্রিয়মবীজঞ্চ জন্মমৃত্যুতমোনুদম্ ॥ ১০
অব্যক্তস্থং পরং যৎ তৎ পৃষ্টস্তেঽহং নরাধিপ।
স এষ প্রকৃতিস্থো হি তৎস্থ ইত্যভিধীয়তে ॥ ১১

সত্ত্বগুণের সহিত রজোগুণ, রজোগুণের সহিত তমোগুণ, তমোগুণের সহিত সত্ত্বগুণ এবং সত্ত্বগুণের সহিত অব্যক্তের (জীবাত্মার) সম্মিশ্রণ হইতে দেখা যায়। জীবাত্মা যখন সত্ত্বগুণের সহিত সংযুক্ত হইয়া যান, তখন তিনি দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৬-৭

রজোগুণ ও সত্ত্বগুণের সহিত সংযুক্ত হইলে পর তিনি মনুষ্যলোকে গমন করেন এবং রজোগুণ ও তমোগুণের সাহত সংযুক্ত হইলে পর তিনি পশু-পক্ষীপ্রভৃতি যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। ৮

রাজস, তামস ও সাত্ত্বিক এই তিন ভাবে যুক্ত হইলে পর জীব মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। যিনি পুণ্য ও পাপ এই উভয়রহিত, সেই মহাত্মা পুরুষগণের সনাতন, অবিকারী, অক্ষয় ও অমৃত প্রাপ্তি হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৯

যেখানে কোনরূপ কষ্ট নাই, যেখান হইতে কখনও পতনের সম্ভাবনা নাই, যাহা ইন্দ্রিয়াতীত, যেখানে বন্ধনগ্রস্ত হইবার কোনও কারণ নাই এবং যাহা জন্ম, মৃত্যু ও অজ্ঞাননাশক, সেই শ্রেষ্ঠ স্থান (পরম পদ) জ্ঞানিগণেরই লাভ হইয়া থাকে। ১০

নরেশ্বর! তুমি যে অব্যক্ত প্রকৃতিতে স্থিত পরম তত্ত্বের বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলে, উহার উত্তরে এই নিবেদন যে, এই পরমতত্ত্ব প্রাকৃত শরীরে স্থিত হইলেই উহাকে প্রকৃতিস্থ বলা হয়। ১১

অচেতনা চৈব মতা প্রকৃতিশ্চাপি পার্থিব।
এতেনাধিষ্ঠিতা চৈব সৃজতে সংহরত্যপি।

জনক উবাচ।

অনাদি-নিধনাবেতাবুভাবেব মহামতে।
অমূর্তিমন্তাবচলাবপ্রকম্প্যাগুণাগুণৌ ॥ ১৩
অগ্রাহ্যাবৃষিশার্দূল কথমেকো হ্যচেতনঃ।
চেতনাবাংস্তথা চৈকঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি ভাষিতঃ ॥ ১৪
ত্বং হি বিপেন্দ্র কার্ৎস্ন্যেন মোক্ষধর্মমুপাসসে।
সাকল্যং মোক্ষধর্মস্য শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১৫
অস্তিত্বং কেবলত্বঞ্চ বিনাভাবং তথৈব চ।
দৈবতানি চ মে ব্রূহি দেহং যান্যাশ্রিতানি বৈ ॥ ১৬
তথৈবোৎক্রামিণঃ স্থানং দেহিনো বৈ বিপদ্যতঃ।
কালেন যদ্ধি প্রাপ্নোতি স্থানং তৎ প্রব্রবীহি মে ॥১৭

ভূপাল! প্রকৃতি অচেতনা—ইহাই বিদ্বান্‌গণের অভিমত। এই পরম তত্ত্বের দ্বারা অধিষ্ঠিতা হইয়াই এই প্রকৃতি সৃষ্টি ও সংহার কার্য্য করিয়া থাকেন। ১২

জনক বলিলেন,—মহামতে! প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই আদি-অন্তরহিত, মূর্ত্তিহীন ও অচল। উভয়েই নিজ নিজ গুণে স্থির থাকেন এবং উভয়েই নির্গুণ। ১৩

মুনিশ্রেষ্ঠ! ইঁহারা উভয়েই বুদ্ধির অগোচর। তবে এক প্রকৃতি কেন নিজেকে অচেতন বলিয়া পরিচয় দিলেন? এবং অপর পুরুষ চেতন ও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া কেন অভিহিত হন? ১৪

বিপ্রবর! আপনি পূর্ণরূপে মোক্ষধর্ম সেবন করিতেছেন, সেইজন্য আপনার মুখ হইতেই আমি সম্পূর্ণ মোক্ষধর্ম যথাযথভাবে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১৫

আপনি পুরুষের অস্তিত্ব, কেবলত্ব ও প্রকৃতি হইতে পৃথক্ সত্তার কথা স্পষ্ট করিয়া বলুন এবং দেহকে আশ্রয় করিয়া যে সব দেবতা আছেন, আপনি তাঁহাদের তত্ত্বও বলুন। ১৬

মৃত্যুকালে যখন জীবের প্রাণের উৎক্রমণ হয়, সেই সময় তাহার সময়ানুসারে কোন্ স্থান লাভ হয়? ইহাও আমাকে উপদেশ করুন। ১৭

সাংখ্যজ্ঞানঞ্চ তত্ত্বেন পৃথগ্‌যোগং তথৈব চ।
অরিষ্টানি চ তত্ত্বানি তত্ত্বমর্হসি সত্তম।
বিদিতং সর্বমেতত্তে পাণাবামলকং যথা ॥ ১৮

সাধুশ্রেষ্ঠ! এই সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ সাংখ্য ও যোগের জ্ঞান এবং মৃত্যুসূচক লক্ষণসকলের যথাযথরূপে বর্ণন করুন; কারণ, এ সব বিষয়ই হস্তস্থিত আমলকী ফলের ন্যায় আপনি সহজভাবেই জ্ঞাত আছেন ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি যাজ্ঞবল্ক্যজনকসংবাদে চতুর্দশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের সংবাদ বিষয়ক চতুর্দ্দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রকৃতি-পুরুষয়োর্বিবেকঃ, তস্য ফলবর্ণনঞ্চ।]

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

ন শক্যো নির্গুণস্তাত গুণীকর্তুং বিশাম্পতে।
গুণবাংশ্চাপ্যগুণবান্ যথাতত্ত্বং নিবোধ মে ॥ ১
গুণৈর্হি গুণবানেব নির্গুণশ্চাগুণস্তথা।
প্রাহুরেবং মহাত্মানো মুনয়স্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ২
গুণস্বভাবস্ত্বব্যক্তো গুণান্ নৈবাতিবর্ত্ততে।
উপযুঙ্‌ক্তে চ তানেব স চৈবাজ্ঞঃ স্বভাবতঃ ॥ ৩
অব্যক্তস্তু ন জানীতে পুরুষো জ্ঞঃ স্বভাবতঃ।
ন মত্তঃ পরমস্তীতি নিত্যমেবাভিমন্যতে ॥ ৪
অনেন কারণেনৈতদব্যক্তং স্যাদচেতনম্।
নিত্যত্বাচ্চাক্ষরত্বাচ্চ ক্ষরত্বান্ন তদন্যথা ॥ ৫
যদাজ্ঞানেন কুর্বীত গুণসর্গং পুনঃ পুনঃ।
তদাত্মানং ন জানীতে তদাত্মাপি ন মুচ্যতে ॥ ৬
কর্তৃত্বাচ্চাপি সর্গাণাং সর্গধর্মা তথোচ্যতে।
কর্তৃত্বাচ্চাপি যোগানাং যোগধর্মা তথোচ্যতে ॥ ৭
কর্তৃত্বাৎ প্রকৃতীনাঞ্চ তথা প্রকৃতিধর্মিতা ॥ ৮
কর্তৃত্বাচ্চাপি বীজানাং বীজধর্মা তথোচ্যতে।
গুণানাং প্রসবত্বাচ্চ প্রলয়ত্বাৎ তথৈব চ ॥ ৯

পঞ্চদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[প্রকৃতি পুরুষের বিবেক ও উহার ফল বর্ণন।]

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—তাত! প্রজাপালক রাজন্! নির্গুণকে সগুণ এবং সগুণকে নির্গুণ করা যায় না। এবিষয়ে যাহা যথার্থ তত্ত্ব, উহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ১

তত্ত্বদর্শী মহাত্মা মুনিগণ বলেন যে, যাহার গুণসমূহের সহিত সম্পর্ক আছে, তাহাকে 'সগুণ' এবং যাহার গুণসকলের সহিত কোনই সম্পর্ক নাই, তাহাকে 'নির্গুণ' বলা হয় ॥ ২

অব্যক্ত প্রকৃতি স্বভাবতই গুণবতী। তিনি গুণসকলকে কখনও উলঙ্ঘন করিতে পারেন না। তিনি সেই গুণসকলকে নিজের জন্য ব্যবহার করেন এবং স্বভাবতই জ্ঞানহীন ॥ ৩

প্রকৃতি কোন বস্তুকেই জানেন না; ইহার বিপরীত পুরুষ স্বভাবতই জ্ঞানী। তিনি সর্ব্বদা এই বিষয় জানেন যে, আমা অপেক্ষা অন্য কিছু উৎকৃষ্ট পদার্থ নাই ॥ ৪

এই কারণেই প্রকৃতি অচেতন হইয়া গিয়াছেন। ক্ষর অর্থাৎ বিনাশশীল বলিয়া উঁহাকে 'জড়' ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। অন্য দিকে পুরুষ নিত্য ও অক্ষর (অবিনাশী) বলিয়া চেতন ॥ ৫

কিন্তু যতক্ষণ তিনি অজ্ঞানতাবশতঃ বারংবার গুণসকলের সংসর্গ করেন এবং নিজের অসঙ্গ স্বরূপকে জানিতে না পারেন, ততক্ষণ তাঁহার মুক্তি হয় না ॥ ৬

তিনি নিজেকে সৃষ্টিকর্ত্তা মনে করায় 'সর্গধর্ম্মা' বলিয়া কথিত হন এবং যোগের কর্ত্তা বলিয়া নিজেকে গণ্য করায় 'যোগধর্ম্মা' নামেও অভিহিত হন ॥ ৭

নানা প্রকৃতিকে নিজের মধ্যে স্বীকার করিয়া লওয়ায় 'প্রকৃতিধর্ম্মা'ও হইয়া যান ॥ ৮

স্থাবর পদার্থসকলের বীজের কর্ত্তা হওয়ায় 'বীজধর্ম্মা' নামে কথিত হন এবং তিনি গুণসকলের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ বলিয়া 'গুণধর্ম্মা' নামেও অভিহিত হন ॥ ৯

উপেক্ষত্বাদনত্বাদভিমানাচ্চ কেবলম্।
মন্যন্তে যতয়ঃ সিদ্ধা অধ্যাত্মজ্ঞা গতজ্বরাঃ।
অনিত্যং নিত্যমব্যক্তং ব্যক্তমেতদ্ধি শুশ্রুম ॥ ১০
অব্যক্তৈকত্বমিত্যাহুর্নানাত্বং পুরুষে তথা।
সর্বভূতদয়াবন্তঃ কেবলং জ্ঞানমাস্থিতাঃ ॥ ১১
অন্যঃ স পুরুষোঽব্যক্তাদধ্রুবো ধ্রুবসংজ্ঞকঃ।
যথা মুঞ্জ ইষীকাণাং তথৈবৈতদ্ধি জায়তে ॥ ১২
অন্যশ্চ মশকং বিদ্যাদন্যচ্চোদুম্বরং তথা।
ন চোদুম্বরসংযোগৈর্মশকস্তত্র লিপ্যতে ॥ ১৩
অন্য এব তথা মৎস্যস্তদন্যদুদকং স্মৃতম্।
ন চোদকস্য স্পর্শেন মৎস্যো লিপ্যতি সর্বশঃ ॥ ১৪
অন্যো হ্যগ্নিরুখাপন্যা নিত্যমেবমবেহি ভোঃ।
ন চোপলিপ্যতে সোঽগ্নিরুখাসংস্পর্শনেন বৈ ॥ ১৫
পুষ্করং ত্বন্যদেবাত্র তথান্যদুদকং স্মৃতম্।
ন চোদকস্য স্পর্শেন লিপ্যতে তত্র পুষ্করম্ ॥ ১৬
এতেষাং সহবাসঞ্চ নিবাসং চৈব নিত্যশঃ।
যথা তথ্যেন পশ্যন্তি ন নিত্যং প্রাকৃতা জনাঃ ॥ ১৭
যে ত্বন্যথৈব পশ্যন্তি ন সম্যক্ তেষু দর্শনম্।
তে ব্যক্তং নিরয়ং ঘোরং প্রবিশন্তি পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮
সাংখ্যদর্শনমেতত্তে পরিসংখ্যানমুত্তমম্।
এবং হি পরিসংখ্যায় সাংখ্যাঃ কেবলতাং গতাঃ ॥ ১৯
যে ত্বন্যে তত্ত্বকুশলাস্তেষামেতন্নিদর্শনম্।
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি যোগানামনুদর্শনম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি যাজ্ঞবল্ক্যজনকসংবাদে পঞ্চদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১৫

অধ্যাত্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ চিন্তাহীন সিদ্ধ যতিগণ পুরুষকে কেবল (প্রকৃতির সম্বন্ধরহিত) বলিয়া মনে করেন; কারণ, তিনি সাক্ষী ও অদ্বিতীয়। তাঁহার সুখ-দুঃখের অনুভব ত' অভিমানের জন্যই হইয়া থাকে। বাস্তবে তিনি নিত্য ও অব্যক্ত, কিন্তু প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবশতঃ অনিত্য ও ব্যক্ত বলিয়া প্রতীত হন। ১০

সমস্ত প্রাণীর প্রতিই দয়াপরায়ণ ও কেবল জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণকারী সাংখ্যমতাবলম্বী বহু বিদ্বান্ প্রকৃতিকে এক এবং পুরুষকে অনেক বলিয়া অভিহিত করেন। ১১

পুরুষ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ও নিত্য এবং অব্যক্ত (প্রকৃতি) পুরুষ হইতে ভিন্ন ও অনিত্য। যেরূপ শিকা মুঞ্জতৃণ হইতে পৃথক্, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষ হইতে পৃথক্। ১২

যেরূপ যজ্ঞডুমুরবৃক্ষ ও মশক একত্রে থাকিলেও পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া জানা যায়, ডুমুরের সংযোগে মশক তাহার সহিত লিপ্ত হয় না এবং যেরূপ মৎস্য এক বস্তু ও জল অন্য বস্তু। জলের স্পর্শে কখনও কোন মৎস্য জলে লিপ্ত হইয়া যায় না। ১৩-১৪

রাজন্! যেরূপ অগ্নি এক বস্তু ও মৃত্তিকার কলস অন্য বস্তু। তুমি এই দুইয়ের ভেদকে নিত্য বলিয়া জানিও। কলসের স্পর্শে অগ্নি কখনও দূষিত হয় না। ১৫

যেরূপ পদ্ম এক বস্তু এবং জল অন্য বস্তু, জলের স্পর্শে পদ্ম উহাতে লিপ্ত হইয়া যায় না, সেইরূপ পুরুষও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ও অসঙ্গ। ১৬

সাধারণ মানুষ ইঁহাদের সহবাস ও নিবাস কখনও যথাযথভাবে বুঝিতে পারে না। যাহারা ইঁহাদের স্বরূপকে অন্যরূপ জানে অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষকে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে পারে না, তাহাদের সেই দৃষ্টি যথার্থ নহে। তাহারা অবশ্যই পুনঃ পুনঃ ঘোর নরকে পতিত হয়। ১৭-১৮

এইভাবে আমি তোমাকে এই বিচারপ্রধান উত্তম সাংখ্যদর্শন বলিলাম। সাংখ্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ এরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিয়াছেন। ১৯

অন্য যে সব তত্ত্ববিচারনিপুণ বিদ্বান্ আছেন, তাঁহাদেরও এইরূপই অভিমত। ইহার পর যোগশাস্ত্রসকলেরও বর্ণনা করিব। ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের সংবাদবিষয়ক পঞ্চদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যোগস্য বর্ণনম্ তৎসাধনেন পরমব্রহ্ম, পরমাত্মনঃ প্রাপ্তিফলকথনঞ্চ।]

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

সাংখ্যজ্ঞানং ময়া প্রোক্তং যোগজ্ঞানং নিবোধ মে।
যথাশ্রুতং যথাদৃষ্টং তত্ত্বেন নৃপসত্তম ॥ ১

নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তিযোগসমং বলম্।
তাবুভাবেকচর্য্যৌ তাবুভাবনিধনৌ স্মৃতৌ ॥ ২

পৃথক্ পৃথক্ প্রপশ্যন্তি যেঽপ্যবুদ্ধিরতা নরাঃ।
বয়ং তু রাজন্ পশ্যাম একমেব তু নিশ্চয়াৎ ॥ ৩

যদেব যোগাঃ পশ্যন্তি তৎ সাংখ্যৈরপি দৃশ্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স তত্ত্ববিৎ ॥ ৪

রুদ্রপ্রধানানপরান্ বিদ্ধি যোগানরিন্দম।
তেনৈব চাথ দেহেন বিচরন্তি দিশো দশ ॥ ৫

যাবদ্ধি প্রলয়স্তাত সূক্ষ্মেণাষ্টগুণেন হ।
যোগেন লোকান্ বিচরন্ সুখং সংত্যজ্য চানঘ ॥ ৬

বেদেষু চাষ্টগুণিনং যোগমাহুর্মনীষিণঃ।
সূক্ষ্মমষ্টগুণং প্রাহুর্নেতরং নৃপসত্তম ॥ ৭

দ্বিগুণং যোগকৃত্যং তু যোগানাং প্রাহুরুত্তমম্।
সগুণং নির্গুণঞ্চৈব যথা শাস্ত্রনিদর্শনম্ ॥ ৮

ধারণঞ্চৈব মনসঃ প্রাণায়ামশ্চ পার্থিব।
একাগ্রতা চ মনসঃ প্রাণায়ামস্তথৈব চ ॥ ৯

প্রাণায়ামো হি সগুণো নির্গুণং ধারয়েন্মনঃ।
যত্তদৃশ্যতি মুঞ্চন্ বৈ প্রাণান্ মৈথিলসত্তম।
বাতাধিক্যং ভবত্যেব তস্মাৎ তং ন সমাচরেৎ ॥ ১০

ষোড়শাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[যোগের বর্ণন এবং উহার সাধনে পরব্রহ্ম পরমাত্মার প্রাপ্তি কথন।]

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি সাংখ্য দর্শনোক্ত জ্ঞান তোমাকে বলিলাম। এখন আমি যেরূপ দেখিয়াছি, শুনিয়াছি ও বুঝিয়াছি, তদনুসারে যোগশাস্ত্রের যথার্থ জ্ঞান তোমাকে বলিব, তুমি আমার নিকট হইতে উহা শ্রবণ কর। ১

সাংখ্যতুল্য কোন জ্ঞান নাই। যোগসদৃশ কোন বল নাই এই উভয়ের লক্ষ্য এক এবং এই উভয়ই মৃত্যুনিবারক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ২

রাজন্! যে সব মানুষ অজ্ঞানপরায়ণ, তাহারা সকলে এই দুই শাস্ত্রকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে করে। আমরা কিন্তু বিচারের দ্বারা পূর্ণ নিশ্চয় করত এই দুই শাস্ত্রকে এক বলিয়াই বোধ করি। ৩

যোগিগণ যে তত্ত্বকে সাক্ষাৎকার করেন, উহা সাংখ্যজ্ঞানের দ্বারাও দেখা যায়; অতএব যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক বলিয়াই দেখিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী। ৪

শত্রুদমন রাজন্! সর্ব্ববিধ যোগসাধনায় রুদ্র অর্থাৎ প্রাণকেই প্রধান ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিও। প্রাণকে নিজের বশীভূত করিয়া লইলে পর যোগিগণ এই শরীরের দ্বারাই দশদিকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারেন। ৫

প্রিয় নিষ্পাপ ভূপাল! যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, ততক্ষণই যোগী যোগবলের দ্বারা স্থূল শরীরকে এখানেই ত্যাগ করিয়া অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা নানাবিধ লোকসমূহে সুখের সহিত বিচরণ করেন। ৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! মনীষী পুরুষগণ বলেন যে, বেদে স্থূল ও সূক্ষ্ম— এই দুই প্রকার যোগ বর্ণিত আছে। ইহাদের মধ্যে স্থূল যোগ অনিমাদি অষ্টবিধ সিদ্ধি প্রদান করে এবং সূক্ষ্ম যোগই (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি— এই) অষ্ট গুণ (অঙ্গ) যুক্ত, অন্য নহে। ৭

যোগের মুখ্য সাধন দুই প্রকার কথিত হইয়াছে - সগুণ ও নির্গুণ (সবীজ ও নির্বীজ)। এরূপই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ৮

ভূপাল! কোন বিশেষ বস্তুতে (বা দেশে) চিত্তকে স্থাপিত করার নাম 'ধারণা'। মনের ধারণার সহিত প্রাণায়াম করিলে পর উহা হয় সগুণ এবং বস্তু বিশেষের আশ্রয় না লইয়া মনকে নির্বীজ সমাধিতে একাগ্র করাকে বলে নির্গুণ প্রাণায়াম। ৯

সগুণ প্রাণায়াম মনকে নির্গুণ অর্থাৎ বৃত্তিশূন্য করিয়া স্থির করিতে সহায়ক হয়। মিথিলাবাসী সৎপুরুষগণ শ্রেষ্ঠ জনক! যদি পুরকাদির সময় নিয়ত দেবতাদিকে ধ্যানের দ্বারা সাক্ষাৎকার না করিয়াই কেহ প্রাণবায়ুর রেচন করেন, তবে তাঁহার দেহে বায়ুর প্রকোপ বর্দ্ধিত হয়; অতএব ধ্যানহীন প্রাণায়াম করিতে নাই। ১০

নিশায়াঃ প্রথমে যামে চোদনা দ্বাদশা স্মৃতাঃ।
মধ্যে স্বপ্নাৎ পরে যামে দ্বাদশৈব তু চোদনাঃ ॥ ১১
তদেবমুপশান্তেন দান্তেনৈকান্তশীলিনা।
আত্মারামেণ বুদ্ধেন যোক্তব্যোঽহত্মা ন সংশয়ঃ ॥ ১২
পঞ্চানামিন্দ্রিয়াণাং তু দোষানাক্ষিপ্য পঞ্চধা।
শব্দং রূপং তথা স্পর্শং রসং গন্ধং তথৈব চ ॥ ১৩
প্রতিভামপবর্গঞ্চ প্রতিসংহৃত্য মৈথিল।
ইন্দ্রিয়গ্রামমখিলং মনস্যভিনিবেশ্য হ ॥ ১৪
মনস্তথৈবাহঙ্কারে প্রতিষ্ঠাপ্য নরাধিপ।
অহঙ্কারং তথা বুদ্ধৌ বুদ্ধিঞ্চ প্রকৃতাবাপি ॥ ১৫
এবং হি পরিসংখ্যায় ততো ধ্যায়ন্তি কেবলম্।
বিরজস্কমলং নিত্যমনন্তং শুদ্ধমব্রণম্ ॥ ১৬
তস্থুষং পুরুষং নিত্যমভেদ্যমজরামরম্।
শাশ্বতং চাব্যয়ঞ্চৈব ঈশানং ব্রহ্ম চাব্যয়ম্ ॥ ১৭

রাত্রির প্রথম প্রহরে বায়ুকে ধারণ করিবার দ্বাদশ প্রেরণা কথিত হইয়াছে। মধ্য রাত্রির শেষ দুইপ্রহরে শয়ন করা উচিত এবং পুনরায় শেষপ্রহরে দ্বাদশ প্রেরণায় অভ্যাস করা কর্ত্তব্য* ॥ ১১

এইরূপ প্রাণায়ামের দ্বারা মনকে বশীভূত করত শান্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া একান্তবাসী আত্মারাম জ্ঞানীর কর্ত্তব্য হইল — তিনি মনকে পরমাত্মায় নিঃসন্দেহে সংযুক্ত করিবেন। ১২

মিথিলানরেশ! শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—ইন্দ্রিয়গণের এই পাঁচটি দোষ। এই সব দোষকে অপসারিত করিবে। তারপর লয় ও বিক্ষেপকে শান্ত করত সমস্ত ইন্দ্রিয়দিগকে মনে স্থির করিবে। নরেশ্বর! তাহারপর মনকে অহংকারে, অহঙ্কারকে বুদ্ধিতে ও বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে স্থাপিত করিবে। এইভাবে সকলকে লয় করত যোগী পুরুষ কেবল সেই পরমাত্মার ধ্যান করিবেন। এই পরমাত্মা রজোগুণরহিত, নির্ম্মল, নিত্য, অনন্ত, শুদ্ধ, ছিদ্ররহিত, কূটস্থ, অন্তর্যামী, অভেদ্য, অজর, অমর, অবিকারী, সকলের ঈশ্বর ও সনাতন ব্রহ্ম ॥ ১৩-১৭

* এক প্রাণায়াম পূরক, কুম্ভক ও রেচক ভেদে তিন প্রকার। এইরূপ যে স্থলে দ্বাদশ প্রেরণার অভ্যাসের বিধান আছে, সেস্থলে চার চার প্রাণায়াম করিবার বিধি বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাৎপর্য্য হইল ইহাই যে,—রাত্রির প্রথম প্রহরে ও শেষ প্রহরে ধ্যানপূর্ব্বক চার চার প্রাণায়ামের নিত্য অভ্যাস করা যোগীর পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

যুক্তস্য তু মহারাজ লক্ষণান্যুপধারয়।
লক্ষণং তু প্রসাদস্য যথা তৃপ্তঃ সুখং স্বপেৎ ॥ ১৮
নির্বাতে তু যথা দীপো জ্বলেৎ স্নেহসমন্বিতঃ।
নিশ্চলোর্দ্ধ্বশিখস্তদ্বদ্ যুক্তমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১৯
পাষাণ ইব মেঘোত্থৈর্যথা বিন্দুভিরাহতঃ।
নালং চালয়িতুং শক্যস্তথা যুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ২০
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্বিবিধৈর্গীতবাদিতৈঃ।
ক্রিয়মাণৈর্ন কম্পেত যুক্তস্যৈতন্নিদর্শনম্ ॥ ২১
তৈলপাত্রং যথা পূর্ণং করাভ্যাং গৃহ্য পুরুষঃ।
সোপানমারুহেদ্ ভীতস্তর্জ্জ্যমানোঽসিপাণিভিঃ ॥ ২২
সংযতাত্মাভয়াৎ তেষাং ন পাত্রাদ্ বিন্দুমুৎসৃজেৎ।
তথৈবোত্তরমাগম্য একাগ্রমনসস্তথা ॥ ২৩
স্থিরত্বাদিন্দ্রিয়াণাং তু নিশ্চলত্বাৎ তথৈব চ।
এবং যুক্তস্য তু মুনের্লক্ষণান্যুপলক্ষয়েৎ ॥ ২৫

মহারাজ! এখন সমাধিতে স্থির যোগীর লক্ষণ শ্রবণ কর। যেরূপ তৃপ্ত মানুষ সুখে নিদ্রা যায়, সেই যোগযুক্ত মানুষের চিত্তও সদা প্রসন্ন থাকে—সমাধি হইতে বিরত হইবার বাসনা করে না। ইহাই তাহার প্রসন্নতার লক্ষণ ॥ ১৮

যেরূপ তৈলপূর্ণ প্রদীপ বায়ুশূন্য স্থানে একভাবে জ্বলিতে থাকে এবং তাহার শিখা স্থিরভাবে উপরের দিকে উত্থিত হয়, সেইরূপ সমাধিনিষ্ঠ যোগীকেও মনীষী পুরুষগণ স্থির বলিয়া অভিহিত করেন ॥ ১৯

যেরূপ মেঘের বারিবর্ষণের বিন্দুসমূহের দ্বারা পর্ব্বত চঞ্চল হয় না, সেইরূপ নানা প্রকার বিক্ষেপ আসিয়া যোগীর চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে না। ইহাই যোগযুক্ত পুরুষের লক্ষণ ॥ ২০

তাঁহার নিকটে যদি বহু শঙ্খধ্বনি করা হয়, বহু দুন্দুভি বাজান হয় এবং নানাবিধ গীত-বাদ্যধ্বনি করা হয়, তাহা হইলেও তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হয় না। ইহাই তাঁহার সুদৃঢ় সমাধির লক্ষণ ॥ ২১

যেরূপ মনঃসংযমী সাবধান হস্তে ব্যক্তি হয়ে তৈলপূর্ণ পাত্র লইয়া সোপানে (সিঁড়িতে) আরোহণ করিতে থাকিলে সেই সময় যদি বহু মানুষ হস্তে তরবারি লইয়া উঁহাকে তাড়া করিতে ও ভয় দেখাইতেও থাকে, তথাপি সেই ব্যক্তি তাহাদের ভয়ে পাত্র হইতে একবিন্দুও তেল পড়িতে দেন না, সেইরূপ যোগের উচ্চাবস্থা লাভ করিলে পর একাগ্রচিত্ত যোগী ইন্দ্রিয়গণের স্থৈর্য্য এবং মনের অবিচল স্থিতির কারণ সমাধি হইতে কখনও

যযুক্তঃ পশ্যতে ব্রহ্ম যৎ তৎ পরমমব্যয়ম্ ।
মহতস্তমসো মধ্যে স্থিতং জ্বলনসন্নিভম্ ॥২৫

এতেন কেবলং যাতি ত্যক্ত্বা দেহমসাক্ষিকম্ ।
কালেন মহতা রাজন্ শ্রুতিরেষা সনাতনী ॥ ২৬

এতদ্ধি যোগং যোগানাং কিমন্যদ্ যোগলক্ষণম্ ।
বিজ্ঞায় তদ্ধি মন্যন্তে কৃতকৃত্যা মনীষিণঃ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি যাজ্ঞবল্ক্য-জনকসংবাদে ষোড়শাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ২১৬

বিচলিত হন না। যোগসিদ্ধ মুনির এরূপই লক্ষণ বুঝিতে হইবে। ২২-২৪

যে ব্যক্তি উত্তমরূপে যোগ সমাধিতে অবস্থিত থাকেন, সেই ব্যক্তি ঘোর অন্ধকার মধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় হৃদয়দেশে স্থিত অবিনাশী (জ্ঞানস্বরূপ) পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ২৫

রাজন্! এই সাধনার দ্বারা মানুষ দীর্ঘকালের পর এই অচেতন দেহ পরিত্যাগ করত কেবল (প্রকৃতির সংসর্গরহিত) পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন - ইহাই সনাতন বেদবচন। ২৬

ইহাই হইল যোগিগণের যোগ। ইহা ব্যতীত যোগের আর কিই বা লক্ষণ হইতে পারে? ইহাকে জানিয়া মনীষী পুরুষগণ নিজেকে নিজে কৃতকৃত্য বলিয়া মনে করেন। ২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের সংবাদবিষয়ক ষোড়শাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[বিভিন্নাঙ্গেভ্যঃ প্রাণোৎক্রমণস্য ফলনিরূপণম্, মৃত্যুসূচকলক্ষণানাং বর্ণনম্, মৃত্যুং জেতুমুপায়কথনঞ্চ।]

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।
তথৈবোৎক্রমমাণং তু শৃণুষ্বাবহিতো নৃপ।
পদ্ভ্যামুৎক্রমমাণস্য বৈষ্ণবং স্থানমুচ্যতে ॥ ১
জঙ্ঘাভ্যাং তু বসূন্ দেবানাপ্নুয়াদিতি নঃ শ্রুতম্।
জানুভ্যাঞ্চ মহাভাগান্ সাধ্যান্ দেবানবাপ্নুয়াৎ ॥ ২
পায়ুনোৎক্রমমাণস্তু মৈত্রং স্থানমবাপ্নুয়াৎ।
পৃথিবীং জঘনেনাথ উরুভ্যাঞ্চ প্রজাপতিম্ ॥ ৩

পার্শ্বাভ্যাং মরুতো দেবান্ নাভ্যামিন্দ্রত্বমেব চ।
বাহুভ্যামিন্দ্রমেবাহুরুরসা রুদ্রমেব চ ॥ ৪
গ্রীবয়া তু মুনিশ্রেষ্ঠং নরমাপ্নোত্যনুত্তমম্।
বিশ্বেদেবান্ মুখেনাথ দিশঃ শ্রোত্রেণ চাপ্নুয়াৎ ॥ ৫
ঘ্রাণেন গন্ধবহনং নেত্রাভ্যামগ্নিমেব চ।
ভ্রূভ্যাং চৈবাশ্বিনৌ দেবৌ ললাটেন পিতৄনথ ॥৬

সপ্তদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[বিভিন্ন অঙ্গসমূহ হইতে প্রাণোৎক্রমণের ফল নিরূপণ, মৃত্যুসূচক লক্ষণসমূহ বর্ণন এবং মৃত্যুকে জয় করিবার উপায় কথন।]

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—নৃপ! দেহত্যাগের সময় মানুষের যে যে অঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া প্রাণ যে যে উর্দ্ধলোকে গমন করে, সেই বিষয়ে এখন তোমাকে বলিব, তুমি সাবধান হইয়া উহা শ্রবণ কর। পাদদ্বয় দিয়া প্রাণের উৎক্রমণে মানুষ ভগবান্ বিষ্ণুর পরম ধাম লাভ করিয়া থাকেন বলিয়া কথিত হয়। ১

যাঁহার প্রাণ দুই জঙ্ঘা দিয়া বাহির হইয়া যায়, তিনি বসু নামক দেবলোকে গমন করে; ইহাই আমরা শুনিয়াছি। দুই জানুপথ দিয়া প্রাণ নির্গত হইলে পর মহাভাগ সাধ্যদেবতাগণের লোকপ্রাপ্তি হয়। ২

যাঁহার প্রাণ পায়ু দ্বার (যোনিদ্বার) দিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়, তিনি মিত্রদেবতার উত্তমস্থান লাভ করেন। কটির অগ্রভাগ দিয়া প্রাণ নিঃসৃত হইলে পর পৃথ্বীলোক ও দুই জঘন দিয়া নির্গত হইলে প্রজাপতিলোক লাভ হয়। ৩

দুই পার্শ্ব দিয়া প্রাণের নিষ্ক্রামণ হইলে পর মরুৎ নামক দেবতা, নাভি দিয়া ইন্দ্রপদ, দুই বাহু দিয়াও ইন্দ্রপদ এবং বক্ষঃস্থল দিয়া প্রাণ যাইলে রুদ্রলোক প্রাপ্তি হয়। ৪

গ্রীবা দিয়া প্রাণ নিষ্ক্রান্ত হইলে পর মানুষ, মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরম উত্তম নরের (নরমুনির) সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়। মুখ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলে বিশ্বেদেব ও শ্রোত্র দিয়া প্রাণত্যাগ করিলে দিক্‌সকলের অধিষ্ঠাতা দেবগণের লোকপ্রাপ্ত হয়। ৫

নাসিকা দিয়া প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে মানুষ বায়ু দেবতা, দুই নেত্রদ্বার দিয়া প্রাণ যাইলে অগ্নিদেবতা, দুই ভ্রূদ্বার দিয়া প্রাণ

ব্রহ্মাণমাপ্নোতি বিভুং মূর্দ্ধ্না দেবাগ্রজং তথা ।
এতাম্যুৎক্রমণস্থানান্যুক্তানি মিথিলেশ্বর ॥ ৭
অরিষ্টানি প্রবক্ষ্যামি বিহিতানি মনীষিভিঃ ।
সংবৎসরবিয়োগস্য সম্ভবন্তি শরীরিণঃ ॥ ৮
যোঽরুন্ধতীং ন পশ্যেত দৃষ্টপূর্বাং কদাচন ।
তথৈব ধ্রুবমিত্যাহুঃ পূর্ণেন্দুং দীপমেব চ ॥ ৯
খণ্ডাভাসং দক্ষিণতস্তেঽপি সংবৎসরায়ুষঃ ।
পরচক্ষুষি চাত্মানং যে ন পশ্যন্তি পার্থিব ॥ ১০
আত্মচ্ছায়াকৃতীভূতং তেঽপি সংবৎসরায়ুষঃ ।
অতিদ্যুতিরতিপ্রজ্ঞা অপ্রজ্ঞা চাদ্যুতিস্তথা ॥ ১১
প্রকৃতের্বিক্রিয়াপত্তিঃ ষণ্মাসান্মৃত্যুলক্ষণম্ ।
দৈবতান্যবজানাতি ব্রাহ্মণৈশ্চ বিরুধ্যতে ॥ ১২
কৃষ্ণশ্যাবচ্ছবিচ্ছায়ঃ ষণ্মাসান্মৃত্যুলক্ষণম্ ।
ঊর্ণনাভের্যথা চক্রং ছিদ্রং সোমং প্রপশ্যতি ॥ ১৩
তথৈব চ সহস্রাংশুং সপ্তরাত্রেণ মৃত্যুভাক্ ।
শবগন্ধমুপাঘ্রাতি সুরভিং প্রাপ্য যো নরঃ ॥ ১৪
দেবতায়তনস্থস্তু সপ্তরাত্রেণ মৃত্যুভাক্ ।
কর্ণনাসাবনমনং দন্তদৃষ্টিবিরাগিতা ॥ ১৫
সংজ্ঞালোপো নিরূষ্মত্বং সদ্যোমৃত্যুনিদর্শনম্ ।
অকস্মাচ্চ স্রবেদ্ যস্য বামমক্ষি নরাধিপ ॥ ১৬
মূর্ধতশ্চোৎপতেদ্ ধূমঃ সদ্যোমৃত্যুনিদর্শনম্ ।
এতাবন্তি ত্বরিষ্টানি বিদিত্বা মানবোঽঽত্মবান্ ॥ ১৭
নিশি চাহনি চাত্মানং যোজয়েৎ পরমাত্মনি ।
প্রতীক্ষমাণস্তৎকালং যৎকালং প্রেততা ভবেৎ ॥ ১৮
অথাস্য নেষ্টং মরণং স্থাতুমিচ্ছেদিমাং ক্রিয়াম্ ।
সর্বগন্ধান্ রসাংশ্চৈব ধারয়ীত নরাধিপ ॥ ১৯

নিঃসৃত হইলে অশ্বিনীকুমার এবং ললাট দিয়া প্রাণ যাইলে পিতৃগণের লোক প্রাপ্ত হয় ॥ ৬

মস্তক দিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে পর মানুষ দেবগণের অগ্রজ ভগবান্ ব্রহ্মার লোকে গমন করে। মিথিলেশ্বর! এই সব হইল প্রাণ নিক্রমণের স্থান। ৭

এখন আমি জ্ঞানী পুরুষগণের দ্বারা কথিত অমঙ্গল অথবা মৃত্যুর সূচনাকারী সেই সব চিহ্ন বর্ণনা করিতেছি, যে সব চিহ্ন দেহত্যাগের কেবল এক বর্ষ শেষ থাকিলে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। ৮

যে ব্যক্তি পূর্বে দৃষ্ট অরুন্ধতী ও ধ্রুবনক্ষত্রকে দেখিতে পায় না এবং পূর্ণচন্দ্রের মণ্ডল ও দীপশিখা যাহার দক্ষিণ ভাগের দ্বারা খণ্ডিত বলিয়া মনে হয়, এরূপ ব্যক্তি কেবল আর এক বর্ষ পর্যন্ত জীবিত থাকিবে। ৯½

ভূপাল! যে সব ব্যক্তি অপরের নেত্রে নিজের ছায়া দেখিতে না পায়, তাহাদের আয়ুও আর এক বর্ষকাল পর্যন্ত থাকে॥ ১০½

যদি মানুষের অতিশয় দেহকান্তি বিবর্ণ হইয়া উঠে এবং বুদ্ধিমত্তাও বুদ্ধিহীনতায় পরিণত হয় এবং স্বভাবেরও বৈপরীত্য আসিয়া পড়ে, তবে তাহার ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়—উক্ত লক্ষণে বুঝা যায়। ১১½

যে ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণের হইয়াও হরিদ্বর্ণ হইয়া যায়, দেবতাদিগকে অবজ্ঞা করে এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত বিরোধ করে, সেই ব্যক্তিও ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু বরণ করে, উক্ত লক্ষণে ইহাই প্রকাশ পায় ১২½

যে মানুষ চন্দ্র ও সূর্য্যের মণ্ডলকে মাকড়সার জালের ন্যায় ছিদ্রযুক্ত দেখিতে থাকে, সেই ব্যক্তি সাত রাত্রির মধ্যেই মৃত্যুভাগী হয়। ১৩½

যে ব্যক্তি দেবমন্দিরে উপবেশন করিয়া সেখানে সুগন্ধিত বস্তুর শবগন্ধের ন্যায় দুর্গন্ধ অনুভব করে, সেই ব্যক্তিরও সাত-রাত্রি মধ্যে মৃত্যুপ্রাপ্তি হয়॥ ১৪½

নরনাথ! যাহার নাসিকা ও কর্ণ নত (বক্র) হইয়া যায়, দন্ত ও চক্ষুর বর্ণ বিকৃত হয়, সংজ্ঞা লোপ হইয়া যায়, দেহ শীতল হয়, যাহার বাম চক্ষু দিয়া অকস্মাৎ অশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকে এবং মস্তক হইতে ধূম্র উত্থিত হয়, তাহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। এই সব লক্ষণ তৎক্ষণাৎ মৃত্যুসূচক বলিয়া জানিও। ৫-১৬½

এই সব মৃত্যুসূচক লক্ষণ জানিয়া মনস্বী সাধক দিবারাত্রি পরমাত্মার ধ্যান করিবেন এবং যে সময়ে মৃত্যু হইবে, সেই সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকিবেন। ১৭-১৮

নরেশ্বর! যদি যোগীর মৃত্যু অভীষ্ট না হয়, আরও কিছু কাল জগতে থাকিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এই কার্য্য করিতে থাকিবেন। পূর্বোক্ত রীতিতে পঞ্চভূতবিষয়ক ধারণ করত পৃথ্বী প্রভৃতি তত্ত্বসকলকে জয় করিয়া সমস্ত গন্ধ, রস ও রূপাদি বিষয়-সমূহ নিজের বশীভূত করিয়া রাখিবেন।* ১৯

---

* ধারণার দ্বারা পঞ্চভূতকে জয় করিয়া যোগী জন্ম, জরা ও মৃত্যু প্রভৃতিকে জয় করিতে পারেন ; এ বিষয়ে নিম্নলিখিত সূত্রও প্রমাণ—

সসাংখ্যধারণঞ্চৈব বিদিত্বাত্মা নরর্ষভ ।
জয়েচ্চ মৃত্যুং যোগেন তৎপরেণান্তরাত্মনা ॥ ২০
গচ্ছেৎ প্রাপ্যাক্ষয়ং কৃৎস্নমজন্ম শিবমব্যয়ম্ ।
শাশ্বতং স্থানমচলং দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ ॥ ২১

নরশ্রেষ্ঠ ! সাংখ্য ও যোগানুসারে ধারণা পূর্ব্বক আত্মতত্ত্বে, জ্ঞান লাভ করত ধ্যান যোগের দ্বারা অন্তরাত্মাকে পরমাত্মায় সংযুক্ত করিয়া দিয়া যোগী মৃত্যুকে জয় করিতে সমর্থ হন ॥ ২০

এরূপ করিলে পর তিনি সেই সনাতন পদ লাভ করিয়া থাকেন যাহা অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে দুর্লভ এবং যাহা অক্ষয়, অজন্মা, অচল, অবিকারী, পূর্ণ এবং কল্যাণময় ॥২১

"পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে ।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥"

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্মপর্ব্বণি যাজ্ঞবল্ক্য-জনকসংবাদে সপ্তদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১৭

ধ্যান-যোগের সাধন করিতে করিতে যখন পৃথ্বী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূতের উত্থান হয় অর্থাৎ যখন সাধক এই পঞ্চ মহাভূতের উপর নিজের অধিকার স্থাপিত করিতে পারেন এবং এই পঞ্চ মহাভূতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যোগবিষয়ক পঞ্চ সিদ্ধি প্রকাশিত হয়, সেই সময় যোগাগ্নিময় দেহপ্রাপ্তিকারক সেই যোগীর শরীরে রোগ হয় না, বার্দ্ধক্য আসে না এবং তাঁহার মৃত্যুও হয় না। ইহার অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার ইচ্ছা না হইলে তাঁহার দেহ নষ্ট হইতে পারে না। (যোগদ ৩।৪৬, ৪৭)

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের সংবাদ-বিষয়ক সপ্তদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[যাজ্ঞবল্ক্যেন সূর্য্যদেবতঃ স্বস্য বেদজ্ঞানলাভস্য প্রসঙ্গবর্ণনম্, বিশ্বাবসবে জীবাত্ম-পরমাত্মনোরৈক্যজ্ঞানোপদেশং দত্ত্বা তৎফলস্য মুক্তের্নিরূপণম্, জনকায়োপদেশদানানন্তরমন্যত্র গমনঞ্চ ।]

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ ।
অব্যক্তস্থং পরং যৎ তৎ পৃষ্টস্তেঽহং নরাধিপ ।
পরং গুহ্যমিমং প্রশ্নং শৃণুষ্বাবহিতো নৃপ ॥ ১
যথাঽঽর্ষেণেহ বিধিনা চরতাবনতেন হ ।
ময়াঽঽদিত্যাদবাপ্তানি যজূংষি মিথিলাধিপ ॥ ২
মহতা তপসা দেবস্তপিষ্ঠঃ সেবিতো ময়া ।
প্রীতেন চাহং বিভুনা সূর্য্যেণোক্তস্তদানঘ ॥ ৩
বরং বৃণীষ্ব বিপ্রর্ষে যদিষ্টং তে সুদুর্লভম্ ।
তৎ তে দাস্যামি প্রীতাত্মা মৎপ্রসাদো হি দুর্লভঃ ॥৪
ততঃ প্রণম্য শিরসা ময়োক্তস্তপতাং বরঃ ।
যজূংষি নোপযুক্তানি ক্ষিপ্রমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥৫

অষ্টাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক সূর্য্য দেবের নিকট হইতে নিজের বেদ জ্ঞান লাভের প্রসঙ্গ বর্ণন, বিশ্বাবসুকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য জ্ঞানের উপদেশ দান করত তাহার ফল মুক্তি নিরূপণ এবং জনককে উপদেশ দানের পর অন্যত্র গমন।]

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—নরগণের পালনকর্ত্তা নরনাথ! তুমি যে আমাকে অব্যক্তে স্থিত পরব্রহ্মের বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছ, উহা অত্যন্ত গূঢ়। তুমি সাবধান হইয়া উহা শ্রবণ কর ॥ ১

মিথিলাধিপ! পূর্ব্বে আমি শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ব্রতাচরণ করিতে করিতে নতমস্তক হইয়া ভগবান্ সূর্য্যদেব হইতে যে ভাবে শুক্ল যজুর্ব্বেদের মন্ত্রসমূহ লাভ করিয়াছিলাম, সেই সব প্রসঙ্গ শ্রবণ কর ॥ ২

নিষ্পাপ নরেশ! পূর্ব্বেকার ঘটনা, আমি অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়া ভগবান্ সূর্য্যের আরাধনা করিয়াছিলাম। ইহাতে প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ সূর্য্য আমাকে বলিলেন,— ॥ ৩

ব্রহ্মর্ষে! তোমার যেরূপ বাসনা, তদনুসারে কোন বর প্রার্থনা কর। উহা অত্যন্ত দুর্লভ হইলেও আমি তোমাকে প্রদান করিব; কারণ, আমার মন তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট। আমার কৃপাপ্রসাদ প্রায় দুর্লভ ॥ ৪

তখন আমি মস্তক নত করিয়া তাপদানকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ সূর্য্যকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে বলিলাম—প্রভো! আমি অতি সত্বর এরূপ যজুর্ম্মন্ত্রসকল লাভ করিতে ইচ্ছুক, যে সব মন্ত্র পূর্ব্বে কেহ ব্যবহার করেন নাই ॥৫

ততো মাং ভগবানাহ বিতরিষ্যামি তে দ্বিজ।
সরস্বতীহ বাগ্‌ভূতা শরীরং তে প্রবেক্ষ্যতি ॥ ৬
ততো মামাহ ভগবানাস্যং স্বং বিবৃতং কুরু।
বিবৃতঞ্চ ততো মেঽস্যং প্রবিষ্টা চ সরস্বতী ॥ ৭
ততো বিদহ্যমানোঽহং প্রবিষ্টোঽম্ভস্তদানঘ।
অবিজ্ঞানাদমর্ষাচ্চ ভাস্করস্য মহাত্মনঃ ॥ ৮
ততো বিদহ্যমানং মামুবাচ ভগবান্ রবিঃ।
মুহূর্ত্তং সহ্যতাং দাহস্ততঃ শীতীভবিষ্যতি ॥ ৯
শীতীভূতঞ্চ মাং দৃষ্ট্বা ভগবানাহ ভাস্করঃ।
প্রতিষ্ঠাস্যতি তে বেদঃ সখিলঃ সোত্তরো দ্বিজ ॥ ১০
কৃৎস্নং শতপথঞ্চৈব প্রণেষ্যসি দ্বিজর্ষভ।
তস্যান্তে চাপুনর্ভাবে বুদ্ধিস্তব ভবিষ্যতি ॥ ১১
প্রাপ্স্যসে চ যদিষ্টং তৎ সাংখ্যযোগেপ্সিতং পদম্।
এতাবদুক্ত্বা ভগবানস্তমেবাভ্যবর্তত ॥ ১২

ততোঽনুব্যাহৃতং শ্রুত্বা গতে দেবে বিভাবসৌ।
গৃহমাগত্য সংহৃষ্টোঽচিন্তয়ং বৈ সরস্বতীম্ ॥ ১৩
ততঃ প্রবৃত্তাতিশুভা স্বরব্যঞ্জনভূষিতা।
ওঙ্কারমাদিতঃ কৃত্বা মম দেবী সরস্বতী ॥ ১৪
ততোঽহমর্ঘ্যং বিধিবৎ সরস্বত্যৈ ন্যবেদয়ম্।
তপতাঞ্চ বরিষ্ঠায় নিষণ্ণস্তৎপরায়ণঃ ॥ ১৫
ততঃ শতপথং কৃৎস্নং সরহস্যং সসংগ্রহম্।
চক্রে সপরিশেষঞ্চ হর্ষেণ পরমেণ হ ॥ ১৬
কৃত্বা চাধ্যয়নং তেষাং শিষ্যাণাং শতমুত্তমম্।
বিপ্রিয়ার্থং সশিষ্যস্য মাতুলস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৭
ততঃ সশিষ্যেণ ময়া সূর্য্যেণেব গভস্তিভিঃ।
ব্যস্তো যজ্ঞো মহারাজ পিতুস্তব মহাত্মনঃ ॥ ১৮
মিষতো দেবলস্যাপি ততোঽর্দ্ধং হৃতবানহম্।
স্ববেদদক্ষিণায়ার্থে বিমর্দে মাতুলেন হ ॥ ১৯

তখন ভগবান্ সূর্য্য আমাকে বলিলেন—"ব্রহ্মন্! আমি তোমাকে যজুর্বেদ প্রদান করিব। তুমি নিজ মুখ বিবৃত কর। বাঙ্ময়ী সরস্বতী দেবী তোমার শরীরে প্রবেশ করিবে"। ইহা শ্রবণ করিয়া আমি বিবৃত করিলাম এবং সরস্বতীদেবী উহাতে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৬-৭

নিষ্পাপ রাজন্! সরস্বতীদেবী প্রবেশ করিতেই আমি তাপে জ্বলিতে থাকিয়া জলে প্রবেশ করিলাম। মহাত্মা ভাস্করের মহিমা না জানায় এবং আমার মধ্যে সহনশীলতা না থাকায় আমার সেই সময় বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল ॥ ৮

তদনন্তর আমাকে তাপে দগ্ধ হইতে দেখিয়া ভগবান্ সূর্য্যদেব বলিলেন—তাত! তুমি মুহূর্ত্তকাল এই তাপ সহ্য কর। তারপর উহা স্বয়ংই শীতল ও শান্ত হইয়া যাইবে ॥৯

যখন আমি পূর্ণ শীতল হইয়া যাইলাম, তখন আমাকে দেখিয়া ভগবান্ সূর্য্যদেব বলিলেন—বিপ্রবর! খিল (পরিশিষ্ট ও উপনিষৎ সহ সম্পূর্ণ বেদ তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে ॥ ১০

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি সম্পূর্ণ শতপথও প্রণয়ন (সম্পাদন) করিবে। ইহার পর তোমার বুদ্ধি মোক্ষে স্থির হইয়া যাইবে ॥১১

সাংখ্যশাস্ত্রজ্ঞ ও যোগিগণ যাহা লাভ করিতে বাসনা করেন; তুমি সেই অভীষ্ট পদ প্রাপ্ত হইবে। এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভগবান্ সূর্য্যদেব সে স্থানে অদৃশ্য হইয়া যাইলেন ॥ ১২

সূর্য্যদেবের সেই কথা শ্রবণ করিবার পর যখন তিনি চলিয়া যাইলেন, তখন আমি গৃহে আসিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে সরস্বতীর চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ১৩

আমি স্মরণ করিতেই স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণসমূহে বিভূষিত অত্যন্ত মঙ্গলময়ী সরস্বতী দেবী ওঙ্কারকে অগ্রে করিয়া আমার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন ॥ ১৪

তখন আমি সরস্বতী দেবী ও তাপদানকারী জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ সূর্য্যদেবের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করিলাম এবং তাঁহাদিগকে চিন্তা করিতে করিতে উপবেশন করিলাম ॥ ১৫

সেই সময় অতিশয় হর্ষের সহিত আমি রহস্য, সংগ্রহ ও পরিশিষ্টভাগ সহ সমস্ত শতপথ ব্রাহ্মণ সম্পাদন করিলাম ॥ ১৬

মহারাজ! তদনন্তর আমি আমার শত উত্তম শিষ্যকে শতপথ ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করাইলাম। ইহার পর নিজের মহাত্মা মাতুল বৈশম্পায়নের (যিনি পূর্ব্বে আমাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন) অপ্রিয় করিবার জন্য কিরণাবলির দ্বারা প্রকাশিত সূর্য্যদেবের ন্যায় শিষ্যগণে সুশোভিত হইয়া আমি তোমার পিতা মহাত্মা রাজা জনককে দিয়া এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইলাম ॥ ১৭-১৮

সেই সময় নিজের বেদের দক্ষিণার জন্য মাতুল বৈশম্পায়ন বিশেষ আগ্রহ দেখাইলে (অথবা বিবাদ করিতে উদ্যত হইলে) পর আমি মহর্ষি দেবলের সম্মুখে অর্দ্ধেক দক্ষিণা তাঁহাকে প্রদান করিলাম এবং অর্দ্ধেক দক্ষিণা স্বয়ং গ্রহণ করিলাম ॥ ১৯

সুমন্তনাথ পৈলেন তথা জৈমিনিনা চ বৈ।
পিত্রা তে মুনিভিশ্চৈব ততোঽহমনুমানিতঃ ॥ ২০
দশ পঞ্চ চ প্রাপ্তানি যজুংষ্যর্কাম্নয়ানঘ।
তথৈব রোমহর্ষেণ পুরাণমবধারিতম্ ॥ ২১
বীজমেতৎ পুরস্কৃত্য দেবীঞ্চৈব সরস্বতীম্।
সূর্য্যস্য চানুভাবেন প্রবৃত্তোঽহং নরাধিপ ॥ ২২
কর্তুং শতপথং চেদমপূর্ব্বঞ্চ কৃতং ময়া
যথাভিলষিতং মার্গং তথা তচ্চোপপাদিতম্ ॥ ২৩
শিষ্যাণামখিলং কৃৎস্নমনুজ্ঞাতং সসংগ্রহম্।
সর্বে চ শিষ্যাঃ শুচয়ো গতাঃ পরমহর্ষিতাঃ ॥ ২৪
শাখাঃ পঞ্চদশেমাস্তু বিদ্যা ভাস্করদেশিতাঃ।
প্রতিষ্ঠাপ্য যথাকামং বেদ্যং তদনুচিন্তয়ম্ ॥ ২৫
কিমত্র ব্রহ্মণ্যমৃতং কিঞ্চ বেদ্যমনুত্তমম্।
চিন্তয়ংস্তত্র চাগত্য গন্ধর্বো মামপৃচ্ছত ॥ ২৬

তদনন্তর সুমন্ত, পৈল, জৈমিনি, তোমার পিতা এবং অন্য ঋষি মুনিগণ আমার উদারতা দেখিয়া আমাকে সম্মানিতকরিলেন ॥২০

নিষ্পাপ নরেশ! এইরূপে আমি সূর্য্যদেবের নিকট হইতে শুক্ল যজুর্বেদের পনেরটি শাখা লাভ করি। এইভাবে রোমহর্ষণ সূতের দ্বারা আমি পুরাণসকলের অধ্যয়ন সম্পন্ন করি। ২১

নরাধিপ! তদনন্তর আমি বীজরূপ প্রণব ও সরস্বতী দেবীকে সম্মুখে করিয়া ভগবান্ সূর্য্যের করুণায় শতপথ ব্রাহ্মণের রচনা আরম্ভ করি এবং এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ পূর্ণ করি। তারপর যে মোক্ষ-মার্গ আমার অভীষ্ট ছিল, উহাও ভালভাবে সম্পাদন করি ॥২২-২৩

ইহার পর আমি শিষ্যগণকে এই সম্পূর্ণ গ্রন্থ রহস্য ও সংগ্রহ সহ পড়াইলাম এবং তাহাদিগকে গৃহে যাইবার অনুমতি দিলাম। তখন সেই সব শুদ্ধ আচার-বিচারপরায়ণ শিষ্যগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিল। ২৪

এইরূপে সূর্য্যদেবের দ্বারা উপদিষ্ট শুক্ল যজুর্বেদ বিদ্যার এই এই পনেরটি শাখার জ্ঞান লাভ করিয়া আমি ইচ্ছানুসারে বেদ্য তত্ত্বের চিন্তা করিলাম। ২৫

রাজন্! এক সময় বেদান্তজ্ঞানে নিপুণ বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব আমার নিকটে আসিলেন এবং এই কথা বিচার করিতে লাগিলেন যে, এ জগতে ব্রাহ্মণ-জাতির হিতকর কি? সত্য ও সর্ব্বোত্তম জ্ঞাতব্য বস্তু কি? ইহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ২৬

বিশ্বাবসুস্ততো রাজন্ বেদান্তজ্ঞানকোবিদঃ।
চতুর্বিংশাংস্ততোঽপৃচ্ছৎ প্রশ্নান্ বেদস্য পার্থিব ॥ ২৭
পঞ্চবিংশতিমং প্রশ্নং পপ্রচ্ছান্বীক্ষিকীং তদা।
বিশ্বাবিশ্বং তথাশ্বাশ্বং মিত্রং বরুণমেব চ ॥ ২৮
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞোঽজ্ঞঃ কস্তপা অতপাস্তথা।
সূর্য্যাতিসূর্য্য ইতি চ বিদ্যাবিদ্যে তথৈব চ ॥ ২৯
বেদ্যাবেদ্যং তথা রাজন্নচলং চলমেব চ।
অপূর্বমক্ষয়ং ক্ষয্যমেতৎ প্রশ্নমনুত্তমম্ ॥ ৩০
অথোক্তশ্চ মহারাজ রাজা গন্ধর্বসত্তমঃ।
পৃষ্টবাননুপূর্বেণ প্রশ্নমর্থবিদুত্তমম্ ॥ ৩১
মুহূর্তমৃষ্যতাং তাবদ্ যাবদেবং বিচিন্তয়ে।
বাঢ়মিত্যেব কৃত্বা চ তূষ্ণীং গন্ধর্ব আস্থিতঃ ॥ ৩২
ততোঽনুচিন্তয়মহং ভূয়ো দেবীং সরস্বতীম্।
মনসা স চ মে প্রশ্নো দধ্নো ঘৃতমিবোদ্ধৃতম্ ॥ ৩৩

পৃথ্বীনাথ! তাহার পর তিনি বেদের সম্বন্ধে চব্বিশটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর আন্বীক্ষিকী বিদ্যার সম্বন্ধে পঁচিশটি তত্ত্ব উপস্থাপিত করিলেন। সেই চব্বিশটি প্রশ্ন হইল—(১) বিশ্ব কি? (২) অবিশ্ব কি? (৩) অশ্বা কি? (৪) অশ্ব কি? (৫) মিত্র কি? (৬) বরুণ কি? ২৭-২৮

(৭) জ্ঞান কি? (৮) জ্ঞেয় কি? (৯) জ্ঞাতা কে? (১০) অজ্ঞ কে? (১১) ক কে? (১২) তপস্বী কে? (১৩) অতপস্বী কে? (১৪) সূর্য্য কে? (১৫) অতিসূর্য্য কে? (১৬) বিদ্যা কি? (১৭) অবিদ্যা কি? ২৯

রাজন্! (১৮) বেদ্য কি? (১৯) অবেদ্য কি? (২০) চল কি? (২১) অচল কি? (২২) অপূর্ব্ব কি? (২৩) অক্ষয় কি? (২৪) বিনাশশীল কি? ইহাই ছিল তাঁহার উত্তম প্রশ্ন। ৩০

মহারাজ! এই সব প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া আমি গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বিশ্বাবসুকে বলিলাম রাজন্! আপনি ক্রমশঃ উত্তম প্রশ্নসকল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনি অর্থবিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, যতক্ষণ আমি আপনার এই সব প্রশ্ন বিচার করি তখন 'আচ্ছা' এই কথা বলিয়া গন্ধর্ব্বরাজ নীরবে বসিয়া রহিলেন। ৩১-৩২

তদনন্তর আমি পুনরায় সরস্বতীদেবীকে মনে মনে চিন্তা করিলাম। তখন দধি হইতে যেরূপ ঘৃত নির্গত হইয়া আসে, সেইরূপ ঐসব প্রশ্নের উত্তর আমার মন হইতে বাহির হইয়া আসিল। ৩৩

তত্রোপনিষদং চৈব পরিশেষঞ্চ পার্থিব ।
মথ্নামি মনসা তাত দৃষ্ট্বা চান্বীক্ষিকীং পরাম্ ॥ ৩৪
চতুর্থী রাজশার্দ্দূল বিজ্ঞেয়া সাম্পরায়িকী ।
উদীরিতা ময়া তুভ্যং পঞ্চবিংশাদধিষ্ঠিতা ॥ ৩৫
অথোক্তস্তু ময়া রাজন্ রাজা বিশ্বাবসুস্তদা ।
শ্রূয়তাং যদ্ ভবানস্মান্ প্রশ্নং সম্পৃষ্টবানিহ ॥ ৩৬
বিশ্বাবিশ্বেতি যদিদং গন্ধর্ব্বেন্দ্রানুপৃচ্ছসি ।
বিশ্বাব্যক্তং পরং বিদ্যাদ্ ভূতভব্যভয়ঙ্করম্ ॥ ৩৭
ত্রিগুণং গুণকর্ত্তৃত্বাদবিশ্বো নিষ্কলস্তথা ।
অশ্বশ্চাশ্বা চ মিথুনমেবমেবানুদৃশ্যতে ॥ ৩৮
অব্যক্তং প্রকৃতিং প্রাহুঃ পুরুষেতি চ নির্গুণম্ ।
তথৈব মিত্রং পুরুষং বরুণং প্রকৃতিং তথা ॥ ৩৯

জ্ঞানং তু প্রকৃতিং প্রাহুর্জ্ঞেয়ং নিষ্কলমেব চ ।
অজ্ঞশ্চ জ্ঞশ্চ পুরুষস্তস্মান্নিষ্কল উচ্যতে ॥ ৪০
কতপা অতপাঃ প্রোক্তঃ কোঽসৌ পুরুষ উচ্যতে ।
তপাস্তু প্রকৃতিং প্রাহুরতপা নিষ্কলঃ স্মৃতঃ ॥ ৪১
(সূর্য্যমব্যক্তমিত্যুক্তমতিসূর্য্যস্তু নিষ্কলঃ ।
অবিদ্যা প্রকৃতির্জ্ঞেয়া বিদ্যা পুরুষ উচ্যতে ॥)
তথৈবাবেদ্যমব্যক্তং বেদ্যঃ পুরুষ উচ্যতে ।
চলাচলমিতি প্রোক্তং ত্বয়া তদপি মে শৃণু ॥ ৪২
চলাং তু প্রকৃতিং প্রাহুঃ কারণং ক্ষয়-সর্গয়োঃ ।
আক্ষেপ-সর্গয়োঃ কর্ত্তা নিশ্চলঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৩
তথৈব বেদ্যমব্যক্তমবেদ্যঃ পুরুষস্তথা ।
অজ্ঞাবুভৌ ধ্রুবৌ চৈব অক্ষয়ৌ চাপ্যুভাবপি ॥ ৪৪
অজৌ নিত্যাবুভৌ প্রাহুরধ্যাত্মগতিনিশ্চয়াঃ ॥ ৪৫

রাজন্! তাত! সেই সময় আমি সেখানে উপনিষৎ, তাহার পরিশিষ্ট ভাগ এবং সর্ব্বোত্তম আন্বীক্ষিকী বিদ্যার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মনের দ্বারা সেই সব মন্থন করিতে লাগিলাম ॥ ৩৪

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই আন্বীক্ষিকী বিদ্যা (ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি—এই তিন বিদ্যা হইতে) চতুর্থী বিদ্যারূপে কথিত হইয়াছে। এই বিদ্যা মোক্ষের সহায়ক। পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপী পুরুষ হইতে প্রতিষ্ঠিতা সেই বিদ্যাকে আমি তোমার নিকটে প্রতিপাদন করিয়াছিলাম (উহা বিশ্বাবসুর নিকটেও কথিত হইল)। ৩৫

রাজন্! সেই সময় আমি রাজা বিশ্বাবসুকে বলিয়াছিলাম—গন্ধর্ব্বরাজ! আপনি এস্থানে আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহার উত্তর শ্রবণ করুন ॥ ৩৬

গন্ধর্ব্বপতে! আপনি যে বিশ্বা ও অবিশ্বা ইত্যাদি বলিয়া এই প্রশ্নাবলি (২৪টি প্রশ্ন) উপস্থিত করিয়াছেন, উহার মধ্যে বিশ্বা অব্যক্ত প্রকৃতির নাম। তিনি সংসারবন্ধনে আবদ্ধ করেন বলিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালেই ভয়ঙ্কর—এই কথা আপনি জানিয়া রাখুন। ৩৭

এইরূপ বিশ্বানামে যে প্রসিদ্ধ যে অব্যক্ত প্রকৃতি, উহা ত্রিগুণময়ী, কারণ, তিনি ত্রিগুণাত্মক জগৎকে সৃষ্টি করেন। উহা হইতে ভিন্ন যে নিষ্কল (কলাসমূহরহিত) আত্মা, তাঁহাকেই অবিশ্ব বলে। এই অশ্ব ও অশ্বাকেও যুগ্মরূপে দেখা যায় অর্থাৎ অশ্বা অব্যক্ত প্রকৃতি এবং অশ্ব পুরুষ। ৩৮

ব্রাহ্মণগণ অব্যক্ত প্রকৃতিকে সগুণ বলিয়াছেন এবং পুরুষকে নির্গুণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এইভাবে বরুণকে প্রকৃতি বলিয়া বুঝিতে হইবে, আর মিত্রকে পুরুষ বলিয়া জানিতে হইবে। ৩৯

(ভৌতিক) জ্ঞান শব্দের দ্বারা প্রকৃতিকে প্রতিপাদন করা হইয়াছে এবং নিষ্কল আত্মাকে জ্ঞেয় বলা হইয়াছে। এইভাবে অজ্ঞ প্রকৃতি ও উহা হইতে ভিন্ন নিষ্কল পুরুষকে 'জ্ঞাতা' বলা হয়। ৪০

ক, তপা ও অতপার বিষয় যে প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছ, তাহা শ্রবণ কর। পুরুষকেই 'ক' বলে। প্রকৃতির নাম তপা এবং নিষ্কল পুরুষ অতপা বলিয়া কথিত হন। ৪১

(অব্যক্ত প্রকৃতিকে সূর্য্য এবং নিষ্কল পুরুষ অতিসূর্য্য বলিয়া বর্ণিত হন। প্রকৃতিকে অবিদ্যা বলিয়া জানিতে হইবে এবং পুরুষকে বিদ্যা বলা হয়।)

এইভাবে অবেদ্য নামে অব্যক্ত প্রকৃতিকে ও বেদ্য নামে পুরুষকে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আপনি যে চল ও অচলের বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছেন, উহারও উত্তর শ্রবণ করুন। ৪২

সৃষ্টি ও সংহারের কারণভূতা প্রকৃতিকে 'চলা' বলা হয় এবং সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্ত্তা পুরুষই নিশ্চল পুরুষ নামে অভিহিত হন। ৪৩

এইরূপ অব্যক্ত প্রকৃতি বেদ্য (জানিবার যোগ্য) এবং পুরুষ অবেদ্য (জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় না)। অধ্যাত্মতত্ত্বের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানবিশিষ্ট বিদ্বান্‌গণ বলেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অজ্ঞ, উভয়েই নিশ্চল এবং উভয়ই অক্ষয়, অজন্মা ও নিত্য। ৪৪-৪৫

অক্ষয়ত্বাৎ প্রজননে অজমত্রাহুরব্যয়ম্ ।
অক্ষয়ং পুরুষং প্রাহুঃ ক্ষয়ো হ্যস্য ন বিদ্যতে ॥ ৪৬
গুণক্ষয়ত্বাৎ প্রকৃতিঃ কর্তৃত্বাদক্ষয়ং বুধাঃ ।
এষা তেঽন্বীক্ষিকী বিদ্যা চতুর্থী সাম্পরায়িকী ॥ ৪৭
বিদ্যোপেতং ধনং কৃত্বা কর্মণা নিত্যকর্মণি
একান্তদর্শনা বেদাঃ সর্বে বিশ্বাবসো স্মৃতাঃ ॥ ৪৮
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ যস্মিন্নেতে যতশ্চ্যুতাঃ ।
বেদার্থং যে ন জানন্তি বেদ্যং গন্ধর্বসত্তম ॥ ৪৯
সাঙ্গোপাঙ্গানপি যদি যশ্চ বেদানধীয়তে ।
বেদবেদ্যং ন জানীতে বেদভারবহো হি সঃ ॥ ৫০
যো ঘৃতার্থী খরীক্ষীরং মথেদ্ গন্ধর্বসত্তম ।
বিষ্ঠাং তত্রানুপশ্যেত ন মণ্ডং ন চ বৈ ঘৃতম্ ॥ ৫১
তথা বেদ্যমবেদ্যঞ্চ বেদবিদ্যো ন বিন্দতি ।
স কেবলং মূঢ়মতির্জ্ঞানভারবহঃ স্মৃতঃ ॥ ৫২

দ্রষ্টব্যৌ নিত্যমেবৈতৌ তৎপরেণাত্মরাত্মনা ।
তথাস্য জন্ম-নিধনে ন ভবেতাং পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৩
অজস্রং জন্মনিধনং চিন্তয়িত্বা ত্রয়ীমিমাম্ ।
পরিত্যজ্য ক্ষয়মিহ অক্ষয়ং ধর্মমাস্থিতঃ ॥ ৫৪
যদানুপশ্যতেঽত্যন্তমহন্যহনি কাশ্যপ ।
তদা কেবলীভূতঃ ষড়্বিংশমনুপশ্যতি ॥ ৫৫
অন্যশ্চ শাশ্বতোঽব্যক্তস্তথান্যঃ পঞ্চবিংশকঃ ।
তস্য দ্বাবনুপশ্যেতাং তমেকমিতি সাধবঃ ॥ ৫৬
তে নৈতন্নাভিনন্দন্তি পঞ্চবিংশকমচ্যুতম্ ।
জন্মমৃত্যুভয়াদ্ যোগাঃ সাংখ্যাশ্চ পরমৈষিণঃ ॥ ৫৭

বিশ্বাবসু উবাচ ।

পঞ্চবিংশং যদেতৎ তে প্রোক্তং ব্রাহ্মণসত্তম ।
তথা তন্ন তথা চেতি তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ৫৮

বিজ্ঞ পুরুষগণ বলেন যে, জন্মগ্রহণ করিলে পরও ক্ষয়রহিত হওয়ায় এ জগতে পুরুষকে অজন্মা, অবিনাশী ও অক্ষয় বলা হয়। গন্ধর্বরাজ! এই আমি চতুর্থী ও মোক্ষের সহায়িকা আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বর্ণনা করিলাম ॥ ৪৬-৪৭

বিশ্বাবসো! আন্বীক্ষিকী বিদ্যাসহ বেদবিদ্যারূপী ধন উপার্জন করিয়া যত্নপূর্ব্বক নিত্যকর্ম্মে নিরত থাকা উচিত। সমস্ত বেদ অবশ্যই স্বাধ্যায় ও মনন করিবার যোগ্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥ ৪৮

গন্ধর্ব্বরাজ! সমস্ত ভূত যাঁহার মধ্যে স্থিত, যাঁহার দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং যাহার মধ্যে লীন হইয়া থাকে, সেই বেদপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে যে ব্যক্তি জানে না, সেই ব্যক্তি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কেবল জন্মগ্রহণ করিতে ও মরিতে থাকে ॥ ৪৯

সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াও যে ব্যক্তি বেদসমূহের দ্বারা জানিবার যোগ্য পরমেশ্বরকে জানে না; সেই মূঢ় কেবল বেদসমূহের ভার বহন করিতে থাকে ॥ ৫০

গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি ঘৃত পাইবার বাসনা করিয়া গর্দ্দভীর দুগ্ধ মন্থন করিতে থাকে, সেই ব্যক্তি উহাতে বিষ্ঠাই দেখিতে পায়, সে তখন কোনরূপে উহাতে মাখম বা ঘৃত দেখিতেই পায় না ॥ ৫১

এইরূপে যে বেদসকল অধ্যয়ন করিয়াও বেদ্য ও অবেদ্য তত্ত্ব জানিতে পারে না, সেই মূঢ় বুদ্ধি মানুষ কেবল জ্ঞানের ভার বহন করে বলিয়া কথিত হয় ॥ ৫২

মানুষের সর্ব্বদাই তৎপর থাকিয়া অন্তরাত্মার দ্বারা এই দুই প্রকৃতি-পুরুষের জ্ঞান লাভ করা উচিত, যাহাতে বারংবার তাহাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হইতে না হয় ॥ ৫৩

সংসারে জন্ম ও মৃত্যুপরম্পরা নিরন্তর চলিতেছে—এইরূপ চিন্তা করিয়া বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে কথিত সমস্ত কর্ম্ম এবং তাহার ফলকে বিনাশশীল জানিয়া উহাকে পরিত্যাগ করত মানুষের এ জগতে অক্ষয় ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত ॥ ৫৪

কশ্যপনন্দন! যখন সাধক প্রতিদিন পরমাত্মার স্বরূপ বিচার ও চিন্তা করিতে থাকিবেন, তখন তিনি প্রকৃতির সংসর্গ-রহিত হইয়া ষড়্বিংশ তত্ত্বরূপী পরমেশ্বরকে লাভ করেন ॥ ৫৫

মূঢ়বুদ্ধি মানুষ সেই আত্মার সম্বন্ধে দ্বৈতভাবযুক্ত ধারণা রাখিয়া বলিতে থাকে যে, সনাতন অব্যক্ত পরমাত্মা অন্য এবং পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপী জীবাত্মা অন্য; কিন্তু সজ্জনগণ এই উভয়কে এক বলিয়াই মনে করেন ॥ ৫৬

জন্ম ও মৃত্যুর ভয়রহিত হইয়া পরমপদ লাভ করিবার বাসনায় সেই সাংখ্যবিদ্‌গণ ও যোগিগণ জীবাত্মা এবং পরমাত্মাকে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া মনে করেন না। জীব ও ঈশ্বর অভেদ বলিয়া বর্ণনাকারী এই পূর্ব্বোক্ত দর্শন অথবা সাধুমত, ইহাকে তাঁহারা অভিনন্দন করেন ॥ ৫৭

বিশ্বাবসু বলিলেন,—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনি যে এই পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপী জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বলিলেন, উহাতে

জৈগীষব্যস্যাসিতস্য দেবলস্য ময়া শ্রুতম্ ।
পরাশরস্য বিপ্রর্ষের্বার্ষগণ্যস্য ধীমতঃ ॥ ৫৯
ভৃগোঃ পঞ্চশিখস্যাস্য কপিলস্য শুকস্য চ ।
গৌতমস্যার্ষ্টিষেণস্য গর্গস্য চ মহাত্মনঃ ॥৬০
নারদস্যাসুরেশ্চৈব পুলস্ত্যস্য চ ধীমতঃ ।
সনৎকুমারস্য ততঃ শুক্রস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ৬১
কশ্যপস্য পিতুশ্চৈব পূর্বমেব ময়া শ্রুতম্ ।
তদনন্তরঞ্চ রুদ্রস্য বিশ্বরূপস্য ধীমতঃ ॥ ৬২
দৈবতেভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ দৈতেয়েভ্যস্ততস্ততঃ ।
প্রাপ্তমেতন্ময়া কৃৎস্নং বেদ্যং নিত্যং বদন্ত্যত ॥ ৬৩
তস্মাৎ তদ্ বৈ ভবদ্‌বুদ্ধ্যা শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রাহ্মণ ।
ভবান্ প্রবর্হঃ শাস্ত্রাণাং প্রগল্‌ভশ্চাতিবুদ্ধিমান্ ॥৬৪
ন তবাবিদিতং কিঞ্চিদ্ ভবান্ শ্রুতিনিধিঃ স্মৃতঃ ।
কথ্যতে দেবলোকে চ পিতৃলোকে চ ব্রাহ্মণ ॥ ৬৫

ব্রহ্মলোকগতাশ্চৈব কথয়ন্তি মহর্ষয়ঃ ।
পতিশ্চ তপতাং শশ্বদাদিত্যস্তব ভাষিতা ॥ ৬৬
সাংখ্যজ্ঞানং ত্বয়া ব্রহ্মন্নবাপ্তং কৃৎস্নমেব চ ।
তথৈব যোগশাস্ত্রঞ্চ যাজ্ঞবল্ক্য বিশেষতঃ ॥ ৬৭
নিঃসন্দিগ্ধং প্রবুদ্ধস্ত্বং বুধ্যমানশ্চরাচরম্ ।
শ্রোতুমিচ্ছামি তজ্‌জ্ঞানং ঘৃতং মণ্ডময়ং যথা ॥ ৬৮

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ ।

কৃৎস্নধারিণমেব ত্বাং মন্যে গন্ধর্বসত্তম ।
জিজ্ঞাসসে চ মাং রাজংস্তন্নিবোধ যথাশ্রুতম্ ॥ ৬৯
অবুধ্যমানাং প্রকৃতিং বুধ্যতে পঞ্চবিংশকঃ ।
ন তু বুধ্যতি গন্ধর্ব প্রকৃতিঃ পঞ্চবিংশকম্ ॥ ৭০
অনেন প্রতিবোধেন প্রধানং প্রবদন্তি তৎ ।
সাংখ্যযোগাশ্চ তত্ত্বজ্ঞা যথাশ্রুতিনিদর্শনাৎ ॥ ৭১

এই সন্দেহ হয় যে; জীবাত্মা বাস্তবে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন কি না ? অতএব আপনি এই বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলুন'। ৫৮

আমি মুনি জৈগীষব্য, অসিত, দেবল, ব্রহ্মর্ষি পরাশর, বুদ্ধিমান্ বার্ষগণ্য, ভৃগু, পঞ্চশিখ, কপিল, শুক, গৌতম, আর্ষ্টিষেণ, মহাত্মা গর্গ, নারদ, আসুরি, জ্ঞানী পুলস্ত্য, সনৎকুমার, মহাত্মা শুক্র এবং নিজের পিতা কশ্যপের নিকট হইতেও পূর্ব্বে এবিষয়ের সিদ্ধান্ত শুনিয়াছিলাম। ৫৯-৬১½

তদনন্তর রুদ্র, বুদ্ধিমান্ বিশ্বরূপ, অন্যান্য দেবতাগণ, পিতৃগণ ও দৈত্যসকলের নিকটে হইতেও স্থানে স্থানে এই সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহারা সকলে জ্ঞেয় তত্ত্বকে পূর্ণ ও নিত্য বলিয়াছিলেন। ৬২-৬৩

ব্রাহ্মণ! এখন আমি এ বিষয়ে আপনার বুদ্ধির দ্বারা কৃত নির্ণয়কে শুনিতে বাসনা করি; কারণ, আপনি বিদ্বান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রের প্রগল্‌ভ (চতুর শাস্ত্রবক্তা) পণ্ডিত এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ।৬৪

এরূপ কোন বিষয় নাই, যাহা আপনি জানেন না। বৈদিক জ্ঞানের ত' আপনি ভাণ্ডার বলিয়া কথিত হন। ব্রাহ্মণ! দেবলোক ও পিতৃলোকেও আপনার খ্যাতি আছে। ৬৫

ব্রহ্মলোকে স্থিত মহর্ষিগণও আপনার মহিমা বর্ণনা করেন। তাপদানকারী তেজস্বী গ্রহগণের প্রতি অদিতিনন্দন সনাতন ভগবান্ সূর্য্য আপনাকে বেদের উপদেশ দান করিয়াছেন। ৬৬

ব্রহ্মন্! যাজ্ঞবল্ক্য! আপনি সম্পূর্ণ সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রেরও বিশেষ ভাবে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৬৭

ইহাতে অল্পও সন্দেহ নাই যে, আপনি পূর্ণ জ্ঞানী এবং চরাচর জগৎকে জানেন; অতএব আমি অভিলাষ সুস্বাদু ঘৃতের ন্যায় স্বাদিষ্ট ও সারভূত এই তত্ত্বজ্ঞান আপনার নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি। ৬৮

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—গন্ধর্বপ্রধান! আমি আপনাকে নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ জ্ঞানসকলের আধার মেধাশক্তি সম্পন্ন বলিয়াই মনে করি। রাজন্! আপনি সব কিছুই জানিয়াও আমাকে আজ প্রশ্ন করিতেছেন এবং আমার সিদ্ধান্তকে জানিতে বাসনা করিতেছেন, সেইজন্য আমি যেরূপ শুনিয়াছি, উহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।৬৯

গন্ধর্ব! প্রকৃতি জড়, সেইজন্য উহাকে পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপী জীবাত্মা জানেন; কিন্তু জীবাত্মাকে তিনি জানিতে পারেন না।৭০

সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রে অভিজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী বিদ্বান্ শ্রুতির নিরূপণানুসারে জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের তুল্য প্রকৃতিতে জ্ঞানস্বরূপ জীবাত্মার বোধের প্রতিবিম্ব পতিত হওয়ায় সেই প্রকৃতিকে প্রধান বলা হয়। ৭১

পশ্যংস্তথৈব চাপশ্যন্ পশ্যত্যন্যঃ সদানঘ।
ষড়্‌বিংশং পঞ্চবিংশঞ্চ চতুর্বিংশঞ্চ পশ্যতি ॥৭২
ন তু পশ্যতি পশ্যংস্তু যশ্চৈনমনুপশ্যতি।
পঞ্চবিংশোঽভিমন্যেত নান্যোঽস্তি পরতো মম ॥ ৭৩
ন চতুর্বিংশকো গ্রাহ্যো মনুজৈর্জ্ঞানদর্শিভিঃ।
মৎস্যশ্চোদকমন্বেতি প্রবর্ত্তেত প্রবর্তনাৎ ॥ ৭৪
যথৈব বুধ্যতে মৎস্যস্তথৈষোঽপ্যনুবুধ্যতে।
স স্নেহাৎ সহবাসাচ্চ সাভিমানাচ্চ নিত্যশঃ ॥ ৭৫
স নিমজ্জতি কালস্য যদৈকত্বং ন বুধ্যতে।
উন্মজ্জতি হি কালস্য মমত্বেনাভিসংবৃতঃ ॥ ৭৬
যদা তু মন্যতেঽন্যোঽহমন্য এষ ইতি দ্বিজঃ।
তদা স কেবলীভূতঃ ষড়্‌বিংশমনুপশ্যতি ॥৭৭

অন্যশ্চ রাজন্নবরস্তথান্যঃ পঞ্চবিংশকঃ।
তৎস্থানাচ্চানুপশ্যন্তি এক এবেতি সাধবঃ ॥৭৮
তে নৈতন্নাভিনন্দন্তি পঞ্চবিংশকমচ্যুতম্।
জন্মমৃত্যুভয়াদ্ ভীতা যোগাঃ সাংখ্যাশ্চ কাশ্যপ। ৭৯
ষড়্‌বিংশমনুপশ্যন্তঃ শুচয়স্তৎপরায়ণাঃ ॥
যদা স কেবলীভূতঃ ষড়্‌বিংশমনুপশ্যতি।
তদা স সর্ববিদ্ বিদ্বান্ ন পুনর্জন্ম বিন্দতি ॥ ৮০
এবমপ্রতিবুদ্ধশ্চ বুধ্যমানশ্চ তেঽনঘ।
বুদ্ধশ্চোক্তো যথাতত্ত্বং ময়া শ্রুতিনিদর্শনাৎ ॥ ৮১
পশ্যাপশ্যং যো ন পশ্যেৎ ক্ষেম্যং তত্ত্বঞ্চ কাশ্যপ।
কেবলাকেবলঞ্চাদ্যং পঞ্চবিংশং পরঞ্চ যৎ ॥ ৮২

নিষ্পাপ গন্ধর্ব! জীবাত্মা জাগ্রদাদি অবস্থাসমূহে সব কিছু দর্শন করেন। সুষুপ্তি ও সমাধি অবস্থাতে তিনি কিছুই দেখিতে পান না এবং পরমাত্মা সর্ব্বদাই ষড়্‌বিংশ তত্ত্বরূপী নিজেকে নিজে পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপী জীবাত্মাকে এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্বরূপিণী প্রকৃতিকেও দেখিতে থাকেন ॥ ৭২

কিন্তু যদি জীবাত্মা এই অভিমান করেন যে, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কেহ নাই, তাহা হইলে যে পরমাত্মা তাঁহাকে নিরন্তর দর্শন করিতেছেন, তাঁহাকে তিনি যেন দেখিয়াও দেখেন না ॥৭৩

তত্ত্বজ্ঞানী মনুষ্যগণের কর্ত্তব্য হইল—তাঁহারা প্রকৃতিকে আত্মভাবে দর্শন করিবেন না। যেরূপ মৎস্য জলের অনুকরণ করে, কিন্তু নিজেকে উহা হইতে ভিন্ন বলিয়াই মনে করে, সেইরূপ মানুষও নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে স্বয়ংও প্রবৃত্ত হইবে, পরন্তু নিজেকে প্রকৃতির স্বরূপ বলিয়া মনে করিবে না। ৭৪

যেরূপ মৎস্য জলে থাকিয়াও সেই জলকে নিজ হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করে, সেইরূপ জীবাত্মা যদিও প্রাকৃত শরীরে বাস করিয়াও নিজেকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ করেন, তথাপি তিনি শরীরের প্রতি স্নেহ, সহবাস ও অভিমানবশতঃ যখন পরমাত্মার সহিত নিজের একত্বার অনুভব না করিবেন, তখনই তিনি কালসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া যাইবেন। কিন্তু যখন তিনি সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত হইয়া নিজের ও পরমাত্মার একত্বাকে বুঝিতে পারিবেন, তখন সেই কালসমুদ্র হইতে তিনি উদ্ধার পাইবেন। ৭৫-৭৬

যখন দ্বিজ এবিষয় বুঝিতে পারিবেন যে, আমি অন্য এবং এই প্রাকৃত শরীর অথবা অনাত্ম জগৎ আমা হইতে সর্ব্বথা ভিন্ন, তখনই তিনি প্রকৃতির সংসর্গরহিত ষড়্‌বিংশ তত্ত্বরূপী পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ৭৭

রাজন্! পরমাত্মা অন্য আর জীবাত্মা অন্য; কারণ, পরমাত্মা জীবাত্মার আশ্রয়, কিন্তু জ্ঞানী সৎপুরুষগণ ইঁহাদের উভয়কে একই দেখেন ও বুঝিয়া থাকেন ॥ ৭৮

কশ্যপনন্দন! জন্ম ও মৃত্যুর ভয়ে ভীত যোগ ও সাংখ্যের সাধক ভগবৎপরায়ণ হইয়া শুদ্ধভাবে ষড়্‌বিংশতত্ত্বরূপী পরমাত্মাকে দর্শন করিতে করিতে জীবাত্মা পরমাত্মাকে এক বলিয়া বোধ করেন এবং এই অভেদ-দর্শনকে সর্ব্বদা অভিনন্দিত করিয়া থাকেন ॥ ৭৯½

যখন জীবাত্মা প্রকৃতির সংসর্গরহিত হইয়া পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তখন তিনি সর্ব্বজ্ঞ বিদ্বান্ হইয়া এ সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না ॥ ৮০

নিষ্পাপ গন্ধর্ব্বরাজ! এইরূপ আমি তোমাকে জড় প্রকৃতি, চেতন জীবাত্মা ও বোধস্বরূপ পরমাত্মাকে শ্রুতি অনুসারে যথাযথভাবে নিরূপিত করিলাম। ৮১

কশ্যপনন্দন! যে মানুষ জীবাত্মা ও প্রকৃতি আদি জড়বর্গকে পৃথক্ পৃথক্ জানিতে পারে না, মঙ্গলকর তত্ত্বের উপর দৃষ্টি রাখে না, কেবল (প্রকৃতিসংসর্গরহিত), অকেবল (প্রকৃতি সংসর্গযুক্ত) সকলের আদিকারণ জীবাত্মা এবং পরব্রহ্ম পরমাত্মাকেও যথার্থরূপ জানিতে সমর্থ হয় না (সেই মানুষ যাতায়াতের চক্রে পতিত হয়)। ৮২

বিশ্বাবসুরুবাচ।

তথ্যং শুভং চৈতদুক্তং ত্বয়া বিভো
সম্যক্ ক্ষেম্যং দৈবতাদ্যং যথাবৎ।
স্বস্ত্যক্ষয়ং ভবতশ্চাস্তু নিত্যং
বুদ্ধ্যা সদা বুদ্ধিযুক্তং মনস্তে ॥ ৮৩

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

এবমুক্ত্বা সম্প্রযাতো দিবং স
বিভ্রাজন্ বৈ শ্রীমতা দর্শনেন।
দৃষ্টশ্চ তুষ্ট্যা পরয়াভিনন্দ্য
প্রদক্ষিণং মম কৃত্বা মহাত্মা ॥ ৮৪

ব্রহ্মাদীনাং খেচরাণাং ক্ষিতৌ চ
যে চাধস্তাৎ সংবসন্তে নরেন্দ্র।
তত্রৈব তদ্দর্শনং দর্শয়ন্ বৈ
সম্যক্ ক্ষেম্যং যে পথং সংশ্রিতা বৈ ॥৮৫

সাংখ্যাঃ সর্বে সাংখ্যধর্মে রতাশ্চ
তদ্বদ্ যোগা যোগধর্মে রতাশ্চ।
যে চাপ্যন্যে মোক্ষকামা মনুষ্যা-
স্তেষামেতদ্ দর্শনং জ্ঞানদৃষ্টম্ ॥ ৮৬

জ্ঞানান্মোক্ষো জায়তে রাজসিংহ
নাস্ত্যজ্ঞানাদেবমাহুর্নরেন্দ্র।
তস্মাজ্ জ্ঞানং তত্ত্বতোঽন্বেষিতব্যং
যেনাত্মানং মোক্ষয়েজ্জন্ম-মৃত্যোঃ ॥ ৮৭

প্রাপ্য জ্ঞানং ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়াদ্ বা
বৈশ্যাচ্ছূদ্রাদপি নীচাদভীক্ষ্ণম্।
শ্রদ্ধাতব্যং শ্রদ্দধানেন নিত্যং
ন শ্রদ্ধিনং জন্ম-মৃত্যু বিশেতাম্ ॥ ৮৮

সর্বে বর্ণা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজাশ্চ
সর্বে নিত্যং ব্যাহরন্তে চ ব্রহ্ম
তত্ত্বং শাস্ত্রং ব্রহ্মবুদ্ধ্যা ব্রবীমি
সর্বং বিশ্বং ব্রহ্ম চৈতৎ সমস্তম্ ॥ ৮৯

ব্রহ্মাস্যতো ব্রাহ্মণাঃ সম্প্রসূতা
বাহুভ্যাং বৈ ক্ষত্রিয়াঃ সম্প্রসূতাঃ।
নাভ্যাং বৈশ্যাঃ পাদতশ্চাপি শূদ্রাঃ
সর্বে বর্ণা নান্যথা বেদিতব্যাঃ ॥ ৯০

বিশ্বাবসু বলিলেন,—প্রভো! আপনি সকল দেবতার আদি কারণ ব্রহ্মের বিষয়ে যথাযথভাবে যাহা বর্ণনা করিলেন, উহা সত্য, শুভ, সুন্দর ও পরম মঙ্গলকর। আপনার সর্ব্বদাই এইরূপ জ্ঞানে স্থিতি হউক এবং আপনার নিত্য অক্ষয় কল্যাণলাভ হউক। (আচ্ছা, এখন আমি যাইতেছি) ॥ ৮৩

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া গন্ধর্ব্বরাজ মহাত্মা বিশ্বাবসু নিজের কান্তিমান্ দর্শনের দ্বারা প্রকাশিত হইতে হইতে আমাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অভিনন্দন জানাইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। সেই সময় আমিও অতিশয় সন্তোষসহকারে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম ॥ ৮৪

রাজা জনক! আকাশে বিচরণকারী যে ব্রহ্মাদি দেবতা, পৃথিবীতে বাসকারী মনুষ্যগণ এবং যাঁহারা পৃথিবীরও নিম্নলোকে বাস করেন, ইঁহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কল্যাণময় মোক্ষপথ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের সেই সব স্থানে যাইয়া বিশ্বাবসু আমার দ্বারা বর্ণিত এই সম্যক্ দর্শনশাস্ত্র উপদেশ করিয়া থাকেন ॥ ৮৫

সাংখ্যধর্ম্মে তৎপর সকল সাংখ্যবিদ্গণ, যোগধর্ম্মপরায়ণ সকল যোগিগণ এবং অন্য যে সব মোক্ষের অভিলাষ মানুষ, ইঁহাদের সকলকেই এই উপদেশ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ ফলদান করিয়া থাকে ॥ ৮৬

রাজাদের মধ্যে সিংহতুল্য পরাক্রমশালী নরেশ! জ্ঞানেরই দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, অজ্ঞানের দ্বারা নহে—এরূপ কথাই বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন। সেইজন্য যথার্থ জ্ঞানের অনুসন্ধান করা উচিত, যাহাতে নিজেকে নিজেই সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ৮৭

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা নীচ বর্ণে উৎপন্ন পুরুষের দ্বারাও যদি জ্ঞান লাভ হয়, তবে উহা লাভ করিয়া শ্রদ্ধালু মানুষ সর্ব্বদা তাঁহার উপর শ্রদ্ধা রাখিবেন। যাঁহার মধ্যে শ্রদ্ধা আছে, সেই মানুষে জন্ম-মৃত্যু প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ৮৮

ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন সকল বর্ণই ব্রাহ্মণ, অতএব তাঁহারা সকলে সদা ব্রহ্মকে বলিতে পারেন। আমি ব্রহ্মবুদ্ধির দ্বারা শাস্ত্রের যথার্থ সিদ্ধান্ত বলিতেছি। এই সম্পূর্ণ জগৎ ও এই সারা দৃশ্য প্রপঞ্চ ব্রহ্ম-ই ॥ ৮৯

ব্রহ্মের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছেন, ব্রহ্মেরই বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়গণ উদ্ভূত হইয়াছেন। ব্রহ্মেরই নাভিদেশের

অজ্ঞানতঃ কর্মযোনিং ভজন্তে
তাং তাং রাজংস্তে তথা যান্ত্যভাবম্ ।
তথা বর্ণা জ্ঞানহীনাঃ পতন্তে
ঘোরাদজ্ঞানাৎ প্রাকৃতং যোনিজালম্ ॥৯১
তস্মাজ্‌জ্ঞানং সর্বতো মার্গিতব্যং
সর্বত্রস্থং চৈতদুক্তং ময়া তে ।
তৎস্থো ব্রহ্মা তস্থিবাংশ্চাপরো য-
স্তস্মৈ নিত্যং মোক্ষমাহুর্নরেন্দ্র ॥ ৯২
যৎ তে পৃষ্টং তন্ময়া চোপদিষ্টং
যথাতথ্যং তদ্বিশোকো ভবস্ব ।
রাজন্ গচ্ছস্বৈতদর্থস্য পারং
সম্যক্ প্রোক্তং স্বস্তি তে ত্বস্তু নিত্যম্ ॥৯৩

ভীষ্ম উবাচ

স এবমনুশাস্তস্তু যাজ্ঞবল্ক্যেন ধীমতা ।
প্রীতিমানভবদ্ রাজা মিথিলাধিপতিস্তদা ॥ ৯৪
গতে মুনিবরে তস্মিন্ কৃতে চাপি প্রদক্ষিণম্ ।
দৈবরাতির্নরপতিরাসীনস্তত্র মোক্ষবিৎ ॥ ৯৫
গোকোটিং স্পর্শয়ামাস হিরণ্যং তু তথৈব চ ।
রত্নাঞ্জলিমথৈকৈকং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ তদা ॥ ৯৬
বিদেহরাজ্যঞ্চ তদা প্রতিষ্ঠাপ্য সুতস্য বৈ ।
যতিধর্মমুপাসংশ্চাপ্যবসন্মিথিলাধিপঃ ॥ ৯৭
সাংখ্যজ্ঞানমধীয়ানো যোগশাস্ত্রঞ্চ কৃৎস্নশঃ ।
ধর্মাধর্মঞ্চ রাজেন্দ্র প্রাকৃতং পরিগর্হয়ন্ ॥ ৯৮
অনন্ত ইতি কৃত্বা স নিত্যং কেবলমেব চ ।
ধর্মাধর্মৌ পুণ্যপাপে সত্যাসত্যে তথৈব চ ॥ ৯৯
জন্ম-মৃত্যু চ রাজেন্দ্র প্রাকৃতং তদচিন্তয়ৎ ।
ব্যক্তাব্যক্তস্য কর্মেদমিতি নিত্যং নরাধিপ ॥ ১০০

নিম্নভাগ উরুদ্বয় হইতে বৈশ্যগণ সৃষ্ট হইয়াছেন এবং ব্রহ্মেরই পাদযুগল হইতে শূদ্রগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, অতএব সকল বর্ণেরই মানুষ ব্রহ্মরূপ-ই। কোন বর্ণকেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ করা উচিত নয় ॥ ৯০

রাজন্! সকল মানুষ অজ্ঞানতার জন্যই কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুবরণও করে। জ্ঞানহীন মনুষ্যগণই নিজেদের ভয়ঙ্কর অজ্ঞানতার জন্যই নানাপ্রকার প্রাকৃত যোনিসমূহে পতিত হয় ॥ ৯১

নরেন্দ্র! অতএব সর্ব্ব দিক্ হইতে জ্ঞানলাভ করিবার জন্যই প্রযত্ন করা উচিত। এই কথা আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সকল বর্ণেরই মানুষ নিজ নিজ আশ্রমে বাস করিয়াই জ্ঞানলাভ করিতে পারে, অতএব যে সব ব্রাহ্মণ জ্ঞানী অথবা অন্য বর্ণের যে সব মানুষও জ্ঞাননিষ্ঠ, তাহাদের পক্ষে নিত্য মোক্ষপ্রাপ্তিই কথিত হইয়াছে ॥ ৯২

রাজন্! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, উহারই উত্তররূপে আমি তোমাকে যথার্থজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছি; অতএব এখন তুমি শোকহীন হও এবং এই তত্ত্বজ্ঞানে পারদর্শী হও। আমি তোমাকে ভালভাবেই জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছি। যাও, তোমার সদা কল্যাণ হউক ॥ ৯৩

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! বুদ্ধিমান্ যাজ্ঞবল্ক্য এইভাবে উপদেশ দান করিলে পর মিথিলাপতি রাজা জনক অতিশয় প্রীত হইলেন ॥ ৯৪

তিনি সৎকার পূর্ব্বক মুনিকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। যখন সেই মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য চলিয়া যাইলেন, তখন মোক্ষবিৎ দেবরাতনন্দন রাজা জনক সে স্থানেই উপবেশন করত এক কোটি গরু স্বহস্তে ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে এক এক অঞ্জলি রত্ন ও সুবর্ণ প্রদান করিলেন ॥ ৯৫-৯৬

ইহার পর মিথিলাপতি জনক বিদেহ দেশের রাজ্যে নিজের পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে উহা সমর্পণ করত স্বয়ং যতিধর্ম্ম পালন করিতে করিতে সেস্থানে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৯৭

রাজেন্দ্র! নরনাথ! তিনি সম্পূর্ণ সাংখ্য, জ্ঞান ও যোগশাস্ত্রের স্বাধ্যায় করত প্রাকৃত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে ত্যাজ্য মনে করিয়া এই নিশ্চয় করিলেন যে, 'আমি অনন্ত'। এরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, পুণ্য-পাপ, সত্য-অসত্য এবং জন্ম-মৃত্যুকে ব্যক্ত (বুদ্ধি প্রভৃতি) ও অব্যক্তের (প্রকৃতির) কার্য্য মনে করিয়া সকলকে প্রাকৃত (প্রকৃতি জন্য এবং মিথ্যা) বোধ করত প্রকৃতি সংসর্গরহিত স্বীয় শুদ্ধ ও নিত্য স্বরূপের চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৯৮-১০০

পশ্যন্তি যোগাঃ সাংখ্যাশ্চ স্বশাস্ত্রকৃতলক্ষণাঃ।
ইষ্টানিষ্টবিমুক্তং হি তস্থৌ ব্রহ্ম পরাৎপরম্ ॥ ১০১
নিত্যং তদাহুর্বিদ্বাংসঃ শুচি তস্মাচ্ছুচির্ভব।
দীয়তে যচ্চ লভতে দত্তং যচ্চানুমন্যতে ॥ ১০২
দদাতি চ নরশ্রেষ্ঠ প্রতিগৃহ্ণাতি যচ্চ হ।
দদাত্যব্যক্ত ইত্যেতৎ প্রতিগৃহ্ণাতি তচ্চ বৈ ॥ ১০৩
আত্মা হ্যেবাত্মনো হ্যেকঃ কোঽন্যস্তস্মাৎপরো ভবেৎ।
এবং মন্যস্ব সততমন্যথা মা বিচিন্তয় ॥ ১০৪
যস্যাব্যক্তং ন বিদিতং সগুণং নির্গুণং পুনঃ।
তেন তীর্থানি যজ্ঞাশ্চ সেবিতব্যা বিপশ্চিতা ॥ ১০৫
ন স্বাধ্যায়ৈস্তপোভির্বা যজ্ঞৈর্বা কুরুনন্দন।
লভতেঽব্যক্তিকং স্থানং জ্ঞাত্বা ব্যক্তং মহীয়তে ॥ ১০৬
তথৈব মহতঃ স্থানমাহঙ্কারিকমেব চ।
অহঙ্কারাৎ পরঞ্চাপি স্থানানি সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০৭

যে ত্বব্যক্তাৎ পরং নিত্যং জানতে শাস্ত্রতৎপরাঃ।
জন্মমৃত্যুবিমুক্তঞ্চ বিমুক্তং সদসচ্চ যৎ ॥ ১০৮
এতন্ময়াঽঽপ্তং জনকাৎ পুরস্তাৎ
তেনাপি চাপ্তং নৃপ যাজ্ঞবল্ক্যাৎ।
জ্ঞানং বিশিষ্টং ন তথা হি যজ্ঞা
জ্ঞানেন দুর্গং তরতে ন যজ্ঞৈঃ ॥ ১০৯
দুর্গং জন্ম নিধনং চাপি রাজন্
ন ভৌতিকং জ্ঞানবিদো বদন্তি।
যজ্ঞৈস্তপোভির্নিয়মৈর্ব্রতৈশ্চ
দিবং সমাসাদ্য পতন্তি ভূমৌ ॥ ১১০
তস্মাদুপাসস্ব পরং মহচ্ছুচি
শিবং বিমোক্ষং বিমলং পবিত্রম্।
ক্ষেত্রং জ্ঞাত্বা পার্থিব জ্ঞানযজ্ঞ-
মুপাস্য বৈ তত্ত্বমৃষির্ভবিষ্যসি ॥ ১১১

যুধিষ্ঠির! সাংখ্য ও যোগের বিদ্বান্‌গণ নিজ নিজ শাস্ত্রসমূহে বর্ণিত লক্ষণানুসারে এরূপ দেখিতে ও বুঝিতে থাকেন যে, এই ব্রহ্ম ইষ্ট ও অনিষ্টমুক্ত, অচলভাবে স্থিত এবং পরাৎপর ॥ ১০১

বিদ্বান্ পুরুষগণ সেই ব্রহ্মকে নিত্য ও পবিত্র বলেন, অতএব তুমিও তাঁহাকে জানিয়া পবিত্র হও। নরশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি যাহা কিছু দান করে, প্রদত্ত যাহা কিছু বস্তু যাহার প্রাপ্তি হয়, যে দানের অনুমোদন করে, যে ব্যক্তি দান করে এবং যে সেই দান গ্রহণ করে, এ সমস্তই সেই অব্যক্ত পরমাত্মা। পরমাত্মাই সব কিছু দান করেন এবং গ্রহণ করেন ॥ ১০২-১০৩

যুধিষ্ঠির! একমাত্র পরমাত্মাই আত্মীয়। তাঁহা হইতে অধিক অন্য কে আত্মীয় হইতে পারে? তুমি সর্ব্বদা এই কথা মান্য কর এবং ইহার বিপরীত কিছু চিন্তা করিও না ॥ ১০৪

যাহার অব্যক্ত প্রকৃতির জ্ঞান হয় নাই ও সগুণ-নির্গুণ পরমাত্মার পরিচয় জানা নাই, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তির তীর্থসমূহের সেবা করা এবং যজ্ঞসকলের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক ॥ ১০৫

কুরুনন্দন! স্বাধ্যায়, তপ অথবা যজ্ঞসমূহের দ্বারা মোক্ষ কিংবা পরমাত্মপদ প্রাপ্তি হয় না, (এই সব ত, তাঁহার তত্ত্ব জানিবার পক্ষে সহায়ক হয়)। ইহাদের দ্বারা পরমাত্মার স্পষ্ট (অপরোক্ষ) জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াই মানুষ মহিমান্বিত হইয়া যায় ॥ ১০৬

মহত্তত্ত্বের উপাসনাকারী মহত্তত্ত্বকে এবং অহঙ্কারের উপাসক অহঙ্কারকে লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার হইতেও যে শ্রেষ্ঠ স্থান আছে, উহাকে লাভ করা উচিত ॥ ১০৭

যাহারা শাস্ত্রসমূহের স্বাধ্যায়ে তৎপর থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃতি হইতে পর, নিত্য জন্ম-মৃত্যুরহিত, মুক্ত এবং সদসৎস্বরূপ পরমাত্মার জ্ঞান প্রাপ্ত হন ॥ ১০৮

যুধিষ্ঠির! এই জ্ঞান পুরাকালে আমি রাজা জনকের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলাম এবং জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সাধন। যজ্ঞসকল ইহার সমান নহে। জ্ঞানেরই দ্বারা মানুষ এই দুর্গম সংসারসাগর পার হইয়া যাইতে পারে; যজ্ঞসমূহের দ্বারা নহে ॥ ১০৯

রাজন্! জ্ঞানী পুরুষগণ বলেন যে, ভৌতিক জন্ম ও মৃত্যুকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। যজ্ঞাদির দ্বারাও মানুষ সেই দুর্গম সঙ্কট হইতে মুক্ত হইতে পারে না। যজ্ঞ, তপ, নিয়ম ও ব্রতসকলের দ্বারা মানুষ স্বর্গলোকে গমন করে এবং পুণ্য ক্ষীণ হইলে পর এ পৃথিবীতে পতিত হয় ॥ ১১০

সেইজন্য তুমি প্রকৃতি হইতে পর, মহৎ, পবিত্র, কল্যাণময়, নির্ম্মল, শুদ্ধ ও মোক্ষস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা কর। ভূপাল! ক্ষেত্রকে জানিয়া এবং জ্ঞানযজ্ঞের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিশ্চয়ই তুমি তত্ত্বজ্ঞানী ঋষি হইয়া যাইবে ॥ ১১১

যদুপনিষদমুপাকরোৎ তথাসৌ
জনকনৃপস্য পুরা হি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।
যদুপগণিতশাশ্বতাব্যয়ং ত-
চ্ছুভমমৃতত্বমশোকমর্চ্ছতি ॥ ১১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্মপর্ব্বণি জনকসংবাদসমাপ্তৌ অষ্টাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১৮

পুরাকালে যাজ্ঞবল্ক্যমুনি রাজা জনককে যে উপনিষদের (জ্ঞানের) উপদেশ দিয়াছিলেন, উহার মনন করিলে মানুষ পূর্ব্বকথিত সনাতন, অবিনাশী, শুভ, অমৃতময় এবং শোকরহিত পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। ১১২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্য-জনকের সংবাদসমাপ্তি-বিষয়ক অষ্টাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[জরা-মৃত্যোরুল্লঙ্ঘনবিষয়ে পঞ্চশিখস্য রাজ্ঞো জনকস্য চ সংবাদঃ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ঐশ্বর্য্যং বা মহৎ প্রাপ্য ধনং বা ভরতর্ষভ।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্যাথ কথং মৃত্যুমতিক্রমেৎ ॥ ১
তপসা বা সুমহতা কর্মণা বা শ্রুতেন বা।
রসায়নপ্রয়োগৈর্বা কৈর্নাপ্নোতি জরান্তকৌ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
ভিক্ষোঃ পঞ্চশিখস্যেহ সংবাদং জনকস্য চ ॥ ৩
বৈদেহো জনকো রাজা মহর্ষিং বেদবিত্তমম্।
পর্য্যপৃচ্ছৎ পঞ্চশিখং ছিন্নধর্মার্থসংশয়ম্ ॥ ৪
কেন বৃত্তেন ভগবন্নতিক্রামেজ্জরান্তকৌ।
তপসা বাথ বুদ্ধ্যা বা কর্মণা বা শ্রুতেন বা ॥ ৫
এবমুক্তঃ স বৈদেহং প্রত্যুবাচাপরোক্ষবিৎ।
নিবৃত্তির্ন তয়োরস্তি নানিবৃত্তিঃ কথঞ্চন ॥ ৬
ন হ্যহানি নিবর্ত্তন্তে ন মাসা ন পুনঃ ক্ষপাঃ।
সোঽয়ং প্রপদ্যতেঽধ্বানং চিরায় ধ্রুবমধ্রুবঃ ॥ ৭
সর্ব্বভূতসমুচ্ছেদঃ স্রোতসেবোহ্যতে সদা।
উহ্যমানং নিমজ্জন্তমপ্লবে কালসাগরে ॥ ৮

একোনবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[জরা-মৃত্যুর উল্লঙ্ঘনবিষয়ে পঞ্চশিখ এবং রাজা জনকের সংবাদ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! বিশাল ঐশ্বর্য্য বা প্রভূত ধন কিংবা দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়া মানুষ কোনরূপেই মৃত্যুকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। ১

অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়া, মহৎ কর্মসকলের অনুষ্ঠান করিয়া, বেদশাস্ত্রসমূহের স্বাধ্যায় করিয়া অথবা নানাপ্রকার রসায়ন প্রয়োগ করিয়া কিংবা অন্য কোন সব উপায়ের দ্বারা জরা ও মৃত্যু লাভ হয় না? ২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির এ বিষয়ে বিদ্বান্ পুরুষগণ সন্ন্যাসী পঞ্চশিখ ও রাজা জনকের সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ৩

কোন এক সময়ের কথা, বিদেহদেশের রাজা জনক যাঁহার ধর্ম ও অর্থবিষয়ক সমস্ত সন্দেহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই বেদজ্ঞগণ-শ্রেষ্ঠ মহর্ষি পঞ্চশিখকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ৪

ভগবন্! কিরূপ আচার, তপস্যা, বুদ্ধি, কর্ম অথবা শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা মানুষ জরা ও মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিতে পারে? ৫

তিনি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর অপরোক্ষজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি পঞ্চশিখ বিদেহরাজকে এইরূপ উত্তর দান করিলেন—জরা ও মৃত্যু নিবৃত্ত হয় না; আবার এরূপও নয় যে, কোনরূপেই তাহাদের নিবৃত্তি হইতে পারে না (ধন ও ঐশ্বর্য্যাদির দ্বারা উহাদের নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা পুনর্জন্মেরও নিবৃত্ত হয়; সুতরাং জরা ও মৃত্যুর কথা আর কি বলিবার আছে)? ৬

দিন, রাত্রি ও মাসের যে চক্র চলিতেছে, উহা কাহারও দ্বারা নিবৃত্ত হয় না। এইরূপ জন্ম-মৃত্যু ও জরাদিরও ক্রম চলিতেই থাকিবে। যাহার জীবনের কোন স্থিরতা নাই, সেই মরণধর্ম্মা মানব কখনও দীর্ঘকালের পর নিত্যপথ (মোক্ষপথ) আশ্রয় করিয়া থাকে। ৭

কাল সমস্ত প্রাণীকেই উচ্ছেদ করিয়া থাকেন। যেরূপ জল-

জরা-মৃত্যুমহাগ্রাহে ন কশ্চিদভিপদ্যতে।
নৈবাস্য কশ্চিদ্ ভবতি নাসৌ ভবতি কস্যচিৎ ॥৯
পথি সঙ্গতমেবেদং দারৈরন্যৈশ্চ বন্ধুভিঃ।
নায়মত্যন্তসংবাসো লব্ধপূর্ব্বো হি কেনচিৎ ॥ ১০
ক্ষিপ্যন্তে তেন তেনৈব নিষ্টনন্তঃ পুনঃ পুনঃ।
কালেন জাতা যাতা হি বায়ুনেবাভ্রসঞ্চয়াঃ ॥ ১১
জরা-মৃত্যু হি ভূতানাং খাদিতারৌ বৃকাবিব।
বলিনাং দুর্ব্বলানাঞ্চ হ্রস্বানাং মহতামপি ॥ ১২
এবংভূতেষু ভূতাত্মা নিত্যভূতোঽধ্রুবেষু চ।
কথং হি হৃষ্যেজ্জাতেষু মৃতেষু চ কথং জ্বরেৎ ॥ ১৩
কুতোঽহমাগতঃ কোঽস্মি ক গমিষ্যামি কস্য বা।
কস্মিন্ স্থিতঃ ক ভবিতা কস্মাৎ কিমনুশোচসি ॥১৪
দ্রষ্টা স্বর্গস্য কোঽন্যোঽস্তি তথৈব নরকস্য চ।
আগমাংস্ত্বনতিক্রম্য দদ্যাচ্চৈব যজেত চ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ববণি মোক্ষধর্মপর্ববণি পঞ্চশিখ-জনকসংবাদে একোনবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১৯

প্রবাহ কোন বস্তুকে বহন করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ কালই সদা প্রাণিগণকে নিজের বেগে বহন করিতে থাকেন। এই কাল নৌকাহীন মহাসমুদ্র। জরা ও মৃত্যু বিশাল গ্রাহের (হিংস্র জন্তুর) রূপ ধারণ করিয়া উহাতে অবস্থান করিতেছে। এই কালসাগরে প্রবাহিত এবং নিমজ্জিত জীবকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না। ৮ৡ

এ জগতে জীব কাহারও নিজের নহে এবং জীবেরও কেহ আপনার নহে। পথে লব্ধ পথিকের ন্যায় এ সংসারে জীব পত্নী ও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত গমন করে; কিন্তু এ জগতে পূর্ব্বে কেহই কাহারও সহিত চিরকাল পর্য্যন্ত সহবাস করিবার সুখ ভোগ করিয়া যায় নাই। ৯-১০

যেরূপ গর্জনকারী মেঘকে বায়ু বারংবার উড়াইয়া দিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিতে থাকে, সেইরূপ কাল এ জগতে জন্মগ্রহণকারী প্রাণিগণকে 'তাহারা চীৎকার করিতে থাকিলেও' মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিতে থাকেন। ১১

যাহারা বলবান্ কিংবা দুর্বল, বড় বা ছোট, এই সমস্ত প্রাণীকেই বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু ব্যাঘ্রের ন্যায় ভক্ষণ করিতে থাকে। ১২

এইরূপ যখন সকল প্রাণীই বিনাশশীল, তখন নিত্যস্বরূপ জীবাত্মা সেই প্রাণিগণের জন্য জন্মগ্রহণ করিলে হর্ষ এবং মৃত্যুবরণ করিলে শোক কেন করিবেন? ১৩

আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় যাইব? কাহার সহিত আমার সম্বন্ধ? কোন স্থানে থাকিয়া আমি কোথায় পুনরায় জন্মগ্রহণ করিব? এই সব বিষয় লইয়া তুমি কাহার জন্য কি শোক করিতেছ? ১৪

যে ব্যক্তি শুভ ও অশুভ কর্ম্ম করে, সেই মানুষ ব্যতীত অপর কোন্ জীব এরূপ আছে যে, সে সেই সব কর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গ ও নরকের দর্শন এবং উপভোগ করিবে? অতএব শাস্ত্রের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করিয়া সকল মানুষেরই দান এবং যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম করা উচিত। ১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে পঞ্চশিখ ও জনকের সংবাদবিষয়ক একোনবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজানং জনকং পরীক্ষিতুমাগতায়াঃ সুলভায়াস্তস্য দেহে প্রবেশঃ, তদুপরি রাজ্ঞো জনকস্য দোষারোপঃ, যুক্তিভির্নিরাকুর্বত্যাঃ সুলভায়াঃ 'রাজা জনকঃ অজ্ঞঃ' ইতি নিরূপণঞ্চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অপরিত্যজ্য গার্হস্থ্যং কুরুরাজর্ষিসত্তম।
কঃ প্রাপ্তো বিনয়ং বুদ্ধ্যা মোক্ষতত্ত্বং বদস্ব মে ॥ ১

সংস্থস্য তে যথাঽঽত্মায়ং ব্যক্তস্যাত্মা যথা চ যৎ।
পরং মোক্ষস্য যচ্চাপি তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
জনকস্য চ সংবাদং সুলভায়াশ্চ ভারত ॥ ৩

সংন্যাসফলিকঃ কশ্চিদ্ বভূব নৃপতিঃ পুরা।
মৈথিলো জনকো নাম ধর্মধ্বজ ইতি শ্রুতঃ ॥ ৪

স বেদে মোক্ষশাস্ত্রে চ স্বে চ শাস্ত্রে কৃতশ্রমঃ।
ইন্দ্রিয়াণি সমাধায় শশাস বসুধামিমাম্ ॥ ৫

তস্য বেদবিদঃ প্রাজ্ঞাঃ শ্রুত্বা তাং সাধুবৃত্ততাম্।
লোকেষু স্পৃহয়ন্ত্যন্যে পুরুষাঃ পুরুষেশ্বর ॥ ৬

অথ ধর্মযুগে তস্মিন্ যোগধর্মমনুষ্ঠিতা।
মহীমনুচচারৈকা সুলভা নাম ভিক্ষুকী ॥ ৭

তয়া জগদিদং কৃৎস্নমটন্ত্যা মিথিলেশ্বরঃ।
তত্র তত্র শ্রুতো মোক্ষে কথ্যমানস্ত্রিদণ্ডিভিঃ ॥ ৮

সাতিসূক্ষ্মাং কথাং শ্রুত্বা তথ্যং নেতি সসংশয়া।
দর্শনে জাতসঙ্কল্পা জনকস্য বভূব হ ॥ ৯

তত্র সা বিপ্রহায়াথ পূর্বরূপং হি যোগতঃ।
অবিভ্রদনবদ্যাঙ্গী রূপমন্যদনুত্তমম্ ॥ ১০

চক্ষুর্নিমেষমাত্রেণ লঘ্বস্ত্রগতিগামিনী।
বিদেহানাং পুরীং সুভ্রূর্জগাম কমলেক্ষণা ॥ ১১

বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[রাজা জনককে পরীক্ষা করিবার জন্য উপস্থিত সুলভা কর্তৃক তাঁহার দেহে প্রবেশ, তাঁহার উপর রাজা জনকের দোষারোপ, এবং সুলভাকর্তৃক যুক্তিসমূহের দ্বারা নিরাকরণ করিতে করিতে রাজা জনককে 'অজ্ঞান' বলিয়া নিরূপণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—কুরুকুলরাজর্ষিশ্রেষ্ঠ! যেস্থানে বুদ্ধি লয় হয়, সেই মোক্ষতত্ত্ব গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ না করিয়া কোন পুরুষ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? ইহা আমাকে বলুন। ১

পিতামহ! এই মনুষ্যদেহ যেভাবে স্থূলদেহকে ত্যাগ করে এবং যেভাবে স্থূলশরীরের আত্মা সূক্ষ্ম শরীরকে ত্যাগ করেন অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম—এই দুই শরীরের অভিমানকে যেভাবে ত্যাগ করা যায় এবং তাহাদের ত্যাগের যে স্বরূপ এবং মোক্ষের যে তত্ত্ব, ইহা আমাকে বলুন। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতনন্দন! এ বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষগণ জনক ও সুলভার সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ৩

প্রাচীনকালে মিথিলাপুরীতে কোন এক রাজা 'জনক' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম ছিল ধর্মধ্বজ। তিনি (গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়াই) সন্ন্যাসের যে সম্যগ্‌জ্ঞানরূপ ফল, ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪

তিনি বেদে, মোক্ষশাস্ত্রে ও নিজের শাস্ত্রে অর্থাৎ দণ্ডনীতিতে অতিশয় পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়গণকে একাগ্র করিয়া এই বসুন্ধরাকে শাসন করিতেছিলেন। ৫

পুরুষপ্রধান! বেদজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ তাঁহার সাধুবৃত্তির সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহারই ন্যায় সজ্জন হইবার জন্য ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ৬

সেই সময় ধর্মপ্রধান যুগ ছিল। সুলভা নাম্নী এক সন্ন্যাসিনী যোগধর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া একাকিনীই এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিলেন। ৭

এই সমগ্র জগতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সুলভা নানা স্থানে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীদিগের মুখে মোক্ষতত্ত্বে অভিজ্ঞ রাজা জনকের প্রশংসা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ৮

তাঁহাদের দ্বারা কথিত অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরব্রহ্মবিষয়ক বার্তা অপর ব্যক্তিগণের মুখে শ্রবণ করিয়া সুলভার মনে এই সন্দেহ হইল যে, জানি না, জনকসম্বন্ধে যে সব কথা শ্রবণ করিতেছি, উহা সত্য কি না? এই সংশয় উৎপন্ন হইলে পর তাঁহার হৃদয়ে রাজা জনককে দর্শন করিবার বাসনা জাগিল। ৯

তিনি তখন যোগশক্তিবলে নিজের পূর্বদেহ ত্যাগ করিয়া অন্য এক পরম সুন্দর রূপ ধারণ করিলেন। সেই সময় তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ হইতে অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইতে লাগিল। সুন্দর-ভ্রূযুগশোভিত কমলনয়না এই বালিকা বাণের ন্যায় তীব্র গতিতে চলিতে চলিতে চক্ষুর নিমেষমাত্রেই বিদেহদেশের রাজধানী মিথিলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১০-১১

সা প্রাপ্য মিথিলাং রম্যাং প্রভূতজনসঙ্কুলাম্ ।
ভৈক্ষ্যচর্য্যাপদেশেন দদর্শ মিথিলেশ্বরম্ ॥ ১২
রাজা তস্যাঃ পরং দৃষ্ট্বা সৌকুমার্য্যং বপুস্তদা ।
কেয়ং কস্য কুতো বেতি বভূবাগতবিস্ময়ঃ ॥ ১৩
ততোঽস্যাঃ স্বাগতং কৃত্বা ব্যাদিশ্য চ বরাসনম্ ।
পূজিতাং পাদশৌচেন বরান্নেনাপ্যতর্পয়ৎ ॥ ১৪
অথ ভুক্তবতী প্রীতা রাজানং মন্ত্রিভির্বৃতম্ ।
সর্বভাষ্যবিদাং মধ্যে চোদয়ামাস ভিক্ষুকী ॥১৫
সুলভা ত্বস্য ধর্মেষু মুক্তো নেতি সসংশয়া ।
সত্ত্বং সত্ত্বেন যোগজ্ঞা প্রবিবেশ মহীপতেঃ ॥ ১৬
নেত্রাভ্যাং নেত্রয়োরস্য রশ্মীন্ সংযম্য রশ্মিভিঃ ।
সা স্ম তং চোদয়িষ্যন্তী যোগবন্ধৈর্ববন্ধ হ ১৭

জনকোঽপ্যুৎস্ময়ন্ রাজা ভাবমস্যা বিশেষয়ন্ ।
প্রতিজগ্রাহ ভাবেন ভাবমস্যা নৃপোত্তম ॥ ১৮
তদেকস্মিন্নধিষ্ঠানে সংবাদঃ শ্রূয়তাময়ম্ ।
ছত্রাদিষু বিমুক্তস্য মুক্তায়াশ্চ ত্রিদণ্ডকে ॥ ১৯

জনক উবাচ ।

ভগবত্যাঃ ক্ব চর্য্যেয়ং কৃতা ক্ব চ গমিষ্যসি ।
কস্য চ ত্বং কুতো বেতি পপ্রচ্ছেনাং মহীপতিঃ ॥ ২০
শ্রুতে বয়সি জাতৌ চ সদ্ভাবো নাধিগম্যতে ।
এষ্বর্থেষূত্তরং তস্মাৎ প্রবেদ্যং মৎসমাগমে ॥ ২১
ছত্রাদিষু বিশেষেষু মুক্তং মাং বিদ্ধি তত্ত্বতঃ ।
স ত্বাং সম্মন্তুমিচ্ছামি মানার্হা হি মতাসি মে ॥ ২২
যস্মাচ্চৈতন্ময়া প্রাপ্তং জ্ঞানং বৈশেষিকং পুরা ।
যস্য নান্যঃ প্রবক্তাস্তি মোক্ষং তমপি মে শৃণু ॥ ২৩

প্রচুর জনসমুদায়ে পরিপূর্ণা সেই মিথিলা নগরীতে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসিনী সুলভা ভিক্ষাগ্রহণের ছলে মিথিলাপতিকে দর্শন করিলেন। ১২

তাঁহার অতিশয় সুকুমার শরীর ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া রাজা জনক বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন —এই বালিকা কে, কাহার এবং কোথা হইতে আসিয়াছে ? ১৩

তদনন্তর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া রাজা জনক একটি সুন্দর আসন তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং পদদ্বয় ধৌত করিয়া তাঁহাকে যথোচিত পূজা করিবার পর উত্তম অন্নসমূহের দ্বারা তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিলেন। ১৪

ভোজন করিয়া সন্তুষ্টা সেই সন্ন্যাসিনী সমস্ত ভাষ্যবিদ্গণের মধ্যে মন্ত্রিমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট রাজা জনকের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে উৎসুক হইলেন।১৫ সুলভা মোক্ষধর্ম্মবিষয়ে রাজা জনককে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল—রাজা জনক জীবন্মুক্ত কি না ? তিনি যোগজ্ঞা ছিলেন বলিয়া নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা রাজা জনকের বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট হইলেন। ১৬

রাজা জনককে প্রশ্ন করিবার জন্য উদ্যত হইয়া তিনি স্বীয় নয়নদ্বয়ের কিরণাবলির দ্বারা তাঁহার নয়নদ্বয়ের কিরণকে সংযত করত যোগবলে তাঁহার চিত্তকে রুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিলেন। ১৭

নৃপশ্রেষ্ঠ ! তখন রাজা জনক সুলভার অভিপ্রায় জানিয়া তাঁহাকে সমাদর করিতে করিতে ঈষৎহাস্য সহকারে নিজের ভাবের দ্বারা তাঁহার ভাব গ্রহণ করিয়া লইলেন ॥ ১৮

তারপর ছত্র প্রভৃতি রাজচিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া রাজা জনক ও ত্রিদণ্ডরূপ সন্ন্যাসচিহ্নবর্জ্জিত সুলভার একই দেহে যে সংবাদ সংঘটিত হইয়াছিল, উহা শ্রবণ কর ॥ ১৯

জনক বলিলেন,—ভগবতি ! আপনার এই সন্ন্যাসের দীক্ষা কোথা হইতে পাইয়াছেন, আপনি কোথায় যাইবেন ? আপনি কাহার কন্যা এবং কোথা হইতে আপনার এস্থানে শুভাগমন হইয়াছে ? এই সব কথা রাজা জনক সুলভাকে প্রশ্ন করিলেন ॥২০

তিনি বলিলেন,—কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, বয়স ও জাতিবিষয়ে সত্য সংবাদ জানা যায় না ; অতএব আমার সহিত যে আপনার সাক্ষাৎকার হইল, এই অবকাশে এ সব বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানের জন্য প্রকৃত উত্তর জানা আবশ্যক ॥ ২১

ছত্র প্রভৃতি যে সব রাজোচিত বিশেষ চিহ্ন আছে, সেই সব আমি এখন পরিত্যাগ করিয়াছি ; অতএব আপনি এখন আমাকে যথার্থরূপে জানিতে সচেষ্ট হউন। আমি আপনাকে সম্মান করিতে অভিলাষী ; কারণ, আপনি সম্মানের যোগ্য বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে ॥ ২২

আমি পুরাকালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মোক্ষবিষয়ক জ্ঞান যাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তিনি ব্যতীত আর কেহ যাঁহাকে প্রতিপাদন করিতে সমর্থ নন্, সেই জ্ঞান এবং জ্ঞানদাতা গুরুরও পরিচয় আপনি আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন। ২৩

পরাশরসগোত্রস্য বৃদ্ধস্য সুমহাত্মনঃ ।
ভিক্ষোঃ পঞ্চশিখস্যাহং শিষ্যঃ পরমসম্মতঃ ॥ ২৪
সাংখ্যজ্ঞানে চ যোগে চ মহীপালবিধৌ তথা ।
ত্রিবিধে মোক্ষধর্মেঽস্মিন্ গতাধ্বা ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ২৫
স যথাশাস্ত্রদৃষ্টেন মার্গেণেহ পরিভ্রমন্ ।
বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসান্ পুরা ময়ি সুখোষিতঃ ॥ ২৬
তেনাহং সাংখ্যমুখ্যেন সুদৃষ্টার্থেন তত্ত্বতঃ ।
শ্রাবিতস্ত্রিবিধং মোক্ষং ন চ রাজ্যাদ্ধি চালিতঃ ॥ ২৭
সোঽহং তামখিলাং বৃত্তিং ত্রিবিধাং মোক্ষসংহিতাম্ ।
মুক্তরাগশ্চরাম্যেকঃ পদে পরমকে স্থিতঃ ॥ ২৮
বৈরাগ্যং পুনরেতস্য মোক্ষস্য পরমো বিধিঃ ।
জ্ঞানাদেব চ বৈরাগ্যং জায়তে যেন মুচ্যতে ॥২৯
জ্ঞানেন কুরুতে যত্নং যত্নেন প্রাপ্যতে মহৎ ।
মহদ্ দ্বন্দ্বপ্রমোক্ষায় সা সিদ্ধির্যা বয়োঽতিগা ॥ ৩০
সেয়ং পরমিকা বুদ্ধেঃ প্রাপ্তা নির্দ্বন্দ্বতা ময়া ।
ইহৈব গতমোহেন চরতা মুক্তসঙ্গিনা ॥ ৩১
যথা ক্ষেত্রং মৃদূভূতমদ্ভিরাপ্লাবিতং তথা ।
জনয়ত্যঙ্কুরং কর্ম নৃণাং তদ্বৎ পুনর্ভবম্ ॥ ৩২
যথা চোত্তাপিতং বীজং কপালে যত্র তত্র বা ।
প্রাপ্যাপ্যঙ্কুরহেতুত্বমবীজত্বান্ন জায়তে ॥ ৩৩
তদ্বদ্ ভগবতানেন শিখা প্রোক্তেন ভিক্ষুণা ।
জ্ঞানং কৃতমবীজং মে বিষয়েষু ন জায়তে ॥৩৪
নাভিরজ্যতি কস্মিংশ্চিন্নানর্থে ন পরিগ্রহে ।
নাভিরজ্যতি চৈতেষু ব্যর্থত্বাদ্ রাগরোষয়োঃ ॥ ৩৫
যশ্চ মে দক্ষিণং বাহুং চন্দনেন সমুক্ষয়েৎ ।
সব্যং বাস্যাপি যস্তক্ষেৎ সমাবেতাবুভৌ মম ॥ ৩৬

পরাশরগোত্রজাত সন্ন্যাসধর্মাবলম্বী বৃদ্ধ মহাত্মা পঞ্চশিখ আমার গুরু। আমি তাঁহার পরম প্রিয় শিষ্য। ২৪

সাংখ্যজ্ঞান, যোগবিদ্যা এবং রাজধর্ম—এই তিন প্রকারের মোক্ষধর্মের মধ্যে আমি গন্তব্য পথ গুরুদেবের নিকট হইতে পাপ হইয়াছি। এ বিষয়ে আমার সমস্ত সংশয় দূর হইয়া গিয়াছে ।২৫

পূর্ব্বেকার ঘটনা, এই আচার্য্যপাদ শাস্ত্রোক্ত মার্গ অবলম্বন করত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে এদিকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বর্ষা ঋতুর চারিমাস (আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাস) আমার রাজ্যে সুখে বাস করিয়াছিলেন। ২৬

তিনি সাংখ্যশাস্ত্রের প্রধান বিদ্বান্ এবং সমস্ত সিদ্ধান্ত যথাযথরূপে প্রত্যক্ষের ন্যায় জ্ঞাত ছিলেন। তিনি আমাকে তিন প্রকার মোক্ষধর্ম শ্রবণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্য পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন নাই। ২৭

এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমি বিষয়সমূহে আসক্তিশূন্য হইয়া মোক্ষবিষয়ক তিন প্রকারের সমস্ত বৃত্তির আচরণ করিতেছি এবং পরমপদে অবস্থান করিতেছি। ২৮

বৈরাগ্যই এই মুক্তির প্রধান কারণ এবং জ্ঞানের দ্বারাই সেই বৈরাগ্য লাভ হয়; যাহার দ্বারা মানুষ মুক্ত হইয়া যায় ।২৯

মানুষ জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি পাইবার জন্য যত্ন করে। এই যত্নের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সেই শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞানই সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত করিবার সাধন, ইহাই সিদ্ধি, যাহা কালকেও (মৃত্যুকেও) লঙ্ঘন করিয়া থাকে। ৩০

আমার মোহ দূর হইয়া গিয়াছে। আমি সমস্ত সংসর্গ ত্যাগ করিয়া দিয়াছি; সেইজন্য আমি এই গৃহস্থ-ধর্মে অবস্থান করিয়াই বুদ্ধির পরম নির্দ্বন্দ্বতা প্রাপ্ত হইয়াছি। ৩১

যেরূপ যে জমীকে কর্ষণ করিয়া অতিশয় নরম করা হইয়াছে এবং যথাসময়ে জল সিঞ্চন করিয়া উহাতে বীজ রোপণ করা হয়, সেখানে সেই বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, সেইরূপ মনুষ্যগণের শুভ ও অশুভ কর্ম্মসকলই পুনর্জন্মকে উৎপাদন করিয়া থাকে। ৩২

যেরূপ মৃত্তিকার শরাব পাত্রে বা অন্য কোন পাত্রে ভর্জিত বীজের বীজত্ব না থাকায় অঙ্কুরিত হইবার যোগ্য ক্ষেত্রে পড়িয়াও অঙ্কুরিত হইতে পারে না, সেইরূপ আমার সন্ন্যাসী গুরু ভগবান্ পঞ্চশিখ আমাকে যে জ্ঞানদান করিয়াছেন, উহা নির্বীজ; সেইকারণে বিষয় ক্ষেত্রে উহা অঙ্কুরিত হয় না। ৩৩-৩৪

আমার বুদ্ধি কোন অনর্থে কিংবা ভোগসমূহের সংগ্রহে আসক্ত হয় না। স্ত্রী প্রভৃতির উপরে যে অনুরাগ ও শত্রু আদি বিষয়ে যে ক্রোধ হয়, উহা ব্যর্থ হওয়ায় কারণ উহার দিকে আমার বুদ্ধির প্রবৃত্তি হয় না। ৩৫

যে আমার দক্ষিণ হস্ত চন্দনের দ্বারা লিপ্ত করিবে এবং যে আমার বাম হস্ত বাসীর (বাঁস্) দ্বারা ছেদন করিতে থাকিবে, এই দুই মানুষই আমার নিকট সমান। ৩৬

সুখী সোঽহমবাপ্তার্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
মুক্তসঙ্গঃ স্থিতো রাজ্যে বিশিষ্টোঽন্যৈস্ত্রিদণ্ডিভিঃ ॥৩৭
মোক্ষে হি ত্রিবিধা নিষ্ঠা দৃষ্টান্যৈর্মোক্ষবিত্তমৈঃ।
জ্ঞানং লোকোত্তরং যচ্চ সর্বত্যাগশ্চ কর্মণাম্ ॥ ৩৮
জ্ঞাননিষ্ঠাং বদন্ত্যেকে মোক্ষশাস্ত্রবিদো জনাঃ।
কর্মনিষ্ঠাং তথৈবান্যে যতয়ঃ সূক্ষ্মদর্শিনঃ ॥ ৩৯
প্রহায়োভয়মপ্যেব জ্ঞানং কর্ম চ কেবলম্।
তৃতীয়েয়ং সমাখ্যাতা নিষ্ঠা তেন মহাত্মনা ॥ ৪০
যমে চ নিয়মে চৈব কামে দ্বেষে পরিগ্রহে।
মানে দম্ভে তথা স্নেহে সদৃশাস্তে কুটুম্বিভিঃ ॥ ৪১
ত্রিদণ্ডাদিষু যদ্যস্তি মোক্ষো জ্ঞানেন কস্যচিৎ।
ছত্রাদিষু কথং ন স্যাৎ তুল্যহেতৌ পরিগ্রহে ॥ ৪২

যেন যেন হি যস্যার্থঃ কারণেনেহ কর্মণি।
তত্তদালম্বতে সর্বঃ স্বে স্বে স্বার্থপরিগ্রহে ॥ ৪৩
দোষদর্শী তু গার্হস্থ্যে যো ব্রজত্যাশ্রমান্তরে।
উৎসৃজন্ পরিগৃহ্ণংশ্চ সোঽপি সঙ্গান্ন মুচ্যতে ॥ ৪৪
আধিপত্যে তথা তুল্যে নিগ্রহানুগ্রহাত্মকে।
রাজভিৰ্ভিক্ষুকাস্তুল্যা মুচ্যন্তে কেন হেতুনা ॥ ৪৫
অথ সত্যাধিপত্যেঽপি জ্ঞানেনৈবেহ কেবলম্।
মুচ্যন্তে সর্বপাপেভ্যো দেহে পরমকে স্থিতাঃ ॥ ৪৬
কাষায়ধারণং মৌণ্ড্যং ত্রিবিষ্টব্ধং কমণ্ডলুম্।
লিঙ্গান্যুৎপথভূতানি ন মোক্ষায়েতি মে মতিঃ ॥ ৪৭
যদি সত্যপি লিঙ্গেঽস্মিন্ জ্ঞানমেবাত্র কারণম্।
নির্মোক্ষায়েহ দুঃখস্য লিঙ্গমাত্রং নিরর্থকম্ ॥ ৪৮

আমি আপ্তকাম হইয়া সর্বদা সুখ অনুভব করিতেছি। আমার দৃষ্টিতে মৃত্তিকার ঢিল, প্রস্তর ও সুবর্ণ—এ সবই সমান। আমি আসক্তিহীন হইয়া রাজার পদে অধিষ্ঠিত আছি। অতএব অন্য ত্রিদণ্ডী সাধুগণ অপেক্ষা আমার স্থান বিশিষ্ট ॥ ৩৭

অলৌকিক যে সন্ন্যাস এবং কর্মসকলের যে অলৌকিক অনুষ্ঠান অর্থাৎ নিষ্কামভাবে কর্মসকল সম্পাদন করা—এই তিন প্রকার নিষ্ঠাকেই মোক্ষবিশেষজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ মোক্ষের উপায় বলিয়া জানেন ॥ ৩৮

মোক্ষশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে, জ্ঞাননিষ্ঠাই মোক্ষের সাধন এবং অন্য সূক্ষ্মদর্শী যতিগণ বলেন, কর্মনিষ্ঠাই মুক্তির উপায় ॥ ৩৯

কিন্তু সেই মহাত্মা পঞ্চশিখাচার্য্য পূর্বোক্ত কেবল জ্ঞান ও কেবল কর্ম এই উভয় পক্ষই পরিত্যাগ করত এক তৃতীয় নিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন ॥ ৪০

যম, নিয়ম, কাম, দ্বেষ, পরিগ্রহ, মান, দম্ভ এবং স্নেহ করিয়া তাহার দ্বারা প্রাপ্য লাভ ও ক্ষতিতে সন্ন্যাসীও গৃহস্থগণেরই তুল্য অর্থাৎ যম-নিয়মাদি অভ্যাস করিলে পর গৃহস্থও মোক্ষলাভ করিতে পারেন এবং কামনা ও দ্বেষ থাকিলে পর সন্ন্যাসীও মুক্তিলাভ করিতে পারেন না ॥ ৪১

সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডাদি ধারণ করেন এবং গৃহস্থ নরপতি ছত্র-চামরাদি ধারণ করেন। যদি ত্রিদণ্ড ধারণ করিলে পর কাহারও জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, তবে ছত্রাদি ধারণ করিয়া অন্যের সেই জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হইবে না কেন? কারণ, প্রতিবন্ধের মূল কারণ পরিগ্রহ উভয়েরই পক্ষে সমান একজন ত্রিদণ্ডাদি সংগ্রহ করেন ও অন্য জন ছত্র চামরাদি ॥৪২

নিজ নিজ অভীষ্ট অর্থ সিদ্ধির জন্য যে মানুষের যে যে সাধনভূত বস্তুর প্রয়োজন হয়, তাহারা সকলে নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদনের জন্য সেই সেই বস্তু অবলম্বন করে ॥ ৪৩

যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমের দোষ দেখিয়া উহা পরিত্যাগ করত অন্য আশ্রমে গমন করেন, তিনিও কিছু গ্রহণ করেন এবং কিছু পরিত্যাগ করেন; অতএব তাঁহারও সঙ্গদোষ হইতে মুক্তিলাভ হয় না ॥ ৪৪

কাহাকেও নিগ্রহ করা ও কাহারও উপর অনুগ্রহ করা এই উভয় প্রকার কর্মকেই আধিপত্য (প্রভুত্ব) বলা হয়। উহা যেরূপ রাজাদের মধ্যে থাকে, সেইরূপ সন্ন্যাসিগণের মধ্যেও থাকে। এই দৃষ্টিতে যখন সন্ন্যাসীও রাজার ন্যায়, তখন কেবল তিনিই (সন্ন্যাসীই) মুক্ত হন—ইহা মানিবার কি কারণ আছে? ৪৫

মনুষ্যরূপ উত্তম শরীরে স্থিত প্রাণিগণ প্রভুত্ব থাকিতেই কেবল জ্ঞানেরই বলে এ জগতে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ৪৬

আমার ত' এই ধারণা আছে যে, গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করা, মস্তক মুণ্ডন করা এবং ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করা—এই সব উৎকৃষ্ট সন্ন্যাসমার্গের পরিচয়দায়ক চিহ্নমাত্র। ইহাদের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না ॥ ৪৭

যদি এই সব চিহ্ন থাকতেও এ-সংসারে দুঃখ হইতে সর্বদা মুক্তি পাইবার বিষয়ে একমাত্র জ্ঞানই উপায় হয়, তবে যত চিহ্নই ধারণ করা হউক না কেন, তৎ সমস্তই নিরর্থক ॥ ৪৮

অথবা দুঃখশৈথিল্যং বীক্ষ্য লিঙ্গে কৃতা মতিঃ।
কিং তদেবার্থসামান্যং ছত্রাদিষু ন লক্ষ্যতে ॥ ৪৯
আকিঞ্চন্যে ন মোক্ষোঽস্তি কিঞ্চন্যে নাস্তি বন্ধনম্।
কিঞ্চন্যে চেতরে চৈব জন্তুর্জ্ঞানেন মুচ্যতে ॥ ৫০
তস্মাদ্ ধর্মার্থকামেষু তথা রাজ্যপরিগ্রহে।
বন্ধনায়তনেষেষু বিদ্ধ্যবন্ধে পদে স্থিতম্ ॥ ৫১
রাজ্যৈশ্বর্য্যময়ঃ পাশঃ স্নেহায়তনবন্ধনঃ।
মোক্ষাশ্মনিশিতেনেহ ছিন্নস্ত্যাগাসিনা ময়া ॥ ৫২
সোঽহমেবংগতো মুক্তো জাতাস্থস্ত্বয়ি ভিক্ষুকি।
অযথার্থং হি তে বর্ণং বক্ষ্যামি শৃণু তন্মম ॥ ৫৩
সৌকুমার্য্যং তথা রূপং বপুরগ্র্যং তথা বয়ঃ।
তবৈতানি সমস্তানি নিয়মশ্চেতি সংশয়ঃ ॥ ৫৪
যচ্চাপ্যননুরূপং তে লিঙ্গস্যাস্য বিচেষ্টিতম্।
মুক্তোঽয়ং স্যান্ন বেতি স্যাদ্ ধর্ষিতো মৎপরিগ্রহঃ ॥ ৫৫
ন চ কামসমাযুক্তে যুক্তেঽপ্যস্তি ত্রিদণ্ডকে।
ন রক্ষ্যতে ত্বয়া চেদং ন মুক্তস্যাস্তি গোপনা ॥ ৫৬
মৎপক্ষসংশ্রয়াচ্চায়ং শৃণু যস্তে ব্যতিক্রমঃ।
আশ্রয়ন্ত্যাঃ স্বভাবেন মম পূর্বপরিগ্রহম্ ॥ ৫৭
প্রবেশস্তে কৃতঃ কেন মম রাষ্ট্রে পুরেঽপি বা।
কস্য বা সংনিকর্ষাৎ ত্বং প্রবিষ্টা হৃদয়ং মম ॥ ৫৮
বর্ণপ্রবরমুখ্যাসি ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়স্ত্বহম্।
নাবয়োরেকযোগোঽস্তি মা কৃথা বর্ণসঙ্করম্ ॥ ৫৯

অথবা যদি বলা হয় যে, ত্রিদণ্ড ও গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিলে কিছু সুবিধা হয় এবং কষ্টের লাঘব হয় সেইজন্য সন্ন্যাসিগণ সেই চিহ্ন ধারণ করিতে স্থির করিয়াছেন, তবে ছত্রাদি চিহ্ন ধারণ করিতেও এই সামান্য প্রয়োজনের দিকে কেন দৃষ্টি রাখা হবে না? ৪৯

না অকিঞ্চনতায় (দরিদ্রতায়) মোক্ষ এবং না কিঞ্চনতায় (আবশ্যক বস্তুসমূহে সম্পন্ন হইলেই) বন্ধন হইয়া থাকে। সধন ও নির্ধন—এই উভয় অবস্থায় জ্ঞানেরই দ্বারা জীবের মোক্ষলাভ হয়। ৫০

সেইজন্য ধর্ম, অর্থ, কাম ও রাজ্যপরিগ্রহ এই সব বন্ধন স্থানে থাকিয়াও আমাকে আপনি বন্ধনরহিত (জীবন্মুক্ত) পদে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বুঝিবেন। ৫১

আমি মোক্ষরূপী প্রস্তরে ঘসিয়া তীক্ষ্ণকৃত ত্যাগ-বৈরাগ্যরূপ তরবারির দ্বারা রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যরূপী পাশকে এবং স্নেহের আশ্রয়ভূত স্ত্রী-পুত্রাদির মমত্বরূপ বন্ধনকে ছেদন করিয়াছি। ৫২

সন্ন্যাসিনি! এইরূপে আমি জীবন্মুক্ত। আপনার মধ্যে যোগের প্রভাব দেখিয়া যদিও আপনার প্রতি আমার আস্থা ও সমাদরবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপি আপনার এই রূপ ও সৌন্দর্যাকে যোগসাধনের যোগ্য বলিয়া আমি মনে করি না; অতএব এ বিষয়ে আমি যাহা কিছু বলিব, আমার সে বাক্য আপনি শ্রবণ করুন। ৫৩

সুকুমারতা, সৌন্দর্য্য, মনোহর শরীর এবং যৌবন বয়স—এ সমস্ত বস্তুই যোগের বিরুদ্ধ; কিন্তু আপনার মধ্যে এই সব গুণের সঙ্গে সঙ্গে যোগ ও নিয়মও আছে, ইহা কিরূপে সম্ভব? ইহাই আমার মনে সন্দেহ হইতেছে। ৫৪

এই যে ত্রিদণ্ডধারণরূপ চিহ্ন, তাহার অনুরূপ আপনার কোন চেষ্টা নাই। ইনি মুক্ত কি না? ইহাই পরীক্ষা করিবার জন্য আপনি আমার শরীরকে অভিভূত করিয়া দিয়াছেন—ইহার উপর বলপূর্ব্বক অধিকার স্থাপন করিয়াছেন। ৫৫

মানুষ যোগযুক্ত হইয়াও যদি কামভোগে আসক্ত হইয়া থাকে, তবে তাহার ত্রিদণ্ডাদি ধারণ করা অনুচিত এবং বৃথা। আপনি আপনার এই আচরণের দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমের নিয়ম রক্ষা করিতেছেন না। যদি আপনি নিজের স্বরূপকে গোপন করিবার জন্য এরূপ করিয়া থাকেন, তবে আমি বলিব যে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে আত্মগোপন করা আবশ্যক নহে। ৫৬

নিজের স্বভাবানুসারে বিচার বিবেচনা করিয়া আমার পূর্ব্ব দেহ আশ্রয় করিবার জন্য আপনি চেষ্টা করিয়াছেন; অতএব আমার পক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করায় অর্থাৎ আমার শরীরে প্রবেশ করিবার কারণে আপনি যে ব্যতিক্রম করিয়াছেন, উহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৫৭

আপনি কি কারণে আমার রাজ্য অথবা নগরে প্রবেশ করিয়াছেন অথবা কাহার সঙ্কেতে আপনি আমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছেন? ৫৮

বর্ণপ্রধান ব্রাহ্মণকন্যাগণের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ। আপনি ব্রাহ্মণ আর আমি ক্ষত্রিয়; অতএব আমাদের উভয়ের সংযোগ হওয়া কখনও উচিত হয় নি; এই কারণে আপনি বর্ণসঙ্কর নামক দোষ উৎপাদন করিতে যাইতেছেন, ইহা আপনি করিবেন না। ৫৯

বর্ত্তসে মোক্ষধর্ম্মেণ ত্বং গার্হস্থ্যেঽহমাশ্রমে।
অয়ং চাপি সুকষ্টস্তে দ্বিতীয়োঽঽশ্রমসঙ্করঃ ॥ ৬০
সগোত্রাং বাসগোত্রাং বা ন বেদ ত্বাং ন বেত্থ মাম্।
সগোত্রমাবিশন্ত্যাস্তে তৃতীয়ো গোত্রসঙ্করঃ ॥ ৬১
অথ জীবতি তে ভর্তা প্রোষিতোঽপ্যথবা কচিৎ।
আগম্যা পরভার্য্যেতি চতুর্থো ধর্মসঙ্করঃ ॥ ৬২
সা ত্বমেতান্যকার্য্যাণি কার্য্যাপেক্ষা ব্যবস্যসি।
অবিজ্ঞানেন বা যুক্তা মিথ্যাজ্ঞানেন বা পুনঃ ॥ ৬৩
অথবাপি স্বতন্ত্রাসি স্বদোষেণেহ কর্হিচিৎ।
যদি কিঞ্চিচ্ছ্রুতং তেঽস্তি সর্বং কৃতমনর্থকম্ ॥ ৬৪
ইদমন্যচ্চতুর্থং তে ভাবস্পর্শবিঘাতকম্।
দুষ্টায়া লক্ষ্যতেঽলিঙ্গং বিবৃণ্বত্যাপ্রকাশিতম্ ॥৬৫

আপনি মোক্ষধর্ম্ম (সন্ন্যাসাশ্রম) অনুসারে আচরণ করিতেছেন এবং আমি গৃহস্থ—আশ্রমে স্থিত, অতএব আপনার দ্বারা এই দ্বিতীয় আশ্রমসঙ্কর নামক দোষ উৎপাদিত হইতেছে ; ইহাও অত্যন্ত কষ্টদায়ক। ৬০

আমি ইহা জানি না যে, আপনি সগোত্রা ? কিংবা অসগোত্রা এইরূপ আপনিও আমার বিষয়ে কিছুই জানেন না। অতএব সগোত্র আমার মধ্যে প্রবেশ করায় আপনি গোত্রসঙ্কর নামক তৃতীয় দোষ উৎপন্ন করিয়াছেন। ৬১

যদি আপনার পতি জীবিত থাকেন কিংবা বিদেশে গমন করেন, তবে আপনি পরস্ত্রী হওয়ায় আমার পক্ষে সর্ব্বথা অগম্যা। এরূপ অবস্থায় আপনি এই ধর্ম্মসঙ্কর নামক চতুর্থ দোষ সৃষ্টি করিয়াছেন। ৬২

আপনি কার্য্যসাধনের অপেক্ষা করত অজ্ঞান অথবা মিথ্যা জ্ঞানযুক্ত হইয়া এই সব অকরণীয় কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ৬৩

অথবা যদি আপনি স্বতন্ত্র হন এবং যদি আপনি কখনও শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া থাকেন, তবে আপনি নিজেরই দোষে সেই সব ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। ৬৪

আপনার যে দোষ অপ্রকাশিত ছিল, উহা আপনি স্বয়ংই প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে আপনি দুষ্টা বলিয়া মনে হইতেছে। আপনার এই দুষ্টতার অন্য এক চতুর্থ চিহ্ন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যাহা হৃদয়ের প্রীতিতে আঘাত করে। ৬৫

ন মষ্যেবাভিসন্ধিস্তে জয়ৈষিণ্যা জয়ে কৃতঃ।
যেয়ং মৎপরিষৎ কৃৎস্না জেতুমিচ্ছসি তামপি ॥৬৬
তথাহ্যেতস্তুতশ্চ ত্বং দৃষ্টিং স্বাং প্রতিমুঞ্চসি।
মৎপক্ষপ্রতিঘাতায় স্বপক্ষোদ্ভাবনায় চ ॥ ৬৭
সা স্বেনামর্ষজেন ত্বমৃদ্ধিমোহেন মোহিতা।
ভূয়ঃ সৃজসি যোগাস্ত্রং বিষামৃতমিবৈকতাম্ ॥ ৬৮
ইচ্ছতোরত্র যো লাভঃ স্ত্রীপুংসোরমৃতোপমঃ।
অলাভশ্চাপি রক্তস্য সোঽপি দোষো বিষোপমঃ ॥৬৯
মা স্প্রাক্ষীঃ সাধু জানীষ্ব স্বশাস্ত্রমনুপালয়।
কৃতেয়ং হি বিজিজ্ঞাসা মুক্তো নেতি ত্বয়া মম।
এতৎ সর্বং প্রতিচ্ছন্নং ময়ি নার্হসি গূহিতুম্ ॥ ৭০
সা যদি ত্বং স্বকার্য্যেণ যদ্যন্যস্য মহীপতেঃ।
তৎ ত্বং সত্রপ্রতিচ্ছন্না ময়ি নার্হসি গূহিতুম্ ॥ ৭১

আপনি নিজেকেও জয় করিতে বাসনা করিতেছেন। আপনি যে কেবল আমাকেই জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাহা নহে ; পরন্তু আমার এই যে জনপরিপূর্ণা সভা আছে, উহাকেও জয় করিতে চাহিতেছেন। ৬৬

আপনি আমার পক্ষের পরাজয় এবং নিজের পক্ষের জয়লাভের জন্য এই মাননীয় সভাসদ্‌গণের উপরেও বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। ৬৭

আপনি স্বীয় অসহিষ্ণুতাজনিত যোগসমৃদ্ধির মোহে মোহিত হইয়া বিষ ও অমৃতকে এক করিবার ন্যায় কামের সহিত যোগের সম্বন্ধ যুক্ত করিতে যাইতেছেন। ৬৮

স্ত্রী ও পুরুষ যখন পরস্পরকে কামনা করে, সেই সময় তাহাদের যে সংযোগ সুখ লাভ হয়, উহা অমৃততুল্য মধুর। যদি অনুরক্তা নারী অনুরক্ত পুরুষকে না পায়, তবে এই দোষ বিষসদৃশ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। ৬৯

আপনি আমাকে স্পর্শ করিবেন না। আমার চরিত্র উত্তম ও নিষ্কলঙ্ক বলিয়া জানিবেন এবং আপনি নিজের শাস্ত্র (সন্ন্যাসধর্ম্ম) নিরন্তর পালন করিতে থাকুন। আপনি আমার বিষয়ে এই জানিতে ইচ্ছুক ছিলেন যে, এই রাজা জনক জীবন্মুক্ত কি না ? এই সম্পূর্ণ ভাব আপনার হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, অতএব এখন আপনি ইহাকে আর গোপন করিয়া যাইবেন না। ৭০

যদি আপনি আপনার কার্য্যের জন্য কিংবা অন্য কোন রাজার কার্য্যের বেশ পরিবর্তন করিয়া এখানে আসিয়া থাকেন, তবে

ন রাজানং মৃষা গচ্ছেন্ন দ্বিজাতিং কথঞ্চন।
ন স্ত্রিয়ং স্ত্রীগুণোপেতাং হন্যুর্হ্যেতে মৃষা গতাঃ ॥ ৭২
রাজ্ঞাং হি বলমৈশ্বর্য্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং বলম্।
রূপযৌবনসৌভাগ্যং স্ত্রীণাং বলমনুত্তমম্ ॥ ৭৩
অত এতৈর্বলৈরেব বলিনঃ স্বার্থমিচ্ছতা।
আর্জবেনাভিগন্তব্যা বিনাশায় হ্যনার্জবম্ ॥ ৭৪
সা ত্বং জাতিং শ্রুতং বৃত্তং ভাবং প্রকৃতিমাত্মনঃ।
কৃত্যমাগমনে চৈব বক্তুমর্হসি তত্ত্বতঃ ॥ ৭৫

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যেতৈরসুখৈর্বাক্যৈরযুক্তৈরসমঞ্জসৈঃ।
প্রত্যাদিষ্টা নরেন্দ্রেণ সুলভা ন ব্যকম্পত ॥ ৭৬
উক্তবাক্যে তু নৃপতৌ সুলভা চারুদর্শনা।
ততশ্চারুতরং বাক্যং প্রচক্রমাথ ভাষিতুম্ ॥ ৭৭

সুলভোবাচ।

নবভির্নবভিশ্চৈব দোষৈর্বাগ্বুদ্ধিদূষণৈঃ।
অপেতমুপপন্নার্থমষ্টাদশগুণান্বিতম্ ॥ ৭৮
সৌক্ষ্ম্যং সাংখ্যক্রমৌ চোভৌ নির্ণয়ঃ সপ্রয়োজনঃ।
পঞ্চৈতান্যর্থজাতানি বাক্যমিত্যুচ্যতে নৃপ ॥ ৭৯
একৈকশোঽর্থানাং সৌক্ষ্ম্যাদীনাং স্বলক্ষণম্।
শৃণু সংসার্য্যমাণানাং পদার্থপদবাক্যতঃ॥ ৮০
জ্ঞানং জ্ঞেয়েষু ভিন্নেষু যদা ভেদেন বর্ত্ততে।
তত্রাতিশায়িনী বুদ্ধিস্তৎ সৌক্ষ্ম্যমিতি বর্ত্ততে ॥ ৮১
দোষাণাঞ্চ গুণানাঞ্চ প্রমাণং প্রবিভাগতঃ।
কঞ্চিদর্থমভিপ্রেত্য সা সংখ্যেত্যুপধার্য্যতাম্ ॥ ৮২
ইদং পূর্ব্বমিদং পশ্চাদ্ বক্তব্যং যদ্ বিবক্ষিতম্।
ক্রমযোগং তমপ্যাহুর্বাক্যং বাক্যবিদো জনাঃ ॥ ৮৩

বর্ত্তমানে আপনার পক্ষে যথার্থ বিষয় আমার নিকট গোপন করা উচিত হইবে না। ৭১

মানুষের কর্ত্তব্য হইল—তিনি কোন রাজার নিকট বা কোন ব্রাহ্মণের নিকট অথবা স্ত্রীজনোচিত পাতিব্রত্য-গুণসম্পন্না কোন সতী সাধ্বী নারীর নিকট ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া যাইবেন না; কারণ, এই রাজা, ব্রাহ্মণ ও পতিব্রতা স্ত্রী সেই ছদ্মবেশী মানুষ প্রতারণা করিলে পর তাহার উপর কুপিত হইয়া তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকেন। ৭২

রাজাদের বল ঐশ্বর্য্য, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের বল বেদ এবং স্ত্রীদিগের পরম উত্তম বল হইল রূপ, যৌবন ও সৌভাগ্য। ৭৩

এই সব বলেই তাঁহারা বলবান্। নিজের অভীষ্ট অর্থসিদ্ধিকামী পুরুষ ইঁহাদের নিকটে সরলভাবে গমন করিবেন; কারণ, ইঁহাদের প্রতি কৃত কুটিল ভাব বিনাশের কারণ হইয়া থাকে। ৭৪

সন্ন্যাসিনি! অতএব আপনি আপনার জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, চরিত্র, অভিপ্রায়, স্বভাব ও এস্থানে আগমনের প্রয়োজনও যথাযথরূপে বলুন। ৭৫

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যদিও রাজা জনক এই দুঃখজনক, অযোগ্য ও অসঙ্গত বাক্যসকলের দ্বারা তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন, তথাপি সুলভা স্বীয় মনে অল্পও বিচলিতা হইলেন না। ৭৬

রাজার কথা বলা শেষ হইলে পর পরমসুন্দরী সুলভা অত্যন্ত মধুর ভাষায় ভাষণ দিতে আরম্ভ করিলেন। ৭৭

সুলভা বলিলেন,—রাজন্! বাক্য ও বুদ্ধিকে দূষিতকারী যে অষ্টাদশ দোষ আছে, সেই সব দোষহীন, অষ্টাদশ গুণসম্পন্ন এবং যুক্তিসঙ্গত অর্থসমূহে যুক্ত পদসকলকে বাক্য বলে। সেই বাক্যে সৌক্ষ্ম, সাংখ্য, ক্রম, নির্ণয় ও প্রয়োজন—এই পাঁচ প্রকার অর্থ থাকিবে। ৭৮-৭৯

এই যে সৌক্ষ্মাদি অর্থ, এবং পদ, বাক্য, পদার্থ ও বাক্যার্থকে স্পষ্ট করিয়া এখন আমি বর্ণনা করিতেছি। আপনি এই সবের এক একটির পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ শ্রবণ করুন। ৮০

যেস্থলে অনেক ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞেয় (অর্থ) উপস্থিত হইবে এবং 'ইহা ঘট, ইহা পট' এরূপ বস্তুসকলের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান হইবে, সেই স্থলে যথার্থ নির্ণয়কারিণী যে বুদ্ধি, তাহার নাম 'সৌক্ষ্ম'। ৮১

যেস্থলে কোন বিশেষ অর্থকে অভীষ্ট মনে করিয়া তাহার দোষ ও গুণসকল বিভাগপূর্ব্বক গণনা করা হয়, সেই অর্থকে সংখ্যা কিংবা সাংখ্য বলিয়া জানিতে হইবে। ৮২

পরিগণিত দোষ ও গুণসকলের মধ্যে অমুক দোষ বা গুণ প্রথমে বলিতে হয় এবং অমুক পরে বলা অভীষ্ট। এইরূপে যেস্থানে পূর্ব্বাপর ক্রমের বিচার হইবে, উহার নাম হইল ক্রম এবং যে বাক্যে এই ক্রম আছে, সেই বাক্যকে বাক্যবিদ্ বিদ্বান্‌গণ ক্রমযুক্ত বলিয়া থাকেন। ৮৩

ধর্মকামার্থমোক্ষেষু প্রতিজ্ঞায় বিশেষতঃ।
ইদং তদিতি বাক্যান্তে প্রোচ্যতে স বিনির্ণয়ঃ ॥ ৮৪
ইচ্ছাদ্বেষভবৈর্দুঃখৈঃ প্রকর্ষো যত্র জায়তে।
তত্র যা নৃপতে বৃত্তিস্তৎ প্রয়োজনমিষ্যতে ॥ ৮৫
তান্যেতানি যথোক্তানি সৌক্ষ্ম্যাদীনি জনাধিপ।
একার্থসমবেতানি বাক্যং মম নিশাময় ॥ ৮৬
উপেতার্থমভিন্নার্থং ন্যায়বৃত্তং ন চাধিকম্।
নাশ্লক্ষ্ণং ন চ সংদিগ্ধং বক্ষ্যামি পরমং ততঃ ॥ ৮৭
ন গুর্বক্ষরসংযুক্তং পরাঙ্‌মুখসুখং ন চ।
নানৃতং ত্রিবর্গেণ বিরুদ্ধং নাপ্যসংস্কৃতম্ ॥ ৮৮
ন ন্যূনং কষ্টশব্দং বা বিক্রমাভিহিতং ন চ।
ন শেষমনু কল্পেন নিষ্কারণমহেতুকম্ ॥ ৮৯
কামাৎ ক্রোধাদ্ ভয়াল্লোভাদ্ দৈন্যাচ্চানার্য্যকাৎ তথা
হ্রীতোঽনুক্রোশতো মানান্ন বক্ষ্যামি কথঞ্চন ॥ ৯০
বক্তা শ্রোতা চ বাক্যঞ্চ যদা ত্ববিকলং নৃপ।
সমমেতি বিবক্ষায়াং তদা সোঽর্থঃ প্রকাশতে ॥ ৯১
বক্তব্যে তু যদা বক্তা শ্রোতারমবমন্য বৈ।
স্বার্থমাহ পরার্থং তৎ তদা বাক্যং ন রোহতি ॥ ৯২
অথ যঃ স্বার্থমুৎসৃজ্য পরার্থং প্রাহ মানবঃ।
বিশঙ্কা জায়তে তস্মিন্ বাক্যং তদপি দোষবৎ ॥ ৯৩
যস্তু বক্তা দ্বয়োরর্থমবিরুদ্ধং প্রভাষতে।
শ্রোতুশ্চৈবাত্মনশ্চৈব স বক্তা নেতরো নৃপ ॥ ৯৪
তদর্থবদিদং বাক্যমুপেতং বাক্যসম্পদা।
অবিক্ষিপ্তমনা রাজন্নেকাগ্রঃ শ্রোতুমর্হসি ॥ ৯৫
কাসি কস্য কুতশ্চেতি ত্বয়াহমভিচোদিতা।
তত্রোত্তরমিদং বাক্যং রাজন্নেকমনাঃ শৃণু ॥ ৯৬

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিটি বিষয়ে যে কোন একটি বিষয়কে বিশেষরূপে প্রতিপাদন করিবার প্রতিজ্ঞা করত প্রবচনের শেষে 'ইহাই সেই অভীষ্ট বিষয়' এরূপ বলিয়া যে সিদ্ধান্ত স্থির করা হয়, তাহারই নাম নির্ণয় ॥ ৮৪

নরনাথ! ইচ্ছা অথবা দ্বেষ হইতে উৎপন্ন দুঃখসমূহের দ্বারা যেস্থলে কোন এক প্রকার দুঃখের প্রাধান্য থাকে, সেস্থলে যে বৃত্তির উদয় হয়, উহাকে প্রয়োজন বলা হয় ॥ ৮৫

জনেশ্বর! যে বাক্যে পূর্ব্বোক্ত সৌক্ষ্ম্যাদি গুণ এক অর্থে সম্মিলিত হইবে, আমার সেই বাক্য আপনি শ্রবণ করুন ॥ ৮৬

আমি এরূপ বাক্য বলিব, যাহা সার্থক হইবে। উহাতে অর্থভেদ হইবে না এবং ন্যায়যুক্ত হইবে। উহার মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত, কর্ণকটু ও সন্দেহজনক পদ সন্নিবিষ্ট থাকিবে না। এরূপ উত্তম ও পরম বাক্য আমি বলিব ॥ ৮৭

আমার এই বাক্যে গুরু ও নিষ্ঠুর অক্ষরের সংস্পর্শ থাকিবে না। ইহার মধ্যে কোমল কান্ত সুকুমার পদাবলি থাকিবে। ইহা পরাঙ্‌মুখ ব্যক্তিগণের পক্ষে সুখপ্রদ হইবে না। উহা মিথ্যা হইবে না, উহা ধর্ম, অর্থ ও কামের বিরুদ্ধও হইবে না এবং উহা অসংস্কৃতও হইবে না ॥ ৮৮

আমার সেই বাক্যে 'ন্যূনপদত্ব' নামক দোষ থাকিবে না, কষ্টকর শব্দসকলের প্রয়োগ থাকিবে না, উহার ক্রমরহিত উচ্চারণ হইবে না। উহার মধ্যে অন্য পদসকলের অধ্যাহার ও লক্ষণের আবশ্যকতা থাকিবে না। এই বাক্য নিষ্প্রয়োজন ও যুক্তিশূন্যও হইবে না ॥ ৮৯

আমি কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, দৈন্য, অনার্য্যতা, লজ্জা, দয়া এবং অভিমানের দ্বারা প্রনোদিত হইয়া কোন কথা বলিতেছি না ॥ ৯০

হে নৃপ! বলিবার ইচ্ছা হইলে পর যখন বক্তা, শ্রোতা ও বাক্য—এই তিনটি অবিকলভাবে সমঅবস্থায় উপনীত হয়, তখন বক্তার কথিত বাক্যের অর্থ প্রকাশিত হয় (শ্রোতা বুঝিতে পারে) ॥ ৯১

যখন বক্তা বলিবার সময় শ্রোতাকে অবহেলা করিয়া অপরের জন্য নিজের কথা বলিতে থাকে, তখন সেই বাক্য শ্রোতার হৃদয়ে প্রবেশ করে না ॥ ৯২

যে মানুষ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া অপরের জন্য কিছু বলে, সেই সময় তাহার প্রতি শ্রোতার হৃদয়ে আশঙ্কা উৎপন্ন হয়, অতএব সেই বাক্যও দোষযুক্ত ॥ ৯৩

নৃপ! কিন্তু যে বক্তা নিজের ও শ্রোতার উভয়েরই পক্ষে অনুকূল বিষয় বলিয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বক্তা, অপরে নহে ॥ ৯৪

রাজন্! অতএব আপনি স্থিরচিত্ত ও একাগ্র হইয়া এই বাক্য সম্পত্তিযুক্ত সার্থক বচন শ্রবণ করুন ॥ ৯৫

মহারাজ! আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনি কে, কাহার এবং কোথা হইতে আসিয়াছেন? অতএব ইহার উত্তরে আমার বাক্য আপনি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ করুন ॥ ৯৬

যথা জন্তু চ কাষ্ঠঞ্চ পাংসবশ্চোদবিন্দবঃ।
সংশ্লিষ্টানি তথা রাজন্ প্রাণিনামিহ সম্ভবঃ ॥ ৯৭
শব্দঃ স্পর্শো রসো রূপং গন্ধঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ।
পৃথগাত্মান আত্মানং সংশ্লিষ্টা জতুকাষ্ঠবৎ ॥ ৯৮
ন চৈষ্যাং চোদনা কাচিদস্তীত্যেষ বিনিশ্চয়ঃ।
একৈকস্যেহ বিজ্ঞানং নাস্ত্যাত্মনি তথা পরে ॥ ৯৯
ন বেদ চক্ষুশ্চক্ষুষ্টং শ্রোত্রং নাত্মনি বর্ততে।
তথৈব ব্যভিচারেণ ন বর্তন্তে পরস্পরম্ ॥ ১০০
শ্লিষ্টাশ্চ ন জানন্তি যথাঽঽপ ইব পাংসবঃ।
বাহ্যানন্যানপেক্ষন্তে গুণাংস্তানপি মে শৃণু ॥ ১০১
রূপং চক্ষুঃ প্রকাশশ্চ দর্শনে হেতবস্ত্রয়ঃ।
যথৈবাত্র তথান্যেষু জ্ঞানজ্ঞেয়েষু হেতবঃ ॥ ১০২
জ্ঞানজ্ঞেয়ান্তরে তস্মিন্ মনো নামাপরো গুণঃ।
বিচারয়তি যেনায়ং নিশ্চয়ে সাধ্বসাধুনী ॥ ১০৩
দ্বাদশস্ত্বপরস্তত্র বুদ্ধির্নাম গুণঃ স্মৃতঃ।
যেন সংশয়পূর্বেষু বোদ্ধব্যেষু ব্যবস্যতি ॥ ১০৪
অথ দ্বাদশকে তস্মিন্ সত্ত্বং নামাপরো গুণঃ।
মহাসত্ত্বোঽল্পসত্ত্বো বা জন্তুর্যেনানুমীয়তে ॥ ১০৫
অহং কর্তেতি চাপ্যন্যো গুণস্তত্র চতুর্দশঃ।
মমায়মিতি যেনায়ং মন্যতে ন মমেতি চ ॥ ১০৬
অথ পঞ্চদশো রাজন্ গুণস্তত্রাপরঃ স্মৃতঃ।
পৃথক্কলাসমূহস্য সামগ্র্যং তদিহোচ্যতে ॥১০৭
গুণস্ত্বেবাপরস্তত্র সঙ্ঘাত ইব ষোড়শঃ।
প্রকৃতির্ব্যক্তিরিত্যেতৌ গুণৌ যস্মিন্ সমাশ্রিতৌ ॥১০৮
সুখাসুখে জরা-মৃত্যু লাভালাভৌ প্রিয়াপ্রিয়ে।
ইতি চৈকোনবিংশোঽয়ং দ্বন্দ্বযোগ ইতি স্মৃতঃ ॥ ১০৯
ঊর্ধ্বং চৈকোনবিংশত্যা কালো নামাপরো গুণঃ।
ইতীমং বিদ্ধি বিংশত্যা ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ম্ ॥ ১১০

রাজন্! যেরূপ কাঠের সহিত গালা ও ধূলির সহিত জলবিন্দু সকল মিশিয়া এক হইয়া যায়, সেইরূপ এ জগতে প্রাণিগণের জন্ম কোন তত্ত্বের সহিত মিলিয়াই হইয়া থাকে ॥ ৯৭

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চ বিষয় এবং কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আত্মা হইতে পৃথক্ হইলেও কাষ্ঠে লিপ্ত গালার ন্যায় আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট; কিন্তু ইহাদের স্বতন্ত্র কোন প্রেরণাশক্তি নাই। ইহাই বিদ্বান্‌গণের সিদ্ধান্ত ॥ ৯৮½

ইহাদের মধ্যে এক একটি ইন্দ্রিয়ের নিজের কোন জ্ঞান নাই এবং অপরের জ্ঞানও নাই। নেত্র নিজের নেত্রত্বকে জানে না। এইরূপ কর্ণও নিজের বিষয়ে কিছুই জানে না ॥ ৯৯½

যেরূপ ধূলি ও জলবিন্দুসকল পরস্পর মিলিত হইয়াও নিজেদের মিলনকে জানিতে পারে না, সেইরূপ এই সব ইন্দ্রিয় পরস্পর মিলিত হইয়াও নিজেদের জানিতে পারে না ॥ ১০০½

শরীরস্থিত ইন্দ্রিয়গণ প্রত্যক্ষ বিষয় অনুভব করিবার সময় অন্যান্য বাহ্য গুণসমূহের অপেক্ষা করে। সেই সব গুণ আপনি আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন। রূপ, নেত্র ও বিকাশ—এই তিনটি বস্তুর প্রত্যক্ষ দর্শনের হেতু ॥ ১০১½

যেরূপ প্রত্যক্ষ দর্শনে এই তিনটি হেতু, সেইরূপ অন্যান্য জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়েও এই তিন তিন হেতু জানিতে হইবে। এই জ্ঞান ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত মননামক এক দ্বিতীয় গুণও আছে, যাহার দ্বারা এই জীবাত্মা কোন বিষয়ে সদসৎ (ভাল-মন্দ) নিশ্চয় করিবার জন্য বিচার করেন ॥১০২-১০৩

এখানে এক ও দ্বাদশ গুণও আছে। তাহার নাম বুদ্ধি। যাহার দ্বারা কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হইলে পর মানুষ এক স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ১০৪

এই দ্বাদশ স্থানীয় গুণ বুদ্ধিতে সত্ত্বনামক এক (ত্রয়োদশ) গুণও আছে। যাহার দ্বারা মহাসত্ত্ব ও অল্পসত্ত্ব প্রাণীর অনুমান করা হয় ॥ ১০৫

সেই সত্ত্বে 'আমি কর্তা' এরূপ অভিমানে যুক্ত অহঙ্কার নামক এক অন্য চতুর্দশ গুণ আছে, যাহার দ্বারা জীবাত্মা 'এই বস্তু আমারই এবং এই বস্তু আমার নহে' এরূপ মনে করে ॥ ১০৬

রাজন্! এই অহঙ্কারে বাসনা নামক আরও একটি গুণ স্বীকার হয়, যাহা পঞ্চদশ গুণ বলিয়া অভিহিত হয়। সেখানে পৃথক্ পৃথক্ কলাসমূহের যে সমগ্রতা, উহা অন্য একটি গুণ। ইহা সঙ্ঘাতের ন্যায় এস্থলে ষোড়শ গুণ বলিয়া কথিত হয় ॥ ১০৭½

যাহার মধ্যে প্রকৃতি (মায়া) ও ব্যক্তি (প্রকাশ)—এই দুইটি গুণ আশ্রিত আছে (এই পর্যন্ত সব মিলিয়া অষ্টাদশ হইল) ॥ ১০৮

সুখ ও দুঃখ, জরা ও মৃত্যু, লাভ ও ক্ষতি এবং প্রিয় ও অপ্রিয় ইত্যাদি দ্বন্দ্বসমূহের যে যোগ, ইহা ঊনবিংশ গুণ বলিয়া কথিত হয় ॥ ১০৯

এই ঊনবিংশতি গুণের পরে কালনামক দ্বিতীয় গুণ আরও

বিংশকশ্চৈষ সঙ্ঘাতো মহাভূতানি পঞ্চ চ।
সদসদ্ভাবযোগৌ তু গুণাবন্যৌ প্রকাশকৌ ॥ ১১১
ইত্যেবং বিংশকশ্চৈব গুণাঃ সপ্ত চ যে স্মৃতাঃ।
বিধিঃ শুক্রং বলং চেতি ত্রয় এতে গুণাঃ পরে ॥ ১১২
বিংশত্তির্দশ চৈবং হি গুণাঃ সংখ্যানতঃ স্মৃতাঃ।
সমগ্রা যত্র বর্ত্তন্তে তচ্ছরীরমিতি স্মৃতম্ ॥ ১১৩
অব্যক্তং প্রকৃতিং ত্বাসাং কলানাং কশ্চিদিচ্ছতি।
ব্যক্তং চাসাং তথা চান্যঃ স্থূলদর্শী প্রপশ্যতি ॥ ১১৪
অব্যক্তং যদি বা ব্যক্তং দ্বয়ীমথ চতুষ্টয়ীম্।
প্রকৃতিং সর্বভূতানাং পশ্যন্ত্যধ্যাত্মচিন্তকাঃ ॥ ১১৫
যেয়ং প্রকৃতিরব্যক্তা কলাভির্ব্যক্ততাং গতা।

অহঞ্চ ত্বঞ্চ রাজেন্দ্র যে চাপ্যন্যে শরীরিণঃ ॥ ১১৬
বিন্দুন্যাসাদয়োঽবস্থাঃ শুক্রশোণিতসম্ভবাঃ।
যাসামেব নিপাতেন কললং নাম জায়তে ॥ ১১৭
কললাদ্ বুদ্বুদোৎপত্তিঃ পেশী চ বুদ্বুদাৎ স্মৃতা।
পেশ্যাস্ত্বঙ্গাভিনির্বৃত্তির্নখরোমাণি চাঙ্গতঃ ॥ ১১৮
সম্পূর্ণে নবমে মাসি জন্তোর্জাতস্য মৈথিল।
জায়তে নামরূপত্বং স্ত্রীপুমান্ বেতি লিঙ্গতঃ ॥ ১১৯
জাতমাত্রং তু তদ্রূপং দৃষ্ট্বা তাম্রনখাঙ্গুলি।
কৌমারং রূপমাপন্নং রূপতো নোপলভ্যতে ॥ ১২০
কৌমারাদ্ যৌবনং চাপি স্থাবীর্য্যং চাপি যৌবনাৎ।
অনেন ক্রমযোগেন পূর্ব্বং পূর্ব্বং ন লভ্যতে ॥ ১২১

আছে। ইহাকে বিংশ গুণ বলিয়া জানিবেন। ইহার দ্বারা প্রাণিগণের উৎপত্তি ও লয় হয় ॥ ১১০

এই বিংশ গুণসকলের সমুদায় এবং পাঁচ মহাভূত ও সদ্ভাবযোগ* এবং অসদ্ভাবযোগ—এই দুইটি অন্য প্রকাশক গুণ আছে, এই সব মিলিয়া সপ্তবিংশ হইল ॥ ১১১

এই যে বিংশ ও সপ্ত-গুণ কথিত হইয়াছে, ইহা ব্যতীত আরও তিনটি গুণ আছে, বিধি, শুক্র এবং বল* ॥ ১১২

এইভাবে গণনা করিলে বিশ ও দশ উভয়ে মিলিয়া ত্রিশটি গুণ হইল। এই সমগ্র গুণ যেস্থানে বিদ্যমান থাকে, উহাকে শরীর বলা হইয়াছে ॥ ১১৩

কোন কোন বিদ্বান্ অব্যক্ত প্রকৃতিকেই এই ত্রিশ কলার উপাদান কারণ বলিয়া মনে করেন। অন্য স্থূলদর্শী বিচারক ব্যক্ত অর্থাৎ পরমাণুকেই কারণ বলিয়া মনে করেন এবং কোন কোন বিদ্বান্ আবার অব্যক্ত ও ব্যক্তকে অর্থাৎ প্রকৃতি ও পরমাণু—এই উভয়কেই তাহাদের উপাদান কারণ বলিয়া জানেন ॥ ১১৪

অব্যক্ত কিংবা ব্যক্ত হউক, উভয়ই (প্রকৃতি ও পরমাণু) হউক অথবা চতুষ্টয় (ব্রহ্ম, মায়া, জীব এবং অবিদ্যা) কারণ হউক, অধ্যাত্ম তত্ত্বচিন্তক বিদ্বান্‌গণ সমস্ত ভূতসকলের উপাদান কারণ প্রকৃতিকেই জানেন ॥ ১১৫

রাজেন্দ্র! এই যে অব্যক্ত প্রকৃতি সকলের উপাদান কারণ, তিনিই পূর্ব্বোক্ত ত্রিশ কলারূপে ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি, আপনি ও অন্য যে সব দেহধারী আছে, এই সকলেরই শরীরের উৎপত্তি প্রকৃতি হইতেই হইয়া থাকে ॥ ১১৬

প্রাণিগণের বীর্য্যস্থাপনা হইতে আরম্ভ করিয়া রজোবীর্য্য সংযোগসম্ভূত কোন এরূপ নানা অবস্থা হয়, যাহাদের সংমিশ্রণেই 'কলল' নামে এক পদার্থ উৎপন্ন হয় ॥ ১১৭

কলল হইতে বুদ্বুদের উৎপত্তি হয়। বুদ্বুদ হইতে মাংসপেশীর প্রাদুর্ভাব কথিত হইয়াছে। পেশী হইতেই বিভিন্ন অঙ্গসকল উদ্ভূত হয় এবং অঙ্গসমূহ হইতেই রোমাবলি ও নখসকল উৎপন্ন হয় ॥ ১১৮

মিথিলাপতি! গর্ভে নয় মাস পূর্ণ হইলে পর জীব জন্মগ্রহণ করে। সেই সময় তাহার নাম ও রূপ লাভ হয় এবং বিশেষ প্রকার চিহ্নের দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ বলিয়া জানা যায় ॥ ১১৯

যে সময় বালকের জন্ম হয়, সেই সময় তাহার যে রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নখ ও অঙ্গুলিসকল তাম্রের ন্যায় রক্ত বর্ণ হয়, তারপর যখন সে কুমারাবস্থা হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন আর তাহার পূর্ব্বের রূপ উপলব্ধ হয় না ॥ ১২০

এইরূপ কুমারাবস্থা হইতে যুবাবস্থা এবং যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য সে প্রাপ্ত হয়। এইক্রমে উত্তরোত্তর অবস্থায় উপনীত হইলে পর পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার রূপ আর দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ১২১

* 'ইহ ঘটো অস্তি'—এখানে ঘট নাই, ইত্যাদি রূপে যে সত্তাসূচক ব্যবহার, উহার নাম 'সদ্ভাবযোগ'। 'ইহ ঘটো নাস্তি'—এখানে ঘট নাই, ইত্যাদি রূপে যে অসত্তাসূচক ব্যবহার, উহাকে 'অসদ্ভাবযোগ' বলে। এখানে 'বিধি' শব্দের দ্বারা বাসনার বীজভূত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। বাসনার উদ্বোধক সংস্কারই হইল 'শুক্র'। বাসনা অনুসারে বিষয় প্রাপ্তির অনুকূল যে যত্ন, উহাকেই 'বল' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

কলানাং পৃথগর্থানাং প্রতিভেদঃ ক্ষণে ক্ষণে।
বর্ত্ততে সর্ব্বভূতেষু সৌক্ষ্ম্যাৎ তু ন বিভাব্যতে ॥ ১২২

ন চৈষামত্যয়ো রাজল্লঁক্ষ্যতে প্রভবো ন চ।
অবস্থায়ামবস্থায়াং দীপস্যেবার্চিষো গতিঃ ॥ ১২৩

তস্যাপ্যেবংপ্রভাবস্য সদশ্বস্যেব ধাবতঃ।
অজস্রং সর্ব্বলোকস্য কঃ কুতো বা ন বা কুতঃ ॥ ১২৪

কস্যেদং কস্য বা নেদং কুতো বেদং ন বা কুতঃ।
সম্বন্ধঃ কোঽস্তি ভূতানাং স্বৈরপ্যবয়বৈরিহ ॥ ১২৫

যথাঽঽদিত্যান্মণেশ্চাপি বীরুদ্ভ্যশ্চৈব পাবকঃ
জায়ন্ত্যেবং সমুদয়াৎ কলানামিব জন্তবঃ ॥ ১২৬

আত্মন্যেবাত্মনাত্মানং যথা ত্বমনুপশ্যসি।
এবমেবাত্মনাঽঽত্মানমন্যস্মিন্ কিং ন পশ্যসি ॥ ১২৭

যদ্যাত্মনি পরস্মিংশ্চ সমতামধ্যবস্যসি।
অথ মাং কাসি কস্যেতি কিমর্থমনুপৃচ্ছসি ॥ ১২৮

ইদং মে স্যাদিদং নেতি দ্বন্দ্বৈর্মুক্তস্য মৈথিল।
কাসি কস্য কুতো বেতি বচনৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥১২৯

রিপৌ মিত্রেঽথ মধ্যস্থে বিজয়ে সন্ধিবিগ্রহে।
কৃতবান্ যো মহীপালঃ কিং তস্মিন্ মুক্তলক্ষণম্ ॥১৩০

ত্রিবর্গং সপ্তধা ব্যক্তং যো ন বেদেহ কর্ম্মসু।
সঙ্গবান্ যস্ত্রিবর্গেণ কিং তস্মিন্ মুক্তলক্ষণম্ ॥ ১৩১

প্রিয়ে বাপ্যপ্রিয়ে বাপি দুর্ব্বলে বলবত্যপি।
যস্য নাস্তি সমং চক্ষুঃ কিং তস্মিন্ মুক্তলক্ষণম্ ॥ ১৩২

তদমুক্তস্য তে মোক্ষে যোঽভিমানো ভবেন্নৃপ।
সুহৃদ্ভিঃ সংনিবার্য্যোঽসাববিরক্তস্যেব ভেষজম্ ॥ ১৩৩

সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে বিভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যে পূর্ব্বোক্ত কলাসমূহের কথা বলা হইয়াছে, উহাদের স্বরূপের প্রতিক্ষণ ভেদ বা পরিবর্ত্তন হইতেছে; কিন্তু তাহা এত সূক্ষ্ম যে, উহা জানিতেই পারা যায় না ॥ ১২২

রাজন্! প্রত্যেক অবস্থায় এই সব কলার লয় ও উদ্ভব হইয়াই চলিয়াছে; কিন্তু উহা সেইরূপে দেখা যায় না, যেরূপ দীপের শিখা ক্ষণে ক্ষণে নিভিয়া যায় এবং উৎপন্ন হয়, অথচ দেখা যায় না ॥ ১২৩

যেরূপ ধাবিত উত্তম অশ্ব এরূপ তীব্রগতিতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উপস্থিত হয় যে, উহা বলিতে পারা যায় না, সেইরূপ এই প্রভাবশালী লোক নিরন্তর এক অবস্থা হইতে ভিন্ন অবস্থায় উপনীত হয়; অতএব তাহার বিষয়ে এরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না যে, 'কে কোথা হইতে আসিয়াছে, কে কোথা হইতে আসে না এবং সে কাহার? কাহার নহে? কাহার দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে এবং কাহার দ্বারা উৎপন্ন হয় নাই? প্রাণিগণের নিজের অঙ্গসকলের সহিতই বা কি সম্বন্ধ আছে? অর্থাৎ কোন সম্বন্ধই নাই ॥ ১২৪-১২৫

যেরূপ সূর্য্যের কিরণসমূহের সম্পর্ক প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যকান্তমণি হইতে অগ্নি উদ্ভূত হয় এবং পরস্পর ঘর্ষণের দ্বারা কাষ্ঠ হইতেও যেরূপ অগ্নির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত কলাসকলের সমুদায় হইতে জীব জন্মগ্রহণ করে ॥ ১২৬

যেরূপ আপনি স্বয়ং নিজের দ্বারা নিজেরই মধ্যে আত্মাকে দর্শন করেন, সেইরূপ আপনি নিজের দ্বারা কেন অন্যের মধ্যে আত্মার দর্শন করিতেছেন না? ১২৭

যদি আপনি নিজের মধ্যে ও অন্যের মধ্যে সমভাব রাখেন, তবে আমাকে কেন বারংবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনি কে এবং কাহার? ১২৮

মিথিলারাজ! 'ইহা আমার প্রাপ্তি হউক বা না হউক' ইত্যাদিরূপে যে দ্বন্দ্ববিষয়ক চিন্তালাভ হইতেছে, উহা হইতে যদি আপনি মুক্ত থাকেন, তবে 'আপনি কে? কাহার? অথবা কোথা হইতে আসিয়াছেন?' এই সব বাক্যের দ্বারা প্রশ্ন করিবার আপনার কি প্রয়োজন আছে? ১২৯

শত্রু, মিত্র ও মধ্যস্থ (নিরপেক্ষ) বিষয়ে, বিজয়, সন্ধি ও বিগ্রহের সময়ে যে ভূপাল যথোচিত কার্য্য নিষ্পাদন করেন, তাঁহার মধ্যে জীবন্মুক্তের লক্ষণ কি? ১৩০

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটিকে ত্রিবর্গ বলে। ইহা সাতটিরূপে অভিব্যক্ত হয়। যে কর্ম্মসকলের মধ্যে এই তিন বর্গকে জানে না এবং যে সর্ব্বদা ত্রিবর্গের সহিত সম্বন্ধ রাখে, এরূপ মনুষ্যগণের মধ্যে জীবন্মুক্তের লক্ষণ কি? ১৩১

প্রিয় অথবা অপ্রিয় এবং বলবান্ কিংবা দুর্ব্বলে যাহার সমদৃষ্টি নাই, সেই পুরুষে মুক্তের লক্ষণ কি? ১৩২

নৃপ! প্রকৃতপক্ষে আপনি যোগযুক্ত নহেন, তথাপি আপনার যে জীবন্মুক্তির অভিমান রহিয়াছে, অপথ্যশীল রোগীকে যেরূপ ঔষধ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, সেইরূপ এই অভিমানকে আপনার সুহৃদ্গণের অপনোদন করা উচিত অর্থাৎ আপনার এরূপ অভিমান করা উচিত নহে যে, আপনি জীবন্মুক্ত ॥ ১৩৩

তানি তানি তু সঞ্চিন্ত্য সঙ্গস্থানান্যরিন্দম।
আত্মনাত্মানি সম্পশ্যেৎ কিমতঃ মুক্তলক্ষণম্ ॥ ১৩৪
ইমান্যন্যানি সূক্ষ্মাণি মোক্ষমাশ্রিত্য কানিচিৎ।
চতুরঙ্গপ্রবৃত্তানি সঙ্গস্থানানি মে শৃণু ॥ ১৩৫
য ইমাং পৃথিবীং কৃৎস্নামেকচ্ছত্রাং প্রশাস্তি হ।
এক এব স বৈ রাজা পুরমধ্যাবসত্যুত ॥ ১৩৬
তৎপুরে চৈকমেবাস্য গৃহং যদধিতিষ্ঠতি।
গৃহে শয়নমপ্যেকং নিশায়াং যত্র লীয়তে ॥ ১৩৭
শয্যার্দ্ধং তস্য চাপ্যত্র স্ত্রীপূর্ব্বমধিতিষ্ঠতি।
তদনেন প্রসঙ্গেন ফলেনৈবেহ যুজ্যতে ॥ ১৩৮
এবমেবোপভোগেষু ভোজনাচ্ছাদনেষু চ।
গুণেষু পরিমেয়েষু নিগ্রহানুগ্রহং প্রতি ॥ ১৩৯
পরতন্ত্রঃ সদা রাজা স্বল্পেঽপি প্রসজ্যতে।
সন্ধিবিগ্রহযোগে চ কুতো রাজ্ঞঃ স্বতন্ত্রতা ॥ ১৪০
স্ত্রীষু ক্রীড়াবিহারেষু নিত্যমস্যাস্বতন্ত্রতা।
মন্ত্রে চামাত্যসমিতৌ কুতস্তস্য স্বতন্ত্রতা ॥ ১৪১
যদা ত্বাজ্ঞাপয়ত্যন্যাংস্তত্রাস্যোক্তা স্বতন্ত্রতা।
অবশঃ কার্য্যতে তত্র তস্মিংস্তস্মিন্ ক্ষণে স্থিতঃ ১৪২
স্বপ্নকামো ন লভতে স্বপ্তুং কার্য্যার্থিভির্জনৈঃ।
শয়নে চাপ্যনুজ্ঞাতঃ সুপ্ত উত্থাপ্যতেঽবশঃ ॥ ১৪৩
স্নাহ্যালভ পিব প্রাশ জুহুধাগ্নীন্ যজেত্যপি।
ব্রবীহি শৃণু চাপীতি বিবশঃ কার্য্যতে পরৈঃ ॥ ১৪৪
অভিগম্যাভিগম্যৈবং যাচন্তে সততং নরাঃ
ন চাপ্যুৎসহতে দাতুং বিত্তরক্ষী মহাজনান্ ॥ ১৪৫
দানে কোষক্ষয়োঽপ্যস্য বৈরং চাপ্যপ্রযচ্ছতঃ।
ক্ষণেনাস্যোপবর্ত্তন্তে দোষা বৈরাগ্যকারকাঃ ॥ ১৪৬

শত্রুদমনকারী মহারাজ! নানাপ্রকার যে যে পদার্থ আছে, সেই সকলকেই আসক্তির স্থান জানিয়া নিজেরই দ্বারা নিজের মধ্যে নিজেকে দর্শন করুন। ইহা ব্যতীত মুক্তের আর কি লক্ষণ হইতে পারে?১৩৪

রাজন্! আপনি মোক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও এই যে এবং অন্য যে চারি অঙ্গে প্রবৃত্ত আসক্তির যে সূক্ষ্ম স্থান আছে, সেই সমস্তও ধরিয়া রাখিয়াছেন। আমি উহাদের স্বরূপ বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। ১৩৫

যিনি এই সমগ্র পৃথিবীকে একচ্ছত্র হইয়া শাসন করেন, সেই একক সার্ব্বভৌম নরপতিও একটি নগরেই বাস করিয়া থাকেন। ১৩৬

সেই নগরে তাঁহার জন্য একটি মাত্রই প্রাসাদ থাকে, যিনি সেখানে বাস করেন। সেই প্রাসাদেও তাঁহার জন্য একটি মাত্র শয্যা থাকে, যে শয্যায় তিনি রাত্রে শয়ন করেন। ১৩৭

সেই শয্যায় আবার অর্দ্ধেক রাজার স্ত্রীর অধিকার আছে; অতএব এই প্রসঙ্গে দেখা যায়, তিনি অতি অল্প ফলেরই ভাগী হইয়া থাকেন। ১৩৮

এইরূপ উপভোগ, ভোজন, আচ্ছাদন ও অন্যান্য পরিমিত বিষয়সমূহের সেবনেও দুষ্টগণের দমন এবং শিষ্টপুরুষগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার বিষয়েও রাজা সর্ব্বদাই পরতন্ত্র। এইরূপ তিনি অতিশয় ক্ষুদ্র কার্য্যেও স্বতন্ত্র নহেন, তথাপি সেই সব কার্য্যেই তিনি আসক্ত থাকেন। সন্ধি ও বিগ্রহ কার্য্যেও রাজার কোথায় স্বতন্ত্রতা দেখা যায়? ১৩৯-১৪০

স্ত্রীসহবাস, ক্রীড়া এবং বিহারেও তাঁহার সর্ব্বদা পরতন্ত্রতা থাকে। মন্ত্রিগণের সম্মুখে বসিয়া মন্ত্রণা করিবার সময়েও তাঁহার কোথায় স্বতন্ত্রতা আছে? ১৪১

রাজা যে সময়ে অপরকে কিছু করিবার আজ্ঞা দিয়া থাকেন, সেই সময় সেখানে তাঁহার স্বতন্ত্রতার কথা বলা হয় বটে; কিন্তু এরূপ অবস্থাতেও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজাসনে উপবিষ্ট নরপতিকে পরামর্শদানকারী মন্ত্রিগণ নিজের ইচ্ছায় বিপরীত কার্য্য করাইতে অবশ করিয়া থাকেন। ১৪২

তিনি হয়ত' শয়ন করিতে অভিলাষ করেন, কিন্তু কার্য্যার্থী মনুষ্যগণের দ্বারা পরিবৃত থাকায় শয়ন করিতে পান না। শয্যায় শয়নকারী রাজাকেও লোকসকলের অনুরোধে বিবশ হইয়া শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িতে হয়। ১৪৩

"মহারাজ! স্নান করুন, তেল মাখুন, জলপান করুন, ভোজন করুন, আহুতি দেন, অগ্নিহোত্রকার্য্যসম্পন্ন করুন, আপনি বলুন এবং অপরের কথা শ্রবণ করুন।' এরূপ বাক্যসকল বলিয়া রাজাকে সেই সব কার্য্য করিতে অন্যেরা অবশ করিয়া থাকে। ১৪৪

যাচক মনুষ্যগণ সতত নিকটে আসিয়া রাজার নিকট হইতে ধন যাচ্ঞা করে; কিন্তু যাঁহারা দানগ্রহণের শ্রেষ্ঠ পাত্র, তাঁহাদিগকেও রাজা কিছু দান করিতে উৎসাহ বোধ করেন না; কারণ, তিনি সর্ব্বদা নিজের ধনকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিতে চান। ১৪৫

যদি তিনি সকলকে ধনদান করেন, তবে তাঁহার ধনাগার শূন্য

প্রাজ্ঞান্ শূরাংস্তথৈবাঢ্যানেকস্থানপি শঙ্কতে।
ভয়মপ্যভয়ে রাজ্ঞো যৈশ্চ নিত্যমুপাস্যতে ॥ ১৪৭
তথা চৈতে প্রদুষ্যন্তি রাজন্ যে কীর্তিতা ময়া।
তথৈবাস্য ভয়ং তেভ্যো জায়তে পশ্য যাদৃশম্ ॥ ১৪৮
সর্বঃ স্বে স্বে গৃহে রাজা সর্বঃ স্বে স্বে গৃহে গৃহী।
নিগ্রহানুগ্রহান্ কুর্বংস্তুল্যো জনক রাজভিঃ ॥ ১৪৯
পুত্রা দারাস্তথৈবাত্মা কোশো মিত্রাণি সঞ্চয়াঃ।
পরৈঃ সাধারণা হ্যেতে তৈস্তৈরেবাস্য হেতুভিঃ ॥ ১৫০
হতো দেশঃ পুরং দগ্ধং প্রধানঃ কুঞ্জরো মৃতঃ।
লোকসাধারণেষ্বেষু মিথ্যাজ্ঞানেন তপ্যতে ॥ ১৫১
অমুক্তো মানসৈর্দুঃখৈরিচ্ছাদ্বেষভয়োদ্ভবৈঃ।
শিরোরোগাদিভী রোগৈস্তথৈবাভিনিবর্তৃভিঃ ॥ ১৫২
দ্বন্দ্বৈস্তৈস্তৈরুপহতঃ সর্বতঃ পরিশঙ্কিতঃ।
বহুপ্রত্যর্থিকং রাজ্যমুপাস্তে গণয়ন্নিশাঃ ॥ ১৫৩
তদল্পসুখমত্যর্থং বহুদুঃখমসারবৎ।
তৃণাগ্নিজ্বলনপ্রখ্যং ফেনবুদ্বুদসন্নিভম্ ॥ ১৫৪
কো রাজ্যমভিপদ্যেত প্রাপ্য চোপশমং লভেৎ।
মমেদমিতি যচ্চেদং পুরং রাষ্ট্রঞ্চ মন্যসে ॥ ১৫৫
বলং কোশমমাত্যাংশ্চ কস্যৈতানি ন বা নৃপ।
মিত্রামাত্যপুরং রাষ্ট্রং দণ্ডঃ কোশো মহীপতিঃ ॥১৫৬
সপ্তাঙ্গস্যাস্য রাজ্যস্য ত্রিদণ্ডস্যেব তিষ্ঠতঃ।
অন্যোন্যগুণযুক্তস্য কঃ কেন গুণতোঽধিকঃ ॥ ১৫৭

হইয়া যাইবে এবং যদি তিনি কাহাকেও কিছু না দেন, তবে সকলের সহিত শত্রুতা বাড়িয়া যাইবে। তাঁহার সম্মুখে ক্ষণে ক্ষণে এরূপ দোষ আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে যে, তাঁহার রাজকার্য্যে বিরক্তি আসে ॥ ১৪৬

বিদ্বান্, শৌর্য্যশালী বীর এবং ধনিগণকে যখন তিনি একত্রে সমবেত হইতে দেখেন, তখন তাঁহার মনে তাঁহাদের প্রতি শঙ্কা উৎপন্ন হয়। যেস্থানে ভয়ের কোনও কারণ নাই, সেস্থানেও রাজার ভয় হয়। যে মানুষ সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে উঠিতে-বসিতে থাকে অর্থাৎ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকে, তাহার নিকট হইতেও তিনি সশঙ্ক হইয়া থাকেন ॥ ১৪৭

রাজন্! আমি যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছি, সেই বিদ্বান্ ও বীরাদি ব্যক্তিগণ নিজেদের প্রতি রাজার আশঙ্কা দেখিয়া তাঁহাদের মনেও কুভাব উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে রাজার যেরূপ ভয় হয়, উহা আপনি স্বয়ংই জানেন ॥ ১৪৮

জনক! সকল মানুষই নিজ নিজ গৃহে রাজা এবং সকল মনুষই নিজ নিজ গৃহে গৃহস্বামী, সকলেই কাহাকে দণ্ড দেয় এবং কাহার প্রতি অনুগ্রহ করে; অতএব এই সব মানুষ রাজাদেরই সমান ॥ ১৪৯

স্ত্রী, পুত্র, শরীর, কোষ, মিত্র ও সংগ্রহ—এই সব বস্তুই রাজাদের ন্যায় অপর ব্যক্তিগণের নিকট সাধারণভাবেই থাকে। যে সব কারণে তিনি রাজা বলিয়া অভিহিত হন, সেই সব যুক্তিতেও অপর মানুষেরাও রাজারূপে কথিত হইতে পারে ॥১৫০

হায়! দেশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সম্পূর্ণ নগর ভস্মীভূত হইয়াছে এবং এই প্রধান হস্তী নিহত হইয়াছে। যদিও এই সব বিষয় সকল মানুষের পক্ষেই সাধারণ অর্থাৎ সকলের উপর সমানভাবেই এই কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়, তথাপি রাজা নিজের মিথ্যা জ্ঞানের জন্য কেবল নিজেরই ক্ষতি মনে করিয়া সন্তপ্ত হইতে থাকেন ॥ ১৫১

ইচ্ছা, দ্বেষ ও ভয়জনিত মানসিক দুঃখ রাজাকে কখনও ত্যাগ করিয়া থাকে না। শিরোরোগাদি শারীরিক রোগও তাঁহাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে থাকে ॥ ১৫২

তিনি নানাপ্রকার দ্বন্দ্বসমূহে আহত এবং সর্ব্বদিক্ হইতে শঙ্কিত হইয়া রাত্রিতে সেই সব গণনা করিতে করিতে তিনি শত্রুগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রাজ্যভোগ করিতে থাকেন ॥ ১৫৩

যাহার মধ্যে সুখ অতি অল্প আছে, কিন্তু দুঃখ অত্যধিক থাকে, যাহা সর্ব্বদা সারহীন, যাহা তৃণাদিতে সংলগ্ন অগ্নির ন্যায় ক্ষণস্থায়ী এবং ফেন ও বুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর, এরূপ রাজ্যকে কে গ্রহণ করিবে? এবং গ্রহণ করিলেই বা কে শান্তি পাইবে? ১৫৪½

হে নৃপ! আপনি যে এই নগরকে, রাষ্ট্রকে, সেনাকে ও কোষ এবং মন্ত্রিগণকে 'এ সব আমার' এই কথা বলিতে বলিতে নিজের বলিয়া বোধ করিতেছেন, ইহা আপনার ভ্রম। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই সব কাহার এবং কাহার নহে? ১৫৫½

মিত্র, মন্ত্রী, নগর, রাষ্ট্র, দণ্ড, কোষ ও রাজা—রাজ্যের এই সাতটি অঙ্গ। যেরূপ আমার হস্তে ত্রিদণ্ড, সেইরূপ আপনার হস্তে এই রাজ্য স্থিত আছে। আপনার সাত অঙ্গযুক্ত রাজ্য এবং আমার ত্রিদণ্ড—এই উভয়ই পরস্পর উৎকৃষ্ট গুণসমূহে যুক্ত। সুতরাং কে কোন্ গুণের জন্য অধিক গুণবান? ১৫৬-১৫৭

তেষু তেষু হি কালেষু তত্তদঙ্গং বিশিষ্যতে।
যেন যৎ সিধ্যতে কার্য্যং তৎ প্রাধান্যায় কল্পতে ॥১৫৮
সপ্তাঙ্গশ্চৈব সঙ্ঘাতস্ত্রয়শ্চান্যে নৃপোত্তম।
সম্ভূয় দশবর্গোঽয়ং ভুঙ্‌ক্তে রাজ্যং হি রাজবৎ ॥ ১৫৯
যশ্চ রাজা মহোৎসাহঃ ক্ষত্রধর্মে রতো ভবেৎ।
স তুষ্যেদ্‌ দশভাগেন ততস্ত্বন্যো দশাবরৈঃ ॥ ১৬০
নাস্ত্যসাধারণো রাজা নাস্তি রাজ্যমরাজকম্।
রাজ্যেঽসতি কুতো ধর্মো ধর্মেঽসতি কুতঃ পরম্ ॥ ১৬১
যোঽপ্যত্র পরমো ধর্মঃ পবিত্রং রাজ্যরাজ্যয়োঃ।
পৃথিবী দক্ষিণা যস্য সোঽশ্বমেধেন যুজ্যতে ॥ ১৬২
সাহমেতানি কর্মাণি রাজদুঃখানি মৈথিল।
সমর্থা শতশো বক্তুমথবাপি সহস্রশঃ ॥ ১৬৩

রাজ্যের যে সপ্ত অঙ্গ, উহাদের মধ্যে সব অঙ্গই সময়ে সময়ে নিজ নিজ বৈশিষ্ট প্রতিপন্ন করে। যে অঙ্গের দ্বারা যে কার্য্য সিদ্ধ হয়, তাহার পক্ষে উহারই প্রধানতা বিহিত হয় ॥ ১৫৮

নৃপশ্রেষ্ঠ! উক্ত সপ্ত অঙ্গের সমুদায় এবং অন্য তিন শক্তি (প্রভু শক্তি, উৎসাহ শক্তি ও মন্ত্র শক্তি)—এই সব মিলিয়া রাজ্যের দশটি বর্গ হয়। এই দশ বর্গ সংগঠিত হইয়া রাজার সমানই রাজ্য উপভোগ করে। ১৫৯

যে রাজা অতিশয় উৎসাহী এবং ক্ষত্রিয়ধর্মে তৎপর থাকেন, তিনি 'কর' (খাজনা) রূপে প্রজার আয়ের দশভাগের একভাগ লইয়া সন্তুষ্ট থাকেন এবং উহা হইতে ভিন্ন সাধারণ ভূপাল দশভাগেরও কম লইয়া সন্তুষ্ট হন। ১৬০

সাধারণ প্রজা যদি কেহ না থাকে, তবে কেহ রাজা হইতে পারেন না। রাজা যদি না থাকেন, তবে রাজ্য থাকিতে পারে না। রাজ্য যদি না থাকে, তবে ধর্ম কিভাবে থাকিবে এবং ধর্ম যদি না থাকে, তবে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে কিরূপে? ১৬১

এস্থলে রাজা ও রাজ্যের পক্ষে যাহা পরম ধর্ম ও পরম পবিত্র বস্তু, উহা শ্রবণ করুন। যাহার পৃথিবী দক্ষিণারূপে প্রদত্ত হয় অর্থাৎ যিনি নিজের রাজ্যভূমিকে দান করিয়া থাকেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্যফলভাগী হন। ১৬২

• মিথিলারাজ! যাহারা রাজাকে দুঃখ দিয়া থাকে, এরূপ শত শত ও সহস্র সহস্র কর্ম আমি এস্থলে বলিতে পারি। ১৬৩

স্বদেহেনাভিষঙ্গো মে কুতঃ পরপরিগ্রহে।
ন মামেবংবিধাং যুক্তামীদৃশং বক্তুমর্হসি ॥ ১৬৪
নন্বু নাম ত্বয়া মোক্ষঃ কৃৎস্নঃ পঞ্চশিখাচ্ছ্রুতঃ।
সোপায়ঃ সোপনিষদঃ সোপাসঙ্গঃ সুনিশ্চয়ঃ ॥১৬৫
তস্য তে মুক্তসঙ্গস্য পাশানাক্রম্য তিষ্ঠতঃ
ছত্রাদিষু বিশেষেষু পুনঃ সঙ্গঃ কথং নৃপ ॥ ১৬৬
শ্রুতং তে ন শ্রুতং মন্যে মৃষা বাপি শ্রুতং শ্রুতম্।
অথবা শ্রুতসঙ্কাশং শ্রুতমন্যচ্ছ্রুতং ত্বয়া ॥ ১৬৭
অথাপীমাসু সংজ্ঞাসু লৌকিকীষু প্রতিষ্ঠসে।
অভিষঙ্গাবরোধাভ্যাং বদ্ধস্ত্বং প্রাকৃতো যথা ॥ ১৬৮
সত্ত্বেনানুপ্রবেশো হি যোঽয়ং ত্বয়ি কৃতো ময়া।
কিং তবাপকৃতং তত্র যদি মুক্তোঽসি সর্বশঃ ॥ ১৬৯

আমার ত' নিজের দেহেই আসক্তি নাই, সুতরাং অন্যের দেহে কিরূপে আসক্তি থাকিবে? এরূপ যোগযুক্ত সন্ন্যাসিনীর প্রতি আপনার এতাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হয়নি। ১৬৪

হে নৃপ! যখন আপনি মহর্ষি পঞ্চশিখের নিকট হইতে উপায় (নিদিধ্যাসন), উপনিষদ্ (উহার শ্রবণ-মনন), উপাসঙ্গ (যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গ) এবং নিশ্চয় (ব্রহ্ম ও জীবাত্মার একত্বার অনুভব)—এই সবের সহিত সমস্ত মোক্ষশাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন, আপনি আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া অবস্থিত আছেন, তখন আপনার ছত্র-চামরাদি বিশেষ বস্তুসমূহে আসক্তি কিভাবে রহিয়াছে?১৬৫-১৬৬

আমি মনে করি, আপনি পঞ্চশিখাচার্য্যের নিকট হইতে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও শ্রবণ করেন নাই অথবা যদি তাঁহার নিকট হইতে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া থাকেন, তবে উহা শ্রবণ করিয়াও মিথ্যা করিয়া দিয়াছেন। অথবা ইহাও হইতে পারে যে, আপনি বেদশাস্ত্রতুল্য অন্য কোনও শাস্ত্র তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। ১৬৭

ইহাতেও যদি আপনি 'বিদেহরাজ' 'মিথিলাপতি' ইত্যাদি লৌকিক নামেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তবে আপনি অন্য সাধারণ মানুষের ন্যায় আসক্তি ও অবরোধেই বদ্ধ আছেন। ১৬৮

যদি আপনি সর্ব্বথা মুক্ত হন, তবে আমি যে বুদ্ধির দ্বারা আপনার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, ইহাতে আপনার কি অপরাধ আছে? ১৬৯

নিয়মো হ্যেষ বর্ণেষু যতীনাং শূন্যবাসিতা।
শূন্যমাবেশয়ন্ত্যা চ ময়া কিং কস্য দূষিতম্ ॥ ১৭০

ন পাণিভ্যাং ন বাহুভ্যাং পাদোরুভ্যাং ন চানঘ।
ন গাত্রাবয়বৈরন্যৈঃ স্পৃশামি ত্বাং নরাধিপ ॥ ১৭১

কুলে মহতি জাতেন হ্রীমতা দীর্ঘদর্শিনা।
নৈতৎ সদসি বক্তব্যং সদ্ বাসদ্ বা মিথঃ কৃতম্ ॥ ১৭২

ব্রাহ্মণা গুরবশ্চেমে তথা মান্যা গুরূত্তমাঃ।
ত্বং চাথ গুরুরপ্যেষামেবমন্যোন্যগৌরবম্ ॥ ১৭৩

তদেবমনুসংদৃশ্য বাচ্যাবাচ্যং পরীক্ষতা।
স্ত্রীপুংসোঃ সমবায়োঽয়ং ত্বয়া বাচ্যো ন সংসদি ॥ ১৭৪

যথা পুষ্করপর্ণস্থং জলং তৎপর্ণমস্পৃশৎ।
তিষ্ঠত্যস্পৃশতী তদ্বৎ ত্বয়ি বৎস্যামি মৈথিল ॥ ১৭৫

যদি বাপ্যস্পৃশন্ত্যা মে স্পর্শং জানাসি কঞ্চন।
জ্ঞানং কৃতমবীজং তে কথং তেনেহ ভিক্ষুণা ॥ ১৭৬

স গার্হস্থ্যাচ্চ্যুতশ্চ ত্বং মোক্ষং চানাপ্য দুর্বিদম্।
উভয়োরন্তরালে বৈ বর্তসে মোক্ষবার্তিকঃ ॥ ১৭৭

ন হি মুক্তস্য মুক্তেন জ্ঞস্যৈকত্বপৃথক্ত্বয়োঃ।
ভাবাভাবসমাযোগে জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ১৭৮

বর্ণাশ্রমাঃ পৃথক্ত্বেন দৃষ্টার্থস্যাপৃথক্ত্বিনঃ।
নান্যদন্যদিতি জ্ঞাত্বা নান্যদন্যত্র বর্ততে ॥ ১৭৯

পাণৌ কুণ্ডং তথা কুণ্ডে পয়ঃ পয়সি মক্ষিকা।
আশ্রিতাশ্রয়যোগেন পৃথক্ত্বেনাশ্রিতাঃ পুনঃ ॥ ১৮০

ন তু কুণ্ডে পয়োভাবঃ পয়শ্চাপি ন মক্ষিকা।
স্বয়মেবাপ্নুবন্ত্যেতে ভাবা ন তু পরাশ্রয়ম্ ॥ ১৮১

সকল বর্ণের মধ্যেই এই নিয়ম প্রসিদ্ধ আছে যে, সন্ন্যাসিগণের একান্ত স্থানে অবস্থান করা উচিত। আমিও আপনার শূন্য দেহে নিবাস করত কাহার কোনও বস্তুকে দূষিত করিয়া দিয়াছি ? ১৭০

নিষ্পাপ নরেশ ! না হস্তদ্বয়ের দ্বারা, না বাহুদ্বয়ের দ্বারা, না পদযুগলের দ্বারা, না জানুদ্বয়ের দ্বারা এবং না শরীরের অন্য অঙ্গ সকলের দ্বারা আমি আপনাকে স্পর্শ করিয়াছি। ১৭১

আপনি উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, লজ্জাশীল এবং দূরদর্শী পুরুষ। আমরা উভয়ে সৎ ও অসৎ যাহা কিছু করিয়াছি. উহা আপনার এই জনপূর্ণ সভামধ্যে বলা উচিত নয়। ১৭২

এখানে সকল বর্ণেরই গুরু ব্রাহ্মণগণ বিদ্যমান আছেন। এই সব গুরুজন হইতেও উত্তম কত মাননীয় মহাপুরুষ এই সভায় উপবিষ্ট আছেন এবং আপনি রাজা বলিয়া ইঁহাদের সকলেরই গুরুস্বরূপ। এইরূপ আপনাদের সকলের গৌরব পরস্পর অবলম্বিত। ১৭৩

অতএব এইভাবে বিচার করিয়া এস্থানে কি বলা উচিত বা কি বলা উচিত নয়, ইহা বিবেচনা করা কর্তব্য। এই জনপূর্ণ সভামধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সংযোগের চর্চা করা আপনার কখনও উচিত নয়। ১৭৪

মিথিলাপতি ! যেরূপ পদ্মপত্রের উপর পতিত জল উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ আমিও আপনাকে স্পর্শ না করিয়াই আপনার মধ্যে বাস করিতেছি। ১৭৫

যদিও আমি আপনাকে স্পর্শ করি নাই, তথাপি আপনি আমার স্পর্শের অনুভব করিতেছেন। ইহাতে আমাকে এই কথা বলিতে হয় যে, সেই সন্ন্যাসী মহাত্মা পঞ্চশিখ আপনাকে জ্ঞানের উপদেশ কিভাবে করিয়াছেন ? কারণ আপনি উহাকে নির্বীজ করিয়া দিয়াছেন। ১৭৬

পরস্ত্রীর স্পর্শ অনুভব করায় আপনি গার্হস্থ্যধর্ম হইতে চ্যুত হইয়াছেন এবং দুর্বোধ ও দুর্লভ মোক্ষও লাভ করিতে পারিবেন না, অতএব কেবল মোক্ষের কথা বলিতে বলিতে আপনি গার্হস্থ্য ও মোক্ষ এই উভয়ের মধ্যে অবস্থিত আছেন। ১৭৭

জীবন্মুক্ত জ্ঞানীর সহিত, একত্ব ও পৃথক্ত্বের সহিত এবং ভাব (আত্মা) ও অভাবের (প্রকৃতির) সহিত সংযোগ হইলেও বর্ণসঙ্করতার উৎপত্তি হইতে পারে না। ১৭৮

আমি মনে করি যে, সমস্ত বর্ণ ও আশ্রমসকল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কথিত হইয়াছে। তথাপি যাঁহার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়া গিয়াছে, যিনি অভেদজ্ঞানসম্পন্ন ও ইহা জানিয়া যিনি সমস্ত আচরণ করেন যে, আত্মা হইতে ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর সত্তা নাই এবং অন্য কোন বস্তু নিজ হইতে ভিন্ন কোন বস্তুতে বিদ্যমান নাই, তাঁহার অন্য আর কাহারও সহিত সংযোগ হওয়া সম্ভব নয় ; অতএব বর্ণসঙ্করতা হইতে পারে না। ১৭৯

হস্তে কুণ্ড, কুণ্ডে দুগ্ধ এবং দুগ্ধে মক্ষিকা পতিত হইয়াছে। এই তিনটি পরস্পর পৃথক্ হইলেও আধার-আধেয় সম্বন্ধের দ্বারা পরস্পরের আশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ১৮০

কিন্তু কুণ্ডে দুগ্ধত্ব আসে না এবং দুগ্ধও মক্ষিকা হইয়া যায় না। এই সমস্ত আধেয় পদার্থ স্বয়ংই নিজ নিজ হইতে ভিন্ন আধারকে প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮১

পৃথক্ত্বাদাশ্রমাণাঞ্চ চ বর্ণান্যত্বে তথৈব চ
পরস্পরপৃথক্ত্বাচ্চ কথং তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ১৮২
নাস্মি বর্ণোত্তমা জাত্যা ন বৈশ্যা নাবরা তথা।
তব রাজন্ সবর্ণাস্মি শুদ্ধযোনিরবিপ্লুতা ॥ ১৮৩
প্রধানো নাম রাজর্ষির্ব্যক্তং তে শ্রোত্রমাগতঃ।
কুলে তস্য সমুৎপন্নাং সুলভাং নাম বিদ্ধি মাম্ ॥ ১৮৪
দ্রোণশ্চ শতশৃঙ্গশ্চ চক্রদ্বারশ্চ পর্ব্বতঃ।
মম সত্রেষু পূর্ব্বেষাং চিতা মঘবতা সহ ॥ ১৮৫
সাহং তস্মিন্ কুলে জাতা ভর্ত্তর্য্যসতি মদ্বিধে।
বিনীতা মোক্ষধর্ম্মেষু চরাম্যেকা মুনিব্রতম্ ॥ ১৮৬
নাস্মি সত্রপ্রতিচ্ছন্না ন পরস্বাপহারিণী।
ন ধর্ম্মসঙ্করকরী স্বধর্ম্মেঽস্মি ধৃতব্রতা ॥ ১৮৭
নাস্থিরা স্বপ্রতিজ্ঞায়াং নাসমীক্ষ্য প্রবাদিনী।
নাসমীক্ষ্যাগতা চেহ ত্বৎসকাশং জনাধিপ ॥ ১৮৮
মোক্ষে তে ভাবিতাং বুদ্ধিং শ্রুত্বাহং কুশলৈষিণী।
তব মোক্ষস্য চাপস্য জিজ্ঞাসার্থমিহাগতা ॥ ১৮৯
ন বর্গস্থা ব্রবীম্যেতৎ স্বপক্ষপরপক্ষয়োঃ।
মুক্তো ব্যায়চ্ছতে যশ্চ শান্তৌ যশ্চ ন শাম্যতি ॥ ১৯০
যথা শূন্যে পুরাগারে ভিক্ষুরেকাং নিশাং বসেৎ।
তথাহং ত্বচ্ছরীরেঽস্মিন্নিমাং বৎস্যামি শর্ব্বরীম্ ॥১৯১
সাহং মানপ্রদানেন বাগাতিথ্যেন চার্চিতা।
সুপ্তা সুশরণং প্রীতা শ্বো গমিষ্যামি মৈথিল ॥ ১৯২

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যেতানি স বাক্যানি হেতুমন্ত্যর্থবন্তি চ।
শ্রুত্বা নাধিজগৌ রাজা কিঞ্চিদন্যদতঃ পরম্ ॥ ১৯৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি সুলভাজনকসংবাদে বিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২০

সমস্ত আশ্রম পৃথক্ পৃথক্ এবং চারিবর্ণও ভিন্ন ভিন্ন। যখন ইহাদের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন সেই পৃথক্ত্বকে জানিতে সমর্থ আপনার বর্ণসঙ্কর কিভাবে হইবে ? ১৮২

রাজন্! আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ নহি এবং না বৈশ্যা অথবা না শূদ্রা। আমি ত' আপনারই তুল্য বর্ণবিশিষ্টা ক্ষত্রিয়া। আমার জন্ম শুদ্ধবংশে হইয়াছে এবং আমি অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছি। ১৮৩

আপনি প্রধান নামক রাজর্ষির নাম অবশ্যই শুনিয়াছেন। আমি তাঁহার কুলে উৎপন্ন হইয়াছি। আপনি ইহা আরও জানুন যে, আমার নাম সুলভা। ১৮৪

আমার পূর্ব্বজগণের যজ্ঞে দেবরাজ ইন্দ্রের সহযোগে দ্রোণ, শতশৃঙ্গ ও চক্রদ্বার নামক পর্ব্বত যজ্ঞবেদীতে ইঁটের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। ১৮৫

আমার জন্ম সেই মহৎকুলেই হইয়াছে। আমি আমার যোগ্য পতি না পাওয়ায় মোক্ষধর্ম্মের শিক্ষাগ্রহণ করি এবং মুনি ব্রতধারণ করত আমি একাকিনীই বিচরণ করিতেছি। ১৮৬

আমি সন্ন্যাসিনীর ছদ্মবেশ ধারণ করি নাই। আমি পরের ধন অপহরণ করি নাই ও ধর্ম্মসঙ্করতাও বিস্তার করি নাই। আমি দৃঢ়তা সহকারে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতে করিতে নিজের ধর্ম্মে অবস্থিত আছি। ১৮৭

জনেশ্বর! আমি নিজ প্রতিজ্ঞা হইতে কখনও বিচলিত হই না। বিচার বিবেচনা না করিয়া কোন কথা বলিও না এবং আপনারও নিকটে পর্য্যালোচনা না করিয়া আমি আসি নাই। ১৮৮

আমি শুনিয়াছিলাম যে, আপনার বুদ্ধি মোক্ষধর্ম্মে আসক্ত, অতএব আপনার হিতাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া আপনার এই মোক্ষ জ্ঞানের মর্ম্ম জানিবার জন্ত আমি এখানে আসিয়াছি। ১৮৯

আমি স্বপক্ষ ও পরপক্ষের মধ্যে নিজের পক্ষ অবলম্বন করিয়া এই কথা বলিতেছি না, আপনার হিতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এই কথা বলিতেছি ; কারণ, যিনি বাক্যের ব্যায়াম করেন না এবং যিনি শান্ত পরমব্রহ্মে নিমগ্ন থাকেন, তিনিই মুক্ত। ১৯০

যেরূপ নগরের কোন শূন্য গৃহে সন্ন্যাসী একরাত্রি বাস করে, সেইরূপ আপনার এই শরীরে আমি আজ রাত্রিতে বাস করিব। ১৯১

আপনি আমাকে অতিশয় সম্মানদান করিয়াছেন। আপনি বাক্যরূপ আতিথ্যের দ্বারা আমার ভালভাবে সৎকার করিয়াছেন। মিথিলারাজ! এখন আমি প্রীতিসহকারে আপনার শরীররূপ সুন্দর গৃহে শয়ন করিয়া আগামী কাল প্রাতঃকালে এস্থান হইতে চলিয়া যাইব। ১৯২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! সুলভার এই যুক্তিযুক্ত ও অর্থপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা জনক ইহার পর আর কোন কথা বলিলেন না। ১৯৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে সুলভা ও জনকের সংবাদবিষয়ক বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

[ব্যাসদেবেন স্বপুত্রায় শুকদেবায় ধর্মপূর্ণং বৈরাগ্য-মুপদিশ্য তত্ত্বোদবোধনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কথং নির্বেদমাপন্নঃ শুকো বৈয়াসকিঃ পুরা ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ১

অব্যক্তব্যক্ততত্ত্বানাং নিশ্চয়ং বুদ্ধিনিশ্চয়ম্ ।
বক্তুমর্হসি কৌরব্য দেবস্যাজস্য যা কৃতিঃ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ ।

প্রাকৃতেন সুবৃত্তেন চরন্তমকুতোভয়ম্ ।
অধ্যাপ্য কৃৎস্নং স্বাধ্যায়মন্বশাদ্ বৈ পিতা সুতম্ ॥ ৩

ব্যাস উবাচ ।

ধর্মং পুত্র নিষেবস্ব সুতীক্ষ্ণৌ চ হিমাতপৌ ।
ক্ষুৎপিপাসে চ বায়ুঞ্চ জয় নিত্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪

সত্যমার্জবমক্রোধমনসূয়াং দমং তপঃ ।
অহিংসাং চানৃশংস্যঞ্চ বিধিবৎ পরিপালয় ॥ ৫

সত্যে তিষ্ঠ রতো ধর্মে হিত্বা সর্বমনার্জবম্ ।
দেবতাতিথিশেষেণ যাত্রাং প্রাণস্য সংশ্রিহ ॥ ৬

ফেনমাত্রোপমে দেহে জীবে শকুনিবৎ স্থিতে ।
অনিত্যে প্রিয়সংবাসে কথং স্বপিষি পুত্রক ॥ ৭

অপ্রমত্তেষু জাগ্রৎসু নিত্যযুক্তেষু শত্রুষু ।
অন্তরং লিপ্সমানেষু বালস্ত্বং নাববুধ্যসে ॥ ৮

অহঃসু গণ্যমানেষু ক্ষীয়মাণে তথাঽঽয়ুষি ।
জীবিতে লিখ্যমানে চ কিমুত্থায় ন ধাবসি ॥ ৯

ঐহলৌকিকমীহন্তে মাংসশোণিতবর্দ্ধনম্ ।
পারলৌকিককার্য্যেষু প্রসুপ্তা ভৃশনাস্তিকাঃ ॥ ১০

ধর্মায় যেঽভ্যসূয়ন্তি বুদ্ধিমোহান্বিতা নরাঃ ।
অপথা গচ্ছতাং তেষামনুযাতাঽপি পীড্যতে ॥ ১১

একবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

[ব্যাসদেবকর্তৃক নিজ পুত্র শুকদেবকে বৈরাগ্য ও ধর্মপূর্ণ উপদেশ দিয়া চৈতন্যসম্পাদন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! পুরাকালে ব্যাসপুত্র শুকদেব কিরূপে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? আমি উহা শুনিতে বাসনা করি । এ বিষয়ে আমার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে । ১

কুরুনন্দন ! ইহা ব্যতীত আপনি আমাকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত তত্ত্বসমূহের বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চিত স্বরূপ বর্ণনা করুন এবং অজন্মা ভগবান্ নারায়ণের যে চরিত্র, উহাও আমাকে বলুন । ২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! পুত্র শুকদেবকে সাধারণ মানুষের আচরণ করিতে ও সর্বথা নির্ভয়ে বিচরণ করিতে দেখিয়া পিতা ব্যাসদেব তাঁহাকে সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করাইলেন এবং পুনরায় তাঁহাকে উপদেশ দান করিলেন । ৩

ব্যাসদেব বলিলেন,—পুত্র ! তুমি সর্বদা ধর্মের সেবা কর এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া অত্যন্ত তীক্ষ্ণ শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করিতে করিতে প্রাণবায়ুকে জয় কর । ৪

সত্য, সরলতা, অক্রোধ, দোষদর্শন না করা, ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা, অহিংসা ও দয়াদি ধর্মসমূহ বিধি অনুসারে পালন করিতে থাক । ৫

সত্যে স্থির থাক এবং সর্বপ্রকার কুটিলতা পরিহার করিয়া ধর্মে অনুরক্ত হও । দেবতা ও অতিথিগণকে সৎকার করিবার পর যে অন্ন অবশিষ্ট থাকিবে, প্রাণরক্ষার জন্য উহাই আস্বাদন কর । ৬

পুত্র ! এই দেহ জলের ফেনার ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর । ইহার মধ্যে জীব পক্ষীর ন্যায় বাস করে এবং প্রিয়জনগণের সহবাসও সর্বদা থাকে না । সুতরাং তুমিও কেন শয়ন করিয়া আছ ? ৭

তোমার শত্রুরা সর্বদা সাবধান, জাগরিত, সদা উদ্যত এবং সতত তোমার ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে ; কিন্তু তুমি এখনও বালক, ইহার জন্য বুঝিতে পারিতেছ না কেন ? ৮

তোমার আয়ুর দিন গণনা করা হইতেছে । আয়ু ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে এবং জীবন যেন কোথায় লিখিত হইতেছে (সমাপ্ত হইতেছে) । তবে তুমি কেন উঠিয়া ধাবিত হইতেছ না অর্থাৎ অতি সত্বর কর্তব্য পালনে আসক্ত হইতেছ না । ৯

অত্যন্ত নাস্তিক মানুষ কেবল এই জগতেরই স্বার্থ কামনা করে এবং দেহের মাংস ও রক্ত বাড়াইবার চেষ্টা করে ! পারলৌকিক কার্য্যের দিক্ দিয়া তাহারা সদা যেন নিদ্রিত থাকে । ১০

বুদ্ধির মোহে পতিত হইয়া যাহারা ধর্মকে দ্বেষ করে, তাহারা কুপথগামী । এই সব মানুষের কথা কি, যাহারা ইহাদের অনুগামী, তাহারাও অতিশয় কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে । ১১

যে তু তুষ্টাঃ শ্রুতিপরা মহাত্মানো মহাবলাঃ।
ধর্ম্ম্যং পন্থানমারূঢ়াস্তানুপাস্ব চ পৃচ্ছ চ ॥ ১২

উপধার্য্য মতং তেষাং বুধানাং ধর্মদর্শিনাম্।
নিয়চ্ছ পরয়া বুদ্ধ্যা চিত্তমুৎপথগামি বৈ ॥ ১৩

আত্তকালিকয়া বুদ্ধ্যা দূরে শ্ব ইতি নির্ভয়াঃ।
সর্বভক্ষ্যা ন পশ্যন্তি কর্মভূমিমচেতসঃ ॥ ১৪

ধর্মং নিঃশ্রেণিমাস্থায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সমারুহ।
কোষকারবদাত্মানং বেষ্টয়ন্নাবুধ্যসে ॥ ১৫

নাস্তিকং ভিন্নমর্য্যাদং কূলপাতমিব স্থিতম্।
বামতঃ কুরু বিস্রব্ধো নরং বেণুমিবোদ্ধৃতম্ ॥ ১৬

কামং ক্রোধঞ্চ মৃত্যুঞ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়জলাং নদীম্।
নাবং ধৃতিময়ীং কৃত্বা জন্মদুর্গাণি সন্তর ॥ ১৭

মৃত্যুনাভ্যাহতে লোকে জরয়া পরিপীড়িতে।
অমোঘাসু পতন্তীষু ধর্মপোতেন সন্তর ॥ ১৮

তিষ্ঠন্তঞ্চ শয়ানঞ্চ মৃত্যুরন্বেষতে যদা।
নিবৃত্তিং লভতে কস্মাদকস্মাদমৃত্যুনাশিতঃ ॥ ১৯

সংচিন্বানকমেবৈনং কামানামবিতৃপ্তকম্
বৃকীবোরণমাসাদ্য মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি ॥ ২০

ক্রমশঃ সঞ্চিতশিখো ধর্মবুদ্ধিময়ো মহান্।
অন্ধকারে প্রবেষ্টব্যং দীপো যত্নেন ধার্য্যতাম্ ॥ ২১

সম্পতন্ দেহজালানি কদাচিদিহ মানুষে।
ব্রাহ্মণ্যং লভতে জন্তুস্তৎ পুত্র পরিপালয় ॥ ২২

ব্রাহ্মণস্য তু দেহোঽয়ং ন কামার্থায় জায়তে।
ইহ ক্লেশায় তপসে প্রেত্য ত্বনুপমং সুখম্ ॥ ২৩

সেইজন্য মহৎ ধর্মবলশালী যে মহাত্মা পুরুষগণ সন্তুষ্ট ও শ্রুতিধর্মপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা ধর্মপথেই আরূঢ় থাকেন, তুমি তাঁহাদের সেবায় নিরত থাক এবং তাঁহাদিগকে নিজের কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা কর। ১২

সেই ধর্মদর্শী বিদ্বান্‌গণের অভিমত জানিয়া তুমি নিজের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির দ্বারা স্বীয় কুপথগামী মনকে সংযত কর। ১৩

যাহারা কেবল বর্ত্তমান সুখের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। সেই বুদ্ধির দ্বারা ভাবী পরিণামকে বহু দূরবর্ত্তী জানিয়া যাহারা নির্ভয়ে বাস করে এবং সর্ব্বপ্রকার অভক্ষ্য পদার্থসকল ভক্ষণ করিতে থাকে, সেই বুদ্ধিহীন মনুষ্যগণ এই কর্মভূমির মহত্ত্ব দেখিতে পায় না। ১৪

তুমি ধর্মরূপী সোপান পাইয়া ধীরে ধীরে তাহাতে উঠিতে থাক। এখন ত' তুমি রেশমের কীটের ন্যায় নিজেকে নিজে বাসনাময় জালে বেষ্টন করিয়া চলিতেছ, অথচ ইহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। ১৫

যে ব্যক্তি নাস্তিক, ধর্মের মর্য্যাদা ভঙ্গকারী এবং তীরভঙ্গকারী নদীর প্রবল জলপ্রবাহের ন্যায় স্থিত, এরূপ মানুষকে তুমি উৎপাটিত বংশের তুল্য বিনা বিচারে পরিত্যাগ কর। ১৬

কাম ক্রোধ, মৃত্যু ও যাহাতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপী জল বিদ্যমান আছে, এরূপ বিষয়াসক্তিরূপিণী নদীকে তুমি সাত্ত্বিকী ধৃতিরূপ নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করত পার হইয়া যাও এবং এতাদৃশ জন্ম মৃত্যুরূপী দুর্গম সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হও। ১৭

সমগ্র জগৎ সংসার মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বার্দ্ধক্যে পীড়িত হইতেছে। এই মৃত্যু রাত্রিতে প্রাণিগণের আয়ু অপহরণ করত নিজেকে সফল করিতেছে। তুমি ধর্মরূপী নৌকায় আরোহণ করিয়া এই ভবসাগর পার হইয়া যাও। ১৮

মানুষ দাঁড়াইয়া থাকুক বা শুইয়া থাকুক মৃত্যু নিরন্তর তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। যখন তুমি এইভাবে মৃত্যুর দ্বারা অকস্মাৎ গ্রস্ত হইবে, তখন এইরূপ নিশ্চিন্ত ও শান্ত হইয়া বসিয়া আছ কেন? ১৯

মানুষ ভোগসামগ্রীর সঞ্চয়ে নিরত আছে এবং তাহাতে তৃপ্তও উহারা হইতেছে না,—এরূপ অবস্থায় ভেড়ার শিশু অপহরণকারিণী ব্যাঘ্রীর ন্যায় মৃত্যু তাহাকে লইয়া চলিয়া যাইবে। ২০

যদি তোমাকে এই সংসাররূপী অন্ধকারে প্রবেশ করিতেই হয়, তবে তুমি নিজ হস্তে ধর্মবুদ্ধিময় মহান্ দীপকে ধারণ কর, যাহার শিখা ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইতেই থাকে। ২১

পুত্র! জীব অনেক প্রকারের শরীরে জন্ম ও মৃত্যুবরণ করিতে করিতে কখনও এই মানবযোনিতে আসিয়া ব্রাহ্মণ দেহ লাভ করে, অতএব তুমি ব্রাহ্মণোচিত কর্ত্তব্য পালন কর। ২২

ব্রাহ্মণের এই দেহ ভোগসামগ্রী উপভোগ করিবার জন্য উৎপন্ন হয় নাই। তিনি ত' জগতে ক্লেশ ভোগ করিয়া তপস্যা করিতে ও মৃত্যুর পর অনুপম সুখভোগের জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন। ২৩

ব্রাহ্মণ্যং বহুভিরবাপ্যতে তপোভি-
স্তল্লব্ধ্বা ন রতিপরেণ হেলিতব্যম্ ।
স্বাধ্যায়ে তপসি দমে চ নিত্যযুক্তঃ
ক্ষেমার্থী কুশলপরঃ সদা যতস্ব ॥ ২৪

অব্যক্তপ্রকৃতিরয়ং কলাশরীরঃ
সূক্ষ্মাত্মা ক্ষণত্রুটিশো নিমেষরোমা ।
ঋত্বাস্যঃ সমবলশুক্লকৃষ্ণনেত্রো
মাসাঙ্গো দ্রবতি বয়োহয়ো নরাণাম্ ॥ ২৫

তং দৃষ্ট্বা প্রসৃতমজস্রমুগ্রবেগং
গচ্ছন্তং সততমিহাব্যপেক্ষমাণম্ ।
চক্ষুস্তে যদি ন পরপ্রণেতৃনেয়ং
ধর্মে তে ভবতু মনঃ পরং নিশাম্য ॥ ২৬

যে চাত্র প্রচলিতধর্মকামবৃত্তাঃ
ক্রোশন্তঃ সততমনিষ্টসম্প্রয়োগাঃ ।
ক্লিশ্যন্তঃ পরিগতবেদনাশরীরা
বহ্বীভিঃ সুভৃশমধর্মকারণাভিঃ ॥ ২৭

বহু সময় পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করিলে ব্রাহ্মণ দেহ লাভ হয়। সেই দেহ প্রাপ্ত হইয়া বিষয়ানুরাগে নিরত থাকিয়া হেলায় বিফল করিয়া দেওয়া উচিত নয়। অতএব যদি তুমি নিজের কল্যাণ কামনা কর, তবে কুশলপ্রদ কর্ম্মে রত হইয়া সদা স্বাধ্যায়, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়সংযমে পূর্ণভাবে তৎপর থাকিবার চেষ্টা কর ॥ ২৪

মানুষের আয়ুরূপ অশ্ব-অতিশয় তীব্রবেগে দৌড়াইতেছে। ইহার স্বভাব অব্যক্ত। কলা-কাষ্ঠাদি ইহার দেহ। ইহার স্বরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম। ক্ষণ, ত্রুটি ও নিমেষাদি ইহার রোম। ঋতুসকল ইহার মুখ। সমান বলশালী শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ ইহার নেত্র এবং মাসসমূহ ইহার বিভিন্ন অঙ্গ। এই ভয়ঙ্কর বেগশালী অশ্ব এখানের কোন বস্তুর অপেক্ষা না রাখিয়া নিরন্তর অবিরাম গতিতে সবেগে ধাবিত হইতেছে। উহাকে দেখিয়া যদি তোমার জ্ঞানদৃষ্টি অপরের দ্বারা চালিত হইয়াও পরিচালিত না হয়, তাহা হইলে তোমার মনকে ধর্ম্মেই আসক্ত রাখা উচিত। তুমি অন্ত ধর্ম্মাত্মাগণের দিকেও দৃষ্টিপাত কর ॥ ২৫-২৬

যে সব মানুষ এ সংসারে ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইয়া স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ হয়, অপরের নিন্দা করিতে করিতে সদা অনিষ্টকর অশুভ কর্ম্মসমূহেই আসক্ত থাকে, তাহারা মৃত্যুর পর যাতনাময় দেহপ্রাপ্ত হইয়া নিজেদের বহু পাপকর্ম্মের জন্ত অত্যন্ত ক্লেশভোগ করে ॥ ২৭

রাজা সদা ধর্মপরঃ শুভাশুভস্য গোপ্তা
সমীক্ষ্য সুকৃতিনাং দধাতি লোকান্ ।
বহুবিধমপি চরতি প্রবিশতি
সুখমনুপগতং নিরবদ্যম্ ॥ ২৮

শ্বানো ভীষণকায়া অয়োমুখানি বয়াংসি
বলগৃধ্রকুলপক্ষিণাঞ্চ সঙ্ঘাঃ ।
নরকদনে রুধিরপা গুরুবচন—
নুদমুপরতং বিশসন্তি ॥ ২৯

মর্য্যাদা নিয়তাঃ স্বয়ম্ভুবা য ইহেমাঃ
প্রভিনত্তি দশগুণা মনোঽনুগত্বাৎ ।
নিবসতি ভৃশমসুখঃ পিতৃবিষয়-
বিপিনমবগাহ্য স পাপঃ ॥ ৩০

যো লুব্ধঃ সুভৃশং প্রিয়ানৃতশ্চ মনুষ্যঃ
সততনিকৃতিবঞ্চনাভিরতিঃ স্যাৎ ।
উপনিধিভিরসুখকৃৎ স পরমনিরয়গো
ভৃশমসুখমনুভবতি দুষ্কৃতকর্মা ॥ ৩১

যে রাজা সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া উত্তম ও অধম প্রজাগণকে যথাযোগ্য বিচারপূর্ব্বক পালন করিতে থাকেন, তিনি পুণ্যাত্মা-গণের লোক প্রাপ্ত হন। যদি তিনি স্বয়ংও নানাপ্রকার শুভ কর্ম্মসকল আচরণ করিতে থাকেন, তবে তাহার ফলস্বরূপ তিনি অপ্রাপ্ত ও নির্দোষ সুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৮

কিন্তু যে ব্যক্তি গুরুজনগণের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করে, মরণের পর সেই ব্যক্তিকে নরকে হিংস্র ভয়ঙ্কর আকৃতিবিশিষ্ট কুকুর, লৌহমুখ পক্ষী, কাক, শকুনি প্রভৃতি পক্ষিগণের দল এবং রক্ত-পানকারী কীটগণ তাহার যাতনা শরীরে আক্রমণ করত তাহাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে থাকে ॥ ২৯

যে সব মানুষ মনের অনুকূলগামী হইয়া স্বায়ম্ভুব মনুকর্তৃক নিবদ্ধ ধর্ম্মের দশ প্রকার* মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করে, সেই পাপাত্মা পিতৃলোকের অসিপত্র বনে যাইয়া সেখানে অত্যন্ত দুঃখভোগ করে ॥ ৩০

যে মানুষ অত্যন্ত লোভী, অসত্যপ্রিয়, সর্ব্বদা কপটাচারী,

---

* ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্। —ধৃতি, ক্ষমা, মনোনিগ্রহ, অস্তেয় (চুরি না করা), পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়সংযম, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ—ধর্ম্মের এই দশটি লক্ষণ।

উষ্ণাং বৈতরণীং মহানদী-
মবগাঢ়োঽসিপত্রবনভিন্নগাত্রঃ।
পরশুবনশয়ো নিপতিতো
বসতি চ মহানিরয়ে ভৃশার্তঃ॥ ৩২

মহাপদানি কথসে ন চাপ্যবেক্ষসে পরম্।
চিরস্য মৃত্যুকারিকামনাগতাং ন বুধ্যসে॥ ৩৩

প্রযায়তাং কিমাস্যতে সমুত্থিতং মহদ্ ভয়ম্।
অতিপ্রমাথি দারুণং সুখস্য সংবিধীয়তাম॥ ৩৪

পুরা মৃতঃ প্রণীয়সে যমস্য রাজশাসনাৎ।
ত্বমন্তকায় দারুণৈঃ প্রযত্নমার্জবে কুরু॥ ৩৫

পুরা সমূলবান্ধবং প্রভুর্হরত্যদুঃখবিৎ।
তবেহ জীবিতং যমো ন চাস্তি তস্য বারকঃ॥ ৩৬

পুরাভিবাতি মারুতো যমস্য যঃ পুরঃসরঃ।
পুরৈক এব নীয়সে কুরুষ সাম্পরায়িকম্॥ ৩৭

পুরা স হিক এব তে প্রবাতি মারুতোঽন্তকঃ।
পুরা বিভ্রমন্তি তে দিশো মহাভয়াগমে॥ ৩৮

শ্রুতিশ্চ সংনিরুধ্যতে পুরা তবেহ পুত্রক।
সমাকুলস্য গচ্ছতঃ সমাধিমুত্তমং কুরু॥ ৩৯

শুভাশুভে পুরা কৃতে প্রমাদকর্মবিপ্লুতে।
স্মরন্ পুরা ন তপ্যসে নিধৎস্ব কেবলং নিধিম্॥ ৪০

পুরা জরা কলেবরং বিজর্জরীকরোতি তে।
বলাঙ্গরূপহারিণী নিধৎস্ব কেবলং নিধিম্॥ ৪১

পুরা শরীরমন্তকো ভিনত্তি রোগসারথিঃ
প্রসহ্য জীবিতক্ষয়ে তপো মহৎ সমাচর॥ ৪২

পুরা বৃকা ভয়ঙ্করা মনুষ্যদেহগোচরাঃ।
অভিদ্রবন্তি সর্বতো যতস্ব পুণ্যশীলনে॥ ৪৩

প্রতারণা কার্যে নিরত এবং নানাবিধ উপায়ে অপর মনুষ্যগণকে দুঃখপ্রদান করে, সেই পাপাত্মা ভয়ঙ্কর নরকে পতিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করে। ৩১

সে অত্যন্ত উষ্ণ মহানদী বৈতরণীতে নিমজ্জিত হয়। অসিপত্রবনে তাহার অঙ্গসকল ছিন্ন ভিন্ন হইতে থাকে এবং পরশুবনে তাহাকে শয়ন করিতে হয়। এইভাবে মহানরকে পতিত হইয়া সে অত্যন্ত আর্ত হয় এবং অবশ হইয়া উহাতেই বাস করে। ৩২

তুমি ব্রহ্মলোকাদি উত্তম স্থানসকলের কথা বলিতেছ, কিন্তু পরমপদের উপর তোমার দৃষ্টি নাই। অবিলম্বে মৃত্যুকারক বার্দ্ধক্যকে তুমি জানিতে পারিতেছ না। ৩৩

বৎস! তুমি নীরবে বসিয়া আছ কেন? সত্বর তার সহিত অগ্রগমন কর। তোমার উপর হৃদয়মন্থনকারী, ভয়ঙ্কর ও সুমহৎ ভয় উত্থিত হইয়া রহিয়াছে; অতএব পরমানন্দ প্রাপ্তির জন্য যত্ন কর। ৩৪

তোমার মৃত্যু হইলে যমরাজের আজ্ঞায় ভয়ানক যমদূতগণ তাঁহার সম্মুখে তোমাকে উপস্থাপিত করিবে। ইহার পূর্ব্বেই সরলতারূপ ধর্মসম্পাদনের জন্য প্রযত্ন কর। ৩৫

যমরাজ সকলের প্রভু। তিনি কাহারও দুঃখ দুর্দশা বুঝেন না। তিনি মূল বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত তোমার প্রাণ হরণ করিয়া লইবেন। তাঁহাকে কেহই নিবারণ করিতে সমর্থ নহে। (সেই সময় আসিবার পূর্ব্বেই তুমি নিজের রক্ষার জন্য সচেষ্ট হও।) ॥ ৩৬

যে সময় যমরাজের অগ্রে গমনকারী প্রচণ্ডবায়ুরূপী পবন গমন করিবেন, সেই সময় তিনি একাকী তোমাকে সেখানে লইয়া যাইবেন; অতএব তুমি পূর্ব্ব হইতেই পরলোকে সুখ-প্রদানকারী ধর্মের আচরণ কর। ৩৭

পূর্ব্বজন্মে তোমার সম্মুখে যে প্রাণনাশক পবন গমন করিয়াছিল, সে আজ কোথায় আছে? এখন আবার যখন মৃত্যুরূপ মহাভয় উপস্থিত হইবে, তখন তোমার নিকটে সমস্ত দিক্‌সকল ঘুরিতেছে বলিয়া মনে হইবে, অতএব প্রথমেই সাবধান হইয়া যাও। ৩৮

পুত্র! যখন তুমি এই দেহ ত্যাগ করিয়া গমন করিবে, সেই সময় ব্যাকুলতার জন্য তোমার শ্রবণশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। সেইজন্য তুমি সুদৃঢ় ভাবে সমাধি অবলম্বন কর। ৩৯

তুমি প্রথমে অসাবধানতাবশতঃ অশুচিতরূপ যে সব শুভাশুভ কর্ম করিয়াছ, সে সমস্ত স্মরণ করিয়া তাহাদের ফলভোগে সন্তপ্ত হইবার পূর্ব্বেই নিজের জন্য জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া লও। ৪০

দেখ, বল, অঙ্গ ও রূপের বিনাশকর বার্দ্ধক্য একদিন তোমার দেহকে জর্জরিত করিয়া দিবে, তাহার পূর্ব্বেই তুমি নিজের জন্য জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ কর। ৪১

রোগ যাহার সারথি, সেই কাল হঠাৎ তোমার দেহ জীর্ণ করিয়া দিবেন। সেইকারণে জীবননাশ হইবার পূর্ব্বেই তুমি মহাতপস্যা কর। ৪২

এই মানবদেহে স্থিত, কাম-ক্রোধাদি ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রগণ তোমাকে চারি-দিক্ দিয়া আক্রমণ করিতেছে, সেইজন্য তুমি পূর্ব্ব হইতেই পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য যত্ন কর। ৪৩

পুরান্ধকারমেকোঽনুপশ্যসি ত্বরস্ব বৈ।
পুরা হিরণ্ময়ান্ নাগান্ নিরীক্ষসেঽদ্রিমূর্দ্ধনি ॥ ৪৪
পুরা কুসঙ্গতানি তে সুহৃন্মুখাশ্চ শত্রবঃ।
বিচালয়ন্তি দর্শনাদ্ ঘটস্ব পুত্র যৎপরম্ ॥ ৪৫
ধনস্য যস্য রাজতো ভয়ং ন চাস্তি চোরতঃ।
মৃতঞ্চ যন্ন মুঞ্চতি সমর্জ্জয়স্ব তদ্ ধনম্ ॥ ৪৬
ন তত্র সংবিভূজ্যতে স্বকর্মভিঃ পরস্পরম্।
যদেব যস্য যৌতকং তদেব তত্র সোঽশ্নুতে ॥ ৪৭
পরত্র যেন জীব্যতে তদেব পুত্র দীয়তাম্।
ধনং যদক্ষরং ধ্রুবং সমর্জ্জয়স্ব তৎ স্বয়ম্ ॥ ৪৮
ন যাবদেব পচ্যতে মহাজনস্য যাবকম্।
অপক্ব এব যাবকে পুরা প্রলীয়সে ত্বর ॥ ৪৯
ন মাতৃপুত্রবান্ধবা ন সংস্তুতঃ প্রিয়ো জনঃ।
অনুব্রজন্তি সঙ্কটে ব্রজন্তমেকপাতিনম্ ॥ ৫০
যদেব কর্ম কেবলং পুরা কৃতং শুভাশুভম্।
তদেব পুত্র সার্থিকং ভবত্যমুত্র গচ্ছতঃ ॥ ৫১
হিরণ্যরত্নসঞ্চয়াঃ শুভাশুভেন সঞ্চিতাঃ।
ন তস্য দেহসংক্ষয়ে ভবন্তি কার্য্যসাধকাঃ ॥ ৫২
পরত্রগামিকস্য তে কৃতাকৃতস্য কর্মণঃ।
ন সাক্ষি আত্মনা সমো নৃণামিহাস্তি কশ্চন ॥ ৫৩
মনুষ্যদেহশূন্যকং ভবত্যমুত্র গচ্ছতঃ।
প্রবিশ্য বুদ্ধিচক্ষুষা প্রদৃশ্যতে হি সর্বশঃ ॥ ৫৪
ইহাগ্নিসূর্য্যবায়বঃ শরীরমাশ্রিতাস্ত্রয়ঃ।
ন এব তস্য সাক্ষিণো ভবন্তি ধর্মদর্শিনঃ ॥ ৫৫
অহর্নিশেষু সর্বতঃ স্পৃশৎসু সর্বচারিষু।
প্রকাশগূঢ়বৃত্তিষু স্বধর্মমেব পালয় ॥ ৫৬

মরিবার পূর্ব্বে তুমি চারিদিকে কেবল ঘোর অন্ধকারই দেখিতে থাকিবে। পর্ব্বতের শিখরে স্বর্ণময় বৃক্ষসকল তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে। এই সব আসিবার পূর্ব্বেই নিজের কল্যাণের জন্ম তুমি চেষ্টা কর ॥ ৪৪

এই সংসারে দুষ্ট পুরুষগণের সঙ্গ এবং উপরে উপরে মিত্রভাব এবং অন্তরে অন্তরে শত্রুতা পোষণকারী মনুষ্যগণ দর্শন মাত্রেই তোমাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিয়া দিবে, সেইজন্ম তুমি পূর্ব্বে হইতেই উত্তম পুণ্যসঞ্চয়ের জন্ম চেষ্টা কর ॥ ৪৫

যে ধনের জন্ম রাজার নিকট হইতে কোন ভয় নাই, চোরের নিকট হইতেও কোন ভয় থাকেনা এবং মৃত্যু হইলেও জীবের সঙ্গ পরিত্যাগ করে না, সেই ধর্মরূপী ধন তুমি উপার্জন কর। ৪৬

নিজের কর্মানুসারে প্রাপ্ত সেই ধনকে পরলোকে পরস্পর বিভাগ করিতে হয় না। সেখানে যে যাহার নিজস্ব সম্পত্তি, উহাই ভোগ করিতে থাকে ॥ ৪৭

পুত্র! যাহার দ্বারা পরলোকেও জীবননির্ব্বাহ হইতে পারে, যাহা অবিনাশী ও অটল ধন, উহাই দান কর এবং নিজেও উহাই উপার্জন করিতে থাক ॥ ৪৮

পুত্র! গৃহে উপস্থিত কোন সমাদরণীয় অতিথির জন্ম যে সময়ে যাবক (ঘৃতাদির দ্বারা যবের পালো) প্রস্তুত করা হয়, সেই সময়ের মধ্যেই তোমার মৃত্যু হইতে পারে; অতএব তুমি জ্ঞানরূপী ধনের উপার্জনের জন্ম ত্বরা কর ॥ ৪৯

জীব যখন একাকীই পরলোকের পথে গমন করে, সেই সঙ্কটের সময় মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু এবং অন্যান্ত প্রশংসিত প্রিয়জনও তাহার সহিত গমন করে না ॥ ৫০

পুত্র! পরলোকে গমন করিবার সময় পূর্ব্বকৃত নিজের যে সব শুভাশুভ কর্ম আছে, কেবল তাহাই গমন করে ॥ ৫১

সকল মানুষ শুভ ও অশুভ নানাবিধ কর্ম করিয়া যে সব সুবর্ণ এবং রত্নাদি সঞ্চয় করে, সেই সবই মানুষের দেহ নাশ হইলে পর আর কোন প্রয়োজন সাধিত হয় না (কারণ, সে সমস্তই ত' সংসারে থাকিয়া যায়) ॥ ৫২

পরলোকে যাত্রা করিবার সময় তোমার কৃত ও অকৃত কর্মের সাক্ষী আত্মার স্থায় মনুষ্যগণের মধ্যে আর কেহ নাই ॥ ৫৩

পরলোকে যাইবার সময় এই মনুষ্যদেহের অভাব হয় অর্থাৎ এখানেই ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। জীব সূক্ষ্মদেহে লোকান্তরে প্রবেশ করত নিজের বুদ্ধিরূপী নেত্রের দ্বারা সব কিছু দর্শন করিতে থাকে ॥ ৫৪

এই জগতে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য—এই তিন দেবতা জীবের দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন। ইঁহারাই জীবের ধর্মাচরণের দ্রষ্টা এবং পরলোকেও উঁহারাই তাহার সাক্ষী ॥ ৫৫

দিন সকল বস্তুকে প্রকাশিত করে এবং রাত্রি তাহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখে। ইহারা উভয়ে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত এবং সকল বস্তুকেই স্পর্শ করে, অতএব তুমি এসময়ে সর্ব্বদা নিজের ধর্মই পালন কর ৫৬

অনেকপারিপন্থিকে বিরূপরৌদ্রমক্ষিকে।
স্বমেব কর্ম রক্ষ্যতাং স্বকর্ম তত্র গচ্ছতি ॥ ৫৭
ন তত্র সংবিভজ্যতে স্বকর্মণা পরস্পরম্।
তথা কৃতং স্বকর্মজং তদেব ভুজ্যতে ফলম্ ॥ ৫৮
যথাপ্সরোগণাঃ ফলং সুখং মহর্ষিভিঃ সহ।
তথাহপ্নুবন্তি কর্মজং বিমানকামগামিনঃ ॥ ৫৯
যথেহ যৎকৃতং শুভং বিপাপ্মভিঃ কৃতাত্মভিঃ।
তদাপ্নুবন্তি মানবাস্তথা বিশুদ্ধযোনয়ঃ ॥ ৬০
প্রজাপতেঃ সলোকতাং বৃহস্পতেঃ শতক্রতোঃ।
ব্রজন্তি তে পরাং গতিং গৃহস্থধর্মসেতুভিঃ ॥ ৬১
সহস্রশোহপ্যনেকশঃ প্রবক্তুমুৎসহাম তে।
অবুদ্ধিমোহনং পুনঃ প্রভুর্বিনায় পাবকঃ ॥ ৬২
গতা ত্রিরষ্টবর্ষতা ধ্রুবোহসি পঞ্চবিংশকঃ।
কুরুষ্ব ধর্মসঞ্চয়ং বয়ো হি তেহতিবর্ত্ততে ॥ ৬৩
পুরা করোতি সোহন্তকঃ প্রমাদগোমুখাং চমূম্।
যথাগৃহীতমুত্থিতস্ত্বরস্ব ধর্মপালনে ॥ ৬৪
যথা ত্বমেব পৃষ্ঠতস্ত্বমগ্রতো গমিষ্যসি।
তথা গতিং গমিষ্যতঃ কিমাত্মনা পরেণ বা ॥ ৬৫
যদেকপাতিনাং সতাং ভবত্যমুত্র গচ্ছতাম্।
ভয়েষু সাম্পরায়িকং নিধৎস্ব কেবলং নিধিম্ ॥ ৬৬
সকূলমূলবান্ধবং প্রভুর্হরত্যসঙ্গবান্।
ন সন্তি যস্য বারকাঃ কুরুষ্ব ধর্মসংনিধিম্ ॥ ৬৭
ইদং নিদর্শনং ময়া তবেহ পুত্র সাম্প্রতম্
স্বদর্শনানুমানতঃ প্রবর্ণিতং কুরুষ্ব তৎ ॥ ৬৮
দধাতি যঃ স্বকর্মণা দদাতি যস্য কস্যচিৎ।
অবুদ্ধিমোহজৈর্গুণৈঃ স এক এব যুজ্যতে ॥ ৬৯

পরলোকের পথে বহু দস্যু ও শত্রুরা আছে এবং বিকরাল ও ভয়ঙ্কর দংশ (ডাঁস) এবং মক্ষিকাও (মাছি) আছে। এখানে কেবল নিজেরই কৃত কর্মই সঙ্গে যায় ; অতএব তোমার নিজের সৎকর্মকেই সর্ব্বদা রক্ষা করা উচিত। ৫৭

সেখানে নিজের কর্মানুসারে যে সব ফলপ্রাপ্তি হয়, উহার কাহারও সহিত বিভাগ করিবার আবশ্যক হয় না। সেখানে নিজেরই কৃত কর্মসমূহের ফলভোগ করিতে হয়। ৫৮

যেরূপ মহর্ষিগণের সহিত দলে দলে অপ্সরাগণ থাকে এবং তাহারা সকলে নিজের পুণ্যের ফলস্বরূপ সুখভোগ করে, সেইরূপ সেখানে পুণ্যাত্মা মনুষ্যগণ বিমানে আরোহণ করিয়া নিজেদের ইচ্ছানুসারে বিচরণ করেন এবং পুণ্যকর্মজনিত সুখভোগ করেন। ৫৯

নিষ্পাপ ! পুণ্যাত্মা পুরুষগণের দ্বারা এই জগতে যে শুভ কর্ম সম্পাদিত হয়, জন্মান্তরে বিশুদ্ধ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারা সেরূপ ফলই লাভ করেন। ৬০

গৃহস্থ ধর্মের মর্য্যাদাপালনকারী মনুষ্যগণ প্রজাপতি, বৃহস্পতি অথবা ইন্দ্রের লোকে উত্তম গতি প্রাপ্ত হন। ৬১

বৎস ! আমি তোমার সম্মুখে হাজার এবং উহা হইতেও অধিক বার এই কথা দৃঢ় করিয়া বলিতে পারি যে সর্ব্বশক্তিমান এ সকলের পবিত্রকারক ধর্ম যাঁহার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয় নাই, সেই ধর্মাত্মা পুরুষকে সদাই পুণ্যলোকে লইয়া যান। ৬২

পুত্র ! তোমার আয়ু চব্বিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। এখন নিশ্চয়ই তুমি পঁচিশ বৎসরে পড়িয়াছ ; অতএব ধর্ম সঞ্চয় কর। তোমার আয়ু ক্রমশঃ অতিক্রান্ত হইতেছে। ৬৩

দেখ, তোমার এই যে প্রমাদ, উহাতে নিবাসকারী কাল তোমার ইন্দ্রিয়গণের সমুদায়কে মুখরহিত (ভোগশক্তিহীন) করিতেছে। ইহারা অসমর্থ হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই তুমি উত্থিত হও এবং নিজের শরীরের দ্বারা ধর্ম পালন করিবার জন্য ত্বরা কর। ৬৪

যে সময় তুমি শরীর ত্যাগ করিয়া পরলোকের দিকে যাইবে, সেই সময় তুমি পশ্চাতে যাইবে এবং তুমি অগ্রে যাইবে—তুমি ব্যতীত অন্য কেহ অগ্রে-পশ্চাতে যাইবে না। এরূপ অবস্থায় নিজের বা পরের কোন ব্যক্তির সহিত তোমার কি প্রয়োজন ? ৬৫

ভয় উপস্থিত হইলে পর একাকী গমনকারী সৎপুরুষগণের পক্ষে পরলোকে যাহা হিতকর, সেই ধর্ম ও জ্ঞানরূপ নিধি তুমি শুদ্ধভাবে সঞ্চয় কর। ৬৬

সর্ব্বসমর্থ কাল কাহারও প্রতি স্নেহ করেন না। তিনি কূল ও মূল অর্থাৎ আদি-অন্তসহিত সমস্ত বন্ধু-বান্ধবগণকে হরণ করিয়া লইয়া যান। তাঁহাকে নিবারণ করিবার কেহ নাই ; সেইজন্য তুমি ধর্ম সঞ্চয় কর। ৬৭

পুত্র ! আমি নিজের শাস্ত্রজ্ঞান ও অনুমানের দ্বারা এই সময় তোমাকে যে জ্ঞানের উপদেশ করিলাম, তুমি তদনুসারে আচরণ কর। ৬৮

যে মানুষ নিজের সৎকর্মসকলের দ্বারা ধর্মকে ধারণ করিয়া থাকেন এবং যে কোন ব্যক্তিকে নিষ্কামভাবে দান করেন, তিনি একাকীই মোহহীন বুদ্ধিতে প্রাপ্য গুণসমূহের সহিত সংযুক্ত হন। ৬৯

এতং সমস্তশাস্ত্রেষু প্রবৃত্তঃ শুভাঃ ক্রিয়াঃ।
তস্যেতদর্থদর্শনং কৃতজ্ঞমর্থসংহিতম্ ॥ ৭০

নিবন্ধনী রজ্জুরেষা যা গ্রামে বসতো রতিঃ।
ছিত্ত্বৈতাং সুকৃতো যান্তি নৈনাং ছিন্দন্তি দুষ্কৃতঃ ॥ ৭১

কিং তে ধনেন কিং বন্ধুভিস্তে
কিং তে পুত্রৈঃ পুত্রক যো মরিষ্যসি।
আত্মানমন্বিচ্ছ গুহাং প্রবিষ্টং
পিতামহাস্তে ক্ব গতাশ্চ সর্বে ॥ ৭২

শ্বঃ কার্য্যমদ্য কুর্বীত পূর্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম্।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতং বাস্য ন বাকৃতম্ ॥ ৭৩

অনুগম্য বিনাশান্তে নিবর্তন্তে হ বান্ধবাঃ।
অগ্নৌ প্রক্ষিপ্য পুরুষং জ্ঞাতয়ঃ সুহৃদস্তথা ॥ ৭৪

নাস্তিকান্ নিরনুক্রোশান্ নরান্ পাপমতৌ স্থিতান্।
বামতঃ কুরু বিস্রব্ধং পরং প্রেপ্সুরতন্দ্রিতঃ ॥ ৭৫

এবমভ্যাহতে লোকে কালেনোপনিপীড়িতে।
সুমহদ্ধৈর্য্যমালম্ব্য ধর্মং সর্বাত্মনা কুরু ॥ ৭৬

অথেমং দর্শনোপায়ং সম্যগ্ যো বেত্তি মানবঃ।
সম্যক্ স্বধর্মং কৃত্বেহ পরত্র সুখমশ্নুতে ॥ ৭৭

ন দেহভেদে মরণং বিজানতাং
ন চ প্রণাশঃ স্বনুপালিতে পথি।
ধর্মং হি যো বর্ধয়তে স পণ্ডিতো
য এব ধর্মাচ্চ্যবতে স মুহ্যতি ॥ ৭৮

প্রযুক্তয়োঃ কর্মপথি স্বকর্মণোঃ
ফলং প্রয়োক্তা লভতে যথাকৃতম্।
নিহীনকর্মা নিরয়ং প্রপদ্যতে
ত্রিবিষ্টপং গচ্ছতি ধর্মপারগঃ ॥ ৭৯

যিনি সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞানলাভ করিয়াছেন এবং তদনুসারে শুভ কর্মসকলের অনুষ্ঠানে আসক্ত থাকেন, তাঁহারই জন্য এই জ্ঞানের উপদেশ করা হইয়াছে; কারণ, কৃতজ্ঞ পুরুষগণকে যাহা কিছু উপদেশ দেওয়া হয়, তাঁহা সফল হয়। ৭০

মানুষ যখন গ্রামে থাকিয়া সেখানেরই বস্তুসকলের প্রতি আসক্ত হয়, উহাই তাহার পক্ষে বন্ধনকারক রজ্জু। পুণ্যাত্মা লোকসকল উহাকে ছেদন করিয়া উত্তম লোকে গমন করেন; কিন্তু পাপী পুরুষ এই রজ্জুকে ছেদন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৭১

পুত্র! যখন তোমাকে একদিন না একদিন মরিতেই হইবে, তখন ধন, বন্ধু ও পুত্রগণের দ্বারা তোমার কি হইবে? অতএব তুমি হৃদয়রূপ গুহায় আবৃত আত্মতত্ত্বকে অনুসন্ধান কর। আচ্ছা, এখন চিন্তা কর ত'—তোমার পূর্বজাত পিতামহাদিরা কোথায় চলিয়া গিয়াছেন? ৭২

যে কার্য্য কাল করিতে হইবে, উহা আজই করা উচিত এবং যাহা অপরাহ্নকালে করণীয়, তাহাকে পূর্বাহ্নেই সম্পন্ন করা কর্তব্য; কারণ, মৃত্যু ইহা দেখে না যে, এই ব্যক্তির কার্য্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ৭৩

মৃত্যুর পর ভ্রাতাদি বান্ধবগণ, কুটুম্বসকল এবং সুহৃদ্বর্গ শ্মশানভূমি পর্য্যন্ত পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করে ও মৃত ব্যক্তির দেহকে চিতাগ্নিতে দাহ করিয়া ফিরিয়া আসে। ৭৪

অতএব তুমি পরমাত্মতত্ত্ব লাভের বাসনা করিয়া আলস্য পরিত্যাগ করত নাস্তিক, নির্দয় পাপমতি মনুষ্যগণকে বিনা বিচারে বাম করিয়া দাও অর্থাৎ কখনও ভুলিয়াও তাহাকে নিজের সম্মান করিবে না ॥ ৭৫

এইভাবে যখন সম্পূর্ণ সংসার কালের দ্বারা আহত ও পীড়িত হইতে থাকে; তখন তুমি সুদৃঢ় ধৈর্য্য অবলম্বন করত পূর্ণ হৃদয়ে ধর্মের আচরণ কর। ৭৬

যে মানুষ পরমাত্মার সাক্ষাৎকারের এই সাধনকে ভালভাবে জানেন, তিনি এ জগতে যথাযথভাবে স্বধর্ম পালন করত পরলোকে সুখভাগী হন ॥ ৭৭

যে ব্যক্তি ইহা জানেন যে, দেহের নাশ হইলেও নিজের মৃত্যু হয় না এবং শিষ্ট পুরুষগণের দ্বারা পালিত ধর্মপথে চলিলে পর তাহার কখনও নাশ হয় না, তিনিই বুদ্ধিমান্। যিনি এইসব বিবেচনা করিয়া ধর্মকে বর্দ্ধিত করিতে থাকেন, তিনিই বিদ্বান্। যে ব্যক্তি ধর্ম হইতে চ্যুত হয়, সেই ব্যক্তি মোহগ্রস্ত অথবা মূঢ় ॥৭৮

কর্মমার্গে প্রয়োগ (আচরণ) করিলে পর নিজেদের যে শুভাশুভ কর্ম হয়, এই সবের ফল কর্তার কর্মানুসারে লাভ হইতে থাকে। নীচ কর্মকারী নরকে পতিত হয় এবং ধর্মাচরণে পারদর্শী ব্যক্তি স্বর্গলোকে গমন করেন। ৭৯

সোপানভূতং স্বর্গস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভম্ ।
তথাত্মানং সমাদধ্যাদ্ ভ্রশ্যতে ন পুনর্যথা ॥ ৮০

যস্য নোৎক্রামতি মতিঃ স্বর্গমার্গানুসারিণী ।
তমাহুঃ পুণ্যকর্মাণমশোচ্যং পুত্রবান্ধবৈঃ ॥ ৮১

যস্য নোপহতা বুদ্ধির্নিশ্চয়ে হ্যবলম্বতে ।
স্বর্গে কৃতাবকাশস্য নাস্তি তস্য মহদ্ ভয়ম্ ॥ ৮২

তপোবনেষু যে জাতাস্তত্রৈব নিধনং গতাঃ ।
তেষামল্পতরো ধর্মঃ কামভোগানজানতাম্ ॥ ৮৩

যস্তু ভোগান্ পরিত্যজ্য শরীরেণ তপশ্চরেৎ ।
ন তেন কিঞ্চিন্ন প্রাপ্তং তন্মে বহু মতং ফলম্ ॥ ৮৪

মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ
অনাগতান্যতীতানি কস্য তে কস্য বা বয়ম্ ॥ ৮৫

এই দুর্লভ মানব শরীর স্বর্গলোকে গমন করিবার সোপান (সিঁড়ি)-স্বরূপ। ইহাকে লাভ করিয়া তুমি নিজেকে নিজে এইরূপ ধর্মে একাগ্র কর, যাহাতে ইহাকে স্বর্গচ্যুত হইতে না হয় ॥ ৮০

স্বর্গলোকের পথের অনুসরণকারী যাঁহার বুদ্ধি ধর্মকে কখনও উল্লঙ্ঘন করে না, তাঁহাকে পুণ্যাত্মা বলা হয়। তিনি পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের পক্ষে কখনও শোচনীয় হন না ॥ ৮১

যাঁহার বুদ্ধি দূষিত না হইয়া দৃঢ় নিশ্চয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে, তিনি স্বর্গে নিজের স্থান করিয়া নেন। তাঁহার নরকের গুরুতর ভয় হয় না। ৮২

যাঁহারা তপোবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সেখানেই মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অতি অল্পেই ধর্মলাভ হয়; কারণ, তাঁহারা কামভোগ জানেনই না (অতএব দেহত্যাগের সময় তাঁহাদের কষ্ট সহ্য করিতে হয় না)। ৮৩

যে ব্যক্তি ভোগসমূহ পরিত্যাগ করিয়া তপোবনে গমন করত শরীরের দ্বারা তপস্যা করেন, তাঁহার পক্ষে এরূপ কোন বস্তু নাই, যাহা লাভ না হইবে। এই ফল আমার অধিক বলিয়া মনে হইতেছে। ৮৪

হাজার হাজার মাতা-পিতা এবং শত স্ত্রী-পুত্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও ছিলেন এবং পরপর জন্মেও হইবেন। কিন্তু হায়, এখন তাঁহারা কাহার এবং আমরাই বা কাহার ? ৮৫

অহমেকো ন মে কশ্চিন্নাহমন্যস্য কস্যচিৎ ।
ন তং পশ্যামি যস্যাহং তন্ন পশ্যামি যো মম ৮৬

ন তেষাং ভবতা কার্য্যং ন কার্য্যং তব তৈরপি ।
স্বকৃতৈস্তানি যাতানি ভবাংশ্চৈব গমিষ্যতি ॥ ৮৭

ইহ লোকে হি ধনিনাং স্বজনঃ স্বজনায়তে ।
স্বজনস্তু দরিদ্রাণাং জীবতামপি নশ্যতি ॥ ৮৮

সংচিনোত্যশুভং কর্ম কলত্রাপেক্ষয়া নরঃ ।
ততঃ ক্লেশমবাপ্নোতি পরত্রেহ তথৈব চ ॥ ৮৯

পশ্যতি ছিন্নভূতং হি জীবলোকং স্বকর্মণা ।
তৎ কুরুষ তথা পুত্র কৃৎস্নং যৎ সমুদাহৃতম্ ॥ ৯০

তদেতৎ সম্প্রদৃশ্যৈব কর্মভূমিং প্রপশ্যতঃ ।
শুভান্যাচারিতব্যানি পরলোকমভীপ্সতা ॥ ৯১

আমি একাকী। না অন্যকে ও আমার এবং না আমি অন্য কাহার। আমি এরূপ কোন মানুষকে দেখিতে পাই না, যাহার আমি হইতে পারি এবং অন্য কোন মানুষকে এরূপ দেখি না, যিনি আমার হইতে পারিবেন। ৮৬

তুমি তাঁহাদের কিছুই করিতে পারিবে না এবং না তাঁহারা তোমার কোন কিছু করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহারা নিজ নিজ কর্মের সহিত চলিয়া গিয়াছেন ও তুমি একদিন চলিয়া যাইবে। ৮৭

এই সংসারে যিনি ধনবান্, তাঁহারই সহিত তাঁহার স্বজনগণ যথোচিত ব্যবহার করেন, কিন্তু দরিদ্র মানুষের স্বজনগণ তাহার জীবিত অবস্থাতেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চক্ষুর অগোচরে চলিয়া যায়। ৮৮

মানুষ নিজের স্ত্রীর জন্য অশুভ কর্মের সঞ্চয় করে। তাহার ফলরূপে ইহলোক ও পরলোকেও কষ্টভোগ করে। ৮৯

মানুষ নিজ নিজ কর্মের অনুসারেই এই জীবজগৎকে ছিন্ন-ভিন্ন হইতে দেখে; অতএব পুত্র! আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তৎ সমস্ত পরিপালন কর। ৯০

ইহলোক কর্মভূমি -- ইহা বুঝিয়া তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে দিব্যলোক লাভ করিতে অভিলাষী সকল মানুষের শুভ কর্মসমূহেরই আচরণ করা উচিত। ৯১

মাসর্ত্তুসংজ্ঞাপরিবর্ত্তকেন
সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।
স্বকর্মনিষ্ঠাফলসাক্ষিকেণ
ভূতানি কালঃ পচতি প্রসহ্য ॥ ১২

ধনেন কিং যন্ন দদাতি নাশ্নুতে
বলেন কিং যেন রিপুং ন বাধতে।
শ্রুতেন কিং যেন ন ধর্ম্মমাচরেৎ
কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো বশী ॥ ১৩

ভীষ্ম উবাচ
ইদং দ্বৈপায়নবচো হিতমুক্তং নিশম্য তু।
শুকো গতঃ পরিত্যজ্য পিতরং মোক্ষদৈশিকম্ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি পাবকাধ্যয়নং নামৈকবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২১

এই কালরূপী পাচক বলপূর্ব্বক সব জীবগণকে পাক করিতেছেন। মাস ও ঋতুনামক হাতার দ্বারা এই জীব পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। সূর্য্য তাহার পক্ষে অগ্নিস্বরূপ এবং কর্ম্মফলের সাক্ষী রাত্রি ও দিবস তাহার পক্ষে কাষ্ঠস্বরূপ জানিতে হইবে। ১২

সেই ধনের দ্বারা কি লাভ হইবে, যাহা অন্য কাহাকেও দেওয়া যাইবে না এবং নিজেও উপভোগ করা যাইবে না? সেই বলের দ্বারা কি লাভ আছে? যাহার সাহায্যে শত্রুদিগকে বাধা দেওয়া না যাইবে? সেই শাস্ত্রজ্ঞানে কি লাভ? যাহার দ্বারা মানুষ ধর্ম্মাচরণ করিতে সমর্থ হয় না? এবং সেই জীবাত্মার দ্বারা কি লাভ হইবে, যিনি জিতেন্দ্রিয় নন এবং নিজের মনকে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারেন না। ১৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ব্যাসদেব কর্ত্তৃক কথিত এই হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া শুকদেব নিজের পিতাকে পরিত্যাগ করত মোক্ষতত্ত্বের উপদেশক গুরুর নিকটে গমন করিলেন। ১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে পাবকাধ্যয়ননামক একবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শুভাশুভ-কর্ম্মণাং পরিণামঃ কর্ত্তুরবশ্যং ভোক্তব্যঃ—ইতি প্রতিপাদনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
যদ্যস্তি দত্তমিষ্টং বা তপস্তপ্তং তথৈব চ।
গুরূণাং বাপি শুশ্রূষা তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।
আত্মনানর্থযুক্তেন পাপে নিবিশতে মনঃ।
স কর্ম্ম কলুষং কৃত্বা ক্লেশে মহতি ধীয়তে ॥ ২

দুর্ভিক্ষাদেব দুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াদ্ ভয়ম্।
মৃতেভ্যঃ প্রমৃতা যান্তি দরিদ্রাঃ পাপকর্ম্মিণঃ ॥ ৩

উৎসবাদুৎসবং যান্তি স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখম্।
শ্রদ্দধানাশ্চ দান্তাশ্চ ধনস্থাঃ শুভকারিণঃ ॥ ৪

দ্বাবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[শুভাশুভ কর্ম্মফলের পরিণাম কর্ত্তাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হয়—ইহা প্রতিপাদন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যদি দান, যজ্ঞ, তপ অথবা গুরুশুশ্রূষা করিলে কোনও ফললাভ হইয়া থাকে, তবে তাহা আমাকে বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! যখন বুদ্ধি কাম ক্রোধাদি অনর্থযুক্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া মানুষের মন পাপে প্রবৃত্ত হয়। তখন সেই মানুষ দোষযুক্ত কর্ম্ম করিয়া অত্যন্ত ক্লেশে পতিত হইয়া থাকে। ২

পাপকর্ম্মকারী দরিদ্র মানুষ দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষ, ক্লেশ হইতে ক্লেশ এবং ভয় হইতে ভয়কে প্রাপ্ত হইতে হইতে মৃত শবদেহ হইতেও অধিক মৃততুল্য অর্থাৎ অসার হইয়া যায়। ৩

যাঁহারা শ্রদ্ধালু, জিতেন্দ্রিয়, ধনশালী ও শুভকর্ম্মপরায়ণ হন, তাঁহারা উৎসব হইতে উৎসব, স্বর্গ হইতে অধিক স্বর্গ এবং সুখ হইতে অধিক সুখ লাভ করেন। ৪

ব্যালকুঞ্জরদুর্গেষু সর্পচৌরভয়েষু চ।
হস্তাবাপেন গচ্ছন্তি নাস্তিকাঃ কিমতঃ পরম্ ॥ ৫
প্রিয়দেবাতিথেয়াশ্চ বদান্যাঃ প্রিয়সাধবঃ।
ক্ষেম্যমাত্মবতাং মার্গমাস্থিতা হস্তদক্ষিণম্ ॥ ৬
পুলাকা ইব ধান্যেষু পূত্যণ্ডা ইব পক্ষিষু।
তদ্বিধাস্তে মনুষ্যেষু যেষাং ধর্মো ন কারণম্ ॥৭
সুশীঘ্রমপি ধাবন্তং বিধানমনুধাবতি।
শেতে সহ শয়ানেন যেন যেন যথা কৃতম্ ॥ ৮
উপতিষ্ঠতি তিষ্ঠন্তং গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
করোতি কুর্বতঃ কর্মচ্ছায়েবানুবিধীয়তে ॥ ৯
যেন যেন যথা যদ্ যৎ পুরা কর্ম সুনিশ্চিতম্।
তৎ তদেকতরো ভুঙ্‌ক্তে নিত্যং বিহিতমাত্মনা ॥১০
স্বকর্মফলনিক্ষেপং বিধানপরিরক্ষিতম্।
ভূতগ্রামমিমং কালঃ সমন্তাদপকর্ষতি ॥ ১১
অচোদ্যমানানি যথা পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
স্বয়ং কালং নাতিবর্তন্তে তথা কর্ম পুরা কৃতম্ ॥ ১২
সম্মানশ্চাবমানশ্চ লাভালাভৌ ক্ষয়োদয়ৌ।
প্রবৃত্তা বিনিবর্তন্তে বিধানান্তে পদে পদে ॥ ১৩
আত্মনা বিহিতং দুঃখমাত্মনা বিহিতং সুখম্।
গর্ভশয্যামুপাদায় ভুজ্যতে পৌর্বদেহিকম্ ॥ ১৪
বালো যুবা বা বৃদ্ধশ্চ যৎ করোতি শুভাশুভম্।
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং ভুঙ্‌ক্তে জন্মনি জন্মনি ॥ ১৫
যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্।
তথা পূর্বকৃতং কর্ম কর্তারমনুগচ্ছতি ॥ ১৬
মলিনং হি যথা বস্ত্রং পশ্চাচ্ছুধ্যতি বারিণা।
উপবাসৈঃ প্রতপ্তানাং দীর্ঘং সুখমনন্তকম্ ॥ ১৭

নাস্তিক মনুষ্যগণের হস্ত বন্ধ করিয়া রাজা তাহাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেন এবং তখন তাহারা সেই বনে চলিয়া যায়, যে বন মদমত্ত হস্তী থাকায় দুর্গম এবং সর্প ও চোরাদিতে পূর্ণ থাকে। ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি দণ্ড তাহাদের লাভ হইতে পারে ?৫

যাঁহারা দেবপূজা ও অতিথি-সৎকার কার্য্যপ্রিয়, যাঁহারা উদার এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যাঁহাদের প্রিয়, সেই সব পুণ্যাত্মা মানুষ নিজের দক্ষিণ হস্তের ন্যায় মঙ্গলকারী এবং মনকে বশীভূত করিয়া রাখিতে সমর্থ যোগিগণেরই প্রাপ্তব্য পথে আরোহণ করেন। ৬

যাহাদের উদ্দেশ্য ধর্মপালন নয়, এরূপ মনুষ্যগণকে সমাজের সেইরূপ বুঝিতে হইবে, যেরূপ ধানসমূহের মধ্যে পুলাক (আগড়া) ধান এবং পক্ষিসকলের মধ্যে জননাক্ষম অণ্ড (পচা ডিম) ॥৭

যে যে মানুষ যেরূপ কর্ম করিয়া থাকে, সেই সব কর্ম তাহাদের অনুগমন করে। যদি কর্তা মানুষ অতিক্রত ধাবিত হয়, তবে সেই কর্মও অতিক্রততার সহিত তাহার অনুগমন করিতে থাকে। যখন সে শয়ন করে, তখন তাহার কর্মফলও শয়ন করে। যখন সে দাঁড়াইয়া থাকে, তখন কর্মফলও তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে এবং যখন মানুষ গমন করে, তখন তাহার কর্মফলও তাহার সহিত গমন করে। কেবল ইহাই নহে, কোন কার্য্য করিবার সময়ও কর্মসংস্কার তাহার সঙ্গ ত্যাগ করে না। সর্বদা ছায়ার ন্যায় তাহার পশ্চাদ্‌গামী হয়। ৮-৯

যে যে মানুষ নিজ নিজ পূর্বজন্মে যেরূপ যেরূপ কর্ম করিয়াছে, সেই সেই নিজেরই কৃত সেই সব কর্মের ফল সর্বদা একাকীই ভোগ করিবে। ১০

নিজ নিজ কর্মের ফল এক 'গচ্ছিত ধনের' ন্যায়, উহা শাস্ত্রের বিধানুসারে সুরক্ষিত থাকে। উপযুক্ত সময় আসিলে পর সেই কাল এই প্রাণিগণকে আকর্ষণ করিতে থাকেন। ১১

যেরূপ পুষ্প ও ফল কাহারও প্রেরণা বিনাই নিজ নিজ সময় পর্যন্ত বৃক্ষে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ পূর্বে কৃত কর্মও নিজের ফলভোগের সময় উল্লঙ্ঘন করে না। ১২

সম্মান-অপমান, লাভ-ক্ষতি ও উন্নতি-অবনতি—এ সবই পূর্বজন্মের কর্মানুসারে পদে পদে মানুষ লাভ করে এবং প্রারব্ধ ভোগের পর পুনরায় নিবৃত্ত হইয়া যায়। ১৩

দুঃখ নিজেরই কৃত কর্মের ফল এবং সুখও নিজেরই পূর্বকৃত কর্মসকলের পরিণাম। জীব মাতার গর্ভাশয়ে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব শরীরের দ্বারা উপার্জিত সুখ-দুঃখ উপভোগ করিতে থাকে। ১৪

বালক, যুবক অথবা বৃদ্ধ যাহা কিছু শুভাশুভ কর্ম করে, জন্ম-জন্মান্তরে সেই অবস্থাতেই সেই সেই কর্মের ফল ভোগ করে ॥১৫

যেরূপ বৎস হাজার হাজার গরুর মধ্যে নিজের মাতাকে চিনিয়া তাহারই দুধ পান করে, সেইরূপ পূর্বে কৃত কর্মও নিজের কর্তারই অনুগমন করে। ১৬

যেরূপ মলিন বস্ত্র জলের দ্বারা ধৌত করিলে পরে শুদ্ধ হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি উপবাস করিয়া তপস্যা করেন, (তাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে পরে) তিনি মহাসুখ লাভ করেন। ১৭

১৩শ বর্ষ, আষাঢ়মাস, ১৩৮১]

[প্রথমসংখ্যা — রথযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদা [illegible] রনাথপ্রবর্ত্তি

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সম্প্রদায়)

মুদ্রা-কর্ম্মকিঙ্কর :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮'০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১'৭৫ টাকা।

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সঞ্চালক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৩৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

দীর্ঘকালেন তপসা সেবিতেন মহামতে।
ধর্মনির্ধূতপাপানাং সংসিধ্যন্তে মনোরথাঃ ॥ ১৮

শকুনানামিবাকাশে মৎস্যানামিব চোদকে।
পদং যথা ন দৃশ্যেত তথা পুণ্যকৃতাং গতিঃ ॥ ১৯

অলমন্যৈরুপালম্ভৈঃ কীর্তিতৈশ্চ ব্যতিক্রমৈঃ।
পেশলং চানুরূপঞ্চ কর্তব্যং হিতমাত্মনঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি ধর্মমূলিকো নাম দ্বাবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২২

মহামতে! দীর্ঘকাল ধরিয়া কৃত তপস্যার দ্বারা এবং ধর্মাচরণের দ্বারা যাঁহাদের পাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ১৮

যেরূপ আকাশে পক্ষিগণের এবং জলে মৎস্যগণের চরণচিহ্ন দেখা যায় না, সেইরূপ পুণ্যাত্মা জ্ঞানীদিগেরও গতি জানিতে পারা যায় না। ১৯

অন্য ব্যক্তিগণকে তিরস্কার করা এবং মনুষ্যগণের অন্যান্য অপরাধ চর্চা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। যাহা সুন্দর, অনুকূল এবং নিজের পক্ষে হিতকর বলিয়া মনে হইবে, সেই কর্মই করা কর্তব্য। ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে ধর্মমূলিকনামক দ্বাবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পুত্রপ্রাপ্তয়ে ব্যাসদেবস্য তপস্যা, ভগবতঃ শঙ্করাদ্ বরপ্রাপ্তিশ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং ব্যাসস্য ধর্মাত্মা শুকো জজ্ঞে মহাতপাঃ।
সিদ্ধিঞ্চ পরমাং প্রাপ্তস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

কস্যাং চোৎপাদয়ামাস শুকং ব্যাসস্তপোধনঃ।
ন হ্যস্য জননীং বিদ্ম জন্ম চাগ্র্যং মহাত্মনঃ ॥ ২

কথঞ্চ বালস্য সতঃ সূক্ষ্মজ্ঞানে গতা মতিঃ।
যথা নান্যস্য লোকেঽস্মিন্ দ্বিতীয়স্যেহ কস্যচিৎ ॥ ৩

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ মহামতে।
ন হি মে তৃপ্তিরস্তীহ শৃণ্বতোঽমৃতমুত্তমম্ ॥ ৪

মাহাত্ম্যমাত্মযোগঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চ শুকস্য হ।
যথাবদানুপূর্ব্যেণ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ৫

ভীষ্ম উবাচ।

ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তৈর্ন চ বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্ ॥ ৬

ত্রয়োবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[পুত্রপ্রাপ্তির জন্য ব্যাসদেবের তপস্যা এবং ভগবান্ শঙ্কর হইতে বর প্রাপ্তি।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! ব্যাসদেবের গৃহে মহাতপস্বী ও ধর্মাত্মা শুকদেব কি কারণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? এবং তিনি পরম সিদ্ধিই বা কি ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন। ১

তপোধন ব্যাসদেব কোন্ রমণীর গর্ভে শুকদেবের জন্মদান করিয়াছিলেন? আমরা শুকদেবের মাতার নাম জানিনা এবং আমরা তাহার শ্রেষ্ঠ জন্মের বৃত্তান্ত জানি না। ২

শুকদেব ত' বালক ছিলেন, তথাপি তাঁহার বুদ্ধি সূক্ষ্ম জ্ঞানে কিরূপে নিবিষ্ট হইল? এ জগতে তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও এরূপ বুদ্ধি দেখা যায় না। ৩

মহামতে! আমি এই প্রসঙ্গ সবিস্তরে শুনিতে বাসনা করি। আপনার এই অমৃততুল্য উত্তম ও মধুর প্রবচন শুনিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না। ৪

পিতামহ! আপনি আমাকে শুকদেবের মাহাত্ম্য, আত্মযোগ ও বিজ্ঞান যথার্থরীতিতে ক্রমশঃ বর্ণনা করুন। ৫

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! অধিক বয়স হইলে পর, কেশ পক্ব হইলে পর, অধিক ধন হইলে পর এবং ভাই—বন্ধুগণের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইলেও কেহ বড় হইতে পারে না। ঋষিগণ এই নিয়ম স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের মধ্যে যিনি বেদের প্রবচন করিতে পারিবেন, তিনিই মহান্ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। ৬

তপোমূলমিদং সর্বং যন্মাং পৃচ্ছসি পাণ্ডব।
তদিন্দ্রিয়াণি সংযম্য তপো ভবতি নান্যথা ॥ ৭
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব সিদ্ধিমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৮
অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ।
যোগস্য কলয়া তাত ন তুল্যং বিদ্যতে ফলম্ ॥ ৯
অত্র তে বর্তয়িষ্যামি জন্মযোগফলং তথা।
শুকস্যাগ্র্যাং গতিং চৈব দুর্বিদামকৃতাত্মভিঃ ॥১০
মেরুশৃঙ্গে কিল পুরা কর্ণিকারবনাবৃতে।
বিজহার মহাদেবো ভীমৈর্ভূতগণৈর্বৃতঃ ॥ ১১
শৈলরাজসুতা চৈব দেবী তত্রাভবৎ পুরা।
তত্র দিব্যং তপস্তেপে কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা ॥ ১২
যোগেনাত্মানমাবিশ্য যোগধর্মপরায়ণঃ।
ধারয়ন্ স তপস্তেপে পুত্রার্থং কুরুসত্তম ॥ ১৩
অগ্নের্ভূমেরপাং বায়োরন্তরিক্ষস্য বা বিভো।
ধৈর্যেণ সম্মিতঃ পুত্রো মম ভূয়াদিতি স্ম হ ॥ ১৪
সঙ্কল্পেনাথ যোগেন দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ।
বরয়ামাস দেবেশমাস্থিতস্তপ উত্তমম্ ॥ ১৫
অতিষ্ঠন্মারুতাহারঃ শতং কিল সমাঃ প্রভুঃ।
আরাধয়ন্মহাদেবং বহুরূপমুমাপতিম্ ॥ ১৬
তত্র ব্রহ্মর্ষয়শ্চৈব সর্বে রাজর্ষয়স্তথা।
লোকপালাশ্চ লোকেশং সাধ্যাশ্চ বহুভিঃ সহ ॥ ১৭
আদিত্যাশ্চৈব রুদ্রাশ্চ দিবাকর-নিশাকরৌ।
বসবো মরুতশ্চৈব সাগরাঃ সরিতস্তথা ॥ ১৮
অশ্বিনৌ দেব-গন্ধর্বাস্তথা নারদ-পর্বতৌ।
বিশ্বাবসুশ্চ গন্ধর্বঃ সিদ্ধাশ্চাপ্সরসস্তথা ॥ ১৯
তত্র রুদ্রো মহাদেবঃ কর্ণিকারময়ীং শুভাম্।
ধারয়াণঃ স্রজং ভাতি জ্যোৎস্নামিব নিশাকরঃ ॥ ২০
তস্মিন্ দিব্যে বনে রম্যে দেবদেবর্ষিসঙ্কুলে।
আস্থিতং পরমং যোগমৃষিঃ পুত্রার্থমচ্যুতঃ ॥ ২১

পাণ্ডুনন্দন! তুমি আমাকে যে সব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই সবের মূল হইল তপস্যা। ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিলেই তপস্যার সিদ্ধি হয়, অন্যথা নহে। ৭

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, মানুষ ইন্দ্রিয়গণের বিষয়াসক্তি-বশতই দোষ প্রাপ্ত হয় এবং সেই ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া রাখিতে পারিলে মানুষ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৮

তাত! সহস্র অশ্বমেধ এবং শত বাজপেয় যজ্ঞের যে ফল, উহা যোগের যোল ভাগের একভাগ সমানও নহে ॥ ৯

রাজন্! আমি তোমাকে শুকদেবের জন্মবৃত্তান্ত, যোগফল ও অজিতাত্মা পুরুষগণের দুর্বোধ্য সেই উৎকৃষ্ট গতির কথা এখন বলিব। ১০

পুরাকালে কর্ণিকার বনসুশোভিত মেরুপর্বতের শিখরে ভগবান্ শঙ্কর ভয়ানক ভূতগণের সহিত বিহার করিতেছিলেন ॥ ১১

সেখানে গিরিরাজকুমারী উমাদেবীও তাঁহার সহিত বাস করিতেছিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব সেই পর্বতের উপরে দিব্য তপস্যা করিতেছিলেন ॥ ১২

কুরুশ্রেষ্ঠ! যোগধর্মপরায়ণ বেদব্যাস যোগের দ্বারা নিজের মনকে পরমাত্মায় সংযুক্ত করিয়া ধারণা সহকারে তপস্যায় নিরত ছিলেন। তাঁহার তপস্যার উদ্দেশ্য ছিল পুত্রলাভ করা ॥ ১৩

তিনি এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, অগ্নি, ভূমি, জল, বায়ু ও আকাশসদৃশ ধৈর্যশালী এক পুত্র আমার লাভ হউক। ১৪

উক্ত সঙ্কল্প গ্রহণ করত যোগের দ্বারা উত্তম তপস্যায় নিরত বেদব্যাস অজিতাত্মা পুরুষগণের পক্ষে দুর্লভ দেবেশ্বর মহাদেবের নিকট হইতে বর প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৫

শক্তিশালী ব্যাসদেব শতবর্ষকাল কেবল বায়ু ভক্ষণ করিতে করিতে বহুরূপধারী উমাপতি মহাদেবের আরাধনায় যুক্ত হইলেন ॥ ১৬

সেখানে সমস্ত ব্রহ্মর্ষি, সকল রাজর্ষি, লোকপাল, বহুসংখ্যক অনুচরের সহিত সাধ্য, আদিত্য, রুদ্র, সূর্য, চন্দ্র, বসুগণ, মরুদ্গণ, সমুদ্র, নদী, অশ্বিনীকুমারযুগল, দেবতা, গন্ধর্ব, নারদ, পর্বত, গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু, সিদ্ধ এবং অপ্সরাগণও লোকেশ্বর মহাদেবের আরাধনা করিতেছিলেন। ১৭-১৯

সেখানে মহাদেব রুদ্র কর্ণিকাপুষ্পসমূহের মনোহর মালা ধারণকরিয়া জোৎস্না সহ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। দেবতা এবং দেবর্ষিগণে পরিপূর্ণ সেই দিব্য রমণীয় বনে পুত্র-লাভের জন্য উত্তম যোগ অবলম্বন করিয়া মুনিবর ব্যাসদেব তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং তাহা হইতে কোনরূপেই বিচলিত হইলেন না। ২০-২১

ন চাস্য হীয়তে প্রাণো ন গ্লানিরুপজায়তে
ত্রয়াণামপি লোকানাং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ২২
জটাশ্চ তেজসা তস্য বৈশ্বানরশিখোপমাঃ।
প্রজ্বলন্ত্যঃ স্ম দৃশ্যন্তে যুক্তস্যামিততেজসঃ ॥ ২৩
মার্কণ্ডেয়ো হি ভগবানেতদাখ্যাতবান্ মম।
স দেবচরিতানীহ কথয়ামাস মে সদা ॥ ২৪
এতা অদ্যাপি কৃষ্ণস্য তপসা তেন দীপিতাঃ।
অগ্নিবর্ণা জটাস্তাত প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ২৫
এবংবিধেন তপসা তস্য ভক্ত্যা চ ভারত।
মহেশ্বরঃ প্রসন্নাত্মা চকার মনসা মতিম্ ॥ ২৬

উবাচ চৈবং ভগবাংস্ত্র্যম্বকঃ প্রহসন্নিব।
এবংবিধস্তে তনয়ো দ্বৈপায়ন ভবিষ্যতি ॥ ২৭
যথা হ্যগ্নির্যথা বায়ুর্যথা ভূমির্যথা জলম্।
যথা চ খং তথা শুদ্ধো ভবিতা তে সুতো মহান্ ॥ ২৮
তদ্ভাবভাবী তদ্বুদ্ধিস্তদাত্মা তদপাশ্রয়ঃ।
তেজসাঽঽবৃত্য লোকাংস্ত্রীন্ যশঃ প্রাপ্স্যতি তে সুতঃ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্মপর্ব্বণি শুকোৎপত্তৌ
ত্রয়োবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২৩

এরূপ কঠোর তপস্যা করিলে পরও তাঁহার প্রাণ নষ্ট হইল না এবং তিনি পরিশ্রান্তও হইলেন না। ইহা তিন লোকের মধ্যে যেন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া মনে হইতেছিল। ২২

যোগযুক্ত অমিততেজস্বী ব্যাসদেবের জটাসমূহ তাঁহার তেজে অগ্নির শিখার ন্যায় প্রজ্বলিত দেখাইতেছিল। ২৩

এই বৃত্তান্ত আমাকে ভগবান্ মার্কণ্ডেয় শুনাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে সর্ব্বদাই দেবতাগণের নানাবিধ চরিত্র বলিয়া শুনাইতেন। ২৪

তাত! সেই তপস্যার দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া মহাত্মা ব্যাসদেবের এই জটাসমূহ আজও অগ্নির সদৃশ প্রকাশিত হইতেছে। ২৫

ভারত! তাঁহার সেরূপ তপস্যা ও ভক্তি দেখিয়া মহাদেব অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং তিনি মনে মনে তাঁহাকে অভীষ্ট বরদান করিতে স্থির করিলেন। ২৬

ভগবান্ ত্রিলোচন শঙ্কর ব্যাসদেবের সম্মুখে আসিলেন এবং যেন হাস্য করিতে করিতে বলিলেন—দ্বৈপায়ন! তুমি যেরূপ বাসনা করিতেছ, সেইরূপ পুত্রই তোমার লাভ হইবে। ২৭

যেরূপ অগ্নি, যেরূপ বায়ু; যেরূপ পৃথিবী, যেরূপ জল এবং যেরূপ আকাশ শুদ্ধ, সেইরূপ তোমার পুত্রও শুদ্ধ ও মহান্ হইবে। ২৮

সে ভগবদ্ভাবেই ভাবিত থাকিবে, ভগবানেই তাহার বুদ্ধি নিবিষ্ট থাকিবে, ভগবানেই তাহার মন আসক্ত রহিবে এবং এবং একমাত্র ভগবান্কেই সে নিজের আশ্রয় বলিয়া মনে করিবে; তাহার তেজে তিন লোক ব্যাপ্ত হইয়া যাইবে ও তোমার এই পুত্র জগতে খ্যাতি লাভ করিবে। ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে শুকদেবের উৎপত্তিবিষয়ক ত্রয়োবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শুকদেবস্য জন্মগ্রহণম্, তস্য যজ্ঞোপবীত-বেদাধ্যয়ন-সমাবর্তনসংস্কারবৃত্তান্তশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

স লব্ধ্বা পরমং দেবাদ্ বরং সত্যবতীসুতঃ।
অরণী সহিতে গৃহ্য মমন্থাগ্নিচিকীর্ষয়া ॥ ১

অথ রূপং পরং রাজন্ বিভ্রতীং স্বেন তেজসা।
ঘৃতাচীং নামাপ্সরসমপশ্যদ্ ভগবানৃষিঃ ॥ ২

ঋষিরপ্সরসং দৃষ্ট্বা সহসা কামমোহিতঃ।
অভবদ্ ভগবান্ ব্যাসো বনে তস্মিন্ যুধিষ্ঠির ॥

সা চ দৃষ্ট্বা তদা ব্যাসং কামসংবিগ্নমানসম্।
শুকী ভূত্বা মহারাজ ঘৃতাচী সমুপাগমৎ ॥ ৪

স তামপ্সরসং দৃষ্ট্বা রূপেণান্যেন সংবৃতাম্।
শরীরজেনানুগদঃ সর্বগাত্রাতিগেন হ ॥ ৫

স তু ধৈর্য্যেণ মহতা নিগৃহ্নন্ হৃচ্ছয়ং মুনিঃ।
ন শশাক নিয়ন্তুং তদ্ ব্যাসঃ প্রবিসৃতং মনঃ ॥

ভাবিত্বাচ্চৈব ভাবস্য ঘৃতাচ্যা বপুষা হৃতঃ।
যত্নান্নিযচ্ছতস্তস্য মুনেরগ্নিচিকীর্ষয়া ॥ ৭

অরণ্যামেব সহসা তস্য শুক্রমবাপতৎ।
সোঽবিশঙ্কেন মনসা তথৈব দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৮

অরণীং মমন্থ ব্রহ্মর্ষিস্তস্যাং জজ্ঞে শুকো নৃপ।
শুক্রে নির্মথ্যমানে স শুকো জজ্ঞে মহাতপাঃ ॥ ৯

পরমর্ষির্মহাযোগী অরণীগর্ভসম্ভবঃ।
যথাধ্বরে সমিদ্ধোঽগ্নির্ভাতি হব্যমুদাবহন্ ॥ ১০

তথারূপঃ শুকো জজ্ঞে প্রজ্বলন্নিব তেজসা।
বিভ্রৎ পিতুশ্চ কৌরব্য রূপবর্ণমনুত্তমম্ ॥ ১১

বভৌ তদা ভাবিতাত্মা বিধুম ইব পাবকঃ।
তং গঙ্গা সরিতাং শ্রেষ্ঠা মেরুপৃষ্ঠে জনেশ্বর ॥ ১২

চতুর্বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[শুকদেবের জন্মগ্রহণ, তাঁহার যজ্ঞোপবীত, বেদাধ্যয়ন এবং সমাবর্তনসংস্কারের বৃত্তান্ত।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! মহাদেবের উত্তম বর প্রাপ্ত হইয়া একদিন সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব অগ্নি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করিয়া দুইটি অরণী কাষ্ঠখণ্ড গ্রহণ করত তাহাকে মন্থন করিতে লাগিলেন। ১

হে রাজন্! সেই সময় এই ভগবান্ ঋষি ব্যাসদেব সেখানে উপস্থিত ঘৃতাচী নাম্নী এক অপ্সরাকে দেখিলেন। এই অপ্সরা নিজ তেজে পরম মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ২

যুধিষ্ঠির! সেই বনে উক্ত অপ্সরাকে দেখিয়া ঋষি ভগবান্ ব্যাসদেব সহসা কামে মোহিত হইয়া উঠিলেন। মহারাজ! সেই সময় ব্যাসদেবের হৃদয় কামে ব্যাকুল হইতে দেখিয়া সেই অপ্সরা ঘৃতাচী শুকী হইয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিলেন। ৩-৪

সেই অপ্সরাকে অন্যরূপে আত্মগোপন করিতে দেখিয়া তাঁহার সমস্ত শরীরে কামবেদনা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ৫

মুনিবর ব্যাসদেব অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত নিজের কামবেগকে সংযত করিতে লাগিলেন; কিন্তু অপ্সরার দিকে অনুধাবিত মনকে নিবৃত্ত করিতে তিনি কোনরূপেই সমর্থ হইলেন না। ৬

তিনি তদ্ভাবে ভাবিত হইয়াই অবস্থান করিতে লাগিলেন; সেইজন্য ব্যাসদেব ঘৃতাচীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। অগ্নি উৎপাদন করিবার ইচ্ছায় নিজের কামবেগকে যত্নপূর্বক নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকিলেও মহর্ষি বেদব্যাসের বীর্য্য সহসা সেই অরণীকাষ্ঠের উপর যাইয়া পতিত হইল। ৭½

নৃপ! এই সময়েও দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি বেদব্যাস নিঃশঙ্কচিত্তে দুই অরণী কাষ্ঠ মন্থনে ব্যাপৃত রহিলেন। সেই সময় অরণী কাষ্ঠ হইতেই শুকদেব উৎপন্ন হইলেন। ৮½

অরণীর সহিত শুক্রও মথিত হইতে থাকায় মহাতপস্বী ও মহাযোগী পরমর্ষি শুকদেবের জন্ম হইল। তিনি অরণীর গর্ভ হইতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৯½

যেরূপ যজ্ঞে হবিস্থবহনকারী প্রজ্বলিত অগ্নি প্রকাশিত হইতে থাকে; সেইরূপ শুকদেবও প্রকটিত হইলেন। তিনি নিজ তেজে যেন জাজ্বল্যমান হইতেছিলেন। ১০½

কুরুনন্দন! নিজের পিতার সমানই অতিশয় উত্তম রূপ ও কান্তিধারী পবিত্রাত্মা শুকদেব ধূমহীন অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান হইতেছিলেন। ১১½

জনেশ্বর! সেই সময় নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীগঙ্গাদেবী মূর্তিমতী হইয়া মেরুপর্বতে আসিলেন এবং তিনি নিজ জলে শুকদেবের তৃপ্তিসাধন করিলেন। ১২½

স্বরূপিণী তদাভ্যেত্য তর্পয়ামাস বারিণা।
অন্তরিক্ষাচ্চ কৌরব্য দণ্ডঃ কৃষ্ণাজিনঞ্চ হ॥ ১৩
পপাত ভূমিং রাজেন্দ্র শুকস্যার্থে মহাত্মনঃ।
জেগীয়ন্তে স্ম গন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥ ১৪
দেবদুন্দুভয়শ্চৈব প্রাবাদ্যন্ত মহাস্বনাঃ।
বিশ্বাবসুশ্চ গন্ধর্ব্বস্তথা তুম্বুরু-নারদৌ॥ ১৫
হাহা হূহুশ্চ গন্ধর্ব্বৌ তুষ্টুবুঃ শুকসম্ভবম্।
তত্র শক্রপুরোগাশ্চ লোকপালাঃ সমাগতাঃ॥ ১৬
দেবা দেবর্ষয়শ্চৈব তথা ব্রহ্মর্ষয়োঽপি চ।
দিব্যানি সর্বপুষ্পাণি প্রববর্ষ চ মারুতঃ॥ ১৭
জঙ্গমাজঙ্গমং চৈব প্রহৃষ্টমভবজ্জগৎ।
তং মহাত্মা স্বয়ং প্রীত্যা দেব্যা সহ মহাদ্যুতিঃ॥ ১৮
জাতমাত্রং মুনেঃ পুত্রং বিধিনোপানয়ৎ তদা।
তস্য দেবেশ্বরঃ শক্রো দিব্যমদ্ভুতদর্শনম্॥ ১৯
দদৌ কমণ্ডলুং প্রীত্যা দেববাসাংসি বা বিভো।
হংসাশ্চ শতপত্রাশ্চ সারসাশ্চ সহস্রশঃ॥ ২০
প্রদক্ষিণমবর্ত্তন্ত শুকাশ্চাষাশ্চ ভারত।
আরণেয়স্ততো দিব্যং প্রাপ্য জন্ম মহাদ্যুতিঃ॥ ২১
তত্রৈবোবাস মেধাবী ব্রতচারী সমাহিতঃ।
উৎপন্নমাত্রং তং বেদাঃ সরহস্যাঃ সসংগ্রহাঃ॥ ২২
উপতস্থুর্মহারাজ যথাস্য পিতরং তথা।
বৃহস্পতিঞ্চ বব্রে স বেদবেদাঙ্গভাষ্যবিৎ॥ ২৩
উপাধ্যায়ং মহারাজ ধর্মমেবানুচিন্তয়ন্।
সোঽধীত্য নিখিলান্ বেদান্ সরহস্যান্ সসংগ্রহান্॥২৪
ইতিহাসঞ্চ কার্ৎস্ন্যেন রাজশাস্ত্রাণি বা বিভো।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা সমাবৃত্তো মহামুনিঃ॥ ২৫
উগ্রং তপঃ সমারেভে ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ বাল্যেঽপি স মহাতপাঃ॥
সম্মন্ত্রণীয়ো মান্যশ্চ জ্ঞানেন তপসা তথা॥ ২৬

কুরুনন্দন! রাজেন্দ্র! আকাশ হইতে মহাত্মা শুকদেবের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দণ্ড ও কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম—এই দুইটি বস্তু পৃথিবীতে পতিত হইল। ১৩;

এই সময় গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে এবং অপ্সরাবৃন্দ নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেবতাদিগের দুন্দুভিসমূহ তীব্র শব্দে বাজিয়া উঠিল। বিশ্বাবসু, তুম্বুরু, নারদ, হাহা ও হূহূ প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ শুকদেবের জন্মগাথা গান করিতে লাগিলেন। ১৪-১৫½

ইন্দ্রাদি সমস্ত লোকপাল, দেবতা, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৬½

বায়ুদেব সর্ব্বপ্রকার দিব্য পুষ্পসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চর ও অচর সমগ্র জগৎ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ১৭½

তখন মহাতেজস্বী মহাত্মা ভগবান্ শঙ্কর দেবী পার্ব্বতীর সহিত স্বয়ং প্রসন্নতাসহকারে উপস্থিত হইয়া মহর্ষি ব্যাসদেবের সেই নবজাত পুত্রের বিধিপূর্ব্বক উপনয়ন সংস্কার করিলেন। ১৮½

প্রভো! সেই সময় দেবেশ্বর ইন্দ্র তাঁহাকে প্রীতি সহকারে দিব্য ও অদ্ভুত কমণ্ডলু এবং দেবোচিত বস্ত্র প্রদান করিলেন। ১৯½

ভারত! সহস্র হংস, শতপত্র, সারস, শুক ও নীলকণ্ঠাদি পক্ষীরা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। ২০½

তদনন্তর মহাতেজস্বী অরণীসম্ভূত শুক এই দিব্য জন্ম লাভ করত ব্রহ্মচর্য্যের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান্, ব্রতপালক এবং একাগ্রচিত্ত ছিলেন। ২১½

মহারাজ! শুকদেবের জন্ম হইবা মাত্র রহস্য ও সংগ্রহ সহ সমস্ত বেদ তাঁহার সেবায় সেইভাবে উপস্থিত হইলেন, যেরূপ তিনি তাঁহার পিতা বেদব্যাসের সেবায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২২½

মহারাজ! বেদ-বেদাঙ্গসমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ শুকদেব ধর্ম্মের তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া বৃহস্পতিকে নিজের গুরু করিলেন। ২৩½

প্রভো! মহামুনি শুকদেব তাঁহার নিকটে রহস্য ও সংগ্রহ সহ সম্পূর্ণ বেদ, সমগ্র ইতিহাস এবং রাজশাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক সমাবর্ত্তন সংস্কারের পর গৃহ অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। ২৪-২৫

তিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে করিতে উগ্র তপস্যা আরম্ভ করিলেন। মহাতপস্বী শুকদেব জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা বাল্যকালেও দেবতা এবং ঋষিগণের আদরণীয় ও তাঁহাদের পরামর্শদানের যোগ্য হইয়াছিলেন। ২৬

স যস্যা রমতে বুদ্ধিরাশ্রমেষু নরাধিপ।
ত্রিষু গার্হস্থ্যমূলেষু মোক্ষধর্মানুদর্শিনঃ॥ ২৭

নরনাথ! তিনি মোক্ষপথের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন; অতএব তাঁহার বুদ্ধি গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করিয়া অবস্থিত অন্য তিন আশ্রমে প্রসন্নতার অনুভব করিত না। ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকোৎপত্তৌ চতুর্বিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে শুকদেবের উৎপত্তিবিষয়ক চতুর্বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পিতুরাজ্ঞয়া শুকদেবস্য মিথিলায়াং গমনম্, তত্র দ্বারপাল-মন্ত্রি-যুবতীস্ত্রীভিঃ সংকৃতানন্তরং তস্য ধ্যানাবস্থানঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

স মোক্ষমনুচিন্ত্যৈব শুকঃ পিতরমভ্যগাৎ।
প্রাহাভিবাদ্য চ গুরুং শ্রেয়োঽর্থী বিনয়ান্বিতঃ॥ ১
মোক্ষধর্মেষু কুশলো ভগবান্ প্রব্রবীতু মে।
যথা মে মনসঃ শান্তিঃ পরমা সম্ভবেৎ প্রভো॥ ২
শ্রুত্বা পুত্রস্য তু বচঃ পরমর্ষিরুবাচ তম্।
অধীষ্ব পুত্র মোক্ষং বৈ ধর্মাংশ্চ বিবিধানপি॥ ৩
পিতুর্নিয়োগাজ্জগ্রাহ শুকো ধর্মভৃতাং বরঃ।
যোগশাস্ত্রঞ্চ নিখিলং কাপিলং চৈব ভারত॥ ৪
স তং ব্রাহ্ম্যা শ্রিয়া যুক্তং ব্রহ্মতুল্যপরাক্রমম্।

পঞ্চবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[পিতার আজ্ঞায় শুকদেবের মিথিলায় গমন এবং সেখানে দ্বারপাল, মন্ত্রী ও যুবতীস্ত্রীগণের দ্বারা সংকৃত হওয়ার পর তাঁহার ধ্যানে অবস্থান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! শুকদেব মোক্ষের বিষয় চিন্তা করিয়া নিজের পিতা ও গুরু বেদব্যাসের নিকট গমন করিলেন এবং বিনীতভাবে তাঁহার চরণে প্রণাম করত কল্যাণলাভের বাসনায় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ১

প্রভো! আপনি মোক্ষধর্মে কুশল; অতএব আপনি আমাকে এরূপ উপদেশ প্রদান করুন, যাহাতে আমার চিত্তের পরম শান্তি লাভ হয়। ২

পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বেদব্যাস বলিলেন,—পুত্র! তুমি মোক্ষ ও অন্যান্য বিবিধ ধর্মশাস্ত্রসকল অধ্যয়ন কর।৩

ভারত! পিতার আদেশে ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শুকদেব সমস্ত যোগশাস্ত্র এবং কপিলপ্রোক্ত সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। ৪

মেনে পুত্রং যদা ব্যাসো মোক্ষধর্মবিশারদম্॥ ৫
উবাচ গচ্ছেতি তদা জনকং মিথিলেশ্বরম্।
স তে বক্ষ্যতি মোক্ষার্থং নিখিলং মিথিলেশ্বরঃ॥ ৬
পিতুর্নিয়োগমাদায় জগাম মিথিলাং নৃপ।
প্রষ্টুং ধর্মস্য নিষ্ঠাং বৈ মোক্ষস্য চ পরায়ণম্॥ ৭
উক্তশ্চ মানুষেণ ত্বং পথা গচ্ছেত্যবিস্মিতঃ।
ন প্রভাবেণ গন্তব্যমন্তরিক্ষচরেণ বৈ॥ ৮
আর্জবেনৈব গন্তব্যং ন সুখান্বেষিণা তথা।
নান্বেষ্টব্যা বিশেষাস্তু বিশেষা হি প্রসঙ্গিনঃ॥ ৯

যখন ব্যাসদেব ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, আমার পুত্র ব্রহ্মতেজসম্পন্ন ও মোক্ষধর্মে কুশল হইয়াছে এবং সমস্ত শাস্ত্রেই তাঁহার ব্রহ্মার ন্যায় গতি হইয়াছে, তখন তিনি বলিলেন—পুত্র! এখন তুমি মিথিলার রাজা জনকের নিকট গমন কর। সেই মিথিলাপতি জনক তোমাকে সম্পূর্ণ মোক্ষশাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত উপদেশ করিবেন। ৫-৬

হে নৃপ! পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া শুকদেব ধর্মের নিষ্ঠা ও মোক্ষের পরম আশ্রয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মিথিলার দিকে গমন করিলেন। ৭

যাইবার সময় ব্যাসদেব পুনরায় বিস্মিত না হইয়া বলিলেন,—পুত্র! যে পথ দিয়া সাধারণ মানুষ গমন করে, তুমিও সেই পথ দিয়াই গমন করিবে, নিজের যোগশক্তি অবলম্বন করিয়া আকাশমার্গে কদাপি গমন করিও না। ৮

সরলভাবেই গমন করিবে; পথে সুখ ও সুবিধার অন্বেষণ করিবে না। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি অথবা স্থানসমূহেরও অনুসন্ধান করা উচিত হইবে না; কারণ, তাহাতে উহাদের প্রতি আসক্তি আসিয়া উপস্থিত হইবে। ৯

অহঙ্কারো ন কর্ত্তব্যো যাজ্যে তস্মিন্ নরাধিপে।
স্থাতব্যঞ্চ বশে তস্য স তে ছেৎস্যতি সংশয়ম্ ॥ ১০
স ধর্মকুশলো রাজা মোক্ষশাস্ত্রবিশারদঃ।
যাজ্যো মম স যদ্ ব্রূয়াদ্ তৎ কার্য্যমবিশঙ্কয়া ॥ ১১
এবমুক্তঃ স ধর্মাত্মা জগাম মিথিলাং মুনিঃ।
পদ্ভ্যাং শক্তোঽন্তরিক্ষেণ ক্রান্তুং পৃথ্বীং সসাগরাম্ ॥১২
স গিরীংশ্চাপ্যতিক্রম্য নদী-তীর্থ-সরাংসি চ
বহুব্যালমৃগাকীর্ণা অটবীশ্চ বনানি চ ॥ ১৩
মেরোর্হরেশ্চ দ্বে বর্ষে বর্ষং হৈমবতং ততঃ।
ক্রমেণৈবং ব্যতিক্রম্য ভারতং বর্ষমাসদৎ ॥ ১৪
স দেশান্ বিবিধান্ পশ্যংশ্চীন-হূণ-নিষেবিতান
আর্য্যাবর্তমিমং দেশমাজগাম মহামুনিঃ ॥ ১৫

পিতুর্বচনমাজ্ঞায় তমেবার্থং বিচিন্তয়ন্।
অধ্বানং সোঽভিচক্রাম খেচরঃ খে চরন্নিব ॥ ১৬
পত্তনানি চ রম্যাণি স্ফীতানি নগরাণি চ।
রত্নানি চ বিচিত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ১৭
উদ্যানানি চ রম্যাণি তথৈবায়তনানি চ।
পুণ্যানি চৈব রত্নানি সোঽত্যক্রামদথাধ্বগঃ ॥১৮
সোঽচিরেণৈব কালেন বিদেহানাসসাদ হ।
রক্ষিতান্ ধর্মরাজেন জনকেন মহাত্মনা ॥ ১৯
তত্র গ্রামান্ বহূন্ পশ্যন্ বহ্বন্নরসভোজনান্।
পল্লীঘোষান্ সমৃদ্ধাংশ্চ বহুগোকুলসঙ্কুলান্ ॥ ২০
স্ফীতাংশ্চ শালি-যবসৈর্হংস-সারসসেবিতান্।
পদ্মিনীভিশ্চ শতশঃ শ্রীমতীভিরলঙ্কৃতান্ ॥ ২১

রাজা জনক আমার যজমান, এরূপ বোধ করিয়া তাঁহার প্রতি অহঙ্কার প্রদর্শন করিবে না এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আজ্ঞার অধীনে থাকিবে। তিনি তোমার সমস্ত সংশয় ছেদন করিয়া দিবেন। ১০

আমার যজমান রাজা জনক ধর্মনিপুণ ও মোক্ষশাস্ত্রে প্রবীণ। তিনি তোমাকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, উহা নিঃশঙ্ক হইয়া অবশ্যই পালন করিবে। ১১

পিতা এই কথা বলিলে পর ধর্মাত্মা মুনি শুকদেব মিথিলার দিকে গমন করিলেন। যদিও তিনি আকাশপথে সমগ্র পৃথিবীকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে সমর্থ ছিলেন, তথাপি তিনি পাদব্রজেই গমন করিতে লাগিলেন। ১২

পথিমধ্যে তিনি বহু পর্ব্বত, নদী, তীর্থ ও সরোবর পার হইয়াছিলেন। বহু সংখ্যক সর্প ও বনজাত পশুগণে পরিপূর্ণ গভীর বন অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। এই সব লঙ্ঘন করিয়া তিনি ক্রমশঃ মেরু (ইলাবৃত) বর্ষ, হরিবর্ষ ও হৈমবত (কিম্পুরুষ) বর্ষ পার হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৩-১৪

চীন ও হূণ জাতির মনুষ্যগণে সেবিত নানাপ্রকার দেশসমূহ দর্শন করিতে করিতে মহামুনি শুকদেব এই আর্য্যাবর্ত্ত দেশে উপনীত হইলেন। ১৫

পিতার আজ্ঞা মানিয়া সেই জ্ঞাতব্য বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি পাদব্রজেই সমস্ত পথ অতিক্রম করিলেন। যেরূপ আকাশচারী পক্ষীরা আকাশে বিচরণ করে, সেইরূপ তিনি ভূতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১৬

পথে সুন্দর সুন্দর বহু ক্ষুদ্র নগর এবং সমৃদ্ধিশালী ও জনপূর্ণ বহু বিশাল নগর দৃষ্টিগোচর হইল। নানাবিধ বিচিত্র রত্নসকলও দেখা যাইল, কিন্তু শুকদেব সেই সবের দিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না। ১৭

পথিক শুকদেব বহুসংখ্যক মনোহর উদ্যান, গৃহ ও মন্দির দেখিয়াও সেই সমস্ত উপেক্ষা করিয়া চলিলেন। কত যে পবিত্র রত্ন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সেই সব রত্নকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৮

এই ভাবে গমন করিতে করিতে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই ধর্মরাজ মহাত্মা জনকদ্বারা রক্ষিত বিদেহদেশের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ১৯

সেখানে বহু গ্রাম তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। এই সব গ্রামে অন্ন, জল ও নানাপ্রকার খাদ্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোপপল্লী এবং গোষ্ঠ (গোচারণের স্থান)-ও তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এই সব স্থান অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ও বহুসংখ্যক গোপশ্রেণীতে পূর্ণ ছিল। সমস্ত বিদেহ-প্রান্তে সর্ব্বদিকে শালিধান্যের ক্ষেত্রসমূহ ধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। এখানের অধিবাসীরা সকলে ধনধান্যসম্পন্ন ছিল। এই দেশের চারিদিকে হংস ও সারস পক্ষিগণ বাস করিত। পদ্মসমূহে সুশোভিত শত শত সুন্দর সরোবর বিদেহ রাজ্যের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। ২০-২১

স বিদেহানতিক্রম্য সমৃদ্ধজনসেবিতান্।
মিথিলোপবনং রম্যমাসসাদ সমৃদ্ধিমৎ ॥ ২২
হস্ত্যশ্ব-রথসঙ্কীর্ণং নরনারীসমাকুলম্।
পশ্যন্নপশ্যন্নিব তৎ সমতিক্রামদচ্যুতঃ ॥ ২৩
মনসা তং বহন্ ভারং তমেবার্থং বিচিন্তয়ন্।
আত্মারামঃ প্রসন্নাত্মা মিথিলামাসসাদ হ ॥ ২৪
তস্যা দ্বারং সমাসাদ্য নিঃশঙ্কঃ প্রবিবেশ হ।
তত্রাপি দ্বারপালাস্তমুগ্রবাচা ন্যষেধয়ন্ ॥ ২৫
তথৈব চ শুকস্তত্র নির্মন্যুঃ সমতিষ্ঠত।
ন চাতপাধ্বসন্তপ্তঃ ক্ষুৎপিপাসাশ্রমান্বিতঃ ॥ ২৬
প্রতাম্যতি গ্লায়তি বা নাপৈতি চ তথাঽঽতপাৎ।
তেষাং তু দ্বারপালানামেকঃ শোকসমন্বিতঃ ॥ ২৭

এইরূপ সমৃদ্ধিশালী মনুষ্যগণের দ্বারা সেবিত বিদেহদেশকে অতিক্রম করিয়া তিনি মিথিলার সমৃদ্ধিসম্পন্ন রমণীয় উপবনের পার্শ্বে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২২

সেই স্থান হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে পূর্ণ ছিল। অসংখ্য নরনারীকে সেখানে যাতায়াত করিতে দেখা যাইতেছিল। স্বীয় মর্য্যাদা হইতে অবিচ্যুত শুকদেব এই সব দেখিয়াও যেন দেখেন নাই এইভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ২৩

মনের দ্বারা জিজ্ঞাসার ভার বহন করিতে করিতে ও সেই জ্ঞেয় বস্তুরই চিন্তা করিতে করিতে আত্মারাম প্রসন্নচিত্ত শুকদেব মিথিলায় প্রবেশ করিলেন ২৪

নগরদ্বারে উপস্থিত হইয়া তিনি নির্ভয়ে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তখন সেখানে দ্বারপালগণ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়া অন্তঃপুরে যাইতে নিষেধ করিল। ২৫

শুকদেব সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু তাঁহার মনে কোনরূপ ক্রোধ উপস্থিত হইল না। পথের পরিশ্রম এবং সূর্য্যতাপ তাঁহাকে সন্তাপিত করিতে পারিল না। ক্ষুধা ও পিপাসাও তাঁহাকে কষ্ট দিতে সমর্থ হইল না। ২৬

তিনি সূর্য্যতাপে তাপিত হইতেছিলেন না, কোনরূপ গ্লানিও অনুভব করিতে ছিলেন না এবং সূর্য্যের কিরণে তাপিত হইয়া ছায়াতেও যাইতেছিলেন না। সেই সময় দ্বারপালগণের মধ্যে একজন নিজেদের ব্যবহারে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিল। ২৭

মধ্যং গতমিবাদিত্যং দৃষ্ট্বা শুক্রমবস্থিতম্।
পূজয়িত্বা যথান্যায়মভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২৮
প্রাবেশয়ৎ ততঃ কক্ষ্যাং দ্বিতীয়াং রাজবেশ্মনঃ।
তত্রাসীনঃ শুকস্তাত মোক্ষমেবান্বচিন্তয়ৎ ॥ ২৯
ছায়ায়ামাতপে চৈব সমদর্শী মহাদ্যুতিঃ।
তং মুহূর্তাদিবাগম্য রাজ্ঞো মন্ত্রী কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩০
প্রাবেশয়ৎ ততো কক্ষ্যাং তৃতীয়াং রাজবেশ্মনঃ।
তত্রান্তঃপুরসম্বদ্ধং মহচ্চৈত্ররথোপমম্ ॥ ৩১
সুবিভক্তজলাক্রীড়ং রম্যং পুষ্পিতপাদপম্।
শুকং প্রাবেশয়ন্মন্ত্রী প্রমদাবনমুত্তমম্ ॥ ৩২
স তস্যাসনমাদিশ্য নিশ্চক্রাম ততঃ পুনঃ।
তং চারুবেশাঃ সুশ্রোণ্যস্তরুণ্যঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৩৩

মধ্যাহ্নকালীন তেজস্বী সূর্য্যের ন্যায় শুকদেবকে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করত শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাঁহার যথোচিত পূজা করিয়া তাঁহাকে রাজভবনের অন্য এক কক্ষে লইয়া যাইল ॥২৮½

তাত! সেখানে বসিয়া মহাতেজস্বী শুকদেব মোক্ষেরই চিন্তা করিতে লাগিলেন। রৌদ্র ও ছায়া—এই উভয়ে তাঁহার সমান দৃষ্টি ছিল ॥ ২৯½

অল্পকালের মধ্যেই রাজমন্ত্রী কৃতাঞ্জলি হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নিজের সঙ্গে তৃতীয় কক্ষে লইয়া যাইলেন ॥ ৩০½

সেখানে অন্তঃপুরের সহিত সংযুক্ত এক অত্যন্ত সুন্দর ও বিশাল উপবন ছিল। উহা চিত্ররথ বনের ন্যায় মনোহর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। উহার মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ জলক্রীড়া করিবার জন্য সুন্দর অনেক জলাশয় ছিল। এই রমণীয় উপবন বিকসিত পুষ্পবৃক্ষসমূহে সুশোভিত ছিল। এই উত্তম উদ্যানের নাম ছিল প্রমদাবন। মন্ত্রী শুকদেবকে সেই বনের মধ্যে লইয়া যাইলেন। ৩১-৩২

সেখানে তাঁহার জন্য উত্তম আসনদানের আদেশ করিয়া রাজমন্ত্রী পুনরায় বাহিরে আসিলেন। মন্ত্রী যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চাশ জন প্রধান বারাঙ্গনা শুকদেবের নিকট দৌড়াইয়া আসিল। ইহাদের সকলেরই বেশভূষা অতিশয় মনোহারিণী ছিল। ইহারা সকলেই দেখিতে পরমা সুন্দরী ও নব যুবতী ছিল। সূক্ষ্ম কটিদেশে সুশোভিত এই সব রমণীগণ রক্তবর্ণের

শুক্লরক্তাম্বরধরাস্তপ্তকাঞ্চনভূষণাঃ ।
সংলাপোল্লাপকুশলা নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥ ৩৪
স্মিতপূর্বাভিভাষিণ্যো রূপেণাপ্সরসাং সমাঃ ।
কামোপচারকুশলা ভাবজ্ঞাঃ সর্বকোবিদাঃ ॥ ৩৫
পরং পঞ্চাশতং নার্য্যো বারমুখ্যাঃ সমাদ্রবন্ ।
পাদ্যাদীনি প্রতিগ্রাহ্য পূজয়া পরয়ার্চয়ন্ ॥ ৩৬
কালোপপন্নেন তদা স্বাদ্বন্নেনাভ্যতর্পয়ন্ ।
তস্য ভুক্তবতস্তাত তদন্তঃপুরকাননম্ ॥ ৩৭
সুরম্যং দর্শয়ামাসুরেকৈকশ্যেন ভারত ।
ক্রীড়ন্ত্যশ্চ হসন্ত্যশ্চ গায়ন্ত্যশ্চাপি তাঃ শুভম্ ৩৮
উদারসত্ত্বং সর্বজ্ঞাঃ স্ত্রিয়ঃ পর্য্যচরংস্তথা ।
আরণেয়স্তু শুদ্ধাত্মা নিঃসন্দেহঃ স্বকর্মকৃৎ ॥৩৯
বশ্যেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধো ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি ।
তস্মৈ শয্যাসনং দিব্যং দেবার্হং রত্নভূষিতম্ ॥ ৪০
স্পর্দ্ধ্যাস্তরণসঙ্কীর্ণং দদুস্তাঃ পরমস্ত্রিয়ঃ ।
পাদশৌচং তু কৃত্বৈব শুকঃ সন্ধ্যামুপাস্য চ ॥ ৪১
নিষসাদাসনে পুণ্যে তমেবার্থং বিচিন্তয়ন্ ।
পূর্বরাত্রে তু তত্রাসৌ ভূত্বা ধ্যানপরায়ণঃ ॥ ৪২
মধ্যরাত্রে যথান্যায়ং নিদ্রামাহারয়ৎ প্রভুঃ ।
ততো মুহূর্তাদুত্থায় কৃত্বা শৌচমনন্তরম্ ॥ ৪৩
স্ত্রীভিঃ পরিবৃতো ধীমান্ ধ্যানমেবান্বপদ্যত ॥ ৪৪
অনেন বিধিনা কাঞ্চিত্তদহঃশেষমচ্যুতঃ ।
তাঞ্চ রাত্রিং নৃপকুলে বর্ত্তয়ামাস ভারত ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকোৎপত্তৌ পঞ্চবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২৫

শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল। তপ্ত সুবর্ণের অলঙ্কারে ইহাদের সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। ইহারা সকলেই আলাপ-আলোচনা করিতে কুশল এবং নৃত্যে ও গানে প্রবীণা ছিল। ইহাদের সকলেরই রূপ অপ্সরাগণের ন্যায় ছিল এবং ইহারা মন্দ ঈষৎ হাস্য সহকারে কথা বলিত এবং অপরের মনের ভাব সহজেই বুঝিতে পারিত, কামচর্য্যায় নিপুণ ছিল এবং সর্ব্ব বিষয়েই তাহাদের অভিজ্ঞতা ছিল। ৩৩-৩৫½

ইহারা পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি নিবেদন করত উত্তম বিধিতে শুকদেবের পূজা করিল এবং তাঁহাকে সময়ানুকূল উত্তম স্বাদিষ্ট অন্ন ভোজন করাইয়া পূর্ণভাবে তৃপ্ত করিল। ৩৬½

তাত! ভরতনন্দন! যখন তিনি ভোজন শেষ করিলেন, তখন সেই বারাঙ্গনাগণ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরের সেই সুরম্য কানন প্রমদাবনের এক একটি বস্তুকে দেখাইতে লাগিল। ৩৭½

সেই সময় তাহারা হাস্য করিতে, গান করিতে এবং নানাবিধ সুন্দর ক্রীড়া করিতেছিল। মনের ভাব বুঝিতে সমর্থ এই সুন্দরীগণ সেই উদারচরিত শুকদেবকে সর্ব্বপ্রকারে সেবা করিতে লাগিল। ৩৮½

কিন্তু অরণিজাত শুকদেবের অন্তঃকরণ পূর্ণরূপে শুদ্ধ ছিল। তিনি ইন্দ্রিয়গণ ও ক্রোধকে জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন বিষয়ের প্রতি হর্ষ ও কোন বিষয়ের উপর ক্রোধ হইত না। তাঁহার মনে কোনরূপ সন্দেহই ছিল না এবং তিনি সর্ব্বদা নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেন। ৩৯½

সেই সুন্দরী রমণীগণ দেবতাদিগের বসিবার যোগ্য এক দিব্য পালঙ্ক শুকদেবের শয়নের জন্য প্রদান করিল। এই পালঙ্ক রত্নমণ্ডিত ও বহুমূল্য শয্যায় সুশোভিত ছিল। ৪০½

কিন্তু শুকদেব প্রথমে হস্ত পদ ধৌত করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করিলেন। তাহার পর পবিত্র আসনে উপবেশন করত তিনি মোক্ষতত্ত্বের বিচার করিতে লাগিলেন। রাত্রির প্রথম ভাগে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর রাত্রির মধ্যভাগে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে) প্রভাবশালী শুকদেব যথোচিত নিদ্রা আশ্রয় করিলেন। ৪১-৪২½

তারপর যখন মুহূর্ত্তকাল রাত্রির আর অবশিষ্ট আছে, সেই সময় ব্রাহ্ম বেলায় পুনরায় উঠিয়া শৌচ ও স্নানের পর বুদ্ধিমান্ শুকদেব পুনরায় পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। এই সময়েও সেই সুন্দরী স্ত্রীগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া বসিয়া রহিল। ৪৩-৪৪

হে ভারত! এই নিত্যকৃত্যের বিধি অনুসারে নিজের মর্য্যাদা হইতে অবিচ্যুত ব্যাসনন্দন শুকদেব দিনের শেষ ভাগ ও সম্পূর্ণ রাত্রি সেই রাজভবনে থাকিয়া অতিবাহিত করিলেন। ৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে শুকদেবের উৎপত্তিবিষয়ক পঞ্চবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্বিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞা জনকেন শুকদেবস্য পূজা, তস্য প্রশ্নস্য সমাধানং কুর্বতা জনকেন পরমাত্মলাভানন্তরং ত্রয়াণামন্যেষা-মাশ্রমানামনাবশ্যকতায়াঃ প্রতিপাদনম্, মুক্তপুরুষস্য লক্ষণানাং বর্ণনঞ্চ ।]

ভীষ্ম উবাচ।

ততঃ স রাজা জনকো মন্ত্রিভিঃ সহ ভারত।
পুরঃ পুরোহিতং কৃত্বা সর্বাণ্যন্তঃপুরাণি চ ॥ ১

আসনঞ্চ পুরস্কৃত্য রত্নানি বিবিধানি চ।
শিরসা চার্ঘ্যমাদায় গুরুপুত্রং সমভ্যগাৎ ॥ ২

স তদাসনমাদায় বহুরত্নবিভূষিতম্।
স্পর্দ্ধ্যাস্তরণসংস্তীর্ণং সর্বতোভদ্রমৃদ্ধিমৎ ॥ ৩

পুরোধসা সংগৃহীতং হস্তেনালভ্য পার্থিবঃ।
প্রদদৌ গুরুপুত্রায় শুকায় পরমার্চিতম্ ॥ ৪

তত্রোপবিষ্টং তং কার্ষ্ণিং শাস্ত্রতঃ প্রত্যপূজয়ৎ।
পাদ্যং নিবেদ্য প্রথমমর্ঘ্যং গাঞ্চ ন্যবেদয়ৎ ॥ ৫

স চ তাং মন্ত্রবৎপূজাং প্রত্যগৃহ্ণাদ্ যথাবিধি।
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং জনকাদ্ দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৬

গাং চৈব সমনুজ্ঞায় রাজানমনুমান্য চ।
পর্য্যপৃচ্ছন্মহাতেজা রাজ্ঞঃ কুশলমব্যয়ম্ ॥ ৭

অনাময়ঞ্চ রাজেন্দ্র শুকঃ সানুচরস্য হ।
অনুশিষ্টস্তু তেনাসৌ নিষসাদ সহানুগঃ ॥ ৮

উদারসত্ত্বাভিজনো ভূমৌ রাজা কৃতাঞ্জলিঃ।
কুশলং চাব্যয়ং চৈব পৃষ্ট্বা বৈয়াসকিং নৃপঃ।
কিমাগমনমিত্যেবং পর্য্যপৃচ্ছত পার্থিবঃ ॥ ৯

শুক উবাচ।

পিত্রাহমুক্তো ভদ্রং তে মোক্ষধর্মার্থকোবিদঃ।
বিদেহরাজো যাজ্যো মে জনকো নাম বিশ্রুতঃ ॥ ১০

তত্র গচ্ছস্ব বৈ তূর্ণং যদি তে হৃদি সংশয়ঃ।
প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা স তে ছেৎস্যতি সংশয়ম্ ॥ ১১

সোঽহং পিতুর্নিয়োগাৎ ত্বামুপপ্রষ্টুমিহাগতঃ।
তন্মে ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ যথাবদ্ বক্তুমর্হসি ॥ ১২

ষড়্বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[রাজা জনক কর্ত্তৃক শুকদেবের পূজা, তাঁহার প্রশ্নের সমাধান করিতে করিতে জনক কর্ত্তৃক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পরমাত্মাকে লাভ করিবার পর অন্য তিন আশ্রমের অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন এবং মুক্তপুরুষের লক্ষণসকল বর্ণন]

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! তদনন্তর মন্ত্রিগণের সহিত রাজা জনক অন্তঃপুরের সমস্ত রমণীবৃন্দ ও পুরোহিতকে অগ্রে করিয়া আসন এবং নানাবিধ রত্নসম্ভার উপহার লইয়া অর্ঘপাত্র মস্তকে রাখিয়া গুরুপুত্র শুকদেবের নিকটে আসিলেন। ১-২

সেই সময় যাহা পুরোহিত লইয়া আসিয়া ছিলেন, সেই সর্ব্বতোভদ্র নামক বহুরত্নবিজড়িত আসন, যাহার মধ্যে মূল্যবান্ শয্যা পাতিত আছে, সেই আসন তাঁহার হস্ত হইতে নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া রাজা জনক গুরুপুত্র শুকদেবকে সমর্পিত করিলেন। এই আসন অতিশয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। ৩-৪

ব্যাসপুত্র শুকদেব যখন সেই আসনে উপবেশন করিলেন তখন রাজা জনক শাস্ত্রানুসারে তাঁহার পূজা আরম্ভ করিলেন। প্রথমে পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি নিবেদন করত রাজা জনক তাঁহাকে একটি গরু প্রদান করিলেন। ৫

দ্বিজশ্রেষ্ঠ শুকদেব রাজা জনকের দ্বারা কৃত সেই যথাবিধি মন্ত্রযুক্ত পূজা গ্রহণ করিলেন। সেই পূজা গ্রহণের পর গোদান স্বীকার করত রাজাকে সমাদর করিতে করিতে মহাতেজস্বী শুকদেব তাঁহার অক্ষয় কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ৬-৭

রাজেন্দ্র! সেবকগণের সহিত রাজার আরোগ্যবার্ত্তাও জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর তাঁহার অনুমতি লইয়া রাজা নিজের অনুচরবর্গের সহিত সেখানে ভূমিতে উপবিষ্ট হইলেন। রাজার হৃদয় উদার ছিল এবং তাঁহার কুলও উদার ছিল। সেই ভূপতি নরেশ ব্যাসনন্দন শুকদেবকে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করত বলিলেন—ব্রহ্মন্! কি নিমিত্ত আপনি এখানে শুভাগমন করিয়াছেন? ৮-৯

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! আপনার কল্যাণ হউক। আমার পিতা আমাকে বলিয়াছেন যে, আমার যজমান লোক-প্রসিদ্ধ বিদেহরাজ জনক মোক্ষধর্ম্মে বিশেষজ্ঞ। যদি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম বিষয়ে তোমার হৃদয়ে কোন সন্দেহ থাকে, তবে অতি সত্বর তাঁহার নিকট গমন কর। তিনি তোমার সমস্ত সংশয় নিবারণ করিয়া দিবেন। ১০-১১

ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরেশ! পিতার সেই আজ্ঞায় আমি এখানে আপনার নিকটে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আসিয়াছি। আপনি আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করুন। ১২

কিং কার্য্যং ব্রাহ্মণেনেহ মোক্ষার্থশ্চ কিমাত্মকঃ।
কথঞ্চ মোক্ষঃ প্রাপ্তব্যো জ্ঞানেন তপসাথবা ॥ ১৩

জনক উবাচ।

যৎ কার্য্যং ব্রাহ্মণেনেহ জন্মপ্রভৃতি তচ্ছৃণু।
কৃতোপনয়নস্তাত ভবেদ্ বেদপরায়ণঃ ॥ ১৪
তপসা গুরুবৃত্ত্যা চ ব্রহ্মচর্য্যেণ বা বিভো।
দেবতানাং পিতৄণাং চাপ্যনৃণো হ্যনসূয়কঃ ॥ ১৫
বেদানধীত্য নিয়তো দক্ষিণামপবর্জ্য চ।
অভ্যনুজ্ঞামথ প্রাপ্য সমাবর্ত্তেত বৈ দ্বিজঃ ॥ ১৬
সমাবৃত্তস্তু গার্হস্থ্যে স্বদারনিরতো বসেৎ।
অনসূয়ুর্যথান্যায়মাহিতাগ্নিস্তথৈব চ ॥ ১৭
উৎপাদ্য পুত্র-পৌত্রং তু বন্যাশ্রমপদে বসেৎ।
তানেবাগ্নীন্ যথাশাস্ত্রমর্চয়ন্নতিথিপ্রিয়ঃ ॥ ১৮

এ জগতে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি? মোক্ষনামক পুরুষার্থের স্বরূপ কি? সেই মোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা অথবা তপস্যার দ্বারা কিভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়? ১৩

জনক বলিলেন,—তাত! ব্রাহ্মণের জন্ম হইতে যে যে কর্ম করা উচিত, তাহা শ্রবণ করুন—যজ্ঞোপবীত সংস্কার হইবার পর ব্রাহ্মণ বালক বেদাধ্যয়নে নিরত হইবেন ॥১৪

প্রভো! তপস্যা, গুরুসেবা ও ব্রহ্মচর্য্যপালন—এই তিন কর্ম্মের সহিত বেদাধ্যয়ন কর্ম্মও সম্পন্ন করিতে হইবে। হোমের দ্বারা দেবগণের এবং তর্পণের দ্বারা পিতৃগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিবেন। কাহারও দোষ দর্শন করিবেন না, সংযম পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিবার পর গুরুদক্ষিণা দান করিবেন এবং তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সমাবর্ত্তন সংস্কারের পর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন ॥ ১৫-১৬।

গৃহে আসিবার পর বিবাহ করত গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করিবেন এবং নিজের স্ত্রীতেই অনুরক্ত থাকিবেন। অপরের দোষ না দেখিয়া সকলের সহিত যথোচিত ব্যবহার করিবেন ও অগ্নি স্থাপনা করিয়া প্রতিদিন অগ্নিহোত্র কার্য্য সমাধা করিবেন। ১৭

সেখানে পুত্র-পৌত্রাদি উৎপন্ন করত পুত্রকে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ভার সমর্পণ করিয়া বনে গমন পূর্ব্বক বানপ্রস্থ আশ্রমে বাস করিবেন। সেই সময়েও শাস্ত্রবিধি অনুসারে সেই গার্হপত্যাদি অগ্নিসকলের আরাধনা করিতে করিতে প্রীতিসহকারে অতিথিগণের সৎকার করিবেন। ১৮

স বনেঽগ্নীন্ যথান্যায়মাত্মন্যারোপ্য ধর্ম্মবিৎ।
নির্দ্বন্দ্বো বীতরাগাত্মা ব্রহ্মাশ্রমপদে বসেৎ ॥ ১৯

শুক উবাচ।

উৎপন্নে জ্ঞানবিজ্ঞানে নির্দ্বন্দ্বে হৃদি শাশ্বতে।
কিমবশ্যং নিবস্তব্যমাশ্রমেষু ভবেৎ ত্রিষু ॥ ২০
এতদ্ ভবন্তং পৃচ্ছামি তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি।
যথা বেদার্থতত্ত্বেন ব্রূহি মে ত্বং জনাধিপ ॥ ২১

জনক উবাচ।

ন বিনা জ্ঞান-বিজ্ঞানে মোক্ষস্যাধিগমো ভবেৎ।
ন বিনা গুরুসম্বন্ধং জ্ঞানস্যাধিগমঃ স্মৃতঃ ॥ ২২
গুরুঃ প্লাবয়িতা তস্য জ্ঞানং প্লব ইহোচ্যতে।
বিজ্ঞায় কৃতকৃত্যস্তু তীর্ণস্তদুভয়ং ত্যজেৎ ॥ ২৩
অনুচ্ছেদায় লোকানামনুচ্ছেদায় কর্ম্মণাম্।
পূর্ব্বৈরাচরিতো ধর্ম্মশ্চাতুরাশ্রম্যসঙ্কটঃ ॥ ২৪

ইহার পর ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ শাস্ত্রবিধি অনুসারে অগ্নিহোত্রের অগ্নিসকলকে আত্মাতে আরোপিত করিয়া নির্দ্বন্দ্ব ও বীতরাগ হইয়া ব্রহ্মচিন্তার সহিত সম্বন্ধযুক্ত সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন। ১৯

শুকদেব বলিলেন,—রাজন্! যদি কাহারও হৃদয়ে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমেই সনাতন জ্ঞান-বিজ্ঞান উদ্ভাসিত হয় এবং হৃদয়ের রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্বসকল নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাঁহার পক্ষে কি অবশিষ্ট তিন আশ্রমে বাস করিবার কোন আবশ্যকতা আছে? ২০

জননাথ! আমি এই বিষয় আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি আমাকে এই কথা বলুন। বেদের বাস্তবিক সিদ্ধান্ত অনুসারে কি করা উচিত? ইহা আপনি আমাকে বলুন। ২১

জনক বলিলেন,—ব্রহ্মন্! যেরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ লাভ হয় না, সেইরূপ সদ্‌গুরুসম্বন্ধ ব্যতীত জ্ঞান লাভ হয় না ॥২২

গুরু এই সংসার-সাগর হইতে উদ্ধারকারী এবং তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞান এসংসারে নৌকা স্বরূপ। মানুষ এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ভবসাগর পার ও কৃতকৃত্য হইয়া যায়। যেরূপ মানুষ নদী পার হইলে পর নৌকা ও নাবিক উভয়কে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ মুক্ত পুরুষ গুরু ও জ্ঞান এই উভয়কেই ত্যাগ করিয়া যান। ২৩

পূর্ব্বাচার্য্যগণ লোকমর্য্যাদা ও কর্ম্মপরম্পরা রক্ষা করিবার জন্য অর্থাৎ লোকাচারের উচ্ছেদ না হয় এবং বিহিত কর্ম্মসকলের উৎসাদন না হয়, সেইজন্য কষ্টসাধ্য চারি আশ্রমসহ বর্ণধর্ম্মপালন করিয়া গিয়াছেন। ২৪

অনেন ক্রমযোগেন বহুজাতিষু কর্মণাম্ ।
হিত্বা শুভাশুভং কর্ম মোক্ষো নামেহ লভ্যতে ॥ ২৫
ভাবিতৈঃ করণৈশ্চায়ং বহুসংসারযোনিষু ।
আসাদয়তি শুদ্ধাত্মা মোক্ষং বৈ প্রথমাশ্রমে ॥ ২৬
তমাসাদ্য তু মুক্তস্য দৃষ্টার্থস্য বিপশ্চিতঃ ।
ত্রিষাশ্রমেষু কো ন্বর্থো ভবেৎ পরমভীপ্সতঃ ॥২৭
রাজসাংস্তামসাংশ্চৈব নিত্যং দোষান্ বিবর্জয়েৎ
সাত্ত্বিকং মার্গমাস্থায় পশ্যেদাত্মানমাত্মনা ॥ ২৮
সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।
সম্পশ্যন্নোপলিপ্যেত জলে বারিচরো যথা ॥ ২৯
পক্ষিবৎ প্রবণাদূর্ধ্বমমুত্রানন্ত্যমশ্নুতে ।
বিহায় দেহান্নির্মুক্তো নির্দ্বন্দ্বঃ প্রশমং গতঃ ॥ ৩০
অত্র গাথাঃ পুরা গীতাঃ শৃণু রাজ্ঞা যযাতিনা ।
ধার্য্যন্তে যা দ্বিজৈস্তাত মোক্ষশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ৩১
জ্যোতিরাত্মনি নান্যত্র সর্বজন্তুষু তৎ সমম্ ।
স্বয়ঞ্চ শক্যতে দ্রষ্টুং সুসমাহিতচেতসা ॥ ৩২
ন বিভেতি পরো যস্মান্ন বিভেতি পরাচ্চ যঃ ।
যশ্চ নেচ্ছতি ন দ্বেষ্টি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩৩
যদা ভাবং ন কুরুতে সর্বভূতেষু পাপকম্ ।
কর্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩৪
সংযোজ্য মনসাত্মানমীর্ষ্যামুৎসৃজ্য মোহিনীম্ ।
ত্যক্ত্বা কামঞ্চ মোহঞ্চ তদা ব্রহ্মত্বমশ্নুতে ॥ ৩৫
যদা শ্রাব্যে চ দৃশ্যে চ সর্বভূতেষু চাপ্যয়ম্ ।
সমো ভবতি নির্দ্বন্দ্বো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩৬
যদা স্তুতিঞ্চ নিন্দাঞ্চ সমত্বেনৈব পশ্যতি ।
কাঞ্চনং চায়সং চৈব সুখং দুঃখং তথৈব চ ॥ ৩৭

এইরূপ ক্রমশঃ নানাপ্রকার কর্মসকলের অনুষ্ঠান করিতে করিতে শুভাশুভ কর্মসমূহের আসক্তি পরিত্যাগ করিলে পর এ সংসারে মোক্ষ লাভ হয় । ২৫

অনেক জন্ম ধরিয়া কর্ম করিতে করিতে যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ পবিত্র হইয়া যায়, তখন শুদ্ধচিত্ত মনুষ্যবৃন্দ প্রথম আশ্রমেই অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই মোক্ষরূপ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয় । ২৬

সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া যখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইয়া যায়, তখন পরমাত্মাকে দর্শন করিতে অভিলাষ জীবন্মুক্ত বিদ্বানের পক্ষে শেষ তিন আশ্রমের আর কি আবশ্যকতা আছে ? ২৭

বিদ্বান্ পুরুষ রাজস ও তামস দোষসকল সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবেন এবং সাত্ত্বিক মার্গ অবলম্বন করিয়া বুদ্ধির দ্বারা আত্ম সাক্ষাৎকার করিবেন । ২৮

যিনি সকল ভূতমধ্যে আত্মাকে এবং নিজের আত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ ভূতগণকে দর্শন করেন, তিনি আর সংসারে সেইভাবে আসক্ত হন না, যেরূপ জলচর পক্ষী জলে থাকিয়াও উহার দ্বারা লিপ্ত হয় না । ২৯

তিনি ত' বায়ুপথ ত্যাগ করিয়া উড্ডীয়মান পক্ষীর ন্যায় এই দেহ হইতে পৃথক্ থাকিয়া নির্দ্বন্দ্ব ও শান্ত হইয়া পরলোকে অক্ষয় পদ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন । ৩০

তাত ! এ বিষয়ে পুরাকালে রাজা যযাতি কর্তৃক গীত-গাথাসমূহ শ্রবণ করুন, যে সব গাথা মোক্ষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ দ্বিজগণ সর্ব্বদা স্মরণ করেন ॥ ৩১

নিজের অন্তঃকরণেই আত্মজ্যোতির প্রকাশ হয়, অন্যত্র নহে । এই জ্যোতি সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান আছে । যে ব্যক্তি নিজের চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে একাগ্র করিতে সমর্থ হন, তিনি উহাকে স্বয়ং দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৩২

যাঁহার নিকট হইতে অপরে কেহ ভীত হয় না, যিনি স্বয়ং অন্য কাহারও নিকট হইতে ভীত হন না এবং যিনি কোন বস্তুর ইচ্ছা করেন না ও যিনি কাহারও সহিত দ্বেষ করেন না, তিনিই তৎকালে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ॥ ৩৩

যখন মানুষ মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা কোনও প্রাণীর প্রতি পাপভাব রাখেন না অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর প্রতিই দ্বেষহীন হইয়া যান, সেই সময় তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪

যখন মোহকারিণী ঈর্ষ্যা, কাম ও মোহ ত্যাগ করত সাধক নিজের মনকে আত্মায় সংযোজিত করেন, সেই সময় তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ॥ ৩৫

যখন সেই সাধক শ্রবণ করিবার ও দর্শন করিবার যোগ্য পদার্থসমূহে এবং সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি সমানভাব বিশিষ্ট হইয়া যান ও সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত হন, সেই সময় তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন । ৩৬

যে সময় মানুষ নিন্দা ও স্তুতিকে সমান ভাবে দেখিয়া থাকেন, স্বর্ণ-লৌহ, সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ, অর্থ-অনর্থ, প্রিয়-অপ্রিয়

শীতমুষ্ণং তথৈবার্থমনর্থং প্রিয়মপ্রিয়ম্।
জীবিতং মরণং চৈব ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩৮

প্রসার্য্যেহ যথাঙ্গানি কূর্মঃ সংহরতে পুনঃ।
তথেন্দ্রিয়াণি মনসা সংযন্তব্যানি ভিক্ষুণা ॥ ৩৯

তমঃপরিগতং বেশ্ম যথা দীপেন দৃশ্যতে।
তথা বুদ্ধিপ্রদীপেন শক্য আত্মা নিরীক্ষিতুম্ ॥ ৪০

এতৎ সর্বঞ্চ পশ্যামি ত্বয়ি বুদ্ধিমতাং বর।
যচ্চান্যদপি বেত্তব্যং তত্ত্বতো বেদ তদ্ ভবান্ ॥ ৪১

ব্রহ্মর্ষে বিদিতশ্চাসি বিষয়ান্তমুপাগতঃ।
গুরোস্তব প্রসাদেন তব চৈবোপশিক্ষয়া ॥ ৪২

তস্যৈব চ প্রসাদেন প্রাদুর্ভূতং মহামুনে।
জ্ঞানং দিব্যং মমাপীদং তেনাসি বিদিতো মম ॥ ৪৩

অধিকং তব বিজ্ঞানমধিকা চ গতিস্তব।
অধিকং তব চৈশ্বর্য্যং তচ্চ ত্বং নাববুধ্যসে ॥ ৪৪

বাল্যাদ্ বা সংশয়াদ্ বাপি ভয়াদ্ বাপ্যবিমোক্ষজাৎ।
উৎপন্নে চাপি বিজ্ঞানে নাধিগচ্ছতি তাং গতিম্ ॥ ৪৫

ব্যবসায়েন শুদ্ধেন মদ্বিধৈশ্ছিন্নসংশয়ঃ।
বিমুচ্য হৃদয়গ্রন্থীনাসাদয়তি তাং গতিম্ ॥ ৪৬

ভবাংশ্চোৎপন্নবিজ্ঞানঃ স্থিরবুদ্ধিরলোলুপঃ।
ব্যবসায়াদৃতে ব্রহ্মন্নাসাদয়তি তৎপরম্ ॥ ৪৭

নাস্তি তে সুখ-দুঃখেষু বিশেষো নাস্তি লোলুপঃ।
নৌৎসুক্যং নৃত্য-গীতেষু ন রাগ উপজায়তে ॥৪৮

ন বন্ধুষনুবন্ধস্তে ন ভয়েষস্তি তে ভয়ম্।
পশ্যামি ত্বাং মহাভাগ তুল্যলোষ্টাশ্মকাঞ্চনম্ ॥ ৪৯

অহং ত্বামনুপশ্যামি যে চাপন্যে মনীষিণঃ।
আস্থিতং পরমং মার্গমক্ষয়ং তমনাময়ম্ ॥ ৫০

এবং জীবন-মরণেও সমদৃষ্টি সম্পন্ন হন, সেই সময় তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ৩৭-৩৮

যেরূপ কচ্ছপ নিজে অঙ্গসকল বিস্তীর্ণ করিয়া পুনরায় নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া থাকে, সেইরূপ সন্ন্যাসীর নিজের মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রণকরা কর্ত্তব্য। ৩৯

যেরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহ দীপের প্রকাশে দেখা যায়, সেই অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত আত্মাকে বিশুদ্ধ বুদ্ধিরূপী দীপের দ্বারা সাক্ষাৎকার করা যায়। ৪০

ব্রহ্মর্ষে! বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শুকদেব! পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয় আমি আপনার মধ্যে দেখিতে পাইতেছি। এই সবেরও অতিরিক্ত যে সমস্ত জানিবার তত্ত্ব আছে, তৎসমস্তই আপনি যথাযথভাবে জানেন। ৪১

আমি আপনাকে ভাল ভাবেই জানিতে পারিয়াছি। আপনি নিজের পিতার কৃপায় এবং তাঁহারই নিকট হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা দ্বারা বিষয়সমূহের পরপারে যাইতে সমর্থ হইয়াছেন। ৪২

মহামুনে! এই গুরুদেবেরই কৃপায় আমিও এই দিব্য জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছি, যাহার দ্বারা আমি আপনার অবস্থাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। ৪৩

আপনার বিজ্ঞান, আপনার গতি ও আপনার ঐশ্বর্য্য এ সমস্তই অধিক, কিন্তু আপনি ইহা জানিতে পারিতেছেন না। ৪৪

বালক স্বভাববশতঃ, সংশয়বশতঃ কিংবা মোক্ষলাভ হইবে কি না এতাদৃশ ভয়ে বিজ্ঞানলাভ হইলেও আপনি আপনার উত্তম মোক্ষাবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন না। ৪৫

আমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের দ্বারা যাঁহার সংশয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই সাধক বিশুদ্ধ নিশ্চয়ের দ্বারা হৃদয়ের গ্রন্থি উন্মুক্ত করিয়া সেই পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। ৪৬

ব্রহ্মন্! আপনার জ্ঞান লাভ হইয়াছে। বুদ্ধিও স্থির। আপনার মধ্যে বিষয়লোলুপতা নাই। কিন্তু বিশুদ্ধ নিশ্চয়তা ব্যতীত কেহ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন না। ৪৭

সুখ-দুঃখের কোনও পার্থক্য আপনার মধ্যে নাই। আপনার মনে লোভ নাই। নৃত্য দেখিবার ও গান শুনিবারও আপনার কোনও উৎসুক্য নাই। কোনও বিষয়ের প্রতি আপনার মনে রাগও উৎপন্ন হয় না। ৪৮

মহাভাগ! বন্ধুগণের উপর আপনার আসক্তি নাই, ভয়দায়ক পদার্থসমূহের নিকট হইতেও আপনার কোনও ভয় হয় না। আমি দেখিতেছি—আপনার নিকট মৃত্তিকাখণ্ড, প্রস্তর ও সুবর্ণ—এ সবই সমান। ৪৯

আমি ও অন্যান্য মনীষী পুরুষগণ আপনাকে অক্ষয় এবং অনাময় পরম মার্গে (মোক্ষে) স্থিত বলিয়া মনে করি এবং মনে করেন। ৫০

যৎ ফলং ব্রাহ্মণস্যেহ মোক্ষার্থশ্চ যদাত্মকঃ।
তস্মিন্ বৈ বর্ত্তসে ব্রহ্মন্ কিমন্যৎ পরিপৃচ্ছসি ॥ ৫১

ব্রহ্মন্! এ জগতে ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণের যে ফল এবং মোক্ষের যে স্বরূপ, উহাতেই আপনি অবস্থিত আছেন। এখন আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি শুকোৎপত্তৌ ষড়্‌বিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে শুকদেবের উৎপত্তিবিষয়ক ষড়্‌বিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পিতৃসমীপে শুকদেবস্য প্রত্যাবর্ত্তনম্, ব্যাসদেবেন শিষ্যেভ্যঃ স্বাধ্যায়বিধিকথনঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং কৃতাত্মা কৃতনিশ্চয়ঃ
আত্মনাঽঽত্মানমাস্থায় দৃষ্ট্বা চাত্মানমাত্মনা ॥ ১
কৃতকার্য্যঃ সুখী শান্তস্তূষ্ণীং প্রায়াদুদঙ্‌মুখঃ।
শৈশিরং গিরিমুদ্দিশ্য সধর্ম্মা মাতরিশ্বনঃ ॥ ২
এতস্মিন্নেব কালে তু দেবর্ষির্নারদস্তথা।
হিমবন্তমিয়াদ্ দ্রষ্টুং সিদ্ধচারণসেবিতম্ ॥ ৩
তমপ্সরোগণাকীর্ণং শান্তস্বননিনাদিতম্।
কিন্নরাণাং সহস্রৈশ্চ ভৃঙ্গরাজৈস্তথৈব চ ॥ ৪
মদ্গুভিঃ খঞ্জরীটৈশ্চ বিচিত্রৈর্জীবজীবকৈঃ ॥ ৫
বিচিত্রবর্ণৈর্ময়ূরৈশ্চ কেকাশতবিরাজিতৈঃ।
রাজহংসসমূহৈশ্চ কৃষ্ণৈঃ পরভৃতৈস্তথা ॥ ৬
পক্ষিরাজো গরুত্মাংশ্চ যং নিত্যমধিতিষ্ঠতি
চত্বারো লোকপালাশ্চ দেবাঃ সর্ষিগণাস্তথা ॥ ৭
তত্র নিত্যং সমায়ান্তি লোকস্য হিতকাম্যয়া।
বিষ্ণুনা যত্র পুত্রার্থে তপস্তপ্তং মহাত্মনা ॥ ৮
তত্রৈব চ কুমারেণ বাল্যে ক্ষিপ্তা দিবৌকসঃ।
শক্তির্ন্যস্তা ক্ষিতিতলে ত্রৈলোক্যমবমন্য বৈ ॥ ৯
তত্রোবাচ জগৎ স্কন্দঃ ক্ষিপন্ বাক্যমিদং তদা
যোঽন্যোঽস্তি মত্তোঽভ্যধিকো বিপ্রা যস্যাধিকং প্রিয়াঃ ॥ ১০

সপ্তবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[পিতার নিকটে শুকদেবের প্রত্যাবর্ত্তন এবং ব্যাসদেব কর্ত্তৃক শিষ্যগণকে স্বাধ্যায়ের বিধি কথন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! রাজা জনকের এই কথা শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধচিত্ত শুকদেব এক দৃঢ়নিশ্চয়ে উপনীত হইলেন এবং বুদ্ধির দ্বারা আত্মাতে অবস্থান করত স্বয়ং নিজের আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করত কৃতার্থ হইয়া যাইলেন। সুখী হইয়া শান্তি অনুভব করিতে করিতে তিনি হিমালয় পর্ব্বত লক্ষ্য করত বায়ুতুল্য তীব্রবেগে নীরবে উত্তর দিক্ অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ১-২

এই সময় দেবর্ষি নারদ সিদ্ধ ও চারণগণ সেবিত হিমালয় পর্ব্বতকে দর্শন করিবার জন্য সেখানে আসিলেন। ৩

এই পর্ব্বতে সর্ব্বদিকে অপ্সরাগণ বিচরণ করিতেছিলেন। চারিদিক্ হইতে বিবিধ প্রাণিবর্গের শান্তিময়ী ধ্বনিতে সেখানের সমস্ত প্রান্তভাগ ব্যাপ্ত ছিল; সহস্র কিন্নর, ভ্রমর, মদ্গু, পানকৌড়ি, বিচিত্র খঞ্জরীট, চকোর, শত মধুর বাণীতে সুশোভিত বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট ময়ূর, রাজহংসগণের সমুদায় এবং কৃষ্ণকোকিলগণ সেখানে শান্ত মধুর ধ্বনি বিস্তার করিতে ছিল। ৪-৬

পক্ষিরাজ গরুড় সেই পর্ব্বতে নিত্য বিরাজমান থাকেন। চার লোকপাল, দেবতা ও ঋষিগণ সমস্ত জগতের হিতকামনায় সেখানে সর্ব্বদা শুভাগমন করেন। ৭

এখানে মহাত্মা বিষ্ণু (শ্রীকৃষ্ণ) পুত্রের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। এখানেই কুমার কার্ত্তিকেয় বাল্যকালে দেবগণকে আক্ষেপ (অবজ্ঞাপ্রকাশ) করিয়াছিলেন এবং ত্রিলোককে অপমান করত পৃথিবীতে নিজের শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ৮-৯

সেই সময় এ স্থানে স্কন্দ সমস্ত জগৎকে আক্ষেপ করিতে করিতে এই কথা বলিয়াছিলেন—যে কেহ অন্য পুরুষ আমা অপেক্ষা অধিক বলবান্ হইবেন, যাহার ব্রাহ্মণগণ অধিক প্রিয়, যে অন্য ব্যক্তি আমা অপেক্ষাও অধিক ব্রাহ্মণভক্ত এবং ত্রিলোকে

যো ব্রহ্মণ্যো দ্বিতীয়োঽস্তি ত্রিষু লোকেষু বীর্য্যবান্।
সোঽভ্যুদ্ধরত্বিমাং শক্তিমথবা কম্পয়ত্বিতি ॥ ১১

তচ্ছ্রুত্বা ব্যথিতা লোকাঃ ক ইমামুদ্ধরেদিতি।
অথ দেবগণং সর্বং সম্ভ্রান্তেন্দ্রিয়মানসম্ ॥ ১২

অপশ্যদ্ ভগবান্ বিষ্ণুঃ ক্ষিপ্তং সাসুর-রাক্ষসম্।
কিং ত্বত্র সুকৃতং কার্য্যং ভবেদিতি বিচিন্তয়ন্ ॥ ১৩

অনামৃষ্য ততঃ ক্ষেপমবৈক্ষত চ পাবকিম্।
সম্প্রগৃহ্য বিশুদ্ধাত্মা শক্তিং প্রজ্বলিতাং তদা ॥ ১৪

কম্পয়ামাস সব্যেন পাণিনা পুরুষোত্তমঃ।
শক্ত্যাং তু কম্প্যমানায়াং বিষ্ণুনা বলিনা তদা ॥ ১৫

মেদিনী কম্পিতা সর্বা সশৈল-বন-কাননা।
শক্তেনাপি সমুদ্ধর্তুং কম্পিতা সাভবৎ তদা ॥ ১৬

রক্ষিতা স্কন্দরাজস্য ধর্ষণা প্রভবিষ্ণুনা।
তাং কম্পয়িত্বা ভগবান্ প্রহ্লাদমিদমব্রবীৎ ॥ ১৭

পশ্য বীর্য্যং কুমারস্য নৈতদন্যঃ করিষ্যতি।
সোঽমৃষ্যমাণস্তদ্বাক্যং সমুদ্ধরণনিশ্চিতঃ ॥ ১৮

জগ্রাহ তাং তদা শক্তিং ন চৈনাং স ব্যকম্পয়ৎ।
নাদং মহান্তং মুক্ত্বা স মূর্চ্ছিতো গিরিমূর্ধনি ॥ ১৯

বিহ্বলঃ প্রাপতদ্ ভূমৌ হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ।
ততোত্তরাং দিশং গত্বা শৈলরাজস্য পার্শ্বতঃ ॥ ২০

তপোঽতপ্যত দুর্ধর্ষং তাত নিত্যং বৃষধ্বজঃ।
পাবকেন পরিক্ষিপ্তং দীপ্যতা যস্য চাশ্রমম্ ॥ ২১

আদিত্যপর্বতো নাম দুর্ধর্ষমকৃতাত্মভিঃ।
ন তত্র শক্যতে গন্তুং যক্ষ-রাক্ষস-দানবৈঃ ॥২২

দশযোজনবিস্তারমগ্নিজ্বালাসমাবৃতম্।
ভগবান্ পাবকস্তত্র স্বয়ং তিষ্ঠতি বীর্য্যবান্ ॥ ২৩

সর্বান্ বিঘ্নান্ প্রশময়ন্ মহাদেবস্য ধীমতঃ।
দিব্যং বর্ষসহস্রং হি পাদেনৈকেন তিষ্ঠতঃ ॥ ২৪

পরাক্রমশালী হইবেন, তিনি আমার এই শক্তিকে উৎপাত করুন অথবা কম্পিত করুন। ১০-১১

তাঁহার এই তিরস্কারপূর্ণ ঘোষণা শ্রবণ করত সমস্ত লোক ব্যথিত হইয়া উঠিল এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, আচ্ছা, কোন বীর এই শক্তিকে উৎখাত করিতে সমর্থ হইবেন? সেই সময় ভগবান্ বিষ্ণু দেখিলেন যে, সমস্ত দেবতাগণের ইন্দ্রিয়বর্গ ও চিত্ত ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে এবং অসুর এবং রাক্ষসগণের সহিত সম্পূর্ণ জগৎ স্কন্দের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি চিন্তা করিলেন— এস্থলে কি করা সঙ্গত হইবে? ১২-১৩

তখন সেই তিরস্কার সহ্য করিতে না পারিয়া বিশুদ্ধাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু অগ্নিপুত্র স্কন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তারপর সেই পুরুষোত্তম সেই সময় উক্ত প্রজ্বলিত শক্তিকে বাম হস্তের দ্বারা কম্পিত করিয়া দিলেন। ১৪½

বলশালী ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক সেই শক্তি কম্পিত হইলে পর পর্বত, বন ও কানন সহ সমগ্র পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল ॥ ১৫½

যদ্যপি প্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণু সেই শক্তিকে উৎপাটিত করিতে সমর্থ ছিলেন, তথাপি তিনি কুমার স্কন্দের তিরস্কার হইতে দিলেন না। তিনি তাঁহাকে অপমান হইতে রক্ষা করিলেন ॥ ১৬½

সেই শক্তিকে কম্পিত করিয়া ভগবান্ প্রহ্লাদকে বলিলেন—দেখ, কুমারের কত বল? এই কার্য্য অপরে কেহ করিতে সমর্থ নহে। ১৭½

ভগবানের এই কথা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রহ্লাদ স্বয়ং সেই শক্তিকে উৎপাটিত করিতে দৃঢ় নিশ্চয় করিলেন এবং সেই শক্তিকে ধারণ করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাকে সঞ্চালিত করিতে পারিলেন না। ১৮½

হিরণ্যকশিপুপুত্র প্রহ্লাদ তীব্রস্বরে চীৎকার করত মূর্চ্ছিত ও ব্যাকুল হইয়া সেই পর্বতশিখরের ভূমিতলে পতিত হইলেন। ১৯½

তাত! সেই গিরিরাজ হিমালয়ের পার্শ্বভাগে উত্তর দিক অভিমুখে গমন করত ভগবান্ বৃষধ্বজ শিব নিত্য নিরন্তর দুর্ধর্ষ তপস্যা করেন। ২০½

ভগবান্ শঙ্করের সেই আশ্রমকে প্রজ্বলিত অগ্নি চারিদিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই পর্বতশিখরের নাম আদিত্যগিরি। এই শিখরে অজিতাত্মা পুরুষ আরোহণ করিতে পারে না। যক্ষ, রাক্ষস ও দানবগণের পক্ষেও এখানে গমন করা অসম্ভব ছিল ॥ ২১-২২

এই দশযোজন বিস্তৃত শিখর অগ্নিশিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। শক্তিশালী ভগবান্ অগ্নিদেব এখানে স্বয়ং বিরাজমান আছেন ॥ ২৩

পরম বুদ্ধিমান্ মহাদেব সহস্র দিব্য বর্ষ পর্য্যন্ত সেখানে এক পদে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং তাঁহার তপস্যায় সমস্ত বিঘ্ন

দেবান্ সন্তাপয়ংস্তত্র মহাদেবো মহাব্রতঃ।
ঐন্দ্রীং তু দিশমাস্থায় শৈলরাজস্য ধীমতঃ ॥ ২৫
বিবিক্তে পর্বততটে পারাশর্য্যো মহাতপাঃ।
বেদানধ্যাপয়ামাস ব্যাসঃ শিষ্যান্ মহামতিঃ ২৬
সুমন্তুঞ্চ মহাভাগং বৈশম্পায়নমেব চ।
জৈমিনিঞ্চ মহাপ্রাজ্ঞং পৈলং চাপি তপস্বিনম্ ॥ ২৭
যত্র শিষ্যৈঃ পরিবৃতো ব্যাস আস্তে মহাতপাঃ।
যত্রাশ্রমপদং রম্যং দদর্শ পিতুরুত্তমম্ । ২৮
আরণেয়ো বিশুদ্ধাত্মা নভসীব দিবাকরঃ
অথ ব্যাসঃ পরিক্ষিপ্তং জ্বলন্তমিব পাবকম্ । ২৯
দদৃশে সুতমায়ান্তং দিবাকরসমপ্রভম্।
অসজ্জমানং বৃক্ষেষু শৈলেষু বিষয়েষু চ
যোগযুক্তং মহাত্মানং যথা বাণং গুণচ্যুতম্। ৩০
সোঽভিগম্য পিতুঃ পাদাবগৃহ্লাদরণীসুতঃ।
যথোপজোষং তৈশ্চাপি সমাগচ্ছন্মহামুনিঃ। ৩১

নিবারণ করিতে করিতে অগ্নিদেব সেস্থানেই বিরাজমান ছিলেন। মহান্ ব্রতধারী মহাদেব সেস্থানে দেবতাগণকে সন্তপ্ত করিতে করিতে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ২৪½

সেই বুদ্ধিমান্ গিরিরাজ হিমালয়ের পূর্ব্ব দিকে আশ্রয় গ্রহণ করত পর্ব্বতের নির্জন তটপ্রান্তে মহাতপস্বী মহাবুদ্ধিমান্ পরাশরনন্দন ব্যাসদেব নিজের শিষ্য মহাভাগ সুমন্ত, মহাবুদ্ধিমান্ জৈমিনি, তপস্বী পৈল এবং বৈশম্পায়ন -এই চার শিষ্যকে বেদাধ্যয়ন করাইতে ছিলেন ॥ ২৫-২৭

যেস্থানে মহাতপস্বী ব্যাস নিজের শিষ্যগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন, সেস্থানে শুকদেব নিজের পিতার সেই রমণীয় ও উত্তম আশ্রম দেখিলেন। ২৮

সেই সময় বিশুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট অরণীনন্দন শুকদেব আকাশে স্থিত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিলেন, এই সময় ব্যাসদেবও প্রজ্বলিত অগ্নি এবং সূর্য্যতুল্য তেজস্বী পুত্রকে সর্ব্বদিকে নিজের প্রভা বিকীরণ করিতে করিতে আসিতে দেখিলেন ॥২৯½

যোগযুক্ত মহাত্মা শুকদেব ধনুর গুণ হইতে নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় তীব্রগতিতে আসিতেছিলেন। তিনি বৃক্ষ ও পর্ব্বতসমূহে কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হন নাই ॥ ৩০

নিকটে আসিয়া অরণীপুত্র মহামুনি শুকদেব পিতার দুই পদ জড়াইয়া ধরিয়া প্রণাম করিলেন এবং শান্তভাবে তাঁহার অন্যান্য শিষ্যগণের সহিত মিলিত হইলেন ॥ ৩১

ততো নিবেদয়ামাস পিত্রে সর্বমশেষতঃ।
শুক্রো জনকরাজেন সংবাদং প্রীতমানসঃ ॥ ৩২
এবমধ্যাপয়ন্‌শিষ্যান্ ব্যাসঃ পুত্রঞ্চ বীর্য্যবান্।
উবাস হিমবৎপৃষ্ঠে পারাশর্য্যো মহামুনিঃ ॥৩৩
ততঃ কদাচিচ্ছিষ্যাস্তং পরিবার্য্যাবতস্থিরে।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নাঃ শান্তাত্মানো জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৩৪
বেদেষু নিষ্ঠাং সম্প্রাপ্য সাঙ্গেষপি তপস্বিনঃ।
অথোচুস্তে তদা ব্যাসং শিষ্যাঃ প্রাঞ্জলয়ো গুরুম্ ॥৩৫
শিষ্যা ঊচুঃ।
মহতা তেজসা যুক্তা যশসা চাপি বর্দ্ধিতাঃ।
একং ত্বিদানীমিচ্ছামো গুরুণানুগ্রহং কৃতম্ ॥ ৩৬
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মর্ষিস্তানুবাচ হ।
উচ্যতামিতি তদ্ বৎসা যদ্ বঃ কার্য্যং প্রিয়ং ময়া ॥৩৭
এতদ্ বাক্যং গুরোঃ শ্রুত্বা শিষ্যাস্তে হৃষ্টমানসাঃ।
পুনঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা প্রণম্য শিরসা গুরুম্ ॥৩৮

তদনন্তর প্রসন্নচিত্ত হইয়া শুকদেব রাজা জনকের সহিত যে বার্ত্তালাপ হইয়াছিল, সেই সমস্ত বৃত্তান্তই যথাযথভাবে নিজের পিতাকে নিবেদন করিলেন ॥ ৩২

এইরূপ শক্তিশালী মহামুনি পরাশরনন্দন ব্যাসদেব নিজের শিষ্যগণকে ও পুত্রকে অধ্যয়ন করাইতে করাইতে হিমালয়ের শিখরে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

তদনন্তর কোন এক সময়ে বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, শান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, সাঙ্গবেদে পারদর্শী ও তপস্বী শিষ্যগণ গুরুবর ব্যাসদেবকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে কৃতাঞ্জলি হইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩৪-৩৫

শিষ্যগণ বলিলেন,—ভগবন্! আমরা আপনার করুণায় মহাতেজস্বী হইয়াছি। আমাদের যশও চারিদিকে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখন এই সময় আমাদের এই বাসনা হইয়াছে যে, আপনি আরও একবার আমাদের উপর অনুগ্রহ করুন ॥ ৩৬

শিষ্যগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেব তাঁহাদিগকে বলিলেন—বৎসগণ! বল, তোমরা কি বাসনা করিতেছ? আমি তোমাদের কি প্রিয় কার্য্য করিব? ৩৭

শুকদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণের হৃদয় হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিল। রাজন্! তাঁহারা পুনরায় কৃতাঞ্জলি হইয়া মস্তক নত করত শুকদেবকে প্রণাম করিয়া একসঙ্গে এই

উচুস্তে সহিতা রাজন্নিদং বচনমুত্তমম্।
যদি প্রীত উপাধ্যায়ো ধন্যাঃ স্মো মুনিসত্তম ॥৩৯
কাঙ্ক্ষামস্তু বয়ং সর্বে বরং দাতুং মহর্ষিণা।
ষষ্ঠঃ শিষ্যো ন তে খ্যাতিং গচ্ছেদত্র প্রসীদ নঃ ॥৪০
চত্বারস্তে বয়ং শিষ্যা গুরুপুত্রশ্চ পঞ্চমঃ।
ইহ বেদাঃ প্রতিষ্ঠেরন্নেষ নঃ কাঙ্ক্ষিতো বরঃ ॥ ৪১
শিষ্যাণাং বচনং শ্রুত্বা ব্যাসো বেদার্থতত্ত্ববিৎ।
পরাশরাত্মজো ধীমান্ পরলোকার্থচিন্তকঃ ॥ ৪২
উবাচ শিষ্যান্ ধর্মাত্মা ধর্ম্যং নৈঃশ্রেয়সং বচঃ।
ব্রাহ্মণায় সদা দেয়ং ব্রহ্ম শুশ্রূষবে তথা ॥ ৪৩
ব্রহ্মলোকে নিবাসং যো ধ্রুবং সমভিকাঙ্ক্ষতে।
ভবন্তো বহুলাঃ সন্তু বেদো বিস্তার্য্যতাময়ম্ ॥৪৪
নাশিষ্যে সম্প্রদাতব্যো নাব্রতে নাকৃতাত্মনি।
এতে শিষ্যগুণাঃ সর্বে বিজ্ঞাতব্যা যথার্থতঃ ॥ ৪৫
নাপরীক্ষিতচারিত্রে বিদ্যা দেয়া কথঞ্চন।
যথা হি কনকং শুদ্ধং তাপচ্ছেদনিকর্ষণৈঃ ॥ ৪৬
পরীক্ষেত যথা শিষ্যানীক্ষেৎ কুলগুণাদিভিঃ।
ন নিযোজ্যাশ্চ বঃ শিষ্যা অনিয়োগে মহাভয়ে ॥ ৪৭
যথামতি যথাপাঠং তথা বিদ্যা ফলিষ্যতি।
সর্বস্তরতু দুর্গাণি সর্বো ভদ্রাণি পশ্যতু ॥ ৪৮
শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ।
বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তচ্চ কার্য্যং মহৎ স্মৃতম্ ॥ ৪৯
স্তুত্যর্থমিহ দেবানাং বেদাঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা।
যো নির্বদেত সম্মোহাদ্ ব্রাহ্মণং বেদপারগম্ ॥ ৫০
সোঽভিধ্যানাদ্ ব্রাহ্মণস্য পরাভূয়াদসংশয়ম্।
যশ্চাধর্মেণ বিব্রূয়াদ্ যশ্চাধর্মেণ পৃচ্ছতি ॥ ৫১

উত্তম বাক্য বলিলেন—মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাদের উপাধ্যায়। যদি আপনি প্রসন্ন হন, তবে আমরা ধন্য হইয়া গিয়াছি। ৩৮-৩৯

আমরা সকলে এই কামনা করি যে, মহর্ষি আপনি আমাদের এরূপ এক বরদান করুন যে, আপনার কোন ষষ্ঠ শিষ্য যেন আমাদের ন্যায় প্রসিদ্ধ না হয়। এখন আমাদের উপর এই অনুগ্রহ করুন। ৪০

আমরা চার আপনার শিষ্য (সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল ও বৈশম্পায়ন) এবং পঞ্চম শিষ্য গুরুপুত্র শুকদেব। এই পাঁচজনের মধ্যে আপনার অধ্যাপিত সমগ্র বেদ প্রতিষ্ঠিত হউক; ইহাই আমাদের পক্ষে মনোবাঞ্ছিত বর। ৪১

শিষ্যগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বেদার্থের তত্ত্বজ্ঞ, পারলৌকিক অর্থচিন্তাকারী, ধর্মাত্মা, পরাশরনন্দন বুদ্ধিমান্ ব্যাসদেব নিজের সমস্ত শিষ্যদিগকে এই ধর্মানুকূল কল্যাণকারী বাক্য বলিলেন। ৪২½

শিষ্যগণ! যে ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে নিত্য বাস করিতে অভিলাষী, তাঁহার কর্তব্য হইল—তিনি পড়িবার ইচ্ছায় আগত ব্রাহ্মণকে সর্বদা বেদ পড়াইবেন। ৪৩½

তোমরা বহুসংখ্যক হইয়া যাও এবং এই বেদের বিস্তার কর। যাহার মন বশীভূত নয়, যে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন না করিবে এবং যে শিষ্যভাবে পড়িতে না আসিবে, তাহাকে বেদাধ্যয়ন করান উচিত নয়। ৪৪½

এ সমস্তই শিষ্যের গুণ। কাহাকেও শিষ্য করিবার পূর্বে তাহার গুণকে যথাযথভাবে পরীক্ষা করিয়া লইবে। যাহার সদাচারের পরীক্ষা না লওয়া হইবে, তাহাকে কোনরূপেই বিদ্যাদান করা উচিত হইবে না। ৪৫½

যেরূপে অগ্নিতে তপ্ত করিলে, ছেদ করিলে এবং নিকষ প্রস্তরে ঘর্ষণ করিলে স্বর্ণের পরীক্ষা করা যাইতে পারে, সেইরূপ কুল ও গুণাদির দ্বারা শিষ্যগণের পরীক্ষা করিবে। ৪৬½

তোমরা নিজের শিষ্যদিগকে কোন অনুচিত পথে বা গুরুতর ভয়দায়ক পথে নিযুক্ত করিবে না। তোমরা পাঠদান করিলেও যাহার যেরূপ বুদ্ধি হইবে এবং যে পাঠকালে যেরূপ পরিশ্রম করিবে, তদনুসারেই তাহার বিদ্যা সফল হইবে। সকল মানুষ দুর্গম সঙ্কট উত্তীর্ণ হউক এবং সকলেই নিজের কল্যাণ দর্শন করুক। ৪৭ ৪৮

ব্রাহ্মণকে অগ্রে রাখিয়া চারি বর্ণের মানুষকেই বেদের উপদেশ করা কর্তব্য। এই বেদাধ্যয়ন মহৎ কার্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহা অবশ্যই করা উচিত ৪৯

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা এ সংসারে দেবতাগণের স্তুতির জন্য বেদসমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বেদের পারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের নিন্দা করে, সে তাঁহার অভিশম্পাতে নিঃসন্দেহে পরাভবপ্রাপ্ত হয়। ৫০½

যে ব্যক্তি ধর্মীয় বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রশ্ন করে এবং যে অধর্ম সহকারে উহার উত্তর দেয়, ইহাদের উভয়ের মধ্যে একের মৃত্যু হয় অথবা একে অন্যের দ্বেষের পাত্র হইয়া থাকে। ৫১½

তয়োরন্তরয়: প্রৈতি বিদ্বেষং চাধিগচ্ছতি ।
এতদ্ বঃ সর্বমাখ্যাতং স্বাধ্যায়স্য বিধিং প্রতি
উপকুর্যাচ্চ শিষ্যাণামেতচ্চ হৃদি বো ভবেৎ । ৫১

আমি তোমাদের নিকট এই সব স্বাধ্যায়ের বিধি বলিলাম।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি সপ্তবিংশত্যধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২৭

ইহা তোমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা স্মরণ থাকুক ; কারণ, ইহা শিষ্যগণের উপকার সাধন করিতে সমর্থ ।। ৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে সপ্তবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশত্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

[গতেষু শিষ্যেষু ব্যাসদেবসমীপে নারদস্যাগমনম্, তস্মৈ বেদপাঠে প্রেরণাদানম্, অনধ্যায়কারণং বদতা ব্যাসদেবেন শুকদেবায় 'প্রবহা'দিসপ্তবায়ূনাং পরিচয়দানঞ্চ ।]

ভীষ্ম উবাচ ।
এতচ্ছ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং ব্যাসশিষ্যা মহৌজসঃ
অন্যোন্যং হৃষ্টমনসঃ পরিষস্বজিরে তদা ॥ ১
উক্তা স্মো যদ্ ভগবতা তদাত্বায়তিসংহিতম্
তন্নো মনসি সংরূঢ়ং করিষ্যামস্তথা চ তৎ ॥ ২
অন্যোন্যং সংবিভাষ্যৈবং সুপ্রীতমনসঃ পুনঃ
বিজ্ঞাপয়ন্তি স্ম গুরুং পুনর্বাক্যবিশারদাঃ ॥ ৩
শৈলাদস্মান্মহীং গন্তুং কাঙ্ক্ষিতং নো মহামুনে
বেদাননেকধা কর্তুং যদি তে রুচিতং প্রভো ॥ ৪
শিষ্যাণাং বচনং শ্রুত্বা পরাশরসুতঃ প্রভুঃ ।
প্রত্যুবাচ ততো বাক্যং ধর্মার্থসহিতং হিতম্ ॥ ৫
ক্ষিতিং বা দেবলোকং বা গম্যতাং যদি রোচতে
অপ্রমাদশ্চ বঃ কার্য্যো ব্রহ্ম হি প্রচুরচ্ছলম্ ॥ ৬
তেঽনুজ্ঞাতাস্ততঃ সর্বে গুরুণা সত্যবাদিনা
জগ্মুঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা ব্যাসং মূর্দ্ধ্নাভিবাদ্য চ ॥ ৭
অবতীর্য্য মহীং তেঽথ চাতুর্হোত্রমকল্পয়ন্
সংযাজয়ন্তো বিপ্রাংশ্চ রাজন্যাংশ্চ বিশস্তথা ॥ ৮

অষ্টাবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[শিষ্যগণ চলিয়া যাইলে পর ব্যাসদেবের নিকট নারদের আগমন ও ব্যাসদেবকে বেদপাঠের জন্য প্রেরণাদান এবং শুকদেবকে অনধ্যায়ের কারণ বলিতে বলিতে ব্যাসদেব কর্তৃক 'প্রবহা'দি সপ্ত বায়ুর পরিচয় দান ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! গুরু ব্যাসদেবের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার মহাতেজস্বী শিষ্যগণ মনে মনে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন ।। ১

পুনরায় ব্যাসদেবকে তাঁহারা বলিলেন,- আপনি ভবিষ্যতে আমাদের হিতের কথা বিচার করিয়া যে কথা বলিলেন, উহা আমাদের মনে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। আমরা অবশ্যই উহা পালন করিব ।। ২

এইভাবে পরস্পর বার্তালাপ করত গুরু ও শিষ্যগণ সকলেই মনে মনে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। তদনন্তর প্রবচনকুশল শিষ্যগণ গুরুকে এইরূপ নিবেদন করিলেন ।। ৩

মহামুনে! এখন আমরা এই পর্বত হইতে পৃথিবীতে গমন করিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। বেদসমূহের বিভাগ করত তাহার প্রচার করাই আমাদের এই যাত্রার উদ্দেশ্য। প্রভো! যদি আপনার ইহা রুচিকর হয়, তবে আমাদের যাইতে অনুমতি করুন ।। ৪

শিষ্যদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া পরাশরনন্দন ভগবান্ ব্যাসদেব এই ধর্ম ও অর্থযুক্ত হিতকর বাক্য বলিলেন ।। ৫

শিষ্যগণ! যদি তোমাদের এই ইচ্ছা ভাল লাগে, তবে তোমরা পৃথিবীতে কিংবা দেবলোকে যেখানে তোমাদের ইচ্ছা, সেখানে যাইতে পার! কিন্তু তোমরা সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে ; কারণ, বেদে বহু সংখ্যক প্রয়োচনাত্মক শ্রুতি আছে, যাহা ছলের দ্বারা (ফলের লোভ দেখাইয়া) ধর্ম্মের প্রতিপাদন করে ।। ৬

সত্যবাদী গুরুদেবের এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সকল শিষ্যগণ তাঁহার চরণে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন। তাহারা ব্যাসদেবকে প্রদক্ষিণ করত সেস্থান হইতে চলিয়া যাইলেন ।। ৭

পৃথিবীতে নামিয়া তাঁহারা চাতুর্হোত্র কর্ম (অগ্নিহোত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সোমযাগ পর্যন্ত) প্রচার করিলেন এবং গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণকে যজ্ঞ

পূজ্যমানা দ্বিজৈর্নিত্যং মোদমানা গৃহে রতাঃ।
যাজনাধ্যাপনরতাঃ শ্রীমন্তো লোকবিশ্রুতাঃ ॥ ৯
অবতীর্ণেষু শিষ্যেষু ব্যাসঃ পুত্রসহায়বান্।
তূষ্ণীং ধ্যানপরো ধীমানেকান্তে সমুপাবিশৎ ॥ ১০
তং দদর্শাশ্রমপদে নারদঃ সুমহাতপাঃ।
অথৈনমব্রবীৎ কালে মধুরাক্ষরয়া গিরা ॥ ১১
ভো ভো ব্রহ্মর্ষিবাশিষ্ঠ ব্রহ্মঘোষো ন বর্ততে।
একো ধ্যানপরস্তূষ্ণীং কিমাস্সে চিন্তয়ন্নিব ॥ ১২
ব্রহ্মঘোষৈর্বিরহিতঃ পর্বতোঽয়ং ন শোভতে।
রজসা তমসা চৈব সোমঃ সোপপ্লবো যথা ॥ ১৩
ন ভ্রাজতে যথাপূর্বং নিষাদানামিবালয়ঃ।
দেবর্ষিগণজুষ্টোঽপি বেদধ্বাননিরাকৃতঃ ॥ ১৪
ঋষয়শ্চ হি দেবাশ্চ গন্ধর্বাশ্চ মহৌজসঃ।
বিমুক্তা ব্রহ্মঘোষেণ ন ভ্রাজন্তে যথা পুরা ॥ ১৫

করাইতে করাইতে তাঁহারা দ্বিজাতিগণের দ্বারা পূজিত হইয়া অতিশয় আনন্দসহকারে বাস করিতে লাগিলেন। যজ্ঞ করাইতে ও বেদের শিক্ষাদান করিতেই তাঁহারা তৎপর ছিলেন। এই সব কর্মের দ্বারা তাঁহারা শ্রীসম্পন্ন ও লোকবিখ্যাত হইয়া যাইলেন ॥ ৮-৯

শিষ্যগণ পর্বত হইতে নিম্নভাগে নামিয়া যাইলে পর ব্যাসদেবের নিকট তাঁহার পুত্র শুকদেব ব্যতীত আর কেহ ছিলেন না। সেই বুদ্ধিমান্ ব্যাসদেব একান্ত নির্জন স্থানে ধ্যানমগ্ন হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন ॥ ১০

সেই সময় মহাতেজস্বী নারদ সেই আশ্রমের স্থানে আসিয়া এই ব্যাসদেবকে দর্শন করিলেন এবং মধুর অক্ষরযুক্ত-মিষ্ট ভাষায় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১১

হে ব্রহ্মর্ষিবাশিষ্ঠ! আজ তোমার এই আশ্রমে বেদমন্ত্র সমূহের ধ্বনি হইতেছে না কেন? তুমি একাকী ধ্যানমগ্ন হইয়া নীরবে বসিয়া আছ কেন? মনে হইতেছে, তুমি কোন চিন্তা করিতেছ? ১২

বেদধ্বনি না হওয়ায় এই পর্বতের আর পূর্বের ন্যায় শোভা হইতেছে না। রজ ও তমে আচ্ছন্ন হইয়া রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে। দেবর্ষিগণের দ্বারা সেবিত হইলে পরও এই শৈলশিখর ব্রহ্মঘোষ (বেদধ্বনি) ব্যতীত নিষাদদিগের (চাণ্ডালদিগের) গৃহের ন্যায় শ্রীহীন বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ১৩-১৪

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ।
মহর্ষে যৎ ত্বয়া প্রোক্তং বেদবাদবিচক্ষণ ॥ ১৬
এতন্মনোঽনুকূলং মে ভবানর্হতি ভাষিতুম্।
সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শী চ সর্বত্র চ কুতূহলী ॥ ১৭
ত্রিষু লোকেষু যদ্ বৃত্তং সর্বং তব মতে স্থিতম্।
তদাজ্ঞাপয় বিপ্রর্ষে ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥ ১৮
যন্ময়া সমনুষ্ঠেয়ং ব্রহ্মর্ষে তদুদাহর।
বিমুক্তস্যেহ শিষ্যৈর্মে নাতিহৃষ্টমিদং মনঃ ॥ ১৯

নারদ উবাচ।

অনাম্নায়মলা বেদা ব্রাহ্মণস্যাব্রতং মলম্।
মলং পৃথিব্যা বাহীকাঃ স্ত্রীণাং কৌতূহলং মলম্ ॥ ২০
অধীয়তাং ভবান্ বেদান্ সার্ধং পুত্রেণ ধীমতা।
বিধুন্বন্ ব্রহ্মঘোষেণ রক্ষোভয়কৃতং তমঃ ॥ ২১

এস্থানের ঋষি, দেবতা ও মহাবল গন্ধর্বগণও ব্রহ্মঘোষবর্জিত হওয়ায় এখন পূর্বের ন্যায় শোভা পাইতেছে না ॥ ১৫

নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বলিলেন—বেদবিষয়ে বিদ্বান্ মহর্ষে! আপনি যাহা কিছু বলিলেন, তৎসমস্তই আমার মনেরই অনুকূল। আপনিই এই কথা বলিতে পারেন। আপনি সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও সর্বত্র সব কিছু জানিবার জন্য আপনি কৌতূহল করিয়া থাকেন। ১৬-১৭

তিন লোকে যাহা কিছু হইতেছে বা হইয়াছে, সেই সবই আপনি জানেন। ব্রহ্মর্ষে! বলুন, আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি সেবা করিব? ১৮

ব্রহ্মর্ষি নারদ! এই সময় আমার যাহা কর্তব্য, উহাও বলুন। নিজের প্রিয় শিষ্যগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া আমার মন বিশেষ প্রসন্ন নয় ॥ ১৯

নারদ বলিলেন,—বেদ অধ্যয়ন করিয়া উহার অভ্যাস (পুনরাবৃত্তি) না করা বেদাধ্যয়নের দোষ। ব্রতপালন (শাস্ত্রবিহিত নিয়মপালন) না করা ব্রাহ্মণের অপরাধ। বাহীক দেশের মনুষ্যগণ পৃথিবীর মল এবং কৌতূহল হইল স্ত্রীগণের দোষ ॥ ২০

তুমি নিজের বেদোচ্চারণের ধ্বনিতে রাক্ষস-ভয়জনিত অন্ধকারকে নাশ করিতে করিতে বুদ্ধিমান্ পুত্র শুকদেবের সহিত বেদের স্বাধ্যায় করিয়া যাও ॥ ২১

ভীষ্ম উবাচ।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্যাসঃ পরমধর্মবিৎ।
তথেত্যুবাচ সংহৃষ্টো বেদাভ্যাসদৃঢ়ব্রতঃ ॥ ২২

শুকেন সহ পুত্রেণ বেদাভ্যাসমথাকরোৎ।
স্বরেণোচ্চৈঃ স শৈক্ষ্যেণ লোকানাপূরয়ন্নিব ॥ ২৩

তয়োরভ্যসতোরেব নানাধর্মপ্রবাদিনোঃ।
বাতোঽতিমাত্রং প্রববৌ সমুদ্রানিলবেজিতঃ ॥ ২৪

ততোঽনধ্যায় ইতি তং ব্যাসঃ পুত্রমবারয়ৎ।
শুকো বারিতমাত্রস্তু কৌতূহলসমন্বিতঃ ॥ ২৫

অপৃচ্ছৎ পিতরং ব্রহ্মন্ কুতো বায়ুরভূদয়ম্।
আখ্যাতুমর্হতি ভবান্ বায়োঃ সর্বং বিচেষ্টিতম্ ॥ ২৬

শুকস্যৈতদ্ বচঃ শ্রুত্বা ব্যাসঃ পরমবিস্মিতঃ।
অনধ্যায়নিমিত্তেঽস্মিন্নিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৭

দিব্যং তে চক্ষুরুৎপন্নং স্বয়ং তে নির্মলং মনঃ।
তমসা রজসা চাপি ত্যক্তঃ সত্ত্বে ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৮

আদর্শে স্বামিব চ্ছায়াং পশ্যস্যাত্মানমাত্মনা।
ন্যস্যাত্মনি স্বয়ং বেদান্ বুদ্ধ্যা সমনুচিন্তয় ॥ ২৯

দেবযানচরো বিষ্ণোঃ পিতৃযানশ্চ তামসঃ।
দ্বাবেতৌ প্রেত্য পন্থানৌ দিবং চাধশ্চ গচ্ছতঃ ॥ ৩০

পৃথিব্যামন্তরিক্ষে চ যত্র সংবান্তি বায়বঃ।
সপ্তৈতে বায়ুমার্গা বৈ তান্ নিবোধানুপূর্বশঃ ॥ ৩১

তত্র দেবগণাঃ সাধ্যা মহাভূতা মহাবলাঃ।
তেষামপ্যভবৎ পুত্রঃ সমানো নাম দুর্জয়ঃ ॥ ৩২

উদানস্তস্য পুত্রোঽভূদ্ ব্যানস্তস্যাভবৎ সুতঃ।
অপানশ্চ ততো জ্ঞেয়ঃ প্রাণশ্চাপি ততোঽপরঃ ॥ ৩৩

অনপত্যোঽভবৎ প্রাণো দুর্ধর্ষঃ শত্রুতাপনঃ।
পৃথক্ কর্মাণি তেষাং তে প্রবক্ষ্যামি যথাতথম্ ॥৩৪

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! নারদের কথা শ্রবণ করিয়া পরম ধর্মজ্ঞ ব্যাসদেব 'আচ্ছা তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া তিনি বেদাভ্যাস-রূপ ব্রত দৃঢ়তাসহকারে পালন করিতে লাগিলেন ॥ ২২

তিনি নিজের পুত্র শুকদেবের সহিত শিক্ষাশাস্ত্রের নিয়মানুসারে উচ্চৈঃস্বরে তিন লোক যেন পরিপূর্ণ করিতে করিতে বেদের আবৃত্তি আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ২৩

নানাপ্রকার ধর্মের প্রতিপাদনকারী এই পিতা-পুত্র উক্ত নিয়মে বেদের অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এই সময় সমুদ্রের বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া ঝঞ্ঝাবায়ু তীব্রবেগে প্রবাহিত হইতে থাকিল ॥ ২৪

তখন 'অনধ্যায়-কাল' এই কথা বলিয়া ব্যাসদেব নিজের পুত্রকে বেদপাঠ হইতে সেই সময় নিবৃত্ত করিলেন। তিনি নিষেধ করিলে পর শুকদেবের মনে তাহার কারণ জানিবার জন্য কৌতূহল উপস্থিত হইল ॥ ২৫

তিনি তখন নিজের পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্! এই বায়ুর উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? আপনি বায়ুর সমস্ত কার্যপদ্ধতি সবিস্তরে বর্ণনা করুন ॥ ২৬

শুকদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্যাসদেব অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং অনধ্যায়ের কারণ বিষয়ে বলিতে যাইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ২৭

পুত্র শুক! তোমার স্বয়ং দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়াছে। তোমার হৃদয় অত্যন্ত নির্মল। তুমি রজোগুণ ও তমোগুণ রহিত হইয়া সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ ॥ ২৮

যেরূপ মানুষ দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন করে, সেইরূপ তুমি বুদ্ধির দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করিতেছ; অতএব স্বয়ংই বেদকে নিজের মধ্যে স্থাপিত করিয়া বুদ্ধির দ্বারা অনধ্যায়ের কারণভূত বায়ুর বিষয়ে চিন্তা কর ॥ ২৯

মৃত্যুর পর ঊর্দ্ধলোকে গমনকারী এবং নিম্নলোকে গমনকারী মনুষ্যের দুইটি মার্গ আছে; এক দেবযান—ইহা বিষ্ণুলোকের মার্গ, অতএব সাত্ত্বিক, দুই পিতৃযান—ইহা তামস ॥ ৩০

পৃথিবী বা আকাশ যেস্থানেই বায়ু প্রবাহিত হউক না কেন, তাহার প্রবাহিত হইবার সাতটি মার্গ আছে। তুমি ক্রমশঃ উহার বর্ণনা শ্রবণ কর ॥ ৩১

পৃথিবী ও আকাশে যে মহাবল ও মহাভূতস্বরূপ সাধ্যনামক দেবগণ অদৃশ্যভাবে থাকেন, তাঁহাদের দুর্জয় পুত্রের নাম হইল 'সমান' ॥ ৩২

সমানের পুত্র 'উদান', উদানের পুত্র 'ব্যান', তাহার পুত্রের নাম 'অপান' বলিয়া জানিবে এবং অপান হইতেই 'প্রাণ' বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৩৩

প্রাণের কোন সন্তান হয় নাই। এই প্রাণ শত্রুসন্তাপক ও দুর্দ্ধর্ষ। ইহাদের সকলেরই কর্ম পৃথক্ পৃথক্। আমি তৎসমস্তই তোমার নিকট যথাযথভাবে বর্ণনা করিব ॥ ৩৪

প্রাণিনাং সর্বতো বায়ুশ্চেষ্টাং বর্তয়তে পৃথক্।
প্রাণনাচ্চৈব ভূতানাং প্রাণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩৫
প্রেরয়ত্যভ্রসঙ্ঘাতান্ ধূমজাংশ্চোষ্মজাংশ্চ যঃ।
প্রথমঃ প্রথমে মার্গে প্রবহো নাম যোঽনিলঃ ॥ ৩৬
অম্বরে স্নেহমভ্যেত্য বিদ্যুদ্ভ্যশ্চ মহাদ্যুতিঃ
আবহো নাম সংবাতি দ্বিতীয়ঃ শ্বসনো নদন্ ॥ ৩৭
উদয়ং জ্যোতিষাং শশ্বৎ সোমাদীনাং করোতি যঃ।
অন্তর্দেহেষু চোদানং যং বদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৩৮
যশ্চতুর্ভ্যঃ সমুদ্রেভ্যো বায়ুর্ধারয়তে জলম্।
উদ্ধৃত্যাদদতে চাপো জীমূতেভ্যোঽম্বরেঽনিলঃ ॥ ৩৯
যোঽদ্ভিঃ সংযোজ্য জীমূতান্ পর্জন্যায় প্রযচ্ছতি।
উদ্বহো নাম বংহিষ্ঠস্তৃতীয়ঃ স সদাগতিঃ ॥ ৪০
সমূহ্যমানা বহুধা যেন নীতাঃ পৃথগ্ ঘনাঃ।
বর্ষমোক্ষকৃতারম্ভাস্তে ভবন্তি ঘনাঘনাঃ ॥ ৪১
সংহতা যেন চাবিদ্ধা ভবন্তি নদতাং নদাঃ।
রক্ষণার্থায় সম্ভূতা মেঘত্বমুপযান্তি চ ॥ ৪২
যোঽসৌ বহতি ভূতানাং বিমানানি বিহায়সা।
চতুর্থঃ সংবহো নাম বায়ুঃ স গিরিমর্দনঃ ॥ ৪৩
যেন বেগবতা রুগ্ণা রূক্ষেণ রুজতা নগান্।
বায়ুনা সহিতা মেঘাস্তে ভবন্তি বলাহকাঃ ॥ ৪৪
দারুণোৎপাতসঞ্চারো নভসঃ স্তনয়িত্নুমান্।
পঞ্চমঃ স মহাবেগো বিবহো নাম মারুতঃ ॥ ৪৫
যস্মিন্ পারিপ্লবা দিব্যা বহন্ত্যাপো বিহায়সা।
পুণ্যং চাকাশগঙ্গায়াস্তোয়ং বিষ্টভ্য তিষ্ঠতি ॥৪৬
দূরাৎ প্রতিহতো যস্মিন্নেকরশ্মির্দিবাকরঃ।
যোনিরংশুসহস্রস্য যেন ভাতি বসুন্ধরা ॥ ৪৭
যস্মাদাপ্যায়তে সোমো নিধির্দিব্যোঽমৃতস্য চ।
ষষ্ঠঃ পরিবহো নাম স বায়ুর্জয়তাং বরঃ ॥ ৪৮

বায়ুদেব প্রাণিগণের পৃথক্ পৃথক্ সমস্ত চেষ্টা সম্পাদন করেন এবং সকল ভূতকে অনুপ্রাণিত (জীবিত) রাখেন, সেইজন্য তাঁহাকে 'প্রাণ' বলা হয় ॥ ৩৫

যে বায়ু ধূম্র ও উষ্ম (তেজ) হইতে উৎপন্ন মেঘমণ্ডলকে আকাশের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়, সেই প্রথম মার্গে প্রবাহিত বায়ুর নাম হইল 'প্রবহ' ॥ ৩৬

যে বায়ু আকাশে রসের মাত্রাধিক্য এবং বিদ্যুৎ প্রভৃতির উৎপত্তির জন্য উদ্ভূত হয়, সেই মহাতেজস্বী দ্বিতীয় বায়ু 'আবহ' নামে প্রসিদ্ধ। এই বায়ু অতিশয় শব্দ সহকারে প্রবাহিত হয় ॥ ৩৭

যে বায়ু সর্বদা সোম-সূর্য্যাদি গ্রহগণের উদয় ও উদ্ভব করে, মনীষী পুরুষগণ যাহাকে শরীরের মধ্যে 'উদান' বলিয়া অভিহিত করেন, যে বায়ু চারি সমুদ্রের জল উপরে উত্থাপিত করিয়া জীমূত নামক মেঘমধ্যে স্থাপিত করে এবং জীমূতনামক মেঘকে জলের দ্বারা সংযুক্ত করিয়া তাহাকে পর্জন্যের রূপে পরিণত করে, সেই মহান্ বায়ুকে 'উদ্বহ' বলা হয়। এই বায়ু তৃতীয় পথ দিয়া প্রবাহিত হয় বলিয়া তৃতীয় বায়ুরূপে কথিত হয় ॥ ৩৮-৪০

যাহার দ্বারা এদিক্ ওদিকে পরিচালিত হইয়া অনেক প্রকারের মহামেঘ একত্রে ঘন হইয়া জলবর্ষণ আরম্ভ করে, মেঘরূপে ঘনীভূত হইয়াও যাহার প্রেরণায় সম্পূর্ণ মেঘমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়া যায়, ইহারা বেণুনাদের ন্যায় শব্দ করে বলিয়া 'নদ' রূপে অভিহিত হয় এবং প্রাণিগণের রক্ষার জন্য পুনরায় জল সংগ্রহ করিয়া ঘনীভূত হইয়া যায়, যে বায়ু দেবতাগণের আকাশমার্গে গমনকারী বিমানসমূহকে স্বয়ং বহন করিয়া লইয়া যায়, পর্বতসকলের মানমর্দনকারী এই চতুর্থ বায়ু 'সংবাহ' নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৪১-৪৩

যে বায়ু রুক্ষভাবে বেগসহকারে প্রচণ্ড শব্দের সহিত প্রবাহিত হইয়া বড় বড় বৃক্ষসকলকে উৎপাটিত করে এবং যাহার দ্বারা সংগঠিত হইয়া প্রলয়কালীন মেঘ 'বলাহক' নামে ধারণ করে, যে বায়ুর সঞ্চারণ ভয়ানক উৎপাত আনয়ন করে এবং যে বায়ু আকাশ হইতে নিজের সহিত মেঘমণ্ডলের উদ্ভবের জন্য প্রবাহিত হয়, সেই অত্যন্ত বেগশালী পঞ্চম বায়ু 'বিবহ' নামে কথিত হয় ॥ ৪৪-৪৫

যে বায়ুকে আশ্রয় করিয়া আকাশে দিব্য জলরাশি উপরে উপরে প্রবাহিত হয়, যে বায়ু আকাশ গঙ্গার পবিত্র জলকে ধারণ করিয়া অবস্থিত, যাহার দ্বারা দূর হইতেই প্রতিহত হইয়া সহস্র কিরণাবলির উৎপত্তি স্থান সূর্য্যদেব, যাহার দ্বারা এই পৃথিবী প্রকাশিত হয়, একই কিরণে যুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং যাহার দ্বারা অমৃতের দিব্য নিধি চন্দ্রেরও পোষণ হয়, বিজয়শীলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ষষ্ঠ বায়ুতত্ত্ব 'পরিবহ' নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৪৬-৪৮

সর্ব্বপ্রাণভৃতাং প্রাণান্ যোহস্তকালে নিরস্যতি।
যস্য বর্ত্মানুবর্ত্তেতে মৃত্যু-বৈবস্বতাবুভৌ ॥৪৯
সম্যগন্বীক্ষতাং বুদ্ধ্যা শান্তয়াধ্যাত্মনিত্যয়া।
ধ্যানাভ্যাসাভিরামাণাং যোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ৫০
যং সমাসাদ্য বেগেন দিশোহস্তং প্রতিপেদিরে।
দক্ষস্য দশপুত্রাণাং সহস্রাণি প্রজাপতেঃ ॥ ৫১
যেন স্পৃষ্টঃ পরাভূতো যাত্যেব ন নিবর্ত্ততে।
পরাবহো নাম পরো বায়ুঃ স দুরতিক্রমঃ ॥ ৫২
এবমেতে দিতেঃ পুত্রা মারুতাঃ পরমাদ্ভুতাঃ।
অনারতং তে সংবান্তি সর্ব্বগাঃ সর্ব্বধারিণঃ ॥৫৩
এতৎ তু মহদাশ্চর্য্যং যদয়ং পর্ব্বতোত্তমঃ।
কম্পিতঃ সহসা তেন বায়ুনাভিপ্রবায়তা ॥ ৫৪
বিষ্ণোর্নিঃশ্বাসবাতোহয়ং যদা বেগসমীরিতঃ।
সহসোদীর্য্যতে তাত জগৎ প্রব্যথতে তদা ॥৫৫
তস্মাদ্ ব্রহ্মবিদো বেদান্ নাধীয়ন্তেহতিবায়তি।
বায়োর্বায়ুভয়ং হ্যুক্তং ব্রহ্ম তৎপীড়িতং ভবেৎ ॥ ৫৬
এতাবদুক্ত্বা বচনং পরাশরসুতঃ প্রভুঃ।
উক্ত্বা পুত্রমধীষ্বেতি ব্যোমগঙ্গামগাৎ তদা ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্মপর্ব্বণি অনধ্যায়নিমিত্তকথনং-নামাষ্টাবিংশত্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২৮

যে বায়ু বিনাশকালে সমস্ত প্রাণিগণের প্রাণকে শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত করে, যাহার এই প্রাণনিষ্কাসনরূপ মার্গকে মৃত্যু ও বৈবস্বত যম ইঁহারা উভয়ে অনুগমন মাত্র করেন, সর্ব্বদা অধ্যাত্মচিন্তায় নিরত শান্ত বুদ্ধির দ্বারা সম্যগ্‌ভাবে অনুসন্ধানকারী ও ধ্যানের অভ্যাসেই সানন্দে রত মানুষকে যে বায়ু অমৃতত্ব দান করিতে সমর্থ, যাহার মধ্যে স্থিত হইয়া প্রজাপতি দক্ষের দশ হাজার পুত্র সমস্ত দিকের শেষে উপস্থিত হইয়াছিল এবং যাহার দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া বিলীন প্রাণী এখান হইতে কেবল চলিয়া যায়, আর ফিরিয়া আসে না, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সপ্তম বায়ুর নাম 'পরাবহ'। ইহাকে অতিক্রম করা সকলের পক্ষেই অত্যন্ত কঠিন কার্য্য ॥ ৪৯-৫২

এইরূপ এই সপ্ত মরুদ্গণ দিতির অত্যন্ত অদ্ভুত পুত্র। ইহাদের সর্ব্বত্র গতি আছে। ইহারা নিরন্তর প্রবাহিত হয় এবং সকলকে ধারণ করিয়া আছে ॥ ৫৩

ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অত্যন্ত বেগে প্রবাহিত এই বায়ুর দ্বারা এই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ও সহসা কম্পিত হইয়া উঠে ॥ ৫৪

তাত! এই বায়ু ভগবান্ বিষ্ণুর নিশ্বাস। যখন কোন সময়ে সহসা সেই নিঃশ্বাস তীব্রবেগে নিষ্ক্রান্ত হয়, সেই সময় এই সম্পূর্ণ জগৎ অতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠে ॥ ৫৫

সেইজন্য ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ প্রচণ্ড বায়ু (প্রবল ঝড়বাত) প্রবাহিত হইলে পর বেদপাঠ করেন না। বেদও ভগবান্ বিষ্ণুর নিঃশ্বাসবায়ু। সেই সময় বেদপাঠ করিলে পর বায়ু বায়ুদ্বারা ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সেই বেদেরও পীড়া হয় ॥ ৫৬

অনধ্যায় বিষয়ে এই কথা বলিয়া পরাশরনন্দন ভগবান্ ব্যাসদেব নিজের পুত্র শুকদেবকে বলিলেন—এখন তুমি বেদপাঠ কর। ইহা বলিয়া তিনি আকাশগঙ্গার তীরে গমন করিলেন ॥৫৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে অনধ্যায়নিমিত্তকথননামক অষ্টাবিংশত্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শুকদেবায় নারদস্য জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োরুপদেশদানম্ ।]

ভীষ্ম উবাচ ।

এতস্মিন্নন্তরে শূন্যে নারদঃ সমুপাগমৎ ।
শুকং স্বাধ্যায়নিরতং বেদার্থান্ বক্তুমীপ্সিতান্ ॥ ১

দেবর্ষিং তু শুকো দৃষ্ট্বা নারদং সমুপস্থিতম্ ।
অর্ঘ্যপূর্বেণ বিধিনা বেদোক্তেনাভ্যপূজয়ৎ ॥ ২

নারদোঽথাব্রবীৎ প্রীতো ব্রূহি ধর্মভৃতাং বর ।
কেন ত্বাং শ্রেয়সা বৎস যোজয়ামীতি হৃষ্টবৎ ॥ ৩

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা শুকঃ প্রোবাচ ভারত ।
অস্মিঁল্লোকে হিতং যৎ স্যাৎ তেন মাং যোক্তুমর্হসি ॥ ৪

নারদ উবাচ

তত্ত্বং জিজ্ঞাসতাং পূর্বমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ।
সনৎকুমারো ভগবানিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫

নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ
নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্ ॥ ৬

নিবৃত্তিঃ কর্মণঃ পাপাৎ সততং পুণ্যশীলতা ।
সদ্বৃত্তিঃ সমুদাচারঃ শ্রেয় এতদনুত্তমম্ ॥ ৭

মানুষ্যমসুখং প্রাপ্য যঃ সজ্জতি স মুহ্যতি ।
নালং স দুঃখমোক্ষায় সংযোগো দুঃখলক্ষণম্ ॥ ৮

সক্তস্য বুদ্ধিশ্চলতি মোহজালবিবর্ধনী ।
মোহজালাবৃতো দুঃখমিহ চামুত্র সোঽশ্নুতে ॥ ৯

সর্বোপায়াৎ তু কামস্য ক্রোধস্য চ বিনিগ্রহঃ ।
কার্যাঃ শ্রেয়োঽর্থিনা তৌ হি শ্রেয়োঘাতার্থমুদ্যতৌ ॥ ১০

নিত্যং ক্রোধাৎ তপো রক্ষেচ্ছ্রিয়ং রক্ষেচ্চ মৎসরাৎ ।
বিদ্যাং মানাবমানাভ্যামাত্মানং তু প্রমাদতঃ ॥ ১১

আনৃশংস্যং পরো ধর্মঃ ক্ষমা চ পরমং বলম্ ।
আত্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং ন সত্যাদ্ বিদ্যতে পরম্ ॥ ১২

একোনত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়

শুকদেবকে নারদের বৈরাগ্য এবং জ্ঞানের উপদেশদান ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! ব্যাসদেব চলিয়া যাইলে পর সেই শূন্য আশ্রমে স্বাধ্যায়পরায়ণ শুকদেবকে নিজের অভিলষিত বেদের অর্থ বলিবার জন্য দেবর্ষি নারদ উপস্থিত হইলেন । ১

দেবর্ষি নারদকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া শুকদেব বেদোক্ত বিধি-অনুসারে অর্ঘ্যাদি নিবেদন করত তাঁহার পূজা করিলেন । ২

সেই সময় নারদ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন- বৎস ! তুমি ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । বল, তোমাকে কোন্ মঙ্গলের সহিত যুক্ত করাইব ? এই কথা তিনি অতিশয় হর্ষ সহকারে বলিলেন । ৩

হে ভারত ! নারদের এই কথা শ্রবণ করত শুকদেব বলিলেন,—এ জগতে যাহা পরম কল্যাণের সাধন, আপনি উহাই আমাকে উপদেশ করুন । ৪

নারদ বলিলেন,—বৎস ! পুরাকালের ঘটনা, পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট ঋষিগণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছায় প্রশ্ন করিলেন এবং তাহার উত্তররূপে ভগবান্ সনৎকুমার এই কথা বলিলেন । ৫

বিদ্যাতুল্য কোন চক্ষু নাই সত্যতুল্য কোন তপস্যা নাই ; রাগের সমান কোন দুঃখ নাই এবং ত্যাগের সমান কোন সুখ নাই । ৬

পাপ কর্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়া, সর্ব্বদা পুণ্যকর্মসকলের অনুষ্ঠান করা, সৎপুরুষের ন্যায় আচরণ করা এবং সদাচার পালন করা—ইহাই সর্ব্বোত্তম শ্রেয়ের (কল্যাণের) সাধন । ৭

যাহার মধ্যে সুখের লেশমাত্র নাই, এরূপ সেই মানব শরীর প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি বিষয়সমূহে আসক্ত হয়, সেই ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হয় । বিষয়সমূহের সংযোগ হইল দুঃখ, অতএব উহা দুঃখ হইতে মুক্ত করিতে পারে না । ৮

বিষয়াসক্ত সেই মানুষের বুদ্ধি চঞ্চল হয় এবং মোহজাল বর্দ্ধিত করে । মোহজালে আবদ্ধ মানুষ ইহলোক ও পরলোকে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । ৯

যাহার কল্যাণ-লাভের ইচ্ছা থাকে, সে সর্ব্বোপায়ে কাম ও ক্রোধকে সংযত করিয়া রাখিবে, কারণ, এই উভয় দোষই কল্যাণকে নাশ করিবার জন্য উদ্যত থাকে । ১০

মানুষের কর্ত্তব্য হইল—সর্ব্বদা তপস্যাকে ক্রোধ হইতে, লক্ষ্মীকে পরশ্রীকাতরতা হইতে, বিদ্যাকে মানাপমান হইতে এবং নিজেকে নিজে প্রমাদ (অসাবধানতা) হইতে সে রক্ষা করিতে থাকিবে । ১১

ক্রূরস্বভাব পরিত্যাগ করা হইল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম ; ক্ষমা হইল সর্ব্বোত্তম বল । আত্মজ্ঞানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান এবং সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই । ১২

সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যাদপি হিতং বদেৎ।
যদ্ ভূতহিতমত্যন্তমেতৎ সত্যং মতং মম ॥ ১৩
সর্বারম্ভপরিত্যাগী নিরাশীর্নিষ্পরিগ্রহঃ।
যেন সর্বং পরিত্যক্তং স বিদ্বান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ১৪
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থান্ যশ্চরত্যাত্মবশৈরিহ
অসজ্জমানঃ শান্তাত্মা নির্বিকারঃ সমাহিতঃ ॥১৫
আত্মভূতৈরতদ্ভূতঃ সহ চৈব বিনৈব চ।
স বিমুক্তঃ পরং শ্রেয়ো নচিরেণাধিতিষ্ঠতি ॥ ১৬
অদর্শনমসংস্পর্শস্তথা সম্ভাষণং সদা।
যস্য ভূতৈঃ সহ মুনে স শ্রেয়ো বিন্দতে পরম্ ॥ ১৭
ন হিংস্যাৎ সর্বভূতানি মৈত্রায়ণগতশ্চরেৎ।
নেদং জন্ম সমাসাদ্য বৈরং কুর্বীত কেনচিৎ ॥ ১৮
আকিঞ্চন্যং সুসন্তোষো নিরাশীস্ত্বমচাপলম্।

সত্য কথা বলা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সত্য হইতেও শ্রেষ্ঠ হইল হিতকারী বাক্য বলা। যাহার দ্বারা প্রাণিগণের অত্যন্ত হিত হইয়া থাকে, তাহাই আমার মতে সত্য ॥ ১৩

যিনি কার্য আরম্ভ করিবার সমস্ত সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া দিয়াছেন, যাঁহার মনে কোনও বাসনা নাই, যিনি কোনও বস্তুরই সংগ্রহ করেন না এবং যিনি সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছেন, তিনিই বিদ্বান্ এবং তিনিই পণ্ডিত ॥ ১৪

যিনি নিজের বশীভূত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা এ সংসারে অনাসক্তভাবে বিষয়সমূহ অনুভব করেন, যাঁহার চিত্ত শান্ত, নির্বিকার ও একাগ্র এবং যিনি আত্মরূপে প্রতীত দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত থাকিয়াও ইহাদের দ্বারা তদ্রূপ না হইয়া পৃথক্‌রূপে অবস্থান করেন, তিনিই মুক্ত এবং তিনি অতি শীঘ্র পরম কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৫-১৬

মুনে! যাঁহার কোনও প্রাণীর প্রতি দৃষ্টি যায় না, যিনি কাহাকেও স্পর্শ ও কাহারও সহিত বার্তালাপ করেন না, তিনি পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হন ॥ ১৭

কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না। সকলের প্রতি মিত্রভাব রাখিয়া বিচরণ করিবে এবং মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না ॥ ১৮

যিনি আত্মতত্ত্ব জানেন ও যাঁহার মন বশীভূত, তাঁহার পক্ষে এই পরম কল্যাণসাধন কথিত হইয়াছে যে, তিনি কোনও বস্তু সংগ্রহ করিবেন না, সর্বদা সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং কামনা ও চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া দিবেন ॥ ১৯

এতদাহুঃ পরং শ্রেয় আত্মজ্ঞস্য জিতাত্মনঃ ॥ ১৯
পরিগ্রহং পরিত্যজ্য ভব তাত জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অশোকং স্থানমাতিষ্ঠ ইহ চামুত্র চাভয়ম্ ॥ ২০
নিরামিষা ন শোচন্তি ত্যজেদামিষমাত্মনঃ।
পরিত্যজ্যামিষং সৌম্য দুঃখতাপাদ্ বিমোক্ষ্যসে ॥ ২১
তপোনিত্যেন দান্তেন মুনিনা সংযতাত্মনা।
অজিতং জেতুকামেন ভাব্যং সঙ্গেষ্বসঙ্গিনা ॥ ২২
গুণসঙ্গেষ্বনাসক্ত একচর্যারতঃ সদা।
ব্রাহ্মণো নচিরাদেব সুখমায়াত্যনুত্তমম্ ॥ ২৩
দ্বন্দ্বারামেষু ভূতেষু য একো রমতে মুনিঃ।
বিদ্ধি প্রজ্ঞানতৃপ্তং তং জ্ঞানতৃপ্তো ন শোচতি ॥ ২৪
শুভৈর্লভতি দেবত্বং ব্যামিশ্রৈর্জন্ম মানুষম্।
অশুভৈশ্চাপ্যধো জন্ম কর্মভির্লভতেঽবশঃ ॥ ২৫

তাত শুকদেব! তুমি সংগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া যাও এবং সেই পদ লাভ কর, যাহা ইহলোক ও পরলোকেও নির্ভয় এবং সর্বদা শোকরহিত ॥ ২০

যাহারা ভোগসমূহ পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা কখনও শোকগ্রস্ত হন না। সেই কারণে প্রত্যেক মানুষের ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করা উচিত। সৌম্য! ভোগসমূহ পরিত্যাগ করিয়া দিলে পর তুমি দুঃখ ও সন্তাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে ॥ ২১

যিনি অজিতকে (পরমাত্মাকে) জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তপস্বী, জিতেন্দ্রিয়, মননশীল, সংযতচিত্ত ও বিষয়সমূহে অনাসক্ত হইবেন ॥ ২২

যে ব্রাহ্মণ ত্রিগুণাত্মক বিষয়সমূহে আসক্ত না হইয়া সদা একান্তবাসী হন, তিনি অতিসত্বর সর্বোত্তম সুখস্বরূপ মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৩

মৈথুনেই সুখ বলিয়া গণ্যকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে থাকিয়াও যে মুনি একাকী থাকারই ন্যায় আনন্দভোগ করেন, তাঁহাকে বিজ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। যিনি জ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত হন, তিনি কখনও শোক করেন না ॥ ২৪

জীব সর্বদা কর্মের অধীনস্থ থাকে। সে শুভ কর্মসকলের অনুষ্ঠানে দেবত্ব লাভ করে, শুভ ও অশুভ উভয় কর্মের সংমিশ্রণে মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং কেবল অশুভ কর্মসমূহের দ্বারা পশু পক্ষী আদি নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ২৫

তত্র মৃত্যুজরাদুঃখৈঃ সততং সমভিদ্রুতঃ।
সংসারে পচ্যতে জন্তুস্তৎকথং নাববুধ্যসে ॥ ২৬
অহিতে হিতসংজ্ঞস্ত্বমধ্রুবে ধ্রুবসংজ্ঞকঃ।
অনর্থে চার্থসংজ্ঞস্ত্বং কিমর্থং নাববুধ্যসে ॥ ২৭
সংবেষ্ট্যমানং বহুভির্মোহাৎ তন্তুভিরাত্মজৈঃ।
কোষকার ইবাত্মানং বেষ্টয়ন্ নাববুধ্যসে ॥ ২৮
অলং পরিগ্রহেণেহ দোষবান্ হি পরিগ্রহঃ।
কৃমির্হি কোষকারস্তু বধ্যতে স্ব পরিগ্রহাৎ ॥ ২৯
পুত্রদারকুটুম্বেষু সক্তাঃ সীদন্তি জন্তবঃ।
সরঃপঙ্কার্ণবে মগ্না জীর্ণা বনগজা ইব ॥ ৩০
মহাজালসমাকৃষ্টান্ স্থলে মৎস্যানিবোদ্ধৃতান্।
স্নেহজালসমাকৃষ্টান পশ্য জন্তূন্ সুদুঃখিতান্ ॥ ৩১

কুটুম্বং পুত্রদারাংশ্চ শরীরং সঞ্চয়াশ্চ যে।
পারক্যমধ্রুবং সর্বং কিং স্বং সুকৃতদুষ্কৃতম্ ॥ ৩২
যদা সর্বং পরিত্যজ্য গন্তব্যমবশেন তে।
অনর্থে কিং প্রসক্তস্ত্বং স্বমর্থং নানুতিষ্ঠসি ॥ ৩৩
অবিশ্রান্তমনালম্বমপাথেয়মদৈশিকম্।
তমঃকান্তারমধ্বানং কথমেকো গমিষ্যসি ॥ ৩৪
ন হি ত্বাং প্রস্থিতং কশ্চিৎ পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যতি।
সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চ ত্বাং যাস্যন্তমনুযাস্যতি ॥ ৩৫
বিদ্যা কর্ম চ শৌচঞ্চ জ্ঞানঞ্চ বহুবিস্তরম্।
অর্থার্থমনুসার্যাণি সিদ্ধার্থশ্চ বিমুচ্যতে ॥ ৩৬
নিবন্ধনী রজ্জুরেষা যা গ্রামে বসতো রতিঃ।
ছিত্ত্বৈতাং সুকৃতো যান্তি নৈনাং ছিন্দন্তি দুষ্কৃতঃ ॥ ৩৭

সেই সেই যোনিতে জীবকে সর্বদা জন্ম-মৃত্যু ও নানাপ্রকার দুঃখে সন্তপ্ত হইতে হয়। এইভাবে সংসারে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রাণী সন্তাপের অগ্নিতে পক্ক হইতে থাকে—এই বিষয় তুমি কেন বুঝিতেছ না? ২৬

তুমি অহিতে হিতবুদ্ধি করিয়াছ, যাহা অধ্রুব (বিনাশশীল) বস্তু, উহাকেই তুমি ধ্রুব (অবিনাশী) আখ্যা দিয়াছ এবং অনর্থে তুমি অর্থবোধ করিতেছ। এই কথা তুমি কেন বুঝিতে পারিতেছ না? ২৭

যেরূপ রেশমের কীট (গুটিপোকা) নিজের শরীর হইতে উৎপন্ন তন্তুসমূহের দ্বারা নিজেকে নিজে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমিও মোহবশতঃ নিজ হইতে উৎপন্ন সম্বন্ধের বন্ধনের দ্বারা নিজেকে নিজে বদ্ধ করিতে যাইতেছ, ইহাও তুমি বুঝিতে পারিতেছ না ॥ ২৮

এ জগতে বিভিন্ন বস্তুসমূহের সংগ্রহের কোন আবশ্যকতা নাই; সংগ্রহ হইতেই দোষের উদ্ভব হয়। রেশমের কীট নিজের সংগ্রহ দোষের জন্যই বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছে ॥ ২৯

স্ত্রী-পুত্র ও কুটুম্বাদিতে আসক্ত প্রাণীরা সেইভাবে কষ্টভোগ করে, যেরূপ বনমধ্যে বৃদ্ধ হস্তীরা সরোবরের পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া কষ্টভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩০

যেরূপ বৃহৎ জালে আবদ্ধ হইয়া জলের মধ্য হইতে স্থলে উত্থাপিত মৎস্যগণ ছটফট করে, সেইরূপ স্নেহজালে আকৃষ্ট হইয়া অত্যন্ত কষ্টভোগকারী এই প্রাণিদিগের প্রতি তুমি দৃষ্টিপাত কর ॥ ৩১

সংসারে কুটুম্ব, স্ত্রী, পুত্র, শরীর ও সংগ্রহ—এ সব কিছুই পরতন্ত্র এবং নাশবান্। ইহার মধ্যে নিজস্ব কি আছে? কেবল পাপ ও পুণ্যই বিদ্যমান আছে ॥ ৩২

সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। তখন এই অনর্থময় জগতে কেন আসক্ত হইতেছ? নিজের বাস্তবিক অর্থ—মোক্ষের সাধন তুমি কেন করিতেছ না? ৩৩

যেখানে থাকিবার কোন স্থান নাই, কেহ আশ্রয়দাতা নাই এবং নিজের দেশের কোন সঙ্গী বা পথনির্দেশক কেহ নাই, যাহা অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সেই পথ দিয়া তুমি একাকী কিভাবে গমন করিতে সমর্থ হইবে? ৩৪

যখন তুমি পরলোকের পথে গমন করিতে থাকিবে, তখন কেহই তোমার পশ্চাতে যাইবে না। কেবল তোমার কৃত পুণ্য বা পাপই পরলোকপথে গমনকারী তোমার অনুগমন করিবে ॥ ৩৫

অর্থের (পরমাত্মার) প্রাপ্তির জন্যই বিদ্যা, কর্ম, পবিত্রতা ও অত্যন্ত বিস্তৃত জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যখন কার্যের সিদ্ধি (পরমাত্মার প্রাপ্তি) হইয়া যায়, তখন মানুষ মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৬

গ্রামে বাসকারী মানুষের বিষয়সমূহের প্রতি যে আসক্তি হয়, উহাই তাহার বন্ধনের পক্ষে রজ্জুর সমান। পুণ্যাত্মা পুরুষগণ উহাকে ছেদন করিয়া অগ্রসর—পরমাত্মার পথের দিকে বর্ধিত হন; কিন্তু যাহারা পাপী, উহারা সেই বন্ধনকে ছেদন করিতে পারে না ॥ ৩৭

রূপকূলাং মনঃস্রোতাং স্পর্শদ্বীপাং রসাবহাম্ ।
গন্ধপঙ্কাং শব্দজলাং স্বর্গমার্গদুরাবহাম্ ॥ ৩৮

ক্ষমারিত্রাং সত্যময়ীং ধর্মস্থৈর্যবটারকাম্ ।
ত্যাগবাতাধ্বগাং শীঘ্রাং নৌতার্যাং তাং নদীং তরেৎ ॥ ৩৯

ত্যজ ধর্মমধর্মঞ্চ তথা সত্যানৃতে ত্যজ ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তং ত্যজ ॥ ৪০

ত্যজ ধর্মমসঙ্কল্পাদধর্মং চাপ্যলিপ্সয়া ।
উভে সত্যানৃতে বুদ্ধ্যা বুদ্ধিং পরমনিশ্চয়াৎ ॥৪১

অস্থিস্থূণং স্নায়ুযুতং মাংসশোণিতলেপনম্
চর্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধি পূর্ণং মূত্র-পুরীষয়োঃ ॥৪২

জরাশোকসমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরম্
রজস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবাসমিমং ত্যজ ॥ ৪৩

ইদং বিশ্বং জগৎ সর্বমজগচ্চাপি যদ্ ভবেৎ ।
মহাভূতাত্মকং সর্বং মহদ্ যৎ পরমাণ্বয়াৎ ॥ ৪৪

এই সংসার এক নদীর সমান। যাহার উপাদান বা উদ্গম সত্য, রূপ তাহার তীর, মন স্রোত, স্পর্শ দ্বীপ এবং রস প্রবাহ। গন্ধ সেই নদীর কর্দম, শব্দ, জল ও স্বর্গ তাহার দুর্গম ঘাট। শরীর-রূপ নৌকায় সহায়তায় উহা পার হওয়া যায়। ক্ষমা ইহাকে লইয়া যাইবার বংশদণ্ড এবং ধর্ম তাহাকে স্থির করিবার রজ্জু। যদি ত্যাগরূপ অনুকূল বায়ুর সহায়তা পাওয়া যায়, তবে এই শীঘ্রগামিনী নদী সহজে পার হওয়া যায়। ইহাকে পার হইবার জন্য অবশ্যই যত্ন করিবে। ৩৮-৩৯

ধর্ম ও অধর্ম পরিত্যাগ কর। সত্য ও অসত্যকেও পরিহার কর এবং এই উভয়কে যাহার দ্বারা ত্যাগ করিবে, তুমি উহাকেও পরিত্যাগ করিয়া দিবে। ৪০

সঙ্কল্পত্যাগের দ্বারা ধর্মকে এবং লিপ্সাত্যাগের দ্বারা অধর্মকে পরিত্যাগ কর। তারপর বুদ্ধির দ্বারা অসত্যকে ত্যাগ করত পরমতত্ত্বের নিশ্চয়ের দ্বারা বুদ্ধিকে ত্যাগ করিয়া দাও। ৪১

এই শরীর পঞ্চভূতের গৃহ। ইহা অস্থির স্তম্ভে বিধৃত আছে। ইহা নাড়িসকলের দ্বারা বদ্ধ, রক্ত-মাংসে লিপ্ত এবং চর্মের দ্বারা আবৃত আছে। ইহাতে মল-মূত্র পূর্ণ আছে, সেইজন্য উহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। ইহা বার্ধক্য ও শোকে ব্যাপ্ত, রোগসকলের গৃহ, দুঃখস্বরূপ, রজোগুণরূপী ধূলিতে আবৃত এবং অনিত্য; অতএব তোমার ইহাতে আসক্তি ত্যাগ করা উচিত। ৪২-৪৩

এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ পঞ্চমহাভূতের দ্বারা উৎপন্ন, সেইজন্য মহাভূতস্বরূপ। যাহা শরীরের পরে স্থিত, মহত্তত্ত্ব অর্থাৎসেই

ইন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ।
ইত্যেষ সপ্তদশকো রাশিরব্যক্তসংজ্ঞকঃ ॥ ৪৫

সর্বৈরিহেন্দ্রিয়ার্থৈশ্চ ব্যক্তাব্যক্তৈর্হি সংহিতঃ ।
চতুর্বিংশক ইত্যেষ ব্যক্তাব্যক্তময়ো গণঃ ॥ ৪৬

এতৈঃ সর্বৈঃ সমাযুক্তঃ পুমানিত্যভিধীয়তে ।
ত্রিবর্গং তু সুখং দুঃখং জীবিতং মরণং তথা ॥ ৪৭

য ইদং বেদ তত্ত্বেন স বেদ প্রভবাপ্যয়ৌ ।
পারম্পর্যেণ বোদ্ধব্যং জ্ঞানানাং যচ্চ কিঞ্চন ॥৪৮

ইন্দ্রিয়ৈর্গৃহ্যতে যদ্ যৎ তৎ তদ্ ব্যক্তমিতি স্থিতিঃ ।
অব্যক্তমিতি বিজ্ঞেয়ং লিঙ্গগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ॥ ৪৯

ইন্দ্রিয়ৈর্নিয়তৈর্দেহী ধারাভিরিব তর্প্যতে ।
লোকে বিততমাত্মানং লোকাংশ্চাত্মনি পশ্যতি ॥৫০

পরাবরদৃশঃ শক্তির্জ্ঞানমূলা ন পশ্যতি ।
পশ্যতঃ সর্বভূতানি সর্বাবস্থাসু সর্বদা ॥ ৫১

বুদ্ধি, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ সূক্ষ্মমহাভূত অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ প্রাণ ও সত্ত্বাদি গুণ—এই সপ্তদশ তত্ত্বসমূহের নাম অব্যক্ত ।৪৪-৪৫

ইহাদের সহিতই পঞ্চ বিষয় অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং মন ও অহংকার—এই সম্পূর্ণ ব্যক্তাব্যক্ত মিলিত করিলে পর যে চব্বিশটি তত্ত্ব হয়, উহাকে ব্যক্তাব্যক্তময়সমুদায় বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ৪৬

এই সব তত্ত্বের দ্বারা যে সংযুক্ত থাকে, উহাকে পুরুষ বলে। যে পুরুষ ধর্ম, অর্থ, কাম, সুখ-দুঃখ ও জীবন-মরণের তত্ত্বকে যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন, তিনি উৎপত্তি ও প্রলয়ের তত্ত্বও যথার্থরূপে জানেন ৷৪৭।

জ্ঞানসম্বন্ধে যাহা কিছু আছে, উহা পরম্পরাক্রমে জানা উচিত। যে পদার্থ ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা গ্রহণ করা যায়, উহাকে ব্যক্ত বলে এবং যাহা ইন্দ্রিয়গণের অগোচর বলিয়া অনুমানের দ্বারা জানা যায়, উহাকে অব্যক্ত বলা হয়। ৪৮-৪৯

যাহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত, সেই দেহধারী জীব সেইরূপে তৃপ্ত হইয়া যান, যেরূপ বর্ষার ধারায় পিপাসু ব্যক্তি তৃপ্ত হয়। জ্ঞানী পুরুষ নিজেকে প্রাণিগণের দ্বারা ব্যাপ্ত এবং প্রাণিদিগকে নিজের মধ্যে স্থিত দেখিয়া থাকেন। ৫০

সেই পরাবরদর্শী জ্ঞানী পুরুষের জ্ঞানমূলক শক্তি কখনও নষ্ট হয় না। যিনি সমস্ত ভূতগণকে সকল অবস্থাতেই সর্বদা দর্শন করেন, তিনি সমস্ত প্রাণিগণের সহবাসে আসিয়াও কখনও অশুভ

সর্বভূতস্য সংযোগো নাভ্যন্তেনোপপদ্যতে ।
জ্ঞানেন বিবিধান্ ক্লেশানতিবৃত্তস্য মোহজান্ ॥ ৫২

লোকে বুদ্ধিপ্রকাশেন লোকমার্গো ন রিষ্যতে ।
অনাদিনিধনং জন্তুমাত্মনি স্থিতমব্যয়ম্ ॥ ৫৩

অকর্তারমমূর্তঞ্চ ভগবানাহ তীর্থবিৎ ।
যো জন্তুঃ স্বকৃতৈস্তৈস্তৈঃ কর্মভির্নিত্যদুঃখিতঃ ॥ ৫৪

স দুঃখপ্রতিঘাতার্থং হন্তি জন্তূননেকধা ।
ততঃ কর্ম সমাদত্তে পুনরন্যন্নবং বহু ॥৫৫

তপ্যতেঽথ পুনস্তেন ভুক্ত্বাপথ্যমিবাতুরঃ ।
অজস্রমেব মোহান্ধো দুঃখেষু সুখসংজ্ঞিতঃ ॥ ৫৬

বধ্যতে মথ্যতে চৈব কর্মভির্মন্থবৎ সদা ।
ততো নিবদ্ধঃ স্বাং যোনিং কর্মণামুদয়াদিহ ॥ ৫৭

পরিভ্রমতি সংসারং চক্রবদ্ বহুবেদনঃ ।
স ত্বং নিবৃত্তবন্ধস্তু নিবৃত্তশ্চাপি কর্মতঃ ॥ ৫৮

সর্ববিৎ সর্বজিৎ সিদ্ধো ভব ভাববিবর্জিতঃ ।
সংযমেন নবং বন্ধং নিবর্ত্য তপসো বলাৎ ।
সম্প্রাপ্তা বহবঃ সিদ্ধিমপাবাধাং সুখোদয়াম্ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকোৎপত্তৌ
একোনত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩৯

কর্মসকলের দ্বারা বদ্ধ হন না অর্থাৎ তিনি কোন অশুভ কর্ম করেন না। ৫১½

যিনি জ্ঞানের বলে মোহজনিত নানাপ্রকার ক্লেশ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে জগতে বুদ্ধির প্রকাশে কোনও লোক ব্যবহারের পথ অবরুদ্ধ হয় না। ৫২½

মোক্ষের উপায়-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ভগবান্ নারায়ণ বলেন—আদি-অন্তরহিত, অবিনাশী, অকর্তা এবং নিরাকার জীবাত্মা এই শরীরে অবস্থিত থাকেন ॥ ৫৩½

যে জীব নিজেরই কৃত বিভিন্ন কর্মসমূহের দ্বারা সর্বদা দুঃখিত থাকে, সে এই দুঃখের নিবারণের জন্য নানা প্রকার প্রাণিগণকে হত্যা করে। ৫৪½

তদনন্তর সে আরও নব নব বহু কর্ম করিতে থাকে এবং যেরূপ রোগী অপথ্য খাইয়া দুঃখ পায়, সেইরূপ ঐ কর্মের দ্বারা সে অধিক কষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫৫½

যে ব্যক্তি মোহে অন্ধ (বিবেকশূন্য) হইয়া গিয়াছে, সে সদাই দুঃখপ্রদ ভোগসমূহেই সুখবুদ্ধি করিয়া থাকে এবং মন্থনতুল্য কর্মসকলে বদ্ধ ও মথিত হয়। ৫৬½

তারপর প্রারব্ধ কর্মের উদয় হইলে পর সেই বদ্ধ প্রাণী কর্মানুসারে জন্মলাভ করিয়া সংসারে নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করিতে করিতে এ স্থানে চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকে। ৫৭½

সেইজন্য তুমি কর্মসমূহ হইতে নিবৃত্ত, সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত, সর্বজ্ঞ, সর্ববিজয়ী, সিদ্ধ ও সাংসারিক ভাবনারহিত হইয়া যাও। ৫৮½

বহু জ্ঞানী পুরুষ সংযম ও তপস্যার বলে নূতন বন্ধনকে ছেদন করত অনন্ত সুখপ্রদ অবাধ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ৫৯

শ্রীমমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে একোনত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[শুকদেবায় নারদকর্তৃকং সদাচারাধ্যাত্মবিষয়কোপদেশপ্রদানম্ ।]

নারদ উবাচ ।

অশোকং শোকনাশার্থং শাস্ত্রং শান্তিকরং শিবম্ ।
নিশম্য লভতে বুদ্ধিং তাং লব্ধ্বা সুখমেধতে ॥ ১
শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্ ॥ ২
তস্মাদনিষ্টনাশার্থমিতিহাসং নিবোধ মে ।
তিষ্ঠতে চেদ্ বশে বুদ্ধির্লভতে শোকনাশনম্ ॥ ৩
অনিষ্টসম্প্রয়োগাচ্চ বিপ্রয়োগাৎ প্রিয়স্য চ ।
মনুষ্যা মানসৈর্দুঃখৈর্যুজ্যন্তে স্বল্পবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪
দ্রব্যেষু সমতীতেষু যে গুণাস্তান্ ন চিন্তয়েৎ ।
ন তানাদ্রিয়মাণস্য স্নেহবন্ধঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫
দোষদর্শী ভবেৎ তত্র যত্র রাগঃ প্রবর্ত্ততে ।
অনিষ্টবর্দ্ধিতং পশ্যেৎ তথা ক্ষিপ্রং বিরজ্যতে ॥ ৬

নার্থো ন ধর্মো ন যশো যোঽতীতমনুশোচতি ।
অপ্যভাবেন যুজ্যেত তচ্চাস্য ন নিবর্ত্ততে ॥ ৭
গুণৈর্ভূতানি যুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথৈব চ ।
সর্বাণি নৈতদেকস্য শোকস্থানং হি বিদ্যতে ॥ ৮
মৃতং বা যদি বা নষ্টং যোঽতীতমনুশোচতি ।
দুঃখেন লভতে দুঃখং দ্বাবনর্থৌ প্রপদ্যতে ॥ ৯
নাশ্রু কুর্বন্তি যে বুদ্ধ্যা দৃষ্ট্বা লোকেষু সন্ততিম্ ।
সম্যক্ প্রপশ্যতঃ সর্বং নাশ্রুকর্মোপপদ্যতে ॥ ১০
দুঃখোপঘাতে শারীরে মানসে চাপ্যুপস্থিতে ।
যস্মিন্ ন শক্যতে কর্তুং যত্নস্তন্নানুচিন্তয়েৎ ॥ ১১
ভৈষজ্যমেতদ্ দুঃখস্য যদেতন্নানুচিন্তয়েৎ ।
চিন্ত্যমানং হি ন ব্যেতি ভূয়শ্চাপি প্রবর্দ্ধতে ॥১২

ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

[শুকদেবকে নারদের সদাচার ও অধ্যাত্মবিষয়ক উপদেশদান ।]

নারদ বলিলেন,—শুকদেব! শাস্ত্র শোক নাশ করেন, শান্তিকর ও কল্যাণময়। যিনি নিজের শোক নাশ করিবার জন্য শাস্ত্র শ্রবণ করেন, তিনি উত্তম বুদ্ধি লাভ করত সুখী হন ॥ ১

শোকের সহস্র এবং ভয়ের শত স্থান আছে। ইহারা মূর্খ পুরুষের উপরই নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে, বিদ্বান্ ব্যক্তির উপর নহে ॥ ২

সেইহেতু নিজের অনিষ্ট নাশ করিবার জন্য আমার এই উপদেশ শ্রবণ কর,—যদি বুদ্ধি সর্বদা নিজের বশীভূত থাকে, তবে চিরকালের জন্য শোক নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৩

মন্দমতি মানুষেরাই অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রিয় বস্তুর বিয়োগ হইলে পরই মনে মনে দুঃখিত হইয়া থাকে ॥৪

যে বস্তু অতীত কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহার গুণসকলের স্মরণ করা উচিত নহে; কারণ, যে ব্যক্তি আদর সহকারে তাহার গুণসকল চিন্তা করে, তাহার উহার প্রতি আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হয় না ॥ ৫

যেখানে চিত্তের আসক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেখানে দোষদৃষ্টি করা উচিত এবং উহা অনিষ্টবর্দ্ধক বলিয়া বুঝা উচিত। এরূপ করিলে পর তাহার শীঘ্রই বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় ॥ ৬

যে ব্যক্তি অতীত কোন বস্তুর জন্য শোক করে, তাহার অর্থপ্রাপ্তি হয় না, ধর্মলাভ হয় না এবং যশোলাভও হয় না। সে কেবল অভাব অনুভব করিতে থাকিয়া দুঃখ ভোগ করে। তাহার অভাব আর নষ্ট হয় না ॥ ৭

সকল প্রাণীরই উত্তম পদার্থসমূহের সহিত সংযোগ ও বিয়োগ হইতে থাকে। কোন একজনের উপর যে কেবল শোকই আসে, তাহা নহে ॥ ৮

যে মানুষ অতীতকালে মৃত কোন ব্যক্তির জন্য অথবা নষ্ট কোনও বস্তুর জন্য নিরন্তর শোক করে, সে কেবল এক দুঃখ হইতে অন্য এক দুঃখই প্রাপ্ত হয়। এইভাবে তাহার দুইটি অনর্থ ভোগ হইয়া থাকে ॥ ৯

যে মানুষ সংসারে নিজের সন্তানের মৃত্যু হইতে দেখিয়াও অশ্রুপাত করেন না, তিনিই ধীর। সমস্ত বস্তুর উপরেই তাহা ভাবে দৃষ্টিপাত বা বিচার করিলে পর কাহারও অশ্রুপাত করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না ॥ ১০

যদি কোন শারীরিক বা মানসিক দুঃখ উপস্থিত হয় এবং উহাকে নষ্ট করিবার জন্য যদি কোন যত্ন করা হয় অথবা কৃত যত্ন যদি সফল না হয়, তবে তাহার জন্য কোনও চিন্তা করা উচিত নয় ॥ ১১

দুঃখ নাশ করিবার সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ হইল উহার বারংবার

প্রজ্ঞয়া মানসং দুঃখং হন্যাচ্ছারীরমৌষধৈঃ।
এতদ্ বিজ্ঞানসামর্থ্যং ন বালৈঃ সমতামিয়াৎ ॥ ১৩
অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং দ্রব্যসঞ্চয়ঃ
আরোগ্যং প্রিয়সংবাসো গৃধ্যেৎ তত্র ন পণ্ডিতঃ ॥১৪
ন জানপদিকং দুঃখমেকঃ শোচিতুমর্হতি।
অশোচন্ প্রতিকুর্বীত যদি পশ্যেদুপক্রমম্ ॥ ১৫
সুখাদ্ বহুতরং দুঃখং জীবিতে নাত্র সংশয়ঃ।
স্নিগ্ধত্বং চেন্দ্রিয়ার্থেষু মোহান্মরণমপ্রিয়ম্ ॥ ১৬
পরিত্যজতি যো দুঃখং সুখং বাপ্যুভয়ং নরঃ।
অভ্যেতি ব্রহ্ম সোঽত্যন্তং ন তং শোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১৭
ত্যজ্যন্তে দুঃখমর্থা হি পালনে ন চ তে সুখাঃ।
দুঃখেন চাধিগম্যন্তে নাশমেষাং ন চিন্তয়েৎ ॥ ১৮
অন্যামন্যাং ধনাবস্থাং প্রাপ্য বৈশেষিকীং নরাঃ।
অতৃপ্তা যান্তি বিধ্বংসং সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ ॥১৯
সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং হি জীবিতম্ ॥ ২০
অন্তো নাস্তি পিপাসায়াস্তুষ্টিস্তু পরমং সুখম্।
তস্মাৎ সন্তোষমেবেহ ধনং পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ২১
নিমেষমাত্রমপি হি বয়ো গচ্ছন্ন তিষ্ঠতি।
স্বশরীরেষ্বনিত্যেষু নিত্যং কিমনুচিন্তয়েৎ ॥ ২২
ভূতেষু ভাবং সঞ্চিন্ত্য যে বুদ্ধ্বা মনসঃ পরম্।
ন শোচন্তি গতাধ্বানঃ পশ্যন্তঃ পরমাং গতিম্ ॥ ২৩
সংচিন্বানকমেবৈনং কামানামবিতৃপ্তকম্।
ব্যাঘ্রঃ পশুমিবাসাদ্য মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি ॥ ২৪
তথাপ্যুপায়ং সম্পশ্যেদ্ দুঃখস্য পরিমোক্ষণম্।
অশোচন্ নারভেচ্চৈব মুক্তশ্চাব্যসনী ভবেৎ ॥ ২৫

চিন্তা না করা। চিন্তা করিলে উহা নষ্ট হয় না, বরং আরও বাড়িয়া যায় ॥ ১২

সেইজন্য মানসিক দুঃখকে বুদ্ধির দ্বারা বিচারে এবং শারীরিক কষ্ট ঔষধ সেবনে নষ্ট করিবে। শাস্ত্রজ্ঞানের প্রভাবেই এরূপ হওয়া সম্ভব। দুঃখ আসিলে পর বালকগণের ন্যায় রোদন করা উচিত নহে ॥ ১৩

যৌবন, জীবন, ধন-সংগ্রহ, আরোগ্য এবং প্রিয় জনগণের সহবাস—এ সবই অনিত্য। বিদ্বান ব্যক্তি ইহাতে আসক্ত হইবেন না ॥১৪

সমগ্র দেশের উপর পতিত সঙ্কটের জন্য কোন এক ব্যক্তির শোক করা উচিত নহে। যদি সেই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইবার কোন উপায় থাকে, তবে শোক ত্যাগ করিয়া উহাই নিষ্পন্ন করিবে ॥ ১৫

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, জীবনে সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক হয়। কিন্তু সকলেরই মোহবশতঃ বিষয়সমূহের প্রতিই অনুরাগ হয় এবং মৃত্যুকে অপ্রিয় লাগে ॥ ১৬

যে মানুষ সুখ ও দুঃখ উভয়েরই চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া দেন, তিনি অক্ষয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিদ্বান পুরুষগণ উঁহার জন্য শোক করেন না ॥ ১৭

ধন ব্যয় করিবার সময় দুঃখ হয়। উহার রক্ষার সময়েও সুখ নাই এবং উহার প্রাপ্তিও অতিশয় কষ্টসহকারে হয়; অতএব ধনকে প্রত্যেক অবস্থাতেই দুঃখদায়ক বোধ করিয়া তাহা নষ্ট হইয়া যাইলে চিন্তা করা উচিত নহে ॥ ১৮

মানুষগণ ধন সংগ্রহ করিতে করিতে প্রথম অবস্থা অপেক্ষা বিশেষ ধনসম্পত্তি লাভ করিয়াও কখনও তৃপ্ত হয় না। তাহারা আরও অধিক আশা লইয়া মৃত্যুবরণ করে; কিন্তু বিদ্বান্ পুরুষগণ সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন (তাঁহারা ধনের তৃষ্ণায় পতিত হন না) ॥ ১৯

সমস্ত সংগ্রহের অন্ত হইল বিনাশ। উচ্চস্থানে আরোহণের শেষ হইল পতন। সংযোগের অন্ত হইল বিয়োগ এবং জীবনের শেষ হইল মৃত্যু ॥ ২০

কিন্তু তৃষ্ণার কোন অন্ত নাই। সন্তোষই পরম সুখ, সেই জন্য পণ্ডিতগণ এ জগতে সন্তোষকেই উত্তম ধন বলিয়া মনে করেন ॥ ২১

আয়ু নিরন্তর অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছে। সে নিমেষকাল-মাত্রও অপেক্ষা করে না। যখন নিজের দেহই অনিত্য, তখন এই সংসারের কোন্ বস্তুকে নিত্য বলিয়া গণ্য করিবে ॥২২

যে মানুষ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মনের অতীত পরমাত্মার স্থিতি জানিয়া তাঁহারই চিন্তা করেন, তিনি সংসারযাত্রা সমাপ্ত হইলে পর পরম পদ সাক্ষাৎকার করিতে করিতে শোকের দ্বারা আচ্ছন্ন হন না ॥ ২৩

যেরূপ বনমধ্যে নব নব তৃণের অন্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে অতৃপ্ত পশুকে সহসা ব্যাঘ্র আসিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ ভোগসমূহের অন্বেষণে রত অথচ অতৃপ্ত মনুষ্যকে সহসা মৃত্যু উঠাইয়া লইয়া যায় ॥ ২৪

অতএব সকলের দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের উপায় অবশ্যই চিন্তা করা উচিত। যে ব্যক্তি শোক ত্যাগ করিয়া সাধন

শব্দে স্পর্শে চ রূপে চ গন্ধেষু চ রসেষু চ।
সোপভোগাৎ পরং কিঞ্চিদ্ ধনিনো বাধনস্ত চ ॥ ২৬
প্রাক্‌সম্প্রয়োগাদ্ ভূতানাং নাস্তি দুঃখং পরায়ণম্।
বিপ্রয়োগাৎ তু সর্বস্ত ন শোচেৎ প্রকৃতিস্থিতঃ ॥২৭
ধৃত্যা শিশ্নোদরং রক্ষেৎ পাণিপাদঞ্চ চক্ষুষা।
চক্ষুঃশ্রোত্রে চ মনসা মনো বাচঞ্চ বিদ্যয়া ॥ ২৮
প্রণয়ং প্রতিসংহৃত্য সংস্তুতেষিতরেষু চ।
বিচরেদসমুন্নদ্ধঃ স সুখী স চ পণ্ডিতঃ ॥ ২৯
অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ।
আত্মনৈব সহায়েন যশ্চরেৎ স সুখী ভবেৎ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকাভিপতনে
ত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩০

আয়ত্ত করে এবং কোনও ব্যসনে আসক্ত হয় না, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ২৫

ধনী হউক বা নির্ধন হউক, সকলেরই উপভোগকালেই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও উত্তম গন্ধাদি বিষয়সমূহের কিঞ্চিৎ সুখের প্রতীতি হয়, উপভোগের পর নহে। ২৬

প্রাণিগণের পরস্পরের সংযোগ হইবার পূর্ব্বে কোনও দুঃখ থাকে না। যখন সংযোগের পর বিয়োগ হয়, তখনই সকলের দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব নিজের স্বরূপে অবস্থিত বিবেকী পুরুষের কাহারও বিয়োগে কখনও শোক করা উচিত নয়। ২৭

মানুষের কর্ত্তব্য হইল—তিনি ধৈর্য্যের দ্বারা লিঙ্গ ও উদরকে, চক্ষুর দ্বারা হস্ত ও পদদ্বয়কে, মনের দ্বারা চক্ষু ও কর্ণকে এবং সদ্‌বিদ্যার দ্বারা মন ও বাক্যকে রক্ষা করিবেন। ২৮

যে ব্যক্তি পূজনীয় ও অন্য মনুষ্যগণের মধ্যে আসক্তি পরিহার করিয়া বিনীতভাবে বিচরণ করেন, তিনিই সুখী ও তিনিই বিদ্বান্। ২৯

যিনি অধ্যাত্মবিদ্যায় অনুরক্ত, কামনাশূন্য ও ভোগাসক্তিহীন এবং যিনি একাকীই বিচরণ করেন, তিনিই সুখী হন। ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে শুকদেবের ঊর্দ্ধগমনবিষয়ক ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নারদেন শুকদেবায় কর্ম্মফলপ্রাপ্তৌ পরতন্ত্রতায়া উপদেশদানম্, সূর্য্যলোকং গন্তুং শুকদেবস্য—সিদ্ধান্তগ্রহণঞ্চ।]

নারদ উবাচ।

সুখদুঃখবিপর্য্যাসো যদা সমনুপদ্যতে
নৈনং প্রজ্ঞা সুনীতং বা ত্রায়তে নাপি পৌরুষম্ ॥ ১
স্বভাবাদ্ যত্নমাতিষ্ঠেদ্ যত্নবান্ নাবসীদতি।
জরা-মরণ-রোগেভ্যঃ প্রিয়মাত্মানমুদ্ধরেৎ ॥ ২
রুজন্তি হি শরীরাণি রোগাঃ শারীরমানসাঃ
সায়কা ইব তীক্ষ্ণাগ্রাঃ প্রযুক্তা দৃঢ়ধন্বিভিঃ ॥ ৩
ব্যথিতস্য বিবিৎসাভিস্তাম্যতো জীবিতৈষিণঃ
অবশস্য বিনাশায় শরীরমপকৃষ্যতে ॥ ৪
স্রবন্তি ন নিবর্ত্তন্তে স্রোতাংসি সরিতামিব
আয়ুরাদায় মর্ত্ত্যানাং রাত্র্যহানি পুনঃ পুনঃ ॥ ৫

একত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[নারদ কর্ত্তৃক শুকদেবকে কর্ম্মফল প্রাপ্তিবিষয়ে পরতন্ত্রতার উপদেশদান এবং শুকদেবের সূর্য্যলোকে গমন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।]

নারদ বলিলেন,—শুকদেব! যখন মানুষ সুখকে দুঃখ এবং দুঃখকে সুখ বলিয়া বোধ করিতে থাকে, সেই সময় বুদ্ধি, উত্তম নীতি ও পুরুষার্থও তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। ১

অতএব মানুষের স্বভাবতই জ্ঞানলাভের জন্য যত্ন করা উচিত; কারণ, যত্নপরায়ণ মানুষ কখনও দুঃখে অবসন্ন হয় না। আত্মাই সকলের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়, সেইজন্য জরা, মৃত্যু ও রোগসমূহের কষ্ট হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবে। ২

শারীরিক ও মানসিক রোগসমূহ ধনুর্দ্ধারী বীর পুরুষগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণসকলের ন্যায় শরীরকে পীড়া দিয়া থাকে। ৩

তৃষ্ণায় ব্যথিত, দুঃখিত ও বিবশ হইয়া জীবিত থাকিবার বাসনাকারী মনুষ্যের শরীর বিনাশের দিকেই আকৃষ্ট হইতে থাকে। ৪

যেরূপ নদীসকলের স্রোত অগ্রভাগের দিকেই প্রবাহিত হয়, পশ্চাদ্‌ভাগের দিকে নহে, সেইরূপ রাত্রি ও দিবসও মনুষ্য-

ব্যত্যয়ো হ্যয়মত্যন্তং পক্ষয়োঃ শুক্ল-কৃষ্ণয়োঃ।
জাতান্ মর্ত্যান্ জরয়তি নিমেষান্ নাবতিষ্ঠতে ॥৬
সুখ-দুঃখানি ভূতানামজরো জরয়ত্যসৌ।
আদিত্যো হ্যস্তমভ্যেতি পুনঃ পুনরুদেতি চ ॥ ৭
অদৃষ্টপূর্বানাদায় ভাবানপরিশঙ্কিতান্।
ইষ্টানিষ্টান্ মনুষ্যাণামস্তং গচ্ছন্তি রাত্রয়ঃ ॥ ৮
যোঽয়মিচ্ছেদ্ যথাকামং কামানাং তদবাপ্নুয়াৎ।
যদি স্যান্ন পরাধীনং পুরুষস্য ক্রিয়াফলম্ ॥ ৯
সংযতাশ্চ হি দক্ষাশ্চ মতিমন্তশ্চ মানবাঃ।
দৃশ্যন্তে নিষ্ফলাঃ সন্তঃ প্রহীণাঃ সর্বকর্মভিঃ ॥ ১০
অপরে বালিশাঃ সন্তো নির্গুণাঃ পুরুষাধমাঃ।
আশীর্ভিরপ্যসংযুক্তা দৃশ্যন্তে সর্বকামিনঃ ॥ ১১
ভূতানামপরঃ কশ্চিদ্ধিংসায়াং সততোত্থিতঃ।
বঞ্চনায়াঞ্চ লোকস্য স সুখেষ্বেব জীর্য্যতে ॥ ১২
অচেষ্টমানমাসীনং শ্রীঃ কঞ্চিদুপতিষ্ঠতে।
কশ্চিৎ কর্মানুসৃত্যান্যো ন প্রাপ্যমধিগচ্ছতি ॥ ১৩
অপরাধং সমাচক্ষ্ব পুরুষস্য স্বভাবতঃ।
শুক্রমন্যত্র সম্ভূতং পুনরন্যত্র গচ্ছতি ॥ ১৪
তস্য যোনৌ প্রযুক্তস্য গর্ভো ভবতি বা ন বা।
আম্রপুষ্পোপমা যস্য নিবৃত্তিরুপলভ্যতে ॥ ১৫
কেষাঞ্চিৎ পুত্রকামানামনুসন্তানমিচ্ছতাম্।
সিদ্ধৌ প্রযতমানানাং ন চাণ্ডমুপজায়তে ॥ ১৬
গর্ভাচ্চোদ্বিজমানানাং ক্রুদ্ধাদাশীবিষাদিব।
আয়ুষ্মান্ জায়তে পুত্রঃ কথং প্রেত ইবাভবৎ ॥ ১৭
দেবানিষ্ট্বা তপস্তপ্ত্বা কৃপণৈঃ পুত্রগৃদ্ধিভিঃ।
দশ মাসান্ পরিধৃতা জায়ন্তে কুলপাংসনাঃ ॥ ১৮

গণের আয়ুকে অপহরণ করিতে করিতে বারংবার আসে ও অতিক্রান্ত হইয়া চলিয়া যায়। ৫

শুক্ল ও কৃষ্ণ—এই দুই পক্ষের নিরন্তর পরিবর্তন মনুষ্যগণকে জরাজীর্ণ করিয়া দিতেছে। ইহারা কিছুকালের জন্যও বিশ্রাম করে না। ৬

সূর্য্য প্রতিদিন অস্তগমন করেন এবং পুনরায় উদিত হন। তিনি স্বয়ং অজর হইয়াও প্রতিদিন প্রাণিগণের সুখ এবং দুঃখকে জীর্ণ করিয়া চলিতেছেন। ৭

এই রাত্রিসকল মানুষগণের কত অপূর্ব ও অসম্ভাবিত প্রিয়-অপ্রিয় ঘটনাসমূহ লইয়া আসে এবং চলিয়া যায়। ৮

যদি জীবের কর্মসমূহের ফল পরাধীন না হইত, তবে যে যে-বস্তুর বাসনা করে, সে নিজের কামনার ইচ্ছানুসারে সেই সব বস্তু লাভ করিত। ৯

অতিশয় সংযমী, বুদ্ধিমান্ ও নিপুণ মনুষ্যগণকেও সমস্ত কর্মসমূহের দ্বারা শ্রান্ত হইয়া অসফল হইতে দেখা যায়। ১০

কিন্তু অন্য মূর্খ, গুণহীন ও অধম মনুষ্যগণকেও কাহারও আশীর্বাদ না পাইলেও সমস্ত কামনাসম্পন্ন হইতে দেখা যায়। ১১

কোন কোন মানুষ ত' সর্বদা প্রাণিগণের হিংসাতেই রত থাকে এবং সকল মানুষকে প্রতারণা করে, তথাপি সে সুখভোগ করিতে করিতেই বৃদ্ধ হইয়া যায়। ১২

আবার এরূপ মানুষও আছে যে, সে কোন কামনা করিয়াই নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকে, আর লক্ষ্মী তাহার নিকট স্বয়ংই আসিয়া উপস্থিত হন এবং কেহ পুনরায় কার্য্য করিয়াও নিজের প্রাপ্য বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ১৩

ইহাতে পুরুষের কি অপরাধ আছে বল? কারণ বীর্য্য স্বভাবতঃ একস্থানে উৎপন্ন হয় এবং সন্তানোৎপাদনের জন্য অন্যত্র গমন করে। ১৪

কখনও সে যোনিতে যাইয়া গর্ভধারণ করাইতে সমর্থ হয়, কখনও আবার সমর্থ হয় না এবং কখনও কখনও সে আবার আম্র-পুষ্পের ন্যায় বৃথা নিঃসৃত হয়। ১৫

বহু মানুষ পুত্র কামনা করে ও সেই পুত্রেরও পুত্র আকাঙ্ক্ষা করে এবং ইহার সফলতার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টাও করে, তথাপি তাহার একটি অণ্ডও (পললও) উৎপন্ন হয় না। ১৬

বহু মানুষ গর্ভ হইলে সেইভাবে উদ্বিগ্ন হয়, যেরূপ ক্রুদ্ধ বিষধর সর্প হইতে মানুষ ভীত হয়, তথাপি তাহার গৃহে দীর্ঘজীবী পুত্র উৎপন্ন হয় এবং সে কখনও কোনভাবে রোগাদিতে মৃত্যুতুল্যও হইয়া যায় না। ১৭

পুত্রাভিলাষী দীন স্ত্রী-পুরুষগণ দেবতাদিগের পূজা এবং তপস্যাকরত দশ মাস পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করে, তথাপি তাহাদের কুলাঙ্গার বহু পুত্র উৎপন্ন হয়। ১৮

অন্য এরূপ বহু আছে, যাহারা আমোদ-প্রমোদেই জন্মধারণ করত পিতার সঞ্চিত অপার ধন-ধান্য এবং বিপুল ভোগ-সামগ্রীর অধিকারী হয়। ১৯

অপরে ধনধান্যানি ভোগাংশ্চ পিতৃসঞ্চিতান্ ।
বিপুলানভিজায়ন্তে লব্ধাস্তৈরেব মঙ্গলৈঃ ॥ ১৯

অন্যোন্যং সমভিপ্রেত্য মৈথুনস্য সমাগমে।
উপদ্রব ইবাবিষ্টো যোনিং গর্ভঃ প্রপদ্যতে ॥ ২০

শীঘ্রং পরাশরীরাণি ছিন্নবীজং শরীরিণম্ ।
প্রাণিনং প্রাণসংরোধে মাংসশ্লেষ্মবিবেষ্টিতম্ ॥ ২১

নির্দগ্ধং পরদেহেঽপি পরদেহং চলাচলম্ ।
বিনশ্যন্তং বিনাশান্তে নাবি নাবমিবাহিতম্ ॥ ২২

সঙ্গত্যা জঠরে ন্যস্তং রেতোবিন্দুমচেতনম্ ।
কেন যত্নেন জীবন্তং গর্ভং ত্বমিহ পশ্যসি ॥ ২৩

অন্নপানানি জীর্য্যন্তে যত্র ভক্ষাশ্চ ভক্ষিতাঃ
তস্মিন্নেবোদরে গর্ভঃ কিং নান্নমিব জীর্য্যতে ॥ ২৪

গর্ভে মূত্র-পুরীষাণাং স্বভাবনিয়তা গতিঃ।
ধারণে বা বিসর্গে বা ন কর্তা বিদ্যতে বশঃ ॥ ২৫

স্রবন্তি হ্যুদরাদ্ গর্ভা জায়মানাস্তথা পরে।
আগমেন তথান্যেষাং বিনাশ উপপদ্যতে ॥ ২৬

এতস্মাদ্ যোনিসম্বন্ধাদ্ যো জীবন্ পরিমুচ্যতে।
প্রজাঞ্চ লভতে কাঞ্চিৎ পুনর্দ্বন্দ্বেষু সজ্জতি ॥ ২৭

স তস্য সহজাতস্য সপ্তমীং নবমীং দশাম্ ।
প্রাপ্নুবন্তি ততঃ পঞ্চ ন ভবন্তি গতায়ুষঃ ॥ ২৮

নাভ্যুত্থানে মনুষ্যাণাং যোগাঃ স্যুর্নাত্র সংশয়ঃ।
ব্যাধিভিশ্চ বিমথ্যন্তে ব্যাধৈঃ ক্ষুদ্রমৃগা ইব ॥ ২৯

ব্যাধিভির্মথ্যমানানাং ত্যজতাং বিপুলং ধনম্ ।
বেদনাং নাপকর্ষন্তি যতমানাশ্চিকিৎসকাঃ ॥৩০

তে চাতিনিপুণা বৈদ্যাঃ কুশলাঃ সম্ভৃতৌষধাঃ
ব্যাধিভিঃ পরিকৃষ্যন্তে মৃগা ব্যাধৈরিবার্দিতাঃ ॥ ৩১

পতি-পত্নীর পারস্পরিক ইচ্ছানুসারে মৈথুনের জন্য যখন তাহাদের সমাগম হয়, সেই সময় কোন এক উপদ্রবের ন্যায় গর্ভ যোনিতে প্রবেশ করে ॥ ২০

যাহার স্থূল শরীর ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে এবং যাহা কফ ও মাংসময় শরীরে আবৃত, সেই দেহধারী প্রাণীর মৃত্যুর পর শীঘ্রই অন্য শরীর লাভ হয় ॥ ২১

যেরূপ এক নৌকা নিমগ্ন হইয়া যাইলে পর তাহাতে উপবিষ্ট লোকসকলের উদ্ধারের জন্য অন্য নৌকা প্রস্তুত থাকে, সেইরূপ এক দেহে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইতে থাকিলে জীবকে লক্ষ্য করত মৃত্যুর পর উহার কর্মফল ভোগের জন্য অন্য নাশবান্ দেহ উপস্থিত করিয়া দেওয়া হয়॥ ২২

শুকদেব! পুরুষ স্ত্রীর সহিত সমাগম করিয়া তাহার উদরে যে অচেতন শুক্রবিন্দু স্থাপিত করে, তাহাই গর্ভরূপে পরিণত হয়। তারপর সেই গর্ভ কিরূপে যত্নের দ্বারা এ সংসারে জীবিত থাকে, তুমি কি উহা লক্ষ্য করিতেছ? ২৩

যেখানে ভক্ষিত অন্ন ও জল পাক হইয়া যায় এবং সর্বপ্রকার ভক্ষ্য পদার্থ জীর্ণ হইয়া যায়, সেই উদরে পতিত গর্ভ অন্নের ন্যায় কেন পরিপাক হইয়া যায় না? ২৪

গর্ভে মল ও মূত্র ধারণ করিতে এবং ত্যাগ করিতে কোন স্বভাবনিয়ত গতি থাকে, কিন্তু কোন স্বাধীন কর্তা নাই। বহু গর্ভ মাতার উদর হইতে নিঃসৃত হইয়া যায়, বহু গর্ভ জন্মগ্রহণ করে এবং কত গর্ভ আবার জন্মের পর মৃত্যুবরণ করে। ২৫-২৬

এই যোনিসম্বন্ধ হইতে কেহ যখন কুশলে জীবিত থাকিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়, তখন কেহ সন্তান প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় পরস্পরের সম্বন্ধে সংলগ্ন হয়। ২৭

অনাদিকাল হইতে উৎপন্ন শরীরের সহিত জীবাত্মা নিজের সম্বন্ধ স্থাপিত করেন। এই শরীরের গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য, কৌমার, পৌগণ্ড, যৌবন, বৃদ্ধত্ব, জরা, প্রাণরোধ ও নাশ- এই দশটি দশা হয়। ইহাদের মধ্যে সপ্তমী ও নবমী দশাকে অর্থাৎ জরা ও প্রাণরোধ-দশাকে শরীরগত পঞ্চভূতই প্রাপ্ত হয়, আত্মা নহেন। আয়ু সমাপ্ত হইলে পর শরীরের নবমী দশা উপস্থিত হইলে এই পঞ্চভূত থাকে না অর্থাৎ দশমী দশা (নাশ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ২৮

যেরূপ ব্যাধগণ ক্ষুদ্র মৃগাদিকে কষ্ট দিয়া থাকে, সেইরূপ নানা-প্রকার রোগ মনুষ্যগণকে মথিত করে। তখন তাহাদের উঠিবার ও বসিবার শক্তি থাকে না, ইহাতে কোনও সংশয় থাকে না॥২৯

রোগসমূহে পীড়িত মনুষ্যগণ বৈদ্যদিগকে বহু ধন দিয়া থাকে এবং বৈদ্যেরাও রোগ দূর করিবার বহু চেষ্টা করেন, তথাপি তাঁহারা রোগিদিগের পীড়া দূর করিতে পারেন না॥ ৩০

বহুবিধ ঔষধ সংগ্রহকারী, চিকিৎসায় অতিশয় নিপুণ ও দক্ষ বৈদ্যগণও ব্যাধকর্তৃক নিহত মৃগসকলের ন্যায় রোগসমূহের দ্বারা আক্রান্ত হন॥ ৩১

তে পিবন্তঃ কষায়াংশ্চ সর্পীংষি বিবিধানি চ।
দৃশ্যন্তে জরয়া ভগ্না নগা নাগৈরিবোত্তমৈঃ ॥ ৩২
কে বা ভুবি চিকিৎসন্তে রোগার্তান্ মৃগপক্ষিণঃ।
শ্বাপদানি দরিদ্রাংশ্চ প্রায়ো নার্তা ভবন্তি তে ॥ ৩৩
ঘোরানপি দুরাধর্ষান্ নৃপতীনুগ্রতেজসঃ।
আক্রম্যাদদতে রোগাঃ পশূন্ পশুগণা ইব ॥ ৩৪
ইতি লোকমনাক্রন্দং মোহশোকপরিপ্লুতম্।
স্রোতসা সহসাঽক্ষিপ্তং হ্রিয়মাণং বলীয়সা ॥ ৩৫
ন ধনেন ন রাজ্যেন নোগ্রেণ তপসা তথা।
স্বভাবমতিবর্তন্তে যে নিযুক্তাঃ শরীরিণঃ ॥ ৩৬
ন ম্রিয়েরন্ ন জীর্য্যেরন্ সর্বে স্যুঃ সর্ব্বকামিনঃ।
নাপ্রিয়ং প্রতি পশ্যেয়ুরুত্থানস্য ফলে সতি ॥ ৩৭
উপর্য্যুপরি লোকস্য সর্ব্বো গন্তুং সমীহতে।
যততে চ যথাশক্তি ন চ তদ্ বর্ততে তথা ॥ ৩৮
ঐশ্বর্য্যমদমত্তাংশ্চ মত্তান্ মদ্যমদেন চ।
অপ্রমত্তাঃ শঠান্ শূরা বিক্রান্তাঃ পর্য্যুপাসতে ॥৩৯
ক্লেশাঃ পরিনিবর্তন্তে কেষাঞ্চিদসমীক্ষিতাঃ।
স্বং স্বঞ্চ পুনরন্যেষাং ন কিঞ্চিদধিগম্যতে ॥ ৪০
মহচ্চ ফলবৈষম্যং দৃশ্যতে কর্মসন্ধিষু।
বহন্তি শিবিকামন্যে যান্ত্যন্যে শিবিকাগতাঃ ॥ ৪১
সর্ব্বেষামৃদ্ধিকামানামন্যে রথপুরঃসরাঃ।
মনুষ্যাশ্চ গতস্ত্রীকাঃ শতশো বিবিধস্ত্রিয়ঃ ॥ ৪২
দ্বন্দ্বারামেষু ভূতেষু গচ্ছন্ত্যেকৈকশো নরাঃ।
ইদমন্যৎ পদং পশ্য মাত্র মোহং করিষ্যসি ॥ ৪৩
ত্যজ ধর্মমধর্মঞ্চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তং ত্যজ ॥ ৪৪

তাঁহারা নানাবিধ ঔষধ ও নানাপ্রকার ঘৃত পান করিতে থাকেন, তথাপি হস্তিগণের দ্বারা যেরূপ বৃক্ষসকল ভগ্ন হয়, সেইরূপ বৃদ্ধাবস্থা তাঁহাদিগকে ভগ্ন স্বাস্থ্য করিয়া দেয়; ইহা দেখা যায় ॥ ৩২

এই পৃথিবীতে মৃগ, পক্ষী, হিংসক পশু ও দরিদ্র মনুষ্যগণকে যখন রোগ পীড়িত করে, তখন কে তাহার চিকিৎসা করিবে? কিন্তু প্রায়শঃ তাহাদের রোগ হয় না ॥ ৩৩

কিন্তু বড় বড় পশুগণ যেরূপ ক্ষুদ্র পশুসকলের উপর আক্রমণ করত তাহাদিগকে স্বায়ত্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রচণ্ড তেজস্বী, ঘোর ও দুর্দ্ধর্ষ রাজাদিগের উপরেও বহু রোগ আসিয়া আক্রমণ করত তাঁহাদিগকে বশীভূত করিয়া থাকে ॥ ৩৪

এইভাবে সকল লোক ভবসাগরের প্রবল প্রবাহে সহসা পতিত হইয়া এদিক্ ওদিকে প্রবাহিত হইতে থাকিয়া মোহ ও শোকে নিমগ্ন হইয়া যায় এবং আর্তনাদ পর্য্যন্ত করিতে পারে না ॥ ৩৫

বিধাতা কর্তৃক কর্মফলভোগে নিযুক্ত দেহধারী মনুষ্যগণ ধন, রাজ্য ও কঠোর তপস্যার প্রভাবে প্রকৃতিকে উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩৬

যদি প্রযত্নের ফল নিজের হস্তে থাকিত, তবে মনুষ্যগণ বৃদ্ধ হইত না এবং মৃত্যুবরণও করিত না। সকলের সমস্ত কামনাপূর্ণ হইত এবং কাহাকেও অপ্রিয় দেখিতে হইত না ॥ ৩৭

সকল মানুষই লোকসমূহের উপরের স্থানে যাইতে বাসনা করে এবং যথাশক্তি তাহার জন্য চেষ্টাও করে, কিন্তু তাদৃশ ফল তাহাদের লাভ হয় না ॥ ৩৮

অপ্রমত্ত পরাক্রমশালী বীরগণও ঐশ্বর্য্য মদে ও মদ্যের মদে উন্মত্ত শঠ মনুষ্যদের সেবা করেন ॥ ৩৯

কত লোকের আবার ক্লেশ চিন্তা না করিয়াই নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং অপর ব্যক্তিগণের নিজেরই ধনের মধ্যে যথাসময়ে কিছুই লাভ হয় না ॥ ৪০

কর্মসকলের ফলেও অত্যন্ত বিষমতা দেখা যায়। কিছু লোক শিবিকা বহন করে এবং অন্য বহু লোক আবার সেই শিবিকায় আরোহণ করিয়া যায় ॥ ৪১

সকল মানুষই ধন ও সমৃদ্ধি কামনা করে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে অল্প এরূপ লোক আছে, যাহারা রথে আরোহণ করিয়া অগ্রে গমন করে। বহু মানুষ স্ত্রী-হীন হইয়া গিয়াছে এবং শত শত মানুষের আবার বিবিধ স্ত্রী আছে ॥ ৪২

সকল প্রাণীই সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বেই আনন্দে থাকে। মানুষ তাহাদের মধ্যে এক একটি অনুভব করে অর্থাৎ কেহ সুখ অনুভব করে এবং কেহ দুঃখভোগ করে। এই যে ব্রহ্ম নামক বস্তু, ইনি সব হইতেই ভিন্ন এবং বিলক্ষণ বলিয়া জানিবে। ইঁহার বিষয়ে তোমার মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত নহে ॥ ৪৩

ধর্ম ও অধর্মকে ত্যাগ কর। সত্য ও অসত্য উভয়কেই ত্যাগ করিয়া দাও। যাহার দ্বারা এই সব ত্যাগ করিবে, সেই অহঙ্কারকেও তুমি পরে ত্যাগ করিয়া দিবে ॥ ৪৪

এতত্তে পরমং গুহ্যমাখ্যাতমৃষিসত্তম।
যেন দেবাঃ পরিত্যজ্য মর্ত্ত্যলোকং দিবং গতাঃ॥ ৪৫
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা শুকঃ পরমবুদ্ধিমান্।
সঞ্চিন্ত্য মনসা ধীরো নিশ্চয়ং নাধ্যগচ্ছত॥ ৪৬
পুত্রদারৈর্ম্মহান্ ক্লেশো বিদ্যাম্নায়ে মহান্ শ্রমঃ।
কিং নু স্যাচ্ছাশ্বতং স্থানমল্পক্লেশং মহোদয়ম্॥ ৪৭
ততো মুহূর্ত্তং সঞ্চিন্ত্য নিশ্চিতাং গতিমাত্মনঃ।
পরাবরজ্ঞো ধর্ম্মস্য পরাং নিঃশ্রেয়সীং গতিম্॥ ৪৮
কথং ত্বহমসংশ্লিষ্টো গচ্ছেয়ং গতিমুত্তমাম্।
নাবর্ত্তেয়ং যথা ভূয়ো যোনিসঙ্করসাগরে॥ ৪৯
পরং ভাবং হি কাঙ্ক্ষামি যত্র নাবর্ত্ততে পুনঃ।
সর্ব্বসঙ্গান্ পরিত্যজ্য নিশ্চিতো মনসা গতিম্॥ ৫০
তত্র যাস্যামি যত্রাত্মা শমং মেঽধিগমিষ্যতি।
অক্ষয়শ্চাব্যয়শ্চৈব যত্র স্থাস্যামি শাশ্বতঃ॥ ৫১
ন তু যোগমৃতে শক্যা প্রাপ্তুং সা পরমা গতিঃ।
অববন্ধো হি বুদ্ধস্য কর্ম্মভির্নোপপদ্যতে॥ ৫২
তস্মাদ্ যোগং সমাস্থায় ত্যক্ত্বা গৃহকলেবরম্।
বায়ুভূতঃ প্রবেক্ষ্যামি তেজোরাশিং দিবাকরম্॥ ৫৩
ন হ্যেষ ক্ষয়তাং যাতি সোমঃ সুরগণৈর্যথা।
কম্পিতঃ পততে ভূমিং পুনশ্চৈবাধিরোহতি॥ ৫৪
ক্ষীয়তে হি সদা সোমঃ পুনশ্চৈবাভিপূর্য্যতে।
নেচ্ছাম্যেবং বিদিত্বৈতে হ্রাস-বৃদ্ধী পুনঃ পুনঃ॥ ৫৫
রবিস্তু সন্তাপয়তে লোকান্ রশ্মিভিরুল্বণৈঃ।
সর্ব্বতস্তেজ আদত্তে নিত্যমক্ষয়মণ্ডলঃ॥ ৫৬

মুনিশ্রেষ্ঠ! এই আমি তোমাকে অতিশয় গূঢ় কথা বলিলাম যাহার দ্বারা দেবতাগণ মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন॥ ৪৫

নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া পরম বুদ্ধিমান্ ও ধীরচিত্ত শুকদেব মনে মনে সর্ব্বতোভাবে চিন্তা করিয়াও সহসা কোন এক নিশ্চয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেন না॥ ৪৬

তিনি চিন্তা করিলেন—স্ত্রী-পুত্রগণের সংসর্গে অত্যন্ত ক্লেশ হইবে এবং বিদ্যাভ্যাসেও অতিশয় পরিশ্রম হইবে। এরূপ কি উপায় আছে, যাহার দ্বারা সনাতন পদ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। সেই সাধনে অল্প ক্লেশ থাকিবে অথচ মহান্ অভ্যুদয় লাভ হইবে॥ ৪৭

তদনন্তর তিনি মুহূর্ত্ত কাল নিজের গতির বিষয় চিন্তা করিলেন; তারপর ভূত ও ভবিষ্যতের অভিজ্ঞ শুকদেবের নিজের ধর্ম্মের কল্যাণময়ী পরম গতির নিশ্চয় হইয়া যাইল॥ ৪৮

পুনরায় তিনি চিন্তা করিলেন,—আমি সর্ব্বপ্রকার উপাধি হইতে মুক্ত হইয়া কোন এক উত্তম গতি লাভ করিব, যেখান হইতে পুনরায় আর এ সংসারে আসিতে হইবে না॥ ৪৯

যেখানে যাইলে জীবের পুনরাবৃত্তি হয় না, আমি সেই পরম পদ লাভ করিতে অভিলাষী। সর্ব্বপ্রকারের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আমি মনের দ্বারা উত্তম গতি প্রাপ্ত হইতে নিশ্চয় করিয়াছি॥ ৫০

এখন আমি সেখানে যাইব, যেখানে আমার আত্মার শান্তি লাভ হইবে এবং যেখানে আমি অক্ষয়, অবিনাশী ও সনাতনরূপে বিদ্যমান থাকিব॥ ৫১

কিন্তু যোগ ব্যতীত সেই পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হইব না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ম্মসকলের নিকৃষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ থাকা উচিত নয়॥ ৫২

অতএব যোগের আশ্রয় অবলম্বন করিয়া এই দেহ পরিত্যাগ করত বায়ুরূপ হইয়া তেজোরাশিময় সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিব॥ ৫৩

দেবতাগণ চন্দ্রের অমৃত পান করিয়া যেভাবে তাঁহাকে ক্ষীণ করিয়া দেন, সেইভাবে সূর্য্যদেবের ক্ষয় হয় না। ধূমমার্গে চন্দ্রমণ্ডলে গত জীব কর্ম্মভোগ সমাপ্ত হইলে পর কম্পিত হইয়া পুনরায় এ-পৃথিবীতে পতিত হয়। এইরূপ নূতন কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য সে পুনরায় চন্দ্রলোকে গমন করে অর্থাৎ চন্দ্রলোকে গমনকারী জীব যাতায়াত হইতে নিবৃত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না॥ ৫৪

ইহা ব্যতীত চন্দ্র সর্ব্বদা ক্ষীণ হয় এবং পুনরায় বর্দ্ধিতও হয়। তাহার হ্রাস বৃদ্ধির ক্রম কখনও নিবৃত্ত হয় না। এই সব বিষয় জানিয়া আমার চন্দ্রলোকে যাইবার বা হ্রাস-বৃদ্ধির চক্রে পতিত হইবার ইচ্ছা নাই॥ ৫৫

সূর্য্যদেব নিজের প্রচণ্ড কিরণসমূহে সমস্ত জগৎকে সন্তপ্ত করেন। তিনি সর্ব্ব স্থান হইতে তেজ গ্রহণ করেন (তাঁহার কখনও হ্রাস হয় না); সেইজন্য তাঁহার মণ্ডল সর্ব্বদা অক্ষয় থাকে॥ ৫৬

অতো মে রোচতে গন্তুমাদিত্যং দীপ্ততেজসম্।
অত্র বৎস্যামি দুর্দ্ধর্ষো নিঃশঙ্কেনান্তরাত্মনা ॥ ৫৭
সূর্য্যস্য সদনে চাহং নিক্ষিপ্যেদং কলেবরম্।
ঋষিভিঃ সহ যাস্যামি সৌরং তেজোঽতিদুঃসহম্ ॥ ৫৮
আপৃচ্ছামি নাগান্ নাগান্ গিরিমুর্বীং দিশো দিবম্।
দেব-দানব-গন্ধর্ব্বান্ পিশাচোরগ-রাক্ষসান্ ॥ ৫৯
লোকেষু সর্ব্বভূতানি প্রবেক্ষ্যামি ন সংশয়ঃ।
পশ্যন্তু যোগবীর্য্যং মে সর্বে দেবাঃ সহর্ষিভিঃ ॥৬০
অথানুজ্ঞাপ্য তমৃষিং নারদং লোকবিশ্রুতম্।
তস্মাদনুজ্ঞাং সম্প্রাপ্য জগাম পিতরং প্রতি ॥ ৬১
সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং মুনিম্।
শুকঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা কৃষ্ণমাপৃষ্টবান্ মুনিম্ ॥ ৬২
শ্রুত্বা চর্ষিস্তদ্ বচনং শুকস্য
প্রীতো মহাত্মা পুনরাহ চৈনম্।
ভো ভো পুত্র স্থীয়তাং তাবদদ্য
যাবচ্চক্ষুঃ প্রীণয়ামি ত্বদর্থে ॥ ৬৩
নিরপেক্ষঃ শুকো ভূত্বা নিঃস্নেহো মুক্তসংশয়ঃ।
মোক্ষমেবানুসঞ্চিন্ত্য গমনায় মনো দধে ॥ ৬৪
পিতরং সম্পরিত্যজ্য জগাম মুনিসত্তমঃ।
কৈলাসপৃষ্ঠং বিপুলং সিদ্ধসঙ্ঘনিষেবিতম্ ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্মপর্ব্বণি শুকাভিগমনে
একত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩১

অতএব উদ্দীপ্ততেজস্বী আদিত্যমণ্ডলে গমন করাই আমার উত্তম বলিয়া বোধ হইতেছে। এস্থানে আমি নির্ভীকচিত্ত হইয়া নিবাস করিব। কেহই আমাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে না। ৫৭

এই শরীরকে সূর্য্যলোকে পরিত্যাগ করিয়া আমি ঋষিগণের সহিত সূর্য্যদেবের অত্যন্ত দুঃসহ তেজে প্রবেশ করিব। ৫৮

সেইজন্য আমি নগ-নাগ, পর্ব্বত, পৃথিবী, দিক্‌সমূহ, দ্যুলোক, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, সর্প ও রাক্ষসগণের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। ৫৯

আজ নিঃসন্দেহে জগতের সমস্ত প্রাণীর মধ্যে প্রবেশ করিব। সকল দেবগণ ঋষিবৃন্দের সহিত আমার যোগশক্তির প্রভাব দর্শন করুন। ৬০

এরূপ নিশ্চয় করত শুকদেব বিশ্ববিখ্যাত দেবর্ষি নারদের নিকট আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তিনি নিজের পিতা ব্যাসদেবের নিকট গমন করিলেন। ৬১

সেস্থানে নিজের পিতা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নমুনিকে প্রণাম করত শুকদেব তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ৬২

শুকদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন মহাত্মা ব্যাসদেব তাঁহাকে বলিলেন—পুত্র! পুত্র! আজ এস্থানেই থাক, যাহাতে তোমাকে প্রাণভরে দেখিয়া নিজের চক্ষুকে তৃপ্ত করিতে পারি। ৬৩

কিন্তু শুকদেব স্নেহবন্ধন ছেদন করিয়া নিরপেক্ষ হইয়া গিয়াছিলেন। তত্ত্ববিষয়ে তাঁহার কোনও আর সংশয় ছিল না; অতএব বারংবার মোক্ষেরই চিন্তা করিতে করিতে তিনি সেস্থান হইতে চলিয়া যাইবার মনস্থির করিলেন। ৬৪

পিতাকে সেস্থানে ত্যাগ করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ শুকদেব সিদ্ধসমুদায় কর্ত্তৃক সেবিত বিশাল কৈলাসশিখরের দিকে গমন করিলেন। ৬৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে শুকদেবের প্রস্থানবিষয়ক একত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

[শুকদেবস্যোর্দ্ধগতি-বর্ণনম্ ।]

ভীষ্ম উবাচ

গিরিশৃঙ্গং সমারুহ্য সুতো ব্যাসস্য ভারত ।
সমে দেশে বিবিক্তে স নিঃশলাক উপাবিশৎ ॥১

ধারয়ামাস চাত্মানং যথাশাস্ত্রং যথাবিধি ।
পাদপ্রভৃতিগাত্রেষু ক্রমেণ ক্রমযোগবিৎ ॥ ২

ততঃ স প্রাঙ্ মুখো বিদ্বানাদিত্যে নচিরোদিতে ।
পাণিপাদং সমাদায় বিনীতবদুপাবিশৎ ॥ ৩

ন তত্র পক্ষিসঙ্ঘাতো ন শব্দো নাভিদর্শনম্ ।
যত্র বৈয়াসকির্ধীমান্ যোক্তুং সমুপচক্রমে ॥ ৪

স দদর্শ তদাত্মানং সর্বসঙ্গবিনিঃসৃতম্ ।
প্রজহাস ততো হাসং শুকঃ সম্প্রেক্ষ্য তৎপরম্ ॥ ৫

স পুনর্যোগমাস্থায় মোক্ষমার্গোপলব্ধয়ে ।
মহাযোগেশ্বরো ভূত্বা সোঽত্যক্রামদ্ বিহায়সম্ ॥ ৬

ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা দেবর্ষিং নারদং ততঃ ।
নিবেদয়ামাস চ তং স্বং যোগং পরমর্ষয়ে ॥ ৭

শুক উবাচ ।

দৃষ্টো মার্গঃ প্রবৃত্তোঽস্মি স্বস্তি তেঽস্তু তপোধন ।
ত্বৎপ্রসাদাদ্ গমিষ্যামি গতিমিষ্টাং মহাদ্যুতে ॥ ৮

নারদেনাভ্যনুজ্ঞাতঃ শুকো দ্বৈপায়নাত্মজঃ ।
অভিবাদ্য পুনর্যোগমাস্থায়াকাশমাবিশৎ ॥ ৯

কৈলাসপৃষ্ঠাদুৎপত্য স পপাত দিবং তদা ।
অন্তরিক্ষচরঃ শ্রীমান্ বায়ুভূতঃ সুনিশ্চিতঃ ॥ ১০

তমুদ্যন্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং বৈনতেয়সমদ্যুতিম্ ।
দদৃশুঃ সর্বভূতানি মনোমারুতরংহসম্ ॥ ১১

ব্যবসায়েন লোকাংস্ত্রীন্ সর্বান্ সোঽথ বিচিন্তয়ন্ ।
আস্থিতো দীর্ঘমধ্বানং পাবকার্কসমপ্রভঃ ॥১২

দ্বাত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

[শুকদেবের উর্দ্ধগতি বর্ণন ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত ! কৈলাসশিখরে আরোহণ করিয়া ব্যাসপুত্র শুকদেব নির্জনস্থানে তৃণহীন সমতল ভূমিতে উপবিষ্ট হইলেন এবং শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অঙ্গসমূহে ক্রমশঃ আত্মার ধারণা করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমযোগে বিশেষজ্ঞ ছিলেন ॥ ১-২

অল্পক্ষণ পরে যখন সূর্য্যোদয় হইল, তখন জ্ঞানী শুকদেব হস্ত-পদ সঙ্কুচিত করিয়া বিনীতভাবে পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে মুখ করত উপবেশন করিলেন এবং যোগযুক্ত হইলেন। সেই সময় ব্যাসনন্দন শুকদেব যেস্থানে যোগযুক্ত হইয়াছিলেন, সেস্থানে পক্ষিগণ ছিল না, কোন শব্দও শুনা যাইতেছিল না এবং দৃষ্টিআকর্ষণকারী কোন দৃশ্যও ছিল না ॥ ৩-৪

সেই সময় তিনি সর্ব্বপ্রকার সঙ্গবর্জিত আত্মাকে দর্শন করিলেন। সেই পরমতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করত শুকদেব উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৫

তারপর মোক্ষমার্গের উপলব্ধির জন্য যোগের আশ্রয় গ্রহণ করত মহাযোগের অধীশ্বর হইয়া তিনি আকাশে উড়িয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ৬

তদনন্তর দেবর্ষি নারদের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং সেই মহর্ষিকে নিজের যোগের সম্বন্ধে এইরূপ নিবেদন করিলেন ॥ ৭

শুকদেব বলিলেন,—মহাতেজস্বী তপোধন ! আপনার কল্যাণ হউক। এখন আমার মোক্ষপথ দর্শন হইয়াছে। আমি সেস্থানে যাইতে উদ্যত হইয়াছি। আপনার কৃপায় আমি অভীষ্ট গতি প্রাপ্ত হইব ॥ ৮

নারদের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ব্যাসপুত্র শুকদেব তাঁহাকে প্রণাম করত পুনরায় যোগ অবলম্বন করিয়া আকাশে প্রবিষ্ট হইলেন। কৈলাসশিখর হইতে উড়িয়া গিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আকাশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করত বায়ুর রূপ ধারণ করিয়া শ্রীমান্ শুকদেব অন্তরিক্ষে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯-১০

সেই সময় সমস্ত প্রাণিগণ উপর দিয়া গমনকারী দ্বিজশ্রেষ্ঠ শুকদেবকে বিনতানন্দন গরুড়ের ন্যায় কান্তিমান্ এবং মন ও বায়ু-তুল্য বেগশালী বলিয়া দেখিতে লাগিলেন ॥ ১১

তিনি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা সম্পূর্ণ ত্রিলোককে আত্মভাবে দর্শন করিতে করিতে বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। সেই সময় তাঁহার তেজ সূর্য্য ও অগ্নির সমান প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ১২

তমেকমনসং যান্তমব্যগ্রমকুতোভয়ম্।
দদৃশুঃ সর্বভূতানি জঙ্গমানি চরাণি চ ॥ ১৩
যথাশক্তি যথান্যায়ং পূজাং বৈ চক্রিরে তদা।
পুষ্পবর্ষৈশ্চ দিব্যৈস্তমবচক্রুর্দিবৌকসঃ ॥ ১৪
তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতাঃ সর্বে গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ।
ঋষয়শ্চৈব সংসিদ্ধাঃ পরং বিস্ময়মাগতাঃ ॥ ১৫
অন্তরিক্ষগতঃ কোঽয়ং তপসা সিদ্ধিমাগতঃ।
অধঃকায়োর্ধ্ববক্ত্রশ্চ নেত্রৈঃ সমভিরজ্যতে ॥ ১৬
ততঃ পরমধর্মাত্মা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
ভাস্করং সমুদীক্ষন্ স প্রাঙ্‌মুখো বাগ্‌যতোঽগমৎ ॥ ১৭
শব্দেনাকাশমখিলং পূরয়ন্নিব সর্বশঃ।
তমাপতন্তং সহসা দৃষ্ট্বা সর্বাপ্সরোগণাঃ ॥ ১৮
সম্ভ্রান্তমনসো রাজন্নাসন্ পরমবিস্মিতাঃ।
পঞ্চচূড়াপ্রভৃতয়ো ভৃশমুৎফুল্ললোচনাঃ ॥ ১৯

দৈবতং কতমং হ্যেতদুত্তমাং গতিমাস্থিতম্।
সুনিশ্চিতমিহায়াতি বিমুক্তমিব নিঃস্পৃহম্ ॥ ২০
ততঃ সমভিচক্রাম মলয়ং নাম পর্বতম্।
উর্বশী পূর্বচিত্তিশ্চ যং নিত্যমুপসেবতঃ ॥ ২১
তস্য ব্রহ্মর্ষিপুত্রস্য বিস্ময়ং যযতুঃ পরম্।
অহো বুদ্ধিসমাধানং বেদাভ্যাসরতে দ্বিজে ॥ ২২
অচিরেণৈব কালেন নভশ্চরতি চন্দ্রবৎ।
পিতৃশুশ্রূষয়া বুদ্ধিং সম্প্রাপ্তোঽয়মনুত্তমাম্ ॥ ২৩
পিতৃভক্তো দৃঢ়তপাঃ পিতুঃ সুদয়িতঃ সুতঃ।
অনন্যমনসা তেন কথং পিত্রা বিসর্জিতঃ ॥ ২৪
উর্বশ্যা বচনং শ্রুত্বা শুকঃ পরমধর্মবিৎ।
উদৈক্ষত দিশঃ সর্বা বচনে গতমানসঃ ॥ ২৫
সোঽন্তরিক্ষং মহীং চৈব সশৈল-বন-কাননাম্
বিলোকয়ামাস তদা সরাংসি সরিতস্তথা ॥ ২৬

নির্ভয় হইয়া শান্ত ও একাগ্রচিত্তে উপর দিয়া গমন করিবার সময় তাঁহাকে সমস্ত চরাচর প্রাণিগণ দর্শন করিতে লাগিল এবং নিজেদের শক্তি ও রীতি অনুসারে তাঁহার যথোচিত পূজা করিল। দেবতারা তাঁহার উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥১৩-১৪

তাঁহাকে সেই ভাবে যাইতে দেখিয়া সমস্ত গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ এবং সিদ্ধ ও মুনি-ঋষিরা অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ১৫

তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন—তপস্যার দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এই কোন্ মহাত্মা আকাশমার্গে গমন করিতেছেন, যাঁহার মুখমণ্ডল উপরের দিকে এবং শরীরের নিম্নভাগ নীচের দিকে রহিয়াছে? আমাদের দৃষ্টি বারংবার তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে ॥ ১৬

ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ পরম ধর্মাত্মা শুকদেব পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে মুখ করিয়া সূর্য্যকে দর্শন করিতে করিতে মৌনভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ১৭

তিনি নিজের শব্দের দ্বারা সম্পূর্ণ আকাশকে যেন পূর্ণ করিতেছিলেন। রাজন্! তাঁহাকে সহসা আসিতে দেখিয়া সমস্ত অপ্সরাগণ মনে মনে বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ১৮½

পঞ্চচূড়া প্রভৃতি অপ্সরাগণের নেত্র বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন—উত্তম গতি আশ্রয় করিয়া এই কোন্ দেবতা এখানে আসিতেছেন? ইঁহার নিশ্চয় অত্যন্ত দৃঢ়, ইনি সর্ব্বপ্রকার বন্ধন ও সংশয় হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছেন এবং ইঁহার অন্তরে কোন বস্তুর কামনা নাই ॥ ১৯-২০

কিছুকালের মধ্যেই ইনি মলয় নামে সেই পর্ব্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে উর্ব্বশী ও পূর্ব্বচিত্তি—এই দুই অপ্সরা সর্ব্বদা বাস করিয়া আছেন ॥ ২১

ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেবের পুত্রের এই উত্তম গতি দর্শন করিয়া তাঁহাদের উভয়ের অত্যন্ত বিস্ময় উপস্থিত হইল। তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—অহো! এই বেদাভ্যাসপরায়ণ ব্রাহ্মণের বুদ্ধিতে কিরূপ অদ্ভুত একাগ্রতা আছে? পিতার সেবার অল্প সময়ের মধ্যেই উত্তম বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রের ন্যায় আকাশে বিচরণ করিতেছেন ॥ ২২-২৩

ইনি অতিশয় তপস্বী ও পিতৃভক্ত ছিলেন এবং পিতা ব্যাসদেবের অত্যন্ত প্রিয় পুত্র এই শুকদেবে তাঁহার মন সর্ব্বদা আসক্ত ছিল, তথাপি তিনি কিভাবে ইঁহাকে যাইবার অনুমতি দিলেন? ২৪

উর্ব্বশীর বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম ধর্মজ্ঞ শুকদেব সমস্ত দিঙ্‌-মণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই সময় তাঁহার চিত্ত সেই কথার দিকে চলিয়া গিয়াছিল। ২৫

আকাশ, পর্ব্বত, বন ও কাননের সহিত পৃথিবী, সরোবর ও নদীসকলের দিকেও তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। ২৬

ততো বৈপায়নসুতং বহুমানাৎ সমন্ততঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্বা নিরীক্ষন্তে স্ম দেবতাঃ ॥ ২৭
অব্রবীৎ তাস্তদা বাক্যং শুকঃ পরমধর্ম্মবিৎ
পিতা যদ্যনুগচ্ছেন্মাং ক্রোশমানঃ শুকেতি বৈ ॥ ২৮
ততঃ প্রতিবচো দেয়ং সর্ব্বৈরেব সমাহিতৈঃ।
এতন্মে স্নেহতঃ সর্ব্বে বচনং কর্ত্তুমর্হথ ॥ ২৯
শুকস্য বচনং শ্রুত্বা দিশঃ সর্ব্বাঃ সকাননাঃ।
সমুদ্রাঃ সরিতঃ শৈলাঃ প্রত্যুচুস্তং সমন্ততঃ ॥ ৩০
যথাঽঽজ্ঞাপয়সে বিপ্র বাঢ়মেবং ভবিষ্যতি।
ঋষের্ব্যাহরতো বাক্যং প্রতিবক্ষ্যামহে বয়ম্ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি শুকাভিপতনে দ্বাত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩২

সেই সময় এই সবের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ সর্ব্বদিক্ দিয়া অতিশয় সমাদরের সহিত বৈপায়নকুমার শুকদেবের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ইঁহারা সকলেই তখন অঞ্জলিবদ্ধ ছিলেন। ২৭

এই সময় পরমধর্ম্মজ্ঞ শুকদেব তাঁহাদের সকলকে বলিলেন—দেবীগণ! যদি আমার পিতা 'শুক' এই আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে এদিকে আসিয়া থাকেন, তখন আপনারা সকলে সাবধান হইয়া আমার পক্ষ হইতে তাঁহাকে উত্তর দিবেন। আমার উপর আপনাদের অত্যন্ত স্নেহ আছে ; সেইজন্ত আপনারা সকলে আমার এই কথা পালন করুন। ২৮-২৯

শুকদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া কাননের সহিত সম্পূর্ণ দিক্‌সমূহ, সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত ও পর্ব্বতসকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ সর্ব্বদিক হইতে এই উত্তর দিলেন। ৩০

ব্রহ্মন্! আপনি যেরূপ আজ্ঞা দিলেন, নিশ্চয়ই সেরূপ পালিত হইবে। যখন ব্যাসদেব আপনাকে আহ্বান করিবেন, তখন আমরা সকলে তাঁহাকে উত্তর দান করিব। ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে শুকদেবের ঊর্দ্ধগমনবিষয়ক দ্বাত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শুকদেবস্য পরমপদপ্রাপ্তিঃ, পুত্রশোকব্যাকুলচিত্তায় ব্যাসদেবায় মহাদেবস্যাশ্বাসদানঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং ব্রহ্মর্ষিঃ সুমহাতপাঃ।
প্রাতিষ্ঠত শুকঃ সিদ্ধিং হিত্বা দোষাংশ্চতুর্বিধান্ ॥ ১
তমো হ্যষ্টবিধং হিত্বা জহৌ পঞ্চবিধং রজঃ
ততঃ সত্ত্বং জহৌ ধীমাংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ২
ততস্তস্মিন্ পদে নিত্যে নির্গুণে লিঙ্গবর্জ্জিতে।
ব্রহ্মণি প্রত্যতিষ্ঠৎ স বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ৩

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[শুকদেবের পরমপদপ্রাপ্তি এবং পুত্রশোকে ব্যাকুল ব্যাসদেবকে মহাদেবের আশ্বাসদান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই কথা বলিয়া মহাতপস্বী শুকদেব সিদ্ধিলাভ করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বুদ্ধিমান্ শুকদেব অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য—এই চারি প্রকার দোষ, অষ্টবিধ তমোগুণ এবং পঞ্চ প্রকার রজোগুণ(১) পরিত্যাগ করত সত্ত্বগুণকেও পরিত্যাগ করিয়া দিলেন ;(২) ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। ১-২

তাহার পর তিনি নিত্য, নির্গুণ এবং লিঙ্গরহিত ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সেই সময় তাঁহার তেজ ধূমহীন অগ্নির ন্যায় দেদীপ্যমান হইতেছিল। ৩

(১) প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র—এই অষ্ট তত্ত্ব আত্মা হইতে ভিন্ন ; সুতরাং এই অষ্ট তত্ত্বে যে আত্মজ্ঞান, তাহারই নাম তম। এই অষ্টবিধ তত্ত্বেই আত্মজ্ঞান হয় এবং উহা তমোগুণজনিত বলিয়া তমোগুণ অষ্টবিধ বলা হইয়াছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চ রাগ উৎপন্ন করায় রজোগুণকে পঞ্চবিধ বলা হইয়াছে।

(২) সত্ত্বগুণও সুখ এবং জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ করে। 'আমি সুখী' 'আমি জ্ঞানী' এরূপ যে অভিমান হয়, উহা জ্ঞানীকে গুণাতীত অবস্থা হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকে। সেইজন্ত এখানে সত্ত্বগুণেরও ত্যাগ করিবার বিধি শুকদেব অবলম্বন করিবেন।

উৎপাতা দিশাং দাহো ভূমিকম্পস্তথৈব চ।
প্রাদুর্ভূতাঃ ক্ষণে তস্মিংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৪
দ্রুমাঃ শাখাশ্চ মুমুচুঃ শিখরাণি চ পর্বতাঃ।
নির্ঘাতশব্দৈশ্চ গিরির্হিমবান্ দীর্য্যতীব হ ॥ ৫
ন বভাসে সহস্রাংশুর্ন জজ্বাল চ পাবকঃ।
হ্রদাশ্চ সরিতশ্চৈব চুক্ষুভুঃ সাগরাস্তথা ॥ ৬
ববর্ষ বাসবস্তোয়ং রসবচ্চ সুগন্ধি চ।
ববৌ সমীরণশ্চাপি দিব্যগন্ধবহঃ শুচিঃ ॥ ৭
স শৃঙ্গে প্রথমে দিব্যে হিমবন্মেরুসম্ভবে।
সংশ্লিষ্টে শ্বেতপীতে দ্বে রুক্মরূপ্যময়ে শুভে ॥ ৮
শতযোজনবিস্তারে তির্য্যগূর্ধ্বঞ্চ ভারত।
উদীচীং দিশমাস্থায় রুচিরে সন্দদর্শ হ ॥ ৯
সোঽবিশঙ্কেন মনসা তদৈবাভ্যাপতচ্ছুকঃ।
ততঃ পর্বতশৃঙ্গে দ্বে সহসৈব দ্বিধাকৃতে। ১০
অদৃশ্যেতাং মহারাজ তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
ততঃ পর্বতশৃঙ্গাভ্যাং সহসৈব বিনিঃসৃতঃ ॥ ১১
ন চ প্রতিজঘানাস্য স গতিং পর্বতোত্তমঃ।
ততো মহানভূচ্ছব্দো দিবি সর্বদিবৌকসাম্ ॥ ১২
গন্ধর্বাণামৃষীণাঞ্চ যে চ শৈলনিবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা শুকমতিক্রান্তং পর্বতঞ্চ দ্বিধাকৃতম্ ॥ ১৩
সাধু সাধ্বিতি তত্রাসীন্নাদঃ সর্বত্র ভারত।
স পূজ্যমানো দেবৈশ্চ গন্ধর্বৈর্ঋষিভিস্তথা ॥ ১৪
যক্ষ-রাক্ষসসঙ্ঘৈশ্চ বিদ্যাধরগণৈস্তথা।
দিব্যৈঃ পুষ্পৈঃ সমাকীর্ণমন্তরীক্ষং সমন্ততঃ ॥ ১৫
আসীৎ কিল মহারাজ শুকাভিপতনে তদা।
ততো মন্দাকিনীং রম্যামুপরিষ্টাদভিব্রজন্ ॥ ১৬

সেই ক্ষণে বহু উৎপাত হইল, দিকসমূহ দগ্ধ হইতে লাগিল এবং ভূমিকম্প হইতে থাকিল। তখন এই সব যেন অদ্ভুত বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। ৪

বৃক্ষসকল নিজেদের শাখাসমূহকে নিজেকে নিজেই ভগ্ন করিয়া ত্যাগ করিতে লাগিল। সমস্ত পর্ব্বত নিজেদের শিখরসমূহকে খণ্ড বিখণ্ড করিতে লাগিল। বজ্রপাতের বহুবিধ শব্দে গিরিরাজ হিমালয় যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ৫

সূর্য্য আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রভা বিকীরণ করিতে পারিলেন না। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলেন না; সরোবর, নদী ও সমুদ্রসকল বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ৬

ইন্দ্র সরস ও সুগন্ধিত জলের বর্ষণ আরম্ভ করিলেন এবং দিব্য গন্ধ বহনকারী বায়ু চারিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ৭

হে ভারত! অগ্রসর হইয়া শুকদেব পর্ব্বতের দুই দিব্য এবং সুন্দর শিখর দর্শন করিলেন। এই দুই শিখর পরস্পর সংলগ্ন ছিল। ইহাদের মধ্যে একটি হিমালয়ের-শিখর ছিল এবং দ্বিতীয়টি ছিল মেরু পর্ব্বতের। হিমালয়ের শিখর রজতময় হওয়ায় শ্বেতবর্ণ ছিল এবং সুমেরুর স্বর্ণময় শিখর পীতবর্ণ ছিল। এই দুইটি শিখরই দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে শতযোজন বিস্তৃত। উত্তরদিক্ অভিমুখে গমন করিবার সময় এই দুই সুরম্য শিখর শুকদেবের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ৮-৯

ইহাদের দেখিয়া তিনি পূর্ব্ববৎ নিঃশঙ্ক মনে তাহাদের উপর আরোহণ করিলেন। তারপর সেই দুই পর্ব্বতশিখর সহসা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যাইল এবং মধ্যভাগে যেন বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া দেখা যাইতে লাগিল। মহারাজ! ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ১০½

তাহার পর সেই দুই পর্ব্বতশিখর হইতে তিনি সহসা বাহির হইয়া আসিলেন। তখন সেই শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না। ১১½

ইহা দেখিয়া সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব্ব এবং ঋষিগণ ও যাঁহারা সেই পর্ব্বতে বাস করেন, সেই সব অন্য প্রাণিগণ অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে হর্ষনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই হর্ষধ্বনি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ১২½

হে ভারত! শুকদেবকে পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর হইতে এবং সেই পর্ব্বতকে দুই খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইতে দেখিয়া সেখানে সর্ব্বদিকে 'সাধু সাধু' শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ১৩½

মহারাজ! দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস ও বিদ্যাধরগণ তাঁহার পূজা করিলেন। সেখান হইতে শুকদেবের উপরে উত্থিত হইবার সময়ে তাঁহার উপর দিব্য পুষ্পসমূহের বর্ষণে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া যাইল। ১৪-১৫½

রাজন্! ধর্মাত্মা শুকদেব ঊর্দ্ধলোকে যাইবার সময়ে বিকসিত বৃক্ষ ও বনসমূহে সুশোভিত রমণীয় মন্দাকিনী (আকাশগঙ্গা)-কে দর্শন করিলেন। ১৬

শুকো দদর্শ ধর্মাত্মা পুষ্পিতদ্রুমকাননাম্ ।
তস্যাং ক্রীড়ত্যভিরতাস্তে চৈবাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ১৭
শূন্যাকারং নিরাকারাঃ শুকং দৃষ্ট্বা বিবাসসঃ ।
তং প্রক্রামন্তমাজ্ঞায় পিতা স্নেহসমন্বিতঃ ॥ ১৮
উত্তমাং গতিমাস্থায় পৃষ্ঠতোঽনুসসার হ
শুকস্তু মারুতাদূর্ধ্বং গতিং কৃত্বান্তরিক্ষগাম ॥ ১৯
দর্শয়িত্বা প্রভাবং স্বং ব্রহ্মভূতোঽভবৎ তদা ।
মহাযোগগতিং ত্বগ্র্যাং ব্যাসোত্থায় মহাতপাঃ ॥ ২০
নিমেষান্তরমাত্রেণ শুকাভিপতনং যযৌ ।
স দদর্শ দ্বিধা কৃত্বা পর্বতাগ্রং শুকং গতম ॥ ২১
শশংসুর্ঋষয়স্তত্র কর্ম পুত্রস্য তৎ তদা ।
ততঃ শুকেতি দীর্ঘেণ শব্দেনাক্রন্দিতস্তদা ॥ ২২
স্বয়ং পিত্রা স্বরেণোচ্চৈস্ত্রীল্লোঁকাননুনাদ্য বৈ ।
শুকঃ সর্বগতো ভূত্বা সর্বাত্মা সর্বতোমুখঃ ॥ ২৩
প্রত্যভাষত ধর্মাত্মা ভোঃ শব্দেনানুনাদয়ন্ ।
তত একাক্ষরং নাদং ভোরিত্যেব সমীরয়ন্ ॥ ২৪
প্রত্যাহরজ্জগৎ সর্বমুচ্চৈঃ স্থাবর-জঙ্গমম্ ।
ততঃ প্রভৃতি চাদ্যাপি শব্দানুচ্চারিতান্ পৃথক্ ॥ ২৫
গিরিগহ্বরপৃষ্ঠেষু ব্যাহরন্তি শুকং প্রতি ।
অন্তর্হিতঃ প্রভাবং তু দর্শয়িত্বা শুকস্তদা ॥ ২৬
গুণান্ সন্ত্যজ্য শব্দাদীন্ পদমভ্যগমৎ পরম্ ।
মহিমানং তু তং দৃষ্ট্বা পুত্রস্যামিততেজসঃ ॥ ২৭
নিষসাদ গিরিপ্রস্থে পুত্রমেবানুচিন্তয়ন্ ।
ততো মন্দাকিনীতীরে ক্রীড়ন্তোঽপ্সরসাং গণাঃ ॥ ২৮
আসাদ্য তমৃষিং সর্বাঃ সম্ভ্রান্তা গতচেতসঃ ।
জলে নিলিল্যিরে কাশ্চিৎ
কাশ্চিদ্ গুল্মান্ প্রপেদিরে ॥ ২৯
বসনান্যাদদুঃ কাশ্চিৎ তং দৃষ্ট্বা মুনিসত্তমম্ ।
তাং মুক্ততাং তু বিজ্ঞায় মুনিঃ পুত্রস্য বৈ তদা ॥ ৩০

এই স্বর্গনদীতে তখন বহু অপ্সরা স্নান ও জলক্রীড়া করিতেছিলেন। যদ্যপি তাঁহারা নগ্না ছিলেন, তথাপি শুকদেবকে শূন্যাকার (বাহ্যজ্ঞানরহিত ও আত্মনিষ্ঠ) দর্শন করিয়া নিজেদের দেহকে আবৃত করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন না। ১৭½

তাঁহাকে এইভাবে সিদ্ধির জন্য উৎক্রমণ করিতে জানিয়া তাঁহার পিতা বেদব্যাসও স্নেহবশতঃ উত্তম গতি অবলম্বন করত তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। ১৮½

অন্তদিকে শুকদেব বায়ুর দ্বারা আকাশগামিনী ঊর্দ্ধগতির আশ্রয় গ্রহণ করত নিজের প্রভাব দর্শন করাইয়া তখন ব্রহ্মীভূত হইয়া যাইলেন। ১৯½

মহাতপস্বী ব্যাসদেব অন্তপ্রকার মহাযোগসম্বন্ধিনী গতি অবলম্বন করত উপরের দিকে উত্থিত হইলেন এবং চক্ষুর নিমেষকালের মধ্যেই সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখান হইতে সেই পর্ব্বতশিখরদ্বয়কে দুইভাগে বিদীর্ণ করিয়া শুকদেব অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই স্থান 'শুকাভিপতন' নামে সেই সময় হইতেই প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি সেই স্থান দর্শন করিলেন। ২০-২১

সেখানে নিবাসকারী ঋষিগণ আসিয়া ব্যাসদেবকে তাঁহার পুত্রের সেই অলৌকিক কর্ম্মের কথা বলিলেন। তখন ব্যাসদেব শুকদেবের নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ২২

যখন পিতা উচ্চৈঃস্বরে ত্রিলোককে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, তখন সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বতোমুখ হইয়া ধর্মাত্মা শুকদেব 'ভোঃ' শব্দের দ্বারা সম্পূর্ণ জগৎ নিনাদিত করিতে করিতে পিতাকে উত্তরদান করিলেন। ২৩-২৪½

সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত পর্ব্বতের শিখরে অথবা গুহার নিকটে কেহ যখন যখন শব্দ করিবে, তখন তখনই সেখানের সেই সব প্রতিধ্বনিরূপে উহার উত্তর দিয়া থাকে, যেরূপ শব্দ শুকদেবের জন্য উত্থিত হইয়াছিল। ২৫½

এইভাবে নিজের প্রভাব দেখাইয়া শুকদেব অন্তর্হিত হইলেন এবং শব্দাদি গুণসমূহ পরিত্যাগ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন। ২৬½

নিজের অমিততেজস্বী পুত্রের সেই মহিমা দর্শন করিয়া তাঁহার চিন্তা করিতে করিতে সেখানে সেই পর্ব্বতের শিখরে ব্যাসদেব উপবেশন করিলেন। ২৭½

সেই সময় মন্দাকিনীর তীরে ক্রীড়াপরায়ণা সমস্ত অপ্সরাগণ মহর্ষি ব্যাসদেবকে নিজেদের নিকটে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং যেন অচেতন হইয়া যাইলেন। তখন কেহ জলে আত্মগোপন করিলেন এবং কেহ লতাসমূহের মধ্যে লুকাইয়া পড়িলেন। ২৮-২৯

এই অপ্সরা মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেবকে দেখিয়া নিজেদের বস্ত্র পরিধান করিলেন। সেই সময় নিজের পুত্রের মুক্তির বিষয়

সক্তত্বামাত্মনশ্চৈব প্রীতোঽভূৎ ব্রীড়িতস্তু হ ॥৩১
তং দেব-গন্ধর্ববৃতো মহর্ষিগণপূজিতঃ ।
পিনাকহস্তো ভগবানভ্যাগচ্ছত শঙ্করঃ ॥ ৩২
তমুবাচ মহাদেবঃ সান্ত্বপূর্বমিদং বচঃ ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং তদা ॥ ৩৩
অগ্নের্ভূমেরপাং বায়োরন্তরিক্ষস্য চৈব হ ।
বীর্য্যেণ সদৃশঃ পুত্রঃ পুরা মত্তস্ত্বয়া বৃতঃ ॥৩৪
স তথালক্ষণো জাতস্তপসা তব সম্ভৃতঃ ।
মম চৈব প্রসাদেন ব্রহ্মতেজোময়ঃ শুচিঃ ॥ ৩৫
স গতিং পরমাং প্রাপ্তো দুষ্প্রাপামজিতেন্দ্রিয়ৈঃ ।
দৈবতৈরপি বিপ্রর্ষে তং ত্বং কিমনুশোচসি ॥ ৩৬
যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ো যাবৎ স্থাস্যন্তি সাগরাঃ ।
তাবৎ তবাক্ষয়া কীর্তিঃ সপুত্রস্য ভবিষ্যতি ॥ ৩৭

জানিয়া মুনি প্রীত হইলেন এবং নিজের আসক্তির বিষয় জানিতে পারিয়া তিনি লজ্জিত হইলেন । ৩০-৩১

এই সময় দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের দ্বারা পরিবৃত এবং মহর্ষিসঙ্ঘের দ্বারা পূজিত পিনাকধারী ভগবান্ শঙ্কর সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুত্রশোকে সন্তপ্ত বেদব্যাসকে সান্ত্বনাদান করিতে করিতে তিনি বলিলেন ॥ ৩২-৩৩

ব্রহ্মন্! তুমি পূর্ব্বে অগ্নি, ভূমি, জল, বায়ু ও আকাশের তুল্য শক্তিশালী পুত্রলাভের জন্য বর প্রার্থনা করিয়াছিলে; অতএব তোমার নিজের তপস্যার প্রভাব এবং আমার কৃপায় পালিত সেরূপ পুত্রই লাভ হইয়াছে। সে ব্রহ্মতেজসম্পন্ন ও অতিশয় পবিত্র ছিল ॥ ৩৪-৩৫

ব্রহ্মর্ষে! এই সময় সে এরূপ উত্তম গতি লাভ করিয়াছে, যাহা অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ ও দেবতাগণের পক্ষে অতিশয় দুর্লভ; তবে তুমি কেন তাহার জন্য শোক করিতেছ ? ৩৬

যতকাল এই সংসারে পর্ব্বতসমূহ থাকিবে এবং যতকাল সমুদ্র অবস্থান করিবে, ততকাল তোমার ও তোমার পুত্রের অক্ষয় কীর্ত্তি জগতে বিদ্যমান থাকিবে । ৩৭

ছায়াং স্বপুত্রসদৃশীং সর্বতোঽনপগাং সদা ।
দ্রক্ষ্যসে ত্বং লোকেঽস্মিন্ মৎপ্রসাদান্মহামুনে ॥ ৩৮
সোঽনুনীতো ভগবতা স্বয়ং রুদ্রেণ ভারত ।
ছায়াং পশ্যন্ সমাবৃত্তঃ স মুনিঃ পরয়া মুদা ॥ ৩৯
ইতি জন্ম গতিশ্চৈব শুকস্য ভরতর্ষভ ।
বিস্তরেণ সমাখ্যাতা যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৪০
এতদাচষ্ট মে রাজন্ দেবর্ষির্নারদঃ পুরা ।
ব্যাসশ্চৈব মহাযোগী সঞ্জল্পেষু পদে পদে ॥ ৪১
ইতিহাসমিমং পুণ্যং মোক্ষধর্মোপসংহিতম্ ।
ধারয়েদ্ যঃ শমপরঃ স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি শুকোৎপত্তনসমাপ্তির্নাম ত্রয়স্ত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩৩

মহামুনে! তুমি আমার প্রসাদে এ জগতে সর্ব্বদা নিজের পুত্রসদৃশ ছায়ার (প্রতিবিম্বের) দর্শন করিতে থাকিবে। সে সর্ব্বদিকে তোমাকে দেখা দিবে, কখনও তোমার চক্ষুর অগোচর হইবে না ।৩৮

হে ভারত! সাক্ষাৎ ভগবান্ শঙ্করের এইরূপ আশ্বাস প্রাপ্ত হইলে পর সর্ব্বত্র নিজের পুত্রের ছায়া দেখিতে দেখিতে মুনিবর ব্যাসদেব অতিশয় প্রসন্নতার সহিত নিজের আশ্রমের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন । ৩৯

ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! তুমি আমাকে যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই শুকদেবের জন্ম ও পরমপদপ্রাপ্তির কথা আমি তোমাকে বলিলাম ॥ ৪০

রাজন্! পুরাকালে দেবর্ষি নারদ এই বৃত্তান্ত আমাকে বলিয়াছিলেন। মহাযোগী ব্যাসদেবও কথা প্রসঙ্গে বারংবার এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছিলেন ॥ ৪১

যে ব্যক্তি মোক্ষধর্মে যুক্ত এই পরম পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ করিয়া বা পাঠ করিয়া নিজের হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিবেন, সেই ব্যক্তি শান্তিপরায়ণ হইয়া পরমগতি (মোক্ষ) লাভ করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে শুকদেবের ঊর্দ্ধগতিবিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

চতুস্ত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

[বদরিকাশ্রমে ভগবতা নারায়ণেন প্রশ্নকারি-দেবর্ষি-নারদসমীপে "পরমাত্মৈব পূজ্যতমঃ" ইতি প্রতিপাদনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী বা বাণপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ ।
য ইচ্ছেৎ সিদ্ধিমাস্থাতুং দেবতাং কাং যজেত সঃ ॥১

কুতো হ্যস্য ধ্রুবঃ স্বর্গঃ কুতো নৈঃশ্রেয়সং পরম্ ।
বিধিনা কেন জুহুয়াদ্ দৈবং পিত্র্যং তথৈব চ ॥ ২

মুক্তশ্চ কাং গতিং গচ্ছেন্মোক্ষশ্চৈব কিমাত্মকঃ ।
স্বর্গতশ্চৈব কিং কুর্য্যাদ্ যেন ন চ্যবতে দিবঃ ॥ ৩

দেবতানাঞ্চ কো দেবঃ পিতৄণাঞ্চ পিতা তথা ।
তস্মাৎ পরতরং যচ্চ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ ।

গূঢ়ং মাং প্রশ্নবিৎ প্রশ্নং পৃচ্ছসে ত্বমিহানঘ ।
ন হ্যেতৎ তর্কয়া শক্যং বক্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৫

ঋতে দেবপ্রসাদাদ্ বা রাজন্ জ্ঞানাগমেন বা ।
গহনং হ্যেতদাখ্যানং ব্যাখ্যাতব্যং তবারিহন্ ॥ ৬

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
নারদস্য চ সংবাদমৃষের্নারায়ণস্য চ ॥ ৭

নারায়ণো হি বিশ্বাত্মা চতুর্মূর্ত্তিঃ সনাতনঃ ।
ধর্মাত্মজঃ সম্বভূব পিতৈবং মেঽভ্যভাষত ॥ ৮

কৃতে যুগে মহারাজ পুরা স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে ।
নরো নারায়ণশ্চৈব হরিঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ৯

তেষাং নারায়ণ-নরৌ তপস্তেপতুরব্যয়ৌ ।
বদর্য্যাশ্রমমাসাদ্য শকটে কনকাময়ে ॥ ১০

অষ্টচক্রং হি তদ্ যানং ভূতযুক্তং মনোরমম্ ।
তত্রাদ্যৌ লোকনাথৌ তৌ কৃশৌ ধমনিসন্ততৌ ॥ ১১

তপসা তেজসা চৈব দুর্নিরীক্ষ্যৌ সুরৈরপি ।
যস্য প্রসাদং কুর্বীত স দেবৌ দ্রষ্টুমর্হতি ॥ ১২

চতুস্ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

[বদরিকাশ্রমে জিজ্ঞাসাকারী দেবর্ষি নারদের নিকট ভগবান্ নারায়ণ কর্তৃক পরমদেব পরমাত্মাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ পূজনীয় বলিয়া প্রতিপাদন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী যে কেহও যদি সিদ্ধিলাভ করিতে অভিলাষ করেন, তবে তিনি কোন্ দেবতার পূজা করিবেন ? ১

মানুষ কিভাবে অক্ষয় স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হন ? তাঁহার পরম কল্যাণ কোন্ সাধনায় সুলভ হয় ? তিনি কোন্ বিধিতে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে হোম করিবেন ? ২

মুক্ত পুরুষ কোন্ গতি প্রাপ্ত হন ? মোক্ষের স্বরূপ কি ? স্বর্গে গমন করিয়া মানুষের কি করা কর্তব্য, যাহাতে তিনি স্বর্গ হইতে চ্যুত না হন ? ৩

দেবতাগণেরও দেবতা এবং পিতৃগণেরও দেবতা কে ? অথবা উহা হইতেও শ্রেষ্ঠতর কি ? পিতামহ ! এই সব বিষয় আপনি আমাকে বলুন ॥ ৪

ভীষ্ম বলিলেন,—নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির ! তুমি প্রশ্ন করিতে জান । এই সময় তুমি আমাকে অতিশয় গূঢ় প্রশ্ন করিয়াছ । রাজন্ ! ভগবানের করুণা অথবা জ্ঞানপ্রধান শাস্ত্র ব্যতীত কেবল তর্কের দ্বারা শতবর্ষেও এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় । শত্রুসূদন ! যদিও এই বিষয় বুঝাই অত্যন্ত কঠিন, তথাপি তোমার জন্য আমি ইহার ব্যাখ্যা করিব ॥ ৫-৬

এই বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ দেবর্ষি নারদ ও নারায়ণ ঋষির সংবাদরূপ প্রাচীন ইতিহাস এস্থলে উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ৭

আমার পিতা শান্তনু আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ভগবান্ নারায়ণ বিশ্বের আত্মা, চতুর্মূর্তিধারী ও সনাতন দেবতা । তিনিই এক সময় ধর্মের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৮

মহারাজ ! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে সত্যযুগে সেই স্বয়ম্ভূ ভগবান্ বাসুদেবের চারিটি অবতার হইয়াছিল । তাঁহাদের নাম—নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ ॥ ৯

তাঁহাদের মধ্যে অবিনাশী নারায়ণ ও নর বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া সেখানে অবস্থান করত তপস্যা করিতে লাগিলেন । তখন তাঁহাদের নিকট একটি শকট ছিল ॥ ১০

তাঁহাদের সেই মনোহর শকট অষ্ট চক্রযুক্ত এবং তাহাতে বহু ভূত (দেবযোনিবিশেষ) সংযোজিত ছিল । এই দুই আদিপুরুষ জগদীশ্বর তপস্যা করিতে করিতে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া যাইলেন । তাঁহাদের দেহের নাড়ীসকল দেখা যাইতে লাগিল । কিন্তু তপস্যায় তাঁহাদের তেজ এরূপ বর্দ্ধিত হইল যে, দেবতাগণেরও তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা কঠিন হইয়া পড়িল । যাঁহার প্রতি তাঁহারা করুণা করেন, তিনিই ইঁহাদের দর্শন করিতে সমর্থ হন ॥ ১১-১২

নূনং তয়োরনুমতে হৃদি হৃদয়চোদিতঃ।
মহামেরোর্গিরেঃ শৃঙ্গাৎ প্রচ্যুতো গন্ধমাদনম্ ॥ ১৩

নারদঃ সুমহদ্ভূতং সর্বলোকানচীচরৎ।
তং দেশমগমদ্ রাজন্ বদর্য্যাশ্রমমাশুগঃ ॥১৪

তয়োরাহ্নিকবেলায়াং তস্য কৌতূহলং ত্বভূৎ।
ইদং তদাস্পদং কৃৎস্নং যস্মিঁল্লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৫

সদেবাসুরগন্ধর্বাঃ সকিন্নর-মহোরগাঃ।
একা মূর্তিরিয়ং পূর্বং জাতা ভূয়শ্চতুর্বিধা ॥১৬

ধর্মস্য কুলসন্তানে ধর্মাদেভিবিবর্ধিতঃ।
অহো হ্যনুগৃহীতোঽদ্য ধর্ম এভিঃ সুরৈরিহ ॥ ১৭

নর-নারায়ণাভ্যাঞ্চ কৃষ্ণেন হরিণা তথা।
অত্র কৃষ্ণো হরিশ্চৈব কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে ॥ ১৮

স্থিতৌ ধর্মোত্তরৌ হ্যেতৌ তথা তপসি ধিষ্ঠিতৌ।
এতৌ হি পরমং ধাম কানয়োরাহ্নিকক্রিয়া ॥ ১৯

পিতরৌ সর্বভূতানাং দৈবতঞ্চ যশস্বিনৌ।
কাং দেবতাং তু যজতঃ পিতৄন্ বা কান্ মহামতী ॥২০

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ভক্ত্যা নারায়ণস্য তু।
সহসা প্রাদুরভবৎ সমীপে দেবয়োস্তদা ॥ ২১

কৃতে দৈবে চ পিত্র্যে চ ততস্তাভ্যাং নিরীক্ষিতঃ।
পূজিতশ্চৈব বিধিনা যথাপ্রোক্তেন শাস্ত্রতঃ ॥ ২২

তদ্ দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যমপূর্বং বিধিবিস্তরম্।
উপোপবিষ্টঃ সুপ্রীতো নারদো ভগবানৃষিঃ ॥ ২৩

নারায়ণং সংনিরীক্ষ্য প্রসন্নেনান্তরাত্মনা।
নমস্কৃত্বা মহাদেবমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৪

নারদ উবাচ।

বেদেষু সপুরাণেষু সাঙ্গোপাঙ্গেষু গীয়সে।
ত্বমজঃ শাশ্বতো ধাতা মাতামৃতমনুত্তমম্ ॥ ২৫

নিশ্চয়ই ইঁহাদের উভয়ের ইচ্ছানুসারে নিজের হৃদয়ে অন্তর্য্যামীর প্রেরণা হইলে পর দেবর্ষি নারদ মহামেরু পর্বতের শিখর হইতে গন্ধমাদন পর্বতে নামিয়া আসিলেন ॥ ১৩

রাজন্! নারদ সমস্ত লোকেই বিচরণ করিতেছিলেন, অতএব এই শীঘ্রগামী মুনি বদরিকাশ্রমের সেই বিশাল প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থান মহৎ প্রাণিগণের দ্বারা যুক্ত ছিল ॥ ১৪

যখন সেখানে ভগবান্ নর ও নারায়ণের নিত্য কর্ম সমাপ্ত হইল, সেই সময়ে নারদের মনে তাঁহাদের দর্শন করিবার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠা জাগিল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—অহো! ইহাই সেই ভগবানের স্থান, যাঁহার মধ্যে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, কিন্নর ও মহানাগগণের সহিত সকল লোক নিবাস করিয়া আছে ॥ ১৫½

প্রথমে ইনি একই রূপে বিদ্যমান ছিলেন, তারপর ধর্মের বংশপরম্পরা বিস্তার করিবার জন্য এই চারি মূর্তিতে (নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ) আবির্ভূত হইয়াছেন। এই চার অবতার নিজেদের উপার্জিত ধর্মের দ্বারা ধর্মদেবের বংশপরম্পরা বর্দ্ধিত করিতেছেন। অহো! এই সময় নর, নারায়ণ, কৃষ্ণ ও হরি—এই চার দেবতা ধর্মের উপর অতিশয় অনুগ্রহ করিয়াছেন ॥ ১৬-১৭½

ইঁহাদের মধ্যে হরি ও কৃষ্ণ অন্য কোন কার্য্যে নিরত ছিলেন; কিন্তু এই দুই ভ্রাতা নর ও নারায়ণ ধর্মকেই প্রধান মনে করিয়া তপস্যায় যুক্ত থাকিলেন ॥ ১৮½

ইঁহারা উভয়ে পরমধামস্বরূপ। ইঁহাদের আবার নিত্য কর্ম কি আছে? এই দুই যশস্বী দেবতা সমস্ত প্রাণিগণের পিতা ও দেবতা। এই অতিশয় বুদ্ধিমান্ দুই ভ্রাতা কোন্ দেবতার যজন ও কোন্ পিতৃগণের পূজা করিবেন? ১৯-২০

মনে মনে এই ভাবে বিশেষ চিন্তা করিয়া ভগবান্ নারায়ণের প্রতি ভক্তির দ্বারা প্রেরিত হইয়া নারদ সহসা সেই দেবতাদ্বয়ের সমীপে প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ২১

ভগবান্ নর ও নারায়ণ যখন দেবতা এবং পিতৃগণের পূজা সমাধা করিলেন, তখন তাঁহারা নারদকে দেখিতে পাইলেন এবং শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ২২

তাঁহাদের দ্বারা শাস্ত্র বিধির এই অপূর্ব বিস্তার এবং অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাদের পার্শ্বে উপবিষ্ট দেবর্ষি ভগবান্ নারদ অত্যন্ত প্রীত হইলেন ॥ ২৩

প্রসন্নচিত্তে মহাদেব ভগবান্ নারায়ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ২৪

নারদ বলিলেন,—ভগবন্! অঙ্গ ও উপাঙ্গ সহ সম্পূর্ণ বেদ এবং পুরাণসমূহে আপনারই মহিমা গীত হইয়াছে। আপনি অজন্মা, সনাতন, সকলের মাতা-পিতা ও সর্বোত্তম অমৃত-স্বরূপ ॥ ২৫

প্রতিষ্ঠিতং ভূতভব্যং ত্বয়ি সর্বমিদং জগৎ।
চত্বারো হ্যাশ্রমা দেব সর্বে গার্হস্থ্যমূলকাঃ ॥ ২৬
যজন্তে ত্বামহরহর্নানামূর্তিসমাস্থিতম্।
পিতা মাতা চ সর্বস্য জগতঃ শাশ্বতো গুরুঃ।
কং ত্বদ্য যজসে দেবং পিতরং কং ন বিদ্মহে ॥২৭
(কমর্চসি মহাভাগ তন্মে ব্রূহীহ পৃচ্ছতঃ।)
শ্রীভগবানুবাচ।
অবাচ্যমেতদ্ বক্তব্যমাত্মগুহ্যং সনাতনম্।
তব ভক্তিমতো ব্রহ্মন্ বক্ষ্যামি তু যথাতথম্ ॥ ২৮
যৎ তৎ সূক্ষ্মমবিজ্ঞেয়মব্যক্তমচলং ধ্রুবম্।
ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থৈশ্চ সর্বভূতৈশ্চ বর্জিতম্ ॥ ২৯
স হ্যন্তরাত্মা ভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি কথ্যতে।
ত্রিগুণব্যতিরিক্তো বৈ পুরুষশ্চেতি কল্পিতঃ ॥ ৩০
তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম।
অব্যক্তা ব্যক্তভাবস্থা যা সা প্রকৃতিরব্যয়া ॥ ৩১
তাং যোনিমাবয়োর্বিদ্ধি যোঽসৌ সদসদাত্মকঃ।

দেব! আপনার মধ্যেই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালীন এই সম্পূর্ণ জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। গার্হস্থ্যমূলক চারিআশ্রমের সকল মানুষ নানারূপে স্থিত আপনাকেই প্রতিদিন পূজা করেন ॥ ২৬½

আপনিই সমস্ত জগতের মাতা, পিতা ও সনাতন গুরু, তথাপি আজ আপনি কোন্ দেবতা ও কোন্ পিতার পূজা করিতেছেন? ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। মহাভাগ! অতএব আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে বলুন, আপনি কোন্ দেবতার পূজা করিতেছেন? ২৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করিলে, উহা নিজের পক্ষে গোপনীয় বিষয়। যদিও এই সনাতন রহস্য কাহারও নিকট বলিবার যোগ্য না, তথাপি তোমার ন্যায় ভক্তের নিকট বলা উচিত; অতএব আমি যথাযথভাবে উহার বর্ণনা করিব ॥২৮

যিনি সূক্ষ্ম, অজ্ঞেয়, অব্যক্ত, অচল ও ধ্রুব, যিনি ইন্দ্রিয়গণ, বিষয়সমূহ ও সমস্ত ভূতবর্গেরও পরে, তিনি সকল প্রাণিগণের অন্তরাত্মা, অতএব ইনি ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন, ইনি ত্রিগুণাতীত ও পুরুষ পদবাচ্য। ইঁহা হইতে ত্রিগুণময় অব্যক্তের উৎপত্তি হইয়াছে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! উঁহাকেই ব্যক্তভাবে স্থিতা অবিনাশিনী অব্যক্তা প্রকৃতি নামে অভিহিত করা হয় ॥ ২৯-৩১

আবাভ্যাং পূজ্যতেঽসৌ হি দৈবে পিত্র্যে চ কল্পতে ॥৩২
নাস্তি তস্মাৎ পরোঽন্যো হি
পিতা দেবোঽথ বা দ্বিজ।
আত্মা হি নঃ স বিজ্ঞেয়স্ততস্তং পূজয়াবহে ॥ ৩৩
তেনৈষা প্রথিতা ব্রহ্মন্ মর্যাদা লোকভাবিনী।
দৈবং পিত্র্যঞ্চ কর্তব্যমিতি তস্যানুশাসনম্ ॥ ৩৪
ব্রহ্মা স্থাণুর্মনুর্দক্ষো ভৃগুর্ধর্মস্তপো যমঃ।
মরীচিরঙ্গিরাঽত্রিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ॥ ৩৫
বশিষ্ঠঃ পরমেষ্ঠী চ বিবস্বান্ সোম এব চ।
কর্দমশ্চাপি যঃ প্রোক্তঃ ক্রোধো বিক্রীত এব চ ॥৩৬
একবিংশতিরুৎপন্নাস্তে প্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ।
তস্য দেবস্য মর্যাদাং পূজয়ন্তঃ সনাতনীম্ ॥ ৩৭
দৈবং পিত্র্যঞ্চ সততং তস্য বিজ্ঞায় তত্ত্বতঃ।
আত্মপ্রাপ্তানি চ ততঃ প্রাপ্নুবন্তি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৩৮
স্বর্গস্থা অপি যে কেচিৎ তান্ নমস্যন্তি দেহিনঃ।
তে তৎপ্রসাদাদ্ গচ্ছন্তি তেনাদিষ্টফলাং গতিম্ ॥ ৩৯

সেই সদসৎস্বরূপ পরমাত্মাই আমাদের উভয়ের উৎপত্তির কারণ, তুমি ইহা অবগত হও। আমরা উভয়ে তাঁহারই পূজা করি এবং তাঁহাকে দেবতা ও পিতা বলিয়াই মনে করি ॥৩২

ব্রহ্মন্! তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন দেবতা বা পিতা নাই। তিনিই আমাদের আত্মা, ইহা তুমি জানিও; অতএব আমরা তাঁহার পূজা করিতেছি ॥ ৩৩

ব্রহ্মন্! তিনিই লোকসকলকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবার হেতুস্বরূপ এই ধর্মের মর্যাদা স্থাপিত করিয়াছেন। দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করা কর্তব্য, ইহা তাঁহারই আজ্ঞা ॥ ৩৪

ব্রহ্মা, রুদ্র, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম, তপ, যম, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, সূর্য, চন্দ্র, কর্দম, ক্রোধ ও বিক্রীত—এই একুশ জন প্রজাপতি সেই পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং সেই পরমাত্মার প্রবর্তিত সনাতন ধর্মমর্যাদার পালন ও পূজা করেন ॥ ৩৫-৩৭

শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ তাঁহারই প্রবর্তিত দেবতা ও পিতৃসম্বন্ধী কার্যসমূহ যথাযথভাবে জানিয়া নিজেদের মনোনীত সেই সকল কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ৩৮

স্বর্গে অবস্থিত প্রাণিগণের মধ্যে যে কেহ সেই পরমাত্মাকে প্রণাম করেন, তিনি তাঁহার কৃপাপ্রসাদে তাঁহারই আজ্ঞানুসারে ফলপ্রদ উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৯

যে হীনাঃ সপ্তদশভিগুর্ণৈঃ কর্মভিরেব চ।
কলাঃ পঞ্চদশ ত্যক্ত্বা তে মুক্তা ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪০
মুক্তানাং তু গতির্ব্রহ্মন্ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি কল্পিতা।
স হি সর্বগুণশ্চৈব নির্গুণশ্চৈব কথ্যতে ॥ ৪১
দৃশ্যতে জ্ঞানযোগেন আবাঞ্চ প্রসূতৌ ততঃ।
এবং জ্ঞাত্বা তমাত্মানং পূজয়াবঃ সনাতনম্ ॥ ৪২
তং বেদাশ্চাশ্রমাশ্চৈব নানামতসমাস্থিতাঃ।
ভক্ত্যা সম্পূজয়ন্ত্যাশু গতিং চৈষাং দদাতি সঃ ॥ ৪৩
যে তু তদ্ভাবিতা লোকে হ্যেকান্তিত্বং সমাস্থিতাঃ।
এতদভ্যধিকং তেষাং যৎ তে তং প্রবিশন্ত্যত ॥ ৪৪
ইতি গুহ্যসমুদ্দেশস্তব নারদ কীর্তিতঃ।
ভক্ত্যা প্রেম্না চ বিপ্রর্ষে অস্মদ্ভক্ত্যা চ তে শ্রুতঃ ॥৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি চতুস্ত্রিংশদধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩৪

যিনি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধিরূপ এই সপ্তদশ পদার্থও সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিন গুণরহিত এবং পান-ভোজনাদি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মহীন হইয়া পঞ্চদশ কলা* ত্যাগ করিয়া অবস্থিত, তিনিই মুক্ত, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ॥৪০

ব্রহ্মন্! মুক্ত পুরুষগণের গতি ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা নিশ্চিত করিয়া দিয়াছেন। তিনিই সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্ন ও নির্গুণ বলিয়া কথিত হন। ৪১

জ্ঞানযোগের দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। আমাদের উভয়ের আবির্ভাব তাঁহারই দ্বারা হইয়াছে, ইহা জানিয়া আমরা উভয়ে সেই সনাতন পরম দেবতার পূজা করিতেছি। ৪২

চারি বেদ, চারি আশ্রম ও নানাবিধ মতসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মনুষ্যগণ ভক্তিসহকারে তাঁহারই পূজা করেন এবং তিনিও ইঁহাদের সকলকে অতিসত্বর উত্তম গতি প্রদান করেন। ৪৩

যাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করেন এবং অনন্যভাবে তাঁহারই স্মরণ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা এই শ্রেষ্ঠ লাভ হয় যে, তাঁহারা ইঁহার স্বরূপে প্রবেশ করেন। ৪৪

নারদ! ব্রহ্মর্ষে! তোমার ভগবানের প্রতি ভক্তি ও প্রেম আছে। আমাদের উপরেও তোমার ভক্তিভাব রহিয়াছে। সেইজন্য আমরা তোমার সম্মুখে এই গোপনীয় বিষয় বর্ণনা করিলাম এবং তোমারও ইহা শ্রবণ করিবার শুভ অবসর লাভ হইয়াছে ॥ ৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে চতুস্ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নারদস্য শ্বেতদ্বীপদর্শনম্, তদ্বাসিনাং স্বরূপবর্ণনম্, রাজ্ঞ উপরিচরবসোশ্চরিত্রকথনম্, পাঞ্চরাত্রস্যোৎপত্তিপ্রসঙ্গশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

স এবমুক্তো দ্বিপদাং বরিষ্ঠো
নারায়ণেনোত্তমপূরুষেণ।
জগাদ বাক্যং দ্বিপদাং বরিষ্ঠং
নারায়ণং লোকহিতাধিবাসম্ ॥ ১

নারদ উবাচ।

যদর্থমাত্মপ্রভবেণ জন্ম
কৃতং ত্বয়া ধর্মগৃহে চতুর্ধা।
তৎ সাধ্যতাং লোকহিতার্থমদ্য
গচ্ছামি দ্রষ্টুং প্রকৃতিং তবাদ্যাম্ ॥২

পঞ্চত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[নারদের শ্বেতদ্বীপদর্শন, সেখানকার নিবাসীদিগের স্বরূপ বর্ণন, রাজা উপরিচরবসুর চরিত্রকথন এবং পাঞ্চরাত্রের উৎপত্তি প্রসঙ্গ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণ যখন পুরুষপ্রবর নারদকে এই কথা বলিলেন, তখন তিনি লোকহিতের আশ্রয়ভূত পুরুষাগ্রগণ্য ভগবান্ নারায়ণকে এই কথা বলিলেন ॥১

নারদ বলিলেন,—প্রভো! আপনি সমস্ত পদার্থের উৎপত্তির কারণ। আপনি যাহার জন্য ধর্ম্মের গৃহে চারি স্বরূপে (নর, নারায়ণ, কৃষ্ণ ও হরি) অবতীর্ণ হইয়াছেন, লোকহিতের জন্য সেই প্রয়োজন সাধন করুন। এখন আমি (শ্বেতদ্বীপে স্থিত) আপনার আদিবিগ্রহ দর্শন করিতে যাইতেছি। ২

* গর্ভে পতন, গর্ভে বাস, জন্ম, শৈশব, কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়তা, বার্দ্ধক্য, জরা, স্থবিরতা, নৈষ্কর্ম্য, স্মৃতিলোপ ও মৃত্যু—পঞ্চদশ কলা (অবস্থা)।

পূজ্যাং গুরূণাং সততং করোমি
পরস্য গুহ্যং ন তু ভিন্নপূর্ব্বম্ ।
বেদাঃ অধীতা মম লোকনাথ
তপ্তং তপো নানৃতমুক্তপূর্ব্বম্ ॥ ৩

গুপ্তানি চত্বারি যথাগমং মে
শত্রৌ চ মিত্রে চ সমোঽস্মি নিত্যম্ ।
তং চাদিদেবং সততং প্রপন্ন
একান্তভাবেন বৃণোম্যজস্রম্ ॥ ৪

এভির্বিশেষৈঃ পরিশুদ্ধসত্ত্বঃ
কস্মান্ন পশ্যেয়মনন্তমীশম্ ।
তৎ পারমেষ্ঠ্যস্য বচো নিশম্য
নারায়ণঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা ॥ ৫

গচ্ছেতি তং নারদমুক্তবান্ স
সম্পূজয়িত্বাত্মবিধিক্রিয়াভিঃ ।
ততো বিসৃষ্টঃ পরমেষ্ঠিপুত্রঃ
সোঽভ্যর্চয়িত্বা তমৃষিং পুরাণম্ ॥ ৬

খমুৎপপাতোত্তমযোগযুক্ত-
স্ততোঽধিমেরৌ সহসা নিলিল্যে ।
তত্রাবতস্থে চ মুনির্মুহূর্ত-
মেকান্তমাসাদ্য গিরেঃ স শৃঙ্গে ॥৭

আলোকয়ন্নুত্তর-পশ্চিমেন
দদর্শ চাপ্যদ্ভুতমুক্তরূপম্ ।
ক্ষীরোদধের্যোত্তরতো হি দ্বীপঃ
শ্বেতঃ স নাম্না প্রথিতো বিশালঃ ॥ ৮

মেরোঃ সহস্রৈঃ স হি যোজনানাং
দ্বাত্রিংশতোর্দ্ধ্বং কবিভির্নিরুক্তঃ ।
অনিন্দ্রিয়াশ্চানশনাশ্চ তত্র
নিস্পন্দহীনাঃ সুসুগন্ধিনশ্চ ॥৯

শ্বেতাঃ পুমাংসো গত সর্বপাপা
শ্চক্ষুর্মুষঃ পাপকৃতং নরাণাম্ ।
বজ্রাস্থিকায়াঃ সমমানোন্মানা
দিব্যাবয়বরূপাঃ শুভসারোপেতাঃ ॥ ১০

লোকনাথ! আমি গুরুজনগণের সর্ব্বদা পূজা করি। কাহারও কোনও গুপ্ত কথা অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করি না। আমি বেদের অধ্যায় করিয়াছি, তপস্যা করিয়াছি এবং কখনও অসত্য কথা বলি নাই। ৩

শাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে হস্ত, পদ, উদর ও উপস্থ—এই চারিটিকে আমি রক্ষা করিয়াছি। শত্রু ও মিত্রের প্রতি আমি সতত সমানভাব রাখি। এই আদিদেব পরমাত্মা শ্রীনারায়ণের সর্ব্বদা শরণ গ্রহণ করিয়া আমি অনন্তভাবে সদা তাঁহারই ভজনা করি। এই সব বিশেষ কারণে আমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় আমি সেই অনন্ত পরমেশ্বরের দর্শন লাভ করিতে কেন সমর্থ হইব না? ৪½

ব্রহ্মপুত্র নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া সনাতন ধর্মের রক্ষক ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার যথাবিধি পূজা করিয়া তাঁহাকে যাইবার অনুমতি দিলেন। ৫½

তাঁহার নিকট হইতে যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নারদ সেই পুরাতন ঋষি নারায়ণের পূজা করত উত্তম যোগযুক্ত হইয়া আকাশের দিকে উড়িয়া যাইলেন এবং সহসা মেরুপর্ব্বতের উপর উপস্থিত হইয়া অদৃশ্য হইলেন। ৬½

মেরু পর্ব্বতের শিখরে নির্জন স্থানে গমন করত নারদ মুহূর্ত্ত-কাল বিশ্রাম করিলেন। তারপর সেস্থান হইতে উত্তর পর্ব্বতের পশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করিলে পর তিনি পূর্ব্ববর্ণিত এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলেন। ৭½

ক্ষীরসাগরের উত্তরভাগে শ্বেতনামে প্রসিদ্ধ যে বিশাল দ্বীপ আছে, উহা তাঁহার নিকটে প্রকটিত হইল। বিদ্বান্ পুরুষগণ এই দ্বীপকে মেরুপর্ব্বত হইতে বত্রিশ হাজার যোজন উচ্চ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থানে বাসকারী প্রাণিগণ ইন্দ্রিয়হীন, নিরাহার, চেষ্টারহিত ও জ্ঞানসম্পন্ন। তাঁহাদের অঙ্গ হইতে উত্তম সুগন্ধ বাহির হয়। ৮-৯

এই দ্বীপে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট পুরুষগণ বাস করেন। ইঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে পর পাপী মনুষ্য-দিগের চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। ইঁহাদের শরীর ও অস্থি বজ্রতুল্য সুদৃঢ়। ইঁহারা মান ও অপমানকে সমান বোধ করেন। ইঁহাদের অঙ্গ দিব্য। ইঁহারা শুভ (যোগের প্রভাবে উৎপন্ন) বলসম্পন্ন। ইঁহাদের মস্তকের আকার ছত্রের ন্যায় এবং কণ্ঠস্বর মেঘগর্জনের ন্যায় গম্ভীর। ইঁহারা সমানাকৃতি চারটি করিয়া বাহুবিশিষ্ট। ইঁহাদের পদ শত কমলতুল্য রেখাসমূহে সুশোভিত। ইঁহাদের

ছত্রাকৃতিশীর্ষা মেঘৌঘনিনাদাঃ
সমমুষ্কচতুষ্কা রাজীবশতপাদাঃ।
ষষ্ট্যা দন্তৈর্যুক্তাঃ শুক্লৈরষ্টাভির্দংষ্ট্রাভির্যে
জিহ্বাভির্যে বিশ্ববক্ত্রং লেলিহ্যন্তে সূর্য্যপ্রখ্যম্ ॥ ১১
দেবং ভক্ত্যা বিশ্বোৎপন্নং
যস্মাৎ সর্ব্বে লোকাঃ সম্প্রসূতাঃ।
বেদা ধর্ম্মা মুনয়ঃ শান্তা
দেবাঃ সর্ব্বে তস্য নিসর্গঃ ॥ ১২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অনিন্দ্রিয়া নিরাহারা অনিষ্পন্দাঃ সুগন্ধিনঃ।
কথং তে পুরুষা জাতাঃ কা তেষাং গতিরুত্তমা ॥ ১৩
যে চ মুক্তা ভবন্তীহ নরা ভরতসত্তম।
তেষাং লক্ষণমেতদ্ধি তচ্ছ্বেতদ্বীপবাসিনাম ॥ ১৪
তস্মান্মে সংশয়ং ছিন্ধি পরং কৌতূহলং হি মে।
ত্বং হি সর্ব্বকথারামস্ত্বাং চৈবোপাশ্রিতা বয়ম্ ॥ ১৫

ভীষ্ম উবাচ।

বিস্তীর্ণৈষা কথা রাজন্ শ্রুতা মে পিতৃসন্নিধৌ।
সৈষা তব হি বক্তব্যা কথাসারো হি সা মতা ॥ ১৬
(শান্তনোঃ কথয়ামাস নারদো মুনিসত্তমঃ।
রাজ্ঞা পৃষ্টঃ পুরা প্রাহ তত্রাহং শ্রুতবান্ পুরা ॥)
রাজোপরিচরো নাম বভূবাধিপতির্ভুবঃ।
আখণ্ডলসখঃ খ্যাতো ভক্তো নারায়ণং হরিম্ ॥ ১৭
ধার্মিকো নিত্যভক্তশ্চ পিতুর্নিত্যমতন্দ্রিতঃ
সাম্রাজ্যং তেন সম্প্রাপ্তং নারায়ণবরাৎ পুরা ॥ ১৮
সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্ সূর্য্যমুখনিঃসৃতম।
পূজয়ামাস দেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্ ॥ ১৯
পিতৃশেষেণ বিপ্রাংশ্চ সংবিভজ্যাশ্রিতাংশ্চ সঃ।
শেষান্নভুক্ সত্যপরঃ সর্ব্বভূতেষ্বহিংসকঃ ॥ ২০

মুখে ষাটটি শ্বেতবর্ণ দন্ত আছে। ইঁহাদের অষ্ট দিগ্‌রূপী আরও আটটি দন্ত আছে (অথবা দন্তসকলের মধ্যে আটটি দন্ত বৃহৎ)। ইঁহারা সূর্য্যতুল্য কান্তিমান্ এবং সম্পূর্ণ বিশ্বকে নিজের মুখের মধ্যে স্থাপিত করিয়া রাখিতে সমর্থ মহাকালকেও নিজেদের জিহ্বাসমূহের দ্বারা লেহন করিয়া থাকেন। ১০-১১

যাঁহা হইতে এই সম্পূর্ণ বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, সমস্ত লোক উদ্ভূত হইয়াছে, বেদ, ধর্ম, শান্তভাবযুক্ত মুনি ও সকল দেবতাগণ যাঁহার সৃষ্টি, সেই অনন্ত শক্তিশালী পরমেশ্বরকে শ্বেতদ্বীপবাসীরা ভক্তিভাবে নিজের হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখেন।১২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! শ্বেতদ্বীপবাসী পুরুষগণ ইন্দ্রিয়, আহার ও চেষ্টারহিত হন্ কেন? তাঁহাদের শরীর হইতে সুন্দর গন্ধ কেন নিঃসৃত হয়? ইঁহাদের উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে এবং ইঁহারা কোন্ উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন? ১৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই লোক হইতে মুক্ত পুরুষগণের শাস্ত্রে যে সব লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, সেই সবই আপনি শ্বেতদ্বীপবাসীদিগেরও বর্ণনা করিলেন। সেইজন্য আমার সন্দেহ হইতেছে, অতএব আপনি আমার সন্দেহ নিরসন করুন। ইহা জানিবার জন্য আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। আপনি সমস্ত জ্ঞানময়ী কথা হইতে রসগ্রহণকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং আমরা আপনার শরণাগত। ১৪-১৫

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বহু বিস্তৃত। ইহা আমি নিজের পিতার (শান্তনুর) নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম। এই সময় যে কথা তোমাদের সম্মুখে বলা উচিত, উহা সমস্ত কথার সারভূত বলিয়া আমার অভিমত। ১৬

(পুরাকালে আমার পিতা মহারাজ শান্তনু জিজ্ঞাসা করিলে পর মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই সময় আমিও সেখানে এই কথা শুনিয়াছিলাম।)

পুরাকালের কথা, এই পৃথিবীতে উপরিচর নামে এক রাজা রাজ্য করিতেছিলেন। তিনি ইন্দ্রের মিত্র ও পাপহারী ভগবান্ নারায়ণের বিখ্যাত ভক্ত ছিলেন। ১৭

তিনি ধার্মিক এবং পিতার নিত্য ভক্ত ছিলেন। তাঁহার কোনরূপ আলস্য ছিল না। পূর্বকালে ভগবান্ নারায়ণের বরে তিনি ভূমণ্ডলের সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮

পূর্বে যাহা ভগবান্ সূর্যের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, সেই বৈষ্ণব-শাস্ত্রোক্ত বিধি অবলম্বন করিয়া তিনি প্রথম দেবেশ্বর ভগবান্ নারায়ণের পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেবার পর অবশিষ্ট বস্তুসমূহের দ্বারা তিনি পিতৃগণের, পিতৃগণের সেবার পর অবশিষ্ট বস্তুসকলের দ্বারা ব্রাহ্মণগণের ও অন্য আশ্রিত জনগণের বিভাগ পূর্ব্বক সৎকার করিতেন। সকলকে দেওয়ার পর অবশিষ্ট অন্ন তিনি ভোজন করিতেন, সত্যে তৎপর থাকিতেন এবং কোনও প্রাণীকে হিংসা করিতেন না। ১৯-২০

সর্বভাবেন ভক্তঃ স দেবদেবং জনার্দনম্।
অনাদিমধ্যনিধনং লোককর্তারমব্যয়ম্ ॥ ২১
তস্য নারায়ণে ভক্তিং বহতোঽমিত্রকর্ষিণঃ।
একশয্যাসনং দেবো দত্তবান্ দেবরাট্ স্বয়ম্ ॥ ২২
আত্মরাজ্যং ধনং চৈব কলত্রং বাহনং তথা।
যত্তদ্ভাগবতং সর্বমিতি তৎ প্রোক্ষিতং সদা ॥ ২৩
কাম্য-নৈমিত্তিকা রাজন্ যজ্ঞিয়াঃ পরমক্রিয়াঃ।
সর্বাঃ সাত্বতমাস্থায় বিধিং চক্রে সমাহিতঃ ॥ ২৪
পঞ্চরাত্রবিদো মুখ্যাস্তস্য গেহে মহাত্মনঃ।
প্রায়ণং ভগবৎপ্রোক্তং ভুঞ্জতে বাগ্রভোজনম্ ॥ ২৫
তস্য প্রশাসতো রাজ্যং ধর্মেণামিত্রঘাতিনঃ।
নানৃতা বাক্ সমভবন্মনো দুষ্টং ন চাভবৎ ॥ ২৬
ন চ কায়েন কৃতবান্ স পাপং পরমণ্বপি।
যে হি তে ঋষয়ঃ খ্যাতাঃ সপ্ত চিত্রশিখণ্ডিনঃ ॥ ২৭

তিনি আদি, মধ্য ও অন্তরহিত, অবিনাশী, লোককর্তা দেবদেব জনার্দনের ভজনে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত থাকেন। ২১

ভগবান্ নারায়ণে ভক্তিপরায়ণ সেই শত্রুসূদন নরপতির উপর প্রসন্ন হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে নিজের সহিত এক শয্যায় ও এক আসনে উপবেশন করাইতেন। ২২

রাজা উপরিচর নিজের রাজ্য, ধন, স্ত্রী ও বাহনাদি সব উপকরণ ভগবানেরই বস্তু বুঝিয়া সব তাঁহাকেই সমর্পণ করিয়াছিলেন। ২৩

রাজন্! তিনি সদা সাবধানে থাকিয়া সকাম ও নৈমিত্তিক যজ্ঞসকলের সমস্ত ক্রিয়াই বৈষ্ণব-শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সম্পন্ন করিতেন। ২৪

সেই মহাত্মা নরপতির গৃহে পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের মুখ্য মুখ্য বিদ্বানগণ সর্বদা অবস্থান করিতেন এবং শ্রীভগবান্‌কে সমর্পিত প্রসাদ অথবা ভোজ্যপদার্থ সর্বপ্রথমে তাঁহারাই ভোজন করিতেন। ২৫

ধর্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতে করিতে অবাধিত শত্রুঘাতী নরপতি উপরিচর কখনও অসত্যভাষণ করিতেন না এবং কখনও তাঁহার মন দুষ্ট ভাবনায় দূষিত হইত না। নিজের শরীরের দ্বারা তিনি কখনও অল্প পাপও করেন নাই। ২৬½

(এখন আমি যেভাবে তন্ত্র, স্মৃতি ও আগমশাস্ত্রের উৎপত্তি

তৈরেকমতিভির্ভূত্বা যৎ প্রোক্তং শাস্ত্রমুত্তমম্।
বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সমিতং কৃতং মেরৌ মহাগিরৌ ॥ ২৮
আস্যৈঃ সপ্তভিরুদ্গীর্ণং লোকধর্মমনুত্তমম্।
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
বশিষ্ঠশ্চ মহাতেজাস্তে হি চিত্রশিখণ্ডিনঃ ॥ ২৯
সপ্ত প্রকৃতয়ো হ্যেতাস্তথা স্বায়ম্ভুবোঽষ্টমঃ।
এতাভির্ধার্যতে লোকস্তাভ্যঃ শাস্ত্রং বিনিঃসৃতম্ ॥ ৩০
একাগ্রমনসো দান্তা মুনয়ঃ সংযমে রতাঃ।
ভূত-ভব্য-ভবিষ্যজ্ঞাঃ সত্যধর্মপরায়ণাঃ ॥ ৩১
ইদং শ্রেয় ইদং ব্রহ্ম ইদং হিতমনুত্তমম্।
লোকান্ সঞ্চিন্ত্য মনসা ততঃ শাস্ত্রং প্রচক্রিরে ॥ ৩২
তত্র ধর্মার্থকামা হি মোক্ষঃ পশ্চাচ্চ কীর্তিতঃ।
মর্যাদা বিবিধাশ্চৈব দিবি ভূমৌ চ সংস্থিতাঃ ॥ ৩৩

হইয়াছে, উহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর) মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাতেজস্বী বশিষ্ঠ—এই সপ্ত ঋষি চিত্রশিখণ্ডী নামে কথিত হন। এই যে চিত্রশিখণ্ডী নামে বিখ্যাত সপ্ত ঋষি, ইঁহারা মহাগিরি মেরুপর্বতের উপর একমত হইয়া সর্বসম্মত যে উত্তম শাস্ত্র প্রবচন ও নির্মাণ করিয়াছেন, উহা চারিবেদতুল্য আদরণীয় ও প্রমাণভূত। ইহার মধ্যে সপ্তর্ষির মুখ হইতে নিঃসৃত উত্তম লোকধর্মের ব্যাখ্যা রহিয়াছে। ২৭-২৯

এই সপ্ত ঋষি প্রকৃতির সপ্ত রূপ অর্থাৎ প্রজাসকলের স্রষ্টা। অষ্টম হইলেন ব্রহ্মা। ইঁহারা সকলে মিলিত হইয়া এই সম্পূর্ণ জগৎকে ধারণ করেন। ইঁহাদেরই দ্বারা শাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। ৩০

এই সব ঋষি একাগ্রচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, সংযমপরায়ণ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং সত্যধর্মে তৎপর। ৩১

ইঁহারা মনে মনে এই চিন্তা করিলেন যে, অমুক সাধনের দ্বারা জগতের কল্যাণ হইবে, অমুক সাধনের দ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তি হইবে এবং অমুক উপায়ে সংসারের সর্বোত্তম হিতসাধন হইবে, এই ভাবিয়া তাঁহারা শাস্ত্র রচনা করিলেন। ৩২

ইহার মধ্যে প্রথমে ধর্ম, অর্থ ও কাম এবং পরে মোক্ষের বর্ণনা রহিয়াছে। স্বর্গ ও মর্ত্যলোকে প্রচলিত নানাপ্রকার মর্যাদাও (নিয়মবিধিও) ইহার মধ্যে প্রতিপাদিত আছে। ৩৩

আরাধ্য তপসা দেবং হরিং নারায়ণং প্রভুম্।
দিব্যং বর্ষসহস্রং বৈ সর্বে তে ঋষিভিঃ সহ ॥ ৩৪

নারায়ণানুশাস্তা হি তদা দেবী সরস্বতী।
বিবেশ তানৃষীন্ সর্বান্ লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৩৫

ততঃ প্রবর্তিতা সম্যক্ তপোবদ্ভির্দ্বিজাতিভিঃ।
শব্দে চার্থে চ হেতৌ চ এষা প্রথমসর্গজা ॥ ৩৬

আদাবেব হি তচ্ছাস্ত্রমোঙ্কারস্বরপূজিতম্।
ঋষিভিঃ শ্রাবিতং যত্র তত্র কারুণিকো হ্যসৌ ॥ ৩৭

ততঃ প্রসন্নো ভগবাননির্দিষ্টশরীরগঃ।
ঋষীনুবাচ তান্ সর্বানদৃশ্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩৮

কৃতং শতসহস্রং হি শ্লোকানামিদমুত্তমম্।
লোকতন্ত্রস্য কৃৎস্নস্য যস্মাদ্ ধর্মঃ প্রবর্ততে ॥ ৩৯

প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ যস্মাদেতদ্ ভবিষ্যতি।
যজুর্ঋক্সামভির্জুষ্টমথর্বাঙ্গিরসৈস্তথা ॥ ৪০

যথা প্রমাণং হিময়া কৃতো ব্রহ্মা প্রসাদতঃ।
রুদ্রশ্চ ক্রোধজো বিপ্রা যূয়ং প্রকৃতয়স্তথা ॥ ৪১

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বায়ুর্ভূমিরাপোঽগ্নিরেব চ।
সর্বে চ নক্ষত্রগণা যচ্চ ভূতাভিশব্দিতম্ ॥ ৪২

অধিকারেষু বর্তন্তে যথাস্বং ব্রহ্মবাদিনঃ।
সর্বে প্রমাণং হি যথা তথা তচ্ছাস্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৪৩

ভবিষ্যতি প্রমাণং বৈ এতন্মদনুশাসনম্।
তস্মাৎ প্রবক্ষ্যতে ধর্মান্ মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৪

উশনা বৃহস্পতিশ্চৈব যদোৎপন্নৌ ভবিষ্যতঃ।
তদা প্রবক্ষ্যতঃ শাস্ত্রং যুষ্মন্মতিভিরুদ্ধৃতম্ ॥ ৪৫

স্বায়ম্ভুবেষু ধর্মেষু শাস্ত্রে চৌশনসে কৃতে।
বৃহস্পতিমতে চৈব লোকেষু প্রতিচারিতে ॥ ৪৬

যুষ্মৎকৃতমিদং শাস্ত্রং প্রজাপালো বসুস্ততঃ।
বৃহস্পতিসকাশাদ্ বৈ প্রাপ্স্যতে দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪৭

স হি সদ্ভাবিতো রাজা মদ্ভক্তশ্চ ভবিষ্যতি।
তেন শাস্ত্রেণ লোকেষু ক্রিয়াঃ সর্বাঃ করিষ্যতি ॥ ৪৮

ইঁহারা সকলে অন্য ঋষিগণের সহিত এক হাজার দিব্য বর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিলে ইহাতে প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ সরস্বতীদেবীকে তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। নারায়ণের আজ্ঞায় সমস্ত লোকসকলের হিত করিবার বাসনায় সেই সময় সরস্বতীদেবী এই সপ্ত ঋষিগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৪-৩৫

তখন সেই তপস্বী ব্রাহ্মণগণ শব্দ (মন্ত্র), অর্থ (কার্য) ও হেতু (যুক্তি) যুক্ত বাণীর প্রয়োগ করিয়া শাস্ত্রীয় মর্য্যাদা প্রচলন করিলেন। ইহাই তাঁহাদের প্রথম রচনা ছিল ॥ ৩৬

এই শাস্ত্রের প্রারম্ভেই ওঙ্কার শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। ঋষিগণ সর্ব্বপ্রথমে যেস্থানে এই শাস্ত্র শুনাইয়াছিলেন, সেস্থানে সেই করুণাময় ভগবান্ বিরাজমান ছিলেন ॥ ৩৭

তদনন্তর অনির্বচনীয় শরীরস্থিত ভগবান্ পুরুষোত্তম প্রসন্ন হইয়া অদৃশ্য থাকিয়াই এই সব ঋষিগণকে বলিলেন ॥ ৩৮

তোমরা এক লক্ষ শ্লোকযুক্ত এই উত্তম শাস্ত্র রচনা করিয়াছ। ইহার দ্বারা সম্পূর্ণ লোক-তন্ত্রের ধর্ম্ম প্রচলিত হইবে ॥ ৩৯

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে এই শাস্ত্র ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদমন্ত্রসমূহের দ্বারা অনুমোদিত গ্রন্থের সমান প্রমাণভূত হইবে ॥ ৪০

বিপ্রগণ! যেরূপ আমার প্রসাদে ব্রহ্মা প্রমাণভূত এবং যেরূপ ক্রোধ হইতে উৎপন্ন রুদ্র, তোমরা সকল প্রজাপতিগণ, সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, ভূমি, জল, অগ্নি, সম্পূর্ণ নক্ষত্রমণ্ডল, অন্যান্য ভূতনামধারী পদার্থসমূহ এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ নিজ নিজ অধিকার অনুসারে আচরণ করিতে করিতে প্রমাণভূত বলিয়া গণ্য হয়, সেইরূপ তোমাদের দ্বারা রচিত এই উত্তম শাস্ত্রও প্রামাণিক বলিয়া পরিগণিত হইবে—ইহাই আমার আজ্ঞা ॥ ৪১-৪৩

স্বায়ম্ভুব মনু স্বয়ং এই গ্রন্থানুসারে ধর্ম্মের উপদেশ করিবে। শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতি যখন আবির্ভূত হইবে, তখন তাহারাও তোমাদের বুদ্ধির দ্বারা উদ্ধৃত এই শাস্ত্রের প্রবচন করিবে ॥ ৪৪-৪৫

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! স্বায়ম্ভুব মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র, শুক্রাচার্য্যের ধর্ম্মশাস্ত্র ও বৃহস্পতির মত অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র যখন লোকমধ্যে প্রচারিত হইবে, তখন প্রজাপালক বসু (রাজা উপরিচর) বৃহস্পতির নিকট হইতে তোমাদের রচিত এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে ॥ ৪৬-৪৭

সৎপুরুষগণের দ্বারা সম্মানিত সেই রাজা আমার অতিশয় ভক্ত হইবে এবং লোকমধ্যে এই শাস্ত্রানুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবে ॥ ৪৮

এতদ্ধি যুষ্মচ্ছাস্ত্রাণাং শাস্ত্রমুত্তমসংজ্ঞিতম্।
এতদর্থ্যঞ্চ ধর্ম্ম্যঞ্চ রহস্যং চৈতদুত্তমম্॥ ৪৯
অস্য প্রবর্ত্তনাচ্চৈব প্রজাবন্তো ভবিষ্যথ।
স চ রাজশ্রিয়া যুক্তো ভবিষ্যতি মহান্ বসুঃ॥ ৫০
সংস্থিতে তু নৃপে তস্মিন্ শাস্ত্রমেতৎ সনাতনম্।
অন্তর্দ্ধাস্যতি তৎ সর্ব্বমেতদ্ বঃ কথিতং ময়া॥ ৫১
এতাবদুক্ত্বা বচনমদৃশ্যঃ পুরুষোত্তমঃ।
বিসৃজ্য তানৃষীন্ সর্ব্বান্ কামপি প্রস্থিতো দিশম্॥ ৫২
ততস্তে লোকপিতরঃ সর্ব্বলোকার্থচিন্তকাঃ।
প্রাবর্ত্তয়ন্ত তচ্ছাস্ত্রং ধর্ম্মযোনিং সনাতনম্॥ ৫৩
উৎপন্নেঽঙ্গিরসে চৈব যুগে প্রথমকল্পিতে।
সাঙ্গোপনিষদং শাস্ত্রং স্থাপয়িত্বা বৃহস্পতৌ॥ ৫৪
জগ্মুর্যথেপ্সিতং দেশং তপসে কৃতনিশ্চয়াঃ।
ধারণাঃ সর্ব্বলোকানাং সর্ব্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তকাঃ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি নারায়ণীয়ে
পঞ্চত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৩৫

তোমাদের রচিত এই শাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিত হইবে; কারণ, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও উত্তম রহস্যময় গ্রন্থ। ৪৯

ইহার প্রচারে তোমরা সকলে সন্তানবান্ হইবে অর্থাৎ তোমাদের প্রজাগণের বৃদ্ধি হইবে এবং রাজা উপরিচরও রাজলক্ষ্মীসম্পন্ন এবং মহান্ পুরুষ হইবে। ৫০

সেই রাজা স্বর্গগত হইলে পর এই সনাতন শাস্ত্র সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি হইতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। এই শাস্ত্রসম্বন্ধে সকল কথা আমি তোমাদিগকে বলিলাম। ৫১

অদৃশ্যভাবে এই পর্য্যন্ত কথা বলিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম সেই সমস্ত ঋষিগণকে সেখানেই ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত দিক্ অভিমুখে চলিয়া যাইলেন। ৫২

তাহার পর সকল লোকের হিতচিন্তাকারী এই সব লোকপিতা প্রজাপতিগণ ধর্ম্মের মূলভূত সেই সনাতন শাস্ত্র জগতে প্রচার করিলেন। ৫৩

তারপর আদিকল্পের প্রারম্ভিক যুগে যখন বৃহস্পতি প্রাদুর্ভূত হইলেন, তখন ইঁহারা সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ ও উপনিষৎ সহ এই শাস্ত্র তাঁহাকে অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর সর্ব্বধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও সমস্ত লোকসকলকে ধর্ম্মমর্য্যাদার মধ্যে স্থাপিতকারী সেই ঋষিগণ তপস্যা করিতে স্থির করিয়া অভীষ্ট দিকে গমন করিলেন। ৫৪-৫৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা ভারতের শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে নারায়ণের মহত্ত্ববিষয়ক পঞ্চত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞ উপরিচরবসোর্যজ্ঞে ভগবতে বৃহস্পতেঃ ক্রোধঃ, একতাদিমুনিভির্বৃহস্পতিসমীপে শ্বেতদ্বীপস্য ভগবতশ্চ মাহাত্ম্যং বর্ণয়িত্বা তস্য শান্তিবিধানঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।
ততোঽতীতে মহাকল্পে উৎপন্নেঽঙ্গিরসঃ সুতে।
বভূবুর্নির্বৃতা দেবা জাতে দেবপুরোহিতে॥ ১
বৃহদ্ ব্রহ্ম মহচ্চেতি শব্দাঃ পর্য্যায়বাচকাঃ।
এভিঃ সমন্বিতো রাজন্ গুণৈর্বিদ্বান্ বৃহস্পতিঃ॥ ২
তস্য শিষ্যো বভূবাগ্র্যো রাজোপরিচরো বসুঃ।
অধীতবাংস্তদা শাস্ত্রং সম্যক্ চিত্রশিখণ্ডিজম্॥ ৩

ষট্‌ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[রাজা উপরিচরবসুর যজ্ঞে ভগবানের উপর বৃহস্পতির ক্রোধ এবং একতাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক বৃহস্পতির নিকট শ্বেতদ্বীপ ও ভগবানের মহিমা বর্ণনা করিয়া তাঁহার শান্তিবিধান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তদনন্তর মহাকল্প অতীত হইয়া যাইলে পর যখন অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি উৎপন্ন হইয়াও দেবগণের পুরোহিত হইলেন, তখন দেবতারা অত্যন্ত সন্তোষলাভ করিলেন। ১

রাজন্! বৃহৎ, ব্রহ্ম ও মহৎ—এই তিনটি শব্দ একই অর্থের বাচক। এই তিন শব্দের গুণই দেবপুরোহিতের (বৃহস্পতির) মধ্যে বিদ্যমান ছিল; সেইজন্য এই বিদ্বান্ দেবগুরু 'বৃহস্পতি' বলিয়া অভিহিত হন। ২

তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্য রাজা উপরিচর বসু। এই রাজা তাঁহার

স রাজা ভাবিতঃ পূর্বং দৈবেন বিধিনা বসুঃ।
পালয়ামাস পৃথিবীং দিবমাখণ্ডলো যথা ॥ ৪
তস্য যজ্ঞো মহানাসীদশ্বমেধো মহাত্মনঃ।
বৃহস্পতিরুপাধ্যায়স্তত্র হোতা বভূব হ ॥ ৫
প্রজাপতিসুতাশ্চাত্র সদস্যাশ্চাভবংস্ত্রয়ঃ।
একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব ত্রিতশ্চৈব মহর্ষয়ঃ ॥ ৬
ধনুষাখ্যোঽথ রৈভ্যশ্চ অর্বাবসু-পরাবসূ।
ঋষির্মেধাতিথিশ্চৈব তাণ্ড্যশ্চৈব মহানৃষিঃ ॥ ৭
ঋষিঃ শান্তির্মহাভাগস্তথা বেদশিরাশ্চ যঃ।
ঋষিশ্রেষ্ঠশ্চ কপিলঃ শালিহোত্রপিতা স্মৃতঃ ॥ ৮
আদ্যঃ কঠস্তৈত্তিরিশ্চ বৈশম্পায়নপূর্বজঃ।
কণ্বোঽথ দেবহোত্রশ্চ এতে ষোড়শ কীর্তিতাঃ ॥ ৯
সম্ভূতাঃ সর্বসম্ভারাস্তস্মিন্ রাজন্ মহাক্রতৌ।
ন তত্র পশুঘাতোঽভূৎ স রাজৈবং স্থিতোঽভবৎ ॥ ১০

অহিংস্রঃ শুচিরক্ষুদ্রো নিরাশীঃ কর্মসংস্তুতঃ।
আরণ্যকপদোদ্ভূতা ভাগাস্তত্রোপকল্পিতাঃ ॥ ১১
প্রীতস্ততোঽস্য ভগবান্ দেবদেবঃ পুরাতনঃ।
সাক্ষাৎ তং দর্শয়ামাস সোঽদৃশ্যোঽন্যেন কেনচিৎ ॥ ১২
স্বয়ং ভাগমুপাঘ্রায় পুরোডাশং গৃহীতবান্।
অদৃশ্যেন হৃতো ভাগো দেবেন হরিমেধসা ॥ ১৩
বৃহস্পতিস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ স্রুচমুদ্যম্য বেগিতঃ।
আকাশং ঘ্নন্ স্রুচঃ পাতৈ রোষাদশ্রূণ্যবর্তয়ৎ ॥ ১৪
উবাচ চোপরিচরং ময়া ভাগোঽয়মুদ্যতঃ।
গ্রাহ্যঃ স্বয়ং হি দেবেন মৎপ্রত্যক্ষং ন সংশয়ঃ ॥ ১৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উদ্যতা যজ্ঞভাগা হি সাক্ষাৎ প্রাপ্তাঃ সুরৈরিহ।
কিমর্থমিহ ন প্রাপ্তো দর্শনং স হরির্বিভুঃ ॥ ১৬

নিকট হইতে চিত্রশিখণ্ডিমরীচিপ্রভৃতি সপ্তর্ষিপ্রণীত বর্ণশাস্ত্র বিধি অনুসারে অধ্যয়ন করেন। ৩

এই রাজা উপরিচর বসু পূর্বে দৈববিধানে ভাবিত হইয়া এই পৃথিবীকে সেইরূপে পালন করিয়াছিলেন, যেরূপ ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য পালন করেন। ৪

এক সময় সেই মহাত্মা নরপতি এক প্রকাণ্ড অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে তাঁহার উপাধ্যায় বৃহস্পতি হোতা হইয়াছিলেন। ৫

প্রজাপতির তিন পুত্র একত, দ্বিত ও ত্রিত—এই তিন মহর্ষি সেই যজ্ঞে সদস্য হইয়াছিলেন। ৬

ইহা ব্যতীত (আরও তের জন সদস্য ছিলেন, তাঁহাদের নাম হইল—) ধনুষ, রৈভ্য, অর্বাবসু, পরাবসু, মুনিবর মেধাতিথি, মহর্ষি তাণ্ড্য, মহাভাগ শান্তিমুনি, বেদশিরা, শালিহোত্রের পিতা ঋষিশ্রেষ্ঠ কপিল, আদ্যকঠ, বৈশম্পায়নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তৈত্তিরি, কণ্ব ও দেবহোত্র। এই সকলে মিলিয়া সেই যজ্ঞে ষোলজন সদস্য কথিত হইয়াছেন। ৭-৯

রাজন্! সেই মহাযজ্ঞে সমস্ত দ্রব্যসম্ভার একত্রে সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল; কিন্তু সেই যজ্ঞে কোনও পশুকে বধ করা হয় নাই। রাজা উপরিচর 'কোন পশুকে বধ করিব না' এইভাবে অবস্থিত ছিলেন। ১০

তিনি হিংসাভাবহীন, পবিত্র, উদার ও কামনাসমূহ বর্জিত ছিলেন এবং সেইভাবেই তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বনে উৎপন্ন ফল-মূলসমূহের দ্বারাই সেই যজ্ঞে দেবতাগণের ভাগ নিশ্চিত করা হইয়াছিল। ১১

সেই সময় পুরাণপুরুষ দেবাদিদেব ভগবান্ নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া রাজাকে প্রত্যক্ষ দর্শনদান করিলেন; কিন্তু অন্য কাহাকেও তিনি দর্শনদান করিলেন না। ১২

ভগবান্ হয়গ্রীব স্বয়ং অদৃশ্য থাকিয়াই নিজের জন্য অর্পিত পুরোডাশকে গ্রহণ করিলেন এবং উহা আঘ্রাণ করিয়া নিজের অধীন করিয়া লইলেন। ১৩

ইহা দেখিয়া বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি তীব্রবেগে স্রুক্ উত্তোলিত করিয়া আকাশে উহা দিয়া আঘাত করিলেন এবং রোষবশতঃ নিজের চক্ষু দিয়া অশ্রু নির্গত করিতে থাকিলেন। ১৪

তারপর রাজা উপরিচরকে বলিলেন,—আমি যে এই ভাগ প্রস্তুত করিয়াছি, উহা ভগবান্‌কে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই ন্যায়; ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যখন সমস্ত দেবগণ প্রত্যক্ষ দর্শনদান করিয়াই নিজ নিজ ভাগ গ্রহণ করেন, তখন ভগবান্ বিষ্ণু সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াও কেন প্রত্যক্ষদর্শনদান করিলেন না? ১৬

ভীষ্ম উবাচ ।

ততঃ স তং সমুদধৃতং ভূমিপালো মহান্ বসুঃ ।
প্রসাদয়ামাস মুনিং সদস্যাস্তে চ সর্বশঃ ॥ ১৭
উচুশ্চৈনমসম্ভ্রান্তা ন রোষং কর্তুমর্হসি ।
নৈষ ধর্মঃ কৃতযুগে যত্ত্বং রোষমচীকৃথাঃ ॥ ১৮
অরোষণো হ্যসৌ দেবো যস্য ভাগোহয়মুদ্যতঃ ।
ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে ॥ ১৯
যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি ।
একত-দ্বিত-ত্রিতাশ্চোচুস্ততশ্চিত্রশিখণ্ডিনঃ ॥ ২০
বয়ং হি ব্রহ্মণঃ পুত্রা মানসাঃ পরিকীর্তিতাঃ ।
গতা নিঃশ্রেয়সার্থং হি কদাচিদ্ দিশমুত্তরাম্ ॥ ২১
তপ্ত্বা বর্ষসহস্রাণি চরিত্বা তপ উত্তমম্ ।
একপাদাঃ স্থিতাঃ সম্যক্ কাষ্ঠভূতাঃ সমাহিতাঃ ॥ ২২
মেরোরুত্তরভাগে তু ক্ষীরোদস্যানুকূলতঃ ।
স দেশো যত্র নস্তপ্তং তপঃ পরমদারুণম্ ॥ ২৩

কথং পশ্যেম হি বয়ং দেবং নারায়ণাত্মকম্ ।
বরেণ্যং বরদং তং বৈ দেবদেবং সনাতনম্ ॥ ২৪
কথং পশ্যেম হি বয়ং দেবং নারায়ণং ত্বিতি
অথ ব্রতস্যাবভৃথে বাগুবাচাশরীরিণী ॥ ২৫
স্নিগ্ধগম্ভীরয়া বাচা প্রহর্ষণকরী বিভো ।
সুতপ্তং বস্তপো বিপ্রাঃ প্রসন্নেনান্তরাত্মনা ॥ ২৬
যূয়ং জিজ্ঞাসবো ভক্তাঃ কথং দ্রক্ষ্যথ তং বিভুম্ ।
ক্ষীরোদধেরুত্তরতঃ শ্বেতদ্বীপো মহাপ্রভঃ ॥ ২৭
তত্র নারায়ণপরা মানবাশ্চন্দ্রবর্চসঃ ।
একান্তভাবোপগতাস্তে ভক্তাঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৮
তে সহস্রার্চিষং দেবং প্রবিশন্তি সনাতনম্ ।
অনিন্দ্রিয়া নিরাহারা অনিষ্পন্দাঃ সুগন্ধিনঃ ॥ ২৯
একান্তিনস্তে পুরুষাঃ শ্বেতদ্বীপনিবাসিনঃ ।
গচ্ছধ্বং তত্র মুনয়স্তত্রাত্মা মে প্রকাশিতঃ ॥ ৩০

ভীষ্ম বলিলেন,—(যুধিষ্ঠির ! ইহার কারণ আমি বলিতেছি—শ্রবণ কর ।) সেই মহানৃপতি উপরিচরবসু ও অন্যান্য সকল সদস্যগণ মিলিত হইয়া সেই সময় রোষাবিষ্ট মুনি বৃহস্পতিকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন । ১৭

সকলে শান্তচিত্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—মুনে ! আপনি রোষ করিবেন না । আপনি যে রোষ করিলেন, ইহা সত্য-যুগের ধর্ম নহে । ১৮

বৃহস্পতে ! যাঁহাকে এই ভাগ সমর্পণ করা হইয়াছে, সেই ভগবান্ কখনও ক্রোধ করেন না । আমরা এবং আপনি স্বেচ্ছায় তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি না । যাঁহার প্রতি তিনি করুণা করেন, তিনিই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন । ১৯½

তদনন্তর একত, দ্বিত ও ত্রিত এবং চিত্রশিখণ্ডী নামধারী ঋষিগণ তাঁহাকে বলিলেন,—বৃহস্পতে ! আমাদিগকে ব্রহ্মার মানসপুত্র বলা হয় । একবার আমরা নিজেদের কল্যাণ কামনায় উত্তর দিকে যাত্রা করিয়াছিলাম । ২০-২১

সেখানে মেরুপর্ব্বতের উত্তরভাগে ক্ষীরসাগরের তীরে এক পবি[illegible] এখানে আমরা হাজার বর্ষকাল একাগ্র-চিত্তে [illegible] য়মান থাকিয়া অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়া [illegible] র তপস্যা করিয়া আমরা এই বাসনা করিতেছিলাম যে, কি প্রকারে আমরা বরদায়ক সনাতন দেবাধি-দেব বরণীয় ভগবান্ নারায়ণের দর্শন লাভ করিব ? ২২-২৪

আমরা বারংবার এই চিন্তাই করিতেছিলাম যে, আমরা কিভাবে দেব নারায়ণের দর্শন প্রাপ্ত হইব ? তদনন্তর ব্রতের সমাপ্তি হইলে পর আমাদিগের হর্ষপ্রদানকারিণী কোন এক অশরীরিণী বাণী স্নেহপূর্ণ গম্ভীর স্বরে এইরূপ বলিলেন । ২৫½

ব্রাহ্মণগণ ! তোমরা প্রসন্নচিত্তে অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছ । তোমরা ভগবানের ভক্ত এবং ইহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছ যে, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার দর্শন কিভাবে আমরা লাভ করিব ? ২৬½

ইহার উপায় শ্রবণ কর । ক্ষীরসাগরের উত্তরভাগে অত্যন্ত প্রকাশমান শ্বেতদ্বীপ আছে । সেখানে ভগবান্ নারায়ণের ভজনকারী চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ পুরুষগণ বিদ্যমান আছেন । ২৭½

তাঁহারা স্থূল ইন্দ্রিয়হীন, নিরাহার ও নিশ্চেষ্ট । তাঁহাদের দেহ হইতে মনোহর সুগন্ধ বাহির হইতেছে, তাঁহারা ভগবানের অনন্য ভক্ত এবং সহস্র কিরণবিশিষ্ট সেই সনাতনদেব ভগবান্ পুরুষোত্তমে তাঁহারা প্রবেশ করিতে যাইতেছেন । ২৮-২৯

মুনিগণ ! এই শ্বেতদ্বীপনিবাসী পুরুষগণ আমার একান্ত ভক্ত । তোমরা সেখানে গমন কর ; কারণ, সেখানে আমার স্বরূপের প্রত্যক্ষ দর্শন হয় । ৩০

অথ শ্রুত্বা বয়ং সর্বে বাচং তামশরীরিণীম্।
যথাখ্যাতেন মার্গেণ তং দেশং প্রতিপেদিরে ॥ ৩১
প্রাপ্য শ্বেতং মহাদ্বীপং তচ্চিত্তাস্তদ্দিদৃক্ষবঃ।
ততোঽস্মদ্দৃষ্টিবিষয়স্তদা প্রতিহতোঽভবৎ ॥ ৩২
ন চ পশ্যাম পুরুষং তত্তেজোহৃতদর্শনাঃ।
ততো নঃ প্রাদুরভবদ্ বিজ্ঞানং দেবযোগজম্ ॥ ৩৩
ন কিলাতপ্ততপসা শক্যতে দ্রষ্টুমঞ্জসা।
ততঃ পুনর্বর্ষশতং তপ্ত্বা তাৎকালিকং মহৎ ॥ ৩৪
ব্রতাবসানে চ শুভান্ নরান্ দদৃশিরে বয়ম্।
শ্বেতাংশ্চন্দ্রপ্রতীকাশান্ সর্বলক্ষণলক্ষিতান্ ॥ ৩৫
নিত্যাঞ্জলিকৃতান্ ব্রহ্ম জপতঃ প্রাগুদঙ্মুখান্।
মনসো নাম স জপো জপ্যতে তৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ৩৬
তেনৈকাগ্রমনস্ত্বেন প্রীতো ভবতি বৈ হরিঃ।
যাভবন্মুনিশার্দূল ভাঃ সূর্য্যস্য যুগক্ষয়ে ॥ ৩৭
একৈকস্য প্রভা তাদৃক্ সাভবন্মানবস্য হ।
তেজোনিবাসঃ স দ্বীপ ইতি বৈ মেনিরে বয়ম্ ॥ ৩৮
ন তত্রাভ্যধিকঃ কশ্চিৎ সর্বে তে সমতেজসঃ।
অথ সূর্য্যসহস্রস্য প্রভাং যুগপদুত্থিতাম্ ॥ ৩৯
সহসা দৃষ্টবন্তঃ স্ম পুনরেব বৃহস্পতে।
সহিতাশ্চাভ্যধাবন্ত ততস্তে মানবা দ্রুতম্ ॥ ৪০
কৃতাঞ্জলিপুটা হৃষ্টা নম ইত্যেব বাদিনঃ।
ততো হি বদতাং তেষামশ্রৌষ্ম বিপুলং ধ্বনিম্ ॥ ৪১
বলিঃ কিলোপহ্রিয়তে তস্য দেবস্য তৈর্নরৈঃ।
বয়ং তু তেজসা তস্য সহসা হৃতচেতসঃ ॥ ৪২
ন কিঞ্চিদপি পশ্যামো হতচক্ষুর্বলেন্দ্রিয়াঃ।
একস্তু শব্দো বিততঃ শ্রুতোঽস্মাভিরুদীরিতঃ ॥ ৪২
জিতং তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন।
নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ মহাপুরুষপূর্বজ ॥ ৪৪

এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া আমরা সকলে তাঁহারই কথিত পথ দিয়া সেই স্থানে গমন করিলাম। ৩১

শ্বেতনামক মহাদ্বীপে উপস্থিত হইয়া আমরা তদ্গতচিত্ত হইয়া যাইলাম এবং তাঁহার দর্শনের ইচ্ছা আমাদের জাগরিত হইল। সেখানে যাইয়াই আমাদের দৃষ্টিশক্তি প্রতিহত হইল। ৩২

সেস্থানে বাসকারী পুরুষগণের তেজে আমাদের দৃষ্টিশক্তি চলিয়া যাওয়ায় আমরা সেস্থানে কোন পুরুষকেই দেখিতে পাইলাম না। তদনন্তর দৈবযোগে আমাদের হৃদয়ে এই জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইল যে, তপস্যা না করিলে আমরা সহজে ভগবান্‌কে দর্শন করিতে সমর্থ হইব না। ৩৩½

তারপর আমরা পুনরায় তৎকালে শতবর্ষকাল কঠোর তপস্যা করিলাম। সেই তপোময় ব্রত পূর্ণ হইলে পর আমাদের সেস্থানে শুভলক্ষণ পুরুষগণের দর্শন হইল। ইঁহারা চন্দ্রতুল্য গৌরবর্ণ এবং সর্বপ্রকার উত্তম লক্ষণসমূহে সম্পন্ন ছিলেন। ৩৪-৩৫

প্রতিদিন ঈশানকোণের দিকে মুখ করিয়া সেই সব মহাত্মাগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্রহ্মের মানসজপ করিতেছিলেন। ৩৬

তাঁহাদের মনের সেই একাগ্রতায় ভগবান্ শ্রীহরি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ! প্রলয়কালে সূর্য্যের যেরূপ প্রভা হয়, সেই দ্বীপবাসী পুরুষের সেরূপ প্রভা ছিল। ৩৭½

আমরা ত' ইহাই মনে করিয়াছিলাম যে, এই দ্বীপ তেজেরই নিবাস স্থান। সেস্থানে কেহই কাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। সকলেরই তেজ সমান ছিল। ৩৮½

বৃহস্পতে! অল্পক্ষণ পরেই আমাদের সম্মুখে একই সঙ্গে হাজার সূর্য্যের ন্যায় প্রভা উত্থিত হইল। আমাদের দৃষ্টি সহসা তাঁহারই দিকে আকৃষ্ট হইল। ৩৯½

তদনন্তর সেস্থানবাসী পুরুষগণ হৃষ্টচিত্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া 'নমঃ নমঃ' এই কথা বলিতে বলিতে একসঙ্গে তীব্রগতিতে সেই তেজের দিকে ধাবিত হইলেন। ৪০½

ইহার পর যখন তাঁহারা স্তুতি করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের তুমুল ধ্বনি আমাদের শ্রুতিগোচর হইল। তাঁহারা সকলে সেই তেজোময় ভগবানের উদ্দেশে পূজাসামগ্রী সমর্পণ করিতে লাগিলেন। ৪১½

ভগবানের সেই অনির্বচনীয় তেজে আমাদের চিত্ত সহসা আকৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু আমাদের চক্ষু, বল ও ইন্দ্রিয়সকল প্রতিহত হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য আমরা স্পষ্টরূপে কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না। ৪২½

কিন্তু যে এক শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হইয়া বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতেছিল, উহা আমরাও শুনিয়াছিলাম। তখন তাঁহারা সকলে বলিতেছিলেন—পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনার জয় হউক। বিশ্বভাবন! আপনাকে প্রণাম। মহাপুরুষ ব্রহ্মারও পূর্বজ হৃষীকেশ! আপনাকে নমস্কার। ৪৩-৪৪

ইতি শব্দঃ শ্রুতোঽস্মাভিঃ শিক্ষাক্ষরসমন্বিতঃ।
এতস্মিন্নন্তরে বায়ুঃ সর্বগন্ধবহঃ শুচিঃ ॥ ৪৫
দিব্যান্যুবাহ পুষ্পাণি কর্মণ্যাস্তৌষধীস্তথা।
তৈরিষ্টঃ পঞ্চকালজ্ঞৈর্হরিরেকান্তিভির্নরৈঃ ॥ ৪৬
ভক্ত্যা পরময়া যুক্তৈর্মনোবাক্কর্মভিস্তদা।
নূনং তত্রাগতো দেবো যথা তৈর্বাগুদীরিতা ॥ ৪৭
বয়ং ত্বেন ন পশ্যামো মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মারুতে সংনিবৃত্তে চ বলৌ চ প্রতিপাদিতে ॥৪৮
চিন্তাব্যাকুলিতাত্মানো জাতা স্মোঽঙ্গিরসাং বর।
মানবানাং সহস্রেষু তেষু বৈ শুদ্ধযোনিষু ॥ ৪৯
অস্মান্ ন কশ্চিন্মনসা চক্ষুষা বাপ্যপূজয়ৎ।
তেঽপি স্বস্থা মুনিগণা একভাবমনুব্রতাঃ ॥ ৫০
নাস্মাসু দধিরে ভাবং ব্রহ্মভাবমনুষ্ঠিতাঃ।
ততোঽস্মান্ সুপরিশ্রান্তাংস্তপসা চাতিকর্শিতান্ ॥৫১

উবাচ খস্থং কিমপি ভূতং তত্রাশরীরকম্।

দেব উবাচ।

দৃষ্টা বঃ পুরুষাঃ শ্বেতাঃ সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতাঃ ॥ ৫২
দৃষ্টো ভবতি দেবেশ এভির্দৃষ্টৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ।
গচ্ছধ্বং মুনয়ঃ সর্বে যথাগতমিতোঽচিরাৎ ॥৫৩
ন স শক্যস্ত্বভক্তেন দ্রষ্টুং দেবঃ কথঞ্চন।
কামং কালেন মহতা একান্তিত্বমুপাগতৈঃ ॥ ৫৪
শক্যো দ্রষ্টুং স ভগবান্ প্রভামণ্ডলদুর্দৃশঃ।
মহৎ কার্য্যঞ্চ কর্তব্যং যুষ্মাভির্দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৫৫
ইতঃ কৃতযুগেঽতীতে বিপর্য্যাসং গতোঽপি চ।
বৈবস্বতেঽন্তরে বিপ্রাঃ প্রাপ্তে ত্রেতাযুগে পুনঃ ॥ ৫৬
সুরাণাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং সহায়া বৈ ভবিষ্যথ।
ততস্তদদ্ভুতং বাক্যং নিশম্যৈবামৃতোপমম্ ॥ ৫৭
তস্য প্রসাদাৎ প্রাপ্তাঃ স্মো দেশমীপ্সিতমঞ্জসা।
এবং সুতপসা চৈব হব্য-কব্যৈস্তথৈব চ ॥৫৮

শিক্ষাশাস্ত্রোক্ত গুণবর্ণযুক্ত এই বাক্য আমাদের শ্রুতিগোচর হইতেছিল। এই সময়ে পবিত্র ও সুগন্ধযুক্ত বায়ু বহু সংখ্যক দিব্যপুষ্প ও কার্য্যোপযোগী ঔষধিসকল বহন করিয়া আনিলেন, যাহাদের দ্বারা সেস্থানের প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্নরূপে পঞ্চপূজাকাল বিষয়ে অভিজ্ঞ পঞ্চকালজ্ঞ, অনন্ত ভক্তগণ অতিশয় ভক্তিসহকারে মন, বাক্য ও ক্রিয়ার সহিত সেই শ্রীহরির পূজা করিলেন। ৪৫-৪৬½

যেরূপ কথাবার্তা তাঁহারা বলিতেছিলেন, ইহাতে আমাদের বিশ্বাস হইল যে, সেস্থানে নিশ্চয়ই ভগবান্ উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া আমরা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিলাম না। ৪৭½

বৃহস্পতে! যখন সেই সুগন্ধিত বায়ুর প্রবাহ বন্ধ হইয়া যাইল এবং ভগবান্‌কে বলি (উপহার) সমর্পণের কার্য্য পূর্ণ হইল, তখন আমরা মনে মনে চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। ৪৮½

সেস্থানে শুদ্ধবংশজাত সহস্র মানুষ ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই মনের দ্বারা অথবা দৃষ্টিপাত দ্বারা আমাদের সৎকার করিলেন না। ৪৯½

সেস্থানে যে সব স্বস্থচিত্ত মুনিগণ ছিলেন, তাঁহারাও অনন্তভাবে ভগবানেই মন সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মভাবে স্থিত মুনিগণও আমাদের দিকে মন দিলেন না। ৫০½

আমরা তপস্যায় শ্রান্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই সময় আকাশস্থ কোন অশরীরী প্রাণী (দেবতা) আমাদের বলিলেন। ৫১½

দেবতা বলিলেন,—তোমরা শ্বেতদ্বীপনিবাসী শ্বেতকায় ইন্দ্রিয়-রহিত পুরুষগণকে দর্শন করিয়াছ। এই শ্রেষ্ঠ দ্বিজসকলের দর্শন লাভ হইলে পর সাক্ষাৎ দেবেশ্বর ভগবানেরই দর্শন লাভ হইয়া থাকে। ৫২½

মুনিগণ! তোমরা সকলে যেভাবে আসিয়াছিলে, সেই ভাবে শীঘ্র ফিরিয়া যাও। ভগবানে অনন্যা ভক্তি ব্যতীত কাহারও কোনরূপেই তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন হয় না। ৫৩½

বহুকাল ধরিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিতে করিতে যখন পূর্ণ অনন্ততা আসিয়া যাইবে, তখন জ্যোতিঃপুঞ্জময় বলিয়া অতিশয় কঠিনতার সহিত দর্শনীয় ভগবানের দর্শন লাভ হইবে। ৫৪½

বিপ্রগণ! এই সময় তোমাদের আরও মহৎ কার্য্য করিতে হইবে। এই সত্যযুগ অতিক্রান্ত হইলে পর যখন ধর্মের মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম আসিবে এবং বৈবস্বত মন্বন্তরের ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইবে, সেই সময় দেবতাগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তোমরাই সহায়ক হইবে। ৫৫-৫৬½

এই অমৃততুল্য মধুর ও অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা ভগবানের করুণায় অনায়াসেই নিজেদের অভীষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ৫৭½

বৃহস্পতে! এইভাবে আমরা অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছি, হব্য-কব্যের দ্বারা ভগবানের পূজাও করিয়াছি, তথাপি আমরা তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারি নাই। তবে

দেবোঽস্মাভির্ন দৃষ্টঃ স কথং ত্বং দ্রষ্টুমর্হসি ।
নারায়ণো মহদ্ভূতং বিশ্বসৃড্‌ঢব্যকব্যভুক্ ॥ ৫৯
অনাদিনিধনোঽব্যক্তো দেবদানবপূজিতঃ ।
এবমেকতবাক্যেন দ্বিত-ত্রিতমতেন চ ॥ ৬০
অনুনীতঃ সদস্যৈশ্চ বৃহস্পতিরুদারধীঃ ।
সমাপয়ৎ ততো যজ্ঞং দৈবতং সমপূজয়ৎ ॥ ৬১
সমাপ্তযজ্ঞো রাজাপি প্রজাঃ পালিতবান্ বসুঃ ।
ব্রহ্মশাপাদ্ দিবো ভ্রষ্টঃ প্রবিবেশ মহীং ততঃ ॥ ৬২
স রাজা রাজশার্দূল সত্যধর্মপরায়ণঃ ।
অন্তর্ভূমিগতশ্চৈব সততং ধর্ম্মবৎসলঃ ॥ ৬৩
নারায়ণপরো ভূত্বা নারায়ণজপং জপন্ ।
তস্যৈব চ প্রসাদেন পুনরেবোত্থিতস্তু সঃ ॥ ৬৪
মহীতলাদ্ গতঃ স্থানং ব্রহ্মণঃ সমনন্তরম্ ।
পরাং গতিমনুপ্রাপ্ত ইতি নৈষ্ঠিকমঞ্জসা ॥ ৬৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়ণীয়ে ষট্‌ত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩৬

তুমি কিরূপে অনায়াসেই তাঁহার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইবে ? ৫৮½

ভগবান্ নারায়ণই মহান্ দেবতা। তিনিই বিশ্বের স্রষ্টা এবং হব্য-কব্যের ভোক্তা। তাঁহার আদি ও অন্ত নাই। এই অব্যক্ত পরমেশ্বরকে দেবতা ও দানবগণও পূজা করেন। ৫৯½

এইভাবে একত বলিলে পর দ্বিত ও ত্রিতের সম্মতি অনুসারে এবং অন্যান্য সদস্যগণের অনুনয়ে উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি সেই যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন এবং ভগবানের পূজা করিলেন। ৬০-৬১

রাজা বসুও যজ্ঞ পূর্ণ করত প্রজাগণকে পালন করিতে লাগিলেন। একবার ব্রহ্মশাপে তিনি স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। সেই সময় তিনি পৃথিবীর মধ্যে রসাতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৬২

নৃপশ্রেষ্ঠ ! সদা ধর্মে অনুরাগী সত্যধর্মপরায়ণ রাজা উপরিচর ভূমির মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিরন্তর নারায়ণ মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহারই আরাধনায় নিরত ছিলেন। অতএব তাঁহারই কৃপায় তিনি পুনরায় উপরে উত্থিত হইলেন এবং ভূতল হইতে ব্রহ্মলোকে যাইয়া তিনি পরম গতি লাভ করিলেন। এইভাবে অনায়াসেই তাঁহার নিষ্ঠাবান্‌গণের প্রাপ্য উত্তম গতি লাভ হইয়াছিল। ৬৩-৬৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে নারায়ণের মহত্ত্ববিষয়ক ষট্-ত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

['যজ্ঞে আহুতয়ে অজস্যার্থোঽন্নম্, ন ছাগঃ' ইতি জানতোঽপি রাজ্ঞ উপরিচরস্য পক্ষপাতকরণাদধঃপতনম্, ভগবৎকরুণয়া পুনরুত্থানবৃত্তান্তকথনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
যদা ভাগবতোঽত্যর্থমাসীদ্ রাজা মহান্ বসুঃ ।
কিমর্থং স পরিভ্রষ্টো বিবেশ বিবরং ভুবঃ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
ঋষীণাং চৈব সংবাদং ত্রিদশানাঞ্চ ভরত ॥ ২
অজেন যষ্টব্যমিতি প্রাহুর্দেবা দ্বিজোত্তমান্ ।
স চ চ্ছাগোঽপ্যজো জ্ঞেয়ো নান্যঃ পশুরিতি স্থিতিঃ ॥ ৩

সপ্তত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[যজ্ঞে আহুতির জন্য অজের অর্থ অন্ন, ছাগল নয়- এই কথা জানিয়াও পক্ষপাত করার জন্য রাজা উপরিচরের অধঃপতন এবং ভগবানের করুণায় পুনরুত্থানের বৃত্তান্তকথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! রাজা বসু যখন ভগবানের অত্যন্ত ভক্ত ও মহান্ পুরুষ ছিলেন, তখন তিনি স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কেন পাতালে প্রবিষ্ট হইলেন ? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত ! এবিষয়ে জ্ঞানী পুরুষগণ ঋষি ও দেবতাদিগের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস এস্থলে উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২

'অজের দ্বারা যজ্ঞ করা কর্তব্য'—এরূপ বিধান শাস্ত্রে আছে। এই কথা বলিয়া দেবতাগণ সেস্থানে সমবেত শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষিদিগকে বলিলেন, এস্থলে অজ-শব্দের অর্থ ছাগল বুঝিতে হইবে, অন্য কোন পশু নহে, এরূপ ব্যবস্থা আছে। ৩

ঋষয় ঊচুঃ।

বীজৈর্যজ্ঞেষু যষ্টব্যমিতি বৈ বৈদিকী শ্রুতিঃ।
অজসংজ্ঞানি বীজানি চ্ছাগং নো হন্তুমর্হথ ॥ ৪
নৈষ ধর্মঃ সতাং দেবা যত্র বধ্যেত বৈ পশুঃ।
ইদং কৃতযুগং শ্রেষ্ঠং কথং বধ্যেত বৈ পশুঃ ॥ ৫

ভীষ্ম উবাচ।

তেষাং সংবদতামেবমৃষীণাং বিবুধৈঃ সহ।
মার্গাগতো নৃপশ্রেষ্ঠস্তং দেশং প্রাপ্তবান্ বসুঃ ॥ ৬
অন্তরিক্ষচরঃ শ্রীমান্ সমগ্রবলবাহনঃ।
তং দৃষ্ট্বা সহসাঽঽয়ান্তং বসুং তে ত্বন্তরিক্ষগম্ ॥ ৭
ঊচুর্দ্বিজাতয়ো দেবানেষ চ্ছেৎস্যতি সংশয়ম্।
যজ্বা দানপতিঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বভূতহিতপ্রিয়ঃ ॥ ৮
কথংস্বিদন্যথা ব্রূয়াদেষ বাক্যং মহান্ বসুঃ।
এবং তে সংবিদং কৃত্বা বিবুধা ঋষয়স্তথা ॥ ৯
অপৃচ্ছন্ সহিতাভ্যেত্য বসুং রাজানমন্তিকাৎ।
ভো রাজন্ কেন যষ্টব্যমজেনাহোস্বিদৌষধৈঃ ॥ ১০
এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি প্রমাণং নো ভবান্ মতঃ।
স তান্ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা পরিপপ্রচ্ছ বৈ বসুঃ ॥ ১১
কস্য বৈ কো মতঃ কামো ব্রূত সত্যং দ্বিজোত্তমাঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

ধান্যৈর্যষ্টব্যমিত্যেষ পক্ষোঽস্মাকং নরাধিপ ॥ ১২
দেবানাং তু পশুঃ পক্ষো মতো রাজন্ বদস্ব নঃ।

ভীষ্ম উবাচ

দেবানাং তু মতং জ্ঞাত্বা বসুনা পক্ষসংশ্রয়াৎ ॥ ১৩
ছাগেনাজেন যষ্টব্যমেবমুক্তং বচস্তদা।
কুপিতাস্তে ততঃ সর্বে মুনয়ঃ সূর্য্যবর্চসঃ ॥ ১৪
ঊচুর্বসুং বিমানস্থং দেবপক্ষার্থবাদিনম্।
সুরপক্ষো গৃহীতস্তে যস্মাৎ তস্মাদ্ দিবঃ পত ॥ ১৫
অদ্যপ্রভৃতি তে রাজন্নাকাশে বিহতা গতিঃ।
অস্মচ্ছাপাভিঘাতেন মহীং ভিত্ত্বা প্রবেক্ষ্যসি ॥ ১৬

ঋষিগণ বলিলেন,—(দেবগণ !) যজ্ঞসমূহে বীজসকলের দ্বারা যজ্ঞ করা উচিত, ইহাই বেদে শুনা যায়। বীজসমূহেরই নাম অজ, অতএব আপনারা ছাগলকে বধ করিবেন না ॥ ৪

দেবগণ ! যে কোন স্থানে যজ্ঞে পশুকে বধ করা, উহা সৎপুরুষগণের ধর্ম নহে। এখন শ্রেষ্ঠ সত্যযুগ চলিতেছে। ইহাতে পশুর বধ কিভাবে করা যাইতে পারে ? ৫

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! এইভাবে যখন ঋষিগণের সহিত দেবতাদের পরস্পর আলোচনা চলিতেছে, সেই সময় নৃপশ্রেষ্ঠ উপরিচরবসুও সেই পথে আসিলেন এবং সেস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৬

শ্রীমান্ রাজা উপরিচর নিজের সৈন্ত ও বাহনসকলের সহিত আকাশপথে গমন করিতেছিলেন। সেই অন্তরিক্ষচারী বসুকে সহসা আসিতে দেখিয়া ব্রহ্মর্ষিগণ দেবতাদিগকে বলিলেন,—এই নরপতি আমাদের সন্দেহ দূর করিবেন ; কারণ, ইনি বিধি অনুসারে যজ্ঞ করেন, দানপতি, শ্রেষ্ঠ ও সমস্ত ভূতগণের হিতৈষী এবং প্রিয় ॥ ৭-৮

এই মহান্ পুরুষ বসু শাস্ত্রের বিপরীত বচন কিরূপ বলিতে পারেন ? এরূপ স্থির করিয়া দেবতা ও ঋষিগণ একসঙ্গে রাজা বসুর নিকটে আগমন করত নিজেদের প্রশ্ন উপস্থাপিত করিলেন ॥ ৯½

রাজন্ ! কাহার দ্বারা যজ্ঞ করা উচিত ? ছাগলের দ্বারা বা অন্নের দ্বারা ? আমাদের এই সন্দেহ আপনি অপনোদন করুন। আমাদের মতে আপনিই প্রামাণিক ব্যক্তি ॥ ১০½

তখন রাজা বসু কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—দ্বিজোত্তমগণ ! আপনারা সত্য করিয়া বলুন, আপনাদের মধ্যে কোন পক্ষের কিরূপ মত অভীষ্ট ? কাঁহারা অজের অর্থ ছাগল মনে করেন এবং কাঁহারা অজের অর্থ অন্ন বলিয়া মনে করেন ? ১১½

ঋষিগণ বলিলেন,—নরনাথ ! আমাদের পক্ষ এই যে, অন্নের দ্বারা যজ্ঞ করা উচিত এবং দেবতাদিগের পক্ষ হইল ছাগপশুর দ্বারা যজ্ঞ করা উচিত। রাজন্ ! এখন আপনি আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন ॥ ১২½

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! দেবতাগণের মত জানিয়া রাজা বসু তাঁহাদেরই পক্ষ অবলম্বন করত বলিলেন—অজের অর্থ ছাগল ; অতএব উহারই দ্বারা যজ্ঞ করা কর্তব্য। ৩½

ইহা শ্রবণ করিয়া সেই সব সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ঋষিগণ কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং বিমানে বসিয়া দেবপক্ষের অভিমত ব্যক্তকারী উপরিচরবসুকে বলিলেন ॥ ১৪½

রাজন্ ! আপনি জানেন যে, অজের অর্থ অন্ন, তথাপি দেবপক্ষ আপনি গ্রহণ করিয়াছেন ; সেইজন্ত আপনি স্বর্গ হইতে পতিত হউন। আজ হইতে আপনার আকাশে বিচরণ করিবার শক্তি নষ্ট হইয়া যাইল। আমাদের শাপের আঘাতে আপনি ভূমি ভেদ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিবেন ॥ ১৫-১৬ ,

(বিরুদ্ধং বেদসূত্রাণামুক্তং যদি ভবেন্নৃপ।
বয়ং বিরুদ্ধবচনা যদি তত্র পতামহে ॥)
ততস্তস্মিন্ মুহূর্তেঽথ রাজোপরিচরস্তদা।
অধো বৈ সম্বভূবাশু ভূমের্বিবরগো নৃপ ॥ ১৭
স্মৃতিস্ত্বেনং ন হি জহৌ তদা নারায়ণাজ্ঞয়া।
দেবাস্তু সহিতাঃ সর্বে বসোঃ শাপবিমোক্ষণম্ ॥ ১৮
চিন্তয়ামাসুরব্যগ্রাঃ সুকৃতং হি নৃপস্য তৎ।
অনেনাস্মৎকৃতে রাজা শাপঃ প্রাপ্তো মহাত্মনা ॥ ১৯
অস্য প্রতিপ্রিয়ং কার্য্যং সহিতৈর্নো দিবৌকসঃ।
ইতি বুদ্ধ্যা ব্যবস্যাশু গত্বা নিশ্চয়মীশ্বরাঃ ॥ ২০
ঊচুঃ সংহৃষ্টমনসো রাজোপরিচরং তদা।
ব্রহ্মণ্যদেবভক্তস্ত্বং সুরাসুরগুরুর্হরিঃ ॥ ২১
কামং স তব তুষ্টাত্মা কুর্য্যাচ্ছাপবিমোক্ষণম্।
মাননা তু দ্বিজাতীনাং কর্তব্যা বৈ মহাত্মনাম্ ॥ ২২

অবশ্যং তপসা তেষাং ফলিতব্যং নৃপোত্তম।
যতস্ত্বং সহসা ভ্রষ্ট আকাশান্মেদিনীতলম্ ॥ ২৩
একং ত্বনুগ্রহং তুভ্যং দদ্মো বৈ নৃপসত্তম।
যাবৎ ত্বং শাপদোষেণ কালমাসিষ্যসেঽনঘ ॥ ২৪
ভূমের্বিবরগো ভূত্বা তাবৎ ত্বং কালমাপ্স্যসি।
যজ্ঞেষু সুহুতাং বিপ্রৈর্বসোর্ধারাং সমাহিতৈঃ ॥ ২৫
প্রাপ্স্যসেঽস্মদনুধ্যানাচ্চ ত্বাং গ্লানিরস্পৃশৎ।
ন ক্ষুৎপিপাসে রাজেন্দ্র ভূমেশ্ছিদ্রে ভবিষ্যতঃ ॥ ২৬
বসোর্ধারাভিপীতত্বাৎ তেজসাপ্যায়িতেন চ।
স দেবোঽস্মদ্বরাৎ প্রীতো ব্রহ্মলোকং হি নেষ্যতি ॥২৭
এবং দত্ত্বা বরং রাজ্ঞে সর্বে তে চ দিবৌকসঃ।
গতাঃ স্বভবনং দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ২৮
চক্রে বসুস্ততঃ পূজাং বিষ্বক্সেনায় ভারত।
জপ্যং জগৌ চ সততং নারায়ণমুখোদ্গতম্ ॥ ২৯

(নৃপ! আপনি বেদ ও সূত্রসকলের বিরুদ্ধে বাক্য বলিয়া থাকেন, তবে আমাদের এই শাপ অবশ্যই সফল হইবে এবং আমরা যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলিয়া থাকি, তবে আমাদের অবশ্যই পতন হইবে।)

রাজন্! ঋষিগণ এই কথা বলিলে পর সেই ক্ষণেই রাজা উপরিচর আকাশ হইতে অধঃপতিত হইলেন এবং সত্বর ভূ-বিবরে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৭

সেই সময়েও ভগবান্ নারায়ণের আজ্ঞায় তাঁহার স্মরণশক্তি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না। এদিকে সকল দেবতা একত্র হইয়া রাজাকে শাপ হইতে মুক্ত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শান্তভাবে পরস্পর বলিতে লাগিলেন— রাজা ত' কেবল পুণ্য কর্মই করিয়াছেন। এই মহাত্মা নরপতিকে আমাদের জন্যই শাপগ্রস্ত হইতে হইল ॥ ১৮-১৯

দেবতাগণ! আমাদের একত্র হইয়া তাঁহার অতিশয় প্রিয় কার্য্য করা উচিত। নিজেদের বুদ্ধির দ্বারা এরূপ নিশ্চয় করত সেই সব দেবতা রাজা উপরিচর বসুর নিকট গমন করিয়া বলিলেন ॥ ২০½

রাজন্! তুমি ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত এবং সেই শ্রীহরি দেবতা ও অসুর সকলেরই গুরু। তাঁহার মন তোমার উপর সন্তুষ্ট, সেইজন্য তিনিই তোমার ইচ্ছানুসারে তোমাকে অবশ্যই শাপমুক্ত করিয়া দিবেন ॥ ২১½

নৃপশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদা তোমার আদর করা উচিত। অবশ্যই ইহা তাঁহাদের তপস্যারই ফল; যাহার দ্বারা তুমি আকাশ হইতে সহসা ভ্রষ্ট হইয়া পাতালে চলিয়া গিয়াছ ॥ ২২-২৩

নিষ্পাপ নৃপশিরোমণি! আমরা তোমাকে এক অনুগ্রহপ্রদান করিব। তুমি শাপদোষের জন্য যতকাল ভূ-বিবরে বাস করিবে, ততকাল একাগ্রচিত্ত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা যজ্ঞসমূহে প্রদত্ত বসুধারার আহুতি তুমি লাভ করিতে থাকিবে ॥ ২৪-২৫

রাজেন্দ্র! আমাদের চিন্তায় তোমার বসুধারা প্রাপ্তি হইবে, যাহার দ্বারা কোন গ্লানি তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং এই পাতালে থাকিয়াও তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট হইবে না; কারণ, বসুধারা পান করিলে পর তোমার তেজের বৃদ্ধি হইবে। আমাদের বরদানে ভগবান্ শ্রীহরি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে ব্রহ্ম-লোকে লইয়া যাইবেন ॥ ২৬-২৭

এইভাবে রাজা উপরিচরকে বরদান করত সেই সব দেবতা ও তপোধন ঋষিগণ নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যাইলেন ॥ ২৮

ভারত! তদনন্তর বসু ভগবান্ বিষ্বক্সেনের পূজা আরম্ভ করিলেন এবং ভগবান্ নারায়ণের মুখ হইতে নিঃসৃত জপনীয় মন্ত্র (ওঁ নমো নারায়ণায়) নিরন্তর জপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

তত্রাপি পঞ্চভির্যজ্ঞৈঃ পঞ্চকালানরিন্দম ।
অযজদ্ধরিং সুরপতিং ভূমেৰ্বিবরগোঽপি সন্ ॥ ৩০
ততোঽস্য তুষ্টো ভগবান্ ভক্ত্যা নারায়ণো হরিঃ ।
অনন্যভক্তস্য সতস্তৎপরস্য জিতাত্মনঃ ॥ ৩১
বরদো ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমীপস্থং দ্বিজোত্তম ।
গরুত্মন্তং মহাবেগমাবভাষেপ্সিতং তদা ॥ ৩২
দ্বিজোত্তম মহাভাগ পশ্যতাং বচনান্মম ।
সম্রাড্ রাজা বসুর্নাম ধর্মাত্মা সংশিতব্রতঃ ॥ ৩৩
ব্রাহ্মণানাং প্রকোপেন প্রবিষ্টো বসুধাতলম্ ।
মানিতাস্তে তু বিপ্রেন্দ্রাস্ত্বং তু গচ্ছ দ্বিজোত্তম ॥ ৩৪
ভূমেৰ্বিবরসংগুপ্তং গরুড়েহ মমাজ্ঞয়া ।
অধশ্চরং নৃপশ্রেষ্ঠং খেচরং কুরু মা চিরম্ ॥ ৩৫
গরুত্মানথ বিক্ষিপ্য পক্ষৌ মারুতবেগবান্ ।
বিবেশ বিবরং ভূমের্যত্রাস্তে পার্থিবো বসুঃ ॥ ৩৬
তত এনং সমুৎক্ষিপ্য সহসা বিনতাসুতঃ ।
উৎপপাত নভস্তূর্ণং তত্র চৈনমমুঞ্চত ॥ ৩৭
অস্মিন্ মুহূর্তে সংজজ্ঞে রাজোপরিচরঃ পুনঃ ।
সশরীরো গতশ্চৈব ব্রহ্মলোকং নৃপোত্তমঃ ॥ ৩৮
এবং তেনাপি কৌন্তেয় বাগ্দোষাদ্ দেবতাজ্ঞয়া ।
প্রাপ্তা গতিরযজ্বাৎ তু দ্বিজশাপান্মহাত্মনা ॥ ৩৯
কেবলং পুরুষস্তেন সেবিতো হরিরীশ্বরঃ ।
ততঃ শীঘ্রং জহৌ শাপং ব্রহ্মলোকমবাপ চ ॥ ৪০

ভীষ্ম উবাচ ।

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং সম্ভূতা মানবা যথা ।
নারদোঽপি যথা শ্বেতং দ্বীপং স গতবানৃষিঃ ।
তৎ তে সর্বং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনা নৃপ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়ণীয়ে সপ্তত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩৭

যুধিষ্ঠির ! সেখানে পাতালের বিবরে বাস করিয়াও রাজা উপরিচর প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্ণ এই পঞ্চ সময়ে পঞ্চ যজ্ঞের দ্বারা দেবেশ্বর শ্রীহরির আরাধনা করিতে থাকিলেন ॥ ৩০

তিনি নিজের মনকে জয় করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা ভগবানেরই ভজনে নিরত ছিলেন। নিজের সেই অনন্ত ভক্তের ভক্তিতে ভগবান্ শ্রীনারায়ণ হরি তুষ্ট হইলেন ॥ ৩১

তারপর সেই বরদায়ক ভগবান্ বিষ্ণু নিজেরই নিকটে স্থিত মহাবেগশালী পক্ষিরাজ গরুড়কে নিজের অভীষ্ট এই কথা বলিলেন ॥ ৩২

মহাভাগ পক্ষিপ্রবর ! তুমি আমার আজ্ঞায় কঠোর ব্রতপালনকারী ধর্ম্মাত্মা সম্রাট্ রাজা বসুর নিকট গমন করত তাঁহাকে দেখ ॥ ৩৩

পক্ষিরাজ ! সে ব্রাহ্মণগণের কোপে পাতালে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। তথাপি সে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদা সম্মান করিয়া থাকে ; অতএব তুমি তাহার নিকট গমন কর ॥ ৩৪

গরুড় ! পৃথিবীর বিবরে সুরক্ষিতভাবে অবস্থিত এই পাতালচারী নৃপশ্রেষ্ঠ বসুকে তুমি আমার আজ্ঞায় সত্বর আকাশচারী করিয়া দাও ॥ ৩৫

এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বায়ুতুল্য বেগশালী গরুড় নিজের দুই পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া চলিলেন এবং পাতালে যেখানে রাজা বসু বিরাজমান ছিলেন, সেখানে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৬

বিনতানন্দন গরুড় সহসা রাজা বসুকে সেখান হইতে উপরে উত্থাপিত করিয়া সত্বর আকাশে উড়িতে লাগিলেন এবং সেখানে তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া দিলেন ॥ ৩৭

সেইক্ষণে রাজা বসু পুনরায় উপরিচর হইয়া যাইলেন। তারপর এই নৃপশ্রেষ্ঠ স্বশরীরে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ৩৮

কুন্তীনন্দন ! এইভাবে সেই মহাত্মা নরপতিও দেবতাগণের আজ্ঞায় বাচিক অপরাধ করায় ব্রাহ্মণদিগের অভিশাপে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৯

তারপর তিনি কেবল পুরুষপ্রবর ভগবান্ শ্রীহরিরই সেবা করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তিনি সেই শাপ হইতে সত্বর মুক্ত হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৪০

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! শ্বেতদ্বীপের অধিবাসী পুরুষগণ যেরূপ, তাঁহাদের সম্পূর্ণ পরিস্থিতি আমি তোমাকে বলিলাম। এখন দেবর্ষি নারদ যেভাবে শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন, সেই সব প্রসঙ্গ আমি তোমাকে বলিব। তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর ॥ ৪১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে নারায়ণের মহিমাবিষয়ক সপ্তত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

অষ্টত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নারদেন শতদ্বয়নামভির্ভগবতঃ স্তুতিঃ।]

ভীষ্ম উবাচ।

প্রাপ্য শ্বেতং মহাদ্বীপং নারদো ভগবানৃষিঃ।
দদর্শ তানেব নরান্ শ্বেতাংশ্চন্দ্রসমপ্রভান্ ॥ ১

পূজয়ামাস শিরসা মনসা তৈশ্চ পূজিতঃ।
দিদৃক্ষুর্জপ্যপরমঃ সর্বকৃচ্ছ্রগতঃ স্থিতঃ ॥ ২

ভূত্বৈকাগ্রমনা বিপ্র ঊর্ধ্ববাহুঃ সমাহিতঃ।
স্তোত্রং জগৌ স বিশ্বায় নির্গুণায় গুণাত্মনে ॥ ৩

নারদ উবাচ।

১ নমস্তে দেবদেবেশ ২ নিষ্ক্রিয় ৩ নির্গুণ ৪ লোকসাক্ষিন্ ৫ ক্ষেত্রজ্ঞ ৬ পুরুষোত্তম ৭ অনন্ত ৮ পুরুষ ৯ মহাপুরুষ ১০ পুরুষোত্তম ১১ ত্রিগুণ ১২ প্রধান ১৩ অমৃত ১৪ অমৃতাখ্য ১৫ অনন্তাখ্য ১৬ ব্যোম ১৭ সনাতন ১৮ সদসদ্ব্যক্তাব্যক্ত ১৯ ঋতধামন্ ২০ আদিদেব ২১ বসুপ্রদ ২২ প্রজাপতে ২৩ সুপ্রজাপতে ২৪ বনস্পতে ২৫ মহাপ্রজাপতে ২৬ ঊর্জস্পতে ২৭ বাচস্পতে ২৮ জগৎপতে ২৯ মনস্পতে ৩০ দিবস্পতে ৩১ মরুৎপতে ৩২ সলিলপতে ৩৩ পৃথিবীপতে ৩৪ দিক্পতে ৩৫ পূর্বনিবাস ৩৬ গুহ্য ৩৭ ব্রহ্মপুরোহিত ৩৮ ব্রহ্মকায়িক ৩৯ মহারাজিক ৪০ চাতুর্মহারাজিক ৪১ ভাসুর ৪২ মহাভাসুর ৪৩ সপ্তমহাভাগ ৪৪ যাম্য ৪৫ মহাযাম্য ৪৬ সংজ্ঞাসংজ্ঞ ৪৭ তুষিত ৪৮ মহাতুষিত ৪৯ প্রমর্দন ৫০ পরিনির্মিত ৫১ অপরিনির্মিত ৫২ বশবর্তিন্ ৫৩ অপরিনিন্দিত ৫৪ অপরিমিত ৫৫ বশবর্তিন্ ৫৬ অবশবর্তিন্ ৫৭ যজ্ঞ ৫৮ মহাযজ্ঞ ৫৯ যজ্ঞসম্ভব ৬০ যজ্ঞযোনে ৬১ যজ্ঞগর্ভ ৬২ যজ্ঞহৃদয় ৬৩ যজ্ঞস্তুত ৬৪ যজ্ঞভাগহর ৬৫ পঞ্চযজ্ঞ ৬৬ পঞ্চকালকর্তৃপতে ৬৭ পাঞ্চরাত্রিক ৬৮ বৈকুণ্ঠ ৬৯ অপরাজিত ৭০ মানসিক

অষ্টত্রিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[নারদ কর্তৃক দুইশত নামের দ্বারা ভগবানের স্তুতি।]

ভীষ্ম বলিলেন—যুধিষ্ঠির! সেই মহান্ শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ দেবর্ষি নারদ যখন সেস্থানে সেই চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ পুরুষগণকে দর্শন করিলেন, তখন মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত মনে মনেই তাঁহাদের পূজা করিলেন। তারপর শ্বেতদ্বীপবাসী পুরুষগণও নারদের সৎকার করিলেন। তদনন্তর ভগবান্‌কে দর্শন করিবার ইচ্ছায় তাঁহার নামজপ করিতে লাগিলেন এবং কঠোর নিয়ম পালন করিতে করিতে সেস্থানে বাস করিলেন। ১-২

নারদ সেস্থানে দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিয়া একাগ্রচিত্তে নির্গুণ সগুণ বিশ্বাত্মা ভগবান্ নারায়ণের এইভাবে দুইশত নামের স্তব করিলেন। ৩ ১। দেবদেবেশ! আপনাকে নমস্কার। আপনি ২। নিষ্ক্রিয় ৩। নির্গুণ ৪। সমস্ত জগতের সাক্ষী ৫। ক্ষেত্রজ্ঞ ৬। পুরুষোত্তম (ক্ষর-অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম), ৭। অনন্ত ৮। পুরুষ ৯। মহাপুরুষ। ১০। পুরুষোত্তম (পরমাত্মা), ১১। ত্রিগুণ ১২। প্রধান, ১৩। অমৃত ১৪। অমৃতাখ্য ১৫। অনন্তাখ্য (শেষ নাগরূপ) ১৬। ব্যোম (মহাকাশস্বরূপ) ১৭। সনাতন। ১৮। সদসদ্ব্যক্তাব্যক্ত ১৯। ঋতধামা (সত্যধাম-স্বরূপ) ২০। আদিদেব ২১। বসুপ্রদ (কর্মফল দাতা) ২২। প্রজাপতে (দক্ষাদি) ২৩। সুপ্রজাপতে (প্রজাপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) ২৪। বনস্পতে ২৫। মহাপ্রজাপতে (ব্রহ্মস্বরূপ) ২৬। ঊর্জস্পতে (মহাশক্তিশালী) ২৭। বাচস্পতে (বৃহস্পতি) ২৮। জগৎপতে ২৯। মনস্পতে ৩০। দিবস্পতে (সূর্য্য) ৩১। মরুৎপতে (বায়ুদেবের অধিপতি) ৩২। সলিলপতে (জলের অধিপতি) ৩৩। পৃথিবীপতে ৩৪। দিক্পতে ৩৫। পূর্বনিবাস—(মহাপ্রলয়ের সময় জগতের আধারস্বরূপ ৩৬। গুহ্যস্বরূপ ৩৭। ব্রহ্মপুরোহিত ৩৮। ব্রহ্মকায়িক ৩৯। মহারাজিক ৪০। চাতুর্মহারাজিক ৪১। ভাস্বর (প্রকাশমান) ৪২। মহাভাস্বর (মহাপ্রকাশমান) ৪৩। সপ্তমহাভাগ ৪৪। যাম্য ৪৫। মহাযাম্য ৪৬। সংজ্ঞাসংজ্ঞ ৪৭। তুষিত ৪৮। মহাতুষিত ৪৯। প্রমর্দন (মৃত্যুস্বরূপ) ৫০। পরিনির্মিত ৫২। বশবর্তী ৫৩। অপরিনিন্দিত (শম-দমাদি গুণসম্পন্ন) ৫৪। অপরিমিত (অনন্ত) ৫৫। বশবর্তী ৫৬। অবশবর্তী ৫৭। যজ্ঞ ৫৮। মহাযজ্ঞ। ৫৯। যজ্ঞসম্ভব ৬০। যজ্ঞযোনি (বেদস্বরূপ) ৬১। যজ্ঞগর্ভ ৬২। যজ্ঞহৃদয় ৬৩। যজ্ঞস্তুত ৬৪। যজ্ঞভাগহর ৬৫। পঞ্চযজ্ঞ ৬৬। পঞ্চকালকর্তৃপতি (অহোরাত্র, মাস, ঋতু অয়ন ও সংবৎসররূপ কালের অধিপতি) ৬৭। পাঞ্চরাত্রিক ৬৮। বৈকুণ্ঠ (পরমধাম) ৬৯। অপরাজিত ৭০। মানসিক ৭১। নামনামিক (যাঁহার মধ্যে

৭১ নামনামিক ৭২ পরস্বামিন্ ৭৩ সুস্নাত ৭৪ হংস ৭৫ পরমহংস ৭৬ মহাহংস ৭৭ পরমযাজ্ঞিক ৭৮ সাংখ্যযোগ ৭৯ সাংখ্যমূর্ত্তে ৮০ অমৃতেশয় ৮১ হিরণ্যেশয় ৮২ দেবেশয় ৮৩ কুশেশয় ৮৪ ব্রহ্মেশয় ৮৫ পদ্মেশয় ৮৬ বিশ্বেশ্বর ৮৭ বিষ্বক্সেন ৮৮ ত্বং জগদন্বয়ঃ ৮৯ ত্বং জগৎপ্রকৃতিঃ ৯০ তবাগ্নিরাস্যম্ ৯১ বড়বামুখোঽগ্নিঃ ৯২ ত্বমাহুতিঃ ৯৩ সারথিঃ ৯৪ ত্বং বষট্কারঃ ৯৫ ত্বমোঙ্কারঃ ৯৬ ত্বং তপঃ ত্বং মনঃ ৯৮ ত্বং চন্দ্রমাঃ ৯৯ ত্বং চক্ষুরাদিত্যং ১০০ ত্বং সূর্য্যঃ ১০১ ত্বং দিশাং গজঃ ১০২ ত্বং দিগ্ভানো ১০৩ বিদিগ্ভানো ১০৪ হয়শিরঃ ১০৫ প্রথমত্রিসৌপর্ণঃ ১০৬ বর্ণধর ১০৭ পঞ্চাগ্নে ১০৮ ত্রিণাচিকেত ১০৯ ষড়ঙ্গনিধান ১১০ প্রাগ্জ্যোতিষ ১১১ জ্যেষ্ঠসামগ ১১২ সামিকব্রতধর ১১৩ অথর্বশিরাঃ ১১৪ পঞ্চমহাকল্প ১১৫ ফেনপাচার্য ১১৬ বালখিল্য ১১৭ বৈখানস ১১৮ অভগ্নযোগ ১১৯

অভগ্নপরিসংখ্যান ১২০ যুগাদে ১২১ যুগমধ্য ১২২ যুগনিধন ১২৩ আখণ্ডল ১২৪ প্রাচীনগর্ভ ১ ৫ কৌশিক ১২৬ পুরুষ্টুত ১২৭ পুরুহূত ১২৮ বিশ্বকৃৎ ১২৯ বিশ্বরূপ ১৩০ অনন্তগতে ১৩১ অনন্তভোগ ১৩২ অনন্ত ১৩৩ অনাদে ১৩৪ অমধ্য ১৩৫ অব্যক্তমধ্য ১৩৬ অব্যক্তনিধন ১৩৭ ব্রতাবাস ১৩৮ সমুদ্রাধিবাস ১৩৯ যশোবাস ১৪০ তপোবাস ১৪১ দমাবাস ১৪২ লক্ষ্ম্যাবাস ১৪৩ বিদ্যাবাস ১৪৪ কীর্ত্ত্যাবাস ১৪৫ শ্রীবাস ১৪৬ সর্বাবাস ১৪৭ বাসুদেব ১৪৮ সর্বচ্ছন্দক ১৪৯ হরিহয় ১৫০ হরিমেধ ১৫১ মহাযজ্ঞভাগহর ১৫২ বরপ্রদ ১৫৩ সুখপ্রদ ১৫৪ ধনপ্রদ ১৫৫ হরিমেধ ১৫৬ যম ১৫৭ নিয়ম ১৫৮ মহানিয়ম ১৫৯ কৃচ্ছ্র ১৬০ অতিকৃচ্ছ্র ১৬১ মহাকৃচ্ছ্র ১৬২ সর্বকৃচ্ছ্র ১৬৩ নিয়মধর ১৬৪ নিবৃত্তভ্রম ১৬৫ প্রবচনগত ১৬৬ পৃশ্নিগর্ভপ্রবৃত্ত ১৬৭

সব নামের সমাবেশ) ৭২। পরস্বামী (পরমেশ্বর) ৭৩। সুস্নাত ৭৪। হংস ৭৫। পরমহংস ৭৬। মহাহংস ৭৭। পরমযাজ্ঞিক ৭৮। সাংখ্যযোগস্বরূপ ৭৯। সাংখ্যমূর্ত্তি (জ্ঞানমূর্ত্তি) ৮০। অমৃতেশয় (বিষ্ণু) ৮১। হিরণ্যেশয় ৮২। দেবেশয় ৮৩। কুশেশয় ৮৪। ব্রহ্মেশয় ৮৫। পদ্মেশয় (বিষ্ণু) ৮৬। বিশ্বেশ্বর এবং ৮৭। বিষ্বক্সেনাদি আপনারই নাম ৮৮। আপনিই জগদন্বয় (জগতে ওতপ্রোত) ৮৯। আপনি জগতের কারণস্বরূপ ৯০। অগ্নি আপনার মুখ। ৯১। আপনি বড়বানল ৯২। আপনি আহুতিস্বরূপ ৯৩। সারথি ৯৪। বষট্কার ৯৫। ওঙ্কার ৯৬। তপস্বরূপ ৯৭। মনঃস্বরূপ ৯৮। চন্দ্রমাস্বরূপ ৯৯। চক্ষুর দেবতা সূর্য্য আপনি ১০০। সূর্য্য ১০১। দিগ্গজ ১০২। দিগ্ভানু (দিক্সমূহের প্রকাশকারী ১০৩। বিদিগ্ভানু (বিদিকসমূহের প্রকাশকারী) ১০৪। হয়গ্রীবস্বরূপ ১০৫। আপনি প্রথম ত্রিসৌপর্ণ মন্ত্র ১০৬। ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকলের ধারণকারী ১০৭। পঞ্চাগ্নিরূপ ১০৮ নাচিকেত নামে প্রসিদ্ধ ত্রিবিধ অগ্নিও আপনিই ১০৯। আপনি শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ নামক ছয় অঙ্গের নিবাস ১১০। প্রাগ্জ্যোতিষস্বরূপ ১১১। জ্যেষ্ঠ সামগস্বরূপ আপনিই ১১২। সামিক ব্রতধারী ১১৩। অথর্বশিরা ১১৪। পঞ্চমহাকল্পরূপ (আপনিই সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব শাস্ত্রসকলের উপাস্যদেব ১১৫। ফেনপাচার্য্য ১১৬। বালখিল্যমুনিরূপ ১১৭। বৈখানস মুনিরূপ আপনিই ১১৮। (অখণ্ডযোগ) ১১৯। অভগ্নপরিসংখ্যান (অখণ্ড বিচার) ১২০। যুগাদি (যুগের আদিরূপ) ১২১। যুগমধ্য (যুগের মধ্যরূপ) ১২২। যুগান্ত (যুগের অন্তরূপ আপনিই) ১২৩। আখণ্ডল (ইন্দ্র) ১২৪। আপনিই প্রাচীনগর্ভ ১২৫। কৌশিক মুনি ১২৬। পুরুষ্টুত (সকলের দ্বারা প্রচুর স্তুতি করিবার যোগ্য ১২৭। পুরুহূত ১২৮। বিশ্বকৃৎ (বিশ্বের রচয়িতা) ১২৯। বিশ্বরূপ ১৩০। অনন্তগতি ১৩১। অনন্তভোগ ১৩২। আপনার অন্ত নাই ১৩৩। আপনার আদি নাই ১৩৪। আপনার মধ্যও নাই ১৩৫। অব্যক্তমধ্য ১৩৬। অব্যক্তনিধন ১৩৭। ব্রতাবাস (ব্রতের আশ্রয়) ১৩৮। সমুদ্রবাসী (ক্ষীরসাগরশায়ী। ১৩৯। যশোবাস (যশের নিবাসস্থান) ১৪০। তপোবাস (তপের নিবাসস্থান) ১৪১। দমাবাস (সংযমের আধার) ১৪২। লক্ষ্মীনিবাস ১৪৩। বিদ্যার আশ্রয় ১৪৪। কীর্ত্তির আধার ১৪৫। সম্পত্তির আশ্রয় ১৪৬। সর্ব্বাবাস (সকলের নিবাস) ১৪৭। বাসুদেব ১৪৮। সর্ব্বচ্ছন্দক (সকলের ইচ্ছা পূর্ণকারী) ১৪৯। হরিহয় ১৫০। হরিমেধ (অশ্বমেধযজ্ঞস্বরূপ) ১৫১। মহাযজ্ঞভাগহর ১৫২। বরপ্রদ (ভক্তগণকে বরপ্রদানকারী) ১৫৩। সুখপ্রদ ১৫৪। ধনপ্রদ ১৫৫। হরিমেধ (ভগবদ্ভক্তও আপনি) ১৫৬। যম ১৫৭। নিয়ম ১৫৮। মহানিয়মাদি সাধনও আপনি ১৫৯। কৃচ্ছ্র ১৬০। অতিকৃচ্ছ্র ১৬১। মহাকৃচ্ছ্র ১৬২। সর্ব্বকৃচ্ছ্রাদি চান্দ্রায়ণ ব্রতও আপনি ১৬৩। নিয়মধর ১৬৪ নিবৃত্তভ্রম ১৬৫। প্রবচনগত (বেদবাক্যের বিষয়) ১৬৬। পৃশ্নিগর্ভপ্রবৃত্ত ১৬৭। প্রবৃত্তবেদক্রিয় (বৈদিক কর্ম্মসমূহের প্রবর্ত্তক। ১৬৮।

প্রবৃত্তবেদক্রিয় ১৬৮ অজ ১৬৯ সর্বগতে ১৭০ সর্বদর্শিন্ ১৭১ অগ্রাহ্য ১৭২ অচল ১৭৩ মহাবিভূতে ১৭৪ মাহাত্ম্যশরীর ১৭৫ পবিত্র ১৭৬ মহাপবিত্র ১৭৭ হিরণ্ময় ১৭৮ বৃহৎ ১৭৯ অপ্রতর্ক্য ১৮০ অবিজ্ঞেয় ১৮১ ব্রহ্মাগ্র্য ১৮২ প্রজাসর্গকর ১৮৩ প্রজানিধনকর ১৮৪ মহামায়াধর ১৮৫ চিত্রশিখণ্ডিন্ ১৮৬ বরপ্রদ ১৮৭ পুরোডাশভাগহর ১৮৮ গতাধ্বর ১৮৯ ছিন্নতৃষ্ণ ১৯০ ছিন্নসংশয় ১৯১ সর্বতোবৃত্ত ১৯২ নিবৃত্তিরূপ ১৯৩ ব্রাহ্মণরূপ ১৯৪ ব্রাহ্মণপ্রিয় ১৯৫ বিশ্বমূর্তে ১৯৬ মহামূর্তে ১৯৭ বান্ধব ১৯৮ ভক্তবৎসল ১৯৯ ব্রহ্মণ্যদেব ভক্তোঽহং ত্বাং দিদৃক্ষুরেকান্তদর্শনায় ২০০ নমো নমঃ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি অষ্টত্রিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩৮

অজ ১৬৯। সর্বগতি (সর্বব্যাপী) ১৭০। সর্বদর্শী ১৭১। অগ্রাহ্য ১৭২। অচল ১৭৩। মহাবিভূতি (সৃষ্টিরূপ বিভূতিবিশিষ্ট) ১৭৪। মাহাত্ম্যশরীর (অতুলিত প্রভাবশালী শরীরবিশিষ্ট) ১৭৫। পবিত্র। ১৭৬। মহাপবিত্র (পবিত্রসকলের পবিত্রকারক) ১৭৭। হিরণগর্ভ ১৭৮। বৃহৎ (ব্রহ্ম) ১৭৯। অপ্রতর্ক্য (তর্কের দ্বারা জানিবার যোগ্য নহেন) ১৮০। অবিজ্ঞেয় ১৮১। ব্রহ্মাগ্র্য ১৮২ প্রজাসৃষ্টিকারী ১৮৩। প্রজাগণের অন্তকারী ১৮৪। মহামায়াধর ১৮৫। চিত্রশিখণ্ডী, ১৮৬। বরপ্রদ, ১৮৭। পুরোডাশের ভাগগ্রহণকারী, ১৮৮। গতাধ্বর (প্রাপ্তযজ্ঞ) ১৮৯। ছিন্নতৃষ্ণ (তৃষ্ণারহিত) ১৯০। ছিন্নসংশয় ১৯১। সর্বতোবৃত্ত (সর্বব্যাপক) ১৯২। নিবৃত্তিরূপ ১৯৩। ব্রাহ্মণরূপ ১৯৪। ব্রাহ্মণপ্রিয় ১৯৫। বিশ্বমূর্তি ১৯৬। মহামূর্তি ১৯৭। (জগতের বন্ধু) ১৯৮। ভক্তবৎসল এবং ১৯৯। ব্রহ্মণ্যদেব! আমি আপনার ভক্ত। আপনাকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় আমি এ স্থানে আসিয়াছি ২০০। একান্তে দর্শনদানকারী পরমাত্মা আপনাকে বারংবার নমস্কার।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে অষ্টাত্রিংশদধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্বেতদ্বীপে নারদস্য ভগবদ্দর্শনম্, ভগবতা নারদায় বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি-স্ব-ব্যূহস্বরূপাণাং পরিচয়দানম্, ভাবিকালস্থাবতারাণাং নামবর্ণনম্, অস্যাঃ কথায়াঃ শ্রবণ-পঠনয়োর্মাহাত্ম্যঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

এবং স্তুত স ভগবান্ গুহ্যৈস্তথ্যৈশ্চ নামভিঃ।
তং মুনিং দর্শয়ামাস নারদং বিশ্বরূপধৃক্ ॥ ১
কিঞ্চিচ্চন্দ্রাদ্ বিশুদ্ধাত্মা কিঞ্চিচ্চন্দ্রাদ্ বিশেষবান্।
কৃশানুবর্ণঃ কিঞ্চিচ্চ কিঞ্চিদ্ধিষ্ণ্যাকৃতিঃ প্রভুঃ ॥২
শুকপত্রনিভঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্ফটিকসংনিভঃ।
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যো জাতরূপপ্রভঃ কচিৎ ॥ ৩
প্রবালাঙ্কুরবর্ণশ্চ শ্বেতবর্ণস্তথা কচিৎ।
কচিৎ সুবর্ণবর্ণাভো বৈদূর্যসদৃশঃ কচিৎ ॥ ৪
নীলবৈদূর্য্যসদৃশ ইন্দ্রনীলনিভঃ কচিৎ।
ময়ূরগ্রীববর্ণাভো মুক্তাহারনিভঃ কচিৎ ॥ ৫

একোনচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[শ্বেতদ্বীপে নারদের ভগবদ্দর্শন, ভগবান্ কর্তৃক নারদকে বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি নিজের ব্যূহস্বরূপের পরিচয়দান, ভবিষ্যতের অবতারগণের নাম বর্ণন এবং এই কথার শ্রবণ-পঠনের মাহাত্ম্য।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এইরূপ গুহ্য ও সত্য নামসমূহের দ্বারা যখন নারদ ভগবানের স্তুতি করিলেন, তখন তিনি বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে ও, দর্শনদান করিলেন। ১

তাঁহার এই স্বরূপ চন্দ্র হইতে কিছু অধিক নির্মল এবং কিছু চন্দ্র হইতেও বিলক্ষণ ছিল। কিছু অগ্নিসদৃশ দেদীপ্যমান এবং কিছু নক্ষত্রমণ্ডলের ন্যায় জাজ্বল্যমান ছিল। ২

কিছু শুকপক্ষীর পক্ষ তুল্য হরিদ্বর্ণ, কিছু স্ফটিক মণির সদৃশ উজ্জ্বল, কোথাও কজ্জলরাশির সমান কৃষ্ণবর্ণ ও কোনস্থল সুবর্ণ-সদৃশ কান্তিমান্ ছিল। ৩

কোথাও নবাঙ্কুরিত পল্লবতুল্য, কোথাও শ্বেতবর্ণ, কোথাও স্বর্ণবর্ণের ন্যায় আভাবিশিষ্ট এবং কোথাও বৈদূর্য্যমণিসদৃশ প্রভা বিস্ফুরিত হইতেছিল। ৪

কোথাও নীল বৈদূর্য্যমণি, কোথাও ইন্দ্র নীল মণি, কোথাও ময়ূরের গ্রীবাতুল্য বর্ণ ও কোথাও মুক্তাহারের ন্যায় কান্তি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ৫

এতান্ বহুবিধান্ বর্ণান্ রূপৈর্বিভ্রৎসনাতনঃ ।
সহস্রনয়নঃ শ্রীমান্ শতশীর্ষঃ সহস্রপাৎ ॥ ৬

সহস্রোদরবাহুশ্চ অব্যক্ত ইতি চ কচিৎ ।
ওঙ্কারমুদ্গীরন্ বক্ত্রাৎ সাবিত্রীঞ্চ তদন্বয়াম্ ॥ ৭

শেষেভ্যশ্চৈব বক্ত্রেভ্যশ্চতুর্বেদান্ গিরীন্ বহূন্
আরণ্যকং জগৌ দেবো হরির্নারায়ণো বশী ॥ ৮

বেদিং কমণ্ডলুং শুভ্রান্ মণীনুপানহৌ কুশান্ ।
অজিনং দণ্ডকাষ্ঠঞ্চ জ্বলিতঞ্চ হুতাশনম্ ॥ ৯

ধারয়ামাস দেবেশো হস্তৈর্যজ্ঞপতিস্তদা ।
তং প্রসন্নং প্রসন্নাত্মা নারদো দ্বিজসত্তমঃ ॥ ১০

বাগ্যতঃ প্রণতো ভূত্বা ববন্দে পরমেশ্বরম্
তমুবাচ নতং মূর্দ্ধ্না দেবানামাদিরব্যয়ঃ ॥ ১১

শ্রীভগবানুবাচ ।

একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব ত্রিতশ্চৈব মহর্ষয়ঃ ।
ইমং দেশমনুপ্রাপ্তা মম দর্শনলালসাঃ ॥ ১২

ন চ মাং তে দদৃশিরে ন চ দ্রক্ষ্যতি কশ্চন ।
ঋতে হ্যেকান্তিকশ্রেষ্ঠাৎ ত্বং চৈবৈকান্তিকোত্তমঃ ॥ ১৩

মমৈতাস্তনবঃ শ্রেষ্ঠা জাতা ধর্মগৃহে দ্বিজ ।
তাস্ত্বং ভজস্ব সততং সাধয়স্ব যথাগতম্ ॥ ১৪

বৃণীষ্ব চ বরং বিপ্র মত্তস্ত্বং যদিহেচ্ছসি ।
প্রসন্নোঽহং তবাদ্যেহ বিশ্বমূর্ত্তিরিহাব্যয়ঃ ॥ ১৫

নারদ উবাচ ।

অদ্য মে তপসো দেব যমস্য নিয়মস্য চ ।
সদ্যঃ ফলমবাপ্তং বৈ দৃষ্টো যদ্ ভগবান্ ময়া ॥ ১৬

বর এষ মমাত্যন্তং দৃষ্টস্ত্বং যৎ সনাতনঃ ।
ভগবান্ বিশ্বদৃক্ সিংহঃ সর্বমূর্ত্তির্মহান্ প্রভুঃ ॥ ১৭

ভীষ্ম উবাচ ।

এবং সংদর্শয়িত্বা তু নারদং পরমেষ্ঠিনম্ ।
উবাচ বচনং ভূয়ো গচ্ছ নারদ মা চিরম্ ॥ ১৮

এইভাবে সেই সনাতন ভগবান্ শ্রীহরি নিজ স্বরূপে নানাবিধ বর্ণ ধারণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার সহস্র নেত্র, শত (সহস্র) মস্তক, সহস্র পদ, সহস্র উদর ও সহস্র হস্ত ছিল। তিনি অপূর্ব্ব কান্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং কোথাও কোথাও তাঁহার আকৃতি অব্যক্ত ছিল। ৬½

সকলকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ এই ভগবান্ নারায়ণ হরি এক মুখে ওঙ্কার এবং ইঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছিলেন ও অন্যান্য মুখসমূহে চারিবেদ ও তাঁহার আরণ্যকভাগ গান করিতেছিলেন। ৭-৮

যজ্ঞপতি সেই ভগবান্ দেবেশ্বর বিষ্ণু সেই সময় নিজ হস্তে যজ্ঞবেদি, কমণ্ডলু, উজ্জ্বল মণিরত্নসমূহ, দুই উপানহ, কুশ, মৃগচর্ম্ম, দণ্ড-কাষ্ঠ এবং প্রজ্বলিত অগ্নি—এই সব বস্তু ধারণ করিয়াছিলেন। ৯½

তাঁহাকে দর্শন করিবার পর প্রসন্নচিত্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ নারদ মৌনভাবে নতমস্তক হইয়া সেই সদাপ্রসন্ন পরমেশ্বরকে বন্দনা করিলেন। মস্তক নত করিয়া চরণে পতিত নারদকে দেবতাগণের আদিকারণ অবিনাশী শ্রীহরি এই কথা বলিলেন। ১০-১১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—দেবর্ষে! মহর্ষি একত, দ্বিত ও ত্রিত—ইঁহারা সকলে আমার দর্শন করিবার ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছিল। ১২

কিন্তু তাহারা আমার দর্শন পায় নাই। আমার অনন্ত ভক্ত ব্যতীত অন্য কেহই আমার দর্শন লাভ করিতে পারে না। তুমি আমার অনন্ত ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; সেইজন্য তুমি আমার দর্শন লাভ করিলে। ১৩

দ্বিজ! ধর্ম্মের গৃহে যাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই নর-নারায়ণাদি চারি ভ্রাতা আমারই স্বরূপ, অতএব তুমি সর্ব্বদা তাঁহাদেরই ভজনা কর এবং যাহা কার্য্য আসিবে, তাহাই সাধন কর। ১৪

বিপ্র! অবিনাশী বিশ্বরূপ পরমেশ্বর আমি আজ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব তুমি যাহা ইচ্ছা কর, সেরূপ বর আমার নিকট হইতে প্রার্থনা কর। ১৫

নারদ বলিলেন,—দেব! যখন আমি ভগবান্ আপনার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তখন আমি তপ, যম ও নিয়মের সকল ফল তৎক্ষণাৎই লাভ করিয়াছি। ১৬

ভগবন্! আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বের দ্রষ্টা, সিংহতুল্য নির্ভয়, সর্ব্বস্বরূপ, মহান্ ও সনাতন প্রভু। আপনার যে দর্শনলাভ হইয়াছে, ইহাই আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বরদান। ১৭

ভীষ্ম বলিলেন;—যুধিষ্ঠির! এইভাবে দর্শন দান করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মপুত্র নারদকে পুনরায় বলিলেন,—নারদ, যাও, বিলম্ব করিও না। ১৮

ইমে হ্যনিন্দ্রিয়াহারা মদ্ভক্তাশ্চন্দ্রবর্চসঃ।
একাগ্রশ্চিন্তয়েয়ুর্মাং নৈষাং বিঘ্নো ভবেদিতি ॥ ১৯

সিদ্ধা হ্যেতে মহাভাগাঃ পুরা হ্যেকান্তিনোঽভবন্।
তমোরজোভির্নির্মুক্তা মাং প্রবেক্ষ্যন্ত্যসংশয়ম্ ॥ ২০

ন দৃশ্যশ্চক্ষুষা যোঽসৌ ন স্পৃশ্যঃ স্পর্শনেন চ।
ন ঘ্রেয়শ্চৈব গন্ধেন রসেন চ বিবর্জিতঃ ॥ ২১

সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ন গুণাস্তং ভজন্তি বৈ।
যশ্চ সর্বগতঃ সাক্ষী লোকস্যাত্মেতি কথ্যতে ॥ ২২

ভূতগ্রামশরীরেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতশ্চ নির্গুণো নিষ্কলস্তথা ॥ ২৩

দ্বির্দ্বাদশেভ্যস্তত্ত্বেভ্যঃ খ্যাতো যঃ পঞ্চবিংশকঃ।
পুরুষো নিষ্ক্রিয়শ্চৈব জ্ঞানদৃশ্যশ্চ কথ্যতে ॥ ২৪

যং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা বৈ দ্বিজসত্তমাঃ।
স বাসুদেবো বিজ্ঞেয়ঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ২৫

পশ্য দেবস্য মাহাত্ম্যং মহিমানঞ্চ নারদ।
শুভাশুভৈঃ কর্মভির্যো ন লিপ্যতি কদাচন ॥ ২৬

সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণানেতান্ প্রচক্ষতে।
এতে সর্বশরীরেষু তিষ্ঠন্তি বিচরন্তি চ ॥ ২৭

এতান্ গুণাংস্তু ক্ষেত্রজ্ঞো ভুঙ্ক্তে নৈভিঃ স ভুজ্যতে।
নির্গুণো গুণভুক্ চৈব গুণস্রষ্টা গুণাধিকঃ ॥ ২৮

জগৎপ্রতিষ্ঠা দেবর্ষে পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে।
জ্যোতিষ্যাপঃ প্রলীয়ন্তে জ্যোতির্বায়ৌ প্রলীয়তে ॥২৯

খে বায়ুঃ প্রলয়ং যাতি মনস্যাকাশমেব চ।
মনো হি পরমং ভূতং তদব্যক্তে প্রলীয়তে ॥ ৩০

অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নিষ্ক্রিয়ে সম্প্রলীয়তে।
নাস্তি তস্মাৎ পরতরঃ পুরুষাদ্ বৈ সনাতনাৎ ॥ ৩১

নিত্যং হি নাস্তি জগতি ভূতং স্থাবর-জঙ্গমম্।
ঋতে তমেকং পুরুষং বাসুদেবং সনাতনম্ ॥ ৩২

সর্বভূতাত্মভূতো হি বাসুদেবো মহাবলঃ।
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ ॥৩৩

এই ইন্দ্রিয় ও আহার-শূন্য, চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ আমার ভক্তগণ একাগ্রভাবে যাহাতে আমার চিন্তা করিতে পারে এবং তাহাদের ধ্যানে যাহাতে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, সেইজন্য তোমার এস্থান হইতে চলিয়া যাওয়া আবশ্যক। ১৯

এস্থানে বসবাসকারী এই সকল মহাভাগগণ সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহারা পূর্বেও আমার অনন্য ভক্ত ছিল। ইহারা তমোগুণ ও রজোগুণ হইতে মুক্ত, অতএব নিঃসন্দেহে আমারই মধ্যেই প্রবেশ করিবে। ২০

যাঁহাকে নেত্রের দ্বারা দেখা যায় না, চর্মের দ্বারা স্পর্শ করা যায় না, গন্ধগ্রহণকারী ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা আঘ্রাণ করা যায় না, রসনেন্দ্রিয় দ্বারা যাঁহার রস আস্বাদন করা যায় না, সত্ত্ব রজ, ও তমনামক গুণত্রয় যাঁহাকে প্রভাবিত করিতে পারে না, যিনি স্বয়ং নষ্ট হন না, যাঁহাকে অজ, নিত্য সনাতন, নির্গুণ ও নিষ্কল বলিয়া বর্ণনা করা হয়, যিনি চতুর্বিংশতি তত্ত্বসমূহেরও পরে পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপে প্রখ্যাত, যাঁহাকে পুরুষ, নিষ্ক্রিয় ও জ্ঞানময় নেত্রের দ্বারা দর্শন করিবার যোগ্য বলিয়া বর্ণনা করা হয়, যাঁহার মধ্যে প্রবেশ করত শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণও জগতে মুক্ত হইয়া যান, তিনি হইলেন সনাতন পরমাত্মা বাসুদেব। ২১-২৫

নারদ! সেই পরমাত্মার মাহাত্ম্য ও মহিমা অবলোকন কর। যিনি শুভাশুভ কর্মসমূহের দ্বারা কখনও লিপ্ত হন না। ২৬

সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণ কথিত হইয়াছে। ইহারা সম্পূর্ণ শরীরে অবস্থান করে এবং শরীরের সর্বত্র বিচরণ করে। ২৭

এই সকল গুণকে ক্ষেত্রজ্ঞ স্বয়ং ভোগ করেন, কিন্তু এই গুণসকলের দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা ভুক্ত হন না; কারণ, তিনি নির্গুণ গুণসমূহের ভোক্তা, গুণসকলের স্রষ্টা ও গুণসমূহ হইতে উৎকৃষ্ট। ২৮

দেবর্ষে! এই সম্পূর্ণ জগৎ যাঁহার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই পৃথিবী জলে বিলীন হইয়া যায়। জল তেজে এবং তেজ বায়ুতে লয় হয়। ২৯

বায়ু আকাশে লয় হয়, আকাশ মনে বিলীন হয়। মন উৎকৃষ্ট ভূত (মহাভূত)। এই মন অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে। ৩০

ব্রহ্মন্! অব্যক্ত নিষ্ক্রিয় পুরুষে লীন হয়। সেই সনাতন পুরুষ হইতে উৎকৃষ্ট কোন বস্তু নাই। ৩১

সংসারে সেই একমাত্র সনাতন পুরুষ বাসুদেব ব্যতীত কোনও স্থাবর জঙ্গম ভূতই নিত্য নহে। ৩২

তে সমেতা মহাত্মানঃ শরীরমিতি সংজ্ঞিতম্ ।
তদা বিশতি যো ব্রহ্মন্নদৃশ্যো লঘুবিক্রমঃ ॥ ৩৪
উৎপন্ন এব ভবতি শরীরং চেষ্টয়ন্ প্রভুঃ ।
ন বিনা ধাতুসঙ্ঘাতং শরীরং ভবতি কাচিৎ ॥ ৩৫
ন চ জীবং বিনা ব্রহ্মন্ বায়বশ্চেষ্টয়ন্ত্যত ।
স জীবঃ পরিসংখ্যাতঃ শেষঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ ॥ ৩৬
তস্মাৎ সনৎকুমারত্বং যোঽলভৎ স্বেন কর্ম্মণা ।
যস্মিংশ্চ সর্বভূতানি প্রলয়ং যান্তি সংক্ষয়ম্ ॥ ৩৭
স মনঃ সর্বভূতানাং প্রদ্যুম্নঃ পরিপঠ্যতে ।
তস্মাৎ প্রসূতো যঃ কর্ত্তা করণং কার্য্যমেব চ ॥৩৮
তস্মাৎ সর্বং সম্ভবতি জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ।
সোঽনিরুদ্ধঃ স ঈশানো ব্যক্তঃ স সর্বকর্ম্মসু ॥ ৩৯
যো বাসুদেবো ভগবান্ ক্ষেত্রজ্ঞো নির্গুণাত্মকঃ ।
জ্ঞেয়ঃ স এব রাজেন্দ্র জীবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ ॥ ৪০

মহাবল বাসুদেব সমস্ত ভূতগণের আত্মা। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত ॥ ৩৩

এই সব মহাভূত একত্রে মিলিত হইয়াই শরীর নাম ধারণ করে। ব্রহ্মন্! সেই সময় অদৃশ্যভাবে যে শীঘ্রগামী চেতন উহার মধ্যে প্রবেশ করেন, তিনিই জ বাত্মা ॥ ৩৪

এই সর্ব্বসমর্থ জীবাত্মার শরীরে প্রবেশ করাতেই উৎপন্ন বলা হয়। ইনিই শরীরকে চেষ্টাশীল করেন; কারণ, ইনিই শরীর-সঞ্চালনে সমর্থ। কোথাও উক্ত পঞ্চমহাভূতের মিলিতসমুদায় ব্যতীত কোনও শরীর হয় না। ৩৫

ব্রহ্মন্! জীব ব্যতীত প্রাণবায়ু চেষ্টা করে না। এই জীবই শেষ বা ভগবান্ সঙ্কর্ষণ নামে বর্ণিত হন ॥ ৩৬

যে সেই সঙ্কর্ষণ অথবা জীবের দ্বারা উৎপন্ন হইয়া নিজের কর্ম্মের (ধ্যান, পূজাদির) দ্বারা সনৎকুমারত্ব (জীবন্মুক্তি) লাভ করে, যাহার মধ্যে সমস্ত প্রাণী লয় হয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই সমস্ত ভূতগণের মনই 'প্রদ্যুম্ন' নামে উক্ত হন ॥ ৩৭

সেই প্রদ্যুম্ন হইতে যাহার উৎপত্তি হয়, সেই অহঙ্কারই তন্মাত্রা প্রভৃতির কর্ত্তা, পরম্পরাসম্বন্ধে মহাভূতগণের কারণ এবং মহত্তত্ত্বের কার্য্য ॥ ৩৮

তাহা হইতেই সমস্ত চরাচর জগতের উৎপত্তি হয়। ইহাকেই 'অনিরুদ্ধ' এবং 'ঈশান' বলা হয়। এই অনিরুদ্ধই (কর্ত্তৃত্বের অভিমান-রূপে) সম্পূর্ণ কর্ম্মসমূহে ব্যক্ত হয় ॥ ৩৯

রাজেন্দ্র! যে ভগবান্ বাসুদেব ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ ও নির্গুণরূপে জানিবার যোগ্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনিই প্রভাবশালী সঙ্কর্ষণরূপ জীবাত্মা। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যাহা মনোময় বলিয়া উক্ত হয়। প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ আবির্ভূত হন, ইনিই অহঙ্কার বা ঈশ্বর ৪০-৪১

সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নো মনোভূতঃ স উচ্যতে ।
প্রদ্যুম্নাদ্ যোঽনিরুদ্ধস্তু সোঽহঙ্কারঃ স ঈশ্বরঃ ॥ ৪১
মত্তঃ সর্বং সম্ভবতি জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ।
অক্ষরঞ্চ ক্ষরং চৈব সচ্চাসচ্চৈব নারদ ॥ ৪২
মাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা ভক্তাস্তু যে মম ।
অহং হি পুরুষো জ্ঞেয়ো নিষ্ক্রিয়ঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৪৩
নির্গুণো নিষ্কলশ্চৈব নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ ।
এতৎ ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে ॥ ৪৪
ইচ্ছন্ মুহূর্ত্তান্নশ্যেয়মীশোঽহং জগতো গুরুঃ ।
মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ ॥ ৪৫
সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি
ময়ৈতৎ কথিতং সম্যক্ তব মূর্ত্তিচতুষ্টয়ম্ ॥ ৪৬
অহং হি জীবসংজ্ঞাতো ময়ি জীবঃ সমাহিতঃ ।
নৈবং তে বুদ্ধিরত্রাভূদ্ দৃষ্টো জীবো ময়েতি বৈ ॥ ৪৭

নারদ! আমা হইতেই সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমরূপ জগতের উৎপত্তি হয়। ক্ষর ও অক্ষর এবং অসৎ ও সৎও আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪২

এ সংসারে যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা আমার মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া মুক্ত হয়। আমিই পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপ নিষ্ক্রিয় পুরুষরূপে জানিবার যোগ্য ॥ ৪৩

আমি নির্গুণ, নিষ্কল, দ্বন্দ্বসমূহের অতীত এবং পরিগ্রহশূন্য। তুমি যেন এরূপ বুঝিও না যে, ইনি রূপবান্ সেইজন্য দৃষ্টিগোচর হইতেছেন; কারণ, আমি ইচ্ছা করিলেই তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া যাইতে পারি; যেহেতু, আমিই সমস্ত জগতের গুরু ও ঈশ্বর ॥৪৪

নারদ! তুমি যে আমাকে দর্শন করিতেছ, এইরূপে আমি মায়া রচনা করিয়াছি। তুমি আমাকে সকল ভূতগণের গুণসমূহের দ্বারা যুক্ত বলিয়াও জানিও না ॥ ৪৫

আমি নিজের বাসুদেব, সঙ্কর্ষণাদি চারি স্বরূপের সম্যক্ বর্ণনা তোমার নিকট করিলাম। আমিই জীব নামে প্রসিদ্ধ, আমার মধ্যেই জীবের স্থিতি; কিন্তু তোমার মনে এরূপ বুদ্ধি যেন উদয় না হয় যে, আমি জীবকে দেখিয়াছি ॥ ৪৬-৪৭

অহং সর্বত্রগো ব্রহ্মন্ ভূতগ্রামান্তরাত্মকঃ।
ভূতগ্রামশরীরেষু নশ্যৎসু ন নশাম্যহম্ ॥ ৪৮
সিদ্ধা হি তে মহাভাগা নরা হ্যেকান্তিনোঽভবন্।
তমোরজোভ্যাং নির্মুক্তাঃ প্রবেক্ষ্যন্তি চ মাং মুনে ॥৪৯
হিরণ্যগর্ভো লোকাদিশ্চতুর্বক্ত্রো হ্যনিরুক্তগঃ।
ব্রহ্মা সনাতনো দেবো মম বহ্বর্থচিন্তকঃ ॥ ৫০
ললাটাচ্চৈব মে রুদ্রো দেবঃ ক্রোধাদ্ বিনিঃসৃতঃ।
পশ্যৈকাদশ মে রুদ্রান্ দক্ষিণং পার্শ্বমাস্থিতান্ ॥ ৫১
দ্বাদশৈব তথাহঽদিত্যান্ বামপার্শ্বে সমাস্থিতান্।
অগ্রতশ্চৈব মে পশ্য বসূনষ্টৌ সুরোত্তমান্ ॥ ৫২
নাসত্যং চৈব দস্রঞ্চ ভিষজৌ পশ্য পৃষ্ঠতঃ।
সর্বান্ প্রজাপতীন্ পশ্য পশ্য সপ্ত ঋষীংস্তথা ॥ ৫৩
বেদান্ যজ্ঞাংশ্চ শতশঃ পশ্যামৃতমথৌষধীঃ।
তপাংসি নিয়মাংশ্চৈব যমানপি পৃথগ্বিধান্ ॥ ৫৪

তথাষ্টগুণমৈশ্বর্যমেকস্থং পশ্য মূর্তিমৎ।
শ্রিয়ং লক্ষ্মীঞ্চ কীর্তিঞ্চ পৃথিবীঞ্চ ককুদ্মিনীম্ ॥৫৫
বেদানাং মাতরং পশ্য মৎস্থাং দেবীং সরস্বতীম্।
ধ্রুবঞ্চ জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠং পশ্য নারদ খেচরম্ ॥ ৫৬
অম্ভোধরান্ সমুদ্রাংশ্চ সরাংসি সরিতস্তথা।
মূর্তিমন্তঃ পিতৃগণাংশ্চতুরঃ পশ্য সত্তম ॥ ৫৭
ত্রীংশ্চৈবান্ গুণান্ পশ্য মৎস্থান্ মূর্তিবিবর্জিতান্।
দেবকার্য্যাদপি মুনে পিতৃকার্যং বিশিষ্যতে ॥ ৫৮
দেবানাঞ্চ পিতৄণাঞ্চ পিতা হ্যেকোঽহমাদিতঃ।
অহং হয়শিরা ভূত্বা সমুদ্রে পশ্চিমোত্তরে ॥ ৫৯
পিবামি সুহুতং হব্যং কব্যঞ্চ শ্রদ্ধয়ান্বিতম্।
ময়া সৃষ্টঃ পুরা ব্রহ্মা মাং যজ্ঞমযজৎ স্বয়ম্ ॥ ৬০
ততস্তস্মৈ বরান্ প্রীতো দত্তবানস্ম্যনুত্তমান্।
মৎপুত্রত্বঞ্চ কল্পাদৌ লোকাধ্যক্ষত্বমেব চ ॥ ৬১

ব্রহ্মন্! আমি সর্বব্যাপী ও সমস্ত প্রাণিসমুদায়ের অন্তরাত্মা। সম্পূর্ণ ভূতবর্গ ও শরীর নষ্ট হইয়া যাইলে পরও আমার নাশ হয় না ॥ ৪৮

মুনে! এই সব মহাভাগ শ্বেতদ্বীপনিবাসীরা সিদ্ধ; ইহারা পূর্বে আমার অনন্য ভক্ত ছিল। ইহারা তমোগুণ ও রজোগুণ হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য আমার মধ্যেই প্রবিষ্ট হইবে ॥ ৪৯

যিনি সম্পূর্ণ জগতের আদি, চতুর্মুখ, অনির্বচনীয়স্বরূপ, হিরণ্যগর্ভ ও সনাতন দেবতা, সেই ব্রহ্মা আমার বহুবিধ কার্য্যের চিন্তাকারী। ৫০

আমার ক্রোধবশতঃ আমারই ললাট হইতে রুদ্রদেবের আবির্ভাব হইয়াছে। দেখ, এই একাদশ রুদ্র আমারই দক্ষিণভাগে বিরাজমান আছে ॥ ৫১

এইরূপ আমারই বামভাগে দ্বাদশ আদিত্য বিরাজিত আছে। অগ্রভাগে সুরশ্রেষ্ঠ অষ্টবসু বিদ্যমান আছে। এই সকলকে তুমি প্রত্যক্ষ দর্শন কর ॥ ৫২

আমার পৃষ্ঠভাগেও দৃষ্টিপাত কর, যেখানে নাসত্য ও দস্র—এই দুই দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার অবস্থিত আছে। ইহা ব্যতীত আমার বিভিন্ন অঙ্গসমূহে সমস্ত প্রজাপতিগণ, সপ্তর্ষিগণ, সম্পূর্ণ বেদসমূহ, শত যজ্ঞ, ওষধিসকল ও অমৃত বিদ্যমান আছে দেখ। তপ ও নানাপ্রকারের যম-নিয়মও এখানে মূর্তিমান্ রহিয়াছে ॥ ৫৩-৫৪

অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যও এখানে একই স্থানে সাকাররূপে বর্তমান আছে, ইহাদের দর্শন কর। শ্রী লক্ষ্মী কীর্তি, পর্বতসকল সহ পৃথিবী এবং বেদমাতা সরস্বতীদেবীও আমার মধ্যে বিরাজমান আছে, তুমি ইহাদের সকলকেই দর্শন কর। নারদ! এই নক্ষত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আকাশচারী ধ্রুবকেও দেখা যাইতেছে, তুমি ইহার দিকেও দৃষ্টিপাত কর। ৫৫-৫৬

সাধুশ্রেষ্ঠ! মেঘ, সমুদ্র, সরোবর ও নদীসকলকেও তুমি আমার মধ্যে মূর্তিমান্ দর্শন কর। চারিপ্রকারের পিতৃগণও সশরীরে বিদ্যমান আছে, ইহাদিগকেও অবলোকন কর ॥ ৫৭

আমার শরীরে অবস্থিত মূর্তিরহিত এই তিন গুণকেও মূর্তিমান্ হইয়া থাকিতে দেখ। মুনে! দেবকার্য্য হইতেও পিতৃকার্য্য শ্রেষ্ঠ ॥ ৫৮

একমাত্র আমিই দেবগণের এবং পিতৃগণের পিতা। আমিই হয়গ্রীবরূপ ধারণ করত সমুদ্রে বায়ুকোণের দিকে অবস্থান করি এবং বিধি অনুসারে হুত হব্য ও শ্রদ্ধাসহকারে সমর্পিত কব্যও পান করি ॥ ৫৯½

পুরাকালে আমার দ্বারা সৃষ্ট ব্রহ্মা স্বয়ং যজ্ঞপুরুষ আমার পূজা করিয়াছিল। ইহাতে প্রসন্ন হইয়া আমি তাহাকে উত্তম বর প্রদান করি ॥ ৬০½

(সেই বর দান হইল এইরূপ "ব্রহ্মন্! তুমি প্রত্যেক কল্পে আদিতে আমার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইবে এবং লোকাধ্যক্ষের

অহঙ্কারকৃতং চৈব নাম পর্য্যায়বাচকম্।
ত্বয়া কৃতাঞ্চ মর্য্যাদাং নাতিক্রংস্যতি কশ্চন ॥৬২
ত্বং চৈব বরদো ব্রহ্মন্ বরেপ্সূনাং ভবিষ্যসি।
সুরাসুরগণানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ তপোধন ॥ ৬৩
পিতৃণাঞ্চ মহাভাগ সততং সংশিতব্রত।
বিবিধানাঞ্চ ভূতানাং ত্বমুপাস্যো ভবিষ্যসি ॥ ৬৪
প্রাদুর্ভাবগতশ্চাহং সুরকার্য্যেষু নিত্যদা।
অনুশাস্যস্ত্বয়া ব্রহ্মন্ নিয়োজ্যশ্চ সুতো যথা ॥ ৬৫
এতাংশ্চান্যাংশ্চ রুচিরান্ ব্রাহ্মণেঽমিততেজসে।
অহং দত্ত্বা বরান্ প্রীতো নিবৃত্তিপরমোঽভবম্ ॥ ৬৬
নির্বাণং সর্বধর্মাণাং নিবৃত্তিঃ পরমা স্মৃতা।
তস্মান্নিবৃত্তিমাপন্নশ্চরেৎ সর্বাঙ্গনির্বৃতঃ ॥ ৬৭
বিদ্যাসহায়বন্তঞ্চ আদিত্যস্থং সমাহিতম্।
কপিলং প্রাহুরাচার্য্যাঃ সাংখ্যনিশ্চিতনিশ্চয়াঃ ॥৬৮

হিরণ্যগর্ভো ভগবানেষ চ্ছন্দসি সুষ্টুতঃ।
সোঽহং যোগরতির্ব্রহ্মন্ যোগশাস্ত্রেষু শব্দিতঃ ॥ ৬৯
এষোঽহং ব্যক্তিমাগত্য তিষ্ঠামি দিবি শাশ্বতঃ।
ততো যুগসহস্রান্তে সংহরিষ্যে জগৎ পুনঃ ॥ ৭০
কৃত্বাত্মস্থানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
একাকী বিদ্যয়া সার্ধং বিহরিষ্যে জগৎ পুনঃ ॥ ৭১
ততো ভূয়ো জগৎ সর্বং করিষ্যামীহ বিদ্যয়া।
অস্মিন্ মূর্তিশ্চতুর্থী যা সাসৃজচ্ছেষমব্যয়ম্ ॥ ৭২
স হি সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্তঃ প্রদ্যুম্নং সোঽপ্যজীজনৎ।
প্রদ্যুম্নাদনিরুদ্ধোঽহং সর্গো মম পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৩
অনিরুদ্ধাৎ তথা ব্রহ্মা তন্নাভিকমলোদ্ভবঃ।
ব্রহ্মণঃ সর্বভূতানি চরাণি স্থাবরাণি চ ॥ ৭৪
এতাং সৃষ্টিং বিজানীহি কল্পাদিষু পুনঃ পুনঃ।
যথা সূর্য্যস্য গগনাদুদয়াস্তমনে ইহ ॥৭৫

পদ লাভ করিবে। তোমার পর্য্যায়বাচী নাম হইবে অহঙ্কার-কর্তা। তোমার দ্বারা স্থিরীকৃত মর্য্যাদা কেহই লঙ্ঘন করিবে না। ৬১-৬২

ব্রহ্মন্! তুমি বরপ্রার্থী সাধকগণকে বরদান করিতে সমর্থ হইবে। কঠোর ব্রতপালনকারী মহাভাগ তপোধন! তুমি দেবতা, অসুর, ঋষি, পিতৃগণ ও নানাপ্রকার প্রাণিবর্গের সর্বদা উপাস্য হইবে। ৬৩-৬৪

ব্রহ্মন্! আমি যখন দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য অবতার গ্রহণ করিব, সেই সময় তুমি আমাকে সর্বদা শাসন করিবে এবং পুত্রের ন্যায় প্রত্যেক কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিবে" ।৬৫

নারদ! অমিততেজস্বী ব্রহ্মাকে এই সব এবং আরও বহু সুন্দর বর দান করত আমি প্রসন্নচিত্তে নিবৃত্তিপরায়ণ হইয়া যাইলাম। ৬৬

সমস্ত ধর্ম কর্ম হইতে উপরত হওয়ার পরম নিবৃত্ত বলিয়া কথিত হয়; অতএব যে ব্যক্তি নিবৃত্তি লাভ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই সর্বাঙ্গসুখী হইয়া বিচরণ করে।। ৬৭

সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্তবিষয়ে নিশ্চয়কারী আচার্য্যগণ আমাকেই বিদ্যার সহায়যুক্ত, সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত এবং সমাহিতচিত্ত কপিল বলিয়া বর্ণনা করে। ৬৮

বেদে যাঁহার স্তুতি করা হইয়াছে, সেই ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ আমারই স্বরূপ। ব্রহ্মন্! যোগীরা যাঁহাতে রমণ করে, সেই যোগশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরও আমি-ই। ৬৯

এই সময় সনাতন পরমাত্মা আমিই ব্যক্তরূপ ধারণ করত আকাশে অবস্থিত আছি। তারপর এক সহস্র চতুর্যুগ অতি-ক্রান্ত হইলে আমিই এই জগৎকে সংহার করিব। ৭০

সেই সময় সমস্ত চরাচর প্রাণিবর্গকে নিজের মধ্যে লীন করত আমি একাকীই নিজের বিদ্যা শক্তির দ্বারা শূন্য সংসারে বিহার করিব। ৭১

তদনন্তর সৃষ্টির সময় আসিলে পর সেই বিদ্যাশক্তিরই দ্বারা সংসারের সমস্ত চরাচর প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিব। আমার যে চার মূর্তি, (অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ (শেষ) ও বাসুদেব) উহাদের মধ্যে চতুর্থ বাসুদেব-মূর্তি; এই মূর্তিই অবিনাশী শেষ মূর্তিকে উৎপন্ন করে। ৭২

এই শেষকেই সঙ্কর্ষণ বলা হয়। সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নকে উৎপন্ন করে এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের আবির্ভাব হয়। এ সব আমি-ই: বারংবার উৎপন্ন এই সৃষ্টি বিস্তার আমারই। ৭৩

আমার অনিরুদ্ধ মূর্তি হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়, যাহার আবির্ভাব আমার নাভিকমল হইতে হইয়াছে। ব্রহ্মা হইতেই সমস্ত চরাচর ভূত উদ্ভূত হয়।৭৪

ইহা তুমি জানিও যে, কল্পের আদিতে বারংবার এই সৃষ্টিকে আমি সৃষ্টি করি (এবং অন্তে ইহাকে সংহার করি)। যেরূপ আকাশে সূর্য্যের উদয় হয় এবং আকাশেই অস্ত যায়, এই উদয়-অস্তের ক্রম চলিতেই থাকে (সেইরূপ আমা হইতেই

মগ্নেৈ পুনর্বলাৎ কাল অনিয়ত্যমিতদ্যুতিঃ।
তথা বলাদহং পৃথ্বীং সর্বভূতহিতায় বৈ ॥৭৬

(ভীষ্ম উবাচ।
নারদস্তথ পপ্রচ্ছ ভগবন্তং জনার্দনম্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু ত্বং দ্রষ্টব্যো মহাপ্রভো ॥

শ্রীভগবানুবাচ।
শৃণু নারদ তত্ত্বেন প্রাদুর্ভাবান্ মহামুনে।
মৎস্যঃ কূর্মো বরাহশ্চ নরসিংহশ্চ বামনঃ ॥
রামো রামশ্চ রামশ্চ কৃষ্ণঃ কল্কী চ তে দশ।
পূর্বং মীনো ভবিষ্যামি স্থাপয়িষ্যাম্যহং প্রজাঃ ॥
লোকান্ বেদান্ ধরিষ্যামি মজ্জমানান্ মহার্ণবে।
দ্বিতীয়ং কূর্মরূপং মে হেমকূটনিভং শৃণু ॥
মন্দরং ধারয়িষ্যামি অমৃতার্থে দ্বিজোত্তম।
মগ্নাং মহার্ণবে ঘোরে তাম্রাক্রান্তামিমং পুনঃ ॥)

সবৈরাক্রান্তসর্বাঙ্গাং নষ্টাং সাগরমেখলাম্
আনয়িষ্যামি স্বস্থানং বারাহং রূপমাস্থিতঃ ॥ ৭৭
হিরণ্যাক্ষং বধিষ্যামি দৈতেয়ং বলগর্বিতম্।
নারসিংহং বপুঃ কৃত্বা হিরণ্যকশিপুং পুনঃ ॥ ৭৮
সুরকার্য্যে হনিষ্যামি যজ্ঞঘ্নং দিতিনন্দনম্।
বিরোচনস্য বলবান্ বলিঃ পুত্রো মহাসুরঃ ॥ ৭৯
অবধ্যঃ সর্বলোকানাং সদেবাসুররক্ষসাম্।
ভবিষ্যতি স শক্রং বা স্বরাজ্যাচ্চ্যাবয়িষ্যতি ॥ ৮০
ত্রৈলোক্যেঽপহৃতে তেন বিমুখে চ শচীপতৌ।
অদিত্যাং দ্বাদশাদিত্যঃ সম্ভবিষ্যামি কশ্যপাৎ ॥ ৮১
(জটী গত্বা যজ্ঞসদঃ স্তুয়মানো দ্বিজোত্তম।
যজ্ঞস্তবং করিষ্যামি শ্রুত্বা প্রীতো ভবেদ্ বলিঃ ॥
কিমিচ্ছসি বটো ব্রহ্মচারীত্যুক্তো যাচে মহদ্ বরম্।
দীয়তাং ত্রিপদীমাত্রমিতি যাচে মহাসুরম্ ॥

জগতের উৎপত্তি হয় এবং আমাতেই জগতের লয় হয়। এই সৃষ্টি ও সংহারের ক্রম আবহমান কাল ধরিয়াই চলিতেছে)। ৭৫

যেরূপ অমিততেজস্বী কাল সূর্য্য অদৃশ্য হইলে পর পুনরায় বলপূর্ব্বক উঁহাকে দৃষ্টিপথে লইয়া যায়, সেইরূপ আমিও সমস্ত প্রাণিগণের হিতের জন্য এই পৃথিবীকে সমুদ্রের জল হইতে বলপূর্ব্বক উপরে উঠাইয়া আনি। ৭৬

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তদনন্তর নারদ ভগবান্ জনার্দনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাপ্রভো! কোন্ কোন্ স্বরূপে আপনাকে দর্শন (ও স্মরণ) করা উচিত ?

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—মহামুনি নারদ! তুমি আমার অবতারগণের নাম শ্রবণ কর—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও কল্কি—এই দশ

প্রথমে আমি মৎস্যরূপে আবির্ভূত হই এবং সমস্ত প্রজাগণকে নির্ভয় অবস্থায় স্থাপিত করি। মহাসাগরে নিমজ্জিত লোক ও বেদসমূহও আমি রক্ষা করি।

বৎস! আমার দ্বিতীয় অবতার হইল কূর্ম। সেই সময় আমি হেমকূট পর্ব্বতের ন্যায় কচ্ছপ রূপ ধারণ করি। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যখন দেবতারা অমৃতের জন্য ক্ষীরসাগরকে মন্থন করে, তখন আমি নিজের পৃষ্ঠে কূর্মরূপে মন্দরাচলকে ধারণ করি।)

যাহার সর্ব্বাঙ্গ প্রাণিগণে পরিপূর্ণ এবং যে সমুদ্রের দ্বারা চারিদিকে পরিবেষ্টিত, সেই এই পৃথিবী যখন ভারবশতঃ ঘোর মহাসাগরে নিমজ্জিত হইয়া যায়, সেই সময় আমি বরাহরূপ ধারণ করত ইহাকে পুনরায় স্বস্থানে লইয়া আসি। সেই সময় বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্যকেও বধ করিব ॥ ৭৭½

তদনন্তর দেবতাগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য নরসিংহরূপ ধারণ করত যজ্ঞনাশক দিতিনন্দন হিরণ্যকশিপুকেও আমি সংহার করিব। ৭৮½

বিরোচনের এক বলবান্ পুত্র, যে মহাসুর বলি নামে বিখ্যাত হইবে তাহাকে দেবতা, অসুর ও রাক্ষসগণের সহিত সমস্ত লোকসকলও বধ করিতে সমর্থ হইবে না। সে ইন্দ্রকেও স্বর্গরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দিবে। ৭৯-৮০

যখন বলি ত্রিলোকের রাজ্য অপহরণ করিবে এবং শচীপতি ইন্দ্র রণে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিবে, সেই সময় আমি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভ হইতে দ্বাদশ আদিত্য বামন রূপে আবির্ভূত হইব ॥ ৮১

(দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেই সময় সকল লোক আমার স্তুতি করিবে এবং জটাধারী ব্রহ্মচারী রূপে আমি বলির যজ্ঞমণ্ডপে যাইয়া তাহার যজ্ঞের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিব, যাহা শুনিয়া বলি প্রীত হইবে।

যখন সে বলিবে যে, 'ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ! বলুন, আপনি কি ইচ্ছা করেন? তখন আমি তাহার নিকট হইতে এক মহৎ বর

স দত্তাস্ময়ি সম্প্রীতঃ প্রতিষিদ্ধশ্চ মন্ত্রিভিঃ।
যাবজ্জলং হস্তগতং ত্রিভিবিক্রমণৈর্বৃতম্ ॥)
ততো রাজ্যং প্রদাস্যামি শক্রায়ামিততেজসে।
দেবতাঃ স্থাপয়িষ্যামি স্বস্বস্থানেষু নারদ ॥ ৮২
বলিং চৈব করিষ্যামি পাতালতলবাসিনম্।
দানবঞ্চ বলিং শ্রেষ্ঠমবধ্যং সর্বদৈবতৈঃ ॥ ৮৩
ত্রেতাযুগে ভবিষ্যামি রামো ভৃগুকুলোদ্বহঃ।
ক্ষত্রং চোৎসাদয়িষ্যামি সমৃদ্ধবলবাহনম্ ॥ ৮৪
সন্ধ্যাংশে সমনুপ্রাপ্তে ত্রেতায়া দ্বাপরস্য চ।
অহং দাশরথী রামো ভবিষ্যামি জগৎপতিঃ ॥ ৮৫
ত্রিতোপঘাতাদ্ বৈরূপ্যমেকতোঽথ দ্বিতস্তথা
প্রাপ্স্যোতে বানরত্বং হি প্রজাপতিসুতাবৃষী ॥ ৮৬
তয়োর্যে ত্বন্বয়ে জাতা ভবিষ্যন্তি বনৌকসঃ।
মহাবলা মহাবীর্য্যাঃ শক্রতুল্যপরাক্রমাঃ ॥ ৮৭

তে সহায়া ভবিষ্যন্তি সুরকার্য্যে মম দ্বিজ।
ততো রক্ষঃপতিং ঘোরং পুলস্ত্যকুলপাংসনম্ ॥ ৮৮
হরিষ্যে রাবণং রৌদ্রং সগণং লোককণ্টকম্।
দ্বাপরস্য কলেশ্চৈব সন্ধৌ পার্য্যবসানিকে ॥ ৮৯
প্রাদুর্ভাবঃ কংসহেতোর্মথুরায়াং ভবিষ্যতি।
(কংসং কেশিং তথা কালমরিষ্টঞ্চ মহাসুরম্।
চাণূরঞ্চ মহাবীর্য্যং মুষ্টিকঞ্চ মহাবলম্ ॥
প্রলম্বং ধেনুকং চৈব অরিষ্টং বৃষরূপিণম্
কালীয়ঞ্চ বশে কৃত্বা যমুনায়া মহাহ্রদে ॥
গোকুলে তু ততঃ পশ্চাদ্ গবার্থে তু মহাগিরিম্।
সপ্তরাত্রং ধরিষ্যামি বর্ষমাণে তু বাসবে ॥
অপক্রান্তে ততো বর্ষে গিরিমূর্ধন্যবস্থিতঃ।
ইন্দ্রেণ সহ সংবাদং করিষ্যামি তদা দ্বিজ ॥)
তত্রাহং দানবান্ হত্বা সুবহূন্ দেবকণ্টকান্ ॥ ৯০

প্রার্থনা করিব। আমি সেই মহাসুরকে তখন বলিব যে, 'আমাকে তিন পদ পরিমিত ভূমি মাত্র দান কর'।

তখন সে মন্ত্রিগণ নিষেধ করিলেও আমার উপর প্রসন্নবশতঃ আমাকে সেই বর দান করিবে। যেই সঙ্কল্পের জল আমার হস্তে আসিবে, তৎক্ষণাৎ আমি তিন পদের দ্বারা ত্রিলোক পরিমাপ করিয়া আবৃত করিয়া ফেলিব।)

তারপর সেই ত্রিলোকের রাজ্য অমিততেজস্বী ইন্দ্রকে প্রদান করিব। নারদ! এইভাবে আমি সমস্ত দেবতাগণকে নিজ নিজ স্থানে পুনরায় স্থাপিত করিয়া দিব ॥ ৮২

আর সেই সঙ্গে সমস্ত দেবতাদিগের পক্ষে অবধ্য শ্রেষ্ঠ দানব বলিকেও পাতালবাসী করিব ॥ ৮৩

তারপর ত্রেতাযুগ আসিলে পর ভৃগুকুলভূষণ পরশুরামরূপে আবির্ভূত হইব এবং সেনা ও বাহনসকলের দ্বারা সমৃদ্ধ ক্ষত্রিয়দিগকে সর্ব্বতোভাবে উৎপাদিত করিব ॥ ৮৪

তদনন্তর যখন ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইবে, সেই সময় আমি জগৎপতি দশরথনন্দন রামরূপে অবতার গ্রহণ করিব ॥ ৮৫

ত্রিত নামক মুনির সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করায় একত ও দ্বিত—এই দুই প্রজাপতিপুত্র ঋষি বিরূপ বানর-যোনি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৮৬

এই উভয়ের বংশে যে সব বনবাসী বানর জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা সকলেই মহাবল, মহাপরাক্রমশালী ও ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৮

ব্রহ্মন্! তাহারা দেবকার্য্যের সিদ্ধির জন্য আমার সহায়তা করিবে। তদনন্তর আমি সমস্ত লোকের পক্ষে কণ্টকস্বরূপ পুলস্ত্যকুলাধম ভয়ঙ্কর রাক্ষসরাজ রাবণকে গণের সহিত বিনাশ করিব ॥ ৮৮ই

তারপর দ্বাপর ও কলির সন্ধিকাল অতিবাহিত হইবার সময় কংসকে বধ করিবার জন্য মথুরায় আমি অবতীর্ণ হইব ॥ ৮৯ই

(সেই সময়, কংস কেশী, কালাসুর, মহাদৈত্য অরিষ্টাসুর, মহাপরাক্রমী চাণূর, মহাবল মুষ্টিক, প্রলম্ব, ধেনুকাসুর ও বৃষরূপধারী অরিষ্টকে বিনাশ করিয়া যমুনার বিশাল কুণ্ডে স্থিত কালিয় নাগকে বশীভূত করিয়া গোকুলে ইন্দ্রের বর্ষণের সময় গো-সকলকে রক্ষা করিবার জন্য বিশাল পর্ব্বত গোবর্দ্ধনকে সপ্ত দিবারাত্র নিজ হস্তে ছত্রের ন্যায় ধারণ করিয়া রাখিব। ব্রহ্মন্! যখন বর্ষা বন্ধ হইয়া যাইবে, তখন আমি পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রের সহিত আলাপ আলোচনা করিব।)

সেখানে আমি বহুসংখ্যক দেবশত্রু দানবগণকে বধ করিয়া কুশস্থলী নগরীকে দ্বারকাপুরী নামে প্রচলিত করিব এবং উহাতেই বাস করিব ॥ ৯০ই

কুশস্থলীং করিষ্যামি নিবেশং দ্বারকাং পুরীম্ ।
বসানস্তত্র বৈ পুর্য্যামদিতের্বিপ্রয়ঙ্করম্ ॥ ৯১
হনিষ্যে নরকং ভৌমং মুরং পীঠঞ্চ দানবম্ ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরং রম্যং নানাধনসমন্বিতম্ ॥ ৯২
কুশস্থলীং নয়িষ্যামি হত্বা বৈ দানবোত্তমম্ ।
(কৃকলাসং নৃগং চৈব মোচয়িষ্যে হ বৈ পুনঃ ॥
তত্র পৌত্রনিমিত্তেন গত্বা বৈ শোণিতং পুরম্ ।
বাণস্য চ পুরং গত্বা করিষ্যে কদনং মহৎ ॥)
মহেশ্বরমহাসেনৌ বাণপ্রিয়হিতৈষিণৌ ॥ ৯৩
পরাক্রেষ্যাম্যথোদ্যুক্তৌ দেবৌ লোকনমস্কৃতৌ ।
ততঃ সুতং বলের্জিত্বা বাণং বাহুসহস্রিণম্ ॥ ৯৪
বিনাশয়িষ্যামি ততঃ সর্বান্ সৌভনিবাসিনঃ ।
যঃ কালযবনখ্যাতো গর্গতেজোঽভিসংবৃতঃ ॥ ৯৫
ভবিষ্যতি বধস্তস্য মত্ত এব দ্বিজোত্তম ।
জরাসন্ধশ্চ বলবান্ সর্বরাজবিরোধনঃ ॥ ৯৬
ভবিষ্যত্যসুরঃ স্ফীতো ভূমিপালো গিরিব্রজে ।
মম বুদ্ধিপরিস্পন্দাৎ বধস্তস্য ভবিষ্যতি ॥ ৯৭
শিশুপালং বধিষ্যামি যজ্ঞে ধর্মসুতস্য বৈ ।
সমাগতেষু বলিষু পৃথিব্যাং সর্বরাজসু ॥ ৯৮
বাসবিঃ সুসহায়ো বৈ মম হ্যেকো ভবিষ্যতি ।
যুধিষ্ঠিরং স্থাপয়িষ্যে স্বরাজ্যে ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ৯৯
এবং লোকা বদিষ্যন্তি নর-নারায়ণবৃষী ।
উদ্যুক্তৌ দহতঃ ক্ষত্রং লোককার্য্যার্থমীশ্বরৌ ॥ ১০০
কৃত্বা ভারাবতরণং বসুধায়া যথেপ্সিতম্ ।
সর্বসাত্বতমুখ্যানাং দ্বারকায়াশ্চ সত্তম ॥ ১০১
কর্মাণ্যপরিমেয়ানি চতুর্মূর্তিধরো হ্যহম্
কৃত্বা লোকান্ গমিষ্যামি স্বানহং ব্রহ্মসৎকৃতান্ ॥ ১০২
করিষ্যে প্রলয়ং ঘোরমাত্মজ্ঞাতিবিনাশনম্ ।
কর্মাণ্যপরিমেয়াণি চতুর্মূর্তিধরো হ্যহম্ ॥ ১০৩
কৃত্বা লোকান্ গমিষ্যামি স্বানহং ব্রহ্মসৎকৃতান্ ।
হংসঃ কূর্মশ্চ মৎস্যশ্চ প্রাদুর্ভাবা দ্বিজোত্তম ॥ ১০৪

এখানে অবস্থান করত দেবমাতা অদিতির অপ্রিয়কারী ভূমিপুত্র নরকাসুর মুর ও পীঠনামক দানবদিগকে সংহার করিব এবং নানাবিধ ধন-ধান্যে সম্পন্ন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামে যে রমণীয় নগর আছে, সেখানে দানবশ্রেষ্ঠ নরককে বধ করিয়া তাহার সমস্ত বৈভব কুশস্থলীতে লইয়া যাইব। ৯১-৯২½

(এই সময় গিরগিটি-কুলে উৎপন্ন রাজা নৃগকেও আমি উদ্ধার করিব। এই অবতারেই নিজের পৌত্র অনিরুদ্ধের জন্য বাণাসুরের রাজধানী শোণিতপুরে গমন করত সেখানের অসুরসৈন্যদিগের প্রচণ্ড উৎপীড়ন করিব।)

বাণাসুরের প্রিয় ও হিতাকাঙ্ক্ষী বিশ্ববন্দিত দেবতা ভগবান্ শঙ্কর ও কার্ত্তিকেয় যখন আমার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যোগী হইবে, তখন আমি ইঁহাদের দুইজনকে যুদ্ধে পরাজিত করিব। ৯৩½

তদনন্তর সহস্র বাহুসমন্বিত বলিপুত্র বাণাসুরকে পরাজিত করিয়া শাল্বের সৌভবিমানে অবস্থিত সমস্ত যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিব। ৯৪½

দ্বিজোত্তম! গর্গাচার্য্যের তেজ হইতে উৎপন্ন হইয়া শক্তিশালী যে অসুর কাল যবন নামে বিখ্যাত হইবে, আমারই দ্বারা তাহারও বধকার্য্য সম্পন্ন হইবে। ৯৫½

গিরিব্রজে জরাসন্ধ নামে এক অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ও বলবান্ অসুর রাজা হইবে। এই অসুর সেই সময় সমস্ত রাজাদের সহিত শত্রুতাচরণ করিতে করিতে অবস্থান করিবে; আমারই বুদ্ধি প্রবন্ধে ইহারও বধ সম্ভব হইবে। ৯৬-৯৭

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে পৃথিবীর সমস্ত বলবান্ রাজারা উপস্থিত হইবে। আমি তাহাদের সকলেরই মধ্যে শিশুপালকে বধ করিব। ৯৮

একমাত্র ইন্দ্রপুত্র অর্জুন সেই সময় আমার সখা ও একান্ত সহায়ক হইবে। আমি রাজা যুধিষ্ঠিরকে তাহার ভ্রাতৃগণের সহিত পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিব। ৯৯

সেই সময় সকল লোকেই এই কথা বলিতে থাকিবে যে, এই ঈশ্বর নর ও নারায়ণ নামক দুই ঋষিই একসঙ্গে উদ্যত হইয়া লোকহিতের জন্য ক্ষত্রিয়জাতির সংহার করিতেছেন। ১০০

সাধুশ্রেষ্ঠ! পৃথিবীদেবীর ইচ্ছানুসারে তাহার ভার লাঘব করিয়া দ্বারকার সমস্ত যাদবপ্রধানগণের ধ্বংসসাধন করত নিজের জাতির বিনাশের জন্য ভয়ঙ্কর কর্ম করিব। ১০১½

শ্রীকৃষ্ণ, বলভদ্র, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চার স্বরূপধারণকারী আমি অসংখ্য কর্ম করিয়া ব্রহ্মাকর্তৃক সম্মানিত নিজের ধামে গমন করিব। ১০২½

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! হংস, কূর্ম, মৎস্য, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, দশরথনন্দন রাম, যদুবংশজাত শ্রীকৃষ্ণ ও কল্কি—এসকলই আমার অবতার। ১০৩-১০৪

বরাহো নারসিংহশ্চ বামনো রাম এব চ।
রামো দাশরথিশ্চৈব সাত্বতঃ কল্কিরেব চ ॥ ১০৪
যদা বেদশ্রুতির্নষ্টা ময়া প্রত্যাহৃতা পুনঃ।
সবেদাঃ সশ্রুতিকাশ্চ কৃতাঃ পূর্বং কৃতে যুগে ॥ ১০৫
অতিক্রান্তাঃ পুরাণেষু শ্রুতাস্তে যদি বা কচিৎ।
অতিক্রান্তাশ্চ বহবঃ প্রাদুর্ভাবা মমোত্তমাঃ ॥ ১০৬
লোককার্য্যাণি কৃত্বা চ পুনঃ স্বাং প্রকৃতিং গতাঃ।
ন হ্যেতদ্ ব্রহ্মণা প্রাপ্তমীদৃশং মম দর্শনম্ ॥ ১০৭
যৎ ত্বয়া প্রাপ্তমদ্যেহ একান্তগতবুদ্ধিনা।
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং ব্রহ্মন্ ভক্তিমতো ময়া ॥ ১০৮
পুরাণঞ্চ ভবিষ্যঞ্চ সরহস্যঞ্চ সত্তম।

ভীষ্ম উবাচ।

এবং স ভগবান্ দেবো বিশ্বমূর্ত্তিধরোঽব্যয়ঃ ॥ ১০৯
এতাবদুক্ত্বা বচনং তত্রৈবান্তর্দধে পুনঃ।
নারদোঽপি মহাতেজাঃ প্রাপ্যানুগ্রহমীপ্সিতম্ ॥ ১১০
নর-নারায়ণৌ দ্রষ্টুং বদর্য্যাশ্রমমাদ্রবৎ।
ইদং মহোপনিষদং চতুর্বেদসমন্বিতম্ ॥১১১
সাংখ্যযোগকৃতং তেন পঞ্চরাত্রানুশব্দিতম্।
নারায়ণমুখোদ্গীতং নারদোঽশ্রাবয়ৎ পুনঃ ॥ ১১২
ব্রহ্মণঃ সদনে তাত যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এতদাশ্চর্য্যভূতং হি মাহাত্ম্যং তস্য ধীমতঃ ॥১১৩
কিং বৈ ব্রহ্মা ন জানীতে যতঃ শুশ্রাব নারদাৎ
পিতামহোঽপি ভগবাংস্তস্মাদ্ দেবাদনন্তরঃ ॥ ১১৪
কথং স ন বিজানীয়াৎ প্রভাবমমিতৌজসঃ।

ভীষ্ম উবাচ।

মহাকল্পসহস্রাণি মহাকল্পশতানি চ ॥ ১১৫
সমতীতানি রাজেন্দ্র সর্গাশ্চ প্রলয়াশ্চ হ।
সর্গস্যাদৌ স্মৃতো ব্রহ্মা প্রজাসর্গকরঃ প্রভুঃ ॥ ১১৬
জানাতি দেবপ্রবরং ভূয়শ্চাতোঽধিকং নৃপঃ।
পরমাত্মানমীশানমাত্মনঃ প্রভবং তথা ॥ ১১৭

যখন যখন বেদশ্রুতি লুপ্ত হইয়া যাইবে, তখন তখনই অবতার গ্রহণ করত আমি পুনরায় তাহাকে প্রকাশিত করিব। আমিই পূর্ব্বে সত্যযুগে বেদসহ শ্রুতিসমূহকে প্রকাশ করিয়াছিলাম। ১০৫

আবার যে সমস্ত অবতার আজ পর্য্যন্ত অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকেই তুমি সম্ভবতঃ পুরাণে শুনিয়া থাকিবে। আবার আরও উত্তমোত্তম বহু অবতার হইয়াছে। ১০৬

এই সব অবতার লোকহিতকর কার্য্যসম্পন্ন করিয়া পুনরায় নিজের মূলস্বরূপে মিলিত হইয়াছে। আমার প্রতি তোমার অনন্য ভক্তি থাকায় আজ তুমি এখানে আমার যে স্বরূপ দর্শন করিলে, আমার এই স্বরূপের দর্শন আজ পর্য্যন্ত ব্রহ্মাও লাভ করিতে পারে নাই। ১০৭½

ব্রহ্মন্! সাধুপ্রবর! তুমি আমার প্রতি ভক্তিমান্, সেইজন্য আমি তোমার নিকট ভূত ও ভবিষ্যতের সমস্ত অবতারগণের রহস্যসহ বর্ণনা করিলাম। ১০৮½

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! বিশ্বরূপধারী অবিনাশী ভগবান্ নারায়ণদেব এই কথা বলিয়া সেখানে পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ১০৯½

তখন মহাতেজস্বী নারদও ভগবানের মনোবাঞ্ছিত অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া নর-নারায়ণকে দর্শন করিবার জন্য বদরিকাশ্রমের দিকে গমন করিলেন। ১১০½

এই মহোপনিষদ্ (জ্ঞান) চার বেদের বিজ্ঞানসম্পন্ন। ইহার মধ্যে সাংখ্য ও যোগের সিদ্ধান্তও রহিয়াছে। ইহার পাঞ্চরাত্র আগম নামে প্রসিদ্ধি আছে। সাক্ষাৎ নারায়ণের মুখ হইতে ইহা গীত হইয়াছে। তাত! এই বিষয় নারদ শ্বেতদ্বীপে যেরূপ দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, সেইরূপই ব্রহ্মার ভবনে শ্রবণ করাইয়া ছিলেন। ১১১-১১২½

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—বুদ্ধিমান্ নারায়ণের মাহাত্ম্য ত' অতিশয় আশ্চর্য্যময়। ব্রহ্মা কি ইহা জানিতেন না কিংবা নারদের মুখ হইতেই তিনি প্রথম শ্রবণ করিয়াছিলেন। ১১৩½

ভগবান্ ব্রহ্মা ত' এই নারায়ণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। তবে কেন তিনি সেই মহাতেজস্বী নারায়ণের প্রভাব জানিতেন না? ১১৪½

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আজ পর্য্যন্ত শত শত ও সহস্র সহস্র মহাকল্প অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কত যে সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং প্রলয়ও কতবার হইয়াছে। সৃষ্টির আরম্ভে ব্রহ্মাই প্রজাবর্গের সৃষ্টিকর্তা নামে কথিত হন। ১১৫-১১৬

নৃপ! তিনি নিজের উৎপত্তির কারণভূত দেবপ্রবর নারায়ণকে ইহা হইতেও অধিকরূপে জানেন। তিনি ইঁহাকে সর্বেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়াই জানেন। ১১৭

যে ত্বন্যে ব্রহ্মসদনে সিদ্ধসঙ্ঘাঃ সমাগতাঃ।
তেভ্যস্তচ্ছ্রাবয়ামাস পুরাণং বেদসম্মিতম্ ॥ ১১৮
তেষাং সকাশাৎ সূর্য্যশ্চ শ্রুত্বা বৈ ভাবিতাত্মনাম্।
আত্মানুগামিনাং রাজন্ শ্রাবয়ামাস বৈ ততঃ ॥ ১১৯
ষট্‌ষষ্টির্হি সহস্রাণি ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
সূর্য্যস্য তপতো লোকান্ নির্মিতা যে পুরঃসরাঃ ॥১২০
তেষামকথয়ৎ সূর্য্যঃ সর্বেষাং ভাবিতাত্মনাম্।
সূর্য্যানুগামিভিস্তাত ঋষিভিস্তৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ১২১
মেরৌ সমাগতা দেবাঃ শ্রাবিতাশ্চেদমুত্তমম্।
দেবানাং তু সকাশাদ্ বৈ ততঃ শ্রুত্বাসিতো দ্বিজঃ ॥ ১২২
শ্রাবয়ামাস রাজেন্দ্র পিতৄণাং মুনিসত্তমঃ।
(এবং পরম্পরাখ্যাতমিদং শান্তনুমাশ্রিতম্)
মম চাপি পিতা তাত কথয়ামাস শান্তনুঃ ॥ ১২৩
ততো ময়াপি শ্রুত্বা চ কীর্ত্তিতং তব ভারত

সুরৈর্বা মুনিভির্বাপি পুরাণং যৈরিদং শ্রুতম্ ॥ ১২৪
সর্বে তে পরমাত্মানং পূজয়ন্তে সমন্ততঃ।
ইদমাখ্যানমার্ষেয়ং পারম্পর্য্যাগতং নৃপ ॥১২৫
নাবাসুদেবভক্তায় ত্বয়া দেয়ং কথঞ্চন।
(আখ্যানমুত্তমং চেদং শ্রাবয়েদ্ যঃ সদা নৃপ।
তদৈব মনুজো ভক্তঃ শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ ॥
প্রাপ্নুযাদচিরাদ্ রাজন্ বিষ্ণুলোকং সনাতনম্।)
মত্তোঽন্যানি চ তে রাজন্নুপাখ্যানশতানি বৈ ॥ ১২৬
যানি শ্রুতানি সর্বাণি তেষাং সারোঽয়মুদ্ধৃতম্।
সুরাসুরৈর্যথা রাজন্ নির্মথ্যামৃতমুদ্ধৃতম্ ॥ ১২৭
এবমেতৎ পুরা বিপ্রৈঃ কথয়িত্বমিহোদ্ধৃতঃ।
যশ্চেদং পঠতে নিত্যং যশ্চেদং শৃণুয়ান্নরঃ ॥ ১২৮
একান্তভাবোপগত একান্তেষু সমাহিতঃ।
প্রাপ্য শ্বেতং মহাদ্বীপং ভূত্বা চন্দ্রপ্রভো নরঃ ॥ ১২৯

ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার আলয়ে যে সব আরও সিদ্ধসমূহের বাস করেন, তাঁহাদিগকে নারদ বেদতুল্য পুরাতন পাঞ্চরাত্র শুনাইয়াছিলেন। ১১৮

পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট সেই সিদ্ধগণের মুখ হইতে ভগবান্ সূর্য্যদেব এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। রাজন্! সূর্য্যদেব শ্রবণ করিয়া নিজের অনুগামী ষাট্ হাজার ভাবিতাত্মা মুনিগণকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। লোকসমূহকে তাপদানকারী সূর্য্যদেবের অগ্রে অগ্রে গমনকারী যে সব ঋষিগণ সৃষ্ট হইয়াছিলেন, সেই সব ভাবিতাত্মা মুনিদিগকেও সূর্য্যদেব ভগবানের এই মহিমা শুনাইয়াছিলেন ॥ ১১৯-১২০½

তাত! সূর্য্যদেবের অনুগমনকারী সেই মহাত্মা ঋষিগণ মেরুপর্ব্বতে সমাগত দেবতাদিগকে এই উত্তম মাহাত্ম্য শুনাইয়াছিলেন ॥ ১২১½

রাজেন্দ্র! মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ অসিত দেবতাগণের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া পিতৃগণকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন ॥ ১২২½

এইভাবে পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হইয়া এই উত্তম জ্ঞান মহারাজ শান্তনু লাভ করিয়াছিলেন। তাত! তারপর পিতা শান্তনু আমাকে উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ১২৩

ভারত! পিতার মুখ হইতে এই প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া এখন আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। দেবতা, মুনি অথবা অন্য যাঁহারা এই পুরাতন জ্ঞান শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে সর্ব্বতোভাবে পরমাত্মার পূজা করেন ॥ ১২৪½

হে নৃপ! যে মানুষ সর্ব্বদা এই উত্তম উপাখ্যান শ্রবণ করাইবেন, সেই ভক্ত মানুষ পবিত্র ও একাগ্রচিত্ত হইয়া শীঘ্রই ভগবান্ বিষ্ণু সনাতনলোক প্রাপ্ত হইবেন। ১২৫½

রাজন্! তুমি আমার নিকট হইতে যে অন্য শত শত উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছ, সেই সবের এই সারভাগ নিঃসারিত করিয়া তোমার সম্মুখে স্থাপিত করিলাম ॥ ১২৬½

হে রাজন্! যেরূপ দেবতা ও অসুরগণ সমুদ্রকে মন্থন করিয়া তাহা হইতে অমৃত নিঃসারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণ সমস্ত শাস্ত্রকে মথিত করিয়া অমৃতময়ী এই কথা এ জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন। ১২৭½

যে মানুষ প্রতিদিন ইহা পাঠ করিবে ও যে ইহা অন্য মনুষ্যগণকে সর্ব্বদা শ্রবণ করাইবে, তিনি ভগবানের প্রতি অনন্যভাব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অনন্য ভক্তগণের মধ্যে একাগ্রচিত্তে অনুরক্ত শ্বেতনামক মহাদ্বীপে উপস্থিত হইবেন এবং সেই মানুষ চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান্ রূপ ধারণ করত সেই সহস্রকিরণবিশিষ্ট ভগবান্ নারায়ণদেবে প্রবেশ করিবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১২৮-১২৯½

এই কথা প্রথম হইতেই শ্রবণ করিয়া রোগী রোগ হইতে

স সহস্রার্চিষং দেবং প্রবিশেন্নাত্র সংশয়ঃ।
মুচ্যেদার্তস্তথা রোগাচ্ছ্রুত্বেমামাদিতঃ কথাম্॥ ১৩০
জিজ্ঞাসুর্লভতে কামান্ ভক্তো ভক্তগতিং ব্রজেৎ।
ত্বয়াপি সততং রাজন্নভ্যর্চ্যঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১৩১
স হি মাতা পিতা চৈব কৃৎস্নস্য জগতো গুরুঃ।
ব্রহ্মণ্যদেবো ভগবান্ প্রীয়তাং তে সনাতনঃ॥ ১৩২
যুধিষ্ঠির মহাবাহো মহাবুদ্ধির্জনার্দনঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বৈতদাখ্যানবরং ধর্মরাড্ জনমেজয়॥ ১৩৩
ভ্রাতরশ্চাস্য তে সর্বে নারায়ণপরাঽভবন্।
জিতং ভগবতা তেন পুরুষেণেতি ভারত॥ ১৩৪
নিত্যং জপ্যপরা ভূত্বা সরস্বতীমুদীরয়ন্।
যো হ্যস্মাকং গুরুশ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ॥ ১৩৫
জগৌ পরমকং জপ্যং নারায়ণমুদীরয়ন্।
গত্বান্তরিক্ষাৎ সততং ক্ষীরোদমমৃতাশয়ম্॥ ১৩৬
পূজয়িত্বা চ দেবেশং পুনরায়াৎ স্বমাশ্রমম্।

ভীষ্ম উবাচ।

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং নারদোক্তং ময়েরিতম্॥ ১৩৭
পারম্পর্য্যাগতং হ্যেতদ্ পিত্রা মে কথিতং পুরা।

সৌতিরুবাচ।

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং বৈশম্পায়নকীর্ত্তিতম্॥ ১৩৮
জনমেজয়েন তচ্ছ্রুত্বা কৃতং সম্যগ্ যথাবিধি।
যূয়ং হি তপ্ততপসঃ সর্বে চ চরিতব্রতাঃ॥ ১৩৯
সর্বে বেদবিদো মুখ্যা নৈমিষারণ্যবাসিনঃ।
শৌনকস্য মহাসত্রং প্রাপ্তাঃ সর্বে দ্বিজোত্তমাঃ॥ ১৪০
যজধ্বং সুহুতৈর্যজ্ঞৈঃ শাশ্বতং পরমেশ্বরম্।
পারম্পর্য্যাগতং হ্যেতৎ পিত্রা মে কথিতং পুরা॥ ১৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়ণীয়ে একোনচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৩৯

মুক্ত হইয়া যাইবে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে জ্ঞানলাভ করিবেন এবং ভক্ত পুরুষ ভক্তজনোচিত গতি প্রাপ্ত হইবেন। ১৩০½

রাজন্! তোমারও সর্বদাই ভগবান্ পুরুষোত্তমের পূজা করা উচিত; কারণ, তিনিই সম্পূর্ণ জগতের পিতা, মাতা ও গুরু। ১৩১½

মহাবাহু যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণহিতৈষী পরম বুদ্ধিমান্ সনাতন পুরুষ ভগবান্ জনার্দন সর্বদা তোমার উপর প্রসন্ন থাকুন।১৩২½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই উত্তম উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার সকল ভ্রাতাই ভগবান্ নারায়ণের পরম ভক্ত হইয়া যাইলেন। ১৩৩½

হে ভারত! তাঁহারা নিত্য ভগবন্নামজপে তৎপর থাকিয়া 'ভগবান্ পুরুষোত্তমের জয় হউক' এরূপ কথা উচ্চারণ করিতেন। ১৩৪½

যিনি আমাদের পরম গুরু মুনিবর শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, তিনিও পরম উত্তম নারায়ণ মন্ত্র জপ করিতে করিতে নিরন্তর তাঁহারই মহিমা গান করিতেছেন। ১৩৫½

ব্যাসদেব নিত্যই আকাশমার্গে অমৃতনিধি ক্ষীরসাগরের তীরে গমন করত দেবেশ্বর শ্রীহরির পূজা করিবার পর পুনরায় নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন।১৩৬½

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! নারদ কর্তৃক কথিত এই সম্পূর্ণ উপাখ্যান আমি তোমাকে বলিয়া শুনাইলাম। ইহা পূর্ব-পরম্পরাক্রমে প্রথমে আমার পিতা শান্তনু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তারপর পিতা তাহা আমাকে বলিয়াছিলেন। ১৩৭½

সূতপুত্র বলিলেন,—শৌনক! বৈশম্পায়ন কর্তৃক কথিত এই সারা উপাখ্যান আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। জনমেজয় ইহা শ্রবণ করত উত্তম বিধি অনুসারে ভগবানের পূজা করিলেন। তোমরাও তপস্বী এবং ব্রতপালনকারী। ১৩৮-১৩৯

নৈমিষারণ্যে বাসকারী প্রায় সকল ঋষিই মুখ্য বেদজ্ঞ ছিলেন এবং সকলেই শ্রেষ্ঠ দ্বিজ শৌনকের এই মহাযজ্ঞে একত্রে সমবেত হইয়াছিলেন। ১৪০

আপনারা সকলে বিধি অনুসারে হোম করত উত্তম যজ্ঞসমূহের দ্বারা সেই সনাতন পরমেশ্বরের পূজা করিবেন। এই পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত উত্তম উপাখ্যান আমার পিতা প্রথমে আমাকেই বলিয়াছিলেন। ১৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে নারায়ণের মহিমাবিষয়ক একোনচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্যাসেন স্বশিষ্যেভ্যো ভগবতা ব্রহ্মাদিদেবানাং সমীপে কথিতস্য প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপধর্ম্মস্যোপদেশদানম্ ।]

শৌনক উবাচ।

কথং স ভগবান্ দেবো যজ্ঞেষগ্রহরঃ প্রভুঃ।
যজ্ঞধারী চ সততং বেদবেদাঙ্গবিৎ তথা ॥ ১
নিবৃত্তং চাস্থিতো ধর্ম্মং ক্ষমী ভাগবতঃ প্রভুঃ।
নিবৃত্তিধর্ম্মান্ বিদধে স এব ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ২
কথং প্রবৃত্তিধর্ম্মেষু ভাগার্হা দেবতাঃ কৃতাঃ।
কথং নিবৃত্তিধর্ম্মাশ্চ কৃতা ব্যাবৃত্তবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩
এতং নঃ সংশয়ং সৌতে ছিন্ধি গুহ্যং সনাতনম্।
ত্বয়া নারায়ণকথাঃ শ্রুতা বৈ ধর্ম্মসংহিতাঃ ॥ ৪

সৌতিরুবাচ।

জনমেজয়েন যৎ পৃষ্টঃ শিষ্যো ব্যাসস্য ধীমতঃ।
তৎ তেঽহং কথয়িষ্যামি পৌরাণং শৌনকোত্তম ॥ ৫
শ্রুত্বা মাহাত্ম্যমেতস্য দেহিনাং পরমাত্মনঃ।
জনমেজয়ো মহাপ্রাজ্ঞো বৈশম্পায়নমব্রবীৎ ॥ ৬

জনমেজয় উবাচ।

ইমে সব্রহ্মকা লোকাঃ স সুরাসুরমানবাঃ।
ক্রিয়াস্বভ্যুদয়োক্তাসু সক্তা দৃশ্যন্তি সর্বশঃ ॥ ৭
মোক্ষশ্চোক্তস্ত্বয়া ব্রহ্মন্ নির্বাণং পরমং সুখম্।
যে তু মুক্তা ভবন্তীহ পুণ্যপাপবিবর্জিতাঃ ॥ ৮
তে সহস্রার্চিষং দেবং প্রবিশন্তীহ শুশ্রুম।
অয়ং হি দুরনুষ্ঠেয়ো মোক্ষধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৯
যং হিত্বা দেবতাঃ সর্বা হব্যকব্যভুজোঽভবন্।
কিঞ্চ ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ শক্রশ্চ বলভিৎ প্রভুঃ ॥ ১০
সূর্য্যস্তারাধিপো বায়ুরগ্নির্বরুণ এব চ।
আকাশং জগতী চৈব যে চ শেষা দিবৌকসঃ ॥ ১১

চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়

[ব্যাসদেব কর্তৃক নিজ শিষ্যগণকে ভগবানের দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবতাগণের নিকট কথিত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মের উপদেশ-দান।]

শৌনক বলিলেন;—সূতনন্দন! সেই প্রভাবশালী বেদবেত্ত ভগবান্ নারায়ণদেব যজ্ঞসমূহে প্রথম ভাগগ্রহণকারী বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং তিনিই বেদ ও বেদাঙ্গসমূহের জ্ঞাতা পরমেশ্বর নিত্য-নিরন্তর যজ্ঞধারী (যজ্ঞকর্ত্তা) বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন। একই ভগবানে যজ্ঞসমূহের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব এই উভয়ই কিভাবে সম্ভব হয়? ১

সকলেরই প্রভু, ক্ষমাশীল, ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং ত' নিবৃত্তি-ধর্ম্মেই স্থিত আছেন এবং সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানই নিবৃত্তি-ধর্ম্মের বিধানও করিয়াছেন। ২

এইরূপ নিবৃত্তি ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও তিনি দেবতাগণকে প্রবৃত্তি-ধর্ম্মে অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহে ভাগগ্রহণের অধিকারী কেন করিলেন? এবং ঋষিদিগকে বিষয়সকলে বিরক্তবুদ্ধি ও নিবৃত্তি-ধর্ম্মপরায়ণ কেন করিলেন? ৩

সূতনন্দন! এই গূঢ় সন্দেহ সর্ব্বদা আমার মনে উত্থিত হয়, আপনি ইহার নিরাকরণ করুন; কারণ, আপনিই ভগবান্ নারায়ণের বহু ধর্ম্মসঙ্গীত কথা শ্রবণ করিয়াছেন। ৪

সূতপুত্র বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ শৌনক! রাজা জনমেজয় বুদ্ধিমান্ ব্যাসদেবের শিষ্য বৈশম্পায়নের সম্মুখে যে প্রশ্ন উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই পুরাণপ্রোক্ত বিষয় আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিব। ৫

পরম বুদ্ধিমান্ জনমেজয় সমস্ত প্রাণিগণের আত্মস্বরূপ পরমাত্মা নারায়ণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন। ৬

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে! ব্রহ্মা, দেবগণ, অসুরেরা এবং মনুষ্যদিগের সহিত এই সমস্ত জগতকেই লৌকিক অভ্যুদয়ের জন্য কথিত কর্ম্মসমূহেই আসক্ত থাকিতে দেখা যায়। ৭

ব্রহ্মন্! কিন্তু নিজের মোক্ষকেই পরম শান্তি ও পরম সুখ-স্বরূপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা মুক্ত, তাঁহারা পুণ্য ও পাপরহিত হইয়া সহস্র কিরণসমূহে প্রকাশিত ভগবান্ নারায়ণে প্রবেশ করেন, ইহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। ৮½

কিন্তু এই সনাতন মোক্ষধর্ম্ম অত্যন্ত দুষ্কর বলিয়া মনে হয়, যাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সকল দেবতাই হব্য ও কব্যভক্ষণকারী হইয়া গিয়াছেন। ৯½

ইহা ব্যতীত ব্রহ্মা, রুদ্র ও বলাসুরহন্তা সামর্থ্যশালী ইন্দ্র, সূর্য্য, তারাপতি চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, বরুণ, আকাশ, পৃথিবী এবং যাঁহারা অবশিষ্ট দেবতা বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে কি পরমাত্মা

প্রলয়ং ন বিজানন্তি আত্মনঃ পরিনির্মিতম্ ।
ততস্তেনাশ্বিতা মার্গং ধ্রুবমক্ষরমব্যয়ম্ ॥ ১২

স্মৃত্বা কালপরীমাণং প্রবৃত্তিং যে সমাশ্রিতাঃ ।
দোষঃ কালপরীমাণে মহানেষ ক্রিয়াবতাম্ ॥ ১৩

এতন্মে সংশয়ং বিপ্র হৃদি শল্যমিবার্পিতম্ ।
ছিন্ধীতিহাসকথনাৎ পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ১৪

কথং ভাগহরাঃ প্রোক্তা দেবতাঃ ক্রতুষু দ্বিজ ।
কিমর্থং চাধ্বরে ব্রহ্মন্নিজ্যন্তে ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ১৫

যে চ ভাগং প্রগৃহ্ণন্তি যজ্ঞেষু দ্বিজসত্তম ।
তে যজন্তো মহাযজ্ঞৈঃ কস্য ভাগং দদন্তি বৈ ॥ ১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অহো গূঢ়তমঃ প্রশ্নস্ত্বয়া পৃষ্টো জনেশ্বর ।
নাতপ্ততপসা হ্যেষ নাবেদবিদুষা তথা ॥ ১৭

নাপুরাণবিদা চৈব শক্যো ব্যাহর্তুমঞ্জসা ।
হন্ত তে কথয়িষ্যামি যন্মে পৃষ্টঃ পুরা গুরুঃ ॥ ১৮

কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাসো বেদব্যাসো মহানৃষিঃ ।
সুমন্তুর্জৈমিনিশ্চৈব পৈলশ্চ সুদৃঢ়ব্রতঃ ॥ ১৯

অহং চতুর্থঃ শিষ্যো বৈ পঞ্চমশ্চ শুকঃ স্মৃতঃ ।
এতান্ সমাগতান্ সর্বান্ পঞ্চ শিষ্যান্ দমান্বিতান্ ॥ ২০

শৌচাচারসমাযুক্তান্ জিতক্রোধাঞ্জিতেন্দ্রিয়ান্ ।
বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্ ॥ ২১

মেরৌ গিরিবরে রম্যে সিদ্ধচারণসেবিতে ।
তেষামভ্যসতাং বেদান্ কদাচিৎ সংশয়োঽভবৎ ॥ ২২

এষ বৈ যস্ত্বয়া পৃষ্টস্তেন তেষাং প্রকীর্তিতঃ
ততঃ শ্রুতো ময়া চাপি তবাখ্যেয়োঽদ্য ভারত ॥ ২৩

শিষ্যাণাং বচনং শ্রুত্বা সর্বাজ্ঞানতমোনুদঃ ।
পরাশরসুতঃ শ্রীমান্ ব্যাসো বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ২৪

কর্তৃক রচিত নিজের মোক্ষমার্গকে জানেন না? যাহার জন্য তাঁহারা নিশ্চল, ক্ষয়শূন্য এবং অবিনাশী মোক্ষমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই? ১০-১২

যে সব লোক নিয়তকাল পর্যন্ত স্বর্গপ্রাপ্তিকারক ফলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রবৃত্তিমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই কর্মপরায়ণ পুরুষগণের পক্ষে ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক দোষ যে, তাঁহারা কালের সীমায় আবদ্ধ থাকিয়াই কর্মের ফল ভোগ করেন। ১৩

বিপ্র! এই সংশয় আমার হৃদয়ে কণ্টকের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া আছে। আপনি ইতিহাস শ্রবণ করাইয়া আমার সন্দেহ নিবারণ করুন। আমার মনে এই বিষয় জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ১৪

দ্বিজ! দেবতাগণকে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবার অধিকারী কেন বলা হইয়াছে? ব্রহ্মন্! স্বর্গলোকবাসী দেবতাদিগকেই কেন যজ্ঞে পূজা করা হয়? ১৫

দ্বিজসত্তম! যাঁহারা যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, সেই দেবতারা যখন স্বয়ং মহাযজ্ঞসকলের অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁহারা কাঁহাকে ভাগ সমর্পণ করেন? ১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনেশ্বর! তুমি অতিশয় গূঢ় প্রশ্ন করিয়াছ। যাহারা তপস্যা করে নাই এবং যাহারা বেদ ও পুরাণসমূহের বিদ্বান্ নয়, সেই সব মনুষ্যগণ অনায়াসে এরূপ প্রশ্ন করিতে পারে না। ১৭½

এখন প্রসন্নতার সহিত তোমার প্রশ্নের উত্তর বলিতেছি। পুরাকালে আমি জিজ্ঞাসা করিলে পর বেদসমূহের বিস্তারকারী গুরুদেব মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তৎ সমস্তই আমি এখন তোমাকে বলিব। ১৮½

সুমন্তু, জৈমিনি, দৃঢ়তা সহকারে ব্রতপালনকারী পৈল—এই তিন জন ব্যতীত ব্যাসদেবের চতুর্থ শিষ্য ছিলাম আমি (বৈশম্পায়ন) এবং পঞ্চম শিষ্য তাঁহার পুত্র শুকদেব বলিয়া কথিত হন। ১৯½

এই পাঁচজন শিষ্যই ইন্দ্রিয়দমন ও মনোনিগ্রহসম্পন্ন, শৌচ ও সদাচারসংযুক্ত, ক্রোধশূন্য এবং জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। নিজের সেবার জন্য সমাগত এই সব শিষ্যকে ব্যাসদেব সমগ্র বেদ ও পঞ্চম বেদতুল্য মহাভারত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। ২০-২১

সিদ্ধ ও চারণগণসেবিত গিরিবর মেরুর রমণীয় শিখরে বেদাভ্যাসরত শিষ্য আমাদের মনে কোন একসময়ে এই সন্দেহই উৎপন্ন হইয়াছিল, যাহা তুমি আজ জিজ্ঞাসা করিলে। ভারত! ব্যাসদেব শিষ্য আমাদের প্রতি যে উত্তর দিয়াছিলেন, উহা আমিও তাঁহার মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম। আজ তোমাকে তাহাই আমি বলিব। ২২-২৩

নিজের শিষ্যগণের সংশয়যুক্ত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশকারী পরাশরনন্দন ব্যাসদেব এই কথা বলিলেন। ২৪

ময়া হি সুমহৎ তপ্তং তপঃ পরমদারুণম্ ।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ জানীয়ামিতি সত্তমাঃ ॥ ২৫

তস্য মে তপ্ততপসো নিগৃহীতেন্দ্রিয়স্য চ ।
নারায়ণপ্রসাদেন ক্ষীরোদস্যানুকূলতঃ ॥ ২৬

ত্রৈকালিকমিদং জ্ঞানং প্রাদুর্ভূতং যথেপ্সিতম্ ।
তচ্ছৃণুধ্বং যথান্যায়ং বক্ষ্যে সংশয়মুত্তমম্ ॥ ২৭

যথাবৃত্তং হি কল্পাদৌ দৃষ্টং মে জ্ঞানচক্ষুষা ।
পরমাত্মেতি যং প্রাহুঃ সাংখ্যযোগবিদো জনাঃ ॥ ২৮

মহাপুরুষসংজ্ঞাং স লভতে স্বেন কর্মণা ।
তস্মাৎ প্রসূতমব্যক্তং প্রধানং তং বিদুর্বুধাঃ ॥ ২৯

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তমুৎপন্নং লোকসৃষ্ট্যর্থমীশ্বরাৎ ।
অনিরুদ্ধো হি লোকেষু মহানাত্মেতি কথ্যতে ॥ ৩০

যোঽসৌ ব্যক্তত্বমাপন্নো নির্মমে চ পিতামহম্ ।
সোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তঃ সর্বতেজোময়ো হি সঃ ॥৩১

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ ।
অহঙ্কারপ্রসূতানি মহাভূতানি পঞ্চধা ॥ ॥ ৩২

মহাভূতানি সৃষ্ট্বৈব তান্ গুণান্ নির্মমে পুনঃ ।
ভূতেভ্যশ্চৈব নিষ্পন্না মূর্তিমন্তশ্চ তান্ শৃণু ॥৩৩

মরীচিরঙ্গিরাশ্চাত্রিঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।
বশিষ্ঠশ্চ মহাত্মা বৈ মনুঃ স্বায়ম্ভুবস্তথা ॥ ৩৪

জ্ঞেয়াঃ প্রকৃতয়োঽষ্টৌ তা যাসু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
বেদবেদাঙ্গসংযুক্তান্ যজ্ঞান্ যজ্ঞাঙ্গসংযুতান্ ॥ ৩৫

নির্মমে লোকসিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
অষ্টাভ্যঃ প্রকৃতিভ্যশ্চ জাতং বিশ্বমিদং জগৎ ॥ ৩৬

রুদ্রো রোষাত্মকো জাতো দশান্যান্ সোঽসৃজৎ স্বয়ম্ ।
একাদশৈতে রুদ্রাস্তু বিকারপুরুষাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৭

তে রুদ্রাঃ প্রকৃতিশ্চৈব সর্বে চৈব সুরর্ষয়ঃ ।
উৎপন্না লোকসিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মাণং সমুপস্থিতাঃ ॥ ৩৮

সাধুগণশ্রেষ্ঠ শিষ্যবৃন্দ! কোন এক সময়ের কথা, আমি ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এই তিনকালের জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার জন্য অত্যন্ত কঠোর ও উগ্র তপস্যা করিয়াছিলাম ॥ ২৫

যখন আমি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া নিজের তপস্যা পূর্ণ করিলাম; তখন ভগবান্ নারায়ণের কৃপাপ্রসাদে ক্ষীরসাগরের তীরে আমার ইচ্ছানুসারে সেই তিনকালের জ্ঞান আমি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। অতএব আমি তোমাদের সন্দেহ নিবারণ করিবার জন্য উত্তম ও ন্যায়োচিত কথা বলিব। তাহা তোমরা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ২৬-২৭

কল্পের আদিতে যেরূপ বৃত্তান্ত সংঘটিত হইয়াছিল এবং যাহা আমি জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছি, সেই সব এখন বলিতেছি। সাংখ্য ও যোগের বিদ্বান্ পুরুষগণ যাঁহাকে পরমাত্মা বলেন, তিনি নিজের কর্মের প্রভাবে 'মহাপুরুষ' নাম ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহা হইতেই এই অব্যক্তের উৎপত্তি হইয়াছে। জ্ঞানিগণ ইঁহাকে 'প্রধান' নামেও জানেন। ২৮-২৯

জগতের সৃষ্টির জন্য সেই মহাপুরুষ ও অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের উৎপত্তি হইয়াছে। এই ব্যক্তকেই লোকসমূহে অনিরুদ্ধ ও মহান্ আত্মা বলিয়া সকলে অভিহিত করেন ॥ ৩০

ব্যক্তভাবপ্রাপ্ত সেই অনিরুদ্ধ পিতামহ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ব্রহ্মা সর্বতেজোময় ও সমষ্টি অহঙ্কার বলিয়া কথিত হন ॥ ৩১

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ—এই পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূত অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩২

অহঙ্কারস্বরূপ ব্রহ্মা পঞ্চ মহাভূত সৃষ্টি করিয়াই পুনরায় তাহাদের শব্দ-স্পর্শাদি গুণসমূহের নির্মাণ করিলেন। সেই সব ভূত হইতে যে সকল মূর্তিমান্ প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর ॥৩৩

মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, মহাত্মা বশিষ্ঠ ও স্বায়ম্ভুব মনু ॥ ৩৪

এই আটজন প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, যাঁহাদের মধ্যে লোকসকল প্রতিষ্ঠিত আছে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা লোকসকলের জীবন নির্বাহের জন্য বেদ-বেদাঙ্গ ও যজ্ঞাঙ্গসমূহে যুক্ত বহু যজ্ঞ সৃষ্টি করিলেন। পূর্বোক্ত অষ্ট প্রকৃতি হইতে এই সম্পূর্ণ বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩৫-৩৬

ব্রহ্মার রোষ হইতে রুদ্রের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই রুদ্র স্বয়ংই অন্য দশ রুদ্রকেও সৃষ্টি করিলেন। এই ভাবে একাদশ রুদ্র হইলেন। ইঁহারা বিকার পুরুষ বলিয়া কথিত হন ॥ ৩৭

এই একাদশ রুদ্র, অষ্ট প্রকৃতি ও সমস্ত দেবর্ষিগণ, যাঁহারা লোকরক্ষার জন্য উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইঁহারা ব্রহ্মার সেবায় উপস্থিত হইলেন ॥৩৮

যতঃ সৃষ্টা হি ভগবংস্ত্বয়া চ প্রভবিষ্ণুনা।
যেন যস্মিন্নধিকারে বর্ত্তিতব্যং পিতামহ ॥ ৩৯
যোঽসৌ ত্বয়াভিনির্দিষ্টো হ্যধিকারোঽর্থচিন্তকঃ।
পরিপাল্যঃ কথং তেন সাহঙ্কারেণ কর্তৃণা ॥ ৪০
প্রদিশস্ব বলং তস্য যোঽধিকারার্থচিন্তকঃ।
এবমুক্তো মহাদেবো দেবাংস্তানিদমব্রবীৎ ॥ ৪১

ব্রহ্মোবাচ।

সাধ্বহং জ্ঞাপিতো দেবা যুষ্মাভির্ভদ্রমস্তু বঃ।
মমাপ্যেষা সমুৎপন্না চিন্তা যা ভবতাং মতা ॥ ৪২
লোকত্রয়স্য কৃৎস্নস্য কথং কার্য্যঃ পরিগ্রহঃ।
কথং বলক্ষয়ো ন স্যাদ্ যুষ্মাকং হ্যাত্মনশ্চ মে ॥ ৪৩
ইতঃ সর্বেঽপি গচ্ছামঃ শরণং লোকসাক্ষিণম্।
মহাপুরুষমব্যক্তং স নো বক্ষ্যতি যদ্ধিতম্ ॥ ৪৪
ততস্তে ব্রহ্মণা সার্দ্ধমৃষয়ো বিবুধাস্তথা।
ক্ষীরোদস্যোত্তরং কূলং জগ্মুর্লোকহিতার্থিনঃ ॥ ৪৫

তে তপঃ সমুপাতিষ্ঠন্ ব্রহ্মোক্তং বেদকল্পিতম্।
স মহানিয়মো নাম তপশ্চর্য্যাসু দারুণঃ ॥ ৪৬
ঊর্দ্ধং দৃষ্টির্বাহবশ্চ একাগ্রঞ্চ মনোঽভবৎ।
একপাদাঃ স্থিতাঃ সর্বে কাষ্ঠভূতাঃ সমাহিতাঃ ॥ ৪৭
দিব্যং বর্ষসহস্রং তে তপস্তপ্ত্বা সুদারুণম্।
শুশ্রুবুর্মধুরাং বাণীং বেদবেদাঙ্গভূষিতাম্ ॥ ৪৮

শ্রীভগবানুবাচ।

ভোঃ ভোঃ সব্রহ্মকা দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
স্বাগতেনার্চ্য বঃ সর্বান্ শ্রাবয়ে বাক্যমুত্তমম্ ॥ ৪৯
বিজ্ঞাতং বো ময়া কার্য্যং তচ্চ লোকহিতং মহৎ।
প্রবৃত্তিযুক্তং কর্ত্তব্যং যুষ্মৎপ্রাণোপবৃংহণম্ ॥ ৫০
সুতপ্তঞ্চ তপো দেবা মমারাধনকাম্যয়া।
ভোক্ষ্যথাস্য মহাসত্ত্বাস্তপসঃ ফলমুত্তমম্ ॥ ৫১

(এবং এইরূপ বলিলেন) 'ভগবন্! পিতামহ! আপনি অতিশয় প্রভাবশালী। আপনিই আমাদের সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে যাহার যে অধিকার বা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত এবং আপনার দ্বারা যে অর্থসাধক অধিকারের নির্দেশ করা হইয়াছে, উহার পালন অহঙ্কারযুক্ত কর্ত্তার দ্বারা কিভাবে হইতে পারে? ৩৯-৪০

সেই অধিকার ও প্রয়োজন চিন্তাকারী যে পুরুষ আছেন, তাঁহাকে আপনি কর্ত্তব্যপালনের শক্তি প্রদান করুন। তাঁহারা এই কথা বলিলে পর মহাদেব ব্রহ্মা সেই দেবতাদিগকে এই কথা বলিলেন। ৪১

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ! তোমরা আমাকে উত্তম কথা বলিয়াছ। তোমাদের কল্যাণ হউক। তোমাদের হৃদয়ে যে চিন্তা উৎপন্ন হইয়াছে, উহা আমারও হৃদয়ে জাগরিতা হইয়াছে। ৪২

কিপ্রকারে তিন লোকের অধিকৃত কার্য্য সম্পাদন করা যাইবে এবং কিভাবে তোমাদের ও আমার শক্তিরও ক্ষয় না হয়, তাহার চিন্তা করিতে হইবে। ৪৩

আমরা সকলে এস্থান হইতে অব্যক্ত লোকসাক্ষী মহাপুরুষ নারায়ণ দেবের শরণ গ্রহণ করিতে গমন করিব। তিনি আমাদের পক্ষে যাহা হিতকর, সেরূপ উপদেশই করিবেন। ৪৪

তদনন্তর সেই সব ঋষি ও দেবতাগণ সমস্ত লোকের হিত কামনা করিয়া ব্রহ্মার সহিত ক্ষীরসাগরের উত্তর তীরে গমন করিলেন। ৪৫

সেখানে ব্রহ্মার কথানুসারে তাঁহারা সকলে বেদোক্ত রীতিতে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের সেই মহানিয়মসকল তপস্যা মধ্যে কঠোর ছিল। ৪৬

তাঁহাদের চক্ষু উপরের দিকে উত্থিত ছিল, বাহুও উপরে উত্থাপিত ছিল এবং মনও একাগ্র ছিল। তাঁহারা সকলেই সমাহিতচিত্ত হইয়া একপদে দণ্ডায়মান অবস্থায় কাঠের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। ৪৭

এক হাজার দিব্য বর্ষ পর্য্যন্ত অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করিবার পর তাঁহারা বেদাঙ্গমোদিত ও বেদাঙ্গশোভিত মধুর বাণী শুনিতে পাইলেন। ৪৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—তপোধন ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ও ঋষিগণ! আমি শুভাগমন প্রশ্নের দ্বারা তোমাদের সকলের অভ্যর্থনা করিয়া তোমাদিগকে এই উত্তম কথা শুনাইতেছি। ৪৯

তোমাদের কি প্রয়োজন, আমি তাহা জ্ঞাত হইয়াছি। ইহা সম্পূর্ণ জগতের পক্ষেই অত্যন্ত হিতকর। তোমাদের প্রবৃত্তি-যুক্ত ধর্ম্ম পালন করা উচিত। তাহাই তোমাদের প্রাণের পোষক ও শক্তিবর্দ্ধনকারী হইবে। ৫০

অত্যন্ত ধৈর্য্যশালী দেবগণ! তোমরা আমার আরাধনা করিবার বাসনায় অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছ। এই তপস্যার উত্তম ফল তোমরা অবশ্যই উপভোগ করিবে। ৫১

এষ ব্রহ্মা লোকগুরুর্মহাল্লোকপিতামহঃ
যূয়ঞ্চ বিবুধশ্রেষ্ঠা মাং যজধ্বং সমাহিতাঃ ॥ ৫২

সর্বে ভাগান্ কল্পয়ধ্বং যজ্ঞেষু মম নিত্যশঃ।
তথা শ্রেয়োঽভিধাস্যামি যথাধীকারমীশ্বরাঃ ॥ ৫৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বৈতদ্ দেবদেবস্য বাক্যং হৃষ্টতনূরুহাঃ।
ততস্তে বিবুধাঃ সর্বে ব্রহ্মা তে চ মহর্ষয়ঃ ॥ ৫৪

বেদদৃষ্টেন বিধিনা বৈষ্ণবং ক্রতুমাহরন্।
তস্মিন্ সত্রে সদা ব্রহ্মা স্বয়ং ভাগমকল্পয়ৎ ॥ ৫৫

দেবা দেবর্ষয়শ্চৈব স্বং স্বং ভাগমকল্পয়ন্।
তে কার্তযুগধর্মাণো ভাগাঃ পরমসৎকৃতাঃ ॥ ৫৬

প্রাহুরাদিত্যবর্ণং তং পুরুষং তমসঃ পরম্।
বৃহন্তং সর্বগং দেবমীশানং বরদং প্রভুম্ ॥ ৫৭

ততোঽথ বরদো দেবস্তান্ সর্বানমরান্ স্থিতান্।
অশরীরো বভাষেদং বাক্যং খস্থো মহেশ্বরঃ ॥ ৫৮

যেন যঃ কল্পিতো ভাগঃ স তথা মামুপাগতঃ।
প্রীতোঽহং প্রদিশাম্যদ্য ফলমাবৃত্তিলক্ষণম্ ॥ ৫৯

এতদ্ বো লক্ষণং দেবা মৎপ্রসাদসমুদ্ভবম্।
যূয়ং যজ্ঞৈর্যজমানাঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ ॥ ৬০

যুগে যুগে ভবিষ্যধ্বং প্রবৃত্তিফলভাগিনঃ।
যজ্ঞৈর্যে চাপি যক্ষ্যন্তি সর্বলোকেষু বৈ সুরাঃ ॥ ৬১

কল্পয়িষ্যন্তি বো ভাগাংস্তে নরা বেদকল্পিতান্।
যো মে যথা কল্পিতবান্ ভাগমস্মিন্ মহাক্রতৌ ॥ ৬২

স তথা যজ্ঞভাগার্হো বেদসূত্রে ময়া কৃতঃ।
যূয়ং লোকান্ ভাবয়ধ্বং যজ্ঞভাগফলোচিতাঃ ॥ ৬৩

সর্বার্থচিন্তকা লোকে যথাধীকারনির্মিতাঃ।
যাঃ ক্রিয়াঃ প্রচরিষ্যন্তি প্রবৃত্তিফলসৎকৃতাঃ ॥ ৬৪

এই সকল লোকের গুরু লোকপিতামহ ব্রহ্মা এবং দেবগণ শ্রেষ্ঠ তোমরা সকলে যজ্ঞসমূহে সর্বদা আমার পূজা কর। ৫২

লোকেশ্বরগণ! তোমরা সকলে যজ্ঞসমূহে সর্বদা আমার উদ্দেশে ভাগ সমর্পণ করিতে থাক। এরূপ করিলে পর আমি তোমাদিগকে তোমাদের অধিকার অনুসারে কল্যাণমার্গের উপদেশ করিতে থাকিব। ৫৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দেবাধিদেব ভগবান্ নারায়ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের সকলের লোমহর্ষণ হইতে লাগিল। তদনন্তর সেই সব দেবতা, মহর্ষিগণ ও ব্রহ্মা বেদোক্ত বিধি অনুসারে বৈষ্ণব-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সেই যজ্ঞে ব্রহ্মা স্বয়ং ভগবানের জন্য ভাগ নিশ্চিত করিয়া দিলেন। ৫৪-৫৫

সেই রূপ দেবতা ও ঋষিগণও নিজ নিজ ভাগ ভগবানের জন্য নিশ্চিত করিলেন। সত্যযুগের ভাবানুসারে স্বীকৃত সেই উত্তম যজ্ঞভাগ সকলের দ্বারা অত্যন্ত সংকৃত হইল। ৫৬

ঋষিগণ বলিলেন,—ভগবান্ নারায়ণ সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, অন্তর্য্যামী পুরুষ, তমোগুণের (অজ্ঞানান্ধকারের), অতীত সর্বব্যাপী, সর্বগামী, ঈশ্বর, বরদাতা ও সর্বসমর্থ ৫৭

যজ্ঞভাগ নিশ্চিত হইয়া যাইলে পর সেই বরদায়ক দেবতা মহেশ্বর নারায়ণদেব আকাশে বিনা দেহেই অবস্থান করিলেন এবং সেখানে দণ্ডায়মান সেই সব দেবতাদিগকে এই কথা বলিলেন। ৫৮

দেবগণ! তোমরা যে ভাগ আমার জন্য নিশ্চিত করিয়াছ, তাহা সেইরূপেই আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার দ্বারা প্রসন্ন হইয়া আমি আজ তোমাদের পুনরাবৃত্তিরূপ ফলপ্রদান করিতেছি। ৫৯

দেবতাগণ! আমার কৃপায় তোমাদের এরূপ (গমনাগমনরূপ) লক্ষণই হইবে। তোমরা প্রত্যেক যুগে উত্তম দক্ষিণাসমূহে যুক্ত যজ্ঞসকলের দ্বারা পূজা করিয়া প্রবৃত্তিরূপ ধর্মফলের ভাগী হইবে। ৬০½

দেবগণ! সমস্ত লোকে যে সব মানুষ যজ্ঞসমূহের দ্বারা পূজা করিবে, তাহারা তোমাদের জন্য বেদের কথানুসারে যজ্ঞভাগ নিশ্চিত করিবে। ৬১½

এই মহাযজ্ঞে যে দেবতা আমার জন্য যেরূপ ভাগ নিশ্চিত করিয়াছে, বৈদিক সূত্রে আমি তাহাকে সেরূপ যজ্ঞভাগেরই অধিকারী বলিয়া স্থির করিয়া দিয়াছি। ৬২½

তোমরা যজ্ঞে ভাগ গ্রহণ করিয়া যজমানকে তাহার ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া জগতে নিজেদের অধিকারানুসারে সকলের সর্ববিধ মনোরথ চিন্তা করিতে করিতে সব লোককে উন্নতিশীল কর। ৬৩½

প্রবৃত্তি ফলে সমাদৃত হইয়া যে সব যজ্ঞক্রিয়া জগতে প্রচারিত হইবে, উহাদের দ্বারা তোমাদের বলের বৃদ্ধি হইতে থাকিবে এবং বলিষ্ঠ হইয়া তোমরা সকল লোককে ভরণ-পোষণ করিয়া যাইবে। ৬৪½

আভিয়াপ্যায়িতবলা লোকান্ বৈ ধারয়িষ্যথ।
যূয়ং হি ভবিতা যজ্ঞৈঃ সর্বযজ্ঞেষু মানবৈঃ ॥ ৬৫
মাং ততো ভাবয়িষ্যধ্বমেষা বো ভাবনা মম।
ইত্যর্থং নির্মিতা বেদা যজ্ঞাশ্চৌষধিভিঃ সহ ॥৬৬
এভিঃ সম্যক্ প্রযুক্তৈর্হি প্রীয়ন্তে দেবতাঃ ক্ষিতৌ।
নির্মাণমেতদ্ যুষ্মাকং প্রবৃত্তিগুণকল্পিতম্ ॥ ৬৭
ময়া কৃতং সুরশ্রেষ্ঠ যাবৎ কল্পক্ষয়াদিহ।
চিন্তয়ধ্বং লোকহিতং যথাধীকারমীশ্বরাঃ ॥ ৬৮
মরীচিরঙ্গিরাশ্চাত্রিঃ পুলস্ত্য পুলহঃ ক্রতুঃ।
বশিষ্ঠ ইতি সপ্তৈতে মানসা নির্মিতা হি তে ৬৯
এতে বেদবিদো মুখ্যা বেদাচার্য্যাশ্চ কল্পিতাঃ।
প্রবৃত্তিধর্মিণশ্চৈব প্রাজাপত্যে চ কল্পিতাঃ ॥ ৭০
অয়ং ক্রিয়াবতাং পন্থা ব্যক্তীভূতঃ সনাতনঃ।
অনিরুদ্ধ ইতি প্রোক্তো লোকসর্গকরঃ প্রভুঃ ॥ ৭১
সনঃ সনৎসুজাতশ্চ সনকঃ সসনন্দনঃ।
সনৎকুমারঃ কপিলঃ সপ্তমশ্চ সনাতনঃ ॥ ৭২
সপ্তৈতে মানসাঃ প্রোক্তা ঋষয়ো ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
স্বয়মাগতবিজ্ঞানা নিবৃত্তিং ধর্মমাস্থিতাঃ ॥ ৭৩
এতে যোগবিদো মুখ্যাঃ সাংখ্যজ্ঞানবিশারদাঃ ॥
আচার্য্যা ধর্মশাস্ত্রেষু মোক্ষধর্মপ্রবর্তকাঃ ॥ ৭৪
যতোঽহং প্রসৃতং পূর্বমব্যক্তাৎ ত্রিগুণো মহান্।
তস্মাৎ পরতরো যোঽসৌ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি কল্পিতঃ ॥৭৫
সোঽহং ক্রিয়াবতাং পন্থাঃ পুনরাবৃত্তিদুর্লভঃ।
যো যথা নির্মিতো জন্তুর্যস্মিন্ যস্মিংশ্চ কর্মণি ॥৭৬
প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা তৎফলং সোঽশ্নুতে মহৎ।
এষ লোকগুরুর্ব্রহ্মা জগদাদিকরঃ প্রভুঃ ॥ ৭৭
এষ মাতা পিতা চৈব যুষ্মাকঞ্চ পিতামহঃ
মায়ানুশিষ্টো ভবিতা সর্বভূতবরপ্রদঃ ॥ ৭৮
অস্য চৈবাত্মজো রুদ্রো ললাটাদ্ যঃ সমুত্থিতঃ।
ব্রহ্মানুশিষ্টো ভবিতা সর্বভূতধরঃ প্রভুঃ ॥ ৭৯

সমস্ত যজ্ঞে মনুষ্যগণ তোমাদের পূজা করিয়া তোমাদের উন্নতিশীল ও পুষ্ট করিবে। তারপর তোমরাও আমাকে এই প্রকারে পরিপুষ্ট করিতে থাকিবে। ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ। ৬৫½

ইহার জন্যই আমি বেদ ও ওষধিসকলের (অন্ন-ফলাদির) সহিত বহু যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছি। ইহাদের দ্বারা পৃথিবীতে ভাল-ভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইলে পর সমস্ত দেবতারা তৃপ্ত হইবে। ৬৬½

দেবশ্রেষ্ঠগণ। আমি প্রবৃত্তিপ্রধান গুণের সহিত তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব লোকেশ্বরগণ! যতকাল না কল্পের অন্ত হয়, ততকাল তোমরা সকলে নিজ নিজ অধিকার অনুসারে লোকসমূহের হিত চিন্তা করিতে থাক। ৬৭-৬৮

মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—এই সপ্ত ঋষি ব্রহ্মার মনের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। ৬৯

ইহারা প্রধান বেদজ্ঞ এবং প্রবৃত্তিধর্মাবলম্বী হইবে। ইহাদের সকলকে বেদাচার্য্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং প্রজাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ৭০

এই কর্মপরায়ণ পুরুষগণের জন্য সনাতন মার্গ প্রকাশিত হয়। সেই পদ্ধতি অনুসারে লোকসমূহের সৃষ্টিকারী প্রভাবশালী পুরুষকে 'অনিরুদ্ধ' বলা হয়। ৭১

সন, সনৎসুজাত, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার, কপিল ও সপ্তমে সনাতন—এই সপ্ত ঋষিও ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়া কথিত হন। ইঁহারা স্বয়ং বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন—এবং ইঁহারা নিবৃত্তি ধর্মে স্থিত আছেন। ৭২-৭৩

এই মুখ্য পুরুষগণ যোগজ্ঞ, সাংখ্যজ্ঞানবিশেষজ্ঞ, ধর্মশাস্ত্র-সকলের আচার্য্য এবং মোক্ষধর্মের প্রবর্তক। ৭৪

পুরাকালে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে যে ত্রিগুণাত্মক মহান্ অহংকার উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা হইতেও অত্যন্ত পরে যাহার স্থিতি, সেই সমষ্টি চেতনকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। ৭৫

'সেই ক্ষেত্রজ্ঞ আমি'। যাহারা কর্মপরায়ণ মানুষ, তাহারা পুনরাবৃত্তিশীল; অতএব তাহাদের পক্ষে এই নিবৃত্তিমার্গ দুর্লভ। যে প্রাণীর যেভাবে নির্মাণ হইয়াছে এবং সে যে যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিরূপ কর্মে নিরত থাকে, সে তাহারই মহৎ ফলভাগী হইয়া থাকে। ৭৬½

এই লোকগুরু ব্রহ্মা জগতের আদি স্রষ্টা ও প্রভু। ইনিই তোমাদের মাতা-পিতা ও পিতামহ। আমার-আজ্ঞানুসারে এই ব্রহ্মা সমস্ত ভূতগণের বরপ্রদানকারী হইবে। ৭৭ ৭৮

ইঁহার ললাট হইতে যে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছে, সে-ও এই ব্রহ্মারই পুত্র। ব্রহ্মার আজ্ঞায় সেই রুদ্র সমস্ত ভূতগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৭৯

গচ্ছধ্বং মানবীকারাংশ্চিত্তয়ধ্বং যথাবিধি।
প্রবর্ত্ত্যতাং ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সর্বলোকেষু মা চিরম্। ৮০
প্রদিশ্যন্তাঞ্চ কর্মাণি প্রাণিনাং গতয়স্তথা
পরিনিষ্ঠিতকালানি আয়ূংষীহ সুরোত্তমাঃ॥ ৮১
ইদং কৃতযুগং নাম কালঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রবর্ত্তিতঃ।
অহিংস্যা যজ্ঞপশবো যুগেঽস্মিন্ ন তদন্যথা॥ ৮২
চতুষ্পাৎ সকলো ধর্মো ভবিষ্যত্যত্র বৈ সুরাঃ।
ততস্ত্রেতাযুগং নাম ত্রয়ী যত্র ভবিষ্যতি॥ ৮৩
প্রোক্ষিতা যত্র পশবো বধং প্রাপ্স্যন্তি বৈ মখে।
যত্র পাদশ্চতুর্থো বৈ ধর্মস্য ন ভবিষ্যতি। ৮৪
ততো বৈ দ্বাপরং নাম মিশ্রঃ কালো ভবিষ্যতি
দ্বিপাদহীনো ধর্মশ্চ যুগে তস্মিন্ ভবিষ্যতি। ৮৫
ততস্তিষ্যেঽথ সম্প্রাপ্তে যুগে কলিপুরস্কৃতে।
একপাদস্থিতো ধর্মো যত্র তত্র ভবিষ্যতি॥৮৬
দেবা দেবর্ষয়শ্চোচুস্তমেবংবাদিনং গুরুম্।
একপাদস্থিতে ধর্মে যত্র ক্বচন গামিনি॥ ৮৭
কথং কর্তব্যমস্মাভির্ভগবংস্তদ্ বদস্ব নঃ।

শ্রীভগবানুবাচ

যত্র বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপঃ সত্যং দমস্তথা॥ ৮৮
অহিংসাধর্মসংযুক্তাঃ প্রচরেয়ুঃ সুরোত্তমাঃ।
স বো দেশঃ সেবিতব্যো মা বোঽধর্মঃ পদা স্পৃশেৎ॥৮৯

ব্যাস উবাচ।

তেঽনুশিষ্টা ভগবতা দেবাঃ সর্ষিগণাস্তথা।
নমস্কৃত্বা ভগবতে জগ্মুর্দেশান্ যথেপ্সিতান্॥ ৯০
গতেষু ত্রিদিবৌকঃসু ব্রহ্মৈকঃ পর্য্যবস্থিতঃ।
দিদৃক্ষুর্ভগবন্তং তমনিরুদ্ধতনৌ স্থিতম্॥ ৯১
তং দেবো দর্শয়ামাস কৃত্বা হয়শিরো মহৎ।
সাঙ্গানাবর্তয়ন্ বেদান্ কমণ্ডলুত্রিদণ্ডধৃক্॥ ৯২
ততোঽশ্বশিরসং দৃষ্ট্বা তং দেবমমিতৌজসম্।
লোককর্তা প্রভুর্ব্রহ্মা লোকানাং হিতকাম্যয়া॥ ৯৩

তোমরা সকলে যাও এবং নিজ নিজ অধিকারসমূহ বিধি অনুসারে পালন কর। সমস্ত লোকমধ্যে সম্পূর্ণ বৈদিক ক্রিয়াসকলকে অবিলম্বে তোমরা প্রচলিত কর॥ ৮০

সুরশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা প্রাণিগণকে তাহাদের বহুবিধ কর্ম, সেই সব কর্মানুসারে প্রাপ্য গতি এবং নিয়তকাল পর্য্যন্ত আয়ু প্রদান কর॥ ৮১

এই সত্যযুগ নামে শ্রেষ্ঠ কাল চলিতেছে। এই যুগে যজ্ঞপশুগণের হিংসা করা হয় না। অহিংসা ধর্মের বিপরীতও এই যুগে কোন কিছু আচরিত হয় না॥ ৮২

দেবগণ! এই সত্যযুগে চারি চরণযুক্ত সম্পূর্ণ ধর্মের পালন হইবে। তদনন্তর ত্রেতাযুগ আসিবে, যে যুগে বেদত্রয়ীর প্রচার হইবে॥ ৮৩

এই যুগে যজ্ঞসমূহে মন্ত্রের দ্বারা পবিত্রকৃত পশুগণ বধপ্রাপ্ত হইবে এবং ধর্মের এক পাদ অর্থাৎ চতুর্থ অংশ থাকিবে না॥ ৮৪

তাহার পর দ্বাপর যুগ আসিবে। এই কাল ধর্ম ও অধর্ম উভয়েই যুক্ত হইবে। এই যুগে ধর্ম দুই পাদহীন হইয়া যাইবে॥ ৮৫

তদনন্তর পুষ্যা নক্ষত্রে কলিযুগের আগমন হইবে। সেই যুগে যত্র-তত্র ধর্ম এক পদযুক্ত হইয়াই থাকিবে॥ ৮৬

তখন দেবতাগণ পূর্বোক্ত বাক্যভাষী গুরুস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে বলিলেন,—ভগবন্! যখন কলিযুগে যে কোনও স্থানে ধর্মের একটি চরণমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন আমাদের কি করিতে হইবে? ইহা উপদেশ করুন॥ ৮৭½

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—সুরশ্রেষ্ঠগণ! যেখানে বেদ, যজ্ঞ, তপ, সত্য, ইন্দ্রিয়সংযম ও অহিংসাধর্ম প্রচলিত থাকিবে, সেই দেশে তোমরা বিচরণ করিবে। এরূপ করিলে পর অধর্ম তোমাদিগকে একপদের দ্বারাও স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না॥ ৮৮-৮৯

ব্যাসদেব বলিলেন, শিষ্যগণ! ভগবানের এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ঋষিদিগের সহিত সকল দেবতা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট স্থানে গমন করিলেন। ৯০

স্বর্গবাসী দেবগণ চলিয়া যাইলে পর একাকী ব্রহ্মাই সেই স্থানেই অবস্থিত রহিলেন। তিনি অনিরুদ্ধ বিগ্রহে স্থিত ভগবান্ শ্রীহরিকে দর্শন করিবার বাসনা করিতেছিলেন। ৯১

তখন ভগবান্ বিশাল হয়গ্রীবরূপ ধারণ করত ব্রহ্মাকে দর্শনদান করিলেন। তিনি কমণ্ডলু ও ত্রিদণ্ড ধারণ করিয়া ছয় অঙ্গসহ বেদ আবৃত্তি করিতেছিলেন। ৯২

সেই সময় অমিত পরাক্রমশালী ভগবান্ হয়গ্রীবকে দর্শন করিয়া সম্পূর্ণ জগতের হিতকামনায় লোককর্তা ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত সেই বরদায়ক দেবতার

মূর্ধ্না প্রণম্য বরদং তস্থৌ প্রাঞ্জলিরগ্রতঃ।
স পরিষজ্য দেবেন বচনং শ্রাবিতস্তদা ॥ ৯৪
শ্রীভগবানুবাচ।
লোককার্য্যগতীঃ সর্বাস্ত্বং চিন্তয় যথাবিধি।
ধাতা ত্বং সর্বভূতানাং ত্বং প্রভুর্জগতো গুরুঃ ॥ ৯৫
ত্বয্যাবেশিতভারোঽহং ধৃতিং প্রাপ্স্যাম্যথাঞ্জসা।
যদা চ সুরকার্য্যং তে অবিষহ্যং ভবিষ্যতি ॥ ৯৬
প্রাদুর্ভাবং গমিষ্যামি তদাত্মজ্ঞানদৈশিকঃ।
এবমুক্ত্বা হয়শিরাস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৯৭
তেনানুশিষ্টো ব্রহ্মাপি স্বলোকমচিরাদ্ গতঃ।
এবমেষ মহাভাগঃ পদ্মনাভঃ সনাতনঃ ॥ ৯৮
যজ্ঞেষগ্রহরঃ প্রোক্তো যজ্ঞধারী চ নিত্যদা।
নিবৃত্তিং চাস্থিতো ধর্মং গতিমক্ষয়ধর্মিণাম্ ॥
প্রবৃত্তিধর্মান্ বিদধে কৃত্বা লোকস্য চিত্রতাম্ ॥ ৯৯
স আদিঃ স মধ্যঃ স চান্তঃ প্রজানাং
স ধাতা স ধেয়ং স কর্তা স কার্য্যম্।

সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন ভগবান্ হয়গ্রীব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিলেন। ৯৩-৯৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! তুমি সমস্ত লোকসকলের কর্ম্মসমূহ এবং সেই সব কর্ম্মের দ্বারা লভ্য বহুবিধ গতিও বিধি অনুসারে চিন্তা কর; কারণ তুমি প্রাণিগণের ধাতা, তুমি সকলের প্রভু এবং তুমিই এই জগতের গুরু। ৯৫

তোমার উপর এই ভার রাখিয়া আমি অনায়াসেই ধৈর্য্য ধারণ করিব। যখন তোমার নিকট দেবতাগণের কার্য্য অসহ্য হইয়া উঠিবে। তখন আমি আত্মজ্ঞানের উপদেশ দানের জন্য তোমার সম্মুখে আবির্ভূত হইব। এই কথা বলিয়া ভগবান্ হয়গ্রীব সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ৯৬-৯৭

ভগবানের এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাও শীঘ্রই নিজের লোকে গমন করিলেন। এইভাবে সেই মহাভাগ সনাতন পুরুষ ভগবান্ পদ্মনাভ যজ্ঞসমূহে অগ্রভোক্তা ও সর্ব্বদাই যজ্ঞের পোষক এবং প্রবর্তক বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তিনি কখনও অক্ষয়ধর্ম্মী (মোক্ষধর্মপরায়ণ) মহাত্মাগণের নিবৃত্তিধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কখনও বিচিত্র চিত্তবৃত্তি করিয়া প্রবৃত্তিধর্মের বিধান করেন। ৯৮-৯৯

এই সেই ভগবান্ নারায়ণ প্রজাগণের আদি, মধ্য ও অন্ত। তিনিই ধাতা, ধেয়, কর্তা ও কার্য্য। তিনিই যুগান্তকালীন সমস্ত

যুগান্তে প্রসুপ্তঃ সুসংক্ষিপ্য লোকান্
যুগাদৌ প্রবুদ্ধো জগদ্ব্যুৎসসর্জ ॥ ১০০
তস্মৈ নমধ্বং দেবায় নির্গুণায় মহাত্মনে।
অজায় বিশ্বরূপায় ধাম্নে সর্বদিবৌকসাম্ ॥ ১০১
মহাভূতাধিপতয়ে রুদ্রাণাং পতয়ে তথা।
আদিত্যপতয়ে চৈব বসূনাং পতয়ে তথা ॥ ১০২
অশ্বিভ্যাং পতয়ে চৈব মরুতাং পতয়ে তথা।
বেদযজ্ঞাধিপতয়ে বেদাঙ্গপতয়েঽপি চ ॥ ১০৩
সমুদ্রবাসিনে নিত্যং হরয়ে মুঞ্জকেশিনে।
শান্তায় সর্বভূতানাং মোক্ষধর্মানুভাষিণে ॥ ১০৪
তপসাং তেজসাং চৈব পতয়ে যশসামপি।
বচসাং পতয়ে নিত্যং সরিতাং পতয়ে তথা ॥ ১০৫
কপর্দিনে বরাহায় একশৃঙ্গায় ধীমতে।
বিবস্বতেঽশ্বশিরসে চতুর্মূর্তিধৃতে সদা ॥ ১০৬
গুহ্যায় জ্ঞানদৃশ্যায় অক্ষরায় ক্ষরায় চ।
এষ দেবঃ সঞ্চরতি সর্বত্রগতিরব্যয়ঃ ॥ ১০৭

লোকসকলকে সংহার করিয়া শয়ন করেন এবং তিনিই করের আদিতে জাগরিত হইয়া জগতের সৃষ্টি করেন। ১০০

শিষ্যগণ! তোমরা সেই অজন্মা, বিশ্বরূপ, সম্পূর্ণ দেবতাগণের আশ্রয় নির্গুণ পরমাত্মা নারায়ণদেবকে নমস্কার কর। ১০১

তিনিই মহাভূতগণের অধিপতি এবং রুদ্র, আদিত্য ও বসুদিগেরও পতি (পালনকর্তা)। তাঁহাকে নমস্কার কর। ১০২

তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পতি, মরুদ্গণের পতি, বেদ ও যজ্ঞসমূহের অধিপতি এবং বেদাঙ্গসকলেরও পতি, তাঁহাকে প্রণাম কর। ১০৩

যিনি সর্ব্বদা সমুদ্রে বাস করেন, যাঁহার কেশ মুঞ্জতৃণের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট এবং যিনি সমস্ত প্রাণিগণকে মোক্ষধর্মের উপদেশ দিয়া থাকেন, সেই শান্তস্বরূপ শ্রীহরিকে নমস্কার কর। ১০৪

যিনি তপ, তেজ, যশ, বাণী ও নদীসকলের পতি এবং নিত্য সংরক্ষক, সেই শ্রীহরিকে নমস্কার কর। ১০৫

যিনি জটাজূটধারী, একশৃঙ্গবিশিষ্ট বরাহ, বুদ্ধিমান্, বিবস্বান্, হয়গ্রীব ও চতুর্মূর্ত্তিধারী, সেই নারায়ণকে প্রণাম কর। ১০৬

যাঁহার স্বরূপ গুহ্য, যিনি জ্ঞানরূপ নেত্রের দ্বারাই দৃষ্ট হইয়া থাকেন এবং যিনি ক্ষর-অক্ষরস্বরূপ, সেই শ্রীহরিকে প্রণাম কর। এই অবিনাশী নারায়ণ সর্বত্র সঞ্চরণ করেন এবং ইঁহার সর্বত্র গতি। ১০৭

এষ চৈতৎ পরং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ো বিজ্ঞানচক্ষুষা।
এবমেতৎ পুরা দৃষ্টং ময়া বৈ জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ১০৮
কথিতং তচ্চ বৈ সর্বং ময়া পৃষ্টেন তত্ত্বতঃ।
ক্রিয়তাং মদ্বচঃ শিষ্যাঃ সেব্যতাং হরিরীশ্বরঃ।
গীয়তাং বেদশব্দৈশ্চ পূজ্যতাঞ্চ যথাবিধি ॥ ১০৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তাস্তু বয়ং তেন বেদব্যাসেন ধীমতা।
সর্বে শিষ্যাঃ সুতশ্চাস্য শুকঃ পরমধর্মবিৎ ॥ ১১০
স চাস্মাকমুপাধ্যায়ঃ সহাস্মাভির্বিশাম্পতে।
চতুর্বেদোদগতাভিশ্চ ঋগ্‌ভিঃ সমভিতুষ্টুবে ॥ ১১১
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
এবং মেঽকথয়দ্ রাজন্ পুরা দ্বৈপায়নো গুরুঃ ॥ ১১২
যশ্চেদং শৃণুয়ান্নিত্যং যশ্চৈনং পরিকীর্তয়েৎ।
নমো ভগবতে কৃত্বা সমাহিতমতির্নরঃ ॥ ১১৩
ভবত্যরোগো মতিমান্ বলরূপসমন্বিতঃ।
আতুরো মুচ্যতে রোগাদ্ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১১৪
কামান্ কামী লভেৎ কামং দীর্ঘং চায়ুরবাপ্নুয়াৎ।
ব্রাহ্মণঃ সর্ববেদী স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ ॥ ১১৫
বৈশ্যো বিপুললাভঃ স্যাচ্ছূদ্রঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ।
অপুত্রো লভতে পুত্রং কন্যা চৈবেপ্সিতং পতিম্ ॥ ১১৬
লগ্নগর্ভা বিমুচ্যেত গর্ভিণী জনয়েৎ সুতম্।
বন্ধ্যা প্রসবমাপ্নোতি পুত্রপৌত্রসমৃদ্ধিমৎ ॥ ১১৭
ক্ষেমেণ গচ্ছেদধ্বানমিদং যঃ পঠতে পথি।
যো যং কামং কাময়তে স তমাপ্নোতি চ ধ্রুবম্ ॥ ১১৮
ইদং মহর্ষের্বচনং বিনিশ্চিতং
মহাত্মনঃ পুরুষবরস্য কীর্তিতম্।
সমাগমং চর্ষিদিবৌকসামিমং
নিশম্য ভক্তাঃ সুসুখং লভন্তে ॥ ১১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়ণীয়ে চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪০

ইনিই পরমব্রহ্ম। বিজ্ঞানময় নেত্রের দ্বারাই ইঁহার দর্শন ও জ্ঞান হইতে পারে। পুরাকালে আমি জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারাই ইঁহাকে এইভাবে দর্শন করিয়াছিলাম। ১০৮

শিষ্যগণ! তোমরা জিজ্ঞাসা করিলে পর আমি এই সমস্ত কথা তোমাদিগকে যথাযথরূপে বলিলাম। তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর এবং সর্বেশ্বর শ্রীহরিকে ভজনা কর। বেদমন্ত্রসমূহের দ্বারা তাঁহারই মহিমা গান কর এবং তাঁহাকেই বিধি অনুসারে পূজা কর। ১০৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! পরম বুদ্ধিমান্ বেদব্যাস সকল শিষ্য আমাদিগকে এবং নিজের পরম ধর্মজ্ঞ পুত্র শুকদেবকে এরূপ উপদেশই করিয়াছিলেন। ১১০

প্রজানাথ! তারপর আমাদের উপাধ্যায় ব্যাসদেব আমাদের সহিত চারিবেদের ঋঙ্‌মন্ত্রসমূহের দ্বারা সেই নারায়ণের স্তব করিলেন। ১১১

রাজন্! তুমি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই সব আমি তোমাকে বলিলাম। পুরাকালে আমার গুরু ব্যাসদেব আমাকে এরূপ উপদেশই করিয়াছিলেন। ১১২

যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন এবং যে ব্যক্তি ভগবান্‌কে নমস্কার করিয়া একাগ্রচিত্তে সদা ইহা পাঠ করেন, তিনি বুদ্ধিমান্, বলবান্, রূপবান্ ও রোগরহিত হইয়া যান। রোগী রোগ হইতে এবং বদ্ধ মানুষ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ১১৩-১১৪

সকাম মানুষ মনোবাঞ্ছিত কামনা লাভ করে এবং দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ সমস্ত বেদে অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং ক্ষত্রিয় যুদ্ধে বিজয়ী হন। ১১৫

বৈশ্য ইহার শ্রবণ-পঠনে বিপুল ধন লাভ করে। শূদ্র সুখভাগী হয়। পুত্রহীন ব্যক্তি পুত্র এবং কন্যা মনোবাঞ্ছিত পতি লাভ করিয়া থাকে। ১১৬

যাহার গর্ভ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে, সে যদি ইহা শ্রবণ করে, তবে সেই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া যায়। গর্ভবতী স্ত্রী যথাসময়ে পুত্রের জন্মদান করে। বন্ধ্যা রমণীও গর্ভবতী হয় এবং তাহার সেই গর্ভ পুত্র-পৌত্র ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকে। ১১৭

যে ব্যক্তি পথের মধ্যে ইহা পাঠ করে, সেই ব্যক্তি কুশলের সহিত নিজের যাত্রা পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়। ইহার পাঠ ও শ্রবণকারী মানুষ যে বস্তু বাসনা করে, সে উহা অবশ্যই লাভ করিয়া থাকে। ১১৮

পুরুষপ্রবর মহাত্মা মহর্ষি ব্যাসদেব কথিত এই সিদ্ধান্তভূত বচন এবং ঋষিগণ ও দেবতাদিগের সমাগম-সম্বন্ধীয় এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভক্তজন উত্তম সুখলাভ করিয়া থাকেন। ১১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে নারায়ণের মহিমাবিষয়ক চত্বারিংশ-দধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নিজপ্রভাবং বর্ণয়তা শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনসমীপে স্বনাম্নাং ব্যুৎপত্তের্মাহাত্ম্যস্য চ বর্ণনম্ ।]

জনমেজয় উবাচ।

অস্তৌষীদ্ যৈরিমং ব্যাসঃ সশিষ্যো মধুসূদনম্।
নামভিৰ্বিবিধৈরেষাং নিরুক্তং ভগবন্ মম ॥ ১
বক্তুমর্হসি শুশ্রূষোঃ প্রজাপতিপতের্হরেঃ।
শ্রুত্বা ভবেয়ং যৎ পূতঃ শরচ্চন্দ্র ইবামলঃ ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু রাজন্ যথাচষ্ট ফাল্গুনস্য হরিঃ প্রভুঃ।
প্রসন্নাত্মাত্মনো নাম্নাং নিরুক্তং গুণকর্মজম্ ॥ ৩
নামভিঃ কীর্তিতৈস্তস্য কেশবস্য মহাত্মনঃ।
পৃষ্টবান্ কেশবং রাজন্ ফাল্গুনঃ পরবীরহা ॥ ৪

অর্জুন উবাচ।

ভগবন্ ভূতভব্যেশ সর্বভূতসৃগব্যয়।
লোকধাম জগন্নাথ লোকানামভয়প্রদ ॥ ৫
যানি নামানি তে দেব কীর্তিতানি মহর্ষিভিঃ।
বেদেষু সপুরাণেষু যানি গুহ্যানি কর্মভিঃ ॥ ৬
তেষাং নিরুক্তং ত্বত্তোঽহং শ্রোতুমিচ্ছামি কেশব।
ন হ্যন্যো বর্ণয়েন্নাম্নাং নিরুক্তং ত্বামৃতে প্রভো ॥ ৭

শ্রীভগবানুবাচ।

ঋগ্বেদে সযজুর্বেদে তথৈবাথর্বসামসু।
পুরাণে সোপনিষদে তথৈব জ্যোতিষেঽর্জুন ॥ ৮
সাংখ্যে চ যোগশাস্ত্রে চ আয়ুর্বেদে তথৈব চ।
বহূনি মম নামানি কীর্তিতানি মহর্ষিভিঃ ॥ ৯
গৌণানি তত্র নামানি কর্মজানি চ কানিচিৎ।
নিরুক্তং কর্মজানাং ত্বং শৃণুষ্ব প্রযতোঽনঘ ॥ ১০
কথ্যমানং ময়া তাত ত্বং হি মেঽর্ধং স্মৃতঃ পুরা।
নমোঽতিযশসে তস্মৈ দেহিনাং পরমাত্মনে ॥ ১১
নারায়ণায় বিশ্বায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ ক্রোধসম্ভবঃ ॥ ১২

একচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনের নিকট নিজের প্রভাব বর্ণনা করিতে করিতে নিজের নামসকলের ব্যুৎপত্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,- ভগবন্! শিষ্যগণের সহিত মহর্ষি ব্যাসদেব যে নানাপ্রকার নামসমূহের দ্বারা এই মধুসূদনের স্তব করিয়াছিলেন, সেই সব নামের নির্বচন (ব্যুৎপত্তি) আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। আমি প্রজাপতিগণের পতি ভগবান্ শ্রীহরির নামসকলের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক; কারণ, উহা শ্রবণ করিয়া আমি শরচ্চন্দ্রের ন্যায় নির্মল ও পবিত্র হইয়া যাইব ॥১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,-রাজন্! ভগবান্ শ্রীহরি অর্জুনের উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে গুণ ও কর্মানুসারে স্বয়ং নিজের নামসকলের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, উহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩

হে রাজন্! যে সব নামের দ্বারা সেই মহাত্মা কেশবের কীর্তন করা হয়, শত্রুবীরসংহারকারী অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে তদ্বিষয়ে এরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪

অর্জুন বলিলেন,-ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন কালের নিয়ামক, সকল ভূতের স্রষ্টা, অবিনাশী, জগদাধার এবং সমস্ত লোকসমূহের অভয়দাতা, জগন্নাথ, ভগবন্, নারায়ণদেব! মহর্ষিগণ আপনাকে যে যে নামে কীর্তন করেন, পুরাণ ও বেদসমূহে কর্মানুসারে যে যে গোপনীয় নাম উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সব নামের ব্যাখ্যা আমি আপনার নিকট হইতে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। প্রভো কেশব! আপনি ব্যতীত অন্য কেহই সেই সব নামের ব্যুৎপত্তি বলিতে সমর্থ নন্। ৫-৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—অর্জুন! ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, জ্যোতিষ, সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র এবং আয়ুর্বেদে মহর্ষিগণ আমার বহু নাম কীর্তন করিয়াছেন। ৮-৯

সেই সব নামের মধ্যে কিছু নাম গুণানুসারে এবং কিছু নাম কর্মানুসারে উল্লিখিত হইয়াছে। নিষ্পাপ অর্জুন! তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রথমে আমার কর্মজনিত নামসমূহ শ্রবণ কর। ১০

তাত! আমি তোমার নিকট নামসকলের ব্যুৎপত্তি বলিতেছি; কারণ, পূর্ব হইতেই তুমি আমার অর্ধ শরীর বলিয়া কথিত হইয়াছ। যিনি সমস্ত দেহধারী জীবগণের উৎকৃষ্ট আত্মা, সেই মহাযশস্বী, নির্গুণ-সগুণরূপ বিশ্বাত্মা ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার। ১১½

যাঁহার প্রসাদ হইতে ব্রহ্মা এবং ক্রোধ হইতে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই শ্রীহরিই সমস্ত চরাচর জগতের উৎপত্তির কারণ। ১২½

যোঽসৌ যোনিঃ হি সর্বস্য স্থাবরস্য চরস্য চ।
অষ্টাদশগুণং যৎ তৎ সত্ত্বং সত্ত্ববতাং বর ॥ ১৩
প্রকৃতিঃ সা পরা মহ্যং রোদসী যোগধারিণী।
ঋতা সত্যামরাজয্যা লোকানামাত্মসংস্থিতা
তস্মাৎ সর্বাঃ প্রবর্তন্তে সর্গপ্রলয়বিক্রিয়াঃ।
তপো যজ্ঞশ্চ যষ্টা চ পুরাণঃ পুরুষো বিরাট্ ॥ ১৫
অনিরুদ্ধ ইতি প্রোক্তো লোকানাং প্রভবাপ্যয়ঃ।
ব্রাহ্মে রাত্রিক্ষয়ে প্রাপ্তে তস্য হ্যমিততেজসঃ ॥ ১৬
প্রসাদাৎ প্রাদুরভবৎ পদ্মং পদ্মনিভেক্ষণ।
ততো ব্রহ্মা সমভবৎ স তস্যৈব প্রসাদজঃ ॥ ১৭
অহ্নঃ ক্ষয়ে ললাটাচ্চ সুতো দেবস্য বৈ তথা।
ক্রোধাবিষ্টস্য সংজজ্ঞে রুদ্রঃ সংহারকারকঃ ॥ ১৮
এতৌ দ্বৌ বিবুধশ্রেষ্ঠৌ প্রসাদ-ক্রোধজাবুভৌ।
তদাদেশিতপন্থানৌ সৃষ্টিসংহারকারকৌ ॥ ১৯
নিমিত্তমাত্রং তাবত্র সর্বপ্রাণিবরপ্রদৌ।
কপর্দী জটিলো মুণ্ডঃ শ্মশানগৃহসেবকঃ ॥ ২০
উগ্রব্রতচরো রুদ্রো যোগী পরমদারুণঃ।
দক্ষক্রতুহরশ্চৈব ভগনেত্রহরস্তথা ॥ ২১
নারায়ণাত্মকো জ্ঞেয়ঃ পাণ্ডবেয় যুগে যুগে।
তস্মিন্ হি পূজ্যমানে বৈ দেবদেবে মহেশ্বরে ॥ ২২
সম্পূজিতো ভবেৎ পার্থ দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ।
অহমাত্মা হি লোকানাং বিশ্বেষাং পাণ্ডুনন্দন ॥ ২৩
তস্মাদাত্মানমেবাগ্রে রুদ্রং সম্পূজয়াম্যহম্।
যদ্যহং নার্চয়েয়ং বৈ ঈশানং বরদং শিবম্ ॥ ২৪
আত্মানং নার্চয়েৎ কশ্চিদিতি মে ভাবিতাত্মনঃ।
ময়া প্রমাণং হি কৃতং লোকঃ সমনুবর্ততে ॥ ২৫
প্রমাণানি হি পূজ্যানি ততস্তং পূজয়াম্যহম্।
যস্তং বেত্তি স মাং বেত্তি যোঽনু তং স হি মামনু ॥২৬

বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন! অষ্টাদশ গুণযুক্ত * যে সত্ত্বময় আদিপুরুষ, তিনিই আমার পরা প্রকৃতি। পৃথিবী ও আকাশের আত্মস্বরূপা এই প্রকৃতিই যোগবলে সমস্ত লোকসমূহকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এই প্রকৃতিই ঋতা (কর্মফলভূত গতিস্বরূপা), সত্যা (ত্রিকালাবাধিত ব্রহ্মস্বরূপা), অমরা, অজেয়া এবং সমস্ত লোকসমূহের আত্মস্বরূপা। ১৩-১৪

তাঁহা হইতেই (সত্ত্বময় আদিপুরুষ হইতেই) সৃষ্টি ও প্রলয়াদি সমস্ত বিকার উদ্ভব হইয়া থাকে। এই পুরুষই তপ, যজ্ঞ, যজমান এবং পুরাতন বিরাট্ পুরুষ। ইঁহাকেই অনিরুদ্ধ বলা হয়। ইঁহারই দ্বারা লোকসকলের সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া থাকে। ১৫½

যখন প্রলয়ের রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যায়, সেই সময় অমিততেজস্বী অনিরুদ্ধের কৃপায় এক কমল প্রাদুর্ভূত হয়। পদ্মনেত্র অর্জুন! এই কমল হইতেই ব্রহ্মার আবির্ভাব হইয়াছে। এই ব্রহ্মা ভগবান্ অনিরুদ্ধের প্রসাদেই উৎপন্ন হইয়াছেন।১৬-১৭

ব্রহ্মার দিন অতিক্রান্ত হইলে পর ক্রুদ্ধ সেই অনিরুদ্ধের ললাট হইতে তাঁহার পুত্ররূপে সংহারকারী রুদ্র উদ্ভূত হইয়াছেন। ১৮

এই দুই শ্রেষ্ঠ দেবতা—ব্রহ্মা ও রুদ্র ভগবান্ অনিরুদ্ধের প্রসাদ এবং ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহারই কথিত মার্গ অবলম্বন করিয়া ইঁহারা সৃষ্টি ও সংহার কার্য্য সম্পন্ন করেন।১৯

সমস্ত প্রাণিগণের বরদাতা এই দুই দেবতা ব্রহ্মা ও রুদ্র সৃষ্টি এবং সংহারের নিমিত্তমাত্র। (প্রকৃতপক্ষে সে সব কার্য্যই ভগবানের ইচ্ছায় নিষ্পন্ন হয়)। ইঁহাদের মধ্যে সংহারকারী রুদ্রের কপর্দী (জটাজুটধারী), জটিল, মুণ্ড, শ্মশান গৃহসেবক, উগ্র ব্রতাচরণকারী, রুদ্র, যোগী, পরম দারুণ, দক্ষযজ্ঞবিধ্বংসক এবং ভগনেত্রহারী ইত্যাদি বহু নাম আছে। ২০-২১

পাণ্ডুপুত্র! এই ভগবান্ রুদ্রকে নারায়ণস্বরূপ বলিয়াই জানিতে হইবে। পার্থ! প্রত্যেক যুগে এই দেবাধিদেব মহেশ্বরের পূজা করিলে পর সর্বসমর্থ ভগবান্ নারায়ণেরই পূজা করা হয়। ২২½

পাণ্ডুনন্দন! আমি সমস্ত লোকসমূহের আত্মা। সেইজন্য আমি পূর্ব্বে নিজেরই আত্মস্বরূপ রুদ্রের পূজা করি। ২৩½

যদি আমি বরদাতা ভগবান্ শিবের পূজা না করি, তবে অন্য কেহ ত' সেই আত্মস্বরূপ শঙ্করের পূজা করিবে না, ইহাই আমার ধারণা। ২৪½

আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্মকে আদর্শ বা প্রমাণ মনে করিয়া সকল লোক তাহার অনুসরণ করিবে। যাহার পূজনীয়তা বেদমন্ত্রের দ্বারা প্রমাণিত, সেই দেবতার পূজা করা উচিত। এরূপ চিন্তা করিয়া আমি রুদ্রদেবের পূজা করি। যে ব্যক্তি রুদ্রকে জানে, সে আমাকেও জানে। যে ব্যক্তি তাঁহার অনুগামী, সে আমারও অনুগামী। ২৫-২৬

* প্রীতি, প্রকাশ, উৎকর্ষ, লঘুতা, সুখ, অকার্পণ্য, রোষাভাব, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, শৌচ, অক্রোধ, সরলতা, সমতা, সত্য ও দোষদৃষ্টির অভাব—ইহাই সত্ত্বের অষ্টাদশ গুণ।

রুদ্রো নারায়ণশ্চৈব সত্ত্বমেকং দ্বিধাকৃতম্ ।
লোকে চরতি কৌন্তেয় ব্যক্তিস্থং সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ২৭
ন হি মে কেনচিদ্ দেয়ো বরঃ পাণ্ডবনন্দন ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা পুরাণং রুদ্রমীশ্বরম্ ॥ ২৮
পুত্রার্থমারাধিতবানহমাত্মানমাত্মনা ।
ন হি বিষ্ণুঃ প্রণমতি কস্মৈচিদ্ বিবুধায় চ ॥ ২৯
ঋতে আত্মানমেবেতি ততো রুদ্রং ভজাম্যহম্ ।
সব্রহ্মকাঃ সরুদ্রাশ্চ সেন্দ্রা দেবাঃ সহর্ষিভিঃ ॥ ৩০
অর্চয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং হরিম্ ।
ভবিষ্যতাং বর্ত্ততাঞ্চ ভূতানাং চৈব ভারত ॥ ৩১
সর্ব্বেষামগ্রণীর্বিষ্ণুঃ সেব্য পূজ্যশ্চ নিত্যশঃ ।
নমস্ব হব্যদং বিষ্ণুং তথা শরণদং নম ॥ ৩২
বরদং নমস্ব কৌন্তেয় হব্যকব্যভুজং নম ।
চতুর্বিধা মম জনা ভক্তা এব হি মে একম্ ॥ ৩৩

তেষামেকান্তিনঃ শ্রেষ্ঠা যে চৈবানন্যদেবতাঃ ।
অহমেব গতিস্তেষাং নিরাশীঃ কর্মকারিণাম্ ॥ ৩৪
যে চ শিষ্টাস্ত্রয়ো ভক্তাঃ ফলকামা হি তে মতাঃ ।
সর্ব্বে চ্যবনধর্মাস্তে প্রতিবুদ্ধস্তু শ্রেষ্ঠভাক্ ॥ ৩৫
ব্রহ্মাণং শিতিকণ্ঠঞ্চ যশ্চান্যা দেবতাঃ স্মৃতাঃ ।
প্রবুদ্ধচর্য্যাঃ সেবন্তো মামেবৈষ্যন্তি যৎ পরম্ ॥ ৩৬
ভক্তং প্রতি বিশেষস্তে এষ পার্থানুকীর্ত্তিতঃ ।
ত্বং চৈবাহঞ্চ কৌন্তেয় নর-নারায়ণৌ স্মৃতৌ ॥ ৩৭
ভারাবতরণার্থং তু প্রবিষ্টৌ মানুষীং তনুম্ ।
জানাম্যধ্যাত্মযোগাংশ্চ যোঽহং যস্মাচ্চ ভারত ॥ ৩৮
নিবৃত্তিলক্ষণো ধর্মস্তথাভ্যুদয়িকোঽপি চ ।
নরাণাময়নং খ্যাতমহমেকঃ সনাতনঃ ॥ ৩৯
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ ।
অয়নং মম তৎ পূর্বমতো নারায়ণো হ্যহম্ ॥ ৪০

কুন্তীনন্দন ! রুদ্র ও নারায়ণ উভয়ে একই স্বরূপ । ইঁহারা দুই স্বরূপ ধারণ করত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে অবস্থান করিয়া সংসারে যজ্ঞাদি নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন । ২৭

পাণ্ডবগণের আনন্দদায়ক অর্জুন ! আমাকে অন্য কেহই বরদান করিতে সমর্থ নহে ; ইহা চিন্তা করিয়াই আমি পুত্রপ্রাপ্তির জন্য স্বয়ংই নিজের আত্মস্বরূপ পুরাণপুরুষ জগদীশ্বর রুদ্রের আরাধনা করিয়াছি ২৮½

বিষ্ণু নিজের আত্মস্বরূপ রুদ্র ব্যতীত অন্য কোন দেবতাকে প্রণাম করেন না ; সেইজন্য আমি রুদ্রের ভজনা করি । ২৯½

ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র এবং ঋষিগণ সহ সকল দেবতাই সুরশ্রেষ্ঠ নারায়ণ শ্রীহরির অর্চনা করেন । ৩০½

ভরতনন্দন ! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন কালেই অবস্থিত সমস্ত পুরুষগণের পক্ষে ভগবান্ বিষ্ণুই অগ্রগণ্য ; অতএব সকলের সর্ব্বদা তাঁহারই সেবা-পূজা করা কর্ত্তব্য ॥ ৩১½

কুন্তীকুমার ! তুমি হব্যদাতা বিষ্ণুকে নমস্কার কর, শরণদাতা শ্রীহরিকে প্রণাম কর, বরদাতা বিষ্ণুর বন্দনা কর এবং হব্যকব্যভোক্তা ভগবান্‌কে নমস্কার কর । ৩২½

তুমি আমার নিকট হইতে শুনিয়াছ যে, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চারি প্রকার মনুষ্য আমার ভক্ত । ইহাদের মধ্যে যাহারা আমাকে একান্তভাবে ভজনা করে এবং অন্য কোন দেবতাকে নিজেদের আরাধ্য বলিয়া মনে করে না, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । নিষ্কামভাবে সমস্ত কর্মের নিষ্পাদনকারী সেই সব ভক্তের আমিই পরম গতি । ৩৩-৩৪

শেষ যে তিন প্রকার ভক্ত, আমার মতে তাহারা ফলকামী । সেইজন্য তাহার সকলে চ্যবনধর্ম্মা অর্থাৎ পুণ্যভোগের পর স্বর্গাদি লোক হইতে চ্যুত হইয়া যায় ; কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফলভাগী (ভগবৎপ্রাপ্তি) হইয়া থাকে । ৫৫

জ্ঞানী ভক্তগণ ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য দেবতাদিগকে নিষ্কামভাবে সেবা করিতে করিতে অন্তে পরমাত্মা আমাকে প্রাপ্ত হয় । ৩৬

পার্থ ! এই আমি তোমাকে ভক্তগণের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা বলিলাম । কুন্তীনন্দন ! তুমি ও আমি—আমরা উভয়ে নর-নারায়ণ নামে ঋষি ছিলাম এবং পৃথিবীর ভারাবতরণের জন্য আমরা এই মানবদেহে প্রবিষ্ট হইয়াছি । ৩৭½

ভারত ! আমি আত্মযোগ জানি এবং আমি কে ও কোথা হইতে আসিয়াছি ;—এই বিষয়ও আমি জানি । লৌকিক অভ্যুদয়ের সাধক প্রবৃত্তি ধর্ম এবং নিঃশ্রেয়স প্রদানকারী নিবৃত্তিধর্ম্মও আমার জানা আছে । একমাত্র সনাতন পুরুষ আমিই সমস্ত মনুষ্যগণের সুবিখ্যাত আশ্রয়স্বরূপ নারায়ণ ॥ ৩৮ ৩৯

নর (পরমব্রহ্ম) হইতে উৎপন্ন হওয়ায় জল নার বলিয়া কথিত হয় । সেই নার (জল) পূর্ব্বে আমার অয়ন (নিবাসস্থান) ছিল ; অতএব আমি 'নারায়ণ' নামে অভিহিত হই ॥ ৪০

ছাদয়ামি জগদ্ বিশ্বং ভূত্বা সূর্য্য ইবাংশুভিঃ।
সর্বভূতাধিবাসশ্চ বাসুদেবস্ততো হ্যহম্ ॥ ৪১
গতিশ্চ সর্বভূতানাং প্রজনশ্চাপি ভারত।
ব্যাপ্তা মে রোদসী পার্থ কান্তিশ্চাভ্যধিকা মম ॥৪২
অধিভূতানি চান্তেষু তদিচ্ছংশ্চাস্মি ভারত।
ক্রমণাচ্চাপ্যহং পার্থ বিষ্ণুরিত্যভিসংজ্ঞিতঃ ॥ ৪৩
দমাৎ সিদ্ধিং পরীপ্সন্তো মাং জনাঃ কাময়ন্তি হ।
দিবং চোর্বীঞ্চ মধ্যঞ্চ তস্মাদ্ দামোদরো হ্যহম্ ॥ ৪৪
পৃশ্নিরিত্যুচ্যতে চান্নং বেদ আপোঽমৃতং তথা।
মমৈতানি সদা গর্ভঃ পৃশ্নিগর্ভস্ততো হ্যহম্ ॥ ৪৫
ঋষয়ঃ প্রাহুরেবং মাং ত্রিতং কূপনিপাতিতম্।
পৃশ্নিগর্ভ ত্রিতং পাহীত্যেকত-দ্বিতপাতিতম্ ॥ ৪৬
ততঃ স ব্রহ্মণঃ পুত্র আদ্যো হ্যষিবরস্ত্রিতঃ।
উত্তভারোদপানাদ্ বৈ পৃশ্নিগর্ভানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ৪৭
সূর্য্যস্য তপতো লোকানগ্নেঃ সোমস্য চাপ্যুত।
অংশবো যৎ প্রকাশন্তে মমৈতে কেশসংজ্ঞিতাঃ ॥ ৪৮
এবং হি বরদং নাম কেশবেতি মমার্জুন।
দেবানামথ সর্বেষামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥ ৪৯
অগ্নিঃ সোমেন সংযুক্ত একযোনিত্বমাগতঃ।
অগ্নীষোমময়ং তস্মাজ্জগৎ কৃৎস্নং চরাচরম্ ॥ ৫০
অপি হি পুরাণে ভবতি একযোন্যাত্মকাবগ্নীষোমৌ
দেবাশ্চাগ্নিমুখা ইতি একযোনিত্বাচ্চ পরস্পরমর্হন্তো
লোকান্ ধারয়ন্ত ইতি। ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়ণীয়ে একচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪১

(যিনি সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত অথবা যিনি সকলের বাসস্থান, তাঁহাকে 'বাসু' বলা হয়)। আমিই সূর্য্যরূপ ধারণ করত নিজের কিরণসমূহের দ্বারা সম্পূর্ণ জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকি এবং আমিই সমস্ত প্রাণিগণের বাসস্থান; সেইজন্য আমার নাম 'বাসুদেব' ॥৪১

ভারত! আমি সমস্ত প্রাণিগণের গতি এবং উৎপত্তির স্থান। পার্থ! আমি আকাশ ও পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়া আছি। আমার কান্তি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভরতনন্দন! সমস্ত প্রাণী অন্তকালে যে ব্রহ্মকে লাভ করিবার ইচ্ছা করে, সেই ব্রহ্মও আমিই। কুন্তীকুমার! আমি সকলকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত আছি। এই সব কারণে আমার নাম 'বিষ্ণু' হইয়াছে* ॥ ৪২-৪৩

মনুষ্যগণ দমের (ইন্দ্রিয়সংযমের) দ্বারা সিদ্ধিলাভের ইচ্ছা করিয়া আমাকে লাভ করিতে বাসনা করে এবং দমেরই দ্বারা তাহারা পৃথিবী, স্বর্গ ও মধ্যবর্তী লোকসমূহের মধ্যে উচ্চস্থান পাইবার অভিলাষ করে, সেইজন্য আমার নাম 'দামোদর'। (দম এব দামঃ; তেন উদীর্য্যতি—উন্নতিং প্রাপ্নোতি যস্মাৎ স দামোদরঃ—ইহাই দামোদর শব্দের ব্যুৎপত্তি।) ॥ ৪৪

অন্ন, বেদ, জল ও অমৃতকে 'পৃশ্নি' বলে। এই সব বস্তু সর্বদা আমার গর্ভে (মধ্যে) থাকে, সেইজন্য আমার নাম পৃশ্নিগর্ভ ॥ ৪৫

যখন ত্রিত মুনি নিজের দুই ভ্রাতা একত ও দ্বিতের দ্বারা কূপে নিক্ষিপ্ত হন, তখন ঋষিগণ আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—পৃশ্নিগর্ভ! আপনি একত ও দ্বিত কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ত্রিতমুনিকে রক্ষা করুন। সেই সময় আমার পৃশ্নিগর্ভ নামের বারংবার কীর্তন করায় ব্রহ্মার আদিপুত্র ঋষিবর ত্রিত কূপ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৪৬-৪৭

জগতের তাপকারী সূর্য্যের, অগ্নির ও চন্দ্রের যে কিরণ প্রকাশিত হয়, সে সবই আমার কেশ বলিয়া কথিত হয়। সেই কেশের দ্বারা যুক্ত হওয়ায় সর্বজ্ঞ দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ আমাকে 'কেশব' নামে অভিহিত করেন ॥ ৪৮½

অর্জুন! এইরূপে আমার 'কেশব' নাম সমস্ত দেবতা ও মহাত্মা ঋষিগণের পক্ষেই বরদায়ক ॥ ৪৯

অগ্নি সোমের সহিত সংযুক্ত হইয়া একযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইজন্য সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ অগ্নী-ষোমময়। ৫০

পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, অগ্নি ও সোম একযোনি এবং সমস্ত দেবতাগণের মুখ অগ্নি। একযোনি হওয়ায় পরস্পর পরস্পরকে আনন্দদান করে এবং লোকসকলকে ধারণ করে ॥৫১

* বিষ্ণ্ গতৌ তুদাদি, বিচ্ছ দীপ্তৌ চুরাদি, বিষু সেচনে ভ্বাদি, বিষ্‌ ব্যাপ্তৌ জুহোত্যাদি, বিশ প্রবেশনে তুদাদি, স্নু প্রস্রবণে অদাদি—এই সব ধাতু হইতে 'বিষ্ণু' শব্দ উৎপন্ন হয়, অতএব গতি, দীপ্তি, সেচন, ব্যাপ্তি, প্রবেশ ও প্রস্রবণ—এই সমস্ত অর্থই 'বিষ্ণু' শব্দে নিহিত আছে।

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে নারায়ণের মহিমাবিষয়ক একচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সৃষ্টেঃ প্রারম্ভিকাবস্থাবর্ণনম্, ব্রাহ্মণানাং মাহাত্ম্যপ্রকাশক-বহুবিধ-বৃত্তান্তানামুল্লেখঃ, ভগবন্নাম্নাং হেতুকথনম্, রুদ্রেণ সহ যুদ্ধে নারায়ণস্য জয়লাভশ্চ।]

অর্জুন উবাচ।

অগ্নীষোমৌ কথং পূর্বমেকযোনী প্রবর্তিতৌ।
এষ মে সংশয়ো জাতস্তং ছিন্ধি মধুসূদন ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে বর্তয়িষ্যামি পুরাণং পাণ্ডুনন্দন।
আত্মতেজোদ্ভবং পার্থ শৃণুষ্বৈকমনা মম ॥ ২

সম্প্রক্ষালনকালেঽতিক্রান্তে চতুর্যুগসহস্রান্তে অব্যক্তে সর্বভূতে প্রলয়ে সর্বভূতস্থাবরজঙ্গমে জ্যোতির্ধরণিবায়ুরহিতেঽন্ধে তমসি জলৈকার্ণবে লোকে। ৩

আপ ইত্যেবং ব্রহ্মভূতসংজ্ঞকেঽদ্বিতীয়ে প্রতিষ্ঠিতে ॥ ৪

ন বৈ রাত্র্যাং ন দিবসে ন সতি নাসতি ন ব্যক্তে ন চাপ্যব্যক্তে ব্যবস্থিতে ॥ ৫

এতস্যাং ব্যবস্থায়াং নারায়ণগুণাশ্রয়াদজরামরাদনিন্দ্রিয়াদগ্রাহ্যাদসম্ভবাৎ সত্যাদহিংস্রাল্ললামাদ্বিবিধপ্রবৃত্তিবিশেষাদবৈরাদক্ষয়াদমরাদজরাদমূর্তিতঃ সর্বব্যাপিনঃ সর্বকর্তুঃ শাশ্বতস্তমাৎ পুরুষঃ প্রাদুর্ভূতো হরিরব্যয়ঃ ॥ ৬

নিদর্শনমপি হ্যত্র ভবতি ॥ ৭

নাসীদহো ন রাত্রিরাসীন্ন সদাসীন্নাসদাসীৎ তম এব পুরস্তাদভবদ্ বিশ্বরূপম্। সা বিশ্বরূপস্য রজনী হি এবমস্যার্থোঽনুভাষ্যঃ ॥ ৮

তস্যেদানীং তমসঃ সম্ভবস্য পুরুষস্য ব্রহ্মযোনের্ব্রহ্মণঃ প্রাদুর্ভাবে স পুরুষঃ প্রজাঃ সিসৃক্ষমাণো নেত্রাভ্যামগ্নীষোমৌ সসর্জ। ততো ভূতসর্গেষু সৃষ্টেষু

দ্বিচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[সৃষ্টির প্রারম্ভিক-অবস্থা বর্ণন, ব্রাহ্মণগণের মহিমাপ্রকাশক বহু প্রকারের বৃত্তান্তের উল্লেখ, ভগবন্নামসকলের হেতুকথন এবং রুদ্রের সহিত যুদ্ধে নারায়ণের বিজয়।]

অর্জুন বলিলেন,—মধুসূদন! অগ্নি ও সোম পূর্বকালে এক-যোনি কিভাবে হইয়াছিলেন? আমার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি তাহা ছেদন করুন। ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন! কুন্তীকুমার! আমার আত্মতেজ হইতে উদ্ভবের পুরাতন বৃত্তান্ত আমি তোমাকে হর্ষ-সহকারে বলিব। তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। ২

একহাজার চতুর্যুগ অতিবাহিত হইয়া যাইলে পর সমস্ত লোকসমূহের প্রলয়কাল উপস্থিত হইল। সকল ভূতই অব্যক্তে লীন হইয়া গিয়াছিল। স্থাবর-জঙ্গম সব প্রাণীর লয় হইয়াছিল। পৃথিবী, তেজ ও বায়ু কিছুই ছিল না। চারিদিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইল এবং সম্পূর্ণ জগৎ একার্ণব জলে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল। ৩

সর্বদিকে কেবল জলই ছিল। অন্য কোন তত্ত্বই তখন ছিল না। একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ৪

সেই সময় রাত্রি ছিল না, দিনও ছিল না। সৎ (কারণ) ছিল না এবং অসৎও (কার্যও) ছিল না। ব্যক্ত ছিল না ও অব্যক্তেরও স্থিতি ছিল না। ৫

এই অবস্থায় নারায়ণের গুণসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবস্থিত সেই অজর, অমর, ইন্দ্রিয়রহিত, অগ্রাহ্য, অসম্ভব, সত্য-স্বরূপ, হিংসাহীন, সুন্দর, নানাপ্রকার বিশেষ প্রবৃত্তিসমূহের হেতুভূত, বৈরবর্জিত, অক্ষয়, অমর, জরারহিত, নিরাকার, সর্ব-ব্যাপী এবং সর্বকর্তা শাশ্বত তমঃ অবিনাশী সনাতন পুরুষ হরির প্রাদুর্ভাব হয়। ৬

এ বিষয়ে শ্রুতির এই দৃষ্টান্তও আছে। ৭

এই প্রলয়কালে দিন ছিল না, রাত্রি ছিল না, সৎ ছিল না, অসৎ ছিল না, কেবল তমই (অন্ধকার) সম্মুখে ছিল। তাহাই সর্বরূপ হইয়া গিয়াছিল এবং উহা বিশ্বরূপ পরমাত্মার রাত্রি। এইরূপ সেই শ্রুতির অর্থ বলা ও জানা উচিত। ৮

সেই সময় এই মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত সেই ব্রহ্ম-যোনি পুরুষ হইতে ব্রহ্মার প্রাদুর্ভাব হয়। তখন সেই পুরুষ প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছায় নিজের নেত্রদ্বয় দ্বারা অগ্নি ও সোমকে উৎপন্ন করেন। এইভাবে ভৌতিক সর্গের সৃষ্টি হইয়া যাইলে পর প্রজার উৎপত্তির সময় ক্রমশঃ ব্রহ্ম ও ক্ষত্র উদ্ভূত হয়। যিনি সোম, তিনিই ব্রহ্ম এবং যিনি ব্রহ্ম, তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি অগ্নি, তিনিই ক্ষত্র বা ক্ষত্রিয় জাতি। ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ জাতি অধিক প্রবল। যদি বল, কিভাবে? তবে উহার উত্তর হইল যে, ব্রাহ্মণের এই প্রবলতার গুণ সকল লোকেরই প্রত্যক্ষ। যেরূপ ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ কোন প্রাণী প্রথমে কখনও উৎপন্ন হয় নাই।

প্রজাক্রমবশাদ্ ব্রহ্ম-ক্ষত্রমুপাত্তিষ্ঠৎ যঃ সোমস্তদ্ ব্রহ্ম যদ্ ব্রহ্ম তে ব্রাহ্মণা যোহগ্নিস্তৎ ক্ষত্রং ক্ষত্রাদ্ ব্রহ্ম বলবত্তরম্। কস্মাদিতি লোকপ্রত্যক্ষগুণমেতৎ তদ্‌যথা ব্রাহ্মণেভ্যঃ পরং ভূতং নোৎপন্নপূর্বং দীপ্যমানেঽগ্নৌ জুহোতি। যো ব্রাহ্মণমুখে জুহোতীতি কৃত্বা ব্রবীমি ভূতসর্গঃ কৃতো ব্রাহ্মণা ভূতানি চ প্রতিষ্ঠাপ্য ত্রৈলোক্যং ধার্য্যত ইতি মন্ত্রবাদোঽপি হি ভবতি॥ ৯

ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং হিতো দেবানাং মানুষাণাঞ্চ জগত ইতি॥ ১০

নিদর্শনং চাত্র ভবতি বিশ্বেষামগ্নে যজ্ঞানাং ত্বং হোতেতি। ত্বং হিতো দেবৈর্মনুষ্যৈর্জগত ইতি॥ ১১

অগ্নির্হি যজ্ঞানাং হোতা কর্তা স চাগ্নির্ব্রহ্ম॥ ১২

ন হৃতে মন্ত্রাণাং হবনমস্তি ন বিনা পুরুষং তপঃ সম্ভবতি। হবির্মন্ত্রাণাং সম্পূজা বিদ্যতে দেব-মানুষ-ঋষীণামনেন ত্বং হোতেতি নিযুক্তঃ। যে চ মানুষহোত্রাধিকারাস্তে চ ব্রাহ্মণস্য হি যাজনং বিধীয়তে ন ক্ষত্র-বৈশ্যয়োর্দ্বিজাত্যোস্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণা হ্যগ্নিভূতা যজ্ঞানুদ্বহন্তি। যজ্ঞাস্তে দেবাংস্তর্পয়ন্তি দেবাঃ পৃথিবীং ভাবয়ন্তি শতপথেঽপি হি ব্রাহ্মণমুখে ভবতি॥ ১৩

অগ্নৌ সমিদ্ধে স জুহোতি যো বিদ্বান্ ব্রাহ্মণমুখেনাহুতিং জুহোতি॥ ১৪

এবমপ্যগ্নিভূতা ব্রাহ্মণা বিদ্বাংসোঽগ্নিং ভাবয়ন্তি। অগ্নির্বিষ্ণুঃ সর্বভূতান্যনুপ্রবিশ্য প্রাণান্ ধারয়তি॥ ১৫

অপি চাত্র সনৎকুমারগীতাঃ শ্লোকা ভবন্তি—

ব্রহ্মা বিশ্বং সৃজৎ পূর্বং সর্বাদির্নিরবস্করম্।
ব্রহ্মঘোষৈর্দিবং গচ্ছন্ত্যমরা ব্রহ্মযোনয়ঃ॥ ১৬
ব্রাহ্মণানাং মতির্বাক্যং কর্ম শ্রদ্ধাং তপাংসি চ।
ধারয়ন্তি মহীং দ্যাঞ্চ শৈক্যো বাগমৃতং তথা॥ ১৭
নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্মো নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ পরং নাস্তি প্রেত্য চেহ চ ভূতয়ে॥ ১৮

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের মুখে ভোজন দান করে, সে প্রজ্বলিত অগ্নিতেই আহুতি দান করিয়া থাকে। ইহা চিন্তা করিয়াই আমি এই কথা বলিতেছি। ব্রহ্মা ভূতগণের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ ভূতবর্গকে যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া তিনি তিন লোককে ধারণ করিয়া আছেন। এই মন্ত্রবাক্যও আমার এই বাক্যেরই সমর্থক। ৯

অগ্নে! তুমি যজ্ঞসমূহের হোতা এবং সমস্ত দেবতা, মনুষ্য ও সারা জগতের হিতৈষী। ১০

এ বিষয়ে এই দৃষ্টান্ত আছে—হে অগ্নিদেব! তুমি সকল যজ্ঞের হোতা। সমস্ত দেবতা ও মনুষ্যগণসহ জগতের তুমি হিতৈষী। ১১

অগ্নিদেব যজ্ঞের হোতা ও কর্তা। সেই অগ্নিদেবই ব্রাহ্মণ। ১২

কারণ, মন্ত্র ব্যতীত হোম হয় না এবং পুরুষ ব্যতীত তপস্যা সম্ভব হয় না। হবিযুক্ত মন্ত্রসমূহের সম্বন্ধের দ্বারা দেবতা, মনুষ্য ও ঋষিগণের পূজা হয়; সেইজন্য হে অগ্নিদেব! তুমি হোতৃরূপে নিযুক্ত হইয়াছ। মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা হোতার অধিকারী, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ; কারণ, ইঁহাদের পক্ষেই যজ্ঞ করাইবার বিধান আছে। দ্বিজাতিগণের মধ্যে যাহারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, তাহাদের যজ্ঞ করাইবার অধিকার নাই; সেইজন্য অগ্নিস্বরূপ ব্রাহ্মণগণই যজ্ঞসমূহের ভার বহন করিয়া থাকেন। সেই যজ্ঞ দেবতাদিগকে তৃপ্ত করে এবং দেবতারা ভূমণ্ডলকে ধন-ধান্যে সম্পন্ন করেন। শতপথ ব্রাহ্মণেও ব্রাহ্মণের মুখে আহুতিদানের বিধান আছে। ১৩

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণের মুখরূপী অগ্নিতে অন্নের আহুতি দিয়া থাকেন, তিনি যেন প্রজ্বলিত অগ্নিতেই হোম করেন। ১৪

এইরূপে ব্রাহ্মণগণ অগ্নিস্বরূপ। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরা অগ্নিরই আরাধনা করেন; কারণ, অগ্নি হইলেন সাক্ষাৎ বিষ্ণু। তিনিই সমস্ত প্রাণিগণের অন্তরে প্রবেশ করত তাহাদের প্রাণকে ধারণ করিয়া থাকে। ১৫

ইহা ব্যতীত এবিষয়ে সনৎকুমার কর্তৃক গীত বহু শ্লোকও দেখা যায়। সকলের আদি কারণ ব্রহ্মা (যিনি ব্রাহ্মণই ছিলেন) পূর্বে এই নির্মল বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মই যাঁহাদের উৎপত্তির স্থান, সেই অমর দেববৃন্দও ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনিতেই স্বর্গলোকে গমন করেন। ১৬

যেরূপ শিকা দধি-দুগ্ধাদি ধারণ করে, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণের বুদ্ধি, বাক্য, কর্ম, শ্রদ্ধা, তপ ও বাক্যামৃত পৃথিবী এবং স্বর্গকে ধারণ করিয়া থাকে। ১৭

সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ কোন ধর্ম নাই। মাতার সদৃশ আর অন্য কোন গুরু নাই এবং ব্রাহ্মণগণ হইতে শ্রেষ্ঠ ইহলোক ও পরলোকে কল্যাণকারী আর কেহই নাই। ১৮

মৈষামুক্তা বহন্তি নীত বাহা
 ন গর্গয়ো মথ্যন্তি সম্প্রদানে
অপধ্বস্তা দস্যুভূতা ভবন্তি
 যেষাং রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণা বৃত্তিহীনাঃ ॥ ১৯

বেদপুরাণেতিহাসপ্রামাণ্যান্নারায়ণমুখোদ্গতাঃ সর্বাত্মানঃ সর্বকর্তারঃ সর্বভাবাশ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥ ২০

বাক্‌সংযমকালে হিতস্থ বরপ্রদস্য দেবদেবস্থ ব্রাহ্মণাঃ প্রথমং প্রাদুর্ভূতা ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ শেষা বর্ণাঃ প্রাদুর্ভূতঃ ॥ ২১

ইত্থঞ্চ সুরাসুরবিশিষ্টা ব্রাহ্মণা য এবময়া ব্রহ্মভূতেন পুরা স্বয়মেবোৎপাদিতাঃ সুরাসুরমহর্ষয়ো ভূতবিশেষাঃ স্থাপিতা নিগৃহীতাশ্চ ॥ ২২

অহল্যাধর্ষণনিমিত্তং হি গৌতমাদ্ধরিশ্মশ্রুতামিন্দ্রঃ প্রাপ্তঃ কৌশিকনিমিত্তং চেন্দ্রো মুষ্কবিয়োগং মেষবৃষণত্বং চাবাপ ॥ ২৩

অশ্বিনোর্গ্রহপ্রতিষেধোদ্যতবজ্রস্য পুরন্দরস্য চ্যবনেন স্তম্ভিতৌ বাহূ ॥ ২৪

ক্রতুবধপ্রাপ্তমন্যুনা চ দক্ষেণ ভূয়স্তপসা চাত্মানং নেত্রাকৃতিরন্যা ললাটে রুদ্রস্যোৎপাদিতা ॥ ২৫

ত্রিপুরবধার্থং দীক্ষামুপগতস্য রুদ্রস্য উশনসা জটাঃ শিরস উৎকৃত্য প্রযুক্তাস্ততঃ প্রাদুর্ভূতা ভুজগাস্তৈরস্য ভুজগৈঃ পীড্যমানঃ কণ্ঠো নীলতামুপাগতঃ, পূর্বে চ মন্বন্তরে স্বায়ম্ভুবে নারায়ণহস্তগ্রহণান্নীলকণ্ঠত্বমেব চ ॥ ২৬

অমৃতোৎপাদনে পুরশ্চরণতামুপগতস্যাঙ্গিরসো বৃহস্পতেরুপস্পৃশতো ন প্রসাদং গতবত্যঃ কিলাপঃ, অথ বৃহস্পতিরপাং চুক্রোধ যস্মান্মমোপস্পৃশতঃ কলুষীভূতা ন চ প্রসাদমুপগতাস্তস্মাদদ্যপ্রভৃতি ঝষ-মকর-কচ্ছপজন্তুভিঃ কলুষীভবতেতি, তদা প্রভৃত্যাপো যাদোভিঃ সঙ্কীর্ণাঃ সম্প্রবৃত্তাঃ ॥ ২৭

যাহাদের রাজ্যে ব্রাহ্মণগণের কোন জীবনধারণের ব্যবস্থা নাই, সেই সব রাজার যান, বাহন— বৃষ বলীবর্দ ও অশ্বাদি থাকে না, অপরকে প্রদান করিবার জন্য তাঁহার রাজ্যে দধিদুগ্ধাদিও মথিত হয় না এবং সেই সব রাজা নিজেদের মর্যাদা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দস্যুস্বরূপ হইয়া যায় । ১৯

বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসের প্রমাণের দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি ভগবান্ নারায়ণের মুখ হইতেই হইয়াছে ; অতএব এই ব্রাহ্মণগণ সর্বাত্মা, সর্বকর্তা এবং সর্বভাবস্বরূপ । ২০

বাক্যের সংযমের কালে সকলের হিতৈষী, বরদাতা, দেবাধিদেব ব্রহ্মার দ্বারা সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হন । তারপর সেই ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অন্য শেষ বর্ণসকলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে । ২১

এইভাবে ব্রাহ্মণগণ দেবতা ও অসুরসকলের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ। পুরাকালে আমি স্বয়ংই ব্রহ্মার রূপ ধারণ করত এই সব ব্রাহ্মণদিগকে উৎপন্ন করিয়াছিলাম। দেবতা, অসুর এবং মহর্ষি প্রভৃতি যে সব ভূতবিশেষ আছেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণেরাই নিজ নিজ অধিকারে স্থাপিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের দ্বারা অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে পর তাঁহাদিগকে দণ্ডদানও করিয়াছেন । ২২

অহল্যার উপর বলাৎকার করায় গৌতমের অভিশাপে ইন্দ্রকে হরিশ্মশ্রু (হরিদ্বর্ণ দাড়িযুক্ত) হইতে হইয়াছিল এবং বিশ্বামিত্রের অভিশাপে ইন্দ্রের অণ্ডকোষদ্বয় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তারপর পরে মেষের (ভেঁড়ার) অণ্ডকোষ ইন্দ্রে সংযুক্ত করা হয় । ২৩

অশ্বিনীকুমারযুগলের উদ্দেশ্যে নিয়ত যজ্ঞভাগ নিষেধ করিবার জন্য বজ্র উত্তোলনকারী ইন্দ্রের দুই বাহু মহর্ষি চ্যবন স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন । ২৪

এইভাবে দক্ষ প্রজাপতি রুদ্র কর্তৃক নিজের যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যাইলে পর কুপিত হইয়া অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং রুদ্রদেবের ললাটে এক তৃতীয় নয়ন-চিহ্ন উৎপন্ন করিয়া দিয়াছিলেন । ২৫

যে সময় রুদ্রদেব ত্রিপুরনিবাসী দৈত্যাদিগকে বধ করিবার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, সেই সময় শুক্রাচার্য নিজের মস্তক হইতে এক জটা উৎপাটিত করিয়া উহাকে মহাদেবের উপর প্রয়োগ করিলেন। তারপর সেই জটা হইতে বহু সর্প উৎপন্ন হইল এবং তাহারা রুদ্রদেবের কণ্ঠে দংশন করিতে লাগিল। ইহাতে তাঁহার কণ্ঠ নীল হইয়া যাইল। পূর্বে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে নারায়ণ নিজের হস্তে তাঁহার কণ্ঠ ধারণ করিয়াছিলেন, এইজন্যও রুদ্রের কণ্ঠ নীল হইয়া যাওয়ায় তিনি নীলকণ্ঠ হইয়া যান ।২৬

বিশ্বরূপো হি বৈ ত্বাষ্ট্রঃ পুরোহিতো দেবানামাসীৎ, স্বস্রীয়োঽসুরাণাং স প্রত্যক্ষং দেবেভ্যো ভাগমদাৎ পরোক্ষমসুরেভ্যঃ ॥ ২৮

অথ হিরণ্যকশিপুং পুরস্কৃত্য বিশ্বরূপমাতরং স্বসারমসুরা বরমযাচন্ত হে স্বসরয়ং তে পুত্রস্ত্বাষ্ট্রো বিশ্বরূপস্ত্রিশিরা দেবানাং পুরোহিতঃ প্রত্যক্ষং দেবেভ্যো ভাগমদাৎ পরোক্ষমস্মাকং ততো দেবা বর্দ্ধন্তে বয়ং ক্ষীয়ামস্তদেনং ত্বং বারয়িতুমর্হসি তথা যথাস্মান্ ভজেদিতি ॥ ২৯

অথ বিশ্বরূপং নন্দনবনমুপগতং মাতোবাচ পুত্র কিং পরপক্ষবর্দ্ধনস্ত্বং মাতুলপক্ষং নাশয়সি নার্হস্যেবং কর্ত্তুমিতি স বিশ্বরূপো মাতুর্বাক্যমনতিক্রমণীয়মিতি মত্বা সম্পূজ্য হিরণ্যকশিপুমগাৎ ॥৩০

হৈরণ্যগর্ভাচ্চ বশিষ্ঠাদ্ধিরণ্যকশিপুঃ শাপং প্রাপ্তবান্ যস্মাৎ ত্বয়াণ্যো বৃতো হোতা তস্মাদসমাপ্তযজ্ঞস্ত্বমপূর্ব্বাৎ সত্ত্বজাতাদ্ বধং প্রাপ্স্যসীতি তচ্ছাপদানাদ্ধিরণ্যকশিপুঃ প্রাপ্তবান্ বধম্ ॥ ৩১

অথ বিশ্বরূপো মাতৃপক্ষবর্দ্ধনোঽত্যর্থং তপস্যভবৎ তস্য ব্রতভঙ্গার্থমিন্দ্রো বহ্বীঃ শ্রীমত্যোঽপ্সরসো নিযুযোজ তাশ্চ দৃষ্ট্বা মনঃ ক্ষুভিতং তস্যাভবৎ তাসু চাপ্সরঃসু নচিরাদেব সক্তোঽভবৎ সক্তং চৈনং জ্ঞাত্বা অপ্সরস ঊচুর্গচ্ছামহে বয়ং যথাগতমিতি ॥ ৩২

তাস্ত্বাষ্ট্র উবাচ ক্ক গমিষ্যথাস্যতাং তাবন্ময়া সহ শ্রেয়ো ভবিষ্যতীতি তাস্তমব্রুবন্ বয়ং দেবস্ত্রিয়োঽপ্সরস ইন্দ্রং দেবং বরদং পুরা প্রভবিষ্ণুং বৃণীমহ ইতি ॥ ৩৩

অথ তা বিশ্বরূপোঽব্রবীদদ্যৈব সেন্দ্রা দেবা ন ভবিষ্যন্তীতি ততো মন্ত্রান্ জজাপ তৈর্মন্ত্রৈরবর্দ্ধত

অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি অমৃত উৎপন্ন করিবার সময় পুরশ্চরণ করেন। সেই সময় যখন তিনি আচমন করিতে লাগিলেন, তখন জল স্বচ্ছ হইল না। ইহাতে বৃহস্পতি জলের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন,—আমার আচমন করিবার সময়েও তুমি স্বচ্ছ হইলে না, মলপূর্ণই রহিলে; সেইহেতু আজ হইতে মৎস্য, মকর ও কচ্ছপাদি জন্তুগণের দ্বারা তুমি কলুষিত হইতে থাকিবে। তখন হইতেই সমস্ত জলাশয় জলজন্তুগণে পূর্ণ থাকে। ২৭

ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ দেবগণের পুরোহিত ছিলেন। তিনি অসুরদের ভাগিনেয় ছিলেন, সেইজন্য দেবতাদিগকে প্রত্যক্ষ ভাবে এবং অসুরসকলকে পরোক্ষভাবে যজ্ঞসমূহের ভাগ সমর্পণ করিতেন। ২৮

কিছু কালের পর হিরণ্যকশিপুকে অগ্রে করিয়া সকল অসুরগণ বিশ্বরূপের মাতার নিকট গমন করিল এবং তাঁহার নিকট বরপ্রার্থনা করিল—ভগিনি! এই তোমার তিন মস্তকযুক্ত পুত্র বিশ্বরূপ দেবতাদের পুরোহিত হইয়াছে। সে দেবগণকে প্রত্যক্ষভাবে এবং আমাদিগকে পরোক্ষভাবে যজ্ঞভাগ সমর্পণ করে। ইহাতে দেবতারা বর্দ্ধিত হয় এবং আমরা নিরন্তর ক্ষীণ হইয়া যাইতেছি। তুমি ইহাকে নিষেধ কর, যাহাতে সে দেবগণকে ত্যাগ করিয়া আমাদের পক্ষ গ্রহণ করে। ২৯

তখন একদিন মাতা নন্দনবনে গমন করিয়া বিশ্বরূপকে বলিলেন,—পুত্র! কেন তুমি অপরের পক্ষ বৃদ্ধি করিতেছ এবং মাতুলের পক্ষ বিনষ্ট করিতেছ? তুমি অতঃপর আর এরূপ করিও না। বিশ্বরূপ মাতার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় মনে করিয়া তাঁহার সম্মান করত হিরণ্যকশিপুর নিকটে গমন করিলেন। ৩০

(হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে নিজের হোতা করিল)। অন্যদিকে ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠের নিকট হইতে হিরণ্যকশিপু শাপ প্রাপ্ত হইল, তুমি আমাকে অবহেলা করিয়া অন্য ব্রাহ্মণকে হোতা করিয়াছ; সেইজন্য এই যজ্ঞের সমাপ্তি হইবার পূর্ব্বেই কোন এক অভূতপূর্ব্ব প্রাণীর দ্বারা তুমি নিহত হইবে। বশিষ্ঠ এই অভিশাপ দেওয়ায় হিরণ্যকশিপু বধ-প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৩১

তারপর বিশ্বরূপ মাতৃপক্ষের বৃদ্ধি করিবার জন্য অতিশয় কঠোর তপস্যায় নিরত হইলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার ব্রত ভঙ্গ করিবার জন্য ইন্দ্র বহু সুন্দরী অপ্সরাকে নিযুক্ত করিলেন। সেই সব অপ্সরাকে দেখিয়া বিশ্বরূপের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং তিনি অতি সত্বর তাঁহাদের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে আসক্ত জানিয়া অপ্সরাগণ বলিলেন,—এখন আমরা যে স্থান হইতে আসিয়াছিলাম, সেখানে চলিয়া যাইতেছি। ৩২

তখন ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ তাঁহাদের বলিলেন—তোমরা কোথায় যাইবে? এখন আমারই নিকটে থাক। ইহাতে তোমাদের কল্যাণ হইবে। ইহা শুনিয়া সেই অপ্সরাগণ

ত্রিশিরা একেনাস্যেন সর্বলোকেষু যথাবদ্ দ্বিজৈঃ ক্রিয়াবদ্ভির্যজ্ঞেষু সুহুতং সোমং পপাবেকেনান্নমেকেন সেন্দ্রান্ দেবানথেন্দ্রস্তং বিবর্দ্ধমানং সোমপানাপ্যায়িত-সর্বগাত্রং দৃষ্ট্বা চিন্তামাপেদে সহ দেবৈঃ ॥ ৩৪

তে দেবাঃ সেন্দ্রা ব্রহ্মাণমভিজগ্মুস্ত ঊচুর্বিশ্বরূপেণ সর্বযজ্ঞেষু সুহুতঃ সোমঃ পীয়তে বয়মভাগাঃ সংবৃত্তা অসুরপক্ষো বর্দ্ধতে বয়ং ক্ষীয়ামস্তদর্হসি নো বিধাতুং শ্রেয়োঽনন্তরমিতি ॥ ৩৫

তান্ ব্রহ্মোবাচ ঋষির্ভার্গববংশজস্তপস্তপ্যতে দধীচঃ স যাচ্যতাং বরং স যথা কলেবরং জহ্যাৎ তথা বিধীয়তাং তস্যাস্থিভির্বজ্রং ক্রিয়তামিতি ॥ ৩৬

ততো দেবাস্তত্র গচ্ছন্ যত্র দধীচো ভগবানৃষিস্তপ-স্তেপে সেন্দ্রা দেবাস্তং তথাভিগম্যোচুর্ভগবংস্তপঃ সুকুশলমবিঘ্নং চেতি ॥ ৩৭

তান্ দধীচ উবাচ স্বাগতং ভবদ্ভ্য উচ্যতাং কিং ক্রিয়তামিতি যদ্ বক্ষ্যথ তৎ করিষ্যামি ॥ ৩৮

তে তমব্রুবন্ শরীরপরিত্যাগং লোকহিতার্থং ভগবান্ কর্তুমর্হতীতি ॥ ৩৯

অথ দধীচস্তথৈবাবিমনাঃ সুখদুঃখসমো মহাযোগী আত্মানং সমাধায় শরীরপরিত্যাগং চকার ॥ ৪০

তস্য পরমাত্মন্যবসৃতে তান্যস্থীনি ধাতা সংগৃহ্য বজ্রমকরোৎ তেন বজ্রেণাভেদ্যেনাপ্রধৃষ্যেণ ব্রহ্মাস্থিসম্ভূতেন বিষ্ণুপ্রবিষ্টেনেন্দ্রো বিশ্বরূপং জঘান শিরসাং চাস্য চ্ছেদনমকরোৎ তস্মাদনন্তরং বিশ্বরূপগাত্রমথনসম্ভবং ত্বষ্ট্রোৎপাদিতমেবারিং বৃত্রমিন্দ্রো জঘান ॥ ৪১

বলিলেন,—আমরা সকলে দেবাঙ্গনা—অপ্সরা। আমরা পূর্ব্ব হইতেই বরদায়ক দেবতা প্রভাবশালী ইন্দ্রকে বরণ করিয়াছি। ৩৩

তখন বিশ্বরূপ তাঁহাদের বলিলেন আজই ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাগণের অভাব হইয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া তিনি মন্ত্র-সমূহ জপ করিতে লাগিলেন। সেই সব মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার শক্তি বর্দ্ধিত হইল। তিন মস্তকবিশিষ্ট বিশ্বরূপ নিজের এক মুখের দ্বারা সমগ্র জগতের ক্রিয়ানিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক যজ্ঞে বিধিপূর্ব্বক আহুত সোমরস পান করিতে আরম্ভ করিলেন, দ্বিতীয় মুখের দ্বারা অন্নভোজন করিতে থাকিলেন এবং তৃতীয় মুখের দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণের তেজ পান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র দেখিলেন,—বিশ্বরূপের সর্ব্বাঙ্গ সোমপানে পরিপুষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া দেবগণসহ ইন্দ্র চিন্তান্বিত হইলেন। ৩৪

তদনন্তর ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবতারা ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—ভগবন্! বিশ্বরূপ সকল যজ্ঞে বিধি অনুসারে হুত সোমরস পান করিতেছে। আমরা যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। অসুরপক্ষ বর্দ্ধিত হইতেছে এবং আমরা সকলে ক্ষীণ হইয়া যাইতেছি; অতএব আপনি আমাদের সকলের কল্যাণসাধন করুন। ৩৫

তখন ব্রহ্মা সেই দেবতাদিগকে বলিলেন,—ভৃগুবংশজাত ঋষি দধীচ তপস্যা করিতেছে। তাহার নিকট গমন করত বর প্রার্থনা কর, যাহাতে সে নিজের শরীর পরিত্যাগ করে। তারপর তাহার দেহের অস্থির দ্বারা বজ্রনামক অস্ত্র নির্ম্মাণ কর। ৩৬

অনন্তর দেবগণ সেস্থানে গমন করিলেন, যেস্থানে ভগবান্ দধীচ তপস্যা করিতেছেন। ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতারা তাঁহার নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন,—ভগবন্! আপনার তপস্যা সকুশলে চলিতেছে ত? তাহাতে কোন বিঘ্ন হইতেছে না ত? ৩৭

দধীচ তখন সেই দেবতাদিগকে বলিলেন,—আপনাদের সুখে আগমন হইয়াছে ত'? বলুন, আমি আপনাদের কি সেবা করিব? আপনারা যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব। ৩৮

দেবতারা বলিলেন,—ভগবন্! আপনি লোকহিতের জন্য নিজের শরীর পরিত্যাগ করুন। ৩৯

ইহা শ্রবণ করিয়া দধীচের মন পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণই ছিল, অল্পও বিমনা হইলেন না; কারণ, সুখ ও দুঃখে সমানভাববিশিষ্ট এই দধীচমুনি মহাযোগী ছিলেন। তিনি আত্মাকে পরমাত্মায় সংযোজিত করিয়া নিজের দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিলেন। ৪০

তিনি পরমাত্মায় লীন হইয়া যাইলে পর তাঁহার সেই অস্থি-সমূহ সংগ্রহ করত ধাতা বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। ব্রাহ্মণের অস্থি হইতে উৎপন্ন সেই অভেদ্য ও দুর্জ্জয় বজ্রমধ্যে ভগবান্ বিষ্ণু প্রবিষ্ট হইলে তাহার দ্বারা ইন্দ্র বিশ্বরূপকে বধ করিলেন এবং তাঁহার তিনটি মস্তক ছেদন করিলেন। তদনন্তর ত্বষ্টা প্রজাপতি বিশ্বরূপের শরীর মন্থন করিয়া যাহাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, নিজের সেই শত্রু বৃত্রাসুরকেও ইন্দ্র এই বজ্রাস্ত্রের দ্বারাই সংহার করিলেন। ৪১

তস্যাং বৈরীভূতায়াং ব্রহ্মবধ্যায়াং তস্মাদিন্দ্রো দেবরাজ্যং পর্য্যত্যজদশ্রু সত্বরাচ্চ শীতলাং মানসসরোগতাং নলিনীং প্রতিপেদে তত্র চৈশ্বর্য্যযোগাদণুমাত্রো ভূত্বা বিসগ্রন্থিং প্রবিবেশ ॥ ৪২

অথ ব্রহ্মবধ্যাভয়প্রণষ্টে ত্রৈলোক্যনাথে শচীপতৌ জগদনীশ্বরং বভূব দেবান্ রজস্তমশ্চাবিবেশ মন্ত্রা ন প্রাবর্ত্তন্ত মহর্ষীণাং রক্ষাংসি প্রাদুরভবন্ ব্রহ্ম চোৎসাদনং জগামানিন্দ্রাশ্চাবলা লোকাঃ সুপ্রধৃষ্যা বভূবুঃ ॥ ৪৩

অথ দেবা ঋষয়শ্চায়ুষঃ পুত্রং নহুষং নাম দেবরাজ্যেঽভিষিষিচুর্নহুষঃ পঞ্চভিঃ শতৈর্জ্যোতিষাং ললাটে জ্বলদ্ভিঃ সর্বতেজোহরৈস্ত্রিবিষ্টপং পালয়াম্বভূব ॥ ৪৪

অথ লোকাঃ প্রকৃতিমাপেদিরে স্বস্থাশ্চ হৃষ্টাশ্চ বভূবুঃ ॥ ৪৫

অথোবাচ নহুষঃ সর্বং মাং শক্রোপভুক্তমুপস্থিতমৃতে শচীমিতি স এবমুক্ত্বা শচীসমীপমগমদুবাচৈনং সুভগেঽহমিন্দ্রো দেবানাং ভজস্ব মামিতি তং শচী প্রত্যুবাচ প্রকৃত্যা ত্বং ধর্মবৎসলঃ সোমবংশোদ্ভবশ্চ নার্হসি পরপত্নীধর্ষণং কর্তুমিতি ॥ ৪৬

তামথোবাচ নহুষ ঐন্দ্রং পদমধ্যাস্যতে ময়াঽহমিন্দ্রস্য রাজ্যরত্নহরো নাত্রাধর্মঃ কশ্চিৎ ত্বমিন্দ্রোপভুক্তেতি সা তমুবাচাস্তি মম কিঞ্চিদ্ ব্রতমপর্য্যবসিতং তস্যাবভৃথে ত্বামুপগমিষ্যামি কৈশ্চিদেবাহোভিরিতি স শচ্যৈবমভিহিতো জগাম ॥ ৪৭

অথ শচী দুঃখশোকার্ত্তা ভর্ত্তৃদর্শনলালসা নহুষভয়গৃহীতা বৃহস্পতিমুপাগচ্ছৎ স চ তামত্যুদ্বিগ্নাং দৃষ্ট্বৈব ধ্যানং প্রবিশ্য ভর্ত্তৃকার্য্যতৎপরাং জ্ঞাত্বা বৃহস্পতিরুবাচানেনৈব ব্রতেন তপসা চাম্বিতা দেবীং বরদামুপ-

তখন ইন্দ্রের নিকটে দুই প্রকার ব্রহ্মহত্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। এই ব্রহ্মহত্যার ভয়ে ইন্দ্র দেবরাজের পদ পরিত্যাগ করিয়া মানস সরোবরের জলে উৎপন্ন এক শীতল পদ্মিনীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অনিমাদি ঐশ্বর্য্যের যোগে ইন্দ্র অণুমাত্র রূপ ধারণ করত পদ্মনালের গ্রন্থিমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪২

ব্রহ্মহত্যার ভয়ে ত্রিলোকীনাথ শচীপতি ইন্দ্র পলায়ন করত অদৃশ্য হইলে পর এ জগতের কেহ ঈশ্বর রহিলেন না। দেবতাগণের মধ্যে রজোগুণ ও তমোগুণ প্রবিষ্ট হইল। মহর্ষিদিগের মন্ত্রসমূহও তখন কার্য্য করিতে সমর্থ হইল না। রাক্ষসেরা বর্দ্ধিত হইল। বেদের স্বাধ্যায় বন্ধ হইয়া যাইল। তিন লোক ইন্দ্রের দ্বারা অরক্ষিত হওয়ায় নির্বল হইয়া যাইল এবং সহজে জয় করিবার যোগ্য হইয়া উঠিল ॥ ৪৩

তদনন্তর দেবতা ও ঋষিগণ আয়ুর পুত্র নহুষকে দেবরাজের পদে অভিষিক্ত করিলেন। নহুষের ললাটে সমস্ত প্রাণিদিগের তেজ হরণকারী পাঁচশত প্রজ্বলিত জ্যোতি দেদীপ্যমান ছিল। ইহারই দ্বারা তিনি স্বর্গের রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪

এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে পর সকল লোক স্বাভাবিক স্থিতিতে অবস্থান করিতে লাগিল এবং সকলেই স্বস্থ ও প্রসন্ন হইল ॥ ৪৫

কিছুকালের পর নহুষ দেবতাদিগকে বলিলেন, ইন্দ্রের উপভুক্ত সকল বস্তুই আমার সেবায় উপস্থিত আছে। কেবল শচীই আমার নিকটে আসেন নাই। এই কথা বলিয়া তিনি শচীর নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—সৌভাগ্যশালিনি! আমি দেবগণের রাজা ইন্দ্র, অতএব তুমি আমার ভজনা কর। শচী উত্তর দিলেন—মহারাজ! আপনি স্বভাবতই ধর্ম্মবৎসল ও চন্দ্রবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনি পরস্ত্রীর উপর বলাৎকার করিবেন না ॥ ৪৬

তখন নহুষ শচীকে বলিলেন,—দেবি! এই সময় আমি ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত আছি। ইন্দ্রের রাজ্য ও রত্ন উভয়েরই আমি অধিকারী হইয়াছি; অতএব তোমার সহিত সমাগমে আমার কোন অধর্ম হইবে না; কারণ, তুমি ইন্দ্রেরই উপভুক্ত বস্তু। ইহা শুনিয়া শচী বলিলেন,—মহারাজ! আমি এক ব্রত ধারণ করিয়াছি। উহা এখনও সমাপ্ত হয় নাই। উহা সমাপ্ত হইলেই কিছুদিনের মধ্যে আমি আপনার সেবায় উপস্থিত হইব। শচী এই কথা বলিলে পর নহুষ চলিয়া যাইলেন ॥ ৪৭

ইহার পর নহুষের ভয়ে ভীতা দুঃখ-শোকে পীড়িতা শচীপতির দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়া বৃহস্পতির নিকট গমন করিলেন। তাঁহাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্না দেখিয়া বৃহস্পতি ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারিলেন যে, তিনি নিজের পতির কার্য্যসাধনে নিরতা আছেন।

শ্রুতিমাহ্বয় তদা সা তে ইন্দ্রং দর্শয়িষ্যতীতি সাথ মহানিয়মস্থিতা দেবীং বরদামুপশ্রুতিং মন্ত্রৈরাহ্বয়তি সোপশ্রুতিঃ শচীসমীপমগাদুবাচ চৈনামিয়মস্মীতি ত্বয়াহুতোপস্থিতা কিং তে প্রিয়ং করবাণীতি তাং মূর্দ্ধ্না প্রণম্যোবাচ শচী ভগবত্যর্হসি মে ভর্তারং দর্শয়িতুং ত্বং সত্যা ঋতে চেতি সৈনাং মানসং সরোহ-নয়ৎ তত্রেন্দ্রং বিসগ্রন্থিগতমদর্শয়ৎ। ৪৮

তামথ পত্নীং কৃশাং গ্লানাং চেন্দ্রো দৃষ্ট্বা চিন্তয়াম্বভূব অহো মম দুঃখমিদমুপগতং নষ্টং হি মামিয়মন্বিষ্য মৎপত্ন্যভ্যগমদ্ দুঃখার্তেতি তামিন্দ্র উবাচ কথং বর্তয়সীতি সা তমুবাচ নহুষো মামাহ্বয়তি পত্নীং কর্তুং কালশ্চাস্য ময়া কৃত ইতি তামিন্দ্র উবাচ গচ্ছ নহুষস্ত্বয়া বাচ্যোঽপূর্বেণ মামৃষিযুক্তেন যানেন ত্বমধিরূঢ় উদ্বহস্বেতি ইন্দ্রস্য মহান্তি বাহনানি সন্তি মনঃপ্রিয়াণ্যধিরূঢ়ানি ময়া ত্বমন্যেনোপযাতুমর্হসীতি সৈবমুক্তা হৃষ্টা জগামেন্দ্রোঽপি বিসগ্রন্থিমেবাবিবেশ ভূয়ঃ॥৪৯

অথেন্দ্রাণীমভ্যাগতাং দৃষ্ট্বা তামুবাচ নহুষঃ পূর্ণঃ স কাল ইতি তং শচ্যব্রবীচ্ছক্রেণ যথোক্তং স মহর্ষিযুক্তং বাহনমধিরূঢ়ঃ শচীসমীপমুপাগচ্ছৎ। ৫০

অথ মৈত্রাবরুণিঃ কুম্ভযোনিরগস্ত্যো ঋষিবরো মহর্ষীন্ ধিক্ক্রিয়মাণাংস্তান্ নহুষেণাপশ্যৎ পদ্ভ্যাঞ্চ তেনাস্পৃশ্যত ততঃ স নহুষমব্রবীদকার্য্যপ্রবৃত্ত পাপ পতস্ব মহীং সর্পো ভব যাবদ্ভূমির্গিরয়শ্চ তিষ্ঠেয়ুস্তাবদিতি স মহর্ষিবাক্যসমকালমেব তস্মাদ্ যানাদবাপতৎ॥ ৫১

তখন তিনি শচীকে বলিলেন,—দেবি! এই ব্রত ও তপস্যার দ্বারা সংযুক্তা হইয়া তুমি বরদায়িনী দেবী উপশ্রুতিকে আবাহন কর। ইহাতে তিনি তোমাকে ইন্দ্রের দর্শন করাইবেন। গুরু বৃহস্পতির এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কঠোর নিয়ম অবলম্বন করত শচীদেবী মন্ত্রসমূহের দ্বারা বরদায়িনী দেবী উপশ্রুতিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন উপশ্রুতিদেবী শচীর নিকটে আসিলেন এবং তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—ইন্দ্রাণি! আমি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি আমাকে আহ্বান করিয়াছ, আমিও তৎক্ষণাৎ তোমার নিকটে আসিয়াছি। বল, আমি তোমার কোন্ প্রিয় কার্য্য করিব? শচী দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—ভগবতি! আপনি কৃপা করিয়া আমার পতিদেবকে দর্শন করাইয়া দিন। আপনিই ঋত ও সত্য। তখন উপশ্রুতিদেবী শচীকে মানস সরোবরে লইয়া যাইলেন এবং সেখানে তিনি মৃণালের গ্রন্থিতে গুপ্ত ইন্দ্রের দর্শন করাইয়া দিলেন। ৪৮

নিজের পত্নী শচীদেবীকে দুর্ব্বল ও দুঃখিতা দেখিয়া ইন্দ্র মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—অহো! ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, আমি এখানে লুকাইয়া আছি, আর আমার এই পত্নী দুঃখে পীড়িতা হইয়া আমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে এতদূর পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। এইভাবে খেদ প্রকাশ করিয়া ইন্দ্র নিজের পত্নীকে বলিলেন,—দেবি! কিভাবে দিন অতিবাহিত করিতেছ? শচী বলিলেন,—প্রাণনাথ! রাজা নহুষ ইন্দ্র হইয়া বসিয়াছে এবং আমাকে নিজের পত্নী করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। ইহার জন্য আমার কিছুকাল সময় মিলিয়াছে ও আমি নিয়ত সময়ের পর তাহার কথা গ্রহণ করিবার বাক্যপ্রদান করিয়াছি। তখন ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, তুমি যাও এবং নহুষকে বল রাজন্! আপনি ঋষিগণের দ্বারা বাহিত যানে আরোহণ করিয়া আসুন ও আমাকে আপনার সেবার জন্য লইয়া চলুন। ইন্দ্রের নিকটে মনের প্রিয়কর বহু বাহন ছিল, কিন্তু আমি সেই সবে আরোহণ করিয়াছি; অতএব আপনি এই সব হইতে ভিন্ন ও বিলক্ষণ বাহনসকলের দ্বারা বাহিত হইয়া আমার নিকটে আসুন। ইন্দ্র এরূপ বুদ্ধিদান করিলে পর শচীদেবী আনন্দের সহিত ফিরিয়া আসিলেন এবং ইন্দ্রও পুনরায় সেই পদ্মনালের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪৯

তারপর ইন্দ্রাণীকে আসিতে দেখিয়া নহুষ তাঁহাকে বলিলেন—দেবি! তুমি যে সময় লইয়াছিলে, তাহা পূর্ণ হইয়াছে। তখন শচীদেবী ইন্দ্রকথিত বাক্যানুসারে সব কথা বলিলেন। সেই সময় নহুষ মহর্ষিগণ যুক্ত বাহনে আরোহণ করিয়া শচীর নিকটে গমন করিলেন। ৫০

তারপর মিত্রাবরুণের পুত্র কুম্ভজাত মুনিবর অগস্ত্য দেখিলেন যে, নহুষ তীব্রগতিতে যাইবার জন্য মহর্ষিগণকে ধিক্কার দিতেছেন ও তিরস্কার করিতেছেন। সেই সময় নহুষ নিজের দুই পদের দ্বারা অগস্ত্যের দেহে আঘাত করিলেন। তখন অগস্ত্য নহুষকে বলিলেন, অকার্য্য নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত পাপী নহুষ! তুমি এখন ভূতলে পতিত হও এবং যতকাল পৃথিবী ও পর্ব্বত স্থির থাকিবে, ততকাল সর্প হইয়া অবস্থান কর। মহর্ষি অগস্ত্য এই কথা বলিতেই নহুষ সেই বাহন হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ৫১

অথাগ্নিন্দ্রং পুনস্ত্রৈলোক্যমভবৎ ততো দেবা ঋষয়শ্চ ভগবন্তং বিষ্ণুং শরণমিন্দ্রার্থেঽভিজগ্মুরূচুশ্চৈনং ভগবন্নিন্দ্রং ব্রহ্মহত্যাভিভূতং ত্রাতুমর্হসীতি ততঃ স বরদস্তানব্রবীদশ্বমেধং যজ্ঞং বৈষ্ণবং শক্রোঽভিযজতাং ততঃ স্বস্থানং প্রাপ্স্যতীতি ততো দেবা ঋষয়শ্চেন্দ্রং নাপশ্যন্ যদা তদা শচীমূচুর্গচ্ছ সুভগে ইন্দ্রমানয়স্বেতি সা পুনস্তৎসরঃ সমভ্যাগচ্ছদিন্দ্রশ্চ তস্মাৎ সরসঃ প্রত্যুত্থায় বৃহস্পতিমভিজগাম বৃহস্পতিশ্চাশ্বমেধং মহাক্রতুং শক্রায়াহরৎ তত্র কৃষ্ণসারঙ্গং মেধ্যমশ্বমুৎসৃজ্য বাহনং তমেব কৃত্বা ইন্দ্রং মরুৎপতিং বৃহস্পতিঃ স্বং স্থানং প্রাপয়ামস ॥ ৫২

ততঃ স দেবরাড্‌ দেবৈর্ঋষিভিঃ স্তূয়মানস্ত্রিবিষ্টপস্থো নিষ্কল্মষো বভূব হ ব্রহ্মবধ্যাং চতুর্ষু স্থানেষু বনিতাগ্নি-বনস্পতি-গোষু ব্যভজদেবমিন্দ্রো ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবোপবৃংহিতঃ শত্রুবধং কৃত্বা স্বং স্থানং প্রাপিতঃ ॥ ৫৩

(নহুষস্য শাপমোক্ষনিমিত্তং দেবৈর্ঋষিভিশ্চ যাচ্যমানোঽগস্ত্যঃ প্রাহ,—

যাবৎ স্বকুলজঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
কথয়িত্বা স্বকান্ প্রশ্নান্ ভীমং তত্র বিমোক্ষ্যতে ॥)

আকাশগঙ্গাগতশ্চ পুরা ভরদ্বাজো মহর্ষিরুপাস্পৃশৎ ত্রীন্ ক্রমান্ ক্রমতা বিষ্ণুনাভ্যাসাদিতঃ স ভরদ্বাজেন সসলিলেন পাণিনোরসি তাড়িতঃ সলক্ষণোরস্কঃ সংবৃত্তঃ ॥ ৫৪

ভৃগুণা মহর্ষিণা শপ্তোঽগ্নিঃ সর্বভক্ষত্বমুপানীতঃ ॥ ৫৫

অদিতির্বৈ দেবানামন্নমপচদেতদ্ ভুক্ত্বাসুরান্ হনিষ্যন্তীতি তত্র বুধো ব্রতচর্য্যাসমাপ্তাবাগচ্ছদদিতিং চাবোচদ্ ভিক্ষাং দেহীতি তত্র দেবৈঃ পূর্বমেতৎ প্রাশ্যং নান্যেনেত্যদিতির্ভিক্ষাং নাদাদথ ভিক্ষাপ্রত্যাখ্যান-

নহুষের পতন হইলে পর ত্রিলোকের রাজা পুনরায় ইন্দ্রহীন হইয়া যাইল। তখন দেবতা ও ঋষিগণ ইন্দ্রের জন্য ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনি ব্রহ্মহত্যাপীড়িত ইন্দ্রকে রক্ষা করুন। এই সময় বরদায়ক ভগবান্ বিষ্ণু সেই দেবগণকে বলিলেন—দেবগণ! ইন্দ্র বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করুক। তাহা হইলে সে পুনরায় নিজ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ইহা শুনিয়া দেবতা ও মহর্ষিগণ ইন্দ্রকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যখন কোথাও ইন্দ্রের সন্ধান পাইলেন না, তখন তাঁহারা শচীকে বলিলেন,—সুভগে! তুমি যাও এবং ইন্দ্রকে এখানে লইয়া এস। তখন শচী পুনরায় মানস সরোবরে যাইলেন। শচীর কথায় ইন্দ্র সেই সরোবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বৃহস্পতির নিকটে আসিলেন। বৃহস্পতি তখন ইন্দ্রের জন্য অশ্বমেধনামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সেই যজ্ঞে তিনি কৃষ্ণসারঙ্গ নামক যজ্ঞীয় অশ্বকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহাকেই বাহন করিয়া বৃহস্পতি পুনরায় ইন্দ্রকে নিজের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ৫২

অনন্তর দেবতা ও ঋষিগণের দ্বারা নিজের স্তব শ্রবণ করিতে করিতে দেবরাজ ইন্দ্র পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি ব্রহ্মহত্যাকে স্ত্রী, অগ্নি, বৃক্ষ ও গো—এই চার স্থানে বিভক্ত করিয়া দিলেন। ব্রহ্মতেজের প্রভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ইন্দ্র শত্রুগণকে বধ করত পুনরায় নিজের স্থান লাভ করিলেন। ৫৩

(নহুষকে শাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য দেবতা ও ঋষিগণ প্রার্থনা করিলে পর অগস্ত্য বলিলেন,—

অন্তদিকে নহুষেরই কুলে উৎপন্ন শ্রীমান্ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রশ্নসমূহের উত্তর দিয়া ভীমসেনকে বন্ধনমুক্ত করিবে, তখন নহুষও শাপমুক্ত হইবে।)

প্রাচীনকালে মহর্ষি ভরদ্বাজ আকাশ-গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া আচমন করিতেছিলেন। সেই সময় তিন পদের দ্বারা ত্রিলোককে পরিমাপ করিতে করিতে ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ভরদ্বাজ জলসহ হস্তের দ্বারা তাঁহার বক্ষে আঘাত করিলেন। ইহাতে তাঁহার বক্ষে এক চিহ্ন হইয়া যাইল। ৫৪

মহর্ষি ভৃগুর অভিশাপে অগ্নি সর্ব্বভক্ষী হইয়া যাইলেন। ৫৫

অদিতি দেবতাগণের জন্য এই উদ্দেশ্যে অন্নপাক করিতেছিলেন যে, তাহারা ইহা ভক্ষণ করিয়া অসুরদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবে। এই সময় বুধ নিজ ব্রতচর্য্যা সমাপন করিয়া অদিতির নিকটে আসিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—আমাকে ভিক্ষাদান করুন। অদিতি চিন্তা করিলেন—এই অন্ন প্রথমে দেবগণেরই ভক্ষণ করা উচিত, অপর কাহারও নহে, সেইজন্য

রুষিতেন বুধেন ব্রহ্মভূতেনাদিতিঃ শপ্তা অদিতেরুদরে ভবিষ্যতি ব্যথা বিবস্বতো দ্বিতীয়জন্মন্যণ্ডসংজ্ঞিতস্য অণ্ডং মাতুরদিত্যা মারিতং স মার্ত্তণ্ডো বিবস্বানভবচ্ছ্রাদ্ধদেবঃ ॥ ৫৬

দক্ষস্য হ বৈ দুহিতরঃ ষষ্টিরাসংস্তাভ্যঃ কশ্যপায় ত্রয়োদশ প্রাদাদ্ দশ ধর্ম্মায় দশ মনবে সপ্তবিংশতিমিন্দবে তাসু তুল্যাসু নক্ষত্রাখ্যাং গতাসু সোমো রোহিণ্যামভ্যধিকং প্রীতিমানভূৎ ততস্তাঃ শিষ্টাঃ পত্ন্য ঈর্ষ্যাবত্যঃ পিতুঃ সমীপং গত্বেমমর্থং শশংসুর্ভগবন্নস্মাসু তুল্যপ্রভাবাসু সোমো রোহিণীং প্রত্যধিকং ভজতীতি সোঽব্রবীদ্ যক্ষ্মৈনমাবিশ্যেতেতি দক্ষশাপাৎ সোমং রাজানং যক্ষ্মা বিবেশ স যক্ষ্মণাবিষ্টো দক্ষমগাদ্ দক্ষশ্চৈনমব্রবীন্ন সমং বর্ত্তয়সীতি তত্রর্ষয়ঃ সোমমব্রুবন্ ক্ষীয়সে যক্ষ্মণা পশ্চিমায়াং দিশি সমুদ্রে হিরণ্যসরস্তীর্থং

গত্বা চাত্মনঃ সেচনমকরোৎ স্নাত্বা চাত্মানং পাপ্মনো মোক্ষয়ামাস তত্র চাবভাসিতস্তীর্থে যদা সোমস্তদা প্রভৃতি চ তীর্থং তৎ প্রভাসমিতি নাম্না খ্যাতং বভূব ॥ ৫৭

তচ্ছাপাদদ্যাপি ক্ষীয়তে সোমোঽমাবাস্যান্তরস্থঃ পৌর্ণমাসীমাত্রেঽধিষ্ঠিতো মেঘলেখাপ্রতিচ্ছন্নং বপুর্দর্শয়তি মেঘসদৃশং বর্ণমগমৎ তদস্য শশলক্ষ্ম বিমলমভবৎ ॥ ৫৮

স্থূলশিরা মহর্ষির্মেরোঃ প্রাগুত্তরে দিগ্বিভাগে তপস্তেপে ততস্তস্য তপস্তপমানস্য সর্ব্বগন্ধবহঃ শুচির্বায়ুর্বায়মানঃ শরীরমস্পৃশৎ স তপসা তাপিতশরীরঃ কৃশো বায়ুনোপবীজ্যমানো হৃদয়ে পরিতোষমগমৎ তত্র কিল তস্যানিলব্যজনকৃতপরিতোষস্য সদ্যো বনস্পতয়ঃ পুষ্পশোভাং নিদর্শিতবন্ত ইতি স এতান্ শশাপ ন সর্ব্বকালং পুষ্পবন্তো ভবিষ্যথেতি ॥ ৫৯

তিনি বুধকে ভিক্ষাদান করিলেন না। ভিক্ষা না পাওয়ায় রুষ্ট ব্রাহ্মণ বুধ অদিতিকে এই অভিশাপ দিলেন যে, অণ্ড নামধারী বিবস্বানের (সূর্য্যের) দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করিবার সময় অদিতির উদরে পীড়া হইবে। মাতা অদিতির উদরের সেই অণ্ড উক্ত পীড়ার দ্বারা নষ্ট হইয়া যাইবে। মৃত অণ্ড হইতে উৎপন্ন হওয়ায় শ্রাদ্ধদেবনামী বিবস্বান্ মার্ত্তণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হইবে। ৫৬

প্রজাপতি দক্ষের ষাট্ কন্যা ছিল। তাঁহাদের মধ্যে তেরজন কন্যার বিবাহ কশ্যপের সহিত হইয়াছিল, দশজন কন্যা ধর্ম্ম, দশ জন কন্যা মনু এবং সাতাশ জন কন্যা তিনি চন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই সাতাশ জন কন্যাই নক্ষত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। যদিও ইঁহারা সকলেই সমান রূপবতী ছিলেন, তথাপি চন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা রোহিণীকে অধিক ভালবাসিতেন। ইহা দেখিয়া অন্য শেষ পত্নীগণের মনে ঈর্ষ্যা হইল এবং তাঁহারা পিতা দক্ষের নিকট যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন ভগবন্! সকল ভগিনী আমাদের প্রভাব সমান হইলেও চন্দ্রদেব রোহিণীকেই অধিক স্নেহ করেন। ইহা শুনিয়া দক্ষ বলিলেন,—ইহার (চন্দ্রের) মধ্যে যক্ষ্মার প্রবেশ হইবে। এইরূপে ব্রাহ্মণ দক্ষের অভিশাপে রাজা সোমের (চন্দ্রের) শরীরে যক্ষ্মা প্রবেশ করিল। যক্ষ্মাগ্রস্ত হইয়া রাজা সোম প্রজাপতি দক্ষের নিকটে গমন করিলেন। রোষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পর দক্ষ তাঁহাকে বলিলেন—তুমি নিজের সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার করিতেছ না, উহারই এই দণ্ড। সেখানে অন্য ঋষিগণ সোমকে

বলিলেন,—তুমি যক্ষ্মার দ্বারা ক্ষীণ হইয়া যাইতেছ। অতএব পশ্চিমদিকে সমুদ্রের তীরে যে হিরণ্যসর নামক তীর্থ আছে, সেখানে গমন করত তুমি নিজেকে স্নান করাও। তখন সোম হিরণ্যসরতীর্থে গমন করিয়া সেখানে স্নান করিলেন। স্নান করত তিনি নিজেকে পাপমুক্ত করিলেন। সেই তীর্থে তিনি তখন দিব্য প্রভায় প্রভাসিত হইয়া উঠিলেন, সেইজন্য সেই সময় হইতেই এই তীর্থ প্রভাসতীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়া যাইল ॥ ৫৭

সেই শাপে আজও চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা পর্য্যন্ত ক্ষীণ হইতে থাকেন এবং শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তাঁহার বৃদ্ধি হইতে থাকে। তাঁহার মণ্ডলাকার স্বরূপ মেঘের ছায়ারেখার দ্বারা যেন আচ্ছন্ন দেখা যায়। তাঁহার শরীরে খরগোসতুল্য চিহ্ন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। ৫৮

পুরাকালের কথা, মেরু পর্ব্বতের পূর্ব্বোত্তর ভাগে স্থূলশিরা নামক মহর্ষি অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যা করিবার সময় সর্ব্বপ্রকার সুগন্ধ বহন করিয়া পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। সেই বায়ু প্রবাহিত হইয়া মুনির শরীর স্পর্শ করিল। তপস্যার দ্বারা সন্তপ্ত দেহ সেই কৃশকায় মুনি এই বায়ুর কর্ত্তৃক বীজিত হইয়া নিজের হৃদয়ে অত্যন্ত সন্তোষ অনুভব করিলেন। বায়ুর ব্যজনে (বাতাস দানে) সন্তুষ্ট মুনির সমীপে বৃক্ষসকল তৎক্ষণাৎ পুষ্পের শোভা দেখাইতে লাগিল। ইহাতে রুষ্ট হইয়া সেই মুনি তাহাদিগকে এই শাপ দিলেন যে, তোমরা সব সময় পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ থাকিবে না। ৫৯

১৩শ বর্ষ, শ্রাবণমাস, ১৩৮১]

[দ্বিতীয়সংখ্যা —শায়নী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্-

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষায় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

● ● ●

যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(অখণ্ড মণ্ডলাগার)

মুদ্র-কর্মকিঙ্কর :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,

ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,

ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্. (লণ্ডন)।

এফ. আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্. (লণ্ডন)

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয়

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

প্রতি সংখ্যা ১'৭৫ টাকা]

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সম্পাদক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৩৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা-

নারায়ণো লোকহিতার্থং বড়বামুখো নাম পুরা মহর্ষির্বভূব তস্য মেরৌ তপস্তপ্যতঃ সমুদ্র আহূতো নাগতস্তেনামর্ষিতেনাত্মগাত্রোষ্মণা সমুদ্রঃ স্তিমিতজলঃ কৃতঃ স্বেদপ্রস্যন্দনসদৃশশ্চাস্য লবণভাবো জনিতঃ ॥৬০

উক্তশ্চাপ্যপেয়ো ভবিষ্যস্যেতচ্চ তে তোয়ং বড়বামুখসংজ্ঞিতেনানুবর্তিনা তোয়ং সমুদ্রাৎ পীয়তে ॥৬১

হিমবতো গিরের্দুহিতরমুমাং কন্যাং রুদ্রশ্চকমে ভৃগুরপি চ মহর্ষির্হিমবন্তমাগত্যাব্রবীৎ কন্যামিমাং মে দেহীতি তমব্রবীদ্ধিমবানভিলষিতো বরো রুদ্র ইতি তমব্রবীদ্ ভৃগুর্যস্মাৎ ত্বয়াহং কন্যাবরণকৃতভাবঃ প্রত্যাখ্যাতস্তস্মান্ন রত্নানাং ভবান্ ভাজনং ভবিষ্যতীতি ॥ ৬২

অদ্যপ্রভৃত্যেতদবস্থিতমৃষিবচনং তদেবংবিধং মাহাত্ম্যং ব্রাহ্মণানাম্ ॥ ৬৩

ক্ষত্রমপি চ ব্রাহ্মণপ্রসাদাদেব শাশ্বতীমব্যয়াঞ্চ পৃথিবীং পত্নীমভিগম্য বুভুজে ॥ ৬৪

যদেতদ্ ব্রহ্মাগ্নীষোমীয়ং তেন জগদ্ ধার্য্যতে ॥ ৬৫

উচ্যতে—

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ চক্ষুঃ কেশাশ্চৈবাংশবঃ স্মৃতাঃ।
বোধয়ংস্তাপয়ংশ্চৈব জগদুত্তিষ্ঠতে পৃথক্ ॥ ৬৬

(নাম্নাং নিরুক্তং বক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ।)
বোধনাৎ তাপনাচ্চৈব জগতো হর্ষণং ভবেৎ।
অগ্নীষোমকৃতৈরেভিঃ কর্মভিঃ পাণ্ডুনন্দন।
হৃষীকেশোঽহমীশানো বরদো লোকভাবনঃ ॥ ৬৭

ইলোপহূতযোগেন হরে ভাগং ক্রতুষ্বহম্।
বর্ণশ্চ মে হরিঃ শ্রেষ্ঠস্তস্মাদ্ধরিরহং স্মৃতঃ ॥ ৬৮

ধাম সারো হি ভূতানামৃতং চৈব বিচারিতম্।
ঋতধামা ততো বিপ্রৈঃ সত্যশ্চাহং প্রকীর্তিতঃ ॥ ৬৯

এক সময় ভগবান্ নারায়ণ লোকহিতের জন্য বড়বামুখনামক মহর্ষি হইয়াছিলেন। যখন তিনি মেরু পর্ব্বতের উপর তপস্যা করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি সমুদ্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আসিলেন না। ইহাতে অমর্ষপূর্ণ হইয়া তিনি নিজের শরীরের উষ্ণতার দ্বারা সমুদ্রের জলকে চঞ্চল করিয়া দিলেন এবং ঘর্ম্মপ্রবাহের ন্যায় উহার মধ্যে লবণত্ব উৎপন্ন করিলেন ॥ ৬০

এই সঙ্গে তাঁহাকে বলিলেন,—সমুদ্র! তুমি পানযোগ্য থাকিবে না। তোমার এই জল বড়বামুখের দ্বারা বারংবার পীত হইলে পরই মধুর হইবে। এই কথা আজও দেখা যাইতেছে। বড়বামুখ নামক অগ্নি সমুদ্র হইতে জল লইয়া পান করে ॥৬১

হিমালয়ের কন্যা উমা যখন কুমারী ছিলেন, তখন রুদ্র তাঁহাকে কামনা করিয়াছিলেন। অন্যদিকে মহর্ষি ভৃগুও সেখানে আসিয়া হিমালয়কে বলিলেন,—তোমার এই কন্যাকে আমায় প্রদান কর। তখন হিমালয় তাঁহাকে বলিলেন,—এই কন্যার পক্ষে লক্ষিত বর হইলেন রুদ্রদেব। ইহাতে ভৃগু বলিলেন,—আমি কন্যাকে বরণ করিবার ভাবনা লইয়া এখানে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে উপেক্ষা করিলে; সেইজন্য আমি অভিশাপ দিতেছি যে, তুমি রত্নসমূহের ভাণ্ডার থাকিবে না। ৬২

আজও মহর্ষির সেই বাক্য হিমালয়ের যে কোন স্থানেই সত্য হইয়া আছে। এইরূপই ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য। ৬৩

ক্ষত্রিয়জাতিও ব্রাহ্মণের করুণায় চিরকালস্থায়িনী ও অবিনাশিনী পৃথিবীকে পত্নীর ন্যায় প্রাপ্ত হইয়া ইহাকে উপভোগ করিয়া যাইতেছে। ৬৪

এই যে অগ্নি ও সোমসম্বন্ধী ব্রহ্ম, ইঁহাদের দ্বারাই সম্পূর্ণ জগৎ ধৃত আছে। ৬৫

কথিত আছে, সূর্য্য ও চন্দ্র (অগ্নি ও সোম) আমার নেত্র এবং তাহাদের কিরণাবলি আমার কেশ বলিয়া কথিত হয়। সূর্য্য ও চন্দ্র জগৎকে ক্রমশঃ তাপ এবং আমোদ দান করিতে করিতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উদিত হয় ॥ ৬৬

এখন আমি নিজের নামসমূহের ব্যাখ্যা করিব। তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। জগৎকে আমোদ ও তাপদান করে বলিয়া চন্দ্র এবং সূর্য্য হর্ষদায়ক হয়। পাণ্ডুনন্দন! অগ্নি ও সোমের দ্বারা কৃত এই সব কর্ম্মের দ্বারা বিশ্বভাবন বরদায়ক ঈশ্বর আমিই "হৃষীকেশ" * নামে কথিত হই। ৬৭

যজ্ঞে 'ইলোপহূতা সহ দিবা' প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা আবাহন করিলে পর আমি নিজের ভাগ হরণ (স্বীকার) করি এবং আমার শরীরের বর্ণও হরিত (শ্যাম), সেইজন্য আমি 'হরি' নামে কথিত হই ॥ ৬৮

প্রাণিগণের প্রধান আশ্রয়ের নাম হইল 'ধাম' এবং ঋতের অর্থ হইল 'সত্য', ইহা বিদ্বান্‌গণ বিচার করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। সেইজন্য ব্রাহ্মণবৃন্দ আমাকে তৎক্ষণাৎ 'ঋতধামা' নামে বর্ণনা করিয়াছেন। ৬৯

---

* সূর্য্য ও চন্দ্রই অগ্নি এবং সোম। ইহারা জগৎকে হর্ষপ্রদান করে বলিয়া 'হৃষী' নামে অভিহিত হয়। তাহারাই ভগবানের কেশ অর্থাৎ কিরণ, সেইজন্য ভগবানের নাম 'হৃষীকেশ'।

নষ্টাঞ্চ ধরণীং পূর্ব্বমবিন্দং বৈ গুহাগতাম্।
গোবিন্দ ইতি তেনাহং দেবৈর্ব্বাগ্‌ভিরভিষ্টুতঃ ॥ ৭০
শিপিবিষ্টেতি চাখ্যায়াং হীনরোমা চ যো ভবেৎ।
তেনাবিষ্টং তু যৎকিঞ্চিচ্ছিপিবিষ্টেতি চ স্মৃতঃ ॥ ৭১
যাস্কো মামৃষিরব্যগ্রো নৈকযজ্ঞেষু গীতবান্।
শিপিবিষ্ট ইতি হ্মস্মাদ্ গুহ্যনামধরো হ্যহম্ ॥ ৭২
স্তুত্বা মাং শিপিবিষ্টেতি যাস্ক ঋষিরুদারধীঃ।
মৎপ্রসাদাদধো নষ্টং নিরুক্তমভিজগ্মিবান্ ॥ ৭৩
ন হি জাতো ন জায়েয়ং ন জনিষ্যে কদাচন।
ক্ষেত্রজ্ঞঃ সর্ব্বভূতানাং তস্মাদহমজঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৪
নোক্তপূর্ব্বং ময়া ক্ষুদ্রমশ্লীলং বা কদাচন।
ঋতা ব্রহ্মসুতা সা মে সত্যা দেবী সরস্বতী ॥ ৭৫
সচ্চাসচ্চৈব কৌন্তেয় ময়াবেশিতমাত্মনি।
পৌষ্করে ব্রহ্মসদনে সত্যং মামৃষয়ো বিদুঃ ॥ ৭৬
সত্ত্বান্ন চ্যুতপূর্ব্বোঽহং সত্ত্বং বৈ বিদ্ধি মৎকৃতম্।
জন্মনীহা ভবেৎ সত্ত্বং পৌর্ব্বিকং মে ধনঞ্জয় ॥ ৭৭
নিরাশীঃকর্ম্মসংযুক্তঃ সত্ত্বতশ্চাপ্যকল্মষঃ।
সাত্বতজ্ঞানদৃষ্টোঽহং সত্ত্বতামিতি সাত্বতঃ ॥ ৭৮
কৃষামি মেদিনীং পার্থ ভূত্বা কার্ষ্ণায়সো মহান্।
কৃষ্ণো বর্ণশ্চ মে যস্মাৎ তস্মাৎ কৃষ্ণোঽহমর্জ্জুন ॥ ৭৯
ময়া সংশ্লেষিতা ভূমিরদ্ভির্ব্যোম চ বায়ুনা।
বায়ুশ্চ তেজসা সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠত্বং ততো মম ॥ ৮০
নির্ব্বাণং পরমং ব্রহ্ম ধর্ম্মোঽসৌ পর উচ্যতে।
তস্মান্ন চ্যুতপূর্ব্বোঽহমচ্যুতস্তেন কর্ম্মণা ॥ ৮১
পৃথিবী-নভসী চোক্তে বিশ্রুতে বিশ্বতোমুখে।
তয়োঃ সন্ধারণার্থং হি মামধোক্ষজমঞ্জসা ॥ ৮২

আমি পুরাকালে নষ্ট হইয়া রসাতলে গত পৃথিবীকে পুনরায় বরাহরূপ ধারণ করত প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেইজন্য দেবতারা নিজেদের বাক্যের দ্বারা 'গোবিন্দ' বলিয়া আমার স্তুতি করিয়াছিলেন (গাং বিন্দতীতি গোবিন্দঃ—পৃথিবীকে প্রাপ্ত হন বলিয়া গোবিন্দ নামে অভিহিত হন।)। ৭০

আমার 'শিপিবিষ্ট' নামের ব্যাখ্যা এইরূপ—রোমহীন প্রাণীকে 'শিপি' বলে এবং বিষ্ট শব্দের অর্থ ব্যাপক। আমি নিরাকাররূপে সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া আছি, সেইজন্য জ্ঞানী পুরুষ আমাকে 'শিপিবিষ্ট' বলিয়া আখ্যাত করেন। ৭১

যাস্কমুনি শান্তচিত্ত হইয়া অনেক যজ্ঞে 'শিপিবিষ্ট' বলিয়া আমার মহিমা গান করিয়াছেন; অতএব আমি এই গুহ্য নাম ধারণ করিয়া আছি। ৭২

উদারচেতা যাস্কমুনি শিপিবিষ্ট নামে আমার স্তুতি করিয়া আমারই কৃপায় পাতাল-লোকে নষ্ট নিরুক্ত শাস্ত্র পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৭৩

আমি পূর্ব্বে কখনও জন্মগ্রহণ করি নাই, বর্ত্তমানেও জন্মগ্রহণ করি নাই এবং ভবিষ্যতেও কখনও জন্মগ্রহণ করিব না। আমি সমস্ত প্রাণিগণের শরীরে অবস্থিত ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা। সেইজন্য আমার নাম 'অজ'। ৭৪

আমি কখনও ক্ষুদ্র (নীচ) বা অশ্লীল বাক্য মুখ হইতে নির্গত করি না। সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুত্রী সরস্বতীদেবী আমার বাণী। কুন্তীকুমার! সৎ ও অসৎকেও আমি নিজের মধ্যেই প্রবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। সেইজন্য আমার নাভিকমলস্বরূপ ব্রহ্মলোকে স্থিত ঋষিগণ আমাকে 'সত্য' বলিয়া জানেন। ৭৫-৭৬

ধনঞ্জয়! আমি পূর্ব্বে কখনও সত্ত্ব হইতে চ্যুত হই নাই। আমা হইতেই সত্ত্ব উৎপন্ন বলিয়া জানিও। আমার সেই সত্ত্ব এই অবতার কালেও বিদ্যমান আছে। সত্ত্বেরই জন্য আমি পাপরহিত হইয়া নিষ্কাম-কর্ম্মসমূহে নিরত আছি। ভগবৎ-প্রাপ্ত পুরুষগণের সাত্বত জ্ঞানের (পাঞ্চরাত্রাদি বৈষ্ণব শাস্ত্রের) দ্বারা আমার স্বরূপ বোধ হয়। এই সব কারণে সকলে আমাকে 'সাত্বত' বলিয়া বর্ণনা করে। ৭৭-৭৮

পৃথাপুত্র অর্জ্জুন! আমি কৃষ্ণবর্ণের বিশাল ফালরূপে পরিণত হইয়া এই পৃথিবী কর্ষণ করি এবং আমার শরীরের বর্ণও কৃষ্ণ, সেইজন্য আমি 'কৃষ্ণ' বলিয়া অভিহিত হই (কৃষ্ণ নামের অন্য ব্যুৎপত্তিও আছে। যথা,—কৃষ্ নাম হইল সত্তের এবং ণ-বলা হয় আনন্দকে। এই উভয়ের দ্বারা উপলক্ষিত সচ্চিদানন্দঘন শ্যাম সুন্দর গোলোকবিহারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।)। ৭৯

আমি ভূমিকে জলের সহিত, আকাশকে বায়ুর সহিত এবং বায়ুকে তেজের সহিত সংযুক্ত করিয়াছি। সেইজন্য (বিগতা কুণ্ঠা পঞ্চানাং ভূতানাং মেলনে অসামর্থ্যং যস্য সঃ বিকুণ্ঠঃ, বিকুণ্ঠ এব বৈকুণ্ঠঃ—পঞ্চ ভূতসমূহে মিশ্রণকার্য্যে যাঁহার শক্তি কখনও কুণ্ঠিত হয় না, সেই ভগবান্ হইলেন বৈকুণ্ঠ, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে) আমি 'বৈকুণ্ঠ' নামে কথিত হই। ৮০

পরম শান্তিময় যে ব্রহ্ম, তিনিই পরম ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছেন। উহা হইতে পূর্ব্বে আমি কখনও চ্যুত হই নাই, সেইজন্য আমি 'অচ্যুত' বলিয়া অভিহিত হই। ৮১

('অধঃ' শব্দের অর্থ পৃথিবী, 'খ' শব্দের অর্থ আকাশ এবং 'জ'-এর অর্থ হইল ইঁহাদের উভয়ের ধারণকারী।)

নিরুক্তং বেদবিদুষো বেদশব্দার্থচিন্তকাঃ।
তে মাং গায়ন্তি প্রাগ্‌বংশে অধোক্ষজ ইতি স্থিতিঃ ॥৮৩
(অধো ন ক্ষীয়তে যস্মাদ্ বদন্ত্যন্যে হ্যধোক্ষজম্।)
শব্দ একপদৈরেষ ব্যাহৃতঃ পরমর্ষিভিঃ।
নান্যো হ্যধোক্ষজো লোকে ঋতে নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ৮৪
ঘৃতং মমার্চিষো লোকে জন্তুনাং প্রাণধারণম্।
ঘৃতার্চিরহমব্যগ্রৈর্বেদজ্ঞৈঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৮৫
ত্রয়ো হি ধাতবঃ খ্যাতাঃ কর্মজা ইতি তে স্মৃতাঃ।
পিত্তং শ্লেষ্মা চ বায়ুশ্চ এষ সঙ্ঘাত উচ্যতে ॥৮৬
এতৈশ্চ ধার্য্যতে জন্তুরেতৈঃ ক্ষীণৈশ্চ ক্ষীয়তে।
আয়ুর্বেদবিদস্তস্মাৎ ত্রিধাতুং মাং প্রচক্ষতে ॥ ৮৭
বৃষো হি ভগবান্ ধর্মঃ খ্যাতো লোকেষু ভারত।
নৈঘণ্টুকপদাখ্যানে বিদ্ধি মাং বৃষমুত্তমম্ ॥ ৮৮
কপির্বরাহঃ শ্রেষ্ঠশ্চ ধর্মশ্চ বৃষ উচ্যতে।
তস্মাদ্ বৃষাকপিং প্রাহ কশ্যপো মাং প্রজাপতিঃ ॥৮৯
ন চাদিং ন মধ্যং তথা চৈব নান্তং
কদাচিদ্ বিদন্তে সুরাশ্চাসুরাশ্চ।
অনাদ্যো হ্যমধ্যস্তথা চাপ্যনন্তঃ
প্রগীতোঽহমীশো বিভুর্লোকসাক্ষী ॥ ৯০
শুচীনি শ্রবণীয়ানি শৃণোমীহ ধনঞ্জয়।
ন চ পাপানি গৃহ্লামি ততোঽহং বৈ শুচিশ্রবাঃ ॥ ৯১
একশৃঙ্গঃ পুরা ভূত্বা বরাহো নন্দিবর্ধনঃ।
ইমাং চোদ্ধৃতবান্ ভূমিমেকশৃঙ্গস্ততো হ্যহম্ ॥ ৯২
তথৈবাসং ত্রিককুদো বারাহং রূপমাস্থিতঃ।
ত্রিককুৎ তেন বিখ্যাতঃ শরীরস্য তু মাপনাৎ ॥ ৯৩

পৃথিবী ও আকাশ উভয়ই সর্বতোমুখী এবং প্রসিদ্ধ। ইহাদের অনায়াসেই ধারণ করিয়া থাকি বলিয়া সকলে আমাকে 'অধোক্ষজ' বলিয়া থাকে। ৮২

বেদসকলের শব্দ ও অর্থবিচারকারী বেদজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ প্রাগ্‌বংশে (যজ্ঞশালার একভাগে) উপবিষ্ট হইয়া 'অধোক্ষজ' নামে আমার মহিমা গান করেন, সেইজন্যও আমার নাম অধোক্ষজ। ৮৩

(যাঁহার অনুগ্রহে জীব অধোগতিতে পতিত হইয়াও ক্ষীণ হয় না, সেই ভগবান্‌কে অন্য সকল লোকে 'অধোক্ষজ' বলিয়া বর্ণনা করে।)

মহর্ষিগণ অধোক্ষজ শব্দের পৃথক্ পৃথক্ তিন পদের এক সমুদায় বলিয়া মনে করেন—'অ'র অর্থ লয়স্থান, 'ধোক্ষ' অর্থ পালনস্থান এবং 'জ'র অর্থ উৎপত্তিস্থান। উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের স্থান একমাত্র নারায়ণই; অতএব সেই ভগবান্ নারায়ণ ব্যতীত জগতে অন্য কাহাকেও 'অধোক্ষজ' বলা যায় না। ৮৪

প্রাণিগণের প্রাণের পুষ্টিকারক ঘৃত আমার স্বরূপ, ঘৃত অগ্নিদেবের অর্চিষ্ অর্থাৎ শিখাকে উদ্দীপিত করে, সেইজন্য শান্তচিত্ত বেদজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ আমাকে 'ঘৃতার্চি' বলিয়া বর্ণনা করেন। ৮৫

শরীরে তিনটি ধাতু বিখ্যাত—বাত, পিত্ত ও কফ। ইহারা সকলেই কর্ম হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাদের সমুদায়কে ত্রিধাতু বলা হয়। জীব এই সকল ধাতু থাকিলে জীবন ধারণ করে এবং উহারা ক্ষীণ হইয়া যাইলে পর জীবও ক্ষীণ হইয়া যায়। সেইজন্য আয়ুর্বেদবিদ্ বিজ্ঞগণ আমাকেই 'ত্রিধাতু' বলিয়া থাকেন। ৮৬-৮৭

হে ভারত! ভগবান্ ধর্ম সমস্ত লোকেই 'বৃষ' নামে বিখ্যাত। বৈদিক শব্দার্থবোধক কোশসমূহে বৃষের অর্থ ধর্ম বলা হইয়াছে। অতএব উত্তম ধর্মস্বরূপ বাসুদেব আমাকেই 'বৃষ' বলিয়া জানিও। ৮৮

কপি-শব্দের অর্থ বরাহ এবং শ্রেষ্ঠ ও বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম বলিয়া কথিত হয়। আমি ধর্ম ও শ্রেষ্ঠ বরাহরূপধারী; সেইজন্য প্রজাপতি কশ্যপ আমাকে 'বৃষাকপি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ৮৯

আমি জগতের সাক্ষী ও সর্বব্যাপী ঈশ্বর। দেবতা ও অসুরগণও আমার আদি, মধ্য ও অন্ত জানিতে সমর্থ হয় না; সেইজন্য আমি 'অনাদি', 'অমধ্য' ও 'অনন্ত' নামে অভিহিত হই। ৯০

ধনঞ্জয়! আমি জগতে পবিত্র ও শ্রবণ করিবার যোগ্য বাক্য সকলই শ্রবণ করি এবং পাপপূর্ণ বাক্য কখনও গ্রহণ করি না, সেইজন্য আমার নাম শুচিশ্রবা হইয়াছে। ৯১

পুরাকালে আমি এক শৃঙ্গবিশিষ্ট বরাহরূপ ধারণ করত এই পৃথিবীকে জল হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলাম এবং সারা জগতের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলাম; সেইজন্য আমি একশৃঙ্গ নামে অভিহিত হই। ৯২

এইভাবে বরাহরূপ ধারণ করিয়া আমি শরীরের তিনটি ককুৎ (উচ্চস্থান) প্রদর্শন করি; সেইজন্য আমি 'ত্রিককুৎ' নামে বিখ্যাত হইয়াছি। ৯৩

বিরিঞ্চ ইতি যৎ প্রোক্তং কাপিলজ্ঞানচিন্তকৈঃ।
স প্রজাপতিরেবাহং চেতনাৎ সর্বলোককৃৎ ॥ ৯৪
বিদ্যাসহায়বন্তং মামাদিত্যস্থং সনাতনম্।
কপিলং প্রাহুরাচার্য্যাঃ সাংখ্যা নিশ্চিতনিশ্চয়াঃ ॥৯৫
হিরণ্যগর্ভো দ্যুতিমান্ য এষ চ্ছন্দসি স্তুতঃ।
যোগৈঃ সম্পূজ্যতে নিত্যং স এবাহং ভুবি স্মৃতঃ ॥ ৯৬
একবিংশতিসাহস্রং ঋগ্বেদং মাং প্রচক্ষতে।
সহস্রশাখং যৎ সাম যে বৈ বেদবিদো জনাঃ ॥ ৯৭
গায়ন্ত্যারণ্যকে বিপ্রা মদ্ভক্তাস্তে হি দুর্লভাঃ।
ষট্‌পঞ্চাশতমষ্টৌ চ সপ্তত্রিংশতমিত্যুত ॥ ৯৮
যস্মিন্ শাখা যজুর্বেদে সোঽহমধ্বর্য্যবে স্মৃতঃ।
পঞ্চকল্পমথর্বাণং কৃত্যাভিঃ পরিবৃংহিতম্ ॥ ৯৯
কল্পয়ন্তি হি মাং বিপ্রা অথর্বাণবিদস্তথা।
শাখাভেদাশ্চ যে কেচিদ্ যাশ্চ শাখাসু গীতয়ঃ ॥ ১০০
স্বরবর্ণসমুচ্চারাঃ সর্বাংস্তান্ বিদ্ধি মৎকৃতান্।
যৎ তদ্ধয়শিরঃ পার্থ সমুদেতি বরপ্রদম্ ॥১০১
সোঽহমেবোত্তরে ভাগে ক্রমাক্ষরবিভাগবিৎ।
বামাদেশিতমার্গেণ মৎপ্রসাদান্মহাত্মনা ॥ ১০২
পাঞ্চালেন ক্রমঃ প্রাপ্তস্তস্মাদ্ ভূতাৎ সনাতনাৎ।
বাভ্রব্যগোত্রঃ স বভৌ প্রথমং ক্রমপারগঃ ॥ ১০৩
নারায়ণাদ্ বরং লব্ধ্বা প্রাপ্য যোগমনুত্তমম্।
ক্রমং প্রণীয় শিক্ষাঞ্চ প্রণয়িত্বা স গালবঃ ॥ ১০৪
কণ্ডরীকোঽথ রাজা চ ব্রহ্মদত্তঃ প্রতাপবান্।
জাতীমরণজং দুঃখং স্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ১০৫
সপ্তজাতিষু মুখ্যত্বাদ্ যোগানাং সম্পদং গতঃ।
পুরাহমাত্মজঃ পার্থ প্রথিতঃ কারণান্তরে ॥ ১০৬

কপিলমুনির দ্বারা প্রতিপাদিত সাংখ্যশাস্ত্রের বিচারকারী বিদ্বান্‌গণ যাঁহাকে বিরিঞ্চ বলিয়াছেন, সেই সর্বলোকস্রষ্টা প্রজাপতি বিরিঞ্চি আমিই; কারণ, আমিই সকলকে চেতনপ্রদান করি। ৯৪

তত্ত্বনিশ্চয়কারী সাংখ্যশাস্ত্রের আচার্য্যগণ আমাকে আদিত্যমণ্ডলে স্থিত, বিদ্যাশক্তির সাহচর্য্যে নিশ্চয়সম্পন্ন সনাতন দেবতা 'কপিল' নামে অভিহিত করেন। ৯৫

বেদে যাঁহার স্তুতি করা হইয়াছে এবং এজগতে যোগী ব্যক্তিগণ যাঁহার সর্বদা পূজা ও স্মরণ করেন, সেই তপস্বী 'হিরণ্যগর্ভ' আমিই। ৯৬

বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমাকেই একুশ হাজার মন্ত্রযুক্ত 'ঋগ্‌বেদ' এবং এক হাজার শাখাবিশিষ্ট 'সামবেদ' বলিয়া থাকেন। ৯৭

আরণ্যকে ব্রাহ্মণগণ আমার মহিমা গান করেন। তাঁহারা আমার পরম ভক্ত। যে যজুর্বেদে ছাপান্ন+আট+সাঁইত্রিশ= সর্বসাকুল্যে একশত এক শাখা আছে, সেই যজুর্বেদেও আমারই গান করা হইয়াছে। ৯৮½

অথর্ববেদী ব্রাহ্মণগণ আমাকেই কৃত্যাসমূহ—আভিচারিক প্রয়োগসম্পন্ন পঞ্চকল্পাত্মক 'অথর্ববেদ' বলিয়া মনে করেন।৯৯½

বেদে যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন শাখা আছে, সেই সবে যত গীত আছে এবং সেই সকল গানে স্বর ও বর্ণ উচ্চারণ করিবার যত প্রকার রীতি আছে, সেই সব রীতি আমারই নির্মিত বলিয়া জানিবে। ১০০½

কুন্তীনন্দন! সকলের বরদাতা যে হয়গ্রীব আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেইরূপে আমিই অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। আমি উত্তরভাগে অর্থাৎ শিক্ষাশাস্ত্রের দ্বিতীয় বিভাগে কথিত বেদমন্ত্রসমূহের ক্রমবিভাগ ও অক্ষরবিভাগ জানি* ॥১০১½

মহাত্মা পাঞ্চাল বামদেবকর্তৃক কথিত ধ্যানমার্গে আমারই আরাধনা করিয়া সনাতনপুরুষ আমার কৃপাপ্রসাদে বেদের ক্রমবিভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১০২½

বাভ্রব্যগোত্রে উৎপন্ন সেই পাঞ্চাল মুনি ভগবান্ নারায়ণ হইতে বর এবং সর্বোত্তম যোগ লাভ করত সর্বপ্রথমে বেদের ক্রমবিভাগে পারদর্শী হইয়াছিলেন। ১০৩½

প্রসিদ্ধ গালবমুনি ক্রমশাস্ত্র রচনা করিয়া এবং কণ্ডরীক-বংশে উৎপন্ন প্রতাপশালী রাজা ব্রহ্মদত্ত শিক্ষাশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া জন্মমৃত্যুসম্বন্ধী দুঃখসকল বারংবার স্মরণ করত তীব্রতম বৈরাগ্যবশতঃ সপ্তম জন্মে যোগজনিত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন ॥১০৪-১০৫½

কুরুশ্রেষ্ঠ! কুন্তীকুমার! পূর্বকালে কোন এক কারণবশতঃ আমি ধর্মের পুত্ররূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলাম। সেইজন্য আমি 'ধর্মজ' বলিয়া অভিহিত হই। ১০৬½

* বেদমন্ত্রসকলের দুই দুই পদ উচ্চারণ করত পূর্ব পূর্ব পদ পরিত্যাগ করা এবং উত্তরোত্তর পদ মিলিত করিয়া দুই দুই পদ একসঙ্গে পাঠকরাকে বলে ক্রমবিভাগ। যেরূপ 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্' এই মন্ত্রের ক্রমপাঠ এইরূপ—'অগ্নি মীলে ঈলে পুরোহিতং পুরোহিতং যজ্ঞস্য' ইত্যাদি। অক্ষর বিভাগের অর্থ হইল—পদ বিভাগ অর্থাৎ এক এক পদকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাঠ করা। যথা—'অগ্নিম্ ঈলে. পুরোহিতম্' ইত্যাদি।

ধর্মস্য কুরুশার্দূল ততোঽহং ধর্মজঃ স্মৃতঃ।
নর-নারায়ণৌ পূর্বং তপস্তেপতুরব্যয়ম্ ॥ ১০৭
ধর্মযানং সমারূঢ়ৌ পর্বতে গন্ধমাদনে।
তৎকালসময়ে চৈব দক্ষযজ্ঞো বভূব হ ॥ ১০৮
ন চৈবাকল্পয়দ্ ভাগং দক্ষো রুদ্রস্য ভারত।
ততো দধীচিবচনাদ্ দক্ষযজ্ঞমপাহরৎ ॥ ১০৯
সসর্জ শূলং কোপেন প্রজ্বলন্তং মুহুর্মুহুঃ।
তচ্ছূলং ভস্মসাৎ কৃত্বা দক্ষযজ্ঞং সবিস্তরম্ ॥ ১১০
আবয়োঃ সহসাগচ্ছদ্ বদর্য্যাশ্রমমন্তিকাৎ।
বেগেন মহতা পার্থ পতন্নারায়ণোরসি ॥ ১১১
ততস্তৎ তেজসাবিষ্টাঃ কেশা নারায়ণস্য হ।
বভূবুর্মুঞ্জবর্ণাস্তু ততোঽহং মুঞ্জকেশবান্ ॥ ১১২
তচ্চ শূলং বিনির্ধূতং হুঙ্কারেণ মহাত্মনা।
জগাম শঙ্করকরং নারায়ণসমাহতম্ ॥ ১১৩
অথ রুদ্র উপাধাবৎ তাবৃষী তপসান্বিতৌ।
তত এনং সমুদ্ভূতং কণ্ঠে জগ্রাহ পাণিনা ॥ ১১৪
নারায়ণঃ স বিশ্বাত্মা তেনাস্য শিতিকণ্ঠতা।
অথ রুদ্রবিঘাতার্থমীষীকাং নর উদ্ধরন্ ॥ ১১৫
মন্ত্রৈশ্চ সংযুযোজাশু সোঽভবৎ পরশুর্মহান্।
ক্ষিপ্তশ্চ সহসা তেন খণ্ডনং প্রাপ্তবাংস্তদা ॥ ১১৬
ততোঽহং খণ্ডপরশুঃ স্মৃতঃ পরশুখণ্ডনাৎ।

অর্জুন উবাচ।

অস্মিন্ যুদ্ধে তু বার্ষ্ণেয় ত্রৈলোক্যশমনে তদা ॥ ১১৭
কো জয়ং প্রাপ্তবাংস্তত্র শংসৈতন্মে জনার্দন।

শ্রীভগবানুবাচ।

তয়োঃ সংলগ্নয়োর্যুদ্ধে রুদ্র-নারায়ণাত্মনোঃ ॥ ১১৮
উদ্বিগ্নাঃ সহসা কৃৎস্নাঃ সর্বে লোকাস্তদাভবন্।
নাগৃহ্ণাৎ পাবকঃ শুভ্রং মখেষু সুহুতং হবিঃ ॥ ১১৯
বেদা ন প্রতিভান্তি স্ম ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
দেবান্ রজস্তমশ্চৈব সমাবিবিশতুস্তদা ॥ ১২০

পূর্বে নর ও নারায়ণ যখন ধর্মময় রথে আরোহণ করত গন্ধমাদন পর্বতে অক্ষয় তপস্যা করিতেছিলেন, সেই সময় প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞ আরম্ভ করেন ॥ ১০৭-১০৮

ভারত! সেই যজ্ঞে দক্ষ রুদ্রের জন্য ভাগ স্থির করেন নাই; সেইজন্য দধীচির বাক্যে রুদ্র দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ১০৯

রুদ্র তখন ক্রোধসহকারে নিজের প্রজ্বলিত ত্রিশূল বারংবার প্রয়োগ করেন। সেই ত্রিশূল দক্ষের বিস্তৃত যজ্ঞ ভস্ম করিয়া সহসা বদরিকাশ্রমে আমাদের উভয়ের (নর-নারায়ণের) নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১১০½

পার্থ! সেই সময় নারায়ণের বক্ষে সেই ত্রিশূল তীব্রবেগে যাইয়া পতিত হইল। সেই ত্রিশূলের তেজে অভিভূত হইয়া নারায়ণের কেশসকল মুঞ্জবর্ণযুক্ত হইয়া যাইল। ইহাতে আমার নাম 'মুঞ্জকেশবান্' ও 'মুঞ্জকেশ' হইল ॥ ১১১-১১২

তখন মহাত্মা নারায়ণ হুঙ্কারধ্বনির দ্বারা সেই ত্রিশূলকে প্রতিহত করিয়া দিলেন। নারায়ণের হুঙ্কারে প্রতিহত হইয়া সেই ত্রিশূল শঙ্করের হস্তে চলিয়া যাইল ॥ ১১৩

ইহা দেখিয়া রুদ্র তপস্যানিরত সেই দুই ঋষির উপর আক্রমণ করিলেন। তখন বিশ্বাত্মা নারায়ণ নিজের হস্তের দ্বারা সেই আক্রমণকারী রুদ্রের কণ্ঠ চাপিয়া ধরিলেন। ইহাতে তাঁহার কণ্ঠ নীল হইয়া যাওয়ায় রুদ্র 'নীলকণ্ঠ' নামে প্রসিদ্ধ হন ॥ ১১৪½

এই সময় রুদ্রকে বিনাশ করিবার জন্য নর একটি ঈষীকা (কাশশিস্) ধারণ করিলেন এবং উহাকে মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া অতিসত্বর নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই ঈষীকা এক বিশাল পরশুতে (কুঠারে) পরিণত হইল ॥ ১১৫½

নরকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই পরশু সহসা রুদ্রের দ্বারা খণ্ডিত হইয়া যাইল। আমার পরশু খণ্ডিত হইয়া যাওয়ায় আমি 'খণ্ডপরশু', নামে অভিহিত হই ॥ ১১৬½

অর্জুন বলিলেন,—বৃষ্ণিনন্দন! ত্রিলোকসংহারকারী সেই যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর সেখানে রুদ্র ও নারায়ণের মধ্যে কাহার জয় লাভ হইয়াছিল? জনার্দন! এই বৃত্তান্ত আমাকে বলুন ॥ ১১৭½

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—অর্জুন! রুদ্র ও নারায়ণ যখন সেই ভাবে পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই সময় সকল লোকের সমস্ত প্রাণীই সহসা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। অগ্নি যজ্ঞসমূহে বিধি অনুসারে হুত বিশুদ্ধ হবিস্তও গ্রহণ করিতে পারিলেন না ॥ ১১৮-১১৯

পবিত্রাত্মা ঋষিগণের বেদমন্ত্রসমূহের স্মরণ হইতেছিল না। সেই সময় দেবতাদের মধ্যে রজোগুণ ও তমোগুণের আবেশ হইয়া যাইল ॥ ১২০

বসুধা সকম্পে চ নভশ্চ বিচচাল হ।
নিষ্প্রভাণি চ তেজাংসি ব্রহ্মা চৈবাসনচ্যুতঃ ॥ ১২১
অগাচ্ছোষং সমুদ্রশ্চ হিমবাংশ্চ ব্যশীর্য্যত।
তস্মিন্নেবং সমুৎপন্নে নিমিত্তে পাণ্ডুনন্দন ॥ ১২২
ব্রহ্মা বৃতো দেবগণৈর্ঋষিভিশ্চ মহাত্মভিঃ।
আজগামাশু তং দেশং যত্র যুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ১২৩
সোঽঞ্জলিপ্রগ্রহো ভূত্বা চতুর্বক্ত্রো নিরুক্তগঃ।
উবাচ বচনং রুদ্রং লোকানামস্তু বৈ শিবম্ ॥ ১২৪
ন্যস্যায়ুধানি বিশ্বেশ জগতো হিতকাম্যয়া।
যদক্ষরমথাব্যক্তমীশং লোকস্য ভাবনম্ ॥ ১২৫
কূটস্থং কর্তৃ নির্দ্বন্দ্বমকর্ত্তেতি চ যং বিদুঃ।
ব্যক্তিভাবগতস্যাস্য একা মূর্ত্তিরিয়ং শুভা ॥ ১২৬
নরো নারায়ণশ্চৈব জাতৌ ধর্মকুলোদ্বহৌ।
তপসা মহতা যুক্তৌ দেবশ্রেষ্ঠৌ মহাব্রতৌ ॥ ১২৭

অহং প্রসাদজস্তস্য কুতশ্চিৎ কারণান্তরে।
ত্বং চৈব ক্রোধজস্তাত পূর্বসর্গে সনাতনঃ ॥ ১২৮
ময়া চ সার্দ্ধং বরদ বিবুধৈশ্চ মহর্ষিভিঃ।
প্রসাদয়াশু লোকানাং শান্তির্ভবতু মা চিরম্ ॥ ১২৯
ব্রহ্মণা ত্বেবমুক্তস্তু রুদ্রঃ ক্রোধাগ্নিমুৎসৃজন্।
প্রসাদয়ামাস ততো দেবং নারায়ণং প্রভুম্ ॥
শরণঞ্চ জগামাদ্যং বরেণ্যং বরদং প্রভুম্ ॥ ১৩০
ততোঽথ বরদো দেবো জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রীতিমানভবৎ তত্র রুদ্রেণ সহ সঙ্গতঃ ॥ ১৩১
ঋষিভির্ব্রহ্মণা চৈব বিবুধৈশ্চ সুপূজিতঃ।
উবাচ দেবমীশানমীশঃ স জগতো হরিঃ ॥ ১৩২
যস্ত্বাং বেত্তি স মাং বেত্তি যস্ত্বামনু স মামনু।
নাবয়োরন্তরং কিঞ্চিন্মা তেঽভূদ্ বুদ্ধিরন্যথা ॥ ১৩৩
অদ্যপ্রভৃতি শ্রীবৎসঃ শূলাঙ্কো মে ভবত্বয়ম্।
মম পাণ্যঙ্কিতশ্চাপি শ্রীকণ্ঠস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ১৩৪

পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, আকাশ বিচলিত হইল, তেজস্বী পদার্থসমূহ (গ্রহ-নক্ষত্রাদি) নিষ্প্রভ হইয়া যাইল, ব্রহ্মা নিজ আসন হইতে পতিত হইলেন, সমুদ্র শুকাইয়া যাইল এবং হিমালয় পর্ব্বত বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ১২১½

পাণ্ডুনন্দন! এইরূপ দুর্নিমিত্তসকল উৎপন্ন হইলে পর ব্রহ্মা দেবতা ও ঋষিগণকে সঙ্গে লইয়া অতিসত্বর সেখানে আসিলেন, যেখানে সেই যুদ্ধ চলিতেছিল। ১২২-১২৩

নিরুক্তগম্য ভগবান্ চতুর্মুখ ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলি হইয়া রুদ্রদেবকে বলিলেন—প্রভো! সমস্ত লোকের কল্যাণ হউক। বিশ্বেশ্বর! আপনি জগতের হিতকামনায় নিজের অস্ত্র রাখিয়া দিন।১২৪½

যিনি সমস্ত জগতের উৎপাদক, অবিনাশী ও অব্যক্ত ঈশ্বর, যাঁহাকে জ্ঞানী পুরুষগণ কূটস্থ, নির্দ্বন্দ্ব, কর্তা ও অকর্তা বলিয়া মনে করেন, সাকাররূপধারী সেই পরমেশ্বরের ইহা এক কল্যাণময়ী মূর্ত্তি। ১২৫-১২৬

ধর্মকুলে উৎপন্ন এই দুই মহাব্রতধারী দেবশ্রেষ্ঠ নর ও নারায়ণ এখন মহা তপস্যায় নিরত আছেন। ১২৭

কোন এক বিশেষ কারণবশতঃ এই নারায়ণের কৃপাপ্রসাদে আমার জন্ম হইয়াছে। তাত! আপনিও পূর্ব্বসর্গে এই ভগবানেরই ক্রোধ হইতে উৎপন্ন সনাতন পুরুষ। ১২৮

বরদ! আপনি দেবতা ও ঋষিগণের এবং আমার সহিত অতি সত্বর এই ভগবান্‌কে প্রসন্ন করুন, যাহাতে জগতে শীঘ্র শান্তি স্থাপিত হয়। ১২৯

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পর রুদ্রদেব নিজের ক্রোধাগ্নি ত্যাগ করিলেন। তারপর আদিদেব, বরেণ্য, বরদায়ক, সর্বসমর্থ ভগবান্ নারায়ণকে প্রসন্ন করিলেন এবং তাঁহার শরণগ্রহণ করিলেন। ১৩০

তদনন্তর ক্রোধজয়ী ও জিতেন্দ্রিয় বরদায়ক দেবতা নারায়ণ তখন অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং রুদ্রের সহিত মিলিত হইলেন। ১৩১

তারপর দেবতা ও ঋষিগণ এবং ব্রহ্মা কর্তৃক বিধি অনুসারে পূজিত হইয়া জগদীশ্বর শ্রীহরি রুদ্রদেবকে বলিলেন—প্রভো! যে তোমাকে জানে, সে আমাকেও জানে। যে তোমার অনুগামী, সে আমারও অনুগামী। আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। তোমার মনে ইহার বিপরীত বুদ্ধি যেন না হয়। ১৩২-১৩৩

আজ হইতে তোমার শূলের এই চিহ্ন আমার বক্ষঃস্থলে "শ্রীবৎস" চিহ্ন নামে প্রসিদ্ধ হইবে এবং তোমার কণ্ঠে আমার হস্তের চিহ্নের দ্বারা অঙ্কিত হওয়ায় তুমিও "শ্রীকণ্ঠ" নামে অভিহিত হইবে। ১৩৪

শ্রীভগবানুবাচ।

এবং লক্ষণমুৎপাদ্য পরস্পরকৃতং তদা।
সখ্যং চৈবাতুলং কৃত্বা রুদ্রেণ সহিতাবৃষী ॥ ১৩৫
তপস্তেপতুরব্যগ্রৌ বিসৃজ্য ত্রিদিবৌকসঃ।
এষ তে কথিতঃ পার্থ নারায়ণজয়ো মৃধে ॥ ১৩৬
নামানি চৈব গুহ্যানি নিরুক্তানি চ ভারত।
ঋষিভিঃ কথিতানীহ যানি সংকীর্তিতানি তে ॥ ১৩৭
এবং বহুবিধৈ রূপৈশ্চরামীহ বসুন্ধরাম্
ব্রহ্মলোকঞ্চ কৌন্তেয় গোলোকঞ্চ সনাতনম্ ॥ ১৩৮
ময়া ত্বং রক্ষিতো যুদ্ধে মহান্তং প্রাপ্তবান্ জয়ম্।
যস্তু তে সোঽগ্রতো যাতি যুদ্ধে সম্প্রত্যুপস্থিতে ॥ ১৩৯
তং বিদ্ধি রুদ্রং কৌন্তেয় দেবদেবং কপর্দিনম্।
কালঃ স এব কথিতঃ ক্রোধজেতি ময়া তব ॥ ১৪০
নিহতাস্তেন বৈ পূর্বং হতবানসি যান্ রিপূন্।
অপ্রমেয়প্রভাবং তং দেবদেবমুমাপতিম্ ॥
নমস্ব দেবং প্রযতো বিশ্বেশং হরমক্ষয়ম্ ॥ ১৪১
যশ্চ তে কথিতঃ পূর্বং ক্রোধজেতি পুনঃ পুনঃ।
তস্য প্রভাব এবাগ্রে যচ্ছ্রুতং তে ধনঞ্জয় ॥ ১৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়ণীয়ে
দ্বিচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪২

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পার্থ! এইভাবে নিজ নিজ দেহে পরস্পর কর্তৃক এরূপ লক্ষণ (চিহ্ন) উৎপন্ন করিয়া সেই দুই ঋষি নর ও নারায়ণ রুদ্রদেবের সহিত অনুপম মৈত্রী স্থাপিত করত দেবতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শান্তচিত্তে পূর্ব্ববৎ তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপ আমি তোমাকে যুদ্ধে নারায়ণের জয়ের বৃত্তান্ত বলিলাম। ১৩৫-১৩৬

ভারত! আমার যে সব গোপনীয় নাম আছে, তাহাদের ব্যুৎপত্তি আমি তোমাকে বলিলাম। ঋষিগণ আমার যে সকল নাম নিশ্চিত করিয়াছেন, সেই সবও আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। ১৩৭

কুন্তীনন্দন! এইরূপ বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়া আমি এই পৃথিবীতে বিচরণ করি, ব্রহ্মলোকে অবস্থান করি এবং সনাতন গোলকেও বিরাজমান থাকি। ১৩৮

আমার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া তুমি মহাভারত যুদ্ধে মহান্ জয়লাভ করিয়াছ। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর যে পুরুষ তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন, তাঁহাকে তুমি জটাজুটধারী দেবাধিদেব রুদ্র বলিয়া জানিও। তাঁহাকেই আমি আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তোমার নিকটে বর্ণনা করিয়াছি। ইনি কাল বলিয়াও কথিত হন। ১৩৯-১৪০

তুমি যে সব শত্রুকে বধ করিয়াছ, তাহারা পূর্ব্বেই রুদ্রদেবের দ্বারা নিহত হইয়াছে। তাঁহার প্রভাব অপ্রমেয়। তুমি সেই দেবাধিদেব, বিশ্বনাথ, পাপহারী ও অবিনাশী উমাপতি মহাদেবকে সংযতচিত্ত হইয়া নমস্কার কর। ১৪১

ধনঞ্জয়! যাঁহাকে ক্রোধজ বলিয়া তোমার নিকট আমি বারংবার পরিচয় দিয়াছি এবং পূর্ব্বে তুমি যাহা কিছু শ্রবণ করিয়াছ, তৎসমস্তই সেই রুদ্রদেবের প্রভাব। ১৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত নারায়ণের মহিমাবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

[জনমেজয়স্য প্রশ্নঃ, শ্বেতদ্বীপাৎ প্রত্যাবৃত্ত্য দেবর্ষি-নারদস্য নর-নারায়ণয়োঃ সমীপে গমনম্ তাভ্যাং জিজ্ঞাসিতেন নারদেন শ্বেতদ্বীপস্য মহত্ত্বপূর্ণদৃশ্যস্য বর্ণনঞ্চ ।]

শৌনক উবাচ ।

সৌতে সুমহদাখ্যানং ভবতা পরিকীর্ত্তিতম্ ।
যচ্ছ্রুত্বা মুনয়ঃ সর্বে বিস্ময়ং পরমং গতাঃ ॥ ১

সর্বাশ্রমাভিগমনং সর্বতীর্থাবগাহনম্ ।
ন তথা ফলদং সৌতে নারায়ণকথা যথা ॥ ২

পাবিতাঙ্গাঃ স্ম সংবৃত্তাঃ শ্রুত্বেমামাদিতঃ কথাম্
নারায়ণাশ্রয়াং পুণ্যাং সর্বপাপপ্রমোচনীম্ ॥ ৩

দুর্দর্শো ভগবান্ দেবঃ সর্বলোকনমস্কৃতঃ ।
সব্রহ্মকৈঃ সুরৈঃ কৃৎস্নৈরন্যৈশ্চৈব মহর্ষিভিঃ ॥ ৪

দৃষ্টবান্ নারদো যত্তু দেবং নারায়ণং হরিম্ ।
নূনমেতদ্ধ্যনুমতং তস্য দেবস্য সূতজ ॥ ৫

যদ্ দৃষ্টবান্ জগন্নাথমনিরুদ্ধতনৌ স্থিতম্ ।
যৎ প্রাদ্রবৎ পুনর্ভূয়ো নারদো দেবসত্তমৌ ॥ ৬

নর-নারায়ণৌ দ্রষ্টুং কারণং তদ্ ব্রবীহি মে ।

সৌতিরুবাচ ।

তস্মিন্ যজ্ঞে বর্তমানে রাজ্ঞঃ পারিক্ষিতস্য বৈ ॥ ৭
কর্মান্তরেষু বিধিবদ্ বর্তমানেষু শৌনক ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসমৃষিং বেদনিধিং প্রভুম্ ॥ ৮
পরিপপ্রচ্ছ রাজেন্দ্রঃ পিতামহপিতামহম্ ।

জনমেজয় উবাচ ।

শ্বেতদ্বীপান্নিবৃত্তেন নারদেন সুরর্ষিণা ॥ ৯
ধ্যায়তা ভগবদ্‌বাক্যং চেষ্টিতং কিমতঃ পরম্
বদর্য্যাশ্রমমাগম্য সমাগম্য চ তাবৃষী ॥ ১০
কিয়ন্তং কালমবসৎ কাং কথাং পৃষ্টবাংশ্চ সঃ ।
ইদং শতসহস্রাদ্ধি ভারতাখ্যানবিস্তরাৎ ॥ ১১
আমথ্য মতিমন্থেন জ্ঞানোদধিমনুত্তমম্ ।
নবনীতং যথ দধ্নো মলয়াচ্চন্দনং যথা ॥ ১২

ত্রিচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

[জনমেজয়ের প্রশ্ন, শ্বেতদ্বীপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেবর্ষি নারদের নর-নারায়ণের নিকট গমন এবং তাঁহাদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া নারদ কর্তৃক শ্বেতদ্বীপের মহত্বপূর্ণ দৃশ্যের বর্ণনা ।]

শৌনক বলিলেন,—সূতনন্দন ! আপনি অতিশয় মহৎ উপাখ্যান বর্ণনা করিলেন, যাহা শ্রবণে সকল মুনিগণ অত্যন্ত বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছেন । ১

সূতপুত্র ! সকল ঋষি-আশ্রমে গমন করা এবং সমস্ত তীর্থে স্নান করাও সেরূপ ফলদায়ক হয় না, যেরূপ নারায়ণের কথা । ২

সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিদায়িকা নারায়ণসম্বন্ধযুক্তা এই পুণ্যময়ী কথা আরম্ভ হইতেই শ্রবণ করিয়া আমাদের তনু-মন পবিত্র হইয়া গিয়াছে । ৩

সর্বলোকবন্দিত ভগবান্ নারায়ণদেবের দর্শন ত' ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতা এবং অন্যান্য মহর্ষিগণের পক্ষেও দুর্লভ । ৪

সূতনন্দন ! নারদ যে দেবদেব নারায়ণ হরির দর্শন লাভ করিয়াছেন, উহা নিশ্চয়ই সেই ভগবানের অনুমতিতেই সম্ভব হইয়াছে । ৫

নারদ যে অনিরুদ্ধবিগ্রহে স্থিত জগন্নাথ শ্রীহরির দর্শন করিয়াছেন এবং পুনরায় যে সেখান হইতে দেবশ্রেষ্ঠ নর-নারায়ণকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট দৌড়াইয়া আসিয়াছিলেন, ইহার কারণ কি ? তাহা আমাকে বলুন । ৬½

সূতপুত্র বলিলেন,—শৌনক ! রাজা জনমেজয়ের সেই যজ্ঞ বিধি অনুসারে চলিতেছে । সেই সময় বিভিন্ন কর্মসমূহের মধ্যে অবকাশ পাইলেই রাজেন্দ্র জনমেজয় নিজের পিতামহগণেরও পিতামহ বেদনিধি ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি বেদব্যাসকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন । ৭-৮½

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্ ! ভগবান্ নারায়ণের বাক্য চিন্তা করিতে করিতে দেবর্ষি নারদ যখন শ্বেতদ্বীপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন তাহার পর তিনি কি করিলেন ? ৯½

বদরিকাশ্রমে আসিয়া সেই দুই ঋষি নর-নারায়ণের সহিত মিলিত হইবার পর নারদ সেখানে কতকাল বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের উভয়কে তিনি কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ? ১০½

এক লক্ষ শ্লোকযুক্ত বিস্তৃত মহাভারত ইতিহাস হইতে সংগৃহীত করিয়া আপনি যে এই সারভূত কথা শুনাইলেন, ইহা মনন দণ্ডের দ্বারা জ্ঞানের উত্তম সমুদ্র মন্থন করিয়া উৎপন্ন অমৃতের সমান । ১১½

ব্রহ্মন্ ! যেরূপ দধি হইতে নবনী, মলয় পর্বত হইতে চন্দন, বেদসমূহ হইতে আরণ্যক এবং ঔষধিসকল হইতে অমৃত

আরণ্যকঞ্চ বেদেভ্য ওষধিভ্যোঽমৃতং যথা।
সমুদ্ধৃতমিদং ব্রহ্মন্ কথামৃতমিদং তথা ॥ ১৩
তপোনিধে ত্বয়োক্তং হি নারায়ণকথাশ্রয়ম্।
স ঈশো ভগবান্ দেবঃ সর্বভূতাত্মভাবনঃ ॥ ১৪
অহো নারায়ণং তেজো দুর্দর্শং দ্বিজসত্তম।
যত্রাবিশন্তি কল্পান্তে সর্ব্বে ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ॥ ১৫
ঋষয়শ্চ সগন্ধর্ব্বা যচ্চ কিঞ্চিচ্চরাচরম্।
ন ততোঽস্তি পরং মন্যে পাবনং দিবি চেহ চ ॥ ১৬
সর্ব্বাশ্রমাভিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনম্।
ন তথা ফলদং চাপি নারায়ণকথা যথা ॥ ১৭
সর্বথা পাবিতাঃ স্মেহ শ্রুত্বেমামাদিতঃ কথাম্।
হরের্বিশ্বেশ্বরস্যেহ সর্বপাপপ্রণাশনীম্ ॥ ১৮
ন চিত্রং কৃতবাংস্তত্র যদার্য্যো মে ধনঞ্জয়ঃ।
বাসুদেবসহায়ো যঃ প্রাপ্তবান্ জয়মুত্তমম্ ॥ ১৯

ন চাস্য কিঞ্চিদপ্রাপ্যং মন্যে লোকেষপি ত্রিষু।
ত্রৈলোক্যনাথো বিষ্ণুঃ স যথাসীৎ সাহ্যকৃৎ স বৈ ॥
ধন্যাশ্চ সর্ব এবাসন্ ব্রহ্মংস্তে মম পূর্বজাঃ।
হিতায় শ্রেয়সে চৈব যেষামাসীজ্জনার্দনঃ ॥ ২১
তপসাথ সুদৃশ্যো হি ভগবাল্লোঁকপূজিতঃ।
যং দৃষ্টবন্তস্তে সাক্ষাচ্ছ্রীবৎসাঙ্কবিভূষণম্ ॥ ২২
তেভ্যো ধন্যতরশ্চৈব নারদঃ পরমেষ্ঠিজঃ।
ন চাল্পতেজসমৃষিং বেদ্মি নারদমব্যয়ম্ ॥ ২৩
শ্বেতদ্বীপং সমাসাদ্য যেন দৃষ্টঃ স্বয়ং হরিঃ।
দেবপ্রসাদানুগতং ব্যক্তং তৎ তস্য দর্শনম্ ॥ ২৪
যদ্ দৃষ্টবাংস্তদা দেবমনিরুদ্ধতনৌ স্থিতম্।
বদরীমাশ্রমং যৎ তু নারদঃ প্রাদ্রবৎ পুনঃ ॥ ২৫
নর-নারায়ণৌ দ্রষ্টুং কিং তু তৎ কারণং মুনে।
শ্বেতদ্বীপান্নিবৃত্তশ্চ নারদঃ পরমেষ্ঠিজঃ ॥ ২৬

নির্গত হয়, সেইরূপ আপনি এই কথারূপী অমৃত নিষ্কাশিত করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ১২-১৩

তপোনিধে! আপনি ভগবান্ নারায়ণের কথার সহিত সম্বন্ধযুক্ত যে সব কথা বলিয়াছেন, সেই সবই এই গ্রন্থের সারভূত। সকলেরই ঈশ্বর ভগবান্ নারায়ণদেব সমস্ত ভূতগণের উৎপাদক ॥ ১৪

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেই ভগবান্ নারায়ণের তেজ অদ্ভুত। তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করাই কঠিন। কল্পের শেষে যাঁহার মধ্যে ব্রহ্মাদি সকল দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্বগণ ও যাহা কিছু চরাচর জগৎ, সে সমস্তই বিলীন হয়, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ পবিত্র পাবন ও মহান্ এই ভূতলে এবং স্বর্গলোকে আমি অন্য কাহাকেও মনে করি না ॥ ১৫-১৬

যেরূপ ভগবান্ নারায়ণের কথা ফল প্রদান করে, সেরূপ ফল সমস্ত ঋষি-আশ্রমে গমন করা এবং সকল তীর্থে যাত্রা করা প্রদান করিতে পারে না ॥ ১৭

বিশ্বেশ্বর শ্রীহরির কথা সমস্ত পাপ নাশ করিয়া দেয়। আমরা সেই মহাভারতোক্ত ভগবৎ-কথা আরম্ভ হইতেই শ্রবণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে পবিত্র হইয়া গিয়াছি ॥ ১৮

আমার পিতামহ অর্জুন যে, ভগবান্ বাসুদেবের সহায়তা পাইয়া উত্তম জয়লাভ করিয়াছিলেন, সেস্থলে তিনি কোন অদ্ভুত কার্য্য করেন নাই ॥ ১৯

ত্রিলোকীনাথ ভগবান্ কৃষ্ণই যখন তাঁহার সহায় ছিলেন, তখন তাঁহার পক্ষে ত্রিলোকের কোনও বস্তুরই প্রাপ্তি অসম্ভব ছিল না—ইহাই আমি মনে করি ॥ ২০

ব্রহ্মন্! আমার সকল পূর্বজগণ ধন্য ছিলেন, যাঁহাদের হিত ও কল্যাণ করিবার জন্য সাক্ষাৎ জনার্দ্দন উদ্যত ছিলেন ॥ ২১

লোকপূজিত ভগবান্ নারায়ণের দর্শন ত' তপস্যার দ্বারাই হইতে পারে; কিন্তু আমার পিতামহগণ শ্রীবৎসচিহ্ন-বিভূষিত সেই ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন অনায়াসেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২২

ইঁহাদের সকলের অপেক্ষা অধিক ধন্যবাদ-যোগ্য হইলেন ব্রহ্মপুত্র নারদ। আমি অবিনাশী নারদকে অল্প তেজস্বী বলিয়া মনে করি না, যিনি শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ শ্রীহরির দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ভগবদ্দর্শন স্পষ্টই সেই ভগবানের কৃপার ফল ॥ ২৩-২৪

মুনে! নারদ সেই সময় শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া যে অনিরুদ্ধ-বিগ্রহে স্থিত নারায়ণের সাক্ষাদ্ দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং পুনরায় নর-নারায়ণকে দর্শন করিবার জন্য বদরিকাশ্রমে ধাবিত হইয়া আসিয়াছিলেন, ইহার কারণ কি? ২৫২

ব্রহ্মপুত্র নারদ শ্বেতদ্বীপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে পর যখন বদরিকাশ্রমে গমন করত সেই দুই ঋষি নর-নারায়ণের সহিত মিলিত হইলেন, তখন তিনি সেখানে কতকাল বাস

বদরীমাশ্রমং প্রাপ্য সমাগম্য চ তাবৃষী।
কিয়ন্তং কালমবসৎ প্রশ্নান্ কান্ পৃষ্টবাংশ্চ হ ॥ ২৭
শ্বেতদ্বীপাদুপাবৃত্তে তস্মিন্ বা সুমহাত্মনি।
কিমব্রূতাং মহাত্মানৌ নর-নারায়ণাবৃষী ॥ ২৮
তদেতন্মে যথাতত্ত্বং সর্বমাখ্যাতুমর্হসি।
বৈশম্পায়ন উবাচ।
নমো ভগবতে তস্মৈ ব্যাসায়ামিততেজসে ॥ ২৯
যস্য প্রসাদাদ্ বক্ষ্যামি নারায়ণকথামিমাম্।
প্রাপ্য শ্বেতং মহাদ্বীপং দৃষ্ট্বা চ হরিমব্যয়ম্ ॥ ৩০
নিবৃত্তো নারদো রাজংস্তরসা মেরুমাগমৎ।
হৃদয়েনোদ্বহন্ ভারং যদুক্তং পরমাত্মনা ॥ ৩১
পশ্চাদস্যাভবদ্ রাজন্নাত্মনঃ সাধ্বসং মহৎ।
যদ্ গত্বা দূরমধ্বানং ক্ষেমী পুনরিহাগতঃ ॥ ৩২
মেরোঃ প্রচক্রাম ততঃ পর্বতং গন্ধমাদনম্।
নিপপাত চ খাৎ তূর্ণং বিশালাং বদরীমনু ॥ ৩৩

ততঃ স দদৃশে দেবৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ।
তপশ্চরন্তৌ সুমহদাত্মনিষ্ঠৌ মহাব্রতৌ ॥ ৩৪
তেজসাভ্যধিকৌ সূর্য্যাৎ সর্বলোকবিরোচনাৎ।
শ্রীবৎসলক্ষণৌ পূজ্যৌ জটামণ্ডলধারিণৌ ॥ ৩৫
জালপাদভুজৌ তৌ তু পাদয়োশ্চক্রলক্ষণৌ।
ব্যূঢোরস্কৌ দীর্ঘভুজৌ তথা মুষ্কচতুষ্কিণৌ ॥ ৩৬
ষষ্টিদন্তাবষ্টদংষ্ট্রৌ মেঘৌঘসদৃশস্বনৌ।
স্বাস্যৌ পৃথুললাটৌ চ সুভ্রূ সুহনুনাসিকৌ ॥ ৩৭
আতপত্রেণ সদৃশে শিরসী দেবয়োস্তয়োঃ।
এবং লক্ষণসম্পন্নৌ মহাপুরুষসংজ্ঞিতৌ ॥ ৩৮
তৌ দৃষ্ট্বা নারদো হৃষ্টস্তাভ্যাঞ্চ প্রতিপূজিতঃ।
স্বাগতেনাভিভাষ্যাথ পৃষ্টশ্চানাময়ং তথা ॥ ৩৯
বভূবান্তর্গতমতির্নিরীক্ষ্য পুরুষোত্তমৌ।
সদোগতাস্তত্র যে বৈ সর্বভূতনমস্কৃতাঃ ॥ ৪০

করিয়াছিলেন? এবং সেখানে তিনি কোন্ কোন্ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? ২৬-২৭

শ্বেতদ্বীপ হইতে সেই মহাত্মা নারদ প্রত্যাবর্তন করিলে পর দুই মহামনস্বী নর-নারায়ণ তাঁহাকে কি বলিলেন? এই সব বৃত্তান্ত আপনি যথাযথভাবে আমাকে বলুন। ২৮½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অমিততেজস্বী ভগবান্ ব্যাসদেবকে নমস্কার, যাঁহার প্রসাদে আমি ভগবান্ নারায়ণের এই কথা বলিব। ২৯½

রাজন্! শ্বেতনামক মহাদ্বীপে গমন করিয়া সেখানে অবিনাশী শ্রীহরিকে দর্শন করত যখন নারদ ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি তীব্রবেগে মেরুপর্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরমাত্মা শ্রীহরি তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, সেই কার্য্যভার তখন তিনি হৃদয়ে বহন করিয়া আনিলেন। ৩০-৩১

হে রাজন্! তাঁহার পর তাঁহার মনে এই চিন্তা করিয়া অতিশয় বিস্ময়ের সঞ্চার হইলে যে, আমি এত দূর পর্য্যন্ত পথ গমন করিয়া পুনরায় এখানে কুশলের সহিত কিভাবে ফিরিয়া আসিলাম। ৩২

তদনন্তর তিনি মেরুপর্বত হইতে গন্ধমাদন পর্বতের দিকে গমন করিলেন এবং বদরী বিশাল তীর্থের নিকটে সত্বর আকাশ হইতে নীচে নামিয়া পড়িলেন। ৩৩

সেখানে তিনি সেই দুই পুরাতন দেবতা নর-নারায়ণকে দর্শন করিলেন, যাঁহারা আত্মনিষ্ঠ হইয়া মহাব্রত অবলম্বন পূর্বক অতিশয় কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। ৩৪

ইঁহারা উভয়ে সম্পূর্ণ লোকপ্রকাশকারী সূর্য্য হইতেও অধিক তেজস্বী ছিলেন। সেই পূজ্য মহাত্মাদ্বয়ের বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসের চিহ্ন সুশোভিত ছিল এবং তাঁহারা নিজ নিজ মস্তকে জটামণ্ডল ধারণ করিয়াছিলেন। ৩৫

তাঁহাদের হস্তে হংস এবং চরণদ্বয়ে চক্র চিহ্ন ছিল। বিশাল বক্ষঃস্থল, প্রকাণ্ড দুই বাহু, অণ্ডকোষে চারটি করিয়া বীজ আছে, মুখে ষাটটি দন্ত রহিয়াছে ও তাহার মধ্যে আটটি দন্ত বৃহৎ। তাঁহাদের কণ্ঠস্বর মেঘগর্জনতুল্য গম্ভীর, মুখ সুন্দর, ললাট বিস্তৃত, বক্র দুইটি ভ্রূ, সুন্দর চিবুক এবং মনোহর নাসিকা ইঁহাদের উভয়ের অপূর্ব শোভা বর্ধন করিয়াছিল। ৩৬-৩৭

এই দুই দেবতার মস্তক ছত্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। এতাদৃশ শুভ লক্ষণসমূহযুক্ত সেই দুই মহাপুরুষকে দর্শন করত নারদ হৃষ্ট হইলেন। ভগবান্ নর-নারায়ণও নারদকে স্বাগত-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩৮-৩৯

তদনন্তর নারদ সেই দুই পুরুষোত্তমের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন,—অহো! আমি শ্বেতদ্বীপে ভগবানের সভামধ্যে যে সর্বভূতবন্দিত সদস্যগণকে দেখিয়াছিলাম, এই দুই ঋষিশ্রেষ্ঠও সেইরূপই। ৪০½

শ্বেতদ্বীপে ময়া দৃষ্টাস্তাদৃশাবৃষিসত্তমৌ ।
ইতি সংচিন্ত্য মনসা কৃত্বা চাভিপ্রদক্ষিণম্ ॥ ৪১
স চোপবিবিশে তত্র পীঠে কুশময়ে শুভে ।
ততস্তৌ তপসাং বাসৌ যশসাং তেজসামপি ॥ ৪২
ঋষী শম-দমোপেতৌ কৃত্বা পৌর্বাহ্নিকং বিধিম্ ।
পশ্চান্নারদমব্যগ্রৌ পাদ্যার্ঘ্যাভ্যামথার্চতঃ ॥ ৪৩
পীঠয়োশ্চোপবিষ্টৌ তৌ কৃতাতিথ্যাহ্নিকৌ নৃপ ।
তেষু তত্রোপবিষ্টেষু স দেশোঽভিব্যরাজত ॥ ৪৪
আজ্যাহুতিমহাজ্বালৈর্যজ্ঞবাটো যথাগ্নিভিঃ ।
অথ নারায়ণস্তত্র নারদং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪৫
সুখোপবিষ্টং বিশ্রান্তং কৃতাতিথ্যং সুখাস্থিতম্ ।

নর-নারায়ণাবূচতুঃ ।

অপীদানীং স ভগবান্ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ৪৬
শ্বেতদ্বীপে ত্বয়া দৃষ্ট আবয়োঃ প্রকৃতিঃ পরা ।

নারদ উবাচ ।

দৃষ্টো মে পুরুষঃ শ্রীমান্ বিশ্বরূপধরোঽব্যয়ঃ ॥ ৪৭
সর্বে লোকা হি তত্রস্থাস্তথা দেবাঃ সহর্ষিভিঃ ।
অদ্যাপি চৈনং পশ্যামি যুবাং পশ্যন্ সনাতনৌ ॥ ৪৮
যৈর্লক্ষণৈরুপেতঃ স হরিরব্যক্তরূপধৃক্ ।
তৈর্লক্ষণৈরুপেতৌ হি ব্যক্তরূপধরৌ যুবাম্ ॥ ৪৯
দৃষ্টৌ যুবাং ময়া তত্র তস্য দেবস্য পার্শ্বতঃ ।
ইহৈব চাগতোঽস্ম্যদ্য বিসৃষ্টঃ পরমাত্মনা ॥ ৫০
কো হি নাম ভবেৎ তস্য তেজসা যশসা শ্রিয়া ।
সদৃশস্ত্রিষু লোকেষু ঋতে ধর্মাত্মজৌ যুবাম্ ॥ ৫১
তেন মে কথিতঃ কৃৎস্নো ধর্মঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতঃ ।
প্রাদুর্ভাবাশ্চ কথিতা ভবিষ্যা ইহ যে যথা ॥ ৫২
তত্র যে পুরুষাঃ শ্বেতাঃ পঞ্চেন্দ্রিয়বিবর্জিতাঃ ।
প্রতিবুদ্ধাশ্চ তে সর্বে ভক্তাশ্চ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৫৩
তেঽর্চয়ন্তি সদা দেবং তৈঃ সার্ধং রমতে চ সঃ ।
প্রিয়ভক্তো হি ভগবান্ পরমাত্মা দ্বিজপ্রিয়ঃ ॥ ৫৪

মনে মনে এরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহাদের উভয়কে প্রদক্ষিণ করত এক সুন্দর কুশাসনে উপবেশন করিলেন। ৪১½

তদনন্তর তপস্যা, যশ ও তেজেরও নিবাসস্থান সেই দুই শম-দমসম্পন্ন ঋষি পূর্ব্বাহ্নকালের নিত্য কর্ম্ম পূর্ণ করত পুনরায় পাদ্য ও অর্ঘ্যাদির দ্বারা শান্তভাবে নারদের অর্চ্চনা করিলেন ॥ ৪২-৪৩

হে নৃপ! নিজেদের নিত্য কর্ম্ম এবং নারদের আতিথ্য সৎকার করিয়া সেই দুই ঋষিও কুশাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সেখানে সেই তিনজন উপবেশন করিলে পর উক্ত প্রদেশ ঘৃতাহুতিতে প্রজ্বলিত বিশাল শিখাবিশিষ্ট তিন অগ্নির দ্বারা প্রকাশিত যজ্ঞমণ্ডপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৪৪½

ইহার পর সেখানে আতিথ্য গ্রহণ করত সুখের সহিত উপবেশনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে করিতে অবস্থিত নারদকে নারায়ণ এই কথা বলিলেন। ৪৫½

নর-নারায়ণ বলিলেন,—দেবর্ষে! তুমি কি এই সময় শ্বেতদ্বীপে গমন করত আমাদের উভয়ের পরম কারণস্বরূপ সনাতন পরমাত্মা ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াছ? ৪৬½

নারদ বলিলেন,—ভগবন্! আমি বিশ্বরূপধারী সেই অবিনাশী কান্তিমান্ পরম পুরুষকে দর্শন করিয়াছি। ঋষিগণের সহিত দেবতারা ও সকল লোক তাঁহার মধ্যে বিরাজমান আছেন। ৪৭½

আমি এই সময়েও সনাতন পুরুষ আপনাদের উভয়কে দর্শন করিয়া এ স্থানেই শ্বেতদ্বীপনিবাসী ভগবানের দর্শন করিতেছি। সেখানে আমি অব্যক্তরূপধারী শ্রীহরিকে যে সব লক্ষণে যুক্ত দেখিয়াছিলাম, ব্যক্তরূপধারী আপনারা দুই পুরুষও সেই সব লক্ষণেই সুশোভিত। ৪৮-৪৯

কেবল ইহাই নহে, আমি আপনাদের উভয়কেই সেখানেও পরমদেবের পার্শ্বে উপস্থিত থাকিতে দর্শন করিয়াছি এবং সেই পরমাত্মারই প্রেরণায় আজ আমি পুনরায় এখানে আসিয়াছি। ৫০

তিন লোকের মধ্যে ধর্ম্মের পুত্র আপনারা দুই মহাপুরুষ ব্যতীত অপর কোন্ পুরুষ তেজ, যশ ও শ্রীতে সেই পরমেশ্বরের সমান হইতে পারে? ৫১

সেই ভগবান্ শ্রীহরি আমার নিকট সমস্ত ধর্ম্ম বর্ণনা করিয়াছেন। ক্ষেত্রজ্ঞেরও পরিচয় তিনি দিয়াছেন এবং এ জগতে ভবিষ্যতে তাঁহার যে সব অবতার হইবে, তৎ সমস্তও বলিয়াছেন। ৫২

সেখানে চন্দ্রতুল্য গৌরবর্ণ যে সব পুরুষ বিরাজমান ছিলেন, তাঁহারা সকলেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়-বর্জিত অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহশূন্য, জ্ঞানবান্ এবং পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত। ৫৩

তাঁহারা সেই নারায়ণের সর্ব্বদা পূজা অর্চ্চনা করিতেছেন এবং ভগবান্‌ও সদা তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। ভগবানের

রমতে সোঽর্চ্চ্যমানো হি সদা ভাগবতপ্রিয়ঃ।
বিশ্বভুক্ সর্ব্বগো দেবো মাধবো ভক্তবৎসলঃ ॥ ৫৫
স কর্ত্তা কারণং চৈব কার্য্যং চাতিবলদ্যুতিঃ।
হেতুশ্চাজ্ঞা বিধানঞ্চ তত্ত্বং চৈব মহাযশাঃ ॥ ৫৬
তপসা যোজ্য সোঽত্মানং শ্বেতদ্বীপাৎ পরং হি যৎ।
তেজ ইত্যভিবিখ্যাতং স্বয়ংভাসাবভাসিতম্ ॥ ৫৭
শান্তিঃ সা ত্রিষু লোকেষু বিহিতা ভাবিতাত্মনা।
এতয়া শুভয়া বুদ্ধ্যা নৈষ্ঠিকং ব্রতমাস্থিতঃ ॥ ৫৮
ন তত্র সূর্য্যস্তপতি ন সোমোঽভিবিরাজতে।
ন বায়ুর্বাতি দেবেশে তপশ্চরতি দুশ্চরম্ ॥ ৫৯
বেদীমষ্টনলোৎসেধাং ভূমাবাস্থায় বিশ্বকৃৎ।
একপাদস্থিতো দেব ঊর্দ্ধবাহুরুদঙ্মুখঃ ॥ ৬০
সাঙ্গানাবর্ত্তয়ন্ বেদাংস্তপস্তেপে সুদুশ্চরম্।
যদ্ ব্রহ্মা ঋষয়শ্চৈব স্বয়ং পশুপতিশ্চ যৎ ॥ ৬১
শেষাশ্চ বিবুধশ্রেষ্ঠা দৈত্য-দানব-রাক্ষসাঃ।
নাগাঃ সুপর্ণা গন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধা রাজর্ষয়শ্চ যে ॥ ৬২
হব্যং কব্যঞ্চ সততং বিধিযুক্তং প্রযুঞ্জতে।
কৃৎস্নং তু তস্য দেবস্য চরণাবুপতিষ্ঠতি ॥ ৬৩
যাঃ ক্রিয়াঃ সম্প্রযুক্তাশ্চ একান্তগতবুদ্ধিভিঃ।
তাঃ সর্ব্বাঃ শিরসা দেবঃ প্রতিগৃহ্লাতি বৈ স্বয়ম্ ॥ ৬৪
ন তস্যান্যঃ প্রিয়তরঃ প্রতিবুদ্ধৈর্মহাত্মভিঃ।
বিদ্যতে ত্রিষু লোকেষু ততোঽস্ম্যৈকান্তিকং গতঃ ॥ ৬৫
ইহ চৈবাগতস্তেন বিসৃষ্টঃ পরমাত্মনা।
এবং মে ভগবান্ দেবঃ স্বয়মাখ্যাতবান্ হরিঃ।
আসিষ্যে তৎপরো ভূত্বা যুবাভ্যাং সহ নিত্যশঃ ॥ ৬৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি নারায়ণীয়ে ত্রিচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪১

নিজের ভক্ত অতিশয় প্রিয় ও সেই পরমাত্মা শ্রীহরি ব্রাহ্মণগণেরও প্রতি অত্যন্ত প্রীতিমান্ ॥ ৫৪

এই বিশ্বপালক সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ অতিশয় ভক্তবৎসল। ভগবদ্ভক্ত প্রিয় প্রিয়তম শ্রীহরি তাঁহাদের দ্বারা পূজিত হইয়া সেখানে সদা সুপ্রসন্ন আছেন ॥ ৫৫

তিনিই কর্ত্তা, কারণ ও কার্য্য। তাঁহার বল ও তেজ অনন্ত। সেই মহাযশস্বী ভগবানই হেতু, আজ্ঞা, বিধি ও তত্ত্বস্বরূপ ॥ ৫৬

তিনি নিজেকে নিজে তপস্যায় নিযুক্ত রাখিয়া শ্বেতদ্বীপ হইতে পরে প্রকাশমান তেজোময় স্বরূপে বিখ্যাত। তাঁহার এই তেজ নিজেরই প্রকাশে প্রকাশিত ॥ ৫৭

সেই পূতাত্মা পরমাত্মা তিন লোকমধ্যে সেই শান্তির বিস্তার করিয়াছেন। নিজের সেই কল্যাণময়ী বুদ্ধির দ্বারা তিনি নৈষ্ঠিক ব্রত অবলম্বন করিয়া বিরাজমান আছেন ॥ ৫৮

সেখানে সূর্য্য তাপদান করেন না, চন্দ্র প্রকাশিত হন না এবং দুষ্কর তপস্যায় রত সেই দেবেশ্বর শ্রীহরির নিকটে এই লৌকিক বায়ুও প্রবাহিত হয় না ॥ ৫৯

সেখানে ভূমিতে এক উচ্চ বেদী নির্ম্মিত আছে, যাহার উচ্চতা আট অঙ্গুলি পরিমিত। তাহার উপর আরোহণ করিয়া সেই বিশ্বকর্ত্তা পরমাত্মা দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিয়া উত্তর দিকে মুখ করত এক পদে দণ্ডায়মান আছেন ॥ ৬০

তিনি অঙ্গসকলের সহিত সম্পূর্ণ বেদ আবৃত্তি করিতে করিতে, অত্যন্ত কঠোর তপস্যায় নিরত আছেন। ব্রহ্মা, স্বয়ং মহাদেব, সমস্ত ঋষিগণ, শেষ, শ্রেষ্ঠ দেবতারা এবং দৈত্য, দানব, রাক্ষস, নাগ, গরুড়, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও রাজর্ষিগণ সদা বিধি অনুসারে যে হব্য-কব্য অর্পণ করেন, সে সমস্তই এই ভগবানের চরণদ্বয়ে উপস্থিত হইতেছে ॥ ৬১-৬৩

যাহাদের বুদ্ধি অনন্তভাবে একমাত্র ভগবানেই সংলগ্ন আছে, সেই সব ভক্তের দ্বারা যে সমস্ত ক্রিয়া সমর্পিত হইতেছে, সে সবই এই ভগবান্ স্বয়ং গ্রহণ করিতেছেন ॥ ৬৪

সে স্থানের জ্ঞানী মহাত্মা ভক্তগণ হইতে শ্রেষ্ঠ ভগবানের তিন লোকমধ্যে অন্য কেহই প্রিয় নহে; অতএব আমি অনন্তভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ করিয়াছি ॥ ৬৫

এখানেও আমি সেই পরমাত্মারই প্রেরণায় আসিয়াছি। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি আমাকে এরূপ কথাই বলিয়াছেন। এখন আমি তাঁহারই আরাধনায় নিরত হইয়া আপনাদের উভয়ের সহিত এখানে নিত্য নিবাস করিব ॥ ৬৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে নারায়ণের মহিমাবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নারদস্য প্রশংসাং কুর্বদ্‌ভ্যাং নর-নারায়ণাভ্যাং তৎসমীপে ভগবদ্‌-বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যকথনম্‌।]

নর-নারায়ণাবূচতুঃ।

ধন্যোঽস্যনুগৃহীতোঽসি যৎ তে দৃষ্টঃ স্বয়ং প্রভুঃ।
ন হি তং দৃষ্টবান্‌ কশ্চিৎ পদ্মযোনিরপি স্বয়ম্‌ ॥ ১

অব্যক্তযোনির্ভগবান্‌ দুর্দর্শঃ পুরুষোত্তমঃ।
নারদৈতদ্ধি নৌ সত্যং বচনং সমুদাহৃতম্‌ ॥ ২

নাস্য ভক্তাৎ প্রিয়তরো লোকে কশ্চন বিদ্যতে।
ততঃ স্বয়ং দর্শিতবান্‌ স্বমাত্মানং দ্বিজোত্তম ॥ ৩

তপো হি তপ্যতস্তস্য যৎ স্থানং পরমাত্মনঃ।
ন তৎ সম্প্রাপ্নুতে কশ্চিদৃতে হ্যাবাং দ্বিজোত্তম ॥ ৪

যা হি সূর্য্যসহস্রস্য সমস্তস্য ভবেদ্‌ দ্যুতিঃ।
স্থানস্য সা ভবেৎ তস্য স্বয়ং তেন বিরাজতা ॥ ৫

তস্মাদুত্তিষ্ঠতে বিপ্র দেবাদ্‌ বিশ্বভুবঃ পতেঃ।
ক্ষমা ক্ষমাবতাং শ্রেষ্ঠ যয়া ভূমিস্তু যুজ্যতে ॥ ৬

তস্মাচ্চোত্তিষ্ঠতে দেবাৎ সর্বভূতহিতাদ্‌ রসঃ।
আপো হি তেন যুজ্যন্তে দ্রবত্বং প্রাপ্নুবন্তি চ ॥ ৭

তস্মাদেব সমুদ্‌ভূতং তেজো রূপগুণাত্মকম্‌।
যেন সংযুজ্যতে সূর্যস্ততো লোকে বিরাজতে ॥ ৮

তস্মাদ্‌ দেবাৎ সমুদ্ভূতঃ স্পর্শস্তু পুরুষোত্তমাৎ।
যেন স্ম যুজ্যতে বায়ুস্ততো লোকান্‌ বিবাত্যসৌ ॥ ৯

তস্মাচ্চোত্তিষ্ঠতে শব্দঃ সর্বলোকেশ্বরাৎ প্রভোঃ।
আকাশং যুজ্যতে যেন ততস্তিষ্ঠত্যসংবৃতম্‌ ॥ ১০

তস্মাচ্চোত্তিষ্ঠতে দেবাৎ সর্বভূতগতং মনঃ।
চন্দ্রমা যেন সংযুক্তঃ প্রকাশগুণধারণঃ ॥ ১১

সদ্ভূতোৎপাদকং নাম তৎ স্থানং বেদসংজ্ঞিতম্‌।
বিদ্যাসহায়ো যত্রাস্তে ভগবান্‌ হব্যকব্যভুক্‌ ॥ ১২

চতুশ্চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[নারদের প্রশংসা করিতে করিতে নর নারায়ণ কর্তৃক তাঁহার নিকট ভগবান্‌ বাসুদেবের মাহাত্ম্য কথন।]

নর-নারায়ণ বলিলেন, নারদ! তুমি শ্বেতদ্বীপে যাইয়া যে সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াছ, ইহাতে তুমি ধন্য হইয়া গিয়াছ। প্রকৃতপক্ষে ভগবান্‌ তোমার উপর বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন। তুমি ব্যতীত অন্য আর কেহই, এমনকি সাক্ষাৎ পদ্মযোনি ব্রহ্মাও ভগবান্‌কে এইভাবে দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। ১

নারদ! সেই ভগবান্‌ পুরুষোত্তম অব্যক্ত প্রকৃতির মূল কারণ। তাঁহার দর্শনলাভ করা অত্যন্ত কঠিন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমরা উভয়ে তোমাকে সত্য কথা বলিতেছি যে, এ জগতে ভক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ প্রিয় ভগবানের অন্য আর কেহই নহে। সেইজন্য তিনি স্বয়ংই তোমাকে নিজের স্বরূপ দর্শন করাইয়াছেন। ২-৩

দ্বিজোত্তম! তপস্যায় নিরত সেই পরমাত্মার যে স্থান, সেখানে আমরা দুইজন ব্যতীত অন্য আর কেহই যাইতে সমর্থ হয় না। ৪

এক হাজার সূর্য্য একত্রিত করিলে যেরূপ কান্তি হইতে পারে, সেরূপ কান্তিই হইল সেখানের, যেখানে ভগবান্‌ বিরাজ করিতেছেন। ৫

বিপ্রবর! ক্ষমাশীলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদ! বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মারও পতি। সেই পরমেশ্বর হইতেই ক্ষমার উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার দ্বারা পৃথিবীর সংযোগ হয়। ৬

সমস্ত প্রাণিগণের হিতকামী সেই নারায়ণদেব হইতেই রস উৎপন্ন হইয়াছে, যাহার জলের সহিত সংযোগ আছে এবং যাহার জন্য জল দ্রবীভূত হইয়াছে। ৭

তাঁহা হইতেই রূপ-গুণবিশিষ্ট তেজের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যাহার সহিত সূর্য্যদেব সংযুক্ত হইয়াছেন। সেই কারণেই তিনি জগতে প্রকাশিত হইতেছেন। ৮

সেই ভগবান্‌ পুরুষোত্তম হইতেই স্পর্শের উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার দ্বারা বায়ুদেব সংযুক্ত আছেন এবং তাহাতে সংযুক্ত হওয়ায় তিনি সকল লোকে প্রবাহিত হইতেছেন। ৯

সেই সর্বলোকেশ্বর প্রভু হইতেই শব্দের উদ্ভব হইয়াছে, যাহার সহিত আকাশের নিত্য সংযোগ আছে এবং সেই কারণেই এই আকাশ অনাবৃত আছে। ১০

সেই নারায়ণদেব হইতেই সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে অবস্থিত মনেরও উৎপত্তি হইয়াছে। এই মনের দ্বারা সংযুক্ত হইয়াই চন্দ্র প্রকাশ গুণ ধারণ করিয়াছে। ১১

যেখানে ভগবান্‌ শ্রীহরি হব্য ও কব্যের ভোগ গ্রহণ করিতে করিতে বিদ্যাশক্তির সহিত বিরাজমান আছেন, সেই বেদসংজ্ঞক স্থান সদ্ভূতোৎপাদক বলিয়া কথিত হয়। ১২

যে হি নিষ্কলুষা লোকে পুণ্য-পাপবিবর্জিতাঃ।
তেষাং বৈ ক্ষেমমধ্বানং গচ্ছতাং দ্বিজসত্তম ॥ ১৩

সর্বলোকতমোহন্তা আদিত্যো দ্বারমুচ্যতে।
আদিত্যদগ্ধসর্বাঙ্গা অদৃশ্যাঃ কেনচিৎ কচিৎ ॥ ১৪

পরমাণুভূতা ভূত্বা তু তং দেবং প্রবিশন্ত্যুত।
তস্মাদপি চ নির্মুক্তা অনিরুদ্ধতনৌ স্থিতাঃ ॥ ১৫

মনোভূতাস্ততো ভূত্বা প্রদ্যুম্নং প্রবিশন্ত্যুত।
প্রদ্যুম্নাচ্চাপি নির্মুক্তা জীবং সঙ্কর্ষণং ততঃ ॥ ১৬

বিশন্তি বিপ্রপ্রবরাঃ সাংখ্যা ভাগবতৈঃ সহ।
ততস্ত্রৈগুণ্যহীনাস্তে পরমাত্মানমঞ্জসা ॥ ১৭

প্রবিশন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ ক্ষেত্রজ্ঞং নির্গুণাত্মকম্।
সর্বাবাসং বাসুদেবং ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি তত্ত্বতঃ ॥ ১৮

সমাহিতমনস্কাশ্চ নিয়তাঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
একান্তভাবোপগতা বাসুদেবং বিশন্তি তে ॥ ১৯

আবামপি চ ধর্মস্য গৃহে জাতৌ দ্বিজোত্তম।
রম্যাং বিশালামাশ্রিত্য তপ উগ্রং সমাস্থিতৌ ॥ ২০

যে তু তস্যৈব দেবস্য প্রাদুর্ভাবাঃ সুরপ্রিয়াঃ।
ভবিষ্যন্তি ত্রিলোকস্থাস্তেষাং স্বস্তীত্যথো দ্বিজ ॥ ২১

বিধিনা যেন যুক্তাভ্যাং যথাপূর্বং দ্বিজোত্তম।
আস্থিতাভ্যাং সর্বকৃচ্ছ্রং ব্রতং সম্যগনুত্তমম্ ॥ ২২

আবাভ্যামপি দৃষ্টস্ত্বং শ্বেতদ্বীপে তপোধন।
সমাগতো ভগবতা সংজল্পং কৃতবাংস্তথা ॥ ২৩

সর্বং হি নৌ সংবিদিতং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
যদ্ ভবিষ্যতি বৃত্তং বা বর্ততে বা শুভাশুভম্।
সর্বং স তে কথিতবান্ দেবদেবো মহামুনে ॥২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তয়োর্বাক্যং তপস্যুগ্রে চ বর্ততোঃ।
নারদঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ২৫

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! জগতে যে সমস্ত ব্যক্তি পুণ্য ও পাপরহিত এবং নির্মল, তাঁহারা কল্যাণময় পথে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হন, সেই সময় সমস্ত জগতের অন্ধকারনাশক ভগবান্ সূর্য্যদেবই তাঁহাদের সেই মোক্ষদ্বার বলিয়া কথিত হন। ১৩½

সূর্য্যদেব তাঁহাদের সম্পূর্ণ দেহ প্রজ্বলিত করিয়া দেন। তারপর তাঁহারা কোথাও কাহারও দ্বারা আর দৃষ্ট হন না। তাঁহারা পরমাণুস্বরূপ হইয়া সেই সূর্য্যদেবেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। ১৪½

তদনন্তর তাঁহা হইতেও মুক্ত হইয়া তাঁহারা অনিরুদ্ধবিগ্রহে অবস্থান করেন। তৎপরে মনোময় হইয়া প্রদ্যুম্নে প্রবেশ করেন। ১৫½

প্রদ্যুম্ন হইতেও সর্বতোভাবে মুক্ত হইয়া সেই সাংখ্যবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ভগবদ্ভক্তগণের সহিত জীবস্বরূপ সঙ্কর্ষণে প্রবিষ্ট হন। ১৬½

তদনন্তর সত্ত্বাদি গুণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ অনায়াসেই নির্গুণস্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মায় প্রবেশ করেন। তুমি সকলের নিবাসস্থান ভগবান্ বাসুদেবকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও। ১৭-১৮

যাঁহারা নিজেদের মনকে একাগ্র করিয়া লইয়াছেন, যাঁহারা শৌচ-সন্তোষাদি নিয়মসম্পন্ন এবং জিতেন্দ্রিয়, তাঁহারা অনন্যভাবে ভগবানের স্মরণ গ্রহণ করত সাক্ষাৎ বাসুদেবেই প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। ১৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমরা উভয়েও ধর্মের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া এই রমণীয় বদরিকাশ্রমতীর্থের আশ্রয় গ্রহণ করত কঠোর তপস্যায় নিরত আছি। ২০

ব্রহ্মন্! সেই ভগবান্ পরমদেব পরমাত্মার ত্রিলোকমধ্যে যে সব দেবপ্রিয় অবতার হইবে, তাঁহাদের সদাই পরম মঙ্গল হউক—তাহাই আমাদের এই তপস্যার উদ্দেশ্য। ২১

দ্বিজোত্তম! আমরা উভয়ে পূর্ববৎ নিজ নিজ কর্মে নিরত হইয়া সর্বোত্তম ও সর্বপ্রকার কষ্টযুক্ত উত্তম ব্রতে তৎপর থাকিয়াই শ্বেতদ্বীপে গমন করত সেখানে তোমাকে দেখিয়াছিলাম। তপোধন! তুমি সেখানে ভগবানের সহিত মিলিত হইয়াছিলে এবং তাঁহার সহিত বার্তালাপ করিয়াছিলে। এসমস্ত বৃত্তান্তই আমরা ভালভাবে জানি। মহামুনে! চরাচর প্রাণিগণের সহিত ত্রিলোকমধ্যে যে সব শুভ ও অশুভ বৃত্ত সংঘটিত হইয়াছে, হইতেছে অথবা হইবে, সে সমস্তই সেই সময় দেবদেব ভগবান্ শ্রীহরি তোমাকে বলিয়াছেন। ২২-২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কঠোর তপস্যায় রত ভগবান্ নর ও নারায়ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া নারদ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদের প্রণাম করত নারায়ণের শরণ গ্রহণ পূর্বক তাঁহাদের আরাধনায় নিরত হইলেন। ২৫

জজাপ বিধিবন্মন্ত্রান্ নারায়ণগতান্ বহূন্।
দিব্যং বর্ষসহস্রং হি নর-নারায়ণাশ্রমে ॥ ২৬

অবসৎ স মহাতেজা নারদো ভগবানৃষিঃ।
তমেবাভ্যর্চয়ন্ দেবং নর-নারায়ণৌ চ তৌ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়ণীয়ে চতুশ্চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৪

তিনি এক সহস্র দিব্য বর্ষ পর্য্যন্ত নর-নারায়ণাশ্রমে অবস্থান করিয়া বিধি অনুসারে নারায়ণসম্বন্ধী বহু মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। ২৬

মহাতেজস্বী ভগবান্ নারদ মুনি প্রতিদিন সেই ভগবান্ বাসুদেব এবং এই দুই নর-নারায়ণের আরাধনা করিতে করিতে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। ২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে নারায়ণের মহিমাবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতা বরাহেণ পিতৄণাং পূজনব্যবস্থাপ্রবর্ত্তনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য নারদঃ পরমেষ্ঠিজঃ।
দৈবং কৃত্বা যথান্যায়ং পিত্র্যং চক্রে ততঃ পরম্ ॥ ১

ততস্তং বচনং প্রাহ জ্যেষ্ঠো ধর্ম্মাত্মজঃ প্রভুঃ।
ক ইজ্যতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ দৈবে পিত্র্যে চ কল্পিতে ॥ ২

ত্বয়া মতিমতাং শ্রেষ্ঠ তন্মে শংস যথাগমম্।
কিমেতৎ ক্রিয়তে কর্ম ফলং বাস্য কিমিষ্যতে ॥ ৩

নারদ উবাচ।

ত্বয়ৈতৎ কথিতং পূর্ব্বং দৈবং কর্ত্তব্যমিত্যপি।
দৈবতঞ্চ পরো যজ্ঞঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ৪

ততস্তদ্ভাবিতো নিত্যং যজে বৈকুণ্ঠমব্যয়ম্।
তস্মাচ্চ প্রসৃতঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৫

মম বৈ পিতরং প্রীতঃ পরমেষ্ঠ্যপ্যজীজনৎ।
অহং সঙ্কল্পজস্তস্য পুত্রঃ প্রথমকল্পিতঃ ॥ ৬

যজামি বৈ পিতৄন্ সাধো নারায়ণবিধৌ কৃতে-
এবং স এব ভগবান্ পিতা মাতা পিতামহঃ ॥ ৭

ইজ্যতে পিতৃযজ্ঞেষু তথা নিত্যং জগৎপতিঃ।
শ্রুতিশ্চাপ্যপরা দেবী পুত্রান্ হি পিতরোঽযজন্ ॥ ৮

পঞ্চচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[ভগবান্ বরাহকর্তৃক পিতৃগণের পূজনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কোন এক সময় ব্রহ্মপুত্র নারদ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে প্রথমে দেবকার্য্য (হোম-পূজা) করিয়া পরে পিতৃকার্য্য (শ্রাদ্ধ-তর্পণ) করিয়াছিলেন। ১

তখন ধর্ম্মের জ্যেষ্ঠ পুত্র নর তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তুমি বুদ্ধিমান্‌গণের অগ্রগণ্য। তোমার দ্বারা দেবকার্য্য এবং পিতৃকার্য্য সম্পাদিত হইলে পর সেই সব কর্ম্মের দ্বারা কাঁহার পূজা সম্পন্ন হয়? ইহা আমাকে শাস্ত্রানুসারে বল। তুমি ইহা কোন্ কার্য্য করিতেছ? এবং ইহার দ্বারা কোন্ ফল কামনা করিতেছ? ২-৩

নারদ বলিলেন,—প্রভো! আপনিই পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, দেবকার্য্য সকলেরই কর্ত্তব্য; কারণ, দেবকার্য্য উত্তম যজ্ঞ এবং যজ্ঞ সনাতন পরমাত্মার স্বরূপ। ৪

অতএব আপনার উপদেশে প্রভাবিত হইয়া আমি প্রতিদিন অবিনাশী ভগবান্ বৈকুণ্ঠের যজনা করিতেছি। তাঁহা হইতেই সর্ব্বপ্রথম লোকপিতামহ ব্রহ্মার আবির্ভাব হইয়াছে। ৫

পরমেষ্ঠী ব্রহ্ম প্রসন্ন হইয়া আমার পিতা প্রজাপতিকে* উৎপন্ন করিয়াছেন। আমি তাঁহার সঙ্কল্পজনিত প্রথম পুত্র। ৬

সাধো! আমি প্রথমে নারায়ণের আরাধনায় কার্য্য পূর্ণ করিবার পর পিতৃগণের পূজা করিতেছি। এইরূপে সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার পিতা, মাতা ও পিতামহ। ৭

পিতৃযজ্ঞসমূহে সদা জগৎপতি শ্রীহরিরই আরাধনা করা হয়। এ বিষয়ে এক অন্য শ্রুতি আছে যে, পিতৃগণ (দেবগণ) পুত্রদিগের (অগ্নিষাত্তাদির) পূজা করিয়াছিলেন। (অগ্নিষাত্তাদি পিতৃগণ

* যদিও নারদ ব্রহ্মারই পুত্র ছিলেন, তথাপি দক্ষের অভিশাপ বশতঃ তাঁহাকে পুনরায় প্রজাপতির দ্বারা জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই বৃত্তান্ত হরিবংশে আছে।

বেদশ্রুতিঃ প্রনষ্টা চ পুনরধ্যাপিতা সুতৈঃ।
ততস্তে মন্ত্রদাঃ পুত্রাঃ পিতৃত্বমুপপেদিরে ॥ ৯
নূনং পুরৈতদ্ বিদিতং যুবয়োর্ভাবিতাত্মনোঃ।
পুত্রাশ্চ পিতরশ্চৈব পরস্পরমপূজয়ন্ ॥ ১০
ত্রীন্ পিণ্ডান্ ন্যস্য বৈ পৃথ্ব্যাং পূর্ব্বং দত্ত্বা কুশানিতি।
কথং তু পিণ্ডসংজ্ঞাং তে পিতরো লেভিরে পুরা ॥ ১১
নর-নারায়ণাবূচতুঃ
ইমাং হি ধরণীং পূর্ব্বং নষ্টাং সাগরমেখলাম্।
গোবিন্দ উজ্জহারাশু বারাহং রূপমাস্থিতঃ ॥ ১২
স্থাপয়িত্বা তু ধরণীং স্বে স্থানে পুরুষোত্তমঃ।
জলকর্দ্দমলিপ্তাঙ্গো লোককার্য্যার্থমুদ্যতঃ ॥ ১৩
প্রাপ্তে চাহ্নিককালে তু মধ্যদেশগতে রবৌ।
দংষ্ট্রাবিলগ্নাংস্ত্রীন্ পিণ্ডান্ বিধায় সহসা প্রভুঃ ॥ ১৪
স্থাপয়ামাস বৈ পৃথ্ব্যাং কুশানাস্তীর্য্য নারদ।
স তেষ্বাত্মানমুদ্দিশ্য পিত্র্যং চক্রে যথাবিধি ॥ ১৫
সঙ্কল্পয়িত্বা ত্রীন্ পিণ্ডান্ স্বেনৈব বিধিনা প্রভুঃ।
আত্মগাত্রোষ্মসম্ভূতৈঃ স্নেহগর্ভৈস্তিলৈরপি ॥ ১৬
প্রোক্ষ্যাপসব্যং দেবেশঃ প্রাঙ্মুখঃ কৃতবান্ স্বয়ম্।
মর্য্যাদাস্থাপনার্থঞ্চ ততো বচনমুক্তবান্ ॥ ১৭
বৃষাকপিরুবাচ।
অহং হি পিতরঃ স্রষ্টুমুদ্যতো লোককৃৎ স্বয়ম্।
যস্য চিন্তয়তঃ সদ্যঃ পিতৃকার্য্যবিধীন্ পরান্ ॥ ১৮
দংষ্ট্রাভ্যাং প্রবিনির্ধূতা মমৈতে দক্ষিণাং দিশম্।
আশ্রিতা ধরণীং পিণ্ডাস্তস্মাৎ পিতর এব তে ॥ ১৯
ত্রয়ো মূর্ত্তিবিহীনা বৈ পিণ্ডমূর্ত্তিধরাস্ত্বিমে।
ভবন্তু পিতরো লোকে ময়া সৃষ্টাঃ সনাতনাঃ ॥ ২০
পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
অহমেবাত্র বিজ্ঞেয়স্ত্রিষু পিণ্ডেষু সংস্থিতঃ ॥ ২১

দেবতাদেরই পুত্র। একসময় দেবতারা দীর্ঘকাল ধরিয়া অসুরদের সহিত যুদ্ধে নিরত ছিলেন, সেইজন্যই তাঁহারা নিজেদের পঠিত বেদ বিস্মৃত হইয়া যান। তারপর তাঁহারা সেই পুত্রগণের অঙ্গিরাআদির নিকট হইতেই পুনরায় বেদ পাঠ করিয়া তাঁহাদিগকে পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।) ৮

দেবতাদিগের বেদজ্ঞান নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; পুনরায় তাঁহাদের পুত্রগণই তাঁহাদিগকে বেদপাঠ করাইয়াছিলেন। সেইহেতু মন্ত্রদাতা সেই পুত্রগণই পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৯

পুত্র ও পিতৃগণ যে পরস্পর পরস্পরকে পূজা করিয়াছিলেন, এই কথা শুদ্ধাত্মা পুরুষ আপনারা উভয়েই পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত আছেন। ১০

দেবতারা পৃথিবীতে পূর্ব্বে কুশ পাতিয়া পিতৃগণকে যে তিনটি পিণ্ডদান করত তাঁহাদের পূজা করিয়াছিলেন, ইহার কারণ কি? পুরাকালে সেই পিতৃগণ পিণ্ডনাম কেন লাভ করিয়াছিলেন? ১১

নর-নারায়ণ বলিলেন,—মুনে! এই সমুদ্রপরিবেষ্টিত পৃথিবী পূর্ব্বে একার্ণব জলে নিমগ্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। সেই সময় ভগবান্ গোবিন্দ বরাহরূপ ধারণ করত অতিসত্বর তাহাকে উদ্ধার করেন। ১২

সেই পুরুষোত্তম পৃথিবীকে নিজের স্থানে স্থাপিত করিয়া জল ও কর্দ্দমে লিপ্ত স্বীয় অঙ্গে লোকহিতকর কার্য্য করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। ১৩

যখন সূর্য্য দিনের মধ্যভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তৎকালোচিত নিত্য কর্ম্মের সময় আসিল, তখন ভগবান্ নিজের দন্তে সংলগ্ন মৃত্তিকাকে সহসা তিনটি পিণ্ড করিলেন। নারদ! তারপর পৃথিবীতে কুশ পাতিয়া তিনি সেই তিনটি পিণ্ড তাহার উপর রাখিয়া দিলেন। তৎপরে নিজেরই উদ্দেশ্যে সেই পিণ্ডের উপর বিধি অনুসারে পিতৃপূজা কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ১৪-১৫

নিজেরই বিধানে প্রভু বরাহরূপী ভগবান্ তিনটি পিণ্ড সঙ্কল্পিত করিয়া স্বীয় দেহেরই উষ্মা হইতে উৎপন্ন স্নেহযুক্ত তিল সকলের দ্বারা অপসব্যভাবে সেই পিণ্ডত্রয়কে প্রোক্ষণ করিলেন। তারপর দেবেশ্বর শ্রীহরি স্বয়ংই পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া প্রার্থনা করিলেন এবং ধর্ম্মমর্য্যাদা স্থাপনের জন্য এই কথা বলিলেন। ১৬-১৭

ভগবান্ বরাহ বলিলেন,—আমিই সমস্ত লোকসমূহের স্রষ্টা। আমি স্বয়ংই যখন পিতৃগণের সৃষ্টির জন্য উদ্যত হইয়া পিতৃকার্য্য-সম্বন্ধী অন্য বিধিসকল চিন্তা করিতে লাগিলাম, সেই সময় আমার দুই দন্ত হইতে এই তিনটি পিণ্ড দক্ষিণ দিক্ দিয়া পৃথিবীতে পতিত হইল; অতএব এই পিণ্ডসকলই পিতৃগণ। ১৮-১৯

এই তিন পিণ্ড মূর্ত্তিহীন হইয়াও যেহেতু পিণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সেইহেতু আমার দ্বারা উৎপন্ন হইয়া সনাতন পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হউক। ২০

পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ—ইহাদেরই রূপে আমাকেই এই তিন পিণ্ডমধ্যে স্থিত বলিয়া জানিবে। ২১

নাস্তি মত্তোঽধিকঃ কশ্চিৎ কো বাভ্যোঽর্চ্যো ময়া স্বয়ম্।
কো বা মম পিতা লোকে অহমেব পিতামহঃ ॥ ২২
পিতামহপিতা চৈব অহমেবাত্র কারণম্।
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং দেবদেবো বৃষাকপিঃ ॥ ২৩
বরাহপর্বতে বিপ্র দত্ত্বা পিণ্ডান্ সবিস্তরান্।
আত্মানং পূজয়িত্বৈব তত্রৈবাদর্শনং গতঃ ॥ ২৪
এষা তস্য স্থিতির্বিপ্র পিতরঃ পিণ্ডসংজ্ঞিতাঃ।
লভন্তে সততং পূজাং বৃষাকপিবচো যথা ॥ ২৫
যে যজন্তি পিতৄন্ দেবান্ গুরূংশ্চৈবাতিথীংস্তথা।
গাশ্চৈব দ্বিজমুখ্যাংশ্চ পৃথিবীং মাতরং যথা ॥ ২৬
কর্মণা মনসা বাচা বিষ্ণুমেব যজন্তি তে।
অন্তর্গতঃ স ভগবান্ সর্বসত্ত্বশরীরগঃ ॥ ২৭
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু ঈশ্বরঃ সুখ-দুঃখয়োঃ।
মহান্ মহাত্মা সর্বাত্মা নারায়ণ ইতি শ্রুতিঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়ণীয়ে
পঞ্চচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৫

আমা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহই নাই; অন্য আর কেইবা আছে, যাহাকে আমি স্বয়ং পূজা করিব? সংসারে আমার পিতা কে আছে? জগতে সকলের পিতা-পিতামহ ত' আমিই। ২২

পিতামহের পিতাও (প্রপিতামহও) আমিই। আমিই এই জগতের কারণ। বিপ্রবর! এই কথা বলিয়া দেবাধিদেব ভগবান্ বরাহ বরাহপর্ব্বতে সবিস্তরে পিণ্ডদান করত পিতৃরূপী নিজেকে নিজেই পূজা করিয়া সেস্থানে অন্তর্হিত হইলেন। ২৩-২৪

ব্রহ্মন্! ইহা ভগবান্ কর্তৃক স্থাপিত ধর্মমর্যাদা। এইভাবে পিতৃগণ পিণ্ডনাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবান্ বরাহের বাক্যানুসারে সেই পিতৃগণ সর্ব্বদা সকলের দ্বারা পূজা প্রাপ্ত হন। ২৫

যাঁহারা দেবতা, পিতা, গুরু, অতিথি ও গোসকল, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, পৃথিবী এবং মাতাকে মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা পূজা করেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ বিষ্ণুরই পূজা করেন; কারণ ভগবান্ বিষ্ণু সমস্ত প্রাণীর শরীরে অন্তরাত্মারূপে বিরাজমান আছেন। ২৬-২৭

সুখ ও দুঃখের নিয়ামক শ্রীহরি সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে সমভাবেই অবস্থিত আছেন! নারায়ণ মহান্ (সর্ব্বব্যাপী), মহাত্মা ও সর্ব্বাত্মা; ইহাই শ্রুতির অভিমত। ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে নারায়ণের মহিমাবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নারায়ণমাহাত্ম্যযুক্তোপাখ্যানস্যোপসংহারঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
শ্রুত্বৈতন্নারদো বাক্যং নর-নারায়ণেরিতম্।
অত্যন্তং ভক্তিমান্ দেবে একান্তিত্বমুপেয়িবান্ ॥ ১
প্রোষ্য বর্ষসহস্রং তু নর-নারায়ণাশ্রমে।
শ্রুত্বা ভগবদাখ্যানং দৃষ্ট্বা চ হরিমব্যয়ম্ ॥ ২
হিমবন্তং জগামাশু যত্রাস্য স্বক আশ্রমঃ।
তাবপি খ্যাততপসৌ নর-নারায়ণাবৃষী ॥ ৩

ষট্চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[নারায়ণের মহিমাযুক্ত উপাখ্যানের উপসংহার।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! নর-নারায়ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবানের প্রতি নারদের ভক্তি আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি তাঁহার অনন্য ভক্ত হইয়া যাইলেন। ১

নর-নারায়ণের আশ্রমে ভগবানের কথা শ্রবণ করিতে করিতে এবং প্রতিদিন অবিনাশী শ্রীহরিকে দর্শন করিতে করিতে যখন নারদের এক হাজার দিব্য বর্ষ অতিবাহিত হইয়া যাইল, তখন তিনি অতি সত্বর হিমালয় পর্ব্বতের সেই ভাগে গমন করিলেন, যেখানে তাঁহার নিজের আশ্রম ছিল। ২½

তাহার পর সেই বিখ্যাত নর-নারায়ণ ঋষিবরও পুনরায় সেই রমণীয় আশ্রমে অবস্থান করত কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ৩½

তস্মিন্নেবাশ্রমে রম্যে তেপতুস্তপ উত্তমম্ ।
ত্বমপ্যমিতবিক্রান্তঃ পাণ্ডবানাং কুলোদ্বহঃ ॥ ৪
পাবিতাত্মাদ্য সংবৃত্তঃ শ্রুত্বেমামাদিতঃ কথাম্ ।
নৈব তস্যাপয়ো লোকো নায়ং পার্থিবসত্তম ॥ ৫
কর্ম্মণা মনসা বাচা যো দ্বিষ্যাদ্ বিষ্ণুমব্যয়ম্ ।
মজ্জন্তি পিতরস্তস্য নরকে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ৬
যো দ্বিষ্যাদ্ বিবুধশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং হরিম্ ।
কথং নাম ভবেদ্ দ্বেষ্য আত্মা লোকস্য কস্যচিৎ ॥ ৭
আত্মা হি পুরুষব্যাঘ্র জ্ঞেয়ো বিষ্ণুরিতি স্থিতিঃ ।
য এষ গুরুরস্মাকমৃষির্গন্ধবতীসুতঃ ॥ ৮
তেনৈতৎ কথিতং তাত মাহাত্ম্যং পরমব্যয়ম্ ।
তস্মাচ্ছ্রুতং ময়া চেদং কথিতঞ্চ তবানঘ ॥ ৯
নারদেন তু সম্প্রাপ্তঃ সরহস্যঃ সসংগ্রহঃ ।
এষ ধর্ম্মো জগন্নাথাৎ সাক্ষান্নারায়ণান্নৃপ ॥ ১০
এবমেষ মহান্ ধর্ম্মঃ স তে পূর্ব্বং নৃপোত্তম ।
কথিতো হরিগীতাসু সমাসবিধিকল্পিতঃ ॥ ১১
কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং ভুবি ।
কো হ্যন্যঃ পুরুষব্যাঘ্র মহাভারতকৃদ্ ভবেৎ ॥ ১২
ধর্ম্মান্ নানাবিধাংশ্চৈব কো ব্রূয়াৎ তমৃতে প্রভুম্ ॥ ১৩
বর্ত্ততাং তে মহাযজ্ঞো যথা সঙ্কল্পিতস্ত্বয়া ।
সঙ্কল্পিতাশ্বমেধস্ত্বং শ্রুতধর্ম্মশ্চ তত্ত্বতঃ ॥ ১৪

সৌতিরুবাচ ।

এতৎ তু মহদাখ্যানং শ্রুত্বা পার্থিবসত্তমঃ ।
ততো যজ্ঞসমাপ্ত্যর্থং ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সমারভৎ ॥ ১৫
নারায়ণীয়মাখ্যানমেতৎ তে কথিতং ময়া ।
পৃষ্টেন শৌনকাদ্যেহ নৈমিষারণ্যবাসিষু ॥ ১৬
নারদেন পুরা রাজন্ গুরবে মে নিবেদিতম্ ।
ঋষীণাং পাণ্ডবানাঞ্চ শৃণ্বতোঃ কৃষ্ণভীষ্ময়োঃ ॥ ১৭
স হি পরমগুরুর্জনভুবনপতিঃ
পৃথুধরণিধরঃ শ্রুতিবিনয়নিধিঃ ।
শমনিয়মনিধির্দ্বিজপরমহিত—
স্তব ভবতু গতির্হরিরমরহিতঃ ॥ ১৮

জনমেয় ! তুমি পাণ্ডবগণের বংশধর এবং অত্যন্ত পরাক্রমশালী বীর। তুমিও আরম্ভ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া আজ পরম পবিত্র হইয়া যাইলে। ৪½

নৃপশ্রেষ্ঠ ! যে ব্যক্তি মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা অবিনাশী ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত দ্বেষ করে, তাহার ইহলোক সুখকর হয় না এবং পরলোকেও সে সুখ লাভ করে না ॥ ৫½

যে ব্যক্তি দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ নারায়ণ শ্রীহরিকে দ্বেষ করে, তাহার পিতৃগণ সর্ব্বদা নরকে নিমগ্ন থাকে ॥ ৬½

পুরুষব্যাঘ্র ! ভগবান্ বিষ্ণুকে সকলের আত্মা বলিয়া জানিবে। ইহাই প্রকৃত স্থিতি। এজগতে এমন কে মানুষ আছে, যে নিজের আত্মার সহিত দ্বেষ করিতে পারে ? ৭½

তাত ! এই যে আমাদের গুরু গন্ধবতীপুত্র (সত্যবতীর অপর নাম গন্ধবতী) ব্যাসদেব উপবিষ্ট আছেন। ইনিই ভগবানের সর্ব্বোত্তম অক্ষয় মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। নিষ্পাপ ! তাঁহার নিকট হইতেই আমি সব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি এবং আমার দ্বারা তোমার নিকটেও উহা কথিত হইল ॥ ৮-৯

হে নৃপ ! দেবর্ষি নারদ ত' রহস্য (মন্ত্র) ও সংগ্রহ (বিধি) সহ এই ধর্ম্ম সাক্ষাৎ জগদীশ্বর নারায়ণ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১০

নৃপশ্রেষ্ঠ ! এইরূপ এই মহান্ ধর্ম্ম আমি তোমাকে পূর্ব্বে হরিগীতায় সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি ॥ ১১

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে এজগতে নারায়ণেরই স্বরূপ বলিয়া জানিবে। অহো ! ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেইই বা এই মহাভারতের রচয়িতা হইতে পারেন ? ১২

ভগবান্ ব্যতীত অন্য আর কেইই বা আছেন, যিনি নানা প্রকার ধর্ম্মের বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবেন ? তোমার সঙ্কল্পিত এই মহাযজ্ঞ নিরন্তর চলিতে থাকুক। তুমি অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছ এবং যথাযথভাবে সমস্ত ধর্ম্মও শ্রবণ করিয়াছ ॥ ১৩-১৪

সূতপুত্র বলিলেন,—শৌনক ! বৈশম্পায়নের নিকট হইতে এই মহৎ উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া নৃপতিশ্রেষ্ঠ জনমেজয় নিজের যজ্ঞ পূর্ণ করিবার জন্য সমস্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ১৫

শৌনক ! আজ তোমার প্রশ্নানুসারে এই নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণের নিকটে আমি এস্থলে এই নারায়ণের মাহাত্ম্যসম্বন্ধী উপাখ্যান তোমাকে বলিলাম ॥ ১৬

রাজন্ ! পুরাকালে নারদ ঋষিগণ, পাণ্ডবগণ, শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মকে শুনাইতে শুনাইতে এই প্রসঙ্গ আমার গুরু ব্যাসদেবকে বলিয়াছিলেন ॥ ১৭

সেই পরমগুরু, জনপতি, ভুবনপতি, বিশাল পৃথিবী

অসুরবধকরস্তপসাং নিধিঃ
সুমহতাং যশসাঞ্চ ভাজনম্।
মধুকৈটভহা কৃতধর্মবিদাং গতিদো-
হভয়দো মখভাগহরোহস্তু শরণং স তে ॥ ১৯
ত্রিগুণো বিগুণশ্চতুরাত্মধরঃ
পূর্তেষ্টয়োশ্চ ফলভাগহরঃ।
বিদধাতু নিত্যমজিতোহতিচলো
গতিমাত্মগাং সুকৃতিনামৃষীণাম্ ॥ ২০
তং লোকসাক্ষিণমজং পুরুষং পুরাণং
রবিবর্ণমীশ্বরং গতিং বহুশঃ।
প্রণমধ্বমেকমনসো যতঃ
সলিলোদ্ভবোহপি তমৃষিং প্রণতঃ ॥২১
স হি লোকযোনিরমৃতস্য পদং
সূক্ষ্মং পরায়ণমচলং হি পদম্।
তৎসাংখ্যযোগিভিরুদার বৃতং
বুদ্ধ্যা যতাত্মভিরিদং সনাতনম্ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়ণীয়ে
ষট্চত্বারিংশদধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৬

ধারণকারী, বেদজ্ঞান ও বিনয়ের আধার, শম ও নিয়মের আবাস স্থল, ব্রাহ্মণগণের পরম হিতৈষী এবং দেবতাদিগের হিত চিন্তাকারী শ্রীহরি তোমার আশ্রয় হউন। ১৮

অসুর বধকারী, তপোনিধি, বিশাল যশোভাজন, মধু ও কৈটভহন্তা, সত্যযুগের ধর্মগণের সদ্গতি প্রদানকারী অভয়দাতা এবং যজ্ঞের ভাগগ্রহণকর্তা ভগবান্ নারায়ণ তোমার শরণ (রক্ষক) হউন। ১৯

যিনি তিনগুণবিশিষ্ট হইয়াও নির্গুণ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চার মূর্তিধারী, ইষ্ট (যাগ-যজ্ঞাদি), আপূর্ত (বাপী, কূপ ও তড়াগনির্মাণাদি) কর্মের ফলভাগগ্রহণকারী, সর্বদা অপরাজিত ও সত্য, ধর্ম বা মর্যাদা হইতে অবিচলিত, সেই ভগবান্ শ্রীহরি পুণ্যাত্মা ঋষিগণকে আত্মজ্ঞানজাত সদ্গতি প্রদান করুন। ২০

যিনি সম্পূর্ণ জগতের সাক্ষী, অজন্মা, অন্তর্যামী, পুরাণপুরুষ, সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, ঈশ্বর এবং সর্বপ্রকারে সকলের গতি, সেই পরমেশ্বরকে তোমরা সকলে একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রণাম কর; কারণ, সেই বাসুদেবস্বরূপ নারায়ণ ঋষিকে শেষশায়ীও প্রণাম করেন। ২১

তিনি এই জগতের আদিকারণ, অমৃতপদ (মোক্ষের আশ্রয়) সূক্ষ্ম স্বরূপ, অপরের শরণদাতা, অবিচল ও সনাতন পদ। উদার শৌনক! নিজের মনকে সংযত করিয়া সাংখ্যযোগী বিদ্বান্‌গণ বুদ্ধিদ্বারা তাঁহাকেই বরণ করেন। ২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে নারায়ণের মহিমাবিষয়ক ষট্চত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

[হয়গ্রীবাবতারস্য বর্ণনম্, বেদানামুদ্ধারঃ, মধু-কৈটভবধঃ, নারায়ণমহিমকথনঞ্চ ।]

শৌনক উবাচ ।

শ্রুতং ভগবতস্তস্য মাহাত্ম্যং পরমাত্মনঃ ।
জন্ম ধর্মগৃহে চৈব নরনারায়ণাত্মকম্ ॥ ১
মহাবরাহসৃষ্টা চ পিণ্ডোৎপত্তিঃ পুরাতনী ।
প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ যো যথা পরিকল্পিতঃ ॥ ২
তথা চ নঃ শ্রুতো ব্রহ্মন্ কথ্যমানস্ত্বয়ানঘ ।
হব্যকব্যভুজো বিষ্ণুরুদক্পূর্বে মহোদধৌ ॥ ৩
যচ্চ তৎ কথিতং পূর্বং ত্বয়া হয়শিরো মহৎ ।
তচ্চ দৃষ্টং ভগবতা ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ॥ ৪
কিং তদুৎপাদিতং পূর্বং হরিণা লোকধারিণা ।
রূপং প্রভাবং মহতামপূর্বং ধীমতাং বর ॥ ৫
দৃষ্ট্বা হি বিবুধশ্রেষ্ঠমপূর্বমমিতৌজসম্ ।
তদশ্বশিরসং পুণ্যং ব্রহ্মা কিমকরোন্মুনে ॥ ৬
এতন্নঃ সংশয়ং ব্রহ্মন্ পুরাণং জ্ঞানসম্ভবম্ ।
কথয়স্বোত্তমমতে মহাপুরুষনির্মিতম্ ॥ ৭
পাবিতাঃ স্ম ত্বয়া ব্রহ্মন্ পুণ্যাং কথয়তা কথাম্ ।

সৌতিরুবাচ ।

কথয়িষ্যামি তে সর্বং পুরাণং বেদসম্মিতম্ ॥ ৮
জগৌ যদ্ ভগবান্ ব্যাসো রাজ্ঞঃ পরিক্ষিতস্য বৈ ।
শ্রুত্বাশ্বশিরসো মূর্তিং দেবস্য হরিমেধসঃ ॥৯
উৎপন্নসংশয়ো রাজা এতদেবমচোদয়ৎ ।

জনমেজয় উবাচ ।

যত্তদ্ দর্শিতবান্ ব্রহ্মা দেবং হয়শিরোধরম্ ॥ ১০
কিমর্থং তৎ সমভবৎ তন্মমাচক্ষ্ব সত্তম ।
যৎ কিঞ্চিদিহ লোকে বৈ দেহসত্ত্বং বিশাম্পতে ॥ ১১

সপ্তচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়

[হয়গ্রীব-অবতারের বর্ণনা, বেদসমূহের উদ্ধার, মধুকৈটভবধ এবং নারায়ণের মহিমাকথন ।]

শৌনক,—আমরা বহুবিধ ঐশ্বর্য্যশালী পরমাত্মা শ্রীহরির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম এবং ধর্ম্মের গৃহে তিনি নর-নারায়ণরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সংবাদও জানিতে পারিলাম । ১

নিষ্পাপ সূতপুত্র ! ভগবান্ মহাবরাহ যে প্রাচীন কালে পিণ্ডোৎপত্তি করিয়া পিণ্ডদানের মর্য্যাদা স্থাপিত করিয়াছেন এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-বিষয়ে যে সব বিধি যেরূপ কল্পনা করিয়াছেন, সেই সব আপনার নিকট হইতে আমরা শ্রবণ করিয়াছি । ২½

সমুদ্রের উত্তর-পূর্ব্বভাগে হব্য ও কব্যের ভাগগ্রহণকারী ভগবান্ বিষ্ণু বিশাল হয়গ্রীবাবতার ধারণ করিয়াছিলেন । এই কথা আপনি পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছেন । তখন ইহাও বলিয়াছিলেন যে, ভগবান্ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা সেইরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । ৩-৪

শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্গণের মধ্যে প্রধান সূতপুত্র ! সম্পূর্ণ জগতের ধারক শ্রীহরি পূর্ব্বকালে এই অদ্ভুত প্রভাবশালী রূপ কেন প্রকাশ করিয়াছিলেন ? তাঁহার এতাদৃশ রূপই পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই । ৫

মুনে ! অসীম বলশালী এবং অপূর্ব্ব রূপধারী সেই পুণ্যাত্মা সুরশ্রেষ্ঠ হয়গ্রীবকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা কি করিলেন ? ৬

ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ সূতনন্দন ! আপনার বুদ্ধি অতিশয় উত্তম মহাপুরুষ ভগবানের অবতারসম্বন্ধী এই পুরাতন জ্ঞানের বিষয়ে আমাদের সকলের সংশয় হইতেছে । আপনি ইহার বিষয়ে সমাধান করুন । ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন সূতপুত্র ! আপনি এই পুণ্যময়ী কথা বলিয়া আমাদের পবিত্র করিয়া দিয়াছেন । ৭½

সূতপুত্র বলিলেন,—শৌনক ! আমি তোমাকে বেদতুল্য প্রমাণভূত সমস্ত পুরাতন বৃত্তান্ত বলিব, যাহা ভগবান্ ব্যাসদেব রাজা জনমেজয়কে শুনাইয়াছিলেন । * ৮½

ভগবান্ বিষ্ণুর হয়গ্রীবাবতারের কথা শ্রবণ করিয়া তোমারই ন্যায় রাজা জনমেজয়েরও সন্দেহ হইয়াছিল । তখন তিনি এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন । ৯½

জনমেজয় বলিলেন—সৎপুরুষগণশ্রেষ্ঠ মুনে ! ব্রহ্মা ভগবানের যে হয়গ্রীব অবতারের দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাদুর্ভাব কি জন্য হইয়াছিল ? ইহা আমাকে বলুন ১০½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—প্রজানাথ ! এ জগতে যত প্রাণী

* বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়কে মহাভারতের কথা ভগবান্ বেদব্যাসের আজ্ঞায় শুনাইয়াছিলেন, সেইজন্য এস্থলে তাহাই বুঝাইবার জন্য বেদব্যাসের নাম উল্লিখিত হইয়াছে ।

সর্বং পঞ্চভিরাবিষ্টং ভূতৈরীশ্বরবুদ্ধিভিঃ।
ঈশ্বরো হি জগৎস্রষ্টা প্রভুর্নারায়ণো বিরাট্ ॥ ১২
ভূতান্তরাত্মা বরদঃ সগুণো নির্গুণোঽপি চ।
ভূতপ্রলয়মত্যন্তং শৃণুষ নৃপসত্তম ॥ ১৩
ধরণ্যামথ লীনায়ামপ্সু চৈকার্ণবে পুরা।
জ্যোতির্ভূতে জলে চাপি লীনে জ্যোতিষি চানিলে ॥
বায়ৌ চাকাশসংলীনে আকাশে চ মনোঽনুগে।
ব্যক্তে মনসি সংলীনে ব্যক্তে চাব্যক্ততাং গতে ॥ ১৫
অব্যক্তে পুরুষং যাতে পুংসি সর্বগতেঽপি চ।
তম এবাভবৎ সর্বং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ১৬
তমসো ব্রহ্মসম্ভূতং তমোমূলামৃতাত্মকম্।
তদ্বিশ্বভাবসংজ্ঞান্তং পৌরুষীং তনুমাশ্রিতম্ ॥১৭
সোঽনিরুদ্ধ ইতি প্রোক্তস্তৎ প্রধানং প্রচক্ষতে।
তদব্যক্তমিতি জ্ঞেয়ং ত্রিগুণং নৃপসত্তম ॥ ১৮

বিদ্যাসহায়বান্ দেবো বিষ্বক্‌সেনো হরিঃ প্রভুঃ।
অপ্সেব শয়নং চক্রে নিদ্রাযোগমুপাগতঃ ॥ ১৯
জগতশ্চিন্তয়ন্ সৃষ্টিং চিত্রাং বহুগুণোদ্ভবাম্।
তস্য চিন্তয়তঃ সৃষ্টিং মহানাত্মগুণঃ স্মৃতঃ ॥ ২০
অহঙ্কারস্ততো জাতো ব্রহ্মা স তু চতুর্মুখঃ।
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ সর্বলোকপিতামহঃ ॥ ২১
পদ্মেঽনিরুদ্ধাৎ সম্ভূতস্তদা পদ্মনিভেক্ষণঃ।
সহস্রপত্রে দ্যুতিমানুপবিষ্টঃ সনাতনঃ ॥ ২২
দদৃশেঽদ্ভুতসঙ্কাশো লোকানাপোময়ান্ প্রভুঃ।
সত্ত্বস্থঃ পরমেষ্ঠী স ততো ভূতগণান্ সৃজন্ ॥ ২৩
পূর্বমেব চ পদ্মস্য পত্রে সূর্যাংশুসপ্রভে।
নারায়ণকৃতৌ বিন্দূ অপামাস্তাং গুণোত্তরৌ ॥ ২৪
তাবপশ্যৎ স ভগবাননাদিনিধনোঽচ্যুতঃ।
একস্তত্রাভবদ্ বিন্দুর্মধ্বাভো রুচিরপ্রভঃ ॥ ২৫

আছে, তৎসমস্তই ঈশ্বরের সম্বন্ধে উৎপন্ন হইয়া পঞ্চ মহাভূতে যুক্ত হইয়াছে ॥ ১১½

বিরাট্‌স্বরূপ ভগবান্ নারায়ণ এই জগতের ঈশ্বর ও স্রষ্টা। তিনিই সকল জীবগণের অন্তরাত্মা, বরদাতা, সগুণ ও নির্গুণ-স্বরূপ ॥ ১২½

নৃপশ্রেষ্ঠ! এখন তুমি পঞ্চভূতসমূহের আত্যন্তিক প্রলয় শ্রবণ কর। পুরাকালে যখন এই পৃথিবীর একার্ণব জলে লয় হইয়া গিয়াছিল এবং জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনে, মন ব্যক্তে (মহত্তত্ত্বে), ব্যক্ত অব্যক্ত প্রকৃতিতে, অব্যক্ত পুরুষে অর্থাৎ মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বরে ও এই পুরুষ সর্বব্যাপী পরমাত্মায় লীন হইয়া গিয়াছিলেন, তখন সর্ব্বদিক্ কেবল অন্ধকারেই আচ্ছন্ন ছিল। তম (অন্ধকার) ব্যতীত তখন আর কিছুই জানা যাইতে ছিল না ॥ ১৩-১৬

সেই তম হইতেই জগতের কারণভূত ব্রহ্ম (পরম ব্যোম) উদ্ভূত হন। তমের মূল হইল অধিষ্ঠানভূত অমৃততত্ত্ব। এই মূলভূত অমৃতই তমের দ্বারা যুক্ত হইয়া সমস্ত নামরূপে প্রপঞ্চকে উৎপন্ন করেন এবং বিরাট্ শরীর আশ্রয় করত অবস্থান করেন ॥ ১৭

নৃপশ্রেষ্ঠ! ইঁহাকেই অনিরুদ্ধ বলা হয়। ইঁহাকে প্রধানও বলা হয় এবং ইঁহাকে ত্রিগুণময় অব্যক্ত বলিয়াও জানিবে ॥ ১৮

এই অবস্থায় বিদ্যাশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ শ্রীহরি যোগনিদ্রায় আশ্রয় গ্রহণ করত জলে শয়ন করিলেন ॥ ১৯

সেই সময় তিনি নানা গুণ হইতে উৎপন্ন জগতের অদ্ভুত সৃষ্টিবিষয়ে বিচার করিতে লাগিলেন। সৃষ্টি-বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নিজগুণ মহত্তত্ত্বের স্মরণ হইল। তাহা হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইল। এই অহঙ্কারই চারমুখবিশিষ্ট ব্রহ্মা। ইনি সকল লোকের পিতামহ ও ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ নামে প্রসিদ্ধ ॥ ২০-২১

ব্রহ্মাণ্ডে পদ্মে অনিরুদ্ধ (অহঙ্কার) হইতে কমলনয়ন ব্রহ্মা সেই সময় প্রাদুর্ভূত হন। এই অদ্ভুত রূপধারী এবং তেজস্বী সনাতন ভগবান্ ব্রহ্মা সহস্রদল কমলে বিরাজমান হইয়া যখন এদিক্ ওদিক্ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, তখন সমস্ত জগৎ জলময় দর্শন করিলেন। এই সময় ব্রহ্মা সত্ত্বগুণে অবস্থান করত প্রাণিগণের সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥২২-২৩

তিনি যে কমলে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার পত্র সূর্য্যতুল্য দেদীপ্যমান ছিল। উহার উপর পূর্ব্ব হইতেই ভগবান্ নারায়ণের প্রেরণায় জলের দুইটি বিন্দু পতিত ছিল। এই দুইটি বিন্দু রজোগুণ ও তমোগুণের প্রতীক ॥ ২৪

আদি ও অন্তহীন ভগবান্ অচ্যুত সেই দুইটি বিন্দুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। এই দুইটি বিন্দুর মধ্যে একটি বিন্দু ভগবানের দৃষ্টি পড়িতেই তাঁহার প্রেরণায় তমোময় মধুনামক দৈত্য উদ্ভূত

স তামসো মধুর্জাতস্তদা নারায়ণাজ্ঞয়া।
কঠিনস্তপরো বিন্দুঃ কৈটভো রাজসস্তু সঃ ॥ ২৬
তাবভ্যধাবতাং শ্রেষ্ঠৌ তমসা রজসান্বিতৌ।
বলবন্তৌ গদাহস্তৌ পদ্মনালানুসারিণৌ ॥ ২৭
দদৃশাতেঽরবিন্দস্থং ব্রহ্মাণমমিতপ্রভম্।
সৃজন্তং প্রথমং বেদাংশ্চতুরশ্চারুবিগ্রহান্ ॥ ২৮
ততো বিগ্রহবন্তৌ তৌ বেদান্ দৃষ্ট্বাসুরোত্তমৌ।
সহসা জগৃহতুর্বেদান্ ব্রহ্মণঃ পশ্যতস্তদা ॥ ২৯
অথ তৌ দানবশ্রেষ্ঠৌ বেদান্ গৃহ্য সনাতনান্।
রসাং বিবিশতুস্তূর্ণমুদক্‌পূর্বে মহোদধৌ ॥ ৩০
ততো হৃতেষু বেদেষু ব্রহ্মা কশ্মলমাবিশৎ।
ততো বচনমীশানং প্রাহ বেদৈর্বিনাকৃতঃ ॥ ৩১
বেদা মে পরমং চক্ষুর্বেদা মে পরমং বলম্।
বেদা মে পরমং ধাম বেদা মে ব্রহ্ম চোত্তমম্ ॥ ৩২

হইল। জলের উপর কঠিন বিন্দুটি নারায়ণের আজ্ঞায় রজোগুণ হইতে উৎপন্ন কৈটভনামক দৈত্য সঞ্জাত হইল। ২৫-২৬

তমোগুণ ও রজোগুণসম্পন্ন এই দুই শ্রেষ্ঠ দৈত্য মধু এবং কৈটভ অতিশয় বলবান্ ছিল। ইহারা নিজেদের হস্তে গদা ধারণ করিয়া কমলনালের অনুসরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। ২৭

তাহারা উপরে যাইয়া পদ্মপুষ্পাসনে উপবিষ্ট হইয়া সৃষ্টি-রচনায় প্রবৃত্ত অমিততেজস্বী ব্রহ্মাকে দেখিল এবং তাঁহার পার্শ্বেই মনোহররূপধারী চারিবেদও দেখিতে পাইল। ২৮

সেই বিশালকায় শ্রেষ্ঠ দুই অসুর সেই সময় বেদের উপর দৃষ্টি পড়িতেই ব্রহ্মার সাক্ষাতেই সেই বেদকে সহসা অপহরণ করিল। ২৯

সনাতন বেদ অপহরণ করত এই দুই শ্রেষ্ঠ দানব উত্তর-পূর্ববর্তী মহাসাগরে প্রবিষ্ট হইল এবং অতিক্রত রসাতলে গমন করিল। ৩০

বেদ অপহৃত হইলে পর ব্রহ্মা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং মোহগ্রস্ত হইলেন। তিনি বেদসমূহ হইতে বঞ্চিত হইয়া মনে মনেই পরমাত্মাকে এই কথা বলিলেন। ৩১

ব্রহ্মা বলিলেন,—ভগবন্! বেদই আমার উত্তম চক্ষু, বেদই আমার পরম বল, বেদই আমার সর্বোত্তম আশ্রয় এবং বেদই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য দেবতা। ৩২

মম বেদা হৃতাঃ সর্বে দানবাভ্যাং বলাদিতঃ।
অন্ধকারা হি মে লোকা জাতা বেদৈর্বিনাকৃতঃ ॥৩৩
বেদানৃতে হি কুর্য্যাং লোকানাং সৃষ্টিমুত্তমাম্।
অহো বত মহদ্ দুঃখং বেদনাশনজং মম ॥ ৩৪
প্রাপ্তং দুনোতি হৃদয়ং তীব্রং শোকপরায়ণম্।
কো হি শোকার্ণবে মগ্নং মামিতোঽদ্য সমুদ্ধরেৎ ॥ ৩৫
বেদাংস্তাংশ্চানয়েন্নষ্টান্ কস্য চাহং প্রিয়ো ভবে।
ইত্যেবং ভাষমাণস্য ব্রহ্মণো নৃপসত্তম ॥ ৩৬
হরেঃ স্তোত্রার্থমুদ্ভূতা বুদ্ধির্বুদ্ধিমতাং বর।
ততো জগৌ পরং জপ্যং সাঞ্জলিপ্রগ্রহঃ প্রভুঃ ॥ ৩৭
ওঁ নমস্তে ব্রহ্মহৃদয় নমস্তে মম পূর্বজ।
লোকাদ্য ভুবনশ্রেষ্ঠ সাংখ্যযোগনিধে প্রভো ॥ ৩৮
ব্যক্তাব্যক্তকরাচিন্ত্য ক্ষেমং পন্থানমাস্থিত।
বিশ্বভুক্ সর্বভূতানামন্তরাত্মন্নযোনিজ।
অহং প্রসাদজস্তুভ্যং লোকধাম স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ৩৯

আমার সেই সব বেদ আজ দুই দানব বলপূর্বক এখান হইতে লইয়া গিয়াছে। এখন বেদহীন হইয়া আমার নিকট সমস্ত লোক অন্ধকারময় হইয়া গিয়াছে। ৩৩

আমি এই সব বেদ ব্যতীত উত্তম সৃষ্টি কি ভাবে করিতে সমর্থ হইব? অহো! আজ বেদসমূহ নষ্ট হওয়ায় আমার উপর অতিশয় দুঃখ আসিয়া পতিত হইয়াছে। উহা আমার শোকময় হৃদয়কে দুঃসহ পীড়াদান করিতেছে। আজ শোকসাগরে নিমগ্ন অসহায় আমাকে কে উদ্ধার করিবে? কে সেই অপহৃত বেদ-সমূহকে ফিরাইয়া আনিবে? আমি কাহার এরূপ প্রিয়, যে আমাকে এই অবস্থায় সহায়তা করিবে? ৩৪-৩৫

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই কথা বলিতে বলিতে ব্রহ্মার মনে ভগবান্ শ্রীহরিকে স্তুতি করিবার বুদ্ধি উৎপন্ন হইল। বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরেশ! তখন ভগবান্ ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলি হইয়া জপযোগ্য উত্তম স্তোত্রগান করিতে লাগিলেন। ৩৬-৩৭

ব্রহ্মা বলিলেন,—প্রভো! বেদ আপনার হৃদয়, আপনাকে নমস্কার। আমার পূর্বজাত ভগবান্! আপনাকে নমস্কার। জগতের আদি কারণ! ভুবনশ্রেষ্ঠ! সাংখ্যযোগনিধে! প্রভো! আপনাকে বারংবার নমস্কার। ৩৮

ব্যক্ত জগৎ ও অব্যক্ত প্রকৃতির স্রষ্টা পরমাত্মন্! আপনার স্বরূপ অচিন্তনীয়। আপনি কল্যাণপথে অবস্থিত। বিশ্বপালক!

ত্বত্তো মে মানসং জন্ম প্রথমং দ্বিজপূজিতম্।
চাক্ষুষং বৈ দ্বিতীয়ং মে জন্ম চাসীৎ পুরাতনম্ ॥ ৪০
ত্বৎপ্রসাদাৎ তু মে জন্ম তৃতীয়ং বাচিকং মহৎ।
ত্বত্তঃ শ্রবণজং চাপি চতুর্থং জন্ম মে বিভো ॥ ৪১
নাসিক্যং চাপি মে জন্ম ত্বত্তঃ পরমমুচ্যতে।
অণ্ডজং চাপি মে জন্ম ত্বত্তঃ ষষ্ঠং বিনির্ম্মিতম্ ॥ ৪২
ইদঞ্চ সপ্তমং জন্ম পদ্মজন্মেতি বৈ প্রভো।
সর্গে সর্গে হ্যহং পুত্রস্তব ত্রিগুণবর্জ্জিত ॥ ৪৩
প্রথিতঃ পুণ্ডরীকাক্ষ প্রধানগুণকল্পিতঃ।
ত্বমীশ্বরঃ স্বভাবশ্চ স্বয়ম্ভূঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৪
ত্বয়া বিনির্ম্মিতোঽহং বৈ বেদচক্ষুর্বয়োঽতিগঃ।
তে মে বেদা হৃতাশ্চক্ষুরন্ধো জাতোঽস্মি জাগৃহি ॥ ৪৫
দদস্ব চক্ষুংষি মম প্রিয়োঽহং তে প্রিয়োঽসি মে।
এবং স্তুতঃ স ভগবান্ পুরুষঃ সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ৪৬
জহৌ নিদ্রামথ তদা বেদকার্য্যার্থমুদ্যতঃ।
ঐশ্বর্য্যেণ প্রয়োগেণ দ্বিতীয়াং তনুমাস্থিতঃ ॥ ৪৭
সুনাসিকেন কায়েন ভূত্বা চন্দ্রপ্রভস্তদা।
কৃত্বা হয়শিরঃ শুভ্রং বেদানামালয়ং প্রভুঃ ॥ ৪৮
তস্য মূর্দ্ধা সমভবদ্ দ্যৌঃ সনক্ষত্রতারকা।
কেশাশ্চাস্যাভবন্ দীর্ঘা রবেরংশুসমপ্রভাঃ ॥ ৪৯
কর্ণাবাকাশপাতালে ললাটং ভূতধারিণী।
গঙ্গা সরস্বতী শ্রোণ্যৌ ভ্রুবাবাস্তাং মহোদধী ॥ ৫০
চক্ষুষী সোম-সূর্য্যৌ তে নাসা সন্ধ্যা পুনঃ স্মৃতা।
ওঁকারস্ত্বথ সংস্কারো বিদ্যুজ্জিহ্বা চ নির্ম্মিতা ॥ ৫১
দন্তাশ্চ পিতরো রাজন্ সোমপা ইতি বিশ্রুতাঃ।
গোলোকো ব্রহ্মলোকশ্চ ওষ্ঠাবাস্তাং মহাত্মনঃ ॥ ৫২

আপনি সমস্ত প্রাণিগণের অন্তরাত্মা, অযোনিজ (স্বয়ম্ভূ), জগতের আধার ও স্বয়ম্ভূ। আমি আপনার কৃপায় উৎপন্ন হইয়াছি। ৩৯

আপনার দ্বারা আমার যে প্রথম বার জন্ম হইয়াছে, উহা দ্বিজগণকর্ত্তৃক সম্মানিত মানস জন্ম বলিয়া কথিত হয় অর্থাৎ আমি প্রথমে আপনার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। তারপর পূর্ব্বকালে আমি আপনার নেত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছি। ইহা আমার দ্বিতীয় জন্ম। ৪০

তদনন্তর আপনার কৃপাপ্রসাদে আমার মহত্ত্বপূর্ণ তৃতীয় জন্ম হইয়াছে, উহা বাচিক অর্থাৎ আপনার বাক্য হইতে আমার তৃতীয় জন্ম হয়। বিভো! তাহার পর আপনার কর্ণ হইতে আমার চতুর্থ জন্ম হয়। ৪১

তদনন্তর আপনার নাসিকা হইতে আমার পঞ্চম উত্তম জন্ম কথিত হইয়াছে। তাহার পর আমি আপনার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড হইতে উৎপন্ন হই। উহা আমার ষষ্ঠ জন্ম। ৪২

প্রভো! এই আমার সপ্তম জন্ম, যাহা কমল (নাভিপদ্ম) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ত্রিগুণাতীত পরমেশ্বর! আমি প্রত্যেক কল্পে আপনার পুত্র হইয়া উৎপন্ন হই। ৪৩

কমলনয়ন! আপনার পুত্র আমি শুদ্ধ সত্ত্বময় শরীরে সম্ভূত হইয়াছি। আপনি ঈশ্বর, স্বভাব, স্বয়ম্ভূ ও পুরুষোত্তম। ৪৪

আপনি আমাকে বেদরূপী নেত্রযুক্ত করিয়া উৎপন্ন করিয়াছেন। আপনারই কৃপায় আমি কালাতীত অর্থাৎ কালের কোন প্রভাব আমার উপর পতিত হয় না। আমার নেত্ররূপ সেই বেদ দানবেরা হরণ করিয়াছে, অতএব আমি অন্ধ হইয়া পড়িয়াছি। প্রভো! আপনি নিদ্রা ত্যাগ করিয়া জাগরিত হউন। আমাকে আমার নেত্র প্রদান করুন; কারণ, আমি আপনার প্রিয় ভক্ত এবং আপনি আমার প্রিয়তম প্রভু। ৪৫½

ব্রহ্মা এইভাবে স্তব করিলে পর সর্ব্বদিকে মুখশোভিত সকলের অন্তর্য্যামী আত্মা ভগবান্ সেই ক্ষণেই নিদ্রাত্যাগ করিলেন এবং সেই বেদ রক্ষা করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। ৪৬½

তিনি নিজের ঐশ্বর্য্যযোগে চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ দ্বিতীয় শরীর ধারণ করিলেন। সুন্দর নাসিকাশোভিত শরীরের দ্বারা যুক্ত হইয়া সেই প্রভু অশ্বের ন্যায় মস্তক ও মুখ ধারণ করত অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার এই শুভ্র মুখসকল বেদের আলয় ছিল। ৪৭-৪৮

নক্ষত্র ও তারামণ্ডলযুক্ত স্বর্গলোক তাঁহার মস্তক ছিল। সূর্য্যকিরণতুল্য দেদীপ্যমান দীর্ঘ কেশরাজি ছিল। ৪৯

আকাশ ও পাতাল তাঁহার কর্ণ ছিল এবং সমস্ত ভূতধারিণী পৃথিবী তাঁহার ললাট, গঙ্গা ও সরস্বতী তাঁহার নিতম্ব এবং সমুদ্র তাঁহার ভ্রূদ্বয় ছিল। ৫০

চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার দুই চক্ষু এবং সন্ধ্যা নাসিকা বলিয়া কথিত হয়। ওঙ্কার তাঁহার সংস্কার (আভরণ) ও বিদ্যুৎ তাঁহার জিহ্বা-রূপে নির্ম্মিত ছিল। ৫১

রাজন্! সোমপানকারী পিতৃগণ তাঁহার দন্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং গোলোক ও ব্রহ্মলোক সেই মহাত্মার দুই ওষ্ঠ ছিল। ৫২

গ্রীবা চাস্যাভবদ্ রাজন্ কালরাত্রিগুর্ণোত্তরা।
এতদ্ধয়শিরঃ কৃত্বা নানামূর্তিভিরাবৃতম্ ॥ ৫৩
অন্তর্দধৌ স বিশ্বেশো বিবেশ চ রসাং প্রভুঃ।
রসাং পুনঃ প্রবিষ্টশ্চ যোগং পরমমাস্থিতঃ ॥ ৫৪
শৈক্ষ্যং স্বরং সমাস্থায় উদ্গীতং প্রাসৃজৎ স্বরম্।
স স্বরঃ সানুনাদী চ সর্বশঃ স্নিগ্ধ এব চ ॥ ৫৫
বভূবান্তর্মহীভূতঃ সর্বভূতগুণোদিতঃ।
ততস্তাবসুরৌ কৃত্বা বেদান্ সময়বন্ধনান্ ॥ ৫৬
রসাতলে বিনিক্ষিপ্য যতঃ শব্দস্ততো দ্রুতৌ।
এতস্মিন্নন্তরে রাজন্ দেবো হয়শিরোধরঃ ॥ ৫৭
জগ্রাহ বেদানখিলান্ রসাতলগতান্ হরিঃ।
প্রাদাচ্চ ব্রহ্মণে ভূয়স্ততঃ স্বাং প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫৮
স্থাপয়িত্বা হয়শির উদক্পূর্বে মহোদধে।
বেদানামালয়ং চাপি বভূবাশ্বশিরাস্ততঃ ॥ ৫৯

অথ কিঞ্চিদপশ্যন্তৌ দানবৌ মধু-কৈটভৌ।
পুনরাজগ্মতুস্তত্র বেগিতৌ পশ্যতাঞ্চ তৌ ॥৬০
যত্র বেদা বিনিক্ষিপ্তাস্তৎ স্থানং শূন্যমেব চ।
তত উত্তমমাস্থায় বেগং বলবতাং বরৌ ॥ ৬১
পুনরুত্তস্থতুঃ শীঘ্রং রসানামালয়াৎ তদা।
দদৃশাতে চ পুরুষং তমেবাদিকরং প্রভুম্ ॥ ৬২
শ্বেতং চন্দ্রবিশুদ্ধাভমনিরুদ্ধতনৌ স্থিতম্।
ভূয়োঽপ্যমিতবিক্রান্তং নিদ্রাযোগমুপাগতম্ ॥ ৬৩
আত্মপ্রমাণরচিতে অপামুপরি কল্পিতে।
শয়নে নাগভোগাঢ্যে জ্বালামালাসমাবৃতে ॥ ৬৪
নিষ্কল্মষেণ সত্ত্বেন সম্পন্নং রুচিরপ্রভম্।
তং দৃষ্ট্বা দানবেন্দ্রৌ তৌ মহাহাসমমুঞ্চতাম্ ॥ ৬৫
ঊচতুশ্চ সমাবিষ্টৌ রজসা তমসা চ তৌ।
অয়ং স পুরুষঃ শ্বেতঃ শেতে নিদ্রামুপাগতঃ ॥ ৬৬

হে রাজন্! তমোময়ী কালরাত্রি তাঁহার গ্রীবা ছিল। এইরূপ অনেক মূর্তিতে আবৃত হয়গ্রীবরূপ ধারণ করত সেই জগদীশ্বর শ্রীহরি সেস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং রসাতলে প্রবেশ করিলেন। ৫৩½

রসাতলে প্রবেশ করিয়া পরম যোগ অবলম্বন করত শিক্ষা-শাস্ত্রের নিয়মানুসারে উদাত্তাদি স্বরসমূহে যুক্ত উচ্চৈঃস্বরে সামবেদ গান করিতে লাগিলেন। ৫৪½

নাদ ও স্বরবিশিষ্ট সামগানের এই সর্বতোভাবে স্নিগ্ধ এবং মধুর ধ্বনি রসাতলের চারিদিক্ পরিপূর্ণ করিল। এই ধ্বনি সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষেই গুণকারক ছিল। ৫৫½

সেই দুই অসুর মধু ও কৈটভ এই শব্দ শ্রবণ করত বেদ-সমূহকে কালপাশে আবদ্ধ করিয়া রসাতলে ফেলিয়া দিল এবং যে দিক্ হইতে সেই শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে দ্রুত ধাবিত হইয়া যাইল। ৫৬½

রাজন্! ইহার মধ্যে হয়গ্রীব রূপধারী ভগবান্ শ্রীহরি রসাতলে পতিত সেই সম্পূর্ণ বেদকে গ্রহণ করিলেন এবং ব্রহ্মার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া সেই বেদ প্রত্যর্পণ করিলেন এবং নিজের পুনরায় আদিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ৫৭-৫৮

ভগবান্ মহাসাগরের পূর্বোত্তর ভাগে বেদসমূহের আশ্রয়ভূত হয়গ্রীব-রূপ স্থাপনা করিয়া পুনরায় পূর্বরূপ ধারণ করিলেন। সেই সময় হইতেই ভগবান্ হয়গ্রীব এই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫৯

অন্যদিকে বেদধ্বনির স্থানে আসিয়া মধু ও কৈটভ দুই দানব যখন কিছুই দেখিতে পাইল না, তখন তাহারা তীব্র বেগে সেস্থানে গমন করিল, যে স্থানে বেদ নিক্ষেপ করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তাহারা আসিয়া সেস্থান শূন্য দেখিল। ৬০½

তখন সেই বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুই দানব পুনরায় উত্তম বেগ অবলম্বন করত রসাতল হইতে শীঘ্র উপরে উঠিয়া আসিল এবং তাহারা তখন জগতের আদিকর্তা ভগবান্ পুরুষোত্তমকে দেখিতে পাইল। তিনি চন্দ্রতুল্য বিশুদ্ধ উজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত ও গৌরবর্ণের ছিলেন। এই সময় ভগবান্ অনিরুদ্ধ-বিগ্রহে অবস্থিত ছিলেন। অমিত পরাক্রমশালী ভগবান্ তখন যোগনিদ্রা অবলম্বন করত শয়ন করিয়া ছিলেন। ৬১-৬৩

জলের উপরে শেষনাগের শরীরের দ্বারা শয্যা নির্মিত ছিল। এই শয্যা ভগবানের দেহের সমান দীর্ঘ ছিল এবং অগ্নিশিখায় পরিবৃত বলিয়া মনে হইতেছিল। ইহার উপরে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণসম্পন্ন মনোহর কান্তিবিশিষ্ট ভগবান্ শয়ন করিয়া ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সেই দুই দানবরাজ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। ৬৪-৬৫

রজোগুণ ও তমোগুণে আবিষ্ট সেই দুই মহাসুর পরস্পর বলিতে লাগিল—এই যে শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট পুরুষ নিদ্রিত হইয়া

অনেন নূনং বেদানাং কৃতমাহরণং রসাৎ।
কস্যৈষ কো নু খল্বেষ কিঞ্চ স্বপিতি ভোগবান্ ॥ ৬৭
ইত্যুচ্চারিতবাক্যৌ তৌ বোধয়ামাসতুর্হরিম্।
যুদ্ধার্থিনৌ হি বিজ্ঞায় বিবুদ্ধঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৬৮
নিরীক্ষ্য চাসুরেন্দ্রৌ তৌ ততো যুদ্ধে মনো দধে।
অথ যুদ্ধং সমভবৎ তয়োর্নারায়ণস্য বৈ ॥ ৬৯
রজস্তমোবিষ্টতনূ তাবুভৌ মধু-কৈটভৌ।
ব্রহ্মণোপচিতিং কুর্বন্ জঘান মধুসূদনঃ ॥ ৭০
ততস্তয়োর্বধেনাশু বেদাপহরণেন চ।
শোকাপনয়নং চক্রে ব্রহ্মণঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৭১
ততঃ পরিবৃতো ব্রহ্মা হরিণা বেদসংকৃতঃ।
নির্মমে স তদা লোকান্ কৃৎস্নান্ স্থাবর-জঙ্গমান্ ॥৭২
দত্ত্বা পিতামহায়াগ্র্যাং মতিং লোকবিসর্গিকীম্।
তত্রৈবান্তর্দধে দেবো যত এবাগতো হরিঃ ॥ ৭৩

তৌ দানবৌ হরির্হত্বা কৃত্বা হয়শিরস্তনুম্।
পুনঃ প্রবৃত্তিধর্মার্থং তামেব বিদধে তনুম্ ॥৭৪
এবমেষ মহাভাগো বভূবাশ্বশিরা হরিঃ।
পৌরাণমেতৎ প্রখ্যাতং রূপং বরদমৈশ্বরম্ ॥ ৭৫
যো হ্যেতদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যং শৃণুয়াদ্ ধারয়ীত বা।
ন তস্যাধ্যয়নং নাশমুপগচ্ছেৎ কদাচন ॥ ৭৬
আরাধ্য তপসোগ্রেণ দেবং হয়শিরোধরম্।
পঞ্চালেন ক্রমঃ প্রাপ্তো দেবেন পথি দেশিতে ॥ ৭৭
এতদ্ধয়শিরো রাজন্নাখ্যানং তব কীর্তিতম্।
পুরাণং বেদসমিতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৭৮
যাং যামিচ্ছেৎ তনুং দেবঃ কর্তুং কার্য্যবিধৌ ক্বচিৎ।
তাং তাং কুর্য্যাদ্ বিকুর্বাণঃ স্বয়মাত্মানমাত্মনা ॥ ৭৯
এষ বেদনিধিঃ শ্রীমানেষ বৈ তপসো নিধিঃ।
এষ যোগশ্চ সাংখ্যঞ্চ ব্রহ্ম চাগ্র্যং হবির্বিভুঃ ॥ ৮০

শয়ন করিয়া আছে, নিশ্চয়ই সে রসাতল হইতে বেদ অপহরণ করিয়া আনিয়াছে। এ কাহার পুত্র? কে? এবং কেন এই সর্পের দেহরূপ শয্যায় শুইয়া আছে? ৬৬-৬৭

এইভাবে কথাবার্তা বলিতে বলিতে সেই দুই দানব ভগবান্ শ্রীহরিকে জাগাইল। তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য উৎসুক দেখিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম জাগিয়া উঠিলেন। তাহার পর সেই দুই অসুরশ্রেষ্ঠকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি মনে মনেই তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য মনস্থির করিলেন।৬৮½

তদনন্তর সেই দুই অসুর ও ভগবান্ নারায়ণের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভগবান্ মধুসূদন ব্রহ্মার সম্মান রাখিবার জন্য তমোগুণ ও রজোগুণে আবিষ্ট দেহ সেই দুই দৈত্য—মধু এবং কৈটভকে বিনাশ করিলেন।৬৯-৭০

এইভাবে বেদসমূহকে ফিরাইয়া আনিয়া ও মধু-কৈটভকে বধ করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম ব্রহ্মার শোক অপনোদন করিলেন। ৭১

তাহার পর বেদের দ্বারা সম্মানিত ও ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া ব্রহ্মা সমস্ত চরাচর জগতের সৃষ্টি করিলেন। ৭২

ব্রহ্মাকে লোকসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি প্রদান করত ভগবান্ নারায়ণদেব সেখানে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। তখন তিনি যেখান হইতে আসিয়াছিলেন, সেখানে গমন করিলেন। ৭৩

শ্রীহরি এইভাবে হয়গ্রীব রূপ ধারণ করিয়া সেই দুই দানবকে বধ করিয়াছিলেন। তিনি পুনরায় প্রবৃত্তি-ধর্ম প্রচার করিবার জন্যই এই দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। ৭৪

এইভাবে মহাভাগ শ্রীহরি হয়গ্রীবরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ভগবানের এই বরদায়ক রূপ পুরাতন এবং পুরাণপ্রসিদ্ধ। ৭৫

যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন এই অবতার কথা শ্রবণ করেন বা স্মরণ করেন, তাঁহার অধ্যয়ন কখনও নষ্ট (নিষ্ফল) হয় না। ৭৬

মহাদেব কর্তৃক কথিত পথে গমন করিয়া উগ্র তপস্যার দ্বারা ভগবান্ হয়গ্রীবের আরাধনা করত পাঞ্চাল-দেশজাত গালবমুনি বেদসমূহের ক্রমবিভাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৭৭

রাজন্! তুমি আমাকে যাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই হয়গ্রীবাবতারের বেদানুমোদিত প্রাচীন কথা আমি তোমাকে বলিলাম। ৭৮

পরমাত্মা কার্য্যসাধনের জন্য যে যে দেহ ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, কার্য্য করিবার সময় তিনি স্বয়ংই উহা ধারণ করিয়া থাকেন। ৭৯

এই শ্রীমান্ হরি বেদ ও তপস্যার নিধি (আশ্রয়)। ইনিই যোগ ও সাংখ্য অর্থাৎ যোগ ও সাংখ্যলভ্য, ব্রহ্ম, শ্রেষ্ঠ হবিঃ ও বিভু। ৮০

বেদের পর্য্যবসান ভগবান্ নারায়ণেই স্থিত অর্থাৎ নারায়ণই

নারায়ণপরা বেদা যজ্ঞা নারায়ণাত্মকাঃ।
তপো নারায়ণপরং নারায়ণপরা গতিঃ ॥ ৮১
নারায়ণপরং সত্যমৃতং নারায়ণাত্মকম্।
নারায়ণপরো ধর্মঃ পুনরাবৃত্তিদুর্লভঃ ॥ ৮২
প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ধর্মো নারায়ণাত্মকঃ।
নারায়ণাত্মকো গন্ধো ভূমৌ শ্রেষ্ঠতমঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৩
অপাং চাপি গুণা রাজন্ রসা নারায়ণাত্মকাঃ।
জ্যোতিষাঞ্চ পরং রূপং স্মৃতং নারায়ণাত্মকম্ ॥ ৮৪
নারায়ণাত্মকশ্চাপি স্পর্শো বায়ুগুণঃ স্মৃতঃ।
নারায়ণাত্মকশ্চৈব শব্দ আকাশসম্ভবঃ ॥ ৮৫
মনশ্চাপি ততো ভূতমব্যক্তগুণলক্ষণম্।
নারায়ণপরঃ কালো জ্যোতিষাময়নঞ্চ যৎ ॥ ৮৬
নারায়ণপরা কীর্তিঃ শ্রীশ্চ লক্ষ্মীশ্চ দেবতাঃ।
নারায়ণপরং সাংখ্যং যোগো নারায়ণাত্মকঃ ॥ ৮৭
কারণং পুরুষো যেষাং প্রধানং চাপি কারণম্।
স্বভাবশ্চৈব কর্মাণি দৈবং যেষাঞ্চ কারণম্ ॥ ৮৮

বেদের আশ্রয়। যজ্ঞ নারায়ণেরই স্বরূপ। তপস্যার পরম ফল ভগবান্ নারায়ণই এবং নারায়ণই সকলের সর্বোত্তম গতি ॥৮১

সত্যের পরম লক্ষ্য নারায়ণই। ঋত (পরব্রহ্ম) নারায়ণেরই স্বরূপ। যাঁহার আচরণে পুনর্জন্ম লাভ হয় না, সেই নিবৃত্তিপ্রধান ধর্মেরও চরম লক্ষ্য ভগবান্ নারায়ণই ॥৮২

প্রবৃত্তি রূপ ধর্মও নারায়ণেরই স্বরূপ। ভূমির শ্রেষ্ঠতম গুণ গন্ধও নারায়ণময় ॥ ৮৩

রাজন্! জলের গুণ রসও নারায়ণেরই স্বরূপ। তেজের উত্তম গুণ রূপও নারায়ণময় ॥ ৮৪

বায়ুর গুণ স্পর্শও নারায়ণ-স্বরূপ এবং আকাশের গুণ শব্দও নারায়ণময়ই ॥ ৮৫

অব্যক্ত গুণ এবং লক্ষণযুক্ত মন নামক ভূত, কাল ও নক্ষত্র-মণ্ডল—এ সব নারায়ণেরই আশ্রিত ॥ ৮৬

কীর্তি, শ্রী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণও নারায়ণকেই নিজেদের পরম আশ্রয় বলিয়া মনে করেন। সাংখ্যশাস্ত্রের পরম তাৎপর্য্যও নারায়ণই এবং যোগও নারায়ণেরই স্বরূপ ॥৮৭

পুরুষ, প্রধান, স্বভাব, কর্ম ও দৈব—এই সব যে বস্তুসমূহের কারণ, তাহাও নারায়ণ-স্বরূপই ॥ ৮৮

অধিষ্ঠান, কর্তা, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের করণ, নানা প্রকারের

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধা চ তথা চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ৮৯
পঞ্চকারণসংখ্যাতো নিষ্ঠা সর্বত্র বৈ হরিঃ।
তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানানাং হেতুভিঃ সর্বতোমুখৈঃ ॥ ৯০
তত্ত্বমেকো মহাযোগী হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
ব্রহ্মাদীনাং স লোকানামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥ ৯১
সাংখ্যানাং যোগিনাং চাপি যতীনামাত্মবেদিনাম্।
মনীষিতং বিজানাতি কেশবো ন তু তস্য তে ॥ ৯২
যে কেচিৎ সর্বলোকেষু দৈবং পিত্র্যঞ্চ কুর্বতে।
দানানি চ প্রযচ্ছন্তি তপ্যন্তে চ তপো মহৎ ॥ ৯৩
সর্বেষামাশ্রয়ো বিষ্ণুরৈশ্বরং বিধিমাস্থিতঃ।
সর্বভূতকৃতাবাসো বাসুদেবেতি চোচ্যতে ॥ ৯৪
অয়ং হি নিত্যঃ পরমো মহর্ষি-
মহাবিভূতির্গুণবর্জিতাখ্যঃ।
গুণৈশ্চ সংযোগমুপৈতি শীঘ্রং
কালো যথর্তাবৃতুসম্প্রযুক্তঃ ॥ ৯৫

পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা এবং পঞ্চম দৈব—এই পঞ্চ কারণরূপে সর্বত্র শ্রীহরিই বিরাজমান ॥ ৮৯½

যে ব্যক্তি সর্বব্যাপক হেতুসমূহের দ্বারা তত্ত্ব জানিবার বাসনা করেন, তাঁহার পক্ষে মহাযোগী ভগবান্ নারায়ণ হরিই একমাত্র জ্ঞাতব্য তত্ত্ব ॥৯০½

ভগবান্ কেশব ব্রহ্মাদি দেবগণ, লোকসকল, মহাত্মা ঋষিবৃন্দ, সাংখ্যবিদ্‌গণ, যোগী এবং আত্মজ্ঞানী যতিদিগের মনের কথাও জানেন; কিন্তু তাঁহার মনে কি আছে? ইঁহাদের মধ্যে কেহই তাহা জানিতে সমর্থ হন না ॥ ৯১-৯২

সমস্ত বিশ্বে যে সব ব্যক্তিগণ দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ এবং পিতৃসকলের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করেন, দান করেন এবং অতিশয় কঠোর তপস্যা করেন, সেই সবের আশ্রয় ভগবান্ বিষ্ণুই। তিনি স্বীয় ঐশ্বর্য্যযোগে স্থিত আছেন। সমস্ত প্রাণিগণের আবাসস্থান বলিয়া তিনি 'বাসুদেব' নামে কথিত হন ॥ ৯৩-৯৪

যদ্যপি এই পরম মহর্ষি নারায়ণ নিত্য মহাঐশ্বর্য্যশালী ও গুণ-রহিত, তথাপি যেরূপ গুণহীন কাল ঋতুর গুণে যুক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও সময়ে সময়ে গুণসমূহ স্বীকার করিয়া তাহাদের দ্বারা সংযুক্ত হন ॥ ৯৫

নৈবাস্য বিন্দন্তি গতিং মহাত্মনো
ন চাগতিং কশ্চিদিহানুপশ্যতি ।
জ্ঞানাত্মকাঃ সন্তি হি যে মহর্ষয়ঃ
পশ্যন্তি নিত্যং পুরুষং গুণাধিকম্ ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্মপর্ব্বণি নারায়ণীয়ে
সপ্তচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৭

সেই মহাত্মার গতি কেহই জানেন না। তাঁহার আগমনও এজগতে কেহই জানিতে সমর্থ হন না। যাঁহারা জ্ঞানী মহর্ষি, তাঁহারাই নিত্য, অন্তর্য্যামী ও অনন্ত গুণ বিভূষিত পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন ॥ ১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্মপর্ব্বান্তর্গত নারায়ণের মহিমাবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[সাত্বতধর্মস্যোপদেশপরম্পরায়া ভগবন্তং প্রতি ঐকান্তিকভাবস্য চ মহিমকথনম্ ।]

জনমেজয় উবাচ ।

অহো হ্যেকান্তিনঃ সর্বান্ প্রীণাতি ভগবান্ হরিঃ
বিধিপ্রযুক্তাং পূজাঞ্চ গৃহ্লাতি ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ১
যে তু দগ্ধেন্ধনা লোকে পুণ্যপাপবিবর্জিতাঃ ।
তেষাং ত্বয়াভিনির্দিষ্টা পারম্পর্য্যাগতা গতিঃ ॥ ২
চতুর্থ্যাং চৈব তে গত্যাং গচ্ছন্তি পুরুষোত্তমম্ ।
একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্ ॥ ৩
নূনমেকান্তধর্মোঽয়ং শ্রেষ্ঠো নারায়ণপ্রিয়ঃ ।
অগত্বা গতয়স্তিস্রো যদ্ গচ্ছন্ত্যব্যয়ং হরিম্ ॥৪
সহোপনিষদান্ বেদান্ যে বিপ্রাঃ সম্যগাস্থিতাঃ ।
পঠন্তি বিধিমাস্থায় যে চাপি যতিধর্মিণঃ ॥ ৫
তেভ্যো বিশিষ্টাং জানামি গতিমেকান্তিনাং নৃণাম্ ।
কেনৈষ ধর্মঃ কথিতো দেবেন ঋষিণাপি বা ॥ ৬
একান্তিনাঞ্চ কা চর্য্যা কদা চোৎপাদিতা বিভো ।
এতন্মে সংশয়ং ছিন্ধি পরং কৌতূহলং হি মে ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সমুপোঢ়েষনীকেষু কুরু-পাণ্ডবয়োর্ম্মৃধে ।
অর্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বয়ম্ ॥ ৮

অষ্টচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[সাত্বত ধর্ম্মের উপদেশ পরম্পরা এবং ভগবানের প্রতি ঐকান্তিকভাবের মহিমা কথন।]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! ভগবান্ অনন্তভাবে ভজনাকারী সকল ভক্তকেই অতিশয় ভালবাসেন এবং বিধি অনুসারে তাঁহাদের কৃত পূজা তিনি স্বয়ংই গ্রহণ করেন, ইহা কিরূপ আনন্দের কথা ॥ ১

সংসারে যাঁহাদের বাসনা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং যাঁহারা পুণ্য-পাপ রহিত হইয়াছেন, তাঁহাদের পরম্পরাগত যে গতি লাভ হয়, উহাও আপনি বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ২

যাঁহারা ভগবানের অনন্ত ভক্ত, সেই সৎপুরুষগণ অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন ও সঙ্কর্ষণের অপেক্ষা না করিয়া চতুর্থ গতিতে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম এবং তাঁহার পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩

নিশ্চয়ই এই অনন্তভাবে ভগবদ্ভজনরূপ ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীনারায়ণের পরম প্রিয়; কারণ, এই ধর্ম আশ্রয় করিলে পর ভক্ত উক্ত তিন গতি প্রাপ্ত না হইয়া সহজে চতুর্থ গতি-স্বরূপ অবিনাশী শ্রীহরিকে লাভ করেন ॥ ৪

যে সব ব্রাহ্মণগণ উপনিষৎসহ সম্পূর্ণ বেদের সম্যক্ আশ্রয় গ্রহণ করত উহারই অধ্যায় করেন এবং যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্মপালনকারী, ইঁহাদের সকলের অপেক্ষা তাঁহাদের উত্তম গতি লাভ হয়, যাঁহারা ভগবানের অনন্ত ভক্ত ॥ ৫ই

ভগবন্! এই ভক্তিরূপ ধর্ম্ম কোন্ দেবতা অথবা ঋষি উপদেশ করিয়াছেন? অনন্ত ভক্তগণের জীবনচর্য্যা কি? এবং উহা কখন হইতে প্রচলিত হইয়াছে? আপনি আমার এই সংশয় নিবারণ করুন। এই বিষয় শুনিবার জন্ত আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে ॥ ৬-৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! যে সময় কৌরব ও পাণ্ডবদের সৈন্তগণ যুদ্ধের জন্ত পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া রহিয়াছে এবং অর্জুন যুদ্ধ হইতে অন্তমনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন, সেই সময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগীতায় তাঁহাকে এই উপদেশ করিয়াছেন ॥৮

অগতিশ্চ গতিশ্চৈব পূর্বং তে কথিতা ময়া।
গহনো হ্যেষ ধর্মো বৈ দুর্বিজ্ঞেয়োঽকৃতাত্মভিঃ ॥ ৯
সম্মিতঃ সামবেদেন পুরৈবাদিযুগে কৃতঃ।
ধার্য্যতে স্বয়মীশেন রাজন্ নারায়ণেন চ ॥১০
এতদর্থং মহারাজ পৃষ্টঃ পার্থেন নারদঃ।
ঋষিমধ্যে মহাভাগঃ শৃণ্বতোঃ কৃষ্ণ-ভীষ্ময়োঃ ॥ ১১
গুরুণা চ মমাপ্যেষ কথিতো নৃপসত্তম।
যথা তৎ কথিতং তত্র নারদেন তথা শৃণু ॥ ১২
যদাসীন্মানসং জন্ম নারায়ণমুখোদ্গতম্।
ব্রহ্মণঃ পৃথিবীপালঃ তদা নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥ ১৩
তেন ধর্মেণ কৃতবান্ দৈবং পিত্র্যঞ্চ ভারত।
ফেনপা ঋষয়শ্চৈব তং ধর্মং প্রতিপেদিরে ॥ ১৪
বৈখানসাঃ ফেনপেভ্যো ধর্মং তং প্রতিপেদিরে।
বৈখানসেভ্যঃ সোমস্তু ততঃ সোঽন্তর্দধে পুনঃ ॥ ১৫

যদাসীচ্চাক্ষুষং জন্ম দ্বিতীয়ং ব্রহ্মণো নৃপ।
তদা পিতামহেনৈব সোমাদ্ ধর্মঃ পরিশ্রুতঃ ॥ ১৬
নারায়ণাত্মকো রাজন্ রুদ্রায় প্রদদৌ চ তম্।
ততো যোগস্থিতো রুদ্রঃ পুরা কৃতযুগে নৃপ ॥ ১৭
বালখিল্যানৃষীন্ সর্বান্ ধর্মমেতদপাঠয়ৎ।
অন্তর্দধে ততো ভূয়স্তস্য দেবস্য মায়য়া ॥ ১৮
তৃতীয়ং ব্রহ্মণো জন্ম যদাসীদ্ বাচিকং মহৎ।
তত্রৈব ধর্মঃ সম্ভূতঃ স্বয়ং নারায়ণান্নৃপ ॥ ১৯
সুপর্ণো নাম তমৃষিঃ প্রাপ্তবান্ পুরুষোত্তমাৎ।
তপসা বৈ সুতপ্তেন দমেন নিয়মেন চ ॥ ২০
ত্রিঃ পরিক্রান্তবানেতৎ সুপর্ণো ধর্মমুত্তমম্।
যস্মাৎ তস্মাদ্ ব্রতং হ্যেতদ্ ত্রিসৌপর্ণমিহোচ্যতে ॥ ২১
ঋগ্বেদপাঠপঠিতং ব্রতমেতদ্ধি দুশ্চরম্।
সুপর্ণাচ্চাপ্যধিগতো ধর্ম এষ সনাতনঃ ॥ ২২

আমি পূর্ব্বে তোমাকে গতি ও অগতির স্বরূপ বলিয়াছি। এই ধর্ম্ম গহন ও অজিতাত্মা পুরুষগণের পক্ষে দুর্গম ॥ ৯

রাজন্! এই ধর্ম্ম সামবেদের সমান। প্রাচীনকালে সত্যযুগ হইতেই ইহা প্রচলিত হইয়াছে। স্বয়ং জগদীশ্বর ভগবান্ নারায়ণই এই ধর্ম্ম ধারণ করিয়া আছেন ॥ ১০

মহারাজ! কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ঋষিগণের মধ্যে মহাভাগ নারদকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্ম ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ এই ধর্ম্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ প্রবীণপুরুষ ভীষ্ম অনুমোদন করিয়াছেন ॥ ১১

নৃপশ্রেষ্ঠ! আমার গুরু ব্যাসদেব এবং আমিও এই বিষয় বলিয়াছিলাম; কিন্তু সেই সময় নারদ এই বিষয় যেভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন, উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥১২

ভূপাল! সৃষ্টির আদিতে যখন ভগবান্ নারায়ণের মুখ হইতে ব্রহ্মার মানসিক জন্ম হয়, সেই সময় সাক্ষাৎ নারায়ণ তাঁহাকে এই ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছিলেন। হে ভারত! নারায়ণ এই ধর্ম্মের দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণকে পূজা করিয়াছিলেন। তারপর ফেনপায়ী ঋষিগণ এই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৩-১৪

ফেনপগণ হইতে বৈখানস মুনিরা এই ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে সোম এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তারপর এই পুনরায় লুপ্ত হইয়া যায় ॥ ১৫

হে নৃপ! যখন ব্রহ্মার নেত্রজনিত দ্বিতীয় জন্ম হইয়াছিল, তখন তিনি সোমের নিকট হইতে এই নারায়ণস্বরূপ ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছিলেন। রাজন্! ব্রহ্মা রুদ্রকে এই ধর্ম্মের উপদেশ করেন ॥ ১৬½

নৃপ! তাহার পর যোগনিষ্ঠ রুদ্র পুরাকালে সত্যযুগে সমস্ত বালখিল্য মুনিগণকে এই ধর্ম্ম বিজ্ঞাপিত করেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণুর মায়ায় এই ধর্ম্ম পুনরায় লুপ্ত হইয়া যায় ॥ ১৭-১৮

রাজন্! যখন ভগবানের বাণী হইতে ব্রহ্মার তৃতীয় মহত্ত্বপূর্ণ জন্ম হয়; তখন পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ নারায়ণ হইতেই এই ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ১৯

সুপর্ণ নামক ঋষি ইন্দ্রিয়সংযম ও মনোনিগ্রহপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তম হইতে এই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২০

সুপর্ণ প্রতিদিন এই উত্তম ধর্ম্ম তিনবার করিয়া আবৃত্তি করিতেন, সেইজন্য এই ব্রত বা ধর্ম্ম 'ত্রিসৌপর্ণ' নামে কথিত হয় ॥ ২১

এই দুষ্কর ধর্ম্ম ঋগ্বেদের পাঠে স্পষ্টরূপে পঠিত হইয়াছেন। নরশ্রেষ্ঠ! সুপর্ণ হইতে সেই সনাতন ধর্ম্ম এ জগতের প্রাণস্বরূপ বায়ু লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২২½

বায়ুনা দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠ কথিতো জগদায়ুষা।
বায়োঃ সকাশাৎ প্রাপ্তশ্চ ঋষিভির্বিঘসাসিভিঃ ॥ ২৩
ততো মহোদধিশ্চৈব প্রাপ্তবান্ ধর্মমুত্তমম্।
অন্তর্দধে ততো ভূয়ো নারায়ণসমাহিতঃ ॥ ২৪
যদা ভূয়ঃ শ্রবণজা সৃষ্টিরাসীন্মহাত্মনঃ।
ব্রহ্মণঃ পুরুষব্যাঘ্র তত্র কীর্তয়তঃ শৃণু ॥ ২৫
জগৎস্রষ্টুমনা দেবো হরির্নারায়ণঃ স্বয়ম্।
চিন্তয়ামাস পুরুষং জগৎসর্গকরং প্রভুম্ ॥ ২৬
অথ চিন্তয়তস্তস্য কর্ণাভ্যাং পুরুষঃ স্মৃতঃ।
প্রজাসর্গকরো ব্রহ্মা তমুবাচ জগৎপতিঃ ॥ ২৭
সৃজ প্রজাঃ পুত্র সর্বা মুখতঃ পাদতস্তথা।
শ্রেয়স্তব বিধাস্যামি বলং তেজশ্চ সুব্রত ॥ ২৮
ধর্মঞ্চ মত্তো গৃহ্ণীষ সাত্বতং নাম নামতঃ।
তেন সৃষ্টং কৃতযুগং স্থাপয়স্ব যথাবিধি ॥ ২৯
ততো ব্রহ্মা নমশ্চক্রে দেবায় হরিমেধসে।
ধর্মং চাগ্র্যং স জগ্রাহ সরহস্যং সসংগ্রহম্ ॥ ৩০
আরণ্যকেন সহিতং নারায়ণমুখোদ্ভবম্।
উপদিশ্য ততো ধর্মং ব্রাহ্মণেঽমিততেজসে ॥ ৩১
ত্বং কর্তা যুগধর্মাণাং নিরাশীঃকর্মসংজ্ঞিতম্।
জগাম তমসঃ পারং যত্রাব্যক্তং ব্যবস্থিতম্ ॥ ৩২
ততোঽথ বরদো দেবো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
অসৃজৎ স ততো লোকান্ কৃৎস্নান্ স্থাবরজঙ্গমান্ ॥৩৩
ততঃ প্রাবর্তত তদা আদৌ কৃতযুগং শুভম্।
ততো হি সাত্বতো ধর্মো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ ॥৩৪
তেনৈবাদ্যেন ধর্মেণ ব্রহ্মা লোকবিসর্গকৃৎ।
পূজয়ামাস দেবেশং হরিং নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ৩৫
ধর্মপ্রতিষ্ঠাহেতোশ্চ মনুং স্বারোচিষং ততঃ।
অধ্যাপয়ামাস তদা লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥৩৬
ততঃ স্বারোচিষঃ পুত্রং স্বয়ং শঙ্খপদং নৃপ।
অধ্যাপয়ৎ পুরাব্যগ্রঃ সর্বলোকপতির্বিভুঃ ॥ ৩৭

বায়ু হইতে বিঘসাশী (যজ্ঞশেষান্নভোজী) ঋষিগণ এই ধর্মের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে মহোদধি এই উত্তম ধর্ম প্রাপ্ত হন। তাহার পর এই ধর্ম পুনরায় লুপ্ত হইয়া ভগবান্ নারায়ণে বিলীন হইয়া যান। ২৩-২৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যখন পুনরায় ভগবানের কর্ণ হইতে মহাত্মা ব্রহ্মার চতুর্থ জন্ম হয়, তখন যেভাবে এই ধর্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২৫

সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ শ্রীহরি জগতের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় এরূপ এক পুরুষের চিন্তা করিলেন, যিনি সংসারের সৃষ্টি করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। ২৬

শুনা যায়, চিন্তা করিবার সময় ভগবানের কর্ণদ্বয় হইতে এক পুরুষের আবির্ভাব হয়। ইনিই প্রজাসৃষ্টিকারী ব্রহ্মা। জগদীশ্বর নারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন,—পুত্র! তুমি নিজের মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া পদ পর্যন্ত অঙ্গসমূহ হইতে সমস্ত প্রজাগণকে সৃষ্টি কর। ২৭½

উত্তম ব্রতপালনকারী পুত্র! আমি তোমার কল্যাণ করিব এবং তোমার অন্তরে তেজ ও বলের বৃদ্ধি করিয়া যাইব। তুমি আমার নিকট হইতে এই সাত্বত-নামক ধর্ম গ্রহণ কর এবং তাহার দ্বারা বিধি পূর্বক সত্যযুগের সৃষ্টি করত উহাকে স্থাপনা কর। ২৮-২৯

তদনন্তর ব্রহ্মা ভগবান্ শ্রীহরিকে নমস্কার করিলেন এবং নারায়ণের মুখ হইতে উৎপন্ন আরণ্যক (উপনিষদ্), রহস্য (মন্ত্র) ও সংগ্রহ (বিধি) সহ সেই শ্রেষ্ঠ ধর্মের উপদেশ গ্রহণ করিলেন। ৩০½

অমিততেজস্বী ব্রহ্মাকে এই ধর্মের উপদেশ করিয়া সেই সময় ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন—তুমি নিষ্কামভাবে সমস্ত কর্ম করিতে করিতে যুগধর্মসকলের প্রবর্তক হও। ৩১½

এই আদেশ দিয়া তিনি অজ্ঞানান্ধকারের পরে বিরাজমান নিজের অব্যক্ত পরম ধামে গমন করিলেন। তদনন্তর বরদায়ক দেবতা লোকপিতামহ ব্রহ্মা সম্পূর্ণ চরাচর লোকসমূহের সৃষ্টি করিলেন। ৩২-৩৩

তাহার পর সৃষ্টির আরম্ভে কল্যাণকারী সত্যযুগ প্রবর্তিত হয় এবং সেই সময় হইতেই সাত্বত ধর্ম সমগ্র সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া যান। ৩৪

লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা সেই আদিধর্মের দ্বারা দেবেশ্বর ভগবান্ নারায়ণ হরির আরাধনা করিয়াছিলেন। ৩৫

তারপর এই ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত লোকসকলের হিত কামনা করিয়া তিনি সেই সময় স্বারোচিষ মনুকে এই ধর্ম উপদেশ করিয়াছিলেন। ৩৬

হে নৃপ! সেই সময় স্বারোচিষমনুই সমস্ত লোকের অধিপতি ও প্রভু ছিলেন। তিনি শান্তভাবে পূর্বে নিজের পুত্র শঙ্খপদকে স্বয়ং এই ধর্মের জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। ৩৭

ততঃ শঙ্খপদশ্চাপি পুত্রমাত্মজমৌরসম্।
দিশাং পালং সুবর্ণাভমধ্যাপয়ত ভারত।
সোঽন্তর্দধে ততো ভূয়ঃ প্রাপ্তে ত্রেতাযুগে পুনঃ ॥৩৮
নাসিক্যে জন্মনি পুরা ব্রাহ্মণঃ পার্থিবোত্তম।
ধর্মমেতং স্বয়ং দেবো হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৩৯
উজ্জগাদারবিন্দাক্ষো ব্রহ্মণঃ পশ্যতস্তদা।
সনৎকুমারো ভগবাংস্ততঃ প্রাধীতবান্ নৃপ ॥ ৪০
সনৎকুমারাদপি চ বীরণো বৈ প্রজাপতিঃ।
কৃতাদৌ কুরুশার্দূল ধর্মমেতমধীতবান্ ॥ ৪১
বীরণশ্চাপ্যধীত্যৈনং রৈভ্যায় মুনয়ে দদৌ।
রৈভ্যঃ পুত্রায় শুদ্ধায় সুব্রতায় সুমেধসে ॥ ৪২
কুক্ষিনাম্নে স প্রদদৌ দিশাং পালায় ধর্মিণে।
ততোঽপ্যন্তর্দধে ভূয়ো নারায়ণমুখোদ্ভবঃ ॥ ৪৩
অণ্ডজে জন্মনি পুনর্ব্রহ্মণে হরিযোনয়ে।

ভারত! তারপর শঙ্খপদও নিজের ঔরস পুত্র দিক্‌পাল সুবর্ণাভকে এই ধর্ম অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। ইহার পর ত্রেতা-যুগ আসিলে এই ধর্ম পুনরায় লুপ্ত হইয়া যায়। ৩৮

নৃপতিপ্রবর! তদনন্তর পুরাকালে ব্রহ্মার নাসিকার দ্বারা যখন পঞ্চম জন্ম হয়, তখন স্বয়ং কমললোচন ভগবান্ নারায়ণ হরি ব্রহ্মার নিকটে এই ধর্ম উপদেশ করিয়াছিলেন। ৩৯½

হে নৃপ! তাহার পর ভগবান্ সনৎকুমার তাঁহার নিকট হইতে এই সাত্বত ধর্মের উপদেশ গ্রহণ করেন। কুরুশ্রেষ্ঠ! সনৎকুমার হইতে বীরণ প্রজাপতি সত্যযুগের আদিতে এই ধর্মের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৪০-৪১

বীরণ এই ধর্ম অধ্যয়ন করিয়া রৈভ্যমুনিকে প্রদান করিয়াছিলেন। রৈভ্য উত্তম ব্রতপালনকারী, শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিযুক্ত, ধর্মাত্মা ও শুদ্ধ আচারপরায়ণ নিজের পুত্র দিক্‌পাল কুক্ষিকে প্রদান করেন। তদনন্তর নারায়ণের মুখ-নির্গত এই সাত্বতধর্ম পুনরায় লুপ্ত হইয়া যায়। ৪২-৪৩

ইহার পর যখন ব্রহ্মাণ্ড হইতে ব্রহ্মার ষষ্ঠ জন্ম হয়, তখন ভগবান্ হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মার জন্য পুনরায় ভগবান্ নারায়ণের মুখ হইতে এই ধর্ম উদ্ভূত হয়। ৪৪

রাজন্! ব্রহ্মা এই ধর্ম গ্রহণ করিলেন এবং বিধি অনুসারে উহার প্রয়োগ করিলেন। নৃপ! তারপর তিনি বর্হিষদ্‌নামক মুনিগণকে ইহার অধ্যয়ন করান। ৪৫

এষ ধর্মঃ সমুদ্ভূতো নারায়ণমুখাৎ পুনঃ ॥ ৪৪
গৃহীতো ব্রহ্মণা রাজন্ প্রযুক্তশ্চ যথাবিধি।
অধ্যাপিতাশ্চ মুনয়ো নাম্না বর্হিষদো নৃপ ॥ ৪৫
বর্হিষদ্ভ্যশ্চ সম্প্রাপ্তঃ সামবেদান্তগং দ্বিজম্।
জ্যেষ্ঠং নামাভিবিখ্যাতং জ্যেষ্ঠসামব্রতো হরিঃ ॥ ৪৬
জ্যেষ্ঠাচ্চাপ্যনুসংক্রান্তো রাজানমবিকম্পনম্।
অন্তর্দধে ততো রাজন্নেষ ধর্মঃ প্রভো হরেঃ ॥ ৪৭
যদিদং সপ্তমং জন্ম পদ্মজং ব্রহ্মণো নৃপ।
তত্রৈষ ধর্মঃ কথিতঃ স্বয়ং নারায়ণেন হ ॥ ৪৮
পিতামহায় শুদ্ধায় যুগাদৌ লোকধারিণে।
পিতামহশ্চ দক্ষায় ধর্মমেতং পুরা দদৌ ॥ ৪৯
ততো জ্যেষ্ঠে তু দৌহিত্রে প্রাদাদ্ দক্ষো নৃপোত্তম।
আদিত্যে সবিতুর্জ্যেষ্ঠে বিবস্বান্ জগৃহে ততঃ ॥৫০
ত্রেতাযুগাদৌ চ ততো বিবস্বান্ মনবে দদৌ।
মনুশ্চ লোকভূত্যর্থং সুতায়েক্ষ্বাকবে দদৌ ॥ ৫১

বর্হিষদ্ নামক ঋষিগণ হইতে এই ধর্মের উপদেশ জ্যেষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ এক ব্রাহ্মণ লাভ করিয়াছিলেন। ইনি সামবেদে পারদর্শী বিদ্বান্ ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠসামের উপাসনায় ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি জ্যেষ্ঠসামব্রতী হরি নামে কথিত হন। ৪৬

রাজন্! জ্যেষ্ঠ হইতে রাজা অবিকম্পন এই ধর্মোপদেশ প্রাপ্ত হন। প্রভো! তদনন্তর এই ভাগবত ধর্ম পুনরায় লুপ্ত হইয়া যায়। ৪৭

হে নৃপ! এই যে ভগবানের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার সপ্তম জন্ম হইয়াছে, ইহাতে স্বয়ং নারায়ণই কল্পের আরম্ভে জগদ্ধাতা শুদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মাকে এই ধর্মের উপদেশ করেন। তারপর ব্রহ্মা সর্ব্ব-প্রথমে প্রজাপতি দক্ষকে এই ধর্মের শিক্ষা দিয়াছিলেন। ৪৮-৪৯

নৃপোত্তম! ইহার পর দক্ষ নিজের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র—আদিত্যকে এই ধর্মের উপদেশ করিয়াছিলেন। সেই আদিত্য সবিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে বিবস্বান্ (সূর্য্য) এই ধর্মের উপদেশ গ্রহণ করেন। ৫০

তারপর ত্রেতাযুগের আরম্ভে সূর্য্য মনুকে এবং মনু সম্পূর্ণ জগতের কল্যাণের জন্য নিজের পুত্র ইক্ষ্বাকুকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। ৫১

ইক্ষ্বাকুণা চ কথিতো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ।
গমিষ্যতি ক্ষয়ান্তে চ পুনর্নারায়ণং নৃপ ॥ ৫২
যতীনাং চাপি যো ধর্মঃ স তে পূর্বং নৃপোত্তম।
কথিতো হরিগীতাসু সমাসবিধিকল্পিতঃ ॥ ৫৩
নারদেন সুসম্প্রাপ্তঃ সরহস্যঃ সসংগ্রহঃ।
এষ ধর্মো জগন্নাথাৎ সাক্ষান্নারায়ণান্নৃপ ॥ ৫৪
এবমেষ মহান্ ধর্ম আদ্যো রাজন্ সনাতনঃ।
দুর্বিজ্ঞেয়ো দুষ্করশ্চ সাত্বতৈর্ধার্যতে সদা ॥৫৫
ধর্মজ্ঞানেন চৈতেন সুপ্রযুক্তেন কর্মণা।
অহিংসাধর্মযুক্তেন প্রীয়তে হরিরীশ্বরঃ ॥ ৫৬
একব্যূহবিভাগো বা কচিদ্ দ্বিব্যূহসংজ্ঞিতঃ।
ত্রিব্যূহশ্চাপি সংখ্যাতশ্চতুর্ব্যূহশ্চ দৃশ্যতে ॥৫৭
হরিরেব হি ক্ষেত্রজ্ঞো নির্মমো নিষ্কলস্তথা।
জীবশ্চ সর্বভূতেষু পঞ্চভূতগুণাতিগঃ ॥ ৫৮
মনশ্চ প্রথিতং রাজন্ পঞ্চেন্দ্রিয়সমীরণম্।
এষ লোকবিধির্ধীমানেষ লোকবিসর্গকৃৎ ॥ ৫৯
অকর্তা চৈব কর্তা চ কার্যং কারণমেব চ।
যথেচ্ছতি তথা রাজন্ ক্রীড়তে পুরুষোঽব্যয়ঃ ॥ ৬০
এষ একান্তধর্মাস্তে কীর্তিতো নৃপসত্তম।
ময়া গুরুপ্রসাদেন দুর্বিজ্ঞেয়োঽকৃতাত্মভিঃ ॥ ৬১
একান্তিনো হি পুরুষা দুর্লভা বহবো নৃপ।
যদ্যেকান্তিভিরাকীর্ণং জগৎ স্যাৎ কুরুনন্দন ॥ ৬২
অহিংসকৈরাত্মবিদ্ভিঃ সর্বভূতহিতে রতৈঃ।
ভবেৎ কৃতযুগপ্রাপ্তিরাশীঃকর্মবিবর্জিতা ॥ ৬৩
এবং স ভগবান্ ব্যাসো গুরুর্মম বিশাম্পতে।
কথয়ামাস ধর্মজ্ঞো ধর্মরাজে দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৬৪
ঋষীণাং সন্নিধৌ রাজন্ শৃণ্বতোঃ কৃষ্ণ-ভীষ্ময়োঃ।
তস্যাপ্যকথয়ৎ পূর্বং নারদঃ সুমহাতপাঃ ॥৬৫
দেবং পরমকং ব্রহ্ম শ্বেতং চন্দ্রাভমচ্যুতম্।
যত্র চৈকান্তিনো যান্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥৬৬

ইক্ষ্বাকুর উপদেশে এই সাত্বত ধর্ম সম্পূর্ণ জগতে প্রচার ও প্রসার লাভ করে। হে নৃপ! কল্পান্তে এই ধর্ম পুনরায় ভগবান্ নারায়ণেই চলিয়া যাইবে ॥ ৫২

নৃপোত্তম! যতিগণের যে ধর্ম, উহা আমি পূর্বেই তোমাকে হরিগীতায় সংক্ষেপ পদ্ধতিতে বলিয়াছি ॥ ৫৩

মহারাজ! নারদ রহস্য (মন্ত্র) ও সংগ্রহ (বিধি)সহ এই ধর্ম সাক্ষাৎ জগদীশ্বর নারায়ণের নিকট হইতে সম্যগ্‌ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৫৪

রাজন্! এইভাবে এই আদি ও মহান্ ধর্ম সনাতন-কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহা অপরের পক্ষে দুর্জ্ঞেয় ও দুষ্কর, কিন্তু ভগবদ্‌ভক্তগণ ইহাকে সর্বদা ধারণ করিয়া আছেন। ৫৫

এই ধর্মের জ্ঞান লাভ করিলেও অহিংসাভাবযুক্ত এই সাত্বত-ধর্মকে ক্রিয়ারূপে আচরণ করিলে পর জগদীশ্বর শ্রীহরি প্রসন্ন হন। ৫৬

ভগবানের ভক্তগণ কখনও কেবল এক ব্যূহ—ভগবান্ বাসুদেব, কখনও দুই ব্যূহ—বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ, কখনও ত্রিব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্ন এবং কখনও চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই বিভাগানুসারে উপাসনাপদ্ধতি প্রত্যক্ষ করেন। ৫৭

ভগবান্ শ্রীহরিই ক্ষেত্রজ্ঞ, মমতাহীন ও নিষ্কল (অখণ্ড—পূর্ণ)। ইনিই সর্ব ভূতগণের মধ্যে পাঞ্চভৌতিক গুণসমূহের অতীত জীবাত্মারূপে বিরাজমান আছেন। ৫৮

রাজন্! পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রেরক যে বিখ্যাত মন, তাহাও শ্রীহরিই। এই বুদ্ধিমান্ শ্রীহরিই সমস্ত জগতের প্রেরক ও স্রষ্টা। ৫৯

হে রাজন্! এই অবিনাশী পুরুষ নারায়ণই অকর্তা, কর্তা, কার্য ও কারণ। ইনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, সেইভাবেই ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ৬০

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই আমি গুরুকৃপায় জ্ঞাত হইয়া অনন্য ভক্তিরূপ ধর্ম তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। যাহাদের অন্তঃকরণ পবিত্র নয়, তাহাদের পক্ষে এই ধর্মের জ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত কঠিন ॥৬১

হে নৃপ! ভগবানের অনন্য ভক্ত দুর্লভ; কারণ, এরূপ পুরুষ বহু হয় না। যদি সকল ভূতের হিতকারী, আত্মজ্ঞানী, অহিংসক ও অনন্য ভক্তগণের দ্বারা জগৎ পূর্ণ হইয়া যায়, তবে ত' সত্যযুগই আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং কোথাও সকাম কর্মের অনুষ্ঠান হইবে না। ৬২-৬৩

প্রজানাথ! এইভাবে আমার ধর্মজ্ঞ গুরু দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মের শ্রুতিগোচরে ঋষি-মুনিগণের সমীপে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই ধর্মের উপদেশ করিয়াছিলেন। ৬৪½

রাজন্! ইহা হইতেও প্রাচীনকালে মহাতপস্বী নারদ এই ধর্মের প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। নারায়ণের আরাধনায় নিরত অনন্য ভক্তগণ চন্দ্রতুল্য গৌরবর্ণ সেই পরমব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ অচ্যুতকে লাভ করিয়া থাকেন। ৬৫-৬৬½

জনমেজয় উবাচ।

এবং বহুবিধং ধর্মং প্রতিবুদ্ধৈর্নিষেবিতম্।
ন কুর্বন্তি কথং বিপ্রা অন্যে নানাব্রতে স্থিতাঃ॥ ৬৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তিস্রঃ প্রকৃতয়ো রাজন্ দেহবন্ধেষু নির্মিতাঃ।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চৈব ভারত॥ ৬৮
দেহবন্ধেষু পুরুষঃ শ্রেষ্ঠঃ কুরুকুলোদ্বহ।
সাত্ত্বিকঃ পুরুষব্যাঘ্র ভবেন্মোক্ষায় নিশ্চিতঃ॥ ৬৯
অত্রাপি স বিজানাতি পুরুষং ব্রহ্মবিত্তমম্।
নারায়ণপরো মোক্ষস্ততো বৈ সাত্ত্বিকঃ স্মৃতঃ॥ ৭০
মনীষিতঞ্চ প্রাপ্নোতি চিন্তয়ন্ পুরুষোত্তমম্।
একান্তভক্তিঃ সততং নারায়ণপরায়ণঃ॥ ৭১
মনীষিণো হি যে কেচিদ্ যতয়ো মোক্ষধর্মিণঃ।
তেষাং বিচ্ছিন্নতৃষ্ণানাং যোগক্ষেমবহো হরিঃ॥ ৭২
জায়মানং হি পুরুষং যং পশ্যেন্মধুসূদনঃ।
সাত্ত্বিকস্তু স বিজ্ঞেয়ো ভবেন্মোক্ষে চ নিশ্চিতঃ॥ ৭৩
সাংখ্যযোগেন তুল্যো হি ধর্ম একান্তসেবিতঃ।
নারায়ণাত্মকে মোক্ষে ততো যান্তি পরাং গতিম্॥ ৭৪
নারায়ণেন দৃষ্টস্তু প্রতিবুদ্ধো ভবেৎ পুমান্।
এবমাত্মেচ্ছয়া রাজন্ প্রতিবুদ্ধো ন জায়তে॥ ৭৫
রাজসী তামসী চৈব ব্যামিশ্রে প্রকৃতী স্মৃতে।
তদাত্মকং হি পুরুষং জায়মানং বিশাম্পতে॥ ৭৬
প্রবৃত্তিলক্ষণৈর্যুক্তং নাবেক্ষতি হরিঃ স্বয়ম্।
পশ্যত্যেনং জায়মানং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ॥ ৭৭
রজসা তমসা চৈব মানসং সমভিপ্লুতম্।
কামং দেবা ঋষয়শ্চ সত্ত্বস্থা নৃপসত্তম॥ ৭৮
হীনাঃ সত্ত্বেন শুদ্ধেন ততো বৈকারিকাঃ স্মৃতাঃ।

জনমেজয় উবাচ।

কথং বৈকারিকো গচ্ছেৎ পুরুষঃ পুরুষোত্তমম্॥ ৭৯

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে! এইভাবে জ্ঞানী পুরুষগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত যে এই বহু সদ্গুণযুক্ত ধর্ম, নানাপ্রকার ব্রত অবলম্বন করিয়া স্থিত ইহাকে অন্য ব্রাহ্মণগণ কেন আচরণ করেন না? ৬৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতনন্দন! শরীরের বন্ধনে আবদ্ধ জীবগণের পক্ষে ঈশ্বর তিনটি প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। ৬৮

কুরুবংশধর! পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই তিন প্রকৃতিবিশিষ্ট জীবগণের মধ্যে যিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত পুরুষ, তিনিই শ্রেষ্ঠ; কারণ, তিনিই মোক্ষের নিশ্চিত অধিকারী। ৬৯

এই অবস্থায় তিনি এই বিষয় ভালভাবে জানিতে পারেন যে, পরমপুরুষ নারায়ণই সর্কোত্তম বেদজ্ঞ এবং মোক্ষের পরম আশ্রয় ভগবান্ নারায়ণই; সেইজন্য এই মানুষ সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হন। ৭০

নারায়ণের আশ্রিত অনন্যভক্ত নিজের অভীষ্ট ভগবান্-পুরুষোত্তমকে সতত চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৭১

মোক্ষধর্মাবলম্বী যে সব মনীষী যতিগণ এবং যাঁহাদের তৃষ্ণা সর্বতোভাবে নাশ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের যোগ (যাহা নাই, তাহার প্রদান) এবং ক্ষেমের (যাহা আছে, তাহার রক্ষার) ভার স্বয়ং হরিই বহন করিয়া থাকেন। ৭২

জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে পতিত যে পুরুষকে ভগবান্ মধুসূদন নিজের কৃপাদৃষ্টিতে অবলোকন করেন, তাঁহাকে সাত্ত্বিক পুরুষ বলিয়া জানিতে হইবে। তিনি মোক্ষের নিশ্চিত অধিকারী হইয়া যান। ৭৩

একান্ত ভক্তগণের দ্বারা সেবিত ধর্ম সাংখ্য ও যোগের তুল্য। সেই ধর্মের সেবনে (পালনে) মানুষ নারায়ণস্বরূপ মোক্ষেই পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৭৪

রাজন্! যাঁহার উপর ভগবান্ নারায়ণের কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়, সেই পুরুষই জ্ঞানী হইয়া যান। এইরূপ নিজের ইচ্ছায় কেহ জ্ঞানী হইতে পারে না। ৭৫

প্রজানাথ! রাজসী ও তামসী—এই দুই প্রকৃতি দোষসমূহে মিশ্রিত থাকে। যে পুরুষ রাজস ও তামস প্রকৃতিযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সেই পুরুষ প্রায়শঃ সকাম কর্মে প্রবৃত্তিরূপ লক্ষণ-যুক্ত হইয়া থাকে। অতএব ভগবান্ শ্রীহরি স্বয়ং তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন না। ৭৬½

এরূপ পুরুষ যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার উপর লোক-পিতামহ ব্রহ্মা কৃপাদৃষ্টি করেন (এবং তাহাকে প্রবৃত্তিমার্গে নিযুক্ত করেন)। তাহার মন রজোগুণ ও তমোগুণে আপ্লুত হইয়া যায়। ৭৭½

নৃপশ্রেষ্ঠ! দেবতা ও ঋষিগণ কামনাযুক্ত সত্ত্বগুণে স্থিত থাকেন। তাঁহাদের মধ্যেও শুদ্ধ সত্ত্বগুণের অল্পতা আছে, এই কারণে তাঁহারা 'বৈকারিক' বলিয়া অভিহিত হন। ৭৮½

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে! বৈকারিক পুরুষ ভগবান্ পুরুষোত্তমকে কিভাবে প্রাপ্ত হন? এ সমস্ত আপনি নিজের অনুভব অনুসারে আমাকে বলুন এবং তাঁহার প্রবৃত্তিও ক্রমশঃ বর্ণনা করুন। ৭৯½

যদ্ সর্বং যথাদৃষ্টং প্রবৃত্তিঞ্চ যথাক্রমম্ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সুসূক্ষ্মং সত্ত্বসংযুক্তং সংযুক্তং ত্রিভিরক্ষরৈঃ ॥৮০

পুরুষঃ পুরুষং গচ্ছেন্নিষ্ক্রিয়ঃ পঞ্চবিংশকঃ ।

এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ ॥ ৮১

পরস্পরাঙ্গান্যেতানি পাঞ্চরাত্রঞ্চ কথ্যতে ।

এষ একান্তিনাং ধর্মো নারায়ণপরাত্মকঃ ॥ ৮২

যথা সমুদ্রাৎ প্রসৃতা জলৌঘা-

স্তমেব রাজন্ পুনরাবিশন্তি ।

ইমে তথা জ্ঞানমহাজলৌঘা

নারায়ণং বৈ পুনরাবিশন্তি ॥ ৮৩

এষ তে কথিতো ধর্মঃ সাত্বতঃ কুরুনন্দন ।

কুরুষ্বৈনং যথান্যায়ং যদি শক্তোঽসি ভারত ॥ ৮৪

এবং হি স মহাভাগো নারদো গুরবে মম ।

শ্বেতানাং যতিনাং চাহ একান্তগতিমব্যয়াম্ ॥ ৮৫

ব্যাসশ্চাকথয়ৎ প্রীত্যা ধর্মপুত্রায় ধীমতে ।

স এবায়ং ময়া তুভ্যমাখ্যাতঃ প্রসৃতো গুরোঃ ॥৮৬

ইত্থং হি দুশ্চরো ধর্ম্ম এষ পার্থিবসত্তম ।

যথৈব ত্বং তথৈবান্যে ভবন্তীহ বিমোহিতাঃ ॥৮৭

কৃষ্ণ এব হি লোকানাং ভাবনো মোহনস্তথা ।

সংহারকারকশ্চৈব কারণঞ্চ বিশাম্পতে ॥ ৮৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়ণীয়ে ঐকান্তিকভাবেঽষ্টচত্বারিংশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সত্ত্বগুণযুক্ত এবং অকার, উকার ও মকার—এই তিন অক্ষর-সমন্বিত প্রণবস্বরূপ, সেই পরমপুরুষ পরমাত্মাকে পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপ পুরুষ (জীবাত্মা) কর্তৃত্বের অহঙ্কারশূন্য হইলে পর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ৮০½

এইভাবে আত্মা ও অনাত্মার বিবেকপ্রদ সাংখ্য, চিত্তবৃত্তি-নিরোধের উপদেশদাতা যোগ, জীব ও ব্রহ্মের অভেদের বোধ-প্রদাতা বেদের আরণ্যকভাগ (উপনিষদ্) এবং ভক্তিমার্গের প্রতিপাদনকারী পঞ্চরাত্র আগম—এই সব শাস্ত্র একই লক্ষ্যের সাধক হওয়ায় এক বলিয়া কথিত হন। ইঁহারা সকলে পরস্পর পরস্পরের অঙ্গ। সমস্ত কর্মই ভগবান্ নারায়ণের চরণারবিন্দে সমর্পিত করাই হইল একান্ত ভক্তগণের ধর্ম । ৮১-৮২

রাজন্! যেরূপ সমগ্র জলপ্রবাহ সমুদ্র হইতেই প্রসার লাভ করে এবং পুনরায় সমুদ্রে আসিয়াই মিলিত হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানরূপ জলের মহান্ প্রবাহ নারায়ণ হইতেই উৎপন্ন হইয়া পুনরায় তাহাতেই লীন হইয়া যায় । ৮৩

কুরুনন্দন ভারত! এই আমি তোমাকে সাত্বতধর্মের পরিচয় প্রদান করিলাম। যদি তুমি সমর্থ হও, তবে এই ধর্ম যথাযথভাবে পালন কর । ৮৪

এইভাবে মহাভাগ নারদ আমার গুরু ব্যাসদেবকে শ্বেতবস্ত্র-ধারী গৃহস্থ এবং কাষায়বস্ত্রধারী সন্ন্যাসীদিগের অবিনশ্বর একান্ত গতি বর্ণনা করিয়াছিলেন ॥ ৮৫

ব্যাসদেবও বুদ্ধিমান্ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে প্রীতিসহকারে এই ধর্মের উপদেশ করেন। গুরুর মুখনির্গত সেই ধর্ম আমি এখানে তোমাকে বলিলাম । ৮৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! এইভাবে সেই সাত্বত ধর্ম আচরণ করা অতিশয় কঠিন। তোমার ন্যায় অন্য ব্যক্তিগণ এবিষয়ে সেইরূপ মোহিত হইয়া থাকে । ॥৮৭

প্রজানাথ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত লোকের পালক, মোহক, সংহারক ও কারণ (অতএব তুমি তাঁহাকেই ভক্তিসহকারে ভজনা কর) ॥৮৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে নারায়ণের মহিমা ও তাঁহার প্রতি ঐকান্তিকভাববিষয়ক অষ্টচত্বারিংশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

একোনপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সৃষ্টিপ্রারম্ভে ভগবন্নারায়ণাংশতঃ সরস্বতী-পুত্রাপান্তরতমরূপেণ ব্যাসদেবস্য জন্মলাভস্য তস্য প্রভাবস্য চ বৃত্তান্ত-বর্ণনম্।]

জনমেজয় উবাচ।

সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদারণ্যকমেব চ।
জ্ঞানান্যেতানি ব্রহ্মর্ষে লোকেষু প্রচরন্তি হ॥ ১
কিমেতান্যেকনিষ্ঠানি পৃথঙ্‌নিষ্ঠানি বা মুনে।
প্রব্রূহি বৈ ময়া পৃষ্টঃ প্রবৃত্তিঞ্চ যথাক্রমম্॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যজ্ঞে বহুজ্ঞং পরমত্যুদারং
যং দ্বীপমধ্যে সুতমাত্মযোগাৎ।
পরাশরাৎ সত্যবতী মহর্ষিং
তস্মৈ নমোঽজ্ঞানতমোনুদায়॥ ৩
পিতামহাদ্ যং প্রবদন্তি ষষ্ঠং
মহর্ষিমার্ষেয়বিভূতিযুক্তম্
নারায়ণস্যাংশজমেকপুত্রং
দ্বৈপায়নং বেদ মহানিধানম্॥ ৪
তমাদিকালেষু মহাবিভূতি—
র্নারায়ণো ব্রহ্মমহানিধানম্।
সসর্জ পুত্রার্থমুদারতেজা
ব্যাসং মহাত্মানমজং পুরাণম্॥ ৫

জনমেজয় উবাচ।

ত্বয়ৈব কথিতং পূর্বং সম্ভবে দ্বিজসত্তম।
বশিষ্ঠস্য সুতঃ শক্তিঃ শক্তিপুত্রঃ পরাশরঃ॥ ৬
পরাশরস্য দায়াদঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
ভূয়ো নারায়ণসুতং ত্বমেবৈনং প্রভাষসে॥ ৭
কিমতঃ পূর্বজং জন্ম ব্যাসস্যামিততেজসঃ।
কথয়স্বোত্তমমতে জন্ম নারায়ণোদ্ভবম্॥ ৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বেদার্থান্ বেত্তুকামস্য ধর্মিষ্ঠস্য তপোনিধেঃ।
গুরোর্মে জ্ঞাননিষ্ঠস্য হিমবৎপাদ আসতঃ॥ ৯

একোনপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ নারায়ণের অংশ হইতে সরস্বতীপুত্র অপান্তরতমারূপে ব্যাসদেবের জন্ম হইবার এবং তাঁহার প্রভাবের বৃত্তান্ত বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মর্ষে! সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র ও বেদের আরণ্যকভাগ—এই চারি প্রকার জ্ঞান সমস্ত লোকে প্রচলিত আছে। ১

মুনে! ইহারা সকলে কি একই লক্ষ্যের বোধকারক অথবা পৃথক্ পৃথক্ লক্ষ্যের প্রতিপাদক? আমার এই প্রশ্নের আপনি যথাযথ উত্তর দান করুন এবং প্রবৃত্তিরও ক্রমশঃ বর্ণনা করুন। ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! দেবী সত্যবতী যমুনা-তীরবর্তী দ্বীপে পরাশরমুনির সহিত নিজের শরীরের সংযোগ করত যে বহুজ্ঞ ও অত্যন্ত উদার মহর্ষিকে পুত্ররূপে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, সেই অজ্ঞানরূপ অন্ধকারনাশক জ্ঞানসূর্য্যস্বরূপ গুরুদেব ব্যাসদেবকে আমার নমস্কার। ৩

ব্রহ্মার আদিপুরুষ যে নারায়ণ, তাঁহার স্বরূপভূত যে মহর্ষিকে পূর্ব্বপুরুষ নারায়ণ হইতে ষষ্ঠ পুরুষে উৎপন্ন বলিয়া বর্ণনা করেন*, যিনি ঋষিগণের সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্যে সমন্বিত ছিলেন। নারায়ণের অংশ হইতে উৎপন্ন, নিজের পিতার একমাত্র পুত্র এবং দ্বীপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া যিনি দ্বৈপায়ন নামে অভিহিত হন, বেদের বিশাল সাগরস্বরূপ ব্যাসদেবকে আমি প্রণাম করি। ৪

প্রাচীনকালে উদারতেজস্বী, মহান্ বৈভবসম্পন্ন ভগবান্ নারায়ণ বৈদিক জ্ঞানের মহানিধিরূপ মহাত্মা অজন্মা ও পুরাণপুরুষ ব্যাসদেবকে নিজের পুত্ররূপে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ৫

জনমেজয় বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি পূর্ব্বে আদিপর্ব্বের কথা শুনাইবার সময়ে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, শক্তির পুত্র পরাশর এবং পরাশরের পুত্র মুনিবর শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস; কিন্তু এখন আপনি তাঁহাকে নারায়ণের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করিলেন। ৬-৭

উত্তমবুদ্ধিমান্ মুনীশ্বর! অমিততেজস্বী ব্যাসদেবের ইহার পূর্ব্বে কি কোন জন্ম হইয়াছিল? নারায়ণ হইতে ব্যাসদেবের জন্ম কখন এবং কিরূপে হইয়াছিল? ইহা আমাকে বলুন। ৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! আমার ধর্ম্মিষ্ঠ গুরু বেদব্যাস তপস্যার নিধি ও জ্ঞাননিষ্ঠ। পূর্ব্বে তিনি বেদসকলের অর্থের বাস্তবিক জ্ঞান লাভ করিবার জন্য হিমালয়ের এক শিখরে বাস

* ১) নারায়ণ, ২) ব্রহ্মা, ৩) বশিষ্ঠ, ৪) শক্তি, ৫) পরাশর এবং ৬) বেদব্যাস—এইভাবে ব্যাসদেব ষষ্ঠ পুরুষে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

কৃত্বা ভারতমাখ্যানং তপঃশ্রান্তস্য ধীমতঃ ।
শুশ্রূষাং তৎপরা রাজন্ কৃতবন্তো বয়ং তদা ॥ ১০
সুমন্তুর্জৈমিনিশ্চৈব পৈলশ্চ সুদৃঢ়ব্রতঃ ।
অহং চতুর্থঃ শিষ্যো বৈ শুকো ব্যাসাত্মজস্তথা ॥ ১১
এভিঃ পরিবৃতো ব্যাসঃ শিষ্যৈঃ পঞ্চভিরুত্তমৈঃ ।
শুশুভে হিমবৎপাদে ভূতৈর্ভূতপতির্যথা ॥ ১২
বেদানাবর্তয়ন্ সাঙ্গান্ ভারতার্থাংশ্চ সর্বশঃ ।
তমেকমনসং দান্তং যুক্তা বয়মুপাস্মহে ॥ ১৩
কথান্তরেঽথ কস্মিংশ্চিৎ পৃষ্টোঽস্মাভির্দ্বিজোত্তমঃ ।
বেদার্থান্ ভারতার্থাংশ্চ জন্ম নারায়ণাৎ তথা ॥ ১৪
স পূর্বমুক্ত্বা বেদার্থান্ ভারতার্থাংশ্চ তত্ত্ববিৎ ।
নারায়ণাদিদং জন্ম ব্যাহর্তুমুপচক্রমে ॥ ১৫
শৃণুধ্বমাখ্যানবরমিদমার্ষেয়মুত্তমম্ ।
আদিকালোদ্ভবং বিপ্রাস্তপসাধিগতং ময়া ॥১৬
প্রাপ্তে প্রজাবিসর্গে বৈ সপ্তমে পদ্মসম্ভবে ।
নারায়ণো মহাযোগী শুভাশুভবিবর্জিতঃ ॥ ১৭
সসৃজে নাভিতঃ পূর্বং ব্রহ্মাণমমিতপ্রভঃ ।
ততঃ স প্রাদুরভবদথৈনং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৮
মম ত্বং নাভিতো জাতঃ প্রজাসর্গকরঃ প্রভুঃ ।
সৃজ প্রজাস্ত্বং বিবিধা ব্রহ্মন্ সজড়পণ্ডিতাঃ ॥ ১৯
স এবমুক্তো বিমুখশ্চিন্তাব্যাকুলমানসঃ ।
প্রণম্য বরদং দেবমুবাচ হরিমীশ্বরম্ ॥ ২০
কা শক্তির্মম দেবেশ প্রজাঃ স্রষ্টুং নমোঽস্তু তে ।
অপ্রজ্ঞাবানহং দেব বিধৎস্ব যদনন্তরম্ ॥ ২১
স এবমুক্তো ভগবান্ ভূত্বাথান্তর্হিতস্ততঃ ।
চিন্তয়ামাস দেবেশো বুদ্ধিং বুদ্ধিমতাং বরঃ ॥২২

করিতেছিলেন। এই মহাভারত নামক ইতিহাস রচনা করিয়া তিনি তপস্যা করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময় এই বুদ্ধিমান্ গুরুদেবের সেবায় তৎপর আমরা পাঁচজন শিষ্য তাঁহার সহিত বাস করিতেছিলাম। সুমন্ত, জৈমিনি, দৃঢ়তাসহকারে উত্তম ব্রতপালনকারী পৈল, চতুর্থ আমি (বৈশম্পায়ন) ও পঞ্চম গুরুপুত্র শুকদেব এই পাঁচজন আমরা ছিলাম ॥ ৯-১১

এই পাঁচ উত্তম শিষ্যে পরিবৃত ব্যাসদেব হিমালয়ের শিখরে ভূতগণ পরিবেষ্টিত ভূতনাথ ভগবান্ শিবের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ১২

সেখানে ব্যাসদেব অঙ্গসহ সম্পূর্ণ বেদ ও মহাভারতের অর্থ আবৃত্তি করিতে করিতে শিষ্য আমাদের সকলকে পড়াইতেছিলেন এবং আমরা সকলে সর্বদা উদ্যত থাকিয়া সেই একাগ্রচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় গুরুদেবের সেবা করিতেছিলাম। ১৩

একদিন কোন এক সময় আলাপ আলোচনার সময় প্রসঙ্গক্রমে আমরা দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেবকে বেদসকল ও মহাভারতের অর্থ এবং ভগবান্ নারায়ণ হইতে তাঁহার জন্মের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম ॥ ১৪

তত্ত্বজ্ঞানী বেদব্যাস প্রথমে আমাদের নিকট বেদসমূহ ও মহাভারতের অর্থ বলিলেন। তাহার পর ভগবান্ নারায়ণ হইতে নিজের জন্মের বৃত্তান্ত এইভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৫

বিপ্রগণ! ঋষিসম্বন্ধীয় এই উত্তম উপাখ্যান তোমরা শ্রবণ কর। প্রাচীনকালের এই বৃত্তান্ত আমি তপস্যার দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলাম। ১৬

যখন সপ্তম কল্পের আরম্ভে পদ্ম হইতে ব্রহ্মার সপ্তম জন্মের সময় আসিল, তখন শুভাশুভবর্জিত অমিততেজস্বী মহাযোগী ভগবান্ নারায়ণ সর্বপ্রথমে নিজের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিলেন। যখন ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন, তখন তাঁহাকে ভগবান্ এই কথা বলিলেন ॥ ১৭-১৮

ব্রহ্মন্! তুমি আমার নাভিকমল হইতে প্রজাবর্গকে সৃষ্টি করিবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছ এবং এই সৃষ্টিকার্য্য সম্পূর্ণ করিতে তুমি সমর্থ; অতএব জড়চেতনসহ নানাবিধ প্রজাগণের সৃষ্টি কর। ১৯

ভগবান্ এইভাবে আদেশ করিলে পর ব্রহ্মার মন চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সৃষ্টিকার্য্য হইতে বিমুখ হইয়া বরদায়ক দেবতা সর্বেশ্বর শ্রীহরিকে প্রণাম করত এই কথা বলিলেন। ২০

দেবেশ্বর! আমার প্রজাসৃষ্টি করিবার কি শক্তি আছে? আপনাকে নমস্কার। দেব! আমি সৃষ্টিবিষয়ক বুদ্ধিহীন, ইহা জানিয়া এখন আপনার যাহা উচিত মনে হইবে, তাহাই আপনি করুন। ২১

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে পর বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু অদৃশ্য হইয়া বুদ্ধিবিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥২২

স্বরূপিণী ততো বুদ্ধিরুপতস্থে হরিং প্রভুম্ ।
যোগেন চৈনাং নির্যোগঃ স্বয়ং নিযুযুজে তদা ॥ ২৩

স তামৈশ্বর্য্যযোগস্থাং বুদ্ধিং গতিমতীং সতীম্ ।
উবাচ বচনং দেবো বুদ্ধিং বৈ প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ২৪

ব্রহ্মাণং প্রবিশস্বেতি লোকসৃষ্ট্যর্থসিদ্ধয়ে
ততস্তমীশ্বরাদিষ্টা বুদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং বিবেশ সা ॥ ২৫

অথৈনং বুদ্ধিসংযুক্তং পুনঃ স দদৃশে হরিঃ ।
ভূয়শ্চৈব বচঃ প্রাহ সৃজেমা বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥২৬

বাঢ়মিত্যেব কৃত্বাসৌ যথাঽঽজ্ঞাং শিরসা হরেঃ ।
এবমুক্ত্বা স ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২৭

প্রাপ চৈনং মুহূর্ত্তেন সংস্থানং দেবসংজ্ঞিতম্ ।
তাঞ্চৈব প্রকৃতিং প্রাপ্য একীভাবগতোঽভবৎ ॥ ২৮

অথাস্য বুদ্ধিরভবৎ পুনরন্যা তদা কিল
সৃষ্টাঃ প্রজা ইমাঃ সর্বা ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা ॥ ২৯

তিনি চিন্তা করিতেই বুদ্ধি মূর্ত্তিমতী হইয়া সেই সামর্থ্যশালী শ্রীহরির সেবায় উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর যাঁহার উপর কাহারও বশ চলে না, সেই ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ংই সেই বুদ্ধিকে তখন যোগশক্তিসম্পন্ন করিয়া দিলেন। ২৩

অবিনাশী প্রভু দেব নারায়ণ ঐশ্বর্য্যযোগে স্থিতা সেই সতী প্রগতিশীলা বুদ্ধিকে বলিলেন। ২৪

তুমি সংসারের সৃষ্টিরূপ অভীষ্ট কার্য্যসিদ্ধির জন্য ব্রহ্মার অন্তরে প্রবেশ কর। ঈশ্বরের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধিদেবী সত্বর ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ২৫

যখন ব্রহ্মা সৃষ্টিবিষয়ক বুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত হইলেন, তখন শ্রীহরি পুনরায় তাঁহার দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করিলেন এবং পুনর্বার তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—এখন তুমি এই নানাবিধ প্রজাসকল সৃষ্টি কর। ২৬

তখন 'আচ্ছা, তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া তিনি শ্রীহরির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। এইভাবে তাঁহাকে সৃষ্টির আদেশ করিয়া ভগবান্ সেখানেই অন্তর্হিত হইলেন। ২৭

তিনি এক মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজের দেবধামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিজের প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া যাইলেন। ২৮

তদনন্তর কিছুকালের পর ভগবানের মনে পুনরায় অন্য এক

দৈত্য-দানব-গন্ধর্ব-রক্ষোগণসমাকুলা ।
জাতা হীয়ং বসুমতী ভারাক্রান্তা তপস্বিনী ॥ ৩০

বহবো বলিনঃ পৃথ্ব্যাং দৈত্য-দানব-রাক্ষসাঃ ।
ভবিষ্যন্তি তপোযুক্তা বরান্ প্রাপ্স্যন্তি চোত্তমান্ ॥৩১

অবশ্যমেব তৈঃ সর্বৈর্বরদানেন দর্পিতৈঃ ।
বাধিতব্যাঃ সুরগণা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ৩২

তত্র ন্যায্যমিদং কর্তুং ভারাবতরণং ময়া ।
অথ নানাসমুদ্ভূতৈর্বসুধায়াং যথাক্রমম্ ॥ ৩৩

নিগ্রহেণ চ পাপানাং সাধূনাং প্রগ্রহেণ চ ।
ইয়ং তপস্বিনী সত্যা ধারয়িষ্যতি মেদিনী ॥ ৩৪

ময়া হ্যেষা হি ধ্রিয়তে পাতালস্থেন ভোগিনা ।
ময়া ধৃতা ধারয়তি জগদ্ বিশ্বং চরাচরম্ ॥ ৩৫

তস্মাৎ পৃথ্ব্যাঃ পরিত্রাণং করিষ্যে সম্ভবং গতঃ ।
এবং স চিন্তয়িত্বা তু ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ৩৬

বুদ্ধি উৎপন্ন হইল। তিনি তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন— পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এই সমস্ত প্রজাগণকেই সৃষ্টি করিয়াছে। ২৯

কিন্তু দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণে পরিব্যাপ্ত এই তপস্বিনী পৃথিবী তাহাদের ভারে পীড়িতা হইয়া উঠিয়াছে। ৩০

এই পৃথিবীতে এরূপ বহু বলবান্ দৈত্য, দানব ও রাক্ষসেরা জন্মাইবে, যাহারা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া উত্তম বরসমূহ প্রাপ্ত হইবে। ৩১

বরদানের দ্বারা দর্পিত হইয়া এই সব দানব নিশ্চয়ই দেবগণ ও তপোধন ঋষিদিগের বাধাস্বরূপ হইয়া উঠিবে। ৩২

অতএব এখন পৃথিবীতে নানারূপ অবতার গ্রহণ করিয়া এই পৃথিবীর ভার লাঘব করা আমার উচিত কার্য্য হইবে। ৩৩

পাপী ব্যক্তিগণকে দণ্ডদান করিলে এবং সৎপুরুষদিগকে অনুগ্রহ করিলে পর এই তপস্বিনী সত্যরূপা পৃথিবী বলের দ্বারা সকলকে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে। ৩৪

আমি পাতালে শেষনাগের রূপে অবস্থান করত এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখিব এবং আমার দ্বারা ধৃতা হইয়া এই পৃথিবী সমস্ত চরাচর জগৎকে ধারণ করিবে। ৩৫

সেইজন্য আমি অবতার গ্রহণ করিয়া এই পৃথিবীকে অবশ্যই রক্ষা করিব। এরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ মধুসূদন জগতের জন্য অবতার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত নিজেকে বহুরূপে সৃষ্টি করি-

রূপাণ্যনেকান্যসৃজৎ প্রাদুর্ভাবে ভবায় সঃ।
বারাহং নারসিংহঞ্চ বামনং মানুষং তথা ॥ ৩৭

এভির্ময়া নিহন্তব্যা দুর্বিনীতাঃ সুরারয়ঃ।
অথ ভূয়ো জগৎস্রষ্টা ভোঃশব্দেনানুনাদয়ন্ ॥ ৩৮

সরস্বতীমুচ্চচার তত্র সারস্বতোঽভবৎ।
অপান্তরতমা নাম সুতো বাক্সম্ভবঃ প্রভুঃ ॥ ৩৯

ভূত-ভব্য-ভবিষ্যজ্ঞঃ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ।
তমুবাচ নতং মূর্দ্ধ্না দেবানামাদিরব্যয়ঃ ॥ ৪০

বেদাখ্যানে শ্রুতিঃ কার্য্যা ত্বয়া মতিমতাং বর।
তস্মাৎ কুরু যথাঽঽজ্ঞপ্তং মমৈতদ্ বচনং মুনে ॥ ৪১

তেন ভিন্নাস্তদা বেদা মনোঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
ততস্তুতোষ ভগবান্ হরিস্তেনাস্য কর্ম্মণা। ৪২

তপসা চ সুতপ্তেন যমেন নিয়মেন চ।
মন্বন্তরেষু পুত্রত্বমেবমেব প্রবর্ত্তকঃ ॥ ৪৩

ভবিষ্যত্যচলো ব্রহ্মন্নপ্রধৃষ্যশ্চ নিত্যশঃ।
পুনস্তিষ্যে চ সম্প্রাপ্তে কুরবো নাম ভারতাঃ ৪৪

ভবিষ্যন্তি মহাত্মানো রাজানঃ প্রথিতা ভুবি।
তেষাং ত্বত্তঃ প্রসূতানাং কুলভেদো ভবিষ্যতি ॥৪৫

পরস্পরবিনাশার্থং ত্বামৃতে দ্বিজসত্তম।
তত্রাপ্যনেকধা বেদান্ ভেৎস্যসে তপসান্বিতঃ ॥ ৪৬

কৃষ্ণে যুগে চ সম্প্রাপ্তে কৃষ্ণবর্ণো ভবিষ্যসি।
ধর্ম্মাণাং বিবিধানাঞ্চ কর্ত্তা জ্ঞানকরস্তথা।

ভবিষ্যসি তপোযুক্তো ন চ রাগাদ্ বিমোক্ষ্যসে ॥৪৭
বীতরাগশ্চ পুত্রস্তে পরমাত্মা ভবিষ্যতি।

মহেশ্বরপ্রসাদেন নৈতদ্ বচনমন্যথা ॥ ৪৮

যং মানসং বৈ প্রবদন্তি বিপ্রাঃ
পিতামহস্যোত্তমবুদ্ধিযুক্তম্।
বশিষ্ঠমগ্র্যঞ্চ তপোনিধানং
যস্যাতিসূর্য্যং ব্যতিরিচ্যতে ভাঃ ॥৪৯

লেন অর্থাৎ বারাহ, নারসিংহ, বামন ও মানুষ রূপ স্মরণ করিলেন। তিনি এই নিশ্চয় করিলেন যে, এই সব অবতার গ্রহণ করিয়া আমাকে উদ্ধত দেবশত্রু দৈত্যগণকে বধ করিতে হইবে। ৩৬-৩৭½

তদনন্তর জগৎস্রষ্টা শ্রীহরি 'ভোঃ' এই শব্দের দ্বারা সমস্ত দিক্‌সমূহকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সরস্বতীকে উচ্চারণ করিলেন। ইহাতে সেখানে সারস্বতের আবির্ভাব হইল। সরস্বতী বা বাণীর দ্বারা উৎপন্ন সেই শক্তিশালী পুত্রের নাম হইল 'অপান্তরতমা'। ৩৮-৩৯

এই অপান্তরতমা ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞাতা, সত্যবাদী এবং দৃঢ়তাসহকারে ব্রতপালনকারী ছিলেন। মস্তক নত করিয়া দণ্ডায়মান সেই পুত্রকে দেবতাগণের আদিকারণ শ্রীহরি বলিলেন। ৪০

বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুনে! তুমি বেদসমূহের ব্যাখ্যার জন্য ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতি শ্রুতিসকল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সংগ্রহ কর। এখন তুমি আমার আজ্ঞানুসারে কার্য্য কর। তোমাকে আমার ইহাই বলার ছিল। ৪১

অপান্তরতমা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ভগবানের আদেশানুসারে বেদসমূহের বিভাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কর্ম্মের দ্বারা, এবং তাঁহার কৃত উত্তম তপস্যা, যম ও নিয়মের দ্বারাও ভগবান্ শ্রীহরি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—পুত্র! তুমি সমস্ত মন্বন্তরে এইরূপ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইবে। ৪২-৪৩

ব্রহ্মন্! তুমি সর্ব্বদাই অবিচল ও অজেয় হইয়া থাকিবে। তারপর দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিক্ষণ আসিলে পর ভরতবংশে কুরুবংশীয় রাজারা জন্মগ্রহণ করিবে। সেই সব মহাত্মা রাজারা সমগ্র ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইবে। ৪৪½

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমার সন্তানের বংশজ হইবে, তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিনাশের জন্য বিভেদ সৃষ্টি হইবে। তোমার সহায়তা ব্যতীত উহাদের মধ্যে যুদ্ধ হইবে। ৪৫½

সেই সময় তুমিও তপোবলসম্পন্ন হইয়া বেদসমূহের অনেক বিভাগ করিবে। তখন কলিযুগ আসিলে পর তোমার শরীরের বর্ণ কৃষ্ণ (কাল) হইয়া যাইবে। ৪৬½

তুমি নানাবিধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, জ্ঞানদাতা ও তপস্বী হইবে। কিন্তু রাগ হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত থাকিবে না। ৪৭

তোমার পুত্র ভগবান্ মহেশ্বরের করুণায় বীতরাগ হইয়া পরমাত্মস্বরূপ হইবে। আমার এই কথা অন্যথা হইবে না। ৪৮

যাহাকে ব্রহ্মার মানস পুত্র বলিয়া ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন, যে উত্তম বুদ্ধিযুক্ত, তপস্যার নিধি এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ মুনি নামে প্রসিদ্ধ এবং যাহার তেজ সূর্য্য হইতেও অধিক হইয়া প্রকাশিত হয়, সেই ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের বংশে পরাশর নামে এই মহাপ্রতাপ-

তস্যান্বয়ে চাপি ততো মহর্ষিঃ
পরাশরো নাম মহাপ্রভাবঃ ।
পিতা স তে বেদনিধির্বরিষ্ঠো
মহাতপা বৈ তপসো নিবাসঃ ॥ ৫০
কানীনগর্ভঃ পিতৃকন্যকায়াং
তস্মাদৃষেস্ত্বং ভবিতা চ পুত্রঃ ॥ ৫১
ভূত-ভব্য-ভবিষ্যাণাং ছিন্নসর্বার্থসংশয়ঃ ।
যে হ্যতিক্রান্তকাঃ পূর্বং সহস্রযুগপর্য্যয়াঃ ॥ ৫২
তাংশ্চ সর্বান্ ময়োদ্দিষ্টান্ দ্রক্ষ্যসে তপসান্বিতঃ ।
পুনর্দ্রক্ষ্যসি চানেকসহস্রযুগপর্য্যয়ান্ ॥ ৫৩
অনাদিনিধনং লোকে চক্রহস্তঞ্চ মাং মুনে ।
অনুধ্যানান্মম মুনে নৈতদ্ বচনমন্যথা ॥ ৫৪
ভবিষ্যতি মহাসত্ত্ব খ্যাতিশ্চাপ্যতুলা তব ।
শনৈশ্চরঃ সূর্য্যপুত্রো ভবিষ্যতি মনুর্মহান্ ॥৫৫
তস্মিন্ মন্বন্তরে চৈব মন্বাদিগণপূর্বকঃ ।
ত্বমেব ভবিতা বৎস মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥ ৫৬
যৎকিঞ্চিদ্ বিদ্যতে লোকে সর্বং তন্মদ্বিচেষ্টিতম্ ।
অন্যো হ্যন্যং চিন্তয়তি স্বচ্ছন্দং বিদধাম্যহম্ ॥ ৫৭
এবং সারস্বতমৃষিমপান্তরতমং তথা ।
উক্ত্বা বচনমীশানঃ সাধয়স্বেত্যথাব্রবীৎ ॥ ৫৮
সোঽহং তস্য প্রসাদেন দেবস্য হরিমেধসঃ ।
অপান্তরতমা নাম ততো জাতোঽজ্ঞয়া হরেঃ ।
পুনশ্চ জাতো বিখ্যাতো বশিষ্ঠকুলনন্দনঃ ॥ ৫৯
তদেতৎ কথিতং জন্ম ময়া পূর্বকমাত্মনঃ ।
নারায়ণপ্রসাদেন তথা নারায়ণাংশজম্ ॥ ৬০
ময়া হি সুমহৎ তপ্তং তপঃ পরমদারুণম্ ।
পুরা মতিমতাং শ্রেষ্ঠাঃ পরমেণ সমাধিনা ॥ ৬১
এতদ্ বঃ কথিতং সর্বং যন্মাং পৃচ্ছত পুত্রকাঃ ।
পূর্বজন্ম ভবিষ্যঞ্চ ভক্তানাং স্নেহতো ময়া ॥ ৬২

শালী মহর্ষি হইবে। সে বৈদিক জ্ঞানের আধার, মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাতপস্বী ও তপস্যার আবাসস্থান হইবে। সেই পরাশর মুনিই তোমার পিতা হইবে ॥ ৪৯-৫০

তুমি সেই ঋষি হইতে পিতার গৃহে স্থিতা এক কুমারী কন্যার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিবে এবং কানীনগর্ভ (কন্যার সন্তান)-রূপে অভিহিত হইবে ॥ ৫১

ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সকল বিষয়ে তোমার সংশয় নষ্ট হইয়া যাইবে। পূর্ব্বে যে সহস্র যুগের কল্প ব্যতীত হইয়া গিয়াছে, সেই সমই তুমি আমার আদেশে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে এবং তপোবলসম্পন্ন হইয়া থাকিবে। ভবিষ্যতে যে সব কল্প হইবে, তৎসমস্তই তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে ॥ ৫২-৫৩

মুনে! তুমি নিরন্তর আমার চিন্তা করিতে থাকায় জগতে অনাদি ও অনন্ত পরমেশ্বর আমাকে চক্র হস্তে দর্শন করিবে। আমার এই বাক্য কখনও বিপরীত হইবে না ॥ ৫৪

মহাশক্তিশালী মুনীশ্বর! জগতে তোমার অতুলনীয় খ্যাতি হইবে। বৎস! যখন সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চর মন্বন্তরের প্রবর্ত্তক হইয়া মহামনুর পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই মন্বন্তরে তুমি আমার কৃপাপ্রসাদে মন্বাদিগণের প্রধান হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৫৫-৫৬

জগতে যাহা কিছু হইতেছে, তৎসমস্তই আমার চেষ্টার ফল। অন্য ব্যক্তি অন্য নানাবিধ চিন্তা করে, কিন্তু আমি স্বতন্ত্রতা সহকারে নিজের ইচ্ছানুসারে কার্য্য সম্পাদন করি ॥ ৫৭

সরস্বতীপুত্র অপান্তরতমা মুনিকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ তাঁহাকে গমনানুমতি প্রদান করত বলিলেন—যাও, নিজের কার্য্য সম্পাদন কর ॥ ৫৮

এইভাবে আমি ভগবান্ বিষ্ণুর কৃপাপ্রসাদে প্রথমে অপান্তরতমা নামে উৎপন্ন হইয়াছিলাম এবং সেই শ্রীহরির আজ্ঞায় পুনরায় বশিষ্ঠকুলনন্দন ব্যাসনামে উৎপন্ন হইয়া বিখ্যাত হইয়াছি ॥ ৫৯

নারায়ণের কৃপায় এবং তাঁহারই অংশ হইতে আমার যে পূর্ব্বে জন্ম হইয়াছিল, তাহার এই বৃত্তান্ত আমি তোমাদের সকলকে বলিলাম ॥ ৬০

বুদ্ধিমান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিষ্যগণ! পূর্ব্বকালে আমি উত্তম সমাধির দ্বারা অত্যন্ত কঠোর ও পরম দারুণ তপস্যা করিয়াছিলাম ॥ ৬১

পুত্রগণ! তোমরা সকলে আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সে সবই আমি তোমাদের বলিলাম। গুরুভক্ত শিষ্য তোমাদের প্রতি স্নেহবশতই আমি এই নিজের পূর্ব্ব জন্ম এবং ভবিষ্যদ্ বৃত্তান্ত তোমাদের নিকট বলিলাম ॥ ৬২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এষ তে কথিতঃ পূর্বং সম্ভবোঽস্মদ্গুরোর্নৃপ।
ব্যাসস্যাক্লিষ্টমনসো যথা পৃষ্টঃ পুনঃ শৃণু ॥ ৬৩
সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ ॥ ৬৪
সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে।
হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বেত্তা নান্যঃ পুরাতনঃ ॥ ৬৫
অপান্তরতমাশ্চৈব বেদাচার্য্যঃ স উচ্যতে।
প্রাচীনগর্ভং তমৃষিং প্রবদন্তীহ কেচন ॥ ৬৬
উমাপতির্ভূতপতিঃ শ্রীকণ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
উক্তবানিদমব্যগ্রো জ্ঞানং পাশুপতং শিবঃ ॥ ৬৭
পাঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বেত্তা তু ভগবান্ স্বয়ম্।
সর্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষ্বেতেষু দৃশ্যতে ॥ ৬৮
যথাগমং যথাজ্ঞানং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ।
ন চৈনমেবং জানন্তি তমোভূতা বিশাম্পতে ॥ ৬৯
তমেব শাস্ত্রকর্তারং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
নিষ্ঠাং নারায়ণমৃষিং নান্যোঽস্তীতি বচো মম ॥ ৭০
নিঃসংশয়েষু সর্বেষু নিত্যং বসতি বৈ হরিঃ।
সসংশয়ান্ হেতুবলান্ নাধ্যাবসতি মাধবঃ ॥ ৭১
পাঞ্চরাত্রবিদো যে তু যথাক্রমপরা নৃপ।
একান্তভাবোপগতাস্তে হরিং প্রবিশন্তি বৈ ॥ ৭২
সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ সনাতনে দ্বে
বেদাশ্চ সর্বে নিখিলেন রাজন্।
সর্বৈঃ সমস্তৈর্ঋষিভির্নিরুক্তো
নারায়ণো বিশ্বমিদং পুরাণম্ ॥ ৭৩
শুভাশুভং কর্ম সমীরিতং যৎ
প্রবর্ততে সর্বলোকেষু কিঞ্চিৎ।
তস্মাদৃষেস্তদ্ভবতীতি বিদ্যাদ্
দিব্যান্তরিক্ষে ভুবি চাপ্সু চেতি ॥ ৭৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি দ্বৈপায়নোৎপত্তৌ
একোনপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে নৃপ! তুমি যেরূপ আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলে; তদনুসারে আমি তোমাকে অক্লিষ্টচিত্ত আমার গুরু পূর্বের জন্মবৃত্তান্ত বলিলাম। এখন পুনরায় অন্য কথা শ্রবণ কর ॥ ৬৩

রাজর্ষে! সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপত (তন্ত্র) শাস্ত্র—এই সব জ্ঞানের তুমি নানাপ্রকার মত শ্রবণ কর ॥ ৬৪

সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা হইলেন কপিল। তিনি মহর্ষি বলিয়া কথিত হন। যোগশাস্ত্রের পুরাতন জ্ঞাতা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, অন্য কেহ নহে ॥ ৬৫

মুনিবর অপান্তরতমা বেদের আচার্য্য বলিয়া কথিত হন। এ জগতে কিছু ঋষিগণ তাঁহাকে প্রাচীনগর্ভ নামে অভিহিত করেন ॥ ৬৬

ব্রহ্মার পুত্র ভূতনাথ শ্রীকণ্ঠ উমাপতি ভগবান্ শিব শান্তচিত্ত হইয়া পাশুপত জ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন ॥ ৬৭

নৃপশ্রেষ্ঠ! সমগ্র পাঞ্চরাত্রের জ্ঞাতা ত' সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণই। যদি বেদশাস্ত্র এবং অনুভব অনুসারে বিচার করা যায়, তবে এই সব জ্ঞানে তাহার পরম তাৎপর্য্যরূপে ভগবান্ নারায়ণই আছেন দেখা যাইবে। প্রজানাথ! যাহারা অজ্ঞানে নিমগ্ন, তাহারা সকলে ভগবান্ শ্রীহরিকে এইরূপে দেখিতে পায় না ॥ ৬৮-৬৯

শাস্ত্রের একচিত্ত মনীষী পুরুষগণ সেই নারায়ণ ঋষিকেই সমস্ত শাস্ত্রের পরম লক্ষ্য বলিয়া অভিহিত করেন; অপর কেহই তাঁহাদের সম্মুখে নাই ইহাই আমার কথা ॥ ৭০

জ্ঞানের বলে যাঁহাদের সংশয় দূর হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের সকলেরই মধ্যে সর্বদা শ্রীহরি নিবাস করেন; কিন্তু কু-তর্কের বলে যাহারা সংশয়গ্রস্ত, তাহাদের মধ্যে ভগবান্ মাধব বাস করেন না ॥ ৭১

হে নৃপ! যাঁহারা পাঞ্চরাত্রে অভিজ্ঞ এবং উহার মধ্যে কথিত ক্রমানুসারে সেবাপরায়ণ হইয়া অনন্যভাবে ভগবানের শরণাগত, তাঁহারা সেই ভগবান্ শ্রীহরিতে প্রবিষ্ট হন ॥ ৭২

রাজন্! সাংখ্য ও যোগ—এই দুই সনাতন শাস্ত্র এবং সকল বেদ ও সমস্ত ঋষিগণও এই কথা বলেন যে, এই পুরাতন বিশ্ব ভগবান্ নারায়ণ-ই ॥ ৭৩

স্বর্গ, অন্তরিক্ষ, ভূতল ও জল—এই সব স্থানে এবং সমস্ত লোকে যাহা কিছু শুভাশুভ অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে, সে সবই নারায়ণেরই সত্তাই হইয়া থাকে—এরূপ জানিবে ॥ ৭৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে বৈপায়নের উৎপত্তিবিষয়ক একোনপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(বৈজয়ন্ত-পর্বতে ব্রহ্ম-রুদ্রয়োর্মিলনম্। ব্রহ্মণো পরমপুরুষনারায়ণস্য মহিমবর্ণনঞ্চ।)

জনমেজয় উবাচ

বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মন্ উতাহো এক এব তু।
কো হ্যত্র পুরুষঃ শ্রেষ্ঠঃ কো বা যোনিরিহোচ্যতে ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বহবঃ পুরুষা লোকে সাংখ্য-যোগবিচারণে।
নৈতদিচ্ছন্তি পুরুষমেকং কুরুকুলোদ্বহ ॥ ২

বহূনাং পুরুষাণাঞ্চ যথৈকা যোনিরুচ্যতে।
তথা তং পুরুষং বিশ্বং ব্যাখ্যাস্যামি গুণাধিকম্ ॥৩

নমস্কৃত্বা চ গুরবে ব্যাসায় বিদিতাত্মনে।
তপোযুক্তায় দান্তায় বন্দ্যায় পরমর্ষয়ে ॥ ৪

ইদং পুরুষসূক্তং হি সর্ববেদেষু পার্থিব।
ঋতং সত্যঞ্চ বিখ্যাতমৃষিসিংহেন চিন্তিতম্ ॥ ৫

উৎসর্গেণাপবাদেন ঋষিভিঃ কাপিলাদিভিঃ।
অধ্যাত্মচিন্তামাশ্রিত্য শাস্ত্রাণ্যুক্তানি ভারত ॥ ৬

সমাসতস্তু যদ্ ব্যাসঃ পুরুষৈকত্বমুক্তবান্।
তৎ তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি প্রসাদাদমিতৌজসঃ ॥ ৭

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
ব্রহ্মণা সহ সংবাদং ত্র্যম্বকস্য বিশাম্পতে ॥ ৮

ক্ষীরোদস্য সমুদ্রস্য মধ্যে হাটকসপ্রভঃ।
বৈজয়ন্ত ইতি খ্যাতঃ পর্বতপ্রবরো নৃপ ॥ ৯

তত্রাধ্যাত্মগতিং দেব একাকী প্রবিচিন্তয়ন্।
বৈরাজসদনান্নিত্যং বৈজয়ন্তং নিষেবতে ॥ ১০

অথ তত্রাসতস্তস্য চতুর্বক্ত্রস্য ধীমতঃ।
ললাটপ্রভবঃ পুত্রঃ শিব আগাদ্ যদৃচ্ছয়া ॥১১

আকাশেন মহাযোগী পুরা ত্রিনয়নঃ প্রভুঃ।
ততঃ খান্নিপপাতাশু ধরণীধরমূর্ধনি ॥ ১২

অগ্রতশ্চাভবৎ প্রীতো ববন্দে চাপি পাদয়োঃ।
তং পাদয়োর্নিপতিতং দৃষ্ট্বা সব্যেন পাণিনা ॥ ১৩

পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[বৈজয়ন্ত পর্ব্বতে ব্রহ্মা ও রুদ্রের মিলন এবং ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পরমপুরুষ নারায়ণের মহিমা বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! পুরুষ অনেক বা এক? এ জগতে কোন্ পুরুষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? অথবা এ সংসারে কোন্ পুরুষ সকলের উৎপত্তি স্থান বলিয়া কথিত হন? ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কুরুকুলের ভারবহনকারী নরেশ! সাংখ্য ও যোগের বিচারধারা অনুসারে এ জগতে পুরুষ অনেক। তাঁহারা 'এক পুরুষবাদ' স্বীকার করেন না। আবার একপুরুষবাদী বৈদান্তিকগণ বহু পুরুষের কথা স্বীকার করেন না ॥২

বহু পুরুষের উৎপত্তি স্থান একই পুরুষ কিভাবে কথিত হন? ইহা বুঝাইবার জন্য আত্মজ্ঞানী, তপস্বী, জিতেন্দ্রিয় এবং বন্দনীয় পরমর্ষি গুরু ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া আমি তোমার সম্মুখে অধিক গুণশালী বিশাত্মা পুরুষের ব্যাখ্যা করিব। ৩-৪

রাজন্! সমস্ত বেদেই পুরুষসম্বন্ধে এইরূপ যুক্তিপূর্ণ বচন আছে যে, ঋত (পরব্রহ্ম) এবং সত্য (জীবব্রহ্ম) সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেবও এরূপই চিন্তা করিয়াছেন ॥৫

কপিলাদি ঋষিগণ সামান্য ও বিশেষরূপে অধ্যাত্ম-তত্ত্ব চিন্তা করিয়া সাংখ্যাদি বিভিন্ন শাস্ত্র বলিয়াছেন। ৬

কিন্তু ব্যাসদেব সংক্ষেপে পুরুষের একত্ব যেভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাই আমিও তোমাকে গুরুকৃপায় বলিব। ৭

প্রজানাথ! এ বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ ব্রহ্মার সহিত রুদ্রের সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ৮

হে নৃপ! ক্ষীরসাগরের মধ্যভাগে বৈজয়ন্ত নামে বিখ্যাত এক শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বত সুবর্ণকান্তির ন্যায় প্রকাশিত হয়। ৯

সেখানে ব্রহ্মা অধ্যাত্মগতি চিন্তা করিবার জন্য ব্রহ্মলোক হইতে প্রতিদিন আসেন এবং সেই বৈজয়ন্ত পর্ব্বতে অবস্থান করেন। ১০

পূর্ব্বে একদিন চতুর্মুখ ব্রহ্মা যখন সেখানে বসিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার ললাট হইতে উৎপন্ন পুত্র মহাযোগী ত্রিলোচন শিব অনায়াসেই আকাশপথে ভ্রমণ করিতে করিতে বৈজয়ন্ত পর্ব্বতের সম্মুখে আসিলেন এবং শীঘ্রই আকাশ হইতে সেই পর্ব্বত শিখরে অবতরণ করিলেন। ১১-১২

সম্মুখে ব্রহ্মাকে দেখিয়া তিনি অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং তিনি ব্রহ্মার দুই চরণে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন। ভগবান্ শিবকে নিজের চরণে পতিত দেখিয়া একমাত্র সর্ব্বসমর্থ

উত্থাপয়ামাস তদা প্রভুরেকঃ প্রজাপতিঃ।
উবাচ চৈনং ভগবাংশ্চিরস্যাগতমাত্মজম্ ॥ ১৪

পিতামহ উবাচ।

স্বাগতং তে মহাবাহো দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি মেঽন্তিকম্।
কচ্চিৎ তে কুশলং পুত্র স্বাধ্যায়তপসোঃ সদা ॥ ১৫
নিত্যমুগ্রতপাস্ত্বং হি ততঃ পৃচ্ছামি তে পুনঃ ॥ ১৬

রুদ্র উবাচ।

ত্বৎপ্রসাদেন ভগবন্ স্বাধ্যায়তপসোর্মম।
কুশলঞ্চাব্যয়ঞ্চৈব সর্বস্য জগতস্তথা ॥ ১৭
চিরদৃষ্টো হি ভগবান্ বৈরাজসদনে ময়া।
ততোঽহং পর্বতং প্রাপ্তস্ত্বিমং ত্বৎপাদসেবিতম্ ॥ ১৮
কৌতূহলঞ্চাপি হি মে একান্তগমনেন তে।
নৈতৎ কারণমল্পং হি ভবিষ্যতি পিতামহ ॥ ১৯
কিং নু তৎসদনং শ্রেষ্ঠং ক্ষুৎপিপাসাবিবর্জিতম্।
সুরাসুরৈরধ্যুষিতমৃষিভিশ্চামিতপ্রভৈঃ ॥ ২০
গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ সততং সংনিষেবিতম্।
উৎসৃজ্যেমং গিরিবরমেকাকী প্রাপ্তবানসি ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ।

বৈজয়ন্তো গিরিবরঃ সততং সেব্যতে ময়া।
অত্রৈকাগ্রেণ মনসা পুরুষশ্চিন্ত্যতে বিরাট্ ॥ ২২

রুদ্র উবাচ।

বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মংস্ত্বয়া সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা।
সৃজ্যন্তে চাপরে ব্রহ্মন্ স চৈকঃ পুরুষো বিরাট্ ॥ ২৩
কো হ্যসৌ চিন্ত্যতে ব্রহ্মংস্ত্বয়ৈকঃ পুরুষোত্তমঃ।
এতন্মে সংশয়ং ব্রূহি মহৎ কৌতূহলং হি মে ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ।

বহবঃ পুরুষাঃ পুত্র ত্বয়া যে সমুদাহৃতাঃ।
এবমেতদতিক্রান্তং দ্রষ্টব্যং নৈবমিত্যপি ॥ ২৫
আধারং তু প্রবক্ষ্যামি একস্য পুরুষস্য তে।
বহূনাং পুরুষাণাং স যথৈকা যোনিরুচ্যতে ॥ ২৬

ভগবান্ প্রজাপতি দক্ষিণহস্তে তাঁহাকে উত্থাপিত করিলেন এবং দীর্ঘকালের পর নিজের আগত পুত্রকে এইকথা বলিলেন ॥১৩-১৪

পিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাবাহো! তোমার সুখে আগমন হইয়াছে ত'? তুমি সৌভাগ্যক্রমেই আমার নিকটে আসিয়াছ। পুত্র! তোমার স্বাধ্যায় ও তপ সদা কুশলের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে ত'? তুমি সর্ব্বদাই কঠোর তপস্যায় নিরত থাক; সেইজন্য আমি তোমাকে বারংবার তপস্যার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ১৫-১৬

রুদ্র বলিলেন,- ভগবন্! আপনার কৃপায় আমার স্বাধ্যায় ও তপ নির্বিঘ্নে চলিতেছে, কখনও উহা ভঙ্গ হয় নাই। সম্পূর্ণ জগৎও অখণ্ড কুশলে আছে ॥ ১৭

প্রভো! বহুদিন হইল, আমি ব্রহ্মলোকে আপনাকে দর্শন করিয়াছিলাম। সেইজন্য আজ আপনার চরণযুগসেবিত এই পর্ব্বতে আপনাকে পুনরায় দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছি ॥ ১৮

পিতামহ! আপনার এই একান্তগমনের দ্বারা আমার মনে এক কৌতূহল হইতেছে। আমি মনে করি, ইহাতে কোন অল্প কারণ নাই ॥১৯

ইহার কারণ কি? যেখানে দেবতা, অসুর, অমিততেজস্বী ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ সর্ব্বদা আপনার সেবায় উপস্থিত থাকেন, আপনি কিজন্য ক্ষুধা পিপাসারহিত সেই শ্রেষ্ঠ ধাম পরিত্যাগ করিয়া একাকী এই শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতে চলিয়া আসিয়াছেন? ২০-২১

ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস! আমি এখন গিরিবর বৈজয়ন্তকে যে নিরন্তর সেবা করিতেছি, ইহার কারণ এই যে, এখানে একাগ্রচিত্তে আমি বিরাট্ পুরুষকে চিন্তা করিতে পারি ॥ ২২

রুদ্র বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি স্বয়ম্ভূ। আপনি বহু পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এখন অন্যান্য পুরুষগণকে সৃষ্টি করিতেছেন। সেই বিরাট্ পুরুষও ত' এক পুরুষ, তবে তাহার মধ্যে কি বিশেষত্ব আছে? ২৩

প্রভো! আপনি যে এক পুরুষোত্তমের চিন্তা করিতেছেন, তিনি কে? আপনি আমার এই সংশয়ের সমাধান করুন, এই বিষয় শুনিবার জন্য আমার মনে অতিশয় কৌতূহল হইতেছে ॥২৪

ব্রহ্মা বলিলেন, পুত্র! তুমি যে সব পুরুষের কথা উল্লেখ করিলে, তাহাদের বিষয়ে তোমার সেই কথা যথার্থই। কিন্তু এই বিরাট্ পুরুষ সেই পুরুষসকলকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া জানিও। অনেকে অবশ্য এরূপ বলেন না ॥ ২৫

আমি তোমাকে সেই এক পুরুষের কথা বলিব, যিনি সকলের আধার এবং যেভাবে তিনি বহু পুরুষের একমাত্র কারণ বলিয়া কথিত হন ॥ ২৬

তথা তং পুরুষং বিশ্বং পরমং সুমহত্তমম্।
নির্গুণং নির্গুণা ভূত্বা প্রবিশন্তি সনাতনম্ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়ণীয়ে ব্রহ্মরুদ্রসংবাদে পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫০

যাঁহারা সাধন-ভজন করিতে করিতে গুণাতীত হইয়া যান, তাঁহারাই সেই বিশ্বরূপ, অত্যন্ত মহান্, সনাতন ও নির্গুণ পরম পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। ২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে নারায়ণের মহিমা প্রসঙ্গে ব্রহ্মা ও রুদ্রের সংবাদবিষয়ক পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্ম-রুদ্র সংবাদে বিশেষরূপেণ নারায়ণমহিমবর্ণনম্।]

ব্রহ্মোবাচ

শৃণু পুত্র যথা হ্যেষ পুরুষঃ শাশ্বতোঽব্যয়ঃ।
অক্ষয়শ্চাপ্রমেয়শ্চ সর্বগশ্চ নিরুচ্যতে ॥ ১
ন স শক্যস্ত্বয়া দ্রষ্টুং ময়ান্যৈর্বাপি সত্তম।
সগুণো নির্গুণো বিশ্বো জ্ঞানদৃশ্যো হ্যসৌ মতঃ ॥ ২
অশরীরঃ শরীরেষু সর্বেষু নিবসত্যসৌ।
বসন্নপি শরীরেষু ন স লিপ্যতি কর্মভিঃ ॥ ৩
মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহিসংজ্ঞিতাঃ।
সর্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ ॥ ৪
বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।
একশ্চরতি ক্ষেত্রেষু স্বৈরচারী যথাসুখম্ ॥ ৫
ক্ষেত্রাণি হি শরীরাণি বীজঞ্চাপি শুভাশুভম্।
তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৬
নাগতির্ন গতিস্তস্য জ্ঞেয়া ভূতেষু কেনচিৎ।
সাংখ্যেন বিধিনা চৈব যোগেন চ যথাক্রমম্ ॥ ৭
চিন্তয়ামি গতিঞ্চাস্য ন গতিং বেদ্মি চোত্তমাম্।
যথাজ্ঞানং তু বক্ষ্যামি পুরুষং তু সনাতনম্ ॥ ৮
তস্যৈকত্বং মহত্ত্বঞ্চ স চৈকঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
মহাপুরুষশব্দং স বিভর্ত্যেকঃ সনাতনঃ ॥ ৯

একপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[ব্রহ্মা ও রুদ্রের সংবাদে নারায়ণের মহিমা বিশেষরূপে বর্ণন]

ব্রহ্মা বলিলেন,—পুত্র! এই বিরাট্ পুরুষ যেভাবে সনাতন, অবিকারী, অবিনাশী, অপ্রমেয় এবং সর্ব্বব্যাপী বলিয়া কথিত হন্। আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১

সৎপুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি, আমি অথবা অন্য ব্যক্তিগণও সেই সগুণ নির্গুণ বিশ্বাত্মা পুরুষকে এই চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা দেখিতে সমর্থ নহি। তিনি জ্ঞানের দ্বারাই দর্শনলাভের যোগ্য। ২

তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন শরীর রহিত হইয়াও সমস্ত শরীরেই বাস করেন এবং সেই সব শরীরে থাকিয়াও তিনি কোনও কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হন্ না। ৩

তিনি আমার, তোমার ও অন্য যে সব দেহধারী সংজ্ঞাবিশিষ্ট জীব আছে, তাহাদের সকলের অন্তরাত্মা। সকলের সাক্ষী সেই পুরুষোত্তম শ্রীহরি কোথাও কাহারও দ্বারা গ্রহণযোগ্য হন্ না। ৪

সম্পূর্ণ বিশ্বই তাঁহার মস্তক, বাহু, পদ, নেত্র ও নাসিকা। সেই স্বচ্ছন্দবিহারী একমাত্র পুরুষোত্তম সমস্ত ক্ষেত্রেই (দেহেই) সুখের সহিত বিচরণ করেন। ৫

সেই যোগাত্মা শ্রীহরি ক্ষেত্রসংজ্ঞক সমস্ত শরীর ও শুভাশুভ কর্ম্মরূপ তাহাদের কারণকেও জানেন, এইজন্য তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন। ৬

সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে কেহই ইহা জানিতে পারে না যে, তিনি কিভাবে শরীরে আসেন এবং কিভাবে চলিয়া যান? আমি ক্রমশঃ সাংখ্য ও যোগের বিধির দ্বারা তাঁহার গতির চিন্তা করি; কিন্তু সেই উৎকৃষ্ট গতিকে বুঝিতে পারি নাই। তথাপি আমার যেরূপ অনুভব হইয়াছে, তদনুসারে সেই সনাতন পুরুষের বর্ণনা করিতেছি। ৭-৮

তাঁহার একত্বও আছে, আবার মহত্ত্বও আছে, সেইজন্যই তিনি একমাত্র পুরুষ বলিয়া অভিহিত হন। এক সনাতন শ্রীহরিই মহাপুরুষ নাম ধারণ করেন। ৯

একো হুতাশো বহুধা সমিধ্যতে
একঃ সূর্য্যস্তপসো যোনিরেকা ।
একো বায়ুর্ব্বহুধা বাতি লোকে
মহোদধিশ্চাম্ভসাং যোনিরেকঃ
পুরুষশ্চৈকো নির্গুণো বিশ্বরূপ-
স্তং নির্গুণং পুরুষঞ্চাবিশন্তি ॥১০

হিত্বা গুণময়ং সর্বং কর্ম হিত্বা শুভাশুভম্ ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা এবং ভবতি নির্গুণঃ ॥১১

অচিন্ত্যং চাপি তং জ্ঞাত্বা ভাবসূক্ষ্মং চতুষ্টয়ম ।
বিচরেদ্ যোঽসমুন্নদ্ধঃ স গচ্ছেৎ পুরুষং শুভম্ ॥ ১২

এবং হি পরমাত্মানং কেচিদিচ্ছন্তি পণ্ডিতাঃ ।
একাত্মানং তথাঽঽত্মানমপরে জ্ঞানচিন্তকাঃ ॥ ১৩

তত্র যঃ পরমাত্মা হি স নিত্যং নির্গুণঃ স্মৃতঃ ।
স হি নারায়ণো জ্ঞেয়ঃ সর্বাত্মা পুরুষো হি সঃ ॥ ১৪

ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ।
কর্মাত্মা ত্বপরো যোঽসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে ॥১৫

স সপ্তদশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে চ সঃ ।
এবং বহুবিধঃ প্রোক্তঃ পুরুষস্তে যথাক্রমম্ ॥ ১৬

যৎ তৎ কৃৎস্নং লোকতন্ত্রস্য ধাম
বেদ্যং পরং বোধনীয়ং স বোদ্ধা ।
মন্তা মন্তব্যং প্রাশিতা প্রাশনীয়ং
ঘ্রাতা ঘ্রেয়ং স্পর্শিতা স্পর্শনীয়ম্ ॥ ১৭

দ্রষ্টা দ্রষ্টব্যং শ্রাবিতা শ্রাবণীয়ং
জ্ঞাতা জ্ঞেয়ং সগুণং নির্গুণঞ্চ ।
যদ্ বৈ প্রোক্তং তাত সম্যক্ প্রধানং
নিত্যং চৈতচ্ছাশ্বতং চাব্যয়ঞ্চ ॥ ১৮

অগ্নি একই; কিন্তু সেই অগ্নি অনেকরূপে প্রজ্বলিত ও প্রকাশিত হয়। এক-ই সূর্য্য সমগ্র জগতে তাপদান করে এবং উহাকে প্রকাশিত করে। তপ অনেক প্রকারের আছে, কিন্তু উহার মূল একই। একই বায়ু এই জগতে বিবিধরূপে প্রবাহিত হয় এবং সমস্ত জলের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান সমুদ্রও এক-ই। সেইরূপ এই নির্গুণ বিশ্বরূপ পুরুষও এক-ই। এই নির্গুণ পুরুষেই সকলের লয় হয়। ১০

দেহ, ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত গুণময় পদার্থসমূহের মমতা পরিত্যাগ করিয়া শুভাশুভ কর্ম ত্যাগ করত এবং সত্য ও মিথ্যা উভয়ই পরিহার করিয়া কোনও সাধক নির্গুণ হইতে পারেন। ১১

যিনি চারিপ্রকার সূক্ষ্ম ভাবযুক্ত সেই নির্গুণ পুরুষকে অচিন্তনীয় জানিয়া অহঙ্কারশূন্ত হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই কল্যাণময় পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। ১২

এইরূপ কত বিদ্বান্ (নিজ হইতে ভিন্ন) পরমাত্মাকে লাভ করিতে বাসনা করেন। কত বিদ্বান্ নিজ হইতে অভিন্ন পরমাত্মা —একাত্মাকে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করেন এবং অপর বিচার-পরায়ণ বিদ্বান্‌গণ কেবল আত্মাকেই জানিতে ও লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। ১৩

ইহার মধ্যে যিনি পরমাত্মা, তিনিই নিত্য নির্গুণ বলিয়া কথিত হন। তাঁহাকেই নারায়ণ নামে জানিতে হইবে। ইনিই সর্ব্বাত্মা পুরুষ ॥১৪

যেরূপ পদ্মের পত্র জলের মধ্যে থাকিয়াও উহাতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ পরমাত্মা কর্মফলের দ্বারা লিপ্ত হন না। কিন্তু যিনি কর্মের কর্ত্তা এবং বন্ধন ও মোক্ষের সহিত নিজের সম্বন্ধযুক্ত করেন, সেই জীবাত্মা তাঁহা হইতে ভিন্ন। ১৫

তাঁহার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, মন ও বুদ্ধি —এই সপ্তদশ তত্ত্বের রাশিভূত সূক্ষ্ম শরীরের সহিত সংযোগ হয়। ইনিই কর্মভেদে দেব, তির্য্যক্ আদি ভাবসমূহ প্রাপ্ত হওয়ায় বহুবিধ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এইভাবে তোমাকে ক্রমশঃ পুরুষের একত্ব ও অনেকত্বের কথা বলা হইল ॥১৬

যিনি লোকতন্ত্রের সম্পূর্ণ ধাম বা প্রকাশক, সেই পরম পুরুষই বেদনীয় (জানিবার যোগ্য) পরম তত্ত্ব। তিনি জ্ঞাতা ও তিনিই জ্ঞাতব্য। তিনিই মননকারী ও মননীয় বস্তু। তিনিই ভোক্তা ও ভোজ্য পদার্থ। তিনিই আঘ্রাণকারী ও আঘ্রেয় বস্তু এবং তিনিই স্পর্শকারী ও স্পর্শযোগ্য বস্তু ॥ ১৭

তিনিই দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য। তিনিই শ্রোতা ও শ্রোতব্য। তিনিই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু এবং তিনিই সগুণ ও নির্গুণ। তাত! যাঁহাকে সম্যক্ প্রধান তত্ত্ব বলা হয়, তিনিই এই পুরুষ এবং তিনিই নিত্য সনাতন ও অবিনাশী তত্ত্ব। ১৮

যদ্ বৈ সূতে ধাতুরাদ্যং বিধানং
তদ্ বৈ বিপ্রাঃ প্রবদন্তেঽনিরুদ্ধম্।
যদ্ বৈ লোকে বৈদিকং কর্ম সাধু
আশীর্যুক্তং তদ্ধি তস্যৈব ভাব্যম্ ॥১৯
দেবাঃ সর্বে মুনয়ঃ সাধু শান্তা-
স্তং প্রাগ্বংশে যজ্ঞভাগৈর্যজন্তে।
অহং ব্রহ্মা আদ্য ঈশঃ প্রজানাং
তস্মাজ্জাতস্ত্বঞ্চ মত্তঃ প্রসূতঃ ॥ ২০
মত্তো জগজ্জঙ্গমং স্থাবরঞ্চ
সর্বে বেদাঃ সরহস্যা হি পুত্র ॥ ২১
চতুর্বিভক্তঃ পুরুষঃ স ক্রীড়তি যথেচ্ছতি।
এবং স ভগবান্ স্বেন জ্ঞানেন প্রতিবোধিতঃ ॥ ২২
এতত্তে কথিতং পুত্র যথাবদনুপৃচ্ছতঃ
সাংখ্যজ্ঞানে তথা যোগে যথাবদনুবর্ণিতম্ ॥ ২৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি নারায়ণীয়ে সমাপ্তৌ
একপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫১

তিনি বিধাতা আমার আদি বিধান (উৎপাদন) করিয়া থাকেন। বিদ্বান্ মানুষ তাঁহাকেই অনিরুদ্ধ বলেন। জগতে সকার ভাবে যে বৈদিক সৎকর্ম করা হইয়া থাকে, তাহা এই অনিরুদ্ধ পুরুষের প্রসন্নতারই জন্য—এরূপ চিন্তা করা কর্তব্য। ১৯

সমস্ত দেবতা এবং শান্তস্বভাব মুনিগণ যজ্ঞশালায় যজ্ঞভাগসমূহের দ্বারা ইঁহারই পূজা করেন। আমি প্রজাগণের আদি ঈশ্বর ব্রহ্মা সেই পরম পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি এবং আমা হইতেই তোমার উৎপত্তি হইয়াছে। ২০

পুত্র! আমা হইতেই এই চরাচর জগৎ ও রহস্যসহ সম্পূর্ণ বেদ উদ্ভূত হইয়াছে। ২১

বাসুদেবাদি চার ব্যূহে বিভক্ত সেই পুরুষই যেরূপ ইচ্ছা হয়, সেইরূপে ক্রীড়া করেন। এইভাবে সেই ভগবান্ নিজেরই জ্ঞানের দ্বারা জাত হইয়া থাকেন। ২২

পুত্র! তোমার প্রশ্নানুসারে আমি যথাযথভাবে এই সব কথা বলিলাম। সাংখ্য ও যোগে এই বিষয় যথার্থরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ২৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে নারায়ণের মহিমার উপসংহার-বিষয়ক একপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নারদেন বাসবায়োঞ্ছবৃত্তি-ব্রাহ্মণস্য বৃত্তান্তং শ্রাবয়িতুমুপক্রমঃ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
ধর্মাঃ পিতামহেনোক্তা মোক্ষধর্মাশ্রিতাঃ শুভাঃ।
ধর্মমাশ্রমিণাং শ্রেষ্ঠং বক্তুমর্হতি মে ভবান্ ॥ ১
ভীষ্ম উবাচ।
সর্বত্র বিহিতো ধর্মঃ স্বর্গ্যঃ সত্যফলং মহৎ।
বহুদ্বারস্য ধর্মস্য নেহাস্তি বিফলা ক্রিয়া ॥ ২
যস্মিন্ যস্মিংশ্চ বিষয়ে যো যো যাতি বিনিশ্চয়ম্।
স তমেবাভিজানাতি নান্যং ভরতসত্তম ॥ ৩
ইমাঞ্চ ত্বং নরব্যাঘ্র শ্রোতুমর্হসি মে কথাম্।
পুরা শক্রশ্চ কথিতাং নারদেন মহর্ষিণা ॥৪

দ্বিপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[নারদ কর্তৃক ইন্দ্রকে উঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণের কথা শুনাইবার উপক্রম।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনি যে সব কল্যাণময় মোক্ষধর্মসম্বন্ধী ধর্ম বর্ণনা করিলেন, আমি সে সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি। এখন আপনি আশ্রমধর্মপালনকারী মনুষ্যগণের পক্ষে যাহা সর্বাপেক্ষা উত্তম ধর্ম, তাহার উপদেশ করুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! সকল আশ্রমেই স্বধর্মের বিধান আছে, সকলেরই মধ্যে স্বর্গের ও মহান্ সত্যফল মোক্ষেরও সাধন আছে। ধর্মের তপ, যজ্ঞ, দানাদি বহু দ্বার (উপায়) আছে; অতএব এই জগতে ধর্মের কোনও ক্রিয়াই নিষ্ফল হয় না। ২

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে যে মানুষ যে যে বিষয়—স্বর্গ বা মোক্ষের জন্য সাধন করত উহাতে সুনিশ্চিত সফলতা লাভ করে, সেই সাধন বা ধর্মকে সে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই মনে করে, অন্য কাহাকেও নহে। ৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ! এ বিষয়ে আমি তোমাকে একটি কথা শুনাইব, উহা শ্রবণ কর। পুরাকালে মহর্ষি নারদ এই কথা বলিয়াছিলেন। ৪

মহর্ষির্নারদো রাজন্ সিদ্ধস্ত্রৈলোক্যসম্মতঃ।
পর্য্যেতি ক্রমশো লোকান্ বায়ুরব্যাহতো যথা ॥ ৫

স কদাচিন্মহেষ্বাস দেবরাজালয়ং গতঃ।
সংকৃতশ্চ মহেন্দ্রেণ প্রত্যাসন্নগতোঽভবৎ ॥ ৬

তং কৃতক্ষণমাসীনং পর্য্যপৃচ্ছচ্ছচীপতিঃ।
মহর্ষে কিঞ্চিদাশ্চর্য্যমস্তি দৃষ্টং ত্বয়ানঘ ॥ ৭

যদা ত্বমপি বিপ্রর্ষে ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
জাতকৌতূহলো নিত্যং সিদ্ধশ্চরসি সাক্ষিবৎ ॥ ৮

ন হ্যস্ত্যবিদিতং লোকে দেবর্ষে তব কিঞ্চন।
শ্রুতং বাপ্যনুভূতং বা দৃষ্টং বা কথয়স্ব মে ॥ ৯

তস্মৈ রাজন্ সুরেন্দ্রায় নারদো বদতাং বরঃ।
আসীনায়োপপন্নায় প্রোক্তবান্ বিপুলাং কথাম্ ॥ ১০

যথা যেন চ কল্পেন স তস্মৈ দ্বিজসত্তমঃ।
কথাং কথিতবান্ পৃষ্টস্তথা ত্বমপি মে শৃণু ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্মপর্ব্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে
দ্বিপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫২

রাজন্! মহর্ষি নারদ তিন লোকের দ্বারা সম্মানিত সিদ্ধ পুরুষ। বায়ুর ন্যায় তাঁহার সর্ব্বত্র অবাধ গতি আছে। তিনি ক্রমশঃ সকল লোকেই পরিভ্রমণ করেন। ৫

মহাধনুর্দ্ধর নৃপ! এক সময় সেই নারদ দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে গমন করেন। ইন্দ্র তাঁহাকে নিজের নিকটে বসাইয়া অতিশয় আদর সৎকার করিলেন। ৬

যখন নারদ অল্পক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করিলেন, তখন শচীপতি ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—নিষ্পাপ মহর্ষে! এখানে কি আপনি কোন আশ্চর্য্যজনক ঘটনা দেখাইয়াছেন? ৭

ব্রহ্মর্ষে! আপনি সিদ্ধ পুরুষ এবং কৌতূহলবশতঃ চরাচর প্রাণিগণে যুক্ত তিন লোকে সর্ব্বদা সাক্ষীর ন্যায় বিচরণ করেন। ৮

দেবর্ষে! জগতে এরূপ কোন বিষয় নাই, যাহা আপনি জানেন না। যদি আপনি কোন অদ্ভুত বিষয় দেখিয়া থাকেন, শুনিয়া থাকেন অথবা অনুভব করিয়া থাকেন, তবে উহা আমাকে বলুন। ৯

রাজন্! তিনি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদ নিজের নিকটে উপবিষ্ট সুরেন্দ্রকে এক বিস্তৃত কথা বলিলেন। ১০

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলে পর নারদ তাঁহাকে যেরূপ ও যে রীতিতে সেই কথা বলিয়াছিলেন, সেইরূপেই আমিও তোমাকে বলিব। তুমিও আমার কথিত সেই বিষয় একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ১১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মহাপদ্মপুরে কস্যচিৎ শ্রেষ্ঠস্য ব্রাহ্মণস্য সদাচারবর্ণনম্, তস্য গৃহে অতিথেরাগমনকথনঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

আসীৎ কিল নরশ্রেষ্ঠ মহাপদ্মে পুরোত্তমে।
গঙ্গায়া দক্ষিণে তীরে কশ্চিদ্ বিপ্রঃ সমাহিতঃ ॥ ১

সৌম্যঃ সোমান্বয়ে বেদে গতাধ্বা ছিন্নসংশয়ঃ।
ধর্মনিত্যো জিতক্রোধো নিত্যতৃপ্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২

তপঃস্বাধ্যায়নিরতঃ সত্যঃ সজ্জনসম্মতঃ।
ন্যায়প্রাপ্তেন বিত্তেন স্বেন শীলেন চান্বিতঃ ॥ ৩

জ্ঞাতিসম্বন্ধিবিপুলে সখ্যাদাশ্রয়সন্মিতে।
কুলে মহতি বিখ্যাতে বিশিষ্টাং বৃত্তিমাস্থিতঃ ॥ ৪

স পুত্রান্ বহুলান্ দৃষ্ট্বা বিপুলে কর্মণি স্থিতঃ।
কুলধর্মাশ্রিতো রাজন্ ধর্মচর্য্যাস্থিতোঽভবৎ ॥ ৫

ততঃ স ধর্মং বেদোক্তং তথা শাস্ত্রোক্তমেব চ।
শিষ্টাচীর্ণঞ্চ ধর্মঞ্চ ত্রিবিধং চিন্ত্য চেতসা ॥ ৬

কিন্নু মে স্যাচ্ছুভং কৃত্বা কিং কৃতং কিং পরায়ণম্।
ইত্যেবং খিদ্যতে নিত্যং ন চ যাতি বিনিশ্চয়ম্ ॥ ৭

তস্যৈব খিদ্যমানস্য ধর্মং পরমমাস্থিতঃ।
কদাচিদতিথিঃ প্রাপ্তো ব্রাহ্মণঃ সুসমাহিতঃ ॥ ৮

স তস্মৈ সৎক্রিয়াং চক্রে ক্রিয়াযুক্তেন হেতুনা।
বিশ্রান্তং সুসমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্মপর্ব্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে ত্রিপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৩

ত্রিপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[মহাপদ্মপুরে এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সদাচার বর্ণন এবং তাঁহার গৃহে অতিথির আগমন কথন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! (নারদ যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ—) গঙ্গার দক্ষিণ তীরে মহাপদ্ম নামে কোন এক নগর আছে। সেখানে এক ব্রাহ্মণ বাস করেন। তিনি একাগ্রচিত্ত ও সৌম্যস্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাঁহার জন্ম চন্দ্রের কুলে—অত্রিগোত্রে হইয়াছিল। বেদে তাঁহার উত্তম গতি ছিল এবং তাঁহার মনে কোনও সংশয় ছিল না। তিনি সদা ধর্মপরায়ণ, ক্রোধহীন, নিত্য সন্তুষ্ট, জিতেন্দ্রিয়, তপ ও স্বাধ্যায়ে নিরত, সত্যবাদী এবং সৎপুরুষগণের সম্মানের পাত্র ছিলেন। তিনি ন্যায়োপার্জিত ধনসম্পন্ন ও ব্রাহ্মণোচিত স্বভাববিশিষ্ট ছিলেন ।১-৩

তাঁহার কুলে জ্ঞাতি ও সম্বন্ধিগণের সংখ্যা অধিক ছিল। তাঁহারা সকলেই সত্ত্বপ্রধান সদ্গুণসমূহের আশ্রয় অবলম্বন করত শ্রেষ্ঠ জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। সেই মহৎ ও বিখ্যাত কুলে বাস করিয়া তিনি উত্তম জীবননির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন ।৪

রাজন্! তিনি দেখিলেন যে, আমার বহু পুত্র জন্মিয়াছে, তখন তিনি লৌকিক কার্য্য হইতে বিরক্ত হইয়া মহৎ কর্মে নিরত হইলেন এবং কুলধর্ম অবলম্বন করিয়া ধর্মাচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫

তদনন্তর তিনি বেদোক্ত ধর্ম, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম ও শিষ্ট পুরুষগণের দ্বারা আচরিত ধর্ম—এই তিন প্রকারের ধর্মকে মনে মনে বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬

কি করিলে আমার কল্যাণ হইবে? আমার কি কর্তব্য এবং কি আমার পরম আশ্রয়? এইরূপ তিনি সর্ব্বদা চিন্তা করিতে করিতে বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন; কিন্তু তিনি কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। ৭

একদিন যখন তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অতিশয় কষ্ট পাইতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার গৃহে এক পরম ধর্মাত্মা ও একাগ্রচিত্ত ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৮

ব্রাহ্মণ সেই অতিথিকে ক্রিয়াযুক্ত হেতুর দ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে আদর-সৎকার করিলেন এবং যখন তিনি সুখের সহিত বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। তখন তাঁহাকে ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলেন। ৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অতিথিনা স্বর্গস্য বিভিন্নমার্গাণাং বর্ণনম্।]

ব্রাহ্মণ উবাচ।

সমুৎপন্নাভিধানোঽস্মি বাঙ্মাধুর্য্যেণ তেঽনঘ
মিত্রত্বমভিপন্নস্ত্বাং কিঞ্চিদ্ বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ১
গৃহস্থধর্ম্মং বিপ্রেন্দ্র কৃত্বা পুত্রগতং ত্বহম্।
ধর্ম্মং পরমকং কুর্য্যাং কো হি মার্গো ভবেদ্ দ্বিজ ॥ ২
অহমাত্মানমাস্থায় এক এবাত্মনি স্থিতিম্।
কর্ত্তুং কাঙ্ক্ষামি নেচ্ছামি বদ্ধঃ সাধারণৈর্গুণৈঃ ॥ ৩
যাবদেতদতীতং মে বয়ঃ পুত্রফলাশ্রিতম্।
তাবদিচ্ছামি পাথেয়মাদাতুং পারলৌকিকম্ ॥ ৪
অস্মিন্ হি লোকসম্ভারে পরং পারমভীপ্সতঃ।
উৎপন্না মে মতিরিয়ং কুতো ধর্ম্মময়ঃ প্লবঃ ॥ ৫
সংযুজ্যমানানি নিশম্য লোকে
নির্য্যাত্যমানানি চ সাত্ত্বিকানি।
দৃষ্ট্বা তু ধর্ম্মধ্বজকেতুমালাং
প্রকীর্য্যমাণামুপরি প্রজানাম্ ॥ ৬
ন মে মনো রজ্যতি ভোগকালে
দৃষ্ট্বা যতীন্ প্রার্থয়তঃ পরত্র।
তেনাতিথে বুদ্ধিবলাশ্রয়েণ
ধর্ম্মেণ ধর্ম্মে বিনিযুঙ্‌ক্ষ্ব মাং ত্বম্ ॥ ৭
সোঽতিথির্বচনং তস্য শ্রুত্বা ধর্ম্মাভিভাষিণঃ।
প্রোবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণং প্রাজ্ঞো মধুরয়া গিরা ॥ ৮

অতিথিরুবাচ।

অহমপ্যত্র মুহ্যামি মমাপ্যেষ মনোরথঃ।
ন চ সংনিশ্চয়ং যামি বহুদ্বারে ত্রিবিষ্টপে ॥ ৯
কেচিন্মোক্ষং প্রশংসন্তি কেচিদ্ যজ্ঞফলং দ্বিজাঃ।
বানপ্রস্থাশ্রয়াঃ কেচিদ্ গার্হস্থ্যং কেচিদাশ্রিতাঃ ॥ ১০

চতুঃপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[অতিথি কর্ত্তৃক স্বর্গের বিভিন্ন মার্গসমূহের বর্ণন।]

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—নিষ্পাপ বিপ্র! আপনার মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি আপনার সহিত স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। আপনার প্রতি আমার মিত্রভাব উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব আমি আপনাকে কিছু কথা বলিব, আপনি আমার সেই সব কথা শ্রবণ করুন ॥ ১

বিপ্রেন্দ্র! আমি গৃহস্থধর্ম্মকে নিজের পুত্রের অধীনস্থ করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম পালন করিবার বাসনা করিয়াছি। ব্রহ্মন্! বলুন, আমার পক্ষে কোন্ মার্গ কল্যাণকর হইবে? ২

কখনও আমার এই ইচ্ছা হয় যে, আমি একাকীই বাস করিব এবং আত্মাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাতেই অবস্থান করিব। কিন্তু আমি তুচ্ছ বিষয়সমূহে আবদ্ধ থাকায় সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিতেছি না ॥ ৩

আজ পর্য্যন্ত আমার বয়স পুত্রের দ্বারা সুখভোগ ফলের লাভের জন্য অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এখন এরূপ ধর্ম্মময় ধন সংগ্রহ করিতে বাসনা করিতেছি, যাহা পরলোকের পথে পাথেয় হইবে ॥ ৪

এই সংসারসাগর হইতে পার হইয়া যাইবার আমার বাসনা জাগিয়াছে, অতএব আমার মনে এই জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, আমি ধর্ম্মময়ী নৌকা কোথা হইতে লাভ করিব? ৫

যখন আমি শুনি যে, সংসারে বিষয়সমূহের সম্পর্কে আসিয়া সাত্ত্বিক পুরুষগণও নানাবিধ যাতনা ভোগ করেন এবং যখন দেখি যে, সমস্ত প্রজাগণের উপর যমরাজের ধ্বজা উড়িতে থাকে, তখন এই ভোগকালে ভোগসমূহ প্রাপ্ত হইলেও উহা ভোগ করিবার রুচি আর আমার মনে হয় না। যখন সন্ন্যাসিগণকেও অপরের দ্বারে অন্ন-বস্ত্রের ভিক্ষা করিতে দেখি, তখন সেই সন্ন্যাসধর্ম্মেও আমার মন আসক্ত হইতেছে না। অতিথিদেব! অতএব আপনি আপনারই বুদ্ধিবলে এখন আমাকে ধর্ম্মোপদেশের দ্বারা (কোন এক শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মে নিযুক্ত করুন ॥ ৬-৭

ধর্ম্মযুক্ত বাক্যভাষী সেই ব্রাহ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া সেই বিদ্বান্ অতিথি মধুর বাক্যে এই উত্তম কথা বলিলেন ॥ ৮

অতিথি বলিলেন,—বিপ্রবর! আমারও এইরূপই মনোরথ। আমিও আপনারই ন্যায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অভিলাষী; কিন্তু আমারও এ বিষয়ে মোহ উপস্থিত হইয়াছে। স্বর্গের অনেক দ্বার (সাধন), অতএব কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব? ইহার কোনও নিশ্চয় আমি করিতে পারিতেছি না? ৯

বহু দ্বিজ মোক্ষের প্রশংসা করেন, আবার কেহ যজ্ঞফলের প্রশংসা করেন। কেহ বানপ্রস্থধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কেহ আবার গার্হস্থ্যধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ১০

রাজধর্মাশ্রয়ং কেচিৎ কেচিদাত্মফলাশ্রয়ম্।
গুরুধর্মাশ্রয়ং কেচিৎ কেচিদ্ বাক্‌সংযমাশ্রয়ম্ ॥ ১১
মাতরং পিতরং কেচিচ্ছুশ্রূষন্তো দিবং গতাঃ।
অহিংসয়া পরে স্বর্গং সত্যেন চ তথা পরে ॥ ১২
আহবেঽভিমুখাঃ কেচিন্নিহতাস্ত্রিদিবং গতাঃ।
কেচিদুঞ্ছব্রতৈঃ সিদ্ধাঃ স্বর্গমার্গং সমাশ্রিতাঃ ॥ ১৩
কেচিদধ্যয়নে যুক্তা বেদব্রতপরাঃ শুভাঃ।
বুদ্ধিমন্তো গতাঃ স্বর্গং তুষ্টাত্মানো জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১৪
আর্জবেনাপরে যুক্তা নিহতানার্জবৈর্জনৈঃ।
ঋজবো নাকপৃষ্ঠে বৈ শুদ্ধাত্মানঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৫
এবং বহুবিধৈর্লোকৈর্ধর্মদ্বারৈরনাবৃতৈঃ।
মমাপি মতিরাবিগ্না মেঘলেখেব বায়ুনা ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে চতুঃপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৪

কেহ রাজধর্ম, কেহ আত্মজ্ঞান, কেহ গুরুশুশ্রূষা এবং কেহ আবার মৌনব্রত অবলম্বন করেন। ১১

বহু মানুষ মাতা-পিতার সেবা করতই স্বর্গে গমন করেন। কেহ আবার অহিংসার দ্বারা এবং কেহ সত্যের দ্বারাই স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন ॥ ১২

বহু বীরপুরুষ যুদ্ধে শত্রুগণের সম্মুখীন হইয়া মৃত্যুবরণ করত স্বর্গলোকে উপনীত হন। বহু মানুষ উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা সিদ্ধিলাভ করত স্বর্গগামী হন। ১৩

কিছু বুদ্ধিমান্ পুরুষ সন্তুষ্টচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বেদোক্ত ব্রত পালন এবং স্বাধ্যায় করিতে করিতে কল্যাণভাগী হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন।১৪

বহু সরল ও শুদ্ধাত্মা পুরুষ সরলতার দ্বারা যুক্ত হইয়া কুটিল মনুষ্যগণের দ্বারা নিহত হইয়াছেন এবং স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।১৫

এইভাবে জগতে ধর্মের বিবিধ ও বহু দ্বার উন্মুক্ত আছে; কিন্তু সেই সবের দ্বারাও আমার মন সেইরূপ উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, যেরূপ বায়ুর দ্বারা মেঘমণ্ডল ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। ১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

[অতিথিনা নাগরাজ-পদ্মনাভস্য সদাচারাণাং সদ্‌গুণানাঞ্চবর্ণনম্, তৎসমীপে গমনায় ব্রাহ্মণায় প্রেরণাদানঞ্চ]

অতিথিরুবাচ।

উপদেশং তু তে বিপ্র করিষ্যেঽহং যথাক্রমম্
গুরুণা মে যথাখ্যাতমর্থতত্ত্বং তু মে শৃণু ॥ ১
যত্র পূর্বাভিসর্গে বৈ ধর্মচক্রং প্রবর্তিতম্।
নৈমিষে গোমতীতীরে তত্র নাগাহ্বয়ং পুরম্।
সমগ্রৈস্ত্রিদশৈস্তত্র ইষ্টমাসীদ্ দ্বিজর্ষভ।
যত্রেন্দ্রাতিক্রমং চক্রে মান্ধাতা রাজসত্তমঃ ॥ ৩
কৃতাধিবাসো ধর্মাত্মা তত্র চক্ষুঃশ্রবা মহান্।
পদ্মনাভো মহানাগঃ পদ্ম ইত্যেব বিশ্রুতঃ ॥ ৪

পঞ্চপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[অতিথি কর্তৃক নাগরাজ পদ্মনাভের সদাচার ও সদ্‌গুণসমূহের বর্ণনা এবং উঁহার নিকট যাইবার জন্য ব্রাহ্মণকে প্রেরণাদান।]

অতিথি বলিলেন,—বিপ্রবর! আমার গুরু এ বিষয়ে যে অর্থপূর্ণ তত্ত্বকথা বলিয়াছিলেন, তাহাই আমি তোমাকে এখন ক্রমশঃ উপদেশ করিব। তুমি আমার সেই কথা শ্রবণ কর। ১

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পুরাকালে যে স্থানে প্রজাপতি ধর্মচক্র প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, সমস্ত দেবতাগণ যে স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং যেখানে রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মান্ধাতা যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন, সেই নৈমিষারণ্যে গোমতী নদীর তীরে নাগপুর নামে এক নগর আছে। ২-৩

সে স্থানে এক ধর্মাত্মা সর্প নিবাস করেন। সেই মহানাগের নাম পদ্মনাভ; কিন্তু পদ্মনামেই তাঁহার প্রসিদ্ধি আছে।৪

স বাচা কর্ম্মণা চৈব মানসা চ দ্বিজর্ষভ ।
প্রসাদয়তি ভূতানি ত্রিবিধে বর্ত্মনি স্থিতঃ ॥ ৫
সাম্না ভেদেন দানেন দণ্ডেনেতি চতুর্বিধম্ ।
বিষমস্থং সমস্থঞ্চ চক্ষুর্ধ্যানেন রক্ষতি ॥ ৬
তমভিক্রম্য বিধিনা প্রষ্টুমর্হসি কাঙ্ক্ষিতম্ ।
স তে পরমকং ধর্ম্মং ন মিথ্যা দর্শয়িষ্যতি ॥ ৭
স হি সর্বাতিথির্নাগো বুদ্ধিশাস্ত্রবিশারদঃ ।
গুণৈরনুপমৈর্যুক্তঃ সমস্তৈরাভিকামিকৈঃ ॥ ৮
প্রকৃত্যা নিত্যসলিলো নিত্যমধ্যয়নে রতঃ ।
তপোদমাভ্যাং সংযুক্তো বৃত্তেনানবরেণ চ ॥ ৯
যজ্বা দানপতিঃ ক্ষান্তো বৃত্তে চ পরমে স্থিতঃ ।
সত্যবাগনসূয়শ্চ শীলবান্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১০
শেষান্নভোক্তা বচনানুকূলো
হিতার্জবোৎকৃষ্টকৃতাকৃতজ্ঞঃ ।
অবৈরকৃদ্ ভূতহিতে নিযুক্তো
গঙ্গাহ্রদাম্ভোঽভিজনোপপন্নঃ ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্মপর্ব্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে
পঞ্চপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ৩৫৫

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পদ্ম মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা কর্ম্ম উপাসনা এবং জ্ঞান – এই তিনটি পথ আশ্রয় করিয়া সমস্ত ভূতগণকে প্রসন্ন করিতেছেন ॥ ৫

তিনি বিষমতাপূর্ণ আচরণকারী মানুষকে সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ নীতির দ্বারা সৎপথে আনয়ন করেন, সমদর্শী ব্যক্তিগণকে রক্ষা করেন এবং নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে বিচারের দ্বারা কুপথ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৬

তুমি তাঁহার নিকট যাইয়া বিধি অনুসারে নিজের মনোবাঞ্ছিত প্রশ্ন কর। তিনি তোমাকে সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম দর্শন করাইবেন; মিথ্যা ধর্ম্মের উপদেশ করিবেন না ॥ ৭

সেই নাগ অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তিনি সকলের অতিথিসৎকার করেন এবং সমস্ত অনুপম ও বাঞ্ছনীয় সদ্গুণসম্পন্ন ॥ ৮

স্বভাব তাঁহার জলের সমান উদার। তিনি সর্ব্বদা স্বাধ্যায়ে নিরত থাকেন। তিনি তপস্বী, ইন্দ্রিয়সংযমপরায়ণ ও উত্তম আচার বিচারসম্পন্ন ॥ ৯

তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানকারী, দানপতি, ক্ষমাশীল, শ্রেষ্ঠ সদাচার-সম্পন্ন, সত্যবাদী, দোষদৃষ্টিরহিত, শীলবান্ ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ॥ ১০

তিনি যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, অনুকূল বাক্য বলেন, হিত ও সরলভাব থাকেন। উৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য জানেন, কাহারও সহিত শত্রুতা করেন না। সমস্ত প্রাণিগণের হিতে নিরত থাকেন এবং তিনি গঙ্গার ন্যায় পবিত্র ও নির্ম্মল কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন ॥ ১১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[অতিথিবাক্যেন সন্তুষ্টস্য নাগরাজগৃহাভিমুখং প্রস্থানম্ ।]

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

অতিভারোঽদ্য তস্যেব ভারাবতরণং মহৎ
পরাশ্বাসকরং বাক্যমিদং মে ভবতঃ শ্রুতম্ ॥ ১

অধ্বক্লান্তস্য শয়নং স্থানক্লান্তস্য চাসনম্ ।
তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধার্তস্য চ ভোজনম্ ॥ ২

ঈপ্সিতস্যেব সম্প্রাপ্তিরন্নস্য সময়েঽতিথেঃ ।
এষিতস্যাত্মনঃ কালে বৃদ্ধস্যেব সুতো যথা ॥ ৩

মনসা চিন্তিতস্যেব প্রীতিস্নিগ্ধস্য দর্শনম্ ।
প্রহ্লাদয়তি মাং বাক্যং ভবতা যদুদীরিতম্ ॥ ৪

দত্তচক্ষুরিবাকাশে পশ্যামি বিমৃশামি চ
প্রজ্ঞানবচনাত্তোঽয়মুপদেশো হি মে কৃতঃ ॥ ৫

বাঢ়মেবং করিষ্যামি যথা মে ভাষতে ভবান্ ।
ইমাং হি রজনীং সাধো নিবসস্ব ময়া সহ ॥ ৬

প্রভাতে যাস্যতি ভবান্ পর্য্যাশ্বস্তঃ সুখোষিতঃ ।
অসৌ হি ভগবান্ সূর্য্যো মন্দরশ্মিরবাঙ্‌মুখঃ ॥ ৭

ভীষ্ম উবাচ ।

ততঃ কৃতাতিথ্যঃ সোঽতিথিঃ শত্রুসূদন ।
উবাস কিল তাং রাত্রিং সহ তেন দ্বিজেন বৈ ॥ ৮

চতুর্থধর্মসংযুক্তং তয়োঃ কথয়তোস্তদা ।
ব্যতীতা সা নিশা কৃৎস্না সুখেন দিবসোপমা ॥ ৯

ততঃ প্রভাতসময়ে সোঽতিথিস্তেন পূজিতঃ
ব্রাহ্মণেন যথাশক্ত্যা স্বকার্য্যমভিকাঙ্ক্ষতা ॥ ১০

ততঃ স বিপ্রঃ কৃতকর্মনিশ্চয়ঃ
কৃতাভ্যনুজ্ঞঃ স্বজনেন ধর্মকৃৎ ।
যথোপদিষ্টং ভুজগেন্দ্রসংশ্রয়ং
জগাম কালে সুকৃতৈকনিশ্চয়ঃ ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে ষট্‌পঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৬

ষট্‌পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায় ।

[অতিথির কথায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণের নাগরাজের গৃহ অভিমুখে প্রস্থান ।]

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমার উপর অতিশয় ভার পতিত হইয়াছিল, আপনি আজ আমার সেই গুরুভার অবতরণ করিলেন। আপনার যে কথা আমি শ্রবণ করিলাম, উহা অপর ব্যক্তিগণেরও আশ্বাসদায়ক। ১

পথপরিশ্রান্ত ব্যক্তির নিকট শয্যা, একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ক্লান্ত মানুষের নিকট বসিবার আসন, পিপাসিত ব্যক্তির নিকট জল এবং ক্ষুধাপীড়িত মানুষের ভোজন লাভ হইলে যেরূপ সন্তোষ হইয়া থাকে, সেইরূপ সন্তোষ আমি আজ আপনার কথায় প্রাপ্ত হইলাম। ২

ভোজনের সময় মনোবাঞ্ছিত অন্ন প্রাপ্তি হইলে অতিথির, যথাসময়ে অভীষ্ট বস্তু লাভ হইলে নিজের মনের, পুত্রপ্রাপ্তি হইলে বৃদ্ধের এবং মনের দ্বারা যাহার চিন্তা করা হয়, সেই প্রেমী মিত্রের দর্শন হইলে মিত্রের যেরূপ আনন্দ হয়, আজ আপনি আমাকে যে কথা বলিলেন, তাহা আমাকে সেইরূপ আনন্দই দিতেছে। ৩-৪

আপনি অন্ধকে চক্ষুদানের ন্যায় আমাকে আজ এই উপদেশ দান করিলেন। আপনারই এই জ্ঞানময় বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই যেন ইহার ফল দেখিতেছি এবং এই ফল অবশ্যই হইবে বলিয়া বিচার করিতেছি। ৫

আপনি আমাকে যেরূপ উপদেশ দিলেন, আমি তাহা অবশ্যই পালন করিব। সাধো! এই ভগবান্ সূর্য্যদেব পশ্চিমমুখে অস্তাচলের দিকে গমন করিতেছেন, তাঁহার কিরণও মন্দ হইয়া গিয়াছে; অতএব আপনি এই রাত্রি আমার সহিত বাস করুন এবং সুখসহকারে বিশ্রাম করিয়া নিজের ক্লান্তি অপনোদন করুন। তারপর প্রাতঃকালে আপনি স্বীয় অভীষ্ট স্থানে গমন করিবেন। ৬-৭

ভীষ্ম বলিলেন—শত্রুসূদন! তদনন্তর সেই অতিথি সেই ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করত সেই রাত্রি সেখানে সেই ব্রাহ্মণেরই সহিত বাস করিলেন। ৮

মোক্ষধর্মসম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতে করিতে তাঁহারা উভয়ে সেই সম্পূর্ণ রাত্রি দিনেরই ন্যায় সুখের সহিত অতিবাহিত করিলেন। ৯

তারপর প্রভাত হইলে পর নিজের কার্য্যসিদ্ধিকামী সেই ব্রাহ্মণের দ্বারা যথাশক্তি সম্মানিত হইয়া সেই অতিথি চলিয়া যাইলেন। ১০

তদনন্তর সেই ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণ নিজের অভীষ্ট কার্য্য পূর্ণ করিবার নিশ্চয় করত স্বজনগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া অতিথি কর্তৃক কথিত বাক্যানুসারে যথাসময়ে নাগরাজের গৃহের দিকে গমন করিলেন। তিনি নিজের শুভকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তখন দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছিলেন। ১১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যান-বিষয়ক ষট্‌পঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

[নাগপত্ন্যা ব্রাহ্মণস্য সৎকারঃ, বার্ত্তালাপানন্তরং নাগরাজাগমনস্য প্রতীক্ষা চ ।]

ভীষ্ম উবাচ ।

স বনানি বিচিত্রাণি তীর্থানি চ সরাংসি চ ।
অভিগচ্ছন্ ক্রমেণ স্ম কঞ্চিন্মুনিমুপস্থিতঃ ॥ ১
তং স তেন যথোদ্দিষ্টং নাগং বিপ্রেণ ব্রাহ্মণঃ ।
পর্য্যপৃচ্ছদ্ যথান্যায়ং শ্রুত্বৈব চ জগাম সঃ ॥ ২
সোঽভিগম্য যথাখ্যাতং নাগায়তনমর্থবিৎ ।
প্রোক্তবানহমস্মীতি ভোঃশব্দালঙ্কৃতং বচঃ ॥ ৩
ততস্তস্য বচনং শ্রুত্বা রূপিণী ধর্ম্মবৎসলা ।
দর্শয়ামাস তং বিপ্রং নাগপত্নী পতিব্রতা ॥ ৪
সা তস্মৈ বিধিবৎ পূজাং চক্রে ধর্ম্মপরায়ণা ।
স্বাগতেনাগতং কৃত্বা কিং করোমীতি চাব্রবীৎ ॥৫

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

বিশ্রান্তোঽভ্যর্চিতশ্চাস্মি ভবত্যা শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভবতি দেবং নাগমনুত্তমম্ ॥ ৬
এতদ্ধি পরমং কার্য্যমেতন্মে পরমেপ্সিতম্ ।
অনেন চার্থেনাস্ম্যদ্য সম্প্রাপ্তঃ পন্নগাশ্রমম্ ॥ ৭

নাগভার্য্যোবাচ ।

আর্য্যঃ সূর্য্যরথং বোঢ়ুং গতোঽসৌ মাসচারিকঃ ।
সপ্তাষ্টভির্দিনৈর্বিপ্র দর্শয়িষ্যত্যসংশয়ম্ ॥ ৮
এতদ্বিদিতমার্য্যস্য বিবাসকরণং তব ।
ভর্ত্তুর্ভবতু কিং চান্যৎ ক্রিয়তাং তদ্ বদস্ব মে ॥ ৯

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

অনেন নিশ্চয়েনাহং সাধ্বি সম্প্রাপ্তবানিহ ।
প্রতীক্ষন্নাগমং দেবি বৎস্যাম্যস্মিন্ মহাবনে ॥ ১০
সম্প্রাপ্তস্যৈব চাব্যগ্রমাবেদ্যোঽহমিহাগতঃ ।
মমাভিগমনং প্রাপ্তো বাচ্যশ্চ বচনং ত্বয়া ॥ ১১

সপ্তপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

[নাগপত্নীর দ্বারা ব্রাহ্মণের সৎকার এবং বার্ত্তালাপের পর ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নাগরাজের আগমনের প্রতীক্ষা]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! সেই ব্রাহ্মণ ক্রমশঃ অনেক বিচিত্র বন, তীর্থ ও সরোবরসকল অতিক্রম করিতে করিতে কোন এক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ॥ ১

সেই মুনিকে ব্রাহ্মণ অতিথিকর্ত্তৃক কথিত নাগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মুনি যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, উহা যথাযথরূপে শ্রবণ করিয়া তিনি পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥২

নিজের প্রয়োজন যথাযথ ভাবে বুঝিতে সমর্থ সেই ব্রাহ্মণ বিধি অনুসারে যাত্রা করত নাগের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তিনি 'ভোঃ' শব্দের দ্বারা বিভূষিত বাক্য বলিয়া আহ্বান করিলেন—কেহ আছেন ? এই আমি দ্বারে আসিয়াছি ॥ ৩

তাঁহার সেই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মানুরাগিণী নাগরাজের পরমা সুন্দরী পতিব্রতা পত্নী সেই ব্রাহ্মণকে দর্শনদান করিলেন ॥৪

সেই ধর্ম্মপরায়ণী সতী ব্রাহ্মণের বিধি অনুসারে পূজা করিলেন এবং শুভাগমনজনিত প্রশ্ন করিয়া বলিলেন—আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি সেবা করিব ? ৫

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—দেবি ! আপনি মধুর বাক্যে আমার অভ্যর্থনা করিয়াছেন ও পূজা করিয়াছেন। ইহাতে আমার পরিশ্রম লাঘব হইয়াছে। এখন আমি উত্তম নাগদেবের দর্শন লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ৬

ইহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য এবং ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ মনোরথ। আমি এই উদ্দেশ্যেই এই নাগরাজের আশ্রমে আসিয়াছি ॥ ৭

নাগপত্নী বলিলেন—বিপ্রবর ! আমার মাননীয় পতিদেব সূর্য্যদেবের রথবহনের জন্য গমন করিয়াছেন। বর্ষমধ্যে একবার তাঁহাকে একমাস পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিতে হয়। পনের দিনের মধ্যে তিনি এ স্থানে দর্শন দিবেন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥৮

আমার পতিদেব—আর্য্যপুত্রের প্রবাসের এই কারণ আপনার জানা হইয়াছে। তাঁহার দর্শনলাভ ব্যতীত আর কি কার্য্য আছে ? ইহা আমাকে বলুন, আমি উহা পূর্ণ করিব ॥ ৯

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—সতী সাধ্বি দেবি ! আমি তাঁহাকে দর্শন করিবার নিশ্চয় করিয়াই এখানে আসিয়াছি ; অতএব তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া আমি এই মহাবনে বাস করিব ॥ ১০

যখন নাগরাজ এখানে আসিবেন, তখন তাঁহাকে শান্তভাবে এই কথা বলিবেন যে, আমি আসিয়াছি। আপনি তাঁহাকে এরূপ কথা বলিবেন, যাহাতে তিনি আমাকে দর্শন দেন ॥ ১১

অহমপ্যত্র বৎস্যামি গোমত্যাঃ পুলিনে শুভে।
কালং পরিমিতাহারো যথোক্তং পরিপালয়ন্ ॥ ১২
ততঃ স বিপ্রস্তাং নাগীং সমাধায় পুনঃ পুনঃ।
তদেব পুলিনং নদ্যাঃ প্রযযৌ ব্রাহ্মণর্ষভঃ ॥ ১৩

আমিও এস্থানে গোমতী নদীর সুন্দর তীরে পরিমিত আহার করত আপনার কথিত সময়ের প্রতীক্ষা করিতে করিতে বাস করিব। ১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্মপর্ব্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে সপ্তপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৭

তদনন্তর সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ নাগপত্নীকে বারংবার (নাগরাজকে পাঠাইবার জন্য) অনুরোধ করিয়া গোমতীনদীর তীরে গমন করিলেন। ১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যান-বিষয়ক সপ্তপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

[নাগরাজং দ্রষ্টুং ব্রাহ্মণস্য তপস্যা, তং ভোজয়িতুং নাগরাজপরিবারাণামাগ্রহপ্রকাশশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

অথ তেন নরশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেন তপস্বিনা
নিরাহারেণ বসতা দুঃখিতাস্তে ভুজঙ্গমাঃ ॥ ১
সর্ব্বে সম্ভূয় সহিতা স্তস্য নাগস্য বান্ধবাঃ
ভ্রাতরস্তনয়া ভার্য্যা যযুস্তং ব্রাহ্মণং প্রতি ॥ ২
তেঽপশ্যন্ পুলিনে তং বৈ বিবিক্তে নিয়তব্রতম্
সমাসীনং নিরাহারং দ্বিজং জপ্যপরায়ণম্ ॥ ৩
তে সর্ব্বে সমভিক্রম্য বিপ্রমভ্যর্চ্য চাসকৃৎ।
ঊচুর্বাক্যমসন্দিগ্ধমাতিথেয়স্য বান্ধবাঃ ॥ ৪

ষষ্ঠো হি দিবসস্তেঽদ্য প্রাপ্তস্যেহ তপোধন।
ন চাভিভাষসে কিঞ্চিদাহারং ধর্ম্মবৎসল ॥ ৫
অস্মানভিগতশ্চাসি বয়ঞ্চ ত্বামুপস্থিতাঃ
কার্য্যং চাতিথ্যমস্মাভির্বয়ং সর্ব্বে কুটুম্বিনঃ ॥ ৬
মূলং ফলং বা পর্ণং বা পয়ো বা দ্বিজসত্তম।
আহারহেতোরন্নং বা ভোক্তুমর্হসি ব্রাহ্মণ ॥ ৭
ত্যক্তাহারেণ ভবতা বনে নিবসতা ত্বয়া।
বালবৃদ্ধমিদং সর্ব্বং পীড্যতে ধর্ম্মসঙ্কটাৎ ॥ ৮

অষ্টপঞ্চাশদধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[নাগরাজকে দর্শন করিবার জন্য ব্রাহ্মণের তপস্যা এবং তাঁহাকে ভোজন করাইবার জন্য নাগরাজের পরিবারের আগ্রহ প্রকাশ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর গোমতীনদীর তীরে অবস্থান করত সেই ব্রাহ্মণ নিরাহার হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি ভোজন না করায় সেস্থানে অবস্থিত নাগগণের অতিশয় দুঃখ হইল। ১

তখন নাগরাজের বন্ধু, ভ্রাতা, পুত্র ও ভার্য্যাগণ সকলে মিলিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিলেন। ২

তাঁহারা দেখিলেন,—ব্রাহ্মণ গোমতী নদীর তীরে একান্ত-প্রদেশে ব্রত ও নিয়ম পালনে তৎপর থাকিয়া আহার বর্জন পূর্ব্বক উপবেশন করত মন্ত্র জপ করিতেছেন। ৩

অতিথিসৎকারের জন্য প্রসিদ্ধ নাগরাজের সকল বান্ধবগণ ব্রাহ্মণের নিকট গমন তাঁহাকে বারংবার পূজা করিয়া সন্দেহ-রহিত বাক্যে বলিলেন। ৪

ধর্ম্মবৎসল তপোধন! আপনি এস্থানে ছয় দিন হইল আসিয়াছেন; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আপনি কোন কিছু ভোজন আনিবার জন্য আমাদের বলেন নাই। ৫

আপনি আমাদের গৃহে অতিথিরূপে আসিয়াছেন এবং আমরাও আপনার সেবা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। আপনার আতিথ্যসৎকার করা আমাদের কর্ত্তব্য; কারণ, আমরা সকলে গৃহস্থ। ৬

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদেব! আপনি ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য আমাদের আনীত ফল, মূল, শাক, দুগ্ধ অন্ন অবশ্যই কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন। ৭

এই বনে বাস করিয়া আপনি ভোজন ত্যাগ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে আমাদের ধর্ম্মপালনে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। বালক হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ পর্য্যন্ত আমরা সকলেই ইহার জন্য কষ্টভোগ করিতেছি। ৮

ন হি নো ভ্রূণহা কশ্চিজ্জাতাপদ্যানৃতোঽপি বা
পূর্বাশী বা কুলে হ্যস্মিন্ দেবতাতিথিবন্ধুষু ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

উপদেশেন যুষ্মাকমাহারোঽয়ং কৃতো ময়া ।
দ্বিরূনং দশরাত্রং বৈ নাগস্যাগমনং প্রতি ॥ ১০
যদ্যষ্টরাত্রেঽতিক্রান্তে নাগমিষ্যতি পন্নগঃ
তদাহারং করিষ্যামি তন্নিমিত্তমিদং ব্রতম্ ॥ ১১
কর্তব্যো ন চ সন্তাপো গম্যতাঞ্চ যথাগতম্ ।
তন্নিমিত্তমিদং সর্বং নৈতদ্ ভেত্তুমিহার্হথ ॥ ১২
তে তেন সমনুজ্ঞাতা ব্রাহ্মণেন ভুজঙ্গমাঃ ।
স্বমেব ভবনং জগ্মুরকৃতার্থা নরর্ষভ ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে
অষ্টপঞ্চাশদধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৮

আমাদের কুলে এরূপ কেহই নাই, যে কখনও ভ্রূণহত্যা করিয়াছে, যাহার সন্তান হইয়া মরিয়া গিয়াছে, যে মিথ্যা কথা বলিয়াছে এবং যে দেবতা, অতিথি ও বন্ধুগণকে অন্নদানের পূর্ব্বেই নিজে ভোজন করিয়াছে। ৯

ব্রাহ্মণ বলিলেন,– নাগগণ! আপনাদের এই উপদেশে আমি তৃপ্ত হইয়া গিয়াছি। আপনারা ইহা জানুন যে, আমি আহারই প্রাপ্ত হইয়াছি। নাগরাজের আগমনের আর কেবল আট রাত্রি অবশিষ্ট আছে। ১০

যদি আটরাত্রি অতিক্রান্ত হইয়া যাইলে নাগরাজ না আসেন, তবে আমি ভোজন করিব। তাঁহার আগমনের জন্যই আমি এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। ১১

আপনারা ইহার জন্য মনস্তাপ করিবেন না। আপনারা যেভাবে আসিয়াছেন, সেইভাবেই গৃহে ফিরিয়া যান। নাগরাজকে দর্শন করিবার জন্যই আমি এই সব ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। অতএব আপনারা ইহাকে ভঙ্গ করিবেন না। ১২

নরশ্রেষ্ঠ! সেই ব্রাহ্মণ এইভাবে আদেশদান করিলে পর নাগগণ সকলেই নিজেদের প্রযত্নে অসফল হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইলেন। ১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশদধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একোনষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ

[নাগরাজস্য গৃহে প্রত্যাবর্তনম্, পত্ন্যা সহ ধর্মবিষয়ক আলাপঃ, ব্রাহ্মণায় দর্শনং দাতুং নাগরাজং প্রতি পত্ন্যা অনুরোধশ্চ ।]

ভীষ্ম উবাচ

অথ কালে বহুতিথে পূর্ণে প্রাপ্তো ভুজঙ্গমঃ ।
দত্তাভ্যনুজ্ঞঃ স্বং বেশ্ম কৃতকর্মা বিবস্বতা ॥ ১
তং ভার্যাপ্যুপচক্রাম পাদশৌচাদিভির্গুণৈঃ ।
উপপন্নাঞ্চ তাং সাধ্বীং পন্নগঃ পর্য্যপৃচ্ছত ॥ ২
অথ ত্বমসি কল্যাণি দেবতাতিথিপূজনে ।
পূর্বমুক্তেন বিধিনা যুক্তা যুক্তেন মৎসমম্ ॥ ৩
ন খল্বসাকৃতার্থেন স্ত্রীবুদ্ধ্যা মার্দবীকৃতা ।
মদ্বিয়োগেন সুশ্রোণি বিমুক্তা ধর্মসেতুনা ॥ ৪

একোনষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[নাগরাজের গৃহে প্রত্যাবর্তন, পত্নীর সহিত তাঁহার ধর্মবিষয়ে আলোচনা এবং ব্রাহ্মণকে দর্শনদান করিবার জন্য নাগরাজকে পত্নীর অনুরোধ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তদনন্তর কিছুদিন পূর্ণ হইয়া যাইলে পর যখন নাগরাজের কার্য্য সম্পন্ন হইল, তখন সূর্য্যদেব তাঁহাকে গৃহে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ১

সেখানে নাগরাজের পত্নী পাদধৌত করিবার জন্য জল—পাদ্যাদি উত্তম সামগ্রী সহিত পতির সেবায় উপস্থিত হইলেন নিজের সাধ্বী পত্নীকে নিকটে আসিতে দেখিয়া নাগরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন। ২

কল্যাণি! আমার দ্বারা কথিত উপযুক্ত বিধিযুক্ত হইয়া তুমি আমার ন্যায় দেবতা ও অতিথিগণের পূজায় নিরত আছ ত'? ৩

সুন্দরি! আমার বিয়োগে তুমি উহা শিথিল করিয়া দাও নাই ত'? তোমার স্ত্রীবুদ্ধির জন্য কোথাও ধর্মের মর্য্যাদা অসফল বা অরক্ষিত থাকিয়া যায় নাই ত' এবং সেইজন্য তুমি ধর্মপালনে বিমুখ হও নাই ত'? ৪

নাগভার্য্যোবাচ

শিষ্যাণাং গুরুশুশ্রূষা বিপ্রাণাং বেদধারণম্।
ভৃত্যানাং স্বামিবচনং রাজ্ঞো লোকানুপালনম্ ॥ ৫
সর্বভূতপরিত্রাণং ক্ষত্রধর্ম ইহোচ্যতে।
বৈশ্যানাং যজ্ঞসংবৃত্তিরাতিথেয়সমন্বিতা ॥ ৬
বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং শুশ্রূষা শূদ্রকর্ম তৎ।
গৃহস্থধর্মো নাগেন্দ্র সর্বভূতাহিতৈষিতা ॥ ৭
নিয়তাহারতা নিত্যং ব্রতচর্য্যা যথাক্রমম্।
ধর্মো হি ধর্মসম্বন্ধাদিন্দ্রিয়াণাং বিশেষতঃ ॥ ৮
অহং কস্য কুতো বাপি কঃ কো মে হ ভবেদিতি।
প্রয়োজনমতির্নিত্যমেবং মোক্ষাশ্রমে বসেৎ ॥ ৯
পতিব্রতাত্বং ভার্য্যায়াঃ পরমো ধর্ম উচ্যতে।
তবোপদেশান্নাগেন্দ্র তচ্চ তত্ত্বেন বেদ্মি বৈ ॥ ১০
সাহং ধর্মং বিজানন্তী ধর্মনিত্যে ত্বয়ি স্থিতে।
সৎপথং কথমুৎসৃজ্য যাস্যামি বিপথং পথঃ ॥ ১১
দেবতানাং মহাভাগ ধর্মচর্য্যাং ন হীয়তে।
অতিথীনাঞ্চ সৎকারে নিত্যযুক্তাস্ম্যতন্দ্রিতা ॥ ১২
সপ্তাষ্টদিবসাস্ত্বদ্য বিপ্রস্যেহাগতস্য বৈ।
তচ্চ কার্য্যং ন মে খ্যাতি দর্শনং তব কাঙ্ক্ষতি ॥ ১৩
গোমত্যাস্ত্বেষ পুলিনে ত্বদ্দর্শনসমুৎসুকঃ।
আসীনো বর্ত্তয়ন্ ব্রহ্ম ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ১৪
অহং ত্বনেন নাগেন্দ্র সত্যপূর্বং সমাহিতা।
প্রস্থাপ্যো মৎসকাশং স সম্প্রাপ্তো ভুজগোত্তমঃ ॥ ১৫
এতচ্ছ্রুত্বা মহাপ্রাজ্ঞ তত্র গন্তুং ত্বমর্হসি।
দাতুমর্হসি বা তস্য দর্শনং দর্শনশ্রবঃ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে একোনষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫৯

নাগভার্য্যা বলিলেন, শিষ্যগণের ধর্ম হইল গুরুসেবা করা, ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম হইল বেদসকলের ধারণ (কিংবা বেদের স্বাধ্যায়) করা, সেবকবৃন্দের ধর্ম হইল প্রভুর আজ্ঞা পালন করা এবং রাজার ধর্ম হইল প্রজাবর্গকে সতত রক্ষা করা। ৫

এ জগতে সমস্ত প্রাণিগণকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয় ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতিথি সৎকারের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করা হইল বৈশ্যদের ধর্ম ॥ ৬

নাগরাজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের সেবা করা শূদ্রের কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং সমস্ত প্রাণিগণেরই হিতকামনা করা হইল গৃহস্থের ধর্ম। ৭

নিয়মিত আহার করা এবং বিধিবৎ ব্রহ্মচর্য্য পালন করা সকলেরই ধর্ম। ধর্মপালনের সম্বন্ধবশতঃ ইন্দ্রিয়গণের বিশেষরূপে শুদ্ধি হয়। ৮

আমি কাহার? কোথা হইতে আসিয়াছি? আমার কে? এবং এই জীবনের প্রয়োজন কি? ইত্যাদি বিষয় সর্ব্বদা বিচার করিতে করিতে সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসাশ্রমে বাস করা উচিত। ৯

নাগরাজ! পত্নীর পক্ষে পাতিব্রত্যই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আপনার উপদেশে এই ধর্মকে আমি যথাযথভাবে জানিতে পারিয়াছি। ১০

যখন আপনি (আমার পতিদেব) সদা ধর্মে অবস্থিত আছেন, তখন ধর্মকে জানিয়াও আমি কিরূপে সৎপথ ত্যাগ করিয়া কুপথে গমন করিব? ১১

মহাভাগ! দেবতাগণের আরাধনারূপ ধর্মচর্য্যায় আমার কোনরূপ ন্যূনতা আসে নাই এবং অতিথিদিগের সৎকার বিষয়েও আমি কোনরূপ আলস্য না করিয়া সর্ব্বদা উদ্যুক্তা আছি। ১২

কিন্তু আজ পনের দিন হইল এখানে এক ব্রাহ্মণদেব আসিয়াছেন। তিনি আমাকে তাঁহার কোন কার্য্যের কথাই বলেননি। কেবল আপনার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। ১৩

কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া সেই ব্রাহ্মণ আপনার দর্শন লাভের জন্যই উৎসুক থাকিয়া গোমতী নদীর তীরে বেদপাঠ করিতে করিতে বসিয়া রহিয়াছেন। ১৪

নাগেন্দ্র! তিনি অতিশয় অগ্রহের সহিত আমাকে বলিয়াছেন যে, নাগরাজ গৃহে আসিলেই তাঁহাকে এখানে পাঠাইয়া দিবেন। ১৫

মহাপ্রাজ্ঞ নাগ! আপনি এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকট গমন করুন এবং তাঁহাকে দর্শন দান করুন। ১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক একোনষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[পত্ন্যা ধর্ম্মযুক্তবাক্যেন নাগরাজস্যাভিমানঃ, রোষনাশঃ, ব্রাহ্মণায় দর্শনং দাতুং তস্যোত্যোগশ্চ ।]

নাগ উবাচ ।

অথ ব্রাহ্মণরূপেণ কং তং সমনুপশ্যসি
মানুষং কেবলং বিপ্রং দেবং বাথ শুচিস্মিতে ॥ ১
কো হি মানুষঃ শক্তো দ্রষ্টুকামো যশস্বিনি।
সন্দর্শনরুচির্বাক্যমাজ্ঞাপূর্ব্বং বদিষ্যতি ॥ ২
সুরাসুরগণানাঞ্চ দেবর্ষীণাঞ্চ ভাবিনি।
নন্নু নাগা মহাবীর্য্যাঃ সৌরসেয়াস্তরস্বিনঃ ॥ ৩
বন্দনীয়াশ্চ বরদা বয়মপ্যনুযায়িনঃ
মনুষ্যাণাং বিশেষেণ নাবক্ষ্যা ইতি মে মতিঃ ॥৪

নাগভার্য্যোবাচ

আর্জবেন বিজানামি নাসৌ দেবোঽনিলাশন।
একং তস্মিন্ বিজানামি ভক্তিমানতিরোষণ ॥ ৫
স হি কার্য্যান্তরাকাঙ্ক্ষী জলেপ্সুঃ স্তোককো যথা।
বর্ষং বর্ষপ্রিয়ঃ পক্ষী দর্শনং তব কাঙ্ক্ষতি ॥ ৬
হিত্বা ত্বদ্দর্শনং কিঞ্চিদ্ বিঘ্নং ন প্রতিপালয়েৎ।
তুল্যোঽপ্যভিজনে জাতো ন কশ্চিৎ পর্য্যুপাসতে ॥৭
তদ্রোষং সহজং ত্যক্ত্বা ত্বমেনং দ্রষ্টুমর্হসি।
আশাচ্ছেদেন তস্যাদ্য নাত্মানং দগ্ধুমর্হসি ॥৮
আশয়া ত্বভিপন্নানামকৃত্বাশ্রুপ্রমার্জনম্।
রাজা বা রাজপুত্রো বা ভ্রূণহত্যৈব যুজ্যতে ॥ ৯
মৌনে জ্ঞানফলাবাপ্তির্দানেন চ যশো মহৎ।
বাগ্মিত্বং সত্যবাক্যেন পরত্র চ মহীয়তে ॥ ১০
ভূপ্রদানেন চ গতিং লভত্যাশ্রমসম্মিতাম্।
ন্যায্যস্যার্থস্য সম্প্রাপ্তিং কৃত্বা ফলমুপাশ্নুতে ॥ ১১
অভিপ্রেতামসংক্লিষ্টাং কৃত্বা চাত্মহিতাং ক্রিয়াম্।
ন যাতি নিরয়ং কশ্চিদিতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ ॥ ১২

ষষ্ট্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[পত্নীর ধর্ম্মযুক্ত বাক্যে নাগরাজের অভিমান এবং রোষনাশ ও ব্রাহ্মণকে দর্শন দান করিবার জন্য তাঁহার উত্যোগ।]

নাগ বলিলেন,—পবিত্র ঈষৎহাস্যময়ি দেবি! ব্রাহ্মণরূপে তুমি কাঁহাকে দর্শন করিয়াছ? সেই ব্রাহ্মণ কোন মনুষ্য বা দেবতা? ১

যশস্বিনি! আচ্ছা, কোন মানুষ কি আমাকে দেখিবার ইচ্ছা করিতে পারে? যদি বা দর্শনের বাসনা করে, তবে কোন্ ব্যক্তি আমাকে এই দর্শন দিবার জন্য আজ্ঞা করিতে পারে? ২

ভাবিনি! সুরসার বংশজাত নাগগণ মহাপরাক্রমশালী ও অত্যন্ত বেগশালী হইয়া থাকেন। তাঁহারা দেবতা, অসুর ও দেবর্ষিগণেরও বন্দনীয়। আমরাও নিজেদের সেবকদিগকে বরদান করি। বিশেষতঃ মনুষ্যগণের পক্ষে আমাদের দর্শন লাভ করা সুলভ নয়, ইহাই আমার ধারণা। ৩-৪

নাগভার্য্যা বলিলেন,—অত্যন্ত ক্রোধনস্বভাব বায়ুভোজী নাগরাজ! সেই ব্রাহ্মণের সরলতায় আমি ইহাই জানিতে পারিয়াছি যে, তিনি কোন দেবতা নন্। আমি তাঁহার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখিয়াছি যে, তিনি আপনার ভক্ত। ৫

যেরূপ বর্ষার জলাভিলাষী চাতক পক্ষী জলের জন্য বর্ষার দিকে তাকাইয়া থাকে, সেইরূপ সেই ব্রাহ্মণ কোন অন্য এক কার্য্যের সিদ্ধির জন্য আপনার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। ৬

তিনি আপনার দর্শন ব্যতীত অন্য যে কোন বস্তুকে বিঘ্ন বলিয়া মনে করেন; অতএব সেই বিঘ্ন তিনি যেন প্রাপ্ত না হন। উত্তম কুলে উৎপন্ন আপনার তুল্য কোন সদ্গৃহস্থই অতিথিকে উপেক্ষা করিয়া গৃহে বসিয়া থাকে না। ৭

অতএব আপনি নিজের সহজ রোষ ত্যাগ করিয়া এই ব্রাহ্মণদেবকে দর্শনদান করুন। আজ ইঁহার আশা ভঙ্গ করিয়া আপনি নিজেকে আর দগ্ধ করিবেন না। ৮

যিনি আশার প্রেরণায় আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন, যে ব্যক্তি তাঁহার অশ্রুমোচন করিবেন না, তিনি রাজা বা রাজপুত্র যাহাই হউন না কেন তাঁহার ভ্রূণহত্যা পাপ হইয়া থাকে। ৯

মৌন থাকিলে পর জ্ঞানরূপী ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, দান করিলে পর অতিশয় যশের বৃদ্ধি হয়। সত্য বলিলে পর বাক্পটুতা লাভ হয় এবং পরলোকে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি হয়। ১০

ভূদান করিলে পর মানুষ আশ্রম-ধর্ম্ম পালন-তুল্য উত্তম গতি লাভ করে। ন্যায়ানুসারে ধন উপার্জন করিয়া মানুষ শ্রেষ্ঠ ফল প্রাপ্ত হয়। ১১

নিজের রুচির অনুকূল কর্ম্মও যদি পাপের সম্পর্কহীন হয় এবং নিজের পক্ষে হিতকর হয়, তবে সেই কর্ম্ম করিয়া কেহ

অভিমানৈর্ন মানো মে জাতিদোষেণ বৈ মহান্।
রোষঃ সঙ্কল্পজঃ সাধ্বি দগ্ধো বাগগ্নিনা ত্বয়া ॥ ১৩
ন চ রোষাদহং সাধ্বি পশ্যেয়মধিকং তমঃ।
তস্য বক্তব্যতাং যান্তি বিশেষেণ ভুজঙ্গমাঃ ॥ ১৪
রোষস্য হি বশং গত্বা দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।
তথা শক্রপ্রতিস্পর্দ্ধী হতো রামেণ সংযুগে ॥ ১৫
অন্তঃপুরগতং বৎসং শ্রুত্বা রামেণ নির্হৃতম্।
ধর্ষণারোষসংবিগ্নাঃ কার্ত্তবীর্য্যসুতা হতাঃ ॥১৬
জামদগ্নোন রামেণ সহস্রনয়নোপমঃ।
সংযুগে নিহতো রোষাৎ কার্ত্তবীর্য্যো মহাবলঃ ॥১৭
তদেষ তপসাং শত্রুঃ শ্রেয়সাং বিনিপাতকঃ।
নিগৃহীতো ময়া রোষঃ শ্রুত্বৈবং বচনং তব ॥ ১৮
আত্মানঞ্চ বিশেষেণ প্রশংসাম্যনপায়িনী।
যস্য মে ত্বং বিশালাক্ষি ভার্য্যা গুণসমন্বিতা ॥১৯
এষ তত্রৈব গচ্ছামি যত্র তিষ্ঠত্যসৌ দ্বিজঃ।
সর্ব্বথা চোক্তবান্ বাক্যং স কৃতার্থঃ প্রযাস্যতি ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে
ষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬০

কখনও নরকে পতিত হয় না। ধর্মজ্ঞ মহাত্মাগণ ইহাই জানেন। ১২

সাধ্বি! অহঙ্কারবশতঃ আমার কোন অভিমান নাই; কিন্তু জাতিদোষের জন্ত আমার মধ্যে মহৎ রোষ আছে। আমার সেই সঙ্কল্পজনিত রোষ এখন তুমি নিজের বাক্যরূপ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিয়া ভস্ম করিয়াছ। ১৩

পতিব্রতে! আমি রোষবশতঃ অত্যন্ত মোহাবিষ্ট হই না। কিন্তু নাগগণ ক্রোধের আধিক্যবশতঃ নিন্দনীয় হইয়া থাকে ॥১৪

ইন্দ্রের সহিতও স্পর্দ্ধাকারী প্রতাপশালী দশানন রাবণ রোষের অধীন হইয়া যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়াছিল। ১৫

হোমধেনুর বৎস অপহরণ করত তাহাকে রাজার অন্তঃপুরে রাখিয়া দেওয়া হয়, এরূপ শ্রবণ করিয়া পরশুরাম তিরস্কারজনক রোষে পূর্ণ হইয়া কার্ত্তবীর্য্যপুত্রগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ১৬

মহাবল রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জুন ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন; কিন্তু রোষের জন্যই জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের দ্বারা যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। ১৭

সেইজন্য আজ তোমার কথা শ্রবণ করিয়াই তপস্যার শত্রু ও কল্যাণকর পথ হইতে ভ্রষ্টকারীর এই ক্রোধকে আমি সংযত করিলাম ॥ ১৮

বিশাললোচনে! আমি নিজের এবং নিজের সৌভাগ্যের বিশেষরূপে প্রশংসা করিতেছি, যেহেতু তোমার ন্যায় সদ্গুণবতী এবং কখনও বিযুক্তা হয় না, এরূপ পত্নী আমি প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১৯

আচ্ছা, এখন আমি সেখানে যাইতেছি, যেখানে সেই ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতেছেন। তিনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব। তিনি সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ হইয়া এস্থান হইতে যাইবেন ॥ ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক ষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নাগরাজ-ব্রাহ্মণয়োর্মিলনম্, বার্ত্তালাপশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

স পন্নগপতিস্তত্র প্রযযৌ ব্রাহ্মণং প্রতি।
তমেব মনসা ধ্যায়ন্ কার্য্যবত্তাং বিচারয়ন্ ॥ ১

তমতিক্রম্য নাগেন্দ্রো মতিমান্ স নরেশ্বর।
প্রোবাচ মধুরং বাক্যং প্রকৃত্যা ধর্মবৎসলঃ ॥২

ভোঃ ভোঃ ক্ষাম্যাভিভাষে ত্বাং ন রোষং কর্ত্তুমর্হসি।
ইহ ত্বমভিসম্প্রাপ্তঃ কস্যার্থে কিং প্রয়োজনম্ ॥ ৩

আভিমুখ্যাদভিক্রম্য স্নেহাৎ পৃচ্ছামি তে দ্বিজ।
বিবিক্তে গোমতীতীরে কং বা ত্বং পর্য্যুপাসসে ॥ ৪

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ধর্মারণ্যং হি মাং বিদ্ধি নাগং দ্রষ্টুমিহাগতম্।
পদ্মনাভং দ্বিজশ্রেষ্ঠ তত্র মে কার্য্যমাহিতম্ ॥ ৫

তস্য চাহমসান্নিধ্যে শ্রুতবানস্মি তং গতম্।
স্বজনাৎ তং প্রতীক্ষামি পর্জ্জন্যমিব কর্ষকঃ ॥ ৬

তস্য চাক্লেশকরণং স্বস্তিকারসমাহিতম্।
আবর্ত্তয়ামি তদ্ ব্রহ্ম যোগযুক্তো নিরাময়ঃ ॥ ৭

নাগ উবাচ।

অহো কল্যাণবৃত্তস্ত্বং সাধুঃ সজ্জনবৎসলঃ।
অবাচ্যস্ত্বং মহাভাগ পরং স্নেহেন পশ্যসি ॥ ৮

অহং স নাগো বিপ্রর্ষে যথা মাং বিন্দতে ভবান্।
আজ্ঞাপয় যথা স্বৈরং কিং করোমি প্রিয়ং তব ॥ ৯

ভবন্তং স্বজনাদস্মি সম্প্রাপ্তং শ্রুতবানহম্।
অতস্ত্বাং স্বয়মেবাহং দ্রষ্টুমভ্যাগতো দ্বিজ ॥ ১০

সম্প্রাপ্তশ্চ ভবানত্র কৃতার্থঃ প্রতিযাস্যতি।
বিস্রব্ধো মাং দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিষয়ে যোক্তুমর্হসি ॥ ১১

একষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[নাগরাজ ও ব্রাহ্মণের পরস্পর মিলন এবং বার্ত্তালাপ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই কথা বলিয়া নাগরাজ মনে মনেই সেই ব্রাহ্মণের কার্য্যের বিচার করিতে করিতে তাঁহার নিকটে গমন করিলেন ॥ ১

নরেশ্বর! তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বুদ্ধিমান্ ও স্বভাবতঃ ধর্মানুরাগী নাগেন্দ্র পদ্মনাভ মধুর ভাষায় তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২

বিপ্রবর! আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমার উপর রোষ করিবেন না। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে —আপনি কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন? আপনার প্রয়োজন কি? ৩

ব্রহ্মন্! আমি আপনার সম্মুখে আসিয়া স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, গোমতীর এই নির্জন তীরে আপনি কাঁহার উপাসনা করিতেছেন? ৪

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি ইহা জানুন যে, আমার নাম ধর্মারণ্য। আমি নাগরাজ পদ্মনাভকে দর্শন করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। তাঁহার সহিতই আমার কার্য্য আছে ॥ ৫

তাঁহার স্বজনগণের নিকট হইতে আমি শুনিয়াছি যে, তিনি এস্থান হইতে দূরে গিয়াছেন, যেরূপ কৃষক বর্ষার প্রতীক্ষা করিতে থাকে, সেইরূপ আমিও তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছি ॥ ৬

যাহাতে তাঁহার কোন ক্লেশ না হয় এবং কুশলের সহিত তিনি গৃহে যাহাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন, সেইজন্য আমি নিরোগ ও যোগযুক্ত হইয়া বেদের পারায়ণ করিতেছি ॥ ৭

নাগ বলিলেন,—মহাভাগ! আপনার আচরণ অতিশয় কল্যাণময়। আপনি সাধুব্যক্তি ও সজ্জনগণের উপর আপনার অত্যন্ত স্নেহ আছে। কাহারও দৃষ্টিতেই আপনি নিন্দনীয় নন; কারণ, সকলেরই উপর আপনার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি আছে ॥ ৮

ব্রহ্মর্ষে! আমি সেই নাগ, যাঁহার সহিত আপনি মিলিত হইতে ইচ্ছুক আছেন। আপনি আমাকে যেরূপ জানেন, আমি সেইরূপই। আমাকে ইচ্ছানুসারে আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি প্রিয় কার্য্য করিব? ৯

ব্রহ্মন্! আমি নিজের স্বজনের (স্ত্রীর) নিকট হইতে আপনার আগমনের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি; সেইজন্য আমি স্বয়ংই আপনাকে দর্শন করিবার জন্য চলিয়া আসিয়াছি ॥ ১০

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যখন আপনি এস্থান পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, তখন আজ কৃতার্থ হইয়াই আপনি এস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন; অতএব আপনি বিশ্বাস সহকারে নিজের অভীষ্ট কার্য্যসাধনে আমাকে নিযুক্ত করুন ॥ ১১

বয়ং হি ভবতা সর্বে গুণক্রীতা বিশেষতঃ।
যত্ত্বমাত্মহিতং ত্যক্ত্বা মামেবেহাণুরুধ্যসে ॥ ১২
ব্রাহ্মণ উবাচ।
আগতোঽহং মহাভাগ তব দর্শনলালসঃ।
কঞ্চিদর্থমনর্থজ্ঞঃ প্রষ্টুকামো ভুজঙ্গম ॥ ১৩
অহমাত্মানমাত্মস্থো মার্গমাণোঽহমাত্মনো গতিম্।
বাসার্থিনং মহাপ্রাজ্ঞং চলচ্চিত্তমুপাস্মি হ ॥ ১৪

আপনি আমাদের সকলকে বিশেষভাবে স্বীয় গুণসমূহে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন; কারণ, আপনি নিজের হিতের কথা ত্যাগ করিয়া আমারই কল্যাণ চিন্তা করিতেছেন ॥ ১২

ব্রাহ্মণ বলিলেন, মহাভাগ নাগরাজ! আমি আপনারই দর্শন লালসায় এখানে আসিয়াছি। আপনাকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার জন্য উদ্যুক্ত হইয়াছি, যাহা আমি স্বয়ং জানি না ॥ ১৩

আমি বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত হইয়া স্বয়ংই আত্মমধ্যে অবস্থান করত জীবাত্মাগণের পরম গতিস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে যদিও অন্বেষণ করিতেছি, তথাপি আমি চঞ্চলচিত্তে এক দেহ হইতে অন্য দেহে নিবাসার্থী মহাপ্রাজ্ঞ জীবাত্মার উপাসনা করিতেছি (অতএব আমি আসক্তও নই বিরক্তও নই) ॥ ১৪

প্রকাশিতত্বং স্বগুণৈর্যশোগর্ভগভস্তিভিঃ।
শশাঙ্ককরসংস্পর্শৈর্হৃদ্যৈরাত্মপ্রকাশিতৈঃ ॥ ১৫
তস্য মে প্রশ্নমুৎপন্নং ছিন্ধি ত্বমনিলাশন।
পশ্চাৎ কার্য্যং বদিষ্যামি শ্রোতুমর্হতি তদ্ ভবান্ ॥১৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে একষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬১

আপনি চন্দ্রের কিরণের ন্যায় সুখপ্রদ স্পর্শযুক্ত ও স্বতঃ প্রকাশিত সুবেশরূপী কিরণসমূহে আবৃত নিজের মনোরম গুণসমূহেই প্রকাশমান আছেন ॥ ১৫

বায়ুভোজী নাগরাজ! এই সময়ে আমার মনে এক নূতন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। প্রথমে ইহার সমাধান করুন। তাহার পর আমি আপনাকে আমার কার্য্য নিবেদন করিব এবং আপনি তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিবেন ॥ ১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক একষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ দ্বিষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রাহ্মণাজিজ্ঞাসিতেন নাগরাজেন সূর্য্যমণ্ডলস্যাশ্চর্য্যজনকবৃত্তান্তানাং বর্ণনম্।]

ব্রাহ্মণ উবাচ।
বিবস্বতো গচ্ছতি পর্য্যয়েণ
বোঢ়ুং ভবাংস্তং রথমেকচক্রম্।
আশ্চর্য্যভূতং যদি তত্র কিঞ্চিদ্
দৃষ্টং ত্বয়া শংসিতুমর্হসি ত্বম্ ॥ ১

দ্বিষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলে পর নাগরাজকর্তৃক সূর্য্যমণ্ডলের আশ্চর্য্যজনক ঘটনাসমূহ বর্ণন।]

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—নাগরাজ! আপনি সূর্য্যদেবের একটি রথচক্র বহন করিবার জন্য যথাক্রমে গমন করিয়া থাকেন। যদি আপনি সেখানে কোন আশ্চর্য্যজনক বিষয় দেখিয়া থাকেন, তবে আপনি কৃপা করিয়া বর্ণনা করুন ॥ ১

নাগ উবাচ
আশ্চর্য্যাণামনেকানাং প্রতিষ্ঠা ভগবান্ রবিঃ।
যতো ভূতাঃ প্রবর্তন্তে সর্বে ত্রৈলোক্যসম্মতাঃ ॥ ২
যস্য রশ্মিসহস্রেষু শাখাস্বিব বিহঙ্গমাঃ।
বসন্ত্যাশ্রিত্য মুনয়ঃ সংসিদ্ধা দৈবতৈঃ সহ ॥ ৩

নাগ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! ভগবান্ সূর্য্যদেব ত' বহুবিধ আশ্চর্য্যের স্থান; কারণ, তিন লোকে যত প্রাণী আছে, তাহারা সকলেই তাঁহারই দ্বারা প্রেরিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ॥ ২

যেরূপ বৃক্ষের শাখাসমূহে বহুসংখ্যক পক্ষী বাসা নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করে, সেইরূপ সূর্য্যদেবের সহস্র সহস্র কিরণ আশ্রয় করিয়া দেবতাগণের সহিত সিদ্ধ ও মুনিরা বাস করেন ॥ ৩

যতো বায়ুর্বিনিঃসৃত্য সূর্য্যরশ্ম্যাশ্রিতো মহান্।
বিভুস্তত্যম্বরে তত্র কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥ ৪
বিভজ্য তং তু বিপ্রর্ষে প্রজানাং হিতকাম্যয়া।
তোয়ং সৃজতি বর্ষাসু কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥ ৫
যস্য মণ্ডলমধ্যস্থো মহাত্মা পরমত্বিষা।
দীপ্তঃ সমীক্ষতে লোকান্ কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥ ৬
শুক্রো নামাসিতঃ পাদো যশ্চ বারিধরোঽম্বরে।
তোয়ং সৃজতি বর্ষাসু কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥ ৭
যোঽষ্টমাসাংস্তু শুচিনা কিরণেনোক্ষিতং পয়ঃ।
প্রত্যাদত্তে পুনঃ কালে কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥ ৮
যস্য তেজোবিশেষেষু স্বয়মাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ
যতো বীজং মহী চেয়ং ধার্য্যতে সচরাচরা ॥ ৯
যত্র দেবো মহাবাহুঃ শাশ্বতঃ পুরুষোত্তমঃ।
অনাদিনিধনো বিপ্র কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥ ১০

আশ্চর্য্যাণামিবাশ্চর্য্যমিদমেকং তু মে শৃণু।
বিমলে যদ্ময়া দৃষ্টমম্বরে সূর্য্যসংশ্রয়াৎ ॥ ১১
পুরা মধ্যাহ্নসময়ে লোকাংস্তপতি ভাস্করে।
প্রত্যাদিত্যপ্রতীকাশঃ সর্বতঃ সমদৃশ্যত ॥ ১২
স লোকাংস্তেজসা সর্বান্ স্বভাসা নির্বিভাসয়ন্।
আদিত্যাভিমুখোঽভ্যেতি গগনং পাটয়ন্নিব ॥ ১৩
হুতাহুতিরিব জ্যোতির্ব্যাপ্য তেজোমরীচিভিঃ।
অনির্দেশ্যেন রূপেণ দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ১৪
তস্যাভিগমনপ্রাপ্তৌ হস্তৌ দত্তৌ বিবস্বতা।
তেনাপি দক্ষিণো হস্তো দত্তঃ প্রত্যর্চিতার্থিনা ॥ ১৫
ততো ভিত্ত্বৈব গগনং প্রবিষ্টো রশ্মিমণ্ডলম্।
একীভূতঞ্চ তং তেজঃ ক্ষণেনাদিত্যতাং গতম্ ॥ ১৬
তত্র নঃ সংশয়ো জাতস্তয়োস্তেজঃসমাগমে।
অনয়োঃ কো ভবেৎ সূর্য্যো রথস্থো যোঽয়মাগতঃ ॥ ১৭

মহান্ বায়ুদেব সূর্য্যমণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া সূর্য্যের কিরণাবলি অবলম্বন করত সমগ্র আকাশে বিস্তৃত হইয়া যান। ইহা হইতে আর অধিক কি আশ্চর্য্য আছে? ৪

ব্রহ্মর্ষে! প্রজাগণের হিতকামনায় ভগবান্ সূর্য্যদেব সেই বায়ুকে অনেকভাগে বিভক্ত করিয়া বর্ষাঋতুতে যে জলের বর্ষণ করেন, ইহা হইতে আর কি আশ্চর্য্য আছে? ৫

সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে তাঁহার অন্তর্য্যামী মহাত্মা সূর্য্যদেব নিজের উত্তম প্রভায় প্রকাশিত হইতে হইতে সমস্ত লোকসকলকেই নিরীক্ষণ করিতে থাকেন, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কি আশ্চর্য্য আছে? ৬

শুক্রনামক কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আকাশে বর্ষার সময় জল উৎপন্ন করে, সেই মেঘ এই সূর্য্যেরই স্বরূপ। ইহা হইতে অধিক আর কি আশ্চর্য্য হইতে পারে? ৭

সূর্য্যদেব বর্ষাকালে যে জল বর্ষণ করেন, উহা তিনি নিজের বিশুদ্ধ কিরণাবলির দ্বারা অষ্টমাস ধরিয়া আকর্ষণ করিতে থাকেন। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কি আশ্চর্য্য আছে? ৮

বিপ্রবর! যে সূর্য্যদেবের বিশিষ্ট তেজে সাক্ষাৎ পরমাত্মার নিবাস; যাহার দ্বারা নানাপ্রকার বীজ উৎপন্ন হয়, যাঁহারই আশ্রয়ে চরাচর প্রাণী সহ এই সম্পূর্ণ পৃথিবী অবস্থিত আছে এবং যাঁহার মণ্ডলে আদি ও অন্তহীন সনাতন পুরুষোত্তম ভগবান্ নারায়ণ বিরাজমান আছেন, উহা হইতে অধিক আর কি আশ্চর্য্যের বস্তু আছে? ৯-১০

কিন্তু এই সব আশ্চর্য্যের মধ্যেও এক পরম আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই আছে যে, আমি সূর্য্যের আশ্রয়ে নির্মল আকাশে নিজের চক্ষু প্রত্যক্ষ করিয়াছি, উহা এখন বলিতেছি—শ্রবণ করুন। ১১

বহু পূর্ব্বের কথা, একদিন মধ্যাহ্নকালে ভগবান্ ভাস্কর সম্পূর্ণ লোকসকলকে তাপদান করিতেছেন। সেই সময় আমি দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এক পুরুষ দর্শন করিলাম। তিনি তখন চারিদিকেই প্রকাশিত হইতেছেন। ১২

তিনি নিজ তেজে সমস্ত লোকসকলকে প্রকাশিত করিতে করিতে যেন সম্পূর্ণ আকাশকে বিদীর্ণ করিয়া সূর্য্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ১৩

ঘৃতাহুতিতে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তিনি নিজের তেজোময়ী কিরণাবলিতে সম্পূর্ণ জ্যোতির্মণ্ডলকে ব্যাপ্ত করিয়া অনির্বচনীয়রূপে দ্বিতীয় সূর্য্যের সদৃশ দেদীপ্যমান হইতেছিলেন। ১৪

যখন তিনি নিকটে আসিলেন, তখন ভগবান্ সূর্য্যদেব তাঁহাকে স্বাগত জানাইবার জন্য নিজের দুই বাহু তাঁহার দিকে বাড়াইয়া দিলেন। ১৫

তাহার পর আকাশকে ভেদ করত তিনি সূর্য্যের কিরণসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া যাইলেন এবং একই ক্ষণে তেজোরাশির সহিত একাকার হইয়া সূর্য্যস্বরূপ হইলেন। ১৬

সেই সময় তাঁহাদের উভয়ের তেজ মিলিত হইয়া যাইলে পর আমাদের মনে এই সন্দেহ হইল যে, ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে প্রকৃত সূর্য্য কে ছিলেন? যিনি সেই রথের উপর বসিয়াছিলেন

তে বয়ং জাতসন্দেহাঃ পর্য্যপৃচ্ছামহে রবিম্
ক এষ দিবমাক্রম্য গতঃ সূর্য্য ইবাপরঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে দ্বিষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬২

অথবা যিনি এখনই আসিয়া উপস্থিত সূর্য্যের ন্যায় আকাশকে অতিক্রম করিয়া আসিলেন, ইনি কে ? ১৭-১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক দ্বিষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ত্রিষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[উঞ্ছশিলবৃত্তিনা সিদ্ধপুরুষস্য গতিবর্ণনম্ ।]

সূর্য্য উবাচ ।

নৈষ দেবোঽনিলসখো নাসুরো ন চ পন্নগঃ ।
উঞ্ছবৃত্তিব্রতে সিদ্ধো মুনিরেষ দিবং গতঃ ॥ ১
এষ মূলফলাহারঃ শীর্ণপর্ণাশনস্তথা
অব্ভক্ষো বায়ুভক্ষশ্চ আসীদ্ বিপ্রঃ সমাহিতঃ ॥ ২
ঋবস্তানেন বিপ্রেণ সংহিতাভিরভিষ্টুতঃ ।
স্বর্গদ্বারে কৃতোদ্যোগে যেনাসৌ ত্রিদিবং গতঃ ॥ ৩
অসঙ্গতিরনাকাঙ্ক্ষী নিত্যমুঞ্ছশিলাশনঃ ।
সর্বভূতহিতে যুক্ত এষ বিপ্রো ভুজঙ্গম ॥ ৪
ন হি দেবা ন গন্ধর্বা নাসুরা ন চ পন্নগাঃ ।
প্রভবন্তীহ ভূতানাং প্রাপ্তানামুত্তমাং গতিম্ ॥ ৫
এতদেবংবিধং দৃষ্টমাশ্চর্য্যং তত্র মে দ্বিজ ।
সংসিদ্ধো মানুষঃ কামং যোঽসৌ সিদ্ধগতিং গতঃ ।
সূর্য্যেণ সহিতো ব্রহ্মন্ পৃথিবীং পরিবর্ততে ॥৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে ত্রিষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬৩

ত্রিষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[উঞ্ছ ও শিলবৃত্তির দ্বারা সিদ্ধপুরুষের দিব্য গতি বর্ণন।]

সূর্য্য বলিলেন,—ইনি বায়ুর সখা অগ্নিদেব নন্, কোন অসুরও নন্ এবং কোনও নাগও নন্। ইনি উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবন-নির্বাহরূপ ব্রত পালন করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত এক মুনি ছিলেন। ইনি এই দিব্য ধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১

এই বিপ্র ফলমূল আহার করিতেন, শুষ্ক পত্র ভক্ষণ করিতেন এবং জল ও বায়ু পান করত অবস্থান করিতেন এবং সর্বদা ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতেন। ২

এই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সংহিতার মন্ত্রসকলের দ্বারা ভগবান্ শঙ্করের স্তব করিতেন। ইনি স্বর্গলোক লাভ করিবার জন্য সাধনা করিতেছিলেন, সেইজন্য ইনি স্বর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩

নাগরাজ! এই ব্রাহ্মণ কাহারও সঙ্গ না করিয়া লৌকিক কামনাসমূহ ত্যাগ করিয়াছেন এবং সর্বদা উঞ্ছ ও শিল* বৃত্তির দ্বারা প্রাপ্ত অন্ন ভক্ষণ করিতেন। ৪

এরূপ সিদ্ধপুরুষগণ যে গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, উহা না দেবতা, না গন্ধর্ব, না অসুর ও না নাগগণ প্রাপ্ত হন। ৫

বিপ্রবর! সূর্য্যমণ্ডলে আমি এরূপই এক আশ্চর্য্য দেখিয়াছিলাম, যে উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা সিদ্ধ সেই মানুষ ইচ্ছানুসারে সিদ্ধগতি লাভ করিলেন। ব্রহ্মন্! এখন ইনি সূর্য্যদেবের সহিত অবস্থান করত পৃথিবী পরিক্রমা করিতেছেন। ৬

* "উঞ্ছঃ কণশ আদানং কণিশাদ্যর্জনং শিলম্"। ক্ষেত্রে পতিত শস্যকণা লইয়া আসা অথবা হাটে বাজারে পতিত অবস্থায় স্থিত আনাজপত্রের এক একটি সংগ্রহ করাকে বলে 'উঞ্ছ'। এইরূপ ধান্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনাকে বলে 'শিল'।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্ব্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক ত্রিষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নাগরাজেন সহ ব্রাহ্মণস্যালাপঃ, উঞ্ছবৃত্তিপালনায় নিশ্চয়ঃ, স্বগৃহে গমনায়ানুমতি-প্রার্থনা চ।]

ব্রাহ্মণ উবাচ।

আশ্চর্য্যং নাত্র সন্দেহঃ সুপ্রীতোঽস্মি ভুজঙ্গম।
অন্বর্থোপগতৈর্বাক্যৈঃ পন্থানং চাস্মি দর্শিতঃ॥ ১

স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি সাধো ভুজগসত্তম।
স্মরণীয়োঽস্মি ভবতা সম্প্রেষণনিয়োজনৈঃ॥ ২

নাগ উবাচ।

অনুক্ত্বা মদগতং কার্য্যং ক্বেদানীং প্রস্থিতো ভবান্।
উচ্যতাং দ্বিজ যৎ কার্য্যং যদর্থং ত্বমিহাগতঃ॥৩

উক্তানুক্তে কৃতে কার্য্যে মামামন্ত্র্য দ্বিজর্ষভ।
ময়া প্রত্যভ্যনুজ্ঞাতস্ততো যাস্যসি সুব্রত॥ ৪

ন হি মাং কেবলং দৃষ্ট্বা ত্যক্ত্বা প্রণয়বানিহ।
গন্তুমর্হসি বিপ্রর্ষে বৃক্ষমূলগতো যথা॥ ৫

ত্বয়ি চাহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভবান্ ময়ি ন সংশয়ঃ।
লোকোঽয়ং ভবতঃ সর্বঃ কা চিন্তা ময়ি তেঽনঘ॥ ৬

ব্রাহ্মণ উবাচ।

এবমেতন্মহাপ্রাজ্ঞ বিদিতাত্মন্ ভুজঙ্গম।
নাতিক্রান্তাস্ত্বয়া দেবাঃ সর্বথৈব যথাতথম্॥ ৭

স এব ত্বং স এবাহং যোঽহং স তু ভবানপি।
অহং ভবাংশ্চ ভূতানি সর্বে যত্র গতাঃ সদা॥ ৮

আসীত্ তু মে ভোগপতে সংশয়ঃ পুণ্যসঞ্চয়ে।
সোঽহমুঞ্ছব্রতং সাধো চরিষ্যাম্যর্থসাধনম্॥ ৯

এষ মে নিশ্চয়ঃ সাধো কৃতং কারণমুত্তমম্।
আমন্ত্রয়ামি ভদ্রং তে কৃতার্থোঽস্মি ভুজঙ্গম॥ ১০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে
চতুঃষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৬৪

চতুঃষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[নাগরাজের সহিত ব্রাহ্মণের আলাপ, উঞ্ছবৃত্তি পালন করিবার নিশ্চয় এবং স্বগৃহে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা।]

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—নাগরাজ! ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, এ বিষয়টি এক আশ্চর্য্যজনক বৃত্তান্ত। ইহা শ্রবণ করত আমি অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। আমার মনে যে অভিলাষ ছিল, তাহারই অনুকূল বাক্য বলিয়া আপনি আমাকে পথপ্রদর্শন করিলেন। ১

সর্পশ্রেষ্ঠ! আপনার কল্যাণ হউক। এখন আমি এস্থান হইতে চলিয়া যাইব, যদি আপনি আমাকে কোথাও প্রেরণ করিতে অভিলাষ করেন কিংবা কোনও কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাকে অবশ্যই করিবেন। ২

নাগ বলিলেন,—বিপ্রবর! আপনি ত' এখনও আপনার মনের কথা বলেন নাই, সুতরাং এই সময় আপনি কোথায় যাইবেন? আপনার যাহা কার্য্য আছে, যাহার জন্ত আপনি এস্থানে আসিয়াছেন, তাহা আপনি বলুন। ৩

উত্তম ব্রতপালনকারী দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি বলুন বা নাই বলুন; আমার দ্বারা যখন আপনার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে, তখন আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমার অনুমতি গ্রহণ করত গমন করিবেন। ৪

ব্রহ্মর্ষে! আমি আপনার উপর প্রীতিমান্; সেইজন্ত বৃক্ষের তলায় উপবিষ্ট পথিকের ন্তায় কেবল আমাকে দেখিয়াই চলিয়া যাওয়া আপনার উচিত নয়। ৫

বিপ্রবর! আপনার মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে আপনি, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ! এই সমস্ত লোকই আপনার। আমি থাকিতে আপনার কি চিন্তা আছে? ৬

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ আত্মজ্ঞানী নাগরাজ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা এইরূপই। দেবতারাও আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নন্। এই কথা সর্ব্বথা যথার্থ। ৭

আপনি সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে যে পুরুষোত্তম নারায়ণের অবস্থানের কথা বলিলেন। আমি, আপনি ও সমস্ত প্রাণীরা সর্ব্বদা যাঁহার মধ্যে স্থিত, যাহা আপনি, তাহা আমি এবং যাহা আমি, তাহা আপনিও। ৮

নাগরাজ! পুণ্যসংগ্রহের বিষয়ে আমার সংশয় হইয়া গিয়াছে। আমি ইহা নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না যে, কোন্ সাধনা আমি অবলম্বন করিব? কিন্তু এখন সেই সন্দেহ দূর হইয়া গিয়াছে। সাধো! বর্ত্তমানে আমি নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ত উঞ্ছব্রতেরই আচরণ করিব। ৯

মহাত্মন্! ইহাই আমার নিশ্চয়। আপনার দ্বারা আমার এই কার্য্য উত্তম রীতিতে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভুজঙ্গম! আমি কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি। আপনার কল্যাণ হউক। এখন আমি যাইবার জন্ত অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। ১০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক চতুঃষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

(নাগরাজমামন্ত্র্য ব্রাহ্মণস্য চ্যবনমুনিসকাশাদুঞ্ছবৃত্তিদীক্ষাং গৃহীত্বা সাধনারম্ভঃ, কথানকস্যাস্য পরম্পরায়া বর্ণনঞ্চ)

ভীষ্ম উবাচ।

স চামন্ত্র্যোরগশ্রেষ্ঠং ব্রাহ্মণঃ কৃতনিশ্চয়ঃ।
দীক্ষাকাঙ্ক্ষী তদা রাজংশ্চ্যবনং ভার্গবং শ্রিতঃ ॥ ১

স তেন কৃতসংস্কারো ধর্মমেবাধিতস্থিবান্।
তথৈব চ কথামেতাং রাজন্ কথিতবাংস্তদা ॥ ২

ভার্গবেণাপি রাজেন্দ্র জনকস্য নিবেশনে।
কথৈষা কথিতা পুণ্যা নারদায় মহাত্মনে ॥ ৩

নারদেনাপি রাজেন্দ্র দেবেন্দ্রস্য নিবেশনে।
কথিতা ভারতশ্রেষ্ঠ পৃষ্টেনাক্লিষ্টকর্মণা ॥ ৪

দেবরাজেন চ পুরা কথিতৈষা কথা শুভা।
সমস্তেভ্যঃ প্রশস্তেভ্যো বিপ্রেভ্যো বসুধাধিপ ॥ ৫

যদা চ মম রামেণ যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্।
বসুভিশ্চ তদা রাজন্ কথেয়ং কথিতা মম ॥ ৬

পৃচ্ছমানায় তত্ত্বেন ময়া চৈবোত্তমা তব।
কথেয়ং কথিতা পুণ্যা ধর্ম্যা ধর্মভৃতাং বর ॥ ৭

যদয়ং পরমো ধর্মো যন্মাং পৃচ্ছসি ভারত।
আসীদ্ ধীরো হ্যনাকাঙ্ক্ষী ধর্মার্থকরণে নৃপ ॥ ৮

স চ কিল কৃতনিশ্চয়ো দ্বিজো
ভুজগপতিপ্রতিদেশিতার্থকৃত্যঃ।
যমনিয়মসহো বনান্তরং
পরিগণিতোঞ্ছশিলাশনঃ প্রবিষ্টঃ ॥ ৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি মোক্ষধর্মপর্বণি উঞ্ছবৃত্ত্যুপাখ্যানে
পঞ্চষষ্ট্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬৫

শান্তিপর্ব সম্পূর্ণম্।

পঞ্চষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

[নাগরাজের নিকট হইতে গমনানুমতি গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের চ্যবনমুনির নিকট হইতে উঞ্ছবৃত্তির দীক্ষা গ্রহণ করত সাধন আরম্ভ এবং কথার পরম্পরাবর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,— যুধিষ্ঠির! এইভাবে নাগরাজের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া এই দৃঢ়নিশ্চয়কারী ব্রাহ্মণ উঞ্ছব্রতের দীক্ষা লইবার জন্য ভৃগুবংশধর চ্যবন মুনির নিকট গমন করিলেন। ১

তিনি তাঁহার দ্বারা (চ্যবনমুনির দ্বারা) দীক্ষা সংস্কার প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজন্! তিনি উঞ্ছবৃত্তির মহিমাসমন্বিত এই কথা চ্যবনমুনিকেও বলিলেন। ২

রাজেন্দ্র! চ্যবনমুনিও রাজা জনকের গৃহে মহাত্মা নারদকে এই পবিত্র কথা বলিলেন। ৩

নৃপশ্রেষ্ঠ! ভরতভূষণ! অনায়াসেই উত্তম কার্যকারী নারদও দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে তিনি জিজ্ঞাসা করিলে পর এই কথা বলিয়াছিলেন। ৪

পৃথ্বীনাথ। তাহার পর পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সম্মুখে এই শুভ কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন। ৫

রাজন্! যখন পরশুরামের সহিত আমার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই সময় বসুগণ আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। ৬

ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! এই সময় যখন তুমি পরম ধর্ম সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিলে, তখন তাহারই উত্তররূপে আমি যথাযথভাবে এই পুণ্যময়ী ধর্মসম্মত শ্রেষ্ঠ কথা তোমাকে বলিলাম। ৭

ভরতবংশধর নৃপ! তুমি আমাকে যে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলে, সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইহাই। সেই ধীর ব্রাহ্মণ নিষ্কাম ভাবে ধর্ম ও অর্থসম্বন্ধী কার্যে নিরত ছিলেন। ৮

নাগরাজের উপদেশানুসারে নিজের কর্তব্য বুঝিতে পারিয়া সেই ব্রাহ্মণ উক্ত কর্তব্য পালন করিতে দৃঢ় নিশ্চয় করিলেন এবং অন্য এক বনে গমন করত উঞ্ছ-শিল বৃত্তির দ্বারা প্রাপ্ত পরিমিত অন্ন ভোজন করিতে করিতে যম-নিয়ম পালন করিতে লাগিলেন। ৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত মোক্ষধর্মপর্বে উঞ্ছবৃত্তির উপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চষষ্ট্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীভারতনাথলেখক শ্রীরামনারায়ণকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত মহাভারতের শান্তিপর্বের বঙ্গভাষানুবাদ সমাপ্ত।

কৃষ্ণো বেণুধরো নাথঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
সদা করোতু কল্যাণং প্রাণিনাং ভুবিবাসিনাম্॥

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিতম্

মহাভারতম্।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত আর্য্যশাস্ত্রে

মহাভারতে শান্তিপর্ব্ব

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদ-সহিতম্।

সূচীপত্র

শ্রীমহাভারত

শান্তিপর্ব

(রাজধর্মানুশাসনপর্ব)

অধ্যায়	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা

	বিষয়বস্তু সংক্ষেপ	পৃষ্ঠা

	বিষয়বস্তু সংকেত	পৃষ্ঠা

১৩শ বর্ষ, ভাদ্রমাস, ১৩৮১] [তৃতীয়সংখ্যা — দক্ষিণপার্শ্বিয়াযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ — শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ — শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

মুদ্র-কর্মাকিঙ্কর ঃ—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় ঃ—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৩-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা — প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সঞ্চালক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৩৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

শ্রীমহাভারতম্

অনুশাসনপর্ব

(দানধর্মপর্ব)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

[যুধিষ্ঠিরায় সান্ত্বনাং দাতুং ভীষ্মেণ গোতমীব্রাহ্মণী-ব্যাধ-সর্প-মৃত্যু-কালানাং সংবাদবর্ণনম্ ।]

(নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

শমো বহুবিধাকারঃ সূক্ষ্ম উক্তঃ পিতামহ ।
ন চ মে হৃদয়ে শান্তিরস্তি শ্রুত্বেদমীদৃশম্ ॥ ১

অস্মিন্নর্থে বহুবিধা শান্তিরুক্তা পিতামহ ।
স্বকৃতে কা নু শান্তিঃ স্যাচ্ছমাদ্ বহুবিধাদপি ॥ ২

শরাচিতশরীরং হি তীব্রব্রণমুদীক্ষ্য চ ।
শর্ম নোপলভে বীর দুষ্কৃতান্যেব চিন্তয়ন্ ॥ ৩

রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গং প্রস্রবন্তং যথাচলম্ ।
ত্বাং দৃষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্র সীদে বর্ষাস্বিবাম্বুজম্ ॥ ৪

অতঃ কষ্টতরং কিং নু মৎকৃতে যৎ পিতামহঃ ।
ইমামবস্থাং গমিতঃ প্রত্যমিত্রৈ রণাজিরে ॥ ৫

তথা চান্যে নৃপতয়ঃ সহপুত্রাঃ সবান্ধবাঃ
মৎকৃতে নিধনং প্রাপ্তাঃ কিং নু কষ্টতরং ততঃ ॥ ৬

বয়ং হি ধার্তরাষ্ট্রাশ্চ কাল-মন্যুবশং গতাঃ ।
কৃত্বেদং নিন্দিতং কর্ম প্রাপ্স্যামঃ কাং গতিং নৃপ ॥ ৭

ইদং তু ধার্তরাষ্ট্রস্য শ্রেয়ো মন্যে জনাধিপ ।
ইমামবস্থাং সম্প্রাপ্তং যদসৌ ত্বাং ন পশ্যতি ॥ ৮

সোঽহং তব হ্যন্তকরঃ সুহৃদ্বধকরস্তথা ।
ন শান্তিমধিগচ্ছামি পশ্যংস্ত্বাং দুঃখিতঃ ক্ষিতৌ ॥ ৯

অনুশাসনপর্ব

(দানধর্মপর্ব)

প্রথম অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনাদানের জন্য ভীষ্মকর্তৃক গোতমী ব্রাহ্মণী, ব্যাধ, সর্প, মৃত্যু ও কালের সংবাদ বর্ণন ।

(অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (তাঁহার নিত্য সখা) নরস্বরূপ নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, (তাঁহার লীলার সহায়িকা) দেবী মহামায়া দুর্গা, (তাঁহার লীলাপ্রকাশকারিণী) সরস্বতী এবং (তাঁহার লীলাসঙ্কলনকারী) মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয় (মহাভারতাদি)-গ্রন্থ পাঠ করিবে ।)

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ ! আপনি নানাপ্রকারে শান্তির সূক্ষ্মস্বরূপ (শোক হইতে মুক্ত হইবার বিবিধ উপায়) বর্ণন করিয়াছেন ; কিন্তু আপনার এরূপ উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার হৃদয়ে শান্তি লাভ হয় নাই । ১

পিতামহ ! আপনি এ বিষয়ে শান্তির বহুবিধ উপায় বলিয়াছেন, কিন্তু এই নানাপ্রকারের শান্তিদায়ক উপায় শুনিয়াও নিজেরই কৃত অপরাধের ফলে হৃদয়ে শান্তিলাভ কিভাবে হইতে পারে ? ২

বীরবর ! বাণসমূহে পরিপূর্ণ আপনার শরীর এবং ইহার গভীর ক্ষত (ঘা) দেখিয়া আমি বারংবার নিজেরই পাপসকলেরই চিন্তা করিতেছি ; অতএব আমি অল্পই শান্তি পাইতেছি না । ৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত ঝরণার ন্যায় শরীর হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে আপনার সর্ব্বাঙ্গ রক্তে আপ্লুত হইয়া গিয়াছে । এই অবস্থায় আপনাকে দেখিয়া আমি বর্ষাকালের পদ্মের সদৃশ অবসন্ন হইয়া যাইতেছি । ৪

আমারই জন্য সমরাঙ্গণে শত্রুগণ যে পিতামহকে এই অবস্থায় উপনীত করিয়াছে, ইহা হইতে অধিক কষ্ট আর কি থাকিতে পারে ? ৫

আপনি ব্যতীতও আরও বহু রাজা আমারই জন্য নিজেদের পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন । ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি কষ্ট হইতে পারে ? ৬

হে নৃপ ! পাণ্ডুপুত্র আমরা এবং ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনাদি কাল ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া এই নিন্দিত কর্ম করত জানি না কি দুর্গতি প্রাপ্ত হইব ? ৭

জননাথ ! আমি রাজা দুর্যোধনের পক্ষে তাহার মৃত্যুকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি ; কারণ, সে আপনাকে এরূপ অবস্থায় পতিত হইতে দেখে নাই । ৮

আমিই আপনার জীবনের হানি করিয়াছি এবং অন্যান্য

দুর্য্যোধনো হি সমরে সহসৈন্যঃ সহানুজঃ।
নিহতঃ ক্ষত্রধর্মেঽস্মিন্ দুরাত্মা কুলপাংসনঃ॥ ১০
ন স পশ্যতি দুষ্টাত্মা ত্বামদ্য পতিতং ক্ষিতৌ।
অতঃ শ্রেয়ো মৃতং মন্যে নেহ জীবিতমাত্মনঃ॥ ১১
অহং হি সমরে বীর গমিতঃ শত্রুভিঃ ক্ষয়ম্।
অভবিষ্যং যদি পুরা সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুত॥ ১২
ন ত্বামেবং সুদুঃখার্তমদ্রাক্ষং সায়কার্দিতম্।
নূনং হি পাপকর্মাণো ধাত্রা সৃষ্টাঃ স্ম হে নৃপ॥ ১৩
অন্যস্মিন্নপি লোকে বৈ যথা মুচ্যেম কিল্বিষাৎ।
তথা প্রশাধি মাং রাজন্ মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্॥ ১৪

ভীষ্ম উবাচ।

পরতন্ত্রং কথং হেতুমাত্মানমনুপশ্যসি।
কর্মণাং হি মহাভাগ সূক্ষ্মং হ্যেতদতীন্দ্রিয়ম্॥ ১৫

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
সংবাদং মৃত্যু-গৌতম্যোঃ কাল-লুব্ধক-পন্নগৈঃ॥ ১৬
গৌতমী নাম কৌন্তেয় স্থবিরা শমসংযুতা।
সর্পেণ দষ্টং স্বং পুত্রমপশ্যদ্ গতচেতনম্॥ ১৭
অথ তং স্নায়ুপাশেন বদ্ধ্বা সর্পমমর্ষিতঃ।
লুব্ধকোঽর্জ্জুনকো নাম গৌতম্যাঃ সমুপানয়ৎ॥ ১৮
স চাব্রবীদয়ং তে স পুত্রহা পন্নগাধমঃ।
ব্রূহি ক্ষিপ্রং মহাভাগে বধ্যতাং কেন হেতুনা॥ ১৯
অগ্নৌ প্রক্ষিপ্যতামেষ চ্ছিদ্যতাং খণ্ডশোঽপি বা।
ন হ্যয়ং বালহা পাপশ্চিরং জীবিতুমর্হতি॥ ২০

গৌতম্যুবাচ।

বিসৃজৈনমবুদ্ধিস্ত্বমবধ্যোঽর্জ্জুনক ত্বয়া।
কো হ্যাত্মানং গুরুং কুর্য্যাৎ প্রাপ্তব্যমবিচিন্তয়ন্॥ ২১

বন্ধুবর্গকেও বধ করিয়াছি। আপনাকে এই দুঃখময়ী দুরবস্থায় ভূমিতে পতিত দেখিয়া আমি শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। ৯

দুরাত্মা কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন সেনা ও অনুজ ভ্রাতাগণের সহিত ক্ষত্রিয়-ধর্মানুসারে সংঘটিত এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। ১০

সেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন আজ আপনাকে এইভাবে ভূমিতে পতিত থাকিতে দেখিতেছে না; অতএব তাহার মৃত্যুই আমি এ জগতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি, কিন্তু নিজের এই জীবনকে (বাঁচিয়া থাকাকে) নহে। ১১

নিজের মর্য্যাদা হইতে অবিচ্যুত বীরবর! যদি ভ্রাতাদের সহিত আমি শত্রুগণের দ্বারা যুদ্ধে পূর্ব্বেই নিহত হইতাম, তাহা হইলে আপনাকে এইভাবে বাণপীড়িত ও অত্যন্ত দুঃখে আতুর অবস্থায় পতিত থাকিতে দেখিতে হইত না। ১২১

নরনাথ! নিশ্চয়ই বিধাতা আমাদের পাপকর্মকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। রাজন্! যদি আপনি আমার প্রিয় করিতে অভিলাষী হন, তবে আপনি আমাকে এরূপ উপদেশ দান করুন, যাহাতে আমি পরলোকে যাইয়াও এই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি। ১৩-১৪

ভীষ্ম বলিলেন,—মহাভাগ! তুমি ত' সর্ব্বদা পরতন্ত্র অর্থাৎ কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরের অধীন; তবে কেন নিজেকে শুভাশুভ কর্ম্মসমূহের কারণ বলিয়া মনে করিতেছ? প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মসকলের কারণ কি, সেই বিষয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়গণেরও অতীত। ১৫

এই বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ গৌতমী ব্রাহ্মণী, ব্যাধ, সর্প, মৃত্যু ও কালের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস এস্থলে উদাহরণ দিয়া থাকেন। ১৬

কুন্তীনন্দন! পুরাকালে গৌতমী নামে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী শান্তিলাভের সাধনায় নিরতা ছিলেন। তিনি একদিন দেখিলেন, তাঁহার নিজের পুত্রকে কোন একটি সর্প দংশন করিয়াছে এবং তাহাতে সেই পুত্র অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে। ১৭

এই সময়ে অর্জ্জুনক নামে একজন ব্যাধ সেই সর্পকে তন্তু-পাশের দ্বারা বন্ধন করিল এবং অমর্ষবশতঃ তাহাকে গৌতমীর নিকট লইয়া আসিল। ১৮

তারপর সে বলিল,—মহাভাগে! এই সেই নীচ সর্প, যে আপনার পুত্রকে দংশন করিয়াছে। সত্বর বলুন, আমি কিভাবে ইহাকে বধ করিব? ১৯

আমি কি ইহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিব কিংবা ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিব? বালকহত্যাকারী এই পাপী সর্প এখন আর অধিক সময় পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবার যোগ্য নয়। ২০

গৌতমী বলিলেন,—অর্জ্জুনক! তুমি ইহাকে ছাড়িয়া দাও। তুমি এখনও নাবালক। এই সর্পকে বধ করা তোমার উচিত না। ভবিতব্যকে কেহই অন্যথা করিতে পারে না—ইহা জানিয়াও উহাকে উপেক্ষা করিয়া কোন্ ব্যক্তি নিজেকে গুরুতর পাপে লিপ্ত করিবে? ২১

প্লবন্তে ধর্মলঘবো লোকেঽম্ভসি যথা প্লবাঃ।
মজ্জন্তি পাপগুরবঃ শস্ত্রং স্কন্নমিবোদকে ॥ ২২

হত্বা চৈনং নামৃতঃ স্যাদয়ং মে
জীবত্যস্মিন্ কোঽত্যয়ঃ স্যাদয়ং তে।
অস্যোৎসর্গে প্রাণযুক্তস্য জন্তো-
র্মৃত্যুর্লোকং কো নু গচ্ছেদনন্তম্ ॥ ২৩

লুব্ধক উবাচ।
জানাম্যহং দেবি গুণাগুণজ্ঞে
সর্বার্তিযুক্তা গুরবো ভবন্তি।
স্বস্থস্যৈতে তূপদেশা ভবন্তি
তস্মাৎ ক্ষুদ্রং সর্পমেনং হনিষ্যে ॥ ২৪

শমার্থিনঃ কালগতিং বদন্তি
সদ্যঃ শুচং ত্বর্থবিদস্ত্যজন্তি।
শ্রেয়ঃ ক্ষয়ং শোচতি নিত্যমোহাৎ
তস্মাচ্ছুচং মুঞ্চ হতে ভুজঙ্গে ॥ ২৫

গৌতম্যুবাচ।
আর্তির্নৈবং বিদ্যতেঽস্মদ্বিধানাং
ধর্মাত্মানঃ সর্বদা সজ্জনা হি।
নিত্যায়স্তো বালকোঽপ্যস্য তস্মা-
দীশে নাহং পন্নগস্য প্রমাথে ॥ ২৬

ন ব্রাহ্মণানাং কোপোঽস্তি কুতঃ কোপাচ্চ যাতনাম্।
মার্দবাৎ ক্ষম্যতাং সাধো মুচ্যতামেষ পন্নগঃ ॥ ২৭

লুব্ধক উবাচ।
হত্বা লাভঃ শ্রেয় এবাব্যয়ঃ স্যা-
ল্লভ্যো লাভঃ স্যাদ্ বলিভ্যঃ প্রশস্তঃ।
কালাল্লাভো যস্তু সত্যো ভবেত
শ্রেয়োলাভঃ কুৎসিতেঽস্মিন্ন তে স্যাৎ ২৮

গৌতম্যুবাচ।
কা নু প্রাপ্তির্গৃহ্য শত্রুং নিহত্য
কা কামাপ্তিঃ প্রাপ্য শত্রুং ন মুক্ত্বা।
কস্মাৎ সৌম্যাহং ন ক্ষমে নো ভুজঙ্গে
মোক্ষার্থং বা কস্য হেতোর্ন কুর্য্যাম্ ॥২৯

সংসারে ধর্মাচরণ করিয়া যাঁহারা নিজেদের লঘু (হাল্কা) করিয়া রাখেন অর্থাৎ নিজেদের উপর পাপ ভার ন্যস্ত করেন না, তাঁহারা জলের উপর গমনকারী নৌকাসমূহের ন্যায় ভবসাগর হইতে পার হইয়া যান; কিন্তু যাহারা পাপভারে নিজেদের ভারী করে, তাহারা জলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের ন্যায় নরক-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া যায়। ২২

ইহাকে বধ করিলে আমার এই পুত্র জীবিত হইবে না এবং এই সর্প জীবিত থাকিলে তোমার কি হানি হইবে? এরূপ অবস্থায় এই জীবিত প্রাণীর প্রাণ নাশ করিয়া কোন্ ব্যক্তি যমরাজের অনন্ত ভবনে গমন করিবে? ২৩

ব্যাধ বলিল,—গুণ ও অগুণ জানিতে সমর্থ দেবি! আমি জানি যে, জ্ঞানী বৃদ্ধগণ কাহাকেও কষ্টে পতিত হইতে দেখিয়া এইরূপে দুঃখিত হন। এই সব উপদেশ ত' স্বস্থচিত্ত পুরুষগণের জন্যই (দুঃখী মানুষের উপর ইহার কোনও প্রভাব পতিত হয় না)। অতএব আমি এই নীচ মানুষকে অবশ্যই বিনাশ করিব। ২৪

শান্তিকামী মানুষেরা ইহাকে কালের গতি বলেন অর্থাৎ কালই ইহাকে নাশ করিয়া দিয়াছে, এই কথা বলিয়া শোক ত্যাগ করত সন্তোষ ধারণ করেন, কিন্তু যাঁহারা অর্থবিৎ— নিজেদের প্রয়োজন বুঝিয়া প্রতিশোধ লইতে জানেন, তাঁহারা শত্রুকে বিনাশ করিয়া অতিসত্বর শোক ত্যাগ করেন। অজ্ঞ সব মানুষ শ্রেয় নাশ হইলে পর মোহবশতঃ সদা তাহার জন্য শোক করিতে থাকে, অতএব এই শত্রুভূত সর্পের বিনাশ হইলে পরই আপনিও তৎক্ষণাৎ নিজের পুত্র-শোক ত্যাগ করিবেন। ২৫

গৌতমী ব্রাহ্মণী বলিলেন,—অর্জুনক! আমাদের ন্যায় মনুষ্যগণের কখনও কোনওরূপেই হানির দ্বারা পীড়া হয় না। ধর্মাত্মা সজ্জন পুরুষগণ সদা ধর্মেই আসক্ত থাকেন। আমার এই বালক সর্বদা মরণধর্মা, সেইজন্য আমি এই সর্পকে বিনাশ করিতে অসমর্থ। ২৬

ব্রাহ্মণগণের ক্রোধ হয় না; পুনরায় ক্রোধবশতঃ তাঁহারা অন্যদের কিভাবে পীড়িত করিবেন? সাধো! অতএব তুমিও কোমলভাব অবলম্বন করত এই সর্পের অপরাধ ক্ষমা কর এবং ইহাকে ছাড়িয়া দাও। ২৭

ব্যাধ বলিল,—দেবি! এই সর্পকে বধ করিলে যে শ্রেয়োলাভ হইবে, উহা অক্ষয় লাভ। বলবান্‌গণের বলপূর্বক লভ্য বস্তু লাভ করাই উত্তম লাভ, কালের দ্বারা যে লাভ হয়, উহাই যথার্থ লাভ। এই নীচ সর্প জীবিত থাকিলে আপনার কোনই শ্রেয়োলাভ হইবে না। ২৮

গৌতমী বলিলেন,—অর্জুনক! শত্রুকে বন্ধন করিয়া বধ করিলে কি লাভ হইবে এবং শত্রুকে নিজের হস্তে পাইয়া

লুব্ধক উবাচ

অস্মাদেকাদ্ বহবো রক্ষিতব্যা
নৈকো বহুভ্যো গৌতমি রক্ষিতব্যঃ।
কৃতাগসং ধর্মবিদস্ত্যজন্তি
সরীসৃপং পাপমিমং জহি ত্বম্ ॥ ৩০

গৌতম্যুবাচ

নাস্মিন্ হতে পন্নগে পুত্রকো মে
সম্প্রাপ্স্যতে লুব্ধক জীবিতং বৈ।
গুণং চান্যং নাস্য বধে প্রপশ্যে
তস্মাৎ সর্পং লুব্ধক মুঞ্চ জীবম্ ॥ ৩১

লুব্ধক উবাচ।

বৃত্রং হত্বা দেবরাট্ শ্রেষ্ঠভাগ্ বৈ
যজ্ঞং হত্বা ভাগমবাপ চৈব।
শূলী দেবো দেববৃত্তং চর ত্বং
ক্ষিপ্রং সর্পং জহি মা ভূৎ তে বিশঙ্কা ॥ ৩২

ভীষ্ম উবাচ।

অসকৃৎ প্রোচ্যমানাপি গৌতমী ... প্রো...
লুব্ধকেন মহাভাগা পাপে নৈবা ... রামতিম্ ...
ঈষদুচ্ছ্বসমানস্তু কৃচ্ছ্রাৎ সংস্তভ্য পন্নগঃ
উৎসসর্জ্জ গিরং মন্দাং মানুষীং পাশপীড়িতঃ ॥ ৩৪

সর্প উবাচ।

কো ন্বর্জ্জুনক দোষোঽত্র বিদ্যতে মম বালিশ।
অস্বতন্ত্রং হি মাং মৃত্যুর্বিবশং যদচূচুদৎ ॥ ৩৫
তস্যায়ং বচনাদ্ দষ্টো ন কোপেন ন কাম্যয়া।
তস্য তৎকিল্বিষং লুব্ধ বিদ্যতে যদি কিল্বিষম্ ॥ ৩৬

লুব্ধক উবাচ।

যদ্যন্যবশগেনেদং কৃতং তে পন্নগাশুভম্।
কারণং বৈ ত্বমপ্যত্র তস্মাৎ ত্বমপি কিল্বিষী ॥ ৩৭
মৃৎপাত্রস্য ক্রিয়ায়াং হি দণ্ডচক্রাদয়ো যথা
কারণত্বে প্রকল্প্যন্তে যথা ত্বমপি পন্নগ ॥ ৩৮

তাহাকে ছাড়িয়া না দিলে কি অভীষ্ট মনোরথ লাভ হইবে? সৌম্য! কি কারণ আছে যে, আমি এই সর্পের অপরাধ ক্ষমা না করিব? এবং কিজন্য ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার প্রযত্ন না করিব? ২৯

ব্যাধ বলিল,—গৌতমী! এই এক সর্পের নিকট হইতে বহু মানুষকে রক্ষা করা উচিত (কারণ, এই সর্প জীবিত থাকিলে, সে অনেক মানুষকে দংশন করিতে পারে।) অনেকের প্রাণ লইয়া একজনকে রক্ষা করা কদাপি উচিত নহে। ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষগণ অপরাধী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেন; অতএব আপনিও এই পাপী সর্পকে বিনাশ করুন। ৩০

গৌতমী বলিলেন,—ব্যাধ! এই সর্প নিহত হইলে পর আমার পুত্র পুনরায় জীবন লাভ করিবে, এরূপ কথা নয়। ইহাকে বধ করিলে অপর কোনও লাভও আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। সেইজন্য এই সর্পকে তুমি জীবিত অবস্থায় ত্যাগ কর। ৩১

ব্যাধ বলিল,—দেবি! বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াছেন এবং ত্রিশূলধারী রুদ্রদেব দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়াই উহাতে নিজের ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনিও দেবতাগণের দ্বারা আচরিত এই ধর্ম্মই পালন করুন। শীঘ্র এই সর্পকে বিনাশ করুন। এই কার্য্যে আপনার কোনরূপ শঙ্কা করা উচিত নয়। ৩২

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! ব্যাধ বারংবার বলিতে থাকিলেও এবং প্রেরণা দিলেও বা প্ররোচিত করিলেও মহাভাগা গৌতমী সর্পকে বিনাশ করিবার বুদ্ধিস্থির করিলেন না। ৩৩

সেই সময় বন্ধনে পীড়িত হইয়া ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে সেই সর্প নিজেকে অতিশয় কষ্টের সহিত কোনরূপে প্রকৃতিস্থ করিয়া মন্দস্বরে মনুষ্যের ন্যায় বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিল। ৩৪

সর্প বলিল, অরে মূর্খ অর্জ্জুনক! ইহাতে আমার কি দোষ আছে? আমি ত, পরাধীন? মৃত্যু আমাকে অবশ করিয়া এই কার্য্যের জন্য প্রেরিত করিয়াছে। ৩৫

তাহারই বাক্যে আমি এই বালককে দংশন করিয়াছি, ক্রোধ বা কামনাবশতঃ নহে। যদি ইহাতে কোনও অপরাধ থাকে, তবে উহা আমার নহে, মৃত্যুর। ৩৬

ব্যাধ বলিল,—সর্প! যদিও তুমি অন্যের অধীন হইয়াই এই পাপ কার্য্য করিয়াছ, তথাপি তুমিই উহার কারণ, সেইজন্য তুমিও অপরাধী। ৩৭

সর্প! যেরূপ মৃত্তিকার পাত্র নির্ম্মাণের সময় দণ্ড ও চক্রাদি সেই নির্ম্মাণের কারণ হইয়া থাকে, সেইরূপ তুমিও এই বালকের মৃত্যুর কারণ। ৩৮

কিল্বিষী চাপি মে বধ্যঃ কিল্বিষী চাসি পন্নগ।
আত্মানং কারণং হ্যত্র ত্বমাখ্যাসি ভুজঙ্গম ॥ ৩৯

সর্প উবাচ।

সর্ব এতে হ্যবশা দণ্ডচক্রাদয়ো যথা।
তথাহমপি তস্মান্মে নৈষ দোষো মতস্তব ॥ ৪০
অথবা মতমেতত্তে তেঽপ্যন্যোন্যপ্রযোজকাঃ।
কার্য্যকারণসন্দেহো ভবত্যন্যোন্যচোদনাৎ ॥ ৪১
এবং সতি ন দোষো মে নাস্মি বধ্যো ন কিল্বিষী।
কিল্বিষং সমবায়ে স্যান্মন্যসে যদি কিল্বিষম্ ॥ ৪২

লুব্ধক উবাচ।

কারণং যদি ন স্যাদ্ বৈ ন কর্ত্তা স্যাস্ত্বমপ্যুত।
বিনাশকারণং ত্বঞ্চ তস্মাদ্ বধ্যোঽসি মে মতঃ ॥ ৪৩
অসত্যপি কৃতে কার্য্যে নেহ পন্নগ লিপ্যতে।
তস্মান্নাত্রৈব হেতুঃ স্যাদ্ বধ্যঃ কিং বহু ভাষসে ॥ ৪৪

সর্প উবাচ।

কার্য্যাভাবে ক্রিয়া ন স্যাৎ সত্যসত্যপি কারণে।
তস্মাৎ সমেঽস্মিন্ হেতৌ মে বাচ্যো হেতুর্বিশেষতঃ ॥ ৪৫
যদ্যহং কারণত্বেন মতো লুব্ধক তত্ত্বতঃ।
অন্যঃ প্রয়োগে স্যাদত্র কিল্বিষী জন্তুনাশনে ॥ ৪৬

লুব্ধক উবাচ।

বধ্যস্ত্বং মম দুর্বুদ্ধে বালঘাতী নৃশংসকৃৎ।
ভাষসে কি বহু পুনর্বধ্যঃ সন্ পন্নগাধম ॥ ৪৭

সর্প উবাচ।

যথা হবীংষি জুহ্বানা মখে বৈ লুব্ধকর্ত্বিজঃ।
ন ফলং প্রাপ্নুবন্ত্যত্র ফলযোগে তথা হ্যহম্ ॥ ৪৮

ভীষ্ম উবাচ।

তথা ব্রুবতি তস্মিংস্তু পন্নগে মৃত্যুচোদিতে।
আজগাম ততো মৃত্যুঃ পন্নগং চাব্রবীদিদম্ ॥ ৪৯

পন্নগ! যে-ই অপরাধী হউক না কেন, সে-ই আমার বধ্য। ভুজঙ্গম! তুমিও অপরাধী, কারণ, তুমি নিজেকেই ইহার কারণ বলিয়া বর্ণনা করিতেছ। ৩৯

সর্প বলিল,—ব্যাধ! যেরূপ মৃত্তিকার পাত্র নির্মাণে এই দণ্ড-চক্রাদি সকল কারণই পরাধীন, সেইরূপ আমিও মৃত্যুর অধীন; সেইজন্য তুমি যে আমার উপর দোষারোপ করিতেছ, উহা ঠিক নহে। ৪০

অথবা যদি তোমার এই মতই হয় যে, দণ্ড-চক্রাদিও পরস্পরের প্রয়োজক হয়, সেইজন্যই উহা কারণ, কিন্তু ইহা মানিলে পরস্পর পরস্পরের প্রেরক হওয়ায় কার্য্য-কারণের নির্ণয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইবে। ৪১

এরূপ অবস্থায় আমার কোনও দোষ নাই এবং আমি বধ্য অথবা অপরাধী নহি। যদি কাহারও অপরাধ বলিয়া মনে কর, তবে উহা সমুদয় কারণের উপরেই পর্য্যবসিত হয়। ৪২

ব্যাধ বলিল,—সর্প! যদি মানিয়াও লই যে, তুমি অপরাধের কারণও নও এবং কর্ত্তাও নও, তথাপি এই বালকের মৃত্যু ত' তোমার জন্যই হইয়াছে, অতএব তুমিই বিনাশের কারণ বলিয়া আমার মতে তুমি বধযোগ্য। ৪৩

সর্প! যদি তোমার মতে দুষ্টতাপূর্ণ কার্য্য করিয়াও কর্ত্তা সেই দোষে লিপ্ত না হয়, তবে ত' চোর ও ঘাতকাদিরা নিজেদের অপরাধের জন্য রাজার দ্বারা যে বধ্য হয়, ইহাতেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা অপরাধী বা দোষভাগী হয় না—ইহাই স্থির হয়। (ইহাতে কিন্তু পাপ ও তাহার দণ্ড বৃথা হইয়া যায়।) অতএব তুমি কি বা তা বহু কথা বলিতেছ? ৪৪

সর্প বলিল,—ব্যাধ! প্রযোজক (প্রেরক) কর্ত্তা থাকুক বা না থাকুক, প্রযোজ্য-কর্ত্তা বিনা ক্রিয়া নিষ্পাদিত হয় না; সেইজন্য এস্থলে যদিও আমরা (আমি ও মৃত্যু) সমানরূপেই হেতু, তথাপি প্রযোজক বলিয়া মৃত্যুর উপরেই এই দোষ বিশেষভাবে আরোপ করা যাইতে পারে। যদি তুমি আমাকেই এই বালকের মৃত্যুর বস্তুতঃ কারণ বলিয়া মনে কর, তবে উহা তোমার ভ্রম। বাস্তবিক পক্ষে বিচার করিলে দেখা যাইবে, প্রেরণাদানের জন্য অন্য কর্ত্তাই (মৃত্যুই) অপরাধী সিদ্ধ হয়; কারণ, এই মৃত্যুই প্রাণিগণের বিনাশে অপরাধী। ৪৫-৪৬

ব্যাধ বলিল,—দুর্মতি সর্পাধম! তুমি শিশুহত্যাকারী ও নৃশংসকর্ম্মকারী; অতএব নিশ্চয়ই আমার দ্বারা তুমি বধযোগ্য। তুমি বধ্য হইয়াও নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য কেন এত কথা বলিতেছ? ৪৭

সর্প বলিল, ব্যাধ! যেরূপ যজমানের যজ্ঞে ঋত্বিগ্‌গণ অগ্নিতে আহুতি দিয়া থাকেন, কিন্তু সেই যজ্ঞের ফল তাঁহাদের লাভ হয় না, সেইরূপ এই অপরাধের ফল বা দণ্ডভোগে আমাকেই বাধ্য করা চলে না (প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুই এবিষয়ে অপরাধী)। ৪৮

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! মৃত্যুর প্রেরণায় বালককে দংশনকারী সর্প যখন বারংবার নিজেকে নির্দোষ ও মৃত্যুকে দোষী

মৃত্যুরুবাচ

প্রচোদিতোঽহং কালেন পন্নগ ত্বামচূচুদম্।
বিনাশহেতুর্নাস্য ত্বমহং ন প্রাণিনঃ শিশোঃ ॥ ৫০
যথা বায়ুর্জলধরান্ বিকর্ষতি ততস্ততঃ।
তদ্বজ্জলদবৎ সর্প কালস্যাহং বশানুগঃ ॥ ৫১
সাত্ত্বিকা রাজসাশ্চৈব তামসা যে চ কেচন।
ভাবাঃ কালাত্মকাঃ সর্বে প্রবর্ত্তন্তে হ জন্তুষু ॥ ৫২
জঙ্গমাঃ স্থাবরাশ্চৈব দিবি বা যদি বা ভুবি।
সর্বে কালাত্মকাঃ সর্প কালাত্মকমিদং জগৎ ॥ ৫৩
প্রবৃত্তয়শ্চ লোকেঽস্মিংস্তথৈব চ নিবৃত্তয়ঃ।
তাসাং বিকৃতয়ো যাশ্চ সর্বং কালাত্মকং স্মৃতম্ ॥ ৫৪
আদিত্যশ্চন্দ্রমা বিষ্ণুরাপো বায়ুঃ শতক্রতুঃ।
অগ্নিঃ খং পৃথিবী মিত্রঃ পর্জন্যো বসবোঽদিতিঃ ॥ ৫৫
সরিতঃ সাগরাশ্চৈব ভাবাভাবৌ চ পন্নগ।
সর্বে কালেন সৃজ্যন্তে হ্রিয়ন্তে চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৬

এবং জ্ঞাত্বা কথং মাং ত্বং সদোষং সর্প মন্যসে।
অথ চৈবংগতে দোষে ময়ি ত্বমপি দোষবান্ ॥ ৫৭

সর্প উবাচ।

নির্দোষং দোষবন্তং বা ন ত্বাং মৃত্যো ব্রবীম্যহম্।
ত্বয়াহং চোদিত ইতি ব্রবীম্যেতাবদেব তু ॥ ৫৮
যদি কালে তু দোষোঽস্তি যদি তত্রাপি নেষ্যতে।
দোষো নৈব পরীক্ষ্যো মে ন হ্যত্রাধিকৃতা বয়ম্ ॥ ৫৯
নির্মোক্ষস্ত্বস্য দোষস্য ময়া কার্য্যো যথা তথা।
মৃত্যোরপি ন দোষঃ স্যাদিতি মেঽত্র প্রয়োজনম্ ॥ ৬০

ভীষ্ম উবাচ।

সর্পোঽথার্জুনকং প্রাহ শ্রুতং তে মৃত্যুভাষিতম্।
নানাগসং মাং পাশেন সন্তাপয়িতুমর্হসি ॥ ৬১

লুব্ধক উবাচ।

মৃত্যোঃ শ্রুতং মে বচনং তব চৈব ভুজঙ্গম।
নৈব তাবদদোষত্বং ভবতি ত্বয়ি পন্নগ ॥ ৬২

বলিয়া বর্ণনা করিতে লাগিল, তখন মৃত্যুও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এইরূপ বলিলেন। ৪৯

মৃত্যু বলিলেন,—সর্প! কালের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই আমি তোমাকে এই বালককে দংশন করিবার জন্য প্রেরণা দিয়াছিলাম; অতএব এই শিশুপ্রাণীর বিনাশে তুমিও কারণ নও এবং আমিও কারণ নই। ৫০

সর্প! যেরূপ বায়ু মেঘমণ্ডলকে এদিক্ ওদিকে উড়াইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ আমিও মেঘেরই ন্যায় কালের বশীভূত। ৫১

সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস—এই যে সমস্ত ভাব আছে, সেই সবই কালাত্মক এবং কালেরই প্রেরণায় উহা প্রাণিগণকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫২

সর্প! পৃথিবী ও স্বর্গলোকে যত স্থাবর-জঙ্গম পদার্থ আছে, তৎ সমস্তই কালের অধীন। এই সম্পূর্ণ জগৎই কালস্বরূপ। ৫৩

এই লোকে যত প্রকার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি আছে এবং তাহাদের বিকৃতি (ফল) আছে, সে সবই কালের স্বরূপ। ৫৪

পন্নগ! সূর্য্য, চন্দ্র, জল, বায়ু, ইন্দ্র, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, মিত্র, পর্জ্জন্য, বসু, অদিতি, নদী, সমুদ্র, ভাব ও অভাব—এ সবই কালের দ্বারা রচিত এবং কালই ইহাদের সংহার করিয়া থাকেন। ৫৫-৫৬

সর্প! এই সব জানিয়াও তুমি আমাকে কেন দোষী বলিয়া মনে করিতেছ? যদি এরূপ অবস্থায় আমার উপর দোষারোপ করা হয়, তবে ত' তুমিও দোষী নির্ণীত হইবে। ৫৭

সর্প বলিল,—মৃত্যো! আমি আপনাকে নির্দোষও বলিতেছি না এবং দোষীও বলিতেছি না। আমি ত' ইহাই বলিতেছি যে, এই বালককে দংশন করিতে আপনিই আমাকে প্রেরণা দিয়াছেন। ৫৮

এবিষয়ে যদি কালের দোষ থাকে অথবা যদি তিনিও নির্দোষ হন, তবে আমার কাহারও দোষ দেখা উচিত নয় এবং দোষ দেখিবার আমাদের কোনও অধিকারই নাই। ৫৯

কিন্তু আমার উপর যে দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহার নিবারণ ত' আমাকে যে কোন উপায়ে করিতেই হইবে। মৃত্যুরও দোষ নাই—এ কথা বলিবারই আমার এখানে প্রয়োজন। ৬০

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তদনন্তর সর্প অর্জুনককে বলিল তুমি ত' মৃত্যুর কথা শুনিলে? এখন নিরপরাধ আমাকে বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া কষ্ট দেওয়া তোমার উচিত নয়। ৬১

ব্যাধ বলিল,—পন্নগ! আমি মৃত্যু ও তোমার—উভয়েরই কথা শুনিয়াছি; কিন্তু ভুজঙ্গ! ইহাতে তোমার নির্দোষতা প্রতিপন্ন হয় না। ৬২

মৃত্যুস্ত্বং চৈব হেতুর্হি বালস্যাস্য বিনাশনে।
উভয়ং কারণং মন্যে ন কারণমকারণম্ ॥ ৬৩

ধিগ্ মৃত্যুঞ্চ দুরাত্মানং ক্রূরং দুঃখকরং সতাম্।
ত্বাং চৈবাহং বধিষ্যামি পাপং পাপস্য কারণম্ ॥ ৬৪

মৃত্যুরুবাচ।

বিবশৌ কালবশগাবাবাং নির্দিষ্টকারিণৌ।
নাবাং দোষেণ গন্তব্যৌ যদি সম্যক্ প্রপশ্যসি ॥ ৬৫

লুব্ধক উবাচ।

যুবামুভৌ কালবশৌ যদি মে মৃত্যু-পন্নগৌ।
হর্ষ-ক্রোধৌ যথা স্যাতামেতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৬৬

মৃত্যুরুবাচ

যা কাচিদেব চেষ্টা স্যাৎ সর্বা কালপ্রচোদিতা।
পূর্বমেবৈতদুক্তং হি ময়া লুব্ধক কালতঃ ॥ ৬৭

তস্মাদুভৌ কালবশাবাবাং নির্দিষ্টকারিণৌ।
নাবাং দোষেণ গন্তব্যৌ ত্বয়া লুব্ধক কর্হিচিৎ ॥ ৬৮

ভীষ্ম উবাচ।

অথোপগম্য কালস্তু তস্মিন্ ধর্মার্থসংশয়ে।
অব্রবীৎ পন্নগং মৃত্যুং লুব্ধং চার্জুনকং তথা ॥ ৬৯

কাল উবাচ।

ন হ্যহং নাপ্যয়ং মৃত্যুর্নায়ং লুব্ধক পন্নগঃ।
কিল্বিষী জন্তুমরণে ন বয়ং হি প্রয়োজকাঃ ॥ ৭০

অকরোদ্ যদয়ং কর্ম তন্মোঽর্জুনক চোদকম্।
বিনাশহেতুর্নান্যোঽস্য বধ্যতেঽয়ং স্বকর্মণা ॥ ৭১

যদনেন কৃতং কর্ম তেনায়ং নিধনং গতঃ।
বিনাশহেতুঃ কর্মাস্য সর্বে কর্মবশা বয়ম্ ॥ ৭২

কর্মদায়াদবাঁল্লোকঃ কর্মসম্বন্ধলক্ষণঃ।
কর্মাণি চোদয়ন্তীহ যথান্যোন্যং তথা বয়ম্ ॥ ৭৩

যথা মৃৎপিণ্ডতঃ কর্তা কুরুতে যদ্ যদিচ্ছতি।
এবমাত্মকৃতং কর্ম মানবঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ৭৪

এই বালকের মৃত্যুতে তুমি ও মৃত্যু—এই উভয়েই কারণ; অতএব আমি তোমাদের উভয়কেই কারণ বা অপরাধী বলিয়া মনে করি। কোন একজনকে অপরাধী কিংবা নিরপরাধ বলিয়া মনে করি না। ৬৩

শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের দুঃখদায়ক এই ক্রূর ও দুরাত্মা মৃত্যুকে ধিক্ এবং তুমিও এই পাপেরই কারণ; সেইজন্য পাপী তোমাকে আমি বধ করিব। ৬৪

মৃত্যু বলিলেন,—ব্যাধ! আমরা দুইজনে কালের অধীন বলিয়া বিবশ। আমরা কেবল তাঁহার আদেশমাত্র পালন করিয়াছি। যদি তুমি ভালভাবে বিচার কর, তাহা হইলে আমাদের দোষারোপ করিতে পারিবে না। ৬৫

ব্যাধ বলিল,—মৃত্যু ও সর্প! যদি তোমরা দুইজনে কালেরই অধীন, তবে নিরপেক্ষ ব্যক্তি আমার পরোপকারীর প্রতি হর্ষ ও অপরের অপকারকারী তোমাদের উভয়ের প্রতি কেন ক্রোধ হইতেছে, আমি জানিতে বাসনা করি। ৬৬

মৃত্যু বলিলেন,—ব্যাধ! জগতে যাহা কিছু চেষ্টা হইতেছে, তৎসমস্তই কালেরই প্রেরণায় হইতেছে। এই কথা আমি তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। ৬৭

ব্যাধ! অতএব আমরা উভয়ে কালের অধীন এবং কালেরই আদেশ-পালক বুঝিয়া আমাদের দুইজনের উপর তোমার দোষারোপ করা উচিত নয়। ৬৮

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তদনন্তর ধর্মীয় বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে পর কালও সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সর্প, মৃত্যু ও অর্জুনক ব্যাধকে এই কথাই বলিয়াছিলেন। ৬৯

কাল বলিলেন,—ব্যাধ! না আমি, না এই মৃত্যু এবং না এই সর্পই এই জীবের মৃত্যুতে অপরাধী। আমরা কাহারও মৃত্যুতে প্রেরক বা প্রয়োজকও নহি। ৭০

অর্জুনক! এই বালক যে কর্ম করিয়াছে, তাহাই উহার মৃত্যুর প্রেরক; অন্যে কেহই তাহার বিনাশের কারণ নহে। এই জীব নিজের কর্মবশেই নিহত হয়। ৭১

এই বালক যে কর্ম করিয়াছে, উহারই দ্বারাই সে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার কর্মই ইহার বিনাশের প্রকৃত কারণ। আমরা সকলে কর্মেরই অধীন। ৭২

সংসারে কৃত কর্মই মনুষ্যগণের পুত্র-পৌত্রদের ন্যায় অনুগমন করিয়া থাকে। কর্মই সুখ-দুঃখের সম্বন্ধের সূচক। এজগতে কর্মই যেরূপ পরস্পর পরস্পরকে প্রেরিত করে, সেইরূপে আমরাও কর্মসমূহের দ্বারাই প্রেরিত হইয়াছি। ৭৩

যেরূপ কুম্ভকার মৃত্তিকার দ্বারা যে যে পাত্র নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করে, সেই সেই পাত্রই নির্মাণ করিয়া থাকে, সেইরূপ মানুষ নিজের কৃত কর্মানুসারেই সব কিছু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৭৪

যথা চ্ছায়া-তপৌ নিত্যং সুসম্বদ্ধৌ নিরন্তরম্।
তথা কর্ম চ কর্তা চ সম্বদ্ধাবাত্মকর্মভিঃ ॥ ৭৫

এবং নাহং ন বৈ মৃত্যুর্ন সর্পো ন তথা ভবান্।
ন চেয়ং ব্রাহ্মণী বৃদ্ধা শিশুরেবাত্র কারণম্ ॥ ৭৬

তস্মিংস্তথা ব্রুবাণে তু ব্রাহ্মণী গৌতমী নৃপ।
স্বকর্মপ্রত্যয়াঁল্লোকান্ মত্বার্জুনকমব্রবীৎ ॥ ৭৭

গৌতম্যুবাচ।

নৈব কালো ন ভুজগো ন মৃত্যুরিহ কারণম্।
স্বকর্মভিরয়ং বালঃ কালেন নিধনং গতঃ ॥ ৭৮

ময়া চ তৎ কৃতং কর্ম যেনায়ং মে মৃতঃ সুতঃ।
যাতু কালস্তথা মৃত্যুর্মুঞ্চার্জুনক পন্নগম্ ॥ ৭৯

ভীষ্ম উবাচ।

ততো যথাগতং জগ্মুর্মৃত্যুঃ কালোঽথ পন্নগঃ।
অভূদ্ বিশোকোঽর্জুনকো বিশোকা চৈব গৌতমী ॥৮০

এতচ্ছ্রুত্বা শমং গচ্ছ মা ভূঃ শোকপরো নৃপ।
স্বকর্মপ্রত্যয়াঁল্লোকান্ সর্বে গচ্ছন্তি বৈ নৃপ ॥ ৮১

নৈব ত্বয়া কৃতং কর্ম নাপি দুর্যোধনেন বৈ
কালেনৈতৎ কৃতং বিদ্ধি নিহতা যেন পার্থিবাঃ ॥৮২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা বভূব বিগতজ্বরঃ।
যুধিষ্ঠিরো মহাতেজাঃ পপ্রচ্ছেদঞ্চ ধর্মবিৎ ॥ ৮৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি গৌতমী-লুব্ধক-ব্যাল-মৃত্যু-কালসংবাদে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

যেরূপ ছায়া ও রৌদ্র উভয়েই নিরন্তর পরস্পরের সহিত মিলিত ভাবেই থাকে, সেইরূপ কর্ম ও কর্তা উভয়েই নিজের কর্মানুসারে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। ৭৫

এইরূপ বিচার করিলে পর না আমি, না মৃত্যু, না তুমি (ব্যাধ) ও না এই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীই এই বালকের মৃত্যুর কারণ, এই শিশু স্বয়ংই কর্মানুসারে নিজের মৃত্যুর কারণ। ৭৬

হে নৃপ! কাল এই কথা বলিলে পর গৌতমী ব্রাহ্মণীর এই নিশ্চয়ই হইল যে, মানুষ নিজের কর্মানুসারেই ফল লাভ করে। তখন তিনি পুনরায় অর্জুনককে বলিলেন ॥ ৭৭

গৌতমী বলিলেন,—ব্যাধ! না এই কাল, না সর্প ও না মৃত্যুই এস্থলে কারণ। এই বালক নিজের কর্মানুসারেই প্রেরিত হইয়া মৃত্যু লাভ করিয়াছে। ৭৮

অর্জুনক! আমিও সেরূপ কর্মই কিছু করিয়াছি, যাহার ফলে আমার পুত্র নিহত হইয়াছে। অতএব কাল ও মৃত্যু নিজ নিজ স্থানে গমন করুন এবং তুমি এই সর্পকে ছাড়িয়া দাও। ৭৯

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর কাল, মৃত্যু ও সর্প যেরূপে আসিয়াছিলেন, সেইরূপে চলিয়া যাইলেন এবং অর্জুনক ও গৌতমী ব্রাহ্মণীরও শোক দূরীভূত হইল। ৮০

হে নৃপ! এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া তুমি শান্তি প্রাপ্ত হও এবং শোকগ্রস্ত হইও না। নরনাথ! সকল মানুষই নিজ নিজ কর্মানুসারে প্রাপ্য লোকে গমন করে। ৮১

তুমি এই কার্য্য কর নাই বা দুর্যোধনও কিছুই করে নাই। কালই এই সব কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া জানিও, সেই জন্যই সমস্ত ভূপতিগণ নিহত হইয়াছেন। ৮২

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয়! ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাতেজস্বী ধর্মজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির চিন্তাহীন হইলেন এবং তিনি এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। ৮৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে গৌতমী ব্রাহ্মণী, ব্যাধ, সর্প, মৃত্যু ও কালের সংবাদবিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[প্রজাপতি-মনোর্বংশবর্ণনম্, অগ্নিপুত্র-সুদর্শনেনাতিথি-সৎকাররূপধর্মপালনেন মৃত্যোর্জয়শ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ।
শ্রুতং মে মহদাখ্যানমিদং মতিমতাং নৃপ ॥ ১
ভূয়স্তু শ্রোতুমিচ্ছামি ধর্মার্থসহিতং নৃপ।
কথ্যমানং ত্বয়া কিঞ্চিৎ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২
কেন মৃত্যুর্গৃহস্থেন ধর্মমাশ্রিত্য নির্জিতঃ।
ইত্যেতৎ সর্বমাচক্ষ্ব তত্ত্বেনাপি চ পার্থিব ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যথা মৃত্যুর্গৃহস্থেন ধর্মমাশ্রিত্য নির্জিতঃ ॥ ৪
মনোঃ প্রজাপতে রাজন্নিক্ষ্বাকুরভবৎ সুতঃ।
তস্য পুত্রশতং জজ্ঞে নৃপতেঃ সূর্য্যবর্চসঃ ॥৫
দশমস্তস্য পুত্রস্তু দশাশ্বো নাম ভারত।
মাহিষ্মত্যামভূদ্ রাজা ধর্মাত্মা সত্যবিক্রমঃ ॥ ৬
দশাশ্বস্য সুতস্ত্বাসীদ্ রাজা পরমধার্মিকঃ।
সত্যে তপসি দানে চ যস্য নিত্যং রতং মনঃ ॥ ৭
মদিরাশ্ব ইতি খ্যাতঃ পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ।
ধনুর্বেদে চ বেদে চ নিরতো যোঽভবৎ সদা ॥ ৮
মদিরাশ্বস্য পুত্রস্তু দ্যুতিমান্ নাম পার্থিবঃ।
মহাভাগো মহাতেজা মহাসত্ত্বো মহাবলঃ ॥ ৯
পুত্রো দ্যুতিমতস্ত্বাসীদ্ রাজা পরমধার্মিকঃ।
সর্বলোকেষু বিখ্যাতঃ সুবীরো নাম নামতঃ ॥ ১০
ধর্মাত্মা কোষবাংশ্চাপি দেবরাজ ইবাপরঃ।
সুবীরস্য তু পুত্রোঽভূৎ সর্বসংগ্রামদুর্জয়ঃ ॥ ১১
স দুর্জয় ইতি খ্যাতঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
দুর্জয়স্যেন্দ্রবপুষঃ পুত্রোঽশ্বিসদৃশদ্যুতিঃ ॥ ১২
দুর্য্যোধনো নাম মহান্ রাজা রাজর্ষিসত্তমঃ।
তস্যেন্দ্রসমবীর্য্যস্য সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনঃ ॥ ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[প্রজাপতি মনুর বংশ বর্ণন, অগ্নিপুত্র সুদর্শনের অতিথি-সৎকাররূপী ধর্মের পালনে মৃত্যুকে জয়লাভ করা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ! এই মহত্ত্বপূর্ণ উপাখ্যান আমি শ্রবণ করিলাম। ১

হে নৃপ! এখন আমি পুনরায় মুখ হইতে আরও কিছু ধর্ম ও অর্থযুক্ত উপদেশ শুনিতে বাসনা করি, অতএব আপনি আমাকে এই বিষয়ে সবিস্তরে বর্ণনা করুন।২

ভূপাল! কোন্ গৃহস্থ কেবল ধর্ম আশ্রয় করিয়াই মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন? আপনি এই সব কথা আমাকে বলুন। ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এক গৃহস্থ যেভাবে ধর্ম আশ্রয় করিয়াই মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস বিদ্বান্‌গণ এস্থলে উদাহরণ দিয়া থাকেন। ৪

হে রাজন্! প্রজাপতি মনুর ইক্ষ্বাকু নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। রাজা ইক্ষ্বাকু সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ছিলেন। তাঁহার এক শত পুত্র হইয়াছিল। ৫

ভারত! সেই সব পুত্রগণের মধ্যে দশম পুত্রের নাম ছিল দশাশ্ব। ইনি মাহিষ্মতী পুরীতে রাজত্ব করিতেন এবং অতিশয় ধর্ম্মাত্মা ও সত্যপরাক্রমী ছিলেন। ৬

দশাশ্বের পুত্রও অত্যন্ত ধর্ম্মাত্মা রাজা ছিলেন। তাঁহার মন সর্ব্বদা সত্য, তপস্যা ও দানকার্য্যেই নিরত ছিল। ৭

এই রাজা ভূতলে মদিরাশ্ব নামে বিখ্যাত ছিলেন এবং সর্ব্বদা বেদ ও ধনুর্বেদের অভ্যাসেই সংসক্ত থাকিতেন। ৮

মদিরাশ্বের দ্যুতিমান্ নামে প্রসিদ্ধ পুত্র ছিলেন। তিনি মহাভাগ, মহাতেজস্বী, মহাধৈর্য্যশালী ও মহাবল রাজা ছিলেন।৯

দ্যুতিমানের পুত্র পরম ধর্ম্মাত্মা রাজা সুবীর সর্ব্বলোকে অতিশয় বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ধর্ম্মাত্মা, কোষবান্ (ধনবান্) এবং দ্বিতীয় দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। ১০½

সুবীরের দুর্জয় নামে খ্যাত এক পুত্র ছিলেন। তিনি সর্ব্ব-প্রকার সংগ্রামেই শত্রুদের পক্ষে দুর্জয় এবং সমস্ত অস্ত্রধারী বীর-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ১১½

ইন্দ্রদেহ-তুল্য দেহবিশিষ্ট রাজা দুর্জয়ের অশ্বিনীকুমার-সদৃশ কান্তিমান্ দুর্য্যোধন নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনি রাজর্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহান্ রাজা ছিলেন। ১২½

ইন্দ্র-সদৃশ পরাক্রমশালী ও যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত রাজা দুর্য্যো-ধনের রাজ্যে ইন্দ্র সদা যথাসময়ে ও প্রয়োজনানুসারেই জলবর্ষণ করিতেন। ১৩½

বিষয়ে বাসবস্তস্য সম্যগেব প্রবর্ষতি।
রত্নৈর্ধনৈশ্চ পশুভিঃ শস্যৈশ্চাপি পৃথগ্বিধৈঃ ॥ ১৪
নগরং বিষয়শ্চাস্য প্রতিপূর্ণস্তদাভবৎ।
ন তস্য বিষয়ে চাভূৎ কৃপণো নাপি দুর্গতঃ ॥ ১৫
সুদক্ষিণো মধুরবাগনসূয়ুর্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ধর্মাত্মা চানৃশংসশ্চ বিক্রান্তোঽথাবিকত্থনঃ ॥ ১৬
যজ্বা চ দান্তো মেধাবী ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ।
ন চাবমন্তা দাতা চ বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ১৭
তং নর্মদা দেবনদী পুণ্যা শীতজলা শিবা।
চকমে পুরুষব্যাঘ্রং স্বেন ভাবেন ভারত ॥ ১৮
তস্যাং জজ্ঞে তদা নদ্যাং কন্যা রাজীবলোচনা।
নাম্না সুদর্শনা রাজন্ রূপেণ চ সুদর্শনা ॥ ১৯
তাদৃগ্‌রূপা ন নারীষু ভূতপূর্বা যুধিষ্ঠির।
দুর্যোধনসুতা যাদৃগভবদ্ বরবর্ণিনী ॥ ২০

তাঁহার নগর ও রাজ্য রত্ন, ধন, পশু এবং নানাবিধ ধান্যাদি শস্যে সেই সময় পূর্ণ ছিল। ১৪½

তাঁহার রাজ্যে কোথাও কেহই কৃপণ, দুর্গতিগ্রস্ত, রোগী অথবা দুর্বল মানুষ ছিল না। ১৫½

এই রাজা অত্যন্ত উদার, মধুরভাষী, অদোষদর্শী, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মাত্মা, দয়ালু ও পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি কখনও নিজের প্রশংসা করিতেন না। ১৬

রাজা দুর্যোধন বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী বিদ্বান্, যজ্ঞকর্তা, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী, ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি সকলকেই দান করিতেন এবং কাহাকেও অপমান করিতেন না। ১৭

ভারত! এক সময় শীতল জলপূর্ণা, পবিত্রা ও কল্যাণময়ী দেবনদী নর্মদা সেই পুরুষশ্রেষ্ঠকে সম্পূর্ণভাবে কামনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী হইয়াছিলেন। ১৮

রাজন্! সেই নদীর গর্ভে রাজা দুর্যোধনের দ্বারা এক কমললোচনা কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সুদর্শনা নামে অভিহিতা হইতেন এবং দেখিতেও সুদর্শনা (সুন্দর ও দর্শনীয়) ছিলেন। ১৯

যুধিষ্ঠির! দুর্যোধনের এই সুন্দররূপযুক্তা কন্যা যেরূপ রূপবতী ছিলেন, সেইরূপ রূপ-সৌন্দর্যশালিনী স্ত্রী নারীগণের মধ্যে পূর্বে কখনও হয় নাই। ২০

তামগ্নিশ্চকমে সাক্ষাদ্ রাজকন্যাং সুদর্শনাম্।
ভূত্বা চ ব্রাহ্মণো রাজন্ বরয়ামাস তং নৃপম্ ॥ ২১
দরিদ্রশ্চাসবর্ণশ্চ মমায়মিতি পার্থিবঃ।
ন দিৎসতি সুতাং তস্মৈ তাং বিপ্রায় সুদর্শনাম্ ॥ ২২
ততোঽস্য বিততে যজ্ঞে নষ্টোঽভূদ্ধব্যবাহনঃ।
ততঃ সুদুঃখিতো রাজা বাক্যমাহ দ্বিজাংস্তদা ॥ ২৩
দুষ্কৃতং মম কিং নু স্যাদ্ ভবতাং বা দ্বিজর্ষভাঃ।
যেন নাশং জগামাগ্নিঃ কৃতং কুপুরুষেষ্বিব ॥ ২৪
ন হ্যল্পং দুষ্কৃতং নোঽস্তি যেনাগ্নির্নাশমাগতঃ।
ভবতাং চাথবা মহ্যং তত্ত্বেনৈতদ্ বিমৃশ্যতাম্ ॥ ২৫
তত্র রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা বিপ্রাস্তে ভরতর্ষভ।
নিয়তা বাগ্যতাশ্চৈব পাবকং শরণং যযুঃ ॥ ২৬
তান্ দর্শয়ামাস তদা ভগবান্ হব্যবাহনঃ।
স্বং রূপং দীপ্তিমৎ কৃত্বা শরদর্কসমদ্যুতিঃ ॥ ২৭

রাজন্! রাজকন্যা সুদর্শনার উপর সাক্ষাৎ অগ্নিদেব আসক্ত হইয়া পড়িলেন এবং তিনি ব্রাহ্মণের রূপ-ধারণ করত রাজার নিকট হইতে সেই কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। ২১

তখন রাজা এই চিন্তা করিলেন যে, এই ব্রাহ্মণ একে ত' দরিদ্র, তাহার পর আমার কন্যার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট নহে, সুতরাং তিনি নিজের কন্যা সুদর্শনাকে এই ব্রাহ্মণের হস্তে প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। ২২

তখন অগ্নিদেব রুষ্ট হইয়া রাজার আরব্ধ যজ্ঞ হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইলেন। ইহাতে রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তিনি ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন। ২৩

দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমার কিংবা আপনাদের কাহারও এরূপ কোন দুষ্কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, যাহার জন্য অগ্নিদেব দুষ্ট মনুষ্যের প্রতি কৃত উপকারের ন্যায় নষ্ট (অদৃশ্য) হইয়া গিয়াছেন। ২৪

আমাদের অল্প কোন অপরাধ নয়, যাহার জন্য অগ্নিদেব অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। এই অপরাধ আপনাদের অথবা আমার? ইহা যথাযথভাবে বিচার করুন। ২৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণগণ শৌচ-সন্তোষ আদি নিয়মসমূহ পালন পূর্বক মৌন হইয়া ভগবান্ অগ্নিদেবের শরণ করিলেন। ২৬

তখন হব্যবাহন (অগ্নি) রাত্রিতে স্বীয় তেজস্বী রূপ প্রকট করত শরৎকালের সূর্যতুল্য দ্যুতিমান্ হইয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে দর্শনদান করিলেন। ২৭

ততো মহাত্মা তানাহ দহনো ব্রাহ্মণর্ষভান্।
বরয়াম্যাত্মনোঽর্থায় দুর্য্যোধনসুতামিতি ॥২৮
ততস্তে কল্যমুত্থায় তস্মৈ রাজ্ঞে ন্যবেদয়ন্।
ব্রাহ্মণা বিস্মিতাঃ সর্বে যদুক্তং চিত্রভানুনা ॥ ২৯
ততঃ স রাজা তচ্ছ্রুত্বা বচনং ব্রহ্মবাদিনাম্।
অবাপ্য পরমং হর্ষং তথেতি প্রাহ বুদ্ধিমান্ ॥ ৩০
অযাচত চ তং শুল্কং ভগবন্তং বিভাবসুম্।
নিত্যং সান্নিধ্যমিহ তে চিত্রভানো ভবেদিতি ॥ ৩১
তমাহ ভগবানগ্নিরেবমস্ত্বিতি পার্থিবম্।
ততঃ সান্নিধ্যমদ্যাপি মাহিষ্মত্যাং বিভাবসোঃ ॥ ৩২
দৃষ্টং হি সহদেবেন দিশং বিজয়তা তদা।
ততস্তাং সমলঙ্কৃত্য কন্যামাহতবাসসম্ ॥ ৩৩
দদৌ দুর্য্যোধনো রাজা পাবকায় মহাত্মনে।
প্রতিজগ্রাহ চাগ্নিস্তু রাজকন্যাং সুদর্শনাম্ ॥ ৩৪
বিধিনা বেদদৃষ্টেন বসোর্ধারামিবাধ্বরে।
তস্যা রূপেণ শীলেন কুলেন বপুষা শ্রিয়া ॥ ৩৫
অভবৎ প্রীতিমানগ্নি র্গর্ভে চাস্যা মনো দধে।
তস্যাঃ সমভবৎ পুত্রো নাম্নাঽগ্নেয়ঃ সুদর্শনঃ ॥ ৩৬
সুদর্শনস্তু রূপেণ পূর্ণেন্দুসদৃশোপমঃ।
শিশুরেবাধ্যগাৎ সর্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩৭
অথৌঘবান্ নাম নৃপো নৃগস্যাসীৎ পিতামহঃ।
তস্যাথৌঘবতী কন্যা পুত্রশ্চৌঘরথোঽভবৎ ॥ ৩৮
তামোঘবান্ দদৌ তস্মৈ স্বয়মোঘবতীং সুতাম্।
সুদর্শনায় বিদুষে ভার্য্যার্থে দেবরূপিণীম্ ॥ ৩৯
স গৃহস্থাশ্রমরতস্তয়া সহ সুদর্শনঃ।
কুরুক্ষেত্রেঽবসদ্ রাজন্নোঘবত্যা সমন্বিতঃ ॥ ৪০
গৃহস্থশ্চাবজেষ্যামি মৃত্যুমিত্যেব স প্রভো।
প্রতিজ্ঞামকরোদ্ ধীমান দীপ্ততেজা বিশাম্পতে ॥ ৪১

সেই সময় মহাত্মা অগ্নি সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—আমি দুর্য্যোধনের কন্যাকে নিজের জন্য বরণ করিতেছি। ২৮

ইহা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত সেই সব ব্রাহ্মণগণ প্রভাতে উঠিয়া অগ্নিদেব যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সবই রাজা দুর্য্যোধনকে নিবেদন করিলেন। ২৯

ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং সেই বুদ্ধিমান্ নরপতি 'তথাস্তু' বলিয়া অগ্নিদেবের প্রস্তাব মানিয়া লইলেন। ৩০

তখন তিনি কন্যার শুল্করূপে ভগবান্ অগ্নির নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন,—চিত্রভানো! এই নগরীতে আপনি সর্বদা বাস করুন। ৩১

ইহা শ্রবণ করত ভগবান্ অগ্নি রাজাকে বলিলেন,—তাহাই হইবে। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত অগ্নিদেব মাহিষ্মতী নগরীতে বাস করিতেছেন। ৩২

সহদেব দক্ষিণ দিক্ জয় করিবার সময় অগ্নিদেবকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। অগ্নিদেব সেখানে বাস করিবার অঙ্গীকার করিলে পর রাজা দুর্য্যোধন নিজের কন্যাকে সুন্দর বস্ত্র পরিধান করাইয়া নানাপ্রকার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করত মহাত্মা অগ্নিদেবকে প্রদান করিলেন। ৩৩½

অগ্নি বেদোক্ত বিধি অনুসারে রাজকন্যা সুদর্শনাকে সেইভাবে গ্রহণ করিলেন, যেরূপে তিনি যজ্ঞে বসুধারা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৩৪½

সুদর্শনার রূপ, শীল, শরীরের আকৃতি ও কান্তি দর্শন করিয়া অগ্নিদেব প্রীতিলাভ করিলেন এবং তিনি সেই কন্যাতে গর্ভাধান করিতে মন স্থির করিলেন। ৩৫½

কিছু কালের পর তাঁহার গর্ভে অগ্নিদেবের সুদর্শন নামে পুত্র উৎপন্ন হন। তিনি রূপে পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় মনোহর ছিলেন এবং তাঁহার শৈশবকালেই সর্বস্বরূপ সনাতন পরব্রহ্মের জ্ঞানলাভ হয়। ৩৬-৩৭

সেই সময় রাজা নৃগের পিতামহ ওঘবান্ এই ভূতলে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার ওঘবতী নামে এক কন্যা এবং ওঘরথ নামে এক পুত্র ছিল। ৩৮

ওঘবতী দেবকন্যার ন্যায় সুন্দরী ছিলেন। ওঘবান্ নিজের সেই কন্যাকে সুদর্শনের ভার্য্যা হইবার জন্য তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ৩৯

রাজন্! সুদর্শন তাঁহার সহিত গৃহস্থ ধর্ম পালন করিতে লাগিলেন। তিনি ওঘবতীর সহিত কুরুক্ষেত্রে বাস করিতেছিলেন। ৪০

প্রজানাথ! প্রভো! উদ্দীপ্ত তেজস্বী সেই বুদ্ধিমান্ সুদর্শন এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমি গৃহস্থ-ধর্ম পালন করিতে করিতেই মৃত্যুকে জয় করিব। ৪১

তামথৌঘবতীং রাজন্ স পাবকসুতোঽব্রবীৎ।
অতিথেঃ প্রতিকূলং তে ন কর্তব্যং কথঞ্চন ॥ ৪২
যেন যেন চ তুষ্যেত নিত্যমেব ত্বয়াতিথিঃ
অপ্যাত্মনঃ প্রদানেন ন তে কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৩
এতদ্ ব্রতং মম সদা হৃদি সম্পরিবর্ততে।
গৃহস্থানাঞ্চ সুশ্রোণি নাতিথের্বিদ্যতে পরম্ ॥ ৪৪
প্রমাণং যদি বামোরু বচস্তে মম শোভনে।
ইদং বচনমব্যগ্রা হৃদি ত্বং ধারয়েঃ সদা ॥ ৪৫
নিষ্ক্রান্তে ময়ি কল্যাণি তথা সন্নিহিতেঽনঘে।
নাতিথিস্তেঽবমন্তব্যঃ প্রমাণং যদ্যহং তব ॥ ৪৬
তমব্রবীদঘোবতী তথা মূর্দ্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ।
ন মে ত্বদ্বচনাৎ কিঞ্চিন্ন কর্তব্যং কথঞ্চন ॥ ৪৭
জিগীষমাণস্তু গৃহে তদা মৃত্যুঃ সুদর্শনম্।
পৃষ্ঠতোঽন্বগমদ্ রাজন্ রন্ধ্রান্বেষী তদা সদা ॥ ৪৮

ইধ্মার্থং তু গতে তস্মিন্নগ্নিপুত্রে সুদর্শনে।
অতিথির্ব্রাহ্মণঃ শ্রীমাংস্তামাহৌঘবতীং তদা ॥ ৪৯
আতিথ্যং কৃতমিচ্ছামি ত্বয়াদ্য বরবর্ণিনী।
প্রমাণং যদি ধর্মস্তে গৃহস্থাশ্রমসম্মতঃ ॥ ৫০
ইত্যুক্তা তেন বিপ্রেণ রাজপুত্রী যশস্বিনী।
বিধিনা প্রতিজগ্রাহ বেদোক্তেন বিশাম্পতে ॥ ৫১
আসনং চৈব পাদ্যঞ্চ তস্মৈ দত্ত্বা দ্বিজাতয়ে।
প্রোবাচৌঘবতী বিপ্রং কেনার্থঃ কিং দদামি তে ॥ ৫২
তামব্রবীৎ ততো বিপ্রো রাজপুত্রীং সুদর্শনাম্
ত্বয়া মমার্থঃ কল্যাণি নির্বিশঙ্কৈতদাচর ॥ ৫৩
যদি প্রমাণং ধর্মস্তে গৃহস্থাশ্রমসম্মতঃ।
প্রদানেনাত্মনো রাজ্ঞি কর্তুমর্হসি মে প্রিয়ম্ ॥ ৫৪
স তয়া ছন্দ্যমানোঽন্যৈরীপ্সিতৈর্নৃপকন্যয়া।
নান্যমাত্মপ্রদানাৎ স তস্যা বব্রে বরং দ্বিজঃ ॥ ৫৫

রাজন্! অগ্নিনন্দন সুদর্শন ওঘবতীকে বলিলেন,—দেবি! অতিথির প্রতিকূল কোন কার্য্য তোমার কোনরূপেই করা উচিত নয়। ৪২

যে যে বস্তুতে অতিথি সন্তুষ্ট হইবেন, সেই সেই বস্তু তাঁহাকে তুমি অবশ্যই প্রদান করিবে। যদি অতিথির সন্তোষের জন্য তোমার নিজের শরীরকেও কখনও প্রদান করিতে হয়, তবে তুমি কোনরূপে সে বিষয়ে অন্য বিচার করিবে না। ৪৩

সুন্দরি! অতিথিসেবার এই ব্রত আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থিত আছে। গৃহস্থগণের পক্ষে অতিথিসেবা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। ৪৪

বামোরু শোভনে! যদি আমার এই কথা প্রমাণ বলিয়া মনে কর, তবে আমার এই কথা শান্তভাবে তুমি সর্ব্বদা নিজের হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখ। ৪৫

কল্যাণি! নিষ্পাপে! যদি তুমি আমাকে আদর্শ বলিয়া মনে কর, তবে আমি গৃহেই থাকি কিংবা গৃহ হইতে দূরে কোথাও গমন করি, তুমি কোন অবস্থাতেই অতিথিকে অনাদর করিবে না। ৪৬

ইহা শ্রবণ করত ওঘবতী কৃতাঞ্জলি হইয়া মস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক বলিলেন—এরূপ কোনও কার্য্যই নাই, যাহা আমি আপনার আজ্ঞা কোন কারণবশতঃ পালন করিতে না পারিব। ৪৭

রাজন্! সেই সময় গৃহস্থ-ধর্ম্মে স্থিত সুদর্শনকে জয় করিবার ইচ্ছায় মৃত্যু তাঁহার ছিদ্র অন্বেষণ করিতে করিতে সর্ব্বদা পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। ৪৮

একদিন অগ্নিপুত্র সুদর্শন যখন সমিধ্ আনিবার জন্য অন্যত্র গমন করিলেন, তখন তাঁহার গৃহে এক তেজস্বী ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়া আসিলেন এবং ওঘবতীকে বলিলেন। ৪৯

বরবর্ণিনি! যদি তুমি গৃহস্থ-সম্মত ধর্ম্মকে প্রমাণ বলিয়া মনে কর, তবে আজ আমি তোমার দ্বারা কৃত আতিথ্যসৎকার গ্রহণ করিতে বাসনা করি। ৫০

প্রজানাথ! সেই ব্রাহ্মণ এরূপ বলিলে পর যশস্বিনী রাজকুমারী ওঘবতী বেদোক্ত বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করিলেন। ৫১

ব্রাহ্মণকে বসিবার জন্য আসন ও পদধৌত করিবার জন্য জল দান করিয়া ওঘবতী তাঁহাকে বলিলেন,—বিপ্রবর! আপনার কোন্ বস্তুর প্রয়োজন আছে? আমি আপনার সেবার জন্য কোন্ বস্তু প্রদান করিব? ৫২

তখন ব্রাহ্মণ দর্শনীয় সৌন্দর্য্যে সুশোভিতা রাজকন্যা ওঘবতীকে বলিলেন,—কল্যাণি! তোমাকেই আমার প্রয়োজন, অতএব তুমি নিঃশঙ্ক হইয়া আমার এই প্রিয় কার্য্য কর। ৫৩

রাজ্ঞি! যদি তুমি গৃহস্থসম্মত ধর্ম্মকে প্রমাণ বলিয়া মান্য কর, তবে তুমি নিজের শরীর দান করিয়া আমার প্রিয়কার্য্য নিষ্পন্ন কর। ৫৪

স তয়া ছন্দ্যমানোঽন্যৈরীপ্সিতৈর্নৃপকন্যয়া।
নাত্মনাত্মপ্রদানাৎ স তস্যা বব্রে বরং দ্বিজঃ ॥ ৫৫
সা তু রাজসুতা স্মৃত্বা ভর্তুর্বচনমাদিতঃ।
তথেতি লজ্জমানা সা তমুবাচ দ্বিজর্ষভম্ ॥ ৫৬
ততো বিহস্য বিপ্রর্ষিঃ সা চৈবাথ বিবেশ হ।
সংস্মৃত্য ভর্তুর্বচনং গৃহস্থাশ্রমকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫৭
অথেধ্মানমুপাদায় স পাবকিরুপাগমৎ।
মৃত্যুনা রৌদ্রভাবেন নিত্যং বন্ধুরিবান্বিতঃ ॥ ৫৮
ততস্ত্বাশ্রমমাগম্য স পাবকসুতস্তদা।
তাং ব্যাজহারৌঘবতীং কাসি যাতেতি চাসকৃৎ ॥ ৫৯
তস্মৈ প্রতিবচঃ সা তু ভর্ত্রে ন প্রদদৌ তদা।
করাভ্যাং তেন বিপ্রেণ স্পৃষ্টা ভর্তৃব্রতা সতী ॥ ৬০
উচ্ছিষ্টাস্মীতি মন্বানা লজ্জিতা ভর্তুরেব চ।
তূষ্ণীং ভূতাভবৎ সাধ্বী ন চোবাচাথ কিঞ্চন ॥ ৬১
অথ তাং পুনরেবেদং প্রোবাচ স সুদর্শনঃ।
ক্ব সা সাধ্বী ক্ব সা যাতা গরীয়ঃ কিমতো মম ॥ ৬২
পতিব্রতা সত্যশীলা নিত্যং চৈবার্জবে রতা।
কথং ন প্রত্যুদেত্যাদ্য স্ময়মানা যথা পুরা ॥ ৬৩
উটজস্থস্তু তং বিপ্রঃ প্রত্যুবাচ সুদর্শনম্।
অতিথিং বিদ্ধি সম্প্রাপ্তং ব্রাহ্মণং পাবকে চ মাম্ ॥ ৬৪
অনয়া ছন্দ্যমানোঽহং ভার্যয়া তব সত্তম
তৈস্তৈরতিথিসৎকারৈর্ব্রহ্মন্নেষা বৃতা ময়া ॥ ৬৫
অনেন বিধিনা সেয়ং মামর্চ্চতি শুভাননা।
অনুরূপং যদত্রান্যদ্ তদ্ ভবান্ কর্তুমর্হতি ॥ ৬৬
কূটমুদ্গরহস্তস্তু মৃত্যুস্তং বৈ সমন্বগাৎ।
হীনপ্রতিজ্ঞমত্রৈনং বধিষ্যামীতি চিন্তয়ন্ ॥ ৬৭

রাজকন্যা অন্য কোন অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করিবার জন্য বারংবার সেই অতিথিকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ তাঁহার শরীরদান ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই তাঁহার নিকট হইতে প্রার্থনা করিলেন না। ৫৫

তখন রাজকুমারী পূর্ব্বে কথিত পতির বাক্য স্মরণ করিয়া সলজ্জভাবে সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে বলিলেন, আচ্ছা, আপনার আজ্ঞা স্বীকার করিলাম। ৫৬

গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্মপালনের অভিলাষী পতির কথা স্মরণ করিয়া যখন তিনি সেই ব্রাহ্মণের সমক্ষে তাঁহার কথা স্বীকার করিয়া লইলেন, তখন সেই বিপ্রর্ষি ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে ওঘবতীর সহিত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৫৭

এই সময় অগ্নিপুত্র সুদর্শন সমিধ্ লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মৃত্যু ক্রূর ভাবে সেইরূপে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতেছিলেন, যেরূপ কোন উপকারী বন্ধু বন্ধুর পশ্চাদনুসরণ করিয়া থাকেন। ৫৮

তারপর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া অগ্নিপুত্র সুদর্শন নিজের পত্নী ওঘবতীকে বারংবার ডাকিতে লাগিলেন—দেবি! তুমি কোথায় গিয়াছ? ৫৯

কিন্তু ওঘবতী সেই সময় নিজের পতিকে কোন উত্তর দিলেন না। অতিথিরূপে উপস্থিত ব্রাহ্মণ দুই হস্তে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। ইহাতে সেই সতীসাধ্বী পতিব্রতা নিজেকে কলুষিত মনে করিয়া স্বামীর নিকট লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি নীরব ছিলেন। কিছুই বলিতে পারেন নাই। ৬০-৬১

তখন সুদর্শন আরও উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে করিতে এই কথা বলিলেন,—আমার সেই সতীসাধ্বী পত্নী কোথায়? সেই সুশীলা কোথায় চলিয়া গিয়াছে? আমার সেবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোন্ গুরুতর কার্য্য তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছে? সে পতিব্রতা, সত্যভাষিণী ও সদা সরলভাবেই অবস্থান করে। আজ পূর্ব্বের ন্যায় কেন ঈষৎ হাস্যসহকারে আমার দিকে অগ্রগমন করিতেছে না? ৬২-৬৩

ইহা শ্রবণ করত আশ্রমের মধ্যে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ সুদর্শনকে উত্তরদান করিলেন—অগ্নিকুমার! আমি এক ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়া তোমার গৃহে আসিয়াছি জানিও। ৬৪

সাধুশ্রেষ্ঠ! তোমার এই পত্নী অতিথি-সৎকারের দ্বারা আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে বাক্যদান করিয়াছে। ব্রাহ্মণ! তখন আমি ইহাকে বরণ করিয়াছি। ৬৫

এই বিধি অনুসারে সেই সুমুখী এই সময় আমার সেবায় উপস্থিত হইয়াছে। এখন এস্থলে তোমার অন্য যাহা কিছু উচিত বলিয়া মনে হইবে, উহা করিতে পার। ৬৬

এই সময় মৃত্যু হস্তে লৌহদণ্ড লইয়া সুদর্শনের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি এই কথা চিন্তা করিতেছিলেন যে, এখন সুদর্শন নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে, সেইজন্য তাহাকে বিনাশ করিব। ৬৭

সুদর্শনস্তু মনসা কর্ম্মণা চক্ষুষা গিরা।
ত্যক্তের্ষ্যস্ত্যক্তমন্যুশ্চ স্ময়মানোহব্রবীদিদম্ ॥ ৬৮
সুরতং তেহস্তু বিপ্রাগ্র্য প্রীতির্হি পরমা মম।
গৃহস্থস্য হি ধর্ম্মোহগ্র্যঃ সম্প্রাপ্তাতিথিপূজনম্ ॥ ৬৯
অতিথিঃ পূজিতো যস্য গৃহস্থস্য তু গচ্ছতি।
নান্যস্তস্মাৎ পরো ধর্ম্ম ইতি প্রাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৭০
প্রাণা হি মম দারাশ্চ যচ্চান্যদ্ বিদ্যতে বসু।
অতিথিভ্যো ময়া দেয়মিতি মে ব্রতমাহিতম্ ॥ ৭১
নিঃসন্দিগ্ধং যথা বাক্যমেতন্মে সমুদাহৃতম্।
তেনাহং বিপ্র সত্যেন স্বয়মাত্মানমালভে ॥৭২
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্
বুদ্ধিরাত্মা মনঃ কালো দিশশ্চৈব গুণা দশ ॥ ৭৩
নিত্যমেব হি পশ্যন্তি দেহিনাং দেহসংশ্রিতাঃ
সুকৃতং দুষ্কৃতং চাপি কর্ম্ম ধর্ম্মভৃতাং বর ॥ ৭৪

যথৈষা নানৃতা বাণী ময়াদ্য সমুদীরিতা।
তেন সত্যেন মাং দেবাঃ পালয়ন্তু দহন্তু বা ॥ ৭৫
ততো নাদঃ সমভবদ্ দিক্ষু সর্ব্বাসু ভারত।
অসকৃৎ সত্যমিত্যেবং নৈতন্মিথ্যেতি সর্ব্বতঃ ॥ ৭৬
উটজাৎ তু ততস্তস্মান্নিশ্চক্রাম স বৈ দ্বিজঃ।
বপুষা দ্যাঞ্চ ভূমিঞ্চ ব্যাপ্য বায়ুরিবোদ্যতঃ ॥ ৭৭
স্বরেণ বিপ্রঃ শৈক্ষেণ ত্রীঁল্লোকাননুনাদয়ন্।
উবাচ চৈনং ধর্ম্মজ্ঞং পূর্ব্বমামন্ত্র্য নামতঃ ॥ ৭৮
ধর্ম্মোহহমস্মি ভদ্রং তে জিজ্ঞাসার্থং তবানঘ।
প্রাপ্তঃ সত্যঞ্চ তে জ্ঞাত্বা প্রীতির্মে পরমা ত্বয়ি ॥৭৯
বিজিতশ্চ ত্বয়া মৃত্যুর্যোহয়ং ত্বামনুগচ্ছতি।
রন্ধ্রান্বেষী তব সদা ত্বয়া ধৃত্যা বশী কৃতঃ ॥ ৮০
ন চাস্তি শক্তিস্ত্রৈলোক্যে কস্যচিৎ পুরুষোত্তম।
পতিব্রতামিমাং সাধ্বীং তবোদ্বীক্ষিতুমপ্যুত ॥৮১

কিন্তু সুদর্শন মন, বাক্য, নেত্র ও ক্রিয়ার দ্বারাও ঈর্ষা এবং ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি হাস্য করিতে করিতে বলিলেন। ৬৮

বিপ্রবর! আপনার সুরত কামনা পূর্ণ হউক, ইহাতে আমার অত্যন্ত প্রীতিলাভ হইবে; কারণ, গৃহে উপস্থিত অতিথির পূজা করা গৃহস্থের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ৬৯

যে গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত অতিথি পূজিত হইয়া গমন করেন, তাহার পক্ষে উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কোন ধর্ম্ম নাই—ইহাই মনীষী পুরুষগণ বলেন। ৭০

আমার প্রাণ, আমার পত্নী এবং আমার যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি আছে, এই সমস্তই আমি অতিথিগণের উদ্দেশ্যে প্রদান করিয়াছি—এরূপ ব্রতই আমি গ্রহণ করিয়াছি। ৭১

ব্রাহ্মন্! আমি যে কথা বলিয়াছি, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আমি স্বয়ংই নিজের শরীর স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছি। ৭২

ধর্ম্মাত্মগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মন্! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, তেজ, বুদ্ধি, আত্মা, মন, কাল ও দিক্সকল—এই দশ গুণ (বস্তু) সদাই প্রাণিগণের শরীরে অবস্থিত থাকিয়া তাহাদের পাপ এবং পুণ্য কর্ম্মসকল লক্ষ্য করিতে থাকে। ৭৩-৭৪

আজ আমার কথিত বাক্য যদি মিথ্যা না হয়, তবে সেই সত্যের প্রভাবে দেবগণ আমাকে রক্ষা করুন অথবা মিথ্যা হইলে আমাকে প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করুন। ৭৫

হে ভারত! সুদর্শন এই কথা বলিতেই সম্পূর্ণ দিক্সমূহ হইতে বারংবার এই শব্দ আসিতে লাগিল, তোমার কথা সত্য, ইহাতে মিথ্যার লেশমাত্র নাই। ৭৬

তাহার পর সেই ব্রাহ্মণ সেই আশ্রমগৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। তখন তিনি নিজের দেহের দ্বারা বায়ুর ন্যায় আকাশ ও পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৭৭

শিক্ষাশাস্ত্রের অনুকূল উদাত্তাদি স্বরের দ্বারা ত্রিলোক প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সেই ব্রাহ্মণ প্রথমে ধর্ম্মজ্ঞ সুদর্শনকে সম্বোধিত করত তাহাকে এই কথা বলিলেন। ৭৮

নিষ্পাপ সুদর্শন! তোমার কল্যাণ হউক। আমি ধর্ম্ম, তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য এস্থানে আসিয়াছি। তোমার মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে জানিয়া আমি তোমার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। ৭৯

তুমি তোমার সর্ব্বদা ছিদ্র অন্বেষণকারী মৃত্যুকে জয় করিয়াছ। তুমি নিজের ধৈর্য্যের দ্বারা মৃত্যুকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছ। ৮০

পুরুষোত্তম! ত্রিলোকে কাহারও এরূপ শক্তি নাই, যে তোমার এই সতীসাধ্বী পতিব্রতা পত্নীর দিকে কলুষিতভাবে দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইবে? ৮১

রক্ষিতা স্বগুণৈরেষা পতিব্রতগুণৈস্তথা।
অনৃতা যদিয়ং ব্রূয়াৎ তথা তন্নান্যথা ভবেৎ ॥ ৮২
এষা হি তপসা স্বেন সংযুক্তা ব্রহ্মবাদিনী।
পাবনার্থঞ্চ লোকস্য সরিচ্ছ্রেষ্ঠা ভবিষ্যতি ॥ ৮৩
অর্দ্ধেনৌঘবতী নাম ত্বামর্দ্ধেনানুযাস্যতি।
শরীরেণ মহাভাগা যোগো হ্যস্যা বশে স্থিতঃ ॥ ৮৪
অনয়া সহ লোকাংশ্চ গন্তাসি তপসার্জ্জিতান্।
যত্র নাবৃত্তিমভ্যেতি শাশ্বতাংস্তান্ সনাতনান্ ॥ ৮৫
অনেন চৈব দেহেন লোকাংস্ত্বমভিপৎস্যসে।
নির্জ্জিতশ্চ ত্বয়া মৃত্যুরৈশ্বর্য্যঞ্চ তবোত্তমম্ ॥৮৬
পঞ্চভূতান্যতিক্রান্তঃ স্ববীর্য্যাচ্চ মনোজবঃ।
গৃহস্থধর্ম্মেণানেন কামক্রোধৌ চ তে জিতৌ ॥ ৮৭
স্নেহো রাগশ্চ তন্দ্রী চ মোহো দ্রোহশ্চ কেবলঃ।
তব শুশ্রূষয়া রাজন্ রাজপুত্র্যা বিনির্জ্জিতাঃ ॥৮৮

ভীষ্ম উবাচ।

শুক্লানাং তু সহস্রেণ বাজিনাং রথমুত্তমম্।
যুক্তং প্রগৃহ্য ভগবান্ বাসবোঽপ্যাজগাম তম্ ॥ ৮৯
মৃত্যুরাত্মা চ লোকাশ্চ জিতা ভূতানি পঞ্চ চ।
বুদ্ধিঃ কালো মনো ব্যোম কাম-ক্রোধৌ তথৈব চ ॥৯০
তস্মাদ্ গৃহাশ্রমস্থস্য নান্যদ্ দৈবতমস্তি বৈ।
ঋতেঽতিথিং নরব্যাঘ্র মনসৈতদ্ বিচারয় ॥ ৯১
অতিথিঃ পূজিতো যদ্ধি ধ্যায়তে মনসা শুভম্।
ন তৎ ক্রতুশতেনাপি তুল্যমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৯২
পাত্রং ত্বতিথিমাসাদ্য শীলাঢ্যং যো ন পূজয়েৎ।
স দত্ত্বা দুষ্কৃতং তস্মৈ পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ৯৩
এতৎ তে কথিতং পুত্র ময়াঽঽখ্যানমনুত্তমম্।
যথা হি বিজিতো মৃত্যুর্গৃহস্থেন পুরাভবৎ ॥ ৯৪

এই তোমার স্ত্রী তোমার গুণসমূহে এবং নিজের পাতিব্রত্য গুণসকলের দ্বারাই সদা সুরক্ষিত। কেহই ইহাকে পরাভব করিতে পারিবে না। সে যে কথা নিজের মুখ হইতে নির্গত করিবে, তাহা সত্যই হইবে। কখনও মিথ্যা হইবে না। ৮২

স্বীয় তপোবলে যুক্তা এই ব্রহ্মবাদিনী নারী সংসারকে পবিত্র করিবার জন্য নিজের অর্দ্ধ শরীরে ওঘবতী নামে শ্রেষ্ঠ নদী হইবে এবং নিজের অর্দ্ধ শরীরে এই পরম সৌভাগ্যবতী সতী তোমার সেবায় নিরত থাকিবে। যোগ সর্ব্বদা ইহার বশীভূত থাকিবে। ৮৩-৮৪

তুমিও ইহার সহিত নিজের তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত সেই সনাতন লোকে গমন করিবে, যেখান হইতে তোমাদের আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না। ৮৫

তুমি এই শরীরেরই দ্বারা সেই দিব্যলোকসমূহে গমন করিবে; কারণ তুমি মৃত্যুকে জয় করিয়াছ এবং তোমার উত্তম ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়াছে। ৮৬

নিজের পরাক্রমে পঞ্চভূতসমূহকে অতিক্রম করিয়া তুমি মনের ন্যায় বেগবান্ হইয়া গিয়াছ। এই গৃহস্থ-ধর্ম্মের আচরণেই তুমি কাম ও ক্রোধকে জয় করিয়াছ। ৮৭

রাজন্! রাজকুমারী ওঘবতীও তোমার সেবার বলে স্নেহ (আসক্তি), রাগ, আলস্য, মোহ ও দ্রোহাদি দোষসকল জয় করিয়াছে। ৮৮

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তদনন্তর ভগবান্ ইন্দ্রও শ্বেতবর্ণের এক হাজার অশ্বে যোজিত উত্তম রথ লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য আসিলেন। ৮৯

এইভাবে সুদর্শন অতিথি-সৎকারের পুণ্যে মৃত্যু, আত্মা, লোক, পঞ্চভূত, বুদ্ধি, কাল, মন, আকাশ, কাম ও ক্রোধকেও জয় করিয়াছিলেন। ৯০

পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেইহেতু তুমিও নিজের মনে এই নিশ্চিত বিচার কর যে, গৃহস্থ পুরুষের পক্ষে অতিথি ব্যতীত অন্য কোন দেবতা নাই। ৯১

যদি অতিথি পূজিত হইয়া মনে মনেই গৃহস্থের কল্যাণ চিন্তা করে, তবে তাহার দ্বারা যে ফল লাভ হয়, উহা শত যজ্ঞের সহিতও তুলনা হইতে পারে না অর্থাৎ তাঁহার কল্যাণচিন্তা শতযজ্ঞ হইতেও শ্রেষ্ঠ—ইহাই মনীষী পুরুষগণ বলেন। ৯২

যে গৃহস্থ সুশীল ও সুপাত্র অতিথিকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার যথোচিত সৎকার না করে, সেই অতিথি নিজের পাপ গৃহস্থকে দিয়া গৃহস্থের পুণ্য লইয়া গমন করেন। ৯৩

পুত্র! তোমার প্রশ্নানুসারে পুরাকালে গৃহস্থ যেভাবে মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন, সেই উত্তম আখ্যান ধন, যশ ও আয়ুপ্রাপ্তিকারক। ইহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দুষ্কর্ম নাশ হইয়া যায়, অতএব

ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যমিদমাখ্যানমুত্তমম্।
বুভূষতাভিমন্তব্যং সর্ব্বদুশ্চরিতাপহম্॥ ৯৫
ইদং যঃ কথয়েদ্ বিদ্বানহন্যহনি ভারত।
সুদর্শনস্য চরিতং পুণ্যাঁল্লোকানবাপ্নুয়াৎ॥ ৯৬

নিজের উন্নতিকামী পুরুষের সর্ব্বদাই ইহার প্রতি সমাদর বুদ্ধি রাখিবে॥ ৯৪-৯৫

*এই অধ্যায়ে বর্ণিত চরিত্র অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষের ; সুতরাং বর্ত্তমানের সাধারণ মানুষের এই চরিত্রের সেই অংশের অনুকরণ করা উচিত নয়, যেস্থলে শ্রীয় পক্ষে অতিথিকে নিজের শরীরদানের কথা বর্ণিত আছে, সেস্থলে অতিথিকে অন্ন, জল, বসিবার আসন, থাকিবার স্থান, শয়নের শয্যা ও পরিধানের বস্ত্রাদি বস্তু নিজের শক্তি অনুসারে সমর্পণ করিবেন। মধুর বাক্যে অতিথির আদর-সৎকার করাও কর্ত্তব্য। ইহাই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি সুদর্শনোপাখ্যানে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২

হে ভারত! যে বিদ্বান্ ব্যক্তি সুদর্শনের এই চরিত্র প্রতিদিন বর্ণনা করেন, তিনি পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন॥৯৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে সুদর্শনের উপাখ্যানবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

[বিশ্বামিত্রেণ কথং ব্রাহ্মণত্বং লব্ধম্—তদ্‌বিষয়ে যুধিষ্ঠিরস্য প্রশ্নঃ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
ব্রাহ্মণ্যং যদি দুষ্প্রাপ্যং ত্রিভির্ব্বর্ণৈর্নরাধিপ।
কথং প্রাপ্তং মহারাজ ক্ষত্রিয়েণ মহাত্মনা॥ ১
বিশ্বামিত্রেণ ধর্ম্মাত্মন্ ব্রাহ্মণত্বং নরর্ষভ।
শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বেন তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥ ২
তেন হ্যমিতবীর্য্যেণ বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ
হতং পুত্রশতং সদ্যস্তপসাপি পিতামহ॥ ৩
যাতুধানাশ্চ বহবো রাক্ষসাস্তিগ্মতেজসঃ।
মন্যুনাবিষ্টদেহেন সৃষ্টাঃ কালান্তকোপমাঃ। ৪
মহান্ কুশিকবংশশ্চ ব্রহ্মর্ষিশতসঙ্কুলঃ।
স্থাপিতো নরলোকেঽস্মিন্ বিদ্বদ্‌ব্রাহ্মণসংস্তুতঃ॥ ৫
ঋচীকস্যাত্মজশ্চৈব শুনঃশেপো মহাতপাঃ।
বিমোক্ষিতো মহাসত্রাৎ পশুতামপ্যুপাগতঃ॥ ৬
হরিশ্চন্দ্রক্রতৌ দেবাংস্তোষয়িত্বাঽঽত্মতেজসা।
পুত্রতামনুসম্প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ॥ ৭
নাভিবাদয়তে জ্যেষ্ঠং দেবরাতং নরাধিপ।
পুত্রাঃ পঞ্চাশদেবাপি শপ্তাঃ শ্বপচতাং গতাঃ॥ ৮

তৃতীয় অধ্যায়।

[বিশ্বামিত্র কিভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন- সে বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহারাজ! নরনাথ! যদি অন্য তিন বর্ণের পক্ষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা অত্যন্ত কঠিনই হয়, তবে ক্ষত্রিয়-কুলে উৎপন্ন মহাত্মা বিশ্বামিত্র কিভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ধর্ম্মাত্মন্! নরশ্রেষ্ঠ পিতামহ! এই কথা আমি যথাযথভাবে শ্রবণ করিতে অভিলাষী, আপনি তাহা আমাকে বলুন॥ ১-২

পিতামহ! অমিতপরাক্রমশালী বিশ্বামিত্র নিজের তপস্যার প্রভাবে মহাত্মা বশিষ্ঠের শত পুত্রকে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন॥ ৩

তিনি ক্রোধাবিষ্ট দেহে আসিয়া বহুসংখ্যক প্রচণ্ড তেজস্বী যাতুধান ও রাক্ষসগণকে সৃষ্ট করিয়াছিলেন। তাহারা সকলে কাল ও যমরাজের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল॥৪

কেবল ইহাই নহে, এই মনুষ্যলোকে তিনি সেই মহান্ কুশিকবংশকে স্থাপিত করিয়াছিলেন, যাহা এখন শত শত ব্রহ্মর্ষিগণে পরিব্যাপ্ত ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণবৃন্দের দ্বারা প্রশংসিত॥ ৫

ঋচীকের (অজীগর্ত্তের) মহাতপস্বী পুত্র শুনঃশেফকে এক মহাযজ্ঞে যজ্ঞীয় পশুরূপে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, কিন্তু বিশ্বামিত্র সেই মহাযজ্ঞ হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন॥ ৬

হরিশ্চন্দ্রের সেই যজ্ঞে নিজের তেজে দেবগণকে সন্তুষ্ট করিয়া বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে মুক্ত করিয়া দিলেন ; সেইজন্য তিনি বুদ্ধিমান্ বিশ্বামিত্রের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হন॥ ৭

নরেশ্বর! শুনঃশেফ দেবগণের দ্বারা প্রদত্ত হওয়ায় দেবরাত

ত্রিশঙ্কুর্বন্ধুভির্মুক্ত ঐক্ষ্বাকঃ প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।
অবাক্‌শিরা দিবং নীতো দক্ষিণামাশ্রিতো দিশম্ ॥ ৯
বিশ্বামিত্রস্য বিপুলা নদী দেবর্ষিসেবিতা ।
কৌশিকী চ শিবা পুণ্যা ব্রহ্মর্ষিসুরসেবিতা ॥ ১০
তপোবিঘ্নকরী চৈব পঞ্চচূড়া সুসম্মতা ।
রম্ভা নামাপ্সরাঃ শাপাদ্ যস্য শৈলত্বমাগতা ॥ ১১
তথৈবাস্য ভয়াদ্ বদ্ধা বশিষ্ঠঃ সলিলে পুরা ।
আত্মানং মজ্জয়ন্ শ্রীমান্ বিপাশঃ পুনরুত্থিতঃ ॥১২
তদাপ্রভৃতি পুণ্যা হি বিপাশাভূন্মহানদী ।
বিখ্যাতা কর্ম্মণা তেন বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৩
বাগ্মিস্চ ভগবান্ যেন দেবসেনাগ্রগঃ প্রভুঃ ।
স্তুতঃ প্রীতমনাশ্চাসীচ্ছাপাচ্চৈনমমুঞ্চত ॥১৪
ধ্রুবস্যৌত্তানপাদস্য ব্রহ্মর্ষীণাং তথৈব চ ।
মধ্যং জ্বলতি যো নিত্যমুদীচীমাশ্রিতো দিশম্ ॥ ১৫
তস্যৈতানি চ কর্ম্মাণি তথান্যানি চ কৌরব ।
ক্ষত্রিয়স্যেত্যতো জাতমিদং কৌতূহলং মম ॥ ১৬
কিমেতদিতি তত্ত্বেন প্রব্রূহি ভরতর্ষভ ।
দেহান্তরমনাসাদ্য কথং স ব্রাহ্মণোঽভবৎ ॥ ১৭
এতৎ তত্ত্বেন মে তাত সর্বমাখ্যাতুমর্হসি ।
মতঙ্গস্য যথাতত্ত্বং তথৈবৈতদ্ বদস্ব মে ॥ ১৮
স্থানে মতঙ্গো ব্রাহ্মণ্যং নালভদ্ ভরতর্ষভ ।
চণ্ডালযোনৌ জাতো হি কথং ব্রাহ্মণ্যমাপ্তবান্ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিশ্বামিত্রোপাখ্যানে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র হন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারা—বিশ্বামিত্রের অন্য পঞ্চাশ জন পুত্র তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ মনে করিয়া প্রণাম করিতেন না, সেইজন্য বিশ্বামিত্রের অভিশাপে তাঁহারা সকলেই চণ্ডাল হইয়া গিয়াছিলেন। ৮

যে ইক্ষ্বাকুবংশজাত ত্রিশঙ্কুকে ভ্রাতাদি বন্ধুগণ পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছিলেন এবং যখন তিনি স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দক্ষিণদিকে মস্তক অধোগামী করিয়া ঝুলিতে ছিলেন, তখন বিশ্বামিত্রই তাঁহাকে প্রীতিসহকারে স্বর্গলোকে লইয়া গিয়াছিলেন। ৯

দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও দেবতাগণের দ্বারা সেবিতা, পবিত্রা, মঙ্গলকারিণী এবং বিশালা কৌশিকী নদী বিশ্বামিত্রেরই প্রভাবে উদ্ভূতা হইয়াছেন। ১০

পঞ্চচূড়াশোভিতা লোকপ্রিয়া রম্ভা নাম্নী অপ্সরা বিশ্বামিত্রের তপস্যার বিঘ্নসৃষ্টি করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বিশ্বামিত্রের অভিশাপে পাথর হইয়া যান। ১১

পুরাকালে বিশ্বামিত্রেরই ভয়ে নিজের শরীরকে রজ্জুর দ্বারা বাঁধিয়া শ্রীমান্ বশিষ্ঠ নিজেকে নিজেই এক নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া নিমজ্জিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে সেই নদীরই দ্বারা পাশরহিত (বন্ধন-মুক্ত) হইয়া পুনরায় উপরে উত্থিত হন। মহাত্মা বশিষ্ঠের সেই মহৎ কর্ম্মের দ্বারা বিখ্যাত হইয়া সেই পবিত্র নদী সেইদিন হইতেই 'বিপাশা' নামে কথিতা হইতেছেন। ১২-১৩

বাক্যের দ্বারা স্তুতি করিলে পর এই বিশ্বামিত্রের উপর সামর্থ্যশালী ভগবান্ ইন্দ্র প্রসন্ন হইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে শাপমুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ১৪

যে বিশ্বামিত্র উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব ও ব্রহ্মর্ষিগণের (সপ্তর্ষিগণের) মধ্যে উত্তর দিকের আকাশ আশ্রয় করত তারারূপে সর্ব্বদা প্রকাশিত হইতেছেন, তিনি ক্ষত্রিয়ই রহিয়া গিয়াছেন। কুরুনন্দন! তাঁহার এই সব ও আরও অজ্ঞাত বহু কর্ম্ম আছে, সেই সমস্ত স্মরণ করিয়া আমার হৃদয়ে সেই সকল জানিবার জন্য কৌতূহল উৎপন্ন হইতেছে যে, তিনি ব্রাহ্মণ কিভাবে হইলেন? ১৫-১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সব কি? তৎ সমস্তই যথাযথভাবে আমাকে বলুন। বিশ্বামিত্র অন্য শরীর ধারণ না করিয়াই কিরূপে ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছিলেন? ১৭

তাত! এই সব কথা আপনি যথাযথভাবে বলুন। যেরূপ মতঙ্গ তপস্যা করিলেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন নাই, সেরূপ ঘটনা বিশ্বামিত্রের পক্ষে কেন হয় নাই? ইহা আপনি আমাকে বলুন। ১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! মতঙ্গ যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন নি, তাহা উচিতই ছিল, কারণ, তাঁহার জন্ম চণ্ডাল-যোনিতে হইয়াছিল; কিন্তু বিশ্বামিত্র কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন? ১৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে বিশ্বামিত্রের উপাখ্যানবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

[আজমীঢ়বংশবর্ণনম্, বিশ্বামিত্রস্য জন্মকথা, তৎপুত্রাণাং নামকথনঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

শ্রূয়তাং পার্থ তত্ত্বেন বিশ্বামিত্রো যথা পুরা।
ব্রাহ্মণত্বং গতস্তাত ব্রহ্মর্ষিত্বং তথৈব চ ॥ ১

ভরতস্যান্বয়ে চৈবাজমীঢ়ো নাম পার্থিবঃ।
বভূব ভরতশ্রেষ্ঠ যজ্বা ধর্মভৃতাং বরঃ ॥ ২

তস্য পুত্রো মহানাসীজ্জহ্নুর্নাম নরেশ্বরঃ।
দুহিতৃত্বমনুপ্রাপ্তা গঙ্গা যস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩

তস্যাত্মজস্তুল্যগুণঃ সিন্ধুদ্বীপো মহাযশাঃ।
সিন্ধুদ্বীপাচ্চ রাজর্ষির্বলাকাশ্বো মহাবলঃ ॥ ৪

বল্লভস্তস্য তনয়ঃ সাক্ষাদ্ধর্ম ইবাপরঃ।
কুশিকস্তস্য তনয়ঃ সহস্রাক্ষসমদ্যুতিঃ ॥ ৫

কুশিকস্যাত্মজঃ শ্রীমান্ গাধির্নাম জনেশ্বরঃ।
অপুত্রঃ প্রসবেনার্থী বনবাসমুপাবসৎ ॥ ৬

কন্যা জজ্ঞে সুতাং তস্য বনে নিবসতঃ সতঃ।
নাম্না সত্যবতী নাম রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ॥ ৭

তাং বব্রে ভার্গবঃ শ্রীমাংশ্চ্যবনস্যাত্মসম্ভবঃ।
ঋচীক ইতি বিখ্যাতো বিপুলে তপসি স্থিতঃ ॥ ৮

স তাং ন প্রদদৌ তস্মৈ ঋচীকায় মহাত্মনে।
দরিদ্র ইতি মত্বা বৈ গাধিঃ শত্রুনিবর্হণঃ ॥ ৯

প্রত্যাখ্যায় পুনর্যাতমব্রবীদ্ রাজসত্তমঃ।
শুল্কং প্রদীয়তাং মহ্যং ততো বৎস্যসি মে সুতাম্ ॥১০

কিং প্রযচ্ছামি রাজেন্দ্র তুভ্যং শুল্কমহং নৃপ।
দুহিত্রর্থমসংসক্তো মাভূৎ তত্র বিচারণা ॥ ১১

গাধিরুবাচ।

চন্দ্ররশ্মিপ্রকাশানাং হয়ানাং বাতরংহসাম্।
একতঃ শ্যামকর্ণানাং সহস্রং দেহি ভার্গব ॥ ১২

চতুর্থ অধ্যায়।

[আজমীঢ়বংশবর্ণন, বিশ্বামিত্রের জন্মের কথা ও তাঁহার পুত্রগণের নাম কথন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—তাত! কুন্তীনন্দন! পুরাকালে বিশ্বামিত্র যেভাবে ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই সব প্রসঙ্গ আমি যথাযথভাবে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ১

ভরতবংশে অজমীঢ় নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই রাজা অজমীঢ় যজ্ঞকর্তা ও ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ২

তাঁহার পুত্র ছিলেন নরনাথ জহ্নু, এই মহাত্মা নরপতির নিকটে যাইয়া গঙ্গাদেবী কন্যাভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৩

জহ্নুর পুত্রের নাম ছিল সিন্ধুদ্বীপ। ইনি পিতারই ন্যায় গুণবান্ ও মহাযশস্বী ছিলেন। সিন্ধুদ্বীপ হইতে মহাবল রাজা বলাকাশ্বের জন্ম হইয়াছিল। ৪

বলাকাশ্বের পুত্র হইলেন বল্লভ। ইনি যেন সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ধর্ম ছিলেন। ইঁহার পুত্র হইলেন সহস্রলোচন ইন্দ্রতুল্য মহাতেজস্বী কুশিক। ৫

কুশিকের পুত্রের নাম মহারাজ গাধি। ইনি বহুকাল পুত্রহীন ছিলেন। সেইজন্য সন্তানকামনা করিয়া তিনি পুণ্য করিবার ইচ্ছায় বনে বাস করিতে লাগিলেন। ৬

সেখানে বাস করিবার সময় সোমযাগ করিয়া তাঁহার এক কন্যা হয়। ইঁহার নাম ছিল সত্যবতী। ভূতলে কোথাও তাঁহার রূপ ও সৌন্দর্য্যের তুলনা ছিল না। ৭

সেই সময় চ্যবনের পুত্র ভৃগুবংশীয় শ্রীমান্ ঋচীক বিখ্যাত তপস্বী ছিলেন এবং অতিশয় কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন। তিনি রাজা গাধির নিকটে সেই কন্যাকে প্রার্থনা করেন। ৮

শত্রুনাশন গাধি মহাত্মা ঋচীককে দরিদ্র জানিয়া তাঁহাকে নিজের কন্যাদান করিতে সম্মত হইলেন না। ৯

তিনি ঋচীককে প্রত্যাখ্যান করিলে পর যখন মহর্ষি প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন, তখন নৃপশ্রেষ্ঠ গাধি তাঁহাকে বলিলেন, মহর্ষে! যদি আপনি আমাকে শুল্কদান করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনি আমার কন্যার সহিত বিবাহ করিয়া তাহাকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ১০

ঋচীক বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আমি আপনার কন্যার জন্য আপনাকে কি শুল্ক দান করিব? আপনি নিঃসঙ্কোচে তাহা আমাকে বলুন। হে নৃপ! এ বিষয়ে আপনার অন্য কোনরূপ বিচার করা উচিত নয়। ১১

গাধি বলিলেন,—ভৃগুনন্দন! আপনি আমাকে শুল্করূপে এক হাজার এরূপ অশ্ব প্রদান করুন, যাহারা চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্

ভীষ্ম উবাচ।

ততঃ স ভৃগুশার্দ্দূলশ্চ্যবনস্যাত্মজঃ প্রভুঃ।
অব্রবীদ্ বরুণং দেবমাদিত্যং পুত্রিমত্তমম্ ॥ ১৩

একতঃ শ্যামকর্ণানাং হয়ানাং চন্দ্রবর্চসাম্।
সহস্রং বাতবেগানাং ভিক্ষে ত্বাং দেবসত্তম ॥ ১৪

তথেতি বরুণো দেব আদিত্যো ভৃগুসত্তমম্।
উবাচ যত্র তে চ্ছন্দতত্রোত্থাস্যন্তি বাজিনঃ ॥ ১৫

ধ্যাতমাত্রমৃচীকেন হয়ানাং চন্দ্রবর্চসাম্।
গঙ্গাজলাৎ সমুত্তস্থৌ সহস্রং বিপুলৌজসাম্ ॥ ১৬

অদূরে কান্যকুব্জস্য গঙ্গায়াস্তীরমুত্তমম্।
অশ্বতীর্থং তদদ্যাপি মানবৈঃ পরিচক্ষ্যতে ॥ ১৭

ততো বৈ গাধয়ে তাত সহস্রং বাজিনাং শুভম্।
ঋচীকঃ প্রদদৌ প্রীতঃ শুল্কার্থং তপতাং বরঃ ॥ ১৮

ততঃ স বিস্মিতো রাজা গাধিঃ শাপভয়েন চ।
দদৌ তাং সমলঙ্কৃত্য কন্যাং ভৃগুসুতায় বৈ ॥ ১৯

জগ্রাহ বিধিবৎ পাণিং তস্যা ব্রহ্মর্ষিসত্তমঃ।
সা চ তং পতিমাসাদ্য পরং হর্ষমবাপ হ ॥ ২০

স তুতোষ চ ব্রহ্মর্ষিস্তস্যা বৃত্তেন ভারত।
ছন্দয়ামাস চৈবৈনাং বরেণ বরবর্ণিনীম্ ॥ ২১

মাত্রে তৎ সর্ব্বমাচখ্যৌ সা কন্যা রাজসত্তম।
অথ তামব্রবীন্মাতা সুতাং কিঞ্চিদবাঙ্মুখী ॥ ২২

মমাপি পুত্রি ভর্ত্তা তে প্রসাদং কর্ত্তুমর্হতি।
অপত্যস্য প্রদানেন সমর্থশ্চ মহাতপাঃ ॥ ২৩

ততঃ সা ত্বরিতং গত্বা তৎ সর্ব্বং প্রত্যবেদয়ৎ।
মাতুশ্চিকীর্ষিতং রাজন্নৃচীকস্তামথাব্রবীৎ ॥ ২৪

গুণবন্তমপত্যং সা অচিরাজ্জনয়িষ্যতি
মম প্রসাদাৎ কল্যাণি মাভূৎ তে প্রণয়োঽন্যথা ॥ ২৫

তব চৈব গুণশ্লাঘী পুত্র উৎপৎস্যতে মহান্।
অস্মদ্বংশকরঃ শ্রীমান্ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ২৬

বায়ুসদৃশ বেগবান্ এবং এক একটি কর্ণ যাহাদের শ্যামবর্ণ হইবে ॥ ১২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তখন ভৃগুশ্রেষ্ঠ চ্যবনপুত্র শক্তিশালী মহর্ষি ঋচীক জলাধিপতি অদিতিনন্দন বরুণের নিকট যাইয়া বলিলেন ॥ ১৩

দেবশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার নিকট হইতে চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ এবং বায়ুসদৃশ বেগবান্ এরূপ এক হাজার অশ্ব প্রার্থনা করিতেছি, যাহাদের প্রত্যেকের এক একটি কর্ণ শ্যামবর্ণ হইবে ॥ ১৪

তখন অদিতিনন্দন বরুণদেব সেই ভৃগুশ্রেষ্ঠ ঋচীককে বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হউক, যেখানে আপনার ইচ্ছা হইবে, সেখান হইতেই এই সব অশ্ব উত্থিত হইবে ॥ ১৫

তদনন্তর ঋচীক চিন্তা করিবামাত্রই গঙ্গার জল হইতে চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ এক হাজার তেজস্বী অশ্ব উত্থিত হইয়া আসিল ॥ ১৬

কান্যকুব্জের নিকটেই গঙ্গার সেই উত্তম তীর আজও অশ্বতীর্থ নামে সকল মানুষের দ্বারা কথিত হইতেছে ॥ ১৭

তাত! তখন তপস্বী মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঋচীকমুনি প্রসন্ন হইয়া শুল্কের উদ্দেশ্যে রাজা গাধিকে এই এক হাজার সুন্দর অশ্ব প্রদান করিলেন ॥ ১৮

তখন বিস্মিত রাজা গাধি অভিশাপের ভয়ে ভীত হইয়া নিজের কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া ভৃগুনন্দন ঋচীককে প্রদান করিলেন ॥ ১৯

ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ ঋচীক বিধি অনুসারে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। এরূপ তেজস্বী পতিকে লাভ করিয়া সেই কন্যাও অত্যন্ত হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ২০

ভরতনন্দন! নিজের পত্নীর সদ্ব্যবহারে ব্রহ্মর্ষি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি সেই পরমা সুন্দরী নিজের পত্নীকে মনোবাঞ্ছিত বরদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ॥ ২১

নৃপশ্রেষ্ঠ! তখন সেই রাজকন্যা নিজের মাতাকে মুনির কথিত সব কথা বলিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার মাতা সঙ্কোচে মস্তক অবনত করত কন্যাকে বলিলেন ॥ ২২

পুত্রি! তোমার পতির পুত্রদান করিবার জন্য আমারও উপর কৃপা করা উচিত; কারণ, তিনি মহাতপস্বী ও সব কিছু প্রদান করিতে সমর্থ ॥ ২৩

রাজন্! তদনন্তর সত্যবতী অতিশীঘ্র যাইয়া মাতার সেই সব ইচ্ছা পতির নিকট নিবেদন করিলেন। তখন ঋচীক তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২৪

আমার প্রসাদে তোমার মাতা শীঘ্রই এক গুণবান্ পুত্রের জন্মদান করিবেন। তোমার প্রেমপূর্ণ অনুরোধ কখনও অসফল হইবে না ॥ ২৫

তোমার গর্ভ হইতেও এক অত্যন্ত গুণবান্ ও মহান্ তেজস্বী পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। সে আমাদের বংশপরম্পরা পরিচালিত করিবে। আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিলাম ॥ ২৬

ঋতুস্নাতা চ সাশ্বত্থং ত্বঞ্চ বৃক্ষমুদুম্বরম্ ।
পরিষ্বজেথাঃ কল্যাণি তত এবমবাপ্স্যথঃ ॥ ২৭

চরুদ্বয়মিদং চৈব মন্ত্রপূতং শুচিস্মিতে ।
ত্বঞ্চ সা চোপভুঞ্জীতং ততঃ পুত্রমবাপ্স্যথঃ ॥ ২৮

ততঃ সত্যবতী হৃষ্টা মাতরং প্রত্যভাষত ।
যদৃচীকেন কথিতং তচ্চাচখ্যৌ চরুদ্বয়ম্ ॥ ২৯

তামুবাচ ততো মাতা সুতাং সত্যবতীং তদা ।
পুত্রি পূর্ব্বোপপন্নায়াঃ কুরুষ বচনং মম ॥ ৩০

ভর্ত্রা য এষ দত্তস্তে চরুর্মন্ত্রপুরস্কৃতঃ ।
এনং প্রযচ্ছ মহ্যং ত্বং মদীয়ং ত্বং গৃহাণ চ ॥ ৩১

ব্যত্যাসং বৃক্ষয়োশ্চাপি করবাব শুচিস্মিতে ।
যদি প্রমাণং বচনং মম মাতুরনিন্দিতে ॥ ৩২

আত্মাপত্যং বিশিষ্টং হি সর্ব ইচ্ছত্যনাবিলম্ ।
ব্যক্তং ভগবতা চাত্র কৃতমেবং ভবিষ্যতি ॥ ৩৩

কল্যাণি ! তোমার মাতা ঋতুস্নানের পর অশ্বত্থবৃক্ষ আলিঙ্গন করিবেন এবং তুমি যজ্ঞডুমুরে বৃক্ষ আলিঙ্গন করিবে, ইহার দ্বারা তোমাদের উভয়েরই অভীষ্ট পুত্র লাভ হইবে ॥ ২৭

পবিত্র ঈষৎ হাস্যময়ি দেবি ! আমি এই দুইটি মন্ত্রপূত চরু নির্ম্মাণ করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে তুমি একটি ভক্ষণ করিবে এবং অন্যটি তোমার মাতা ভক্ষণ করিবেন। ইহার দ্বারা তোমাদের উভয়েরই পুত্র লাভ হইবে ॥ ২৮

তখন সত্যবতী হৃষ্টা হইয়া ঋচীক যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তৎ সমস্তই নিজের মাতাকে বলিলেন এবং উভয়েরই জন্য পৃথক্ পৃথক্ নির্ম্মিত চরুর বিষয় আলোচনা করিলেন ॥ ২৯

সেই সময় মাতা নিজের কন্যা সত্যবতীকে বলিলেন,—পুত্রি ! আমি মাতা বলিয়া প্রথম হইতেই তোমার উপর আমার অধিকার আছে ; অতএব তুমি আমার কথা পালন কর ॥ ৩০

তোমার পতি যে মন্ত্রপূত চরু তোমাকে প্রদান করিয়াছে, সেই চরু তুমি আমাকে প্রদান কর এবং আমার চরু তুমি গ্রহণ কর ॥ ৩১

পবিত্র ঈষৎ হাস্যশোভিতে পুত্রি ! যদি তুমি আমার কথা প্রমাণ বলিয়া অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে কর, তবে আমরা বৃক্ষ-আলিঙ্গনেও পরিবর্ত্তন করিয়া লইব ॥ ৩২

প্রায় সকল লোকই নিজের জন্য নির্ম্মল ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ পুত্র কামনা করে। অবশ্যই ভগবান্ ঋচীকও চরু নির্ম্মাণ করিবার সময় এরূপ তারতম্যই করিয়াছেন ॥ ৩৩

ততো মে ত্বচ্চরৌ ভাবঃ পাদপে চ সুমধ্যমে ।
কথং বিশিষ্টো ভ্রাতা মে ভবেদিত্যেব চিন্তয় ॥ ৩৪

তথা চ কৃতবত্যৌ তে মাতা সত্যবতী চ সা ।
অথ গর্ভাবনুপ্রাপ্তে উভে তে বৈ যুধিষ্ঠির ॥ ৩৫

দৃষ্ট্বা গর্ভমনুপ্রাপ্তাং ভার্য্যাং স চ মহানৃষিঃ ।
উবাচ তাং সত্যবতীং দুর্ম্মনা ভৃগুসত্তমঃ ॥ ৩৬

ব্যত্যাসেনোপযুক্তস্তে চরুর্ব্যক্তং ভবিষ্যতি ।
ব্যত্যাসঃ পাদপে চাপি সংযুক্তং তে কৃতং শুভে ॥ ৩৭

ময়া হি বিশ্বং যদ্ব্রহ্ম ত্বচ্চরৌ সংনিবেশিতম্ ।
ক্ষত্রবীর্য্যঞ্চ সকলং চরৌ তস্যা নিবেশিতম্ ॥ ৩৮

ত্রৈলোক্যবিখ্যাতগুণং ত্বং বিপ্রং জনয়িষ্যসি ।
সা চ ক্ষত্রং বিশিষ্টং বৈ তত এতৎ কৃতং ময়া ॥ ৩৯

ব্যত্যাসস্তু কৃতো যস্মাৎ ত্বয়া মাত্রা চ তে শুভে ।
তস্মাৎ সা ব্রাহ্মণং শ্রেষ্ঠং মাতা তে জনয়িষ্যতি ॥ ৪০

সুমধ্যমে ! সেইজন্য তোমার উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট চরু ও বৃক্ষে আমার অনুরাগ হইয়াছে। তুমিও এই চিন্তাই কর যে, আমার ভ্রাতাও কোনরূপ বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন হউক ॥ ৩৪

যুধিষ্ঠির ! এই পরামর্শ করত সত্যবতী ও তাঁহার মাতা সেইদিনে নির্দ্দিষ্ট বস্তু পরিবর্ত্তন করিয়া উপযোগ (ব্যবহার) করিলেন। ইহাতে উভয়েই গর্ভবতী হইলেন ॥ ৩৫

নিজের পত্নী সত্যবতীকে গর্ভবতী অবস্থায় দেখিয়া ভৃগুশ্রেষ্ঠ মহর্ষি ঋচীকের মন খিন্ন হইয়া যাইল ॥ ৩৬

তিনি বলিলেন,—শুভে ! মনে হইতেছে, তুমি পরিবর্ত্তন করিয়া চরু উপভোগ করিয়াছ। সেইরূপ তোমরা উভয়ে বৃক্ষ আলিঙ্গনও পরিবর্ত্তন করিয়াছ—ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে ॥ ৩৭

আমি তোমার চরুতে সম্পূর্ণ ব্রহ্মতেজের সন্নিবেশ করিয়াছিলাম এবং তোমার মাতার চরুতে সমস্ত ক্ষত্রিয়োচিত শক্তির স্থাপনা করিয়াছিলাম ॥ ৩৮

আমি এই চিন্তা করিয়াছিলাম যে, তুমি ত্রিভুবনে বিখ্যাত গুণ-বিশিষ্ট এক ব্রাহ্মণের জন্মদান করিবে এবং তোমার মাতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়ের জননী হইবেন ; সেইজন্য আমি দুই প্রকারের চরু নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম ॥ ৩৯

শুভে ! তুমি ও তোমার মাতা পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রহণ করিয়াছ, সেইজন্য তোমার মাতা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণপুত্রের জন্মদান করিবেন এবং ভদ্রে ! তুমি ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী ক্ষত্রিয়ের জনন

ক্ষত্রিয়ং তূগ্রকর্ম্মাণং ত্বং ভদ্রে জনয়িষ্যসি।
ন হি তে তৎ কৃতং সাধু মাতৃস্নেহেন ভাবিনি ॥ ৪১

সা শ্রুত্বা শোকসন্তপ্তা পপাত বরবর্ণিনী।
ভূমৌ সত্যবতী রাজন্ ছিন্নেব রুচিরা লতা ॥৪২

প্রতিলভ্য চ সা সংজ্ঞাং শিরসা প্রণিপত্য চ।
উবাচ ভার্য্যা ভর্ত্তারং গাধেয়ী ভার্গবর্ষভম্ ॥ ৪৩

প্রসাদয়ন্ত্যাং ভার্য্যায়াং ময়ি ব্রহ্মবিদাং বর।
প্রসাদং কুরু বিপ্রর্ষে ন মে স্যাৎ ক্ষত্রিয়ঃ সুতঃ ॥ ৪৪

কামং মমোগ্রকর্ম্মা বৈ পৌত্রো ভবিতুমর্হতি।
ন তু মে স্যাৎ সুতো ব্রহ্মন্নেষ মে দীয়তাং বরঃ ॥ ৪৫

এবমস্ত্বিতি হোবাচ স্বাং ভার্য্যাং সুমহাতপাঃ।
ততঃ সা জনয়ামাস জমদগ্নিং সুতং শুভম্ ॥ ৪৬

বিশ্বামিত্রং চাজনয়দ্ গাধিভার্য্যা যশস্বিনী।
ঋষেঃ প্রসাদাদ্ রাজেন্দ্র ব্রহ্মর্ষের্ব্রহ্মবাদিনম্ ॥ ৪৭

ততো ব্রাহ্মণতাং যাতো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
ক্ষত্রিয়ঃ সোঽপ্যথ তথা ব্রহ্মবংশস্য কারকঃ ॥ ৪৮

তস্য পুত্রা মহাত্মানো ব্রহ্মবংশবিবর্দ্ধনাঃ।
তপস্বিনো ব্রহ্মবিদো গোত্রকর্ত্তার এব চ ॥ ৪৯

মধুচ্ছন্দশ্চ ভগবান্ দেবরাতশ্চ বীর্য্যবান্।
অক্ষীণশ্চ শকুন্তশ্চ বভ্রুঃ কালপথস্তথা ॥ ৫০

যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ বিখ্যাতস্তথা স্থূণো মহাব্রতঃ
উলূকো যমদূতশ্চ তথর্ষিঃ সৈন্ধবায়নঃ ॥ ৫১

বল্গুজঙ্ঘশ্চ ভগবান্ গালবশ্চ মহানৃষিঃ।
ঋষির্বজ্রস্তথা খ্যাতঃ সালঙ্কায়ন এব চ ॥ ৫২

লীলাঢ্যো নারদশ্চৈব তথা কূর্চামুখঃ স্মৃতঃ।
বাহুলির্মুসলশ্চৈব বক্ষোগ্রীবস্তথৈব চ ॥ ৫৩

আঙ্ঘ্রিকো নৈকদৃক্ চৈব শিলাযূপঃ শিতঃ শুচিঃ
চক্রকো মারুতন্তব্যো বাতঘ্নোঽথাশ্বলায়নঃ ॥ ৫৪

শ্যামায়নোঽথ গার্গ্যশ্চ জাবালিঃ সুশ্রুতস্তথা।
কারীষিরথ সংশ্রুত্যঃ পরপৌরবতন্তবঃ ॥ ৫৫

মহানৃষিশ্চ কপিলস্তথর্ষিস্তাড়কায়নঃ
তথৈব চোপগহনস্তথর্ষিশ্চাসুরায়ণঃ ॥৫৬

মার্দমর্ষির্হিরণ্যাক্ষো জঙ্গারির্বাভ্রবায়ণিঃ।
ভূতির্বিভূতিঃ সূতশ্চ সুরকৃৎ তু তথৈব চ ॥ ৫৭

অরালির্নাচিকশ্চৈব চাম্পেয়োজ্জয়নৌ তথা।
নবতন্তুর্বকনখঃ সেয়নো যতিরেব চ ॥ ৫৮

হইবে। ভাবিনি! মাতার স্নেহে পড়িয়া তুমি এই কার্য্য ঠিক কর নাই ॥ ৪০-৪১

রাজন্! পতির এই কথা শ্রবণ করিয়া সুন্দরী সত্যবতী শোকে সন্তপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৪২

অল্পক্ষণ পরে যখন তিনি চৈতন্যলাভ করিলেন, তখন সেই গাধিনন্দিনী সত্যবতী নিজের স্বামী ভৃগুকুলভূষণ ঋচীকের চরণদ্বয়ে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করত বলিলেন,—ব্রহ্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষে! আমি আপনার পত্নী, অতএব আমি আপনার নিকট হইতে কৃপাপ্রার্থনা করিতেছি। আপনি এরূপ কৃপা করুন যাহাতে আমার গর্ভ হইতে ক্ষত্রিয়-পুত্র উৎপন্ন না হয় ॥ ৪৩-৪৪

যদি আপনার সেরূপ ইচ্ছাই হয়, তবে আমার পৌত্র বরং উগ্রকর্ম্মা ক্ষত্রিয়স্বভাবসম্পন্ন হউক; কিন্তু আমার পুত্র যেন সেরূপ না হয়। ব্রহ্মন্! আপনি আমাকে এই বর দান করুন ॥ ৪৫

তখন সেই মহাতপস্বী ঋচীক নিজের পত্নীকে বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হইবে। তদনন্তর সত্যবতী জমদগ্নিনামক এক শুভ গুণসম্পন্ন পুত্রের জন্মদান করিলেন ॥ ৪৬

রাজেন্দ্র! সেই ব্রহ্মর্ষির কৃপাপ্রসাদে গাধির যশস্বিনী পত্নী ব্রহ্মবাদী বিশ্বামিত্রকে উৎপন্ন করিলেন। ৪৭

সেইজন্য মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণবংশের প্রবর্ত্তক হন ॥ ৪৮

এই ব্রহ্মজ্ঞ তপস্বী মহাত্মার পুত্রগণও ব্রাহ্মণবংশের বৃদ্ধিকারী ও গোত্রকর্ত্তা হইয়াছিলেন। ৪৯

ভগবান্ মধুচ্ছন্দা, শক্তিশালী দেবরাত, অক্ষীণ, শকুন্ত, বভ্রু, কালপথ, বিখ্যাত যাজ্ঞবল্ক্য, মহাব্রত স্থূণ, উলূক, যমদূত, সৈন্ধবায়ন ঋষি, ভগবান্ বল্গুজঙ্ঘ, মহর্ষি গালব, বজ্রমুনি, বিখ্যাত সালঙ্কায়ন, লীলাঢ্য, কূর্চ্চামুখ, বাহুলি, মুসল, বক্ষোগ্রীব, আঙ্ঘ্রিক, নৈকদৃক্, শিলাযূপ, শিত, শুচি, চক্রক, মারুতন্তব্য, বাতঘ্ন, আশ্বলায়ন, শ্যামায়ন, গার্গ্য, জাবালি, সুশ্রুত, কারীষি, সংশ্রুত্য, পর, পৌরব, তন্তু, মহর্ষি কপিল, মুনিবর তাড়কায়ন, উপগহন, আসুরায়ণ ঋষি, মার্দমর্ষি, হিরণ্যাক্ষ, জঙ্গারি, বাভ্রবায়ণি, ভূতি, বিভূতি, সূত, সুরকৃৎ, অরালি, নাচিক, চাম্পেয়, উজ্জয়ন, নবতন্তু, বকনখ, সেয়ন, যতি, অম্ভোরুহ, চারুমৎস্য, শিরীষী, গার্দ্দভি, ঊর্জযোনি,

অষ্টোরুহস্তারুমৎস্যঃ শিরীষী চাথ গার্দভিঃ
ঊর্জযোনিরুদাপেক্ষী নারদী চ মহানৃষিঃ ॥ ৫৯
বিশ্বামিত্রাত্মজাঃ সর্ব্বে মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ।
তথৈব ক্ষত্রিয়ো রাজন্ বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ॥ ৬০
ঋচীকেনাহিতং ব্রহ্ম পরমেতদ্ যুধিষ্ঠির।
এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং তত্ত্বেন ভরতর্ষভ ॥ ৬১

উদাপেক্ষী ও মহর্ষি নারদী—ইঁহারা সকলে বিশ্বামিত্রের পুত্র ও ব্রহ্মবাদী ঋষি ছিলেন ॥ ৫০-৫৯½

রাজা যুধিষ্ঠির! মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র যদিও ক্ষত্রিয় ছিলেন, তথাপি ঋচীকমুনি তাঁহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মতেজের আধান করিয়াছিলেন ॥ ৬০½

বিশ্বামিত্রস্য বৈ জন্ম সোম-সূর্য্যাগ্নিতেজসঃ।
যত্র যত্র চ সন্দেহো ভূয়তে রাজসত্তম ॥
তত্র তত্র চ মাং ব্রূহি ছেত্তাস্মি তব সংশয়ম্ ॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্মপর্ব্বণি বিশ্বামিত্রোপাখ্যানে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপে আমি তোমার নিকটে সোম, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী বিশ্বামিত্রের জন্মের সারা বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বর্ণনা করিলাম ॥ ৬১½

নৃপশ্রেষ্ঠ! এখন তোমার যে যেখানে সন্দেহ আছে, সেই সেই বিষয় জিজ্ঞাসা কর। আমি তোমার সমস্ত সংশয় ছেদন করিব ॥ ৬২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে বিশ্বামিত্রের উপাখ্যানবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

[স্বামিভক্তস্য দয়ালোশ্চ পুরুষস্য শ্রেষ্ঠত্বং বক্তুমিন্দ্র-শুকপক্ষিণোঃ সংবাদবর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
আনৃশংস্যস্য ধর্মজ্ঞ গুণান্ ভক্তজনস্য চ।
শ্রোতুমিচ্ছামি ধর্মজ্ঞ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১
ভীষ্ম উবাচ।
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
বাসবস্য চ সংবাদং শুকস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ২
বিষয়ে কাশিরাজস্য গ্রামান্নিষ্ক্রম্য লুব্ধকঃ।
সবিষং কাণ্ডমাদায় মৃগয়ামাস বৈ মৃগম্ ॥ ৩
তত্র চামিষলুব্ধেন লুব্ধকেন মহাবনে।
অবিদূরে মৃগান্ দৃষ্ট্বা বাণঃ প্রতিসমাহিতঃ ॥ ৪
তেন দুর্বারিতাস্ত্রেণ নিমিত্তচপলেষুণা।
মহান্ বনতরুস্তত্র বিদ্ধো মৃগজিঘাংসয়া ॥ ৫
স তীক্ষ্ণবিষদিগ্ধেন শরেণাতিবলাৎ ক্ষতঃ।
উৎসৃজ্য ফলপত্রাণি পাদপঃ শোষমাগতঃ ॥ ৬
তস্মিন্ বৃক্ষে তথাভূতে কোটরেষু চিরোষিতঃ।
ন জহাতি শুকো বাসং তস্য ভক্ত্যা বনস্পতেঃ ॥ ৭

পঞ্চম অধ্যায়।

[স্বামিভক্ত ও দয়ালু পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বলিবার জন্য ইন্দ্র ও শুকপক্ষীর সংবাদ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধর্মজ্ঞ পিতামহ! এখন আমি দয়ালু ও ভক্ত পুরুষগণের গুণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। অতএব আপনি কৃপা করিয়া আমাকে তাঁহার গুণ বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,— যুধিষ্ঠির! এ বিষয়েও মহাপুরুষগণ মহাত্মা শুকপক্ষী ও ইন্দ্রের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ২

কাশিরাজের রাজ্যে এক ব্যাধ বিষলিপ্ত বাণ লইয়া গ্রাম হইতে বহির্গত হইল এবং শিকারের জন্য মৃগের অন্বেষণ করিতে লাগিল ॥ ৩

কোন এক বিশাল বনের কিয়দ্দূর যাইলে পরই মাংসলোভী ব্যাধ বহু মৃগকে দেখিতে পাইল এবং তাহাদের উপর বাণ নিক্ষেপ করিল ॥ ৪

ব্যাধের সেই বাণ অব্যর্থ ছিল, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় মৃগকে বধ করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত সেই বাণ এক বিশাল বৃক্ষকে যাইয়া বিদ্ধ করিল ॥ ৫

তীক্ষ্ণ বিষে পূর্ণ সেই বাণের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় সেই বৃক্ষ বিষাক্ত হইয়া উঠিল। তাহার ফল ও পত্রসকল ঝরিয়া পড়িল এবং ধীরে ধীরে সে শুকাইয়া যাইতে লাগিল ॥ ৬

সেই বৃক্ষের কোটরে বহুদিন ধরিয়া একটি শুকপক্ষী বাস

নিষ্প্রচারো নিরাহারো গ্লানঃ শিথিলবাগপি।
কৃতজ্ঞঃ সহ বৃক্ষেণ ধর্মাত্মা সোঽপ্যশুষ্যত ॥ ৮

তমুদারং মহাসত্ত্বমতিমানুষচেষ্টিতম্।
সমদুঃখসুখং দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ পাকশাসনঃ ॥ ৯

ততশ্চিন্তামুপগতঃ শক্রঃ কথময়ং দ্বিজঃ।
তির্য্যগ্‌যোনাবসম্ভাব্যমানৃশংস্যমবস্থিতঃ ॥ ১০

অথবা নাত্র চিত্রং হি অভবদ্ বাসবস্য তু।
প্রাণিনামপি সর্ব্বেষাং সর্বং সর্বত্র দৃশ্যতে ॥ ১১

ততো ব্রাহ্মণবেশেন মানুষং রূপমাস্থিতঃ।
অবতীর্য্য মহীং শক্রস্তং পক্ষিণমুবাচ হ ॥ ১২

শুক ভো পক্ষিণাং শ্রেষ্ঠ দাক্ষেয়ী সুপ্রজা ত্বয়া।
পৃচ্ছে ত্বাং শুকমেনং ত্বং কস্মান্ন ত্যজসি দ্রুমম্ ॥ ১৩

অথ পৃষ্টঃ শুকঃ প্রাহ মূর্দ্ধ্না সমভিবাদ্য তম্।
স্বাগতং দেবরাজ ত্বং বিজ্ঞাতস্তপসা ময়া ॥ ১৪

ততো দশশতাক্ষেণ সাধু সাধ্বিতি ভাষিতম্।
অহো বিজ্ঞানমিত্যেবং মনসা পূজিতস্ততঃ ॥ ১৫

তমেবং শুভকর্মাণং শুকং পরমধার্মিকম্।
বিজানন্নপি তাং প্রীতিং পপ্রচ্ছ বলসূদনঃ ॥ ১৬

নিষ্পত্রমফলং শুষ্কমশরণ্যং পতত্রিণাম্।
কিমর্থং সেবসে বৃক্ষং যদা মহদিদং বনম্ ॥ ১৭

অন্যেঽপি বহবো বৃক্ষাঃ পত্রসংছন্নকোটরাঃ।
শুভাঃ পর্য্যাপ্তসঞ্চারা বিদ্যন্তেঽস্মিন্ মহাবনে ॥ ১৮

গতায়ুষমসামর্থ্যং ক্ষীণসারং হতশ্রিয়ম্।
বিমৃশ্য প্রজ্ঞয়া ধীর জহীমং স্থবিরং দ্রুমম্ ॥১৯

ভীষ্ম উবাচ।

তদুপশ্রুত্য ধর্মাত্মা শুকঃ শক্রেণ ভাষিতম্।
সুদীর্ঘমভিনিঃশ্বস্য দীনো বাক্যমুবাচ হ ॥ ২০

করিত। তাহার সেই বৃক্ষের উপর অতিশয় প্রেম ছিল, সেইজন্য বৃক্ষ শুকাইয়া যাইতে থাকিলেও সে বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া যাইল না ॥ ৭

সেই ধর্মাত্মা ও কৃতজ্ঞ শুক কোথাও যাতায়াত করিত না। খাদ্য অন্বেষণ করাও ত্যাগ করিয়া দিল। সে এরূপ শিথিল হইয়া গিয়াছিল যে, কোন কিছু বলিতেও পারিল না। এইরূপে সেই বৃক্ষের সহিত সে স্বয়ংও শুকাইয়া যাইতে লাগিল ॥ ৮

তাহার অসাধারণ ধৈর্য্য ছিল। তাহার চেষ্টাও অলৌকিক ছিল এবং দুঃখ ও সুখে সমভাবাপন্ন সেই উদার শুকপক্ষীকে দেখিয়া পাকশাসন ইন্দ্র বিস্মিত হন ॥ ৯

ইন্দ্র এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই পক্ষী কিভাবে এতাদৃশ অলৌকিক দয়াভাবসম্পন্ন হইয়াছে; যাহা পক্ষীর যোনিতে প্রায়শঃ অসম্ভব ॥ ১০

অথবা ইহাতে কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নাই; কারণ, সর্বস্থানে সকল প্রাণীর মধ্যেই সর্বপ্রকার আচরণ দেখা যায়—এরূপ ভাবনার দ্বারা ইন্দ্রের মন শান্ত হইল ॥ ১১

তদনন্তর তিনি ব্রাহ্মণের বেশে মনুষ্যরূপ ধারণ করত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সেই শুকপক্ষীকে বলিলেন ॥ ১২

পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শুক! তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া দক্ষের দৌহিত্রী শুকী উত্তম সন্তানবতী হইয়াছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, এখন তুমি এই বৃক্ষকে ত্যাগ করিতেছ না কেন? ১৩

তিনি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর শুক মস্তক নত করত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন—দেবরাজ! আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত'? আমি তপোবলে আপনাকে জানিতে পারিয়াছি ॥ ১৪

ইহা শ্রবণ করত সহস্রলোচন ইন্দ্র মনে মনেই বলিলেন—সাধু! সাধু! কি অদ্ভুত বিজ্ঞান? এই কথা বলিয়া তিনি মনে মনেই শুকপক্ষীকে সমাদর করিলেন ॥ ১৫

'বৃক্ষের প্রতি ইহার কিরূপ প্রেম' ইহা জানিয়াও বলসূদন ইন্দ্র শুভ কর্মকারী সেই পরম ধর্মাত্মা শুককে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৬

এই বৃক্ষের পত্রসকল ঝরিয়া গিয়াছে, ফলও নাই, বৃক্ষটি শুকাইয়া যাওয়ায় পক্ষিগণের বাসের অনুপযোগী হইয়াছে। যখন এই বিশাল বন সম্মুখে রহিয়াছে, তখন তুমি [এই শুষ্ক বৃক্ষকে কিজন্য আশ্রয় করিয়া আছ? ১৭

এই বিশাল বনে আরও বহু বৃক্ষ আছে, যাহাদের কোটর-সকল নানাবিধ পত্রে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। যাহারা সুন্দর এবং যাহাদের উপর পক্ষিগণের সঞ্চরণের পর্য্যাপ্ত স্থান আছে ॥ ১৮

ধীর শুক! এই বৃক্ষের আয়ু শেষ হইয়া গিয়াছে, শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার সার ক্ষীণ হইয়াছে এবং ইহার শোভাও নষ্ট হইয়াছে। নিজের বুদ্ধির দ্বারা এই সব কথা বিচার করত এখন এই বৃক্ষকে পরিত্যাগ কর ॥ ১৯

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করত ধর্মাত্মা শুক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া দীনভাবে এই কথা বলিল ॥ ২০

অনতিক্রমণীয়ানি দৈবতানি শচীপতে।
যত্রাভবং তব প্রশ্নস্তন্নিবোধ সুরাধিপ ॥ ২১
অস্মিন্নহং দ্রুমে জাতঃ সাধুভিশ্চ গুণৈর্যুতঃ।
বালভাবেন সংগুপ্তঃ শত্রুভিশ্চ ন ধর্ষিতঃ ॥ ২২
কিমনুক্রোশ্য বৈফল্যমুৎপাদয়সি মেঽনঘ।
আনৃশংস্যাভিযুক্তস্য ভক্তস্যানন্যগস্য চ ॥ ২৩
অনুক্রোশো হি সাধুনাং মহদ্ধর্মস্য লক্ষণম্।
অনুক্রোশশ্চ সাধুনাং সদা প্রীতিং প্রযচ্ছতি ॥ ২৪
ত্বমেব দৈবতৈঃ সর্বৈঃ পৃচ্ছ্যসে ধর্মসংশয়াৎ।
অতস্ত্বং দেবদেবানামাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২৫
নার্হসে মাং সহস্রাক্ষ দ্রুমং ত্যাজয়িতুং চিরাৎ।
সমর্থমুপজীব্যেমং ত্যজেয়ং কথমদ্য বৈ ॥ ২৬
তস্য বাক্যেন সৌম্যেন হর্ষিতঃ পাকশাসনঃ।
শুকং প্রোবাচ ধর্মাত্মা আনৃশংস্যেন তোষিতঃ ॥ ২৭
বরং বৃণীষ্বেতি তদা স চ বব্রে বরং শুকঃ।
আনৃশংস্যপরো নিত্যং তস্য বৃক্ষস্য সম্ভবম্ ॥ ২৮
বিদিত্বা চ দৃঢ়াং ভক্তিং তাং শুকে শীলসম্পদম্।
প্রীতঃ ক্ষিপ্রমথো বৃক্ষমমৃতেনাবসিক্তবান্ ॥ ২৯
ততঃ ফলানি পত্রাণি শাখাশ্চাপি মনোহরাঃ।
শুকস্য দৃঢ়ভক্তিত্বাচ্ছ্রীমত্তাং প্রাপ স দ্রুমঃ ॥ ৩০
শুকশ্চ কর্মণা তেন আনৃশংস্যকৃতেন বৈ।
আয়ুষোঽন্তে মহারাজ প্রাপ শক্রসলোকতাম্ ॥ ৩১
এবমেব মনুষ্যেন্দ্র ভক্তিমন্তং সমাশ্রিতঃ।
সর্বার্থসিদ্ধিং লভতে শুকং প্রাপ্য যথা দ্রুমঃ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি শুকবাসবসংবাদে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

শচীপতে! দৈবকে অতিক্রম করা যায় না। দেবরাজ! যাহার বিষয়ে আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার কথা শ্রবণ করুন ॥ ২১

আমি এই বৃক্ষের উপর জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং এখানে থাকিয়াই আমি উত্তম গুণসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বৃক্ষ নিজের পুত্রের ন্যায় আমাকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে ও আমার উপর শত্রুর আক্রমণ হইতে দেয় নাই ॥ ২২

নিষ্পাপ দেবেন্দ্র! এই সব কারণেই আমার এই বৃক্ষের প্রতি ভক্তি জন্মিয়াছে। আমি দয়ারূপী ধর্মপালনে নিরত আছি এবং এখান হইতে অন্যত্র যাইতে বাসনা করি না। এরূপ অবস্থায় আপনি কৃপা করিয়া আমার সদ্ভাবনাকে কেন ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতেছেন? ২৩

শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের পক্ষে অপরের প্রতি দয়া করাই সর্ব্বোত্তম ধর্ম্মের সূচক। দয়াভাব সৎপুরুষগণকে সর্ব্বদাই আনন্দ প্রদান করে ॥ ২৪

ধর্ম্মের বিষয়ে সংশয় হইলে পর সমস্ত দেবগণ আপনাকেই নিজেদের সন্দেহ জিজ্ঞাসা করেন। সেইজন্য দেবাধিদেবগণেরও অধিপতিপদে আপনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ॥ ২৫

সহস্রলোচন ইন্দ্র! আপনি এই বৃক্ষকে ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য আমাকে প্ররোচিত করিবেন না। যখন এই বৃক্ষ সমর্থ ছিল, তখন আমি দীর্ঘকাল যাবৎ ইহার আশ্রয়ে থাকিয়া জীবনধারণ করিয়াছি এবং আজ সে শক্তিহীন হইয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব—ইহা কিরূপে হইতে পারে? ২৬

শুকের এই সদ্গুণবিশিষ্ট বাক্যের দ্বারা পাকশাসন ইন্দ্র অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। ধর্মাত্মা দেবেন্দ্র শুকের দয়ালুতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন ॥ ২৭

শুক! তুমি আমার নিকট হইতে বর প্রার্থনা কর। তখন দয়াপরায়ণ শুক এই বর প্রার্থনা করিল যে, এই বৃক্ষ পূর্ব্বের ন্যায় জীবিত হইয়া যাউক ॥ ২৮

শুকের এই সুদৃঢ় ভক্তি ও শীলসম্পদ জানিয়া ইন্দ্র প্রসন্ন হইলেন এবং তিনি অতি সত্বর সেই বৃক্ষকে অমৃতের দ্বারা সিঞ্চন করিলেন ॥ ২৯

তাহার পর সেই বৃক্ষে নব নব পত্র, ফল ও মনোহর শাখা-সমূহ নির্গত হইল। শুকের দৃঢ় ভক্তিবশতঃ সেই বৃক্ষ পুনরায় পূর্ব্ববৎ শ্রীসম্পন্ন হইয়া যাইল ॥ ৩০

মহারাজ! এই শুকও নিজের আয়ু শেষ হইলে পর নিজের দয়াপূর্ণ ব্যবহারের জন্য ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইল ॥ ৩১

নরেন্দ্র! যেরূপ ভক্তিমান্ শুকের সহবাস প্রাপ্ত হইয়া সেই বৃক্ষ নিজের সম্পূর্ণ মনোরথ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, সেইরূপ ভক্তিমান্ পুরুষের আশ্রয় লাভ করত প্রত্যেক মানুষই নিজের সমস্ত কামনা পূর্ণ করিয়া থাকে ॥ ৩২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে শুক ও ইন্দ্রের সংবাদবিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[দৈবাপেক্ষয়া পুরুষার্থস্য শ্রেষ্ঠত্ববর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ
দৈবে পুরুষকারে চ কিংস্বিচ্ছ্রেষ্ঠতরং ভবেৎ ॥ ১
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
বশিষ্ঠস্য চ সংবাদং ব্রহ্মণশ্চ যুধিষ্ঠির ॥ ২
দৈব-মানুষয়োঃ কিংস্বিৎ কর্মণোঃ শ্রেষ্ঠমিত্যুত
পুরা বশিষ্ঠো ভগবান্ পিতামহমপৃচ্ছত ॥ ৩
ততঃ পদ্মোদ্ভবো রাজন্ দেবদেবঃ পিতামহঃ ।
উবাচ মধুরং বাক্যমর্থবদ্ধেতুভূষিতম্ ॥ ৪

ব্রহ্মোবাচ ।

(বীজতো হ্যঙ্কুরোৎপত্তিরঙ্কুরাৎ পর্ণসম্ভবঃ ।
পর্ণান্নালাঃ প্রসূয়ন্তে নালাৎ স্কন্ধঃ প্রবর্ততে ॥
স্কন্ধাৎ প্রবর্ততে পুষ্পং পুষ্পান্নিবর্ততে ফলম্ ।
ফলান্নিবর্ত্যতে বীজং বীজং নাফলমুচ্যতে ॥)
নাবীজং জায়তে কিঞ্চিন্ন বীজেন বিনা ফলম্ ।
বীজাদ্ বীজং প্রভবতি বীজাদেব ফলং স্মৃতম্ ॥ ৫
যাদৃশং বপতে বীজং ক্ষেত্রমাসাদ্য কর্ষকঃ ।
সুকৃতে দুষ্কৃতে বাপি তাদৃশং লভতে ফলম্ ॥ ৬
যথা বীজং বিনা ক্ষেত্রমুপ্তং ভবতি নিষ্ফলম্ ।
তথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি ॥ ৭
ক্ষেত্রং পুরুষকারস্তু দৈবং বীজমুদাহৃতম্ ।
ক্ষেত্র-বীজসমাযোগাৎ ততঃ সস্যং সমৃধ্যতে ॥ ৮
কর্মণঃ ফলনির্বৃত্তিং স্বয়মশ্নাতি কারকঃ ।
প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে লোকে কৃতস্যাপকৃতস্য চ ॥ ৯
শুভেন কর্মণা সৌখ্যং দুঃখং পাপেন কর্মণা ।
কৃতং ফলতি সর্বত্র নাকৃতং ভুজ্যতে কচিৎ ॥ ১০
কৃতী সর্বত্র লভতে প্রতিষ্ঠাং ভাগ্যসংযুতাম্ ।
অকৃতী লভতে ভ্রষ্টঃ ক্ষতে ক্ষারাবসেচনম্ ॥ ১১
তপসা রূপসৌভাগ্যং রত্নানি বিবিধানি চ ।
প্রাপ্যতে কর্মণা সর্বং ন দৈবাদকৃতাত্মনা ॥ ১২

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

[দৈব অপেক্ষা পুরুষার্থের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সর্বশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ ! দৈব ও পুরুষার্থ এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ ? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! এ-বিষয়ে বশিষ্ঠ ও ব্রহ্মার সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস এস্থলে মহাত্মাগণ উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ২

পুরাকালের কথা, ভগবান্ বশিষ্ঠ লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—দৈব ও পুরুষার্থের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ ? ৩

রাজন্ ! পদ্মযোনি দেবাধিদেব পিতামহ ব্রহ্মা তখন মধুর স্বরে যুক্তিযুক্ত এই সার্থক বচন বলিয়াছিলেন ॥ ৪

ব্রহ্মা বলিলেন,—(মুনে ! বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, অঙ্কুর হইতে পত্রের উদ্ভব হয়। পত্রসমূহ হইতে নাল, নাল হইতে স্কন্ধসকল উৎপন্ন হয়। উহা হইতে পুষ্প হয়। পুষ্প হইতে ফল এবং ফল হইতে আবার সেই বীজ জন্মে। এই বীজ কখনও নিষ্ফল হয় না।)

বীজ ব্যতীত কোন কিছুই উৎপন্ন হয় না। বীজ ব্যতীত ফলও হয় না। বীজ হইতে বীজ জন্মে এবং বীজ হইতেই ফলের উৎপত্তি বলিয়া কথিত হয়। ৫

কৃষক ক্ষেত্রে (জমিতে) যাইয়া যেরূপ বীজ বপন করে, সেরূপই ফল লাভ করিয়া থাকে। এইভাবে পুণ্য বা পাপ, যেরূপ কর্ম করা হয়, মানুষ সেইরূপই ফল প্রাপ্ত হয়। ৬

যেরূপ ক্ষেত্রে বীজ বপন না করিলে উহার ফললাভ হয় না, সেইরূপ দৈবও (প্রারব্ধও) পুরুষার্থ ব্যতীত কখনও সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ৭

পুরুষার্থ ক্ষেত্র এবং বীজ দৈব বলিয়া কথিত হয়। ক্ষেত্র ও বীজের সংযোগেই শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৮

কর্মকারী মানুষ নিজের ভাল বা মন্দ সব কর্মের ফল নিজেই ভোগ করিয়া থাকে। এই বিষয় সংসারে প্রত্যক্ষই দেখা যায়। ৯

শুভকর্ম করিলে সুখ ও পাপ কর্ম করিলে দুঃখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিজের কৃত কর্ম সর্বত্রই ফলপ্রদান করে। কর্ম না করিলে কর্মের ফল কখনও ভোগ হয় না। ১০

পুরুষার্থী মানুষ সর্বত্র ভাগ্যানুসারে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া থাকে ; কিন্তু যে অকর্মণ্য, সে সম্মান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ক্ষতের উপর লবণের সিঞ্চনের ন্যায় অসহ্য দুঃখভোগ করে। ১১

মানুষের তপস্যার দ্বারা রূপ, সৌভাগ্য এবং নানাপ্রকার রত্ন

তথা স্বর্গশ্চ ভোগশ্চ নিষ্ঠা যা চ মনীষিতা।
সর্বং পুরুষকারেণ কৃতেনেহোপলভ্যতে ॥ ১৩
জ্যোতীংষি ত্রিদশা নাগা যক্ষাশ্চন্দ্রার্কমারুতাঃ।
সর্বং পুরুষকারেণ মনুষ্যাদ্ দেবতাং গতাঃ ॥ ১৪
অর্থো বা মিত্রবর্গো বা ঐশ্বর্য্যং বা কুলান্বিতম্।
শ্রীশ্চাপি দুর্লভা ভোক্তুং তথৈবাকৃতকর্মভিঃ ॥১৫
শৌচেন লভতে বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বিক্রমেণ তু।
বৈশ্যঃ পুরুষকারেণ শূদ্রঃ শুশ্রূষয়া শ্রিয়ম্ ॥ ১৬
নাদাতারং ভজন্ত্যর্থা ন ক্লীবং নাপি নিষ্ক্রিয়ম্।
নাকর্মশীলং নাশূরং তথা নৈবাতপস্বিনম্ ॥ ১৭
যেন লোকাস্ত্রয়ঃ সৃষ্টা দৈত্যাঃ সর্বাশ্চ দেবতাঃ।
স এষ ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমুদ্রে তপ্যতে তপঃ ॥ ১৮
স্বং চেৎ কর্মফলং ন স্যাৎ সর্বমেবাফলং ভবেৎ।

লাভ হইয়া থাকে। এইভাবে কর্মের দ্বারা মানুষ সব কিছুই লাভ করে, কিন্তু ভাগ্যের কথা বলিয়া নিষ্কর্মা হইয়া যে বসিয়া থাকে, সে কিছুই লাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥১২

এই জগতে পুরুষার্থ করিলে স্বর্গ, ভোগ, ধর্মে নিষ্ঠা ও বুদ্ধিমত্তা—এই সবের উপলব্ধি হয় ॥ ১৩

নক্ষত্র, দেবতা, নাগ, যক্ষ, চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু প্রভৃতি সকলেই পুরুষার্থ করিয়াই মনুষ্যলোক হইতে দেবলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১৪

যে ব্যক্তি পুরুষার্থ করে না, সেই ব্যক্তি ধন, মিত্রবর্গ, ঐশ্বর্য্য, উত্তম কুল ও দুর্লভ লক্ষ্মীকেও উপভোগ করিতে পারে না ॥ ১৫

ব্রাহ্মণ শৌচাচারের দ্বারা, ক্ষত্রিয় পরাক্রমের দ্বারা, বৈশ্য পুরুষকারের (উদ্যোগের) দ্বারা এবং শূদ্র তিন বর্ণের সেবার দ্বারা সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৬

অদাতা কৃপণকে ধন সেবা করে না, এইরূপ না নপুংসক, না অকর্মণ্য, না অকর্মপরায়ণ, না শৌর্য্যহীন এবং না তপস্বী ব্যক্তিকে ধন সেবা করে অর্থাৎ এই সব ব্যক্তি ধনলাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৭

যিনি তিন লোক, দৈত্যগণ এবং সম্পূর্ণ দেবতাদিগকেও সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই এই ভগবান্ বিষ্ণু সমুদ্রে অবস্থান করত তপস্যা করিতেছেন ॥ ১৮

যদি নিজের কর্মসকলের ফললাভ না হয়, তবে সমস্ত কর্মই নিষ্ফল হইয়া যায় এবং সকল লোক ভাগ্যকেই লক্ষ্য করিতে করিতে কর্ম করিবার সময়ে উদাসীন হইয়া যায় ॥ ১৯

লোকো দৈবং সমালম্ব্য উদাসীনো ভবেন্নহু ॥ ১৯
অকৃত্বা মানুষং কর্ম যো দৈবমনুবর্ততে।
বৃথা শ্রাম্যতি সম্প্রাপ্য পতিং ক্লীবমিবাঙ্গনা ॥২০
ন তথা মানুষে লোকে ভয়মস্তি শুভাশুভে।
তথা ত্রিদশলোকে হি ভয়মল্পেন জায়তে ॥ ২১
কৃতঃ পুরুষকারস্তু দৈবমেবানুবর্ততে।
ন দৈবমকৃতে কিঞ্চিৎ কস্যচিদ্ দাতুমর্হতি ॥ ২২
যথা স্থানান্যনিত্যানি দৃশ্যন্তে দৈবতেষ্বপি।
কথং কর্ম বিনা দৈবং স্থাস্যতি স্থাপয়িষ্যতি ॥ ২৩
ন দৈবতানি লোকেঽস্মিন্ ব্যাপারং যান্তি কস্যচিৎ।
ব্যাসঙ্গং জনয়ন্ত্যুগ্রমাত্মাভিভবশঙ্কয়া ॥ ২৪
ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ সদা ভবতি বিগ্রহঃ।
কস্য বাচা হ্যদৈবং স্যাদ্ যতো দৈবং প্রবর্ততে ॥২৫

মানুষের যোগ্য কর্ম না করিয়া যে পুরুষ কেবল দৈবেরই অনুসরণ করিতে থাকে, সেই পুরুষ দৈবের আশ্রয় লইয়া বৃথা ই সেরূপ কষ্টভোগ করে ; যেরূপ কোন স্ত্রী নিজের ক্লীব পতিকে প্রাপ্ত হইয়া কষ্টভোগ করিয়া থাকে ॥ ২০

এই মনুষ্যলোকে শুভাশুভ কর্মসমূহের দ্বারা সেরূপ কোন ভয় হয় না, যেরূপ দেবলোকে অল্প অনুষ্ঠিত পাপের দ্বারা ভয় হইয়া থাকে ॥ ২১

কৃত পুরুষার্থই দৈবকে অনুসরণ করে ; কিন্তু পুরুষার্থ না করিলে পর দৈব কাহাকেও কিছুই প্রদান করিতে সমর্থ হয় না ॥২২

দেবতাগণের মধ্যেও ইন্দ্রাদির যে স্থান, তাহাও অনিত্য দেখা যায়। পুণ্য কর্ম ব্যতীত দৈব কিভাবে স্থির থাকিবে এবং কিরূপে সে অন্যকেই বা স্থির রাখিতে সমর্থ হইবে ? ২৩

দেবগণও এই লোকে কাহারও পুণ্য কর্মের অনুমোদন করেন না, বরং নিজেদের পরাভবের আশঙ্কায় তাঁহারা সেই পুণ্যাত্মা পুরুষে ভয়ঙ্কর আসক্তি উৎপন্ন করিয়া থাকেন (যাহার দ্বারা তাঁহার ধর্মকার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়) ॥ ২৪

ঋষিগণ ও দেবতাদের মধ্যে সর্বদা কলহ হইয়া থাকে অর্থাৎ দেবতারা ঋষিগণের তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেন এবং ঋষিরা নিজেদের তপোবলে দেবতাদিগকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া থাকেন। সুতরাং দৈব ব্যতীত কেবল বাক্যের দ্বারা কাহারও সুখ বা দুঃখ কিভাবে লাভ হইতে পারে ? যেহেতু কর্ম হইতে দৈব প্রবর্তিত হয় ॥ ২৫

কথং তস্য সমুৎপত্তির্যতো দৈবং প্রবর্ততে।
এবং ত্রিদশলোকেঽপি প্রাপ্যন্তে বহবো গুণাঃ ॥ ২৬
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।
আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী কৃতস্যাপ্যকৃতস্য চ ॥ ২৭
কৃতং চাপ্যকৃতং কিঞ্চিৎ কৃতে কর্মণি সিধ্যতি।
সুকৃতং দুষ্কৃতং কর্ম ন যথার্থং প্রপদ্যতে ॥ ২৮
দেবানাং শরণং পুণ্যং সর্বং পুণ্যৈরবাপ্যতে।
পুণ্যশীলং নরং প্রাপ্য কিং দৈবং প্রকরিষ্যতি ॥ ২৯
পুরা যযাতির্বিভ্রষ্টশ্চ্যাবিতঃ পতিতঃ ক্ষিতৌ।
পুনরারোপিতঃ স্বর্গং দৌহিত্রৈঃ পুণ্যকর্মভিঃ ॥ ৩০
পুরূরবাশ্চ রাজর্ষির্দ্বিজৈরভিহিতঃ পুরা।
ঐল ইত্যভিবিখ্যাতঃ স্বর্গং প্রাপ্তো মহীপতিঃ ॥ ৩১
অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈঃ সৎকৃতঃ কোশলাধিপঃ।

দৈব ব্যতীত পুরুষার্থের উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে? কারণ, প্রবৃত্তির মূল কারণ দৈবই (যাঁহারা পূর্বজন্মে পুণ্য কর্ম করিয়াছেন, তাঁহারাই পর জন্মে পূর্বসংস্কারবশতঃ পুণ্য কর্মে প্রবৃত্ত হন। যদি এরূপ না হইত, তবে ত' সকলেই পুণ্যকর্মেই নিরত থাকিত।) দেবলোকেও দৈববশতঃই বহুসংখ্যক গুণ (সুখপ্রদ সাধন) উপলব্ধ হইয়া থাকে ॥ ২৬

আত্মাই নিজের বন্ধু (উপকারকারী), আত্মাই নিজের শত্রু (অপকারকারী) এবং আত্মাই নিজের কর্ম ও অকর্মের সাক্ষী ॥ ২৭

প্রবল পুরুষার্থ করিলে পর পূর্বে কৃত কর্ম অকৃতের ন্যায় হইয়া যায় এবং সেই প্রবল কর্মই সিদ্ধ হইয়া ফল দান করিতে থাকে। এইরূপ করিলে পুণ্য ও পাপ কর্ম নিজের যথার্থ ফলদান করিতে সমর্থ হয় না। ২৮

দেবতাগণের আশ্রয় হইল পুণ্য। পুণ্যের দ্বারাই সব কিছু লাভ করা যায়। পুণ্যাত্মা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া দৈব কি করিবে? ২৯

পুরাকালে রাজা যযাতি পুণ্য ক্ষীণ হইয়া যাইলে পর স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পুণ্যকর্মা দৌহিত্র তাঁহাকে পুনরায় স্বর্গলোকে উপস্থিত করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৩০

এইরূপে পুরাকালে ঐল নামে বিখ্যাত রাজর্ষি পুরূরবা ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোক লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩১

(এখন ইহার বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন) অশ্বমেধাদি যজ্ঞ-

মহর্ষিশাপাৎ সৌদাসঃ পুরুষাদত্বমাগতঃ ॥ ৩২
অশ্বত্থামা চ রামশ্চ মুনিপুত্রৌ ধনুর্ধরৌ।
ন গচ্ছতঃ স্বর্গলোকং সুকৃতেনেহ কর্মণা ॥ ৩৩
বসুর্যজ্ঞশতৈরিষ্ট্বা দ্বিতীয় ইব বাসবঃ।
মিথ্যাভিধানেনৈকেন রসাতলতলং গতঃ ॥ ৩৪
বলির্বৈরোচনির্বদ্ধো ধর্মপাশেন দৈবতৈঃ।
বিষ্ণোঃ পুরুষকারেণ পাতালসদনঃ কৃতঃ ॥ ৩৫
শক্রস্যোদ্যম্য চরণং প্রস্থিতো জনমেজয়ঃ।
দ্বিজস্ত্রীণাং বধং কৃত্বা কিং দৈবেন ন বারিতঃ ॥ ৩৬
অজ্ঞানাদ্ ব্রাহ্মণং হত্বা স্পৃষ্টো বালবধেন চ।
বৈশম্পায়নবিপ্রর্ষিঃ কিং দৈবেন ন বারিতঃ ॥ ৩৭
গোপ্রদানেন মিথ্যা চ ব্রাহ্মণেভ্যো মহামখে।
পুরা নৃগশ্চ রাজর্ষিঃ কৃকলাসত্বমাগতঃ ॥ ৩৮

সমূহের দ্বারা সম্মানিত হইলেও কোশলরাজ সৌদাসকে মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিশাপে নরভক্ষী রাক্ষস হইতে হইয়াছিল। ৩২

এইরূপ অশ্বত্থামা ও পরশুরাম—ইঁহারা উভয়েই ঋষিপুত্র এবং ধনুর্ধর বীর ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই পুণ্য কর্মও করিয়াছিলেন, তথাপি সেই সব কর্মের প্রভাবে তাঁহারা স্বর্গলোকে যাইতে পারেন নাই। ৩৩

দ্বিতীয় ইন্দ্রতুল্য শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও রাজা বসু একটিমাত্র মিথ্যা কথার ফলে রসাতলে গমন করিয়াছিলেন। ৩৪

বিরোচনকুমার বলিকে দেবতারা ধর্মপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ বিষ্ণুর পুরুষার্থ বলে তিনি পাতালবাসী হইয়াছিলেন ॥ ৩৫

রাজা জনমেজয় দ্বিজ-স্ত্রীগণকে বধ করিয়া ইন্দ্রের চরণ আশ্রয় করত যখন স্বর্গলোকে গমন করিতেছিলেন, তখন দৈব আসিয়া কেন তাঁহাকে নিবারণ করেন নাই? ৩৬

ব্রহ্মর্ষি বৈশম্পায়ন অজ্ঞানতাবশতঃ ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়া বালক বধের পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি দৈব তাঁহাকে কেন স্বর্গ গমন হইতে নিবারণ করেন নাই? ৩৭

পুরাকালে রাজর্ষি নৃগ অতিশয় দাতা ছিলেন। একবার কোন এক মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে গো-দান করিবার সময় তাঁহার ভ্রম হইয়া গিয়াছিল অর্থাৎ একটি গরুকে দুইবার দান করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে কৃকলাস (গিরগিটি)-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ৩৮

ধুন্ধুমারশ্চ রাজর্ষিঃ সত্রেষ্বেব জরাং গতঃ।
প্রীতিদায়ং পরিত্যজ্য সুষাপ স গিরিব্রজে ॥ ৩৯
পাণ্ডবানাং হৃতং রাজ্যং ধার্তরাষ্ট্রৈর্মহাবলৈঃ।
পুনঃ প্রত্যাহৃতং চৈব ন দৈবাদ্ ভুজসংশ্রয়াৎ ॥ ৪০
তপোনিয়মসংযুক্তা মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
কিং তে দৈববলাচ্ছাপমুৎসৃজন্তে ন কর্মণা ॥ ৪১
পাপমুৎসৃজতে লোকে সর্বং প্রাপ্য সুদুর্লভম্।
লোভ-মোহসমাপন্নং ন দৈবং ত্রায়তে নরম্ ॥ ৪২
যথাগ্নিঃ পবনোদ্ধূতঃ সুসূক্ষ্মোঽপি মহান্ ভবেৎ।
তথা কর্মসমাযুক্তং দৈবং সাধু বিবর্ধতে ॥ ৪৩
যথা তৈলক্ষয়াদ্ দীপঃ প্রহ্রাসমুপগচ্ছতি।
তথা কর্মক্ষয়াদ্ দৈবং প্রহ্রাসমুপগচ্ছতি ॥ ৪৪
বিপুলমপি ধনৌঘং প্রাপ্য ভোগান্ স্ত্রিয়ো বা
পুরুষ ইহ ন শক্তঃ কর্মহীনো হি ভোক্তুম্।
সুনিহিতমপি চার্থং দৈবতৈ রক্ষ্যমাণং
পুরুষ ইহ মহাত্মা প্রাপ্নুতে নিত্যযুক্তঃ ॥ ৪৫
ব্যয়গুণমপি সাধুং কর্মণা সংশ্রয়ন্তে
ভবতি মনুজলোকাদ্ দেবলোকো বিশিষ্টঃ।
বহুতরসুসমৃদ্ধ্যা মানুষাণাং গৃহাণি
পিতৃবনভবনাভং দৃশ্যতে চামরাণাম্ ॥ ৪৬
ন চ ফলতি বিকর্মা জীবলোকে ন দৈবং
ব্যপনয়তি বিমার্গং নাস্তি দৈবে প্রভুত্বম্।
গুরুমিব কৃতমগ্র্যং কর্ম সংযাতি দৈবং
নয়তি পুরুষকারঃ সঞ্চিতস্তত্র তত্র ॥ ৪৭
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং ময়া বৈ মুনিসত্তম।
ফলং পুরুষকারস্য সদা সংদৃশ্য তত্ত্বতঃ ॥ ৪৮
অভ্যুত্থানেন দৈবস্য সমারব্ধেন কর্মণা।
বিধিনা কর্মণা চৈব স্বর্গমার্গমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৯

ইতি মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি দৈবপুরুষকারনির্দেশে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

রাজর্ষি ধুন্ধুমার যজ্ঞ করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন তথাপি দেবতাগণ কর্তৃক প্রীতিসহকারে প্রদত্ত বরদান ত্যাগ করিয়া গিরিব্রজে শয়ন করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি যজ্ঞফল লাভ করিতে পারেন নাই ॥ ৩৯

মহাবল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ পাণ্ডবদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন। উহা পাণ্ডবগণ পুনরায় নিজ বাহুবলেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দৈববলে নহে ॥ ৪০

তপ ও নিয়মে সংযুক্ত থাকিয়া কঠোর ব্রতপালনকারী মুনিগণ কি দৈববলেই কাহাকেও শাপদান করিতেন, পুরুষার্থের বলে নহে? ৪১

সংসারে সমস্ত সুদুর্লভ সুখভোগ কোন পাপী যদি প্রাপ্ত হয়, তাহার নিকটে উহা থাকে না, সত্বর তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। যে মানুষ লোভ ও মোহে নিমজ্জিত হয়, তাহাকে দৈবও সঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে পারে না ॥ ৪২

যেরূপ অল্পও অগ্নি বায়ুর সহায়তায় উদ্দীপিত হইয়া বিশাল হইয়া যায়, সেইরূপ পুরুষার্থের সহায়তা পাইয়া দৈবেরও বল বিশেষ বাড়িয়া যায় ॥ ৪৩

যেরূপ তেল শেষ হইয়া যাইলে দীপ নিভিয়া যায়, সেইরূপ কর্ম ক্ষীণ হইয়া যাইলে পর দৈবও নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৪

উদ্যোগহীন মানুষ বিপুল ধনরাশি, নানাবিধ ভোগ ও স্ত্রীগণ প্রাপ্ত হইয়াও তাহাদের উপভোগ করিতে পারে না; কিন্তু সদা উদ্যোগপরায়ণ মহাত্মা পুরুষগণ দেবতাদের দ্বারা সুরক্ষিত ও স্থাপিত ধনকেও লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৫

যে ব্যক্তি দান করিতে করিতে নির্ধন হইয়া গিয়াছেন, এরূপ সৎপুরুষের নিকট তাঁহার সৎকর্মবশতঃ দেবতারাও উপস্থিত হন এবং এইভাবে তাঁহার গৃহ মনুষ্যলোক অপেক্ষা যেন শ্রেষ্ঠ দেবলোক হইয়া যায়। কিন্তু যে গৃহে কোন বস্তু দান করা না হয়, সেই গৃহ অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইলেও দেবতাদিগের দৃষ্টিতে উহা শ্মশান ভূমিতুল্য প্রতীত হয় ॥ ৪৬

এই জীব জগতে উদ্যোগহীন মানুষ কখনও কোনও ফললাভ করিতে পারে না। দৈবের মধ্যে এরূপ কোনও শক্তি নাই যে, তাহাকে কুমার্গ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সন্মার্গে পরিচালিত করিতে পারিবে। যেরূপ শিষ্য গুরুদেবকে অগ্রে অগ্রে করিয়াই গমন করে, সেইরূপ দৈব পুরুষার্থকে অগ্রে করিয়া স্বয়ং তাহার অনুগামী হয়। সঞ্চিত পুরুষার্থই দৈবকে নিজের ইচ্ছানুসারে সর্বস্থানে লইয়া যায় ॥ ৪৭

মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি সর্বদা পুরুষার্থেরই ফলকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া যথাযথভাবে এই সমস্ত কথা তোমাকে বলিলাম ॥ ৪৮

মানুষ দৈবের অভ্যুত্থানে সুষ্ঠুভাবে আরব্ধ পুরুষার্থের দ্বারাই উত্তম বিধি ও শাস্ত্রোক্ত সৎকর্মের সহায়তায় স্বর্গলোকের পথ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে দৈব ও পুরুষার্থের নির্দেশ-বিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

(কর্মফলবর্ণনম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কর্মণাং চ সমস্তানাং শুভানাং ভরতর্ষভ।
ফলানি মহতাং শ্রেষ্ঠ প্রব্রূহি পরিপৃচ্ছতঃ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি যন্মাং পৃচ্ছসি ভারত।
রহস্যং যদৃষীণাং তু তচ্ছৃণুষ্ব যুধিষ্ঠির ॥
যা গতিঃ প্রাপ্যতে যেন প্রেত্যভাবে চিরেপ্সিতা ॥ ২

যেন যেন শরীরেণ যদ্ যৎ কর্ম করোতি যঃ।
তেন তেন শরীরেণ তৎ তৎ ফলমুপাশ্নুতে ॥ ৩

যস্যাং যস্যামবস্থায়াং যৎ করোতি শুভাশুভম্।
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং ভুঙ্‌ক্তে তদ্ জন্মনি জন্মনি।
ন নশ্যতি কৃতং কর্ম সদা পঞ্চেন্দ্রিয়ৈরিহ।
তে হ্যস্য সাক্ষিণো নিত্যং ষষ্ঠ আত্মা তথৈব চ ॥ ৫

চক্ষুর্দদ্যান্মনো দদ্যাদ্ বাচং দদ্যাচ্চ সূনৃতাম্।
অনুব্রজেদুপাসীত স যজ্ঞঃ পঞ্চদক্ষিণঃ ॥ ৬

যো দদ্যাদপরিক্লিষ্টমন্নমধ্বনি বর্ততে।
শ্রান্তায়াদৃষ্টপূর্বায় তস্য পুণ্যফলং মহৎ ॥ ৭

স্থণ্ডিলেষু শয়ানানাং গৃহাণি শয়নানি চ।
চীরবল্কলসংবীতে বাসাংস্যাভরণানি চ ॥ ৮

বাহনানি চ যানানি যোগাত্মনি তপোধনে।
অগ্নীনুপশয়ানস্য রাজ্ঞঃ পৌরুষমেব চ ॥ ৯

রসানাং প্রতিসংহারে সৌভাগ্যমনুগচ্ছতি।
আমিষপ্রতিসংহারে পশূন্ পুত্রাংশ্চ বিন্দতি ॥ ১০

অবাক্‌শিরাস্তু যো লম্বেদুদবাসঞ্চ যো বসেৎ।
সততং চৈকশায়ী যঃ স লভেতেপ্সিতাং গতিম্ ॥ ১১

সপ্তম অধ্যায়

[কর্মফল বর্ণন।]

[যুধিষ্ঠি]র বলিলেন,—মহাপুরুষগণের মধ্যে প্রধান ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি এখন সমস্ত শুভকর্মসমূহের ফল কি? ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, অতএব উহা বর্ণনা করুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতনন্দন! যুধিষ্ঠির! তুমি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা ঋষিগণেরও রহস্যের বিষয়, কিন্তু আমি তোমাকে উহা বলিতেছি। শ্রবণ কর, মৃত্যুর পর যে মানুষের যেরূপ চির অভিলষিত গতিলাভ হয়, উহারই বর্ণনা আমি এখন করিব। ২

মানুষ যে যে শরীরে (স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরে) যে যে কর্ম করে, সেই সেই শরীরে সে সেই সেই কর্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। ৩

যে যে অবস্থায় সে যে যে শুভ বা অশুভ কর্ম করে, প্রত্যেক জন্মের সেই সেই অবস্থায় সে সেই সেই কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। ৪

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃত কর্ম কখনও নষ্ট হয় না। সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ মন—ইহারা সকলেই সেই সব কর্মের সাক্ষী হয়। ৫

অতএব মানুষের উচিত হইল যে, তাহার গৃহে যদি কোন অতিথি আসেন, তবে তাঁহাকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দর্শন করা। তাঁহার সেবায় মনঃসংযোগ করিবে। মধুর বাক্য বলিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবে। যখন তিনি গৃহ হইতে চলিয়া যাইবেন, তখন তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে কিয়দ্দূর গমন করিবে এবং যতক্ষণ তিনি অবস্থান করিবেন, ততক্ষণ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিবে—এই পঞ্চ কর্ম গৃহস্থের পক্ষে দক্ষিণাযুক্ত পঞ্চ প্রকারের যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হয়। ৬

যে ব্যক্তি পরিশ্রান্ত অপরিচিত পথিককে প্রীতি সহকারে অন্নদান করেন, তাঁহার মহৎ পুণ্যফল লাভ হইয়া থাকে। ৭

যে ব্যক্তি বানপ্রস্থী বেদীর উপর শয়ন করেন, তিনি জন্মান্তরে উত্তম গৃহ ও শয্যাপ্রাপ্ত হন। যিনি চীর (বস্ত্রখণ্ড) ও বল্কল (বৃক্ষচর্ম) পরিধান করেন, তিনি পর জন্মে উত্তম বস্ত্র ও উত্তম অলঙ্কারসমূহ লাভ করিয়া থাকেন। ৮

যাঁহার চিত্ত যোগযুক্ত থাকে, সেই তপোধন পুরুষের পরজন্মে উত্তম উত্তম বাহন ও যানসকল লাভ হয়। অগ্নির উপাসনাকারী রাজার জন্মান্তরে পৌরুষপ্রাপ্তি হয়। ৯

রসসমূহ পরিত্যাগ করিলে পর সৌভাগ্য এবং মাংস ত্যাগ করিলে পর বহু পশু ও পুত্রলাভ হইয়া থাকে। ১০

যে তপস্বী পুরুষ মস্তক নিম্নে করিয়া ঝুলিতে থাকেন অথবা জলে বাস করেন এবং যিনি সর্ব্বদাই একাকী শয়ন করেন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তিনি মনোবাঞ্ছিত গতি প্রাপ্ত হন। ১১

পাদ্যমাসনমেবাথ দীপমন্নং প্রতিশ্রয়ম্ ।
দদ্যাদতিথিপূজার্থং স যজ্ঞঃ পঞ্চদক্ষিণঃ ॥ ১২
বীরাসনং বীরশয্যাং বীরস্থানমুপাগতঃ ।
অক্ষয়াস্তস্য বৈ লোকাঃ সর্বকামগমাস্তথা ॥ ১৩
ধনং লভেত দানেন মৌনেনাজ্ঞাং বিশাম্পতে ।
উপভোগাংশ্চ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ জীবিতম্ ॥১৪
রূপমৈশ্বর্য্যমারোগ্যমহিংসাফলমশ্নুতে ।
ফলমূলাশিনো রাজ্যং স্বর্গঃ পর্ণাশিনাং ভবেৎ ॥ ১৫
প্রায়োপবেশিনো রাজন্ সর্বত্র সুখমুচ্যতে ।
গবাঢ্যঃ শাকদীক্ষায়াং স্বর্গগামী তৃণাশনঃ ॥১৬
স্ত্রিয়স্ত্রিষবণং স্নাত্বা বায়ুং পীত্বা ক্রতুং লভেৎ ।
স্বর্গং সত্যেন লভতে দীক্ষয়া কুলমুত্তমম্ ॥ ১৭
সলিলাশী ভবেদ্ যস্তু সদাগ্নিঃ সংস্কৃতো দ্বিজঃ ।
মন্ত্রং সাধয়তো রাজ্যং নাকপৃষ্ঠমনাশকে ॥ ১৮
উপবাসঞ্চ দীক্ষায়ামভিষেকঞ্চ পার্থিব ।
কৃত্বা দ্বাদশবর্ষাণি বীরস্থানাদ্ বিশিষ্যতে ॥ ১৯
অধীত্য সর্ববেদান্ বৈ সদ্যো দুঃখাদ্ বিমুচ্যতে ।
মানসং হি চরন্ ধর্মং স্বর্গলোকমুপাশ্নুতে ॥ ২০
যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ ।
যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্ ॥ ২১
যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্ ।
এবং পূর্বকৃতং কর্ম কর্তারমনুগচ্ছতি ॥ ২২
অচোদ্যমানানি যথা পুষ্পাণি চ ফলানি চ ।
স্বকালং নাতিবর্তন্তে তথা কর্ম পুরা কৃতম্ ॥ ২৩
জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ কেশা দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ ।
চক্ষুঃশ্রোত্রে চ জীর্য্যেতে তৃষ্ণৈকা ন তু জীর্য্যতে ॥২৪

যিনি অতিথিকে পাদধৌত করিবার জল, বসিবার আসন, জ্বালাইবার প্রদীপ, খাইবার অন্ন এবং বাস করিবার জন্য গৃহ প্রদান করেন, এইভাবে অতিথি সৎকারের জন্য তাঁহার এই পঞ্চবিধ বস্তুর দান পঞ্চদক্ষিণ যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ১২

যে ব্যক্তি বীরাসন রণভূমিতে যাইয়া বীরশয্যা (মৃত্যু) লাভ করত বীরস্থান (স্বর্গলোকে) গমন করেন, তিনি সমস্ত কামনা পূর্ণকারী অক্ষয় লোকসকল প্রাপ্ত হন ॥ ১৩

প্রজানাথ ! মানুষ দানের দ্বারা ধনলাভ করেন, মৌনব্রত পালনে অপরকে দিয়া আজ্ঞা পালন করাইবার শক্তি প্রাপ্ত হন, তপস্যায় ভোগ ও ব্রহ্মচর্য্য পালনে জীবন (আয়ু) লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৪

অহিংসা ধর্মের আচরণে রূপ, ঐশ্বর্য্য ও আরোগ্যরূপী ফলপ্রাপ্তি হয়। ফল-মূলভক্ষণকারী ব্যক্তিগণ রাজ্য ও পত্রভক্ষণকারী ব্যক্তিরা স্বর্গ লাভ করেন ॥ ১৫

যে ব্যক্তি আমরণ অনশনব্রত গ্রহণ করেন, তাঁহার পক্ষে সর্বত্রই সুখ লাভ হয়। শাকাহারের দীক্ষা (ব্রত) গ্রহণ করিলে পর গোধন প্রাপ্তি হয় এবং কেবল তৃণভোজী মানুষ স্বর্গলোকে গমন করেন ॥ ১৬

স্ত্রীসঙ্গী ভোগ ত্যাগ করিয়া ত্রিকালে স্নান করত বায়ু ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণকারী ব্যক্তি যজ্ঞফল প্রাপ্ত হন। সত্যের দ্বারা মানুষ স্বর্গ এবং দীক্ষার (ব্রতাদি নিয়ম পালনের) দ্বারা উত্তম কুল লাভ করেন ॥ ১৭

যে ব্রাহ্মণ জলপান করিয়া জীবনধারণ করেন, অগ্নিহোত্র করেন এবং মন্ত্রসাধনায় নিরত থাকেন, তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হন। আর নিরাহার-ব্রত করিলে পর মানুষ স্বর্গলোকে গমন করেন ॥১৮

পৃথ্বীনাথ ! যে মানুষ বার বৎসরের জন্য ব্রতের দীক্ষা লইয়া অন্ন ত্যাগ করেন এবং তীর্থে তীর্থে স্নান করেন, তিনি রণভূমিতে প্রাণত্যাগকারী বীর অপেক্ষাও উত্তম লোক প্রাপ্ত হন ॥ ১৯

যিনি সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া যান এবং যিনি মনে মনে ধর্মধারণ করেন, তিনি স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২০

দুর্মতি পুরুষগণের পক্ষে যাহাকে ত্যাগ করা কঠিন, মানুষ জীর্ণ হইয়া যাইলেও যাহা স্বয়ং জীর্ণ হয় না এবং যাহা প্রাণনাশক রোগের ন্যায় সর্বদা কষ্ট দিয়া থাকে, সেই তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিয়া দিলেই মানুষের সুখলাভ হয় ॥ ২১

যেরূপ বৎস হাজার ধেনুর (গাভীর) মধ্যে নিজের মাতাকে অন্বেষণ করিয়া লাভ করে, সেইরূপ পূর্বকৃত কর্মও কর্মকারী পুরুষকে চিনিতে পারিয়া তাহারই অনুসরণ করিতে থাকে ॥ ২২

যেরূপ পুষ্প ও ফলসকল কাহারও প্রেরণা না পাইলেও নিজের সময় উল্লঙ্ঘন করে না অর্থাৎ যথাসময়ে উহারা বিকসিত ও উদ্গত হয়, সেইরূপ পূর্বকৃত কর্মও যথাসময়ে ফলদান করে ॥২৩

মানুষ জীর্ণ (জরাগ্রস্ত) হইলে পর তাহার কেশরাজি জীর্ণ (পক্ব) হইয়া যায়; বৃদ্ধ পুরুষের দন্তসকলও খসিয়া পড়ে এবং নেত্র

যেন প্রীণাতি পিতরং তেন প্রীতঃ প্রজাপতিঃ।
প্রীণাতি মাতরং যেন পৃথিবী তেন পূজিতা ॥ ২৫
যেন প্রীণাত্যুপাধ্যায়ং তেন স্যাদ্ ব্রহ্মপূজিতম্।
সর্বে তস্যাদৃতা ধর্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৬
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ভীষ্মস্যৈতদ্ বচঃ শ্রুত্বা বিস্মিতাঃ কুরুপুঙ্গবাঃ।
আসন্ প্রহৃষ্টমনসঃ প্রীতিমন্তোঽভবংস্তদা ॥ ২৭

ও কর্ণও জীর্ণ হইয়া (অন্ধ-বধির হইয়া) যায়। সেই অবস্থায় কেবল তৃষ্ণাই জীর্ণ হয় হয় না (সে সর্বদা অক্ষয় হইয়াই থাকে)॥ ২৪

মানুষ যে ব্যবহারে পিতাকে প্রসন্ন করেন, তাহার দ্বারা ভগবান্ প্রজাপতি প্রসন্ন হন। যাহার দ্বারা মানুষ মাতাকে সন্তুষ্ট করেন, তাহার দ্বারা তিনি পৃথিবীদেবীকে পূজা করিয়া থাকেন এবং যাহার দ্বারা মানুষ উপাধ্যায়কে তৃপ্ত করেন, তাহার দ্বারা তাঁহার পরব্রহ্ম পরমাত্মার পূজা সম্পন্ন হইয়া যায়॥ ২৫

যে ব্যেক্তি এই তিনজনকে (পিতা, মাতা ও উপাধ্যায়) সমাদর করেন, তাহার দ্বারা সেই ব্যক্তির সমস্ত ধর্মই সমাদৃত হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি এই তিনজনকে অনাদর করে, তাহার কৃত সমস্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়াই নিষ্ফল হইয়া যায়। ২৬

যন্মন্ত্রে ভবতি বৃথোপযুজ্যমানে
যৎ সোমে ভবতি বৃথাভিষূয়মাণে।
যচ্চাগ্নৌ ভবতি বৃথাভিহূয়মানে
তৎ সর্বং ভবতি বৃথাভিধীয়মানে ॥ ২৮
ইত্যেতদৃষিণা প্রোক্তমুক্তবানস্মি যদ্ বিভো।
শুভাশুভফলপ্রাপ্তৌ কিমতঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি কর্মফলিকোপাখ্যানে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া কুরুশ্রেষ্ঠগণ সকলে বিস্মিত হইলেন। সেই সময় তাঁহাদের মন হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিল এবং সকলেই অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন॥ ২৭

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! বেদমন্ত্রসমূহের বৃথা (অশুদ্ধ) উপযোগ (উচ্চারণ) করিলে যে পাপ হয়, সোমযাগে দক্ষিণাদি না দিয়া ব্যর্থ করিয়া দিলে পর যে দোষ হয় এবং অবিধিপূর্বক বিনা মন্ত্রে অগ্নিতে নিরর্থক আহুতি দিলে পর যে পাপ হয়, সেই সমস্ত পাপ মিথ্যা কথা বলিলে হইয়া থাকে॥২৮

রাজন্! শুভ ও অশুভ ফলের প্রাপ্তিবিষয়ে মহর্ষি ব্যাসদেব এই সব যে কথা বলিয়াছিলেন, সে সমস্তই বর্তমানে তোমাকে আমি বলিলাম। অতঃপর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্কে কর্মফলের উপাখ্যানবিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

(শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণানাং মহিমবর্ণনম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ
কে পূজ্যাঃ কে নমস্কার্য্যাঃ কান্ নমস্যসি ভারত
এতন্মে সর্বমাচক্ষ্ব যেভ্যঃ স্পৃহয়সে নৃপ ॥ ১
উত্তমাপদগতস্যাপি যত্র তে বর্ততে মনঃ।
মনুষ্যলোকে সর্বস্মিন্ যদমুত্রেহ চাপ্যুত ॥ ২
ভীষ্ম উবাচ।
স্পৃহয়ামি দ্বিজাতিভ্যো যেষাং ব্রহ্ম পরং ধনম্
যেষাং স্বপ্রত্যয়ঃ স্বর্গস্তপঃ স্বাধ্যায়সাধনম্ ॥ ৩

অষ্টম অধ্যায়।

[শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের মহিমাবর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভারত! এ জগতে কোন্ কোন্ পুরুষ পূজার ও নমস্কারের যোগ্য? আপনি কাঁহাদিগকে প্রণাম করেন? নরপালক! আপনি কাঁহাদের কামনা করেন? এ সমস্ত কথা আমাকে বলুন। ১

ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হইলে পর আপনার মন যাঁহাদের স্মরণে অবস্থান করে অর্থাৎ কাঁহাদের স্মরণ করে? এই মনুষ্য-লোকে ও পরলোকে হিতকারক কি? ইহাও বলুন। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যাঁহাদের ব্রহ্মই (বেদই) পরম ধন, আত্মজ্ঞানই স্বর্গ এবং বেদের স্বাধ্যায় করাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, সেই সব ব্রাহ্মণগণকে আমি কামনা করি।৩

যেষাং বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ পিতৃপৈতামহীং ধুরম্।
উদ্বহন্তি ন সীদন্তি তেভ্যো বৈ স্পৃহয়াম্যহম্ ॥ ৪
বিদ্যাস্বভিবিনীতানাং দান্তানাং মৃদুভাষিণাম্।
শ্রুতবৃত্তোপপন্নানাং সদাক্ষরবিদাং সতাম্ ॥ ৫
সংসৎসু বদতাং তাত হংসানামিব সঙ্ঘশঃ।
মঙ্গল্যরূপা রুচিরা দিব্যজীমূতনিঃস্বনাঃ ॥ ৬
সম্যগুচ্চরিতা বাচঃ শ্রূয়ন্তে হি যুধিষ্ঠির।
শুশ্রূষমাণে নৃপতৌ প্রেত্য চেহ সুখাবহাঃ ॥ ৭
যে চাপি তেষাং শ্রোতারঃ সদা সদসি সম্মতাঃ
বিজ্ঞানগুণসম্পন্নাস্তেভ্যশ্চ স্পৃহয়াম্যহম্ ॥ ৮
সুসংস্কৃতানি প্রযতাঃ শুচীনি গুণবন্তি চ।
দদত্যন্নানি তৃপ্ত্যর্থং ব্রাহ্মণেভ্যো যুধিষ্ঠির ॥ ৯
যে চাপি সততং রাজংস্তেভ্যশ্চ স্পৃহয়াম্যহম্।
শক্যং হ্যেবাহবে যোদ্ধুং ন দাতুমনসূয়িতম্ ॥ ১০
শূরা বীরাশ্চ শতশঃ সন্তি লোকে যুধিষ্ঠির।
যেষাং সংখ্যায়মানানাং দানশূরো বিশিষ্যতে ॥ ১১
ধন্যঃ স্যাং যদ্যহং ভূয়ঃ সৌম্য ব্রাহ্মণকোঽপি বা।
কুলে জাতো ধর্মগতিস্তপোবিদ্যাপরায়ণঃ ॥ ১২
ন মে ত্বত্তঃ প্রিয়তরো লোকেঽস্মিন্ পাণ্ডুনন্দন।
ত্বত্তশ্চাপি প্রিয়তরা ব্রাহ্মণা ভরতর্ষভ ॥ ১৩
যথা মম প্রিয়তমাস্ত্বত্তো বিপ্রাঃ কুরূত্তম।
তেন সত্যেন গচ্ছেয়ং লোকান্ যত্র স শান্তনুঃ ॥ ১৪
ন মে পিতা প্রিয়তরো ব্রাহ্মণেভ্যস্তথাভবৎ।
ন মে পিতুঃ পিতা বাপি যে চান্যেঽপি সুহৃজ্জনাঃ ॥১৫
ন হি মে বৃজিনং কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে ব্রাহ্মণেষ্বিহ।
অণু বা যদি বা স্থূলং বিদ্যতে সাধুকর্মসু ॥১৬
কর্মণা মনসা বাপি বাচা বাপি পরন্তপ।
যন্মে কৃতং ব্রাহ্মণেভ্যস্তেনাদ্য ন তপাম্যহম্ ॥ ১৭

যাঁহাদের বংশে বালক হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই পিতা-পিতামহ পরম্পরাক্রমে প্রবর্ত্তমান ধর্ম্মীয় কার্য্যসকল পরিপালন করেন; কিন্তু তাহার জন্য যাঁহাদের মনে কোনরূপ খেদের অনুভব হয় না, এরূপ লোকসকলকেই আমি আকাঙ্ক্ষা করি। ৪

যাঁহারা বিনীতভাবে বিদ্যাধ্যয়ন করেন, ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত রাখেন, মধুর কথা বলেন, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচারসম্পন্ন, অবিনাশী পরমাত্মাকে যাঁহারা জানেন, সেই সৎপুরুষগণ; তাত যুধিষ্ঠির! সভায় ধর্ম্মাদি আলোচনা করিবার সময় বা ভাষণদানের সময় যাঁহাদের মুখ হইতে মেঘতুল্য গম্ভীরস্বরে মনোহর মঙ্গলময়ী ও স্পষ্ট ভাষায় কথিতা বাণী শুনিতে পাওয়া যায়, সেই ব্রাহ্মণগণকেই আমি কামনা করি। যদি রাজা এই সব মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের বাক্য শুনিয়া তাহা আচরণ করিতে থাকেন, তবে তাঁহাদের উপদেশবাণী ইহলোকে ও পরলোকেও সুখদান করে। ৫-৭

যাঁহারা প্রতিদিন এই মহাত্মাগণের বাক্য শ্রবণ করেন, সেই সব শ্রোতারা বিজ্ঞানগুণে সম্পন্ন হইয়া সভামধ্যে সম্মানিত হন। আমি এরূপ শ্রোতাদিগকেও বাসনা করি। ৮

রাজন্ যুধিষ্ঠির! যাঁহারা পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য শুদ্ধ ও উত্তম ভাবে প্রস্তুত পবিত্র এবং গুণকারক অন্ন প্রদান করেন, তাঁহাদিগকে আমি সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা করি। ৯½

যুধিষ্ঠির! সংগ্রামে যুদ্ধ করা সহজ। কিন্তু দোষদৃষ্টিরহিত হইয়া দান করা সহজ নয়। সংসারে শত শত শৌর্য্যশালী বীর আছেন, কিন্তু তাঁহাদের গণনা করিবার সময় যে ব্যক্তি দানশূর অর্থাৎ উদারচিত্তে দৃঢ়মনে যোগ্য ব্যক্তিকে দেয় বস্তু দান করেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন। ১০-১১

সৌম্য! যদি আমি কুলীন, ধর্ম্মাত্মা, তপস্বী ও বিদ্বান্ অথবা যে কোনও ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতাম, তবে আমি নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করিতাম। ১২

পাণ্ডুনন্দন! এ সংসারে আমার তোমা অপেক্ষা আর কেহই অধিক প্রিয় নয়; কিন্তু ভরতশ্রেষ্ঠ! "ব্রাহ্মণগণ আমার তোমা অপেক্ষাও অতিশয় প্রিয়" এই সত্যের প্রভাবেই আমি সেই পুণ্যলোকে গমন করিব, সেখানে আমার পিতা শান্তনু গমন করিয়াছেন। ১৩-১৪

আমার পিতাও আমার নিকট ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় নন্। পিতামহ ও অন্যান্য সুহৃদ্বর্গকেও আমি ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা অধিক প্রিয় বলিয়া মনে করি না। ১৫

আমার দ্বারা ব্রাহ্মণগণের প্রতি কোনও শ্রেষ্ঠ কর্ম্মে কখনও অল্পমাত্রও অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় নাই। ১৬

শত্রুতাপন নরেশ! আমি মন, বাক্য ও কর্ম্মের দ্বারা ব্রাহ্মণগণের যে অতি অল্পমাত্রায় উপকার করিয়াছি, তাহারই প্রভাবে আমি আজ এই অবস্থায় পতিত হইয়াও কোনও পীড়া অনুভব করিতেছি না। ১৭

ব্রহ্মণ্য ইতি মামাহুস্তয়া বাচাস্মি তোষিতঃ।
এতদেব পবিত্রেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পরমং স্মৃতম্ ॥ ১৮
পশ্যামি লোকানমলান্ শুচীন্ ব্রাহ্মণযাযিনঃ।
তেষু মে তাত গন্তব্যমহ্নায় চ চিরায় চ ॥ ১৯
যথা ভর্ত্রাশ্রয়ো ধর্মঃ স্ত্রীণাং লোকে যুধিষ্ঠির।
স দেবঃ সা গতির্নান্যা ক্ষত্রিয়স্য তথা দ্বিজাঃ ॥ ২০
ক্ষত্রিয়ঃ শতবর্ষী চ দশবর্ষী দ্বিজোত্তমঃ।
পিতাপুত্রৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ তয়োর্হি ব্রাহ্মণো গুরুঃ ॥২১
নারী তু পত্যভাবে বৈ দেবরং কুরুতে পতিম্।
পৃথিবী ব্রাহ্মণালাভে ক্ষত্রিয়ং কুরুতে পতিম্ ॥ ২২
(ব্রাহ্মণানুজ্ঞয়া গ্রাহ্যং রাজ্যঞ্চ সপুরোহিতৈঃ
তদ্রক্ষণেন স্বর্গোঽস্য তৎকোপান্নরকোঽক্ষয়ঃ ॥)

সকল মানুষ আমাকে ব্রাহ্মণভক্ত বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই কথাতেই আমার অত্যন্ত সন্তোষ লাভ হয়। ব্রাহ্মণগণের সেবাই সমস্ত পবিত্র কর্মসমূহ হইতেও পরম পবিত্র কার্য্য। ১৮

তাত! ব্রাহ্মণগণের সেবাপরায়ণ পুরুষদিগের যে পবিত্র ও নির্মল লোকসমূহ প্রাপ্তি হয়, সেই সব লোক আমি এখান হইতেই দেখিতে পাইতেছি। এখন শীঘ্রই আমাকে চিরকালের জন্য সেই লোকে গমন করিতে হইবে। ১৯

যুধিষ্ঠির! যেরূপ স্ত্রীগণের পক্ষে পতিসেবাই সংসারে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, পতিই তাঁহাদের দেবতা ও পতিই তাঁহাদের গতি, তাঁহাদের পক্ষে অন্য আর কোন গতি নাই; সেইরূপ ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে ব্রাহ্মণগণের সেবাই পরম ধর্ম। ব্রাহ্মণবৃন্দই তাঁহাদের দেবতা ও পরম গতি, অন্য কেহ নহে। ২০

ক্ষত্রিয় যদি শতবর্ষ বয়স্ক হন এবং ব্রাহ্মণ যদি দশবর্ষ বয়স্কও হন, তবে ইঁহাদের উভয়ের পরস্পরকে পুত্র ও পিতা বলিয়াই জানিতে হইবে। ইঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ পিতা ও ক্ষত্রিয় পুত্র ॥২১

যেরূপ নারী পতির অভাবে দেবরকে পতি করে, সেইরূপ পৃথিবী ব্রাহ্মণ না পাইলে ক্ষত্রিয়কে নিজের অধিপতি করিয়া থাকেন ॥ ২২

(পুরোহিতসহ রাজাদের ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুসারে রাজ্য গ্রহণ করা উচিত। ব্রাহ্মণের দ্বারা রক্ষিত হইলে পর রাজার স্বর্গলাভ হয় এবং ব্রাহ্মণ রুষ্ট হইলে পর রাজার অনন্তকাল ধরিয়া নরকভোগ হয়।)

কুরুশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণগণকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা, গুরুর সদৃশ উপাসনা এবং অগ্নির তুল্য সেবা-পূজা করা কর্তব্য। ২৩

পুত্রবচ্চ ততো রক্ষ্যা উপাস্যা গুরুবচ্চ তে।
অগ্নিবচ্চোপচর্য্যা বৈ ব্রাহ্মণাঃ কুরুসত্তম ॥ ২৩
ঋজূন্ সতঃ সত্যশীলান্ সর্বভূতহিতে রতান্।
আশীবিষানিব ক্রুদ্ধান্ দ্বিজান্ পরিচরেৎ সদা ॥ ২৪
(দূরতো মাতৃবৎ পূজ্যা বিপ্রদারাঃ সুরক্ষয়া।)
তেজসস্তপসশ্চৈব নিত্যং বিভ্যেদ্ যুধিষ্ঠির।
উভে চৈতে পরিত্যাজ্যে তেজশ্চৈব তপস্তথা ॥ ২৫
ব্যবসায়স্তয়োঃ শীঘ্রমুভয়োরেব বিদ্যতে।
হন্যুঃ ক্রুদ্ধা মহারাজ ব্রাহ্মণা যে তপস্বিনঃ ॥ ২৬
ভূয়ঃ স্যাদুভয়ং দত্তং ব্রাহ্মণাদ্ যদকোপনাৎ।
কুর্য্যাদুভয়তঃ শেষং দত্তশেষং ন শেষয়েৎ ॥ ২৭
দণ্ডপাণির্যথা গোষু পালো নিত্যং হি রক্ষয়েৎ।
ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্ম চ তথা ক্ষত্রিয়ঃ পরিপালয়েৎ ॥ ২৮

সরল, সাধু, স্বভাবতঃ সত্যবাদী ও সমস্ত প্রাণিগণের হিতে নিরত ব্রাহ্মণদিগকে সর্বদাই সেবা করা উচিত এবং ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পের ন্যায় মনে করিয়া তাঁহাদিগকে সর্বদা ভয় করিবে। ব্রাহ্মণস্ত্রীগণকে সর্বদা রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া মাতার ন্যায় দূর হইতেই তাঁহাদের পূজা করিবে। ২৪

যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণগণের তেজ ও তপস্যা হইতে সদা ভীত থাকিবে এবং তাঁহাদের সম্মুখে নিজের তপস্যা ও তেজের অভিমান পরিত্যাগ করিবে। ২৫

মহারাজ! ব্রাহ্মণের তপস্যা ও ক্ষত্রিয়ের তেজের (প্রতাপের) ফল সত্বর উদ্ভূত হয়, তথাপি যাঁহারা তপস্বী ব্রাহ্মণ, তাঁহারা কুপিত হইলে পর তেজস্বী ক্ষত্রিয়কে নিজের তপের প্রভাবে বিনাশ করিয়া থাকেন। ২৬

ক্রোধরহিত—ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রিয়ের দ্বারা অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত তপস্যা ও তেজ অগ্নিতে স্থাপিত তূলার রাশির ন্যায় তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। যদি উভয়ের দিক্ হইতেই পরস্পরের উদ্দেশ্যে তেজ ও তপ প্রযুক্ত হয়, তবে উহাদের সর্বথা নাশ হয় না; কিন্তু ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণের দ্বারা খণ্ডিত হইবার পর অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়ের তেজ কোন তেজস্বী ব্রাহ্মণের উপর প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে সেই তেজ ব্রাহ্মণকর্তৃক প্রতিহত হইয়া সর্বথা নষ্ট হইয়া যায়, অল্পও অবশিষ্ট থাকে না। ২৭

যেরূপ গোচারণকারী গোপাল হস্তে দণ্ড লইয়া সর্বদা গো-সকলকে রক্ষণাবেক্ষণ করে, সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের উচিত হইল যে, তিনি সদা ব্রাহ্মণ ও বেদসকলকে রক্ষা করিবেন। ২৮

পিতেব পুত্রান্ রক্ষেথা ব্রাহ্মণান্ ধর্মচেতসঃ
গৃহে চৈষামবেক্ষেথাঃ কিংস্বিদস্তীতি জীবনম্ ॥ ২৯

রাজার কর্তব্য হইল—তিনি ধর্মাত্মা ব্রাহ্মণগণকে সেইভাবে রক্ষা করিবেন, যেরূপ পিতা পুত্রদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বদা তাঁহাদের (ব্রাহ্মণদের) এই সব বিষয় লক্ষ্য রাখিবেন যে, তাঁহাদের গৃহে জীবন ধারণোপযোগী তাণ্ডুলাদি কোন্ বস্তু আছে বা কোন্ বস্তু নাই ? ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

নবমোঽধ্যায়ঃ।

(ব্রাহ্মণায় দাতুং প্রতিজ্ঞায় তদদানাৎ তদ্ধনাপহরণাচ্চ দোষপ্রাপ্তিবিষয়ে শৃগাল-বানরসংবাদোল্লেখঃ, ব্রাহ্মণেভ্যো দানস্য মহিমকথনঞ্চ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ
ব্রাহ্মণানাং তু যে লোকাঃ প্রতিশ্রুত্য পিতামহ
ন প্রযচ্ছন্তি মোহাৎ তে কে ভবন্তি মহাদ্যুতে ॥ ১
এতন্মে তত্ত্বতো ব্রূহি ধর্মং ধর্মভৃতাং বর।
প্রতিশ্রুত্য দুরাত্মানো ন প্রযচ্ছন্তি যে নরাঃ ॥ ২
ভীষ্ম উবাচ।
যো ন দদ্যাৎ প্রতিশ্রুত্য স্বল্পং বা যদি বা বহু।
আশাস্তস্য হতাঃ সর্বাঃ ক্লীবস্যেব প্রজাফলম্ ॥ ৩
যাং রাত্রিং জায়তে জীবো যাং রাত্রিঞ্চ বিনশ্যতি।
এতস্মিন্নন্তরে যদ্ যৎ সুকৃতং তস্য ভারত ॥ ৪
যচ্চ তস্য হুতং কিঞ্চিদ্ দত্তং বা ভরতর্ষভ।
তপস্তপ্তমথো বাপি সর্বং তস্যোপহন্যতে ॥৫

অথৈতদ্ বচনং প্রাহুর্ধর্মশাস্ত্রবিদো জনাঃ
নিশম্য ভরতশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ্যা পরমযুক্তয়া ॥ ৬
অপি চোদাহরন্তীমং ধর্মশাস্ত্রবিদো জনাঃ।
অশ্বানাং শ্যামকর্ণানাং সহস্রেণ স মুচ্যতে ॥ ৭
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
শৃগালস্য চ সংবাদং বানরস্য চ ভারত ॥ ৮
তৌ সখায়ৌ পুরা হ্যাস্তাং মানুষত্বে পরন্তপ।
অন্যাং যোনিং সমাপন্নৌ শার্গালীং বানরীং তথা ॥ ৯
ততঃ পরাসূন্ খাদন্তং শৃগালং বানরোঽব্রবীৎ।
শ্মশানমধ্যে সংপ্রেক্ষ্য পূর্বজাতিমনুস্মরন্ ॥ ১০
কিং ত্বয়া পাপকং পূর্বং কৃতং কর্ম সুদারুণম্।
যস্ত্বং শ্মশানে মৃতকান্ পূতিকানৎসি কুৎসিতান্ ॥ ১১

নবম অধ্যায়

[ব্রাহ্মণকে দান করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া না দেওয়া হইলেও তাঁহার ধন অপহরণ করিলে দোষপ্রাপ্তি বিষয়ে শৃগাল এবং বানরের সংবাদ উল্লেখ ও ব্রাহ্মণগণকে দান করিবার মহিমা কথন।]

ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! মহাতেজস্বী পিতামহ! যে সব লোক ব্রাহ্মণগণকে কিছু দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে মোহবশতঃ যদি কিছু না দেয়, যে সকল দুরাত্মা ব্যক্তি দানের সঙ্কল্প করিয়াও দান করে না, তাহারা কি হয়? এই ধর্মের বিষয় আপনি যথাযথভাবে আমাকে বলুন। ১-২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি অল্প বা অধিক দানের প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা দান না করে, তাহার সকল আশা সেই-ভাবে নষ্ট হইয়া যায়, যেরূপ নপুংসকের সন্তানরূপ ফললাভের আশা নষ্ট হয়। ৩

হে ভারত! জীব যে রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করে ও যে রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করে—এই উভয়ের মধ্যবর্তী দিবসগুলিতে সে যাহা যাহা পুণ্য করে, ভরতশ্রেষ্ঠ! সে আজীবন যাহা কিছু হোম, দান ও তপস্যা করে, তাহার এই সব সৎকর্মই প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপে নষ্ট হইয়া যায়। ৪-৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানী পুরুষগণ নিজেদের পরম যোগ-যুক্ত বুদ্ধির দ্বারা বিচার করত উপরোক্ত বাক্য বলিয়াছেন।৬

ধর্মশাস্ত্রবিৎ বিদ্বান্ মনুষ্যগণ বলেন যে, প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী পাপী পুরুষ যদি এক হাজার শ্যামবর্ণ অশ্ব দান করে, তবে সে সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৭

ভারত! এ বিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষগণ শৃগাল এবং বানরের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস এস্থলে উদাহরণ দিয়া থাকেন।৮

শত্রুতাপন নরনাথ! মনুষ্যজন্মে যাহারা উভয়ে মিত্র ছিল তাহারা উভয়েই পরজন্মে একজন শৃগাল ও একজন বানর হয়

তারপর একদিন শ্মশান মধ্যে শৃগালকে মৃতদেহ খাইতে দেখিয়া বানর পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করত জিজ্ঞাসা করিল—তুমি পূর্ব্বজন্মে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কি পাপ কর্ম করিয়াছ, যাহার জন্য তুমি এই শ্মশানে ঘৃণিত ও দুর্গন্ধযুক্ত মৃতদেহ ভক্ষণ করিতেছ ? ১০-১১

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ শৃগালো বানরং তদা।
ব্রাহ্মণস্য প্রতিশ্রুত্য ন ময়া তদুপাহৃতম্ ॥ ১২
তৎকৃতে পাপকীং যোনিমাপন্নোঽস্মি প্লবঙ্গম।
তস্মাদেবংবিধং ভক্ষ্যং ভক্ষয়ামি বুভুক্ষিতঃ ॥ ১৩

ভীষ্ম উবাচ।

শৃগালো বানরং প্রাহ পুনরেব নরোত্তম।
কিং ত্বয়া পাতকং কর্ম কৃতং যেনাসি বানরঃ ॥ ১৪

বানর উবাচ।

সদা চাহং ফলাহারো ব্রাহ্মণানাং প্লবঙ্গমঃ।
তস্মান্ন ব্রাহ্মণস্বং তু হর্তব্যং বিদুষা সদা ॥
সমং বিবাদো মোক্তব্যো দাতব্যং স প্রতিশ্রুতম্ ॥ ১৫

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যেতদ্ ব্রুবতো রাজন্ ব্রাহ্মণস্য ময়া শ্রুতম্।
কথাং কথয়তঃ পুণ্যাং ধর্মজ্ঞস্য পুরাতনীম্ ॥ ১৬

শ্রুতশ্চাপি ময়া ভূয়ঃ কৃষ্ণস্যাপি বিশাম্পতে।
কথাং কথয়তঃ পূর্বং ব্রাহ্মণং প্রতি পাণ্ডব ॥ ১৭
ন হর্তব্যং বিপ্রধনং ক্ষন্তব্যং তেষু নিত্যশঃ।
বালাশ্চ নাবমন্তব্যা দরিদ্রাঃ কৃপণা অপি ॥ ১৮
এবমেব চ মাং নিত্যং ব্রাহ্মণাঃ সংদিশন্তি বৈ।
প্রতিশ্রুত্য ভবেদ্ দেয়ং নাশা কার্য্যা দ্বিজোত্তমে ॥ ১৯
ব্রাহ্মণো হ্যাশয়া পূর্বং কৃতয়া পৃথিবীপতে।
সুসমিদ্ধো যথা দীপ্তঃ পাবকস্তদ্বিধঃ স্মৃতঃ ॥ ২০
যং নিরীক্ষেত সংক্রুদ্ধ আশয়া পূর্বজাতয়া।
প্রদহেচ্চ হি তং রাজন্ কক্ষমক্ষয্যভুগ্ যথা ॥ ২১
স এব হি যদা তুষ্টো বচসা প্রতিনন্দতি।
ভবত্যগদসঙ্কাশো বিষয়ে তস্য ভারত ॥ ২২
পুত্রান্ পৌত্রান্ পশূংশ্চৈব বান্ধবান্ সচিবাংস্তথা।
পুরং জনপদং চৈব শান্তিরিষ্টেন পোষয়েৎ ॥ ২৩

বানর এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলে পর শৃগাল বানরকে উত্তর দিল,—বানর! আমি ব্রাহ্মণকে দান করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই বস্তু তাঁহাকে দান করি নাই। আমি সেই কারণে এই পাপ-যোনিতে আসিয়া পড়িয়াছি এবং সেই পাপে বুভুক্ষাবশতঃ আমাকে এই ঘৃণিত ভোজন করিতে হইতেছে ॥ ১২-১৩

ভীষ্ম বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! ইহার পর শৃগাল বানরকে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কি পাপ করিয়াছ, যাহার ফলে বানর হইয়াছ? ১৪

বানর বলিল,—আমি সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণের ফলমূল চুরি করিয়া খাইতাম; এই পাপে আমি বানর হইয়াছি। অতএব জ্ঞানী পুরুষের কখনও ব্রাহ্মণের দ্রব্য চুরি করা উচিত নয়। তাঁহার সহিত কখনও বিবাদ করিতে নাই এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে যদি কোন বস্তু দান করিবার প্রতিজ্ঞা করা হয়, তবে উহা অবশ্যই প্রদান করা কর্ত্তব্য। ১৫

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এই কথা আমি এক ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের মুখে শুনিয়াছি, যিনি প্রাচীনকালের পবিত্র কথাসমূহ বলিতেছিলেন ॥ ১৬

প্রজানাথ! পাণ্ডুনন্দন! পুনরায় আমি এই কথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি, যখন তিনি এই কথা পূর্ব্বে কোন এক ব্রাহ্মণের প্রতি বলিতেছিলেন। ১৭

ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করা উচিত নয়। তাঁহারা যদি কোনও অপরাধ করেন, তবে তাঁহাদিগকে সতত ক্ষমা করিতে হইবে। তাঁহারা যদি বালক, দরিদ্র অথবা দীনও হন, তথাপি তাঁহাদিগকে কখনও অবজ্ঞা করিবে না। ১৮

ব্রাহ্মণগণও সর্ব্বদা আমাকে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, দান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলে পর সেই বস্তু অবশ্যই ব্রাহ্মণকে দেওয়া উচিত। কখনও কোনও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের আশা ভঙ্গ করিতে নাই। ১৯

পৃথিবীনাথ! পূর্ব্বে কোন বস্তু দান করিবার অঙ্গীকার করায় ব্রাহ্মণ যদি সেই আশায় থাকেন, তবে তাঁহাকে তখন সমিধের দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় উদ্দীপিত বলিয়া জানিবে। ২০

রাজন্! পূর্ব্বোৎপন্ন আশা ভঙ্গ হইলে পর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ব্রাহ্মণ যদি কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তবে তাঁহাকে সেইভাবে দগ্ধ করিয়া থাকেন, যেরূপ অগ্নি শুষ্ক তৃণাদির রাশিকে দগ্ধ করে। ২১

ভারত! এই ব্রাহ্মণ যখন আশাপূরণে সন্তুষ্ট হইয়া বাক্যের দ্বারা রাজাকে অভিনন্দন করেন অর্থাৎ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন, তখন উহা তাঁহার রাজ্যের পক্ষে চিকিৎসকের তুল্য হইয়া যায়। ২২

সেই দাতার পুত্র পৌত্র, বন্ধু-বান্ধব, পশু, মন্ত্রী, নগর ও জনপদের পক্ষে সেই আশীর্ব্বাদ শান্তিদায়ক হইয়া তাহাদের কল্যাণভাগী করে এবং সকলকে পোষণ করে। ২৩

এতদ্ধি পরমং তেজো ব্রাহ্মণস্যেহ দৃশ্যতে।
সহস্রকিরণেস্যেব সবিতুর্ধরণীতলে ॥ ২৪
তস্মাদ্ দাতব্যমেবেহ প্রতিশ্রুত্য যুধিষ্ঠির।
যদীচ্ছেচ্ছোভনাং জাতিং প্রাপ্তুং ভরতসত্তম ॥ ২৫
ব্রাহ্মণস্য হি দত্তেন ধ্রুবং স্বর্গো হ্যনুত্তমঃ।
শক্যঃ প্রাপ্তুং বিশেষেণ দানং হি মহতী ক্রিয়া ॥ ২৬
ইতো দত্তেন জীবন্তি দেবতাঃ পিতরস্তথা।
তস্মাদ্ দানানি দেয়ানি ব্রাহ্মণেভ্যো বিজানতা ॥ ২৭
মহদ্ধি ভরতশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণতীর্থমুচ্যতে।
বেলায়াং ন তু কস্যাঞ্চিদ্ গচ্ছেদ্ বিপ্রো হ্যপূজিতঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি শৃগাল-বানরসংবাদে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

এই ভূতলে ব্রাহ্মণের উৎকৃষ্ট তেজ সহস্র কিরণবিশিষ্ট সূর্য্যদেবের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ২৪

ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! সেইজন্য যে ব্যক্তি উত্তম যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে বাসনা করে, তাহার পক্ষে ব্রাহ্মণকে দিবার জন্য প্রতিজ্ঞাত বস্তু অবশ্যই তাঁহাকে দেওয়া উচিত। ২৫

ব্রাহ্মণকে দান করিলে পর নিশ্চয়ই সর্ব্বোত্তম স্বর্গলোক বিশেষরূপে প্রাপ্ত হইবে; কারণ, দান মহাপুণ্য কর্ম্ম। ২৬

এ জগতে ব্রাহ্মণকে দান করিলে পর দেবতা ও পিতৃগণ তৃপ্ত হন; সেইজন্য বিদ্বান্ পুরুষ অবশ্যই ব্রাহ্মণগণকে দান করিবেন। ২৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ মহাতীর্থ বলিয়া অভিহিত হন; অতএব তিনি যে কোনও সময় গৃহে আসিলে পর তাঁহার পূজা না করিয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে যাইতে দিবে না। ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে শৃগাল ও বানরের সংবাদ বিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[অনধিকারিণে উপদেশদানেন হানির্ভবতীতি বিষয়মধিকৃত্য শূদ্র-তপস্বিব্রাহ্মণয়োঃ কথাবর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মিত্রসৌহার্দযোগেন উপদেশং করোতি যঃ।
জাত্যাধরস্য রাজর্ষের্দোষস্তস্য ভবেন্ন বা ॥ ১
এতদিচ্ছামি তত্ত্বেন ব্যাখ্যাতুং বৈ পিতামহ।
সূক্ষ্মা গতির্হি ধর্মস্য যত্র মুহ্যন্তি মানবাঃ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি শৃণু রাজন্ যথাক্রমম্।
ঋষীণাং বদতাং পূর্বং শ্রুতমাসীদ্ যথা পুরা ॥ ৩
উপদেশো ন কর্তব্যো জাতিহীনস্য কস্যচিৎ।
উপদেশে মহান্ দোষ উপাধ্যায়স্য ভাষ্যতে ॥ ৪
নিদর্শনমিদং রাজন্ শৃণু মে ভরতর্ষভ।
দুরুক্তবচনে রাজন্ যথাপূর্বং যুধিষ্ঠির ॥ ৫
ব্রহ্মাশ্রমপদে বৃত্তং পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে।
তত্রাশ্রমপদং পুণ্যং নানাবৃক্ষগণাযুতম্ ॥ ৬

দশম অধ্যায়

[অনধিকারীকে উপদেশ দান করিলে পর হানি হয়, এ বিষয়ে শূদ্র ও তপস্বী ব্রাহ্মণের কথা বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যদি কোন মিত্রতা বা সৌহার্দ সম্বন্ধবশতঃ কোন নীচ জাতির মানুষকে উপদেশ দেওয়া হয়, তবে উহাতে রাজর্ষির কোন দোষ হয় কি না? আমি এই কথা যথার্থরূপে জানিতে বাসনা করি। আপনি ইহা বিশদভাবে বলুন; কারণ, ধর্ম্মের গতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, যেখানে সকল মানুষ মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ১-২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এ বিষয়ে পূরাকালে ঋষিগণের মুখ হইতে আমি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, আমি তাহা যথাক্রমে, বলিব তুমি একাগ্রচিত্তে উহা শ্রবণ কর। ৩

কোনও নীচজাতির মানুষকে ধর্ম্মোপদেশ করা উচিত নয়। তাহাকে উপদেশ করিলে পর উপদেশক আচার্য্যের মহাদোষ হইয়া থাকে বলা হয়। ৪

ভরতভূষণ রাজা যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে এক দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর, যাহা পূর্ব্বে দুঃখে পতিত কোন নীচ জাতির মানুষকে উপদেশ দেওয়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ৫

হিমালয়ের সুন্দর পার্শ্বভাগে, যেখানে ব্রাহ্মণগণের বহু আশ্রম ছিল, সেখানে এই বৃত্তান্ত সংঘটিত হইয়াছিল। সেই প্রদেশে এক পবিত্র আশ্রম ছিল। এই আশ্রম চারিদিকে নানাপ্রকার বৃক্ষে সুশোভিত ছিল। ৬

নানাগুল্মলতাকীর্ণং মৃগদ্বিজনিষেবিতম্।
সিদ্ধ-চারণসংযুক্তং রম্যং পুষ্পিতকাননম্ ॥ ৭
ব্রতিভির্বহুভিঃ কীর্ণং তাপসৈরুপসেবিতম্।
ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাভাগৈঃ সূর্য্যজ্বলনসন্নিভৈঃ ॥ ৮
নিয়মব্রতসম্পন্নৈঃ সমাকীর্ণং তপস্বিভিঃ।
দীক্ষিতৈর্ভরতশ্রেষ্ঠ যতাহারৈঃ কৃতাত্মভিঃ ॥ ৯
তপোঽধ্যয়নঘোষৈশ্চ নাদিতং ভরতর্ষভ।
বালখিল্যৈশ্চ বহুভির্যতিভিশ্চ নিষেবিতম্ ॥ ১০
তত্র কশ্চিৎ সমুৎসাহং কৃত্বা শূদ্রো দয়ান্বিতঃ।
আগতো হ্যাশ্রমপদং পূজিতশ্চ তপস্বিভিঃ ॥ ১১
তাংস্তু দৃষ্ট্বা মুনিগণান্ দেবকল্পান্ মহৌজসঃ।
বিবিধাং বহতো দীক্ষাং সম্প্রাহৃষ্যত ভারত ॥ ১২
অথাস্য বুদ্ধিরভবৎ তপস্যে ভরতর্ষভ।
ততোঽব্রবীৎ কুলপতিং পাদৌ সংগৃহ্য ভারত ॥ ১৩
ভবৎপ্রসাদাদিচ্ছামি ধর্মং বক্তুং দ্বিজর্ষভ।
তস্মাং ত্বং ভগবন্ বক্তুং প্রব্রাজয়িতুমর্হসি ॥ ১৪
বর্ণাবরোঽহং ভগবন্‌শূদ্রো জাত্যাস্মি সত্তম।
শুশ্রূষাং কর্তুমিচ্ছামি প্রপন্নায় প্রসীদ মে ॥ ১৫

কুলপতিরুবাচ।

ন শক্যমিহ শূদ্রেণ লিঙ্গমাশ্রিত্য বর্তিতুম্।
আস্যতাং যদি তে বুদ্ধিঃ শুশ্রূষানিরতো ভব ॥ ১৬
শুশ্রূষয়া পরাঁল্লোকানবাপ্স্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ১৭

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্তস্তু মুনিনা স শূদ্রোঽচিন্তয়ন্নৃপ।
কথমত্র ময়া কার্য্যং শ্রদ্ধা ধর্মপরা চ মে ॥ ১৮
বিজ্ঞাতমেবং ভবতু করিষ্যে প্রিয়মাত্মনঃ।
গত্বাঽঽশ্রমপদাদ্ দূরমুটজং কৃতবাংস্তু সঃ ॥১৯
তত্র বেদীঞ্চ ভূমিঞ্চ দেবতায়তনানি চ।
নিবেশ্য ভরতশ্রেষ্ঠ নিয়মস্থোঽভবন্মুনিঃ ॥ ২০

নানাবিধ গুল্ম ও লতা সেখানে পূর্ণ ছিল। মৃগ এবং পক্ষিগণ সেই আশ্রমে বাস করিত। সিদ্ধ ও চারণগণ সর্ব্বদা সেখানে নিবাস করেন। এই রমণীয় আশ্রমের বনভূমি সুন্দর পুষ্পসমূহে সুশোভিত ছিল। ৭

বহুসংখ্যক ব্রতপরায়ণ তপস্বী সেই আশ্রমের সেবা করিতেন এবং সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী মহাভাগ বহু ব্রাহ্মণের দ্বারা এই আশ্রম পূর্ণ ছিল। ৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! নিয়ম ও ব্রতসমূহে সম্পন্ন, তপস্বী, দীক্ষিত, মিতাহারী ও জিতাত্মা মুনিগণের দ্বারা এই আশ্রম পরিপূর্ণ ছিল। ৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই আশ্রমের চারিদিক হইতে বেদাধ্যয়নের ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। বহুসংখ্যক বালখিল্য মুনি ও সন্ন্যাসী-দিগের দ্বারা সেই আশ্রম ভূষিত ছিল॥ ১০

এই আশ্রমে কোন এক দয়ালু শূদ্র অতিশয় উৎসাহের সহিত আসিল। সেখানে অবস্থিত তপস্বী ঋষিগণ তাহার অত্যন্ত সৎকার করিলেন॥১১

হে ভারত! সেই আশ্রমের মহাতেজস্বী দেবোপম মুনিগণকে নানাপ্রকার দীক্ষা (ব্রতপালনের নিয়ম) গ্রহণ করিতে দেখিয়া সেই শূদ্র অত্যন্ত হৃষ্ট হইল। ১২

ভরত! ভরতভূষণ! তখন তাহার মনে সেখানে তপস্যা করিবার বুদ্ধি উৎপন্ন হইল; অতএব সে কুলপতির পাদদ্বয় ধারণ করিয়া বলিল—॥ ১৩

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার করুণায় ধর্মজ্ঞান লাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ভগবন্! অতএব আপনি আমাকে বিধি-অনুসারে সন্ন্যাসীর দীক্ষা দান করুন। ১৪

ভগবন্! সাধুশ্রেষ্ঠ! আমি বর্ণসমূহের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ শূদ্র জাতিতে উৎপন্ন হইয়াছি এবং এখানে থাকিয়া সাধুগণের সেবা করিবার বাসনা করিতেছি। আমি আপনার শরণাগত, অতএব আপনি আমার প্রসন্ন হউন। ১৫

কুলপতি বলিলেন,—এই আশ্রমে কোন শূদ্র সন্ন্যাসের চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকিতে পারে না। যদি তোমার এখানে বাস করিবার বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে এখানে থাক এবং সাধু-মহাত্মাগণের সেবা কর। এই সেবার দ্বারাই তুমি উত্তম লোক-সমূহ প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১৬-১৭

ভীষ্ম বলিলেন, হে নৃপ! মুনি এই কথা বলিলে পর শূদ্র চিন্তা করিতে লাগিল,—এখানে থাকিয়া আমার কি করা কর্তব্য? সন্ন্যাস-ধর্ম্মাচরণেই আমার শ্রদ্ধা জাগিয়াছে। ১৮

আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, শূদ্রের পক্ষে এরূপ বিধানই আছে; আচ্ছা, তাহাই থাকুক। আমি আমার প্রিয় কার্য্য করিব। এরূপ চিন্তা করিয়া সেই শূদ্র আশ্রম হইতে কিয়দ্দূরে যাইয়া একটি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিল। ১৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেখানে যজ্ঞের জন্য বেদী, থাকিবার স্থান ও

অভিষেকাংশ্চ নিয়মান্ দেবতায়তনেষু চ
বলিঞ্চ কৃত্বা হুত্বা চ দেবতাং চাপ্যপূজয়ৎ ॥ ২১
সঙ্কল্পনিয়মোপেতঃ ফলাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নিত্যং সংনিহিতাভিস্তু ওষধীভিঃ ফলৈস্তথা ॥ ২২
অতিথীন্ পূজয়ামাস যথাবৎ সমুপাগতান্।
এবং হি সুমহান্ কালো ব্যত্যক্রামত তস্য বৈ ॥ ২৩
অথাস্য মুনিরাগচ্ছৎ সংগত্যা বৈ তমাশ্রমম্।
সম্পূজ্য স্বাগতেনর্ষিং বিধিবৎ সমতোষয়ৎ ॥ ২৪
অনুকূলাঃ কথাঃ কৃত্বা যথাগতমপৃচ্ছত।
ঋষিঃ পরমতেজস্বী ধর্মাত্মা সংশিতব্রতঃ ॥ ২৫
এবং সুবহুশস্তস্য শূদ্রস্য ভরতর্ষভ।
সোঽগচ্ছদাশ্রমমৃষিঃ শূদ্রং দ্রষ্টুং নরর্ষভ ॥ ২৬
অথ তং তাপসং শূদ্রঃ সোঽব্রবীদ্ ভরতর্ষভ।
পিতৃকার্য্যং করিষ্যামি তত্র মেঽনুগ্রহং কুরু ॥ ২৭

বাঢ়মিত্যেব তং বিপ্র উবাচ ভরতর্ষভ।
শুচির্ভূত্বা স শূদ্রস্তু তস্যর্ষেঃ পাদ্যমানয়ৎ ॥২৮
অথ দর্ভাংশ্চ বন্যাংশ্চ ওষধীর্ভরতর্ষভ।
পবিত্রমাসনং চৈব বৃসীঞ্চ সমুপানয়ৎ ॥ ২৯
অথ দক্ষিণমাবৃত্য বৃসীং চরমশৈর্ষিকীম্।
কৃতামন্যায়তো দৃষ্ট্বা তং শূদ্রমৃষিমব্রবীদ্ ॥ ৩০
কুরুষ্বৈতাং পূর্বশীর্ষাং ভবাংশ্চোদঙ্‌মুখঃ শুচিঃ।
স চ তৎ কৃতবান্ শূদ্রঃ সর্বং যদৃষিরব্রবীৎ ॥ ৩১
যথোপদিষ্টং মেধাবী দর্ভার্ঘ্যাদি যথাতথম্
হব্য-কব্যবিধিং কৃৎস্নমুক্তং তেন তপস্বিনা ॥৩২
ঋষিণা পিতৃকার্য্যে চ স চ ধর্মপথে স্থিতঃ।
পিতৃকার্য্যে কৃতে চাপি বিসৃষ্টঃ স জগাম হ ॥ ৩৩
অথ দীর্ঘস্য কালস্য স তপান্ শূদ্রতাপসঃ।
বনে পঞ্চত্বমগমৎ সুকৃতেন চ তেন বৈ ॥৩৪

দেবালয় নির্মাণ করিয়া মুনির তায় নিয়মানুসারে বাস করিতে লাগিল। ২০

সে তিন বেলা স্নান, নানাবিধ নিয়ম পালন, দেবালয়ে পূজা, অগ্নিতে আহুতি দান এবং দেবতার পূজা করিতে লাগিল। ২১

সে মানসিক সঙ্কল্পের নিয়ন্ত্রণ (চিত্তবৃত্তির নিরোধ) করিতে করিতে ফলাহার করত বাস করিতে লাগিল এবং ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া রাখিল। তাহার কুটীরে যে সব অন্ন ও ফলসমূহ নিত্য আসিত, সেই সবের দ্বারা সে প্রতিদিন আগত অতিথিগণের যথোচিত সৎকার করিতে লাগিল। এইভাবে বাস করিতে করিতে সেই শূদ্র-মুনির বহুদিন অতিবাহিত হইয়া যাইল। ২২-২৩

একদিন এক মুনি সাধুর আশ্রম ভাবিয়া সেস্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই শূদ্র তাঁহার বিধিঅনুসারে স্বাগত সৎকার করত ঋষির পূজা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিল। ২৪

ভরতভূষণ নরশ্রেষ্ঠ! তাহার পর সে অনুকূল বাক্য বলিয়া তাঁহার আগমনের কথা জিজ্ঞাসা করিল। এই সময় হইতেই কঠোর ব্রতপালনকারী সেই পরম তেজস্বী ধর্মাত্মা ঋষি অনেকবার এই শূদ্রের আশ্রমে তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য আসিয়াছিলেন। ২৫-২৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! একদিন সেই শূদ্র সেই তপস্বী মুনিকে বলিল—আমি পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিব। আপনি এই বিষয়ে আমার উপর অনুগ্রহ করুন। ২৭

ভরতবংশভূষণ! তখন ব্রাহ্মণ 'আচ্ছা, তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। তাহার পর শূদ্র স্নানাদি করত শুদ্ধ হইয়া সেই ব্রহ্মর্ষির পাদধৌত করিবার জন্য জল লইয়া আসিল। ২৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর সে বনজাত কুশ, অন্নাদি ওষধি, পবিত্র আসন এবং বৃষীনামক ঋষিগণের বসিবার যোগ্য কুশের আসন আনয়ন করিল। ২৯

সে দক্ষিণদিকে লইয়া গিয়া ব্রাহ্মণের জন্য পশ্চিমাগ্র কুশের বৃষী পাতিয়া দিল। শাস্ত্রের বিপরীত এই অনুচিত আচার দেখিয়া ঋষি শূদ্রকে বলিলেন। ৩০

তুমি এই কুশের আসনের অগ্রভাগ পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে কর এবং নিজে শুদ্ধ হইয়া উত্তরাভিমুখে উপবেশন কর। ঋষি যাহা যাহা বলিলেন, শূদ্র তৎসমস্তই করিলেন। ৩১

বুদ্ধিমান্ শূদ্র কুশ, অর্ঘ্যাদি ও হব্য-কব্যের বিধি—সব কিছুই সেই তপস্বী মুনির উপদেশানুসারে যথাযথভাবে অনুষ্ঠান করিল। ৩২

ঋষির দ্বারা পিতৃকার্য্য বিধিবৎ সম্পন্ন হইলে পর সেই ঋষি শূদ্রের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া যাইলেন এবং সেই শূদ্র ধর্মপথে অবস্থান করিতে লাগিল। ৩৩

তদনন্তর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তপস্যা করত সেই শূদ্র তপস্বী বনেই মৃত্যুবরণ করিল এবং সেই পুণ্যের প্রভাবে সে এক প্রখ্যাত রাজবংশে মহাতেজস্বী বালকরূপে উৎপন্ন হইল। ৩৪½

অজায়ত মহারাজবংশে স চ মহাদ্যুতিঃ।
তথৈব স ঋষিস্তাত কালধর্মমবাপ হ ॥ ৩৫
পুরোহিতকুলে বিপ্র আজাতো ভরতর্ষভ।
এবং তৌ তত্র সম্ভূতাবুভৌ শূদ্র-মুনী তদা ॥ ৩৬
ক্রমেণ বর্দ্ধিতৌ চাপি বিদ্যাসু কুশলাবুভৌ ॥ ৩৭
অথর্ববেদে বেদে চ বভূবর্ষিঃ সুনিষ্ঠিতঃ।
কল্পপ্রয়োগে চোৎপন্নে জ্যোতিষে চ পরং গতঃ ॥৩৮
সাংখ্যে চৈব পরা প্রীতিস্তস্য চৈবং ব্যবর্দ্ধত।
পিতর্য্যপরতে চাপি কৃতশৌচস্তু পার্থিব ॥ ৩৯
অভিষিক্তঃ প্রকৃতিভী রাজপুত্রঃ স পার্থিবঃ।
অভিষিক্তেন স ঋষিরভিষিক্তঃ পুরোহিতঃ ॥ ৪০
স তং পুরোধায় সুখমবসদ্ ভরতর্ষভ।
রাজ্যং শশাস ধর্ম্মেণ প্রজাশ্চ পরিপালয়ন্ ॥ ৪১
পুণ্যাহবাচনে নিত্যং ধর্মকার্য্যেষু চাসকৃৎ।
উৎস্ময়ন্ প্রাহসচ্চাপি দৃষ্ট্বা রাজা পুরোহিতম্ ॥ ৪২

এবং স বহুশো রাজন্ পুরোধসমুপাহসৎ।
লক্ষয়িত্বা পুরোধাস্তু বহুশস্তং নরাধিপম্ ॥ ৪৩
উৎস্ময়ন্তঞ্চ সততং দৃষ্ট্বাসৌ মন্যুমাবিশৎ।
অথ শূন্যে পুরোধাস্তু সহ রাজ্ঞা সমাগতঃ ॥ ৪৪
কথাভিরনুকূলাভী রাজানং চাভ্যরোচয়ৎ।
ততোঽব্রবীন্নরেন্দ্রং স পুরো'ধা ভরতর্ষভ ॥ ৪৫
বরমিচ্ছাম্যহং ত্বেকং ত্বয়া দত্তং মহাদ্যুতে ॥ ৪৬

রাজোবাচ।

বরাণাং তে শতং দদ্যাং কিং বতৈকং দ্বিজোত্তম।
স্নেহাচ্চ বহুমানাচ্চ নাস্ত্যদেয়ং হি মে তব ॥ ৪৭

পুরোহিত উবাচ।

একং বৈ বরমিচ্ছামি যদি তুষ্টোঽসি পার্থিব।
প্রতিজানীহি তাবৎ ত্বং সত্যং যদ্ বদ নানৃতম্ ॥ ৪৮

ভীষ্ম উবাচ।

বাঢ়মিত্যেব তং রাজা প্রত্যুবাচ যুধিষ্ঠির।
যদি জ্ঞাস্যামি বক্ষ্যামি অজানন্ ন তু সংবদে ॥ ৪৯

তাত! এইরূপ সেই ঋষিও কালধর্ম—মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! এই ঋষিও পরজন্মে সেই রাজবংশের পুরোহিতের কুলে জন্মগ্রহণ করিলেন। এইভাবে সেই শূদ্র ও এই মুনি উভয়েই সেখানে উৎপন্ন হইলেন, ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার বিদ্যায় নিপুণ হইলেন ॥ ৩৫-৩৭

সেই ঋষি বেদ ও অথর্ববেদের পরিনিষ্ঠিত বিদ্বান্ হইলেন। কল্পপ্রয়োগ ও জ্যোতিষশাস্ত্রেও পারদর্শী হইলেন। সাংখ্যশাস্ত্রেও তাঁহার অতিশয় অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৩৮½

ভূপাল! পিতা পরলোকবাসী হইলে শুদ্ধ হওয়ার পর মন্ত্রী ও প্রজাবর্গ মিলিত হইয়া সেই রাজকুমারকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৩৯½

রাজা অভিষিক্ত হওয়ার পরই সেই ঋষিকেও পুরোহিতের পদে অভিষেক করিয়া দিলেন ॥ ৪০

ভরতশ্রেষ্ঠ! ঋষিকে পুরোহিত করিয়া সেই রাজা সুখে বাস করিতে থাকিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে করিতে রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

যখন পুরোহিত প্রতিদিন পুণ্যাহবাচন করিতেন এবং নিরন্তর ধর্মকার্য্যে সংলগ্ন থাকিতেন, সেই সময় রাজা তাঁহাকে দেখিয়া কখনও ঈষৎ হাস্য করিতেন ও কখনও উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেন ॥ ৪২

রাজন্! এইভাবে রাজা অনেকবার পুরোহিতকে উপহাস করিলেন। পুরোহিত যখন অনেকবার ও নিরন্তর সেই রাজাকে তাঁহার দিকে হাস্য করিতে ও উপহাস করিতে দেখিলেন, তখন তাঁহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল ॥ ৪৩½

তদনন্তর একদিন পুরোহিত রাজার সহিত নির্জনে মিলিত হইলেন এবং তাঁহার মনের অনুকূল বহু কথা বলিয়া রাজাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪½

ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর পুরোহিত রাজাকে বলিলেন,—মহাতেজস্বী নরেশ! আমি আপনার প্রদত্ত একটি বর লাভ করিতে বাসনা করি ॥ ৪৫-৪৬

রাজা বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি আপনাকে শত বর দান করিতে পারি। একটি বরের কথা আর কি বলিবার আছে? আপনার প্রতি আমার যে স্নেহ ও বিশেষ সমাদর বুদ্ধি আছে, তাহার ফলে আপনাকে আমার কোন কিছুই অদেয় নাই ॥ ৪৭

পুরোহিত বলিলেন, পৃথ্বীনাথ! যদি আপনি প্রসন্ন হন, তবে আমি আপনার নিকট হইতে একটি বর আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। আপনি প্রথমে এই প্রতিজ্ঞা করুন যে, 'আমি বর দান করিব। এ বিষয়ে সত্য কথা বলুন, মিথ্যা কথা বলিবেন না ॥ ৪৮

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তখন রাজা এই উত্তর দিলেন

পুরোহিত উবাচ।

পুণ্যাহবাচনে নিত্যং ধর্মকৃত্যেষু চাসকৃৎ।
শান্তিহোমেষু চ সদা কিং ত্বং হসসি বীক্ষ্য মাম্‌ ॥ ৫০
সব্রীড়ং বৈ ভবতি হি মনো মে হসতা ত্বয়া।
কাময়া শাপিতো রাজন্‌ নান্যথা বক্তুমর্হসি ॥ ৫১
সুব্যক্তং কারণং হ্যত্র ন তে হাস্যমকারণম্‌।
কৌতূহলং মে সুভৃশং তত্ত্বেন কথয়স্ব মে ॥ ৫২

রাজোবাচ।

এবমুক্তে ত্বয়া বিপ্র যদবাচ্যং ভবেদপি।
অবশ্যমেব বক্তব্যং শৃণুষ্বৈকমনা দ্বিজ ॥ ৫৩
পূর্বদেহে যথা বৃত্তং তন্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
জাতিং স্মরাম্যহং ব্রহ্মন্নবধানেন মে শৃণু ॥ ৫৪

শূদ্রোঽহমভবং পূর্বং তাপসো ভৃশসংবৃতঃ।
ঋষিরুগ্রতপাস্ত্বঞ্চ তদাভূদ্‌ দ্বিজসত্তম ॥ ৫৫
প্রীয়তা হি তদা ব্রহ্মন্‌ মমানুগ্রহবুদ্ধিনা।
পিতৃকার্য্যে ত্বয়া পূর্বমুপদেশঃ কৃতোঽনঘ ॥ ৫৬
বৃস্যাং দর্ভেষু হব্যে চ কব্যে চ মুনিসত্তম।
এতেন কর্মদোষেণ পুরোধাস্ত্বমজায়থাঃ ॥ ৫৭
অহং রাজা চ বিপ্রেন্দ্র পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্‌।
মৎকৃতস্যোপদেশস্য ত্বয়াবাপ্তমিদং ফলম্‌ ॥ ৫৮
এতস্মাৎ কারণাদ্‌ ব্রহ্মন্‌ প্রহসে ত্বাং দ্বিজোত্তম।
ন ত্বাং পরিভবন্‌ ব্রহ্মন্‌ প্রহসামি গুরুর্ভবান্‌ ॥ ৫৯
বিপর্য্যয়েণ মে মন্যুস্তেন সন্তপ্যতে মনঃ।
জাতিং স্মরাম্যহং তুভ্যমতস্ত্বাং প্রহসামি বৈ ॥৬০

যে, আচ্ছা, তাহাই হইবে। যদি আমি উহা জানি, তবে, অবশ্যই বলিব এবং যদি না জানি, তবে কিছুই বলিব না ॥ ৪৯

পুরোহিত বলিলেন,—মহারাজ! প্রতিদিন পুণ্যাহবাচন করিবার সময়, বারংবার ধর্মকার্য্য করিবার সময় এবং শান্তি হোম করিবার সময় আপনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কেন হাস্য করেন? ৫০

আপনি হাস্য করিলে আমি যেন লজ্জিত হইয়া পড়ি। রাজন্‌! আমি শপথ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, অতএব আপনি স্বেচ্ছায় সত্য কথা বলুন। অন্য কথা বলিবেন না। ৫১

আপনার হাসিতে স্পষ্টই কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হইতেছে। আপনার হাসি বিনা কারণে হইতেই পারে না। ইহা জানিবার জন্য আমার মনে অতিশয় কৌতূহল হইতেছে, অতএব আপনি যথাযথভাবে এই সব কথা বলুন। ৫২

রাজা বলিলেন,—বিপ্রবর! আপনি এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলে পর যদি কোন কথা বলিবার যোগ্য নাও হয় তবে উহাও অবশ্যই এখন বলা উচিত। অতএব আপনি একমনে উহা শ্রবণ করুন। ৫৩

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যখন আমি পূর্ব্ব জন্মে শরীর ধারণ করিয়াছিলাম, সেই সময় যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। ব্রহ্মন্‌! আমার পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ হইতেছে। আপনি সাবধানে আমার কথা শ্রবণ করুন। ৫৪

বিপ্রবর! পূর্ব্ব জন্মে আমি শূদ্র ছিলাম। কিন্তু আমি অতিশয় তপস্বী হইয়াছিলাম। সেই সময় আপনি কঠোর তপস্যাকারী শ্রেষ্ঠ মহর্ষি ছিলেন। ৫৫

নিষ্পাপ ব্রহ্মন্‌! সেই সময় আপনি আমার উপর অত্যন্ত প্রীতিমান্‌ ছিলেন; অতএব আমার উপর অনুগ্রহ করিবার জন্য আপনি পিতৃকার্য্যে আমাকে প্রয়োজনীয় বিবিধ উপদেশ করিয়াছিলেন। ৫৬

মুনিশ্রেষ্ঠ! কুশাসন কিভাবে পাতিতে হইবে? কুশ কিরূপে বিছাইতে হইবে? হব্য ও কব্য কি প্রকারে সমর্পণ করিতে হইবে? এই সব বিষয়ই আপনি আমাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। এই কর্ম্মদোষেরই ফলে আপনাকে এই জন্মে পুরোহিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। ৫৭

বিপ্রেন্দ্র! কালের এই বিপরীত গতি অবলোকন করুন,— আমি শূদ্র হইতে রাজা হইয়াছি, আর আপনি আমাকেই উপদেশ করায় এরূপ ফল লাভ করিয়াছেন। ৫৮

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মন্‌! এই কারণেই আমি আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করিতেছিলাম। আপনাকে অনাদর করিবার জন্য আমি হাস্য করি নাই; কারণ, আপনি আমার গুরু। ৫৯

এই যে কালের বৈপরীত্য, ইহাতে আমার ক্ষোভ হইতেছে এবং আমার মন সন্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমি নিজের এবং আপনারও পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ করিতেছি; সেইজন্য আপনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া হাস্য করি। ৬০

এবং তবোগ্রং হি তপ উপদেশেন নাশিতম্।
পুরোহিতত্বমুৎসৃজ্য যতস্ব ত্বং পুনর্ভবে ॥ ৬১
ইতঃপ্রভৃত্যধমামন্যাং মা যোনিং প্রাপ্স্যসে দ্বিজ।
গৃহ্যতাং দ্রবিণং বিপ্র পূতাত্মা ভব সত্তম ॥ ৬২

ভীষ্ম উবাচ।

ততো বিসৃষ্টো রাজ্ঞা তু বিপ্রো দানান্যনেকশঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিত্তং ভূমিং গ্রামাংশ্চ সর্বশঃ ॥৬৩
কৃচ্ছ্রাণি চীর্ত্বা চ ততো যথোক্তানি দ্বিজোত্তমৈঃ।
তীর্থানি চাপি গত্বা বৈ দানানি বিবিধানি চ ॥ ৬৪
দত্ত্বা গাশ্চৈব বিপ্রেভ্যঃ পূতাত্মাভবদাত্মবান্।
তমেব চাশ্রমং গত্বা চচার বিপুলং তপঃ ॥ ৬৫
ততঃ সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তো ব্রাহ্মণো রাজসত্তম।
সম্মতশ্চাভবৎ তেষামাশ্রমে তন্নিবাসিনাম্ ॥ ৬৬
এবং প্রাপ্তো মহৎকৃচ্ছ্রমৃষিঃ স নৃপসত্তম
ব্রাহ্মণেন ন বক্তব্যং তস্মাদ্ বর্ণাবরে জনে ॥ ৬৭
(বর্জয়েদুপদেশঞ্চ সদৈব ব্রাহ্মণো নৃপ।
উপদেশং হি কুর্বাণো দ্বিজঃ কৃচ্ছ্রমবাপ্নুয়াৎ ॥
নৈষিতব্যং সদা বাচা দ্বিজেন নৃপসত্তম।
ন চ প্রবক্তব্যমিহ কিঞ্চিদ্ বর্ণাবরে জনে ॥)
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
এতেষু কথয়ন্ রাজন্ ব্রাহ্মণো ন প্রদুষ্যতি ॥ ৬৮
তস্মাৎ সদ্ভির্ন বক্তব্যং কস্যচিৎ কিঞ্চিদগ্রতঃ।
সূক্ষ্মা গতির্হি ধর্মস্য দুর্জ্ঞেয়া হ্যকৃতাত্মভিঃ ॥ ৬৯
তস্মান্মৌনেন মুনয়ো দীক্ষাং কুর্বন্তি চাদৃতাঃ।
দুরুক্তস্য ভয়াদ্ রাজন্ নাভাষন্তে চ কিঞ্চন ॥ ৭০
ধার্মিকা গুণসম্পন্নাঃ সত্যার্জবসমন্বিতাঃ।
দুরুক্তবাচাভিহিতৈঃ প্রাপ্নুবন্তীহ দুষ্কৃতম্ ॥ ৭১

আপনার উগ্র তপস্যা ছিল, কিন্তু আমাকে উপদেশ দেওয়ায় আপনার সেই তপস্যা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব আপনি পৌরহিত্য ত্যাগ করিয়া সংসার-সাগর পার হইবার জন্য পুনরায় চেষ্টা আরম্ভ করুন। ৬১

ব্রহ্মন্! সাধুশ্রেষ্ঠ! এরূপ যেন আর না হয় যে, আপনি ইহা হইতেও কোন নীচ যোনিতে যাইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বিপ্রবর! অতএব আপনার যত ইচ্ছা ধন গ্রহণ করুন এবং নিজের অন্তঃকরণকে পবিত্র করিবার জন্য প্রবৃত্ত হউন ॥ ৬২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তদনন্তর রাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুরোহিত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে অনেক প্রকার দান করিলেন। ধন, ভূমি ও গ্রামও দান করিলেন ॥ ৬৩

সেই সময় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা কথিত বাক্যানুসারে অনেক প্রকার কৃচ্ছ্রব্রত পালন করিলেন এবং বহুতীর্থে যাইয়াও নানাপ্রকারের বস্তু দান করিলেন ॥ ৬৪

ব্রাহ্মণগণকে গো-দান করত পবিত্রাত্মা হইয়া সেই মনস্বী ব্রাহ্মণ সেই আশ্রমে যাইয়া অতিশয় কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫

নৃপশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর পরম সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ সেই আশ্রমে অবস্থিত সমস্ত সাধকগণের পক্ষে মাননীয় হইয়া উঠিলেন ॥ ৬৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! এইভাবে সেই ঋষি শূদ্রকে উপদেশ দান করিলে পর অতিশয় কষ্টে পতিত হইলেন; সেইজন্য ব্রাহ্মণের কর্তব্য হইল, তিনি নীচবর্ণের মানুষকে কোন উপদেশ করিবেন না ॥ ৬৭

(হে নৃপ! ব্রাহ্মণের কর্তব্য তিনি কখনও শূদ্রকে উপদেশ দান করিবেন না; কারণ উপদেশকারী ব্রাহ্মণ স্বয়ংই সঙ্কটে পতিত হন।

নৃপশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ কখনও নিজের বাক্যের দ্বারা কাহাকেও কেবল উপদেশ দিবার ইচ্ছা করিবেন না। যদি কাহাকেও উপদেশ দেন, তবে কোন নীচবর্ণের মানুষকে উপদেশ করিবেন না।)

রাজন্! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি বলা হয়। ইঁহাদিগকে কোন উপদেশ করিলে পর ব্রাহ্মণ দোষভাগী হন না ॥ ৬৮

সেইজন্য সৎপুরুষগণের কখনও কাহারও সম্মুখে উপদেশ দেওয়া উচিত নয়; কারণ, ধর্মের গতি সূক্ষ্ম। যাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও বশীভূত নয়, তাহাদের পক্ষে ধর্মের গতি বুঝা অতিশয় কঠিন বিষয় ॥ ৬৯

রাজন্! সেইজন্য ঋষি-মুনিগণ মৌনভাবেই সমাদরের সহিত দীক্ষা দিয়া থাকেন। কোন অনুচিত কথা যাহাতে মুখ হইতে নির্গত হইয়া না পড়ে, সেই ভয়ে তাঁহারা কোনও কথা বলেন না। ৭০

ধার্মিক, গুণবান্ ও সত্য-সরলতাদি গুণসমূহে সম্পন্ন পুরুষগণও

উপদেশো ন কর্তব্যঃ কদাচিদপি কস্যচিৎ।
উপদেশাদ্ধি তৎ পাপং ব্রাহ্মণঃ সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭২

বিমৃশ্য তস্মাৎ প্রাজ্ঞেন বক্তব্যং ধর্মমিচ্ছতা।
সত্যানৃতেন হি কৃত উপদেশো হিনস্তি হি ॥ ৭৩

বক্তব্যমিহ পৃষ্টেন বিনিশ্চিত্য বিনিশ্চয়ম্।
স চোপদেশঃ কর্তব্যো যেন ধর্মমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৪

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতমুপদেশকৃতে ময়া।
মহান্ ক্লেশো হি ভবতি তস্মান্নোপদিশেদিহ ॥ ৭৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি শূদ্রমুনিসংবাদে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

শাস্ত্রবিরুদ্ধ অনুচিত কথা বলার ফলে এ জগতে দুষ্কর্মভাগী হইয়া থাকেন ॥ ৭১

ব্রাহ্মণের কর্তব্য হইল—তিনি কখনও কাহাকেও কিছু উপদেশ করিবেন না; কারণ, উপদেশ করিলে পর তিনি শিষ্যের পাপ স্বয়ং গ্রহণ করেন ॥ ৭২

অতএব ধর্মাভিলাষী বিদ্বান্ পুরুষের কর্তব্য হইল—তিনি নানাভাবে বিচার করিয়া উপদেশ করিবেন; কারণ, সত্য মিথ্যা মিশ্রিত বাক্যের দ্বারা কৃত উপদেশ হানিকারক হয় ॥ ৭৩

এ সংসারে কাহারও দ্বারা কিছু জিজ্ঞাসিত হইলে পর নানাভাবে চিন্তা করিয়া শাস্ত্রের যাহা সিদ্ধান্ত, তাহাই বলিতে হইবে এবং সেরূপ উপদেশই করিতে হইবে, যাহাতে ধর্মলাভ হয় ॥ ৭৪

উপদেশ সম্বন্ধে আমি এই সব কথা তোমাকে বলিলাম। অনধিকারীকে উপদেশ দান করিলে পর মহান্ ক্লেশ প্রাপ্তি হয়, সেইজন্য এ জগতে কাহাকেও উপদেশ করিবে না ॥ ৭৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে শূদ্র ও মুনির সংবাদবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

[লক্ষ্ম্যা বাসযোগ্যাযোগ্য-পুরুষ-স্ত্রী-স্থানানাং বর্ণনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কীদৃশে পুরুষে তাত স্ত্রীষু বা ভরতর্ষভ।
শ্রীঃ পদ্মা বসতে নিত্যং তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি যথাবৃত্তং যথাশ্রুতম্।
রুক্মিণী দেবকীপুত্রসন্নিধৌ পর্যপৃচ্ছত ॥ ২

নারায়ণস্যাঙ্কগতাং জ্বলন্তীং
দৃষ্ট্বা শ্রিয়ং পদ্মসমানবর্ণাম্।
কৌতূহলাদ্ বিস্মিতচারুনেত্রা
পপ্রচ্ছ মাতা মকরধ্বজস্য ॥ ৩

কানীহ ভূতান্যুপসেবসে ত্বং
সন্তিষ্ঠসে কানিব সেবসে ত্বম্।
তানি ত্রিলোকেশ্বরভূতকান্তে
তত্ত্বেন মে ব্রূহি মহর্ষিকন্যে ॥ ৪

একাদশ অধ্যায়।

[লক্ষ্মীর বাসযোগ্য ও অযোগ্য পুরুষ, স্ত্রী ও স্থানসকলের বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তাত! ভরতশ্রেষ্ঠ! কিরূপ পুরুষ ও স্ত্রীগণের মধ্যে লক্ষ্মী নিত্য নিবাস করেন? পিতামহ! ইহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এ বিষয়ে আমি যে যথার্থ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, তদনুসারে আমি তোমাকে এই কথা বলিব। দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে রুক্মিণীদেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎ সমস্তই তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ২

ভগবান্ নারায়ণের ক্রোড়ে উপবিষ্টা পদ্মতুল্য কান্তিবিশিষ্টা লক্ষ্মীদেবীকে নিজের প্রভায় উদ্ভাসিতা হইতে দেখিয়া যাঁহার মনোহর নেত্র আশ্চর্যে উল্লসিতা হইয়াছিল, সেই প্রদ্যুম্নের মাতা রুক্মিণীদেবী কৌতূহলবশতঃ লক্ষ্মীদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩

মহর্ষি ভৃগুর কন্যা ও ত্রিলোকীনাথ ভগবান্ নারায়ণের প্রিয়তমা দেবি! তুমি এ জগতে কোন প্রাণিগণের উপর করুণা করিয়া তাহাদের গৃহে অবস্থান কর? কোথায় বাস কর এবং কাহাদের তুমি সেবা কর? এ সবই তুমি আমাকে যথাযথভাবে বল ॥ ৪

এবং তদা শ্রীরভিভাষমাণা
দেব্যা সমক্ষং গরুড়ধ্বজস্য।
উবাচ বাক্যং মধুরাভিধানং
মনোহরং চন্দ্রমুখী প্রসন্না ॥ ৫

শ্রীরুবাচ।

বসামি নিত্যং সুভগে প্রগল্‌ভে
দক্ষে নরে কর্মণি বর্তমানে।
অক্রোধনে দেবপরে কৃতজ্ঞে
জিতেন্দ্রিয়ে নিত্যমুদীর্ণসত্ত্বে ॥ ৬
নাকর্মশীলে পুরুষে বসামি
ন নাস্তিকে সাঙ্করিকে কৃতঘ্নে।
ন ভিন্নবৃত্তে ন নৃশংসবর্ণে
ন চাপি চৌরে ন গুরুষসূয়ে ॥ ৭
যে চাল্পতেজোবলসত্ত্বমানাঃ
ক্লিশ্যন্তি কুপ্যন্তি চ যত্র তত্র।
ন চৈব তিষ্ঠামি তথাবিধেষু
নরেষু সংগুপ্তমনোরথেষু ॥ ৮
যশ্চাত্মনি প্রার্থয়তে ন কিঞ্চিদ্
যশ্চ স্বভাবোপহতান্তরাত্মা।
তেষল্পসন্তোষপরেষু নিত্যং
নরেষু নাহং নিবসামি সম্যক্ ॥ ৯
স্বধর্মশীলেষু চ ধর্মবিৎসু
বৃদ্ধোপসেবানিরতে চ দান্তে।
কৃতাত্মনি ক্ষান্তিপরে সমর্থে
ক্ষান্তাসু দান্তাসু তথাবলাসু ॥ ১০
সত্যস্বভাবার্জবসংযুতাসু
বসামি দেবদ্বিজপূজিকাসু।
(অবন্ধ্যকালেষু সদা দানশৌচরতেষু চ।
ব্রহ্মচর্য্যতপোজ্ঞানগোদ্বিজাতিপ্রিয়েষু চ ॥
বসামি স্ত্রীষু কান্তাসু দেবদ্বিজপরাসু চ।
বিশুদ্ধগৃহভাণ্ডাসু গোধান্যাভিরতাসু চ ॥)
প্রকীর্ণভাণ্ডামনবেক্ষ্যকারিণীং
সদা চ ভর্তুঃ প্রতিকূলবাদিনীম্ ॥ ১১

রুক্মিণীদেবী এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর চন্দ্রমুখী লক্ষ্মীদেবী প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে মধুর ভাষায় এই কথা বলিলেন ॥ ৫

লক্ষ্মীদেবী বলিলেন,—দেবি! আমি প্রতিদিন এরূপ পুরুষের মধ্যে বাস করি, যে সৌভাগ্যশালী, নির্ভীক, কার্য্যকুশল, কর্ম্মপরায়ণ, ক্রোধহীন, দেবারাধনতৎপর, কৃতজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় ও বর্দ্ধিত সত্ত্বগুণে যুক্ত ॥ ৬

যে পুরুষ অকর্ম্মণ্য, নাস্তিক, বর্ণসঙ্কর, কৃতঘ্ন, দুরাচারী, ক্রূর, চোর ও গুরুজনগণের দোষদর্শী, সেরূপ পুরুষের মধ্যে আমি বাস করি না ॥ ৭

যাহার মধ্যে তেজ, বল, সত্ত্ব ও গৌরবের মাত্রা অতি অল্প আছে, যে ব্যক্তি যখন তখন ক্লিষ্ট হয় ও ক্রুদ্ধ হয়, যে ব্যক্তি মনের মধ্যে এক ভাব পোষণ করে এবং বাহিরে অন্য ভাব দেখায়, এরূপ মানুষের মধ্যেও আমি বাস করি না ॥ ৮

যে ব্যক্তি নিজের জন্য কিছুই কামনা করে না, যাহার অন্তঃকরণ মূঢ়তায় আচ্ছন্ন, যে ব্যক্তি অল্পেতেই সন্তুষ্ট হয়, এরূপ মানুষের মধ্যে আমি ভালভাবে নিত্য বাস করি না ॥ ৯

যে সব ব্যক্তি স্বভাবতঃ ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মজ্ঞ, বৃদ্ধ পুরুষগণের সেবায় তৎপর, জিতেন্দ্রিয় মনকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ, ক্ষমাশীল ও সামর্থ্যশালী, এরূপ পুরুষগণের মধ্যে এবং ক্ষমাশীলা ও জিতেন্দ্রিয়া রমণীগণের মধ্যেও আমি নিত্য নিবাস করি। যে সকল স্ত্রী স্বভাবতঃ সত্যবাদিনী ও সরলস্বভাবা, যাহারা দেবতা এবং দ্বিজগণের পূজা করে, তাহাদের মধ্যেও আমি বাস করি ॥ ১০½

(যাহারা নিজেদের সময়কে কখনও বৃথা অতিবাহিত করে না, সর্ব্বদা দান ও শৌচাচারে তৎপর থাকে, যাহাদের ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, জ্ঞান, গো ও দ্বিজগণ পরম প্রিয়, এরূপ পুরুষদিগের মধ্যে আমি নিবাস করি।

যে সব স্ত্রী কমনীয় গুণসমূহে যুক্ত, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের সেবায় তৎপর, গৃহের পাত্র ও স্থানাদি সর্ব্বদা শুদ্ধ ও পরিষ্কার থাকে, গো-সকলের সেবা এবং ধান্যাদির সংগ্রহে তৎপর থাকে, তাহাদের মধ্যেও আমি সদা বাস করি।)

যে স্ত্রী গৃহের পাত্রাদি (বাসন-পত্র) সুসজ্জিত করিয়া না রাখিয়া এদিক্ ওদিকে ছড়াইয়া রাখে, বিচার-বিবেচনা করিয়া কোন কার্য্য করে না, সদা নিজের পতির প্রতিকূল কথা বলে, অপরের গৃহে পরিভ্রমণ করিতে (বেড়াইতে) ভালবাসে এবং

পরস্য বেশ্মাভিরতামলজ্জা-
মেবংবিধাং তাং পরিবর্জয়ামি।
পাপামচোক্ষামবলেহিনীঞ্চ
ব্যপেতধৈর্য্যাং কলহপ্রিয়াঞ্চ॥১২
নিদ্রাভিভূতাং সততং শয়ানা-
মেবংবিধাং তাং পরিবর্জয়ামি।
সত্যাসু নিত্যং প্রিয়দর্শনাসু
সৌভাগ্যযুক্তাসু গুণান্বিতাসু। ১৩
বসামি নারীষু পতিব্রতাসু
কল্যাণশীলাসু বিভূষিতাসু।
যানেষু কন্যাসু বিভূষণেষু
যজ্ঞেষু মেঘেষু চ বৃষ্টিমৎসু। ১৪
বসামি ফুল্লাসু চ পদ্মিণীষু
নক্ষত্রবীথিষু চ শারদীষু।
গজেষু গোষ্ঠেষু তথাঽঽসনেষু
সরঃসু ফুল্লোৎপলপঙ্কজেষু॥ ১৫
নদীষু হংসস্বননাদিতাসু
ক্রৌঞ্চাবঘুষ্টস্বরশোভিতাসু
বিকীর্ণকূলদ্রুমরাজিতাসু
তপস্বিসিদ্ধদ্বিজসেবিতাসু॥ ১৬
বসামি নিত্যং সবহূদকাসু
সিংহৈর্গজৈশ্চাকুলিতোদকাসু।
মত্তে গজে গোবৃষভে নরেন্দ্রে
সিংহাসনে সৎপুরুষেষু নিত্যম্॥ ১৭
যস্মিন্ জনো হব্যভুজং জুহোতি
গোব্রাহ্মণং চার্চতি দেবতাশ্চ।
কালে চ পুষ্পৈর্বলয়ঃ ক্রিয়ন্তে
তস্মিন্ গৃহে নিত্যমুপৈমি বাসম্। ১৮
স্বাধ্যায়নিত্যেষু সদা দ্বিজেষু
ক্ষত্রে চ ধর্মাভিরতে সদৈব।
বৈশ্যে চ কৃষ্যাভিরতে বসামি
শূদ্রে চ শুশ্রূষণনিত্যযুক্তে॥ ১৯
নারায়ণে ত্বেকমনা বসামি
সর্বেণ ভাবেন শরীরভূতা।
তস্মিন্ হি ধর্মঃ সুমহান্ নিবিষ্টো
ব্রহ্মণ্যতা চাত্র তথা প্রিয়ত্বম্॥ ২০

সর্বতোভাবে লজ্জাকে ত্যাগ করিয়া দিয়াছে, আমি সেই স্ত্রীকেও পরিত্যাগ করি। ১১½

যে স্ত্রী নির্দয়তাপূর্বক পাপাচারে রত থাকে, অপবিত্রা, অবলেহনী, ধৈর্য্যহীনা, কলহপ্রিয়া, নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া সর্বদা শয়ন করিয়া থাকে, এরূপ নারীকে আমি সর্বদা বর্জন করি। ১২½

যে সব স্ত্রী সত্যবাদিনী, নিজেদের সৌম্য বেশভূষার জন্য দেখিতে সকলেরই প্রিয়, সৌভাগ্যশালিনী, সদ্গুণবতী, পতিব্রতা ও কল্যাণময় আচার-বিচারপরায়ণা এবং সর্বদা বস্ত্রাভরণে বিভূষিতা থাকে, এরূপ স্ত্রীগণের মধ্যে আমি সতত বাস করি।১৩½

সুন্দর যানসমূহে, কুমারী কন্যাগণে, আভরণসকলে, সমস্ত যজ্ঞে, বর্ষণকারী মেঘমণ্ডলে, বিকশিত পদ্মপুষ্পসমূহে, শরদ্ ঋতুর নক্ষত্রমালায়, হস্তিগণে, গোষ্ঠসকলে, সুন্দর আসনসমূহে এবং বিকসিত বহু উৎপল ও পদ্মে সুশোভিত সরোবরে আমি সর্বদা বাস করি। ১৪-১৫

যেখানে হাসির মধুর ধ্বনি উত্থিত হয়, ক্রৌঞ্চ পক্ষীর কলরব শোভা বর্ধন করে, যাহারা নিজেদের তীরে বিস্তৃত বৃক্ষরাজিতে সুশোভিত, যাহার তীরে তপস্বী, সিদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণ বাস করেন, যাহারা অগাধ জলে পরিপূর্ণ থাকে এবং সিংহ ও হস্তিরা যাহাদের জলে অবগাহন করে, এরূপ নদীসমূহে আমি সর্বদা বাস করি।১৬½

মদমত্ত হস্তী, বৃষভ, রাজা, সিংহাসন ও সৎপুরুষগণের মধ্যে আমার নিত্য নিবাস। যে গৃহে মানুষ নিত্য অগ্নিতে আহুতি দান করে, গো, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করে এবং সময়ে সময়ে যেখানে পুষ্পসকলের দ্বারা দেবগণকে উপহার সমর্পণ করা হয়, সেই গৃহে আমি নিত্য বাস করি। ১৭-১৮

সর্বদা বেদের স্বাধ্যায়ে নিরত ব্রাহ্মণগণ, স্বধর্মপরায়ণ সকল ক্ষত্রিয়, কৃষিকর্মে নিরত বৈশ্যগণ এবং নিত্য সেবাপরায়ণ শূদ্রদিগের মধ্যে আমি সতত বাস করি। ১৯

আমি মূর্তিমতী ও অনন্যচিত্তা হইয়া ভগবান্ নারায়ণে সর্বতোভাবে বাস করি; কারণ, তাঁহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম সন্নিহিত আছে। তাঁহার ব্রাহ্মণগণের প্রতি প্রেম আছে এবং সর্বপ্রিয় হইবার গুণও তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান আছে। ২০

নাহং শরীরেণ বসামি দেবি
নৈবং ময়া শক্যমিহাভিধাতুম্।
ভাবেন যস্মিন্ নিবসামি পুংসি
স বর্দ্ধতে ধর্মযশোঽর্থকামৈঃ ॥ ২১

দেবি! আমি নারায়ণ ব্যতীত অন্যত্র সশরীরে বাস করি না। আমি এখন এরূপ কথা বলিতে পারি না যে, আমি সর্ব্বত্র এইরূপেই বাস করি। আমি যে পুরুষের মধ্যে ভাবনার দ্বারা বাস করি, সে ধর্ম্ম, যশ, ধন ও কামসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বদা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ২১

ইতি মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি শ্রীরুক্মিণীসংবাদে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে লক্ষ্মী ও রুক্মিণীর সংবাদবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[কৃতঘ্নস্য গতেঃ প্রায়শ্চিত্তস্য চ বর্ণনম্, স্ত্রী-পুরুষয়োঃ সমাগমে স্ত্রিয়া এবাধিকং সুখলাভো ভবতীতি বিষয়মধিকৃত্য ভঙ্গাশ্বনস্যোপাখ্যানকথনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

প্রায়শ্চিত্তং কৃতঘ্নানাং প্রভিব্রূহি পিতামহ।
মাতাপিতৄন্ গুরূংশ্চৈব যেঽবমন্যন্তি মোহিতাঃ ॥ ১
যে চাপ্যন্যে পরে তাত কৃতঘ্না নিরপত্রপাঃ।
তেষাং গতিং মহাবাহো শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

কৃতঘ্নানাং গতিস্তাত নরকে শাশ্বতীঃ সমাঃ।
মাতাপিতৃগুরূণাঞ্চ যে ন তিষ্ঠন্তি শাসনে ॥ ৩
কৃমিকীটপিপীলেষু জায়ন্তে স্থাবরেষু চ।
দুর্লভো হি পুনস্তেষাং মানুষ্যে পুনরুদ্ভবঃ ॥ ৪

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
বৎসনাভো মহাপ্রাজ্ঞো মহর্ষিঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ৫
বল্মীকভূতো ব্রহ্মর্ষিস্তপ্যতে সুমহত্তপঃ।
তস্মিংশ্চ তপ্যতি ততো বাসবো ভরতর্ষভ ॥ ৬
ববর্ষ সুমহদ্ বর্ষং সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুমান্।
তত্র সপ্তাহবর্ষং তু মুমুচে পাকশাসনঃ ॥ ৭

দ্বাদশ অধ্যায়।

[কৃতঘ্নের গতি ও প্রায়শ্চিত্তের বর্ণন এবং স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে স্ত্রীরই অধিক সুখলাভ সম্বন্ধে ভঙ্গাশ্বনের উপাখ্যান কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যে সব ব্যক্তি মোহবশতঃ মাতা, পিতা ও গুরুজনগণের অপমান করে, সেই সমস্ত কৃতঘ্নের কি প্রায়শ্চিত্ত? ইহা আমাকে বলুন। ১

তাত! মহাবাহো! অন্য যে সব নির্লজ্জ ও কৃতঘ্ন আছে, তাহাদের কিরূপ গতি হইয়া থাকে? এই সব আমি যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—তাত কৃতঘ্নদের একটি মাত্র গতি যে, তাহারা চিরকালের জন্য নরকে পতিত থাকে। যাহারা মাতা-পিতা ও গুরুজনগণের শাসনাধীনে থাকে না, তাহারা কৃমি, কীট, পিপীলিকা ও বৃক্ষাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। মনুষ্য-যোনিতে জন্মলাভ তাহাদের পক্ষে দুর্লভ হইয়া যায়। ৩-৪

এ বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। পুরাকালে বৎসনাভ নামে এক পরম বুদ্ধিমান্ মহর্ষি কঠোর ব্রতপালনে নিরত ছিলেন। তাঁহার শরীরে বল্মীকগণ বাস নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেইজন্য এই ব্রহ্মর্ষি বল্মীকস্বরূপ হইয়া গিয়াছিলেন এবং সেই অবস্থাতেই কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। ৫½

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহার তপস্যা করিবার সময় ইন্দ্র বিদ্যুতের সহিত মেঘের গভীর গর্জনসহকারে প্রচণ্ড বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ৬½

পাকশাসন ইন্দ্র যথাক্রমে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেখানে জল বর্ষণ করিলেন সেই ব্রাহ্মণ বৎসনাভ নয়ন নিমীলিত করিয়া নীরবে সেই বর্ষার আঘাত সহ্য করিতে লাগিলেন। ৭½

নিমীলিতাক্ষস্তবর্ষং প্রত্যগৃহ্ণীত বৈদ্বিজঃ।
তস্মিন্ পততি বর্ষে তু শীতবাতসমন্বিতে।
বিশীর্ণধ্বস্তশিখরো বল্মীকোঽশনিতাড়িতঃ ॥৮
তাড্যমানে ততস্তস্মিন্ বৎসনাভে মহাত্মনি।
কারুণ্যাৎ তস্য ধর্মঃ স্বমানৃশংস্যমথাকরোৎ ॥ ৯
চিন্তয়ানস্য ব্রহ্মর্ষিং তপস্তমধিধার্মিকম্।
অনুরূপা মতিঃ ক্ষিপ্রমুপজাতা স্বভাবজা ॥ ১০
স্বং রূপং মাহিষং কৃত্বা সুমহান্তং মনোহরম্।
ত্রাণার্থং বৎসনাভস্য চতুষ্পাঽপরি স্থিতঃ ॥ ১১
যদা ত্বপগতং বর্ষং শীতবাতসমন্বিতম্।
ততো মহিষরূপী স ধর্মো ধর্মভৃতাং বর ॥১১
শনৈর্বল্মীকমুৎসৃজ্য প্রাদ্রবদ্ ভরতর্ষভ।
স্থিতেঽস্মিন্ বৃষ্টিসম্পাতে রক্ষিতঃ স মহাতপাঃ ॥ ১৩
দিশঃ সুবিপুলাস্তত্র গিরীণাং শিখরাণি চ ॥
দৃষ্ট্বা চ পৃথিবীং সর্বাং সলিলেন পরিপ্লুতাম্। ১৪

শীত ও বায়ুর সহিত সেই বর্ষা হইতে থাকিলে বজ্রের আঘাতে সেই বল্মীকের শিখর বিদীর্ণ হইয়া যাইল। ৮

সেই মহাত্মা বৎসনাভের উপর তখন বর্ষার আঘাত পড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ধর্মের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। ইহাতে তিনি বৎসনাভের প্রতি নিজের সহজ দয়া প্রকাশিত করিলেন। ৯

তপোনিরত সেই ধার্মিক ব্রহ্মর্ষির চিন্তা করিতে করিতে ধর্মের হৃদয়ে শীঘ্রই স্বাভাবিক সুবুদ্ধির উদয় হইল, যাহা তাঁহার অনুরূপ ছিল। ১০

তিনি বিশাল ও মনোহর মহিষের ন্যায় নিজের স্বরূপ নির্মাণ করিয়া বৎসনাভকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার চারিদিকে নিজের চার পদ স্থির করিয়া তাঁহার উপর দণ্ডায়মান হইলেন। ১১

ধর্মাত্মাগণের শ্রেষ্ঠ ভরতভূষণ যুধিষ্ঠির! যখন শীতল বায়ুযুক্ত সেই বর্ষা বন্ধ হইয়া যাইল, তখন সেই মহিষরূপ ধারণকারী ধর্ম ধীরে ধীরে সেই বল্মীক ত্যাগ করিয়া সেস্থান হইতে দূরে সরিয়া যাইলেন। সেই মুসলধার বর্ষায় মহিষরূপধারী ধর্ম দণ্ডায়মান হইলে পর মহাতপস্বী বৎসনাভ রক্ষিত হইলেন ॥ ১২-১৩

তদনন্তর সেস্থানে সবিস্তৃত দিকসমূহ, পর্বতসকলের শিখর-শ্রেণী, জলে নিমগ্না সম্পূর্ণা পৃথিবী ও জলাশয়সমূহকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ বৎসনাভ অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ১৪১/২

জলাশয়ান্ স তান্ দৃষ্ট্বা বিপ্রঃ প্রমুদিতোঽভবৎ ॥
অচিন্তয়দ্ বিস্মিতশ্চ বর্ষাৎ কেনাভিরক্ষিতঃ।
ততোঽপশ্যৎ তং মহিষমবস্থিতমদূরতঃ ॥১৫
তির্য্যগ্‌যোনাবপি কথং দৃশ্যতে ধর্মবৎসলঃ।
অহো নু ভদ্রং মহিষঃ শিলাপট্ট ইব স্থিতঃ ॥ ১৬
পীবরশ্চৈব স্থূলশ্চ বহুমাংসো ভবেদয়ম্ ॥
তস্য বুদ্ধিরিয়ং জাতা ধর্মসংসক্তিজা মুনেঃ।
কৃতঘ্না নরকং যান্তি যে তু বিশ্বাসঘাতিনঃ ॥ ১৭
নিষ্কৃতিং নৈব পশ্যামি কৃতঘ্নানাং কথঞ্চন।
ঋতে প্রাণপরিত্যাগং ধর্মজ্ঞানাং বচো যথা ॥ ১৮
অকৃত্বা ভরণং পিত্রোরদত্ত্বা গুরুদক্ষিণাম্।
কৃতঘ্নতাঞ্চ সম্প্রাপ্য মরণান্তা চ নিষ্কৃতিঃ ॥ ১৯
আকাঙ্ক্ষায়ামুপেক্ষায়াং চোপপাতকমুত্তমম্।
তস্মাৎ প্রাণান্ পরিত্যক্ষ্যে প্রায়শ্চিত্তার্থমিত্যুত ॥ ২০

তারপর তিনি বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই বর্ষা হইতে আমাকে কে রক্ষা করিলেন। এই সময়েই নিকটে দণ্ডায়মান সেই মহিষের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। ১৫

অহো! পশু-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও ইহাকে কিরূপ ধর্মবৎসল দেখা যাইতেছে? নিশ্চয়ই এই মহিষ আমার উপর শিলাপট্টের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য আমার মঙ্গল হইয়াছে। এই মহিষ অত্যন্ত স্থূল (মোটা) ও অতিশয় মাংসল। ১৬

তদনন্তর ধর্মে অনুরাগবশতঃ মুনির হৃদয়ে এই বুদ্ধি উৎপন্ন হইল যে, যে সব ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতী ও কৃতঘ্ন, তাহারা নরকে পতিত হয়। ১৭

আমি প্রাণ ত্যাগ করা ব্যতীত কৃতঘ্নদের উদ্ধারের অন্য কোন উপায় কোনরূপেই দেখিতে পাইতেছি না। ধর্মজ্ঞ পুরুষগণের উপদেশ বাক্যও এইরূপই। ১৮

মাতা-পিতার ভরণ-পোষণ না করিয়া এবং গুরু দক্ষিণা না দিয়া আমি এই কৃতঘ্নভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। এই কৃতঘ্নতার প্রায়শ্চিত্ত হইল স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করা। ১৯

নিজের কুতঘ্ন জীবনের আকাঙ্ক্ষা করিয়া ও প্রায়শ্চিত্ত উপেক্ষা করিয়াও গুরুতর উপপাতক বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অতএব আমি প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিব। ২০

স মেরুশিখরং গত্বা নিঃসঙ্গেনান্তরাত্মনা।
প্রায়শ্চিত্তং কর্তুকামঃ শরীরং ত্যক্তুমুদ্যতঃ॥
নিগৃহীতশ্চ ধর্মাত্মা হস্তে ধর্মেণ ধর্মবিৎ॥ ২১

ধর্ম উবাচ।

বৎসনাভ মহাপ্রাজ্ঞ বহুবর্ষশতায়ুষঃ।
পরিতুষ্টোঽস্মি ত্যাগেন নিঃসঙ্গেন তথাঽঽত্মনঃ॥ ২২
এবং ধর্মভৃতঃ সর্বে বিমৃশন্তি তথা কৃতম্।
ন স কশ্চিদ্ বৎসনাভ যস্য নাপহৃতং মনঃ॥ ২৩
যশ্চানবদ্যশ্চরতি শক্তো ধর্মং তু সর্বশঃ।
নিবর্তস্ব মহাপ্রাজ্ঞ ভূতাত্মা হ্যসি শাশ্বতঃ॥ ২৪)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স্ত্রী-পুংসয়োঃ সম্প্রয়োগে স্পর্শঃ কস্যাধিকো ভবেৎ।
এতস্মিন্ সংশয়ে রাজন্ যথাবদ্ বক্তুমর্হসি॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
ভঙ্গাস্বনেন শক্রস্য যথা বৈরমভূৎ পুরা॥ ২
পুরা ভঙ্গাস্বনো নাম রাজর্ষিরতিধার্মিকঃ।
অপুত্রঃ পুরুষব্যাঘ্র পুত্রার্থং যজ্ঞমাহরৎ॥ ৩
অগ্নিষ্টুতং স রাজর্ষিরিন্দ্রদ্বিষ্টং মহাবলঃ।
প্রায়শ্চিত্তেষু মর্ত্যানাং পুত্রকামেষু চেষ্যতে॥ ৪
ইন্দ্রো জ্ঞাত্বা তু তং যজ্ঞং মহাভাগঃ সুরেশ্বরঃ।
অন্তরং তস্য রাজর্ষেরন্বিচ্ছন্নিয়তাত্মনঃ॥ ৫
ন চৈবাস্যান্তরং রাজন্ স দদর্শ মহাত্মনঃ।
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য মৃগয়াং গতবান্ নৃপঃ॥ ৬
ইদমন্তরমিত্যেব শক্রো নৃপমমোহয়ৎ।
একাশ্বেন চ রাজর্ষির্ভ্রান্ত ইন্দ্রেণ মোহিতঃ॥ ৭
ন দিশোঽবিন্দত নৃপঃ ক্ষুৎপিপাসার্দিতস্তদা।
ইতশ্চেতশ্চ বৈ রাজন্ শ্রমতৃষ্ণার্দিতো নৃপ॥৮
সরোঽপশ্যৎ সুরুচিরং পূর্ণং পরমবারিণা।
সোঽবগাহ্য সরস্তাত পায়য়ামাস বাজিনম্॥ ৯

অনাসক্ত চিত্তে মেরুপর্ব্বতের শিখরে গমন করত প্রায়শ্চিত্ত করিবার বাসনায় তিনি নিজের দেহ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময় ধর্ম আসিয়া সেই ধর্মজ্ঞ; ধর্মাত্মা বৎসনাভকে স্বহস্তে ধারণ করিলেন। ২১

ধর্ম বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ বৎসনাভ! তোমার আয়ু কয়েক শত বৎসরের। তোমার এই অনাসক্তভাবে আত্মত্যাগের বিচারে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। ২২

এইভাবেই সকল ধর্মাত্মা পুরুষই নিজের কৃত কর্ম্মের আলোচনা করিয়া থাকেন। বৎসনাভ! জগতে এরূপ কোন পুরুষ নাই, যাহার মন কখনও দূষিত না হয়। যে মানুষ নিন্দনীয় কর্ম্ম হইতে দূরে থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে ধর্মাচরণই করে, সেই মানুষই শক্তিশালী। মহাপ্রাজ্ঞ! এখন তুমি প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হও; কারণ, তুমি সনাতন (অজর-অমর) আত্মা। ২৩-২৪)

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—রাজন্! স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগে বিষয়-সুখের অনুভূতি কাহার অধিক হয় (স্ত্রীর অথবা পুরুষের)? এই সংশয়-বিষয়ে আপনি যথাযথ উত্তর প্রদান করুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এই বিষয়েও পূর্ব্বে ভঙ্গাস্বনের সহিত ইন্দ্রের যে শত্রুতা হইয়াছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাস এস্থলে বিজ্ঞ পুরুষগণ উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২

পুরুষশ্রেষ্ঠ! পুরাকালের বৃত্তান্ত, ভঙ্গাস্বন নামে প্রসিদ্ধ অত্যন্ত ধর্মাত্মা এক রাজর্ষি পুত্রহীন হওয়ায় পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞ করিতেছিলেন। ৩

সেই মহাবল রাজর্ষি অগ্নিষ্টুত নামক এক যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে ইন্দ্রের প্রাধান্য না থাকায় ইন্দ্র সেই যজ্ঞকে দ্বেষ করেন। এই যজ্ঞ মনুষ্যগণের প্রায়শ্চিত্তের সময় অথবা পুত্রপ্রাপ্তির কামনা হইলে পর অভীষ্ট মনে করিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ৪

মহাভাগ দেবরাজ ইন্দ্র যখন সেই যজ্ঞের কথা জানিতে পারিলেন, তখন তিনি মনকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ রাজর্ষি ভঙ্গাস্বনের ত্রুটি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ৫

রাজন্! বহুভাবে অন্বেষণ করিয়াও তিনি সেই মহাত্মা নরপতির কোনও ত্রুটি পাইলেন না। অনন্তর কিছুকালের পর রাজা ভঙ্গাস্বন মৃগয়া করিবার জন্য বনে গমন করিলেন। ৬

হে নৃপ! 'ইহাই প্রতিশোধ লইবার সময়' এরূপ নিশ্চয় করিয়া ইন্দ্র রাজাকে মোহগ্রস্ত করিলেন। ইন্দ্রের দ্বারা মোহিত ও ভ্রান্ত হইয়া রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন একমাত্র অশ্বের সহায়ে এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার দিক্‌সম্বন্ধেও কোনরূপ পরিচয় থাকিল না। এরূপ অবস্থায় তিনি ক্ষুধা ও পিপাসায় পীড়িত এবং পরিশ্রম ও তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া এদিক্ ওদিক্ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৭-৮

অথ পীতোদকং সোঽশ্বং বৃক্ষে বদ্ধ্বা নৃপোত্তমঃ।
অবগাহ্য ততঃ স্নাতস্তত্র স্ত্রীত্বমবাপ্তবান্ ॥ ১০
আত্মানং স্ত্রীকৃতং দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতো নৃপসত্তমঃ।
চিন্তানুগতসর্বাত্মা ব্যাকুলেন্দ্রিয়চেতনঃ ॥ ১১
আরোহিষ্যে কথং ত্বশ্বং কথং যাস্যামি বৈ পুরম্।
ইষ্টেনাগ্নিষ্টুতা চাপি পুত্রাণাং শতমৌরসম্ ॥ ১২
জাতং মহাবলানাং মে তান প্রবক্ষ্যামি কিং ত্বহম্।
দারেষু চাত্মকীয়েষু পৌরজানপদেষু চ ॥ ১৩
মৃদুত্বঞ্চ তনুত্বঞ্চ বিক্লবত্বং তথৈব চ।
স্ত্রীগুণা ঋষিভিঃ প্রোক্তা ধর্মতত্ত্বার্থদর্শিভিঃ ॥ ১৪
ব্যায়ামে কর্কশত্বঞ্চ বীর্য্যঞ্চ পুরুষে গুণাঃ।
পৌরুষং বিপ্রনষ্টং বৈ স্ত্রীত্বং কেনাপি মেঽভবৎ ॥ ১৫
স্ত্রীভাবাৎ পুনরশ্বং তং কথমারোঢ়ুমুৎসহে।
মহতা ত্বথ যত্নেন আরুহ্যাশ্বং নরাধিপঃ ॥ ১৬

তাত! ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি উত্তম জলে পরিপূর্ণ একটি সরোবর দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি সেই সরোবরে অশ্বকে স্নান করাইয়া জলপান করাইলেন ॥ ৯

যখন অশ্ব জলপান করিল, তখন সেই অশ্বকে একটি বৃক্ষে বাঁধিয়া সেই শ্রেষ্ঠ নরপতিও স্বয়ং জলে নামিলেন এবং উহাতে স্নান করিতেই সেই রাজা স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১০

নিজেকে স্ত্রীরূপে দেখিয়া নৃপশ্রেষ্ঠ ভঙ্গাস্বন অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তাঁহার সকল অন্তঃকরণ গুরুতর চিন্তায় ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ এবং চেতনা শক্তি ব্যাকুল হইয়া পড়িল ॥ ১১

তিনি স্ত্রীরূপে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এখন আমি কি ভাবে অশ্বে আরোহণ করিব? কিরূপে নগরে যাইব? অগ্নিষ্টুত যজ্ঞের অনুষ্ঠানে আমার মহাবলবান্ শত ঔরস পুত্র লাভ হইয়াছে। তাহাদেরই বা সকলকে কি বলিব? নিজের স্ত্রী, নগর ও জনপদের লোকসকলের সম্মুখেই বা আমি কিভাবে যাইব? ১২-১৩

ধর্ম্মের তত্ত্ব ও অর্থ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ঋষিগণ মৃদুতা, কৃশতা ও ব্যাকুলতা—এই সকলকে স্ত্রীগুণ বলিয়া অভিহিত করেন ॥ ১৪

পরিশ্রমে কঠোরতা ও বল পরাক্রম—এই সব হইল পুরুষের গুণ। আমার পৌরুষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং কোন এক অজ্ঞাত কারণে আমার স্ত্রীভাব প্রকাশ পাইয়াছে ॥ ১৫

পুনরায়াৎ পুরং তাত স্ত্রীকৃতো নৃপসত্তমঃ।
পুত্রা দারাশ্চ ভৃত্যাশ্চ পৌরজানপদাশ্চ তে ॥ ১৭
কিং ত্বিদং ত্বিতি বিজ্ঞায় বিস্ময়ং পরমং গতাঃ।
অথোবাচ স রাজর্ষিঃ স্ত্রীভূতো বদতাং বরঃ ॥ ১৮
মৃগয়ামস্মি নির্যাতো বলৈঃ পরিবৃতো দৃঢ়ম্।
উদ্‌ভ্রান্তঃ প্রাবিশং ঘোরামটবীং দৈবচোদিতঃ ॥ ১৯
অটব্যাঞ্চ সুঘোরায়াং তৃষ্ণার্তো নষ্টচেতনঃ।
সরঃ সুরুচিরপ্রখ্যমপশ্যং পক্ষিভির্বৃতম্ ॥ ২০
তত্রাবগাঢ়ঃ স্ত্রীভূতো দৈবেনাহং কৃতঃ পুরা।
নামগোত্রাণি চাভাষ্য দারাণাং মন্ত্রিণাং তথা ॥ ২১
আহ পুত্রাংস্ততঃ সোঽথ স্ত্রীভূতঃ পার্থিবোত্তমঃ।
সম্প্রীত্যা ভুজ্যতাং রাজ্যং বনং যাস্যামি পুত্রকাঃ ॥ ২২
এবমুক্ত্বা পুত্রশতং বনমেব জগাম হ।
গত্বা চৈবাশ্রমং সা তু তাপসং প্রত্যপদ্যত ॥ ২৩

এখন স্ত্রীভাব আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় আমি কিরূপে অশ্বে আরোহণ করিব? তারপর বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেই স্ত্রীরূপধারী নরপতি অশ্বে আরোহণ করত নিজের নগরে আসিলেন ॥ ১৬½

রাজার পুত্রগণ, স্ত্রী, সেবকবর্গ এবং নগর ও জনপদবাসী সকলে—এ কি হইয়াছে? এরূপ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ১৭½

তখন বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, স্ত্রীরূপধারী রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন বলিলেন,—আমি নিজের সৈন্যবাহিনীতে পরিবেষ্টিত হইয়া মৃগয়া করিবার জন্য নির্গত হইয়াছিলাম, কিন্তু দৈবের প্রেরণায় ভ্রান্তচিত্ত হইয়া এক ভয়ঙ্কর বনে যাইয়া প্রবেশ করিলাম ॥ ১৮-১৯

সেই ঘোর বনে পিপাসায় পীড়িত ও অচেতন প্রায় হইয়া আমি এক সরোবর দেখিলাম। এই সরোবর পক্ষিগণে পরিবৃত ও মনোহর শোভাসম্পন্ন ছিল। ২০

সেই সরোবরে নামিয়া স্নান করিতেই দৈব আমাকে স্ত্রী করিয়া দিয়াছেন। নিজের স্ত্রী ও মন্ত্রিগণের নাম-গোত্র উল্লেখ করিয়া সেই স্ত্রীরূপধারী শ্রেষ্ঠ নরপতি নিজের পুত্রগণকে বলিলেন,—পুত্রগণ! তোমরা পরস্পর প্রীতিসহকারে বাস করিয়া এই রাজ্য উপভোগ কর। এখন আমি বনে গমন করিব ॥ ২১-২২

নিজের শত পুত্রকে এরূপ কথা বলিয়া রাজা বনেই চলিয়া যাইলেন। সেই স্ত্রী কোন এক তাপস আশ্রমে যাইয়া তাঁহার সহিত বাস করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

তাপসেনাস্য পুত্রাণামাশ্রমেঽপ্যভবচ্ছতম্।
অথ সাঽভ্যেত্য তান্ সর্বান্ পূর্বপুত্রানভাষত ॥ ২৪
পুরুষত্বে সুতা যূয়ং স্ত্রীত্বে চেমে শতং সুতাঃ।
একত্র ভুজ্যতাং রাজ্যং ভ্রাতৃভাবেন পুত্রকাঃ ॥২৫
সহিতা ভ্রাতরস্তেঽথ রাজ্যং বুভুজিরে তদা।
তান্ দৃষ্ট্বা ভ্রাতৃভাবেন ভুঞ্জানান্ রাজ্যমুত্তমম্ ॥ ২৬
চিন্তয়ামাস দেবেন্দ্রো মন্যুনাথ পরিপ্লুতঃ।
উপকারোঽস্য রাজর্ষেঃ কৃতো নাপকৃতং ময়া ॥ ২৭
ততো ব্রাহ্মণরূপেণ দেবরাজঃ শতক্রতুঃ।
ভেদয়ামাস তান্ গত্বা নগরং বৈ নৃপাত্মজান্ ॥ ২৮
ভ্রাতৄণাং নাস্তি সৌভ্রাত্রং যেঽপ্যেকস্য পিতুঃ সুতাঃ।
রাজ্যহেতোর্বিবদিতাঃ কশ্যপস্য সুরাসুরাঃ ॥ ২৯
যূয়ং ভঙ্গাস্বনাপত্যাস্তাপসস্যেতরে সুতাঃ।
কশ্যপস্য সুরাশ্চৈব অসুরাশ্চ সুতাস্তথা ॥ ৩০
যুষ্মাকং পৈতৃকং রাজ্যং ভুজ্যতে তাপসাত্মজৈঃ।
ইন্দ্রেণ ভেদিতাস্তে তু যুদ্ধেঽন্যোন্যমপাতয়ন্ ॥ ৩১
তচ্ছ্রুত্বা তাপসী চাপি সন্তপ্তা প্ররুরোদ হ।
ব্রাহ্মণচ্ছদ্মনাভ্যেত্য তামিন্দ্রোঽথাভ্যপৃচ্ছত ॥ ৩২
কেন দুঃখেন সন্তপ্তা রোদিষি ত্বং বরাননে।
ব্রাহ্মণং তং ততো দৃষ্ট্বা সা স্ত্রী করুণমব্রবীৎ ॥ ৩৩
পুত্রাণাং দ্বে শতে ব্রহ্মন্ কালেন বিনিপাতিতে।
অহং রাজাভবং বিপ্র তত্র পূর্বং শতং মম ॥ ৩৪
সমুৎপন্নং স্বরূপাণাং পুত্রাণাং ব্রাহ্মণোত্তম।
কদাচিন্মৃগয়াং যাত উদ্ভ্রান্তো গহনে বনে ॥ ৩৫
অবগাঢ়শ্চ সরসি স্ত্রীভূতো ব্রাহ্মণোত্তম।
পুত্রান্ রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপ্য বনমস্মি ততো গতঃ ॥ ৩৬
স্ত্রিয়াশ্চ মে পুত্রশতং তাপসেন মহাত্মনা।
আশ্রমে জনিতং ব্রহ্মন্ নীতং তন্নগরং ময়া ॥ ৩৭

তখন সেই তাপসকর্তৃক আশ্রমেই তাঁহার শত পুত্র হইল। অনন্তর সেই স্ত্রীরূপী রাজা নিজের এই সব পুত্রদিগকে লইয়া পূর্ব্বজাত শত পুত্রগণের নিকট গমন করত বলিলেন—পুত্রগণ! যখন আমি পুরুষরূপে ছিলাম, তখন তোমরা সকলে আমার শত পুত্র হইয়াছিলে এবং যখন আমি স্ত্রীরূপিণী হইয়া যাইলাম, তাহার পর আমার এই শত পুত্র হইয়াছে। অতএব তোমরা সকলেই একত্রে বাস করিয়া ভ্রাতৃভাবে এই রাজ্য উপভোগ কর। ২৪-২৫

তখন সেই সব ভ্রাতারা একত্রে বাস করিয়া রাজ্য উপভোগ করিতে লাগিল। তাহাদের সকলকে ভ্রাতৃভাবে একসঙ্গে বাস করত সেই উত্তম রাজ্য উপভোগ করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট দেবরাজ ইন্দ্র চিন্তা করিলেন—আমি ত' এই রাজর্ষির উপকারই করিয়া দিলাম, অপকার ত' কিছুই হইল না। ২৬-২৭

তখন দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করত সেই নগরে গমন করিয়া রাজপুত্রগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিলেন। ২৮

তিনি বলিলেন,—রাজকুমারগণ! যাহারা এক পিতার পুত্র, তাহাদের মধ্যেও প্রায় উত্তম ভ্রাতৃপ্রেম থাকে না। দেবতা ও অসুরগণ ইঁহারা উভয়েই কশ্যপের পুত্র ছিলেন, তথাপি রাজ্যের জন্য তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করেন। ২৯

তোমরা ত' ভঙ্গাস্বনের পুত্র এবং ইহারা শত ভ্রাতা ত' অন্য এক তাপসের পুত্র; তোমাদের মধ্যে কিভাবে সম্প্রীতি রহিয়াছে? দেবতা ও অসুরগণ ত' কশ্যপের পুত্র, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এরূপ ভ্রাতৃপ্রেম নাই। ৩০

তোমাদের যে এই পৈতৃক রাজ্য, তাহা এই তাপসের পুত্রগণ আসিয়া ভোগ করিতেছে। এইভাবে ইন্দ্রের দ্বারা বিভেদপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল এবং পরস্পর সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হইয়া একে অন্যকে ভূপাতিত করিল। ৩১

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাপসী অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন এবং রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করত ইন্দ্র তাঁহার নিকটে আসিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩২

সুমুখি! তুমি কোন্ দুঃখে সন্তপ্তা হইয়া এরূপ রোদন করিতেছ? সেই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তখন তাপসবেশধারিণী সেই স্ত্রী করুণস্বরে বলিলেন। ৩৩

ব্রহ্মন্! আমার দুইশত পুত্র কালের দ্বারা নিহত হইয়াছে। বিপ্রবর! আমি পূর্ব্বে রাজা ছিলাম, তখন আমার একশত পুত্র হইয়াছিল। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তাহারা সকলেই আমার অনুরূপ ছিল। একদিন আমি মৃগয়া করিবার জন্য বনে গমন করি এবং সেখানে আমি অকারণ ঘুরিতে ঘুরিতে যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ি। ৩৪-৩৫

ব্রাহ্মণোত্তম! সেখানে আমি এক সরোবরে স্নান করিতেই পুরুষ হইতে স্ত্রী হইয়া যাইলাম। তখন আমি পুত্রগণকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া বনে চলিয়া আসিলাম। ৩৬

স্ত্রীরূপে আসিলে পর এই মহাত্মা তাপস এই আশ্রমে আমা হইতে শত পুত্র উৎপন্ন করিলেন। ব্রহ্মন্! আমি সেই সব

তেষাঞ্চ বৈরমুৎপন্নং কালযোগেন বৈ দ্বিজ।
এতচ্ছোচাম্যহং ব্রহ্মন্ দৈবেন সমভিপ্লুতা ॥ ৩৮
ইন্দ্রস্তাং দুঃখিতাং দৃষ্ট্বা অব্রবীৎ পরুষং বচঃ।
পুরা সুদুঃসহং ভদ্রে মম দুঃখং ত্বয়া কৃতম্ ॥ ৩৯
ইন্দ্রদ্বিষ্টেন যজতা মামনাহূয় বিষ্টিতম্।
ইন্দ্রোঽহমস্মি দুর্বুদ্ধে বৈরং তে পাতিতং ময়া ॥ ৪০
ইন্দ্রং দৃষ্ট্বা তু রাজর্ষিঃ পাদয়োঃ শিরসা গতঃ।
প্রসীদ ত্রিদশশ্রেষ্ঠ পুত্রকামেন স ক্রতুঃ ॥ ৪১
ইষ্টস্ত্রিদশশার্দূল তত্র মে ক্ষন্তুমর্হসি।
প্রণিপাতেন তস্যেন্দ্রঃ পরিতুষ্টো বরং দদৌ ॥ ৪২
পুত্রাস্তে কতমে রাজন্ জীবন্ত্বেতৎ প্রচক্ষ মে।
স্ত্রীভূতস্য হি যে জাতাঃ পুরুষস্যাথ যেঽভবন্ ॥ ৪৩
তাপসী তু ততঃ শক্রমুবাচ প্রযতাঞ্জলিঃ।
স্ত্রীভূতস্য হি যে পুত্রাস্তে মে জীবন্তু বাসব ॥ ৪৪
ইন্দ্রস্তু বিস্মিতো দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং পপ্রচ্ছ তাং পুনঃ।
পুরুষোৎপাদিতা যে তে কথং দ্বেষ্যাঃ সুতাস্তব ॥ ৪৫
স্ত্রীভূতস্য হি যে জাতাঃ স্নেহস্তেভ্যোঽধিকঃ কথম্।
কারণং শ্রোতুমিচ্ছামি তন্মে বক্তুমিহার্হসি ॥ ৪৬

স্ত্র্যুবাচ।

স্ত্রিয়াস্ত্বভ্যধিকঃ স্নেহো ন তথা পুরুষস্য বৈ।
তস্মাৎ তে শক্র জীবন্তু যে জাতাঃ স্ত্রীকৃতস্য বৈ ॥ ৪৭

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্তস্ততস্ত্বিন্দ্রঃ প্রীতো বাক্যমুবাচ হ।
সর্ব এবেহ জীবন্তু পুত্রাস্তে সত্যবাদিনি ॥ ৪৮
বরঞ্চ বৃণু রাজেন্দ্র যং ত্বমিচ্ছসি সুব্রত।
পুরুষত্বমথ স্ত্রীত্বং মত্তো যদভিকাঙ্ক্ষসে ॥ ৪৯

পুত্রকে নগরে লইয়া যাইলাম (এবং পূর্ব্ব পুত্রগণকে বুঝাইয়া ইহাদিগকেও রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিলাম)। ৩৭

বিপ্রবর! তারপর কালের প্রেরণায় সেই সব পুত্রগণের মধ্যে শত্রুতা উৎপন্ন হইল (এবং পরস্পর বিবাদ করত সমরে লিপ্ত হইয়া তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে)। এইভাবে দৈবের দ্বারা পরিপীড়িতা হইয়া আমি শোক করিতেছি। ৩৮

ইন্দ্র তাঁহাকে দুঃখিত দেখিয়া কঠোর ভাষায় এই কথা বলিলেন,—ভদ্রে! পূর্ব্বে যখন তুমি রাজা ছিলে, তখন তুমিও আমাকে এরূপ দুঃখই দিয়াছ। ৩৯

তুমি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, যে যজ্ঞের সহিত আমার শত্রুতা রহিয়াছে। আমার আবাহন না করিয়া তুমি এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলে। দুর্মতি স্ত্রী! আমি সেই ইন্দ্র এবং তোমার নিকট হইতে আমি নিজের শত্রুতার প্রতিশোধ লইলাম। ৪০

ইন্দ্রকে দেখিয়া সেই স্ত্রীরূপধারী রাজর্ষি ভঙ্গাস্বন তাঁহার চরণে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন—সুরশ্রেষ্ঠ! আমি পুত্রলাভের ইচ্ছায় সেই যজ্ঞ করিয়াছিলাম। দেবেশ্বর! সেইজন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ৪১½

তাঁহার এইভাবে প্রণামের দ্বারা ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইলেন এবং বরদানের জন্য উদ্যত হইয়া বলিলেন,—রাজন্! তোমার কোন্ পুত্রগণ জীবিত হইবে? তুমি স্ত্রী হইয়া যাহাদিগকে উৎপন্ন করিয়াছ, তাহারা অথবা পুরুষাবস্থায় যাহারা তোমার পুত্র হইয়াছিল, তাহারা? ৪২-৪৩

তখন তাপসী কৃতাঞ্জলি হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন,—দেবেন্দ্র! স্ত্রীরূপ হইবার পর আমার যে সব পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই জীবিত হউক। ৪৪

তখন ইন্দ্র বিস্মিত হইয়া সেই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি পুরুষরূপে যাহাদের উৎপন্ন করিয়াছ, সেই সব পুত্রগণ তোমার দ্বেষের পাত্র হইল কি করিয়া? এবং তুমি স্ত্রীরূপে যাহাদের জন্মদান করিয়াছ, তাহাদের উপর তোমার অধিক স্নেহ হইল কিরূপে? আমি ইহার কারণ শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, তুমি ইহার কারণ আমাকে যথাযথভাবে বল। ৪৫-৪৬

স্ত্রী বলিলেন,—ইন্দ্র! নিজের পুত্রগণের উপর স্ত্রীর অধিক স্নেহ হয়, কিন্তু পুরুষের সেরূপ স্নেহ হয় না। অতএব স্ত্রীরূপ হইবার পর আমার যে সব পুত্র হইয়াছে, তাহারাই জীবিত হউক। ৪৭

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তাপসী এই কথা বলিলে পর ইন্দ্র প্রীত হইয়া তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন—সত্যবাদিনি! তোমার সকল পুত্রই জীবিত হউক। ৪৮

উত্তম ব্রতপালনকারী রাজেন্দ্র! তুমি নিজের ইচ্ছানুসারে অন্য এক বরও প্রার্থনা কর। বল, তোমার পুনরায় পুরুষ হইবার ইচ্ছা আছে অথবা স্ত্রী থাকিবারই বাসনা আছে? তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমার নিকট হইতে প্রার্থনা কর। ৪৯

স্ত্র্যুবাচ ।

স্ত্রীত্বমেব বৃণে শক্র পুংস্ত্বং নেচ্ছামি বাসব ।
এবমুক্তস্তু দেবেন্দ্রস্তাং স্ত্রিয়ং প্রত্যুবাচ হ ॥ ৫০
পুরুষত্বং কথং ত্যক্ত্বা স্ত্রীত্বং চোদয়সে বিভো ।
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ স্ত্রীভূতো রাজসত্তমঃ ॥ ৫১
স্ত্রিয়াঃ পুরুষসংযোগে প্রীতিরভ্যধিকা সদা ।
এতস্মাৎ কারণাচ্ছক্র স্ত্রীত্বমেব বৃণোম্যহম্ ॥ ৫২
রমিতাভ্যধিকং স্ত্রীত্বে সত্যং বৈ দেবসত্তম ।
স্ত্রীভাবেন হি তুষ্টাস্মি গম্যতাং ত্রিদশাধিপ ॥ ৫৩
এবমস্ত্বিতি চোক্ত্বা তামাপৃচ্ছ্য ত্রিদিবং গতঃ
এবং স্ত্রিয়া মহারাজ অধিকা প্রীতিরুচ্যতে ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্মপর্ব্বণি ভঙ্গাস্বনোপাখ্যানে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

স্ত্রী বলিলেন,—ইন্দ্র! আমি স্ত্রীত্বকেই বরণ করিয়া লইলাম। বাসব! এখন আমি আর পুরুষ হইতে আকাঙ্ক্ষা করি না। তিনি এই কথা বলিলে পর দেবরাজ সেই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫০

প্রভাবশালী রাজন্! তুমি পুরুষত্ব ত্যাগ করিয়া স্ত্রী থাকিবার কেন বাসনা করিতেছ? ইন্দ্র এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর সেই স্ত্রীরূপধারী নৃপশ্রেষ্ঠ ভঙ্গাস্বন এইরূপ উত্তর করিলেন ॥ ৫১

দেবেন্দ্র! স্ত্রীর পুরুষের সহিত সংযোগ হইলে পর পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীরই অধিক বিষয়-সুখ লাভ হয়, এই কারণে আমি স্ত্রীত্বকেই বরণ করিতেছি ॥ ৫২

দেবশ্রেষ্ঠ! সুরেশ্বর! আমি সত্যকথা বলিতেছি যে, স্ত্রীরূপে আমি অধিক রতিসুখ অনুভব করিয়াছি, অতএব আমি স্ত্রীরূপেই সন্তুষ্ট। আপনি এখন নিজস্থানে গমন করুন ॥ ৫৩

মহারাজ! তখন 'এবমস্তু' এই কথা বলিয়া তাপসীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত ইন্দ্র স্বর্গলোকে গমন করিলেন। এই ভাবে বিষয়ভোগে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর অধিক সুখলাভের কথা কথিত হইয়াছে ॥ ৫৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে ভঙ্গাস্বনের উপাখ্যানবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

(দেহ-মনো-বাক্যোদ্ভূতানাং পাপানাং পরিত্যাগস্যোপদেশঃ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিং কর্ত্তব্যং মনুষ্যেণ লোকযাত্রাহিতার্থিনা।
কথং বৈ লোকযাত্রাং তু কিংশীলশ্চ সমাচরেৎ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

কায়েন ত্রিবিধং কর্ম বাচা চাপি চতুর্বিধম্।
মনসা ত্রিবিধং চৈব দশকর্মপথাংস্ত্যজেৎ ॥ ২
প্রাণাতিপাতঃ স্তৈন্যঞ্চ পরদারানথাপি চ।
ত্রীণি পাপানি কায়েন সর্বতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ ৩
অসৎপ্রলাপং পারুষ্যং পৈশুন্যমনৃতং তথা।
চত্বারি বাচা রাজেন্দ্র ন জল্পেন্নানুচিন্তয়েৎ ॥ ৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[দেহ, মন ও বাক্যের দ্বারা উদ্ভূত পাপসমূহ পরিত্যাগের উপদেশ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! লোকযাত্রা ভালভাবে নির্ব্বাহ করিতে অভিলাষী মানুষের কি করা কর্ত্তব্য? কিরূপ স্বভাবযুক্ত হইয়া কিভাবে এই লোকে মানুষের জীবন অতিবাহিত করা উচিত? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! শরীরের দ্বারা উৎপন্ন তিন প্রকারের কর্ম, বাক্যের দ্বারা চার প্রকারের কর্ম এবং মনের দ্বারা তিন প্রকারের কর্ম—সর্ব্বসাকুল্যে দশ প্রকার কর্ম পরিত্যাগ করিবে ॥ ২

অপরের প্রাণ নাশ করা, চুরি করা ও পরস্ত্রীসংসর্গ করা—এই তিন প্রকার কর্ম শরীরের দ্বারা উৎপন্ন হয়। এ সবই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ॥ ৩

অসৎ কথা বলা, কর্কশ কথা বলা, খলতাপূর্ণ কথা বলা এবং মিথ্যা কথা বলা—এই চারি প্রকারের পাপ বাক্য দ্বারা উৎপন্ন হয়। রাজেন্দ্র! এরূপ কথা জীবনে কখনও বলা উচিত নয় এবং মনে মনে তাহাদের চিন্তাও করিবে না ॥ ৪

অনভিধ্যা পরস্বেষু সর্বসত্ত্বেষু সৌহৃদম্ ।
কর্মণাং ফলমস্তীতি ত্রিবিধং মনসা চরেৎ ॥ ৫
তস্মাদ্ বাক্কায়মনসা নাচরেদশুভং নরঃ ।
শুভাশুভান্যাচরন্ হি তস্য তস্যাশ্নুতে ফলম্ ॥ ৬
(অমৃতস্য সমুৎপত্তৌ দেবানামসুরৈঃ সহ ।
ষষ্টির্বর্ষসহস্রাণি দেবাসুরমবর্তত ॥ ১
তত্র দেবাস্তু দৈতেয়ৈর্বধ্যন্তে ভৃশদারুণৈঃ ।
ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তি বধ্যমানা মহাসুরৈঃ ॥ ২
আর্তাস্তে দেবদেবেশং প্রপন্নাঃ শরণৈষিণঃ ।
পিতামহং মহাপ্রাজ্ঞং বধ্যমানাঃ সুরেতরৈঃ ॥ ৩
বৈকুণ্ঠং শরণং দেবং প্রতিপেদে চ তৈঃ সহ ॥ ৪
ততঃ স দেবৈঃ সহিতঃ পদ্মযোনির্নরেশ্বর ।
তুষ্টাব প্রাঞ্জলির্ভূত্বা নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ৫

অপরের ধন গ্রহণের কথা না করা, সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি মৈত্রীভাব রাখা এবং কর্মসকলের ফল অবশ্যই লাভ হয়, এই কথার বিশ্বাস রাখা,—এই তিনটি কর্ম মনের দ্বারা আচরণযোগ্য কর্ম। ইহা অবশ্যই করা উচিত। (ইহার বিপরীত—অপরের ধন গ্রহণের কথা চিন্তা করা, সমস্ত প্রাণীর প্রতি শত্রুতা করা ও কর্মফলের উপর বিশ্বাস না করা—এই তিনটি মানসিক পাপ। এই সব হইতে সর্বদা নিজেকে রক্ষা করিবে)। ৫

সেইজন্য প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হইল—তিনি মন, বাক্য ও দেহের দ্বারা কখনও অশুভ কর্ম করিবেন না, কারণ, শুভ বা অশুভ যেরূপই কর্ম তিনি করিবেন, সেরূপ ফলই তিনি নিজেই ভোগ করিবেন—অন্য কেহ সেই ফলের ভোক্তা হন না। ৬

[ব্রহ্মা কর্তৃক দেবগণকে গরুড়-কশ্যপের সংবাদ কথন, ঋষিগণের সম্মুখে নারায়ণের মহিমা সম্বন্ধে গরুড়ের নিজের অনুভব বর্ণন এবং এই প্রসঙ্গ পাঠ ও শ্রবণের মহিমা কথন।]

(এক সময় অমৃতের উৎপত্তি হইলে পর তাহার প্রাপ্তির জন্য দেবগণের অসুরদিগের সহিত ষাট্ হাজার বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ 'দেবাসুর সংগ্রাম' নামে প্রসিদ্ধ। ১

সেই যুদ্ধে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দৈত্য ও শ্রেষ্ঠ অসুরগণের দ্বারা দেবতারা প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছিলেন। সেই আঘাতে জর্জরিত হইয়া দেবতাগণ তখন কাহাকেও রক্ষকরূপে পাইলেন না। ২

দৈত্যসকলের দ্বারা পীড়িত হইয়া দেবগণ দুঃখিত মনে নিজেদের জন্য আশ্রয় অন্বেষণ করিতে করিতে দেবদেবেশ্বর মহাজ্ঞানী ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ৩

ব্রহ্মোবাচ ।
ত্বদ্রূপচিন্তনান্নাম্নাং স্মরণার্চনাদপি ।
তপোযোগাদিভিশ্চৈব শ্রেয়ো যান্তি মনীষিণঃ ॥ ৬
ভক্তবৎসল পদ্মাক্ষ পরমেশ্বর পাপহন্ ।
পরমাত্মাবিকারাদ্য নারায়ণ নমোঽস্তু তে ॥ ৭
নমস্তে সর্বলোকাদে সর্বাত্মামিতবিক্রম ।
সর্বভূতভবিষ্যেশ সর্বভূতমহেশ্বর ॥ ৮
দেবানামপি দেবত্বং সর্ববিদ্যাপরায়ণঃ ।
জগদ্বীজসমাহার জগতঃ পরমো হ্যসি ॥ ৯
ত্রায়স্ব দেবতা বীর দানবাদ্যৈঃ সুপীড়িতাঃ ।
লোকাংশ্চ লোকপালাংশ্চ ঋষীংশ্চ জয়তাং বর ॥১০
বেদাঃ সাঙ্গোপনিষদঃ সরহস্যাঃ সসংগ্রহাঃ ।
সোঙ্কারাঃ সবষট্কারাঃ প্রাহুস্ত্বাং যজ্ঞমুত্তমম্ ॥১১

তখন ব্রহ্মা তাঁহাদের সহিত ভগবান বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিলেন। ৪

নরেশ্বর! তদনন্তর দেবতাগণের সহিত পদ্মযোনি ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলি হইয়া রোগ-শোকরহিত ভগবান্ নারায়ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন। ৫

ব্রহ্মা বলিলেন,—প্রভো! আপনার রূপ চিন্তা করিয়া, নামসকল স্মরণ করিয়া, আপনার পূজা করিয়া, আপনার উদ্দেশ্যে তপস্যা ও যোগাদির দ্বারা মনীষী পুরুষগণ কল্যাণ লাভ করিয়া থাকেন। ৬

ভক্তবৎসল! কমললোচন! পরমেশ্বর! পাপহারী পরমাত্মন্! নির্বিকার, আদিপুরুষ, নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার। ৭

সম্পূর্ণ লোকসমূহের আদিকরণ! সর্বাত্মন্! অমিত পরাক্রমশালী নারায়ণ! সমস্ত ভূত ও ভবিষ্যতের অধীশ্বর! সকল প্রাণীর মহেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। ৮

প্রভো! আপনি দেবতাগণেরও দেবতা এবং সমস্ত বিদ্যার পরম আশ্রয়। জগতের যত বীজ আছে, সেই সবের সংগ্রহকারী আপনিই। আপনিই জগতের পরম কারণ। ৯

বীর! এই দেবতারা দৈত্য-দানবাদির দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে। আপনি ইহাদের রক্ষা করুন। জয়শীলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণ! আপনি লোকসকল, লোকপালগণ এবং ঋষিদিগকে রক্ষা করুন। ১০

পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
তপস্বিনাং তপশ্চৈব দৈবতং দেবতাস্বপি ॥ ১২
ভীষ্ম উবাচ।
এবমাদিপুরস্কারৈর্ঋক্-সাম-যজুষাং গণৈঃ।
বৈকুণ্ঠং তুষ্টুবুর্দেবাঃ সমেতা ব্রহ্মণা সহ ॥ ১৩
ততোঽন্তরিক্ষে বাগাসীন্মেঘগম্ভীরনিঃস্বনা।
জেষ্যধ্বং দানবান্ যুয়ং ময়ৈব সহ সঙ্গরে ॥ ১৪
ততো দেবগণানাঞ্চ দানবানাঞ্চ যুধ্যতাম্।
প্রাদুরাসীন্মহাতেজাঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ১৫
সুপর্ণপৃষ্ঠমাস্থায় তেজসা প্রদহন্নিব।
ব্যধমদ্ দানবান্ সর্বান্ বাহুদ্রবিণতেজসা ॥ ১৬
তং সমাসাদ্য সমরে দৈত্যদানবপুঙ্গবাঃ।
ব্যনশ্যন্ত মহারাজ পতঙ্গা ইব পাবকম্ ॥ ১৭
স বিজিত্যাসুরান্ সর্বান্ দানবাংশ্চ মহামতিঃ।
পশ্যতামেব দেবানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৮

তং দৃষ্ট্বান্তর্হিতং দেবং বিষ্ণুং দেবামিতদ্যুতিম্।
বিস্ময়োৎফুল্লনয়না ব্রহ্মাণমিদমব্রুবন্ ॥ ১৯
দেবা উচুঃ।
ভগবন্ সর্বলোকেশ সর্বলোকপিতামহ।
ইদমত্যদ্ভুতং বৃত্তং ত্বং নঃ শংসিতুমর্হসি ॥ ২০
কোঽয়মস্মান্ পরিত্রায় তূষ্ণীমেব যথাগতম্।
প্রতিপ্রযাতো দিব্যাত্মা ত্বং নঃ শংসিতুমর্হসি ॥ ২১
ভীষ্ম উবাচ।
এবমুক্তঃ সুরৈঃ সর্বৈর্বচনং বচনার্থবিৎ।
উবাচ পদ্মনাভস্য পূর্বরূপং প্রতি প্রভো ॥ ২২
ব্রহ্মোবাচ।
ন হ্যেনং বেদ তত্ত্বেন ভুবনং ভুবনেশ্বরম্।
সংখ্যাতুং নৈব চাত্মানং নির্গুণং গুণিনাং বরম্ ॥ ২৩
অত্র বো বর্তয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্।
সুপর্ণস্য চ সংবাদমৃষীণাং চাপি দেবতাঃ ॥ ২৪

সমস্ত অঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ —এই ছয় অঙ্গ) ও উপনিষৎ সহ বেদ, তাহার রহস্য (মন্ত্র), সংগ্রহ (বিধি), ওঙ্কার ও বষট্‌কার—এই সমস্তই আপনারই উত্তম যজ্ঞের স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১১

আপনি পবিত্রসকলের পবিত্র (পবিত্রকারিগণেরও পবিত্রকারক), মঙ্গলসমূহেরও মঙ্গল, তপস্বিগণের তপ এবং দেবতাদিগেরও দেবতা। ১২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এইভাবে ব্রহ্মার সহিত দেবগণ একত্র হইয়া ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহের দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর স্তুতি করিলেন। ১৩

তখন মেঘতুল্য গম্ভীর স্বরে আকাশবাণী হইল—দেবগণ! তোমরা যুদ্ধে আমার সহিত থাকিয়া দানবগণকে অবশ্যই জয় করিবে। ১৪

তাহার পর পরস্পর যুদ্ধরত দেবতা ও দানবগণের মধ্যে শঙ্খ, চক্র এবং গদাধারণকারী মহাতেজস্বী ভগবান্ বিষ্ণু প্রাদুর্ভূত হইলেন। ১৫

তিনি গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বীয় তেজে বিরোধিগণকে যেন দগ্ধ করিতে করিতে নিজের বাহুসকলের তেজ ও বৈভবে সমস্ত দানবগণকে সংহার করিলেন ॥ ১৬

মহারাজ! সমাগত দৈত্য ও দানবগণের প্রধান বীরবৃন্দ ভগবানের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতাপে অগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়া পতঙ্গদলের বিনাশের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যাইল। ১৭

মহামতি শ্রীহরি সমস্ত দানব ও অসুরগণকে পরাজিত করিয়া দেবতাদিগের সাক্ষাতেই সেইস্থানে অন্তর্হিত হইলেন। ১৮

অনন্ততেজস্বী এই বিষ্ণুদেবকে অন্তর্হিত হইয়া যাইতে দেখিয়া বিস্ময়ে উৎফুল্লনয়ন দেবগণ ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন। ১৯

দেবগণ বলিলেন,—সর্বলোকেশ্বর! সমস্ত প্রাণীর পিতামহ! ভগবন্! এই অত্যন্ত অদ্ভুত বৃত্তান্ত আপনি কৃপা করিয়া আমাদের বলুন ॥ ২০

কোন্ দিব্যাত্মা পুরুষ আমাদের রক্ষা করত নীরবেই যেরূপে আসিয়াছিলেন, সেইরূপেই প্রস্থান করিলেন? ইহা আপনি আমাদের কৃপা করিয়া বলুন। ২১

ভীষ্ম বলিলেন,—প্রভো! সমস্ত দেবতাগণ এই কথা বলিলে পর বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে সমর্থ ব্রহ্মা ভগবান্ পদ্মনাভের (বিষ্ণুর) পূর্বরূপবিষয়ে এই কথা বলিলেন। ২২

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ! এই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু সকল ভুবনের অধীশ্বর। ইঁহাকে জগতের কোন প্রাণীই যথার্থরূপে জানে না। গুণবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নির্গুণ পরমাত্মার মহিমা কেহই পূর্ণরূপে বর্ণনা করিতে সমর্থ নয়। ২৩

দেবগণ! এ বিষয়ে আমি তোমাদের নিকট গরুড় ও ঋষিগণের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস বলিব। ২৪

পুরা ব্রহ্মর্ষয়শ্চৈব সিদ্ধাশ্চ ভুবনেশ্বরম্।
আশ্রিত্য হিমবৎপৃষ্ঠে চক্রিরে বিবিধাঃ কথাঃ ॥ ২৫

তেষাং কথয়তাং তত্র কথান্তে পততাং বরঃ।
প্রাদুরাসীন্মহাতেজা বাহশ্চক্রগদাভৃতঃ ॥ ২৬

স তানৃষীন্ সমাসাদ্য বিনয়াবনতাননঃ।
অবতীর্য্য মহাবীর্য্যস্তানৃষীনভিজগ্মিবান্ ॥ ২৭

অভ্যর্চিতঃ স ঋষিভিঃ স্বাগতেন মহাবলঃ।
উপাবিশত তেজস্বী ভূমৌ বেগবতাং বরঃ ॥২৮

তমাসীনং মহাত্মানং বৈনতেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ঋষয়ঃ পরিপপ্রচ্ছুর্মহাত্মানং তপস্বিনঃ ॥ ২৯

ঋষয় উচুঃ।

কৌতূহলং বৈনতেয় পরং নো হৃদি বর্ত্ততে।
তস্য নান্যোঽস্তি বক্তেহ ত্বামৃতে পন্নগাশন ॥ ৩০

তদাখ্যাতমিহেচ্ছামো ভবতা প্রশ্নমুত্তমম্।

গরুড় উবাচ।

কিং ময়া ব্রূত বক্তব্যং কার্য্যঞ্চ বদতাং বরাঃ ॥৩১

যূয়ং হি মাং যথাযুক্তং সর্ব্বে বৈ দেষ্টুমর্হথ।

ব্রহ্মোবাচ।

নমস্কৃত্বা ত্বনন্তায় ততস্তে হৃদি সত্তমাঃ।
প্রষ্টুং প্রচক্রমুস্তত্র বৈনতেয়ং মহাবলম্ ॥৩২

ঋষয় উচুঃ।

দেবদেবং মহাত্মানং নারায়ণমনাময়ম্।
ভবানুপাস্তে বরদং কুতোঽসৌ কশ্চ তত্ত্বতঃ ॥৩৩

প্রকৃতির্বিকৃতির্বাস্য কীদৃশী ক নু সংস্থিতিঃ।
এতদ্ ভবন্তং পৃচ্ছামো দেবোঽয়ং ক কৃতালয়ঃ ॥ ৩৪

এষ ভক্তপ্রিয়ো দেবঃ প্রিয়ভক্তস্তথৈব চ।
ত্বং প্রিয়শ্চাস্য ভক্তশ্চ নান্যঃ কাশ্যপ বিদ্যতে ॥ ৩৫

মুষ্ণন্নিব মনশ্চক্ষুষ্যংবিভাব্যতনুর্বিভুঃ।
অনাদিমধ্যনিধনো ন বিদ্মোনং কুতো হ্যসৌ ॥ ৩৬

পুরাকালের কথা, হিমালয়ের শিখরের উপর ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ জগদীশ্বরের শরণ গ্রহণ করত তাঁহার বিষয়ে নানাপ্রকার বহু কথা আলোচনা করিতেছিলেন। ২৫

তাঁহাদের আলোচনা শেষ হইতেই চক্র ও গদাধারী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর বাহন মহাতেজস্বী পক্ষিরাজ গরুড় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২৬

সেই ঋষিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া মহাপরাক্রমশালী গরুড় নিম্নে অবতীর্ণ হইলেন এবং সবিনয়ে মস্তক নত করিয়া তাঁহাদের সমীপে গমন করিলেন। ২৭

ঋষিগণ স্বাগতসহকারে বেগবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাবল ও তেজস্বী গরুড়ের পূজা করিলেন। তাঁহাদের দ্বারা পূজিত হইয়া গরুড় ভূতলে উপবিষ্ট হইলেন। ২৮

তিনি উপবেশন করিলেন পর মহাতেজস্বী, বিশালদেহ মহাত্মা গরুড়কে সেখানে উপবিষ্ট ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৯

ঋষিগণ বলিলে,—বিনতানন্দন গরুড়! আমাদের হৃদয়ে এক প্রশ্ন লইয়া অতিশয় কৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছে। উহার সমাধানকারী কোন পুরুষ এ জগতে আপনি ব্যতীত আর কেহই নাই; অতএব আমরা আপনার দ্বারা নিজেদের সেই উত্তম প্রশ্নের সমাধান করিতেই ইচ্ছুক হইয়াছি। ৩০ ½

গরুড় বলিলেন,—বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুনীশ্বরগণ! আমার দ্বারা কোন্ বিষয় আপনারা প্রবচন করাইতে চান? তাহা বলুন। আপনারা আমাকে সর্ব্বপ্রকার যথোচিত কার্য্যের জন্য আদেশ করিতে পারেন। ৩১

ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবতাগণ! তদনন্তর সেই সৎপুরুষপ্রধান ঋষিগণ অন্তহীন ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার করিয়া মহাবল গরুড়কে সেখানে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩২

ঋষিগণ বলিলেন,—বিনতানন্দন! রোগ-শোকরহিত, বরদায়ক, দেবাধিদেব যে মহাত্মা নারায়ণের আপনি উপাসনা করিতেছেন, তাঁহার আবির্ভাব কোথা হইতে হইয়াছে? এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি কে? ৩৩

তাঁহার প্রকৃতি বা বিকৃতি কিভাবে হইয়াছে? তাঁহার স্থিতি কোথায়? এবং সেই নারায়ণদেব কোথায় নিজের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বিরাজমান আছেন। এই সব কথা আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ৩৪

কশ্যপকুমার! এই ভগবান্ নারায়ণ ভক্তগণের প্রিয় এবং ভক্তও তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। আপনি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ও ভক্ত। আপনার তুল্য অন্য কেহই তাঁহার প্রিয় নহে। ৩৫

তাঁহার বিগ্রহ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভব করিবার যোগ্য নহেন। তিনি যেন সকলেরই মন ও নয়ন হরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই। আমরা ইঁহার বিষয়ে এই কথা বুঝিতে পারিতেছি না যে, ইঁহার আবির্ভাব কোথা হইতে হইয়াছে? ৩৬

বেদেষপি চ বিশ্বাত্মা গীয়তে ন চ বিদ্মহে।
তত্ত্বতত্ত্বভূতাত্মা বিষ্ণুর্নিত্যঃ সনাতনঃ ॥৩৭
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্।
গুণাশ্চৈষাং যথাসংখ্যং ভাবাভাবৌ তথৈব চ ॥ ৩৮
তমঃ সত্ত্বং রজশ্চৈব ভাবাশ্চৈব তদাত্মকাঃ।
মনো বুদ্ধিশ্চ তেজশ্চ বুদ্ধিগম্যানি তত্ত্বতঃ ॥ ৩৯
জায়ন্তে তাত তস্মাদ্ধি তিষ্ঠন্তে তেষসৌ বিভুঃ।
সংচিন্ত্য বহুধা বুদ্ধ্যা নাধ্যবস্যামহে পরম্ ॥
তস্য দেবস্য তত্ত্বেন তন্নঃ শংস যথাতথম্ ॥ ৪০

সুপর্ণ উবাচ।

স্থূলতো যস্তু ভগবাংস্তেনৈব স্বেন হেতুনা।
ত্রৈলোক্যস্য তু রক্ষার্থং দৃশ্যতে রূপমাস্থিতঃ ॥ ৪১
ময়া তু মহদাশ্চর্য্যং পুরা দৃষ্টং সনাতনে।
দেবে শ্রীবৎসনিলয়ে তচ্ছৃণুধ্বমশেষতঃ ॥
ন স্ম শক্যো ময়া বেত্তুং ন ভবদ্ভিঃ কচঞ্চন ॥ ৪২
যথা মাং প্রাহ ভগবাংস্তথা তচ্ছ্রূয়তাং মম।
ময়ামৃতং দেবতানাং হ্রিয়তামৃষিসত্তমাঃ ॥ ৪৩
হৃতং বিপাট্য তং যন্ত্রং বিদ্রাব্যামৃতরক্ষিণঃ।
দেবতা বিমুখীকৃত্য সেন্দ্রাঃ সমরুতো মৃধে ॥ ৪৪
তং দৃষ্ট্বা মম বিক্রান্তং বাগুবাচাশরীরিণী।

অশরীরিণী বাগুবাচ।

প্রীতোঽস্মি তে বৈনতেয় কর্মণানেন সুব্রত।
অমৃষা তেঽস্তু মদ্বাক্যং ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥ ৪৫

সুপর্ণ উবাচ।

তামেবংবাদিনীং বাচমহং প্রত্যুক্তবাংস্তদা।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি কস্ত্বং হি ততো মে দাস্যসে বরম্ ॥ ৪৬
ততো জলদগম্ভীরং প্রহস্য গদতাং বরঃ।
উবাচ বরদঃ প্রীতঃ কালে ত্বং মাভিবেৎস্যসি ॥ ৪৭
বাহনং ভব মে সাধু বরং দদ্মি তবোত্তমম্।
ন তে বীর্য্যেণ সদৃশঃ কশ্চিল্লোকে ভবিষ্যতি ॥৪৮

বেদেও বিশ্বাত্মা বলিয়া ইঁহার মহিমা গান করা হইয়াছে, কিন্তু আমরা ইহা জানিতে পারিতেছি না যে, সেই তত্ত্বভূতস্বরূপ নিত্য সনাতন প্রভু বস্তুতঃ কিরূপ? ৩৭

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও অগ্নি—এই পঞ্চভূত, ক্রমশঃ এই ভূতসকলের গুণ; ভাব-অভাব, সত্ত্ব, রজ, তম, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভাব; বুদ্ধি ও তেজ—এই সমস্ত বাস্তবে বুদ্ধিগম্য। ৩৮-৩৯

তাত! এই সবই সেই শ্রীহরি হইতে উৎপন্ন হয় এবং সেই ভগবান্ এই সবের মধ্যে ব্যাপকরূপে অবস্থিত আছেন। আমরা তাঁহার বিষয়ে নিজ নিজ বুদ্ধির দ্বারা বহুভাবে বিচার করিয়াছি, তথাপি কোন এক উত্তম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই; অতএব আপনি যথার্থরূপে আমাদের এই সব তত্ত্ব বলুন। ৪০

গরুড় বলিলেন,—মহাত্মাগণ! যিনি স্থূলস্বরূপ ভগবান্, তিনিই ত্রিভুবনের রক্ষার জন্য সেই কারণভূত নিজের স্বরূপের দ্বারা সকল লোকের দৃষ্টিগোচর হন। ৪১

আমি পূর্ব্বে সেই পরমদেব সনাতন শ্রীবৎসনিলয় ভগবানের মধ্যে যে অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক বিষয় দর্শন করিয়াছি, তাহা সর্ব্বতোভাবে শ্রবণ করুন।

আমি কিংবা আপনারা কোনও ব্যক্তিই কোনরূপে ভগবানের যথার্থস্বরূপ জানিতে সমর্থ নহি। ভগবান্ স্বয়ংই নিজের বিষয়ে আমাকে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তৎসমস্তই আপনারা সেইরূপেই শ্রবণ করুন। ৪২½

মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আমি দেবগণের সাক্ষাতেই তাঁহার রক্ষাযন্ত্র বিদীর্ণ করত অমৃতের রক্ষকসকলকে বিতাড়িত করিয়া ইন্দ্র ও মরুদ্গণের সহিত সমস্ত দেবতাগণকে পরাজিত করত সত্বর অমৃত অপহরণ করিয়া লইলাম। আমার সেই পরাক্রম দেখিয়া আকাশবাণী বলিলেন। ৪৩-৪৪½

আকাশবাণী বলিলেন,—উত্তম ব্রতপালনকারী বিনতানন্দন! আমি তোমার এই পরাক্রমে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। আমার বাক্য কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না; অতএব বল, আমি তোমার কোন্ মনোরথ পূর্ণ করিব? ৪৫

গরুড় বলিলেন,—ঋষিগণ! আকাশবাণীর এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি সেই সময় এই উত্তর দিলাম—আমি প্রথমে ইহা জানিতে অভিলাষী যে, আপনি কে? তারপর আমাকে বরদান করিবেন। ৪৬

তখন বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বরদায়ক ভগবান্ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত মেঘসদৃশ গম্ভীর স্বরে প্রীতিসহকারে বলিলেন,—সময় আসিলে পর তুমি আমার বিষয়ে সব কিছুই জানিতে পারিবে। ৪৭

পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গরুড়! আমি তোমাকে এই বরদান করিতেছি যে, দেবতা বা দানব কেহই এ সংসারে তোমার তুল্য পরাক্রমশালী হইবে না।

পতগ পততাং শ্রেষ্ঠ ন দেবো নাপি দানবঃ।
মৎসখিত্বমনুপ্রাপ্তো দুর্দ্ধর্ষশ্চ ভবিষ্যসি ॥ ৪৯
তমব্রবং দেবদেবং মামেবংবাদিনং পরম্।
প্রয়তঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা প্রণম্য শিরসা বিভুম্ ॥ ৫০
এবমেতন্মহাবাহো সর্বমেতদ্ ভবিষ্যতি।
বাহনং তে ভবিষ্যামি যথা বদতি মাং ভবান্ ॥৫১
ধ্বজস্তেঽহং ভবিষ্যামি রথস্থস্য ন সংশয়ঃ।
তথাস্থিতি স মামুক্ত্বা যথাভিপ্রায়তো গতঃ ॥ ৫২
ততোঽহং কৃতসংবাদস্তেন কেনাপি সত্তমাঃ।
কৌতূহলসমাবিষ্টঃ পিতরং কাশ্যপং গতঃ ॥ ৫৩
সোঽহং পিতরমাসাদ্য প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ।
সর্বমেতদ্ যথাতথ্যমুক্তবান্ পিতুরন্তিকে ॥ ৫৪
শ্রুত্বা তু ভগবান্ মহ্যং ধ্যানমেবাম্বপদ্যত।
স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা মামাহ বদতাং বরঃ ॥ ৫৫

তুমি আমার শ্রেষ্ঠ বাহন হও, আমার সখিভাব প্রাপ্ত হওয়ায় তুমি সর্ব্বদা দুর্জয় হইয়া থাকিবে ॥৪৮-৪৯

তখন আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া সংযতচিত্তে পূর্ব্বোক্ত বাক্যভাষী সর্ব্বব্যাপী দেবাধিপতি ভগবান্ পরমপুরুষকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত এই কথা বলিলাম ॥ ৫০

মহাবাহো! আপনার কথা সত্য। এ সব কিছুই আপনার আদেশানুসারেই হইবে। আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তাহারই অনুসারে আমি আপনার অবশ্যই বাহন হইব। আপনি রথে বিরাজমান থাকিলে আমি আপনার ধ্বজে অবস্থান করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। তখন ভগবান্ আমাকে 'তথাস্তু' বলিয়া তিনি নিজের ইচ্ছানুসারে চলিয়া যাইলেন ॥ ৫১-৫২

সাধুশ্রেষ্ঠগণ! তদনন্তর সেই অনির্ব্বচনীয় দেবতার সহিত বার্ত্তালাপ করত আমি কৌতূহলবশে নিজের পিতা কশ্যপের নিকট গমন করিলাম ॥ ৫৩

পিতার নিকট উপস্থিত হইয়াই আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করিলাম এবং সেই সব বৃত্তান্ত আমি তাঁহাকে যথাযথভাবে বলিলাম ॥ ৫৪

ইহা শ্রবণ করিয়া আমার পূজ্যপাদ পিতা ধ্যানমগ্ন হইলেন। মুহূর্ত্তকাল ধ্যান করিয়া সেই বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুনি আমাকে বলিলেন ॥ ৫৫

তাত! আমি ধন্য, আমি ভগবানের কৃপার পাত্র, যাহার

ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যৎ ত্বং তেন মহাত্মনা।
সংবাদং কৃতবাংস্তাত গুহ্যেন পরমাত্মনা ॥ ৫৬
ময়া হি স মহাতেজা নান্যযোগসমাধিনা।
তপসোগ্রেণ তেজস্বী তোষিতস্তপসাং নিধিঃ ॥৫৭
ততো মে দর্শয়ামাস তোষয়ন্নিব পুত্রক।
শ্বেতপীতারুণনিভঃ কদ্রু-কপিল-পিঙ্গলঃ ॥ ৫৮
রক্তনীলাসিতনিভঃ সহস্রোদরপাণিমান্।
দ্বিসাহস্রমহাবক্ত্র একাক্ষঃ শতলোচনঃ ॥ ৫৯
সমাসাদ্য তু তং বিশ্বমহং মূর্ধ্না প্রণম্য চ।
ঋগ্‌-যজুঃ-সামভিঃ স্তুত্বা শরণ্যং শরণং গতঃ ॥ ৬০
তেন ত্বং কৃতসংবাদঃ স্বতঃ সর্বহিতৈষিণা।
বিশ্বরূপেণ দেবেন পুরুষেণ মহাত্মনা ॥৬১
তমেবারাধয় ক্ষিপ্রং সমারাধ্য ন সীদসি।
সোঽহমেবং ভগবতা পিত্রা ব্রহ্মর্ষিসত্তমাঃ ॥৬২

পুত্র হইয়া তুমি সেই মাহাত্মা গুহ্য পরমাত্মার সহিত বার্ত্তালাপ করিয়াছ ॥ ৫৬

আমি অনন্যভাবে মনকে একাগ্র করিয়া উগ্র তপস্যার দ্বারা সেই মহাতেজস্বী সকল তপস্যার নিধিস্বরূপ শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিয়াছি ॥ ৫৭

পুত্র! তখন আমাকে সন্তুষ্ট করিতে করিতেই যেন ভগবান্ শ্রীহরি আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গের কান্তি শ্বেত, পীত, অরুণ, কদ্রু, কপিল ও পিঙ্গলবর্ণের ছিল ॥ ৫৮

তিনি রক্ত, নীল ও কৃষ্ণবর্ণতুল্যও ছিলেন। তাঁহার সহস্র উদর ও হস্ত ছিল। তাঁহার বিশাল মুখ দুই সহস্র সংখ্যায় ছিল। কিন্তু তাঁহার একটি নয়ন ও আরও শত নয়ন ছিল ॥ ৫৯

সেই বিশ্বাত্মাকে নিকটে প্রাপ্ত হইয়া আমি মস্তক নত করত প্রণাম করিয়া এবং ঋক্, যজুঃ ও সামমন্ত্রসমূহের দ্বারা তাঁহার স্তুতি করিয়া সেই শরণাগতবৎসল ভগবানের শরণাগত হইলাম ॥ ৬০

পুত্র গরুড়! সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী সেই বিশ্বরূপধারী অন্তর্য্যামী পরমাত্মদেবের সহিত তুমি বার্ত্তালাপ করিয়াছ; অতএব শীঘ্র তাঁহার আরাধনা কর। তাঁহার আরাধনা করিয়া তুমি কখনও কষ্ট পাইবে না ॥ ৬১½

ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠগণ! এইরূপে আমার পূজ্যপাদ পিতা যথোচিতরূপে বুঝাইলে পর আমি নিজ গৃহে গমন করিলাম। পিতার নিকট হইতে গমনানুমতি লইয়া নিজের গৃহে আগমন করত আমি সেই পরমাত্মার ধ্যানে মন নিবিষ্ট করিয়া তাঁহারই চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ৬২-৬৩½

অনুনীতো যথান্যায়ং স্বমেব ভবনং গতঃ।
সোঽহমামন্ত্র্য পিতরং তদ্গতাগতমানসঃ ॥ ৬৩
স্বমেবালয়মাসাদ্য তমেবার্থমচিন্তয়ম্।
তদ্ভাবগতভাবাত্মা তদ্ভূতগতমানসঃ ॥ ৬৪
গোবিন্দং চিন্তয়ন্নাসে শাশ্বতং পরমব্যয়ম্।
ধৃতং বভূব হৃদয়ং নারায়ণদিদৃক্ষয়া ॥ ৬৫
সোঽহং বেগং সমাস্থায় মনোমারুতবেগবান্।
রম্যাং বিশালাং বদরীং গতো নারায়ণাশ্রমম্ ॥ ৬৬
ততস্তত্র হরিং দৃষ্ট্বা জগতঃ প্রভবং বিভুম্।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং প্রণতঃ শিরসা হরিম্ ॥ ৬৭
ঋগ্‌যজুঃসামভিশ্চৈনং তুষ্টাব পরয়া মুদা।
সোঽহং প্রপন্নঃ শরণং দেবদেবং সনাতনম্ ॥
প্রাঞ্জলির্মনসা ভূত্বা বাক্যমেতৎ তদোক্তবান্ ॥ ৬৮
ভগবন্ ভূতভব্যেশ ভবদ্ভূতকৃদব্যয়।
শরণং সম্প্রপন্নং মাং ত্রাতুমর্হস্যরিন্দম ॥৬৯

তাঁহারই ভাবভক্তিযুক্ত আমার মন তাঁহার ভাবনায় নিরত ছিল। আমার চিত্ত তাঁহার চিন্তা করিতে করিতে তদাকার হইয়া যাইল। এইরূপে আমি সেই সনাতন অবিনাশী পরমপুরুষ গোবিন্দের চিন্তায় তৎপর থাকিয়া বসিয়া রহিলাম। ৬৪½

এইরূপ করিলে পর আমার হৃদয় নারায়ণের দর্শন ইচ্ছায় স্থির হইয়া যাইল এবং আমি মন ও বায়ুতুল্য বেগশালী হইয়া দ্রুতবেগ অবলম্বন করত রমণীয় বদরীবিশাল তীর্থে ভগবান্ নারায়ণের আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ৬৫-৬৬

তদনন্তর সেখানে আমি জগতের উৎপত্তির কারণভূত সর্ব্বব্যাপী কমললোচন শ্রীগোবিন্দ শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহাকে মস্তক নত করত প্রণাম করিয়া অতিশয় আনন্দের সহিত ঋক্, যজুঃ ও সাম মন্ত্রসমূহের দ্বারা তাঁহার স্তব করিলাম। ৬৭½

তখন আমি মনে মনে সেই সনাতন দেবদেবের শরণগ্রহণ করিলাম এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলাম— ।৬৮

ভগবন্! আপনি ভূত ও ভবিষ্যতের নিয়ন্তা, বর্ত্তমান ভূতসকলের নির্মাতা, শত্রুদমন ও অবিনাশী! আমি আপনার শরণগ্রহণ করিলাম। আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ৬৯

অহং তু তত্ত্বজিজ্ঞাসুঃ কোঽসি কস্যাসি কুত্র বা।
সম্প্রাপ্তঃ পদবীং দেব স মাং ত্রাতুমর্হসি ॥ ৭০

শ্রীভগবানুবাচ।

মম ত্বং বিদিতঃ সৌম্য যথাবৎ তত্ত্বদর্শনে।
আপিতশ্চাপি যৎ পিত্রা তচ্চাপি বিদিতং মহৎ ॥ ৭১
বৈনতেয় ন কস্যাপি অহং বেদ্যঃ কথঞ্চন।
মাং হি বিন্দন্তি বিদ্বাংসো যে জ্ঞানে পরিনিষ্ঠিতাঃ ॥ ৭২
নির্মমা নিরহঙ্কারা নিরাশীর্বন্ধনাবৃতাঃ।
ত্বমাংস্তু সততং ভক্তো মন্মনাঃ পক্ষিসত্তম ॥৭৩
স্থূলং মাং বেৎস্যসে তস্মাজ্জগতঃ কারণে স্থিতম্।

সুপর্ণ উবাচ।

এবং দত্তাভয়স্তেন ততোঽহমৃষিসত্তমাঃ
নষ্টখেদশ্রমভয়ঃ ক্ষণেন হ্যভবং তদা ॥ ৭৪
স শনৈর্যাতি ভগবান্ গত্যা লঘুপরাক্রমঃ।
অহং তু সুমহাবেগমাস্থায়ানুব্রজামি তম্ ॥ ৭৫

'আপনি কে, কাহার এবং কোথায় থাকেন? আমি এই তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইয়া আপনার চরণে শরণাগত হইলাম। দেব! আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ৭০

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—সৌম্য! তুমি যথাযথভাবে আমার তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছ, এই কথা আমি পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছি। তোমার পিতা তোমাকে আমার সম্বন্ধে যে জ্ঞান প্রদান করিয়াছে, সেই সবও আমি বিদিত আছি। ৭১

বিনতানন্দন! কাহারও কোনরূপেই আমার স্বরূপের পরিপূর্ণ জ্ঞান হয় না। কিন্তু জ্ঞাননিষ্ঠ বিদ্বান্‌গণ আমার বিষয়ে কিছু জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। ৭২

যাহারা মমতাহীন, অহঙ্কারশূন্য এবং সর্ব্ববিধ কামনার বন্ধন হইতে মুক্ত, তাহারাই আমার জ্ঞান লাভ করে। পক্ষিপ্রবর! তুমি আমার ভক্ত ও সর্ব্বদা আমাতেই মনকে নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছ, সেইজন্য জগতের কারণরূপে স্থিত আমার স্থূল স্বরূপের বোধ তুমি পাইবে। ৭৩½

সুপর্ণ (গরুড়) বলিলেন,—ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! এইভাবে ভগবান্ অভয়দান করিলে পর ক্ষণকালের মধ্যেই আমার খেদ, শ্রম ও ভয় সব নষ্ট হইয়া যাইল। ৭৪

সেই সময় শীঘ্রগামী ভগবান্ নিজের গতিতে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন এবং আমি তীব্র বেগ অবলম্বন করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। ৭৫

স গত্বা দীর্ঘমধ্বানমাকাশমমিতদ্যুতিঃ।
মনসাপ্যগমং দেশমাসসাদাত্মতত্ত্ববিৎ ॥ ৭৬
অথ দেবঃ সমাসাদ্য মনসঃ সদৃশং জবম্।
মোহয়িত্বা চ মাং তত্র ক্ষণেনান্তরধীয়ত ॥ ৭৭
তত্রাম্বুধরধীরেণ ভোঃশব্দেনানুনাদিনা।
অয়ং ভোঽহমিতি প্রাহ বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥ ৭৮
শব্দানুসারী তু ততস্তং দেশমহমাব্রজম্।
তত্রাপশ্যং ততশ্চাহং শ্রীমদ্ধংসযুতং সরঃ ॥ ৭৯
স তৎসরঃ সমাসাদ্য ভগবানাত্মবিত্তমঃ।
ভোঃ শব্দ প্রতিসৃষ্টেন স্বরেণাপ্রতিবাদিনা ॥ ৮০
বিবেশঃ দেবঃ স্বাং যোনিং মামিদং চাভ্যভাষত।
শ্রীভগবানুবাচ।
বিশস্ব সলিলং সৌম্য সুখমত্র বসামহে ॥ ৮১
সুপর্ণ উবাচ।
ততশ্চ প্রাবিশং তত্র সহ তেন মহাত্মনা।
দৃষ্টবানস্তুততরং তস্মিন্ সরসি ভাস্বতাম্ ॥ ৮২

অগ্নীণাং সুপ্রণীতানামিদ্ধানামিন্ধনৈর্বিনা।
দীপ্তানামাজ্যসিক্তানাং স্থানেষ্বচিন্ত্যতাং সদা ॥ ৮৩
দীপ্তিস্তেষামনাজ্যানাং প্রাপ্তাজ্যানামিবাভবৎ।
অনিদ্ধানামিব সতামিদ্ধানামিব ভাস্বতাম্ ॥ ৮৪
অথাহং বরদং দেবং নাপশ্যং তত্র সঙ্গতম্।
তেষাং তত্রাগ্নিহোত্রাণামীড়িতানাং সহস্রশঃ ॥ ৮৫
সমীপে ত্বস্তুততমমপশ্যমহমব্যয়ম্।
এষু চাগ্নিসমীপেষু শুশ্রাব সুপদাক্ষরাঃ ॥ ৮৬
প্রভাবান্তরিতানাং তু প্রস্পষ্টাক্ষরভাষিণাম্।
ঋগ্‌যজুঃসামগানাঞ্চ মধুরাঃ সুস্বরা গিরঃ ॥ ৮৭
তান্যনেকসহস্রাণি পরীয়ংস্তু মহাজবাৎ।
অপশ্যমানস্তং দেবং ততোঽহং ব্যথিতোঽভবম্ ॥ ৮৮
ততস্তেষ্বগ্নিহোত্রেষু জ্বলৎসু বিমলার্চিষু।
ভানুমৎসু ন পশ্যামি দেবদেবং সনাতনম্ ॥ ৮৯

সেই অমিততেজস্বী ও আত্মতত্ত্ববিৎ ভগবান্ শ্রীহরি আকাশের বহুদূর পর্য্যন্ত পথ অতিক্রম করিয়া মনের অগম্য নিজের দেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ৭৬

তদনন্তর ভগবান্ মনের ন্যায় বেগ অবলম্বন করিয়া আমাকে মোহিত করত সেখানে ক্ষণকালের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যাইলেন। ৭৭

সেখানে মেঘের তুল্য ধীর গম্ভীরস্বরে উচ্চারিত 'ভোঃ' শব্দের দ্বারা বাক্য বলিতে নিপুণ ভগবান্ এই প্রকার বলিলেন— হে গরুড়! এই আমি। ৭৮

আমি সেই শব্দের অনুসরণ করিতে করিতে সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে আমি এক সুন্দর সরোবর দেখিলাম, যাহাতে বহু হংস শোভা পাইতেছিল। ৭৯

আত্মতত্ত্বজ্ঞশ্রেষ্ঠ ভগবান্ নারায়ণ সেই সরোবরের নিকট উপস্থিত হইয়া 'ভো' শব্দযুক্ত অনুপম গম্ভীর স্বরে আমাকে আহ্বান করিতে করিতে নিজের শয়ন-স্থান জলে প্রবিষ্ট হইয়া যাইলেন এবং আমাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৮০½

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—সৌম্য! তুমিও জলে প্রবিষ্ট হও। আমরা উভয়ে এখানে সুখে বাস করিব। ৮১

গরুড় বলিলেন,—ঋষিগণ! আমি তখন সেই মহাত্মা শ্রীহরির সহিত সেই সরোবরে প্রবেশ করিলাম। সেখানে আমি অত্যন্ত অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিধি অনুসারে স্থাপিত অগ্নিসকল বিনা কাষ্ঠেই জলিতেছে এবং ঘৃতাহুতি পাইয়া উদ্দীপিত হইতেছে। ৮২-৮৩

ঘৃত না পাইলেও সেই সব অগ্নির দীপ্তি ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত অগ্নির তুল্য ছিল এবং কাষ্ঠ ব্যতীতই কাষ্ঠযুক্ত অগ্নির সদৃশ তাহাদের প্রভা প্রকাশিত হইতেছিল। ৮৪

সেখানে গমন করিলেও সেই বরদায়ক দেবতা নারায়ণের দর্শন লাভ আমার হইল না। সহস্র সহস্র স্থানে প্রশংসিত সেই অগ্নিহোত্রের সমীপে আমি সেই অদ্ভুত ও অবিনাশী শ্রীহরিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। ৮৫½

সেই সকল অগ্নির নিকটে অক্ষরসমূহের স্পষ্ট উচ্চারণকারী এবং নিজের প্রভাবে অদৃশ্য ভাবে স্থিত, ঋগ্‌বেদ যজুর্ব্বেদ ও সামবেদের বিদ্বান্‌গণের সুস্বর মধুর বাণী আমি শ্রবণ করিলাম। তাঁহাদের পদ ও অক্ষরসমূহ সুন্দর রীতিতে উচ্চারিত হইতেছিল। ৮৬-৮৭

আমি তীব্রবেগে সেখানের সহস্র সহস্র গৃহ ঘুরিয়া আসিলাম; কিন্তু কোথাও নিজের আরাধ্যদেবের দর্শন লাভ হইল না। ইহাতে আমি ব্যথিত হইলাম। ৮৮

নির্ম্মল শিখাযুক্ত সেই অগ্নিহোত্র পূর্ব্ববৎ প্রকাশিত হইতেছিলেন। তাঁহার সমীপেও আমি কোথাও সনাতন দেবাদিদেব

ততোঽহং তানি দীপ্তানি পরীয় ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ।
নান্তং তেষাং প্রপশ্যামি যেনাহমিহ চোদিতঃ ॥ ৯০
এবং চিন্তাসমাপন্নঃ প্রধ্যাতুমুপচক্রমে।
বিনয়াবনতো ভূত্বা নমশ্চক্রে মহাত্মনে ॥ ৯১
অনাদিনিধনায়ৈভির্নামভিঃ পরমাত্মনে।
নারায়ণায় শুদ্ধায় শাশ্বতায় ধ্রুবায় চ ॥ ৯২
ভূতভব্যভবেশায় শিবায় শিবমূর্ত্তয়ে।
শিবযোনেঃ শিবাদ্যায় শিবপূজ্যতমায় চ ॥ ৯৩
ঘোররূপায় মহতে যুগান্তকরণায় চ।
বিশ্বায় বিশ্বদেবায় বিশ্বেশায় মহাত্মনে ॥ ৯৪
সহস্রোদারপাদায় সহস্রনয়নায় চ।
সহস্রবাহবে চৈব সহস্রবদনায় চ ॥ ৯৫
শুচিশ্রবায় মহতে ঋতুসংবৎসরায় চ।
ঋগ্‌যজুঃসামবক্ত্রায় অথর্বশিরসে নমঃ ॥ ৯৬
হৃষীকেশায় কৃষ্ণায় দ্রুহিণোরুক্রমায় চ।
ব্রহ্মেন্দ্রকায় তার্ক্ষ্যায় বরাহায়ৈকশৃঙ্গিণে ॥ ৯৭
শিপিবিষ্টায় সত্যায় হরয়েঽথ শিখণ্ডিনে।
হুতায়োর্দ্ধ্বায় বক্ত্রায় রৌদ্রানীকায় সাধবে ॥ ৯৮
সিন্ধবে সিন্ধুবর্ষঘ্নে দেবানাং সিন্ধবে নমঃ।
গরুত্মতে ত্রিনেত্রায় সুধামায় বৃষাবৃষে ॥ ৯৯
সম্রাডুগ্রে সংকৃতয়ে বিরজে সম্ভবে ভবে।
বৃষায় বৃষরূপায় বিভবে ভূর্ভুবায় চ ॥ ১০০
দীপ্তসৃষ্টায় যজ্ঞায় স্থিরায় স্থবিরায় চ
অচ্যুতায় তুষারায় বীরায় চ সমায় চ ॥ ১০১
জিষ্ণবে পুরুহূতায় বশিষ্ঠায় বরায় চ।
সত্যেশায় সুরেশায় হরয়েঽথ শিখণ্ডিনে ॥ ১০২

শ্রীহরিকে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি সেই প্রদীপ্ত অগ্নিহোত্রসকল পরিক্রমা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যথিত হইয়া উঠিল; কিন্তু তাঁহার কোথাও আমি শেষ দেখিতে পাইলাম না। যে ভগবান্ আমাকে এখানে আসিবার জন্য প্রেরিত করিয়াছিলেন, তাঁহার দর্শনও আমার হইল না। ৮৯-৯০

এইভাবে চিন্তায় পতিত হইয়া আমি ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলাম; এবং সবিনয়ে নতমস্তক হইয়া আমি নিম্নাঙ্কিত নামসমূহের দ্বারা আদি-অন্তরহিত পরমাত্মা মহামনস্বী নারায়ণের বন্দনা আরম্ভ করিলাম। ৯১½

যিনি শুদ্ধ, সনাতন, ধ্রুব, এবং ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের অধিপতি, শিবস্বরূপ, মঙ্গলমূর্ত্তি, কল্যাণের উৎপত্তিস্থান, শিবেরও আদিকারণ এবং ভগবান্ শিবেরও পরমপূজনীয়, সেই নারায়ণকে নমস্কার। ৯১-৯৩

যিনি কল্পকে অন্ত করিবার জন্য অত্যন্ত ঘোর রূপ ধারণ করেন, যিনি বিশ্বরূপ, বিশ্বদেব, বিশ্বেশ্বর ও পরমাত্মা, সেই শ্রীহরিকে নমস্কার। ৯৪

যাঁহার সহস্র উদর, সহস্র পদ ও সহস্র নেত্র আছে, যিনি সহস্র বাহু ও সহস্র মুখশোভিত, সেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার। ৯৫

যাঁহার যশ পবিত্র, যিনি মহান্, ঋতু ও সংবৎসরস্বরূপ, ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ যাঁহার মুখ এবং অথর্ববেদ যাঁহার মস্তক, সেই নারায়ণকে নমস্কার। ৯৬

যিনি হৃষীকেশ (সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক), কৃষ্ণ (সচ্চিদা-নন্দস্বরূপ), দ্রুহিণ (ব্রহ্মা), উরুক্রম (মহাবিক্রমযুক্ত ত্রিবিক্রম), ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রস্বরূপ, গরুড়রূপ ও একশৃঙ্গবিশিষ্ট বরাহরূপধারী, সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে নমস্কার। ৯৭

যিনি শিপিবিষ্ট (তেজে পরিব্যাপ্ত), সত্য, হরি, শিখণ্ডী (ময়ূরপক্ষধারী) প্রভৃতি নামসমূহে প্রসিদ্ধ, যিনি হুত (হবিস্ত্র গ্রহণকারী অগ্নিস্বরূপ), ঊর্দ্ধমুখ, রুদ্রদেবের সেনা, সাধু, সিন্ধু, সমুদ্রে বর্ষহননকারী এবং দেবসিন্ধু (গঙ্গাস্বরূপ), সেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার। ৯৮½

যিনি গরুড়রূপধারী, ত্রিনেত্র (রুদ্ররূপী), উত্তমধামযুক্ত, বৃষাবৃষ, ধর্ম্মপালক, সকলের সম্রাট্, উগ্ররূপধারী, উত্তম কৃতিমান্, রজোগুণরহিত, সকলের উৎপত্তির কারণ এবং ভবস্বরূপ, সেই শ্রীহরিকে নমস্কার। ৯৯½

যিনি বৃষ (অভীষ্ট বস্তুসমূহের বর্ষণকারী), বৃষরূপ (ধর্ম্মস্বরূপ), বিভু (ব্যাপক), ভূর্লোক ও ভুবর্লোকময়, তেজস্বী পুরুষগণের দ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞরূপ, স্থির এবং স্থবিররূপ (বৃদ্ধ), সেই ভগবান্‌কে নমস্কার। ১০০½

যিনি স্বীয় মহিমা হইতে কখনও চ্যুত হন্ না, হিমতুল্য শীতল, বীর, সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত, বিজয়শীল, যাঁহাকে বহু লোক আহ্বান করে কিংবা যিনি ইন্দ্রস্বরূপ এবং যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ, সেই ভগবান্‌কে নমস্কার। ১০১½

যিনি সত্য, দেবতাগণের অধিপতি, হরি (শ্যামসুন্দর), শিখণ্ডী (ময়ূরপক্ষসুশোভিত) এবং কুশের উপর উপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুখরূপ, সেই বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ বিষ্ণুকে নমস্কার। ১০ ½

বর্হিষায় বরেণ্যায় বসবে বিশ্ববেধসে
কিরীটিনে সুকেশায় বাসুদেবায় শুষ্মিণে ॥ ১০৩
বৃহদ্বৃক্থসুষেণায় যুগ্যে দুন্দুভয়ে তথা।
ভবেসখায় বিভবে ভরদ্বাজাভয়ায় চ ॥ ১০৪
ভাস্করায় বরেন্দ্রায় পদ্মনাভায় ভূরিণে।
পুনর্বসুভৃতত্বায় জীবপ্রভবিষায় চ ॥ ১০৫
বষট্‌কারায় স্বাহায়ৈ স্বধায়ৈ নিধনায় চ।
ঋচে চ যজুষে সাম্নে ত্রৈলোক্যপতয়ে নমঃ ॥ ১০৬
শ্রীপদ্মায়াপ্তসদৃশে ধরণে ধারণে পরে।
সৌম্যায় সৌম্যরূপায় সৌম্যে সুমনসে নমঃ ॥ ১০৭
বিশ্বায় চ সুবিশ্বায় বিশ্বরূপধরায় চ।
কেশবায় সুকেশায় রশ্মিকেশায় ভূরিণে ॥ ১০৮
হিরণ্যগর্ভায় নমঃ সৌম্যায় বৃষরূপিণে।
নারায়ণাগ্র্যবপুষে পুরুহূতায় বজ্রিণে ॥ ১০৯

ধর্মিণে বৃষসেনায় ধর্মসেনায় রোধসে।
মুনয়ে জ্বরমুক্তায় জ্বরাধিপতয়ে নমঃ ॥ ১১০
অনেত্রায় ত্রিনেত্রায় পিঙ্গলায় বিড়ুমিণে
তপোব্রহ্মনিধানায় যুগপর্য্যায়িণে নমঃ ॥ ১১১
শরণায় শরণ্যায় শক্তেষ্টশরণায় চ।
নমঃ সর্বভবেশায় ভূতভব্যভবায় চ ॥ ১১২
পাহি মাং দেবদেবেশ কোঽপ্যজোঽসি সনাতন।
এবং গতোঽসি শরণং শরণ্যং ব্রহ্মযোনিনাম্ ॥ ১১৩
স্তব্যং স্তবং স্তুতবতস্তৎ তমো মে প্রণশ্যত।
শৃণোমি চ গিরং দিব্যামন্তর্ধানগতাং শিবাম্ ॥ ১১৪

শ্রীভগবানুবাচ।

মা ভৈর্গরুত্মন্ দান্তোঽসি পুনঃ
সেন্দ্রান্ দিবৌকসঃ।

যিনি কিরীটধারী, সুন্দর কেশসমূহে সুশোভিত, পরাক্রমশালী বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, বৃহদ্বৃক্থ সাম যাঁহার স্বরূপ, যিনি সুন্দর সেনাযুক্ত, যুগভারবহনকারী বৃষভরূপী এবং দুন্দুভি নামক বাদ্যবিশেষ, সেই ভগবান্‌কে নমস্কার। ১০৩½

যিনি এই জগতের জীবমাত্রেরই সখা, ব্যাপকস্বরূপ, ভরদ্বাজের অভয়দাতা, সূর্য্যরূপে প্রভাবিস্তারকারী, শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের প্রভু, যাঁহার নাভি হইতে পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছে এবং যিনি মহান্, সেই ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার। ১০৪½

যিনি পুনর্বসু নামক নক্ষত্রের দ্বারা পরিপালিত, জীবমাত্রেরই উৎপত্তিস্থান, বষট্‌কার, স্বাহা, স্বধা ও নিধন—এই সব যাঁহার নাম ও রূপ এবং যিনি ত্রিলোকের অধিপতি, সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে আমার প্রণাম। ১০৫-১০৬

যিনি সৌন্দর্য্যমণ্ডিত পদ্ম হস্তে ধারণ করিয়া থাকেন, যিনি নিজের তুলনা নিজেই, যিনি ধরণ ও ধারণকারী পরম পুরুষ, যিনি সৌম্যরূপধারী, সৌম্য ও সুন্দর মনযুক্ত, সেই শ্রীহরিকে নমস্কার। ১০৭

যিনি বিশ্বরূপ, বিশ্বের নির্ম্মাণকারী, বিশ্বরূপধারী, কেশব, সুন্দর কেশশোভিত, কিরণরূপ কেশবিশিষ্ট, অধিক বলশালী, সেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে আমার প্রণাম। ১০৮

যিনি হিরণ্যগর্ভ, সৌম্য, বৃষরূপধারী, নারায়ণ, শ্রেষ্ঠ শরীরধারী, পুরুহূত (ইন্দ্র), বজ্রধারী, ধর্ম্মাত্মা, বৃষসেন, ধর্ম্মসেন ও তীরস্বরূপ, সেই ভগবান্ শ্রীহরিকে আমার প্রণাম॥ ১০৯½

যিনি মননশীল মুনি, জ্বরাদি রোগমুক্ত, জ্বরের অধিপতি, যাঁহার নেত্র নাই অথচ ত্রিনেত্র, যিনি পিঙ্গলবর্ণ ও প্রভারূপী ভরজমালার উৎপত্তির জন্য মহাসাগর-সদৃশ, সেই শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকে নমস্কার ১১০½

যিনি তপস্যা ও বেদের নিধি, পর্য্যায়ক্রমে যুগসমূহের পরিবর্ত্তনকারী, সকলের শরণদাতা, শরণাগতবৎসল, শক্তিশালী পুরুষের অভীষ্ট আশ্রয়, সমস্ত সংসারের অধীশ্বর, ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের অধিপতি, সেই ভগবান্ নারায়ণকে আমার নমস্কার। ১১১-১১২

দেবদেবেশ্বর আপনি আমাকে রক্ষা করুন। সনাতন পরমাত্মন্! আপনি কোন এক অনির্ব্বচনীয় অজন্মা পুরুষ। আপনি ব্রাহ্মণগণের শরণদাতা, আমি সঙ্কটে পতিত হইয়া আপনার শরণগ্রহণ করিলাম। ১১৩

এইভাবে সেই স্তবনীয় পরমেশ্বরের স্তুতি করিতেই আমার সমস্ত দুঃখ নষ্ট হইয়া যাইল। তাহার পর আমি কোন এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা কথিত এই মঙ্গলময়ী দিব্য বাণী শ্রবণ করিলাম্। ১১৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—গরুড়! তুমি ভীত হইও না। তুমি মন ও ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়াছ। এখন তুমি পুনরায় ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত নিজ গৃহে যাইয়া পুত্র ও বন্ধুদিগকে দর্শন করিবে। ১১৫

স্বং চৈব ভবনং গত্বা দ্রক্ষ্যসে পুত্রবান্ধবান্। ১১৫
সুপর্ণ উবাচ।
ততস্তস্মিন্ ক্ষণেনৈব সহসৈব মহাদ্যুতিঃ ॥ ১১৬
প্রত্যদৃশ্যত তেজস্বী পুরস্তাৎ স মমান্তিকে।
সমাগম্য ততস্তেন শিবেন পরমাত্মনা ॥ ১১৭
অপশ্যং চাহমায়ান্তং নরনারায়ণাশ্রমে।
চতুর্বিংশবিন্যাসং তত্র দেবং সনাতনম্ ॥ ১১৮
যজতস্তানৃষীন্ দেবান্ বদতো ধ্যায়তো মুনীন্।
যুক্তান্ সিদ্ধান্ নৈষ্ঠিকাংশ্চ জপতো যজতো গৃহীন্ ॥১১৯
পুষ্পপূরপরিক্ষিপ্তং ধূপিতং দীপিতং হিতম্
বন্দিতং সিক্তসম্পৃষ্টং নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥ ১২০
তদদ্ভুতমহং দৃষ্ট্বা বিস্মিতোঽস্মি তদানঘাঃ।
জগাম শিরসা দেবং প্রযতেনান্তরাত্মনা ॥ ১২১
তদত্যদ্ভুতসঙ্কাশং কিমেতদিতি চিন্তয়ন্।
নাধ্যগচ্ছং পরং দিব্যং তস্য সর্বভবাত্মনঃ ॥ ১২২
প্রণিপত্য সুহুর্বর্বং পুনঃ পুনরুদীক্ষ্য চ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ১২৩
অবোচং তমদীনার্থং শ্রেষ্ঠানাং শ্রেষ্ঠমুত্তমম্।
নমস্তে ভগবন্ দেব ভূতভব্যভবৎপ্রভো ॥ ১২৪
যদেতদদ্ভুতং দেব ময়া দৃষ্টং তদাশ্রয়ম্।
অনাদিমধ্যপর্য্যন্তং কিং তচ্ছংসিতুমর্হসি ॥ ১২৫
যদি জানাসি মাং ভক্তং যদি বাহনুগ্রহো ময়ি।
শংস সর্বমশেষেণ শ্রোতব্যং যদি চেন্ময়া ॥ ১২৬
স্বভাবস্তব দুর্জ্ঞেয়ঃ প্রাদুর্ভাবোঽভবস্য চ।
ভবদ্ভূতভবিষ্যেশ সর্বথা গহনো ভবান্ ॥ ১২৭
ব্রূহি সর্বমশেষেণ তদাশ্চর্য্যং মহামুনে।
কিং তদত্যদ্ভুতং বৃত্তং ত্বেষগ্নিষু সমন্ততঃ ॥ ১২৮
কানি তান্যগ্নিহোত্রাণি কেষাং শব্দঃ শ্রুতো ময়া।
শৃণ্বতাং ব্রহ্ম সততমদৃশ্যানাং মহাত্মনাম্ ॥ ১২৯

গরুড় বলিলেন,—মুনিগণ! তদনন্তর সেই ক্ষণেই সেই পরম কান্তিমান্ তেজস্বী নারায়ণ সহসা আমার সম্মুখে অত্যন্ত নিকটে দৃষ্টিগোচর হইলেন। ১১৬½

তখন সেই মঙ্গলময় পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। তারপর আমি দেখিলাম—সেই অষ্টবাহুসমন্বিত সনাতনদেব পুনরায় নর-নারায়ণের আশ্রমের দিকে আসিতেছেন। ১১৭½

সেখানে আমি দেখিলাম, ঋষিরা যজ্ঞ করিতেছেন; দেবগণ পরস্পর আলাপ করিতেছেন, মুনিরা ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন, যোগযুক্ত সিদ্ধ ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ জপ করিতেছেন এবং গৃহস্থসকল যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন। ১১৯

নর-নারায়ণের আশ্রম ধূপের দ্বারা সুগন্ধিত ও দীপের দ্বারা প্রকাশিত ছিল। তাহার চারিদিকে রাশি রাশি পুষ্প বিকীর্ণ ছিল। এই আশ্রম সকলের পক্ষেই হিতকর এবং সৎপুরুষগণের দ্বারা বন্দিত। ইহার সমস্ত স্থান জলসিক্ত ও পরিষ্কৃত ছিল। ১২০

নিষ্পাপ মুনিগণ! সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম এবং আমি পবিত্র ও একাগ্র হৃদয়ে মস্তক নত করিয়া সেই ভগবানের শরণগ্রহণ করিলাম। ১২১

এই সব অদ্ভুত দৃশ্য কিরূপ ছিল, ইহা বহু চিন্তা করিয়াও আমি বুঝিতে পারিলাম না। সকলেরই উৎপত্তির কারণভূত সেই পরমাত্মার পরম দিব্যভাব আমি বুঝিতে সমর্থ হইলাম না। ১২২

সেই দুর্জয় পরমাত্মাকে বারংবার প্রণাম করিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করত আমার নেত্র বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং আমি মস্তকের উপরে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ হইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ ও উদার পুরুষোত্তমকে বলিলাম। ১২৩½

ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অধিপতি ভগবান্ নারায়ণ! দেব! আমি আপনার আশ্রিত, এই যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম, ইহার কোথায় আদি, মধ্য ও অন্ত নাই। এ সমস্ত কি? আপনি কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। ১২৪-১২৫

আপনি যদি আমাকে আপনার ভক্ত বলিয়া জানেন অথবা যদি আমার উপর আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে এসব যদি আমার শুনিবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে আমাকে পূর্ণরূপে বলুন। ১২৬

আপনার স্বভাব দুর্জ্ঞেয়, অজন্মা পরমেশ্বর আপনার প্রাদুর্ভাবও বুঝা কঠিন। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অধিপতি নারায়ণ! আপনি সর্বথা গহন (অগম্য)। ১২৭

মহামুনে! এই সমস্ত আশ্চর্য্যজনক ও অদ্ভুত বৃত্তান্ত, যাহা আমি অগ্নিসকলকে চারিদিকে দেখিয়াছিলাম, উহা কি? পূর্ণরূপ আপনি সে সমস্তই আমাকে বলুন। ১২৮

সেই সব অগ্নিহোত্র কাঁহারা ছিলেন? নিরন্তর বেদসকলের শ্রবণ ও পাঠকারী সেই অদৃশ্য মহাত্মাগণই বা কে? আমি কেবল যাঁহাদের শব্দমাত্র শ্রবণ করিয়াছিলাম। ১২৯

এতন্মে ভগবন্ কৃষ্ণ ব্রূহি সর্বমশেষতঃ ।
গুণন্ত্যগ্নিসমীপেষু কে চ তে ব্রহ্মরাশয়ঃ ॥ ১৩০

শ্রীভগবানুবাচ ।

মাং ন দেবা ন গন্ধর্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ ।
বিদুস্তত্ত্বেন তত্ত্বং সূক্ষ্মাত্মানমবস্থিতম্ ॥ ১৩১

চতুর্ধাহং বিভক্তাত্মা লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
ভূতভব্যভবিষ্যাদিরনাদির্বিশ্বকৃত্তমঃ ॥ ১৩২

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্ ।
মনো বুদ্ধিশ্চ তেজশ্চ তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১৩৩

প্রকৃতির্বিকৃতিশ্চেতি বিদ্যাবিদ্যে শুভাশুভে ।
মত্ত এতানি জায়ন্তে নাহমেভ্যঃ কথঞ্চন ॥ ১৩৪

যৎকিঞ্চিচ্ছ্রেয়সা যুক্তং শ্রেষ্ঠভাবং ব্যবস্যতি ।
ধর্মযুক্তঞ্চ পুণ্যঞ্চ সোঽহমস্মি নিরাময়ঃ ॥ ১৩৫

ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ! এই সব আপনি পূর্ণরূপে আমাকে বলুন। যাঁহারা অগ্নির নিকটে বেদের পারায়ণ করিতেছিলেন, সেই সব ব্রাহ্মণগণ কাঁহারা ছিলেন? ১৩০

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—গরুড়! আমাকে না দেবতা, না গন্ধর্ব, না পিশাচ ও না রাক্ষসগণ যথার্থরূপে জানিতে পারে। আমি সকল ভূতে তাহাদের সূক্ষ্ম আত্মারূপে অবস্থিত। ১৩১

লোকসকলের হিতকামনায় আমি আমাকে নিজেই চারি স্বরূপে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছি। আমি ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের আদি। আমার আদি কেহ নাই। আমি সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ বিশ্বস্রষ্টা ॥ ১৩২

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, মন, বুদ্ধি, তেজ (অহঙ্কার), সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, প্রকৃতি, বিকৃতি, বিদ্যা, অবিদ্যা, এবং শুভ ও অশুভ—এই সবই আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি ইহাদের দ্বারা কোনরূপেই উৎপন্ন নহি ॥ ১৩৩-১৩৪

মানুষ কল্যাণভাবনায় যুক্ত হইয়া যে কোন পবিত্র, ধর্মযুক্ত ও শ্রেষ্ঠভাবের নিশ্চয় করে, সেই সবই আমি নিরাময় (রোগশোকহীন) পরমেশ্বর ॥ ১৩৫

স্বভাব ও আত্মার তত্ত্বসম্বন্ধে অভিজ্ঞ পুরুষগণ বিভিন্ন হেতুসমূহের দ্বারা যাঁহার সাক্ষাৎকার করেন, সেই আদি, মধ্য ও অন্তরহিত সর্ব্বান্তরাত্মা সনাতন পুরুষ আমিই ॥ ১৩৬

সূক্ষ্ম অর্থ দেখিতে ও বুঝিতে সমর্থ এবং সূক্ষ্মভাব সম্বন্ধে

যঃ স্বভাবাত্মতত্ত্বজ্ঞৈঃ কারণৈরুপলক্ষ্যতে ।
অনাদিমধ্যনিধনঃ সোঽন্তরাত্মাস্মি শাশ্বতঃ ॥ ১৩৬

যৎ তু মে পরমং গুহ্যং রূপং সূক্ষ্মার্থদর্শিভিঃ ।
গৃহ্যতে সূক্ষ্মভাবজ্ঞৈঃ স বিভাব্যোঽস্মি শাশ্বতঃ ॥ ১৩৭

যৎ তু মে পরমং গুহ্যং যেন ব্যাপ্তমিদং জগৎ ।
সোঽহং গতঃ সর্বসত্ত্বঃ সর্বস্য প্রভবোঽব্যয়ঃ ॥ ১৩৮

মত্তো জাতানি ভূতানি ময়া ধার্যন্ত্যহর্নিশম্
ময্যেব বিলয়ং যান্তি প্রলয়ে পন্নগাশন ॥ ১৩৯

যো মাং যথা বেদয়তি তস্য তথাস্মি কাশ্যপ ।
মনোবুদ্ধিগতঃ শ্রেয়ো বিদধামি বিহঙ্গম ॥ ১৪০

মাং তু জ্ঞাতুং কৃতা বুদ্ধির্ভবতা পক্ষিসত্তম ।
শৃণু যোঽহং যতশ্চাহং যদর্থং চাহমুদ্যতঃ ॥ ১৪১

যে কেচিন্নিয়তাত্মানস্ত্রেতাগ্নিপরমা দ্বিজাঃ ।
অগ্নিকার্যাপরা নিত্যং জপহোমপরায়ণাঃ ॥ ১৪২

অভিজ্ঞ জ্ঞানী পুরুষগণ আমার যে পরম গুহ্য রূপকে গ্রহণ করে, সেই অচিন্তনীয় সনাতন পরমাত্মা আমিই ॥ ১৩৭

আমার যে পরম গুহ্যরূপ আছে এবং যাহার দ্বারা জগৎ পরিব্যাপ্ত, সেই সর্ব্বসত্ত্বস্বরূপ পরমাত্মা আমিই সকলের অবিনাশী পরম কারণ ॥ ১৩৮

সর্পভক্ষী গরুড়! সমস্ত প্রাণী আমা হইতেই উৎপন্ন হয়, আমারই দ্বারা তাহারা অহরহ জীবনধারণ করে এবং প্রলয়ের সময় তাহারা সকলেই আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১৩৯

কশ্যপনন্দন! যে আমাকে যেরূপে জানে, আমি তাহার নিকটে সেইরূপই। আকাশচারী গরুড়! আমি সকলেরই মনে ও বুদ্ধিতে থাকিয়া সকলেরই কল্যাণসাধন করি। ১৪০

পক্ষিপ্রবর! তুমি আমার তত্ত্ব জানিবার জন্য মনে মনে বিচার করিয়াছিলে, অতএব আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? এবং কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উদ্যত আছি? এই সব বৃত্তান্তই আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ১৪১

যে সব ব্রাহ্মণগণ নিজেদের মনকে বশীভূত করিয়া ত্রিবিধ অগ্নির (গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয়) উপাসনা করে, নিত্য অগ্নিহোত্রে নিরত থাকে, জপহোমে রত থাকে, যাহারা নিয়মে থাকিয়া নিজেদের ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া নিজেদের মধ্যেই

আত্মন্যগ্নীন্ সমাধায় নিয়তা নিয়তেন্দ্রিয়াঃ
অনন্যমনসস্তে মাং সর্বে বৈ সমুপাসতে ॥ ১৪৩
যজন্তো জপযজ্ঞৈর্মাং মানসৈশ্চ সুসংযতাঃ ।
অগ্নীনভ্যুদ্যযুঃ শশ্বদগ্নিহোত্রাভিসংস্থিতাঃ ॥ ১৪৪
অনন্যকার্য্যাঃ শুচয়ো নিত্যমগ্নিপরায়ণাঃ
য এবংবুদ্ধয়ো বীরাস্তে মাং গচ্ছন্তি তাদৃশাঃ ॥১৪৫
অকামহতসঙ্কল্পা জ্ঞানে নিত্যং সমাহিতাঃ ।
আত্মন্যগ্নীন্ সমাধায় নিরাহারা নিরাশিষঃ ॥ ১৪৬
বিষয়েষু নিরারম্ভা বিমুক্তা জ্ঞানচক্ষুষঃ ।
অনন্যমনসো বীরাঃ স্বভাবনিয়মান্বিতাঃ ॥ ১৪৭
যৎ তদ্ বিরতি দৃষ্টং তৎ সরঃ পদ্মোৎপলাবৃতম্ ।
তত্রাগ্নয়ঃ সংনিহিতা দীপ্যন্তে স্ম নিরিন্ধনাঃ ॥ ১৪৮
জ্ঞানামলাশয়াস্তস্মিন্ যে চ চন্দ্রাংশুনির্মলাঃ ।
উপাসীনা গৃণন্তোঽগ্নিং প্রস্পষ্টাক্ষরভাষিণঃ ॥ ১৪৯

আকাঙ্ক্ষমাণাঃ শুচয়স্তেষ্বগ্নিষু বিহঙ্গম ।
যে ময়া ভাবিতাত্মানো মদ্যোবাভিরতাঃ সদা ॥ ১৫০
উপাসতে চ মামেব জ্যোতির্ভূতা নিরাময়াঃ ।
তৈর্হি তত্রৈব বস্তব্যং নীরাগাত্মভিরচ্যুতৈঃ ॥ ১৫১
নিরাহারা হ্যনিষ্যন্দাশ্চন্দ্রাংশুসদৃশপ্রভাঃ ।
নির্মলা নিরহঙ্কারা নিরালম্বা নিরাশিষঃ ॥ ১৫২
মদ্ভক্তাঃ সততং তে বৈ ভক্তস্তানপি চাপ্যহম্ ।
চতুর্ধাহং বিভক্তাত্মা চরামি জগতো হিতঃ ॥ ১৫৩
লোকানাং ধারণার্থায় বিধানং বিদধামি চ ।
যথাবত্তদশেষেণ শ্রোতুমর্হতি মে ভবান্ ॥ ১৫৪
একা মূর্তির্নির্গুণাখ্যা যোগং পরমমাস্থিতা ।
দ্বিতীয়া সৃজতে তাত ভূতগ্রামং চরাচরম্ ॥ ১৫৫
সৃষ্টং সংহরতে চৈকা জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।
আত্মনিষ্ঠা ক্ষপয়ন্ মোহয়ন্নিব মায়য়া ॥ ১৫৬

অগ্নিদিগকে সমাধান করে এবং সকলেই অনন্যচিত্ত হইয়া আমারই উপাসনা করে, যাহারা নিজেদের সংযমের মধ্যে রাখিয়া জপ-যজ্ঞ ও মনোযজ্ঞের দ্বারা আমার আরাধনা করে, যাহারা সর্বদা অগ্নিহোত্রেই তৎপর থাকিয়া অগ্নিসকলকে স্বাগত জানায় এবং অন্যকার্য্যে নিরত না থাকিয়া শুদ্ধভাবে সদা অগ্নির পরিচর্য্যা করে, এরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষগণ সেইরূপ ভক্তিভাব প্রাপ্ত হয়, তাহারা আমাকে লাভ করে। ১৪২-১৪৫

যাহারা নিষ্কামভাবের দ্বারা নিজেদের সম্পূর্ণ সঙ্কল্প নষ্ট করিয়া দিয়াছে, যাহারা জ্ঞানেই চিত্তকে একাগ্র করিয়া রাখে এবং অগ্নিসকলকে নিজেদের আত্মায় স্থাপিত করিয়া আহার (ভোগ) ও কামনাসমূহ ত্যাগ করিয়া থাকে, বিষয়সমূহের উপলব্ধির জন্য যাহাদের কোনও প্রবৃত্তি হয় না, যাহারা সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত ও জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন, স্বভাবতঃ নিয়মপরায়ণ এবং অনন্যচিত্তে আমার চিন্তাকারী, সেই সব বীর পুরুষগণ আমাকেই প্রাপ্ত হয়। ১৪৬-৪৭

তুমি যে আকাশে কমল ও উৎপলে পরিপূর্ণ সুন্দর সরোবর দেখিয়াছিলে, তাহার নিকটে স্থাপিত অগ্নিসকল কাষ্ঠ ব্যতীতই প্রজ্বলিত হইতেছে। ১৪৮

যাহাদের অন্তঃকরণ জ্ঞানের প্রকাশে নির্মল হইয়া গিয়াছে, যাহারা চন্দ্রকিরণতুল্য উজ্জ্বল, তাহারাই সেখানে স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করিতে করিতে বেদমন্ত্রসমূহ উচ্চারণপূর্বক অগ্নির উপাসনা করে। আকাশচারী গরুড়! তাহারা পবিত্রভাবে থাকিয়া সেই অগ্নিসকলের পরিচর্য্যারই অভিলাষ করে। ১৪৯½

আমার চিন্তা করায় যাহাদের অন্তঃকরণ পবিত্র হইয়া গিয়াছে, যাহারা সদা আমারই উপাসনা করে, তাহারাই সেখানে রোগ-শোকরহিত ও জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া আমারই উপাসনায় নিরত থাকে। তাহারা নিজেদের মর্যাদা হইতে কখনও চ্যুত না হইয়া বীতরাগহৃদয়ে সদা সেখানে নিবাস করে। ১৫০-১৫১

তাহাদের অঙ্গকান্তি চন্দ্রকিরণসদৃশ উজ্জ্বল। তাহারা নিরাহার, শ্রমবিন্দুরহিত, নির্মল, অহংকারশূন্য, অবলম্বনহীন ও নিষ্কাম পুরুষ। তাহারা সর্বদা আমার প্রতি ভক্তিমান্ এবং আমিও তাহাদের প্রতি সর্বদা ভক্তিভাব রাখি। ১৫২½

আমি নিজেকে চার স্বরূপে বিভক্ত করিয়া জগতের হিত-সাধনে তৎপর থাকিয়া বিচরণ করি। যাহাতে সমস্ত লোক জীবিত ও সুরক্ষিত থাকে, তাহার জন্য বিধান প্রস্তুত করি। সেই সব তুমি শুনিবার যথার্থ অধিকারী। ১৫৩-১৫৪

তাত! আমার এক নির্গুণ মূর্তি আছে, যাহা পরম যোগের আশ্রয় লইয়া সর্বদা বিরাজমান। অপর এক মূর্তি আছে, যাহা চরাচর প্রাণিবর্গকে সৃজন করে। ১৫৫

মূর্তি স্থাবর-জঙ্গমময় জগৎকে সংহার করে এবং চতুর্থ মূর্তি আত্মনিষ্ঠ, যাহা আসুরী শক্তিকে নিজ মায়ায় মোহিত করিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। ১৫৬

ক্ষিপন্তী মোহয়ন্তী চ আত্মনিষ্ঠা স্বমায়য়া।
চতুর্থী যে মহামূর্তির্জগদ্‌বৃদ্ধিং দদাতি বা ॥ ১৫৭
রক্ষতে চাপি নিয়তা সোঽহমস্মি নভশ্চর।
ময়া সর্বমিদং ব্যাপ্তং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫৮
অহং সর্বজগদ্বীজং সর্বত্রগতিরব্যয়ঃ।
যানি ত্বগ্নিহোত্রাণি যে চ চন্দ্রাংশুরাশয়ঃ ॥১৫৯
গৃণন্তি বেদ সততং তেঽগ্নিষু বিহঙ্গম ॥ ১৬০
ক্রমেণ মাং সমায়ান্তি সুখিনো জ্ঞানসংযুতাঃ।
তেষামহং তপো দীপ্তং তেজঃ সম্যক্ সমাহিতম্।
নিত্যং তে ময়ি বর্তন্তে তেষু চাহমতন্দ্রিতঃ ॥ ১৬১
সর্বতো মুক্তসঙ্গেন মধ্যনন্যসমাধিনা।
শক্যঃ সমাসাদয়িতুমহং বৈ জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ১৬২
একান্তিনো ধ্যানপরা যতিভাবাদ্ ব্রজন্তিমাম্।
সত্ত্বযুক্তা মতির্যেষাং কেবলাত্মবিনিশ্চিতা ॥ ১৬৩
তে পশ্যন্তি স্বমাত্মানং পরমাত্মানমব্যয়ম্।
অহিংসা সর্বভূতেষু তেষ্ববস্থিতমার্জবম্ ॥ ১৬৪
তেষ্বেব চ সমাধায় সম্যগেতি স মামজম্।
যদেতৎ পরমং গুহ্যমাখ্যানং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১৬৫
যত্নেন তদশেষেণ যথাবচ্ছ্রোতুমর্হসি।
যে ত্বগ্নিহোত্রনিয়তা জপযজ্ঞপরায়ণাঃ ॥ ১৬৬
যে মামুপাসতে শাশ্বদেতাংস্ত্বং দৃষ্টবানসি।
শাস্ত্রদৃষ্টবিধানজ্ঞা অসক্তাঃ কচিদন্যথা ॥ ১৬৭
শক্যোঽহং বেদিতুং তৈস্তু যস্মে পরমমব্যয়ম্।
তস্মাজ্‌জ্ঞানেন শুদ্ধেন প্রসন্নাত্মাত্মবিচ্ছুচিঃ ॥ ১৬৮
আসাদয়তি তদ্ ব্রহ্ম যত্র গত্বা ন শোচতি।
শুদ্ধাভিজনসম্পন্নাঃ শ্রদ্ধাযুক্তেন চেতসা ॥ ১৬৯

নিজের মায়ায় দুষ্টসকলকে মোহিত ও নষ্ট করিতে সমর্থ আমার যে চতুর্থী আত্মনিষ্ঠা মহামূর্তি, উহা নিয়মসহকারে অবস্থান করত জগতের বৃদ্ধি ও রক্ষা করে।। গরুড়! উহা আমিই ॥১৫৭½

আমি এই সম্পূর্ণ জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছি। সম্পূর্ণ জগৎ আমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। আমিই সমস্ত জগতের বীজ। আমার সর্বত্র গতি এবং আমি অবিনাশী ॥ ১৫৮½

বিহঙ্গম! যে সব অগ্নিহোত্র সেখানে ছিল এবং চন্দ্রকিরণ-পুঞ্জতুল্য কান্তিবিশিষ্ট যে সব পুরুষগণ নিরন্তর অগ্নিসকলের নিকট উপবেশন করত বেদপাঠ করিতেছিল, তাহারা জ্ঞানী ও সুখী হইয়া ক্রমশঃ আমাকেই প্রাপ্ত হয়। আমিই তাহাদের উদ্দীপ্ত তপ ও সম্যক্‌রূপে সঞ্চিত তেজ। তাহারা সর্বদা আমার মধ্যে বিদ্যমান আছে এবং আমিও তাহাদের মধ্যে সর্বদা সাবধানে বাস করি ॥ ১৫৯-১৬১

যাহারা সর্বতোভাবে আসক্তিশূন্য, তাহারা আমাতে অনন্য-ভাবে চিত্তকে একাগ্র করত জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা আমার সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে ॥ ১৬২

যাহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করত অনন্যভাবে আমারই ধ্যানে তৎপর থাকে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। যাহাদের বুদ্ধি সত্ত্বগুণযুক্ত এবং আত্মতত্ত্বেরই নিশ্চয় করত তাহারই চিন্তায় অবস্থিত থাকে, তাহারা নিজেদের আত্মরূপ অবিনাশী পরমাত্মার দর্শনলাভ করে ॥ ১৬৩½

তাহাদের সমস্ত প্রাণীর প্রতিই অহিংসভাব সঞ্জাত হয়, তাহাদের মধ্যে 'সরলতা' নামক সত্ত্বগুণের স্থিতি হয় এবং সেই গুণেই তাহারা স্থিতিলাভ করে, যাহারা চিত্তকে পরমাত্মা আমার মধ্যে সর্বতোভাবে সমাহিত করিয়া থাকে, তাহারা অজন্মা পরমেশ্বর আমাকেই প্রাপ্ত হয় ॥ ১৬৪½

এই যে পরম গোপনীয় ও অত্যন্ত অদ্ভুত উপাখ্যান, ইহা তুমি পূর্ণরূপে যত্নসহকারে যথাযথভাবে শ্রবণ কর ॥ ১৬৫½

যাহারা অগ্নিহোত্রপরায়ণ ও জপযজ্ঞকারী, যাহারা নিরন্তর আমার উপাসনা করে, তাহাদিগকে তুমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছ ॥ ১৬৬½

যাহারা শাস্ত্রোক্ত বিধি জানিয়া অনন্তভাবে সৎকর্ম করে, কখনও শাস্ত্র বিপরীত অসৎ কর্মে প্রবৃত্ত হয় না, তাহাদের দ্বারাই আমি জ্ঞাত হই। আমার যে অবিনাশী পরম তত্ত্ব, তাহাও তাহারা জানিতে সমর্থ হয় ॥ ১৬৭½

সেইজন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা যাহাদের চিত্ত প্রসন্ন (নির্মল) হইয়া গিয়াছে, যাহারা আত্মতত্ত্ব জানে ও পবিত্র, সেই সব জ্ঞানী পুরুষগণই সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, যেখানে যাইয়া আর শোক করিতে হয় না ॥ ১৬৮½

যাহারা পবিত্র কুলে উৎপন্ন, যে সব শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণ শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে আমার ভজন করে, তাহারা আমার ভক্তির দ্বারা পরম গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৬৯½

মদ্ভক্ত্যা চ দ্বিজশ্রেষ্ঠা গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্।
যদ্ গুহ্যং পরমং বুদ্ধেরলিঙ্গগ্রহণঞ্চ যৎ ॥ ১৭০ ॥
তৎ সূক্ষ্মং গৃহ্যতে বিপ্রৈর্যতিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
ন বায়ুঃ পবতে তত্র ন তস্মিন্ জ্যোতিষাং গতিঃ ॥১৭১
ন চাপঃ পৃথিবী নৈব নাকাশং ন মনোগতিঃ।
তস্মাচ্চৈতানি সর্বাণি প্রজায়ন্তে বিহঙ্গম ॥ ১৭২
সর্বেভ্যশ্চ স তেভ্যশ্চ প্রভবত্যমলো বিভুঃ।
স্থূলদর্শনমেতন্মে যদ্ দৃষ্টং ভবতানঘ ॥ ১৭৩
এতৎ সূক্ষ্মস্য চ দ্বারং কার্য্যাণাং কারণং ত্বহম্।
দৃষ্টো বৈ ভবতা তস্মাৎ সরস্যমিতবিক্রম ॥ ১৭৪
মাং যজ্ঞমাহুর্যজ্ঞজ্ঞা বেদং বেদবিদো জনাঃ।
মুনয়শ্চাপি মামেব জপযজ্ঞং প্রচক্ষতে ॥ ১৭৫
বক্তা মন্তা রসয়িতা ঘ্রাতা দ্রষ্টা প্রদর্শকঃ।
বোদ্ধা বোধয়িতা চাহং গন্তা শ্রোতা চিদাত্মকঃ ॥১৭৬
মামিষ্ট্বা স্বর্গমায়ান্তি তথা চাপ্নুবতে মহৎ।
জ্ঞাত্বা মামেব চৈবং তে নিঃসঙ্গেনান্তরাত্মনা ॥ ১৭৭
অহং তেজো দ্বিজাতীনাং মম তেজো দ্বিজাতয়ঃ।
মম যত্তেজসা দেহঃ সোঽগ্নিরিত্যবগম্যতাম্ ॥১৭৮
প্রাণপালঃ শরীরেঽহং যোগিনামহমীশ্বরঃ।
সাংখ্যানামিদমেবাগ্রে ময়ি সর্বমিদং জগৎ ॥ ১৭৯
ধর্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষং চৈবার্জবং জপম্।
তমঃ সত্ত্বং রজশ্চৈব কর্মজঞ্চ ভবাপ্যয়ম্ ॥ ১৮০
স তদাহং তথারূপস্ত্বয়া দৃষ্টঃ সনাতনঃ।
ততস্ত্বহং পরতরঃ শক্যঃ কালেন বেদিতুম্ ॥১৮১
মম যৎ পরমং গুহ্যং শাশ্বতং ধ্রুবমব্যয়ম্।
তদেবং পরমো গুহ্যো দেবো নারায়ণো হরিঃ ॥ ১৮২
ন তচ্ছক্যং ভুজঙ্গারে বেত্তুমভ্যুদয়ান্বিতৈঃ।
নিরারম্ভনমস্কারা নিরাশীর্বন্ধনাস্তথা ॥ ১৮৩
গচ্ছন্তি তং মহাত্মানং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।
স্থূলোঽহমেবং বিহগ ত্বয়া দৃষ্টস্তথানঘ ॥ ১৮৪

যাহা বুদ্ধির পক্ষে পরম গুহ্য রহস্য, যাহা কোনও আকৃতির দ্বারা গৃহীত হয় না—অনুভব হয় না; সেই সূক্ষ্ম পরব্রহ্মকে তত্ত্বদর্শী যতি ব্রাহ্মণগণ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে। ১৭০½

সেস্থানে এই বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে না, গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডল উপস্থিত হইতে পারে না এবং জল, পৃথিবী, আকাশ ও মনেরও গতি হয় না। ৭১½

বিহঙ্গম! সেই ব্রহ্ম হইতেই এই সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি হয়। সেই নির্মল ও সর্বব্যাপী পরমাত্মা এই সবের দ্বারা সব কিছুই উৎপন্ন করিতে সমর্থ। ১৭২½

অনঘ! তুমি যে আমার স্থূলরূপ দর্শন করিতেছ, ইহাই আমার সূক্ষ্মরূপে প্রবেশ করিবার দ্বার। সমস্ত কার্য্যেরও কারণ আমিই। ১৭৩½

অমিত পরাক্রমশালী গরুড়! সেইজন্য তুমি এই সরোবরে আমাকে দর্শন করিয়াছিলে। যজ্ঞবিদ্গণ আমাকেই যজ্ঞ বলে। বেদজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষেরা আমাকেই বেদ বলিয়া থাকে এবং মুনিগণও আমাকেই জপযজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করে ॥ ১৭৪-১৭৫

আমিই বক্তা, মননকর্তা, রসগ্রহণকারী, আঘ্রাণকারী, দ্রষ্টা, প্রদর্শক, বোদ্ধা, বোধপ্রদাতা, গমনকর্তা ও শ্রবণকারী চেতন আত্মা। ১৭৬

আমারই যজন করিয়া যজমানগণ স্বর্গে আসে এবং মহৎ পদ প্রাপ্ত হয়। এইভাবে যাহারা অনাসক্ত হৃদয়ে আমাকেই জানে, তাহারা পরমাত্মা আমাকে লাভ করে। ১৭৭

আমি ব্রাহ্মণগণের তেজ এবং ব্রাহ্মণগণ আমার তেজ। আমারই তেজের দ্বারা যে দেহ উৎপন্ন হয়, তাহাকে তুমি অগ্নি বলিয়া জানিও ॥ ১৭৮

আমিই শরীরে প্রাণের রক্ষক। আমিই যোগিগণের ঈশ্বর। সাংখ্যের যে প্রধান তত্ত্ব, তাহাও আমিই। আমাতেই সম্পূর্ণ জগৎ অবস্থিত ॥ ১৭৯

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সরলতা, জপ, সত্ত্বগুণ, তমোগুণ, রজোগুণ, কর্মজনিত জন্ম-মরণ—এ সবই আমার স্বরূপ ॥ ১৮০

সেই সময় তুমি সনাতন পুরুষ আমাকে যে রূপে দর্শন করিয়াছিলে, তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট আমার যে স্বরূপ, তাহা তুমি সময়ানুসারে জানিতে পারিবে। আমার যে পরম গোপনীয়, শাশ্বত, ধ্রুব ও অব্যয় পদ, তাহারও জ্ঞান তুমি যথাসময়ে লাভ করিবে। এইরূপে আমি নারায়ণদেব এবং হরি নামে প্রসিদ্ধ পরমেশ্বর পরম গোপনীয় বলিয়া কথিত হই ॥ ১৮১-১৮২

গরুড়! যাহারা লৌকিক অভ্যুদয়ে আসক্ত, তাহারা আমার সেই স্বরূপকে জানিতে পারে না। যাহারা কর্মসকলের আরম্ভ পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছে, নমস্কারকে বর্জন করিয়াছে এবং সর্বপ্রকার কামনার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছে, এই সব যতিগণ সেই সনাতন পরমাত্মা পরব্রহ্মকে লাভ করে ১৮৩½

এতচ্চাপি ন বেত্ত্যন্যস্ত্বামৃতে পন্নগাশন।
মা মতিস্তব গান্নাশমেষা গতিরনুত্তমা ॥ ১৮৫
মদ্ভক্তো ভব নিত্যং ত্বং ততো বেৎস্যসি মে পদম্
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং রহস্যং দিব্যমানুষম্ ॥ ১৮৬
এতচ্ছ্রেয়: পরং চৈতৎ পন্থানং বিদ্ধি মোক্ষিণাম্।
সুপর্ণ উবাচ।
এবমুক্ত্বা স ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৮৭
পশ্যতো মে মহাযোগী জগামাত্মগতির্গতিম্
এতদেবংবিধং তস্য মহিমানং মহাত্মন: । ১৮৮
অচ্যুতস্যাপ্রমেয়স্য দৃষ্টবানস্মি যৎ পুরা
এতদ্ ব: সর্বমাখ্যাতং চেষ্টিতং তস্য ধীমত: ॥ ১৮৯
ময়ানুভূতং প্রত্যক্ষং দৃষ্ট্বা চাদ্ভুতকর্মণ:
ঋষয়: উচু:।
অহো শ্রাবিতমাখ্যানং ভবতাত্যদ্ভুতং মহৎ । ১৯০
পুণ্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ
এতৎ পবিত্রং দেবানামেতদ্ গুহ্যং পরন্তপ ॥ ১৯১
এতজ্জ্ঞানবতাং জ্ঞেয়মেষা গতিরনুত্তমা।
য ইমাং শ্রাবয়েদ্ বিদ্বান্ কথাং পর্বসু পর্বসু ॥ ১৯২
স লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যান্ দেবর্ষিভিরভিষ্টুতান্।
শ্রাদ্ধকালে চ বিপ্রাণাং য ইমাং শ্রাবয়েচ্ছুচি: ॥১৯৩
ন তত্র রক্ষসাং ভাগো নাসুরাণাঞ্চ বিদ্যতে।
অনসূয়ুর্জিতক্রোধ: সর্বসত্ত্বহিতে রত:॥ ১৯৪
য: পঠেৎ সততং যুক্ত: স ব্রজেৎ তৎসলোকতাম্।
বেদান্ পারয়তে বিপ্রো রাজা বিজয়বান্ ভবেৎ ॥১৯৫
বৈশ্যস্তু ধনধান্যাঢ্য: শূদ্র: সুখমবাপ্নুয়াৎ।
ভীষ্ম উবাচ।
ততস্তে মুনয়: সর্বে সম্পূজ্য বিনতাসুতম্।
স্থানেব চাশ্রমান্ জগ্মুর্বভূবু: শান্তিতৎপরা: ॥ ১৯৬
স্থূলদর্শিভিরাক্রুষ্টো দুর্জ্ঞেয়ো হ্যকৃতাত্মভি:।
এষা শ্রুতির্মহারাজ ধর্ম্যা ধর্মভৃতাং বর । ১৯৭

নিষ্পাপ পক্ষিরাজ গরুড়! এইরূপে তুমি আমার স্থূলরূপ দর্শন করিয়াছ। কিন্তু তুমি ব্যতীত অন্য কেহই আমার এই স্বরূপকে জানিতে পারে নাই ॥ ১৮৪½

তোমার বুদ্ধি নাশ না হউক—ইহাই সর্কোত্তম গতি। তুমি নিত্য আমার ভজনশীল হও। ইহাতে তুমি আমার স্বরূপের যথার্থ বোধ লাভ করিবে ॥১৮৫½

এই সব তত্ত্বই আমি তোমাকে বলিলাম। এই কথা দেবতা ও মনুষ্যগণের পক্ষেও রহস্যের বিষয়। ইহাই পরম কল্যাণস্বরূপ। তুমি ইহাকে মোক্ষাভিলাষিগণের মার্গ বলিয়া জানিও। ১৮৬½

গরুড় বলিলেন,—ঋষিগণ! এই কথা বলিয়া সেই ভগবান্ সেস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। সেই মহাযোগী ও আত্মগতিস্বরূপ পরমেশ্বর আমার সাক্ষাতেই তখন অদৃশ্য হইয়া যাইলেন ॥ ১৮৭½

এইভাবে আমি পুরাকালে অপ্রমেয় মহাত্মা অচ্যুতের এই মহিমা দর্শন করিয়াছিলাম ॥ ১৮৮

অদ্ভুতকর্ম্মা পরম বুদ্ধিমান্ ভগবান্ শ্রীহরির এই সমস্ত লীলা যাহা আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা আপনাদিগকে বলিলাম ॥ ১৮৯½

ঋষিগণ বলিলেন,—অহো! আপনি এই অত্যন্ত অদ্ভুত ও মহত্ত্বপূর্ণ আখ্যান শুনাইলেন। এই পরম পবিত্র প্রসঙ্গ যশ, আয়ু ও স্বর্গপ্রাপ্তিকারক এবং অতিশয় মঙ্গলকর ॥ ১৯০½

পরন্তপ গরুড়! এই পবিত্র বিষয় দেবতাগণেরও গুহ্য রহস্য। ইহা জ্ঞানিগণের জ্ঞেয় ও ইহা সর্বোত্তম গতি ॥ ১৯১½

যে বিদ্বান্ পুরুষ প্রত্যেক পর্ব্বকালে এই কথা শুনাইবেন, তিনি দেবগণের দ্বারা প্রশংসিত পুণ্যলোকসমূহ প্রাপ্ত হইবেন ॥১৯২½

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধের সময় পবিত্রভাবে ব্রাহ্মণগণকে এই উপখ্যান শুনাইবেন, সেই শ্রাদ্ধে রাক্ষস ও অসুরগণের কোন ভাগ লাভ হইবে না। ১৯৩½

যে ব্যক্তি দোষদৃষ্টিরহিত হইয়া ক্রোধকে জয় করত সমস্ত প্রাণিগণের হিতে তৎপর থাকিয়া সদা যোগযুক্ত হইয়া ইহার পাঠ করিবেন, তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর লোক প্রাপ্ত হইবেন। ১৯৪½

ইহার পাঠকারী ব্রাহ্মণ বেদের পারদর্শী বিদ্বান্ হন। ক্ষত্রিয় ইহা পাঠ করিলে যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন। বৈশ্য ইহার পাঠে ধন-ধান্য সম্পন্ন হইবেন এবং শূদ্র সুখী হইবেন। ১৯৫½

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর সেই সব মহর্ষিগণ বিনতানন্দন গরুড়ের পূজা করিয়া নিজ নিজ আশ্রমে চলিয়া যাইলেন এবং শম-দম সাধনে নিরত হইলেন। ১৯৬

ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির! যাহাদের মন বশীভূত নয়, সেই স্থূলদর্শী পুরুষগণের ভগবান্ শ্রীহরির তত্ত্বজ্ঞান হওয়া কঠিন। ইহা ধর্মসম্মত শ্রুতি। পরন্তপ! ব্রহ্মা ইহা বিস্মিত দেবগণকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন। ১৯৭½

সুরাণাং ব্রহ্মণা প্রোক্তা বিস্মিতানাং পরন্তপ।
মমাপ্যেষা কথা তাত কথিতা মাতুরন্তিকে ॥ ১৯৮
বসুভিঃ সত্ত্বসম্পন্নৈঃ তবাপ্যেষা ময়োচ্যতে।
তদগ্নিহোত্রপরমা জপযজ্ঞপরায়ণাঃ ॥ ১৯৯
নিরাশীর্বন্ধনাঃ সন্তঃ প্রয়ান্ত্যক্ষরসাম্যতাম্।
আরম্ভযজ্ঞামুৎসৃজ্য জপহোমপরায়ণাঃ ॥ ১৭৬

তাত! তত্ত্বজ্ঞানী বসুগণ আমার মাতা গঙ্গাদেবীর নিকটে এই কথা বলিয়াছিলেন এবং এখন আমি তাহা তোমাকে বলিলাম। ১৯৮½

যাঁহারা অগ্নিহোত্র তৎপর, জপযজ্ঞে নিরত ও সর্ব্ববিধ কামনার বন্ধন হইতে মুক্ত, তাঁহারাই অবিনাশী পরমাত্মার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৯৯½

ধ্যায়ন্তো মনসা বিষ্ণুং গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্ ॥ ২০০
তদেব পরমো মোক্ষো মোক্ষদ্বারঞ্চ ভারত।
যদা বিনিশ্চিতাত্মানো গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্ ॥ ২০১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্মপর্ব্বণি লোকযাত্রাকথনে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

যাঁহারা ক্রিয়াত্মক যজ্ঞসকল পরিত্যাগ করত জপ ও হোমে নিরত থাকিয়া মনে মনেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করেন, তাঁহারা পরম গতি প্রাপ্ত হন। ২০০

হে ভারত! যখন নিশ্চিত বুদ্ধিযুক্ত পুরুষগণ পরমাত্মতত্ত্ব জানিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন, তাহাকেই পরম মোক্ষ বা মোক্ষদ্বার বলা হয়। ২০১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে লোকযাত্রাকথনবিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

[ভীষ্মানুজ্ঞয়া ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন যুধিষ্ঠিরং প্রতি মহাদেবস্য মাহাত্ম্যকথনপ্রসঙ্গে উপমন্যুনা মহাদেবাৎ স্তুতিপ্রার্থনা, তস্য দর্শনস্য বরলাভস্য চ কথনম্, স্বস্য শিবদর্শনলাভস্য বর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ত্বয়াঽঽপগেয় নামানি শ্রুতানীহ জগৎপতেঃ।
পিতামহেশায় বিভো নামান্যাচক্ষ্ব শম্ভবে ॥ ১
বভ্রবে বিশ্বরূপায় মহাভাগ্যঞ্চ তত্ত্বতঃ।
সুরাসুরগুরৌ দেবে শঙ্করেঽব্যক্তযোনয়ে ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

অশক্তোঽহং গুণান্ বক্তুং মহাদেবস্য ধীমতঃ।
যো হি সর্ব্বগতো দেবো ন চ সর্ব্বত্র দৃশ্যতে ॥ ৩
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-সুরেশানাং স্রষ্টা চ প্রভুরেব চ।
ব্রহ্মাদয়ঃ পিশাচান্তা যং হি দেবা উপাসতে ॥ ৪
প্রকৃতীনাং পরত্বেন পুরুষস্য চ যঃ পরঃ।
চিন্ত্যতে যো যোগবিদ্ভির্ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম অসচ্চ সদসচ্চ যঃ ॥ ৫
প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষোভয়িত্বা স্বতেজসা।
ব্রহ্মাণমসৃজৎ তস্মাদ্ দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৬
কো হি শক্তো গুণান্ বক্তুং দেবদেবস্য ধীমতঃ।
গর্ভজন্মজরাযুক্তো মর্ত্ত্যো মৃত্যুসমন্বিতঃ ॥ ৭

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

[ভীষ্মের আজ্ঞায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে মহাদেবের মাহাত্ম্য কথন প্রসঙ্গে উপমন্যুর মহাদেবের নিকট হইতে স্তুতি প্রার্থনা, তাঁহার দর্শন ও বরলাভ কথন এবং নিজের শিবদর্শন লাভের বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—গঙ্গানন্দন! আপনি ব্রহ্মারও ঈশ্বর কল্যাণকারী জগদীশ্বর ভগবান্ শিবের যে সব নাম শুনিয়াছিলেন, সেই সমস্ত এখন বলুন। ১

যিনি বিরাট্ বিশ্বরূপধারী, অব্যক্তেরও কারণ, সেই সুরাসুর-গুরু ভগবান্ শঙ্করের মাহাত্ম্য যথাযথভাবে বর্ণনা করুন। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! আমি পরম বুদ্ধিমান্ মহাদেবের গুণসকল বর্ণনা করিতে অসমর্থ। যে ভগবান্ সর্ব্বত্র ব্যাপক, কিন্তু (সকলের আত্মা বলিয়া) সর্ব্বস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও দেবরাজ ইন্দ্রেরও স্রষ্টা এবং প্রভু, ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে আরম্ভ করিয়া পিশাচ পর্য্যন্ত সকলেই যাঁহার উপাসনা করেন, যিনি প্রকৃতি হইতেও পর এবং পুরুষ হইতেও বিলক্ষণ, যোগবিৎ তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ যাঁহার চিন্তা করেন, যিনি অবিনাশী পরমব্রহ্ম, সদসৎস্বরূপ, যে দেবাধিদেব প্রজাপতি শিব নিজের তেজে প্রকৃতি ও পুরুষকে ক্ষুব্ধ করিয়া ব্রহ্মাকে সৃষ্টি

কো হি শক্তো ভবং জ্ঞাতুং মদ্বিধঃ পরমেশ্বরম্।
ঋতে নারায়ণাৎ পুত্র শঙ্খচক্রগদাধরাৎ ॥ ৮
এষ বিদ্বান্ গুণশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুঃ পরমদুর্জয়ঃ।
দিব্যচক্ষুর্মহাতেজা বীক্ষতে যোগচক্ষুষা ॥ ৯
রুদ্রভক্ত্যা তু কৃষ্ণেন জগদ্ ব্যাপ্তং মহাত্মনা।
তং প্রসাদ্য তদা দেবং বদর্য্যাং কিল ভারত ॥ ১০
অর্থাৎ প্রিয়তরত্বঞ্চ সর্বলোকেষু বৈ তদা।
প্রাপ্তবানেব রাজেন্দ্র সুবর্ণাক্ষান্মহেশ্বরাৎ ॥ ১১
পূর্ণং বর্ষসহস্রং তু তপ্তবানেষ মাধবঃ।
প্রসাদ্য বরদং দেবং চরাচরগুরুং শিবম্ ॥ ১২
যুগে যুগে তু কৃষ্ণেন তোষিতো বৈ মহেশ্বরঃ।
ভক্ত্যা পরময়া চৈব প্রীতশ্চৈব মহাত্মনঃ ॥ ১৩
ঐশ্বর্য্যং যাদৃশং তস্য জগদ্যোনের্মহাত্মনঃ।
তদয়ং দৃষ্টবান্ সাক্ষাৎ পুত্রার্থে হরিরচ্যুতঃ ॥ ১৪
যস্মাৎ পরতরং চৈব নান্যং পশ্যামি ভারত।
ব্যাখ্যাতুং দেবদেবস্য শক্তো নামান্যশেষতঃ ॥ ১৫
এষ শক্তো মহাবাহুর্বক্তুং ভগবতো গুণান্।
বিভূতিং চৈব কাৎস্নেন সত্যাং মাহেশ্বরীং নৃপ ॥ ১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তদা ভীষ্মো বাসুদেবং মহাযশাঃ।
ভবমাহাত্ম্যসংযুক্তমিদমাহ পিতামহঃ ॥ ১৭

ভীষ্ম উবাচ।

সুরাসুরগুরো দেব বিষ্ণো ত্বং বক্তুমর্হসি।
শিবায় বিশ্বরূপায় যন্মাং পৃচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৮
নাম্নাং সহস্রং দেবস্য তণ্ডিনা ব্রহ্মযোনিনা।
নিবেদিতং ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মণো যৎ পুরাভবৎ ॥ ১৯
দ্বৈপায়নপ্রভৃতয়স্তথা চেমে তপোধনাঃ।
ঋষয়ঃ সুব্রতা দান্তাঃ শৃণ্বন্তু গদতস্তব ॥ ২০
ধ্রুবায় নন্দিনে হোত্রে গোপ্ত্রে বিশ্বস্রজেঽগ্নয়ে।
মহাভাগ্যং বিভোর্ব্রূহি মুণ্ডিনেঽথ কপর্দিনে ॥২১

করিয়াছেন, সেই দেবদেব বুদ্ধিমান্ মহাদেবের গুণসকল বর্ণনা করিতে গর্ভ, জন্ম, জরা ও মৃত্যুযুক্ত কোন্ মানুষ সমর্থ হইবে।৩-৭

পুত্র! শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী ভগবান্ নারায়ণ ব্যতীত আমার ন্যায় কোন্ পুরুষ পরমেশ্বর শিবের তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হইবে? ৮

এই ভগবান্ বিষ্ণু সর্বজ্ঞ, গুণে সকলের শ্রেষ্ঠ, অত্যন্ত দুর্জয়, দিব্য ত্রিনেত্রধারী ও মহাতেজস্বী। ইনি যোগদৃষ্টিতে সব কিছু নিরীক্ষণ করেন। ৯

ভরতনন্দন! রুদ্রদেবের ভক্তিবশতঃ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। রাজেন্দ্র! শুনা যায়—পূরাকালে মহাদেবকে বদরিকাশ্রমে প্রসন্ন করিয়া সেই দিব্যদৃষ্টি মহেশ্বরের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত পদার্থ অপেক্ষা প্রিয়তরভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ ইনি সমস্ত লোকের প্রিয়তম হইয়া গিয়াছেন। ১০-১১

এই মাধব বরদায়ক দেবতা চরাচর গুরু ভগবান্ শিবকে প্রসন্ন করিতে করিতে পূরাকালে পূর্ণ এক হাজার বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। ১২

শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক যুগে ভগবান্ মহেশ্বরকে সন্তুষ্ট করেন। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্তিতে তিনি সদা প্রসন্ন থাকেন। ১৩

জগতের কারণভূত পরমাত্মা শিবের ঐশ্বর্য্য যেরূপ, তাহা পুত্রের জন্য তপস্যা করিতে করিতে এই অচ্যুত শ্রীহরি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ১৪

ভারত! এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যের জন্য আমি পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এরূপ কোন পুরুষকে দেখিতে পাইতেছি না, যিনি দেবাধিদেব মহাদেবের নামসমূহের পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন। ১৫

নৃপ! এই মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণই ভগবান্ মহেশ্বরের গুণসমূহ ও তাঁহার যথার্থ ঐশ্বর্য্যের পূর্ণরূপে বর্ণনা করিতে সমর্থ। ১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মহাযশস্বী পিতামহ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি শঙ্করের মহিমাযুক্ত এই কথা বলিলেন। ১৭

ভীষ্ম বলিলেন,—দেবাসুরগুরো! বিষ্ণো! রাজা যুধিষ্ঠির আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, সেই বিশ্বরূপ শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবার যোগ্য আপনিই। ১৮

পূরাকালে ব্রহ্মপুত্র তণ্ডীমুনিকর্তৃক ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকটে যে শিবসহস্র নাম নিরূপিত হইয়াছিল, উহা আপনি বর্ণনা করুন এবং এই উত্তম ব্রতপালনকারী ব্যাসাদি তপোধনগণ ও জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিগণ আপনার নিকট হইতে তাহা শ্রবণ করুন। ১৯-২০

যিনি ধ্রুব (কূটস্থ), নন্দী (আনন্দময়), হোতা, গোপ্তা (রক্ষক), বিশ্বস্রষ্টা, (গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয় এই তিন)

বাসুদেব উবাচ।

না গতিঃ কর্মণাং শক্যা বেত্তুমীশস্য তত্ত্বতঃ।
হিরণ্যগর্ভপ্রমুখা দেবাঃ সেন্দ্রা মহর্ষয়ঃ॥ ২২

ন বিদুর্যস্য ভবনমাদিত্যাঃ সূক্ষ্মদর্শিনঃ।
স কথং নরমাত্রেণ শক্যো জ্ঞাতুং সতাং গতিঃ॥ ২৩

তস্মাহমসুরঘ্নস্য কাংশ্চিদ্ ভগবতো গুণান্।
ভবতাং কীর্তয়িষ্যামি ব্রতেশায় যথাতথম্॥ ২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ গুণাংস্তস্য মহাত্মনঃ।
উপস্পৃশ্য শুচির্ভূত্বা কথয়ামাস ধীমতঃ॥ ২৫

বাসুদেব উবাচ।

শুশ্রূষধ্বং ব্রাহ্মণেন্দ্রাস্ত্বং তাত যুধিষ্ঠির।
ত্বং চাপগেয় নামানি শৃণুষ্বেহ কপর্দিনে॥ ২৬

যদবাপ্তঞ্চ মে পূর্বং শাম্বহেতোঃ সুদুষ্করম্
যথাবদ্ ভগবান্ দৃষ্টো ময়া পূর্বং সমাধিনা॥ ২৭

শম্বরে নিহতে পূর্বং রৌক্মিণেয়েন ধীমতা।
অতীতে দ্বাদশে বর্ষে জাম্ববত্যব্রবীদ্ধি মাম্॥ ২৮

প্রদ্যুম্ন-চারুদেষ্ণাদীন্ রুক্মিণ্যা বীক্ষ্য পুত্রকান্।
পুত্রার্থিনী মামুপেত্য বাক্যমাহ যুধিষ্ঠির॥ ২৯

শূরং বলবতাং শ্রেষ্ঠং কান্তরূপমকল্মষম্।
আত্মতুল্যং মম সুতং প্রযচ্ছাচ্যুত মাচিরম্॥ ৩০

ন হি তেঽপ্রাপ্যমস্তীহ ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
লোকান্ সৃজেস্ত্বমপরানিচ্ছন্ যদুকুলোদ্বহ॥ ৩১

ত্বয়া দ্বাদশবর্ষাণি ব্রতীভূতেন শুষ্যতা।
আরাধ্য পশুভর্তারং রুক্মিণ্যাং জনিতাঃ সুতাঃ॥৩২

চারুদেষ্ণঃ সুচারুশ্চ চারুবেশো যশোধরঃ।
চারুশ্রবাশ্চারুযশাঃ প্রদ্যুম্নঃ শম্ভুরেব চ॥ ৩৩

যথা তে জনিতাঃ পুত্রা রুক্মিণ্যাং চারুবিক্রমাঃ।
তথা মমাপি তনয়ং প্রযচ্ছ মধুসূদন॥ ৩৪

ইত্যেবং চোদিতো দেব্যা তামবোচং সুমধ্যমাম্।
অনুজানীহি মাং রাজ্ঞি করিষ্যে বচনং তব॥ ৩৫

অগ্নিস্বরূপ, মুণ্ডী (চূড়ারহিত) ও কপর্দী (জটাজূটধারী), সেই ভগবান্ শঙ্করের মহৎ সৌভাগ্য আপনি বর্ণনা করুন॥ ২১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ভগবান্ শঙ্করের কর্মসকলের যথার্থরূপে জ্ঞানলাভ করা অসম্ভব। ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ, মহর্ষিগণ এবং সূক্ষ্মদর্শী আদিত্যগণও যাঁহার নিবাসস্থান জানেন না, সৎপুরুষদিগের আশ্রয়স্বরূপ সেই ভগবান্ শিবের তত্ত্বজ্ঞান মনুষ্যমাত্রের কিভাবে হইতে পারে? ২২-২৩

অতএব আমি সেই অসুরবিনাশক ব্রতেশ্বর ভগবান্ শিবের কিছু গুণ আপনাদের সকলের সমক্ষে বর্ণনা করিব॥ ২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয়! এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আচমন করত পবিত্র হইয়া বুদ্ধিমান্ পরমাত্মা শিবের গুণসকল বর্ণনা করিতে লাগিলেন॥ ২৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এই স্থলে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা শ্রবণ করুন। তাত যুধিষ্ঠির ও গঙ্গানন্দন ভীষ্ম! আপনারাও বর্তমানে ভগবান্ শঙ্করের নামসমূহ শ্রবণ করুন॥২৬

পুরাকালে আমি শাম্বের উৎপত্তির জন্য অত্যন্ত দুষ্কর তপস্যা করিয়া যে দুর্লভ নামসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং সমাধির দ্বারা যেভাবে যথাযথরূপে ভগবান্ শঙ্করকে সাক্ষাৎকার করিয়াছিলাম, এই সবই আমি বলিতেছি॥ ২৭

যুধিষ্ঠির! বুদ্ধিমান্ রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্নকর্তৃক পুরাকালে যখন শম্বরাসুর নিহত হইল এবং সে দ্বারকায় ফিরিয়া আসিল, তখন হইতে দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইবার পর রুক্মিণীর প্রদ্যুম্ন ও চারুদেষ্ণাদি পুত্রগণকে দেখিয়া পুত্রাভিলাষিণী জাম্ববতী আমার নিকটে আসিয়া এই কথা বলিল॥ ২৮-২৯

অচ্যুত! আপনি আমাকে আপনারই তুল্য বীর, বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং কমনীয় রূপ-সৌন্দর্য্যযুক্ত নিষ্পাপ পুত্র প্রদান করুন। ইহাতে বিলম্ব করিবেন না॥ ৩০

যদুকুলধুরন্ধর! আপনার পক্ষে তিন লোকে কোনও বস্তুই দুর্লভ নহে। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে অন্য লোকসকলও সৃষ্টি করিতে পারেন॥ ৩১

আপনি বার বৎসরকাল ব্রতপরায়ণ হইয়া নিজের দেহকে শুষ্ক করত ভগবান্ পশুপতির আরাধনা করিয়াছেন এবং রুক্মিণী দেবীর গর্ভে বহু পুত্র উৎপন্ন করিয়াছেন॥ ৩২

মধুসূদন! চারুদেষ্ণ, সুচারু, চারুবেশ, যশোধর, চারুশ্রবা, চারুযশা, প্রদ্যুম্ন ও শম্ভু—এই সুন্দর পরাক্রমশালী পুত্রগণকে যে প্রকারে আপনি রুক্মিণীদেবীর গর্ভে উৎপন্ন করিয়াছেন, সেইরূপ আমাকেও আপনি পুত্র প্রদান করুন॥ ৩৩-৩৪

দেবী জাম্ববতী এইভাবে প্রেরণা দান করিলে পর আমি

সা চ মামব্রবীদ্ গচ্ছ শিবায় বিজয়ায় চ।
ব্রহ্মা শিবঃ কশ্যপশ্চ নদ্যো দেবা মনোহনুগাঃ ॥ ৩৬

ক্ষেত্রৌষধ্যো যজ্ঞবাহাশ্ছন্দাংস্যৃষিগণাধ্বরাঃ।
সমুদ্রা দক্ষিণাস্তোভা ঋক্ষাণি পিতরো গ্রহাঃ ॥ ৩৭

দেবপত্ন্যো দেবকন্যা দেবমাতর এব চ।
মন্বন্তরাণি গাবশ্চ চন্দ্রমাঃ সবিতা হরিঃ ॥ ৩৮

সাবিত্রী ব্রহ্মবিদ্যা চ ঋতবো বৎসরাস্তথা।
ক্ষণা লবা মুহূর্তাশ্চ নিমেষা যুগপর্য্যয়াঃ ॥ ৩৯

রক্ষন্তু সর্বত্র গতং ত্বাং যাদব সুখায় চ।
অরিষ্টং গচ্ছ পন্থানমপ্রমত্তো ভবানঘ ॥ ৪০

এবং কৃতস্বস্ত্যয়নস্তয়াহং
ততোহভ্যনুজ্ঞায় নরেন্দ্রপুত্রীম্।
পিতুঃ সমীপং নরসত্তমস্য
মাতুশ্চ রাজ্ঞশ্চ তথাহুকস্য ॥ ৪১

গত্বা সমাবেদ্য যদব্রবীন্মাং
বিদ্যাধরেন্দ্রস্য সুতা ভৃশার্তা।

সেই সুন্দরীকে বলিলাম—রাজ্ঞি! আমাকে যাইবার অনুমতি দাও। আমি তোমার প্রার্থনা সফল করিব। ৩৫

তখন সেই জাম্ববতী বলিলেন,—প্রাণনাথ! আপনি কল্যাণ ও বিজয়লাভের জন্য গমন করুন। যদুনন্দন! ব্রহ্মা, শিব, কশ্যপ, নদীসকল, মনোহনুকূল দেবগণ, ক্ষেত্র, ঔষধিসমূহ, যজ্ঞবাহ (মন্ত্র), ছন্দ, ঋষিগণ, গ্রহ, দেবপত্নী, দেবকন্যা এবং দেবমাতৃগণ, মন্বন্তর, গো, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, সাবিত্রী, ব্রহ্মবিদ্যা ঋতু, বর্ষ, ক্ষণ, লব মুহূর্ত, নিমেষ ও যুগসকল ইঁহারা সর্বত্র আপনাকে রক্ষা করুন। আপনি আপনার পথে নির্বিঘ্নে গমন করুন এবং আপনি সতত সাবধানে থাকিবেন। ৩৬-৪০

এইভাবে জাম্ববতী কর্তৃক স্বস্তিবাচন সম্পূর্ণ হইলে পর আমি সেই রাজকুমারীর অনুমতি লইয়া নরশ্রেষ্ঠ পিতা বসুদেব, মাতা দেবকী এবং রাজা উগ্রসেনের নিকট গমন করিলাম। সেখানে গমন করিয়া বিদ্যাধররাজকুমারী জাম্ববতী অত্যন্ত আর্ত হইয়া আমাকে যে প্রার্থনা করিয়াছিল, তৎ সমস্তই তাঁহাদিগকে বলিলাম এবং তপস্যা করিতে যাইবার জন্য তাঁহাদের সকলের নিকট অনুমতি লইলাম। গদ ও অত্যন্ত বলশালী বলরাম

তানভ্যনুজ্ঞায় তদাতিদুঃখাদ্
গদং তথৈবাতিবলঞ্চ রামম্।
অথোচতুঃ প্রীতিযুতৌ তদানীং
তপঃসমৃদ্ধির্ভবতোহস্ত্ববিঘ্নম্। ৪২

প্রাপ্যানুজ্ঞাং গুরুজনাদহং তার্ক্ষ্যমচিন্তয়ম্।
সোহবহদ্ধিমবন্তং মাং প্রাপ্য চৈনং ব্যসর্জয়ম্। ৪৩

তত্রাহমদ্ভুতান্ ভাবানপশ্যং গিরিসত্তমে।
ক্ষেত্রঞ্চ তপসাং শ্রেষ্ঠং পশ্যাম্যদ্ভুতমুত্তমম্ ॥ ৪৪

দিব্যং বৈয়াঘ্রপদ্যস্য উপমন্যোর্মহাত্মনঃ।
পূজিতং দেবগন্ধর্বৈর্ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমাবৃতম্। ৪৫

ধবককুভকদম্বনারিকেলৈঃ
কুরবককেতকজম্বুপাটলাভিঃ।
বটবরুণকবৎসনাভবিল্বৈঃ
সরলকপিত্থপ্রিয়ালসালতালৈঃ। ৪৬

বদরীকুন্দপুন্নাগৈরশোকাম্রাতিমুক্তকৈঃ।
মধুকৈঃ কোবিদারৈশ্চ চম্পকৈঃ পনসৈস্তথা ॥ ৪৭

এই উভয়েরও নিকট গমনের জন্য আজ্ঞা গ্রহণ করিলাম; তখন ইঁহারা উভয়ে অতিশয় দুঃখে ও প্রীতিসহকারে আমাকে বলিলেন—ভ্রাতঃ! তোমার তপস্যা নির্বিঘ্নে পূর্ণ হউক। ৪১-৪২

গুরুজনগণের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আমি গরুড়কে স্মরণ করিলাম। সে আসিয়া আমাকে হিমালয়ে লইয়া যাইল সেখানে উপস্থিত হইয়া আমি গরুড়কে ত্যাগ করিলাম। ৪৩

আমি সেই শ্রেষ্ঠ পর্বতে সেখানে অদ্ভুত ভাবসকল লক্ষ্য করিলাম। আমি সেই স্থানকেই তপস্যার পক্ষে অদ্ভুত, উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির করিয়া লইলাম। ৪৪

সেই স্থানে ব্যাঘ্রপদের পুত্র মহাত্মা উপমন্যুর আশ্রম ছিল উহা ব্রাহ্মী শোভাসম্পন্ন ও দেবতা এবং গন্ধর্বগণের দ্বারা সম্মানিত ছিল। ৪৫

ধব, ককুভ, (অর্জুন), কদম্ব, নারিকেল, কুরবক, কেতক, জম্বু, পাটল, বট, বরুণক, বৎসনাভ, বিল্ব, সরল, কপিত্থ, প্রিয়াল, সাল, তাল, বদরী, কুন্দ, পুন্নাগ, অশোক, আম্র, অতিমুক্ত, মধুক, কোবিদার, চম্পা ও কাঁটালাদি ফল-পুষ্পপ্রদ বিবিধ বনজাত বৃক্ষসকল সেই আশ্রমের শোভা বর্ধন করিতেছিল। পুষ্প, ফল

বন্যৈর্বহুবিধৈর্বৃক্ষৈঃ ফলপুষ্পপ্রদৈর্যুতম্ ।
পুষ্পগুল্মলতাকীর্ণং কদলীষণ্ডশোভিতম্ ॥৪৮

নানাশকুনিসম্ভোজ্যৈঃ ফলৈর্বৃক্ষৈরলঙ্কৃতম্ ।
যথাস্থানবিনিক্ষিপ্তৈর্ভূষিতং ভস্মরাশিভিঃ ॥ ৪৯

রুরু-বানর-শার্দূল-সিংহ-দ্বীপিসমাকুলম্ ।
কুরঙ্গবর্হিণাকীর্ণং মার্জারভুজগাবৃতম্ ।
পূগৈশ্চ মৃগজাতীনাং মহিষর্ক্ষনিষেবিতম্ ॥ ৫০

সকৃৎপ্রভিন্নৈশ্চ গজৈর্বিভূষিতং
　　প্রহৃষ্টনানাবিধপক্ষিসেবিতম্ ।
সুপুষ্পিতৈরম্বুধরপ্রকাশৈ-
　　র্মহীরুহাণাঞ্চ বনৈর্বিচিত্রৈঃ ॥ ৫১

নানাপুষ্পরজোমিশ্রো গজদানাধিবাসিতঃ ।
ধারানিনাদৈর্বিহগপ্রণাদৈঃ
　　শুভৈস্তথা বৃংহিতৈঃ কুঞ্জরাণাম্ ।

গীতৈস্তথা কিন্নরাণামুদারৈঃ
　　শুভৈঃ স্বনৈঃ সামগানাঞ্চ বীর ॥ ৫৩

অচিন্ত্যং মনসাপ্যন্যৈঃ সরোভিঃ সমলঙ্কৃতম্ ।
বিশালৈশ্চাগ্নিশরণৈর্ভূষিতং কুসুমাবৃতৈঃ ॥ ৫৪

বিভূষিতং পুণ্যপবিত্রতোয়য়া
　　সদা চ জুষ্টং নৃপ জহ্নুকন্যয়া ।
বিভূষিতং ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠৈ-
　　র্মহাত্মভির্বহ্নিসমানকল্পৈঃ ॥ ৫৫

বায়ুভক্ষৈরম্বুপৈর্জপ্যনিত্যৈঃ
　　সম্প্রক্ষালৈর্যোগিভির্ধ্যাননিত্যৈঃ ।
ধূমপ্রাশৈরূষ্মপৈঃ ক্ষীরপৈশ্চ
　　সংজুষ্টঞ্চ ব্রাহ্মণেন্দ্রৈঃ সমন্তাৎ ॥ ৫৬

গোচারিণোঽথাশ্মকুট্টা দন্তোলূখলিকাস্তথা ।
মরীচিপাঃ ফেনপাশ্চ তথৈব মৃগচারিণঃ ॥ ৫৭

ও লতাসমূহে সেই স্থান ব্যাপ্ত ছিল। কদলীবৃক্ষশ্রেণী সেই আশ্রমের আরও শোভা বর্দ্ধিত করিতেছিল। ৪৬-৪৮

নানা প্রকার পক্ষিগণের ভোজনযোগ্য ফল ও বৃক্ষসকল সেই আশ্রমের অলঙ্কার ছিল। যথাস্থানে রক্ষিত ভস্মরাশির দ্বারা তাহার শোভা বর্দ্ধিত হইতেছিল। ৪৯

রুরু, বানর, ব্যাঘ্র, সিংহ, চিতাবাঘ, মৃগ, ময়ূর, বিড়াল, সর্প, বিভিন্ন জাতির মৃগদল, মহিষ ও ভল্লুকগণের দ্বারা সেই আশ্রমের নিকটবর্ত্তী বন পরিপূর্ণ ছিল। ৫০

মদধারাবর্ষী বহু হস্তীতে সেই বন ভূষিত ছিল। হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া নানাপ্রকার আকাশচারী পক্ষিগণ সেখানের বৃক্ষসকলের উপর বসবাস করিতেছিল। বহুবিধ বৃক্ষসকলের দ্বারা বিচিত্র বন সুন্দর পুষ্পসমূহে সুশোভিত হইয়া মেঘমণ্ডলের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল এবং এই সবের দ্বারা সেই আশ্রমের অনুপম শোভা হইতেছিল। ৫১

সম্মুখভাগ হইতে নানাপ্রকার পুষ্পসকলের পরাগপুঞ্জপূরিত এবং হস্তিগণের মদের গন্ধে সুবাসিত মন্দ মন্দ বায়ু প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল; এই বায়ুর সহিত তখন দিব্য রমণীগণের মধুর গীতসকলের মনোরম ধ্বনি বিশেষভাবে ভাসিয়া আসিতেছিল। ৫২

বীর! পর্ব্বতীয় শিখরসমূহ হইতে নির্গলিত ঝরণার ঝর ঝর ধ্বনি, আকাশচারী পক্ষিগণের মধুর কলরব, হস্তিসকলের গর্জন, কিন্নরদিগের উদার (মনোহর) গীত এবং সামগানকারী সামবেদী বিদ্বান্‌গণের মঙ্গলময় শব্দ সেই বনপ্রান্তকে সঙ্গীতময় করিয়া রাখিয়াছিল। ৫৩

যাহার বিষয়ে অন্য মনুষ্যগণ মনের দ্বারাও চিন্তা করিতে পারে না, এরূপ অচিন্তনীয় শোভাসম্পন্ন সেই পর্ব্বতীয় প্রান্তভাগ বহুবিধ সরোবরে অলঙ্কৃত এবং পুষ্পসমূহে আচ্ছাদিত বিশাল অগ্নিশালা-গৃহসকলের দ্বারা বিভূষিত ছিল। ৫৪

নৃপ! পুণ্যসলিলা জাহ্নবী সদা সেই ক্ষেত্রের শোভা বর্দ্ধন করিতে করিতে যেন তাহার সেবা করিতেছিলেন। অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বহু মহাত্মাদিগের দ্বারা সেই স্থান বিভূষিত ছিল। ৫৫

সেখানে চারিদিকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ নিবাস করিতেছিলেন। কিছু লোক জলপান করিয়াই সেখানে জীবন ধারণ করিতেছিলেন। কিছু লোক নিরন্তর জপেই নিরত ছিলেন। বহু সাধক মৈত্রী-মুদিতাদি সাধনসমূহের দ্বারা নিজেদের চিত্তকে শোধন করিতেছিলেন। কিছু যোগী পুরুষ নিরন্তর ধ্যানমগ্ন ছিলেন। বহু সাধক অগ্নিহোত্রের ধূম্র, কেহ কেহ উষ্ণ সূর্য্যকিরণ এবং কেহ কেহ দুগ্ধ পান করিয়া অবস্থিত ছিলেন। ৫৬

কিছু মানুষ গো-সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া গো-গণের সহিত অবস্থান ও বিচরণ করিতেছেন। কিছু লোক খাদ্য বস্তু প্রস্তরে পেষণ করিয়া ভক্ষণ করেন এবং কিছু লোক দন্তসমূহের দ্বারাই

অশ্বত্থফলভক্ষাশ্চ তথা হ্যুদকশায়িনঃ।
চীরচর্ম্মাম্বরধরাস্তথা বল্কলধারিণঃ ॥ ৫৮
সুদুঃখান্ নিয়মাংস্তাংস্তান্ বহতঃ সুতপোধনান্।
পশ্যন্ মুনীন্ বহুবিধান্ প্রবেষ্টুমুপচক্রমে ॥ ৫৯
সুপূজিতং দেবগণৈর্মহাত্মভিঃ
শিবাদিভির্ভারত পুণ্যকর্ম্মভিঃ।
ররাজ তচ্চাশ্রমমণ্ডলং সদা
দিবীব রাজন্ শশিমণ্ডলং যথা ॥ ৬০
ক্রীড়ন্তি সর্পৈর্নকুলা মৃগৈর্ব্যাঘ্রাশ্চ মিত্রবৎ।
প্রভাবাদ্ দীপ্ততপসাং সংনিকর্ষান্মহাত্মনাম্ ॥ ৬১
তত্রাশ্রমপদে শ্রেষ্ঠে সর্বভূতমনোরমে।
সেবিতে দ্বিজশার্দূলৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ ॥ ৬২
নানানিয়মবিখ্যাতৈর্ঋষিভিঃ সুমহাত্মভিঃ।
প্রবিশন্নেব চাপশ্যং জটাচীরধরং প্রভুম্ ॥ ৬৩
তেজসা তপসা চৈব দীপ্যমানং যথানলম্।
শিষ্যৈরনুগতং শান্তং যুবানং ব্রাহ্মণর্ষভম্ ॥ ৬৪
শিরসা বন্দমানং মামুপমন্যুরভাষত ॥ ৬৫
স্বাগতং পুণ্ডরীকাক্ষ সফলানি তপাংসি নঃ।
যঃ পূজ্যঃ পূজয়সি মাং দ্রষ্টব্যো দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৬৬
তমহং প্রাঞ্জলির্ভূত্বা মৃগ-পক্ষিষ্বথাগ্নিষু।
ধর্মে চ শিষ্যবর্গে চ সমপৃচ্ছমনাময়ম্ ॥ ৬৭
ততো মাং ভগবানাহ সাম্না পরমবল্গুনা।
লপ্স্যসে তনয়ং কৃষ্ণ আত্মতুল্যমসংশয়ম্ ॥ ৬৮
তপঃ সুমহদাস্থায় তোষয়েশানমীশ্বরম্।
ইহ দেবঃ সপত্নীকঃ সমাক্রীড়ত্যধোক্ষজ ॥ ৬৯
ইহৈনং দৈবতশ্রেষ্ঠং দেবাঃ সর্ষিগণাঃ পুরা।
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন চ দমেন চ ॥ ৭০
তোষয়িত্বা শুভান্ কামান প্রাপুবন্তো জনার্দন।
তেজসাং তপসাং চৈব নিধিঃ স ভগবানিহ ॥ ৭১

উদূখল মুষলের কার্য্য সম্পন্ন করেন। কিছু মানুষ কিরণাবলি ও ফেনসমূহ পান করেন। বহু ঋষি মৃগচর্য্যাব্রত গ্রহণ করিয়া মৃগগণের সহিত বিচরণ ও অবস্থান করেন। ৫৭

কেহ অশ্বত্থফল ভক্ষণ করিয়া জীবনযাপন করেন, কেহ কেহ জলেই শয়ন করেন এবং কিছু মানুষ চীর, বল্কল ও মৃগচর্ম্ম ধারণ করেন। ৫৮

অত্যন্ত কষ্টসাধ্য নিয়মসমূহ পালন করিতে করিতে বহুবিধ তপস্বী মুনিগণকে দর্শন করিতে করিতে আমি সেই বিশাল আশ্রমে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলাম। ৫৯

ভরতবংশধর নরেশ! মহাত্মা ও পুণ্যকর্ম্মা শিবাদি দেবগণের দ্বারা সমাদৃত হইয়া সেই আশ্রমমণ্ডল সর্ব্বদাই আকাশে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ৬০

সেখানে কঠোর তপস্যাকারী মহাত্মাগণের প্রভাব ও সান্নিধ্যে প্রভাবিত হইয়া নকুলগণ সর্পসকলের সহিত একসঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল এবং ব্যাঘ্রগণ মৃগদলের সহিত মিত্রভাবে বাস করিতেছিল। ৬১

বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী বিদ্বান্ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যাহার সেবা করিতেন এবং নানাপ্রকার নিয়মসমূহের দ্বারা বিখ্যাত মহাত্মা মহর্ষিরা যাহার শোভাবর্দ্ধন করিতেন, সমস্ত প্রাণিগণেরই পক্ষে, মনোরম সেই শ্রেষ্ঠ আশ্রমে প্রবেশ করিতেই আমি জটাবল্কলধারী, প্রভাবশালী, তেজ ও তপস্যায় অগ্নিসদৃশ দেদীপ্যমান, শান্তস্বভাব এবং যুবক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উপমন্যুকে শিষ্যগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট থাকিতে দেখিলাম। ৬২-৬৪

আমি মস্তক নত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আমাকে বন্দনা করিতে দেখিয়া উপমন্যু বলিলেন, পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনার শুভাগমন হইয়াছে ত'? আপনি পূজনীয় হইয়া আমার পূজা করিতেছেন এবং দর্শনীয় হইয়া আমার দর্শন কামনা করিতেছেন, ইহাতে আমাদের সকলের তপস্যা সফল হইয়াছে। ৬৫-৬৬

তখন আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া আশ্রমের মৃগ, পক্ষী, অগ্নিহোত্র, ধর্ম্মাচরণ ও শিষ্যবর্গের কুশলবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। ৬৭

তখন ভগবান্ উপমন্যু পরম মধুর সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে আমাকে বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ! আপনি নিজের তুল্য পুত্র লাভ করিবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৬৮

অধোক্ষজ! আপনি মহৎ তপস্যা অবলম্বন করিয়া এখানে সর্ব্বেশ্বর শিবকে সন্তুষ্ট করুন। এখানে মহাদেব নিজের পত্নী ভগবতী উমার সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। ৬৯

জনার্দন! এখানে সুরশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ও ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া পূর্ব্বে বহু দেবতা ও মহর্ষিগণ নিজেদের শুভ মনোরথ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৭০½

শত্রুতাপন শ্রীকৃষ্ণ! আপনি যাঁহাকে প্রার্থনা করিতেছেন

শুভাশুভাবিতান্ ভাবান্ বিসৃজন্ সংক্ষিপন্নপি।
আস্তে দেব্যা সদাচিন্ত্যো যং প্রার্থয়সি শত্রুহন্ ॥৭২
হিরণ্যকশিপুর্যোঽভূদ্ দানবো মেরুকম্পনঃ।
তেন সর্বামরৈশ্বর্য্যং শর্বাৎ প্রাপ্তং সমার্বুদম্ ॥ ৭৩
তস্যৈব পুত্রপ্রবরো মন্দারো নাম বিশ্রুতঃ।
মহাদেববরাচ্ছক্রং বর্ষার্বুদমযোধয়ৎ ॥ ৭৪
বিষ্ণোশ্চক্রঞ্চ তদ্ ঘোরং বজ্রমাখণ্ডলস্য চ।
শীর্ণং পুরাভবৎ তাত গ্রহস্যাঙ্গেষু কেশব ॥ ৭৫
যৎ তদ্ ভগবতা পূর্বং দত্তং চক্রং তবানঘ।
জলান্তরচরং হত্বা দৈত্যঞ্চ বলগর্বিতম্ ॥ ৭৬
উৎপাদিতং বৃষাঙ্কেন দীপ্তজ্বলনসন্নিভম্।
দত্তং ভগবতা তুভ্যং দুর্ধর্ষং তেজসাদ্ভুতম্ ॥ ৭৭
ন শক্যং দ্রষ্টুমন্যেন বর্জয়িত্বা পিনাকিনম্।
সুদর্শনং ভবত্যেবং ভবেনোক্তং তদা তু তৎ। ৭৮
সুদর্শনং তদা তস্য লোকে নাম প্রতিষ্ঠিতম্।
তজ্জীর্ণমভবৎ তাত গ্রহস্যাঙ্গেষু কেশব ॥ ৭৯
গ্রহস্যাতিবলস্যাঙ্গে বরদত্তস্য ধীমতঃ।
ন শস্ত্রাণি বহন্ত্যঙ্গে চক্রবজ্রশতান্যপি ॥ ৮০
অর্দ্যমানাশ্চ বিবুধা গ্রহেণ সুবলীয়সা।
শিবদত্তবরান্ জঘ্নুরসুরেন্দ্রান সুরা ভৃশম্ ॥ ৮১
তুষ্টো বিদ্যুৎপ্রভস্যাপি ত্রিলোকেশ্বরতাং দদৌ।
শতং বর্ষসহস্রাণাং সর্বলোকেশ্বরোঽভবৎ ॥ ৮২
মমৈবানুচরো নিত্যং ভবিতাসীতি চাব্রবীৎ।
তথা পুত্রসহস্রাণামযুতঞ্চ দদৌ প্রভুঃ ॥ ৮৩
কুশদ্বীপঞ্চ স দদৌ রাজ্যেন ভগবানজঃ।
তথা শতমুখো নাম ধাত্রা সৃষ্টো মহাসুরঃ ॥ ৮৪
যেন বর্ষশতং সাগ্রমাত্মমাংসৈর্হুতোঽনলঃ।
তং প্রাহ ভগবাংস্তুষ্টঃ কিং করোমীতি শঙ্করঃ ॥ ৮৫

তেজ ও তপস্যার নিধি সেই অচিন্তনীয় ভগবান্ শঙ্কর এখানে শমাদি শুভ ভাবসমূহের সৃষ্টি ও কামাদি অশুভ ভাবসমূহের নাশ করিতে করিতে দেবী পার্ব্বতীর সহিত সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন। ৭১-৭২

পূর্ব্বে মেরুপর্ব্বতকেও কম্পিত করিতে সমর্থ যে হিরণ্যকশিপু নামে দানব উৎপন্ন হইয়াছিল, সে ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে এক অর্ব্বুদ (দশ কোটি) বর্ষকালের জন্য সমস্ত দেবতাগণের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৭৩

তাহার প্রধান পুত্র মন্দার নামে বিখ্যাত। সে মহাদেবের বরে এক অর্ব্বুদ বর্ষকাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। ৭৪

তাত কেশব! ভগবান্ বিষ্ণুর সেই ভয়ঙ্কর চক্র ও ইন্দ্রের বজ্রও পুরাকালে সেই গ্রহের অঙ্গে পুরাতন তৃণের ন্যায় যেন জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ৭৫

নিষ্পাপ শ্রীকৃষ্ণ! পুরাকালে জলের মধ্যে অবস্থিত সেই গর্ব্বিত দৈত্যকে বিনাশ করিয়া ভগবান্ শঙ্কর আপনাকে যে চক্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেই অগ্নিতুল্য তেজস্বী অস্ত্রকে স্বয়ং ভগবান্ বৃষধ্বজই উৎপন্ন করিয়াছিলেন এবং আপনাকে তাহা দান করিয়াছিলেন। সেই অস্ত্র অদ্ভুত তেজস্বী ও দুর্দ্ধর্ষ ছিল। ৭৬-৭৭

পিনাকপাণি ভগবান্ শঙ্কর ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষই এই অস্ত্রকে দেখিতে সমর্থ ছিলেন না। সেই সময় ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন,—এই অস্ত্র সুদর্শন (দেখিতে সুন্দর) হইয়া যাউক। তখন হইতে এ-সংসারে সেই অস্ত্র সুদর্শন নামে প্রচলিত হইল। তাত কেশব! এরূপ প্রসিদ্ধ অস্ত্রও সেই গ্রহের অঙ্গে যেন জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ৭৮-৭৯

ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে সে বর লাভ করিয়াছিল। সেই অত্যন্ত বলশালী ও বুদ্ধিমান্ গ্রহের অঙ্গে চক্র ও বজ্রতুল্য শত শত অস্ত্রও কোনরূপ প্রতিক্রিয়া করিতে পারে নাই। ৮০

যখন সেই বলবান্ দেবতাগণকে পীড়িত করিতে লাগিল, তখন দেবতাগণও ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া সেই অসুরশ্রেষ্ঠ মন্দারকে সহ আঘাত করিয়াছিলেন। (এইভাবে তাঁহাদের মধ্যে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলিয়াছিল) ৷৮১

এইভাবে বিদ্যুৎপ্রভ নামক দৈত্যের উপরেও সন্তুষ্ট হইয়া রুদ্রদেব তাহাকে তিন লোকের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে সে এক লক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত সমস্ত লোকসমূহের অধীশ্বর হইয়াছিল। ৮২

ভগবান্ শঙ্কর তাহাকে এই বরও দিয়াছিলেন যে, তুমি আমার নিত্য পার্ষদ হইবে এবং সেই সঙ্গে প্রভু মহাদেব তাহাকে সহস্র অযুত (এক কোটি) পুত্রও প্রদান করিয়াছিলেন। ৮৩

অজন্মা ভগবান্ শিব তাহাকে রাজত্ব করিবার জন্য কুশদ্বীপ দান করিয়াছিলেন। এইরূপ ভগবান্ ব্রহ্মা এক সময় শতমুখ নামে এক অসুরকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই অসুর এক বর্ষের অধিককাল পর্য্যন্ত অগ্নিতে নিজেরই মাংস আহুতি দিয়াছিল। ৮৪½

উহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন,—বল, আমি তোমার কোন্ মনোরথ পূর্ণ করিব? তখন শতমুখ

তং বৈ শতমুখঃ প্রাহ যোগো ভবতু মেঽদ্ভুতঃ
বলঞ্চ দৈবতশ্রেষ্ঠ শাশ্বতং সম্প্রযচ্ছ মে ॥ ৮৬
তথেতি ভগবানাহ তস্য তদ্ বচনং প্রভুঃ।
স্বায়ম্ভুবঃ ক্রতুশ্চাপি পুত্রার্থমভবৎ পুরা ॥ ৮৭
আবিশ্য যোগেনাত্মানং ত্রীণি বর্ষশতান্যপি।
তস্য চোপদদৌ পুত্রান্ সহস্রং ক্রতুসম্মিতান্ ॥ ৮৮
যোগেশ্বরং দেবগীতং বেত্থ কৃষ্ণ ন সংশয়ঃ।
যাজ্ঞবল্ক্য ইতি খ্যাত ঋষিঃ পরমধার্মিকঃ ॥ ৮৯
আরাধ্য স মহাদেবং প্রাপ্তবানতুলং যশঃ।
বেদব্যাসশ্চ যোগাত্মা পরাশর সুতো মুনিঃ ॥ ৯০
সোঽপি শঙ্করমারাধ্য প্রাপ্তবানতুলং যশঃ।
বালখিল্যা মঘবতা হ্যবজ্ঞাতাঃ পুরা কিল ॥ ৯১
তৈঃ ক্রুদ্ধৈর্ভগবান্ রুদ্রস্তপসা তোষিতো হ্যভূৎ।
তাংশ্চাপি দৈবতশ্রেষ্ঠ প্রাহ প্রীতো জগৎপতিঃ ॥ ৯২

সুপর্ণং সোমহর্ত্তারং তপসোৎপাদয়িষ্যথ
মহাদেবস্য রোষাচ্চ আপো নষ্টাঃ পুরাভবন্ ॥ ৯৩
তাশ্চ সপ্তকপালেন দেবৈরন্যাঃ প্রবর্ত্তিতাঃ।
ততঃ পানীয়মভবৎ প্রসন্নে ত্র্যম্বকে ভুবি ॥ ৯৪
অত্রের্ভার্য্যাপি ভর্ত্তারং সন্ত্যজ্য ব্রহ্মবাদিনী।
নাহং তস্য মুনের্ভূয়ো বশগা স্যাং কথঞ্চন ॥ ৯৫
ইত্যুক্ত্বা সা মহাদেবমগচ্ছচ্ছরণং কিল
নিরাহারা ভয়াদত্রেস্ত্রীণি বর্ষশতান্যপি ॥ ৯৬
অশেত মুসলেষেব প্রসাদার্থং ভবস্য সা।
তামব্রবীদ্ধসন্ দেবো ভবিতা বৈ সুতস্তব ॥ ৯৭
বিনা ভর্ত্রা চ রুদ্রেণ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
বংশে তবৈব নাম্না তু খ্যাতিং যাস্যতি চেপ্সিতাম্ ॥৯৮
বিকর্ণশ্চ মহাদেবং তথা ভক্তসুখাবহম্।
প্রসাদ্য ভগবান্ সিদ্ধিং প্রাপ্তবান্ মধুসূদন ॥ ৯৯

তাঁহাকে বলিল—সুরশ্রেষ্ঠ! আমার অদ্ভুত যোগশক্তি লাভ হউক এবং এই সঙ্গে আপনি আমাকে চিরস্থায়ী অক্ষয় বল প্রদান করুন ॥ ৮৫-৮৬

তাঁহার সেই কথা শ্রবণ করিয়া শক্তিশালী ভগবান্ 'তথাস্তু' বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন। এইরূপ পুরাকালে স্বয়ম্ভুব পুত্র ক্রতু পুত্রলাভের জন্য তিন শত বৎসর কাল ধরিয়া যোগের দ্বারা নিজেকে ভগবান্ শিবের চিন্তায় নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন; অতএব ক্রতুকেও ভগবান্ শঙ্কর তাঁহারই সদৃশ এক হাজার পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ৮৭-৮৮

শ্রীকৃষ্ণ! দেবগণ যাঁহার মহিমা প্রচার করেন, সেই যোগেশ্বর শিবকে আপনি ভালভাবেই জানেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্য নামে বিখ্যাত পরম ধর্ম্মাত্মা ঋষি মহাদেবের আরাধনা করিয়া অনুপম যশ লাভ করিয়াছিলেন। ৮৯½

পরাশরের পুত্র মুনিবর বেদব্যাস ত' যোগেরই স্বরূপ ছিলেন। তিনিও শঙ্করের আরাধনা করিয়া অতুলনীয় যশ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৯০½

শুনা যায়, পুরাকালে ইন্দ্র বালখিল্য ঋষিগণকে একবার অপমান করিয়াছিলেন। তখন সকল ঋষি কুপিত হইয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন এবং উহার দ্বারা তাঁহারা ভগবান্ রুদ্রকে প্রসন্ন করিলেন ॥ ৯১½

সেই সময় সুরশ্রেষ্ঠ জগৎপতি শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের বলিলেন,—তোমরা নিজেদের তপস্যার বলে গরুড়কে উৎপন্ন কর। সেই গরুড় ইন্দ্রের নিকট হইতে অমৃত অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবে ।৯২½

পুরাকালের বৃত্তান্ত, মহাদেবের রোষে সমস্ত জল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তখন দেবগণ শিব যাহার অধিপতি, সেই সপ্তকপাল নামক যোগের দ্বারা অন্য জল প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ ত্রিলোচন শিব প্রসন্ন হইলে পরই ভূতলে জলের উপলব্ধি হইল ॥ ৯৩-৯৪

অত্রির পত্নী ব্রহ্মবাদিনী অনসূয়াও কোন এক সময় রুষ্ট হইয়া নিজের পতিকে ত্যাগ করত চলিয়া গিয়াছিলেন এবং 'এখন কোনরূপেই পুনরায় অত্রিমুনির বশীভূত হইব না' মনে এই সঙ্কল্প করিয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন ॥ ৯৫½

তিনি অত্রিমুনির ভয়ে ভীতা হইয়া তিন শত বৎসরকাল কোনরূপ আহার না করিয়াই মুসলে শয়ন করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ শঙ্করের প্রসন্নতার জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ৯৬½

তখন মহাদেব তাঁহাকে হাস্য করিতে করিতে বলিলেন,—দেবি! আমার কৃপায় কেবল যজ্ঞসম্বন্ধী চরুর দ্রব অংশমাত্র পান করিলেই তুমি পতির বিনা সহযোগেই এক পুত্র লাভ করিবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। সে তোমার বংশে তোমারই ইচ্ছানুসারে খ্যাতি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৯৭-৯৮

মধুসূদন! ঐশ্বর্য্যশালী বিকর্ণ ভক্তসুখদায়ক মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া মনোবাঞ্ছিত সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৯৯

শাকল্যঃ সংশিতাত্মা বৈ নববর্ষশতান্যপি।
আরাধয়ামাস ভবং মনোযজ্ঞেন কেশব ॥ ১০০
তং চাহ ভগবাংস্তুষ্টো গ্রন্থকারো ভবিষ্যসি।
বৎসাক্ষয়া চ তে কীর্তিস্ত্রৈলোক্যে বৈ ভবিষ্যতি ॥১০১
অক্ষয়ঞ্চ কুলং তেঽস্তু মহর্ষিভিরলঙ্কৃতম্।
ভবিষ্যতি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ সূত্রকর্তা সুতস্তব ॥ ১০২
সাবর্ণিশ্চাপি বিখ্যাত ঋষিরাসীৎ কৃতে যুগে।
ইহ তেন তপস্তপ্তং ষষ্টিবর্ষশতান্যথ ॥ ১০৩
তমাহ ভগবান্ রুদ্রঃ সাক্ষাৎ তুষ্টোঽস্মি তেঽনঘ।
গ্রন্থকৃল্লোকবিখ্যাতো ভবিতাস্যজরামরঃ ॥ ১০৪
শক্রেণ তু পুরা দেবো বারাণস্যাং জনার্দন।
আরাধিতোঽভূদ্ ভক্তেন দিগ্বাসা ভস্মগুণ্ঠিতঃ ॥ ১০৫
আরাধ্য স মহাদেবং দেবরাজমবাপ্তবান্।
নারদেন তু ভক্ত্যাসৌ ভব আরাধিতঃ পুরা ॥ ১০৬
তস্য তুষ্টো মহাদেবো জগৌ দেবগুরুর্গুরুঃ।
তেজসা তপসা কীর্ত্যা ত্বৎসমো ন ভবিষ্যতি ॥ ১০৭
গীতেন বাদিতব্যেন নিত্যং মামনুযাস্যসি।
ময়াপি চ যথা দৃষ্টো দেবদেবঃ পুরা বিভো ॥ ১০৮
সাক্ষাৎ পশুপতিস্তাত তচ্চাপি শৃণু মাধব।
যদর্থঞ্চ ময়া দেবঃ প্রযত্নেন তথা বিভো ॥ ১০৯
প্রবোধিতো মহাতেজাস্তং চাপি শৃণু বিস্তরম্।
যদবাপ্তঞ্চ মে পূর্বং দেবদেবান্মহেশ্বরাৎ ॥ ১১০
তৎ সর্বং নিখিলেনাদ্য কথয়িষ্যামি তেঽনঘ।
পুরা কৃতযুগে তাত ঋষিরাসীন্মহাযশাঃ ॥ ১১১
ব্যাঘ্রপাদ ইতি খ্যাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ।
তস্যাহমভবং পুত্রো ধৌম্যশ্চাপি মমানুজঃ ॥ ১১২
কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য ধৌম্যেন সহ মাধব।
আগচ্ছমাশ্রমং ক্রীড়ন্ মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ১১৩
তত্রাপি চ ময়া দৃষ্টা দুহ্যমানা পয়স্বিনী।
লক্ষিতঞ্চ ময়া ক্ষীরং স্বাদুতো হ্যমৃতোপমম্ ॥১১৪

কেশব! শাকল্য ঋষির মন সর্বদা সংশয়াচ্ছন্ন ছিল। তিনি মনোময় যজ্ঞের (ধ্যানের) দ্বারা শিবের নয় শত বৎসর আরাধনা করিয়াছিলেন। ১০০

তখন ইহার দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন,—বৎস! তুমি গ্রন্থকার হইবে এবং ত্রিলোকে তোমার অক্ষয় কীর্তি বিস্তৃত হইবে। ১০১

তোমার কুল অক্ষয় এবং মহর্ষিগণের দ্বারা অলঙ্কৃত হইবে। তোমার পুত্র এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং সূত্রকার হইবে। ১০২

সত্যযুগে সাবর্ণি নামে বিখ্যাত এক ঋষি ছিলেন। তিনি এখানে আসিয়া ছয় হাজার বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। ১০৩

তখন ভগবান্ রুদ্র তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন দান করত বলিলেন,—অনঘ! আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট। তুমি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থকার ও অজর-অমর হইবে। ১০৪

জনার্দন! পুরাকালের বৃত্তান্ত, ইন্দ্র ভক্তিভাবের সহিত কাশীপুরীতে ভস্মবিভূষিত দিগম্বর মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। মহাদেবের আরাধনা করিয়াই তিনি দেবরাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১০৫½

দেবর্ষি নারদও পূর্বে ভক্তিভরে ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করিয়াছিলেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া গুরুস্বরূপ দেবগুরু মহাদেব তাঁহাকে এই বরদান করিয়াছিলেন যে, তেজ, তপ ও কীর্তিতে কেহই তোমার সমান হইবে না। তুমি গীত ও বীণাবাদ্যের দ্বারা সর্বদা আমার অনুসরণ করিবে। ১০৬-১০৭½

প্রভো! তাত মাধব! আমিও পুরাকালে সাক্ষাৎ দেবাধিদেব পশুপতিকে যেভাবে দর্শন করিয়াছিলাম, সেই প্রসঙ্গ আপনি শ্রবণ করুন। ১০৮½

ভগবন্! আমি যে উদ্দেশ্যে প্রযত্নসহকারে মহাতেজস্বী মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম, সেই সব সবিস্তরে শ্রবণ করুন॥ ১০৯½

অনঘ! পুরাকালে দেবাধিদেব মহেশ্বরের নিকট হইতে আমার যাহা কিছু প্রাপ্তি হইয়াছিল, সেই সব আজ আমি পূর্ণরূপে আপনাকে বলিব। ১১০½

পূর্বে সত্যযুগে এক মহাযশস্বী ঋষি ছিলেন। তিনি ব্যাঘ্রপাদনামে প্রসিদ্ধ এবং বেদ-বেদাঙ্গে পারদর্শী বিদ্বান্ ছিলেন। ১১১½

আমি তাঁহারই পুত্র। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ধৌম্য। আমি কোন এক সময় তাহার সহিত খেলা ক ত করিতে পবিত্রাত্মা ঋষিগণের আশ্রমে আসিলাম।১১২-১১৩

সেখানে আমি দেখিলাম, এক দুগ্ধবতী গাভীকে দোহন করা হইতেছে। আমি স্বাদে অমৃততুল্য সেই দুগ্ধও দর্শন করিলাম। ১১৪

ততোঽহমব্রুবং বাল্যাজ্জননীমাত্মনস্তথা।
ক্ষীরোদনসমাযুক্তং ভোজনং হি প্রযচ্ছ মে ॥ ১১৫
অভাবাচ্চৈব দুগ্ধস্য দুঃখিতা জননী তদা।
ততঃ পিষ্টং সমালোড্য তোয়েন সহ মাধব ॥ ১৬
আবয়োঃ ক্ষীরমিত্যেব পানার্থং সমুপানয়ৎ।
অথ গব্যং পয়স্তাত কদাচিৎ প্রাশিতং ময়া ॥১১৭
পিত্রাহং যজ্ঞকালে হি নীতো জ্ঞাতিকুলং মহৎ।
তত্র সা ক্ষরতে দেবী দিব্যা গৌঃ সুরনন্দিনী ॥ ১১৮
তস্যাহং তৎ পয়ঃ পীত্বা রসেন অমৃতোপমম্।
জ্ঞাত্বা ক্ষীরগুণাংশ্চৈব উপলভ্য হি সম্ভবম্ ॥ ১১৯
স চ পিষ্টরসস্তাত ন মে প্রীতিমুপাবহৎ।
ততোঽহমব্রুবং বাল্যাজ্জননীমাত্মনস্তদা ॥ ১২০
নেদং ক্ষীরোদনং মাতর্যৎ ত্বং দত্তবত্যসি।
ততো মামব্রবীন্মাতা দুঃখশোকসমন্বিতা ॥ ১২১
পুত্রস্নেহাৎ পরিষ্বজ্য মূর্দ্ধ্নি চাঘ্রায় মাধব।
কুতঃ ক্ষীরোদনং বৎস মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ১২২
বনে নিবসতাং নিত্যং কন্দমূল-ফলাশিনাম্।
আশ্রিতানাং নদীং দিব্যাং বালখিল্যৈর্নিষেবিতাম্ ॥১২৩
কুতঃ ক্ষীরং বনস্থানাং মুনীনাং গিরিবাসিনাম্।
পাবনানাং বনাশানাং বনাশ্রমনিবাসিনাম্ ॥ ১২৪
গ্রাম্যাহারনিবৃত্তানামারণ্যফলভোজিনাম্।
নাস্তি পুত্র পয়োঽরণ্যে সুরভীগোত্রবর্জিতে ॥ ১২৫
নদীগহ্বরশৈলেষু তীর্থেষু বিবিধেষু চ।
তপসা জপ্যনিত্যানাং শিবো নঃ পরমা গতিঃ ॥ ১২৬
অপ্রসাদ্য বিরূপাক্ষং বরদং স্থাণুমব্যয়ম্।
কুতঃ ক্ষীরোদনং বৎস সুখানি বসনানি চ ॥ ১২৭
তং প্রপদ্য সদা বৎস সর্ব্বভাবেন শঙ্করম্।
তৎ প্রসাদাচ্চ কামেভ্যঃ ফলং প্রাপ্স্যসি পুত্রক ॥১২৮

তখন আমি বালসুলভ স্বভাববশতঃ নিজের মাতাকে বলিলাম,—মাতঃ! দুগ্ধমিশ্রিত অন্নযুক্ত খাদ্য আমাকে দাও। ১১৫

গৃহে দুগ্ধের অভাব ছিল অর্থাৎ তখন দুগ্ধ ছিল না, সেইজন্য আমার মাতা সেই সময়ে দুঃখিতা হইলেন। মাধব! তখন তিনি জলের সহিত চালগুঁড়ি গুলিয়া দিয়া উহা দুগ্ধ বলিয়া আমাদের দুই ভ্রাতাকে খাইবার জন্য প্রদান করিলেন। ১৬½

তাত! তাহার পূর্ব্বে আমি একদিন দুগ্ধ খাইয়াছিলাম। পিতা যজ্ঞের সময় আমাকে এক ধনী জ্ঞাতির গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে দিব্যা সুরভি ধেনু দুগ্ধ দান করিতেন। ১১৭-১১৮

সেই অমৃততুল্য স্বাদিষ্ট দুগ্ধ পান করিয়া আমি ইহা জানিয়া গিয়াছিলাম যে, দুগ্ধের আস্বাদ, কিরূপ এবং তাহার উপলব্ধি কিভাবে হয়? ১১৯

তাত! সেইজন্য চালগুঁড়ি মিশ্রিত জলরস আমার ভাল লাগে নাই; এই কারণে আমি বালস্বভাববশতঃ নিজের মাতাকে বলিলাম। ১২০

মাতঃ! তুমি আমাকে যাহা দান করিলে, উহা দুগ্ধমিশ্রিত অন্ন নহে। মাধব! তখন আমার মাতা দুঃখ ও শোকগ্রস্তা হইয়া পুত্রস্নেহবশতঃ আমাকে হৃদয়ে জড়াইয়া ধরিয়া মস্তক আঘ্রাণ করত বলিলেন,—বৎস! যাঁহারা সদা বনে থাকিয়া কন্দ, মূল ও ফল ভোজন করত জীবন নির্ব্বাহ করেন, সেই পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট মুনিগণের উত্তম দুগ্ধযুক্ত অন্ন কোথা হইতে আসিবে? ১২১-১২২½

যাঁহারা বালখিল্য মুনিগণ কর্ত্তৃক সেবিত দিব্য নদী গঙ্গাকে আশ্রয় করিয়াছেন, পর্ব্বত ও বনে বাসকারী সেই মুনিদিগের দুগ্ধ কোথা হইতে আসিবে? ১২৩½

যাঁহারা পবিত্র, বনজাত বস্তুসকলই ভক্ষণ করেন, বনস্থিত আশ্রমেই বাস করেন, গ্রামজাত আহার হইতে নিবৃত্ত হইয়া বনজাত ফল-মূলই ভোজন করেন, তাঁহাদের দুগ্ধ কিভাবে লাভ হইবে? ১২৪½

পুত্র! এখানে সুরভির বংশজাত কোন সন্তান না থাকায় এই বনে দুগ্ধ নাই। নদী, কন্দর, পর্ব্বত ও নানাপ্রকার তীর্থ-সমূহে তপস্যা পূর্ব্বক নিত্য জপনিরত ঋষি-মুনি আমাদের ভগবান্ শঙ্করই একমাত্র পরম আশ্রয়। ১২৫-১২৬

বৎস! যিনি সকলের বরদাতা, নিত্য স্থির ও অবিনাশী ঈশ্বর, সেই ভগবান্ বিরূপাক্ষকে প্রসন্ন না করিলে দুগ্ধ, অন্ন ও সুখদায়ক বস্ত্র কিভাবে লাভ হইবে? ১২৭

বৎস! সদা সর্ব্বতোভাবে তুমি সেই ভগবান্ শঙ্করের শরণ গ্রহণ কর। পুত্র! তাহা হইলেই তাঁহার কৃপায় ইচ্ছা-নুসারে তুমি ফল লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ১২৮

জনন্যাস্তদ্ বচঃ শ্রুত্বা তদাপ্রভৃতি শত্রুহন্ ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা ইদমম্বামচোদয়ম্ ॥ ১২৯
কোঽয়মম্ব মহাদেবঃ স কথঞ্চ প্রসীদতি ।
কুত্র বা বসতে দেবো দ্রষ্টব্যো বা কথঞ্চন ॥ ১৩০
তুষ্যতে বা কথং শর্বো রূপং তস্য চ কীদৃশম্ ।
কথং জ্ঞেয়ঃ প্রসন্নো বা দর্শয়েজ্জননি মম ॥১৩১
এবমুক্তা তদা কৃষ্ণ মাতা মে সুতবৎসলা ।
মূর্দ্ধ্যাঘ্রায় গোবিন্দ সবাষ্পাকুললোচনা ॥ ১৩২
প্রমার্জন্তী চ গাত্রাণি মম বৈ মধুসূদন ।
দৈন্যমালম্ব্য জননী ইদমাহ সুরোত্তম ॥ ১৩৩

অম্বোবাচ ।

দুর্বিজ্ঞেয়ো মহাদেবো দুরাধারো দুরন্তকঃ ।
দুরারাধশ্চ দুর্গ্রাহ্যো দুর্দৃশ্যো হ্যকৃতাত্মভিঃ ॥ ১৩৪
যস্য রূপাণ্যনেকানি প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।
স্থানানি চ বিচিত্রাণি প্রসাদাশ্চাপ্যনেকশঃ ॥ ১৩৫
কো হি তত্ত্বেন তদ্ বেদ ঈশস্য চরিতং শুভম্ ।
কৃতবান্ যানি রূপাণি দেবদেবঃ পুরা কিল ।
ক্রীড়তে চ তথা শর্বঃ প্রসীদতি যথা চ বৈ ॥ ১৩৬
হৃদিস্থঃ সর্বভূতানাং বিশ্বরূপো মহেশ্বরঃ ।
ভক্তানামনুকম্পার্থং দর্শনঞ্চ যথাশ্রুতম্ ॥ ১৩৭
মুনীনাং ব্রুবতাং দিব্যমীশানচরিতং শুভম্ ।
কৃতবান্ যানি রূপাণি কথিতানি দিবৌকসৈঃ ॥ ১৩৮
অনুগ্রহার্থং বিপ্রাণাং শৃণু বৎস সমাসতঃ ।
তানি তে কীর্ত্তয়িষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ১৩৯

অম্বোবাচ ।

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-সুরেন্দ্রাণাং রুদ্রাদিত্যাশ্বিনামপি ।
বিশ্বেষামপি দেবানাং বপুর্ধারয়তে ভবঃ ॥ ১৪০
নরাণাং দেবনারীণাং তথা প্রেত-পিশাচয়োঃ ।
কিরাত-শবরাণাঞ্চ জলজানামনেকশঃ ॥ ১৪১
করোতি ভগবান্ রূপমাটব্যশবরাণাপি ।
কূর্মো মৎস্যস্তথা শঙ্খঃ প্রবালাঙ্কুরভূষণঃ ॥ ১৪২

শত্রুনাশন ! মাতার এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই সময়েই আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করিলাম এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া মাতাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম । ১২৯

মাতঃ ! এই মহাদেব কে ? এবং কিভাবে তিনি প্রসন্ন হন ? এই দেব কোথায় থাকেন ও কিরূপে তাঁহাকে দর্শন করা যায় ? ১৩০

আমার মাতঃ ! তুমি ইহাও বল যে, এই মহাদেবের রূপ কি প্রকার ? তিনি কিভাবে সন্তুষ্ট হন ? তাঁহাকে কিরূপে জানা যায় অথবা তিনি কিরূপে প্রসন্ন হইয়া আমাকে দর্শন দান করিবেন ? ১৩১

সচ্চিদানন্দস্বরূপ গোবিন্দ ! সুরশ্রেষ্ঠ মধুসূদন ! আমি এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলে পর আমার পুত্রবৎসলা মাতা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে আমার মস্তক আঘ্রাণ করত আমার সর্বাঙ্গে হস্তামর্ষন করিতে করিতে দীনতাসহকারে বলিলেন । ১৩২-১৩৩

মাতা বলিলেন,—যাহারা নিজেদের মনকে সংযত করিতে পারে না, এরূপ মনুষ্যগণের পক্ষে মহাদেবের জ্ঞান লাভ অত্যন্ত কঠিন । তাঁহাকে মনে ধারণ করাও অতিশয় কঠিন ব্যাপার । তাঁহার প্রাপ্তির পথও বিঘ্নসঙ্কুল । তাহাতে বহু বাধা আছে, যাহা দুরতিক্রমণীয় । তাঁহাকে গ্রহণ করা ও তাঁহার দর্শন লাভ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিষয় । ১৩৪

মনীষী পুরুষগণ বলেন,—ভগবান্ শঙ্করের রূপ অনেক । তাঁহার থাকিবার স্থানসকলও বিচিত্র এবং তাঁহার কৃপা প্রসাদও বহুরূপে হয় । ১৩৫

পুরাকালে দেবাদিদেব মহাদেব যে যে রূপ ধারণ করিয়াছেন, ঈশ্বরের সেই সব শুভ চরিত্র কোন্ ব্যক্তি যথার্থরূপে জানিতে সমর্থ হয় ? তিনি কিভাবে লীলাখেলা করেন ও কিরূপে প্রসন্ন হন্, তাহা কে জানিতে পারে ? ১৩৬

সেই বিশ্বরূপধারী মহেশ্বর সমস্ত প্রাণিগণের হৃদয়েই বিরাজমান আছেন । তিনি ভক্তদিগকে কৃপা করিবার জন্য কিভাবে দর্শন দিয়া থাকেন, তাহা শঙ্করের দিব্য ও কল্যাণময় চরিত্র বর্ণনাকারী মুনিগণের নিকট যেরূপ আমি শুনিয়াছি, তাহাই বলিব । ১৩৭½

বৎস ! তিনি ব্রাহ্মণগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য দেবতাদিগের দ্বারা কথিত যে যে রূপ ধারণ করিয়াছেন, তৎ সমস্তই সংক্ষেপে শ্রবণ কর । তুমি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, সেই সব বৃত্তান্ত আমি তোমাকে বলিব । ১৩৮-১৩৯

এই কথা বলিয়া মাতা পুনরায় বলিলেন—ভগবান্ শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার এবং সমস্ত দেবতাগণের শরীর ধারণ করেন । ১৪০

এই ভগবান্ পুরুষ, দেবাঙ্গনা, প্রেত, পিশাচ, কিরাত, শবর জলজন্তু এবং বনজাত শবরগণেরও রূপ গ্রহণ করেন ।১৪১½

কূর্ম, মৎস্য, শঙ্খ, নব নব পল্লবের অঙ্কুরে সুশোভিত বসন্তাদি-

যক্ষ-রাক্ষস-সর্পাণাং দৈত্য-দানবয়োরপি।
বপুর্ধারয়তে দেবো ভূয়শ্চ বিলবাসিনাম্ ॥ ১৪৩

ব্যাঘ্র-সিংহ-মৃগাণাঞ্চ তরক্ষ্বৃক্ষ-পতত্রিণাম্।
উলূক-শ্ব-শৃগালানাং রূপাণি কুরুতেঽপি চ ॥১৪৪

হংস-কাক-ময়ূরাণাং কৃকলাসকসারসাম্।
রূপাণি চ বলাকানাং গৃধ্র-চক্রাঙ্গয়োরপি ॥ ১৪৫

করোতি বা স রূপাণি ধারয়ত্যপি পর্বতম্।
গোরূপঞ্চ মহাদেবো হস্ত্যশ্বোষ্ট্রখরাকৃতিঃ ॥ ১৪৬

ছাগ-শার্দূলরূপশ্চ অনেকমৃগরূপধৃক্।
অণ্ডজানাঞ্চ দিব্যানাং বপুর্ধারয়তে ভবঃ ॥ ১৪৭

দণ্ডী ছত্রী চ কুণ্ডী চ দ্বিজানাং ধারণস্তথা।
ষণ্মুখো বৈ বহুমুখস্ত্রিনেত্রো বহুশীর্ষকঃ ॥ ১৪৮

অনেককটিপাদশ্চ অনেকোদরবক্ত্রধৃক্।
অনেকপাণিপার্শ্বশ্চ অনেকগণসংবৃতঃ ॥ ১৪৯

ঋষি-গন্ধর্বরূপশ্চ সিদ্ধচারণরূপধৃক্।
ভস্মপাণ্ডুরগাত্রশ্চ চন্দ্রার্ধকৃতভূষণঃ ॥ ১৫০

অনেকরাবসঙ্ঘুষ্টশ্চানেকস্তুতিসংস্তুতঃ।
সর্বভূতান্তকঃ সর্বঃ সর্বলোকপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৫১

সর্বলোকান্তরাত্মা চ সর্বগঃ সর্ববাদ্যপি।
সর্বত্র ভগবান্ জ্ঞেয়ো হৃদিস্থঃ সর্বদেহিনাম্ ॥১৫২

যো হি যং কাময়েৎ কামং যস্মিন্নর্থেঽর্চ্যতে পুনঃ।
তৎ সর্বং বেত্তি দেবেশস্তং প্রপদ্য যদীচ্ছসি ॥ ১৫৩

নন্দতে কুপ্যতে চাপি তথা হুঙ্কারয়ত্যপি।
চক্রী শূলী গদাপাণির্মুসলী খড়্গপট্টিশী ॥ ১৫৪

মধুরো নাগমৌঞ্জী চ নাগকুণ্ডলকুণ্ডলী।
নাগযজ্ঞোপবীতী চ নাগচর্মোত্তরচ্ছদঃ ॥ ১৫৫

হসতে গায়তে চৈব নৃত্যতে চ মনোহরম্।
বাদয়ত্যপি বাদ্যানি বিচিত্রাণি গণৈর্বৃতঃ ॥ ১৫৬

রূপেও তিনি প্রকটিত হন। এই মহাদেব যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, দৈত্য, দানব ও পাতালবাসিগণেরও রূপ ধারণ করেন ॥ ১৪২-১৪৩

তিনি ব্যাঘ্র, সিংহ, মৃগ, তরক্ষু, ভল্লুক, পক্ষী, উলূক, কুকুর এবং শৃগালগণেরও রূপ ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ১৪৪

হংস, কাক, ময়ূর, গিরগিটি, সারস, বক ও চক্রাঙ্গ (হংস বিশেষ) রূপই এই মহাদেব ধারণ করেন। পর্বত, গো, হস্তী অশ্ব, উষ্ট্র এবং গর্দভগণের আকারেও তিনি আবির্ভূত হন ॥ ১৪৫-১৪৬

তিনি ছাগল ও ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করেন। নানাপ্রকার মৃগ—বনজাত পশুসকলের রূপও ধারণ করিয়া থাকেন। ভগবান্ শঙ্কর দিব্য পক্ষিগণের দেহও অবলম্বন করেন ॥ ১৪৭

তিনি দ্বিজগণের চিহ্ন, দণ্ড, ছত্র ও কুণ্ড (কমণ্ডলু) ধারণ করেন। কখনও ছয় মুখ ও কখনও বহু মুখবিশিষ্ট হন। কখনও তিনটি নেত্র গ্রহণ করেন। কখনও আবার বহু মস্তক ধারণ করেন ॥ ১৪৮

তাঁহার পাদ ও কটিভাগ অনেক। তিনি বহুসংখ্যক উদর ও মুখও ধারণ করেন। তাঁহার হস্ত ও পার্শ্বভাগও বহু। অনেক পার্ষদগণ সর্বদা তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া রাখেন ॥ ১৪৯

তিনি ঋষি ও গন্ধর্বস্বরূপ। তিনি সিদ্ধ এবং চারণগণের রূপও ধারণ করেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে ভস্ম লিপ্ত থাকায় তিনি শ্বেতবর্ণ বলিয়া পরিলক্ষিত হন। তিনি ললাটে অর্ধচন্দ্রের আভূষণ ধারণ করেন ॥ ১৫০

তাঁহার পার্শ্বে অনেক প্রকারের শব্দধ্বনি হইতে থাকে। তিনি অনেক প্রকারের স্তুতির দ্বারা সম্মানিত। তিনি সমস্ত প্রাণিগণের সংহারকারী, স্বয়ং সর্বস্বরূপ এবং সকলের অন্তরাত্মা-রূপে সর্বলোকে প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ১৫১

ইনি সমস্ত জগতের অন্তরাত্মা, সর্বব্যাপী ও সর্ববাদী। এই ভগবান্ শিব সর্বজ্ঞ ও সমস্ত দেহধারিগণের হৃদয়ে বিরাজমান রহিয়াছেন বলিয়া তুমি জানিও ॥ ১৫২

যে ব্যক্তি যে কাম্যবস্তু কামনা করেন এবং যে উদ্দেশ্যে তাঁহার দ্বারা ভগবানের অর্চনা করা হয়, দেবেশ্বর শিব তৎসমস্তই জানেন। সেইজন্য যদি তুমি কোন বস্তু কামনা করিয়া থাক, তবে তাঁহার শরণ গ্রহণ কর ॥ ১৫৩

তিনি কখনও আনন্দিত হইয়া আনন্দ দান করেন, কখনও কুপিত হইয়া তিনি কোপ প্রকাশ করেন এবং হুঙ্কার ত্যাগ করেন। তিনি নিজ হস্তে চক্র, শূল, গদা, মুসল, খড়্গ ও পট্টিশ ধারণ করেন ॥ ১৫৪

তিনি ধরণীধর শেষ নাগস্বরূপ। তিনি নাগের মেখলা ধারণ করেন। নাগময় কুণ্ডলের দ্বারা তিনি কুণ্ডল ধারণ করিয়া থাকেন। নাগেরই যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন এবং নাগ-চর্মেরই উত্তরীয় (চাদর) ধারণ করেন ॥ ১৫৫

তিনি নিজের গণের সহিত থাকিয়া হাস্য করেন, গান করেন, মনোহর নৃত্য করেন এবং বিচিত্র বাদ্যসমূহ বাজাইতে থাকেন ॥ ১৫৬

বল্গতে জৃম্ভতে চৈব রুদতে রোদয়ত্যপি ।
উন্মত্তমত্তরূপঞ্চ ভাষতে চাপি সুস্বরঃ ॥ ১৫৭
অতীব হসতে রৌদ্রস্ত্রাসয়ন্ নয়নৈর্জনম্ ।
জাগর্ত্তি চৈব স্বপিতি জৃম্ভতে চ যথাসুখম্ ॥ ১৫৮
জপতে জপ্যতে চৈব তপতে তপ্যতে পুনঃ ।
দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি যুঞ্জতে ধ্যায়তেঽপি চ ॥ ১৫৯
বেদীমধ্যে তথা যূপে গোষ্ঠমধ্যে হুতাশনে ।
দৃশ্যতে দৃশ্যতে চাপি বালো বৃদ্ধো যুবা তথা ॥ ১৬০
ক্রীড়তে ঋষিকন্যাভি ঋর্ষিপত্নীভিরেব চ ।
ঊর্দ্ধকেশো মহাশেফো নগ্নো বিকৃতলোচনঃ ॥ ১৬১
গৌরঃ শ্যামস্তথা কৃষ্ণঃ পাণ্ডুরো ধূমলোহিতঃ ।
বিকৃতাক্ষো বিশালাক্ষো দিগ্বাসাঃ সর্ব্ববাসকঃ ॥ ১৬২
অরূপস্যাদ্যরূপস্য অতিরূপাদ্যরূপিণঃ ।
অনাদ্যন্তমজস্যান্তং বেৎস্যতে কোঽস্য তত্ত্বতঃ ॥১৬৩
হৃদি প্রাণো মনো জীবো যোগাত্মা যোগসংজ্ঞিতঃ ।
ধ্যানং তৎপরমাত্মা চ ভাবগ্রাহ্যো মহেশ্বরঃ ॥১৬৪
বাদকো গায়নশ্চৈব সহস্রশতলোচনঃ ।
একবক্ত্রো দ্বিবক্ত্রশ্চ ত্রিবক্ত্রোঽনেকবক্ত্রকঃ ॥ ১৬৫
তদ্ভক্তস্তদ্গতো নিত্যং তন্নিষ্ঠস্তৎপরায়ণঃ ।
ভজ পুত্র মহাদেবং ততঃ প্রাপ্স্যসি চেপ্সিতম্ ॥ ১৬৬
জনন্যাস্তদ্ বচঃ শ্রুত্বা তদাপ্রভৃতি শত্রুহন্ ।
মম ভক্তির্মহাদেবে নৈষ্ঠিকী সমপদ্যত ॥ ১৬৭
ততোঽহং তপ আস্থায় তোষয়ামাস শঙ্করম্ ।
একং বর্ষসহস্রং তু বামাঙ্গুষ্ঠাগ্রধিষ্ঠিতঃ ॥ ১৬৮
একং বর্ষশতং চৈব ফলাহারস্ততোঽভবম্ ।
দ্বিতীয়ং শীর্ণপর্ণাশী তৃতীয়ং চাম্বুভোজনঃ ॥ ১৬৯

ভগবান্ শঙ্কর লাফালাফি করিয়া ক্রীড়া করেন, জৃম্ভণ করেন, রোদন করেন ও রোদন করান। কখনও উন্মত্তের ন্যায় মত্ততাপূর্ণ বাক্য বলেন এবং কখনও মধুর স্বরে উত্তম কথা বলেন। ১৫৭

কখনও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করত নিজের নেত্রসমূহের দ্বারা লোকসকলের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে অট্টহাস্য করেন, কখনও জাগরিত থাকেন, কখনও শয়ন করিয়া নিদ্রা যান এবং কখনও সুখানুসারে জৃম্ভণ করেন। ১৫৮

কখনও তিনি জপ করেন এবং কখনও অন্যের দ্বারা তিনিই জপিত হন, তিনি কখনও তপস্যা করেন ও কখনও অন্যের দ্বারা তাঁহারই তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি দান করেন এবং দান গ্রহণও করেন। তিনি কখনও যোগরত থাকেন এবং কখনও ধ্যানাবিষ্ট থাকেন। ১৫৯

যজ্ঞের বেদিতে, যূপে, গো-শালায় এবং প্রজ্বলিত অগ্নিতে তিনিই দৃষ্ট হন। বালক, বৃদ্ধ ও যুবকরূপে তিনিই সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। ১৬০

তিনি ঋষি-কন্যাগণ ও মুনি-পত্নীদিগের সহিত ক্রীড়া করেন। তিনি কখনও ঊর্দ্ধকেশ, কখনও মহালিঙ্গ, কখনও নগ্ন এবং কখনও বিকৃত নয়নযুক্ত হন। ১৬১

কখনও গৌর, কখনও শ্যাম, কখনও কৃষ্ণ, কখনও শ্বেত, কখনও ধূম্র ও কখনও লোহিত বর্ণ হইয়া তিনি দৃষ্টিগোচন হন। কখনও বিকৃতনয়ন, কখনও বিশালনয়ন, কখনও দিগম্বর এবং কখনও সর্ব্বপ্রকার বস্ত্রে বিভূষিত থাকেন। ১৬২

তাঁহার কোনও রূপ নাই। তাঁহার স্বরূপই সকলের আদি কারণ। তিনি রূপের অতীত। সর্ব্বপ্রথমে যাহার রূপ সৃষ্টি হয়, সেই জলই তাঁহার রূপ। এই অজন্মা মহাদেবের স্বরূপ আদি ও অন্তহীন। তাঁহাকে কে যথার্থ রূপে জানিতে পারে? ১৬৩

ভগবান্ শঙ্কর প্রাণিগণের হৃদয়ে প্রাণ, মন ও জীবাত্মারূপে বিরাজমান আছেন। তিনিই যোগস্বরূপ, যোগী, ধ্যান ও পরমাত্মা। ভগবান্ মহেশ্বর ভক্তিভাবেই গৃহীত হন। ১৬৪

তিনি বাদ্যবাদক ও গায়ক। তাঁহার লক্ষ নয়ন। তিনি একমুখ, দ্বিমুখ, ত্রিমুখ ও অনেকমুখবিশিষ্ট। ১৬৫

পুত্র! তুমি তাঁহারই ভক্ত হইয়া তাঁহাতেই আসক্ত থাক। সদা তাঁহাকেই নির্ভর করিয়া বাস কর এবং তাঁহার শরণাগত হইয়া মহাদেবের নিরন্তর ভজনা কর। ইহার দ্বারা তুমি মনোবাঞ্ছিত বস্তু লাভ করিবে। ১৬৬

শত্রুসূদন শ্রীকৃষ্ণ! মাতার এই উপদেশ শ্রবণ করত তখন হইতেই মহাদেবের প্রতি আমার সুদৃঢ়া ভক্তি হইয়াছে। ১৬৭

তদনন্তর আমি তপস্যা অবলম্বন করিয়া ভগবান্ শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিয়াছি। এক হাজার বৎসর পর্য্যন্ত আমি বাম পদের অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগের বলে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তপস্যা করিয়াছি। ১৬৮

প্রথমে ত' আমি এক শত বর্ষ পর্য্যন্ত ফলাহারী ছিলাম। দ্বিতীয় শত বর্ষে পতিত শুষ্কপত্র আমি ভক্ষণ করি এবং তৃতীয় শত বর্ষে আমি কেবল জলপান করিয়াই প্রাণধারণ করিয়াছি। ১৬৯

শতানি সপ্ত চৈবাহং বায়ুভক্ষস্তদাভবম্।
একং বর্ষসহস্রং তু দিব্যমারধিতো ময়া ॥ ১৭০
ততস্তুষ্টো মহাদেবঃ সর্বলোকেশ্বরঃ প্রভুঃ।
একভক্ত ইতি জ্ঞাত্বা জিজ্ঞাসাং কুরুতে তদা ॥ ১৭১
শক্ররূপং স কৃত্বা তু সর্বৈর্দেবগণৈর্বৃতঃ।
সহস্রাক্ষস্তদা ভূত্বা বজ্রপাণির্মহাযশাঃ ॥ ১৭২
সুধাবদাতং রক্তাক্ষং স্তব্ধকর্ণং মদোৎকটম্।
আবেষ্টিতকরং ঘোরং চতুর্দংষ্ট্রং মহাগজম্ ॥ ১৭৩
সমাস্থিতঃ স ভগবান্ দীপ্যমানঃ স্বতেজসা।
আজগাম কিরীটী তু হারকেয়ূরভূষিতঃ ॥ ১৭৪
পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ ধ্রিয়মাণেন মূর্ধনি।
সেব্যমানোঽপ্সরোভিশ্চ দিব্যগন্ধর্বনাদিতৈঃ ॥ ১৭৫
ততো মামাহ দেবেন্দ্রস্তুষ্টস্তেঽহং দ্বিজোত্তম।
বরং বৃণীষ্ব মত্তস্ত্বং যৎ তে মনসি বর্ততে ॥ ১৭৬
শক্রস্য তু বচঃ শ্রুত্বা নাহং প্রীতমনাভবম্।
অব্রুবংশ্চ তদা হৃষ্টো দেবরাজমিদং বচঃ ॥ ১৭৭

নাহং ত্বত্তো বরং কাঙ্ক্ষে নান্যস্মাদপি দৈবতাৎ।
মহাদেবাদৃতে সৌম্য সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ১৭৮
সত্যং সত্যং হি নঃ শক্র বাক্যমেতৎ সুনিশ্চিতম্।
ন যন্মহেশ্বরং মুক্ত্বা কথান্যা মম রোচতে ॥ ১৭৯
পশুপতিবচনাদ্ ভবামি সদ্যঃ
কৃমিরথবা তরুরপ্যনেকশাখঃ।
অপশুপতিবরপ্রসাদজা মে
ত্রিভুবনরাজ্যবিভূতিরপ্যনিষ্টা ॥ ১৮০
জন্ম শ্বপাকমধ্যেঽপি
মেঽস্তু হরচরণবন্দনরতস্য।
মা বানীশ্বরভক্তো
ভবানি ভবনেঽপি শক্রস্য ॥ ১৮১
বায়্বম্বুভুজোঽপি সতো
নরস্য দুঃখক্ষয়ঃ কুতস্তস্য।
ভবতি হি সুরাসুরগুরৌ
যস্য ন বিশ্বেশ্বরে ভক্তিঃ ॥ ১৮২

তারপর শেষ সাত শত বৎসর কাল পর্যন্ত কেবল বায়ু পান করিয়া অবস্থান করিয়াছি। এইভাবে আমি এক সহস্র দিব্য বর্ষ পর্যন্ত তাঁহার আরাধনা করিয়াছি ॥ ১৭০

সর্বলোকেশ্বর প্রভু মহাদেব আমাকে নিজের অনন্ত ভক্ত জানিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৭১

তিনি সমস্ত দেবগণে পরিবৃত হইয়া ইন্দ্ররূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই মহাযশস্বী সহস্রলোচন ইন্দ্র তখন হস্তে বজ্র ধারণ করিয়া অবস্থিত ছিলেন ॥ ১৭২

এই ভগবান্ ইন্দ্র রক্তবর্ণ নেত্রযুক্ত ও স্তব্ধ কর্ণবিশিষ্ট ছিলেন। সুধাসদৃশ উজ্জ্বল, আবেষ্টিত শুণ্ডে সুশোভিত, চারিটি দন্তযুক্ত ও দেখিতে ভয়ঙ্কর মদমত্ত বিশাল গজরাজ ঐরাবতের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বীয় তেজে প্রকাশিত হইতে হইতে এস্থানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মস্তকে মুকুট, কণ্ঠে হার ও বাহুতে কেয়ূর শোভা পাইতেছিল ॥ ১৭৩-১৭৪

তাঁহার মস্তকে শ্বেতবর্ণের ছত্র ধৃত ছিল। অপ্সরাগণ তাঁহার সেবায় নিরত ছিলেন এবং গন্ধর্বদিগের সঙ্গীতের মনোরম ধ্বনি সেস্থানে চারিদিকে গুঞ্জরিত হইতেছিল ॥ ১৭৫

সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মনে যে বর গ্রহণ করিবার বাসনা আছে, তাহা আমার নিকটে প্রার্থনা কর।

ইন্দ্রের সেই কথা শ্রবণ করিয়া আমার মন প্রসন্ন হইল না। আমি বাহিরে হর্ষ প্রকাশ করিতে করিতে দেবরাজ ইন্দ্রকে এই কথা বলিলাম ॥ ১৭৬-১৭৭

সৌম্য! আমি মহাদেব ব্যতীত তোমার নিকট বা অন্য কোন দেবতার নিকট হইতে বর গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নই। এই সত্য কথা আমি তোমাকে বলিলাম ॥ ১৭৮

ইন্দ্র! আমার এই কথা সত্য, সত্য ও সুনিশ্চিত। মহাদেব ব্যতীত আমার আর অন্য কোন কথাই ভাল লাগে না ॥ ১৭৯

আমি ভগবান্ পশুপতির কথায় তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন মনে কীট অথবা বহু শাখাযুক্ত বৃক্ষও হইতে পারি। কিন্তু ভগবান্ শিব ভিন্ন অন্য কাহারও বরপ্রসাদে ত্রিভুবনের রাজ্যবৈভবও যদি আমার লাভ হয়, তবে তাহা আমার অভীষ্ট নয় ॥ ১৮০

যদি আমার ভগবান্ শঙ্করের চরণারবিন্দ অর্চনায় নিরত থাকিবার সুযোগ লাভ হয়, তবে আমার জন্ম যদি চণ্ডাল বংশেও হয়; তাহা হইলেও আমি তাহা সানন্দে স্বীকার করিয়া লইব। কিন্তু আমি ভগবান্ শিবের অনন্ত ভক্তি-রহিত হইয়া ইন্দ্রের ভবনেও স্থান লাভ করিতে অভিলাষী নহি ॥ ১৮১

কেহ যদি জল বা বায়ুভোজী হইয়াও বাস করেন এবং তাঁহার যদি সুরাসুরগুরু ভগবান্ বিশ্বেশ্বরে ভক্তি লাভ না হয়, তবে সেই মানুষের দুঃখ ক্ষয় কিভাবে হইতে পারে? ১৮২

অলমন্যাভিস্তেষাং
কথাভিরপ্যন্যধর্মযুক্তাভিঃ।
যেষাং ন ক্ষণমপি রুচিতো
হরচরণস্মরণবিচ্ছেদঃ ॥ ১৮৩

হরচরণনিরতমতিনা
ভবিতব্যমনার্জবং যুগং প্রাপ্য।
সংসারভয়ং ন ভবতি
হরভক্তিরসায়নং পীত্বা ॥ ১১৪

দিবসং দিবসার্দ্ধং বা মুহূর্তং বা ক্ষণং লবম্।
ন হ্যলব্ধপ্রসাদস্য ভক্তির্ভবতি শঙ্করে ॥ ১৮৫

অপি কীটঃ পতঙ্গো বা ভবেয়ং শঙ্করাজ্ঞয়া।
ন তু শক্র ত্বয়া দত্তং ত্রৈলোক্যমপি কাময়ে ॥ ১৮৬

শ্বাপি মহেশ্বরবচনাদ্
ভবামি স হি নঃ পরঃ কামঃ।
ত্রিদশগণরাজ্যমপি খলু
নেচ্ছাম্যহমহেশ্বরাজ্ঞপ্তম্ ॥ ১৮৭

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ দেবরাজ্যং
ন ব্রহ্মলোকং ন চ নিষ্কলত্বম্।
ন সর্বকামানখিলান্ বৃণোমি
হরস্য দাসত্বমহং বৃণোমি ॥ ১৮৮

যাবচ্ছশাঙ্কধবলামলবদ্ধমৌলি—
র্ন প্রীয়তে পশুপতির্ভগবান্ মমেশঃ।
তাবজ্জরামরণজন্মশতাভিঘাতৈ—
র্দুঃখানি দেহবিহিতানি সমুদ্বহামি ॥ ১৮৯

দিবসকরশশাঙ্কবহ্নিদীপ্তং
ত্রিভুবনসারমসারমাদ্যমেকম্।
অজরমমরমপ্রসাদ্য রুদ্রং
জগতি পুমানিহ কো লভতে শান্তিম্ ॥ ১৯০

যদি নাম জন্ম ভূয়ো
ভবতি মদীয়ৈঃ পুনর্দোষৈঃ।
তস্মিংস্তস্মিন্ জন্মনি
ভবে ভবেন্মেঽক্ষয়া ভক্তিঃ ॥ ১৯১

ক্ষণকালের জন্যও যাহাদের ভগবান্ শিবের চরণারবিন্দের স্মরণের বিয়োগ ভাল লাগে না, সেই ব্যক্তিগণের অন্যান্য ধর্মযুক্ত নানাবিধ কথার কোন প্রয়োজনই নাই ॥ ১৮৩

কুটিল কলিকাল প্রাপ্ত হইয়া সকল মানুষেরই নিজ নিজ মনকে ভগবান্ শঙ্করের চরণারবিন্দের চিন্তায় নিরত করিয়া রাখা কর্তব্য। শিব ভক্তিরূপ রসায়ন পান করিলে পর সংসাররূপী রোগের ভয় আর কাহারও থাকে না। ১৮৪

যাহার উপর ভগবান্ শঙ্করের করুণা হয় নাই, সেই মানুষের একদিন, অর্দ্ধদিন, এক মুহূর্ত, একক্ষণ বা এক লব সময়ের জন্যও ভগবান্ শঙ্করে ভক্তিলাভ হয় না। ১৮৫

ইন্দ্র! আমি ভগবান্ শঙ্করের আজ্ঞায় কীট বা পতঙ্গও হইতে পারি, কিন্তু তোমার প্রদত্ত ত্রিলোকের রাজ্যও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। মহেশ্বরের কথায় যদি আমি কুকুরও হইয়া যাই, তবে তাহাতে আমার সর্বোত্তম মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করিব। কিন্তু মহাদেব ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা প্রাপ্ত দেবতাগণের রাজ্যও গ্রহণ করিতে বাসনা করি না ॥ ১৮৬-১৮৭

আমি স্বর্গলোক বাসনা করি না এবং আমি দেবতাগণের রাজ্যও লাভ করিতে অভিলাষী নই। আমার ব্রহ্মলোক লাভ করিবার ইচ্ছা নাই, নির্গুণ ব্রহ্মের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইতেও আমি কামনা করি না এবং ভূমণ্ডলের সমস্ত কাম্য বস্তুসকলও লাভ করিতে আমার কোন অভিলাষ নাই। আমি ত' কেবল ভগবান্ শিবের দাসত্বকেই বরণ করিয়া লইয়াছি। ১৮৮

যাঁহার মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রময় উজ্জ্বল ও নির্মল মুকুট বদ্ধ আছে, সেই আমার ভগবান্ পশুপতি যতক্ষণ না প্রসন্ন হন, ততক্ষণ আমি জরা,-মৃত্যু ও জন্মের শত শত আঘাতে প্রাপ্ত দৈহিক দুঃখসকলের ভার বহন করিয়া যাইব। ১৮৯

যিনি নিজের নেত্রভূত সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির প্রভায় উদ্ভাসিত হন, যিনি ত্রিভুবনের সার, যাঁহা অপেক্ষা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাই, যিনি জগতের আদি কারণ, যিনি অদ্বিতীয় ও অজর-অমর, সেই ভগবান্ রুদ্রকে ভক্তিভাবে প্রসন্ন না করিলে কোন্ মানুষ এ-সংসারে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়? ১৯০

যদি আমার নানাবিধ দোষে আমাকে বারংবার এজগতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে আমার এই বাসনা যে, সেই সেই প্রত্যেক জন্মেই ভগবান্ শিবে আমার যেন অক্ষয় ভক্তি লাভ হয়। ১৯১

শক্র উবাচ।

কঃ পুনর্ভবনে হেতুরীশে কারণকারণে।
যেন শর্বাদৃতেহন্যস্মাৎ প্রসাদং নাভিকাঙ্ক্ষসি ॥ ১৯২

উপমন্যুরুবাচ।

সদসদ্ ব্যক্তমব্যক্তং যমাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ।
নিত্যমেকমনেকঞ্চ বরং তস্মাদ্ বৃণীমহে ॥ ১৯৩
অনাদিমধ্যপর্য্যন্তং জ্ঞানৈশ্বর্য্যমচিন্তিতম্।
আত্মানং পরমং যস্মাদ্ বরং তস্মাদ্ বৃণীমহে ॥ ১৯৪
ঐশ্বর্য্যং সকলং যস্মাদ্ যস্মাদনুৎপাদিতমব্যয়ম্।
অবীজাদ্ বীজসম্ভূতং বরং তস্মাদ্ বৃণীমহে ॥ ১৯৫
তমসঃ পরমং জ্যোতিস্তপস্তদ্বৃত্তিনাং পরম্।
যং জ্ঞাত্বা নানুশোচন্তি বরং তস্মাদ্ বৃণীমহে ॥ ১৯৬
ভূতভাবনভাবজ্ঞং সর্ব্বভূতাভিভাবনম্
সর্ব্বগং সর্ব্বদং দেবং পূজয়ামি পুরন্দর ॥ ১৯৭
হেতুবাদৈর্বিনির্মুক্তং সাংখ্যযোগার্থদং পরম্।
যমুপাসন্তি তত্ত্বজ্ঞা বরং তস্মাদ্ বৃণীমহে ॥ ১৯৮
মঘবন্ মঘবাত্মানং যং বদন্তি সুরেশ্বরম্।
সর্ব্বভূতগুরুং দেবং বরং তস্মাদ্ বৃণীমহে ॥ ১৯৯
যঃ পূর্ব্বমসৃজদ্ দেবং ব্রহ্মাণং লোকভাবনম্।
অণ্ডমাকাশমাপূর্য্য বরং তস্মাদ্ বৃণীমহে ॥২০০
অগ্নিরাপোঽনিলঃ পৃথ্বী খং বুদ্ধিশ্চ মনো মহান্
স্রষ্টা চৈষাং ভবেদ্ যোঽন্যো ব্রূহি কঃ পরমেশ্বরাৎ ॥২০১
মনো মতিরহঙ্কারস্তন্মাত্রাণীন্দ্রিয়াণি চ।
ব্রূহি চৈষাং ভবেচ্ছক্র কোঽন্যোঽস্তি পরমং শিবাৎ ॥২০২
স্রষ্টারং ভুবনস্যেহ বদন্তীহ পিতামহম্।
আরাধ্য স তু দেবেশমশ্নুতে মহতীং শ্রিয়ম্ ॥ ২০৩

ইন্দ্র বলিলেন,—ব্রহ্মন্! কারণেরও কারণ জগদীশ্বর শিবের সত্তার কি প্রমাণ আছে, যেজন্য তুমি শিবের অতিরিক্ত অন্য কোন দেবতার কৃপাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে বাসনা করিতেছ না? ১৯২

উপমন্যু বলিলেন,—দেবরাজ! ব্রহ্মবাদী মহাত্মাগণ যাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন মতানুসারে সৎ-অসৎ, ব্যক্ত-অব্যক্ত, নিত্য, এক ও অনেক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই মহাদেবের নিকট হইতেই আমি বর প্রার্থনা করিব। ১৯৩

যাঁহার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, জ্ঞানই যাঁহার ঐশ্বর্য্য এবং যিনি চিত্তের চিন্তাশক্তি হইতেও পরে বিদ্যমান ও এই কারণেই যিনি পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হন, সেই মহাদেবের নিকট হইতেই আমি বর প্রার্থনা করিব। ১৯৪

যোগিগণ মহাদেবের সমস্ত ঐশ্বর্য্যকেই নিত্যসিদ্ধ ও অবিনাশী বলেন। তিনি কারণরহিত, কিন্তু সকল কারণই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব আমি তাঁহার নিকট হইতেই বর প্রার্থনা করিব। ১৯৫

যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত চিন্ময় পরম জ্যোতিঃস্বরূপ, তপস্বিগণের পরম তপস্যা এবং যাঁহার জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানী পুরুষেরা কখনও শোক করেন না; সেই ভগবান্ শিবের নিকট হইতেই আমি বর লাভ করিব। ১৯৬

পুরন্দর! যিনি সমস্ত ভূতগণের উৎপাদক এবং তাহাদের সকলেরই মনোভাব যিনি জানেন, সমস্ত প্রাণিগণের পরাভবেরও (লয়েরও) যিনি একমাত্র স্থান, যিনি সর্ব্বব্যাপী ও যিনি সব কিছু প্রদান করিতে সমর্থ, সেই মহাদেবেরই আমি পূজা করিতেছি। ১৯৭

যিনি যুক্তিবাদের অতীত, যিনি নিজের ভক্তগণের সাংখ্য ও যোগের পরম প্রয়োজন (আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার) প্রদানকারী, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণ সর্ব্বদা যাঁহার উপাসনা করেন, সেই মহাদেবের নিকট হইতেই আমি বর প্রার্থনা করিব। ১৯৮

মঘবন্! জ্ঞানীরা যাঁহাকে দেবেশ্বর ইন্দ্র ও সমস্ত ভূতগণের গুরুদেব বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহার নিকট হইতেই আমি বর গ্রহণ করিব। ১৯৯

যিনি পুরাকালে আকাশব্যাপী ব্রহ্মাণ্ড এবং লোকস্রষ্টা দেবেশ্বর ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়াছেন, সেই শিবের নিকট হইতেই আমি বর লাভ করিব। ২০০

দেবরাজ! যিনি অগ্নি, জল, বায়ু, পৃথ্বী, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই সকলের স্রষ্টা, সেই পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কোন্ পুরুষ আছেন? ইহা বল। ২০১

ইন্দ্র! যিনি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্রসকল এবং দশ ইন্দ্রিয়—এ সমস্তকেই সৃষ্টি করিতে পারেন, সেই শিব ব্যতীত আর কোন্ পুরুষ আছেন, যিনি তাঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট? তুমি ইহা আমাকে বল। ২০২

জ্ঞানী মহাত্মাগণ ব্রহ্মাকেই সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টা বলিয়া বর্ণনা করেন, কিন্তু তিনিও দেবেশ্বর মহাদেবের আরাধনা করিয়াই মহৎ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২০৩

ভগবত্যুত্তমৈশ্বর্য্যং ব্রহ্ম-বিষ্ণুপুরোগমম্ ।
বিদ্যতে বৈ মহাদেবাদ্ ব্রূহি কঃ পরমেশ্বরাৎ ২০৪

দৈত্য-দানবমুখ্যানামাধিপত্যারিমর্দনাৎ ।
কোঽন্যঃ শক্নোতি দেবেশাদ্
দিতেঃ সম্পাদিতুং সুতান্ ॥ ২০৫

দিক্-কাল-সূর্য্যতেজাংসি গ্রহ-বাযি্বন্দু-তারকাঃ ।
বিদ্ধি ত্বেতে মহাদেবাদ্ ব্রূহি কঃ পরমেশ্বরাৎ ॥ ২০৬

অথোৎপত্তিবিনাশে বা যজ্ঞস্য ত্রিপুরস্য বা ।
দৈত্য-দানবমুখ্যানামাধিপত্যারিমর্দনঃ ॥ ২০৭

কিং চাত্র বহুভিঃ সূক্তৈর্হেতুবাদৈঃ পুরন্দর ।
সহস্রনয়নং দৃষ্ট্বা ত্বামেব সুরসত্তম ॥ ২০৮

পূজিতং সিদ্ধ-গন্ধর্বৈর্দেবৈশ্চ ঋষিভিস্তথা ।
দেবদেবপ্রসাদেন তৎ সর্বং কুশিকোত্তম ॥ ৯

অব্যক্তমুক্তকেশায় সর্বগস্যেদমাত্মকম্ ।
চেতনাচেতনাদ্যেষু শক্র বিদ্ধি মহেশ্বরাৎ ॥২১০

ভুবাদ্যেষু মহান্তেষু লোকালোকান্তরেষু চ ।
দ্বীপস্থানেষু মেরোশ্চ বিভবেষ্বন্তরেষু চ ॥ ২১১

ভগবন্ মঘবন্ দেবং বদন্তে তত্ত্বদর্শিনঃ ।
যদি দেবাঃ সুরাঃ শক্র পশ্যন্ত্যন্যাং ভবাদ্ গতিম্ ॥২১২

কিং ন গচ্ছন্তি শরণং মর্দিতাশ্চাসুরৈঃ সুরাঃ ।
অভিঘাতেষু দেবানাং সযক্ষোরগ-রক্ষসাম্ ॥ ২১৩

পরস্পরবিনাশেষু স্বস্থানৈশ্বর্য্যদো ভবঃ ।
অন্ধকস্যাথ শুক্রস্য দুন্দুভের্মহিষস্য চ ॥ ২১৪

যক্ষেন্দ্রবলরক্ষঃসু নিবাত-কবচেষু চ
বরদানাবঘাতায় ব্রূহি কোঽন্যো মহেশ্বরাৎ ॥ ২১৫

সুরাসুরগুরোর্বক্ত্রে কস্য রেতঃ পুরা হুতম্ ।
কস্য বান্যস্য রেতস্তদ্ যেন হৈমো গিরিঃ কৃতঃ ॥ ২১৬

যে ভগবান্ শিবের মধ্যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু হইতেও উত্তম ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান আছে, সেই পরমেশ্বর মহাদেব ব্যতীত আর কোন্ শ্রেষ্ঠ পুরুষ আছেন ? তাহা বল ॥ ২০৪

দৈত্য ও দানবগণের প্রধান বীর হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিতে যে তিন লোকের আধিপত্য স্থাপিত করা ও নিজের শত্রুদিগকে বিনষ্ট করার শক্তি শুনা যায়, তাহা লক্ষ্য করিয়া আমি ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, দেবেশ্বর মহাদেব ব্যতীত অন্য আর কে এরূপ আছেন, যিনি দিতির পুত্রগণকে এইরূপ অনুপম ঐশ্বর্য্যশালী করিতে পারেন ? ২০৫

দিক্, কাল, সূর্য্য, অগ্নি, অন্য গ্রহ, বায়ু, চন্দ্র ও নক্ষত্র— ইঁহারা মহাদেবের করুণায় এরূপ প্রভাবশালী হইয়াছেন। এই সব বৃত্তান্ত তুমি জান। অতএব তুমি বল, পরমেশ্বর মহাদেব ব্যতীত অন্য আর কে এতাদৃশ অচিন্তনীয় শক্তিশালী আছেন ? ২০৬

যজ্ঞের উৎপত্তি ও ত্রিপুরের বিনাশও তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। প্রধান-প্রধান দৈত্য ও দানবগণকে আধিপত্য প্রদান এবং শত্রুমর্দনের শক্তি প্রদান তিনিই করিয়াছেন ॥ ২০৭

সুরশ্রেষ্ঠ পুরন্দর ! কৌশিকবংশাবতংস ইন্দ্র ! এস্থানে বহু-সংখ্যক যুক্তিযুক্ত যুক্তিসমূহ শুনাইয়া কি লাভ ? আপনি যে সহস্র নেত্রে সুশোভিত হইয়াছেন এবং আপনাকে দেখিয়া সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, দেবতা ও ঋষিগণ যে সম্মান প্রদর্শন করেন, সে সবই দেবাধিদেব মহাদেবের প্রসাদেই সম্ভব হইয়াছে ॥ ২০৮-২০৯

ইন্দ্র ! চেতন ও অচেতন আদি পদার্থসমূহে 'ইহা এরূপ' এই প্রকার যে লক্ষণ দেখা যায়, তাহা সেই অব্যক্ত, মুক্তকেশ ও সর্ব্বব্যাপী মহাদেবের প্রভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব সব কিছু মহাদেব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে—ইহাই জানিও ॥ ২১০

ভগবন্ দেবরাজ ! ভূলোক হইতে আরম্ভ করিয়া মহর্লোক পর্য্যন্ত সমস্ত লোক-লোকান্তরসমূহে, পর্ব্বতের মধ্যভাগসকলে, সমস্ত দ্বীপস্থানে, মেরুপর্ব্বতের বৈভবপূর্ণ প্রান্তে সর্ব্বত্রই তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ মহাদেবের স্থিতি বর্ণনা করেন ॥ ২১১½

ইন্দ্র ! যদি তেজস্বী দেবগণ মহাদেব ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের আশ্রয় দেখিতে পান, তবে তাঁহারা যখন অসুরগণের দ্বারা উৎপীড়িত হন, তখন সেই পুরুষের শরণগ্রহণ কেন করেন না ? ২১২½

দেবতা, যক্ষ, পন্নগ, নাগ ও রাক্ষসগণ—ইঁহাদের মধ্যে যখন সঙ্ঘর্ষ হয় এবং পরস্পর কর্তৃক পরস্পরের যখন বিনাশকাল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাঁহাদের নিজ নিজ স্থান ও ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তিকারক ভগবান্ শিবই হইয়া থাকেন ॥ ২১৩½

তুমি বল,—অন্ধক, শুক্র, দুন্দুভি, মহিষ, যক্ষরাজ কুবেরের সেনা রাক্ষসগণকে ও নিবাত কবচগণকে বরদান করিতে এবং তাহাদের বিনাশ করিতে ভগবান্ মহেশ্বর ব্যতীত আর কে সমর্থ আছেন ? ২১৪-২১৫

পুরাকালে মহাদেব ব্যতীত অন্য কোন্ দেবতার বীর্য্যকে

দিগ্বাসাঃ কীর্ত্যতে কোঽন্যো লোকে কশ্চোর্দ্ধরেতসঃ
কস্য চার্দ্ধে স্থিতা কান্তা অনঙ্গঃ কেন নির্জ্জিতঃ ॥ ২১৭
ব্রূহীন্দ্র পরমং স্থানং কস্য দেবৈঃ প্রশস্যতে ।
শ্মশানে কস্য ক্রীড়ার্থং নৃত্তে বা কোঽভিভাষ্যতে ॥২১৮
কস্যৈশ্বর্য্যং সমানঞ্চ ভূতৈঃ কো বাপি ক্রীড়তে ।
কস্য তুল্যবলা দেব গণাশ্চৈশ্বর্য্যদর্পিতাঃ ॥ ২১৯
ঘুষ্যতে হ্যচলং স্থানং কস্য ত্রৈলোক্যপূজিতম্ ।
বর্ষতে তপতে কোঽন্যো জ্বলতে তেজসা চ কঃ ॥২২০
কস্মাদোষধিসম্পত্তিঃ কো বা ধারয়তে বসু ।
প্রকামং ক্রীড়তে কো বা ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥২২১
জ্ঞানসিদ্ধিক্রিয়াযোগৈঃ সেব্যমানশ্চ যোগিভিঃ ।
ঋষি-গন্ধর্ব-সিদ্ধৈশ্চ বিহিতং কারণং পরম্ ॥ ২২২
কর্মযজ্ঞক্রিয়াযোগৈঃ সেব্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ।

দেবাসুর-গুরু অগ্নির মুখে আহুতি দেওয়া হইয়াছিল ? যাহার দ্বারা সুবর্ণময় মেরুপর্ব্বতের নির্ম্মাণ হইয়াছে, সেই বীর্য্য ভগবান্ শিব ভিন্ন অন্য কোন্ দেবতার ছিল ? ২১৬

অন্য কাহাকে আর দিগম্বর বলা হয় ? জগতে আর কে ঊর্দ্ধরেতা আছেন ? কাঁহার অর্দ্ধদেহে ধর্ম্মপত্নী অবস্থান করিতেছেন ? এবং কে কামদেবকে পরাজিত করিয়াছেন ?২১৭

ইন্দ্র ! তুমিই বল, কাঁহার উৎকৃষ্ট স্থান দেবতাগণের দ্বারা প্রশংসিত হয় ? কাঁহার ক্রীড়ার জন্য শ্মশানভূমি নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে ? এবং তাণ্ডব নৃত্যে কাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করা হয় ? ২১৮

ভগবান্ শঙ্করের তুল্য অন্য আর কাহার ঐশ্বর্য্য আছে ? কে ভূতগণের সহিত ক্রীড়া করেন ? দেব ! কাঁহার পার্ষদগণ প্রভু-সদৃশ বলবান্ এবং নিজেদের ঐশ্বর্য্যে গর্ব্বিত ? ২১৯

কাঁহার স্থান তিনলোকে পূজিত ও অবিচল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ? ভগবান্ শিব ব্যতীত অন্য আর কোন্ দেবতা বর্ষণ করেন ? কোন্ দেবতা তপস্যা করেন এবং কোন্ দেবতা স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হন্ ? ২২০

কাঁহার দ্বারা ঔষধিসকলের শস্যাদির বৃদ্ধি হয় ? কোন্ পুরুষ ধনকে ধারণ-পোষণ করেন ? কোন্ পুরুষ চরাচর প্রাণি-সর্গের সহিত ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ? ২২১

যোগিগণ জ্ঞান, সিদ্ধি ও ক্রিয়াযোগের দ্বারা ভগবান্ শিবেরই সেবা করেন এবং ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণ তাঁহাকেই পরম কারণ জানিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন ॥ ২২২

নিত্যং কর্মফলৈর্হীনং তমহং কারণং বদে ॥ ২২৩
স্থূলং সূক্ষ্মমনৌপম্যমগ্রাহ্যং গুণগোচরম্ ।
গুণহীনং গুণাধ্যক্ষং পরং মাহেশ্বরং পদম্ ॥ ২২৪
বিশ্বেশং কারণগুরুং লোকালোকান্তকারণম্ ।
ভূতাভূতভবিষ্যচ্চ জনকং সর্বকারণম্ ॥ ২২৫
অক্ষরাক্ষরমব্যক্তং বিদ্যাবিদ্যে কৃতাকৃতে ।
ধর্মাধর্মৌ যতঃ শক্র তমহং কারণং ব্রুবে ॥ ২২৬
প্রত্যক্ষমিহ দেবেন্দ্র পশ্য লিঙ্গং ভগাঙ্কিতম্ ।
দেবদেবেন রুদ্রেণ সৃষ্টি-সংহারহেতুনা ॥ ২২৭
মাত্রা পূর্বং মমাখ্যাতং কারণং লোকলক্ষণম্ ।
নাস্তি চেশাৎ পরং শক্র তং প্রপদ্য যদীচ্ছসি ॥ ২২৮
প্রত্যক্ষং ননু তে সুরেশ বিদিতং সংযোগলিঙ্গোদ্ভবং
ত্রৈলোক্যং সবিকারনির্গুণগণং ব্রহ্মাদিরেতোদ্ভবম্

দেবতা ও অসুরগণ সকলেই কর্ম্ম, যজ্ঞ ও ক্রিয়াযোগের দ্বারা সর্ব্বদাই যাঁহার সেবা করেন, সেই কর্ম্মফলরহিত মহাদেবকেই আমি সকলের কারণ বলিয়া মনে করি ॥ ২২৩

মহাদেবের পরম পদ স্থূল, সূক্ষ্ম, উপমারহিত, ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা অগ্রাহ্য, সগুণ, নির্গুণ ও গুণসমূহের নিয়ামক ॥ ২২৪

ইন্দ্র ! যিনি সম্পূর্ণ বিশ্বের অধীশ্বর, প্রকৃতিরও নিয়ামক, লোক (জগতের সৃষ্টি) এবং সমস্ত জগতের সংহারেরও কারণ। ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্য—এই তিনকাল যাঁহার স্বরূপ, যিনি সকলের উৎপাদক এবং কারণ, ক্ষর-অক্ষর; অব্যক্ত, বিদ্যা-অবিদ্যা, কৃত-অকৃত ও ধর্ম্মাধর্ম্ম এই সমস্তই যাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই মহাদেবকেই আমি সকলের পরম কারণ বলিয়া গণ্য করি ॥ ২২৫-২২৬

দেবেন্দ্র ! সৃষ্টি ও সংহারের কারণভূত দেবাধিদেব ভগবান্ রুদ্র যে ভগচিহ্নিত লিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করেন, তাঁহাকে তুমি এখানে প্রত্যক্ষ দর্শন কর। ইনিই তাঁহার কারণ স্বরূপের পরিচায়ক ॥২২৭

ইন্দ্র ! আমার মাতা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, মহাদেবের অতিরিক্ত অথবা তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহই লোকরূপী কার্য্যের কারণ নহেন ; অতএব যদি কোন অভীষ্ট বস্তু লাভ করিবার তোমার বাসনা থাকে, তবে তুমি সেই ভগবান্ শঙ্করেরই শরণ গ্রহণ কর ॥ ২২৮

সুরেশ্বর ! তোমার ইহা প্রত্যক্ষ জানা আছে যে, ব্রহ্মাদি প্রজাপতিগণের শুক্র হইতে উৎপন্ন এই বদ্ধ ও মুক্ত জীবগণের দ্বারা পরিপূর্ণ ত্রিভুবন ভগ ও লিঙ্গ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

যদ্ ব্রহ্মেন্দ্র-হুতাশ-বিষ্ণুসহিতা দেবাশ্চ দৈত্যেশ্বরা
নান্যং কামসহস্রকল্পিতধিয়ঃ শংসন্তি ঈশাৎ পরম্ ॥
তং দেবং সচরাচরস্য জগতো ব্যাখ্যাতবেদ্যোত্তমং
কামার্থীবরয়ামি সংযতমনা মোক্ষায় সদ্যঃ শিবম্ ॥২২৯

হেতুভির্বা কিমন্যৈস্তৈরীশঃ কারণকারণম্ ।
ন শুশ্রুম যদন্যস্য লিঙ্গমভ্যর্চিতং সুরৈঃ ॥ ২৩০

কস্যান্যস্য সুরৈঃ সর্বৈর্লিঙ্গং মুক্ত্বা মহেশ্বরম্ ।
অর্চ্যতেঽর্চিতপূর্বং বা ব্রূহি যদ্যস্তি তে শ্রুতিঃ ॥ ২৩১

যস্য ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ ত্বং চাপি সহ দৈবতৈঃ ।
অর্চয়ধ্বং সদা লিঙ্গং তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠতমো হি সঃ ২৩২

ন পদ্মাঙ্কা ন চক্রাঙ্কা ন বজ্রাঙ্কা যতঃ প্রজাঃ ।
লিঙ্গাঙ্কা চ ভগাঙ্কা চ তস্মান্মাহেশ্বরী প্রজা ॥ ২৩৩

দেব্যাঃ কারণরূপভাবজনিতাঃ সর্বা ভগাঙ্কাঃ স্ত্রিয়ো
লিঙ্গেনাপি হরস্য সর্বপুরুষাঃ প্রত্যক্ষচিহ্নীকৃতাঃ ।
যোঽন্যৎকারণমীশ্বরাৎ প্রবদতে দেব্যা চ যন্নাঙ্কিতং
ত্রৈলোক্যে সচরাচরে স তু পুমান্
বাহ্যো ভবেদ্ দুর্মতিঃ ॥২৩৪

পুংলিঙ্গং সর্বমীশানং স্ত্রীলিঙ্গং বিদ্ধি চাপ্যুমাম্ ।
দ্বাভ্যাং তনুভ্যাং ব্যাপ্তং হি চরাচরমিদং জগৎ ॥ ২৩৫

(দিবসকরশশাঙ্কবহ্নিনেত্রং
ত্রিভুবনসারমপারমীশমাদ্যম্
অজরমমরমপ্রসাদ্য রুদ্রং
জগতি পুমানিহ কো লভেত শান্তিম্ ॥)

তস্মাদ্ বরমহং কাঙ্ক্ষে নিধনং বাপি কৌশিক ।
গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা শক্র যথেষ্টং বলসূদন ॥ ২৩৬

কামমেষ বরো মেঽস্তু শাপো বাথ মহেশ্বরাৎ ।
ন চান্যাং দেবতাং কাঙ্ক্ষে সর্বকামফলামপি ॥ ২৩৭

সহস্র কামনাযুক্ত বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি ও বিষ্ণুসহ সমস্ত দেবতাবৃন্দ এবং দৈত্যরাজগণ মহাদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কোন দেবতার কথা বলেন নাই। যিনি সম্পূর্ণ চরাচর জগতের পক্ষে বেদ-বিখ্যাত সর্বোত্তম জানিবার যোগ্য তত্ত্ব, সেই কল্যাণময় দেব ভগবান্ শঙ্করকে কামনাপূরণের জন্য বরণ করিতেছি এবং সংযতচিত্ত হইয়া সত্যোমুক্তির জন্যও তাঁহাকেই আমি প্রার্থনা করিতেছি। ২২৯

অন্যান্য কারণসকল বলিয়া কি লাভ হইবে? ভগবান্ শঙ্কর এইজন্যও কারণসমূহের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হন যে, আমরা দেবতাগণের দ্বারা অন্য কাহারও লিঙ্গ পূজিত হইতে শুনি নাই। ২৩০

ভগবান্ মহেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহার লিঙ্গ সমস্ত দেবতাগণ পূজা করেন অথবা পূর্বে কখনও পূজা করিয়াছেন? যদি তুমি ইহা শুনিয়া থাক, তবে তাহা আমাকে বল। ২৩১

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সমস্ত দেবতাগণ সহ তুমিও সর্বদা শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া আসিতেছ; সেইজন্য ভগবান্ শিবই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা। ২৩২

প্রজাগণের দেহে না পদ্মের চিহ্ন, না চক্রের চিহ্ন এবং না বজ্রের চিহ্ন দেখা যায়। সকল প্রজা কিন্তু লিঙ্গ ও ভগের চিহ্ন ধারণ করে, সেইজন্য ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, সমস্ত প্রজাই মাহেশ্বরী (মহেশ্বর হইতেই উৎপন্ন)। ২৩৩

দেবী পার্বতীর কারণস্বরূপ ভাব হইতে সংসারের সমস্ত স্ত্রীগণ উৎপন্ন হইয়াছে; সেইজন্য ভগের চিহ্নযুক্ত এবং ভগবান্ শিব হইতে উৎপন্ন হওয়ায় সকল পুরুষ লিঙ্গ চিহ্নে চিহ্নিত—ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করে; এইরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি শিব ও পার্বতীর অতিরিক্ত অন্য কাহাকেও কারণ রূপে বর্ণনা করে, সেই অন্য কারণবাদী দুর্মতি ব্যক্তি চরাচর প্রাণিগণসহ তিন লোক হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়ার যোগ্য। ২৩৪

যত পুংলিঙ্গ আছে, তৎ সমস্তই শিবস্বরূপ এবং যাহা স্ত্রীলিঙ্গ, তাহা উমা বলিয়া জানিও। মহেশ্বর ও উমা—এই উভয়ের শরীরের দ্বারা এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত। ২৩৫

(সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি যাঁহার নেত্র, যিনি ত্রিভুবনের সারতত্ত্ব, অপার; ঈশ্বর, সকলের আদি কারণ এবং অজর-অমর, সেই রুদ্রদেবকে প্রসন্ন না করিয়া কোন্ ব্যক্তি সংসারে শান্তিলাভ করিতে পারে?

কৌশিক! অতএব আমি ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে বরলাভ ও মৃত্যুলাভ করিতে বাসনাপোষণ করিতেছি। বলাসুর-নাশী ইন্দ্র! তুমি যাও অথবা অবস্থান কর, যেরূপ তোমার ইচ্ছা, তাহাই কর। ২৩৬

যদি আমি মহেশ্বর হইতে বরলাভ করি কিংবা শাপ প্রাপ্ত হই, এই উভয়ই আমি বরণ করিয়া লইব। কিন্তু অন্য কোন দেবতা যদি সম্পূর্ণ মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদানও করেন, তবে তাহা আমি কামনা করি না। ২৩৭

এবমুক্ত্বা তু দেবেন্দ্রং দুঃখাদাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
ন প্রসীদতি মে দেবঃ কিমেতদিতি চিন্তয়ন্ ॥ ২৩৮

অথাপশ্যং ক্ষণেনৈব তমেবৈরাবতং পুনঃ।
হংসকুন্দেন্দুসদৃশং মৃণালরজতপ্রভম্ ॥ ২৩৯

বৃষরূপধরং সাক্ষাৎ ক্ষীরোদমিব সাগরম্।
কৃষ্ণপুচ্ছং মহাকায়ং মধুপিঙ্গললোচনম্ ॥ ২৪০

বজ্রসারময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্নিষ্টপ্তকনকপ্রভৈঃ।
সুতীক্ষ্ণৈর্মৃদুরক্তাগ্রৈরুৎকিরন্তমিবাবনিম্ ॥ ২৪১

জাম্বুনদেন দাম্না চ সর্বতঃ সমলঙ্কৃতম্।
সুবক্ত্রখুরনাসঞ্চ সুকর্ণং সুকটীতটম্ ॥ ২৪২

সুপার্শ্বং বিপুলস্কন্ধং সুরূপং চারুদর্শনম্।
ককুদং তস্য চাভাতি স্কন্ধমাপূর্য্য ধিষ্ঠিতম্ ॥ ২৪৩

তুষারগিরিকূটাভং সিতাভ্রশিখরোপমম্।
তমাস্থিতশ্চ ভগবান্ দেবদেবঃ সহোময়া ॥ ২৪৪

অশোভত মহাদেবঃ পৌর্ণমাস্যামিবোডুরাট্।
তস্য তেজোভবো বহ্নিঃ সমেঘঃ স্তনয়িত্নুমান্ ॥২৪৫

সহস্রমিব সূর্য্যাণাং সর্বমাপূর্য্য ধিষ্ঠিতঃ।
ঈশ্বরঃ সুমহাতেজাঃ সংবর্তক ইবানলঃ ॥ ২৪৬

যুগান্তে সর্বভূতানাং দিধক্ষুরিব চোদ্যতঃ।
তেজসা তু তদা ব্যাপ্তং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্ততঃ ॥ ২৪৭

পুনরুদ্বিগ্নহৃদয়ঃ কিমেতদিতি চিন্তয়ম্।
মুহূর্তমিব তৎ তেজো ব্যাপ্য সর্বা দিশো দশ ॥ ২৪৮

প্রশান্তং দিক্ষু সর্বাসু দেবদেবস্য মায়য়া।
অথাপশ্যং স্থিতং স্থাণুং ভগবন্তং মহেশ্বরম্ ॥ ২৪৯

নীলকণ্ঠং মহাত্মানমসক্তং তেজসাং নিধিম্।
অষ্টাদশভুজং স্থাণুং সর্বাভরণভূষিতম্ ॥ ২৫০

দেবরাজ ইন্দ্রকে আমি এই কথা বলিয়া দুঃখে আমার ইন্দ্রিয়গণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং এই চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, কি কারণে মহাদেব আমার উপর প্রসন্ন হইতেছেন না? ২৩৮

তদনন্তর সেই ক্ষণে আমি দেখিলাম যে, সেই ঐরাবত হস্তী বৃষ-রূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত আছেন। তাঁহার বর্ণ হংস, কুন্দ ও চন্দ্রতুল্য শুভ্র। তাঁহার অঙ্গকান্তি মৃণাল সদৃশ-উজ্জ্বল ও ও রজততুল্য চাকচিক্যময়। মনে হইতেছে; স্বয়ং ক্ষীর-সাগরই বৃষরূপ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ, শরীর বিশাল এবং নেত্রদ্বয় মধুর ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ। ২৩৯-২৪০

তাঁহার শৃঙ্গ এরূপ মনে হইতেছিল যে, যেন বজ্রের সারতত্ত্বের দ্বারা নির্মিত হইয়াছে। তাহা হইতে তপ্ত স্বর্ণের প্রভা বিচ্ছুরিত হইতেছে। তাঁহার শৃঙ্গের অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, কোমল ও রক্তবর্ণের ছিল। তখন এরূপ প্রতিভাত হইতেছিল যে, সেই শৃঙ্গের দ্বারা এই পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ২৪১

তাঁহার দেহের চারিদিকে জাম্বুনদ নামক স্বর্ণের জাল সজ্জিত ছিল। তাঁহার মুখ, খুর, নাসিকা, কর্ণ ও কটিপ্রদেশ অত্যন্ত সুন্দর ছিল। ২৪২

হিমালয়-পর্বতের শিখর অথবা শ্বেতবর্ণ মেঘের এক বিশাল খণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান সেই নন্দিকেশ্বরের উপর দেবাধিদেব ভগবান্ মহাদেব ভগবতী উমার সহিত আরোহণ করত পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ২৪৩ ২৪৪½

তাঁহাদের তেজ হইতে সমুৎপন্ন অগ্নির ন্যায় প্রভা গর্জনকারী মেঘমণ্ডলসহ সম্পূর্ণ আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া সহস্র সূর্য্যের সদৃশ প্রকাশিত হইতেছে। ২৪৫½

সেই মহাতেজস্বী মহেশ্বর এরূপ দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন যে তিনি যেন যুগান্তের সময় সমস্ত ভূতগণকে দগ্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছেন। ২৪৬½

তিনি স্বীয় তেজে সর্বদিক্ ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করাই কঠিন ছিল। তখন আমি উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া পুনরায় এই চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, ইহা কি? ২৪৭½

এই সময়ে মুহূর্তকালের মধ্যেই সেই তেজ সমস্ত দিক্‌সমূহকে ব্যাপ্ত করিয়া দেবাধিদেব মহাদেবের মায়ায় সকল দিক্ শান্ত হইয়া যাইল। ২৪৮½

তাহার পর আমি দেখিলাম,—ভগবান্ মহেশ্বর স্থিরভাবে দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহার কণ্ঠে নীল চিহ্ন রহিয়াছে। সেই মহাত্মা কোন বিষয়েই আসক্ত ছিলেন না। তিনি তেজের নিধি বলিয়া প্রতীত হইতেছিলেন। তাঁহার আঠারটি বাহু ছিল। সেই ভগবান্ স্থাণু সমস্ত আভরণে বিভূষিত ছিলেন। ২৪৯-২৫০

শুক্লাম্বরধরং দেবং শুক্লমাল্যানুলেপনম্।
শুক্লধ্বজমনাধৃষ্যং শুক্লযজ্ঞোপবীতিনম্॥ ২৫১

গায়দ্ভির্নৃত্যমানৈশ্চ বাদয়দ্ভিশ্চ সর্বশঃ।
বৃতং পার্শ্বচরৈর্দিব্যৈরাত্মতুল্যপরাক্রমৈঃ॥ ২৫২

বালেন্দুমুকুটং পাণ্ডুং শরচ্চন্দ্রমিবোদিতম্।
ত্রিভির্নেত্রৈঃ কৃতোদ্দ্যোতং
ত্রিভিঃ সূর্য্যৈরিবোদিতৈঃ॥ ২৫৩

(সর্ববিদ্যাধিপং দেবং শরচ্চন্দ্রসমপ্রভম্।
নয়নাহ্লাদসৌভাগ্যমপশ্যং পরমেশ্বরম্॥)

অশোভতাস্য দেবস্য মালা গাত্রে সিতপ্রভে।
জাতরূপময়ৈঃ পদ্মৈর্গ্রথিতা রত্নভূষিতা॥ ২৫৪

মূর্তিমন্তি তথাস্ত্রাণি সর্বতেজোময়ানি চ।
ময়া দৃষ্টানি গোবিন্দ ভবস্যামিততেজসঃ॥ ২৫৫

ইন্দ্রায়ুধসবর্ণাভং ধনুস্তস্য মহাত্মনঃ।
পিনাকমিতি বিখ্যাতমভবৎ পন্নগো মহান্॥ ২৫৬

সপ্তশীর্ষো মহাকায়স্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো বিষোল্বণঃ।
জ্যাবেষ্টিতমহাগ্রীবঃ স্থিতঃ পুরুষবিগ্রহঃ॥ ২৫৭

শরশ্চ সূর্য্যসঙ্কাশঃ কালানলসমদ্যুতিঃ।
এতদস্ত্রং মহাঘোরং দিব্যং পাশুপতং মহৎ॥ ২৫৮

অদ্বিতীয়মনির্দেশ্যং সর্বভূতভয়াবহম্।
সস্ফুলিঙ্গং মহাকায়ং বিসৃজন্তমিবানলম্॥ ২৫৯

একপাদং মহাদংষ্ট্রং সহস্রশিরসোদরম্।
সহস্রভুজজিহ্বাক্ষমুদ্গিরন্তমিবানলম্॥ ২৬০

ব্রাহ্মান্নারায়ণাচ্চৈন্দ্রাদাগ্নেয়াদপি বারুণাৎ।
যদ্ বিশিষ্টং মহাবাহো সর্বশস্ত্রবিঘাতনম্॥ ২৬১

যেন তৎ ত্রিপুরং দগ্ধ্বা ক্ষণাদ্ ভস্মীকৃতং পুরা।
শরেণৈকেন গোবিন্দ মহাদেবেন লীলয়া॥ ২৬২

তিনি শ্বেতবর্ণ বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে শ্বেত চন্দন অনুলিপ্ত ছিল। তাঁহার ধ্বজও শ্বেতবর্ণ ছিল এবং সকলেরই অজেয় ভগবান্ মহেশ্বর শ্বেতবর্ণের যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছিলেন। ২৫১

তিনি নিজেরই তুল্য পরাক্রমশালী পার্ষদগণে পরিবৃত ছিলেন। তাঁহার সেই সব পার্ষদগণ সর্ব্বদিকে নৃত্য, গীত ও বাদ্যবাদন করিতেছিলেন। ২৫২

ভগবান্ শিবের মস্তকে নবোদিত চন্দ্রের মুকুট সুশোভিত ছিল। তাঁহার অঙ্গকান্তি শ্বেতবর্ণের ছিল। তিনি শরৎ ঋতুর পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উদিত হইয়াছিলেন। তাঁহার তিন নেত্রের দ্বারা রূপ প্রকাশপুঞ্জ উদ্ভাসিত হইতেছিল, যেন তিন সূর্য্য উদিত হইয়াছে। ২৫৩

(যিনি সকল বিদ্যার অধিপতি, শরৎকালের চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ এবং নয়নের আনন্দ ও সৌভাগ্যপ্রদানকারী, সেই পরমেশ্বর মহাদেবকে আমি তখন দর্শন করিলাম।)

ভগবানের উজ্জ্বল প্রভাময় গৌর-বিগ্রহে স্বর্ণ-কমলে গ্রথিত রত্নভূষিত মালা অতিশয় শোভা পাইতেছিল। ২৫৪

গোবিন্দ! আমি অমিততেজস্বী মহাদেবের সম্পূর্ণ তেজোময় অস্ত্রসকল মূর্তিমান্ হইয়া তাঁহার সেবায় উপস্থিত আছেন—ইহা দেখিলাম। ২৫৫

সেই মহাত্মা রুদ্রদেবের ইন্দ্রধনুতুল্য বর্ণবিশিষ্ট যে পিনাক নামে বিখ্যাত ধনু, উহা বিশাল সর্পের রূপে বিদ্যমান ছিল। ২৫৬

এই সর্পের সাতটি ফণা ছিল। তাহার শরীরও ছিল বিশাল, দন্তগুলি তীক্ষ্ণ, উগ্র বিষে পরিপূর্ণ, বিশাল গ্রীবা গুণের দ্বারা আবেষ্টিত ছিল। পুরুষরূপ ধারণ করত সেই ধনু উপস্থিত ছিল। ২৫৭

ভগবান্ শিবের যে বাণ ছিল, তাহা সূর্য্য ও প্রলয়কালীন অগ্নিতুল্য প্রচণ্ড তেজে প্রকাশিত হইতেছিল। ইহাই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও দিব্য সর্বশ্রেষ্ঠ পাশুপত অস্ত্র। ২৫৮

ইহার তুল্য আর অন্য কোনও অস্ত্র নাই। সমস্ত প্রাণীরই ভয়প্রদ এই বিশালদেহ অস্ত্র অনির্ব্বচনীয় ছিল এবং নিজের মুখ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতেছিল। ২৫৯

এই অস্ত্রও সর্পাকারেই দৃষ্ট হইতেছিল। তাহার এক পদ, বৃহৎ দন্ত, সহস্র মস্তক (ফণা), সহস্র উদর, সহস্র বাহু, সহস্র জিহ্বা ও সহস্র নেত্র ছিল। এই অস্ত্র তখন যেন অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল। ২৬০

মহাবাহো! সমস্ত অস্ত্রসকলের বিনাশকারী এই পাশুপত অস্ত্র ব্রাহ্ম, নারায়ণ, ঐন্দ্র, আগ্নেয় ও বারুণ—এই সব অস্ত্র অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী। ২৬১

গোবিন্দ! এই অস্ত্রের দ্বারা মহাদেব লীলা সহকারে একটি মাত্র বাণ নিক্ষেপ করিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই দৈত্যগণের তিনটি নগরকে প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। ২৬২

নির্দহেত্ত চ যৎ কৃৎস্নং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।

মহেশ্বরভুজোৎসৃষ্টং নিমেষার্দ্ধান্ন সংশয়ঃ ॥ ২৬৩

নাবধ্যো যস্য লোকেঽস্মিন্ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-সুরেষ্বপি।

তদহং দৃষ্টবাংস্তত্র আশ্চর্য্যমিদমুত্তমম্ ॥ ২৬৪

গুহ্যমস্ত্রবরং নান্যৎ তত্তুল্যমধিকং হি বা।

যৎ তচ্ছূলমিতি খ্যাতং সর্বলোকেষু শূলিনঃ ॥ ২৬৫

দারয়েদ্ যাং মহীং কৃৎস্নাং শোষয়েদ্ বা মহোদধিম্।

সংহরেদ্ বা জগৎ কৃৎস্নং বিসৃষ্টং শূলপাণিনা ॥ ২৬৬

যৌবনাশ্বো হতো যেন মান্ধাতা সবলঃ পুরা।

চক্রবর্ত্তী মহাতেজাস্ত্রিলোকবিজয়ী নৃপঃ ॥ ২৬৭

মহাবলো মহাবীর্য্যঃ শক্রতুল্যপরাক্রমঃ।

করস্থেনৈব গোবিন্দ লবণস্যেহ রক্ষসঃ। ২৬৮

তচ্ছূলমতিতীক্ষ্ণাগ্রং সুভীমং লোমহর্ষণম্।

ভগবান্ মহেশ্বরের বাহু হইতে মুক্ত হইলে পর এই অস্ত্র চরাচর প্রাণিগণের সহিত সম্পূর্ণ ত্রিলোককে অর্দ্ধনিমেষের মধ্যেই ভস্ম করিয়া দিতে পারে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২৬৩

এই জগতে যে অস্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের মধ্যে কেহই অবধ্য নন, সেই পরম উত্তম আশ্চর্য্যময় পাশুপতাস্ত্র আমি সেখানে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। এই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র পরম গোপনীয়। তাহার তুল্য অথবা উহা হইতে শ্রেষ্ঠও অন্য কোনও অস্ত্র নাই। ২৬৪½

ত্রিশূলধারী ভগবান্ শঙ্করের সমস্ত লোকে বিখ্যাত যে এই ত্রিশূল নামক অস্ত্র, উহা শূলপাণি শঙ্কর কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইলে পর এই সম্পূর্ণ পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া যাইতে পারে, মহাসাগর শুষ্ক হইয়া যায় অথবা সমগ্র জগৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ২৬৫-২৬৬

শ্রীকৃষ্ণ! পুরাকালে ত্রিলোকবিজয়ী, মহাতেজস্বী, মহাবল, মহাবীর্য্যশালী, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী, চক্রবর্ত্তী রাজা মান্ধাতা লবণাসুরের দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া সেই শূলেরই দ্বারা সৈন্যসহ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। সেই অস্ত্র তখন লবণাসুরের হস্তেই ছিল, নিক্ষেপ করিতে হয় নাই, তথাপি যুবনাশ্বপুত্র নিহত হইয়াছিলেন। ২৬৭-২৬৮

সেই শূলের অগ্রভাগ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। এই অস্ত্র অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী ছিল। সে তখন ত্রিস্থানে ভ্রূকুটি করিয়া যেন শত্রুদিগের প্রতি তর্জ্জন করিতে করিতে অবস্থিত

ত্রিশিখাং ভ্রুকুটিং কৃত্বা তর্জমানমিব স্থিতম্ ॥ ২৬৯

বিধূমং সার্চিষং কৃষ্ণং কালসূর্য্যমিবোদিতম্।

সর্পহস্তমনির্দেশ্যং পাশহস্তমিবান্তকম্ ॥ ২৭০

দৃষ্টবানস্মি গোবিন্দ তদস্ত্রং রুদ্রসন্নিধৌ।

পরশুস্তীক্ষ্ণধারশ্চ দত্তো রামস্য যঃ পুরা ॥ ২৭১

মহাদেবেন তুষ্টেন ক্ষত্রিয়াণাং ক্ষয়ঙ্করঃ।

কার্ত্তবীর্য্যো হতো যেন চক্রবর্ত্তী মহামৃধে ॥ ২৭২

ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী যেন নিঃক্ষত্রিয়া কৃতা।

জামদগ্ন্যেন গোবিন্দ রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ॥ ২৭৩

দীপ্তধারঃ সুরৌদ্রাস্যঃ সর্পকণ্ঠাগ্রধিষ্ঠিতঃ।

অভবচ্ছূলিনোঽভ্যাসে দীপ্তবহ্নিশতোপমঃ ॥ ২৭৪

অসংখ্যেয়ানি চাস্ত্রাণি তস্য দিব্যানি ধীমতঃ।

প্রাধান্যতো ময়ৈতানি কীর্ত্তিতানি তবানঘ ॥ ২৭৫

ছিল। ২৬৯

গোবিন্দ! ধূমরহিত অগ্নির শিখাবলিসহ সেই কৃষ্ণবর্ণ ত্রিশূল প্রলয়কালের সূর্য্যের ন্যায় উদিত ছিল এবং হস্তে সর্প ধারণকারী অবর্ণনীয় শক্তিশালী পাশধারী যমরাজের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। ভগবান্ রুদ্রের নিকট আমি এই অস্ত্রকেও দর্শন করিয়াছিলাম। ২৭০½

পুরাকালে মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া পরশুরামকে যাহা প্রদান করিয়াছিলেন এবং যাহার দ্বারা মহাসমরে চক্রবর্ত্তী রাজা কার্ত্তবীর্য্য অর্জুন নিহত হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়গণের বিনাশকারী তীক্ষ্ণধার সেই পরশু-অস্ত্রও আমি ভগবান্ শিবের নিকট দর্শন করিয়াছিলাম। ২৭১-২৭২

গোবিন্দ! অনায়াসেই মহৎ কর্মকারী জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম এই পরশুরই দ্বারা একুশবার এই পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়াছিলেন। ২৭৩

এই অস্ত্রের ধার প্রদীপ্ত (চক্‌চকে) ছিল এবং মুখ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল। উহা সর্পযুক্ত কণ্ঠবিশিষ্ট মহাদেবের কণ্ঠের অগ্রভাগে অবস্থিত ছিল। এইভাবে ত্রিশূলধারী ভগবান্ শিবের নিকটে সেই পরশু শত-শত প্রজ্বলিত অগ্নির তুল্য দেদীপ্যমান হইতেছিল। ২৭৪

নিষ্পাপ শ্রীকৃষ্ণ! বুদ্ধিমান্ ভগবান্ শিবের অসংখ্য দিব্যাস্ত্র আছে। এস্থলে আপনার সম্মুখে তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান অস্ত্রের নাম বর্ণনা করিলাম। ২৭৫

সব্যদেশে তু দেবস্য ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
দিব্যং বিমানমাস্থায় হংসযুক্তং মনোজবম্ ॥ ২৭৬
বামপার্শ্বগতশ্চাপি তথা নারায়ণঃ স্থিতঃ।
বৈনতেয়ং সমারুহ্য শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ ॥ ২৭৭
স্কন্দো ময়ূরমাস্থায় স্থিতো দেব্যাঃ সমীপতঃ।
শক্তি-ঘণ্টে সমাদায় দ্বিতীয় ইব পাবকঃ ॥ ২৭৮
পুরস্তাচ্চৈব দেবস্য নন্দিং পশ্যাম্যবস্থিতম্।
শূলং বিষ্টভ্য তিষ্ঠন্তং দ্বিতীয়মিব শঙ্করম্ ॥ ২৭৯
স্বায়ম্ভুবাদ্যা মনবো ভৃগ্বাদ্যা ঋষয়স্তথা।
শক্রাদ্যা দেবতাশ্চৈব সর্ব এব সমভ্যয়ুঃ ॥ ২৮০
সর্বভূতগণাশ্চৈব মাতরো বিবিধাঃ স্থিতাঃ।
তেঽভিবাদ্য মহাত্মানং পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥২৮১
অস্তুবন্ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্মহাদেবং সুরাস্তদা।
ব্রহ্মা ভবং তদাস্তৌষীদ্ রথন্তরমুদীরয়ন্ ॥ ২৮২
জ্যেষ্ঠসাম্না চ দেবেশং জগৌ নারায়ণস্তদা ॥ ২৮৩
গৃণন্ ব্রহ্ম পরং শক্রঃ শতরুদ্রিয়মুত্তমম্।
ব্রহ্মা নারায়ণশ্চৈব দেবরাজশ্চ কৌশিকঃ ॥ ২৮৪
অশোভন্ত মহাত্মানস্ত্রয়স্ত্রয় ইবাগ্নয়ঃ।
তেষাং মধ্যগতো দেবো ররাজ ভগবান্ শিবঃ ॥ ২৮৫
শরদভ্রবিনির্মুক্তঃ পরিধিস্থ ইবাংশুমান্।
অযুতানি চ চন্দ্রার্কানপশ্যং দিবি কেশব ॥ ২৮৬
ততোঽহমস্তবং দেবং বিশ্বস্য জগতঃ পতিম্।

উপমন্যুরুবাচ।

নমো দেবাধিদেবায় মহাদেবায় তে নমঃ ॥ ২৮৭
শক্ররূপায় শক্রায় শক্রবেশধরায় চ।
নমস্তে বজ্রহস্তায় পিঙ্গলায়ারুণায় চ ॥ ২৮৮
পিনাকপাণয়ে নিত্যং শঙ্খশূলধরায় চ।
নমস্তে কৃষ্ণবাসায় কৃষ্ণকুঞ্চিতমূর্ধজে ॥ ২৮৯
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়ায় কৃষ্ণাষ্টমিরতায় চ।
শুক্লবর্ণায় শুক্লায় শুক্লাম্বরধরায় চ ॥ ২৯০

সেই সময় মহাদেবের দক্ষিণভাগে লোকপিতামহ ব্রহ্মা মনের ন্যায় বেগগামী হংসযুক্ত দিব্য বিমানে বসিয়া শোভা পাইতেছিলেন এবং বামভাগে শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী ভগবান্ নারায়ণ গরুড়ের উপর বিরাজমান ছিলেন। ২৭৬-২৭৭

কুমার স্কন্দ ময়ূরে আরোহণ করত হস্তে শক্তি ও ঘণ্টাধারণ করিয়া পার্ব্বতীদেবীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি তখন দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিলেন। ২৭৮

মহাদেবের অগ্রে আমি নন্দীকে উপস্থিত দেখিলাম। তিনি হস্তে শূল উত্তোলিত করিয়া দ্বিতীয় শঙ্করের ন্যায় অবস্থিত ছিলেন। ২৭৯

স্বায়ম্ভুবাদি মনুগণ, ভৃগু আদি ঋষিবৃন্দ ও ইন্দ্রাদি দেবতারা সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ২৮০

সমস্ত ভূতগণ ও নানাবিধ মাতৃকাগণও তখন উপস্থিতছিলেন। এই সব দেবতারা মহাত্মা মহাদেবকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া নানাপ্রকার স্তুতির দ্বারা তাঁহার স্তব করিতেছিলেন। ২৮১½

ব্রহ্মা রথন্তর সামমন্ত্রসকল উচ্চারণ করিয়া ভগবান্ শঙ্করের স্তুতি করিতেছিলেন। নারায়ণ জ্যেষ্ঠসামমন্ত্রের দ্বারা শিবের মহিমা গান করিতেছিলেন। ২৮২-২৮৩

ইন্দ্র উত্তম শতরুদ্রিয় মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে পরব্রহ্ম শিবের স্তব করিতেছিলেন। তখন ব্রহ্মা, নারায়ণ ও দেবরাজ ইন্দ্র—এই তিন মহাত্মা তিন অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। ২৮৪½

ইঁহাদের তিনজনের মধ্যে বিরাজমান ভগবান্ শিব শরদ্‌ঋতুর মেঘের আবরণ হইতে মুক্ত পরিধিতে (মণ্ডলমধ্যে) স্থিত সূর্য্যদেবের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন। ২৮৫½

কেশব! সেই সময় আমি আকাশে সহস্র চন্দ্র ও সূর্য্যকে দর্শন করিলাম। তদনন্তর আমি সম্পূর্ণ জগতের পরিচালক মহাদেবের স্তুতি করিতে লাগিলাম। ২৮৬½

উপমন্যু বলিলেন,—প্রভো! আপনি দেবতাগণেরও অধিদেবতা। আপনাকে নমস্কার। আপনি মহাদেব, আপনাকে প্রণাম। ইন্দ্র আপনার স্বরূপ, আপনিই সাক্ষাৎ ইন্দ্র এবং আপনিই ইন্দ্রের বেশ ধারণ করেন। ইন্দ্ররূপে আপনিই হস্তে বজ্র ধারণ করেন, আপনার বর্ণ পিঙ্গল এবং অরুণ, আপনাকে নমস্কার। ২৮৭-২৮৮

আপনি হস্তে পিনাক ধারণ করেন, আপনি সর্ব্বদা শঙ্খ ও ত্রিশূল ধারণ করিয়া থাকেন। আপনার বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণ এবং আপনি মস্তকে কৃষ্ণবর্ণের কুঞ্চিত কেশাবলি ধারণ করেন, আপনাকে নমস্কার। ২৮৯

কৃষ্ণবর্ণ মৃগের চর্ম্ম আপনার উত্তরীয় (চাদর)। আপনি শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী ব্রতপালন করেন। আপনার বর্ণ শুক্ল। আপনি

শুক্লভস্মাবলিপ্তায় শুক্লকর্মরতায় চ।
নমোঽস্তু রক্তবর্ণায় রক্তাম্বরধরায় চ ॥ ২৯১
রক্তধ্বজপতাকায় রক্তস্রগনুলেপিনে।
নমোঽস্তু পীতবর্ণায় পীতাম্বরধরায় চ ॥ ২৯২
নমোঽস্তূচ্ছ্রিতচ্ছত্রায় কিরীটবরধারিণে।
অর্দ্ধহারার্দ্ধকেয়ূর অর্দ্ধকুণ্ডলকর্ণিনে ॥ ২৯৩
নমঃ পবনবেগায় নমো দেবায় বৈ নমঃ।
সুরেন্দ্রায় মুনীন্দ্রায় মহেন্দ্রায় নমোঽস্তু তে ২৯৪
নমঃ পদ্মার্দ্ধমালায় উৎপলৈর্মিশ্রিতায় চ।
অর্দ্ধচন্দনলিপ্তায় অর্দ্ধস্রগনুলেপিনে ॥ ২৯৫
নমঃ আদিত্যবক্ত্রায় আদিত্যনয়নায় চ।
নমঃ আদিত্যবর্ণায় আদিত্যপ্রতিমায় চ ॥২৯৬

নমঃ সোমায় সৌম্যায় সৌম্যবক্ত্রধরায় চ।
সৌম্যরূপায় মুখ্যায় সৌম্যদংষ্ট্রাবিভূষিণে ॥ ২৯৭
নমঃ শ্যামায় গৌরায় অর্দ্ধপীতার্দ্ধপাণ্ডবে।
নারীনরশরীরায় স্ত্রীপুংসায় নমোঽস্তু তে ॥ ২৯৮
নমো বৃষভবাহায় গজেন্দ্রগমনায় চ।
দুর্গমায় নমস্তুভ্যমগম্যগমনায় চ ॥ ২৯৯
নমোঽস্তু গণগীতায় গণবৃন্দরতায় চ।
গণানুযাতমার্গায় গণনিত্যব্রতায় চ ॥ ৩০০
নমঃ শ্বেতাভ্রবর্ণায় সন্ধ্যারাগপ্রভায় চ।
অনুদ্দিষ্টাভিধানায় স্বরূপায় নমোঽস্তু তে ॥ ৩০১
নমো রক্তাগ্রবাসায় রক্তসূত্রধরায় চ।
রক্তমালাবিচিত্রায় রক্তাম্বরধরায় চ ॥ ৩০২

স্বরূপেও শুক্ল (শুভ্র) এবং আপনি শুক্ল বস্ত্রধারণ করেন, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৯০

আপনি নিজের সর্ব্বাঙ্গে শ্বেতভস্ম লেপন করেন, বিশুদ্ধ কর্ম্মে রত থাকেন, কখনও কখনও রক্তবর্ণ ধারণ করেন এবং রক্তবর্ণের বস্ত্র পরিধান করেন, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৯১

রক্তবস্ত্রধারী হওয়ায় আপনি নিজের ধ্বজ-পতাকাও রক্তবর্ণেরই রাখিয়াছেন। আপনি রক্তপুষ্পের মাল্যধারণ করত শ্রীঅঙ্গে রক্তচন্দনই লেপন করিয়া থাকেন। কোন কোনও সময়ে আপনার অঙ্গকান্তি পীতবর্ণেরও হইয়া থাকে। সেই সময়ে আপনি পীতবর্ণের বস্ত্র পরিধান করেন, আপনাকে নমস্কার ॥ ২৯২

আপনার মস্তকে অতি উচ্চ ছত্র ধৃত আছে। আপনি সুন্দর কিরীট ধারণ করেন। অর্দ্ধনারীশ্বররূপে আপনার অর্দ্ধ অঙ্গে হার, অর্দ্ধ অঙ্গে কেয়ূর এবং অর্দ্ধ অঙ্গের কর্ণে কুণ্ডল শোভা পাইতেছে। আপনাকে নমস্কার ॥ ২৯৩

আপনি বায়ুতুল্য বেগশালী। আপনাকে নমস্কার। আপনিই সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র ও মহেন্দ্র। আপনাকে নমস্কার ॥ ২৯৪

আপনি অর্দ্ধ অঙ্গে পদ্মপুষ্পের মাল্যধারণ করেন এবং অর্দ্ধ অঙ্গে উৎপলে বিভূষিত থাকেন। অর্দ্ধ অঙ্গে চন্দন লেপন করেন ও অর্দ্ধ অঙ্গে পুষ্পমাল্য-পরাগ অনুলেপন করেন। তাদৃশ অর্দ্ধ-নারীশ্বররূপে আপনাকে নমস্কার ॥ ২৯৫

আপনার মুখ সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সূর্য্য আপনার নেত্র। আপনার অঙ্গকান্তিও সূর্য্যসদৃশ এবং অধিক সাদৃশ্যবশতঃ আপনি সূর্য্যের প্রতিমা বলিয়া প্রতিভাত হন ॥ ২৯৬

আপনি সোমস্বরূপ। আপনার আকৃতিও সৌম্য। আপনি সৌম্য মুখ ধারণ করেন। আপনার রূপও সৌম্য। আপনি মুখ্য (সকলের প্রধান) এবং সৌম্য দন্তরাজিতে বিভূষিত। আপনাকে নমস্কার ॥ ২৯৭

আপনি হরি-হরস্বরূপ বলিয়া অর্দ্ধ অঙ্গে শ্যামবর্ণ ও অর্দ্ধ অঙ্গে গৌরবর্ণ ধারণ করেন। আপনি অর্দ্ধ অঙ্গে পীতবস্ত্র পরিধান করেন এবং অর্দ্ধ অঙ্গে শ্বেত বস্ত্র ধারণ করেন। আপনাকে নমস্কার। আপনার অর্দ্ধ অঙ্গ নারীর মূর্ত্তি ও অর্দ্ধ অঙ্গ নরের (পুরুষের) মূর্ত্তি, অতএব আপনি স্ত্রী-পুরুষ-স্বরূপ। আপনাকে নমস্কার ॥ ২৯৮

আপনি কখনও বৃষে আরোহণ করেন এবং কখনও গজেন্দ্রে আরোহণ করিয়া গমন করেন। আপনি দুর্গম। আপনাকে নমস্কার। যিনি অপরের পক্ষে অগম্য, সেখানেও আপনি গমন করেন। আপনাকে নমস্কার ॥ ২৯৯

প্রমথগণ আপনার মহিমা গান করেন। আপনি আপনার পার্ষদগণের মণ্ডলীমধ্যেই অবস্থান করেন। আপনার প্রত্যেক গমনপথেই প্রমথগণ আপনার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করেন। আপনার সেবাই গণসকলের নিত্য ব্রত। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩০০

আপনার অঙ্গকান্তি, শ্বেত-মেঘতুল্য। আপনার প্রভা সন্ধ্যাকালীন অরুণরাগের সমান। আপনার কোন নির্দ্দিষ্ট নাম নাই। আপনি সর্ব্বদাই স্বরূপে অবস্থিত আছেন। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩০১

আপনার সুন্দর বস্ত্র রক্তবর্ণ। আপনি রক্ত সূত্র ধারণ করেন। রক্তবর্ণ মাল্যে আপনার বিচিত্র শোভা হইতেছে।

মণিভূষিতমূর্দ্ধায় নমশ্চন্দ্রার্দ্ধভূষিণে।
বিচিত্রমণিমূর্দ্ধায় কুসুমাষ্টধরায় চ ॥ ৩০৩
নমোঽগ্নিমুখনেত্রায় সহস্রশশিলোচনে।
অগ্নিরূপায় কান্তায় নমোঽস্তু গহনায় চ ॥ ৩০৪
খচরায় নমস্তভ্যং গোচরাভিরতায় চ।
ভূচরায় ভুবনায় অনন্তায় শিবায় চ ॥ ৩০৫
নমো দিগ্বাসসে নিত্যমধিবাসসুবাসসে।
নমো জগন্নিবাসায় প্রতিপত্তিসুখায় চ ॥ ৩০৬
নিত্যমুদ্বদ্ধমুকুটে মহাকেয়ূরধারিণে।
সর্পকণ্ঠোপহারায় বিচিত্রাভরণায় চ ॥ ৩০৭
নমস্ত্রিনেত্রনেত্রায় সহস্রশতলোচনে।
স্ত্রীপুংসায় নপুংসায় নমঃ সাংখ্যায় যোগিনে ॥ ৩০৮
শংযোরভিস্রবন্তায় অথর্বায় নমো নমঃ।
নমঃ সর্বার্তিনাশায় নমঃ শোকহরায় চ ॥ ৩০৯
নমো মেঘনিনাদায় বহুমায়াধরায় চ।
বীজক্ষেত্রাভিপালায় স্রষ্টারায় নমো নমঃ ॥ ৩১০
নমঃ সুরাসুরেশায় বিশ্বেশায় নমো নমঃ।
নমঃ পবনবেগায় নমঃ পবনরূপিণে ॥ ৩১১
নমঃ কাঞ্চনমালায় গিরিমালায় বৈ নমঃ।
নমঃ সুরারিমালায় চণ্ডবেগায় বৈ নমঃ ॥ ৩১২
ব্রহ্মশিরোপহর্তায় মহিষঘ্নায় বৈ নমঃ
নমঃ স্ত্রীরূপধরায় যজ্ঞবিধ্বংসনায় চ ॥ ৩১৩
নমস্ত্রিপুরহর্তায় যজ্ঞবিধ্বংসনায় চ।
নমঃ কামাঙ্গনাশায় কালদণ্ডধরায় চ ॥ ৩১৪

আপনি রক্ত বর্ণের বস্ত্র পরিধান করেন। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩০২

আপনার মস্তক দিব্য মণিতে বিভূষিত। আপনি আপনার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রের আভূষণ ধারণ করেন। আপনার মস্তক বিচিত্র মণির প্রভায় প্রকাশমান এবং আপনি আটটি পুষ্প ধারণ করেন ॥ ৩০৩

আপনার মুখ ও নেত্র অগ্নির নিবাসস্থান। আপনার নয়ন সহস্র চন্দ্রতুল্য প্রকাশিত। আপনি অগ্নিস্বরূপ, কমনীয় বিগ্রহ এবং দুর্গম গহন (বন)-স্বরূপ। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩০৪

আপনি চন্দ্র ও সূর্য্যরূপে আকাশে বিচরণ করেন। আপনাকে নমস্কার। যেস্থানে গোসকল বিচরণ করে, সেস্থান আপনার বিশেষ প্রিয়। আপনি পৃথিবীতে বিচরণ করেন এবং ত্রিভুবন আপনারই স্বরূপ। আপনি শিব (কল্যাণ)-স্বরূপ ও আপনার কোনও অন্ত নাই। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩০৫

আপনি দিগম্বর। আপনাকে নমস্কার। আপনি সকলের আবাসস্থান ও সুন্দর বস্ত্রধারী। সমস্ত জগৎ আপনার মধ্যেই বাস করে। আপনার সকল সিদ্ধির সুখ সুলভ। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩০৬

আপনি মস্তকের উপর সর্ব্বদা মুকুট বদ্ধ করিয়া রাখেন, বাহুতে বিশাল কেয়ূর ধারণ করেন। আপনার কণ্ঠে সর্পের হার শোভা পায় এবং আপনি বিচিত্র আভরণে বিভূষিত থাকেন। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩০৭

সূর্য্য, চন্দ্র, ও অগ্নি—ইঁহারা আপনার তিন নেত্র হইয়া আপনাকে ত্রিনেত্র করিয়া দিয়াছেন। আপনার লক্ষ নয়ন আছে। আপনি স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসকস্বরূপ। আপনি সাংখ্যবিৎ ও যোগী। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩০৮

আপনি যজ্ঞপূরক শংযু-নামক দেবতার প্রসাদস্বরূপ অথবা আপনি বৃহস্পতিপুত্র শংযুর মুখনির্গত তত্ত্ববাক্যস্বরূপ এবং আপনি অথর্ব্ববেদস্বরূপ। আপনাকে বারংবার নমস্কার। আপনি সকলের পীড়ানাশকারী ও শোকহারী। আপনাকে নমস্কার নমস্কার ॥ ৩০৯

যিনি মেঘতুল্য গম্ভীর নাদ করেন, বহুবিধ মায়ার আধার, যিনি বীজ ও ক্ষেত্র পালন করেন এবং জগতের সৃষ্টি করেন, সেই ভগবান্ শিবকে বারংবার নমস্কার ॥ ৩১০

আপনি দেবতা ও অসুরগণের পতি। আপনাকে নমস্কার। আপনি বিশ্বের ঈশ্বর। আপনাকে বারংবার নমস্কার। আপনি বায়ুতুল্য বেগশালী ও বায়ুস্বরূপ। আপনাকে নমস্কার নমস্কার ॥ ৩১১

আপনি সুবর্ণমাল্যধারী এবং পর্বতমালা মধ্যে বিহারকারী। আপনি দেবশত্রুগণের মুণ্ডসকলের মালা ধারণ করেন ও আপনি প্রচণ্ডবেগশালী। আপনাকে নমস্কার নমস্কার ॥ ৩১২

আপনি ব্রহ্মার মস্তক উচ্ছেদকারী* এবং মহিষাসুরবিনাশকারী। আপনাকে নমস্কার। আপনি স্ত্রী রূপধারী ও যজ্ঞধ্বংসকারী। আপনাকে নমস্কার ॥ ৩১৩

আপনি অসুরগণের তিনটি পুরী বিনাশকারী ও দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকারী। আপনাকে নমস্কার। কামদেবের শরীরনাশী ও কালদণ্ডধারী আপনাকে নমস্কার ॥ ৩১৪

---

* মৃগরূপ ধারণ করিয়া পলায়নমানা সন্ধ্যার পশ্চাতে পশ্চাতে মৃগরূপ ধারণ করত ধাবমান ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন শিব। এইপ্রসঙ্গ শিবপুরাণে দেখা যায়।

নমঃ স্কন্দবিশাখায় ব্রহ্মদণ্ডায় বৈ নমঃ।
নমো ভবায় শর্ব্বায় বিশ্বরূপায় বৈ নমঃ॥ ৩১৫
ঈশানায় ভবঘ্নায় নমোঽস্ত্বন্ধকঘাতিনে।
নমো বিশ্বায় মায়ায় চিন্ত্যাচিন্ত্যায় বৈ নমঃ॥ ৩১৬
ত্বং নো গতিশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ত্বমেব হৃদয়ং তথা।
ত্বং ব্রহ্মা সর্ব্বদেবানাং রুদ্রাণাং নীললোহিতঃ॥ ৩১৭
আত্মা চ সর্ব্বভূতানাং সাংখ্যে পুরুষ উচ্যতে।
ঋষভস্ত্বং পবিত্রাণাং যোগিনাং নিষ্কলঃ শিবঃ॥ ৩১৮
গৃহস্থস্ত্বমাশ্রমিণামীশ্বরাণাং মহেশ্বরঃ।
কুবেরঃ সর্ব্বযক্ষাণাং ক্রতূনাং বিষ্ণুরুচ্যতে॥ ৩১৯
পর্ব্বতানাং ভবান্ মেরুর্নক্ষত্রাণাঞ্চ চন্দ্রমাঃ।
বশিষ্ঠস্ত্বমৃষীণাঞ্চ গ্রহাণাং সূর্য্য উচ্যতে॥ ৩২০
আরণ্যানাং পশূনাঞ্চ সিংহস্ত্বং পরমেশ্বরঃ।
গ্রাম্যাণাং গোবৃষশ্চাসি ভবাঁল্লোকপ্রপূজিতঃ॥ ৩২১
আদিত্যানাং ভবান্ বিষ্ণুর্বসূনাং চৈব পাবকঃ।
পক্ষিণাং বৈনতেয়শ্চানন্তো ভুজগেষু চ॥ ৩২২
সামবেদশ্চ বেদানাং যজুষাং শতরুদ্রিয়ম্।
সনৎকুমারো যোগানাং সাংখ্যানাং কপিলো হ্যসি॥ ৩২৩
শক্রোঽসি মরুতাং দেব পিতৄণাং হব্যবাডসি।
ব্রহ্মলোকশ্চ লোকানাং গতীনাং মোক্ষ উচ্যসে॥ ৩২৪
ক্ষীরোদঃ সাগরাণাঞ্চ শৈলানাং হিমবান্ গিরিঃ।
বর্ণানাং ব্রাহ্মণশ্চাসি বিপ্রাণাং দীক্ষিতো দ্বিজঃ॥ ৩২৫
আদিস্ত্বমসি লোকানাং সংহর্ত্তা কাল এব চ।
যচ্চান্যদপি লোকে বৈ সর্ব্বতেজোঽধিকং স্মৃতম্॥ ৩২৬
তৎ সর্ব্বং ভগবানেব ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
নমস্তে ভগবন্ দেব নমস্তে ভক্তবৎসল॥ ৩২৭
যোগেশ্বর নমস্তেঽস্তু নমস্তে বিশ্বসম্ভব।
প্রসীদ মম ভক্তস্য দীনস্য কৃপণস্য চ। ৩২৮

স্কন্দ ও বিশাখরূপধারী আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মদণ্ডস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি ভব (উৎপাদক) ও শর্ব (সংহারক)। আপনাকে নমস্কার। বিশ্বরূপধারী আপনাকে নমস্কার॥ ৩১৫

আপনি সকলের ঈশ্বর, সংসারবন্ধননাশকারী ও অন্ধকাসুরের ঘাতক। আপনাকে নমস্কার। আপনি বিশ্বরূপ ও মায়াময়। আপনি চিন্ত্য ও অচিন্ত্যস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। ৩১৬

আপনিই আমাদের গতি, শ্রেষ্ঠ ও আপনিই আমাদের হৃদয়। আপনি সমস্ত দেবতাগণের মধ্যে ব্রহ্মা এবং রুদ্রগণের মধ্যে নীললোহিত॥ ৩১৭

আপনি সমস্ত প্রাণিগণের আত্মা এবং সংখ্যশাস্ত্রে পুরুষ বলিয়া কথিত হন। আপনি পবিত্রসমূহের মধ্যে ঋষভ ও যোগিগণের মধ্যে নিষ্কল (অখণ্ড) শিবস্বরূপ॥ ৩১৮

আপনি আশ্রমীদিগের মধ্যে গৃহস্থ, ঈশ্বরগণের মধ্যে মহেশ্বর, সমস্ত যক্ষসকলের মধ্যে কুবের এবং সর্ব যজ্ঞে বিষ্ণু বলিয়া আপনি অভিহিত হন॥ ৩১৯

পর্বতসমূহের মধ্যে আপনিই মেরু, নক্ষত্রসকলের মধ্যে চন্দ্র, ঋষিগণের মধ্যে বশিষ্ঠ ও গ্রহদিগের মধ্যে আপনি সূর্য্য বলিয়া কথিত হন॥ ৩২০

আপনি বনজাত পশুগণের মধ্যে সিংহ। আপনিই পরমেশ্বর। গ্রামজাত পশুসকলের মধ্যে আপনিই লোকসম্মানিত বৃষ॥ ৩২১

আপনি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, বসুদিগের মধ্যে অগ্নি, পক্ষিসকলের মধ্যে বিনতানন্দন গরুড় এবং সর্পগণের মধ্যে অনন্ত (শেষ নাগ) ৩২২

আপনি বেদসমূহের মধ্যে সামবেদ, যজুর্বেদের মন্ত্রসকলের মধ্যে শতরুদ্রিয়, যোগিগণের মধ্যে সনৎকুমার ও সাংখ্যবিদগণের আপনি কপিল। ৩২৩

দেব! আপনি মরুদ্গণের মধ্যে ইন্দ্র, পিতৃগণের মধ্যে আপনি হব্যবাহন অগ্নি, লোকসকলের মধ্যে ব্রহ্মলোক এবং গতিসমূহের মধ্যে মোক্ষ বলিয়া কথিত হন॥ ৩২৪

আপনি সমুদ্রসকলের মধ্যে ক্ষীরসমুদ্র, পর্বতসমূহের মধ্যে আপনি হিমালয়, বর্ণসকলের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও আপনি দীক্ষিত (যজ্ঞে ব্রতী) ব্রাহ্মণ। ৩২৫

আপনিই লোকসমূহের আদি। আপনিই সংহারকারী কাল। সংসারে আরও যে সব বস্তু সর্বথা অধিক তেজস্বী সে সবই ভগবান্ আপনিই—ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা। ৩২৬½

ভগবন্! দেব! আপনাকে নমস্কার। ভক্তবৎসল! আপনাকে নমস্কার। বিশ্বের উৎপত্তির কারণ! আপনাকে নমস্কার। ৩২৭½

সনাতন পরমেশ্বর! আপনি দীন দুঃখী ভক্ত আমার উপর প্রসন্ন হউন। আমি ঐশ্বর্য্য রহিত, আপনিই আমার আশ্রয় দাতা। ৩২৮½

অনৈশ্বর্য্যেণ যুক্তস্য গতির্ভব সনাতন।
যচ্চাপরাধং কৃতবানজ্ঞাত্বা পরমেশ্বর ॥ ৩২৯
মদ্ভক্ত ইতি দেবেশ তৎ সর্বং ক্ষন্তুমর্হসি।
মোহিতশ্চাসি দেবেশ ত্বয়া রূপবিপর্য্যয়াৎ ॥৩৩০
নার্ঘ্যং তে ন ময়া দত্তং পাদ্যং চাপি মহেশ্বর।
এবং স্তুত্বাহমীশানং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ ভক্তিতঃ ॥ ৩৩১
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা সর্বং তস্মৈ ন্যবেদয়ম্।
ততঃ শীতাম্বুসংযুক্তা দিব্যগন্ধসমন্বিতা ॥ ৩৩২
পুষ্পবৃষ্টিঃ শুভা তাত পপাত মম মূর্দ্ধনি।
দুন্দুভিশ্চ তদা দিব্যস্তাড়িতো দেবকিঙ্করৈঃ।
ববৌ চ মারুতঃ পুণ্যঃ শুচিগন্ধঃ সুখাবহঃ ॥ ৩৩৩
ততঃ প্রীতো মহাদেবঃ সপত্নীকো বৃষধ্বজঃ।
অব্রবীৎ ত্রিদশাংস্তত্র হর্ষয়ন্নিব মাং তদা ॥ ৩৩৪
পশ্যধ্বং ত্রিদশাঃ সর্বে উপমন্যোর্মহাত্মনঃ
ময়ি ভক্তিং পরাং নিত্যামেকভাবাদবস্থিতাম্ ॥ ৩৩৫

এবমুক্তাস্তদা কৃষ্ণ সুরাস্তে শূলপাণিনা।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে নমস্কৃত্বা বৃষধ্বজম্ ॥৩৩৬
ভগবন্ দেবদেবেশ লোকনাথ জগৎপতে।
লভতাং সর্বকামেভ্যঃ ফলং ত্বত্তো দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৩৭
এবমুক্তস্ততঃ শর্বঃ সুরৈর্ব্রহ্মাদিভিস্তথা।
আহ মাং ভগবানীশঃ প্রহসন্নিব শঙ্করঃ ॥ ৩৩৮

শ্রীভগবানুবাচ।

বৎসোপমন্যো তুষ্টোঽস্মি পশ্য মাং মুনিপুঙ্গবঃ।
দৃঢ়ভক্তোঽসি বিপ্রর্ষে ময়া জিজ্ঞাসিতো হ্যসি ॥ ৩৩৯
অনয়া চৈব ভক্ত্যা তে অত্যর্থং প্রীতিমানহম্।
তস্মাৎ সর্বান্ দদাম্যদ্য কামাংস্তব যথেপ্সিতান্ ॥৩৪০
এবমুক্তস্য চৈবাথ মহাদেবেন ধীমতা।
হর্ষাদশ্রূণ্যবর্তন্ত রোমহর্ষশ্চজায়ত ॥ ৩৪১
অব্রুবঞ্চ তদা দেবং হর্ষগদ্গদয়া গিরা।
জানুভ্যামবনীং গত্বা প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৪২

পরমেশ্বর দেবেশ! আমি অজ্ঞানভাবশতঃ যে সব অপরাধ করিয়াছি, 'আমি আপনার ভক্ত' এই বুঝিয়া আপনি সে সমস্ত ক্ষমা করুন। ৩২৯½

দেবেশ্বর! আপনি আপনার রূপ পরিবর্তন করিয়া আমাকে মোহিত করিয়া দিয়াছেন। মহেশ্বর! সেই কারণে আমি আপনাকে অর্ঘ্য-দানও করি নাই এবং পাদ্যও সমর্পণ করি নাই। ৩৩০½

এইভাবে ভগবান্ শিবের স্তুতি করিয়া আমি তাঁহাকে ভক্তিভাবে পাদ্য ও অর্ঘ্য নিবেদন করিলাম। তারপর কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে নিজের সব কিছু সমর্পণ করিয়া দিলাম। ৩৩১½

তাত! তাহার পর আমার মস্তকে শীতল জল ও দিব্য সুগন্ধযুক্ত পুষ্পসমূহের বৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই সময় দেবকিঙ্করগণ দিব্যদুন্দুভিবাদ্য সমূহ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং পবিত্র গন্ধযুক্ত পুণ্যময় সুখপ্রদ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ৩৩২-৩৩৩

তখন পত্নী দুর্গাদেবী সহ প্রসন্ন বৃষধ্বজ মহাদেব আমার হর্ষ বর্দ্ধন করিতে করিতে সেখানে সমস্ত দেবতাগণকে বলিলেন। ৩৩৪

দেবগণ! তোমরা সকলে দেখ যে, এই মহাত্মা উপমন্যুর আমার প্রতি কিরূপ নিত্য একভাবেই বিদ্যমান উত্তম ভক্তি আছে। ৩৩৫

হে কৃষ্ণ! শূলপাণি মহাদেব এই কথা বলিলে পর সেই সব দেবতাগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই বৃষধ্বজ শিবকে নমস্কার করত বলিলেন। ৩৩৬

ভগবন্! দেবদেবেশ্বর! লোকনাথ! জগৎপতে! এই এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ উপমন্যু আপনার নিকট হইতে নিজের সমস্ত কামনানুসারে অভীষ্ট ফললাভ করুন। ৩৩৭

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সকলে এই কথা বলিলে পর জগদীশ্বর কল্যাণকারী ভগবান্ শিব যেন সহাস্যে আমাকে বলিলেন। ৩৩৮

শ্রীভগবান্ শিব বলিলেন, বৎস উপমন্যো! আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর। ব্রহ্মর্ষে! তুমি আমার দৃঢ় ভক্ত। আমি তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছি। ৩৩৯

তোমার এই ভক্তির দ্বারা আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব আজ আমি তোমার সমস্ত মনোবাঞ্ছিত কামনা পূর্ণ করিয়া দিব। ৩৪০

পরম বুদ্ধিমান্ মহাদেব এই কথা বলিলে পর আমার নয়নযুগল দিয়া হর্ষে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ হইতে থাকিল। ৩৪১

তখন ধরাতলে জানুদ্বয় রাখিয়া ভগবান্ শঙ্করকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া হর্ষ গদ্গদ বাক্যে এই কথা বলিলাম। ৩৪২

অদ্য জাতো হ্যহং দেব সফলং জন্ম চাদ্য মে।
সুরাসুরগুরুর্দেবো যৎ তিষ্ঠতি মমাগ্রতঃ ॥ ৩৪৩
যং ন পশ্যন্তি চৈবাদ্ধা দেবা হ্যমিতবিক্রমম্।
তমহং দৃষ্টবান্ দেবং কোঽন্যো ধন্যতরো ময়া ॥ ৩৪৪
এবং ধ্যায়ন্তি বিদ্বাংসঃ পরং তত্ত্বং সনাতনম্।
তদ্ বিশেষমিতি খ্যাতং যদজং জ্ঞানমক্ষরম্ ॥ ৩৪৫
স এষ ভগবান্ দেবঃ সর্বসত্ত্বাদিরব্যয়ঃ।
সর্বতত্ত্ববিধানজ্ঞঃ প্রধানপুরুষঃ পরঃ ॥ ৩৪৬
যোঽসৃজদ্ দক্ষিণাদঙ্গাদ্ ব্রহ্মাণং লোকসম্ভবম্।
বামপার্শ্বাৎ তথা বিষ্ণুং লোকরক্ষার্থমীশ্বরঃ ॥৩৪৭
যুগান্তে চৈব সম্প্রাপ্তে রুদ্রমীশোঽসৃজৎ প্রভুঃ।
স রুদ্রঃ সংহরন্ কৃৎস্নং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥ ৩৪৮
কালো ভূত্বা মহাতেজাঃ সংবর্তক ইবানলঃ।
যুগান্তে সর্বভূতানি গ্রসন্নিব ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩৪৯

দেব! আজই আমি প্রকৃত জন্মগ্রহণ করিলাম। আজ আমার জন্ম সফল হইল, যেহেতু এই সময় আমার সম্মুখে সুরাসুরগুরু সাক্ষাৎ ভগবান্ আপনি বিরাজমান রহিয়াছেন। ৩৪৩

যে অমিত পরাক্রমশালী মহাদেবকে দেবগণও সহজে দর্শন লাভ করিতে পারেন না; তাঁহার আজ প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ আমার হইল। অতএব আমা অপেক্ষা অধিক ধন্যবাদভাগী অন্য কে হইতে পারে? ৩৪৪

অজন্মা, অবিনাশী, জ্ঞানময় ও সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে বিখ্যাত যে পরম সনাতন তত্ত্ব, তাঁহাকে জ্ঞানী পুরুষগণ এই রূপেই ধ্যান করেন (যাহা আজ আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি)। ৩৪৫

যিনি সমস্ত প্রাণিগণের আদি কারণ, অবিনাশী, সমস্ত তত্ত্বসমূহের বিধানবিৎ ও প্রধান পুরুষ, তিনিই সেই এই ভগবান্ মহাদেব। ৩৪৬

এই জগদীশ্বরই নিজের দক্ষিণ অঙ্গ হইতে লোকস্রষ্টা ব্রহ্মাকে এবং নিজের বাম অঙ্গ হইতে জগতের রক্ষার জন্য বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ৩৪৭

প্রলয়কাল প্রাপ্ত হইলে পর এই ভগবান্ শিব রুদ্রকে সৃজন করিয়া থাকেন। সেই রুদ্রই চরাচর জগৎকে সংহার করেন। ৩৪৮

তিনিই মহাতেজস্বী কাল হইয়া কল্পের অন্তে সমস্ত প্রাণিগণকে যেন গ্রাস করিয়াই প্রলয়কালীন অগ্নিসদৃশ অবস্থান করেন। ৩৪৯

এষ দেবো মহাদেবো জগৎ সৃষ্ট্বা চরাচরম্।
কল্পান্তে চৈব সর্বেষাং স্মৃতিমাক্ষিপ্য তিষ্ঠতি ॥ ৩৫০
সর্বগঃ সর্বভূতাত্মা সর্বভূতভবোদ্ভবঃ।
আস্তে সর্বগতো নিত্যমদৃশ্যঃ সর্বদৈবতৈঃ ॥ ৩৫১
যদি দেয়ো বরো মহ্যং যদি তুষ্টোঽসি মে প্রভো।
ভক্তির্ভবতু মে নিত্যং ত্বয়ি দেব সুরেশ্বর ॥ ৩৫২
অতীতানাগতং চৈব বর্তমানঞ্চ যদ্ বিভো।
জানীয়ামিতি মে বুদ্ধিঃ প্রসাদাৎ সুরসত্তম ॥ ৩৫৩
ক্ষীরোদনঞ্চ ভুঞ্জীয়ামক্ষয়ং সহ বান্ধবৈঃ।
আশ্রমে চ সদাস্মাকং সান্নিধ্যং পরমস্তু তে ॥ ৩৫৪
এবমুক্তঃ স মাং প্রাহ ভগবাঁল্লোকপূজিতঃ।
মহেশ্বরো মহাতেজাশ্চরাচরগুরুঃ শিবঃ ॥ ৩৫৫
অজরশ্চামরশ্চৈব ভব ত্বং দুঃখবর্জিতঃ।
যশস্বী তেজসা যুক্তো দিব্যজ্ঞানসমন্বিতঃ ॥ ৩৫৬

এই দেবদেব মহাদেব চরাচর জগৎকে সৃষ্টি করিয়া কল্পান্তে সকলের স্মৃতিশক্তিকে গ্রহণ করিয়া স্বয়ংই অবস্থিত থাকেন। ৩৫০

ইনি সর্বত্র গমন করেন, সমস্ত প্রাণিগণের আত্মা এবং সকল ভূতের জন্ম ও বৃদ্ধির হেতু। এই সর্বব্যাপী পরমেশ্বর সর্বদা সমস্ত দেবতাগণেরও অদৃশ্য থাকেন ॥ ৩৫১

প্রভো! যদি আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হন এবং আমাকে বরদান করিতে ইচ্ছুক হন, তবে হে দেব! হে সুরেশ্বর! আমার সদা আপনার প্রতি ভক্তি লাভ হউক ॥ ৩৫২

সুরশ্রেষ্ঠ! বিভো! আপনার কৃপায় আমি ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কিছু যেন জানিতে পারি—ইহাই আমার নিশ্চয় ॥ ৩৫৩

আমি স্বীয় বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সদা অক্ষয় দুগ্ধ অন্ন ভোজন লাভ করি এবং আমার এই আশ্রমে সর্বদা আপনার সন্নিধান হউক ॥ ৩৫৪

আমি এই কথা বলিলে পর লোকপূজিত চরাচরগুরু (জগদ্গুরু) মহা-তেজস্বী মহেশ্বর ভগবান্ শিব আমাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৩৫৫

শ্রীভগবান্ শিব বলিলেন,—ব্রহ্মন্! তুমি দুঃখরহিত হইয়া অজর-অমর হও এবং যশস্বী, তেজস্বী ও দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হও। ৩৫৬

১৩শ বর্ষ, আশ্বিনমাস, ১৩৮১]

[চতুর্থসংখ্যা —বামপার্ষিকা যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষায় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্ত সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী ঃ—

শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্মকিঙ্কর ঃ—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় ঃ—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ টাকা।

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয় আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন— সঞ্চালক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৩৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্ট-ভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা

ঋষীণামভিগম্যশ্চ মৎপ্রসাদাদ্ ভবিষ্যসি।
শীলবান্ গুণসম্পন্নঃ সর্বজ্ঞঃ প্রিয়দর্শনঃ। ৩৫৭

অক্ষয়ং যৌবনং তেঽস্তু তেজশ্চৈবানলোপমম্।
ক্ষীরোদঃ সাগরশ্চৈব যত্র যত্রেচ্ছসি প্রিয়ম্॥ ৩৫৮

তত্র তে ভবিতা কামং সান্নিধ্যং পয়সো নিধেঃ।
ক্ষীরোদকঞ্চ ভুঙ্ক্ষ ত্বমমৃতেন সমন্বিতম্॥ ৩৫৯

বন্ধুভিঃ সহিতঃ কল্পং ততো মামুপযাস্যসি।
অক্ষয়া বান্ধবাশ্চৈব কুলং গোত্রঞ্চ তে সদা॥ ৩৬০

ভবিষ্যতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ ময়ি ভক্তিশ্চ শাশ্বতী।
সান্নিধ্যং চাশ্রমে নিত্যং করিষ্যামি দ্বিজোত্তম॥ ৩৬১

তিষ্ঠ বৎস যথাকামং নোৎকণ্ঠাঞ্চ করিষ্যসি।
স্মৃতস্ত্বয়া পুনর্বিপ্র করিষ্যামি চ দর্শনম্॥ ৩৬২

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ সূর্যকোটিসমপ্রভঃ।
ঈশানঃ স বরান্ দত্ত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ৩৬৩

এবং দৃষ্টো ময়া কৃষ্ণ দেবদেবঃ সমাধিনা।
তদবাপ্তঞ্চ মে সর্বং যদুক্তং তেন ধীমতা॥ ৩৬৪

প্রত্যক্ষং চৈব তে কৃষ্ণ পশ্য সিদ্ধান্ ব্যবস্থিতান্।
ঋষীন্ বিদ্যাধরান্ যক্ষান্ গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা॥ ৩৬৫

পশ্য বৃক্ষ-লতা-গুল্মান্ সর্বপুষ্পফলপ্রদান্।
সর্বর্তুকুসুমৈর্যুক্তান্ সুখপত্রান্ সুগন্ধিনঃ॥ ৩৬৬

সর্বমেতন্মহাবাহো দিব্যভাবসমন্বিতম্।
প্রসাদাদ্ দেবদেবস্য ঈশ্বরস্য মহাত্মনঃ॥ ৩৬৭

বাসুদেব উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য প্রত্যক্ষমিব দর্শনম্।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা অব্রুবং তং মহামুনিম্॥ ৩৬৮

ধন্যস্ত্বমসি বিপ্রেন্দ্র কস্ত্বদন্যোঽসি পুণ্যকৃৎ।
যস্য দেবাধিদেবস্তে সান্নিধ্যং কুরুতেঽহশ্রমে॥ ৩৬৯

অপি তাবন্মমাপ্যেবং দদ্যাৎ স ভগবাঞ্ছিবঃ।
দর্শনং মুনিশার্দূল প্রসাদং চাপি শঙ্করঃ॥ ৩৭০

আমার কৃপায় তুমি ঋষিগণেরও দর্শনীয় এবং আদরণীয় হইবে। সর্বদা গুণবান্, শীলবান্, সর্বজ্ঞ ও প্রিয়দর্শন হইবে। ৩৫৭

তোমার অক্ষয় যৌবন ও অগ্নিতুল্য তেজ লাভ হউক। তোমার পক্ষে ক্ষীরসাগর সুলভ হইবে। তুমি যে যে স্থানে প্রিয় বস্তু কামনা করিবে, সেই সেই স্থানে তোমার সমস্ত কামনা পূর্ণ হইবে এবং তোমার ক্ষীরসাগরের সান্নিধ্য লাভ হইবে। ৩৫৮½

তুমি নিজ বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত এক কল্পকাল অমৃতসহ দুগ্ধ ভোজন প্রাপ্ত হইবে। তাহার পর তুমি আমাকেই লাভ করিবে। তোমার বন্ধু-বান্ধব, কুল ও গোত্রের পরম্পরা সদা অক্ষয় থাকিবে। ৩৫৯-৩৬০

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমার সর্বদা আমার প্রতি অচলা ভক্তি থাকিবে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমার এই আশ্রমের নিকটে আমি সর্বদা অদৃশ্যরূপে বাস করিব। ৩৬১

পুত্র! তুমি ইচ্ছানুসারে এখানে বাস কর। কখনও কোন বিষয়ের চিন্তা করিও না। বিপ্রবর! তুমি স্মরণ করিলে পর আমি পুনরায় তোমাকে দর্শনদান করিব। ৩৬২

এই কথা বলিয়া কোটি সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী ভগবান্ পূর্বোক্ত বরদান করত সেখানেই অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ৩৬৩

শ্রীকৃষ্ণ! এইরূপে আমি সমাধির দ্বারা দেবাধিদেব ভগবান্ শঙ্করের প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ করিয়াছিলাম। সেই বুদ্ধিমান্ মহাদেব যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, সেই সবই আমার লাভ হইয়াছে। ৩৬৪

হে কৃষ্ণ! এই সব আপনি প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করুন। এখানে সিদ্ধ, মহর্ষি, বিদ্যাধর, যক্ষ, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ সকলেই বিদ্যমান আছেন। ৩৬৫

দেখুন, এখানের বৃক্ষ, লতা ও গুল্মসকল সর্বপ্রকার পুষ্প এবং ফলসমূহ প্রদান করে। ইহারা সকল ঋতুরই পুষ্পসমূহে যুক্ত, সুখদায়ক পল্লবসকলে সম্পন্ন এবং সুগন্ধে পরিপূর্ণ। ৩৬৬

মহাবাহো! দেবতাগণেরও দেবতা এবং সকলের ঈশ্বর মহাত্মা শিবের প্রসাদেই এখানের সব কিছুই দিব্যভাবসম্পন্ন বলিয়া দেখা যাইতেছে। ৩৬৭

ভগবান্ বাসুদেব বলিলেন,—রাজন্! তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া যেন আমার ভগবান্ শিবের প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ হইয়া যাইল। আমি তখন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সেই মহামুনি উপমন্যুকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ৩৬৮

বিপ্রবর! আপনি ধন্য। আপনা হইতে অধিক পুণ্যাত্মা পুরুষ আর কে আছে? কারণ, আপনার এই আশ্রমে সাক্ষাৎ দেবাধিদেব মহাদেব নিবাস করেন। ৩৬৯

মুনিশ্রেষ্ঠ! কল্যাণকারী ভগবান্ শিব কি আমাকেও এইরূপে প্রত্যক্ষ দর্শনদান করিবেন? আমার প্রতি কি তিনি কৃপা করিবেন? ৩৭০

উপমন্যুরুবাচ।

দ্রক্ষ্যসে পুণ্ডরীকাক্ষ মহাদেবং ন সংশয়ঃ।
অচিরেণৈব কালেন যথা দৃষ্টো ময়ানঘ ॥ ৩৭১
চক্ষুষা চৈব দিব্যেন পশ্যাম্যমিতবিক্রমম্।
ষষ্ঠে মাসি মহাদেবং দ্রক্ষ্যসে পুরুষোত্তম ॥ ৩৭২
ষোড়শাষ্টৌ বরাংশ্চাপি প্রাপ্স্যসি ত্বং মহেশ্বরাৎ।
সপত্নীকাদ্ যদুশ্রেষ্ঠ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৩৭৩
অতীতানাগতং চৈব বর্তমানঞ্চ নিত্যশঃ।
বিদিতং মে মহাবাহো প্রসাদাৎ তস্য ধীমতঃ ॥ ৩৭৪
এতান্ সহস্রশশ্চান্যান্ সমনুধ্যাতবান্ হরঃ।
কস্মাৎ প্রসাদং ভগবান্ ন কুর্য্যাৎ তব মাধব ॥৩৭৫
তাদৃশেন হি দেবানাং শ্লাঘনীয়ঃ সমাগমঃ।
ব্রহ্মণ্যেনানৃশংসেন শ্রদ্দধানেন চাপ্যুত ॥৩৭৬
জপ্যং তু তে প্রদাস্যামি যেন দ্রক্ষ্যসি শঙ্করম্।
অক্রমং তমহং ব্রহ্মংস্ত্বৎপ্রসাদান্মহামুনে ॥ ৩৭৭
দ্রক্ষ্যে দিতিজসঙ্ঘানাং মর্দনং ত্রিদশেশ্বরম্।
এবং কথয়তস্তস্য মহাদেবাশ্রিতাং কথাম্ ॥ ৩৭৮
দিনান্যষ্টৌ ততো জগ্মুর্মুহূর্তমিব ভারত।
দিনেঽষ্টমে তু বিপ্রেণ দীক্ষিতোঽহং যথাবিধি ॥ ৩৭৯
দণ্ডী মুণ্ডী কুশী চীরী ঘৃতাক্তো মেখলীকৃতঃ।
মাসমেকং ফলাহারো দ্বিতীয়ং সলিলাশনঃ ॥ ৩৮০
তৃতীয়ঞ্চ চতুর্থঞ্চ পঞ্চমং চানিলাশনঃ।
একপাদেন তিষ্ঠংশ্চ ঊর্ধ্ববাহুরতন্দ্রিতঃ ॥ ৩৮১
তেজঃ সূর্য্যসহস্রস্য অপশ্যং দিবি ভারত।
তস্য মধ্যগতং চাপি তেজসঃ পাণ্ডুনন্দন ॥ ৩৮২
ইন্দ্রায়ুধপিনদ্ধাঙ্গং বিদ্যুন্মালাগবাক্ষকম্।
নীলশৈলচয়প্রখ্যং বলাকাভূষিতাম্বরম্ ॥ ৩৮৩

উপমন্যু বলিলেন,—নিষ্পাপ কমললোচন! যেরূপ আমি ভগবান্ শিবের প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ করিয়াছি, সেইরূপ আপনিও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মহাদেবের দর্শনলাভ করিবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৩৭১

পুরুষোত্তম! আমি দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পাইতেছি যে, আপনি আজ হইতে ছয় মাসের মধ্যেই অমিতপরাক্রমশালী মহাদেবের দর্শনলাভ করিবেন। ৩৭২

যদুশ্রেষ্ঠ! পত্নী দুর্গাদেবীসহ মহেশ্বরের নিকট হইতে আপনি ষোল ও আটটি বর প্রাপ্ত হইবেন। এই সত্য কথা আমি আপনাকে বলিলাম। ৩৭৩

মহাবাহো! বুদ্ধিমান্ মহাদেবের কৃপাপ্রসাদে আমার সর্ব্বদাই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনকালের জ্ঞানলাভ হইয়াছে। ৩৭৪

মাধব! ভগবান্ হর এখানে অবস্থিত এই সহস্র সহস্র মুনিগণকে কৃপাপূর্ণ হৃদয়ে অনুগৃহীত করিয়াছেন। সুতরাং আপনার প্রতি তিনি করুণা কি হেতু না করিবেন? ৩৭৫

আপনার ন্যায় ব্রাহ্মণভক্ত, কোমলস্বভাব ও শ্রদ্ধালু পুরুষের সমাগম দেবতাগণেরও প্রশংসনীয়। আমি আপনাকে জপযোগ্য মন্ত্র প্রদান করিব; যাহার দ্বারা আপনি ভগবান্ শঙ্করের দর্শন লাভ করিবেন। ৩৭৬½

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম—ব্রহ্মন্! মহামুনে! আমি আপনার কৃপাপ্রসাদে দৈত্যদলসমূহের মর্দনকারী দেবেশ্বর মহাদেবের দর্শনলাভ অবশ্যই করিব। ৩৭৭½

হে ভারত! এইভাবে মহাদেবের মহিমা সম্বন্ধযুক্ত কথা বলিতে বলিতে সেই মুনীশ্বরের আটদিন এক মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত হইল। অষ্টম দিনে বিপ্রবর উপমন্যু বিধি অনুসারে আমাকে দীক্ষা দান করিলেন। ৩৭৮-৩৭৯

তিনি আমার মস্তক মুণ্ডন করাইলেন, আমার দেহে ঘৃত মাখাইলেন এবং আমাকে দণ্ড, কুশ, চীর ও মেখলা ধারণ করাইলেন। আমি এক মাস পর্য্যন্ত ফলাহার করিয়া থাকিলাম এবং দ্বিতীয় মাসে কেবল জল ভক্ষণ করিয়া রহিলাম। ৩৮০

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মাসে আমি দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিয়া একপদে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তখন সর্ব্বতোভাবে আলস্যকে পরিত্যাগ করিয়া আমি কেবল বায়ুভোজী হইলাম। ৩৮১

ভারত! পাণ্ডুনন্দন! ষষ্ঠ মাসে আমি আকাশের মধ্যে যেন সহস্র সূর্য্যের তেজ দর্শন করিলাম। সেই তেজের মধ্যে একদিকে তেজোমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হইল, যাহার সর্ব্বাঙ্গ ইন্দ্রধনুতে পরিবেষ্টিত ছিল। বিদ্যুন্মালা উহাতে জানালার ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। সেই তেজ নীল পর্ব্বতমালার ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। এই দুই প্রকার তেজের জন্য সে স্থানের আকাশ বকপঙ্‌ক্তিতে সুশোভিত বলিয়া মনে হইতেছিল। ৩৮২-৩৮৩

তত্র স্থিতস্ত ভগবান্ দেব্যা সহ মহাদ্যুতিঃ।
তপসা তেজসা কান্ত্যা দীপ্তয়া সহ ভার্যয়া ॥৩৮৪
ররাজ ভগবাংস্তত্র দেব্যা সহ মহেশ্বরঃ।
সোমেন সহিতঃ সূর্য্যো যথা মেঘস্থিতস্তথা ॥৩৮৫
সংহৃষ্টরোমা কৌন্তেয় বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ।
অপশ্যং দেবসঙ্ঘানাং গতিমার্তিহরং হরম্ ॥ ৩৮৬
কিরীটিনং গদিনং শূলপাণিং
ব্যাঘ্রাজিনং জটিলং দণ্ডপাণিম্।
পিনাকিনং বজ্রিণং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং
শুভাঙ্গদং ব্যালযজ্ঞোপবীতম্ ॥৩৮৭
দিব্যাং মালামুরসানেকবর্ণাং
সমুদ্বহন্তং গুল্ফদেশাবলম্বাম্।
চন্দ্রং যথা পরিবিষ্টং সসন্ধ্যং
বর্ষাত্যয়ে তদ্বদপশ্যমেনম্ ॥ ৩৮৮

প্রমথানাং গণৈশ্চৈব সমন্তাৎ পরিবারিতম্।
শরদীব সুদুষ্প্রেক্ষ্যং পরিবিষ্টং দিবাকরম্ ॥ ৩৮৯
একাদশশতান্যেবং রুদ্রাণাং বৃষবাহনম্।
অস্তুবং নিয়তাত্মানং কর্মভিঃ শুভকর্মিণম্ ॥ ৩৯০
আদিত্যা বসবঃ সাধ্যা বিশ্বেদেবাস্তথাশ্বিনৌ।
বিশ্বাভিঃ স্তুতিভির্দেবং বিশ্বদেবং সমস্তুবন্ ॥ ৩৯১
শতক্রতুশ্চ ভগবান্ বিষ্ণুশ্চাদিতিনন্দনৌ।
ব্রহ্মা রথন্তরং সাম ঈরয়ন্তি ভবান্তিকে ॥৩৯২
যোগীশ্বরাঃ সুবহবো যোগদং পিতরং গুরুম্।
ব্রহ্মর্ষয়শ্চ সসুতাস্তথা দেবর্ষয়শ্চ যে ॥ ৩৯৩
(মহাভূতানি ছন্দাংসি প্রজানাং পতয়ো মখাঃ।
সরিতঃ সাগরা নাগা গন্ধর্বাপ্সরসাস্তথা ॥
বিদ্যাধরাশ্চ গীতেন বাদ্যনৃত্যাদিনার্চয়ন্।
তেজস্বিনাং মধ্যগতং তেজোরাশিং জগৎপতিম্ ॥)

সেই নীল তেজের মধ্যে মহাতেজস্বী ভগবান্ শিব তপ, তেজ, কান্তি ও নিজের তেজস্বিনী পত্নী উমাদেবীর সহিত বিরাজমান ছিলেন ॥ ৩৮৪

সেই নীল তেজের মধ্যে পার্বতীদেবীর সহিত অবস্থিত ভগবান্ মহেশ্বর এরূপ শোভা পাইতেছিলেন, যেন চন্দ্রের সহিত সূর্য্য শ্যামবর্ণ মেঘের মধ্যে বিরাজ করিতেছে ॥ ৩৮৫

কুন্তীনন্দন! যিনি সমস্ত দেবগণের গতি ও সকলের পীড়াহরণকারী, সেই ভগবান্ হরকে যখন আমি দর্শন করিলাম, তখন তোমার রোমাঞ্চ হইতে লাগিল এবং আবার নয়নদ্বয় বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ॥ ৩৮৬

ভগবান্ শিবের মস্তকে মুকুট ছিল। তাঁহার হস্তে গদা, ত্রিশূল ও দণ্ড শোভা পাইতেছিল। মস্তকে জটা ছিল। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম ধারণ করিয়াছিলেন। পিনাক ও বজ্রও তাঁহার ছিল। তাঁহার দন্তগুলি তীক্ষ্ণ ছিল এবং তিনি সুন্দর অঙ্গদধারী ছিলেন ও সর্পময় যজ্ঞোপবীতও তিনি ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮৭

তিনি নিজের বক্ষঃস্থলে বহু বর্ণের দিব্য মালা ধারণ করিয়াছিলেন, উহা গুল্ফদেশ (পায়ের গোড়ালী) পর্য্যন্ত লম্বিত ছিল। যেরূপ শরৎ ঋতুতে সন্ধ্যাকালীন লালিমাযুক্ত ও পরিমণ্ডলবেষ্টিত চন্দ্রকে দেখা যায়, সেইরূপ আমিও মালাপরিবেষ্টিত সেই ভগবান্ মহাদেবকে দর্শন করিলাম ॥ ৩৮৮

প্রমথগণের দ্বারা সর্বদিকে পরিবৃত মহাতেজস্বী মহাদেব পরিধিযুক্ত শরৎকালের সূর্য্যের ন্যায় অতিশয় কষ্ট সহকারে দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন ॥ ৩৮৯

এইভাবে মনকে বশীভূতকারী ও কর্মেন্দ্রিয়সকলের দ্বারা শুভ কর্মসমূহের অধিষ্ঠানকারী মহাদেব একাদশ রুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। এইরূপে বিরাজমান মহাদেবকে আমি স্তুতি করিতে লাগিলাম ॥ ৩৯০

দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, সাধ্যগণ, বিশ্বেদেব ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়—ইঁহারাও নানাবিধ স্তুতিসমূহের দ্বারা সকলের দেবতা মহাদেবকে স্তুতি করিতেছিলেন ॥ ৩৯১

ইন্দ্র ও বামনরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু—এই দুই অদিতিপুত্র এবং ব্রহ্মা ভগবান্ শিবের নিকট সামগান করিতেছিলেন ॥ ৩৯২

বহু যোগীশ্বরগণ, পুত্রদের সহিত ব্রহ্মর্ষিবৃন্দ ও দেবর্ষিগণও যোগসিদ্ধিপ্রদানকারী, পিতা (পরিপালক) ও গুরু (তত্ত্বপ্রদর্শনকারী) মহাদেবের স্তুতি করিতে ছিলেন ॥ ৩৯৩

(মহাভূত, ছন্দ, প্রজাপতি, যজ্ঞ, নদী, সমুদ্র, নাগ, গন্ধর্ব, অপ্সরা ও বিদ্যাধর—ইঁহারা সকলেই গীত, বাদ্য এবং নৃত্য প্রভৃতির দ্বারা তেজস্বিগণের মধ্যভাগে বিরাজমান তেজোরাশি জগদীশ্বর শিবের পূজা-অর্চনা করিতেছিল।)

রাজন্! পৃথ্বী, অন্তরিক্ষ, নক্ষত্র, গ্রহ, মাস, পক্ষ, ঋতু, রাত্রি, সংবৎসর, ক্ষণ, মুহূর্ত, নিমেষ, যুগচক্র এবং দিব্য বিদ্যাসকল—

পৃথিবী চান্তরিক্ষঞ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহস্তথা।
মাসার্দ্ধমাসা ঋতবো রাত্রিঃ সংবৎসরাঃ ক্ষণাঃ ॥ ৩৯৪
মুহূর্ত্তাশ্চ নিমেষাশ্চ তথৈব যুগপর্য্যয়াঃ।
দিব্যা রাজন্ নমস্যন্তি বিদ্যাঃ সত্ত্ববিদস্তথা ॥ ৩৯৫
সনৎকুমারো দেবাশ্চ ইতিহাসাস্তথৈব চ।
মরীচিরঙ্গিরা অত্রিঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ॥ ৩৯৬
মনবঃ সপ্ত সোমশ্চ অথর্ব্বা সবৃহস্পতিঃ।
ভৃগুর্দক্ষঃ কশ্যপশ্চ বশিষ্ঠঃ কাশ্য এব চ ॥ ৩৯৭
ছন্দাংসি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ দক্ষিণাঃ পাবকো হবিঃ।
যজ্ঞোপগানি দ্রব্যাণি মূর্ত্তিমন্তি যুধিষ্ঠির ॥৩৯৮
প্রজানাং পালকাঃ সর্ব্বে সরিতঃ পন্নগা নগাঃ।
দেবানাং মাতরঃ সর্ব্বা দেবপত্ন্যঃ সকন্যকাঃ ॥৩৯৯
সহস্রাণি মুনীনাঞ্চ অযুতান্যর্ব্বুদানি চ।
নমস্যন্তি প্রভুং শান্তং পর্ব্বতাঃ সাগরা দিশঃ ॥ ৪০০
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব গীতবাদিত্রকোবিদাঃ।
দিব্যতানেষু গায়ন্তঃ স্তুবন্তি ভবমদ্ভুতম্ ॥ ৪০১
বিদ্যাধরা দানবাশ্চ গুহ্যকা রাক্ষসাস্তথা
সর্ব্বাণি চৈব ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥
নমস্যন্তি মহারাজ বাঙ্মনঃ-কর্ম্মভির্বিভুম্ ॥ ৪০২
পুরস্তাদ্ ধিষ্ঠিতঃ শর্ব্বো মমাসীৎ ত্রিদশেশ্বরঃ।
পুরস্তাদ্ ধিষ্ঠিতং দৃষ্ট্বা মমেশানঞ্চ ভারত ॥ ৪০৩
সপ্রজাপতিশক্রান্তং জগন্মামভ্যুদৈক্ষত।
ঈক্ষিতুঞ্চ মহাদেবং ন মে শক্তিরভূৎ তদা ॥ ৪০৪
ততো মামব্রবীদ্ দেবঃ পশ্য কৃষ্ণ বদস্ব চ।
ত্বয়া হ্যারাধিতশ্চাহং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৪০৫
ত্বৎসমো নাস্তি মে কশ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বৈ প্রিয়ঃ।
শিরসা বন্দিতে দেবে দেবী প্রীতা হ্যুমা তদা।
ততোঽহমব্রুবং স্থাণুং স্তুতং ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈঃ ॥ ৪০৬

নমোঽস্তু তে শাশ্বত সর্ব্বযোনে
ব্রহ্মাধিপং ত্বামৃষয়ো বদন্তি
তপশ্চ সত্ত্বঞ্চ রজস্তমশ্চ
ত্বামেব সত্যঞ্চ বদন্তি সন্তঃ ॥ ৪০৭
ত্বং বৈ ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ বরুণোঽগ্নির্মনুর্ভবঃ।
ধাতা ত্বষ্টা বিধাতা চ ত্বং প্রভুঃ সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ৪০৮

এই সব মূর্ত্তিমান্ হইয়া শিবকে নমস্কার করিতেছিল। অন্যান্য সর্ব্বজ্ঞ পুরুষগণও ভগবান্ শিবকে নমস্কার করিতেছিলেন। ৩৯৪-৩৯৫

যুধিষ্ঠির! সনৎকুমার, দেবগণ, ইতিহাস, মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, সপ্ত মনু, সোম, অথর্ব্ব, বৃহস্পতি, ভৃগু, দক্ষ, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, কাশ্য, ছন্দ, দীক্ষা, যজ্ঞ, দক্ষিণা, অগ্নি, হবিষ্য, যজ্ঞোপযোগী মূর্ত্তিমান্ দ্রব্য সমূহ, সমস্ত প্রজাপালকগণ, নদী, নগ, নাগ, সমস্ত দেবমাতৃগণ, দেবপত্নীগণ, দেবকন্যাগণ, সহস্র, লক্ষ ও অর্ব্বুদ সংখ্যক মহর্ষিগণ, পর্ব্বত, সমুদ্র ও দিকসমূহ—ইঁহারা সকলেই শান্তস্বরূপ ভগবান্ শিবকে নমস্কার করিতেছিলেন। ৩৯৬-৪০০

গীত ও বাদ্যবাদনে নিপুণ অপ্সরাগণ ও গন্ধর্ব্বগণ দিব্যতানে গান করিতে করিতে অদ্ভুত শক্তিশালী ভগবান্ ভবের স্তুতি করিতে লাগিলেন। ৪০১

মহারাজ! বিদ্যাধর, দানব, গুহ্যক, রাক্ষস ও সমস্ত চরাচর প্রাণিগণ মন, বাক্য এবং ক্রিয়ার দ্বারা ভগবান্ শিবকে নমস্কার করিতেছিলেন। ৪০২

দেবেশ্বর শিব আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। ভারত! আমার সম্মুখে মহাদেবকে দণ্ডায়মান দেখিয়া প্রজাপতিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্র পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ জগৎ আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। কিন্তু সেই সময় মহাদেবকে দর্শন করিবার সামর্থ্য আমার মধ্যে ছিল না। ৪০২-৪০৪

তখন ভগবান্ শিব আমাকে বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে দর্শন কর এবং আমার সহিত বার্ত্তালাপ কর। তুমি পূর্ব্বেও আমার শত শত ও সহস্র সহস্র বার আরাধনা করিয়াছ। ৪০৫

তিন লোকের মধ্যে তোমার সমান আমার আর কেহই প্রিয় নাই। যখন আমি মস্তক নত করিয়া মহাদেবকে প্রণাম করিলাম, তখন দেবী উমা অতিশয় প্রসন্না হইলেন। সেই সময় আমি ব্রহ্মাদি দেবগণের দ্বারা প্রশংসিত ভগবান্ শিবকে এই কথা বলিলাম। ৪০৬

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—সকলের কারণভূত সনাতন পরমেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। ঋষিগণ আপনাকে ব্রহ্মারও অধিপতি বলিয়া বর্ণনা করেন। সৎপুরুষগণ আপনাকেই তপ, সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ ও সত্যস্বরূপ বলিয়া থাকেন। ৪০৭

আপনি ব্রহ্মা, রুদ্র, বরুণ, অগ্নি, মনু, শিব, ধাতা, বিধাতা ও ত্বষ্টা। আপনিই সর্ব্বদিকে মুখ সুশোভিত পরমেশ্বর। ৪০৮

ত্বত্তো জাতানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
ত্বয়া সৃষ্টমিদং কৃৎস্নং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৪০৯
যানীন্দ্রিয়াণীহ মনশ্চ কৃৎস্নং
যে বায়বঃ সপ্ত তথৈব চাগ্নয়ঃ।
যে দেবসংস্থাস্তব দেবতাশ্চ
তস্মাৎ পরং ত্বামৃষয়ো বদন্তি ॥ ৪১০
বেদাশ্চ যজ্ঞাঃ সোমশ্চ দক্ষিণা পাবকো হবিঃ।
যজ্ঞোপগঞ্চ যৎ কিঞ্চিদ্ ভগবাংস্তদসংশয়ম্ ॥ ৪১১
ইষ্টং দত্তমধীতঞ্চ ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে।
হ্রীঃ কীর্তিঃ শ্রীর্দ্যুতিস্তুষ্টিঃ সিদ্ধিশ্চৈব ত্বদর্পণী ॥ ৪১২
কামঃ ক্রোধো ভয়ং লোভো মদঃ স্তম্ভোঽথ মৎসরঃ।
আধয়ো ব্যাধয়শ্চৈব ভগবংস্তনবস্তব ॥ ৪১৩
কীর্তির্বিকারঃ প্রণয়ঃ প্রধানং বীজমব্যয়ম্।
মনসঃ পরমা যোনিঃ প্রভাবশ্চাপি শাশ্বতঃ ॥ ৪১৪
অব্যক্তঃ পাবনোঽচিন্ত্যঃ সহস্রাংশুর্হিরণ্ময়ঃ।
আদির্গণানাং সর্বেষাং ভবান্ বৈ জীবিতাশ্রয়ঃ ॥ ৪১৫
মহানাত্মা মতির্ব্রহ্মা বিশ্বঃ শম্ভুঃ স্বয়ম্ভুবঃ।
বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞোপলব্ধিশ্চ সংবিৎ খ্যাতির্ধৃতিঃ স্মৃতি ॥ ৪১৬
পর্য্যায়বাচকৈঃ শব্দৈর্মহানাত্মা বিভাব্যতে।
ত্বাং বুদ্ধ্বা ব্রাহ্মণো বেদাৎ প্রমোহং বিনিয়চ্ছতি ॥ ৪১৭
হৃদয়ং সর্বভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞস্ত্বমৃষিস্তুতঃ।
সর্বতঃ পাণিপাদস্ত্বং সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ ॥ ৪১৮
সর্বতঃ শ্রুতিমাঁল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠসি।
ফলং ত্বমসি তিগ্মাংশোর্নিমেষাদিষু কর্মসু ॥ ৪১৯
ত্বং বৈ প্রভার্চিঃ পুরুষঃ সর্বস্য হৃদি সংশ্রিতঃ।
অণিমা মহিমা প্রাপ্তিরীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥ ৪২০
ত্বয়ি বুদ্ধির্মতির্লোকাঃ প্রপন্নাঃ সংশ্রিতাশ্চ যে।
ধ্যানিনো নিত্যযোগাশ্চ সত্যসন্ধা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৪২১

সমস্ত চরাচর প্রাণীরা আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিগণসহ এই সম্পূর্ণ ত্রিলোক সৃষ্টি করিয়াছেন। ৪০৯

এ-সংসারে যত ইন্দ্রিয় আছে, সম্পূর্ণ মন, এই সমস্ত বায়ু এবং এই সপ্ত* অগ্নি, যাহারা দেবগণের অন্তরবাসী স্তবনযোগ্য দেবতা, এই সকলেরই পরে আপনার স্থিতি। ঋষিগণ আপনার বিষয়ে এই কথাই বলিয়াছেন। ৪১০

বেদ, যজ্ঞ, সোম, দক্ষিণা, অগ্নি, হবিঃ, এবং যাহা কিছু যজ্ঞোপযোগী সামগ্রী আছে, সে সবই ভগবান্ আপনিই—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৪১১

যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন, ব্রত, নিয়ম, লজ্জা, কীর্তি, শ্রী, দ্যুতি, তুষ্টি এবং সিদ্ধি—এ সবই আপনার স্বরূপপ্রাপ্তিকারক। ৪১২

ভগবন্! কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, মদ, স্তব্ধতা, মাৎসর্য্য আধি ও ব্যাধি– এ সবই আপনার শরীর। ৪১৩

ক্রিয়া, বিকার, প্রণয়, প্রধান, অবিনাশী, বীজ, মনের পরম কারণ ও সনাতন প্রভাব– এ সমস্তই আপনারই স্বরূপ। ৪১৪

অব্যক্ত, পাবন, অচিন্ত্য, হিরণ্ময় সূর্য্যস্বরূপ আপনিই সমস্ত গণসমূহের আদি কারণ ও জীবনের আশ্রয়। ৪১৫

মহান্ আত্মা, মতি, ব্রহ্মা, বিশ্ব, শম্ভু, স্বয়ম্ভু, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা উপলব্ধি, সংবিৎ, খ্যাতি, ধৃতি ও স্মৃতি—এই চতুর্দ্দশ পর্য্যায়বাচী শব্দের দ্বারা পরমাত্মা আপনিই প্রকাশিত হন। বেদ হইতে আপনার জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ মোহকে সর্ব্বতোভাবে নাশ করিয়া থাকেন। ৪১৬-৪১৭

ঋষিগণের দ্বারা প্রশংসিত আপনিই সমস্ত ভূতগণের হৃদয়ে অবস্থিত ক্ষেত্রজ্ঞ। আপনার সর্ব্বদিকেই হস্ত ও পদ বিদ্যমান আপনার সর্ব্বদিকে নেত্র, মস্তক ও মুখ বিরাজমান আছেন। ৪১৮

আপনার সর্ব্বদিকে কর্ণ এবং জগতে আপনিই সকলকে প্রাপ্ত করিয়া অবস্থিত আছেন। জীবের চক্ষু মুদ্রিত করা ও উন্মিলিত করা প্রভৃতি যত কর্ম আছে, সে সবের ফল আপনিই। ৪১৯

অবিনাশী পরমেশ্বর আপনিই সূর্য্যের প্রভা ও অগ্নির শিখা। আপনিই সকলের হৃদয়ে আত্মারূপে অবস্থান করেন। অণিমা, মহিমা ও প্রাপ্তি প্রভৃতি সিদ্ধিসকল এবং জ্যোতিও আপনিই। ৪২০

আপনার মধ্যে বোধ ও মননের শক্তি বিদ্যমান আছে। যাহারা আপনার শরণাপন্ন হইয়া আপনারই আশ্রয়ে থাকেন, তাঁহারাই ধ্যানপরায়ণ, নিত্য যোগযুক্ত, সত্যসন্ধ এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন। ৪২১

* গার্হপত্য, দক্ষিণ, আহবনীয়, সভ্য ও আবসথ্য—এই পঞ্চ হইলেন বৈদিক অগ্নি স্মার্ত হইলেন ষষ্ঠ ও লৌকিক হইলেন সপ্তম অগ্নি।

যত্ত্বাং ধ্রুবং বেদয়তে গুহাশয়ং
প্রভুং পুরাণং পুরুষঞ্চ বিগ্রহম্ ।
হিরণ্ময়ং বুদ্ধিমতাং পরাং গতিং
স বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমতীত্য তিষ্ঠতি ॥ ৪২২

বিদিত্বা সপ্ত সূক্ষ্মাণি ষড়ঙ্গং ত্বাঞ্চ মূর্তিতঃ ।
প্রধানবিধিযোগস্থস্ত্বামেব বিশতে বুধঃ ॥ ৪২৩

এবমুক্তে ময়া পার্থ ভবে চার্তিবিনাশনে ।
চরাচরং জগৎ সর্বং সিংহনাদং তদাকরোৎ ॥ ৪২৪

তং বিপ্রসঙ্ঘাশ্চ সুরাসুরাশ্চ
নাগাঃ পিশাচাঃ পিতরো বয়াংসি ।
রক্ষোগণা ভূতগণাশ্চ সর্বে
মহর্ষয়শ্চৈব তদা প্রণেমুঃ ॥ ৪২৫

মম মূর্ধ্নি চ দিব্যানাং কুসুমানাং সুগন্ধিনাম্ ।
রাশয়ো নিপতন্তি স্ম বায়ুশ্চ সুসুখো ববৌ ॥ ৪২৬

নিরীক্ষ্য ভগবান্ দেবীং হ্যুমাং মাঞ্চ জগদ্ধিতঃ ।
শতক্রতুং চাভিবীক্ষ্য স্বয়ং মামাহ শঙ্করঃ ॥ ৪২৭

বিদ্মঃ কৃষ্ণ পরাং ভক্তিমস্মাসু তব শত্রুহন্ ।
ক্রিয়তামাত্মনঃ শ্রেয়ঃ প্রীতির্হি ত্বয়ি মে পরা ॥ ৪২৮

বৃণীষ্বাষ্টৌ বরান্ কৃষ্ণ দাতাস্মি তব সত্তম ।
ব্রূহি যাদবশার্দূল যানিচ্ছসি সুদুর্লভান্ ॥ ৪২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি মেঘবাহনপর্বাখ্যানে
চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

যে ব্যক্তি আপনাকে স্বীয় হৃদয়গুহায় স্থিত আত্মা, প্রভু, পুরাণ পুরুষ, মূর্তিমান্ পরব্রহ্ম, হিরণ্ময় পুরুষ ও বুদ্ধিমান্‌গণের পরম গতি বলিয়া নিশ্চিত ভাবে জানেন, সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি লৌকিক বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া পরমাত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যান। ৪২২

বিদ্বান্ পুরুষ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রা—এই সপ্ত সূক্ষ্ম তত্ত্বকে জানিয়া আপনার নিকট হইতে সর্ব্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদিবোধ, স্বতন্ত্রতা, নিত্য অলুপ্ত শক্তি ও অনন্ত শক্তি—এই মহেশ্বরের স্বরূপভূত ছয় অঙ্গের জ্ঞান লাভ করত প্রধান বিধি যোগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনারই মধ্যে প্রবেশ করেন। ৪২৩

কুন্তীনন্দন! যখন আমি সকলের পীড়ানাশক মহাদেবের এইভাবে স্তুতি করিলাম, তখন এই চরাচর সম্পূর্ণ জগৎ হর্ষে সিংহনাদ করিয়া উঠিল। ৪২৪

ব্রাহ্মণসমুদায়, দেবতা, অসুর, নাগ, পিশাচ ও পিতৃগণ, পক্ষীরা, রাক্ষসগণ এবং ভূতগণ ও সকল মহর্ষিও সেই সময় ভগবান্ শিবকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ৪২৫

আমার মস্তকে তখন রাশি রাশি সুগন্ধযুক্ত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং অত্যন্ত সুখদায়ক বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিল। ৪২৬

জগতের হিতৈষী ভগবান্ শঙ্কর উমাদেবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তারপর ইন্দ্রের দিকে তাকাইয়া আমাকে বলিলেন। ৪২৭

শত্রুহন্তা শ্রীকৃষ্ণ! আমার প্রতি তোমার যে পরা ভক্তি আছে, তাহা সকলেই জানে। এখন তুমি নিজের কল্যাণ কর; কারণ, তোমার উপর আমার বিশেষ প্রেম আছে। ৪২৮

সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! যদুকুলসিংহ শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমাকে আটটি বরদান করিব। তুমি যে সব দুর্লভ বর লাভ করিতে ইচ্ছুক, সেই সব আমাকে বল। ৪২৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে মেঘবাহনপর্ব্বের আখ্যান-বিষয়ক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[শিব-পার্ব্বতীভ্যাং শ্রীকৃষ্ণায় বরদানম্, উপমন্যুনা মহাদেবমহিম্নো বর্ণনঞ্চ।]

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

মূর্দ্ধ্না নিপত্য নিয়তস্তেজঃসন্নিচয়ে ততঃ।
পরমং হর্ষমাগত্য ভগবন্তমথাব্রুবন্ ॥ ১

ধর্ম্মে দৃঢ়ত্বং যুধি শত্রুঘাতং
যশস্তথাগ্র্যং পরমং বলঞ্চ।
যোগপ্রিয়ত্বং তব সন্নিকর্ষং
বৃণে সুতানাঞ্চ শতং শতানি ॥ ২

এবমস্ত্বিতি তদ্বাক্যং ময়োক্তঃ প্রাহ শঙ্করঃ।
ততো মাং জগতো মাতা ধারিণী সর্ব্বপাবনী ॥ ৩
উবাচোমা প্রণিহিতা শর্ব্বাণী তপসাং নিধিঃ।
দত্তো ভগবতা পুত্রঃ শাম্বো নাম তবানঘ ॥ ৪
মত্তোঽপ্যষ্টৌ বরানিষ্টান্ গৃহাণ ত্বং দদামি তে।
প্রণম্য শিরসা সা চ ময়োক্তা পাণ্ডুনন্দন ॥ ৫

দ্বিজেষ্বকোপং পিতৃতঃ প্রসাদং
শতং সুতানাং পরমঞ্চ ভোগম্।
কুলে প্রীতিং মাতৃতশ্চ প্রসাদং
শমপ্রাপ্তিং প্রবৃণে চাপি দাক্ষ্যম্ ॥ ৬

উমোবাচ।

এবং ভবিষ্যত্যমরপ্রভাব
নাহং মৃষা জাতু বদে কদাচিৎ।
ভার্য্যাসহস্রাণি চ ষোড়শৈব
তাসু প্রিয়ত্বঞ্চ তথাক্ষয়ঞ্চ ॥ ৭
প্রীতিং চাগ্র্যাং বান্ধবানাং সকাশাদ্
দদামি তেঽহং বপুষঃ কাম্যতাঞ্চ।
ভোক্ষ্যন্তে বৈ সপ্ততিং বৈ শতানি
গৃহে তুভ্যমতিথীনাঞ্চ নিত্যম্ ॥ ৮

পঞ্চদশ অধ্যায়

[শিব ও পার্ব্বতী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে বরদান এবং উপমন্যুর দ্বারা মহাদেবের মহিমা বর্ণন।]

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ভারত! তদনন্তর মনকে সংযত করিয়া তেজোমণ্ডলে অবস্থিত মহাদেবকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত অত্যন্ত হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া আমি সেই ভগবান্ শিবকে বলিলাম। ১

ধর্ম্মে দৃঢ়তা সহকারে অবস্থান, যুদ্ধে শত্রুগণকে সংহার করার ক্ষমতা, শ্রেষ্ঠ যশ, উত্তম বল, যোগবল, সকলের প্রিয় হওয়া, আপনার সান্নিধ্যলাভ এবং দশ হাজার পুত্র—এই আট বর আমি প্রার্থনা করিতেছি। ২

আমি এই কথা বলিলে পর ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন—'এবমস্তু'—এরূপই হউক। তখন সকলের ধারণ-পোষণ-কারিণী সর্ব্বপাবনী তপোনিধি রুদ্রপত্নী জগদম্বা (জগজ্জননী) উমাদেবী একাগ্রচিত্ত হইয়া বলিলেন নিষ্পাপ শ্যামসুন্দর! ভগবান্ তোমাকে শাম্বনামক পুত্র প্রদান করিয়াছেন। ৩-৪

এখন আমার নিকট হইতেও অভীষ্ট আটটি বর প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে সেই বর প্রদান করিব। পাণ্ডুনন্দন! তখন আমি জগদম্বার চরণে প্রণাম করত তাঁহাকে বলিলাম। ৫

ব্রাহ্মণগণের প্রতি আমার যেন কখনও ক্রোধ না হয়, আমার পিতা আমার উপর প্রসন্ন থাকুন; আমার শত পুত্র লাভ হউক; উত্তম ভোগ সর্ব্বদা প্রাপ্তি হউক, আমার কুলে প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকুক, আমার মাতাও সদা প্রসন্ন থাকুন, আমার শান্তিলাভ হউক এবং প্রত্যেক কার্য্যে আমার নিপুণতা লাভ হউক—এই আট বর আমি প্রার্থনা করিলাম। ৬

উমাদেবী বলিলেন,—অমরতুল্য প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণ! এরূপই হইবে। আমি কখনও মিথ্যা বলি না। তোমার ষোলহাজার পত্নীলাভ হইবে। তাহাদের সকলের তোমার প্রতি প্রেম থাকিবে। তোমার অক্ষয় ধনধান্য লাভ হইবে। বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট হইতে তোমার উত্তম প্রীতি লাভ হইবে। আমি তোমার এই শরীরের সদা কমনীয় থাকিবার বরদান করিলাম এবং তোমার গৃহে প্রতিদিন সাত হাজার অতিথি ভোজন করিবে। ৭-৮

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত আটটি বর (৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য) 'এবং ভবিষ্যতি' এই কথা বলিয়া উমাদেবী প্রদান করিবার পর তিনি স্বয়ং অযাচিত হইয়া আরও আটটি বর দিলেন,—'অমরোপম' এই সম্বোধনের দ্বারা দেবোপম প্রভাবদানই হইল প্রথম বর। 'আমি কখনও মিথ্যা বলিনা না' এই বাক্যের দ্বারা তুমি কখনও মিথ্যা বলিবে না—ইহা দ্বিতীয় বর, ষোল হাজার পত্নীলাভ তৃতীয় বর। তাহাদের প্রিয় হওয়া চতুর্থ বর, অক্ষয় ধনপ্রাপ্তি পঞ্চম বর, বান্ধবপ্রীতি ষষ্ঠ বর, শরীরের কমনীয়তা সপ্তম বর, এবং সাত হাজার অতিথিকে প্রতিদিন ভোজন দান করা হইল অষ্টম বর। ইহাতে পূর্ব্বাধ্যায়ে ৩৭৩ শ্লোকে বর্ণিত যে ষোড়শ বর ও অষ্ট বরের কথা বলা হইয়াছে। এইভাবে তাহার সঙ্গতি হইবে।

বাসুদেব উবাচ।

এবং দত্ত্বা বরান্ দেবো মম দেবী চ ভারত
অন্তর্হিতঃ ক্ষণে তস্মিন্ সগণো ভীমপূর্ব্বজ ॥ ৯
এতদত্যদ্ভুতং পূর্ব্বং ব্রাহ্মণায়াতিতেজসে।
উপমন্যবে ময়া কৃৎস্নং ব্যাখ্যাতং পার্থিবোত্তম।
নমস্কৃত্বা তু স প্রাহ দেবদেবায় সুব্রত ॥ ১০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ভারত! ভীমসেনের পূর্ব্বজাত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতঃ! এইভাবে মহাদেব ও দেবী পার্ব্বতী আমাকে বরদান করিয়া নিজ গণের সহিত সেই ক্ষণেই অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন ॥ ৯

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই অত্যন্ত অদ্ভুত বৃত্তান্ত আমি প্রথমে মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ উপমন্যুকে পূর্ণরূপে বলিয়াছিলাম। উত্তম ব্রতপালনকারী নরেশ! উপমন্যু দেবাধিদেব মহাদেবকে প্রণাম করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ১০

উপমন্যুরুবাচ।

নাস্তি শর্ব্বসমো দেবো নাস্তি শর্ব্বসমা গতিঃ।
নাস্তি শর্ব্বসমো দানে নাস্তি শর্ব্বসমো রণে ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি মেঘবাহনপর্ব্বাখ্যানে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

উপমন্যু বলিলেন,—মহাদেবতুল্য কোন দেবতা নাই, মহাদেবের সমান কোন গতি নাই, দানে মহাদেবের সদৃশ কেহই নাই এবং যুদ্ধেও ভগবান্ শঙ্করের সমানতাকারী আর কেহই নাই ॥ ১১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে মেঘবাহনপর্ব্বের আখ্যান-বিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[উপমন্যু-শ্রীকৃষ্ণসংবাদঃ—মহাত্ম-তণ্ডিনা কৃতা মহাদেবস্য স্তুতি, প্রার্থনা তৎফলবর্ণনঞ্চ]

উপমন্যুরুবাচ।

ঋষিরাসীৎ কৃতে তাত তণ্ডিরিত্যেব বিশ্রুতঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি তেন দেবঃ সমাধিনা ॥ ১
আরাধিতোঽভূদ্ ভক্তেন তস্যোদর্কং নিশাময়।
স দৃষ্টবান্ মহাদেবমস্তৌষীচ্চ স্তবৈর্বিভুম্ ॥ ২
ইতি তণ্ডিস্তপোযোগাৎ পরমাত্মানমব্যয়ম্।
চিন্তয়িত্বা মহাত্মানমিদমাহ সুবিস্মিতঃ ॥ ৩
যং পঠন্তি সদা সাংখ্যাশ্চিন্তয়ন্তি চ যোগিনঃ
পরং প্রধানং পুরুষমধিষ্ঠাতারমীশ্বরম্ ॥ ৪
উৎপত্তৌ চ বিনাশে চ কারণঞ্চ যং বিদুর্বুধাঃ
দেবাসুর-মুনীনাঞ্চ পরং যস্মান্ন বিদ্যতে ॥ ৫
অজং তমহমীশানমনাদিনিধনং প্রভুম্।
অত্যন্তসুখিনং দেবমনঘং শরণং ব্রজে ॥ ৬
এবং ব্রুবন্নেব তদা দদর্শ তপসাং নিধিম্।
তমব্যয়মনৌপম্যমচিন্ত্যং শাশ্বতং ধ্রুবম্ ॥ ৭

ষোড়শ অধ্যায়।

[উপমন্যু-শ্রীকৃষ্ণসংবাদ মহাত্মা তণ্ডিকর্ত্তৃক কথিত মহাদেবের স্তুতি, প্রার্থনা ও তাহার ফল বর্ণন।]

উপমন্যু বলিলেন,—তাত! সত্যযুগে তণ্ডিনামে বিখ্যাত এক ঋষি ছিলেন। ইনি ভক্তিভাবে ধ্যানের দ্বারা দশ হাজার বর্ষ কাল মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি যে ফললাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। তিনি মহাদেবের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং স্তোত্রের দ্বারা সেই প্রভুর স্তব করিয়াছিলেন ॥ ১-২

এইভাবে তণ্ডি তপস্যায় নিরত হইয়া অবিনাশী পরমাত্মা শিবকে চিন্তা করত অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥৩

সাংখ্যশাস্ত্রের বিদ্বান্‌গণ যাঁহাকে পর, প্রধান, পুরুষ, অধিষ্ঠাতা ও ঈশ্বর বলিয়া সর্ব্বদা গুণগান করেন, যোগিগণ যাঁহার চিন্তায় নিরত থাকেন, বিদ্বান্ পুরুষেরা যাঁহাকে জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ বলিয়া জানেন, দেবতা, অসুর এবং মুনিগণও যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অন্য কাহাকেও জানেন না, সেই অজন্মা, অনাদি, অনন্ত, অত্যন্ত সুখী ও প্রভাবশালী মহাদেবের আমি শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৪-৬

এইরূপ বলিয়াই তণ্ডি সেই তপোনিধি, অবিকারী, অনুপম অচিন্ত্য, শাশ্বত, ধ্রুব, নিষ্কল, সকল, নির্গুণ এবং সগুণ ব্রহ্মের

নিষ্কলং সকলং ব্রহ্ম নির্গুণং গুণগোচরম্।
যোগিনাং পরমানন্দমক্ষরং মোক্ষসংজ্ঞিতম্ ॥ ৮
মনোরিন্দ্রাগ্নিমরুতাং বিশ্বস্য ব্রহ্মণো গতিম্।
অগ্রাহ্যমচলং শুদ্ধং বুদ্ধিগ্রাহ্যং মনোময়ম্ ॥ ৯
দুর্বিজ্ঞেয়মসংখ্যেয়ং দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ।
যোনিং বিশ্বস্য জগতস্তমসঃ পরতঃ পরম্ ॥ ১০
যঃ প্রাণবন্তমাত্মানং জ্যোতির্জীবস্থিতং মনঃ।
তং দেবং দর্শনাকাঙ্ক্ষী বহূন্ বর্ষগণানৃষিঃ ॥ ১১
তপস্যুগ্রে স্থিতো ভূত্বা দৃষ্ট্বা তুষ্টাব চেশ্বরম্।
তণ্ডিরুবাচ।
পবিত্রাণাং পবিত্রস্ত্বং গতির্গতিমতাং বরঃ ॥ ১২
অত্যুগ্রং তেজসাং তেজস্তপসাং পরমং তপঃ।
বিশ্বাবসু-হিরণ্যাক্ষ-পুরুহূতনমস্কৃতঃ ॥ ১৩
ভূরিকল্যাণদ বিভো পরং সত্যং নমোঽস্তু তে।
জাতীমরণভীরূণাং যতীনাং যততাং বিভো ॥ ১৪
নির্বাণদ সহস্রাংশো নমস্তেঽস্তু সুখাশ্রয়।
ব্রহ্মা শতক্রতুর্বিষ্ণুর্বিশ্বেদেবা মহর্ষয়ঃ ॥ ১৫
ন বিদুস্ত্বাং তু তত্ত্বেন কুতো বেৎস্যামহে বয়ম্।
ত্বত্তঃ প্রবর্ততে সর্বং ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৬
কালাখ্যঃ পুরুষাখ্যশ্চ ব্রহ্মাখ্যশ্চ ত্বমেব হি।
তনবস্তে স্মৃতাস্তিস্রঃ পুরাণজ্ঞৈঃ সুরর্ষিভিঃ ॥ ১৭
অধিপৌরুষমধ্যাত্মমধিভূতাধিদৈবতম্।
অধিলোকাধিবিজ্ঞানমধিযজ্ঞস্ত্বমেব হি ॥ ১৮
ত্বাং বিদিত্বাত্মদেহস্থং দুর্বিদং দৈবতৈরপি
বিদ্বাংসো যান্তি নির্মুক্তাঃ পরং ভাবমনাময়ম্ ॥ ১৯
অনিচ্ছতস্তব বিভো জন্মমৃত্যুরনেকতঃ।
দ্বারং তু স্বর্গমোক্ষাণামাক্ষেপ্তা ত্বং দদাসি চ ॥ ২০

দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, যিনি যোগিগণের পরমানন্দস্বরূপ অবিনাশী ও মোক্ষস্বরূপ। ৭-৮

ইনিই বহু, ইন্দ্র, অগ্নি, মরুদ্গণ, সম্পূর্ণ বিশ্ব ও ব্রহ্মার গতি। মন এবং ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা ইঁহাকে গ্রহণ করা যায় না। তিনি অগ্রাহ্য, অচল, বুদ্ধির দ্বারা অনুভব করিবার যোগ্য ও মনোময়। ৯

তাঁহার জ্ঞানলাভ করা অত্যন্ত কঠিন, তিনি অসংখ্যেয়। যাহারা নিজেদের অন্তঃকরণকে পবিত্র ও বশীভূত করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে ইনি সর্বথা দুর্লভ। অজ্ঞানময় অন্ধকারের পরে তিনি অবস্থিত। ১০

যে দেবতা নিজেকে প্রাণবান্—জীবস্বরূপ করিয়া উহাতে মনোময় জ্যোতিরূপে অবস্থিত, তাঁহাকেই দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে তণ্ডিমুনি বহু বর্ষ পর্যন্ত উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার দর্শন লাভ করিলেন, তখন সেই মুনীশ্বর জগদীশ্বর শিবের এই স্তুতি করিলেন। ১১½

তণ্ডি বলিলেন,—সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর! আপনি পবিত্রসকলেরও পরম পবিত্র এবং গতিশীল প্রাণিগণের উত্তম গতি। তেজসমূহের মধ্যে অত্যন্ত উগ্র তেজ ও তপস্যাসকলের মধ্যে উৎকৃষ্ট তপ। ১২½

গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসু, দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ এবং দেবরাজ ইন্দ্রও আপনাকে বন্দনা করেন। সকলকে মহান্ কল্যাণপ্রদানকারী প্রভো! আপনি পরম সত্য! আপনাকে নমস্কার। ১৩½

বিভো! যাঁহারা জন্ম-মরণের ভয়ে ভীত হইয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রযত্ন করেন, সেই যতিগণের নির্বাণ (মোক্ষ) প্রদানকারী আপনিই। আপনিই সহস্র কিরণযুক্ত সূর্য্য হইয়া তাপ দান করেন। সুখের আশ্রয়স্বরূপ মহেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। ১৪½

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বিশ্বেদেব ও মহর্ষিগণও আপনাকে যথার্থরূপে জানিতে পারেন না। আপনার নিকট হইতেই সকলের উৎপত্তি হইয়াছে এবং আপনার মধ্যেই সম্পূর্ণ জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৫-১৬

কাল, পুরুষ ও ব্রহ্ম—এই তিন নামের দ্বারা আপনিই প্রতিপাদিত হন। পুরাণবিৎ দেবর্ষিগণ আপনারই এই তিন রূপ বলিয়া বর্ণনা করেন। ১৭

অধিপৌরুষ, অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈবত, অধিলোক, অধিবিজ্ঞান এবং অধিযজ্ঞ হইলেন আপনিই। ১৮

আপনি দেবগণেরও দুর্জ্ঞেয়। বিদ্বান্ পুরুষগণ আপনাকেই নিজেদের শরীরের মধ্যে অবস্থিত অন্তর্যামী আত্মারূপে জানিয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করত রোগ-শোকরহিত পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হন। ১৯

প্রভো! যদি আপনি স্বয়ংই কৃপা করিয়া জীবগণকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক না হন, তবে তাহারা বারংবার জন্ম ও মৃত্যুবরণ করিতে থাকে। আপনিই স্বর্গ এবং মোক্ষের দ্বার। আপনিই

ত্বং বৈ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ কামঃ ক্রোধস্ত্বমেব চ।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব অধশ্চোর্দ্ধং ত্বমেব হি ॥ ২১

ব্রহ্মা ভবশ্চ বিষ্ণুশ্চ স্কন্দেন্দ্রৌ সবিতা যমঃ।
বরুণেন্দু মনুর্ধাতা বিধাতা ত্বং ধনেশ্বরঃ ॥ ২২

ভূর্বায়ুঃ সলিলাগ্নিশ্চ খং বাগ্‌বুদ্ধিঃ স্থিতির্মতিঃ।
কর্মসত্যানৃতে চোভে ত্বমেবাস্তি চ নাস্তি চ ॥ ২৩

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ প্রকৃতিভ্যঃ পরং ধ্রুবম্।
বিশ্বাবিশ্বপরো ভাবশ্চিন্ত্যাচিন্ত্যস্ত্বমেব হি ॥ ২৪

যচ্চৈতৎ পরমং ব্রহ্ম যচ্চ তৎ পরমং পদম্।
যা গতিঃ সাংখ্যযোগানাং স ভবান্ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৫

নূনমদ্য কৃতার্থাঃ স্ম নূনং প্রাপ্তাঃ সতাং গতিম্।
যাং গতিং প্রার্থয়ন্তীহ জ্ঞাননির্মলবুদ্ধয়ঃ ॥ ২৬

অহো মূঢ়াঃ স্ম সুচিরমিমং কালমচেতসা।
যন্ন বিদ্মঃ পরং দেবং শাশ্বতং যং বিদুর্বুধাঃ ॥ ২৭

সেয়মাসাদিতা সাক্ষাৎ ত্বদ্ভক্তির্জন্মভির্ময়া।
ভক্তানুগ্রহকৃদ্ দেবো যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥ ২৮

দেবাসুর-মুনীনাং তু যচ্চ গুহ্যং সনাতনম্।
গুহায়াং নিহিতং ব্রহ্ম দুর্বিজ্ঞেয়ং মুনেরপি ॥ ২৯

স এষ ভগবান্ দেবঃ সর্বকৃৎ সর্বতোমুখঃ।
সর্বাত্মা সর্বদর্শী চ সর্বগঃ সর্ববেদিতা ॥ ৩০

দেহকৃদ্ দেহভৃদ্ দেহী দেহভুগ্ দেহিনাং গতিঃ
প্রাণকৃদ্ প্রাণভৃৎ প্রাণী প্রাণদঃ প্রাণিনাং গতি ॥৩১

অধ্যাত্মগতিরিষ্টানাং ধ্যায়িনামাত্মবেদিনাম্।
অপুনর্ভবকামানাং যা গতিঃ সোঽয়মীশ্বরঃ ॥ ৩২

অয়ঞ্চ সর্বভূতানাং শুভাশুভগতিপ্রদঃ।
অয়ঞ্চ জন্মমরণে বিদধ্যাৎ সর্বজন্তুষু ॥ ৩৩

অয়ং সংসিদ্ধিকামানাং যো গতিঃ সোঽয়মীশ্বরঃ।
ভূরাদ্যান্ সর্বভুবনানুৎপাদ্য সদিবৌকসঃ।
দধাতি দেবস্তনুভিরষ্টাভির্যো বিভর্তি চ ॥ ৩৪

উহার প্রাপ্তিতেও বাধাস্বরূপ এবং আপনিই এই দুই বস্তু (স্বর্গ ও মোক্ষ) প্রদান করেন। ২০

আপনি স্বর্গ ও মোক্ষ। আপনিই কাম ও ক্রোধ এবং আপনিই সত্ত্ব, রজ, তম, অধোলোক ও উর্দ্ধলোক। ২১

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্কন্দ, ইন্দ্র, সূর্য্য, যম, বরুণ, চন্দ্র, মনু, ধাতা, বিধাতা ও ধনাধ্যক্ষ কুবেরও আপনিই। ২২

পৃথিবী, বায়ু, জল, অগ্নি, আকাশ, বাণী, বুদ্ধি, স্থিতি, মতি, কর্ম্ম, সত্য, অসত্য এবং অস্তি ও নাস্তিক আপনিই। ২৩

আপনিই নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের এবং তাহাদের রূপাদি বিষয়সমূহ। আপনিই প্রকৃতি হইতেও পরে স্থিত নিশ্চল ও অবিনাশী তত্ত্ব। আপনি বিশ্ব এবং অবিশ্ব—এই উভয়ের পরে বিলক্ষণ ভাব ও আপনিই চিন্ত্য এবং অচিন্ত্যস্বরূপ। ২৪

যাহা এই পরমব্রহ্ম, যাহা এই পরমপদ এবং যাহা সাংখ্যবিৎ ও যোগিগণের গতি, এ সবই আপনি—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২৫

জ্ঞানের দ্বারা নির্ম্মল বুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানী পুরুষগণ এ জগতে যে গতি লাভ করিতে অভিলাষ করেন, সৎপুরুষদিগের সেই গতি আমি নিশ্চিতরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব আজ আমি নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইয়া যাইলাম। ২৬

অহো! আমি অজ্ঞানতাবশতঃ এত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মোহে পতিত ছিলাম; জ্ঞানী পুরুষগণ যাহাকে জানেন, সেই সনাতন পরম দেবকে আমি আজ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। ২৭

এখন অনেক জন্মের প্রযত্নবলে আমি এই সাক্ষাৎ আপনার ভক্তি লাভ করিয়াছি। আপনিই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহকারী মহান্ দেবতা, যাঁহাকে জানিয়া জ্ঞানী পুরুষেরা মোক্ষপ্রাপ্ত হন। ২৮

যে সনাতন ব্রহ্ম দেবতা, অসুর ও মুনিগণেরও গুহ্যবিষয়, যিনি হৃদয়গুহায় বিরাজিত থাকিয়া মনস্বী মুনিগণেরও দুর্বিজ্ঞেয়, এই সেই ভগবান্। ইনিই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা দেবতা। ইঁহার সর্ব্বদিকেই মুখ। ইনিই সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ। ২৯-৩০

আপনি দেহের সৃষ্টিকর্ত্তা ও দেহধারী, সেইজন্য আপনাকে দেহী বলা হয়। আপনি দেহের ভোক্তা ও দেহধারিগণের পরম গতি। আপনি প্রাণের উৎপাদক, প্রাণধারী, প্রাণী, প্রাণদাতা এবং প্রাণিগণের গতি। ৩১

ধ্যানপরায়ণ প্রিয় ভক্তদিগের যে অধ্যাত্মগতি এবং পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক আত্মজ্ঞানী পুরুষগণের যে গতি বলা হইয়াছে, তিনিই এই ঈশ্বর। ৩২

ইনিই সমস্ত প্রাণিগণের শুভ ও অশুভ গতি প্রদানকারী। ইনিই সকল প্রাণীকে জন্ম এবং মৃত্যু প্রদান করিয়া থাকেন। ৩৩

অতঃ প্রবর্ত্ততে সর্বমস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
অস্মিংশ্চ প্রলয়ং যাতি অয়মেকঃ সনাতনঃ ॥ ৩৫
অয়ং স সত্যকামানাং সত্যলোকঃ পরং সতাম্ ।
অপবর্গশ্চ মুক্তানাং কৈবল্যং চাত্মবেদিনাম্ ॥ ৩৬
অয়ং ব্রহ্মাদিভিঃ সিদ্ধৈর্গুহায়াং গোপিতঃ প্রভুঃ ।
দেবাসুরমনুষ্যাণামপ্রকাশো ভবেদিতি ॥ ৩৭
তং ত্বাং দেবাসুর-নরাস্তত্ত্বেন ন বিদুর্ভবম্ ।
মোহিতাঃ খল্বনেনৈব হৃদিস্থেনাপ্রকাশিনা ॥ ৩৮
যে চৈনং প্রতিপদ্যন্তে ভক্তিযোগেন ভাবিতাঃ ।
তেষামেবাত্মনাঽঽত্মানং দর্শয়ত্যেষ হৃচ্ছয়ঃ ॥ ৩৯
যং জ্ঞাত্বা ন পুনর্জন্ম মরণং চাপি বিদ্যতে ।
যং বিদিত্বা পরং বেদ্যং বেদিতব্যং ন বিদ্যতে ॥ ৪০
যং লব্ধ্বা পরমং লাভং নাধিকং মন্যতে বুধঃ ।
যাং সূক্ষ্মাং পরমাং প্রাপ্তিং গচ্ছন্নব্যয়মক্ষয়ম্ ॥ ৪১
যং সাংখ্যা গুণতত্ত্বজ্ঞাঃ সাংখ্যশাস্ত্রবিশারদাঃ
সূক্ষ্মজ্ঞানতরাঃ সূক্ষ্মং জ্ঞাত্বা মুচ্যন্তি বন্ধনৈঃ ॥ ৪২
যঞ্চ বেদবিদো বেদ্যং বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতম্ ।
প্রাণায়ামপরা নিত্যং যং বিশন্তি জপন্তি চ ॥ ৪৩
ওঙ্কাররথমারুহ্য তে বিশন্তি মহেশ্বরম্ ।
অয়ং স দেবযানানামাদিত্যো দ্বারমুচ্যতে ॥ ৪৪
অয়ঞ্চ পিতৃযানানাং চন্দ্রমা দ্বারমুচ্যতে ।
এষ কাষ্ঠা দিশশ্চৈব সংবৎসরযুগাদি চ ॥ ৪৫
দিব্যাদিব্যঃ পরো লাভ অয়নে দক্ষিণোত্তরে ।
এনং প্রজাপতিঃ পূর্বমারাধ্য বহুভিঃ স্তবৈঃ ॥ ৪৬
প্রজার্থং বরয়ামাস নীললোহিতসংজ্ঞিতম্ ।
ঋগ্‌ভির্যমনুশাসন্তি তত্ত্বে কর্মণি বহ্বৃচাঃ ॥ ৪৭

সংসিদ্ধি (মুক্তি)-কামী পুরুষগণের যে পরম গতি, তাহাই ঈশ্বর। দেবগণের সহিত ভূ আদি সমস্ত লোককে উৎপন্ন করিয়া এই মহাদেবই (পৃথ্বী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র, যজমান—এই) নিজের অষ্টমূর্ত্তির দ্বারা তাহাদের ধারণ এবং পোষণ করেন। ৩৪

ইঁহা হইতেই সকলের উৎপত্তি হয় এবং ইঁহাতেই সকল জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, আবার ইঁহাতেই সেই সবের লয় হয়; কারণ, ইনিই একমাত্র সনাতন পুরুষগণের সর্বোত্তম সত্যলোক। ইনি মুক্ত পুরুষগণের অপবর্গ (মোক্ষ) এবং আত্মজ্ঞানীদিগের কৈবল্য ধাম। ৩৫-৩৬

দেবতা,-অসুর ও মনুষ্যগণের নিকট ইনি যাহাতে অপ্রকাশ থাকেন, সেইজন্য ব্রহ্মাদিসিদ্ধ পুরুষবৃন্দ এই পরমেশ্বরকে নিজেদের হৃদয়গুহায় লুকাইয়া রাখিয়াছেন ॥ ৩৭

হৃদয়গুহায় গূঢ় ভাবে থাকিয়া অপ্রকাশিত এই পরমাত্মদেব সকলকে নিজের মায়ায় মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই জন্য দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণ মহাদেব আপনাকে যথার্থভাবে জানিতে পারেন না ॥ ৩৮

যাঁহারা ভক্তিযোগের দ্বারা ভাবিত হইয়া এই পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকেই এই হৃদয়-মন্দিরে শয়নকারী ভগবান্ স্বয়ং দর্শনদান করিয়া থাকেন ॥ ৩৯

যাঁহাকে জানিয়া পুনর্জন্ম ও মৃত্যু আর থাকেনা এবং যাঁহাকে জানিতে পারিলে অন্য কোন উৎকৃষ্ট জ্ঞেয় তত্ত্ব জানিবার আর অবশিষ্ট থাকে না, যাঁহাকে লাভ করিলে পর বিদ্বান্ পুরুষ অন্য কোন শ্রেষ্ঠ লাভকেও তাঁহা হইতে অধিক বলিয়া মনে করেন না, যে সূক্ষ্ম পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানী পুরুষ হ্রাস ও নাশরহিত পরমপদ প্রাপ্ত হন, সত্ত্বাদি তিন গুণ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বজ্ঞানী, সাংখ্যজ্ঞান-নিপুণ সাংখ্যযোগী বিদ্বান্ পুরুষ যে সূক্ষ্ম তত্ত্বকে জানিয়া সেই সূক্ষ্ম-জ্ঞানরূপী নৌকার দ্বারা সংসার-সমুদ্র হইতে পার হইয়া যান এবং সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হন, প্রাণায়াম পরায়ণ পুরুষ বেদবিদ্‌গণের জানিবার যোগ্য ও বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত যে নিত্য তত্ত্বের ধ্যান এবং জপ করেন ও তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হন, তিনিই সেই মহেশ্বর। ওঙ্কাররূপী রথে আরোহণ করিয়া সেই সিদ্ধ পুরুষগণ ইঁহার মধ্যেই প্রবেশ করেন। ইনিই দেবযানের দ্বার-স্বরূপ সূর্য্য বলিয়া অভিহিত হন। ৪০-৪৪

ইনিই পিতৃযান-মার্গের দ্বার চন্দ্র বলিয়া কথিত হন। কাষ্ঠা, দিকসমূহ, সংবৎসর ও যুগাদিও ইনিই। দিব্য লাভ (দেবলোকের সুখ), অদিব্য লাভ (এই মর্ত্ত্যলোকের সুখ), পরম লাভ (মোক্ষ), উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়নও ইনিই। ৪৫½

পুরাকালে প্রজাপতি নানাপ্রকার স্তোত্রের দ্বারা এই নীল-লোহিত নামধারী ভগবানের আরাধনা করিয়া প্রজাগণের সৃষ্টির জন্য বরলাভ করিয়াছিলেন। ৪৬½

ঋগবেদে অভিজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ তত্ত্বময় যজ্ঞকর্মে ঋগ্‌বেদের মন্ত্রসমূহের দ্বারা যাঁহার মহিমা গান করেন, যজুর্বেদবিদ্ দ্বিজগণ যজ্ঞে যজুর্মন্ত্রসকলের দ্বারা দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয়—এই

যজুর্ভির্যং ত্রিধা বেদ্যং জুহ্বত্যধ্বর্যবোঽধ্বরে।
সামভির্যঞ্চ গায়ন্তি সামগাঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪৮
ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম স্তুবন্ত্যাথর্বণা দ্বিজাঃ।
যজ্ঞস্য পরমা যোনিঃ পতিশ্চায়ং পরঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৯
রাত্র্যহঃ শ্রোত্রনয়নঃ পক্ষমাসশিরোভুজঃ।
ঋতুবীর্য্যস্তপোধৈর্য্যো হ্যব্দগুহ্যোরুপাদবান্ ॥ ৫০
মৃত্যুর্যমো হুতাশশ্চ কালঃ সংহারবেগবান্।
কালস্য পরমা যোনিঃ কালশ্চায়ং সনাতনঃ ॥ ৫১
চন্দ্রাদিত্যৌ সনক্ষত্রৌ গ্রহাশ্চ সহ বায়ুনা।
ধ্রুবঃ সপ্তর্ষয়শ্চৈব ভুবনাঃ সপ্ত এব চ ॥ ৫২
প্রধানং মহদব্যক্তং বিশেষান্তং স বৈকৃতম্।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যান্তং ভূতাদি সদসচ্চ যৎ ॥৫৩
অষ্টৌ প্রকৃতয়শ্চৈব প্রকৃতিভ্যশ্চ যঃ পরঃ।
অস্য দেবস্য যদ্ ভাগং কৃৎস্নং সম্পরিবর্ত্ততে ॥ ৫৪
এতৎ পরমমানন্দং যৎ তচ্ছাশ্বতমেব চ।
এষা গতির্বিরক্তানামেষ ভাবঃ পরঃ সতাম্ ॥ ৫৫
এতৎ পদমনুদ্বিগ্নমেতদ্ ব্রহ্ম সনাতনম্।
শাস্ত্রবেদাঙ্গবিদুষামেতদ্ ধ্যানং পরং পদম্ ॥ ৫৬
ইয়ং সা পরমা কাষ্ঠা ইয়ং সা পরমা কলা।
ইয়ং সা পরমা সিদ্ধিরিয়ং সা পরমা গতিঃ ॥ ৫৭
ইয়ং সা পরমা শান্তিরিয়ং সা নির্বৃতিঃ পরা।
যং প্রাপ্য কৃতকৃত্যা স্ম ইত্যমন্যন্ত যোগিনঃ ॥ ৫৮
ইয়ং তুষ্টিরিয়ং সিদ্ধিরিয়ং শ্রুতিরিয়ং স্মৃতিঃ।
অধ্যাত্মগতিরিষ্টানাং বিদুষাং প্রাপ্তিরব্যয়া ॥ ৫৯
যজতাং কামযানানাং মখৈর্বিপুলদক্ষিণৈঃ।
যা গতির্যজ্ঞশীলানাং সা গতিস্ত্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৬০
সম্যগ্ যোগজপৈঃ শান্তিনিয়মৈর্দেহতাপনৈঃ।
তপ্যতাং যা গতির্দেব পরমা সা গতির্ভবান্ ॥ ৬১
কর্মন্যাসকৃতানাঞ্চ বিরক্তানাং ততস্ততঃ।
যা গতির্ব্রহ্মসদনে সা গতিস্ত্বং সনাতন ॥ ৬২

ত্রিবিধরূপে জানিবার যোগ্য যে মহাদেবের উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়া থাকেন এবং শুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত সামগানকারী বিদ্বান্ পুরুষগণ সামমন্ত্রসমূহের দ্বারা যাঁহার স্তুতি করেন, অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণগণ ঋত, সত্য ও পরব্রহ্মনামে যাঁহার স্তুতি করিয়া থাকেন, যিনি যজ্ঞের পরম কারণ, সেই এই পরমেশ্বর সমস্ত যজ্ঞের পরম পতি বলিয়া কথিত হন। ৪৭-৪৯

রাত্রি ও দিন ইঁহার কর্ণ এবং নেত্র, পক্ষ ও মাস ইঁহার মস্তক এবং বাহু, ঋতু বীর্য্য, তপস্যা ধৈর্য্য এবং বর্ষ গুহ্য ইন্দ্রিয়, ঊরু ও পদ। ৫০

মৃত্যু, যম, অগ্নি, সংহারের জন্য বেগশালী কাল, কালের পরম কারণ এবং সনাতন কালও—এই মহাদেবই। ৫১

চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, বায়ু, ধ্রুব, সপ্তর্ষি, সপ্ত ভুবন, মূল প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া কীট পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ জগৎ, ভূতাদি, সৎ ও অসৎ অষ্ট প্রকৃতি এবং প্রকৃতিরও পরে যে পুরুষ, এই সব রূপেই এই মহাদেবই বিরাজমান আছেন। ৫২-৫৩½

এই মহাদেবের অংশভূত যে সম্পূর্ণ জগৎ চক্রের ন্যায় নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাও এই মহাদেবই। ইনি পরমানন্দ স্বরূপ। যিনি শাশ্বত ব্রহ্ম, তিনিও ইনিই। ইনিই বিরক্তগণের গতি এবং ইনিই সৎপুরুষগণের পরম ভাব। ৫৪-৫৫

ইনিই উদ্বেগরহিত পরম পদ। ইনিই সনাতন ব্রহ্ম। শাস্ত্র ও বেদাঙ্গসমূহে অভিজ্ঞ পুরুষগণের পক্ষে ইনিই ধ্যান করিবার যোগ্য পরম পদ। ৫৬

ইনিই সেই পরা কাষ্ঠা ; ইনিই সেই পরম কলা, ইনিই সেই পরম সিদ্ধি, ইনিই সেই পরম গতি, ইনিই সেই পরম শান্তি এবং ইনি সেই পরম আনন্দ, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণ নিজেদের কৃতকৃত্য বলিয়া মনে করেন। ৫৭-৫৮

এই তুষ্টি, এই সিদ্ধি, এই শ্রুতি, এই স্মৃতি, ভক্তগণের এই অধ্যাত্মগতি এবং জ্ঞানী পুরুষগণের এই অক্ষয় প্রাপ্তি (পুনরাবৃত্তি-রহিত মোক্ষলাভ) আপনিই। ৫৯

প্রচুর দক্ষিণাবিশিষ্ট যজ্ঞসমূহের দ্বারা সকামভাবে যজনকারী যজমানগণের যে গতি লাভ হয়, সেই গতি আপনিই ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৬০

দেব! উত্তম যোগ-জপ এবং শরীর শুষ্ককারী নিয়মসমূহের দ্বারা যে শান্তি লাভ হয় ও তপস্যাকারী পুরুষগণের যে দিব্য গতি প্রাপ্তি হয়, সেই পরম গতি আপনিই। ৬১

সনাতন দেব! কর্মসন্ন্যাসিগণের ও বিরক্তদিগের ব্রহ্ম-লোকে যে উত্তম গতি লাভ হয়, তাহা আপনিই। ৬২

অপুনর্ভবকামানাং বৈরাগ্যে বর্ত্ততাঞ্চ যা।
প্রকৃতীনাং লয়ানাঞ্চ সা গতিত্ত্বং সনাতন ॥ ৬৩
জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্তানাং নিরুপাখ্যা নিরঞ্জনা।
কৈবল্যা যা গতির্দেব পরমা সা গতির্ভবান্ ॥ ৬৪
বেদশাস্ত্রপুরাণোক্তাঃ পঞ্চৈতা গতয়ঃ স্মৃতাঃ।
ত্বৎপ্রসাদাদ্ধি লভ্যন্তে ন লভ্যন্তেঽন্যথা বিভো ॥ ৬৫
ইতি তণ্ডিস্তপোরাশিস্তুষ্টাবেশানমাত্মনা।
জগৌ চ পরমং ব্রহ্ম যৎ পুরা লোককৃজ্জগৌ ॥ ৬৬

উপমন্যুরুবাচ।

এবং স্তুতো মহাদেবস্তণ্ডিনা ব্রহ্মবাদিনা
উবাচ ভগবান্ দেব উময়া সহিতঃ প্রভুঃ ॥ ৬৭
ব্রহ্মা শতক্রতুর্বিষ্ণুর্বিশ্বেদেবা মহর্ষয়ঃ।
ন বিদুস্ত্বামিতি ততস্তুষ্টঃ প্রোবাচ তং শিবঃ ॥ ৬৮

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষয়শ্চাব্যয়শ্চৈব ভবিতা দুঃখবর্জ্জিতঃ।
যশস্বী তেজসা যুক্তো দিব্যজ্ঞানসমন্বিতঃ ॥ ৬৯
ঋষীণামভিগম্যশ্চ সূত্রকর্ত্তা সুতস্তব।
মৎপ্রসাদাদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৭০
কং বা কামং দদাম্যদ্য ব্রূহি যদ্ বৎস কাঙ্ক্ষসে।
প্রাঞ্জলিঃ স উবাচেদং ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে ॥ ৭১

উপমন্যুরুবাচ।

এতান্ দত্ত্বা বরান্ দেবো বন্দ্যমানঃ সুরর্ষিভিঃ।
স্তূয়মানশ্চ বিবুধৈস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৭২
অন্তর্হিতে ভগবতি সানুগে যাদবেশ্বর।
ঋষিরাশ্রমমাগম্য মমৈতৎ প্রোক্তবানিহ ॥ ৭৩
যানি চ প্রথিতান্যাদৌ তণ্ডিরাখ্যাতবান্ মম।
নামানি মানবশ্রেষ্ঠ তানি ত্বং শৃণু সিদ্ধয়ে ॥ ৭৪
দশনামসহস্রাণি দেবেষ্বাহ পিতামহঃ।
শর্বস্য শাস্ত্রেষু তথা দশনামশতানি চ ॥৭৫

সনাতন পরমেশ্বর! যাঁহারা মোক্ষের ইচ্ছা রাখিয়া বৈরাগ্য-পথে গমন করেন এবং যাঁহারা প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের যে গতি লাভ হয়, তাহা আপনিই। ৬৩

দেব! জ্ঞান ও বিজ্ঞানযুক্ত পুরুষগণের সারূপ্যাদি নাম-রহিত, নিরঞ্জন ও কৈবল্য রূপ যে পরম গতি প্রাপ্তি হয়, তাহাও আপনিই। ৬৪

প্রভো! বেদ, শাস্ত্র ও পুরাণসমূহে যে এই পঞ্চগতির কথা বলা হইয়াছে, এ সবই আপনার কৃপায় লাভ হয়, অন্যথা হয় না। ৬৫

এইরূপ তপস্যার নিধিরূপী তণ্ডি নিজের মনের দ্বারা মহাদেবের স্তুতি করিলেন এবং পুরাকালে ব্রহ্মা যে পরমব্রহ্ম-স্বরূপ স্তোত্রের গান করিয়াছিলেন, উহাই স্বয়ংও গান করিলেন। ৬৬

উপমন্যু বলিলেন,—ব্রহ্মবাদী তণ্ডি এই ভাবে স্তুতি করিলে পর প্রভাবশালী ভগবান্ মহাদেব পার্ব্বতীসহ তাঁহাকে বলিলেন। ৬৭

তণ্ডি স্তুতি করিতে করিতে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বিশ্বেদেব ও মহর্ষিগণও আপনাকে যথার্থরূপে জানেন না', ইহার দ্বারা ভগবান্ শঙ্কর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন। ৬৮

শ্রীভগবান্ শঙ্কর বলিলেন,—ব্রহ্মন্! তুমি অক্ষয়, অবিকারী, দুঃখরহিত, যশস্বী, তেজস্বী এবং দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন হইবে। ৬৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার কৃপায় তুমি এক বিদ্বান্ পুত্র লাভ করিবে, যাঁহার নিকটে ঋষিরাও শিক্ষাগ্রহণের জন্য গমন করিবেন। সে কল্পসূত্র নির্মাণ করিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। বৎস! বল, তুমি কি কামনা কর? এখন আমি তোমার কোন্ মনোবাঞ্ছিত বর প্রদান করিব? ১০½

তখন তণ্ডি কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—প্রভো! আপনার চরণারবিন্দে আমার সুদৃঢ় ভক্তি হউক। ৭১

উপমন্যু বলিলেন,—দেবর্ষিগণের দ্বারা বন্দিত এবং দেবতা-দিগের দ্বারা প্রশংসিত হইতে হইতে মহাদেব সেই বরদান করত সেখানেই অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ৭২

যাদবেশ্বর! যখন পার্ষদগণের সহিত ভগবান্ শঙ্কর অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন, তখন ঋষি আমার আশ্রমে আসিয়া এখানে আমাকে এই সব কথা বলিয়াছিলেন। ৭৩

মানবশ্রেষ্ঠ! তণ্ডিমুনি যে আদিকালের প্রসিদ্ধ নামসমূহ আমার সম্মুখে বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেই সব তুমি শ্রবণ কর। সেই নামসকল সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। ৭৪

পিতামহ ব্রহ্মা পুরাকালে দেবতাগণের নিকট মহাদেবের

গুহ্যানীমানি নামানি তণ্ডির্ভগবতোঽচ্যুত।
দেবপ্রসাদাদ্ দেবেশঃ পুরা প্রাহ মহাত্মনে ॥ ৭৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি মেঘবাহনপর্বাখ্যানে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

... দশ হাজার নাম বলিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রসমূহেও তাঁহার সহস্র নাম বর্ণিত আছে। ৭৫

অচ্যুত! পূর্ব্বে দেবেশ্বর ব্রহ্মা মহাদেবের কৃপায় মহাত্মা তণ্ডির নিকট যে সব নাম বর্ণনা করিয়াছিলেন, মহর্ষি তণ্ডি ভগবান্ মহাদেবের সেই গোপনীয় নামসমূহ আমার সম্মুখে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। ৭৬

শ্রীমমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে মেঘবাহনপর্ব্বের আখ্যান-বিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[শিব সহস্রনামস্তোত্রম্, তৎপাঠফলবর্ণনঞ্চ।]

বাসুদেব উবাচ।

ততঃ স প্রযতো ভূত্বা মম তাত যুধিষ্ঠির।
প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ বিপ্রর্ষির্নামসংগ্রহমাদিতঃ ॥ ১

উপমন্যুরুবাচ।

ব্রহ্মপ্রোক্তৈর্ঋষিপ্রোক্তৈর্বেদবেদাঙ্গসম্ভবৈঃ।
সর্বলোকেষু বিখ্যাতং স্তুত্যং স্তোষ্যামি নামভিঃ ॥ ২
মহদ্ভির্বিহিতৈঃ সত্যৈঃ সিদ্ধৈঃ সর্বার্থসাধকৈঃ।
ঋষিণা তণ্ডিনা ভক্ত্যা কৃতৈর্বেদকৃতাত্মনা ॥ ৩
যথোক্তৈঃ সাধুভিঃ খ্যাতৈর্মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
প্রবরং প্রথমং স্বর্গ্যং সর্বভূতহিতং শুভম্ ॥ ৪
শ্রুতৈঃ সর্বত্র জগতি ব্রহ্মলোকাবতারিতৈঃ।
সত্যৈস্তৎ পরমং ব্রহ্ম ব্রহ্মপ্রোক্তং সনাতনম্ ॥ ৫
বক্ষ্যে যদুকুলশ্রেষ্ঠ শৃণুষ্বাবহিতো মম।
বরয়ৈনং ভবং দেবং ভক্তস্ত্বং পরমেশ্বরম্ ॥ ৬
তেন তে শ্রাবয়িষ্যামি যৎ তদ্ ব্রহ্ম সনাতনম্।
ন শক্যং বিস্তরাৎ কৃৎস্নং বক্তুং সর্বস্য কেনচিৎ ॥ ৭
যুক্তেনাপি বিভূতীনামপি বর্ষশতৈরপি।
যস্যাদির্মধ্যমন্তঞ্চ সুরৈরপি ন গম্যতে ॥ ৮

সপ্তদশ অধ্যায়।

[শিব-সহস্রনাম স্তোত্র ও তাহার পাঠের ফল বর্ণন।]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—তাত যুধিষ্ঠির! তদনন্তর ব্রহ্মর্ষি উপমন্যু মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে একাগ্র করত পবিত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া আমার সম্মুখে সেই নাম-সংগ্রহ আদি হইতেই বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১

উপমন্যু বলিলেন,—আমি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক কথিত, ঋষিগণের দ্বারা বর্ণিত এবং বেদ-বেদাঙ্গ হইতে উদ্ধৃত নামসমূহের দ্বারা সর্ব্বলোকবিখ্যাত ও স্তুতিযোগ্য ভগবান্ মহেশ্বরের স্তুতি করিব। ২

এই সব নামের আবিষ্কার মহাপুরুষগণ করিয়াছেন এবং বেদ-সকলে স্তবচিত হইয়া স্থিত মহর্ষি তণ্ডি ভক্তি সহকারে ইঁহাদের সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই জন্য এই সব নামই সত্য, সিদ্ধ ও সমস্ত মনোরথের সাধক। বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ এবং তত্ত্বদর্শী মুনিগণ এই সব নাম যথাযথরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। মহর্ষি তণ্ডি ব্রহ্মলোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে এই সব নাম সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন; সেই কারণে এই সত্যনাম সকল সম্পূর্ণ জগতে সমাদরের সহিত শ্রুত হইয়াছে। যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ! ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিত এই সনাতন শিবস্তোত্র অন্য সমস্ত স্তোত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বেদময়। সকল স্তোত্রের মধ্যে ইঁহার স্থান প্রথম। ইনি স্বর্গ প্রাপ্তি কারক, সমস্ত ভূতগণের হিতকর ও শুভকারী। আমি ইঁহাকে তোমার নিকট বর্ণনা করিব। তুমি সাবধান হইয়া আমার নিকট হইতে তাঁহাকে শ্রবণ কর। তুমি পরমেশ্বর মহাদেবের ভক্ত, অতএব এই শিব-স্বরূপ স্তোত্রকে বরণ কর। ৩-৬

শিব-ভক্ত বলিয়া আমি এই সনাতন বেদস্বরূপ স্তোত্র তোমাকে শুনাইব। মহাদেবের এই সম্পূর্ণ নামসকলের পূর্ণ-রূপে বিস্তার সহকারে বর্ণনা ত' কেহই করিতে পারেন না। কোন ব্যক্তি যোগযুক্ত হইলে পরও ভগবান্ শিবের বিভূতি-সমূহ শত বর্ষেও বর্ণনা করিতে সমর্থ হন না। মাধব! যাঁহার আদি, অন্ত ও মধ্যের পরিচয় দেবতারাও পান না, তাঁহার গুণ-সমূহের পূর্ণরূপে বর্ণনা কে করিতে পারে? ৭-৮

কস্তস্য শক্নুয়াদ্ বক্তুং গুণান্ কার্ৎস্ন্যেন মাধব।
কিং তু দেবস্য মহতঃ সংক্ষিপ্তার্থপদাক্ষরম্ ॥৯
শক্তিতশ্চরিতং বক্ষ্যে প্রসাদাৎ তস্য ধীমতঃ।
অপ্রাপ্য তু ততোঽনুজ্ঞাং ন শক্যঃ স্তোতুমীশ্বরঃ ॥১০
যদা তেনাভ্যনুজ্ঞাতঃ স্তুতো বৈ স তদা ময়া।
অনাদিনিধনস্যাহং জগদ্‌যোনের্মহাত্মনঃ ॥ ১১
নাম্নাং কিঞ্চিৎ সমুদ্দেশং বক্ষ্যাম্যব্যক্তযোনিনঃ।
বরদস্য বরেণ্যস্য বিশ্বরূপস্য ধীমতঃ ॥ ১২
শৃণু নাম্নাং চয়ং কৃষ্ণ যদুক্তং পদ্মযোনিনা।
দশনামসহস্রাণি যান্যাহ প্রপিতামহঃ ॥ ১৩
তানি নির্মথ্য মনসা দধ্নো ঘৃতমিবোদ্ধৃতম্।
গিরেঃ সারং যথা হেম পুষ্পসারং যথা মধু ॥ ১৪
ঘৃতাৎ সারং যথা মণ্ডস্তথৈতৎ সারমুদ্ধৃতম্।
সর্বপাপাপহমিদং চতুর্বেদসমন্বিতম্ ॥ ১৫
প্রযত্নেনাধিগন্তব্যং ধার্য্যঞ্চ প্রযতাত্মনা।
মাঙ্গল্যং পৌষ্টিকং চৈব রক্ষোঘ্নং পাবনং মহৎ ॥ ১৬
ইদং ভক্তায় দাতব্যং শ্রদ্দধানাস্তিকায় চ।
নাশ্রদ্দধানরূপায় নাস্তিকায়াজিতাত্মনে ॥ ১৭
যশ্চাভ্যসূয়তে দেবং কারণাত্মানমীশ্বরম্।
স কৃষ্ণ নরকং যাতি সহ পূর্বৈঃ সহাত্মজৈঃ ॥ ১৮
ইদং ধ্যানমিদং যোগমিদং ধ্যেয়মনুত্তমম্।
ইদং জপ্যমিদং জ্ঞানং রহস্যমিদমুত্তমম্ ॥ ১৯
যং জ্ঞাত্বা অন্তকালেঽপি গচ্ছেত পরমাং গতিম্।
পবিত্রং মঙ্গলং মেধ্যং কল্যাণমিদমুত্তমম্ ॥ ২০
ইদং ব্রহ্মা পুরা কৃত্বা সর্বলোকপিতামহঃ।
সর্বস্তবানাং রাজত্বে দিব্যানাং সমকল্পয়ৎ ॥ ২১
তদাপ্রভৃতি চৈবায়মীশ্বরস্য মহাত্মনঃ।
স্তবরাজ ইতি খ্যাতো জগত্যমরপূজিতঃ ॥ ২২
ব্রহ্মলোকাদয়ং স্বর্গং স্তবরাজোঽবতারিতঃ।
যতস্তণ্ডিঃ পুরা প্রাপ তেন তণ্ডিকৃতোঽভবৎ ॥ ২৩

কিন্তু আমি নিজের শক্তি অনুসারে সেই বুদ্ধিমান্ মহাদেবেরই কৃপায় সংক্ষিপ্ত অর্থ, পদ ও অক্ষরসমূহে যুক্ত তাঁহার চরিত্র এবং স্তোত্র বর্ণনা করিব। তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত না হইলে পর কেহই সেই মহেশ্বরের স্তুতি করিতে পারে না। ৯-১০

যখন তাঁহার আজ্ঞা আমি প্রাপ্ত হই, তখন আমি তাঁহার স্তুতি করিয়া থাকি। আদি-অন্তরহিত ও জগতের কারণভূত অব্যক্ত যোনি মহাত্মা শিবের নামসমূহের কিছু সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ আজ আমি বলিতেছি। ১১½

হে শ্রীকৃষ্ণ! যিনি বরদায়ক, বরেণ্য (সর্বশ্রেষ্ঠ), বিশ্বরূপ ও বুদ্ধিমান্, সেই ভগবান্ শিবের পদ্মযোনি ব্রহ্মাকর্তৃক বর্ণিত নামসংগ্রহ শ্রবণ কর। ১২½

প্রপিতামহ ব্রহ্মা যে দশ হাজার নাম বলিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই মনোরূপী মন্থনদণ্ডের দ্বারা মথিত করিয়া দধি হইতে উৎপন্ন ঘৃতের ন্যায় এই শিব সহস্রনাম স্তোত্র উদ্ধার করা হইয়াছে। ১৩½

যেরূপ পর্বতের সার সুবর্ণ, পুষ্পের সার মধু এবং ঘৃতের সার মণ্ড, সেইরূপ নামের সার উদ্ধার করা হইয়াছে। ১৪½

এই সহস্র নাম সমস্ত পাপনাশক ও চারি বেদের সমন্বয়যুক্ত। মনকে বশীভূত করিয়া প্রযত্নসহকারে ইহার জ্ঞানলাভ করা উচিত এবং সদা ইহাকে নিজের মনে ধারণ করিয়া রাখা কর্তব্য। ইহা মঙ্গলজনক, পুষ্টিকারক, রাক্ষসগণের বিনাশক ও পরম পাবন। ১৫-১৬

যে ব্যক্তি ভক্ত, শ্রদ্ধালু এবং আস্তিক, তাহাকেই ইহার উপদেশ করা উচিত। শ্রদ্ধাহীন, নাস্তিক ও অস্থিরচিত্ত ব্যক্তিকে ইহার উপদেশ করিতে নাই। ১৭

শ্রীকৃষ্ণ! যে ব্যক্তি জগতের কারণভূত ঈশ্বর মহাদেবের প্রতি দোষদৃষ্টিসম্পন্ন, সেই ব্যক্তি পূর্বপুরুষ ও নিজের সন্তানগণের সহিত নরকে পতিত হয়। ১৮

এই সহস্র নামস্তোত্র ধ্যান, ইহা যোগ, ইহা সর্বোত্তম ধ্যেয়, ইহা জপনীয় মন্ত্র, ইহা জ্ঞান এবং ইহা উত্তম রহস্য। ১৯

অন্তকালেও যাহাকে জানিয়া মানুষ পরম গতি প্রাপ্ত হয়, সেই এই সহস্র নাম স্তোত্র পরম পবিত্র, মঙ্গলকারক, বুদ্ধিবর্দ্ধক, কল্যাণময় ও উত্তম। সমস্ত লোকের পিতামহ ব্রহ্মা পুরাকালে এই স্তোত্র আবিষ্কার করিয়া ইহাকে সকল দিব্য স্তোত্রসমূহের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তখন হইতে মহাত্মা ঈশ্বর মহাদেবের এই দেবপূজিত স্তোত্র জগতে 'স্তবরাজ' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ২০-২২

ব্রহ্মলোক হইতে এই স্তবরাজ স্বর্গলোকে আনা হয়। পূর্বে ইহাকে তণ্ডিমুনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইজন্য ইহা 'তণ্ডিকৃত সহস্র নাম স্তবরাজ' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ২৩

স্বর্গাচ্চৈবাত্র ভূর্লোকং তণ্ডিনা হ্যবতারিতঃ।
সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২৪

নিগদিষ্যে মহাবাহো স্তবানামুত্তমং স্তবম্।
ব্রহ্মণামপি যদ্ ব্রহ্ম পরাণামপি যৎ পরম্ ॥ ২৫

তেজসামপি যৎ তেজস্তপসামপি যৎ তপঃ।
শান্তানামপি যঃ শান্তো দ্যুতীনামপি যা দ্যুতিঃ ॥ ২৬

দান্তানামপি যো দান্তো ধীমতামপি যা চ ধীঃ।
দেবানামপি যো দেব ঋষীণামপি যস্ত্বৃষিঃ ॥ ২৭

যজ্ঞানামপি যো যজ্ঞঃ শিবানামপি যঃ শিবঃ।
রুদ্রাণামপি যো রুদ্রঃ প্রভা প্রভবতামপি ॥ ২৮

যোগিনামপি যো যোগী কারণানাঞ্চ কারণম্।
যতো লোকাঃ সম্ভবন্তি ন ভবন্তি যতঃ পুনঃ ॥ ২৯

সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য হরস্যামিততেজসঃ।
অষ্টোত্তরসহস্রং তু নাম্নাং শর্ব্বস্য মে শৃণু ॥
যচ্ছ্রুত্বা মনুজব্যাঘ্র সর্ব্বান্ কামানবাপ্স্যসি ॥ ৩০

স্থিরঃ স্থাণুঃ প্রভুর্ভীমঃ প্রবরো বরদো বরঃ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্ববিখ্যাতঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বকরো ভবঃ ॥ ৩১

জটী চর্ম্মী শিখণ্ডী চ সর্ব্বাঙ্গঃ সর্ব্বভাবনঃ।
হরশ্চ হরিণাক্ষশ্চ সর্ব্বভূতহরঃ প্রভুঃ ॥ ৩২

প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ নিয়তঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ।
শ্মশানবাসী ভগবান্ খচরো গোচরোঽর্দ্দনঃ ॥ ৩৩

অভিবাদ্যো মহাকর্ম্মা তপস্বী ভূতভাবনঃ।
উন্মত্তবেশপ্রচ্ছন্নঃ সর্ব্বলোকপ্রজাপতিঃ ॥ ৩৪

মহারূপো মহাকায়ো বৃষরূপো মহাযশাঃ।
মহাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা বিশ্বরূপো মহাহনুঃ ॥ ৩৫

তণ্ডিমুনি স্বর্গ হইতে ইহাকে ভূতলে আনয়ন করিয়াছেন। ইহা সমস্ত মঙ্গলসমূহেরও মঙ্গল এবং সকল পাপের বিনাশকারী। মহাবাহো! সকল স্তোত্র হইতে উত্তম এই সহস্র নাম স্তোত্র আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিব ॥ ২৪ ॥

যিনি বেদসকলেরও বেদ, উত্তম বস্তুসমূহেরও পরম উত্তম, যিনি তেজসমূহেরও তেজ, যিনি সকল তপস্যারও তপস্যা, যিনি শান্ত পুরুষগণেরও পরম শান্ত, যিনি কান্তিসকলেরও কান্তি, যিনি দান্ত (জিতেন্দ্রিয়) পুরুষগণেরও দান্ত, যিনি বুদ্ধিমান্‌দিগেরও বুদ্ধি, যিনি দেবগণেরও দেবতা, যিনি ঋষিদিগেরও ঋষি, যিনি যজ্ঞসমূহেরও যজ্ঞ, যিনি কল্যাণসকলেরও কল্যাণ, যিনি রুদ্রগণেরও রুদ্র, যিনি প্রভাবশালী ঈশ্বরদিগেরও প্রভা (ঐশ্বর্য্য), যিনি যোগিগণেরও যোগী এবং কারণসমূহেরও পরম কারণ; যাঁহা হইতে সমস্ত লোক উৎপন্ন হয়, যিনি সমস্ত ভূতগণের আত্মা, সেই অমিততেজস্বী ভগবান্ শিবের একহাজার আট নামের বর্ণনা তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ! তুমি ইহার শ্রবণমাত্রেই নিজের সমস্ত কামনাসমূহ প্রাপ্ত হইবে। ২৫-৩০

১। * স্থিরঃ—চঞ্চলতারহিত, কূটস্থ ও নিত্য, ২। স্থাণুঃ—গৃহের আধারভূত স্তম্ভের ন্যায় সম্পূর্ণ জগতের আধারস্তম্ভ, ৩। প্রভুঃ—সর্ব্বসমর্থ ঈশ্বর, ৪। ভীমঃ—সংহারকারী বলিয়া ভয়ঙ্কর, ৫। প্রবরঃ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ৬। বরদঃ—অভীষ্ট বরদাতা, ৭। বরঃ—বরণ করিবার যোগ্য, বরস্বরূপ, ৮। সর্ব্বাত্মা—সকলের আত্মা, ৯। সর্ব্ববিখ্যাত—সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, ১০। সর্ব্বঃ—বিশ্বকর্ত্তা বলিয়া সর্ব্বস্বরূপ, ১১। সর্ব্বকরঃ—সম্পূর্ণ জগতের স্রষ্টা, ১২। ভবঃ—সকলের উৎপত্তি স্থান। ৩১

১৩। জটী জটাধারী, ১৪। চর্ম্মী—ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী, ১৫। শিখণ্ডী—শিখাধারী, ১৬। সর্ব্বাঙ্গঃ—সমস্ত অঙ্গসম্পন্ন, ১৭। সর্ব্বভাবনঃ—সকলের উৎপাদক, ১৮। হরঃ—পাপহারী, ১৯। হরিণাক্ষঃ—মৃগনয়নতুল্য বিশাল নয়নযুক্ত, ২০। সর্ব্বভূতহরঃ—সমস্তভূতগণের সংহারকারী, ২১। প্রভুঃ—স্বামী। ৩২

২২। প্রবৃত্তিঃ—প্রবৃত্তিমার্গ, ২৩। নিবৃত্তিঃ—নিবৃত্তিমার্গ, ২৪। নিয়তঃ—নিয়মপরায়ণ, ২৫। শাশ্বতঃ—নিত্য, ২৬। ধ্রুবঃ—অচল, ২৭। শ্মশানবাসী—শ্মশানভূমিতে নিবাসকারী, ২৮। ভগবান্—সমস্ত ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য ও ধর্ম্মসম্পন্ন, ২৯। খচরঃ—আকাশে বিচরণকারী, ৩০। গোচরঃ—পৃথিবীতে বিচরণকারী, ৩১। অর্দ্দনঃ—পাপীসকলের পীড়াদায়ক। ৩৩

৩২। অভিবাদ্যঃ—নমস্কারের যোগ্য, ৩৩। মহাকর্ম্মা—মহৎ কর্ম্মকারী, ৩৪। তপস্বী—তপস্যায় নিরত, ৩৫। ভূতভাবনঃ—সঙ্কল্পমাত্রেই আকাশাদি ভূতসকলের সৃষ্টিকারী, ৩৬। উন্মত্তবেশপ্রচ্ছন্নঃ—সমস্ত লোকসমূহের প্রজাগণের পালক। ৩৪

৩৮। মহারূপঃ—মহান্ রূপধারী, ৩৯। মহাকায়ঃ—বিরাট্ স্বরূপ, ৪০। বৃষরূপঃ—ধর্ম্মস্বরূপ, ৪১। মহাযশাঃ—মহান্ যশস্বী, ৪২। মহাত্মা, ৪৩। সর্ব্বভূতাত্মা, ৪৪। বিশ্বরূপঃ, ৪৫। মহাহনুঃ বিশাল হনু (চোয়াল)-বিশিষ্ট। ৩৫

* এই শিবসহস্রনামস্তোত্রে একপ্রকার বহু শব্দ প্রযুক্ত আছে, সেস্থলে অর্থভেদবশতঃ ও অপূর্ব্বার্থত্ববশতঃ পরস্পরের ভেদ জানিতে হইবে এবং যেস্থলে একার্থক বহু শব্দ পরিলক্ষিত হইবে সে স্থলে শব্দভেদবশতঃ পরস্পরের ভেদ বুঝিতে হইবে।

লোকপালোঽন্তর্হিতাত্মা প্রসাদো হয়গর্দভিঃ।
পবিত্রঞ্চ মহাংশ্চৈব নিয়মো নিয়মাশ্রিতঃ ॥ ৩৬

সর্বকর্মা স্বয়ম্ভূত আদিরাদিকরো নিধিঃ।
সহস্রাক্ষো বিশালাক্ষঃ সোমো নক্ষত্রসাধকঃ ॥ ৩৭

চন্দ্রঃ সূর্য্যঃ শনিঃ কেতুর্গ্রহো গ্রহপতির্বরঃ।
অত্রিরত্র্যা নমস্কর্তা মৃগবাণার্পণোঽনঘঃ ॥ ৩৮

মহাতপা ঘোরতপা অদীনো দীনসাধকঃ।
সংবৎসরকরো মন্ত্রঃ প্রমাণং পরমং তপঃ ॥ ৩৯

যোগী যোজ্যো মহাবীজো মহারেতা মহাবলঃ।
সুবর্ণরেতাঃ সর্বজ্ঞঃ সুবীজো বীজবাহনঃ ॥ ৪০

দশবাহুস্ত্বনিমিষো নীলকণ্ঠ উমাপতিঃ।
বিশ্বরূপঃ স্বয়ং শ্রেষ্ঠো বলবীরোঽবলো গণঃ ॥ ৪১

গণকর্তা গণপতির্দিগ্‌বাসাঃ কাম এব চ।
মন্ত্রবিৎ পরমো মন্ত্রঃ সর্বভাবকরো হরঃ ॥ ৪২

কমণ্ডলুধরো ধন্বী বাণহস্তঃ কপালবান্
অশনী শতঘ্নী খড়্গী পট্টিশী চায়ুধী মহান্ ॥ ৪৩

স্রুবহস্তঃ সুরূপশ্চ তেজস্তেজস্করো নিধিঃ
উষ্ণীষী চ সুবক্ত্রশ্চ উদগ্রো বিনতস্তথা ॥ ৪৪

৪৬। লোকপালঃ—লোকরক্ষক, ৪৭। অন্তর্হিতাত্মা—অদৃশ্য-রূপবিশিষ্ট, ৪৮। প্রসাদঃ—প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ, ৪৯। হয়গর্দভিঃ—খচ্চরযোজিত রথে গমনকারী, ৫০ পবিত্রম্—শুদ্ধ বস্তুস্বরূপ, ৫১। মহান্—পূজনীয়, ৫২। নিয়মঃ—শৌচ-সন্তোষাদি নিয়ম-পালনে লাভ করিবার যোগ্য, ৫৩। নিয়মাশ্রিতঃ—নিয়মসমূহের আশ্রয়ভূত ॥ ৩৬

৫৪। সর্ব্বকর্ম্মা—সারা জগৎ যাঁহার কর্ম্ম, তিনি, ৫৫। স্বয়ম্ভূতঃ—নিত্যসিদ্ধ, ৫৬। আদিঃ—সর্ব্বপ্রথম, আদিকরঃ—আদিপুরুষ হিরণ্যগর্ভের স্রষ্টা, ৫৮। নিধিঃ—অক্ষয় ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার, সহস্রাক্ষঃ—সহস্র নেত্রবিশিষ্ট, ৬০। বিশালাক্ষঃ—বিশালনয়নযুক্ত, ৬১। সোমঃ—চন্দ্রস্বরূপ, ৬২। নক্ষত্রসাধকঃ—নক্ষত্রসকলের সাধক ॥ ৩৭

৬৩। চন্দ্রঃ—চন্দ্রমারূপে আহ্লাদকারী, ৬৪। সূর্য্যঃ—সকলের উৎপত্তির হেতুভূত সূর্য্যস্বরূপ, ৬৫। শনিঃ, ৬৬। কেতুঃ, ৬৭। গ্রহঃ—সূর্য্য ও চন্দ্রের গ্রাসকারী রাহু, ৬৮। গ্রহপতিঃ—গ্রহগণের পালক, ৬৯। বরঃ—বরণীয়, ৭০। অত্রিঃ—অত্রিঋষি-স্বরূপ, ৭১। অত্র্যা নমস্কর্ত্তা—অত্রিপত্নী অনসূয়াকে দুর্ব্বাসারূপে নমস্কারকারী, ৭২। মৃগবাণার্পণঃ—মৃগরূপধারী যজ্ঞের উপর বাণ-নিক্ষেপকারী, ৭৩। অনঘঃ—পাপরহিত ॥ ৩৮

৭৪। মহাতপাঃ—মহান্ তপস্বী, ৭৫। ঘোরতপাঃ—ভয়ঙ্কর তপস্যাকারী, ৭৬। অদীনঃ—উদার, ৭৭। দীনসাধকঃ—শরণাগত দীন দুঃখিগণের মনোরথসিদ্ধিকারী, ৭৮। সংবৎসরকরঃ-সংবৎসরের স্রষ্টা, ৭৯। মন্ত্রঃ—প্রণবাদি মন্ত্রস্বরূপ, ৮০। প্রমাণম্-প্রমাণস্বরূপ, ৮১। পরমং তপঃ—উৎকৃষ্ট তপস্যাস্বরূপ ॥ ৩৯

৮২। যোগী—যোগনিষ্ঠ, ৮৩। যোজ্যঃ—মনোযোগের আশ্রয়, ৮৪। মহাবীজঃ—মহান্ কারণস্বরূপ, ৮৫। মহারেতাঃ—মহাবীর্য্যশালী, ৮৬। মহাবলঃ—মহাশক্তিধর, ৮৭। সুবর্ণরেতাঃ-অগ্নিস্বরূপ, ৮৮। সর্ব্বজ্ঞঃ—সব কিছু জানিতে সমর্থ, ৮৯। সুবীজঃ উত্তম বীজস্বরূপ, ৯০। বীজবাহনঃ—জীবগণের সংস্কাররূপ বীজ-বহনকারী ॥ ৪০

৯১। দশবাহুঃ দশবাহুবিশিষ্ট, ৯২। অনিমিষঃ—কখনও নয়নের পলক পাতিত করেন না, ৯৩। নীলকণ্ঠঃ—জগতের রক্ষার জন্য সমুদ্রমন্থনে উত্থিত হলাহল বিষ পান করিয়া কণ্ঠে নীল চিহ্ন-ধারণকারী, ৯৪। উমাপতিঃ—গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা উমার পতিদেব, ৯৫। বিশ্বরূপঃ—জগৎস্বরূপ, ৯৬। স্বয়ংশ্রেষ্ঠঃ—স্বতঃ-সিদ্ধ শ্রেষ্ঠতাসম্পন্ন, ৯৭। বলবীরঃ—বলের (দৈহিক সামর্থ্যের) দ্বারা বীরত্ব প্রকাশকারী, ৯৮। অবলো গণঃ—নির্বল প্রাণি-সমুদায় ॥ ৪১

৯৯। গণকর্ত্তা—নিজের পার্ষদগণের সংগঠনকারী, ১০০। গণ-পতিঃ—প্রথমগণের প্রভু, ১০১। দিগ্‌বাসাঃ—দিগম্বর, ১০২। কামঃ—কমনীয়, ১০৩। মন্ত্রবিৎ—মন্ত্রবেত্তা, ১০৪। পরমো মন্ত্রঃ—উৎকৃষ্ট মন্ত্রস্বরূপ, ১০৫। সর্ব্বভাবকরঃ—সমস্ত পদার্থসমূহের সৃষ্টিকারী, ১০৬। হরঃ দুঃখহরণকারী ॥ ৪২

১০৭। কমণ্ডলুধরঃ—একহস্তে কমণ্ডলুধারী, ১০৮। ধন্বী—দ্বিতীয় হস্তে ধনুর্ধারণকারী, ১০৯। বাণহস্তঃ—তৃতীয় হস্তে বাণ-ধারী, ১১০। কপালবান্—চতুর্থ হস্তে কপালধারী, ১১১। অশনী—পঞ্চম হস্তে বজ্রধারী, ১১২। শতঘ্নী—ষষ্ঠ হস্তে শতঘ্নীধারী, ১১৩। খড়্গী—সপ্তম হস্তে খড়্গধারী, ১১৪। পট্টিশী—অষ্টম হস্তে পট্টিশধারণকারী, ১১৫। আয়ুধী নবম হস্তে সাধারণ অস্ত্রধারী, ১১৬। মহান্—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥ ৪৩

১১৭। স্রুবহস্তঃ—দশম হস্তে স্রুবাধারণকারী, ১১৮। সুরূপঃ, ১১৯। তেজঃ—তেজস্বী, ১২০। তেজস্করো নিধিঃ—ভক্তগণের

দীর্ঘশ্চ হরিকেশশ্চ সুতীর্থঃ কৃষ্ণ এব চ।
শৃগালরূপঃ সিদ্ধার্থো মুণ্ডঃ সর্বশুভঙ্করঃ ॥ ৪৫
অজশ্চ বহুরূপশ্চ গন্ধধারী কপর্দ্যপি।
উর্ধ্বরেতা উর্ধ্বলিঙ্গ উর্ধ্বশায়ী নভঃস্থল ॥৪৬
ত্রিজটী চীরবাসাশ্চ রুদ্রঃ সেনাপতির্বিভুঃ।
অহশ্চরো নক্তঞ্চরস্তিগ্মমন্যুঃ সুবর্চসঃ ॥ ৪৭
গজহা দৈত্যহা কালো লোকধাতা গুণাকরঃ।
সিংহ-শার্দুলরূপশ্চ আর্দ্রচর্মাম্বরাবৃতঃ ॥৪৮
কালযোগী মহানাদঃ সর্বকামশ্চতুষ্পথঃ।
নিশাচরঃ প্রেতচারী ভূতচারী মহেশ্বরঃ ॥ ৪৯
বহুভূতো বহুধরঃ স্বর্ভানুরমিতো গতিঃ।
নৃত্যপ্রিয়ো নিত্যনর্তো নর্তকঃ সর্বলালসঃ ॥ ৫০
ঘোরো মহাতপাঃ পাশো নিত্যো গিরিরুহো নভঃ।
সহস্রহস্তো বিজয়ো ব্যবসায়ো হ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ৫১
অধর্ষণো ধর্ষণাত্মা যজ্ঞহা কামনাশকঃ।
দক্ষযাগাপহারী চ সুসহো মধ্যমস্তথা ॥ ৫২
তেজোঽপহারী বলহা মুদিতোঽর্থোঽজিতোঽবরঃ।
গম্ভীরঘোষো গম্ভীরো গম্ভীরবলবাহনঃ ॥ ৫৩

তেজোবৃদ্ধিকারী নিধিস্বরূপ, ১২১। উষ্ণীষী মস্তকে উষ্ণীষধারী, ১২২। সুবক্ত্রঃ—সুন্দর মুখবিশিষ্ট, ১২৩ উদগ্রঃ—ওজস্বী, ১২৪। বিনতঃ—বিনয়শীল ৪৪

১২৫। দীর্ঘঃ, ১২৬। হরিকেশঃ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরস্বরূপ, ১২৭। সুতীর্থঃ উত্তম তীর্থস্বরূপ, ১২৮। কৃষ্ণঃ—সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ১২৯। শৃগালরূপঃ শৃগালের রূপধারণকারী ইন্দ্র,* ১৩০। সিদ্ধার্থঃ—সর্ব্বপ্রয়োজনপূর্ণ, ১৩১। মুণ্ডঃ—মুণ্ডিতমস্তক, ভিক্ষুরূপী, ১৩২। সর্ব্বশুভঙ্করঃ—সমস্ত প্রাণিগণের হিতকারী। ৪৫

১৩৩। অজঃ—অজন্মা, ১৩৪। বহুরূপঃ—বহুসংখ্যক রূপধারণকারী, ১৩৫। গন্ধধারী—কুঙ্কুম ও কস্তুরী প্রভৃতি সুগন্ধিত পদার্থধারণকারী, ১৩৬। কপর্দ্দী—জটাজুটধারী, ১৩৭। উর্দ্ধরেতাঃ—অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যপালনকারী, ১৩৮। উর্দ্ধশায়ী—আকাশে শয়নকারী, ১৪০। নভঃস্থলঃ—আকাশে বাসকারী। ৪৬

১৪১। ত্রিজটী—তিনটি জটা ধারণকারী, ১৪২। চীরবাসাঃ বল্কলবস্ত্র পরিধানকারী, ১৪৩। রুদ্রঃ—দুঃখদূরকারী, ১৪৪। সেনাপতিঃ, ১৪৫। বিভুঃ—সর্ব্বব্যাপী, ১৪৬। অহশ্চরঃ—দিনে বিচরণকারী, ১৪৭। নক্তঞ্চরঃ—রাত্রিতে বিচরণকারী, ১৪৮। তিগ্মমন্যুঃ তীক্ষ্ণ ক্রোধবিশিষ্ট, ১৪৯। সুবর্চ্চসঃ—সুন্দর তেজোযুক্ত। ৪৭

১৫০। গজহা—গজ (হস্তী)-রূপধারী মহাসুরের বিনাশক, ১৫১। দৈত্যহা—অন্ধকাদি দৈত্যবধকারী, ১৫২। কালঃ—মৃত্যু অথবা বৎসরাদি সময়, ১৫৩। লোকধাতা—সমস্ত জগতের ধারণ-পোষণকারী, ১৫৪। গুণাকরঃ—সদ্গুণসমূহের খনি, ১৫৫। সিংহশার্দুলরূপঃ—সিংহ ও ব্যাঘ্রাদি রূপধারণকারী, ১৫৬। আর্দ্রচর্ম্মাম্বরাবৃতঃ—গজাসুরের রক্তাক্ত চর্ম্মকে বস্ত্ররূপে পরিণত করিয়া তাহার দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদিতকারী। ৪৮

১৫৭। কালযোগী কালকেও যোগবলে জয়কারী, ১৫৮। মহানাদঃ অনাহত ধ্বনিস্বরূপ, ১৫৯। সর্ব্বকামঃ—সমস্ত কামনাসম্পন্ন, ১৬০। চতুষ্পথঃ—যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ—এই চারিটি পথ নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই মহাদেব, ১৬১। নিশাচরঃ—রাত্রিতে বিচরণকারী, ১৬২। প্রেতচারী—প্রেতগণের সহিত বিচরণকারী, ১৬৩। ভূতচারী—ভূতগণের সহিত বিচরণকারী, ১৬৪। মহেশ্বরঃ—ইন্দ্রাদি লোকেশ্বরগণ হইতেও মহান্। ৪৯

১৬৫। বহুভূতঃ—সৃষ্টিকালে এক হইতে অনেক রূপধারণকারী, ১৬৬। বহুধরঃ—বহু (সব) কিছু ধারণকারী, ১৬৭। স্বর্ভানুঃ, ১৬৮। অমিতঃ—অনন্ত, ১৬৯। গতিঃ—ভক্ত ও মুক্তাত্মাগণের প্রাপ্য, ১৭০। নৃত্যপ্রিয়ঃ—তাণ্ডব নৃত্য যাঁহার প্রিয়, সেই শিব, ১৭১। নিত্যনর্ত্তঃ—নিরন্তর নৃত্যকারী, ১৭২। নর্ত্তকঃ—নৃত্য করিতে ও করাইতে সমর্থ, ১৭৩। সর্ব্বলালসঃ—সকলের প্রতি প্রেমভাব স্থাপনকারী। ৫০

১৭৪। ঘোরঃ—ভয়ঙ্কর রূপধারী, ১৭৫। মহাতপাঃ—কঠোর তপস্বী, ১৭৬। পাশঃ—স্বীয় মায়ারূপী পাশের দ্বারা আবদ্ধকারী, ১৭৭। নিত্যঃ—বিনাশরহিত, ১৭৮। গিরিরুহঃ—পর্ব্বতে আরোহণকারী—কৈলাসবাসী, ১৭৯। নভঃ—আকাশের ন্যায় অসঙ্গ, ১৮০। সহস্রহস্তঃ, ১৮১। বিজয়ঃ, ১৮২। ব্যবসায়ঃ—দৃঢ়নিশ্চয়ী, ১৮৩। অতন্দ্রিতঃ—আলস্যরহিত। ৫১

১৮৪। অধর্ষণঃ—অজেয়, ১৮৫। ধর্ষণাত্মা—ভয়স্বরূপ, ১৮৬। যজ্ঞহা—দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংসকারী, ১৮৭। কামনাশকঃ—কামদেবকে বিনাশকারী, ১৮৮। দক্ষযাগাপহারী—দক্ষের যজ্ঞাপহরণকারী, ১৮৯। সুসহঃ—অতিশয় সহনশীল, ১৯০। মধ্যমঃ—মধ্যস্থ। ৫২

১৯১। তেজোঽপহারী—অন্যের তেজ হরণকারী, ১৯২। বলহা—বলনামক দৈত্যবধকারী, ১৯৩। মুদিতঃ—আনন্দস্বরূপ,

* বণিক্ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া প্রায়োপবিষ্ট ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা দান করিবার জন্য ইন্দ্র শৃগালরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

ন্যগ্রোধরূপো ন্যগ্রোধো বৃক্ষকর্ণস্থিতির্বিভুঃ।
সুতীক্ষ্ণদশনশ্চৈব মহাকায়ো মহাননঃ ॥ ৫৪
বিষ্বক্সেনো হরির্যজ্ঞঃ সংযুগাপীড়বাহনঃ।
তীক্ষ্ণতাপশ্চ হর্য্যশ্বঃ সহায়ঃ কর্মকালবিৎ ॥৫৫
বিষ্ণুপ্রসাদিতো যজ্ঞঃ সমুদ্রো বড়বামুখঃ।
হুতাশনসহায়শ্চ প্রশান্তাত্মা হুতাশনঃ ॥ ৫৬
উগ্রতেজা মহাতেজা জন্যো বিজয়কালবিৎ।
জ্যোতিষাময়নং সিদ্ধিঃ সর্ববিগ্রহ এব চ ॥ ৫৭
শিখী মুণ্ডী জটী জ্বালী মূর্ত্তিজো মূর্দ্ধগো বলী।
বেণবী পণবী তালী খলী কালকটঙ্কটঃ ॥ ৫৮
নক্ষত্রবিগ্রহমতির্গুণবুদ্ধির্লয়োঽগমঃ।
প্রজাপতির্বিশ্ববাহুর্বিভাগঃ সর্বগোঽমুখঃ ॥ ৫৯
বিমোচনঃ সুসরণো হিরণ্যকবচোদ্ভবঃ।
মেঢ্রজো বলচারী চ মহীচারী স্রুতস্তথা ॥ ৬০
সর্বতূর্য্যনিনাদী চ সর্বাতোদ্যপরিগ্রহঃ।
ব্যালরূপো গুহাবাসী গুহো মালী তরঙ্গবিৎ ॥৬১

১৯৪। অর্থঃ অর্থস্বরূপ, ১৯৫। অজিতঃ—অপরাজিত, ১৯৬। অবরঃ—যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কেহ নাই, ১৯৭। গম্ভীরঘোষঃ গম্ভীর শব্দকারী অথবা গম্ভীর স্বরবিশিষ্ট, ১৯৮। গম্ভীরঃ—গাম্ভীর্য্যযুক্ত, ১৯৯। গম্ভীরবলবাহনঃ অগাধ বলশালী বৃষের উপর আরোহণ করত গমনকারী ॥ ৫৩

২০০। ন্যগ্রোধরূপঃ বটবৃক্ষস্বরূপ, ২০১। ন্যগ্রোধঃ—বটবৃক্ষ-নিকটবাসী, ২০২। বৃক্ষকর্ণস্থিতিঃ—বটবৃক্ষের পত্রে শয়নকারী বালমুকুন্দ-স্বরূপ, ২০৩। বিভুঃ—বিবিধ রূপে আত্মপ্রকাশকারী, ২০৪। সুতীক্ষ্ণদশনঃ—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দন্তযুক্ত, ২০৫। মহাকায়ঃ—সর্ব্বাতিশয়ী দেহধারী, ২০৬। মহাননঃ—বিশাল মুখবিশিষ্ট অথবা সর্ব্বতোমুখ ॥ ৫৪

২০৭। বিষ্বক্সেনঃ—দৈত্যসৈন্যদিগকে চারিদিকে বিতাড়নকারী, ২০৮। হরিঃ—বিপদসমূহ অপহরণকারী, ২০৯। যজ্ঞঃ—যজ্ঞস্বরূপ, ২১০। সংযুগাপীড়বাহনঃ—যুদ্ধে পীড়ারহিত বাহনযুক্ত ২১১। তীক্ষ্ণতাপঃ—দুঃসহ তাপস্বরূপ, সূর্য্য, ২১২। হর্য্যশ্বঃ—হরিদ্বর্ণ অশ্বযুক্ত, ২১৩। সহায়ঃ—জীবমাত্রেরই সখা, ২১৪। কর্ম্মকালবিৎ—সর্ব্ব কর্ম্মের যথাযথ কালসম্বন্ধে অভিজ্ঞ ॥ ৫৫

২১৫। বিষ্ণু-প্রসাদিতঃ—ভগবান্ বিষ্ণু আরাধনা করিয়া যাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়াছেন, সেই শিব, ২১৬। যজ্ঞ—বিষ্ণুস্বরূপ (যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ ইতি শ্রুতেঃ।), ২১৭। সমুদ্রঃ—মহাসাগররূপী, ২১৮। বড়বামুখঃ—সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত বড়বা নামক অগ্নি-স্বরূপ, ২১৯। হুতাশনসহায়ঃ—অগ্নিসখা বায়ুরূপী, ২২০। প্রশান্তাত্মা—শান্তচিত্ত, ২২১। হুতাশনঃ—অগ্নিস্বরূপ ॥ ৫৬

২২২। উগ্রতেজাঃ—ভয়ঙ্কর তেজস্বী, ২২৩। মহাতেজাঃ, ২২৪। জন্যঃ—সংসারের জন্মদাতা, ২২৫। বিজয়কালবিৎ—বিজয়ের সময়-জ্ঞানবিশিষ্ট, ২২৬। জ্যোতিষাময়নম্—জ্যোতিঃসমূহের স্থান, ২২৭। সিদ্ধিঃ—সিদ্ধিস্বরূপ, ২২৮। সর্ব্ববিগ্রহঃ—সর্ব্বস্বরূপ ॥ ৫৭

২২৯। শিখী—শিখাধারী গৃহস্থস্বরূপ, ২৩০। মুণ্ডী—শিখাহীন সন্ন্যাসী, ২৩১। জটী জটাধারী বানপ্রস্থস্বরূপ, ২৩২। জ্বালী—অগ্নির প্রজ্বলিত শিখায় সমিধ্ আহুতি দানকারী ব্রহ্মচারী, ২৩৩। মূর্ত্তিজঃ—দেহরূপে প্রকাশিত, ২৩৪। মূর্দ্ধগঃ—মূর্দ্ধা—সহস্রার চক্রে ধ্যেয়রূপে বিদ্যমান, ২৩৫। বলী—বলিষ্ঠ, ২৩৬। বেণবী—বংশীবাদনকারী শ্রীকৃষ্ণ, ২৩৭। পণবী—পণবনামক বাদ্যবাদনকারী, ২৩৮। তালী—তালদাতা, ২৩৯। খলী—খলিহানের স্বামী, ২৪০। কালকটঙ্কটঃ—যমরাজের মায়াকে আবৃতকারী ॥ ৫৮

২৪১। নক্ষত্রবিগ্রহমতিঃ—নক্ষত্র-গ্রহ-তারা প্রভৃতির গতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, ২৪২। গুণবুদ্ধিঃ- গুণসমূহে নিবিষ্ট বুদ্ধি, ২৪৩। লয়ঃ—প্রলয়ের স্থান. ২৪৪। অগমঃ জ্ঞানের অগোচর, ২৪৫। প্রজাপতিঃ—প্রজাগণের পালক, ২৪৬। বিশ্ববাহুঃ—সর্ব্বদিকে বাহুবিশিষ্ট, ২৪৭। বিভাগঃ—বিভাগ-স্বরূপ, ২৪৮। সর্ব্বগঃ—সর্ব্বব্যাপী, ২৪৯। অমুখঃ—মুখরহিত ॥ ৫৯

২৫০। বিমোচনঃ—সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তকারী, ২৫১। সুসরণঃ—শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, ২৫২। হিরণ্যকবচোদ্ভবঃ হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তির স্থান, ২৫৩। মেঢ্রজঃ—লিঙ্গরূপে আবির্ভূত, ২৫৪। বলচারী—বনের সঞ্চারকারী, ২৫৫। মহীচারী—সমগ্র ভূতলে বিচরণকারী, ২৫৬। স্রুতঃ—সর্ব্বত্র স্থিত ॥ ৬০

২৫৭। সর্ব্বতূর্য্যনিনাদী—সর্ব্বপ্রকার বাদ্য-বাদনকারী, ২৫৮। সর্ব্বাতোদ্যপরিগ্রহঃ—সমস্ত বাদ্যের সংগ্রহকারী, ২৫৯। ব্যালরূপী—শেষনাগরূপী, ২৬০। গুহাবাসী—সকলের হৃদয় গুহায় বাসকারী, ২৬১। গুহঃ—কার্ত্তিকেয়-স্বরূপ, ২৬২। মালী—মাল্যধারী, ২৬৩। তরঙ্গবিৎ—ক্ষুধা-পিপাসাদি ছয়টি তরঙ্গ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সাক্ষী ॥ ৬১

ত্রিদশস্ত্রিকালধৃক্ কর্ম্মসর্ববন্ধবিমোচনঃ ।
বন্ধনস্ত্বসুরেন্দ্রাণাং যুধি শত্রুবিনাশনঃ ৬২
সাংখ্যপ্রসাদো দুর্ব্বাসা সর্ব্বসাধুনিষেবিতঃ ।
প্রস্কন্দনো বিভাগজ্ঞোঽতুল্যো যজ্ঞবিভাগবিৎ ॥ ৬৩
সর্ববাসঃ সর্বচারী দুর্বাসা বাসবোঽমরঃ ।
হৈমো হেমকরোঽযজ্ঞঃ সর্ব্বধারী ধরোত্তমঃ ॥ ৬৪
লোহিতাক্ষো মহাক্ষশ্চ বিজয়াক্ষো বিশারদঃ ।
সংগ্রহো নিগ্রহঃ কর্তা সর্পচীরনিবাসনঃ ॥ ৬৫
মুখ্যোঽমুখ্যশ্চ দেহশ্চ কাহলিঃ সর্ব্বকামদঃ ।
সর্ব্বকালপ্রসাদশ্চ সুবলো বলরূপধৃক্ ॥ ৬৬
সর্ব্বকামবরশ্চৈব সর্ব্বদঃ সর্ব্বতোমুখঃ ।
আকাশনির্বিরূপশ্চ নিপাতী হ্যবশঃ খগঃ ॥ ৬৭
রৌদ্ররূপোঽংশুরাদিত্যো বহুরশ্মিঃ সুবর্চসী ।
বসুবেগো মহাবেগো মনোবেগো নিশাচরঃ ॥ ৬৮
সর্ব্ববাসী শ্রিয়াবাসী উপদেশকরোঽকরঃ ।
মুনিরাত্মনিরালোকঃ সম্ভগ্নশ্চ সহস্রদঃ ॥৬৯
পক্ষী চ পক্ষরূপশ্চ অতিদীপ্তো বিশাম্পতিঃ ।
উন্মাদো মদনঃ কামো হ্যশ্বত্থোঽর্থকরো যশঃ ॥ ৭০

২৬৪। ত্রিদশঃ—প্রাণিগণের তিনটি দশা (অবস্থা)—জন্ম, স্থিতি ও বিনাশের হেতুভূত, ২৬৫। ত্রিকালধৃক্—ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান—এই তিন কালের ধারক, ২৬৬। কর্ম্মসর্ব্ববন্ধবিমোচনঃ—কর্ম্মসমূহের সমস্ত বন্ধন ছেদনকারী, ২৬। অসুরেন্দ্রাণাং বন্ধনঃ—বলি প্রভৃতি অসুরপতিগণের বন্ধনকারী, ২৬৮। যুধি শত্রুবিনাশনঃ—যুদ্ধে শত্রুগণের বিনাশকারী। ৬২

২৬৯। সাংখ্যপ্রসাদঃ—আত্মা ও অনাত্মার বিবেকরূপ সাংখ্যজ্ঞানের দ্বারা প্রসন্ন থাকিয়া বিরাজমান, ২৭০। দুর্ব্বাসাঃ—অত্রি ও অনসূয়ার পুত্র রুদ্রাবতার দুর্ব্বাসা মুনি, ২৭১। সর্ব্বসাধুনিষেবিতঃ—সমস্ত সাধুপুরুষগণের দ্বারা সেবিত, ২৭২। প্রস্কন্দনঃ—ব্রহ্মাদিরও স্থানভ্রষ্টকারী, ২৭৩। বিভাগজ্ঞঃ—প্রাণিগণের কর্ম্ম ও ফলসমূহের বিভাগ যথোচিতরূপে যিনি জানেন, সেই অন্তর্য্যামী পুরুষ ২৭৪। অতুল্যঃ—তুলনারহিত, ২৭৫। যজ্ঞবিভাগবিৎ—যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় হবিস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের জ্ঞানসম্পন্ন। ৬৩

২৭৬। সর্ব্ববাসঃ—সর্ব্বত্র নিবাসকারী, ২৭৭। সর্ব্বচারী—সর্ব্বত্র বিচরণকারী, ২৭৮। দুর্বাসাঃ—অনন্ত ও অপার বলিয়া যাঁহাকে বস্ত্রাদির আচ্ছাদন করা অসম্ভব, ২৭৯। বাসবঃ—ইন্দ্রস্বরূপ, ২৮০। অমরঃ—অবিনাশী, ২৮১। হৈমঃ—হিমসমূহ—হিমালয়স্বরূপ, ২৮২। হেমকরঃ—স্বর্ণের উৎপাদক, ২৮৩। অযজ্ঞঃ—কর্ম্মরহিত, ২৮৪। সর্ব্বধারী—সকলকে ধারণকারী, ২৮৫ ধরোত্তমঃ—ধারকগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ধারণকারী। ৬৪

২৮৬। লোহিতাক্ষঃ—রক্তিমলোচন, ২৮৭। মহাক্ষঃ—বিশাললোচন, ২৮৮। বিজয়াক্ষঃ—বিজয়শীল রথবিশিষ্ট, ২৮৯। বিশারদঃ—বিদ্বান্, ২৯০। সংগ্রহঃ—সংগ্রহকারী, ২৯১। নিগ্রহঃ—উদ্ধতগণের দণ্ডদাতা, ২৯২। কর্ত্তা—সকলের উৎপাদক, ২৯৩। সর্পনিবাসনঃ—সর্পময় চীরধারণকারী। ৬৫

২৯৪। মুখ্যঃ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ২৯৫। অমুখ্যঃ—যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই, ২৯৬। দেহঃ—দেহস্বরূপ, ২৯৭। কাহলিঃ—কাহলনামক বাদ্য বাদনকারী, ২৯৮। সর্ব্বকামদঃ—সমস্ত কামনাসমূহের দাতা, ২৯৯। সর্ব্বকালপ্রসাদঃ—সর্ব্বদা কৃপাকারী, ৩০০। সুবলঃ—উত্তম বলসম্পন্ন, ৩০১। বলরূপধৃক্—বল ও রূপের আধার, ৩০২। সর্ব্বকামবরঃ—সমস্ত কামনাযোগ্য পদার্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—মোক্ষস্বরূপ, ৩০৩। সর্ব্বদঃ—সর্ব্ববস্তুপ্রদাতা, ৩০৪। সর্ব্বতোমুখঃ—সর্ব্বত্রমুখবিশিষ্ট, ৩০৫। আকাশনির্বিরূপঃ—আকাশের ন্যায় যাঁহা হইতে নানাপ্রকার রূপ প্রকাশিত হয়, সেই শিব, ৩০৬। নিপাতী—পাপিগণকে নরকে পাতনকারী, ৩০৭। অবশঃ—যাঁহার উপর কাহারও বশ চলে না, তিনি, ৩০৮। খগঃ—আকাশগামী। ৬৬-৬৭

৩০৯। রৌদ্ররূপঃ—ভয়ঙ্কররূপধারী, ৩১০। অংশুঃ—কিরণস্বরূপ, ৩১১। আদিত্যঃ—অদিতিপুত্র; ৩১২। বহুরশ্মিঃ, অসংখ্য কিরণশোভিত সূর্য্যস্বরূপ, ৩১৩। সুবর্চসী—উত্তম তেজস্বী, ৩১৪। বসুবেগঃ—বায়ুতুল্য বেগশালী, ৩১৫। মহাবেগঃ—বায়ু হইতেও অধিক বেগশালী, ৩১৬। মনোবেগঃ—মনের সদৃশ বেগবান্, ৩১৭। নিশাচরঃ রাত্রিতে বিচরণকারী। ৬৮

৩১৮। সর্ব্ববাসী—সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে আত্মারূপে নিবাসকারী, ৩১৯। শ্রিয়াবাসী—লক্ষ্মীর সহিত বাসকারী বিষ্ণুস্বরূপ, ৩২০। উপদেশকরঃ—জিজ্ঞাসুগণকে তত্ত্বসমূহ ও কাশীতে মৃত্যুপ্রাপ্ত জীবগণকে তারকমন্ত্র উপদেশকারী, ৩২১। অকরঃ—কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিত, ৩২২। মুনিঃ—মননশীল, ৩২৩। আত্মনিরালোকঃ—দেহাদি উপাধি হইতে পৃথক্ থাকিয়া পর্য্যালোচনকারী, ৩২৪। সম্ভগ্নঃ—সম্যগ্‌রূপে সেবিত, ৩২৫। সহস্রদঃ—হাজার বস্তুদানকারী। ৬৯

৩২৬। পক্ষী—গরুড়রূপধারী, ৩২৭। পক্ষরূপঃ—শুক্লপক্ষস্বরূপ,

বামদেবশ্চ বামশ্চ প্রাগ্ দক্ষিণশ্চ বামনঃ
সিদ্ধযোগী মহর্ষিশ্চ সিদ্ধার্থঃ সিদ্ধসাধকঃ ॥ ৭১
ভিক্ষুশ্চ ভিক্ষুরূপশ্চ বিপণো মৃদুরব্যয়ঃ ।
মহাসেনো বিশাখশ্চ ষষ্টিভাগো গবাং পতিঃ ॥ ৭২
বজ্রহস্তশ্চ বিষ্কম্ভী চমূস্তম্ভন এব চ ।
বৃত্তাবৃত্তকরস্তালো মধুর্মধুকলোচনঃ ॥ ৭৩
বাচস্পত্যো বাজসনো নিত্যমাশ্রমপূজিতঃ ।
ব্রহ্মচারী লোকচারী সর্ব্বচারী বিচারবিৎ ॥ ৭৪

ঈশান ঈশ্বরঃ কালো নিশাচারী পিনাকবান্ ।
নিমিত্তস্থো নিমিত্তঞ্চ নন্দির্নন্দিকরো হরিঃ ॥ ৭৫
নন্দীশ্বরশ্চ নন্দী চ নন্দনো নন্দিবর্দ্ধনঃ ।
ভগহারী নিহন্তা চ কালো ব্রহ্মা পিতামহঃ ॥ ৭৬
চতুর্মুখো মহালিঙ্গশ্চারুলিঙ্গস্তথৈব চ ।
লিঙ্গাধ্যক্ষঃ সুরাধ্যক্ষো যোগাধ্যক্ষো যুগাবহঃ ॥ ৭৭
বীজাধ্যক্ষো বীজকর্তা অধ্যাত্মানুগতো বলঃ ।
ইতিহাসঃ সকল্পশ্চ গৌতমোঽথ নিশাকরঃ ॥ ৭৮

৩২৮। অতিদীপ্তঃ—অনন্ততেজস্বী, ৩২৯। বিশাম্পতিঃ—প্রজাগণের পালক, ৩৩০। উন্মাদঃ—প্রেমে উন্মত্ত, ৩৩১। মদনঃ—কামদেবস্বরূপ, ৩৩২। কামঃ—কামনার বিষয়স্বরূপ, ৩৩৩। অশ্বত্থঃ—সংসার বৃক্ষরূপী, ৩৩৪। অর্থকরঃ—ধনাদি প্রদাতা, ৩৩৫। যশঃ—যশস্বরূপ। ৭০

৩৩৬। বামদেবঃ—বামদেব ঋষিস্বরূপ, ৩৩৭। বামঃ—প্রাণিগণের প্রতিকূল, ৩৩৮। প্রাক্—সকলের আদি, ৩৩৯। দক্ষিণঃ,—কুশল, ৩৪০। বামনঃ—বলির বন্ধনকারী বামনরূপধারী, ৩৪১। সিদ্ধযোগী—সনৎকুমারাদি সিদ্ধমহাত্মাগণ, ৩৪২। মহর্ষিঃ বশিষ্ঠাদি, ৩৪৩। সিদ্ধার্থঃ—আপ্তকাম, ৩৪৪। সিদ্ধসাধকঃ—সিদ্ধ ও সাধকরূপী। ৭১

৩৪৫। ভিক্ষুঃ—সন্ন্যাসী, ৩৪৬। ভিক্ষুরূপঃ—শ্রীরাম-কৃষ্ণাদির শিশুমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্ত ভিক্ষুরূপ ধারণকারী, ৩৪৭। বিপণঃ—ব্যবহারের অতীত, ৩৪৮। মৃদুঃ কোমলস্বভাব. ৩৪৯। অব্যয়ঃ অবিনাশী, ৩৫০। মহাসেনঃ—দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়স্বরূপ, ৩৫১। বিশাখঃ—কার্ত্তিকেয়ের সহায়ক, ৩৫২। ষষ্টিভাগঃ—প্রভবাদি ষাটভাগে বিভক্ত সংবৎসরস্বরূপ, ৩৫৩। গবাম্পতিঃ—ইন্দ্রিয়গণের প্রভু। ৭২

৩৫৪। বজ্রহস্তঃ—হস্তে বজ্রধারণকারী ইন্দ্রস্বরূপ, ৩৫৫। বিষ্কম্ভী—বিস্তারযুক্ত, ৩৫৬। চমূস্তম্ভনঃ—দৈত্যসেনাস্তম্ভকারী, ৩৫৭। বৃত্তাবৃত্তকরঃ—যুদ্ধে রথের দ্বারা মণ্ডলনির্ম্মাণ করাকে বলে বৃত্ত এবং শত্রুসৈন্তদলকে বিদীর্ণ করিয়া অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়া আসাকে আবৃত্ত। এই উভয়ই নৈপুণ্যের সহিত প্রদর্শনকারী, ৩৫৮। তালঃ সংসারসাগরের তলপ্রদেশে—আধার স্থান—অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ে বিশেষজ্ঞ, ৩৫৯। মধুঃ—বসন্তঋতুস্বরূপ, ৩৬০। মধুকলোচনঃ মধুসদৃশ পিঙ্গলবর্ণের নেত্রবিশিষ্ট। ৭৩

৩৬১। বাচস্পত্যঃ—পুরোহিতের কার্য্যকারী, ৩৬২। বাজসেনঃ—শুক্লযজুর্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার প্রবর্ত্তক, ৩৬৩। নিত্যমাশ্রমপূজিতঃ—সদা আশ্রমসমূহে পূজিত, ৩৬৪। ব্রহ্মচারী—ব্রহ্মনিষ্ঠ, ৩৬৫। লোকচারী—সমস্ত লোকসমূহে বিচরণকারী, ৩৬৬। সর্ব্বচারী—সর্ব্বত্র গমনকারী, ৩৬৭। বিচারবিৎ—সর্ব্ববিধ বিচারে অভিজ্ঞ। ৭৪

৩৬৮। ঈশানঃ—নিয়ন্তা, ৩৬৯। ঈশ্বরঃ—সকলের শাসক, ৩৭০। কালঃ—কালস্বরূপ, ৩৭১। নিশাচারী—প্রলয়কালের রাত্রিতে বিচরণকারী, ৩৭২। পিনাকবান্—পিনাক নামক ধনুর্দ্ধারী, ৩৭৩। নিমিত্তস্থঃ—অন্তর্য্যামী, ৩৭৪। নিমিত্তম্—নিমিত্ত কারণস্বরূপ, ৩৭৫। নন্দিঃ—জ্ঞানসম্পত্তিরূপ, ৩৭৬। নন্দিকরঃ—জ্ঞানরূপী সম্পত্তিদাতা, ৩৭৭। হরিঃ বিষ্ণুস্বরূপ। ৭৫

৩৭৮। নন্দিশ্বরঃ—নন্দীনামক পার্ষদের প্রভু, ৩৭৯। নন্দী—নন্দীনামক গানরূপী, ৩৮০। পরমানন্দ প্রদানকারী, ৩৮১। নন্দিবর্দ্ধনঃ—সমৃদ্ধি বৃদ্ধিকারী, ৩৮২। ভগহারী—ঐশ্বর্য্যাপহরণকারী, ৩৮৩। নিহন্তা—মৃত্যুরূপে সকলের বিনাশকারী, ৩৮৪। কালঃ—চৌষট্টি কলার নিবাসস্থান, ৩৮৫। ব্রহ্মা—লোকস্রষ্টা, ৩৮৬। পিতামহঃ—প্রজাপতিগণেরও পিতা। ৭৬

৩৮৭। চতুর্ম্মুখঃ, ৩৮৮। মহালিঙ্গঃ—মহালিঙ্গস্বরূপ, ৩৮৯। চারুলিঙ্গঃ—রমণীয় বেশধারী, ৩৯০। লিঙ্গাধ্যক্ষঃ—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসমূহের অধ্যক্ষ, ৩৯১। সুরাধ্যক্ষঃ—দেবতাগণের অধিপতি, ৩৯২। যোগাধ্যক্ষঃ—যোগের অধিপতি, ৩৯৩। যুগাবহঃ—চারিযুগের নির্ব্বাহক। ৭৭

৩৯৪। বীজাধ্যক্ষঃ—কারণসমূহের অধিপতি, ৩৯৫। বীজকর্ত্তা—কারণসমূহের উৎপাদক, ৩৯৬। অধ্যাত্মানুগতঃ—অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুসরণকারী, ৩৯৭। বলঃ—বলবান্, ৩৯৮। ইতিহাসঃ—মহাভারতাদি ইতিহাসস্বরূপ, ৩৯৯। সকল্পঃ কল্প—যজ্ঞসমূহের প্রয়োগ ও বিধির বিচারের সহিত মীমাংসা এবং ন্যায়সমূহ,

দন্তো হ্যদন্তো বৈদন্তো বশ্যো বশকরঃ কলিঃ।
লোককর্তা পশুপতির্মহাকর্তা হ্যনৌষধঃ ॥ ৭৯
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম বলবচ্ছক্র এব চ।
নীতির্হ্যনীতিঃ শুদ্ধাত্মা শুদ্ধো মান্যো গতাগতঃ ॥৮০
বহুপ্রসাদঃ সুস্বপ্নো দর্পণোঽথ ত্বমিত্রজিৎ।
বেদকারো মন্ত্রকারো বিদ্বান্ সমরমর্দনঃ ॥ ৮১
মহামেঘনিবাসী চ মহাঘোরো বশী করঃ।
অগ্নিজ্বালো মহাজ্বালো অতিধূম্রো হুতো হবিঃ ॥ ৮২
বৃষণঃ শঙ্করো নিত্যং বর্চস্বী ধূমকেতনঃ।

৪০০। গৌতমঃ—তর্কশাস্ত্রের প্রণেতা গৌতমমুনিস্বরূপ, ৪০১। নিশাকরঃ চন্দ্রস্বরূপ। ৭৮

৪০২। দন্তঃ—শত্রুদমনকারী, ৪০৩। অদন্তঃ—দন্তরহিত, ৪০৪। বৈদন্তঃ—দন্তহীন পুরুষগণের আত্মীয়, ৪০৫। বশ্যঃ—ভক্তপরাধীন, ৪০৬। বশকরঃ—অপরকে বশীভূত করিবার শক্তিসম্পন্ন, ৪০৭। কলিঃ—কলিনামক যুগ, ৪০৮। লোককর্তা—জগৎসৃষ্টিকারী, ৪০৯। পশুপতিঃ—পশু(জীবগণের পরিপালক, ৪১০। মহাকর্তা—পঞ্চমহাভূতাদি সৃষ্টির রচনাকারী, ৪১১। অনৌষধঃ—অন্নাদি ওষধিসেবনরহিত। ৭৯

৪১২। অক্ষরম্—অবিনাশী ব্রহ্ম, ৪১৩। পরম্ ব্রহ্ম—সর্বোৎকৃষ্ট পরমাত্মা, ৪১৪। বলবৎ—শক্তিশালী, ৪১৫। শক্রঃ—ইন্দ্র, ৪১৬। নীতিঃ—ন্যায়স্বরূপ, ৪১৭। অনীতিঃ—সাম, দান, দণ্ড ও ভেদবর্জিত, ৪১৮। শুদ্ধাত্মা—শুদ্ধস্বরূপ, ৪১৯। শুদ্ধঃ পরম পবিত্র, ৪২০। মান্যঃ—সম্মানের যোগ্য, ৪২১। গতাগতঃ—গমনাগমনশীল সংসারস্বরূপ। ৮০

৪২২। বহুপ্রসাদঃ ভক্তগণের উপর অধিক করুণাকারী, ৪২৩। সুস্বপ্নঃ—সুন্দর স্বপ্নবিশিষ্ট, ৪২৪। দর্পণঃ দর্পণতুল্য স্বচ্ছ, ৪২৫। অমিত্রজিৎ—বাহ্য ও আন্তর শত্রুগণের জয়কারী, ৪২৬। বেদকরঃ—বেদকর্তা, ৪২৭। মন্ত্রকারঃ—মন্ত্রসমূহের আবিষ্কারকারী, ৪২৮। বিদ্বান্—সর্বজ্ঞ, ৪২৯। সমরমর্দনঃ যুদ্ধে শত্রুগণের বিনাশকারী। ৮১

৪৩০। মহামেঘনিবাসী—প্রলয়কালীন মহামেঘসমূহে নিবাসকারী, ৪৩১। মহাঘোরঃ—প্রলয়কারী, বশী—সকলকে বশীভূতকারী, ৪৩৩। করঃ—সংহারকারী, ৪৩৪। অগ্নিজ্বালঃ—অগ্নি হইতেও মহাতেজস্বী, ৪৩৬। অতিধূম্রঃ—কালাগ্নিরূপে সকলকে দাহ করিবার সময় অত্যন্ত ধূম্রবর্ণবিশিষ্ট, ৪৩৭। হুতঃ—আহুতি প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্ন অগ্নিস্বরূপ, ৪৩৮। হবিঃ—ঘৃত দুগ্ধাদি হোমযোগ্য পদার্থস্বরূপ। ৮২

নীলস্তথাঙ্গলুব্ধশ্চ শোভনো নিরবগ্রহঃ ॥ ৮৩
স্বস্তিদঃ স্বস্তিভাবশ্চ ভাগী ভাগকরো লঘুঃ।
উৎসঙ্গশ্চ মহাঙ্গশ্চ মহাগর্ভপরায়ণঃ ॥ ৮৪
কৃষ্ণবর্ণঃ সুবর্ণশ্চ ইন্দ্রিয়ং সর্বদেহিনাম্।
মহাপাদো মহাহস্তো মহাকায়ো মহাযশাঃ ॥ ৮৫
মহামূর্ধা মহামাত্রো মহানেত্রো নিশালয়ঃ।
মহান্তকো মহাকর্ণো মহোষ্ঠশ্চ মহাহনুঃ ॥ ৮৬
মহানাসো মহাকম্বুর্মহাগ্রীবঃ শ্মশানভাক্
মহাবক্ষা মহোরস্কো হ্যন্তরাত্মা মৃগালয়ঃ ॥ ৮৭

৪৩৯। বৃষণঃ—কর্মফলের বর্ষণকারী, ধর্মস্বরূপ, ৪৪০। শঙ্করঃ—কল্যাণকারী ৪৪১। নিত্যং বর্চস্বী—সদা তেজে উদ্দীপ্ত, ৪৪২। ধূমকেতনঃ—অগ্নিস্বরূপ, ৪৪৩। নীলঃ—শ্যামবর্ণ শ্রীহরি, ৪৪৪। অঙ্গলুব্ধঃ—নিজ শ্রীঅঙ্গের সৌন্দর্যে নিজেই প্রলুব্ধ, ৪৪৫। শোভনঃ শোভাশালী, ৪৪৬। নিরবগ্রহঃ—প্রতিবন্ধকতাহীন। ৮৩

৪৪৭। স্বস্তিদঃ কল্যাণদাতা, ৪৪৮। স্বস্তিভাবঃ—কল্যাণময়ী সত্তাসমন্বিত, ৪৪৯। ভাগী যজ্ঞে ভাগ গ্রহণকারী, ৪৫০। ভাগকরঃ যজ্ঞে হবিষ্যাদি বিভাগকারী, ৪৫। লঘুঃ—শীঘ্রকারী, ৪৫১। উৎসঙ্গঃ—সঙ্গরহিত, ৪৫৩। মহাঙ্গঃ—বিশাল দেহসমন্বিত, ৪৫৪। মহাগর্ভপরায়ণঃ—হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার পরম আশ্রয়। ৮৪

৪৫৫। কৃষ্ণবর্ণঃ—শ্যামবর্ণ বিষ্ণুস্বরূপ, ৪৫৬। সুবর্ণঃ উত্তম বর্ণবিশিষ্ট, ৪৫৭। সর্বদেহিনাম্ ইন্দ্রিয়ম্—সমস্ত দেহধারী প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়সমুদায় স্বরূপ, ৪৫৮। মহাপাদঃ—দীর্ঘপাদযুক্ত ত্রিবিক্রমস্বরূপ, ৪৫৯। মহাহস্তঃ আজানুলম্বিতবাহু, ৪৬০। মহাকায়ঃ বিশ্বরূপ, ৪৬১। মহাযশাঃ মহান্ যশস্বী। ৮৫

৪৬২। মহামূর্ধা—বিশাল মস্তকযুক্ত, ৪৬৩। মহামাত্রঃ—মহাপ্রমাণ ৪৬৪। মহানেত্রঃ—দীর্ঘ নয়নযুক্ত, ৪৬৫। নিশালয়ঃ—নিশা অর্থাৎ অবিদ্যার লয় স্থান, ৪৬৬। মহান্তকঃ—মৃত্যুরও মৃত্যু, ৪৬৭। মহাকর্ণঃ—দীর্ঘকর্ণশোভিত, ৪৬৮। মহোষ্ঠঃ—লম্বা ওষ্ঠভূষিত৪৬৯। মহাহনুঃ—পুষ্ট ও দীর্ঘ হনুশোভিত। ৮৬

৪৭০। মহানাসঃ—দীর্ঘনাসিকাযুক্ত, ৪৭১। মহাকম্বুঃ—লম্বা কণ্ঠশোভিত, ৪৭২। মহাগ্রীবঃ—বিশাল গ্রীবাযুক্ত, ৪৭৩। শ্মশানভাক্—শ্মশানভূমিতে ক্রীড়াকারী, ৪৭৪। মহাবক্ষাঃ—বিশাল বক্ষভূষিত, ৪৭৫। মহোরস্কঃ—দীর্ঘ (চওড়া) বক্ষঃস্থল

লম্বনো লম্বিতোষ্ঠশ্চ মহামায়ঃ পয়োনিধিঃ।
মহাদন্তো মহাদংষ্ট্রো মহাজিহ্বো মহামুখঃ ॥ ৮৮
মহানখো মহারোমা মহাকোশো মহাজটঃ।
প্রসন্নশ্চ প্রসাদশ্চ প্রত্যয়ো গিরিসাধন ॥ ৮৯
স্নেহনোঽস্নেহনশ্চৈব অজিতশ্চ মহামুনিঃ।
বৃক্ষাকারো বৃক্ষকেতুরনলো বায়ুবাহনঃ ॥ ৯০
গণ্ডলী মেরুধামা চ দেবাধিপতিরেব চ।
অথর্বশীর্ষঃ সামাস্য ঋক্‌সহস্রামিতেক্ষণঃ ॥ ৯১

যজুঃপাদ-ভুজো গুহ্যঃ প্রকাশো জঙ্গমস্তথা।
অমোঘার্থঃ প্রসাদশ্চ অভিগম্যঃ সুদর্শনঃ ॥ ৯২
উপকারঃ প্রিয়ঃ সর্বঃ কনকঃ কাঞ্চনচ্ছবিঃ।
নাভির্নন্দিকরো ভাবঃ পুষ্করস্থপতিঃ স্থিরঃ ॥ ৯৩
দ্বাদশস্ত্রাশনশ্চাদ্যো যজ্ঞো যজ্ঞসমাহিতঃ।
নক্তং কলিশ্চ কালশ্চ মকরঃ কালপূজিতঃ ॥ ৯৪
সগণো গণকারশ্চ ভূতবাহনসারথিঃ।
ভস্মশয়ো ভস্মগোপ্তা ভস্মভূতস্তরুর্গণঃ ॥ ৯৫

শোভিত, ৪৭৬। অন্তরাত্মা—সকলের অন্তরাত্মা, ৪৭৭। মৃগালয়ঃ—মৃগশিশুকে স্বীয় ক্রোড়ে লইয়া অবস্থিত। ৮৭

৪৭৮। লম্বনঃ—অনেক ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, ৪৭৯। লম্বিতোষ্ঠঃ প্রলয়কালে সম্পূর্ণ বিশ্বকে নিজের গ্রাস করিবার জন্ত ওষ্ঠ বিস্তার করিয়া অবস্থিত, ৪৮০। মহামায়ঃ—মহামায়াবী, ৪৮১। পয়োনিধিঃ—ক্ষীরসাগরস্বরূপ, ৪৮২। মহাদন্তঃ—বৃহৎ বৃহৎ দন্তযুক্ত, ৪৮৩। মহাদংষ্ট্রঃ—বিশাল দন্ত-শোভিত, ৪৮৪। মহাজিহ্বঃ—প্রকাণ্ড জিহ্বাযুক্ত, ৪৮৫। মহামুখঃ—বিশাল মুখসমন্বিত। ৮৮

৪৮৬। মহানখঃ—বৃহৎ বৃহৎ নখযুক্ত নৃসিংহ-স্বরূপ, ৪৮৭ মহারোমা—বিশাল রোমাবলি-যুক্ত বরাহস্বরূপ, ৪৮৮। মহাকোশঃ—অতিশয় বৃহৎ উদরযুক্ত, ৪৮৯। মহাজটঃ—দীর্ঘ জটামণ্ডিত, ৪৯০। প্রসন্নঃ—আনন্দময়, ৪৯১। প্রসাদঃ—প্রসন্ন-মূর্ত্তি; ৪৯২। প্রত্যয়ঃ—জ্ঞানস্বরূপ, ৪৯৩। গিরিসাধনঃ—পর্ব্বতকে যুদ্ধের অস্ত্ররূপে ব্যবহারকারী ॥ ৮৯

৪৯৪। স্নেহনঃ—প্রজাগণের প্রতি পিতৃবৎ স্নেহকারী, ৪৯৫। অস্নেহনঃ—আসক্তিরহিত ৪৯৬। অজিতঃ—সর্ব্বদা অপরাজিত, ৪৯৭। মহামুনিঃ—অতিশয় মননশীল, ৪৯৮। বৃক্ষাকারঃ—সংসার-বৃক্ষ-স্বরূপ, ৪৯৯। বৃক্ষকেতুঃ—বৃক্ষতুল্য উচ্চ ধ্বজশোভিত, ৫০০। অনলঃ—অগ্নিস্বরূপ, ৫০১। বায়ুবাহনঃ—বায়ুকে নিজের বাহন রূপে ব্যবহারকারী। ৯০

৫০২। গণ্ডলী—পর্ব্বতের গুহায় আত্মগোপন করিয়া অবস্থিত, ৫০৩। মেরুধামা—মেরুপর্বতকে নিজের নিবাসস্থান-রূপে গ্রহণকারী, ৫০৪। দেবাধিপতিঃ—দেবতাগণের অধিপতি, ৫০৫। অথর্বশীর্ষঃ—অথর্ব্ববেদ যাঁহার মস্তক, ৫০৬। সামাস্যঃ—সামবেদ যাঁহার মুখ, ৫০৭। ঋক্‌সহস্রামিতেক্ষণঃ—সহস্র ঋক যাঁহার নেত্র। ৯১

৫০৮ যজুঃপাদভুজঃ—যজুর্বেদ যাঁহার হস্ত ও পদ, ৫০৯। গুহ্যঃ—গোপনীয় স্বরূপ, ৫১০। প্রকাশঃ—ভক্তগণের প্রতি করুণা করিয়া স্বয়ংই নিজেকে তাঁহাদের সম্মুখে প্রকাশকারী, ৫১১। জঙ্গমঃ—গমনাগমনকারী, ৫১২। অমোঘার্থঃ—কোন প্রার্থনা করিলে তাহা অবশ্যই সফলতা (প্রদান)-কারী, ৫১৩। প্রসাদঃ—সদয় হইয়া শীঘ্র প্রসন্নভাব অবলম্বনকারী, ৫১৪। অভিগম্যঃ—সহজে লাভ করিবার যোগ্য, ৫১৫। সুদর্শনঃ—সুন্দর দর্শন যাঁহার অথবা দেখিতে অতিশয় সুন্দর। ৯২

৫১৬। উপকারঃ—উপকারকারী, ৫১৭। প্রিয়ঃ—ভক্তগণের প্রেমাস্পদ, ৫১৮। সর্বঃ—সর্বস্বরূপ, ৫১৯। কনকঃ—সুবর্ণ-স্বরূপ, ৫২০। কাঞ্চনচ্ছবিঃ—কাঞ্চনতুল্য কমনীয় কান্তিবিশিষ্ট, ৫২১। নাভিঃ—সমস্ত ভুবনের মধ্যদেশস্বরূপ, ৫২২। নন্দিকরঃ—আনন্দদাতা, ৫২৩। ভাবঃ শ্রদ্ধা-ভক্তিস্বরূপ, ৫২৪। পুষ্কর স্থপতিঃ—ব্রহ্মাণ্ডরূপী পুষ্করনির্ম্মাতা, ৫২৫। স্থিরঃ—স্থির-স্বরূপ। ৯৩

৫২৬। দ্বাদশঃ একাদশ রুদ্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ রুদ্র, ৫২৭। ত্রাসনঃ—সংহারকারী বলিয়া ভয়জনক, ৫২৮। আদ্যঃ—সকলের আদিকারণ, ৫২৯। যজ্ঞঃ—যজ্ঞপুরুষ, ৫৩০। যজ্ঞ-সমাহিতঃ—যজ্ঞে সদা বিরাজমান, ৫৩১। নক্তম্—প্রলয়কালের রাত্রিস্বরূপ, ৫৩২। কলিঃ—কলির স্বরূপ, ৫৩৩। কালঃ—সকলকে নিজের গ্রাসকারী কালস্বরূপ, ৫৩৪। মকরঃ—মকরাকার শিশুমার চক্র, ৫৩৫। কাল-পূজিতঃ—কাল অর্থাৎ মৃত্যুর দ্বারা পূজিত। ৯৪

৫৩৬। সগণঃ—প্রমথাদি গণসমূহে যুক্ত, ৫৩৭। গণকারঃ—বাণাসুরাদি ভক্তগণকে নিজের গণমধ্যে সম্মিলিতকারী, ৫৩৮। ভূতবাহনসারথিঃ—ত্রিপুরবিনাশের জন্ত সমস্ত প্রাণিগণের যোগ-ক্ষেম নির্ব্বাহকারী ব্রহ্মাকে নিজের সারথিরূপে গ্রহণকারী, ৫৩৯। ভস্মশয়ঃ—ভস্মের উপর শয়নকারী, ৫৪০। ভস্মগোপ্তা—ভস্মের

লোকপালস্তথালোকো মহাত্মা সর্বপূজিতঃ।
শুক্লস্ত্রিশুক্লঃ সম্পন্নঃ শুচির্ভূতনিষেবিতঃ ॥ ৯৬

আশ্রমস্থঃ ক্রিয়াবস্থো বিশ্বকর্মমতির্বরঃ।
বিশালশাখস্তাম্রোষ্ঠো হ্যম্বুজালঃ সুনিশ্চলঃ ॥ ৯৭

কপিলঃ কপিশঃ শুক্ল আয়ুশ্চৈব পরোঽপরঃ।
গন্ধর্বো হ্যদিতিস্তার্ক্ষ্যঃ সুবিজ্ঞেয়ঃ সুশারদঃ ॥ ৯৮

পরশ্বধায়ুধো দেবো অনুকারী সুবান্ধবঃ।
তুম্ববীণো মহাক্রোধ ঊর্ধ্বরেতা জলেশয়ঃ ॥ ৯৯

উগ্রো বংশকরো বংশো বংশনাদো হ্যনিন্দিতঃ।
সর্বাঙ্গরূপো মায়াবী সুহৃদো হ্যনিলোঽনলঃ ॥ ১০০

বন্ধনো বন্ধকর্তা চ সুবন্ধনবিমোচনঃ।
সযজ্ঞারিঃ সকামারির্মহাদংষ্ট্রো মহায়ুধঃ ॥ ১০১

বহুধা নিন্দিতঃ শর্বঃ শঙ্করঃ শঙ্করোঽধনঃ।
অমরেশো মহাদেবো বিশ্বদেবঃ সুরারিহা ॥ ১০২

অহির্বুধ্ন্যোঽনিলাভশ্চ চেকিতানো হবিস্তথা।
অজৈকপাচ্চ কাপালী ত্রিশঙ্কুরজিতঃ শিবঃ ॥ ১০৩

দ্বারা রক্ষাকারী, ৫৪১। ভস্মভূতঃ—ভস্মস্বরূপঃ ৫৪২। তরুঃ—কল্পবৃক্ষস্বরূপ, ৫৪৩। গণঃ—ভৃঙ্গিরিটি ও ননিকেশ্বরাদি পার্ষদস্বরূপ। ৯৫

৫৪৪। লোকপালঃ—চতুর্দ্দশ ভুবনের পালনকারী, ৫৪৫। আলোকঃ—লোকাতীত, ৫৪৬। মহাত্মা, ৫৪৭। সর্ব্বপূজিতঃ, ৫৪৮। শুক্লঃ—শুদ্ধস্বরূপ, ৫৪৯। ত্রিশুক্লঃ,—মন, বাক্য ও শরীর—এই তিনটি যাঁহার শুদ্ধ, ৫৫০। সম্পন্নঃ—সমস্ত সম্পদযুক্ত, ৫৫১। শুচিঃ—পরম পবিত্র, ৫৫২। ভূতনিষেবিতঃ—সমস্ত প্রাণিগণের দ্বারা সেবিত। ৯৬

৫৫৩। আশ্রমস্থঃ—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রমে ধর্ম্মরূপে অবস্থিত, ৫৫৪। ক্রিয়াবস্থঃ—যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহে সংলগ্ন, ৫৫৫। বিশ্বকর্ম্মমতিঃ—সংসার-রচনারূপ কর্ম্মে কুশল, ৫৫৬। বরঃ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ৫৫৭। বিশালশাখঃ—দীর্ঘবাহুবিশিষ্ট, ৫৫৮। তাম্রোষ্ঠঃ—রক্তবর্ণ ওষ্ঠবিশিষ্ট, ৫৫৯। অম্বুজালঃ—জল-সমূহ—সাগরস্বরূপ, ৫৬০। সুনিশ্চলঃ—সর্ব্বদা নিশ্চলরূপ। ৯৭

৫৬১। কপিলঃ—কপিলবর্ণ, ৫৬২। কপিশঃ—পীতবর্ণ, ৫৬৩। শুক্লঃ—শ্বেতবর্ণ, ৫৬৪। আয়ুঃ—জীবনরূপ, ৫৬৫। পরঃ—প্রাচীন, ৫৬৬। অপরঃ—অর্ব্বাচীন, ৫৬৭। গন্ধর্ব্বঃ—চিত্ররথাদিগন্ধর্ব্বস্বরূপ, ৫৬৮। অদিতিঃ—দেবমাতা অদিতিস্বরূপ, ৫৬৯। তার্ক্ষ্যঃ—বিনতানন্দন গরুড়স্বরূপ, ৫৭০। সুবিজ্ঞেয়ঃ—সহজে জানিবার যোগ্য, ৫৭১। সুশারদঃ—উত্তম বাক্যভাষী। ৯৮

৫৭২। পরশ্বধায়ুধঃ—পরশুকে অস্ত্ররূপে ব্যবহারকারী পরশুরামরূপী, ৫৭৩। দেবঃ—মহাদেবস্বরূপ, ৫৭৪। অনুকারী,—ভক্তগণের অনুকরণকারী, ৫৭৫। সুবান্ধবঃ—উত্তম বান্ধবস্বরূপ, ৫৭৬। তুম্ববীণঃ—তুম্বুরুকে বীণারূপে বাদ্যকারী, ৫৭৭। মহাক্রোধঃ—প্রলয়কালে ভয়ঙ্কর ক্রোধ প্রকাশকারী, ৫৭৮। ঊর্দ্ধরেতাঃ—অস্খলিতবীর্য্য, ৫৭৯। জলেশয়ঃ—বিষ্ণুরূপে জলমধ্যে শয়নকারী। ৯৯

৫৮০। উগ্রঃ—প্রলয়কালে ভয়ঙ্কররূপধারী, ৫৮১। বংশকরঃ—বংশপ্রবর্ত্তক, ৫৮২। বংশঃ—বংশস্বরূপ, ৫৮৩। বংশনাদঃ—শ্রীকৃষ্ণরূপে বংশীবাদনকারী, ৫৮৪। অনিন্দিতঃ, ৫৮৫। সর্ব্বাঙ্গরূপঃ,—সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ-রূপধারণকারী, ৫৮৬। মায়াবী, ৫৮৭। সুহৃদঃ—নিকারণ দয়ালু, ৫৮৮। অনিলঃ—বায়ুস্বরূপ, ৫৮৯। অনলঃ—অগ্নিস্বরূপ। ১০০

৫৯০। বন্ধনঃ—স্নেহবন্ধনে আবদ্ধকারী, ৫৯১। বন্ধকর্ত্তা,—বন্ধনরূপ সংসারের নির্ম্মাতা, ৫৯২। সুবন্ধনবিমোচনঃ—মায়ার সুদৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্তকারী, ৫৯৩। সযজ্ঞারিঃ—দক্ষযজ্ঞের শত্রুগণের সহায়ক, ৫৯৪। সকামারিঃ—কামবিজয়ী যোগিগণের সহায়তাকারী, ৫৯৫। মহাদংষ্ট্রঃ—অতিবৃহৎ দন্তযুক্ত নরসিংহরূপী, ৫৯৬। মহায়ুধঃ—প্রকাণ্ড অস্ত্রধারী। ১০১

৫৯৭। বহুধা নিন্দিতঃ—দক্ষ ও তাঁহার সমর্থকগণের দ্বারা নানাপ্রকারে নিন্দিত, ৫৯৮। শর্ব্বঃ—প্রলয়কালে সকলের সংহারকারী, ৫৯৯। শঙ্করঃ—কল্যাণকারী, ৬০০। শঙ্করঃ—ভক্তগণের আনন্দদায়ক, ৬০১। অধনঃ—সাংসারিক ধনরহিত, ৬০২। অমরেশঃ—দেবগণেরও ঈশ্বর, ৬০৩। মহাদেবঃ, ৬০৪। বিশ্বদেবঃ ৬০৫। সুরারিহা—দেবশত্রুগণের হন্তা। ১০২

৬০৬। অহির্বুধ্নঃ—শেষনাগস্বরূপ, ৬০৭। অনিলাভঃ—বায়ুতুল্য বেগবান্, ৬০৮। চেকিতানঃ—অতিশয় জ্ঞানসম্পন্ন, ৬০৯। হবিঃ—হবিস্বরূপ, ৬১০। অজৈকপাদ্—একাদশ রুদ্রগণের মধ্যে একজন, ৬১১। কাপালী—দুই কপালের দ্বারা নির্ম্মিত কপালরূপ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, ৬১২। ত্রিশঙ্কুঃ ত্রিশঙ্কুরূপী, ৬১৩। অজিতঃ—সর্ব্বদা অপরাজিত, ৬১৪। শিবঃ—কল্যাণস্বরূপ। ১০৩

ধন্বন্তরির্ধূমকেতুঃ স্কন্দো বৈশ্রবণস্তথা।
ধাতা শক্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ মিত্রস্ত্বষ্টা ধ্রুবো ধরঃ ॥ ১০৪

প্রভাবঃ সর্বগো বায়ুরর্যমা সবিতা রবিঃ।
উষঙ্গুশ্চ বিধাতা চ মান্ধাতা ভূতভাবনঃ ॥ ১০৫

বিভুর্বর্ণবিভাবী চ সর্বকামগুণাবহঃ।
পদ্মনাভো মহাগর্ভশ্চন্দ্রবক্ত্রোঽনিলোঽনলঃ ॥ ১০৬

বলবাংশ্চোপশান্তশ্চ পুরাণঃ পুণ্যচঞ্চুরী।
কুরুকর্তা কুরুবাসী কুরুভূতো গুণৌষধঃ ॥১০৭

সর্বাশয়ো দর্ভচারী সর্বেষাং প্রাণিনাং পতিঃ।
দেবদেবঃ সুখাসক্তঃ সদসৎসর্বরত্নবিৎ ॥ ১০৮

কৈলাসগিরিবাসী চ হিমবদ্গিরিসংশ্রয়ঃ।
কূলহারী কূলকর্তা বহুবিদ্যো বহুপ্রদঃ ॥ ১০৯

বণিজো বর্ধকী বৃক্ষো বকুলশ্চন্দনশ্ছদঃ।
সারগ্রীবো মহাজত্রুরলোলশ্চ মহৌষধঃ ॥ ১১০

সিদ্ধার্থকারী সিদ্ধার্থশ্ছন্দোব্যাকরণোত্তরঃ।
সিংহনাদঃ সিংহদংষ্ট্রঃ সিংহগঃ সিংহবাহনঃ ॥ ১১১

৬১৫। ধন্বন্তরিঃ—মহাবৈদ্যস্বরূপ, ৬১৬। ধূমকেতুঃ—অগ্নিস্বরূপ, ৬১৭। স্কন্দঃ—প্রভু কার্তিকেয়রূপী, ৬১৮। বৈশ্রবণঃ—কুবেরস্বরূপ, ৬১৯। ধাতা—সকলের ধারণকর্তা, ৬২০। শক্রঃ—ইন্দ্রস্বরূপ, ৬২১। বিষ্ণুঃ—সর্বব্যাপী নারায়ণদেব, ৬২২। মিত্রঃ—দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে অন্যতম, ৬২৩। ত্বষ্টা—প্রজাপতি বিশ্বকর্মা, ৬২৪। ধ্রুবঃ—নিত্যস্বরূপ, ৬২৫। ধরঃ—অষ্টবসুর মধ্যে অন্যতম। ১০৪

৬২৬। প্রভাবঃ—উৎকৃষ্টভাবসম্পন্ন, ৬২৭। সর্বগো বায়ুঃ—সর্বব্যাপী বায়ু—সূত্রাত্মা, ৬২৮। অর্যমা—দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে অন্যতম, ৬২৯। সবিতা—সম্পূর্ণ জগতের উৎপাদনকারী, ৬৩০। রবিঃ—সূর্য্যস্বরূপ, ৬৩১। উষঙ্গুঃ—সর্বদাহক কিরণযুক্ত সূর্য্যরূপী, ৬৩২। বিধাতা—প্রজাগণের বিশেষরূপে ধারণ-পোষণকারী, ৬৩৩। মান্ধাতা—জীবের তৃপ্তিপ্রদানকারী, ৬৩৪। ভূতভাবনঃ—সমস্ত প্রজাদিগের উৎপাদক। ১০৫

৬৩৫। বিভুঃ—বিবিধরূপে বিরাজমান, ৬৩৬। বর্ণবিভাবী—শ্বেত-পীতাদি বর্ণসকলের বিবিধরূপে প্রকাশকারী, ৬৩৭। সর্বকামগুণাবহঃ—সমস্ত ভোগ ও গুণসমূহের প্রাপ্তিকারক, ৬৩৮। পদ্মনাভঃ—স্বীয় নাভি হইতে পদ্ম উৎপাদনকারী বিষ্ণুস্বরূপ, ৬৩৯। মহাগর্ভঃ—বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে নিজ উদরমধ্যে ধারণকারী, ৬৪০। চন্দ্রবক্ত্রঃ—চন্দ্রতুল্য কমনীয় মুখশোভিত, ৬৪১। অনিলঃ—বায়ুদেব, ৬৪২। অনলঃ—অগ্নিদেব। ১০৬

৬৪৩। বলবান্—শক্তিশালী, ৬৪৪। উপশান্তঃ—শান্তস্বরূপ, ৬৪৫। পুরাণঃ—পুরাণপুরুষ, ৬৪৬। পুণ্যচঞ্চুঃ—পুণ্যের দ্বারা জানিবার যোগ্য, ৬৪৭। ঈ—দয়াস্বরূপ, ৬৪৮। কুরুকর্তা—কুরুক্ষেত্রতীর্থের নির্মাতা, ৬৪৯। কুরুবাসী—কুরুক্ষেত্রনিবাসী, ৬৫০। কুরুভূতঃ—কুরুক্ষেত্রস্বরূপ, ৬৫১। গুণৌষধঃ—গুণসমূহের উৎপাদক ওষধির ন্যায় জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি গুণসকলের উৎপাদক। ১০৭

৬৫২। সর্বাশয়ঃ—সকলের আশ্রয় ৬৫৩। দর্ভচারী—যজ্ঞবেদীর উপরে পাতিত কুশসমূহের উপর প্রদত্ত হবিষ্য ভক্ষণকারী, ৬৫৪। সর্বেষাং প্রাণিনাং পতিঃ—সকল প্রাণিরই পরিপালক, ৬৫৫। দেবদেবঃ—দেবতাগণেরও দেবতা, ৬৫৬। সুখাসক্তঃ—স্বীয় পরমানন্দময় স্বরূপেই রত, ৬৫৭। সৎ—সৎস্বরূপ, ৬৫৮। অসৎ—অসৎস্বরূপ, ৬৫৯। সর্বরত্নবিৎ—সমস্ত রত্নসমূহের জ্ঞাতা। ১০৮

৬৬০। কৈলাসগিরিবাসী,—কৈলাসপর্বতে নিবাসকারী, ৬৬১। হিমবদ্‌গিরিসংশ্রয়ঃ—হিমালয় পর্বতবাসী, ৬৬২। কূলহারী—প্রবল প্রবাহরূপে নদীসকলের তীর উচ্ছেদকারী, ৬৬৩। কূলকর্তা—পুষ্করাদি বিশালাকার সরোবরসমূহের নির্মাতা, ৬৬৪। বহুবিদ্যঃ—বহু বিদ্যাসম্পন্ন, ৬৬৫। বহুপ্রদঃ—সব কিছুই অধিকরূপে প্রদানকারী। ১০৯

৬৬৬। বণিজঃ—বৈশ্যরূপী, ৬৬৭। বর্দ্ধকী—সংসাররূপ বৃক্ষছেদনকারী বর্দ্ধকীস্বরূপ, ৬৬৮। বৃক্ষঃ—সংসারবৃক্ষস্বরূপ, ৬৬৯। বকুলঃ—বকুলবৃক্ষস্বরূপ, ৬৭০। চন্দনঃ—চন্দনবৃক্ষস্বরূপ, ৬৭১। ছদঃ—ছাতিমবৃক্ষস্বরূপ, ৬৭২। সারগ্রীবঃ—সুদৃঢ় কণ্ঠযুক্ত ৬৭৩। মহাজত্রুঃ—বিশাল গ্রীবাযুক্ত, ৬৭৪। অলোলঃ—অচঞ্চল, ৬৭৫। মহৌষধঃ—মহৌষধিস্বরূপ। ১১০

৬৭৬। সিদ্ধার্থকারী—আশ্রিত জনগণের মনোরথ সিদ্ধকারী, ৬৭৭। সিদ্ধার্থশ্ছন্দোব্যাকরণোত্তরঃ—বেদের ব্যাখ্যায় নির্ণীত উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্তস্বরূপ, ৬৭৮। সিংহনাদঃ—সিংহের ন্যায় গর্জনকারী, ৬৭৯। সিংহদংষ্ট্রঃ—সিংহদন্ততুল্য দন্তযুক্ত, ৬৮০। সিংহগঃ—সিংহের উপর আরোহণ করিয়া গমনকারী, ৬৮১। সিংহবাহনঃ। ১১১

প্রভাবাত্মা জগৎকালস্থালো লোকহিতস্তরুঃ।
সারঙ্গো নবচক্রাঙ্গঃ কেতুমালী সভাবনঃ ॥ ১১২

ভূতালয়ো ভূতপতিরহোরাত্রমনিন্দিতঃ ॥ ১১৩
বাহিতা সর্বভূতানাং নিলয়শ্চ বিভুর্ভবঃ

অমোঘঃ সংযতো হ্যশ্বো ভোজনঃ প্রাণধারণঃ ॥ ১১৪

ধৃতিমান্ মতিমান্ দক্ষঃ সংকৃতশ্চ যুগাধিপঃ।
গোপালির্গোপতির্গ্রামো গোচর্মবসনো হরিঃ ॥ ১১৫

হিরণ্যবাহুশ্চ তথা গুহাপালঃ প্রবেশিনাম্
প্রকৃষ্টারির্মহাহর্ষো জিতকামো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১১৬

৬৮২। প্রভাবাত্মা—উৎকৃষ্টসত্তাস্বরূপ, ৬৮৩। জগৎকালস্থলঃ—প্রলয়কালে জগৎসংহারকারী কালের স্থান, ৬৮৪। লোকহিতঃ—লোকহিতৈষী, ৬৮৫। তরুঃ—তারণকারী, ৬৮৬। সারঙ্গঃ—চাতকস্বরূপ, ৬৮৭। নবচক্রাঙ্গঃ—নূতন হংসস্বরূপ, ৬৮৮। কেতুমালী—ধ্বজপতাকারূপ মালাসমূহে অলঙ্কৃত, ৬৮৯। সভাবনঃ—ধর্মস্থান রক্ষাকারী। ১১২

৬৯০। ভূতালয়ঃ—সমস্ত ভূতগণের আবাসস্থল, ৬৯১। ভূতপতিঃ—সকলপ্রাণীর প্রভু, ৬৯২। অহোরাত্রম্—দিন-রাত্রিস্বরূপ, ৬৯৩। অনিন্দিতঃ। ১১৩

৬৯৪। সর্বভূতানাং বাহিতা—সম্পূর্ণ ভূতবর্গের ভার বহনকারী, ৬৯৫। সর্বভূতানাং নিলয়ঃ—সমস্ত প্রাণিগণের নিবাসস্থান, ৬৯৬। বিভুঃ—সর্বব্যাপী, ৬৯৭। ভবঃ—সত্তাস্বরূপ ৬৯৮। অমোঘঃ—অব্যর্থস্বরূপ, ৬৯৯। সংযতঃ—সংযমপরায়ণ, ৭০০। অশ্বঃ—উচ্চৈঃশ্রবা প্রভৃতি উত্তম অশ্বরূপী, ৭০১। ভোজনঃ—অন্নদাতা, ৭০২। প্রাণধারণঃ—সকলের প্রাণরক্ষাকারী। ১১৪

৭০৩। ধৃতিমান্—ধৈর্যশালী, ৭০৪। মতিমান্—বুদ্ধিমান্, ৭০৫। দক্ষঃ—চতুর, ৭০৬। সংকৃতঃ—সকলের দ্বারা সম্মানিত, ৭০৭। যুগাধিপঃ—যুগসমূহের পরিপালক, ৭০৮। গোপালিঃ—ইন্দ্রিয়গণের পালক, ৭০৯। গোপতিঃ—গোসমূহের পালনকর্তা, ৭১০। গ্রামঃ—সমুদায়স্বরূপ, ৭১১। গোচর্মবসনঃ—গোচর্মময় বস্ত্র পরিধানকারী, ৭১২। হরিঃ ভক্তগণের দুঃখহরণকারী। ১১৫

৭১৩। হিরণ্যবাহুঃ—স্বর্ণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট বাহুশোভিত ৭১৪। গুহাপালঃ প্রবেশিনাম্—গুহার মধ্যে প্রবেশকারী যোগিগণের গুহারক্ষক, ৭১৫। প্রকৃষ্টারিঃ—কামক্রোধাদি শত্রুগণের জয়কারী, ৭১৬। মহাহর্ষঃ—পরমানন্দস্বরূপ, ৭১৭। জিতকামঃ—কামবিজয়ী, ৭১৮। জিতেন্দ্রিয়ঃ। ১১৬

গান্ধারশ্চ সুবাসশ্চ তপঃসক্তো রতির্নরঃ।
মহাগীতো মহানৃত্যো হ্যপ্সরোগণসেবিতঃ ॥ ১১৭

মহাকেতুর্মহাধাতুর্নৈকসানুচরশ্চলঃ।
আবেদনীয় আদেশঃ সর্বগন্ধসুখাবহঃ ॥ ১১৮

তোরণস্তারণো বাতঃ পরিধী পতিখেচরঃ।
সংযোগো বর্ধনো বৃদ্ধো অতিবৃদ্ধো গুণাধিকঃ ॥ ১১৯

নিত্য আত্মসহায়শ্চ দেবাসুরপতিঃ পতিঃ।
যুক্তশ্চ যুক্তবাহুশ্চ দেবো দিবিসুপর্বণঃ ॥ ১২০

আষাঢ়শ্চ সুষাঢ়শ্চ ধ্রুবোঽথ হরিণো হরঃ।
বপুরাবর্তমানেভ্যো বসুশ্রেষ্ঠো মহাপথঃ ॥ ১২১

৭১৯। গান্ধারঃ—গান্ধারনামক স্বরস্বরূপ, ৭২০। সুবাসঃ—কৈলাসনামক সুন্দর স্থানে বাসকারী, ৭২১। তপঃসক্তঃ—তপস্যায় নিরত, ৭২২। রতিঃ—প্রীতিস্বরূপ, ৭২৩। নরঃ—বিরাট্ পুরুষ, ৭২৪। মহাগীতঃ—যাঁহার মাহাত্ম্য বেদশাস্ত্রের দ্বারা গান করা হইয়াছে, এরূপ মহাদেবস্বরূপ, ৭২৫। মহানৃত্যঃ—প্রকাণ্ড তাণ্ডব নৃত্যকারী, ৭২৬। অপ্সরোগণসেবিতঃ। ১১৭

৭২৭। মহাকেতুঃ—ধর্মরূপ মহৎ ধ্বজবিশিষ্ট, ৭২৮। মহাধাতুঃ—সুবর্ণস্বরূপ, ৭২৯। নৈকসানুচরঃ—মেরুগিরির অনেক শিখরে বিচরণকারী, ৭৩০। চলঃ—কাহারও দ্বারা যিনি গৃহীত হন না, ৭৩১। আবেদনীয়ঃ—প্রার্থনা করিবার যোগ্য, ৭৩২। আদেশঃ—আজ্ঞাপ্রদানকারী, ৭৩৩। সর্বগন্ধসুখাবহঃ—সমস্ত গন্ধাদি বিষয়সমূহের সুখপ্রাপ্তিকারক। ১১৮

৭৩৪। তোরণঃ মুক্তিদ্বারস্বরূপ, ৭৩৫। তারণঃ—তারণকারী ৭৩৬। বাতঃ—বায়ুস্বরূপ, ৭৩৭। পরিধী ব্রহ্মাণ্ডের মণ্ডলস্বরূপ ৭৩৮। পতিখেচরঃ—আকাশচারীদিগের প্রভু, ৭৩৯। বর্ধনঃ সংযোগঃ—বৃদ্ধির হেতুস্বরূপ স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ, ৭৪০। বৃদ্ধঃ—গুণসমূহে শ্রেষ্ঠ, ৭৪১। অতিবৃদ্ধঃ—সর্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া অতিবৃদ্ধ, ৭৪২। গুণাধিকঃ—জ্ঞান-ঐশ্বর্যাদি গুণসকলের দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিকতর। ১১৯

৭৪৩। নিত্য আত্মসহায়ঃ—আত্মার সদা সহায়তাকারী, ৭৪৪। দেবাসুরপতিঃ—দেবতা ও অসুরগণের পালক, ৭৪৫। পতিঃ—সকলের পালক, ৭৪৬। যুক্তঃ—ভক্তদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য উদ্যত ৭৪৭। যুক্তবাহুঃ—সকলকে রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত বাহু শোভিত, ৭৪৮। দেবো দিবিসুপর্বণঃ—স্বর্গে যে মহান্ দেব ইন্দ্র, তাঁহারও আরাধ্য দেব। ১২০

৭৪৯। আষাঢ়ঃ—ভক্তগণকে সব কিছু সহ্য করিবার শক্তি-

শিরোহারী বিমর্শশ্চ সর্বলক্ষণলক্ষিতঃ।
অক্ষশ্চ রথযোগী চ সর্বযোগী মহাবলঃ ॥ ১২২

সমাম্নায়োঽসমাম্নায়স্তীর্থদেবো মহারথঃ।
নির্জীবো জীবনো মন্ত্রঃ শুভাক্ষো বহুকর্কশঃ ॥ ১২৩

রত্নপ্রভূতো রত্নাঙ্গো মহার্ণবনিপানবিৎ।
মূলং বিশালো হ্যমৃতো ব্যক্তাব্যক্তস্তপোনিধিঃ ॥ ১২৪

আরোহণোঽধিরোহশ্চ শীলধারী মহাযশাঃ।
সেনাকল্পো মহাকল্পো যোগো যুগকরো হরিঃ ॥ ১২৫

যুগরূপো মহারূপো মহানাগহনোঽবধঃ।
ন্যায়নির্বপণঃ পাদঃ পণ্ডিতো হ্যচলোপমঃ ॥ ১২৬

বহুমালো মহামালঃ শশী হরসুলোচনঃ।
বিস্তারো লবণঃ কূপস্ত্রিযুগঃ সফলোদয়ঃ ॥ ১২৭

ত্রিলোচনো বিষণ্ণাঙ্গো মণিবিদ্ধো জটাধরঃ।
বিন্দুর্বিসর্গঃ সুমুখঃ শরঃ সর্বায়ুধঃ সহঃ ॥ ১২৮

নিবেদনঃ সুখাজাতঃ সুগন্ধারো মহাধনুঃ।
গন্ধপালী চ ভগবানুত্থানঃ সর্বকর্মণাম্ ॥ ১২৯

দাতা, ৭৫০। সুষাঢ়ঃ—উত্তম সহনশীল, ৭৫১। ধ্রুবঃ-অবিচল-স্বরূপ, ৭৫২। হরিণঃ—শুদ্ধস্বরূপ, ৭৫৩। হরঃ—পাপহারী, ৭৫৪। আবর্তমানেভ্যো বপুঃ—স্বর্গলোক হইতে প্রত্যাবর্তনকারিগণের নূতন শরীর প্রদানকারী, ৭৫৫। বসুশ্রেষ্ঠঃ—শ্রেষ্ঠধামস্বরূপ অর্থাৎ মুক্তিস্বরূপ, ৭৫৬। ৭৫৬ মহাপথঃ—সর্বোত্তম মার্গস্বরূপ ॥ ১২১

৭৫৭। বিমর্শঃ শিরোহারী—বিচার করিয়া দুষ্টগণের শিরশ্ছেদকারী, ৭৫৮। সর্বলক্ষণলক্ষিতঃ—সমস্ত শুভলক্ষণসম্পন্ন, ৭৫৯। রথযোগী—রথের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কাষ্ঠ বিশেষস্বরূপ, ৭৬০। সর্বযোগী—সর্বদা যোগযুক্ত, ৭৬১। মহাবলঃ—অনন্ত শক্তিশালী ॥ ১২২

৭৬২। সমাম্নায়ঃ—বেদস্বরূপ, ৭৬৩। অসমাম্নায়ঃ—বেদভিন্ন স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ও আগমস্বরূপ, ৭৬৪। তীর্থদেবঃ—সমস্ত তীর্থের স্বরূপ, ৭৬৫। মহারথঃ—ত্রিপুরদাহের সময় পৃথিবীরূপী বিশাল রথে আরোহণকারী, ৭৬৬। নির্জীবঃ—জড় প্রপঞ্চস্বরূপ ৭৬৭। জীবনঃ—জীবনদাতা, ৭৬৮। মন্ত্রঃ প্রণবাদি মন্ত্রস্বরূপ, ৭৬৯। শুভাক্ষঃ—মঙ্গলময়ী দৃষ্টিসম্পন্ন, ৭৭০। বহুকর্কশঃ—সংহার কালে অত্যন্ত কঠোর স্বভাবযুক্ত ॥ ১২৩

৭৭১। রত্নপ্রভূতঃ—অনেক রত্নের আকরস্বরূপ, ৭৭২। রত্নাঙ্গঃ—রত্নময় অঙ্গবিশিষ্ট, ৭৭৩। মহার্ণবনিপানবিৎ—মহাসাগররূপী নিপানসমূহে অভিজ্ঞ, ৭৭৪। মূলম্,—সংসাররূপী বৃক্ষের কারণ, ৭৭৫। বিশালঃ—অত্যন্ত শোভাশালী, ৭৭৬। অমৃতঃ—অমৃত বা মুক্তির স্বরূপ, ৭৭৭। ব্যক্তাব্যক্তঃ—সাকার-নিরাকারস্বরূপ, ৭৭৮। তপোনিধিঃ—তপস্যার নিধিস্বরূপ ॥ ১২৪

৭৭৯। আরোহণঃ—পরমপদে আরোহণ করিবার দ্বারস্বরূপ, ৭৮০। অধিরোহঃ—পরমপদে আরূঢ়, ৭৮১। শীলধারী—সুশীলসম্পন্ন, ৭৮২। মহাযশাঃ—মহান্ যশে শোভিত, ৭৮৩। সেনাকল্পঃ—সেনার আভরণস্বরূপ, ৭৮৪। মহাকল্পঃ—বহুমূল্য আভরণে বিভূষিত, ৭৮৫। যোগঃ—চিত্তবৃত্তির নিরোধস্বরূপ, ৭৮৬। যুগকরঃ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগের প্রবর্তক, ৭৮৭। হরিঃ—ভক্তগণের দুঃখহরণকারী ॥ ১২৫

৭৮৮। যুগরূপঃ—যুগসমূহের স্বরূপ, ৭৮৯। মহারূপঃ—সকল রূপের শ্রেষ্ঠ, ৭৯০। মহানাগহনঃ—বিশালকায় গজাসুরবধকারী, ৭৯১। অবধঃ—মৃত্যুরহিত, ৭৯২। ন্যায়নির্বপণঃ—ন্যায়োচিত দানকারী, ৭৯৩। পাদঃ—শরণগ্রহণের যোগ্য (পদ্যতে ভক্তৈঃ ইতি পাদঃ), ৭৯৪। পণ্ডিতঃ—জ্ঞানী, ৭৯৫। অচলোপমঃ—পর্বততুল্য অবিচল ॥ ১২৬

৭৯৬। বহুমালঃ—বহু মালাধারণকারী, ৭৯৭। মহামালঃ—মহতী (পদ পর্যন্ত ঝুলন্ত) মালাধারণকারী, ৭৯৮। শশী হরসুলোচনঃ—চন্দ্রসদৃশ সৌম্য দৃষ্টিযুক্ত মহাদেব, ৭৯৯। বিস্তারো লবণঃ কূপঃ—বিস্তৃত লবণসমুদ্রস্বরূপ, ৮০০। ত্রিযুগঃ—সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ ও দ্বাপরযুগ—এই তিনযুগস্বরূপ, ৮০১। সফলোদয়ঃ—অবতাররূপে যাঁহার আবির্ভাব সফলতাকারক ॥ ১২৭

৮০২। ত্রিলোচনঃ, ৮০৩। বিষণ্ণাঙ্গঃ—অঙ্গরহিত অর্থাৎ সর্বথা নিরাকার, ৮০৪। মণিবিদ্ধঃ—মণিময় কুণ্ডলধারণোপযোগী কর্ণে ছিদ্রযুক্ত, ৮০৫। জটাধরঃ, ৮০৬। বিসর্গঃ—বিসর্জনীয়স্বরূপ, ৮০৮। সুমুখঃ, ৮০৯। শরঃ—বাণস্বরূপ, ৮১০। সর্বায়ুধঃ—সমস্ত অস্ত্রে সম্পন্ন, ৮১১। সহঃ—সহনশীল ॥ ১২৮

৮১২। নিবেদনঃ—সর্বপ্রকার বৃত্তিহীন জ্ঞানবিশিষ্ট, ৮১৩। সুখাজাতঃ—সকল বৃত্তি লয় হইয়া যাইলে পর সুখরূপে প্রকাশিত, ৮১৪। সুগন্ধারঃ—উত্তম গন্ধযুক্ত, ৮১৫। মহাধনুঃ—পিনাকনামক বিশাল ধনুর্ধারী, ৮১৬। ভগবান্ গন্ধপালী—উত্তম গন্ধযুক্ত, রক্ষাকারী ভগবান্, ৮১৭। সর্বকর্মণামুত্থানঃ—সমস্ত কর্মের উত্থান স্থান ॥ ১২৯

মন্থানো বহুলো বায়ুঃ সকলঃ সর্বলোচনঃ।
তলস্তালঃ করস্থালী ঊর্ধ্বসংহননো মহান্ ॥ ১৩০
ছত্রং সুচ্ছত্রো বিখ্যাতো লোকঃ সর্বাশ্রয়ঃ ক্রমঃ।
মুণ্ডো বিরূপো বিকৃতো দণ্ডী কুণ্ডী বিকুর্বণঃ ॥ ১৩১
হর্য্যক্ষঃ ককুভো বজ্রী শতজিহ্বঃ সহস্রপাৎ।
সহস্রমূর্ধা দেবেন্দ্রঃ সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ১৩২
সহস্রবাহুঃ সর্বাঙ্গঃ শরণ্যঃ সর্বলোককৃৎ।
পবিত্রং ত্রিককুমন্ত্রঃ কনিষ্ঠঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ ॥ ১৩৩
ব্রহ্মদণ্ডবিনির্মাতা শতঘ্নীপাশশক্তিমান্।

৮১৮। মন্থানো বহুলো বায়ুঃ—বিশ্বকে মন্থন করিতে সমর্থ প্রলয়কালের মহান্ বায়ুস্বরূপ, ৮১৯। সকলঃ—সমস্ত কলাসমূহে যুক্ত, ৮২০। সর্বলোচনঃ—সকলের দ্রষ্টা, ৮২১। তলস্তালঃ—হস্তেরই দ্বারা তালপ্রদানকারী, ৮২২। করস্থালী—হস্তেরই দ্বারা ভোজনপাত্রের কার্য্য সমাধাকারী (করপাত্র), ৮২৩। ঊর্দ্ধসংহননঃ—সুদৃঢ় শরীরযুক্ত, ৮২৪। মহান্—শ্রেষ্ঠতম। ১৩০

৮২৫। ছত্রম্—ছত্রের ন্যায় পাপ-তাপ হইতে ভক্তগণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষাকারী, ৮২৬। সুচ্ছত্রঃ—উত্তম ছত্রস্বরূপ, ৮২৭। বিখ্যাতো লোকঃ—সুপ্রসিদ্ধ লোকস্বরূপ, ৮২৮। সর্ব্বাশ্রয়ঃ ক্রমঃ—সকলের আধারভূত গতি, ৮২৯। মুণ্ডঃ—মুণ্ডিতমস্তক, ৮৩০। বিরূপঃ—বিকট রূপবান্, ৮৩১। বিকৃতঃ—সম্পূর্ণ বিপরীত ক্রিয়াসমূহের ধারণকারী, ৮৩২। দণ্ডী—দণ্ডধারণকারী, ৮৩৩। কুণ্ডী—কুণ্ডাকৃতি ভিক্ষাপাত্রধারী, ৮৩৪। বিকুর্ব্বণঃ—ক্রিয়ার দ্বারা অলভ্য। ১৩১

৮৩৫। হর্য্যক্ষঃ—সিংহস্বরূপ, ৮৩৬। ককুভঃ—সমস্ত দিক্‌স্বরূপ, ৮৩৭। বজ্রী—বজ্রধারী, ৮৩৮। শতজিহ্বঃ—শতজিহ্বাযুক্ত, ৮৩৯। সহস্রপাৎ সহস্রমূর্দ্ধা—সহস্র পদ ও সহস্র মস্তকশোভিত, ৮৪০। দেবেন্দ্রঃ—দেবতাগণের রাজা, ৮৪১। সর্ব্বদেবময়ঃ, ৮৪২। গুরুঃ—জ্ঞানদাতা ও মন্ত্রদাতা। ১৩২

৮৪৩। সহস্রবাহুঃ, ৮৪৪। সর্ব্বাঙ্গঃ—সমস্ত অঙ্গসম্পূর্ণ, ৮৪৫। শরণ্যঃ—শরণগ্রহণের যোগ্য, ৮৪৬। সর্ব্বলোককৃৎ—সমস্ত লোকসমূহের উৎপাদক, ৮৪৭। পবিত্রম্—পরম পাবন, ৮৪৮। ত্রিককুমন্ত্রঃ—ত্রিপদা গায়ত্রীস্বরূপ, ৮৪৯। কনিষ্ঠঃ—অদিতির পুত্রগণের মধ্যে অনুজ, বামনরূপধারী বিষ্ণু, ৮৫০। কৃষ্ণপিঙ্গলঃ—শ্যাম ও গৌর—হরিহরমূর্ত্তি। ১৩৩

৮৫১। ব্রহ্মদণ্ডবিনির্মাতা—ব্রহ্মদণ্ডের নির্ম্মাণকারী, ৮৫২। শতঘ্নীপাশ-শক্তিমান্—শতঘ্ন, পাশ ও শক্তি অস্ত্রধারী, ৮৫৩।

পদ্মগর্ভো মহাগর্ভো ব্রহ্মগর্ভো জলোদ্ভবঃ ॥ ১৩৪
গভস্তির্ব্রহ্মকৃদ্ ব্রহ্মী ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণো গতিঃ।
অনন্তরূপো নৈকাত্মা তিগ্মতেজাঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ১৩৫
ঊর্ধ্বগাত্মা পশুপতির্বাতরংহা মনোজবঃ।
চন্দনী পদ্মনালাগ্রঃ সুরভ্যুত্তরণো নরঃ ॥ ১৩৬
কর্ণিকারমহাস্রগ্বী নীলমৌলিঃ পিনাকধৃৎ।
উমাপতিরুমাকান্তো জাহ্নবীধৃগুমাধবঃ ॥ ১৩৭
বরো বরাহো বরদো বরেণ্যঃ সুমহাস্বনঃ।
মহাপ্রসাদো দমনঃ শত্রুহা শ্বেতপিঙ্গলঃ ॥ ১৩৮

পদ্মগর্ভঃ—জগদ্রূপ গর্ভধারণকারী, ৮৫৫। ব্রহ্মগর্ভঃ—উদরে বেদসমূহের ধারণকারী, ৮৫৬। জলোদ্ভবঃ—একার্ণবের জলে প্রাদুর্ভূত। ১৩৪

৮৫৭। গভস্তিঃ—সূর্য্যরূপী, ৮৫৮। ব্রহ্মকৃৎ—বেদসমূহের আবিষ্কর্ত্তা, ৮৫৯। ব্রহ্মী—বেদাধ্যায়ী, ৮৬০। ব্রহ্মবিৎ—বেদার্থবেত্তা, ৮৬১। ব্রাহ্মণঃ—ব্রহ্মনিষ্ঠ, ৮৬২। গতিঃ—ব্রহ্মনিষ্ঠগণের পরম গতিস্বরূপ, ৮৬৩। অনন্তরূপঃ—অনন্ত রূপধারী, ৮৬৪। নৈকাত্মা—অনেক শরীরধারী, ৮৬৫। তিগ্মতেজাঃ স্বয়ম্ভুবঃ—ব্রহ্মা অপেক্ষা প্রচণ্ড তেজস্বী। ১৩৫

৮৬৬। ঊর্দ্ধগাত্মা—দেশ-কাল-বস্তুকৃত উপাধি হইতে অতীত স্বরূপবিশিষ্ট, ৮৬৭। পশুপতিঃ—জীবগণের পরিপালক, ৮৬৮। বাতরংহাঃ—বায়ুতুল্য বেগগামী, ৮৬৯। মনোজবঃ—মনের ন্যায় বেগশালী, ৮৭০। চন্দনী—চন্দনচর্চ্চিত অঙ্গবিশিষ্ট, ৮৭১। পদ্মনালাগ্রঃ—পদ্মনালের মূল বিষ্ণুস্বরূপ, ৮৭২। সুরভ্যুত্তরণঃ—সুরভির নিম্নে অবতরণকারী, ৮৭৩। নরঃ—পুরুষস্বরূপ। ১৩৬

৮৭৪। কর্ণিকারমহাস্রগ্বী—কর্ণিকার পুষ্পের দ্বারা নির্ম্মিত বিশাল মাল্যধারী, ৮৭৫। নীলমৌলিঃ—মস্তকে নীল মণিময় মুকুট ধারণকারী, ৮৭৬। পিনাকধৃক্—পিনাকনামে প্রকাণ্ড ধনুর্দ্ধারী, ৮৭৭। উমাপতিঃ—উমা ব্রহ্মবিদ্যার স্বামী, ৮৭৮। উমাকান্তঃ—পার্ব্বতীর প্রাণ-প্রিয়তম, ৮৭৯। জাহ্নবীধৃৎ—গঙ্গাকে মস্তকে ধারণকারী, ৮৮০। উমাধবঃ—পার্ব্বতীপতি। ১৩৭

৮৮১। বরো বরাহঃ—শ্রেষ্ঠ বরাহরূপধারী ভগবান্, ৮৮২। বরদঃ—বরদাতা, ৮৮৩। বরেণ্যঃ—বররূপে গ্রহণের যোগ্য, ৮৮৪। সুমহাস্বনঃ—অতিশয় ভীষণ গর্জনকারী, ৮৮৫। মহাপ্রসাদঃ—ভক্তগণের প্রতি পরম অনুগ্রহকারী, ৮৮৬। দমনঃ—দুষ্টগণের দমনকারী, ৮৮৭ শত্রুহা—শত্রুনাশক, ৮৮৮। শ্বেত-পিঙ্গলঃ—অর্দ্ধনারী-নরেশ্বর বেশে শ্বেত ও পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট। ১৩৮

পীতাত্মা পরমাত্মা চ প্রযতাত্মা প্রধানধৃক্ ।
সর্বপার্শ্বমুখস্ত্র্যক্ষো ধর্মসাধারণো বরঃ ॥ ১৩৯
চরাচরাত্মা সূক্ষ্মাত্মা অমৃতো গোবৃষেশ্বরঃ ।
সাধ্যর্ষির্বসুরাদিত্যো বিবস্বান্ সবিতামৃতঃ ॥ ১৪০
ব্যাসঃ সর্গঃ সুসংক্ষেপো বিস্তরঃ পর্য্যয়ো নরঃ
ঋতুঃ সংবৎসরো মাসঃ পক্ষঃ সংখ্যাসমাপনঃ ॥ ১৪১
কলাঃ কাষ্ঠা লবা মাত্রা মুহূর্তাহঃক্ষপাঃ ক্ষণাঃ ।
বিশ্বক্ষেত্রং প্রজাবীজং লিঙ্গমাদ্যস্তু নির্গমঃ ॥ ১৪২
সদসদ্ ব্যক্তমব্যক্তং পিতা মাতা পিতামহঃ ।
স্বর্গদ্বারং প্রজাদ্বারং মোক্ষদ্বারং ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ১৪৩
নির্বাণং হ্লাদনশ্চৈব ব্রহ্মলোকঃ পরা গতিঃ ।
দেবাসুরবিনির্মাতা দেবাসুরপরায়ণঃ ॥ ১৪৪
দেবাসুরগুরুর্দেবো দেবাসুরনমস্কৃতঃ ।
দেবাসুরমহামাত্রো দেবাসুরগণাশ্রয়ঃ ॥ ১৪৫
দেবাসুরগণাধ্যক্ষো দেবাসুরগণাগ্রণীঃ ।
দেবাতিদেবো দেবর্ষির্দেবাসুরবরপ্রদঃ ॥ ১৪৬
দেবাসুরেশ্বরো বিশ্বো দেবাসুরমহেশ্বরঃ ।
সর্বদেবময়োঽচিন্ত্যো দেবতাত্মাঽঽত্মসম্ভবঃ ॥ ১৪৭

৮৮৯। পীতাত্মা—হিরণ্ময় পুরুষ, ৮৯০। পরমাত্মা—পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, ৮৯১। প্রযতাত্মা—বিশুদ্ধচিত্ত, ৮৯২। প্রধানধৃক্—জগতের কারণভূত ত্রিগুণময় প্রধানের অধিষ্ঠানস্বরূপ, ৮৯৩। সর্ব্বপার্শ্বমুখঃ—সমস্ত দিক্ অভিমুখে মুখ করিয়া অবস্থিত, ৮৯৪। ত্র্যক্ষঃ—ত্রিনয়নধারী, ৮৯৫। ধর্মসাধারণো বরঃ—ধর্মপালনানুসারে বরদানকারী। ১৩৯

৮৯৬। চরাচরাত্মা—চরাচর প্রাণিগণের আত্মা, ৮৯৭। সূক্ষ্মাত্মা—অতিসূক্ষ্মস্বরূপ, ৮৯৮। অমৃতো গোবৃষেশ্বরঃ—নিষ্কাম ধর্ম্মের ঈশ্বর, ৮৯৯। সাধ্যর্ষিঃ—সাধ্যদেবতাগণের আচার্য্য, ৯০০। আদিত্যো বসুঃ—অদিতিপুত্র বসু, ৯০১। বিবস্বান্ সবিতামৃতঃ—কিরণসমূহে সুশোভিত এবং জগতের সৃজনকারী অমৃতস্বরূপ সূর্য্য। ১৪০

৯০২। ব্যাসঃ—পুরাণ-ইতিহাসাদির স্রষ্টা বেদব্যাসস্বরূপ, ৯০৩। সর্গঃ সুসংক্ষেপো বিস্তরঃ—সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত সৃষ্টিস্বরূপ, ৯০৪। পর্য্যয়ো নরঃ—সর্ব্বদিকে পরিব্যাপ্ত বৈশ্বানরস্বরূপ, ৯০৫,। ঋতুঃ—ঋতুস্বরূপ, ৯০৬,। সংবৎসরঃ—সংবৎসরস্বরূপ, ৯০৭। মাসঃ—মাসস্বরূপ, ৯০৮। পক্ষঃ—পক্ষস্বরূপ, ৯০৯। সংখ্যাসমাপনঃ—পূর্ব্বোক্ত ঋতু প্রভৃতি সংখ্যাসমাপ্তিকারী পর্ব্ব-(সংক্রান্তি, দর্শ ও পূর্ণমাসাদি) স্বরূপ। ১৪১

৯১০। কলাঃ, ৯১১। কাষ্ঠাঃ, ৯১২। লবাঃ, ৯১৩। মাত্রাঃ—(ইত্যাদিরূপে কালাবয়বস্বরূপ,) ৯১৪। মুহূর্ত্তাহঃ-ক্ষপাঃ—মুহূর্ত্ত, দিন ও রাত্রিস্বরূপ, ৯১৫। ক্ষণঃ—ক্ষণরূপী, ৯১৬। বিশ্বক্ষেত্রম্—ব্রহ্মাণ্ডরূপী বৃক্ষের আধার, ৯১৭। প্রজাবীজম্—প্রজাগণের কারণস্বরূপ, ৯১৮। লিঙ্গম্—মহত্তত্ত্বস্বরূপ, ৯১৯। আদ্যো নির্গমঃ—সর্ব্বপ্রথমে উদ্ভূত। ১৪২

৯২০। সৎ—সৎস্বরূপ, ৯২১। অসৎ—অসৎস্বরূপ, ৯২২। ব্যক্তম্—সাকারস্বরূপ, ৯২৩। অব্যক্তম্—নিরাকারস্বরূপ, ৯২৪। পিতা, ৯২৫। মাতা, ৯২৬। পিতামহঃ, ৯২৭। স্বর্গদ্বারম্—স্বর্গের সাধনস্বরূপ, ৯২৮। প্রজাদ্বারম্—প্রজার কারণ, ৯২৯। মোক্ষদ্বারম্—মোক্ষের সাধনস্বরূপ, ৯৩০। ত্রিবিষ্টপম্—স্বর্গের সাধনস্বরূপ। ১৪৩

৯৩১। নির্ব্বাণম্—মোক্ষস্বরূপ, ৯৩২। হ্লাদনঃ—আনন্দপ্রদানকারী, ৯৩৩। ব্রহ্মলোকঃ—ব্রহ্মলোকস্বরূপ, ৯৩৪। পরা গতিঃ—সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ, ৯৩৫। দেবাসুরবিনির্মাতা—দেবতা ও অসুরগণের জন্মদাতা, ৯৩৬। দেবাসুরপরায়ণঃ—দেবতা ও অসুরগণের পরম আশ্রয়। ১৪৪

৯৩৭। দেবাসুরগুরুঃ—দেবতা ও অসুরগণের গুরু, ৯৩৮। দেবঃ—পরম দেবস্বরূপ, ৯৩৯। দেবাসুরনমস্কৃতঃ—দেবতা ও অসুরদিগের দ্বারা বন্দিত, ৯৪০। দেবাসুরমহামাত্রঃ—দেবতা এবং অসুরগণ হইতে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, ৯৪১। দেবাসুরগণাশ্রয়ঃ—দেবতা এবং অসুরগণের আশ্রয়গ্রহণের যোগ্য। ১৪৫

৯৪২। দেবাসুরগণাধ্যক্ষঃ—দেবতা এবং অসুরগণের অধ্যক্ষ, ৯৪৩। দেবাসুরগণাগ্রণীঃ—দেবতা ও অসুরগণের অগ্রগামী নেতা, ৯৪৪। দেবাতিদেবঃ—দেবগণ হইতে শ্রেষ্ঠ মহাদেব, ৯৪৫। দেবর্ষিঃ—নারদস্বরূপ, ৯৪৬। দেবাসুরবরপ্রদঃ—দেবতা এবং অসুরগণকেও বরদানকারী। ১৪৬

৯৪৭। দেবাসুরেশ্বরঃ—দেবতা ও অসুরগণের ঈশ্বর, ৯৪৮। বিশ্বঃ—বিরাট্ স্বরূপ, ৯৪৯। দেবাসুরমহেশ্বরঃ—দেবতা ও অসুর সকলের মহান্ ঈশ্বর, ৯৫০। সর্ব্বদেবময়ঃ—সমস্ত দেবস্বরূপ, ৯৫১ অচিন্ত্যঃ—অচিন্তনীয়স্বরূপ, ৯৫২। দেবতাত্মা—দেবতাদিগের অন্তরাত্মা, ৯৫৩। আত্মসম্ভবঃ স্বয়ম্ভু, ৯৫৪। উদ্ভিৎ—বৃক্ষাদিস্বরূপ, ৯৫৫। ত্রিবিক্রমঃ—তিন লোককে তিন পদের দ্বারা

উন্নিৎ ত্রিবিক্রমো বৈদ্যো বিরজো নীরজোঽমরঃ।
ঈড্যো হস্তীশ্বরো ব্যাঘ্রো দেবসিংহো নরর্ষভঃ ॥১৪৮
বিবুধোঽগ্রবরঃ সূক্ষ্মঃ সর্বদেবস্তপোময়ঃ।
সংযুক্তঃ শোভনো বজ্রী প্রাসানাং প্রভবোঽব্যয়ঃ ॥১৪৯
গুহঃ কান্তো নিজঃ সর্গঃ পবিত্রং সর্বপাবনঃ।
শৃঙ্গী শৃঙ্গপ্রিয়ো বভ্রু রাজরাজো নিরাময়ঃ ॥ ১৫০
অভিরামঃ সুরগণো বিরামঃ সর্বসাধনঃ।
ললাটাক্ষো বিশ্বদেবো হরিণো ব্রহ্মবর্চসঃ ॥ ১৫১
স্থাবরাণাং পতিশ্চৈব নিয়মেন্দ্রিয়বর্ধনঃ।
সিদ্ধার্থঃ সিদ্ধভূতার্থোঽচিন্ত্যঃ সত্যব্রতঃ শুচিঃ ॥১৫২

ব্রতাধিপঃ পরং ব্রহ্ম ভক্তানাং পরমা গতিঃ।
বিমুক্তো মুক্ততেজাশ্চ শ্রীমান্ শ্রীবর্ধনো জগৎ ॥১৫৩
যথাপ্রধানং ভগবানিতি ভক্ত্যা স্তুতো ময়া।
যম্ ব্রহ্মাদয়ো দেবা বিদুস্তত্ত্বেন নর্ষয়ঃ ॥ ১৫৪
স্তোতব্যমর্চ্যং বন্দ্যঞ্চ কঃ স্তোষ্যতি জগৎপতিম্।
ভক্ত্যা ত্বেবং পুরস্কৃত্য ময়া যজ্ঞপতির্বিভুঃ ॥ ১৫৫
ততোঽভ্যনুজ্ঞাং সম্প্রাপ্য স্তুতো মতিমতাং বরঃ।
শিবমেভিঃ স্তুবন্ দেবং নামভিঃ পুষ্টিবর্ধনৈঃ ॥ ১৫৬
নিত্যযুক্তঃ শুচির্ভক্তঃ প্রাপ্নোত্যাত্মানমাত্মনা ॥ ১৫৭

পরিমাণকারী ভগবান্ বামন, ৯৫৬। বৈদ্যঃ—বৈদ্যস্বরূপ, ৯৫৭। বিরজঃ—রজোগুণরহিত, ৯৫৮। নীরজঃ—নির্মল, ৯৫৯। অমরঃ—নাশরহিত, ৯৬০। ঈড্যঃ—স্তুতিযোগ্য, ৯৬১। হস্তীশ্বরঃ—ঐরাবত হস্তীর ঈশ্বর ইন্দ্রস্বরূপ, ৯৬২। ব্যাঘ্রঃ—ব্যাঘ্রস্বরূপ, ৯৬৩। দেবসিংহঃ—দেবতাগণের মধ্যে সিংহতুল্য পরাক্রমশালী, ৯৬৪। নরর্ষভঃ—মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪৭-১৪৮

৯৬৫। বিবুধঃ—বিশেষ জ্ঞানবান্, ৯৬৬। অগ্রবরঃ—যজ্ঞসমূহের সর্বপ্রথমে ভাগগ্রহণের অধিকারী, ৯৬৭। সূক্ষ্মঃ—অত্যন্ত সূক্ষ্মস্বরূপ, ৯৬৮। সর্বদেবঃ—সর্বদেবস্বরূপ, ৯৬৯। তপোময়ঃ, ৯৭০। সুযুক্তঃ—ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্য সদা সাবধানে অবস্থিত, ৯৭১। শোভনঃ—কল্যাণস্বরূপ, ৯৭২। বজ্রী—বজ্রাস্ত্রধারী, ৯৭৩। প্রাসানাং প্রভবঃ—প্রাসনামক অস্ত্রের উৎপত্তিস্থান, ৯৭৪। অব্যয়ঃ—বিনাশরহিত। ১৪৯

৯৭৫। গুহঃ—কুমার কার্তিকেয়স্বরূপ, ৯৭৬। কান্তঃ—আনন্দের পরাকাষ্ঠারূপী, ৯৭৭। নিজঃ সর্গঃ—সৃষ্টি হইতে অভিন্ন, ৯৭৮। পবিত্রম্—পরম পবিত্র, ৯৭৯। সর্বপাবনঃ—সকলকে পবিত্রকারী, ৯৮০। শৃঙ্গী—শৃঙ্গী নামকবাদ্যধারী, ৯৮১। শৃঙ্গপ্রিয়ঃ—পর্বতশিখরপ্রিয়, ৯৮২। বভ্রুঃ—বিষ্ণুস্বরূপ, ৯৮৩। রাজরাজঃ—রাজাদেরও রাজা অথবা কুবেরস্বরূপ, ৯৮৪। নিরাময়ঃ—সর্বথা দোষরহিত। ১৫০

৯৮৫। অভিরামঃ—আনন্দদায়ক, ৯৮৬। সুরগণঃ—দেবসমুদায়স্বরূপ, ৯৮৭। বিরামঃ—সর্ববিষয় হইতে উপরত, ৯৮৮। সর্বসাধনঃ—সর্বপ্রকার সাধনার দ্বারা সাধ্য, ৯৮৯। ললাটাক্ষঃ—ললাটে তৃতীয় নয়নশোভিত, ৯৯০। বিশ্বদেবঃ—সম্পূর্ণ বিশ্বের দ্বারা ক্রীড়াকারী, ৯৯১। হরিণঃ—মৃগস্বরূপ, ৯৯২। ব্রহ্মবর্চসঃ—ব্রহ্মতেজসম্পন্ন। ১৫১

৯৯৩। স্থাবরাণাং পতিঃ—পর্বতসকলের পতি হিমালয়াদিস্বরূপ, ৯৯৪। নিয়মেন্দ্রিয়বর্ধনঃ—নিয়মসমূহের দ্বারা মন সহ ইন্দ্রিয়গণের দমনকারী, ৯৯৫। সিদ্ধার্থঃ—আপ্তকাম, ৯৯৬। সিদ্ধভূতার্থঃ—যাঁহার সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, ৯৯৭। অচিন্ত্যঃ—চিত্তের দ্বারা চিন্তনের পরস্থিত, ৯৯৮। সত্যব্রতঃ—সত্যপ্রতিজ্ঞ, ৯৯৯। শুচিঃ—সর্বথা শুদ্ধ। ১৫২

১০০০। ব্রতাধিপঃ—ব্রতসমূহের অধিপতি, ১০০১। পরম্—সর্বশ্রেষ্ঠ, ১০০২। ব্রহ্ম—দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন চিন্ময়তত্ত্ব, ১০০৩। ভক্তানাং পরমা গতিঃ—ভক্তগণের পরম গতিস্বরূপ, ১০০৪। বিমুক্তঃ—নিত্য মুক্ত, ১০০৫। মুক্ততেজাঃ—শত্রুদিগের উপর তেজ নিক্ষেপকারী, ১০০৬। শ্রীমান্—যোগৈশ্বর্যসম্পন্ন, ১০০৭। শ্রীবর্ধনঃ—ভক্তগণের সম্পত্তিবর্ধনকারী, ১০০৮। জগৎ—জগৎস্বরূপ ॥১৫৩

হে কৃষ্ণ! এইরূপ বহুসংখ্যক নামসমূহের মধ্যে প্রধান প্রধান নাম সংগ্রহ করিয়া আমি সেই সবের দ্বারা ভক্তিসহকারে ভগবান্ শঙ্করের স্তব করিলাম। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ঋষিগণও যাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন না, সেই স্তবের যোগ্য, অর্চনীয় জগৎপতি শিবের স্তুতি করিতে কে সমর্থ হইবে? ১৫৪

এইভাবে ভক্তির দ্বারা ভগবান্‌কে সম্মুখে রাখিয়া আমি তাঁহারই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ যজ্ঞপতির স্তুতি করিলাম। ১৫৫

সদাযোগযুক্ত ও পবিত্রভাবে স্থিত যে ভক্ত এই পুষ্টিবর্ধক নামসমূহের দ্বারা ভগবান্ শিবের স্তুতি করিবেন, তিনি স্বয়ংই সেই পরমাত্মা শিবকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ১৫৬-১৫৭

এতদ্ধি পরমং ব্রহ্ম পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ স্তুবন্ত্যেতেন তৎপরম্ ॥ ১৫৮
স্তূয়মানো মহাদেবস্তুষ্যতে নিয়তাত্মভিঃ।
ভক্তানুকম্পী ভগবানাত্মসংস্থাকরো বিভুঃ ॥ ১৫৯
তথৈব চ মনুষ্যেষু যে মনুষ্যাঃ প্রধানতঃ।
আস্তিকাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ বহুভির্জন্মভিঃ স্তবৈঃ ॥ ১৬০
ভক্ত্যা হ্যনন্যমীশানং পরং দেবং সনাতনম্।
কর্মণা মনসা বাচা ভাবেনামিততেজসঃ ॥ ১৬১
শয়ানা জাগ্রমাণাশ্চ ব্রজন্নুপবিশংস্তথা।
উন্মিষন্ নিমিষংশ্চৈব চিন্তয়ন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৬২
শৃণ্বন্তঃ শ্রাবয়ন্তশ্চ কথয়ন্তশ্চ তে ভবম্।
স্তুবন্তঃ স্তূয়মানাশ্চ তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ১৬৩
জন্মকোটিসহস্রেষু নানাসংসারযোনিষু।
জন্তোর্বিগতপাপস্য ভবে ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ১৬৪

উৎপন্না চ ভবে ভক্তিরনন্যা সর্বভাবতঃ।
ভাবিনঃ কারণে চাস্য সর্বযুক্তস্য সর্বথা ॥ ১৬৫
এতদ্ দেবেষু দুষ্প্রাপং মনুষ্যেষু ন লভ্যতে।
নির্বিঘ্না নিশ্চলা রুদ্রে ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥ ১৬৬
তস্যৈব চ প্রসাদেন ভক্তিরুৎপদ্যতে নৃণাম্।
যেন যান্তি পরাং সিদ্ধিং তদ্ভাগবতচেতসঃ ॥ ১৬৭
যে সর্বভাবানুগতাঃ প্রপদ্যন্তে মহেশ্বরম্।
প্রপন্নবৎসলো দেবঃ সংসারাৎ তান্ সমুদ্ধরেৎ ॥ ১৬৮
এবমন্যে বিকুর্বন্তি দেবাঃ সংসারমোচনম্।
মনুষ্যাণামৃতে দেবং নান্যা শক্তিস্তপোবলম্ ॥ ১৬৯
ইতি তেনেন্দ্রকল্পেন ভগবান্ সদসৎপতিঃ।
কৃত্তিবাসাঃ স্তুতঃ কৃষ্ণ তণ্ডিনা শুভবুদ্ধিনা ॥ ১৭০
স্তবমেতং ভগবতো ব্রহ্মা স্বয়মধারয়ৎ।
গীয়তে চ স বুধ্যেত ব্রহ্মা শঙ্করসন্নিধৌ ॥ ১৭১

এই উত্তম বেদতুল্য স্তোত্র পরব্রহ্ম পরমাত্মস্বরূপ শিবকে নিজের লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছেন। ঋষি ও দেবতাগণও এই স্তবের দ্বারা সেই পরমাত্মা শিবের স্তুতি করেন। ১৫৮

যাঁহারা মনকে সংযত রাখিয়া এই নামসমূহের দ্বারা ভক্তবৎসল ও আত্মনিষ্ঠাপ্রদানকারী ভগবান্ মহাদেবের স্তুতি করেন, তাঁহাদের প্রতি ইনি সন্তুষ্ট হন। ১৫৯

এইরূপ মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা প্রধানতঃ আস্তিক ও শ্রদ্ধাবান্ এবং বহু জন্ম ধরিয়া কৃত স্তুতি ও ভক্তির প্রভাবে যাঁহারা মন, বাক্য এবং ক্রিয়া ও প্রেমভাবের দ্বারা শয়ন করেন ও জাগরিত থাকেন, চলিতে চলিতে ও বসিতে বসিতে এবং চক্ষুর উন্মেষ ও নিমেষ গ্রহণ করিতে করিতে যাঁহারা অনন্যভাবে পুনঃ পুনঃ সেই পরম সনাতনদেব জগদীশ্বর শিবের ধ্যান করেন, তাঁহারা অমিততেজস্বী হইয়া যান এবং যাঁহারা তাঁহারই বিষয় শুনিতে শুনিতে, শুনাইতে শুনাইতে ও তাঁহারই মহিমা কথোপকথন করিতে করিতে এই স্তোত্রের দ্বারা তাঁহার স্তুতি করেন, তাঁহারা স্বয়ংও স্তুত্য হইয়া সদা সন্তুষ্ট থাকেন এবং পরমানন্দে বিহার করেন। ১৬০-১৬৩

কোটি সহস্র জন্ম পর্য্যন্ত নানাপ্রকার সংসারী যোনিতে বিচরণ করিতে করিতে যখন কোন জীব সর্বথা নিষ্পাপ হইয়া যান, তখন তাঁহার ভগবান্ শিবে ভক্তি হয়। ১৬৪

ভাগ্যানুসারে যে ব্যক্তি সকল সাধনসম্পন্ন হইয়া যান, তাঁহারই জগতের কারণ ভগবান্ শিবে সম্পূর্ণভাবে সর্ব্বথা অনন্যা ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। ১৬৫

রুদ্রদেবে নিশ্চল ও নির্বিঘ্নরূপে অনন্যা ভক্তি লাভ যদি হইয়া যায়, তবে উহা দেবগণের পক্ষেও দুর্লভ, মনুষ্যদিগের মধ্যে প্রায়শঃ এরূপ ভক্তি স্বতঃই উপলব্ধ হয় না। ১৬৬

ভগবান্ শঙ্করের করুণাতেই মনুষ্যগণের হৃদয়ে তাঁহার অনন্যা ভক্তি উৎপন্ন হয়, যাহার দ্বারা তাঁহারা নিজেদের চিত্তকে তাঁহারই চিন্তায় নিবিষ্ট রাখিয়া পরম সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৬৭

যাঁহারা সম্পূর্ণভাবে অনুগত হইয়া মহেশ্বরের শরণ গ্রহণ করেন, শরণাগতবৎসল মহাদেব তাঁহাদিগকে এই সংসার হইতে উদ্ধার করেন। ১৬৮

এইভাবে ভগবানের স্তুতির দ্বারা অন্য দেবগণও নিজেদের সংসারবন্ধন নাশ করেন; কারণ মহাদেবের শরণগ্রহণ করা ব্যতীত এরূপ কোন অন্য শক্তি বা তপোবল নাই, যাহার দ্বারা মনুষ্যগণের সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ১৬৯

হে কৃষ্ণ! ইহা চিন্তা করিয়া ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী ও শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন তণ্ডী মুনি গজচর্মধারী এবং সমস্ত কার্য্য-কারণের অধিপতি ভগবান্ শিবের স্তুতি করিলেন। ১৭০

ভগবান্ শঙ্করের এই স্তোত্রকে ব্রহ্মা স্বয়ং নিজের হৃদয়ে ধারণ করিলেন। তিনি ভগবান্ শিবের নিকটে এই বেদতুল্য স্তুতি

ইদং পুণ্যং পবিত্রঞ্চ সর্বদা পাপনাশনম্।
যোগদং মোক্ষদং চৈব স্বর্গদং তোষদং তথা ॥ ১৭২
এবমেতৎ পঠন্তে য একভক্ত্যা তু শঙ্করম্।
যা গতিঃ সাংখ্যযোগানাং ব্রজন্ত্যেতাং গতিং তদা ॥১৭৩
স্তবমেতং প্রযত্নেন সদা রুদ্রস্য সন্নিধৌ।
অব্দমেকং চরেদ্ ভক্তঃ প্রাপ্নুয়াদীপ্সিতং ফলম্ ॥ ১৭৪
এতদ্ রহস্যং পরমং ব্রহ্মণো হৃদি সংস্থিতম্।
ব্রহ্মা প্রোবাচ শক্রায় শক্রঃ প্রোবাচ মৃত্যবে ॥ ১৭৫
মৃত্যুঃ প্রোবাচ রুদ্রেভ্যো রুদ্রেভ্যস্তণ্ডিমাগমৎ।
মহতা তপসা প্রাপ্তস্তণ্ডিনা ব্রহ্মসদ্মনি ॥ ১৭৬
তণ্ডিঃ প্রোবাচ শুক্রায় গৌতমায় চ ভার্গবঃ।
বৈবস্বতায় মনবে গৌতমঃ প্রাহ মাধব ॥ ১৭৭
নারায়ণায় সাধ্যায় সমাধিষ্ঠায় ধীমতে।
যমায় প্রাহ ভগবান্ সাধ্যো নারায়ণোঽচ্যুতঃ ॥ ১৭৮
নাচিকেতায় ভগবানাহ বৈবস্বতো যমঃ।
মার্কণ্ডেয়ায় বার্ষ্ণেয় নাচিকেতোঽভ্যভাষত ॥ ১৭৯
মার্কণ্ডেয়ান্ময়া প্রাপ্তো নিয়মেন জনার্দন
তবাপ্যহমমিত্রঘ্ন স্তবং দদ্যাং হ্যবিশ্রুতম্ ॥১৮০
স্বর্গ্যমারোগ্যমায়ুষ্যং ধন্যং বেদেন সম্মিতম্।
নাস্য বিঘ্নং বিকুর্বন্তি দানবা যক্ষ-রাক্ষসাঃ।
পিশাচা যাতুধানা বা গুহ্যকা ভুজগা অপি ॥ ১৮১
যঃ পঠেত শুচিঃ পার্থ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ
অভগ্নযোগো বর্ষং তু সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ১৮২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ববণি দানধর্মপর্ববণি সহস্রনামস্তোত্রে
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

পান করিলেন। অতএব এই স্তোত্রের জ্ঞান লাভ করা সকলেরই উচিত। ১৭১

ইহা পরম পবিত্র, পুণ্যজনক এবং সর্ব্বদা পাপনাশকারী। ইহা যোগ্য, মোক্ষ, স্বর্গ ও সন্তোষ—এই সব কিছুই প্রদান করে। ১৭২

যে ব্যক্তি অনন্ত ভক্তিভাবে ভগবান্ শিবের স্বরূপভূত এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি যেরূপ গতি প্রাপ্ত হন, যে গতি সাংখ্যবিদ্‌গণ ও যোগিগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৭৩

যে ভক্ত এক বৎসরকাল এই স্তোত্র সদা প্রযত্নসহকারে পাঠ করিবেন, তিনি মনোবাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।১৭৪

এই পরম রহস্যময় স্তোত্র ব্রহ্মার হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে ইঁহার উপদেশ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র মৃত্যুকে উপদেশ করেন। ১৭৫

মৃত্যু একাদশ রুদ্রকে ইঁহার উপদেশ করেন। রুদ্রগণ হইতে তণ্ডী মুনি ইঁহাকে প্রাপ্ত হন। তণ্ডীমুনি ব্রহ্মলোকেই কঠোর তপস্যা করিয়া ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৬

মাধব! তণ্ডী শুক্রকে, শুক্র গৌতমকে এবং গৌতম বৈবস্বতমনুকে ইঁহার উপদেশ করিয়াছিলেন। ১৭৭

বৈবস্বতমনু সমাধিনিষ্ঠ ও জ্ঞানী নারায়ণনামক কোন এক সাধ্য দেবতাকে এই স্তোত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম হইতে অবিচ্যুত সেই পূজনীয় নারায়ণ নামক সাধ্যদেব যমকে ইঁহার উপদেশ করেন।১৭৮

বৃষ্ণিবংশভূষণ! ঐশ্বর্য্যশালী বৈবস্বত (সূর্য্যপুত্র) যম নাচিকেতাকে এবং নাচিকেতা মার্কণ্ডেয়মুনিকে এই স্তোত্র প্রদান করেন। ১৭৯

শত্রুসূদন জনার্দ্দন! মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট হইতে আমি নিয়মানুসারে এই স্তোত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম। এখন এই স্তোত্রের অধিক প্রসিদ্ধি নাই; অতএব আমি তোমাকে ইঁহার উপদেশ করিব। ১৮০

এই বেদতুল্য স্তোত্র স্বর্গ, আরোগ্য, আয়ু ও ধন-ধান্য প্রদান করেন। যক্ষ, রাক্ষস, দানব, পিশাচ, যাতুধান, গুহ্যক ও নাগগণও ইঁহাতে বিঘ্নসৃষ্টি করিতে পারেন না। ১৮১

(শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—) কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির! যে মানুষ পবিত্রভাবে ব্রহ্মচর্য্যপালনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া এক বৎসরকাল যোগযুক্ত হইয়া এই স্তোত্র পাঠ করিবে, সেই মানুষ অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে। ১৮২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে মহাদেবের সহস্রনাম-স্তোত্রবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

(শিবসহস্রনামপাঠমহিমকথনম্ ঋষিভিঃ ভগবতঃ শিবস্য কৃপয়াভীষ্টসিদ্ধিলাভবিষয়কস্য স্ব-স্বানুভবস্য বর্ণনং তথা শ্রীকৃষ্ণেন ভগবতঃ শিবস্য মহিম্নঃ কথনঞ্চ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মহাযোগী ততঃ প্রাহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
পঠস্ব পুত্র ভদ্রং তে প্রীয়তাং তে মহেশ্বরঃ॥ ১

পুরা পুত্র ময়া মেরৌ তপ্যতা পরমং তপঃ।
পুত্রহেতোর্মহারাজ স্তব এষোঽনুকীর্তিতঃ॥ ২

লব্ধবানীপ্সিতান্ কামানহং বৈ পাণ্ডুনন্দন।
তথা ত্বমপি শর্বাদ্ধি সর্বান্ কামানবাপ্স্যসি॥ ৩

কপিলশ্চ ততঃ প্রাহ সাংখ্যর্ষির্দেবসম্মতঃ।
ময়া জন্মান্যনেকানি ভক্ত্যা চারাধিতো ভবঃ॥ ৪

প্রীতশ্চ ভগবান্ জ্ঞানং দদৌ মম ভবান্তকম্।
চারুশীর্ষস্ততঃ প্রাহ শক্রস্য দয়িতঃ সখা॥

আলম্বায়ন ইত্যেবং বিশ্রুতঃ করুণাত্মকঃ॥ ৫
ময়া গোকর্ণমাসাদ্য তপস্তপ্ত্বা শতং সমাঃ।

অযোনিজানাং দান্তানাং ধর্মজ্ঞানাং সুবর্চসাম্॥ ৬
অজরাণামদুঃখানাং শতবর্ষসহস্রিণাম্।

লব্ধং পুত্রশতং শর্বাৎ পুরা পাণ্ডুনৃপাত্মজ॥ ৭
বাল্মীকিশ্চাহ ভগবান্ যুধিষ্ঠিরমিদং বচঃ।

বিবাদে সাগ্নিমুনিভির্ব্রহ্মঘ্নো বৈ ভবানিতি॥ ৮
উক্তঃ ক্ষণেন চাবিষ্টস্তেনাধর্মেণ ভারত।

সোঽহমীশানমনঘমমোঘং শরণং গতঃ॥ ৯
মুক্তশ্চাস্মি ততঃ পাপৈস্ততো দুঃখবিনাশনঃ।

আহ মাং ত্রিপুরঘ্নো বৈ যশস্তেঽগ্র্যং ভবিষ্যতি॥ ১০
জামদগ্ন্যশ্চ কৌন্তেয়মিদং ধর্মভৃতাং বরঃ।

ঋষিমধ্যে স্থিতঃ প্রাহ জ্বলন্নিব দিবাকরঃ॥ ১১
পিতৃবিপ্রবধেনাহমার্তো বৈ পাণ্ডবাগ্রজ।

শুচির্ভূত্বা মহাদেবং গতোঽস্মি শরণং নৃপ॥ ১২

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[শিবসহস্রনামপাঠের মহিমাকথন, ঋষিগণকর্তৃক ভগবান্ শঙ্করের কৃপায় অভীষ্টসিদ্ধিলাভবিষয়ে নিজ নিজ অনুভব বর্ণন এবং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ভগবান্ শিবের মহিমাকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনিবর ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—পুত্র! তোমার কল্যাণ হউক। তুমিও এই স্তোত্র পাঠ কর, যাহাতে তোমারও উপর মহেশ্বর প্রসন্ন হন। ১

পুত্র! পুরাকালে আমি পুত্রলাভের জন্য মেরুপর্ব্বতে কঠোর তপস্যা করি। মহারাজ! সেই সময় আমি এই স্তোত্র বহু বার পাঠ করিয়াছিলাম। ২

পাণ্ডুনন্দন! ইহার পাঠে আমি নিজের মনোবাঞ্ছিত কামনাসকল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। সেইরূপ তুমিও মহাদেবের নিকট হইতে নিজের সমস্ত কামনা পূর্ণ করিতে পারিবে। ৩

তাহার পর সেখানে সাংখ্যের আচার্য্য দেবসম্মানিত কপিল বলিলেন—আমিও বহু জন্ম ধরিয়া ভক্তিভাবে ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করিয়াছি। ইহার দ্বারা প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ শঙ্কর আমাকে ভব-ভয়নাশক জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। ৪ই

তদনন্তর ইন্দ্রের প্রিয় সখা, আলম্বায়ন নামে প্রসিদ্ধ ও পরম দয়ালু আলম্বগোত্রজাত চারুশীর্ষ বলিলেন। ৫

পাণ্ডুনন্দন! পুরাকালে গোকর্ণতীর্থে গমন করত আমি শতবর্ষকাল তপস্যা করিয়া ভগবান্ শঙ্করকে সন্তুষ্ট করি। ইহার দ্বারা আমি ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে শত পুত্র প্রাপ্ত হই। তাহারা সকলেই অযোনিজ, জিতেন্দ্রিয়, ধর্মজ্ঞ, পরমতেজস্বী, জরারহিত, দুঃখহীন এবং এক লক্ষ বর্ষ আয়ুযুক্ত ছিল। ৬-৭

ইহার পর ভগবান্ বাল্মীকি রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—ভারত! এক সময় অগ্নিহোত্র মুনিগণের সহিত আমার বিবাদ হইতেছিল। সেই সময় তাঁহারা কুপিত হইয়া আমাকে এই শাপ দিলেন যে, তুমি ব্রহ্মহত্যাকারী হও। তাঁহারা এই কথা বলিলে পরই আমি ক্ষণকালের মধ্যেই সেই অধর্মে ব্যাপ্ত হইয়া যাইলাম। তখন আমি নিষ্পাপ ও অমোঘ শক্তিশালী ভগবান্ শঙ্করের শরণাপন্ন হইলাম। ইহাতে আমি সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইলাম। তারপর সেই দুঃখনাশন ত্রিপুরহন্তা রুদ্র আমাকে বলিলেন—তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যশ লাভ হইবে। ৮-১০

ইহার পর ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরশুরাম ঋষিগণের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যতুল্য প্রকাশিত হইতে হইতে সেখানে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন। ১১

জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব! নৃপ যুধিষ্ঠির! আমি পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া পিতৃবধ ও ব্রাহ্মণবধের পাপে লিপ্ত হই। ইহাতে দুঃখিত হইয়া পড়ি এবং পবিত্রভাবে মহাদেবের শরণগ্রহণ

নামভিস্তান্তবং দেবং ততস্তুষ্টোঽভবদ্ ভবঃ।
পরশুঞ্চ ততো দেবো দিব্যান্যস্ত্রাণি চৈব মে ॥ ১৩
পাপঞ্চ তে ন ভবিতা অজেয়শ্চ ভবিষ্যসি।
ন প্রভবিতা মৃত্যুরজরশ্চ ভবিষ্যসি ॥ ১৪
আহ মাং ভগবানেবং শিখণ্ডী শিববিগ্রহঃ।
তদবাপ্তঞ্চ মে সর্বং প্রসাদাৎ তস্য ধীমতঃ ॥ ১৫
বিশ্বামিত্রস্তদোবাচ ক্ষত্রিয়োঽহং তদাভবম্।
ব্রাহ্মণোঽহং ভবানীতি ময়া চারাধিতো ভবঃ ॥ ১৬
তৎপ্রসাদান্ময়া প্রাপ্তং ব্রাহ্মণ্যং দুর্লভং মহৎ।
অসিতো দেবলশ্চৈব প্রাহ পাণ্ডুসুতং নৃপম্ ॥ ১৭
শাপাচ্ছক্রস্য কৌন্তেয় বিভো ধর্মোঽনশৎ তদা।
তন্মে ধর্মং যশশ্চাগ্র্যমায়ুশ্চৈবাদদৎ প্রভুঃ ॥ ১৮
ঋষির্গৃৎসমদো নাম শক্রস্য দয়িতঃ সখা।
প্রাহাজমীঢ়ং ভগবান্ বৃহস্পতিসমদ্যুতিঃ ॥ ১৯
বরিষ্ঠো নাম ভগবাংশ্চাক্ষুষস্য মনোঃ সুতঃ।
শতক্রতোরচিন্ত্যস্য সত্রে বর্ষসহস্রিকে ॥ ২০
বর্তমানেঽব্রবীদ্ বাক্যং সাম্নি হ্যুচ্চারিতে ময়া।
রথন্তরে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ন সম্যগিতি বর্ততে ॥ ২১
সমীক্ষস্ব পুনর্বুদ্ধ্যা পাপং ত্যক্ত্বা দ্বিজোত্তম।
অযজ্ঞবাহিনং পাপমকার্ষীস্ত্বং সুদুর্মতে ॥ ২২
এবমুক্ত্বা মহাক্রোধঃ প্রাহ শম্ভুং পুনর্বচঃ।
প্রজ্ঞয়া রহিতো দুঃখী নিত্যভীতো বনেচরঃ ॥ ২৩
দশবর্ষসহস্রাণি দশাষ্টৌ চ শতানি চ।
নষ্টপানীয়পবনে মৃগৈরন্যৈশ্চ বর্জিতে ॥ ২৪
অযজ্ঞীয়দ্রুমে দেশে রুরুসিংহনিষেবিতে।
ভবিতা ত্বং মৃগঃ ক্রূরো মহাদুঃখসমন্বিতঃ ॥ ২৫
তস্য বাক্যস্য নিধনে পার্থো জাতো হ্যহং মৃগঃ।
ততো মাং শরণং প্রাপ্তং প্রাহ যোগী মহেশ্বরঃ ॥ ২৬
অজরশ্চামরশ্চৈব ভবিতা দুঃখবর্জিতঃ।
সাম্যং মমাস্তু তে সৌখ্যং যুবয়োর্বর্ধতাং ক্রতুঃ ॥ ২৭

করিলাম। শরণাগত হইয়া আমি এই সব নামের দ্বারা রুদ্রদেবের স্তুতি করি। ইহাতে ভগবান্ মহাদেব আমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং নিজের পরশু ও দিব্যাস্ত্রপ্রদান করিয়া বলিলেন—তোমার পাপ আর থাকিবে না। তুমি যুদ্ধে অজেয় হইবে। তোমার উপর মৃত্যুর প্রভাব থাকিবে না এবং তুমি অজর-অমর হইবে। ১২-১৪

এইরূপ কল্যাণমূর্ত্তি জটাধারী ভগবান্ শিব আমাকে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, আমি তৎ সমস্তই জ্ঞানী মহেশ্বরের করুণায় লাভ করিয়াছি। ১৫

তদনন্তর বিশ্বামিত্র বলিলেন,—রাজন্! যে সময় আমি ক্ষত্রিয় ছিলাম, সেই সময়ের বৃত্তান্ত; তখন আমার মনে এই দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছিল যে, আমি ব্রাহ্মণ হইব—এই উদ্দেশ্য লইয়াই আমি ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করি এবং তাঁহার কৃপায় আমি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হই। ১৬½

তাহার পর অসিত দেবল পাণ্ডুকুমার রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—কুন্তীনন্দন! প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! ইন্দ্রের অভিশাপে আমার ধর্ম নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু ভগবান্ শঙ্কর আমাকে ধর্ম, উত্তম যশ ও দীর্ঘ আয়ু প্রদান করেন। ১৭-১৮

ইহার পর ইন্দ্রের প্রিয় সখা ও বৃহস্পতিসদৃশ তেজস্বী মুনিবর ভগবান্ গৃৎসমদ অজমীঢ়বংশজাত যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন। ১৯

চাক্ষুষমনুর পুত্র ভগবান্ বরিষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এক সময় অচিন্তনীয় শক্তিশালী শতক্রতু ইন্দ্রের এক হাজার বৎসর ব্যাপী এক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে আমি রথন্তর সাম পাঠ করিতেছিলাম, আমি সেই সামমন্ত্র উচ্চারণ করিলে পর বরিষ্ঠ আমাকে বলিলেন—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তোমার এই রথন্তর সাম পাঠ ঠিক হইতেছে না। ২০-২১

দ্বিজোত্তম! তুমি পাপপূর্ণ আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া নিজের বুদ্ধি অনুসারে বিচার কর। দুর্ম্মতে! তুমি এরূপ পাপ করিয়াছ যাহাতে এই যজ্ঞও নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। ২২

এই কথা বলিয়া মহাক্রোধী বরিষ্ঠ ভগবান্ শঙ্করের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—তুমি একাদশ সহস্র অষ্ট শতবর্ষ পর্য্যন্ত জল ও বায়ুরহিত, অন্যান্য পশু-পরিত্যক্ত, কেবল রুরুমৃগ ও সিংহসেবিত এবং যজ্ঞের অনুচিত বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ বিশাল বনে বুদ্ধিশূন্য, দুঃখিত, সর্ব্বদা ভীত, বনচারী, অত্যন্ত কষ্টকর ও ক্রূর স্বভাববিশিষ্ট পশু হইয়া থাকিবে। ২৩-২৫

কুন্তীনন্দন! তাঁহার এই বাক্য শেষ হইতেই আমি ক্রূরস্বভাব পশু হইয়া যাইলাম। তখন আমি ভগবান্ শঙ্করের শরণাপন্ন হই। তাঁহার শরণাগত সেবক আমাকে যোগী মহেশ্বর এই কথা বলিলেন। ২৬

মুনে! তুমি অজর-অমর ও দুঃখরহিত হইয়া যাইবে।

অনুগ্রহানেবমেষ করোতি ভগবান্ বিভুঃ।
পরং ধাতা বিধাতা চ সুখদুঃখে চ সর্বদা ॥ ২৮

অচিন্ত্য এষ ভগবান্ কর্মণা মনসা গিরা।
ন মে তাত যুধিশ্রেষ্ঠ বিদ্যয়া পণ্ডিতঃ সমঃ ॥ ২৯

বাসুদেবস্তদোবাচ পুনর্মতিমতাং বরঃ।
সুবর্ণাক্ষো মহাদেবস্তপসা তোষিতো ময়া ॥ ৩০

ততোঽথ ভগবানাহ প্রীতো মাং বৈ যুধিষ্ঠির।
অর্থাৎ প্রিয়তরঃ কৃষ্ণ মৎপ্রসাদাদ্ ভবিষ্যসি ॥ ৩১

অপরাজিতশ্চ যুদ্ধেষু তেজশ্চৈবানলোপমম্
এবং সহস্রশশ্চান্যান্ মহাদেবো বরং দদৌ ॥ ৩২

মণিমন্থেঽথ শৈলে বৈ পুরা সম্পূজিতো ময়া।
বর্ষাযুতসহস্রাণাং সহস্রং শতমেব চ ॥ ৩৩

ততো মাং ভগবান্ প্রীত ইদং বচনমব্রবীৎ।
বরং বৃণীষ ভদ্রং তে যত্তে মনসি বর্ততে ॥ ৩৪

ততঃ প্রণম্য শিরসা ইদং বচনমব্রুবম্।
যদি প্রীতো মহাদেবো ভক্ত্যা পরময়া প্রভুঃ ॥ ৩৫

নিত্যকালং তবেশান ভক্তির্ভবতু মে স্থিরা।
এবমস্থিতি ভগবাংস্তত্রোক্তান্তরধীয়ত ॥ ৩৬

জৈগীষব্য উবাচ।

মমাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং দত্তং ভগবতা পুরা।
যত্নেনান্যেন বলিনা বারাণস্যাং যুধিষ্ঠির ॥ ৩৭

গর্গ উবাচ।

চতুঃষষ্ট্যঙ্গমদদৎ কলাজ্ঞানং মমাদ্ভুতম্।
সরস্বত্যাস্তটে তুষ্টো মনোযজ্ঞেন পাণ্ডব ॥ ৩৮

তুল্যং মম সহস্রং তু সুতানাং ব্রহ্মবাদিনাম্
আয়ুশ্চৈব সপুত্রস্য সংবৎসরশতাযুতম্ ॥ ৩৯

পরাশর উবাচ।

প্রসাদ্যেহ পুরা শর্বং মনসাচিন্তয়ং নৃপ।
মহাতপা মহাতেজা মহাযোগী মহাযশাঃ ॥ ৪০

আমার সমানতা ও সুখসমৃদ্ধি লাভ তোমার হউক এবং তোমাদের উভয়ের যজমান ও পুরোহিতের এই যজ্ঞ বর্দ্ধিত হউক। ২৭

এইভাবে সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ শঙ্কর সকলের উপরই অনুগ্রহ করেন। ইনিই সকলকে সর্ব্বতোভাবে ধারণ-পোষণ করেন এবং সকলের সুখ-দুঃখ বিধানও করেন। ২৮

তাত! সমরাঙ্গণের শ্রেষ্ঠ বীর! এই অচিন্তনীয় ভগবান্ শিব মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা আরাধনা করিবার যোগ্য। তাঁহার আরাধনার এই ফল যে, আজ আমার পাণ্ডিত্যের সমানতাকারী আর কেহই নাই। ২৯

সেই সময় বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় এই কথা বলিলেন—আমি সুবর্ণসদৃশ নেত্রবিশিষ্ট মহাদেবকে নিজের তপস্যার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছি। ৩০

যুধিষ্ঠির! তখন ভগবান্ শিব আমাকে প্রসন্নতা পূর্ব্বক বলিলেন—কৃষ্ণ! তুমি আমার কৃপায় প্রিয় পদার্থসকল অপেক্ষা অত্যন্ত প্রিয় হইবে। যুদ্ধে তোমার কখনও পরাজয় হইবে না এবং তুমি অগ্নিসদৃশ দুঃসহ তেজ লাভ করিবে। ৩১২

এইরূপ মহাদেব আমাকে আরও সহস্র বর দিয়াছিলেন। পুরাকালে অন্য অবতারে হইয়া আমি মণিমন্থ পর্ব্বতের উপর লক্ষ-কোটি বর্ষকাল পর্য্যন্ত ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করিয়াছিলাম। ৩২-৩৩

ইহাতে প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ শিব আমাকে বলিলেন—কৃষ্ণ! তোমার কল্যাণ হউক। তোমার মনে যাহা আছে, তদনুসারে কোন বর প্রার্থনা কর। ৩৪

ইহা শ্রবণ করিয়া আমি মস্তক অবনত করত প্রণাম করিয়া এই কথা বলিলাম—যদি আমার পরম ভক্তিতে প্রভু মহাদেব প্রসন্ন হন, তবে হে ঈশান! আপনার প্রতি আমার ভক্তি সর্ব্বদা স্থির থাকুক। তখন 'এবমস্তু' এই কথা বলিয়া ভগবান্ শিব সেখানে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ৩৫-৩৬

জৈগীষব্য বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! পুরাকালে ভগবান্ শিব কাশীপুরীর মধ্যে অন্য এক যত্নের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি প্রদান করিয়াছিলেন। ৩৭

গর্গ বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন! আমি সরস্বতী নদীর তীরে মানস যজ্ঞ করিয়া ভগবান্ শিবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম। ইহাতে প্রসন্ন হইয়া তিনি আমাকে চতুঃষষ্টি কলাসমূহের অদ্ভুত জ্ঞান প্রদান করেন। আমাকে আমার তুল্য এক সহস্র ব্রহ্মবাদী পুত্রও দিয়াছিলেন এবং পুত্রগণের সহিত আমার দশ লক্ষ বৎসর আয়ু নিয়ত করিয়া দেন। ৩৮-৩৯

পরাশর বলিলেন,—নৃপ যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বে আমি এখানে মহাদেবকে প্রসন্ন করত মনে মনেই তাঁহার চিন্তা করিতেছিলাম। আমার এই তপস্যার উদ্দেশ্য ছিল, মহেশ্বরের কৃপায়

বেদব্যাসঃ প্রিয়াবাসো ব্রাহ্মণঃ করুণান্বিতঃ।
অপ্যসাবীপ্সিতঃ পুত্রো মম স্যাদ্ বৈ মহেশ্বরাৎ ॥ ৪১
ইতি মত্বা হৃদি মতং প্রাহ মাং সুরসত্তমঃ।
ময়ি সম্ভাবনা যাস্যাঃ ফলাৎকৃষ্ণো ভবিষ্যতি ॥ ৪২
সাবর্ণস্য মনোঃ সর্গে সপ্তর্ষিশ্চ ভবিষ্যতি।
বেদানাং স চ বৈ বক্তা কুরুবংশকরস্তথা ॥ ৪৩
ইতিহাসস্য কর্তা চ পুত্রস্তে জগতো হিতঃ।
ভবিষ্যতি মহেন্দ্রস্য দয়িতঃ স মহামুনিঃ ॥ ৪৪
অজরশ্চামরশ্চৈব পরাশর সুতস্তব।
এবমুক্ত্বা স ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৪৫
যুধিষ্ঠির মহাযোগী বীর্য্যবানক্ষয়োঽব্যয়ঃ।

মাণ্ডব্য উবাচ।

অচৌরশ্চৌরশঙ্কায়াং শূলে ভিন্নো হ্যহং তদা ॥ ৪৬
তত্রস্থেন স্তুতো দেবঃ প্রাহ মাং বৈ নরেশ্বর।
মোক্ষং প্রাপ্স্যসি শূলাচ্চ জীবিষ্যসি সমার্বুদম্ ৪৭

মহাতপস্বী, মহাযোগী, মহাযশস্বী, দয়ালু, শ্রীসম্পন্ন এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদব্যাসনামক আমার এক পুত্র লাভ হউক। ৪০-৪১

আমার এই মনোরথ জানিয়া সুরশ্রেষ্ঠ শিব আমাকে বলিলেন,—মুনি! তোমার আমার প্রতি যে সম্ভাবনা অর্থাৎ যে বর লাভ করিতে তোমার বাসনা জাগিয়াছে, উহার ফলে তোমার কৃষ্ণ নামক পুত্র প্রাপ্তি হইবে। ৪২

সাবর্ণিক মন্বন্তরের সময় যে সৃষ্টি হইবে, উহাতে তোমার এই পুত্র সপ্তর্ষির পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং এই বৈবস্বত মন্বন্তরে সে বেদের বক্তা, কৌরব-বংশের প্রবর্ত্তক, ইতিহাসের নির্ম্মাতা, জগতের হিতৈষী এবং দেবরাজ ইন্দ্রের পরম প্রিয় মহামুনি হইবে। পরাশর! তোমার এই পুত্র সদা অজর-অমর থাকিবে। যুধিষ্ঠির! এই কথা বলিয়া মহাযোগী শক্তি-শালী, অবিনাশী ও নির্ব্বিকার ভগবান্ শিব সেস্থানে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ৪৩ ৪৫½

মাণ্ডব্য বলিলেন,—নরেশ্বর! আমি চোর ছিলাম না, তথাপি আমাকে চুরি করার সন্দেহে শূলে আরোপিত করা হয়। সেস্থানে আমি মহাদেবের স্তুতি করিলাম। তখন তিনি আমাকে বলিলেন,—বিপ্রবর! তুমি শূল হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে এবং দশ কোটি বৎসরকাল জীবিত থাকিবে। তোমার দেহে শূল প্রবিষ্ট হইলেও কোন পীড়া তোমার হইবে না।

রুজা শূলকৃতা চৈব ন তে বিপ্র ভবিষ্যতি।
আধিভির্ব্যাধিভিশ্চৈব বর্জিতস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৪৮
পাদাচ্চতুর্থাৎ সম্ভূত আত্মা যস্মান্মুনে তব।
ত্বং ভবিষ্যস্যনুপমো জন্ম বৈ সফলং কুরু ॥ ৪৯
তীর্থাভিষেকং সকলং ত্বমবিঘ্নেন চাপ্স্যসি।
স্বর্গং চৈবাক্ষয়ং বিপ্র বিদধামি তবোর্জিতম্ ॥ ৫০
এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ বরেণ্যো বৃষবাহনঃ।
মহেশ্বরো মহারাজ কৃত্তিবাসা মহাদ্যুতিঃ ॥ ৫১
সগণো দৈবতশ্রেষ্ঠস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।

গালব উবাচ

বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞাতো হ্যহং পিতরমাগতঃ ॥ ৫২
অব্রবীন্মাং ততো মাতা দুঃখিতা রুদতী ভৃশম্।
কৌশিকেনাভ্যনুজ্ঞাতং পুত্রং বেদবিভূষিতম্ ॥ ৫৩
ন তাত তরুণং দান্তং পিতা ত্বাং পশ্যতেঽনঘ।
শ্রুত্বা জনন্যা বচনং নিরাশো গুরুদর্শনে ॥ ৫৪

তুমি আধি-ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। ৪৬-৪৮

মুনে! তোমার এই দেহ ধর্ম্মের চতুর্থ পাদ সত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তুমি অনুপম সত্যবাদী হইবে। যাও, নিজের জন্ম সফল কর। ৪৯

ব্রহ্মন্! তুমি নির্বিঘ্নে সমস্ত তীর্থে স্নানের সৌভাগ্য লাভ করিবে। আমি তোমাকে অক্ষয় ও তেজস্বী স্বর্গলোক প্রদান করিতেছি। ৫০

মহারাজ! এই কথা বলিয়া কৃত্তিবাসা (ব্যাঘ্র চর্ম্মের বস্ত্র পরিধানকারী) মহাতেজস্বী, বৃষভবাহন ও বরণীয় সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ মহেশ্বর নিজের গণসমূহের সহিত সেস্থানে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ৫১½

গালব বলিলেন,—রাজন্! বিশ্বমিত্র মুনির আজ্ঞা লাভ করিয়া আমি নিজের পিতাকে দর্শন করিবার জন্য গৃহে আসিলাম। সেই সময় আমার মাতা বৈধব্য-দুঃখে দুঃখিতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে আমাকে বলিলেন,—তাত! অনঘ! কৌশিক মুনির আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া গৃহে আগত, বেদবিদ্যায় বিভূষিত, তরুণ ও জিতেন্দ্রিয় পুত্র তোমাকে তোমার পিতা দর্শন করিতে পারিলেন না। ৫২-৫৩½

মাতার কথা শ্রবণ করিয়া আমি পিতার দর্শন লাভে নিরাশ হইয়া পড়িলাম এবং মনকে সংযত করিয়া মহাদেবের আরাধনা

নিয়তাত্মা মহাদেবমপশ্যং সোঽব্রবীচ্চ মাম্।
পিতা মাতা চ তে ত্বঞ্চ পুত্র মৃত্যুবিবর্জিতাঃ ॥ ৫৫
ভবিষ্যথ বিশ ক্ষিপ্রং দ্রষ্টাসি পিতরং ক্ষয়ে।
অনুজ্ঞাতো ভগবতা গৃহং গত্বা যুধিষ্ঠির ॥ ৫৬
অপশ্যং পিতরং তাত ইষ্টিং কৃত্বা বিনিঃসৃতম্।
উপস্পৃশ্য গৃহীত্বেধ্মং কুশাংশ্চ শরণাকুরূন্ ॥ ৫৭
তাং বিসৃজ্য চ মাং প্রাহ পিতা সাস্রাবিলেক্ষণঃ।
প্রণমন্তং পরিষ্বজ্য মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় পাণ্ডব ॥ ৫৮
দিষ্ট্যা দৃষ্টোঽসি মে পুত্র কৃতবিদ্য ইহাগতঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতান্যত্যদ্ভুতান্যেব কর্মাণ্যথ মহাত্মনঃ ॥ ৫৯
প্রোক্তানি মুনিভিঃ শ্রুত্বা বিস্ময়ামাস পাণ্ডবঃ।
ততঃ কৃষ্ণোঽব্রবীদ্ বাক্যং পুনর্মতিমতাং বরঃ ॥ ৬০
যুধিষ্ঠিরং ধর্মনিধিং পুরুহূতমিবেশ্বরঃ।

বাসুদেব উবাচ।

উপমন্যুর্ময়ি প্রাহ তপন্নিব দিবাকরঃ ॥ ৬১
অশুভৈঃ পাপকর্মাণো যে নরাঃ কলুষীকৃতাঃ ॥
ঈশানং ন প্রপদ্যন্তে তমোরাজসবৃত্তয়ঃ ॥ ৬২
ঈশ্বরং সম্প্রপদ্যন্তে দ্বিজা ভাবিতভাবনাঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি যো ভক্তঃ পরমেশ্বরে ॥ ৬৩
সদৃশোঽরণ্যবাসীনাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
ব্রহ্মত্বং কেশবত্বং বা শক্রত্বং বা সুরৈঃ সহ ॥ ৬৪
ত্রৈলোক্যস্যাধিপত্যং বা তুষ্টো রুদ্রঃ প্রযচ্ছতি।
মনসাপি শিবং তাত যে প্রপদ্যন্তি মানবাঃ ॥ ৬৫
বিধূয় সর্বপাপানি দেবৈঃ সহ বসন্তি তে।
ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা চ কূলানি হুত্বা সর্বমিদং জগৎ ॥ ৬৬
যজেদ্ দেবং বিরূপাক্ষং ন স পাপেন লিপ্যতে।
সর্বলক্ষণহীনোঽপি যুক্তো বা সর্বপাতকৈঃ ॥ ৬৭

করত তাঁহার দর্শন লাভ করিলাম। সেই সময় তিনি আমাকে বলিলেন,—বৎস! তোমার পিতা, মাতা ও তুমি এই তিনজনেই মৃত্যুরহিত হইয়া যাইবে। এখন তুমি সত্বর নিজ গৃহে প্রবেশ কর। সেখানে তুমি তোমার পিতাকে দেখিতে পাইবে। ৫৪-৫৫½

তাত যুধিষ্ঠির! ভগবান্ শিবের আজ্ঞায় আমি পুনরায় গৃহে যাইয়া সেখানে যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া যজ্ঞশালা হইতে নিষ্ক্রান্ত পিতাকে দর্শন করিলাম। তিনি সেই সময় সমিধ, কুশ ও বৃক্ষসমূহ হইতে স্বতই পতিত পক্ক ফলাদি হব্যপদার্থ লইয়া অবস্থিত ছিলেন। ৫৬-৫৭

পাণ্ডুনন্দন! তাঁহাকে দেখিয়াই আমি তাঁহার চরণে পতিত হইলাম। পিতাও সেই সমিধ্ প্রভৃতি বস্তুসকল পৃথক্ রাখিয়া দিয়া আমাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং আমার মস্তক আঘ্রাণ করত নেত্র হইতে অশ্রুমোচন করিতে করিতে আমাকে বলিলেন,—পুত্র! অতিশয় সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি বিদ্বান্ হইয়া গৃহে আসিয়াছ এবং আমি তোমাকে দেখিতে পাইলাম। ৫৮½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মুনিগণের কথিত মহাদেবের এই অদ্ভুত চরিত্র শ্রবণ করিয়া পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তাহার পর বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ধর্মনিধি যুধিষ্ঠিরকে সেইভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপ ভগবান্ বিষ্ণু দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত কোন বাক্যালাপ করিয়া থাকেন। ৫৯-৬০½

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, রাজন্! সূর্য্যের ন্যায় তাপদান করিতে করিতে সেই তেজস্বী উপমন্যু আমার নিকট বলিয়াছিলেন যে সব পাপকর্মা মানুষ নিজেদের অশুভ আচরণে কলুষিত হইয়া গিয়াছে, সেই রজোগুণী ও তমোগুণী বৃত্তির মানুষেরা ভগবান্ শিবের শরণাপন্ন হয় না। ৬১-৬২

যাঁহাদের অন্তঃকরণ পবিত্র, সেই সব দ্বিজগণই মহাদেবের শরণগ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি পরমেশ্বর শিবের ভক্ত, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিয়াও পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট বনবাসী মুনিগণের সমান। ৬৩½

ভগবান্ রুদ্র যদি সন্তুষ্ট হন, তবে তিনি ব্রহ্মপদ, বিষ্ণুপদ এবং দেবগণের সহিত দেবেন্দ্র পদ অথবা তিন লোকের আধিপত্য প্রদান করিয়া থাকেন। ৬৪½

তাত! যে সব মানুষ মনের দ্বারাও ভগবান্ শিবের শরণ গ্রহণ করেন, তাহারাও সর্ব্বপ্রকার পাপ নাশ করত দেবতাগণের সহিত বাস করেন।। ৬৫½

বারংবার পুষ্করিণীসকলের তীর কাটিয়া দিয়া তাহাদিগকে শুষ্ককারী ও এই জগৎকে অগ্নিতে দগ্ধকারী মানুষও যদি মহাদেবের আরাধনা করে, তবে সে পাপ-লিপ্ত হয় না। ৬৬½

সমস্ত শুভলক্ষণহীন অথবা সর্ব্বপ্রকার পাপযুক্ত মানুষও যদি নিজের হৃদয়ে ভগবান্ শিবের ধ্যান করে, তবে সেই মানুষও নিজের সমস্ত পাপকে নষ্ট করিতে সমর্থ হয়। ৬৭½

সর্বং ভুদতি তৎপাপং ভাবয়ন্ শিবমাত্মনা
কীটপক্ষিপতঙ্গানাং তিরশ্চামপি কেশব ॥ ৬৮

মহাদেবপ্রপন্নানাং ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
এবমেব মহাদেবং ভক্তা যে মানবা ভুবি ॥ ৬৯

ন তে সংসারবশগা ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
ততঃ কৃষ্ণোঽব্রবীদ্ বাক্যং ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৭০

বিষ্ণুরুবাচ।

আদিত্যচন্দ্রাবনিলানলৌ চ
দ্যৌর্ভূমিরাপো বসবোঽথ বিশ্বে।
ধাতার্য্যমা শুক্র-বৃহস্পতী চ
রুদ্রাঃ সসাধ্যা বরুণোঽথ গোপঃ ॥ ৭১

ব্রহ্মা শক্রো মারুতো ব্রহ্ম সত্যং
বেদা যজ্ঞা দক্ষিণা বেদবাহাঃ।
সোমো যষ্টা যচ্চ হব্যং হবিশ্চ
রক্ষা দীক্ষা সংযমা যে চ কেচিৎ ॥ ৭২

স্বাহা বৌষট্ ব্রাহ্মণাঃ সৌরভেয়ী
ধর্মং চাগ্র্যং কালচক্রং বলঞ্চ।
যশো দমো বুদ্ধিমতাং স্থিতিশ্চ
শুভাশুভং যে মুনয়শ্চ সপ্ত ॥ ৭৩

অগ্র্যা বুদ্ধির্মনসা দর্শনে চ
স্পর্শশ্চাগ্র্যঃ কর্মণাং যা চ সিদ্ধিঃ।
গণা দেবানামূষ্মপাঃ সোমপাশ্চ
লেখাঃ সুযামাস্তুষিতা ব্রহ্মকায়াঃ ॥ ৭৪

আভাসুরা গন্ধপা ধূমপাশ্চ
বাচা বিরুদ্ধাশ্চ মনোবিরুদ্ধাঃ।
শুদ্ধাশ্চ নির্মাণরতাশ্চ দেবাঃ
স্পর্শাশনা দর্শপা আজ্যপাশ্চ ॥ ৭৫

চিন্ত্যদ্যোতা যে চ দেবেষু মুখ্যা
যে চাপ্যন্যে দেবতাশ্চাজমীঢ়।
সুপর্ণ-গন্ধর্ব-পিশাচ-দানবা
যক্ষাস্তথা চারণপন্নগাশ্চ ॥ ৭৬

স্থূলং সূক্ষ্মং মৃদু চাপ্যসূক্ষ্মং
দুঃখং সুখং দুঃখমনন্তরঞ্চ।
সাংখ্যং যোগং তৎপরাণাং পরঞ্চ
শর্বাজ্জাতং বিদ্ধি যৎ কীর্ত্তিতং মে ॥৭৭

তৎসম্ভূতা ভূতকৃতো বরেণ্যাঃ
সর্বে দেবা ভুবনস্যাস্য গোপাঃ।
আবিশ্যেমাং ধরণীং যেঽভ্যরক্ষন্
পুরাতনীং তস্য দেবস্য সৃষ্টিম্ ॥ ৭৮

কেশব! কীট, পতঙ্গ, পক্ষী ও পশুরাও যদি মহাদেবের শরণাপন্ন হয়, তবে তাহাদেরও কোথাও ভয় থাকে না। ৬৮½

এইভাবে এই ভূতলে যে সব মানুষ মহাদেবের ভক্ত হয়, তাঁহারা কখনও সংসারের অধীন হয় না ইহাই আমার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন। ৬৯-৭০

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—অজমীঢ়বংশজাত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির! সূর্য চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, স্বর্গ, ভূমি, জল, বসুগণ, বিশ্বদেব, ধাতা, অর্যমা শুক্র, বৃহস্পতি, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, রাজা বরুন, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বায়ুদেব, ওঙ্কার, সত্য, বেদ, যজ্ঞ,দক্ষিণা, বেদপাঠী ব্রাহ্মণ, সোমরস, যজমান হবনীয়, হবিস্ত, রক্ষা দীক্ষা, সর্ব্বপ্রকার সংযম, স্বাহা, বৌষট্, ব্রাহ্মণগণ, গো, শ্রেষ্ঠধর্ম, কালচক্র, বল, যশ, দম, বুদ্ধিমানদিগের স্থিতি, শুভাশুভ কর্ম, সপ্তর্ষি, শ্রেষ্ঠবুদ্ধি, মন, দর্শন, শ্রেষ্ঠস্পর্শ, কর্মসমূহের সিদ্ধি, উষ্মপ, সোমপ, লেখ, যাম ও তুষিতাদি দেবগণ, ব্রাহ্মণ শরীর,দীপ্তিশালী গন্ধপ,ধূমপঋষি, বাগ্ বিরুদ্ধ ও মনোবিরুদ্ধ ভাব, শুদ্ধভাব, নির্মাণ-কার্য্যে নিরত দেবতা, স্পর্শমাত্রেই ভোজনকারী, দর্শনমাত্রেই পেয় রস পানকারী, ঘৃতপায়ী, যাহাদের সংকল্পমাত্রেই অভীষ্ট বস্তু নেত্র সমক্ষে প্রকাশিত হয়, এরূপ যে সব দেবমুখ্যগণ, অন্য যে সব দেবতা, যাহারা সুপর্ণ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ দানব, যক্ষ চারণ ও নাগগণ, যাহারা স্থূল, সূক্ষ্ম, কোমল, অসূক্ষ্ম, সুখ, এই সংসারে দুঃখ, পরলোকে দুঃখ, সাংখ্য, যোগ ও পুরুষার্থসমূহের শ্রেষ্ঠ মোক্ষরূপ পরম পুরুষার্থ যাহাকে বলা হয়: এই সমস্তকেই তুমি মহাদেব হইতেই উৎপন্ন বলিয়া জানিও।৭১-৭৭

যাহারা এই ভূতলে প্রবেশ করিয়া মহাদেবের পূর্বকৃত সৃষ্টিকে রক্ষা করেন, যাহারা সমস্ত জগতের রক্ষক, বিভিন্ন প্রাণিগণের সৃষ্টিকারী ও শ্রেষ্ঠ, এই সকল দেবতাই ভগবান্ শিব হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। ৭৮

বিচিত্রস্তপসা তৎস্তবীয়ঃ
কিঞ্চিৎ স্তবং প্রাণহেতোর্নতোঽস্মি।
দদাতু দেবঃ স বরানিহেষ্টা-
নাভিষ্টুতো নঃ প্রভুরব্যয়ঃ সদা ॥ ৭৯
ইমং স্তবং সন্নিয়তেন্দ্রিয়শ্চ
ভূত্বা শুচির্যঃ পুরুষঃ পঠেৎ।
অভগ্নযোগো নিয়তো মাসমেকং
সম্প্রাপ্নুয়াদশ্বমেধে ফলং যৎ ॥ ৮০
বেদান্ কৃৎস্নান্ ব্রাহ্মণঃ প্রাপ্নুয়াৎ তু
জয়েন্নৃপঃ পার্থ মহীঞ্চ কৃৎস্নাম্।

ঋষি-মুনিগণ তপস্যার দ্বারা যাঁহার অন্বেষণ করেন, সেই সদা স্থির হইয়া বিরাজমান অনির্বচনীয় পরম সূক্ষ্ম বস্তুস্বরূপ সদাশিবকে আমি নিজের জীবন রক্ষার জন্য নমস্কার করিতেছি। যে অবিনাশী প্রভুকে আমি সর্বদা স্তুতি করিয়াছি, সেই মহাদেব এস্থানে আমাকে অভীষ্ট বরদান করুন ॥ ৭৯

যে মানুষ ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করত পবিত্র হইয়া এই স্তোত্র পাঠ করিবে এবং নিয়মানুসারে একমাস পর্যন্ত অখণ্ড ভাবে ইহার পাঠ চালাইয়া যাইবে, সেই মানুষ অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করিবে ॥ ৮০

কুন্তীনন্দন! ব্রাহ্মণ এই শিবসহস্রনামস্তোত্র পাঠের দ্বারা

বৈশ্যো লাভং প্রাপ্নুয়ান্নৈপুণঞ্চ
শূদ্রো গতিং প্রেত্য তথা সুখঞ্চ ॥ ৮১
স্তবরাজমিমং কৃত্বা রুদ্রায় দধিরে মনঃ।
সর্বদোষাপহং পুণ্যং পবিত্রঞ্চ যশস্বিনঃ ॥ ৮২
যাবন্ত্যস্য শরীরেষু রোমকূপাণি ভারত।
তাবন্ত্যব্দসহস্রাণি স্বর্গে বসতি মানবঃ ॥ ৮৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বাণি মেঘবাহনপর্বাখ্যানে
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

বেদের স্বাধ্যায়ের ফলপ্রাপ্ত হইবে। ক্ষত্রিয় সম্পূর্ণ পৃথিবীকে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবে। বৈশ্য বাণিজ্যে নিপুণতা ও মহান্ লাভের অধিকারী হইবে এবং শূদ্র ইহলোকে সুখ ও পরলোকে সদ্গতি লাভ করিবে ॥ ৮১

যে মানুষ সমস্ত দোষনাশকারী এই পুণ্যজনক পবিত্র স্তবরাজ পাঠ করত ভগবান্ রুদ্রদেবের চিন্তায় মনকে নিযুক্ত করিয়া রাখিবে, তাহারা যশস্বী হইবে ॥ ৮২

ভারতবংশধর! মানুষের শরীরে যত রোমকূপ আছে, এই স্তোত্রপাঠকারী মানুষ তত হাজার বর্ষকাল স্বর্গে বাস করে ॥ ৮৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে মেঘবাহনপর্বের কথাবিবরক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

॥ একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[বদান্য-ঋষিবাক্যেন অষ্টাবক্রমুনেরুত্তরদিশি প্রস্থানম্, পথি কুবেরেণ তস্য সৎকারঃ, স্ত্রীরূপধারিণ্যা উত্তরদিশা সহ তস্যালাপশ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যদিদং সহধর্মেতি প্রোচ্যতে ভরতর্ষভ।
পাণিগ্রহণকালে তু স্ত্রীণামেতৎ কথং স্মৃতম্ ॥ ১
আর্ষ এষ ভবেদ্ ধর্মঃ প্রাজাপত্যোঽথবাঽঽসুরঃ
যদেতৎ সহধর্মেতি পূর্বমুক্তং মহর্ষিভিঃ ॥ ২
সন্দেহঃ সুমহানেষ বিরুদ্ধ ইতি মে মতিঃ।
ইহ যঃ সহধর্মো বৈ প্রেত্যায়ং বিহিতঃ ক্ব নু ॥ ৩
স্বর্গো মৃতানাং ভবতি সহধর্মঃ পিতামহ।
পূর্বমেকস্তু ম্রিয়তে ক্ব চৈকস্তিষ্ঠতে বদ ॥ ৪

একোনবিংশ অধ্যায়।

[বদান্য ঋষির কথায় অষ্টাবক্রমুনির উত্তর দিক্ অভিমুখে প্রস্থান, পথে কুবের কর্তৃক তাঁহার সৎকার এবং স্ত্রীরূপধারিণী উত্তর দিকের সহিত তাঁহার আলাপ]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! এই যে স্ত্রীগণের পক্ষে বিবাহকালে সহধর্মের কথা বলা হইয়াছে, উহা কিপ্রকার কথিত হয়? ১

মহর্ষিগণ পুরাকালে এই যে স্ত্রী-পুরুষগণের সহধর্মের কথা বলিয়াছেন, উহা আর্যধর্ম বা প্রজাপত্য ধর্ম কিংবা আসুর ধর্ম নামে কথিত হয়? ২

আমার মনে এই গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আমি ত' এরূপই বুঝি যে, এই সহধর্ম কথা বলা বিরুদ্ধ। এস্থলে এই যে সহধর্ম, উহা মৃত্যুর পর কোথায় থাকে? ৩

পিতামহ! যখন কি মৃত মনুষ্যগণের স্বর্গবাস এবং পতি ও পত্নীর একের প্রথমে মৃত্যু হয়, তখন এক ব্যক্তির মধ্যে সহধর্ম কোথায় থাকে? ইহা বলুন ॥ ৪

নানাধর্মফলোপেতা নানাকর্মনিবাসিতাঃ।
নানানিরয়নিষ্ঠান্তা মানুষা বহবো যদা ॥ ৫
অনৃতাঃ স্ত্রিয় ইত্যেবং সূত্রকারো ব্যবস্যতি।
যদানৃতাঃ স্ত্রিয়স্তাত সহধর্মঃ কুতঃ স্মৃতঃ ॥ ৬
অনৃতাঃ স্ত্রিয় ইত্যেবং বেদেষ্বপি হি পঠ্যতে।
ধর্মোঽয়ং পূর্বিকা সংজ্ঞা উপচারঃ ক্রিয়াবিধিঃ ॥ ৭
গহ্বরং প্রতিভাত্যেতন্মম চিন্তয়তোঽনিশম্
নিঃসন্দেহমিদং সর্বং পিতামহ যথাশ্রুতি ॥ ৮
যদেতদ্ যাদৃশঃ চৈতদ যথা চৈতৎ প্রবর্ত্তিতম্।
নিখিলেন মহাপ্রাজ্ঞ ভবানেতদ্ ব্রবীতু মে ॥ ৯

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
অষ্টাবক্রস্য সংবাদং দিশয়া সহ ভারত ॥ ১০
নির্বেষ্টুকামস্তু পুরা অষ্টাবক্রো মহাতপাঃ।
ঋষেরথ বদান্যস্য বব্রে কন্যাং মহাত্মনঃ ॥ ১১
সুপ্রভাং নাম বৈ নাম্না রূপেণাপ্রতিমাং ভুবি।
গুণপ্রভাবশীলেন চরিত্রেণ চ শোভনাম্ ॥ ১২
সা তস্য দৃষ্ট্বৈব মনো জহার শুভলোচনা।
বনরাজী যথা চিত্রা বসন্তে কুসুমাচিতা ॥ ১৩
ঋষিস্তমাহ দেয়া মে সুতা তুভ্যং হি তচ্ছৃণু।
(অনন্যস্ত্রীজনঃ প্রাজ্ঞো হ্যপ্রবাসী প্রিয়ংবদঃ।
সুরূপঃ সম্মতো বীরঃ শীলবান্ ভোগভুক্ছবিঃ
দারানুমতযজ্ঞশ্চ সুনক্ষত্রামথোদ্বহেৎ।
স্বভার্য্যাং স্বকুলোপেত ইহ প্রেত্য চ মোদতে ॥)
গচ্ছ তাবদ্ দিশং পুণ্যামুত্তরাং দ্রক্ষ্যসে ততঃ ॥ ১৪

যখন বহু মানুষ নানাপ্রকার ধর্মসকলের দ্বারা সংযুক্ত হয়, নানাবিধ কর্মবশতঃ বিভিন্ন স্থানে বাস করে এবং শুভাশুভ কর্ম-সমূহের ফলস্বরূপ স্বর্গ-নরকাদি নানা অবস্থায় পতিত হয়, তখন এই সহধর্মের আচরণ কিভাবে হইতে পারে ? ৫

ধর্মসূত্রকারগণ ইহা নিশ্চিতরূপে বলিয়াছেন যে, স্ত্রীরা অসত্য-পরায়ণ হয়; তাত ! যখন স্ত্রীরা অসত্যবাদিনীই হয়, তখন তাহাদের সঙ্গে রাখিয়া সহধর্মের অনুষ্ঠান কিভাবে হইতে পারে ? ৬

বেদেও পাঠ করা যায় যে, স্ত্রীগণ অসত্যবাদিনী হয়, এরূপ অবস্থায় তাহাদের সেই অসত্যও সহধর্মের অন্তর্গত হইয়া যায়; কিন্তু অসত্য কখনও ধর্ম হইতে পারে না, অতএব দাম্পত্য ধর্মকে যে সহধর্ম বলা হইয়াছে, ইহা তাহার গৌণ সংজ্ঞা। এই পতি-পত্নী একসঙ্গে থাকিয়া যে সব কার্য্য করে, উপচার-বশতই তাহাকে ধর্ম নাম দেওয়া হইয়াছে ॥ ৭

পিতামহ ! আমি এ সম্বন্ধে যে যে বিষয় লইয়া বিচার করিতেছি, সেই সেই বিষয় আমার অত্যন্ত দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হইতেছে, অতএব আপনি এ বিষয়ে শ্রুতির যে সব বিধান আছে, তদনুসারে আমাকে প্রবোধদান করুন, যাহাতে আমার সন্দেহ দূর হইয়া যায়। ৮

মহামতে ! এই সহধর্ম যখন হইতে প্রচলিত হইয়াছে, যেরূপে সম্মুখে আসিয়াছে এবং যেভাবে ইহার প্রবৃত্তি হইয়াছে, এই সমস্ত বৃত্তান্ত আপনি আমাকে বলুন। ৯

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতনন্দন ! এ বিষয়ে অষ্টাবক্র মুনির উত্তর দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সহিত যে সংবাদ হইয়াছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাস এস্থলে মহাত্মাগণ উদাহরণ দিয়া থাকেন। ১০

পুরাকালের বৃত্তান্ত, মহাতপস্বী অষ্টাবক্র বিবাহ করিতে অভিলাষী হন, সেইজন্য তিনি মহাত্মা বদান্যঋষির নিকটে তাঁহার কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। ১১

সেই কন্যার নাম ছিল সুপ্রভা। এ-জগতে তাঁহার রূপের কোন তুলনা ছিল না। গুণ, প্রভাব, শীল ও চরিত্র এ সব বিষয়েই তিনি পরম সুন্দর ছিলেন। ১২

যেরূপ বসন্ত ঋতুতে সুন্দর পুষ্পসমূহে সুসজ্জিত বিচিত্র বনশ্রেণী মানুষের মনকে প্রলুব্ধ করে, সেইরূপ এই শুভলোচনা মুনিকুমারী দর্শনমাত্রেই অষ্টাবক্রের মনকে হরণ করিয়াছিলেন। ১৩

বদান্যঋষি অষ্টাবক্রের প্রার্থনায় এই উত্তর দিলেন—বিপ্রবর ! যাহার দ্বিতীয় কোন স্ত্রী নাই, যে পরদেশে থাকে না, যে বিদ্বান্, প্রিয়ভাষী, লোকসম্মানিত, বীর, সুশীল, ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতে সমর্থ, কান্তিমান্ ও সুপুরুষ, তাহার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব। যে স্ত্রীর অনুমতিক্রমে যজ্ঞ করে এবং উত্তম নক্ষত্রযুক্তা কন্যাকে বিবাহ করে, সেই পুরুষ নিজের পত্নীর সহিত ও পত্নী নিজের পতির সহিত বাস করিয়া উভয়েই ইহলোক এবং পরলোকে আনন্দ ভোগ করে। আমি তোমাকে

অষ্টাবক্র উবাচ।

কিং দ্রষ্টব্যং ময়া তত্র বক্তুমর্হতি মে ভবান্।
তথেদানীং ময়া কার্য্যং যথা বক্ষ্যতি মাং ভবান্ ॥১৫

বদান্য উবাচ।

ধনদং সমতিক্রম্য হিমবন্তঞ্চ পর্বতম্।
রুদ্রস্যায়তনং দৃষ্ট্বা সিদ্ধচারণসেবিতম্ ॥ ১৬

সংহৃষ্টৈঃ পার্ষদৈর্জুষ্টং নৃত্যদ্ভির্বিবিধাননৈঃ।
দিব্যাঙ্গরাগৈঃ পৈশাচৈর্বন্যৈর্নানাবিধৈঃ প্রভোঃ ॥১৭

পাণিতাল-সুতালৈশ্চ শম্পাতালৈঃ সমৈস্তথা।
সম্প্রহৃষ্টৈঃ প্রনৃত্যদ্ভিঃ শর্বস্তত্র নিষেব্যতে ॥ ১৮

ইষ্টং কিল গিরৌ স্থানং তদ্দিব্যমিতি শুশ্রুম।
নিত্যং সন্নিহিতো দেবস্তথা তে পার্ষদাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৯

তত্র দেব্যা তপস্তপ্তং শঙ্করার্থং সুদুশ্চরম্।
অতস্তদিষ্টং দেবস্য তথোমায়া ইতি শ্রুতিঃ ॥ ২০

পূর্বে তত্র মহাপার্শ্বে দেবস্যোত্তরতস্তথা
ঋতবঃ কালরাত্রিশ্চ যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ ॥ ২১

দেবং চোপাসতে সর্বে রূপিণঃ কিল তত্র হ।
তদতিক্রম্য ভবনং ত্বয়া যাতব্যমেব হি ॥ ২২

ততো নীলং বনোদ্দেশং দ্রক্ষ্যসে মেঘসন্নিভম্।
রমণীয়ং মনোগ্রাহি তত্র বৈ দ্রক্ষ্যসে স্ত্রিয়ম্ ॥ ২৩

তপস্বিনীং মহাভাগাং বৃদ্ধাং দীক্ষামনুষ্ঠিতাম্।
দ্রষ্টব্যা সা ত্বয়া তত্র সম্পূজ্যা চৈব যত্নতঃ ॥২৪

তাং দৃষ্ট্বা বিনিবৃত্তস্ত্বং ততঃ পাণিং গ্রহীষ্যসি।
যদ্যেষ সময়ঃ সর্বঃ সাধ্যতাং তত্র গম্যতাম্ ॥২৫

অষ্টাবক্র উবাচ।

তথাস্তু সাধয়িষ্যামি তত্র যাস্যাম্যসংশয়ম্।
যত্র ত্বং বদসে সাধো ভবান্ ভবতু সত্যবাক্ ॥ ২৬

নিজের কন্যা অবশ্যই প্রদান করিব; কিন্তু প্রথমে একটি কথা আমার শ্রবণ কর, এস্থান হইতে পরম পবিত্র উত্তর দিক্ অভিমুখে তুমি গমন কর। সেস্থানে তুমি তাঁহার দর্শন লাভ করিবে। ১৪

অষ্টাবক্র বলিলেন,—মহর্ষে! উত্তরদিকে গমন করিয়া আমি কাহাকে দর্শন করিব? আপনি ইহা কৃপা করিয়া বলুন এবং সেই সময় আমাকে কি করিতে হইবে, তাহাও আপনি আমাকে বলুন। ১৫

বদান্য বলিলেন,—বৎস! তুমি কুবেরের অলকাপুরী অতিক্রম করিয়া যখন হিমালয় পর্ব্বতকেও উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইবে, তখন তুমি সিদ্ধ ও চারণগণ-সেবিত রুদ্রের নিবাসস্থান কৈলাস পর্ব্বতের দর্শন লাভ করিবে। ১৬

সেস্থানে নানাপ্রকার মুখবিশিষ্ট ও দিব্য বিবিধ অঙ্গরাগে রঞ্জিত বহু পিশাচ এবং অন্য ভূত-বৈতালাদি ভগবান্ শিবের পার্ষদগণ হর্ষ ও উল্লাসে পূর্ণ হইয়া নৃত্য করিতেছেন। ১৭

তাঁহারা করতাল ও সুন্দর তাল বাদ্য করিয়া শম্পাতাল দিতে দিতে সমভাবে হর্ষে উল্লসিত হইয়া উদণ্ড নৃত্য করিতে করিতে সেস্থানে ভগবান্ শঙ্করের সেবা করিতেছেন। ১৮

সেই পর্ব্বতের এই দিব্যস্থান ভগবান্ শঙ্করের অত্যন্ত প্রিয়। এই কথা আমি শুনিয়াছি। সেস্থানে মহাদেব এবং তাঁহার পার্ষদগণ নিত্য বাস করেন। ১৯

সেস্থানে দেবী পার্ব্বতী ভগবান্ শঙ্করকে লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত দুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন, সেইহেতু এই স্থান ভগবান্ শিব ও পার্ব্বতীর অধিক প্রিয়, ইহা শুনা যায়। ২০

মহাদেবের পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগে মহাপার্শ্ব নামক পর্ব্বত আছে, সেস্থানে ঋতু, কালরাত্রি ও দিব্য এবং মানুষভাব সকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া মহাদেবের উপাসনা করিতেছে। এই স্থানকে অতিক্রম করিয়া তুমি অগ্রসর হইয়া যাইবে। ২১-২২

তদনন্তর তুমি মেঘতুল্য নীল এক বন্য প্রদেশ দেখিতে পাইবে। এই স্থান অতিশয় মনোরম ও রমণীয়। এই বনে তুমি এক স্ত্রীকে দেখিবে, যিনি তপস্বিনী, অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী, বৃদ্ধা ও দীক্ষাপরায়ণা। তুমি যত্ন সহকারে তাঁহাকে দর্শন ও পূজা করিবে। ২৩-২৪

তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পরই তুমি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। যদি এই সমস্ত সর্ত্ত তুমি স্বীকার কর, তবে ইহাকে পূর্ণ করিবার জন্য গমন কর এবং এখনই সেস্থানে গমনের জন্য যাত্রা আরম্ভ করিয়া দাও। ২৫

অষ্টাবক্র বলিলেন,—তাহাই হইবে, এই সর্ত্ত আমি পূর্ণ করিব। শ্রেষ্ঠ পুরুষ! আপনি যাহা বলিলেন, সেস্থানে অবশ্যই যাইব। আপনার বাক্য সত্য হউক। ২৬

ভীষ্ম উবাচ।

ততোঽগচ্ছৎ স ভগবানুত্তরামুত্তরাং দিশম্।
হিমবন্তং গিরিশ্রেষ্ঠং সিদ্ধ-চারণসেবিতম্ ॥ ২৭

স গত্বা দ্বিজশার্দূলো হিমবন্তং মহাগিরিম্।
অভ্যগচ্ছন্নদীং পুণ্যাং বাহুদাং ধর্মশালিনীম্ ॥ ২৮

অশোকে বিমলে তীর্থে স্নাত্বা বৈ তর্প্য দেবতাঃ।
তত্র বাসায় শয়নে কৌশে সুখমুবাস হ ॥ ২৯

ততো রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং প্রাতরুত্থায় স দ্বিজঃ।
স্নাত্বা প্রাদুশ্চকারাগ্নিং হুত্বা চৈনং প্রধানতঃ ॥ ৩০

রুদ্রাণীং রুদ্রমাসাদ্য হ্রদে তত্র সমাশ্বসৎ।
বিশ্রান্তশ্চ সমুত্থায় কৈলাসমভিতো যযৌ ॥ ৩১

সোঽপশ্যৎ কাঞ্চনদ্বারং দীপ্যমানমিব শ্রিয়া।
মন্দাকিনীঞ্চ নলিনীং ধনদস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩২

অথ তে রাক্ষসাঃ সর্বে যেঽভিরক্ষন্তি পদ্মিনীম্।
প্রত্যুত্থিতা ভগবন্তং মণিভদ্রপুরোগমাঃ ॥ ৩৩

স তান্ প্রত্যর্চয়ামাস রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমান্।
নিবেদয়ত মাং ক্ষিপ্রং ধনদায়েতি চাব্রবীৎ ॥ ৩৪

তে রাক্ষসাস্তথা রাজন্ ভগবন্তমথাব্রুবন্।
অসৌ বৈশ্রবণো রাজা স্বয়মায়াতি তেঽন্তিকম্ ॥ ৩৫

বিদিতো ভগবানস্য কার্য্যমাগমনস্য যৎ।
পশ্যৈনং ত্বং মহাভাগং জ্বলন্তমিব তেজসা ॥ ৩৬

ততো বৈশ্রবণোঽভ্যেত্য অষ্টাবক্রমনিন্দিতম।
বিধিবৎ কুশলং পৃষ্ট্বা ততো ব্রহ্মর্ষিমব্রবীৎ ॥ ৩৭

সুখং প্রাপ্তো ভবান্ কচ্চিৎ কিং বা মত্তশ্চিকীর্ষতি।
ব্রূহি সর্বং করিষ্যামি যন্মাং বক্ষ্যসি বৈ দ্বিজ ॥ ৩৮

ভবনং প্রবিশ ত্বং মে যথাকামং দ্বিজোত্তম।
সংকৃতঃ কৃতকার্য্যশ্চ ভবান্ যাস্যত্যবিঘ্নতঃ ॥ ৩৯

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর ভগবান্ অষ্টাবক্র উত্তরোত্তর দিকে গমন করিতে লাগিলেন; সিদ্ধ ও চারণগণ-সেবিত গিরিশ্রেষ্ঠ মহাপর্ব্বত হিমালয়ে উপস্থিত হইয়া সেই শ্রেষ্ঠ দ্বিজ ধর্ম্মে সুশোভিতা পুণ্যময়ী বাহুদা নদীর তীরে গমন করিলেন। ২৭-২৮

সেখানে নির্ম্মল অশোক তীর্থে স্নান করিয়া দেবতাদিগের তর্পণ করিবার পর তিনি কুশ-নির্ম্মিত আসনে সুখে বাস করিলেন। ২৯

তদনন্তর রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর সেই দ্বিজ প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া স্নান করত অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। তারপর মুখ্য মুখ্য বৈদিক মন্ত্রসমূহের দ্বারা অগ্নিদেবের স্তুতি করিয়া 'রুদ্রাণী-রুদ্র' নামক তীর্থে গমন করিয়া সেখানে এক সরোবরের তীরে কিছুকাল বিশ্রাম করিলেন। বিশ্রাম করিবার পর উত্থিত হইয়া তিনি কৈলাস পর্ব্বতের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ৩০-৩১

কিয়দ্দূর গমন করিবার পর তিনি কুবেরের অলকাপুরীর সুবর্ণময় দ্বার দেখিতে পাইলেন। এই দ্বার দিব্য দীপ্তিতে দেদীপ্যমান ছিল। সেখানে মহাত্মা কুবেরের পদ্মপুষ্প সুশোভিত এক পুষ্করিণী দেখিলেন। উহা গঙ্গার জলে পরিপূর্ণ থাকায় মন্দাকিনী নামে বিখ্যাত ছিল। ৩২

সেখানে যাঁহারা সেই পদ্মপূর্ণ পুষ্করিণীকে রক্ষা করিতেছিলেন, সেই সব মণিভদ্রাদি রাক্ষসগণ ভগবান্ অষ্টাবক্রকে দেখিয়া তাঁহাকে স্বাগত সংকার জানাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ৩৩

মুনিও সেই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী রাক্ষসগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং বলিলেন—আপনারা সত্বর ধনপতি কুবেরকে আমার আগমনের সংবাদ জানাইয়া দিন। ৩৪

রাজন্! সেই রাক্ষসগণ তাহা পালন করিয়া ভগবান্ অষ্টাবক্রকে বলিলেন—প্রভো! রাজা কুবের স্বয়ংই আপনার নিকটে আসিতেছেন। ৩৫

আপনার আগমন ও এই আগমনের যে উদ্দেশ্য, তৎসমস্তই পূর্ব্ব হইতেই কুবের জ্ঞাত আছেন। দেখুন, এই মহাভাগ ধনাধ্যক্ষ কুবের স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হইতে হইতে এদিকে আসিতেছেন। ৩৬

তদনন্তর বিশ্রবামুনির পুত্র কুবের নিকটে আসিয়া অনিন্দিত ব্রহ্মর্ষি অষ্টাবক্রকে বিধিঅনুসারে কুশল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বলিলেন। ৩৭

ব্রহ্মন্! আপনি সুখের সহিত এখানে আসিয়াছেন ত? বলুন—আমার নিকট হইতে আপনি কোন্ কার্য্যের সিদ্ধি অভিলাষ করেন? আপনি আমাকে যাহা যাহা বলিবেন, তাহা তাহা আমি অবশ্যই পূর্ণ করিব। ৩৮

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি ইচ্ছানুসারে আমার ভবনে প্রবেশ করুন এবং এখানকার সংকার গ্রহণ করত কৃতকৃত্য হইয়া আপনি এখান হইতে নির্বিঘ্নে যাত্রা করুন। ৩৯

প্রাবিশদ্ ভবনং স্বং বৈ গৃহীত্বা তং দ্বিজোত্তমম্ ।
আসনং স্বং দদৌ চৈব পাদ্যমর্ঘ্যং তথৈব চ ॥ ৪০
ততোপবিষ্টয়োস্তত্র মণিভদ্রপুরোগমাঃ ।
নিষেদুস্তত্র কৌবেরা যক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নরাঃ ॥ ৪১
ততস্তেষাং নিষণ্ণানাং ধনদো বাক্যমব্রবীৎ ।
ভবচ্ছন্দং সমাজ্ঞায় নৃত্যেরন্নপ্সরোগণাঃ ॥ ৪২
আতিথ্যং পরমং কার্য্যং শুশ্রূষা ভবতস্তথা ।
সংবর্ততামিত্যুবাচ মুনির্মধুরয়া গিরা ॥ ৪৩
অথোর্বরা মিশ্রকেশী রম্ভা চৈবোর্বশী তথা ।
অলম্বুষা ঘৃতাচী চ চিত্রা চিত্রাঙ্গদা রুচিঃ ॥ ৪৪
মনোহরা সুকেশী চ সুমুখী হাসিনী প্রভা ।
বিদ্যুতা প্রশমী দান্তা বিদ্যোতা রতিরেব চ ॥ ৪৫
এতাশ্চান্যাশ্চ বৈ বহ্ব্যঃ প্রনৃত্তাপ্সরসঃ শুভাঃ ।
অবাদয়ংশ্চ গন্ধর্বা বাদ্যানি বিবিধানি চ ॥ ৪৬
অথ প্রবৃত্তে গান্ধর্বে দিব্যে ঋষিরুপাবিশৎ ।
দিব্যং সংবৎসরং তত্রারমতৈব মহাতপাঃ ॥ ৪৭
ততো বৈশ্রবণো রাজা ভগবন্তমুবাচ হ ।
সাগ্রঃ সংবৎসরো জাতো বিপ্রেহ তব পশ্যতঃ ॥ ৪৮
হার্য্যোঽয়ং বিষয়ো ব্রহ্মন্ গান্ধর্বো নাম নামতঃ ।
ছন্দতো বর্ততাং বিপ্র যথা বদতি বা ভবান্ ॥ ৪৯
অতিথিঃ পূজনীয়স্ত্বমিদঞ্চ ভবতো গৃহম্ ।
সর্বমাজ্ঞাপ্যতামাশু পরবন্তো বয়ং ত্বয়ি ॥ ৫০
অথ বৈশ্রবণং প্রীতো ভগবান্ প্রত্যভাষত ।
অর্চিতোঽস্মি যথান্যায়ং গমিষ্যামি ধনেশ্বর ॥ ৫১
প্রীতোঽস্মি সদৃশং চৈব তব সর্বং ধনাধিপ ।
তব প্রসাদাদ্ ভগবন্ মহর্ষেশ্চ মহাত্মনঃ ॥ ৫২
নিয়োগাদদ্য যাস্যামি বৃদ্ধিমানৃদ্ধিমান্ ভব ।
অদ্য নিষ্ক্রম্য ভগবান্ প্রযযাবুত্তরামুখঃ ॥ ৫৩
কৈলাসং মন্দরং হৈমং সর্বাননুচচার হ ।
তানতীত্য মহাশৈলান্ কৈরাতং স্থানমুত্তমম্ ॥ ৫৪

এই কথা বলিয়া কুবের বিপ্রবর অষ্টাবক্রকে সঙ্গে লইয়া নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসন সমর্পণ করিলেন। ৪০

যখন কুবের ও অষ্টাবক্র উভয়েই আরামের সহিত উপবেশন করিলেন, তখন কুবেরের সেবক মণিভদ্রাদি যক্ষ, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। ৪১

তারপর তাঁহারা সকলে উপবিষ্ট হইলে কুবের বলিলেন—আপনার ইচ্ছা জানিয়া এস্থানে অপ্সরাগণ নৃত্য আরম্ভ করিবে; কারণ, আপনার আতিথ্য সৎকার ও সেবা করা আমাদের পরম কর্তব্য। তখন মুনি মধুর ভাষায় বলিলেন—তথাস্তু। ৪২-৪৩

তদনন্তর উর্বরা, মিশ্রকেশী, রম্ভা, উর্বশী, অলম্বুষা, ঘৃতাচী, চিত্রা, চিত্রাঙ্গদা, রুচি, মনোহরা, সুকেশী, সুমুখী, হাসিনী, প্রভা, বিদ্যুতা, প্রশমী, দান্তা, বিদ্যোতা ও রতি—ইঁহারা এবং আরও অন্যান্য শুভলক্ষণা বহু অপ্সরা নৃত্য আরম্ভ করিলেন ও গন্ধর্বগণ নানাপ্রকার বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন। ৪৪-৪৬

এই দিব্য নৃত্য-গীত আরম্ভ হইলে পর মহাতপস্বী ঋষি অষ্টাবক্রও দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং তিনি দেবতাদিগের বর্ষানুসারে এক বর্ষ পর্যন্ত সেই আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিলেন। ৪৭

তখন রাজা বৈশ্রবণ (কুবের) ভগবান্ অষ্টাবক্রকে বলিলেন—বিপ্রবর! এস্থানে নৃত্য দেখিতে দেখিতে আপনার এক বৎসরের কিছু অধিক কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ৪৮

ব্রহ্মন্! এই নৃত্য-গীতকে 'গান্ধর্ব' নাম দেওয়া হইয়াছে, ইহা অতিশয় মনোহারী; অতএব আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তবে এই এই আয়োজন আরও কিছুদিন ধরিয়া চলুক অথবা বিপ্রবর! আপনি যেরূপ আজ্ঞা দিবেন, সেইরূপই হইবে। ৪৯

আপনি আমার পূজনীয় অতিথি, এই ভবন আপনারই। আপনি নিঃসঙ্কোচে অতি সত্বর সকল কার্য্যের জন্য আমাদের অনুমতি করুন। আমরা আপনার বশবর্তী কিঙ্কর। ৫০

তখন অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ অষ্টাবক্র কুবেরকে বলিলেন—ধনেশ্বর! আপনি যথোচিতরূপে আমার আদর-সৎকার করিয়াছেন। এখন অনুমতি করুন, আমি এস্থান হইতে গমন করিব। ৫১

ধনাধিপ! আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। আপনার সকল বিষয়ই আপনার অনুরূপই। ভগবন্! এখন আমি আপনার কৃপায় সেই মহাত্মা মহর্ষি বদান্যের আজ্ঞানুসারে গমন করিব। আপনি অভ্যুদয়শীল ও সমৃদ্ধিশালী হউন। এই কথা বলিয়া ভগবান্ অষ্টাবক্র কুবের-ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উত্তরমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ৫২-৫৩

তারপর সমগ্র কৈলাস, মন্দরাচল ও হিমালয়ের উপরে

প্রদক্ষিণং তথা চক্রে প্রযতঃ শিরসা ততঃ।
ধরণীমবতীর্য্যাথ পূতাত্মাসৌ তদাভবৎ ॥ ৫৫
স তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা ত্রিঃ শৈলং চোত্তরামুখঃ।
সমেন ভূমিভাগেন যযৌ প্রীতিপুরস্কৃতঃ ॥ ৫৬
ততোঽপরং বনোদ্দেশং রমণীয়মপশ্যত।
সর্বর্তুভির্মূলফলৈঃ পক্ষিভিশ্চ সমন্বিতৈঃ ॥ ৫৭
রমণীয়ৈর্বনোদ্দেশৈস্তত্র তত্র বিভূষিতম্।
তত্রাশ্রমপদং দিব্যং দদর্শ ভগবানথ ॥ ৫৮
শৈলাংশ্চ বিবিধাকারান্ কাঞ্চনান্ রত্নভূষিতান্।
মণিভূমৌ নিবিষ্টাশ্চ পুষ্করিণ্যস্তথৈব চ ॥ ৫৯
অন্যান্যপি সুরম্যাণি পশ্যতঃ সুবহূন্যথ।
ভৃশং তস্য মনো রেমে মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ ॥ ৬০
স তত্র কাঞ্চনং দিব্যং সর্বরত্নময়ং গৃহম্।
দদর্শাদ্ভুতসঙ্কাশং ধনদস্য গৃহাদ্ বরম্ ॥ ৬১
মহান্তো যত্র বিবিধা মণি-কাঞ্চনপর্বতাঃ।
বিমানানি চ রম্যাণি রত্নানি বিবিধানি চ ॥৬২
মন্দারপুষ্পৈঃ সঙ্কীর্ণং তথা মন্দাকিনীং নদীম্।
স্বয়ংপ্রভাশ্চ মণয়ো বজ্রৈর্ভূমিশ্চ ভূষিতা ॥ ৬৩
নানাবিধৈশ্চ ভবনৈর্বিচিত্রমণিতোরণৈঃ।
মুক্তাজালবিনিক্ষিপ্তৈর্মণিরত্নবিভূষিতৈঃ ॥ ৬৪
মনোদৃষ্টিহরৈ রম্যৈঃ সর্বতঃ সংবৃতং শুভৈঃ।
ঋষিভিশ্চাবৃতং তত্র আশ্রমং তং মনোহরম্ ॥ ৬৫
তস্তস্যাভবচ্চিন্তা কুত্র বাসো ভবেদিতি।
অথ দ্বারং সমভিতো গত্বা স্থিত্বা ততোঽব্রবীৎ ॥ ৬৬
অতিথিং সমনুপ্রাপ্তমভিজানন্তু যেঽত্র বৈ।
অথ কন্যাঃ পরিবৃতা গৃহাৎ তস্মাদ্ বিনির্গতাঃ ॥ ৬৭
নানারূপাঃ সপ্ত বিভো কন্যাঃ সর্বাঃ মনোহরাঃ
যাং যামপশ্যৎ কন্যাং বৈ সা সা তস্য মনোঽহরৎ ॥৬৮

বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি বড় বড় পর্ব্বতসকল অতিক্রম করিয়া সংযতচিত্তে কিরাতবেশধারী মহাদেবের উত্তম স্থান পরিক্রমা করিলেন এবং তাঁহাকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন। তারপর তিনি ভূতলে নামিয়া সেই স্থানের মাহাত্ম্যে তৎক্ষণাৎ পবিত্রাত্মা হইয়া যাইলেন। ৫৪-৫৫

তিনবার সেই পর্ব্বতকে পরিক্রমা করিয়া তিনি উত্তর মুখে সমতল ভূমিতে প্রীতিসহকারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ৫৬

কিয়দ্দূর অগ্রে গমন করিবার পর তিনি অন্য এক রমণীয় বনস্থলী দেখিতে পাইলেন। যাহা সকল ঋতুরই ফল-মূল, পক্ষিগণ ও মনোরম বনপ্রান্তসমূহের দ্বারা সর্ব্বত্র শোভা-সম্পন্ন ছিল। ৫৭½

সেস্থানে ভগবান্ অষ্টাবক্র এক দিব্য আশ্রম দর্শন করিলেন। সেই আশ্রমের চারিদিক্ নানাপ্রকার সুবর্ণময় ও রত্নভূষিত বহু পর্ব্বত শোভা পাইতেছিল। সেস্থানে মণিময়ী ভূমিতে অনেক সুন্দর পুষ্করিণী ছিল। ৫৮-৫৯

ইহা ব্যতীত আরও অনেক সুরম্য দৃশ্য তিনি সেস্থানে দর্শন করিলেন। সেই সব দর্শন করিতে করিতে সেই ভাবিতাত্মা মহর্ষির মন বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। ৬০

মহর্ষি সেই প্রদেশে এক দিব্য সুবর্ণময় ভবন দেখিলেন। উহাতে সর্ব্বপ্রকার রত্ন বিভূষিত ছিল। এই মনোহর গৃহ কুবেরের রাজভবন হইতেও সুন্দর, শ্রেষ্ঠ এবং অদ্ভুত ছিল। ৬১

সেস্থানে নানাবিধ মণিময় ও সুবর্ণময় বিশাল পর্ব্বতসকল শোভা পাইতেছিল। বহুসংখ্যক সুরম্য বিমান এবং নানাপ্রকার রত্নসমূহও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। ৬২

সেই প্রদেশে মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হইতেছিল। তাহার স্রোতে মন্দারপুষ্পসমূহ ভাসিয়া যাইতেছিল, সেস্থানে স্বয়ং প্রকাশিত মণিসকল নিজেদের অদ্ভুত প্রভা উদ্ভাসিত করিতেছিল এবং সেস্থানে ভূমি হীরকের দ্বারা ভূষিত ছিল। ৬৩

সেই আশ্রমের চারিদিক্ বিচিত্র মণিময় তোরণসমূহে সুশোভিত, মুক্তার জালে (ঝালোরে) অলঙ্কৃত এবং মণি ও রত্নসমূহে বিভূষিত সুন্দর বহু ভবন শোভা পাইতেছিল। মন ও দৃষ্টি হরণকারী, মঙ্গলকর এবং রমণীয় বহু ভবনে চারিদিক্ আবৃত ও ঋষি-মণিগণে পরিপূর্ণ সেই আশ্রম অতিশয় মনোহর ছিল। ৬৪-৬৫

সেস্থানে উপস্থিত হইয়া অষ্টাবক্র মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন—এখন কোথায় অবস্থান করিব ? এই চিন্তা হইতেই তিনি প্রধান দ্বারের সম্মুখে যাইলেন এবং সেস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন। ৬৬

এই গৃহে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা ইহা জানুন যে, আমি এক অতিথি আসিয়াছি। তিনি এইরূপ বলিতেই সেই গৃহ হইতে একসঙ্গে সাতজন কন্যা বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন রূপবতী ও মনোহরা ছিলেন। বিভো !

ন চ শক্তো বারয়িতুং মনোঽস্যাথাবসীদতি।
ততো ধৃতিঃ সমুৎপন্না তস্য বিপ্রস্য ধীমতঃ ॥ ৬৯
অথ তং প্রমদাঃ প্রাহুর্ভগবান্ প্রবিশত্বিতি।
স চ তাসাং সুরূপাণাং তস্যৈব ভবনস্য হি ॥ ৭০
কৌতূহলং সমাবিষ্টঃ প্রবিবেশ গৃহং দ্বিজঃ।
তত্রাপশ্যজ্জরাযুক্তামরজোঽম্বরধারিণীম্ ॥ ৭১
বৃদ্ধাং পর্য্যঙ্কমাসীনাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্
স্বস্তীতি তেন চৈবোক্তা সা স্ত্রী প্রত্যবদৎ তদা ॥ ৭২
প্রত্যুত্থায় চ তং বিপ্রমাস্যতামিত্যুবাচ হ।

অষ্টাবক্র উবাচ

সর্ব্বাঃ স্বানালয়ান্ যান্তু একা মামুপতিষ্ঠতু ॥ ৭৩
প্রজ্ঞাতা যা প্রশান্তা যা শেষা গচ্ছন্তু চ্ছন্দতঃ।
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য কন্যাস্তাস্তমৃষিং তদা ॥ ৭৪
নিশ্চক্রমুর্গৃহাৎ তস্মাৎ সা বৃদ্ধাথ ব্যতিষ্ঠত।
অথ তাং সংবিশন্ প্রাহ শয়নে তাম্বরে তদা ॥ ৭৫
ত্বয়াপি সুপ্যতাং ভদ্রে রজনী হ্যতিবর্ত্ততে।
সংলাপাৎ তেন বিপ্রেণ তথা সা তত্র তাম্বিতা ॥ ৭৬
দ্বিতীয়ে শয়নে দিব্যে সংবিবেশ মহাপ্রভে
অথ সা বেপমানাঙ্গী নিমিত্তং শীতজং তদা। ৭৭
ব্যপদিশ্য মহর্ষের্বৈ শয়নং ব্যপরোহত।
স্বাগতেনাগতাং তাং তু ভগবানভ্যভাষত ॥ ৭৮
সোপাগূহদ্ ভুজাভ্যাং তু ঋষিং প্রীত্যা নরর্ষভ।
নির্বিকারমৃষিং চাপি কাষ্ঠকুড্যোপমং তদা ॥ ৭৯
দুঃখিতা প্রেক্ষ্য সংজল্পমকার্ষীদৃষিণা সহ।
ব্রহ্মন্নকামতোঽন্যাস্তি স্ত্রীণাং পুরুষতো ধৃতিঃ ॥ ৮০
কামেন মোহিতা চাহং ত্বাং ভজন্তীং ভজস্ব মাম্।
প্রহৃষ্টো ভব বিপ্রর্ষে সমাগচ্ছ ময়া সহ ॥ ৮১
উপগূহ চ মাং বিপ্র কামার্তাহং ভৃশং ত্বয়ি।
এতদ্ধি তব ধর্মাত্মংস্তপসঃ পূজ্যতে ফলম্ ॥ ৮২

অষ্টাবক্র মুনি যে যে কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সেই সেই কন্যাই তাঁহার মন হরণ করিয়া লইলেন। ৬৭-৬৮

তিনি কোনরূপেই নিজের মনকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। বলপূর্ব্বক নিবারণ করিলে পর তাঁহার মন শিথিল হইয়া যাইতেছিল। তদনন্তর সেই বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণের হৃদয়ে কোন প্রকারে ধৈর্য্য উৎপন্ন হইল। ৬৯

তাহার পর সেই সপ্ত তরুণী বলিলেন,—ভগবন্! আপনি গৃহের মধ্যে প্রবেশ করুন। ঋষি অষ্টাবক্রের মনে সেই সুন্দরীগণের এবং সেই গৃহের বিষয়ে কৌতূহলে উপস্থিত হইয়াছিল; অতএব তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন। ৭০½

সেখানে তিনি এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধা স্ত্রীকে দেখিলেন। তখন সেই বৃদ্ধা নির্ম্মল বস্ত্র পরিধান করত সমস্ত আভরণে বিভূষিতা হইয়া পালঙ্কের উপর উপবেশন করিয়াছিলেন। ৭১½

অষ্টাবক্র 'স্বস্তি' এই কথা বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই স্ত্রী তাঁহাকে স্বাগত জানাইবার জন্য উত্থিতা হইলেন এবং এই কথা বলিলেন—বিপ্রবর! উপবেশন করুন। ৭২½

অষ্টাবক্র বলিলেন,—সমস্ত স্ত্রীগণ নিজ নিজ গৃহে গমন করুন। কেবল একজন আমার নিকটে উপস্থিত থাকুন। যিনি জ্ঞানবতী এবং মন ও ইন্দ্রিয়গণকে শান্ত রাখিতে সমর্থ, তিনিই এখানে থাকিবেন। অন্য স্ত্রীগণ নিজেদের ইচ্ছানুসারে গমন করুন। ৭৩½

তদনন্তর সেই সব কন্যাগণ সেই সময় ঋষিকে পরিক্রমা করিয়া গৃহ হইতে চলিয়া যাইলেন। কেবল সেই বৃদ্ধাই সেই স্থানে রহিয়া যাইলেন। ৭৪½

তারপর উজ্জ্বল ও প্রকাশমান শয্যায় শয়ন করিতে করিতে ঋষি সেই বৃদ্ধাকে বলিলেন—ভদ্রে! এখন আপনিও শয়ন করুন। রাত্রি অধিক অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ৭৫½

কথাবার্ত্তা প্রসঙ্গে সেই ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে পর তিনি অন্য এক অত্যন্ত সমুজ্জ্বল পালঙ্কের উপর শয়ন করিলেন। ৭৬½

কিছুকাল পরে তিনি শীতের জন্য কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া মহর্ষির শয্যায় আরোহণ করিলেন। পার্শ্বে আসিলে ভগবান্ অষ্টাবক্র 'আসুন, স্বাগত' এই কথা বলিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিলেন। ৭৭-৭৮

নরশ্রেষ্ঠ! তিনি প্রীতিসহকারে দুই বাহুর দ্বারা ঋষিকে আলিঙ্গন করিলেন, তথাপি তিনি দেখিলেন—ঋষি অষ্টাবক্র শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় তাহাতেও নির্বিকার রহিয়াছেন। ৭৯

তাঁহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন এবং মুনিকে এই কথা বলিলেন—ব্রহ্মন্! পুরুষকে নিজের সমীপে পাইয়া তাহার কাম-ব্যবহার ব্যতীত অন্য আর কোন কথায় স্ত্রীর ধৈর্য্য থাকে না। আমি কামমোহিতা হইয়া আপনার সেবায় উপস্থিত হইয়াছি। আপনি আমাকে গ্রহণ করুন। ৮০-৮১

বিপ্রবর! আপনি আমাকে আলিঙ্গন করুন। আমি

প্রার্থিতং দর্শনাদেব ভজমানাং ভজস্ব মাম্।
মম চেদং ধনং সর্ব্বং যচ্চান্যদপি পশ্যসি ॥ ৮৩
প্রভুস্ত্বং তব সর্ব্বত্র ময়ি চৈব ন সংশয়ঃ।
সর্ব্বান্ কামান্ বিধাস্যামি রমস্ব সহিতো ময়া ॥৮৪
রমণীয়ে বনে বিপ্র সর্ব্বকামফলপ্রদে।
ত্বদ্বশাহং ভবিষ্যামি রংস্যসে চ ময়া সহ ॥ ৮৫
সর্ব্বান্ কামানুপাশ্নীমো যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ।
নাতঃ পরং হি নারীণাং বিদ্যতে চ কদাচন ॥ ৮৬
যথা পুরুষসংসর্গঃ পরমেতদ্ধি নঃ ফলম্।
আত্মচ্ছন্দেন বর্ত্তন্তে নার্য্যো মন্মথচোদিতাঃ ॥৮৭
ন চ দহ্যন্তি গচ্ছন্ত্যঃ সুতপ্তৈরপি পাংশুভিঃ।

অষ্টাবক্র উবাচ

পরদারানহং ভদ্রে ন গচ্ছেয়ং কথঞ্চন ॥ ৮৮
দূষিতং ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞৈঃ পরদারাভিমর্শনম্।
ভদ্রে নিবেষ্টুকামং মাং বিদ্ধি সত্যেন বৈ শপে ॥ ৮৯
বিষয়েষ্বনভিজ্ঞোঽহং ধর্ম্মার্থং কিল সন্ততিঃ।
এবং লোকান্ গমিষ্যামি পুত্রৈরিতি ন সংশয়ঃ ॥ ৯০
ভদ্রে ধর্ম্মং বিজানীহি জ্ঞাত্বা চোপরমস্ব হ।

স্ত্র্যুবাচ।

নানিলোঽগ্নির্ন বরুণো ন চান্যে ত্রিদশা দ্বিজ ॥ ৯১
প্রিয়াঃ স্ত্রীণাং যথা কামো রতিশীলা হি যোষিতঃ।
সহস্রে কিল নারীণাং প্রাপ্যেতৈকা কদাচন ॥ ৯২
তথা শতসহস্রেষু যদি কাচিৎ পতিব্রতা।
নৈতা জানন্তি পিতরং ন কুলং ন চ মাতরম্ ॥ ৯৩
ন ভ্রাতৄন্ ন চ ভর্ত্তারং ন চ পুত্রান্ ন দেবরান্।
লীলায়ন্ত্যঃ কুলং ঘ্নন্তি কূলানীব সরিদ্বরাঃ।
দোষান্ সর্ব্বাংশ্চ মত্বাশু প্রজাপতিরভাষত ॥ ৯৪

আপনার প্রতি অত্যন্ত কামাতুর হইয়া পড়িয়াছি। ধর্ম্মাত্মন্! ইহা আপনার তপস্যার প্রশস্ত ফল। ৮২

আমি আপনাকে দেখিয়াই আপনার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছি; অতএব সেবিকা আমাকে আপনি গ্রহণ করুন। আমার এই সব ধন ও যাহা কিছু আপনি দেখিতেছেন, এই সবের এবং আমারও আপনি স্বামী—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। আপনি আমার সহিত রমণ করুন। আমি আপনার সমস্ত কামনা পূর্ণ করিব। ৮৩-৮৪

ব্রহ্মন্! সম্পূর্ণ মনোবাঞ্ছিত ফলপ্রদানকারী এই রমণীয় বনে আমি আপনার অধীন হইয়া থাকিব। আপনি আমার সহিত রমণ করুন। ৮৫

আমরা এখানে দিব্য ও মনুষ্যলোকসম্বন্ধী সমস্ত ভোগসমূহ উপভোগ করিব। স্ত্রীগণের পক্ষে পুরুষসংসর্গ যেরূপ প্রিয়, উহা হইতে অধিক অন্য কোনও ফল কদাপি তাহাদের প্রিয় নহে। ইহাই আমাদের পক্ষে সর্ব্বোত্তম ফল। ৮৬½

কামের দ্বারা প্রবর্ত্তিতা নারীগণ সর্ব্বদা নিজেদের ইচ্ছানুসারে আচরণ করিয়া থাকে। কামে সন্তপ্তা হইলে পর তাহারা অতিশয় তপ্ত বালুকার উপর দিয়াও গমন করিতে পারে, কিন্তু ইহাতে তাহাদের পায়ের কোন জ্বালা হয় না। ৮৭½

অষ্টাবক্র বলিলেন,—ভদ্রে! আমি পরের স্ত্রীর সহিত কোনরূপেই সংসর্গ করিতে পারি না; কারণ, ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্‌গণ পরস্ত্রীগমনকারীর নিন্দা করেন। ৮৮½

ভদ্রে! আমি সত্যের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি এক মনোনীতা মুনিকুমারীর সহিত বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। তুমি ইহা যথার্থ বলিয়া জানিও। আমি বিষয়সমূহে অনভিজ্ঞ। কেবল ধর্ম্মের জন্য সন্তানলাভ আমার অভীষ্ট, অতএব ইহাই আমার বিবাহের উদ্দেশ্য। এরূপ হইলে পর আমি পুত্রগণের দ্বারা অভীষ্টলোকে গমন করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ভদ্রে! তুমি ধর্ম্মকে জানিবার চেষ্টা কর এবং তাঁহাকে জানিয়া এই স্বেচ্ছাচার হইতে নিবৃত্ত হও। ৮৯-৯০½

স্ত্রী বলিলেন,—ব্রহ্মন্! বায়ু, অগ্নি, বরুণ ও অন্য দেবতাগণও সেরূপ স্ত্রীদিগের প্রিয় নহে, যেরূপ প্রিয় তাহাদের কাম; কারণ, স্ত্রীগণ স্বভাবতঃ রতির অভিলাষিণী হয়। সহস্র নারীর মধ্যে এরূপ এক নারীকে পাওয়া যায়, যিনি রতিলোলুপ না হন এবং লক্ষ স্ত্রীর মধ্যে কদাচিৎ কোন এক পতিব্রতা স্ত্রী পাওয়া যাইতে পারে। ৯১-৯২½

এই স্ত্রীগণ পিতাকে জানেন না, এরূপ না কুল, না মাতা, না ভ্রাতৃগণ, না পতি, না পুত্রসকল এবং না দেবরদিগকে জানেন। নিজের জন্য রতির ইচ্ছা পোষণ করিয়া ইহারা সমস্ত কুলমর্য্যাদাকে সেইভাবে নাশ করিতে পারে, যেরূপ শ্রেষ্ঠ নদীসকল তাহাদের তীরকে দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া থাকে। এই সব দোষ বুঝিয়াই প্রজাপতি স্ত্রীগণবিষয়ে উপরোক্ত কথা বলিয়াছেন ॥ ৯৩-৯৪

ভীষ্ম উবাচ

ততঃ স ঋষিরেকাগ্রস্তাং স্ত্রিয়ং প্রত্যভাষত।
আস্যতাং রুচিতশ্ছন্দঃ কিঞ্চ কার্য্যং ব্রবীহি মে ॥ ৯৫
সা স্ত্রী প্রোবাচ ভগবন্ ব্রক্ষ্যসে দেশকালতঃ।
বস তাবন্মহাভাগ কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥ ৯৬
ব্রহ্মর্ষিস্তামথোবাচ স তথেতি যুধিষ্ঠির।
বৎস্যেঽহং যাবদুৎসাহো ভবত্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৭
অথর্ষিরভিসম্প্রেক্ষ্য স্ত্রিয়ং তাং জরয়ার্দিতাম্।
চিন্তাং পরমিকাং ভেজে সন্তপ্ত ইব চাভবৎ ॥ ৯৮
যদ্ যদঙ্গং হি সোঽপশ্যৎ তস্যা বিপ্রর্ষভস্তদা।
নারমৎ তত্র তত্রাস্য দৃষ্টী রূপবিরাগিতা ॥ ৯৯

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তখন ঋষি অষ্টাবক্র একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই স্ত্রীকে বলিলেন,—নীরব থাক, মনে ভোগের রুচি হইলে পরই স্বেচ্ছাচারিতা আসে। আমার ভোগে রুচি নাই, অতএব আমার দ্বারা এই কার্য্য হইবে না। ইহার অতিরিক্ত যদি আমার দ্বারা কোন কার্য্য থাকে, তবে উহা বল। ৯৫

সেই স্ত্রী বলিলেন,—ভগবন্! মহাভাগ! দেশ ও কালানুসারে আপনার এ বিষয় অনুভব হইয়া যাইবে। আপনি এখানে থাকুন, কৃতকৃত্য হইয়া যাইবেন ॥ ৯৬

যুধিষ্ঠির! তখন ব্রহ্মর্ষি বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হইবে, যতক্ষণ আমার মনে এখানে থাকিবার উৎসাহ থাকিবে, ততকাল আমি আপনার সহিত বাস করিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৯৭

ইহার পর ঋষি সেই স্ত্রীকে জরাবস্থায় পীড়িতা দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন এবং সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। ৯৮

বিপ্রবর অষ্টাবক্র তাঁহার যে যে অঙ্গ দেখিতে লাগিলেন, সেই সেই অঙ্গে তাঁহার দৃষ্টি আনন্দ অনুভব করিল না, বরং তাঁহার রূপে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। ৯৯

দেবতেয়ং গৃহস্থাস্য শাপাৎ কিংস্থ বিরূপিতা।
অস্যাশ্চ কারণং বেত্তুং ন যুক্তং সহসা ময়া ॥ ১০০
ইতি চিন্তাবিষিক্তস্য তমর্থং জ্ঞাতুমিচ্ছতঃ।
ব্যগচ্ছৎ তদহঃশেষং মনসা ব্যাকুলেন তু। ১০১
অথ সা স্ত্রী তদোবাচ ভগবন্ পশ্য বৈ রবেঃ।
রূপং সন্ধ্যাভ্রসংরক্তং কিমুপস্থাপ্যতাং তব ॥ ১০২
স উবাচ ততস্তাং স্ত্রীং স্নানোদকমিহানয়।
উপাসিষ্যে ততঃ সন্ধ্যাং বাগ্যতো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১০৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্মপর্ব্বণি অষ্টাবক্রাদিকসংবাদে
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই নারী ত' এই গৃহের অধিষ্ঠাত্রীদেবী; তবে কেন এতাদৃশ কুরূপা হইয়া গিয়াছেন? ইঁহার কুরূপতার কারণ কি কাহারও অভিশাপ? ইঁহার কুরূপতার কারণ জানিবার জন্য সহসা চেষ্টা করা আমার উচিত হইবে না। ১০০

এইভাবে ব্যাকুলচিত্তে একান্তে বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে এবং তাঁহার কুরূপতার কারণ জানিবার ইচ্ছা পোষণ করিতে করিতে মহর্ষির সম্পূর্ণ দিন অতিবাহিত হইয়া যাইল। ১০১

তখন সেই স্ত্রী বলিলেন,—ভগবন্! দেখুন, সূর্য্যের রূপ সন্ধ্যার মেঘের লালিমায় লাল হইয়া গিয়াছে। এই সময় আপনার জন্য কোন্ বস্তু উপস্থাপিত করিব? ১০২

তখন ঋষি সেই স্ত্রীকে বলিলেন,—আমার স্নানের জন্য এখানে জল নিয়ে এস। স্নানের পর আমি মৌন হইয়া ইন্দ্রিয়-সংযম করত সন্ধ্যোপাসনা করিব ॥ ১০৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে অষ্টাবক্র ও উত্তর দিকের সংবাদবিষয়ক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[অষ্টাবক্রস্যোত্তরদিশা সহ সংবাদবর্ণনম্ ।]

ভীষ্ম উবাচ।

অথ সা স্ত্রী তমুবাচ বাঢ়মেবং ভবত্বিতি।
তৈলং দিব্যমুপাদায় স্নানশাটীমুপানয়ৎ ॥ ১

অনুজ্ঞাতা চ মুনিনা সা স্ত্রী তেন মহাত্মনা।
অথাস্য তৈলেনাঙ্গানি সর্বাণ্যেবাভ্যমৃক্ষত ॥ ২

শনৈশ্চোৎসাদিতস্তত্র স্নানশালামুপাগমৎ।
ভদ্রাসনং ততশ্চিত্রমৃষিরন্বগমন্নবম্ ॥ ৩

অথোপবিষ্টশ্চ যদা তস্মিন ভদ্রাসনে তদা।
স্নাপয়ামাস শনকৈস্তমৃষিং সুখহস্তবৎ ॥ ৪

দিব্যঞ্চ বিধিবচ্চক্রে সোপচারং মুনিস্তদা।
স তেন সুসুখোষ্ণেন তস্যা হস্তসুখেন চ। ৫

ব্যতীতাং রজনীং কৃৎস্নাং নাজানাৎ স মহাব্রতঃ।
তত উত্থায় স মুনিস্তদা পরমবিস্মিতঃ ॥ ৬

পূর্বস্যাং দিশি সূর্যঞ্চ সোঽপশ্যদুদিতং দিবি।
তস্য বুদ্ধিরিয়ং কিং নু মোহস্তত্ত্বমিদং ভবেৎ ॥ ৭

অথোপাস্য সহস্রাংশুং কিং করোমীত্যুবাচ তাম্।
সা চামৃতরসপ্রখ্যম্ ঋষেরন্নমুপাহরৎ ॥ ৮

তস্য স্বাদুতয়ান্নস্য ন প্রভুত্বং চকার সঃ।
ব্যগমচ্চাপ্যহঃশেষং ততঃ সন্ধ্যাগমৎ পুনঃ ॥ ৯

অথ সা স্ত্রী ভগবন্তং সুপ্যতামিত্যচোদয়ৎ
তত্র বৈ শয়নে দিব্যে তস্য তস্যাশ্চ কল্পিতে ॥ ১০

পৃথক্ চৈব তথা সুপ্তৌ সা স্ত্রী স চ মুনিস্তদা।
তথার্ধরাত্রে সা স্ত্রী তু শয়নং তদুপাগমৎ ॥ ১১

অষ্টাবক্র উবাচ।

ন ভদ্রে পরদারেষু মনো মে সম্প্রসজ্জতি।
উত্তিষ্ঠ ভদ্রে ভদ্রং তে স্বয়ং বৈ বিরমস্ব চ ॥১২

বিংশ অধ্যায়।

[অষ্টাবক্রের ও উত্তর দিকের সহিত সংবাদ বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই স্ত্রী বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হউক। এই কথা বলিয়া তিনি দিব্য তৈল ও স্নানোপযোগী বস্ত্র লইয়া আসিলেন। ১

তারপর সেই মহাত্মা মুনির আজ্ঞা লইয়া সেই স্ত্রী তাঁহার সর্বাঙ্গে তৈল মর্দন করিয়া দিলেন। ২

তাহার পর সেই স্ত্রী উঠাইলে পর তিনি ধীরে ধীরে স্নান গৃহে গমন করিলেন। সেখানে ঋষি এক বিচিত্র ও নূতন আসন (চৌকী) প্রাপ্ত হইলেন। ৩

যখন তিনি সেই সুন্দর আসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন সেই স্ত্রী ধীরে ধীরে হস্তের কোমল স্পর্শে তাঁহাকে স্নান করাইলেন। ৪

তিনি মুনির জন্য বিধি অনুসারে সমস্ত দিব্য সামগ্রীসমূহ প্রস্তুত করিলেন। সেই মহাব্রতধারী মুনি তাঁহার প্রদত্ত ঈষদ্ উষ্ণ থাকায় সুখপ্রদ জলে স্নান করিয়া তাঁহার হস্তের সুখদায়ক স্পর্শে সেবিত হইয়া এরূপ আনন্দে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কখন রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, ইহা তাঁহার কোনও জ্ঞান ছিল না। ৫-৬

তদনন্তর সেই মুনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন তিনি দেখিলেন যে, পূর্ব্বদিকের আকাশে সূর্য্যদেব উদিত হইয়াছেন। তিনি সেই সময় চিন্তা করিলেন যে, ইহা কি আমার মোহ কিংবা প্রকৃতই সূর্য্যোদয় হইয়াছে। ৬-৭

তারপর তিনি স্নান, সন্ধ্যোপাসনা ও সূর্য্যোপস্থান করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,- এখন আমি কি করিব? এই সময় সেই স্ত্রী ঋষির নিকটে অমৃতরসতুল্য মধুর অন্ন আনিয়া উপস্থিত করিলেন। ৮

সেই অন্নের স্বাদে তিনি এরূপ আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, উহাকে পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। এইভাবে তাঁহার সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়া যাইল এবং পুনরায় সন্ধ্যাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। ৯

ইহার পর সেই ভগবান্ অষ্টবক্রকে বলিলেন,—এখন আপনি শয়ন করুন। তদনন্তর সেই স্থানে তাঁহার জন্য ও সেই স্ত্রীর জন্য দুইটি শয্যা প্রস্তুত করা হইল। ১০

সেই সময় এই স্ত্রী ও মুনি উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ শয্যায় শয়ন করিলেন। যখন অর্দ্ধ রাত্র হইল, তখন সেই স্ত্রী উঠিয়া মুনির শয্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১১

অষ্টাবক্র বলিলেন,—ভদ্রে! আমার মন পরের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয় না। তোমার কল্যাণ হউক, তুমি এস্থান হইতে উঠিয়া যাও এবং স্বয়ংই পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হও। ১২

ভীষ্ম উবাচ।

সা তদা তেন বিপ্রেণ তথা তেন নিবর্ত্তিতা।
স্বতন্ত্রাস্মীত্যুবাচৈনং ন ধর্মচ্ছলমস্তি তে ॥ ১৩

অষ্টাবক্র উবাচ।

নাস্তি স্বতন্ত্রতা স্ত্রীণামস্বতন্ত্রতা হি যোষিতঃ।
প্রজাপতিমতং হ্যেতন্ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥ ১৪

স্ত্র্যুবাচ।

বাধতে মৈথুনং বিপ্র মম ভক্তিঞ্চ পশ্য বৈ।
অধর্মং প্রাপ্স্যসে বিপ্র যস্মাং ত্বং নাভিনন্দসি ॥ ১৫

অষ্টাবক্র উবাচ।

হরন্তি দোষজাতানি নরং জাতং যথেচ্ছকম্।
প্রভবামি সদা ধৃত্যা ভদ্রে স্বশয়নং ব্রজ ॥ ১৬

স্ত্র্যুবাচ।

শিরসা প্রণমে বিপ্র প্রসাদং কর্তুমর্হসি।
ভূমৌ নিপতমানায়াঃ শরণং ভব মেঽনঘ ॥ ১৭

যদি বা দোষজাতং ত্বং পরদারেষু পশ্যসি।
আত্মানং স্পর্শয়াম্যদ্য পাণিং গৃহ্ণীষ্ব মে দ্বিজ ॥ ১৮

ন দোষো ভবিতা চৈব সত্যেনৈতদ্ ব্রবীম্যহম্।
স্বতন্ত্রাং মাং বিজানীহি যোঽধর্মঃ সোঽস্তু বৈ ময়ি ॥
ত্বয্যাবেশিতচিত্তা চ স্বতন্ত্রাস্মি ভজস্ব মাম্ ॥ ১৯

অষ্টাবক্র উবাচ।

স্বতন্ত্রা ত্বং কথং ভদ্রে ব্রূহি কারণমত্র বৈ।
নাস্তি ত্রিলোকে স্ত্রী কাচিদ্ যা বৈ স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥ ২০
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রাশ্চ স্থাবিরে কালে নাস্তি স্ত্রীণাং স্বতন্ত্রতা ॥ ২১

স্ত্র্যুবাচ।

কৌমারং ব্রহ্মচর্য্যং মে কন্যৈবাস্মি ন সংশয়ঃ।
পত্নীং কুরুষ মাং বিপ্র শ্রদ্ধাং বিজহি মা মম ॥ ২২

অষ্টাবক্র উবাচ।

যথা মম তথা তুভ্যং যথা তুভ্যং তথা মম।
জিজ্ঞাসেয়মৃষেস্তস্য বিঘ্নঃ সত্যং নু কিং ভবেৎ ॥ ২৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে সেই ব্রহ্মর্ষি তাঁহাকে নিবারিত করিলে পর তিনি বলিলেন—আমি স্বতন্ত্রা স্ত্রী, অতএব আমার সহিত সমাগম করিলে আপনার ধর্মের ছলনা হইবে না।১৩

অষ্টাবক্র বলিলেন,—ভদ্রে! স্ত্রীগণের কোনরূপ স্বতন্ত্রতা নাই ; কারণ, তাঁহারা পরতন্ত্র বলিয়া গণ্য করা হয়। প্রজাপতির এই মত যে, স্ত্রী স্বতন্ত্র থাকিবার যোগ্যা নহে। ৪

স্ত্রী বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমাকে মৈথুন পীড়াদান করিতেছে। আপনার প্রতি আমার যে ভক্তি, ইহার উপরেও আপনি দৃষ্টিপাত করুন। বিপ্রবর! যদি আপনি আমাকে সন্তুষ্ট না করেন, তাহা হইলে আপনার পাপ হইবে। ১৫

অষ্টাবক্র বলিলেন,—ভদ্রে! স্বেচ্ছাচারী মানুষকেই পাপসমূহ নিজেদের দিকে আকর্ষণ করিতে পারে। আমি ধৈর্য্যের দ্বারা সর্ব্বদা নিজের মনকে বশীভূত করিয়া রাখি, অতএব তুমি নিজ শয্যায় গমন কর। ১৬

স্ত্রী বলিলেন,—অনঘ! বিপ্রবর! আমি মস্তক নত করিয়া আপনাকে প্রণাম করিতেছি এবং আপনার সম্মুখে ভূতলে পতিত হইতেছি। আপনি আমার উপর কৃপা করুন ও আমাকে শরণদান করুন। ১৭

ব্রহ্মন্! যদি আপনি পর-স্ত্রীর সহিত সমাগমে দোষ দেখিয়া থাকেন, তবে আমি স্বয়ংই নিজেকে দান করিতেছি। আপনি আমার পাণি গ্রহণ করুন। ১৮

আমি সত্য করিয়া বলিতেছি—ইহাতে আপনার কোন দোষ হইবে না। আপনি আমাকে স্বতন্ত্র বলিয়া জানিবেন। ইহাতে যে পাপ হইবে, উহা আমারই হউক। আমার চিত্ত আপনার চিন্তায় নিবিষ্ট আছে। আমি স্বতন্ত্র, অতএব আমাকে গ্রহণ করুন। ১৯

অষ্টাবক্র বলিলেন,—ভদ্রে! তুমি স্বতন্ত্র কিরূপে? ইহার যে কারণ, তাহা তুমি আমাকে বল। ত্রিলোকে এরূপ কোনও স্ত্রী নাই, যে স্বতন্ত্র থাকিবার যোগ্য। ২০

কুমারী বয়সে স্ত্রীকে তাঁহার পিতা রক্ষা করেন, পতি তাঁহাকে যৌবনে রক্ষা করেন এবং বৃদ্ধবয়সে পুত্রগণ তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকে, অতএব স্ত্রীগণের কোনও স্বতন্ত্রতা নাই ॥ ২১

স্ত্রী বলিলেন,—বিপ্রবর! আমি কুমারী বয়স হইতেই ব্রহ্মচারিণী ; অতএব আমি কন্যাই—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। এখন আমাকে আপনি পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। আমার শ্রদ্ধাকে নষ্ট করিয়া দিবেন না। ২২

অষ্টাবক্র বলিলেন,—যেরূপ আমার সম্বন্ধে, সেইরূপ তোমার সম্বন্ধে এবং যেরূপ তোমার বিষয়ে, সেইরূপ আমারও বিষয়ে বদান্য ঋষির জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা বদান্য ঋষি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন কিংবা সত্যই ইহা কোন বিঘ্ন নয় ত'? ২৩

আশ্চর্য্যং পরমং হীদং কিং নু শ্রেয়ো হি মে ভবেৎ।
দিব্যাভরণবস্ত্রা হি কন্যেয়ং মামুপাস্থিতা ॥ ২৩
কিং ত্বস্যাঃ পরমং রূপং জীর্ণমাসীৎ কথং পুনঃ।
কন্যারূপমিহাদ্যৈবং কিমিবাত্রোত্তরং ভবেৎ ॥ ২৫
যথা পরং শক্তিধৃতের্ন ব্যুত্থাস্যে কথঞ্চন।
ন রোচতে হি ব্যুত্থানং সত্যেনাসাদয়াম্যহম্ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্মপর্ব্বণি অষ্টাবক্রদিক্‌সংবাদে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

(তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—) ইনি প্রথমে বৃদ্ধা ছিলেন, কিন্তু তখন দিব্য বস্ত্রাভরণে বিভূষিতা হইয়া কন্যারূপ ধারণ করত আমার সেবায় উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহাতে কি আমার কল্যাণ হইবে? ২৪

কিন্তু ইঁহার এই পরম সুন্দর রূপ পূর্ব্বে কেন জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আর এখন ইঁহার কন্যা-রূপই বা কিভাবে প্রাদুর্ভূত হইল? এরূপ অবস্থায় ইহার কি উত্তর হইবে? ২৫

আমার মধ্যে কামকে দমন করিবার শক্তি এবং পূর্ব্বপ্রাপ্ত মুনিকন্যাকে কোনরূপে লাভ করিবার ধৈর্য্য রহিয়াছে। এই শক্তি ও ধৈর্য্যের দ্বারা আমি কোনরূপেই বিচলিত হইব না। ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করা আমার ভাল লাগিতেছে না। আমি সত্যের সহায়তায় পত্নীলাভ করিব। ২৬

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে অষ্টাবক্র ও উত্তরদিকের সংবাদ-বিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[অষ্টাবক্রোত্তরদিশোঃ সংবাদকথনম্, অষ্টাবক্রস্য স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনম্, বদান্যঋষেঃ কন্যয়া সহ তস্য বিবাহশ্চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন বিভেতি কথং সা স্ত্রী শাপাচ্চ পরমদ্যুতেঃ।
কথং নিবৃত্তো ভগবাংস্তদ্ ভবান্ প্রব্রবীতু মে ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অষ্টাবক্রোঽন্বপৃচ্ছৎ তাং রূপং বিকুরুষে কথম্।
ন চানৃতং তে বক্তব্যং ব্রূহি ব্রাহ্মণকাম্যয়া ॥ ২

স্ত্র্যুবাচ।

দ্যাবাপৃথিব্যোর্যত্রৈষা কাম্যা ব্রাহ্মণসত্তম।
শৃণুষ্বাবহিতঃ সর্ব্বং যদিদং সত্যবিক্রম ॥ ৩
জিজ্ঞাসেয়ং প্রযুক্তা মে স্থিরীকর্ত্তুং তবানঘ।
অব্যুত্থানেন তে লোকা জিতাঃ সত্যপরাক্রম ॥ ৪
উত্তরাং মাং দিশং বিদ্ধি দৃষ্টং স্ত্রীচাপলঞ্চ তে।
স্থবিরাণামপি স্ত্রীণাং বাধতে মৈথুনজ্বরঃ ॥ ৫

একবিংশ অধ্যায়।

[অষ্টাবক্র ও উত্তরদিকের সংবাদকথন এবং অষ্টাবক্রের নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন এবং বদান্য ঋষির কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! এই স্ত্রী সেই মহাতেজস্বী ঋষির শাপ হইতে কেন ভীত হইতেছে না? এবং ভগবান্ অষ্টাবক্র ঋষির সে স্থান হইতে কখন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন? এই সব আমাকে বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! শ্রবণ কর। অষ্টাবক্র সেই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নিজের রূপ পরিবর্ত্তন করিতেছ কেন? ইহা বল। যদি আমার ন্যায় ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সম্মান পাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে মিথ্যা কথা বলিও না। ২

স্ত্রী বলিলেন,—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! স্বর্গলোক হউক কিংবা মর্ত্ত্যলোক হউক, যে কোনও স্থানে স্ত্রী ও পুরুষ বাস করে, সেখানে তাহাদের মধ্যে পরস্পর সংযোগের এই কামনা সর্ব্বদা থাকে। সত্যপরাক্রমী বিপ্র! এই যে সব রূপপরিবর্ত্তনের লীলা করা হইয়াছে, তাহার কারণ আমি বলিতেছি, আপনি সাবধান হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। ৩

নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণ! আপনাকে স্থির করিবার জন্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে আমি এই কার্য্য করিয়াছি। সত্যপরাক্রমী দ্বিজ! আপনি নিজের ধর্ম হইতে বিচলিত না হইয়া সমস্ত পুণ্যলোক জয় করিয়াছেন। ৪

আপনি আমাকে উত্তর দিক্ বলিয়া জানিবেন। স্ত্রীর মধ্যে কিরূপ চপলতা আছে—তাহা আপনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। বৃদ্ধা স্ত্রীগণকেও মৈথুনের জন্য কামজনিত সন্তাপ কষ্ট দিয়া থাকে। ৫

(অবিশ্বাসায় ব্যসনী নাতিসক্তোঽপ্রবাসকঃ
বিদ্বান্ সুশীলঃ পুরুষঃ সদারঃ সুখমশ্নুতে ॥)
তুষ্টঃ পিতামহস্তেঽদ্য তথা দেবাঃ সবাসবাঃ।
স ত্বং যেন চ কার্য্যেণ সম্প্রাপ্তো ভগবানিহ ॥৬
প্রেষিতস্তেন বিপ্রেণ কন্যাপিত্রা দ্বিজর্ষভ।
তবোপদেশং কর্তুং বৈ তচ্চ সর্বং কৃতং ময়া ॥ ৭
ক্ষেমৈর্গমিষ্যসি গৃহং শ্রমশ্চ ন ভবিষ্যতি।
কন্যাং প্রাপ্স্যসি তাং বিপ্র পুত্রিণী চ ভবিষ্যতি ॥ ৮
কাম্যয়া পৃষ্টবাংস্ত্বং মাং ততো ব্যাহৃতমুত্তমম্।
অনতিক্রমণীয়া সা কৃৎস্নৈর্লোকৈস্ত্রিভিঃ সদা ॥ ৯
গচ্ছস্ব সুকৃতং কৃত্বা কিং চান্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি।
যাবদ্ ব্রবীমি বিপ্রর্ষে অষ্টাবক্র যথাতথম্ ॥ ১০
ঋষিণা প্রসাদিতা চাস্মি তব হেতোর্দ্বিজর্ষভ
তস্য সম্মাননার্থং মে ত্বয়ি বাক্যং প্রভাষিতম্ ॥ ১১

ভীষ্ম উবাচ।
শ্রুত্বা তু বচনং তস্যাঃ স বিপ্রঃ প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ।
অনুজ্ঞাতস্তথা চাপি স্বগৃহং পুনরাব্রজৎ ॥ ১২
গৃহমাগত্য বিশ্রান্তঃ স্বজনং পরিপৃচ্ছ্য চ।
অভ্যাগচ্ছচ্চ তং বিপ্রং ন্যায়তঃ কুরুনন্দন ॥ ১৩
পৃষ্টশ্চ তেন বিপ্রেণ দৃষ্টং ত্বেতন্নিদর্শনম্।
প্রাহ বিপ্রং তদা বিপ্রঃ সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা ॥ ১৪
ভবতা সমনুজ্ঞাতঃ প্রস্থিতো গন্ধমাদনম্।
তস্য চোত্তরতো দেশে দৃষ্টং মে দৈবতং মহৎ ॥ ১৫
তয়া চাহমনুজ্ঞাতো ভবাংশ্চাপি প্রকীর্তিতঃ।
শ্রাবিতশ্চাপি তদ্বাক্যং গৃহং চাভ্যাগতঃ প্রভো ॥১৬
তমুবাচ তদা বিপ্রঃ সুতাং প্রতিগৃহাণ মে।
নক্ষত্রবিধিযোগেন পাত্রং হি পরমং ভবান্ ॥ ১৭

(যে কেহও বিশ্বাস না থাকায় কোন ব্যসনে লিপ্ত হয় না, কোথাও অধিক আসক্ত হয় না, পরদেশে বাস করে না এবং যে ব্যক্তি বিদ্বান্ ও সুশীল, সেই ব্যক্তিই স্ত্রীর সহিত থাকিয়া সুখভোগ করেন।) আজ আপনার উপর ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাগণ সন্তুষ্ট। ভগবান্ ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি এখানে যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছেন, তাহা সফল হইয়া গিয়াছে। সেই কন্যার পিতা বদান্য ঋষি আমার নিকট আপনাকে উপদেশ দিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। সেই সব আমি সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছি ॥ ৬-৭

বিপ্রবর! এখন আপনি কুশলের সহিত নিজ গৃহে যাইবেন এবং পথে আপনার শ্রম বা কষ্ট হইবে না। সেই মনোনীত কন্যাকে আপনি লাভ করিবেন ও আপনার দ্বারা সে পুত্রবতীও হইবে ॥ ৮

আপনি জানিবার ইচ্ছায় আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেইজন্য আমিও উত্তমরূপে সব কিছুর উত্তর দান করিয়াছি। তিনলোকের সমস্ত অধিবাসিগণের পক্ষেই ব্রাহ্মণের আজ্ঞা কদাপি উল্লঙ্ঘনীয় নহে ॥ ৯

ব্রহ্মর্ষি অষ্টাবক্র! আপনি পুণ্য উপার্জন করিয়া গমন করুন। আর কি শুনিতে বাসনা করেন! বলুন, আমি সেই সব যথাযথভাবে বলিব ॥ ১০

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বদান্য মুনি আপনার জন্য আমাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার সম্মানের জন্যই আমি এই সব কিছু উপদেশ করিলাম ॥ ১১

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! সেই স্ত্রীর এই কথা শ্রবণ করিয়া বিপ্রবর অষ্টাবক্র তাঁহার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তারপর তাঁহার অনুমতি লইয়া পুনরায় তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ১২

কুরুনন্দন! গৃহে আসিয়া তিনি বিশ্রাম করিলেন এবং স্বজনগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি ন্যায়ানুসারে পুনরায় ব্রাহ্মণ বদান্যের ভবনে গমন করিলেন ॥ ১৩

ব্রাহ্মণ বদান্য তাঁহার যাত্রার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি প্রসন্নচিত্তে যাহা কিছু সেখানে দেখিয়াছিলেন, সেই সব বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪

ব্রহ্মর্ষে! আপনার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আমি উত্তর দিকে গন্ধমাদন পর্ব্বতের দিকে গমন করিলাম। তাহা হইতেও উত্তরে যাইলে পর আমার এক মহাদেবীর দর্শনলাভ হইল। তিনি আমাকে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং আপনারও পরিচয় দিয়াছেন। প্রভো! তারপর তিনি নিজের কথা শুনাইলেন ও আমি তাঁহার অনুমতি লইয়া স্বীয় গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি ॥ ১৫-১৬

তখন ব্রাহ্মণ বদান্য বলিলেন,—আপনি উত্তম নক্ষত্রে বিধি অনুসারে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন, কারণ, আপনি অত্যন্ত সুযোগ্য পাত্র ॥ ১৭

ভীষ্ম উবাচ

অষ্টাবক্রস্তথেত্যুক্ত্বা প্রতিগৃহ্য চ তাং প্রভো।
কন্যাং পরমধর্ম্মাত্মা প্রীতিমাংশ্চাভবৎ তদা ॥ ১৮
কন্যাং তাং প্রতিগৃহ্যৈব ভার্য্যাং পরমশোভনাম্।
উবাস মুদিতস্তত্র আশ্রমে বিগতজ্বরঃ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি অষ্টাবক্রদিক্‌সংবাদে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

ভীষ্ম বলিলেন,—প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! তদনন্তর 'তথাস্তু' বলিয়া পরম ধর্ম্মাত্মা অষ্টাবক্র সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। তখন ইহাতে তিনি অতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন। ১৮

সেই পরমা সুন্দরী কন্যাকে পত্নীরূপে দান লাভ করিয়াই অষ্টাবক্র মুনি নিশ্চিন্ত হইলেন এবং তিনি নিজের আশ্রমে পত্নীর সহিত আনন্দসহকারে বাস করিতে লাগিলেন। ১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে, অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে অষ্টাবক্র ও উত্তরদিকের সংবাদ-বিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[যুধিষ্ঠিরস্য নানাবিধ-ধার্মিকপ্রশ্নানামুত্তরদানম্, শ্রাদ্ধ-দানয়োরুত্তমপাত্রাণাং লক্ষণনিরূপণঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পুত্রৈঃ কথং মহারাজ পুরুষস্তারিতো ভবেৎ।
যাবন্ন লব্ধবান্ পুত্রমফলঃ পুরুষো নৃপ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
নারদেন পুরা গীতং মার্কণ্ডেয়ায় পৃচ্ছতে ॥ ২
পর্বতং নারদং চৈবমসিতং দেবলঞ্চ তম্।
আরুণেয়ঞ্চ রৈভ্যঞ্চ এতানত্রাগতান্ পুরা ॥ ৩
গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে ভোগবত্যাঃ সমাগমে।
দৃষ্ট্বা পূর্বং সমাসীনান্ মার্কণ্ডেয়োঽভ্যগচ্ছত ॥ ৪
ঋষয়স্তু মুনিং দৃষ্ট্বা সমুত্থায়োন্মুখাঃ স্থিতাঃ।
অর্চয়িত্বার্হতো বিপ্রং কিং কুর্ম ইতি চাব্রুবন্ ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অয়ং সমাগমঃ সদ্ভির্যত্নেনাসাদিতো ময়া।
অত্র প্রাপ্স্যামি ধর্মাণামাচারস্য চ নিশ্চয়ম্ ॥ ৬
ঋজুঃ কৃতযুগে ধর্মস্তাস্মিন্ ক্ষীণে বিমুহ্যতি।
যুগে যুগে মহর্ষিভ্যো ধর্মমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৭

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের বিবিধ ধর্ম্মযুক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর দান এবং শ্রাদ্ধ ও দানের উত্তম পাত্রসকলের লক্ষণ নিরূপণ।]

(মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক বিবিধ প্রশ্ন উত্থাপন এবং নারদের সেই সবের উত্তর দান।)

(যুধিষ্ঠির বলিলেন, মহারাজ! নরনাথ! পুত্রগণের দ্বারা মানুষের কিরূপে উদ্ধার লাভ হয়? যতকাল পুত্র প্রাপ্তি না হয়, ততকাল মানুষের জীবন নিষ্ফল কেন বলা হয়? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এ বিষয় বিদ্বান্ পুরুষগণ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। পুরাকালে মার্কণ্ডেয় জিজ্ঞাসা করিলে পর দেবর্ষি নারদ যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাই এই ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। ২

পুরাকালের বৃত্তান্ত, গঙ্গা-যমুনার মধ্যভাগে যেস্থলে ভোগবতীর সমাগম হইয়াছে, সেই স্থানে পর্ব্বত, নারদ, অসিত, দেবল আরুণেয় ও রৈভ্য—এই সব ঋষি একত্রে সমবেত হন। ইহাদিগকে সেস্থানে পূর্ব্ব হইতেই বিরাজমান দেখিয়া মার্কণ্ডেয়ও গমন করিলেন। ৩-৪

ঋষিগণ যখন মার্কণ্ডেয় মুনিকে আসিতে দেখিলেন, তখন তাঁহারা সকলেই উত্থিত হইয়া তাঁহার দিকে মুখ করত দণ্ডায়মান হইলেন এবং সেই ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহার যোগ্য পূজা করিয়া সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমরা আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিব? ৫

মার্কণ্ডেয় মুনি বলিলেন,—আমি অতিশয় যত্নের দ্বারা সৎ-পুরুষগণের এই সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার আশা, এখানে ধর্ম্ম ও আচারের নির্ণয় (সিদ্ধান্ত) প্রাপ্ত হইব। ৬

সত্যযুগে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সরল। সেই যুগের অবসান হইলে পর ধর্ম্মের স্বরূপ মনুষ্যগণের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া যায়; অতএব প্রত্যেক যুগের ধর্ম্মের স্বরূপ কি? আমি ইহা মহর্ষিগণ আপনাদের নিকট হইতে জানিতে অভিলাষী হইয়াছি। ৭

ভীষ্ম উবাচ।

ঋষিভির্নারদঃ প্রোক্তো ব্রূহি যত্রাস্য সংশয়ঃ।
ধর্মাধর্মেষু তত্ত্বজ্ঞ ত্বং বিচ্ছেত্তাসি সংশয়ান্॥ ৮

ঋষিভ্যোঽনুমতো বাক্যং নিয়োগান্নারদোঽব্রবীৎ।
সর্বধর্মার্থতত্ত্বজ্ঞং মার্কণ্ডেয়ং ততোঽব্রবীৎ॥ ৯

নারদ উবাচ।

দীর্ঘায়ো তপসা দীপ্ত বেদবেদাঙ্গতত্ত্ববিৎ।
যত্র তে সংশয়ো ব্রহ্মন্ সমুৎপন্নঃ স উচ্যতাম্॥ ১০

ধর্মং লোকোপকারং বা যচ্চান্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি।
তদহং কথয়িষ্যামি ব্রূহি ত্বং সুমহাতপাঃ॥ ১১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

যুগে যুগে ব্যতীতেঽস্মিন্ ধর্মসেতুঃ প্রণশ্যতি।
কথং ধর্মচ্ছলেনাহং প্রাপ্নুয়ামিতি মে মতিঃ॥ ১২

নারদ উবাচ।

আসীদ্ ধর্মঃ পুরা বিপ্র চতুষ্পাদঃ কৃতে যুগে।
ততো হ্যধর্মঃ কালেন প্রবৃত্তঃ কিঞ্চিদুন্নতঃ॥ ১৩

ততস্ত্রেতাযুগং নাম প্রবৃত্তং ধর্মদূষণম্।
তস্মিন্ ব্যতীতে সম্প্রাপ্তং তৃতীয়ং দ্বাপরং যুগম্॥ ১৪

তদা ধর্মস্য যৌ পাদাবধর্মো নাশয়িষ্যতি
দ্বাপরে তু পরিক্ষীণে নন্দিকে সমুপস্থিতে॥ ১৫

লোকবৃত্তঞ্চ ধর্মঞ্চ উচ্যমানং নিবোধ মে।
চতুর্থং নন্দিকং নাম ধর্মঃ পাদাবশেষিতঃ॥ ১৬

ততঃ প্রভৃতি জায়ন্তে ক্ষীণপ্রজ্ঞায়ুষো নরাঃ।
ক্ষীণপ্রাণধনা লোকে ধর্মাচারবহিষ্কৃতাঃ॥ ১৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং বিলুলিতে ধর্মে লোকে চাধর্মসংযুতে।
কিং চতুর্বর্ণনিয়তং হব্যং কব্যং ন নশ্যতি॥ ১৮

নারদ উবাচ।

মন্ত্রপূতং সদা হব্যং কব্যং চৈব ন নশ্যতি।
প্রতিগৃহ্ণন্তি তদ্ দেবা দাতুর্ন্যায়াৎ প্রযচ্ছতঃ॥ ১৯

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তখন ঋষিগণ সকলে নারদকে বলিলেন, -তত্ত্বজ্ঞ দেবর্ষে! মার্কণ্ডেয়ের যে বিষয়ে সন্দেহ আছে, তাহা আপনি নিরূপণ করুন, কারণ, ধর্ম ও অধর্মের বিষয়ে সম্ভাবিত সমস্ত সন্দেহ আপনি নিরসন করিতে সমর্থ। ৮

ঋষিগণের এই অনুমতি এবং প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া নারদ সমস্ত ধর্ম ও অর্থ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৯

নারদ বলিলেন,—তপস্যায় প্রদীপ্ত, দীর্ঘায়ু লাভকারী মার্কণ্ডেয়! আপনি ত' স্বয়ংই বেদ ও বেদাঙ্গসকলের তত্ত্ব অবগত আছেন। ব্রহ্মন্! তথাপি যে স্থলে আপনার সংশয় রহিয়াছে, তাহা উপস্থাপন করুন। ১০

মহাতপস্বী মহর্ষে! ধর্ম, লোকোপকার অথবা অন্য যে কোন বিষয়ে আপনি শুনিতে বাসনা করিয়াছেন, তাহা বলুন। আমি উহা নিরূপণ করিব। ১১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—প্রত্যেক যুগ অতিবাহিত হইয়া যাইলে পর ধর্মের মর্য্যাদা নষ্ট হইয়া যায়। তথাপি ধর্মের ছলনায় অধর্ম করিলে পর আমি সেই ধর্মের ফল কিরূপে প্রাপ্ত হইব? আমার মনে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। ১২

নারদ বলিলেন,—বিপ্রবর! পুরাকালে সত্যযুগে ধর্ম স্বীয় চারি চরণযুক্ত হইয়া সকলের দ্বারা পালিত হন। তদনন্তর সময়ানুসারে অধর্মের প্রবৃত্তি হয় এবং সে কিছু উন্নতি লাভও করে। ১৩

তদনন্তর ধর্মের একাংশ দূষিতকারী ত্রেতানামক দ্বিতীয় যুগের প্রবৃত্তি হয়। যখন সেই যুগও অতিক্রান্ত হইয়া যাইল, তখন তৃতীয় যুগ (ধর্মের দ্বিপাদ দূষিতকারী) দ্বাপর যুগ আসে। এই সময় ধর্মের দুই পদ অধর্ম নষ্ট করিয়া দেয়। ১৪½

দ্বাপর যুগের অবসান হইলে পর যখন নন্দিক (কলিযুগ) উপস্থিত হয়, সেই সময়ে লোকাচার এবং ধর্মের স্বরূপ যেরূপ হইয়া যায়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১৫½

চতুর্থ যুগের নাম নন্দিক। সেই সময় ধর্মের একটিই পাদ (অংশ) অবশিষ্ট থাকে। সেই সময় হইতেই মন্দবুদ্ধি ও অল্পায়ু মনুষ্যগণ উৎপন্ন হইতে থাকে। এই জগতে তাহাদের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া (কমিয়া) যায়। তাহারা নির্ধন হয় এবং সকল সদাচার হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যায়। ১৬-১৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—যখন এইভাবে ধর্ম লুপ্ত হইয়া যাইলে পর জগৎ অধর্মে পূর্ণ হইয়া উঠে, তখন চারি বর্ণের পক্ষেই নিয়ত হব্য ও কব্যের নাশ কেন হয় না? ১৮

নারদ বলিলেন,—বেদমন্ত্রের দ্বারা সদা পবিত্র থাকায় হব্য ও কব্য নষ্ট হয় না। যদি দাতা ন্যায়ানুসারে দান করে, তবে দেবতা ও পিতৃগণ উহা সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ১৯

সত্ত্বযুক্তশ্চ দাতা চ সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
অবাপ্তকামঃ স্বর্গে চ মহীয়েত যথেপ্সিতম্ ॥ ২০

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
চত্বারো হ্যথ যে বর্ণা হব্যং কব্যং প্রদাস্যতে।
মন্ত্রহীনমবজ্ঞাতং তেষাং দত্তং ক্ব গচ্ছতি ॥ ২১

নারদ উবাচ।
অসুরান্ গচ্ছতে দত্তং বিপ্রৈ রক্ষাংসি ক্ষত্রিয়ৈঃ।
বৈশ্যৈঃ প্রেতানি বৈ দত্তং শূদ্রৈর্ভূতানি গচ্ছতি ॥ ২২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
অথ বর্ণাবরে জাতাশ্চাতুর্বর্ণোপদেশিনঃ।
দাস্যন্তি হব্য-কব্যানি তেষাং দত্তং ক্ব গচ্ছতি ॥ ২৩

নারদ উবাচ।
বর্ণাবরাণাং ভূতানাং হব্য-কব্যপ্রদাতৃণাম্।
নৈব দেবা ন পিতরঃ প্রতিগৃহ্ণন্তি তৎ স্বয়ম্ ॥ ২৪
যাতুধানাঃ পিশাচাশ্চ ভূতা যে চাপি নৈর্ঋতাঃ।
তেষাং সা বিহিতা বৃত্তিঃ পিতৃদৈবতনির্গতা ॥ ২৫
তেষাং সর্বপ্রদাতৄণাং হব্য-কব্যসমাহিতাঃ।
যৎ প্রযচ্ছন্তি বিধিবৎ তদ্ বৈ ভুঞ্জন্তি দেবতাঃ ॥ ২৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
শ্রুতং বর্ণাবরৈর্দত্তং হব্যং কব্যঞ্চ নারদ।
সম্প্রয়োগে চ পুত্রাণাং কন্যানাঞ্চ ব্রবীহি মে ॥ ২৭

নারদ উবাচ।
কন্যাপ্রদানং পুত্রাণাং স্ত্রীণাং সংযোগমেব চ।
আনুপূর্ব্যাত্ময়া সম্যগ্ উচ্যমানং নিবোধ মে ॥ ২৮
জাতমাত্রা তু দাতব্যা কন্যকা সদৃশে বরে।
কালে দত্তাসু কন্যাসু পিতা ধর্মেণ যুজ্যতে ॥ ২৯
যস্তু পুষ্পবতীং কন্যাং বান্ধবো ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি গতে বন্ধুস্তস্যা ভ্রৌণঘ্নমাপ্নুতে ॥ ৩০
যস্তু কন্যাং গৃহে রুন্ধ্যাদ্ গ্রাম্যৈর্ভোগৈর্বিবর্জিতাম্।
অবধ্যাতঃ স কন্যায়া বন্ধুঃ প্রাপ্নোতি ভ্রূণহাম্ ॥ ৩১

যে দাতা সাত্ত্বিকভাবে যুক্ত থাকেন, তিনি ইহলোকে সমস্ত মনোবাঞ্ছিত কামনাসমূহ লাভ করেন। এ জগতে আপ্তকাম হইয়া তিনি স্বর্গলোকেও নিজের ইচ্ছানুসারে সম্মানিত হন ॥ ২০

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এ সংসারে যে চারিবর্ণের মানুষ আছেন, তাঁহাদের দ্বারা যদি মন্ত্ররহিত ও অবহেলাপূর্ব্বক হব্য-কব্যপ্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে সেই দান কোথায় যায় ? ২১

নারদ বলিলেন,—যদি ব্রাহ্মণ এরূপ দান করেন, তবে উহা অসুরগণ প্রাপ্ত হয়, ক্ষত্রিয়ের এইভাবে দান করিলে রাক্ষসগণ গ্রহণ করে, বৈশ্যগণকর্ত্তৃক এইরূপে প্রদত্ত দান প্রেতসকল লাভ করে এবং শূদ্রদের দ্বারা এইভাবে প্রদত্ত অবজ্ঞাপূর্ব্বক দান ভূতগণ প্রাপ্ত হয়। ২২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,- যে সব ব্যক্তি নীচবর্ণে উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে উপদেশ করেন এবং হব্য-কব্য দান করেন, তাঁহাদের সেই প্রদত্ত দান কোথায় যায় ? ২৩

নারদ বলিলেন,—যখন নীচবর্ণের মনুষ্যগণ হব্য-কব্য দান করেন, তখন তাঁহাদের প্রদত্ত সেই দান না দেবতা ও না পিতৃগণ স্বয়ং গ্রহণ করেন। ২৪

যে সব যাতুধান, পিশাচ, ভূত এবং পিশাচ আছে, তাহাদের জন্যই এই বৃত্তির বিধান হইয়াছে। পিতৃগণ এবং দেবতাগণ এরূপ বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছেন। ২৫

যাঁহারা সব কিছু দান করেন এবং সেই কর্ম্মে যাঁহারা অধিকারী, তাঁহারা একাগ্রচিত্ত হইয়া বিধিপূর্ব্বক যে হব্য-কব্য সমর্পণ করেন, তাহাই দেবতা ও পিতৃগণ গ্রহণ করেন। ২৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে নারদ! নীচবর্ণের মনুষ্যগণের দ্বারা প্রদত্ত হব্য ও কব্যের যে দশা হয়, তাহা আমি শ্রবণ করিলাম। এখন পুত্র ও কন্যাদিগের বিষয়ে এবং ইহাদের সংযোগ বিষয়ে আমাকে কিছু বলুন। ২৭

নারদ বলিলেন,—এখন আমি কন্যাদান ও পুত্রগণের বিষয়ে এবং স্ত্রীদিগের সংযোগ বিষয়ে ক্রমশঃ বলিতেছি, উহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ২৮

কন্যা উৎপন্ন হইলেই বিবাহযোগ্য বয়সে উহাকে যোগ্য বরে দান করা উচিত। যদি যথাকালে কন্যাগণকে দান করা হয়, তবে পিতা ধর্ম্মফলভাগী হইয়া থাকেন। ২৯

যে ভ্রাতাদি বন্ধু রজস্বলা অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই কন্যাকে যোগ্য বরের সহিত বিবাহ না দিয়া থাকে, তবে সেই কন্যার এক এক মাস অতি বাহিত হইলে পর সেই বন্ধু ভ্রূণহত্যা পাপভাগী হয়। ৩০

যে ভ্রাতাদি বন্ধু কন্যাকে বিষয়ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সে সেই কন্যার দ্বারা অনিষ্ট চিন্তা করিতে থাকায় ভ্রূণহত্যা পাপভাগী হইয়া থাকে। ৩১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কেন মঙ্গলকৃত্যেষু বিনিযুজ্যন্তি কন্যকাঃ।

এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং তত্ত্বেনেহ মহামুনে ॥ ৩২

নারদ উবাচ।

নিত্যং নিবসতে লক্ষ্মীঃ কন্যকাসু প্রতিষ্ঠিতা।

শোভনা শুভযোগ্যা চ পূজ্যা মঙ্গলকর্মসু ॥ ৩৩

আকরস্থং যথা রত্নং সর্বকামফলোপগম্।

তথা কন্যা মহালক্ষ্মীঃ সর্বলোকস্য মঙ্গলম্ ॥ ৩৪

এবং কন্যা পরা লক্ষ্মী রতিস্তোষশ্চ দেহিনাম্।

মহাকুলানাং চরিত্রং বৃত্তেন নিকষোপলম্ ॥ ৩৫

আনয়িত্বা স্বকাদ্ বর্ণাৎ কন্যকাং যো ভজেন্নরঃ।

দাতারং হব্য-কব্যানাং পুত্রকং সা প্রসূয়তে ॥ ৩৬

সাধ্বী কুলং বর্দ্ধয়তি সাধ্বী পুষ্টির্গৃহে পরা।

সাধ্বী লক্ষ্মী রতিঃ সাক্ষাৎ প্রতিষ্ঠা সন্ততিস্তথা ৩৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

কানি তীর্থানি ভগবন্ নৃণাং দেহাশ্রিতানি বৈ।

তানি বৈ শংস ভগবন্ যাথাতথ্যেন পৃচ্ছতঃ ॥ ৩৮

নারদ উবাচ

দেবর্ষিপিতৃতীর্থানি ব্রাহ্মং মধ্যেঽথ বৈষ্ণবম্।

নৃণাং তীর্থানি পঞ্চাহুঃ পাণৌ সন্নিহিতানি বৈ ॥৩৯

আদ্যতীর্থং তু তীর্থানাং বৈষ্ণবো ভাগ উচ্যতে।

যত্রোপস্পৃশ্য বর্ণানাং চতুর্ণাং বর্দ্ধতে কুলম্ ॥ ৪০

পিতৃ-দৈবতকার্য্যাণি বর্দ্ধন্তে প্রেত্য চেহ চ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ধর্মেষ্বধিকৃতানাং তু নরাণাং মুহ্যতে মনঃ।

কথং ন বিঘ্নং ভবতি এতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৪১

নারদ উবাচ

অর্থাশ্চ নার্য্যশ্চ সমানমেতৎ—

চ্ছ্রেয়াংসি পুংসামিহ মোহয়ন্তি।

রতিপ্রমোদাৎ প্রমদা হরন্তি

ভোগৈর্ধনং চাপ্যপহন্তি ধর্মান্ ॥ ৪২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহামুনে! কি কারণে কন্যাগণকে কার্য্যসমূহে নিযুক্ত করা হয়? আমি এই কথা যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ৩২

নারদ বলিলেন, কন্যাগণের মধ্যে সর্ব্বদা লক্ষ্মী নিবাস করেন। তিনি ইহাদের মধ্যে নিত্য প্রতিষ্ঠিতা থাকেন; সেই জন্য প্রত্যেক কন্যা শোভাসম্পন্ন, শুভকার্য্যের যোগ্যা এবং মঙ্গল কর্ম্মসমূহে পূজনীয়া হইয়া থাকে। ৩৩

যেরূপ খনির মধ্যে স্থিত রত্ন সমস্ত কামনা ও ফলপ্রাপ্তিকারক হয়, সেইরূপ মহালক্ষ্মীস্বরূপা কন্যাগণ সম্পূর্ণ জগতের পক্ষেই মঙ্গলকারিণী হইয়া থাকে। ৩৪

এইভাবে কন্যাকে লক্ষ্মীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপ বলিয়া জানিতে হইবে। তাহার দ্বারা দেহধারী মনুষ্যগণের সুখ ও সন্তোষ লাভ হইয়া থাকে। সে নিজের সদাচারে দ্বারা উচ্চ কুলের চরিত্রের কোষ্টি প্রস্তররূপে পরিগণিত হয়॥ ৩৫

যে মানুষ নিজেরই বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া আনিয়া তাহাকে পত্নীর স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহার সেই সাধ্বী পত্নী হব্য-কব্যপ্রদানকারী পুত্রের জন্মদান করিয়া থাকেন। ৩৬

সাধ্বী স্ত্রী কুলের বৃদ্ধি করেন। সাধ্বী স্ত্রী গৃহের পরম পুষ্টিস্বরূপা এবং সাধ্বী স্ত্রী গৃহের লক্ষ্মী, রতি, মূর্ত্তিমতী প্রতিষ্ঠা এবং সন্তান পরম্পরার আধার। ৩৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভগবন্! মনুষ্যগণের দেহে কোন্ কোন্ তীর্থ বিদ্যমান আছে? আমি ইহা জানিতে বাসনা করি। অতএব আপনি উহা যথাযথভাবে আমাকে বলুন। ৩৮

নারদ বলিলেন,—মনীষী পুরুষগণ বলেন যে, মনুষ্যের হস্তে পঞ্চতীর্থ বিদ্যমান আছে। তাহাদের নাম হইল দেবতীর্থ, ঋষিতীর্থ, পিতৃতীর্থ, ব্রাহ্মতীর্থ ও বৈষ্ণবতীর্থ। (অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগে দেবতীর্থ। কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলভাগে আর্ষতীর্থ। ইহাকে কায়তীর্থ ও প্রাজাপত্যতীর্থও বলে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যভাগে পিতৃতীর্থ। অঙ্গুষ্ঠের মূলভাগে ব্রাহ্মতীর্থ এবং হস্ততলের মধ্যভাগে বৈষ্ণবতীর্থ।)। ৩৯

হস্তে যে বৈষ্ণব তীর্থের ভাগ, তাহাকে সমস্ত তীর্থসমূহের মধ্যে প্রধান বলা হয়। যেস্থানে জল রাখিয়া আচমন করিলে চারি বর্ণের কুলের বৃদ্ধি হয় এবং দেবতা ও পিতৃগণের কার্য্যেরও ইহলোক ও পরলোকে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৪০½

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—যাঁহারা ধর্ম্মের অধিকারী, এরূপ মনুষ্যগণের মনও কখনও কখনও ধর্ম-বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইয়া থাকে। ৪১

নারদ বলিলেন,—ধন ও নারী—এই উভয়েরই অবস্থা সমান। এই উভয়ই সকল মানুষকে কল্যাণের পথে যাইতে বাধা দিয়া থাকে, তাহাদিগকে মোহিত করে। রতিজনিত আমোদ-

হব্যং কব্যঞ্চ ধর্মাত্মা সর্বং তচ্ছ্রোত্রিয়োঽর্হতি।
দত্তং হি শ্রোত্রিয়ে সাধৌ জ্বলিতাগ্নাবিবার্হতি: ॥ ৪৩

ভীষ্ম উবাচ

ইতি সম্ভাষ্য ঋষিভির্মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ।
নারদং চাপি সংকৃত্য তেন চৈবাভিসংকৃতঃ ॥ ৪৪
আমন্ত্রয়িত্বা ঋষিভিঃ প্রযযাবাশ্রমং মুনিঃ।
ঋষয়শ্চাপি তীর্থানাং পরিচর্য্যাং প্রচক্রমুঃ ॥ ৪৫)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিমাহুর্ভরতশ্রেষ্ঠ পাত্রং বিপ্রাঃ সনাতনাঃ।
ব্রাহ্মণং লিঙ্গিনং চৈব ব্রাহ্মণং বাপ্যলিঙ্গিনম্ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

স্ববৃত্তিমভিপন্নায় লিঙ্গিনে চেতরায় চ।
দেয়মাহুর্মহারাজ উভাবেতৌ তপস্বিনৌ ॥ ২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রদ্ধয়া পরয়া পূতো যঃ প্রযচ্ছেদ্ দ্বিজাতয়ে।
হব্যং কব্যং তথা দানং কো দোষঃ স্যাৎ পিতামহ ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ।

শ্রদ্ধাপূতো নরস্তাত দুর্দান্তোঽপি ন সংশয়ঃ।
পূতো ভবতি সর্বত্র কিমুত ত্বং মহাদ্যুতে ॥ ৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন ব্রাহ্মণং পরীক্ষেত দৈবেষু সততং নরঃ।
কব্যপ্রদানে তু বুধাঃ পরীক্ষ্যং ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥ ৫

ভীষ্ম উবাচ।

ন ব্রাহ্মণঃ সাধয়তে হব্যং দৈবাৎ প্রসিধ্যতি।
দেবপ্রসাদাদিজ্যন্তে যজমানৈর্ন সংশয়ঃ ॥ ৬
ব্রাহ্মণান্ ভরতশ্রেষ্ঠ সততং ব্রহ্মবাদিনঃ।
মার্কণ্ডেয়ঃ পুরা প্রাহ ইতি লোকেষু বুদ্ধিমান্ ॥ ৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অপূর্বোঽপ্যথবা বিদ্বান্ সম্বন্ধী বা যথা ভবেৎ।
তপস্বী যজ্ঞশীলো বা কথং পাত্রং ভবেৎ তু সঃ ॥ ৮

প্রমোদে স্ত্রীগণ মনুষ্যগণের মনকে হরণ করে এবং ধন ভোগের দ্বারা ধর্ম-কর্ম্মসমূহে বাধা সৃষ্টি করে ॥৪২

ধর্মাত্মা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ সমস্ত হব্য ও কব্য লাভের যোগ্য অধিকারী। শ্রেষ্ঠ শ্রোত্রিয়কে প্রদত্ত হব্য-কব্য প্রজ্বলিত অগ্নিতে দত্ত আহুতির ন্যায় সফল হয়। ৪৩

ভীষ্ম বলিলেন,—এইভাবে ঋষিগণের সহিত ধর্মীয় আলোচনা করত মহাতপস্বী মার্কণ্ডেয় নারদের সমাদর করিলেন এবং স্বয়ংও তাঁহার দ্বারা সম্মানিত হইলেন। ৪৪

তারপর মার্কণ্ডেয় ঋষিগণের নিকট হইতে গমনের অনুমতি লইয়া নিজ আশ্রমে চলিয়া যাইলেন এবং ঋষিগণও তীর্থভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৪৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ কোন্ ব্যক্তিকে দানের শ্রেষ্ঠ পাত্র বলিয়া অভিহিত করেন? দণ্ডকমণ্ডলু প্রভৃতি চিহ্ন ধারণকারী ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে অথবা চিহ্নরহিত গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—মহারাজ! জীবন রক্ষার জন্য স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত বৃত্তি অবলম্বনকারী ব্রাহ্মণ চিহ্নধারী হউন বা চিহ্ন-রহিত হউন, তাঁহাকেই দানযোগ্য বস্তু দান করা উচিত বলিয়া মহাপুরুষগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন. কারণ, স্বধর্মাশ্রয়কারী ইঁহারা উভয়েই তপস্বী ও দানপাত্র। ২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যে কেবল প্রগাঢ় শ্রদ্ধার দ্বারা পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণকে হব্য-কব্য ও অন্যান্য বস্তু দান করেন, তাঁহার আর অন্য প্রকার পবিত্রতা না থাকায় কিরূপ দোষ হইয়া থাকে? ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—তাত! মানুষ জিতেন্দ্রিয় না হইলেও কেবল শ্রদ্ধারই দ্বারা পবিত্র হইয়া যায়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। মহাতেজস্বী নরেশ! শ্রদ্ধাপূত মানুষ সর্বত্র পবিত্র হয়, সুতরাং তোমার ন্যায় ধর্মাত্মা মানুষ যে পবিত্র, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! বিদ্বান্গণ বলেন যে, দেবকার্য্যে কখনও ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা করিবেন না, কিন্তু শ্রাদ্ধকার্য্যে অবশ্যই তাঁহাকে পরীক্ষা করিবে, ইহার কারণ কি? ৫

ভীষ্ম বলিলেন,—পুত্র! যজ্ঞ হোমাদি দেবকার্য্যের সিদ্ধি ব্রাহ্মণের অধীন নয়, উহা দৈবেরই দ্বারা সিদ্ধ হয়। দেবতাগণের করুণাতেই সকল যজমান যজ্ঞ করেন—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! বুদ্ধিমান্ মার্কণ্ডেয় বহু পূর্ব্বেই এই কথা বলিয়াছেন যে, শ্রাদ্ধে সদা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকেই নিমন্ত্রিত করিবে (কারণ, এই কার্য্যের সিদ্ধি সুপাত্র ব্রাহ্মণের অধীন)। ৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যিনি অপরিচিত, বিদ্বান্, সম্বন্ধী, তপস্বী

ভীষ্ম উবাচ

কুলীনঃ কর্ম্মকৃদ্ বৈদ্যস্তথৈবাপ্যানৃশংস্যবান্।
হ্রীমানৃজুঃ সত্যবাদী পাত্রং পূর্ব্বে চ যে ত্রয়ঃ ॥ ৯

তত্রেমং শৃণু মে পার্থ চতুর্ণাং তেজসাং মতম্।
পৃথিব্যাং কাশ্যপস্যাগ্নের্মার্কণ্ডেয়স্য চৈব হি ॥ ১০

পৃথিব্যুবাচ।

যথা মহার্ণবে ক্ষিপ্তঃ ক্ষিপ্রং লোষ্টুর্বিনশ্যতি
তথা দুশ্চরিতং সর্ব্বং ত্রিবৃত্যাঞ্চ নিমজ্জতি ॥ ১১

কাশ্যপ উবাচ

সর্ব্বে চ বেদাঃ সহ ষড্ভিরঙ্গৈঃ
সাংখ্যং পুরাণঞ্চ কুলে চ জন্ম।
নৈতানি সর্ব্বাণি গতির্ভবন্তি
শীলব্যপেতস্য নৃপ দ্বিজস্য ॥ ১২

অগ্নিরুবাচ।

অধীয়ানঃ পণ্ডিতং মন্যমানো
যো বিদ্যয়া হন্তি যশঃ পরেষাম্।
প্রভ্রশ্যতেঽসৌ চরতে ন সত্যং
লোকাস্তস্য হ্যন্তবন্তো ভবন্তি ॥ ১৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
নাভিজানামি যদ্যস্য সত্যস্যার্ধমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তে জগ্মুরাশু চত্বারোঽমিততেজসঃ।
পৃথিবী কাশ্যপোঽগ্নিশ্চ প্রকৃষ্টায়ুশ্চ ভার্গবঃ ॥ ১৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যদি তে ব্রাহ্মণা লোকে ব্রতিনো ভুঞ্জতে হবিঃ।
দত্তং ব্রাহ্মণকামায় কথং তৎ সুকৃতং ভবেৎ ॥ ১৬

ভীষ্ম উবাচ।

আদিষ্টিনো যে রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
ভুঞ্জতে ব্রহ্মকামায় ব্রতলুপ্তা ভবন্তি তে ॥ ১৭

অথবা যজ্ঞশীল, ইঁহাদের কোন ব্যক্তি কিরূপ গুণসম্পন্ন হইলে পর শ্রাদ্ধ এবং দানের উত্তম পাত্র হইতে পারেন ? ৮

ভীষ্ম বলিলেন,—কুলীন, কর্ম্মী, বেদজ্ঞ, দয়ালু, লজ্জাশীল, সরল ও সত্যবাদী—এই সাত প্রকার গুণবিশিষ্ট যে পূর্ব্বোক্ত তিন ব্রাহ্মণ (অপরিচিত বিদ্বান, সম্বন্ধী ও তপস্বী), ইঁহারা উত্তম পাত্র বলিয়া কথিত হন। ৯

কুন্তীনন্দন! তুমি আমার নিকট হইতে পৃথ্বী, কাশ্যপ, অগ্নি ও মার্কণ্ডেয় এই চার তেজস্বী ব্যক্তির মত শ্রবণ কর। ১০

পৃথিবী বলিলেন,—যেরূপ মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত মৃত্তিকার ঢিলা সত্বর গলিয়া গিয়া নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ—এই তিন বৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী ব্রাহ্মণের সমস্ত দুষ্কর্ম লয় হইয়া যায়। ১১

কাশ্যপ বলিলেন, নৃপ! যে ব্রাহ্মণ শীলহীন, তাহাকে ছয় অঙ্গ সহ বেদ, সাংখ্য ও পুরাণের জ্ঞান এবং উত্তমকুলে জন্ম—এই সব মিলিত হইয়াও উত্তমগতি প্রদান করিতে পারেন না। ১২

অগ্নি বলিলেন, যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করত নিজেকে অতিশয় পণ্ডিত বলিয়া মনে করে এবং নিজের বিদ্যাবত্তার উপর গর্ব্ব করিতে থাকে এবং নিজের বিদ্যার বলে অন্য ব্যক্তিগণের যশ নাশ করে, সে ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় এবং সত্য পালন করিতে পারে না; অতএব তাহার নাশবান্ লোকসমূহ লাভ হয়। ১৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, যদি তুলাদণ্ডের একদিকে একহাজার অশ্বমেধ-যজ্ঞ এবং অন্যদিকে সত্যকে রাখিয়া ওজন করা হয়, তবে সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং সত্যের অর্দ্ধেকের সমান হইবে কি না? তাহা আমি জানি না। ১৪

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! এইভাবে নিজ নিজ মত প্রকাশ করিয়া সেই সব অমিততেজস্বী ব্যক্তি—পৃথিবী, কাশ্যপ, অগ্নি ও মার্কণ্ডেয় চলিয়া যাইলেন। ১৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! যদি ব্রহ্মচর্য্যপালনকারী ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে হবিষ্যান্ন ভোজন করেন, তবে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কামনায় তাঁহাকে প্রদত্ত দান কিরূপে সফল হইবে? ১৬

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজেন্দ্র! যাঁহাদিগকে গুরুদেব নিয়ত বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিবার আদেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আদিষ্টী বলা হয়। বেদপারদর্শী যে সব আদিষ্টী ব্রাহ্মণ যজমানের ব্রাহ্মণকে দান প্রদানের ইচ্ছা পূর্ত্তির জন্য শ্রাদ্ধে ভোজন করেন, তাঁহাদের নিজেদের ব্রত নষ্ট হইয়া যায় (ইহাতে দাতার দান দূষিত হয় না।) *১৭

* শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবার যোগ্য ব্রাহ্মণগণের বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে—"কর্ম্মনিষ্ঠাস্তপোনিষ্ঠাঃ পঞ্চাগ্নি-ব্রহ্মচারিণঃ। পিতৃ-মাতৃপরাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ শ্রাদ্ধসম্পদাঃ॥" —"ব্রতস্থমপি দৌহিত্রং শ্রাদ্ধে যত্নেন ভোজয়েৎ"।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অনেকান্তং বহুদ্বারং ধর্মমাহুর্মনীষিণঃ।
কিংনিমিত্তং ভবেদত্র তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১৮

ভীষ্ম উবাচ।

অহিংসা সত্যমক্রোধ আনৃশংস্যং দমস্তথা।
আর্জবং চৈব রাজেন্দ্র নিশ্চিতং ধর্মলক্ষণম্ ॥ ১৯

যে তু ধর্মং প্রশংসন্তশ্চরন্তি পৃথিবীমিমাম্।
অনাচরন্তস্তদ্ ধর্মং সঙ্করেঽভিরতাঃ প্রভো ॥ ২০

তেভ্যো হিরণ্যং রত্নং বা গামশ্বং বা দদাতি যঃ।
দশ বর্ষাণি বিষ্ঠাং স ভুঙ্ক্তে নিরয়মাস্থিতঃ ॥ ২১

মেদানাং পুক্কসানাঞ্চ তথৈবান্তেঽবসায়িনাম্।
কৃতং কর্মাকৃতং বাপি রাগমোহেন জল্পতাম্ ॥ ২২

বৈশ্বদেবঞ্চ যে মূঢ়া বিপ্রায় ব্রহ্মচারিণে।
দদতে নেহ রাজেন্দ্র তে লোকান্ ভুঞ্জতেঽশুভান্ ॥২৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিং পরং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ কিং পরঃ ধর্মলক্ষণম্।
কিঞ্চ শ্রেষ্ঠতমং শৌচং তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ২৪

ভীষ্ম উবাচ।

ব্রহ্মচর্য্যাৎ পরং তাত মধুমাংসস্য বর্জনম্।
মর্য্যাদায়াং স্থিতো ধর্মঃ শমশ্চৈবাস্য লক্ষণম্ ॥ ২৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কস্মিন্ কালে চরেদ্ ধর্মং কস্মিন্ কালেঽর্থমাচরেৎ।
কস্মিন্ কালে সুখী চ স্যাৎ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ২৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! মনীষী পুরুষগণ বলেন যে, ধর্মের ফল ও সাধন অনেক প্রকার। পাত্রের কিরূপ গুণ তাঁহার দানপাত্রতার কারণ হয়? ইহা আমাকে বলুন। ১৮

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজেন্দ্র! অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, কোমলতা, ইন্দ্রিয়সংযম ও সরলতা—এই সবই ধর্মের নিশ্চিত লক্ষণ। ১৯

প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! যে সব ব্যক্তি এ জগতে ধর্মের প্রশংসা করিতে করিতে বিচরণ করে, কিন্তু স্বয়ং সেই ধর্মের আচরণ করে না, তাহারা ধর্মধ্বজী ও ধর্মসঙ্করতা বিস্তার করে। ২০

এরূপ ব্যক্তিগণকে যে মানুষ সুবর্ণ, রত্ন, গো কিংবা অশ্বাদি বস্তুসকল দান করে, সেই মানুষ নরকে পতিত হইয়া দশ বৎসরকাল বিষ্ঠাভোজী হইয়া থাকে। ২১

যে সব উচ্চ বর্ণের মানুষ রাগ ও মোহের বশীভূত হইয়া নিজেদের কৃত অথবা অকৃত শুভ কর্ম জনসমুদায়ে বর্ণনা করে, তাহারা মেদ, পুক্কস ও অন্ত্যজগণের তুল্য বলিয়া গণিত হয়। ২২

রাজেন্দ্র! যে মূঢ় মানুষগণ ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে বলিবৈশ্বদেবসম্বন্ধী অন্ন (অতিথিদিগকে প্রদান করিবার যোগ্য অন্ন) প্রদান করে না, তাহারা অশুভ লোকসকল ভোগ করে। ২৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! উত্তম ব্রহ্মচর্য্য কি? ধর্মের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লক্ষণ কি? এবং সর্ব্বোত্তম পবিত্রতাই কি? ইহা আমাকে বলুন। ২৪

ভীষ্ম বলিলেন, তাত! মাংস ও মদ্য পরিত্যাগ করাই ব্রহ্মচর্য্য হইতেও শ্রেষ্ঠ—ইহাই উত্তম ব্রহ্মচর্য্য। বেদোক্ত মর্য্যাদায় অবস্থান করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখাই সর্ব্বোত্তম পবিত্রতা। ২৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! মানুষ কোন্ সময়ে ধর্মের আচরণ করিবে? কখন অর্থোপার্জনে নিরত থাকিবে এবং কোন্ সময়ে সুখ-ভোগে প্রবৃত্ত হইবে? এই সব আমাকে বলুন। ২৬

ক্রিয়ানিষ্ঠ, তপস্বী, পঞ্চাগ্নির সেবাকারী, ব্রহ্মচারী ও পিতা-মাতার ভক্ত—এই পাঁচ প্রকারের ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের সম্পত্তি। ইঁহাদিগকে ভোজন করাইলে শ্রাদ্ধকার্য্য পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয়। এবং নিজের কন্যার পুত্র যদি ব্রহ্মচারী হয়, তবে তাঁহাকেও শ্রাদ্ধে যত্নসহকারে ভোজন করাইতে হয়। এরূপ করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা পুণ্যভাগী হন। কেবল শ্রাদ্ধেই ইঁহাদের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। শ্রাদ্ধের অতিরিক্ত অন্য কোন কর্মে ব্রহ্মচারীকে লোভ দেখাইয়া যে ব্যক্তি তাঁহার ব্রত ভঙ্গ করে, তাহাকে দোষভাগী হইতে হয় এবং নিজের কৃত কর্মের ফল পূর্ণরূপে সেই ব্যক্তি লাভ করিতে পারে না। সেইজন্য শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—"মনসা পাত্রমুদ্দিশ্য জলমধ্যে জলং ক্ষিপেৎ। দাতা তৎফলমাপ্নোতি প্রতিগ্রাহী ন দোষভাক্।" যদি কোন সুপাত্রকে (ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে) দান করিবার ইচ্ছা হয়, তবে মনে মনে তাঁহাকে ধ্যান করিবে এবং তাঁহাকে দানের উদ্দেশ্যে সঙ্কল্পের জল হস্তে লইয়া উহা জলেই নিক্ষেপ করিয়া দিবে। ইহাতে দাতার দান-ফল লাভ হয় এবং দান-গ্রহণকারী দোষভাগী হন না। এই কথা সৎপাত্রের সমাদর করিবার জন্য বলা হইয়াছে। (মহাভারতের ভাষ্যকার মহামতি নীলকণ্ঠ।)

ভীষ্ম উবাচ।

কল্যমর্থং নিষেবেত ততো ধর্মমনন্তরম্।
পশ্চাৎ কামং নিষেবেত ন চ গচ্ছেৎ প্রসক্তিতাম্ ॥২৭
ব্রাহ্মণাংশ্চৈব মন্যেত গুরূংশ্চাপ্যভিপূজয়েৎ।
সর্বভূতানুলোমশ্চ মৃদুশীলঃ প্রিয়ংবদঃ ॥ ২৮
অধিকারে যদনৃতং যচ্চ রাজসু পৈশুনম্।
গুরোশ্চালীককরণং তুল্যং তদ্ ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ২৯
প্রহরেন্ন নরেন্দ্রেষু ন হন্যাদ্ গাং তথৈব চ।
ভ্রূণহত্যাসমং চৈব উভয়ং যো নিষেবতে ॥ ৩০
নাগ্নিং পরিত্যজেজ্জাতু ন চ বেদান্ পরিত্যজেৎ।
ন চ ব্রাহ্মণমাক্রোশেৎ সমং তদ্ ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৩১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কীদৃশাঃ সাধবো বিপ্রাঃ কেভ্যো দত্তং মহাফলম্
কীদৃশানাঞ্চ ভোক্তব্যং তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ৩২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! পূর্বাহ্নে ধনোপার্জন করিবে, তদনন্তর ধর্ম পালন করিবে এবং ইহার পর কামের সেবা করিবে; কিন্তু কোনরূপে উহাতে আসক্ত হইবে না। ২৭

ব্রাহ্মণগণের সম্মান করিবে, গুরুজনগণের সেবা-পূজা করিবে, সকল প্রাণীর প্রতিই অনুকূল আচরণ করিবে, বিনয়পূর্ণ ব্যবহার পরায়ণ হইবে এবং সকলকে মধুর কথা বলিবে। ২৮

ন্যায়ের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া মিথ্যাচারী হওয়া অথবা ন্যায়ালয়ে যাইয়া মিথ্যা কথা বলা, রাজার নিকটে কাহারও উদ্দেশ্যে প্রতিহিংসাসূচক কথা বলা এবং গুরুর সহিত কপটতা-পূর্ণ ব্যবহার করা—এই তিনটিই ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ। ২৯

রাজাদের উপর প্রহার করিবে না এবং গো-সকলকে আঘাত করিবে না। যে ব্যক্তি রাজা ও গোর উপর প্রহাররূপ দ্বিবিধ দুষ্কর্মের সেবা করে, তাহার ভ্রূণহত্যাসদৃশ পাপ হয়। ৩০

অগ্নিহোত্র কখনও ত্যাগ করিবে না, বেদের স্বাধ্যায় পরিত্যাগ করিবে না এবং ব্রাহ্মণের নিন্দা করিবে না; কারণ, এই তিনটি দোষই ব্রহ্মহত্যা-সদৃশ। ৩১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! কিরূপ ব্রাহ্মণগণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে হইবে? কাঁহাকে প্রদত্ত দান মহাফলদায়ক হয়? এবং কিরূপ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান উচিত? ইহা আমাকে বলুন। ৩২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! যাহারা ক্রোধহীন, ধর্মপরায়ণ,

ভীষ্ম উবাচ।

অক্রোধনা ধর্মপরাঃ সত্যনিত্যং দমে রতাঃ।
তাদৃশাঃ সাধবো বিপ্রাস্তেভ্যো দত্তং মহাফলম্ ॥৩৩
অমানিনঃ সর্বসহা দৃঢ়ার্থা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ।
সর্বভূতহিতা মৈত্রাস্তেভ্যো দত্তং মহাফলম্ ॥ ৩৪
অলুব্ধাঃ শুচয়ো বৈদ্যা হ্রীমন্তঃ সত্যবাদিনঃ।
স্বকর্মনিরতা যে চ তেভ্যো দত্তং মহাফলম্ ॥ ৩৫
সাঙ্গাংশ্চ চতুরো বেদানধীতে যো দ্বিজর্ষভঃ।
ষড়্ভ্যঃ প্রবৃত্তঃ কর্মভ্যস্তং পাত্রমৃষয়ো বিদুঃ ॥৩৬
যে ত্বেবংগুণজাতীয়াস্তেভ্যো দত্তং মহাফলম্।
সহস্রগুণমাপ্নোতি গুণার্হায় প্রদায়কঃ ॥ ৩৭
প্রজ্ঞা-শ্রুতাভ্যাং বৃত্তেন শীলেন চ সমন্বিতঃ
তারয়েত কুলং সর্বমেকোঽপীহ দ্বিজর্ষভঃ ॥ ৩৮

সত্যনিষ্ঠ ও ইন্দ্রিয়সংযমে তৎপর, এরূপ ব্রাহ্মণগণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে এবং তাঁহাদিগকে দান করিলে পর মহাফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। (অতএব তাঁহাদিগকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করান উচিত)। ৩৩

যাঁহাদের মধ্যে অভিমান নাই, যাঁহারা সব কিছু সহ্য করিতে পারেন, যাঁহাদের বিচার দৃঢ়, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, যাঁহারা সমস্ত প্রাণিগণেরই হিতকারী এবং সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন, তাঁহাদিগকে প্রদত্ত দান মহাফলদায়ক হয়। ৩৪

যাঁহারা নির্লোভ, পবিত্র, বিদ্বান্, লজ্জাশীল, সত্যবাদী ও নিজেদের কর্তব্য পালনকারী, তাঁহাদিগকে প্রদত্ত দানই মহাফল প্রদান করে। ৩৫

যে ব্রাহ্মণ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ছয় অঙ্গযুক্ত ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এই চারি বেদ অধ্যয়ন করেন এবং ব্রাহ্মণোচিত অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, যজন-যাজন এবং দান-প্রতিগ্রহ—এই ছয় কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহাকে ঋষিগণ দানের উত্তম পাত্র বলিয়া বর্ণনা করেন। ৩৬

যে সব ব্রাহ্মণগণ পূর্বোক্ত গুণসমূহে যুক্ত, তাঁহাদিগকে প্রদত্ত দান মহাফলদায়ক হয়। গুণবান্ ও সুযোগ্য পাত্রকে দানকারী দাতা সহস্র গুণ ফল লাভ করেন। ৩৭

যদি উত্তম বুদ্ধি, শাস্ত্রের জ্ঞান, সদাচার ও সুশীলতাদি উত্তম গুণসমূহে সম্পন্ন এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ দান গ্রহণ করেন, তবে তাহার দ্বারা দাতার সম্পূর্ণ কুল উদ্ধার হইয়া যায়। ৩৮

গামশ্বং বিত্তমন্নং বা তদ্বিধে প্রতিপাদয়েৎ।
দ্রব্যাণি চান্যানি তথা প্রেত্যভাবে ন শোচতি ॥ ৩৯
তারয়েত্ত কুলং সর্বমেকোঽপীহ দ্বিজোত্তমঃ।
কিমঙ্গ পুনরেবৈতে তস্মাৎ পাত্রং সমাচরেৎ ॥ ৪০
(তৃপ্তে তৃপ্তাঃ সর্বদেবাঃ পিতরো মুনয়োঽপি চ ॥)
নিশম্য চ গুণোপেতং ব্রাহ্মণং সাধুসম্মতম্।
দূরাদানায্য সংকৃত্য সর্বতশ্চাপি পূজয়েৎ ॥ ৪১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বহুপ্রাশ্নিকে
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

অতএব এরূপ গুণবান্ পুরুষকেই গো, অশ্ব, অন্ন, ধন ও অন্যান্য পদার্থ দেওয়া উচিত। এরূপ করিলে পর দাতাকে মৃত্যুর পরে আর অনুতাপ করিতে হয় না॥ ৩৯

একজন উত্তম ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধকর্তার সমস্ত কুলকে উদ্ধার করিতে পারেন; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বহু ব্রাহ্মণ যে তাঁহাকে পরিত্রাণ করিবেন, ইহাতে আর বলিবার কি আছে? অতএব সুপাত্র অন্বেষণ করিবে। কারণ, দান করিবার যোগ্য সৎপাত্র ব্রাহ্মণগণ তৃপ্ত হইলে সমস্ত দেবতা, পিতৃগণ ও ঋষিবৃন্দ তৃপ্ত হইয়া থাকেন। ৪০

সৎপুরুষগণের দ্বারা সম্মানিত গুণবান্ ব্রাহ্মণ যদি দূরে আছেন বলিয়াও শুনা যায়, তবে তাঁহাকে সেই স্থান হইতে আনাইয়া নানাভাবে সমাদর করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার পূজা করিবে॥৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে বহুসংখ্যক প্রশ্নের নির্ণয়-বিষয়ক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[দৈব-পৈত্র্য-কার্য্যেষু নিমন্ত্রণযোগ্য-পাত্রাণাং তথা স্বর্গগামি-নরকগামি-মনুষ্যাণাঞ্চ লক্ষণবর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
শ্রাদ্ধকালে চ দৈবে চ পিত্র্যেঽপি চ পিতামহ
ইচ্ছামীহ ত্বয়াঽখ্যাতং বিহিতং যৎ সুরর্ষিভিঃ
ভীষ্ম উবাচ।
দৈবং পৌর্বাহ্ণিকং কুর্যাদপরাহ্নে তু পৈতৃকম্
মঙ্গলাচারসম্পন্নঃ কৃতশৌচঃ প্রযত্নবান্ ॥ ২
মনুষ্যাণাং তু মধ্যাহ্নে প্রদদ্যাদুপপত্তিভিঃ
কালহীনং তু যদ্ দানং তং ভাগং রক্ষসাং বিদুঃ ॥ ৩
লঙ্ঘিতং চাবলীঢ়ঞ্চ কলিপূর্বঞ্চ যৎকৃতম্।
রজস্বলাভির্দৃষ্টঞ্চ তং ভাগং রক্ষসাং বিদুঃ ॥ ৪
অবঘুষ্টঞ্চ যদ্ ভুক্তমব্রতেন চ ভারত।
পরামৃষ্টং শুনা চৈব তং ভাগং রক্ষসাং বিদুঃ ॥ ৫
কেশ-কীটাবপতিতং ক্ষুতং শ্বভিরবেক্ষিতম্
রুদিতং চাবধূতঞ্চ তং ভাগং রক্ষসাং বিদুঃ ॥ ৬

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

[দেবতা ও পিতৃগণের কার্য্যে নিমন্ত্রণ করিবার যোগ্য পাত্র এবং নরকগামী ও স্বর্গগামী মনুষ্যগণের লক্ষণ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! দেবতা ও ঋষিগণ শ্রাদ্ধের সময় দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যে যে যে কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন, সেই সবের বর্ণনা আমি আপনার মুখ হইতে শুনিতে বাসনা করি॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! মানুষের কর্ত্তব্য হইল—তিনি স্নানাদির দ্বারা শুদ্ধ হইয়া এবং মাঙ্গলিক কৃত্যসমূহ সম্পন্ন করিবার জন্য প্রযত্নশীল হইয়া পূর্ব্বাহ্নে দেবসম্বন্ধী দান, অপরাহ্নে পিতৃসম্বন্ধী দান এবং মধ্যাহ্নে মনুষ্যসম্বন্ধী দান সমাদরের সহিত করিবেন। অসময়ে প্রদত্ত দান রাক্ষসগণের ভাগ বলিয়া কথিত হইয়াছে॥২-৩

যে ভোজ্য পদার্থ কেহ লঙ্ঘন করে, কেহ লেহন করে (চাটিয়া খাকে), যাহা বিবাদসহকারে প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং যাহাতে রজস্বলা স্ত্রীর দৃষ্টি পতিত হয়, এই সব ভোজ্যও রাক্ষসদের ভাগ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে॥ ৪

হে ভারত! যাহার জন্য লোকসকলের মধ্যে ঘোষণা করা হইয়াছে, যাহাকে ব্রতহীন মানুষ ভোজন করিয়াছে অথবা যাহা কুকুরের দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে, সেই অন্নও রাক্ষসগণের ভাগ বলিয়া মহাত্মাগণ জানেন॥ ৫

যাহার মধ্যে কেশ (চুল) বা কীট (পোকা) পড়িয়াছে, যাহা ক্ষুতের (হাঁচির) দ্বারা দূষিত হইয়াছে, যাহার উপর কুকুরের দৃষ্টি পড়িয়াছে, যাহা রোদন করিয়া ও তিরস্কার করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে, এই সব অন্নও রাক্ষসগণের ভাগ বলিয়া মহাপুরুষগণ বলেন॥ ৬

নিরোঙ্কারেণ যদ্ ভুক্তং সশস্ত্রেণ চ ভারত ।
দুরাত্মনা চ যদ্ ভুক্তং তং ভাগং রক্ষসাং বিদুঃ ॥ ৭

পরোচ্ছিষ্টঞ্চ যদ্ ভুক্তং পরিভুক্তঞ্চ যদ্ ভবেৎ ।
দৈবে পিত্র্যে চ সততং তং ভাগং রক্ষসাং বিদুঃ ॥ ৮

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং যচ্ছ্রাদ্ধং পরিবিশ্যতে ।
ত্রিভির্বর্ণৈর্নরশ্রেষ্ঠ তং ভাগং রক্ষসাং বিদুঃ ॥ ৯

আজ্যাহুতিং বিনা চৈব যৎকিঞ্চিৎ পরিবিশ্যতে ।
দুরাচারৈশ্চ যদ্ ভুক্তং তং ভাগং রক্ষসাং বিদুঃ ॥ ১০

যে ভাগা রক্ষসাং প্রোপ্তাস্ত উক্তা ভরতর্ষভ ।
অত ঊর্ধ্বং বিসর্গস্য পরীক্ষাং ব্রাহ্মণে শৃণু ॥ ১১

যাবন্তঃ পতিতা বিপ্রা জড়োন্মত্তাস্তথৈব চ ;
দৈবে বাপ্যথ পিত্র্যে বা রাজন্ নার্হন্তি কেতনম্ ॥ ১২

শ্বিত্রী ক্লীবশ্চ কুষ্ঠী চ তথা যক্ষ্মহতশ্চ যঃ ।

ভরতনন্দন ! যে অন্নের মধ্যে প্রথমে এরূপ ব্যক্তি ভোজন করিয়াছে, যাহাকে ভোজন করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। অথবা যে সব অন্নের মধ্যে প্রথমে প্রণবাদি বেদ-মন্ত্রসমূহের অনধিকারী শূদ্রাদি ভোজন করিয়াছে, কিংবা কোন অস্ত্রধারী বা দুরাচারী পুরুষ যাহা উপভোগ করিয়াছে, সেই সব অন্নও রাক্ষসগণের ভাগ বলিয়াই বিদ্বান্‌গণ বলেন ॥ ৭

যাহাকে অপর ব্যক্তি উচ্ছিষ্ট করিয়া দিয়াছে, যে সব অন্নের মধ্যে কেহ প্রথমে ভোজন করিয়াছে এবং যাহা দেবতা ও পিতৃগণ এবং অতিথি ও বালকদিগকে না দিয়াই নিজের দ্বারা উপভুক্ত হইয়াছে, এই সব অন্নও দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্যে রাক্ষসগণের ভাগ বলিয়া পণ্ডিতগণ অভিহিত করেন ॥ ৮

নরশ্রেষ্ঠ ! ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের মানুষ বৈদিক মন্ত্র ও তাহার বিধি বিধান বর্জিত হইয়া যে শ্রাদ্ধের অন্ন পরিবেশিত করে, উহাকেও রাক্ষসগণের ভাগ বলিয়াই বিদ্বান্‌গণ জানেন ॥ ৯

ঘৃতের আহুতি না দিয়াই যাহা কিছু পরিবেশন করা হয় এবং যাহার মধ্য হইতে প্রথমে কিছু অংশ অন্য কোন দুরাচারী পুরুষগণের দ্বারা ভুক্ত হইয়া থাকে, উহাকেও রাক্ষসগণের ভাগ বলিয়া জানিতে হইবে। ভরতশ্রেষ্ঠ ! অন্নের যে ভাগ রাক্ষসগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এস্থানে আমি তাহারই বর্ণনা করিলাম ॥ ১০½

এখন দান ও ভোজনের জন্য ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিবার বিষয়ে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। রাজন্ ! যে ব্রাহ্মণ পতিত, জড় বা উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ দেবকার্য্য বা পিতৃকার্য্যে নিমন্ত্রণ করিবার যোগ্য নহে ॥ ১১-১২

অপস্মারী চ যশ্চান্ধো রাজন্ নার্হন্তি কেতনম্ ॥ ১৩

চিকিৎসকা দেবলকা বৃথা নিয়মধারিণঃ ।
সোমবিক্রয়িণশ্চৈব রাজন্ নার্হন্তি কেতনম্ ॥ ১৪

গায়না নর্ত্তকাশ্চৈব প্লবকা বাদকাস্তথা ।
কথকা যোধকাশ্চৈব রাজন্ নার্হন্তি কেতনম্ ॥ ১৫

হোতারো বৃষলানাঞ্চ বৃষাধ্যাপকাস্তথা ।
তথা বৃষলশিষ্যাশ্চ রাজন্ নার্হন্তি কেতনম্ ॥ ১৬

অনুযোক্তা চ যো বিপ্রো অনুযুক্তশ্চ ভারত ।
নার্হতস্তাবপি শ্রাদ্ধং ব্রহ্মবিক্রয়িণৌ হি তৌ ॥ ১৭

অগ্রণীর্যঃ কৃতঃ পূর্বং বর্ণাবরপরিগ্রহঃ ।
ব্রাহ্মণঃ সর্ববিদ্যোঽপি রাজন্ নার্হতি কেতনম্ ॥ ১৮

অনগ্নয়শ্চ যে বিপ্রা মৃতনির্যাতকাশ্চ যে ।
স্তেনাশ্চ পতিতাশ্চৈব রাজন্ নার্হন্তি কেতনম্ ॥ ১৯

রাজন্ ! যাহার দেহে শ্বেতরোগ চিহ্ন হইয়াছে, যে ক্লীব, যে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, রাজযক্ষায় যে পীড়িত, মৃগীরোগে আক্রান্ত, অন্ধ, এরূপ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ পাইবার অধিকারী নহে ॥ ১৩

হে রাজন্ ! চিকিৎসক বা বৈদ্য, দেবালয়ের পূজারী, পাষণ্ড ও মদ বিক্রয়কারী ব্রাহ্মণ, শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে নিমন্ত্রণলাভের যোগ্য নহে ॥ ১৪

রাজন্ ! যে গায়ক বা বাদক, যে নর্ত্তক, যে লম্ফাদির দ্বারা ক্রীড়া দেখাইয়া থাকে, কথকতা বলে এবং যুদ্ধের আস্ফালন দেখায় বা যুদ্ধ করে, সেই ব্রাহ্মণও দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে নিমন্ত্রণ পাইবার অধিকারী নহে ॥ ১৫

হে রাজন্ ! যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে যজ্ঞ করায়, তাহাকে বেদাদি শাস্ত্র পড়ায় কিংবা স্বয়ং তাহার শিষ্য হইয়া তাহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে বা তাহার দাসত্ব করে, সেই ব্যক্তিও নিমন্ত্রণ পাইবার যোগ্য নহে ॥ ১৬

ভরতনন্দন ! যে ব্রাহ্মণ বেতন লইয়া বেদ পড়ায় এবং বেতন দিয়া বেদ পড়ে, ইহারা উভয়েই বেদবিক্রয়ী ; অতএব ইহারাও শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণের যোগ্য নহে ॥ ১৭

রাজন্ ! যে ব্রাহ্মণ প্রথমে সমাজের অগ্রগামী নেতা ছিল এবং পরে কোন শূদ্র-স্ত্রীর সহিত বিবাহ করে, সেই ব্রাহ্মণ সকল বিদ্যায় অভিজ্ঞ হইলেও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণের অধিকারী নয় ॥ ১৮

হে রাজন্ ! যে ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র করে না, যে শবদেহ

অপরিজ্ঞাতপূর্ব্বাশ্চ গণপূর্ব্বাশ্চ ভারত
পুত্রিকাপূর্ব্বপুত্রাশ্চ শ্রাদ্ধে নার্হন্তি কেতনম্ ॥ ২০
ঋণকর্ত্তা চ যো রাজন্ যশ্চ বার্দ্ধুষিকো নরঃ
প্রাণিবিক্রয়বৃত্তিশ্চ রাজন্ নার্হন্তি কেতনম্ ॥ ২১
স্ত্রীপূর্ব্বাঃ কাণ্ডপৃষ্ঠাশ্চ যাবন্তো ভরতর্ষভ।
অজপা ব্রাহ্মণাশ্চৈব শ্রাদ্ধে নার্হন্তি কেতনম্ ॥২২
শ্রাদ্ধে দৈবে চ নির্দ্দিষ্টো ব্রাহ্মণো ভরতর্ষভ।
দাতুঃ প্রতিগ্রহীতুশ্চ শৃণুষ্বানুগ্রহং পুনঃ ॥ ২৩
চীর্ণব্রতা গুণৈর্যুক্তা ভবেয়ুর্যেঽপি কর্ষকাঃ।
সাবিত্রীজ্ঞাঃ ক্রিয়াবন্তস্তে রাজন্ কেতনক্ষমাঃ ॥ ২৪
ক্ষাত্রধর্ম্মিণমপ্যাজৌ কেতয়েৎ কুলজং দ্বিজম্।
ন ত্বেব বণিজং তাত শ্রাদ্ধে চ পরিকল্পয়েৎ ॥ ২৫
অগ্নিহোত্রী চ যো বিপ্রো গ্রামবাসী চ যো ভবেৎ।
অস্তেনশ্চাতিথিজ্ঞশ্চ স রাজন্ কেতনক্ষমঃ ॥ ২৬
সাবিত্রীং জপতে যস্তু ত্রিকালং ভরতর্ষভ।
ভিক্ষাবৃত্তিঃ ক্রিয়াবাংশ্চ স রাজন্ কেতনক্ষমঃ ॥ ২৭
উদিতাস্তমিতো যশ্চ তথৈবাস্তমিতোদিতঃ।
অহিংস্রশ্চাল্পদোষশ্চ স রাজন্ কেতনক্ষমঃ ॥ ২৮
অকল্ককো হ্যতর্কশ্চ ব্রাহ্মণো ভরতর্ষভ।
সংসর্গে ভৈক্ষ্যবৃত্তিশ্চ স রাজন্ কেতনক্ষমঃ ॥২৯
অব্রতী কিতবঃ স্তেনঃ প্রাণিবিক্রয়িকো বণিক্।
পশ্চাচ্চ পীতবান্ সোমং স রাজন্ কেতনক্ষমঃ ॥ ৩০

বহন করে, চুরি করে এবং যে পাপের জন্য পতিত হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণের অধিকারী নহে। ১৯

ভারত! যাহাদের বিষয়ে পূর্ব্বে কিছু জানা যায় নাই, যাহারা জনগণের অগ্রগামী নেতা, পুত্রিকা-ধর্ম্মানুসারে* বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন মাতামহের গৃহে নিবাস করে, এরূপ ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ পাইবার অধিকারী নহে। ২০

রাজন্! যে ব্রাহ্মণ অর্থবৃদ্ধির জন্য অন্য মানুষকে ঋণ দেয় কিংবা অল্প মূল্যে অন্ন ক্রয় করিয়া উহা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া অধিক লাভ করে অথবা প্রাণিগণের ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, এরূপ ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবার যোগ্য নহে। ২১

স্ত্রীর উপার্জনে যাহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, যাহারা বেশ্যার পতি এবং গায়ত্রীজপহীন ও সন্ধ্যা-বন্দনাদি করে না, এরূপ ব্রাহ্মণগণও শ্রাদ্ধে সম্মিলিত হইবার যোগ্য নয়। ২২

ভরতশ্রেষ্ঠ! দেবকর্ম্ম ও শ্রাদ্ধকর্ম্মে বর্ণিত ব্রাহ্মণের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখন দাতা ও প্রতিগ্রহীতা (দানগ্রহণকারী) পুরুষের বর্ণনা করিব, যাহা শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ হইলে পর কোন এক বিশেষ গুণবশতঃ অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, উহা শ্রবণ কর। ২৩

রাজন্! যাঁহারা ব্রাহ্মণোচিত ব্রতপালনকারী, সদ্গুণসম্পন্ন, ক্রিয়ানিষ্ঠ এবং গায়ত্রী মন্ত্র জানেন, তাঁহারা কৃষিকর্ম্মকারী হইলেও তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে। ২৪

তাত! যে কুলীন ব্রাহ্মণ যুদ্ধে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহাকেও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে; কিন্তু যিনি বাণিজ্য করেন, তাঁহাকে কোনরূপেই শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে না। ২৫

রাজন্! যে ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্রী, যিনি নিজেরই গ্রামে বাস করেন, যিনি চুরি করেন না এবং অতিথিসৎকার কার্য্যে অভিজ্ঞ, তিনিও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ পাইবার যোগ্য। ২৬

ভরতভূষণ নরেশ! ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন, যিনি ভিক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং যিনি ক্রিয়া-নিষ্ঠ, তিনিও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ পাইবার অধিকারী। ২৭

রাজন্! যে ব্রাহ্মণ উন্নত হইয়াও তৎকালেই অবনত হইয়াছেন ও অবনত থাকিয়াও উন্নত হইয়াছেন এবং কোনও জীবের হিংসা করেন না, তিনি যদি অল্পদোষেও দোষী থাকেন, তবে তাঁহাকেও নিমন্ত্রণ করা উচিত। ২৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! যিনি দম্ভরহিত, বৃথা তর্ক বিতর্ক করেন না এবং সম্পর্ক স্থাপিত করিবার যোগ্য গৃহ হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া জীবননির্ব্বাহ করেন, এই ব্রাহ্মণও নিমন্ত্রণ পাইবার অধিকারী। ২৯

রাজন্! যে ব্রাহ্মণ ব্রতহীন, ধূর্ত্ত, চোর, প্রাণিগণের ক্রয়-বিক্রয়কারী এবং বণিগ্‌ বৃত্তির দ্বারা জীবিকা অর্জনকারী হইয়াও পরে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া উহাতে সোমরস পান করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণও নিমন্ত্রণ লাভের যোগ্য। ৩০

* যখন কেহ নিজের কন্যাকে এই সর্ত্ত করাইয়া বিবাহ দেয় যে, ইহার প্রথম পুত্রকে আমি লইব এবং নিজের পুত্র বলিয়া তাহাকে মনে করিব। এরূপ বিবাহ দেওয়াকে বলে—পুত্রিকাধর্ম্মানুসারে বিবাহ। এই নিয়মে প্রাপ্ত পুত্রও শ্রাদ্ধের অধিকারী হয় না।

অর্জয়িত্বা ধনং পূর্বং দারুণৈরপি কর্মভিঃ ।
ভবেৎ সর্বাতিথিঃ পশ্চাৎ স রাজন্ কেতনক্ষমঃ ॥ ৩১
ব্রহ্মবিক্রয়নির্দিষ্টং স্ত্রিয়া যচ্চার্জিতং ধনম্ ।
অদেয়ং পিতৃ-বিপ্রেভ্যো যচ্চ ক্লৈব্যাদুপার্জিতম্ ॥৩২
ক্রিয়মাণেঽপবর্গে চ যো দ্বিজো ভরতর্ষভ ।
ন ব্যাহরতি যদ্যুক্তং তস্যাধর্মো গবানৃতম্ ॥ ৩৩
শ্রাদ্ধস্য ব্রাহ্মণঃ কালঃ প্রাপ্তং দধি ঘৃতং তথা ।
সোমক্ষয়শ্চ মাংসঞ্চ যদারণ্যং যুধিষ্ঠির ॥ ৩৪
(মুহূর্তানাং ত্রয়ং পূর্বমহ্নঃ প্রাতরিতি স্মৃতম্ ।
জপ-ধ্যানাদিভিস্তস্মিন্ বিপ্রৈঃ কার্য্যং শুভব্রতম্ ॥
সঙ্গবাখ্যং ত্রিভাগং তু মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্তকঃ ।
লৌকিকং সঙ্গবেঽর্থাঞ্চ স্নানাদি হ্যথ মধ্যমে ॥
চতুর্থমপরাহ্ণং তু ত্রিমুহূর্তং তু পিত্র্যকম্ ।
সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্তঞ্চ মধ্যমং কবিভিঃ স্মৃতম্ ॥)
শ্রাদ্ধাপবর্গে বিপ্রস্য স্বধা বৈ মুদিতা ভবেৎ ।
ক্ষত্রিয়স্যাপি যো ব্রূয়াৎ প্রীয়ন্তাং পিতরস্ত্বিতি ॥ ৩৫
অপবর্গে তু বৈশ্যস্য শ্রাদ্ধকর্মণি ভারত ।
অক্ষয্যমভিধাতব্যং স্বস্তি শূদ্রস্য ভারত ॥ ৩৬
পুণ্যাহবাচনং দৈবং ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে ।
এতদেব নিরোঙ্কারং ক্ষত্রিয়স্য বিধীয়তে ॥ ৩৭
বৈশ্যস্য দৈবে বক্তব্যং প্রীয়ন্তাং দেবতা ইতি ।
কর্মণামানুপূর্ব্যেণ বিধিপূর্বং কৃতং শৃণু ॥ ৩৮
জাতকর্মাদিকাঃ সর্বাস্ত্রিষু বর্ণেষু ভারত ।
ব্রহ্মক্ষত্রে হি মন্ত্রোক্তা বৈশ্যস্য চ যুধিষ্ঠির ॥ ৩৯
বিপ্রস্য রশনা মৌঞ্জী মৌর্বী রাজন্যগামিনী ।
বাল্বজী হ্যেব বৈশ্যস্য ধর্ম এষ যুধিষ্ঠির ॥ ৪০

হে রাজন্! যিনি প্রথমে সর্বপ্রকার কঠোর কর্মের দ্বারা ধন উপার্জন করিয়া পরে সর্বতোভাবে অতিথিসেবক হইয়া যান, তিনিও শ্রাদ্ধে আহ্বান করিবার অধিকারী হন। ৩১

যে ধন বেদবিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং স্ত্রীর দ্বারা যে ধন উপার্জিত হইয়াছে অথবা মানুষের সম্মুখে দীনতা দেখাইয়া ভিক্ষা করিয়া আনা হইয়াছে, এই ধন শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণকে দানের যোগ্য নয়। ৩২

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ সমাপ্তি হইলে পর 'অস্তু স্বধা' আদি তৎকালোচিত বাক্য প্রয়োগ করেন না, তিনি গোর মিথ্যা শপথ লইবার পাপ ভাগী হন*। ৩৩

যুধিষ্ঠির! যে কোনও দিনে সুপাত্র ব্রাহ্মণ, দধি, ঘৃত, অমাবস্যা তিথি, মাংস এবং বনজাত কন্দ, মূল ও ফলসমূহের প্রাপ্তি হইবে, তাহাই শ্রাদ্ধের উত্তম কাল। ৩৪

(দিনের প্রথম তিন মুহূর্তকে (এক মুহূর্ত — ৪৮ মিনিট) প্রাতঃকাল বলে। ইহাতে ব্রাহ্মণগণেরও জপ ও ধ্যানাদির দ্বারা নিজেদের পক্ষে কল্যাণকারী ব্রত প্রভৃতি পালন করা উচিত। তাহার পর তিন মুহূর্তকে 'সঙ্গব' বলে এবং সঙ্গবের পর তিন মুহূর্তকে 'মধ্যাহ্ন' বলে। সঙ্গবকালে লৌকিককার্য্য করা উচিত ও মধ্যাহ্নকালে স্নান-সন্ধ্যাবন্দনাদি করা উচিত। মধ্যাহ্নের পর তিন মুহূর্তকে 'অপরাহ্ণ' বলে। দিনের এই চতুর্থ ভাগ পিতৃ-কার্য্যের পক্ষে উপযোগী। ইহার পর তিন মুহূর্তকে 'সায়াহ্ন' বলা হইয়াছে। ইহাকে বিদ্বানগণ দিন ও রাত্রির মধ্যসময় বলিয়া উল্লেখ করেন।)

ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইলে পর ব্রাহ্মণের দ্বারা 'স্বধা সম্পদ্যতাম্' এই বাক্য উচ্চারিত হইলে পিতৃগণের প্রসন্নতা হয়। ক্ষত্রিয়ের গৃহে শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইলে পর 'পিতরঃ প্রীয়ন্তাম্' এই বাক্য উচ্চারণ করা উচিত। ৩৫

ভারত! বৈশ্যের গৃহে শ্রাদ্ধ-কর্ম সমাপ্তির পর 'অক্ষয্যমস্তু' এই বাক্য উচ্চারণ করিতে হয় এবং শূদ্রের শ্রাদ্ধ সমাপ্তির পর 'স্বস্তি' এই বাক্য উচ্চারণ করা কর্তব্য। ৩৬

এইরূপ যখন ব্রাহ্মণের গৃহে দেবকার্য্য হয়, তখন সেখানে ওঙ্কারসহ পুণ্যাহবাচনের বিধান আছে অর্থাৎ 'ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু' আপনারা পুণ্যাহবাচন করুন, এই কথা যজমান বলিলে পর ব্রাহ্মণগণ 'ওঁ পুণ্যাহং' এই কথা বলিবেন। এই বাক্য ক্ষত্রিয়ের স্থলে বিনা ওঙ্কারে উচ্চারণ করিতে হয়। ৩৭

বৈশ্যের গৃহে দেবকার্য্যে 'প্রীয়ন্তাং দেবতাঃ' এই বাক্য উচ্চারণ করণীয়। এখন তিন বর্ণের ক্রমশঃ কর্মানুষ্ঠানের বিধান শ্রবণ কর। ৩৮

ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! তিন বর্ণের মধ্যে জাতকর্মাদি সমস্ত সংস্কারের বিধান আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের সমস্ত সংস্কার বেদমন্ত্রসমূহের উচ্চারণ সহকারে সম্পন্ন করা উচিত। ৩৯

যুধিষ্ঠির! উপনয়নের সময় ব্রাহ্মণের মুঞ্জতৃণনির্মিত, ক্ষত্রিয়ের প্রত্যঞ্চা (ধনুর গুণ)-নির্মিত এবং বৈশ্যের শণনির্মিত মেখলা ধারণ করিতে হয়। ইহাই ধর্ম। ৪০

* গবানৃতম্—অনৃতগোদানজন্যং পাপম্—ইতি নীলকণ্ঠঃ
অন্যত্র চ—গবানৃতম্—গবা বাচা অনৃতং মিথ্যাভাষণমিব অধর্মঃ পাপম্।

(পালাশো দ্বিজদণ্ডঃ স্যাদশ্বত্থঃ ক্ষত্রিয়স্য তু।
ঔদুম্বরশ্চ বৈশ্যস্য ধর্ম এষ যুধিষ্ঠির ॥)
দাতুঃ প্রতিগ্রহীতুশ্চ ধর্মাধর্মাবিমৌ শৃণু।
ব্রাহ্মণস্যানৃতেঽধর্মঃ প্রোক্তঃ পাতকসংজ্ঞিতঃ ॥
চতুর্গুণঃ ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্যাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ ॥ ৪১
নাক্তত্র ব্রাহ্মণোঽশ্নীয়াৎ পূর্বং বিপ্রেণ কেতিতঃ।
যবীয়ান্ পশুহিংসায়াং তুল্যধর্মা ভবেৎ স হি ॥ ৪২
তথা রাজন্য-বৈশ্যাভ্যাং যদ্যশ্নীয়াত্তু কেতিতঃ।
যবীয়ান্ পশুহিংসায়াং ভাগার্ধং সমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৩
দৈবং বাপ্যথবা পিত্র্যং যোঽশ্নীয়াদ্ ব্রাহ্মণাদিষু।
অস্নাতো ব্রাহ্মণো রাজংস্তস্যাধর্মো গবানৃতম্ ॥ ৪৪
আশৌচো ব্রাহ্মণো রাজন্ যোঽশ্নীয়াদ্ ব্রাহ্মণাদিষু।
জ্ঞানপূর্বমথো লোভাৎ তস্যাধর্মো গবানৃতম্ ॥ ৪৫
অর্থেনান্যেন যো লিপ্সেৎ কর্মার্থং চৈব ভারত।
আমন্ত্রয়তি রাজেন্দ্র তস্যাধর্মোঽনৃতং স্মৃতম্ ॥ ৪৬
অবেদব্রতচারিত্রাস্ত্রিভির্বর্ণৈর্যুধিষ্ঠির।
মন্ত্রবৎ পরিবিশ্যন্তে তস্যাধর্মো গবানৃতম্ ॥৪৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পিত্র্যং বাপ্যথবা দৈবং দীয়তে যৎ পিতামহ।
এতদিচ্ছাম্যহং জ্ঞাতুং দত্তং কেষু মহাফলম্ ॥ ৪৮

ভীষ্ম উবাচ।

যেষাং দারাঃ প্রতীক্ষন্তে সুবৃষ্টিমিব কর্ষকাঃ।
উচ্ছেষপরিশেষং হি তান্ ভোজয় যুধিষ্ঠির ॥ ৪৯
চারিত্রনিরতা রাজন্ যে কৃশাঃ কৃশবৃত্তয়ঃ।
অর্থিনশ্চোপগচ্ছন্তি তেষু দত্তং মহাফলম্ ॥ ৫০
তদ্ভক্তাস্তদ্গৃহা রাজংস্তদ্বলাস্তদপাশ্রয়াঃ।
অর্থিনশ্চ ভবন্ত্যর্থে তেষু দত্তং মহাফলম্ ॥ ৫১

(ব্রাহ্মণের দণ্ড পলাশ, ক্ষত্রিয়ের দণ্ড অশ্বত্থ এবং বৈশ্যের দণ্ড যজ্ঞডুমুর হইবে। যুধিষ্ঠির! ইহাই ধর্ম।)

এখন দাতা ও প্রতিগ্রহীতার ধর্মাধর্ম শ্রবণ কর। মিথ্যা কথা বলিলে ব্রাহ্মণের যে অধর্ম বা পাপ হয়, তাহার চতুর্গুণ ক্ষত্রিয়ের এবং অষ্টগুণ বৈশ্যের হয়॥ ৪১

যদি কোন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বেই শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন, তবে সেই নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের আর অন্য স্থানে যাইয়া ভোজন করা উচিত নয়। যদি তিনি তাহা করেন, তবে 'হীন' বলিয়া কথিত হন এবং পশুহিংসার পাপভাগী হইয়া থাকেন॥ ৪২-৪৩

হে রাজন্! যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের গৃহে দেবযজ্ঞ অথবা শ্রাদ্ধে স্নান না করিয়াই ভোজন করেন, তাঁহার গোর মিথ্যা শপথ করার ন্যায় পাপ হয়॥ ৪৪

রাজন্! যে ব্রাহ্মণ নিজের অশৌচ অবস্থায় থাকিয়াও লোভবশতঃ জানিয়া শুনিয়াই অন্য ব্রাহ্মণাদির গৃহে শ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন করেন. তাঁহারও গোর মিথ্যা শপথ করার পাপ হয়॥ ৪৫

ভরতনন্দন! রাজেন্দ্র! যে ব্যক্তি তীর্থযাত্রাদি অন্য প্রয়োজন দেখাইয়া ধন ভিক্ষা করে অথবা 'আমাকে অমুক যজ্ঞ করিবার জন্য ধন দিন' এই কথা বলিয়া যে দাতাকে দান দিবার জন্য প্রেরিত করে, তাহারও মিথ্যা শপথের পাপ হইয়া থাকে॥ ৪৬

যুধিষ্ঠির! যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বেদ ও ব্রত অপালনকারী ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অন্ন পরিবেশন করেন, তাঁহাদেরও গোর মিথ্যা শপথের পাপ হয়॥ ৪৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! দেবযজ্ঞ অথবা শ্রাদ্ধ-কর্ম্মে যে দান দেওয়া হয়, উহা কিরূপ ব্যক্তিকে দান করিলে মহৎফলের প্রাপ্তিকারক হইয়া থাকে? আমি ইহা জানিতে অভিলাষী হইয়াছি॥ ৪৮

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যেরূপ কৃষকগণ সুবর্ষার প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ যাহাদের গৃহে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীর ভোজনের পর অবশিষ্ট অন্নের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রস্তুত অন্ন ব্যতীত যাঁহাদের গৃহে আর অন্য কোন অন্ন সংগৃহীত থাকে না, সেই নির্ধন ব্রাহ্মণগণকে তুমি অবশ্যই ভোজন করাইবে॥ ৪৯

রাজন্! যাঁহারা সদাচারপরায়ণ, যাহাদের জীবিকার উপায় চলিয়া গিয়াছে এবং সেই কারণে ভোজন না পাওয়ায় যাহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তিগণ যদি যাচক হইয়া দাতার নিকটে আসেন, তবে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দাতার দান মহাফলদায়ক হয়॥ ৫০

হে রাজন্! যাঁহারা সদাচারেরই ভক্ত, যাঁহাদের গৃহে সদাচার পালিত হইয়া থাকে, যাহাদের সদাচারই বল এবং যাঁহারা সদাচারই অবলম্বন করিয়া আছেন, তাঁহারা যদি প্রয়োজনবোধে যাচ্ঞা করেন, তবে তাঁহাদিগকে প্রদত্ত দানও মহাফলদায়ক হয়॥ ৫১

তস্করেভ্যঃ পরেভ্যো বা যে ভয়ার্তা যুধিষ্ঠির।
অর্থিনো ভোক্তুমিচ্ছন্তি তেষু দত্তং মহাফলম্ ॥ ৫২
অকল্কস্য বিপ্রস্য রৌক্ষ্যাৎ করকৃতাত্মনঃ।
বটবো যস্য ভিক্ষন্তি তেভ্যো দত্তং মহাফলম্ ॥ ৫৩
হৃতস্বা হৃতদারাশ্চ যে বিপ্রা দেশসংপ্লবে।
অর্থার্থমভিগচ্ছন্তি তেভ্যো দত্তং মহাফলম্ ॥ ৫৪
ব্রতিনো নিয়মস্থাশ্চ যে বিপ্রাঃ শ্রুতসম্মতাঃ।
তৎসমাপ্ত্যর্থমিচ্ছন্তি তেভ্যো দত্তং মহাফলম্ ॥ ৫৫
অত্যুৎক্রান্তাশ্চ ধর্মেষু পাষণ্ডসময়েষু চ।
কৃশপ্রাণাঃ কৃশধনাস্তেভ্যো দত্তং মহাফলম্ ॥ ৫৬
(ব্রতানাং পারণার্থায় পুত্রদারার্থমেব বা।
মহাব্যাধিবিমোক্ষায় তেষু দত্তং মহাফলম্ ॥
বালাঃ স্ত্রিয়শ্চ বাঞ্ছন্তি সুভক্তং চাপ্যসাধনাঃ।
স্বর্গমায়ান্তি দত্ত্বৈষাং নিরয়ান্ নোপযান্তি তে ॥)
কৃতসর্বস্বহরণা নির্দোষাঃ প্রভবিষ্ণুভিঃ।
স্পৃহয়ন্তি চ ভুক্ত্বান্নং তেষু দত্তং মহাফলম্ ॥ ৫৭
তপস্বিনস্তোপনিষ্ঠাস্তেষাং ভৈক্ষচরাশ্চ যে।
অর্থিনঃ কিঞ্চিদিচ্ছন্তি তেষু দত্তং মহাফলম্ ॥ ৫৮
মহাফলবিধির্দানে শ্রুতস্তে ভরতর্ষভ।
নিরয়ং যেন গচ্ছন্তি স্বর্গং চৈব হি তচ্ছৃণু ॥ ৫৯
গুর্বর্থমভয়ার্থং বা বর্জয়িত্বা যুধিষ্ঠির।
যেঽনৃতং কথয়ন্তি স্ম তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৬০
পরদারাভিহর্তারঃ পরদারাভিমর্শিনঃ।
পরদারপ্রযোক্তারস্তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৬১
যে পরস্বাপহর্তারঃ পরস্বানাঞ্চ নাশকাঃ।
সূচকাশ্চ পরেষাং যে তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৬২

যুধিষ্ঠির! চোর ও শত্রুগণের ভয়ে পীড়িত হইয়া উপস্থিত যে যাচকগণ কেবল ভোজন কামনা করে, তাহাদিগকে প্রদত্ত দানও মহাফলপ্রাপ্তিকারক হয় ॥ ৫২

যাঁহার মনে কোনরূপ কপটতা নাই, অত্যন্ত দারিদ্র্যের জন্য হস্তে অন্ন পাইলেই যাঁহার শিশুপুত্রগণ 'আমাকে দাও' 'আমাকে দাও' এই কথা বলিয়া অন্ন ভিক্ষা করিতে থাকে, এরূপ নির্ধন ব্রাহ্মণ ও তাঁহার সেই শিশুপুত্রগণকে প্রদত্ত দানও মহাফল প্রদান করে। ৫৩

দেশমধ্যে বিপ্লবের সময় যাঁহাদের ধন ও স্ত্রী অপহৃত হইয়াছে, সেই সব ব্রাহ্মণ যদি ধন যাচ্ঞা করিবার জন্য আসেন, তবে তাঁহাদিগকে দত্ত দানও মহাফলদায়ক হইয়া থাকে। ৫৪

যাঁহারা ব্রত ও নিয়ম অবলম্বন করিয়া অবস্থিত আছেন, সেই ব্রাহ্মণগণ যদি বেদশাস্ত্রের সম্মতি অনুসারে চলেন এবং নিজেদের ব্রত সমাপ্তির জন্য ধনভিক্ষা করেন, তবে তাঁহাদিগকে দান করিলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে। ৫৫

যাঁহারা পাষণ্ডগণের ধর্ম হইতে দূরে থাকেন, যাঁহাদের নিকট ধনের অভাব আছে এবং যাঁহারা অন্ন না পাওয়ায় অন্ন-ভোজন না করায় জন্য দুর্বল হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রদত্ত দানও মহাফলদায়ক হয়। ৫৬

(যে সব বিদ্বান্ পুরুষ ব্রতসকলের পারণ, গুরুদক্ষিণা, যজ্ঞ-দক্ষিণা ও বিবাহের জন্য ধন ভিক্ষা করেন, তাঁহাদিগকেও ধন দান করিলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা মাতা-পিতাকে রক্ষার জন্য, স্ত্রী-পুত্রগণের পালনের জন্য এবং মহারোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য ধন প্রার্থনা করেন, তাঁহাদিগকে প্রদত্ত দানও মহাফল প্রদান করে।

বালক ও স্ত্রীগণ যদি সর্বপ্রকার সাধন (উপায়)-হীন হইয়া কেবল ভোজন কামনা করে, তবে তাহাদিগকে ভোজন দিয়া দাতা স্বর্গে গমন করেন, নরকে তিনি পতিত হন্ না।)

প্রভাবশালী দস্যুরা যে সব নির্দোষ মানুষের সর্বস্ব অপহরণ করিয়া থাকে, অতএব তাঁহারা যদি ভোজনের জন্য অন্ন ভিক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে প্রদত্ত দানও মহাফলদায়ক হয়। ৫৭

যাঁহারা তপস্বী ও তপোনিষ্ঠ এবং তপস্বিগণের জন্য ভিক্ষা করেন, এরূপ যাচকগণ যদি কিছু প্রার্থনা করেন, তবে তাঁহাদিগকেও দান করিলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে। ৫৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! কাঁহাদিগকে দান করিলে মহাফল লাভ হয়; আমি সেই বিষয় তোমাকে শুনাইলাম। এখন যে সব কর্মের দ্বারা মানুষেরা নরক ও স্বর্গে গমন করে তাহা শ্রবণ কর। ৫৯

যুধিষ্ঠির! গুরুর জন্য এবং অন্য ব্যক্তিকে ভয় হইতে মুক্ত করিবার জন্য—এই দুইটি কর্ম বর্জন করিয়া অন্যত্র যাহারা মিথ্যা কথা বলে, সেই সব মানুষ নরকগামী হয়।৬০

যাহারা অপরের স্ত্রী হরণ করে, যাহারা অপরের স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করে এবং দূত হইয়া পরস্ত্রীকে অন্যের সহিত সম্মিলিত করে; তাহারা নরকে গমন করে। ৬১

যাহারা অপরের ধন অপহরণ করে, যাহারা অপরের ধন নষ্ট

প্রপাণাঞ্চ সভানাঞ্চ সংক্রমাণাঞ্চ ভারত।
অগারাণাঞ্চ ভেত্তারো নরা নিরয়গামিনঃ ॥ ৬৩
অনাথাং প্রমদাং বালাং বৃদ্ধাং ভীতাং তপস্বিনীম্।
বঞ্চয়ন্তি নরা যে চ তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৬৪
বৃত্তিচ্ছেদং গৃহচ্ছেদং দারচ্ছেদঞ্চ ভারত।
মিত্রচ্ছেদং তথাঽঽশায়াস্তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৬৫
সূচকাঃ সেতুভেত্তারঃ পরবৃত্ত্যুপজীবকাঃ।
অকৃতজ্ঞাশ্চ মিত্রাণাং তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৬৬
পাষণ্ডা দূষকাশ্চৈব সময়ানাঞ্চ দূষকাঃ।
যে প্রত্যবসিতাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৬৭
বিষমব্যবহারাশ্চ বিষমাশ্চৈব বৃদ্ধিষু।
লাভেষু বিষমাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৬৮
দ্যূতসংব্যবহারাশ্চ নিষ্পরীক্ষাশ্চ মানবাঃ।
প্রাণিহিংসাপ্রবৃত্তাশ্চ তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৬৯

কৃতাশং কৃতনির্দেশং কৃতভক্তং কৃতশ্রমম্।
ভেদৈর্যে ব্যপকর্ষন্তি তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৭০
পর্য্যশ্নন্তি চ যে দারানগ্নি-ভৃত্যাতিথীংস্তথা।
উৎসন্নপিতৃ-দেবেজ্যাস্তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৭১
বেদবিক্রয়িণশ্চৈব বেদানাং চৈব দূষকাঃ।
বেদানাং লেখকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৭২
চাতুরাশ্রম্যবাহ্যাশ্চ শ্রুতিবাহ্যাশ্চ যে নরাঃ।
বিকর্মভিশ্চ জীবন্তি তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৭৩
কেশবিক্রয়িকা রাজন্ বিষবিক্রয়িকাশ্চ যে।
ক্ষীরবিক্রয়িকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৭৪
ব্রাহ্মণানাং গবাং চৈব কন্যানাঞ্চ যুধিষ্ঠির।
যেঽন্তরং যান্তি কার্য্যেষু তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৭৫
শস্ত্রবিক্রয়িকাশ্চৈব কর্তারশ্চ যুধিষ্ঠির।
শল্যানাং ধনুষাং চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৭৬

রুয়িয়া দেয় এবং যাহারা অন্য ব্যক্তিগণের নিন্দা করে, তাহারাও নরকগামী হয়। ৬২

ভরতনন্দন! যাহারা পানীয়শালা, সভা, সেতু ও অন্যের গৃহসকল নষ্ট করে, সেই সব মানুষও নরকে গমন করিয়া থাকে। ৬৩

যাহারা অনাথা, বৃদ্ধা, তরুণী, বালিকা, ভয়ভীতা ও তপস্বিনী স্ত্রীকে প্রতারণা করে; সেইসব মানুষও নরকগামী হয়॥ ৬৪

ভরতনন্দন! যাহারা অপরের জীবিকা নষ্ট করে, গৃহ উচ্ছেদ করে, পতি-পত্নীমধ্যে বিচ্ছেদ উৎপন্ন করে, মিত্রগণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে এবং কাহারও আশা ভঙ্গ করে, তাহারা নিশ্চয়ই নরকগামী হয়। ৬৫

যাহারা খল, কুলধর্ম্মমর্য্যাদা নষ্টকারী, অপরের বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং মিত্রগণের দ্বারা কৃত উপকার বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহারা নরকে গমন করে। ৬৬

যাহারা পাষণ্ড, নিন্দুক, ধর্ম্মীয় নিয়মসমূহের বিরোধী এবং যাহারা একবার সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুনরায় গৃহস্থ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহারাও নরকগামী হয়। ৬৭

যাহাদের ব্যবহার সকলের প্রতি সমান নয় এবং যাহারা লাভ ও বৃদ্ধিতে বিষমদৃষ্টি হইয়া যায়, তাহারা নরকে গমন করে। ৬৮

যাহারা কোন মানুষকে পরীক্ষা করিতে পারে না, যাহারা দ্যূতের কার্য্য করে এবং যাহাদের সর্ব্বদা জীবহিংসায় প্রবৃত্তি হয়, তাহারাও নরকে গমন করে। ৬৯

যাহারা বেতন দ্বারা নিযুক্ত পরিশ্রমী ভৃত্যকে কিছু দিবার আশা দিয়া এবং উহা প্রদানের সময় নিরস্ত করিয়া দিয়া তাহাকে পূর্ব্বেই ভেদনীতির সাহায্যে প্রভুর গৃহাদি হইতে অন্যত্র লইয়া যায়, তাহারা নরকগামী হইয়া থাকে॥ ৭০

যাহারা পিতৃগণ এবং দেবতাগণের যজন-পূজা ত্যাগ করত অগ্নিতে আহুতি না দিয়াই এবং অতিথি, পোষ্যবর্গ ও স্ত্রী-পুত্রাদিকে অন্ন প্রদান না করিয়াই নিজেরা ভোজন করে, তাহারা নরকগামী হয়। ৭১

যাহারা বেদবিক্রয়ী, সকল বেদের নিন্দা করে এবং বিক্রয় করিবার জন্যই বেদমন্ত্রসমূহ লিখিয়া থাকে, তাহারাও নরকে গমন করে॥ ৭২

যে সব মানুষ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রম ও বেদ-মর্য্যাদা হইতে বাহিরে অবস্থিত থাকে এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, তাহারাও নরকগামী হয়। ৭৩

রাজন্! যে ব্রাহ্মণগণ কেশ, বিষ ও দুগ্ধ বিক্রয় করে, তাহারাও নরকে গমন করিয়া থাকে। ৭৪

যুধিষ্ঠির! যাহারা ব্রাহ্মণ, গো ও কন্যাগণের হিতকর কার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তাহারাও নরকগামী হয়। ৭৫

যুধিষ্ঠির! যে সব ব্রাহ্মণ অস্ত্র বিক্রয় করে, ধনু ও বাণ প্রভৃতি অস্ত্রসকল নির্ম্মাণ করে, সেই ব্রাহ্মণগণও নরকগামী হয়। ৭৬

শিলাভিঃ শঙ্কুভির্বাপি শ্বভ্রৈর্বা ভরতর্ষভ ।
যে মার্গমনুরুন্ধন্তি তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৭৭
উপাধ্যায়াংশ্চ ভৃত্যাংশ্চ ভক্তাংশ্চ ভরতর্ষভ ।
যে ত্যজন্ত্যবিকারাংস্ত্রীংস্তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৭৮
অপ্রাপ্তদমকাশ্চৈব নাসানাং বেধকাশ্চ যে ।
বন্ধকাশ্চ পশূনাং যে তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৭৯
অগোপ্তারশ্চ রাজানো বলিষড়্ভাগতস্করাঃ ।
সমর্থাশ্চাপ্যদাতারস্তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৮০
(সংশ্রুত্য চাপ্রদাতারো দরিদ্রাণাং বিনিন্দকাঃ ।
শ্রোত্রিয়াণাং বিনীতানাং দরিদ্রাণাং বিশেষতঃ ॥
ক্ষমিণাং নিন্দকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥)
ক্ষান্তান্ দান্তাংস্তথা প্রাজ্ঞান্ দীর্ঘকালং সহোষিতান্ ।
ত্যজন্তি কৃতকৃত্যা যে তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৮১
বালানামথ বৃদ্ধানাং দাসানাং চৈব যে নরাঃ ।
অদত্ত্বা ভক্ষয়ন্ত্যগ্রে তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৮২
এতে পূর্বং বিনির্দিষ্টাঃ প্রোক্তা নিরয়গামিনঃ ।
ভাগিনঃ স্বর্গলোকস্য বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ৮৩
সর্বেষেব তু কার্য্যেষু দৈবপূর্বেষু ভারত ।
হন্তি পুত্রান্ পশূন্ কৃৎস্নান্ ব্রাহ্মণাতিক্রমঃ কৃতঃ ॥ ৮৪
দানেন তপসা চৈব সত্যেন চ যুধিষ্ঠির ।
যে ধর্মমনুবর্ত্তন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৮৫
শুশ্রূষাভিস্তপোভিশ্চ বিদ্যামাদায় ভারত ।
যে প্রতিগ্রহনিঃস্নেহাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৮৬
ভয়াৎ পাপাত্তথা বাধাদ্ দরিদ্র্যাদ্ ব্যাধিধর্ষণাৎ ।
যৎকৃতে প্রতিমুচ্যন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৮৭
ক্ষমাবন্তশ্চ ধীরাশ্চ ধর্মকার্য্যেষু চোত্থিতাঃ ।
মঙ্গলাচারসম্পন্নাঃ পুরুষাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৮৮
নিবৃত্তা মধুমাংসেভ্যঃ পরদারেভ্য এব চ ।
নিবৃত্তাশ্চৈব মদ্যেভ্যস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৮৯
আশ্রমাণাঞ্চ কর্তারঃ কুলানাং চৈব ভারত ।
দেশানাং নগরাণাঞ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৯০

ভরতশ্রেষ্ঠ ! যাহারা প্রস্তর রাখিয়া, কণ্টক পাতিয়া এবং গর্ত্ত খনন করিয়া পথ অবরোধ করে, তাহারাও নরকগামী হয় । ৭৭

ভরতবংশধরপ্রধান ! যাহারা অধ্যাপক, সেবক ও নিজেদের ভক্তগণ—এই তিন ব্যক্তিদিগকে বিনা অপরাধেই পরিত্যাগ করে, তাহারাও নরকে গমন করিয়া থাকে । ৭৮

যাহারা অবশীভূত পশুগণকে দমন করে, নাসিকা বিদ্ধ করে এবং গৃহের মধ্যে তাহাদের বদ্ধ করিয়া রাখে, তাহারা নরকগামী হয় । ৭৯

যাহারা রাজা হইয়াও প্রজাগণকে রক্ষা করে না, তাহাদের উপার্জনের ষষ্ঠভাগ গ্রহণের ছলে উহা অপহরণ করে এবং যাহারা সমর্থ হইয়াও দান করে না, তাহারাও নরকগামী হয় । ৮০

(যাহারা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও দেয় না, দরিদ্র ও বিনয়শীল নির্ধন শ্রোত্রিয়গণের এবং ক্ষমাশীলগণের নিন্দা করে, উহারাও নরকে গমন করিয়া থাকে ।)

যাহারা ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও দীর্ঘকাল ধরিয়া সহকারী বিদ্বান্‌গণকে নিজেদের কার্য্য সিদ্ধ হইয়া যাইলে পর পরিত্যাগ করে, তাহারা নরকগামী হয় । ৮১

যাহারা বালক, বৃদ্ধ ও সেবকগণকে না দিয়াই প্রথমে নিজেরা ভোজন করে, তাহারা নরকগামী হয় । ৮২

ভরতশ্রেষ্ঠ ! পূর্বোক্ত কথানুসারে এস্থলে নরকগামী মনুষ্যগণের আমি এই বর্ণনা করিলাম । এখন স্বর্গলোকভাগী মনুষ্যদিগের কথা বলিব । ৮৩

ভরতনন্দন ! যে সব কার্য্যে পূর্বে দেবতাগণের পূজা করা হয়, এরূপ সমস্ত কার্য্যে যদি ব্রাহ্মণের অপমান করা হইয়া থাকে, তবে তাহা অপমানকারীর সকল পুত্র ও পশুগণকে নাশ করিয়া দেয় । ৮৪

যাঁহারা দান, তপস্যা ও সত্যের দ্বারা ধর্মানুষ্ঠান করেন, সেই সব মানুষ স্বর্গগামী হন । ৮৫

ভারত ! যাঁহারা গুরুসেবা ও তপস্যা পূর্বক বেদাধ্যয়ন করত প্রতিগ্রহে আসক্ত হন না, সেই সব মানুষও স্বর্গ গমন করেন । ৮৬

যাঁহাদের প্রযত্নে মানুষ ভয়, পাপ, বাধা, দরিদ্রতা ও ব্যাধিজনিত পীড়া হইতে মুক্তি লাভ করে, সেই সব মনুষ্যগণ স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন । ৮৭

যাঁহারা ক্ষমাবান্, ধীর, ধর্মকার্য্যে উদ্যোগী এবং মাঙ্গলিক আচারসম্পন্ন, সেই সব পুরুষগণও স্বর্গগামী হন । ৮৮

যাঁহারা মধু, মাংস, মদ্য ও পরস্ত্রী হইতে দূরে থাকেন, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গলোকে গমন করেন । ৮৯

ভারত ! যাঁহারা আশ্রম, কুল, দেশ ও নগরের নির্মাতা, এবং সংরক্ষক, সেই মানুষগণও স্বর্গগামী হন । ৯০

বস্ত্রাভরণদাতারো ভক্ষ্যপানান্নদাস্তথা।
কুটুম্বানাঞ্চ দাতারঃ পুরুষাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৯১
সর্বহিংসানিবৃত্তাশ্চ নরাঃ সর্বসহাশ্চ যে।
সর্বস্যাশ্রয়ভূতাশ্চ তে নরা স্বর্গগামিনঃ ॥ ৯২
মাতরং পিতরং চৈব শুশ্রূষন্তি জিতেন্দ্রিয়াঃ।
ভ্রাতৄণাং চৈব সস্নেহাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৯৩
আঢ্যাশ্চ বলবন্তশ্চ যৌবনস্থাশ্চ ভারত।
যে বৈ জিতেন্দ্রিয়া ধীরাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৯৪
অপরাধিষু সস্নেহা মৃদবো মৃদুবৎসলাঃ।
আরাধনসুখাশ্চাপি পুরুষাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৯৫
সহস্রপরিবেষ্টারস্তথৈব চ সহস্রদাঃ
ত্রাতারশ্চ সহস্রাণাং তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৯৬
সুবর্ণস্য চ দাতারো গবাঞ্চ ভরতর্ষভ।
যানানাং বাহনানাঞ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৯৭
বৈবাহিকানাং দ্রব্যাণাং প্রেষ্যাণাঞ্চ যুধিষ্ঠির।
দাতারো বাসসাং চৈব তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৯৮
বিহারাবসথোদ্যানকূপারামসভাপ্রপাঃ।
বপ্রাণাং চৈব কর্তারস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৯৯
নিবেশনানাং ক্ষেত্রাণাং বসতীনাঞ্চ ভারত
দাতারঃ প্রার্থিতানাঞ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ১০০
রসানাং চাথ বীজানাং ধান্যানাঞ্চ যুধিষ্ঠির।
স্বয়মুৎপাদ্য দাতারঃ পুরুষাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ১০১
যস্মিংস্তস্মিন্ কুলে জাতা বহুপুত্রাঃ শতায়ুষঃ
সানুক্রোশা জিতক্রোধাঃ পুরুষাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ১০২
এতদুক্তমমুত্রার্থং দৈবং পিত্র্যঞ্চ ভারত
দানধর্মঞ্চ দানস্য যৎ পূর্বমৃষিভিঃ কৃতম্ ॥ ১০৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি স্বর্গনরকগামিবর্ণনে
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

যাঁহারা বস্ত্র, অলঙ্কার, ভোজন, পানীয় জল ও অন্ন দান করেন এবং অপর ব্যক্তিদিগের কুটুম্ববৃদ্ধির সহায়ক হন, সেই পুরুষগণও স্বর্গলোকে গমন করেন। ৯১

যাঁহারা সর্বপ্রকার হিংসা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, সব কিছুই যাঁহারা সহ্য করেন এবং সকলকে যাঁহারা আশ্রয় দান করেন, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গগামী হন। ৯২

যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া মাতা পিতার সেবা করেন ও ভ্রাতৃগণকে স্নেহ করেন, সেই মনুষ্যগণও স্বর্গলোকগামী হন। ৯

ভারত! যাঁহারা ধনী, বলবান্ ও নব যুবক হইয়াও নিজেদের ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযত রাখেন, সেই ধীর মানুষগণও স্বর্গভাগী হন। ৯৪

যাঁহারা অপরাধী ব্যক্তিদিগকেও দয়া করেন, যাঁহাদের স্বভাব কোমল, যাঁহারা কোমলস্বভাব ব্যক্তিগণের প্রতি প্রীতিমান্ এবং যাঁহাদের অপরের আরাধনা (সেবা) করিয়াই সুখলাভ করেন, সেই সব পুরুষও স্বর্গভাগী হন। ৯৫

যাঁহারা সহস্র মানুষকে ভোজন পরিবেশন করেন, সহস্র মানুষকে দান করেন অথবা সহস্র-দান করেন, এবং সহস্র মানুষকে রক্ষা করেন, সেই মনুষ্যগণও স্বর্গগামী হন। ৯৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা সুবর্ণ, গো, যান ও বাহন দান করেন, সেই সব মানুষও স্বর্গভাগী হন। ৯৭

যুধিষ্ঠির! যাঁহারা বৈবাহিক দ্রব্য, দাস-দাসী ও বস্ত্রসকল দান করেন, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন। ৯৮

যাঁহারা অপরের জন্য আশ্রম, গৃহ, উদ্যান, কূপ, উপবন, ধর্মশালা, পানীয়শালা এবং খাল প্রভৃতি পার হইবার জন্য বাঁধ নির্মাণ করেন, সেই সব মানুষও স্বর্গলোকে গমন করেন। ৯৯

ভরতনন্দন! যাচকগণের আশা অনুসারে গৃহ, ক্ষেত্র ও গ্রাম প্রদান করেন, সেই মানুষেরাও স্বর্গলোকভাগী হন ॥ ১০০

যুধিষ্ঠির! যাঁহারা স্বয়ংই উৎপাদন করিয়া রস, বীজ ও অন্নদান করেন, সেই পুরুষগণও স্বর্গলোক গমন করিয়া থাকেন ॥ ১০১

যাহারা যে কোন বংশে উৎপন্ন হইয়া বহুসংখ্যক পুত্র লাভ করেন এবং শতবর্ষ আয়ু প্রাপ্ত হন, অপর ব্যক্তিগণকে দয়া করেন সেই সব মানুষ স্বর্গভাগী হন। ১০২

ভারত! আমি তোমার নিকট পরলোকে কল্যাণকর দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য বর্ণনা করিলাম এবং পুরাকালে ঋষিগণ কর্তৃক কথিত দানধর্ম ও দানের মহিমা নিরূপণ করিলাম। ১০৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে স্বর্গ এবং নরকগামীর বর্ণন-বিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(ব্রহ্মহত্যাসদৃশ-পাপানাং বর্ণনম্ ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ

ইদং মে তত্ত্বতো রাজন্ বক্তুমর্হসি ভারত ।
অহিংসয়িত্বাপি কথং ব্রহ্মহত্যা বিধীয়তে ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

ব্যাসমামন্ত্র্য রাজেন্দ্র পুরা যৎ পৃষ্টবানহম্ ।
তত্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি তদিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ২

চতুর্থস্ত্বং বশিষ্ঠস্য তত্ত্বমাখ্যাহি মে মুনে ।
অহিংসয়িত্বা কেনেহ ব্রহ্মহত্যা বিধীয়তে ॥৩

ইতি পৃষ্টো ময়া রাজন্ পরাশরশরীরজঃ
অব্রবীন্নিপুণো ধর্মে নিঃসংশয়মনুত্তমম্ ॥ ৪

ব্রাহ্মণং স্বয়মাহূয় ভিক্ষার্থে কৃশবৃত্তিনম্ ।
ব্রূয়ান্নাস্তীতি যঃ পশ্চাত্তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতিনম্ ॥ ৫

মধ্যস্থস্যেহ বিপ্রস্য যোঽনূচানস্য ভারত ।
বৃত্তিং হরতি দুর্বুদ্ধিস্তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতিনম্ ॥ ৬

গোকুলস্য তৃষার্তস্য জলার্থে বসুধাধিপ ।
উৎপাদয়তি যো বিঘ্নং তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতিনম্ ॥ ৭

যঃ প্রবৃত্তাং শ্রুতিং সম্যক্ শাস্ত্রং বা মুনিভিঃ কৃতম্ ।
দূষয়ত্যনভিজ্ঞায় তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতিনম্ ॥ ৮

আত্মজাং রূপসম্পন্নাং মহতীং সদৃশে বরে ।
ন প্রযচ্ছতি যঃ কন্যাং তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতিনম্ ॥ ৯

অধর্মনিরতো মূঢ়ো মিথ্যা যো বৈ দ্বিজাতিষু ।
দদ্যান্মর্মাতিগং শোকং তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতিনম্ ॥১০

চক্ষুষা বিপ্রহীনস্য পঙ্গুলস্য জড়স্য বা ।
হরেত যো বৈ সর্বস্বং তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতিনম্ ॥ ১১

আশ্রমে বা বনে বাপি গ্রামে বা যদি বা পুরে ।
অগ্নিং সমুৎসৃজেন্মোহাত্তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতিনম্ ॥ ১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ব্রহ্মঘ্নকথনে
চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

চতুর্বিংশ অধ্যায়

[ব্রহ্মহত্যাসদৃশ পাপসমূহের বর্ণন]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—ভারত ! রাজন্ ! এখন আপনি আমাকে ইহা যথাযথভাবে বলুন যে , ব্রাহ্মণের হিংসা না করিলেও মানুষের ব্রহ্মহত্যা-পাপ কিভাবে হয় ?

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজেন্দ্র ! আমি পূর্ব্বে একবার ব্যাসদেবকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম (এবং তিনি আমাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন), আমি তোমাকে তাহাই বিশেষভাবে বলিব । তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর ॥ ২

আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—মুনি ! আপনি বশিষ্ঠের বংশে চতুর্থ (প্রথম বশিষ্ঠ, দ্বিতীয় বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, তৃতীয় শক্তির পুত্র পরাশর এবং চতুর্থ পরাশরনন্দন শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব) পুরুষ । আপনি যথাযথভাবে ইহা বলুন যে, ব্রাহ্মণের হিংসা না করিলেও কোন্ কোন্ কর্ম্ম করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হয় ? ৩

রাজন্ ! আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর পরাশরপুত্র ধর্ম্মনিপুণ ব্যাসদেব এই সংশয়হীন উত্তম বাক্য বলিলেন । ৪

ভীষ্ম ! যাঁহার জীবিকাবৃত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এরূপ ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া পরে তাঁহাকে 'নাই' এই কথা বলে, তাহাকে ব্রহ্মহত্যাকারী বলিয়াই জানিবে ॥ ৫

ভরতনন্দন ! যে দুর্মতি পুরুষ মধ্যস্থ ও নিরপেক্ষ বেদবিদ্বান্ ব্রাহ্মণের জীবিকা অপহরণ করে, তাহাকে ব্রহ্মহত্যাকারী বলিয়াই জানিবে । ৬

ভূপাল ! যে ব্যক্তি পিপাসায় পীড়িত গো-সকলের জলপান কার্য্যে বিঘ্নসৃষ্টি করে, সেই ব্যক্তিকেও তুমি ব্রহ্মঘাতী বলিয়া জানিবে । ৭

যে মানুষ উত্তম কর্ম্মের বিধানদাতা বা সনাতন বেদ এবং ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রসকলের উপর না বুঝিয়া দোষারোপ করে, সেই মানুষকেও তুমি ব্রহ্মঘাতী বলিয়া জানিবে । ৮

যে ব্যক্তি নিজের রূপবতী কন্যাকে বিবাহযোগ্যা হইলেও যোগ্য বরের সহিত বিবাহ না দেয়, তাহাকেও ব্রহ্মহত্যাকারী বলিয়া জানিবে । ৯

যে পাপপরায়ণ মূঢ় মানুষ ব্রাহ্মণগণকে অকারণ মর্ম্মভেদী শোকপ্রদান করে, তাহাকেও তুমি ব্রহ্মঘাতী বলিয়া জানিবে ।১০

যে ব্যক্তি অন্ধ পঙ্গু, ও জড় মানুষের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, তাহাকেও তুমি ব্রহ্মঘাতী বলিয়া জানিবে । ১১

যে মানুষ মোহবশতঃ আশ্রম, বন কিংবা গ্রামে অগ্নি সংযোগ করে, তাহাকেও তুমি ব্রহ্মহত্যাকারী বলিয়া জানিবে । ১২

শ্রীব্রহ্মর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে ব্রহ্মহত্যাকারীর কথন-বিষয়ক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

॥ পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[বিভিন্নতীর্থানাং মাহাত্ম্যবর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

তীর্থানাং দর্শনং শ্রেয়ঃ স্নানঞ্চ ভরতর্ষভ ।
শ্রবণঞ্চ মহাপ্রাজ্ঞ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যানি ভরতর্ষভ ।
বক্তুমর্হসি মে তানি শ্রোতাস্মি নিয়তং প্রভো ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ ।

ইমমঙ্গিরসা প্রোক্তং তীর্থবংশং মহাদ্যুতে ।
শ্রোতুমর্হসি ভদ্রং তে প্রাপ্স্যসে ধর্মমুত্তমম্ ॥ ৩
তপোবনগতং বিপ্রমভিগম্য মহামুনিম্ ।
পপ্রচ্ছাঙ্গিরসং ধীরং গৌতমঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ৪
অস্তি মে ভগবন্ কশ্চিত্তীর্থেভ্যো ধর্মসংশয়ঃ ।
তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি তন্মে শংস মহামুনে ॥ ৫
উপস্পৃশ্য ফলং কিং স্যাত্তেষু তীর্থেষু বৈ মুনে ।
প্রেত্যভাবে মহাপ্রাজ্ঞ তদ্ যথাস্তি তথা বদ ॥ ৬

অঙ্গিরা উবাচ ।

সপ্তাহং চন্দ্রভাগাং বৈ বিতস্তামূর্মিমালিনীম্ ।
বিগাহ্য বৈ নিরাহারো নির্মলো মুনিবদ্ ভবেৎ ॥ ৭
কাশ্মীরমণ্ডলে নদ্যো যাঃ পতন্তি মহানদম্ ।
তা নদীঃ সিন্ধুমাসাদ্য শীলবান্ স্বর্গমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮
পুষ্করঞ্চ প্রভাসঞ্চ নৈমিষং সাগরোদকম্ ।
দেবিকামিন্দ্রমার্গঞ্চ স্বর্ণবিন্দুং বিগাহ্য চ ॥ ৯
বিবোধ্যতে বিমানস্থঃ সোঽপ্সরোভিরভিষ্টুতঃ ।
হিরণ্যবিন্দুং বিক্ষোভ্য প্রযতশ্চাভিবাদ্য চ ॥ ১০
কুশেশয়ঞ্চ দেবং তং ধূয়তে তস্য কিল্বিষম্ ।
ইন্দ্রতোয়াং সমাসাদ্য গন্ধমাদনসন্নিধৌ ॥ ১১
করতোয়াং কুরঙ্গে চ ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি বিগাহ্য প্রযতঃ শুচিঃ ॥ ১২

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

[বিভিন্ন তীর্থসমূহের মাহাত্ম্যবর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,— মহাজ্ঞানী ভরতশ্রেষ্ঠ ! তীর্থসমূহের দর্শন, তীর্থে স্নান এবং তাঁহাদের মহিমা শ্রবণ শ্রেয়স্কর বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব যথাযথভাবে তীর্থসমূহের মহিমা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি । ১

ভরতপ্রধান ! এই পৃথিবীতে যে যে পবিত্র তীর্থ আছে, সেই সব আমি নিয়মসহকারে শুনিতে বাসনা করি। আপনি সমস্তই কৃপা করিয়া আমাকে বলুন ।। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—মহাতেজস্বী নরেশ ! পুরাকালে অঙ্গিরামুনি তীর্থসকলের বর্ণনা করিয়াছিলেন। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি উহা শ্রবণ কর। ইহাতে তুমি উত্তম ধর্ম প্রাপ্ত হইবে ।। ৩

পুরাকালে কোন এক সময়ের কথা, মহামুনি বিপ্রবর ধৈর্যশালী অঙ্গিরা ধীর তপোবনে বিরাজমান ছিলেন। সেই সময় কঠোর ব্রতপালনকারী মহর্ষি গৌতম তাঁহার নিকট গমন করত জিজ্ঞাসা করিলেন ।। ৪

ভগবন্ মহামুনে ! আমার তীর্থসকলের সম্বন্ধে কিছু ধর্ম-বিষয়ক সন্দেহ আছে, সেই সব আমি শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনি কৃপা করিয়া তৎসমস্ত আমাকে বলুন । ৫

মহাজ্ঞানী মুনীশ্বর ! সেই সব তীর্থে স্নান করিলে মৃত্যুর পর কিরূপ ফলপ্রাপ্তি হয় ? সেই বিষয়ে যাহা প্রকৃত তথ্য আছে, তাহা আমাকে বলুন ।। ৬

অঙ্গিরা বলিলেন,— মুনে ! মানুষ উপবাস করিয়া চন্দ্রভাগা (চেনাব) এবং তরঙ্গমালিনী বিতস্তা (ঝেলম) নদীতীর্থে সাত দিন পর্যন্ত যদি স্নান করে, তবে সে মুনির ন্যায় নির্মল হইয়া যায় । ৭

কাশ্মীরপ্রদেশে যে যে নদী মহানদ সিন্ধুতে মিলিত হইয়াছে, সেই সবে এবং সিন্ধুনদে স্নান করিয়া সৎস্বভাববিশিষ্ট মানুষ মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গমন করেন । ৮

পুষ্কর, প্রভাস, নৈমিষারণ্য, সাগরোদক (সমুদ্রজল), দেবিকা, ইন্দ্রমার্গ ও স্বর্ণবিন্দু—এই সব তীর্থে স্নান করিলে মানুষ বিমানে আরোহণ করত স্বর্গে গমন করেন এবং অপ্সরাগণ তাঁহার স্তুতি করিতে করিতে তাঁহাকে তীর্থমহিমা জানাইয়া থাকেন ।৯½

যে মানুষ মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া হিরণ্যবিন্দু-তীর্থে স্নান করত সেখানের প্রধান দেবতা ভগবান্ কুশেশয়কে প্রণাম করে, তাহার সমস্ত পাপ ক্ষালিত হইয়া যায় ।১০½

গন্ধমাদন পর্বতের নিকটে স্থিত ইন্দ্রতোয়া নদীতে এবং কুরঙ্গক্ষেত্রের মধ্যে করতোয়া নদীতে সংযতচিত্ত ও শুদ্ধভাবে স্নান করিয়া তিনরাত্রি উপবাসকারী মানুষ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন । ১১-১২

গঙ্গাদ্বারে কুশাবর্তে বিল্বকে নীলপর্বতে।
তথা কনখলে স্নাত্বা ধুতপাপ্মা দিবং ব্রজেৎ ॥১৩
অপাং হ্রদ উপস্পৃশ্য বাজিমেধফলং লভেৎ।
ব্রহ্মচারী জিতক্রোধঃ সত্যসন্ধস্ত্বহিংসকঃ॥ ১৪
যত্র ভাগীরথী গঙ্গা পততে দিশমুত্তরাম্।
মহেশ্বরস্য ত্রিস্থানে যো নরস্ত্বভিষিচ্যতে॥ ১৫
একমাসং নিরাহারঃ স পশ্যতি হি দেবতাঃ।
সপ্তগঙ্গে ত্রিগঙ্গে চ ইন্দ্রমার্গে চ তর্পয়ন্॥ ১৬
সুধাং বৈ লভতে ভোক্তুং যো নরো জায়তে পুনঃ।
মহাশ্রম উপস্পৃশ্য যোঽগ্নিহোত্রপরঃ শুচিঃ॥ ১৭
একমাসং নিরাহারঃ সিদ্ধিং মাসেন স ব্রজেৎ।
মহাহ্রদ উপস্পৃশ্য বলাকায়াং কৃতোদকঃ॥ ১৮
ত্রিরাত্রোপোষিতো ভূত্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া।

মানুষ গঙ্গাদ্বার, কুশাবর্ত, বিল্বকতীর্থ, নীলপর্বত এবং কনখলে স্নান করত পাপহীন হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন। ১৩

যদি কেহ ক্রোধহীন, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও অহিংসক হইয়া ব্রহ্মচর্য্যপালন পূর্ব্বক সলিলহ্রদ নামক তীর্থে (মানস সরোবরে) স্নান করেন, তবে তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। ১৪

যেখানে উত্তর দিকে ভাগীরথী গঙ্গা পতিত হইতেছেন এবং তাঁহার স্রোত তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, উহা ভগবান্ মহেশ্বরের ত্রিস্থাননামক তীর্থ। যে মানুষ এক মাস পর্য্যন্ত নিরাহার থাকিয়া সেখানে স্নান করেন, তাঁহার দেবতাগণের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ হয়। ১৫½

সপ্তগঙ্গ, ত্রিগঙ্গ ও ইন্দ্রমার্গে পিতৃগণের তর্পণকারী মানুষ যদি পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন, তবে তিনি অমৃতভোজী হন অর্থাৎ তিনি দেবতা হইয়া যান। ১৬½

মহাশ্রমতীর্থে (কণ্বাশ্রমতীর্থে) স্নান করত প্রতিদিন পবিত্রভাবে যিনি অগ্নিহোত্র করিতে করিতে এক মাস উপবাস করেন, তিনি সেই সময়ের মধ্যেই সিদ্ধ হইয়া যান। ১৭½

যিনি লোভ ত্যাগ করিয়া ভৃগুতুঙ্গক্ষেত্রে মহাহ্রদ নামক তীর্থে স্নান করেন এবং তিন রাত্রি ভোজন বর্জন করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান। ১৮½

কন্যাকূপে স্নান করত বলাকাতীর্থে তর্পণকারী পুরুষ

কন্যাকূপ উপস্পৃশ্য বলাকায়াং কৃতোদকঃ॥ ১৯
দেবেষু লভতে কীর্তিং যশসা চ বিরাজতে॥ ২০
দেবিকায়ামুপস্পৃশ্য তথা সুন্দরিকাহ্রদে।
অশ্বিন্যাং রূপবর্চস্কং প্রেত্য বৈ লভতে নরঃ॥ ২১
মহাগঙ্গামুপস্পৃশ্য কৃত্তিকাঙ্গারকে তথা।
পক্ষমেকং নিরাহারঃ স্বর্গমাপ্নোতি নির্মলঃ॥ ২২
বৈমানিক উপস্পৃশ্য কিঙ্কিনীকাশ্রমে তথা।
নিবাসেঽপ্সরসাং দিব্যে কামচারী মহীয়তে॥ ২৩
কালিকাশ্রমমাসাদ্য বিপাশায়াং কৃতোদকঃ।
ব্রহ্মচারী জিতক্রোধস্ত্রিরাত্রং মুচ্যতে ভবাৎ॥ ২৪
আশ্রমে কৃত্তিকানাং তু স্নাত্বা যস্তর্পয়েৎ পিতৄন্।
তোষয়িত্বা মহাদেবং নির্মলঃ স্বর্গমাপ্নুয়াৎ॥ ২৫
মহাপুর উপস্পৃশ্য ত্রিরাত্রোপোষিতঃ শুচিঃ।
ত্রসানাং স্থাবরাণাঞ্চ দ্বিপদানাং ভয়ং ত্যজেৎ॥ ২৬

দেবতাগণের মধ্যে কীর্তি লাভ করেন এবং স্বীয় যশে দেদীপ্যমান হন। ১৯-২০

দেবিকাতীর্থে স্নান করিয়া সুন্দরিকা কুণ্ড ও অশ্বিনীতীর্থে স্নান করিলে মৃত্যুর পর অন্য জন্মে মানুষ রূপ ও তেজ লাভ করেন। ২১

মহাগঙ্গা এবং কৃত্তিকাঙ্গারকতীর্থে (অথবা কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত মঙ্গলবারে) মহাগঙ্গায় স্নান করত এক পক্ষকাল নিরাহার হইয়া অবস্থিত মানুষ নির্মল—নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন॥২২

যিনি বৈমানিক ও কিঙ্কিনীকাশ্রম তীর্থে স্নান করেন, তিনি অপ্সরাগণের দিব্যলোকে গমন করত সম্মানিত হন এবং ইচ্ছানুসারে বিচরণ করেন। ২৩

যিনি কালিকাশ্রমতীর্থে স্নান করত বিপাশা (ব্যাস) নদীতে পিতৃগণের তর্পণ করেন এবং ক্রোধকে জয় করত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে করিতে তিন রাত্রি সেখানে বাস করেন, তিনি জন্ম-মরণরূপ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান। ২৪

যে ব্যক্তি কৃত্তিকাশ্রমে স্নান করত পিতৃগণের তর্পণ করেন এবং মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেন, সেই ব্যক্তি পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলোক লাভ করেন। ২৫

মহাপুরতীর্থে স্নান করত যিনি পবিত্রভাবে তিন রাত্রি উপবাস করেন, তিনি চরাচর প্রাণিবর্গ এবং মনুষ্যগণ হইতে প্রাপ্ত ভয় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন। ২৬

দেবদারুবনে স্নাত্বা ধূতপাপ্মা কৃতোদকঃ।
দেবলোকমবাপ্নোতি সপ্তরাত্রোষিতঃ শুচিঃ ॥ ২৭
শরস্তম্বে কুশস্তম্বে দ্রোণশর্মপদে তথা।
অপাং প্রপতনাসেবী সেব্যতে সোঽপ্সরোগণৈঃ ॥ ২৮
চিত্রকূটে জনস্থানে তথা মন্দাকিনীজলে।
বিগাহ্য বৈ নিরাহারো রাজলক্ষ্ম্যা নিষেব্যতে ॥ ২৯
শ্যামায়াস্ত্বাশ্রমং গত্বা উষিত্বা চাভিষিচ্য চ।
একপক্ষং নিরাহারস্ত্বন্তর্ধানফলং লভেৎ ॥ ৩০
কৌশিকীং তু সমাসাদ্য বায়ুভক্ষস্ত্বলোলুপঃ।
একবিংশতিরাত্রেণ স্বর্গমারোহতে নরঃ ॥ ৩১
মতঙ্গবাপ্যাং যঃ স্নায়াদেকরাত্রেণ সিধ্যতি।
বিগাহতি হ্যনালম্বমন্ধকং বৈ সনাতনম্ ॥ ৩২
নৈমিষে স্বর্গতীর্থে চ উপস্পৃশ্য জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ফলং পুরুষমেধস্য লভেন্মাসং কৃতোদকঃ ॥ ৩৩
গঙ্গাহ্রদ উপস্পৃশ্য তথা চৈবোৎপলাবনে
অশ্বমেধমবাপ্নোতি তত্র মাসং কৃতোদকঃ ॥ ৩৪
গঙ্গা-যমুনয়োস্তীর্থে তথা কালঞ্জরে গিরৌ।
দশাশ্বমেধানাপ্নোতি তত্র মাসং কৃতোদকঃ ॥ ৩৫
ষষ্টিহ্রদ উপস্পৃশ্য চান্নদানাদ্ বিশিষ্যতে।
দশতীর্থসহস্রাণি তিস্রঃ কোট্যস্তথা পরাঃ ॥ ৩৬
সমাগচ্ছন্তি মাঘ্যাং তু প্রয়াগে ভরতর্ষভ।
মাঘমাসং প্রয়াগে তু নিয়তঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ৩৭
স্নাত্বা তু ভরতশ্রেষ্ঠ নির্মলঃ স্বর্গমাপ্নুয়াৎ।
মরুদ্গণ উপস্পৃশ্য পিতৃণামাশ্রমে শুচিঃ ॥৩৮
বৈবস্বতস্য তীর্থে চ তীর্থভূতো ভবেন্নরঃ।
তথা ব্রহ্মসরো গত্বা ভাগীরথ্যাং কৃতোদকঃ ॥ ৩৯
একমাসং নিরাহারঃ সোমলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪০
উৎপাতকে নরঃ স্নাত্বা অষ্টাবক্রে কৃতোদকঃ।
দ্বাদশাহং নিরাহারো নরমেধফলং লভেৎ ॥৪১

যিনি দেবদারুবনে স্নান করিয়া তর্পণ করেন, তাঁহার সকল পাপ নষ্ট হইয়া যায় এবং যিনি সেখানে সাত রাত্রি পর্য্যন্ত নিবাস করেন, তিনি পবিত্র হইয়া মৃত্যুর পর দেবলোক প্রাপ্ত হন। ২৭

যিনি শরস্তম্ব কুশস্তম্ব ও দ্রোণশর্মপদতীর্থের প্রস্রবণে (ঝরণায়) স্নান করেন, তিনি স্বর্গে অপ্সরাগণের দ্বারা সেবিত হন। ২৮

যিনি চিত্রকূটপর্ব্বতে মন্দাকিনীর জলে ও জনস্থানে গোদাবরীর জলে স্নান করত উপবাস করেন, তিনি রাজলক্ষ্মীর দ্বারা সেবা প্রাপ্ত হন। ২৯

শ্যামাশ্রমে গমন করত সেখানে স্নান, নিবাস ও এক পক্ষ কাল পর্য্যন্ত উপবাসকারী মানুষ অন্তর্ধানের ফললাভ করেন। ৩০

যে ব্যক্তি কৌশিকীনদীতে স্নান করত লোলুপতা ত্যাগ করিয়া একুশ রাত্রি কেবল বায়ু পান পূর্ব্বক অবস্থান করেন, সেই ব্যক্তি স্বর্গে আরোহণ করেন। ৩১

যে ব্যক্তি মতঙ্গবাপী তীর্থে স্নান করেন, তিনি এক রাত্রিতে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। যিনি অনালম্ব, অন্ধক ও সনাতন তীর্থে অবগাহন করেন এবং নৈমিষারণ্যের স্বর্গতীর্থে স্নান করত ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক একমাস পিতৃগণের তর্পণ করেন, তিনি পুরুষমেধ-যজ্ঞের ফললাভে সমর্থ হন। ৩২-৩৩

যে ব্যক্তি গঙ্গাহ্রদ ও উৎপলাবন তীর্থে স্নান করত একমাস পর্য্যন্ত সেখানে পিতৃগণের তর্পণ করেন, তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকেন। ৩৪

গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম তীর্থে ও কালঞ্জরতীর্থে একমাস পর্য্যন্ত স্নান এবং তর্পণ করিলে পর দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! ষষ্টিহ্রদনামক তীর্থে স্নান করিলে পর অন্নদান হইতেও অধিক ফল লাভ হয়। মাঘ মাসের অমাবস্যায় প্রয়াগ-রাজে তিনকোটি দশ হাজার অন্য তীর্থের সমাবেশ হয় ॥ ৩৬½

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি নিয়মসহকারে উত্তম ব্রত পালন করিতে করিতে মাঘমাসে প্রয়াগে স্নান করেন, তিনি সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৩৭

যিনি পবিত্রভাবে মরুদ্গণতীর্থ, পিতৃগণের আশ্রম ও বৈবস্বত তীর্থে স্নান করেন, সেই মানুষ স্বয়ংই তীর্থ-স্বরূপ হইয়া যান ॥ ৩৮½

যিনি ব্রহ্মসরোবর (পুষ্কর তীর্থ) ও ভাগীরথী গঙ্গায় স্নান করত পিতৃগণের তর্পণ করেন এবং সেখানে একমাস কাল নিরাহার হইয়া অবস্থান করেন, তিনি চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত হন ॥ ৩৯-৪০

উৎপাতকতীর্থে স্নান ও অষ্টাবক্রতীর্থে তর্পণ করত বার দিন নিরাহার হইয়া অবস্থান করিলে পর নরমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥ ৪১

অশ্মপৃষ্ঠে গয়ায়াঞ্চ নিরবিন্দে চ পর্বতে।
তৃতীয়াং ক্রৌঞ্চপদ্যাঞ্চ ব্রহ্মহত্যাং বিশুধ্যতে ॥ ৪২
কলবিঙ্ক উপস্পৃশ্য বিন্দ্যাচ্চ বহুশো জলম্।
অগ্নেঃ পুরে নরঃ স্নাত্বা অগ্নিকন্যাপুরে বসেৎ ॥ ৪৩
করবীরপুরে স্নাত্বা বিশালায়াং কৃতোদকঃ।
দেবহ্রদ উপস্পৃশ্য ব্রহ্মভূতো বিরাজতে ॥ ৪৪
পুনরাবর্তনন্দাঞ্চ মহানন্দাঞ্চ সেব্য বৈ।
নন্দনে সেব্যতে দান্তস্ত্বপ্সরোভিরহিংসকঃ ॥ ৪৫
উর্বশীং কৃত্তিকাযোগে গত্বা চৈব সমাহিতঃ।
লৌহিত্যে বিধিবৎ স্নাত্বা পুণ্ডরীকফলং লভেৎ ॥ ৪৬
রামহ্রদ উপস্পৃশ্য বিপাশায়াং কৃতোদকঃ
দ্বাদশাহং নিরাহারঃ কল্মষাদ্ বিপ্রমুচ্যতে ॥ ৪৭
মহাহ্রদ উপস্পৃশ্য শুদ্ধেন মনসা নরঃ।
একমাসং নিরাহারো জমদগ্নিগতিং লভেৎ ॥ ৪৮

বিন্ধ্যে সন্তাপ্য চাত্মানং সত্যসন্ধস্ত্বহিংসকঃ।
বিনয়াত্তপ আস্থায় মাসেনৈকেন সিধ্যতি ॥ ৪৯
নর্মদায়ামুপস্পৃশ্য তথা শূর্পারকোদকে।
একপক্ষং নিরাহারো রাজপুত্রো বিধীয়তে ॥ ৫০
জম্বুমার্গে ত্রিভির্মাসৈঃ সংযতঃ সুসমাহিতঃ।
অহোরাত্রেণ চৈকেন সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৫১
কোকামুখে বিগাহ্যাথ গত্বা চাঞ্জলিকাশ্রমম্।
শাকভক্ষশ্চীরবাসাঃ কুমারীর্বিন্দতে দশ ॥ ৫২
বৈবস্বতস্য সদনং ন স গচ্ছেৎ কদাচন।
যস্য কন্যাহ্রদে বাসো দেবলোকং স গচ্ছতি ॥৫৩
প্রভাসে ত্বেকরাত্রেণ অমাবাস্যাং সমাহিতঃ।
সিধ্যতে তু মহাবাহো যো নরো জায়তেঽমরঃ ॥ ৫৪
উজ্জানক উপস্পৃশ্য আর্ষ্টিষেণস্য চাশ্রমে।
পিঙ্গায়াশ্চাশ্রমে স্নাত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৫৫

গয়ায় প্রথম দিনে অশ্মপৃষ্ঠের (প্রেতশিলার) উপর পিতৃগণের পিণ্ডদানে, নিরবিন্দ পর্বতে দ্বিতীয় দিন পিণ্ডদানে এবং ক্রৌঞ্চপদীনামক তীর্থে তৃতীয় দিনে পিণ্ডদানে করিলে পর ব্রহ্মহত্যা পাপ নষ্ট করত মানুষ সর্বথা শুদ্ধ হইয়া যায় ॥৪২

কলবিঙ্ক তীর্থে স্নান করিলে পর অনেক তীর্থ স্নানের ফললাভ হইয়া থাকে। অগ্নিপুরতীর্থে স্নান করিলে পর অগ্নিকন্যাপুরের বাসপ্রাপ্তি হয় ॥ ৪৩

করবীরপুরে স্নান, বিশালায় স্নান ও তর্পণ এবং দেবহ্রদে মজ্জন করিলে পর মানুষ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া শোভাপ্রাপ্ত হন ॥ ৪৪

যিনি সর্বপ্রকার হিংসা ত্যাগ করিয়া জিতেন্দ্রিয়ভাবে আবর্তনন্দা ও মহানন্দা তীর্থের সেবা করেন, তাঁহাকে নন্দনবনে অপ্সরাগণ সেবা করিয়া থাকেন ॥ ৪৫

কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমায় কৃত্তিকার যোগ হইলে পর যিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া উর্বশী তীর্থ ও লৌহিত্য তীর্থে বিধিঅনুসারে স্নান করেন, তাঁহার পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফললাভ হয় ॥ ৪৬

রামহ্রদে (পরশুরাম কুণ্ডে) স্নান এবং বিপাশা নদীতে তর্পণ করিয়া বার দিন উপবাস করিলে পর মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান ॥ ৪৭

মহাহ্রদে স্নান করিয়া যদি মানুষ শুদ্ধচিত্তে সেখানে এক মাস পর্যন্ত নিরাহার হইয়া অবস্থান করেন, তবে তিনি জমদগ্নিসদৃশ সদ্‌গতি প্রাপ্ত হন ॥ ৪৮

যে ব্যক্তি হিংসা ত্যাগ করত সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া বিন্ধ্যাচলে নিজের শরীরকে কষ্ট দান করিতে করিতে বিনীতভাবে তপস্যা অবলম্বন পূর্বক অবস্থান করেন, তিনি এক মাসের মধ্যে সিদ্ধ হইয়া যান ॥ ৪৯

নর্মদা নদী ও শূর্পারক ক্ষেত্রের জলে স্নান করত এক পক্ষ পর্যন্ত নিরাহার হইয়া অবস্থিত মানুষ পরজন্মে রাজকুমার হইয়া থাকেন ॥ ৫০

সাধারণভাবে তিন মাস পর্যন্ত জম্বুমার্গে স্নান করিলে এবং ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক একাগ্রচিত্ত হইয়া সেখানে একদিন স্নান করিলেও মানুষ সিদ্ধ হইয়া যান ॥ ৫১

যে ব্যক্তি কোকামুখ তীর্থে স্নান করত অঞ্জলিকাশ্রমতীর্থ গমন করিয়া শাক ভোজন করিতে করিতে চীরবস্ত্র (কৌপীন) ধারণ-পূর্বক কিছুকাল বাস করেন, তাঁহার দশবার কন্যাকুমারী-তীর্থ সেবার ফললাভ হয় এবং তিনি কখনও যমরাজগৃহে গমন করেন না। যিনি কন্যাকুমারীতীর্থে বাস করেন, তিনি মৃত্যুর পর দেবলোকে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৫২-৫৩

মহাবাহো! যিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া অমাবস্যায় প্রভাসতীর্থের সেবা করেন, তিনি একরাত্রির মধ্যেই সিদ্ধপ্রাপ্ত হন এবং মৃত্যুর পর দেবতা হইয়া যান ॥ ৫৪

উজ্জানকতীর্থে স্নান করিয়া এবং আর্ষ্টিষেনের আশ্রম ও পিঙ্গার আশ্রমে স্নান করিয়া মানুষ সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান ॥৫৫

কুল্যায়াং সমুপস্পৃশ্য জপ্ত্বা চৈবাঘমর্ষণম্।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ ॥ ৫৬
পিণ্ডারক উপস্পৃশ্য একরাত্রোষিতো নরঃ।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি প্রভাতাং শর্বরীং শুচিঃ ॥ ৫৭
তথা ব্রহ্মসরো গত্বা ধর্মারণ্যোপশোভিতম্।
পুণ্ডরীকমবাপ্নোতি উপস্পৃশ্য নরঃ শুচিঃ ॥ ৫৮
মৈনাকে পর্বতে স্নাত্বা তথা সন্ধ্যামুপাস্য চ।
কামং জিত্বা চ বৈ মাসং সর্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ৫৯
কালোদকং নন্দিকুণ্ডং তথা চোত্তরমানসম্
অভ্যেত্য যোজনশতাদ্ ভ্রূণহা বিপ্রমুচ্যতে ॥ ৬০
নন্দীশ্বরস্য মূর্ত্তিং তু দৃষ্ট্বা মুচ্যেত কিল্বিষৈঃ।
স্বর্গমার্গে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥ ৬১
বিখ্যাতো হিমবান্ পুণ্যঃ শঙ্করশ্বশুরো গিরিঃ।
আকরঃ সর্বরত্নানাং সিদ্ধ-চারণসেবিতঃ ॥ ৬২

যে মানুষ কুল্যায় স্নান করিয়া অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করেন এবং তিনরাত্রি সেখানে উপবাসপূর্ব্বক অবস্থান করেন, তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। ৫৬

যে মানুষ পিণ্ডারক তীর্থে স্নান করত সেখানে একরাত্রি বাস করেন, তিনি প্রাতঃকাল হইলেও পবিত্র হইয়া অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হন। ৫৭

ধর্ম্মারণ্যে সুশোভিত ব্রহ্মসরতীর্থে গমন করত সেখানে স্নান করিয়া পবিত্র মানুষ পুণ্ডরীক-যজ্ঞের ফললাভ করেন। ৫৮

মৈনাকপর্ব্বতে একমাস পর্য্যন্ত স্নান এবং সন্ধ্যোপাসনা করিলে পর মানুষ কামকে জয় করিয়া সমস্ত যজ্ঞের ফললাভ করিতে সমর্থ হন। ৫৯

শতযোজন দূর হইতে আসিয়া কালোদক, নন্দিকুণ্ড ও উত্তর মানসতীর্থে স্নানকারী মানুষ যদি ভ্রূণহত্যাকারীও হয়, তবে সে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৬০

সেখানে নন্দীশ্বরমূর্ত্তি দর্শন করত মানুষ সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান। স্বর্গমার্গে স্নান করিয়া মানুষ ব্রহ্ম-লোকে গমন করেন। ৬১

ভগবান্ শঙ্করের শ্বশুর হিমালয়পর্ব্বত পরম পবিত্র ও সংসারে বিখ্যাত। তিনি সমস্ত রত্নের আকর (খনি) এবং সিদ্ধ ও চারণগণ সর্বদা তাঁহার সেবা করেন। ৬২

শরীরমুৎসৃজেৎ তত্র বিধিপূর্বমনাশকে।
অধ্রুবং জীবিতং জ্ঞাত্বা যো বৈ বেদান্তগো দ্বিজঃ ॥ ৬৩
অভ্যর্চ্য দেবতাস্তত্র নমস্কৃত্য মুনীংস্তথা।
ততঃ সিদ্ধো দিবং গচ্ছেদ্ ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥ ৬৪
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ যো জিত্বা তীর্থমাবসেৎ।
ন তেন কিঞ্চিন্ন প্রাপ্তং তীর্থাভিগমনাদ্ ভবেৎ ॥ ৬৫
যান্যগম্যানি তীর্থানি দুর্গাণি বিষমাণি চ।
মনসা তানি গম্যানি সর্বতীর্থসমীক্ষয়া ॥ ৬৬
ইদং মেধ্যমিদং পুণ্যমিদং স্বর্গ্যমনুত্তমম্।
ইদং রহস্যং বেদানামাপ্লাব্যং পাবনং তথা ॥ ৬৭
ইদং দদ্যাদ্ দ্বিজাতীনাং সাধোরাত্মহিতস্য চ।
সুহৃদাঞ্চ জপেৎ কর্ণে শিষ্যস্যানুগতস্য চ ॥ ৬৮
দত্তবান্ গৌতমস্যেতদঙ্গিরা বৈ মহাতপাঃ।
অঙ্গিরাঃ সমনুজ্ঞাতঃ কাশ্যপেন চ ধীমতা ॥ ৬৯

বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী যে দ্বিজ এই জীবনকে নশ্বর জানিয়া সেই পর্ব্বতে বাস করেন এবং দেবতাগণের পূজা ও মুনিদিগকে প্রণাম করত বিধিপূর্ব্বক অনশনের দ্বারা নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি সিদ্ধ হইয়া সনাতন ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। ৬৩-৬৪

যিনি কাম, ক্রোধ ও লোভকে জয় করিয়া তীর্থে বাস করেন ও স্নান করেন, তাঁহার তীর্থযাত্রার পুণ্যে কোনও বস্তুই দুর্লভ হয় না। ৬৫

যিনি সমস্ত তীর্থদর্শনের ইচ্ছা পোষণ করেন, তিনি দুর্গম ও বিষম বলিয়া যে সকল তীর্থে যাইতে সশরীরে সমর্থ হইবেন না, সেই সব তীর্থে তিনি মনে মনে গমন করিবেন। ৬৬

এই তীর্থ-সেবন কার্য্য পরম পবিত্র, পুণ্যপ্রদ, স্বর্গপ্রাপ্তির সর্ব্বোত্তম সাধন ও বেদসকলের গুপ্ত রহস্য। প্রত্যেক তীর্থ পাবন এবং স্নানের যোগ্য। ৬৭

তীর্থসমূহের এই মাহাত্ম্য দ্বিজাতিগণের, নিজের হিতৈষী পুরুষের, সুহৃদ্গণের এবং অনুগত শিষ্যের কর্ণেই বলিতে হইবে। ৬৮

সর্ব্বপ্রথম মহাতপস্বী অঙ্গিরা গৌতমকে ইহার উপদেশ করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমান্ কশ্যপের নিকট হইতে অঙ্গিরা এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৬৯

মহর্ষীণামিদং জপ্যং পাবনানাং তথোত্তমম্।
জপংশ্চাভ্যুত্থিতঃ শশ্বন্নির্মলঃ স্বর্গমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭০
ইদং যশ্চাপি শৃণুয়াদ্ রহস্যং ত্বঙ্গিরোমতম্।
উত্তমে চ কুলে জন্ম লভেজ্জাতীশ্চ সংস্মরেৎ ॥ ৭১

এই কথা মহর্ষিগণের পাঠ করিবার যোগ্য ও পাবন বস্তুসমূহের মধ্যে পরম পবিত্র। যে ব্যক্তি সাবধান ও উৎসাহযুক্ত হইয়া সদা পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন।৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি আঙ্গিরসতীর্থযাত্রায়াং পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

যে ব্যক্তি অঙ্গিরামুনির এই রহস্যময় মত শ্রবণ করেন, তিনি উত্তম কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন এবং পূর্ব পূর্ব্ব জন্মের কথা তাঁহার স্মরণ হইতে থাকে। ৭১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে আঙ্গিরসতীর্থ-যাত্রাবিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীগঙ্গাদেব্যা মাহাত্ম্যবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বৃহস্পতিসমং বুদ্ধ্যা ক্ষময়া ব্রহ্মণঃ সমম্।
পরাক্রমে শক্রসমমাদিত্যসমতেজসম্ ॥ ১
গাঙ্গেয়মর্জুনেনাজৌ নিহতং ভূরিতেজসম্।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽন্যৈশ্চ পর্য্যপৃচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥২
শয়ানং বীরশয়নে কালাকাঙ্ক্ষিণমচ্যুতম্।
আজগ্মুর্ভরতশ্রেষ্ঠং দ্রষ্টুকামা মহর্ষয়ঃ ॥ ৩
অত্রির্বশিষ্ঠোঽথ ভৃগুঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
আঙ্গিরা গৌতমোঽগস্ত্যঃ সুমতিঃ সুযতাত্মবান্ ॥ ৪
বিশ্বামিত্রঃ স্থূলশিরাঃ সংবর্ত্তঃ প্রমতির্দমঃ।
বৃহস্পত্যুশনো-ব্যাসাশ্চ্যবনঃ কাশ্যপো ধ্রুবঃ ॥ ৫
দুর্বাসা জমদগ্নিশ্চ মার্কণ্ডেয়োঽথ গালবঃ।
ভরদ্বাজোঽথ রৈভ্যশ্চ যবক্রীতস্ত্রিতস্তথা ॥ ৬
স্থূলাক্ষঃ শবলাক্ষশ্চ কণ্বো মেধাতিথিঃ কৃশঃ।
নারদঃ পর্বতশ্চৈব সুধন্বাথৈকতো দ্বিজঃ ॥ ৭
নিতম্ভূর্ভুবনো ধৌম্যঃ শতানন্দোঽকৃতব্রণঃ।
জামদগ্ন্যস্তথা রামঃ কচশ্চেত্যেবমাদয়ঃ ॥ ৮
সমাগতা মহাত্মানো ভীষ্মং দ্রষ্টুং মহর্ষয়ঃ।
তেষাং মহাত্মনাং পূজামাগতানাং যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৯
ভ্রাতৃভিঃ সহিতশ্চক্রে যথাবদনুপূর্বশঃ।
তে পূজিতাঃ সুখাসীনাঃ কথাশ্চক্রুর্মহর্ষয়ঃ ॥ ১০

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

[শ্রীগঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য, ক্ষমায় ব্রহ্মার সদৃশ, পরাক্রমে ইন্দ্রের সমান ও তেজে সূর্য্যতুল্য, যিনি স্বীয় মর্য্যাদা হইতে কখনও চ্যুত হন নাই, সেই গঙ্গানন্দন মহাতেজস্বী ভীষ্ম যখন অর্জুনের হস্তে যুদ্ধে নিহতপ্রায় হইয়া বীরশয্যায় শয়ন করিয়া কালের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এবং ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য পরিজনবৃন্দের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির যখন তাঁহাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতেছিলেন, সেই সময় বহুসংখ্যক দিব্য মহর্ষিগণ ভীষ্মকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১-৩

সেই সব মহর্ষিগণের নাম হইল—অত্রি, বশিষ্ঠ, ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, গৌতম, অগস্ত্য, সংযতচিত্ত সুমতি, বিশ্বামিত্র, স্থূলশিরা, সংবর্ত্ত, প্রমতি, দম, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, ব্যাস, চ্যবন, কাশ্যপ, ধ্রুব, দুর্বাসা, জমদগ্নি, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভরদ্বাজ, রৈভ্য, যবক্রীত, ত্রিত, স্থূলাক্ষ, শবলাক্ষ, কণ্ব, মেধাতিথি, কৃশ, নারদ, পর্বত, সুধন্বা, একত, নিতম্ভু, ভুবন, ধৌম্য, শতানন্দ, অকৃতব্রণ, জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম ও কচ ॥ ৪-৮

এই সব মহাভাগ মহর্ষিগণ ভীষ্মকে দর্শন করিবার জন্য যখন উপস্থিত হইলেন, তখন ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির ক্রমশঃ তাঁহাদের বিধি অনুসারে পূজা করিলেন। ৯½

পূজার পর এই মহর্ষিগণ সুখের সহিত উপবেশন করত ভীষ্মের সম্বন্ধে নানাবিধ মধুর ও মনোহর কথা বলিতে লাগিলেন।

ভীষ্মাশ্রিতাঃ সুমধুরাঃ সর্বেন্দ্রিয়মনোহরাঃ।
ভীষ্মস্তেষাং কথাঃ শ্রুত্বা ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ১১
মেনে দিবিষ্ঠমাত্মানং তুষ্ট্যা পরময়া যুতঃ।
ততস্তে ভীষ্মমামন্ত্র্য পাণ্ডবাংশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥ ১২
অন্তর্ধানং গতাঃ সর্বে সর্বেষামেব পশ্যতাম্।
তানৃষীন্ সুমহাভাগানন্তর্ধানগতানপি ॥ ১৩
পাণ্ডবাস্তুষ্টুবুঃ সর্বে প্রণেমুশ্চ মুহুর্মুহুঃ।
প্রসন্নমনসঃ সর্বে গাঙ্গেয়ং কুরুসত্তমম্ ॥ ১৪
উপতস্থুর্যথোদ্যন্তমাদিত্যং মন্ত্রকোবিদাঃ।
প্রভাবাৎ তপসস্তেষামৃষীণাং বীক্ষ্য পাণ্ডবাঃ ॥ ১৫
প্রকাশন্তো দিশঃ সর্বা বিস্ময়ঃ পরমং যযুঃ।
মহাভাগ্যং পরং তেষামৃষীণামনুচিন্ত্য তে ॥
পাণ্ডবাঃ সহ ভীষ্মেণ কথাশ্চক্রুস্তদাশ্রয়াঃ ॥ ১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কথান্তে শিরসা পাদৌ স্পৃষ্ট্বা ভীষ্মস্য পাণ্ডবঃ।
ধর্ম্ম্যং ধর্মসুতঃ প্রশ্নং পর্য্যপৃচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কে দেশাঃ কে জনপদা আশ্রমাঃ কে চ পর্বতাঃ।
প্রকৃষ্টাঃ পুণ্যতঃ কাশ্চ জ্ঞেয়া নদ্যঃ পিতামহ ॥ ১৮

ভীষ্ম উবাচ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
শিলোঞ্ছবৃত্তেঃ সংবাদং সিদ্ধস্য চ যুধিষ্ঠির ॥ ১৯
ইমাং কশ্চিৎ পরিক্রম্য পৃথিবীং শৈলভূষণাম্।
অসকৃদ্ দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠস্য গৃহমেধিনঃ ॥ ২০
শিলবৃত্তের্গৃহং প্রাপ্তঃ স তেন বিধিনার্চিতঃ।
উবাস রজনীং তত্র সুমুখঃ সুখভাগৃষিঃ ॥ ২১
শিলবৃত্তিস্তু যৎ কৃত্যং প্রাতস্তৎ কৃতবাঞ্ছুচিঃ।
কৃতকৃত্যমুপাতিষ্ঠৎ সিদ্ধং তমতিথিং তদা ॥ ২২

তাঁহাদের সেই সব কথা সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনের মোহকর ছিল। ১০½

শুদ্ধঅন্তঃকরণবিশিষ্ট সেই ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং নিজেকে স্বর্গেই স্থিত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ১১½

তদনন্তর সেই মহর্ষিগণ ভীষ্ম ও পাণ্ডবদিগের অনুমতি লইয়া সকলের সাক্ষাতেই সেই স্থানে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ১২½

সেই মহাভাগ মুনিগণ অদৃশ্য হইয়া যাইলে পরও সমস্ত পাণ্ডবগণ বারংবার তাঁহাদের স্তব করিতে ও প্রণাম করিতে লাগিলেন। ১৩½

যেরূপ বেদমন্ত্রে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ উদিয়মান সূর্য্যের উপস্থান করিয়া থাকেন, সেইরূপ পাণ্ডবেরা প্রসন্নচিত্ত হইয়া কুরুশ্রেষ্ঠ গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ১৪½

সেই ঋষিগণের তপস্যার প্রভাবে সমস্ত দিক্সমূহকে প্রকাশিত হইতে দেখিয়া পাণ্ডবগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ১৫½

সেই ঋষিগণের পরম সৌভাগ্য চিন্তা করিয়া পাণ্ডবেরা ভীষ্মের সহিত তাঁহাদের বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। ১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কথাবার্ত্তার শেষে ভীষ্মের পাদদ্বয়ে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করত ধর্ম্মপুত্র পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির এই ধর্ম্মানুকূল প্রশ্ন করিলেন। ১৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! কোন্ দেশসমূহ, কোন্ জনপদসকল, কোন্ আশ্রমসমূহ, কোন্ কোন্ পর্ব্বত, কোন্ কোন্ নদীসকল পুণ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবার যোগ্য। ১৮

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে শিলোঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী এক পুরুষের কোন এক সিদ্ধ মহাপুরুষের সহিত যে বৃত্তান্ত হইয়াছিল, জ্ঞানী পুরুষগণ সেই প্রাচীন ইতিহাস এস্থলে উদাহরণ দিয়া থাকেন। ১৯

মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন এক সিদ্ধ পুরুষ পর্ব্বতমালা-পরিশোভিত এই পৃথিবীকে বহুবার প্রদক্ষিণ করিবার পর শিলোঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী কোন এক শ্রেষ্ঠ গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই গৃহস্থ তাঁহাকে বিধি অনুসারে পূজা করিলেন। সেই সমাগত ঋষি সেস্থানে প্রসন্নবদনে এক রাত্রি বাস করিলেন। ২০-২১

প্রাতঃকাল হইলে পর সেই শিলবৃত্তি গৃহস্থ স্নানাদিতে পবিত্র হইয়া প্রাতঃকালীন নিত্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। নিত্য কর্ম্ম পূর্ণ করত তিনি সেই সিদ্ধ অতিথির সেবায় উপস্থিত হইলেন। ইহার মধ্যে সেই অতিথিও প্রাতঃকালের স্নান-পূজাদি আবশ্যক কৃত্যসমূহ পূর্ণ করিয়া লইয়াছিলেন। ২২

তৌ সমেত্য মহাত্মানৌ সুখাসীনৌ কথাঃ শুভাঃ।
চক্রতুর্বেদসম্বন্ধাস্তচ্ছেষকৃতলক্ষণাঃ ॥ ২৩
শিলবৃত্তিঃ কথান্তে তু সিদ্ধমামন্ত্র্য যত্নতঃ।
প্রশ্নং পপ্রচ্ছ মেধাবী যম্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ২৪

শিলবৃত্তিরুবাচ।

কে দেশাঃ কে জনপদাঃ কেঽঽশ্রমাঃ কে চ পর্বতাঃ।
প্রকৃষ্টাঃ পুণ্যতঃ কাশ্চ জ্ঞেয়া নদ্যস্তদুচ্যতাম্ ॥ ২৫

সিদ্ধ উবাচ।

তে দেশাস্তে জনপদাস্তেঽঽশ্রমাস্তে চ পর্বতাঃ।
যেষাং ভাগীরথী গঙ্গা মধ্যেনৈতি সরিদ্বরা ॥ ২৬
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ যজ্ঞৈস্ত্যাগেন বা পুনঃ।
গতিং তাং ন লভেজ্জন্তুর্গঙ্গাং সংসেব্য যাং লভেৎ ॥২৭
স্পৃষ্টানি যেষাং গাঙ্গেয়ৈস্তোয়ৈর্গাত্রাণি দেহিনাম্।
ন্যস্তানি ন পুনস্তেষাং ত্যাগঃ স্বর্গাদ্ বিধীয়তে ॥ ২৮

সেই দুই মহাত্মা পরস্পর মিলিত হইয়া সুখে উপবিষ্ট হইলেন এবং বেদের ও বেদান্তের বিষয়ে মঙ্গলময় বহু কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। ২৩

কথাবার্ত্তা পূর্ণ হইলে পর শিলোঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী বুদ্ধিমান্ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ সেই সিদ্ধ পুরুষকে সম্বোধন করিয়া যত্ন সহকারে সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ। ২৪

শিলবৃত্তি ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! কোন্ দেশসমূহ, কোন্ জনপদসকল, কোন্ আশ্রমসমূহ, কোন্ কোন্ পর্ব্বত ও কোন্ কোন্ নদীসকল পুণ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবার যোগ্য, তাহা বলুন। ২৫

সিদ্ধ বলিলেন,—ব্রহ্মন্! সেই সব দেশ, জনপদ, আশ্রম ও পর্ব্বত পুণ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যাহাদের মধ্য দিয়া নদীসকলের মধ্যে প্রধানা ভাগীরথী গঙ্গা প্রবাহিতা হইয়া গিয়াছেন। ২৬

গঙ্গাদেবীকে সর্ব্বতোভাবে সেবা করিলে পর জীব যে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়, উহা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যজ্ঞ অথবা ত্যাগের দ্বারাও লাভ করা যায় না। ২৭

যে দেহধারী জীবগণের দেহ গঙ্গার জলে স্পৃষ্ট হয় অথবা মৃত্যুর পর যাহাদের অস্থি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করা হয়, তাহারা কখনও স্বর্গ হইতে পতিত হয় না। ২৮

সর্বাণি যেষাং গাঙ্গেয়ৈস্তোয়ৈঃ কার্য্যাণি দেহিনাম্।
গাং ত্যক্ত্বা মানবা বিপ্র দিবি তিষ্ঠন্তি তে জনাঃ ॥২৯
পূর্বে বয়সি কর্মাণি কৃত্বা পাপানি যে নরাঃ।
পশ্চাদ্ গঙ্গাং নিষেবন্তে তেঽপি যান্ত্যুত্তমাং গতিম্ ॥৩০
স্নাতানাং শুচিভিস্তোয়ৈর্গাঙ্গেয়ৈঃ প্রযতাত্মনাম্।
ব্যুষ্টির্ভবতি যা পুংসাং ন সা ক্রতুশতৈরপি ॥ ৩১
যাবদস্থি মনুষ্যস্য গঙ্গাতোয়েষু তিষ্ঠতি।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৩২
অপহত্য তমস্তীব্রং যথা ভাত্যুদয়ে রবিঃ।
তথাপহত্য পাপ্মানং ভাতি গঙ্গাজলোক্ষিতঃ ॥ ৩৩
বিসোমা ইব শর্বর্যো বিপুষ্পাস্তরবো যথা।
তদ্বদ্ দেশা দিশশ্চৈব হীনা গঙ্গাজলৈঃ শিবৈঃ ॥ ৩৪
বর্ণাশ্রমা যথা সর্বে ধর্মজ্ঞানবিবর্জিতাঃ।
ক্রতবশ্চ যথাসোমাস্তথা গঙ্গাং বিনা জগৎ ॥ ৩৫

বিপ্রবর! যে দেহধারী জীবগণের সমস্ত কার্য্য গঙ্গাজলেই সম্পন্ন হয়, সেই সব মানুষ মৃত্যুর পর পৃথিবীর বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে অবস্থান করেন। ২৯

যে মনুষ্যগণ জীবনের প্রথম ভাগে পাপকার্য্য করিয়াও পরে গঙ্গার সেবা করে, তাহারাও উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। ৩০

গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করিয়া যাঁহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই পুরুষগণের পুণ্যের যেরূপ বৃদ্ধি হয়, শত শত যজ্ঞ করিলেও সেরূপ হয় না। ৩১

মানুষের অস্থি যতকাল গঙ্গার জলে পতিত থাকে; তত হাজার বৎসর কাল তিনি স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ৩২

যেরূপ সূর্য্যদেব উদয়কালীন ঘন অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া প্রকাশিত হন, সেইরূপ গঙ্গাজলে স্নানকারী মানুষ নিজের সমস্ত পাপকে নষ্ট করিয়া শোভাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩৩

যেরূপ চন্দ্রহীন রাত্রি ও পুষ্পহীন বৃক্ষসকল শোভা পায় না, সেইরূপ গঙ্গার কল্যাণময় জলহীন দেশ ও দিক্সমূহও শোভা এবং সৌভাগ্যবর্জিত। ৩৪

যেরূপ ধর্ম্ম ও জ্ঞানশূন্য হইলে পর সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমসকল শোভা পায় না ও সোমরস ব্যতীত যজ্ঞ সুশোভিত হয় না, সেইরূপ গঙ্গা ব্যতীতও জগতের শোভা হয় না। ৩৫

যথা হীনং নভোঽর্কেণ ভূঃ শৈলৈঃ খঞ্চ বায়ুনা।
তথা দেশা দিশশ্চৈব গঙ্গাহীনা ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬
ত্রিষু লোকেষু যে কেচিৎ প্রাণিনঃ সর্ব এব তে।
তর্প্যমাণাঃ পরাং তৃপ্তিং যান্তি গঙ্গাজলৈঃ শুভৈঃ ॥ ৩৭
যস্তু সূর্য্যেণ নিষ্টপ্তং গাঙ্গেয়ং পিবতে জলম্।
গবাং নির্হারনির্মুক্তাদ্ যাবকাদ্ তদ্ বিশিষ্যতে ॥ ৩৮
ইন্দুব্রতসহস্রং তু যশ্চরেৎ কায়শোধনম্।
পিবেদ্ যশ্চাপি গঙ্গাম্ভঃ সমৌ স্যাতাং ন বা সমৌ ॥ ৩৯
তিষ্ঠেদ্ যুগসহস্রং তু পদেনৈকেন যঃ পুমান্।
মাসমেকং তু গঙ্গায়াং সমৌ স্যাতাং ন বা সমৌ ॥ ৪০
লম্বতেঽবাক্‌শিরা যস্তু যুগানামযুতং পুমান্।
তিষ্ঠেদ্ যথেষ্টং যশ্চাপি গঙ্গায়াং স বিশিষ্যতে ॥ ৪১
অগ্নৌ প্রাপ্তং প্রধূয়েত যথা তূলং দ্বিজোত্তম।
তথা গঙ্গাবগাঢ়স্য সর্বপাপং প্রধূয়তে ॥ ৪২

ভূতানামিহ সর্বেষাং দুঃখোপহতচেতসাম্।
গতিমন্বেষমাণানাং ন গঙ্গাসদৃশী গতিঃ ॥ ৪৩
ভবন্তি নির্বিষাঃ সর্পা যথা তার্ক্ষ্যস্য দর্শনাৎ।
গঙ্গায়া দর্শনাৎ তদ্বৎ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৪
অপ্রতিষ্ঠাশ্চ যে কেচিদধর্মশরণাশ্চ যে।
তেষাং প্রতিষ্ঠা গঙ্গেহ শরণং শর্ম বর্ম চ ॥ ৪৫
প্রকৃষ্টৈরশুভৈর্গ্রস্তানেকৈঃ পুরুষাধমান্
পততো নরকে গঙ্গা সংশ্রিতান্ প্রেত্য তারয়েৎ ॥ ৪৬
তে সংবিভক্তা মুনিভির্নূনং দেবৈঃ সবাসবৈঃ।
যেঽভিগচ্ছন্তি সততং গঙ্গাং মতিমতাং বর ॥ ৪৭
বিনয়াচারহীনাশ্চ অশিবাশ্চ নরাধমাঃ।
তে ভবন্তি শিবা বিপ্র যে বৈ গঙ্গামুপাশ্রিতাঃ ॥ ৪৮
যথা সুরাণামমৃতং পিতৄণাঞ্চ যথা স্বধা।
সুধা যথা চ নাগানাং তথা গঙ্গাজলং নৃণাম্ ॥ ৪৯

যেরূপ সূর্য্য বিনা আকাশ, পর্ব্বতসমূহ বিনা পৃথিবী এবং বায়ু বিনা অন্তরিক্ষ শোভা প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ যে সব দেশ ও দিক্ গঙ্গারহিত, তাহারাও শোভিত হয় না—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৩৬

তিন লোকে যে কিছু প্রাণিগণ আছে, তাহাদের সকলকে যদি গঙ্গাজলে তর্পণ করা হয়, তবে তাহারা পরম তৃপ্তি লাভ করে। ৩৭

যে মানুষ সূর্য্যের কিরণে তাপিত গঙ্গাজল পান করে, তাহার সেই জলপান গরুর ভোজনের পর গোবর হইতে নির্গত যবের পালো-ভক্ষণ হইতেও অধিক পবিত্রকারক হয়। ৩৮

যে ব্যক্তি দেহের শুদ্ধিকারক এক সহস্র চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করেন এবং যে কেবল গঙ্গাজল পান করেন, ইঁহারা উভয়েই সমান অথবা উভয়ে সমান নহে—গঙ্গাজলপানকারী অধিক পুণ্যভাগী হন। ৩৯

যে মানুষ এক হাজার যুগ পর্য্যন্ত এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করেন এবং যে ব্যক্তি একমাস গঙ্গাতীরে বাস করেন, ইঁহারা উভয়েই সমান হইতে পারেন অথবা উভয়েই সমান না হইতে পারেন—ইহাতে গঙ্গাতীরবাসী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ হইবে। ৪০

যে মানুষ দশ হাজার যুগ পর্য্যন্ত নিম্নে মস্তক করিয়া তপস্যার জন্য বৃক্ষে ঝুলিতে থাকেন এবং যিনি ইচ্ছানুসারে গঙ্গার তীরে বাস করেন, ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে গঙ্গাতীরবাসীই শ্রেষ্ঠ। ৪১

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যেরূপ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত তূলা সত্বর ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ গঙ্গাস্নানকারী মানুষের সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। ৪২

এ সংসারে দুঃখে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া নিজের জন্য কোন আশ্রয়ের অন্বেষণকারী সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই গঙ্গার সদৃশ কোনও অন্য আশ্রয় নাই। ৪৩

যেরূপ গরুড়কে দেখিয়াই সর্পগণ নির্বিষ হইয়া যায়, সেইরূপ গঙ্গার দর্শনমাত্রেই মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। ৪৪

জগতে যাহাদের কোনও আধার নাই এবং যাহারা ধর্ম্মের শরণগ্রহণ করে নাই, তাহাদের আধার ও শরণদাত্রী হইলেন শ্রীগঙ্গাদেবী। তিনিই তাহাদের কল্যাণ করেন এবং কবচের ন্যায় তাহাদের রক্ষা করেন। ৪৫

সে সব অধম মানুষ অমঙ্গলকর বহুবিধ পাপকর্ম্মে গ্রস্ত হইয়া নরকে পতিত হয়, তাহারাও যদি গঙ্গাদেবীর শরণ গ্রহণ করে, তবে মৃত্যুর পর তিনি তাহাদের উদ্ধার করিয়া দেন। ৪৬

বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ! যাঁহারা সর্ব্বদা গঙ্গাদর্শনের জন্য গমন করেন, তাঁহাদের প্রতি ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ ও মুনিগণ পৃথক্ পৃথক্ কৃপা করিবার নিমিত্ত আসিয়া থাকেন ॥ ৪৭

বিপ্রবর! বিনয় ও সদাচারহীন অমঙ্গলকারী নীচ মনুষ্যগণও গঙ্গার শরণ গ্রহণ করিলে পর কল্যাণস্বরূপ হইয়া যায়। ৪৮

যেরূপ দেবতাগণকে অমৃত, পিতৃগণকে স্বধা ও নাগগণকে

উপাসতে যথা বালা মাতরং ক্ষুধয়ার্দিতাঃ।
শ্রেয়স্কামাস্তথা গঙ্গামুপাসন্তীহ দেহিনঃ ॥ ৫০
স্বায়ম্ভুবং যথা স্থানং সর্বেষাং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
স্নাতানাং সরিতাং শ্রেষ্ঠা গঙ্গা তদ্বদিহোচ্যতে ॥ ৫১
যথোপজীবিনাং ধেনুর্দেবাদীনাং ধরা স্মৃতা।
তথোপজীবিনাং গঙ্গা সর্বপ্রাণভৃতামিহ ॥ ৫২
দেবাঃ সোমার্কসংস্থানি যথা সত্রাদিভির্মখৈঃ।
অমৃতান্যুপজীবন্তি তথা গঙ্গাজলং নরাঃ ॥ ৫৩
জাহ্নবীপুলিনোত্থাভিঃ সিকতাভিঃ সমুক্ষিতম্।
আত্মানং মন্যতে লোকো দিবিষ্ঠমিব শোভিতম্ ॥ ৫৪
জাহ্নবীতীরসম্ভূতাং মৃদং মূর্ধ্না বিভর্তি যঃ।
বিভর্তি রূপং সোঽর্কস্য তমোনাশায় নির্মলম্ ॥ ৫৫
গঙ্গোর্মিভিরথো দিগ্ধঃ পুরুষং পবনো যদা।
স্পৃশতে সোঽস্য পাপ্মানং সদ্য এবাপকর্ষতি ॥ ৫৬

ব্যসনৈরভিতপ্তস্য নরস্য বিনশিষ্যতঃ।
গঙ্গাদর্শনজা প্রীতির্ব্যসনান্যপকর্ষতি ॥ ৫৭
হংসারাবৈঃ কোকরবৈঃ রবৈরন্যৈশ্চ পক্ষিণাম্।
পস্পর্ধ গঙ্গা গন্ধর্বান্ পুলিনৈশ্চ শিলোচ্চয়ান্ ॥ ৫৮
হংসাদিভিঃ সুবহুভির্বিবিধৈঃ পক্ষিভির্বৃতাম্।
গঙ্গাং গোকুলসম্বাধাং দৃষ্ট্বা স্বর্গোঽপি বিস্মৃতঃ ॥ ৫৯
ন সা প্রীতির্দিবিষ্ঠস্য সর্বকামানুপাশ্নতঃ।
সম্ভবেদ্ যা পরা প্রীতির্গঙ্গায়াঃ পুলিনে নৃণাম্ ॥ ৬০
বাঙ্মনঃকর্মজৈর্গ্রস্তঃ পাপৈরপি পুমানিহ।
বীক্ষ্য গঙ্গাং ভবেৎ পূতে অত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৬১
সপ্তাবরান্ সপ্ত পরান্ পিতৄংস্তেভ্যশ্চ যে পরে।
পুমাংস্তারয়তে গঙ্গাং বীক্ষ্য স্পৃষ্ট্বাবগাহ্য চ ॥ ৬২
শ্রুতাভিলষিতা পীতা স্পৃষ্টা দৃষ্টাবগাহিতা।
গঙ্গা তারয়তে নৃণামুভৌ বংশৌ বিশেষতঃ ॥ ৬৩

যথা তৃপ্তিদান করে, সেইরূপ গঙ্গাজলই মনুষ্যগণের পক্ষে তৃপ্তির সাধন ॥ ৪৯

যেরূপ ক্ষুধাপীড়িত হইয়া শিশুগণ মাতার উপাসনা করে সেইরূপ নিজেদের কল্যাণকামী প্রাণীরাও এ জগতে গঙ্গার উপাসনা করিয়া থাকে ॥ ৫০

যেরূপ ব্রহ্মলোক সর্বলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ এ জগতে স্নানকারী পুরুষগণের নিকট গঙ্গানদীই সকল নদী হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ৫১

যেরূপ ধেনুস্বরূপা পৃথিবী উপজীবী দেবাদিগণের আদরণীয়া, সেইরূপ এজগতে গঙ্গা সমস্ত উপজীবী প্রাণিগণের আদরণীয়া ॥ ৫২

যেরূপ দেবগণ সত্রাদি যজ্ঞসমূহের দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্যে স্থিত অমৃতের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, সেইরূপ জগতের সকল মনুষ্য গঙ্গাজলের আশ্রয় গ্রহণ করে। ৫৩

গঙ্গার তীর হইতে উত্থিত বালুকাকণাসমূহে অভিষিক্ত হইয়া নিজের দেহকে জ্ঞানী পুরুষ স্বর্গলোকেই স্থিত শোভাসম্পূর্ণ বলিয়াই মনে করেন ॥ ৫৪

যে মানুষ গঙ্গাতীরস্থ মৃত্তিকা নিজের মস্তকে ধারণ করেন, তিনি অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিবার জন্য সূর্য্যের ন্যায় নির্মল স্বরূপ ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৫৫

গঙ্গার তরঙ্গমালাসিক্ত হইয়া প্রবাহিত বায়ু যখন মনুষ্যের শরীরে স্পর্শ করে, সেই সময় এই বায়ু তাহার সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৫৬

দুর্বাসনজনিত দুঃখসমূহে সন্তপ্ত হইয়া মরণাপন্ন মানুষও যদি গঙ্গাকে দর্শন করে, তবে তাহার সেই সময় এরূপ প্রসন্নতা হয় যে, যেন তাহার সমস্ত পীড়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ৫৭

হংসের মধুর বাণী, চক্রবাকপক্ষীর সুমধুর শব্দ ও অন্যান্য পক্ষিগণের কলরবের দ্বারা গঙ্গা গানকারী গন্ধর্ব্বগণকে স্পর্ধা দেখাইয়া থাকেন এবং উচ্চ উচ্চ তীরভূমির দ্বারা পর্ব্বতসমূহকে স্পর্ধা করেন ॥ ৫৮

হংসাদি বহুসংখ্যক ও বিবিধ পক্ষিগণে পরিবৃত এবং গোসমুদায়ে ব্যাপ্ত গঙ্গাকে দর্শন করিয়া মানুষ স্বর্গকেও বিস্মৃত হইয়া যায় ॥ ৫৯

গঙ্গার তীরে বাস করিয়া মনুষ্যগণের যে পরম প্রীতি—অনুপম আনন্দলাভ হয়, তাহা স্বর্গে অবস্থান করিয়া সম্পূর্ণ ভোগসমূহের অনুভবকারী মানুষেরও লাভ হইতে পারে না ॥ ৬০

মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভূত পাপসমূহে গ্রস্ত মানুষও গঙ্গাকে দর্শন করিবামাত্রই পবিত্র হইয়া যায়—ইহাতে আমার কোনও সংশয় নাই ॥ ৬১

গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাজল স্পর্শ ও গঙ্গাজলে স্নান করিয়া মানুষ পূর্ব্বজাত সপ্তম উর্দ্ধতন পুরুষ ও পরজাত সপ্তম অধস্তন পুরুষ এবং ইহাদেরও উপরিতন পিতৃগণ ও অধস্তন সন্তানগণকে উদ্ধার করিয়া থাকে ॥ ৬২

যে মানুষ গঙ্গার মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তাঁহার তীরে যাইবার অভিলাষ করেন, তাঁহাকে দর্শন করেন, তাঁহার জল পান করেন

দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ পানাৎ তথা গঙ্গেতি কীর্তনাৎ।
পুনাত্যপুণ্যান্ পুরুষাঞ্ছতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৬৪

য ইচ্ছেৎ সফলং জন্ম জীবিতং শ্রুতমেব চ।
স পিতৄংস্তর্পয়েদ্ গাঙ্গমভিগম্য সুরাংস্তথা ॥ ৬৫

ন সুতৈর্ন চ বিত্তেন কর্মণা ন চ তৎফলম্।
প্রাপ্নুয়াৎ পুরুষোঽত্যন্তং গঙ্গাং প্রাপ্য যদাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৬

জাত্যন্ধৈরিহ তুল্যাস্তে মৃতৈঃ পঙ্গুভিরেব চ।
সমর্থা যে ন পশ্যন্তি গঙ্গাং পুণ্যজলাং শিবাম্ ॥ ৬৭

ভূত-ভব্য-ভবিষ্যজ্ঞৈর্মহর্ষিভিরুপস্থিতাম্।
দেবৈঃ সেন্দ্রৈশ্চ কো গঙ্গাং নোপসেবেত মানবঃ ॥ ৬৮

বানপ্রস্থৈর্গৃহস্থৈশ্চ যতিভির্ব্রহ্মচারিভিঃ।
বিদ্যাবদ্ভিঃ শ্রিতাং গঙ্গাং পুমান্ কো নাম নাশ্রয়েৎ ॥ ৬৯

উৎক্রামদ্ভিশ্চ যঃ প্রাণৈঃ প্রযতঃ শিষ্টসম্মতঃ।
চিন্তয়েন্মনসা গঙ্গাং স গতিং পরমাং লভেৎ ॥ ৭০

ন ভয়েভ্যো ভয়ং তস্য ন পাপেভ্যো ন রাজতঃ।
আ দেহপতনাদ্ গঙ্গামুপাস্তে যঃ পুমানিহ ॥ ৭১

মহাপুণ্যাচ্চ গগনাৎ পতন্তীং বৈ মহেশ্বরঃ।
দধার শিরসা গঙ্গাং তামেব দিবি সেবতে ॥ ৭২

অলঙ্কৃতাস্ত্রয়ো লোকাঃ পথিভির্বিমলৈস্ত্রিভিঃ।
যস্তু তস্যা জলং সেবেৎ কৃতকৃত্যঃ পুমান্ ভবেৎ ॥ ৭৩

দিবি জ্যোতির্যথাঽঽদিত্যঃ পিতৄণাং চৈব চন্দ্রমাঃ।
দেবেশশ্চ তথা নৃণাং গঙ্গা চ সরিতাং তথা ॥ ৭৪

মাত্রা পিত্রা সুতৈর্দারৈর্বিযুক্তস্য ধনেন বা।
ন ভবেদ্ধি তথা দুঃখং যথা গঙ্গাবিয়োগজম্ ॥ ৭৫

নারণ্যৈর্নেষ্টবিষয়ৈর্ন সুতৈর্ন ধনাগমৈঃ।
তথা প্রসাদো ভবতি গঙ্গাং বীক্ষ্য যথা ভবেৎ ॥ ৭৬

পূর্ণমিন্দুং যথা দৃষ্ট্বা নৃণাং দৃষ্টিঃ প্রসীদতি।
তথা ত্রিপথগাং দৃষ্ট্বা নৃণাং দৃষ্টিঃ প্রসীদতি ॥ ৭৭

ও স্পর্শ করেন এবং গঙ্গাজলে স্নান করেন, তাঁহার উভয় কুল (পিতৃবংশ ও মাতৃবংশ) ভগবতী গঙ্গা বিশেষরূপে উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ৬৩

গঙ্গাদর্শন, গঙ্গাজল স্পর্শ, তাঁহার জল পান এবং 'গঙ্গা' এই নামকীর্তন করিলে পর গঙ্গাদেবী শত শত ও সহস্র সহস্র পাপীকে পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ৬৪

যে ব্যক্তি নিজের জন্ম, জীবন এবং বেদাধ্যয়নকে সফল করিতে অভিলাষী হন, তিনি গঙ্গায় গমন করিয়া তাঁহার জলে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিবেন ॥ ৬৫

মানুষ গঙ্গাস্নান করিয়া যে অক্ষয় ফল লাভ করেন, তাহা পুত্রগণের দ্বারা, ধনের দ্বারা এবং কোনও কর্মের দ্বারা লাভ করিতে সমর্থ হন না ॥ ৬৬

যে ব্যক্তিগণ সমর্থ হইয়াও পুণ্যজলা কল্যাণময়ী গঙ্গাদেবীকে দর্শন করে না, তাহারা জন্মান্ধ, পঙ্গু ও মৃতসকলেরই তুল্য ॥ ৬৭

ভূত, ভবিষ্য ও বর্তমানের জ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষিগণ এবং ইন্দ্রাদি দেবতারাও যাঁহার উপাসনা করেন, সেই গঙ্গাদেবীর সেবা কোন্ মানুষ না করিবে ? ৬৮

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী ও বিদ্বান্ পুরুষগণও যাঁহার শরণ গ্রহণ করেন, এরূপ গঙ্গাদেবীর আশ্রয়গ্রহণ কোন্ মানুষ না করিবে ? ৬৯

সৎপুরুষগণের দ্বারা সম্মানিত ও সংযতচিত্ত যে মানুষ প্রাণনিষ্ক্রমণের সময় মনে মনেই গঙ্গাদেবীর স্মরণ করেন, তিনি পরম (উত্তম) গতি প্রাপ্ত হন ॥ ৭০

যে মানুষ এ জগতে জীবনপর্যন্ত গঙ্গাদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহার ভয়দায়ক বস্তুসমূহ হইতে, পাপসকল হইতে এবং রাজা হইতে কোন ভয় থাকে না ॥ ৭১

ভগবান মহেশ্বর আকাশ হইতে পতিতা পরমপবিত্রা গঙ্গাদেবীকে স্বীয় মস্তকের দ্বারা ধারণ করিয়াছেন এবং তিনি স্বর্গলোকে ইঁহারই সেবা করেন ॥ ৭২

যিনি তিনটি নির্মল পথের দ্বারা আকাশ, পাতাল ও ভূতল— এই তিন লোককে অলঙ্কৃতা করিয়াছেন, সেই গঙ্গাদেবীর জল যে মানুষ সেবা করেন, তিনি কৃতকৃত্য হইয়া যান ॥ ৭৩

স্বর্গবাসী দেবগণের মধ্যে যেরূপ সূর্যের তেজ শ্রেষ্ঠ, যেরূপ পিতৃগণের মধ্যে চন্দ্র ও মনুষ্যগণের মধ্যে রাজাধিরাজ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সমস্ত নদীসকলের মধ্যে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ ॥ ৭৪

(গঙ্গার প্রতি ভক্তিমান্ মানুষের) মাতা, পিতা, পুত্র, স্ত্রী ও ধনবিয়োগ হইলেও তাদৃশ দুঃখ হয় না, যেরূপ গঙ্গার বিচ্ছেদে তাঁহার দুঃখলাভ হইয়া থাকে ॥ ৭৫

এইভাবে তাঁহার গঙ্গাদর্শনে যেরূপ প্রসন্নতা লাভ হয়, সেরূপ মনোরম বনদর্শনে, অভীষ্ট বিষয়সমূহে, পুত্রগণের দ্বারা এবং ধনপ্রাপ্তিতেও সে প্রসন্নতা হয় না ॥ ৭৬

যেরূপ পূর্ণচন্দ্রের দর্শনে মনুষ্যগণের দৃষ্টি প্রসন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ ত্রিপথগামিনী গঙ্গার দর্শনে মনুষ্যদিগের নেত্র আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠে ॥ ৭৭

তস্তাবস্তদগতমনাস্তন্নিষ্ঠস্তৎপরায়ণঃ।
গঙ্গাং যোঽনুগতো ভক্ত্যা স তস্যাঃ প্রিয়তাং ব্রজেৎ॥৭৮
ভূস্থৈঃ খস্থৈর্দিবিষ্ঠৈশ্চ ভূতৈরুচ্চাবচৈরপি।
গঙ্গা বিগাহ্যা সততমেতৎ কার্য্যতমং সতাম্॥ ৭৯
বিশ্বলোকেষু পুণ্যত্বাদ্ গঙ্গায়াঃ প্রথিতং যশঃ।
যৎপুত্রান্ সগরস্যেতো ভস্মাখ্যানময়দ্ দিবম্॥ ৮০
বায়্বীরিতাভিঃ সুমনোহরাভি-
দ্রুতাভিরত্যর্থসমুত্থিতাভিঃ।
গঙ্গোর্মিভির্ভানুমতীভিরিদ্ধাঃ
সহস্ররশ্মিপ্রতিমা ভবন্তি॥ ৮১
পয়স্বিনীং ঘৃতিনীমত্যুদারাং
সমৃদ্ধিনীং বেগিনীং দুর্বিগাহ্যাম্।
গঙ্গাং গত্বা যৈঃ শরীরং বিসৃষ্টং
গতা ধীরাস্তে বিবুধৈঃ সমত্বম্॥ ৮২
অন্ধান্ জড়ান্ দ্রব্যহীনাংশ্চ গঙ্গা
যশস্বিনী বৃহতী বিশ্বরূপা।
দেবৈঃ সেন্দ্রৈর্মুনিভির্মানবৈশ্চ
নিষেবিতা সর্বকামৈর্যুনক্তি॥ ৮৩
ঊর্জাবতীং মহাপুণ্যাং মধুমতীং ত্রিবর্ত্মগাম্।
ত্রিলোকগোপ্ত্রীং যে গঙ্গাং সংশ্রিতাস্তে দিবং গতাঃ॥৮৪
যো বৎস্যতি দ্রক্ষ্যতি বাপি মর্ত্ত্য-
স্তস্মৈ প্রযচ্ছন্তি সুখানি দেবাঃ।
তদ্ভাবিতাঃ স্পর্শন-দর্শনেন
ইষ্টাং গতিং তস্য সুরা দিশন্তি॥ ৮৫
দক্ষাং পৃশ্নীং বৃহতীং বিপ্রকৃষ্টাং
শিবামৃদ্ধাং ভাগিনীং সুপ্রসন্নাম্।
বিভাবরীং সর্বভূতপ্রতিষ্ঠাং
গঙ্গাং গতা যে ত্রিদিবং গতাস্তে॥ ৮৬
খ্যাতির্যস্যাঃ খং দিবং গাঞ্চ নিত্যং
পুরা দিশো বিদিশশ্চাবতস্থে।
তস্যা জলং সেব্য সরিদ্বরায়া
মর্ত্ত্যাঃ সর্বে কৃতকৃত্যা ভবন্তি॥ ৮৭

যিনি গঙ্গাদেবীকে শ্রদ্ধা করেন, তাঁহাতে মনোনিবেশ করেন, তাঁহার নিকটে বাস করেন, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ভক্তিভাবে তাঁহারই অনুসরণ করেন, তিনি ভগবতী গঙ্গাদেবীর স্নেহভাজন হন। ৭৮

পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গে স্থিত ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রাণীরই কর্ত্তব্য হইল—তাঁহারা নিরন্তর গঙ্গায় স্নান করিবেন। ইহাই সৎপুরুষগণের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কার্য্য। ৭৯

সমস্ত লোকসমূহে পবিত্রা বলিয়া গঙ্গার যশ বিখ্যাত; কারণ, তিনি ভস্মীভূত হইয়া পতিত সগরপুত্রগণকে ইহলোক হইতে স্বর্গলোকে লইয়া গিয়াছিলেন। ৮০

বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া তীব্রবেগে অত্যন্ত উপরে উত্থিত গঙ্গাদেবীর পরম মনোহর ও কান্তিমতী তরঙ্গমালায় স্নান করিয়া প্রকাশিত মানুষ পরলোকে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী হইয়া যান॥ ৮১

দুগ্ধসদৃশ উজ্জ্বল ও ঘৃততুল্য স্নিগ্ধ জলে পরিপূর্ণা, অতিশয় উদার, সমৃদ্ধিশালিনী, বেগবতী এবং অগাধ জলরাশিশোভিতা গঙ্গার নিকটে যাইয়া যাঁহারা নিজেদের দেহ ত্যাগ করেন, সেই ধীর পুরুষগণ দেবতুল্য হইয়া যান॥ ৮২

ইন্দ্রাদি দেবগণ, মুনিবৃন্দ ও সকল মনুষ্য যাঁহার সর্ব্বদা সেবা করেন, সেই যশস্বী, বিশালদেহা, বিশ্বরূপা গঙ্গাদেবী নিজের শরণাগত অন্ধ, জড় ও ধনহীনদিগকেও সমস্ত মনোবাঞ্ছিত কামনাসমূহে পূর্ণ করিয়া দেন। ৮৩

গঙ্গা ওজস্বিনী, পরম পুণ্যময়ী, মধুরজলরাশিতে পরিপূর্ণা এবং ভূতল, আকাশ ও পাতাল—এই তিন পথে বিচরণকারিণী। যাঁহারা গঙ্গাদেবীর শরণাপন্ন হন, তাঁহারা স্বর্গলোকেই চলিয়া গিয়াছেন॥ ৮৪

যে মানুষ গঙ্গাতীরে বাস করেন ও তাঁহার দর্শন করেন, তাঁহাকে দেবগণ সুখপ্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা গঙ্গাদেবীকে স্পর্শ ও দর্শন করিয়া পবিত্র হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে দেবতারা মনোবাঞ্ছিত গতি প্রদান করেন॥ ৮৫

গঙ্গা জগৎকে উদ্ধার করিতে সমর্থা। ভগবান্ পৃশ্নিগর্ভের (বিষ্ণুর) জননী অদিতিতুল্যা গৌরবিণী, বিশালা, সর্ব্বোৎকৃষ্টা, মঙ্গলকারিণী, পুণ্যরাশিতে সমৃদ্ধা, শিবকর্ত্তৃক মস্তকে ধৃতা হওয়ায় সর্ব্বসৌভাগ্যশালিনী এবং ভক্তগণের প্রতি সর্ব্বদা অত্যন্ত প্রসন্না। কেবল ইহাই নহে, তিনি পাপসমূহ বিনাশ করিতে কালরাত্রিতুল্যা ও সমস্ত প্রাণিগণের আশ্রয়ভূতা। যাঁহারা এই গঙ্গাদেবীর শরণাগত হন, তাঁহারা স্বর্গেই চলিয়া গিয়াছেন। ৮৬

আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী, দিকসমূহ এবং বিদিক্ (কোণ)-সমূহেও

ইয়ং গঙ্গেতি নিয়তং প্রতিষ্ঠা
গুহস্য রুক্মস্য চ গর্ভযোষা।
প্রাতস্ত্রিবর্গা ঘৃতবহা বিপাপ্মা
গঙ্গাবতীর্ণা বিয়তো বিশ্বতোয়া ॥৮৮

(নারায়ণাদক্ষয়াৎ পূর্বজাতা
বিষ্ণোঃ পাদাচ্ছিশুমারাদ্ ধ্রুবাচ্চ।
সোমাৎ সূর্য্যান্মেরুরূপাচ্চ বিষ্ণোঃ
সমাগতা শিবমূর্ধ্নো হিমাদ্রিম্ ॥)

সুতাবনীধ্রস্য হরস্য ভার্য্যা
দিবো ভুবশ্চাপি কৃতাম্বুরূপা।
ভব্যা পৃথিব্যাং ভাগিনী চাপি রাজন্
গঙ্গা লোকানাং পুণ্যদা বৈ ত্রয়াণাম্ ॥ ৮৯

মধুস্রবা ঘৃতধারা ঘৃতার্চি-
মহোর্মিভিঃ শোভিতা ব্রাহ্মণৈশ্চ।
দিবশ্চ্যুতা শিরসাঽহৃপ্তা শিবেন
গঙ্গাবনীধ্রাৎ ত্রিদিবস্য মাতা ॥ ৯০

যোনির্বরিষ্ঠা বিরজা বিতন্বী
শয্যাচিরা বারিবহা যশোদা।
বিশ্বাবতী চাকৃতিরিষ্টাসদ্ধা
গঙ্গোক্ষিতানাং ভুবনস্য পন্থাঃ ॥ ৯১

ক্ষান্ত্যা মহ্যা গোপনে ধারণে চ
দীপ্ত্যা কৃশানোস্তপনস্য চৈব।
তুল্যা গঙ্গা সম্মতা ব্রাহ্মণানাং
গুহস্য ব্রহ্মণ্যতয়া চ নিত্যম্ ॥ ৯২

ঋষিষ্টুতাং বিষ্ণুপদীং পুরাণাং
সুপুণ্যতোয়াং মনসাপি লোকে।
সর্বাত্মনা জাহ্নবীং যে প্রপন্না-
স্তে ব্রহ্মণঃ সদনং সম্প্রয়াতাঃ ॥ ৯৩

যাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত, নদীসকলের শ্রেষ্ঠা সেই ভগবতী ভাগীরথীর জল সেবা করিয়া সকল মানুষই কৃতার্থ হইয়া যায়। ৮৭

(এই গঙ্গা)—এই কথা বলিয়া যে মানুষ অন্ত ব্যক্তিকে গঙ্গা-দর্শন করায়, তাঁহার পক্ষে ভগবতী গঙ্গা সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠা (অক্ষয় পদপ্রদানকারিণী)। ইনি কার্ত্তিকেয় ও সুবর্ণকে নিজ গর্ভে ধারণ করিয়া ছিলেন পবিত্র জলধারা প্রবাহিতকারিণী ও পাপ-নাশিনী। ইনি আকাশ হইতে পৃথিবীতেঅবতীর্ণা হইয়াছেন। ইঁহার জল সম্পূর্ণ বিশ্বের পক্ষে পানযোগ্য। ইঁহার মধ্যে প্রাতঃকালে স্নান করিলে ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ সিদ্ধ হইয়া যায়। ৮৮

(ভগবতী গঙ্গা পুরাকালে অবিনাশী ভগবান্ নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইনি ভগবান্ বিষ্ণুর চরণ, শিশুমার-চক্র, ধ্রুব, সোম, সূর্য্য ও মেরুরূপ বিষ্ণু হইতে অবতরণ করিয়া ভগবান্ শিবের মস্তকে আসিয়াছিলেন এবং সেস্থান হইতে হিমালয়-পর্ব্বতে পতিত হন।)

গঙ্গাদেবী গিরিরাজ হিমালয়ের কন্তা, ভগবান্ শঙ্করের পত্নী এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর শোভা। রাজন্! ইনি ভূমণ্ডলে নিবাসকারী প্রাণিগণের কল্যাণকারিণী, পরম সৌভাগ্যবতী ও ত্রিলোকের পুণ্যপ্রদা। ৮৯

গঙ্গাদেবীর মধুর স্রোত ও পবিত্র জলের ধারা বহন করেন। ইনি প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দ্বারা উত্থিত অগ্নিশিখাসদৃশ উজ্জ্বল প্রকাশবিশিষ্টা। ইনি নিজ উত্তাল তরঙ্গমালায় ও জলে স্নানসন্ধ্যাকারী ব্রাহ্মণগণে সুশোভিতা থাকেন। যখন ইনি স্বর্গ হইতে নিম্নদিকে গমন করিতেছিলেন, তখন ভগবান্ শিব তাঁহাকে নিজ মস্তকে ধারণ করেন তারপর হিমালয় পর্ব্বতে আসিয়া সেস্থান হইতে এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। গঙ্গাদেবী স্বর্গলোকের জননী। ৯০

সকলের কারণ, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা, রজগুণরহিতা, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, মৃত প্রাণিগণের পক্ষে সুখদ শয্যা, তীব্রবেগে প্রবাহিতা, পবিত্র জলের স্রোতসমন্বিতা, যশোদায়িনী, জগতের রক্ষাকারিণী সৎস্বরূপা ও অভীষ্টসিদ্ধিপ্রদায়িনী ভগবতী গঙ্গা নিজের মধ্যে স্নানকারীদিগের পক্ষে স্বর্গের মার্গস্বরূপা। ৯১

ক্ষমা, রক্ষা ও ধারণ করিতে পৃথিবীর তুল্য এবং তেজে অগ্নি ও সূর্য্যসদৃশ শোভাসম্পন্না গঙ্গাদেবী ব্রাহ্মণজাতির উপর সদা অনুগ্রহ করায় কার্ত্তিকেয় এবং ব্রাহ্মণগণের প্রিয় ও সম্মানিত। ৯২

ঋষিগণ কর্তৃক স্তুতা, শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর চরণ হইতে উৎপন্না অত্যন্ত পুরাতনী এবং পরম পাবন জলে পরিপূর্ণা গঙ্গাদেবীর যাঁহারা মনের দ্বারাও সর্ব্বপ্রকারে শরণগ্রহণ করেন, তাঁহারা দেহত্যাগের পর ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। ৯৩

লোকানবেক্ষ্য জননীব পুত্রান্
সর্বাত্মনা সর্বগুণোপপন্নান্ ।
তৎস্থানকং ব্রাহ্মমভীপ্সমানৈ-
র্গঙ্গা সদৈবাত্মবশৈরুপাস্যা ॥ ৯৪

উস্রাং পুষ্টাং মিষতীং বিশ্বভোজ্যা-
মিরাবতীং ধারিণীং ভূধরাণাম্ ।
শিষ্টাশ্রয়ামমৃতাং ব্রহ্মকান্তাং
গঙ্গাং শ্রয়েদাত্মবান্ সিদ্ধিকামঃ ॥ ৯৫

প্রসাদ্য দেবান্ সবিভূন্ সমস্তান্
ভগীরথস্তপসোগ্রেণ গঙ্গাম্ ।
গামানয়ৎ তামভিগম্য শশ্বৎ
পুংসাং ভয়ং নেহ চামুত্র বিদ্যাৎ ॥ ৯৬

উদাহৃতঃ সর্বথা তে গুণানাং
ময়ৈকদেশঃ প্রসমীক্ষ্য বুদ্ধ্যা ।
শক্তির্ন মে কাচিদিহাস্তি বক্তুং
গুণান্ সর্বান্ পরিমাতুং তথৈব ॥ ৯৭

মেরোঃ সমুদ্রস্য চ সর্বযত্নৈঃ
সংখ্যোপলানামুদকস্য বাপি ।
শক্যং বক্তুং নেহ গঙ্গাজলানাং
গুণাখ্যানং পরিমাতুং তথৈব ॥ ৯৮

তস্মাদেতান্ পরয়া শ্রদ্ধয়োক্তান্
গুণান্ সর্বান্ জাহ্নবীয়ান্ সদৈব ।
ভবেদ্ বাচা মনসা কর্মণা চ
ভক্ত্যা যুক্তঃ শ্রদ্ধয়া শ্রদ্দধানঃ ॥ ৯৯

লোকানিমাংস্ত্রীন্ যশসা বিতত্য
সিদ্ধিং প্রাপ্য মহতীং তাং দুরাপাম্ ।
গঙ্গাকৃতানচিরেণৈব লোকান্
যথেষ্টমিষ্টান্ বিহরিষ্যসি ত্বম্ ॥১০০

তব মম চ গুণৈর্মহানুভাবা
জুষতু মতিং সততং স্বধর্মযুক্তৈঃ ।
অভিমতজনবৎসলা হি গঙ্গা
জগতি যুনক্তি সুখৈশ্চ ভক্তিমন্তম্ ॥১০১

ভীষ্ম উবাচ ।

ইতি পরমমতির্গুণানশেষান্-
শিলরতয়ে ত্রিপথানুযোগরূপাম্ ।
বহুবিধমনুশাস্য তথ্যরূপান্
গগনতলং দ্যুতিমান্ বিবেশ সিদ্ধিঃ ॥১০২

যেরূপ মাতা নিজের পুত্রগণকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করেন ও তাহাদের রক্ষা করেন, সেইরূপ গঙ্গাদেবীও সর্বাত্মভাবে নিজের আশ্রিত সর্বগুণসম্পন্ন লোকসকলকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখিয়া তাঁহাদের রক্ষা করিয়া থাকেন ; অতএব যাঁহারা ব্রহ্মলোক লাভ করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা নিজেদের মনকে বশীভূত করিয়া সদা মাতৃভাবে গঙ্গাদেবীর উপাসনা করিবেন । ৯৪

যিনি অমৃতময় দুগ্ধ প্রদান করেন, গোর ন্যায় সকলকে পুষ্ট করেন, সব কিছুই প্রদান করেন, সম্পূর্ণ জগতের উপভোগের যোগ্যা, অন্নদাত্রী, যিনি পর্বতসমূহ ধারণ করেন, শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, ব্রহ্মাও যাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করেন এবং যিনি অমৃতস্বরূপা, সেই ভগবতী গঙ্গাদেবীকে সিদ্ধিকামী জিতাত্মা পুরুষগণ অবশ্যই আশ্রয় করিবেন । ৯৫

রাজা ভগীরথ নিজের উগ্র তপস্যার প্রভাবে ভগবান্ শঙ্কর সহ সমস্ত দেবগণকে প্রসন্ন করিয়া গঙ্গাদেবীকে এই পৃথিবীতে আনিয়াছেন। তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলে পর মনুষ্যগণের ইহলোক ও পরলোকে কোনও ভয় থাকে না । ৯৬

ব্রহ্মন্ ! আমি নিজের বুদ্ধি অনুসারে সর্বথা বিচার করত এস্থলে গঙ্গাদেবীর গুণসমূহের এক অংশ মাত্র বর্ণনা করিলাম। আমার মধ্যে এরূপ কোন শক্তি নাই যে, আমি এখন তাঁহার সম্পূর্ণ গুণসমূহ বর্ণনা করিতে পারি । ৯৭

কদাচিৎ সর্বপ্রকার যত্ন করিলে পর মেরুগিরির প্রস্তরকণাসমূহ ও সমুদ্রের জলবিন্দুসমূহ গণনা করা যাইতে পারে, কিন্তু এস্থানে গঙ্গাজলের গুণসকলের বর্ণনা এবং গণনা করা কদাপি সম্ভব নহে । ৯৮

অতএব আমি অতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে এই যে গঙ্গাদেবীর গুণ বর্ণনা করিলাম, সেই সবের উপর বিশ্বাস করিয়া মন, বাক্য, ক্রিয়া, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত আপনি সর্বদা তাঁহার আরাধনা করুন । ৯৯

ইহাতে আপনি পরম দুর্লভ উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এই তিন-লোকে নিজের যশ বিস্তার করিতে করিতে শীঘ্রই গঙ্গাদেবীর সেবায় লভ্য অভীষ্টলোকসমূহে বিচরণ করিবেন । ১০০

মহাপ্রভাবশালিনী ভগবতী ভাগীরথী আপনার ও আমার বুদ্ধিকে সর্বদা স্বধর্মানুকূল গুণসমূহে যুক্ত করুন ! শ্রীগঙ্গাদেবী অতিশয় ভক্তবৎসলা, তিনি জগতে নিজের ভক্তগণকে সুখী করিয়া থাকেন । ১০১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! এই উত্তমবুদ্ধিসম্পন্ন পরম তেজস্বী

শিলবৃত্তিস্তু সিদ্ধস্য বাক্যৈঃ সম্বোধিতস্তদা।
গঙ্গামুপাস্য বিধিবৎ সিদ্ধিং প্রাপ সুদুর্লভাম্ ॥১০৩
তথা ত্বমপি কৌন্তেয় ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ
গঙ্গামভ্যেহি সততং প্রাপ্স্যসে সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ১০৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বেতিহাসং ভীষ্মোক্তং গঙ্গায়াঃ স্তবসংযুতম্।
যুধিষ্ঠিরঃ পরাং প্রীতিমগচ্ছদ্ ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥১০৫
ইতিহাসমিমং পুণ্যং শৃণুয়াদ্ যঃ পঠেত বা।
গঙ্গায়াঃ স্তবসংযুক্তং স মুচ্যেৎ সর্বকিল্বিষৈঃ। ১০৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি গঙ্গামাহাত্ম্যকথনে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সিদ্ধ পুরুষ শিলোঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী সেই ব্রাহ্মণকে ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবীর পূর্ব্বোক্ত সমস্ত যথার্থ গুণসমূহ নানাভাবে বর্ণনা করিয়া আকাশে প্রবিষ্ট হইয়া যাইলেন। ১০২

সেই শিলোঞ্ছবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ সিদ্ধপুরুষের উপদেশে গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য জানিয়া তাঁহার বিধি অনুসারে উপাসনা করত পরম দুর্লভ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। ১০৩

কুন্তীনন্দন! এইরূপ তুমিও পরম ভক্তির সহিত সর্ব্বদা গঙ্গাদেবীর উপাসনা কর। ইহাতে তুমিও উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। ১০৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ভীষ্মের দ্বারা কথিত শ্রীগঙ্গাদেবীর স্তুতিযুক্ত এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। ১০৫

যে ব্যক্তি গঙ্গাদেবীর স্তবযুক্ত এই পবিত্র ইতিহাস শ্রবণ অথবা পাঠ করিবেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবেন। ১০৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্যবর্ণনবিষয়ক ষড়্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(ব্রাহ্মণত্বোপলব্ধয়ে তপস্যাকারিণো মতঙ্গস্যেন্দ্রেণ সহ কথোপকথনম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ

প্রজ্ঞাশ্রুতাভ্যাং বৃত্তেন শীলেন চ যথা ভবান্।
গুণৈশ্চ বিবিধৈঃ সর্বৈর্বয়সা চ সমন্বিতঃ ॥ ১
ভবান্ বিশিষ্টো বুদ্ধ্যা চ প্রজ্ঞয়া তপসা তথা
তস্মাদ্ ভবন্তং পৃচ্ছামি ধর্মং ধর্মভৃতাং বর ॥
নাস্ত্যন্যো লোকেষু প্রষ্টব্যোঽস্তি নরাধিপ। ২
ক্ষত্রিয়ো যদি বা বৈশ্যঃ শূদ্রো বা রাজসত্তম
ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্নুয়াদ্ যেন তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥৩
তপসা বা সুমহতা কর্মণা বা শ্রুতেন বা।
ব্রাহ্মণ্যমথ চেদিচ্ছেৎ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ।

ব্রাহ্মণ্যং তাত দুষ্প্রাপ্যং বর্ণৈঃ ক্ষত্রাদিভিস্ত্রিভিঃ।
পরং হি সর্বভূতানাং স্থানমেতদ্ যুধিষ্ঠির ॥ ৫
বহ্বীস্তু সংসরন্ যোনীর্জায়মানঃ পুনঃ পুনঃ।
পর্য্যায়ে তাত কস্মিংশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো নাম জায়তে ॥ ৬

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণত্বের উপলব্ধির জন্য তপস্যাকারী মতঙ্গের সহিত ইন্দ্রের কথোপকথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধর্মাত্মগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরেশ্বর! আপনি বুদ্ধি, বিদ্যা, সদাচার, শীল ও বিভিন্ন প্রকারের সমস্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন। আপনি বয়সেও বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ। আপনি বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও তপস্যাবিশিষ্ট। জগতে আপনি ব্যতীত অন্য আর এরূপ কেহই নাই, যাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে; অতএব আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ১-২

নৃপশ্রেষ্ঠ! যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে অভিলাষী হন, তবে কোন্ উপায়ে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা আমাকে বলুন। ৩

পিতামহ! যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণত্ব পাইবার বাসনা করেন, তবে তিনি তপস্যা, অতিশয় মহৎকর্ম অথবা বেদসমূহের স্বাধ্যায়াদি কোন্ উপায় অবলম্বন করিবেন? ৪

ভীষ্ম বলিলেন,—তাত যুধিষ্ঠির! ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের পক্ষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা অত্যন্ত কঠিন; কারণ, ইহাই সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই সর্ব্বোত্তম স্থান। ৫

তাত! বহুসংখ্যক যোনিতে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে করিতে কখনও কোন সময়ে সংসারী জীব ব্রাহ্মণের যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৬

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
মতঙ্গস্য চ সংবাদং গর্দভ্যাশ্চ যুধিষ্ঠির ॥ ৭

দ্বিজাতেঃ কস্যচিৎ তাত তুল্যবর্ণঃ সুতস্ত্বভূৎ
মতঙ্গো নাম নাম্না বৈ সর্বৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ ॥ ৮

স যজ্ঞকারঃ কৌন্তেয় পিত্রোৎসৃষ্টঃ পরন্তপ।
প্রায়াদ্ গর্দভযুক্তেন রথেনাপ্যাশুগামিনা ॥ ৯

স বালং গর্দভং রাজন্ বহন্তং মাতুরন্তিকে।
নিরবিধ্যৎ প্রতোদেন নাসিকায়াং পুনঃ পুনঃ ॥১০

তত্র তীব্রং ব্রণং দৃষ্ট্বা গর্দভী পুত্রগৃদ্ধিনী।
উবাচ মা শুচঃ পুত্র চাণ্ডালস্ত্বধিতিষ্ঠতি ॥১১

মতঙ্গ উবাচ

ব্রাহ্মণে দারুণং নাস্তি মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।
আচার্য্যঃ সর্বভূতানাং শাস্তা কিং প্রহরিষ্যতি ॥ ১২

অয়ং তু পাপপ্রকৃতির্বালে ন কুরুতে দয়াম্।
স্বযোনিং মানয়ত্যেষ ভাবো ভাবং নিযচ্ছতি ॥ ১৩

এতচ্ছ্রুত্বা মতঙ্গস্তু দারুণং রাসভীবচঃ।
অবতীর্য্য রথাৎ তূর্ণং রাসভীং প্রত্যভাষত ॥ ১৪

ব্রূহি রাসভি কল্যাণি মাতা মে যেন দূষিতা।
কথং মাং বেৎসি চণ্ডালং ক্ষিপ্রং রাসভি শংস মে ॥১৫

কথং মাং বেৎসি চণ্ডালং ব্রাহ্মণ্যং যেন নশ্যতে।
তত্ত্বেনৈতন্মহাপ্রাজ্ঞে ব্রূহি সর্বমশেষতঃ ॥ ১৬

গর্দভ্যুবাচ

ব্রাহ্মণ্যাং বৃষলেন ত্বং মত্তায়াং নাপিতেন হ।
জাতস্ত্বমসি চাণ্ডালো ব্রাহ্মণ্যং তেন তেঽনশৎ ॥ ১৭

এবমুক্তো মতঙ্গস্তু প্রতিপ্রায়াদ্ গৃহং প্রতি।
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য পিতা বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ১৮

ময়া ত্বং যজ্ঞসংসিদ্ধৌ নিযুক্তো গুরুকর্মণি।
কস্মাৎ প্রতিনিবৃত্তোঽসি কচ্চিন্ন কুশলং তব ॥ ১৯

যুধিষ্ঠির! এ-বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ মতঙ্গ ও গর্দভের সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ৭

তাত! পুরাকালে কোন এক ব্রাহ্মণের মতঙ্গ নামে এক পুত্র হয়, যিনি (অন্য বর্ণের পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারের প্রভাবে) তাঁহার তুল্য বর্ণ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন এবং সমস্ত সদ্‌গুণসমূহে সম্পন্ন ছিলেন ॥ ৮

শত্রুতাপন কুন্তীকুমার! একদিন নিজের পিতা প্রেরিত করিলে পর মতঙ্গ কোন যজমানকে যজ্ঞ করাইবার জন্য গর্দভসমূহে যোজিত শীঘ্রগামী রথে আরোহণ করিয়া গমন করিলেন ॥ ৯

রাজন্! রথের ভারবহন করিতে করিতে অল্পবয়সের গাধাকে তাহার মাতার নিকটেই মতঙ্গ বারংবার প্রতোদের (চাবুকের) দ্বারা আঘাত করিয়া নাসিকায় ক্ষত সৃষ্টি করিয়া দিতেছিলেন ॥ ১০

পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী গর্দভী সেই পুত্র গর্দভের ক্ষত দেখিয়া তাহাকে বুঝাইতে বুঝাইতে বলিল—পুত্র! শোক করিও না। তোমার উপর ব্রাহ্মণ নহে, চণ্ডাল আরোহী হইয়া আছে ॥ ১১

ব্রাহ্মণের মধ্যে এরূপ ক্রূরতা থাকে না। ব্রাহ্মণ সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন বলিয়া কথিত হন। যিনি সমস্ত প্রাণিগণকে উপদেশকারী আচার্য্য, তিনি কি কাহারও উপর প্রহার করিতে পারেন? ১২

এই ব্যক্তি স্বভাবতই পাপাত্মা; সেইজন্য অন্যের শিশুপুত্রের উপর দয়া করিতেছে না। এই ব্যক্তি নিজের এই কুকর্ম্মের দ্বারা নিজের চণ্ডাল-যোনির সম্মানবর্দ্ধন করিতেছে। জাতিগত স্বভাবই মনোভাব নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে ॥ ১৩

গর্দভীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মতঙ্গ অতিসত্বর রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং গর্দভীকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৪

কল্যাণময়ী গর্দভী! বল, আমার মাতা কাহার দ্বারা কলঙ্কিতা হইয়াছেন? তুমি আমাকে চণ্ডাল বলিয়া কিভাবে জানিতে পারিলে? শীঘ্র আমাকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বল ॥ ১৫

গর্দভী! তুমি কিভাবে জানিতে পারিলে যে, আমি চণ্ডাল? কোন্ কর্ম্মের দ্বারা আমার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে? তুমি দেখিতেছি অতিশয় বুদ্ধিমতী, অতএব সমস্ত কথাই যথাযথভাবে আমাকে বল ॥ ১৬

গর্দভী বলিল—মতঙ্গ! তুমি যৌবনে মদমত্তা এক ব্রাহ্মণীর উদর হইতে শূদ্রজাতীয় কোন এক নাপিতের দ্বারা জন্মলাভ করিয়াছ; সেই জন্য তুমি চণ্ডাল; আর তোমার মাতার এই ব্যভিচার কর্ম্মের দ্বারা তোমার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ১৭

গর্দভী এই কথা বলিলে পর মতঙ্গ নিজের গৃহের দিকে গমন করিলেন। তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহার পিতা এই কথা বলিলেন ॥ ১৮

পুত্র! আমি তোমাকে যজ্ঞ করিবার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তবে তুমি ফিরিয়া আসিলে কেন? তুমি কুশলে আছ ত? ১৯

মতঙ্গ উবাচ।

অন্ত্যযোনিরযোনির্বা কথং স কুশলী ভবেৎ।
কুশলং তু কৃতস্তস্য যস্যেয়ং জননী পিতঃ ॥ ২০
ব্রাহ্মণ্যাং বৃষলাজ্জাতং পিতর্বেদয়তীব মাম্।
অমানুষী গর্দভীয়ং তস্মাৎ তপ্স্যে তপো মহৎ ॥ ২১
এবমুক্ত্বা স পিতরং প্রতস্থে কৃতনিশ্চয়ঃ।
ততো গত্বা মহারণ্যমতপৎ সুমহৎ তপঃ ॥ ২২
ততঃ স তাপয়ামাস বিবুধাংস্তপসান্বিতঃ।
মতঙ্গঃ সুখসম্প্রেপ্সুঃ স্থানং সুচরিতাদপি ॥২৩
তং তথা তপসা যুক্তমুবাচ হরিবাহনঃ।
মতঙ্গ তপ্যসে কিং ত্বং ভোগানুৎসৃজ্য মানুষান্ ॥ ২৪
বরং দদামি তে হন্ত বৃণীষ্ব ত্বং যদিচ্ছসি।
যচ্চাপ্যবাপ্যং হৃদি তে সর্বং তদ্ ব্রূহি মাচিরম্ ॥ ২৫

মতঙ্গ উবাচ।

ব্রাহ্মণ্যং কাময়ানোঽহমিদমারব্ধবাংস্তপঃ।
গচ্ছেয়ং তদবাপ্যেহ বর এষ বৃতো ময়া ॥ ২৬

ভীষ্ম উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং তমুবাচ পুরন্দরঃ।
মতঙ্গ দুর্লভমিদং বিপ্রত্বং প্রার্থ্যতে ত্বয়া ॥ ২৭
ব্রাহ্মণ্যং প্রার্থয়ানস্ত্বমপ্রাপ্যমকৃতাত্মভিঃ।
বিনশিষ্যসি দুর্বুদ্ধে তদুপারম মাচিরম্ ॥ ২৮
শ্রেষ্ঠতাং সর্বভূতেষু তপোঽর্থং নাতিবর্ততে।
তদগ্র্যং প্রার্থয়ানস্ত্বমচিরাদ্ বিনশিষ্যসি ॥ ২৯
দেবতাসুরমর্ত্যেষু যৎ পবিত্রং পরং স্মৃতম্।
চণ্ডালযোনৌ জাতেন ন তৎ প্রাপ্যং কথঞ্চন ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ইন্দ্রমতঙ্গসংবাদে
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

মতঙ্গ বলিলেন,—পিতঃ! যে চাণ্ডালযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছে অথবা উহা হইতেও নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে কুশলে থাকিবে কি করিয়া? যাহার এরূপ মাতা, তাহার আবার কুশল কোথা হইতে হইবে? ২০

পিতঃ! মানবেতর-যোনিতে উৎপন্না এই গর্দভী আমাকে ব্রাহ্মণীর গর্ভ হইতে শূদ্রের দ্বারা উৎপন্ন বলিয়া বর্ণনা করিতেছে, সেইজন্য এখন আমি কঠোর তপস্যা করিব ॥ ২১

পিতাকে এই কথা বলিয়া মতঙ্গ তপস্যা করিবার জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করত গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং মহাবনে গমন করিয়া সেই স্থানে অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ২২

তারপর তপস্যায় নিরত থাকিয়া মতঙ্গ দেবগণকে সন্তাপিত করিয়া দিলেন। তিনি উত্তমরূপে তপস্যা করিয়া সুখের সহিতই ব্রাহ্মণত্বরূপী নিজের অভীষ্ট স্থান লাভ করিতে ইচ্ছুক হইলেন ।২৩

তাঁহাকে এইভাবে তপস্যায় নিরত দেখিয়া ইন্দ্র বলিলেন,—মতঙ্গ! তুমি কেন মানবোচিত ভোগসমূহ পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা করিতেছ? ২৪

আমি তোমাকে বরদান করিতেছি। তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছ, তাহা প্রসন্নতার সহিত প্রার্থনা কর। তোমার হৃদয়ে যাহা কিছু লাভ করিবার বাসনা আছে, সেই সব শীঘ্র আমাকে বল। ২৫

মতঙ্গ বলিলেন,—আমি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার বাসনায় এই তপস্যা আরম্ভ করিয়াছি। তাহা প্রাপ্ত হইয়াই আমি এস্থান হইতে যাইব, আমি এই বর প্রার্থনা করিতেছি। ২৬

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! মতঙ্গের এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন,—মতঙ্গ! তুমি যে ব্রাহ্মণত্ব প্রার্থনা করিতেছ, তাহা তোমার পক্ষে দুর্লভ। ২৭

যাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ নয় অথবা যাহারা পুণ্যাত্মা নহে, তাহাদের পক্ষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ অসম্ভব। দুর্বুদ্ধে! তুমি ব্রাহ্মণত্ব প্রার্থনা করিতে করিতে মরিয়া যাইবে, তথাপি তাহা লাভ করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব এই দুরাগ্রহ হইতে যত শীঘ্র সম্ভব নিবৃত্ত হইয়া যাও। ২৮

সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বই ব্রাহ্মণত্ব এবং তাহাই তোমার অভীষ্ট প্রয়োজন; কিন্তু এই তপস্যা সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারিবে না, অতএব এই শ্রেষ্ঠ পদলাভের বাসনা পোষণ করিতে করিতেই তুমি শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইবে। ২৯

দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যেও যাঁহাকে পরম পবিত্র বলিয়া মনে করা হয়, সেই ব্রাহ্মণত্বকে চণ্ডালযোনিতে উৎপন্ন মানুষ কিভাবে লাভ করিতে সমর্থ হইবে? ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে ইন্দ্র ও মতঙ্গের সংবাদবিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

।। অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।।

(ব্রাহ্মণত্বলাভবাসনাং বিহায় বরান্তরপ্রার্থনায় মতঙ্গং বোধয়িতুমিন্দ্রস্য চেষ্টা ।

ভীষ্ম উবাচ ।

এবমুক্তো মতঙ্গস্তু সংশিতাত্মা যতব্রতঃ ।
অতিষ্ঠদেকপাদেন বর্ষাণাং শতমচ্যুতঃ ॥ ১

তমুবাচ ততঃ শক্রঃ পুনরেব মহাযশাঃ ।
ব্রাহ্মণ্যং দুর্লভং তাত প্রার্থয়ানো ন লপ্স্যসে ॥ ২

মতঙ্গ পরমং স্থানং প্রার্থয়ন্ বিনশিষ্যসি ।
মা কৃথাঃ সাহসং পুত্র নৈষ ধর্মপথস্তব ॥ ৩

ন হি শক্যং ত্বয়া প্রাপ্তুং ব্রাহ্মণ্যমিহ দুর্মতে ।
অপ্রাপ্যং প্রার্থয়ানো হি নচিরাদ্ বিনশিষ্যসি ॥ ৪

মতঙ্গ পরমং স্থানং বার্য্যমাণোঽসকৃন্ময়া ।
চিকীর্ষস্যেব তপসা সর্বথা ন ভবিষ্যসি ॥ ৫

তির্য্যগ্‌যোনিগতঃ সর্বো মানুষ্যং যদি গচ্ছতি ।
স জায়তে পুল্কসো বা চণ্ডালো বাপ্যসংশয়ঃ ॥ ৬

পুল্কসঃ পাপযোনির্বা যঃ কশ্চিদিহ লক্ষ্যতে ।
স তস্যামেব সুচিরং মতঙ্গ পরিবর্ততে ॥ ৭

ততো দশশতে কালে লভতে শূদ্রতামপি ।
শূদ্রযোনাবপি ততো বহুশঃ পরিবর্ততে ॥ ৮

ততস্ত্রিংশদ্‌গুণে কালে লভতে বৈশ্যতামপি ।
বৈশ্যতায়াং চিরং কালং তত্রৈব পরিবর্ততে ॥ ৯

ততঃ ষষ্টিগুণে কালে রাজন্যো নাম জায়তে ।
ততঃ ষষ্টিগুণে কালে লভতে ব্রহ্মবন্ধুতাম্ ॥ ১০

ব্রহ্মবন্ধুশ্চিরং কালং ততস্তু পরিবর্ততে ।
ততস্তু দ্বিশতে কালে লভতে কাণ্ডপৃষ্ঠতাম্ ॥ ১১

কাণ্ডপৃষ্ঠশ্চিরং কালং তত্রৈব পরিবর্ততে ।
ততস্তু ত্রিশতে কালে লভতে জপতামপি ॥ ১২

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার বাসনা ত্যাগ করিয়া অন্ত বর প্রার্থনা করিতে মতঙ্গকে ইন্দ্রের বুঝাইবার চেষ্টা।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ইন্দ্র এই কথা বলিলে পর মতঙ্গের মন আরও দৃঢ় হইয়া যাইল। তিনি সংযমসহকারে উত্তম ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। নিজ ধৈর্য্য হইতে অবিচ্যুত মতঙ্গ শত বর্ষকাল এক পদে দণ্ডায়মান রহিলেন। ১

তখন মহাযশস্বী ইন্দ্র পুনরায় আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—বৎস! ব্রাহ্মণত্ব দুর্লভ। তাহা প্রার্থনা করিলেও তুমি লাভ করিতে পারিবে না। ২

মতঙ্গ! তুমি এই উত্তম স্থান প্রার্থনা করিতে করিতে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। পুত্র! এই দুঃসাহস করিও না। তোমার পক্ষে এই ধর্মপথ নয়। ৩

দুর্মতে! তুমি এই জীবনে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিবে না। এই অপ্রাপ্য বস্তুর জন্ত প্রার্থনা করিতে করিতে তুমি অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। ৪

মতঙ্গ! আমি তোমাকে বার বার নিষেধ করিতেছি, তথাপি তুমি সেই উৎকৃষ্ট স্থানকে তপস্তার দ্বারা লাভ করিবার অভিলাষ করিয়াই যাইতেছ। এরূপ করিলে সর্ব্বতোভাবে তোমার নিজস্ব সত্তাই থাকিবে না। ৫

পশু-পক্ষীর যোনিগত সকল প্রাণী যদি কখনও মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তবে তাহারা প্রথমে পুল্কস বা চণ্ডাল হইয়াই থাকে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৬

মতঙ্গ! পুল্কস বা অন্ত কোন পাপযোনিজাত যে পুরুষকে এ জগতে দেখা যায়, সে দীর্ঘকাল ধরিয়াই নিজের সেই যোনিতে ঘুরিতে থাকে

তদনন্তর এক হাজার বৎসর অতিবাহিত হইলে পর সেই চণ্ডাল বা পুল্কস শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহাতেও সে বহু জন্ম পর্য্যন্ত ঘুরিতে থাকে। ৮

তাহার পর ত্রিশ গুণ সময় অতিক্রান্ত হইলে সে বৈশ্যযোনিতে আসে এবং সেস্থানেও বহুকাল পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। ৯

ইহার পর ষাট্‌গুণ কাল অতিবাহিত হইলে সে ক্ষত্রিয়-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর আরও ষাট্ গুণ কাল অতিক্রান্ত হইলে সে পতিত ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মলাভ করে। ১০

দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণাধম হইয়া থাকিবার পর যখন তাহার সেই অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়, তখন সে অস্ত্রের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করে। ১১

সেস্থানে সে দীর্ঘকাল ধরিয়া ঘুরিতে থাকে। তদনন্তর তিন শত বৎসর অতিবাহিত হইলে পর সে গায়ত্রী-মন্ত্র জপকারী ব্রাহ্মণের কুলে জন্মলাভ করে।। ১২

তত্র প্রাপ্য চিরং কালং তত্রৈব পরিবর্ততে।
ততশ্চতুঃশতে কালে শ্রোত্রিয়ো নাম জায়তে।
শ্রোত্রিয়ত্বে চিরং কালং তত্রৈব পরিবর্ততে ॥ ১৩
তদেবং শোক-হর্ষৌ তু কাম-দ্বেষৌ চ পুত্রক।
অতিমানাতিবাদৌ চ প্রবিশেতে দ্বিজাধমম্ ॥ ১৪
তাংশ্চেজ্জয়তি শত্রূন্ স তদা প্রাপ্নোতি সদ্গতিম্।
অথ তে বৈ জয়ন্ত্যেনং তালাগ্রাদিব পাত্যতে ॥ ১৫
মতঙ্গ সম্প্রধার্য্যৈবং যদহং ত্বামচূচুদম্।
বৃণীষ্ব কামমন্যং ত্বং ব্রাহ্মণ্যং হি সুদুর্লভম্ ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ইন্দ্র-মতঙ্গসংবাদে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

সেই জন্মলাভ করিয়াও সেখানে সে বারংবার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পতিত হয়। তারপর চারি শত বৎসর ব্যতীত হইলে সে শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ) ব্রাহ্মণের কুলে জন্মগ্রহণ করে এবং সেখানেও তাহার বারংবার যাতায়াত হইতে থাকে ॥ ১৩

পুত্র! এইভাবে শোক হর্ষ, রাগ-দ্বেষ, অতিমান ও অতিবাদাদি দোষসমূহ অধম দ্বিজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ ১৪

যদি তিনি এই সব শত্রুকে জয় করিতে পারেন, তবে তিনি সদ্গতি প্রাপ্ত হন এবং যদি এই সব শত্রুরাও তাঁহাকে জয় করে, তাহা হইলে তালবৃক্ষের উপর হইতে পতিত তালফলের ন্যায় তিনি অধঃপাতিত হন ॥ ১৫

মতঙ্গ! ইহা চিন্তা করিয়া আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, তুমি অন্য কোন অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর ; কারণ, ব্রাহ্মণত্ব অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে ইন্দ্র ও মতঙ্গের সংবাদবিষয়ক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(মতঙ্গস্য তপস্যা, তস্মৈ বরদানঞ্চ।)

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্তো মতঙ্গস্তু সংশিতাত্মা যতব্রতঃ।
সহস্রমেকপাদেন ততো ধ্যানে ব্যতিষ্ঠত ॥ ১
তং সহস্রাবরে কালে শক্রো দ্রষ্টুমুপাগমৎ।
তদেব চ পুনর্বাক্যমুবাচ বলবৃত্রহা ॥ ২

মতঙ্গ উবাচ।

ইদং বর্ষসহস্রং বৈ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
অতিষ্ঠমেকপাদেন ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্নুয়াং কথম্ ॥ ৩

শক্র উবাচ।

চণ্ডালযোনৌ জাতেন নাবাপ্যং বৈ কথঞ্চন।
অন্যং কামং বৃণীষ্ব ত্বং মা বৃথা তেঽস্ত্বয়ং শ্রমঃ ॥৪
এবমুক্তো মতঙ্গস্তু ভৃশং শোকপরায়ণঃ।
অধ্যতিষ্ঠদ্ গয়াং গত্বা সোঽঙ্গুষ্ঠেন শতং সমাঃ ॥ ৫
সুদুর্বহং বহন্ যোগং কৃশো ধমনিসন্ততঃ।
ত্বগস্থিভূতো ধর্মাত্মা স পপাতেতি নঃ শ্রুতম ॥ ৬

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[মতঙ্গের তপস্যা এবং তাঁহাকে বরদান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! ইন্দ্র এই কথা বলিলে পর মতঙ্গ নিজের মনকে আরও দৃঢ় ও সংযমশীল করিয়া এক হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিলেন ॥ ১

যখন এক হাজার বৎসর পূর্ণ হইবার আর কিছু অবশিষ্ট আছে, সেই সময় বলাসুর ও বৃত্রাসুরের হন্তা দেবরাজ ইন্দ্র পুনরায় মতঙ্গকে দেখিবার জন্য আসিলেন এবং তাঁহাকে তিনি পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলেন ॥ ২

মতঙ্গ বলিলেন,—দেবরাজ! আমি এক হাজার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত হইয়া একপদে দাঁড়াইয়া তপস্যা করিয়াছি। তবে আমি কেন ব্রাহ্মণত্ব পাইব না? ৩

ইন্দ্র বলিলেন,—মতঙ্গ! চণ্ডাল-যোনিতে জন্মগ্রহণকারী কোনরূপেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে না ; সেইজন্য তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর, যাহাতে তোমার এই পরিশ্রম বৃথা না হয় ॥ ৪

তিনি এই কথা বলিলে পর মতঙ্গ অত্যন্ত শোকমগ্ন হইয়া গয়ায় গমন করত পদের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির দ্বারা একশত বৎসর কাল দণ্ডায়মান থাকিয়া তপস্যা করিলেন ॥ ৫

তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বহ যোগ অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ

তং পতন্তমভিক্রম্য পরিজগ্রাহ বাসবঃ।
বরাণামীশ্বরো দাতা সর্বভূতহিতে রতঃ ॥ ৭

শক্র উবাচ।

মতঙ্গ ব্রাহ্মণত্বং তে বিরুদ্ধমিহ দৃশ্যতে।
ব্রাহ্মণ্যং দুর্লভতরং সংবৃতং পরিপন্থিভিঃ ॥ ৮
পূজয়ন্ সুখমাপ্নোতি দুঃখমাপ্নোত্যপূজয়ন্।
ব্রাহ্মণঃ সর্বভূতানাং যোগক্ষেমসমর্পিতা ॥ ৯
ব্রাহ্মণেভ্যোঽনুতৃপ্যন্তে পিতরো দেবতাস্তথা।
ব্রাহ্মণঃ সর্বভূতানাং মতঙ্গ পর উচ্যতে ॥ ১০
ব্রাহ্মণঃ কুরুতে তদ্ধি যথা যদ্ যচ্চ বাঞ্ছতি।
বহ্বীস্তু সংবিশন্ যোনীর্জায়মানঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১১
পর্য্যায়ে তাত কস্মিংশ্চিদ্ ব্রাহ্মণ্যমিহ বিন্দতি।
তদুৎসৃজ্যেহ দুষ্প্রাপং ব্রাহ্মণ্যমকৃতাত্মভিঃ ॥ ১২

অন্যং বরং বৃণীষ ত্বং দুর্লভোঽয়ং হি তে বরঃ।

মতঙ্গ উবাচ।

কিং মাং তুদসি দুঃখার্তং মৃতং মারয়সে চ মাম্ ॥১৩
ত্বাং তু শোচামি যো লব্ধ্বা ব্রাহ্মণ্যং ন বুভূষসে।
ব্রাহ্মণ্যং যদি দুষ্প্রাপং ত্রিভির্বর্ণৈঃ শতক্রতো ॥ ১৪
সুদুর্লভং সদাবাপ্য নানুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
যঃ পাপেভ্যঃ পাপতমস্তেষামধম এব সঃ ॥ ১৫
ব্রাহ্মণ্যং যো ন জানীতে ধনং লব্ধ্বেব দুর্লভম্।
দুষ্প্রাপং খলু বিপ্রত্বং প্রাপ্তুং দুরনুপালনম্ ॥ ১৬
দুরবাপমবাপ্যৈতন্নানুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
একারামো হ্যহং শক্র নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ ॥ ১৭
অহিংসা-দমমাস্থায় কথং নার্হামি বিপ্রতাম্।
দৈবং তু কথমেতদ্ বৈ যদহং মাতৃদোষতঃ ॥ ১৮

অতিশয় দুর্বল হইয়া যাইল। তিনি কেবল ধমনিসার হইয়া যাইলেন। ধর্মাত্মা মতঙ্গের শরীর চর্মে আবৃত অস্থিময় হইয়া যাইল। এই অবস্থায় তিনি নিজেকে রক্ষা করিতে না পারিয়া পতিত হইয়া যাইলেন ইহা আমরা শুনিয়াছি। ৬

তাঁহাকে পতিত হইতে দেখিয়া সমস্ত ভূতগণের হিতে নিরত বরদান করিতে সমর্থ ইন্দ্র ধাবিত হইয়া আসিয়া ধারণ করিলেন। ৭

ইন্দ্র বলিলেন, মতঙ্গ! এই জন্মে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি অসম্ভব দেখা যাইতেছে। ব্রাহ্মণত্ব অত্যন্ত দুর্লভ; এবং উহা কাম-ক্রোধাদি দস্যুগণে সর্বদা পরিবৃত। ৮

যে ব্রাহ্মণকে আদর করে, সে সুখলাভ করিয়া থাকে এবং যে অনাদর করে, সে দুঃখ পায়। ব্রাহ্মণ সমস্ত প্রাণিগণের যোগ-ক্ষেমপ্রাপ্তিকারক। ৯

মতঙ্গ! ব্রাহ্মণগণ তৃপ্ত হইলে পর দেবতা ও পিতৃগণ তৃপ্ত হন। ব্রাহ্মণকে সমস্ত প্রাণীদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। ১০

ব্রাহ্মণ যাহা যাহা করিতে বাঞ্ছা করেন, নিজের তপের দ্বারা তাহা সেইরূপেই করিতে পারেন। তাত! জীব এই জগতের মধ্যে বহু যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে কখনও কোন সময়ে সে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। ১১½

অতএব যাহাদের মন বশীভূত নয়, এরূপ মনুষ্যগণের পক্ষে সর্বথা দুষ্প্রাপ্য ব্রাহ্মণত্ব পাইবার আশা ত্যাগ করিয়া তুমি অন্য কোন এক বর প্রার্থনা কর। এই বর তোমার দুর্লভই। ১২½

মতঙ্গ বলিলেন,—দেবরাজ! আমি এখন দুঃখপীড়িত, তথাপি তুমি আমাকে কেন পীড়িত করিতেছ? মৃত আমাকে কেন পুনরায় মৃত্যুদায়ক আঘাত করিতেছ? আমি ত' এখন তোমার জন্যই শোক করিতেছি, যে জন্ম হইতেই ব্রাহ্মণত্ব পাইলেও তুমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতেছ না। ১৩½

শতক্রতো! যদি ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের পক্ষে ব্রাহ্মণত্ব দুর্লভই হয়, তবে সেই পরম দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াও মানুষ ব্রাহ্মণোচিত শম-দমের অনুষ্ঠান কেন করে না—ইহা কিরূপ দুঃখের বিষয়! ১৪½

সেই ব্যক্তি পাপিগণ হইতেও অত্যন্ত পাপী এবং তাহা হইতেও অধম, যে ব্যক্তি দুর্লভ ধনের ন্যায় ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াও উহার মহত্ত্বকে বুঝে না। ১৫½

প্রথমে ত' ব্রাহ্মণত্ব লাভ করাই কঠিন। যদি বা উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে উহার পালন করা আরও কঠিন হইয়া যায়; কিন্তু বহু মানুষ এই দুর্লভ বস্তু প্রাপ্ত হইয়াও তদনুকূল আচরণ করে না। ১৬½

শক্র! আমি একান্তে আনন্দসহকারে বাস করিতেছি এবং দ্বন্দ্ব ও পরিগ্রহশূন্য হইয়াছি। অহিংসা ও দম পালন করিয়া যাইতেছি। এরূপ অবস্থায় আমি ব্রাহ্মণত্ব লাভের যোগ্য হইব না কেন? ১৭½

পুরন্দর! আমি ধর্মজ্ঞ হইয়াও কেবল মাতার দোষে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। ইহা আমার কিরূপ দুর্ভাগ্য? ১৮½

এতামবস্থাং সম্প্রাপ্তো ধর্মজ্ঞঃ সন্ পুরন্দর।
নূনং দৈবং ন শক্যং হি পৌরুষেণাতিবর্তিতুম্ ॥ ১৯
যদর্থং যত্নবানেব ন লভে বিপ্রতাং বিভো।
এবংগতে তু ধর্মজ্ঞ দাতুমর্হসি মে বরম্ ॥ ২০
যদি তেঽহমনুগ্রাহ্যঃ কিঞ্চিদ্ বা সুকৃতং মম।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বৃণীষ্বেতি তদা প্রাহ ততস্তং বলবৃত্রহা ॥ ২১
চোদিতস্তু মহেন্দ্রেণ মতঙ্গঃ প্রাব্রবীদিদম্।
যথা কামবিহারী স্যাং কামরূপী বিহঙ্গমঃ ॥ ২২
ব্রহ্মক্ষত্রাবিরোধেন পূজাঞ্চ প্রাপ্নুয়ামহম্।
যথা মমাক্ষয়া কীর্তির্ভবেচ্চাপি পুরন্দর ॥ ২৩
কর্তুমর্হসি তদ্ দেব শিরসা ত্বাং প্রসাদয়ে।

শক্র উবাচ।

ছন্দোদেব ইতি খ্যাতঃ স্ত্রীণাং পূজ্যো ভবিষ্যসি ॥ ২৪
কীর্তিশ্চ তেঽতুলা বৎস ত্রিষু লোকেষু যাস্যতি।
এবং তস্মৈ বরং দত্ত্বা বাসবোঽন্তরধীয়ত ॥ ২৫
প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা মতঙ্গোঽপি সম্প্রাপ্তঃ স্থানমুত্তমম্।
এবমেতৎ পরং স্থানং ব্রাহ্মণ্যং নাম ভারত!
তচ্চ দুষ্প্রাপমিহ বৈ মহেন্দ্রবচনং যথা ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ইন্দ্র-মতঙ্গসংবাদে
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

প্রভো! নিশ্চয়ই পুরুষার্থের দ্বারা দৈবকে উল্লঙ্ঘন করা যায় না; কারণ, আমি যাহার জন্য এরূপ প্রযত্ন করিয়াছি, সেই ব্রাহ্মণত্ব আমি লাভ করিতে পারিলাম না ॥ ১৯½

ধর্মজ্ঞ দেবরাজ! যদি এরূপ অবস্থায় আমি আপনার কৃপাপাত্র হই, অথবা যদি আমার কিছু পুণ্য অবশিষ্ট থাকে, তবে আপনি আমাকে বরদান করুন ॥ ২০½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তখন বল ও বৃত্রাসুর-হন্তা ইন্দ্র মতঙ্গকে বলিলেন—তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। মহেন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত হইয়া মতঙ্গ এই কথা বলিলেন ॥২১½

দেব পুরন্দর! আপনি এরূপ কৃপা করুন, যাহাতে আমি ইচ্ছানুসারে বিচরণকারী এবং নিজের ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী আকাশচারী দেবতা হইতে পারি। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধরহিত হইয়া আমি যেন সর্বত্র পূজা এবং সৎকার প্রাপ্ত হই ও আমার অক্ষয়কীর্তির বিস্তার হয়। আমি আপনার চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করত আপনার প্রসন্নতা কামনা করিতেছি। আপনি আমার প্রার্থনা সফল করুন ॥ ২২-২৩½

ইন্দ্র বলিলেন,—বৎস! তুমি স্ত্রীগণের পূজনীয় হইবে 'ছন্দোদেব' নামে তোমার খ্যাতি হইবে এবং তিনলোকে তোমার অনুপম কীর্তির বিস্তার হইবে ॥ ২৪½

এইভাবে তাঁহাকে বরদান করিয়া ইন্দ্র সেই স্থানে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। মতঙ্গও নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া উত্তম স্থান (ব্রহ্মলোক) প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৫½

ভারত! এইরূপে সেই ব্রাহ্মণত্ব পরম উত্তম স্থান বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। যেরূপ ইন্দ্রের বাক্য, তদনুসারে তাহা এ জীবনে অন্য বর্ণের মনুষ্যগণের পক্ষে দুর্লভ ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ইন্দ্র ও মতঙ্গের সংবাদবিষয়ক একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(বীতহব্যপুত্রৈঃ সহ কাশিরাজস্য ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, প্রতর্দ্দনেন তেষাং বধঃ, ভৃগুবাক্যেন রাজ্ঞো বীতহব্যস্য ব্রাহ্মণত্বলাভসংবাদবর্ণনঞ্চ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রুতং মে মহদাখ্যানমেতৎ কুরুকুলোদ্বহ।
সুদুষ্প্রাপং যদ্ ব্রবীষি ব্রাহ্মণ্যং বদতাং বর ॥ ১

বিশ্বামিত্রেণ চ পুরা ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তমিত্যুত।
শ্রূয়তে বদসে তচ্চ দুষ্প্রাপমিতি সত্তম ॥ ২

বীতহব্যশ্চ নৃপতিঃ শ্রুতো মে বিপ্রতাং গতঃ।
তদেব তাবদ্ গাঙ্গেয় শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং বিভো ॥ ৩

স কেন কর্মণা প্রাপ্তো ব্রাহ্মণ্যং রাজসত্তমঃ।
বরেণ তপসা বাপি তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ।

শৃণু রাজন্ যথা রাজা বীতহব্যো মহাযশাঃ।
রাজর্ষিদুর্লভং প্রাপ্তো ব্রাহ্মণ্যং লোকসংকৃতম্ ॥ ৫

মনোর্মহাত্মনস্তাত প্রজা ধর্মেণ শাসতঃ।
বভূব পুত্রো ধর্মাত্মা শর্য্যাতিরিতি বিশ্রুতঃ ॥ ৬

তস্যান্ববায়ে দ্বৌ রাজন্ রাজানৌ সম্বভূবতুঃ।
হৈহয়স্তালজঙ্ঘশ্চ বৎসস্য জয়তাং বর ॥ ৭

হৈহয়স্য তু রাজেন্দ্র দশসু স্ত্রীষু ভারত।
শতং বভূব পুত্রাণাং শূরাণামনিবর্ত্তিনাম্ ॥ ৮

তুল্যরূপপ্রভাবাণাং বলিনাং যুদ্ধশালিনাম্।
ধনুর্বেদে চ বেদে চ সর্বত্রৈব কৃতশ্রমাঃ ॥ ৯

কাশিষ্বপি নৃপো রাজন্ দিবোদাসপিতামহঃ।
হর্য্যশ্ব ইতি বিখ্যাতো বভূব জয়তাং বরঃ ॥ ১০

স বীতহব্যদায়াদৈরাগত্য পুরুষর্ষভ।
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে সংগ্রামে বিনিপাতিতঃ ॥ ১১

ত্রিংশ অধ্যায়।

[বীতহব্যের পুত্রগণের সহিত কাশীরাজের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। প্রতর্দ্দনকর্তৃক তাঁহাদের বধ এবং ভৃগুর কথায় রাজা বীতহব্যের ব্রাহ্মণত্বলাভের সংবাদ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—কুরুবংশধর, বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ! আমি আপনার নিকট হইতে এই মহৎ উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম। আপনি বলিলেন যে, এই দেহে অন্য বর্ণের মনুষ্যগণের পক্ষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। ১

সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ! কিন্তু শুনা যায়, পুরাকালে বিশ্বামিত্র এই দেহেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অথচ আপনি ইহাকে দুর্লভ বলিয়া বর্ণনা করিলেন (এই উভয় বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।)। ২

আমি আরও শুনিয়াছি যে, রাজা বীতহব্য ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছিলেন। গঙ্গানন্দন! প্রভো! এখন আমি প্রথমে সেই প্রসঙ্গই শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। ৩

সেই রাজশ্রেষ্ঠ বীতহব্য কোন্ কর্ম, কোন্ বর অথবা কোন্ তপস্যায় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন? ইহা আপনি সবিস্তরে আমার নিকট বর্ণনা করুন। ৪

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! মহাযশস্বী রাজর্ষি রাজা বীতহব্য যেভাবে লোকসম্মানিত দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ৫

তাত! পুরাকালে ধর্মানুসারে প্রজাপালনকারী মহাত্মা রাজা মনুর এক ধর্মাত্মা পুত্র হয়। তিনি শর্য্যাতি নামে বিখ্যাত ছিলেন। ৬

বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরেশ! রাজা শর্য্যাতির বংশে দুই জন রাজা অতিশয় প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম হইল হৈহয় ও তালজঙ্ঘ। ইঁহারা উভয়েই রাজা বৎসের পুত্র ছিলেন। ৭

ভরতবংশধর রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির! ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে হৈহয়ের (তাঁহার অপর নাম ছিল বীতহব্য) দশ জন স্ত্রী ছিল। এই সব স্ত্রীর গর্ভ হইতে শত শৌর্য্যশালী বীর পুত্র উৎপন্ন হয়। ইঁহারা কখনও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেন না। ৮

ইঁহাদের সকলেরই রূপ ও প্রভাব সমান ছিল। ইঁহারা প্রত্যেকেই বলবান্ এবং যুদ্ধে শোভাসম্পন্ন ছিলেন। ইঁহারা ধনুর্বেদ ও বেদের সকল বিষয়েই বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ৯

সেই সময় কাশীরাজ্যে হর্য্যশ্ব নামে বিখ্যাত এক রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। ইনি দিবোদাসের পিতামহ ছিলেন এবং বিজয়শীল বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ১০

পুরুষপ্রবর! বীতহব্যের পুত্রগণ হর্য্যশ্বের রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং গঙ্গা-যমুনার মধ্যে যুদ্ধে তাঁহাকে নিপাতিত করিলেন। ১১

তং তু হত্বা নরপতিং হৈহয়াস্তে মহারথাঃ ।
প্রতিজগ্মুঃ পুরীং রম্যাং বৎসানামকুতোভয়াঃ ॥ ১২
হর্য্যশ্বস্য চ দায়াদঃ কাশিরাজোঽভ্যষিচ্যত ।
সুদেবো দেবসঙ্কাশঃ সাক্ষাদ্ধর্ম ইবাপরঃ ॥ ১৩
স পালয়ামাস মহীং ধর্মাত্মা কাশিনন্দনঃ ।
তৈর্বীতহব্যৈরাগত্য যুধি সর্বৈর্বিনির্জিতঃ ॥ ১৪
তমথাজৌ বিনির্জিত্য প্রতিজগ্মুর্যথাগতম্ ।
সৌদেবস্ত্বথ কাশীশো দিবোদাসোঽভ্যষিচ্যত ॥ ১৫
দিবোদাসস্তু বিজ্ঞায় বীর্য্যং তেষাং যতাত্মনাম্ ।
বারাণসীং মহাতেজা নির্মমে শক্রশাসনাৎ ॥ ১৬
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-সম্বাধাং বৈশ্য-শূদ্রসমাকুলাম্ ।
নৈকদ্রব্যোচ্চয়বতীং সমৃদ্ধবিপণাপণাম্ ॥ ১৭
গঙ্গায়া উত্তরে কূলে বপ্রান্তে রাজসত্তম ।
গোমত্যা দক্ষিণে কূলে শক্রস্যেবামরাবতীম্ ॥ ১৮
তত্র তং রাজশার্দূলং নিবসন্তং মহীপতিম্ ।
আগত্য হৈহয়া ভূয়ঃ পর্য্যধাবন্ত ভারত ॥ ১৯
স নিষ্ক্রম্য দদৌ যুদ্ধং তেভ্যো রাজা মহাবলঃ ।
দেবাসুরসমং ঘোরং দিবোদাসো মহাদ্যুতিঃ ॥ ২০
স তু যুদ্ধে মহারাজ দিনানাং দশতীর্দশ ।
হতবাহনভূয়িষ্ঠস্ততো দৈন্যমুপাগমৎ ॥ ২১
হতযোধস্ততো রাজন্ ক্ষীণকোশশ্চ ভূমিপঃ ।
দিবোদাসঃ পুরীং ত্যক্ত্বা পলায়নপরোঽভবৎ ॥ ২২
গত্বাঽঽশ্রমপদং রম্যং ভরদ্বাজস্য ধীমতঃ ।
জগাম শরণং রাজা কৃতাঞ্জলিররিন্দম ॥ ২৩
তমুবাচ ভরদ্বাজো জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো বৃহস্পতেঃ ।
পুরোধাঃ শীলসম্পন্নো দিবোদাসং মহীপতিম্ ॥ ২৪
কিমাগমনকৃত্যং তে সর্বং প্রব্রূহি মে নৃপ ।
যৎ তে প্রিয়ং তৎ করিষ্যে ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা ॥ ২৫

রাজা হর্য্যশ্বকে বধ করিয়া সেই মহারথী হৈহয়-রাজকুমারগণ নির্ভয় হইয়া বৎসবংশী রাজাদের সুরম্য পুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ১২

হর্য্যশ্বের পুত্র ছিলেন সুদেব। তিনি দেবতুল্য তেজস্বী ও দ্বিতীয় ধর্ম্মরাজের ন্যায় ন্যায়শীল ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি কাশিরাজের পদে অভিষিক্ত হইলেন। ১৩

ধর্ম্মাত্মা কাশিনন্দন সুদেব ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে বীতহব্যের পুত্রগণ সকলে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে তাঁহাকেও পরাজিত করিলেন। ১৪

সমরাঙ্গণে সুদেবকে পরাজিত করিয়া সেই হৈহয়রাজকুমারগণ যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেই ভাবেই চলিয়া যাইলেন। তারপর সুদেবের পুত্র দিবোদাসকে কাশিরাজের পদে অভিষিক্ত করা হয়। ১৫

দিবোদাস অতিশয় তেজস্বী রাজা ছিলেন। তিনি যখন সংযতমনা হৈহয়রাজকুমারগণের পরাক্রমের বিষয় বিচার করিয়া তাহা জ্ঞাত হইলেন, তখন ইন্দ্রের আজ্ঞায় বারাণসীনাম্নী এক নগরী স্থাপনা করিলেন। ১৬

এই নগরী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণে পরিপূর্ণ ছিল এবং নানাবিধ দ্রব্য-সামগ্রীতে পূর্ণ ছিল। বহু ক্রয়-বিক্রয় স্থান (বাজার হাট দোকান) উহার সমৃদ্ধিবহন করিতেছিল। ১৭

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই নগরীর একপ্রান্ত গঙ্গানদীর উত্তর তীর পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয় প্রান্ত গোমতী নদীর দক্ষিণ তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই নগরী ইন্দ্রের অমরাবতীপুরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে ছিল। ১৮

ভারত! এই নগরীতে বাসকারী রাজশ্রেষ্ঠ ভূপাল দিবোদাসের উপর পুনরায় হৈহয়রাজকুমারগণ আক্রমণ করিলেন। ১৯

মহাতেজস্বী মহাবল রাজা দিবোদাস পুরীর বাহিরে নির্গত হইয়া সেই রাজকুমারগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার এই যুদ্ধ দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় ভয়ঙ্কর ছিল। ২০

মহারাজ! কাশিরাজ একহাজার দিন (দুইবৎসর নয় মাস দশ দিন) পর্য্যন্ত শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধে দিবোদাসের বহু সৈন্য, হস্তী ও অশ্বাদিবাহন নিহত হইল। তাঁহার কোষাগার শূন্য হইয়া যাইল এবং তিনি দীন হইয়া পড়িলেন। শেষে নিজের রাজধানী ত্যাগ করিয়া তিনি পলাইয়া যাইলেন। ২১-২২

শত্রুদমন নরেশ! বুদ্ধিমান্ ভরদ্বাজের রমণীয় আশ্রমে গমন করিয়া রাজা দিবোদাস কৃতাঞ্জলি হইয়া সেস্থানে মুনির শরণগ্রহণ করিলেন। ২৩

বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরদ্বাজ শীলবান্ ও দিবোদাসের পুরোহিত ছিলেন। তিনি রাজাকে উপস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—নৃপ! তোমার এই স্থানে আসিবার কি প্রয়োজন হইয়াছে? আমাকে তোমার সকল বৃত্তান্ত বল। তোমার যে কোনও প্রিয়কার্য্য আমি করিব। ইহার জন্য আমার মনে অন্য কোন বিচার হইবে না। ২৪-২৫

রাজোবাচ।

ভগবন্ বৈতহব্যৈর্মে যুদ্ধে বংশঃ প্রণাশিতঃ।
অহমেকঃ পরিদ্যূনো ভবন্তং শরণং গতঃ ॥ ২৬

শিষ্যস্নেহেন ভগবংস্ত্বং মাং রক্ষিতুমর্হসি
একশেষঃ কৃতো বংশো মম তৈঃ পাপকর্মভিঃ ॥ ২৭

তমুবাচ মহাভাগো ভরদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং সৌদেব ব্যেতু তে ভয়ম্ ॥ ২৮

অহমিষ্টিং করিষ্যামি পুত্রার্থং তে বিশাম্পতে।
বীতহব্যসহস্রাণি যেন ত্বং প্রহরিষ্যসি ॥ ২৯

তত ইষ্টিং চকারর্ষিস্তস্য বৈ পুত্রকামিকীম্।
অথাস্য তনয়ো জজ্ঞে প্রতর্দন ইতি শ্রুতঃ ॥ ৩০

স জাতমাত্রো ববৃধে সমাঃ সদ্যস্ত্রয়োদশ।
বেদং চাপি জগৌ কৃৎস্নং ধনুর্বেদঞ্চ ভারত ॥ ৩১

যোগেন চ সমাবিষ্টো ভরদ্বাজেন ধীমতা।
তেজো লোক্যং স সংগৃহ্য তস্মিন্ দেশে সমাবিশৎ ॥৩২

ততঃ স কবচী ধন্বী স্তূয়মানঃ সুরর্ষিভিঃ।
বন্দিভির্বন্দ্যমানশ্চ বভৌ সূর্য্য ইবোদিতঃ ॥ ৩৩

স রথী বদ্ধনিস্ত্রিংশো বভৌ দীপ্ত ইবানলঃ।
প্রযযৌ স ধনুর্ধুন্বন্ খড়্গী চর্মী শরাসনী ॥ ৩৪

তং দৃষ্ট্বা পরমং হর্ষং সুদেবতনয়ো যযৌ।
মেনে চ মনসা দগ্ধান্ বৈতহব্যান স পার্থিবঃ ॥ ৩৫

ততোঽসৌ যৌবরাজ্যে চ স্থাপয়িত্বা প্রতর্দনম্।
কৃতকৃত্যং তদাঽঽত্মানং স রাজা অভ্যনন্দত ॥ ৩৬

ততস্তু বৈতহব্যানাং বধায় স মহীপতিঃ।
পুত্রং প্রস্থাপয়ামাস প্রতর্দনমরিন্দমম্ ॥ ৩৭

সরথঃ স তু সন্তীর্য্য গঙ্গামাশু পরাক্রমী।
প্রযযৌ বীতহব্যানাং পুরীং পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ৩৮

রাজা বলিলেন,—ভগবন্! যুদ্ধে বীতহব্যের পুত্রগণ আমার বংশ ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। আমি একাকীই অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। ২৬

ভগবন্! আমি আপনার শিষ্য এবং আপনি আমার গুরু। শিষ্যের প্রতি গুরুর যে সহজ স্নেহ আছে, উহার দ্বারাই আপনি আমাকে রক্ষা করুন। সেই পাপকর্ম্মকারী শত্রুগণ আমার বংশে কেবল একাকী আমাকেই অবশিষ্ট রাখিয়াছে। ২৭

ইহা শ্রবণ করত প্রতাপশালী মহর্ষি মহাভাগ ভরদ্বাজ বলিলেন,—সুদেবনন্দন! তুমি ভীত হইও না, ভীত হইও না। তোমার ভয় অপগত হউক। ২৮

প্রজানাথ! আমি তোমার পুত্রপ্রাপ্তির জন্য এক যজ্ঞ করিব, যাহার সহায়তায় তুমি হাজার বীতহব্য-পুত্রগণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে। ২৯

তখন ঋষি রাজাকে দিয়া এক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করাইলেন। ইহাতে তাঁহার প্রতর্দ্দন নামে এক বিখ্যাত পুত্র হইল। ৩০

ভারত! তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ এরূপ বর্দ্ধিত হইয়া যাইলেন, যেন তাঁহার তের বৎসর বয়স হইয়াছে। সেই সময় তিনি নিজ মুখ দিয়া সম্পূর্ণ বেদ ও ধনুর্বেদ গান করিয়াছিলেন। ৩১

বুদ্ধিমান্ ভরদ্বাজমুনি তাঁহাকে যোগশক্তিসম্পন্ন করিয়া দিলেন এবং তাঁহার দেহে সম্পূর্ণ জগতের তেজ সমাবিষ্ট করিলেন। ৩২

তদনন্তর রাজকুমার প্রতর্দ্দন নিজ দেহে কবচ ধারণ করিলেন এবং হস্তে ধনু গ্রহণ করিলেন। সেই সময় দেবর্ষিগণ তাঁহার যশ গান করিতে লাগিলেন। বন্দীজনসকলের দ্বারা বন্দিত হইয়া তিনি নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। ৩৩

তিনি রথে উপবিষ্ট হইলেন এবং কোমরে তরবারি বন্ধন করত প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় উদ্ভাসিত হইতে থাকিলেন। ঢাল, তরবারি ও ধনু ধারণ করিয়া রাজকুমার প্রতর্দ্দন ধনুর টঙ্কারধ্বনি করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। ৩৪

তাঁহাকে দেখিয়া সুদেবনন্দন রাজা দিবোদাস অত্যন্ত হর্ষলাভ করিলেন। তিনি মনে মনেই বীতহব্যের পুত্রগণকে নিজের পুত্রের তেজে দগ্ধ বলিয়াই ভাবিতে লাগিলেন। ৩৫

তাহার পর রাজা দিবোদাস প্রতর্দ্দনকে যুবরাজের পদে স্থাপিত করিয়া নিজেকে নিজে কৃতকৃত্য মনে করিলেন এবং অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ৩৬

ইহার পর রাজা দিবোদাস নিজের পুত্র শত্রুদমন প্রতর্দ্দনকে বীতহব্যের পুত্রদিগকে বধ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। ৩৭

পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া শত্রুনগরবিজয়ী পরাক্রমশালী বীর প্রতর্দ্দন অতি সত্বর গঙ্গাপার হইয়া বীতহব্যের পুত্রগণের রাজধানীর দিকে গমন করিতে লাগিলেন। ৩৮

বৈতহব্যাস্তু সংক্রুত্য রথঘোষং সমুত্থিতম্।
নির্যযুর্নগরাকারৈ রথৈঃ পররথারুজৈঃ ॥ ৩৯
নিষ্ক্রম্য তে নরব্যাঘ্রা দংশিতাশ্চিত্রযোধিনঃ।
প্রতর্দনং সমাজগ্মুঃ শরবর্ষৈরুদায়ুধাঃ ॥ ৪০
শস্ত্রৈশ্চ বিবিধাকারৈ রথৌঘৈশ্চ যুধিষ্ঠির।
অভ্যবর্ষন্ত রাজানং হিমবন্তমিবাম্বুদাঃ ॥ ৪১
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য তেষাং রাজা প্রতর্দনঃ।
জঘান তান্ মহাতেজা বজ্রানলসমৈঃ শরৈঃ ॥ ৪২
কৃত্তোত্তমাঙ্গাস্তে রাজন্ ভল্লৈঃ শতসহস্রশঃ।
অপতন্ রুধিরার্দ্রাঙ্গা নিকৃত্তা ইব কিংশুকাঃ ॥ ৪৩
হতেষু তেষু সর্বেষু বীতহব্যঃ সুতেষ্বথ।
প্রাদ্রবন্নগরং হিত্বা ভৃগোরাশ্রমমপ্যুত ॥ ৪৪
যযৌ ভৃগুঞ্চ শরণং বীতহব্যো নরাধিপঃ।
অভয়ঞ্চ দদৌ তস্মৈ রাজ্ঞে রাজন্ ভৃগুস্তদা ॥ ৪৫
অথানুপদমেবাশু তত্রাগচ্ছৎ প্রতর্দনঃ।
স প্রাপ্য চাশ্রমপদং দিবোদাসাত্মজোহব্রবীৎ ॥ ৪৬
ভো ভোঃ কেহত্রাশ্রমে সন্তি ভৃগোঃ শিষ্যা মহাত্মনঃ।
দ্রষ্টুমিচ্ছে মুনিমহং তস্যাচক্ষত মামিতি ॥ ৪৭
স তং বিদিত্বা তু ভৃগুর্নিশ্চক্রামাশ্রমাৎ তদা।
পূজয়ামাস চ ততো বিধিনা নৃপসত্তমম্ ॥ ৪৮
উবাচ চৈনং রাজেন্দ্র কিং কার্য্যং ব্রূহি পার্থিব।
স চোবাচ নৃপস্তস্মৈ যদাগমনকারণম্ ॥ ৪৯

রাজোবাচ।

অয়ং ব্রহ্মন্নিতো রাজা বীতহব্যো বিসর্জ্জ্যতাম্।
তস্য পুত্রৈর্হি মে কৃৎস্নো ব্রহ্মন্ বংশঃ প্রণাশিতঃ ॥ ৫০
উৎসাদিতশ্চ বিষয়ঃ কাশীনাং রত্নসঞ্চয়ঃ।
এতস্য বীর্য্যদৃপ্তস্য হতং পুত্রশতং ময়া ॥ ৫১

তাঁহার রথের ভয়ঙ্কর ঘর ঘর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধকারী পুরুষশ্রেষ্ঠ হৈহয়রাজকুমারগণ সকলে সুসজ্জিত হইয়া শত্রুদিগের রথ বিদীর্ণকারী নগরাকার বিশাল রথে উপবেশন করত পুরী হইতে নির্গত হইলেন এবং ধনু উত্তোলিত করিয়া বাণবর্ষণ করিতে করিতে প্রতর্দ্দনের উপর আক্রমণ করিলেন। ৩৯-৪০

যুধিষ্ঠির! যেরূপ মেঘ হিমালয়ের উপর জল বর্ষণ করে, সেইরূপ হৈহয়রাজকুমারগণ রথসমূহের দ্বারা আগমন করত রাজা প্রতর্দ্দনের উপর নানাবিধ অস্ত্রসকলের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ৪১

তখন মহাতেজস্বী রাজা প্রতর্দ্দন নিজের অস্ত্রসমূহের দ্বারা শত্রুগণের অস্ত্রসকল নিবারণ করত বজ্র ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী বাণসমূহে তাঁহাদের সকলকে বধ করিলেন। ৪২

রাজন্! ভল্লসমূহের আঘাতে তাঁহাদের মস্তকসকল শত শত ও সহস্র সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া যাইল। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা ছিন্ন পলাশবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৪৩

এই সব পুত্রগণ নিহত হইলে পর রাজা বীতহব্য নিজের নগর ত্যাগ করিয়া মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমের দিকে পলায়ন করিলেন। ৪৪

রাজন্! সেই স্থানে নরপতি বীতহব্য মহর্ষি ভৃগুর শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভৃগু সেই রাজাকে অভয়দান করিলেন। ৪৫

এই সময়েই তাঁহার পশ্চাদনুসরণকারী দিবোদাসকুমার প্রতর্দ্দনও অতিসত্বর সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্রমে উপস্থিত হইয়াই তিনি এই কথা বলিলেন। ৪৬

মহাত্মাগণ! এই আশ্রমে মহাত্মা ভৃগুর কোন্ কোন্ শিষ্য উপস্থিত আছেন? আমি মহর্ষিকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনারা তাঁহাকে আমার আগমনের সংবাদ প্রদান করুন। ৪৭

প্রতর্দ্দন আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া ভৃগু আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন। তিনি নৃপশ্রেষ্ঠ প্রতর্দ্দনের বিধি অনুসারে স্বাগত-সৎকার করিলেন। ৪৮

এবং এই কথা বলিলেন,- রাজেন্দ্র! ভূপাল! আমার নিকটে তোমার কোন্ কার্য্য আছে, বল। তখন রাজা তাঁহাকে নিজের আগমনের যাহা কারণ ছিল, তাহা এইভাবে বলিলেন। ৪৯

রাজা বলিলেন,— ব্রহ্মন্! রাজা বীতহব্যকে আপনি এস্থান হইতে বাহির করিয়া দিন। বিপ্রবর! তাঁহার পুত্রগণ আমার সম্পূর্ণ কুলকে বিনাশ করিয়াছে। ৫০

কেবল ইহাই নহে, তাঁহার পুত্রেরা কাশীপ্রান্তের সমগ্র রাজ্যকে উৎসাদিত করিয়া দিয়াছে এবং সঞ্চিত রত্নসকল অপহরণ করিয়াছে। বলগর্ব্বিত এই রাজার শত পুত্রকে ত' আমি বিনাশ করিয়াছি; এখন কেবল এই রাজাই অবশিষ্ট আছেন। এই সময় আমি ইঁহাকেও বধ করিয়া পিতার ঋণ হইতে মুক্ত হইব। ৫১

মহাভারত—৭৭

[পঞ্চমসংখ্যা —উত্থানী যাত্রা

১৩শ বর্ষ, কার্ত্তিকমাস, ১৩৮১]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

• • •

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,

ডি. ও. এম্. এস, ডি.পি.এইচ.,

ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

প্রতি সংখ্যা ১'৭৫ টাকা

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮'০০ টাকা

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৭৫ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন— সঞ্চালক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৩৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্ট-ভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

অস্ত্বেদানীং যথাদত্ত ভবিষ্যামানৃণঃ পিতুঃ ।
তমুবাচ কৃপাবিষ্টো ভৃগুর্ধর্মভৃতাং বরঃ ॥ ৫২
নেহাস্তি ক্ষত্রিয়ঃ কশ্চিৎ সর্বে হীমে দ্বিজাতয়ঃ ।
এতৎ তু বচনং শ্রুত্বা ভৃগোস্তথ্যং প্রতর্দনঃ ॥ ৫৩
পাদাবুপস্পৃশ্য শনৈঃ প্রহৃষ্টো বাক্যমব্রবীৎ ।
এবমপ্যস্মি ভগবন্ কৃতকৃত্যো ন সংশয়ঃ ॥ ৫৪
য এষ রাজা বীর্য্যেণ স্বজাতিং ত্যাজিতো ময়া ।
অনুজানীহি মাং ব্রহ্মন্ ধ্যায়স্ব চ শিবেন মাম্ ॥ ৫৫
ত্যাজিতো হি ময়া জাতিমেষ রাজা ভৃগূদ্বহ ।
ততস্তেনাভ্যনুজ্ঞাতো যযৌ রাজা প্রতর্দনঃ ৫৬
যথাগতং মহারাজ মুক্ত্বা বিষমিবোরগঃ ।
ভৃগোর্বচনমাত্রেণ স চ ব্রহ্মর্ষিতাং গতঃ ॥ ৫৭
বীতহব্যো মহারাজ ব্রহ্মবাদিত্বমেব চ ।
তস্য গৃৎসমদো পুত্রো রূপেণেন্দ্র ইবাপরঃ ॥ ৫৮
শক্রস্ত্বমিতি যো দৈত্যৈর্নিগৃহীতঃ কিলাভবৎ ।
ঋগ্বেদে বর্ততে চাগ্র্যা শ্রুতির্যস্য মহাত্মনঃ ॥ ৫৯
যত্র গৃৎসমদো রাজন্ ব্রাহ্মণৈঃ স মহীয়তে ।
স ব্রহ্মচারী বিপ্রর্ষিঃ শ্রীমান্ গৃৎসমদোঽভবৎ ॥ ৬০
পুত্রো গৃৎসমদস্যাপি সুচেতা অভবদ্ দ্বিজঃ
বর্চাঃ সুচেতসঃ পুত্রো বিহব্যস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৬১
বিহব্যস্য তু পুত্রস্তু বিতত্যস্তস্য চাত্মজঃ ।
বিতত্যস্য সুতঃ সত্যঃ সন্তঃ সত্যস্য চাত্মজঃ ॥৬২
শ্রবাস্তস্য সুতশ্চর্ষিঃ শ্রবসশ্চাভবৎ তমঃ ।
তমসশ্চ প্রকাশোঽভূৎ তনয়ো দ্বিজসত্তমঃ ।
প্রকাশস্য বাগিন্দ্রো বভূব জয়তাং বরঃ ॥ ৬৩
তস্যাত্মজশ্চ প্রমিতির্বেদবেদাঙ্গপারগঃ ।
ঘৃতাচ্যাং তস্য পুত্রস্তু রুরুর্নামোদপদ্যত ॥ ৬৪
প্রমদ্বরায়াং তু রুরোঃ পুত্রঃ সমুদপদ্যত ।
শুনকো নাম বিপ্রর্ষির্যস্য পুত্রোঽথ শৌনকঃ ॥ ৬৫
এবং বিপ্রত্বমগমদ্ বীতহব্যো নরাধিপঃ ।
ভৃগোঃ প্রসাদাদ্ রাজেন্দ্র ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ ॥ ৬৬

তখন ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভৃগু দয়ায় দ্রবিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—রাজন্! এস্থানে কোন ক্ষত্রিয় নাই। ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণ। ৫২½

মহর্ষি ভৃগুর এই তথ্যপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতর্দ্দন অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহার পদদ্বয় স্পর্শ করত বলিলেন,—ভগবন্! যদি ইহাই হয়, তবে আমি কৃতকৃত্য হইয়া গিয়াছি—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৫৩।৫৪

কারণ, এই রাজাকে আমি স্বীয় পরাক্রমে নিজের জাতি ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছি। ব্রহ্মন্! আমাকে যাইবার অনুমতি দিন এবং আমার কল্যাণ চিন্তা করুন। ৫৫

ভৃগুবংশধর মহর্ষে! আমি এই রাজাকে নিজের জাতি ত্যাগ করাইয়াছি। মহারাজ! তদনন্তর মহর্ষির অনুমতি লইয়া রাজা প্রতর্দ্দন সর্প যেরূপ খোলোস ত্যাগ করে, সেইরূপ ক্রোধ ত্যাগ করিয়া যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেইভাবে চলিয়া যাইলেন। ৫৬½

মহারাজ! এইরূপে রাজা বীতহব্য ভৃগুর বাক্যমাত্রেই ব্রহ্মবাদী হইয়া গিয়াছিলেন। ৫৭½

তাঁহার পুত্র গৃৎসমদ রূপে দ্বিতীয় ইন্দ্রতুল্য ছিলেন। শুনা যায়, কোন এক সময় দৈত্যগণ তাঁহাকে এই কথা বলিয়া বন্ধন করিয়াছিল যে, তুমি ইন্দ্র। ৫৮½

ঋগ্‌বেদে মহাত্মা গৃৎসমদের শ্রেষ্ঠ স্তুতি বিদ্যমান আছে। রাজন্! সেখানে ব্রাহ্মণগণ গৃৎসমদের অত্যন্ত সম্মান করিতেন। ব্রহ্মর্ষি গৃৎসমদ অতিশয় তেজস্বী ও ব্রহ্মচারী ছিলেন। ৫৯-৬০

গৃৎসমদের পুত্র সুচেতা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুচেতার পুত্র বর্চা এবং তাঁহার পুত্র হইলেন বিহব্য। ৬১

বিহব্যের পুত্রের নাম বিতত্য। বিতত্যের পুত্র সত্য এবং সত্যের পুত্র ছিলেন সন্ত। ৬২

সন্তের পুত্র মহর্ষি শ্রব, শ্রবার পুত্র তম ও তমের পুত্র হইলেন দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। প্রকাশের পুত্র বিজয়শীলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাগিন্দ্র ছিলেন। ৬৩

বাগিন্দ্রের পুত্র হইলেন প্রামতি, ইনি বেদ ও বেদাঙ্গে পারদর্শী বিদ্বান্ ছিলেন। প্রমিতির ঘৃতাচী অপ্সরা হইতে রুরু নামক পুত্র উৎপন্ন হন। ৬৪

রুরু হইতে প্রমদ্বরার গর্ভে ব্রহ্মর্ষি শুনকের জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র হইলেন শৌনকমুনি। ৬৫

রাজেন্দ্র! ক্ষত্রিয়শিরোমণে! এইভাবে রাজা বীতহব্য ক্ষত্রিয় হইয়াও ভৃগুর প্রসাদে ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছিলেন। ৬৬

তথৈব কথিতো বংশো ময়া গার্ৎসমদস্তব
বিস্তরেণ মহারাজ কিমন্যদনুপৃচ্ছসি ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বীতহব্যোপাখ্যানং
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

মহারাজ! এইরূপে আমি গৃৎসমদের বংশেরও সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। এখন আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? ৬৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে বীতহব্যের উপাখ্যাননামক ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

॥ একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(নারদেন পূজনীয়-পুরুষাণাং লক্ষণবর্ণনম্ তথা তেষামাদর-সৎকার-পূজাভিশ্চ লাভকথনম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কে পূজ্যা বৈ ত্রিলোকেঽস্মিন্ মানবা ভরতর্ষভ
বিস্তরেণ তদাচক্ষ্ব ন হি তৃপ্যামি কথ্যতঃ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
নারদস্য চ সংবাদং বাসুদেবস্য চোভয়োঃ ॥ ২

নারদং প্রাঞ্জলিং দৃষ্ট্বা পূজয়ানং দ্বিজর্ষভান্।
কেশবঃ পরিপপ্রচ্ছ ভগবন্ যান্ নমস্যসি ॥ ৩

বহুমানপরস্তেষু ভগবন্ যান্ নমস্যসি।
শক্যং চেচ্ছ্রোতুমস্মাভির্ব্রূহ্যেতদ্ ধর্মবিত্তম ॥ ৪

নারদ উবাচ।

শৃণু গোবিন্দ যানেতান্ পূজয়াম্যরিমর্দন।
ত্বত্তোঽন্যঃ কঃ পুমাঁল্লোকে শ্রোতুমেতদিহার্হতি ॥ ৫

বরুণং বায়ুমাদিত্যং পর্জন্যং জাতবেদসম্।
স্থাণুং স্কন্দং তথা লক্ষ্মীং বিষ্ণুং ব্রহ্মাণমেব চ ॥ ৬

বাচস্পতিং চন্দ্রমসমপঃ পৃথ্বীং সরস্বতীম্।
সততং যে নমস্যন্তি তান্ নমস্যাম্যহং বিভো ॥ ৭

তপোধনান্ বেদবিদো নিত্যং বেদপরায়ণান্।
মহার্হান্ বৃষ্ণিশার্দূল সদা সম্পূজয়াম্যহম্ ॥ ৮

অভুক্ত্বা দেবকার্য্যাণি কুর্বতে যেঽবিকত্থনাঃ।
সন্তুষ্টাশ্চ ক্ষমাযুক্তাস্তান্ নমস্যাম্যহং বিভো ॥ ৯

একত্রিংশ অধ্যায়

[নারদকর্তৃক পূজনীয় পুরুষগণের লক্ষণ বর্ণন এবং তাঁহাদের আদর, সৎকার ও পূজায় লাভ কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! এই তিন লোকে কোন্ কোন্ মনুষ্যগণ পূজনীয় হন? ইহা সবিস্তরে বর্ণনা করুন। আপনার কথা শুনিতে শুনিতে আমার তৃপ্তি হইতেছে না। (বরং উত্তরোত্তর শ্রবণপিপাসা বর্দ্ধিত হইতেছে)॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষগণ দেবর্ষি নারদ ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সংবাদরূপ এই ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন॥ ২

পূর্ব্বকার ঘটনা, দেবর্ষি নারদ কৃতাঞ্জলি হইয়া উত্তম ব্রাহ্মণগণের পূজা করিতেছেন। ইহা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্! আপনি কাহাদিগকে নমস্কার করেন? ৩

প্রভো! ধর্ম্মাত্মগণশ্রেষ্ঠ! আপনার হৃদয়ে যাঁহাদের প্রতি অতিশয় সমাদর আছে এবং আপনিও যাঁহাদিগকে নমস্কার করেন, তাঁহারা কোন্ ব্যক্তি? যদি ইহা আমার শ্রবণ করা যোগ্য বলিয়া মনে করেন, তবে আপনি সেই সব পূজ্য পুরুষগণের পরিচয় দান করুন। ৪

নারদ বলিলেন,—শত্রুমর্দন গোবিন্দ! আমি যাঁহাদের পূজা করি, তাঁহাদের পরিচয় শ্রবণ করিবার জন্য এ সংসারে আপনি ব্যতীত অন্য আর কোন্ পুরুষ অধিকারী হইতে পারে? ৫

যে সমস্ত ব্যক্তিগণ বরুণ, বায়ু, আদিত্য, পর্জন্য, অগ্নি, রুদ্র, কার্ত্তিকেয়, লক্ষ্মী, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, চন্দ্র, জল, পৃথিবী ও সরস্বতীদেবীকে সর্ব্বদা প্রণাম করেন, প্রভো! আমি সেই পূজ্য পুরুষগণকে প্রণাম করি॥ ৬-৭

বৃষ্ণিবংশভূষণ! তপস্যাই যাঁহাদের ধন, যাঁহারা বেদজ্ঞ ও বেদোক্ত ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেই পরম পূজনীয় পুরুষগণকেই আমি সর্ব্বদা পূজা করি॥ ৮

প্রভো! যাঁহারা ভোজন করিবার পূর্ব্বে দেবতাগণের পূজা করেন, অথবা নিজেদের আত্মশ্লাঘা করেন না, সদা সন্তুষ্ট থাকেন এবং ক্ষমাশীল, আমি তাঁহাদেরই প্রণাম করি। ৯

সম্যগ্ যজন্তি যে চেষ্টীঃ ক্ষান্তা দান্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
সত্যং ধর্মং ক্ষিতিং গাশ্চ তাং নমস্যামি যাদব ॥ ১০
যে বৈ তপসি বর্তন্তে বনে মূলফলাশনাঃ।
অসঞ্চয়াঃ ক্রিয়াবন্তস্তান্ নমস্যামি যাদব ॥ ১১
যে ভৃত্যভরণে শক্তাঃ সততং চাতিথিব্রতাঃ।
ভুঞ্জতে দেবশেষাণি তান্ নমস্যামি যাদব ॥ ১২
যে বেদং প্রাপ্য দুর্দ্ধর্ষা বাগ্মিনো ব্রহ্মচারিণঃ ;
যাজনাধ্যাপনে যুক্তা নিত্যং তান্ পূজয়াম্যহম্ ॥ ১৩
প্রসন্নহৃদয়াশ্চৈব সর্বসত্ত্বেষু নিত্যশঃ।
আপৃষ্ঠতাপাৎ স্বাধ্যায়ে যুক্তাস্তান্ পূজয়াম্যহম্ ॥ ১৪
গুরুপ্রসাদে স্বাধ্যায়ে যতন্তো যে স্থিরব্রতাঃ।
শুশ্রূষবোঽনসূয়ন্তস্তান্ নমস্যামি যাদব ॥ ১৫
সুব্রতা মুনয়ো যে চ ব্রাহ্মণাঃ সত্যসঙ্গরাঃ।
বোঢারো হব্যকব্যানাং তান্ নমস্যামি যাদব ॥ ১৬
ভৈক্ষ্যচর্য্যাসু নিরতাঃ কৃশা গুরুকুলাশ্রয়াঃ।
নিঃসুখা নির্ধনা যে তু তান্ নমস্যামি যাদব ॥ ১৭
নির্মমা নিষ্প্রতিদ্বন্দ্বা নির্হ্রীকা নিষ্প্রয়োজনাঃ।
যে বেদং প্রাপ্য দুর্দ্ধর্ষা বাগ্মিনো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১৮
অহিংসানিরতা যে চ যে চ সত্যব্রতা নরাঃ।
দান্তাঃ শমপরাশ্চৈব তান্ নমস্যামি কেশব ॥ ১৯
দেবতাতিথিপূজায়াং যুক্তা যে গৃহমেধিনঃ।
কপোতবৃত্তয়ো নিত্যং তান্ নমস্যামি যাদব ॥ ২০
যেষাং ত্রিবর্গঃ কৃত্যেষু বর্ততে নোপহীয়তে।
শিষ্টাচারপ্রবৃত্তাশ্চ তান্ নমস্যাম্যহং সদা ॥ ২১
ব্রাহ্মণাঃ শ্রুতসম্পন্না যে ত্রিবর্গমনুষ্ঠিতাঃ।
অলোলুপাঃ পুণ্যশীলাস্তান্ নমস্যামি কেশব ॥ ২২

যদুনন্দন ! যাঁহারা বিধি অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, যাঁহারা ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, মনকে বশীভূত করিয়া রাখেন এবং সত্য, ধর্ম, পৃথিবী ও গোর পূজা করেন, তাঁহাদিগকেই আমি প্রণাম করি ॥ ১০

যাদব ! যাঁহারা বনে ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া তপস্যা করিতে থাকেন, কোনরূপ কিছুই সংগ্রহ করিয়া রাখেন না এবং ক্রিয়া-নিষ্ঠ, তাঁহাদিগকে আমি প্রণাম করি ॥ ১১

যাঁহারা মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, এবং সেবকাদি ভরণ-পোষণ-যোগ্য ব্যক্তিদিগকে পালন করিতে সমর্থ, যাঁহারা সর্ব্বদা অতিথিসেবাব্রত গ্রহণ করিয়া অবস্থান করেন এবং যাঁহারা দেব-যজ্ঞ হইতে অবশিষ্ট অন্নই ভোজন করেন, আমি তাঁহাদিগকেই প্রণাম করি ॥ ১২

যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিয়া দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছেন, যাঁহারা বাগ্মী, ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন এবং যজ্ঞ করাইতে ও বেদ পড়াইতে সমর্থ, আমি তাঁহাদেরই সদা পূজা করি ॥ ১৩

যাঁহারা নিত্য-নিরন্তর সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি প্রসন্নচিত্ত থাকেন এবং প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর কাল পর্য্যন্ত বেদের স্বাধ্যায়ে নিরত থাকেন, আমি তাঁহাদেরই পূজা করি ॥ ১৪

যদুবংশধর ! যাঁহারা গুরুর প্রসন্নতাবিধানে ও স্বাধ্যায় করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল থাকেন, যাঁহারা কখনও ব্রতভঙ্গ করেন না, যাঁহারা গুরুজনগণের সেবা করেন এবং কাহারও দোষ-দর্শন করেন না, আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি ॥ ১৫

যদুনন্দন ! যাঁহারা উত্তমব্রতপালনকারী, মননশীল, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং হব্য-কব্যকে নিয়মিতরূপে বহন করেন, আমি সেই সব ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করি ॥ ১৬

যদুবংশভূষণ ! যাঁহারা গুরুকুলে বাস করিয়া ভিক্ষার দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করেন, তপস্যায় যাঁহাদের শরীর কৃশ হইয়া গিয়াছে এবং যাঁহারা কখনও ধন ও সুখের চিন্তা করেন না, আমি তাঁহা-দেরই প্রণাম করি ॥ ১৭

কেশব ! যাঁহাদের মনে মমতা নাই, যাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিরহিত, লজ্জাকে ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা প্রয়োজন-শূন্য হইয়াছেন, যাঁহারা বেদের জ্ঞান-বলপ্রাপ্ত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ হইয়া গিয়াছেন, যাঁহারা প্রবচনকুশল ও ব্রহ্মবাদী, যাঁহারা অহিংসারত থাকিয়া সর্ব্বদা সত্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা ইন্দ্রিয়-সংযম ও মনোনিগ্রহ-সাধনে নিরত আছেন, তাঁহাদিগকেই আমি নমস্কার করি ॥ ১৮-১৯

যদুবংশজাত গোবিন্দ ! যে গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ সদা কপোতবৃত্তি অবলম্বন করত দেবতা ও অতিথিগণের পূজায় সংলগ্ন থাকেন, তাঁহাদিগকেও আমি প্রণাম করি ॥ ২০

যাঁহাদের সকল কার্য্যে ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিন বর্গের নির্ব্বাহ হয়, কোনও একটিরও হানি হইতে দেন না এবং যাঁহারা শিষ্টাচারসমূহ পালনে নিরত থাকেন, তাঁহাদিগকেও আমি নমস্কার করি ॥ ২১

কেশব ! যে ব্রাহ্মণ বেদশাস্ত্রের জ্ঞানসম্পন্ন, ধর্ম, অর্থ ও কাম-

অব্‌ভক্ষা বায়ুভক্ষাশ্চ সুধাভক্ষাশ্চ তে সদা
ব্রতৈশ্চ বিবিধৈর্যুক্তাস্তান্ নমস্যামি মাধব ॥ ২৩
অযোনীনগ্নিযোনীংশ্চ ব্রহ্মযোনিংস্তথৈব চ।
সর্বভূতাত্মযোনীংশ্চ তান্ নমস্যাম্যহং সদা ॥ ২৪
নিত্যমেতান্ নমস্যামি কৃষ্ণ লোককরানৃষীন্
লোকজ্যেষ্ঠান্ কুলজ্যেষ্ঠাংস্তমোঘ্নাল্লোঁকভাস্করান্ ॥২৫
তস্মাৎ ত্বমপি বাষ্ণের্য় দ্বিজান্ পূজয় নিত্যদা।
পূজিতাঃ পূজনার্হা হি সুখং দাস্যন্তি তেঽনঘ ॥ ২৬
অস্মিঁল্লোকে সদা হ্যেতে পরত্র চ সুখপ্রদাঃ।
চরন্তে মান্যমানা বৈ প্রদাস্যন্তি সুখং তব ॥ ২৭
যে সর্বাতিথয়ো নিত্যং গোষু চ ব্রাহ্মণেষু চ।
নিত্যং সত্যে চাভিরতা দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ২৮
নিত্যং শমপরা যে চ তথা যে চানসূয়কাঃ।
নিত্যস্বাধ্যায়িনো যে চ দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥২৯
সর্বান্ দেবান্ নমস্যন্তি যে চৈকং বেদমাশ্রিতাঃ।
শ্রদ্দধানাশ্চ দান্তাশ্চ দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৩০
তথৈব বিপ্রপ্রবরান্ নমস্কৃত্য যতব্রতাঃ।
ভবন্তি যে দানরতা দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৩১
তপস্বিনশ্চ যে নিত্যং কৌমারব্রহ্মচারিণঃ।
তপসা ভাবিতাত্মানো দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৩২
দেবতাতিথি-ভৃত্যানাং পিতৄণাং চার্চনে রতাঃ।
শিষ্টান্নভোজিনো যে চ দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৩৩
অগ্নিমাধায় বিধিবৎ প্রণতা ধারয়ন্তি যে।
প্রাপ্তা সোমাহুতিং চৈব দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৩৪
মাতাপিত্রোগুরুষু চ সম্যগ্ বর্তন্তি যে সদা।
যথা ত্বং বৃষ্ণিশার্দুলেত্যুক্ত্বৈব বিররাম সঃ ॥ ৩৫

এই ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহাদের মধ্যে লোলুপতা নাই এবং যাঁহারা স্বভাবতই পুণ্যাত্মা, আমি তাঁহাদেরই প্রণাম করি। ২২

মাধব! যাঁহারা নানাবিধ ব্রত পালন করিতে করিতে কেবল জল ও বায়ুপান করিয়া অবস্থান করেন এবং যাঁহারা যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নই ভোজন করেন, আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি। ২৩

যাঁহাদের স্ত্রী নাই অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালন করেন, যাঁহারা অগ্নিহোত্র কার্য্যে নিরত থাকেন, যাঁহারা বেদ ধারণ করেন এবং সমস্ত প্রাণিগণের আত্মা পরমাত্মাকেই সকলের কারণ বলিয়া মনে করেন, আমি তাঁহাদিগকেই সদা বন্দনা করি। ২৪

হে কৃষ্ণ! যাঁহারা লোকসকল সৃষ্টি করেন, সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, উত্তম বংশে উৎপন্ন, অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করেন এবং সূর্য্যসদৃশ জগৎকে জ্ঞানালোক প্রদান করেন, সেই ঋষিগণকে আমি সদা প্রণাম করি। ২৫

বৃষ্ণিবংশজাত গোবিন্দ! অতএব আপনিও সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণকে পূজা করুন। নিষ্পাপ শ্রীকৃষ্ণ! সেই পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ পূজিত হইলে পর আপনাকে তাঁহারা নিজেদের আশীর্ব্বাদের দ্বারা সুখ প্রদান করিবেন। ২৬

এই সব ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা ইহলোক ও পরলোকেও সুখ প্রদান করিতে করিতে বিচরণ করেন। ইঁহারা সম্মানিত হইলে পর আপনাকে অবশ্যই সুখ প্রদান করিবেন। ২৭

যাঁহারা নিত্য সকল অতিথির আদর-সৎকার করেন এবং গো-ব্রাহ্মণ ও সত্যের উপর সর্ব্বদা প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখেন, তাঁহারা সর্ব্ববিধ মহাসঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যান। ২৮

যাঁহারা সর্ব্বদা নিজেদের মনকে বশীভূত রাখেন, কাহারও দোষ দর্শন করেন না এবং প্রতিদিন স্বাধ্যায়ে নিরত থাকেন, তাঁহারা দুর্গম সঙ্কট পার হইয়া যান। ২৯

যাঁহারা সকল দেবতাকে প্রণাম করেন, একমাত্র বেদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, শ্রদ্ধাশীল ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখেন, তাঁহারাও দুস্তর সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া যান। ৩০

এইরূপ যাঁহারা নিয়মপূর্ব্বক ব্রত পালন করেন, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া তাঁহাদের দেয় বস্তু দান করেন, তাঁহারা দুস্তর বিপদ হইতেও উত্তীর্ণ হন। ৩১

যাঁহারা তপস্বী, আবাল্য ব্রহ্মচারী ও তপস্যার দ্বারা শুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট, তাঁহারাও দুর্গম সঙ্কট পার হইয়া যান। ৩২

যাঁহারা দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ ও পিতৃগণের পূজায় নিরত থাকেন এবং যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারাও দুর্গম সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া যান। ৩৩

যাঁহারা বিধি অনুসারে অগ্নি স্থাপনা করত সদা অগ্নিদেবের উপাসনা ও বন্দনা করিতে করিতে সর্ব্বদা সেই অগ্নিকে রক্ষা করেন এবং তাঁহার মধ্যে সোমরসের আহুতি দেন, তাঁহারা দুস্তর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হন। ৩৪

বৃষ্ণিবংশভূষণ কৃষ্ণ! যাঁহারা আপনার ন্যায় মাতা-পিতা ও গুরুজনগণের প্রতি পূর্ণতঃ ন্যায়যুক্ত আচরণ করেন, তাঁহারাও

তস্মাৎ ত্বমপি কৌন্তেয় পিতৃ-দেব-দ্বিজাতিথীন্।
সম্যক্ পূজয়সে নিত্যং গতিমিষ্টামবাপ্স্যসি ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্মপর্ব্বণি কৃষ্ণ-নারদসংবাদে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

সঙ্কট হইতে পার হইয়া যান—ইহা বলিয়া নারদ বিরত হইলেন ৩৫

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির! অতএব যদি তুমিও সর্ব্বদা দেবতা, পিতৃগণ, ব্রাহ্মণ ও অতিথিদিগকে সর্ব্বতোভাবে পূজা এবং আদর-সৎকার করিতে থাক, তাহা হইলে তুমি অভীষ্ট গতিপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে কৃষ্ণ ও নারদের সংবাদবিষয়ক একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(রাজর্ষি-বৃষদর্ভেণ (উশীনরেণ বা) শরণাগত-কপোতস্য রক্ষা, তৎপ্রভাবেণাক্ষয়-লোকপ্রাপ্তিশ্চ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।
পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ।
ত্বত্তোঽহং শ্রোতুমিচ্ছামি ধর্মং ভরতসত্তম ॥ ১
শরণাগতং যে রক্ষন্তি ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্।
কিং তস্য ভরতশ্রেষ্ঠ ফলং ভবতি তত্ত্বতঃ ॥ ২
ভীষ্ম উবাচ।
ইদং শৃণু মহাপ্রাজ্ঞ ধর্মপুত্র মহাযশঃ।
ইতিহাসং পুরাবৃত্তং শরণার্থং মহাফলম্ ॥ ৩
প্রপীড্যমানঃ শ্যেনেন কপোতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
বৃষদর্ভং মহাভাগং নরেন্দ্রং শরণং গতঃ ॥ ৪
স তং দৃষ্ট্বা বিশুদ্ধাত্মা ত্রাসাদঙ্কমুপাগতম্।
আশ্বাস্যাশ্বসিহীত্যাহ ন তেঽস্তি ভয়মণ্ডজ ॥ ৫
ভয়ং তে সুমহৎ কস্মাৎ কুত্র কিং বা কৃতং ত্বয়া।
যেন ত্বমিহ সম্প্রাপ্তো বিসংজ্ঞো ভ্রান্তচেতনঃ ॥ ৬
নবনীলোৎপলাপীড়চারুবর্ণসুদর্শন।
দাড়িমাশোকপুষ্পাক্ষ ন ত্রসস্বাভয়ং তব ॥ ৭
মৎসকাশমনুপ্রাপ্তং ন ত্বাং কশ্চিৎ সমুৎসহেৎ।
মনসা গ্রহণং কর্তুং রক্ষাধ্যক্ষপুরস্কৃতম্ ॥ ৮

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

[রাজর্ষি বৃষদর্ভ (বা উশীনর) কর্তৃক শরণাগত কপোতের রক্ষা এবং সেই প্রভাবে অক্ষয় লোকপ্রাপ্তি।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ! আপনি সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞানে নিপুণ, ভরতসত্তম! অতএব আমি আপনার নিকট হইতেই ধর্মবিষয়ক উপদেশ শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি এখন ইহা বলুন যে, যাঁহারা শরণাগত অণ্ডজ, পিণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চারিপ্রকার প্রাণিগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন, তাঁহাদের প্রকৃতপক্ষে কোন্ ফল লাভ হইয়া থাকে? ২

ভীষ্ম বলিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ! মহাযশস্বী ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির! শরণাগতকে রক্ষা করিলে যে মহাফল লাভ হয়, সেই বিষয়ে তুমি এই এক প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণ কর। ৩

কোন এক সময়ের ঘটনা, এক বাজপক্ষী কোন একটি সুন্দর কপোতকে (পায়রাকে) বিনাশ করিবার জন্য আঘাত করিয়া প্রাণপাত করিতে লাগিল, তখন সেই কপোত বাজপক্ষীর ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করত মহাভাগ রাজা বৃষদর্ভের (উশীনরের) শরণাগত হইল ॥৪

ভয়বশতঃ নিজের ক্রোড়ে পতিত সেই কপোতকে দেখিয়া বিশুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট রাজা উশীনর সেই পক্ষীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—অণ্ডজ! তুমি শান্ত হও। এখানে তোমার কোনও ভয় নাই। ৫

বল, তোমার এই অতিশয় ভয় কোথায় ও কাহা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ? তুমি কি অপরাধ করিয়াছ? যাহার জন্য তোমার চেতনা যেন ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে এবং তুমি সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিতেছ? ৬

নূতন নীল-পদ্মের হারের ন্যায় তোমার মনোহর কান্তি। তুমি দেখিতেও অতিশয় সুন্দর। তোমার চক্ষুদ্বয় দাড়িম ও অশোক পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ। তুমি ভীত হইও না। আমি তোমাকে অভয়দান করিলাম। ৭

এখন তুমি আমার নিকটে আসিয়াছ; অতএব রক্ষাধ্যক্ষের

কাশিরাজ্যং তদৈব তদর্থং জীবিতং তথা।
ত্যজেয়ং তব বিশ্রব্ধঃ কপোত ন ভয়ং তব ॥৯

শ্যেন উবাচ।

মমৈতদ্ বিহিতং ভক্ষ্যং ন রাজংস্ত্রাতুমর্হসি।
অতিক্রান্তঞ্চ প্রাপ্তঞ্চ প্রযত্নাচ্চোপপাদিতম্ ॥ ১০

মাংসঞ্চ রুধিরং চাস্য মজ্জা মেদশ্চ মে হিতম্।
পরিতোষকরো হ্যেষ মম যস্মাগ্রতো তব ॥ ১১

তৃষ্ণা মে বাধতেঽত্যুগ্রা ক্ষুধা নির্দহতীব মাম্।
মুঞ্চৈনং ন হি শক্ষ্যামি রাজন্ মন্দয়িতুং ক্ষুধাম্ ॥ ১২

ময়া হ্যনুসৃতো হ্যেষ মৎপক্ষনখবিক্ষতঃ।
কিঞ্চিচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসং ন রাজন্ গোপ্তুমর্হসি ॥ ১৩

যদি স্ববিষয়ে রাজন্ প্রভুত্বং রক্ষণে নৃণাম্।
খেচরস্য তৃষার্ত্তস্য ন ত্বং প্রভুর্নরোত্তম ॥ ১৪

যদি বৈরিষু ভৃত্যেষু স্বজনব্যবহারয়োঃ।
বিষয়েষ্বিন্দ্রিয়াণাঞ্চ আকাশে মা পরাক্রম ॥ ১৫

প্রভুত্বং হি পরাক্রম্য সম্যক্ পক্ষহরেষু তে।
যদি ত্বমিহ ধর্ম্মার্থী মামপি দ্রষ্টুমর্হসি ॥ ১৬

ভীষ্ম উবাচ।

শ্রুত্বা শ্যেনস্য তদ্ বাক্যং রাজর্ষিবিস্ময়ং গতঃ।
সম্ভাব্য চৈনং তদ্বাক্যং তদর্থী প্রত্যভাষত ॥ ১৭

রাজোবাচ।

গোবৃষো বা বরাহো বা মৃগো বা মহিষোঽপি বা।
ত্বদর্থমদ্য ক্রিয়তাং ক্ষুধাপ্রশমনায় তে ॥ ১৮

শরণাগতং ন ত্যজেয়মিতি মে ব্রতমাহিতম্।
ন মুঞ্চতি মমাঙ্গানি দ্বিজোঽয়ং পশ্য বৈ দ্বিজ ॥ ১৯

(রক্ষকপ্রধান রাজার) সম্মুখে অবস্থিত আছ। এখানে তোমাকে কেহই মনের দ্বারাও ধরিতে সাহস করিবে না। ৮

কপোত! আজই আমি তোমার রক্ষার জন্য এই কাশিরাজ্য অর্থাৎ প্রকাশমান উশীনর রাজ্য এবং নিজের জীবনকেও ত্যাগ করিয়া দিব। তুমি এই কথায় উপর বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যাও। এখন তোমার আর কোনও ভয় নাই। ৯

এই সময়ে সেই বাজপক্ষীও সেখানে আসিল এবং বলিল—রাজন্! বিধাতা এই কপোতকে আমার ভোজনরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। আপনি ইহাকে রক্ষা করিবেন না। ইহার জীবন চলিয়াই গিয়াছে; কারণ, ইহাকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অতিশয় যত্নের সহিত ইহাকে লাভ করিয়াছি। ১০

ইহার রক্ত, মাংস, মজ্জা ও মেদ সবই আমার পক্ষে হিতকর। এই কপোত আমার ক্ষুধা শান্ত করিয়া আমাকে পূর্ণরূপে তৃপ্তি করিবে, অতএব আপনি আমার এই আহারের সম্মুখে আসিয়া বিঘ্ন সৃষ্টি করিবেন না। ১১

অত্যন্ত পিপাসা আমাকে কষ্ট দিতেছে। ক্ষুধার জ্বালা যেন আমাকে দগ্ধ করিয়া দিতেছে। রাজন্! ইহাকে মুক্ত করিয়া দিন। আমি ক্ষুধার বেদনা সহ্য করিতে পারিতেছি না। ১২

আমি অতিশয় দূর হইতে ইহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া আসিতেছি। এই কপোত আমার পক্ষ ও নখের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। এখন আর কিছু শ্বাস ইহার অবশিষ্ট আছে। রাজন্! এরূপ অবস্থায় আপনি ইহাকে রক্ষা করিবেন না। ১৩

শ্রেষ্ঠ রাজন্! নিজ দেশে বাসকারী মনুষ্যগণকে রক্ষা করিবার জন্যই আপনি রাজা হইয়াছেন। ক্ষুধা ও পিপাসা পীড়িত পক্ষীদের আপনি রক্ষক নন। ১৪

যদি আপনার মধ্যে শক্তি থাকে, তবে বৈরী, ভৃত্য ও স্বজনগণ এবং বাদী-প্রতিবাদীদিগের ব্যবহারে ও ইন্দ্রিয়সকলের বিষয়সমূহের উপরই নিজের পরাক্রম প্রকাশ করুন। আকাশে বিচরণকারীদিগের উপর নিজের বলপ্রয়োগ করিবেন না। ১৫

যাহারা আপনার আশাভঙ্গকারী শত্রুকোটির অন্তর্গত, তাহাদের উপর পরাক্রম করিয়া নিজের প্রভুত্ব প্রকাশ করাই আপনার উচিত কার্য্য। যদি আপনি ধর্ম্মের জন্য এখানে এই কপোতকে রক্ষা করেন, তবে ক্ষুধার্ত্ত আমার দিকেও আপনি একবার দৃষ্টিপাত করুন। ১৬

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! বাজপক্ষীর এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি উশীনর বিস্মিত হইলেন। তিনি তাহার কথার প্রশংসা করিয়া কপোতকে রক্ষা করিবার জন্য এই কথা বলিলেন। ১৭

রাজা বলিলেন,—বাজ! তুমি যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার ক্ষুধার শান্তির জন্য আজ তোমার ভোজনের নিমিত্ত গোবৃষ, বরাহ, মৃগ অথবা মহিষ মাংস প্রস্তুত করিয়া দিব। ১৮

পক্ষিন্! আমি শরণাগতকে ত্যাগ করিতে পারিব না—ইহা আমার ব্রত। আমি এরূপ ব্রতই গ্রহণ করিয়াছি। দেখ, এই পক্ষী ভয়বশতঃ আমার অঙ্গসকল ত্যাগ করিতেছে না। ১৯

শ্যেন উবাচ।

ন বরাহং ন চোক্ষাণং ন চান্যান্ বিবিধান্ দ্বিজান্।
ভক্ষয়ামি মহারাজ কিমন্যাত্তেন তেন মে ॥ ২০

যস্তু মে বিহিতো ভক্ষ্যঃ স্বয়ং দেবৈঃ সনাতনঃ।
শ্যেনাঃ কপোতান্ খাদন্তি স্থিতিরেষা সনাতনী ॥ ২১

ঔশীনর কপোতে তু যদি স্নেহস্তবানঘ।
ততস্ত্বং মে প্রযচ্ছাদ্য স্বমাংসং তুলয়া ধৃতম্ ॥ ২২

রাজোবাচ।

মহাননুগ্রহো মেঽদ্য যস্ত্বমেবমিহাত্থ মাম্।
বাঢ়মেব করিষ্যামীত্যুক্ত্বাসৌ রাজসত্তমঃ ॥ ২৩

উৎকৃত্যোৎকৃত্য মাংসানি তুলয়া সমতোলয়ৎ।
অন্তঃপুরে ততস্তস্য স্ত্রিয়ো রত্নবিভূষিতাঃ ॥ ২৪

হাহাভূতা বিনিষ্ক্রান্তাঃ শ্রুত্বা পরমদুঃখিতাঃ
তাসাং রুদিতশব্দেন মন্ত্রি-ভৃত্যজনস্য চ ॥২৫

বভূব সুমহান্ নাদো মেঘগম্ভীরনিঃস্বনঃ।
নিরুদ্ধং গগনং সর্বং শুভ্রং মেঘৈঃ সমন্ততঃ ॥ ২৬

মহী প্রচলিতা চাসীৎ তস্য সত্যেন কর্মণা।
স রাজা পার্শ্বতশ্চৈব বাহুভ্যামূরুতশ্চ যৎ ॥ ২৭

তানি মাংসানি সংছিদ্য তুলাং পূরয়তেঽশনৈঃ।
তথাপি ন সমস্তেন কপোতেন বভূব হ ॥ ২৮

অস্থিভূতো যদা রাজা নির্মাংসো রুধিরস্রবঃ।
তুলাং ততঃ সমারূঢ়ঃ স্বং মাংসক্ষয়মুৎসৃজন্ ॥ ২৯

ততঃ সেন্দ্রাস্ত্রয়ো লোকাস্তং নরেন্দ্রমুপস্থিতাঃ।
ভের্য্যশ্চাকাশগৈস্তত্র বাদিতা দেবদুন্দুভিঃ ॥৩০

অমৃতেনাবিসিক্তশ্চ বৃষদর্ভো নরেশ্বরঃ।
দিব্যৈশ্চ সুসুখৈর্মাল্যৈরভিবৃষ্টঃ পুনঃ পুনঃ ৩১

দেব-গন্ধর্বসঙ্ঘাতৈরপ্সরোভিশ্চ সর্বতঃ।
নৃত্তৈশ্চৈবোপগীতশ্চ পিতামহ ইব প্রভুঃ ॥ ৩২

বাজপক্ষী বলিল—মহারাজ! আমি না বরাহ, না গোবৃষ, এবং না অন্য প্রকার পক্ষিগণের মাংস ভক্ষণ করিব। যাহা অপরের ভোজন, তাহা লইয়া আমি কি করিব? ২০

স্বয়ং দেবগণ সনাতনকাল হইতে আমার জন্য যে খাদ্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহাই আমার প্রয়োজন। প্রাচীনকাল হইতেই সকল লোকে ইহা জানে যে, বাজ কপোত ভক্ষণ করে॥ ২১

নিষ্পাপ মহারাজ ঔশীনর! যদি আপনার এই কপোতের উপর স্নেহ থাকে, তবে আপনি আমাকে তুলাদণ্ডে ইহার সমপরিমাণ মাংস আপনারই দেহ হইতে ছেদন করিয়া প্রদান করুন॥ ২২

রাজা বলিলেন,—বাজ! তুমি এই কথা বলিয়া আমাকে অতিশয় অনুগ্রহ করিয়াছ। আচ্ছা, আমি তাহাই করিব। এই কথা বলিয়া নৃপশ্রেষ্ঠ ঔশীনর স্বদেহ হইতে মাংস ছেদন করিয়া করিয়া উহা তুলাদণ্ডে রাখিতে আরম্ভ করিলেন। ২৩½

এই সংবাদ শ্রবণ করত অন্তঃপুরের রত্নবিভূষিতা রাণীগণ অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া হাহাকার করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিলেন। ২৪½

তাঁহাদের রোদন শব্দে এবং মন্ত্রী ও ভৃত্যজনগণের হাহাকার শব্দে মেঘের গভীর গর্জনের ন্যায় সেখানে মহাকোলাহল হইতে লাগিল। ২৫½

সমগ্র শুভ্র আকাশ সর্বদিকে মেঘমণ্ডলে আচ্ছাদিত হইয়া যাইল। তাঁহার সত্য কর্মের প্রভাবে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিলেন। ২৬½

রাজা নিজের পার্শ্বভাগ, বাহুদ্বয় ও জঙ্ঘা হইতে বহু মাংস ছেদন করিয়া সত্বর তুলা পূরণ করিতে থাকিলেন। তথাপি সেই মাংসরাশি কপোতের সমপরিমাণ হইল না। ২৭-২৮

যখন রাজার শরীরের মাংস শেষ হইয়া যাইল এবং রক্তের ধারা প্রবাহিত হইতে হইতে কেবল অস্থিমাত্র অবশিষ্ট রহিল, তখন তিনি মাংস ছেদন কার্য্য বন্ধ করিয়া দিয়া স্বয়ংই তুলামধ্যে আরোহণ করিলেন। ২৯

তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ সহ ত্রিলোকের সকল প্রাণী সেই নরেন্দ্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহু দেবতা আকাশেই দণ্ডায়মান হইয়া দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন। ৩০

বহু দেবতা রাজা বৃষদর্ভকে অমৃতের দ্বারা স্নান করাইলেন এবং তাঁহার উপর অত্যন্ত সুখদায়ক দিব্য পুষ্পসমূহ বারংবার বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৩১

দেব ও গন্ধর্বসমুদায় এবং অপ্সরাগণ তাঁহাকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া নৃত্য ও গান করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহাদের মধ্যভাগে পিতামহ ব্রহ্মার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩২

হেমপ্রাসাদসম্বাধং মণি-কাঞ্চনতোরণম্।
স বৈদূর্য্যমণিস্তম্ভং বিমানং সমধিষ্ঠিতঃ॥ ৩৩
স রাজর্ষির্গতঃ স্বর্গং কর্ম্মণা তেন শাশ্বতম্।
শরণাগতেষু চৈবং ত্বং কুরু সর্বং যুধিষ্ঠির॥ ৩৪
ভক্তানামনুরক্তানামাশ্রিতানাঞ্চ রক্ষিতা।
দয়াবান্ সর্বভূতেষু পরত্র সুখমেধতে॥ ৩৫
সাধুবৃত্তো হি যো রাজা সদ্‌বৃত্তমনুতিষ্ঠতি।
কিং ন প্রাপ্তং ভবেৎ তেন স্বব্যাজেনেহ কর্ম্মণা॥ ৩৬
স রাজর্ষির্বিশুদ্ধাত্মা বীরঃ সত্যপরাক্রমঃ।
কাশীনামীশ্বরঃ খ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু কর্ম্মণা॥
যোঽপ্যন্যঃ কারয়েদেবং শরণাগতরক্ষণম্।
সোঽপি গচ্ছেত তামেব গতিং ভরতসত্তম॥ ৩৮
ইদং বৃত্তং হি রাজর্ষের্বৃষদর্ভস্য কীর্তয়ন্।
পূতাত্মা বৈ ভবেল্লোকে শৃণুয়াদ্ যশ্চ নিত্যশঃ॥ ৩৯
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি শ্যেন-কপোতসংবাদে
দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২

এই সময়ে এক দিব্য বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহার মধ্যে স্বর্ণ নির্ম্মিত প্রাসাদ ছিল, মণি ও স্বর্ণনির্ম্মিত তোরণদ্বার ছিল এবং বৈদূর্য্যমণি নির্ম্মিত স্তম্ভ শোভা পাইতেছিল। ৩৩

রাজর্ষি উশীনর সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করত সেই পুণ্য কর্ম্মের প্রভাবে সনাতন দিব্যলোকে গমন করিলেন। যুধিষ্ঠির! তুমিও শরণাগতদিগের জন্য নিজের সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া দাও। যে মানুষ নিজের ভক্ত, প্রেমী ও শরণাগত ব্যক্তিগণকে রক্ষা করেন এবং সকল প্রাণীর প্রতিই দয়া করেন, তিনি পরলোকে সুখলাভ করিয়া থাকেন। ৩৪-৩৫

যে রাজা সদাচারী হইয়া সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করেন, তিনি নিজের ছল কপটতাহীন কর্ম্মের দ্বারা কোন্ বস্তু না লাভ করিয়া থাকেন? ৩৬

সত্যপরাক্রমী, বীর ও শুদ্ধহৃদয় কাশীপতি রাজর্ষি উশীনর নিজের পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা তিন লোকে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। ৩৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! যদি অন্য কোনও মানুষ নিজের শরণাগতকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তবে তিনিও সেইরূপ গতিই প্রাপ্ত হন। ৩৮

রাজর্ষি বৃষদর্ভের (উশীনরের) এই চরিত্র যিনি সর্ব্বদা শ্রবণ ও বর্ণনা করেন, তিনি সংসারে পুণ্যাত্মা হইয়া যান। ৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে শ্যেন ও কপোতের সংবাদ-বিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥

[ব্রাহ্মণমাহাত্ম্যবর্ণনম্]।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
কিং রাজ্ঞঃ সর্বকৃত্যানাং গরীয়ঃ স্যাৎ পিতামহ।
কুর্বন্ কিং কর্ম নৃপতিরুভৌ লোকৌ সমশ্নুতে॥ ১
ভীষ্ম উবাচ
এতদ্ রাজ্ঞঃ কৃত্যতমমভিষিক্তস্য ভারত।
ব্রাহ্মণানামনুষ্ঠানমত্যন্তং সুখমিচ্ছতা॥ ২
কর্তব্যং পার্থিবেন্দ্রেণ তথৈব ভরতর্ষভ।
শ্রোত্রিয়ান্ ব্রাহ্মণান্ বৃদ্ধান্ নিত্যমেবাভিপূজয়েৎ॥ ৩
পৌর-জানপদাংশ্চাপি ব্রাহ্মণাংশ্চ বহুশ্রুতান্।
সান্ত্বেন ভোগদানেন নমস্কারৈস্তথার্চয়েৎ॥ ৪
এতৎ কৃত্যতমং রাজ্ঞো নিত্যমেবোপলক্ষয়েৎ।
যথাঽঽত্মানং যথা পুত্রাংস্তথৈতান্ প্রতিপালয়েৎ॥ ৫

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণের মহত্ত্ব বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! রাজার সমস্ত কার্য্যে কাহার মহত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক? কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী রাজা ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকে সুখ ভোগ করেন? ১

ভীষ্ম বলিলেন, ভারত! রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্যশাসনকারী রাজার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইল কি—তিনি ব্রাহ্মণগণের সেবা-পূজা করিবেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! অক্ষয় সুখ লাভ করিতে অভিলাষী রাজার ইহাই করা উচিত। ২½

রাজা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধগণকে সর্ব্বদাই সমাদর করিবেন। নগর ও জনপদসমূহে বসবাসকারী বহুশ্রুত ব্রাহ্মণগণকে মধুর বাক্য বলিয়া, উত্তম ভোগসমূহ প্রদান করিয়া এবং আদরের সহিত মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত সম্মানিত করিবেন। ৩-৪

রাজা যেভাবে নিজেকে ও নিজের পুত্রগণকে রক্ষা করেন, সেইভাবে এই ব্রাহ্মণগণের রক্ষার প্রতিবিধান করিবেন। ইহাই

যে চাপ্যেষাং পূজ্যতমাস্তান্ দৃঢ়ং প্রতিপূজয়েৎ।
তেষু শান্তেষু তদ্ রাষ্ট্রং সর্বমেব বিরাজতে ॥ ৬
তে পূজ্যাস্তে নমস্কার্য্যা মান্যাস্তে পিতরো যথা।
তেষ্বেব যাত্রা লোকানাং ভূতানামিব বাসবে ॥ ৭
অভিচারৈরুপায়ৈশ্চ দহেয়ুরপি চেতসা।
নিঃশেষং কুপিতাঃ কুর্য্যুরুগ্রাঃ সত্যপরাক্রমাঃ ॥৮
নান্তমেষাং প্রপশ্যামি ন দিশশ্চাপ্যপাবৃতাঃ।
কুপিতাঃ সমুদীক্ষন্তে দাবেষগ্নিশিখা ইব ॥ ৯
বিভ্যত্যেষাং সাহসিকা গুণাস্তেষামতীব হি।
কূপা ইব তৃণচ্ছন্না বিশুদ্ধা দ্যৌরিবাপরে ॥ ১০
প্রসহ্যকারিণঃ কেচিৎ কার্পাসমৃদবো পরে।
(মান্যাস্তেষাং সাধবো যে ন নিন্দ্যাশ্চাপ্যসাধবঃ)
সন্তি চৈষামতিশঠাস্তথৈবান্যে তপস্বিনঃ ॥ ১১

কৃষি-গোরক্ষ্যমপ্যেকে ভৈক্ষ্যমন্যেঽপ্যনুষ্ঠিতাঃ।
চৌরাশ্চান্যেঽনৃতাশ্চান্যে তথান্যে নট-নর্ত্তকাঃ ॥ ১২
সর্বকর্মসহাশ্চান্যে পার্থিবেষ্বিতরেষু চ।
বিবিধাকারযুক্তাশ্চ ব্রাহ্মণা ভরতর্ষভ ॥ ১৩
নানাকর্মসু রক্তানাং বহুকর্মোপজীবিনাম্।
ধর্মজ্ঞানাং সতাং তেষাং নিত্যমেবানুকীর্ত্তয়েৎ ॥ ১৪
পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ মনুষ্যোরগ-রক্ষসাম্।
পুরাপ্যেতে মহাভাগা ব্রাহ্মণা বৈ জনাধিপ ॥ ১৫
নৈতে দেবৈর্ন পিতৃভির্ন গন্ধর্বৈর্ন রাক্ষসৈঃ।
নাসুরৈর্ন পিশাচৈশ্চ শক্যা জেতুং দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৬
অদৈবং দৈবতং কুর্য্যুর্দৈবতং চাপ্যদৈবতম্।
যমিচ্ছেয়ুঃ স রাজা স্যাদ্ যো নেষ্টঃ স পরাভবেৎ ॥ ১৭

রাজার প্রধান কর্ত্তব্য, ইঁহারই উপর তিনি সদা বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। ৫

যাঁহারা এই ব্রাহ্মণগণেরও পূজনীয়, সেই পুরুষদিগকেও সুস্থির চিত্তে পূজা করিবেন ; কারণ, তাঁহারা শান্ত থাকিলেই সম্পূর্ণ রাষ্ট্র শান্ত ও সুখী থাকে। ৬

রাজার পক্ষে ব্রাহ্মণগণই পিতার ন্যায় পূজনীয়, বন্দনীয় ও মাননীয়। যেরূপ প্রাণিগণের জীবন জলবর্ষণকারী ইন্দ্রেরই উপর নির্ভর, সেইরূপ জগতের জীবনযাত্রাও ব্রাহ্মণগণেরই উপর অবলম্বিত ॥ ৭

এই সত্যপরাক্রমী ব্রাহ্মণগণ যখন কুপিত হইয়া উগ্ররূপ ধারণ করেন, তখন অভিচার বা অন্যান্য উপায়সমূহের দ্বারা সঙ্কল্পমাত্রেই নিজের বিরোধীদিগকে ভস্মীভূত করেন অর্থাৎ তাহাদের সর্বনাশ করিয়া থাকেন। ৮

আমি ইঁহাদের অন্ত দেখিতে পাই না। ইঁহাদের জন্য কোনও দিকের দ্বার বন্ধ থাকে না। ইঁহারা যখন কুপিত হন, তখন তাঁহারা দাবানলের শিখাসদৃশ হইয়া যান এবং সেইরূপই দাহকর দৃষ্টিতে দেখিতে থাকেন ॥ ৯

সাহসী পুরুষগণও ইঁহাদের নিকট হইতে ভয় পান ; কারণ, ইঁহাদের মধ্যে গুণই অধিক থাকে। এই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকে তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় নিজেদের তেজকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন এবং অনেকে নির্মল আকাশের সদৃশ প্রকাশিত হইতে থাকেন। ১০

বহু ব্রাহ্মণ হঠকারী হন এবং অনেকে আবার কার্পাসের ন্যায় কোমল হইয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের সম্মান করিবে এবং কিন্তু যাহারা শ্রেষ্ঠ নন, তাহাদের নিন্দা করিবে না। এই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকে অত্যন্ত শঠ হন এবং অন্যেরা তপস্বী হন। ১১

অনেকে কৃষিকার্য্য করিয়াও জীবিকা অর্জন করেন, কেহ কেহ ভিক্ষাবৃত্তিতে জীবিকানির্বাহ করেন, বহু ব্রাহ্মণ চুরি করেন, অনেকে মিথ্যা কথা বলেন এবং বহু ব্রাহ্মণ আবার নট ও নর্ত্তকের কার্য্য করিয়া থাকেন। ১২

ভরতশ্রেষ্ঠ! কত ব্রাহ্মণ রাজাদের নিকটে ও অন্য ব্যক্তিগণের নিকটে সর্বপ্রকার কার্য্য করিতে সমর্থ হন এবং অনেক ব্রাহ্মণ নানাপ্রকার আকার ধারণ করেন। ১৩

নানাপ্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত ও বহুবিধ কর্মের দ্বারা জীবিকা অর্জনকারী এই ধর্মজ্ঞ ও সৎপুরুষ ব্রাহ্মণগণের সর্বদাই গুণগান করিবে। ১৪

জনপালক! প্রাচীনকাল হইতেই এই মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ দেবতা, পিতৃপুরুষ, মনুষ্য, নাগ ও রাক্ষসসকলের দ্বারা পূজনীয়। ১৫

এই দ্বিজগণ না দেবতা, না পিতৃপুরুষ, না গন্ধর্ব, না রাক্ষস, না অসুর এবং না পিশাচগণের দ্বারা কখনও জিত হন। ১৬

ইঁহারা যদি ইচ্ছা করেন, তবে যাঁহারা দেবতা নন, তাঁহাদিগকে দেবতা করিতে পারেন এবং যাঁহারা দেবতা, তাঁহাদের দেবত্বহানি করিয়া থাকেন। ইঁহারা যাঁহাকে রাজা করিতে ইচ্ছুক হন,

পরিবাদঞ্চ যে কুর্য্যুর্ব্রাহ্মণানামচেতসঃ।
সত্যং ব্রবীমি তে রাজন্ বিনশ্যেয়ুর্ন সংশয়ঃ॥ ১৮
নিন্দা-প্রশংসাকুশলাঃ কীর্ত্ত্যকীর্ত্তিপরায়ণাঃ।
পরিকুপ্যন্তি তে রাজন্ সততং দ্বিষতাং দ্বিজাঃ॥ ১৯
ব্রাহ্মণা যং প্রশংসন্তি পুরুষঃ স প্রবর্দ্ধতে।
ব্রাহ্মণৈর্যঃ পরাকৃষ্টঃ পরাভূয়াৎ ক্ষণাদ্ধি সঃ॥ ২০
শকা যবন-কাম্বোজাস্তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ॥ ২১
দ্রাবিড়াশ্চ কলিঙ্গাশ্চ পুলিন্দাশ্চাপ্যুশীনরাঃ
কোলিসর্পা মাহিষকাস্তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ॥ ২২
বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ।
শ্রেয়ান্ পরাজয়স্তেভ্যো ন জয়ো জয়তাং বর॥ ২৩
যস্তু সর্ব্বমিদং হন্যাদ্ ব্রাহ্মণঞ্চ ন তৎসমম্।
ব্রহ্মবধ্যা মহান্ দোষ ইত্যাহুঃ পরমর্ষয়ঃ॥ ২৪
পরিবাদো দ্বিজাতীনাং ন শ্রোতব্যঃ কথঞ্চন।
আসীতাধোমুখস্তূষ্ণীং সমুত্থায় ব্রজেচ্চ বা॥ ২৫
ন স জাতো জনিষ্যদ্ বা পৃথিব্যামিহ কশ্চন।
যো ব্রাহ্মণবিরোধেন সুখং জীবিতুমুৎসহেৎ॥ ২৬
দুর্গ্রাহো মুষ্টিনা বায়ুর্দুঃস্পর্শঃ পাণিনা শশী।
দুর্ধরা পৃথিবী রাজন্ দুর্জয়া ব্রাহ্মণা ভুবি॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি ব্রাহ্মণপ্রশংসা নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। ৩৩

তিনিই রাজা হইয়া থাকেন এবং যাঁহাকে রাজারূপে দেখিতে ইচ্ছা করেন না, তিনি পরাভবপ্রাপ্ত হন॥ ১৭

রাজন্! আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিয়া দিলাম, যে মূঢ় মানুষেরা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করে, তাহারা নষ্ট হইয়া যায়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১৮

নিন্দা ও প্রশংসায় নিপুণ এবং লোকসকলের যশ ও অপযশ বর্দ্ধন করিতে তৎপর দ্বিজগণ নিজেদের প্রতি সদা দ্বেষকারী ব্যক্তিদিগের উপর কুপিত হইয়া উঠেন। ১৯

ব্রাহ্মণগণ যাঁহার প্রশংসা করেন, সেই পুরুষ অভ্যুদয় লাভ করিয়া থাকেন এবং ব্রাহ্মণগণ যাহাকে অভিশাপ দেন, তাহার তৎক্ষণাৎ পরাভব প্রাপ্তি হয়। ২০

শক, যবন, ও কাম্বোজাদি জাতিগণ প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের কৃপা দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হওয়ায় তাঁহারা বৃষল (শূদ্র ও ম্লেচ্ছ) হইয়া যান। ২১

বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরেশ! দ্রাবিড় কলিঙ্গ, পুলিন্দ, উশীনর, কোলিসর্প ও মাহিষকাদি ক্ষত্রিয় জাতিরাও ব্রাহ্মণগণের কৃপাদৃষ্টি না পাওয়ায় শূদ্র হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণের নিকটে পরাজয় হইলে কল্যাণ লাভ হয় এবং তাঁহাদের পরাজিত করিলে সে জয় জয় বলিয়া গণ্য হয় না, কারণ, তাহা অকল্যাণকর। ২২-২৩

যে ব্যক্তি এই সম্পূর্ণ জগৎকে ধ্বংস করে এবং যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বধ করে, এই উভয়েরই পাপ সমান। মহর্ষিগণ বলিয়াছেন—ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ। ২৪

ব্রাহ্মণগণের নিন্দা কোন প্রকারেই শুনা উচিত নয়। যেখানে তাঁহাদের নিন্দা হয়, সেখানে অধোমুখে নীরবে বসিয়া থাকিবে কিংবা সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া যাইবে। ২৫

এ জগতে এরূপ কোনও মানুষ জন্মগ্রহণ করে নাই এবং ভবিষ্যতে করিবেও না, যে মানুষ ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ করিয়া সুখের সহিত জীবিত থাকিবার সাহস করিতে পারে। ২৬

রাজন্! বায়ুকে মুষ্টির দ্বারা ধরিয়া রাখা, চন্দ্রকে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করা এবং পৃথিবীকে তুলিয়া ধরা যেরূপ অত্যন্ত কঠিন কার্য্য, সেইরূপ এই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণগণকে জয় করা দুষ্কর কার্য্য। ২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে ব্রাহ্মণের প্রশংসানামক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণানং প্রশংসা ।]

ভীষ্ম উবাচ

ব্রাহ্মণানেব সততং ভৃশং সম্পরিপূজয়েৎ ।
এতে হি সোমরাজান ঈশ্বরাঃ সুখদুঃখয়োঃ ॥ ১
এতে ভোগৈরলঙ্কারৈরন্যৈশ্চৈব কিমিচ্ছকৈঃ ।
সদা পূজ্যা নমস্কারৈ রক্ষ্যাশ্চ পিতৃবন্নৃপৈঃ ॥ ২
ততো রাষ্ট্রস্য শান্তির্হি ভূতানামিব বাসবাৎ
জায়তাং ব্রহ্মবর্চস্বী রাষ্ট্রে বৈ ব্রাহ্মণঃ শুচিঃ ॥ ৩
মহারথশ্চ রাজন্য এষ্টব্যঃ শত্রুতাপনঃ ।
ব্রাহ্মণং জাতিসম্পন্নং ধর্মজ্ঞং সংশিতব্রতম্ ॥ ৪
বাসয়েত গৃহে রাজন্ ন তস্মাৎ পরমস্তি বৈ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো হবির্দত্তং প্রতিগৃহ্ণন্তি দেবতাঃ ॥ ৫
পিতরঃ সর্বভূতানাং নৈতেভ্যো বিদ্যতে পরম্ ।
আদিত্যশ্চন্দ্রমা বায়ুরাপো ভূরম্বরং দিশঃ ॥ ৬
সর্বে ব্রাহ্মণমাবিশ্য সদান্নমুপভুঞ্জতে ।
ন তস্যাশ্নন্তি পিতরো যস্য বিপ্রা ন ভুঞ্জতে ॥ ৭
দেবাশ্চাপ্যস্য নাশ্নন্তি পাপস্য ব্রাহ্মণদ্বিষঃ ।
ব্রাহ্মণেষু তু তুষ্টেষু প্রীয়ন্তে পিতরঃ সদা ॥ ৮
তথৈব দেবতা রাজন্ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।
তথৈব তেঽপি প্রীয়ন্তে যেষাং ভবতি তদ্ধবিঃ ॥৯
ন চ প্রেত্য বিনশ্যন্তি গচ্ছন্তি চ পরাং গতিম্ ।
যেন যেনৈব হবিষা ব্রাহ্মণাংস্তর্পয়েন্নরঃ ॥ ১০
তেন তেনৈব প্রীয়ন্তে পিতরো দেবতাস্তথা ।
ব্রাহ্মণাদেব তদ্ ভূতং প্রভবন্তি যতঃ প্রজাঃ ॥ ১১
যতশ্চায়ং প্রভবতি প্রেত্য যত্র চ গচ্ছতি ।
বেদৈষ মার্গং স্বর্গস্য তথৈব নরকস্য চ ॥ ১২

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

[শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের প্রশংসা ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণগণের সর্বদাই উত্তমরূপে সমাদর সহকারে পূজা করা উচিত। চন্দ্র হইলেন ইঁহাদের রাজা। ইঁহারা মানুষকে সুখ ও দুঃখ এই উভয়ই প্রদান করিতে সমর্থ। ১

রাজাদের কর্তব্য হইল—তাঁহারা উত্তম ভোগ, আভরণ এবং জিজ্ঞাসা করিয়া প্রস্তুত অন্যান্য মনোবাঞ্ছিত পদার্থ দান করত নমস্কারাদি দ্বারা সর্বদা তাঁহাদের পূজা করিবেন ও পিতার ন্যায় তাঁহাদের সদা পালন-পোষণ করিবেন, তবেই এই ব্রাহ্মণগণের দ্বারা রাজ্যে সেইভাবে শান্তি থাকিতে পারে, যেরূপ ইন্দ্রের নিকট হইতে বৃষ্টিপাত হইলে পর সমস্ত প্রাণিগণের সুখ শান্তি লাভ হয়। ২½

সকলের এই কামনাই করা উচিত যে, রাজ্যে ব্রহ্মতেজসম্পন্ন পবিত্র ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হউন এবং শত্রুগণের সন্তাপদায়ক মহারথী ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হউক। ৩½

রাজন্! বিশুদ্ধ জাতিসম্পন্ন ও তীক্ষ্ণ ব্রতপালনকারী ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিজের গৃহে বাস করাইবেন। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোনও পুণ্য কর্ম নাই। ৪½

ব্রাহ্মণগণকে যে হবিঃ অর্পণ করা হয়, তাহা দেবতারা গ্রহণ করেন; কারণ, ব্রাহ্মণ সমস্ত প্রাণিগণেরই পিতা। ইঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোন প্রাণী নাই। ৫½

সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, জল, পৃথিবী, আকাশ ও দিক্‌সমূহ—ইঁহাদের সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সদা ব্রাহ্মণগণের শরীরে প্রবেশ করত অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন। ৬½

ব্রাহ্মণগণ যাহার অন্ন ভোজন করেন না, তাহার অন্ন পিতৃগণও স্বীকার করেন না। সেই ব্রাহ্মণদ্রোহী পাপাত্মার অন্ন দেবতারাও গ্রহণ করেন না। ৭½

রাজন্! যদি ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে পিতৃগণ সন্তুষ্ট থাকেন এবং সেইরূপ দেবতারাও সদা প্রসন্ন থাকেন। এবিষয়ে কোনরূপ অন্য বিচার করা উচিত নহে। ৮½

এইরূপে সেই যজমানগণও প্রসন্ন থাকেন, যাঁহাদের প্রদত্ত হবি ব্রাহ্মণদিগের উপযোগে ব্যবহৃত হয়। তাঁহারা মৃত্যুর পর নষ্ট হন না, উত্তম গতি লাভ করিয়া থাকেন। ৯½

মানুষ যে যে হবিষ্যের দ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন করেন, সেই সেই হবিষ্যের দ্বারা দেবতা এবং পিতৃগণও তৃপ্ত হইয়া যান। ১০½

যাহা হইতে সমস্ত প্রজা উৎপন্ন হয়, সেই যজ্ঞাদি কার্য্য ব্রাহ্মণগণ হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। জীব যেখান হইতে উৎপন্ন হয় এবং মৃত্যুর পর যে স্থানে গমন করে, সেই তত্ত্বকে, স্বর্গ ও নরকের মার্গকে এবং ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে ব্রাহ্মণই জানেন। ব্রাহ্মণ মনুষ্যগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভরতশ্রেষ্ঠ!

আগতানাগতে চোভে ব্রাহ্মণো দ্বিপদাং বরঃ।
ব্রাহ্মণো ভরতশ্রেষ্ঠ স্বধর্মং চৈব বেদ যঃ ॥ ১৩

যে চৈনমনুবর্ত্তন্তে তেন যান্তি পরাভবম্।
ন তে প্রেত্য বিনশ্যন্তি গচ্ছন্তি ন পরাভবম্ ॥ ১৪

যদ্ ব্রাহ্মণমুখাৎ প্রাপ্তং প্রতিগৃহ্ণন্তি বৈ বচঃ।
কৃতাত্মানো মহাত্মানস্তে ন যান্তি পরাভবম্ ॥ ১৫

ক্ষত্রিয়াণাং প্রতপতাং তেজসা চ বলেন চ
ব্রাহ্মণেষ্বেব শাম্যন্তি তেজাংসি চ বলানি চ ॥ ১৬

ভৃগবস্তালজঙ্ঘাংশ্চ নীপানাঙ্গিরসোঽজয়ন্।
ভরদ্বাজো বৈহতব্যানৈলাংশ্চ ভরতর্ষভ ॥ ১৭

চিত্রায়ুধাংশ্চাপ্যজয়ংস্তে কৃষ্ণাজিনধ্বজাঃ।
প্রক্ষিপ্যাথ চ কুম্ভান্ বৈ পারগামিনমারভেৎ ॥ ১৮

যৎ কিঞ্চিৎ কথ্যতে লোকে শ্রূয়তে পঠ্যতেঽপি বা
সর্ব্বং তদ্ ব্রাহ্মণেষ্বেব গূঢ়োঽগ্নিরিব দারুষু ॥ ১৯

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
সংবাদং বাসুদেবস্য পৃথিব্যাশ্চ ভরতর্ষভ ॥ ২০

বাসুদেব উবাচ।

মাতরং সর্ব্বভূতানাং পৃচ্ছে ত্বাং সংশয়ং শুভে।
কেনস্বিৎ কর্ম্মণা পাপং ব্যপোহতি নরো গৃহী ॥ ২১

পৃথিব্যুবাচ

ব্রাহ্মণানেব সেবেত পবিত্রং হ্যেতদুত্তমম্।
ব্রাহ্মণান্ সেবমানস্য রজঃ সর্ব্বং প্রণশ্যতি।
অতো ভূতিরতঃ কীর্ত্তিরতো বুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ২২

মহারথশ্চ রাজন্য ঐশ্বর্য্যঃ শত্রুতাপনঃ।
ইতি মাং নারদঃ প্রাহ সততং সর্ব্বভূতয়ে ॥ ২৩

ব্রাহ্মণং জাতিসম্পন্নং ধর্ম্মজ্ঞং সংশিতং শুচিম্।
অপরেষাং পরেষাঞ্চ পরেভ্যশ্চৈব যেঽপরে ॥ ২৪

ব্রাহ্মণা যং প্রশংসন্তি স মনুষ্যঃ প্রবর্দ্ধতে।
অথ যো ব্রাহ্মণান্ ক্রুষ্টঃ পরাভবতি সোঽচিরাৎ ॥ ২৫

যিনি স্বধর্ম জানেন ও তাঁহার পালন করেন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ ॥ ১১-১৩

যে সব মানুষ ব্রাহ্মণগণের অনুসরণ করেন, তাঁহাদের কখনও পরাভব প্রাপ্তি হয় না ॥ ১৪

ব্রাহ্মণের মুখ হইতে যে বাণী নির্গত হয়, তাহা যাঁহারা শিরোধার্য্য করেন, সেই সমস্ত ভক্তগণকে আত্মভাবে দর্শনকারী মহাত্মা পুরুষগণ কখনও পরাভব প্রাপ্ত হন না ॥ ১৫

স্বীয় তেজ ও বলের দ্বারা সন্তপ্তকারী ক্ষত্রিয়গণের তেজ এবং বল ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে আসিয়াই শান্ত হইয়া যায় ॥ ১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভৃগুবংশজাত ব্রাহ্মণগণ তালজঙ্ঘদিগকে, অঙ্গিরাবংশজাত সন্তানগণ নীপবংশীয় রাজাদিগকে এবং ভরদ্বাজ বৈহয় ও ইলার পুত্রদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন ॥ ১৭

ক্ষত্রিয়গণের নিকট নানাপ্রকারের বিচিত্র অস্ত্রসকল ছিল, তথাপি কৃষ্ণমৃগচর্ম্মধারী এই ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের জয় করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য হইল—ব্রাহ্মণগণকে জলপূর্ণ কুম্ভসকল দান করিয়া তাঁহারা পারলৌকিক কার্য্য আরম্ভ করিবেন ॥ ১৮

সংসারে যাহা কিছু বলা হয়, শুনা যায় ও পাঠ করা হয়, এই সব কিছুই কাঠে গুপ্তভাবে স্থিত অগ্নির ন্যায় ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই অবস্থিত আছে ॥ ১৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! এ বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও পৃথিবীর সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ২০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—শুভে! তুমি সমস্ত প্রাণিগণের মাতা, সেই জন্য আমি তোমাকে এক সন্দেহ জিজ্ঞাসা করিব। গৃহস্থ মানুষ কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিজের পাপ নাশ করিতে সমর্থ হয়? ২১

পৃথিবী বলিলেন,—ভগবন্! ইহার জন্য মানুষের ব্রাহ্মণগণেরই সেবা করা উচিত। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও উত্তম কার্য্য। ব্রাহ্মণগণের সেবাকারী পুরুষের সমস্ত রজোগুণ নষ্ট হইয়া যায়। ইহা হইতে ঐশ্বর্য্য, ইহা হইতে কীর্ত্তি ও ইহা হইতে উত্তম বুদ্ধিও লাভ হয় ॥ ২২

সদা সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধির জন্য নারদ আমাকে বলিয়াছিলেন —শত্রুসন্তাপকারী মহারথী ক্ষত্রিয় হইয়া উৎপন্ন হইবার বাসনা করিবে ॥ ২৩

উত্তম জাতি সম্পন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ, কঠোরব্রত পালনকারী ও পবিত্র ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবারও ইচ্ছা রাখিবে। ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার মানুষ হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতেও ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন। এরূপ ব্রাহ্মণগণ যাঁহার প্রশংসা করেন, সেই মানুষের বৃদ্ধি হয় এবং ব্রাহ্মণেরা যাঁহার নিন্দা করেন, সেই মানুষ সত্বর পরাভব প্রাপ্ত হয় ॥ ২৪-২৫

যথা মহার্ণবে ক্ষিপ্ত আমলোষ্টো বিনশ্যতি।
তথা দুশ্চরিতং সর্বং পরাভাবায় কল্পতে ॥ ২৬
পশ্য চন্দ্রে কৃতং লক্ষ্ম সমুদ্রো লবণোদকঃ।
তথা ভগসহস্রেণ মহেন্দ্রঃ পরিচিহ্নিতঃ ॥ ২৭
তেষামেব প্রভাবেণ সহস্রনয়নো হ্যসৌ।
শতক্রতুঃ সমভবৎ পশ্য মাধব যাদৃশম্ ॥ ২৮
ইচ্ছন্ কীর্তিঞ্চ ভূতিঞ্চ লোকাংশ্চ মধুসূদন।
ব্রাহ্মণানুমতে তিষ্ঠেৎ পুরুষঃ শুচিরাত্মবান্ ॥ ২৯

ভীষ্ম উবাচ

ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা মেদিন্যা মধুসূদনঃ।
সাধু সাধ্বিতি কৌরব্য মেদিনীং প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৩০
এতাং শ্রুত্বোপমাং পার্থ প্রযতো ব্রাহ্মণর্ষভান্।
সততং পূজয়েথাস্ত্বং ততঃ শ্রেয়োঽভিপৎস্যসে ॥ ৩১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি পৃথ্বী-বাসুদেবসংবাদে
চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ : ৩৪

যেরূপ মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত কাঁচা মৃত্তিকার ঢিল শীঘ্র গলিয়া নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণের সঙ্গ লাভ করিলেই সমস্ত দুষ্কর্ম নষ্ট হইয়া যায়। ২৬

মাধব ! দেখুন, ব্রাহ্মণগণের কিরূপ প্রভাব, তাঁহারা চন্দ্রে কলঙ্কলেপন করিয়া দিয়াছেন, সমুদ্রের জলকে লবণাক্ত করিয়াছেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রের শরীরে এক হাজার ভগচিহ্ন উৎপন্ন করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাদেরই প্রভাবে সেই সব আবার ভগ নেত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে ; যাহার জন্য শতযজ্ঞকারী ইন্দ্র 'সহস্রাক্ষ' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ২৭-২৮

মধুসূদন ! যিনি কীর্তি, ঐশ্বর্য্য ও উত্তম লোকসকল লাভ করিতে বাসনা করেন, মনকে সংযতকারী সেই পুরুষ ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিবেন। ২৯

ভীষ্ম বলিলেন,—কুরুনন্দন ! পৃথিবীদেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ মধুসূদন বলিলেন,- উত্তম, উত্তম, তুমি সার কথা বলিয়াছ। এই কথা বলিয়া তিনি পৃথিবীদেবীর অতিশয় সমাদর করিলেন। ৩০

কুন্তীনন্দন ! এই দৃষ্টান্ত ও ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তুমি সর্বদা পবিত্রভাবে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের পূজা করিতে থাক। ইহাতে তুমি কল্যাণ লাভ করিবে ॥ ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে পৃথিবীদেবী ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সংবাদবিষয়ক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রহ্মণা ব্রাহ্মণানাং মাহাত্ম্যবর্ণনম্]

ভীষ্ম উবাচ।

জন্মনৈব মহাভাগো ব্রাহ্মণো নাম জায়তে।
নমস্যঃ সর্বভূতানামতিথিঃ প্রসৃতাগ্রভুক্ ॥ ১
সর্বার্থাঃ সুহৃদস্তাত ব্রাহ্মণাঃ সুমনামুখাঃ।
গীর্ভির্মঙ্গলযুক্তাভিরনুধ্যায়ন্তি পূজিতাঃ ॥ ২
সর্বান্নো দ্বিষতস্তাত ব্রাহ্মণা জাতমন্যবঃ।
গীর্ভির্দারুণযুক্তাভিরাভিহন্যুরপূজিতাঃ ॥ ৩
অত্র গাথাঃ পুরাগীতাঃ কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ।
সৃষ্ট্বা দ্বিজাতীন্ ধাতা হি যথাপূর্বং সমাদধৎ ॥ ৪

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[ব্রহ্ম কর্তৃক ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য বর্ণন]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! ব্রাহ্মণ জন্মের দ্বারাই মহাভাগ্যশালী, সমস্ত প্রাণিগণের বন্দনীয় অতিথি ও প্রথম ভোজন পাইবার অধিকারী। ১

তাত ! ব্রাহ্মণগণ সকল মনোরথসিদ্ধিকারী, সকলের সুহৃৎ এবং দেবতাগণের মুখ। তাঁহারা পূজিত হইয়া নিজেদের মঙ্গলময়ী বাণীর দ্বারা আশীর্বাদ দান করত মনুষ্যদিগের কল্যাণ-চিন্তা করেন ॥ ২

তাত ! আমাদের শত্রুগণের দ্বারা পূজিত না হওয়ায় তাহাদের প্রতি কুপিত হইয়া এই ব্রাহ্মণগণ অভিশাপপূর্ণ কঠোর বাক্যের দ্বারা তাহাদের সকলকে নষ্ট করিয়া দিবেন। ৩

এ বিষয়ে পুরাণবিৎ পুরুষগণ কর্তৃক পুরাকালে গীত কিছু গাথা কীর্তিত হয়—প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণকে

ন চান্যদিহ কর্তব্যং কিঞ্চিদূর্দ্ধ্বং যথাবিধি ।
গুপ্তো গোপায়তে ব্রহ্মা শ্রেয়ো বস্তেন শোভনম্ ॥ ৫
স্বমেব কুর্বতাং কর্ম শ্রীর্বো ব্রাহ্মী ভবিষ্যতি ।
প্রমাণং সর্বভূতানাং প্রগ্রহাশ্চ ভবিষ্যথ ॥ ৬
ন শৌদ্রং কর্ম কর্তব্যং ব্রাহ্মণেন বিপশ্চিতা ।
শৌদ্রং হি কুর্বতঃ কর্ম ধর্মঃ সমুপরুধ্যতে ॥ ৭
শ্রীশ্চ বুদ্ধিশ্চ তেজশ্চ বিভূতিশ্চ প্রতাপিনী ।
স্বাধ্যায়ে চৈব মাহাত্ম্যং বিপুলং প্রতিপৎস্যতে ॥ ৮
হুত্বা চাহবনীয়স্থং মহাভাগো প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
অগ্রভোজ্যাঃ প্রসূতীনাং শ্রিয়া ব্রাহ্ম্যানুকল্পিতাঃ ॥ ৯
শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তা হ্যনভিদ্রোহলব্ধয়া ।
দমস্বাধ্যায়নিরতাঃ সর্বান্ কামানবাপ্স্যথ ॥ ১০
যচ্চৈব মানুষে লোকে যচ্চ দেবেষু কিঞ্চন ।
সর্বং তু তপসা সাধ্যং জ্ঞানেন নিয়মেন চ ॥ ১১

পূর্ববৎ উৎপন্ন করিয়া তাঁহাদের উপদেশ করিলেন—তোমাদের পক্ষে বিধি অনুসারে স্বধর্মপালন এবং ব্রাহ্মণদিগের সেবা ব্যতীত অন্য কোন কর্তব্য নাই। ব্রাহ্মণগণকে যদি রক্ষা করা হয়, তবে তাঁহারা স্বয়ং রক্ষিত হইয়া রক্ষকদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন ; অতএব ব্রাহ্মণগণের সেবায় তোমাদের পরম কল্যাণ লাভ হইবে। ৪-৫

ব্রাহ্মণের রক্ষারূপ স্বকর্তব্য পালন করিলেই তোমাদের ব্রাহ্মী লক্ষ্মী প্রাপ্তি হইবে। তোমরা সমস্ত ভূতগণের পক্ষে প্রমাণভূত এবং তাহাদের বশীভূতকারী হও ॥ ৬

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের শূদ্রোচিত কর্ম করা উচিত নয়। শূদ্রের কর্ম করিলে তাঁহার ধর্ম নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৭

স্বধর্মপালন করিলে লক্ষ্মী, বুদ্ধি, তেজ ও প্রতাপপূর্ণ ঐশ্বর্য্য লাভ হয় এবং স্বাধ্যায়েরও অত্যধিক মাহাত্ম্য উপলব্ধি হইবে। ৮

ব্রাহ্মণগণ আহবনীয় অগ্নিতে অবস্থিত দেবতাদিগকে হোমের দ্বারা তৃপ্ত করত মহৎ সৌভাগ্যপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহারা ব্রাহ্মী বিভার উত্তম পাত্র হইয়া বালকগণেরও অগ্রে ভোজন পাইবার অধিকারী হইয়া থাকেন ॥ ৯

দ্বিজগণ ! যদি তোমরা কোন প্রাণীর সহিত দ্রোহ না করিয়া প্রাপ্ত পরম শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া ইন্দ্রিয় সংযম ও স্বাধ্যায়ে নিরত থাক, তবে সমস্ত কামনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ১০

মনুষ্যলোকে ও দেবলোকে যাহা কিছু ভোগ্য বস্তু আছে, সেই সবই জ্ঞান, নিয়ম ও তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১১

(যুষ্মৎসম্মাননাৎ প্রীতিং পাবনাঃ ক্ষত্রিয়াঃ শ্রিয়ম্ ।
অমুত্রেহ সমায়ান্তি বৈশ্য-শূদ্রাদিকাস্তথা ॥
অরক্ষিতাশ্চ যুষ্মাভির্বিরুদ্ধা যান্তি বিপ্লবম্ ।
যুষ্মত্তেজোধৃতা লোকাস্তদ্ রক্ষথ জগত্রয়ম্ ॥)
ইত্যেবং ব্রহ্মগীতাস্তে সমাখ্যাতা ময়ানঘ ।
বিপ্রাণামনুকম্পার্থং তেন প্রোক্তং হি ধীমতা ॥ ১২
ভূয়স্তেষাং বলং মন্যে যথা রাজ্ঞস্তপস্বিনঃ ।
দুরাসদাশ্চ চণ্ডাশ্চ রভসাঃ ক্ষিপ্রকারিণঃ ॥ ১৩
সন্ত্যেষাং সিংহসত্ত্বাশ্চ ব্যাঘ্রসত্ত্বাস্তথাপরে ।
বরাহ-মৃগসত্ত্বাশ্চ জলসত্ত্বাস্তথাপরে ॥ ১৪
সর্পস্পর্শসমাঃ কেচিৎ তথান্যে মকরস্পৃশঃ ।
বিভাষ্যঘাতিনঃ কেচিৎ তথা চক্ষুর্হণোঽপরে ॥ ১৫
সন্তি চাশীবিষসমাঃ সন্তি মন্দাস্তথাপরে ।
বিবিধানীহ বৃত্তানি ব্রাহ্মণানাং যুধিষ্ঠির ॥ ১৬

(তোমাদের সমাদরে পবিত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি প্রাণীরা ইহলোক এবং পরলোকেও প্রীতি ও সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে। যাহারা তোমাদের বিরোধী, তাহারা তোমাদের দ্বারা অরক্ষিত হওয়ায় বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। তোমাদের তেজেই এই লোকসকল বিধৃত আছে ; অতএব তোমরা এই ত্রিলোককে রক্ষা করিবে।)

নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির ! এইরূপে ব্রহ্মা কর্তৃক গীত গাথাসমূহ আমি তোমাকে বলিলাম। সেই পরম বুদ্ধিমান্ ধাতা ব্রাহ্মণগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্যই এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ১২

আমি ব্রাহ্মণগণের বল তপস্বী রাজার ন্যায় অধিক বলিয়াই মনে করি। তাঁহারা দুর্জয়, প্রচণ্ড বেগশালী ও শীঘ্রকারী হন ॥ ১৩

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ সিংহতুল্য শক্তিশালী ও অনেকে ব্যাঘ্রসদৃশ পরাক্রমশালী হন। বহুর শক্তি বরাহ ও মৃগের সমান হইয়া থাকে। অনেকে আবার জলজন্তুতুল্য শক্তিশালী হন। ১৪

কাঁহাদের স্পর্শ সর্পের সমান হয় এবং কাঁহাদের স্পর্শ আবার মকরসদৃশ হয়। কেহ কেহ শাপ দিয়া বধ করেন, অনেকে আবার ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি দিয়াই ভস্ম করিয়া থাকেন। ১৫

বহু ব্রাহ্মণ বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর হন, অনেকে আবার মন্দ-স্বভাব হইয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির ! এ জগতে ব্রাহ্মণগণের স্বভাব ও আচার-ব্যবহার অনেক প্রকার হয়। ১৬

মেকলা দ্রাবিড়া লাটাঃ পৌণ্ড্রাঃ কাম্বশিরাস্তথা ।
শৌণ্ডিকা দরদা দার্বাশ্চৌরাঃ শবর-বর্ব্বরাঃ ॥ ১৭
কিরাতা যবনাশ্চৈব তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ ।
বৃষলত্বমনুপ্রাপ্তা ব্রাহ্মণানামমর্ষণাৎ ॥ ১৮
ব্রাহ্মণানাং পরিভাবাদসুরাঃ সলিলেশয়াঃ ।
ব্রাহ্মণানাং প্রসাদাচ্চ দেবাঃ স্বর্গনিবাসিনঃ ॥ ১৯
অশক্যং স্প্রষ্টুমাকাশমচাল্যো হিমবান্ গিরিঃ ।
অধার্য্যা সেতুনা গঙ্গা দুর্জয়া ব্রাহ্মণা ভুবি ॥ ২০

মেকল, দ্রাবিড়, লাট, পৌণ্ড্র, কাম্বশিরা, শৌণ্ডিক, দরদ, দার্ব, চৌর, শবর, বর্বর, কিরাত ও যবন - ইহারা সকলে প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণগণের সহিত ঈর্ষ্যা করায় নীচ হইয়া গিয়াছে। ১৭-১৮

ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার করার জন্যই অসুরসকলকে সমুদ্রে বাস করিতে হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণগণের কৃপাপ্রসাদে দেবতারা স্বর্গলোকে বাস করিতেছেন। ১৯

যেরূপ আকাশকে স্পর্শ করা, হিমালয়কে বিচালিত করা এবং বাঁধনির্মাণ করিয়া গঙ্গার প্রবাহকে রুদ্ধ করা অসম্ভব, সেইরূপ এই ভূতলে ব্রাহ্মণগণকে জয় করা সর্ব্বথা অসম্ভবই।২০

ন ব্রাহ্মণবিরোধেন শক্যা শাস্তুং বসুন্ধরা ।
ব্রাহ্মণা হি মহাত্মানো দেবানামপি দেবতাঃ ॥ ২১
তান্ পূজয়স্ব সততং দানেন পরিচর্য্যয়া ।
যদীচ্ছসি মহীং ভোক্তুমিমাং সাগরমেখলাম্ ॥ ২২
প্রতিগ্রহেণ তেজো হি বিপ্রাণাং শাম্যতেঽনঘ ।
প্রতিগ্রহং যে নেচ্ছেয়ুস্তেভ্যো রক্ষ্যং ত্বয়া নৃপ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ব্রাহ্মণপ্রশংসায়াং
পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ৩৫

ব্রাহ্মণগণের সহিত বিরোধ করিয়া ভূমণ্ডলের রাজ্য চালনা করা যায় না; কারণ, এই মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা দেবতাদিগেরও দেবতা। ২১

যুধিষ্ঠির! যদি তুমি এই সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করিতে বাসনা কর, তবে দান ও সেবার দ্বারা সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণের পূজা করিতে থাক। ২২

নিষ্পাপ নৃপ যুধিষ্ঠির! দান গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণগণের তেজ শান্ত হইয়া যায়; সেইজন্য যাঁহারা দান গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন না, সেইরূপ ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে তোমার নিজ কুলের রক্ষা করা উচিত। ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে ব্রাহ্মণের প্রশংসাবিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রাহ্মণপ্রশংসাবিষয়ে ইন্দ্র-শম্বরাসুরয়োঃ সংবাদবর্ণনম্ ।]

ভীষ্ম উবাচ ।
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
শক্র-সম্বরসংবাদং তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ১
শক্রো হ্যজ্ঞাতরূপেণ জটী ভূত্বা রজোগুণঃ ।
বিরূপং রথমাস্থায় প্রশ্নং পপ্রচ্ছ শম্বরম্ ॥ ২

শক্র উবাচ ।
কেন শম্বর বৃত্তেন স্বজাতানধিতিষ্ঠসি
শ্রেষ্ঠং ত্বাং কেন মন্যন্তে তন্মে বৈ প্রব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ৩

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণের প্রশংসাবিষয়ে ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের সংবাদ বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এবিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ এখনে ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন, তুমি তাহা শ্রবণ কর। ১

পুরাকালের ঘটনা, একদিন দেবরাজ ইন্দ্র অজ্ঞাতরূপে রজোগুণসম্পন্ন (সকাম) জটাধারী তপস্বী হইয়া এক বিরূপ রথে আরোহণ করত শম্বরাসুরের নিকট গমন করিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ২

ইন্দ্র বলিলেন,—শম্বরাসুর! কিরূপ আচরণ করিয়া তুমি নিজ জাতির উপর আধিপত্য করিতেছ? তাহারা কি কারণে তোমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে? ইহা যথাযথ ভাবে বল।৩

শম্বর উবাচ।

নাসূয়ামি যদা বিপ্রান্ ব্রাহ্মমেব চ মে মতম্।
শাস্ত্রাণি বদতো বিপ্রান সম্মন্তামি যথাসুখম্ ॥ ৪
শ্রুত্বা চ নাবজানামি নাপরাধ্যামি কর্হিচিৎ।
অভ্যর্চ্যাভ্যনুপৃচ্ছামি পাদৌ গৃহ্ণামি ধীমতাম্ ॥৫
তে বিশ্রব্ধাঃ প্রভাষন্তে সম্পৃচ্ছন্তে চ মাং সদা।
প্রমত্তেষপ্রমত্তোঽস্মি সদা সুপ্তেষু জাগৃমি ॥ ৬
তে মাং শাস্ত্রপথে যুক্তং ব্রহ্মণ্যমনসূয়কম্।
সমাসিঞ্চন্তি শাস্তারঃ ক্ষৌদ্রং মধ্বিব মক্ষিকাঃ ॥ ৭
যচ্চ ভাষন্তি সন্তুষ্টাস্তচ্চ গৃহ্ণামি মেধয়া।
সমাধিমাত্মনো নিত্যমনুলোমমচিন্তয়ম্ ॥ ৮
সোঽহং বাগগ্রসৃষ্টানাং রসানামবলেহকঃ।
স্বজাত্যানধিতিষ্ঠামি নক্ষত্রাণীব চন্দ্রমাঃ ॥ ৯

শম্বরাসুর বলিলেন, আমি ব্রাহ্মণগণের কখনও দোষ দর্শন করি না। তাঁহাদের মতকেই আমি নিজের মত বলিয়া মনে করি এবং শাস্ত্রপ্রবক্তা বিপ্রগণের আমি সর্বদা সম্মান করি—তাঁহাদের যথাসাধ্য সুখদানের চেষ্টা করি। ৪

তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া আমি কখনও তাহা অবহেলা করি না। আমি তাঁহাদের কখনও অপরাধ করি না। তাঁহাদের পূজা করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করি এবং বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণগণের পদদ্বয় স্পর্শ করি। ৫

তাঁহারাও অত্যন্ত বিশ্বস্ত হইয়া আমার সহিত কথাবার্তা বলেন এবং আমাকে সদা নানাবিষয় জিজ্ঞাসা করেন। ব্রাহ্মণগণ নিজেদের বিষয়ে অসাবধান থাকিলেও আমি সর্বদা তাঁহাদের বিষয়ে সাবধানে থাকি। তাঁহারা নিদ্রিত থাকিলেও আমি জাগরিত থাকি। ৬

আমাকে শাস্ত্রপথে গমনকারী, ব্রাহ্মণভক্ত ও অদোষদর্শী জানিয়াই সেই উপদেশক ব্রাহ্মণগণ আমার প্রতি সেইভাবে সদুপদেশরূপ অমৃত সিঞ্চন করেন, যেরূপ মৌমাছিরা মধুচক্রে মধুসেচন করে। ৭

সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা আমাকে যাহা কিছু বলেন, তাহাই আমি নিজবুদ্ধি অনুসারে গ্রহণ করি। সদা ব্রাহ্মণগণেই স্বীয় নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখি এবং নিত্য তাঁহাদের প্রতি অনুকূল বিচার-পরায়ণ থাকি। ৮

তাঁহাদের বাক্য হইতে যে উপদেশের মধু-রস প্রবাহিত হয়, আমি তাহা আস্বাদন করি; সেইজন্য নক্ষত্রমণ্ডলের উপর চন্দ্রের ন্যায় আমি স্বজাতিগণের উপর আমার শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতে পারি। ৯

এতৎ পৃথিব্যামমৃতমেতচ্চক্ষুরনুত্তমম্।
যদ্ ব্রাহ্মণমুখাচ্ছাস্ত্রমিহ শ্রুত্বা প্রবর্ততে ॥ ১০
এতৎ কারণমাজ্ঞায় দৃষ্ট্বা দেবাসুরং পুরা।
যুদ্ধং পিতা মে হৃষ্টাত্মা বিস্মিতঃ সমপদ্যত ॥ ১১
দৃষ্ট্বা চ ব্রাহ্মণানাং তু মহিমানং মহাত্মনাম্।
পর্য্যপৃচ্ছৎ কথমমী সিদ্ধা ইতি নিশাকরম্ ॥ ১২

সোম উবাচ।

ব্রাহ্মণাস্তপসা সর্বে সিধ্যন্তে বাগ্বলাঃ সদা।
ভুজবীর্য্যাশ্চ রাজানো বাগস্ত্রাশ্চ দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৩
প্রবসং চাপ্যধীয়ীত ব্রাহ্মীর্দুর্বসতীর্বসন্।
নির্মন্যুরপি নির্বাণো যদি স্যাৎ সমদর্শনঃ ॥ ১৪
অপি চ জ্ঞানসম্পন্নঃ সর্বান্ বেদান্ পিতুর্গৃহে।
শ্লাঘমান ইবাধীয়াদ্ গ্রাম্য ইত্যেব তং বিদুঃ ॥ ১৫

ব্রাহ্মণগণের মুখে শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ করিয়া মানুষ এজীবনে তদনুসারে আচরণ করে, এই আচরণ করাই পৃথিবীতে সর্বোত্তম অমৃত ও সর্বোত্তম দৃষ্টি। ১০

এই কারণকে জানিয়া অর্থাৎ ব্রাহ্মণের উপদেশ অনুসারে চলাই অমৃত—এই বিষয়কে ভালভাবে বুঝিয়া পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রাম উপস্থিত দেখিয়া আমার পিতা মনে মনেই প্রসন্ন ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। ১১

মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের এই মহিমা দেখিয়া তিনি চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—নিশাকর! এই ব্রাহ্মণগণের কিরূপে সিদ্ধি লাভ হইয়াছে? ১২

চন্দ্র বলিলেন,—দানবরাজ! সমস্ত ব্রাহ্মণগণ তপস্যার দ্বারাই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের বল সর্বদা ইঁহাদের বাক্যেই অবস্থান করে অর্থাৎ ইঁহারা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন। রাজাদের বল তাঁহাদের বাহু এবং ব্রাহ্মণগণের অস্ত্র অর্থাৎ বল তাঁহাদের বাক্য। ১৩

ব্রাহ্মণ প্রথমে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে করিতে ক্লেশ সহ্য করত নিবাস করিয়া প্রণবসহ বেদাধ্যয়ন করিবেন। তারপর শেষে ক্রোধ ত্যাগ করিয়া শান্তভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়। যদি সন্ন্যাসী হন, তবে সর্বত্র সমদৃষ্টি রাখিবেন। ১৪

যিনি পিতৃগৃহে থাকিয়া সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি জ্ঞানী ও প্রশংসনীয় হইলেও বিদ্বান্‌গণ তাঁহাকে গ্রাম্য বলিয়াই জানেন। (প্রকৃত পক্ষে গুরুগৃহে ক্লেশ সহ্য করিয়া বাস করত বেদাধ্যয়ন করাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয়) ১৫

ভূমিরেতৌ নিগিরতি সর্পো বিলশয়ানিব।
রাজানং চাপ্যযোদ্ধারং ব্রাহ্মণং চাপ্রবাসিনম্ ॥ ১৬
অভিমানঃ শ্রিয়ং হন্তি পুরুষস্যাল্পমেধসঃ।
গর্ভেণ দুষ্যতে কন্যা গৃহবাসেন চ দ্বিজঃ ॥ ১৭
(বিদ্যাবিদো লোকবিদস্তপোবলসমন্বিতাঃ।
নিত্যপূজ্যাশ্চ বন্দ্যাশ্চ দ্বিজা লোকদ্বয়েচ্ছুভিঃ)
ইত্যেতন্মে পিতা শ্রুত্বা সোমাদদ্ভুতদর্শনাৎ।
ব্রাহ্মণান্ পূজয়ামাস তথৈবাহং মহাব্রতান্ ॥ ১৮

ভীষ্ম উবাচ।
শ্রুত্বৈতদ্ বচনং শক্রো দানবেন্দ্রমুখাচ্চ্যুতম্।
দ্বিজান্ সম্পূজয়ামাস মহেন্দ্রত্বমবাপ চ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ব্রাহ্মণপ্রশংসায়ামিন্দ্র-শম্বরসংবাদে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

যেরূপ সর্প গর্তে স্থিত মূষিকদিগকে গ্রাস করে, সেইরূপ অযোদ্ধা ক্ষত্রিয়কে এবং বিদ্যার জন্য প্রবাসে বাস করেন নাই, এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে এই পৃথিবী গ্রাস করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা হইতে দেন না। ১৬

মন্দবুদ্ধি পুরুষের মধ্যে যে অভিমান হয়, তাহা তাহার লক্ষ্মীকে (সম্পদকে) নাশ করিয়া দেয়। গর্ভধারণ করিলে কন্যা দূষিতা হইয়া যায় এবং সদা গৃহে বসবাসকারী ব্রাহ্মণও দূষিত হইয়া যান। ১৭

(যাঁহারা ইহলোক ও পরলোক এই উভয় লোকেরই সুধারণা করিয়া বাসনা করেন, তাঁহাদের বিদ্বান্, লৌকিক আচার-ব্যবহার বিষয়ে অভিজ্ঞ, তপস্বী এবং শক্তিশালী ব্রাহ্মণগণের সদা পূজা ও বন্দনা করা উচিত।)

অদ্ভুতদর্শন চন্দ্রের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া আমার পিতা মহাব্রতধারী ব্রাহ্মণগণের পূজা করেন। আমিও সেইভাবে তাঁহাদের পূজা করি। ১৮

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! দানবরাজ শম্বরের মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূজা আরম্ভ করিলেন-ইহাতে তিনি মহেন্দ্র-পদ প্রাপ্ত হন। ১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ব্রাহ্মণের প্রশংসাপ্রসঙ্গে ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের সংবাদবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(দানপাত্রস্য পরীক্ষাকথনম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ।
অপূর্বশ্চ ভবেৎ পাত্রমথবাপি চিরোষিতঃ।
দূরাদভ্যাগতং চাপি কিং পাত্রং স্যাৎ পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ
ক্রিয়া ভবতি কেষাঞ্চিদুপাংশুব্রতমুত্তমম্
যো যো যাচেত যৎ কিঞ্চিৎ সর্বং দাস্যাম ইত্যপি ॥২
অপীড়য়ন্ ভৃত্যবর্গমিত্যেবমনুশুশ্রুম।
পীড়য়ন্ ভৃত্যবর্গং হি আত্মানমপকর্ষতি ॥ ৩
অপূর্বং ভাবয়েৎ পাত্রং যচ্চাপি স্যাচ্চিরোষিতম্।
দূরাদভ্যাগতং চাপি তৎপাত্রঞ্চ বিদুর্বুধাঃ ॥ ৪

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

[দানপাত্রের পরীক্ষা কথন]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! দানের পাত্র কোন্ ব্যক্তি? অপরিচিত পুরুষ বা বহুদিন ধরিয়া যে ব্যক্তি নিজের সহিত বাস করে, সেই ব্যক্তি অথবা দূর দেশ হইতে আগত অন্য কোনও মানুষ? এই তিন জনের মধ্যে কাহাকে দানের উত্তম পাত্র বলিয়া বিবেচনা করা হইবে? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! বহু যাচকগণের যজ্ঞ, গুরুদক্ষিণা বা আত্মীয়-স্বজনগণের ভরণ-পোষণাদি কার্যই অভিপ্রেত হইয়া থাকে এবং কাঁহাদেরও আবার উত্তম মৌনব্রত গ্রহণ করিয়া অনুষ্ঠান করাই প্রয়োজন থাকে। ইঁহাদের মধ্যে যে যে যাচক যে কোনও বস্তু যাচ্ঞা করিবেন, তাঁহাদের সকলকেই এই কথা বলা উচিত যে, 'আমি দিব'—অর্থাৎ কাঁহাকেও নিরাশ করিবে না। ২

কিন্তু আমরা শুনিয়াছি যে, যাহাদের ভরণ-পোষণের ভার নিজের উপরেই আছে, সেই পোষ্যবর্গকে কোনরূপ কষ্ট না দিয়া দাতার দান করা উচিত। যে ব্যক্তি পোষ্যবর্গকে কষ্ট দিয়া কিংবা ক্ষুধাপীড়িত করিয়া দান করে, সেই ব্যক্তি নিজেকেই অধঃপাতিত করিয়া থাকে। ৩

এই দৃষ্টি অনুসারে বিচার করিলে পর যিনি অপরিচিত বা

যুধিষ্ঠির উবাচ।
অপীড়য়া চ ভূতানাং ধর্মস্যাহিংসয়া তথা।
পাত্রং বিদ্যাং তু তত্ত্বেন যস্মৈ দত্তং ন সন্তপেৎ ॥ ৫
ভীষ্ম উবাচ।
ঋত্বিক্ পুরোহিতাচার্য্যাঃ শিষ্য-সম্বন্ধি-বান্ধবাঃ।
সর্বে পূজ্যাশ্চ মান্যাশ্চ শ্রুতবন্তোঽনসূয়কাঃ ॥ ৬
অতোঽন্যথা বর্তমানাঃ সর্বে নার্হন্তি সৎক্রিয়াম্।
তস্মান্নিত্যং পরীক্ষেত পুরুষান্ প্রণিধায় বৈ ॥ ৭
অক্রোধঃ সত্যবচনমহিংসা দম আর্জবম্।
অদ্রোহোঽনভিমানশ্চ হ্রীস্তিতিক্ষা দমঃ শমঃ ॥ ৮
যস্মিন্নেতানি দৃশ্যন্তে ন চাকার্য্যাণি ভারত।
স্বভাবতো নিবিষ্টানি তৎপাত্রং মানমর্হতি ॥ ৯।
তথা চিরোষিতং চাপি সম্প্রত্যাগতমেব চ।
অপূর্বং চৈব পূর্বঞ্চ তৎপাত্রং মানমর্হতি ॥১০
অপ্রামাণ্যঞ্চ বেদানাং শাস্ত্রাণাং চাভিলঙ্ঘনম্।
অব্যবস্থা চ সর্বত্র এতন্নাশনমাত্মনঃ ॥ ১১
ভবেৎ পণ্ডিতমানী যো ব্রাহ্মণো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম্ ॥ ১২
হেতুবাদান্ ব্রুবন্ সৎসু বিজেতাহেতুবাদিকঃ।
আক্রোষ্টা চাতিবক্তা চ ব্রাহ্মণানাং সদৈব হি ॥ ১৩
সর্বাভিশঙ্কী মূঢ়শ্চ বালঃ কটুকবাগপি।
বোদ্ধব্যস্তাদৃশস্তাত নরং শ্বানং হি তং বিদুঃ ॥ ১৪
যথা শ্বা ভষিতুং চৈব হন্তুং চৈবাবসজ্জতে।
এবং সম্ভষণার্থায় সর্বশাস্ত্রবধায় চ ॥ ১৫
লোকযাত্রা চ দ্রষ্টব্যা ধর্মশ্চাত্মহিতানি চ।
এবং নরো বর্তমানঃ শাশ্বতীর্বর্ধতে সমাঃ ॥ ১৬

বহুদিন ধরিয়া যিনি নিজের সহিত বাস করিতেছেন অথবা যিনি দূর দেশ হইতে আসিয়াছেন এই তিন জনকেই বিদ্বান্ পুরুষগণ দানপাত্র বলিয়া মনে করেন। ৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,- পিতামহ! কোনও প্রাণীকে পীড়া না দিয়া এবং ধর্ম্মের বাধা সৃষ্টি না করিয়া দান করা উচিত; কিন্তু পাত্রের যথার্থ পরিচয় কিভাবে হইতে পারে? যাঁহাকে দান করিলে আর পরে অনুতাপ করিতে হইবে না? ৫

ভীষ্ম বলিলেন,—বৎস! ঋত্বিক্ (বেদোক্ত যজ্ঞাদি কার্য্যকারী), পুরোহিত (বেদানুমোদিত-স্মৃতিকথিত দেবপূজা-শ্রাদ্ধাদি কর্ম-কারী), আচার্য্য, শিষ্য, সম্বন্ধী, বান্ধব, বিদ্বান্ ও দোষদৃষ্টিরহিত মানুষ—ইঁহারা সকলেই পূজনীয় ও মাননীয়। ৬

ইঁহাদের হইতে ভিন্ন আচারপরায়ণ যে সব মনুষ্য, তাহারা সকলে সৎকারের পাত্র নহে, অতএব দাতা বিশেষ বিবেচনা করিয়া নিত্য সুপাত্র পুরুষগণের পরীক্ষা করিবে।৭

ভারত! অক্রোধ, সত্যভাষণ, অহিংসা, ইন্দ্রিয়সংযম, সরলতা, দ্রোহহীনতা, নিরভিমান, লজ্জা, সহনশীলতা, দম ও মনঃসংযম—এই সব গুণ যাঁহাদের মধ্যে স্বভাবতই দেখা যায় এবং ধর্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে দেখা যাইবে না, তাঁহারাই দানের উত্তম পাত্র ও সম্মানের অধিকারী। ৮-৯

যে ব্যক্তি বহুদিন ধরিয়া নিজের সহিত বাস করেন এবং যিনি তৎকালেই আসিয়াছেন, তিনি পূর্ব্ব পরিচিত বা অপরিচিত যাহাই হউন, সেই ব্যক্তিই দানের পাত্র ও সম্মানের অধিকারী। ১০

বেদসকলকে অপ্রামাণিক মনে করা, শাস্ত্রের অনুশাসন লঙ্ঘন করা এবং সর্ব্বত্র অব্যবস্থা বিস্তার করা—এ সবই নিজের নাশক। ১১

যে ব্রাহ্মণ স্বীয় পাণ্ডিত্যের অভিমানবশতঃ বৃথা তর্ক অবলম্বন করিয়া বেদের নিন্দা করে, আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ যুক্তিবাদসমন্বিত নিরর্থক তর্কবিদ্যায় অনুরাগী, সৎপুরুষগণের সভায় কূট তর্কের দ্বারা জয় লাভ করে, শাস্ত্রানুকূল যুক্তিসমূহ প্রতিপাদন করিতে পারে না, অপরের প্রতি আক্রোশ করে, ব্রাহ্মণগণের প্রতি অতিবাদ (অমর্য্যাদাপূর্ণ বহু বাক্য) প্রয়োগ করে, যে সকলের উপর সন্দেহ করে, যে বালক বা মূর্খগণের ন্যায় ব্যবহার করে এবং কটু কথা বলে, তাত! এরূপ মানুষকে অস্পৃশ্য বলিয়া জানিবে। বিদ্বান্গণ এতাদৃশ মানুষকে কুকুর বলিয়াই মনে করেন। ১২-১৪

যেরূপ কুকুর রব করিতে ও দংশন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত মানুষ আলাপের জন্য ও শাস্ত্রসকল খণ্ডন করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রবৃত্ত হয়। (এরূপ ব্যক্তি দানপাত্র নহে।)। ১৫

মানুষের জাগতিক ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। ধর্ম ও নিজের কল্যাণের উপায়সমূহের উপর বিচার করা কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে পর মানুষ সর্ব্বদা উন্নতি লাভ করে। ১৬

ঋণমুন্মুচ্য দেবানামৃষীণাঞ্চ তথৈব চ।
পিতৃণামথ বিপ্রাণামতিথীনাঞ্চ পঞ্চমম্ ॥
পর্য্যায়েণ বিশুদ্ধেন সুবিনীতেন কর্মণা।
এবং গৃহস্থঃ কর্মাণি কুর্বন্ ধর্মান্ন হীয়তে

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি পাত্রপরীক্ষায়াং
সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

যিনি যাগ-যজ্ঞাদি করিয়া দেব-ঋণ হইতে, বেদাধ্যয়ন করিয়া ঋষি-ঋণ হইতে, শ্রেষ্ঠ পুত্রোৎপাদন ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া পিতৃ-ঋণ হইতে, দান করিয়া ব্রাহ্মণগণের ঋণ হইতে এবং আতিথ্যসৎকার করিয়া অতিথি-ঋণ হইতে মুক্ত হন ও ক্রমশঃ বিশুদ্ধ এবং বিনয়-পূর্ণ প্রযত্নের দ্বারা শাস্ত্রোক্ত কর্মসকলের অনুষ্ঠান করেন, সেই গৃহস্থ কখনও ধর্মচ্যুত হন না। ১৭-১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে পাত্রের পরীক্ষাবিষয়ক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[পঞ্চচূড়াপ্সরসা নারদসমীপে স্ত্রীণাং দোষকথনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
স্ত্রীণাং স্বভাবমিচ্ছামি শ্রোতুং ভরতসত্তম।
স্ত্রিয়ো হি মূলং দোষাণাং লঘুচিত্তা হি তাঃ স্মৃতাঃ ॥১
ভীষ্ম উবাচ।
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
নারদস্য চ সংবাদং পুংশ্চল্যা পঞ্চচূড়য়া ॥ ২
লোকাননুচরন্ সর্বান্ দেবর্ষির্নারদঃ পুরা।
দদর্শাপ্সরসং ব্রাহ্মীং পঞ্চচূড়ামনিন্দিতাম্ ॥ ৩
তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্বাঙ্গীং পপ্রচ্ছাপ্সরসং মুনিঃ।
সংশয়ো হৃদি কশ্চিন্মে ব্রূহি তন্মে সুমধ্যমে ॥ ৪
ভীষ্ম উবাচ।
এবমুক্তাথ সা বিপ্রং প্রত্যুবাচাথ নারদম্।
বিষয়ে সতি বক্ষ্যামি সমর্থং মন্যসে চ মাম্ ॥ ৫
নারদ উবাচ।
ন ত্বামবিষয়ে ভদ্রে নিয়োক্ষ্যামি কথঞ্চন।
স্ত্রীণাং স্বভাবমিচ্ছামি ত্বত্তঃ শ্রোতুং বরাননে ॥ ৬
ভীষ্ম উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য দেবর্ষেরপ্সরোত্তমা।
প্রত্যুবাচ ন শক্ষ্যামি স্ত্রী সতী নিন্দিতুং স্ত্রিয়ঃ ॥৭
বিদিতাস্তে স্ত্রিয়ো যাশ্চ যাদৃশাশ্চ স্বভাবতঃ।
ন মামর্হসি দেবর্ষে নিযোক্তুং কার্য্য ঈদৃশে ॥ ৮

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

[পঞ্চচূড়া অপ্সরা কর্তৃক নারদের নিকট স্ত্রীগণের দোষ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি স্ত্রীগণের স্বভাব শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি; কারণ, সমস্ত দোষের মূল হইল এই স্ত্রীগণ। যেহেতু ইহারা লঘুচিত্তা অর্থাৎ অতি অল্পেই ইহাদের হৃদয় বিচলিত হইয়া যায় সেইজন্য ইহারা বায়ুর ন্যায় চঞ্চলচিত্তা। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এ বিষয়ে দেবর্ষি নারদের পঞ্চচূড়া অপ্সরার সহিত যে সংবাদ হইয়াছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাস মহাত্মাগণ এস্থলে উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২

পুরাকালের ঘটনা, সমস্ত লোকসমূহে বিচরণ করিতে করিতে দেবর্ষি নারদ একদিন ব্রহ্মলোকের অনিন্দ্যসুন্দরী অপ্সরা পঞ্চচূড়াকে দেখিতে পাইলেন। ৩

মনোহর সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সেই অপ্সরাকে দেখিয়া মুনি তাহার নিকটে নিজের প্রশ্ন করিলেন—সুমধ্যমে! আমার হৃদয়ে এক সন্দেহ রহিয়াছে। সেই বিষয়ে তুমি আমাকে যথার্থ কথা বল ॥৪

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া অপ্সরা পঞ্চচূড়া তাঁহাকে বলিলেন—যদি আপনি আমাকে আপনার প্রশ্নের উত্তর দান করিতে সমর্থা বলিয়া মনে করেন এবং তাহা বলিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে উহা অবশ্যই বলিব। ৫

নারদ বলিলেন,—ভদ্রে! আমি তোমাকে এমন প্রশ্ন করিব না, যাহা তোমার বলিবার যোগ্য হইবে না অথবা তোমার জ্ঞানের বিষয় হইবে না। সুমুখি! আমি তোমার নিকট হইতে স্ত্রীগণের স্বভাব শুনিতে বাসনা করি। ৬

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অপ্সরাশ্রেষ্ঠ পঞ্চচূড়া বলিলেন—দেবর্ষি আমি স্ত্রী হইয়া স্ত্রীগণের নিন্দা করিতে পারিব না। ৭

সংসারে যে সব স্ত্রী আছেন ও তাঁহাদের যেরূপ স্বভাব, সে সবই আপনি জ্ঞাত আছেন; অতএব দেবর্ষে! আপনি এই কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিবেন না ॥৮

তামুবাচ স দেবর্ষিঃ সত্যং বদ সুমধ্যমে।
মৃষাবাদে ভবেদ্ দোষঃ সত্যে দোষো ন বিদ্যতে ॥ ৯

ইত্যুক্তা স কৃতমতিরভবচ্চারুহাসিনী।
স্ত্রীদোষান্ শাশ্বতান্ সত্যান্ ভাষিতুং সম্প্রচক্রমে ॥১০

পঞ্চচূড়োবাচ

কুলীনা রূপবত্যশ্চ নাথবত্যশ্চ যোষিতঃ।
মর্য্যাদাসু ন তিষ্ঠন্তি স দোষঃ স্ত্রীষু নারদ ॥ ১১

ন স্ত্রীভ্যঃ কিঞ্চিদন্যদ্ বৈ পাপীয়স্তরমস্তি বৈ।
স্ত্রিয়ো হি মূলং দোষাণাং তথা ত্বমপি বেত্থ হ ॥ ১২

সমাজ্ঞাতানৃদ্ধিমতঃ প্রতিরূপান্ বশে স্থিতান্।
পতীনন্তরমাসাদ্য নালং নার্য্যঃ প্রতীক্ষিতুম্ ॥১৩

অসদ্ধর্মস্ত্বয়ং স্ত্রীণামস্মাকং ভবতি প্রভো।
পাপীয়সো নরান্ যদ্ বৈ লজ্জাং ত্যক্ত্বা ভজামহে ॥১৪

স্ত্রিয়ং হি যঃ প্রার্থয়তে সংনিকর্ষঞ্চ গচ্ছতি।
ঈষচ্চ কুরুতে সেবাং তমেবেচ্ছন্তি যোষিতঃ ॥ ১৫

অনর্থিত্বান্মনুষ্যাণাং ভয়াৎ পরিজনস্য চ।
মর্য্যাদায়ামমর্য্যাদাঃ স্ত্রিয়স্তিষ্ঠন্তি ভর্তৃষু ॥১৬

নাসাং কশ্চিদগম্যোঽস্তি নাসাং বয়সি নিশ্চয়ঃ।
বিরূপং রূপবন্তং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে ॥ ১৭

ন ভয়ান্নাপ্যনুক্রোশান্নার্থহেতোঃ কথঞ্চন।
ন জ্ঞাতিকুলসম্বন্ধাৎ স্ত্রিয়স্তিষ্ঠন্তি ভর্তৃষু ॥ ১৮

যৌবনে বর্তমানানাং মৃষ্টাভরণবাসসাম্।
নারীণাং স্বৈরবৃত্তীনাং স্পৃহয়ন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ॥ ১৯

যাশ্চ শশ্বদ্ বহুমতা রক্ষ্যন্তে দয়িতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
অপি তাঃ সম্প্রসজ্জন্তে কুব্জান্ধ-জড়-বামনৈঃ ॥ ২০

পঙ্গুষ্বথ চ দেবর্ষে যে চান্যে কুৎসিতা নরাঃ।
স্ত্রীণামগম্যো লোকেঽস্মিন্ নাস্তি কশ্চিন্মহামুনে ॥ ২১

যদি পুংসাং গতির্ব্রহ্মন্ কথঞ্চিন্নোপপদ্যতে।
অপ্যন্যোন্যং প্রবর্তন্তে ন হি তিষ্ঠন্তি ভর্তৃষু ॥ ২২

তখন দেবর্ষি তাহাকে বলিলেন—সুমধ্যমে! তুমি সত্য কথা বল। মিথ্যা বলিলে পাপ হয়। সত্য কথা বলিলে কোন দোষ হইবে না ॥ ৯

তিনি এইভাবে বুঝাইলে পর সুহাস্যময়ী অপ্সরা বলিবার জন্য দৃঢ়নিশ্চয় করত স্ত্রীগণের সত্য স্বাভাবিক দোষসমূহ বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১০

পঞ্চচূড়া বলিলেন—নারদ! কুলীনা, রূপবতী ও সনাথা যুবতীগণও মর্য্যাদার মধ্যে (কৌলিক নিয়মমধ্যে) থাকিতে পারেন না—ইহাই স্ত্রীগণের দোষ ॥ ১১

স্ত্রীগণ অপেক্ষা অধিক পাপিষ্ঠ আর কেউ নাই; স্ত্রীরাই সমস্ত দোষের মূল, এই কথা আপনিও জানেন ॥ ১২

যদি স্ত্রীগণের অন্যের সহিত মিলনের সংযোগ আসে, তবে তাহারা সদ্‌গুণাবলিতে বিখ্যাত, ধনবান্, অনুপম রূপসৌন্দর্য্যশালী ও নিজেদের বশীভূত পতিদিগেরও প্রতীক্ষা করে না ॥ ১৩

প্রভো! স্ত্রীগণ আমাদের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপ যে, আমরা লজ্জাত্যাগ করিয়া পাপী পুরুষগণকেও স্বীকার করিয়া থাকি ॥ ১৪

যে পুরুষ কোন স্ত্রীকে কামনা করে, তাহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার যদি অল্পও সেবা করে, তবে তাহাকেও যুবতী স্ত্রীগণ ইচ্ছা করে ॥১৫

স্ত্রীগণের মধ্যে নিজেদের কোন মর্য্যাদার চিন্তা থাকে না। যখন তাহাদের কামনাকারী কোন পুরুষ তাহারা না পায় এবং পরিজনগণের ভয় মনে থাকে এবং পতি নিকটেই থাকে, তখনই এই স্ত্রীগণ মর্য্যাদার মধ্যে অবস্থান করে ॥ ১৬

ইহাদের পক্ষে এমন কোন পুরুষ নাই, যে অগম্য হইতে পারে। তাহাদের বয়সেরও কোন নিশ্চয় থাকে না। কেহ রূপবান্ হউক বা কুরূপ হউক, সে পুরুষ—এই বুঝিয়াই স্ত্রীগণ তাহাকে উপভোগ করে ॥ ১৭

স্ত্রীগণ না ভয়ে, না দয়ায়, না ধনলোভে এবং না জাতি বা কুলের সম্বন্ধেই পতির নিকট অবস্থান করে ॥ ১৮

যৌবনে অবস্থিত, সুন্দর অলঙ্কার ও বস্ত্রে সুশোভিত এবং স্বেচ্ছাচারিণী স্ত্রীগণের চরিত্র দেখিয়া কত কুলবতী স্ত্রীরাও সেইরূপ হইবারই বাসনা করিতে থাকে ॥ ১৯

যাহারা সদা বহুসম্মানিত ও পতির প্রিয় স্ত্রী, যাহাদের ভালভাবে রক্ষা করা হয়, তাহারাও নিজেদের গৃহে আগত কুব্জ, অন্ধ, পঙ্গু ও বামনগণের সহিত আসক্ত হইয়া পড়ে ॥ ২০

মহামুনি দেবর্ষে! যাহারা পঙ্গু ও অত্যন্ত কুৎসিত মনুষ্য, তাহাদের প্রতিও স্ত্রীগণের আসক্তি আসে। এ জগতে কোনও পুরুষ স্ত্রীদিগের পক্ষে অগম্য নয় ॥ ২১

ব্রাহ্মণ! যদি স্ত্রীগণের কোনরূপেই পুরুষপ্রাপ্তি সম্ভব না হয় এবং পতিও দূরে থাকে, তবে তাহারা পরস্পরই কৃত্রিম উপায়ে মৈথুনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ২২

অলাভাৎ পুরুষাণাং হি ভয়াৎ পরিজনস্য চ।
বধবন্ধভয়াচ্চাপি স্বয়ং গুপ্তা ভবন্তি তাঃ ॥ ২৩

চলস্বভাবা দুঃসেব্যা দুর্গ্রাহ্যা ভাবতস্তথা।
প্রাজ্ঞস্য পুরুষস্যেহ যথা বাচস্তথা স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৪

নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।
নান্তকঃ সর্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনাঃ ॥ ২৫

ইদমন্যচ্চ দেবর্ষে রহস্যং সর্বযোষিতাম্।
দৃষ্ট্বৈব পুরুষং হৃদ্যং যোনিঃ প্রক্লিদ্যতে স্ত্রিয়াঃ ॥ ২৬

কামানপি দাতারং কর্তারং মনসাং প্রিয়ম্।
রক্ষিতারং ন মৃষ্যন্তি স্বভর্তারমলং স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৭

ন কামভোগান্ বিপুলান্ নালঙ্কারান্ ন সংশ্রয়ান্।
তথৈব বহু মন্যন্তে যথা রত্যামনুগ্রহম্ ॥ ২৮

অন্তকঃ পবনো মৃত্যুঃ পাতালং বড়বামুখম্।
ক্ষুরধারা বিষং সর্পো বহ্নিরিত্যেকতঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৯

যতশ্চ ভূতানি মহান্তি পঞ্চ
যতশ্চ লোকা বিহিতা বিধাত্রা।
যতঃ পুমাংসঃ প্রমদাশ্চ নির্মিতা-
স্তদৈব দোষাঃ প্রমদাসু নারদ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি পঞ্চচূড়া-নারদসংবাদে
অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮

অন্য পুরুষ না পাইলে,গৃহমধ্যে অন্য ব্যক্তিগণের ভয় থাকিলে এবং বধ ও বন্ধনের ভয়েই স্ত্রীগণ সুরক্ষিত থাকে। ২৩

স্ত্রীগণের স্বভাব চঞ্চল। তাহাদের সেবা করাও অতিশয় কঠিন কার্য্য। ইহাদের অভিপ্রায় সেইভাবে সত্বর বুঝা যায় না, যেরূপ বিদ্বান্ পুরুষগণের বাক্য দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয় ॥২৪

যেরূপ অগ্নি কখনও কাষ্ঠের দ্বারা তৃপ্ত হয় না, সমুদ্র নদী-সকলের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করে না, মৃত্যু সমস্ত প্রাণিগণকে একত্রে পাইয়াও তৃপ্ত হয় না, সেইরূপ সুলোচনা যুবতীরা বহু পুরুষগণের দ্বারা কখনও তৃপ্ত হয় না ॥ ২৫

দেবর্ষে! সমস্ত রমণীগণের সম্বন্ধে এই এক অতি গোপন কথা আছে যে, কোন সুন্দর পুরুষকে দেখিলেই স্ত্রীর যোনি বিশেষ ভাবে গলিয়া যায় ॥ ২৬

সমস্ত কামনা পূর্ণকারী এবং মনের প্রিয়কারী পতিও যদি তাহার রক্ষায় তৎপর থাকে, তবে স্ত্রী নিজের সেই পতিরও শাসন সহ্য করিতে পারে না। ২৭

তাহারা বিপুল কাম-ভোগ সামগ্রী, উৎকৃষ্ট অলঙ্কারসমূহ এবং সর্বোত্তম প্রাসাদসকলকেও তাদৃশ মহত্ত্ব দেয় না, যেরূপ রতিদানের জন্য অনুগ্রহকে তাহারা মহত্ত্ব দেয় ॥ ২৮

যমরাজ, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বড়বানল, ক্ষুরের ধার, বিষ, সর্প ও অগ্নি—এই সব বিনাশের হেতু একদিকে এবং স্ত্রী একাকিনী একদিকে—এই উভয়দিকই সমান ॥ ২৯

নারদ! যাহা হইতে পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা হইতে বিধাতা সমস্ত লোকসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাহা পুরুষ ও স্ত্রীগণ সকলেই সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতেই এই স্ত্রীদিগের দোষসমূহও রচিত হইয়াছে অর্থাৎ এই সব স্ত্রীগণের স্বাভাবিক দোষ ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে পঞ্চচূড়া ও নারদের সংবাদ-বিষয়ক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[স্ত্রীণাং রক্ষাবিষয়ে যুধিষ্ঠিরস্য প্রশ্নঃ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ইমে বৈ মানবা লোকে স্ত্রীষু সজ্জন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ
মোহেন পরমাবিষ্টা দেবসৃষ্টেন পার্থিব ॥ ১

স্ত্রিয়শ্চ পুরুষেষ্বেব প্রত্যক্ষং লোকসাক্ষিকম্
অত্র মে সংশয়স্তীব্রো হৃদি সম্পরিবর্ত্ততে ॥ ২

কথমাসাং নরাঃ সঙ্গং কুর্বতে কুরুনন্দন।
স্ত্রিয়ো বা কেষু রজ্যন্তে বিরজ্যন্তে চ তাঃ পুনঃ ॥ ৩

ইতি তাঃ পুরুষব্যাঘ্র কথং শক্যাস্তু রক্ষিতুম্
প্রমদাঃ পুরুষেণেহ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৪

এতা হি রমমাণাস্তু বঞ্চয়ন্তীহ মানবান্
ন চাসাং মুচ্যতে কশ্চিৎ পুরুষো হস্তমাগতঃ ॥ ৫

গাবো নবতৃণানীব গৃহ্নন্ত্যেতা নবং নবম্
শম্বরস্য চ যা মায়া মায়া চ নমুচেরপি ॥ ৬

বলেঃ কুম্ভীনসেশ্চৈব সর্বাস্তা যোষিতো বিদুঃ।
হসন্তং প্রহসন্ত্যেতা রুদন্তঃ প্ররুদন্তি চ ॥ ৭

অপ্রিয়ং প্রিয়বাক্যৈশ্চ গৃহ্নতে কালযোগতঃ।
উশনা বেদ যচ্ছাস্ত্রং যচ্চ বেদ বৃহস্পতিঃ ॥৮

স্ত্রীবুদ্ধ্যা ন বিশিষ্যেত তাস্তু রক্ষ্যাঃ কথং নরৈঃ।
অনৃতং সত্যমিত্যাহুঃ সত্যং চাপি তথানৃতম্ ॥ ৯

ইতি যাস্তাঃ কথং বীর সংরক্ষ্যাঃ পুরুষৈরিহ।
স্ত্রীণাং বুদ্ধ্যর্থনিষ্কর্ষাদর্থশাস্ত্রাণি শত্রুহন্ ॥ ১০

বৃহস্পতিপ্রভৃতিভির্মন্যে সদ্ভিঃ কৃতানি বৈ।
সম্পূজ্যমানাঃ পুরুষৈর্বিকুর্বন্তি মনো নৃপ ॥ ১১

অপাস্তাশ্চ তথা রাজন্ বিকুর্বন্তি মনঃ স্ত্রিয়ঃ।
ইমাঃ প্রজা মহাবাহো ধার্মিক্য ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১২

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[স্ত্রীগণের রক্ষা বিষয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভূপাল! সংসারের এই সব মনুষ্যগণ বিধাতা কর্ত্তৃক উৎপন্ন মোহে অত্যন্ত আবিষ্ট হইয়া সর্ব্বদাই স্ত্রীসকলে আসক্ত থাকে। ১

এইভাবে স্ত্রীগণও পুরুষসকলে আসক্ত থাকে। এই কথা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে এবং লোকসকলই তাহার সাক্ষী। এই বিষয় লইয়া আমার মনে তীব্র সংশয় বিদ্যমান আছে। ২

কুরুনন্দন! পুরুষেরা কেন এই স্ত্রীগণের সঙ্গ করে? অথবা স্ত্রীগণই কি নিমিত্ত পুরুষে অনুরক্ত ও পুনরায় বিরক্ত হয়? ৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ! পুরুষ যৌবনে উন্মত্তা স্ত্রীদিগকে কিভাবে রক্ষা করিতে পারে? ইহা সবিস্তারে আমার নিকট বলুন।৪

এই স্ত্রীগণ রমণ করিতে করিতেই এসংসারে পুরুষদিগকে প্রতারণা করে। ইহাদের হস্তে আগত কোন পুরুষই নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না। ৫

যেরূপ গোগণ নব নব ঘাসে চরিতে থাকে, সেইরূপ স্ত্রীরাও নব নব পুরুষকে গ্রহণ করিয়া থাকে। শম্বরাসুরের যে মায়া এবং নমুচি, বলি ও কুম্ভীনসীর যে মায়া, সে সবই এই যুবতীরা জানে। ৬½

পুরুষকে হাসিতে দেখিয়া এই স্ত্রীগণ হাসিয়া থাকে। তাহাকে রোদন করিতে দেখিয়া ইহারা স্বয়ংও রোদন করে এবং সুযোগ আসিলেই অপ্রিয় পুরুষকে প্রিয় বাক্যের দ্বারা বশীভূত করিয়া থাকে। ৭½

যে নীতিশাস্ত্র শুক্রাচার্য্য জানেন, যাহা বৃহস্পতি জানেন, তাহাও স্ত্রীর বুদ্ধি অপেক্ষা বিশেষ নহে। এরূপ স্ত্রীগণকে পুরুষেরা কিভাবে রক্ষা করিতে পারে? ৮½

বীর! যাহারা মিথ্যাকে সত্য বলে এবং সত্য হইলেও তাহাকে মিথ্যা বলে, এরূপ স্ত্রীগণকে পুরুষেরা কিভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়? ৯½

শত্রুনাশন বীর! আমার ত' ইহাই মনে হয় যে, স্ত্রীগণের বুদ্ধিতে যে অর্থ নিবিষ্ট আছে, তাহারই নিষ্কর্ষ (সারাংশ) লইয়া বৃহস্পতি প্রভৃতি পুরুষগণ নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ১০½

হে নৃপ! পুরুষগণের দ্বারা সম্মানিতা হইলেও এই রমণীরা তাহাদের মন বিকৃত করিয়া দেয় এবং তাহাদের দ্বারা তিরস্কৃত হইলে পরও তাহাদের মনে বিকার উৎপন্ন করিয়া থাকে। ১১½

মহাবাহো! আমরা শুনিয়াছি যে, স্ত্রীরূপিণী প্রজাগণ অতিশয় ধার্ম্মিক হয় (যেরূপ সাবিত্রী প্রভৃতির জীবনে প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে); তথাপিও এই স্ত্রীগণ সম্মানিত হউক বা অসম্মানিত হউক, সদাই পুরুষদের মনে বিকার উৎপন্ন করিয়া থাকে।

সংকৃতাসংকৃতাশ্চাপি বিকুর্বন্তি মনঃ সদা।
কথাঃ শক্যো রক্ষিতুং স্যাদিতি মে সংশয়ো মহান্ ॥১৩
তথা ব্রূহি মহাভাগ কুরূণাং বংশবর্ধন।
যদি শক্যা কুরুশ্রেষ্ঠ রক্ষা তাসাং কদাচন ॥
কর্তুং বা কৃতপূর্বং বা তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি স্ত্রীস্বভাবকথনে
একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৯

সুতরাং ইহাদের রক্ষা কে করিতে পারে? ইহাই আমার মনে তীব্র সংশয় বিদ্যমান রহিয়াছে। ১২-১৩

মহাভাগ! কুরুকুলবর্দ্ধন! কুরুশ্রেষ্ঠ! যদি কোনপ্রকারেও এই স্ত্রীগণকে রক্ষা করা যায়, তবে তাহা আমাকে বলুন। যদি কেহ পূর্ব্বে কোন স্ত্রীকে রক্ষা করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহাও আমার নিকট সবিস্তরে বর্ণনা করুন। ১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে স্ত্রীস্বভাবকথনবিষয়কএকোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভৃগুবংশজাতেন বিপুলেন যোগবলদ্বারা গুরুপত্ন্যা দেহে প্রবিশ্য তস্যা রক্ষণবিষয়বর্ণনম্]

ভীষ্ম উবাচ।
এবমেব মহাবাহো নাত্র মিথ্যাস্তি কিঞ্চন।
যথা ব্রবীষি কৌরব্য নারীং প্রতি জনাধিপ ॥ ১
অত্র তে বর্তয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্
যথা রক্ষা কৃতা পূর্বং বিপুলেন মহাত্মনা ॥ ২
প্রমদাশ্চ যথা সৃষ্টা ব্রহ্মণা ভরতর্ষভ।
যদর্থং তচ্চ তে তাত প্রবক্ষ্যামি নরাধিপ ॥ ৩
ন হি স্ত্রীভ্যঃ পরং পুত্র পাপীয়ঃ কিঞ্চিদস্তি বৈ।
অগ্নির্হি প্রমদা দীপ্তো মায়াশ্চ ময়জা বিভো ॥ ৪
ক্ষুরধারা বিষং সর্পো বহ্নিরিত্যেকতঃ স্ত্রিয়ঃ।
প্রজা ইমা মহাবাহো ধার্মিকা ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥৫
স্বয়ং গচ্ছন্তি দেবত্বং ততো দেবানিয়াদ্ ভয়ম্।
অথাভ্যগচ্ছন্ দেবাস্তে পিতামহমরিন্দম ॥ ৬
নিবেদ্য মানসং চাপি তূষ্ণীমাসন্নধোমুখাঃ
তেষামন্তর্গতং জ্ঞাত্বা দেবানাং স পিতামহঃ ॥ ৭
মানবানাং প্রমোহার্থং কৃত্যা নার্যোঽসৃজৎ প্রভুঃ
পূর্বসর্গে তু কৌন্তেয় সাধ্ব্যো নার্য্য ইহাভবন্ ॥৮

চত্বারিংশ অধ্যায়

[ভৃগুবংশজাত বিপুল কর্তৃক যোগবলে গুরুপত্নীর দেহে প্রবেশ করত তাহাকে রক্ষা করার বিষয় বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—মহাবাহো! কুরুনন্দন! এইরূপই এই বিষয়। জননাথ! নারীগণের সম্বন্ধে তুমি যাহা কিছু বলিলে, ইহাতে অল্পও মিথ্যা নাই। ১

এ বিষয়ে আমি তোমাকে এক প্রাচীন ইতিহাস বলিব, পুরাকালে মহাত্মা বিপুল কিভাবে এক স্ত্রীকে (গুরুপত্নীকে) রক্ষা করিয়াছিলেন। ২

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাত! নরনাথ! ব্রহ্মা যেভাবে এবং যে উদ্দেশ্যে যুবতীগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সব আমি তোমাকে বলিব। ৩

পুত্র! স্ত্রীগণ অপেক্ষা পাপিষ্ঠ আর কেহই নাই। যৌবনমদে উন্মত্তা স্ত্রীগণ প্রকৃতপক্ষে প্রজ্বলিত অগ্নির সমান। প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! ইহারা ময়দানবের রচিত মায়া। ৪

ক্ষুরের ধার, বিষ সর্প ও অগ্নি—এই সব বিনাশের হেতু এক দিকে এবং তরুণী স্ত্রী একদিকে। মহাবাহো! পূর্ব্বে এই সমস্ত প্রজাই ধার্ম্মিক ছিলেন। ইহা আমরা শুনিয়াছি। এই প্রজারা স্বয়ং দেবত্ব প্রাপ্ত হইতেন। ইহাতে দেবতাগণ ভীত হইয়া পড়িলেন। ৫½

শত্রুদমন! তখন এই দেবগণ ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে নিজেদের মনের কথা নিবেদন করিয়া নীরবে অধোমুখ হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। ৬½

সেই দেবতাগণের মনের কথা জানিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা মনুষ্যদিগকে মোহগ্রস্ত করিবার জন্য কৃত্যারূপিণী নারীসকলকে সৃষ্টি করিলেন। ৭½

কুন্তীনন্দন! সৃষ্টির প্রারম্ভে এই সব স্ত্রীগণ পতিব্রতাই ছিলেন। কৃত্যারূপিণী দুষ্টা স্ত্রীরা ত' প্রজাপতির এই নূতন সৃষ্টি

অসাধ্ব্যস্ত সমুৎপন্নাঃ কৃত্যাঃ সর্গাৎ প্রজাপতেঃ।
তাভ্যঃ কামান্ যথাকামং প্রাদাদ্ধি স পিতামহঃ ॥ ৯
তাঃ কামলুব্ধাঃ প্রমদাঃ প্রবাধন্তে নরান্ সদা।
ক্রোধং কামস্য দেবেশঃ সহায়ং চাসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ১০
অসজ্জন্ত প্রজাঃ সর্বাঃ কাম-ক্রোধবশং গতাঃ।
(দ্বিজানাঞ্চ গুরূণাঞ্চ মহাগুরু-নৃপাদীনাম্।
ক্ষণাৎ স্ত্রীসঙ্গকামোত্থা যাতনাহো নিরন্তরা ॥
অরক্তমনসাং নিত্যং ব্রহ্মচর্য্যামলাত্মনাম্।
তপোদমার্চনধ্যানযুক্তানাং শুদ্ধিরুত্তমা ॥)
ন চ স্ত্রীণাং ক্রিয়াঃ কাশ্চিদিতি ধর্মো ব্যবস্থিতঃ ॥১১
নিরিন্দ্রিয়া হ্যশাস্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি শ্রুতিঃ।
শয্যাসনমলঙ্কারমন্নপানমনার্য্যতাম্ ॥ ১২
দুর্বাগ্‌ভাবং রতিং চৈব দদৌ স্ত্রীভ্যঃ প্রজাপতিঃ
ন তাসাং রক্ষণং শক্যং কর্ত্তুং পুংসাং কথঞ্চন ॥ ১৩

অপি বিশ্বকৃতা তাত কুতস্তু পুরুষৈরিহ।
বাচা চ বধবন্ধৈর্ব্বা ক্লেশৈর্ব্বা বিবিধৈস্তথা ॥ ১৪
ন শক্যা রক্ষিতুং নার্য্যস্তা হি নিত্যমসংযতাঃ।
ইদং তু পুরুষব্যাঘ্র পুরস্তাচ্ছ্রুতবানহম্ ॥ ১৫
যথা রক্ষা কৃতা পূর্বং বিপুলেন গুরুস্ত্রিয়াঃ।
ঋষিরাসীন্মহাভাগো দেবশর্মেতি বিশ্রুতঃ ॥ ১৬
তস্য ভার্য্যা রুচির্নাম রূপেণাসদৃশী ভুবি।
তস্যা রূপেণ সম্মত্তা দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ ॥ ১৭
বিশেষেণ তু রাজেন্দ্র বৃত্রহা পাকশাসনঃ।
নারীণাং চরিতজ্ঞশ্চ দেবশর্মা মহামুনিঃ ॥ ১৮
যথাশক্তি যথোৎসাহং ভার্য্যাং তামভ্যরক্ষত।
পুরন্দরঞ্চ জানীতে পরস্ত্রীকামচারিণম্ ॥ ১৯
তস্মাদ্ যত্নেন ভার্য্যায়া রক্ষণং স চকার হ।
স কদাচিদৃষিস্তাত যজ্ঞং কর্তুমনাস্তদা ২০ ॥

হইতে উৎপন্না হইয়াছে। প্রজাপতি ইহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুসারে কামভাব প্রদান করিলেন। ৮-৯

এই প্রমত্তা যুবতীগণ কামলোলুপ হইয়া পুরুষগণকে সদা বাধা দিতে লাগিল। দেবেশ্বর ভগবান্ ব্রহ্মা কামের সহায়তার জন্য ক্রোধকে উৎপন্ন করিলেন। এই কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া স্ত্রী এবং পুরুষরূপী সমস্ত প্রজারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল। ১০½

(ব্রাহ্মণ, গুরু, মহাগুরু ও রাজা—এই সকলকে স্ত্রীর ক্ষণিক সঙ্গের দ্বারা নিরন্তর কামজনিত যাতনা সহ্য করিতে হয়।

যাঁহাদের মন কখনও আসক্ত হয় না যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক নিজেদের অন্তঃকরণকে নির্ম্মল করিয়াছেন এবং যাঁহারা তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম ও ধ্যান-পূজায় নিরত থাকেন, তাঁহাদেরই উত্তম শুদ্ধি হয়।)

স্ত্রীগণের জন্য কোনও বৈদিক কর্ম্ম করিবার বিধান নাই। ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা। স্ত্রীগণ ইন্দ্রিয়শূন্যা অর্থাৎ তাহারা নিজেদের ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত রাখিতে অসমর্থ, শাস্ত্রজ্ঞানরহিত এবং অসত্যের মূর্ত্তি। ইহাই তাহাদের বিষয়ে শ্রুতির বাক্য। প্রজাপতি স্ত্রীগণকে শয্যা, আসন অলঙ্কার, অন্নপান, অনার্য্যতা, দুর্বচনপ্রিয়তা ও রতি প্রদান করিয়াছেন। ১১-১২½

তাত! লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার ন্যায় পুরুষও স্ত্রীগণকে কোন-প্রকারে রক্ষা করিতে পারেন না; সুতরাং অন্য সাধারণ পুরুষ-দিগের কথা আর কি বলিবার আছে। ১৩½

বাক্যের দ্বারা এবং বধ ও বন্ধনের দ্বারা রুদ্ধ করিয়া অথবা নানাপ্রকার ক্লেশ দিয়াও স্ত্রীগণকে রক্ষা করা যায় না; কারণ, তাহারা সর্ব্বদা অসংযমশীল। ১৪½

পুরুষশ্রেষ্ঠ! বহুপূর্ব্বে আমি ইহা শুনিয়াছিলাম যে, প্রাচীন-কালে মহাত্মা বিপুল নিজের গুরুপত্নীকে যেভাবে রক্ষা করিয়া-ছিলেন; এখন আমি তাহাই তোমাকে বলিব। ১৫½

পুরাকালে দেবশর্ম্মা নামে এক মহাভাগ্যশালী ঋষি ছিলেন। তাঁহার রুচি নামে ভূতলে অদ্বিতীয়া সুন্দরী এক স্ত্রী ছিলেন। ১৬½

তাঁহার রূপ দেখিয়া দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণও উন্মত্ত হইয়া যাইতেন। রাজেন্দ্র! বৃত্রাসুরহন্তা পাকশাসন ইন্দ্র সেই স্ত্রীর প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত হইয়া পড়িলেন। ১৭½

মহামুনি দেবশর্ম্মা নারীগণের চরিত্র জানিতেন; অতএব তিনি যথাশক্তি উৎসাহসহকারে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৮½

তিনি ইহাও জানিতেন যে, ইন্দ্র অতিশয় পরস্ত্রীলম্পট; সেইজন্য তিনি নিজের স্ত্রীকে যত্নসহকারে তাঁহার নিকট হইতে রক্ষা করিতেছিলেন। ১৯½

তাত! এক সময় ঋষি যজ্ঞ করিবার মনস্থ করিলেন। সেই সময় তিনি এই চিন্তা করিলেন যে, আমি যদি যজ্ঞে ব্রতী হই, তবে আমার স্ত্রী কিভাবে রক্ষিতা হইবে? ২০½

ভার্য্যাসংরক্ষণং কার্য্যং কথং ত্বাদিত্যচিন্তয়ৎ।
রক্ষাবিধানং মনসা স সঞ্চিন্ত্য মহাতপাঃ ॥ ২১
আহূয় দয়িতং শিষ্যং বিপুলং প্রাহ ভার্গবম্।

দেবশর্ম্মোবাচ।

যজ্ঞকারো গমিষ্যামি রুচিং চেমাং সুরেশ্বরঃ ॥ ২২
যতঃ প্রার্থয়তে নিত্যং তাং রক্ষস্ব যথাবলম্।
অপ্রমত্তেন তে ভাব্যং সদা প্রতি পুরন্দরম্ ॥ ২৩
স হি রূপাণি কুরুতে বিবিধানি ভৃগূত্তম।

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যুক্তো বিপুলস্তেন তপস্বী নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৪
সদৈবোগ্রতপা রাজন্নগ্ন্যর্কসদৃশদ্যুতিঃ।
ধর্মজ্ঞঃ সত্যবাদী চ তথেতি প্রত্যভাষত।
পুনশ্চেদং মহারাজ পপ্রচ্ছ প্রস্থিতং গুরুম্ ॥ ২৫

বিপুল উবাচ।

কানি রূপাণি শক্রস্য ভবন্ত্যাগচ্ছতো মুনে।
বপুস্তেজশ্চ কীদৃগ্ বৈ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২৬

ভীষ্ম উবাচ।

ততঃ স ভগবাংস্তস্মৈ বিপুলায় মহাত্মনে।
আচচক্ষে যথাতত্ত্বং মায়াং শক্রস্য ভারত ॥ ২৭

দেবশর্ম্মোবাচ।

বহুমায়ঃ স বিপ্রর্ষে ভগবান্ পাকশাসনঃ।
তাংস্তান্ বিকুরুতে ভাবান্ বহূনথ মুহুর্মুহুঃ ॥ ২৮
কিরীটী বজ্রধৃগ্ ধন্বী মুকুটী বদ্ধকুণ্ডলঃ ॥ ২৯
ভবত্যথ মুহূর্ত্তেন চাণ্ডালসমদর্শনঃ।
শিখী জটী চীরবাসাঃ পুনর্ভবতি পুত্রক ॥ ৩০
বৃহচ্ছরীরশ্চ পুনশ্চীরবাসাঃ পুনঃ কৃশঃ।
গৌরং শ্যামঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ বর্ণং বিকুরুতে পুনঃ ॥ ৩১
বিরূপো রূপবাংশ্চৈব যুবা বৃদ্ধস্তথৈব চ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়শ্চৈব বৈশ্যঃ শূদ্রস্তথৈব চ ॥ ৩২
প্রতিলোমোঽনুলোমশ্চ ভবত্যথ শতক্রতুঃ।
শুক-বায়সরূপী চ হংস-কোকিলরূপবান্ ॥ ৩৩

তারপর সেই তপস্বী মনে মনেই তাঁহার রক্ষার উপায় চিন্তা করিয়া নিজের প্রিয় শিষ্য ভৃগুবংশজাত বিপুলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ॥ ২১½

দেবশর্ম্মা বলিলেন,—বৎস! আমি যজ্ঞ করিবার জন্য যাইব। তুমি আমার এই পত্নী রুচিকে সামর্থ্যানুসারে রক্ষা করিবে; কারণ, দেবরাজ ইন্দ্র সর্ব্বদা ইহাকে লাভ করিবার চেষ্টায় আছে ॥ ২২½

ভৃগুশ্রেষ্ঠ! তুমি ইন্দ্র হইতে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে; কারণ, সে অনেকপ্রকার রূপ ধারণ করিতে পারে ॥ ২৩½

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! গুরু এই কথা বলিলে পর অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বদা কঠোর তপস্যায় নিরত, ধর্মজ্ঞ এবং সত্যবাদী বিপুল 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইলেন। মহারাজ! তারপর যখন গুরুদেব যজ্ঞের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিতে লাগিলেন, তখন তিনি পুনরায় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৪-২৫

বিপুল বলিলেন,—মুনে! ইন্দ্র যখন আসেন, তখন তাঁহার কোন্ কোন্ রূপ হয় এবং সেই সময় তাঁহার শরীর ও তেজ কিরূপ হয়? ইহা আমাকে বিস্তৃতভাবে বলুন ॥ ২৬

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতনন্দন যুধিষ্ঠির! তদনন্তর ভগবান্ দেবশর্ম্মা 'মহাত্মা বিপুলকে ইন্দ্রের মায়া যথাযথভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৭

দেবশর্ম্মা বলিলেন,—ব্রহ্মর্ষে! ভগবান্ পাকশাসন ইন্দ্র বহুবিধ মায়া জানেন। তিনি বারংবার বহুসংখ্যক রূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন ॥ ২৮

পুত্র! তিনি কখনও মস্তকে কিরীট-মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল এবং হস্তে বজ্র ও ধনু ধারণ করিয়া আসেন। আবার কখনও এক মুহূর্ত্তেই চণ্ডালের সমান দৃষ্টিগোচর হন। কখনও কখনও শিখা, জটা, চীরবস্ত্র (কৌপীন)-ধারী ঋষি হইয়া যান ॥ ২৯-৩০

কখনও বিশাল ও হৃষ্ট-পুষ্ট শরীর ধারণ করেন, আবার কখনও দুর্বল শরীরে কৃশ হইয়া যান। কখনও গৌর, কখনও শ্যাম এবং কখনও কৃষ্ণবর্ণের রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৩১

তিনি একক্ষণে কুরূপ এবং পরক্ষণেই রূপবান্ হইয়া যান। কখনও যুবক হন, আবার কখনও বৃদ্ধ হইয়া থাকেন। কখনও ব্রাহ্মণ হইয়া আসেন এবং কখনও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র রূপও ধারণ করেন ॥ ৩২

এই ইন্দ্র কখনও অনুলোম সঙ্কর-রূপ ধারণ করেন, কখনও বিলোম সঙ্কর-রূপধারী হন। তিনি শুক, কাক, হংস ও কোকিলের রূপও ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৩

সিংহ ব্যাঘ্র-গজানাঞ্চ রূপং ধারয়তে পুনঃ।
দৈবং দৈত্যমথো রাজ্ঞাং বপুর্ধারয়তেঽপি চ ॥ ৩৪
অকৃশো বায়ুভগ্নাঙ্গঃ শকুনির্বিকৃতস্তথা।
চতুষ্পাদ্ বহুরূপশ্চ পুনর্ভবতি বালিশঃ ॥ ৩৫
মক্ষিকা-মশকাদীনাং বপুর্ধারয়তেঽপি চ।
ন শক্যমস্য গ্রহণং কর্তুং বিপুল কেনচিৎ ॥ ৩৬
অপি বিশ্বকৃতা তাত যেন সৃষ্টমিদং জগৎ।
পুনরন্তর্হিতঃ শক্রো দৃশ্যতে জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ৩৭
বায়ুভূতশ্চ স পুনর্দেবরাজো ভবত্যুত।
এবং রূপাণি সততং কুরুতে পাকশাসনঃ ॥ ৩৮
তস্মাদ্ বিপুল যত্নেন রক্ষেমাং তনুমধ্যমাম্।
যথা রুচিং নাবলিহেদ্ দেবেন্দ্রো ভৃগুসত্তম ॥ ৩৯
ক্রতাবুপহিতে ন্যস্তং হবিঃ শ্বেব দুরাত্মবান্।
এবমাখ্যায় স মুনির্যজ্ঞকারোঽগমৎ তদা ॥ ৪০

তিনি সিংহ, ব্যাঘ্র ও হস্তীরও রূপ বারংবার ধারণ করেন। দেবতা, দৈত্য ও রাজাদেরও রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। ৩৪

তিনি কখনও হৃষ্ট-পুষ্ট, কখনও বাতরোগে ভগ্নদেহধারী এবং কখনও পক্ষী হইয়া যান। কখনও বিকৃত বেশধারী হন। কখনও চতুষ্পাদ (পশু), কখনও বহুরূপী ও মূর্খের ভাণ করিয়া আসেন। ৩৫

তিনি মাছি ও মশা প্রভৃতিরও রূপ ধারণ করেন। বিপুল! কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারে না। তাত! অন্য সকলের কথা আর কি বলিবার আছে? যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে রচনা করিয়াছেন, সেই বিধাতাও তাঁহাকে নিজের বশীভূত করিতে পারেন না। অন্তর্ধান করিলে পর ইন্দ্রকে কেবল জ্ঞান-দৃষ্টির দ্বারাই দেখিতে পাওয়া যায়। ৩৬-৩৭

তারপর তিনি বায়ুস্বরূপ হইয়া দেবরাজরূপে প্রকাশিত হন। এইভাবে পাকশাসন ইন্দ্র সর্বদা নব নব রূপ ধারণ করেন ও পরিবর্তন করেন। ৩৮

ভৃগুশ্রেষ্ঠ বিপুল! সেইজন্য তুমি যত্নসহকারে এই তনুমধ্যমা রুচিকে রক্ষা করিবে, যাহাতে দুরাত্মা দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞে স্থাপিত হবিষ্য গ্রহণ করিতে অভিলাষী কুকুরের ন্যায় আমার পত্নী রুচিকে স্পর্শ করিতে না পারেন। ৩৯½

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই কথা বলিয়া মহাভাগ দেবশর্মা মুনি যজ্ঞ করিবার জন্য গমন করিলেন। ৪০½

দেবশর্মা মহাভাগস্ততো ভরতসত্তম।
বিপুলস্তু বচঃ শ্রুত্বা গুরোশ্চিন্তামুপেয়িবান্ ॥ ৪১
রক্ষাঞ্চ পরমাং চক্রে দেবরাজান্মহাবলাৎ।
কিং নু শক্যং ময়া কর্তুং গুরুদারাভিরক্ষণে ॥৪২
মায়াবী হি সুরেন্দ্রোঽসৌ দুর্ধর্ষশ্চাপি বীর্যবান্।
নাপিধায়াশ্রমং শক্যো রক্ষিতুং পাকশাসনঃ ॥ ৪৩
উটজং বা তথা হ্যস্য নানাবিধসরূপতা।
বায়ুরূপেণ বা শক্রো গুরুপত্নীং প্রধর্ষয়েৎ ॥ ৪৪
তস্মাদিমাং সম্প্রবিশ্য রুচিং স্থাস্যেঽহমদ্য বৈ।
অথবা পৌরুষেণেয়ং ন শক্যা রক্ষিতুং ময়া ॥ ৪৫
বহুরূপো হি ভগবান্ শ্রূয়তে পাকশাসনঃ।
সোঽহং যোগবলাদেনাং রক্ষিষ্যে পাকশাসনাৎ ॥৪৬
গাত্রাণি গাত্রৈরস্যাহং সম্প্রবেক্ষ্যে হি রক্ষিতুম্।
যদ্যুচ্ছিষ্টামিমাং পত্নীমদ্য পশ্যতি মে গুরুঃ ॥ ৪৭

গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিপুল অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন এবং মহাবল দেবরাজ ইন্দ্র হইতে তাঁহার স্ত্রীকে অতিশয় তৎপরতার সহিত রক্ষা করিতে লাগিলেন। ৪১½

তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি গুরুপত্নীকে রক্ষা করিবার জন্য কি করিতে পারি? কারণ, এই দেবরাজ ইন্দ্র মায়াবী, দুর্ধর্ষ ও মহাপরাক্রমশালী। ৪২½

কুটীর বা আশ্রমের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াও পাকশাসন ইন্দ্রের আগমন রুদ্ধ করা যাইবে না, যেহেতু তিনি বহুবিধ রূপ ধারণ করিতে পারেন। ৪৩½

যদিই আজ ইন্দ্র বায়ুরূপ ধারণ করিয়া আসেন এবং গুরুপত্নীকে দূষিত করিয়া ফেলেন, সেইজন্য আজ আমি রুচিদেবীর শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকিব। ৪৪½

অথবা পুরুষার্থের দ্বারা আমি ইঁহাকে রক্ষা করিতে পারি না; কারণ, ঐশ্বর্যশালী পাকশাসন ইন্দ্র বহুরূপী বলিয়া শুনা যায়। অতএব আমি যোগবল অবলম্বন করিয়াই ইন্দ্র হইতে ইঁহাকে রক্ষা করিব। ৪৫-৪৬

আমি গুরুপত্নীকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের সমস্ত অঙ্গসমূহের দ্বারা ইঁহার সম্পূর্ণ অঙ্গে প্রবেশ করিব। যদি আজ আমার গুরুদেব নিজের এই পত্নীকে অন্য কোন পুরুষের দ্বারা দূষিতা হইতে দেখেন, তবে তিনি কুপিত হইয়া নিঃসন্দেহে আমাকে অভিশাপ প্রদান করিবেন; কারণ, এই মহাতপস্বী গুরুদেব দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন। ৪৭½

শক্যাত্ত্যসংশয়ং কোপাদ্ দিব্যজ্ঞানো মহাতপাঃ।
ন চেয়ং রক্ষিতুং শক্যা যথান্যা প্রমদা নৃভিঃ ॥ ৪৮
মায়াবী হি সুরেন্দ্রোঽসাবহো প্রাপ্তোঽস্মি সংশয়ম্
অবশ্যং করণীয়ং হি গুরোরিহ হি শাসনম্ ॥ ৪৯
যদি ত্বেতদহং কুর্য্যামাশ্চর্য্যং স্যাৎ কৃতং ময়া
যোগেনাথ প্রবেশো হি গুরুপত্ন্যাঃ কলেবরে ॥ ৫০
এবমেব শরীরেঽস্যা নিবৎস্যামি সমাহিতঃ।
অসক্তঃ পদ্মপত্রস্থো জলবিন্দুর্যথাচলঃ ॥ ৫১
নির্মুক্তস্য রজোরূপান্নাপরাধো ভবেন্মম।
যথা হি শূন্যাং পথিকঃ সভামধ্যাবসেৎ পথি ॥ ৫২
তথাদ্যাবাসয়িষ্যামি গুরুপত্ন্যাঃ কলেবরম্।
এবমেব শরীরেঽস্যা নিবৎস্যামি সমাহিতঃ ॥ ৫৩
ইত্যেবং ধর্ম্মমালোক্য বেদবেদাংশ্চ সর্বশঃ
তপশ্চ বিপুলং দৃষ্ট্বা গুরোরাত্মন এব চ ॥ ৫৪

অন্য যুবতীগণের ন্যায় এই গুরুপত্নীকেও মনুষ্যদিগের দ্বারা রক্ষা করা যাইবে না; যেহেতু এই দেবরাজ ইন্দ্র মায়াবী। অহো! আমি অতিশয় সংশয়াপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছি ॥ ৪৮½

এ বিষয়ে গুরুদেব যে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা অবশ্যই আমার পালন করা উচিত। যদি ইহা আমি করিতে পারি, তবে আমার দ্বারা এই এক আশ্চর্য্যজনক কার্য্য সম্পন্ন হইবে ॥ ৪৯½

অতএব আমাকে গুরুপত্নীর দেহে যোগবলেই প্রবেশ করিতে হইবে। যেরূপ পদ্মপত্রের উপর পতিত জলবিন্দু নির্লিপ্তভাবে স্থির থাকে, সেইরূপ আমিও অনাসক্তভাবে গুরুপত্নীর দেহে বাস করিব ॥ ৫০-৫১

আমি রজোগুণ হইতে মুক্ত, অতএব আমার দ্বারা কোন অপরাধ হইতে পারে না, যেরূপ কোন পথিক কোন সময়ে শূন্য ধর্ম্মশালায় প্রয়োজনবোধে অবস্থান করে, সেইরূপ আমিও আজ সাবধান হইয়া গুরুপত্নীর শরীরে বাস করিব। এইভাবে ইঁহার দেহে আমার বাস করা সম্ভব হইবে ॥ ৫২-৫৩

ভূপাল! এইরূপে ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, বেদশাস্ত্রমতের উপর পর্য্যালোচনা করিয়া এবং গুরুদেবের প্রভূত তপস্যার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভৃগুবংশজাত বিপুল গুরুপত্নীকে রক্ষা করিবার

ইতি নিশ্চিত্য মনসা রক্ষাং প্রতি স ভার্গবঃ।
অন্বতিষ্ঠৎ পরং যত্নং যথা তচ্ছৃণু পার্থিব ॥ ৫৫
গুরুপত্নীং সমাসীনো বিপুলঃ স মহাতপাঃ।
উপাসীনামনিন্দ্যাঙ্গীং কথাভিঃ সমলোভয়ৎ ॥ ৫৬
নেত্রাভ্যাং নেত্রয়োরস্যা রশ্মিং সংযোজ্য রশ্মিভিঃ।
বিবেশ বিপুলঃ কায়মাকাশং পবনো যথা ॥ ৫৭
লক্ষণং লক্ষণেনৈব বদনং বদনেন চ।
অবিচেষ্টন্নতিষ্ঠদ্ বৈ ছায়েবান্তর্হিতো মুনিঃ ॥ ৫৮
ততো বিষ্টভ্য বিপুলো গুরুপত্ন্যাঃ কলেবরম্।
উবাস রক্ষণে যুক্তো ন চ সা তমবুধ্যত ॥ ৫৯
যং কালং নাগতো রাজন্ গুরুস্তস্য মহাত্মনঃ।
ক্রতুং সমাপ্য স্বগৃহং তং কালং সোঽভ্যরক্ষত ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি বিপুলোপাখ্যানে
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০

জন্য নিজের মনে পূর্ব্বোক্ত উপায় নিশ্চিত করিয়া তাহার জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিলেন, উহা আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৫৪-৫৫

মহাতপস্বী বিপুল গুরুপত্নীর নিকটে উপবিষ্ট হইলেন এবং পার্শ্বেই উপবিষ্টা অনিন্দনীয় অঙ্গশোভনা সেই রুচিদেবীকে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা শুনাইয়া লোভ দেখাইলেন ॥ ৫৬

তারপর নিজের দুই চক্ষুকে তিনি তাঁহার দুই চক্ষুর দিকে নিবদ্ধ করিলেন এবং স্বীয় চক্ষুকিরণকে তাঁহার চক্ষুকিরণের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর সেই পথ দিয়াই আকাশে প্রবিষ্ট বায়ুর ন্যায় রুচির শরীরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৭

তিনি লক্ষণের দ্বারা লক্ষণে এবং মুখের দ্বারা মুখে প্রবিষ্ট হইয়া কোন চেষ্টা না করিতে করিতে স্থিরভাবে অবস্থিত রহিলেন। সেই সময় অন্তর্হিত বিপুল মুনি ছায়ার ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন ॥ ৫৮

বিপুল গুরুপত্নীর শরীরকে স্তম্ভিত করিয়া তাঁহার রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু রুচিদেবী তাঁহাকে কোনরূপেই জানিতে পারিলেন না ॥ ৫৯

রাজন্! যতক্ষণ মহাত্মা বিপুলের গুরুদেব যজ্ঞ সমাধা করিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া না আসিলেন, ততক্ষণ বিপুল সেইভাবে নিজের গুরু-পত্নীকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৬০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে বিপুলের উপাখ্যানবিষয়ক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[বিপুলেন দেবরাজাদ্ গুরুপত্ন্যা রক্ষা, গুরোস্তস্য বরলাভশ্চ ।]

ভীষ্ম উবাচ ।

ততঃ কদাচিদ্ দেবেন্দ্রো দিব্যরূপবপুর্ধরঃ ।
ইদমন্তরমিত্যেবমভ্যগাৎ তমথাশ্রমম্ ॥ ১

রূপমপ্রতিমং কৃত্বা লোভনীয়ং জনাধিপ ।
দর্শনীয়তমো ভূত্বা প্রবিবেশ তমাশ্রমম্ ॥ ২

স দদর্শ তমাসীনং বিপুলস্য কলেবরম্ ।
নিশ্চেষ্টং স্তব্ধনয়নং যথা লেখ্যগতং তথা ॥ ৩

রুচিঞ্চ রুচিরাপাঙ্গীং পীনশ্রোণিপয়োধরাম্
পদ্মপত্রবিশালাক্ষীং সম্পূর্ণেন্দুনিভাননাম্ ॥ ৪

সা তমালোক্য সহসা প্রত্যুত্থাতুমিয়েষ হ ।
রূপেণ বিস্মিতা কোঽসীত্যথ বক্তুমিবেচ্ছতী ॥ ৫

উত্থাতুকামা তু সতী বিষ্টব্ধা বিপুলেন সা ।
নিগৃহীতা মনুষ্যেন্দ্র ন শশাক বিচেষ্টিতুম্ ॥ ৬

তামাবভাষে দেবেন্দ্রঃ সাম্না পরমবল্গুনা ।
ত্বদর্থমাগতং বিদ্ধি দেবেন্দ্রং মাং শুচিস্মিতে ॥ ৭

ক্লিশ্যমানমনঙ্গেন ত্বৎসঙ্কল্পভবেন চ
তৎ সম্প্রাপ্নুহি মাং সুভ্রু পুরা কালোঽতিবর্ততে ॥ ৮

তমেবংবাদিনং শক্রং শুশ্রাব বিপুলো মুনিঃ ।
গুরুপত্ন্যাঃ শরীরস্থো দদর্শ ত্রিদশাধিপম ॥ ৯

ন শশাক চ সা রাজন্ প্রত্যুত্থাতুমনিন্দিতা
বক্তুঞ্চ নাশকদ্ রাজন্ বিষ্টব্ধা বিপুলেন সা ॥ ১০

আকারং গুরুপত্ন্যাস্তু স বিজ্ঞায় ভৃগূদ্বহঃ ।
নিজগ্রাহ মহাতেজা যোগেন বলবৎ প্রভো ॥ ১১

ববন্ধ যোগবন্ধৈশ্চ তস্যাঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি সঃ
তাং নির্বিকারাং দৃষ্ট্বা তু পুনরেব শচীপতিঃ ॥ ১২

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[বিপুল কর্তৃক দেবরাজ হইতে গুরুপত্নীকে রক্ষা এবং গুরুদেব হইতে তাঁহার বর লাভ ।]

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! তদনন্তর কোন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র 'এই ঋষিপত্নী রুচিকে লাভ করিবার উপযুক্ত সময়' এরূপ চিন্তা করিয়া দিব্যরূপ ও শরীর ধারণ করত সেই আশ্রমে আসিলেন ।১

জননাথ! সেখানে ইন্দ্র অনুপম লোভনীয় রূপ ধারণ করত অত্যন্ত দর্শনীয় হইয়া সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন । ২

সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, বিপুলের শরীর চিত্রলিখিতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং তাঁহার নয়নদ্বয় স্থির । ৩

অন্যদিকে স্থূলনিতম্বা ও পীনপয়োধর-সুশোভিতা, বিকসিত কমলদলের ন্যায় বিশাল নেত্রযুক্তা এবং মনোহর কটাক্ষসমন্বিতা পূর্ণচন্দ্রাননা রুচি বসিয়া আছেন দেখিলেন । ৪

ইন্দ্রকে দেখিয়া তিনি সহসা তাঁহার সৎকারের জন্য উত্থিত হইবার বাসনা করিলেন। ইন্দ্রের সুন্দর রূপ দেখিয়া তিনি বিস্মিতা হইলেন, যেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক হইয়া কহিলেন যে, আপনি কে? ৫

নরেন্দ্র! তিনি যেই উঠিবার ইচ্ছা করিলেন, তখন বিপুল তাঁহার শরীরকে স্তব্ধ করিয়া দিলেন। তিনি স্তম্ভিতা হইয়া যাওয়ায় কোনও চেষ্টাও করিতে পারিলেন না । ৬

তখন দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় মধুর বাক্যে তাঁহাকে বুঝাইতে বুঝাইতে বলিলেন—পবিত্র ঈষৎহাস্যময়ি দেবি! আমাকে দেবগণের রাজা ইন্দ্র বলিয়া জানিও। আমি তোমারই জন্য এখানে আসিয়াছি ।৭

তোমার চিন্তা করিতে করিতে আমার হৃদয়ে যে কাম উৎপন্ন হইয়াছে, সে আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দিতেছে। সেইজন্য আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। সুন্দরি! এখন বিলম্ব করিও না, সময় চলিয়া যাইতেছে । ৮

দেবরাজ ইন্দ্রের এই কথা গুরুপত্নীর দেহে স্থিত বিপুলমুনি শ্রবণ করিলেন এবং তাঁহাকে দর্শনও করিলেন । ৯

রাজন্! সেই অনিন্দ্যসুন্দরী রুচি বিপুলের দ্বারা স্তম্ভিতা হইয়া যাওয়ায় উঠিতে পারিলেন না এবং ইন্দ্রকে কোন উত্তর দিতেও পারিলেন না । ১০

প্রভো! গুরুপত্নীর আকার ও চেষ্টা দেখিয়া ভৃগুবংশধর বিপুল তাঁহার মনোভাব জানিতে পারিলেন; অতএব মহাতেজস্বী মুনি যোগের দ্বারা সবলে তাঁহাকে সংযত করিয়া রাখিলেন ।১১

তিনি গুরুপত্নী রুচির সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে যোগসম্বন্ধী বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। রাজন্! যোগবলে মোহিত হইয়া রুচিকে কাম-বিকারশূন্য দেখিয়া শচীপতি ইন্দ্র লজ্জিত হইলেন এবং পুনরায়

উবাচ ব্রীড়িতো রাজংস্তাং যোগবলমোহিতান্।
এহ্যেহীতি ততঃ সা তু প্রতিবক্তুমিয়েষ তম্॥ ১৩
স তাং বাচং গুরোঃ পত্ন্যা বিপুলঃ পর্য্যবর্ত্তয়ৎ।
ভোঃ কিমাগমনে কৃত্যমিতি তস্যাস্তু নিঃসৃতা॥ ১৪
বক্ত্রাচ্ছশাঙ্কসদৃশাদ্ বাণী সংস্কারভূষণা।
ব্রীড়িতা সা তু তদ্বাক্যমুক্ত্বা পরবশা তদা॥ ১৫
পুরন্দরশ্চ তত্রস্থো বভূব বিমনা ভৃশম্।
স তদ্বৈকৃতমালক্ষ্য দেবরাজো বিশাম্পতে॥ ১৬
অবৈক্ষত সহস্রাক্ষস্তদা দিব্যেন চক্ষুষা।
স দদর্শ মুনিং তস্যাঃ শরীরান্তরগোচরম্॥ ১৭
প্রতিবিম্বমিবাদর্শে গুরুপত্ন্যাঃ শরীরগম্।
স তং ঘোরেণ তপসা যুক্তং দৃষ্ট্বা পুরন্দরঃ॥ ১৮
প্রাবেপত সুসংত্রস্তঃ শাপভীতস্তদা বিভো।
বিমুচ্য গুরুপত্নীং তু বিপুলঃ সুমহাতপাঃ।
স্বকলেবরমাবিশ্য শক্রং ভীতমথাব্রবীৎ॥ ১৯

বিপুল উবাচ।

অজিতেন্দ্রিয় দুর্বুদ্ধে পাপাত্মক পুরন্দর।
ন চিরং পূজয়িষ্যন্তি দেবাস্ত্বাং মানুষাস্তথা॥ ২০
কিং নু তদ্বিস্মৃতং শক্র ন তন্মনসি তে স্থিতম্।
গৌতমেনাসি যন্মুক্তো ভগাঙ্কপরিচিহ্নিতঃ॥ ২১
জানে ত্বাং বালিশমতিমকৃতাত্মানমস্থিরম্।
ময়েয়ং রক্ষ্যতে মূঢ় গচ্ছ পাপ যথাগতম্॥ ২২
নাহং ত্বামদ্য মূঢ়াত্মন্ দহেয়ং হি স্বতেজসা।
কৃপায়মাণস্তু ন তে দগ্ধুমিচ্ছামি বাসব॥ ২৩
স চ ঘোরতমো ধীমান্ গুরুর্মে পাপচেতসম্।
দৃষ্ট্বা ত্বাং নির্দহেদদ্য ক্রোধদীপ্তেন চক্ষুষা॥ ২৪
নৈবং তু শক্র কর্তব্যং পুনর্মান্যাশ্চ তে দ্বিজাঃ।
মা গমঃ সসুতামাত্যঃ ক্ষয়ং ব্রহ্মবলার্দিতঃ॥ ২৫

তাঁহাকে বলিলেন—এস, এস। তাঁহার আবাহন শ্রবণ করত রুচি তাঁহাকে কিছু বলিবার ইচ্ছা করিলেন। ১২-১৩

ইহা দেখিয়া বিপুল গুরুপত্নীর সেই বাক্যকে পরিবর্তন করিয়া দিলেন। তাঁহার মুখ হইতে সহসা এই কথা বাহির হইয়া আসিল—দেব! এখানে তোমার আগমনের কি প্রয়োজন আছে? ১৪

সেই চন্দ্রোপম মুখ হইতে যখন এই সংস্কৃত বাক্য নির্গত হইল, তখন সেই পরাধীনা রুচি এই বাক্য বলায় লজ্জিতা হইয়া পড়িলেন। ১৫

সে স্থানে অবস্থিত ইন্দ্র তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। প্রজানাথ! তাঁহার মনোবিকার ও ভাবপরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া সহস্রলোচন ইন্দ্র দিব্য দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন তাঁহার শরীরের মধ্যে বিপুলমুনির উপর দৃষ্টি পতিত হইল। ১৬-১৭

যেরূপ দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সেইরূপ গুরুপত্নীর শরীরে বিপুল পরিলক্ষিত হইতেছিলেন। প্রভো! ঘোর তপস্যাযুক্ত বিপুলমুনিকে দেখিয়াই ইন্দ্র শাপের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। ১৮½

এই সময় মহাতেজস্বী বিপুল গুরুপত্নীকে ত্যাগ করিয়া নিজ শরীরে আসিবার পর ভীত ইন্দ্রকে বলিলেন। ১৯

বিপুল বলিলেন—পাপাত্মা পুরন্দর! তোমার বুদ্ধি অতিশয় মন্দ! তুমি ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত। যদি তোমার এরূপ অবস্থা থাকে, তবে দেবতা ও মনুষ্যগণ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তোমার পূজা করিবেন না। ২০

ইন্দ্র! তুমি কি সেই ঘটনাকে ভুলিয়া গিয়াছ? তোমার মনে কি সেই কথা স্মরণ নাই? যখন মহর্ষি গৌতম তোমার সর্ব্বাঙ্গে ভগের সহস্র চিহ্ন করিয়া দিয়া তোমাকে জীবিত ত্যাগ করিয়াছিলেন। ২১

আমি জানি, তুমি মূর্খ, তোমার মন বশীভূত নয় এবং তুমি অত্যন্ত চঞ্চল। পাপী মূঢ়! এই স্ত্রী আমার দ্বারা সুরক্ষিত। তুমি যে ভাবে আসিয়াছ, সেইভাবে চলিয়া যাও। ২২

মূঢ়চিত্ত ইন্দ্র! আমি স্বীয় তেজে তোমাকে ভস্মীভূত করিতে পারি, কিন্তু তাহা করিব না। কেবল দয়া করিয়াই আজ আমি তোমাকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না। ২৩

আমার বুদ্ধিমান গুরুদেব অতিশয় ভয়ঙ্কর। তিনি আজ পাপাত্মা তোমাকেই দেখিলে ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া দৃষ্টিদ্বারা তোমাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। ২৪

ইন্দ্র! আজ হইতে তুমি কখনও আর এরূপ কার্য্য করিবে না। তোমার ব্রাহ্মণগণকে সম্মান করা উচিত; অন্যথায় তোমাকে ব্রহ্মতেজে পীড়িত হইয়া পুত্র ও মন্ত্রিগণের সহিত ধ্বংস হইয়া যাইতে হইবে। ২৫

অমরোঽস্মীতি যদ্‌বুদ্ধিং সমাস্থায় প্রবর্ত্তসে।
মাবমংস্থা ন তপসা নসাধ্যং নাম কিঞ্চন ॥ ২৬

ভীষ্ম উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং শক্রো বিপুলস্য মহাত্মনঃ।
অকিঞ্চিদুক্ত্বা ব্রীড়ার্ত্তস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ২৭
মুহূর্ত্তযাতে তস্মিংস্তু দেবশর্ম্মা মহাতপাঃ।
কৃত্বা যজ্ঞং যথাকামমাজগাম স্বমাশ্রমম্ ॥ ২৮
আগতেঽথ গুরৌ রাজন্ বিপুলঃ প্রিয়কর্মকৃৎ।
রক্ষিতাং গুরবে ভার্য্যাং ন্যবেদয়দনিন্দিতাম্ ॥ ২৯
অভিবাদ্য চ শান্তাত্মা স গুরুং গুরুবৎসলঃ।
বিপুলঃ পর্য্যুপাতিষ্ঠদ্ যথাপূর্বমশঙ্কিতঃ ॥ ৩০
বিশ্রান্তায় ততস্তস্মৈ সহাসীনায় ভার্য্যয়া।
নিবেদয়ামাস তদা বিপুলঃ শক্রকর্ম তৎ ৩১ ॥
তচ্ছ্রুত্বা স মুনিস্তুষ্টো বিপুলস্য প্রতাপবান্।
বভূব শীল-বৃত্তাভ্যাং তপসা নিয়মেন চ ॥ ৩২
বিপুলস্য গুরৌ বৃত্তিং ভক্তিমাত্মনি তৎপ্রভুঃ।
ধর্মে চ স্থিরতাং দৃষ্ট্বা সাধু সাধ্বিত্যভাষত ॥৩৩
প্রতিলভ্য চ ধর্মাত্মা শিষ্যং ধর্মপরায়ণম্।
বরেণচ্ছন্দয়ামাস দেবশর্ম্মা মহামতিঃ ॥ ৩৪
স্থিতিঞ্চ ধর্ম্মে জগ্রাহ স তস্মাদ্ গুরুবৎসলঃ।
অনুজ্ঞাতশ্চ গুরুণা চচারানুত্তমং তপঃ ॥ ৩৫
তথৈব দেবশর্ম্মাপি সভার্য্যঃ স মহাতপাঃ।
নির্ভয়ো বলবৃত্রঘ্নাচ্চচার বিজনে বনে ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে সহস্রসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিপুলোপাখ্যানে
একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪১

আমি "অমর"—এইরূপ বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া যদি তুমি স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হও, তবে (আমি তোমাকে সচেতন করিয়া দিতেছি যে,) আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি কোনও তপস্বীকে অবমাননা করিও না; কারণ, তপস্যার দ্বারা কোনও কার্য্য অসাধ্য থাকে না (তপস্বীরা অমরগণকেও বিনষ্ট করিতে পারেন)॥ ২৬

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! মহাত্মা বিপুলের এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং কোন কিছু উত্তর না দিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ২৭

তাঁহার যাইবার পর একমুহূর্ত্ত মধ্যেই মহাতপস্বী দেবশর্ম্মা ইচ্ছানুসারে যজ্ঞপূর্ণ করিয়া নিজ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। ২৮

রাজন্! গুরুদেব আসিলে পর তাঁহার প্রিয় কার্য্যকারী বিপুল নিজের দ্বারা সুরক্ষিতা তাঁহার অনিন্দিতা ভার্য্যা রুচিদেবীকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করিলেন। ২৯

শান্তচিত্ত গুরুপ্রেমী বিপুল গুরুদেবকে প্রণাম করত পূর্ব্বের ন্যায় নির্ভীক হইয়া তাঁহার সেবায় উপস্থিত হইলেন। ৩০

যখন গুরুদেব বিশ্রাম করত নিজ পত্নীর সহিত উপবিষ্ট হইলেন, তখন বিপুল ইন্দ্রের সেই সব কর্ম তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। ৩১

ইহা শ্রবণ করিয়া প্রতাপশালী মুনি দেবশর্ম্মা বিপুলের শীল, সদাচার, তপস্যা ও নিয়মে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ৩২

বিপুলের গুরুসেবাবৃত্তি, নিজের প্রতি ভক্তি ও ধর্ম্মবিষয়ে দৃঢ়তা দেখিয়া গুরু 'সাধু, সাধু' বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন। ৩৩

মহামতি ধর্ম্মাত্মা দেবশর্ম্মা নিজের ধর্ম্মপরায়ণ শিষ্য বিপুলকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ৩৪

গুরুবৎসল বিপুল গুরুদেবের নিকট হইতে এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, আমি ধর্ম্মেই যে সতত অবস্থান করিতে পারি। তারপর গুরুদেবের আজ্ঞা লইয়া তিনি সর্ব্বোত্তম তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ৩৫

মহাতপস্বী দেবশর্ম্মাও বল এবং বৃত্রাসুরহন্তা ইন্দ্র হইতে নির্ভয় হইয়া পত্নীসহ সেই নির্জন বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে বিপুলের উপাখ্যানবিষয়ক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[গুরুদেবাজ্ঞয়া দিব্যপুষ্পমানীয় বিপুলেন তস্মৈ প্রদানম্, স্বকৃতদুষ্কর্মণঃ স্মরণঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ

বিপুলস্ত্বকরোৎ তীব্রং তপঃ কৃত্বা গুরোর্বচঃ।
তপোযুক্তমথাত্মানমমন্যত স বীর্যবান্ ॥ ১

স তেন কর্মণা স্পর্ধন্ পৃথিবীং পৃথিবীপতে।
চচার গতভীঃ প্রীতো লব্ধকীর্তিবরো নৃপ ॥ ২

উভৌ লোকৌ জিতৌ চাপি তথৈবামন্যত প্রভুঃ।
কর্মণা তেন কৌরব্য তপসা বিপুলেন চ ॥ ৩

অথ কালে ব্যতিক্রান্তে কস্মিংশ্চিৎ কুরুনন্দন।
রুচ্যা ভগিন্যা আদানং প্রভূতধনধান্যবৎ ॥ ৪

এতস্মিন্নেব কালে তু দিব্যা কাচিদ্ বরাঙ্গনা।
বিভ্রতী পরমং রূপং জগামাথ বিহায়সা ॥ ৫

তস্যাঃ শরীরাৎ পুষ্পাণি পতিতানি মহীতলে।
তস্যাশ্রমস্যাবিদূরে দিব্যগন্ধানি ভারত ॥ ৬

তান্যগৃহ্ণাৎ ততো রাজন্ রুচির্নলিনলোচনা।
তদা নিমন্ত্রকস্তস্যা অঙ্গেভ্যঃ ক্ষিপ্রমাগমৎ ॥ ৭

তস্যা হি ভগিনী তাত জ্যেষ্ঠা নাম্না প্রভাবতী।
ভার্যা চিত্ররথস্যাথ বভূবাঙ্গেশ্বরস্য বৈ ॥ ৮

পিনহ্য তানি পুষ্পাণি কেশেষু বরবর্ণিনী।
আমন্ত্রিতা ততোঽগচ্ছদ্ রুচিরঙ্গপতের্গৃহম্ ॥ ৯

পুষ্পাণি তানি দৃষ্ট্বা তু তদাঙ্গেন্দ্রবরাঙ্গনা।
ভগিনীং চোদয়ামাস পুষ্পার্থে চারুলোচনা ॥ ১০

সা ভর্ত্রে সর্বমাচষ্ট রুচিঃ সুরুচিরাননা।
ভগিন্যা ভাষিতং সর্বমৃষিস্তচ্চাভ্যনন্দত ॥ ১১

ততো বিপুলমানায্য দেবশর্মা মহাতপাঃ।
পুষ্পার্থে চোদয়ামাস গচ্ছ গচ্ছেতি ভারত ॥ ১২

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[গুরুদেবের আজ্ঞায় দিব্যপুষ্প আনিয়া বিপুল কর্তৃক তাঁহাকে প্রদান এবং নিজের কৃত দুষ্কর্মের স্মরণ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! বিপুল গুরুদেবের আজ্ঞা পালন করত অতিশয় কঠোর তপস্যা করিলেন। ইহাতে তাঁহার শক্তি বর্দ্ধিত হইল এবং নিজেকে তিনি তপস্বী বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন। ১

পৃথিবীপতে! বিপুল সেই তপস্যার দ্বারা মনে মনেই গর্ব্ব অনুভব করত অন্য ব্যক্তিগণের উপর স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। নৃপ যুধিষ্ঠির! তিনি গুরুদেবের নিকট হইতে কীর্ত্তি ও বরলাভ করিয়াছিলেন; অতএব তিনি নির্ভয় ও সন্তুষ্ট হইয়া পৃথবীতে বিচরণ করিতে থাকিলেন। ২

কুরুনন্দন! শক্তিশালী বিপুল সেই গুরুপত্নী-সংরক্ষণরূপী কর্ম্ম এবং প্রভূত তপস্যার দ্বারা এরূপ বুঝিতে লাগিলেন যে, আমি উভয় লোক জয় করিয়াছি। ৩

কুরুকুলের আনন্দবর্দ্ধন যুধিষ্ঠির! তদনন্তর কিছুকাল অতিক্রান্ত হইলে পর গুরুপত্নী রুচির জ্যেষ্ঠা ভগিনীর গৃহে বিবাহোৎসবের সুযোগ উপস্থিত হইল, যাহাতে প্রচুর ধনধান্য ব্যয় হইয়াছিল। ৪

এই সময়েই এক দিব্যলোকের সুন্দরী দিব্যাঙ্গনা পরম মনোহর রূপ ধারণ করত আকাশ পথেই কোথাও গমন করিতেছিলেন। ৫

ভারত! তাঁহার শরীর হইতে দিব্য গন্ধযুক্ত কিছু পুষ্প দেবশর্ম্মার আশ্রমের নিকটে ভূতলে পতিত হইল। ৬

রাজন্! তখন মনোহরনয়না রুচি সেই সব পুষ্প গ্রহণ করিলেন। এই সময়েই অঙ্গদেশ হইতে তাঁহাকে বিবাহে নিমন্ত্রণ জানাইবার জন্য এক নিমন্ত্রক সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৭

তাত! প্রভাবতী নামে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী অঙ্গরাজ চিত্ররথের ভার্য্যা ছিলেন। ৮

সেই দিব্য পুষ্পসমূহ নিজ কেশে গ্রথিত করিয়া সুন্দরী রুচি অঙ্গরাজ চিত্ররথের গৃহে আমন্ত্রিতা হইয়া আসিলেন। ৯

সেই সময় সুন্দরলোচনা অঙ্গরাজমহিষী প্রভাবতী সেই পুষ্পসমূহ দর্শন করত নিজের ভগিনী রুচিকে সেইরূপ পুষ্প আনিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ১০

আশ্রমে ফিরিয়া সেই সুমুখী রুচি ভগিনী-কথিত সমস্ত বৃত্তান্ত নিজের স্বামীকে বলিলেন। তাহা শুনিয়া ঋষি সানন্দে সেই কথা স্বীকার করিয়া লইলেন। ১১

ভারত! তখন মহাতপস্বী দেবশর্ম্মা বিপুলকে আহ্বান করিয়া আনাইয়া তাঁহাকে পুষ্প আনিবার জন্য প্রেরিত করিলেন এবং বলিলেন—তুমি যাও, যাও (এই পুষ্প লইয়া এস)। ১২

বিপুলস্তু গুরোর্বাক্যমবিচার্য্য মহাতপাঃ।
স তথেত্যব্রবীদ্ রাজংস্তঞ্চ দেশং জগাম হ ॥ ১৩

যস্মিন্ দেশে তু তান্যাসন্ পতিতানি নভস্তলাৎ
অম্লানান্যপি তত্রাসন্ কুসুমান্যপরাণ্যপি ॥ ১৪

স ততস্তানি জগ্রাহ দিব্যানি রুচিরাণি চ।
প্রাপ্তানি যেন তপসা দিব্যগন্ধানি ভারত ॥ ১৫

সম্প্রাপ্য তানি প্রীতাত্মা গুরোর্বচনকারকঃ।
তদা জগাম তূর্ণঞ্চ চম্পাং চম্পকমালিনীম্ ॥ ১৬

স বনে নির্জনে তাত দদর্শ মিথুনং নৃণাম্।
চক্রবৎ পরিবর্তন্তং গৃহীত্বা পাণিনা করম্ ॥ ১৭

তত্রৈকস্তূর্ণমগমৎ তৎপদে চ বিবর্তয়ন্।
একস্তু ন তদা রাজংশ্চক্রতুঃ কলহং ততঃ ॥ ১৮

ত্বং শীঘ্রং গচ্ছসীত্যেকোঽব্রবীন্নেতি তথা পরঃ।
নেতি নেতি চ তৌ রাজন্ পরস্পরমথোচতুঃ ॥ ১৯

তয়োর্বিস্পর্দ্ধতোরেবং শপথোঽয়মভূৎ তদা।
সহসোদ্দিশ্য বিপুলং ততো বাক্যমথোচতুঃ ॥ ২০

আবয়োরনৃতং প্রাহ যস্তস্যাভূদ্ দ্বিজস্য বৈ।
বিপুলস্য পরে লোকে যা গতিঃ সা ভবেদিতি ॥ ২১

এতচ্ছ্রুত্বা তু বিপুলো বিষণ্ণবদনোঽভবৎ।
এবং তীব্রতপাশ্চাহং কষ্টশ্চায়ং পরিশ্রমঃ ॥ ২২

মিথুনস্যাস্য কিং মে স্যাৎ কৃতং পাপং যথা গতিঃ।
অনিষ্টা সর্বভূতানাং কীর্তিতানেন মেঽদ্য বৈ ॥ ২৩

এবং সচিন্তয়ন্নেব বিপুলো রাজসত্তম।
অবাঙ্মুখো দীনমনা দধ্যৌ দুষ্কৃতমাত্মনঃ ॥ ২৪

ততঃ ষড়ন্যান্ পুরুষানক্ষৈঃ কাঞ্চন-রাজতৈঃ।
অপশ্যদ্ দীব্যমানান্ বৈ লোমহর্ষান্বিতাংস্তথা ॥ ২৫

কুর্বতঃ শপথং তেন যঃ কৃতো মিথুনেন তু।
বিপুলং বৈ সমুদ্দিশ্য তেঽপি বাক্যমথাব্রুবন্ ॥ ২৬

রাজন্! গুরুদেবের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মহাতপস্বী বিপুল সেই কথার উপর কোনরূপ অন্ত বিচার না করিয়া 'আচ্ছা, তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া সেই স্থানের দিকে গমন করিলেন, যে-স্থানে সেই পুষ্প পতিত হইয়াছিল। সে স্থানে আরও বহু পুষ্প পতিত ছিল, সে সব পুষ্প তখনও ম্লান হইয়া যায় নাই। ১৩-১৪

ভারত! তদনন্তর নিজের তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত সেই দিব্য সুগন্ধযুক্ত মনোহর দিব্য পুষ্পসমূহ বিপুল তুলিয়া লইলেন। ১৫

গুরুদেবের আজ্ঞা পালনকারী বিপুল সেই সব পুষ্প প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্নতা লাভ করিলেন এবং অতি সত্বর চম্পাবৃক্ষসমূহে পরিবৃত চম্পানগরীর দিকে গমন করিলেন। ১৬

তাত! এক নির্জন বনে আসিলে পর তিনি দুইটি পুরুষের এক যুগলকে দেখিতে পাইলেন। যাহারা পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া চক্রবৎ ঘুরিতেছিল। ১৭

রাজন্! তাহাদের মধ্যে একজন নিজের স্থানে সত্বর ঘুরিয়া আসিল, কিন্তু অন্ত জন তাহা করিতে পারিল না। ইহা লইয়া তখন পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল। ১৮

হে রাজন্! একজন বলিল, তুমি শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতেছ। অপরে বলিল—না। এইভাবে উভয়ে উভয়ের প্রতি দোষারোপ করিতে করিতে 'না, না' এই কথা বলিতেছিল। ১৯

এইরূপে উভয়ে উভয়ের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া তাহারা দুইজনে শপথ করিবার উদ্যোগ করিল। তারপর এই সময়ে সহসা বিপুলকে লক্ষ্য করিয়া তাহারা দুইজনে বলিল। ২০

আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যা কথা বলিবে, তাহার সেই গতি হইবে, যাহা পরলোকে ব্রাহ্মণ বিপুলের জন্ত নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ২১

ইহা শুনিয়া বিপুলের মুখ বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। আমি এরূপ কঠোর তপস্যা করিতেছি, তথাপি আমার এরূপ দুর্গতি হইবে? তাহা হইলে ত' তপস্যা করিবার এই ভয়ঙ্কর পরিশ্রম কষ্টদায়কই সিদ্ধ হইল। ২২

আমার এরূপ কি পাপ আছে, যাহার জন্ত আমার এই দুর্গতি হইবে, যাহা সকল প্রাণীর পক্ষেই অনিষ্ট এবং এই পুরুষ-যুগলের যাহা প্রাপ্তি হইবে? আজ ইহারা আমার সম্মুখে যাহা বর্ণনা করিল। ২৩

নৃপশ্রেষ্ঠ! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই বিপুল অধোমুখে দীনচিত্ত হইয়া নিজের দুষ্কর্ম স্মরণ করিতে লাগিলেন। ২৪

তদনন্তর বিপুল অন্ত ছয় জন পুরুষকে দেখিলেন, যাহারা স্বর্ণ ও রজত নির্ম্মিত পাশা লইয়া পাশা খেলা করিতেছিল এবং লোভ ও হর্ষে তাহারা পূর্ণ ছিল। তাহারাও সেই শপথই করিল, যাহা পূর্ব্বে সেই পুরুষযুগল করিয়াছিল। তাহারা বিপুলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল। ২৫-২৬

লোভমাস্থায় যোঽস্মাকং বিষমং কর্তুমুৎসহেৎ।
বিপুলস্য পরে লোকে যা গতিস্তামবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭

এতচ্ছ্রুত্বা তু বিপুলো নাপশ্যদ্ ধর্মসঙ্করম্।
জন্মপ্রভৃতি কৌরব্য কৃতপূর্বমথাত্মনঃ ॥ ২৮

সম্প্রদধ্যৌ তথা রাজন্নগ্নাবগ্নিরিবাহিতঃ।
দহ্যমানেন মনসা শাপং শ্রুত্বা তথাবিধম্ ॥ ২৯

তস্য চিন্তয়তস্তাত বহ্ব্যো দিননিশা যযুঃ।
ইদমাসীন্মনসি স রুচ্যা রক্ষণকারিতম্ ॥ ৩০

লক্ষণং লক্ষণেনৈব বদনং বদনেন চ।
বিধায় ন ময়া চোক্তং সত্যমেতদ্ গুরোস্তথা ॥ ৩১

এতদাত্মনি কৌরব্য দুষ্কৃতং বিপুলস্তদা।
অমন্যত মহাভাগ তথা তচ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ৩২

স চম্পাং নগরীমেত্য পুষ্পাণি গুরবে দদৌ।
পূজয়ামাস চ গুরুং বিধিবৎ স গুরুপ্রিয়ঃ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিপুলোপাখ্যানে
দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২

আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি লোভের আশ্রয় করিয়া প্রতারণা করিবার সাহস করিবে, তাহার সেই গতি হইবে, যাহা পরলোকে বিপুল প্রাপ্ত হইবে। ২৭

কুরুনন্দন! ইহা শুনিয়া বিপুল জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান সময় পর্য্যন্ত নিজের সমস্ত কর্ম স্মরণ করিলেন; কিন্তু কখনও কোন ধর্মের সহিত পাপের মিশ্রণ হইয়াছে, এরূপ কর্ম তিনি দেখিতে পাইলেন না। ২৮

রাজন্! অথচ নিজের বিষয়ে সেইরূপ শাপ শ্রবণ করত যেরূপ এক অগ্নিতে অপর অগ্নি স্থাপিত করিলে উহা আরও অধিক প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ বিপুলের হৃদয় শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল এবং সেই অবস্থায় তিনি পুনরায় নিজের সমস্ত কার্য্যের উপর বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৯

তাত! এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার বহুদিন ও বহু রাত্রি অতিক্রান্ত হইয়া যাইল। তখন গুরুপত্নী রুচিকে রক্ষা করিবার জন্য অবলম্বিত কার্য্যের প্রতি তাঁহার মনে এইরূপ বিচার উত্থিত হইল। ৩০

আমি যখন গুরুপত্নীকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার দেহে সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন আমার লক্ষণেন্দ্রিয় তাঁহার লক্ষণেন্দ্রিয়ের সহিত ও আমার মুখ তাঁহার মুখের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। এরূপ অনুচিত কার্য্য করিয়াও আমি গুরুদেবকে এই সত্য কথা বলি নাই। ৩১

মহাভাগ কুরুনন্দন! সেই সময় বিপুল নিজের মনে ইহাকে পাপ বলিয়া স্থির করিলেন এবং নিঃসন্দেহে ঘটনাও কিন্তু তাহাই। ৩২

চম্পানগরীতে গমন করিয়া গুরুপ্রিয় বিপুল সেই সব পুষ্প গুরুদেবকে সমর্পণ করিলেন এবং বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করিলেন। ৩৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে বিপুলের উপাখ্যানবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[দেবশর্ম্মণা বিপুলং নির্দোষমুক্ত্বা তস্মৈ প্রবোধদানম্ ভীষ্মেণ যুধিষ্ঠিরায় স্ত্রীণাং রক্ষিতুমাদেশদানঞ্চ]

ভীষ্ম উবাচ।

তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য শিষ্যং বাক্যমথাব্রবীৎ।
দেবশর্মা মহাতেজা যৎ তচ্ছৃণু জনাধিপ ॥ ১

দেবশর্মোবাচ।

কিং তে বিপুল দৃষ্টং বৈ তস্মিন্ শিষ্য মহাবনে।
তে ত্বাং জানন্তি বিপুল আত্মা চ রুচিরেব চ ॥ ২

বিপুল উবাচ।

ব্রহ্মর্ষে মিথুনং কিং তৎ কে চ তে পুরুষা বিভো।
যে মাং জানন্তি তত্ত্বেন যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৩

দেবশর্মোবাচ।

যদ্ বৈ তন্মিথুনং ব্রহ্মন্নহোরাত্রং হি বিদ্ধি তৎ।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তেত তৎ তে জানাতি দুষ্কৃতম্ ॥ ৪
যে চ তে পুরুষা বিপ্র অক্ষৈর্দীব্যন্তি হৃষ্টবৎ।
ঋতূংস্তানভিজানীহি তে তে জানন্তি দুষ্কৃতম্ ॥ ৫

ন মাং কশ্চিদ্ বিজানীত ইতি কৃত্বা ন বিশ্বসেৎ।
নরো রহসি পাপাত্মা পাপকং কর্ম বৈ দ্বিজ ॥ ৬
কুর্বাণং হি নরং কর্ম পাপং রহসি সর্বদা।
পশ্যন্তি ঋতবশ্চাপি তথা দিননিশেঽপ্যুত ॥ ৭
তথৈব হি ভবেয়ুস্তে লোকাঃ পাপকৃতো যথা।
কৃত্বা নাচক্ষতঃ কর্ম মম তচ্চ যথাকৃতম্ ॥ ৮
তে ত্বাং হর্ষস্মিতং দৃষ্ট্বা গুরোঃ কর্মানিবেদকম্।
স্মারয়ন্তস্তথা প্রাহুস্তে যথা শ্রুতবান ভবান্ ॥৯
অহোরাত্রং বিজানাতি ঋতবশ্চাপি নিত্যশঃ।
পুরুষে পাপকং কর্ম শুভং বা শুভকর্মিণঃ ॥ ১০
তৎ ত্বয়া মম যৎ কর্ম ব্যভিচারাদ্ ভয়াত্মকম্।
নাখ্যাতমিতি জানন্তস্তে ত্বামাহুস্তথা দ্বিজ ॥১১
তেনৈব হি ভবেয়ুস্তে লোকাঃ পাপকৃতো যথা।
কৃত্বা নাচক্ষতঃ কর্ম মম যচ্চ ত্বয়া কৃতম্ ॥ ১২

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[দেবশর্ম্মা কর্তৃক বিপুলকে নির্দোষ বলিয়া প্রবোধদান এবং ভীষ্মের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে স্ত্রীবর্গকে রক্ষা করিবার জন্ম আদেশদান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—জননাথ! নিজের শিষ্য বিপুলকে আসিতে দেখিয়া মহাতেজস্বী দেবশর্ম্মা তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ১

দেবশর্ম্মা বলিলেন, আমার প্রিয় শিষ্য বিপুল! তুমি সেই মহাবনে কি দেখিয়াছিলে? তাহারা সকলে তোমাকে জানে। তাহারা তোমার অন্তরাত্মা এবং রুচিরও পরিচয় জানে। ২

বিপুল বলিলেন, —ব্রহ্মর্ষে! আমি যাহাদের দেখিয়াছি, সেই পুরুষযুগল কে? এবং সেই ছয় পুরুষই বা কাহারা, যাহারা আমাকে যথাযথ ভাবে জানে ও যাহাদের বিষয়ে আপনিও আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ৩

দেবশর্ম্মা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! তুমি যে পুরুষযুগলকে দেখিয়াছ, তাহাদের তুমি দিন ও রাত্রি বলিয়া জানিও। তাহারা উভয়ে চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে; অতএব উহাদের তোমার পাপের বিষয় জানা আছে। বিপ্রবর! যাহারা অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া পাশা খেলা করিতেছিল; সেই ছয় পুরুষকে তুমি যে দেখিয়াছ, তাহাদিগকে ছয় ঋতু বলিয়া জানিও; তাহারাও তোমার পাপকে জানে। ৪-৫

ব্রহ্মন্! পাপাত্মা মানুষ একান্তে পাপকর্ম করিয়া এরূপ বিশ্বাস করে না যে, আমাকে কেহ পাপকর্মকারী বলিয়া জানিতে পারে। ৬

একান্তে পাপ কর্মকারী মানুষকে ছয় ঋতু, দিন এবং রাত্রি সর্ব্বদা দেখিতে থাকে। ৭

তুমি আমার স্ত্রীকে রক্ষা করিবার সময় যে পাপ কার্য্য করিয়াছ এবং তাহা করিয়াও আমাকে বল নাই, অতএব তোমারও পাপকারীদিগের লোকসকলই লাভ হইবে। ৮

গুরুকে নিজের পাপকর্ম না বলিয়া হর্ষ ও অভিমানে পূর্ণ তোমাকে দেখিয়া সেই পুরুষগণ তোমাকে নিজের পাপকর্মের স্মরণ করাইতে করাইতে সেই কথা বলিয়াছে, যাহা তুমি শ্রবণ করিয়াছ। ৯

পাপী মানুষের পাপ কর্ম পুণ্যবান্ মানুষের যে পুণ্য কর্ম থাকে, তৎসমস্তই এই দিন, রাত্রি ও ছয় ঋতু জানিতে পারে।১০

ব্রহ্মন্! তুমি আমাকে নিজের কর্মের কথা বল নাই, যাহা ব্যভিচার দোষের জন্য ভয়-স্বরূপ ছিল। তাহারা উহা জানিত, সেইজন্য তাহারা তোমাকে উহা বলিয়াছে। ১১

পাপকর্ম করিয়া না বলিলে, যাহা তুমি আমার সহিত

ত্বয়াশক্যা চ দুর্বৃত্তা রক্ষিতুং প্রমদা দ্বিজ।
ন চ ত্বং কৃতবান্ কিঞ্চিদতঃ প্রীতোঽস্মি তেন তে ॥ ১৩
(মনোদোষবিহীনানাং ন দোষঃ স্যাৎ তথা তব।
অন্যথাঽঽলিঙ্গ্যতে কান্তা স্নেহেন দুহিতান্যথা ॥
নিষ্কষায়ো বিশুদ্ধস্ত্বং রুচ্যাবেশান্ন দূষিতঃ।)
যদি ত্বহং ত্বাং দুর্বৃত্তমদ্রাক্ষং দ্বিজসত্তম
শপেয়ং ত্বামহং ক্রোধান্ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা ॥ ১৪
সজ্জন্তি পুরুষে নার্য্যঃ পুংসাং সোঽর্থশ্চ পুষ্কলঃ।
অন্যথারক্ষতঃ শাপোঽভবিষ্যৎ তে মতিশ্চ মে ॥ ১৫
রক্ষিতা চ ত্বয়া পুত্র মম চাপি নিবেদিতা
অহং তে প্রীতিমাংস্তাত স্বস্থঃ স্বর্গং গমিষ্যসি ॥ ১৬
ইত্যুক্ত্বা বিপুলং প্রীতো দেবশর্মা মহানৃষিঃ
মুমোদ স্বর্গমাস্থায় সহভার্য্যঃ সশিষ্যকঃ ॥ ১৭
ইদমাখ্যাতবাংশ্চাপি মমাখ্যানং মহামুনিঃ।
মার্কণ্ডেয়ঃ পুরা রাজন্ গঙ্গাকূলে কথান্তরে ॥ ১৮
তস্মাদ্ ব্রবীমি পার্থ ত্বাং স্ত্রিয়ো রক্ষ্যাঃ সদৈব চ।
উভয়ং দৃশ্যতে তাসু সততং সাধ্বসাধু চ ॥ ১৯
স্ত্রিয়ঃ সাধ্ব্যো মহাভাগাঃ সম্মতা লোকমাতরঃ।
ধারয়ন্তি মহীং রাজন্নিমাং সবন-কাননাম্ ॥ ২০
অসাধ্ব্যশ্চাপি দুর্বৃত্তাঃ কুলঘ্নাঃ পাপনিশ্চয়াঃ।
বিজ্ঞেয়া লক্ষণৈর্দুষ্টৈঃ স্বগাত্রসহজৈর্নৃপ ॥ ২১
এবমেতাসু রক্ষা বৈ শক্যা কর্তুং মহাত্মভিঃ।
অন্যথা রাজশার্দূল ন শক্যা রক্ষিতুং স্ত্রিয়ঃ ॥ ২২
এতা হি মনুজব্যাঘ্র তীক্ষ্ণাস্তীক্ষ্ণপরাক্রমাঃ।
নাসামস্তি প্রিয়ো নাম মৈথুনে সঙ্গমেতি যঃ ॥ ২৩

করিয়াছ, সেই ব্যক্তি পাপকারীদিগের লোকসকল লাভ করিয়া থাকে ॥ ১২

ব্রহ্মন্! যৌবনমদে উন্মত্তা এই স্ত্রীকে (তাহার শরীরে প্রবেশ না করিয়া) রক্ষা করা তোমার পক্ষে সম্ভব ছিল না; অতএব তুমি কোন পাপ কর নাই, সেইজন্য আমি তোমার উপর প্রসন্ন আছি। ১৩

(যে ব্যক্তি মানসিক দোষরহিত তাহার কোন পাপ হয় না। সেইরূপ তোমার হইয়াছে। নিজের প্রাণবল্লভা পত্নীকে একভাবে আলিঙ্গন করা হয় এবং নিজের কন্যাকে অন্যভাবে অর্থাৎ বাৎসল্যস্নেহে আলিঙ্গন করা হয়; তোমার মনে কোনও বিষয়ে অনুরাগ নাই। তুমি সর্ব্বথা শুদ্ধ, সেইজন্য তুমি রুচির শরীরে প্রবেশ করিয়াও দূষিত হও নাই।)

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যদি আমি এই কর্ম্মে তোমার কোনরূপ দুরাচার দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে আমি কুপিত হইয়া তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিতাম এবং এরূপ করিয়া আমার কোনরূপ অন্যথা বিচার বা অনুতাপ হইত না। ১৪

স্ত্রীগণ পুরুষে আসক্ত হয় এবং পুরুষগণেরও তাহাদের প্রতি ঐরূপ ভাবই পূর্ণরূপে জন্মিয়া থাকে। যদি তোমার ভাব তাহাকে রক্ষা করিবার বিপরীত হইত, তবে তোমার শাপপ্রাপ্তি অবশ্যই হইত এবং আমার বুদ্ধিও তোমাকে শাপদানে উদ্যত হইত ॥ ১৫

পুত্র! তুমি যথাশক্তি আমার স্ত্রীকে রক্ষা করিয়াছ এবং সেই কথা তুমি আমাকে বলিয়াছ; অতএব আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তাত! তুমি স্বস্থ হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিবে ॥ ১৬

বিপুলকে এই কথা বলিয়া প্রসন্নচিত্ত মহর্ষি দেবশর্ম্মা নিজের পত্নী ও শিষ্যের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিয়া সেখানকার সুখ-ভোগ করিতে লাগিলেন। ১৭

রাজন্! পুরাকালে গঙ্গাতীরে কথাবার্ত্তাপ্রসঙ্গেই মহামুনি মার্কণ্ডেয় আমাকে এই উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। ১৮

কুন্তীনন্দন! অতএব আমি তোমাকে বলিতেছি যে, তুমি স্ত্রীগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে; স্ত্রীগণের মধ্যে প্রায়শই সদাচার ও কদাচার উভয়ই দেখা যায়। ১৯

রাজন্! যদি স্ত্রীগণ সাধ্বী ও পতিব্রতা হন, তবে তাঁহারা মহাসৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকেন। সংসারে তাহাদের সমাদর হয় এবং তাঁহারা জগন্মাতা বলিয়া কথিত হন। কেবল ইহাই নহে, তাঁহারা নিজেদের পাতিব্রত্যের প্রভাবে বন ও কানন সহ সম্পূর্ণ পৃথিবীকে ধারণ করিতে পারেন। ২০

কিন্তু দুরাচারিণী অসতী স্ত্রীগণ কুলকে নষ্ট করিয়া দেয় এবং তাহাদের মনে সর্ব্বদা পাপকার্য্য করিবারই নিশ্চয়তা থাকে। নৃপ যুধিষ্ঠির! এরূপ স্ত্রীগণকে তাহাদের শরীরের সহিতই উৎপন্ন দুষ্ট লক্ষণসমূহের দ্বারা চিনিতে পারা যায়। ২১

নৃপশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা পুরুষগণের দ্বারা এরূপ স্ত্রীদিগকে এই-ভাবেই রক্ষা করা যাইতে পারে, অন্যথা স্ত্রীসকলকে রক্ষা করা অসম্ভব। ২২

নরনাথ! এই স্ত্রীগণ তীক্ষ্ণস্বভাবা ও দুঃসহশক্তিশালিনী হয়। কোনও পুরুষই ইহাদের প্রিয় হইতে পারে না। মৈথুন-

এতাঃ কৃত্যাশ্চ কার্য্যাশ্চ কৃতাশ্চ ভরতর্ষভ।
ন চৈকস্মিন্ রমন্ত্যেতাঃ পুরুষে পাণ্ডুনন্দন ॥ ২৪
নাসাং স্নেহো নরৈঃ কার্য্যস্তথৈবের্ষ্যা জনেশ্বর।
খেদমাস্থায় ভুঞ্জীত ধর্মমাস্থায় চৈব হ ॥ ২৫
(অনৃতাবিহ পর্বাদিদোষবর্জং নরাধিপ।)
বিহন্যাদিস্তথাকুর্বন্ নরঃ কৌরবনন্দন।
সর্বথা রাজশার্দূল যুক্তিঃ সর্বত্র পূজ্যতে ॥ ২৬
তেনৈকেন তু রক্ষা বৈ বিপুলেন কৃতা স্ত্রিয়াঃ।
নান্যঃ শক্তস্ত্রিলোকেঽস্মিন্ রক্ষিতুং নৃপ যোষিতম্ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিপুলোপাখ্যানে
ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

কালে যে পুরুষ তাহাদের সঙ্গে থাকে, কেবল সেই সময়ের জন্য উক্ত পুরুষ তাহাদের প্রিয় থাকে। ২৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডুনন্দন! এই স্ত্রীগণ কৃত্যার সমান মনুষ্যদিগের প্রাণ হরণ করে। ইহাদিগকে যখন প্রথমে কোনও পুরুষ স্বীকার করিয়া লয়, তখন তাহারা আরও অপ্রসন্ন হইয়া অন্য পুরুষের স্বীকারযোগ্য হইয়া থাকে অর্থাৎ ব্যভিচার দোষবশতঃ তাহারা তখন প্রথম পুরুষকে ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় পুরুষের উপর আসক্ত হয়। কোনও এক পুরুষের উপর ইহাদের অনুরাগ সদা থাকে না। ২৪

জননাথ! মনুষ্যগণের স্ত্রীদিগের প্রতি না বিশেষ আসক্ত হওয়া উচিত এবং তাহাদের উপর ঈর্ষা করাও কর্তব্য নহে। বৈরাগ্যপূর্বক ধর্ম আশ্রয় করিয়া পর্বাদি দোষ পরিহার করত ঋতুস্নানের পর তাহাদের উপভোগ করা উচিত। ২৫

কৌরবনন্দন! ইহার বিপরীত আচরণকারী মানুষ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। নৃপশ্রেষ্ঠ! সর্বত্র সর্বপ্রকারে যোক্তেরই সমাদর করা হয়। ২৬

নৃপ যুধিষ্ঠির! একমাত্র বিপুলই স্ত্রীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই ত্রিলোকে এরূপ অন্য কোন পুরুষ নাই, যে এইভাবে স্ত্রীকে রক্ষা করিতে পারে। ২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে বিপুলের উপাখ্যানবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[কন্যাবিবাহসম্বন্ধে পাত্রবিষয়ক-বিভিন্নবিচারোল্লেখঃ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যন্মূলং সর্বধর্মাণাং স্বজনস্য গৃহস্য চ।
পিতৃ-দেবাতিথীনাঞ্চ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১
অয়ং হি সর্বধর্মাণাং ধর্মশ্চিন্ত্যতমো মতঃ।
কীদৃশস্য প্রদেয়া স্যাৎ কন্যেতি বসুধাধিপ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

শীলবৃত্তে সমাজ্ঞায় বিদ্যাং যোনিঞ্চ কর্ম চ।
সদ্ভিরেবং প্রদাতব্যা কন্যা গুণযুতে বরে ॥ ৩
ব্রাহ্মণানাং সতামেষ ব্রাহ্মো ধর্মো যুধিষ্ঠির।
আবাহ্যমাবহেদেবং যো দদ্যাদনুকূলতঃ ॥ ৪

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[কন্যাবিবাহসম্বন্ধে পাত্রবিষয়ক বিভিন্ন বিচার উল্লেখ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যাহা সমস্ত ধর্মের, আত্মীয়-স্বজনগণের, গৃহের এবং দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অতিথিদিগের মূল, সেই কন্যাদানবিষয়ে আমাকে কিছু উপদেশ করুন। ১

ভূপাল! সমস্ত ধর্মসকলের মধ্যে ইহাই চিন্তা করিবার যোগ্য ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে যে, কিরূপ পাত্রে কন্যাদান করা উচিত? ২

ভীষ্ম বলিলেন,—পুত্র! সৎপুরুষগণের কর্তব্য হইল যে, তাঁহারা প্রথমে বরের শীল-স্বভাব, সদাচার, বিদ্যা, কুল, মর্য্যাদা ও কার্য্যসমূহের পরিচয় জানিবেন। যদি উক্ত বর সকল দৃষ্টিতে গুণবান্ বলিয়া প্রতীত হয়, তবে তাহাকে কন্যা প্রদান করিবেন। ৩

যুধিষ্ঠির! এইভাবে বিবাহ দানের যোগ্য বরকে আহ্বান করিয়া আনিয়া তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া হইল উত্তম ব্রাহ্মণগণের ধর্ম—ব্রাহ্ম বিবাহ। ধনাদির দ্বারা বরপক্ষের আনুকূল্য করত যে কন্যাদান করা হয়, তাহাই শিষ্ট ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সনাতন ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে (ইহাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে) ॥৪

শিষ্টানাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ।
আত্মাভিপ্রেতমুৎসৃজ্য কন্যাভিপ্রেত এব যঃ ॥ ৫
অভিপ্রেতা চ যা যস্য তস্মৈ দেয়া যুধিষ্ঠির।
গান্ধর্ব্বমিতি তং ধর্ম্মং প্রাহুর্বেদবিদো জনাঃ ॥ ৬
ধনেন বহুধা ক্রীত্বা সম্প্রলোভ্য চ বান্ধবান্।
অসুরাণাং নৃপৈতং বৈ ধর্ম্মমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৭
হত্বা ছিত্বা চ শীর্ষাণি রুদতাং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য হরণং তাত রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে ॥ ৮
পঞ্চানাং তু ত্রয়ো ধর্ম্ম্যা দ্বাবধর্ম্ম্যৌ যুধিষ্ঠির।
পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যৌ কথঞ্চন ॥ ৯

যুধিষ্ঠির! যখন কন্যার মাতা-পিতা নিজেদের অভিপ্রেত বরকে ত্যাগ করিয়া কন্যার অভিপ্রেত ও যে কন্যাকেও কামনা করে, এরূপ বরের সহিত সেই কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন, তখন বেদজ্ঞ পুরুষগণ সেই বিবাহকে গান্ধর্ব্ব ধর্ম্ম (গান্ধর্ব্ব-বিবাহ) বলেন। ৫-৬

নৃপ! কন্যার বন্ধু-বান্ধবগণকে প্রলোভিত করিয়া তাহাদিগকে প্রচুর ধনদান করত যে কন্যাকে ক্রয় করা হয়, ইহাকে মনীষী পুরুষগণ অসুরগণের ধর্ম্ম (আসুর বিবাহ) বলেন। ৭

তাত! এইরূপ কন্যার রোদনপরায়ণ অভিভাবকগণকে হত্যা করিয়া, তাহাদের শিরশ্ছেদ করিয়া ক্রন্দনরতা কন্যাকে তাহার গৃহ হইতে সবলে অপহরণ করা রাক্ষসগণের কার্য্য (রাক্ষস-বিবাহ) বলা হয়। ৮

যুধিষ্ঠির! এই পঞ্চ প্রকার (ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, আসুর ও রাক্ষস) বিবাহ মধ্যে পূর্ব্বকথিত তিনটি (ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব্ব) বিবাহ ধর্ম্মানুকূল এবং শেষ দুইটি (আসুর ও রাক্ষস) অধর্ম্মময়; সুতরাং এই আসুর ও রাক্ষস বিবাহ কোনরূপেই করা উচিত নয়। * ৯

* স্মৃতিশাস্ত্রে নিম্নলিখিত আটপ্রকার বিবাহ কথিত আছে—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ। কিন্তু এস্থলে ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব, আসুর ও রাক্ষস—এই পাঁচ প্রকারের বিবাহ উল্লিখিত আছে। সুতরাং উভয় শাস্ত্রবাক্যের একবাক্যতার জন্য এস্থলে ব্রাহ্ম বিবাহের মধ্যে স্মৃতিকথিত দৈব ও আর্ষবিবাহও অন্তর্গত আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং এস্থানের রাক্ষসবিবাহে স্মৃতিকথিত পৈশাচবিবাহ অন্তর্ভুক্ত আছে বলিয়া ধরিতে হইবে আর প্রাজাপত্য বিবাহকে 'কাত্র' বিবাহ বলিয়াও কোন কোন স্থলে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মঃ কাত্রোঽথ গান্ধর্ব এতে ধর্ম্ম্যা নরর্ষভ।
পৃথগ্ বা যদি বা মিশ্রাঃ কর্ত্তব্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০
তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য তু।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ ॥ ১১
ব্রাহ্মণী তু ভবেজ্জ্যেষ্ঠা ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়স্য তু।
রত্যর্থমপি শূদ্রা স্যান্নেত্যাহুরপরে জনাঃ ॥ ১২
অপত্যজন্ম শূদ্রায়াং ন প্রশংসন্তি সাধবঃ।
শূদ্রায়াং জনয়ন্ বিপ্রঃ প্রায়শ্চিত্তী বিধীয়তে ॥ ১৩
ত্রিংশদ্বর্ষো দশবর্ষাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাম্।
একবিংশতিবর্ষো বা সপ্তবর্ষামবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪

নরশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্ম, কাত্র (প্রাজাপত্য) ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ—এই তিনটি বিবাহ ধর্ম্মানুমোদিত। ইহারা পৃথক্ বা যদি অন্য বিবাহের সহিত মিশ্রিতও হয়, তবে সেইরূপ বিবাহই কর্ত্তব্য। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১০

ব্রাহ্মণের তিন পত্নী (ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা) এবং ক্ষত্রিয়ের দুই পত্নী (ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা) বলিয়া কথিত আছে। বৈশ্য কেবল নিজের জাতিরই কন্যার সহিত বিবাহ করিবে। এই সব পত্নীগণ হইতে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা সকলেই পিতারই সমান বর্ণভাগী হয়। (মাতার কুল বা বর্ণের জন্য তাহার কোনও তারতম্য হয় না)। ১১

ব্রাহ্মণের তিন পত্নীর মধ্যে ব্রাহ্মণকন্যাই শ্রেষ্ঠ হন। এইরূপ ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্যা শ্রেষ্ঠ (বৈশ্যের ত' একজনই পত্নী হয়, অতএব বৈশ্যের বৈশ্যকন্যাই শ্রেষ্ঠ।) অনেকের অভিমত হইল—রতির জন্য শূদ্রকন্যার সহিত বিবাহ হইতে পারে, কিন্তু অন্য ব্যক্তিগণ তাহা মানেন না। (তাঁহারা শূদ্রকন্যাকে ত্রৈবর্ণিকের অগ্রাহ্য বলিয়া মত প্রকাশ করেন)। ১২

শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ ব্রাহ্মণের শূদ্র-কন্যার গর্ভ হইতে সন্তান উৎপন্ন করাকে প্রশংসা করেন না। কারণ, শূদ্রার গর্ভ হইতে সন্তান উৎপন্নকারী ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্তভাগী হন। ১৩

ত্রিশ বৎসরবয়স্ক পুরুষ যে রজস্বলা হয় নাই, এরূপ দশ বৎসর-বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবে। অথবা একুশ বৎসরের পুরুষ সাত বৎসরের কুমারীকে বিবাহ করিবে। ১৪

যস্যাস্তু ন ভবেদ্ ভ্রাতা পিতা চ ভরতর্ষভ।
নোপযচ্ছেত তাং জাতু পুত্রিকাধর্মিণী হি সা ॥১৫*
ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কন্যা ঋতুমতী সতী।
চতুর্থে ত্বথ সম্প্রাপ্তে স্বয়ং ভর্তারমর্জয়েৎ ॥ ১৬
প্রজা ন হীয়তে তস্যা রতিশ্চ ভরতর্ষভ।
অতোঽন্যথা বর্তমানা ভবেদ্ বাচ্যা প্রজাপতেঃ ॥ ১৭
অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
ইত্যেতামনুগচ্ছেত তং ধর্মং মনুরব্রবীৎ ॥ ১৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শুল্কমন্যেন দত্তং স্যাদ্ দদানীত্যাহ চাপরঃ।
বলাদন্যঃ প্রভাষেত ধনমন্যঃ প্রদর্শয়েৎ ॥ ১৯
পাণিগ্রহীতা চান্যঃ স্যাৎ কস্য ভার্য্যা পিতামহ।
তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানানাং চক্ষুর্ভবতু নো ভবান্ ॥ ২০

ভীষ্ম উবাচ।

যৎ কিঞ্চিৎ কর্ম মানুষ্যং সংস্থানায় প্রদৃশ্যতে।
মন্ত্রবন্মন্ত্রিতং তস্য মৃষাবাদস্তু পাতকঃ ॥ ২১
ভার্য্যা পত্যৃত্বিগাচার্য্যাঃ শিষ্যোপাধ্যায় এব চ।
মৃষোক্তে দণ্ডমর্হন্তি নেত্যাহুরপরে জনাঃ ॥ ২২
ন হ্যকামেন সংবাসং মনুরেবং প্রশংসতি।
অযশস্যমধর্ম্যঞ্চ যন্মৃষা ধর্মকোপনম্ ॥ ২৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে কন্যার পিতা অথবা ভ্রাতা নাই, তাহাকে কখনও বিবাহ করিবে না; কারণ, এই কন্যা পুত্রিকাধর্মিণী (যে কন্যার পিতা 'এই কন্যা আমার পুত্রস্থানীয়া', এইভাবে পুত্ররূপে কল্পনা করিয়া গিয়াছেন কি না জানা যাইবে না। সেই কন্যা পুত্রিকাধর্মিণী (পুত্রিকাপুত্রস্থানীয়া) বলিয়া কথিতা হয় ॥১৫

(যদি পিতা, ভ্রাতাদি অভিভাবকগণ ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ না দেয়, তবে) ঋতুমতী হইবার পর তিন বৎসর পর্য্যন্ত কন্যা নিজের বিবাহের জন্য প্রতীক্ষা করিবে। চতুর্থ বর্ষ আসিলে পর সেই কন্যা স্বয়ংই কোনও পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করিবে ॥ ১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ করিলে পর সেই কন্যার সেই পুরুষের সহিত স্থাপিত সম্বন্ধ এবং তাহার দ্বারা উৎপাদিত সন্তানও হীন হইবে না। ইহার বিপরীত আচরণকারিণী স্ত্রী প্রজাপতির অর্থাৎ সন্তানশালী ব্যক্তির দৃষ্টিতে নিন্দনীয়া হয় ॥ ১৭

যে কন্যা মাতার অর্থাৎ মাতামহের অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা এবং পিতার অসগোত্রা ও অসপিণ্ডা হইবে, সেই কন্যারই অনুগমন করিবে অর্থাৎ তাহাকেই বিবাহ করিবে। ইহাকেই মনু ধর্মানুকূল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ॥০১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যদি এক মানুষ বিবাহ পাকা করিয়া কন্যার পণ দিয়া দেয়, অন্যে 'পণ দিব' এই কথা বলিয়া বিবাহের ব্যবস্থা স্থির করে, অন্য দিকে সবলে সেই কন্যাকে অপহরণ করিবার উদ্যোগ চলে, চতুর্থতঃ সেই কন্যার ভ্রাতা প্রভৃতিকে বিশেষ ধনের প্রলোভন দেখাইয়া বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় এবং পঞ্চমে কোনও পুরুষ যদি সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করে, তবে ধর্মতঃ সেই কন্যা কাহার পত্নী বলিয়া স্বীকৃত হইবে? আমরা এবিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব জানিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনি আমাদের পক্ষে নেত্র-স্বরূপ (পথ-প্রদর্শক) হউন ॥১৯-২০

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! মনুষ্যগণের হিতকারী যাহা কিছু কর্ম আছে, তাহা ব্যবস্থাপক শাস্ত্রজ্ঞগণের ব্যবস্থায় সম্পাদিত হইলে দেখা যায়। বিচারবান্ পুরুষগণ একত্র হইয়া যখন এই বিচার করিয়া থাকেন যে, 'অমুক কন্যাকে অমুক পুরুষের সহিত বিবাহ দেওয়া কর্তব্য,' তখন এই ব্যবস্থাই বিবাহের নিশ্চয়কারী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি উহাকে মিথ্যা বলিয়া সেই ব্যবস্থার বিপরীত করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি পাপভাগী হয় ॥২১

ভার্য্যা, পতি, ঋত্বিক্ আচার্য্য, শিষ্য এবং উপাধ্যায় যদি পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলেন, তবে ইঁহারাও দণ্ডভাগী হন। কিন্তু অন্য ব্যক্তিগণ ইঁহাদের দণ্ডভাগী বলিয়া মনে করেন না ॥ ২২

অকাম পুরুষের সহিত সকামা কন্যার সহবাস হউক, ইহার মনু প্রশংসা করেন না। অতএব সর্ব্বসম্মতিতে নিশ্চিত বিবাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা অযশ ও অধর্মের কারণ হয়, উহা ধর্মনষ্টকারী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ॥ ২৩

* সাপিণ্ড্যনিবৃত্তির সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্রের বাক্য—"বধ্বা বরস্য বা তাত কূটস্থাদ্ যদি সপ্তমঃ। পঞ্চমী চেৎ তয়োর্মাতা তৎসাপিণ্ড্যং নিবর্ততে।" অর্থাৎ যদি বর বা কন্যার পিতা মূল পুরুষ হইতে সপ্তম পুরুষে উৎপন্ন হন এবং মাতা পঞ্চম পুরুষে যাইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তবে সেই বর ও কন্যার পক্ষে সাপিণ্ড্যের নিবৃত্তি হইয়া যায়। পিতার দিকে সাপিণ্ড্য অধস্তন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত চলে এবং মাতার সাপিণ্ড্য পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত চলে। সপ্তম পুরুষে একজন হইলেন পিণ্ডদাতা, তিনজন হইলেন পিণ্ডভাগী ও ঊর্দ্ধতন অন্য তিন পুরুষ হইলেন লেপভাগী।

নৈকান্তো দোষ একস্মিংস্তদা কেনোপপদ্যতে।
ধর্মতো যাং প্রযচ্ছন্তি যাঞ্চ ক্রীণন্তি ভারত ॥ ২৪

বন্ধুভিঃ সমনুজ্ঞাতে মন্ত্র-হোমৌ প্রয়োজয়েৎ।
তথা সিদ্ধ্যন্তি তে মন্ত্রা নাদত্তায়াঃ কথঞ্চন ॥ ২৫

যস্ত্বত্র মন্ত্রসময়ো ভার্য্যাপত্যোর্মিথঃ কৃতঃ।
তমেবাহুর্গরীয়াংসং যশ্চাসৌ জ্ঞাতিভিঃ কৃতঃ ॥ ২৬

দেবদত্তাং পতির্ভার্য্যাং বেত্তি ধর্মস্য শাসনাৎ।
স দৈবীং মানুষীং বাচমনৃতাং পর্য্যুদস্যতি ॥ ২৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কন্যায়াং প্রাপ্তশুল্কায়াং জ্যায়াংশ্চেদাব্রজেদ্ বরঃ।
ধর্মকামার্থসম্পন্নো বাচ্যমত্রানৃতং ন বা ॥ ২৮

ভারত! কন্যার পিতাদি যে কন্যাকে ধর্মানুসারে পাণিগ্রহণ বিধির দ্বারা দান করিয়া দিয়াছেন অথবা যাহাকে শুল্ক লইয়া প্রদান করিয়াছেন, সেই কন্যাকে ধর্মানুসারে বিবাহকারী কিংবা ক্রয়কারী ব্যক্তি যদি গৃহে লইয়া যায়, তবে ইহাতে কোন প্রকার দোষ হয় না। এই অবস্থায় দোষই বা কিভাবে হইবে? ২৪

কন্যার আত্মীয়স্বজনগণের অনুমতি হইলে বৈবাহিক মন্ত্র ও হোমের প্রয়োগ করিতে হয়, তবেই সেই সব মন্ত্র সিদ্ধ হয় অর্থাৎ সেস্থলে মন্ত্রের দ্বারা বিবাহ হইয়াছে বলিয়া স্বীকৃত হয়। কিন্তু যে কন্যাকে মাতা-পিতার দ্বারা প্রদান করা না হইবে, সেই বিবাহে কৃত মন্ত্রপ্রয়োগ কোনরূপেই সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ সেই বিবাহ মন্ত্র দ্বারা কৃত বলিয়া স্বীকার করা হয় না। ২৫

পতি ও পত্নীর মধ্যেও পরস্পর মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যে প্রতিজ্ঞা করা হয়, তাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে এবং সেই কার্য্যে যদি বন্ধু-বান্ধবগণের সমর্থন পাওয়া যায়, তবে উহা আরও উত্তম হইবে। ২৬

ধর্মশাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে ভাগ্যতঃ প্রাপ্ত পত্নীকেই পতি নিজের প্রারব্ধ কর্মের ফলানুসারে লব্ধ ভার্য্যা বলিয়া মনে করেন। এইভাবে পতি দৈবযোগে প্রাপ্ত পত্নীকে গ্রহণ করেন এবং মনুষ্য-গণের মিথ্যা বাক্যকে—এই বিবাহ অযোগ্য বলিয়া বর্ণনাকারীর বাক্যকে তিনি অগ্রাহ্য করেন। ২৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যদি এক বরের সহিত কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা স্থির করিয়া তাহার নিকট হইতে শুল্কগ্রহণ করা হয় এবং পরে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, অর্থ ও কামসম্পন্ন অত্যন্ত যোগ্য বর পাওয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বে যাহার নিকট হইতে

তস্মিন্নুভয়তোদোষে কুর্বঞ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ।
অয়ং নঃ সর্বধর্মাণাং ধর্মশ্চিন্ত্যতমো মতঃ ॥ ২৯

তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানানাং চক্ষুর্ভবতু নো ভবান্।
তদেতৎ সর্বমাচক্ষ্ব ন হি তৃপ্যামি কথ্যতাম্ ॥ ৩০

ভীষ্ম উবাচ।

নৈব নিষ্ঠাকরং শুল্কং জ্ঞাত্বাঽঽসীৎ তেন নাহৃতম্।
ন হি শুল্কপরাঃ সন্তঃ কন্যাং দদতি কর্হিচিৎ ॥ ৩১

অন্যৈর্গুণৈরুপেতং তু শুল্কং যাচন্তি বান্ধবাঃ।
অলংকৃত্বা বহস্বেতি যো দদ্যাদনুকূলতঃ ॥ ৩২

যচ্চ তাঞ্চ দদত্যেবং ন শুল্কং বিক্রয়ো ন সঃ।
প্রতিগৃহ্য ভবেদ্ দেয়মেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৩

পণ লওয়া হইয়াছে, তাহাকে মিথ্যা বলা—তাহাকে কন্যা দানের কথা অস্বীকার করা উচিত কিনা? ২৮

এই অবস্থায় উভয় প্রকার দোষ লাভ হয়। যদি বন্ধুজনগণের সম্মতিতে পণ লইয়া নিশ্চিত বিবাহকে পরিবর্তন করা হয়, তবে বাক্য ভঙ্গের দোষ হয় এবং শ্রেষ্ঠ বরকে উল্লঙ্ঘন করিলে কন্যার হিতহানি দোষ হয়। এরূপ অবস্থায় কন্যাদাতা কি করিবেন? আমরা ঐ সমস্ত ধর্মের মধ্যে এই কন্যাদানরূপ ধর্মকেই অধিক চিন্তা অর্থাৎ বিচারের যোগ্য বলিয়া মনে করি। ২৯

আমরা এ বিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব জানিতে অভিলাষী, আপনি এ বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক হউন। এই সব বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলুন। অতএব আপনি ইহা প্রতিপাদন করুন। ৩০

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! পণ দিয়া দিলেই বিবাহের অন্তিম নিশ্চয় হয় না (উহাতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে)। ইহা বুঝিয়াই পণদাতা পণ দিয়া থাকে এবং বিবাহ না হইলে উহা পুনরায় প্রত্যর্পণের জন্য অনুরোধ করে না। সজ্জনগণও কখনও কখনও পণ লইয়াও কোন বিশেষ কারণবশতঃ কন্যাদান করেন না। ৩১

কন্যার ভ্রাতাদি বান্ধবগণ কাহারও নিকট হইতে তখনই পণ যাচ্‌ঞা করে, যখন সে বিপরীত গুণ (উন্নত অবস্থাদি) যুক্ত হয়। যদি বরকে আহ্বান করিয়া বলা হয় যে, তুমি আমার কন্যাকে অলঙ্কার পরিধান করাইয়া ইহাকে বিবাহ কর এবং এরূপ বলিলে পর বর যদি সেই কন্যাকে অলঙ্কার দিয়া বিবাহ করে, তবে তাহা ধর্মানুকূল হইবে। ৩২

কারণ, এইভাবে কন্যার জন্য অলঙ্কার লইয়া যে কন্যাদান করা হয়, তাহা মূল্যও নহে এবং বিক্রয়ও নহে; সেইজন্য কন্যার

দাস্যামি ভবতে কন্যামিতি পূর্বং ন ভাষিতম্ ।
যে চাহুর্যে চ নাহুর্যে যে চাবশ্যং বদন্ত্যত ॥ ৩৪

তস্মাদা গ্রহণাৎ পাণের্যাচয়ন্তি পরস্পরম্ ।
কন্যাবরঃ পুরা দত্তো মরুদ্ভিরিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৩৫

নানিষ্টায় প্রদাতব্যা কন্যা ইত্যৃষিচোদিতম্ ।
তন্মূলং কামমূলস্য প্রজনস্যেতি মে মতিঃ ॥ ৩৬

সমীক্ষ্য চ বহূন্ দোষান্ সংবাসাদ্ বিদ্ধি পাণয়োঃ ।
যথা নিষ্ঠাকরং শুল্কং ন জাত্বাসীৎ তথা শৃণু ॥ ৩৭

অহং বিচিত্রবীর্য্যস্য দ্বে কন্যে সমুদাবহম্ ।
জিত্বা চ মাগধান্ সর্বান কাশীনথ চ কোশলান্ ॥ ৩৮

নিমিত্ত কোন বস্তু গ্রহণ করিয়া কন্যার দান করা হইল সনাতন ধর্ম্ম ॥ ৩৩

যে ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন মানুষের নিকট বলে যে; আমি আপনাকে কন্যাদান করিব, যাহারা বলে যে, আমি কন্যাদান করিব না' এবং যাহারা বলে যে, 'আমি অবশ্যই কন্যাদান করিব', তাহাদের এই সব কথা কন্যাদানের পূর্ব্বে না বলিবারই সমান হইয়া থাকে । ৩৪

যতক্ষণ না কন্যার পাণিগ্রহণ সংস্কার সম্পন্ন হয়, ততক্ষণ কন্যাকে প্রার্থনা করা যাইতে পারে । পূর্ব্বে কন্যাদিগকে মরুদ্‌গণ এই বরই দিয়াছেন অর্থাৎ অধিকার প্রদান করিয়াছেন—ইহা আমরা শুনিয়াছি । সেইজন্য পাণিগ্রহণ সংস্কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর ও কন্যা পরস্পর পরস্পরকে প্রার্থনা করিতে পারে । ৩৫

মহর্ষিগণের অভিমত হইল—অযোগ্য বরকে কন্যাদান করা উচিত নয় ; যেহেতু সুযোগ্য পুরুষকে কন্যাদান করাই কামজনিত সুখ এবং সুযোগ্য সন্তান উৎপত্তির কারণ হয় । ইহাই আমার মত ॥ ৩৬

কন্যার ক্রয়-বিক্রয়ে বহু দোষ আছে, এই কথা তুমি দীর্ঘকাল ধরিয়া বিচার করিলে স্বয়ংই বুঝিতে পারিবে । কেবল শুল্ক প্রদান করিলেই বিবাহের অন্তিম নিশ্চয় হইতে পারে না । পূর্ব্বেও কখনও এইরূপ হয় নাই , তুমি এবিষয়ে এক বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ।

* ভীষ্ম কাশীরাজের তিন কন্যাকে জয় করিয়া আনিয়াছিলেন । তাহাদের মধ্যে দুইজনকে এক শ্রেণীতে রাখিয়া এস্থলে এক বচনের প্রয়োগ করা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে ; তাহা হইলে আদিপর্বের ১০২ অধ্যায়ে বর্ণিত বৃত্তান্তের সহিত ইহার সঙ্গতি হয়

গৃহীতপাণিরেকাঽঽসীৎ প্রাপ্তশুল্কা পরাভবৎ ।
কন্যা গৃহীতা তত্রৈব বিসর্জ্যা ইতি মে পিতা ॥ ৩৯

অব্রবীদিতরাং কন্যামাবহেতি স কৌরবঃ ।
অপ্যন্যানমুপপ্রচ্ছ শঙ্কমানঃ পিতুর্বচ ॥ ৪০

অতীব হ্যস্য ধর্মেচ্ছা পিতুর্মেঽভ্যধিকাভবৎ ।
ততোঽহমব্রুবং রাজন্নাচারেপ্সুরিদং বচঃ

আচারং তত্ত্বতো বেত্তুমিচ্ছামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪১

ততো ময়ৈবমুক্তে তু বাক্যে ধর্ম্মভৃতাং বরঃ
পিতা মম মহারাজ বাহ্লীকো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪২

যদি বঃ শুল্কতো নিষ্ঠা ন পাণিগ্রহণাৎ তথা ।
লাতাস্তরমুপাসীত প্রাপ্তশুল্ক ইতি স্মৃতিঃ ॥ ৪৩

আমি বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহের জন্য মগধ, কাশী, কোশলদেশের বীরগণকে পরাজিত করিয়া কাশীরাজের দুই কন্যাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলাম । ৩৮

উহাদের মধ্যে এক কন্যা অম্বা নিজের হস্ত শাল্বরাজের হস্তে প্রদান করিয়াছিল অর্থাৎ মনে মনে তাকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছিল । দ্বিতীয় (দুই কন্যার) কন্যার শুল্ক কাশিরাজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । সেইজন্য আমার পিতা (পিতৃব্য – কাকা) কুরুবংশধর বাহ্লীক তখন বলিয়াছিলেন যে, কন্যা পাণিগৃহীতা হইয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ কর এবং দ্বিতীয় দুই কন্যাকে (যাহাদের জন্য শুল্কমাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে) বিবাহ দাও । কাকার এই কথায় আমার সন্দেহ ছিল, সেইজন্য আমি অন্য ব্যক্তিগণকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি ॥ ৩৯-৪০

কিন্তু এ বিষয়ে আমার কাকার অত্যন্ত প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, ধর্ম্মপালিত হউক (সেইজন্য তিনি পাণিগৃহীতা কন্যাকে ত্যাগ করিবার উপরেই নিজের বিশেষ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন) । রাজন ! তদনন্তর আমি আচার জানিবার ইচ্ছায় বলিল— পিতৃব্য ! আমি এ বিষয়ে যথাযথভাবে জানিতে অভিলাষী যে, পরম্পরাগত আচার কিরূপ ? ৪১

মহারাজ ! আমি এই কথা বলিলে পর ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমার কাকা বাহ্লীক এইরূপ উত্তর দান করিলেন । ৪২

যদি তোমার মতে শুল্কদান মাত্রেই বিবাহের পূর্ণ নিশ্চয় হয়, পাণিগ্রহণ নহে ; তাহা হইলে ত' স্মৃতিশাস্ত্রের এই বিধিবাক্য বৃথা হইয়া যাইবে—"কন্যার পিতা এক বরের নিকট হইতে শুল্ক গ্রহণ করিলেও অন্য কোন গুণবান্ বরকে কন্যাপিতা পরে বরণ করিতে

ন হি ধর্ম্মবিদঃ প্রাহুঃ প্রমাণং বাক্যতঃ স্মৃতম্ ।
যেষাং বৈ শুল্কতো নিষ্ঠা ন পাণিগ্রহণাৎ তথা ॥ ৪৪
প্রসিদ্ধং ভাষিতং দানে নৈষাং প্রত্যায়কং পুনঃ ।
যে মন্যন্তে ক্রয়ং শুল্কং ন তে ধর্ম্মবিদো নরাঃ ॥ ৪৫
ন চৈতেভ্যঃ প্রদাতব্যা ন বোঢ়ব্যা তথাবিধা ।
ন হ্যেব ভার্য্যা ক্রেতব্যা ন বিক্রয্যা কথঞ্চন ॥ ৪৬
যে চ ক্রীণন্তি দাসীঞ্চ বিক্রীণন্তি তথৈব চ ।
ভবেৎ তেষাং তথা নিষ্ঠা লুব্ধানাং পাপচেতসাম্ ॥ ৪৭
অস্মিন্নর্থে সত্যবন্তং পর্য্যপৃচ্ছন্ত বৈ জনাঃ ।
কন্যায়াঃ প্রাপ্তশুল্কায়াঃ শুল্কদঃ প্রশমং গতঃ ॥ ৪৮
পাণিগ্রহীতা বান্যঃ স্যাদত্র নো ধর্ম্মসংশয়ঃ ।
তন্নশ্ছিন্ধি মহাপ্রাজ্ঞ ত্বং হি বৈ প্রাজ্ঞসম্মতঃ । ৪৯

তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানানাং চক্ষুর্ভবতু নো ভবান্ ।
তানেব ব্রুবতঃ সর্বান্ সত্যবান্ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫০
যত্রেষ্টং তত্র দেয়া স্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।
কুর্বতে জীবতোঽপ্যেবং মৃতে নৈবাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৫১
দেবরং প্রবিশেৎ কন্যা তপ্যেদ্ বাপি তপঃ পুনঃ ।
তমেবানুগতা ভূত্বা পাণিগ্রাহস্য কাম্যয়া ॥ ৫২
লিখন্ত্যেব তু কেষাঞ্চিদপরেষাং শনৈরপি ।
ইতি যে সংবদন্ত্যত্র ত এতং নিশ্চয়ং বিদুঃ ॥ ৫৩
তৎপাণিগ্রহণাৎ পূর্বমন্তরং যত্র বর্ত্ততে ।
সর্বমঙ্গলমন্ত্রং বৈ মৃষাবাদস্ত পাতকঃ ॥ ৫৪
পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং নিষ্ঠা স্যাদ সপ্তমে পদে ।
পাণিগ্রহস্য ভার্য্যা স্যাদ্ যস্য চাদ্ভিঃ প্রদীয়তে ।
ইতি দেয়ং বদন্ত্যত্র ত এনং নিশ্চয়ং বিদুঃ ॥ ৫৫

পারে। অর্থাৎ পূর্ব্ব বর ত্যাগ করিয়া পরপ্রাপ্ত গুণবান্ বরের সহিত নিজের কন্যার বিবাহ পিতা দিতে পারিবে। ৪৩

যাহাদের এই অভিমত যে, শুল্কের দ্বারাই বিবাহের নিশ্চয় হয়, পাণিগ্রহণে নহে, তাহাদের এই মতকে ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষগণ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। ৪৪

কন্যাদান বিষয়ে ত' লোকসকলের কথাও প্রসিদ্ধ আছে, অর্থাৎ সকললোকে এই কথা বলে যে কন্যাদান হইয়াছে। অতএব যাহারা শুল্কের দ্বারাই বিবাহের নিশ্চয় বলিয়া মনে করে, তাহাদের সেই মতের প্রতীতিকারক কোনও প্রমাণই দেওয়া যায় না। যাহারা ক্রয় ও শুল্ককেই বিবাহের নিশ্চয়তা স্বীকার করে, সেই সব মানুষ ধর্ম্মজ্ঞ নহে। ৪৫

এরূপ মনুষ্যগণকে কন্যাদান করা উচিত নয় এবং যাহাকে বিক্রয় করা হইতেছে, এরূপ কন্যার সহিত বিবাহ করা উচিত নয়, কারণ, ভার্য্যা কোনরূপেই ক্রয় করিবার ও বিক্রয় করিবার বস্তু নহে। ৪৬

যাহারা দাসীকে ক্রয় করে এবং বিক্রয় করে, তাহারা অতিশয় লোভী ও পাপাত্মা। এইরূপে লোকগণের মধ্যেই পত্নীকেও ক্রয়-বিক্রয় করিবারও নিষ্ঠা জন্মিয়া থাকে। ৪৭

এ বিষয়ে পূর্ব্বে বহু মানুষ সত্যবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, মহাপ্রাজ্ঞ! যদি কন্যার শুল্কদানের পর শুল্কদাতার মৃত্যু হয়, তবে তাহার পাণিগ্রহণ অন্য কেহ করিতে পারে কি না? এ বিষয়ে আমাদের ধর্ম্মবিষয়ক সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছে। আপনি ইহার নিরসন করুন; কারণ; আপনি জ্ঞানী পুরুষগণেরও সম্মানিত। ৪৮-৪৯

আমরা এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য জানিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনি আমাদের নেত্রস্বরূপ অর্থাৎ পথপ্রদর্শক হউন। তাহার এই কথা বলিলে পর সত্যবান্ বলিলেন। ৫০

যেখানে উত্তম পাত্র পাওয়া যাইবে, সেখানেই কন্যাদান করিবে। ইহার বিপরীত অন্য কোন বিচার মনে আনা উচিত নয়। শুল্কদাতা যদি জীবিতও থাকে এবং সুযোগ্য অন্য বর যদি পরে পাওয়া যায়, তবে সজ্জন মানুষ সেই উত্তম বরের সহিতই কন্যার বিবাহ দিবে। সুতরাং শুল্কদাতা যদি মৃত হয়, তাহা হইলে অন্যত্র কন্যার বিবাহ দিবে—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ৫১

শুল্কদাতার মৃত্যু হইলে পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সেই কন্যা পতিরূপে গ্রহণ করিবে অথবা জন্মান্তরে তাহাকে পতিরূপে লাভ করিবার ইচ্ছায় তাহার অনুসরণ (চিন্তা) করিতে করিতে আজীবন কুমারী থাকিয়া তপস্যা করিয়া যাইবে। ৫২

কাহাদের অভিমত হইল যে, অক্ষতযোনি কন্যাকে গ্রহণ করিবে। অন্যদের মতে ইহা মন্দ প্রবৃত্তি—অবৈধ কার্য্য। এইভাবে যাহারা বিবাদ করে তাহারাও শেষে এই নিশ্চয়ে উপনীত হয় যে, কন্যার পাণিগ্রহণের পূর্ব্বে বৈবাহিক মঙ্গলাচার ও মন্ত্রপ্রয়োগ হইলে পরও যেস্থলে অন্তর বা ব্যবধান আসিবে অর্থাৎ অযোগ্য বর ত্যাগ করিয়া কোনও অন্য যোগ্য বরের সহিত যদি কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়, তবে দাতার কেবল মিথ্যা ভাষণের পাপ হইবে। (পাণিগ্রহণের পূর্ব্বে কন্যা বিবাহিতা বলিয়া গণ্য করা হয় না।) ৫৩-৫৪

'সপ্তপদীর সপ্তম পদে পাণিগ্রহণের মন্ত্রসকলের সফলতা আসে

অনুকূলামনুবংশাং ভ্রাত্রা দত্তামুপাগ্নিকাম্।
পরিক্রম্য যথান্যায়ং ভার্য্যাং বিন্দেদ্ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিবাহধর্মকথনে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪৪

(এবং তখন হইতেই পতি-পত্নীর ভাব নিশ্চয় হয়। যে পুরুষকে জলের দ্বারা সম্বন্ধ করিয়া কন্যাদান করা হয়, সেই পুরুষই কন্যার পাণিগ্রহীতা পতি ও কন্যাও তাহার পত্নী বলিয়া স্থির হইয়া যায়। বিদ্বান্ পুরুষগণ এইভাবে কন্যাদানের বিধি বলিয়াছেন এবং তাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। ৫৫

যে কন্যা অনুকূলা, নিজের বংশের অনুরূপা, কন্যার পিতা, মাতা বা ভ্রাতার দ্বারা প্রদত্তা এবং প্রজ্বলিত অগ্নির সম্মুখে উপবিষ্টা, এরূপ পত্নীকেই শ্রেষ্ঠ দ্বিজ অগ্নি প্রদক্ষিণ করত শাস্ত্রবিধি অনুসারে গ্রহণ করিবেন। ৫৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে বিবাহধর্মকথনবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[কন্যাবিবাহস্য কন্যা-দৌহিত্রাদীনামুত্তরাধিকারস্য চ বিচারঃ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

কন্যায়াঃ প্রাপ্তশুল্কায়াঃ পতিশ্চেন্নাস্তি কশ্চন।
তত্র কা প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ তন্মে ব্রূহি পিতামহঃ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

যাপুত্রকস্য ঋদ্ধস্য প্রতিপাল্যা তদা ভবেৎ।
অথ চেন্নাহরেচ্ছুল্কং ক্রীতা শুল্কপ্রদস্য সা ॥২

তস্যার্থেঽপত্যমীহেত যেন ন্যায়েন শক্নুয়াৎ।
ন তস্মান্মন্ত্রবৎকার্য্যং কশ্চিৎ কুর্বীত কিঞ্চন ॥৩

স্বয়ংবৃতেন সাঽজ্ঞপ্তা পিত্রা বৈ প্রত্যপদ্যত
তৎ তস্যান্যে প্রশংসন্তি ধর্মজ্ঞা নেতরে জনাঃ ॥ ৪

এতৎ তু নাপরে চক্রুরপরে জাতু সাধবঃ।
সাধূনাং পুনরাচারো গরীয়ান্ ধর্মলক্ষণঃ ॥ ৫

অস্মিন্নেব প্রকরণে সুক্রতুর্বাক্যমব্রবীৎ।
নপ্তা বিদেহরাজস্য জনকস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

[কন্যার বিবাহের এবং কন্যা ও দৌহিত্র প্রভৃতির উত্তরাধিকারের বিচার।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যে কন্যার শুল্ক গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য যদি কোন পতি উপস্থিত না হয় অর্থাৎ শুল্কদানের পর সেই পুরুষ যদি পরদেশে চলিয়া যায় এবং সেই পুরুষের ভয়ে যদি অন্য কোন পুরুষও তাহাকে বিবাহ করিতে উদ্যোগী না হয়, তবে সেই কন্যার পিতার কি করা কর্তব্য? ইহা আমাকে বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যদি সন্তানহীন ধনী পুরুষের নিকট হইতে কন্যার শুল্ক গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তবে পিতার কর্তব্য হইল তিনি তাহার প্রত্যাবর্তন না করা পর্য্যন্ত কন্যাকে রক্ষা করিয়া যাইবেন। ক্রীতা কন্যার শুল্ক যতক্ষণ না ফিরাইয়া দেওয়া হয়, ততক্ষণ সেই কন্যা শুল্কদাতার বলিয়াই মানিতে হইবে। ২

এই অবস্থায় যে ন্যায়োচিত উপায়ে সম্ভব হইবে, তাহার দ্বারা সেই কন্যা নিজের শুল্কদাতা পতির জন্যই সন্তান উৎপন্ন করিবার বাসনা করিবে। অতএব অন্য কোনও পুরুষ মন্ত্রযুক্ত বিধি অনুসারে তাহার পাণিগ্রহণ বা অন্য কোন কার্য্য করিতে পারিবে না। ৩

সাবিত্রী পিতার অনুমতি লইয়া স্বয়ংই বৃত পতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই কার্য্য অন্যান্য ধর্মজ্ঞ পুরুষগণ প্রশংসা করেন; অন্য কোন কোন পুরুষ আবার উহা প্রশংসা করে না। ৪

অপরে অনেকে বলেন যে, অন্য সৎপুরুষগণ এরূপ করেন নাই এবং কিছু মানুষ বলে যে, অন্য সৎপুরুষগণ কখনও কখনও এরূপ করিয়াছেন। অতএব সৎপুরুষদিগের আচারই ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ। ৫

এই প্রসঙ্গে বিদেহরাজ মহাত্মা জনকের নাতী সুক্রতু এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। ৬

অসদাচরিতে মার্গে কথং স্যাদনুকীর্ত্তিনম্ ।
অত্র প্রশ্নঃ সংশয়ো বা সতামেবমুপালভেৎ ॥ ৭
অসদেব হি ধর্মস্য প্রদানং ধর্ম আসুরঃ ।
নানুশুশ্রুম জাত্বেতামিমাং পূর্বেষু কর্মসু ॥ ৮
ভার্য্যাপত্যোর্হি সম্বন্ধঃ স্ত্রী-পুংসোঃ স্বল্প এব তু ।
রতিঃ সাধারণো ধর্ম ইতি চাহ স পার্থিবঃ ॥ ৯

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অথ কেন প্রমাণেন পুংসামাদীয়তে ধনম্ ।
পুত্রবদ্ধি পিতুস্তস্য কন্যা ভবিতুমর্হতি ॥ ১০

ভীষ্ম উবাচ ।

যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ পুত্রেণ দুহিতা সমা ।
তস্যামাত্মনি তিষ্ঠন্ত্যাং কথমন্যো ধনং হরেৎ ॥ ১১
মাতুশ্চ যৌতকং যৎ স্যাৎ কুমারীভাগ এব সঃ ।
দৌহিত্র এব তদ্ রিক্থমপুত্রস্য পিতুর্হরেৎ ॥ ১২
দদাতি হি স পিণ্ডান্ বৈ পিতুর্মাতামহস্য চ ।
পুত্র-দৌহিত্রয়োরেব বিশেষো নাস্তি ধর্মতঃ ॥ ১৩
অন্যত্র জাময়া সার্দ্ধং প্রজানাং পুত্র ঈহতে ।
দুহিতান্যত্র জাতেন পুত্রেণাপি বিশিষ্যতে ॥ ১৪
দৌহিত্রকেণ ধর্মেণ নাত্র পশ্যামি কারণম্ ।
বিক্রীতাসু হি যে পুত্রা ভবন্তি পিতুরেব তে ॥ ১৫
অসূয়বস্ত্বধর্মিষ্ঠাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ ।
আসুরাদধিসম্ভূতা ধর্মাদ্ বিষমবৃত্তয়ঃ ॥ ১৬
অত্র গাথা যমোদগীতাঃ কীর্ত্তয়ন্তি পুরাবিদঃ ।
ধর্মজ্ঞা ধর্মশাস্ত্রেষু নিবদ্ধা ধর্মসেতুষু ॥ ১৭
যো মনুষ্যঃ স্বকং পুত্রং বিক্রীয় ধনমিচ্ছতি ।
কন্যাং বা জীবিতার্থায় যঃ শুল্কেন প্রযচ্ছতি ॥ ১৮

দুরাচার পুরুষগণের মার্গ শাস্ত্রের দ্বারা কিভাবে অনুমোদিত হইতে পারে? এবিষয়ে সৎপুরুষদিগের সম্মুখে প্রশ্ন, সংশয় অথবা উপালম্ভ স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত হইবেই ॥ ৭

স্ত্রীগণ সর্ব্বদা পিতা, পতি ও পুত্রদের সংরক্ষণে থাকে, স্বতন্ত্র ভাবে থাকিতে পারে না। ইহাই প্রাচীন সনাতন ধর্ম। এই ধর্মকে খণ্ডন করা অসৎ কর্ম বা আসুর ধর্ম। পুরাকালে অতিশয় বৃদ্ধ অবস্থাতে বিবাহকালে কখনও কখনও এই আসুরী পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, ইহা আমরা শুনিয়াছি। ৮

পতি ও পত্নীর অথবা স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং সূক্ষ্ম। রতি তাহাদের সাধারণ ধর্ম। একথাও রাজা সুক্রতু বলিয়াছেন ॥ ৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! পিতার নিকট পুত্রীও ত, পুত্রেরই সমান হইয়া থাকে; তবে সে পুত্রীরা থাকিতে কোন্ প্রমাণ বলে কেবল পুরুষই (পুত্রই) ধনের অধিকারী হয়? ১০

ভীষ্ম বলিলেন,—পুত্র নিজের আত্মার সমান এবং কন্যাও পুত্রেরই তুল্য; অতএব আত্মস্বরূপা পুত্রী থাকিতে অন্য কোন্ ব্যক্তি পিতার ধনভাগী হইতে পারে? ১১

মাতার যৌতুক রূপে যে সব ধন লাভ হইয়া থাকে, সেই সবেরই কন্যার অধিকার; অতএব যাহার কোনও পুত্র নাই, তাহার ধন লাভের অধিকারী তাহার দৌহিত্র (নাতী)-ই সেইজন্য নাতীই তাহার ধন গ্রহণ করিবে। ১২

দৌহিত্র নিজের পিতা ও মাতামহেরও পিণ্ডদান করিয়া থাকে। ধর্মানুসারে পুত্র ও দৌহিত্রের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। ১৩

অন্যত্র অর্থাৎ যদি প্রথমে কন্যা উৎপন্ন হয় এবং সে পুত্ররূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহার পর পুত্রেরও জন্ম হয়, তাহা হইলে সেই পুত্রও কন্যারই সহিত পিতার ধনের অধিকারী হয়। যদি অপরের পুত্রকে দত্তক-পুত্ররূপে গ্রহণ করা হয়, তবে সেই দত্তক-পুত্র অপেক্ষা নিজের কন্যাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয় (অতএব এই কন্যা পৈতৃক ধনের অধিক ভাগের অধিকারিণী)। ১৪

যে সব কন্যা মূল্যের দ্বারা বিক্রীতা হইয়াছে, তাহাদের পুত্রেরাই কেবল নিজের পিতার উত্তরাধিকারী হয়। তাহাদের দৌহিত্রকে ধর্মানুসারে মাতামহের ধনের অধিকারী করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি দেখিতে পাইতেছি না। ১৫

আসুর-বিবাহের দ্বারা যে সব পুত্রের উৎপত্তি হয়, তাহারা অপরের দোষ দর্শনকারী, পাপাচারী, পরধনহরণকারী, শঠ ও ধর্মের বিপরীত আচারপরায়ণ হইয়া থাকে। ১৬

এবিষয়ে প্রাচীন ইতিহাসে অভিজ্ঞ এবং ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মের মর্য্যাদায় অবস্থিত ধর্মজ্ঞ পুরুষগণ যমকর্ত্তৃক গীত গাথা-সমূহ এইভাবে বর্ণনা করেন। ১৭

যে মানুষ নিজের পুত্রকে বিক্রয় করিয়া ধন লাভ করিতে বাসনা করে অথবা জীবিকার জন্য মূল্য লইয়া কন্যাকে বিক্রয় করে, সেই মূঢ় মানুষ কুম্ভীপাকাদি সপ্ত নরক হইতেও নিকৃষ্ট

সপ্তাবরে মহাঘোরে নিরয়ে কালসাহ্বয়ে।
স্বেদং মূত্রং পুরীষঞ্চ তস্মিন্ মূঢ় সমশ্নুতে ॥ ১৯
আর্ষে গোমিথুনং শুল্কং কেচিদাহুর্মৃষৈব তৎ।
অল্পো বা বহবো রাজন্ বিক্রয়স্তাবদেব সঃ ॥ ২০
যদপ্যাচরিতঃ কৈশ্চিন্নৈষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
অন্যেষামপি দৃশ্যন্তে লোকতঃ সম্প্রবৃত্তয়ঃ ॥ ২১
বশ্যাং কুমারীং বলতো যে তাং সমুপভুঞ্জতে।
এতে পাপস্য কর্তারস্তমস্যন্ধে চ শেরতে ॥ ২২
অন্যোঽপ্যথ ন বিক্রেয়ো মনুষ্যঃ কিং পুনঃ প্রজাঃ।
অধর্মমূলৈর্হি ধনৈস্তৈর্ন ধর্মোঽথ কশ্চন ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিবাহধর্মে যমগাথানাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

কালসূত্র নামক নরকে পতিত হইয়া নিজেরই স্বেদ (ঘর্ম), মূত্র ও বিষ্ঠা ভক্ষণ করিতে থাকে। ১৮-১৯

রাজন্! কোন কোন পুরুষ আর্ষ বিবাহে একটি ধেনু ও একটি বৃষ—এই দুইটি গো মূল্যরূপে গ্রহণের বিধান দিয়া থাকে, কিন্তু ইহাও মিথ্যা-ই; কারণ, মূল্য অল্প গ্রহণ করা হউক অথবা অধিক গ্রহণ করা হউক, উহাতেই কন্যা বিক্রীতা হইয়া যায়। ২০

যদিও বহু মানুষ এরূপ আচারণই করিয়াছেন; তথাপি ইহা কিন্তু সনাতন ধর্ম নহে। অন্যান্য লোকসকলের মধ্যেও লোকাচারবশতঃ নানাবিধ প্রবৃত্তি দেখা যায়। ২১

যাহারা বলপূর্বক কোন কন্যাকে বশীভূত করিয়া উপভোগ করে, তাহারা পাপকারী; অতএব সেই সব ব্যক্তি পরলোকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর নরকে পতিত হয়। ২২

অন্য কোনও মানুষকেও বিক্রয় করা উচিত নয়; সুতরাং সন্তান বিক্রয় করার কথা আর কি বলিব? কারণ, অধর্মমূলক ধনের দ্বারা কোনও ধর্মকার্য্য করা কর্তব্য নহে। ২৩

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে যমগাথানামক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[স্ত্রীণাং বস্ত্রালঙ্কারাদিভিঃ সমাদরকরণস্যাবশ্যকতাপ্রতিপাদনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

প্রাচেতসস্য বচনং কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ।
যস্যাঃ কিঞ্চিন্নাদদতে জ্ঞাতয়ো ন স বিক্রয়ঃ ॥ ১
অর্হণং তৎকুমারীণামানৃশংস্যতমঞ্চ তৎ।
সর্বঞ্চ প্রতিদেয়ং স্যাৎ কন্যায়ৈ তদশেষতঃ ॥ ২
পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চাপি শ্বশুরৈরথ দেবরৈঃ।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ ॥ ৩
যদি বৈ স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনো ন প্রবর্ধতে ॥ ৪

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[স্ত্রীগণকে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা সমাদর করিবার আবশ্যকতা প্রতিপাদন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! প্রাচীন ইতিহাসে অভিজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ দক্ষপ্রজাপতির বাক্যসকল এইভাবে উদ্ধৃত করিয়া থাকেন।, কন্যার ভ্রাতাদি বান্ধবগণ যদি তাহার বস্ত্রালঙ্কারের জন্য ধন গ্রহণ করে এবং স্বয়ং তাহা হইতে কিছু গ্রহণ না করে, তবে উহার দ্বারা কন্যার বিক্রয় হয় না। তাহা ত' সেই কন্যার সংকারমাত্র। উহা পরমদয়ালুতাপূর্ণ কার্য্য। এই উপলক্ষ্যে কন্যার বন্ধুরা যে সমস্ত ধন পাইবে, সেই সমস্ত ধনই কন্যাকে সমর্পণ করিয়া দিবে। ১-২

বহুবিধ কল্যাণকামনাকারী পিতা, ভ্রাতা, শ্বশুর ও দেবরগণের কর্তব্য হইল—তাহারা নব বধূকে বিশেষ সমাদর ও নানাবিধ বসন ভূষণে ভূষিত করিবেন। ৩

জননাথ! যদি স্ত্রীর রুচি (অভিলাষ) পূর্ণ করা না হয়, তবে সে নিজের পতিকে প্রসন্ন করিতে পারে না এবং সেই অবস্থায় পতির সন্তান বৃদ্ধি হইতে পারে না। সেইজন্য স্ত্রীগণকে সর্বদা বিশেষভাবে সমাদর ও লালনপালন করা উচিত। ৪

পূজ্যা লালয়িতব্যাশ্চ স্ত্রিয়ো নিত্যং জনাধিপ ।
স্ত্রিয়ো যত্র চ পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ ॥ ৫
অপূজিতাশ্চ যত্রৈতাঃ সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ।
তদা চৈতৎ কুলং নাস্তি যদা শোচন্তি জাময়ঃ ॥ ৬
জামীশপ্তানি গেহানি নিকৃত্তানীব কৃত্যয়া ।
নৈব ভান্তি ন বর্ধন্তে শ্রিয়া হীনানি পার্থিব ॥ ৭
স্ত্রিয়ঃ পুংসাং পরিদদে মনুর্জিগমিষুর্দিবম্
অবলাঃ স্বল্পকৌপীনাঃ সুহৃদঃ সত্যজিষ্ণবঃ ॥ ৮
ঈর্ষবো মানকামাশ্চ চণ্ডাশ্চ সুহৃদোঽবুধাঃ ।
স্ত্রিয়স্তু মানমর্হন্তি তা মানয়ত মানবাঃ ॥ ॥ ৯
স্ত্রীপ্রত্যয়ো হি বৈ ধর্মো রতিভোগাশ্চ কেবলাঃ ।
পরিচর্য্যা নমস্কারাস্তদায়ত্তা ভবন্তু বঃ ॥ ১০
উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্ ।
প্রীত্যর্থং লোকযাত্রায়াঃ পশ্যত স্ত্রীনিবন্ধনম্ ॥ ১১
সম্মান্যমানাশ্চৈতা হি সর্বকার্যাণ্যবাপ্স্যথ ।
বিদেহরাজ দুহিতা চাত্র শ্লোকমগায়ত ॥ ১২
নাস্তি যজ্ঞক্রিয়া কাচিন্ন শ্রাদ্ধং নোপবাসকম্ ।
ধর্মঃ স্বভর্তৃশুশ্রূষা তয়া স্বর্গং জয়ন্ত্যত ॥ ১৩
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে ।
পুত্রাশ্চ স্থাবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥ ১৪
শ্রিয় এতাঃ স্ত্রিয়ো নাম সৎকার্য্যা ভূতিমিচ্ছতা
পালিতা নিগৃহীতা চ শ্রীঃ স্ত্রী ভবতি ভারত ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিবাহধর্মে স্ত্রীপ্রশংসা
নাম ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

যেখানে স্ত্রীগণের আদর-সৎকার হয়, সেখানে দেবতারা প্রসন্নতা সহকারে বিরাজমান থাকেন এবং যেখানে ইঁহারা অনাদৃতা হন, সেখানে সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল হইয়া যায়।৫½

যখন কুলের বহু কন্যা দুঃখভোগ করিতে থাকায় শোকমগ্না হয়, তখন সেই কুল নষ্ট হইয়া যায়। তাহারা খিন্ন হইয়া যে গৃহসকলকে শাপ দেয়, সেই সব গৃহ কৃত্যায় দ্বারা যেন উন্মূলিত হইয়া থাকে। ভূপাল! সেই সব শ্রীহীন গৃহ শোভা পায় না এবং তাহাদের বৃদ্ধিও হয় না ৬-৭

মহারাজ মনু যখন স্বর্গে যাইবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন, তখন তিনি স্ত্রীগণকে পুরুষদের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং বলিলেন—মনুষ্যগণ! স্ত্রীরা অবলা, অল্প বস্ত্রে সন্তুষ্টা, অকারণ হিতসাধনকারিণী, সত্যলোক জয় করিবার ইচ্ছাপোষণকারিণী (সত্যপরায়ণা), ঈর্ষালু, মানাভিলাষিণী, কোপনস্বভাবা, পুরুষদের প্রতি মৈত্রীভাবসম্পন্না এবং অসাধারণ জ্ঞানবর্জিতা। স্ত্রীগণ সম্মান পাইবার যোগ্যা, অতএব তোমরা সকলে তাহাদের সম্মান কর; কারণ, স্ত্রীজাতিই ধর্মের সিদ্ধিতে মূল কারণ। তোমাদের রতিভোগ, পরিচর্য্যা ও নমস্কার স্ত্রীগণের অধীনে থাকিবে। ৮-১০

সন্তানের উৎপত্তি, উৎপন্ন বালকের লালন-পালন এবং লোকযাত্রার প্রীতিপূর্ণভাবে নির্বাহ এ সবই স্ত্রীগণের অধীন বলিয়া জানিবে। যদি তোমরা স্ত্রীগণকে সম্মান কর, তবে তোমাদের সকল কার্য্য সিদ্ধ হইবে। ১১½

(স্ত্রীগণের কর্তব্য বিষয়ে) বিদেহরাজ জনকের কন্যা এক শ্লোক গান করিয়াছিলেন, যাহার সারাংশ এইরূপ— স্ত্রীগণের পক্ষে কোনও যজ্ঞাদি কর্ম, শ্রাদ্ধ ও উপবাস করিবার আবশ্যক নাই। তাহাদের ধর্ম হইল নিজ নিজ পতির সেবা। তাহাদেরই দ্বারা এই স্ত্রীগণ স্বর্গলোক জয় করিয়া থাকেন। ১২-১৩

কুমারী অবস্থায় পিতা তাহাদের রক্ষা করেন, যৌবনে পতি রক্ষা করেন এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রগণ রক্ষা করেন, অতএব স্ত্রীরা কখনও স্বাধীনতা পাইবারযোগ্য নহে। ১৪

হে ভারত! এই স্ত্রীগণ গৃহের লক্ষ্মী। উন্নতিকামী পুরুষের তাহাদের সর্বোত্তভাবে সৎকার করা উচিত। নিজের বশে রাখিয়া তাহাকে প্রতিপালন করিলে স্ত্রী শ্রী (লক্ষ্মী)-স্বরূপা হন। ১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে বিবাহধর্মপ্রসঙ্গে স্ত্রী-প্রশংসানামক ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রাহ্মণাদিবর্ণানাং দায়ভাগবিধিবর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

সর্বশাস্ত্রবিধানজ্ঞ রাজধর্মবিদুত্তম ।
অতীব সংশয়চ্ছেত্তা ভবান্ বৈ প্রথিতঃ ক্ষিতৌ ॥ ১
কশ্চিত্তু সংশয়ো মেঽস্তি তন্মে ব্রূহি পিতামহ ।
জাতেঽস্মিন্ সংশয়ে রাজন্ নান্যং পৃচ্ছেম কথঞ্চন ॥ ২
যথা নরেণ কর্তব্যং ধর্মমার্গানুবর্তিনা ।
এতৎ সর্বং মহাবাহো ভবান্ ব্যাখ্যাতুমর্হতি ॥ ৩
চতস্রো বিহিতা ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য পিতামহ ।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ ॥ ৪
তত্র জাতেষু পুত্রেষু সর্বাসাং কুরুসত্তম ।
আনুপূর্ব্যেণ কস্তেষাং পিত্র্যং দয়াদমর্হতি ॥ ৫
কেন বা কিং ততো হার্য্যং পিতৃবিত্তাৎ পিতামহ ।
এতদিচ্ছামি কথিতং বিভাগস্তেষু যঃ স্মৃতঃ ॥ ৬

ভীষ্ম উবাচ ।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ।
এতেষু বিহিতো ধর্মো ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির ॥ ৭
বৈষম্যাদথবা লোভাৎ কামাদ্ বাপি পরন্তপ ।
ব্রাহ্মণস্য ভবেচ্ছূদ্রা ন তু দৃষ্টান্ততঃ স্মৃতা ॥ ৮
শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্ ।
প্রায়শ্চিত্তীয়তে চাপি বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ৯
তত্র জাতেষপত্যেষু দ্বিগুণং স্যাদ্ যুধিষ্ঠির ।
আপদ্যমানমৃক্থং তু সম্প্রবক্ষ্যামি ভারত ॥ ১০
লক্ষণং গোবৃষো যানং যৎ প্রধানতমং ভবেৎ ।
ব্রাহ্মণ্যাস্তদ্ধরেৎ পুত্র একাংশং বৈ পিতুর্ধনাৎ ॥ ১১
শেষং তু দশধা কার্য্যং ব্রাহ্মণস্বং যুধিষ্ঠির ।
তত্র তেনৈব হর্তব্যাশ্চত্বারোঽংশাঃ পিতুর্ধনাৎ ॥ ১২

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকলের দায়ভাগ বিধির বর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সর্বশাস্ত্রের বিধানবিৎ এবং রাজধর্মের বিদ্বান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ ! আপনি ভূতলে সমস্ত সংশয় নিবারণকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ । আমার হৃদয়ে আরও একটি সংশয় আছে, আপনি আমার জন্য তাহার সমাধান করুন । রাজন্ ! এই উৎপন্ন সংশয় বিষয়ে আমি আর কাহারও নিকটে জিজ্ঞাসা করিব না । ১-২

মহাবাহো ! ধর্মপথের অনুসরণকারী মানুষের এ বিষয়ে যেরূপ কর্তব্য, সেই সব আপনি স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করুন ।। ৩

পিতামহ ! ব্রাহ্মণের পক্ষে চারিজন স্ত্রী শাস্ত্রবিহিত—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা । ইহাদের মধ্যে শূদ্রা কেবল রতিকামী পুরুষের পক্ষেই বিহিত । ৪

কুরুশ্রেষ্ঠ ! ইহাদের সকলের গর্ভ হইতে যে সব উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ পুত্র ক্রমশঃ পৈতৃক ধন লাভের অধিকারী হয় ? ৫

পিতামহ ! কোন্ পুত্রের পিতার ধনের মধ্যে কিরূপ ভাগ প্রাপ্য হইবে ? তাহাদের জন্য যে বিভাগ নির্দিষ্ট আছে, তাহার বর্ণন আমি আপনার নিকট হইতে শুনিতে বাসনা করি । ৬

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি বলে ; অতএব এই তিন বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণের বিবাহ ধর্মানুসারে বিহিত আছে । ৭

পরন্তপ নরেশ ! অন্যায়, লোভ অথবা কামনাবশতই শূদ্র জাতির কন্যাও ব্রাহ্মণের ভার্য্যা হয় , কিন্তু শাস্ত্রে ইহার কোনও বিধান পাওয়া যায় না । ৮

শূদ্রজাতির স্ত্রীকে নিজের শয্যায় শয়ন করাইয়া ব্রাহ্মণ অধোগতি প্রাপ্ত হয় এবং সেই ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত-ভাগীও হইয়া থাকে । যুধিষ্ঠির শূদ্রার গর্ভ হইতে সন্তান উৎপন্ন-কারী ব্রাহ্মণের দ্বিগুণ পাপ হয় এবং তাহাকে সেইজন্য দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় । ৯½

ভরতনন্দন ! এখন আমি ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহের কন্যাগণের গর্ভ হইতে উৎপন্ন পুত্রসকলের পৈতৃক ধনের যে ভাগ প্রাপ্তি হয় তাহারই বর্ণনা করিব । ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ-পত্নীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে, সেই পুত্র উত্তম লক্ষণসম্পন্ন গৃহাদি, বৃষ, যান এবং অন্য যে সব শ্রেষ্ঠতম পদার্থ থাকিবে, সেই সবকে অর্থাৎ পৈতৃক ধনের প্রধান অংশকে প্রথমে নিজের অধিকারে স্থাপিত করিবে । যুধিষ্ঠির ! তারপর ব্রাহ্মণের যে অবশিষ্ট ধন থাকিবে, তাহাকে দশ ভাগ করিতে হইবে । পিতার সেই ধন হইতে পুনরায় চার ভাগ ব্রাহ্মণীর পুত্রেরই গ্রহণীয় হইবে । ১০-১২

ক্ষত্রিয়ায়াস্ত যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সোঽপ্যসংশয়ঃ।
স তু মাতুর্বিশেষেণ ত্রীনংশান্ হর্তুমর্হতি ॥ ১৩
বর্ণে তৃতীয়ে জাতস্ত বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাদপি।
দ্বিরংশস্তেন হর্তব্যো ব্রাহ্মণস্বাদ্ যুধিষ্ঠির ॥ ১৪
শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো নিত্যাদেয়ধনঃ স্মৃতঃ।
অল্পং চাপি প্রদাতব্যং শূদ্রাপুত্রায় ভারত ॥ ১৫
দশধা প্রবিভক্তস্য ধনস্যৈষ ভবেৎ ক্রমঃ।
সবর্ণাসু তু জাতানাং সমান্ ভাগান্ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৬
অব্রাহ্মণং তু মন্যন্তে শূদ্রাপুত্রমনৈপুণাৎ।
ত্রিষু বর্ণেষু জাতো হি ব্রাহ্মণাদ্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥ ১৭
স্মৃতাশ্চ বর্ণাশ্চত্বারঃ পঞ্চমো নাধিগম্যতে।
হরেচ্চ দশমং ভাগং শূদ্রাপুত্রঃ পিতুর্ধনাৎ ॥ ১৮
তত্তু দত্তং হরেৎ পিত্রা নাদত্তং হর্তুমর্হতি।
অবশ্যং হি ধনং দেয়ং শূদ্রাপুত্রায় ভারত ॥ ১৯
আনৃশংস্যং পরো ধর্ম ইতি তস্মৈ প্রদীয়তে।
যত্র তত্র সমুৎপন্নং গুণায়ৈবোপপদ্যতে ॥ ২০
যদ্যপ্যেষ সপুত্রঃ স্যাদপুত্রো যদি বা ভবেৎ।
নাধিকং দশমাদ্ দদ্যাচ্ছূদ্রাপুত্রায় ভারত ॥ ২১
ত্রৈবার্ষিকাদ্ যদা ভক্তাদধিকং স্যাদ্ দ্বিজস্য তু।
যজেত তেন দ্রব্যেণ ন বৃথা সাধয়েদ্ ধনম্ ॥ ২২
ত্রিসহস্রপরো দায়ঃ স্ত্রিয়ৈ দেয়ো ধনস্য বৈ।
তচ্চ তচ্চ ধনং দত্তং যথার্হং ভোক্তুমর্হতি ॥ ২৩
স্ত্রীণাং তু পতিদায়াদ্যমুপভোগফলং স্মৃতম্।
নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্যুঃ পতিবিত্তাৎ কথঞ্চন ॥ ২৪
স্ত্রিয়াস্ত যদ্ ভবেদ্ বিত্তং পিত্রা দত্তং যুধিষ্ঠির।
ব্রাহ্মণ্যাস্তদ্ধরেৎ কন্যা যথা পুত্রস্তথা হি সা ॥ ২৫

ক্ষত্রিয়ার যে পুত্র, সে ও ব্রাহ্মণই হয় ইহাতে কোনও সংশয় নাই। সে মাতার বৈশিষ্ট্যের জন্য পৈতৃক ধনের তিন ভাগ গ্রহণের অধিকারী হয়। ১৩

যুধিষ্ঠির! তৃতীয় বর্ণের কন্যা বৈশ্যার গর্ভে যে ব্রাহ্মণের পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই পুত্র ব্রাহ্মণের ধনের মধ্যে দুই ভাগ গ্রহণ করিবে। ১৪

ভারত! ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রাতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে ত' ধন না দিবারই বিধান আছে, তথাপি শূদ্রার পুত্রকে পৈতৃক ধনের স্বল্পতম ভাগ—এক ভাগই প্রদান করিতে হইবে। ১৫

দশ ভাগে বিভক্ত ধনের বিভাগের ক্রম এইভাবে হইয়া থাকে। কিন্তু সমান বর্ণের স্ত্রীগণ হইতে উৎপন্ন যে সব পুত্র, তাহাদের সকলের জন্য সমানভাগে পৈতৃক ধন বিভাগ করিতে হইবে। ১৬

ব্রাহ্মণের দ্বারা শূদ্রার গর্ভ হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মান্য করা হয় না; কারণ, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত নিপুণতা থাকে না। শেষ তিন বর্ণের স্ত্রীগণ হইতে ব্রাহ্মণের যে সব পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হয়। ১৭

চারিটি বর্ণ বলিয়াই কথিত হয়, পঞ্চম কোন বর্ণ পাওয়া যায় না। শূদ্রার পুত্র ব্রাহ্মণ-পিতার ধন হইতে দশম ভাগটি গ্রহণ করিবে অর্থাৎ সে দশ ভাগের এক ভাগ পাইবার অধিকারী হয়। ১৮

তাহাও পিতা প্রদান করিলে পরই সেই ধন গ্রহণ করিবে; আর পিতা যদি সেই ধন প্রদান না করেন, তবে উঁহার গ্রহণের কোন অধিকার নাই। ভরতনন্দন! কিন্তু শূদ্রার পুত্রকেও ধনের ভাগ অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে। ১৯

দয়া সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ইহা বুঝিয়াই তাহাকে ধনের ভাগ প্রদান করিতে হয়। দয়া যেখানেই উৎপন্ন হউক, উহা সর্বত্র উপকারকই হইয়া থাকে। ২০

ভারত! ব্রাহ্মণের অন্য বর্ণের স্ত্রীগণ হইতে পুত্র উৎপন্ন হউক বা না হউক, ব্রাহ্মণ শূদ্রার পুত্রকে দশম ভাগের অধিক ধন প্রদান করিবেন না। ২১

যখন ব্রাহ্মণের নিকট তিন বর্ষ পর্যন্ত নির্বাহ হইবার অধিক ধন সংগৃহীত হইবে, তখন তিনি সেই ধনের দ্বারা যজ্ঞ করিবেন। ধনের বৃথা সংগ্রহ করিবেন না। ২২

স্ত্রীকে তিন হাজারেরও অধিক ধন দিবে না। পতি দান করিলে পরই সেই ধন স্ত্রী যথোচিত রূপে উপভোগ করিবে। ২৩

স্ত্রীগণের পতির ধন হইতে যে ভাগ প্রাপ্তি হয়, তাহার উপভোগই তাহাদের পক্ষে ফল বলিয়া কথিত হয়। পতি কর্তৃক প্রদত্ত স্ত্রীধন হইতে পুত্রাদি কোন কিছুই গ্রহণ করিবে না। ২৪

যুধিষ্ঠির! পিতার নিকট হইতে ব্রাহ্মণী যে ধন পাইবেন, সেই ধন তাঁহার কন্যা গ্রহণ করিতে পারে; কারণ, যেরূপ পুত্র, পুত্রীও সেইরূপই। ২৫

সা হি পুত্রসমা রাজন্ বিহিতা কুরুনন্দন।
এবমেব সমুদ্দিষ্টো ধর্মো বৈ ভরতর্ষভ
এবং ধর্মমনুস্মৃত্য ন বৃথা সাধয়েদ্ ধনম্ ॥ ২৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতো যত্তদেয়ধনঃ স্মৃতঃ।
কেন প্রতিবিশেষেণ দশমোঽপ্যস্য দীয়তে ॥ ২৭
ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাদ্ বৈশ্যায়ামপি চৈব হি ॥ ২৮
কস্মাৎ তু বিষমং ভাগং ভজেরন্ নৃপসত্তম।
যদা সর্বে ত্রয়ো বর্ণাস্ত্বয়োক্তা ব্রাহ্মণা ইতি ॥ ২৯

ভীষ্ম উবাচ।

দারা ইত্যুচ্যতে লোকে নাম্নৈকেন পরন্তপ।
প্রোক্তেন চৈব নাম্নায়াং বিশেষঃ সুমহান্ ভবেৎ ॥ ৩০
তিস্রঃ কৃত্বা পুরো ভার্য্যাঃ পশ্চাদ্ বিন্দেত ব্রাহ্মণীম্।
সা জ্যেষ্ঠা সা চ পূজ্যা স্যাৎ সা চ ভার্য্যা গরীয়সী ॥ ৩১
স্নানং প্রসাধনং ভর্তুর্দন্তধাবনমঞ্জনম্।
হব্যং কব্যঞ্চ যচ্চান্যদ্ ধর্মযুক্তং গৃহে ভবেৎ ॥ ৩২
ন তস্যাং জাতু তিষ্ঠন্ত্যামন্যা তৎ কর্তুমর্হতি।
ব্রাহ্মণী ত্বেব কুর্য্যাদ্ বা ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির ॥ ৩৩
অন্নং পানঞ্চ মাল্যঞ্চ বাসাংস্যাভরণানি চ।
ব্রাহ্মণ্যৈতানি দেয়ানি ভর্তুঃ সা হি গরীয়সী ॥ ৩৪

কুরুনন্দন! ভরতকুলভূষণ নরেশ! পুত্রী (কন্যা) পুত্রেরই সমান—এরূপই শাস্ত্রের বিধান। এইভাবে সেই ধনের বিভাগ ধর্মযুক্ত প্রণালী বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইরূপে ধর্মের চিন্তা এবং অনুস্মরণ করিতে করিতেই ধনের উপার্জন ও সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু সেই ধনকে ব্যর্থ হইয়া যাইতে দিবে না—যাগ-যজ্ঞাদি করিয়া তাহাকে সফল করিবে। ২৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যদি ব্রাহ্মণের দ্বারা শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন পুত্রকে ধন না দিবারই যোগ্য বলিয়া কথিত আছে, তবে কোন্ বৈশিষ্ট্যের জন্য তাহাকে পৈতৃক ধনের দশম ভাগ দেওয়া হয়? ২৭

ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত সন্তান ব্রাহ্মণ হইবেন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই; সেইরূপ ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভ হইতে উৎপন্ন পুত্রও ব্রাহ্মণই হইয়া থাকেন ॥ ২৮

নৃপশ্রেষ্ঠ! যখন স্বীয় ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের স্ত্রী হইতে উৎপন্ন পুত্রগণ ব্রাহ্মণ বলিয়াই কথিত হন, তখন তাঁহারা পৈতৃক ধনের সমান ভাগ কেন পাইবেন না? কেন তাঁহারা এই বিষম ভাগ গ্রহণ করিবেন? ২৯

ভীষ্ম বলিলেন,—শত্রুতাপন যুধিষ্ঠির! লোকসমূহে সব স্ত্রীকেই 'দারা' এই এক নামে পরিচয় প্রদান করা হয়। এই তথাকথিত নামেরই দ্বারা চারি বর্ণের স্ত্রী হইতে উৎপন্ন পুত্রগণের মধ্যে অতিশয় পার্থক্য হইয়া যায় ॥ * ৩০

ব্রাহ্মণ প্রথমে অন্য তিন বর্ণের স্ত্রীকে বিবাহ করিবার পরেও যদি ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বিবাহ করেন, তবে সেই স্ত্রীই অন্য স্ত্রীগণ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠা, অধিক আদর-সৎকারের যোগ্যা এবং বিশেষ গৌরবের অধিকারিণী হইবেন ॥ ৩১

! পতিকে স্নান করান, তাঁহার জন্য প্রসাধন-সামগ্রী প্রস্তুত করা, দন্ত ধাবনের জন্য দন্তকাষ্ঠ ও মাজন দান, পতির নেত্রে কজ্জল লেপন, প্রতিদিন হোম ও পূজার সময় হব্য (দেবোদ্দেশ্যে) ও কব্য (পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে)-সামগ্রী সংগ্রহ এবং গৃহে আরও যে সব ধর্মকার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে, সেই সব সম্পাদনে যোগদান—এই সব কার্য্য ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণী স্ত্রীই করিবেন। তিনি বর্তমান থাকিতে অন্য কোন বর্ণের স্ত্রী এই সব কার্য্য সম্পাদনের অধিকারিণী নন ॥ ৩২-৩৩

পতিকে অন্ন, পান, মাল্য, বস্ত্র ও আভরণ—এই সব বস্তু ব্রাহ্মণী স্ত্রীই প্রদান করিবেন; কারণ, তিনিই পতির অন্য সকল স্ত্রী অপেক্ষা অধিক গৌরবের অধিকারিণী ॥ ৩৪

---

* 'দার'-শব্দের ব্যুৎপত্তি এইভাবে হয়—"আদ্রিয়ন্তে ত্রিবর্গাথিভিঃ ইতি দারাঃ" ধর্ম, অর্থ ও কামের অভিলাষী পুরুষদিগের দ্বারা যাঁহারা সমাদর প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই হইলেন 'দারা'। যে পর্য্যন্ত ভোগবিষয়ক আদর, তাহা ত' সকল স্ত্রীর প্রতিই সমান। কিন্তু ব্যাবহারিক জগতে পতির দ্বারা যে আদর প্রাপ্ত হয়, উহা বর্ণক্রমানুসারে ন্যূনাধিক মাত্রায় উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই কথা তাঁহাদের পুত্রগণের পক্ষেও প্রযোজ্য হয়। সেইজন্য তাহাদের পৈতৃক ধন বিভাগেও ন্যূনাধিক ভাগ বিহিত হইয়াছে। এই নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মণী পত্নীর পুত্র চার ভাগ, ক্ষত্রিয়া পত্নীর পুত্র তিন ভাগ, বৈশ্যা পত্নীর পুত্র দুই ভাগ এবং শূদ্রা পত্নীর পুত্র অবশিষ্ট কেবল দশম ভাগটিই (এক ভাগ) গ্রহণের অধিকারী হয়।

মনুনাভিহিতং শাস্ত্রং যচ্চাপি কুরুনন্দন।
তত্রাপ্যেষ মহারাজ দৃষ্টো ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৫
অথ চেদন্যথা কুর্য্যাদ্ যদি কামাদ্ যুধিষ্ঠির।
যথা ব্রাহ্মণচাণ্ডালঃ পূর্বদৃষ্টস্তথৈব সঃ ॥ ৩৬
ব্রাহ্মণ্যাঃ সদৃশঃ পুত্রঃ ক্ষত্রিয়ায়াশ্চ যো ভবেৎ।
রাজন্ বিশেষো যস্ত্বত্র বর্ণয়োরুভয়োরপি ॥ ৩৭
ন তু জাত্যা সমা লোকে ব্রাহ্মণ্যাঃ ক্ষত্রিয়া ভবেৎ।
ব্রাহ্মণ্যাঃ প্রথমঃ পুত্রো ভূয়ান্ স্যাদ্ রাজসত্তম ॥ ৩৮.
ভূয়ো ভূয়োঽপি সংহার্য্যাঃ পিতৃবিত্তাদ্ যুধিষ্ঠির।
যথা ন সদৃশী জাতু ব্রাহ্মণ্যাঃ ক্ষত্রিয়া ভবেৎ ॥ ৩৯
ক্ষত্রিয়ায়াস্তথা বৈশ্যা ন জাতু সদৃশী ভবেৎ।
শ্রীশ্চ রাজ্যঞ্চ কোশশ্চ ক্ষত্রিয়াণাং যুধিষ্ঠির ॥৪০
বিহিতং দৃশ্যতে রাজন্ সাগরান্তাঞ্চ মেদিনীম্।
ক্ষত্রিয়ো হি স্বধর্মেণ শ্রিয়ং প্রাপ্নোতি ভূয়সীম্ ॥
রাজা দণ্ডধরো রাজন্ রক্ষা নান্যত্র ক্ষত্রিয়াৎ ॥ ৪১
ব্রাহ্মণা হি মহাভাগা দেবানামপি দেবতাঃ।
তেষু রাজন্ প্রবর্ত্তেত পূজয়া বিধিপূর্বকম্ ॥ ৪২
প্রণীতমৃষিভির্জ্ঞাত্বা ধর্মং শাশ্বতমব্যয়ম্।
লুপ্যমানং স্বধর্মেণ ক্ষত্রিয়ো হ্যেষ রক্ষতি ॥ ৪৩
দস্যুভির্হ্রিয়মাণঞ্চ ধনং দারাংশ্চ সর্বশঃ।
সর্বেষামেব বর্ণানাং ত্রাতা ভবতি পার্থিব ॥ ৪৪
ভূয়ান্ স্যাৎ ক্ষত্রিয়াপুত্রো বৈশ্যাপুত্রান্ন সংশয়ঃ।
ভূয়স্তেনাপি হর্তব্যং পিতৃবিত্তাদ্ যুধিষ্ঠির ॥ ৪৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উক্তং তে বিধিবদ্ রাজন্ ব্রাহ্মণস্য পিতামহ।
ইতরেষাং তু বর্ণানাং কথং বৈ নিয়মো ভবেৎ ॥ ৪৬

ভীষ্ম উবাচ।

ক্ষত্রিয়স্যাপি ভার্য্যে দ্বে বিহিতে কুরুনন্দন।
তৃতীয়া চ ভবেচ্ছূদ্রা ন তু দৃষ্টান্ততঃ স্মৃতা ॥৪৭
এষ এব ক্রমো হি স্যাৎ ক্ষত্রিয়াণাং যুধিষ্ঠির।
অষ্টধা তু ভবেৎ কার্য্যং ক্ষত্রিয়স্বং জনাধিপ ॥ ৪৮

মহারাজ কুরুনন্দন! মনুও যে ধর্মশাস্ত্র বলিয়াছেন, উহাতেও এই সনাতন ধর্মই বর্ণিত আছে—দেখা যায়।৩৫

যুধিষ্ঠির! যদি ব্রাহ্মণ কামের বশীভূত হইয়া এই শাস্ত্রীয় পদ্ধতির বিপরীত আচরণ করে, তবে সেই ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বলিয়া কথিত হয়, যেরূপ পূর্বে এবিষয়ে বলা হইয়াছে। ৩৬

রাজন্! ব্রাহ্মণের সমানই যে ক্ষত্রিয়ার পুত্র হইবে, তাহাতেও উভয় বর্ণসম্বন্ধী পার্থক্য থাকিবে।৩৭

ক্ষত্রিয়-কন্যা জগতে নিজের জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণ-কন্যার সমান হইতে পারে না। নৃপশ্রেষ্ঠ! এইরূপে ব্রাহ্মণীর পুত্র ক্ষত্রিয়ার পুত্র হইতে প্রথম ও জ্যেষ্ঠ হইবে। যুধিষ্ঠির! সেইজন্য পিতার ধনের মধ্যে ব্রাহ্মণীর পুত্রকে অধিক ভাগ প্রদান করিতে হইবে। ৩৮ই

যেরূপ ক্ষত্রিয়া কখনও ব্রাহ্মণীর সমান হইতে পারে না, সেইরূপ বৈশ্যাও কদাপি ক্ষত্রিয়ার তুল্য হইবে না। ৩৯ই

রাজা যুধিষ্ঠির! লক্ষ্মী, রাজ্য ও কোষ—এই সব ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই শাস্ত্রে বিহিত আছে দেখা যায়। রাজন্! ক্ষত্রিয় নিজের ধর্মানুসারে সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবী এবং বিশাল সম্পত্তি লাভ করিতে পারে। নরনাথ! রাজা (ক্ষত্রিয়) দণ্ডধারণকারী। ক্ষত্রিয় ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা রক্ষার কার্য্য হইতে পারে না। ৪০-৪১

রাজন্! মহাভাগ! ব্রাহ্মণ দেবতাগণেরও দেবতা; অতএব তাঁহার বিধি অনুসারে পূজা-আদর সৎকার করিতে করিতেই তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। ৪২

ঋষিগণের দ্বারা প্রতিপাদিত অবিনাশী সনাতন ধর্মকে ক্ষীয়মাণ জানিয়াই ক্ষত্রিয় নিজের ধর্মানুসারে তাঁহাকে রক্ষা করেন। ৪৩

দস্যুগণের দ্বারা অপহৃত সকল বর্ণের ধন এবং স্ত্রীগণকে রাজা রক্ষা করেন বলিয়া তিনিই সকলের রক্ষক হন। ৪৪

এই সব দৃষ্টির দ্বারা ক্ষত্রিয়ার পুত্র বৈশ্যার পুত্র হইতে শ্রেষ্ঠ হয়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। যুধিষ্ঠির! সেইজন্য শেষ পৈতৃক ধন হইতে তাহারও বিশেষ ভাগ গ্রহণ করা উচিত। ৪৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনি ব্রাহ্মণের ধনের বিভাগ বিধি অনুসারে বলিলেন। এখন ইহা বলুন যে, অন্য বর্ণ সকলের ধনের বিভাগ কোন্ নিয়মে হইবে? ৪৬

ভীষ্ম বলিলেন,—কুরুনন্দন! ক্ষত্রিয়ের পক্ষেও দুই বর্ণের (ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) ভার্য্যা শাস্ত্রবিহিত। তৃতীয়া শূদ্রাও তাহার ভার্য্যা হইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রের দ্বারা তাহার সমর্থন হয় না। ৪৭

জননাথ যুধিষ্ঠির! ক্ষত্রিয়গণেরও বিভাগ এই ক্রমেই হইবে। ক্ষত্রিয়ের ধন আট ভাগে বিভক্ত করা কর্ত্তব্য। ৪৮

ক্ষত্রিয়ায়া হরেৎ পুত্রশ্চতুরোঽংশান্ পিতুর্ধনাৎ।
যুদ্ধাবহারিকং যচ্চ পিতুঃ স্যাৎ স হরেৎ তু তৎ॥ ৪৯

বৈশ্যাপুত্রস্ত ভাগাংস্ত্রীন্ শূদ্রাপুত্রস্তথাষ্টমম্।
সোঽপি দত্তং হরেৎ পিত্রা নাদত্তং হর্তুমর্হতি॥ ৫০

একৈব হি ভবেদ্ ভার্য্যা বৈশ্যস্য কুরুনন্দন।
দ্বিতীয়া তু ভবেচ্ছূদ্রা ন তু দৃষ্টান্ততঃ স্মৃতা॥ ৫১

বৈশ্যস্য বর্তমানস্য বৈশ্যায়াং ভরতর্ষভ।
শূদ্রায়াং চাপি কৌন্তেয় তয়োর্বিনিয়মঃ স্মৃতঃ॥ ৫২

পঞ্চধা তু ভবেৎ কার্য্যং বৈশ্যস্বং ভরতর্ষভ।
তয়োরপত্যে বক্ষ্যামি বিভাগঞ্চ জনাধিপ॥ ৫৩

বৈশ্যাপুত্রেণ হর্তব্যাশ্চত্বারোঽংশাঃ পিতুর্ধনাৎ।
পঞ্চমস্তু স্মৃতো ভাগঃ শূদ্রাপুত্রায় ভারত॥ ৫৪

সোঽপি দত্তং হরেৎ পিত্রা নাদত্তং হর্তুমর্হতি।
ত্রিভির্বর্ণৈঃ সদা জাতঃ শূদ্রোঽদেয়ধনো ভবেৎ॥ ৫৫

শূদ্রস্য স্যাৎ সবর্ণৈব ভার্য্যা নান্যা কথঞ্চন।
সমভাগাশ্চ পুত্রাঃ স্যুর্যদি পুত্রশতং ভবেৎ॥ ৫৬

জাতানাং সমবর্ণায়াঃ পুত্রাণামবিশেষতঃ।
সর্বেষামেব বর্ণানাং সমভাগো ধনাৎ স্মৃতঃ॥ ৫৭

জ্যেষ্ঠস্য ভাগো জ্যেষ্ঠঃ স্যাদেকাংশো যঃ প্রধানতঃ।
এষ দায়বিধিঃ পার্থ পূর্বমুক্তঃ স্বয়ম্ভুবা॥ ৫৮

সমবর্ণাসু জাতানাং বিশেষোঽস্ত্যপরো নৃপ।
বিবাহবৈশিষ্ট্যকৃতঃ পূর্বপূর্বো বিশিষ্যতে॥ ৫৯

হরেজ্জ্যেষ্ঠঃ প্রধানাংশমেকং তুল্যাসু তেষ্বপি।
মধ্যমো মধ্যমং চৈব কনীয়াংস্তু কনীয়সম্॥ ৬০

এবং জাতিষু সর্বাসু সবর্ণঃ শ্রেষ্ঠতাং গতঃ।
মহর্ষিরপি চৈতদ্ বৈ মারীচঃ কাশ্যপোঽব্রবীৎ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিবাহধর্মে রিক্থবিভাগো নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৭

ক্ষত্রিয়ার পুত্র সেই পৈতৃক ধনের চার ভাগ স্বয়ং গ্রহণ করিবে এবং পিতার যে যুদ্ধসামগ্রী থাকিবে, তাহাও সে গ্রহণ করিবে। ৪৯

শেষ ধনের তিন ভাগ বৈশ্যার পুত্র গ্রহণ করিবে এবং অবশিষ্ট অষ্টম ভাগ শূদ্রার পুত্র গ্রহণ করিবে। ৫০

কুরুনন্দন! বৈশ্যের একজনই বৈশ্যকন্যা ধর্মানুসারে ভার্য্যা হইবে। দ্বিতীয়া শূদ্রাও তাহার ভার্য্যা হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রে তাহার কোনও সমর্থন পাওয়া যায় না। ৫১

ভরতশ্রেষ্ঠ! কুন্তীকুমার! বৈশ্যের যদি বৈশ্যা ও শূদ্রা এই দুই ভার্য্যার গর্ভ হইতে পুত্র উৎপন্ন হয়, তবে তাহার পক্ষেও ধন-বিভাগের এইরূপই নিয়ম আছে। ৫২

ভরতশ্রেষ্ঠ জননাথ! বৈশ্যের ধনকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। তাহার পর বৈশ্যা ও শূদ্রার পুত্রগণের মধ্যে কিভাবে ধনের বিভাগ হইবে, তাহা বলিতেছি। ৫৩

ভরতনন্দন! সেই পৈতৃক ধনের চার ভাগ বৈশ্যাপুত্র গ্রহণ করিবে এবং পঞ্চমভাগ শূদ্রাপুত্রের ভাগ বলিয়া কথিত হয়। ৫৪

তাহাও পিতা প্রদান করিলে পরই শূদ্রাপুত্র গ্রহণ করিতে পারে। পিতাকর্তৃক প্রদত্ত না হইলে পর শূদ্রাপুত্রের উহাতে কোনও অধিকার নাই। তিন বর্ণের দ্বারা উৎপন্ন শূদ্র সদা ধন না দিবারই যোগ্য হয়। ৫৫

শূদ্রের একজনই নিজ জাতিরই স্ত্রী ভার্য্যা হইবে। দ্বিতীয়া ভার্য্যা কোনরূপেই হইবে না। তাহার সকল পুত্র, তাহাতে শত পুত্রও হউক না কেন, পৈতৃক ধনে তাহাদের সকলের সমান অধিকার হইবে। ৫৬

সমস্ত বর্ণের সকল পুত্রের, যাহারা সমান বর্ণের স্ত্রী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের সকলের পৈতৃক ধনে সাধারণভাবে সমান ভাগ বলিয়া কথিত আছে। ৫৭

কুন্তীনন্দন! জ্যেষ্ঠ পুত্রের ভাগও জ্যেষ্ঠ হইবে। তাহার প্রধানতঃ একভাগ অধিক হইয়া থাকে। পুরাকালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা পৈতৃক ধনের বিভাগের এইরূপ বিধিই বলিয়াছেন। ৫৮

হে নৃপ! সমান বর্ণের স্ত্রী হইতে যে সব পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহাদের প্রতি এই দ্বিতীয় বিশেষ ব্যবস্থা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিবাহের বৈশিষ্ট্যের জন্যই সেই সব পুত্রগণেরও বৈশিষ্ট্য স্বভাবতই আসিয়া থাকে। অর্থাৎ প্রথমে বিবাহিতা স্ত্রী হইতে উৎপন্ন জ্যেষ্ঠ এবং দ্বিতীয় বিবাহিতা স্ত্রী হইতে উৎপন্ন পুত্র কনিষ্ঠ হয়। ৫৯

তুল্য বর্ণের স্ত্রীগণ হইতেও উৎপন্ন পুত্রসকলের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ হইবে, সে এক ভাগ জ্যেষ্ঠাংশ গ্রহণ করিতে পারে। মধ্যম পুত্রের মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রের কনিষ্ঠভাগ গ্রহণ করা উচিত। ৬০

এইভাবে সকল জাতিতেই সমান বর্ণের স্ত্রী হইতে উৎপন্ন পুত্রই শ্রেষ্ঠ হয়। মরীচিপুত্র মহর্ষি কাশ্যপও এই কথাই বলিয়াছেন। ৬১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে বিবাহধর্মের অন্তর্গত পৈতৃক-ধনের বিভাগনামক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(বর্ণসঙ্করসন্তানানামুৎপত্তেঃ সবিস্তরং বর্ণনম্ ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অর্থাল্লোভাদ্ বা কামাদ্ বা বর্ণানাং চাপ্যনিশ্চয়াৎ ।
অজ্ঞানাদ্ বাপি বর্ণানাং জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ১

তেষামেতেন বিধিনা জাতানাং বর্ণসঙ্করে ।
কো ধর্মঃ কানি কর্মাণি তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ ।

চাতুর্বর্ণ্যস্য কর্মাণি চাতুর্বর্ণ্যঞ্চ কেবলম্ ।
অসৃজৎ স হি যজ্ঞার্থে পূর্বমেব প্রজাপতিঃ ॥ ৩

ভার্য্যাশ্চতস্রো বিপ্রস্য দ্বয়োরাত্মা প্রজায়তে ।
আনুপূর্ব্যাদ্ দ্বয়োর্হীনৌ মাতৃজাত্যৌ প্রসূয়তঃ ॥ ৪

পরং শবাদ্ ব্রাহ্মণস্যৈব পুত্রঃ
শূদ্রাপুত্রং পারশবং তমাহুঃ ।

শুশ্রূষকঃ স্বস্য কুলস্য স স্যাৎ
স্বচরিত্রং নিত্যমথো ন জহ্যাৎ ॥ ৫

সর্বানুপায়ানথ সম্প্রধার্য্য
সমুদ্ধরেৎ স্বস্য কুলস্য তন্ত্রম্ ।

জ্যেষ্ঠো যবীয়ানপি যো দ্বিজস্য
শুশ্রূষয়া দানপরায়ণঃ স্যাৎ ॥ ৬

তিস্রঃ ক্ষত্রিয়সম্বন্ধাদ্ দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে ।
হীনবর্ণাস্তৃতীয়ায়াং শূদ্রা উগ্রা ইতি স্মৃতিঃ ॥ ৭

দ্বে চাপি ভার্য্যে বৈশ্যস্য দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে ।
শূদ্রা শূদ্রস্য চাপ্যেকা শূদ্রমেব প্রজায়তে ॥ ৮

অতোঽবিশিষ্টস্ত্বধমো গুরুদারপ্রধর্ষকঃ ।
বাহ্যং বর্ণং জনয়তি চাতুর্বর্ণ্যবিগর্হিতম্ ॥ ৯

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[বর্ণসঙ্কর সন্তানগণের উৎপত্তির সবিস্তরে বর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! ধন পাইয়া কিংবা ধনের লোভে পড়িয়া অথবা কামনার বশীভূত হইয়া যখন উচ্চবর্ণের স্ত্রী নীচবর্ণের পুরুষের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করে, তখন বর্ণসঙ্কর সন্তান উৎপন্ন হয়। বর্ণসকলের নিশ্চয় অথবা জ্ঞান না হইলেও বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। এই রীতি অনুসারে বর্ণসকলের মিশ্রণের দ্বারা উৎপন্ন যে সব মনুষ্য, তাহাদের ধর্ম কি ? তাহাদের কর্মসমূহই বা কি ? এই সব আমাকে বলুন । ১-২

ভীষ্ম বলিলেন,—পুরাকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞের জন্ত কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণ এবং তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ কর্মসমূহ রচনা করিয়াছিলেন । ৩

ব্রাহ্মণে যে চারজন ভার্য্যা (ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা) কথিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দুইজন ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়া ভার্য্যার গর্ভ হইতে ব্রাহ্মণই উৎপন্ন হয় এবং শেষ দুই ভার্য্যা বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভ হইতে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করে, সে ব্রাহ্মণত্ব হইতে হীন ক্রমশঃ মাতার জাতি প্রাপ্ত হয় বলিয়া জানিবে । ৪

শূদ্রার গর্ভ হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণের যে পুত্র, সে শব হইতে অর্থাৎ শূদ্র হইতে পর—উৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেইজন্ত ঋষিগণ তাহাকে 'পারশব' বলিয়া থাকেন। তাহার নিজের কুলেরই সেবা করা উচিত এবং নিজের এই সেবারূপ আচার কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নয় । ৫

শূদ্রাপুত্র সর্বপ্রকার উপায় বিচার বিবেচনা করিয়া নিজের কুলপরম্পরাকে উদ্ধার করিবে। সে বয়সে জ্যেষ্ঠ হইলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অপেক্ষা কনিষ্ঠ বলিয়াই পরিগণিত হয় ; অতএব তাহার ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিকের সেবা করিতে করিতে দানপরায়ণ হওয়া উচিত । ৬

ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা—এই তিনজন ভার্য্যা হয়। ইহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভ হইতে ক্ষত্রিয় সম্পর্কে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সে ক্ষত্রিয়ই হইয়া থাকে। তৃতীয়া ভার্য্যা শূদ্রার গর্ভ হইতে হীন বর্ণ শূদ্রই জন্মগ্রহণ করে ; তাহাদের 'উগ্র' বলা হয়। ইহাই ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ । ৭

বৈশ্যের দুইজন ভার্য্যা—বৈশ্যা ও শূদ্রা। এই দুই ভার্য্যার গর্ভ হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সে বৈশ্যই হইয়া থাকে। শূদ্রের একজনই ভার্য্যা শূদ্রা, সে শূদ্রেরই জন্মদান করে । ৮

অতএব বর্ণসকলের মধ্যে নিম্নশ্রেণী অধম শূদ্র যদি গুরুজনগণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের স্ত্রীদিগের সহিত সমাগম করে, তবে সে চারি বর্ণের দ্বারা নিন্দিত বর্ণ বহিষ্কৃতের (চণ্ডালাদির) জন্মদান করে । ৯

বিপ্রায়াং ক্ষত্রিয়ো বাহ্যং সূতং স্তোমক্রিয়াপরম্‌।
বৈশ্যো বৈদেহকং চাপি মৌদ্‌গল্যমপবর্জিতম্‌ ॥ ১০
শূদ্রশ্চাণ্ডালমত্যুগ্রং বধ্যঘ্নং বাহ্যবাসিনম্‌।
ব্রাহ্মণ্যাং সম্প্রজায়ন্ত ইত্যেতে কুলপাংসনাঃ
এতে মতিমতাং শ্রেষ্ঠ বর্ণসঙ্করজাঃ প্রভো ॥ ১১
বন্দী তু জায়তে বৈশ্যান্মাগধো বাক্যজীবনঃ।
শূদ্রান্নিষাদো মৎস্যঘ্নঃ ক্ষত্রিয়ায়াং ব্যতিক্রমাৎ ॥ ১২
শূদ্রাদায়োগবশ্চাপি বৈশ্যায়াং গ্রাম্যধর্মিণঃ।
ব্রাহ্মণৈরপ্রতিগ্রাহ্যস্তক্ষা স্বধনজীবনঃ ॥ ১৩
এতেঽপি সদৃশান্‌ বর্ণান্‌ জনয়ন্তি স্বযোনিষু।
মাতৃজাত্যাঃ প্রসূয়ন্তে হ্যবরা হীনযোনিষু ॥ ১৪
যথা চতুর্ষু বর্ণেষু দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।
আনন্তর্য্যাৎ প্রজায়ন্তে তথা বাহ্যাঃ প্রধানতঃ ॥ ১৫
তে চাপি সদৃশং বর্ণং জনয়ন্তি স্বযোনিষু।
পরস্পরস্য দারেষু জনয়ন্তি বিগর্হিতান্‌ ॥ ১৬
যথা শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণ্যাং জন্তুং বাহ্যং প্রসূয়তে।
এবং বাহ্যতরাদ্‌ বাহ্যশ্চাতুর্বর্ণ্যাৎ প্রজায়তে ॥ ১৭
প্রতিলোমং তু বর্দ্ধন্তে বাহ্যাদ্‌ বাহ্যতরাৎ পুনঃ।
হীনাদ্ধীনাঃ প্রসূয়ন্তে বর্ণাঃ পঞ্চদশৈব তু ॥ ১৮

ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীর সহিত সমাগম করিয়া তাহার গর্ভ হইতে 'সূত' জাতির পুত্র উৎপন্ন করে, যে বর্ণ বহিষ্কৃত ও স্তুতি কর্ম-কারী (এবং রথীর কার্য্যকারী) হইয়া থাকে। এইরূপ বৈশ্য যদি ব্রাহ্মণীর সহিত সমাগম করে, তবে সে সংস্কারভ্রষ্ট 'বৈদেহক' জাতির পুত্র উৎপন্ন করে, যাহার দ্বারা অন্তঃপুর রক্ষাদি কার্য্য করান হয় এবং সেই জন্য তাহাকে 'মৌদ্‌গল্য'-ও বলা হয়। ১০

এইভাবে শূদ্র ব্রাহ্মণীর সহিত সমাগম করিয়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর চণ্ডালের জন্মদান করে। সে গ্রামের বাহিরে বাস করে এবং বধযোগ্য ব্যক্তির প্রাণদণ্ডদানাদি কার্য্য করে। প্রভাবশালী বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণীর সহিত নীচ বর্ণের পুরুষগণের সংসর্গ হইলে পর এই সব কুলাঙ্গার পুত্র হয় এবং তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলা হইয়া থাকে। ১১

বৈশ্যের দ্বারা ক্ষত্রিয়জাতির স্ত্রীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন পুত্রকে 'বন্দী' ও 'মাগধ' বলা হয়। তাহারা সকল লোকের প্রশংসা করিয়া নিজেদের জীবিকা অর্জন করে। এইরূপ শূদ্র যদি ক্ষত্রিয়-জাতির স্ত্রীর সহিত প্রতিলোম সমাগম করে, তবে উহাতে মৎস্যঘাতী 'নিষাদ' জাতির উৎপত্তি হয়। ১২

এবং শূদ্র যদি বৈশ্য জাতির স্ত্রীর সহিত গ্রাম্য ধর্মের (মৈথুনের) আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে উহার দ্বারা 'আয়োগব' জাতির পুত্র উৎপন্ন হয়। সে তক্ষার (বর্দ্ধকির—কারুর কার্য্য করিয়া স্বোপার্জিত ধনের দ্বারা জীবননির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহার দান ব্রাহ্মণের গ্রহণ করা উচিত নয়। ১৩

এই সব বর্ণসঙ্করও যখন স্বীয় জাতিরই স্ত্রীর সহিত সমাগম করে, তখন সে নিজেরই তুল্য বর্ণবিশিষ্ট পুত্রগণের জন্মদান করিয়া থাকে এবং যখন সে নিজের অপেক্ষা হীন জাতির স্ত্রীর সংসর্গ করে, তখন নীচ সন্তানগণের উৎপত্তি হয়। এই সব সন্তান নিজের মাতার জাতি প্রাপ্ত হয়। ১৪

যেরূপ চার বর্ণের মধ্যে সমানবর্ণা স্ত্রীরও নিজ বর্ণ হইতে এক বর্ণ নীচের বর্ণের স্ত্রীর গর্ভ হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে নিজেরই তুল্য বর্ণ বলিয়া স্বীকার করা হয় এবং আরও এক বর্ণের ব্যবধান দিয়া নীচ বর্ণের স্ত্রী হইতে উৎপন্ন পুত্র প্রধান বর্ণ হইতে বাহ্য—মাতার জাতি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অম্বষ্ঠ, পারশব, উগ্র, সূত, বৈদেহক, চাণ্ডাল, মাগধ, নিষাদ ও আয়োগব—ইহারা যখন নিজ জাতিতে এবং নিজ অপেক্ষা একশ্রেণী হীন জাতিতে সন্তান উৎপন্ন করে, তখন সেই সন্তান পিতার জাতি প্রাপ্ত হয় এবং যখন এক জাতি অন্তর নীচ জাতিতে সন্তান উৎপন্ন করে, তখন সেই সব সন্তান পিতার জাতি হইতে হীন মাতার জাতি প্রাপ্ত হয়। ১৫

এইভাবে বর্ণসঙ্কর মানুষেরাও সমান জাতির স্ত্রীতে নিজেরই সমান বর্ণযুক্ত পুত্রের জন্মদান করে এবং যদি পরস্পর বিভিন্ন জাতির স্ত্রীগণের সহিত তাহাদের সংসর্গ হয়, তবে তাহারা নিজ অপেক্ষাও নিন্দনীয় সন্তানগণের জন্মদান করে। ১৬

যেরূপ শূদ্র ব্রাহ্মণীর গর্ভ হইতে চণ্ডাল নামক বাহ্য (বর্ণ বহিষ্কৃত) পুত্র উৎপন্ন করে, সেইরূপ এই বাহ্য জাতির মানুষও ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণের এবং বাহ্যতর জাতির স্ত্রীগণের সহিত সংসর্গ করিয়া নিজ অপেক্ষাও নীচ জাতি বিশিষ্ট পুত্রের জন্ম দেয়। ১৭

এইরূপে বাহ্য ও বাহ্যতর জাতির স্ত্রীগণের সহিত সমাগম করিলে পর প্রতিলোম বর্ণসঙ্করের বৃদ্ধি বাড়িয়া যায়। ক্রমশঃ হীন হইতেও হীন জাতির বালক জন্ম গ্রহণ করে। এই সঙ্কর জাতির সংখ্যা সাধারণতঃ পনের। ১৮

অগম্যাগমনাচ্চৈব জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।
বাহ্যানামনুজায়ন্তে সৈরন্ধ্র্যাং মাগধেষু চ ॥
প্রসাধনোপচারজ্ঞমদাসং দাসজীবনম্ ॥ ১৯
অতশ্চায়োগবং সূতে বাগুরাবন্ধজীবনম্।
মৈরেয়কঞ্চ বৈদেহঃ সম্প্রসূতেঽথ মাধুকম্ ॥ ২০
নিষাদো মদ্গুরং সূতে দাসং নাবোপজীবিনম্।
মৃতপং চাপি চণ্ডালঃ শ্বপাকমিতি বিশ্রুতম্ ॥ ২১
চতুরো মাগধী সূতে ক্রূরান্ মায়োপজীবিনঃ।
মাংসং স্বাদুকরং ক্ষৌদ্রং সৌগন্ধমিতি বিশ্রুতম্ ॥ ২২
বৈদেহকাচ্চ পাপিষ্ঠা ক্রূরং মায়োপজীবিনম্।
নিষাদান্মদ্রনাভঞ্চ খরযানপ্রযায়িনম্ ॥ ২৩
চাণ্ডালাৎ পুক্কসং চাপি খরাশ্বগজভোজিনম্।
মৃতচৈলপ্রতিচ্ছন্নং ভিন্নভাজনভোজিনম্ ॥ ২৪
আয়োগবীষু জায়ন্তে হীনবর্ণাস্তু তে ত্রয়ঃ।
ক্ষুদ্রো বৈদেহকাদন্ধ্রো বহির্গ্রামপ্রতিশ্রয়ঃ ॥ ২৫
করাবরো নিষাদ্যাং তু চর্মকারঃ প্রসূয়তে।
চাণ্ডালাৎ পাণ্ডুসৌপাকস্ত্বক্সারব্যবহারবান্ ॥ ২৬
আহিণ্ডিকো নিষাদেন বৈদেহ্যাং সম্প্রসূয়তে।
চণ্ডালেন তু সৌপাকশ্চণ্ডালসমবৃত্তিমান্ ॥ ২৭
নিষাদী চাপি চাণ্ডালাৎ পুত্রমন্তেবসায়িনম্।
শ্মশানগোচরং সূতে বাহ্যৈরপি বহিষ্কৃতম্ ॥ ২৮

অগম্যা স্ত্রীর সহিত সমাগম করিলে পর বর্ণসঙ্কর সন্তানের উৎপত্তি হয়। মাগধ জাতির সৈরন্ধ্রী (পরগৃহস্থা অনাথা) স্ত্রীর সহিত যদি বাহ্য জাতীয় পুরুষের সংসর্গ হয়, তবে তাহা হইতে যে পুত্র উৎপন্ন সে রাজা প্রভৃতি পুরুষগণের প্রসাধন ও তাহাদের শরীরে অঙ্গরাগ লেপনাদি সেবা কার্য্যে অভিজ্ঞ হইয়া থাকে এবং দাস না হইয়াও দাসবৃত্তির দ্বারা জীবননির্ব্বাহকারী হয়। ১৯

মাগধজাতির অবান্তর ভেদ সৈরন্ধ্র-জাতির স্ত্রীর সহিত যদি আয়োগব জাতির পুরুষ সংসর্গ করে, তবে সে আয়োগব জাতির পুত্রই উৎপন্ন করিয়া থাকে। সে বনমধ্যে জাল পাতিয়া পশু-পক্ষী ধরিবার কার্য্য করত জীবননির্ব্বাহ করে। এই জাতির স্ত্রীর সহিত যদি বৈদেহ জাতির পুরুষ সংসর্গ করে, তাহা হইলে সে মদ্যপায়ী 'মৈরেয়ক' জাতির পুত্রকে জন্ম দিয়া থাকে। ২০

নিষাদ মাগধসৈরন্ধ্রীর গর্ভ হইতে 'মদ্গুর' জাতির পুত্র উৎপন্ন করে। ইহার অন্য নাম হইল 'দাস'। সে নৌকা চালাইয়া নিজের জীবিকা অর্জন করে। চাণ্ডাল ও মাগধ-সৈরন্ধ্রীর সংযোগে 'শ্বপাক' নামে প্রসিদ্ধ অধম চাণ্ডালের উৎপত্তি হয়। সে মৃতদেহের রক্ষার কার্য্য করিয়া থাকে। ২১

এইরূপ মাগধজাতির সৈরন্ধ্রী স্ত্রী আয়োগবাদি চার জাতির পুরুষের সহিত সংসর্গ করিয়া মায়ার দ্বারা জীবিকা অর্জনকারী পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার ক্রূর পুত্রগণকে উৎপন্ন করে। ইহা ব্যতীত অন্য চারপ্রকার পুত্রও মাগধী সৈরন্ধ্রী হইতে জন্মলাভ করে। তাহাদের মাংস, স্বাদুকর, ক্ষৌদ্র ও সৌগন্ধ এই চার নামে প্রসিদ্ধি হয়। ২২

আয়োগব জাতির পাপিষ্ঠা স্ত্রী বৈদেহ জাতির পুরুষের সহিত সমাগম করিয়া অত্যন্ত ক্রূর মায়াজীবী পুত্র উৎপন্ন করে। এই স্ত্রী নিষাদের সংযোগে মদ্রনাভ নামক জাতির জন্ম দেয়। এই জাতির মানুষ গাধাযোজিত যানে যাতায়াত করে। ২৩

এই পাপিষ্ঠা স্ত্রী যখন চাণ্ডালের সহিত সংসর্গ করে, তখন পুক্কস (পুকস) জাতির সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই পুকস গাধা, অশ্ব ও হাতীর মাংস ভক্ষণ করে। সে শবদেহের বস্ত্র লইয়া পরিধান করে এবং ভগ্ন পাত্রে ভোজন করে। ২৪

এইভাবে এই তিন নীচ জাতির মনুষ্য আয়োগবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ- ইহারা আয়োগবীর সন্তান। নিষাদজাতির স্ত্রী যদি বৈদেহক জাতির পুরুষের সহিত সংসর্গ করে, তবে সে ক্ষুদ্র, অন্ধ্র ও কারাবর নামক জাতির পুত্রগণকে জন্মদান করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ও অন্ধ্র ত' গ্রামের বাহিরে বাস করে এবং বনজাত পশুগণকে বধ করিয়া জীবিকা অর্জন করে। কারাবর মৃতপশুদিগের চর্ম্মের ব্যবসা করে, সেইজন্য তাকে চর্ম্মকার বা চামার বলা হয়। ২৫-২৬

চাণ্ডাল পুরুষ ও নিষাদ জাতির স্ত্রীর সংযোগে পাণ্ডুসৌপাক জাতির জন্ম হয়। এই জাতি বাঁশের দ্বারা নানাবিধ (কুলা, ধুচুনী প্রভৃতি) পাত্র প্রস্তুত করিয়া জীবিকা অর্জন করে। বৈদেহ জাতির স্ত্রীর সহিত নিষাদের সম্পর্ক হইলে পর আহিণ্ডকের জন্ম হয়, কিন্তু এই স্ত্রী যখন চাণ্ডালের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত করে, তখন তাহা হইতে সৌপাকের উৎপত্তি হয়। সৌপাকের জীবিকাবৃত্তি চাণ্ডালেরই তুল্য। ২৬-২৭

নিষাদ জাতির স্ত্রীতে চাণ্ডালের বীর্য্য হইতে অন্তেবসায়ীর জন্ম হয়। এই জাতির মানুষেরা সর্ব্বদা শ্মশানেই থাকে। নিষাদাদি বাহ্যজাতির মনুষ্যগণও ইহাদের বহিষ্কৃত বা অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করে। ২৮

ইত্যেতে সঙ্করে জাতাঃ পিতৃমাতৃব্যতিক্রমাৎ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্মভিঃ ॥২৯
চতুর্ণামেব বর্ণানাং ধর্ম্মো নান্যস্য বিদ্যতে।
বর্ণানাং ধর্ম্মহীনেষু সংখ্যা নাস্তীহ কস্যচিৎ ॥৩০
যদৃচ্ছয়োপসম্পন্নৈর্যজ্ঞসাধুবহিষ্কৃতৈঃ।
বাহ্যা বাহ্যৈস্তু জায়ন্তে যথাবৃত্তি যথাশ্রয়ম্ ॥ ৩১
চতুষ্পথশ্মশানানি শৈলাংশ্চান্যান্ বনস্পতীন্।
কার্ষ্ণায়সমলঙ্কারং পরিগৃহ্য চ নিত্যশঃ ॥ ৩২
বসেয়ুরেতে বিজ্ঞাতা বর্ত্তয়ন্তঃ স্বকর্মভিঃ।
যুঞ্জন্তো বাপ্যলঙ্কারাংস্তথোপকরণানি চ ॥ ৩৩
গো-ব্রাহ্মণায় সাহায্যং কুর্ব্বাণা বৈ ন সংশয়ঃ।
আনৃশংস্যমনুক্রোশঃ সত্যবাক্যং তথা ক্ষমা ॥ ৩৪
স্বশরীরৈরপি ত্রাণং বাহ্যানাং সিদ্ধিকারণম্।
ভবন্তি মনুজব্যাঘ্র তত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৩৫
যথোপদেশং পরিকীর্ত্তিতাসু
নরঃ প্রজায়েত বিচার্য্য বুদ্ধিমান্।
নিহীনযোনির্হি সুতোঽবসাদয়েৎ
তিতীর্ষমাণং হি যথোপলো জলে ॥৩৬
অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
নয়ন্তি হ্যুৎপথং নার্য্যঃ কাম-ক্রোধবশানুগম্ ॥৩৭
স্বভাবশ্চৈব নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্।
অত্যর্থং ন প্রসজ্জন্তে প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ ॥ ৩৮
যুধিষ্ঠির উবাচ।
বর্ণাপেতমবিজ্ঞায় নরং কলুষযোনিজম্।
আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কথং বিদ্যামহে বয়ম্ ॥৩৯

এইভাবে মাতা-পিতার ব্যতিক্রম (বর্ণান্তর-সংযোগ) হইতে এই সব বর্ণসঙ্কর জাতির উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকের জাতি প্রকাশিত হয় এবং অনেকের জাতি আবার গুপ্ত থাকে। তাহাদের সকলকে তাহাদের কর্ম্মের দ্বারা চিনিতে হইবে। ২৯

শাস্ত্রে চারিবর্ণেরই ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, অন্য কাহারও নহে। ধর্ম্মহীন বর্ণসঙ্কর জাতিসকলের কাহারও বর্ণসম্বন্ধী ভেদ ও উপভেদের সংখ্যা এ সংসারে নাই। ৩০

যাহারা জাতির বিচার না করিয়া স্বেচ্ছানুসারে অন্য বর্ণের স্ত্রীর সহিত সমাগম করে, যাহারা যজ্ঞের অধিকার হইতে ও সাধু-পুরুষগণ হইতে বহিষ্কৃত, এরূপ বর্ণবাহ্য মনুষ্যগণ হইতেই বর্ণসঙ্কর সন্তানের উৎপত্তি হয় এবং তাহারা নিজ নিজ রুচির অনুকূল কার্য্য করত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আজীবিকা ও আশ্রয় অবলম্বন করে। ৩১

এরূপ মনুষ্যগণ সর্ব্বদা লোহার অলঙ্কার ধারণ করিয়া চতুষ্পথ (চৌরাস্তা), শ্মশান, পর্ব্বত এবং বৃক্ষসকলের নীচেতে বাস করে। ৩২

ইহাদের কর্ত্তব্য হইল—ইহারা অলঙ্কার ও অন্যান্য উপকরণ সকল নির্ম্মাণ করিবে এবং নিজেদের উদ্যোগে জীবিকা অর্জন করিতে করিতে প্রকাশ্যভাবে বাস করিবে। ৩৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যদি ইহারা গো ও ব্রাহ্মণের সহায়তা করে, ক্রূরতাপূর্ণ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দেয়, সকলের প্রতি দয়া করে, সত্য কথা বলে, অপরের অপরাধ ক্ষমা করে এবং নিজের দেহকে কষ্ট দিয়াও অপরকে রক্ষা করে, তবে এই সব বর্ণসঙ্কর মনুষ্যগণেরও পারমার্থিক উন্নতি হইতে পারে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৩৪-৩৫

রাজন্! যেরূপ ঋষি-মুনিগণ উপদেশ করিয়াছেন, তদনুসারে কথিত বর্ণ ও বাহ্যজাতির স্ত্রীগণে বুদ্ধিমান্ মানুষের নিজের হিতাহিত ভালভাবে বিচার করিয়াই সন্তান উৎপাদন করা উচিত ; কারণ, নীচযোনিতে উৎপন্ন পুত্র ভবসাগর পার হইতে ইচ্ছুক পিতাকে সেইভাবে নিমজ্জিত করে, যেরূপ গলে আবদ্ধ প্রস্তর নদীর জল সন্তরণ করিয়া পার হইতে অভিলাষী মানুষকে জলের তলদেশে নিমজ্জিত করিয়া থাকে। ৩৬

সংসারে কেহ মূর্খ হউক বা জ্ঞানী হউক, কাম ও ক্রোধের বশীভূত সকল মানুষকে এই নারীরা অবশ্যই কুপথে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। ৩৭

এ জগতে পুরুষগণকে কলঙ্কিত করিয়া দেওয়াই হইল নারীদিগের স্বভাব। অতএব বিবেকী পুরুষগণ যুবতী স্ত্রীসকলের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হন না। ৩৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যাহারা চারি বর্ণ হইতে বহিষ্কৃত, বর্ণসঙ্কর মানুষ হইতে উৎপন্ন ও অনার্য্য হইয়াও বাহ্যতঃ দেখিতে আর্য্যের ন্যায় প্রতীত হয়, তাহাদিগকে আমরা কিভাবে চিনিতে পারিব? ৩৯

ভীষ্ম উবাচ ।

যোনিসঙ্কলুষে জাতং নানাভাবসমন্বিতম্ ।
কর্মভিঃ সজ্জনাচীর্ণৈর্বিজ্ঞেয়া যোনিশুদ্ধতা ॥ ৪০

আনার্য্যত্বমনাচারঃ ক্রূরত্বং নিষ্ক্রিয়াত্মতা ।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজম্ ॥ ৪১

পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতৃজং বা তথোভয়ম্ ।
ন কথঞ্চন সঙ্কীর্ণঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি ॥ ৪২

যথৈব সদৃশো রূপে মাতাপিত্রোর্হি জায়তে ।
ব্যাঘ্রশ্চিত্রৈস্তথা যোনিং পুরুষঃ স্বাং নিযচ্ছতি ॥৪৩

কুলে স্রোতসি সংচ্ছন্নে যস্য স্যাদ্ যোনিসঙ্করঃ ।
সংশ্রয়ত্যেব তচ্ছীলং নরোঽল্পমথবা বহু ॥ ৪৪

আর্য্যরূপসমাচারং চরন্তং কৃতকে পথি ।
সুবর্ণমন্যবর্ণং বা স্বশীলং শাস্তি নিশ্চয়ে ॥ ৪৫

নানাবৃত্তেষু ভূতেষু নানাকর্মরতেষু চ ।

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যাহারা কলুষিত যোনিতে উৎপন্ন হয়, তাহারা এরূপ নানাপ্রকার চেষ্টাযুক্ত হয়, যাহা সৎপুরুষগণের আচরণের বিপরীত; অতএব তাহাদের কর্ম-সকলের দ্বারাই তাহাদের চিনিতে হইবে। এই ভাবে সজ্জনোচিত আচরণের দ্বারা যোনির শুদ্ধতার জ্ঞান লাভও করিতে হইবে। ৪০

এজগতে অনার্য্যতা, অনাচার, ক্রূরতা ও অকর্মণ্যতা আদি দোষসমূহ মানুষকে কলুষিত যোনি হইতে উৎপন্ন (বর্ণসঙ্কর) বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। ৪১

বর্ণসঙ্কর মানুষ নিজের পিতা বা মাতার অথবা উভয়েরই স্বভাবের অনুসরণ করে। সে কোন রূপেই নিজের প্রকৃতিকে সংযত করিয়া রাখিতে পারে না। ৪২

যেরূপ ব্যাঘ্র নিজের চিত্র-বিচিত্র গাত্রবর্ণ ও রূপের দ্বারা মাতা-পিতার সমানই হয়, সেইরূপ মানুষও নিজের যোনিরই অনুসরণ করে। ৪৩

যদিও কুল ও বীর্য্য গুপ্ত থাকে অর্থাৎ কে কোন্ কুলে জন্মিয়াছে এবং কোন্ বীর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই বিষয় বাহির হইতে জানা যায় না, তথাপি যাহার জন্ম সঙ্কর যোনি হইতে হইয়াছে, সেই মানুষ অল্প বিস্তর পিতার স্বভাব আশ্রয় করিয়া থাকে। ৪৪

যে ব্যক্তি কৃত্রিম পথের আশ্রয় লইয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের অনুরূপ আচরণ করে, সে স্বর্ণ বা কাঁচ—শুদ্ধ বর্ণের কিংবা সঙ্কর বর্ণের?

জন্মবৃত্তসমং লোকে সুশ্লিষ্টং ন বিরজ্যতে ॥ ৪৬

শরীরমিহ সত্ত্বেন ন তস্য পরিকৃষ্যতে ।
জ্যেষ্ঠমধ্যাবরং সত্ত্বং তুল্যসত্ত্বং প্রমোদতে ॥ ৪৭

জ্যায়াংসমপি শীলেন বিহীনং নৈব পূজয়েৎ ।
অপি শূদ্রঞ্চ ধর্মজ্ঞং সদ্‌বৃত্তমভিপূজয়েৎ ॥ ৪৮

আত্মানমাখ্যাতি হি কর্মভির্নরঃ
সুশীলচারিত্রকুলৈঃ শুভাশুভৈঃ ।
প্রনষ্টমপ্যাশু কুলং তথা নরঃ
পুনঃ প্রকাশং কুরুতে স্বকর্মতঃ ॥ ৪৯

যোনিষ্বেতাসু সর্বাসু সঙ্কীর্ণাস্বিতরাসু চ ।
যত্রাত্মানং ন জনয়েদ্ বুধস্তাং পরিবর্জয়েৎ ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিবাহধর্মে বর্ণসঙ্কর-কথনে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

ইহা নিশ্চয় করিবার সময় তাহার স্বভাবই সব কিছু বলিয়া দেয়। ৪৫

জগতের প্রাণীরা নানা প্রকার আচার-ব্যবহারে রত থাকে, নানাবিধ কর্মেও তাহারা প্রবৃত্ত থাকে, অতএব আচরণ ব্যতীত এরূপ কোন বস্তু নাই, যাহা জন্মের রহস্যকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারে। ৪৬

বর্ণসঙ্করের শাস্ত্রীয় বুদ্ধি লাভ হইলে পরও সে তাহার শরীরকে স্বভাব হইতে দূরে রাখিতে পারে না। উত্তম, মধ্যম বা নিকৃষ্ট যে প্রকার স্বভাবের দ্বারা তাহার শরীর নির্মিত হইয়াছে, সেইরূপ স্বভাবই তাহার আনন্দদায়ক বলিয়া প্রতিভাত হয়। ৪৭

উচ্চ জাতির মানুষও যদি উত্তম শীল অর্থাৎ সদাচরণ হইতে চ্যুত হইয়া থাকে, তবে তাহার আদর-সৎকার করিবে না এবং শূদ্রও যদি ধর্মজ্ঞ ও সদাচারী হয়, তাহা হইলে তাহার বিশেষ সম্মান করা উচিত। ৪৮

মানুষ নিজের শুভাশুভ কর্ম, শীল, আচরণ ও কুলের দ্বারা নিজের পরিচয় দিয়া থাকে। যদি তাহার কুল নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, তবে সে নিজের কর্মসমূহের দ্বারা তাহাকে সত্বর প্রকাশিত পারে। ৪৯

এই সব কথিত নীচ যোনিতে অথবা অন্য কোনও নীচ জাতিতে বিদ্বান্ পুরুষ সন্তানোৎপাদন করিবেন না। উহাকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া দিবেন। ৫০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে বিবাহধর্মপ্রসঙ্গে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তিবর্ণন বিষয়ক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

(নানাবিধ-পুত্রাণাং বর্ণনম্ ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ব্রূহি তাত কুরুশ্রেষ্ঠ বর্ণানাং ত্বং পৃথক্ পৃথক্ ।
কীদৃশ্যাং কীদৃশাশ্চাপি পুত্রাঃ কস্য চ কে চ তে ॥ ১

বিপ্রবাদাঃ সুবহবঃ শ্রূয়ন্তে পুত্রকারিতাঃ
অত্র নো মুহ্যতাং রাজন্ সংশয়ং ছেত্তুমর্হসি ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ ।

আত্মা পুত্রশ্চ বিজ্ঞেয়স্তস্যানন্তরজশ্চ যঃ
নিরুক্তজশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সুতঃ প্রসৃতজস্তথা ॥ ৩

পতিতস্য তু ভার্য্যায়াং ভর্ত্রা সুসমবেতয়া ।
তথা দত্তকৃতৌ পুত্রাবধ্যূঢ়শ্চ তথাপরঃ ॥ ৪

ষড়পধ্বংসজাশ্চাপি কানীনাপসদাস্তথা ।
ইত্যেতে বৈ সমাখ্যাতাস্তান্ বিজানীহি ভারত ॥৫

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ষড়পধ্বংসজাঃ কে স্যুঃ কে বাপ্যপসদাস্তথা
এতৎ সর্বং যথাতত্ত্বং ব্যাখ্যাতুং মে ত্বমর্হসি ॥ ৬

ভীষ্ম উবাচ ।

ত্রিষু বর্ণেষু যে পুত্রা ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির ।
বর্ণয়োশ্চ দ্বয়োঃ স্যাতাং যৌ রাজন্যস্য ভারত ॥ ৭

একো বিড়্‌বর্ণ এবাথ তথাত্রৈবোপলক্ষিতঃ ।
ষড়পধ্বংসজাস্তে হি তথৈবাপসদান্ শৃণু ॥ ৮ ॥

চাণ্ডালো ব্রাত্য-বৈদ্যৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ ।
বৈশ্যায়াঞ্চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেঽপসদাস্ত্রয়ঃ ॥ ৯

মাগধো বামকশ্চৈব দ্বৌ বৈশ্যস্যোপলক্ষিতৌ ।
ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়ায়াঞ্চ ক্ষত্রিয়স্যৈক এব তু ॥ ১০

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[নানা প্রকার পুত্রগণের বর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তাত ! কুরুশ্রেষ্ঠ ! আপনি বর্ণসকলের সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এই কথা বলিলেন যে, কোন্ স্ত্রীর গর্ভ হইতে কিরূপ পুত্র উৎপন্ন হয় ? এবং কোন্ পুত্র কাহার হয় ? ১

পুত্রগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহুসংখ্যক বিভিন্ন কথা শুনা যায় । রাজন্ ! এবিষয়ে আমরা মোহিত হইয়া পড়িয়াছি, (সেইজন্য কোন নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না), অতএব আপনি আমাদের এই সংশয় ছেদন করুন । ২

ভীষ্ম বলিলেন,—যখন পতি-পত্নীর সংযোগে কোনও তৃতীয়ের ব্যবধান হয় না অর্থাৎ যে পতির বীর্য্য হইতেই উৎপন্ন হয়, সেই 'অনন্তর' অর্থাৎ 'ঔরস' পুত্রকে নিজের আত্মা বলিয়াই জানিবে । দ্বিতীয় পুত্র 'নিরুক্তজ' এবং তৃতীয় পুত্র 'প্রসৃতজ' বলিয়া কথিত হয় । (নিরুক্তজ ও প্রসৃতজ এই দুই পুত্র ক্ষেত্রজেরই দুই প্রকার ভেদ ।) । ৩

পতিত পুরুষের নিজ স্ত্রীর গর্ভ হইতে স্বয়ংই উৎপাদিত পুত্র চতুর্থ শ্রেণীর পুত্র । ইহা ব্যতীত 'দত্তক' ও 'কৃত' পুত্রও হয় । এই সব মিলিয়া ছয় প্রকার পুত্র । সপ্তম পুত্র হইল 'অধ্যূঢ়' (যে কুমারী অবস্থায় মাতার গর্ভে আসিয়া থাকে এবং বিবাহের পর বিবাহকারীর গৃহে আসিয়া যাহার জন্ম হয়, এরূপ পুত্রকে বলে অধ্যূঢ় ।) । ৪

অষ্টম পুত্র 'কানীন' (কন্যা অবস্থায় জাত পুত্র ।) । ইহাদের অতিরিক্ত ছয় 'অপধ্বংসজ' (অনুলোম) পুত্র হয় এবং ছয় 'অপসদ' (প্রতিলোম) পুত্র হয় । এইভাবে এই সবের সংখ্যা হইল বিশ । ভারত ! এইরূপে পুত্রগণের ভেদ কথিত হইয়াছে । তুমি ইহাদের সকলকে পুত্র বলিয়াই জানিবে । ৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! ছয় প্রকারের অপধ্বংসজ পুত্র কাহারা ? এবং কাহাদের অপসদ পুত্র বলা হয় ? এই সব আপনি আমাকে যথাযথভাবে বলুন । ৬

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— এই তিন বর্ণের স্ত্রী হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, ইহাকে তিন প্রকারের অপধ্বংসজ বলা হইয়া থাকে । ভারত ! ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য ও শূদ্র জাতির স্ত্রী হইতে পুত্র হয়, উহা দুই প্রকার অপধ্বংসজ পুত্র এবং বৈশ্যের শূদ্রজাতির স্ত্রী হইতে যে পুত্র হয়, তাহা এক প্রকার অপধ্বংসজ পুত্র । এইভাবে এই প্রকরণে অপধ্বংসজ পুত্রগণের দিগ্‌দর্শন করান হইয়াছে । এইরূপ এই ছয় প্রকার 'অপধ্বংসজ' অর্থাৎ 'অনুলোম' পুত্র কথিত হইল । এখন 'অপসদ' অর্থাৎ 'প্রতিলোম' পুত্রগণের বর্ণনা শ্রবণ কর । ৭-৮

ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা এই তিন বর্ণের স্ত্রী হইতে শূদ্রের দ্বারা যে তিন পুত্র উৎপাদিত হয়, তাহারা ক্রমশঃ চাণ্ডাল, ব্রাত্য ও বৈদ্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । অপসদের এই তিনপ্রকার ভেদ । ৯

ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভ হইতে বৈশ্যের দ্বারা যে দুই পুত্র

ব্রাহ্মণ্যাং লক্ষ্যতে সূত ইত্যেতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ
পুত্রা হ্যেতে ন শক্যন্তে মিথ্যাকর্তুং নরাধিপ ॥ ১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ক্ষেত্রজং কেচিদেবাহুঃ সুতং কেচিত্তু শুক্রজম্।
তুল্যাবেতৌ সুতৌ কস্য তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১২

ভীষ্ম উবাচ।

রেতজো বা ভবেৎ পুত্রস্ত্যক্তো বা ক্ষেত্রজো ভবেৎ।
অধ্যূঢ়ঃ সময়ং ভিত্ত্বেত্যেতদেব নিবোধ মে ॥ ১৩

যুধিষ্ঠির উবাচ

রেতজং বেদ্মি বৈ পুত্রং ক্ষেত্রজস্যাগমঃ কথম্।
অধ্যূঢ়ং বিদ্ম বৈ পুত্রং ভিত্ত্বা তু সময়ং কথম্ ॥ ১৪

ভীষ্ম উবাচ।

আত্মজং পুত্রমুৎপাদ্য যস্ত্যজেৎ কারণান্তরে।
ন তত্র কারণং রেতঃ স ক্ষেত্রস্বামিনো ভবেৎ ॥ ১৫
পুত্রকামো হি পুত্রার্থে যাং বৃণীতে বিশাম্পতে।
ক্ষেত্রজং তু প্রমাণং স্যান্ন বৈ তত্রাত্মজঃ সুতঃ ॥ ১৬
অন্যত্র ক্ষেত্রজঃ পুত্রো লক্ষ্যতে ভরতর্ষভ।
ন হ্যাত্মা শক্যতে হন্তুং দৃষ্টান্তোপগতো হ্যসৌ ॥১৭
কশ্চিচ্চ কৃতকঃ পুত্রঃ সংগ্রহাদেব লক্ষ্যতে।
ন তত্র রেতঃ ক্ষেত্রং বা যত্র লক্ষ্যেত ভারত ॥১৮

যুধিষ্ঠির উবাচ

কীদৃশঃ কৃতকঃ পুত্রঃ সংগ্রহাদেব লক্ষ্যতে।
শুক্রং ক্ষেত্রং প্রমাণং বা যত্র লক্ষ্যং ন ভারত ॥ ১৯

ভীষ্ম উবাচ।

মাতাপিতৃভ্যাং সন্ত্যক্তঃ পথি যস্তং প্রকল্পয়েৎ।
ন চাস্য মাতাপিতরৌ জ্ঞায়েতাং স হি কৃত্রিমঃ ॥ ২০

উৎপন্ন হয়, তাহারা ক্রমশঃ মাগধ এবং বামক নামে দুই প্রকারের অপসদ পুত্ররূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়ের একটিই ঐরূপ পুত্র দেখা যায়, যে ব্রাহ্মণী হইতে জন্মগ্রহণ করে। তাহাকে 'সূত' বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই ছয় প্রকার অপসদ অর্থাৎ প্রতিলোম পুত্র স্বীকৃত হইয়াছে। নরনাথ! এই সব পুত্রকে মিথ্যা বলা যায় না ॥ ১০-১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! অনেক মানুষ নিজের পত্নীর গর্ভ হইতে উৎপন্ন যে কোন পুত্রকে নিজেরই পুত্র বলিয়া মনে করে এবং অনেক মানুষ আবার নিজের বীর্য্য হইতে উৎপন্ন পুত্রকে ঔরসপুত্র বলিয়া মনে করে। আচ্ছা, ইহারা কি উভয়েই সমানকোটির পুত্র? ইহাদের উপর কাহার অধিকার হয়? ইহাদের জন্মদায়িনী স্ত্রীর পতির অথবা গর্ভাধানকারী পুরুষের? ইহা আমাকে বলুন। ১২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! নিজের বীর্য্য হইতে উৎপন্ন পুত্র ত' ঔরস পুত্রই, ক্ষেত্রজ পুত্রও যদি গর্ভস্থাপনকারী পিতার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়, তবে সেই পুত্রও নিজেরই পুত্র হইয়া থাকে। এই কথা সময়ান্তরে অধ্যূঢ় পুত্রের বিষয়েও বুঝিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য হইল এই যে বীর্য্যাধানকারী পুরুষ যদি নিজের স্বত্ব পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রজ ও অধ্যূঢ় পুত্র ক্ষেত্রপতিরই বলিয়া স্বীকৃত হয়, অন্যথা সেই পুত্রের উপর বীর্য্যাধানকারীরই স্বত্ব থাকে। ১৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আমরা বীর্য্য হইতে উৎপন্ন পুত্রকেই পুত্র বলিয়া বুঝিয়া থাকি। বীর্য্য ব্যতীত ক্ষেত্রজ পুত্রের আগমন কিভাবে হইতে পারে? এবং অধ্যূঢ়কে আমরা কিভাবে সময়ান্তরে পুত্ররূপে বুঝিতে পারিব? ॥

ভীষ্ম বলিলেন,—পুত্র! যে মানুষ নিজের বীর্য্যের দ্বারা উৎপন্ন করিয়া অন্যান্য কারণসকলের জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করে, তাহার সেই পুত্রের উপর কেবল বীর্য্যস্থাপনের নিমিত্ত অধিকার থাকে না। এই পুত্র সেই ক্ষেত্রের পতিরই হইয়া যায় ॥ ১৫

প্রজানাথ! পুত্রাভিলাষী পুরুষ পুত্রের জন্যই যে গর্ভবতী কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করে, তাহার ক্ষেত্রজ পুত্র সেই বিবাহকারী পতিরই বলিয়া স্বীকৃত হয়। এস্থলে গর্ভস্থাপনকারীর অধিকার থাকে না। ১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! অপরের ক্ষেত্রে উৎপন্ন পুত্র বিভিন্ন লক্ষণসমূহের দ্বারা লক্ষিত হয় যে, সে কাহার পুত্র? কোনও ব্যক্তি নিজের স্বত্বকে গোপন করিতে পারে না উহা স্বতই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ১৭

ভরতনন্দন! কোন কোনস্থলে কৃত্রিম পুত্রও দেখা যায়। তাহাকে গ্রহণ করিলে বা নিজের বলিয়া মনে করিলেই নিজের হইয়া যায়। এস্থলে বীর্য্য বা ক্ষেত্রকে পুত্রত্বের নিশ্চয়ে কারণ হইতে দেখা যায় না। ১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভারত! যেস্থলে বীর্য্য বা ক্ষেত্র কেহই পুত্রত্ব নিশ্চয়ে প্রমাণ হইতে দেখা যায় না, যাহাকে সংগ্রহ করা মাত্রই নিজের পুত্ররূপে দৃষ্ট হয়, সেই কৃত্রিম পুত্র কিভাবে হয়? ১৯

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! মাতা-পিতা যাহাকে পথের মধ্যে পরিত্যাগ করিয়া দেয় এবং অনুসন্ধান করিলে পরও যাহার

অস্বামিকস্য স্বামিত্বং যস্মিন্ সম্প্রতি লক্ষ্যতে।
যো বর্ণঃ পোষয়েৎ তঞ্চ তদ্বর্ণস্তস্য জায়তে ॥ ২২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথমস্য প্রয়োক্তব্যঃ সংস্কারঃ কস্য বা কথম্।
দেয়া কন্যা কথং চেতি তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ২২

ভীষ্ম উবাচ।

আত্মবৎ তস্য কুর্বীত সংস্কারং স্বামিবৎ তথা।
ত্যক্তো মাতাপিতৃভ্যাং যঃ সবর্ণং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৩
তদ্গোত্রবন্ধুজং তস্য কুর্য্যাৎ সংস্কারমচ্যুত।
অথ দেয়া তু কন্যা স্যাৎ তদ্বর্ণস্য যুধিষ্ঠির ॥ ২৪
সংস্কুর্য্যং বর্ণগোত্রঞ্চ মাতৃবর্ণবিনিশ্চয়ে।
কানীনাধ্যূঢ়জৌ বাপি বিজ্ঞেয়ৌ পুত্র কিল্বিষৌ ॥ ২৫
তাবাপি স্বাবিব সুতৌ সংস্কার্য্যাবিতি নিশ্চয়ঃ।
ক্ষেত্রজো বাপ্যপসদো যেঽধ্যূঢ়াস্তেষু চাপ্যুত ॥ ২৬
আত্মবদ্ বৈ প্রযুঞ্জীরন্ সংস্কারান্ ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
ধর্মশাস্ত্রেষু বর্ণানাং নিশ্চয়োঽয়ং প্রদৃশ্যতে ॥ ২৭
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং কি ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিবাহধর্মে পুত্রপ্রতিনিধিকথনে একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৪৯

মাতা-পিতার পরিচয় পাওয়া যায় না, সেই বালককে যে ব্যক্তি পালন করে, তাহারই এই বালক কৃত্রিম পুত্র হইয়া যায়। ২০

বর্তমানকালে যে ব্যক্তিকে সেই অনাথ বালকের স্বামী (পরিপালনকারী) হইতে দেখা যায় এবং যে তাহার পালন-পোষণ করে, তাহার যে বর্ণ, সেই বালকেরও তাহার বর্ণ হইয়া থাকে ॥২১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! এরূপ বালকের সংস্কার কিরূপ এবং কোন্ জাতি অনুসারে তাহার সংস্কার করিতে হইবে? বাস্তবে সে কোন্ বর্ণের, ইহা কিরূপে জানা যাইবে? কিভাবে ও কোন্ জাতির কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিতে হইবে? ইহা আমাকে বলুন। ২২

ভীষ্ম বলিলেন,—পুত্র! যাহাকে মাতা-পিতা ত্যাগ করিয়া দিয়াছে, সেই বালক নিজের স্বামীর (পালক পিতার) বর্ণ প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য তাহার পালনকারীর কর্তব্য হইল—সে নিজেরই বর্ণানুসারে সেই বালকের সংস্কার করিবে। ২৩

ধর্ম হইতে অবিচ্যুত যুধিষ্ঠির! পালক পিতার সগোত্র বন্ধুগণের যেরূপ সংস্কার করা হয়, সেইরূপ সংস্কার এই বালকেরও করিতে হইবে এবং তাহারই বর্ণের কন্যার সহিত এই বালকের বিবাহও দিতে হইবে। ২৪

পুত্র! যদি তাহার মাতার বর্ণ ও গোত্রের পরিচয় নির্ণয় করা যায়, তবে সেই বালকের সংস্কার করিবার জন্য মাতারই বর্ণ ও গোত্র গ্রহণ করিতে হইবে। কানীন ও অধ্যূঢ়জ—এই দুই প্রকারের পুত্রই নিকৃষ্ট বলিয়া জানিতে হইবে। ২৫

এই দুই প্রকারের পুত্রকেও নিজেরই সমান সংস্কার করিবে—ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ব্রাহ্মণাদির কর্তব্য হইল—তাহারা ক্ষেত্রজ, অপসদ ও অধ্যূঢ়—এই সকল প্রকার পুত্রগণকেই নিজের সমান সংস্কার করিবেন। বর্ণসকলের সংস্কারসম্বন্ধে ধর্মশাস্ত্রের এরূপই সিদ্ধান্ত দেখা যায়। এইভাবে আমি এ বিষয়ে সমস্ত কথা তোমাকে বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর?২৬-২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে বিবাহধর্মপ্রসঙ্গে পুত্রপ্রতিনিধিকথনবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[গোমহিমপ্রসঙ্গে চ্যবনমুনেরুপাখ্যানারম্ভঃ—মৎস্যৈঃ সহ জালবদ্ধস্য মুনের্জলতো বহিরাগমনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

দর্শনে কীদৃশঃ স্নেহঃ সংবাসে চ পিতামহ ।
মহাভাগ্যং গবাং চৈব তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি পুরাবৃত্তং মহাদ্যুতে ।
নহুষস্য চ সংবাদং মহর্ষেশ্চ্যবনস্য চ ॥ ২
পুরা মহর্ষিশ্চ্যবনো ভার্গবো ভরতর্ষভ ।
উদবাসকৃতারম্ভো বভূব স মহাব্রতঃ ॥ ৩
নিহত্য মানং ক্রোধঞ্চ প্রহর্ষং শোকমেব চ ।
বর্ষাণি দ্বাদশ মুনির্জলবাসে ধৃতব্রতঃ ॥ ৪
আদধৎ সর্বভূতেষু বিস্রম্ভং পরমং শুভম্ ।
জলেচরেষু সর্বেষু শীতরশ্মিরিব প্রভুঃ ॥ ৫
স্থাণুভূতঃ শুচির্ভূত্বা দৈবতেভ্যঃ প্রণম্য চ ।
গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে জলং সম্প্রবিবেশ হ ॥ ৬
গঙ্গা-যমুনয়োর্বেগং সুভীমং ভীমনিঃস্বনম্ ।
প্রতিজগ্রাহ শিরসা বাতবেগসমং জবে ॥ ৭
গঙ্গা চ যমুনা চৈব সরিতশ্চ সরাংসি চ ।
প্রদক্ষিণমৃষিং চক্রুর্ন চৈবং পর্য্যপীড়য়ন্ ॥৮
অন্তর্জলেষু সুষ্বাপ কাষ্ঠভূতো মহামুনিঃ ।
ততশ্চোর্ধ্বস্থিতো ধীমানভবদ্ ভরতর্ষভ ॥ ৯
জলৌকসাং স সত্ত্বানাং বভূব প্রিয়দর্শনঃ ।
উপাজিঘ্রন্ত চ তদা তস্যোষ্ঠং হৃষ্টমানসাঃ ॥১০
তত্র তস্যাসতঃ কালঃ সমতীতোঽভবন্মহান্ ।
ততঃ কদাচিৎ সময়ে কস্মিংশ্চিন্মৎস্যজীবিনঃ ॥ ১১
তং দেশং সমুপাজগ্মুর্জালহস্তা মহাদ্যুতে ।
নিষাদা বহবস্তত্র মৎস্যোদ্ধরণনিশ্চয়াঃ ॥ ১২

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[গোমহিমাপ্রসঙ্গে চ্যবনমুনির উপাখ্যান আরম্ভ,—মৎস্যগণের সহিত জালবদ্ধ হইয়া মুনির জল হইতে বাহিরে আগমন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! কাহাকেও দেখিলে বা কাহারও সহিত বাস করিলে কিরূপ স্নেহ উৎপন্ন হয় ? এবং গোসকলের মাহাত্ম্য কিরূপ ? এই সব সবিস্তরে আমাকে বলুন । ১

ভীষ্ম বলিলেন,—মহাতেজস্বী নরেশ ! এ বিষয়ে আমি তোমাকে মহর্ষি চ্যবন ও নহুষের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস বলিব । ২

ভরতশ্রেষ্ঠ ! পুরাকালের ঘটনা, ভৃগুর পুত্র মহর্ষি চ্যবন মহাব্রত গ্রহণ করিয়া জলের মধ্যে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন । ৩

তিনি অভিমান, ক্রোধ, হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ়তা সহকারে ব্রতপালন করিতে করিতে বার বৎসর কাল জলমধ্যে বাস করিয়াছিলেন । ৪

শীতল কিরণবিশিষ্ট চন্দ্রের ন্যায় সেই শক্তিশালী মুনি সমস্ত প্রাণীর বিশেষতঃ সম্পূর্ণ জলচর জীবগণের উপর নিজের পরম মঙ্গলকারী পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপিত করিয়াছিলেন । ৫

এক সময়ে তিনি দেবতাগণকে প্রণাম করত অত্যন্ত পবিত্র গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে জলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে কাষ্ঠের ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন । ৬

গঙ্গা-যমুনার বেগ এস্থলে অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল এবং তখন সেখানে ভীষণ গর্জনও হইতেছিল । বায়ুর বেগের ন্যায় দুঃসহ সেই বেগকে মুনি নিজের মস্তকে ধারণ করিতেছিলেন অর্থাৎ প্রচণ্ড সেই জলবেগের আঘাত তিনি নিজ মস্তকে সহ্য করিতেছিলেন । ৭

কিন্তু গঙ্গা-যমুনা, অন্যান্য নদীসকল ও সরোবরসকল ঋষিকে কেবল প্রদক্ষিণ করিতেছিল, তাঁহাকে কোনরূপ পীড়িত করে নাই । ৮

ভরতশ্রেষ্ঠ ! এই বুদ্ধিমান্ মহামুনি কখনও জলের মধ্যে কাষ্ঠের ন্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন এবং কখনও উঠিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন । ৯

তিনি জলচর প্রাণিগণের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন । জলজন্তুরা হৃষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহার ওষ্ঠ আঘ্রাণ করিতে লাগিল ।১০

মহাতেজস্বী নরেশ ! এইভাবে তাঁহার জলমধ্যে বাস করিতে করিতে বহুদিন অতিবাহিত হইয়া যাইল । তদনন্তর এক সময়ে মৎস্যজীবী ধীবরগণ মৎস্য ধরিবার জন্য স্থির করিয়া হস্তে জাল গ্রহণ করত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল । ১১-১২

ব্যায়তা বলিনঃ শূরা সলিলেম্বনিবর্ত্তিনঃ।
অভ্যাযযুশ্চ তং দেশং নিশ্চিত্য জালকর্মণি ॥ ১৩

জালং তে যোজয়ামাসুর্নিঃশেষেণ জনাধিপ
মৎস্যোদকং সমাসাদ্য তদা ভরতসত্তম ॥ ১৪

ততস্তে বহুভির্যোগৈঃ কৈবর্ত্তা মৎস্যকাঙ্ক্ষিণঃ।
গঙ্গা-যমুনয়োর্বারি জালৈরভ্যকিরংস্ততঃ ॥১৫

জালং সুবিততং তেষাং নবসূত্রকৃতং তথা।
বিস্তারায়ামসম্পন্নং যৎ তত্র সলিলেঽক্ষিপন্ ॥১৬

ততস্তে সুমহচ্চৈব বলবচ্চ সুবর্ত্তিতম্।
অবতীর্য্য ততঃ সর্বে জালং চকৃষিরে তদা ॥১৭

অভীতরূপাঃ সংহৃষ্টা অন্যোন্যবশবর্ত্তিনঃ।
ববন্ধুস্তত্র মৎস্যাংশ্চ তথান্যান্ জলচারিণঃ ॥ ১৮

তথা মৎস্যৈঃ পরিবৃতং চ্যবনং ভৃগুনন্দনম্।
আকর্ষয়ন্মহারাজ জালেনাথ যদৃচ্ছয়া ॥ ১৯

নদীশৈবলদিগ্ধাঙ্গং হরিশ্মশ্রুজটাধরম্।
লগ্নৈঃ শঙ্খনখৈর্গাত্রে ক্রোড়ৈশ্চিত্রৈরিবার্পিতম্ ॥ ২০

তং জালেনোদ্ধৃতং দৃষ্ট্বা তে তদা বেদপারগম্।
সর্বে প্রাঞ্জলয়ো দাশাঃ শিরোভিঃ প্রাপতন্ ভুবি ॥ ২১

পরিখেদপরিত্রাসাজ্জালস্যাকর্ষণেন চ।
মৎস্যা বভূবুর্ব্যাপন্নাঃ স্থলসংস্পর্শনেন চ ॥ ২২

স মুনিস্তৎ তদা দৃষ্ট্বা মৎস্যানাং কদনং কৃতম্।
বভূব কৃপয়াবিষ্টো নিঃশ্বসংশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ২৩

নিষাদা উচুঃ।

অজ্ঞানাদ্ যৎ কৃতং পাপং প্রসাদং তত্র নঃ কুরু।
করবাম প্রিয়ং কিং তে তন্নো ব্রূহি মহামুনে ॥২৪

ইত্যুক্তো মৎস্যমধ্যস্থশ্চ্যবনো বাক্যমব্রবীৎ।
যো মেঽদ্য পরমঃ কামস্তং শৃণুধ্বং সমাহিতাঃ ॥ ২৫

এই ধীবরেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, বলবান্, শৌর্য্যশালী ও অগাধ জলের ভয়ে কখনও কোনস্থান হইতে নিবৃত্ত হইত না। তাহারা জাল ফেলিবার নিশ্চয় করিয়া সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৩

ভরতবংশভূষণ জননাথ! সেই সময় যেস্থানে মৎস্যগণ বাস করিত, সেই গভীর জলমধ্যে যাইয়া তাহারা নিজেদের জালকে পূর্ণরূপে যোজনা করিল। ১৪

মৎস্যাভিলাষী কৈবর্ত্তগণ (জেলেরা) বহুবিধ উপায় করিয়া গঙ্গা-যমুনার সেস্থানের জলকে জালের দ্বারা আবৃত করিল। ১৫

তাহাদের সেই জাল নূতন সূত্রের দ্বারা নির্ম্মিত ছিল ও বিশাল ছিল এবং লম্বা-চওড়াও বহু অধিক ছিল। এই জাল উত্তমরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং শক্ত-সামর্থ্য ছিল। এই জালকে তাহারা জলের উপর নিক্ষেপ করিল। তারপর অল্পক্ষণ পরেই সেই সব কৈবর্ত্তরা জলমধ্যে নির্ভয় হইয়া নামিয়া পড়িল। তাহারা সকলে প্রসন্ন ও পরস্পর পরস্পরের অধীনে ছিল। এইভাবে তাহারা পরে মিলিত হইয়া জালকে আকর্ষণ করিয়া তুলিতে আরম্ভ করিল। এই জালে তাহারা মৎস্যগণের সহিত অন্যান্য জলজন্তুদিগকেও আবদ্ধ করিয়াছিল। ১৬-১৮

মহারাজ! জাল আকর্ষণ করিবার সময় তাহারা দৈবেচ্ছায় সেই জালের দ্বারা মৎস্যগণে পরিবৃত ভৃগুপুত্র মহর্ষি চ্যবনকেও উপরে উত্থাপিত করিল। ১৯

তাঁহার দেহ তখন নদীর শেওলার দ্বারা লিপ্ত ছিল। তাঁহার শ্মশ্রু (দাঁড়ি) ও জটাসমূহ হরিদ্বর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার অঙ্গসকলে শঙ্খাদি জলচরগণের নখাদি লাগিয়া থাকায় বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছিল। তখন এরূপ মনে হইতেছিল—তাঁহার অঙ্গে যেন শূকরের বিচিত্র লোমাবলি লাগিয়া রহিয়াছে। ২০

বেদের পারদর্শী বিদ্বান্ সেই মহর্ষিকে জালের দ্বারা বদ্ধ অবস্থায় উঠিয়া আসিতে দেখিয়া সকল কৈবর্ত্তগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া মস্তক নত করত ভূমিতে পতিত হইল অর্থাৎ ভূমিষ্ঠপ্রণাম করিল। ২১

অন্য দিকে জালের আকর্ষণে অত্যন্ত খেদ, ত্রাস ও স্থলের স্পর্শবশতঃ বহু মৎস্য নিহত হইল। মুনি যখন সেই মৎস্যগণের সংহার দেখিলেন, তখন তাঁহার অতিশয় দয়া হইল এবং তিনি বারম্বার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ২২-২৩

তখন নিষাদেরা বলিল—মহামুনে! আমরা না জানিয়া যে পাপ করিয়াছি, তাহার জন্য ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। আরও বলুন—আমরা আপনার কোন্ প্রিয় কার্য্য করিব? ২৪

কৈবর্ত্তগণ এই কথা বলিলে পর মৎস্যসকলের মধ্যে উপবিষ্ট মহর্ষি চ্যবন বলিলেন—এই সময় আমার যাহা পরম কাম্য, তাহা সাবধানে তোমরা শ্রবণ কর। ২৫

প্রাণোৎসর্গং বিসর্গং বা মৎস্যৈর্বাস্যাম্যহং সহ।
সংবাসান্নোৎসহে ত্যক্তুং সলিলেঽধ্যুষিতানহম্॥ ২৬

ইত্যুক্তাস্তে নিষাদাস্তু সুভৃশং ভয়কম্পিতাঃ।
সর্ব্বে বিবর্ণবদনা নহুষায় ন্যবেদয়ন্॥ ২৭

আমি এই মৎস্যগণের সহিতই নিজের প্রাণ ত্যাগ বা রক্ষা করিব। ইহারা আমার সহবাসী আমি বহু দিন ধরিয়া ইহাদের সহিত জলে বাস করিতেছি; অতএব আমি ইহাদের ত্যাগ করিতে পারিব না। ২৬

মুনির এই কথা শ্রবণ করিয়া নিষাদগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহাদের সকলের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল এবং সেই অবস্থায় তাহারা রাজা নহুষের নিকট গমন করত তাঁহাকে সমস্ত সংবাদ নিবেদন করিল। ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি চ্যবনোপাখ্যানে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে চ্যবনের উপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞা নহুষেণ এক-গোমূল্যেন মহর্ষি-চ্যবনস্য ক্রয়ঃ, মুনিনা গোমাহাত্ম্যস্য কথনম্, মৎস্যানাং তথা কৈবর্ত্তানাং সদ্‌গতিবর্ণনঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

নহুষস্তু ততঃ শ্রুত্বা চ্যবনং তু তথাগতম্।
ত্বরিতঃ প্রযযৌ তত্র সহামাত্য-পুরোহিতঃ॥ ১

শৌচং কৃত্বা যথান্যায়ং প্রাঞ্জলিঃ প্রযতো নৃপঃ।
আত্মানমাচচক্ষে চ চ্যবনায় মহাত্মনে॥ ২

অর্চয়ামাস তং চাপি তস্য রাজ্ঞঃ পুরোহিতঃ।
সত্যব্রতং মহাত্মানং দেবকল্পং বিশাম্পতে॥ ৩

নহুষ উবাচ।

করবাণি প্রিয়ং কিং তে তন্মে ব্রূহি দ্বিজোত্তম।
সর্ব্বং কর্ত্তাস্মি ভগবন্ যদ্যপি স্যাৎ সুদুষ্করম্॥ ৪

চ্যবন উবাচ।

শ্রমেণ মহতা যুক্তাঃ কৈবর্ত্তা মৎস্যজীবিনঃ।
মম মূল্যং প্রযচ্ছৈভ্যো মৎস্যানাং বিক্রয়ৈঃ সহ॥ ৫

নহুষ উবাচ।

সহস্রং দীয়তাং মূল্যং নিষাদেভ্যঃ পুরোহিত।
নিষ্ক্রয়ার্থে ভগবতো যথাহ ভৃগুনন্দনঃ॥ ৬

চ্যবন উবাচ।

সহস্রং নাহমর্হামি কিং বা ত্বং মন্যসে নৃপ।
সদৃশং দীয়তাং মূল্যং স্ববুদ্ধ্যা নিশ্চয়ং কুরু॥ ৭

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[রাজা নহুষ কর্ত্তৃক একটি গোর মূল্যে মহর্ষিচ্যবনকে ক্রয়, মুনির দ্বারা গোমাহাত্ম্য কথন এবং মৎস্য ও কৈবর্ত্তগণের সদ্‌গতি বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—চ্যবনমুনিকে এরূপ অবস্থায় নিজের নগরের নিকটে আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া রাজা নহুষ স্বীয় পুরোহিত ও মন্ত্রিবর্গের সহিত সত্বর সেখানে গমন করিলেন। ১

তিনি পবিত্রভাবে সংযতমনে কৃতাঞ্জলি হইয়া ন্যায়োচিত রীতিতে মহাত্মা চ্যবনকে নিজের পরিচয় দিলেন। ২

প্রজানাথ! রাজার পুরোহিত দেবতুল্য তেজস্বী, সত্যব্রত ও মহাত্মা চ্যবনমুনিকে বিধি অনুসারে পূজা করিলেন। ৩

নহুষ বলিলেন,—দ্বিজোত্তম! আপনি বলুন, আমি আপনার কোন্ প্রিয়কার্য্য করিব? ভগবন্! আপনার আদেশে অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য হইলেও তৎসমস্ত আমি পূর্ণ করিব। ৪

চ্যবন বলিলেন;—মৎস্যজীবী কৈবর্ত্তগণ অতিশয় পরিশ্রম করিয়া আমাকে জালে আবদ্ধ করত উত্থাপিত করিয়াছে; অতএব আপনি ইহাদের এই মৎস্যসকলের বিক্রয় মূল্য সহ আমারও মূল্য প্রদান করুন। ৫

তখন নহুষ নিজের পুরোহিতকে বলিলেন,—পুরোহিত! ভৃগুনন্দন চ্যবন যে আজ্ঞা করিলেন, তদনুসারে এই পূজ্যপাদ মহর্ষির মূল্যরূপে কৈবর্ত্তগণকে একহাজার মুদ্রা মূল্য প্রদান করুন। ৬

চ্যবন বলিলেন,—নৃপ! আমি এক হাজার মুদ্রায় বিক্রয়যোগ্য নহি। আপনি কি আমার এই মূল্যেই বুঝিলেন? আমার

নহুষ উবাচ।

সহস্রাণাং শতং বিপ্র নিষাদেভ্যঃ প্রদীয়তাম্।
স্যাদিদং ভগবন্ মূল্যং কিং বান্যন্মন্যতে ভবান্॥ ৮

চ্যবন উবাচ।

নাহং শতসহস্রেণ নিমেয়ঃ পার্থিবর্ষভ।
দীয়তাং সদৃশং মূল্যমমাত্যৈঃ সহ চিন্তয়॥ ৯

নহুষ উবাচ।

কোটিঃ প্রদীয়তাং মূল্যং নিষাদেভ্যঃ পুরোহিত।
যদেতদপি নো মূল্যমতো ভূয়ঃ প্রদীয়তাম্॥ ১০

চ্যবন উবাচ।

রাজন্ নার্হাম্যহং কোটিং ভূয়ো বাপি মহাদ্যুতে।
সদৃশং দীয়তাং মূল্যং ব্রাহ্মণৈঃ সহ চিন্তয়॥ ১১

নহুষ উবাচ।

অর্দ্ধং রাজ্যং সমগ্রং বা নিষাদেভ্যঃ প্রদীয়তাম্।
এতন্মূল্যমহং মন্যে কিং বান্যন্মন্যসে দ্বিজ॥ ১২

যোগ্য মূল্য আপনি প্রদান করুন এবং সেই মূল্য কত দিতে হইবে তাহা আপনি নিজ বুদ্ধির দ্বারাই স্থির করুন। ৭

নহুষ বলিলেন,—বিপ্রবর! এই নিষাদগণকে আপনি এক লক্ষ মুদ্রা প্রদান করুন। (পুরোহিতকে এই কথা বলিয়া তিনি মুনিকে প্রশ্ন করিলেন—) ভগবন্! ইহা কি আপনার উচিত মূল্য হইতে পারে? অথবা আপনি আপনার আরও কিছু অধিকমূল্য মনে করেন? ৮

চ্যবন বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে এক লক্ষমুদ্রার মূল্যেই সীমিত করিবেন না। আপনি উচিত মূল্য প্রদান করুন। এ বিষয়ে আপনি মন্ত্রিগণের সহিত বিচার-পরামর্শ করুন। ৯

নহুষ বলিলেন,—পুরোহিত! আপনি এই নিষাদগণকে এক কোটি মুদ্রা মূল্যরূপে প্রদান করুন। যদি ইহাও যথার্থ মূল্য না হয়, তবে আরও অধিক মূল্য দান করুন। ১০

চ্যবন বলিলেন,—মহাতেজস্বী নরেশ! আমি এককোটি বা তাহা হইতেও অধিক মুদ্রা মূল্যে বিক্রয়যোগ্য নহি। যাহা আমার উচিত মূল্য, সেই মূল্যই প্রদান করুন এবং এ বিষয়ে ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করুন। ১১

নহুষ বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! যদি এই কথাই হয়, তবে নিষাদগণকে আমার অর্দ্ধেক রাজ্য বা সম্পূর্ণ রাজ্যই প্রদান করুন। ইহাকেই আমি আপনার জন্য উচিত মূল্য বলিয়া মনে করি। আপনি ইহার অতিরিক্ত আর কি মনে করেন? ১২

চ্যবন উবাচ।

অর্দ্ধং রাজ্যং সমগ্রঞ্চ মূল্যং নার্হামি পার্থিব।
সদৃশং দীয়তাং মূল্যমৃষিভিঃ সহ চিন্ত্যতাম্॥ ১৩

ভীষ্ম উবাচ।

মহর্ষের্বচনং শ্রুত্বা নহুষো দুঃখকর্শিতঃ।
স চিন্তয়ামাস তদা সহামাত্যপুরোহিতঃ॥ ১৪
তত্র ত্বন্যো বনচরঃ কশ্চিন্মূল-ফলাশনঃ।
নহুষস্য সমীপস্থো গবিজাতোঽভবন্মুনিঃ॥ ১৫
স সমাভাষ্য রাজানমব্রবীদ্ দ্বিজসত্তমঃ।
তোষয়িষ্যাম্যহং ক্ষিপ্রং যথা তুষ্টো ভবিষ্যতি॥ ১৬
নাহং মিথ্যাবচো ব্রূয়াং স্বৈরেষ্বপি কুতোঽন্যথা।
ভবতো যদহং ব্রূয়াং তৎকার্য্যমবিশঙ্কয়া॥ ১৭

নহুষ উবাচ।

ব্রবীতু ভগবান্ মূল্যং মহর্ষেঃ সদৃশং ভৃগোঃ।
পরিত্রায়স্ব মামস্মদ্বিষয়ঞ্চ কুলঞ্চ মে॥ ১৮

চ্যবন বলিলেন,—ভূপাল! আপনার অর্দ্ধ রাজ্য বা সম্পূর্ণ রাজ্যও আমার উচিত মূল্য হইতে পারে না। আপনি যথার্থ মূল্য দিন এবং যদি এই মূল্য বিষয়ে আপনার চিন্তায় কিছু না হয়, তবে ঋষিগণের সহিত বিচার করুন। ১৩

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা নহুষ দুঃখে কাতর হইয়া উঠিলেন এবং মন্ত্রী ও পুরোহিতের সহিত এ বিষয়ে বিচার করিতে লাগিলেন ১৪

এই সময়ে ফল-মূল ভোজনকারী অন্য এক বনবাসী মুনি সেখানে আসিলেন। তিনি গোর উদর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ রাজা নহুষের নিকটে উপস্থিত হইয়া সেই রাজাকে সম্বোধন করত বলিলেন—॥ ১৫½

রাজন্! এই মুনি কাহার দ্বারা (কোন মূল্যে) সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা আমি জানি। আমি ইঁহাকে সত্বর সন্তুষ্ট করিব। আমি কখনও হাস্য-পরিহাস ছলেও মিথ্যা কথা বলি না, সুতরাং এই সময়ে কিভাবে মিথ্যা কথা বলিতে পারি? আমি আপনাকে যাহা কিছু বলিব, তাহা আপনি নির্ভয়ে পালন করুন। ১৬-১৭

নহুষ বলিলেন,—ভগবন্! আপনি আমাকে ভৃগুপুত্র মহর্ষি-চ্যবনের বিক্রয়যোগ্য উচিত মূল্য বলুন এবং ইহা বলিয়া আমাকে আমার কুলকে ও আমার সম্পূর্ণ রাজ্যকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করুন। ১৮

হন্তাপি জানান্ কুদ্ধস্ত্রৈলোক্যমপি কেবলম্।
কিং পুনর্মাং তপোহীনং বাহুবীর্য্যপরায়ণম্ ॥ ১৯

অগাধাম্ভসি মগ্নস্য সামাত্যস্য সঋত্বিজঃ।
প্লবো ভব মহর্ষে ত্বং কুরু মূল্যবিনিশ্চয়ম্ ॥ ২০

ভীষ্ম উবাচ।

নহুষস্য বচঃ শ্রুত্বা গবিজাতঃ প্রতাপবান্।
উবাচ হর্ষয়ন্ সর্বানমাত্যান্ পার্থিবঞ্চ তম্ ॥ ২১

(ব্রাহ্মণানাং গবাং চৈব কুলমেকং দ্বিধা কৃতম্।
একত্র মন্ত্রাস্তিষ্ঠন্তি হবিরন্যত্র তিষ্ঠতি ॥)

অনর্ঘেয়া মহারাজ দ্বিজা বর্ণেষু চোত্তমাঃ।
গাবশ্চ পুরুষব্যাঘ্র গৌর্মূল্যং পরিকল্প্যতাম্ ॥ ২২

নহুষস্তু ততঃ শ্রুত্বা মহর্ষের্বচনং নৃপ।
হর্ষেণ মহতা যুক্তঃ সহামাত্যপুরোহিতঃ ॥ ২৩

অভিগম্য ভৃগোঃ পুত্রং চ্যবনং সংশিতব্রতম্।
ইদং প্রোবাচ নৃপতে বাচা সন্তর্পয়ন্নিব ॥ ২৪

নহুষ উবাচ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ বিপ্রর্ষে গবা ক্রীতোঽসি ভার্গব।
এতন্মূল্যমহং মন্যে তব ধর্মভৃতাং বর ॥ ২৫

চ্যবন উবাচ।

উত্তিষ্ঠাম্যেষ রাজেন্দ্র সম্যক্ ক্রীতোঽস্মি তেঽনঘ।
গোভিস্তুল্যং ন পশ্যামি ধনং কিঞ্চিদিহাচ্যুত ॥ ২৬

কীর্ত্তনং শ্রবণং দানং দর্শনং চাপি পার্থিব।
গবাং প্রশস্যতে বীর সর্বপাপহরং শিবম্ ॥ ২৭

গাবো লক্ষ্ম্যাঃ সদা মূলং গোষু পাপ্মা ন বিদ্যতে।
অন্নমেব সদা গাবো দেবানাং পরমং হবিঃ ॥ ২৮

স্বাহাকার-বষট্কারৌ গোষু নিত্যং প্রতিষ্ঠিতৌ।
গাবো যজ্ঞস্য নেত্র্যো বৈ তথা যজ্ঞস্য তা মুখম্ ॥ ২৯

এই ভগবান্ চ্যবনমুনি যদি কুপিত হন, তাহা হইলে তিনি তিন লোককেই ধ্বংস করিতে পারেন; সেস্থলে আমার ন্যায় তপোবলহীন কেবল বাহুবলশালী নরেশকে নষ্ট করা ইঁহার পক্ষে আর কি অধিক বিষয় হইতে পারে? ১৯

মহর্ষে! আমি নিজের মন্ত্রিগণ ও পুরোহিতের সহিত সঙ্কটের অগাধ মহাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। আপনি নৌকা-স্বরূপ হইয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন। ইঁহার যোগ্য মূল্য নির্ণয় করিয়া দিন। ২০

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! নহুষের এই কথা শ্রবণ করিয়া গো-হইতে উৎপন্ন সেই প্রতাপশালী মহর্ষি রাজা ও তাঁহার সমস্ত মন্ত্রিমণ্ডলীকে আনন্দিত করিতে করিতে বলিলেন— । ২১

(মহারাজ! ব্রাহ্মণগণের ও গোসকলের কুল এক; তবে সেই কুলকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে এককুলে (ব্রাহ্মণকুলে) মন্ত্র থাকেন এবং অন্তকুলে (গোকুলে) হবিঃ থাকেন।) পুরুষশ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণগণ সমস্ত বর্ণের মধ্যে উত্তম। তাঁহাদের এবং গোগণের কোনও মূল্যই নির্ণয় করিবার যোগ্য নহে। অতএব আপনি ইঁহার মূল্যরূপে একটি গোপ্রদান করুন। ২২

হে নৃপ! মহর্ষির এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রী ও পুরোহিতসহ রাজা নহুষ অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। ২৩

নৃপতে! তিনি কঠোরব্রতপালনকারী ভৃগুপুত্র মহর্ষি চ্যবনের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে নিজের বাক্যের দ্বারা যেন তৃপ্ত করিতে করিতে বলিলেন। ২৪

নহুষ বলিলেন,—ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষে! ভৃগু-নন্দন! আমি একটি গো দিয়া আপনাকে ক্রয় করিয়াছি; অতএব আপনি উঠুন। আমি ইহাকেই আপনার উচিত মূল্য বলিয়া মনে করি। ২৫

চ্যবন বলিলেন,— নিষ্পাপ রাজেন্দ্র! আমি এখন উঠিতেছি। আপনি উচিত মূল্য দিয়া আমাকে ক্রয় করিয়াছেন। বীর মর্য্যাদা হইতে অবিচ্যুত নরেশ! আমি এ জগতে গোর সদৃশ অন্য কোনও ধন দেখিতে পাই না। ২৬

বীর ভূপাল! গোর নাম ও গুণকীর্ত্তন এবং শ্রবণ করা, গো-দান করা ও গো-দর্শন করা—এই সকল শাস্ত্রে প্রশংসিত হইয়াছে। এই সব কার্য্য সমস্ত পাপ হরণ করিয়া পরমকল্যাণ প্রাপ্তি করায়। ২৭

গোসকল সর্বদা লক্ষ্মীর মূল। উঁহাদের মধ্যে পাপের লেশ মাত্র নাই। গো-গণই মনুষ্যদিগকে সদা অন্ন এবং দেবতাদিগকে সদা হবিঃ প্রদান করেন। ২৮

স্বাহা ও বষট্কার সর্বদা গো-গণেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। গো-সকলই যজ্ঞের সঞ্চালনকারী ও তাঁহার মুখ॥ ২৯

অমৃতং হ্যব্যয়ং দিব্যং ক্ষরন্তি চ বহন্তি চ।
অমৃতায়তনং চৈতাঃ সর্বলোকনমস্কৃতাঃ ॥ ৩০
তেজসা বপুষা চৈব গাবো বহ্নিসমা ভুবি।
গাবো হি সুমহৎ তেজঃ প্রাণিনাঞ্চ সুখপ্রদাঃ ॥ ৩১
নিবিষ্টং গোকুলং যত্র শ্বাসং মুঞ্চতি নির্ভয়ম্।
বিরাজয়তি তং দেশং পাপং চাস্যাপকর্ষতি ॥ ৩২
গাবঃ স্বর্গস্য সোপানং গাবঃ স্বর্গেঽপি পূজিতাঃ।
গাবঃ কামদুহো দেব্যো নান্যৎ কিঞ্চিৎ পরং স্মৃতম্ ॥৩৩
ইত্যেতদ্ গোষু মে প্রোক্তং মাহাত্ম্যং ভরতর্ষভ।
গুণৈকদেশবচনং শক্যং পারায়ণং ন তু ॥ ৩৪

নিষাদা ঊচুঃ।

দর্শনং কথনং চৈব সহাস্মাভিঃ কৃতং মুনে।
সতাং সাপ্তপদং মৈত্রং প্রসাদং নঃ কুরু প্রভো ॥ ৩৫
হবীংষি সর্বাণি যথা হ্যুপভুঙ্ক্তে হুতাশনঃ।
এবং ত্বমপি ধর্মাত্মন্ পুরুষাগ্নিঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩৬
প্রসাদয়ামহে বিদ্বন্ ভবন্তং প্রণতা বয়ম্।
অনুগ্রহার্থমস্মাকমিয়ং গৌঃ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৩৭
(অত্যন্তাপদি মগ্নানাং পরিত্রাণং হি কুর্বতাম্।
যা গতির্বিদিতা ত্বত্র নরকে শরণং ভবান্ ॥)

চ্যবন উবাচ।

কৃপণস্য চ যচ্চক্ষুর্মুনেরাশীবিষস্য চ।
নরং সমূলং দহতি কক্ষমগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ৩৮
প্রতিগৃহ্ণামি বো ধেনুং কৈবর্তা মুক্তকিল্বিষাঃ।
দিবং গচ্ছত বৈ ক্ষিপ্রং মৎস্যৈঃ সহ জলোদ্ভবৈঃ ॥৩৯

ভীষ্ম উবাচ।

ততস্তস্য প্রভাবাৎ তে মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
নিষাদাস্তেন বাক্যেন সহ মৎস্যৈর্দিবং যযুঃ ॥ ৪০

তাঁহারা বিকারশূন্য দিব্য অমৃত ধারণ করেন এবং দোহন করিলে পর অমৃতই প্রদান করেন। ইঁহারা অমৃতের আধার। সম্পূর্ণ লোকসমূহ ইঁহাদের নমস্কার করে ॥ ৩০

পৃথিবীতে গোগণ নিজেদের দেহ ও কান্তিতে অগ্নির সমান। গোসকল অতিশয় তেজের রাশি ও সমস্ত প্রাণিগণকে সুখদান করেন ॥ ৩১

গোসমুদায় যেখানে উপবিষ্ট থাকিয়া নির্ভয়ে শ্বাস ত্যাগ করেন, সেখানের তাঁহারা শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকেন এবং সেখানের সমস্ত পাপ আকর্ষণ করেন ॥ ৩২

গোগণ স্বর্গের সোপান। গোসকল স্বর্গেও পূজিত হন। গোগণ সমস্ত কামনাপূর্ণকারিণী দেবী। ইঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য আর কিছু নাই বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই আমি গোসকলের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলাম। ইহার দ্বারা আমি তাঁহাদের গুণসমূহের দিগ্‌দর্শন মাত্র করাইলাম। গোগণের সমস্ত গুণসমূহের বর্ণনা কেহই করিতে পারেন না ॥ ৩৪

(ইহার পর) নিষাদগণ বলিল,—মুনে! সজ্জনগণের সহিত সাত পদ গমন করিলেই মিত্রতা স্থাপিত হয়। আমরা আপনাকে দর্শন করিয়াছি এবং আমাদের সহিত আপনি এ যাবৎকাল কথাবার্ত্তাও বলিয়াছেন; প্রভো! অতএব আপনি আমাদের প্রতি কৃপা করুন ॥ ৩৫

ধর্মাত্মন্! যেরূপ অগ্নিদেব সম্পূর্ণ হবিস্তকে উপভোগ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনিও আমাদের দোষ-দুর্গুণসমূহের দগ্ধকারী প্রতাপশালী অগ্নিস্বরূপ ॥ ৩৬

বিদ্বন্! আমরা আপনাকে প্রণাম করিয়া আপনার প্রসন্নতা-বিধান করিতেছি। আমাদের উপর অনুগ্রহ করিবার জন্য এই গো আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৩৭

(অত্যন্ত আপদে নিমগ্ন জীবগণের উদ্ধারকারী পুরুষের যে উত্তম গতি লাভ হয়, তাহা আপনি জানেন। আমরা নরকে নিমজ্জিত রহিয়াছি, আজ আপনি আমাদের শরণদান করুন।)

চ্যবন বলিলেন, নিষাদগণ! কোন দীন-দুঃখীর, ঋষির ও বিষধর সর্পের রোষপূর্ণ দৃষ্টি মনুষ্যকে সেইভাবে মূলসহ দগ্ধ করিয়া থাকে, যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি শুষ্ক তৃণগুচ্ছাদিকে দগ্ধ করে ॥ ৩৮

কৈবর্ত্তগণ! আমি তোমাদের প্রদত্ত এই গো গ্রহণ করিলাম। এই গোদানের প্রভাবে তোমরা পাপমুক্ত হইয়া যাইলে। এখন তোমরা এই জলজাত মৎস্যগণের সহিত সত্বর স্বর্গলোকে গমন কর ॥ ৩৯

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! তদনন্তর বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট সেই মহর্ষি চ্যবন পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিতেই তাঁহার প্রভাবে সেই কৈবর্ত্তগণ মৎস্যসকলের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিল ॥৪০

ততঃ স রাজা নহুষো বিস্মিতঃ প্রেক্ষ্য ধীবরান্।
আরোহমাণাংস্ত্রিদিবং মৎস্যাংশ্চ ভরতর্ষভ ॥ ৪১
ততস্তৌ গবিজশ্চৈব চ্যবনশ্চ ভৃগূদ্বহঃ।
বরাভ্যামনুরূপাভ্যাং ছন্দয়ামাসতুর্নৃপম্ ॥৪২
ততো রাজা মহাবীর্য্যো নহুষঃ পৃথিবীপতিঃ।
পরমিত্যব্রবীৎ প্রীতস্তদা ভরতসত্তম ॥ ৪৩
ততো জগ্রাহ ধর্মে স স্থিতিমিন্দ্রনিভো নৃপঃ।
তথেতি চোদিতঃ প্রীতস্তাবৃষী প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৪৪
সমাপ্তদীক্ষশ্চ্যবনস্ততোঽগচ্ছৎ স্বমাশ্রমম্।
গবিজশ্চ মহাতেজাঃ স্বমাশ্রমপদং যযৌ ॥ ৪৫

নিষাদাশ্চ দিবং জগ্মুস্তে চ মৎস্যা জনাধিপ।
নহুষোঽপি বরং লব্ধা প্রবিবেশ স্বকং পুরম্ ॥ ৪৬
এতত্তে কথিতং তাত যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
দর্শনে যাদৃশঃ স্নেহঃ সংবাসে বা যুধিষ্ঠির ॥ ৪৭
মহাভাগ্যং গবাং চৈব তথা ধর্মবিনিশ্চয়ম্।
কিং ভূয়ঃ কথ্যতাং বীর কিং তে হৃদি বিবক্ষিতম্ ॥৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্মপর্ব্বণি চ্যবনোপাখ্যানে
একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় সেই ধীবর ও মৎস্যগণকে স্বর্গলোকের দিকে গমন করিতে দেখিয়া রাজা নহুষ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ৪১

তাহার পর গো হইতে উৎপন্ন মহর্ষি এবং ভৃগুনন্দন চ্যবন উভয়েই রাজা নহুষকে ইচ্ছানুসারে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ৪২

ভরতভূষণ! তখন সেই মহাপরাক্রমশালী ভূপাল রাজা নহুষ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—আপনাদের কৃপাই যথেষ্ট। ৪৩

অনন্তর তাঁহাদের উভয়ের আগ্রহে ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী সেই নরপতি ধর্মেই অবস্থিত থাকিবার বর প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে 'তথাস্তু' বলিলে পর রাজা নহুষ সেই দুই ঋষিকে বিধি অনুসারে পূজা করিলেন। ৪৪

সেই দিনেই মহর্ষি চ্যবনের দীক্ষা (ব্রতপালন) সমাপ্ত হইল এবং তিনি নিজ আশ্রমে চলিয়া যাইলেন। ইহার পর মহাতেজস্বী গোজাত মুনিও স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। ৪৫

জননাথ! সেই ধীবর ও মৎস্যগণ স্বর্গলোকে চলিয়া যাইল এবং রাজা নহুষও বর প্রাপ্ত হইয়া নিজের রাজধানীতে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪৬

তাত যুধিষ্ঠির! তোমার প্রশ্নানুসারে আমি এই সমস্ত প্রসঙ্গ তোমাকে বলিলাম। দর্শন ও সহবাসে কিরূপ স্নেহ হয়? গোর মাহাত্ম্য কিরূপ? এবং এবিষয়ে ধর্মের নির্ণয় কি? এই সমস্ত বিষয় এই প্রসঙ্গের দ্বারা স্পষ্ট হইয়া যাইল। এখন আমি তোমাকে আর কি বলিব? বীর! তোমার মনে আর কি শুনিবার বাসনা আছে? ৪৭-৪৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে চ্যবনের উপাখ্যানবিষয়ক এক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[রাজ্ঞা কুশিকেন তস্য পত্ন্যা চ মহর্ষি-চ্যবনস্য সেবাবর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সংশয়ো মে মহাপ্রাজ্ঞ সুমহান্ সাগরোপমঃ।
তং মে শৃণু মহাবাহো শ্রুত্বা ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

কৌতূহলং মে সুমহজ্জামদগ্ন্যং প্রতি প্রভো।
রামং ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২

কথমেষ সমুৎপন্নো রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
কথং ব্রহ্মর্ষিবংশোঽয়ং ক্ষত্রধর্মা ব্যজায়ত ॥ ৩

তদস্য সম্ভবং রাজন্ নিখিলেনানুকীর্তয়।
কৌশিকাচ্চ কথং বংশাৎ ক্ষত্রাদ্ বৈ ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥৪

অহো প্রভাবঃ সুমহানাসীদ্ বৈ সুমহাত্মনঃ।
রামস্য চ নরব্যাঘ্র বিশ্বামিত্রস্য চৈব হি ॥ ৫

কথং পুত্রানতিক্রম্য তেষাং নপ্তৃষ্বথাভবৎ।
এষ দোষঃ সুতান্ হিত্বা তত্ত্বং ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৬

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
চ্যবনস্য চ সংবাদং কুশিকস্য চ ভারত ॥ ৭

এতং দোষং পুরা দৃষ্ট্বা ভার্গবশ্চ্যবনস্তদা।
আগামিনং মহাবুদ্ধিঃ স্ববংশে মুনিসত্তমঃ ॥ ৮

নিশ্চিত্য মনসা সর্বং গুণদোষবলাবলম্।
দগ্ধুকামঃ কুলং সর্বং কুশিকানাং তপোধনঃ ॥ ৯

চ্যবনঃ সমনুপ্রাপ্য কুশিকং বাক্যমব্রবীৎ।
বস্তুমিচ্ছা সমুৎপন্না ত্বয়া সহ মমানঘ ॥ ১০

কুশিক উবাচ।

ভগবন্ সহধর্মোঽয়ং পণ্ডিতৈরিহ ধার্য্যতে।
প্রদানকালে কন্যানামুচ্যতে চ সদা বুধৈঃ ॥ ১১

যত্তু তাবদতিক্রান্তং ধর্মদ্বারং তপোধন।
তৎকার্য্যং প্রকরিষ্যামি তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥১২

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[রাজা কুশিক ও তাঁহার পত্নী কর্তৃক মহর্ষি চ্যবনের সেবা বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাবাহো! আমার মনে এক মহাসাগর সদৃশ অত্যন্ত সংশয় রহিয়াছে। মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন এবং শুনিয়া তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করুন। ১

প্রভো! ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের বিষয়ে আমার মনে অতিশয় কৌতূহল আছে। অতএব আপনি আমার প্রশ্নের বিশদ ব্যাখ্যা করুন। ২

এই সত্যপরাক্রমী পরশুরাম কিভাবে উৎপন্ন হইয়াছেন? ব্রহ্মর্ষিগণের এই বংশ কিরূপে ক্ষত্রিয়-ধর্মসম্পন্ন হইয়া যাইল? ৩

রাজন্! অতএব আপনি পরশুরামের উৎপত্তি প্রসঙ্গ পূর্ণরূপে বলুন। রাজা কুশিকের বংশ ত' ক্ষত্রিয় ছিল, উহা হইতে কিরূপে ব্রাহ্মণজাতির উৎপত্তি হইল? ৪

নরোত্তম পিতামহ! মহাত্মা পরশুরাম এবং বিশ্বামিত্রের মহান্ প্রভাব অদ্ভুত ছিল। ৫

রাজা কুশিক ও মহর্ষি ঋচীক—ইঁহারা উভয়ে নিজ নিজ বংশের প্রবর্তক ছিলেন। তাঁহাদের পুত্র গাধি ও জমদগ্নিকে অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের পৌত্র বিশ্বামিত্র এবং পরশুরামেরই এই বিজাতীয়তা দোষ কিরূপে আসিল? ইহাতে যাহা যথার্থ কারণ আছে, তাহা বিশেষ ভাবে বর্ণনা করুন। ৬

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! এবিষয়ে মহাত্মাগণ মহর্ষি চ্যবন ও রাজা কুশিকের সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ৭

পুরাকালে ভৃগুপুত্র চ্যবন এই কথা জানিতে পারিলেন যে, আমাদের বংশে কুশিক-বংশের কন্যার সম্বন্ধবশতঃ ক্ষত্রিয়ত্বের মহাদোষ আসিয়া উপস্থিত হইবে। ইহা জানিয়া সেই পরম বুদ্ধিমান্ মুনিশ্রেষ্ঠ চ্যবন মনে মনেই সমস্ত গুণ-দোষ ও বলাবল বিচার করিলেন। তাহার পর কুশিক-বংশকে দগ্ধ করিবার বাসনা করিয়া তপোধন চ্যবন রাজা কুশিকের নিকট গমন করিলেন এবং এই কথা বলিলেন—নিষ্পাপ রাজন্! আমার মনে কিছুকাল আপনার সহিত বাস করিবার ইচ্ছা হইয়াছে ॥৮-১০

কুশিক বলিলেন,—ভগবন্ এই অতিথি-সেবারূপ সহধর্ম বিদ্বান্ পুরুষগণ এ সংসারে ধারণ করিয়া থাকেন এবং কন্যাদিগের প্রদানকালে অর্থাৎ কন্যাদিগের বিবাহের সময়ে সদা পণ্ডিতগণ ইহার উপদেশ করেন। ১১

তপোধন! আজ পর্য্যন্ত আমার এই ধর্মপথ পালন করা

ভীষ্ম উবাচ।

তথাসনমুপাদায় চ্যবনস্য মহামুনেঃ।
কুশিকো ভার্য্যয়া সার্ধমাজগাম যতো মুনিঃ ॥ ১৩

প্রগৃহ্য রাজা ভৃঙ্গারং পাদ্যমস্মৈ ন্যবেদয়ৎ।
কারয়ামাস সর্বাস্তু ক্রিয়াস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৪

ততঃ স রাজা চ্যবনং মধুপর্কং যথাবিধি।
গ্রাহয়ামাস চাব্যগ্রো মহাত্মা নিয়তব্রতঃ ॥ ১৫

সৎকৃত্য তং তথা বিপ্রমিদং পুনরথাব্রবীৎ।
ভগবন্ পরবন্তৌ স্বো ব্রূহি কিং করবাবহে ॥ ১৬

যদি রাজ্যং যদি ধনং যদি গাঃ সংশিতব্রত।
যজ্ঞ-দানানি চ তথা ব্রূহি সর্বং দদামি তে ॥ ১৭

ইদং গৃহমিদং রাজ্যমিদং ধর্মাসনঞ্চ তে।
রাজা ত্বমসি শাধ্যুর্বীমহং তু পরবাংস্ত্বয়ি ॥ ১৮

এবমুক্তে ততো বাক্যে চ্যবনো ভার্গবস্তদা।
কুশিকং প্রত্যুবাচেদং মুদা পরময়া যুতঃ ॥ ১৯

ন রাজ্যং কাময়ে রাজন্ ন ধনং ন চ যোষিতঃ।
ন চ গা ন চ বৈ দেশান্ ন যজ্ঞং শ্রূয়তামিদম্ ॥ ২০

নিয়মং কিঞ্চিদারপ্স্যে যুবয়োর্যদি রোচতে।
পরিচর্য্যোঽস্মি যত্তাভ্যাং যুবাভ্যামবিশঙ্কয়া ॥ ২১

এবমুক্তে তদা তেন দম্পতী তৌ জহর্ষতুঃ।
প্রত্যব্রূতাঞ্চ তমৃষিমেবমস্ত্বিতি ভারত ॥ ২২

অথ তং কুশিকো হৃষ্টঃ প্রাবেশয়দনুত্তমম্।
গৃহোদ্দেশং ততস্তস্য দর্শনীয়মদর্শয়ৎ ॥ ২৩

ইয়ং শয্যা ভগবতো যথাকামমিহোষ্যতাম্।
প্রযতিষ্যাবহে প্রীতিমাহর্তুং তে তপোধন ॥ ২৪

অথ সূর্য্যোঽতিচক্রাম তেষাং সংবদতাং তথা।
অথর্ষিশ্চোদয়ামাস পানমন্নং তথৈব চ ॥ ২৫

হয় নাই এবং সময়ও চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন আপনার সহযোগ ও কৃপায় তাহা পালন করিব। অতএব আপনি আজ্ঞা করুন, আমি আপনার কি সেবা করিব? ১২

ভীষ্ম বলিলেন,—এই কথা বলিয়া রাজা কুশিক মহামুনি চ্যবনকে বসিবার আসন প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং নিজের পত্নীর সহিত সেখানে আসিলেন, যেখানে সেই মুনি বিরাজমান ছিলেন। ১৩

রাজা নিজেই ভৃঙ্গার (গাড়ু) হস্তে লইয়া মুনির পাদ ধৌত করিবার জন্ত জল নিবেদন করিলেন। ইহার পর সেই মহাত্মাকে অর্ঘ্যাদি দান প্রভৃতি সকল কার্য্য পূর্ণ করাইলেন। ১৪

তদনন্তর নিয়মানুসারে ব্রতপালনকারী রাজা কুশিক শান্ত-ভাবে মহাত্মা চ্যবন মুনিকে বিধিপূর্ব্বক মধুপর্ক ভোজন করাইলেন। ১৫

এইভাবে সেই ব্রহ্মর্ষির যথাযথ সৎকার করিয়া তিনি পুনরায় মুনিকে বলিলেন,—ভগবন্! আমরা দুই পতি-পত্নী আপনার আজ্ঞার অধীন। বলুন, আমরা আপনার কি সেবা করিব? ১৬

কঠোর ব্রতপালনকারী মহর্ষে! যদি আপনি রাজ্য, ধন, গো ও যজ্ঞের জন্য অন্ত কিছু দান গ্রহণ করিতে বাসনা করেন, তাহা বলুন। এ সমস্তই আমি আপনাকে প্রদান করিতে পারি। এই রাজভবন, এই রাজ্য এবং এই ধর্মানুকূল রাজসিংহাসন সব আপনারই। আমি সর্ব্বদা আপনার আজ্ঞার অধীন সেবক। ১৭-১৮

তিনি এই কথা বলিলে পর ভৃগুপুত্র চ্যবন অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং কুশিককে এই কথা বলিলেন। ১৯

রাজন্! আমি রাজ্য কামনা করি না এবং ধনকামনাও করি না। যুবতী স্ত্রীগণের ইচ্ছাও আমার নাই; গোসকলের বাসনা আমার নাই, না দেশসমূহের ও না যজ্ঞের কামনা আমার মধ্যে রহিয়াছে। আপনি আমার এই কথা শ্রবণ করুন। ২০

যদি আপনাদের অভিরুচি হয়, তবে আমি এক নিয়ম আরম্ভ করিব। উহাতে আপনাদের উভয়কে অতিশয় যত্নসহকারে নিঃ-শঙ্কচিত্তে আমার সেবা করিতে হইবে॥ ২১

মুনির এই কথা বলিলে পর রাজদম্পতী হৃষ্ট হইলেন। ভারত! তাঁহারা উভয়ে এই উত্তর দিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবে আমরা আপনার সেবা করিব। ২২

তদনন্তর রাজা কুশিক হৃষ্ট হইয়া মহর্ষি চ্যবনকে নিজের সুন্দর অন্তঃপুরে লইয়া যাইলেন। সেখানে মুনিকে এক সুসজ্জিত দর্শনীয় গৃহ দর্শন করাইলেন॥ ২৩

সেই গৃহ দেখাইয়া তিনি বলিলেন,—তপোধন! এই আপনার শয্যা। আপনি ইচ্ছানুসারে ইহাতে বিশ্রাম করুন। আমরা আপনাকে প্রসন্ন রাখিবার জন্ত সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিব। ২৪

এইভাবে যখন তাঁহাদের কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে সূর্য্যাস্ত হইয়া যাইল, তখন মহর্ষি রাজাকে অন্ন ও জল আনিবার জন্ত আজ্ঞা করিলেন॥ ২৫

তমপৃচ্ছৎ ততো রাজা কুশিকঃ প্রণতস্তদা।
কিমন্নজাতমিষ্টং তে কিমুপস্থাপয়াম্যহম্ ॥ ২৬
ততঃ স পরয়া প্রীত্যা প্রত্যুবাচ নরাধিপম্।
ঔপপত্তিকমাহারং প্রযচ্ছস্বেতি ভারত ॥ ২৭
তদ্বচঃ পূজয়িত্বা তু তথেত্যাহ স পার্থিবঃ।
যথোপপন্নমাহারং তস্মৈ প্রাদাজ্জনাধিপ ॥ ২৮
ততঃ স ভুক্ত্বা ভগবান্ দম্পতী প্রাহ ধর্মবিৎ
স্বপ্তুমিচ্ছাম্যহং নিদ্রা বাধতে মামিতি প্রভো ॥
ততঃ শয্যাগৃহং প্রাপ্য ভগবানৃষিসত্তমঃ।
সংবিবেশ নরেশস্তু সপত্নীকঃ স্থিতোঽভবৎ ॥ ৩০
ন প্রবোধ্যোঽস্মি সংসুপ্ত ইত্যুবাচাথ ভার্গবঃ।
স বাহিতব্যৌ মে পাদৌ জাগৃতব্যঞ্চ তেঽনিশম্ ॥ ৩১
অবিশঙ্কস্তু কুশিকস্তথেত্যেবাহ ধর্মবিৎ।
ন প্রবোধয়তাং তৌ চ দম্পতী রজনীক্ষয়ে ॥ ৩২
যথাদেশং মহর্ষেস্তু শুশ্রূষাপরমৌ তদা।
বভূবতুর্মহারাজ প্রযতাবথ দম্পতী ॥ ৩৩
ততঃ স ভগবান্ বিপ্রঃ সমাদিশ্য নরাধিপম্।
সুষাপৈকেন পার্শ্বেন দিবসানেকবিংশতিম্ ॥ ৩৪
স তু রাজা নিরাহারঃ সভার্য্যঃ কুরুনন্দন।
পর্য্যুপাসত তং হৃষ্টশ্চ্যবনারাধনে রতঃ ॥ ৩৫
ভার্গবস্তু সমুত্তস্থৌ স্বয়মেব তপোধনঃ
অকিঞ্চিদুক্ত্বা তু গৃহান্নিশ্চক্রাম মহাতপাঃ ॥ ৩৬
তমন্বগচ্ছতাং তৌ চ ক্ষুধিতৌ শ্রমকর্শিতৌ।
ভার্য্যাপতী মুনিশ্রেষ্ঠস্তাবেতৌ নাবলোকয়ৎ ॥ ৩৭
তয়োস্তু প্রেক্ষতোরেব ভার্গবাণাং কুলোদ্বহঃ।
অন্তর্হিতোঽভবদ্ রাজেন্দ্র ততো রাজাপতৎ ক্ষিতৌ ॥ ৩৮
স মুহূর্ত্তং সমাশ্বস্য সহ দেব্যা মহাদ্যুতিঃ।
পুনরন্বেষণে যত্নমকরোৎ পরমং তদা ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্মপর্ব্বণি চ্যবনকুশিকসংবাদে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

সেই সময় রাজা কুশিক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,- আপনার কিরূপ অন্ন-সকল অভীষ্ট? আপনার সেবার উপযোগী কোন্ কোন্ বস্তু লইয়া আসিব? ২৬

ভরতনন্দন! ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীতিসহকারে রাজাকে বলিলেন—আপনার গৃহে যে অন্ন প্রস্তুত আছে, তাহাই আমাকে প্রদান করুন ॥ ২৭

জননাথ! রাজা মুনির কথা সমাদর করিয়া 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া চলিয়া যাইলেন এবং যে ভোজন প্রস্তুত ছিল, তাহাই আনিয়া মুনিকে প্রদান করিলেন ॥ ২৮

প্রভো! তদনন্তর ভোজন করত ধর্মজ্ঞ ভগবান্ চ্যবন রাজদম্পতীকে বলিলেন—এখন আমি শয়ন করিতে ইচ্ছুক, নিদ্রা আমাকে পীড়িত করিতেছে। ২৯

ইহার পর মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ চ্যবন শয়নাগারে যাইয়া শয়ন করিলেন এবং পত্নীসহ রাজা কুশিক তাঁহার সেবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

সেই সময় ভৃগুপুত্র চ্যবন তাঁহাদের উভয়কে বলিলেন, আমি নিদ্রিত থাকিবার সময় তোমরা আমাকে জাগাইবে না। তোমরা আমার দুই পদ সেবন করিবে এবং তোমরা নিরন্তর জাগিয়া থাকিবে ॥ ৩১

ধর্মজ্ঞ রাজা কুশিক নিঃশঙ্ক হইয়া বলিলেন—আচ্ছা, তাহাই হইবে। তারপর রাত্রি শেষ হইয়া যাইল, কিন্তু সেই রাজদম্পতী তাঁহাকে জাগাইলেন না ॥ ৩২

মহারাজ! সেই দুই দম্পতী মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া মহর্ষির আজ্ঞানুসারে তাঁহার সেবায় নিরত রহিলেন ॥ ৩৩

তারপর ব্রহ্মর্ষি ভগবান্ চ্যবন রাজাকে সেবার আদেশ দিয়া একুশ দিন পর্যন্ত একই পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রিত থাকিলেন ॥ ৩৪

কুরুনন্দন! পত্নীসহ রাজা কুশিক কোন কিছুই ভোজন না করিয়াই হর্ষের সহিত মহর্ষির উপাসনা ও আরাধনায় নিরত রহিলেন ॥ ৩৫

বাইশ দিনে তপোধন মহাতপস্বী চ্যবন স্বয়ংই উত্থিত হইলেন এবং রাজাকে কোনও কিছু না বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইলেন ॥ ৩৬

রাজদম্পতী তখন ক্ষুধিত ছিলেন এবং পরিশ্রমে দুর্বল হইয়া গিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহারা উভয়ে মুনির পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই মুনিশ্রেষ্ঠ ইঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না ॥ ৩৭

রাজেন্দ্র! সেই ভৃগুবংশধর চ্যবন তাঁহাদের সাক্ষাতেই সেখান হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রাজা ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৩৮

মুহূর্ত্তকালের মধ্যে কোনরূপে আশ্বস্ত হইয়া সেই মহাতেজস্বী রাজা কুশিক উত্থিত হইলেন এবং মহারাণীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় মুনিকে অন্বেষণ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে চ্যবন ও কুশিকের সংবাদ-বিষয়ক দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[চ্যবনমুনিনা রাজ্ঞো রাজ্ঞ্যাশ্চ ধৈর্য্যস্য পরীক্ষা, তয়োঃ সেবয়া প্রসন্নস্য চ্যবনস্যাশীর্ব্বাদদানঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
তস্মিন্নন্তর্হিতে বিপ্রে রাজা কিমকরোৎ তদা।
ভার্য্যা চাস্য মহাভাগা তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১
ভীষ্ম উবাচ।
অদৃষ্ট্বা স মহীপালস্তমৃষিং সহ ভার্য্যয়া।
পরিশ্রান্তো নিববৃতে ব্রীড়িতো নষ্টচেতনঃ ॥ ২
স প্রবিশ্য পুরীং দীনো নাভ্যভাষত কিঞ্চন।
তদেব চিন্তয়ামাস চ্যবনস্য বিচেষ্টিতম্ ॥ ৩
অথ শূন্যেন মনসা প্রবিশ্য স্বগৃহং নৃপঃ।
দদর্শ শয়নে তস্মিন্ শয়ানং ভৃগুনন্দনম্ ॥ ৪
বিস্মিতৌ তমৃষিং দৃষ্ট্বা তদাশ্চর্য্যং বিচিন্ত্য চ।
দর্শনাৎ তস্য তু তদা বিশ্রান্তৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ৫
যথাস্থানঞ্চ তৌ স্থিত্বা ভূয়স্তং সংববাহতুঃ।
অথাপরেণ পার্শ্বেন সুষ্বাপ স মহামুনিঃ ॥ ৬
তেনৈব চ স কালেন প্রত্যবুধ্যত বীর্য্যবান্।
ন চ তৌ চক্রতুঃ কিঞ্চিদ্ বিকারং ভয়শঙ্কিতৌ ॥ ৭
প্রতিবুদ্ধস্তু স মুনিস্তৌ প্রোবাচ বিশাম্পতে।
তৈলাভ্যঙ্গো দীয়তাং মে স্নাস্যেঽহমিতি ভারত ॥ ৮
তৌ তথেতি প্রতিশ্রুত্য ক্ষুধিতৌ শ্রমকর্শিতৌ।
শতপাকেন তৈলেন মহার্হেণোপতস্থতুঃ ॥ ৯
ততঃ সুখাসীনমৃষিং বাগ্যতৌ সংববাহতুঃ।
ন চ পর্য্যাপ্তমিত্যাহ ভার্গবঃ সুমহাতপাঃ ॥ ১০
যদা তৌ নির্বিকারৌ তু লক্ষয়ামাস ভার্গবঃ।
তত উত্থায় সহসা স্নানশালাং বিবেশ হ ॥ ১১

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

[চ্যবনমুনি কর্ত্তৃক রাজা ও রাণীর ধৈর্য্যের পরীক্ষা এবং তাঁহাদের সেবায় প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ দান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! চ্যবনমুনি অন্তর্হিত হইয়া যাইবার পর রাজা কুশিক এবং তাঁহার মহাসৌভাগ্যশালিনী পত্নী কি করিলেন? ইহা আমাকে বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! পত্নীসহ ভূপাল বহু অন্বেষণ করিয়াও যখন ঋষিকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহারা পরিশ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সেই সময় তাঁহারা লজ্জা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের চেতনা যেন নষ্ট হইয়া গিয়াছিল ॥ ২

তিনি দীনভাবে পুরীতে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও কিছু বলিলেন না। কেবল চ্যবনমুনির চরিত্রের উপর মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন ।৩

রাজা শূন্য মনে যখন গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন ভৃগুনন্দন মহর্ষি চ্যবনকে পুনরায় সেই শয্যায় শুইয়া থাকিতে দেখিলেন। ৪

সেই মহর্ষিকে দেখিয়া তাঁহারা উভয়ে বিস্মিত হইলেন এবং সেই আশ্চর্য্যজনক ঘটনার কথা চিন্তা করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মুনির দর্শনে তাঁহাদের উভয়ের ক্লান্তি দূর হইয়া যাইল ॥ ৫

তাঁহারা পুনরায় যথাস্থানে থাকিয়া সেই মুনির পাদসংবাহন করিতে লাগিলেন। তখন সেই মহামুনি চ্যবন অন্য পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন ॥ ৬

শক্তিশালী চ্যবন মুনি পুনরায় ততদিন সময় পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকিয়া উত্থিত হইলেন। রাজা ও রাণী তাঁহার ভয়ে শঙ্কিত ছিলেন, অতএব তাঁহারা নিজেদের মনে কোনও কিছু বিকার আসিতে দিলেন না। ৭

ভারত! প্রজানাথ! যখন সেই মুনি জাগরিত হইলেন, তখন রাজা ও রাণীকে এই কথা বলিলেন,—তোমরা আমার দেহে তৈললেপন অর্থাৎ তেল দিয়া মালিশ কর; কারণ, এখন আমি স্নান করিব। ৮

যদ্যপি রাজা-রাণী ক্ষুধিত ছিলেন এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সেই রাজদম্পতী শতবার পাক করত প্রস্তুত করিয়া বহুমূল্য তৈল লইয়া তাঁহার সেবায় উপস্থিত হইলেন। ৯

ঋষি তখন আনন্দে উঠিয়া বলিলেন এবং সেই রাজদম্পতী নীরবে তাঁহার দেহে তৈল মর্দন করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহাতপস্বী ভৃগুপুত্র চ্যবন নিজ মুখ দিয়া একবারও বলিলেন না যে, ব্যাস, এখন থাক, তৈল মর্দন পূর্ণ হইয়াছে। ১০

ভৃগুনন্দন চ্যবন তাহাতেও যখন রাজা এবং রাণীর মনে কোনও বিকার উপস্থিত হইতে দেখিলেন, তখন সহসা উত্থিত হইয়া তিনি স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন। ১১

কল্পমেব তু তত্রাসীৎ স্নানীয়ং পার্থিবোচিতম্ ।
অসৎকৃত্য চ তৎ সর্বং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১২
স মুনিঃ পুনরেবাথ নৃপতেঃ পশ্যতস্তদা ।
নাসূয়াং চক্রতুস্তৌ চ দম্পতী ভরতর্ষভ ॥ ১৩
অথ স্নাতঃ স ভগবান্ সিংহাসনগতঃ প্রভুঃ ।
দর্শয়ামাস কুশিকং সভার্য্যং কুরুনন্দন ॥১৪
সংহৃষ্টবদনো রাজা সভার্য্যঃ কুশিকো মুনিম্ ।
সিদ্ধমন্নমিতি প্রহ্বো নির্বিকারো ন্যবেদয়ৎ ॥ ১৫
আনীয়তামিতি মুনিস্তং চোবাচ নরাধিপম্ ।
স রাজা সমুপাজহ্রে তদন্নং সহ ভার্য্যয়া ॥ ১৬
মাংসপ্রকারান্ বিবিধান্ শাকানি বিবিধানি চ ।
বেসবারবিকারাংশ্চ পানকানি লঘূনি চ ॥ ১৭
রসালাপূপকাংশ্চিত্রান্ মোদকানথ খাণ্ডবান্ ।
রসান্ নানাপ্রকারাংশ্চ বন্যঞ্চ মুনিভোজনম্ ॥ ১৮
ফলানি চ বিচিত্রাণি রাজভোজ্যানি ভূরিশঃ ।
বদরেঙ্গুদকাশ্মর্য্যভল্লাতকফলানি চ ॥ ১৯
গৃহস্থানাঞ্চ যদ্ ভোজ্যং যচ্চাপি বনবাসিনাম্ ।
সর্বমাহারয়ামাস রাজা শাপভয়াৎ ততঃ ॥ ২০
অথ সর্বমুপন্যস্তমগ্রতশ্চ্যবনস্য তৎ ।
ততঃ সর্বং সমানীয় তচ্চ শয্যাসনং মুনিঃ ॥২১
বস্ত্রৈঃ শুভৈরবচ্ছাদ্য ভোজনোপস্করৈঃ সহ ।
সর্বমাদীপয়ামাস চ্যবনো ভৃগুনন্দনঃ ॥ ২২
ন চ তৌ চক্রতুঃ ক্রোধং দম্পতী সুমহামতী ।
তয়োঃ সম্প্রেক্ষতোরেব পুনরন্তর্হিতোঽভবৎ ॥ ২৩
তথৈব চ স রাজর্ষিস্তস্থৌ তাং রজনীং তদা ।
সভার্য্যো বাগ্যতঃ শ্রীমান্ ন চ কোপং সমাবিশৎ ॥২৪
নিত্যসংস্কৃতমন্নং তু বিবিধং রাজবেশ্মনি ।
শয়নানি চ মুখ্যানি পরিষেকাশ্চ পুষ্কলাঃ ॥ ২৫
বস্ত্রঞ্চ বিবিধাকারমভবৎ সমুপার্জিতম্ ।
ন শশাক ততো দ্রষ্টুমন্তরং চ্যবনস্তদা ॥ ২৬

ভরতশ্রেষ্ঠ ! সেখানে স্নানের জন্য রাজোচিত সামগ্রী পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল, কিন্তু সমস্ত সামগ্রীকে অবহেলা করিয়া—তাহা অল্পও ব্যবহার না করিয়া সেই মুনি পুনরায় রাজার সাক্ষাতেই সেখানে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন, তথাপি সেই পতি-পত্নী তাঁহার প্রতি দোষদৃষ্টি করিলেন না। ১২-১৩

কুরুনন্দন ! তদনন্তর শক্তিশালী ভগবান্ চ্যবনমুনি স্নান করত পত্নীসহ রাজা কুশিককে সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক দর্শন দান করিলেন। ১৪

তাঁহাকে দেখিয়াই পত্নীসহ রাজার মুখ আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিল। তিনি নির্বিকার চিত্তে মুনির নিকটে গমন করত বিনয়সহকারে নিবেদন করিলেন—ভোজন প্রস্তুত আছে। ১৫

তখন মুনি রাজাকে বলিলেন,—লইয়া এস। আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া পত্নীসহ নরপতি মুনির সম্মুখে ভোজন-সামগ্রী লইয়া আসিলেন। ১৬

নানাবিধ ফলমূল (অথবা বহুপ্রকার মাংস); বহুবিধ শাক, নানাপ্রকার বেসনজাত খাদ্যদ্রব্য লঘু পেয় পদার্থ, বাদিষ্ট পিষ্টক, বিচিত্র মোদক, মিষ্ট লড্ডুক নানাপ্রকার রস, মুনিগণের ভোজনযোগ্য বনজাত ফলমূল, বিচিত্র ফল, রাজাদের উপভোগযোগ্য পদার্থ, বদর (কুল), ইঙ্গুদ (আঙুর), কাশ্মর্য্য, ভল্লাতক এবং গৃহস্থ ও বানপ্রস্থগণের ভোজনযোগ্য অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী—সব কিছুই রাজা শাপের ভয়ে আহারের জন্য প্রস্তুত করিয়া আনাইলেন। ১৭-২০

এই সব খাদ্য সামগ্রী চ্যবনমুনির অগ্রে স্থাপিত করিয়া রাখা হইল। মুনি সেই সব লইয়া ভোজ্য পদার্থসমূহ এবং শয্যা ও আসনকে সুন্দর বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। ইহার পর ভৃগুনন্দন চ্যবন সেইসব ভোজন সামগ্রীসহ সেইসকল বস্ত্রে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেন। ২১-২২

কিন্তু সেই অতিশয় বুদ্ধিমতী রাজদম্পতী তাঁহার উপর ক্রোধপ্রকাশ করিলেন না। তাঁহাদের উভয়ের সাক্ষাতেই সেই মুনি পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন। ২৩

সেই শ্রীমান্ রাজর্ষি কুশিক নিজের স্ত্রীর সহিত সারারাত্রি সেইভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদের মনে ক্রোধের আবেশ হইল না। ২৪

প্রতিদিন নানাবিধ ভোজন প্রস্তুত করিয়া রাজভবনে মুনির জন্য আয়োজিত থাকিত, সুখকর শয্যাসমূহ ব্যবস্থিত থাকিত এবং স্নানের জন্য বহু পাত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা হইত ॥২৫

অনেক প্রকারের বস্ত্র আনিয়া মুনির সেবায় সমর্পিত করা হইত। যখন ব্রহ্মর্ষি চ্যবন মুনি এই সব কার্য্যে কোনরূপ ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি পুনরায় রাজা কুশিককে

পুনরেব চ বিপ্রর্ষিঃ প্রোবাচ কুশিকং নৃপম্ ।
সভার্য্যো মাং রথেনাশু বহ যত্র ব্রবীম্যহম্ ॥২৭
তথেতি চ প্রাহ নৃপো নির্বিশঙ্কস্তপোধনম্ ।
ক্রীড়ারথোঽস্তু ভগবন্নুত সাংগ্রামিকো রথঃ ॥ ২৮
ইত্যুক্তঃ স মুনী রাজ্ঞা তেন হৃষ্টেন তদ্বচঃ
চ্যবনঃ প্রত্যুবাচেদং হৃষ্টঃ পরপুরঞ্জয়ম্ ॥ ২৯
সজ্জীকুরু রথং ক্ষিপ্রং যস্তে সাংগ্রামিকো মতঃ ।
সায়ুধঃ সপতাকশ্চ শক্তীকনকযষ্টিমান্ ॥ ৩০
কিঙ্কিণীস্বননির্ঘোষো যুক্তস্তোরণকল্পনৈঃ ।
জাম্বূনদনিবদ্ধশ্চ পরমেষুশতান্বিতঃ ॥ ৩১
ততঃ স তং তথেত্যুক্ত্বা কল্পয়িত্বা মহারথম্
ভার্য্যাং বামে ধুরি তদা চাত্মানং দক্ষিণে তথা ॥ ৩২
ত্রিদণ্ডং বজ্রসূচ্যগ্রং প্রতোদং তত্র চাদধৎ ।
সর্বমেতৎ তথা দত্ত্বা নৃপো বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৩৩
ভগবন্ ক্ব রথো যাতু ব্রবীতু ভৃগুনন্দন ।
যত্র বক্ষ্যসি বিপ্রর্ষে তত্র যাস্যতি তে রথঃ ॥ ৩৪
এবমুক্তস্তু ভগবান্ প্রত্যুবাচাথ তং নৃপম্ ।
ইতঃ প্রভৃতি যাতব্যং পদকং পদকং শনৈঃ ॥ ৩৫
শ্রমো মম যথা ন স্যাৎ তথা মচ্ছন্দচারিণৌ ।
সুসুখং চৈব বোঢ়ব্যো জনঃ সর্বশ্চ পশ্যতু ॥ ৩৬
নোৎসার্য্যাঃ পথিকাঃ কেচিৎ তেভ্যো দাস্যে বসু হ্যহম্
ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ যে কামানর্থয়িষ্যন্তি মাং পথি ॥ ৩৭
সর্বান্ দাস্যাম্যশেষেণ ধনং রত্নানি চৈব হি ।
ক্রিয়তাং নিখিলেনৈতন্মা বিচারয় পার্থিব ॥ ৩৮
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাজা ভৃত্যাংস্তথাব্রবীৎ ।
যদ্ যদ্ ব্রূয়ান্মুনিস্তত্তৎ সর্বং দেয়মশঙ্কিতৈঃ ॥ ৩৯

বলিলেন,—তুমি স্ত্রীসহ রথে সংযোজিত হও এবং আমি যেখানে বলিব, সেইখানে আমাকে সত্বর লইয়া যাইবে । ২৬-২৭

তখন রাজা নির্ভয় হইয়া সেই তপোধনকে বলিলেন,—আচ্ছা তাহাই হইবে ; ভগবন্ ! কিন্তু ক্রীড়ার জন্য রথ প্রস্তুত করিব কিংবা যুদ্ধোপযোগী রথ লইয়া আসিব ? ২৮

হৃষ্টচিত্ত রাজা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর চ্যবনমুনি আনন্দিত হইলেন এবং তিনি শত্রুনগরবিজয়ী নরপতিকে বলিলেন— ॥ ২৯

রাজন্ ! তোমার যে যুদ্ধোপযোগী রথ, তাহাই শীঘ্র প্রস্তুত কর । তাহাতে নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র থাকিবে এবং পতাকা, শক্তি ও সুবর্ণদণ্ডও বিদ্যমান থাকিবে । ৩০

উহার মধ্যে সংযোজিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ঘণ্টার মধুর শব্দ সর্ব্বদিক্ মুখরিত করিবে । এই রথ বহু তোরণ দ্বারে সুশোভিত হইবে । তাহার উপর জাম্বুনদনামক সুবর্ণ সংযোজিত থাকিবে এবং উত্তম শত শত বাণসমূহ থাকিবে । ৩১

তখন রাজা 'আচ্ছা' তাহাই হইবে; এই কথা বলিয়া গমন করিলেন এবং এক বিশাল রথ প্রস্তুত করিয়া আনিলেন। উহাতে বাম দিকের ভার বহনের জন্য রাণীকে নিয়োজিত করিয়া স্বয়ং দক্ষিণভাগের ভারবহণ করিতে নিযুক্ত হইলেন । ৩২

সেই রথে তিনি এরূপ এক কশা রাখিয়া দিলেন, তাহার মধ্যে তিনটি দণ্ড ছিল এবং অগ্রভাগ বজ্রতুল্য কঠিন ও সূচীর অগ্রভাগের ন্যায় তীক্ষ্ণ ছিল। এইসব সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৩

ভগবন্ ! ভৃগুনন্দন ! বলুন, এই রথ কোথায় যাইবে ? ব্রহ্মর্ষে ! আপনি যেখানে যাইতে বলিবেন, এই রথ সেই স্থানেই যাইবে । ৩৪

রাজা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর ভগবান্ চ্যবন মুনি তাঁহাকে বলিলেন—তুমি এস্থান হইতে অত্যন্ত ধীরে ধীরে এক পদ এক পদ করিয়া গমন কর। এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে যে, আমার যেন কোনরূপ কষ্ট না হয়। তোমরা দুইজনে আমার ইচ্ছানুসারে চলিতে থাকিবে। তোমরা এইভাবে এই রথকে বহন কর, যাহাতে আমি আরাম উপভোগ করিতে পারি এবং সকল লোকেই উহা দেখিতে পায় ॥ ৩৫-৩৬

পথের মধ্যে কোনও পথিককে উৎসারিত করিবে না, আমি তাহাদের সকলকে ধনদান করিব। পথের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ আমার নিকট যে যে বস্তু প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহাদের সকলকে সেই সব বস্তুই প্রদান করিব ॥ ৩৭

আমি সকলকেই তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে ধন ও রত্নসমূহ বিভাগ করিয়া দান করিব। অতএব এই সবের জন্য তুমি সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা কর। ভূপাল ! এবিষয়ে মনে অন্য কোনও বিচার করিও না ॥ ৩৮

মুনির এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা নিজের ভৃত্যগণকে বলিলেন—এই মুনি যে যে বস্তু দিবার জন্য আজ্ঞা করিবেন, তোমরা সেই সব নিঃশঙ্ক হইয়া প্রদান করিবে ॥ ৩৯

ততো রত্নান্যনেকানি স্ত্রিয়ো যুগ্যমজাবিকম্ ।
কৃতাকৃতঞ্চ কনকং গজেন্দ্রাশ্চাচলোপমাঃ ॥ ৪০
অন্বগচ্ছন্ত তমৃষিং রাজামাত্যাশ্চ সর্বশঃ ।
হাহাভূতঞ্চ তৎ সর্বমাসীন্নগরমার্ত্তবৎ ॥ ৪১
তৌ তীক্ষ্ণাগ্রেণ সহসা প্রতোদেন প্রতোদিতৌ ।
পৃষ্ঠে বিদ্ধৌ কটে চৈব নির্বিকারৌ তমূহতুঃ ॥ ৪২
বেপমানৌ নিরাহারৌ পঞ্চাশদ্রাত্রকর্ষিতৌ ।
কথঞ্চিদূহতুর্বীরৌ দম্পতী তং রথোত্তমম্ ॥ ৪৩
বহুশো ভৃশবিদ্ধৌ তৌ স্রবন্তৌ চ ক্ষতোদ্ভবম্ ।
দদৃশাতে মহারাজ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥ ৪৪
তৌ দৃষ্ট্বা পৌরবর্গস্তু ভৃশং শোকসমাকুলঃ ।
অভিশাপভয়ত্রস্তো ন চ কিঞ্চিদুবাচ হ ॥ ৪৫
দ্বন্দ্বশশ্চাব্রুবন্ সর্বে পশ্যধ্বং তপসো বলম্ ।

রাজার এই আজ্ঞানুসারে নানাপ্রকার রত্ন, স্ত্রী, বাহন, ছাগল, মেষ, স্বর্ণালঙ্কার, স্বর্ণ ও পর্ব্বতোপম গজরাজসকল—এই সবই মুনির পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। রাজার সমস্ত মন্ত্রিগণও এই সব বস্তুর সহিত ছিলেন। সেই সময় সম্পূর্ণ নগর আর্ত্ত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল ॥ ৪০-৪১

এই সময়ে মুনি সহসা কশা তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহাদের উভয়ের পৃষ্ঠে সেই তীক্ষ্ণাগ্র কশার দ্বারা সবলে প্রহার করিলেন। তাঁহার কঠোর আঘাতে রাজা ও রাণীর পৃষ্ঠ এবং কটিদেশ ক্ষত হইয়া যাইল। ইহাতেও তাঁহারা নির্ব্বিকারচিত্তে রথ বহন করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

পঞ্চাশ রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া থাকায় তাঁহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে ছিল, তথাপি সেই বীর দম্পতী কোনরূপ সাহস করিয়া সেই বিশাল রথের ভার বহন করিতেছিলেন ॥ ৪৩

মহারাজ! তাঁহারা উভয়ে অত্যন্ত আহত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠে যে ক্ষত হইয়া গিয়াছিল, তাহা দিয়া রক্ত নিঃসৃত হইতেছিল। সর্ব্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত হওয়ায় তাঁহারা উভয়ে দুইটি পলাশ বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন ॥ ৪৪

পুরবাসিগণ তাঁহাদের উভয়ের এরূপ দুর্দশা দেখিয়া শোকে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সকলেই মুনির শাপভয়ে ভীত ছিল, সেইজন্য কোন কিছু বলিল না ॥ ৪৫

দুই দুই ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরস্পর এরূপ আলাপ করিতে লাগিল—সকলে মুনির তপোবল

ক্রুদ্ধা অপি মুনিশ্রেষ্ঠং বীক্ষিতুং নেহ শক্নুমঃ ॥ ৪৬
অহো ভগবতো বীর্য্যং মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ ।
রাজ্ঞশ্চাপি সভার্য্যস্য ধৈর্য্যং পশ্যত যাদৃশম্ ॥ ৪৭
শ্রান্তাবপি হি কৃচ্ছ্রেণ রথমেনং সমূহতুঃ ।
ন চৈতয়োর্বিকারং বৈ দদর্শ ভৃগুনন্দনঃ ॥ ৪৮

ভীষ্ম উবাচ ।

ততঃ স নির্বিকারৌ তু দৃষ্ট্বা ভৃগুকুলোদ্বহঃ ।
বসু বিশ্রাণয়ামাস যথা বৈশ্রবণস্তথা ॥ ৪৯
তত্রাপি রাজা প্রীতাত্মা যথাদিষ্টমথাকরোৎ ।
ততোঽস্য ভগবান্ প্রীতো বভূব মুনিসত্তমঃ ॥ ৫০
অবতীর্য্য রথশ্রেষ্ঠাদ্ দম্পতী তৌ মুমোচ হ ।
বিমোচ্য চৈতৌ বিধিবৎ ততো বাক্যমুবাচ হ ॥ ৫১
স্নিগ্ধগম্ভীরয়া বাচা ভার্গবঃ সুপ্রসন্নয়া ।
দদানি বাং বরং শ্রেষ্ঠং তং ব্রূতামিতি ভারত ॥ ৫২

অবলোকন কর, আমরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, তথাপি মুনির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছি না ॥ ৪৬

সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট মহর্ষি ভগবান্ চ্যবনের তপোবল অদ্ভুত ছিল এবং মহারাজ ও মহারাণীর ধৈর্য্যও কিরূপ অবিচ্যুত ছিল। ইহা তুমি লক্ষ্য কর ॥ ৪৭

ইঁহারা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেও অতিশয় কষ্ট সহকারে রথ বহন করিয়া যাইতে লাগিলেন। ভৃগুনন্দন চ্যবন ইহাতেও তাঁহাদের কোনও বিকার দেখিতে পাইলেন না ॥ ৪৮

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! ভৃগুবংশধর মুনিবর চ্যবন যখন ইহাতেও রাজা ও রাণীর মনে কোনও বিকার দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি কুবেরের ন্যায় সম্পূর্ণ ধনরাশি দান করিয়া দিতে লাগিলেন ॥ ৪৯

কিন্তু এই কার্য্যেও রাজা কুশিক প্রীতমনে ঋষির আজ্ঞা পালন করিয়া যাইলেন। ইহাতে মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ চ্যবন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ৫০

সেই উত্তম রথ হইতে নামিয়া তিনি দুই পতি-পত্নীকে ভারবহন কার্য্য হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। মুক্ত করিয়া দিয়া এই উভয়ের সহিত তিনি বিধি অনুসারে বার্ত্তালাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫১

ভারত! ভৃগুপুত্র চ্যবন সেই সময় স্নেহ ও প্রসন্নতা পূর্ণ গভীর বাক্যে বলিলেন—আমি তোমাদের উভয়কে উত্তম বরদান করিব, বল, কি প্রদান করিব? ৫২

সুকুমারৌ চ তৌ বিদ্ধৌ করাভ্যাং মুনিসত্তমঃ।
পস্পর্শামৃতকল্পাভ্যাং স্নেহাদ্ ভরতসত্তম ॥ ৫৩

অথাব্রবীন্নৃপো বাক্যং শ্রমো নাভ্যাবয়োরিহ।
বিশ্রান্তৌ চ প্রভাবাৎ তে উচতুস্তৌ তু ভার্গবম্ ॥৫৪

অথ তৌ ভগবান্ প্রাহ প্রহৃষ্টশ্চ্যবনস্তদা।
ন বৃথা ব্যাহৃতং পূর্বং যন্ময়া তদ্ ভবিষ্যতি ॥ ৫৫

রমণীয়ঃ সমুদ্দেশো গঙ্গাতীরমিদং শুভম্
কিঞ্চিৎ কালং ব্রতপরো নিবৎস্যামীহ পার্থিব ॥ ৫৬

গম্যতাং স্বপুরং পুত্র বিশ্রান্তঃ পুনরেষ্যসি।
ইহস্থং মাং সভার্যস্ত্বং দ্রষ্টাসি শ্বো নরাধিপ ॥ ৫৭

ন চ মন্যুস্ত্বয়া কার্য্যঃ শ্রেয়স্তে সমুপস্থিতম্।
যৎ কাঙ্ক্ষিতং হৃদিস্থং তে তৎ সর্বং হি ভবিষ্যতি ॥৫৮

ইত্যেবমুক্তঃ কুশিকঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
প্রোবাচ মুনিশার্দূলমিদং বচনমর্থবৎ ॥ ৫৯

ন মে মন্যুর্মহাভাগ পূতৌ স্বো ভগবংস্ত্বয়া।
সংবৃত্তৌ যৌবনস্থৌ স্বো বপুষ্মন্তৌ বলান্বিতৌ ॥ ৬০

প্রতোদেন ব্রণা যে মে সভার্যস্য ত্বয়া কৃতাঃ।
তান্ ন পশ্যামি গাত্রেষু স্বস্থোঽস্মি সহ ভার্যয়া ॥ ৬১

ইমাঞ্চ দেবীং পশ্যামি বপুষাপ্সরসোপমাম্।
শ্রিয়া পরময়া যুক্তাং যথা দৃষ্টা পুরা ময়া ॥ ৬২

তব প্রসাদসংবৃত্তমিদং সর্বং মহামুনে
নৈতচ্চিত্রং তু ভগবংস্ত্বয়ি সত্যপরাক্রম ॥ ৬৩

ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচৈনং কুশিকং চ্যবনস্তদা।
আগচ্ছেথাঃ সভার্যশ্চ ত্বমিহেতি নরাধিপ ॥ ৬৪

ইত্যুক্তঃ সমনুজ্ঞাতো রাজর্ষিরভিবাদ্য তম্।
প্রযযৌ বপুষা যুক্তো নগরং দেবরাজবৎ ॥ ৬৫

তত এনমুপাজগ্মুরমাত্যাঃ সপুরোহিতাঃ।
বলস্থা গণিকাযুক্তাঃ সর্বাঃ প্রকৃতয়স্তথা ॥ ৬৬

ভরতভূষণ। এই কথা বলিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ চ্যবন বেত্রবিদ্ধ সেই দুই সুকুমার রাজদম্পতীর পৃষ্ঠে স্নেহবশতঃ অমৃততুল্য কোমল হস্তদ্বয়ের দ্বারা স্পর্শ করিলেন। ৫৩

সেই সময় রাজা ভৃগুপুত্র চ্যবনকে বলিলেন—এখন আমাদের উভয়ের অল্পও পরিশ্রম অনুভূত হইতেছে না। আমরা দুইজনে আপনার প্রভাবে পূর্ণ বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেছি। যখন তাঁহারা উভয়ে এই কথা বলিলেন, তখন ভগবান্ চ্যবন পুনরায় হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—আমি পূর্ব্বে যাহা কিছু বলিয়াছি, সেই সব ব্যর্থ হইবে না, পূর্ণ হইয়া থাকিবে। ৫৪-৫৫

ভূপাল! এই গঙ্গার সুন্দর তীর অতিশয় রমণীয় স্থান। আমি কিছুকাল ব্রতপরায়ণ হইয়া এখানে বাস করিব। ৫৬

পুত্র! এই সময় নিজ নগরে গমন কর এবং স্বীয় পরিশ্রম দূর করিয়া পুনরায় পত্নীসহ আগামী কাল এখানে আসিবে। নরনাথ! কাল তুমি আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে। ৫৭

তুমি নিজ মনে ক্রোধ করিও না। এখন তোমার কল্যাণের সময় উপস্থিত হইয়াছে। তোমার মনে যাহা যাহা অভিলাষ হইবে, সেই সবই পূর্ণ হইয়া যাইবে। ৫৮

মুনি এই কথা বলিলে পর রাজা কুশিক মনে মনে অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে এই অর্থপূর্ণবাক্য বলিলেন,—ভগবন্! মহাভাগ! আপনি আমাদিগকে পবিত্র করিয়া দিয়াছেন। আমাদের মনে অল্পও কোন বা রোষ নাই। আমরা উভয়ে যৌবন অবস্থা লাভ করিয়াছি এবং আমাদের শরীর সুন্দর ও বলবান্ হইয়া গিয়াছে ॥৫৯-৬০

আপনি পত্নীসহ আমার শরীরে বেত্র প্রহার করিয়া যে সব ক্ষতে সৃষ্টির করিয়াছিলেন, সেই সবও আমি এখন নিজের শরীরে দেখিতে পাইতেছি না। আমি পত্নীসহ সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। ৬১

আমি নিজের এই মহারাণীকে পরম উত্তম কান্তিমতী ও অপ্সরাতুল্য মনোহর অঙ্গবিশিষ্টা দেখিতেছি। আমি ইহাকে পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছি, সেইরূপই এখনও দেখিতেছি ॥ ৬২

মহাত্মন্! এই সবই আপনার কৃপাপ্রসাদে সম্ভব হইয়াছে। ভগবন্! আপনি সত্যপরাক্রমী। আপনার ন্যায় তপস্বীদিগের মধ্যে এরূপ শক্তি থাকা আশ্চর্য্যের কথা নয়। ৬৩

তিনি এই কথা বলিলে পর মুনিবর চ্যবন পুনরায় রাজা কুশিককে বলিলেন—নরনাথ! তুমি পুনরায় নিজের পত্নীর সহিত কাল এখানে আসিবে ॥ ৬৪

মহর্ষির এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রাজর্ষি কুশিক তাঁহাকে প্রণাম করত গমনের অনুমতি লইয়া দেবরাজতুল্য তেজস্বী শরীরে নিজের নগর অভিমুখে গমন করিলেন। ৬৫

তদনন্তর তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, নর্ত্তকী ও সমস্ত প্রজাবর্গ গমন করিতে লাগিলেন ॥৬৬

তৈর্বৃতঃ কুশিকো রাজা শ্রিয়া পরময়া জ্বলন্।
প্রবিবেশ পুরং হৃষ্টঃ পূজ্যমানোঽথ বন্দিভিঃ ॥ ৬৭

ততঃ প্রবিশ্য নগরং কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকীঃ ক্রিয়াঃ।
ভুক্ত্বা সভার্য্যো রজনীমুবাস স মহাদ্যুতিঃ ॥৬৮

ততস্তু তৌ নবমভিবীক্ষ্য যৌবনং
পরস্পরং বিগতজরাবিবাময়ৌ।
ননন্দতুঃ শয়নগতৌ বপুর্ধরৌ
শ্রিয়া যুতৌ দ্বিজবরদত্তয়া তদা ॥ ৬৯

অথাপ্যৃষির্ভৃগুকুলকীর্তিবর্ধন-
স্তপোধনো বনমভিরামমৃদ্ধিমৎ।
মনীষয়া বহুবিধরত্নভূষিতং
সসর্জ যন্ন পুরি শতক্রতোরপি ॥ ৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি চ্যবন-কুশিকসংবাদে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

ইঁহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজা কুশিক উৎকৃষ্ট তেজে প্রকাশিত হইতেছিলেন। তিনি অতিশয় আনন্দের সহিত নগরে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় বন্দীরা তাঁহার গুণগান করিতে লাগিলেন। ৬৭

নগরে প্রবেশ করিয়া তিনি পূর্ব্বাহ্ণকালে করণীয় সমস্ত কার্য্য-সকল সম্পূর্ণ করিলেন। তারপর পত্নীসহ ভোজন করিয়া সেই মহাতেজস্বী নরপতি অন্তঃপুরে রাত্রিতে বাস করিলেন। ৬৮

এই দুই পতি-পত্নী তখন নীরোগ দেবতার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের দেহে নব যৌবন প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া শয্যায় শয়নাবস্থায় অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ চ্যবন কর্তৃক প্রদত্ত উত্তম শোভা-সম্পন্ন নূতন শরীর ধারণ করত সেই দুই দম্পতী অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ৬৯

অতঃদিকে ভৃগুকুলের কীর্তিবর্দ্ধন তপোধন মহর্ষি চ্যবন গঙ্গা-তীরস্থ তপোবনকে নিজের সঙ্কল্পের দ্বারা নানাপ্রকার রত্নসমূহে সুশোভিত করিয়া সমৃদ্ধিশালী ও নয়নাভিরাম করিয়া দিলেন এইরূপ কমনীয় কানন ইন্দ্রপুরী অমরাবতীতেও সৃষ্ট হয় নাই। ৭০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে চ্যবন ও কুশিকের সংবাদ বিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[মহর্ষিচ্যবনপ্রভাবেণ রাজ্ঞা কুশিকেন রাজ্ঞ্যা চ নানাবিধাশ্চর্য্যময়দৃশ্যানাং দর্শনম্, প্রসন্নেন চ্যবনেন রাজ্ঞে বরপ্রার্থনার্থমনুপ্রেরণাদানঞ্চ]

ভীষ্ম উবাচ

ততঃ স রাজা রাত্র্যন্তে প্রতিবুদ্ধো মহামনাঃ।
কৃতপূর্বাহ্ণিকঃ প্রায়াৎ সভার্য্যস্তদ্ বনং প্রতি ॥ ১

ততো দদর্শ নৃপতিঃ প্রাসাদং সর্বকাঞ্চনম্।
মণিস্তম্ভসহস্রাঢ্যং গন্ধর্বনগরোপমম্ ॥ ২

তত্র দিব্যানভিপ্রায়ান্ দদর্শ কুশিকস্তদা।
পর্বতান্ রূপ্যসানূংশ্চ নলিনীশ্চ সপঙ্কজাঃ ॥ ৩

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[মহর্ষি চ্যবনের প্রভাবে রাজা কুশিক ও রাণীর অনেক আশ্চর্য্যময় দৃশ্যসমূহ দর্শন এবং চ্যবন মুনিকর্তৃক প্রসন্ন হইয়া রাজাকে বরপ্রার্থনা করিতে অনুপ্রেরণাদান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর মহামনাঃ রাজা কুশিক জাগরিত হইলেন এবং পূর্ব্বাহ্ণ-কালের নৈত্যিক নিয়মসমূহ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পত্নীর সহিত সেই তপোবনে গমন করিলেন। ১

সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি সর্ব্বাঙ্গ কাঞ্চননির্ম্মিত এক সুন্দর প্রাসাদ দেখিলেন। এই প্রাসাদে মণিনির্ম্মিত সহস্র স্তম্ভ যোজিত ছিল এবং নিজের শোভায় যেন গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। ২

ভারত! সেই সময় রাজা কুশিক সেখানে শিল্পিগণের অভিপ্রায়ানুসারে নির্ম্মিত আরও বহুসংখ্যক দিব্য পদার্থসমূহ দর্শন করিলেন। কোথাও রজতশিখরসমূহে সুশোভিত বহু পর্ব্বত, কোথাও পদ্মসমূহে পূর্ণ বহু সরোবর, কোথাও নানাবিধ

চিত্রশালাশ্চ বিবিধাস্তোরণানি চ ভারত।
সাদ্বলোপচিতাং ভূমিং তথা কাঞ্চনকুট্টিমাম্ ॥ ৪

সহকারান্ প্রফুল্লাংশ্চ কেতকোদ্দালকান্ বরান্।
অশোকান্ সহকুন্দাংশ্চ ফুল্লাংশ্চৈবাতিমুক্তকান্ ॥ ৫

চম্পকাংস্তিলকান্ ভব্যান্ পনসান্ বঞ্জুলানপি।
পুষ্পিতান্ কর্ণিকারাংশ্চ তত্র তত্র দদর্শ হ ॥ ৬

শ্যামান্ বারণপুষ্পাংশ্চ তথাষ্টপদিকা লতাঃ।
তত্র তত্র পরিক্লৃপ্তা দদর্শ স মহীপতিঃ ॥ ৭

রম্যান্ পদ্মোৎপলধরান্ সর্বর্তুকুসুমাংস্তথা।
বিমানপ্রতিমাংশ্চাপি প্রাসাদান্ শৈলসন্নিভান্ ॥ ৮

শীতলানি চ তোয়ানি কচিদুষ্ণানি ভারত।
আসনানি বিচিত্রাণি শয়নপ্রবরাণি চ ॥ ৯

পর্য্যঙ্কান্ রত্নসৌবর্ণান্ পরার্ধ্যাস্তরণাবৃতান্।
ভক্ষ্যং ভোজ্যমনন্তঞ্চ তত্র তত্রোপকল্পিতম্ ॥ ১০

চিত্রশালা এবং বহু তোরণ শোভা পাইতেছিল। ভূমিতে কোথাও স্বর্ণময় উচ্চস্থান ও কোথাও নব নব তৃণে সুশোভিত ছিল ॥ ৩-৪

প্রফুল্ল আম্রবৃক্ষসকল কোথাও বিদ্যমান ছিল। কোন কোন স্থানে কেতক, উদ্দালক, অশোক, কুন্দ, অতিমুক্তক, চম্পা, তিলক, বেতস ও কর্ণিকারাদি সুন্দর বৃক্ষসকল বিকসিত ছিল। রাজা ও রাণী এই সবই দেখিলেন ॥ ৫-৬

রাজা বিভিন্ন স্থানে নির্ম্মিত শ্যাম তমাল, বারণ পুষ্প ও অষ্টপদিকা লতাসমূহও দর্শন করিলেন ॥ ৭

কোন স্থানে কমল ও উৎপলে পরিপূর্ণ রমণীয় বহু সরোবর শোভা পাইতেছিল। কোথাও পর্ব্বততুল্য উচ্চ উচ্চ বহু প্রাসাদ ছিল, যাহারা বিমানাকৃতিরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানে সমস্ত ঋতুরই পুষ্পসমূহ বিকসিত ছিল ॥ ৮

ভরতনন্দন! কোথাও শীতল জল ছিল, কোথাও উষ্ণ জল ছিল এবং সেই সব প্রাসাদে বিচিত্র আসন ও উত্তম উত্তম শয্যাসমূহ পাতিত ছিল ॥ ৯

স্বর্ণ নির্ম্মিত ও রত্নবিজড়িত পালঙ্কের উপর বহু মূল্য আস্তরণ (শয্যার উপরে পাতিবার যোগ্য সুন্দর চাদর) পাতিত ছিল। বিভিন্ন স্থানে অনন্ত ভক্ষ্য ভোজ্যপদার্থসমূহ রক্ষিত ছিল ॥ ১০

বাণীবাদাংশ্চ কাংশ্চৈব সারিকান্ ভৃঙ্গরাজকান্।
কোকিলাঞ্ছতপত্রাংশ্চ সকোযষ্টিককুক্কুটান্ ॥ ১১

ময়ূরান্ কুক্কুটাংশ্চাপি দাত্যূহান্ জীবজীবকান্।
চকোরান্ বানরান্ হংসান্ সারসাংশ্চক্রসাহ্বয়ান্ ॥১২

সমন্ততঃ প্রমুদিতান্ দদর্শ সুমনোহরান্।
কচিদপ্সরসাং সঙ্ঘান্ গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ পার্থিব ॥ ১৩

কান্তাভিরপরাংস্তত্র পরিষক্তান্ দদর্শ হ।
ন দদর্শ চ তান্ ভূয়ো দদর্শ চ পুনর্নৃপঃ ॥ ১৪

গীতধ্বনিং সুমধুরং তথৈবাধ্যাপনধ্বনিম্।
হংসান্ সুমধুরাংশ্চাপি তত্র শুশ্রাব পার্থিবঃ ॥১৫

তং দৃষ্ট্বাত্যদ্ভুতং রাজা মনসা চিন্তয়ৎ তদা।
স্বপ্নোঽয়ং চিত্তবিভ্রংশ উতাহো সত্যমেব তু ॥ ১৬

অহো সহ শরীরেণ প্রাপ্তোঽস্মি পরমাং গতিম্।
উত্তরান্ বা কুরূন্ পুণ্যানথবাপ্যমরাবতীম্ ॥ ১৭

রাজা দেখিলেন,—মনুষ্যের ন্যায় বাক্যভাষী শুক ও সারিকাগণ সেখানে রহিয়াছে। ভৃঙ্গরাজ, কোকিল, শতপত্র কোযষ্টিক, বন্য কুক্কুট, ময়ূর, গ্রাম্য কুক্কুট, দাত্যূহ (ডাকপাখী), জীবজীবক, চকোর, বানর, হংস, সারস ও চক্রবাকাদি মনোহর পশু-পক্ষী প্রভৃতি চারিদিকে সানন্দে বিচরণ করিতেছিল ॥ ১১-১২½

ভূপাল! কোথাও দলে দলে অপ্সরাগণ বিহার করিতেছেন। কোথাও গন্ধর্ব্বসমুদায় নিজ নিজ প্রিয়তমার আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়া আছেন। এই সমস্ত রাজা দর্শন করিলেন। তিনি কখনও এইসব দেখিতে পাইতেছিলেন, আবার কখনও সেইসব দেখিতে পাইতেছিলেন না ॥ ১৩-১৪

ভূপাল কুশিক কখনও সঙ্গীতের মধুর ধ্বনি শুনিতে লাগিলেন, কখনও বেদের অধ্যায়ের গম্ভীর ধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল এবং কখনও হংসগণের মধুর রব তিনি শ্রবণ করিলেন ॥ ১৫

এইসব অতিশয় অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া রাজা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অহো! ইহা কি স্বপ্ন কিংবা চিত্তের ভ্রম? অথবা এইসব কিছুই সত্য! ১৬

অহো! আমি কি এই দেহেই পরম গতিপ্রাপ্ত হইলাম অথবা পুণ্যময় উত্তরকুরু বা অমরাবতীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম? ১৭

কিমেতৎ মহদাশ্চর্যাং সম্পশ্যামীত্যচিন্তয়ৎ।
এবং সঞ্চিন্তয়ন্নেব দদর্শ মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১৮
তস্মিন্ বিমানে সৌবর্ণে মণিস্তম্ভসমাকুলে
মহার্হে শয়নে দিব্যে শয়ানং ভৃগুনন্দনম্ ॥ ১৯
তমভ্যায়াৎ প্রহর্ষেণ নরেন্দ্রঃ সহ ভার্য্যয়া।
অন্তর্হিতস্ততো ভূয়শ্চ্যবনঃ শয়নঞ্চ তৎ ॥ ২০
ততোঽন্যস্মিন্ বনোদ্দেশে পুনরেব দদর্শ তম্।
কৌশ্যাং বৃস্যাং সমাসীনং জপমানং মহাব্রতম্ ॥ ২১
এবং যোগবলাদ্ বিপ্রো মোহয়ামাস পার্থিবম্।
ক্ষণেন তদ্ বনং চৈব তে চৈবাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ২২
গন্ধর্বাঃ পাদপাশ্চৈব সর্বমন্তরধীয়ত।
নিঃশব্দমভবচ্চাপি গঙ্গাকূলং পুনর্নৃপ ॥ ২৩
কুশবল্মীকভূয়িষ্ঠং বভূব চ যথা পুরা।
ততঃ স রাজা কুশিকঃ সভার্য্যস্তেন কর্মণা ॥২৪
বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তস্তদ্ দৃষ্ট্বা মহদদ্ভুতম্।
ততঃ প্রোবাচ কুশিকো ভার্য্যাং হর্ষসমন্বিতঃ ॥ ২৫
পশ্য ভদ্রে যথা ভাবাশ্চিত্রা দৃষ্টাঃ সুদুর্লভাঃ।
প্রসাদাদ্ ভৃগুমুখ্যস্য কিমন্যত্র তপোবলাৎ ॥২৬
তপসা তদবাপ্যং হি যৎ তু শক্যং মনোরথৈঃ।
ত্রৈলোক্যরাজ্যাদপি হি তপ এব বিশিষ্যতে ॥ ২৭
তপসা হি সুতপ্তেন শক্যো মোক্ষস্তপোবলাৎ।
অহো প্রভাবো ব্রহ্মর্ষেশ্চ্যবনস্য মহাত্মনঃ ॥২৮
ইচ্ছয়ৈষ তপোবীর্যাদন্যাল্লোকান্ সৃজেদপি।
ব্রাহ্মণা এব জায়েরন্ পুণ্যবাগ্বুদ্ধিকর্মণঃ ॥ ২৯
উৎসহেদিহ কৃত্বৈব কোঽন্যো বৈ চ্যবনাদৃতে।
ব্রাহ্মণ্যং দুর্লভং লোকে রাজ্যং হি সুলভং নরৈঃ ॥ ৩০
ব্রাহ্মণ্যস্য প্রভাবাদ্ধি রথে যুক্তৌ স্বধুর্য্যবৎ।
ইত্যেবং চিন্তয়ানঃ স বিদিতশ্চ্যবনস্য বৈ ॥ ৩১
সম্প্রেক্ষ্যোবাচ নৃপতিং ক্ষিপ্রমাগম্যতামিতি।
ইত্যুক্তঃ সহভার্য্যস্তু সোঽভ্যগচ্ছন্মহামুনিম্ ॥ ৩২

এই যে অতিশয় আশ্চর্য্য বিষয় আমি দেখিতেছি, ইহা কি? এইভাবে তিনি বারংবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই মুনিশ্রেষ্ঠ চ্যবনকে দর্শন করিলেন ১৮

মণিময় স্তম্ভযুক্ত সুবর্ণময় বিমানের মধ্যে বহুমূল্য দিব্যপালঙ্কের উপর সেই ভৃগুনন্দন তখন শয়ন করিয়া ছিলেন। ১৯

তাঁহাকে দেখিয়াই পত্নীসহ মহারাজ কুশিক অতিশয় হর্ষসহকারে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন এবং তাঁহার সেই শয্যাও অদৃশ্য হইয়া যাইল। ২০

তদনন্তর বনের অন্য প্রদেশে রাজা পুনরায় তাঁহাকে দর্শন করিলেন, সেই সময় মহাব্রতধারী মহর্ষি চ্যবন ঋষিযোগ্য কুশের আসনে বসিয়া জপ করিতেছিলেন ॥ ২১

এইভাবে ব্রহ্মর্ষি চ্যবন নিজের যোগ-শক্তিবলে রাজা কুশিককে মোহিত করিয়া দিলেন। ক্ষণকালের মধ্যেই সেই বন সেই অপ্সরাসমূদায়, গন্ধর্বগণ ও বৃক্ষসকল—এই সব কিছুই অদৃশ্য হইয়া যাইল। নৃপ! গঙ্গার সেই তীর পুনরায় শব্দহীন হইয়া পড়িল। ২২-২৩

সেইস্থান পূর্ব্বের ন্যায় কুশ-বল্মীকে পূর্ণ হইয়া যাইল। তাহার পর পত্নীসহ রাজা কুশিক ঋষির এই অত্যন্ত অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া তাঁহার সেই কার্য্যে অতিশয় বিস্মিত হইলেন। তদনন্তর হর্ষোৎফুল্ল রাজা কুশিক নিজের পত্নীকে বলিলেন— । ২৪-২৫

কল্যাণি! দেখ, আমরা ভৃগুবংশপ্রধান চ্যবনমুনির কৃপায় কিরূপ অদ্ভুত ও পরম দুর্লভ পদার্থসকল দর্শন করিলাম। অহো! তপোবল হইতে শ্রেষ্ঠ আর কি বল আছে? ২৬

যাহার মনের দ্বারা কেবল কল্পনাই করিতে পারা যায়, সেইসব বস্তু তপস্যার দ্বারা সাক্ষাৎ সুলভ হইয়া থাকে। ত্রিভুবনের রাজ্য হইতেও তপস্যাই শ্রেষ্ঠ। ২৭

উত্তমরূপে তপস্যা করিলে পর তাহার শক্তিতে মোক্ষপর্য্যন্ত লাভ করা যায়। এই ব্রহ্মর্ষি মহাত্মা চ্যবনের প্রভাব অদ্ভুত।২৮

ইনি ইচ্ছা করিলেই স্বীয় তপস্যাবলে অন্যলোকসকলও সৃষ্টি করিতে পারেন। এ জগতে ব্রাহ্মণগণই পবিত্রবাক্, পবিত্রবুদ্ধি ও পবিত্রকার্য্যকারী হইয়া থাকেন। ২৯

মহর্ষি চ্যবন ব্যতীত আর অন্য কে এরূপ আছেন, যিনি এরূপ মহৎকার্য্য করিতে পারেন? সংসারে মনুষ্যগণের রাজত্ব সুলভ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক ব্রাহ্মণত্ব পরম দুর্লভ।৩০

ব্রাহ্মণত্বের প্রভাবেই মহর্ষি আমাদের উভয়কে রথে নিজের বাহনের ন্যায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এইভাবে চিন্তাপরায়ণ রাজার আগমন বৃত্তান্ত মহর্ষি চ্যবন জানিতে পারিলেন। ৩১

তিনি রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—ভূপাল শীঘ্র এখানে আগমন কর। তিনি এরূপ আদেশ দান করিলে পর

শিরসা বন্দনীয়ং তমবন্দত চ পার্থিবঃ।
তস্যাশিষঃ প্রযুজ্যাথ স মুনিস্তং নরাধিপম্ ॥ ৩৩

নিষীদেত্যব্রবীদ্ ধীমান্ সান্ত্বয়ন্ পুরুষর্ষভঃ।
ততঃ প্রকৃতিমাপন্নো ভার্গবো নৃপতে নৃপম্ ॥ ৩৪

উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা তর্পয়ন্নিব ভারত।
রাজন্ সম্যগ্ জিতানীহ পঞ্চ পঞ্চ স্বয়ং ত্বয়া ॥৩৫

মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি কৃচ্ছ্রান্মুক্তোঽসি তেন বৈ
সম্যগারাধিতঃ পুত্র ত্বয়া প্রবদতাং বর ॥ ৩৬

ন হি তে বৃজিনং কিঞ্চিৎ সুসূক্ষ্মমপি বিদ্যতে।
অনুজানীহি মাং রাজন্ গমিষ্যামি যথাগতম্ ॥ ৩৭

প্রীতোঽস্মি তব রাজেন্দ্র বরশ্চ প্রতিগৃহ্যতাম্।

কুশিক উবাচ।

অগ্নিমধ্যে গতেনেব ভগবন্ সন্নিধৌ ময়া ॥ ৩৮

বর্তিতং ভৃগুশার্দূল যন্ন দগ্ধোঽস্মি তদ্ বহু।
এষ এব বরো মুখ্যঃ প্রাপ্তো মে ভৃগুনন্দন ॥ ৩৯

যৎ প্রীতোঽসি ময়া ব্রহ্মন্ কুলং ত্রাতঞ্চ মেঽনঘ।
এষ মেঽনুগ্রহো বিপ্র জীবিতে চ প্রয়োজনম্ ॥ ৪০

এতদ্ রাজ্যফলং চৈব তপসশ্চ ফলং মম।
যদি ত্বং প্রীতিমান্ বিপ্র ময়ি বৈ ভৃগুনন্দন ॥ ৪১

অস্তি মে সংশয়ঃ কশ্চিৎ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি চ্যবনকুশিকসংবাদে
চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

পত্নীসহ রাজা তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং বন্দনীয় মহামুনিকে তিনি মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন। ৩২½

তখন সেই পুরুষপ্রবর বুদ্ধিমান্ মুনি রাজাকে আশীর্বাদ দিয়া সান্ত্বনা দান করিতে করিতে বলিলেন—এস, এখানে উপবেশন কর। ৩৩½

ভরতবংশীয় নরেশ! তদনন্তর স্বস্থ হইয়া ভৃগুপুত্র চ্যবনমুনি নিজের স্নিগ্ধ মধুর বাক্যের দ্বারা রাজাকে যেন তৃপ্ত করিতে করিতে বলিলেন ।৩৪½

রাজন্! তুমি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) ও ষষ্ঠ মনকে সর্বতোভাবে জয় করিয়াছ। সেইজন্য তুমি মহাসঙ্কট হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছ। ৩৫½

বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুত্র! তুমি ভালভাবে আমার আরাধনা করিয়াছ। তোমার দ্বারা কোনও ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম অপরাধও অনুষ্ঠিত হয় নাই। ৩৬½

রাজন্! এখন আমাকে গমনের জন্য অনুমতি কর। আমি যেভাবে আসিয়াছিলাম, সেইভাবেই চলিয়া যাইব। রাজেন্দ্র! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব তুমি কোনও বর প্রার্থনা কর। ৩৭½

কুশিক বলিলেন,—ভগবন্! ভৃগুশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার নিকটে সেইভাবে অবস্থান করিয়াছি, যেরূপ কেহ প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে বিদ্যমান থাকে। আমি এরূপ অবস্থায় থাকিয়াও দগ্ধ হইয়া যাই নাই, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ভৃগুনন্দন আমি এই মহাবরই প্রাপ্ত হইয়াছি। ৩৮-৩৯

নিষ্পাপ ব্রহ্মর্ষে! আপনি যে প্রসন্ন হইয়াছেন এবং আপনি যে আমার কুলকে দগ্ধ না করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, ইহার দ্বারা আমার উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ করা হইয়াছে। আর ইহাতেই আমার জীবনের সমস্ত প্রয়োজন সফল হইয়া গিয়াছে। ৪০

ভৃগুনন্দন! ইহাই আমার রাজ্যের ফল এবং ইহাই আমার তপস্যারও ফল বিপ্রবর! যদি আমার উপর আপনার প্রীতি থাকে, তবে আমার মনে এক সন্দেহ আছে, আপনি তাহা সমাধান করুন। ৪১-৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে চ্যবন ও কুশিকের সংবাদ-বিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কুশিকেন জিজ্ঞাপিতস্য মহর্ষেশ্চ্যবনস্য তস্য গৃহে অনিবাসকারণকথনম্, তস্মৈ বরদানঞ্চ।]

চ্যবন উবাচ।

বরশ্চ গৃহ্যতাং মত্তো যশ্চ তে সংশয়ো হৃদি।
তং প্রব্রূহি নরশ্রেষ্ঠ সর্বং সম্পাদয়ামি তে ॥১

কুশিক উবাচ।

যদি প্রীতোঽসি ভগবংস্ততো মে বদ ভার্গব।
কারণং শ্রোতুমিচ্ছামি মদ্‌গৃহে বাসকারিতম্ ॥ ২

শয়নং চৈকপার্শ্বেন দিবসানেকবিংশতিম্
অকিঞ্চিদুক্ত্বা গমনং বহিশ্চ মুনিপুঙ্গব ॥ ৩

অন্তর্ধানমকস্মাচ্চ পুনরেব চ দর্শনম্।
পুনশ্চ শয়নং বিপ্র দিবসানেকবিংশতিম্ ॥ ৪

তৈলাভ্যক্তস্য গমনং ভোজনঞ্চ গৃহে মম।
সমুপানীয় বিবিধং যদ্ দগ্ধং জাতবেদসা ॥ ৫

নির্যাণঞ্চ রথেনাশু সহসা যৎ কৃতং ত্বয়া।
ধনানাঞ্চ বিসর্গস্য বনস্যাপি চ দর্শনম্ ॥ ৬

প্রাসাদানাং বহূনাঞ্চ কাঞ্চনানাং মহামুনে।
মণিবিদ্রুমপাদানাং পর্য্যঙ্কাণাঞ্চ দর্শনম্ ॥ ৭

পুনশ্চাদর্শনং তস্য শ্রোতুমিচ্ছামি কারণম্।
অতীব হ্যত্র মুহ্যামি চিন্তয়ানো ভৃগূদ্বহ ॥ ৮

ন চৈবাত্রাধিগচ্ছামি সর্বস্যাস্য বিনিশ্চয়ম্।
এতদিচ্ছামি কাৎস্ন্যেন সত্যং শ্রোতুং তপোধন ॥ ৯

চ্যবন উবাচ।

শৃণু সর্বমশেষেণ যদিদং যেন হেতুনা।
ন হি শক্যমনাখ্যাতুমেবং পৃষ্টেন পার্থিব ॥ ১০

পিতামহস্য বদতঃ পুরা দেবসমাগমে।
শ্রুতবানস্মি যদ্ রাজংস্তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥১১

ব্রহ্ম-ক্ষত্রবিরোধেন ভবিতা কুলসঙ্করঃ।
পৌত্রস্তে ভবিতা রাজংস্তেজোবীর্য্যসমন্বিতঃ ॥১২

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[কুশিক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহর্ষি চ্যবনের তাঁহার গৃহে বাস করিবার কারণ বর্ণন এবং তাঁহাকে বরদান।]

চ্যবন বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার নিকট হইতে বর প্রার্থনা কর এবং তোমার মনে যে সন্দেহ আছে, তাহাও জিজ্ঞাসা কর। আমি তোমার সকল কার্য্য পূর্ণ করিব। ১

কুশিক বলিলেন,—ভগবন্! ভৃগুনন্দন! যদি আপনি আমার উপর প্রসন্ন থাকেন, তাহা হইলে বলুন—আপনি এতদিন পর্য্যন্ত কেন আমার গৃহে বাস করিয়াছিলেন? আমি ইহার কারণ শুনিতে বাসনা করি। ২

মুনিপুঙ্গব! একুশদিন পর্য্যন্ত এক পার্শ্বে শুইয়া থাকা, তারপর উঠিয়া কিছু না বলিয়াই বাহিরে গমন করা, সহসা অন্তর্ধান হওয়া, পুনরায় দর্শন দান, তারপর একুশদিন পুনরায় অন্তপার্শ্বে শুইয়া থাকা, উঠিয়া তৈলমর্দ্দন করাইয়া গমন, পুনঃ আমার অন্তঃপুরে যাইয়া নানাপ্রকার ভোজন একত্র স্থাপন এবং উহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দগ্ধ করা, সহসা রথে আরোহণ করিয়া নগরের বাহিরে যাত্রা, ধনদান করা, দিব্য বন প্রদর্শন, সেখানে বহু সুবর্ণময় প্রাসাদসমূহ দেখান, মণি ও মুক্তার পদ সমন্বিত পালঙ্ক দেখান এবং শেষে সব কিছু অদৃশ্য করা—হে মহামুনে! আপনার এই সব কার্য্যের যথার্থ কারণ আমি শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। ভৃগুবংশধর! আমি যখন এই সব বিষয়ের উপর চিন্তা করি, তখন আমি অত্যন্ত মোহিত হইয়া পড়ি। ৩-৮

তপোধন! এই সব বিষয়ের উপর আমি বিচার করিয়াও কোন নিশ্চয় করিতে পারি নাই, অতএব এই সব বিষয় আমি পূর্ণরূপে ও যথাযথভাবে শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। ৯

চ্যবন বলিলেন,—ভূপাল! যে কারণে আমি এই সব-কার্য্য করিয়াছি, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত তুমি পূর্ণরূপে শ্রবণ কর। তুমি এই সব বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় আমি না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ১০

রাজন্! পুরাকালের ঘটনা, একদিন দেবগণের সভায় ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, যাহা আমি শ্রবণ করিয়াছিলাম, সেই কথা আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ১১

হে রাজন্! ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিরোধ হওয়ায় দুই কুলে সঙ্করতা আসিবে। (তাঁহার মুখ হইতেই শুনিয়াছি যে, তোমার বংশের কন্যার দ্বারা আমার বংশে ক্ষত্রিয় তেজের সঞ্চার হইবে এবং) তোমার এক পৌত্র ব্রাহ্মণ-তেজে সম্পন্ন ও পরাক্রমশালী হইবে। ১২

ততস্তে কুলনাশার্থমহং ত্বাং সমুপাগতঃ।
চিকীর্ষন্ কুশিকোচ্ছেদং সন্দিধক্ষুঃ কুলং তব ॥ ১৩
ততোঽহমাগম্য পুরে ত্বামবোচং মহীপতে
নিয়মং কঞ্চিদারপ্স্যে শুশ্রূষা ক্রিয়তামিতি ॥ ১৪
ন চ তে দুষ্কৃতং কিঞ্চিদহমাসাদয়ং গৃহে।
তেন জীবসি রাজর্ষে ন ভবেথাস্ত্বমন্যথা ॥ ১৫
এবং বুদ্ধিং সমাস্থায় দিবসানেকবিংশতিম্।
সুপ্তোঽস্মি যদি মাং কশ্চিদ্ বোধয়েদিতি পার্থিব ॥ ১৬
যদা ত্বয়া সভার্য্যেণ সংসুপ্তো ন প্রবোধিতঃ।
অহং তদৈব তে প্রীতো মনসা রাজসত্তম ॥ ১৭
উত্থায় চাস্মি নিষ্ক্রান্তো যদি মাং ত্বং মহীপতে।
পৃচ্ছেঃ ক যাস্যসীত্যেবং শপেয়ং ত্বামিতি প্রভো ॥ ১৮
অন্তর্হিতঃ পুনশ্চাস্মি পুনরেব চ তে গৃহে।
যোগমাস্থায় সংসুপ্তো দিবসানেকবিংশতিম্ ॥ ১৯
ক্ষুধিতৌ মামসূয়েথাং শ্রমাদ্ বেতি নরাধিপ।
এবং বুদ্ধিং সমাস্থায় কর্শিতৌ বাং ক্ষুধা ময়া ॥ ২০
ন চ তেঽভূৎ সুসূক্ষ্মোঽপি মন্যুর্মনসি পার্থিব।
সভার্য্যস্য নরশ্রেষ্ঠ তেন তে প্রীতিমানহম্ ॥ ২১
ভোজনঞ্চ সমানায্য যৎ তদা দীপিতং ময়া।
ক্রুধ্যেথা যদি মাৎসর্য্যাদিতি তন্মর্ষিতং চ মে ॥ ২২
ততোঽহং রথমারুহ্য ত্বামবোচং নরাধিপ।
সভার্য্যো মাং বহস্বেতি তচ্চ ত্বাং কৃতবাংস্তথা ॥ ২৩
অবিশঙ্কো নরপতে প্রীতোঽহং চাপি তেন হ
ধনোৎসর্গেঽপি চ কৃতে ন ত্বাং ক্রোধঃ প্রধর্ষয়ৎ ॥ ২৪
ততঃ প্রীতেন তে রাজন্ পুনরেতৎ কৃতং তব।
সভার্য্যস্য বনং ভূয়স্তদ্ বিদ্ধি মনুজাধিপ ॥ ২৫

ইহা শ্রবণ করিয়া আমি তোমার বংশ ধ্বংস করিবার জন্য তোমার গৃহে আসিয়াছিলাম। আমি কুশিকের মূলোচ্ছেদ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। আমার এই প্রবল ইচ্ছা ছিল যে, আমি তোমার বংশকে শাপাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করিব ॥ ১৩

ভূপাল! এই উদ্দেশ্যেই তোমার নগরে আসিয়া আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, আমি এক ব্রত আরম্ভ করিব। তুমি আমার সেবা কর (এই অভিপ্রায়ে আমি তোমার দোষ অন্বেষণ করিতেছিলাম), কিন্তু তোমার গৃহে থাকিয়া আমি আজ পর্য্যন্ত তোমার কোন দোষ পাই নাই। রাজর্ষে! সেইজন্য তুমি জীবিত আছ; অন্যথা তোমার সত্তা নষ্ট হইয়া যাইত। ১৪-১৫

ভূপাল! এই বুদ্ধি লইয়া আমি একুশদিন একপার্শ্বে নিদ্রিত ছিলাম যে, তুমি মধ্যে আসিয়া কোন একদিন আমাকে জাগরিত করিবে। ১৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! যখন পত্নীসহ তুমি নিদ্রিত থাকিবার সময় আমাকে জাগরিত করিলে না, তখন আমি মনে মনে তোমার উপর প্রসন্ন হইলাম। ১৭

ভূপতে! প্রভো! যে সময় আমি উঠিয়া গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে লাগিলাম, তখন যদি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে 'আপনি কোথায় যাইবেন', তাহা হইলে আমি সেই সময়ে অভিশাপ দিতাম। ১৮

আমি পুনরায় অন্তর্হিত হইলাম এবং পুনরায় তোমার গৃহে আসিয়া যোগের আশ্রয় গ্রহণ করত একুশদিন পর্য্যন্ত নিদ্রিত রহিলাম। ১৯

নরনাথ! আমি চিন্তা করিয়াছিলাম যে, তোমরা দুইজনে ক্ষুধা পীড়িত হইয়া কিংবা পরিশ্রান্ত হইয়া আমার নিন্দা করিবে। এই উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের অভুক্ত রাখিয়া ক্লেশদান করিয়াছিলাম। ২০

ভূপতে! নরশ্রেষ্ঠ! ইহাতেও পত্নী সহ তোমার মনে অল্পও ক্রোধের সঞ্চার হয় নাই। ইহার দ্বারা আমি তোমাদের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। ২১

ইহার পর যখন আমি নানাপ্রকার ভোজ্যপদার্থ আনাইয়া প্রজ্বলিত করিলাম, তখন আমার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, তুমি মাৎসর্য্যবশতঃ আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবে, কিন্তু তুমি আমার এই আচরণও সহ্য করিয়া যাইলে। ২২

নরেন্দ্র! ইহার পর রথে আরোহণ করত আমি বলিলাম—পত্নীসহ তুমি এই রথ বহন কর। নরপতে! এই কার্য্যও তুমি নিঃশঙ্ক হইয়া পূর্ণ করিয়াছ। ইহাতেও আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। ২৩

তারপর যখন আমি তোমার ধনসকল দান করিতে লাগিলাম, সেই সময়েও তুমি ক্রোধের বশীভূত হও নাই। এই সবের দ্বারা আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি। রাজন্! নরনাথ! অতএব আমি পত্নীসহ তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এই বনে

প্রীত্যর্থং তব চৈতন্মে স্বর্গসন্দর্শনং কৃতম্।
যৎ তে বনেঽস্মিন্ নৃপতে দৃষ্টং দিব্যং নিদর্শনম্ ॥ ২৬
স্বর্গোদ্দেশস্ত্বয়া রাজন্ সশরীরেণ পার্থিব।
মুহূর্তমনুভূতোঽসৌ সভার্য্যেণ নৃপোত্তম ॥ ২৭
নিদর্শনার্থং তপসো ধর্মস্য চ নরাধিপ।
তত্র যাঽঽসীৎ স্পৃহা রাজংস্তচ্চাপি বিদিতং ময়া ॥ ২৮
ব্রাহ্মণ্যং কাঙ্ক্ষসে হি ত্বং তপশ্চ পৃথিবীপতে।
অবমন্য নরেন্দ্রত্বং দেবেন্দ্রত্বঞ্চ পার্থিব ॥ ২৯
এবমেতদ্ যথাঽঽত্থ ত্বং ব্রাহ্মণ্যং তাত দুর্লভম্।
ব্রাহ্মণে সতি চর্ষিত্বমৃষিত্বে চ তপস্বিতা ॥ ৩০
ভবিষ্যত্যেষ তে কামঃ কুশিকাৎ কৌশিকো দ্বিজঃ।
তৃতীয়ং পুরুষং তুভ্যং ব্রাহ্মণত্বং গমিষ্যতি ॥ ৩১
বংশস্তে পার্থিবশ্রেষ্ঠ ভৃগূণামেব তেজসা।
পৌত্রস্তে ভবিতা বিপ্রস্তপস্বী পাবকদ্যুতিঃ ॥ ৩২
যঃ স দেব-মনুষ্যাণাং ভয়মুৎপাদয়িষ্যতি।
ত্রয়াণামেব লোকানাং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৩৩
বরং গৃহাণ রাজর্ষে যৎ তে মনসি বর্ত্ততে।
তীর্থযাত্রাং গমিষ্যামি পুরা কালোঽতিবর্ত্ততে ॥ ৩৪

কুশিক উবাচ।

এষ এব বরো মেঽদ্য যত্ত্বং প্রীতো মহামুনে।
ভবত্বেতদ্ যথাঽঽত্থ ত্বং ভবেৎ পৌত্রো মমানঘ ॥ ৩৫
ব্রাহ্মণ্যং মে কুলস্যাস্তু ভগবন্নেষ মে বরঃ।
পুনশ্চাখ্যাতুমিচ্ছামি ভগবন্ বিস্তরেণ বৈ ॥ ৩৬
কথমেষ্যতি বিপ্রত্বং কুলং মে ভৃগুনন্দন।
কশ্চাসৌ ভবিতা বন্ধুর্মম কশ্চাপি সম্মতঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি চ্যবনকুশিকসংবাদো নাম পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

স্বর্গ দর্শন করাইয়াছি। পুনরায় এই সব কার্য্য করার উদ্দেশ্য হইল—তোমাকে প্রসন্ন করা. ইহা তুমি জানিও। ২৪-২৫½

নৃপতে! রাজন্! এই বনে তুমি যে সব দিব্য দৃশ্য দেখিয়াছ, সেই সমস্ত স্বর্গেরই এক নিদর্শন। নৃপশ্রেষ্ঠ! ভূপাল। তুমি নিজের পত্নীর সহিত এই দেহেই কিছুকাল স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিয়াছ। ২৬-২৭

নরনাথ! এই সব আমি তোমাকে তপস্যা ও ধর্ম্মের প্রভাব দেখাইবার জন্য করিয়াছি। রাজন্! এই সব বিষয় দেখিবার পর তোমার মনে যে ইচ্ছা হইয়াছে, তাহাও আমি জ্ঞাত আছি। ২৮

পৃথিবীতে! তুমি সম্রাট এবং দেবরাজের পদকে অবহেলা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছ এবং তপস্যারও আকাঙ্ক্ষা করিতেছ। ২৯

তাত! তপ ও ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে তুমি যেরূপ কথা বলিতেছ তাহা যথার্থই। বাস্তবে ব্রাহ্মণত্ব দুর্লভ। ব্রাহ্মণ হইলেও ঋষি হওয়া এবং ঋষি হইলেও তপস্বী হওয়া আরও কঠিন। ৩০

তোমার এই ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কুশিক হইতে কৌশিক নামক ব্রাহ্মণবংশ প্রচলিত হইবে এবং তোমার তৃতীয় পুরুষ হইতে ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে। ৩১

ভূপালশ্রেষ্ঠ! ভৃগুবংশীয়গণেরই তেজে তোমার বংশ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবে। তোমার পৌত্র অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও তপস্বী ব্রাহ্মণ হইবে। ৩২

তোমার এই পৌত্র নিজের তপস্যার প্রভাবে দেবতা ও মনুষ্যগণ এবং ত্রিলোকের নিকট ভয় উৎপাদন করিবে। আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিলাম। ৩৩

রাজর্ষে! তোমার মনে যাহা আছে, তদনুসারে আমার নিকট হইতে বর প্রার্থনা কর। আমি তীর্থযাত্রায় গমন করিব। এখন সময় চলিয়া যাইতেছে। ৩৪

কুশিক বলিলেন,—মহামুনে! আজ আপনি প্রসন্ন হইয়াছেন, ইহাই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর। নিষ্পাপ! আপনি যেরূপ বলিলেন, তাহা সত্য হউক—আমার পৌত্র ব্রাহ্মণ হউক। ৩৫

ভগবন্! আমার কুল ব্রাহ্মণ হইয়া যাউক, ইহাই আমার অভীষ্ট বর! প্রভো! আমি এই বিষয় পুনরায় সবিস্তরে শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। ৩৬

ভৃগুনন্দন! আমার কুল কিভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবে? আমার এই বন্ধু, সেই সম্মানিত পৌত্র কে হইবে, যে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে? ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে চ্যবন ও কুশিকের সংবাদ-নামক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[চ্যবনমুনিনা ভৃগুবংশীয়ানাং কুশিকবংশীয়ানাঞ্চ সম্বন্ধকারণমুক্ত্বা তীর্থযাত্রার্থং প্রস্থানম্ ।]

চ্যবন উবাচ ।

অবশ্যং কথনীয়ং মে তবৈতন্নরপুঙ্গব ।
যদর্থং ত্বাহমুচ্ছেত্তুং সম্প্রাপ্তো মনুজাধিপ ॥ ১

ভৃগূণাং ক্ষত্রিয়া যাজ্যা নিত্যমেতজ্জনাধিপ ।
তে চ ভেদং গমিষ্যন্তি দৈবযুক্তেন হেতুনা ॥ ২

ক্ষত্রিয়াশ্চ ভৃগূন্ সর্বান্ বধিষ্যন্তি নরাধিপ ।
আ গর্ভাদনুকৃন্তন্তো দৈবদণ্ডনিপীড়িতাঃ ॥ ৩

তত উৎপৎস্যতেঽস্মাকং কুলে গোত্রবিবর্ধনঃ ।
ঊর্বো নাম মহাতেজা জ্বলনার্কসমদ্যুতিঃ ॥ ৪

স ত্রৈলোক্যবিনাশায় কোপাগ্নিং জনয়িষ্যতি ।
মহীং সপর্বত-বনাং যঃ করিষ্যতি ভস্মসাৎ ॥ ৫

কঞ্চিৎ কালং তু বহ্নিঞ্চ স এব শময়িষ্যতি ।
সমুদ্রে বড়বাবক্ত্রে প্রক্ষিপ্য মুনিসত্তমঃ ॥ ৬

পুত্রং তস্য মহারাজ ঋচীকং ভৃগুনন্দনম্ ।
সাক্ষাৎ কৃৎস্নো ধনুর্বেদঃ সমুপস্থাস্যতেঽনঘ ॥ ৭

ক্ষত্রিয়াণামভাবায় দৈবযুক্তেন হেতুনা ।
স তু তং প্রতিগৃহ্যৈব পুত্রে সংক্রামযিষ্যতি ॥ ৮

জমদগ্নৌ মহাভাগে তপসা ভাবিতাত্মনি ।
স চাপি ভৃগুশার্দূলস্তং বেদং ধারয়িষ্যতি ॥ ৯

কুলাৎ তু তব ধর্মাত্মন্ কন্যাং সোঽধিগমিষ্যতি ।
উদ্ভাবনার্থং ভবতো বংশস্য নৃপসত্তম ॥ ১০

গাধেদুর্হিতরং প্রাপ্য পৌত্রীং তব মহাতপাঃ ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রধর্মাণং পুত্রমুৎপাদয়িষ্যতি ॥ ১১

ক্ষত্রিয়ং বিপ্রকর্মাণং বৃহস্পতিমিবৌজসা ।
বিশ্বামিত্রং তব কুলে গাধেঃ পুত্রঃ সুধার্মিকম্ ॥ ১২

তপসা মহতা যুক্তং প্রদাস্যতি মহাদ্যুতে ।
স্ত্রিয়ৌ তু কারণং তত্র পরিবর্তে ভবিষ্যতঃ ॥ ১৩

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[চ্যবন মুনিকর্ত্তৃক ভৃগুবংশীয় ও কুশিকবংশীয়গণের সম্বন্ধের কারণ বলিয়া তীর্থযাত্রার জন্য প্রস্থান ।]

চ্যবন বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ ! নরনাথ ! আমি যে উদ্দেশ্যে তোমার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলাম, তাহা অবশ্যই তোমাকে আমার বলা উচিত । ১

জনেশ্বর ! ক্ষত্রিয়গণ সর্ব্বদাই ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদিগের যজমান ; কিন্তু প্রারব্ধবশতঃ কিছুকাল পরে উঁহাতে ভেদসৃষ্টি হইবে । সেইজন্য তাহারা দৈবের প্রেরণায় সমস্ত ভৃগুবংশীয়-গণকে সংহার করিবে । নরেশ্বর ! তাহারা দৈবদণ্ডের দ্বারা পীড়িত হইয়া গর্ভস্থ শিশুগণকেও ছেদন করিয়া দিবে । ২-৩

তদনন্তর আমার বংশে ঊর্বনামক এক মহাতেজস্বী বালক উৎপন্ন হইবে, যে ভার্গব গোত্রের বৃদ্ধি করিবে । তাহার তেজ অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য দুর্দ্ধর্ষ হইবে । ৪

সে ত্রিভুবনকে বিনাশ করিবার জন্য ক্রোধজনিত অগ্নিকে সৃষ্টি করিবে । সেই অগ্নি পর্ব্বত ও বনসমূহ সহ সম্পূর্ণ পৃথিবীকে ভস্মসাৎ করিয়া দিবে । ৫

কিছুকাল পরে মুনিশ্রেষ্ঠ ঊর্ব্বই সেই অগ্নিকে সমুদ্রমধ্যে স্থিত বড়বানলের মধ্যে স্থাপিত করিয়া শান্ত করিবে । ৬

নিষ্পাপ মহারাজ ! সেই ঊর্ব্বের পুত্র হইবে ভৃগুকুলনন্দন ঋচীক । ইহার সেবার জন্য সম্পূর্ণ ধনুর্ব্বেদ মূর্ত্তিমান্ হইয়া উপস্থিত হইবে । ৭

সে ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিবার জন্য দৈববশতঃ সেই ধনুর্ব্বেদ গ্রহণ করত তপস্যায় শুদ্ধান্তঃকরণ নিজের পুত্র মহাভাগ জমদগ্নিকে উহার শিক্ষাদান করিবে । ভৃগুশ্রেষ্ঠ জমদগ্নি সেই ধনুর্ব্বেদ ধারণ করিবে । ৮-৯

ধর্ম্মাত্মন্ ! নৃপশ্রেষ্ঠ ! সেই ঋচীক তোমার কুলের উন্নতির জন্য তোমার বংশের কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে । ১০

তোমার পৌত্রী ও গাধির পুত্রীকে প্রাপ্ত হইয়া মহাতপস্বী ঋচীক ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণজাতীয় পুত্রকে উৎপন্ন করিবে (নিজের পত্নীর প্রার্থনায় ঋচীক ক্ষত্রিয়ত্বকে নিজের পুত্র হইতে অপসারিত করিয়া ভাবী পৌত্রের মধ্যে স্থাপিত করিয়া দিবে) । ১১

মহাতেজস্বী নরেশ ! এই ঋচীক মুনি তোমার কুলে রাজা গাধিকে এক মহাতপস্বী ও পরম ধার্ম্মিক পুত্র প্রদান করিবে, যাহার নাম হইবে বিশ্বামিত্র । সে বৃহস্পতির সমান তেজস্বী ও ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মকারী ক্ষত্রিয় হইবে । ১২

পিতামহ ব্রহ্মার প্রেরণায় গাধির পত্নী ও কন্যা (জমদগ্নিপত্নী)

পিতামহনিয়োগাদ্ নান্যথৈতদ্ ভবিষ্যতি।
তৃতীয়ে পুরুষে তুভ্যং ব্রাহ্মণত্বমুপৈষ্যতি ॥ ১৪
ভবিতা ত্বঞ্চ সম্বন্ধী ভৃগূণাং ভাবিতাত্মনাম্।

ভীষ্ম উবাচ।

কুশিকস্তু মুনের্বাক্যং চ্যবনস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৫
শ্রুত্বা হৃষ্টোঽভবদ্ রাজা বাক্যং চেদমুবাচ হ।
এবমস্ত্বিতি ধর্মাত্মা তদা ভরতসত্তম ॥ ১৬
চ্যবনস্তু মহাতেজাঃ পুনরেব নরাধিপম্।
বরার্থং চোদয়ামাস তমুবাচ স পার্থিবঃ ॥ ১৭
বাঢ়মেবং করিষ্যামি কামং ত্বত্তো মহামুনে।
ব্রহ্মভূতং কুলং মেঽস্তু ধর্মে চাস্য মনো ভবেৎ ॥ ১৮
এবমুক্তস্তথেত্যেবং প্রত্যুক্ত্বা চ্যবনো মুনিঃ।
অভ্যনুজ্ঞায় নৃপতিং তীর্থযাত্রাং যযৌ তদা ॥ ১৯
এতৎ তে কথিতং সর্বমশেষেণ ময়া নৃপ।
ভৃগূনাং কুশিকানাঞ্চ অভিসম্বন্ধকারণম্ ॥ ২০
যথোক্তমৃষিণা চাপি তদা তদভবন্নৃপ।
জন্ম রামস্য চ মুনের্বিশ্বামিত্রস্য চৈব হি ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি চ্যবনকুশিকসংবাদে
ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৬

—এই দুই স্ত্রী এই পরিবর্ত্তনের কারণ হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। ইহার কোনরূপ অন্যথা হইবে না। ১৩½

তোমা হইতে তৃতীয় পুরুষে তোমার বংশে ব্রাহ্মণত্ব আসিবে এবং তুমি পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট ভৃগুবংশীয়গণের সম্বন্ধী হইবে। ১৪½

ভীষ্ম বলিলেন,— ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা চ্যবন মুনির এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্মাত্মা রাজা কুশিক অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন,—ভগবন্! এইরূপই হউক ॥ ১৫-১৬

মহাতেজস্বী চ্যবন পুনরায় রাজা কুশিককে বর প্রার্থনা করিবার জন্য প্রেরণা দিলেন। তখন সেই নৃপতি কুশিক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৭

মহামুনে! আমি নিশ্চয়ই আপনার নিকট হইতে আমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিব। আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমার কুল ব্রাহ্মণ হইয়া যাউক এবং তাহাদের ধর্মে মন আসক্ত থাকুক। ১৮

কুশিক এই কথা বলিলে পর চ্যবনমুনি বলিলেন—'তথাস্তু'—তাহাই হউক। তারপর তিনি রাজার নিকট হইতে গমনের অনুমতি লইয়া সেই সময় তীর্থযাত্রায় গমন করিলেন। ১৯

নৃপ! এইরূপে আমি তোমার নিকটে ভৃগুবংশীয়গণের ও কুশিকবংশীয়গণের পরস্পরের সম্বন্ধের কারণ পূর্ণরূপে বর্ণনা করিলাম। ২০

যুধিষ্ঠির! সেই সময় চ্যবন ঋষি যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারেই কিছুকাল পরে ভৃগুবংশে পরশুরাম এবং কুশিকবংশে বিশ্বামিত্রের জন্ম হয়। ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে চ্যবন ও কুশিকের সংবাদবিষয়ক ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

(অনেকবিধতপস্যানাং দানানাঞ্চ ফলবর্ণনম্

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মুহ্যামীব নিশম্যাহং চিন্তয়ানঃ পুনঃ পুনঃ।
হীনাং পার্থিবসঙ্ঘাতৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ১

প্রাপ্য রাজ্যানি শতশো মহীং জিত্বাথ ভারত।
কোটিশঃ পুরুষান্ হত্বা পরিতপ্যে পিতামহ ॥ ২

কা নু তাসাং বরস্ত্রীণাং সমবস্থা ভবিষ্যতি।
যা হীনাঃ পতিভিঃ পুত্রৈর্মাতুলৈর্ভ্রাতৃভিস্তথা ॥ ৩

বয়ং হি তান্ কুরূন্ হত্বা জ্ঞাতীংশ্চ সুহৃদোঽপি বা।
অবাক্‌শীর্ষ্যাঃ পতিষ্যামো নরকে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪

শরীরং যোক্তুমিচ্ছামি তপসোগ্রেণ ভারত।
উপদিষ্টমিহেচ্ছামি তত্ত্বতোঽহং বিশাম্পতে ॥ ৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যুধিষ্ঠিরস্য তদ্বাক্যং শ্রুত্বা ভীষ্মো মহামনাঃ।
পরীক্ষ্য নিপুণং বুদ্ধ্যা যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥ ৬

রহস্যমদ্ভুতং চৈব শৃণু বক্ষ্যামি যৎ ত্বয়ি।
যা গতিঃ প্রাপ্যতে যেন প্রেত্যভাবে বিশাম্পতে ॥ ৭

তপসা প্রাপ্যতে স্বর্গস্তপসা প্রাপ্যতে যশঃ।
আয়ুঃ প্রকর্ষো ভোগাশ্চ লভ্যন্তে তপসা বিভো ॥ ৮

জ্ঞানং বিজ্ঞানমারোগ্যং রূপং সম্পৎ তথৈব চ।
সৌভাগ্যং চৈব তপসা প্রাপ্যতে ভরতর্ষভ ॥ ৯

ধনং প্রাপ্নোতি তপসা মৌনেনাজ্ঞাং প্রযচ্ছতি।
উপভোগাংস্তু দানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ জীবিতম্ ॥ ১০

অহিংসায়াঃ ফলং রূপং দীক্ষায়া জন্ম বৈ কুলে।
ফলমূলাশিনাং রাজ্যং স্বর্গঃ পর্ণাশিনাং ভবেৎ ॥ ১১

পয়োভক্ষো দিবং যাতি দানেন দ্রবিণাধিকঃ।
গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যা নিত্যশ্রাদ্ধেন সন্ততিঃ ॥ ১২

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বিবিধ প্রকার তপস্যা ও দানের ফল বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! এই পৃথিবীকে আমি যখন সেই সম্পত্তিশালী নরপতিগণের দ্বারা পরিত্যক্তা দেখি, তখন আমি অত্যন্ত চিন্তায় পতিত হইয়া বারংবার যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি। ১

ভরতনন্দন! পিতামহ! যদিও আমি এই পৃথিবীকে জয় করিয়া শত শত দেশের রাজ্যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাপি ইহার জন্য যে কোটি কোটি পুরুষকে হত্যা করিতে হইয়াছে, তাহার জন্য আমি এখন অনুতাপ ভোগ করিতেছি। ২

হায়, তাহাদের সুন্দরী স্ত্রীগণের কি দশা হইবে, তাহারা আজ নিজেদের পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও মাতুলাদি আত্মীয়স্বজনগণ হইতে চিরকালের জন্য বিচ্যুতা হইয়া গিয়াছে? ৩

আমরা নিজেরাই জ্ঞাতি কৌরবগণ ও অন্যান্য সুহৃদ্বর্গকে বধ করিয়া অধোমস্তকে নরকে পতিত হইব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৪

ভারত! প্রজানাথ! আমি নিজের শরীরকে কঠোর তপস্যার দ্বারা শুষ্ক করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি এবং এ বিষয়ে আপনার যথাযথ উপদেশ গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহামনস্বী ভীষ্ম নিজের বুদ্ধির দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন। ৬

প্রজানাথ! আমি তোমাকে এক অদ্ভুত রহস্যের কথা বলিব। মনুষ্য মৃত্যুর পর কোন্ কর্ম্মের দ্বারা কিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়, সেই বিষয় শ্রবণ কর। ৭

প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! তপস্যার দ্বারা স্বর্গলাভ হয়, তপস্যার দ্বারা যশ প্রাপ্তি হয় এবং তপস্যার দ্বারা দীর্ঘ আয়ু, উচ্চ পদ ও উত্তম উত্তম ভোগসমূহ লাভ হয়। ৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! জ্ঞান, বিজ্ঞান, আরোগ্য, রূপ, সম্পত্তি এবং সৌভাগ্যও তপস্যার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৯

মানুষ তপস্যার দ্বারা ধন লাভ করে। মৌনব্রতের দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে আদেশ করিতে পারে। দানের দ্বারা উপভোগ ও ব্রহ্মচর্য্যপালনে দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি হয়। ১০

অহিংসার ফল হইল রূপ এবং দীক্ষার ফল হইল উত্তমকুলে জন্মলাভ। ফল-মূল ভক্ষণকারীর রাজ্যলাভ ও পত্রভোজনকারীর স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। ১১

দুগ্ধভক্ষণ করিয়া জীবনধারণকারী ব্যক্তি স্বর্গে গমন করে। দানের দ্বারা মানুষ অধিক ধনশালী হয়। গুরুর সেবা করিলে বিদ্যালাভ হয় এবং নিত্য শ্রাদ্ধের দ্বারা সন্তান প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ১২

পর্ণাহারাঃ শাকদীক্ষাভিঃ স্বর্গমাহুস্তৃণাশিনাম্।
ত্রিরাত্রিষবণং স্নাত্বা বায়ুং পীত্বা ক্রতুং লভেৎ ॥ ১৩
নিত্যস্নায়ী ভবেদ্ দক্ষঃ সন্ধ্যে তু যে জপন্ দ্বিজঃ।
মরুং সাধয়তো রাজন্ নাকপৃষ্ঠমনাশকে ॥ ১৪
স্থণ্ডিলে শয়মানানাং গৃহাণি শয়নানি চ।
চীরবল্কলবাসোভির্বাসংস্যাভরণানি চ ॥ ১৫
শয্যাসনানি যানানি যোগযুক্তে তপোধনে।
অগ্নিপ্রবেশে নিয়তং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৬
রসানাং প্রতিসংহারাৎ সৌভাগ্যমিহ বিন্দতি।
আমিষপ্রতিসংহারাৎ প্রজা হ্যায়ুষ্মতী ভবেৎ ॥ ১৭
উদবাসং বসেদ্ যস্তু স নরাধিপতির্ভবেৎ।
সত্যবাদী নরশ্রেষ্ঠ দৈবতৈঃ সহ মোদতে ॥ ১৮
কীর্তির্ভবতি দানেন তথাঽঽরোগ্যমহিংসয়া।
দ্বিজশুশ্রূষয়া রাজ্যং দ্বিজত্বং চাপি পুষ্কলম্ ॥ ১৯
পানীয়স্য প্রদানেন কীর্তির্ভবতি শাশ্বতী।
অন্নস্য তু প্রদানেন তৃপ্যন্তে কামভোগতঃ ॥ ২০
সান্ত্বদঃ সর্বভূতানাং সর্বশোকৈর্বিমুচ্যতে।
দেবশুশ্রূষয়া রাজ্যং দিব্যং রূপং নিবচ্ছতি ॥ ২১
দীপালোকপ্রদানেন চক্ষুষ্মান্ ভবতে নরঃ।
প্রেক্ষণীয়প্রদানেন স্মৃতিং মেধাঞ্চ বিন্দতি ॥ ২২
গন্ধমাল্যপ্রদানেন কীর্তির্ভবতি পুষ্কলা।
কেশশ্মশ্রুধারয়তামগ্র্যা ভবতি সন্ততিঃ ॥ ২৩
উপবাসঞ্চ দীক্ষাঞ্চ অভিষেকঞ্চ পার্থিব।
কৃত্বা দ্বাদশবর্ষাণি বীরস্থানাদ্ বিশিষ্যতে ॥ ২৪
দাসীদাসমলঙ্কারান্ ক্ষেত্রাণি চ গৃহাণি চ।
ব্রহ্মদেয়াং সুতাং দত্ত্বা প্রাপ্নোতি মনুজর্ষভ ॥ ২৫
ক্রতুভিশ্চোপবাসৈশ্চ ত্রিদিবং যাতি ভারত।
লভতে চ শিবং জ্ঞানং ফলপুষ্পপ্রদো নরঃ ॥ ২৬

যে ব্যক্তি কেবল শাক ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিবার ব্রত গ্রহণ করে, সে গোধনে ধনী হইয়া থাকে। তৃণ ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণকারী ব্যক্তিগণের স্বর্গলাভ হয় বলিয়া মহাত্মাগণ বলেন। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং—এই তিন কালে স্নান করিয়া মানুষ বহু স্ত্রী লাভ করে এবং কেবল বায়ু পান করিয়া অবস্থিত মানুষ যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়। ১৩

রাজন্! যে দ্বিজ নিত্য স্নান করিয়া দুই সন্ধ্যায় গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন, তিনি কার্য্যনিপুণ হন। মরুর সাধনাকারী অর্থাৎ জলত্যাগী মানুষ এবং নিরাহার মানুষের স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়। ১৪

বৃত্তিকার বেদিতে বা অগ্নিশালায় শয়নকারী ব্যক্তিগণের বহু গৃহ ও শয্যা লাভ হয়। চীর (কৌপীন) ও বল্কল (বৃক্ষত্বক্ নির্ম্মিত) বস্ত্র পরিধানকারীরা উত্তম উত্তম বস্ত্র ও আভরণসকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৫

যোগযুক্ত তপোধন ব্যক্তির শয্যা, আসন ও বাহন লাভ হয়। নিয়মানুসারে অগ্নিতে প্রবেশ করিলে পর জীব ব্রহ্মলোকে সম্মান সহকারে বাস করে। ১৬

রসসমূহ পরিত্যাগ করিলে মানুষ এ জগতে সৌভাগ্যভাগী হয়। মাংসভক্ষণ ত্যাগ করিয়া দিলে দীর্ঘায়ু সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ১৭

যে ব্যক্তি জলে বাস করে, সে নরপতি হয়। নরশ্রেষ্ঠ! সত্যবাদী মানুষ স্বর্গে দেবগণের সহিত আনন্দভোগ করেন। ১৮

দানের দ্বারা যশ, অহিংসার দ্বারা আরোগ্য এবং ব্রাহ্মণগণের সেবায় রাজ্য ও সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তি হয়। ১৯

জলদান করিলে পর মানুষের অক্ষয়কীর্তি লাভ হয় এবং অন্ন দান করিলে পর মানুষ কাম ও ভোগের দ্বারা পূর্ণরূপে তৃপ্তি লাভ করে। ২০

যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণিগণকে সান্ত্বনা দান করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার শোক হইতে মুক্ত হইয়া যায়। দেবতাগণের সেবার দ্বারা রাজ্য ও দিব্যরূপ লাভ হইয়া থাকে। ২১

মন্দিরে দীপদান করিলে মানুষের নয়ন নীরোগ হয়। দর্শনীয় বস্তু দান করিলে মানুষের স্মরণ শক্তি ও মেধা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২২

গন্ধ ও পুষ্পমাল্য দান করিলে প্রভূত যশ লাভ হয়। মস্তকে কেশরাশি ও শ্মশ্রু (দাড়ি) ধারণ করিয়া রাখিলে মানুষের শ্রেষ্ঠ সন্তান প্রাপ্তি হয়। ২৩

ভূপাল! বার বৎসর পর্য্যন্ত ভোগ ত্যাগ, দীক্ষা (জপাদি নিয়ম গ্রহণ) ও তিন কালে স্নান করিলে বীর পুরুষগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হইয়া থাকে। ২৪

নরশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি নিজের কন্যাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি অনুসারে সুযোগ্য বরকে দান করে, সেই ব্যক্তি দাস-দাসী, অলঙ্কার, ক্ষেত্র ও গৃহসকল প্রাপ্ত হয়। ২৫

ভারত! যজ্ঞ ও উপবাস করিলে পর মানুষ স্বর্গলোকে গমন

সুবর্ণশৃঙ্গৈস্তু বিরাজিতানাং
　　গবাং সহস্রস্য নরঃ প্রদানাৎ।
প্রাপ্নোতি পুণ্যং দিবি দেবলোক-
　　মিত্যেবমাহুর্দিবি দেবসঙ্ঘাঃ ॥ ২৭

প্রযচ্ছতে যঃ কপিলাং সবৎসাং
　　কাংস্যোপদোহাং কনকাগ্রশৃঙ্গীম্।
তৈস্তৈর্গুণৈঃ কামদুঘাস্য ভূত্বা
　　নরং প্রদাতারমুপৈতি সা গৌঃ ॥ ২৮

যাবন্তি রোমাণি ভবন্তি ধেন্বা-
　　স্তাবৎ কালং প্রাপ্য স গোপ্রদানাৎ।
পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চ কুলঞ্চ সর্ব-
　　মাসপ্তমং তারয়তে পরত্র ॥ ২৯

সদক্ষিণাং কাঞ্চনচারুশৃঙ্গীং
　　কাংস্যোপদোহাং দ্রবিণোত্তরীয়াম্।
ধেনুং তিলানাং দদতো দ্বিজায়
　　লোকা বসূনাং সুলভা ভবন্তি ॥ ৩০

স্বকর্মভির্মানবং সংনিরুদ্ধং
　　তীব্রান্ধকারে নরকে পতন্তম্।
মহার্ণবে নৌরিব বায়ুযুক্তা
　　দানং গবাং তারয়তে পরত্র ॥ ৩১

যো ব্রহ্মদেয়াং তু দদাতি কন্যাং
　　ভূমিপ্রদানঞ্চ করোতি বিপ্রে।
দদাতি চান্নং বিধিবচ্চ যশ্চ
　　স লোকমাপ্নোতি পুরন্দরস্য ॥ ৩২

নৈবেশিকং সর্বগুণোপপন্নং
　　দদাতি বৈ যস্তু নরো দ্বিজায়।
স্বাধ্যায়চারিত্র্যগুণান্বিতায়
　　তস্যাপি লোকাঃ কুরুষূত্তরেষু ॥ ৩৩

ধুর্যপ্রদানেন গবাং তথা বৈ
　　লোকানবাপ্নোতি নরো বসূনাম্।
স্বর্গায় চাহুস্তু হিরণ্যদানং
　　ততো বিশিষ্টং কনকপ্রদানম্ ॥ ৩৪

ছত্রপ্রদানেন গৃহং বরিষ্ঠং
　　যানং তথোপানহসম্প্রদানে।
বস্ত্রপ্রদানেন ফলং সুরূপং
　　গন্ধপ্রদানাৎ সুরভির্নরঃ স্যাৎ ॥ ৩৫

করে এবং ফলপুষ্প দানকারী মানব কল্যাণময় মোক্ষস্বরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। ২৬

স্বর্ণশৃঙ্গ সুশোভিত এক হাজার গো দান করিলে মানুষ স্বর্গে পুণ্যময় দেবলোক প্রাপ্ত হয়—স্বর্গবাসী দেবগণ এরূপ কথাই বলেন। ২৭

যাহার শৃঙ্গের অগ্রভাগ স্বর্ণমণ্ডিত, এরূপ সবৎসা কপিলাধেনু কাংস্যনির্মিত দুগ্ধদোহনপাত্র সহ যে ব্যক্তি দান করে, সেই ব্যক্তির নিকট সেই সব ধেনু সেই সেই গুণসমূহে যুক্ত কামধেনু হইয়া আসিয়া থাকে। ২৮

সেই ধেনুর শরীরে যত লোম আছে, তত বর্ষ পর্যন্ত মানুষ গোদানের স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করে। কেবল ইহাই নহে, সেই ধেনু তাহার পুত্র পৌত্রাদি অধস্তন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত সমস্ত কুলকে পরলোকে উদ্ধার করে। ২৯

যে মানুষ স্বর্ণের সুন্দর শৃঙ্গ নির্মাণ করাইয়া এবং দ্রব্যময় উত্তরীয় দান করত কাংস্যময় দুগ্ধপাত্র এবং দক্ষিণাসহ তিলের ধেনু ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহার বসুলোক সুলভ হইয়া থাকে। ৩০

যেরূপ মহাসাগরের মধ্যে পতিত নৌকা বায়ুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক পরপারে যাইতে সমর্থ হয়, সেইরূপ নিজের কর্মসমূহে আবদ্ধ হইয়া ঘোর অন্ধকারময় নরকে পতিত মানুষের গোদানই পরলোকে তাহাকে পরিত্রাণ করে। ৩১

যে মানুষ ব্রাহ্মবিধি অনুসারে নিজের কন্যা প্রদান করে, ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করে এবং বিধি অনুসারে অন্ন দান করে, তাহার ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়। ৩২

যে মানুষ স্বাধ্যায়শীল ও সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন গৃহ ও শয্যাদি গৃহস্থের উপযোগী দ্রব্য প্রদান করে, তাহার উত্তরকুরুদেশে বাস করিবার সুযোগ লাভ হয়। ৩৩

ভার বহন করিতে সমর্থ বৃষ ও ধেনুসকল দান করিলে মানুষ বসুলোক লাভ করে। স্বর্ণদান স্বর্গ প্রাপ্তিকারক বলিয়া কথিত হয় এবং বিশুদ্ধ পক্ব স্বর্ণ দান করিলে উহা হইতেও উত্তম ফল লাভ হইয়া থাকে। ৩৪

ছাতা দানে উত্তম গৃহ, জুতা দানে যান, বস্ত্রদানে সুন্দর রূপ এবং গন্ধদান করিলে সুগন্ধপূর্ণ দেহ প্রাপ্তি হয়। ৩৫

পুষ্পোপগং বাথ ফলোপগং বা
যঃ পাদপং স্পর্শয়তে দ্বিজায়।
সস্ত্রীকমৃদ্ধিং বহুরত্নপূর্ণং
লভত্যযত্নোপগতং গৃহং বৈ ॥ ৩৬

ভক্ষ্যান্নপানীয়রসপ্রদাতা
সর্বান্ সমাপ্নোতি রসান্ প্রকামম্।
প্রতিশ্রয়াচ্ছাদনসম্প্রদাতা
প্রাপ্নোতি তানেব ন সংশয়োঽত্র ॥ ৩৭

স্রগ্ধূপগন্ধাননুলেপনানি
স্নানানি মাল্যানি চ মানবো যঃ।
দদ্যাদ্ দ্বিজেভ্যঃ স ভবেদরোগ-
স্তথাভিরূপশ্চ নরেন্দ্র লোকে ॥ ৩৮

বীজৈরশূন্যং শয়নৈরুপেতং
দদ্যাদ্ গৃহং যঃ পুরুষো দ্বিজায়।
পুণ্যাভিরামং বহুরত্নপূর্ণং
লভত্যধিষ্ঠানবরং স রাজন্ ॥ ৩৯

সুগন্ধচিত্রাস্তরণোপধানং
দদ্যান্নরো যঃ শয়নং দ্বিজায়।
রূপান্বিতাং পক্ষবতীং মনোজ্ঞাং
ভার্য্যামযত্নোপগতাং লভেৎ সঃ ॥ ৪০

পিতামহস্যানবরো বীরশায়ী ভবেন্নরঃ।
নাধিকং বিদ্যতে যস্মাদিত্যাহুঃ পরমর্ষয়ঃ ॥ ৪১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা প্রীতাত্মা কুরুনন্দনঃ।
নাশ্রমেঽরোচয়দ্ বাসং বীরমার্গাভিকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৪২

ততো যুধিষ্ঠিরঃ প্রাহ পাণ্ডবান্ পুরুষর্ষভ।
পিতামহস্য যদ্ বাক্যং তদ্ বো রোচত্বিতি প্রভুঃ ॥ ৪৩

ততস্তু পাণ্ডবাঃ সর্বে দ্রৌপদী চ যশস্বিনী।
যুধিষ্ঠিরস্য তদ্ বাক্যং বাঢ়মিত্যভ্যপূজয়ন্ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি
সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

যে ব্রাহ্মণকে ফল ও পুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ দান করে, সে অনায়াসেই নানাপ্রকার রত্নসমূহে পরিপূর্ণ, ধনসম্পন্ন সমৃদ্ধিশালী গৃহ লাভ করিয়া থাকে। ৩৬

অন্ন, জল ও রসপ্রদানকারী মানুষ ইচ্ছানুসারে সর্বপ্রকার রস প্রাপ্ত হয় এবং যে বাস করিবার জন্য গৃহ ও পরিধানের জন্য বস্ত্র দান করে, সেই ব্যক্তিও এই সব বস্তু লাভ করিয়া থাকে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৩৭

নরেন্দ্র! যে মানুষ ব্রাহ্মণগণকে পুষ্পের মাল্য, ধূপ, চন্দন, অনুলেপন, স্নানের জল ও পুষ্প প্রদান করে, সেই মানুষ সংসারে নীরোগ এবং সুন্দর রূপবান্ হয়। ৩৮

রাজন্! যে মানুষ ব্রাহ্মণকে অন্ন ও শয্যাযুক্ত গৃহ প্রদান করে, সেই মানুষ অত্যন্ত পবিত্র, মনোহর ও নানাপ্রকার রত্নসমূহে পূর্ণ উত্তম গৃহ লাভ করিয়া থাকে। ৩৯

যে মানুষ ব্রাহ্মণকে সুগন্ধযুক্ত বিচিত্র আস্তরণ ও উপধান (বালিশ) যুক্ত শয্যা দান করে, সেই মানুষ বিনা যত্নেই উত্তম কুলে উৎপন্ন অথবা সুন্দর কেশপাশযুক্তা রূপবতী ও মনোহারিণী ভার্য্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৪০

সংগ্রামে বীরশয্যায় শয়নকারী পুরুষ ব্রহ্মার তুল্য হইয়া যান। ব্রহ্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই—ইহা মহর্ষিগণ বলেন। ৪১

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয়! পিতামহের এই কথা শ্রবণ করিয়া কুরুকুলের আনন্দপ্রদ যুধিষ্ঠিরের মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। বীরমার্গের অভিলাষ উৎপন্ন হওয়ায় তিনি আশ্রমে বাস করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া দিলেন। ৪২

পুরুষপ্রবর! তখন শক্তিশালী রাজা যুধিষ্ঠির পাণ্ডবগণকে বলিলেন,—বীরমার্গ বিষয়ে পিতামহের যে বাক্য, উহা তোমাদেরও অভিপ্রেত হউক। ৪৩

তখন সমস্ত পাণ্ডবগণ ও যশস্বিনী দ্রৌপদী ইঁহারা সকলেই 'আচ্ছা' এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য সমাদর করিলেন ॥ ৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[জলাশয়োপবননির্ম্মাণফলকথনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

আরামাণাং তড়াগানাং যৎ ফলং কুরুপুঙ্গব ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তোঽদ্য ভরতর্ষভ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

সুপ্রদর্শা বলবতী চিত্রা ধাতুবিভূষিতা ।
উপেতা সর্ব্বভূতৈশ্চ শ্রেষ্ঠা ভূমিরিহোচ্যতে ॥ ২
তস্যাঃ ক্ষেত্রবিশেষশ্চ তড়াগানাঞ্চ বন্ধনম্ ।
ঔদকানি চ সর্ব্বাণি প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বশঃ ॥ ৩
তড়াগানাঞ্চ বক্ষ্যামি কৃতানাঞ্চাপি যে গুণাঃ ।
ত্রিষু লোকেষু সর্ব্বত্র পূজনীয়স্তড়াগবান্ ॥ ৪
অথবা মিত্রসদনং মৈত্রং মিত্রবিবর্দ্ধনম্ ।
কীর্ত্তিসংজননং শ্রেষ্ঠং তড়াগানাং নিবেশনম্ ॥ ৫
ধর্ম্মস্যার্থস্য কামস্য ফলমাহুর্ম্মনীষিণঃ ।
তড়াগং সুকৃতং দেশে ক্ষেত্রমেকং মহাশ্রয়ম্ ॥ ৬
চতুর্বিধানাং ভূতানাং তড়াগমুপলক্ষয়েৎ ।
তড়াগানি চ সর্ব্বাণি দিশন্তি শ্রিয়মুত্তমম্ ॥ ৭
দেবা মনুষ্য-গন্ধর্ব্বাঃ পিতরোরগ-রাক্ষসাঃ ।
স্থাবরাণি চ ভূতানি সংশ্রয়ন্তি জলাশয়ম্ ॥ ৮
তস্মাৎ তাংস্তে প্রবক্ষ্যামি তড়াগে যে গুণাঃ স্মৃতাঃ ।
যা চ তত্র ফলাবাপ্তির্ঋষিভিঃ সমুদাহৃতা ॥ ৯
বর্ষাকালে তড়াগে তু সলিলং যস্য তিষ্ঠতি ।
অগ্নিহোত্রফলং তস্য ফলমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ১০
শরৎকালে তু সলিলং তড়াগে যস্য তিষ্ঠতি ।
গোসহস্রস্য স প্রেত্য লভতে ফলমুত্তমম্ ॥ ১১
হেমন্তকালে সলিলং তড়াগে যস্য তিষ্ঠতি ।
স বৈ বহুসুবর্ণস্য যজ্ঞস্য লভতে ফলম্ ॥ ১২
যস্য বৈ শৈশিরে কালে তড়াগে সলিলং ভবেৎ ।
তস্যাগ্নিষ্টোমযজ্ঞস্য ফলমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ১৩

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[জলাশয় ও উদ্যাননির্ম্মাণের ফলকথন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—কুরুকুলপ্রধান ! ভরতশ্রেষ্ঠ ! আরাম (উদ্যান) ও জলাশয় নির্ম্মাণ করিলে যে ফল লাভ হয়, উহা এখন আমি আপনার নিকট হইতে শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! যাহা দেখিতে অতিশয় সুন্দর, যেখানের মৃত্তিকা প্রবল, অধিক অন্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ, বিচিত্র, অনেক ধাতুতে বিভূষিত এবং সমস্ত প্রাণী যেখানে বাস করে, সেই ভূমিই এজগতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয় ॥ ২

এই ভূমির সহিত সম্বন্ধযুক্ত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র, উহাতে পুষ্করিণী খনন এবং অন্য সব জলাশয় কূপাদি নির্ম্মাণ—এই সব বিষয়ে আমি ক্রমশঃ আবশ্যক কথা বর্ণনা করিব ॥ ৩

পুষ্করিণী খনন করিলে যে ফল লাভ হয়, উহাও আমি বর্ণনা করিব। জলাশয়নির্ম্মাণকারী মানুষ তিনলোকে সর্ব্বত্র পূজনীয় হন ॥ ৪

অথবা জলাশয়নির্ম্মাণ মিত্রের গৃহের ন্যায় উপকারী, মিত্রতার হেতু ও মিত্রগণের বৃদ্ধিকারী এবং কীর্ত্তিবিস্তারের সর্ব্বোত্তম সাধন ॥ ৫

মনীষী পুরুষগণ বলেন যে, দেশ বা গ্রামে একটি পুষ্করিণী খনন ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের ফল প্রদান করে। জলাশয়-সুশোভিত স্থান সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষেই এক মহৎ আশ্রয়-স্বরূপ ॥ ৬

পুষ্করিণীকে চারিপ্রকার (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ) প্রাণিগণের পক্ষেই মহৎ আধার বলিয়া বুঝিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার জলাশয়ই উত্তম সম্পত্তি প্রদান করে ॥ ৭

দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, পিতৃপুরুষ, নাগ ও রাক্ষসগণ এবং সমস্ত স্থাবরপ্রাণীরাই জলাশয়কে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন ॥ ৮

অতএব ঋষিগণ পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করিলে যে ফল প্রাপ্তি হয় বলিয়া বর্ণনা করেন এবং পুষ্করিণীর দ্বারা যে ফল লাভ হয়, সেই সবই আমি তোমাকে বলিব ॥ ৯

যাঁহার নির্ম্মিত পুষ্করিণীতে বর্ষাকালে পরিপূর্ণ জল থাকে, তাহার পক্ষে মনীষী পুরুষগণ অগ্নিহোত্রের ফল প্রাপ্তি হয় বলিয়া বর্ণনা করেন ॥ ১০

যাঁহার পুষ্করিণীতে শরৎকাল পর্য্যন্ত জল থাকে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর এক হাজার গোদানের উত্তম ফল লাভ করেন ॥ ১১

যাঁহার পুষ্করিণীতে হেমন্তকাল (অগ্রহায়ণ-পৌষ) পর্য্যন্ত জল থাকে, সেই ব্যক্তি বহু সুবর্ণদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের ফলভাগী হন ॥ ১২

যাঁহার জলাশয়ে শিশিরকাল (মাঘ-ফাল্গুন) পর্য্যন্ত জল থাকে,

তড়াগং সুকৃতং যস্য বসন্তে তু মহাশ্রয়ম্ ।
অতিরাত্রস্য যজ্ঞস্য ফলং স সমুপাশ্নুতে ॥ ১৪
নিদাঘকালে পানীয়ং তড়াগে যস্য তিষ্ঠতি ।
বাজিমেধফলং তস্য ফলং বৈ মুনয়ো বিদুঃ ॥ ১৫
স কুলং তারয়েৎ সর্বং যস্য খাতে জলাশয়ে ।
গাবঃ পিবন্তি সলিলং সাধবশ্চ নরাঃ সদা ॥ ১৬
তড়াগে যস্য গাবস্তু পিবন্তি তৃষিতা জলম্ ।
মৃগ-পক্ষিমনুষ্যাশ্চ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ১৭
যৎ পিবন্তি জলং তত্র স্নায়ন্তে বিশ্রমন্তি চ ।
তড়াগে যস্য তৎ সর্বং প্রেত্যানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ১৮
দুর্লভং সলিলং তাত বিশেষেণ পরত্র বৈ ।
পানীয়স্য প্রদানেন প্রীতির্ভবতি শাশ্বতী ॥ ১৯
তিলান্ দদত পানীয়ং দীপান্ দদত জাগ্রত ।
জ্ঞাতিভিঃ স মোদধ্বমেতৎ প্রেত্য সুদুর্লভম্ ॥ ২০
সর্বদানৈর্গুরুতরং সর্বদানৈর্বিশিষ্যতে ।
পানীয়ং নরশার্দুল তস্মাদ্ দাতব্যমেব হি ॥ ২১
এবমেতৎ তড়াগস্য কীর্তিতং ফলমুত্তমম্ ।
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি বৃক্ষাণামবরোপণম্ ॥ ২২
স্থাবরাণাঞ্চ ভূতানাং জাতয়ঃ ষট্ প্রকীর্তিতাঃ ।
বৃক্ষ-গুল্ম-লতা-বল্ল্যস্ত্বক্সারাস্তৃণজাতয়ঃ ॥২৩
এতা জাত্যস্তু বৃক্ষাণাং তেষাং রোপে গুণাস্ত্বিমে ।
কীর্তিশ্চ মানুষে লোকে প্রেত্য চৈব ফলং শুভম্ ॥২৪
লভতে নাম লোকে চ পিতৃভিশ্চ মহীয়তে ।
দেবলোকে গতস্যাপি নাম তস্য ন নশ্যতি ॥ ২৫
অতীতানাগতে চোভে পিতৃবংশঞ্চ ভারত ।
তারয়েদ্ বৃক্ষরোপী চ তস্মাদ্ বৃক্ষাংশ্চ রোপয়েৎ ॥২৬

তাঁহার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়, এই কথা মনীষীরা বলেন। ১৩

বিশেষভাবে নির্মিত যাঁহার জলাশয়ে বসন্তকাল (চৈত্র-বৈশাখ) পর্য্যন্ত জল থাকে বলিয়া প্রাণিগণের পক্ষে মহাশ্রয়স্বরূপ হয়, তাঁহার 'অতিরাত্র' যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ১৪

যাহার জলাশয়ে গ্রীষ্মকাল (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়) পর্য্যন্তজল থাকে তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়—ইহা মুনিগণ জানেন। ১৫

যাঁহার খাত জলাশয়ে সদা সাধুপুরুষগণ ও গোসকল জল পান করেন, তিনি নিজের সম্পূর্ণ কুলকে উদ্ধার করেন। ১৬

যাঁহার জলাশয়ে পিপাসিত হইয়া গোগণ জল পান করে এবং মৃগ, পক্ষী ও মনুষ্যদিগেরও সেই জল সুলভ হয়, তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফললাভ করেন। ১৭

যদি কাঁহারও পুষ্করিণীতে সকল মানুষ স্নান করে, জল পান করে এবং বিশ্রাম করে, তবে এই সব পুণ্য সেই পুরুষকে মৃত্যুর পর অক্ষয় সুখ প্রদান করিয়া থাকে। ১৮

তাত! জল দুর্লভ পদার্থ। পরলোকে ত' উহা লাভ করা আরও কঠিন। যে ব্যক্তি জল দান করে, সেই ব্যক্তি এই জলদানের পুণ্যে সদা তৃপ্ত থাকে। ১৯

অতএব তোমরা সকলে তিলদান কর, জলদান কর, দীপ প্রদান কর, সদা ধর্মকার্য্যে অবহিত থাকিবে এবং জ্ঞাতিগণের সহিত সর্ব্বদা ধর্মপালন পূর্ব্বক অবস্থিত থাকিয়া আনন্দ অনুভব কর। মৃত্যুর পর এই সব সৎকর্মের দ্বারা পরলোকে অত্যন্ত দুর্লভ ফল প্রাপ্তি হইবে। ২০

পুরুষশ্রেষ্ঠ! জলদান সব দান হইতে অতিশয় মহৎ দান এবং সমস্ত দান হইতেই বিশিষ্ট দান; অতএব পানীয় জলদান অবশ্য কর্তব্য। ২১

এইভাবে এই আমি পুষ্করিণী খননের উত্তম ফল বর্ণনা করিলাম। ইহার পর বৃক্ষরোপণের মাহাত্ম্য আমি তোমাকে বলিব। ২২

স্থাবর প্রাণিগণের ছয় প্রকার জাতি কথিত হইয়াছে,—বৃক্ষ (বট-অশ্বত্থাদি), গুল্ম (কুশাদি), লতা (বৃক্ষের উপর বিস্তৃত) বল্লী (ভূমিতে বিস্তৃত), ত্বক্‌সার (বাঁশ প্রভৃতি) এবং তৃণ (দুর্ব্বাদি)। ২৩

ইহারা বৃক্ষসকলেরই জাতি। এখন ইহাদের রোপণ করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা বলিতেছি। বৃক্ষরোপণকারী মানুষের ইহলোকে কীর্তি বিস্তৃত হয় এবং মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তম শুভ ফল লাভ হইয়া থাকে। ২৪

সংসারে তাঁহার নাম চারিদিকে বিস্তৃত হয়, পরলোকে পিতৃগণ তাঁহার সম্মান করেন এবং দেবলোকে গমন করিলেও এজগতে তাঁহার নাম লুপ্ত হয় না। ২৫

ভরতনন্দন! বৃক্ষরোপণকারী মানুষ নিজের মৃত পূর্ব্বপুরুষগণকে, ভাবী সন্তানগণকে এবং পিতৃকুলকেও উদ্ধার করেন, সেইজন্য বৃক্ষরোপণ অবশ্য কর্তব্য ॥ ২৬

তস্য পুত্রা ভবন্ত্যেতে পাদপা নাত্র সংশয়ঃ ।
পরলোকগতঃ স্বর্গং লোকাংশ্চাপ্নোতি সোঽব্যয়ান্ ॥২৭
পুষ্পৈঃ সুরগণান্ বৃক্ষাঃ ফলৈশ্চাপি তথা পিতৄন্ ।
ছায়য়া চাতিথিং তাত পূজয়ন্তি মহীরুহঃ ॥ ২৮
কিন্নরোরগ-রক্ষাংসি দেব-গন্ধর্ব-মানবাঃ ।
তথা ঋষিগণাশ্চৈব সংশ্রয়ন্তি মহীরুহান্ ॥ ২৯
পুষ্পিতাঃ ফলবন্তশ্চ তর্পয়ন্তীহ মানবান্ ।
বৃক্ষদং পুত্রবদ্ বৃক্ষাস্তারয়ন্তি পরত্র তু ॥ ৩০
তস্মাৎ তড়াগে সদ্‌বৃক্ষা রোপ্যাঃ শ্রেয়োঽর্থিনা সদা ।
পুত্রবৎ পরিপাল্যাশ্চ পুত্রাস্তে ধর্মতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩১
তড়াগকৃদ্ বৃক্ষরোপী ইষ্টযজ্ঞশ্চ যো দ্বিজঃ ।
এতে স্বর্গং মহীয়ন্তে যে চান্যে সত্যবাদিনঃ ॥ ৩২
তস্মাৎ তড়াগং কুর্বীত আরামাংশ্চৈব রোপয়েৎ ।
যজেচ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সত্যঞ্চ সততং বদেৎ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি আরাম-তড়াগবর্ণনং নাম
অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

যে ব্যক্তি বৃক্ষ রোপণ করেন, তাঁহার পক্ষে সেই বৃক্ষ পুত্রস্বরূপ হইয়া যায়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। এই কারণে তিনি পরলোকে গমন করিলে পর স্বর্গ ও অক্ষয় লোক তাঁহার লাভ হয়। ২৭

তাত! বৃক্ষসকল নিজেদের পুষ্পসমূহের দ্বারা দেবগণকে, ফলসমূহের দ্বারা পিতৃগণকে এবং ছায়ার দ্বারা অতিথিগণকে পূজা করে। ২৮

কিন্নর, নাগ, রাক্ষস, দেবতা, গন্ধর্ব, মনুষ্য ও ঋষিগণের সমুদায়—ইঁহারা সকলেই বৃক্ষসকলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ২৯

পুষ্প ও ফলসমূহে সুশোভিত বৃক্ষসকল এ জগতে সকল মনুষ্যকে তৃপ্ত করে। যে ব্যক্তি বৃক্ষ দান করে, সেই বৃক্ষ তাহাকে পরলোকে পুত্রের ন্যায় উদ্ধার করিয়া থাকে। ৩০

সেইজন্য নিজের কল্যাণকামী পুরুষের সর্বদা উচিত হইল যে, তিনি নিজের খাত পুষ্করিণীর তীরে উত্তম উত্তম বৃক্ষসকল রোপণ করিবেন এবং তাহাদের পুত্রের ন্যায় পালন করিবেন; কারণ, সেই সব বৃক্ষ ধর্মদৃষ্টিতে পুত্র বলিয়াই কথিত হয়। ৩১

যে দ্বিজগণ পুষ্করিণী খনন করেন, বৃক্ষ রোপণ করেন, যজ্ঞসকলের অনুষ্ঠান করেন এবং সত্য কথা বলেন, তাঁহারা স্বর্গলোকে সম্মানিত হন। ৩২

সেইজন্য মনুষ্যগণের কর্তব্য হইল—তাঁহারা পুষ্করিণী খনন করিবেন, উদ্যান প্রস্তুত করিবেন, নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন এবং সতত সত্য কথা বলিবেন। ৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে আরাম ও পুষ্করিণী-মাহাত্ম্য-বর্ণননামক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মেণোত্তমদানস্য কথনম্, উত্তমব্রাহ্মণান্ সমাদৃত্য তেষাং সৎকারায়োপদেশদানঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যানীমানি বহির্বেদ্যাং দানানি পরিচক্ষতে।
তেভ্যো বিশিষ্টং কিং দানং মতং তে কুরুপুঙ্গব ॥ ১
কৌতূহলং হি পরমং তত্র মে বিদ্যতে প্রভো।
দাতারং দত্তমন্বেতি যদ্ দানং তৎ প্রচক্ষ্ব মে ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

অভয়ং সর্বভূতেভ্যো ব্যসনে চাপ্যনুগ্রহঃ।
যচ্চাভিলষিতং দদ্যাৎ তৃষিতায়াভিযাচতে ॥ ৩
দত্তং মন্যেত যদ্ দত্ত্বা তদ্ দানং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
দত্তং দাতারমন্বেতি যদ্ দানং ভরতর্ষভ ॥ ৪
হিরণ্যদানং গোদানং পৃথিবীদানমেব চ।
এতানি বৈ পবিত্রাণি তারয়ন্ত্যপি দুষ্কৃতম্ ॥ ৫
এতানি পুরুষব্যাঘ্র সাধুভ্যো দেহি নিত্যদা।
দানানি হি নরং পাপান্মোক্ষয়ন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৬
যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাস্য দয়িতং গৃহে।
তৎ তদ্ গুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥ ৭
প্রিয়াণি লভতে নিত্যং প্রিয়দঃ প্রিয়কৃৎ তথা।
প্রিয়ো ভবতি ভূতানামিহ চৈব পরত্র চ ॥ ৮
যাচমানমভীমানাদনাসক্তমকিঞ্চনম্।
যো নার্চতি যথাশক্তি স নৃশংসো যুধিষ্ঠির ॥ ৯
অমিত্রমপি চেদ্ দীনং শরণৈষিণমাগতম্।
ব্যসনে যোঽনুগৃহ্ণাতি স বৈ পুরুষসত্তমঃ ॥ ১০
কৃশায় কৃতবিদ্যায় বৃত্তিক্ষীণায় সীদতে।
অপহন্যাৎ ক্ষুধাং যস্তু ন তেন পুরুষঃ সমঃ ॥ ১১
ক্রিয়ানিয়মিতান্ সাধূন্ পুত্রদারৈশ্চ কর্শিতান্।
অযাচমানান্ কৌন্তেয় সর্বোপায়ৈর্নিমন্ত্রয়েৎ ॥ ১২

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

[ভীষ্ম কর্তৃক উত্তম দান কথন ও উত্তম ব্রাহ্মণগণের প্রশংসা পূর্ব্বক তাঁহাদের সৎকারের উপদেশ দান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—কুরুশ্রেষ্ঠ! বেদীর বাহিরে এই যে সব দানের কথা বলা হয়, সেই সব অপেক্ষা আপনার মতে কোন্ দান শ্রেষ্ঠ? ১

প্রভো! এ বিষয়ে আমার অতিশয় কৌতূহল রহিয়াছে, অতএব যে দানের পুণ্য দাতার অনুগমন করে, উহা আমাকে বলুন। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! সমস্ত প্রাণিবর্গকে অভয় দান করা, সঙ্কটের সময় তাহাদের অনুগ্রহ করা, যাচককে তাহার অভীষ্ট বস্তু দান করা, পিপাসায় পীড়িত হইয়া জল কামনাকারী প্রাণীকে জলদান করা, উত্তম বস্তু দান করা এবং যাহা দান করিয়া দত্ত হইয়াছে বলিয়াই মনে করা হয় অর্থাৎ যাহাতে কোনও মমতার লেশমাত্র থাকিবে না, তাহাই শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া কথিত হয়। ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই দান দাতার অনুসরণ করে। ৩-৪

সুবর্ণদান, গোদান ও ভূমিদান—এই তিনটি পবিত্র দান, ইহারা পাপীকেও উদ্ধার করিয়া থাকে। ৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকে সর্ব্বদা পূর্ব্বোক্ত পবিত্র বস্তুসকল দান কর। এই সব দান মনুষ্যকে পাপ-মুক্ত করিয়া দেয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৬

সংসারে যে যে পদার্থ অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া মনে করা হয় এবং নিজের গৃহে যে সব প্রিয় বস্তু থাকিবে, সেই সেই বস্তু গুণবান্ পুরুষকে দান করা উচিত। যে ব্যক্তি নিজের দানকে অক্ষয় করিতে বাসনা করেন, তিনি এই সব বস্তু অবশ্যই করিবেন। ৭

যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিগণকে প্রিয় বস্তু দান করেন এবং তাহাদের প্রিয় কার্য্য করেন, তিনি সর্ব্বদা প্রিয় বস্তুই প্রাপ্ত হন ও ইহলোক এবং পরলোকেও সমস্ত প্রাণিগণের প্রিয় হন। ৮

যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি আসক্তিরহিত অকিঞ্চন যাচককে অহংকারবশতঃ নিজের শক্তি অনুসারে সৎকার করে না, সেই ব্যক্তি নৃশংস—নির্দয়। ৯

শত্রুও যদি দীন হইয়া শরণ গ্রহণের ইচ্ছায় গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে সঙ্কটের সময় যিনি তাহার প্রতি দয়া করেন, তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ১০

বিদ্বান্ হইলেও যাহার বৃত্তি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, যিনি দীন, দুর্ব্বল ও দুঃখী, এরূপ মানুষের যিনি ক্ষুধা উপশম করেন, সেই পুরুষের ন্যায় কেহ পুণ্যাত্মা নহে। ১১

কুন্তীনন্দন! যে সব ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্রকে পালন করিতে অসমর্থ হওয়ায় বিশেষ কষ্ট ভোগ করেন, কিন্তু কোনও যাচ্ঞা করেন না এবং সর্ব্বদা সৎকর্ম্মসমূহেই নিরত থাকেন, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ-

আশিষং যে ন দেবেষু ন চ মর্ত্ত্যেষু কুর্বতে।
অর্হন্তো নিত্যসন্তুষ্টাস্তথা লব্ধোপজীবিনঃ ॥ ১৩
আশীবিষসমেভ্যশ্চ তেভ্যো রক্ষস্ব ভারত।
তান্ যুক্তৈরুপজিজ্ঞাস্যস্তথা দ্বিজবরোত্তমান্ ॥ ১৪
কৃতৈরাবসথৈর্নিত্যং সপ্রেষ্যৈঃ সপরিচ্ছদৈঃ।
নিমন্ত্রয়েথাঃ কৌরব্য সর্বকামসুখাবহৈঃ ॥ ১৫
যদি তে প্রতিগৃহ্ণীয়ুঃ শ্রদ্ধাপূতং যুধিষ্ঠির।
কার্য্যমিত্যেব মন্বানা ধার্মিকাঃ পুণ্যকর্মিণঃ ॥ ১৬
বিদ্যাস্নাতা ব্রতস্নাতা যে ব্যপাশ্রিত্য জীবিনঃ।
গূঢ়স্বাধ্যায়তপসো ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ১৭
তেষু শুদ্ধেষু দান্তেষু স্বদারপরিতোষিষু।
যৎ করিষ্যসি কল্যাণং তৎ তে লোকে যুধাম্পতে ॥১৮
যথাগ্নিহোত্রং সুহুতং সায়ংপ্রাতর্দ্বিজাতিনা।

তথা দত্তং দ্বিজাতিভ্যো ভবত্যথ যতাত্মনু ॥ ১৯
এষ তে বিততো যজ্ঞঃ শ্রদ্ধাপূতঃ সদক্ষিণঃ।
বিশিষ্টঃ সর্বযজ্ঞেভ্যো দদতস্তাত বর্ততাম্ ॥ ২০
নিবাপদানসলিলস্তাদৃশেষু যুধিষ্ঠির।
নিবসন্ পূজয়ংশ্চৈব তেষ্বানৃণ্যং নিযচ্ছতি ॥ ২১
য এবং নৈব কুপ্যন্তে ন লুভ্যন্তি তৃণেষপি।
ত এবং নঃ পূজ্যতমা যে চাপি প্রিয়বাদিনঃ ॥ ২২
এতে ন বহু মন্যন্তে ন প্রবর্তন্তি চাপরে।
পুত্রবৎ পরিপাল্যাস্তে নমস্তেভ্যস্তথাভয়ম্ ॥ ২৩
ঋত্বিক্-পুরোহিতাচার্য্যা মৃদুব্রহ্মধরা হি তে।
ক্ষাত্রেণাপি হি সংসৃষ্টং তেজঃ শাম্যতি বৈ দ্বিজে ॥২৪
অস্তি মে বলবানস্মি রাজাস্মীতি যুধিষ্ঠির।
ব্রাহ্মণান্ মা চ পর্য্যশ্নীর্বাসোভিরশনেন চ ॥২৫

গণকে সর্ববিধ উপায়ে সহায়তা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিবেন ॥ ১২

যুধিষ্ঠির! যাঁহারা দেবতা ও মনুষ্যগণের নিকট হইতে কোনও বস্তু কামনা করেন না, সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন এবং যাহা কিছু লাভ হয়, তাহাতেই জীবন নির্বাহ করেন, এরূপ পূজ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে দূতের দ্বারা অনুসন্ধান কর এবং তাঁহাদের নিমন্ত্রণ কর। ভারত! তাঁহারা দুঃখী হইলেও বিষধর সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া যান; অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে তুমি নিজেকে রক্ষা কর। কুরুনন্দন! সেবক ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহে যুক্ত এবং সমস্ত কামনা প্রাপ্তিকারক বলিয়া সুখপ্রদ গৃহ নিবেদন করত তাঁহাদের নিত্য পূর্ণ সৎকার কর ॥১৩-১৫

যুধিষ্ঠির! যদি তোমার দান শ্রদ্ধায় পবিত্র ও কর্তব্য বুদ্ধিতে প্রদত্ত হইয়া থাকে, তবে পুণ্যকর্মসকলের অনুষ্ঠানকারী সেই সব ধর্মাত্মা পুরুষগণ উহা উত্তম মনে করিয়া গ্রহণ করিবেন ॥ ১৬

যুদ্ধবিজয়ী যুধিষ্ঠির! যাঁহারা বিদ্বান্, ব্রতপালনকারী, কোনও ধনীর আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া জীবন নির্বাহকারী, নিজেদের স্বাধ্যায় ও তপস্যা গোপনকারী এবং কঠোর ব্রতপালনকারী ব্রাহ্মণ, যাঁহারা শুদ্ধ, জিতেন্দ্রিয় ও নিজের স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট, তাঁহাদের জন্য তুমি যাহা কিছু করিবে, সেই সবই তোমার পক্ষে কল্যাণকারী হইবে ॥ ১৭-১৮

দ্বিজের দ্বারা সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্র যে ফল প্রদান করে, সেই ফল সংযমী ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে লাভ হয় ॥ ১৯

তাত! তোমার দ্বারা অনুষ্ঠিত বিশাল দানযজ্ঞ শ্রদ্ধায় পবিত্র ও দক্ষিণাযুক্ত। উহা সব যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ। দাতা তোমার এই যজ্ঞ সর্বদা চলিতে থাকুক ॥ ২০

যুধিষ্ঠির! পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণগণকে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কৃত তর্পণের ন্যায় দানরূপী জলের দ্বারা তৃপ্ত করত তাঁহাদের নিবাস ও আদর প্রদান করিতে থাক। এরূপ করিলে পর মানুষ দেবতা প্রভৃতির ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ২১

যে ব্রাহ্মণগণ কখনও ক্রোধ করেন না, যাঁহাদের মনে একটি তৃণের জন্যও লোভ নাই এবং যাঁহারা প্রিয় বাক্য বলেন, সেই সব ব্রাহ্মণগণই আমাদের পরম পূজ্য ॥ ২২

এই সব ব্রাহ্মণগণ নিস্পৃহ বলিয়া দাতার প্রতি বিশেষ আদর প্রকাশ করেন না। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে ধনোপার্জনের কার্য্যে প্রবৃত্তই হন না এরূপ ব্রাহ্মণদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করা উচিত। তাহাদিগকে বারংবার নমস্কার। তাহাদের নিকট হইতে আমাদের কোন যেন ভয় না হয় ॥ ২৩

ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্য—ইঁহারা প্রায়শঃ কোমলস্বভাব ও বেদের ধারণকারী হন। ক্ষত্রিয়ের তেজ ব্রাহ্মণের নিকট যাইয়া শান্ত হইয়া যায় ॥ ২৪

যুধিষ্ঠির! 'আমার নিকট ধন আছে, আমি বলবান্ ও রাজা' ইহা বুঝিয়া তুমি ব্রাহ্মণগণকে উপেক্ষা করত স্বয়ংই অন্ন ও বস্ত্র উপভোগ করিও না ॥২৫

যচ্ছোভার্থং বলার্থং বা বিত্তমস্তি তবানঘ।
তেন তে ব্রাহ্মণাঃ পূজ্যাঃ স্বধর্মমনুতিষ্ঠতা ॥ ২৬
নমস্কার্য্যাস্তথা বিপ্রা বর্তমানা যথাতথম্।
যথাসুখং যথোৎসাহং ললন্তু ত্বয়ি পুত্রবৎ ॥ ২৭
কো হ্যক্ষয়প্রসাদানাং সুহৃদামল্পতোষিণাম্।
বৃত্তিমর্হত্যবক্ষেপ্তুং ত্বদন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ২৮
যথা পত্যাশ্রয়ো ধর্মঃ স্ত্রীণাং লোকে সনাতনঃ।
সদৈব সা গতির্নান্যা তথাস্মাকং দ্বিজাতয়ঃ ॥ ২৯
যদি নো ব্রাহ্মণাস্তাত সন্ত্যজেয়ুরপূজিতাঃ।
পশ্যন্তো দারুণং কর্ম সততং ক্ষত্রিয়ে স্থিতম্ ॥ ৩০
আবেদানামযজ্ঞানামলোকানামবর্তিনাম্।
কস্তেষাং জীবিতেনার্থস্ত্বাং বিনা ব্রাহ্মণাশ্রয়ম্ ॥ ৩১
অত্র তে বর্তয়িষ্যামি যথা ধর্মং সনাতনম্।
রাজন্যো ব্রাহ্মণান্ রাজন্ পুরা পরিচচার হ ॥ ৩২
বৈশ্যো রাজন্যমিত্যেব শূদ্রো বৈশ্যমিতি শ্রুতিঃ।
দূরাচ্ছূদ্রেণোপচর্য্যো ব্রাহ্মণোঽগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ৩৩
সংস্পর্শপরিচর্য্যস্তু বৈশ্যেন ক্ষত্রিয়েণ চ।
মৃদুভাবান্ সত্যশীলান্ সত্যধর্মানুপালকান্ ॥ ৩৪
আশীবিষানিব ক্রুদ্ধাংস্তানুপাচরত দ্বিজান্।
অপরেষাং পরেষাঞ্চ পরেভ্যশ্চাপি যে পরে ॥ ৩৫
ক্ষত্রিয়াণাং প্রতপতাং তেজসা চ বলেন চ।
ব্রাহ্মণেষ্বেব শাম্যন্তি তেজাংসি চ তপাংসি চ ॥ ৩৬
ন মে পিতা প্রিয়তরো ন ত্বং তাত তথা প্রিয়ঃ।
ন মে পিতুঃ পিতা রাজন্ ন চাত্মা ন চ জীবিতম্ ॥৩৭
ত্বত্তশ্চ মে প্রিয়তরঃ পৃথিব্যাং নাস্তি কশ্চন।
ত্বত্তোঽপি মে প্রিয়তরা ব্রাহ্মণা ভরতর্ষভ ॥ ৩৮

অনঘ! তোমার নিকট শরীর ও গৃহের শোভাবর্দ্ধনকারী অথবা বলের বৃদ্ধি করিবার জন্য যে ধন আছে, তাহার দ্বারা স্বধর্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে তোমার ব্রাহ্মণগণের পূজা করা উচিত। ২৬

কেবল ইহাই নহে, তোমার সেই ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা নিজেদের ইচ্ছানুসারে যেভাবে ইচ্ছা করিবেন, সেইভাবে অবস্থান করিবেন। তোমার নিকটে পুত্রের ন্যায় তাঁহাদের স্নেহ লাভ করা উচিত এবং তাঁহারা সুখ ও উৎসাহ সহকারে আনন্দের সহিত যাহাতে বাস করেন, সেইরূপ উদ্যোগ তুমি করিবে। ২৭

কুরুশ্রেষ্ঠ! যাঁহাদের কৃপা অক্ষয়, যাঁহারা অকারণেই সকলের হিত করেন এবং যাঁহারা অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকেন, সেই ব্রাহ্মণগণকে তুমি ব্যতীত আর কে বৃত্তিদান করিতে পারে? ২৮

যেরূপ এ সংসারে স্ত্রীগণের সনাতন ধর্ম সদা পতির সেবাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে; সেইরূপ ব্রাহ্মণগণই সর্ব্বদা আমাদের আশ্রয়। আমাদের পক্ষে আর অন্য কোনও আশ্রয় নাই। ২৯

তাত! যদি ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দের দ্বারা সম্মানিত না হন এবং ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেস্থিত সর্ব্বদা নিষ্ঠুর কর্ম দেখিয়া যদি তাঁহারা ক্ষত্রিয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া দেন, তবে এই ক্ষত্রিয়গণ বেদ, যজ্ঞ, উত্তমলোক ও জীবিকা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় ব্রাহ্মণগণের আশ্রয়ে স্থিত তুমি ব্যতীত অন্য ক্ষত্রিয়দিগের জীবিত থাকিবার কি প্রয়োজন আছে। ৩০-৩১

রাজন্! এখন আমি তোমার নিকটে সনাতন কালের ধার্ম্মিক ব্যবহার কিরূপ, তাহা বলিব। আমরা শুনিয়াছি, পুরাকালে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণের, বৈশ্য ক্ষত্রিয়দিগের এবং শূদ্র বৈশ্যগণের সেবা করিতেন। ৩২½

ব্রাহ্মণ অগ্নিতুল্য তেজস্বী, অতএব শূদ্রের দূর হইতেই তাঁহার সেবা করা কর্ত্তব্য। তাঁহার শরীর স্পর্শপূর্ব্বক সেবা করিবার অধিকার কেবল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের আছে। ৩৩½

ব্রাহ্মণগণ স্বভাবতই কোমল, সত্যবাদী ও সত্যধর্মপালনকারী হন, কিন্তু তাঁহারা যখন কুপিত হইয়া থাকেন, তখন বিষধর সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া যান। অতএব তুমি সদা ব্রাহ্মণগণের সেবা কর। ৩৭½

জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠগণের জ্যেষ্ঠ যে সব ক্ষত্রিয় তেজ ও বলে তপস্যা করিতে থাকেন, তাহাদের সকলেরই তেজ ও তপ ব্রাহ্মণগণের নিকটে যাইয়াই শান্ত হইয়া যায়। ৩৫-৩৬

তাত! আমার যেরূপ ব্রাহ্মণ প্রিয়, সেরূপ প্রিয় আমার পিতা, তুমি, পিতামহ, এই দেহ ও জীবনও নহে। ৩৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! এ জগতে তোমা অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার আর কেহ নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তোমা অপেক্ষাও আমার অধিক প্রিয়। ৩৮

ব্রবীমি সত্যমেতচ্চ যথাহং পাণ্ডুনন্দন।
তেন সত্যেন গচ্ছেয়ং লোকান্ যত্র চ শান্তনুঃ ॥ ৩৯
পশ্যেয়ঞ্চ সতাং লোকান্ শুচীন্ ব্রহ্মপুরস্কৃতান্।
তত্র মে তাত গন্তব্যমহ্নায় চ চিরায় চ ॥ ৪০

পাণ্ডুনন্দন! আমি এই সত্য কথা বলিতেছি ও বাসনাও করি যে, আমি এই সত্যের প্রভাবেই সেই লোকে গমন করিব, যেখানে আমার পিতা শান্তনু গিয়াছেন। ৩৯

এই সত্যের প্রভাবেই আমি সৎপুরুষগণের সেই পবিত্র লোকসমূহ দর্শন করিতেছি, যেখানে ব্রাহ্মণগণের ও ব্রহ্মার প্রধানতা রহিয়াছে। তাত! আমিও সত্বর চিরকালের জন্য সেই লোকে গমন করিব। ৪০

সোঽহমেতাদৃশাল্লোকান্ দৃষ্ট্বা ভরতসত্তম।
যন্মে কৃতং ব্রাহ্মণেষু ন তপ্যে তেন পার্থিব ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি
একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভূপাল! ব্রাহ্মণগণের জন্য আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তাহার ফলস্বরূপ এরূপ পুণ্যলোকসমূহ দর্শন করিয়া আমি সন্তোষলাভ করিয়াছি। এখন আমি এ বিষয়ের জন্য কোনরূপ সন্তপ্ত হই নাই যে, আমি কেন অন্য কোন পুণ্য করি নাই ॥ ৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রেষ্ঠায়াযাচকায়, ধর্ম্মাত্মনে, নির্ধনায়, গুণবতে চ দানপ্রদানস্য বিশেষফলকথনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
যৌ চ স্যাতাং চরণেনোপপন্নৌ
যৌ বিদ্যয়া সদৃশৌ জন্মনা চ
তাভ্যাং দানং কতমস্মৈ বিশিষ্ট-
মযাচমানায় চ যাচতে চ ॥ ১
ভীষ্ম উবাচ।
শ্রেয়ো বৈ যাচতঃ পার্থ দানমাহুরযাচতে।
অর্হত্তমো বৈ ধৃতিমান্ কৃপণাদধৃতাত্মনঃ ॥ ২

ক্ষত্রিয়ো রক্ষণধৃতির্ব্রাহ্মণোঽনর্থনাধৃতিঃ।
ব্রাহ্মণো ধৃতিমান্ বিদ্বান্ দেবান্ প্রীণাতি তুষ্টিমান্ ॥ ৩
যাচ্যমাহুরনীশস্য অভিহারঞ্চ ভারত।
উদ্বেজয়ন্তি যাচন্তি সদা ভূতানি দস্যুবৎ ॥ ৪
ম্রিয়তে যাচ্যমানো বৈ ন জাতু ম্রিয়তে দদৎ।
দদৎ সঞ্জীবয়ত্যেনমাত্মানঞ্চ যুধিষ্ঠির ॥ ৫
আনৃশংস্যং পরো ধর্মো যাচতে যৎ প্রদীয়তে।
অযাচতঃ সীদমানান্ সর্বোপায়ৈর্নিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৬

ষষ্টিতম অধ্যায়

[শ্রেষ্ঠ অযাচক, ধর্ম্মাত্মা, নির্ধন ও গুণবান্‌কে দান দেওয়ার বিশেষ ফল বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! উত্তম আচরণ, বিদ্যা ও বংশে এক বলিয়াই প্রতীয়মান দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে যদি একজন যাচক হন এবং অন্যজন অযাচক হন, তবে কাহাকে দান করা উত্তম ফলপ্রাপ্তিকারক হয়? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যাচক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অযাচক ব্রাহ্মণকে দান দেওয়াই শ্রেষ্ঠ এবং কল্যাণকারী বলিয়া কথিত হইয়াছে। অধৈর্য্য কৃপণ মানুষ অপেক্ষা ধৈর্য্যশালী মানুষই বিশেষ সম্মানের পাত্র। ২

রক্ষণকার্য্যে ধৈর্য্যশালী ক্ষত্রিয় এবং যাচ্ঞা না করিতে দৃঢ় ধৈর্য্যপরায়ণ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। যে ব্রাহ্মণ ধীর, বিদ্বান্ ও সন্তোষী হন, তিনি নিজের ব্যবহারে দেবতাগণকেও সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন ৩

ভারত! দরিদ্র ব্যক্তির যাচ্ঞা করা তাহার পক্ষে তিরস্কারস্বরূপ বলিয়া মহাত্মাগণ বলেন, যাচক ব্যক্তি দস্যুর ন্যায় সর্ব্বদা অন্য প্রাণিগণকে উদ্বিগ্ন করিয়া থাকে। ৪

যাচক মরিয়া যায়, কিন্তু দাতা কখনও মরেন না। যুধিষ্ঠির! দাতা সেই যাচককে এবং নিজেকেও জীবিত রাখেন। ৫

যাচককে যে দান দেওয়া হয়, তাহাই দয়ারূপ পরম ধর্ম, কিন্তু যাঁহারা কষ্ট ভোগ করিয়াও কোন কিছু যাচ্ঞা করেন না,

যদি বৈ তাদৃশা রাষ্ট্রান্ বসেয়ুস্তে দ্বিজোত্তমাঃ।
ভস্মচ্ছন্নানিবাগ্নীংস্তান্ বুধ্যেথাস্ত্বং প্রযত্নতঃ ॥ ৭
তপসা দীপ্যমানাস্তে দহেয়ুঃ পৃথিবীমপি।
অপূজ্যমানাঃ কৌরব্য পূজার্হাস্তু তথাবিধাঃ ॥ ৮
পূজ্যা হি জ্ঞানবিজ্ঞানতপোযোগসমন্বিতাঃ
তেভ্যঃ পূজাং প্রযুঞ্জীথা ব্রাহ্মণেভ্যঃ পরন্তপ ॥৯
দদদ্ বহুবিধান্ দায়ানুপাগচ্ছন্নযাচতাম্।
যদগ্নিহোত্রে সুহুতে সায়ংপ্রাতর্ভবেৎ ফলম্ ॥ ১০
বিদ্যাবেদব্রতবতি তদ্দানফলমুচ্যতে।
বিদ্যাবেদব্রতস্নাতানব্যপাশ্রয়জীবিনঃ ॥১১
গূঢ়স্বাধ্যায়তপসো ব্রাহ্মণান্ সংশিতব্রতান্।
কৃতৈরাবসথৈর্হ্দ্যৈঃ সপ্রেষ্যৈঃ সপরিচ্ছদৈঃ ॥ ১২
নিমন্ত্রয়েথাঃ কৌরব্য কামৈশ্চান্যৈর্দ্বিজোত্তমান্।
অপি তে প্রতিগৃহ্নীয়ুঃ শ্রদ্ধোপেতং যুধিষ্ঠির ॥ ১৩
কার্য্যমিত্যেব মন্বানা ধর্মজ্ঞাঃ সূক্ষ্মদর্শিনঃ।
অপি তে ব্রাহ্মণা ভুক্ত্বা গতাঃ সোদ্ধরণান্ গৃহান্ ॥১৪
যেষাং দারাঃ প্রতীক্ষন্তে পর্জন্যমিব কর্ষকাঃ
অন্নানি প্রাতঃসবনে নিয়তা ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ১৫
ব্রাহ্মণাস্তাত ভুঞ্জানাস্ত্রেতাগ্নিং প্রীণয়ন্ত্যুত।
মাধ্যন্দিনং তে সবনং দদতস্তাত বর্ত্ততাম্ ॥ ১৬
গো-হিরণ্যানি বাসাংসি তেনেন্দ্রঃ প্রীয়তাং তব ॥
তৃতীয়ং সবনং তে বৈ বৈশ্বদেবং যুধিষ্ঠির ॥ ১৭
যদ্ দেবেভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ বিপ্রেভ্যশ্চ প্রযচ্ছসি।
অহিংসা সর্বভূতেভ্যঃ সংবিভাগশ্চ ভাগশঃ ॥ ১৮

সেই ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বপ্রকার উপায়ে নিজের নিকটে আহ্বান করিয়া আনাইয়া দান করিবে। ৬

যদি তোমার রাজ্যমধ্যে এরূপ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বাস করেন, তবে তাঁহারা ভস্মাবৃত অগ্নির সমান। সর্ব্ববিধ যত্নে সেই সব ব্রাহ্মণগণের সংবাদ জানা তোমার কর্ত্তব্য। ৭

কুরুনন্দন! তপস্যায় দেদীপ্যমান সেই ব্রাহ্মণগণ পূজিত না হইয়া যদি ইচ্ছা করেন, তবে সম্পূর্ণ পৃথিবীকেও ভস্মীভূত করিতে পারেন। অতএব এই সব ব্রাহ্মণ সদাই পূজালাভের যোগ্য। ৮

পরন্তপ! যে ব্রাহ্মণগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান, তপস্যা ও যোগযুক্ত, তাঁহারা পূজনীয় হন। সেই ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদা তোমার পূজা করা উচিত। ৯

যাঁহারা যাচ্ঞা করেন না, তাঁহাদের নিকটে স্বয়ং যাইয়া তোমার নানা প্রকার ধন দান করা কর্ত্তব্য। সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে বিধি অনুসারে অগ্নিহোত্র করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা বেদবিদ্বান্ ও ব্রতধারী ব্রাহ্মণকে ধনদান করিলে লাভ হইয়া থাকে। ১০½

কুরুনন্দন! যাঁহারা বিদ্যা ও বেদব্রতে নিষ্ণাত (বিশেষজ্ঞ) যাঁহারা কাহারও আশ্রয়ে থাকিয়া জীবিকার্জন করেন না, যাঁহাদের স্বাধ্যায় ও তপস্যা গুপ্ত থাকে এবং যাঁহারা কঠোর ব্রতপালন-কারী, এরূপ উত্তম ব্রাহ্মণগণকে তুমি নিমন্ত্রণ কর। তাঁহাদের সকলকে সেবক, আবশ্যক সামগ্রী এবং অন্যান্য উপভোগ্য বস্তুসমূহে পূর্ণ মনোরম গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া প্রদান কর। ১১-১২½

যুধিষ্ঠির! সেই ধর্ম্মজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী ব্রাহ্মণগণ তোমার শ্রদ্ধাযুক্ত দান কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে প্রদত্ত মনে করিয়া অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। ১৩½

যেরূপ কৃষকগণ বর্ষার জন্য প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ যাঁহাদের স্ত্রী অন্নের প্রতীক্ষা করেন এবং যাঁহাদের শিশুগণকে এই কথা বলিয়া ভুলাইয়া রাখা হয় যে, 'এখন তোমার পিতা অন্ন আনিতে গিয়াছেন,' এরূপ ব্রাহ্মণগণ তোমার গৃহে ভোজন করিয়া নিজ নিজ গৃহে কি গমন করিয়াছেন? ১৪½

তাত! নিয়মানুসারে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালনকারী ব্রাহ্মণগণ যদি প্রাতঃকালে গৃহে ভোজন করেন, তবে তাঁহারা গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ—এই তিন অগ্নিকে তৃপ্ত করিয়া থাকেন। ১৫½

পুত্র! মধ্যাহ্নকালের সময় যদি তুমি ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে গো, সুবর্ণ ও বস্ত্র প্রদান কর, তাহা হইলে দেবরাজ ইন্দ্র তোমার উপর প্রসন্ন হইবেন। ১৬½

যুধিষ্ঠির! তৃতীয় সময়ে যদি তুমি দেবতা, পিতৃপুরুষ ও ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশ্যে দান কর, তবে তাহাতে বিশ্বে দেবগণ প্রসন্ন হন। ১৭½

সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসাভাব রাখা, সকলকে প্রাপ্য যথাযথ ভাগ অর্পণ করা, ইন্দ্রিয়সংযম, ত্যাগ, ধৈর্য্য ও সত্য—এই সব গুণ তোমাকে যজ্ঞান্তে কৃত অবভৃথ স্নানের ফল প্রদান করিবে। ১৮½

১৩শ বর্ষ, পৌষমাস, ১৩৮১]

[সপ্তমসংখ্যা —পুষ্যাভিষেকযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

সীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী ঃ—

সত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর ঃ—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয়

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮'০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১'৭৫ টাকা

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৭৫ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন— সঞ্চালক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৩৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক অভিযোগ পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-সংখ্যা সুস্পষ্ট-ভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশে অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কার্ত্তিকেয়স্যোৎপত্তিঃ, পালনম্, পোষণম্, তস্য দেবসেনাপতিপদে অভিষেকঃ, তেন তারকাসুরস্য বধবর্ণনঞ্চ

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উক্তাঃ পিতামহেনেহ সুবর্ণস্য বিধানতঃ।
বিস্তরেণ প্রদানস্য যে গুণাঃ শ্রুতিলক্ষণাঃ॥ ১

যত্তু কারণমুৎপত্তেঃ সুবর্ণস্য প্রকীর্ত্তিতম্।
স কথং তারকঃ প্রাপ্তো নিধনং তদ্ ব্রবীহি মে॥ ২

উক্তং স দেবতানাং হি অবধ্য ইতি পার্থিব।
কথং তস্যাভবন্মৃত্যুর্বিস্তরেণ প্রকীর্ত্তয়॥ ৩

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং ত্বত্তঃ কুরুকুলোদ্বহ।
কার্ৎস্ন্যেন তারকবধং পরং কৌতূহলং হি মে॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ।

বিপন্নকৃত্যা রাজেন্দ্র দেবতা ঋষয়স্তথা।
কৃত্তিকাশ্চোদয়ামাসুরপত্যভরণায় বৈ॥ ৫

ন দেবতানাং কাচিদ্ধি সমর্থা জাতবেদসঃ।
একা হি শক্তাস্তং গর্ভং সন্ধারয়িতুমোজসা॥ ৬

যস্মাৎ তাসাং ততঃ প্রীতঃ পাবকো গর্ভধারণাৎ।
স্বেন তেজোবিসর্গেণ বীর্য্যেণ পরমেণ চ॥ ৭

তাস্তু ষট্ কৃত্তিকা গর্ভং পুপুষুর্জাতবেদসঃ।
ষট্সু বর্ত্মসু তেজোঽগ্নেঃ সকলং নিহিতং প্রভো॥ ৮

ততস্তা বর্দ্ধমানস্য কুমারস্য মহাত্মনঃ।
তেজসাভিপরীতাঙ্গ্যো ন কচিচ্ছর্ম লেভিরে॥ ৯

ততস্তেজঃ পরীতাঙ্গ্যঃ সর্বাঃ কাল উপস্থিতে।
সমং গর্ভং সুষুবিরে কৃত্তিকাস্তং নরর্ষভ॥ ১০

ততস্তং ষড়ধিষ্ঠানং গর্ভমেকত্বমাগতম্
পৃথিবী প্রতিজগ্রাহ কার্তস্বরসমীপতঃ॥ ১১

স গর্ভো দিব্যসংস্থানো দীপ্তিমান্ পাবকপ্রভঃ।
দিব্যং শরবণং প্রাপ্য ববৃধে প্রিয়দর্শনঃ॥ ১২

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

[কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি, পালন-পোষণ ও তাঁহার দেবসেনাপতি পদে অভিষেক এবং তাহার দ্বারা তারকাসুরের বধ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! বিধিঅনুসারে সুবর্ণদান করিলে যে বেদোক্ত ফল লাভ হয়, এস্থলে আপনি তাহা সবিস্তরে বর্ণনা করিলেন। ১

সুবর্ণের উৎপত্তির যে কারণ, তাহাও আপনি বলিয়াছেন। এখন আপনি এই কথা বলুন যে, তারকাসুর কিভাবে নিধন প্রাপ্ত হইলেন? ২

ভূপাল! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, তিনি দেবগণের পক্ষে অবধ্য, তবে তাঁহার কি ভাবে মৃত্যু হইল? ইহা আপনি সবিস্তরে বলুন। ৩

কুরুবংশের ভারবহনকারী পিতামহ! আমি আপনার নিকট হইতে এই তারকাসুরের বধবৃত্তান্ত শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি এবং শুনিবার জন্য আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ৪

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজেন্দ্র! যখন গঙ্গাদেবী অগ্নি কর্তৃক স্থাপিত সেই গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া দিলেন, তখন দেবতা ও ঋষিগণের কার্য্যে বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। এই অবস্থায় তাঁহারা সেই গর্ভকে ভরণ-পোষণ করিবার জন্য কৃত্তিকাগণকে প্রেরিত করিলেন। ৫

উহাতে এই কারণ ছিল যে, দেবাঙ্গনাদিগের মধ্যে কোনও স্ত্রী অগ্নি এবং রুদ্রের সেই তেজের ভরণ-পোষণ করিতে সমর্থ ছিলেন না। এই কৃত্তিকাগণ কিন্তু নিজেদের শক্তিবলে সেই গর্ভকে ভালভাবে ধারণপোষণ করিতে সমর্থ ছিলেন। ৬

নিজ তেজের স্থাপন এবং উত্তম বীর্য্যের গ্রহণের দ্বারা গর্ভ ধারণ করায় অগ্নিদেব সেই ছয় কৃত্তিকার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ৭

প্রভো! সেই ছয় কৃত্তিকা অগ্নির সেই গর্ভকে পোষণ করিলেন। অগ্নির সেই সম্পূর্ণ তেজ ছয় ভাগে তাঁহাদের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল। ৮

গর্ভে যখন সেই মহাত্মা কুমার বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার তেজে ইঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত হইয়া যাওয়ায় এই কৃত্তিকাগণ কোথাও শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। ৯

নরশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর তেজে ব্যাপ্ত সর্ব্বাঙ্গ সেই সমস্ত কৃত্তিকাগণ প্রসবকাল উপস্থিত হইলে পর একই সঙ্গে সেই গর্ভকে প্রসব করিলেন। ১০

ছয় অধিষ্ঠানে পালিত সেই গর্ভ যখন উৎপন্ন হইয়া একত্ব প্রাপ্ত হইল, তখন সুবর্ণের নিকটে স্থিত সেই বালককে পৃথিবী দেবী গ্রহণ করিলেন। ১১

সেই কান্তিমান্ শিশু অগ্নির তুল্য প্রকাশিত হইতেছিলেন।

দদৃশুঃ কৃত্তিকাস্তং তু বালমর্কসমদ্যুতিম্।
জাতস্নেহাচ্চ সৌহার্দাৎ পুপুষুঃ স্তন্যবিস্রবৈঃ ॥ ১৩

অভবৎ কার্ত্তিকেয়ঃ স ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
স্কন্নত্বাৎ স্কন্দতাং প্রাপ্তো গুহাবাসাদ্ গুহোঽভবৎ ॥ ১৪

ততো দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ।
রুদ্রো ধাতা চ বিষ্ণুশ্চ যমঃ পূষার্যমা ভগঃ ॥ ১৫

অংশো মিত্রশ্চ সাধ্যাশ্চ বসবো বাসবোঽশ্বিনৌ।
আপো বায়ুর্নভশ্চন্দ্রো নক্ষত্রাণি গ্রহা রবিঃ ॥ ১৬

পৃথগ্‌ভূতানি চান্যানি যানি দেবার্পণানি বৈ।
আজগ্মুস্তেঽদ্ভুতং দ্রষ্টুং কুমারং জ্বলনাত্মজম্ ॥ ১৭

ঋষয়স্তুষ্টুবুশ্চৈব গান্ধর্বাশ্চ জগুস্তথা।
ষড়াননং কুমারং তু দ্বিষড়ক্ষং দ্বিজপ্রিয়ম্ ॥ ১৮

পীনাংসং দ্বাদশভুজং পাবকাদিত্যবর্চসম্।
শয়ানং শরগুল্মস্থং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সহর্ষিভিঃ ॥ ১৯

লেভিরে পরমং হর্ষং মেনিরে চাসুরং হতম্।
ততো দেবাঃ প্রিয়াণ্যস্য সর্ব এব সমাহরন্ ॥ ২০

ক্রীড়তঃ ক্রীড়নীয়ানি দদুঃ পক্ষিগণাশ্চ হ।
সুপর্ণোঽস্য দদৌ পুত্রং ময়ূরং চিত্রবর্হিণম্ ॥ ২১

রাক্ষসাশ্চ দদুস্তস্মৈ বরাহ-মহিষাবুভৌ।
কুক্কুটং চাগ্নিসঙ্কাশং প্রদদাবরুণঃ স্বয়ম্ ॥ ২২

চন্দ্রমা প্রদদৌ মেষমাদিত্যো রুচিরাং প্রভাম্।
গবাং মাতা চ গা দেবী দদৌ শতসহস্রশঃ ॥ ২৩

ছাগমগ্নির্গুণোপেতমিলা পুষ্পফলং বহু।
সুধন্বা শকটং চৈব রথং চামিতকূবরম্ ॥ ২৪

বরুণো বারুণান্ দিব্যান্ সগজান্ প্রদদৌ শুভান্।
সিংহান্ সুরেন্দ্রো ব্যাঘ্রাংশ্চ দ্বিপানন্যাংশ্চ পক্ষিণঃ ॥২৫

শ্বাপদাংশ্চ বহূন্ ঘোরাংশ্ছত্রাণি বিবিধানি চ।
রাক্ষসাসুরসঙ্ঘাশ্চ অনুজগ্মুস্তমীশ্বরম্ ॥২৬

তাঁহার দেহের আকৃতি দিব্য ছিল। তিনি দেখিতেও সকলের প্রিয় ছিলেন। তিনি শরবণে জন্মগ্রহণ করিয়া দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন ॥ ১২

কৃত্তিকাগণ দেখিলেন,—এই বালক স্বীয় কান্তিতে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে স্নেহ উৎপন্ন হইল এবং তাঁহারা সৌহার্দ্দবশতঃ নিজেদের স্তনজাত দুগ্ধ পান করাইয়া তাঁহাকে পোষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

ইহার দ্বারা চরাচর প্রাণিগণের সহিত ত্রিলোকমধ্যে এই বালক কার্ত্তিকেয় নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। স্কন্দন (স্খলন)-বশতঃ তিনি 'স্কন্দ' নামে অভিহিত হন এবং গুহায় বাস করায় 'গুহ' নামেও তিনি বিখ্যাত হন ॥ ১৪

তদনন্তর ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতা, দশ দিক্; দিক্‌পালগণ, রুদ্র, ধাতা বিষ্ণু, যম, পূষা, অর্য্যমা, ভগ, অংশ, মিত্র, সাধ্য, বসু, বাসব (ইন্দ্র), অশ্বিনীকুমার, জল (বরুণ), বায়ু, আকাশ, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহগণ, রবি এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রাণিগণ, যাহারা দেবতাদিগের আশ্রিত, ইঁহারা সকলেই সেই অদ্ভুত অগ্নিপুত্র কুমারকে দেখিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৫-১৭

ঋষিগণ তাঁহার স্তব করিলেন এবং গন্ধর্ব্বেরা তাঁহার গুণগান করিলেন। ব্রাহ্মণপ্রিয় এই কুমারের ছয়টি মুখ, বারটি নেত্র, বারটি বাহু, স্থূল (মোটা) স্কন্ধ এবং অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী কান্তি ছিল। তিনি শরবনের মধ্যে শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ঋষিগণ ও দেবতাদিগের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তখন তাঁহাদের এই বিশ্বাস হইল যে, এখন তারকাসুর নিহত হইয়াছে। তদনন্তর সকল দেবতা তাঁহাকে তাঁহার প্রিয় বস্তুসমূহ উপহার দিলেন ॥ ১৮-২০

পক্ষিগণ ক্রীড়ারত কুমারকে ক্রীড়ার দ্রব্যসামগ্রীসমূহ দান করিল। গরুড় বিচিত্র ময়ূরপক্ষসমূহে সুশোভিত নিজের পুত্র ময়ূরকে উপহাররূপে প্রদান করিলেন ॥ ২১

রাক্ষসগণ শূকর ও মহিষ—এই দুই পশুকে উপহাররূপে দান করিল। গরুড়ের ভ্রাতা অরুণ অগ্নিসদৃশ রক্তবর্ণের এক কুক্কুট (মোরগ) সমর্পণ করিলেন ॥ ২২

চন্দ্র মেষ দিলেন, সূর্য্য মনোহর কান্তি প্রদান করিলেন, গোমাতা সুরভিদেবী একলক্ষ গরু প্রদান করিলেন ॥ ২৩

অগ্নি গুণবান্ ছাগল, ইলা বহু পুষ্প, ও ফল সুধন্বা শকট (গাড়ী) এবং বিশাল কূবরযুক্ত রথ দান করিলেন ॥ ২৪

বরুণ বরুণলোকের অতিশয় সুন্দর ও দিব্য হস্তী প্রদান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, অন্যান্য পক্ষী, বহুসংখ্যক ভয়ানক হিংস্র জীব এবং নানা প্রকার ছত্র দান করিলেন ॥ ২৫½

রাক্ষস ও অসুরদল সেই শক্তিশালী কুমারের অনুগামী হইল। তাঁহাকে বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া তারকাসুর যুদ্ধ প্রার্থনা করিল,

বর্দ্ধমানং তু তং দৃষ্ট্বা প্রার্থয়ামাস তারকঃ।
উপায়ৈর্বহুভির্হন্তুং নাশকচ্চাপি তং বিভুম্ ॥ ২৭
সৈনাপত্যেন তং দেবাঃ পূজয়িত্বা গুহালয়ম্।
শশংসুর্বিপ্রকারং তং তস্মৈ তারককারিতম্ ॥ ২৮
স বিবৃদ্ধো মহাবীর্য্যো দেবসেনাপতিঃ প্রভুঃ।
জঘানামোঘয়া শক্ত্যা দানবং তারকং গুহঃ ॥ ২৯
তেন তস্মিন্ কুমারেণ ক্রীড়তা নিহতেঽসুরে।
সুরেন্দ্রঃ স্থাপিতো রাজ্যে দেবানাং পুনরীশ্বরঃ ॥ ৩০
স সেনাপতিরেবাথ বভৌ স্কন্দঃ প্রতাপবান্।
ঈশো গোপ্তা চ দেবানাং প্রিয়কৃচ্ছঙ্করস্য চ ॥ ৩১
হিরণ্যমূর্তির্ভগবানেষ এব চ পাবকিঃ।
সদা কুমারো দেবানাং সৈনাপত্যমবাপ্তবান্ ॥ ৩২
তস্মাৎ সুবর্ণং মঙ্গল্যং রত্নমক্ষয্যমুত্তমম্।
সহজং কার্ত্তিকেয়স্য বহ্নেস্তেজঃ পরং মতম্ ॥ ৩৩
এবং রামায় কৌরব্য বশিষ্ঠোঽকথয়ৎ পুরা।
তস্মাৎ সুবর্ণদানায় প্রযতস্ব নরাধিপ ॥ ৩৪
রামঃ সুবর্ণং দত্ত্বা হি বিমুক্তঃ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ত্রিবিষ্টপে মহৎ স্থানমবাপাসুলভং নরৈঃ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্মপর্ব্বণি তারকবধোপাখ্যানং নাম ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬

কিন্তু বহু প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াও সেই অসুর এই প্রভাবশালী কুমারকে বধ করিতে সফল হইল না ॥ ২৬-২৭

দেবতারা গুহাবাসী কুমারকে পূজা করিয়া তাঁহাকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং তারকাসুর দেবগণের উপর যে সব অত্যাচার করিয়াছে, তাহা বলিলেন ॥ ২৮

মহাপরাক্রমশালী দেবসেনাপতি প্রভু গুহ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া নিজের অমোঘ শক্তিবলে তারকাসুরকে বধ করিলেন ২৯

ক্রীড়া করিতে করিতেই সেই অগ্নিকুমারের দ্বারা তারকাসুর যখন নিহত হইল, তখন ঐশ্বর্য্যশালী দেবেন্দ্র পুনরায় দেবতাগণের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ॥ ৩০

প্রতাপশালী স্কন্দ সেনাপতির পদেই থাকিয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি দেবতাগণের ঈশ্বর ও সংরক্ষক ছিলেন এবং ভগবান্ শঙ্করের সর্ব্বদাই প্রিয়কার্য্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

এই অগ্নিপুত্র ভগবান্ স্কন্দ সুবর্ণময় বিগ্রহ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি নিত্য কুমারাবস্থায় থাকিয়াই দেবতাগণের সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন ॥ ৩২

সুবর্ণ কার্ত্তিকেয়ের সহিতই উৎপন্ন হইয়াছিল এবং অগ্নির উৎকৃষ্ট তেজ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সেইজন্য এই সুবর্ণ মঙ্গলময়, অক্ষয় ও উত্তম রত্ন ॥ ৩৩

কুরুনন্দন! নরনাথ! এইভাবে পূর্ব্বকালে বশিষ্ঠদেব পরশুরামকে এই সম্পূর্ণ প্রসঙ্গ এবং সুবর্ণের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য বলিয়াছিলেন। অতএব তুমি সুবর্ণদানের জন্য প্রযত্ন কর ॥ ৩৪

পরশুরাম সুবর্ণদান করিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন এবং স্বর্গে সেই পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহা অন্য মনুষ্যগণের পক্ষে সর্ব্বদা দুর্লভ ॥ ৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে তারকাসুরের বধের উপাখ্যান-নামক ষড়শীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বিভিন্নতিথিষু শ্রাদ্ধকরণ-ফলবর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

চাতুর্বর্ণ্যস্য ধর্মাত্মন্ ধর্মাঃ প্রোক্তা যথা ত্বয়া।
তথৈব মে শ্রাদ্ধবিধিং কৃৎস্নং প্রব্রূহি পার্থিব ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যুধিষ্ঠিরেণৈবমুক্তো ভীষ্মঃ শান্তনবস্তদা।
ইমং শ্রাদ্ধবিধিং কৃৎস্নং বক্তুং সমুপচক্রমে ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্ শ্রাদ্ধকর্মবিধিং শুভম্।
ধন্যং যশস্যং পুত্রীয়ং পিতৃযজ্ঞং পরন্তপ ॥ ৩
দেবাসুর-মনুষ্যাণাং গন্ধর্বোরগ-রক্ষসাম্।
পিশাচ-কিন্নরাণাঞ্চ পূজ্যা বৈ পিতরঃ সদা ॥ ৪
পিতৄন্ পূজ্যাদিতঃ পশ্চাদ্দেবতাস্তর্পয়ন্তি বৈ।
তস্মাৎ তান্ সর্বযত্নেন পুরুষঃ পূজয়েৎ সদা ॥ ৫

অন্বাহার্য্যং মহারাজ পিতৄণাং শ্রাদ্ধমুচ্যতে।
তস্মাদ্ বিশেষবিধিনা বিধিঃ প্রথমকল্পিতঃ ॥ ৬
সর্বেষ্বহঃসু প্রীয়ন্তে কৃতে শ্রাদ্ধে পিতামহাঃ।
প্রবক্ষ্যামি তু তে সর্বাংস্তিথ্যাতিথ্যগুণাগুণান্ ॥ ৭
যেষ্বহঃসু কৃতৈঃ শ্রাদ্ধৈর্যৎ ফলং প্রাপ্যতেঽনঘ।
তৎ সর্বং কীর্ত্তয়িষ্যামি যথাবৎ তন্নিবোধ মে ॥ ৮
পিতৄনর্চ্য প্রতিপদি প্রাপ্নুয়াৎ স্বগৃহে স্ত্রিয়ঃ।
অভিরূপপ্রজায়িন্যো দর্শনীয়া বহুপ্রজাঃ ॥ ৯
স্ত্রিয়ো দ্বিতীয়াং জায়ন্তে তৃতীয়ায়াং তু বাজিনঃ।
চতুর্থ্যাং ক্ষুদ্রপশবো ভবন্তি বহবো গৃহে ॥ ১০
পঞ্চম্যাং বহবঃ পুত্রা জায়ন্তে কুর্বতাং নৃপ।
কুর্বাণাস্তু নরাঃ ষষ্ঠ্যাং ভবন্তি দ্যুতিভাগিনঃ ॥ ১১
কৃষিভাগী ভবেচ্ছ্রাদ্ধং কুর্বাণঃ সপ্তমীং নৃপ।
অষ্টম্যাং তু প্রকুর্বাণো বাণিজ্যে লাভমাপ্নুয়াৎ ॥ ১২

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

[বিবিধ তিথিতে শ্রাদ্ধ করিবার ফল বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধর্মাত্মন্! পৃথ্বীনাথ! আপনি যেরূপ চারিবর্ণের ধর্ম বলিলেন, সেইরূপ আমার নিকট এখন শ্রাদ্ধ বিধি বর্ণনা করুন। ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—(জনমেজয়!) রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ অনুরোধ করিলে পর সেই সময় শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সেই সম্পূর্ণ শ্রাদ্ধবিধি এইভাবে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—শত্রুতাপন রাজন্! তুমি শ্রাদ্ধকর্মের শুভ বিধি সাবধানে শ্রবণ কর। ইহা ধন, যশ ও পুত্রপ্রাপ্তিকারক। ইহাকে পিতৃযজ্ঞ বলা হয়। ৩

দেবতা, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব, নাগ, রাক্ষস, পিশাচ ও কিন্নরগণ—ইহাদের সকলের পক্ষেই পিতৃগণ সর্বদাই পূজনীয়। ৪

মনীষী পুরুষগণ প্রথমে পিতৃবর্গের পূজা করিয়া পরে দেবতাদিগের পূজা করেন। সেইজন্য পুরুষের কর্তব্য হইল—তিনি সদা সমস্ত যত্নেই দ্বারা পিতৃগণের পূজা করিবেন। ৫

মহারাজ! পিতৃগণের শ্রাদ্ধকে 'অন্বাহার্য্য' বলা হয়। অতএব বিশেষ বিধির দ্বারা তাহারই প্রথমে অনুষ্ঠান করা উচিত। ৬

সর্বদিনেই শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ প্রসন্ন থাকেন। এখন আমি তিথি ও অতিথির সমস্ত গুণাগুণ বর্ণনা করিব। ৭

নিষ্পাপ নরেশ! যে সব দিনে শ্রাদ্ধ করিলে যে ফললাভ হয়, তৎসমস্তই আমি যথাযথভাবে বর্ণনা করিব, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ৮

প্রতিপদ্ তিথিতে পিতৃগণের পূজা করিলে মানুষ স্বীয় উত্তম গৃহে মনের অনুরূপ সুন্দর ও বহুসংখ্যক সন্তানের জন্মদায়িনী ভার্য্যা প্রাপ্ত হন। ৯

দ্বিতীয়ায় শ্রাদ্ধ করিলে কন্যাগণের জন্ম হয়। তৃতীয়ায় শ্রাদ্ধ করিলে অশ্বপ্রাপ্তি হয়, চতুর্থীতে যদি পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করা হয়, তবে গৃহে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশুগণের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ১০

হে নৃপ! পঞ্চমীতে শ্রাদ্ধকারী পুরুষগণের বহুসংখ্যক পুত্র হয়। ষষ্ঠীতে শ্রাদ্ধকারী মানুষেরা কান্তিভাগী হন। ১১

রাজন্! সপ্তমীতে শ্রাদ্ধকারী পুরুষ কৃষিকর্মে লাভবান্ হন এবং অষ্টমীতে শ্রাদ্ধকারী মানুষ বাণিজ্যে লাভ করিয়া থাকেন। ১২

নবম্যাং কুর্বতঃ শ্রাদ্ধং ভবত্যেকশফং বহু।
বিবর্ধন্তে তু দশমীং গাবঃ শ্রাদ্ধানি কুর্বতঃ॥ ১৩
কুপ্যভাগী ভবেন্মর্ত্যঃ কুর্বন্নেকাদশীং নৃপ
ব্রহ্মবর্চস্বিনঃ পুত্রা জায়ন্তে তস্য বেশ্মনি॥ ১৪
দ্বাদশ্যামীহমানস্য নিত্যমেব প্রদৃশ্যতে।
রজতং বহুবিত্তঞ্চ সুবর্ণঞ্চ মনোরমম্॥ ১৫
জ্ঞাতীনাং তু ভবেচ্ছ্রেষ্ঠঃ কুর্বন্ শ্রাদ্ধং ত্রয়োদশীম্।
অবশ্যং তু যুবানোঽস্য প্রমীয়ন্তে নরা গৃহে॥ ১৬

নবমীতে শ্রাদ্ধকারী পুরুষের এ সংসারে একক্ষুরযুক্ত বহু পশু লাভ হয় এবং দশমীতে শ্রাদ্ধকারী মানুষের গৃহে গোগণের বৃদ্ধি হয়॥ ১৩

মহারাজ! একাদশীতে শ্রাদ্ধকারী মানুষ স্বর্ণ-রজত ব্যতীত অন্য সর্বপ্রকার ধনভাগী হয়। তাঁহার গৃহে ব্রহ্মতেজসম্পন্ন পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন॥ ১৪

দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিতে যত্নবান মানুষের সর্বদাই মনোরম স্বর্ণ, রজত ও অন্যান্য বহু ধনের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ১৫

ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধকারী পুরুষ নিজের জ্ঞাতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়; কিন্তু চতুর্দশীতে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করে, তাহার গৃহে নব-যুবকের মৃত্যু অবশ্যই হয় এবং শ্রাদ্ধকারী মানুষ স্বয়ংও যুদ্ধভাগী হয়, সেইজন্য চতুর্দশীতে কোন মানুষ শ্রাদ্ধ করিবে না। অমাবস্যাতে শ্রাদ্ধ করিলে মানুষ নিজের সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হন। ১৬-১৭

যুদ্ধভাগী ভবেন্মর্ত্যঃ কুর্বন্ শ্রাদ্ধং চতুর্দশীম্।
অমাবস্যাং তু নির্বাপাৎ সর্বকামানবাপ্নুয়াৎ॥ ১৭
কৃষ্ণপক্ষে দশম্যাদৌ বর্জয়িত্বা চতুর্দশীম্।
শ্রাদ্ধকর্মণি তিথ্যস্তু প্রশস্তা ন তথেতরাঃ॥১৮
যথা চৈবাপরঃ পক্ষঃ পূর্বপক্ষাদ্ বিশিষ্যতে।
তথা শ্রাদ্ধস্য পূর্বাহ্ণাদপরাহ্ণো বিশিষ্যতে॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি শ্রাদ্ধকল্পে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৭

কৃষ্ণপক্ষে কেবল চতুর্দশী ত্যাগ করিয়া দশমী হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত সব তিথিতে শ্রাদ্ধ কর্মে যেরূপ প্রশস্ত, তাহা প্রতিপদ্ হইতে নবমী পর্যন্ত নহে। ১৮

যেরূপ পূর্ব (শুক্ল) পক্ষ অপেক্ষা অপর (কৃষ্ণ) পক্ষ শ্রাদ্ধের জন্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ পূর্বাহ্ণ অপেক্ষা অপরাহ্ণ উত্তম বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে শ্রাদ্ধকল্পবিষয়ক সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রাদ্ধে পিতৃণাং তৃপ্তিবর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কিংস্বিদ্ দত্তং পিতৃভ্যো বৈ ভবত্যক্ষয়মীশ্বর ।
কিং হবিশ্চিররাত্রায় কিমানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

হবীংষি শ্রাদ্ধকল্পে তু যানি শ্রাদ্ধবিদো বিদুঃ ।
তানি মে শৃণু কাম্যানি ফলঞ্চৈব যুধিষ্ঠির ॥ ২

তিলৈর্ব্রীহি-যবৈর্মাষৈরদ্ভির্মূলফলৈস্তথা ।
দত্তেন মাসং প্রীয়ন্তে শ্রাদ্ধেন পিতরো নৃপ ॥৩

বর্দ্ধমানতিলং শ্রাদ্ধমক্ষয়ং মনুরব্রবীৎ ।
সর্ব্বেষ্বেব তু ভোজ্যেষু তিলাঃ প্রাধান্যতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪

গব্যেন দত্তং শ্রাদ্ধে তু সংবৎসরমিহোচ্যতে ।
যথা গব্যং তথা যুক্তং পায়সং সর্পিষা সহ ॥ ৫

গাথাশ্চাপ্যত্র গায়ন্তি পিতৃগীতা যুধিষ্ঠির ।
সনৎকুমারো ভগবান্ পুরা মধ্যভ্যভাষত ॥ ৬

অপি নঃ স্বকুলে জায়াদ্ যো নো দদ্যাত্ত্রয়োদশীম্ ।
মঘাসু সর্পিঃসংযুক্তং পায়সং দক্ষিণায়নে ॥ ৭

আজেন বাপি লৌহেন মঘাস্বেব যতব্রতঃ ।
হস্তিচ্ছায়াসু বিধিবৎ কর্ণব্যজনবীজিতম্ ॥ ৮

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ ।
যত্রাসৌ প্রথিতো লোকেষ্বক্ষয্যকরণো বটঃ ॥ ৯

আপো মূলং ফলং মাংসমন্নং বাপি পিতৃক্ষয়ে ।
যৎ কিঞ্চিন্মধুসম্মিশ্রং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ১০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্মপর্ব্বণি শ্রাদ্ধকল্পে
অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় ।

[শ্রাদ্ধে পিতৃগণের তৃপ্তি বর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত কোন্ বস্তু অক্ষয় হয় ? কোন্ বস্তুর দানে পিতৃগণের অধিক দিন পর্য্যন্ত এবং কোন্ বস্তুর দানে তাঁহাদের অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তৃপ্তি হয় ? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! শ্রাদ্ধসম্বন্ধে অভিজ্ঞ পুরুষগণ শ্রাদ্ধকল্পে যে সব হবিঃ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তৎসমস্তই কাম্য । আমি সেই সবের ও তাহাদের ফলের বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর । ২

হে নৃপ ! তিল, ব্রীহি, যব, মাষ, জল এবং ফল-মূলের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ একমাস তৃপ্ত থাকেন । ৩

মনু বলিয়াছেন—যে শ্রাদ্ধে তিলের মাত্রা অধিক থাকে, সেই শ্রাদ্ধ অক্ষয় হয় । শ্রাদ্ধসম্বন্ধী সমস্ত ভোজ্যপদার্থ মধ্যে তিলকেই প্রধান রূপে ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে । ৪

যদি শ্রাদ্ধে গোদুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দধি দান করা হয়, তবে উহাতে পিতৃগণের একবর্ষ পর্য্যন্ত তৃপ্তি হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে । গব্য দধির যেরূপ ফল, সেরূপ ফলই ঘৃতমিশ্রিত পায়স দানেও জানিতে হইবে । ৫

যুধিষ্ঠির ! এবিষয়ে পিতৃগণ কর্ত্তৃক গীত এক গাথাও বিজ্ঞ পুরুষগণ গান করেন । পুরাকালে ভগবান্ সনৎকুমার আমাকে এই গাথা বলিয়াছিলেন । ৬

পিতৃগণ বলেন—আমাদের কুলে এরূপ কোন পুরুষ উৎপন্ন হইবে কি, যে দক্ষিণায়নে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষে মঘা এবং ত্রয়োদশী তিথির যোগ হইলে পর আমাদিগকে ঘৃতমিশ্রিত পায়স দান করিবে ? ৭

অথবা সে নিয়ম সহকারে ব্রত পালন করিতে করিতে মঘা নক্ষত্রেই হস্তীর দেহচ্ছায়ায় উপবেশন করত তাহার কর্ণরূপী ব্যজনের বাতাস সহকারে বিশেষ তণ্ডুলের দ্বারা নির্ম্মিত পায়স কিংবা ছাগ মাংস বা কাঞ্চনপুষ্পের দ্বারা আমাদের শ্রাদ্ধ করিবে ? ৮

বহু পুত্র লাভের বাসনা করা উচিত, তবে যদি তাহাদের মধ্যে কোনও একজন গয়াতীর্থে গমন করে, যেখানে লোক-বিখ্যাত অক্ষয় বট বিদ্যমান আছে, যে শ্রাদ্ধের ফলকে অক্ষয় করিয়া দেয় । ৯

পিতৃগণের মৃত্যুতিথিতে যদি জল, মূল, ফল, মাংস ও অন্নাদি যাহা কিছু ভোজ্যপদার্থ মধু মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে এই সব পদার্থের দান তাঁহাদের অনন্তকাল পর্য্যন্ত তৃপ্তি দিয়া থাকে । ১০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে শ্রাদ্ধকল্পবিষয়ক অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

একোনননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বিভিন্ন-নক্ষত্রেষু শ্রাদ্ধস্য ফলবর্ণনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

যমস্তু যানি শ্রাদ্ধানি প্রোবাচ শশবিন্দবে।
তানি মে শৃণু কাম্যানি নক্ষত্রেষু পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১

শ্রাদ্ধং যঃ কৃত্তিকাযোগে কুর্ব্বীত সততং নরঃ।
অগ্নীনাধায় সাপত্যো যজেত বিগতজ্বরঃ ॥ ২

অপত্যকামো রোহিণ্যাং তেজস্কামো মৃগোত্তমে।
ক্রূরকর্ম্মা দদচ্ছ্রাদ্ধমার্দ্রায়াং মানবো ভবেৎ ॥ ৩

ধনকামো ভবেন্মর্ত্ত্যঃ কুর্ব্বন্ শ্রাদ্ধং পুনর্ব্বসৌ।
পুষ্টিকামোঽথ পুষ্যেণ শ্রাদ্ধমীহেত মানবঃ ॥ ৪

আশ্লেষায়াং দদচ্ছ্রাদ্ধং ধীরান্ পুত্রান্ প্রজায়তে।
জ্ঞাতীনাং তু ভবেচ্ছ্রেষ্ঠো মঘাসু শ্রাদ্ধমাবপন্ ॥৫

ফল্গুনীষু দদচ্ছ্রাদ্ধং সুভগঃ শ্রাদ্ধদো ভবেৎ।
অপত্যভাগুত্তরাসু হস্তেন ফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ৬

চিত্রায়াং তু দদচ্ছ্রাদ্ধং লভেদ্ রূপবতঃ সুতান্।
স্বাতিযোগে পিতৄনর্চ্য বাণিজ্যমুপজীবতি ॥ ৭

বহুপুত্রো বিশাখাসু পুত্রমীহন্ ভবেন্নরঃ।
অনুরাধাসু কুর্ব্বাণো রাজচক্রং প্রবর্ত্তয়েৎ ॥ ৮

আধিপত্যং ব্রজেন্মর্ত্ত্যো জ্যেষ্ঠায়ামপবর্জ্জয়ন্।
নরঃ কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ঋদ্ধো দমপুরঃসরঃ ॥ ৯

মূলে ত্বারোগ্যমৃচ্ছেত যশোঽষাঢ়াসু চোত্তমম্।
উত্তরাসু ত্বষাঢ়াসু বীতশোকশ্চরেন্মহীম্ ॥ ১০

শ্রাদ্ধং ত্বভিজিতা কুর্ব্বন্ ভিষক্‌সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
শ্রবণেষু দদচ্ছ্রাদ্ধং প্রেত্য গচ্ছেৎ স সদ্গতিম্ ॥ ১১

রাজ্যভাগী ধনিষ্ঠায়াং ভবেত্ত নিয়তং নরঃ।
নক্ষত্রে বারুণে কুর্ব্বন্ ভিষক্‌সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥১২

পূর্ব্বপ্রোষ্ঠপদাঃ কুর্ব্বন্ বহূন্ বিন্দত্যজাবিকান্।
উত্তরাসু প্রকুর্ব্বাণো বিন্দতে গাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৩

একোনননবতিতম অধ্যায়।

[বিভিন্ন নক্ষত্রে শ্রাদ্ধের ফল বর্ণনা।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যম রাজা শশবিন্দুকে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রে কৃত যে কাম্য শ্রাদ্ধ বলিয়াছিলেন, তুমি তাহাও শ্রবণ কর। ১

যে মানুষ সর্ব্বদা কৃত্তিকানক্ষত্রের যোগে অগ্নি স্থাপনা করত পুত্র সহ শ্রাদ্ধ বা পিতৃগণের যজ্ঞ করেন, তিনি রোগ ও চিন্তাহীন হইয়া যান। ২

সন্তানকামী মানুষ রোহিণী নক্ষত্রে এবং তেজস্কামী মানুষ মৃগশিরা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিবেন। আর্দ্রা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধে দানের দ্বারা মানুষ ক্রূরকর্ম্মা হয় (সেইজন্য আর্দ্রানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা উচিত নয়)। ৩

ধনকামী মানুষ পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিবেন এবং পুষ্টিকামী মানুষ পুষ্য নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিবেন। ৪

অশ্লেষানক্ষত্রে শ্রাদ্ধকারী পুরুষ বীর পুত্রগণের জন্মদান করেন। মঘা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানকারী মানুষ জ্ঞাতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন। ৫

পূর্ব্বা ফাল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধদানকারী মানব সৌভাগ্যশালী হন। উত্তরা ফাল্গুনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধকারী মানুষ সন্তানবান্ এবং হস্তা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধকারী মানুষ অভীষ্ট ফলভাগী হন। ৬

চিত্রা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধে দানকারী পুরুষ বহু রূপবান্ পুত্র লাভ করেন। স্বাতীনক্ষত্রের যোগে পিতৃগণের পূজা করিলে মানুষ বাণিজ্যের দ্বারা জীবননির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ৭

বিশাখানক্ষত্রে শ্রাদ্ধকারী মানুষ যদি পুত্র কামনা করেন, তবে তিনি বহু পুত্র লাভ করিয়া থাকেন। অনুরাধানক্ষত্রে শ্রাদ্ধকারী মানুষ পরজন্মে রাজমণ্ডলের শাসক হন।৮

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক পিণ্ডদান-কারী মানব সমৃদ্ধিশালী হন এবং প্রভুত্ব লাভ করিয়া থাকেন।৯

মূলা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে আরোগ্যপ্রাপ্তি হয় এবং পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে উত্তম যশ লাভ হয়। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে পিতৃযজ্ঞকারী মানুষ শোকশূন্য হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন।১০

অভিজিৎনক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে মানুষ বৈদ্যবিষয়ক সিদ্ধিলাভ করেন। শ্রবণানক্ষত্রে শ্রাদ্ধে দানকারী মানুষ মৃত্যুর পর সদ্গতি প্রাপ্ত হন। ১১

ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধকারী মানুষ নিয়মানুসারে রাজ্যভাগী হন। বারুণ-নক্ষত্রে—শতভিষায় শ্রাদ্ধ করিলে পুরুষ বৈদ্যবিষয়ক সিদ্ধি লাভ করেন। ১২

পূর্ব্বভাদ্রপদায় শ্রাদ্ধকারী মানুষ বহু ছাগল-ভেঁড়া প্রাপ্ত হন এবং উত্তরাভাদ্রপদে শ্রাদ্ধ করিলে মানুষ সহস্র সহস্র গো লাভ করেন। ১৩

বহুকুপ্যকৃতং বিত্তং বিন্দতে রেবতীং শ্রিতঃ।
অশ্বিনীষশ্বান্ বিন্দেত ভরণীষায়ুরুত্তমম্ ॥ ১৪
ইমং শ্রাদ্ধবিধিং শ্রুত্বা শশবিন্দুস্তথাকরোৎ।
অক্লেশেনাজয়চ্চাপি মহীং সোঽনুশশাস হ ॥ ১৫

শ্রাদ্ধে রেবতীকে আশ্রয়কারী (অর্থাৎ রেবতীতে শ্রাদ্ধকারী) পুরুষ স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যতীত অন্ত নানাপ্রকার ধনপ্রাপ্ত হন। অশ্বিনী নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বহু অশ্ব এবং ভরণীনক্ষত্রে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে উত্তম আয়ু লাভ হয় ॥ ১৪

এই শ্রাদ্ধবিধি শ্রবণ করিয়া রাজা শশবিন্দু সেইভাবে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি বিনা ক্লেশে পৃথিবীকে জয় করেন এবং তাহার শাসন করেন ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি শ্রাদ্ধকল্পে একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে শ্রাদ্ধকল্পবিষয়ক একোননবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণানাং পরীক্ষা, পঙ্‌ক্তিদূষকানাং পঙ্‌ক্তিপাবনানাঞ্চ বিপ্রাণাং বর্ণনম্, শ্রাদ্ধে লক্ষ-মূর্খ-ব্রাহ্মণেভ্যো ভোজনদানাৎ কস্মৈ বেদজ্ঞায় ব্রাহ্মণায় ভোজনদানস্য শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
কীদৃশেভ্যঃ প্রদাতব্যং ভবেচ্ছ্রাদ্ধং পিতামহ।
দ্বিজেভ্যঃ কুরুশার্দূল তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।
ব্রাহ্মণান্ ন পরীক্ষেত ক্ষত্রিয়ো দানধর্মবিৎ।
দৈবে কর্মণি পিত্র্যে তু ন্যায়মাহুঃ পরীক্ষণম্ ॥ ২
দেবতাঃ পূজয়ন্তীহ দৈবেনৈবেহ তেজসা।
উপেত্য তস্মাদ্ দেবেভ্যঃ সর্বেভ্যো দাপয়েন্নরঃ ॥ ৩
শ্রাদ্ধে ত্বথ মহারাজ পরীক্ষেদ্ ব্রাহ্মণান্ বুধঃ।
কুল-শীল-বয়োরূপৈর্বিদ্যয়াভিজনেন চ ॥ ৪
তেষামন্যে পঙ্‌ক্তিদূষাস্তথান্যে পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ।
অপাঙ্‌ক্তেয়াস্তু যে রাজন্ কীর্তয়িষ্যামি তান্ শৃণু ॥ ৫
কিতবো ভ্রূণহা যক্ষ্মী পশুপালো নিরাকৃতিঃ।
গ্রামপ্রেষ্যো বার্ধুষিকো গায়নঃ সর্ববিক্রয়ী ॥ ৬
অগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী।
সামুদ্রিকো রাজভৃত্যস্তৈলিকঃ কূটকারকঃ ॥ ৭

নবতিতম অধ্যায়।

[শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষা, পঙ্‌ক্তিদূষক ও পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণের বর্ণনা, শ্রাদ্ধে লক্ষ মূর্খ ব্রাহ্মণ ভোজন দান অপেক্ষা এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভোজন দানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! কিরূপ ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধের দান (অর্থাৎ নিমন্ত্রণ) দেওয়া উচিত ? কুরুশ্রেষ্ঠ! ইহা আপনি আমার নিকট স্পষ্ট করিয়া বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! দান-ধর্মবিষয়ে অভিজ্ঞ ক্ষত্রিয়ের দেবসম্বন্ধী কর্মে (যাগ-যজ্ঞাদিতে) ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করা উচিত নয়, কিন্তু পিতৃকর্মে (শ্রাদ্ধে) তাঁহার পরীক্ষা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মহাত্মাগণ বলেন ॥ ২

দেবতাগণ নিজেদের দৈবতেজেই এই জগতে ব্রাহ্মণগণের পূজা (সমাদর) করেন ; অতএব দেবতাগণের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদিগের নিকট যাইয়া মানুষ তাঁহাদিগকে ধনাদি দান করিবেন ॥ ৩

মহারাজ! কিন্তু শ্রাদ্ধের সময় বিদ্বান্ পুরুষ কুল, শীল (উত্তম আচরণ), বয়স, রূপ, বিদ্যা ও পূর্বপুরুষগণের নিবাসস্থানাদির দ্বারা ব্রাহ্মণের পরীক্ষা অবশ্যই করিবেন ॥ ৪

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কিছু ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তিদূষক এবং কিছু পঙ্‌ক্তিপাবন হন। রাজন্! আমি প্রথমে পঙ্‌ক্তিদূষক ব্রাহ্মণদিগের বর্ণনা করিব, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৫

কিতব (ধূর্ত, পাশাক্রীড়াকারী), গর্ভহত্যাকারী, রাজযক্ষ্মারোগে আক্রান্ত, পশুপালনকারী, নিরাকৃতি (বেদাধ্যয়নপরিত্যাগী), গ্রামের সকল মানুষেরই কার্য্যকারী (গ্রামভৃত্য), সুদগ্রহীতা, গানোপজীবি, সর্বপ্রকার বস্তুবিক্রয়কারী, অপরের গৃহে বিভেদসৃষ্টিকারী, বিষদাতা, মাতাকর্তৃক পতিজীবিত থাকিতে অন্য পতির দ্বারা উৎপাদিত পুত্রের গৃহে ভোজনকারী, সোমরসবিক্রয়ী, সামুদ্রিক বিদ্যার (হস্ত রেখা) দ্বারা জীবিকা অর্জনকারী, রাজার ভৃত্য,

পিত্রা বিবদমানশ্চ যস্য চোপপতির্গৃহে।
অভিশস্তস্তথা স্তেনঃ শিল্পং যশ্চোপজীবতি ॥ ৮
পর্বকারশ্চ সূচী চ মিত্রধ্রুক্ পারদারিকঃ।
অব্রতানামুপাধ্যায়ঃ কাণ্ডপৃষ্ঠস্তথৈব চ ॥ ৯
শ্বভিশ্চ যঃ পরিক্রামেদ্ যঃ শুনা দষ্ট এব চ।
পরিবিত্তিশ্চ যশ্চ স্যাদ্ দুশ্চর্মা গুরুতল্পগঃ ॥ ১০
কুশীলবো দেবলকো নক্ষত্রৈর্যশ্চ জীবতি।
ঈদৃশৈর্ব্রাহ্মণৈর্ভুক্তমপাঙ্‌ক্তেয়ৈর্যুধিষ্ঠির ॥ ১১
রক্ষাংসি গচ্ছতে হব্যমিত্যাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ।
শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা হধীয়ীত বৃষলীতল্পগশ্চ যঃ ॥ ১২
পুরীষে তস্য তে মাসং পিতরস্তস্য শেরতে।
সোমবিক্রয়িণে বিষ্ঠা ভিষজে পূয়শোণিতম্ ॥ ১৩
নষ্টং দেবলকে দত্তমপ্রতিষ্ঠঞ্চ বার্ধুষে
যত্তু বাণিজকে দত্তং নেহ নামুত্র তদ্ ভবেৎ ॥ ১৪

ভস্মনীব হুতং হব্যং তথা পৌনর্ভবে দ্বিজে।
যে তু ধর্মব্যপেতেষু চারিত্রাপগতেষু চ।
হব্যং কব্যং প্রযচ্ছন্তি তেষাং তৎ প্রেত্য নশ্যতি ॥ ১৫
জ্ঞানপূর্বং তু যে তেভ্যঃ প্রযচ্ছন্ত্যল্পবুদ্ধয়ঃ।
পুরীষং ভুঞ্জতে তেষাং পিতরঃ প্রেত্য নিশ্চয়ঃ ॥ ১৬
এতানিমান্ বিজানীয়াদপাঙ্‌ক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্।
শূদ্রাণামুপদেশঞ্চ যে কুর্বন্ত্যল্পচেতসঃ ॥ ১৭
ষষ্টিং কাণঃ শতং ষণ্ঢঃ শ্বিত্রী যাবৎ প্রপশ্যতি
পঙ্‌ক্ত্যাং সমুপবিষ্টায়াং তাবদ্ দূষয়তে নৃপ ॥ ১৮
যদ্ বেষ্টিতশিরা ভুঙ্‌ক্তে যদ্ ভুঙ্‌ক্তে দক্ষিণামুখঃ।
সোপানৎকশ্চ যদ্ ভুঙ্‌ক্তে সর্বং বিদ্যাৎ তদাসুরম্ ॥ ১৯
অসূয়তা চ যদ্ দত্তং যচ্চ শ্রদ্ধাবিবর্জিতম্।
সর্বং তদসুরেন্দ্রায় ব্রহ্মা ভাগমকল্পয়ৎ ॥ ২০

তৈলবিক্রয়কারী, কূটকারক (মিথ্যা দোষারোপকারী), পিতার সহিত বিবাদকারী,যাহার গৃহে উপপতি উপস্থিত আছে, কলঙ্কিত, চোর, শিল্পজীবী, বহুরূপধারী, খল, মিত্রদ্রোহী, পরস্ত্রীলম্পট, ব্রতহীন মনুষ্যগণের অধ্যাপক, অস্ত্রনির্মাণ করিয়া জীবিকা অর্জনকারী, কুকুরের সহিত পরিভ্রমণকারী, কুকুরকর্তৃক দষ্ট, যাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এরূপ অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, চর্মরোগী, গুরুপত্নীগামী, নটের কার্য্যকারী, দেবমন্দিরে পূজা করিয়া জীবিকা অর্জনকারী এবং নক্ষত্রসকলের ফল বলিয়া জীবনধারণকারী—এই সব ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তির বাহিরে রাখিবার যোগ্য। যুধিষ্ঠির! এতাদৃশ পঙ্‌ক্তিদূষক ব্রাহ্মণগণের দ্বারা ভুক্ত হবিঃ রাক্ষসেরা প্রাপ্ত হয়, ইহা ব্রহ্মবাদী পুরুষগণ বলেন। ৮-১১½

যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া সেইদিনই বেদ পাঠ করেন এবং যে ব্রাহ্মণ শূদ্রা স্ত্রীর সহিত সমাগম করেন, তাঁহার পিতৃগণ সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া একমাস পর্য্যন্ত বিষ্ঠায় শয়ন করিয়া থাকেন। ১২½

সোমরস বিক্রয়কারীকে যে শ্রাদ্ধের অন্ন দেওয়া হয়, তাহা পিতৃগণের পক্ষে বিষ্ঠাতুল্য হইয়া যায়। শ্রাদ্ধে বৈদ্যকে প্রদত্ত অন্ন পূয় ও শোণিতসদৃশ পিতৃগণের পক্ষে অগ্রাহ্য হইয়া যায়। দেবমন্দিরে পূজা করিয়া জীবিকা অর্জনকারীকে প্রদত্ত শ্রাদ্ধের দান নষ্ট হইয়া যায়—তাহার কোনও ফল হয় না। সুদখোরকে প্রদত্ত অন্ন অস্থির হইয়া থাকে। বাণিজ্যবৃত্তি অবলম্বনকারীকে শ্রাদ্ধে প্রদত্ত অন্নের দান না ইহলোকে লাভদায়ক হয়, না পরলোকে। ১৩-১৪

এক পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্য পতিগ্রহণকারিণী স্ত্রীর পুত্রকে প্রদত্ত শ্রাদ্ধের অন্ন ভস্মে আহুত হবিষ্যের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া যায়। যে মানুষ ধর্মহীন ও চরিত্রহীন দ্বিজকে হব্য-কব্য দান করে, তাহার সেই দান পরলোকে নষ্ট হইয়া যায়। ১৫

যে মূর্খ মানুষ জানিয়া শুনিয়া এরূপ পঙ্‌ক্তিদূষক ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধের অন্নদান করে, তাহার পিতৃগণ পরলোকে নিশ্চয়ই তাহার বিষ্ঠা ভোজন করেন। ১৬

এই অধম ব্রাহ্মণগণকে পঙ্‌ক্তির বাহিরে রাখিবার যোগ্য বলিয়া জানিতে হইবে। যে মূঢ় ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদিগকে বেদের উপদেশ করে, তাহারাও অপাঙ্‌ক্তেয়। ১৭

রাজন্! কাণ অর্থাৎ অন্ধ পুরুষ পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া ষাট জন মানুষকে দূষিত করে। যে নপুংসক, সে এক শত মানুষকে অপবিত্র করে এবং যে শ্বেতরোগাক্রান্ত, সেই ব্যক্তি পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া যত লোককে দেখিবে, তাহাদের সকলকেই দূষিত করিয়া দেয়। ১৮

যে মস্তকে পাগড়ী বাঁধিয়া বা টুপী রাখিয়া ভোজন করে, যে দক্ষিণ দিকে মুখ রাখিয়া ভোজন করে এবং যে জুতা পরিয়া ভোজন করে, ইহাদের এই সব ভোজনকেই আসুর ভোজন বলিয়া জানিবে। ১৯

যে ব্যক্তি দোষদৃষ্টি রাখিয়া দান করে এবং শ্রদ্ধাহীন হইয়া

শ্বানশ্চ পঙ্‌ক্তিদূষাশ্চ নাবেক্ষেরন্ কথঞ্চন।
তস্মাৎ পরিস্রুতে দদ্যাৎ তিলাংশ্চাববকীরয়েৎ ॥ ২১

তিলৈর্বিরহিতং শ্রাদ্ধং কৃতং ক্রোধবশেন চ
যাতুধানাঃ পিশাচাশ্চ বিপ্রলুম্পন্তি তদ্ধবিঃ ॥ ২২

অপাঙ্‌ক্তো যাবতঃ পাঙ্‌ক্তান্ ভুঞ্জানাননুপশ্যতি।
তাবৎফলাদ্ ভ্রংশয়তি দাতারং তস্য বালিশম্ ॥ ২৩

ইমে তু ভারতশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞেয়া পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ।
যে ত্বতান্ প্রবক্ষ্যামি পরীক্ষস্বেহ তান্ দ্বিজান্ ॥ ২৪

বিদ্যাবেদব্রতস্নাতা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব এব হি।
সদাচারপরাশ্চৈব বিজ্ঞেয়াঃ সর্বপাবনাঃ ॥ ২৫

পাঙ্‌ক্তেয়াংস্তু প্রবক্ষ্যামি জ্ঞেয়াস্তে পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ।
ত্রিণাচিকেতঃ পঞ্চাগ্নিস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ ॥ ২৬

ব্রহ্মদেয়ানুসন্তানশ্ছন্দোগো জ্যেষ্ঠসামগঃ।
মাতাপিত্রোর্বশ্চ বশ্যঃ শ্রোত্রিয়ো দশপূরুষঃ ॥২৭

ঋতুকালাভিগামী চ ধর্মপত্নীষু যঃ সদা।
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতো বিপ্রঃ পঙ্‌ক্তিং পুনাত্যুত ॥ ২৮

অথর্বশিরসোঽধ্যেতা ব্রহ্মচারী যতব্রতঃ।
সত্যবাদী ধর্মশীলঃ স্বকর্মনিরতশ্চ সঃ ॥ ২৯

যে চ পুণ্যেষু তীর্থেষু অভিষেককৃতশ্রমাঃ।
মখেষু চ সমন্ত্রেষু ভবন্ত্যবভৃথপ্লুতাঃ ॥ ৩০

অক্রোধনা হ্যচপলাঃ ক্ষান্তা দান্তা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
সর্বভূতহিতা যে চ শ্রাদ্ধেষ্বেতান্ নিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৩১

এতেষু দত্তমক্ষয্যমেতে বৈ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ।
ইমে পরে মহাভাগা বিজ্ঞেয়াঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ ॥ ৩২

যে দান করে, তাহার সমস্ত দানই ব্রহ্মা অসুররাজ বলির ভাগ বলিয়া নিশ্চিত করিয়া দিয়াছেন ॥ ২০

কুকুর ও পঙ্‌ক্তিদূষক ব্রাহ্মণগণ যাহাতে কোনরূপেই দেখিতে না পায়, সেইজন্য চারিদিক আবৃত স্থানে শ্রাদ্ধের দান করিবে এবং সর্ব্বত্র তিল ছড়াইয়া দিবে ॥ ২১

যে শ্রাদ্ধ তিলহীন হইয়া অনুষ্ঠিত হয় অথবা যে শ্রাদ্ধ ক্রোধবশতঃ সম্পন্ন হয়, সেই শ্রাদ্ধের হবিষ্যকে যাতুধান (রাক্ষস) ও পিশাচেরা লুপ্ত করিয়া দেয় ॥ ২২

পঙ্‌ক্তিদূষক পুরুষ পঙ্‌ক্তিতে ভোজনকারী যত ব্রাহ্মণকে দেখিবে, সেই মূর্খ দাতাকে তত ব্রাহ্মণকে দানজনিত ফল হইতে বঞ্চিত করিবে ॥ ২৩

ভরতশ্রেষ্ঠ ! এখন আমি যাহাদের বর্ণনা করিব, তাহাদের সকলকে পঙ্‌ক্তিপাবন বলিয়া জানিবে। ইঁহাদের বর্ণনা আমি এইজন্য করিব যে, তুমি শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষা করিতে পারিবে ॥ ২৪

বিদ্যা ও বেদব্রতে স্নাতক (হইয়া গৃহে প্রত্যাগত) সমস্ত ব্রাহ্মণই যদি সদাচারে নিরত থাকেন, তবে তাঁহাদিগকে সর্ব্বপাবন বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ২৫

এখন আমি পাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণগণের বর্ণনা করিব। ইঁহাদিগকেই পঙ্‌ক্তিপাবন বলিয়া জানিবে। যিনি ত্রিণাচিকেত নামক মন্ত্রসকল জপ করেন, গার্হপত্যাদি পঞ্চ অগ্নির উপাসনাকারী, ত্রিসুপর্ণনামক (ত্রিসুপর্ণমিত্যাদি) মন্ত্রসমূহ পাঠ করেন এবং 'ব্রহ্মমেতু মাম্' ইত্যাদি তৈত্তিরীয় প্রসিদ্ধ শিক্ষা ষড়ঙ্গে অভিজ্ঞ, ইঁহারা সকলেই পঙ্‌ক্তিপাবন ॥ ২৬

যিনি পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত বেদ ও পরা বিদ্যার জ্ঞাতা অথব উপদেশক, যিনি বেদের ছান্দোগ শাখার বিদ্বান্, যিনি জ্যে সামমন্ত্রের গায়ক, যিনি মাতা-পিতার বশীভূত এবং যিনি দ পুরুষ হইতে শ্রোত্রিয় (বেদপাঠী), ইঁহারাও পঙ্‌ক্তিপাবন ॥ ২৭

যিনি নিজের ধর্মপত্নীর সহিত সদা ঋতুকালেই সমাগ করেন, বেদ ও বিদ্যায় স্নাতক হইয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তিবে পবিত্র করেন ॥ ২৮

যিনি অথর্ব বেদের জ্ঞাতা, ব্রহ্মচারী, নিয়মপূর্ব্বক ব্রত পালনকারী, সত্যবাদী, ধর্মপরায়ণ এবং নিজের কর্ত্তব্য কর্মে তৎপর, এরূপ ব্রাহ্মণও পঙ্‌ক্তিপাবন ॥ ২৯

যাঁহারা পুণ্য তীর্থসমূহে স্নান করিবার জন্য পরিশ্র করিয়াছেন, বেদমন্ত্রসমূহের উচ্চারণ পূর্ব্বক অনেক যজ্ঞে অনুষ্ঠান করত যাঁহারা অবভৃথ স্নান করিয়াছেন, যাঁহারা ক্রোধ হীন, চপলতারহিত, ক্ষমাশীল, মনকে বশীভূত করিয়া রাখিতে সমর্থ, জিতেন্দ্রিয় ও সমস্ত প্রাণিগণের হিতৈষী, এই সব ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে ॥৩০-৩১

কারণ, ইঁহারা সকলেই পঙ্‌ক্তিপাবন ; অতএব ইঁহাদিগকে প্রদত্ত দান অক্ষয় হয়। ইঁহারা ব্যতীত আরও মহাসৌভাগ্যশালী বহু পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদিগকে এইভাবে জানিতে হইবে— ॥ ৩২

যতয়ো মোক্ষধর্মজ্ঞা যোগাঃ সুচরিতব্রতাঃ ।
(পঞ্চরাত্রবিদো মুখ্যাস্তথা ভাগবতাঃ পরে ।
বৈখানসাঃ কুলশ্রেষ্ঠা বৈদিকাচারচারিণঃ ।)
যে চেতিহাসং প্রযতাঃ শ্রাবয়ন্তি দ্বিজোত্তমান্ ॥ ৩৩
যে চ ভাষ্যবিদঃ কেচিদ্ যে চ ব্যাকরণে রতাঃ ।
অধীয়তে পুরাণং যে ধর্মশাস্ত্রাণ্যথাপি চ ॥ ৩৪
অধীত্য চ যথান্যায়ং বিধিবৎ তস্য কারিণঃ ।
উপপন্নো গুরুকুলে সত্যবাদী সহস্রশঃ ॥৩৫
অগ্র্যাঃ সর্বেষু বেদেষু সর্বপ্রবচনেষু চ ।
যাবদেতে প্রপশ্যন্তি পঙ্‌ক্ত্যাস্তাবৎ পুনন্ত্যত ॥ ৩৬
ততো হি পাবনাৎ পঙ্‌ক্ত্যাঃ পঙ্‌ক্তিপাবন উচ্যতে ।
ক্রোশাদর্ধতৃতীয়াচ্চ পাবয়েদেক এব হি ॥ ৩৭
ব্রহ্মদেয়ানুসন্তান ইতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ।
অনৃত্বিগনুপাধ্যায়ঃ স চেদগ্রাসনং ব্রজেৎ ॥ ৩৮
ঋত্বিগ্‌ভিরভ্যনুজ্ঞাতঃ পঙ্‌ক্ত্যা হরতি দুষ্কৃতম্ ।
অথ চেদ্ বেদবিৎ সর্বৈঃ পঙ্‌ক্তিদোষৈর্বিবর্জিতঃ ॥ ৩৯

যাঁহারা মোক্ষধর্মে অভিজ্ঞ সংযমী এবং উত্তমভাবে ব্রতাচরণকারী যোগী, পাঞ্চরাত্র আগমে বিশেষজ্ঞ শ্রেষ্ঠ পুরুষ, পরম ভাগবত, বানপ্রস্থ ধর্মপালনকারী, বংশে শ্রেষ্ঠ এবং বৈদিক আচারসমূহের অনুষ্ঠানকারী, যাঁহারা মনকে সংযত রাখিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ইতিহাস শ্রবণ করান, যাঁহারা মহাভাষ্য ও ব্যাকরণে বিদ্বান্, যাঁহারা পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র ন্যায়ানুসারে অধ্যয়ন করিয়া তাহাদের আজ্ঞানুসারে বিধিবৎ আচরণ করেন, যাঁহারা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত গুরুকুলে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন করেন, যাঁহারা সহস্র সহস্র পরীক্ষায় সত্যবাদী বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন এবং যাঁহারা চারিবেদের পঠন-পাঠনে অগ্রগণ্য, এরূপ ব্রাহ্মণগণ পঙ্‌ক্তির যতদূর পর্যন্ত দেখিতে পান, ততদূর পর্যন্ত পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে পবিত্র করিয়া দেন ॥ ৩৩-৩৬

পঙ্‌ক্তিকে পবিত্র করেন বলিয়া ইঁহাদিগকে পঙ্‌ক্তিপাবন বলা হয়। বেদজ্ঞ পুরুষগণ ইহা মনে করেন যে, বেদের শিক্ষাদাতা ও ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষগণের বংশে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ একাকীই সার্দ্ধ দ্বি-ক্রোশ পর্যন্ত স্থান পবিত্র করিয়া থাকেন ৩৭½

যিনি ঋত্বিক্ বা অধ্যাপক নন, তিনিও যদি ঋত্বিক্‌গণের অনুমতি লইয়া শ্রাদ্ধে অগ্রাসন গ্রহণ করেন, তবে তিনিও পঙ্‌ক্তির দোষ হরণ করিয়া থাকেন ? ৩৮½

ন চ স্যাৎ পতিতো রাজন্ পঙ্‌ক্তিপাবন এব সঃ ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন পরীক্ষ্যামন্ত্রয়েদ্ দ্বিজান্ ॥ ৪০
স্বকর্মনিরতানন্যান্ কুলে জাতান্ বহুশ্রুতান্ ।
যস্য মিত্রপ্রধানানি শ্রাদ্ধানি চ হবীংষি চ ॥ ৪১
ন প্রীণন্তি পিতৄন্ দেবান্ স্বর্গঞ্চ ন স গচ্ছতি ।
যশ্চ শ্রাদ্ধে কুরুতে সঙ্গতানি
ন দেবযানেন পথা স যাতি
স বৈ মুক্তঃ পিপ্পলং বন্ধনাদ্ বা
স্বর্গাল্লোকাচ্চ্যবতে শ্রাদ্ধমিত্রঃ ॥ ৪২
তস্মান্মিত্রং শ্রাদ্ধকৃন্নাদ্রিয়েত
দদ্যান্মিত্রেভ্যঃ সংগ্রহার্থং ধনানি ।
যমন্যতে নৈব শত্রুং ন মিত্রং
তং মধ্যস্থং ভোজয়েদ্ধব্য-কব্যে ॥৪৩
যথোষরে বীজমুপ্তং ন রোহে—
ন্ন চাবপ্তা প্রাপ্নুয়াদ্ বীজভাগম্ ।
এবং শ্রাদ্ধং ভুক্তমনর্হমাণৈ—
র্ন চেহ নামুত্র ফলং দদাতি ॥ ৪৪

রাজন্! যদি কোনও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সর্বপ্রকার পঙ্‌ক্তিদোষরহিত হন এবং পতিত না হন, তবে তিনিও পঙ্‌ক্তিপাবন ॥৩৯½

সেইহেতু সর্বপ্রকার যত্নসহকারে ব্রাহ্মণগণের পরীক্ষা করিয়াই তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবে। তাঁহারা (ব্রাহ্মণোচিত কর্মে) নিরত, কুলীন ও বহুশ্রুত বিদ্বান্ হইবেন ॥ ৪০½

যাহার শ্রাদ্ধের ভোজনে মিত্রগণের প্রাধান্য থাকে, তাহার সেই শ্রাদ্ধ ও হবিঃ পিতৃগণ ও দেবতাগণের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে না এবং শ্রাদ্ধকর্তা পুরুষও স্বর্গে গমন করে না ॥ ৪১½

যে মানুষ শ্রাদ্ধে ভোজন দান করত মিত্রতা স্থাপন করে, সেই মানুষ মৃত্যুর পর দেবমার্গে গমন করিতে পারে না। যেরূপ অশ্বত্থবৃক্ষের ফল বৃন্ত হইতে চ্যুত হইয়া অধঃপতিত হয়, সেইরূপ শ্রাদ্ধে মিত্রতা স্থাপনকারী মানুষ স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪২

সেইজন্য শ্রাদ্ধকারী মানুষ শ্রাদ্ধে মিত্রকে নিমন্ত্রণ করিবে না। মিত্রগণের সন্তুষ্টির জন্য তাঁহাদিগকে ধনদান করিবে। যাহাকে শত্রু বলিয়া মনে না হইবে এবং মিত্র বলিয়াও মনে না হইবে, এরূপ মধ্যস্থ মানুষকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে ॥ ৪৩

যেরূপ উষর ভূমিতে (ক্ষার মৃত্তিকায়) রোপিত বীজ

ব্রাহ্মণো হ্যনধীয়ানস্তৃণাগ্নিরিব শাম্যতি।
তস্মৈ শ্রাদ্ধং ন দাতব্যং নহি ভস্মনি হূয়তে ॥ ৪৫
সম্ভোজনী নাম পিশাচ-দক্ষিণা
সা নৈব দেবান্ ন পিতৄনুপৈতি।
ইহৈব সা ভ্রাম্যতি হীনপুণ্যা
শালান্তরে গৌরিব নষ্টবৎসা ॥৪৬
যথাগ্নৌ শান্তে ঘৃতমাজুহোতি
তন্নৈব দেবান্ ন পিতৄনুপৈতি।
তথা দত্তং নর্তনে গায়নে চ
যাং চানৃতে দক্ষিণামাবৃণোতি ॥ ৪৭
উভৌ হিনস্তি ন ভুনক্তি চৈষা
যা চানৃতে দক্ষিণা দীয়তে বৈ।
আঘাতিনী গর্হিতৈষা পতন্তী
তেষাং প্রেতান্ পাতয়েদ্ দেবযানাৎ॥৪৮
ঋষীণাং সময়ে নিত্যং যে চরন্তি যুধিষ্ঠির।
নিশ্চিতাঃ সর্বধর্মজ্ঞাস্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ ॥ ৪৯
স্বাধ্যায়নিষ্ঠা ঋষয়ো জ্ঞাননিষ্ঠাস্তথৈব চ।
তপোনিষ্ঠাশ্চ বোদ্ধব্যাঃ কর্মনিষ্ঠাশ্চ ভারত ॥ ৫০
কব্যানি জ্ঞাননিষ্ঠেভ্যঃ প্রতিষ্ঠাপ্যানি ভারত।
তত্র যে ব্রাহ্মণান্ কেচিন্ন নিন্দন্তি হি তে নরাঃ ॥ ৫১
যে তু নিন্দন্তি জল্পেষু ন তান্ শ্রাদ্ধেষু ভোজয়েৎ।
ব্রাহ্মণা নিন্দিতা রাজন্ হন্যুস্ত্রৈপুরুষং কুলম্ ॥ ৫২
বৈখানসানাং বচনমৃষীণাং শ্রূয়তে নৃপ।
দূরাদেব পরীক্ষেত ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্ ॥ ৫৩
প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যস্তেষাং তু শ্রাদ্ধমাবপেৎ।
যঃ সহস্রং সহস্রাণাং ভোজয়েদনৃতান্ নরঃ।
একস্তান্মন্ত্রবিৎ প্রীতঃ সর্বানর্হতি ভারত ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি শ্রাদ্ধকল্পে
নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০

...জাত হয় না এবং রোপণকারীর উহাতে কোন ফল লাভও হয় না, সেইরূপ অযোগ্য ব্রাহ্মণগণের দ্বারা ভুক্ত শ্রাদ্ধের অন্ন না ইহলোকে কোনও লাভদায়ক হয় ও পরলোকেও উহা কোন ...দান করিতে পারে না। ৪৪

যেরূপ তৃণে প্রজ্বলিত অগ্নি শীঘ্রই নিভিয়া যায়, সেইরূপ ...াধ্যায়হীন ব্রাহ্মণ তেজোহীন হইয়া যায়, অতএব তাহাকে ...াদ্ধের দান দেওয়া উচিত নয়; কারণ, কেহ ভস্মের মধ্যে ...াহুতি দেয় না। ৪৫

যে মানুষ পরস্পরের গৃহে শ্রাদ্ধে ভোজন করত পরস্পর ...ক্ষিণা গ্রহণ করে ও দান করে, তাহাদের সেই দান-দক্ষিণা ...পিশাচ-দক্ষিণা বলিয়া কথিত হয়। তাহা দেবতাগণ পান না ...বং পিতৃগণও পান না। যাহার বৎস নিহত হইয়াছে, এরূপ ...্যাহীনা গাভী যেরূপ দুঃখিতা হইয়া গোশালায় ভ্রমণ করে, ...সেইরূপ পরস্পর পরস্পরকে প্রদত্ত এবং গৃহীত দক্ষিণা এই ...লোকেই থাকিয়া যায়, উহা পিতৃলোকে যায় না। ৪৬

অগ্নি নিভিয়া যাইলে পর যে ঘৃতের হোম করা হয়, তাহা ...রূপ দেবতাগণ পান না এবং পিতৃগণও পান না, সেইরূপ ...ত্যকারী, গায়ক ও মিথ্যাবাদী অপাত্র ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত দানও ...নিষ্ফল হইয়া যায়। অপাত্র ব্যক্তিকে দত্ত দক্ষিণা দাতাকে ...তৃপ্ত করিতে পারে না এবং গ্রহীতাকেও তৃপ্ত করে না; বরং ...উভয়কেই নাশ করিয়া দেয়। ইহাই নহে, সেই বিনাশকারিণী ...নিন্দিত দক্ষিণা দাতার পিতৃগণকে দেবযান মার্গ হইতে পাতিত করে। ৪৭-৪৮

যুধিষ্ঠির! যাঁহারা সর্বদা ঋষিগণকথিত ধর্মপথে বিচরণ করেন, যাঁহাদের বুদ্ধি এক নিশ্চয়ে স্থির হইয়াছে এবং সমস্ত ধর্ম জানেন, তাঁহাদিগকেই দেবতাগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। ৪৯

ভারত! ঋষি-মুনিগণের মধ্যে কাঁহাদিগকে স্বাধ্যায়নিষ্ঠ, কাঁহাদিগকে জ্ঞাননিষ্ঠ, কাঁহাদিগকে তপোনিষ্ঠ এবং কাঁহাদিগকে কর্মনিষ্ঠ বলিয়া জানিতে হইবে। ৫০

ভরতনন্দন! তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞাননিষ্ঠ মহর্ষিগণকেই শ্রাদ্ধের অন্ন প্রতিষ্ঠাপিত করা উচিত। যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করেন না, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ। ৫১

রাজন! যাহারা কথাবার্তা প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করে, তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করান উচিত নয়। হে নৃপ! বানপ্রস্থ ঋষিগণের এই বাক্য শুনা যায় যে, ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিলে পর তাঁহারা নিন্দাকারীর তিন পুরুষকে নাশ করিয়া থাকেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে দূর হইতেই পরীক্ষা করিতে হয়। ৫১-৫৩

ভারত! বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিজের প্রিয় হউন বা অপ্রিয় হউন —তাহার কোন বিচার না করিয়াই তাঁহাকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে। যে ব্যক্তি দশ লক্ষ অপাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়, তাহার গৃহে সেই সব ব্রাহ্মণের পরিবর্তে একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভোজন করিবার অধিকারী হন অর্থাৎ লক্ষ মূর্খকে ভোজন করান অপেক্ষা একজন সৎপাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করান উত্তম।৫৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে শ্রাদ্ধকল্পবিষয়ক নবতিতম অনুবাদ সমাপ্ত।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শোকাতুরস্য নিমেঃ পুত্রার্থং পিণ্ডদানম্, নিময়ে মহর্ষেরত্রেরুপদেশদানম্, বিশ্বেদেবানাং নাম্নাং, শ্রাদ্ধে ত্যাজ্যবস্তুনাংবর্ণনঞ্চ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

কেন সঙ্কল্পিতং শ্রাদ্ধং কস্মিন্ কালে কিমাত্মকম্
ভৃগ্বঙ্গিরসিকে কালে মুনিনা কতরেণ বা ॥ ১
কানি শ্রাদ্ধানি বর্জ্যানি কানি মূল-ফলানি চ ।
ধান্যজাত্যশ্চ কা বর্জ্যাস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥২

ভীষ্ম উবাচ

যথা শ্রাদ্ধং সম্প্রবৃত্তং যস্মিন্ কালে যদাত্মকম্ ।
যেন সঙ্কল্পিতং চৈব তন্মে শৃণু জনাধিপ ॥ ৩
স্বায়ম্ভুবোঽত্রিঃ কৌরব্য পরমর্ষিঃ প্রতাপবান্ ।
তস্য বংশে মহারাজ দত্তাত্রেয় ইতি স্মৃতঃ ॥ ৪
দত্তাত্রেয়স্য পুত্রোঽভূন্নিমির্নাম তপোধনঃ ।
নিমেশ্চাপ্যভবৎ পুত্রঃ শ্রীমান্নাম শ্রিয়া বৃতঃ ॥ ৫
পূর্ণে বর্ষসহস্রান্তে স কৃত্বা দুষ্করং তপঃ ।
কালধর্মপরীতাত্মা নিধনং সমুপাগতঃ ॥ ৬
নিমিস্তু কৃত্বা শৌচানি বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ।
সন্তাপমগমৎ তীব্রং পুত্রশোকপরায়ণঃ ॥ ৭
অথ কৃত্বোপহার্য্যাণি চতুর্দশ্যাং মহামতিঃ ।
তমেব গণয়ন্ শোকং বিরাত্রে প্রত্যবুধ্যত ॥ ৮
তস্যাসীৎ প্রতিবুদ্ধস্য শোকেন ব্যথিতাত্মনঃ ।
মনঃ সংহৃত্য বিষয়ে বুদ্ধির্বিস্তারগামিনী ॥ ৯
ততঃ সঞ্চিন্তয়ামাস শ্রাদ্ধকল্পং সমাহিতঃ ।
যানি তস্যৈব ভোজ্যানি মূলানি চ ফলানি চ ॥ ১০
উক্তানি যানি চান্নানি যানি চেষ্টানি তস্য হ ।
তানি সর্বাণি মনসা বিনিশ্চিত্য তপোধনঃ ॥ ১১
অমাবস্যাং মহাপ্রাজ্ঞো বিপ্রানানায্য পূজিতান্ ।
দক্ষিণাবর্ত্তিকাঃ সর্বা বৃসী স্বয়মথাকরোৎ ॥১২

একনবতিতম অধ্যায় ।

[শোকাতুর নিমিকর্তৃক পুত্রের জন্য পিণ্ডদান এবং শ্রাদ্ধ বিষয়ে নিমিকে মহর্ষি অত্রির উপদেশ দান, বিশ্বেদেবগণের নাম ও শ্রাদ্ধে ত্যাজ্য বস্তসমূহের বর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! শ্রাদ্ধ কোন্ সময়ে প্রচলিত হইয়াছে? সর্বপ্রথমে কোন্ মহর্ষি ইহার সঙ্কল্প অর্থাৎ প্রচার করেন? শ্রাদ্ধের স্বরূপ কি? যদি ভৃগু ও অঙ্গিরামুনির সময়ে ইহার আরম্ভ হইয়া থাক, তবে কোন্ মুনি ইহার প্রচার করেন? শ্রাদ্ধে কোন্ কোন্ কর্ম, কোন্ কোন্ ফল-মূল এবং কোন্ কোন্ অন্ন ত্যাগ করিবার যোগ্য? ইহা আপনি আমাকে বলুন । ১-২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! যে সময়ে ও যে ভাবে শ্রাদ্ধের প্রচলন হইয়াছে, যাহা এই শ্রাদ্ধের স্বরূপ এবং সর্বপ্রথমে যিনি ইহার সঙ্কল্প অর্থাৎ প্রচার করেন, এই সমই আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর । ৩

কুরুনন্দন! মহারাজ! পুরাকালে ব্রহ্মা হইতে মহর্ষি অত্রির উৎপত্তি হয় । ইনি অতিশয় প্রতাপশালী মহর্ষি ছিলেন । ইঁহার বংশে দত্তাত্রেয়ের আবির্ভাব হয় । ৪

দত্তাত্রেয়ের পুত্র হইলেন—নিমি । ইনি অতিশয় তপস্বী ছিলেন । নিমিরও এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম ছিল শ্রীমান্ । ইনি অত্যন্ত কান্তিমান্ ছিলেন । ৫

তিনি পূর্ণ এক হাজার বৎসর অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়া শেষে কালধর্মের অধীন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন । ৬

তখন নিমি শাস্ত্রোক্ত কর্মের দ্বারা অশৌচ নিবারণ করত পুত্রশোকে নিমগ্ন হইয়া অত্যন্ত সন্তাপ প্রাপ্ত হইলেন । ৭

তদনন্তর মহামতি নিমি চতুর্দশীর দিনে শ্রাদ্ধে দানযোগ্য বস্তসমূহ সংগ্রহ করিয়া পুত্রশোকে তাঁহারই চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর (অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ করিবার জন্য) প্রাতঃকালে জাগরিত হইলেন । ৮

প্রাতঃকালে জাগরিত হইলে পর তাঁহার মন পুত্রশোকে ব্যথিত হইয়াই রহিল, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় বিস্তৃত ছিল। তাহার দ্বারা তিনি মনকে শোক হইতে নিবৃত্ত করিয়া একাগ্রচিত্তে শ্রাদ্ধের বিধিবিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন । ৯

তারপর শাস্ত্রে শ্রাদ্ধের জন্য যে সব মূল-ফলাদি ভোজ্য পদার্থ কথিত হইয়াছে এবং সেই সবের মধ্যে যে সব বস্তু তাঁহার পুত্রের প্রিয় ছিল, সেই সমই মনে মনে স্থির করিয়া তপোধন নিমি সংগ্রহ করিলেন । ১০-১১

তদনন্তর সেই মহামতি মুনি অমাবস্যার দিন সাত জন ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের পূজা করিলেন এবং তাঁহাদের জন্য স্বয়ংই প্রদক্ষিণভাবে মুড়িয়া কুশের আসন নির্মাণ করত তাহার উপর সেই ব্রাহ্মণগণকে বসাইলেন । ১২

সপ্ত বিপ্রাংস্ততো ভোজ্যে যুগপৎ সমুপানয়ৎ।
ঋতে চ লবণং ভোজ্যং শ্যামাকান্নং দদৌ প্রভুঃ ॥ ১৩
দক্ষিণাগ্রাস্ততো দর্ভা বিষ্টরেষু নিবেশিতাঃ।
পাদয়োশ্চৈব বিপ্রাণাং যে ত্বন্নমুপভুঞ্জতে ॥ ১৪
কৃত্বা চ দক্ষিণাগ্রান্ বৈ দর্ভান্ স প্রযতঃ শুচিঃ।
প্রদদৌ শ্রীমতঃ পিণ্ডান্ নামগোত্রমুদাহরন্ ॥ ১৫
তৎ কৃত্বা স মুনিশ্রেষ্ঠো ধর্মসঙ্করমাত্মনঃ।
পশ্চাত্তাপেন মহতা তপ্যমানোঽভ্যচিন্তয়ৎ ॥ ১৬
অকৃতং মুনিভিঃ পূর্বং কিং ময়েদমনুষ্ঠিতম্।
কথং নু শাপেন ন মাং দহেয়ুর্ব্রাহ্মণা ইতি ॥ ১৭
ততঃ সঞ্চিন্তয়ামাস বংশকর্তারমাত্মনঃ।
ধ্যাতমাত্রস্তথা চাত্রিরাজগাম তপোধনঃ ॥ ১৮
অথাত্রিস্তং তথা দৃষ্ট্বা পুত্রশোকেন কর্ষিতম্।
ভৃশমাশ্বাসয়ামাস বাগ্‌ভিরিষ্টাভিরব্যয়ঃ ॥ ১৯
নিমে সঙ্কল্পিতস্তেঽয়ং পিতৃযজ্ঞস্তপোধন।

প্রভাবশালী নিমি সেই সাতজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে ভোজন করিবার জন্য লবণহীন শ্যামাকান্ন প্রদান করিলেন। ১৩

ইহার পর ভোজনকারী ব্রাহ্মণগণের পদদ্বয়ের নিম্নে আসনসমূহের উপরে দক্ষিণাগ্র কুশ পাতিয়া দিলেন এবং (নিজের সম্মুখেও) দক্ষিণাগ্র কুশ রাখিয়া পবিত্র ও সাবধান হইয়া নিজের পুত্র শ্রীমানের নাম এবং গোত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কুশের উপর পিণ্ডদান করিলেন। ১৪-১৫

এইরূপে শ্রাদ্ধ করিবার পর মুনিশ্রেষ্ঠ নিমি নিজের ধর্মসঙ্করতার দোষ পর্যালোচনা করিয়া (অর্থাৎ বেদে পিতা, পিতামহাদির উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধের বিধান আছে, তাহা আমি স্বেচ্ছায় পুত্রের নিমিত্ত প্রয়োগ করিয়াছি—এরূপ চিন্তা করিয়া) অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৬

অহো! মুনিগণ যে কার্য পূর্বে করেন নাই, তাহা আমি আজ কেন করিলাম? আমার এই যথেচ্ছ আচরণ দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ কেন আমাকে শাপের দ্বারা ভস্মীভূত না করিবেন? ১৭

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি নিজের বংশপ্রবর্তক মহর্ষি অত্রিকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তারপর তপোধন অত্রি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৮

সেখানে আসিবার পর যখন অবিনাশী অত্রিমুনি নিমিকে পুত্রশোকে ব্যাকুল হইতে দেখিলেন, তখন মধুর ও প্রিয় বাক্যে তাঁহাকে আশ্বাসদান করিতে লাগিলেন। ১৯

মা তে ভূদ্ ভীঃ পূর্বদৃষ্টো ধর্মোঽয়ং ব্রহ্মণা স্বয়ম্ ॥ ২০
সোঽয়ং স্বয়ম্ভুবিহিতো ধর্মঃ সঙ্কল্পিতস্ত্বয়া।
ঋতে স্বয়ম্ভুবঃ কোঽন্যঃ শ্রাদ্ধেয়ং বিধিমাহরেৎ ॥ ২১
অথাখ্যাস্যামি তে পুত্র শ্রাদ্ধেয়ং বিধিমুত্তমম্।
স্বয়ম্ভুবিহিতং পুত্র তৎ কুরুষ্ব নিবোধ মে ॥ ২২
কৃত্বাগ্নৌকরণং পূর্বং মন্ত্রপূর্বং তপোধন।
ততোঽগ্নয়েঽথ সোমায় বরুণায় চ নিত্যশঃ ॥ ২৩
বিশ্বেদেবাশ্চ যে নিত্যং পিতৃভিঃ সহ গোচরাঃ।
তেভ্যঃ সঙ্কল্পিতা ভাগাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ॥ ২৪
স্তোতব্যা চেহ পৃথিবী নিবাপস্যেহ ধারিণী।
বৈষ্ণবী কাশ্যপী চেতি তথৈবেহাক্ষয়েতি চ ॥ ২৫
উদকানয়নে চৈব স্তোতব্যো বরুণো বিভুঃ।
ততোঽগ্নিশ্চৈব সোমশ্চ আপ্যায্যাবিহ তেঽনঘ ॥ ২৬
দেবাস্তু পিতরো নাম নির্মিতা যে স্বয়ম্ভুবা।
উষ্ণপা যে মহাভাগাস্তেষাং ভাগঃ প্রকল্পিতঃ ॥ ২৭

তপোধন নিমে! তুমি যে এই পিতৃযজ্ঞ করিয়াছ, ইহাতে ভীত হইও না। সর্বপ্রথমে স্বয়ং ব্রহ্মা এই ধর্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। ২০

অতএব তুমি ব্রহ্মাকর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মেরই এই অনুষ্ঠান করিয়াছ। ব্রহ্মা ব্যতীত অন্য কোন্ পুরুষ এই শ্রাদ্ধবিধির উপদেশ করিতে পারেন? ২১

পুত্র! এখন আমি তোমার নিকট স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকর্তৃক কথিত শ্রাদ্ধের উত্তম বিধি বর্ণনা করিব, ইহা তুমি শ্রবণ কর এবং শ্রবণ করিয়া সেই বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান কর। ২২

তপোধন! প্রথমে বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক অগ্নৌকরণ ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া অগ্নি, সোম, বরুণ ও পিতৃগণের সহিত নিত্য বিদ্যমান বিশ্বেদেবগণকে তাঁহাদের ভাগ অর্পণ কর। সাক্ষাৎ ব্রহ্মা ইঁহাদের ভাগ কল্পনা করিয়াছেন। ২৩-২৪

তদনন্তর শ্রাদ্ধের আধারভূতা পৃথিবীদেবীকে বৈষ্ণবী, কাশ্যপী ও অক্ষয়া প্রভৃতি নামসমূহের দ্বারা স্তুতি করিবে। ২৫

অনঘ! শ্রাদ্ধের জন্য জল আনিবার সময় ভগবান্ বরুণের স্তব করিবে। ইহার পর তুমি অগ্নি ও সোমের তৃপ্তিসাধন করিবে। ২৬

ব্রহ্মাকর্তৃক উৎপন্ন কিছু দেবতা পিতৃগণ নামে প্রসিদ্ধ। সেই মহাভাগ পিতৃগণকে উষ্ণপাও বলা হয়। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা স্বয়ং শ্রাদ্ধে ইঁহাদের ভাগ নিয়ত করিয়া দিয়াছেন। ২৭

তে শ্রাদ্ধেনার্চ্যমানা বৈ বিমুচ্যন্তে হ কিল্বিষাৎ
সপ্তকঃ পিতৃবংশস্তু পূর্বদৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ২৮

বিশ্বে চাগ্নিমুখা দেবাঃ সংখ্যাতাঃ পূর্বমেব তে।
তেষাং নামানি বক্ষ্যামি ভাগার্হাণাং মহাত্মনাম্ ॥ ২৯

বলং ধৃতির্বিপাপ্মা চ পুণ্যকৃৎ পাবনস্তথা।
পার্ষ্ণিক্ষেমা সমূহশ্চ দিব্যসানুস্তথৈব চ ॥ ৩০

বিবস্বান্ বীর্য্যবান্ হ্রীমান্ কীর্ত্তিমান্ কৃত এব চ।
জিতাত্মা মুনিবীর্য্যশ্চ দীপ্তরোমা ভয়ঙ্করঃ ॥ ৩১

অনুকর্মা প্রতীতশ্চ প্রদাতাপ্যংশুমাংস্তথা।
শৈলাভঃ পরমক্রোধী ধীরোষ্ণী ভূপতিস্তথা ॥ ৩২

স্রজো বজ্রী বরী চৈব বিশ্বেদেবাঃ সনাতনাঃ।
বিদ্যুদ্বর্চাঃ সোমবর্চাঃ সূর্য্যশ্রীশ্চেতি নামতঃ ॥ ৩৩

সোমপঃ সূর্য্যসাবিত্রো দত্তাত্মা পুণ্ডরীয়কঃ
উষ্ণীনাভো নভোদশ্চ বিশ্বায়ুর্দীপ্তিরেব চ ॥ ৩৪

চমূহরঃ সুরেশশ্চ ব্যোমারিঃ শঙ্করো ভবঃ
ঈশঃ কর্ত্তা কৃতির্দক্ষো ভুবনো দিব্যকর্মকৃৎ ॥ ৩৫

গণিতঃ পঞ্চবীর্য্যশ্চ আদিত্যো রশ্মিবাংস্তথা।
সপ্তকৃৎ সোমবর্চাশ্চ বিশ্বকৃৎ কবিরেব চ ॥ ৩৬

অনুগোপ্তা সুগোপ্তা চ নপ্তা চেশ্বর এব চ।
কীর্ত্তিতাস্তে মহাভাগাঃ কালস্য গতিগোচরাঃ ॥ ৩৭

অশ্রাদ্ধেয়ানি ধান্যানি কোদ্রবাঃ পুলকাস্তথা।
হিংগুদ্রব্যেষু শাকেষু পলাণ্ডুং লশুনং তথা ॥ ৩৮

সৌভাঞ্জনঃ কোবিদারস্তথা গৃঞ্জনকাদয়ঃ।
কুষ্মাণ্ডজাত্যলাবুঞ্চ কৃষ্ণং লবণমেব চ ॥ ৩৯

গ্রাম্যবারাহমাংসঞ্চ যচ্চৈবাপ্রোক্ষিতং ভবেৎ।
কৃষ্ণাজাজী বিড়শ্চৈব শীতপাকী তথৈব চ।
অঙ্কুরাদ্যাস্তথা বর্জ্যা ইহ শৃঙ্গাটকানি চ ॥ ৪০

বর্জয়েল্লবণং সর্বং তথা জম্বুফলানি চ
অবক্ষুতাবরুদিতং তথা শ্রাদ্ধে চ বর্জয়েৎ ॥ ৪১

নিবাপে হব্যকব্যে বা গর্হিতঞ্চ সুদর্শনম্
পিতরশ্চ হি দেবাশ্চ নাভিনন্দন্তি তদ্ধবিঃ ॥ ৪২

চণ্ডাল-শ্বপচৌ বর্জ্যৌ নিবাপে সমুপস্থিতে।
কাষায়বাসাঃ কুষ্ঠী বা পতিতো ব্রহ্মহাপি বা ॥ ৪৩

শ্রাদ্ধের দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিলে পর শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃগণ পাপ হইতে উদ্ধার হইয়া যান। পুরাকালে ব্রহ্মা যে অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণকে শ্রাদ্ধের অধিকারী করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা হইল সাত ॥ ২৮

বিশ্বেদেবগণের আলোচনা আমি পূর্ব্বে করিয়াছি, তাঁহাদের মুখ হইলেন অগ্নি। যজ্ঞে ভাগ পাইবার অধিকারী সেই মহাত্মা-গণের নাম বলিতেছি ॥ ২৯

বল, ধৃতি, বিপাপ্মা, পুণ্যকৃৎ, পাবন, পার্ষ্ণিক্ষেমা, সমূহ, দিব্যসানু, বিবস্বান্, বীর্য্যবান, হ্রীমান্, কীর্ত্তিমান্, কৃত, জিতাত্মা, মুনিবীর্য্য, দীপ্তরোমা, ভয়ঙ্কর, অনুকর্মা, প্রতীত, প্রদাতা, অংশুমান্, শৈলাভ, পরমক্রোধী, ধীরোষ্ণী, ভূপতি, স্রজ, বজ্রী, বরী, বিশ্বেদেব, বিদ্যুদ্বর্চা, সোমবর্চা, সূর্য্যশ্রী, সোমপ, সূর্য্য, সাবিত্র, দত্তাত্মা, পুণ্ডরীয়ক, উষ্ণীনাভ, নভোদ, বিশ্বায়ু, দীপ্তি, চমূহর, সুরেশ, ব্যোমারি, শঙ্কর, ভব, ঈশ, কর্ত্তা, কৃতি, দক্ষ, ভুবন, দিব্যকর্মকৃৎ, গণিত, পঞ্চবীর্য্য, আদিত্য, রশ্মিবান্, সপ্তকৃৎ, সোমবর্চা, বিশ্বকৃৎ, কবি, অনুগোপ্তা, সুগোপ্তা, নপ্তা ও ঈশ্বর — এইভাবে সনাতন বিশ্বেদেবগণের নাম কথিত হইয়াছে। এই মহা-ভাগগণ কালের গমগতির বিষয়ীভূত বলিয়া অভিহিত হন ॥ ৩০-৩৭

এখন শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ অন্নাদি বস্তুসমূহের বর্ণনা করিতেছি। ভোজ্যদ্রব্য (শস্যের মধ্যে) মধ্যে কোদ্রবধান্য ও পুলক—অপক্কধান্য হিঙ্গুদ্রব্যের ফোড়ন দিবার কার্য্যোপযোগী পদার্থসমূহের মধ্যে হিং প্রভৃতি এবং শাকসমূহের মধ্যে পলাণ্ডু (পেঁয়াজ), লশুন, সজিনা, কোবিদার (অর্জুন বা রক্তকাঞ্চন পুষ্প), গাজর, কুষ্মাণ্ড (কুমড়া) ও জাত্যলাবু (লাউ), কাল লবণ, গ্রামজাত বরাহমাংস, অপ্রোক্ষিত (সংস্কারহীন), কালজীরা, বীট (বিটলবণ), শীতপাকী (শাকবিশেষ) যাহার অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ মুগ এবং শৃঙ্গাটকাদি শাক—এই সব বস্তু শ্রাদ্ধে বর্জনীয় ॥ ৩৮-৪০

সর্ব্বপ্রকার লবণ, জম্বুফল, ক্ষুৎ (হাঁচি) বা অশ্রুধারা দূষিত পদার্থসকলও শ্রাদ্ধে বর্জন করিতে হয় ॥ ৪১

শ্রাদ্ধবিষয়ক হব্য-কব্যে সুদর্শন সোমলতা নিন্দিত। এই সব হবিকে বিশ্বেদেব ও পিতৃগণ আদর করেন না ॥ ৪২

পিণ্ডদানের সময় উপস্থিত হইলে পর সেই স্থান হইতে চাণ্ডাল ও শ্বপচগণকে অপসারিত করিতে হইবে। গেরুয়া বস্ত্রধারী

সঙ্কীর্ণযোনিবিপ্রশ্চ সম্বন্ধী পতিতশ্চ যঃ।
বর্জনীয়া বুধৈরেতে নিবাপে সমুপস্থিতে ॥ ৪৪

ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্ স্ববংশজং তমৃষিং পুরা।
পিতামহসভাং দিব্যাং জগামাত্রিস্তপোধনঃ ॥ ৪৫

সন্ন্যাসী, কুষ্ঠরোগী, পতিত, ব্রহ্মহত্যাকারী, বর্ণসঙ্কর ব্রাহ্মণ এবং ধর্মভ্রষ্ট কোন সম্বন্ধী শ্রাদ্ধকালে উপস্থিত হইলে পর বিদ্বান্‌গণ তাহাদিগকে সেইস্থান হইতে সরাইয়া দিবেন ॥ ৪৩-৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি শ্রাদ্ধকল্পে একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯১

পুরাকালে নিজের বংশজাত নিমিঋষিকে শ্রাদ্ধবিষয়ে এই উপদেশ দিয়া তপোধন ভগবান্ অত্রি ব্রহ্মার দিব্য সভায় গমন করিলেন ॥ ৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে শ্রাদ্ধকল্পবিষয়ক একনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রাদ্ধান্নেনাজীর্ণানাং পিতৄণাং দেবানাঞ্চ ব্রহ্মণঃ সমীপে গমনম্, অগ্নিনা জীর্ণস্য নিবারণম্, শ্রাদ্ধে তৃপ্তানাং পিতৄণামাশীর্বাদদানঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ

তথা নিমৌ প্রবৃত্তে তু সর্ব এব মহর্ষয়ঃ।
পিতৃযজ্ঞং তু কুর্বন্তি বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ১

ঋষয়ো ধর্মনিত্যাস্তু কৃত্বা নিবাপনান্যুত।
তর্পণং চাপ্যকুর্বন্ত তীর্থাম্ভোভির্যতব্রতাঃ ॥ ২

নিবাপৈর্দীয়মানৈশ্চ চাতুর্বর্ণ্যেন ভারত।
তর্পিতাঃ পিতরো দেবাস্তত্রান্নং জরয়ন্তি বৈ ॥ ৩

অজীর্ণেনাভিহন্যন্তে তে দেবাঃ পিতৃভিঃ সহ।
সোমমেবাভ্যপদ্যন্ত তদা হ্যন্নাভিপীড়িতাঃ ॥ ৪

তেঽব্রুবন্ সোমমাসাদ্য পিতরোঽজীর্ণপীড়িতাঃ।
নিবাপান্নেন পীড্যামঃ শ্রেয়ো নোঽত্র বিধীয়তাম্ ॥ ৫

তান্ সোমঃ প্রত্যুবাচাথ শ্রেয়শ্চেদীপ্সিতং সুরাঃ।
স্বয়ম্ভূসদনং যাত স বঃ শ্রেয়োঽভিধাস্যতি ॥ ৬

তে সোমবচনাদ্ দেবাঃ পিতৃভিঃ সহ ভারত।
মেরুশৃঙ্গে সমাসীনং পিতামহমুপাগমন্ ॥ ৭

পিতর ঊচুঃ।

নিবাপান্নেন ভগবন্ ভৃশং পীড্যামহে বয়ম্।
প্রসাদং কুরু নো দেব শ্রেয়ো নঃ সংবিধীয়তাম্ ॥ ৮

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

[শ্রাদ্ধান্নে অজীর্ণ হইয়া পিতৃগণ ও দেবতাগণের ব্রহ্মার নিকট গমন, অগ্নি কর্তৃক অজীর্ণ নিবারণ এবং শ্রাদ্ধে তৃপ্ত হইয়া পিতৃগণের আশীর্বাদ দান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এইভাবে যখন মহর্ষি নিমি প্রথমে শ্রাদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাহার পর সকল মহর্ষিগণও শাস্ত্রবিধি অনুসারে পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ১

সদা ধর্মে তৎপর এবং নিয়মপূর্বক ব্রতধারণকারী মহর্ষিগণ পিণ্ডদান করিবার পর তীর্থের জলে পিতৃগণের তর্পণও করিলেন ॥ ২

ভারত! ধীরে ধীরে চারিবর্ণের সকল লোকই শ্রাদ্ধে দেবতা ও পিতৃগণকে অন্নদান করিতে লাগিলেন। এইভাবে শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে করিতে সেই দেবতা ও পিতৃগণ পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিলেন। ইহার পর তাঁহারা সেই সব অন্ন পাক (হজম) করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কারণ, অজীর্ণে তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা সোমদেবতার নিকট গমন করিলেন ॥ ৩-৪

সোমের নিকট গমন করত তাঁহারা অজীর্ণ পীড়িত হইয়া এই কথা বলিলেন—দেব! শ্রাদ্ধান্নে আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। এখন আপনি আমাদের কল্যাণবিধান করুন ॥ ৫

তখন সোম তাঁহাদের বলিলেন,—দেবগণ! যদি আপনারা আত্মকল্যাণ লাভ করিতে বাসনা করেন, তবে ব্রহ্মার শরণ-গ্রহণ করুন। তিনিই আপনাদের কল্যাণবিধান করিবেন ॥ ৬

ভরতনন্দন! সোমের কথায় সেই পিতৃগণসহ দেবতারা মেরুপর্বতের শিখরে বিরাজমান ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন ॥ ৭

পিতৃগণ বলিলেন,—ভগবন্! নিরন্তর শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করায় অজীর্ণতাবশতঃ আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। দেব! আমাদের প্রতি আপনি কৃপা করুন এবং আমাদের কল্যাণবিধান করুন ॥ ৮

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা স্বয়ম্ভূরিদমব্রবীৎ।
এষ মে পার্শ্বতো বহ্নির্যুষ্মচ্ছ্রেয়োঽভিধাস্যতি ॥ ৯

অগ্নিরুবাচ।

সহিতাস্তাত ভোক্ষ্যামো নিবাপে সমুপস্থিতে।
জরয়িষ্যথ চাপ্যন্নং ময়া সার্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ১০
এতচ্ছ্রুত্বা তু পিতরস্ততস্তে বিজ্বরাঽভবন্।
এতস্মাৎ কারণাচ্চাগ্নেঃ প্রাক্ তাবদ্ দীয়তে নৃপ ॥ ১১
নিবপ্তে চাগ্নিপূর্ব্বং বৈ নিবাপে পুরুষর্ষভ।
ন ব্রহ্মরাক্ষসাস্তং বৈ নিবাপং ধর্ষয়ন্ত্যত ॥১২
রক্ষাংসি চাপবর্ত্তন্তে স্থিতে দেবে হুতাশনে।
পূর্ব্বং পিণ্ডং পিতুর্দদ্যাৎ ততো দদ্যাৎ পিতামহে ॥ ১৩
প্রপিতামহায় চ তত এষ শ্রাদ্ধবিধিঃ স্মৃতঃ।
ব্রূয়াচ্ছ্রাদ্ধে চ সাবিত্রীং পিণ্ডে পিণ্ডে সমাহিতঃ ॥ ১৪
সোমায়েতি চ বক্তব্যং তথা পিতৃমতেতি চ।
রজস্বলা চ যা নারী ব্যঙ্গিতা কর্ণয়োশ্চ যা।
নিবাপে নোপতিষ্ঠেত সংগ্রাহ্যা নান্যবংশজা ॥ ১৫
জলং প্রতরমাণশ্চ কীর্ত্তয়েত পিতামহান্।
নদীমাসাদ্য কুর্ব্বীত পিতৄণাং পিণ্ডতর্পণম্ ॥ ১৬
পূর্ব্বং স্ববংশজানাং তু কৃত্বাদ্ভিস্তর্পণং পুনঃ।
সুহৃৎ-সম্বন্ধিবর্গাণাং ততো দদ্যাজ্জলাঞ্জলিম্ ॥ ১৭
কল্মাষগোযুগেনাথ যুক্তেন তরতো জলম্।
পিতরোঽভিলষন্তে বৈ নাবং চাপ্যধিরোহিতাঃ ॥ ১৮
সদা নাবি জলং তজ্‌জ্ঞাঃ প্রযচ্ছন্তি সমাহিতাঃ।
মাসার্দ্ধে কৃষ্ণপক্ষস্য কুর্য্যান্নির্বপণানি বৈ ॥ ১৯
পুষ্টিরায়ুস্তথা বীর্য্যং শ্রীশ্চৈব পিতৃভক্তিতঃ।
পিতামহঃ পুলস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠঃ পুলহস্তথা ॥ ২০
অঙ্গিরাশ্চ ক্রতুশ্চৈব কশ্যপশ্চ মহানৃষিঃ।
এতে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ মহাযোগেশ্বরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২১

পিতৃগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা ইহা বলিলেন,—দেবগণ! আমার পার্শ্বে এই অগ্নিদেব বিরাজমান আছেন, ইনিই তোমাদের কল্যাণের কথা বলিবেন ॥ ৯

অগ্নি বলিলেন,—দেবতা ও পিতৃগণ! এখন হইতে শ্রাদ্ধের সময় পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে পর আমরা সকলে একসঙ্গে ভোজন করিব। আমার সহিত থাকিলে আপনারা সেই শ্রাদ্ধান্নকে পরিপাক করিতে সমর্থ হইবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১০

হে নৃপ যুধিষ্ঠির! অগ্নির এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই পিতৃগণ নিশ্চিন্ত হইলেন; সেইজন্য শ্রাদ্ধে প্রথমে অগ্নিকেই ভাগ সমর্পণ করিতে হয় ॥ ১১

পুরুষপ্রবর! অগ্নিতে হবন করিবার পর পিতৃগণের নিমিত্ত যে পিণ্ড দান করা হয়, তাহাকে ব্রহ্মরাক্ষসেরা দূষিত করিতে পারে না ॥ ১২

অগ্নিদেব বিরাজমান থাকিলে রাক্ষসেরা সে স্থান হইতে পলাইয়া যায়। সর্ব্বপ্রথমে পিতাকে পিণ্ড দান করিতে হয়, তাহার পর পিতামহকে দিতে হয় ॥ ১৩

তদনন্তর প্রপিতামহকে পিণ্ড দান করা উচিত। ইহাই শ্রাদ্ধবিধি বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধে একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রত্যেক পিণ্ড দানের সময় গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য ॥ ১৪

পিণ্ডদানের আরম্ভে প্রথমে অগ্নি ও সোমের জন্য যে দুই ভাগ প্রদান করা হয়, তাহার মন্ত্র ক্রমশঃ এইরূপ—'ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা, ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা'। যে স্ত্রী রজস্বলা অথবা যাহার দুই কর্ণ বধির, শ্রাদ্ধের সময় তাহার অবস্থান করা উচিত নহে। অন্য বংশের স্ত্রীকেও শ্রাদ্ধের সময় আনা কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৫

জলে সন্তরণ করিবার সময় পিতামহগণের নাম কীর্ত্তন করিবে কোনও নদীর তীরে যাইবার পর সেখানে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান ও তর্পণ করা উচিত ॥ ১৬

প্রথমে নিজের বংশে উৎপন্ন পিতৃগণের জলের দ্বারা তর্পণ করিবার পর অন্যান্য সুহৃদ্ ও সম্বন্ধিবর্গের উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিবে ॥ ১৭

যে ব্যক্তি বিচিত্রবর্ণের গোযুগযোজিত যানে বসিয়া নদীর জল পার হয়, তাহার পিতৃগণ সেই সময় নৌকায় উপবেশন করত তাহার নিকট হইতে জলাঞ্জলি পাইবার অভিলাষ করেন ॥ ১৮

অতএব যিনি এই বিষয় জানেন, তিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া নৌকায় উপবেশন করত সর্ব্বদা পিতৃগণের জন্য জলাঞ্জলি দান করিবেন। মাসের অর্দ্ধ সময় অতিবাহিত হইলে পর কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথিতে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। পিতৃগণের ভক্তিতে মানুষ পুষ্টি, আয়ু, বীর্য্য ও লক্ষ্মী লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৯

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মা, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ, পুলহ, অঙ্গিরা, ক্রতু এবং মহর্ষি কশ্যপ—এই সপ্ত ঋষি মহাযোগেশ্বর ও পিতৃগণ

এতে চ পিতরো রাজন্নেষ শ্রাদ্ধবিধিঃ পরঃ।
প্রেতাস্ত পিণ্ডসম্বন্ধান্মুচ্যন্তে তেন কর্মণা ॥ ২২
ইত্যেষা পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রাদ্ধোৎপত্তির্যথাগমম্।
ব্যাখ্যাতা পূর্বনির্দিষ্টা দানং বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি শ্রাদ্ধকল্পে
দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯২

বলিয়া কথিত হন। রাজন্! এইভাবে এই শ্রাদ্ধের উত্তম বিধি উল্লিখিত হইয়াছে। ২০-২১½

প্রেত (মৃত পিতা প্রভৃতির)-পিণ্ডের সম্বন্ধবশতঃ প্রেতগণ প্রেতত্বের কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া যান। পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই আমি শাস্ত্রানুসারে তোমাকে পূর্বকথিত শ্রাদ্ধের উৎপত্তির প্রসঙ্গ সবিস্তরে বলিলাম। এখন দানের বিষয় বলিব। ২২-২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে শ্রাদ্ধকল্পবিষয়ক দ্বিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[গৃহস্থ-ধর্ম মহত্ত্বম্, প্রতিগ্রহদোষং বর্ণয়িতুং বৃষাদর্ভেঃ সপ্তর্ষীণাঞ্চ কথা, ভিক্ষুরূপধারিণা মহেন্দ্রেণ কৃত্যাং হত্বা সপ্তর্ষীণাং রক্ষা, কমলচৌর্য্যবিষয়ে শপথগ্রহণায় ধর্ম্মপালনস্য সঙ্কেতবর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
দ্বিজাতয়ো ব্রতোপেতা হবিস্তে যদি ভুঞ্জতে।
অন্নং ব্রাহ্মণকামায় কথমেতৎ পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।
অবেদোক্তব্রতাশ্চৈব ভুঞ্জানাঃ কামকারণে
বেদোক্তেষু তু ভুঞ্জানা ব্রতলুপ্তা যুধিষ্ঠির ॥ ২

যুধিষ্ঠির উবাচ।
যদিদং তপ ইত্যাহুরুপবাসং পৃথগ্জনাঃ।
তপঃ স্যাদেতদেবেহ তপোঽন্যদ্ বাপি কিং ভবেৎ ॥৩

ভীষ্ম উবাচ।
মাসার্ধমাসোপবাসাদ্ যৎ তপো মন্যতে জনঃ।
আত্মতন্ত্রোপঘাতী যো ন তপস্বী ন ধর্মবিৎ ॥৪
ত্যাগস্য চাপি সম্পত্তিঃ শিষ্যতে তপ উত্তমম্।
সদোপবাসী চ ভবেদ্ ব্রহ্মচারী তথৈব চ ॥ ৫
মুনিশ্চ স্যাৎ সদা বিপ্রো বেদাংশ্চৈব সদা জপেৎ
কুটুম্বিকো ধর্মকামঃ সদাস্বপ্নশ্চ মানবঃ ॥ ৬

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

[গৃহস্থ ধর্মের মহত্ত্ব, প্রতিগ্রহের দোষ বলিবার জন্য বৃষাদর্ভি ও সপ্তর্ষিগণের কথা, ভিক্ষুরূপধারী ইন্দ্র কর্তৃক কৃত্যাকে বধ করিয়া সপ্তর্ষিগণের রক্ষা এবং কমলসমূহের চৌর্য্য বিষয়ে শপথ গ্রহণের জন্য ধর্মপালনের সঙ্কেত বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যদি ব্রতধারী বিপ্রগণ কোন ব্রাহ্মণের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার গৃহে শ্রাদ্ধের অন্ন কিংবা দেবতার প্রসাদ ভোজন করেন, তাহা হইলে আপনি তাহাকে কিরূপ মনে করেন অর্থাৎ নিজের ব্রত লোপ করা উচিত অথবা ব্রাহ্মণের প্রার্থনা অস্বীকার করা উচিত? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যাঁহারা বেদোক্ত ব্রতপালন করেন না, তাঁহারা ব্রাহ্মণের ইচ্ছা পূরণের জন্য শ্রাদ্ধে ভোজন করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা বৈদিক ব্রত পালন করিতেছেন, তাঁহারা যদি কাহারও অনুরোধে শ্রাদ্ধে অন্ন ভোজন করেন, তবে ইহাতে তাঁহাদের ব্রত ভঙ্গ হইবে। ২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! সাধারণ মনুষ্যগণ যে উপবাসকেই তপস্যা বলেন, তাহার সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা? আমি ইহা জানিতে ইচ্ছুক যে, কোন উপবাসই তপস্যা অথবা তাহার অন্য কোনও স্বরূপ আছে? ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! যে মানুষ পনের দিন বা এক মাস উপবাস করিয়া তাহাকে তপস্যা বলিয়া মনে করেন, তিনি বৃথা নিজের শরীরকে কষ্ট দিয়া থাকেন। বাস্তবে কিন্তু কেবল উপবাস করিলেই তপস্বী হওয়া যায় না এবং ধর্মজ্ঞও হওয়া যায় না। ৪

ত্যাগসম্পাদনই সর্বাপেক্ষা উত্তম তপস্যা। ব্রাহ্মণ সদা উপবাসী (ব্রতপরায়ণ), ব্রহ্মচারী, মুনি (মৌন ব্রতধারণ) এবং বেদের স্বাধ্যায়ী হইবেন। ৫½

ধর্মপালনের ইচ্ছায় তিনি স্ত্রী-প্রভৃতি কুটুম্বাদি সংগ্রহ করিবেন (বিষয় ভোগের জন্য নহে)। ব্রাহ্মণের কর্তব্য হইল তিনি সর্বদা জাগরিত থাকিবেন, কখনও মাংস ভক্ষণ করিবেন না,

অমাংসাশী সদা চ স্যাৎ পবিত্রশ্চ সদা পঠেৎ।
ঋতবাদী সদা চ স্যান্নিয়তশ্চ সদা ভবেৎ ॥ ৭
বিঘসাশী কথঞ্চ স্যাৎ সদা চৈবাতিথিপ্রিয়ঃ।
অমৃতাশী সদা চ স্যাৎ পবিত্রী চ সদা ভবেৎ ॥ ৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং সদোপবাসী স্যাদ্ ব্রহ্মচারী চ পার্থিব।
বিঘসাশী কথঞ্চ স্যাৎ কথং চৈবাতিথিপ্রিয়ঃ ॥ ৯

ভীষ্ম উবাচ

অন্তরা সায়মাশঞ্চ প্রাতরাশঞ্চ যো নরঃ।
সদোপবাসী ভবতি যো ন ভুঙ্ক্তেঽন্তরা পুনঃ ॥১০
ভার্য্যাং গচ্ছন্ ব্রহ্মচারী ঋতৌ ভবতি চৈব হ।
ঋতবাদী সদা চ স্যাদ্ দানশীলস্তু মানবঃ ॥ ১১
অভক্ষয়ন্ বৃথামাংসমমাংসাশী ভবত্যুত।
দানং দদৎ পবিত্রী স্যাদস্বপ্নশ্চ দিবাস্বপন্ ॥ ১২
ভৃত্যাতিথিষু যো ভুঙ্ক্তে ভুক্তবৎসু নরঃ সদা।
অমৃতং কেবলং ভুঙ্ক্তে ইতি বিদ্ধি যুধিষ্ঠির ॥ ১৩
অভুক্তবৎসু নাশ্নাতি ব্রাহ্মণেষু তু যো নরঃ।
অভোজনেন তেনাস্য জিতঃ স্বর্গো ভবত্যুত ॥১৪
দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ সংশ্রিতেভ্যস্তথৈব চ।
অবশিষ্টানি যো ভুঙ্ক্তে তমাহুর্বিঘসাশিনম্ ॥ ১৫
তেষাং লোকা হ্যপর্য্যন্তাঃ সদনে ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ।
উপস্থিতা হ্যপ্সরসো গন্ধর্বৈশ্চ জনাধিপ ॥ ১৬
দেবতাতিথিভিঃ সার্দ্ধং পিতৃভ্যশ্চোপভুঞ্জতে।
রমন্তে পুত্র-পৌত্রেণ তেষাং গতিরনুত্তমা ॥ ১৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি দানানি বিবিধানি চ।
দাতৃ-প্রতিগ্রহীত্রোর্বৈ কো বিশেষঃ পিতামহ ॥ ১৮

ভীষ্ম উবাচ।

সাধোর্যঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ তথৈবাসাধুতো দ্বিজঃ।
গুণবত্যল্পদোষঃ স্যান্নির্গুণে বৈ নিমজ্জতি ॥ ১৯

না, পবিত্রভাবে সদা বেদপাঠ করিবেন, সদা সত্যকথা বলিবেন এবং সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত রাখিবেন। তিনি সদা অমৃতাশী, বিঘসাশী ও অতিথিপ্রিয় হইবেন (অমৃতাশী প্রভৃতির ব্যাখ্যা পরে করেছেন) এবং সর্ব্বদা পবিত্রভাবে থাকিবেন। ৬-৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পৃথ্বীনাথ! ব্রাহ্মণ কিভাবে সর্ব্বদা উপবাসী ও ব্রহ্মচারী হইবেন? এবং কিরূপেই বা তিনি বিঘসাশী এবং অতিথি প্রিয় হইবেন? ৯

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যে মানুষ কেবল প্রাতঃকাল (দিনের বেলায়) ও সায়ংকাল (রাত্রিবেলায়)—এই দুইবার ভোজন করেন, মধ্যে আর কিছু ভোজন করেন না, তিনি সদা উপবাসী হন। ১০

যিনি কেবল ঋতুকালেই (ঋতুস্নানের পর চতুর্থ দিবসে) ধর্মপত্নীর সহিত সংযোগ করেন, তিনি ব্রহ্মচারী হন। সদা দানকারী পুরুষ সত্যবাদী হইয়া থাকেন। ১১

যিনি বৃথা মাংস ভক্ষণ করেন না, তিনি অমাংসাশী হন এবং যিনি সদা দান করেন, তিনি পবিত্রী হন। যিনি দিনের বেলায় নিদ্রা যান না, তিনি সদা জাগরিত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ১২

যুধিষ্ঠির! যিনি সদা ভৃত্য—পোষ্যবর্গের ও অতিথিগণের ভোজনের পর স্বয়ং ভোজন করেন, তিনি কেবল অমৃত ভোজন করিয়া থাকেন অর্থাৎ অমৃতাশী বলিয়া তাঁহাকে জানিবে। ১৩

যতক্ষণ ব্রাহ্মণগণ ভোজন না করেন, ততক্ষণ যে মানুষ ভোজন করেন না, সেই মানুষ নিজের সেই ব্রতের দ্বারা স্বর্গলোক জয় করিয়া থাকেন। ১৪

জনাধিপ! যে ব্যক্তি দেবতা, পিতৃপুরুষ ও আশ্রিত ব্যক্তিগণকে ভোজন করাইবার পর অবশিষ্ট অন্ন স্বয়ং ভোজন করেন, তাঁহাকে বিঘসাশী বলা হয়। সেই মনুষ্যগণের ব্রহ্মধামে অক্ষয় লোকসকল প্রাপ্তি হয় এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাসকল তাঁহাদের সেবায় উপস্থিত হন। ১৫-১৬

যাঁহারা দেবতা ও অতিথিগণের সহিত পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে অন্নভাগ প্রদান করত স্বয়ং ভোজন করেন, তাঁহারা এ জগতে পুত্র-পৌত্রাদির সহিত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন এবং মৃত্যুর পর তাঁহাদের উত্তম গতি লাভ হয়। ১৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! মানুষ ব্রাহ্মণগণকে নানা প্রকার বস্তু দান করে, কিন্তু দানকারী ও দান গ্রহণকারী—এই উভয় পুরুষের মধ্যে কোন্ পুরুষ বিশেষ অর্থাৎ ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? ১৮

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! যে ব্রাহ্মণ সাধু অর্থাৎ উত্তম গুণ-আচরণ পরায়ণ পুরুষের নিকট হইতে এবং যিনি অসাধু অর্থাৎ

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
বৃষাদর্ভেশ্চ সংবাদং সপ্তর্ষীণাঞ্চ ভারত ॥ ২০
কশ্যপোঽত্রির্বশিষ্ঠশ্চ ভরদ্বাজোঽথ গৌতমঃ।
বিশ্বামিত্রো জমদগ্নিঃ সাধ্বী চৈবাপ্যরুন্ধতী ॥ ২১
সর্বেষামথ তেষাং তু গণ্ডাভূৎ কর্মকারিকা।
শূদ্রঃ পশুসখশ্চৈব ভর্তা চাস্যা বভূব হ ॥ ২২
তে চ সর্বে তপস্যন্তঃ পুরা চেরুর্মহীমিমাম্।
সমাধিনোপশিক্ষন্তো ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥ ২৩
অথাভবদনাবৃষ্টির্মহতী কুরুনন্দন।
কৃচ্ছ্রপ্রাণোঽভবদ্ যত্র লোকোঽয়ং বৈ ক্ষুধান্বিতঃ ॥ ২৪
কস্মিংশ্চিচ্চ পুরা যজ্ঞে শৈব্যেন শিবিসূনুনা।
দক্ষিণার্থেঽথ ঋত্বিগ্‌ভ্যো দত্তঃ পুত্রঃ পুরা কিল ॥২৫
অস্মিন্ কালেঽথ সোঽল্পায়ুর্দিষ্টান্তমগমৎ প্রভুঃ।
তে তং ক্ষুধাভিসন্তপ্তাঃ পরিবার্যোপতস্থিরে ॥ ২৬

বৃষাদর্ভিরুবাচ
(প্রতিগ্রহো ব্রাহ্মণানাং সৃষ্টা বৃত্তিরনিন্দিতা।)
প্রতিগ্রহস্তারয়তি পুষ্টির্বৈ প্রতিগৃহ্নতাম্।
ময়ি যদ্ বিদ্যতে বিত্তং তদ্ বৃণুধ্বং তপোধনাঃ ॥ ২৭
প্রিয়ো হি মে ব্রাহ্মণো যাচমানো
দদ্যামহং বোঽশ্বতরীসহস্রম্।
একৈকশঃ সবৃষাঃ সম্প্রসূতাঃ
সর্বেষাং বৈ শীঘ্রগাঃ শ্বেতলোমাঃ ॥ ২৮
কুলম্ভরাননডুহঃ শতং শতান্
ধুর্যান্ শ্বেতান্ সর্বশোঽহং দদামি।
প্রষ্ঠৌহীনাং পীবরাণাঞ্চ তাব-
দগ্র্যা গৃষ্ট্যো ধেনবঃ সুব্রতাশ্চ ॥ ২৯
বরান্ গ্রামান্ ব্রীহিরসং যবাংশ্চ
রত্নং চান্যদ্ দুর্লভং কিং দদানি।
নাস্মিন্নভক্ষ্যে ভাবমেবং কুরুধ্বং
পুষ্ট্যর্থং বঃ কিং প্রযচ্ছাম্যহং বৈ ॥ ৩০

দুর্জন ও দুরাচারী পুরুষ হইতে দান গ্রহণ করেন, ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে সদ্‌গুণী ও সদাচারপরায়ণ পুরুষের নিকট হইতে দানগ্রহণে অল্পদোষ হয়। কিন্তু দুর্জন ও দুরাচারী পুরুষের নিকট হইতে দানগ্রহণকারী পাপে নিমজ্জিত হয়। ১৯

ভারত! এবিষয়ে রাজা বৃষাদর্ভি ও সপ্তর্ষিগণের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস মহাত্মাগণ উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২০

কোনও এক সময়ের ঘটনা, কশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি ও পতিব্রতা দেবী অরুন্ধতী—ইঁহারা সকলে সমাধির দ্বারা সনাতন ব্রহ্মলোক লাভ করিবার বাসনায় তপস্যা করিতে করিতে এই ভূতলে বিচরণ করিতেছিলেন। ইঁহাদের সেবাপরায়ণা এক দাসী ছিল, তাহার নাম গণ্ডা। ইহার স্বামী শূদ্র পশুসখও সেই সব মহর্ষিগণের সঙ্গে বাস করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতেছিল। ২১-২৩

কুরুনন্দন! একেবারে পৃথিবীতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বর্ষা হয় নাই। ইহার ফলে অকাল হওয়ায় এই সম্পূর্ণ জগৎ ক্ষুধায় পীড়িত হইতে লাগিল। সকল মানুষ অতিশয় কষ্টে প্রাণ রক্ষা করিতে লাগিল। ২৪

পুরাকালে শিবির পুত্র শৈব্য কোন এক যজ্ঞে দক্ষিণারূপে নিজের এক পুত্রকেই ঋত্বিকগণের নিকট প্রদান করিলেন। ২৫

সেই দুর্ভিক্ষের সময় এই অল্পায়ু রাজকুমার মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সেই সপ্তর্ষিগণও ক্ষুধায় পীড়িত ছিলেন, সেইজন্য সেই মৃত বালককে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহারা দণ্ডায়মান রহিলেন। ২৬

তখন বৃষাদর্ভি বলিলেন,—প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উত্তম বৃত্তিরূপ নির্মিত হইয়াছে। তপোধন! প্রতিগ্রহ দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার কষ্ট হইতে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করে। পুষ্টির উত্তম সাধন। অতএব আমার নিকট যে ধন আছে, তাহা আপনারা স্বীকার করুন ও গ্রহণ করুন। ২৭

কারণ, যে ব্রাহ্মণ আমার নিকট যাচ্‌ঞা করেন, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়। আমি আপনাদের প্রত্যেককে এক হাজার করিয়া খচ্চরী প্রদান করিতেছি এবং সকলকে শ্বেতবর্ণ রোমাবলিযুক্তা, শীঘ্রগামিনী ও নবপ্রসূতা বহু গাভীও বৃষের সহিত দান করিতে উৎসুক আছি। ২৮

এই সঙ্গে এক কুলের ভারবহনকারী দশ হাজার ভারবাহক শ্বেতবর্ণ বলদ গরুও আপনাদের সকলকে দান করিতেছি। কেবল ইহাই নহে, আমি আপনাদের সকলকেই যুবতী, পীবরা (মোটাসোটা), একবার প্রসূতা, উত্তম স্বভাববিশিষ্টা, শ্রেষ্ঠ ও দুগ্ধবতী গাভীও প্রদান করিতেছি। ২৯

ইহা ব্যতীত উত্তম উত্তম বহু গ্রাম, ধান, রস, যব, রত্ন ও আরও দুর্লভ বস্তুসমূহ আপনাদের দান করিতে সমর্থ। বলুন আমি আপনাদের কি প্রদান করিব? আপনারা এই অভক্ষ্য

ঋষয় ঊচুঃ।

রাজন্ প্রতিগ্রহো রাজ্ঞাং মধ্বাস্বাদো বিষোপমঃ।
তজ্জানমানঃ কস্মাৎ ত্বং কুরুষে নঃ প্রলোভনম্॥ ৩১
ক্ষেত্রং হি দৈবতমিদং ব্রাহ্মণান্ সমুপাশ্রিতম্।
অমলো হ্যেষ তপসা প্রীতঃ প্রীণাতি দেবতাঃ॥ ৩২
অহ্নাপহি তপো জাতু ব্রাহ্মণস্যোপজায়তে।
তদ্ দাব ইব নির্দহ্যাৎ প্রাপ্তো রাজপ্রতিগ্রহঃ॥ ৩৩
কুশলং সহ দানেন রাজন্নস্তু সদা তব।
অর্থিভ্যো দীয়তাং সর্বমিত্যুক্ত্বান্যেন তে যযুঃ॥ ৩৪
ততঃ প্রচোদিতা রাজ্ঞা বনং গত্বাস্য মন্ত্রিণঃ।
প্রচীয়োদুম্বরাণি স্ম দাতুং তেষাং প্রচক্রিরে॥ ৩৫
উদুম্বরাণ্যথান্যানি হেমগর্ভাণ্যুপাহরন্।
ভৃত্যাস্তেষাং ততস্তানি প্রগ্রাহিতুমুপাদ্রবন্॥ ৩৬

গুরূণীতি বিদিত্বাথ ন গ্রাহ্যাণ্যত্রিরব্রবীৎ।
ন স্মহে মন্দবিজ্ঞানা ন স্মহে মন্দবুদ্ধয়ঃ॥ ৩৭
হৈমানীমানি জানীমঃ প্রতিবুদ্ধাঃ স্ম জাগৃম।
ইহ হ্যেতদুপাদত্তং প্রেত্য স্যাৎ কটুকোদয়ম্।
অপ্রতিগ্রাহ্যমেবৈতৎ প্রেত্যেহ চ সুখেপ্সুনা॥ ৩৮

বশিষ্ঠ উবাচ।

শতেন নিষ্কগণিতং সহস্রেণ চ সম্মিতম্।
তথা বহু প্রতীচ্ছন্ বৈ পাপিষ্ঠাং পততে গতিম্॥ ৩৯

কশ্যপ উবাচ।

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
সর্বং তন্নালমেকস্য তস্মাদ্ বিদ্বাঞ্ছমং চরেৎ॥ ৪০

ভরদ্বাজ উবাচ।

উৎপন্নস্য রুরোঃ শৃঙ্গং বর্ধমানস্য বর্ধতে।
প্রার্থনা পুরুষস্যেব তস্য মাত্রা ন বিদ্যতে॥ ৪১

বস্তু অর্পণে মনঃসংযোগ করিবেন না। বলুন, আপনাদের শরীরের পুষ্টির জন্য কি প্রদান করিব? ৩০

ঋষিগণ বলিলেন,—রাজন্! রাজার প্রদত্ত দান উপর হইতে মধুর ন্যায় মিষ্ট বলিয়া মনে হয়, কিন্তু পরিণামে বিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া যায়। এই কথা জানিয়াও আপনি কেন আমাদের প্রলোভন দেখাইতেছেন? ৩১

ব্রাহ্মণগণের শরীর দেবতাদিগের নিবাসস্থান, উহাতে সকল দেবতাই বিরাজমান থাকেন। যদি ব্রাহ্মণ তপস্যার দ্বারা শুদ্ধ ও সন্তুষ্ট হন, তবে তিনি সমস্ত দেবগণকেই প্রসন্ন করিতে পারেন। ৩২

ব্রাহ্মণ সারা দিনে যত তপ সংগ্রহ করেন, তাহাকে রাজার প্রদত্ত দান বনদগ্ধকারী দাবানলের ন্যায় নষ্ট করিয়া দেয়॥ ৩৩

রাজন্! এই দানের সহিত আপনি সদা কুশলে থাকুন এবং এই সমস্ত ধন আপনি তাহাদের প্রদান করুন, যাহারা আপনার নিকটে এই সব বস্তু প্রার্থনা করিবেন! এই কথা বলিয়া তাঁহারা অন্য পথ দিয়া চলিয়া যাইলেন। ৩৪

তখন রাজার প্রেরণায় তাঁহার মন্ত্রীরা বনে গমন করিলেন এবং যজ্ঞডুমুরের ফলসকল তুলিয়া তাঁহাদের দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন॥ ৩৫

মন্ত্রীগণ যজ্ঞডুমুর ও অন্যান্য বৃক্ষসমূহের ফল আহরণ করিয়া উহার মধ্যে স্বর্ণ মুদ্রা পূর্ণ করিয়া দিলেন। তারপর সেই সব ফল লইয়া রাজার সেবকগণ মহর্ষিদিগকে তৎ সমস্ত গ্রহণ করাই-বার জন্য তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। ৩৬

সেই সব ফল ভারী হইয়া গিয়াছে, এই বৃত্তান্ত মহর্ষি অত্রি জানিতে পারিয়া বলিলেন,—এই সব ফল আমাদের গ্রহণ করিবার যোগ্য নহে। আমাদের বুদ্ধি হীন হইয়া যায় নাই এবং আমাদের জ্ঞানশক্তিও লুপ্ত হয় নাই। আমরা নিদ্রিত নহি, জাগরিত আছি। আমরা ভালভাবেই জ্ঞাত আছি যে, ইহাদের মধ্যে স্বর্ণ পুরিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি আজ আমরা এই সব গ্রহণ করি, তবে পরলোকে আমাদের ইহার জন্য কটু পরিণাম ভোগ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকে সুখ কামনা করে, তাহার পক্ষে এই সব ফল গ্রহণ করা উচিত নয়। ৩৭-৩৮

বশিষ্ঠ বলিলেন,—এক নিষ্ক (স্বর্ণ মুদ্রা) দান গ্রহণ করিলে শত হাজার নিষ্কদান-গ্রহণের দোষ হয়। এরূপ অবস্থায় যিনি বহুসংখ্যক নিষ্ক গ্রহণ করিবেন, তাহাকে ত' অত্যন্ত পাপময়ী গতিতে পতিত হইতে হইবে। ৩৯

কশ্যপ বলিলেন,—এই পৃথিবীতে যত ধান, যব, সুবর্ণ, পশু ও স্ত্রী আছে, সেই সবই যদি একজন পুরুষের লাভ হয়, তাহা হইলেও উহার দ্বারা তাহার সন্তোষপ্রাপ্তি হইবে না; ইহা চিন্তা করিয়া বিদ্বান্ মানব নিজের মনের তৃষ্ণাকে শান্ত করিবেন। ৪০

ভরদ্বাজ বলিলেন,—যেরূপ উৎপন্ন মৃগের শৃঙ্গ তাহার বর্ধনের সঙ্গে সঙ্গেই স্বয়ংও বর্ধিত হইতে থাকে, সেইরূপ মানুষের তৃষ্ণা সর্বদা বর্ধিত হইতেই থাকে, তাহার কোনও সীমা নাই। ৪১

গৌতম উবাচ ।

ন তল্লোকে দ্রব্যমস্তি যল্লোকং প্রতিপূরয়েৎ ।
সমুদ্রকল্পঃ পুরুষো ন কদাচন পূর্য্যতে ॥ ৪২

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

কামং কাময়মানস্য যদা কামঃ সমৃধ্যতে ।
অথৈনমপরঃ কামস্তৃষ্ণা বিধ্যতি বাণবৎ ॥ ৪৩

(অত্রিরুবাচ

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥)

জমদগ্নিরুবাচ ।

প্রতিগ্রহে সংযমো বৈ তপো ধারয়তে ধ্রুবম্ ।
তদ্ ধনং ব্রাহ্মণস্যেহ লুভ্যমানস্য বিস্রবেৎ ॥ ৪৪

অরুন্ধত্যুবাচ ।

ধর্ম্মার্থং সঞ্চয়ো যো বৈ দ্রব্যাণাং পক্ষসম্মতঃ ।
তপঃসঞ্চয় এবেহ বিশিষ্টো দ্রব্যসঞ্চয়াৎ ॥ ৪৫

গণ্ডোবাচ

উগ্রাদিতো ভয়াদ্ যস্মাদ্ বিভ্যতীমে মমেশ্বরাঃ ।
বলীয়াংসো দুর্ব্বলবদ্ বিভেম্যহমতঃ পরম্ ॥ ৪৬

পশুসখ উবাচ ।

যদ্ বৈ ধর্ম্মে পরং নাস্তি ব্রাহ্মণাস্তদ্ধনং বিদুঃ ।
বিনয়ার্থং সুবিদ্বাংসমুপাসেয়ং যথাতথম্ ॥ ৪৭

ঋষয় ঊচুঃ ।

কুশলং সহ দানেন তস্মৈ যস্য প্রজা ইমাঃ ।
ফলান্যুপধিযুক্তানি য এবং নঃ প্রযচ্ছতি ॥ ৪৮

ভীষ্ম উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা হেমগর্ভাণি হিত্বা তানি ফলানি বৈ ।
ঋষয়ো জগ্মুরন্যত্র সর্ব এব ধৃতব্রতাঃ ॥ ৪৯

মন্ত্রিণ ঊচুঃ ।

উপধিং শঙ্কমানাস্তে হিত্বা তানি ফলানি বৈ ।
ততোঽন্যেনৈব গচ্ছন্তি বিদিতঃ তেঽস্তু পার্থিব ॥ ৫০

গৌতম বলিলেন,—সংসারে এরূপ কোন দ্রব্য নাই, যাহা মানুষের আশাকে পরিপূর্ণ করিতে পারে। মানুষের আশা সমুদ্রের সমান, তাহা কখনও পূর্ণ হয় না। ৪২

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—কোন বস্তুর কামনাকারী মানুষের যখন সেই কামনা পূর্ণ হইয়া যায়, তখন তাহার আবার এক নূতন কামনার উদয় হয়। এইভাবে তৃষ্ণা বাণের ন্যায় মানুষের মনকে আঘাত করিয়াই যায় ॥ ৪৩

(অত্রি বলিলেন,—ভোগসমূহের কামনা তাহার উপভোগের দ্বারা কখনই শান্ত হয় না। বরং ঘৃতের আহুতি দিলে যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি আরও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভোগবাসনা উপভোগের দ্বারা আরও বর্দ্ধিতই হয়।)

জমদগ্নি বলিলেন,—দান গ্রহণ না করিলেই ব্রাহ্মণ নিজের তপস্যাকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিতে পারেন। তপস্যাই ব্রাহ্মণের ধন। যে ব্রাহ্মণ লৌকিক ধনের জন্য লোভ করেন, তখন তাঁহার তপোরূপী ধন নষ্ট হইয়া যায়। ৪৪

অরুন্ধতী বলিলেন,—জগতে একপক্ষের মত হইল—ধর্ম্মের জন্য ধন সংগ্রহ করা উচিত, কিন্তু আমার মতে ধন-সংগ্রহ অপেক্ষা তপস্যা সঞ্চয় করাই শ্রেষ্ঠ। ৪৫

গণ্ডা বলিল,—আমার এই যে প্রভুগণ অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়াও যখন এই ভয়ঙ্কর প্রতিগ্রহের ভয়ে এরূপ ভীত, তখন আমার আর কি সামর্থ্য আছে? আমার ত' দুর্ব্বল প্রাণিগণের ন্যায় ইহাতে অতিশয় ভয় হইতেছে। ৪৬

পশুসখ বলিল,—ধর্ম্মপালন করিলে পর যে ধন লাভ হয়, উহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও ধন নাই। সেই ধনকে ব্রাহ্মণগণই জানেন; অতএব আমিও সেই ধর্ম্মময় ধন প্রাপ্তির উপায় শিক্ষা করিবার জন্য বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের সেবায় নিরত আছি। ৪৭

ঋষিগণ বলিলেন,—যাঁহার এই প্রজারা কপটতাপূর্ণ ফলসকল দিবার জন্য আনিয়াছিল এবং যিনি এইভাবে ফলদানের ছলে আমাদের সুবর্ণদান করিতেছেন, সেই রাজা নিজের দানের সহিত কুশলে থাকুন। ৪৮

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই কথা বলিয়া সেই সুবর্ণযুক্ত ফলসমূহ পরিত্যাগ করিয়া সেই সমস্ত ব্রতধারী মহর্ষিগণ সেখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইলেন। ৪৯

তখন মন্ত্রিগণ শৈব্যের নিকট গমন করত বলিলেন,—মহারাজ! আপনি জানুন যে, সেই সব ফল দেখিতেই ঋষিগণের এই সন্দেহ হইল যে, আমাদের সহিত ছলনা করা হইতেছে। সেইজন্য তাঁহারা ফলসকল ত্যাগ করিয়া অন্যপথে চলিয়া গিয়াছেন। ৫০

ইত্যুক্তঃ স তু ভৃত্যৈস্তৈর্বৃষাদর্ভিশ্চুকোপ হ।
তেষাং বৈ প্রতিকর্তুঞ্চ সর্বেষামগমদ্ গৃহম্ ॥ ৫১
স গত্বা হবনীয়েঽগ্নৌ তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ।
জুহাব সংস্কৃতৈর্মন্ত্রৈরেকৈকামাহুতিং নৃপঃ ॥ ৫২
তস্মাদগ্নেঃ সমুত্তস্থৌ কৃত্যা লোকভয়ঙ্করী।
তস্যা নাম বৃষাদর্ভির্যাতুধানীত্যথাকরোৎ ॥ ৫৩
সা কৃত্যা কালরাত্রীব কৃতাঞ্জলিরুপস্থিতা।
বৃষাদর্ভিং নরপতিং কিং করোমীতি চাব্রবীৎ ॥ ৫৪
বৃষাদর্ভিরুবাচ।
ঋষীণাং গচ্ছ সপ্তানামরুন্ধত্যাস্তথৈব চ।
দাসীভর্তুশ্চ দাস্যাশ্চ মনসা নাম ধারয় ॥ ৫৫
জ্ঞাত্বা নামানি চৈবৈষাং সর্বানেতান্ বিনাশয়।
বিনষ্টেষু তথা স্বৈরং গচ্ছ যত্রেপ্সিতং তব ॥ ৫৬
সা তথেতি প্রতিশ্রুত্য যাতুধানী স্বরূপিণী।
জগাম তদ্ বনং যত্র বিচেরুস্তে মহর্ষয়ঃ ॥ ৫৭
ভীষ্ম উবাচ।
অথাত্রিপ্রমুখা রাজন্ বনে তস্মিন্ মহর্ষয়ঃ।
ব্যচরন্ ভক্ষয়ন্তো বৈ মূলানি চ ফলানি চ ॥৫৮
অথাপশ্যন্ সুপীনাংসপাণি-পাদ-মুখোদরম্।
পরিব্রজন্তং স্থূলাঙ্গং পরিব্রাজং শুনা সহ ॥ ৫৯
অরুন্ধতী তু তং দৃষ্ট্বা সর্বাঙ্গোপচিতং শুভম্।
ভবিতারো ভবন্তো বৈ নৈবমিত্যব্রবীদৃষীন্ ॥ ৬০
বশিষ্ঠ উবাচ।
নৈতস্যেহ যথাস্মাকমগ্নিহোত্রমনির্হুতম্।
সায়ং প্রাতশ্চ হোতব্যং তেন পীবান্ শুনা সহ ॥ ৬১
অত্রিরুবাচ।
নৈতস্যেহ যথাস্মাকং ক্ষুধা বীর্য্যং সমাহতম্।
কৃচ্ছ্রাধীতং প্রনষ্টঞ্চ তেন পীবান্ শুনা সহ ॥ ৬২

সেবকগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা বৃষাদর্ভি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি সেই সপ্তর্ষিগণের দ্বারা কৃত নিজের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার বিচার করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৫১

সেখানে গমন করত অত্যন্ত কঠোর নিয়মসমূহ পালন করিতে করিতে তিনি আহবনীয় অগ্নিতে আভিচারিক মন্ত্র-সকল পাঠ করত এক একটি আহুতি দিতে লাগিলেন। ৫২

আহুতি সমাপ্ত হইলে পর সেই অগ্নি হইতে এক লোক-ভয়ঙ্করী কৃত্যা উদ্ভূতা হইল; রাজা বৃষাদর্ভি তাহার নাম রাখিলেন যাতুধানী ॥ ৫৩

কালরাত্রির সমান বিকরাল রূপধারিণী সেই কৃত্যা কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজার পার্শ্বে উপস্থিত হইল এবং বলিল—মহারাজ! আমি আপনার কোন্ আজ্ঞা পালন করিব ? ৫৪

বৃষাদর্ভি বলিলেন,—যাতুধানী! তুমি এখান হইতে বনে গমন কর এবং সেখানে অরুন্ধতীসহ সপ্ত ঋষিকে, তাঁহাদের দাসীকে এবং সেই দাসীর পতিকেও নাম জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের সকল নামের তাৎপর্য্য মনে ধারণ করিয়া রাখ। তারপর তাঁহাদের নামসকল জানিয়া সকলকেই বিনাশ কর! তাহার পর যেখানে ইচ্ছা, সেখানে চলিয়া যাইও।

রাজার এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যাতুধানী 'তথাস্ত' বলিয়া তাহা স্বীকার করিল এবং যেখানে সেই মহর্ষিগণ বিচরণ করিতেছেন, সেই বনে গমন করিল। ৫৫-৫৭

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! সেই দিনে সেই অত্রি প্রভৃতি মহর্ষিগণ বনের মধ্যে ফল-মূল আহার করিতে করিতে বিচরণ করিতেছিলেন। ৫৮

একদিন সেই মহর্ষিগণ দেখিলেন যে, এক সন্ন্যাসী কুকুরের সহিত এদিক্ ওদিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার শরীর অতিশয় পীন (মোটা) ছিল। তাঁহার স্কন্ধ অত্যন্ত স্থূল এবং হস্ত, পদ, মুখ ও উদরাদি সকল অঙ্গই সুন্দর ছিল। ৫৯

অরুন্ধতী সর্বাঙ্গ হৃষ্ট-পুষ্ট সেই সুন্দর সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ঋষিগণকে বলিলেন, আপনারা কি এইরূপ হইতে পারেন না ? ৬০

বশিষ্ঠ বলিলেন,—আমাদের ন্যায় ইহার এরূপ কোন চিন্তা নাই যে, আজ আমাদের অগ্নিহোত্র-কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই এবং প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে অগ্নিহোত্র করিতে হয়; সেইজন্য এই ব্যক্তি কুকুরের সহিত এতাদৃশ স্থূল (মোটাসোটা) হইয়াছে ॥৬১

অত্রি বলিলেন,—আমাদের ন্যায় ক্ষুধার দ্বারা ইহার শক্তি নষ্ট হইয়া যায় নাই এবং অতিশয় কষ্টসহকারে যে বেদের অধ্যয়ন করা হইয়াছে, তাহাও আমাদের সমান ইহার নষ্ট হয় নাই, সেইজন্য কুকুরের সহিত এই ব্যক্তি এরূপ স্থূল হইয়াছে। ৬২

বিশ্বামিত্র উবাচ।

নৈতস্যেহ যথাস্মাকং শশ্বচ্ছাস্ত্রং জরদগবঃ।
অলসঃ ক্ষুৎপরো মূর্খস্তেন পীবান্ শুনা সহ॥ ৬৩

জমদগ্নিরুবাচ।

নৈতস্যেহ যথাস্মাকং ভক্তমিন্ধনমেব চ।
সংচিন্ত্যং বার্ষিকং চিত্তে তেন পীবান্ শুনা সহ॥ ৬৪

কশ্যপ উবাচ।

নৈতস্যেহ যথাস্মাকং চত্বারশ্চ সহোদরাঃ।
দেহি দেহীতি ভিক্ষন্তি তেন পীবান্ শুনা সহ॥ ৬৫

ভরদ্বাজ উবাচ।

নৈতস্যেহ যথাস্মাকং ব্রহ্মবন্ধোরচেতসঃ।
শোকো ভার্য্যাপবাদেন তেন পীবান্ শুনা সহ॥৬৬

গৌতম উবাচ।

নৈতস্যেহ যথাস্মাকং ত্রিকৌশেয়ঞ্চ রাঙ্কবম্।
একৈকং বৈ ত্রিবর্ষীয়ং তেন পীবান্ শুনা সহ॥ ৬৭

ভীষ্ম উবাচ।

অথ দৃষ্ট্বা পরিব্রাট্ স তান্ মহর্ষীন্ শুনা সহ।
অভিগম্য যথান্যায়ং পাণিস্পর্শমথাচরৎ॥ ৬৮
পরিচর্য্যাং বনে তাং তু ক্ষুৎপ্রতীঘাতকারিকাম্।
অন্যোন্যেন নিবেদ্যাথ প্রাতিষ্ঠন্ত সহৈব তে॥ ৬৯
একনিশ্চয়কার্য্যাশ্চ ব্যচরন্ত বনানি তে।
আদদানাঃ সমুদ্ধৃত্য মূলানি চ ফলানি চ॥ ৭০
কদাচিদ্ বিচরন্তস্তে বৃক্ষৈরবিরলৈর্বৃতাম্।
শুচিবারিপ্রসন্নোদাং দদৃশুঃ পদ্মিনীং শুভাম্॥ ৭১
বালাদিত্যবপুঃপ্রখ্যৈঃ পুষ্করৈরুপশোভিতাম্।
বৈদূর্য্যবর্ণসদৃশৈঃ পদ্মপত্রৈরথাবৃতাম্॥৭২
নানাবিধৈশ্চ বিহগৈর্জলপ্রকরসেবিভিঃ।
একদ্বারামনাদেয়াং সূপতীর্থামকর্দমাম্॥ ৭৩

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—ক্ষুধার দ্বারা আমাদের সনাতন বেদ বিস্মরণ হইয়াছে এবং শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মও আমাদের ক্ষীণ হইতে চলিয়াছে। এরূপ অবস্থা কিন্তু ইহার হয় নাই এবং এই ব্যক্তি অলস, কেবল ক্ষুধার জন্য উদর পূর্ণ করিতেই আসক্ত ও মূর্খ। সেইজন্য কুকুরের সহিত এরূপ স্থূল হইয়াছে। ৬৩

জমদগ্নি বলিলেন,—আমাদের ন্যায় ইহার সারা বৎসরের জন্য ভোজন ও কাষ্ঠসংগ্রহ করিবার চিন্তা নাই, সেইজন্য এই ব্যক্তি কুকুরের সহিত এতাদৃশ স্থূল হইয়া গিয়াছে। ৬৪

কশ্যপ বলিলেন,—আমাদের চারি ভ্রাতা আমাদের নিকট হইতে প্রতিদিন 'ভোজন দাও, ভোজন দাও' বলিয়া অন্ন প্রার্থনা করে, অর্থাৎ আমাদের এক বিশাল কুটুম্বজনগণের অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা করিতে হয়। এই সন্ন্যাসীর সেই চিন্তা নাই, অতএব কুকুরের সহিত সে এরূপ স্থূল হইয়াছে। ৬৫

ভরদ্বাজ বলিলেন,—এই বিবেকহীন ব্রাহ্মণবন্ধুকে আমাদের ন্যায় নিজের স্ত্রীর কলঙ্কিতা হইবার শোক করিতে হয় না। সেইজন্য কুকুরের সহিত এই ব্যক্তি এরূপ স্থূল হইতে পারিয়াছে। ৬৬

গৌতম বলিলেন,—আমাদের ন্যায় ইহাকে তিন তিন বর্ষ পর্য্যন্ত কুশের রজ্জুতে নির্ম্মিত তিন ভাগযুক্ত মেখলা ও মৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়া থাকিতে হয় নাই। সেইজন্য সে কুকুরের সহিত এরূপ স্থূল হইয়া গিয়াছে। ৬৭

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! কুকুরের সহিত উপস্থিত সেই সন্ন্যাসী যখন সেই মহর্ষিগণকে দেখিলেন, তখন তাহাদের নিকটে গিয়া সন্ন্যাসীর মর্য্যাদানুসারে তাহাদের হস্তের দ্বারা স্পর্শ করিলেন। ৬৮.

তাহার পর তাহারা পরস্পর পরস্পরের কুশল সমাচার নিবেদন করিয়া বলিলেন,—'আমরা আমাদের ক্ষুধার উপশমের জন্য ফলাদি অন্বেষণ করিতে করিতে বনে ভ্রমণ করিতেছি'। এই কথা বলিয়া তাহারা একসঙ্গে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। ৬৯

তাঁহাদের সকলের নিশ্চয় ও কার্য্য এক ছিল। তাঁহারা ফল-মূল সংগ্রহ করত সেই সব সঙ্গে লইয়া সেই বনে বিচরণ করিতেছিলেন। ৭০

একদিন বিচরণ করিতে করিতে সেই মহর্ষিগণ এক সুন্দর সরোবর দেখিতে পাইলেন; তাহার জল অতিশয় স্বচ্ছ ও পবিত্র ছিল এবং তাহার চারি তীর ঘন বৃক্ষশ্রেণীতে আবৃত ছিল। ৭১

প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণের পদ্মপুষ্পসমূহ সেই সরোবরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল এবং বৈদূর্য্যমণির তুল্য কান্তিবিশিষ্ট পদ্মপত্র সমূহের দ্বারা উহা পরিবৃত ছিল। ৭২

নানাপ্রকার জলচর পক্ষিগণ কলরব করিতে করিতে তাহার জলরাশি সেবন করিতেছিল। এই সরোবরে প্রবেশ করিবার একটি মাত্র দ্বার ছিল। তাহার কোনও বস্তু লইয়া যাইবার

বৃষাদর্ভিপ্রযুক্তা তু কৃত্যা বিকৃতদর্শনা।
যাতুধানীতি বিখ্যাতা পদ্মিনীং তামরক্ষত ॥ ৭৪
পশুসখসহায়াস্তু বিসার্থং তে মহর্ষয়ঃ।
পদ্মিনীমভিজগ্মুস্তে সর্বে কৃত্যাভিরক্ষিতাম্ ॥ ৭৫
ততস্তে যাতুধানীং তাং দৃষ্ট্বা বিকৃতদর্শনাম্।
স্থিতাং কমলিনীতীরে কৃত্যামূচুর্মহর্ষয়ঃ ॥ ৭৬
একা তিষ্ঠসি কা চ ত্বং কস্যার্থে কিং প্রয়োজনম্।
পদ্মিনীতীরমাশ্রিত্য ব্রূহি ত্বং কিং চিকীর্ষসি ॥ ৭৭

যাতুধান্যুবাচ

যাস্মি সাস্ম্যনুযোগো মে নঃ কর্তব্যঃ কথঞ্চন।
আরক্ষিণীং মাং পদ্মিন্যা বিত্ত সর্বে তপোধনাঃ ॥ ৭৮

ঋষয় ঊচুঃ

সর্ব এব ক্ষুধার্তাঃ স্ম ন চান্যৎ কিঞ্চিদস্তি নঃ।
ভবত্যাঃ সম্মতে সর্বে গৃহ্লীয়াম বিসান্যুত ॥ ৭৯

যাতুধান্যুবাচ

সময়েন বিসানীতো গৃহ্নীধ্বং কামকারতঃ।
একৈকো নাম মে প্রোক্ত্বা ততো গৃহ্লীত মাচিরম্ ৮০

ভীষ্ম উবাচ।

বিজ্ঞায় যাতুধানীং তাং কৃত্যামৃষিবধৈষিণীম্।
অত্রিঃ ক্ষুধাপরীতাত্মা ততো বচনমব্রবীৎ ॥৮১

অত্রিরুবাচ

অরাত্রিরত্রিঃ সা রাত্রির্যাং নাধীতে ত্রিরদ্য বৈ।
অরাত্রিরত্রিরিত্যেব নাম মে বিদ্ধি শোভনে ॥ ৮২

যাতুধান্যুবাচ

যথোদাহৃতমেতৎ তে ময়ি নাম মহাদ্যুতে।
দুর্ধার্যমেতন্মনসা গচ্ছাবতর পদ্মিনীম্ ॥৮৩

উপায় ছিল না। উহাতে নামিবার জন্য অতিশয় সুন্দর সোপানাবলি (সিঁড়ি) নির্মিত ছিল। এই সরোবরের কোথাও কর্দম ছিল না ॥ ৭৩

রাজা বৃষাদর্ভিকর্তৃক প্রেরিতা ভয়ানক আকৃতিবিশিষ্টা যাতুধানী কৃত্যা সেই পুষ্করিণীকে রক্ষা করিতেছিল। ৭৪

পশুসখের সহিত সেই সব মহর্ষিগণ মৃণালের জন্য সেই কৃত্যা কর্তৃক সুরক্ষিত সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। ৭৫

সরোবরের তীরে দণ্ডায়মান ও দেখিতে বিকরাল সেই কৃত্যাকে দর্শন করিয়া সেই সব মহর্ষিগণ বলিলেন। ৭৬

অয়ে! তুমি কে? এবং কি জন্য এখানে একাকিনী দাঁড়াইয়া আছ? এখানে আসিবার তোমার কি প্রয়োজন? এই সরোবরের তীরে থাকিয়া তুমি কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ? ৭৭

যাতুধানী বলিল,—তপস্বিগণ! আমি যা-ই হই না কেন, আমার বিষয়ে তোমাদের এরূপ জিজ্ঞাসা করিবার কোন অধিকার নাই। তোমরা ইহাই জান যে, আমি এই সরোবরের রক্ষাকারিণী। ৭৮

ঋষিগণ বলিলেন,—ভদ্রে! এই সময় আমরা ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি এবং আমাদের নিকট ভোজনের জন্য অন্য কোনও বস্তু নাই। অতএব যদি তুমি অনুমতি দাও, তবে আমরা এই সরোবরের কিছু মৃণাল সংগ্রহ করিয়া লইব। ৭৯

যাতুধানী বলিলেন,—ঋষিগণ এক শর্তে তোমরা ইচ্ছানুসারে এই সরোবরের মৃণাল লইতে পারিবে। তোমরা এক এক জন করিয়া এস এবং নিজ নিজ নাম ও নামের তাৎপর্য্য বলিয়া মৃণাল গ্রহণ কর। ইহাতে আর বিলম্ব করিও না। ৮০

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি অত্রি বুঝিতে পারিলেন যে, এ এক রাক্ষসী কৃত্যা এবং ঋষিগণ আমাদের সকলকে বধ করিবার ইচ্ছায় এখানে আসিয়াছে। তথাপি ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া তিনি তাহাকে এই কথা বলিলেন। ৮১

অত্রি বলিলেন,—কল্যাণি! কামাদি শত্রুগণ হইতে রক্ষাকারীকে 'অরাত্রি' বলে এবং অৎ (মৃত্যু) হইতে রক্ষাকারীকে অত্রি বলে। এইভাবে আমিই অরাত্রি বলিয়া অত্রি। যতক্ষণ না জীবের একমাত্র পরমাত্মার জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অবস্থাকে রাত্রি বলে। সেই অজ্ঞানাবস্থা রহিত হওয়ার আমি অরাত্রি ও অত্রি বলিয়া কথিত হই। সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষে অজ্ঞাত হওয়ায় যাহা রাত্রির সমান, সেই পরমাত্মতত্ত্বে আমি সদা জাগরিত থাকি, অতএব উহা আমার পক্ষে অরাত্রির তুল্য, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারেও আমি অরাত্রি ও অত্রি (জ্ঞানী) নাম ধারণ করি। ইহাই আমার নামের তাৎপর্য্য বলিয়া জানিও। ৮২

যাতুধানী বলিল,—তেজস্বী মহর্ষে! আপনি যেভাবে নিজের নামের তাৎপর্য্য বলিলেন, তাহা আমার ধারণ করিয়া রাখা কঠিন; আচ্ছা, এখন আপনি যান ও পুষ্করিণীতে প্রবেশ করুন। ৮৩

বসিষ্ঠ উবাচ।

বসিষ্ঠোঽস্মি বরিষ্ঠোঽস্মি বসে বাসগৃহেষপি।
বসিষ্ঠত্বাচ্চ বাসাচ্চ বসিষ্ঠ ইতি বিদ্ধি মাম্ ॥ ৮৪

যাতুধান্যুবাচ।

নামনৈরুক্তমেতৎ তে দুঃখব্যাভাষিতাক্ষরম্।
নৈতদ্ ধারয়িতুং শক্যং গচ্ছাবতর পদ্মিনীম্ ॥ ৮৫

কশ্যপ উবাচ।

কুলং কুলঞ্চ কুবমঃ কুবমঃ কশ্যপো দ্বিজঃ।
কাশ্যঃ কাশনিকাশত্বাদেতন্মে নাম ধারয় ॥ ৮৬

যাতুধান্যুবাচ।

যথোদাহৃতমেতৎ তে ময়ি নাম মহাদ্যুতে।
দুর্ধার্য্যমেতন্মনসা গচ্ছাবতর পদ্মিনীম্ ॥৮৭

ভরদ্বাজ উবাচ।

ভরেঽসুতান্ ভরেঽশিষ্যান্ ভরে দেবান্ ভরে দ্বিজান্
ভরে ভার্য্যাং ভরে দ্বাজং ভরদ্বাজোঽস্মি শোভনে ॥৮৮

যাতুধান্যুবাচ।

নামনৈরুক্তমেতৎ তে দুঃখব্যাভাষিতাক্ষরম্।
নৈতদ্ ধারয়িতুং শক্যং গচ্ছাবতর পদ্মিনীম্ ॥ ৮৯

গৌতম উবাচ।

গোদমো দমতোঽধূমোঽদমস্তে সমদর্শনাৎ।
বিদ্ধি মাং গৌতমং কৃত্যে যাতুধানি নিবোধ মাম্ ॥৯০

যাতুধান্যুবাচ।

যথোদাহৃতমেতৎ তে ময়ি নাম মহামুনে।
নৈতদ্ ধারয়িতুং শক্যং গচ্ছাবতর পদ্মিনীম্ ॥৯১

বিশ্বামিত্র উবাচ।

বিশ্বে দেবাশ্চ মে মিত্রং মিত্রমস্মি গবাং তথা।
বিশ্বামিত্রমিতি খ্যাতং যাতুধানি নিবোধ মাম্ ॥ ৯২

বসিষ্ঠ বলিলেন,—আমি বসিষ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াও আমাকে সকলে বরিষ্ঠও বলে। আমি গৃহাশ্রমে বাস করি; অতএব বসিষ্ঠতা (ঐশ্বর্য্য-সম্পত্তি) এবং বাসের জন্যও তুমি আমাকে বসিষ্ঠ বলিয়া জানিও। ৮৪

যাতুধানী বলিলেন,—মুনে! আপনি যে নিজের নামের ব্যাখ্যা করিলেন, তাহার অক্ষরসমূহের উচ্চারণ করাও ত' কঠিন ব্যাপার। আমি এই নামকে স্মরণ করিয়া রাখিতে সমর্থ নই। আপনি যান এবং পুষ্করিণীতে প্রবেশ করুন। ৮৫

কশ্যপ বলিলেন,—যাতুধানী! শরীরের নাম হইল কশ্য, যিনি উহাকে পালন করেন, তিনি কশ্যপ নামে অভিহিত হন। আমি প্রত্যেক কুলে (শরীরে) অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশ করত তাহাকে রক্ষা করি, সেইজন্য আমি কশ্যপ। কু অর্থাৎ পৃথিবীতে বম জলবর্ষণকারী সূর্য্যও আমারই স্বরূপ, সেইজন্য আমাকে 'কুবম' বলা হয়। আমার বর্ণ কাশপুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বল, অতএব আমি কাশ্য-নামেও প্রসিদ্ধ। ইহাই আমার নাম। তুমি ইহাকে ধারণ করিয়া রাখ। ৮৬

যাতুধানী বলিলেন,—মহাতেজস্বী মহর্ষে! আপনি যেভাবে নিজের নামের তাৎপর্য্য বলিলেন, তাহা ধারণ করিয়া রাখা আমার পক্ষে কঠিন ব্যাপার। অতএব আপনিও পরে পরিপূর্ণ এই সরোবরে প্রবেশ করুন। ৮৭

ভরদ্বাজ বলিলেন,—কল্যাণি! যাহারা আমার পুত্র বা শিষ্য নয়, তাহাদিগকেও আমি পালন করি এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ, নিজের ধর্মপত্নী ও দ্বাজ (বর্ণসঙ্কর) মনুষ্যদিগকেও আমি ভরণ-পোষণ করি, সেইজন্য আমি ভরদ্বাজ নামে প্রসিদ্ধ। ৮৮

যাতুধানী বলিল,—মুনিবর! আপনার নামাক্ষর উচ্চারণ করিতেও আমার ক্লেশবোধ হইতেছে; সেইজন্য আমি ইহাকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিব না। যান, আপনিও এই সরোবরে প্রবেশ করুন। ৮৯

গৌতম বলিলেন,—কৃত্যে! আমি গো—নামক ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া রাখি, সেইজন্য আমি 'গোদম' নাম ধারণ করি। আমি ধূমহীন অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি বলিয়া তোমার দ্বারা বা অন্য কাহারও দ্বারা দমন করিবার যোগ্য নহি। আমার শরীরের কান্তি (গো) অন্ধকারকে দূর করিয়া থাকে বলিয়া (আমি গতম,) তুমি আমাকে 'গৌতম' বলিয়া জানিও। ৯০

যাতুধানী বলিল,—মহামুনে! আপনার নামের ব্যাখ্যাও আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যান, পুষ্করিণীতে অবতরণ করুন। ৯১

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—যাতুধানি, তুমি আমার কথা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। বিশ্বেদেবগণ আমার মিত্র এবং গোসকলের ও সম্পূর্ণ বিশ্বের আমি মিত্র, সেইজন্য আমি জগতে বিশ্বামিত্র নামে খ্যাত। ৯২

যাতুধান্যুবাচ।

নামনৈরুক্তমেতৎ তে দুঃখব্যাভাষিতাক্ষরম্।
নৈতদ্ ধারয়িতুং শক্যং গচ্ছাবতর পদ্মিনীম্ ॥ ৯৩

জমদগ্নিরুবাচ

জাজমজ্জজানেঽহং জিজাহীহ জিজায়িষি।
জমদগ্নিরিতি খ্যাতস্ততো মাং বিদ্ধি শোভনে ॥ ৯৪

যাতুধান্যুবাচ।

যথোদাহৃতমেতৎ তে ময়ি নাম মহামুনে।
নৈতদ্ ধারয়িতুং শক্যং গচ্ছাবতর পদ্মিনীম্ ॥ ৯৫

অরুন্ধত্যুবাচ

ধরান্ ধরিত্রীং বসুধাং ভর্তুস্তিষ্ঠাম্যনন্তরম্।
মনোঽনুরুন্ধতী ভর্তুরিতি মাং বিদ্ধ্যরুন্ধতীম্ ॥ ৯৬

যাতুধান্যুবাচ।

নামনৈরুক্তমেতৎ তে দুঃখব্যাভাষিতাক্ষরম্।
নৈতদ্ ধারয়িতুং শক্যং গচ্ছাবতর পদ্মিনীম্ ॥ ৯৭

যাতুধানী বলিল—মহর্ষে! আপনার নামের ব্যাখ্যার এক অক্ষরেরও উচ্চারণ করা আমার পক্ষে কঠিন। ইহাকে স্মরণ করিয়া রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। অতএব আপনি যান, পুষ্করিণীতে প্রবেশ করুন। ৯৩

জমদগ্নি বলিলেন,—কল্যাণি! আমি এ জগতে যজ্ঞাদিতে পুনঃ পুনঃ হবির্ভক্ষণকারী দেবতাগণের আহবনীয় অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, সেইজন্য তুমি আমাকে জমদগ্নি নামে বিখ্যাত বলিয়া জানিও। ৯৪

যাতুধানী বলিল,—মহামুনে! আপনি যেভাবে নিজের নামের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা বুঝিয়া ধারণ করিয়া রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। অতএব আপনি যান, পুষ্করিণীতে অবতরণ করুন। ৯৫

অরুন্ধতী বলিলেন,—যাতুধানি! আমি ধর অর্থাৎ পর্ব্বত পৃথিবী ও দ্যুলোককে নিজ শক্তিবলে ধারণ করি। নিজের পতি হইতে কখনও দূরে থাকি না এবং তাহার মনের অনুসারে আচরণ করি, সেইজন্য আমার নাম অরুন্ধতী—ইহা তুমি জানিও। ৯৬

যাতুধানী বলিল,—দেবি! আপনি নিজের নামের যে ব্যাখ্যা করিলেন, তাহার এক অক্ষরেরও উচ্চারণ করা আমার পক্ষে কঠিন কার্য্য, অতএব ইহাকেও আমি ধারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ নই। আপনি যান এবং এই পুষ্করিণীতে অবতরণ করুন। ৯৭

গণ্ডোবাচ।

বক্ত্রৈকদেশে গণ্ডেতি ধাতুমেতং প্রচক্ষতে।
তেনোন্নতেন গণ্ডেতি বিদ্ধি মানলসম্ভবে ॥ ৯৮

যাতুধান্যুবাচ।

নামনৈরুক্তমেতৎ তে দুঃখব্যাভাষিতাক্ষরম্।
নৈতদ্ ধারয়িতুং শক্যং গচ্ছাবতর পদ্মিনীম্ ॥ ৯৯

পশুসখ উবাচ।

পশূন্ রঞ্জামি দৃষ্টাহং পশূনাঞ্চ সদা সখা।
গৌণং পশুসখেত্যেবং বিদ্ধি মামগ্নিসম্ভবে ॥ ১০০

যাতুধান্যুবাচ।

নামনৈরুক্তমেতৎ তে দুঃখব্যাভাষিতাক্ষরম্।
নৈতদ্ ধারয়িতুং শক্যং গচ্ছাবতর পদ্মিনীম্ ॥ ১০১

শুনঃসখ উবাচ।

এভিরুক্তং যথা নাম নাহং বক্তুমিহোৎসহে।
শুনঃসখসখায়ং মাং যাতুধান্যুপধারয় ॥ ১০২

গণ্ডা বলিলেন,—অগ্নি হইতে উৎপন্না কৃত্যে! গডি ধাতু হইতে গণ্ড শব্দের উৎপত্তি হয়, ইহা মুখের একদেশের অর্থাৎ কপোলের বাচক। আমার কপোল (গণ্ড) উন্নত (উচ্চ), সেইজন্য তুমি আমাকে গণ্ডা বলিয়া জানিও। ৯৮

যাতুধানী বলিল,—তোমার নামের ব্যাখ্যার ও অক্ষরের উচ্চারণ করা আমার পক্ষে কঠিন কার্য্য, সেইজন্য ইহাকে ধারণ করিয়া রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। অতএব তুমিও যাও এবং এই পুষ্করিণীতে অবতরণ কর। ৯৯

পশুসখ বলিল,—অগ্নি হইতে উৎপন্না কৃত্যে! আমি পশুগণকে প্রসন্ন রাখি এবং তাহাদের প্রিয় সখা, এই গুণানুসারে আমার নাম পশুসখ হইয়াছে। ১০০

যাতুধানী বলিল,—তুমি নিজের নামের যে ব্যাখ্যা করিলে, তাহার অক্ষরের উচ্চারণ করা আমার পক্ষে কষ্টদায়ক। সেইজন্য ইহাকে স্মরণ করিয়া রাখিতে আমি সমর্থ নই, অতএব তুমি যাও এবং পুষ্করিণীতে প্রবেশ কর। ১০১

শুনঃসখ (সন্ন্যাসী) বলিলেন,—যাতুধানি! এই ঋষিগণ যেভাবে নিজেদের নামসমূহের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলেন, সেইভাবে আমি নিজের নামের তাৎপর্য্য বলিতে পারিব না। তুমি আমাকে ধর্ম্মের সখা মুনিগণের বন্ধু শুনঃসখ বলিয়া জানিও। ১০২

যাতুধান্যুবাচ।

নামনৈরুক্তমেতৎ তে বাক্যং সন্দিগ্ধয়া গিরা।
তস্মাৎ পুনরিদানীং ত্বং ব্রূহি যন্নাম তে দ্বিজ ॥ ১০৩

শুনঃসখ উবাচ।

সকৃদুক্তং ময়া নাম ন গৃহীতং ত্বয়া যদি।
তস্মাৎ ত্রিদণ্ডাভিহতা গচ্ছ ভস্মেতি মা চিরম্ ॥ ১০৪

সা ব্রহ্মদণ্ডকল্পেন তেন মূর্দ্ধি হতা তদা।
কৃত্যা পপাত মেদিন্যাং ভস্ম সা চ জগাম হ ॥ ১০৫

শুনঃসখা চ হত্বা তাং যাতুধানীং মহাবলাম্।
ভুবি ত্রিদণ্ডং বিষ্টভ্য শাদ্বলে সমুপাবিশৎ ॥ ১০৬

ততস্তে মুনয়ঃ সর্বে পুষ্করাণি বিসানি চ।
যথাকামমুপাদায় সমুত্তস্থুর্মুদান্বিতাঃ ॥১০৭

শ্রমেণ মহতা কৃত্বা তে বিসানি কলাপশঃ।
তীরে নিক্ষিপ্য পদ্মিন্যাস্তর্পণং চক্রুরম্ভসা ॥ ১০৮

অথোত্থায় জলাৎ তস্মাৎ সর্বে তে সমুপাগমন্।
নাপশ্যংশ্চাপি তে তানি বিসানি পুরুষর্ষভাঃ ॥ ১০৯

ঋষয় ঊচুঃ

কেন ক্ষুধাপরীতানামস্মাকং পাপকর্মণাম্।
নৃশংসেনাপনীতানি বিসান্যাহারকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥ ১১০

তে শঙ্কমানাস্ত্বন্যোন্যং পপ্রচ্ছু র্দ্বিজসত্তমাঃ।
ত ঊচুঃ সময়ং সর্বে কুর্ম ইত্যরিকর্শন ॥ ১১১

ত উক্ত্বা বাঢ়মিত্যেবং সর্ব এব তদা সমম্।
ক্ষুধার্তাঃ সুপরিশ্রান্তাঃ শপথায়োপচক্রমুঃ ॥ ১১২

অত্রিরুবাচ।

স গাং স্পৃশতু পাদেন সূর্যঞ্চ প্রতিমেহতু।
অনধ্যায়েষধীয়ীত বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥ ১১৩

বসিষ্ঠ উবাচ।

অনধ্যায়ে পঠেল্লোকে শুনঃ স পরিকর্ষতু।
পরিব্রাট্ কামবৃত্তস্তু বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥ ১১৪

শরণাগতং হন্তু স বৈ স্বসুতাং চোপজীবতু।
অর্থান্ কাঙ্ক্ষতু কীনাশাদ্ বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥১১৫

যাতুধানী বলিল,—বিপ্রবর! আপনি সন্দিগ্ধ বাক্যে নিজের নাম বলিলেন। অতএব এখন পুনরায় স্পষ্টভাবে নিজের নামের ব্যাখ্যা করুন। ১০৩

শুনঃসখ বলিলেন,—আমি একবার নিজের নাম বলিয়াছি। উহাতেও যদি তুমি আমার নাম গ্রহণ করিতে না পার, তবে এই প্রমাদবশতঃ আমার এই ত্রিদণ্ডের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া এখনই ভস্ম হইয়া যাও—ইহাতে বিলম্ব না হউক। ১০৪

এই কথা বলিয়া সেই সন্ন্যাসী ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় নিজের ত্রিদণ্ডের দ্বারা তাহার মস্তকে এরূপ আঘাত করিলেন যে, সেই যাতুধানী ভূতলে পতিত হইল এবং ভস্মীভূত হইয়া যাইল। ১০৫

এইভাবে শুনঃসখ সেই মহাবলবতী রাক্ষসীকে বধ করিয়া ত্রিদণ্ডকে ভূতলে রাখিয়া দিলেন এবং স্বয়ংও সেখানে নব তৃণাবচ্ছাদিত ভূমিতে উপবিষ্ট হইলেন। ১০৬

তদনন্তর সেই সব মহর্ষিগণ ইচ্ছানুসারে পদ্ম পুষ্পসমূহ ও মৃণালসকল গ্রহণ করিয়া আনন্দসহকারে সরোবর হইতে উঠিয়া আসিলেন। ১০৭

তারপর অতিশয় পরিশ্রম করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভার (বোঝা) বন্ধন করিলেন এবং তীরে সেই সব রাখিয়া দিয়া সরোবরের জলের দ্বারা তর্পণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১০৮

অনন্তর কিছুকাল পরে যখন সেই সব পুরুষপ্রবরগণ জল হইতে উঠিয়া আসিলেন, তখন তাঁহারা নিজেদের স্থাপিত সেই মৃণালসকল দেখিতে পাইলেন না। ১০৯

তখন ঋষিগণ পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—আরে, আমরা সকলে ক্ষুধায় ব্যাকুল সেইজন্য এখন ভোজন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। এরূপ অবস্থায় কোন্ নির্দয়ী পুরুষ পাপী আমাদের মৃণালসকল চুরি করিল? ১১০

শত্রুসূদন যুধিষ্ঠির! সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ তখন পরস্পরকে সন্দেহ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং শেষে বলিলেন—আমরা সকলে মিলিত হইয়া শপথ করিব। ১১১

শপথের কথা শুনিয়াই তাঁহারা সকলেই বলিয়া উঠিলেন—আচ্ছা, তাহাই হউক। তারপর সেই ক্ষুধাপীড়িত ও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ব্রাহ্মণগণ এক সঙ্গে শপথ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১১২

অত্রি বলিলেন,—যে মৃণাল চুরি করিয়াছে, তাহার গরুকে পদাঘাত করা, সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া প্রস্রাব করা এবং অনধ্যায়ের সময় অধ্যয়ন করায় পাপ হইবে। ১১৩

বসিষ্ঠ বলিলেন,—যে মৃণাল চুরি করিয়াছে, তাহার নিষিদ্ধ সময়ে বেদ পাঠ করা, কুকুর লইয়া শিকার খেলা, সন্ন্যাসী হইয়া যথেচ্ছ আচরণ করা, শরণাগতকে বধ করা, নিজের কন্যাকে বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জন করা এবং কৃষকের ধন অপহরণ করায় পাপ লাগিবে। ১১৪-১১৫

কশ্যপ উবাচ।

সর্ব্বত্র সর্ব্বং লপতু ন্যাসলোপং করোতু চ।
কূটসাক্ষিত্বমভ্যেতু বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥১১৬

বৃথামাংসাশনশ্চাস্তু বৃথাদানং করোতু চ।
যাতু স্ত্রিয়ং দিবা চৈব বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥ ১১৭

ভরদ্বাজ উবাচ।

নৃশংসস্ত্যক্তধর্ম্মাস্তু স্ত্রীষু জ্ঞাতিষু গোষু চ।
ব্রাহ্মণং চাপি জয়তাং বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥ ১১৮

উপাধ্যায়মধঃ কৃত্বা ঋচোঽধ্যেতু যজূংষি চ।
জুহোতু চ স কক্ষাগ্নৌ বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥ ১১৯

জমদগ্নিরুবাচ।

পুরীষমুৎসৃজত্বপ্সু হন্তু গাং চৈব দ্রুহ্যতু।
অনৃতৌ মৈথুনং যাতু বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥ ১২০

দ্বেষ্যো ভার্য্যোপজীবী স্যাদ্ দূরবন্ধুশ্চ বৈরবান্।
অন্যোন্যস্যাতিথিশ্চাস্তু বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥ ১২১

গৌতম উবাচ।

অধীত্য বেদাংস্ত্যজতু ত্রীনগ্নীনপবিধ্যতু।
বিক্রীণাতু তথা সোমং বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥১২২

উদপানপ্লবে গ্রামে ব্রাহ্মণো বৃষলীপতিঃ।
তস্য সালোক্যতাং যাতু বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥১২৩

বিশ্বামিত্র উবাচ।

জীবতো বৈ গুরূন্ ভৃত্যান্ ভরন্তস্য পরে জনাঃ।
অগতির্বহুপুত্রঃ স্যাদ্ বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥ ১২৪

অশুচির্ব্রহ্মকূটোঽস্তু ঋদ্ধ্যা চৈবাপ্যহঙ্কৃতঃ।
কর্ষকো মৎসরী চাস্তু বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥ ১২৫

বর্ষাচরোঽস্তু ভৃতকো রাজ্ঞশ্চাস্তু পুরোহিতঃ।
অযাজ্যস্য ভবেদৃত্বিগ্ বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ ॥১২৬

কশ্যপ বলিলেন,—যে মৃণাল চুরি করিয়াছে, তাহার সকল স্থানে সর্ব্বপ্রকার কথা বলার, অপরের গচ্ছিত (বন্ধক রূপে প্রদত্ত) বস্তু অপহরণ করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার পাপ হইবে। ১১৬

যে মৃণাল চুরি করিয়াছে, তাহার মাংস-ভক্ষণের পাপ হইবে, তাহার দান নিষ্ফল হইয়া যাইবে ও তাহার দিনের বেলায় স্ত্রীসমাগম করার পাপ লাগিবে। ১১৭

ভরদ্বাজ বলিলেন,—যে মৃণাল চুরি করিয়াছে, সেই নির্দ্দয়ী পুরুষের ধর্ম্মত্যাগের পাপ হইবে। সে স্ত্রী, জ্ঞাতি ও গোগণের সহিত পাপপূর্ণ আচরণ করার দোষে দোষী হইবে এবং ব্রাহ্মণকে বাদ-বিবাদে পরাজিত করার পাপে পাপী হইবে। ১১৮

যে মৃণাল চুরি করিয়াছে, তাহার উপাধ্যায়কে (অধ্যাপক বা গুরুকে) নীচে বসাইয়া তাঁহার নিকট হইতে ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করার এবং তৃণাগ্নিতে আহুতি দেওয়ার পাপ হইবে। ১১৯

জমদগ্নি বলিলেন,—যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহার জলে মলত্যাগের পাপ হইবে, গরুকে প্রহার করার ও উহার সহিত দ্রোহ করার এবং ঋতুকাল না হইলেও স্ত্রীর সহিত সমাগম করার পাপ হইবে। ১২০

যে মৃণাল চুরি করিয়াছে, তাহার সকলের সহিত দ্বেষ করার, স্ত্রীর উপার্জনে জীবিকা চালাইবার, ভ্রাতাদি বন্ধু হইতে দূরে থাকিবার, সকলের সহিত শত্রুতা পরিহার করিবার এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত অতিথি হইবার পাপ হইবে। ১২১

গৌতম বলিলেন, যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহার বেদ পাঠ করিয়াও তাহা পরিত্যাগ করার, তিন অগ্নিকে ত্যাগ করার এবং সোমরস বিক্রয় করার পাপ হইবে। ১২২

যে মৃণাল চুরি করিয়াছে, তাহার সেইলোক লাভ হইবে, যাহা একই কূপে জল গ্রহণকারী, গ্রামে বসবাসকারী এবং শূদ্রপত্নীর সহিত সংসর্গকারী ব্রাহ্মণের লাভ হইয়া থাকে। ১২৩

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—যে এই মৃণাল চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার যে পুরুষের জীবিত অবস্থায় তাহার গুরু, মাতা ও পিতাকে অন্য পুরুষে পোষণ করে, সেই পুরুষের যে পাপ হয়, যাহার দুর্গতি হইয়াছে, তাহার যে পাপ এবং যাহার বহু পুত্র হইয়াছে, তাহার যে পাপ হয়, সেই পাপ হয়। ১২৪

যে মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহার অপবিত্র থাকিবার, বেদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার, ধনের গর্ব্ব করার, ব্রাহ্মণ হইয়া কৃষিকার্য্য করার এবং অপরের প্রতি মাৎসর্য্য করায় যে পাপ হয় সেই পাপ হইবে। ১২৫

যে মৃণাল চুরি করিয়াছে, তাহার বর্ষাকলে পরদেশে যাত্রা করার, ব্রাহ্মণ হইয়া বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক কার্য্য করার, রাজার পুরোহিতের এবং যজ্ঞে অনধিকারীকেও যজ্ঞ করাইবার পাপ হইবে। ১২৬

অরুন্ধত্যুবাচ।

নিত্যং পরিভবেচ্ছ্বশ্রূং ভর্তুর্ভবতি দুর্মনাঃ।
একা স্বাদু সমাশ্নাতু বিসস্তৈন্যং করোতি যা॥ ১২৭

জ্ঞাতীনাং গৃহমধ্যস্থা সক্তূনত্তু দিনক্ষয়ে।
অভোগ্যা বীরসূরস্তু বিসস্তৈন্যং করোতি যা॥ ১২৮

গণ্ডোবাচ।

অনৃতং ভাষতু সদা বন্ধুভিশ্চ বিরুধ্যতু।
দদাতু কন্যাং শুল্কেন বিসস্তৈন্যং করোতি যাঃ॥ ১২৯

সাধয়িত্বা স্বয়ং প্রাশেদ্ দাস্যে জীর্য্যতু চৈব হ।
বিকর্মণা প্রমীয়েত বিসস্তৈন্যং করোতি যা। ১৩০

পশুসখ উবাচ।

দাস এব প্রজায়েতামপ্রসূতিরকিঞ্চনঃ।
দৈবতেষ্বনমস্কারো বিসস্তৈন্যং করোতি যঃ॥ ১৩১

শুনঃসখ উবাচ

অধ্বর্যবে দুহিতরং বা দদাতু
ছন্দোগে বা চরিতব্রহ্মচর্য্যো
আথর্বণং বেদমধীত্য বিপ্রঃ
স্নায়ীত বা যো হরতে বিসানি। ১৩২

ঋষয় ঊচুঃ।

ইষ্টমেতদ্ দ্বিজাতীনাং যোঽয়ং তে শপথঃ কৃতঃ।
ত্বয়া কৃতং বিসস্তৈন্যং সর্ব্বেষাং নঃ শুনঃ সখ॥ ১৩৩

শুনঃসখ উবাচ।

ন্যস্তমন্তং ন পশ্যদ্ভির্যদুক্তং কৃতকর্মভিঃ।
সত্যমেতন্ন মিথ্যৈতদ্ বিসস্তৈন্যং কৃতং ময়া॥ ৩৪

ময়া হ্যন্তর্হিতানীহ বিসানীমানি পশ্যত।
পরীক্ষার্থং ভগবতাং কৃতমেবং ময়ানঘাঃ॥ ১৩৫

রক্ষণার্থঞ্চ সর্ব্বেষাং ভবতামহমাগতঃ।
যাতুধানী হ্যতিক্রুদ্ধা কৃত্যৈষা বো বধৈষিণী। ১৩৬

বৃষাদর্ভিপ্রযুক্তৈষা নিহতা মে তপোধনাঃ।
দুষ্টা হিংস্যাদিয়ং পাপা যুষ্মান্ প্রত্যগ্নিসম্ভবা॥ ১৩

অরুন্ধতী বলিলেন,—যে স্ত্রী মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহার প্রতিদিন শাশুড়ীকে তিরস্কার করার, স্বীয় পতির মনে দুঃখ দানের এবং একাকিনীই স্বাদিষ্ট বস্তুসমূহ ভোজন করিবার পাপ হইবে। ১২৭

যে মৃণাল চুরি করিয়াছে, সেই স্ত্রীর জ্ঞাতিকুটুম্বগণকে অপমান করিয়া গৃহে বাস করিবার, দিন অতিবাহিত হইলে পর ছাতু খাইবার, কলঙ্কিনী হওয়ায় পতির উপভোগে না আসিবার এবং ব্রাহ্মণী হইয়াও ক্ষত্রিয়-পত্নীর ন্যায় উগ্র স্বভাববিশিষ্ট বীর পুত্রের জননী হইবার পাপ হইবে। ১২৮

গণ্ডা বলিল,—যে স্ত্রী মৃণাল চুরি করিয়াছে, তাহার সর্ব্বদা মিথ্যা কথা বলার, ভ্রাতাদি বন্ধুগণের সহিত বিরোধ করিবার এবং শুল্ক (পণ) লইয়া কন্যাদানের পাপ হইবে। ১২৯

যে স্ত্রী মৃণাল অপহরণ করিয়াছে, তাহার রন্ধন করিয়া নিজেই ভোজন করিবার, অপরের দাসত্ব করিতে করিতে বৃদ্ধ হইবার এবং পাপকর্ম্ম করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পাপ হইবে। ১৩০

পশুসখ বলিল,—যে মৃণাল চুরি করিয়াছে, সে পরজন্মেও দাসের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবার, সন্তানহীন ও নির্ধন হইবার এবং দেবতাগণকে নমস্কার না করিবার পাপ হইবে। ১৩১

শুনঃসখ বলিলেন,—যিনি মৃণাল চুরি করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রত পূর্ণ করিয়া আগত যজুর্বেদী অথবা সামবেদী বিদ্বান্‌কে কন্যাদান করিবেন কিংবা সেই ব্রাহ্মণ অথর্ববেদের অধ্যয়ন পূর্ণ করত শীঘ্রই স্নাতক হইবেন। ১৩২

ঋষিগণ বলিলেন,—শুনঃসখ! তুমি যে শপথ করিলে, তাহা ত' ব্রাহ্মণের অভীষ্ট। অতএব মনে হইতেছে, আমাদের মৃণাল-সমূহ তুমিই চুরি করিয়াছ। ১৩৩

শুনঃসখ বলিলেন,—মুনিবরগণ! আপনাদের কথা ঠিক। বাস্তবে আপনাদের ভোজন আমিই অন্যত্র রাখিয়া দিয়াছি। আপনারা যখন তর্পণ করিতেছিলেন, তখন আপনাদের দৃষ্টি এদিকে ছিল না, সেই সময়েই আমি এই সব লইয়া অন্যত্র রাখিয়া দিয়াছি। অতএব আপনাদের কথা ঠিক যে, আমি মৃণাল চুরি করিয়াছি। উহা মিথ্যা নহে। প্রকৃতপক্ষে আমিই সেই সব মৃণাল চুরি করিয়াছি। ১৩৪

আমি সেই মৃণালসকলকে এখানে লুকাইয়া রাখিয়াছি। দেখুন, এই সব আপনাদের মৃণাল রহিয়াছে। নিষ্পাপ মুনিগণ! আমি আপনাদের পরীক্ষা করিবার জন্যই এরূপ করিয়াছি। ১৩৫

আমি আপনাদের সকলকে রক্ষা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলাম। এই যাতুধানী অত্যন্ত ক্রূরস্বভাবা এক কৃত্যা ছিল এবং সে আপনাদিগকে বধ করিতে বাসনা করিয়াছিল। ১৩৬

তপোধনগণ! রাজা বৃষাদর্ভি ইহাকে পাঠাইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ! আমি চিন্তা করিলাম যে, অগ্নি হইতে উৎপন্না এই দুষ্টা পাপিনী কৃত্যা কোথাও যেন আপনাদিগকে হিংসা করিতে

তস্মাদস্ম্যাগতো বিপ্রা বাসবং মাং নিবোধত।
অলোভাদক্ষয়া লোকাঃ প্রাপ্তা বৈ সার্বকামিকাঃ ॥ ১৩৮
উত্তিষ্ঠধ্বমিতঃ ক্ষিপ্রং তানবাপ্নুত বৈ দ্বিজাঃ ॥ ১৩৯

ভীষ্ম উবাচ।

ততো মহর্ষয়ঃ প্রীতাস্তথেত্যুক্ত্বা পুরন্দরম্।
সহৈব ত্রিদশেন্দ্রেণ সর্বে জগ্মুস্ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ১৪০
এবমেতে মহাত্মানো ভোগৈর্বহুবিধৈরপি।
ক্ষুধা পরময়া যুক্তাশ্ছন্দ্যমানা মহাদ্যুতিঃ ॥ ১৪১
নৈব লোভং তদা চক্রুস্ততঃ স্বর্গমবাপ্নুবন্ ॥ ১৪২

তস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাসু নরো লোভং বিবর্জয়েৎ।
এষ ধর্মঃ পরো রাজংস্তস্মাল্লোভং বিবর্জয়েৎ ॥ ১৪৩
ইদং নরঃ সুচরিতং সমবায়েষু কীর্তয়ন্।
অর্থভাগী চ ভবতি ন চ দুর্গাণ্যবাপ্নুতে ॥ ১৪৪
প্রীয়ন্তে পিতরশ্চাস্য ঋষয়ো দেবতাস্তথা।
যশোধর্মার্থভাগী চ ভবতি প্রেত্য মানবঃ ॥ ১৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিসস্তৈন্যোপাখ্যানে ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৩

না পারে; সেইজন্য আমি এখানে আসিয়াছি। আপনারা আমাকে ইন্দ্র বলিয়া জানিবেন। আপনারা যে লোভকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার ফলে আপনারা সেই অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইবেন, যাহা সমস্ত কামনা পূর্ণ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ! অতএব এখন আপনারা এখান হইতে উঠুন এবং সত্বর সেই লোক প্রাপ্ত হউন। ১৩৭-১৩৯

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষিগণ প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহারা দেবরাজকে 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইলেন। তারপর তাঁহারা সকলেই দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিলেন। ১৪০

এইভাবে সেই মহাত্মাগণ অত্যন্ত ক্ষুধিত হইলেও এবং মহাপুরুষগণের দ্বারা নানাপ্রকার ভোগসমূহে প্রলোভিত হইতে থাকিলেও সেই সময় লোভ করেন নাই। ইহার দ্বারা তাঁহারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলেন। ১৪১-১৪২

রাজন্! সেইজন্য মানুষ সকল অবস্থাতেই লোভ পরিত্যাগ করিবেন; কারণ, ইহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অতএব লোভকে অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত। ১৪৩

যে মানুষ জনসমুদায়ের মধ্যে এই পবিত্র চরিত্র কীর্তন করিবেন, তিনি ধন ও মনোবাঞ্ছিত বস্তু প্রাপ্ত হইবেন এবং কখনও দুর্গম সঙ্কট প্রাপ্ত হইবেন না। ১৪৪

তাঁহার উপর দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ সকলেই প্রসন্ন হন। সেই মানুষ ইহলোকে যশ, ধর্ম ও ধনভাগী হইয়া থাকেন এবং মৃত্যুর পর তাঁহার স্বর্গলোক সুলভ হয়।

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে মৃণালচুরির উপাখ্যানবিষয়ক ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রহ্মসরোবরতীর্থে অগস্ত্যস্য পদ্মপুষ্পসমূহানামপহৃতে সতি ব্রহ্মর্ষীণাং রাজর্ষীণাঞ্চ ধর্মোপদেশপূর্বশপথগ্রহণম্, ধর্মজ্ঞানমুদ্দিশ্যাপহৃতানাং পদ্মপুষ্পাণাং প্রত্যর্পণঞ্চ]

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যদ্ বৃত্তং তীর্থযাত্রায়াং শপথং প্রতি তচ্ছৃণু ॥ ১
পুষ্করার্থং কৃতং স্তৈন্যং পুরা ভরতসত্তম
রাজর্ষিভির্মহারাজ তথৈব চ দ্বিজর্ষিভিঃ ॥ ২

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

[ব্রহ্মসরোবরতীর্থে অগস্ত্যের পদ্মসমূহ চুরি হইলে পর ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণের ধর্মোপদেশপূর্ণ শপথগ্রহণ এবং ধর্মজ্ঞানের উদ্দেশ্যে অপহৃত পদ্মসমূহের প্রত্যর্পণ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস শিষ্ট পুরুষগণ উদাহরণ দিয়া থাকেন। তীর্থযাত্রার প্রসঙ্গে এইভাবে শপথ গ্রহণ করিয়া যে বৃত্তান্ত সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ১

ভরতবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের মধ্যে প্রধান মহারাজ যুধিষ্ঠির! পুরাকালে কিছু রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিও এইভাবে পদ্মের জন্য চুরি করিয়াছিলেন। ২

ঋষয়ঃ সমেতাঃ পশ্চিমে বৈ প্রভাসে
সমাগতা মন্ত্রমমন্ত্রয়ন্ত।
চরাম সর্বাং পৃথিবীং পুণ্যতীর্থাং
তন্নঃ কামং হন্ত গচ্ছাম সর্বে ॥ ৩

শুক্রোঽঙ্গিরাশ্চৈব কবিশ্চ বিদ্বাং-
স্তথা হ্যগস্ত্যো নারদ-পর্বতৌ চ।
ভৃগুর্বসিষ্ঠঃ কশ্যপো গৌতমশ্চ
বিশ্বামিত্রো জমদগ্নিশ্চ রাজন্ ॥ ৪

ঋষিস্তথা গালবোঽথাষ্টকশ্চ
ভরদ্বাজোঽরুন্ধতী বালখিল্যাঃ।
শিবির্দিলীপো নহুষোঽম্বরীষো
রাজা যযাতির্ধুন্ধুমারোঽথ পুরুঃ ॥ ৫

জগ্মুঃ পুরস্কৃত্য মহানুভাবং
শতক্রতুং বৃত্রহণং নরেন্দ্রাঃ।
তীর্থানি সর্বাণি পরিক্রমন্তো
মাঘ্যাং যযুঃ কৌশিকীং পুণ্যতীর্থাম্ ॥ ৬

সর্বেষু তীর্থেষ্বধূতপাপা
জগ্মুস্ততো ব্রহ্মসরঃ সুপুণ্যম্।
দেবস্য তীর্থে জলমগ্নিকল্পা
বিগাহ্য তে ভুক্তবিসপ্রসূনাঃ ॥ ৭

কেচিদ্ বিসান্যখনংস্তত্র রাজ-
ন্নন্যে মৃণালান্যখনংস্তত্র বিপ্রাঃ।
অথাপশ্যন্ পুষ্করং তে হ্রিয়ন্তং
হ্রদাদগস্ত্যেন সমুদ্ধৃতং তৎ ॥ ৮

তানাহ সর্বানৃষিমুখ্যানগস্ত্যঃ
কেনাদত্তং পুষ্করং মে সুজাতম্।
যুষ্মান্ শঙ্কে পুষ্করং দীয়তাং মে
ন বৈ ভবন্তো হর্তুমর্হন্তি পদ্মম্ ॥ ৯

শৃণোমি কালো হিংসতে ধর্মবীর্য্যং
সোঽয়ং প্রাপ্তো বর্ত্ততে ধর্মপীড়া।
পুরাধর্মো বর্ত্ততে নেহ যাবৎ
তাবদ্ গচ্ছামঃ সুরলোকং চিরায় ॥ ১০

পুরা বেদান্ ব্রাহ্মণা গ্রামমধ্যে
ঘুষ্টস্বরা বৃষলান্ শ্রাবয়ন্তি।
পুরা রাজা ব্যবহারেণ ধর্মান্
পশ্যত্যহং পরলোকং ব্রজামি ॥ ১১

পশ্চিম সমুদ্রের তীরে প্রভাসতীর্থে বহু ঋষি একত্রে সমবেত হইয়াছিলেন। সেই সমাগত ঋষিগণ পরস্পর এই পরামর্শ করিলেন যে, আমরা অনেক পুণ্যতীর্থে পূর্ণ এই সম্পূর্ণ পৃথিবীতে বিচরণ করিব। ইহাই আমাদের সকলের অভিলাষ। অতএব আমরা সকলে একসঙ্গে পৃথিবীভ্রমণে যাত্রা করিব ॥ ৩

রাজন্! এরূপ নিশ্চয় করত শুক্র, অঙ্গিরা, বিদ্বান্ কবি, অগস্ত্য, নারদ, পর্বত, ভৃগু, বসিষ্ঠ, কশ্যপ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, গালবমুনি, অষ্টক, ভরদ্বাজ, অরুন্ধতী, বালখিল্যগণ, শিবি, দিলীপ, নহুষ, অম্বরীষ, রাজা যযাতি, ধুন্ধুমার ও পুরু—এই সব রাজর্ষি এবং ব্রহ্মর্ষিগণ মহাপ্রভাব বৃত্রহন্তা শতক্রতু ইন্দ্রকে অগ্রে করত যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সকল তীর্থে ভ্রমণ করিতে করিতে মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পুণ্যসলিলা কৌশিকী নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪-৬

এইভাবে সেখানের সমস্ত তীর্থে স্নানের দ্বারা পাপক্ষালন করত ঋষিগণ সেই স্থান হইতে পরম পবিত্র ব্রহ্মসরতীর্থে গমন করিলেন। সেই অগ্নিতুল্য তেজস্বী ঋষিগণ সেখানের জলে স্নান করত মৃণাল আহার করিলেন ॥ ৭

রাজন্! কিছু ঋষি সেখানে খনন করিয়া কুমুদের মৃণাল উত্তোলন করিতে লাগিলেন। কিছু ব্রাহ্মণ খনন করিয়া পদ্মের মৃণাল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে অগস্ত্য সেই পুষ্করিণী হইতে যত পদ্ম তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই পদ্ম সহসা অপহৃত হইল। ইহা তখন সকলেই দেখিলেন ॥ ৮

তখন অগস্ত্য সেই সমস্ত ঋষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে আমার সুন্দর পদ্ম পুষ্প লইয়াছেন? আমি আপনাদের সকলের উপর সন্দেহ করিতেছি। আমার পদ্ম প্রদান করুন। আপনাদের ন্যায় সাধু পুরুষগণের পক্ষে পদ্মপুষ্প চুরি করা উচিত নয় ॥ ৯

শুনিতেছি যে, কাল ধর্মের শক্তিকে নষ্ট করিয়া দেয়। সেই কালই এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। সেইজন্যই ধর্মের হানি হইয়াছে অর্থাৎ অন্তেয়-ধর্ম লোপ পাইতেছে। অতএব এজগতে অধর্মের বিস্তার না হউক, তাহার পূর্বেই আমরা চিরকালের জন্য স্বর্গলোকে চলিয়া যাইব ॥ ১০

আগামী কালে ব্রাহ্মণগণ গ্রামের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠ করত শূদ্রদিগকে শুনাইতে থাকিবেন এবং রাজা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ধর্মকে দেখিবেন, অতএব ইহার পূর্বেই আমি পরলোকে গমন করিব ॥ ১১

পুরা যয়ান্ প্রত্যবরান্ গরীয়সো
যাবন্নরা নাবমংস্যন্তি সর্বে ।
তমোত্তরং যাবদিদং ন বর্ততে
তাবদ্ ব্রজামি পরলোকং চিরায় ॥ ১২

পুরা প্রপশ্যামি পরেণ মর্ত্যান্
বলীয়সা দুর্বলান্ ভুজ্যমানান্ ।
তস্মাদ্ যাস্যামি পরলোকং চিরায়
ন হ্যুৎসহে দ্রষ্টুমিহ জীবলোকম্ ॥ ১৩

তমাহুরার্তা ঋষয়ো মহর্ষিং
ন তে বয়ং পুষ্করং চোরয়ামঃ ।
মিথ্যাভিষঙ্গো ভবতা নঃ কার্য্যঃ
শপাম তীক্ষ্ণৈঃ শপথৈর্মহর্ষে ॥ ১৪

তে নিশ্চিতাস্তত্র মহর্ষয়স্তু
সম্পশ্যন্তো ধর্মমেতং নরেন্দ্রাঃ ।
ততোঽশপন্ত শপথান্ পর্য্যায়েণ
সহৈব তে পার্থিব পুত্রপৌত্রৈঃ ॥ ১৫

যতক্ষণ সমস্ত শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ মহাপুরুষদিগকে নীচ পুরুষসকলের ন্যায় অবহেলা না করিবেন এবং যতক্ষণ এ সংসারে অজ্ঞানজনিত তমোগুণের বাহুল্য না হইবে, তাহার পূর্বেই আমি চিরকালের জন্য পরলোকে গমন করিব ॥ ১২

পরবর্তী কালে বলবান্ মানুষ দুর্বল মনুষ্যদিগকে নিজের উপভোগে ব্যবহার করিবে; এই বিষয় আমি এখন হইতেই দেখিতে পাইতেছি। সেইজন্য আমি চিরকালের জন্য পরলোকে গমন করিব। এ সংসারে থাকিয়া আমি এই জীবজগতের এইরূপ দুরবস্থা দেখিতে পারিব না ॥ ১৩

ইহা শুনিয়া ঋষিগণ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং অগস্ত্যকে বলিলেন,—মহর্ষে! আমরা আপনার পদ্ম চুরি করি নাই। আপনি আমাদের উপর মিথ্যা কলঙ্কলেপন করিবেন না। আমরা আমাদের সত্যতার প্রমাণের জন্য কঠোর কঠোর শপথ করিতে পারি ॥ ১৪

পৃথ্বীনাথ! তদনন্তর সেই সব মহর্ষি এবং নরপতিগণ সেখানে কিছু পরামর্শ করিয়া এই ধর্মের উপর দৃষ্টি স্থাপন করত পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত পর্য্যায়ক্রমে শপথ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

ভৃগু বলিলেন,—মুনে! যে আপনার পদ্ম চুরি করিয়াছে, সে কর্কশ বাক্য শুনিয়া তাহার পরিবর্তে কর্কশ বাক্য বলুক,

ভৃগুরুবাচ ।

প্রত্যাক্রোশেদিহাক্রুষ্টস্তাড়িতঃ প্রতিতাড়য়েৎ ।
খাদেচ্চ পৃষ্ঠমাংসানি যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ১৬

বসিষ্ঠ উবাচ ।

অস্বাধ্যায়পরো লোকে শ্বানঞ্চ পরিকর্ষতু ।
পুরে চ ভিক্ষুর্ভবতু যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ১৭

কশ্যপ উবাচ ।

সর্বত্র সর্বং পণতু ন্যাসে লোভং করোতু চ ।
কূটসাক্ষিত্বমভ্যেতু যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ১৮

গৌতম উবাচ ।

জীবত্বহঙ্কৃতো বুদ্ধ্যা বিষমেণাসমেন সঃ ।
কর্ষকো মৎসরী চাস্তু যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ১৯

অঙ্গিরা উবাচ ।

অশুচির্ব্রহ্মকূটোঽস্তু শ্বানঞ্চ পরিকর্ষতু ।
ব্রহ্মহানিকৃতিশ্চাস্তু যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ২০

প্রহারপ্রাপ্ত হইয়া তাহার পরিবর্তে স্বয়ংও প্রহার করুক এবং অপরের পৃষ্ঠমাংস* ভক্ষণ করুক অর্থাৎ পূর্বোক্ত পাপভাগী হইবে ॥ ১৬

বসিষ্ঠ বলিলেন,—যে আপনার পদ্ম চুরি করিয়াছে, সে স্বাধ্যায় হইতে বিমুখ হইয়া যাউক। কুকুরের সহিত শিকার করুক এবং গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিতে থাকুক ॥ ১৭

কশ্যপ বলিলেন,—যে আপনার পদ্ম চুরি করিয়াছে, সে সর্বস্থানে সর্বপ্রকার বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় করুক। সে অপরের গচ্ছিত বস্তু গ্রহণ করিবার লোভ করুক এবং মিথ্যা সাক্ষ্যদান করুক অর্থাৎ এই সব পাপে পাপভাগী হউক ॥ ১৮

গৌতম বলিলেন,—যে আপনার পদ্ম চুরিয়াছে, সে অহঙ্কারী, বিষম (বেইমান) ও অযোগ্যের সঙ্গ করুক, কৃষিকার্য্যকারী এবং ঈর্ষ্যাযুক্ত হইয়া জীবন অতিবাহিত করুক ॥ ১৯

অঙ্গিরা বলিলেন,—যে আপনার কমল অপহরণ করিয়াছে, সে অপবিত্র, বেদকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী এবং ব্রহ্মহত্যাকারী হউক ও নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করুক। কেবল ইহাই নহে, সে নিজের কুকুরের সহিত শিকার করিতে করিতে সর্বত্র পরিভ্রমণ করুক অর্থাৎ এই সব পাপের অধিকারী হউক ॥ ২০

* পৃষ্ঠমাংসের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মহামতি নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন,—পৃষ্ঠের দ্বারা ভারবহনকারী অশ্ব, বৃষভ ও উষ্ট্রাদির মাংস।

ধুন্ধুমার উবাচ।
অকৃতজ্ঞশ্চ মিত্রাণাং শূদ্রায়াঞ্চ প্রজায়তু।
একঃ সম্পন্নমশ্নাতু যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ২১

পূরুরুবাচ।
চিকিৎসায়াং প্রচরতু ভার্য্যয়া চৈব পুষ্যতু।
শ্বশুরাত্তস্য বৃত্তিঃ স্যাদ্ যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ২২

দিলীপ উবাচ।
উদপানপ্লবে গ্রামে ব্রাহ্মণো বৃষলীপতিঃ।
তস্য লোকান্ স ব্রজতু যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ২৩

শুক্র উবাচ।
বৃথামাংসং সমশ্নাতু দিবা গচ্ছতু মৈথুনম্।
প্রেষ্যো ভবতু রাজ্ঞশ্চ যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ২৪

জমদগ্নিরুবাচ।
অনধ্যায়েষ্বধীয়ীত মিত্রং শ্রাদ্ধে চ ভোজয়েৎ।
শ্রাদ্ধে শূদ্রস্য চাশ্নীয়াদ্ যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ২৫

শিবিরুবাচ।
অনাহিতাগ্নির্ম্রিয়তাং যজ্ঞে বিঘ্নং করোতু চ।
তপস্বিভির্বিরুধ্যেচ্চ যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ২৬

যযাতিরুবাচ।
অনৃতৌ চ ব্রতী চৈব ভার্য্যায়াং স প্রজায়তু।
নিরাকরোতু বেদাংশ্চ যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ২৭

নহুষ উবাচ।
অতিথির্গৃহসংস্থোঽস্তু কামবৃত্তস্তু দীক্ষিতঃ।
বিদ্যাং প্রযচ্ছতু ভৃতো যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥২৮

অম্বরীষ উবাচ।
নৃশংসস্ত্যক্তধর্ম্মোঽস্তু স্ত্রীষু জ্ঞাতিষু গোষু চ।
নিহন্তু ব্রাহ্মণং চাপি যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ২৯

নারদ উবাচ।
গূঢ়জ্ঞানী বহিঃশাস্ত্রং পঠতাং বিস্বরম্ পদম্।
গরীয়সোঽবজানাতু যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ৩০

নাভাগ উবাচ।
অনৃতং ভাষতু সদা সদ্ভিশ্চৈব বিরুধ্যতু।
শুল্কেন তু দদৎ কন্যাং যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ৩১

ধুন্ধুমার বলিলেন,—যে আপনার পদ্ম চুরি করিয়াছে, সে নিজের মিত্রের উপকার স্বীকার না করুক। শূদ্র জাতির স্ত্রী হইতে সন্তান উৎপন্ন করুক এবং একাকীই ঘাদিষ্ট অন্ন ভোজন করুক। অর্থাৎ এই সব পাপের ফলভাগী হউক। ২১

পূরু বলিলেন,—যে আপনার পদ্ম চুরি করিয়াছে, সে চিকিৎসার ব্যবসা করুক অর্থাৎ বৈদ্য বা ডাক্তার হউক। স্ত্রী উপার্জিত অন্নে পালিত হউক এবং শ্বশুরালয়ের ধনে জীবননির্ব্বাহ করুক। ২২

দিলীপ বলিলেন,—যে আপনার কমল অপহরণ করিয়াছে, সে এক কূপে সকলের সহিত জল গ্রহণকারী গ্রামে থাকিয়া শূদ্র-জাতির স্ত্রীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর যে দুঃখদায়ক লোকে গতি হয়, সেই লোকে গমন করুক। ২৩

শুক্র বলিলেন,—যে আপনার পদ্ম চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার মাংস ভোজনের, দিনের বেলায় স্ত্রীসঙ্গ করার এবং রাজার ভৃত্য হওয়ার পাপ হউক। ২৪

জমদগ্নি বলিলেন,—যে ব্যক্তি আপনার পদ্ম অপহরণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি নিষিদ্ধকালে অধ্যয়ন করুক, মিত্রকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাক এবং স্বয়ংও শূদ্রের শ্রাদ্ধে ভোজন করুক। ২৫

শিবি বলিলেন,—যে আপনার কমল চুরি করিয়াছে, সে অগ্নিহোত্র না করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হউক, যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করুক এবং তপস্বী জনগণের সহিত বিরোধ করুক অর্থাৎ এইসব পাপের সে ফলভাগী হউক। ২৬

যযাতি বলিলেন,—যে আপনার পদ্ম চুরি করিয়াছে, সে ব্রতধারী হইয়াও ঋতুকালের অতিরিক্ত সময়েও স্ত্রীসমাগম করুক এবং বেদমতকে খণ্ডন করুক অর্থাৎ এই সব পাপের ফলভাগী হউক। ২৭

নহুষ বলিলেন,—যে আপনার পদ্ম চুরি করিয়াছে, সে সন্ন্যাসী হইয়াও গৃহে বাস করুক, যজ্ঞের দীক্ষাগ্রহণ করিয়াও স্বেচ্ছাচারী হউক এবং বেতন লইয়া বিদ্যাদান করুক। ২৮

অম্বরীষ বলিলেন,—যে আপনার কমল অপহরণ করিয়াছে, সে ক্রূরস্বভাব হইয়া যাউক। স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব ও গোগণের প্রতি নিজের ধর্ম্মপালন না করুক এবং ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হউক।২৯

নারদ বলিলেন,—যে আপনার পদ্ম চুরি করিয়াছে, সে দেহরূপী গৃহকেই আত্মা বলিয়া মনে করুক, মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া শাস্ত্র পাঠ করুক, স্বরহীন পদ উচ্চারণ করুক এবং গুরুজনগণের অপমান করিতে থাকুক। ৩০

নাভাগ বলিলেন—যে আপনার কমল অপহরণ করিয়াছে, তাহার সর্ব্বদা মিথ্যা বলিবার, সৎপুরুষগণের সহিত বিরোধ

কবিরুবাচ।
পদ্ভ্যাং স গাং তাড়য়তু সূর্য্যঞ্চ প্রতিমেহতু।
শরণাগতং সন্ত্যজতু যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥৩২

বিশ্বামিত্র উবাচ।
করোতু ভৃতকোঽবর্ষাং রাজ্ঞশ্চাস্তু পুরোহিতঃ।
ঋত্বিগস্তু হ্যযাজ্যস্য যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ৩৩

পর্ব্বত উবাচ।
গ্রামে চাধিকৃতঃ সোঽস্তু খরযানেন গচ্ছতু।
শুনঃ কর্ষতু বৃত্ত্যর্থে যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ৩৪

ভরদ্বাজ উবাচ।
সর্ব্বপাপসমাদানং নৃশংসে চানৃতে চ যৎ।
তৎ তস্যাস্তু সদা পাপং যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ৩৫

অষ্টক উবাচ।
স রাজাস্ত্বকৃতপ্রজ্ঞঃ কামবৃত্তশ্চ পাপকৃৎ।
অধর্ম্মেণাভিশাস্তূর্ব্বীং যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ৩৬

গালব উবাচ।
পাপিষ্ঠেভ্যো হ্যনর্ঘার্হঃ স নরোঽস্তু স্বপাপকৃৎ।
দত্বা দানং কীর্ত্তয়তু যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ৩৭

অরুন্ধত্যুবাচ।
শ্বশ্র্বাপবাদং বদতু ভর্ত্তুর্ভবতু দুর্ম্মনাঃ।
একা স্বাদু সমশ্নাতু যা তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ৩৮

বালখিল্যা ঊচুঃ।
একপাদেন বৃত্ত্যর্থং গ্রামদ্বারে স তিষ্ঠতু।
ধর্ম্মজ্ঞস্ত্যক্তধর্ম্মাস্তু যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥৩৯

শুনঃসখ উবাচ।
অগ্নিহোত্রমনাদৃত্য স সুখং স্বপতু দ্বিজঃ।
পরিব্রাট্ কামবৃত্তোঽস্তু যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ৪০

সুরভ্যুবাচ।
বালজেন নিদানেন কাংস্যং ভবতু দোহনম্।
দুহ্যেত পরবৎসেন যা তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ৪১

ভীষ্ম উবাচ।
ততস্তু তৈঃ শপথৈঃ শপ্যমানৈ—
র্নানাবিধৈর্বহুভিঃ কৌরবেন্দ্র।
সহস্রাক্ষো দেবরাট্ সম্প্রহৃষ্টঃ
সমীক্ষ্য তং কোপনং বিপ্রমুখ্যম্ ॥ ৪২

করিবার এবং শুল্ক (পণ) লইয়া কন্যা বিক্রয় করিবার পাপ হউক। ৩১

কবি বলিলেন,—যে ব্যক্তি আপনার পদ্ম চুরি করিয়াছে, তাহার গোকে পদাঘাত করিবার, সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া প্রস্রাব করিবার এবং শরণাগতকে ত্যাগ করিবার পাপ হউক। ৩২

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—যে আপনার কমল অপহরণ করিয়াছে, সে বৈশ্যের ভৃত্য হইয়া তাহার ক্ষেত্রে বর্ষা হইবার বাধাদান করুক। সে রাজার পুরোহিত হউক। ৩৩

পর্ব্বত বলিলেন,—যে আপনার পদ্ম চুরি করিয়াছে, সে গ্রামের মুখ্য হউক, গাধাযোজিত যানে যাতায়াত করুক এবং জীবিকার জন্য কুকুরের সহিত শিকার করুক। ৩৪

ভরদ্বাজ বলিলেন,—যে ব্যক্তি আপনার পদ্ম অপহরণ করিয়াছে, সেই পাপীর নির্দ্দয়ী ও অসত্যবাদী মনুষ্যগণের মধ্যে স্থিত সমস্ত পাপই সদা হউক। ৩৫

অষ্টক বলিলেন,—যে আপনার কমল হরণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি মন্দমতি, স্বেচ্ছাচারী ও পাপাত্মা রাজা হইয়া অধর্ম্মপূর্ব্বক এই পৃথিবী শাসন করুক। ৩৬

গালব বলিলেন,—যে আপনার পদ্ম চুরি করিয়াছে, সে মহাপাপীদিগের মধ্যেও অধিক মহাপাপী হইয়া অনাদরণীয় হউক। সে স্বজনগণেরও অপকার করুক এবং দান করিয়া নিজেই তাহার প্রশংসা করুক। ৩৭

অরুন্ধতী বলিলেন,—যে স্ত্রী আপনার কমল হরণ করিয়াছে, সে নিজের শাশুড়ীর নিন্দা করুক, পতির প্রতি নিজের মনে দুর্ভাবনা রাখুক এবং একাকিনীই স্বাদিষ্ট অন্ন ভোজন করুক। ৩৮

বালখিল্যগণ বলিলেন,—যে আপনার পদ্ম চুরি করিয়াছে, সে নিজের জীবিকার জন্য গ্রামদ্বারে একপদে দাঁড়াইয়া থাকুক এবং ধর্ম্ম জানিয়াও তাহাকে পরিত্যাগ করুক। ৩৯

শুনঃসখ বলিলেন,—যে আপনার কমল হরণ করিয়াছে, সে দ্বিজ হইয়াও প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে অগ্নিহোত্রকে অবহেলা করিয়া সুখের সহিত শয়ন করুক এবং সন্ন্যাসী হইয়াও স্বেচ্ছাচারী হউক। ৪০

সুরভি বলিলেন,—যে ধেনু আপনার পদ্ম হরণ করিয়াছে, তাহার পদদ্বয়কে পুচ্ছজাত লোমের রজ্জুতে বাঁধা হউক, তাহার দুগ্ধদোহন করিবার জন্য তাম্রনির্ম্মিত দোহনপাত্র হউক এবং অন্য ধেনুর বৎসের দ্বারা দুগ্ধ দোহন করা হউক। ৪১

ভীষ্ম বলিলেন,—কৌরবেন্দ্র যুধিষ্ঠির! এইভাবে যখন সকলেই নানাপ্রকার শপথবাক্যের দ্বারা বহুভাবে শপথ করিলেন, তখন সহস্রলোচন দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং সেই

তথাব্রবীন্মঘবা প্রত্যয়ং স্বং
সমাগতাস্তানৃষিং জাতরোষম্ ।
ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষি-নৃপর্ষিমধ্যে
যং তং নিবোধেহ মমাত্ত রাজন্ ॥ ৪৩

শক্র উবাচ ।

অধ্বর্য্যবে দুহিতরং দদাতু
ছন্দোগে বা চরিতব্রহ্মচর্য্যে ।
আথর্ব্বণং বেদমধীত্য বিপ্রঃ
স্নায়ীত যঃ পুষ্করমাদদাতি ॥ ৪৪
সর্ব্বান্ বেদানধীয়ীত পুণ্যশীলোঽস্তু ধার্ম্মিকঃ ।
ব্রহ্মণঃ সদনং যাতু যস্তে হরতি পুষ্করম্ ॥ ৪৫

অগস্ত্য উবাচ ।

আশীর্ব্বাদস্ত্বয়া প্রোক্তঃ শপথো বলসূদন ।
দীয়তাং পুষ্করং মহ্যমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৪৬

ইন্দ্র উবাচ ।

ন ময়া ভগবল্লোভাদ্ধৃতং পুষ্করমত্ত বৈ ।
ধর্ম্মাংস্তু শ্রোতুকামেন হৃতং ন ক্রোদ্ধুমর্হসি ॥ ৪৭
ধর্ম্মশ্রুতিসমুৎকর্ষো ধর্ম্মসেতুরনাময়ঃ ।
আর্ষো বৈ শাশ্বতো নিত্যমব্যয়োঽয়ং ময়া শ্রুতঃ ॥ ৪৮
তদিদং গৃহ্যতাং বিদ্বন্ পুষ্করং দ্বিজসত্তম ।
অতিক্রমং মে ভগবন্ ক্ষন্তুমর্হস্যনিন্দিত ॥ ৪৯
ইত্যুক্তঃ স মহেন্দ্রেণ তপস্বী কোপনো ভৃশম্ ।
জগ্রাহ পুষ্করং ধীমান্ প্রসন্নশ্চাভবন্মুনিঃ ॥ ৫০
প্রযযুস্তে ততো ভূয়স্তীর্থানি বনগোচরাঃ ।
পুণ্যেষু তীর্থেষু তথা গাত্রাণ্যাপ্লাবয়স্ত তে ॥ ৫১
আখ্যানং য ইদং যুক্তঃ পঠেৎ পর্ব্বণি পর্ব্বণি ।
ন মূর্খং জনয়েৎ পুত্রং ন ভবেচ্চ নিরাকৃতিঃ ॥ ৫২
ন তমাপৎ স্পৃশেৎ কাচিদ্ বিজ্বরো ন জরাবহঃ ।
বিরজাঃ শ্রেয়সা যুক্তঃ প্রেত্য স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৩

বিপ্রবর অগস্ত্যকে কুপিত হইতে দেখিয়া উঁহার সম্মুখে প্রকটিত হইলেন ॥ ৪২

রাজন্! ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণের মধ্যে কুপিত মহর্ষি অগস্ত্যকে সম্বোধন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র নিজের যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ৪৩

ইন্দ্র বলিলেন,—ব্রহ্মন্! যিনি আপনার কমল গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পূর্ণ করিয়া সমাগত যজুর্ব্বেদী অথবা সামবেদী বিদ্বান্ ব্যক্তিকে কন্যাদান করুন। অথবা সেই ব্রাহ্মণ অথর্ব্ববেদের অধ্যয়ন পূর্ণ করিয়া শীঘ্রই স্নাতক হউন ॥ ৪৪

যিনি আপনার পদ্ম অপহরণ করিয়াছেন, তিনি সম্পূর্ণ বেদসকল অধ্যয়ন করুন। পুণ্যাত্মা ও ধার্ম্মিক হইয়া মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে গমন করুন ॥ ৪৫

অগস্ত্য বলিলেন,—বলনাশী ইন্দ্র! আপনি যে শপথ করিলেন, তাহা ত' আশীর্ব্বাদস্বরূপ। অতএব আপনিই আমার পদ্ম অপহরণ করিয়াছেন, সুতরাং সেই পদ্ম আমাকে প্রদান করুন। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম ॥ ৪৬

ইন্দ্র বলিলেন,—ভগবন্! আমি লোভবশতঃ আপনার কমল গ্রহণ করি নাই। আপনাদের নিকট হইতে ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, সেইহেতু এই পদ্ম অপহরণ করিয়াছি। অতএব আমার প্রতি ক্রোধ করিবেন না ॥ ৪৭

আজ আমি আপনাদের নিকট হইতে সেই আর্য্য সনাতন ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি, যাহা নিত্য অবিকারী, অনাময় ও সংসার সাগর পার হইবার জন্য সেতু-স্বরূপ। ইহার দ্বারা ধার্ম্মিক শ্রুতিসমূহের উৎকর্ষ সিদ্ধ হয় ॥ ৪৮

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বিদ্বন্! এখন আপনি আপনার এই কমল গ্রহণ করুন। ভগবন্! অনিন্দনীয় মহর্ষে! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৪৯

মহেন্দ্র এই কথা বলিলে পর সেই ক্রোধী তপস্বী জ্ঞানী অগস্ত্যমুনি অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং ইন্দ্রের নিকট হইতে নিজের সেই পদ্ম গ্রহণ করিলেন ॥ ৫০

তদনন্তর সেই সব ব্যক্তিগণ বনের পথ দিয়া পুনরায় তীর্থযাত্রা আরম্ভ করিলেন এবং পুণ্য তীর্থসমূহে গমন করত দেহ নিমজ্জিত করিয়া স্নান করিতে লাগিলেন ॥ ৫১

যে ব্যক্তি প্রত্যেক পর্ব্বের সময় একাগ্রচিত্ত হইয়া এই পবিত্র উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি কখনও মূর্খ পুত্রের জন্মদান করেন না এবং স্বয়ংও কোনও অঙ্গহীন বা অসফল মনোরথ হন না ॥ ৫২

তাহার উপর কখনও বিপদপাত হয় না। তিনি চিন্তাহীন হন এবং রাগশূন্য হইয়া কল্যাণভাগী হন ও মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গমন করেন ॥ ৫৩

যস্ত শাস্ত্রমধীয়ীত ঋষিভিঃ পরিপালিতম্।
স গচ্ছেদ্ ব্রাহ্মণো লোকমব্যয়ঞ্চ নরোত্তম ॥ ৫৪

নরশ্রেষ্ঠ! যিনি ঋষিগণ কর্তৃক সুরক্ষিত এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তিনি অবিনাশী ব্রহ্মধামে গমন করিয়া থাকেন। ৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্মপর্ব্বণি শপথবিধির্নাম চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে শপথবিধি নামক চতুর্নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ছত্রোপানহামুৎপত্তিঃ, দানবিষয়ে যুধিষ্ঠিরস্য প্রশ্নঃ, সূর্য্যস্য প্রচণ্ডকিরণতাপেন রেণুকায়া মস্তক-পাদদ্বয়েষু সন্তপ্তেষু সূর্য্যস্যোপরি জমদগ্নেঃ ক্রোধঃ, বিপ্ররূপধারিণা সূর্য্যেণ সহ বার্ত্তালাপশ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যদিদং শ্রাদ্ধকৃত্যেষু দীয়তে ভরতর্ষভ।
ছত্রং চোপানহৌ চৈব কেনৈতৎ সম্প্রবর্ত্তিতম্ ॥ ১
কথং চৈতৎ সমুৎপন্নং কিমর্থং চৈব দীয়তে।
ন কেবলং শ্রাদ্ধকৃত্যে পুণ্যকেষ্বপি দীয়তে ॥ ২
বহুষ্বপি নিমিত্তেষু পুণ্যমাশ্রিত্য দীয়তে।
এতদ্ বিস্তরশো রাজন্ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ।

শৃণু রাজন্নবহিতশ্ছত্রোপানহবিস্তরম্।
যথৈতৎ প্রথিতং লোকে তথা চৈতৎ প্রবর্ত্তিতম্ ॥ ৪
যথা চাক্ষয্যতাং প্রাপ্তং পুণ্যতাঞ্চ যথাগতম্।
সর্ব্বমেতদশেষেণ প্রবক্ষ্যামি নরাধিপ ॥ ৫
জমদগ্নেশ্চ সংবাদং সূর্য্যস্য চ মহাত্মনঃ।
পুরা স ভগবান্ সাক্ষাদ্ধনুষাক্রীড়য়ৎ প্রভো ॥ ৬
সন্ধায় সন্ধায় শরাংশ্চিক্ষেপ কিল ভার্গবঃ।
তান্ ক্ষিপ্তান্ রেণুকা সর্ব্বাংস্তস্যেষূন্ দীপ্ততেজসঃ ॥ ৭
আনীয় সা তদা তস্মৈ প্রাদাদসকৃদচ্যুত।
অথ তেন স শব্দেন জ্যায়াশ্চৈব শরস্য চ ॥ ৮
প্রহৃষ্টঃ সম্প্রচিক্ষেপ সা চ প্রত্যাজহার তান্।
ততো মধ্যাহ্নমারূঢ়ে জ্যেষ্ঠামূলে দিবাকরে ॥ ৯

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

[ছত্র ও উপানহের উৎপত্তি, দানবিষয়ে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন, সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণতাপে রেণুকার মস্তক ও পদদ্বয় সন্তপ্ত হইলে পর সূর্য্যের উপর জমদগ্নির ক্রোধ এবং বিপ্ররূপধারী সূর্য্যের সহিত তাহার বার্ত্তালাপ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! শ্রাদ্ধ কর্ম্মে যাহাদের দান করা হয়, সেই ছত্র ও উপানহের (জুতার) দানের প্রথা কোন্ ব্যক্তি প্রচলিত করেন? ১

ইহাদের উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে এবং কিজন্য ইহাদের দান করা হয়? কেবল শ্রাদ্ধেই নহে, অনেক পুণ্যজনক কর্ম্মেও ইহাদের দান করা হয়। ২

বহু নিমিত্ত উপস্থিত হইলে পর পুণ্যের উদ্দেশ্যে এই বস্তুর দানের প্রথা দেখা যায়। অতএব আমি এই বিষয় বিস্তারের সহিত যথাযথভাবে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ছাতা ও জুতার উৎপত্তির বার্ত্তা আমি সবিস্তারে বলিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। জগতে কিভাবে ইহাদের দান আরম্ভ হইয়াছে এবং কেন এই দানের প্রচার হইয়াছে, সেই সব শ্রবণ কর। ৪

নরনাথ! এই উভয় বস্তুর দান কিভাবে অক্ষয় হয় এবং ইহারা কিরূপে পুণ্যকারক বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেই সব কথাই আমি পূর্ণরূপে বর্ণনা করিব। ৫

প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে মহর্ষি জমদগ্নি ও মহাত্মা ভগবান্ সূর্য্যের সংবাদ বর্ণনা করা হয়। পুরাকালের ঘটনা, একদিন ভৃগুনন্দন ভগবান্ জমদগ্নি ধনুচালনায় ক্রীড়া করিতেছেন। ধর্ম্ম হইতে অবিচ্যুত যুধিষ্ঠির! তিনি ধনুর উপর বাণ রাখিয়া পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিতেছিলেন এবং সেই সব নিক্ষিপ্ত তেজস্বী বাণসমূহ তাঁহার পত্নী রেণুকাদেবী আনিয়া আনিয়া তাঁহাকে দিতেছিলেন। ৬-৭½

ধনুর গুণের টঙ্কারধ্বনি এবং বাণনিক্ষেপের শব্দে জমদগ্নিমুনি অত্যন্ত হৃষ্ট ছিলেন। সেইজন্য তিনি বারংবার বাণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন এবং রেণুকাদেবী সেই সব দূর হইতে উঠাইয়া আনিতেছিলেন। ৮½

জননাথ! এইভাবে বাণনিক্ষেপের ক্রীড়া করিতে করিতে জ্যৈষ্ঠমাসের সূর্য্য দিনের মধ্যভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স সায়কান্ দ্বিজো মুক্ত্বা রেণুকামিদমব্রবীৎ ।
গচ্ছানয় বিশালাক্ষি শরানেতান্ ধনুশ্চ্যুতান্ ॥ ১০
যাবদেতান্ পুনঃ সুভ্রূ ক্ষিপামীতি জনাধিপ ।
সা গচ্ছত্যন্তরা ছায়াং বৃক্ষমাশ্রিত্য ভামিনী ॥ ১১
তপ্তৌ তস্যা হি সন্তপ্তং শিরঃ পাদৌ তথৈব চ ।
স্থিতা সা তু মুহূর্ত্তং বৈ ভর্ত্তুঃ শাপভয়াচ্ছুভা ॥ ১২
যযাবানয়িতুং ভূয়ঃ সায়কানসিতেক্ষণা ।
প্রত্যাজগাম চ শরাংস্তানাদায় যশস্বিনী ॥ ১৩
সা বৈ খিন্না সুচার্বঙ্গী পদ্ভ্যাং দুঃখং নিযচ্ছতী ।
উপাজগাম ভর্ত্তারং ভয়াদ্ ভর্ত্তুঃ প্রবেপতী ॥ ১৪
স তামৃষিস্ততঃ ক্রুদ্ধো বাক্যমাহ শুভাননাম্ ।
রেণুকে কিং চিরেণ ত্বমাগতেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ১৫
রেণুকোবাচ ।
শিরস্তাবৎ প্রদীপ্তং মে পাদৌ চৈব তপোধন ।
সূর্য্যতেজোনিরুদ্ধাহং বৃক্ষচ্ছায়াং সমাশ্রিতা ॥ ১৬
এতস্মাৎ কারণাদ্ ব্রহ্মন্ চিরায়ৈতৎ কৃতং ময়া ।
এতজ্জ্ঞাত্বা মম বিভো মা ক্রুধস্ত্বং তপোধন ॥১৭
জমদগ্নিরুবাচ ।
অদ্যৈনং দীপ্তকিরণং রেণুকে তব দুঃখদম্ ।
শরৈর্নিপাতয়িষ্যামি সূর্য্যমস্ত্রাগ্নিতেজসা ॥ ১৮
ভীষ্ম উবাচ ।
স বিস্ফার্য্য ধনুর্দিব্যং গৃহীত্বা চ শরান্ বহূন্ ।
অতিষ্ঠৎ সূর্য্যমভিতো যতো যাতি ততো মুখঃ ॥ ১৯
অথ তং প্রেক্ষ্য সন্নদ্ধং সূর্য্যোঽভ্যেত্য তথাব্রবীৎ ।
দ্বিজরূপেণ কৌন্তেয় কিং তে সূর্য্যোঽপরাধ্যতে ॥২০
আদত্তে রশ্মিভিঃ সূর্য্যো দিবি তিষ্ঠংস্ততস্ততঃ ।
রসং হৃতং বৈ বর্ষাসু প্রবর্ষতি দিবাকরঃ ॥ ২১
ততোঽন্নং জায়তে বিপ্র মনুষ্যাণাং সুখাবহম্ ।
অন্নং প্রাণা ইতি যথা বেদেষু পরিপঠ্যতে ॥ ২২

বিপ্রবর জমদগ্নি পুনরায় বাণ নিক্ষেপ করিয়া রেণুকাকে বলিলেন, সুভ্রু! বিশাললোচনে! যাও, আমার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ লইয়া এস, যাহাতে আমি পুনরায় এই সব বাণকে ধনুতে রাখিয়া নিক্ষেপ করিতে পারি। ৯-১০½

তখন মানিনী রেণুকাদেবী বৃক্ষসকলের মধ্যভাগ দিয়া তাহাদের ছায়া আশ্রয় করত যাইতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিলেন,— কারণ, তাঁহার মস্তক ও পদদ্বয় সেই সময় সূর্য্যের প্রখর কিরণতাপে তপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ১১½

কজ্জলনয়না সেই কল্যাণময়ী দেবী একস্থানে মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিয়া পতির অভিশাপভয়ে পুনরায় সেই সব বাণ আনিতে গমন করিলেন। ১২½

সেই সব বাণ লইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যশস্বিনী রেণুকাদেবী যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত খিন্না হইয়া পড়িয়াছেন। পাদদ্বয়ের জ্বালায় তাঁহার যে দুঃখ হইতেছিল, তাহা কোনরূপে সহ্য করিয়া এবং পতির ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার পার্শ্বে আসিলেন। ১৩-১৪

সেই সময় মহর্ষি কুপিত হইয়া সুমুখী নিজের পত্নীকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন রেণুকে! তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? ১৫

রেণুকা বলিলেন,—তপোধন! আমার মস্তক উত্তপ্ত হইয়া গিয়াছে, পদদ্বয় জ্বলিতেছে এবং সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজ আমার আগমনে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। সেইজন্য মুহূর্ত্তকাল বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলাম। ১৬

ব্রহ্মন্! এই কারণে আপনার কার্য্য আমি বিলম্বে নিষ্পন্ন করিয়াছি। তপোধন! প্রভো! আমার এই কথা শুনিয়া আপনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না। ১৭

জমদগ্নি বলিলেন,— রেণুকে! যে তোমাকে দুঃখদান করিয়াছে, সেই প্রদীপ্তকিরণ সূর্য্যকে আমি আজ নিজের বাণসমূহের দ্বারা স্বীয় অস্ত্রাগ্নির তেজে পাতিত করিব। ১৮

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই কথা বলিয়া মহর্ষি জমদগ্নি নিজের দিব্য ধনু বিস্ফারিত করিয়া বহুসংখ্যক বাণ গ্রহণ করত সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। যে দিকে সূর্য্য ছিলেন, তিনিও তখন সেই দিকে মুখ করিলেন। ১৯

কুন্তীনন্দন! তাঁহাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে দেখিয়া সূর্য্যদেব ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করত তাঁহার পার্শ্বে আসিলেন এবং বলিলেন—ব্রহ্মন্! সূর্য্য আপনার কি অপরাধ করিয়াছে? ২০

সূর্য্যদেব ত' আকাশে থাকিয়া নিজের কিরণসমূহের দ্বারা বসুধার রস আকর্ষণ করে এবং বর্ষাকালে তাহা পুনরায় বর্ষণ করে। ২১

বিপ্রবর! সেই বর্ষা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়, যাহা মনুষ্যগণের পক্ষে সুখদায়ক। অন্নই প্রাণ, এই কথা বেদেও বলা হইয়াছে। ২২

অথাভ্রেষু নিগূঢ়শ্চ রশ্মিভিঃ পরিবারিতঃ।
সপ্তদ্বীপানিমান্ ব্রহ্মন্ বর্ষেণাভিপ্রবর্ষতি ॥ ২৩

ততস্তদৌষধীনাঞ্চ বীরুধাং পুষ্প-পত্রজম্।
সর্বং বর্ষাভিনির্বৃত্তমন্নং সম্ভবতি প্রভো ॥ ২৪

জাতকর্মাণি সর্বাণি ব্রতোপনয়নানি চ।
গোদানানি বিবাহাশ্চ তথা যজ্ঞসমৃদ্ধয়ঃ ॥ ২৫

শাস্ত্রাণি দানানি তথা সংযোগা বিত্তসঞ্চয়াঃ।
অন্নতঃ সম্প্রবর্তন্তে তথা ত্বং বেত্থ ভার্গব ॥ ২৬

রমণীয়ানি যাবন্তি যাবদারম্ভকাণি চ।
সর্বমন্নাৎ প্রভবতি বিদিতং কীর্তয়ামি তে ॥ ২৭

সর্বং হি বেত্থ বিপ্র ত্বং যদেতৎ কীর্তিতং ময়া।
প্রসাদয়ে ত্বাং বিপ্রর্ষে কিং তে সূর্যাং নিপাত্য বৈ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ছত্রোপানহোৎপত্তির্নাম পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৫

ব্রহ্মন্! নিজের কিরণসমূহে আবৃত ভগবান্ সূর্য্য বর্ষাকালে মেঘের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া সপ্ত দ্বীপযুক্তা পৃথিবীকে বর্ষার জলে আপ্লাবিত করেন। ২৩

তাহার দ্বারা নানাপ্রকার ওষধি, লতা, পত্র-পুষ্প, তৃণাদি উৎপন্ন হয়। প্রভো! প্রায় সর্ব্ববিধ অন্ন বর্ষার জলে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ২৪

জাতকর্ম, ব্রত, উপনয়ন, বিবাহ, গোদান, যজ্ঞসম্পত্তি, শাস্ত্রীয় দান, স্ত্রী-পুরুষ সংযোগ ও ধনাদিসংগ্রাহি সমস্ত কার্য্যই অন্নের দ্বারা সম্পাদিত হয়। ভৃগুনন্দন! এই কথা আপনিও জানেন। ২৫-২৬

জগতে যত সুন্দর পদার্থ আছে অথবা যাহা কিছু উৎপাদক পদার্থ আছে, সে সমস্তই অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়। এই সব কথা আপনার জানা আছে, তথাপি আজ আমি আপনার নিকট বর্ণনা করিলাম। ২৭

বিপ্রবর! ব্রহ্মর্ষে! আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, সে সমস্ত আপনি জানেন। আচ্ছা, সূর্য্যকে পাতিত করিলে আপনার কি লাভ হইবে? অতএব আমি প্রার্থনাপূর্ব্বক আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি (কৃপা করিয়া সূর্য্যকে নষ্ট করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন।) ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে ছত্র ও উপানহের উৎপত্তিনামক পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ছত্রোপানহামুৎপত্তিঃ, তেষাং দানপ্রশংসা চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এবং প্রযাচতি তদা ভাস্করে মুনিসত্তমঃ।
জমদগ্নির্মহাতেজাঃ কিং কার্য্যং প্রত্যপদ্যত ॥১

ভীষ্ম উবাচ।

স তথা যাচমানস্য মুনিরগ্নিসমপ্রভঃ।
জমদগ্নিঃ শমং নৈব জগাম কুরুনন্দন ॥ ২

ততঃ সূর্য্যো মধুরয়া বাচা তমিদমব্রবীৎ।
কৃতাঞ্জলির্বিপ্ররূপী প্রণম্যৈনং বিশাম্পতে ॥ ৩

চলং নিমিত্তং বিপ্রর্ষে সদা সূর্য্যস্য গচ্ছতঃ।
কথং চলং ভেৎস্যসি ত্বং সদা যান্তং দিবাকরম্ ॥ ৪

জমদগ্নিরুবাচ।

স্থিরং চাপি চলং চাপি জানে ত্বাং জ্ঞানচক্ষুষা।
অবশ্যং বিনয়াধানং কার্য্যমদ্য ময়া তব ॥ ৫

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

[ছত্র ও উপানহের উৎপত্তি এবং তাহাদের দানের প্রশংসা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যখন সূর্য্যদেব এইভাবে প্রার্থনা করিলেন, তখন মহাতেজস্বী মুনিশ্রেষ্ঠ জমদগ্নি কোন্ কার্য্য করিতে উদ্যত হইলেন? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—কুরুনন্দন! সূর্য্যদেব এইভাবে প্রার্থনা করিলে পরও অগ্নিতুল্য তেজস্বী জমদগ্নিমুনির ক্রোধ শান্ত হইল না। ২

প্রজানাথ! তাহার পর ব্রাহ্মণরূপী সূর্য্য কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করত মধুরবাক্যে সেই জমদগ্নিমুনিকে এই কথা বলিলেন। ৩

ব্রহ্মর্ষে! সূর্য্যদেব সর্ব্বদা গমন করেন; সেইজন্য আপনার লক্ষ্য সূর্য্যের শরীর গমনশীল; সুতরাং সর্ব্বদা গমনশীল সূর্য্যকে আপনি কি প্রকারে ভেদ করিবেন? ৪

জমদগ্নি বলিলেন—স্থির হউক বা গমনশীল হউক, তুমি যে সূর্য্য, ইহা জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জানিতে পারিয়াছি। সেইজন্য আজ আমি তোমাকে অবশ্যই শিক্ষাদান করিব। ৫

মধ্যাহ্নে বৈ নিমেষার্দ্ধং তিষ্ঠসি ত্বং দিবাকর।
তত্র ভেৎস্যামি সূর্য্য ত্বাং ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা ॥ ৬

সূর্য্য উবাচ

অসংশয়ং মাং বিপ্রর্ষে ভেৎস্যসে ধন্বিনাং বর।
অপকারিণং মাং বিদ্ধি ভগবন্ শরণাগতম্ ॥ ৭

ভীষ্ম উবাচ।

ততঃ প্রহস্য ভগবান্ জমদগ্নিরুবাচ তম্।
ন ভীঃ সূর্য্য ত্বয়া কার্য্যা প্রণিপাতগতো হ্যসি ॥৮
ব্রাহ্মণেষ্বার্জ্জবং যচ্চ স্থৈর্য্যঞ্চ ধরণীতলে।
সৌম্যতাং চৈব সোমস্য গাম্ভীর্য্যং বরুণস্য চ ॥ ৯
দীপ্তিমগ্নেঃ প্রভাং মেরোঃ প্রতাপং তপনস্য চ।
এতান্যতিক্রমেদ্ যো বৈ স হন্যাচ্ছরণাগতম্ ॥ ১০
ভবেৎ স গুরুতল্পী চ ব্রহ্মহা চ স বৈ ভবেৎ।
সুরাপানং স কুর্য্যাচ্চ যো হন্যাচ্ছরণাগতম্ ॥ ১১
এতস্য ত্বপনীতস্য সমাধিং তাত চিন্তয়।
যথা সুখগমঃ পন্থা ভবেৎ ত্বদ্রশ্মিতাপিতঃ ॥ ১২

ভীষ্ম উবাচ।

এতাবদুক্ত্বা স তদা তূষ্ণীমাসীদ্ ভৃগূত্তমঃ।
অথ সূর্য্যোঽদদাৎ তস্মৈ ছত্রোপানহমাশু বৈ ॥১৩

সূর্য্য উবাচ।

মহর্ষে শিরসস্ত্রাণং ছত্রং মদ্রশ্মিবারণম্।
প্রতিগৃহ্ণীষ্ব পদ্ভ্যাঞ্চ ত্রাণার্থঞ্চ চর্ম্মপাদুকে ॥ ১৪
অদ্য প্রভৃতি চৈবেহ লোকে সম্প্রচরিষ্যতি।
পুণ্যকেষু চ সর্ব্বেষু পরমক্ষয়মেব চ ॥ ১৫

ভীষ্ম উবাচ।

ছত্রোপানহমেতৎ তু সূর্য্যেণৈতৎ প্রবর্ত্তিতম্।
পুণ্যমেতদভিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু ভারত ॥ ১৬
তস্মাৎ প্রযচ্ছ বিপ্রেষু ছত্রোপানহমুত্তমম্।
ধর্ম্মস্তেষু মহান্ ভাবী ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা ॥ ১৭
ছত্রং হি ভরতশ্রেষ্ঠ যঃ প্রদদ্যাদ্ দ্বিজাতয়ে।
শুভ্রং শতশলাকং বৈ স প্রেত্য সুখমেধতে ॥ ১৮

দিবাকর! তুমি দ্বিপ্রহরের সময় অর্দ্ধ নিমেষের জন্য স্থির থাক। সূর্য্য! সেই সময় আমি তোমাকে স্থির পাইয়া স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা তোমার দেহ ভেদ করিব। এ বিষয়ে আমার আর অন্য কোন বিচার নাই। ৬

সূর্য্য বলিলেন,—ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিপ্রর্ষে! নিঃসন্দেহে আপনি আমার দেহকে ভেদ করিতে পারিবেন। ভগবন্! যদিও আমি আপনার নিকট অপরাধী, তথাপি আপনি আমাকে আপনার শরণাগত বলিয়াই জানুন। ৭

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! সূর্য্যদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ জমদগ্নি হাস্য করত তাঁহাকে বলিলেন—সূর্য্যদেব! এখন আর তোমার ভয় করা উচিত নয়; কারণ, তুমি প্রাণপাত সহকারে আমার শরণাগত হইয়াছ। ৮

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে সরলতা, পৃথিবীতে যে স্থিরতা, চন্দ্রের যে শীতলতা, সাগরের যে গম্ভীরতা, অগ্নির যে দীপ্তি, মেরুর যে প্রভা এবং সূর্য্যের যে প্রতাপ এই সবকে সেই পুরুষ উল্লঙ্ঘন করিতে পারে, অর্থাৎ এই সবের মর্য্যাদার উল্লঙ্ঘনকারী বলিয়া পরিচিত যে ব্যক্তি, সেই পুরুষই শরণাগতকে বধ করে। ৯-১০

যে শরণাগতকে হত্যা করে, সে গুরুপত্নীগমন, ব্রহ্মহত্যা ও মদ্যপানের পাপভাগী হয়। ১১

তাত! তোমার দ্বারা এই সময় যে অপরাধ হইয়াছে, তাহার কোন সমাধান—উপায় চিন্তা কর। যাহাতে তোমার কিরণের দ্বারা তাপিত পথ সহজে চলিবার যোগ্য হইতে পারে। ১২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া ভৃগুশ্রেষ্ঠ জমদগ্নি-মুনি নীরব হইলেন। তখন ভগবান্ সূর্য্য তাঁহাকে অতি সত্বর ছত্র ও উপানহ (চর্ম্মপাদুকা)—এই দুই বস্তু প্রদান করিলেন। ১৩

সূর্য্য বলিলেন,—মহর্ষে! এই ছত্র আমার কিরণসমূহকে নিবারণ করিয়া মস্তককে রক্ষা করিবে এবং চর্ম্মনির্ম্মিত এই দুই পাদুকা পদদ্বয়ের ত্রাণের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। আপনি এই সব বস্তু গ্রহণ করুন। ১৪

আজ হইতে জগতে এই দুই বস্তুর প্রচার হইবে এবং সমস্ত পুণ্যজনক কার্য্যেই ইহাদের দান উত্তম ও অক্ষয় ফলজনক হইবে। ১৫

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! ছাতা ও চর্ম্মপাদুকা—এই দুই বস্তু প্রবর্ত্তন অর্থাৎ ছাতা ও চর্ম্মপাদুকা ধারণ করিবার প্রথা সূর্য্যদেবই প্রচলন করেন। এই দুই বস্তুর দান তিন লোকেই পবিত্র বলিয়া কথিত হয়। ১৬

সেইজন্য তুমি ব্রাহ্মণগণকে উত্তম ছাতা ও জুতা দান কর। ইহাদের দানে মহাধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে আমারও কোন সন্দেহ নাই। ১৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে শত শলাকাযুক্ত শুভ্র ছাতা দান করেন, তিনি পরলোকে সুখী হন। ১৮

স শক্রলোকে বসতি পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ।
অপ্সরোভিশ্চ সততং দেবৈশ্চ ভরতর্ষভ ॥১৯
দহ্যমানায় বিপ্রায় যঃ প্রযচ্ছত্যুপানহৌ।
স্নাতকায় মহাবাহো সংশিতায় দ্বিজাতয়ে ॥২০
সোঽপি লোকানবাপ্নোতি দৈবতৈরভিপূজিতান্।
গোলোকে স মুদা যুক্তো বসতি প্রেত্য ভারত ॥২১
এতৎ তে ভরতশ্রেষ্ঠ ময়া কাৎস্ন্যেন কীর্তিতম্।
ছত্রোপানহদানস্য ফলং ভরতসত্তম ॥২২

(যুধিষ্ঠির উবাচ।
শূদ্রাণামিহ শুশ্রূষা নিত্যমেবানুবর্ণিতা।
কৈঃ কারণৈঃ কতিবিধা শুশ্রূষা সমুদাহৃতা ॥১
কে চ শুশ্রূষয়া লোকা বিহিতা ভরতর্ষভ।
শূদ্রাণাং ভরতশ্রেষ্ঠ ব্রূহি মে ধর্মলক্ষণম্ ॥২

ভীষ্ম উবাচ।
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
শূদ্রাণামনুকম্পার্থং যদুক্তং ব্রহ্মবাদিনা ॥৩

বৃদ্ধঃ পরাশরঃ প্রাহ ধর্মং শুভ্রমনাময়ম্।
অনুগ্রহার্থং বর্ণানাং শৌচাচারসমন্বিতম্ ॥৪
ধর্মোপদেশমখিলং যথাবদনুপূর্বশঃ।
শিষ্যানধ্যাপয়ামাস শাস্ত্রমর্থবদর্থবিৎ ॥৫

পরাশর উবাচ।
ক্ষান্তেন্দ্রিয়েণ দান্তেন শুচিনাচাপলেন বৈ।
অদুর্বলেন ধীরেণ নোত্তরোত্তরবাদিনা ॥৬
অলুব্ধেনানৃশংসেন ঋজুনা ব্রহ্মবাদিনা।
চারিত্রতৎপরেণৈব সর্বভূতহিতাত্মনা ॥৭
অরয়ঃ ষড্ বিজেতব্যা নিত্যং স্বং দেহমাশ্রিতাঃ।
কাম-ক্রোধৌ চ লোভশ্চ মান-মোহৌ মদস্তথা ॥৮
বিধিনা ধৃতিমাস্থায় শুশ্রূষুরনহঙ্কৃতঃ।
বর্ণত্রয়স্যানুমতো যথাশক্তি যথাবলম্ ॥৯
কর্মণা মনসা বাচা চক্ষুষা চ চতুর্বিধম্।
আস্থায় নিয়মং ধীমান্ শান্তো দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১০
নিত্যং দক্ষজনান্বেষী শেষান্নকৃতভোজনঃ।
বর্ণত্রয়ান্মধু যথা ভ্রমরো ধর্মমাচরন্ ॥১১

ভরতভূষণ! তিনি দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অপ্সরাগণের দ্বারা সম্মানিত হইতে হইতে ইন্দ্রলোকে নিবাস করেন। ১৯

মহাবাহো! ভরতনন্দন! যাঁহার পদদ্বয় সূর্য্যতাপে জ্বলিতেছে, এরূপ কঠোরব্রতধারী স্নাতক দ্বিজকে যিনি জুতা দান করেন, তিনি দেহত্যাগের পর দেববন্দিত লোকে গমন করেন এবং আনন্দ সহকারে গোলোকে নিবাস করেন। ২০-২১

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভরতসত্তম! এই আমি তোমাকে ছাতা ও জুতাদানের সম্পূর্ণ ফল বলিলাম। ২২

[সেবার দ্বারা শূদ্রগণের পরম গতি, শৌচাচার, সদাচার ও বর্ণধর্মকথন এবং সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম বর্ণন ও উহার দ্বারা তাঁহাদের পরম গতি নিরূপণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! এ জগতে শূদ্রগণের পক্ষে সর্বদা দ্বিজাতিদিগের সেবাই পরম ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই সেবা কোন্ কারণসমূহের দ্বারা কত প্রকার অভিহিত হয়?১

ভরতভূষণ! ভরতরত্ন! শূদ্রগণের দ্বিজাতিদিগের সেবার দ্বারা কোন্ লোকসমূহের প্রাপ্তি কথিত হইয়াছে? আমাকে ধর্মের লক্ষণ বলুন। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এ বিষয়ে ব্রহ্মবাদী পরাশর শূদ্রগণের উপর কৃপা করিবার জন্য যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ মহাত্মাগণ দিয়া থাকেন। ৩

বৃদ্ধ পরাশর মুনি সমস্ত বর্ণের প্রতি কৃপা করিবার জন্য শৌচাচারসম্পন্ন নির্মল ও অনাময় ধর্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন। ৪

তত্ত্বজ্ঞ পরাশর মুনি নিজের সম্পূর্ণ ধর্মোপদেশ যথাযথভাবে আনুপূর্বিক নিজের শিষ্যগণকে পড়াইয়া ছিলেন। তাহা এক সার্থক ধর্মশাস্ত্র ছিল। ৫

পরাশর বলিলেন,—মানুষের কর্তব্য হইল সে জিতেন্দ্রিয়, মনোনিগ্রহী, পবিত্র, চাঞ্চল্যরহিত, ধৈর্যশীল, উত্তরোত্তর বাদ-বিবাদ পরিত্যাগী, লোভহীন, দয়ালু, সরল, ব্রহ্মবাদী, সদাচার-পরায়ণ ও সর্বভূতহিতৈষী হইয়া সর্বদা নিজের দেহে স্থিত কাম, ক্রোধ, লোভ, মান, মোহ এবং মদ এই ছয় শত্রুকে অবশ্যই জয় করিবে। ৬-৮

বুদ্ধিমান্ মানুষ বিধি অনুসারে ধৈর্য অবলম্বন করিয়া গুরুজন-গণের সেবায় তৎপর, অহংকারশূন্য এবং তিন বর্ণের সহানুভূতির পাত্র হইয়া নিজের শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে কর্ম, মন, বাক্য ও নেত্র —এই চারিটির দ্বারা চারিপ্রকার সংযম অবলম্বনপূর্বক শান্তচিত্ত, দমনশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইবেন। ৯-১০

দক্ষ জ্ঞানী জনগণের নিত্য অন্বেষণকারী হইয়া যজ্ঞশেষ অমৃতরূপ অন্ন ভোজন করিবেন। যেরূপ ভ্রমরেরা পুষ্পসমূহ

স্বাধ্যায়ধনিনো বিপ্রাঃ ক্ষত্রিয়াণাং বলং ধনম্ ।
বণিক্কৃষিশ্চ বৈশ্যানাং শূদ্রাণাং পরিচারিকা ॥ ১২
ব্যুচ্ছেদাৎ তস্য ধর্মস্য নিরয়ায়োপপদ্যতে ।
ততো ম্লেচ্ছা ভবন্ত্যেতে নির্ঘৃণা ধর্মবর্জিতাঃ ॥ ১৩
পুনশ্চ নিরয়ং তেষাং তির্য্যগ্‌যোনিশ্চ শাশ্বতী ।
যে তু সত্যপথমাস্থায় বর্ণাশ্রমকৃতং পুরা ॥ ১৪
সর্বান্ বিমার্গানুৎসৃজ্য স্বধর্মপথমাশ্রিতাঃ ।
সর্বভূতদয়াবন্তো দৈবত-দ্বিজপূজকাঃ ॥ ১৫
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা শ্রদ্ধয়া জিতমন্যবঃ ।
তেষাং বিধিং প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্বশঃ ॥ ১৬
উপাদানবিধিং কৃৎস্নং শুশ্রূষাধিগমং তথা ।
শৌচকৃতস্য শৌচার্থ্যান্ সর্বানেব বিশেষতঃ ॥ ১৭
মহাশৌচপ্রভৃতয়ো দৃষ্টাস্তত্ত্বার্থদর্শিভিঃ ।
তত্রাপি সূত্রে ভিক্ষূণাং মৃদং শেষঞ্চ কল্পয়েৎ ॥ ১৮
ভিক্ষুভিঃ সূক্ষ্মপ্রজ্ঞৈঃ কেবলং ধর্মমাশ্রিতৈঃ ।
সম্যগ্‌দর্শনসম্পন্নৈর্গতাত্মনি হিতার্থিভিঃ ॥ ১৯
অবকাশমিদং মেধ্যং নির্মিতং কামবীরুধম্ ।
নির্জনং সংবৃতং বুদ্ধ্বা নিয়তাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২০
সজলং ভাজনং স্থাপ্য মৃত্তিকাঞ্চ পরীক্ষিতাম্ ।
পরীক্ষ্য ভূমিং মূত্রার্থী তত্র আসীত বাগ্‌যতঃ ॥ ২১
উদঙ্‌মুখো দিবা কুর্য্যাদ্ রাত্রৌ চেদ্ দক্ষিণামুখঃ ।
অন্তর্হিতায়াং ভূমৌ তু অন্তর্হিতশিরাস্তথা ॥ ২২
অসমাপ্তে তথা শৌচে ন বাচং কিঞ্চিদীরয়েৎ ।
কৃতকৃত্যস্তথাঽঽচম্য গচ্ছন্নোদীরয়েদ্ বচঃ ॥ ২৩
শৌচার্থমুপবিষ্টস্তু মৃত্তোজনপুরস্কৃতঃ ।
স্থাপ্য কমণ্ডলুং গৃহ্য পার্শ্বোরুত্যামথান্তরে ॥ ২৪
শৌচং কুর্য্যাচ্ছনৈর্ধীরো বুদ্ধিপূর্বমসঙ্করম্ ।
পাণিনা শুদ্ধমুদকং সংগৃহ্য বিধিপূর্বকম্ ॥ ২৫

হইতে মধু সঞ্চয় করে, সেইরূপ তিন বর্ণের মানুষের নিকট হইতে মাধুকরী ভিক্ষা সঞ্চয় করিতে করিতে ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের ধর্ম আচরণ করিবেন। ১১

ব্রাহ্মণগণের ধন হইল বেদশাস্ত্র সমূহের স্বাধ্যায়, ক্ষত্রিয়দিগের ধন হইল বীর বাহুবল, বৈশ্যগণের ধন হইল ব্যবসা এবং শূদ্রসকলের ধন হইল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের সেবা। এই ধর্মরূপী ধনের উচ্ছেদ করিলে চার মানুষ নরকে পতিত হয়। ১২½

নরক হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এই ধর্মহীন নির্দয় মনুষ্যগণ ম্লেচ্ছ হয় এবং ম্লেচ্ছ হইয়া পুনরায় পাপকর্ম করিলে চিরকালের জন্য তাহাদের নরক ও পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্যক্ যোনি লাভ হইয়া থাকে। ১৩½

যাঁহারা প্রাচীন বর্ণাশ্রমোচিত সৎপথ আশ্রয় করত সমস্ত বিপরীত কুপথ পরিত্যাগ করেন, সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়া করেন এবং ক্রোধকে জয় করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে শ্রদ্ধাপূর্বক দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের পূজা করেন, তাঁহাদের পক্ষে যথাযথরূপে ক্রমশঃ সম্পূর্ণ দ্রব্যসকলের গ্রহণ বিধি এবং সেবাভাব প্রাপ্তি প্রভৃতির বর্ণনা আমি করিতেছি। ১৪-১৬½

যাঁহারা বিশেষরূপে শৌচ সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক হন, তাঁহাদের জন্য সমস্ত শৌচবিষয়ক প্রয়োজনের বর্ণনা করিতেছি। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ শাস্ত্রে মহাশৌচাদি বিধানসমূহ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন। ১৭½

এখানে সূত্রও ভিক্ষুকগণের জন্য মৃত্তিকা এবং অন্য আবশ্যক বস্তুসমূহের ব্যবস্থা করিয়া রাখিবে। ১৮

যাঁহারা ধর্মজ্ঞ, কেবল ধর্মেরই আশ্রিত এবং পরিপূর্ণ জ্ঞানবান্, সেই সর্বহিতৈষী সন্ন্যাসিগণের কর্তব্য হইল—তাঁহারা সজ্জনাচরিত মার্গে থাকিয়া এই পবিত্র কামলতাস্বরূপ স্থানের (মলত্যাগের যোগ্য ক্ষেত্রাদির) নিশ্চয় করিবেন। ১৯½

মনঃসংযমী ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ নির্জন এবং আবৃত স্থান জানিয়া সে স্থানে সজল পাত্র ও পরীক্ষা করিয়া আনীত মৃত্তিকা রাখিবেন। তারপর সেখানে ভূমিকেও ভালভাবে নিরীক্ষণ করিয়া মৌন অবলম্বন করত মূত্র ত্যাগের জন্য বসিবেন। ২০-২১

যদি দিন হয়, তবে উত্তর মুখ করিয়া এবং রাত্রি হইলে দক্ষিণ মুখ করিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবেন। মল ত্যাগ করিবার পূর্বে সেই সময় ভূমিকে তৃণাদির দ্বারা আচ্ছাদিত রাখিবেন এবং নিজের মস্তককেও বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিবেন। ২২

যতক্ষণ না শৌচকর্ম শেষ হয়, ততক্ষণ কিছুই বলিবেন না অর্থাৎ মৌন রহিবেন। শৌচকার্য্য শেষ করত মুখপ্রক্ষালনাদি করিয়া যাইবার সময়ও কোন কথা বলিবেন না। ২৩

শৌচের জন্য উপবিষ্ট মানুষ নিজের সম্মুখে জলপাত্র ও মৃত্তিকা রাখিবে। ধীর পুরুষ হস্তে কমণ্ডলু লইয়া দক্ষিণ পার্শ্ব ও উরুর মধ্য ভাগে রাখিবেন এবং সাবধানতার সহিত ধীরে ধীরে মূত্র ত্যাগ করিবেন, যাহাতে নিজের কোন অঙ্গে তাহার ছিট না লাগে। ২৪½

তাহার পর হস্তে বিধি অনুসারে শুদ্ধ জল লইয়া মূত্রস্থানকে (লিঙ্গকে) এরূপ সাবধানে ধৌত করিবেন, যাহাতে উহার মধ্যে

বিপ্রুষশ্চ যথা ন স্যুর্যথা চোরু ন সংস্পৃশেৎ।
অপানে মৃত্তিকাস্তিস্রঃ প্রদেয়াস্ত্বনুপূর্বশঃ॥ ২৬
যথা যাতো হি ন ভবেৎ ক্লেদজঃ পরিধানকে।
সব্যে দ্বাদশ দেয়াঃ স্যুস্তিস্রস্তিস্রঃ পুনঃ পুনঃ।
মলোপহতচৈলস্য দ্বিগুণং তু বিধীয়তে॥ ২৭
সহপাদমথোরুভ্যাং হস্তশৌচমসংশয়ম্।
অবধীর্য্যমাণস্তু সন্দেহ উপজায়তে॥ ২৮
যথা যথা বিশুধ্যেত তৎ তথা তদুপক্রমেৎ।
ক্ষারোষরাভ্যাং বস্ত্রস্য কুর্য্যাচ্ছৌচং মৃদা সহ॥২৯
লেপগন্ধাপনয়নমমেধ্যস্ত বিধীয়তে।
দেয়াশ্চতস্রস্তিস্রো বা দ্বে বাপ্যেকাং তথাপদি॥ ৩০
কালমাসাদ্য দেশঞ্চ শৌচস্য গুরু-লাঘবম্।
বিধিনানেন শৌচং তু নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥৩১

কোন প্রকারে মূত্রের বিন্দু না থাকিয়া যায় এবং অশুদ্ধ হস্তে দুই জানুকেও সেই সময় স্পর্শ করিবেন না। ২৫½

যদি মল ত্যাগ করা হয়, তবে মলদ্বার ধৌত করিবার সময় ক্রমশঃ তিনবার মৃত্তিকা লেপন করিবেন। মলদ্বার শুদ্ধ করিবার জন্য বারংবার সেই ভাবে ধৌত করিবেন, যাহাতে অন্যের আঘাত বস্ত্রে না লাগে। ২৬½

তাহার পর বাম হস্তে দ্বাদশ বার এবং দক্ষিণ হস্তে পুনঃ পুনঃ তিন তিন বার মৃত্তিকা লেপন করিবেন। যাহার বস্ত্র মলে দূষিত হইয়া গিয়াছে, এরূপ পুরুষের পক্ষে দ্বিগুণ শৌচের বিধান আছে। তাঁহার দুই পদ, দুই জঙ্ঘা ও দুই হস্তের বিশেষ শুদ্ধি অবশ্যই করিতে হইবে। ২৭½

শৌচের পালন না করিলে শরীর-শুদ্ধিবিষয়ে সন্দেহ থাকিয়া যায়। অতএব যে যে ভাবে শরীরে শুদ্ধি হইবে, সেই সেই কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে হয়। ২৮½

মৃত্তিকার সহিত ক্ষার ও ঊষর মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া উহার দ্বারা বস্ত্রের শুদ্ধি করিতে হয়। কাহারও মধ্যে কোনও অপবিত্র বস্তু যদি লাগিয়া যায়, তবে সেই বস্ত্র হইতে সেই বস্তুর লেপ যাহাতে উঠিয়া যায় এবং তাহার দুর্গন্ধ দূর হইয়া যায়, এরূপ শুদ্ধি করা আবশ্যক। ২৯½

আপদকালে (রোগাদির সময়ে) চার, তিন, দুই অথবা একবার মৃত্তিকা লেপন করিতেই হইবে। দেশ ও কালের অনুসারে শৌচাচারে গৌরব এবং লাঘব করা যাইতে পারে॥৩০½

অবিপ্রেক্ষন্নসম্ভ্রান্তঃ পাদৌ প্রক্ষাল্য তৎপরঃ।
সুপ্রক্ষালিতপাদস্তু পাণিমামণিবন্ধনাৎ॥ ৩২
অধস্তাদুপরিষ্টাচ্চ ততঃ পাণিমুপস্পৃশেৎ।
মনোগতাস্তু নিঃশব্দা নিঃশব্দং ত্রিরপঃ পিবেৎ॥৩৩
দ্বির্মুখং পরিমৃজ্যাচ্চ খানি চোপস্পৃশেদ্ বুধঃ।
ঋগ্বেদঃ তেন প্রীণাতি প্রথমং যঃ পিবেদপঃ॥ ৩৪
দ্বিতীয়ঞ্চ যজুর্বেদং তৃতীয়ং সাম এব চ।
মৃজ্যতে প্রথমং তেন অথর্বা প্রীতিমাপ্নুয়াৎ॥ ৩৫
দ্বিতীয়েনেতিহাসঞ্চ পুরাণ-স্মৃতিদেবতাঃ।
যচ্চক্ষুষি সমাধত্তে তেনাদিত্যং তু প্রীণয়েৎ॥ ৩৬
প্রীণাতি বায়ুং ঘ্রাণঞ্চ দিশশ্চাপ্যথ শ্রোত্রয়োঃ।
ব্রহ্মাণং তেন প্রীণাতি যন্মূর্ধনি সমালভেৎ॥৩৭

এই বিধি অনুসারে প্রতিদিন আলস্য ত্যাগ করত শৌচ সম্পাদন করিবে এবং শৌচসম্পাদনকারী মানুষ দুই পদ ধৌত করিয়া এদিক্ ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়াই অনন্যচিত্তে চলিয়া যাইবে। ৩১½

প্রথমে পদদ্বয়কে ভালভাবে প্রক্ষালিত করিয়া কনুই হইতে আরম্ভ করত হস্তের উপরিভাগ ও নিম্নভাগ ধৌত করিবে। ইহার পর হস্তে জল লইয়া আচমন করিবে॥৩২½

আচমনের সময় মৌন হইয়া তিনবার জল পান করিবে। সেই জল পানে কোনরূপ শব্দ হইবে না এবং আচমনের পর সেই জল হৃদয় পর্য্যন্ত যাইবে। বিদ্বান্ পুরুষ অঙ্গুষ্ঠের মূলভাগ দিয়া দুইবার মুখ মুছিবেন। ইহার পর ইন্দ্রিয় দ্বারসকল স্পর্শ করিবেন। ৩৩½

তিনি যে প্রথম বার জল পান করিলে, তাহার দ্বারা ঋগ্‌বেদকে তৃপ্ত করেন, দ্বিতীয় বার জলপানে যজুর্বেদকে এবং তৃতীয় জলপানে সামবেদকে তৃপ্ত করেন। ৩৪½

প্রথমবার যে মুখমার্জন করেন, উহাতে অথর্ববেদ তৃপ্ত হন এবং দ্বিতীয়বার মার্জনে ইতিহাস পুরাণ ও স্মৃতিসমূহের অধিষ্ঠাতা দেবতা সন্তুষ্ট হন। ৩৫½

মুখমার্জনের পর ভিজা অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা যে নেত্রদ্বয় স্পর্শ করেন, তাহার দ্বারা তিনি সূর্য্যদেবকে তৃপ্ত করেন। নাসিকা স্পর্শের দ্বারা বায়ুকে এবং দুই কর্ণের স্পর্শের দ্বারা তিনি দিক্-সমূহকে সন্তুষ্ট করেন॥ ৩৬½

আচমনকারী মানুষ নিজের মস্তকে যে হস্ত রাখেন, উহার

সমুৎক্ষিপতি চাপোর্দ্ধমাকাশং তেন প্রীণয়েৎ।
প্রীণাতি বিষ্ণুঃ পদ্ভ্যাং তু সলিলং বৈ সমাদধৎ ॥ ৩৮
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি অন্তর্জানুরুপস্পৃশেৎ।
সর্বত্র বিধিরিত্যেষ ভোজনাদিষু নিত্যশঃ ॥ ৩৯
অন্নেষু দন্তলগ্নেষু উচ্ছিষ্টঃ পুনরাচমেৎ।
বিধিরেষ সমুদ্দিষ্টঃ শৌচে চাভ্যুক্ষণং স্মৃতম্ ॥ ৪০
শূদ্রস্যৈষ বিধির্দৃষ্টো গৃহান্নিষ্ক্রমতঃ সতঃ।
নিত্যং চানুগশৌচেন বর্তিতব্যং কৃতাত্মনা ॥ ৪১
যথান্যায়েন ভিক্ষুভ্যঃ শূদ্রেণাত্মহিতার্থিনা ॥ ৪২
ক্ষত্রা আরম্ভযজ্ঞাস্তু হবির্যজ্ঞা বিশঃ স্মৃতাঃ।
শূদ্রাঃ পরিচারযজ্ঞা জপযজ্ঞাস্তু ব্রাহ্মণাঃ ॥ ৪৩
শুশ্রূষাজীবিনঃ শূদ্রা বৈশ্যা বিপণজীবিনঃ।
অনিষ্টনিগ্রহাঃ ক্ষত্রা বিপ্রাঃ স্বাধ্যায়জীবিনঃ ॥ ৪৪
তপসা শোভতে বিপ্রো রাজন্যঃ পালনাদিভিঃ

দ্বারা তিনি ব্রহ্মকে তৃপ্ত করেন এবং উপরের দিকে যে জলক্ষেপ করেন, তাহার দ্বারা তিনি আকাশের অধিষ্ঠাতা দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ৩৭½

তিনি নিজের পদদ্বয়ে যে জল দিয়া থাকেন, তাহাতে ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হন। আচমনকারী পুরুষ পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে মুখ করিয়া নিজের হস্তকে জানুদ্বয়ের মধ্যভাগে রাখিয়া জল স্পর্শ করিবেন। ভোজনাদি সকল সময়েই সদা আচমন করিবার এই বিধি কথিত আছে ॥ ৩৮-৩৯

যদি দন্তে অন্নাদি লাগিয়া থাকে, তবে নিজেকে উচ্ছিষ্ট মনে করিয়া পুনরায় আচমন করিবে। ইহাই শৌচের বিধি বলিয়া কথিত হইয়াছে। কোনও বস্তুর শুদ্ধির জন্য তাহার উপর জল সেককরা (অভ্যুক্ষণ করা) কর্তব্য বলিয়া অভিহিত আছে ॥ ৪০

(সাধুসেবার উদ্দেশ্যে) গৃহ হইতে নির্গত হইবার সময় শূদ্রের পক্ষেও এই শৌচাচার বিধিই দেখা যায়। যিনি মনকে বশীভূত করিয়াছেন এবং যিনি নিজের কল্যাণ কামনা করেন, এরূপ মঙ্গলকামী শূদ্রও এইরূপে শৌচাচারসম্পন্ন হইবেন, সন্ন্যাসীদিগের নিকটে গমন করিবেন এবং তাঁহাদের সেবাদি কার্য্যসকল করিবেন ॥ ৪১-৪২

ক্ষত্রিয়গণ আরম্ভরূপ (উৎসাহরূপ) যজ্ঞকারী হন, বৈশ্যদিগের যজ্ঞে হবিষের (হবনীয় পদার্থের) প্রাধান্য থাকে, শূদ্রসকলের যজ্ঞ সেবা এবং ব্রাহ্মণগণ জপরূপ যজ্ঞকারী হন ॥ ৪৩

আতিথ্যেন তথা বৈশ্যঃ শূদ্রো দাস্যেন শোভতে ॥ ৪৫
যতাত্মনা তু শূদ্রেণ শুশ্রূষা নিত্যমেব তু।
কর্তব্যা ত্রিষু বর্ণেষু প্রায়েণাশ্রমবাসিষু ॥ ৪৬
অশক্তেন ত্রিবর্ণস্য সেব্যা হ্যাশ্রমবাসিনঃ।
যথাশক্তি যথাপ্রজ্ঞং যথাধর্মং যথাশ্রুতম্ ॥ ৪৭
বিশেষেণৈব কর্তব্যা শুশ্রূষা ভিক্ষুকাশ্রমম্।
আশ্রমাণাং তু সর্বেষাং চতুর্ণাং ভিক্ষুকাশ্রমম্।
প্রধানমিতি মন্যন্তে শিষ্টাঃ শাস্ত্রবিনিশ্চয়ে ॥ ৪৮
যচ্চোপদিশ্যতে শিষ্টৈঃ শ্রুতি-স্মৃতিবিধানতঃ।
তথাঽঽদেয়মশক্তেন স ধর্ম ইতি নিশ্চিতঃ ॥ ৪৯
অতোঽন্যথা তু কুর্বাণঃ শ্রেয়ো নাপ্নোতি মানবঃ।
তস্মাদ্ ভিক্ষুষু শূদ্রেণ কার্য্যমাত্মহিতং সদা ॥ ৫০
ইহ যৎ কুরুতে শ্রেয়স্তৎ প্রেত্য সমুপাশ্নুতে।
তচ্চানসূয়তা কার্য্যং কর্তব্যং যদ্ধি মন্যতে ॥ ৫১

শূদ্রেরা সেবার দ্বারাই জীবিকা অর্জন করেন, বৈশ্যগণ ব্যবসাজীবী হন, দুষ্টসকলের দমন করা ক্ষত্রিয়দিগের জীবিকাবৃত্তি এবং ব্রাহ্মণেরা বেদের স্বাধ্যায়ের দ্বারা জীবননির্বাহ করেন ॥ ৪৪

কারণ, ব্রাহ্মণ তপস্যার দ্বারা শোভাপ্রাপ্ত হন, ক্ষত্রিয় পালনাদির দ্বারা, বৈশ্য অতিথিসৎকারের দ্বারা এবং শূদ্র সেবাবৃত্তির দ্বারা শোভাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪৫

নিজের মনকে বশীভূতকারী শূদ্রের সর্বদাই তিন বর্ণের বিশেষতঃ আশ্রমবাসীদিগের সেবা করা উচিত ॥ ৪৬

তিন বর্ণের সেবায় অশক্ত শূদ্রের নিজের শক্তি, বুদ্ধি, ধর্ম এবং শাস্ত্রজ্ঞানানুসারে আশ্রমবাসীদিগের সেবা করা কর্তব্য। বিশেষতঃ সন্ন্যাসাশ্রমে স্থিত ভিক্ষুকের সেবা করা তাঁহার পরম কর্তব্য ॥ ৪৭½

শাস্ত্রের সিদ্ধান্তজ্ঞানে নিপুণ শিষ্ট পুরুষগণ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাসাশ্রমকেই প্রধান বলিয়া মনে করেন ॥ ৪৮

শিষ্ট পুরুষগণ বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানানুসারে যে উপদেশ করিবেন, তাঁহার পক্ষে ইহাই ধর্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥

ইহার বিপরীত আচরণকারী মানব কল্যাণভাগী হয় না, অসমর্থ পুরুষের পক্ষে তাহারই অনুষ্ঠান করা উচিত; অতএব শূদ্রের সর্বদা সন্ন্যাসীদিগের সেবা করিয়া নিজের কল্যাণ করা কর্তব্য ॥ ৪৯-৫০

অসূয়তা কৃতস্যেহ ফলং দুঃখাদবাপ্যতে ॥ ৫২
প্রিয়বাদী জিতক্রোধো বীততন্দ্রিরমৎসরঃ।
ক্ষমাবান্ শীলসম্পন্নঃ সত্যধর্মপরায়ণঃ ॥ ৫৩
আপদ্ভাবেন কুর্য্যাদ্ধি শুশ্রূষাং ভিক্ষুকাশ্রমে ॥৫৪
অয়ং মে পরমো ধর্মস্বনেনেদং সুদুস্তরম্
সংসারসাগরং ঘোরং তরিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫
নির্ভয়ো দেহমুৎসৃজ্য যাস্যামি পরমাং গতিম্।
নাতঃ পরং মমাস্ত্যন্ত এষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৫৬
এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা শূদ্রো বুদ্ধিসমাধিনা।
কুর্য্যাদবিমনা নিত্যং শুশ্রূষাধর্মমুত্তমম্ ॥৫৭
শুশ্রূষানিয়মেনেহ ভাব্যং শিষ্টাশিনা সদা।
শমান্বিতেন দান্তেন কার্য্যাকার্য্যবিদা সদা ॥ ৫৮
সর্বকার্য্যেষু কৃত্যানি কৃতান্যেব চ দর্শয়েৎ।
যথা প্রীতো ভবেদ্ ভিক্ষুস্তথা কার্য্যং প্রসাধয়েৎ ॥৫৯
যদকল্যং ভবেদ্ ভিক্ষোর্ন তৎ কার্য্যং সমাচরেৎ।
যদাশ্রমস্যাবিরুদ্ধং ধর্মমাত্রাভিসংহিতম্ ॥ ৬০
তৎ কার্য্যমবিচারেণ নিত্যমেব শুভার্থিনা।
মনসা কর্মণা বাচা নিত্যমেব প্রসাদয়েৎ ॥ ৬১
স্থাতব্যং তিষ্ঠমানেষু গচ্ছমানাননুব্রজেৎ।
আসীনেষ্বাসিতব্যঞ্চ নিত্যমেবানুবর্ত্তিনা ॥ ৬২
নৈশকার্য্যাণি কৃত্বা তু নিত্যং চৈবানুচোদিতঃ।
যথাবিধিরুপস্পৃশ্য সংভস্য জলভাজনম্ ॥ ৬৩
ভিক্ষূণাং নিলয়ং গত্বা প্রণম্য বিধিপূর্বকম্।
ব্রহ্মপূর্বান্ গুরূংস্তত্র প্রণম্য নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬৪
তথাঽঽচার্যাপুরোগানামনুকুর্য্যান্নমস্ক্রিয়াম্।
স্বধর্মচারিণাং চাপি সুখং পৃষ্টাভিবাদ্য চ ॥ ৬৫

মানুষ ইহলোকে যে কল্যাণকারী কার্য্য করে, তাহার ফল সে মৃত্যুর পর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহাকে মানুষ নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবে, সেই কার্য্যকে সেই মানুষ কোনরূপ দোষ-দৃষ্টি না রাখিয়াই নিষ্পাদন করিবে। দোষদৃষ্টি রাখিয়া যে কার্য্য মানুষ করে, তাহার ফল সে ইহ জগতেই অতিশয় দুঃখের সহিত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫১-৫২

শূদ্রের কর্ত্তব্য হইল—তিনি প্রিয়ভাষী হইবেন, ক্রোধকে জয় করিবেন, আলস্যকে পরিহার করিবেন, ঈর্ষ্যা-দ্বেষরহিত হইবেন, ক্ষমাবান্, সচ্চরিত্র সত্যধর্মে নিরত থাকিবেন। আপদকালে তিনি সন্ন্যাসীদিগের আশ্রমে গমন করত তাঁহাদের সেবা করিবেন। ৫৩-৫৪

'ইহা আমার পরম ধর্ম, ইহার দ্বারা আমি এই অত্যন্ত দুস্তর ঘোর সংসারসাগর পার হইয়া যাইব। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। আমি নির্ভয় হইয়া এই দেহ পরিত্যাগ করত পরম গতি প্রাপ্ত হইব। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোনও কর্ত্তব্য আমার নাই। ইহাই সনাতন ধর্ম।' মনে মনে এরূপ বিচার পূর্ব্বক প্রসন্নচিত্ত হইয়া শূদ্র বুদ্ধিকে একাগ্র করত সর্ব্বদা উত্তম সেবা-ধর্ম পালন করিবেন। ৫৫-৫৭

শূদ্রের কর্ত্তব্য হইল—তিনি নিয়মপূর্ব্বক সেবা করিয়া যাইবেন, সর্ব্বদা যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নভোজন করিবেন, মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বশ রাখিবেন এবং সমস্ত কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের জ্ঞান আহরণ। ৫৮

সমস্ত কার্য্যের মধ্যে যাহা অবশ্য করণীয়, তাহা সম্পন্ন করিয়াই দেখাইবেন। যেভাবে যেভাবে সন্ন্যাসী প্রীত হইবেন, সেই ভাবে সেইভাবেই তাঁহার কার্য্য সমাধান করিবেন। যে কার্য্য সন্ন্যাসীর হিতকর হইবে না, সেই কার্য্য কদাপি করিবেন না। ৫৯½

যে কার্য্য সন্ন্যাসাশ্রমের বিরুদ্ধ হইবে না এবং যাহা ধর্মের অনুকূল হইবে, শুভাকাঙ্ক্ষী শূদ্র সেই কার্য্য বিনা বিচারে সদা করিয়া যাইবেন। ৬০½

মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা সর্ব্বদাই তিনি সন্তুষ্ট থাকিবেন। যখন সেই সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান হইবেন, তখন সেবাকারী শূদ্রও স্বয়ং দণ্ডায়মান থাকিবেন। তিনি যদি কোথাও গমন করেন, তবে তিনি স্বয়ংও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইবেন। যদি তিনি কোনও আসনে বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে শূদ্র স্বয়ং ভূমিতে উপবেশন করিবেন। ইহার তাৎপর্য্য হইল এই যে তিনি সর্ব্বদা সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিয়া চলিবেন। ৬১-৬২

রাত্রির কার্য্য শেষ করিয়া প্রতিদিন তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করত বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া তাঁহার জন্য জলপূর্ণ কলস আনিয়া রাখিবেন। তারপর সন্ন্যাসীর স্থানে গমন করত তাঁহাকে বিধি অনুসারে প্রণাম করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদি গুরুজনগণকে প্রণাম করিবেন। এইভাবে স্বধর্ম অনুষ্ঠানকারী আচার্য্য প্রভৃতিকেও নমস্কার ও অভিবাদন করিবেন। তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন। পূর্ব্বে যে শূদ্র আশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারও স্বয়ং অনুসরণ করিবেন এবং

যো ভবেৎ পূর্বসংসিদ্ধস্তুল্যধর্মা ভবেৎ সদা।
তস্মৈ প্রণামঃ কর্তব্যো নেতরেষাং কদাচন ॥ ৬৬
অনুক্তা তেষু চোত্থায় নিত্যমেব যতব্রতঃ।
সম্মার্জনমথো কৃত্বা কৃত্বা চাপ্যুপলেপনম্ ॥ ৬৭
ততঃ পুষ্পবলিং দত্ত্বাৎ পুষ্পাণ্যাদায় ধর্মতঃ।
নিষ্ক্রম্যাবসথাৎ তূর্ণমন্যৎ কর্ম সমাচরেৎ ॥ ৬৮
যথোপঘাতো ন ভবেৎ স্বাধ্যায়েঽস্যাশ্রমিণাং তথা।
উপঘাতং তু কুর্বাণ এনসা সম্প্রযুজ্যতে ॥ ৬৯
তথাঽঽত্মা প্রণিধাতব্যো যথা তে প্রীতিমাপ্নুয়ুঃ।
পরিচারিকোঽহং বর্ণানাং ত্রয়াণাং ধর্মতঃ স্মৃতঃ ॥ ৭০
কিমুতাশ্রমবৃদ্ধানাং যথালব্ধোপজীবিনাম্ ॥ ৭১
ভিক্ষূণাং গতরাগাণাং কেবলং জ্ঞানদর্শিনা।
বিশেষেণ ময়া কার্য্যা শুশ্রূষা নিয়তাত্মনা ॥ ৭২
তেষাং প্রসাদাৎ তপসা প্রাপ্স্যামীষ্টাং শুভাং গতিম্ ৭৩
এবমেতদ্ বিনিশ্চিত্য যদি সেবেত ভিক্ষুকান্।
বিধিনা যথোপদিষ্টে প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥ ৭৪
ন তথা সম্প্রদানেন নোপবাসাদিভিস্তথা।
ইষ্টাং গতিমবাপ্নোতি যথা শুশ্রূষকর্মণা ॥ ৭৫
যাদৃশেন তু তোয়েন শুদ্ধিং প্রকুরুতে নরঃ।
তাদৃগ্ ভবতি তদ্ধৌতমুদকস্য স্বভাবতঃ ॥ ৭৬
শূদ্রোঽপ্যেতেন মার্গেণ যাদৃশং সেবতে জনম্।
তাদৃগ্ ভবতি সংসর্গাদচিরেণ ন সংশয়ঃ ॥ ৭৭
তস্মাৎ প্রযত্নতঃ সেব্যা ভিক্ষবো নিয়তাত্মনা।
অধ্বনা কর্শিতানাঞ্চ ব্যাধিতানাং তথৈব চ ॥ ৭৮
শুশ্রূষাং নিয়তঃ কুর্য্যাৎ তেষামাপদি যত্নতঃ।
দর্ভাজিনান্যবেক্ষেত ভৈক্ষভাজনমেব চ ॥ ৭৯
যথাকামঞ্চ কার্য্যাণি সর্বাণ্যেবোপসাধয়েৎ।
প্রায়শ্চিত্তং যথা ন স্যাৎ তথা সর্বং সমাচরেৎ ॥ ৮০
ব্যাধিতানাং তু প্রযতঃ চৈলপ্রক্ষালনাদিভিঃ।
প্রতিকর্মক্রিয়া কার্য্যা ভেষজানয়নৈস্তথা ॥ ৮১

তত্তুল্য কার্য্যপরায়ণ হইবেন। নিজের সমান ধর্মাবলম্বী শূদ্রকে প্রণাম করিবেন, অন্য শূদ্রদিগকে কদাপি প্রণাম করিবেন না। ৬৩-৬৬

সন্ন্যাসী বা আশ্রমের অন্য ব্যক্তিগণ না বলিলেও প্রতিদিন নিয়ম পূর্বক উঠিবেন এবং সম্মার্জন করিয়া (ঝাড়ু দিয়া) আশ্রমের ভূমি গোময়াদির দ্বারা লেপন করিবেন। ৬৭

তাহার পর ধর্মানুসারে পুষ্প সংগ্রহ করিয়া পূজনীয় দেবতাদিগের সেই সব পুষ্পের দ্বারা পূজা করিবেন। ইহার পর আশ্রম হইতে নির্গত হইয়া অন্য কার্য্যে নিরত হইবেন। ৬৮

আশ্রমবাসিগণের স্বাধ্যায়ে বিঘ্নসৃষ্টি না হয়, তাহার জন্য সদা সচেষ্ট থাকিবেন। কারণ, যে স্বাধ্যায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, সে পাপভাগী হয়। ৬৯

নিজেকে নিজে এইভাবে অতিশয় সাবধানতার সহিত সেবায় নিযুক্ত রাখিবেন, যাহাতে সেই সাধু পুরুষগণ প্রসন্ন হন। শূদ্রের সর্বদা এইরূপ বিচার করা কর্তব্য যে, আমি ত' শাস্ত্রে ধর্মানুসারে তিন বর্ণের সেবক বলিয়া কথিত হইয়াছি। যাঁহারা সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়া যাহা কিছু মিলিবে, তাহারই দ্বারা জীবননির্বাহকারী যে সব বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহাদের সেবার বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? (তাঁহাদের সেবা করা ত' আমার পরম ধর্ম।) ৭০-৭১

যাঁহারা কেবল জ্ঞানদর্শী, বীতরাগ সন্ন্যাসী, তাঁহাদের সেবা বিশেষভাবে মনকে সংযত করিয়া আমাকে করিতে হইবে। ৭২

তাঁহাদের কৃপা ও তপস্যার দ্বারা আমি মনোবাঞ্ছিত গতি প্রাপ্ত হইব। এরূপ নিশ্চয় করিয়া যদি শূদ্র পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে সন্ন্যাসীদিগের সেবা করে, তবে পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৭৩-৭৪

শূদ্র সেবা কর্মের দ্বারা যে মনোবাঞ্ছিত শুভ গতি লাভ করেন, সেরূপ গতি তিনি দান ও উপবাসাদির দ্বারাও প্রাপ্ত হন না। ৭৫

মানুষ যেরূপ জলের দ্বারা বস্ত্র ধৌত করে, সেরূপ জলের স্বচ্ছতা অনুসারেই বস্ত্রও স্বচ্ছ হইয়া থাকে। ৭৬

শূদ্রও এই পথে চলিয়া যেরূপ পুরুষের সেবা করেন, সংসর্গবশতঃ তিনি সেই রূপই হইয়া যান, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৭৭

অতএব শূদ্রের কর্তব্য হইল—তিনি নিজের মনকে বশীভূত করিয়া যত্নসহকারে সন্ন্যাসিগণের সেবা করিবেন। যাঁহারা পথ চলিয়া পরিশ্রমে কষ্ট পাইতেছেন এবং যাঁহারা রোগে পীড়িত, সেই সন্ন্যাসিগণের এইরূপ আপদকালে যত্ন ও নিয়মের সহিত বিশেষভাবে সেবা করিবেন। ৭৮½

তাঁহাদের কুশাসন, মৃগচর্ম ও ভিক্ষাপাত্রও লক্ষ্য রাখিবেন এবং তাঁহাদের রুচি অনুসারে সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিবেন। ৭৯½

তাঁহাদের সকল কার্য্য এরূপ সাবধানে করিবেন, যাহাতে কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত না হয়। সন্ন্যাসীরা যদি রোগগ্রস্ত হন,

চিকিৎসার্থ নোঽভিগচ্ছেত ভিষজশ্চ বিপশ্চিতঃ।
ততো বিনিষ্ক্রিয়ার্থানি দ্রব্যাণি সমুপার্জয়েৎ ॥৮২
যশ্চ প্রীতমনা দদ্যাদদ্যাদ্ ভেষজং নরঃ।
অশ্রদ্ধয়া হি দত্তানি তান্যভোজ্যানি ভিক্ষুভিঃ॥ ৮৩
শ্রদ্ধয়া বহুপাদত্তং শ্রদ্ধয়া চোপপাদিতম্।
তস্যোপভোগাদ্ ধর্মঃ স্যাদ্ ব্যাধিভিশ্চ নিবর্ত্যতে ॥৮৪
আদেহপতনাদেবং শুশ্রূষেদ্ বিধিপূর্বকম্।
ন ত্বেব ধর্মমুৎসৃজ্য কুর্য্যাৎ তেষাং প্রতিক্রিয়াম্ ॥৮৫
স্বভাবতো হি দ্বন্দ্বানি বিপ্রয়াত্যুপযান্তি চ।
স্বভাবতঃ সর্বভাবা ভবন্তি ন ভবন্তি চ ॥৮৬
সাগরস্যোর্মিসদৃশা বিজ্ঞাতব্যা গুণাত্মকাঃ।
বিত্তাদেবং হি যো ধীমাংস্তত্ত্ববিৎ তত্ত্বদর্শনঃ॥ ৮৭
ন স লিপ্যেত পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।
এবং প্রবর্তিতব্যং হি শুশ্রূষার্থমতন্দ্রিতৈঃ ॥৮৮

সর্বাতিরূপসেবাভিস্তুষ্যন্তি যতয়ো যথা।
নাপরাধ্যেত ভিক্ষোস্তু ন চৈবমবধীরয়েৎ ॥ ৮৯
উত্তরঞ্চ ন দদ্যাৎ ক্রুদ্ধং চৈব প্রসাদয়েৎ,
শ্রেয় এবাভিধাতব্যং কর্তব্যঞ্চ প্রহৃষ্টবৎ ॥ ৯০
তূষ্ণীম্ভাবেন বৈ তত্র ন ক্রুদ্ধমভি সংবদেৎ।
লব্ধালব্ধেন জীবেত তথৈব পরিপোষয়েৎ।
কৌপিনং তু ন যাচেত জ্ঞানবিদ্বেষকারিতঃ॥ ৯১
স্থাবরেষু দয়াং কুর্য্যাজ্জঙ্গমেষু চ প্রাণিষু।
যথাত্মনি তথান্যেষু সমাং দৃষ্টিং নিপাতয়েৎ॥ ৯২
পুণ্যতীর্থানুসেবী চ নদীনাং পুলিনাশ্রয়ঃ।
শূন্যাগারনিকেতশ্চ বনবৃক্ষগুহাশয়ঃ॥ ৯৩
অরণ্যানুচরো নিত্যং বেদারণ্যনিকেতনঃ
একরাত্রং দ্বিরাত্রং বা ন কচিৎ সজ্জতে দ্বিজঃ॥ ৯৪

তবে সর্বদা উদ্যোগী হইয়া তাঁহাদের বস্ত্র ধৌত করিবে। তাঁহাদের জন্য ঔষধ আনিবে এবং তাঁহাদের চিকিৎসার জন্য জন্য সর্বপ্রকার যত্ন করিবে। ৮০-৮১

ভিক্ষুক যোগী হইলেও ভিক্ষার জন্য গমন করিবেন। বিদ্বান্ চিকিৎসকগণের নিকট যাইবেন এবং রোগ নিবারণের জন্য উপযুক্ত বিশুদ্ধ ঔষধ সংগ্রহ করিবেন। ৮২

যে চিকিৎসক যত্নসহকারে ঔষধ দিবেন, তাঁহার নিকট হইতে সন্ন্যাসীরা ঔষধ আনিবেন। অশ্রদ্ধা পূর্বক প্রদত্ত ঔষধ সন্ন্যাসীরা নিজেদের ব্যবহারে লাগাইবেন না। ৮৩

যাহা শ্রদ্ধার সহিত প্রদত্ত হয় এবং যাহা শ্রদ্ধা সহকারেই গ্রহণ করা হয়, সেই ঔষধ সেবনে ধর্ম হয় এবং রোগসকল হইতেও মুক্তি লাভ হয়। ৮৪

শূদ্রের কর্তব্য হইল—যতকাল না তাহার দেহত্যাগ হয়, ততকাল এইরূপ বিধি অনুসারেই সে সেবাকার্য্য করিয়া যাইবে। ধর্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই সাধু-সন্ন্যাসিগণের প্রতি বিপরীত আচরণ করিবে না। ৮৫

শীতোষ্ণাদি সমস্ত দ্বন্দ্ব স্বভাবানুসারেই আসিয়া থাকে ও চলিয়া যায়, সমস্ত পদার্থ স্বভাবতই উৎপন্ন হয় এবং নষ্ট হইয়া যায়, যাবতীয় ত্রিগুণময় পদার্থ সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় উৎপন্ন হয় ও বিলীন হইয়া থাকে। ৮৬½

যে বুদ্ধিমান্ ও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ এরূপ জানেন, তিনি জল হইতে নির্লিপ্ত পদ্মপত্রের সমান পাপে লিপ্ত হন না। ৮৭½

এইভাবে শূদ্রগণের আলস্য শূন্য হইয়া সন্ন্যাসীদিগের সেবার জন্য প্রযত্নশীল হওয়া উচিত। তাহারা সর্বপ্রকার ক্ষুদ্র বৃহৎ সেবাসমূহের দ্বারা এরূপ চেষ্টা করিবে, যাহাতে সন্ন্যাসিগণ সদা সন্তুষ্ট থাকেন। ৮৮½

ভিক্ষু সন্ন্যাসীর কখনও অপরাধ করিবে না, তাঁহাকে অবহেলাও করিবে না, তাঁহাকে কটুকথার উত্তর দিবে না এবং যদি তিনি কুপিত হন, তবে তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিবে॥ ৮৯½

সর্বদা কল্যাণকারী কথাই বলিবে এবং অতিশয় হৃষ্ট চিত্তে কল্যাণকারী কর্মই করিবে। সন্ন্যাসী যদি ক্রুদ্ধ হন, তবে তাঁহার সম্মুখে নীরবে থাকিবে, কোন কথা বলিবে না॥ ৯০½

সন্ন্যাসীর কর্তব্য হইল—ভাগ্যানুসারে যদি কোন বস্তু লাভ হয় বা লাভ না হয়, যাহা কিছু প্রাপ্ত হইবে, তাহারই দ্বারা তিনি জীবন নির্বাহ ও শরীর পোষণ করিবেন। যে ব্যক্তি ক্রোধী, তাহার নিকট হইতে কোনও বস্ত্র যাচ্ঞা করিবেন না। যে ব্যক্তি জ্ঞানের প্রতি দ্বেষভাবপন্ন, তাহার নিকট হইতেও কোন বস্ত্র যাচ্ঞা করিবেন না। স্থাবর ও জঙ্গম সকল প্রাণীর প্রতিই দয়া করিবেন। যেরূপ নিজের উপর সেইরূপ অপরের প্রতিও সমান দৃষ্টি রাখিবেন॥ ৯১-৯২

শীর্ণপর্ণপুটে বাপি বনে চরতি ভিক্ষুকঃ।
ন ভোগার্থমনুপ্রেক্ষ্য যাত্রামাত্রং সমশ্নুতে ॥ ৯৫
ধর্মলব্ধং সমশ্নাতি ন কামান্ কিঞ্চিদশ্নুতে।
যুগমাত্রদৃগধ্বানং ক্রোশাদূর্ধ্বং ন গচ্ছতি ॥ ৯৬
সমো মানাপমানাভ্যাং সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
সর্বভূতাভয়করস্তথৈবাভয়দক্ষিণঃ ॥ ৯৭
নির্দ্বন্দ্বো নির্নমস্কারো নিরানন্দপরিগ্রহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সর্বভূতনিরাশ্রয়ঃ ॥ ৯৮
পরিসংখ্যানতত্ত্বজ্ঞস্তথা সত্যরতিঃ সদা।
ঊর্ধ্বং নাধো ন তির্যক্ চ ন কিঞ্চিদভিকাময়েৎ ॥ ৯৯
এবং সঞ্চরমাণস্তু যতিধর্মং তথাবিধি।
কালস্য পরিণামাৎ তু যথা পক্কফলং তথা ॥ ১০০
স বিসৃজ্য স্বকং দেহং প্রবিশেদ্ ব্রহ্ম শাশ্বতম্।
নিরাময়মনাদ্যন্তং গুণসৌম্যমচেতনম্ ॥ ১০১
নিরক্ষরমবীজঞ্চ নিরিন্দ্রিয়মজং তথা।
অক্ষয্যমক্ষরং যৎ তদভেদ্যং সূক্ষ্মমেব চ ॥ ১০২
নির্গুণঞ্চ প্রকৃতিমন্নির্বিকারঞ্চ সর্বশঃ
ভূত-ভব্য-ভবিষ্যস্য কালস্য পরমেশ্বরম্ ॥ ১০৩
অব্যক্তং পুরুষং ক্ষেত্রমনন্ত্যায় প্রপদ্যতে।
এবং স ভিক্ষুনির্বাণং প্রাপ্নুয়াদ্ দগ্ধকিল্বিষঃ ॥১০৪
ইহস্থো দেহমুৎসৃজ্য নীড়ং শকুনিবদ্ যথা।
যৎ করোতি যদশ্নাতি শুভং বা যদি বাশুভম্ ॥ ১০৫
নাকৃতং ভুজ্যতে কর্ম ন কৃতং নশ্যতে ফলম্।
শুভকর্মসমাচারো শুভমেবাপ্নুতে ফলম্ ॥ ১০৬
তথাশুভসমাচারো হ্যশুভং সমবাপ্নুতে।
তথাশুভসমাচারো হ্যশুভানি বিবর্জয়েৎ ॥ ১০৭

সন্ন্যাসী পুণ্যতীর্থসমূহের নিরন্তর সেবা করিবেন, নদীর তীরে কুটীর নির্মাণ করিয়া বাস করিবেন। অথবা শূন্য গৃহে অবস্থান করিবেন। বনমধ্যে বৃক্ষের তলায় অথবা পর্বতসমূহের গুহামধ্যে নিবাস করিবেন। সদা বনে বিচরণ করিবেন। যেইরূপ বন আশ্রয় করিয়া থাকিবেন, কোনও স্থানে এক রাত্রি বা দুই রাত্রির অধিক থাকিবেন না। কোথাও আসক্ত হইবেন না। ৯৩-৯৪

সন্ন্যাসী বনজাত ফলমূল ও শুষ্ক পত্র আহার করিবেন। তিনি ভোগের জন্য নহে, শরীরযাত্রা নির্বাহের জন্যই আহার করিবেন। ৯৫

তিনি ধর্মানুসারে প্রাপ্ত অন্নই ভোজন করিবেন। কামনাবশতঃ কোন কিছুই ভক্ষণ করিবেন না। পথে চলিবার সময় দুই হাত অগ্রভাগ পর্যন্ত ভূমিতে দৃষ্টি রাখিবেন এবং একদিনে একক্রোশের অধিক পথ চলিবেন না। ৯৬

মান বা অপমান—এই উভয় অবস্থাতেই সমানভাবে থাকিবেন। মৃত্তিকার ঢিলা, প্রস্তর ও সুবর্ণ—এই সবের প্রতিই সমানভাবে রাখিবেন। সমস্ত প্রাণীকেই অভয়দান করিবেন এবং সকলকেই অভয় দক্ষিণা দিবেন। ৯৭

শীত-উষ্ণাদি দ্বন্দ্বসমূহে নির্বিকার থাকিবেন, কাহাকেও নমস্কার করিবেন না। সাংসারিক সুখ ও পরিগ্রহ হইতে দূরে থাকিবেন। মমতা ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া দিবেন। সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে কাহারও আশ্রিত হইয়া থাকিবেন না। ৯৮

তত্ত্বসমূহের স্বরূপের বিষয়ে বিচার করত তাহাদের তত্ত্ব জানিবেন। সদা সত্যে অনুরক্ত থাকিবেন। ঊর্ধ্ব, অধঃ কিংবা পার্শ্ববর্তী কোথাও কোনও বস্তুর কামনা করিবেন না। ৯৯

এইভাবে বিধিঅনুসারে যতিধর্ম পালনকারী সন্ন্যাসী কালের পরিণামবশতঃ নিজের দেহকে পক্ক ফলের ন্যায় ত্যাগ করিয়া সনাতন ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়া যান। ১০০½

এই ব্রহ্ম নিরাময়, অনাদি, অনন্ত, সৌম্য, শ্রীযুক্ত, চেতনারও উপরে স্থিত, অনির্বচনীয়, বীজহীন, ইন্দ্রিয়াতীত, অজন্মা, অক্ষয়, অবিনাশী, অভেদ্য, সূক্ষ্ম, নির্গুণ, সর্বশক্তিমান্, নির্বিকার, ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যকালের অধিপতি এবং পরমেশ্বর ইনি অব্যক্ত, অন্তর্যামী পুরুষ এবং ক্ষেত্রও ইনিই। যিনি ইঁহাকে জানিতে পারেন, তিনি মোক্ষপ্রাপ্ত হন। ১০১-১০৩½

এইভাবে সেই ভিক্ষু নীড় (বাসা) ত্যাগ করিয়া উড্ডীয়মান পক্ষীর ন্যায় এ জগতে এই শরীর ত্যাগ করিয়া সমস্ত পাপকে জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিয়া নির্বাণ—মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। ১০৪½

মানুষ যে শুভ বা অশুভ কর্ম করে, তাহার সে সেরূপই ফল ভোগ করিয়া থাকে। অকৃত কর্মের ফল কাহাকেও ভোগ করিতে হয় না এবং কৃত কর্মের ফলভোগ না করিলে নষ্ট হয় না। ১০৫½

যিনি শুভ কর্মের আচরণ করেন, তাঁহার শুভফলই লাভ হয়। যে অশুভ কর্ম করে, সে অশুভ ফলের ভাগী হইয়া থাকে ॥১০৬½

শুভান্যেব সমাদদ্যাদ্ য ইচ্ছেদ্ ভূতিমাত্মনঃ।
তস্মাদাগমসম্পন্নো ভবেৎ সুনিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১০৮

শক্যন্তে হ্যাগমাদেব গতিং প্রাপ্তুমনাময়াম্।
পরা চৈষা গতির্দৃষ্টা যামন্বেষন্তি সাধবঃ ॥ ১০৯

যত্রামৃতত্বং লভতে ত্যক্ত্বা দুঃখমনন্তকম্।
ইমং হি ধর্মমাস্থায় যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ॥ ১১০

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাশ্চ শূদ্রাশ্চ প্রাপ্নুয়ুঃ পরমাং গতিম্।
কিং পুনর্ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ ক্ষত্রিয়ো বা বহুশ্রুতঃ ॥১১১

ন চাপ্যক্ষীণপাপস্য জ্ঞানং ভবতি দেহিনঃ।
জ্ঞানোপলব্ধির্ভবতি কৃতকৃত্যো যদা ভবেৎ। ১১২

উপলভ্য তু বিজ্ঞানং জ্ঞানং ব্যাপ্যানসূয়কঃ।
তথৈব বর্তেদ্ গুরুষু ভূয়াংসং বা সমাহিতঃ ॥ ১১৩

যথাবমন্যেত গুরূং তথা তেষু প্রবর্ততে।
ব্যর্থমস্য শ্রুতং ভবতি জ্ঞানমজ্ঞানতাং ব্রজেৎ ॥১১৪

গতিং চাপ্যশুভাং গচ্ছেন্নিরয়ায় ন সংশয়ঃ।
প্রক্ষীয়তে তস্য পুণ্যং জ্ঞানমস্য বিরুধ্যতে ॥ ১১৫

অদৃষ্টপূর্বকল্যাণো যথাদৃষ্টবিধির্নরঃ। ১১৬
উৎসেকান্মোহমাপন্ন তত্ত্বজ্ঞানং ন চাপ্নুয়াৎ।
এবমেব হি নোৎসেকঃ কর্তব্যো জ্ঞানসম্ভবঃ ॥ ১১৭

ফলং জ্ঞানস্য হি শমঃ প্রশমায় যতেৎ সদা।
উপশান্তেন দান্তেন ক্ষমাযুক্তেন সর্বদা ॥ ১১৮

শুশ্রূষা প্রতিপত্তব্যা নিত্যমেবানসূয়তা।
ধৃত্যা শিশ্নোদরং রক্ষেৎ পাণিপাদঞ্চ চক্ষুষা ॥ ১১৯

ইন্দ্রিয়ার্থাশ্চ মনসা মনো বুদ্ধৌ সমাদধেৎ।
ধৃত্যাসীত ততো গত্বা শুচিদেশং সুসংবৃতম্ ॥ ১২০

লব্ধ্বাসনং যথাদৃষ্টং বিধিপূর্বং সমাচরেৎ।
জ্ঞানযুক্তস্তথা দেবং হৃদিস্থমুপলক্ষয়েৎ ॥ ১২১

আদীপ্যমানং বপুষা বিধূমমনলং যথা।
রশ্মিমন্তমিবাদিত্যং বৈদ্যুতাগ্নিমিবাম্বরে ॥ ১২২

অতএব যিনি আত্মকল্যাণ কামনা করিবেন, তিনি শুভ কর্মসকলেরই আচরণ করিয়া যাইবেন। অশুভ কর্মসমূহ পরিত্যাগ করিবেন। এরূপ করিলে শুভ ফল প্রাপ্ত হইবেন। ১০৭½

মানুষের কর্তব্য হইল—তিনি নিজের ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইবেন। শাস্ত্রের জ্ঞানের দ্বারাই মানুষের অনাময় গতি লাভ হইয়া থাকে। ১০৮½

সাধুপুরুষগণ যাহার অন্বেষণ করেন, সেই পরম গতি আমি শাস্ত্রে দর্শন করিয়াছি। যেখানে উপস্থিত হইয়া মানুষ অনন্ত দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিতে পারেন। ১০৯½

এই ধর্ম আশ্রয় করিয়া পাপযোনিতে উৎপন্ন পুরুষ ও স্ত্রী, বৈশ্য এবং শূদ্রগণও পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।১১০½

যিনি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ও বহুশ্রুত ক্ষত্রিয়, তাঁহার সদ্‌গতির বিষয়ে পুনরায় আর কি বলিবার আছে? যে দেহধারী মানুষের পাপ ক্ষীণ হইয়া যায় নাই, তাহার জ্ঞান লাভ হয় না। যখন মানুষের জ্ঞান লাভ হইয়া যায়, তখন তিনি কৃতকৃত্য হইয়া যান। ১১১-১১২

জ্ঞান বা বিজ্ঞান লাভ করিলেও দোষদৃষ্টিরহিত হইয়া গুরুজনগণের প্রতি পূর্ব হইতেও অধিক শ্রদ্ধাভাব রাখিবেন। ১১৩

শিষ্য যেভাবে গুরুকে অপমান করে, সেইরূপ গুরুও শিষ্যগণের প্রতি আচরণ করেন। অর্থাৎ শিষ্য নিজের কর্মানুসারেই ফললাভ করে। গুরুকে অপমানকারী শিষ্যের কৃত বেদশাস্ত্রের অধ্যয়ন ব্যর্থ হইয়া যায়। তাহার সম্পূর্ণ জ্ঞান অজ্ঞানরূপে পরিণত হইয়া থাকে। ১১৪

সেই শিষ্য নরকে যাইবার জন্য অশুভ পথ প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। তাহার পুণ্য নষ্ট হইয়া যায় এবং জ্ঞান অজ্ঞানে পরিণত হইয়া যায়। ১১৫

যে পূর্বে কখনও কল্যাণ দর্শন করে নাই, এরূপ মানুষ শাস্ত্রোক্ত বিধি না দেখিতে পাওয়ায় অভিমানবশতঃ মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে, সেজন্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। ১১৬½

অতএব কাহারও জ্ঞানের অভিমান করা উচিত নয়। জ্ঞানের ফল শান্তি, সেইহেতু সর্বদা শান্তির জন্যই প্রযত্ন করিবে। ১১৭½

মনের নিগ্রহ ও ইন্দ্রিয়গণের সংযম করিয়া সর্বদা ক্ষমাশীল এবং অদোষদর্শী হইয়া গুরুজনগণের সেবা করিবে। ১১৮½

ধৈর্যের দ্বারা উপস্থ (লিঙ্গ) ও উদরকে রক্ষা করিবে। নেত্রদ্বয়ের দ্বারা হস্ত ও পদযুগলকে রক্ষা করিবে। মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে রূপাদি বিষয়সমূহ হইতে রক্ষা করিয়া যাইবে এবং মনকে বুদ্ধিতে স্থাপিত করিবে। ১১৯½

প্রথমে শুদ্ধ ও পরিবৃত স্থানে যাইয়া আসন স্থাপন করিবে। তারপর তাহার উপরে ধৈর্যসহকারে উপবেশন করিবে এবং শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ধ্যানের জন্য প্রযত্ন করিবে। ১২০½

সংস্থিতং হৃদয়ে পশ্যেদীশং শাশ্বতমব্যয়ম্‌।
স চাযুক্তেন শক্যোঽয়ং দ্রষ্টুং দেহে মহেশ্বরঃ ॥ ১২৩
যুক্তস্তু পশ্যতে বুদ্ধ্যা সংনিবেশ্য মনো হৃদি।
অথ চেদেবং ন শক্নোতি কর্তুং হৃদয়ধারণম্‌ ॥ ১২৪
যথাসাংখ্যমুপাসীত যথাবদ্‌ যোগমাস্থিতঃ
পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াণীহ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণ্যপি ॥ ১২৫
পঞ্চ ভূতবিশেষাশ্চ মনশ্চৈব তু ষোড়শ।
তন্মাত্রাণ্যপি পঞ্চৈব মনোঽহঙ্কার এব চ ॥ ১২৬
অষ্টমং চাপ্যথাব্যক্তমেতাঃ প্রকৃতিসংজ্ঞিতাঃ।
এতাঃ প্রকৃতয়শ্চাষ্টৌ বিকারাশ্চাপি ষোড়শ ॥ ১২৭
এবমেতদিহস্থেন বিজ্ঞেয়ং তত্ত্ববুদ্ধিনা
এবং বর্ত্ম সমুত্তীর্য্য তীর্ণো ভবতি নান্যথা ॥ ১২৮
পরিসংখ্যানমেবৈতন্মন্তব্যং জ্ঞানবুদ্ধিনা।
অহন্যহনি শান্তাত্মা পাবনায় হিতায় চ ॥ ১২৯
এবমেব প্রসংখ্যায় তত্ত্ববুদ্ধির্বিমুচ্যতে।
নিষ্কলং কেবলং ভবতি শুদ্ধতত্ত্বার্থতত্ত্ববিৎ ॥ ১৩০
সৎসংনিকর্ষে পরিবর্ত্তিতব্যং
বিদ্যাধিকাশ্চাপি নিষেবিতব্যাঃ।
সবর্ণতাং গচ্ছতি সংনিকর্ষা-
ন্নীলঃ খগো মেরুমিবাশ্রয়ন্‌ বৈ ॥ ১৩১

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যেবমাখ্যায় মহামুনিস্তদা
চতুর্ষু বর্ণেষু বিধানমর্থবিৎ।
শুশ্রূষয়া বৃত্তগতিং সমাধিনা
সমাধিযুক্তঃ প্রযযৌ স্বমাশ্রমম্‌ ॥ ১৩২

জ্ঞানবান্‌ সাধক নিজের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করিবেন। যেরূপ আকাশে বিদ্যুতের প্রকাশ দেখা যায় এবং যেভাবে রশ্মিবান্‌ সূর্য্যদেব প্রকাশিত হন, সেইরূপ এই পরমাত্মদেবকে ধূমহীন অগ্নির ন্যায় তেজস্বী রূপে প্রকাশিত হইতে দর্শন করিবেন। হৃদয় দেশে বিরাজমান এই অবিনাশী সনাতন পরমেশ্বরকে বুদ্ধিরূপী নেত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিবেন। ১২১-১২২½

যে পুরুষ যোগযুক্ত নয়, সেই পুরুষই মনকে হৃদয়ে স্থাপিত করিয়া বুদ্ধির দ্বারা সেই অন্তর্য্যামী পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। ১২৩½

যদি এইভাবে হৃদয় দেশে ধ্যান-ধারণা করিতে না পারেন, তাহা হইলে যথাযথভাবে যোগ অবলম্বন করিয়া সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে উপাসনা করিবেন। ১২৪½

এই দেহে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্‌ ও জিহ্বা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ্‌, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চ ভূত এবং মন—এই ষোড়শ বিকার আছে। ১২৫½

পঞ্চ তন্মাত্র, মন, অহঙ্কার ও অব্যক্ত—এই অষ্ট প্রকৃতি আছে। ১২৬½

এই অষ্ট প্রকৃতি ও পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ বিকার—এই চতু বিংশতি তত্ত্বকে এখানে স্থিত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের জানা উচিত। এইরূপে-প্রকৃতি পুরুষের বিবেক হইয়া যাইলে মানুষ দেহবন্ধন হইতে উপরে উঠিয়া ভবসাগর পার হইয়া যান, অন্যথা নহে। ১২৭-১২৮

জ্ঞানযুক্ত বুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষের এই সাংখ্যযোগ মানিয়া চলা উচিত। প্রতিদিন শান্তচিত্ত হইয়া নিজের অন্তঃকরণকে পবিত্র করিবার জন্য এবং নিজের হিতসাধনের জন্য এইরূপ পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বসমূহের বিচার করিলে মানুষের যথার্থ তত্ত্ব বোধ হইয়া যায় এবং তিনি বন্ধনমুক্ত হইয়া যান। শুদ্ধ তত্ত্বার্থকে তত্ত্বের দ্বারা জানিয়া মানুষ অবয়ব-রহিত অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইয়া যান। ১২৯-১৩০

মানুষের সর্ব্বদা সৎপুরুষগণের সমীপে থাকা উচিত। বিদ্যাপারদর্শী জ্ঞানী পুরুষদিগের সেবা করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি যাহার নিকটে থাকে, সে তাহার সমান বর্ণ হইয়া যায়। যেরূপ নীল পক্ষী মেরুপর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করত সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ লাভ করে। ১৩১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! শাস্ত্রসকলের তাৎপর্য্যে অভিজ্ঞ মহামুনি পরাশর এইভাবে চারি বর্ণের জন্য কর্ত্তব্যের বিধান বলিয়া এবং সেবা ও সমাধির দ্বারা প্রাপ্য গতির নিরূপণ করিয়া একাগ্রচিত্তে নিজের আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। ১৩২)

অধিক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
কেষাং দেবা মহাভাগাঃ সংনমন্তে মহাত্মনাম্।
লোকেঽস্মিংস্তানৃষীন্ সর্বান্ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥১
ভীষ্ম উবাচ।
ইতিহাসমিমং বিপ্রাঃ কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ।
অস্মিন্নর্থে মহাপ্রাজ্ঞাস্তং নিবোধ যুধিষ্ঠির॥২
বৃত্রং হত্বাপ্যুপাবৃত্তং ত্রিদশানাং পুরস্কৃতম্।
মহেন্দ্রমনুসম্প্রাপ্তং স্তূয়মানং মহর্ষিভিঃ॥৩
শ্রিয়া পরময়া যুক্তং রথস্থং হরিবাহনম্।
মাতলিঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা দেবমিন্দ্রমুবাচ হ॥ ৪
মাতলিরুবাচ।
নমস্কৃতানাং সর্বেষাং ভগবংস্ত্বং পুরস্কৃতঃ।
যেষাং লোকে নমস্কুর্য্যাৎ তান্ ব্রবীতু ভবান্ মম॥৫
ভীষ্ম উবাচ।
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা দেবরাজঃ শচীপতিঃ।
যন্তারং পরিপৃচ্ছন্তং তমিন্দ্রঃ প্রত্যুবাচ হ॥ ৬
ইন্দ্র উবাচ।
ধর্মং চার্থঞ্চ কামঞ্চ যেষাং চিন্তয়তাং মতিঃ।
নাধর্মে বর্ততে নিত্যং তান্ নমস্যামি মাতলে॥ ৭
যে রূপগুণসম্পন্নাঃ প্রমদা হৃদয়ঙ্গমাঃ।
নিবৃত্তাঃ কামভোগেষু তান্ নমস্যামি মাতলে॥ ৮
স্বেষু ভোগেষু সন্তুষ্টাঃ সুবাচো বচনক্ষমাঃ।
অমানকামাশ্চার্ঘ্যার্হাস্তান্ নমস্যামি মাতলে॥৯
ধনং বিদ্যাস্তথৈশ্বর্য্যং যেষাং ন চলয়েন্মতিম্।
চলিতাং যে নিগৃহ্ণন্তি তান্ নিত্যং পূজয়াম্যহম্॥১০
ইষ্টৈর্দারৈরুপেতানাং শুচীনামগ্নিহোত্রিণাম্।
চতুষ্পাদকুটুম্বানাং মাতলে প্রণমাম্যহম্॥ ১১
যেষামর্থস্তথা কামো ধর্মমূলবিবর্দ্ধিতঃ।
ধর্মার্থৌ যস্য নিয়তৌ তান্ নমস্যামি মাতলে॥ ১২

অধিক দ্বিতীয় অধ্যায়।

[সকলের বন্দনীয় ও পূজনীয় কোন্ পুরুষ—এবিষয় ইন্দ্র ও মাতলির সংবাদ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! এইলোকে মহাভাগ্যশালী দেবতাগণ কোন্ মহাত্মাদিগকে প্রণাম করেন? আমি সেই সব ঋষির যথার্থ পরিচয় জানিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এবিষয়ে প্রাচীন ইতিহাস-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এই ইতিহাস বর্ণনা করেন। তুমি সেই ইতিহাস শ্রবণ কর। ২

যখন ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন সমস্ত দেবতারা তাঁহাকে অগ্রে করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এই সময় মহর্ষিগণ মহেন্দ্রের স্তুতি করিতে লাগিলেন। হরিত-বর্ণের অশ্ববাহন দেবরাজ ইন্দ্র রথে উপবেশন করত তখন অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন। এই সময় মাতলি কৃতাঞ্জলি হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিলেন। ৩-৪

মাতলি বলিলেন,—ভগবন্! যাঁহারা সকলেরই দ্বারা বন্দিত, সেই সমস্ত দেবতাগণের আপনি অগ্রগামী নেতা, কিন্তু আপনিও এই জগতে যাঁহাদের প্রণাম করেন, সেই মহাত্মা-দিগের পরিচয় আপনি আমাকে প্রদান করুন। ৫

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! মাতলির এই কথা শ্রবণ করিয়া শচীপতি দেবরাজ ইন্দ্র পূর্বোক্ত প্রশ্নকারী নিজের সারথিকে এইরূপ বলিলেন। ৬

ইন্দ্র বলিলেন,—মাতলে! ধর্ম, অর্থ ও কামের চিন্তা করিতে করিতেও যাঁহাদের-বুদ্ধি কখনও অধর্মে আসক্ত হয় না, আমি প্রতিদিন তাঁহাদের প্রণাম করি। ৭

মাতলে! যাঁহারা রূপ ও গুণসম্পন্ন এবং যুবতীগণের হৃদয়মন্দিরে হঠাৎ প্রবেশ করিয়াথা কেন, অথচ সমস্ত কামভোগ হইতে যাঁহারা নিবৃত্ত আছেন, আমি তাঁহাদের প্রণাম করি। ৮

মাতলে! যাঁহারা নিজেদের প্রাপ্ত ভোগেই সন্তুষ্ট থাকেন—অপরের হইতে অধিক ভোগের বাসনা করেন না, যাঁহারা সুন্দর ভাষায় কথা বলেন ও ভাষণ দিতে সমর্থ, যাঁহাদের মধ্যে অহঙ্কার ও কামনার সর্ব্বথা অভাব আছে এবং যাঁহারা সকলের নিকট হইতেই অর্ঘ্য পাইবার যোগ্য, আমি তাঁহাদের নমস্কার করি। ৯

ধন, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য যাঁহাদের বুদ্ধিকে বিচলিত করিতে পারে না এবং যাঁহারা চঞ্চল বুদ্ধিকেও বিবেকবলে সংযত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেই আমি নিত্য পূজা করি। ১০

মাতলে! যাঁহারা প্রিয় পত্নীযুক্ত, পবিত্র আচার-বিচারপরায়ণ, নিত্য অগ্নিহোত্র করেন এবং যাঁহাদের কুটুম্বরূপে চতুষ্পাদ গো-প্রভৃতি পশুগণ প্রতিপালিত হয়, তাঁহাদিগকে আমি প্রণাম করি। ১১

মাতলে! যাঁহাদের অর্থ ও কাম ধর্মমূলক হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

ধর্ম্মমূলার্থকামানাং ব্রাহ্মণানাং গবামপি।
পতিব্রতানাং নারীণাং প্রণামং প্রকরোম্যহম্ ॥ ১৩
যে ভুক্ত্বা মানুষান্ ভোগান্ পূর্ব্বে বয়সি মাতলে।
তপসা স্বর্গমায়াস্তি শশ্বৎ তান্ পূজয়াম্যহম্ ॥ ১৪
অসম্ভোগাস্ত চাসক্তান্ ধর্ম্মনিত্যান্ জিতেন্দ্রিয়ান্।
সংন্যস্তানচলপ্রখ্যান্ মনসা পূজয়ামি তান্ ॥ ১৫
জ্ঞানপ্রসন্নবিদ্যানাং নিরূঢ়ং ধর্ম্মমিচ্ছতাম্।
পরৈঃ কীর্ত্তিতশৌচানাং মাতলে তান্ নমাম্যহম্ ॥ ১৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সংস্কৃতানাং তটাকানাং যৎ ফলং কুরুপুঙ্গব।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তোঽদ্য ভরতর্ষভ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

সুপ্রদর্শো ধনপতিশ্চিত্রধাতুবিভূষিতঃ।
ত্রিষু লোকেষু সর্বত্র পূজিতো যস্তটাকবান্ ॥ ২
ইহ চামুত্র সদনং পুত্রীয়ং বিত্তবর্দ্ধনম্।
কীর্ত্তিসংজননং শ্রেষ্ঠং তটাকানাং নিবেশনম্ ॥ ৩
ধর্ম্মস্যার্থস্য কামস্য ফলমাহুর্ম্মনীষিণঃ।
তটাকং সুকৃতং দেশে ক্ষেত্রে দেশসমাশ্রয়ম্ ॥ ৪
চতুর্বিধানাং ভূতানাং তটাকমুপলক্ষয়ে।
তটাকানি চ সর্বাণি দিশন্তি শ্রিয়মুত্তমাম্ ॥ ৫
দেবা মনুষ্যা গন্ধর্বাঃ পিতরোরগ-রাক্ষসাঃ।
স্থাবরাণি চ ভূতানি সংশ্রয়ন্তি জলাশয়ম্ ॥ ৬
তস্মাত্তাংস্তে প্রবক্ষ্যামি তটাকে যে গুণাঃ স্মৃতাঃ।
যা চ তত্র ফলপ্রাপ্তি ঋষিভিঃ সমুদাহৃতা ॥ ৭
বর্ষমাত্রং তটাকে তু সলিলং যত্র তিষ্ঠতি।
অগ্নিহোত্রফলং তস্য ফলমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ৮

হয় এবং যাঁহার ধর্ম্ম ও অর্থ নিয়ত, আমি তাঁহাদের প্রণাম করি। ১২

ধর্ম্মমূলক ধনের কামনাকারী ব্রাহ্মণগণকে এবং গো ও পতিব্রতা নারীদিগকে আমি নিত্য প্রণাম করি। ১৩

মাতলে! যাঁহারা জীবনের প্রথম বয়সে মানব-ভোগসমূহ উপভোগ করিয়া তপস্যার দ্বারা স্বর্গে আগমন করেন, তাঁহাদের আমি সর্ব্বদাই পূজা করি। ১৪

যাঁহারা ভোগ হইতে দূরে থাকেন, যাঁহাদের কোথাও আসক্তি নাই, যাঁহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মে তৎপর থাকেন, ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া রাখেন, যাঁহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং পর্ব্বত-সমূহের ন্যায় কখনও বিচলিত হন না, আমি সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ-গণকে মনের দ্বারা পূজা করি। ১৫

মাতলে! যাঁহাদের বিদ্যা জ্ঞানের দ্বারা স্বচ্ছ, যাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপালনের বাসনা করেন এবং যাঁহাদের শৌচাচারের প্রশংসা অপরে করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদের নমস্কার করি। ১৬

অতিরিক্ত দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

অতিরিক্ত তৃতীয় অধ্যায়।

[সরোবর খনন ও বৃক্ষরোপণের মাহাত্ম্যকথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—কুরুপ্রধান! ভরতশ্রেষ্ঠ! সরোবর-খননের যে ফল হয়। আমি আজ তাহা আপনার নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! যে ব্যক্তি তড়াগ খনন করেন, তিনি বিচিত্র ধাতুসমূহে বিভূষিত ধনাধ্যক্ষ কুবেরের ন্যায় দর্শনীয় হন এবং তিনি তিন লোকে সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন ॥ ২

তড়াগসমূহের সংস্থাপন শ্রেষ্ঠ ও কীর্ত্তিজনক কর্ম্ম। তাহা ইহলোক ও পরলোকেও উত্তম নিবাসস্থান। তাহা পুত্রের গৃহ ও ধনের বৃদ্ধিকারী ॥ ৩

মনীষী পুরুষগণ সরোবরকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের ফলদাতা বলিয়া অভিহিত করেন। সরোবর দেশে মূর্ত্তিমান্ পুণ্যস্বরূপ এবং ক্ষেত্রে দেশের প্রকৃত আশ্রয়স্থল। ৪

আমি সরোবরকে স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ—এই চতুর্ব্বিধ প্রাণিগণের পক্ষেই উপযোগী বলিয়া মনে করি। জগতে যত সরোবর আছে, তাহারা সকলেই উত্তম সম্পত্তি প্রদান করে। ৫

দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, পিতৃপুরুষ, নাগ, রাক্ষস এবং স্থাবর ও ভূতগণ—ইঁহারা সকলেই জলাশয়কে আশ্রয় করেন। ৬

অতএব সরোবর খননে যে সব গুণ হয়, আমি তৎসমস্তই তোমার নিকটে বর্ণনা করিব এবং ঋষিগণ সরোবরখননে যে সব ফলপ্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন, তাহাদেরও পরিচয় আমি প্রদান করিতেছি। ৭

যে সরোবরে এক বর্ষকাল পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ফল মনীষী পুরুষগণ অগ্নিহোত্র বলিয়াছেন অর্থাৎ সেই সরোবর খনন-কারীর প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করিবার পুণ্যপ্রাপ্তি হয় ॥ ৮

নিদাঘকালে সলিলং তটাকে যস্য তিষ্ঠতি।
বাজপেয়ফলং তস্য ফলং বৈ ঋষয়োঽব্রুবন্ ॥ ৯
সকুলং তারয়েদ্ বংশং যস্য খাতে জলাশয়ে।
গাবঃ পিবন্তি পানীয়ং সাধবশ্চ নরাঃ সদা ॥ ১০
তটাকে যস্য গাবস্তু পিবন্তি তৃষিতা জলম্।
মৃগ-পক্ষি-মনুষ্যাশ্চ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ১১
যৎ পিবন্তি জলং তত্র স্নায়ন্তে বিশ্রমন্তি চ।
তটাককর্ত্তুস্তৎ সর্ব্বং প্রেত্যানন্ত্যায় কল্পতে ॥ ১২
দুর্লভং সলিলং তাত বিশেষেণ পরন্তপ।
পানীয়স্য প্রদানেন সিদ্ধির্ভবতি শাশ্বতী ॥ ১৩
তিলান্ দদত পানীয়ং দীপমন্নং প্রতিশ্রয়ম্।
বান্ধবৈঃ সহ মোদধ্বমেতৎ প্রেতেষু দুর্লভম্ ॥ ১৪
সর্ব্বদানৈর্গুরুতরং সর্ব্বদানৈর্বিশিষ্যতে।
পানীয়ং নরশার্দ্দূল তস্মাদ্ দাতব্যমেব হি ॥ ১৫
এবমেতৎ তটাকেষু কীর্ত্তিতং ফলমুত্তমম্।
অত ঊর্দ্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি বৃক্ষাণামপি রোপণে ॥ ১৬
স্থাবরাণাং তু ভূতানাং জাতয়ঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বৃক্ষ-গুল্ম-লতা-বল্ল্যস্ত্বক্সার-তৃণবিরুধঃ ॥ ১৭
এতা জাত্যস্তু বৃক্ষাণামেষাং রোপগুণাস্ত্বিমে।
পনসাম্রাদয়ো বৃক্ষা গুল্মা মন্দারপূর্ব্বকাঃ ॥ ১৮
নাগিকামল্লিকাবল্ল্যো মালতীত্যাদিকা লতাঃ।
বেণুক্রমুকত্বক্সারাঃ শস্যানি তৃণজাতয়ঃ ॥ ১৯
কীর্ত্তিশ্চ মানুষে লোকে প্রেত্য চৈব শুভং ফলম্।
লভ্যতে নাকপৃষ্ঠে চ পিতৃভিশ্চ মহীয়তে ॥ ২০
দেবলোকগতস্যাপি নাম তস্য ন নশ্যতি।
অতীতানাগতাংশ্চৈব পিতৃবংশাংশ্চ তারত ॥ ২১
তারয়েদ্ বৃক্ষরোপী তু তস্মাদ্ বৃক্ষান্ প্ররোপয়েৎ।
তস্য পুত্রা ভবন্ত্যেব পাদপা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২২
পরলোকগতঃ স্বর্গে লোকাংশ্চাপ্নোতি সোঽব্যয়ান্।
পুষ্পৈঃ সুরগণান্ বৃক্ষাঃ ফলৈশ্চাপি তথা পিতৄন্ ॥

যে সরোবরে গ্রীষ্মকালে জল থাকে, তাহার ফল ঋষিগণ বাজপেয়-যজ্ঞের ফলরূপে অভিহিত করিয়াছেন। ৯

যাঁহার খাত জলাশয়ে সদা সাধুপুরুষ ও গোগণ জলপান করেন, তিনি নিজের কুলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ১০

যাঁহার জলাশয়ে পিপাসিত গোগণ জলপান করেন এবং তৃষিত মৃগ, পক্ষী ও মনুষ্যগণ নিজেদের পিপাসা শান্ত করে, তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। ১১

মনুষ্যগণ যে সরোবরে জলপান করে, স্নান করে এবং তীরে বিশ্রাম করে, এ সমস্ত পুণ্যই সরোবরখননকারীর পরলোকে অক্ষয় হইয়া লাভ হয়। ১২

শত্রুতাপন বৎস যুধিষ্ঠির! জল বিশেষরূপে দুর্লভ বস্তু; অতএব জলদান করিলে শাশ্বত সিদ্ধি লাভ হয়। ১৩

তিল, জল, দীপ, অন্ন ও বাসের জন্য গৃহ দান কর এবং বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত আনন্দে বাস কর; কারণ, এ সবই মৃত ব্যক্তিগণের পক্ষে দুর্লভ। ১৪

নরশ্রেষ্ঠ! জলদান সমস্ত দান হইতেই অতিশয় শ্রেষ্ঠ। তাহা সকল দান হইতেই বিশিষ্ট দান; অতএব জলদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ১৫

এইরূপে সরোবরসমূহ খননের ফল কথিত হইয়াছে। ইহার পর বৃক্ষরোপণেরও ফল আমি তোমাকে বলিব। ১৬

স্থাবর ভূতগণের ছয় প্রকার জাতি কথিত হইয়াছে—বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী, ত্বক্সার ও তৃণ-বীরুধ—এই সব হইল বৃক্ষের জাতি। ইহাদের রোপণে এই সব ফল উক্ত হইয়াছে। ১৭½

কাঁঠাল ও আম্রাদি বৃক্ষ জাতির অন্তর্গত। মন্দারাদি গুল্মের অন্তর্ভুক্ত। নাগিকা, মল্লিকাদিকে বল্লী বলা হয়। মালতী প্রভৃতিকে লতা বলে। বাঁশ ও সুপারী প্রভৃতিকে ত্বক্সার বলা হয়। ক্ষেত্রের (জমীর) মধ্যে যে ঘাস ও শস্য উৎপন্ন হয়, এ সবই তৃণজাতির অন্তর্ভূক্ত। ১৮-১৯

ভরতনন্দন! বৃক্ষরোপণ করিলে মনুষ্যলোকে কীর্ত্তিলাভ হয় এবং মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে শুভফল লাভ হয়। বৃক্ষরোপণকারী মানুষ পিতৃগণের দ্বারাও সম্মানিত হন। দেবলোকে গমন করিলেও তাঁহার নাম নষ্ট হয় না। তিনি নিজের অতীত পূর্ব্ব-পুরুষগণ ও অনাগত সন্তানগণকেও উদ্ধার করিয়া থাকেন। সেইহেতু বৃক্ষসকল অবশ্যই রোপণ করিবে। ২০-২১½

যাহার কোন পুত্র নাই, তাহার বৃক্ষগণই পুত্র হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। বৃক্ষরোপণকারী মানুষ পরলোকে গমন করিলে পর স্বর্গে অক্ষয় লোকসমূহ প্রাপ্ত হন। ২২½

তাত! বৃক্ষসকল নিজেদের পুষ্পসমূহে দেবগণকে, ফলসমূহে পিতৃগণকে এবং ছায়ার দ্বারা অতিথিদিগকে সদা পূজা করে। ২৩½

ছায়য়া চাতিথীংস্তাত পূজয়ন্তি মহীরুহাঃ ।
কিন্নরোরগ-রক্ষাংসি দেব-গন্ধর্ব-মানবাঃ ॥ ২৪
তথা ঋষিগণাশ্চৈব সংশ্রয়ন্তে মহীরুহান্ ।
পুষ্পিতাঃ ফলবন্তশ্চ তর্পয়ন্তীহ মানবান্ ॥ ২৫
বৃক্ষদান্ পুত্রবদ্ বৃক্ষাঃ তারয়ন্তি পরত্র চ ।
তস্মাৎ তটাকে বৃক্ষা বৈ রোপ্যাঃ
শ্রেয়োঽর্থিনা সদা ॥ ২৬
পুত্রবৎ পরিরক্ষ্যাশ্চ পুত্রাস্তে ধর্মতঃ স্মৃতাঃ ।
তটাককৃদ্ বৃক্ষরোপী ইষ্টযজ্ঞশ্চ যো দ্বিজঃ ॥
এতে স্বর্গে মহীয়ন্তে যে চান্যে সত্যবাদিনঃ । ২৭
তস্মাৎ তটাকং কুর্বীত আরামাংশ্চাপি যোজয়েৎ ।
যজেচ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সত্যঞ্চ বিধিবদ্ বদেৎ । ২৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ছত্রোপানহদানপ্রশংসা নাম ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৬

কিন্নর, নাগ, রাক্ষস, দেব, গন্ধর্ব, মনুষ্য এবং ঋষিগণও বৃক্ষসকলকে আশ্রয় করেন। ২৪

ফল ও পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ বৃক্ষসকল এ জগতে মনুষ্যগণকে তৃপ্ত করে। যাঁহারা বৃক্ষসকল দান করেন, তাঁহাদের সেই সব বৃক্ষ পরলোকে পুত্রের ন্যায় তাঁহাদিগকে উদ্ধার করে। অতএব কল্যাণকামী পুরুষের সর্বদাই সরোবরের তীরে বৃক্ষ রোপণ করা উচিত। ২৫-২৬

বৃক্ষরোপণ করিয়া তাহাদিগকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা করা কর্তব্য; কারণ, তাহারা ধর্মানুসারে পুত্র বলিয়াই কথিত হয়। যাঁহারা পুষ্করিণী খনন করেন, যাঁহারা তাহার তীরে বৃক্ষরোপণ করেন, যে দ্বিজ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং অন্যে যাঁহারা সত্যবাদী হন—ইঁহারা সকলেই স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। ২৭

সেইহেতু সরোবর খনন করিবে এবং তাহার তীরে বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া উপবন প্রস্তুত করিবে। সর্বদা নানাপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে ও বিধি অনুসারে সদা সত্য কথা বলিবে। ২৮

অতিরিক্ত তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ছত্র ও উপানহের দানপ্রশংসা-নামক ষণ্ণবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[গৃহস্থধর্মবর্ণনম্, পঞ্চযজ্ঞকর্মবিষয়ে পৃথিবীদেব্যা ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চ সংবাদকথনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।
গার্হস্থ্যং ধর্মমখিলং প্রব্রূহি ভরতর্ষভ ।
ঋদ্ধিমাপ্নোতি কিং কৃত্বা মনুষ্য ইহ পার্থিব ॥ ১
ভীষ্ম উবাচ ।
অত্র তে বর্তয়িষ্যামি পুরাবৃত্তং জনাধিপ ।
বাসুদেবস্য সংবাদং পৃথিব্যাশ্চৈব ভারত ॥ ২
সংস্তুত্য পৃথিবীং দেবীং বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ।
পপ্রচ্ছ ভরতশ্রেষ্ঠ মাং ত্বং যৎ পৃচ্ছসেঽদ্য বৈ ॥ ৩
বাসুদেব উবাচ ।
গার্হস্থ্যং ধর্মমাশ্রিত্য ময়া বা মদ্বিধেন বা ।
কিমবশ্যং ধরে কার্য্যং কিং বা কৃত্বা কৃতং ভবেৎ ॥৪
পৃথিব্যুবাচ
ঋষয়ঃ পিতরো দেবা মনুষ্যাশ্চৈব মাধব ।
ইজ্যাশ্চৈবার্চনীয়াশ্চ যথা চৈব নিবোধ মে ॥৫

সপ্তনবতিতম অধ্যায় ।

[গৃহস্থ ধর্মবর্ণন, পঞ্চযজ্ঞ কর্ম-বিষয়ে পৃথিবীদেবী ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ কথন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন, ভরতশ্রেষ্ঠ! ভূপাল পিতামহ! এখন আপনি আমাকে গৃহস্থ আশ্রমের সম্পূর্ণ ধর্মের উপদেশ করুন। মানুষ কোন্ কর্ম করিয়া ইহলোকে সমৃদ্ধিশালী হয়? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—জননাথ যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও পৃথিবী দেবীর সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস তোমাকে বলিব। ২

ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রতাপশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীদেবীর স্তুতি করিয়া তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যাহা তুমি আজ আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ। ৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—বসুন্ধরে! আমার এবং আমার ন্যায় অন্য মানুষের গৃহস্থ-ধর্ম আশ্রয় করিয়া কোন্ কর্মের অনুষ্ঠান অবশ্য করণীয়? কোন্ কর্ম করিলে গৃহস্থের সফলতা লাভ হয়? ৪

পৃথিবী বলিলেন,—মাধব! গৃহস্থ পুরুষের সর্বদাই দেবতা, পিতৃগণ, ঋষি ও অতিথিদিগের পূজা ও সংকার করা উচিত। সেই সব কিভাবে করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৫

সদা যজ্ঞেন দেবাশ্চ সদাঽঽতিথ্যেন মানুষাঃ ।
ছন্দতশ্চ যথা নিত্যমর্হান্ ভুঞ্জীত নিত্যশঃ ॥ ৬

তেন হ্যৃষিগণাঃ প্রীতা ভবন্তি মধুসূদন ।
নিত্যমগ্নিং পরিচরেদভুক্ত্বা বলিকর্ম চ ॥ ৭

কুর্য্যাৎ তথৈব দেবা বৈ প্রীয়ন্তে মধুসূদন ।
কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন চ ॥ ৮

পয়োমূলফলৈর্বাপি পিতৄণাং প্রীতিমাহরন্ ।
সিদ্ধান্নাদ্ বৈশ্বদেবং বৈ কুর্য্যাদগ্নৌ যথাবিধি ॥ ৯

অগ্নীষোমং বৈশ্বদেবং ধান্বন্তর্য্যমনন্তরম্ ।
প্রজানাং পতয়ে চৈব পৃথগ্ধোমো বিধীয়তে ॥ ১০

তথৈব চানুপূর্ব্বেণ বলিকর্ম প্রযোজয়েৎ ।
দক্ষিণায়াং যমায়েতি প্রতীচ্যাং বরুণায় চ ॥ ১১

সোমায় চাপ্যুদীচ্যাং বৈ বাস্তুমধ্যে প্রজাপতেঃ ।
ধন্বন্তরেঃ প্রাগুদীচ্যাং প্রাচ্যাং শক্রায় মাধব ॥ ১২

মনুষ্যেভ্য ইতি প্রাহুর্বলিং দ্বারি গৃহস্য বৈ ।
মরুদ্ভ্যো দৈবতেভ্যশ্চ বলিমন্তর্গৃহে হরেৎ ॥ ১৩

তথৈব বিশ্বেদেবেভ্যো বলিমাকাশতো হরেৎ ।
নিশাচরেভ্যো ভূতেভ্যো বলিং নক্তং তথা হরেৎ ॥ ১৪

এবং কৃত্বা বলিং সম্যগ্ দত্তাদ্ ভিক্ষাং দ্বিজায় বৈ ।
অলাভে ব্রাহ্মণস্যাগ্নাবগ্রমুদ্ধৃত্য নিক্ষিপেৎ ॥ ১৫

যদা শ্রাদ্ধং পিতৃভ্যোঽপি দাতুমিচ্ছেত মানবঃ ।
তদা পশ্চাৎ প্রকুর্বীত নিবৃত্তে শ্রাদ্ধকর্মণি ॥ ১৬

পিতৄন্ সন্তর্পয়িত্বা তু বলিং কুর্য্যাদ্ বিধানতঃ ।
বৈশ্বদেবং ততঃ কুর্য্যাৎ পশ্চাদ্ ব্রাহ্মণবাচনম্ ॥ ১৭

ততোঽন্নেন বিশেষেণ ভোজয়েদতিথীনপি ।
অর্চাপূর্বং মহারাজ ততঃ প্রীণাতি মানবান্ ॥ ১৮

অনিত্যং হি স্থিতো যস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে ।
আচার্য্যস্য পিতুশ্চৈব সখ্যুরাপ্তস্য চাতিথেঃ ॥ ১৯

ইদমস্তি গৃহে মহ্যমিতি নিত্যং নিবেদয়েৎ ।
তে যদ্ বদেয়ুস্তৎ কুর্য্যাদিতি ধর্মো বিধীয়তে ॥ ২০

প্রতিদিন যজ্ঞ—হোমের দ্বারা দেবগণকে, অতিথি-সৎকারের দ্বারা মনুষ্যদিগকে (শ্রাদ্ধ তর্পণের দ্বারা পিতৃগণকে) এবং বেদের স্বাধ্যায় করত পূজনীয় ঋষি-মহর্ষিসকলকে যথাবিধি পূজা ও সৎকার করিতে হয়। ইহার পর নিত্য ভোজন করা উচিত। ৬

মধুসূদন! স্বাধ্যায়ের দ্বারা ঋষিগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হন। প্রতিদিন ভোজনের পূর্ব্বেই অগ্নিহোত্র ও বলিবৈশ্বদেব কর্ম করিতে হয়। ইহার দ্বারা দেবতারা সন্তুষ্ট হন। পিতৃগণের প্রসন্নতার জন্য প্রতিদিন অন্ন, জল, দুধ ও অথবা ফল-মূলের দ্বারা শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। ৭-৮½

সিদ্ধ অন্ন (রান্না করা অন্ন) হইতে অন্ন লইয়া তাহার দ্বারা বিধি অনুসারে বলিবৈশ্বদেব কর্ম করা উচিত। ৯

প্রথমে অগ্নি ও সোমকে, তারপর বিশ্বেদেবগণকে, তদনন্তর ধন্বন্তরিকে, তাহার পর প্রজাপতিকে পৃথক্ পৃথক্ হোম করিবার বিধান আছে। ১০

এইভাবে ক্রমশঃ বলিকর্মের প্রয়োগ করিতে হয়। মাধব! দক্ষিণ দিকে যমকে, পশ্চিমদিকে বরুণকে, উত্তরদিকে সোমকে, বাস্তুর মধ্যভাগে প্রজাপতিকে, ঈশান কোনে ধন্বন্তরিকে এবং পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রকে বলি সমর্পিত করা কর্তব্য। ১১-১২

গৃহের দ্বারে সনকাদি মনুষ্যগণের জন্য বলি দিবার বিধান আছে, এই কথা মহাত্মাগণ বলেন। মরুদ্গণ ও দেবতাদিগকে গৃহের মধ্যে বলি সমর্পণ করিতে হয়। ১৩

বিশ্বেদেবগণের উদ্দেশ্যে আকাশেই বলি সমর্পিত করা কর্তব্য। নিশাচর ও ভূতসকলের জন্য রাত্রিতে বলি সমর্পণ করিতে হয়। ১৪

এইভাবে বলি সমর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণকে বিধিঅনুসারে ভিক্ষা দান করিবে। যদি ব্রাহ্মণ তখন না পাওয়া যায়, তবে অন্নসকল হইতে অল্প অল্প অগ্রভাগ লইয়া তাহা অগ্নিতে হোম করিবে। ১৫

যে দিনে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবার ইচ্ছা হইবে, সেইদিনে প্রথমে শ্রাদ্ধ কর্মই সম্পন্ন করিবে। তাহার পর পিতৃগণের তর্পণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক বলি-বৈশ্বদেব কর্ম করিবে। তাহার পর ব্রাহ্মণদিগকে সৎকার করিয়া ভোজন করাইবে। ১৬-১৭

মহারাজ! ইহার পর বিশেষ অন্নের দ্বারা অতিথিগণকেও সসম্মানে ভোজন করাইবে। এরূপ করিলে পর গৃহস্থ পুরুষ সমস্ত মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হয়। ১৮

যে নিত্য নিজের গৃহে থাকে না, তাহাকে অতিথি বলা হয়। আচার্য্য পিতা, বিশ্বাসপাত্র মিত্র ও অতিথিকে সর্ব্বদা এই নিবেদন করিবে যে, 'অমুক বস্তু আমার গৃহে আছে, তাহা আপনি গ্রহণ করুন'। তারপর তাহারা যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই করিবে। এরূপ করিলে পর ধর্মপালন করা হয়। ১৯-২০

গৃহস্থঃ পুরুষঃ কৃষ্ণ শিষ্টাশী চ সদা ভবেৎ।
রাজর্ষিজং স্নাতকঞ্চ গুরুং শ্বশুরমেব চ ॥ ২১
অর্চয়েন্মধুপর্কেণ পরিসংবৎসরোষিতান্।
শ্বভ্যশ্চ শ্বপচেভ্যশ্চ বয়োভ্যশ্চাবপেদ্ ভুবি।
বৈশ্বদেবং হি নামৈতৎ সায়ং প্রাতর্বিধীয়তে ॥ ২২
এতাংস্তু ধর্মান্ গার্হস্থ্যান্ যঃ কুর্য্যাদনসূয়কঃ।
স ইহর্ষিবরান্ প্রাপ্য প্রেত্য লোকে মহীয়তে ॥ ২৩

হে কৃষ্ণ! গৃহস্থ পুরুষ সর্ব্বদা যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নই ভোজন করিবে। রাজা, ঋত্বিক্, স্নাতক, গুরু ও শ্বশুর—ইঁহারা যদি এক বর্ষের পর গৃহে আসেন, তবে তাঁহাদিগকে মধুপর্কের দ্বারা পূজা করিতে হয়। ২১½

কুকুর, চাণ্ডাল ও পক্ষিগণের জন্য ভূমিতে অন্ন দান করিবে। ইহা বৈশ্বদেব-নামক কর্ম্ম। এই কার্য্য সায়ংকাল ও প্রাতঃকালেই সম্পাদন করিতে হয়। ২২

যে মানুষ দোষদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া এই গৃহস্থোচিত ধর্ম্ম পালন করে, সেই মানুষ ইহলোকে ঋষি-মহর্ষিগণের নিকট হইতে বরপ্রাপ্ত হয় এবং এবং মৃত্যুর পর সে পুণ্যলোকে সম্মানিত হইয়া থাকে। ২৩

ভীষ্ম উবাচ।

ইতি ভূমের্বচঃ শ্রুত্বা বাসুদেবঃ প্রতাপবান্।
তথা চকার সততং ত্বমপ্যেবং সদাচর ॥ ২৪
এতদ্ গৃহস্থধর্মং ত্বং চেষ্টমানো জনাধিপ।
ইহলোকে যশঃ প্রাপ্য প্রেত্য স্বর্গমবাপ্স্যসি ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্মপর্ব্বণি বলিদানবিধির্নাম সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৭

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! পৃথিবীদেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতাপশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদনুসারে গৃহস্থধর্ম্মসকল নিরবচ্ছিন্নভাবে পালন করিতে লাগিলেন। তুমিও সদা এই সব ধর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। ২৪

জননাথ! এই গৃহস্থ-ধর্ম্ম পালন করিবার চেষ্টা করিতে থাকিলে তুমি ইহলোকে সুযশ লাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্ত হইবে। ২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে বলিদানবিধিনামক সপ্তনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[তেজস্বি-সুবর্ণস্য মনোশ্চ সংবাদঃ—পুষ্প-ধূপ-দীপোপহারদানমাহাত্ম্যকথনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আলোকদানং নামৈতৎ কীদৃশং ভরতর্ষভ।
কথমেতৎ সমুৎপন্নং ফলং বা তদ্ ব্রবীহি মে ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
মনোঃ প্রজাপতের্বাদং সুবর্ণস্য চ ভারত ॥ ২
তপস্বী কশ্চিদভবৎ সুবর্ণো নাম ভারত।
বর্ণতো হেমবর্ণঃ স সুবর্ণ ইতি পপ্রথে ॥ ৩
কুল-শীল-গুণোপেতঃ স্বাধ্যায়ে চ পরং গতঃ।
বহূন্ সুবংশপ্রভাবান্ সমতীতঃ স্বকৈর্গুণৈঃ ॥ ৪
স কদাচিন্মনুং বিপ্রো দদর্শোপসসর্প চ।
কুশলপ্রশ্নমন্যোন্যং তৌ চোভৌ তত্র চক্রতুঃ ॥ ৫

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

[তেজস্বী সুবর্ণ ও মনুর সংবাদ—পুষ্প, ধূপ দীপ ও উপহার দানের মাহাত্ম্য কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! এই যে দীপদান নামক কর্ম্ম, ইহা কিভাবে করিতে হয়? ইহার উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে? অথবা ইহার ফল কি? ইহা আমাকে বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! এ বিষয়ে প্রজাপতি মনু ও সুবর্ণের সংবাদরূপ প্রাচীন ইতিহাস বিজ্ঞপুরুষগণ উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২

ভরতনন্দন! সুবর্ণনামে প্রসিদ্ধ এক তপস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার শরীরের কান্তি সুবর্ণের ন্যায় ছিল। সেইজন্য তিনি সুবর্ণনামে বিখ্যাত হন। ৩

তিনি উত্তম কুল, শীল ও গুণসম্পন্ন ছিলেন। স্বাধ্যায়েও তাঁহার অতিশয় খ্যাতি ছিল। তিনি নিজের শ্রেষ্ঠ গুণসমূহের দ্বারা উত্তম কুলে উৎপন্ন বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। ৪

একদিন সেই ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রজাপতি মনুকে দর্শন করিলেন।

ততস্তৌ সত্যসঙ্কল্পৌ মেরৌ কাঞ্চনপর্বতে ।
রমণীয়ে শিলাপৃষ্ঠে সহিতৌ সংন্যষীদতাম্ ॥ ৬
তত্র তৌ কথয়ন্তৌ তাং কথা নানাবিধাশ্রয়াঃ ।
ব্রহ্মর্ষি-দেব-দৈত্যানাং পুরাণানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৭
সুবর্ণস্ত্বব্রবীদ্ বাক্যং মনুং স্বায়ম্ভুবং প্রতি ।
হিতার্থং সর্বভূতানাং প্রশ্নং মে বক্তুমর্হসি ॥ ৮
সুমনোভির্যদিজ্যন্তে দৈবতানি প্রজেশ্বর ।
কিমেতৎ কথমুৎপন্নং ফলং যোগঞ্চ শংস মে ॥ ৯
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
শুক্রস্য চ বলেশ্চৈব সংবাদং বৈ মহাত্মনোঃ ॥ ১০
বলের্বৈরোচনস্যেহ ত্রৈলোক্যমনুশাসতঃ ।
সমীপমাজগামাশু শুক্রো ভৃগুকুলোদ্বহঃ ॥ ১১
তমর্ঘ্যাদিভিরভ্যর্চ্য ভার্গবং সোঽসুরাধিপঃ ।
নিষসাদাসনে পশ্চাদ্ বিধিবদ্ ভূরিদক্ষিণঃ ॥ ১২
কথেয়মভবৎ তত্র ত্বয়া যা পরিকীর্তিতা ।
সুমনোধূপদীপানাং সম্প্রদানে ফলং প্রতি ॥ ১৩
ততঃ পপ্রচ্ছ দৈত্যেন্দ্রঃ কবীন্দ্রং প্রশ্নমুত্তমম্ ॥ ১৪

বলিরুবাচ ।

সুমনোধূপদীপানাং কিং ফলং ব্রহ্মবিত্তম ।
প্রদানস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ১৫

শুক্র উবাচ ।

তপঃ পূর্বং সমুৎপন্নং ধর্মস্তস্মাদনন্তরম্ ।
এতস্মিন্নন্তরে চৈব বীরুদোষধ্য এব চ ॥ ১৬
সোমস্যাত্মা চ বহুধা সম্ভূতঃ পৃথিবীতলে ।
অমৃতঞ্চ বিষং চৈব যে চান্যে তৃণজাতয়ঃ ॥ ১৭
অমৃতং মনসঃ প্রীতিং সদ্যস্তৃপ্তিং দদাতি চ ।
মনো গ্লপয়তে তীব্রং বিষং গন্ধেন সর্বশঃ ॥ ১৮
অমৃতং মঙ্গলং বিদ্ধি মহদ্বিষমমঙ্গলম্ ।
ওষধ্যো হ্যমৃতং সর্বা বিষং তেজোঽগ্নিসম্ভবম্ ॥ ১৯

তাঁহাকে দর্শন করিয়াই তিনি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তারপর তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের কুশলবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫

তাহার পর সেই দুই সত্যসঙ্কল্প মহাত্মা সুবর্ণময় পর্বত মেরুর এক রমণীয় শিলাপৃষ্ঠের উপর একসঙ্গে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৬

সেখানে তাঁহারা উভয়ে ব্রহ্মর্ষি, দেবতা, দৈত্য এবং প্রাচীন মহাত্মাগণের সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথা-বার্তা বলিতে লাগিলেন ॥ ৭

সেই সময় সুবর্ণ স্বায়ম্ভুব মনুকে বলিলেন,—প্রজাপতে ! আমি এক প্রশ্ন করিতেছি, আপনি সমস্ত প্রাণিগণের হিতের জন্য আমাকে তাহার উত্তর প্রদান করুন। পুষ্পসমূহের দ্বারা যে দেবতাদিগের পূজা করা হয়, তাহা কি ? ইহার প্রচলন কি ভাবে হইল ? ইহার ফল কি ? এবং ইহার ব্যবহার কিরূপে করিতে হয় ? এই সব আপনি আমাকে বলুন ॥ ৮-৯

মনু বলিলেন,—মুনে ! এবিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষগণ শুক্রাচার্য্য ও বলি—এই দুই মহাত্মার সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ১০

পূর্ব্বে বিরোচনপুত্র বলি তিন লোক শাসন করিতেছিলেন। তখন ভৃগুবংশভূষণ শুক্র অতি সত্বর তাঁহার নিকট গমন করিলেন ॥ ১১

পর্য্যাপ্ত দক্ষিণাপ্রদানকারী অসুররাজ বলি ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য্যকে অর্ঘ্যাদির দ্বারা তাঁহার যথাবিধি পূজা করিলেন এবং যখন তিনি আসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন বলিও নিজের আসনে উপবেশন করিলেন ॥ ১২

সেখানে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে সেই কথাবার্তাই হইল, যাহা তুমি এখন বলিলে। 'দেবতাগণকে পুষ্প, ধূপ ও দীপদান করিলে কি ফল লাভ হয়, ইহাই ছিল তাঁহাদের আলোচনার বিষয়। সেই সময় দৈত্যরাজ বলি কবিবর শুক্রাচার্য্যের সম্মুখে এই উত্তম প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেন ॥ ১৩-১৪

বলি বলিলেন,—ব্রহ্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্বিজোত্তম ! পুষ্প, ধূপ ও দীপ দানের কি ফল হয় ? ইহা আপনি কৃপা করিয়া বলুন ॥ ১৫

শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—রাজন্ ! প্রথমে তপস্যার উৎপত্তি হয়, তাহার পর ধর্ম্মের। ইহারই মধ্যে লতা ও ওষধিসমূহের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল ॥ ১৬

এই ভূতলে বহুবিধ সোমলতা উৎপন্ন হইয়াছে। অমৃত, বিষ ও অন্যান্য তৃণজাতিসমূহও উদ্ভূত হয় ॥ ১৭

অমৃত তাহাই, যাহাকে দেখিয়া মন প্রসন্ন হইয়া যায় এবং সত্বই যাহা তৃপ্তি প্রদান করে। বিষ তাহাই, যাহা নিজের গন্ধে চিত্তে সর্ব্বথা তীব্র গ্লানি উৎপন্ন করে ॥ ১৮

অমৃতকে মঙ্গলকারী বলিয়া জানিবে এবং বিষ গুরুতর অমঙ্গলকারী। যত ওষধি আছে, তাহাদের সকলকে অমৃত বলিয়া জানিও এবং বিষ হইল অগ্নিজনিত তেজ ॥ ১৯

মনো হ্লাদয়তে যস্মাচ্ছ্রিয়ং চাপি দধাতি চ।
তস্মাৎ সুমনসঃ প্রোক্তা নরৈঃ সুকৃতকর্মভিঃ ॥ ২০
দেবতাভ্যঃ সুমনসো যো দদাতি নরঃ শুচিঃ।
তস্য তুষ্যন্তি বৈ দেবাস্তুষ্টাঃ পুষ্টিং দদত্যপি ॥ ২১
যং যমুদ্দিশ্য দীয়েরন্ দেবং সুমনসঃ প্রভো।
মঙ্গলার্থং স তেনাস্য প্রীতো ভবতি দৈত্যপ ॥ ২২
জ্ঞেয়াস্তুগ্রাশ্চ সৌম্যাশ্চ তেজস্বিন্যশ্চ তাঃ পৃথক্।
ওষধ্যো বহুবীর্যা হি বহুরূপাস্তথৈব চ ॥ ২৩
যজ্ঞিয়ানাঞ্চ বৃক্ষাণামযজ্ঞীয়ান্ নিবোধ মে।
আসুরাণি চ মাল্যানি দৈবতেভ্যো হিতানি চ ॥ ২৪
রক্ষসামুরগাণাঞ্চ যক্ষাণাঞ্চ তথা প্রিয়াঃ।
মনুষ্যাণাং পিতৃণাঞ্চ কান্তায়াস্ত্বনুপূর্বশঃ ॥ ২৫
বন্যা গ্রাম্যাশ্চেহ তথা কৃষ্টোপ্তাঃ পর্বতাশ্রয়াঃ।
অকণ্টকাঃ কণ্টকিনো গন্ধরূপরসান্বিতাঃ ॥২৬

দ্বিবিধো হি স্মৃতো গন্ধ ইষ্টোঽনিষ্টশ্চ পুষ্পজঃ।
ইষ্টগন্ধানি দেবানাং পুষ্পাণীতি বিভাবয় ॥ ২৭
অকণ্টকানাং বৃক্ষাণাং শ্বেতপ্রায়াশ্চ বর্ণতঃ।
তেষাং পুষ্পাণি দেবানামিষ্টানি সততং প্রভো ॥ ২৮
(পদ্মঞ্চ তুলসী জাতিরপি সর্বেষু পূজিতা।)
জলজানি চ মাল্যানি পদ্মাদীনি চ যানি বৈ।
গন্ধর্ব-নাগ-যক্ষেভ্যস্তানি দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ২৯
ওষধ্যো রক্তপুষ্পাশ্চ কটুকাঃ কণ্টকান্বিতাঃ।
শত্রূণামভিচারার্থমাথর্বেষু নিদর্শিতাঃ ॥ ৩০
তীক্ষ্ণবীর্যাস্তু ভূতানাং দুরালম্ভাঃ সকণ্টকাঃ।
রক্তভূয়িষ্ঠবর্ণাশ্চ কৃষ্ণাশ্চৈবোপহারয়েৎ ॥ ৩১
মনোহৃদয়নন্দিন্যো বিশেষমধুরাশ্চ যাঃ।
চারুরূপাঃ সুমনসো মানুষাণাং স্মৃতা বিভো ॥ ৩২

পুষ্প মনকে আহ্লাদিত করে এবং শোভা ও সম্পত্তি আধান করে। সেইজন্য পুণ্যাত্মা মনুষ্যগণ তাহাকে 'সুমনঃ' বলিয়া অভিহিত করেন। ২০

যে মানুষ পবিত্র হইয়া দেবতাগণকে পুষ্পসকল প্রদান করে, তাহার উপর সমস্ত দেবতা সন্তুষ্ট হন এবং তাহাকে পুষ্টি প্রদান করেন। ২১

প্রভাবশালী দৈত্যরাজ! যে যে দেবতার উদ্দেশ্যে পুষ্প-সকল প্রদান করা হয়, তাঁহারা সকলে সেই পুষ্পদানে দাতার উপর প্রসন্ন হন এবং তাহার মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট হন। ২২

উগ্রা, সৌম্যা, তেজস্বিনী, বহুবীর্যা ও বহুরূপা--এই অনেক প্রকারের ওষধি আছে। ইহাদের সকলকেই জানিতে হয় ॥ ২৩

এখন যজ্ঞসম্বন্ধী ও অযজ্ঞোপযোগী বৃক্ষসকলের বর্ণনা শ্রবণ কর। অসুরদিগের পক্ষে হিতকর এবং দেবতাগণের প্রিয় যে সব পুষ্পমালা, তাহাদের পরিচয়ও শ্রবণ কর ॥ ২৪

রাক্ষস, নাগ, যক্ষ, মনুষ্য ও পিতৃগণের প্রিয় ও মনোরম যে সব ওষধি আছে, আমি তাহাদেরও ক্রমশঃ বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২৫

পুষ্পসমূহের বহু বৃক্ষ গ্রামে হয় ও বহু বৃক্ষ বনে হয়। বহু বৃক্ষ জমীতে কর্ষণ করিয়া রোপণ করিতে হয় এবং বহু বৃক্ষ পর্বতাদিতে স্বতই উৎপন্ন হয়। এই সব বৃক্ষের মধ্যে কিছু বৃক্ষে কণ্টক থাকে এবং কিছু বৃক্ষে কণ্টক থাকে না। ইহাদের সকলের মধ্যেই রূপ, রস ও গন্ধ বিদ্যমান আছে। ২৬

পুষ্পসমূহের গন্ধ দুই প্রকার হয়—প্রিয় ও অপ্রিয়। সুগন্ধ যুক্ত পুষ্প দেবগণের প্রিয়, ইহা তুমি চিন্তা করিয়া রাখিবে। ২৭

প্রভো! যে সব বৃক্ষে কণ্টক হয় না, উহাদের মধ্যে যাহারা অধিকাংশ শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট, তাহাদের পুষ্প দেবগণের সর্বদাই প্রিয়। পদ্ম, তুলসী ও জাতি (চামেলী)—এই সব পুষ্প অধিক প্রশংসিত। ২৮

জল হইতে উৎপন্ন যে কমল ও উৎপল আদি পুষ্প, তাহাদিগকে বিদ্বান্ পুরুষ গন্ধর্ব, নাগ ও যক্ষগণের উদ্দেশ্যে প্রদান করিবেন ॥ ২৯

অথর্ববেদে কথিত হইয়াছে যে, শত্রুদের অনিষ্টসাধনের জন্য অনুষ্ঠিত অভিচার কর্মে রক্ত পুষ্প, কটু ও কণ্টকাকীর্ণ ওষধিসকলের ব্যবহার করিতে হয়। ৩০

যে সব পুষ্পে অধিক কণ্টক আছে, যাহাদেরকে হস্তে স্পর্শ করা কঠিন মনে হয়, যাহাদের বর্ণ অতিশয় রক্ত বা কৃষ্ণ এবং যাহাদের গন্ধের প্রভাব তীব্র, এরূপ পুষ্পসমূহ ভূত-প্রেতগণের ব্যবহারে লাগে, অতএব তাহাদেরই উদ্দেশ্যে এই সব পুষ্প উপহার প্রদান করিবে। ৩১

প্রভো! মনুষ্যগণের ত' সেই সব পুষ্পই প্রিয়, যাহাদের রূপ-বর্ণ সুন্দর, রস বিশেষ মধুর এবং দেখিলে হৃদয়ের আনন্দ-দায়ক বলিয়া মনে হয়। ৩২

ন তু শ্মশানসম্ভূতা ন দেবায়তনোদ্ভবাঃ ।
সংনয়েৎ পুষ্টিযুক্তেষু বিবাহেষু রহঃসু চ ॥ ৩৩
গিরিসানুরুহাঃ সৌম্যা দেবানামুপপাদয়েৎ ।
প্রোক্ষিতাভ্যুক্ষিতাঃ সৌম্যা যথাযোগ্যং যথাস্মৃতি ॥ ৩৪
গন্ধেন দেবাস্তুষ্যন্তি দর্শনাদ্ যক্ষ-রাক্ষসাঃ ।
নাগাঃ সমুপভোগেন ত্রিভিরেতৈস্তু মানুষাঃ ॥ ৩৫
সদ্যঃ প্রীণাতি দেবান্ বৈ তে প্রীতা ভাবয়ন্ত্যুত ।
সঙ্কল্পসিদ্ধা মর্ত্যানামীপ্সিতৈশ্চ মনোরমৈঃ ॥ ৩৬
প্রীতাঃ প্রীণন্তি সততং মানিতা মানয়ন্তি চ ।
অবজ্ঞাতাবধূতাশ্চ নির্দহন্ত্যধমান্ নরান্ ॥ ৩৭
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ধূপদানবিধেঃ ফলম্ ।
ধূপাংশ্চ বিবিধান্ সাধূনসাধূংশ্চ নিবোধ মে ॥ ৩৮

শ্মশান ও জীর্ণ-শীর্ণ দেবালয়ে উৎপন্ন পুষ্পসমূহকে পৌষ্টিক কর্ম্ম, বিবাহ ও নির্জ্জন বিহারে ব্যবহার করিবে না। ৩৩

পর্ব্বতের শিখরে উৎপন্ন সুন্দর ও সুগন্ধযুক্ত পুষ্পসমূহ ধৌত করিয়া অথবা তাহাদের উপর জলসেক করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানানুসারে সেই সব পুষ্প যথাযোগ্য দেবতাদিগকে সমর্পণ করিবে। ৩৪

দেবগণ পুষ্পসমূহের গন্ধে, যক্ষ ও রাক্ষসেরা তাহাদের দর্শনে, নাগগণ তাহাদের সর্ব্বপ্রকারে উপভোগে এবং মানুষেরা তাহাদের দর্শন, গন্ধ ও উপভোগ—এই তিনের দ্বারা সন্তুষ্ট হন। ৩৫

পুষ্প প্রদান করিয়া দেবগণকে মানুষ তৎক্ষণাৎ সন্তুষ্ট করিয়া থাকে। সন্তুষ্ট হইয়া সেই সিদ্ধসঙ্কল্প দেবতাগণ মনুষ্যদিগকে মনোবাঞ্ছিত ও মনোরম ভোগ প্রদান করিয়া তাহাদের মঙ্গল করেন। ৩৬

দেবগণকে যদি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও সম্মানিত করা হয়, তবে তাঁহারাও মনুষ্যদিগকে সন্তোষ ও সম্মান প্রদান করেন এবং যদি তাঁহাদের অবজ্ঞা ও অবহেলা করা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা অবজ্ঞাকারী অধম মনুষ্যগণকে নিজেদের ক্রোধাগ্নির দ্বারা ভস্ম করিয়া দেন। ৩৭

ইহার পর আমি ধূপদানের বিধির ফল বর্ণনা করিব। ধূপও উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট—এই দুই প্রকারের হয়। তাহার বর্ণনা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ৩৮

ধূপের মুখ্যতঃ তিন প্রকার ভেদ আছে,—নির্য্যাস, সারী ও

নির্যাসাঃ সারিণশ্চৈব কৃত্রিমাশ্চৈব তে ত্রয়ঃ ।
ইষ্টোঽনিষ্টো ভবেদ্ গন্ধস্তন্মে বিস্তরশঃ শৃণু ॥ ৩৯
নির্যাসাঃ সল্লকীবর্জ্যা দেবানাং দয়িতাস্তু তে ।
গুগ্‌গুলুঃ প্রবরস্তেষাং সর্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪০
অগুরুঃ সারিণাং শ্রেষ্ঠো যক্ষ-রাক্ষসভোগিনাম্ ।
দৈত্যানাং সল্লকীয়শ্চ কাঙ্ক্ষিতো যশ্চ তদ্বিধঃ ॥ ৪১
অথ সর্জরসাদীনাং গন্ধৈঃ পার্থিব দারবৈঃ ।
ফাণিতাসবসংযুক্তৈর্মনুষ্যাণাং বিধীয়তে ॥ ৪২
দেব-দানব-ভূতানাং সদ্যস্তুষ্টিকরঃ স্মৃতঃ ।
যেঽন্যে বৈহারিকাস্তত্র মানুষাণামিতি স্মৃতাঃ ॥ ৪৩
য এবোক্তাঃ সুমনসাং প্রদানে গুণহেতবঃ ।
ধূপেষ্বপি পরিজ্ঞেয়াস্ত এব প্রীতিবর্দ্ধনাঃ ॥ ৪৪

কৃত্রিম। এই ধূপেরও প্রিয় এবং অপ্রিয় দুই প্রকার ভেদ দেখা যায়। সেই সব তুমি আমার নিকট হইতে সবিস্তরে শ্রবণ কর। ৩৯

বৃক্ষসকলের রসকে নির্য্যাস বলে। সল্লকীনামক বৃক্ষ ব্যতীত অন্য সর্ব্ব প্রকার বৃক্ষ হইতে নিঃসৃত নির্য্যাসময় ধূপ দেবতাগণের অত্যন্ত প্রিয়। তাহাদের মধ্যে গুগ্‌গুলই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইহাই মনীষী পুরুষগণের অভিমত। ৪০

যে সব কাষ্ঠকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে পর সুগন্ধ বাহির হয়, তাহাকে সারী ধূপ বলে। তাহাদের মধ্যে অগুরুর প্রাধান্য অধিক। সারী ধূপ বিশেষ ভাবে যক্ষ, রাক্ষস ও নাগগণের প্রিয় হয়। দৈত্যেরা সল্লকী ও সেইরূপ অন্য বৃক্ষসকলেরও রস হইতে উৎপন্ন ধূপ ভালবাসে। ৪১

ভূপাল! সর্জ্জাদির সুগন্ধযুক্ত চূর্ণ ও সুগন্ধপূর্ণ কাষ্ঠৌষধিসমূহের চূর্ণকে ঘৃত এবং শর্করাদি মিশ্রিত করিয়া যে অষ্টগন্ধ প্রভৃতি ধূপ প্রস্তুত করা হয়, তাহা কৃত্রিম। এই ধূপ বিশেষতঃ মনুষ্যগণের ব্যবহারে লাগে। ৪২

এইরূপ ধূপ দেবতা, দানব ও ভূতগণকেও তৎক্ষণাৎ সন্তোষ প্রদান করে বলিয়া কথিত হয়। ইহা ব্যতীত বিহারের (ভোগবিলাসের) উপযোগী আরও অনেক প্রকার ধূপ আছে, সেই সব ধূপ কেবল মনুষ্যগণের ব্যবহারে লাগে। ৪৩

দেবগণকে পুষ্পদান করিলে পর যে গুণ বা লাভ হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহাই ধূপ দান করিলেও প্রাপ্ত হওয়া যায় এরূপই জানিবে। ধূপও দেবগণের প্রসন্নতা বর্দ্ধন করে। ৪৪

দীপদানে প্রবক্ষ্যামি ফলযোগমনুত্তমম্ ।
যথা যেন যদা চৈব প্রদেয়া যাদৃশাশ্চ তে ॥ ৪৫
জ্যোতিস্তেজঃ প্রকাশং বাপ্যূর্ধ্বগং চাপি বর্ণ্যতে ।
প্রদানং তেজসাং তস্মাৎ তেজো বর্ধয়তে নৃণাম্ ॥৪৬
অন্ধন্তমস্তমিস্রঞ্চ দক্ষিণায়নমেব চ
উত্তরায়ণমেতস্মাজ্জ্যোতির্দানং প্রশস্যতে ॥ ৪৭
যস্মাদূর্ধ্বগমেতৎ তু তমসশ্চৈব ভেষজম্
তস্মাদূর্ধ্বগতের্দাতা ভবেদত্রেতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪৮
দেবাস্তেজস্বিনো যস্মাৎ প্রভাবন্তঃ প্রকাশকাঃ ।
তামসা রাক্ষসাশ্চৈব তস্মাদ্ দীপঃ প্রদীয়তে ॥ ৪৯
আলোকদানাচ্চক্ষুষ্মান্ প্রভাযুক্তো ভবেন্নরঃ ।
তান্ দত্ত্বা নোপহিংসেত ন হরেন্নোপনাশয়েৎ ॥ ৫০
দীপহর্তা ভবেদন্ধস্তমোগতিরসুপ্রভঃ ।
দীপপ্রদঃ স্বর্গলোকে দীপমালেব রাজতে ॥ ৫১
হবিষা প্রথমঃ কল্পো দ্বিতীয়শ্চৌষধীরসৈঃ ।
বসামেদোঽস্থিনির্যাসৈর্ন কার্যাঃ পুষ্টিমিচ্ছতা ॥ ৫২
গিরিপ্রপাতে গহনে চৈত্যস্থানে চতুষ্পথে ।
(গো-ব্রাহ্মণালয়ে দুর্গে দীপো ভূতিপ্রদঃ শুচিঃ ।)
দীপদানং ভবেন্নিত্যং য ইচ্ছেদ্ ভূতিমাত্মনঃ ॥ ৫৩
কুলোদ্যোতো বিশুদ্ধাত্মা প্রকাশত্বঞ্চ গচ্ছতি ।
জ্যোতিষাং চৈব সালোক্যং দীপদাতা নরঃ সদা ॥৫৪
বলিকর্মসু বক্ষ্যামি গুণান্ কর্মফলোদয়ান্ ।
দেব-যক্ষোরগ-নৃণাং ভূতানামথ রক্ষসাম্ ॥ ৫৫
যেষাং নাগ্রভুজো বিপ্রা দেবতাতিথিবালকাঃ ।
রাক্ষসানেব তান্ বিদ্ধি নির্বিশঙ্কানমঙ্গলান্ ॥ ৫৬
তস্মাদগ্রং প্রযচ্ছেত দেবেভ্যঃ প্রতিপূজিতম্ ।
শিরসা প্রযতশ্চাপি হরেদ্ বলিমতন্দ্রিতঃ ॥ ৫৭

এখন আমি দীপদানে সর্বোত্তম ফল বলিব। কিভাবে কাহার দ্বারা কাহাকে দীপ দেওয়া উচিত, এ সবই আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৪৫

দীপ ঊর্ধ্বগামী তেজ, উহা কান্তি ও কীর্তিবিস্তারকারী বলিয়া কথিত হয়। অতএব এই দীপ বা তেজ দান মনুষ্যগণের তেজ বৃদ্ধি করে। ৪৬

অন্ধকার অন্ধতামিস্রনামক নরক। দক্ষিণায়নও অন্ধকারেই আচ্ছন্ন থাকে। ইহার বিপরীত উত্তারায়ণ প্রকাশময়, সেইজন্য উহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে। অতএব অন্ধকারময় নরকের নিবৃত্তির জন্য দীপদানের প্রশংসা করা হইয়াছে। ৪৭

দীপের শিখা ঊর্ধ্বগামিনী, উহা অন্ধকাররূপ রোগ নিবারণের ঔষধ। সেইজন্য যে দীপদান করে, তাহার নিশ্চিত ঊর্ধ্বগতি লাভ হয়। ৪৮

দেবগণ তেজস্বী, কান্তিমান্ ও প্রকাশ বিস্তারকারী এবং রাক্ষসগণ অন্ধকারপ্রিয়, সেইহেতু দেবতাদিগের প্রসন্নতার জন্য দীপ দান করা হয়। ৪৯

দীপ দান করিলে পর মানুষের চক্ষুর তেজ বর্ধিত হয় এবং স্বয়ংও তেজস্বী হয়। দান করিবার পর দীপকে নির্বাপিত করিবে না, উঠাইয়া অন্যত্র লইয়া যাইবে না এবং নষ্টও করিবে না। ৫০

দীপ অপহরণকারী মানুষ অন্ধ ও শ্রীহীন হইয়া যায় এবং মৃত্যুর পর নরকে পতিত হয়। কিন্তু যে দীপ দান করে, সে স্বর্গলোকে দীপমালার ন্যায় প্রকাশিত হইতে থাকে। ৫১

ঘৃতের দীপ প্রজ্বালিত করিয়া দান করাকে প্রথম শ্রেণীর দীপ দান বলা হয়। ওষধির রস অর্থাৎ তিল সরিষা হইতে উৎপন্ন তৈলের দ্বারা প্রজ্বালিত করিয়া দীপদান দ্বিতীয় শ্রেণীর। যে ব্যক্তি নিজের শরীরের পুষ্টি কামনা করে, তাহার চর্বী, মেদ, ও অস্থি হইতে নির্গত তৈলের দ্বারা প্রজ্বালিত করিয়া কদাপি দীপ দান করা উচিত নয়। ৫২

যে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ কামনা করে, তাহার প্রতিদিন পর্বতীয় ঝরণার পার্শ্বে, বনে, দেবমন্দিরে, চৌরাস্তায়, গোশালায় ব্রাহ্মণের গৃহে এবং দুর্গম স্থানে দীপ দান করা কর্তব্য। এই সব স্থানে প্রদত্ত পবিত্র দীপ ঐশ্বর্য্য প্রদানকারী বলিয়া কথিত হয়। ৫৩

দীপদানকারী মানুষ নিজের কুলের উদ্দীপনকারী, শুদ্ধচিত্ত ও শ্রীসম্পন্ন হয় এবং অন্তে প্রকাশময় লোকে গমন করে। ৫৪

এখন আমি দেবতা, যক্ষ, নাগ, মনুষ্য, ভূত ও রাক্ষসগণকে বলি সমর্পণ করিলে যে লাভ হয়, যে ফলের উদয় হয়, সেই সব বর্ণনা করিব। ৫৫

যে সব মানুষ নিজেদের ভোজনের পূর্বে দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি এবং বালকগণকে ভোজন করায় না, তাহাদিগকে নির্ভীক অমঙ্গলকারী রাক্ষস বলিয়াই জানিবে। ৫৬

অতএব গৃহস্থ মানুষের কর্তব্য হইল—সে আলস্য ত্যাগ করিয়া দেবগণের পূজা করিয়া উহাদিগকে মস্তক নত করত

গৃহ্ণন্তি দেবতা নিত্যমাশংসন্তি সদা গৃহান্ ।
বাহ্যাশ্চাগন্তবো যেঽন্যে যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ ॥ ৫৮

ইতো দত্তেন জীবন্তি দেবতাঃ পিতরস্তথা ।
তে প্রীতাঃ প্রীণয়ন্ত্যেনমায়ুষা যশসা ধনৈঃ ॥ ৫৯

বলয়ঃ সহপুষ্পৈস্তু দেবানামুপহারয়েৎ ।
দধি-দুগ্ধময়াঃ পুণ্যাঃ সুগন্ধাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৬০

কার্য্যা রুধিরমাংসাঢ্যা বলয়ো যক্ষ-রক্ষসাম্ ।
সুরাসবপুরস্কারা লাজোল্লাপিকভূষিতাঃ ॥ ৬১

নাগানাং দয়িতা নিত্যং পদ্মোৎপলবিমিশ্রিতাঃ ।
তিলান্ গুড়সুসম্পন্নান্ ভূতানামুপহারয়েৎ ॥ ৬২

অগ্রদাতাগ্রভোগী স্যাদ্ বলবীর্য্যসমন্বিতঃ ।
তস্মাদগ্রং প্রযচ্ছেত দেবেভ্যঃ প্রতিপূজিতম্ ॥ ৬৩

জ্বলত্যহরহো বেশ্ম যাশ্চাস্য গৃহদেবতাঃ ।
তাঃ পূজ্যা ভূতিকামেন প্রসৃতাগ্রপ্রদায়িনা ॥ ৬৪

ইত্যেতদসুরেন্দ্রায় কাব্যঃ প্রোবাচ ভার্গবঃ ।
সুবর্ণায় মনুঃ প্রাহ সুবর্ণো নারদায় চ ॥ ৬৫

নারদোঽপি ময়ি প্রাহ গুণানেতান্ মহাদ্যুতে ।
ত্বমপ্যেতদ্ বিদিত্বেহ সর্বমাচর পুত্রক ॥ ৬৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্মপর্ব্বণি সুবর্ণমনুসংবাদো
নামাষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৮

প্রণাম করিবে এবং শুদ্ধচিত্ত হইয়া সর্ব্ব প্রথম উঁহাদিগকেই সমাদরের সহিত অন্নের ভাগ অর্পণ করিবে ॥ ৫৭

কারণ, দেবগণ সর্ব্বদা গৃহস্থ মানুষসকলের প্রদত্ত বলি গ্রহণ করেন এবং তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ দিয়া থাকেন। দেবতা, পিতৃপুরুষ, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প ও বহিরাগত অন্যান্য অতিথিগণ গৃহস্থের প্রদত্ত অন্নের দ্বারাই জীবিকানির্বাহ করেন এবং প্রসন্ন হইয়া গৃহস্থকে আয়ু, যশ ও ধনের দ্বারা সন্তুষ্ট করেন ॥ ৫৮-৫৯

দেবগণকে যে বলি প্রদান করা হয়, তাহা দধি-দুগ্ধ নির্ম্মিত, পরম পবিত্র, সুগন্ধযুক্ত, দর্শনীয় এবং পুষ্পসমূহে সুশোভিত হইবে ॥ ৬০

আসুর স্বভাবের মানুষ যক্ষ ও রাক্ষসগণকে রুধির ও মাংসযুক্ত বলি অর্পিত করিবে। ইহার সহিত সুরা ও আসবও থাকিবে এবং উপরে খৈ ও উল্লাপিকা (পিষ্টক) দিয়া সেই বলিকে ভূষিত করিতে হইবে ॥ ৬১

নাগগণের পদ্ম ও উৎপলযুক্ত বলি সতত প্রিয়। গুড়-মিশ্রিত তিল ভূতসকলকে সমর্পণ করিতে হয় ॥ ৬২

যে মানুষ দেবতা প্রভৃতিকে প্রথমে বলি প্রদান করিয়া ভোজন করে, সে উত্তম ভোগসম্পন্ন, বলবান্ ও বীর্য্যবান হয়। সেইজন্য দেবগণকে পূজা করিয়া অগ্রে অন্ন প্রদান করিবে ॥ ৬৩

গৃহস্থের গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ তাহার গৃহকে সর্ব্বদা প্রকাশিত করিয়া রাখেন, অতএব কল্যাণকামী মানুষের কর্ত্তব্য হইল—ভোজনের অগ্রভাগ প্রদান করিয়া সতত তাঁহাদের পূজা করা ॥ ৬৪

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এইভাবে শুক্রাচার্য্য অসুররাজ বলিকে এই প্রসঙ্গ বলিয়াছিলেন এবং মনু তপস্বী সুবর্ণকে ইহার উপদেশ করেন। তারপর তপস্বী সুবর্ণ নারদকে এবং নারদ আমাকে ধূপ-দীপাদি দানের গুণ বলিয়াছিলেন। মহাতেজস্বী পুত্র যুধিষ্ঠির! তুমিও এই বিধিকে জানিয়া তদনুসারে সকল কার্য্য সম্পন্ন কর ॥ ৬৫-৬৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে সুবর্ণ ও মনুর সংবাদনামক অষ্টনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ঋষিষু নহুষস্যাত্যাচারঃ, তৎপ্রতীকারায় ভৃগুণা সহাগস্ত্যস্যালাপশ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
শ্রুতং মে ভরতশ্রেষ্ঠ পুষ্প-ধূপপ্রদায়িনাম্।
ফলং বলিবিধানে চ তদ্ ভূয়ো বক্তুমর্হসি ॥ ১
ধূপপ্রদানস্য ফলং প্রদীপস্য তথৈব চ।
বলয়শ্চ কিমর্থং বৈ ক্ষিপ্যন্তে গৃহমেধিভিঃ ॥ ২
ভীষ্ম উবাচ।
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
নহুষস্য চ সংবাদমগস্ত্যস্য ভৃগোস্তথা ॥ ৩
নহুষো হি মহারাজ রাজর্ষিঃ সুমহাতপাঃ।
দেবরাজ্যমনুপ্রাপ্তঃ সুকৃতেনেহ কর্মণা ॥ ৪
তত্রাপি প্রযতো রাজন্ নহুষস্ত্রিদিবে বসন্।
মানুষীশ্চৈব দিব্যাশ্চ কুর্বাণো বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৫
মানুষ্যস্তত্র সর্বাঃ স্ম ক্রিয়াস্তস্য মহাত্মনঃ।
প্রবৃত্তাস্ত্রিদিবে রাজন্ দিব্যাশ্চৈব সনাতনাঃ ॥ ৬
অগ্নিকার্য্যাণি সমিধঃ কুশাঃ সুমনসস্তথা।
বলয়শ্চান্নলাজাভির্ধূপনং দীপকর্ম চ ॥ ৭
সর্বং তস্য গৃহে রাজ্ঞঃ প্রাবর্তত মহাত্মনঃ।
জপযজ্ঞান্মনোযজ্ঞাংস্ত্রিদিবেঽপি চকার সঃ ॥ ৮
দেবানভ্যর্চয়চ্চাপি বিধিবৎ স সুরেশ্বরঃ।
সর্বানেব যথান্যায়ং যথাপূর্বমরিন্দম ॥ ৯
অথেন্দ্রোঽহমিতি জ্ঞাত্বা অহঙ্কারং সমাবিশৎ।
সর্বাশ্চৈব ক্রিয়াস্তস্য পর্য্যহীয়ন্ত ভূপতেঃ ॥ ১০
স ঋষীন্ বাহয়ামাস বরদানমদান্বিতঃ।
পরিহীনক্রিয়শ্চৈব দুর্বলত্বমুপেয়িবান্ ॥ ১১
তস্য বাহয়তঃ কালো মুনিমুখ্যাংস্তপোধনান্।
অহঙ্কারাভিভূতস্য সুমহানভ্যবর্তত ॥ ১২
অথ পর্য্যায়শঃ সর্বান্ বাহনায়োপচক্রমে।
পর্য্যায়শ্চাপ্যগস্ত্যস্য সমপদ্যত ভারত ॥ ১৩

নবনবতিতম অধ্যায়।

[ঋষিগণের উপর নহুষের অত্যাচার এবং তাহার প্রতিকারের জন্য ভৃগুর সহিত অগস্ত্যের আলোচনা]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! পুষ্প ও ধূপ প্রদানকারীর যে ফল লাভ হয়, তাহা আমি শ্রবণ করিলাম। এখন বলি সমর্পণের যে ফল হয়, তাহা পুনরায় আমাকে বলুন। ১

ধূপদান ও দীপদানের ফল ত' জানিয়াছি। এখন এই কথা বলুন যে, গৃহস্থ মানুষেরা বলি কিজন্য সমর্পণ করেন? ২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এ বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ রাজা নহুষ ও অগস্ত্য এবং ভৃগুর সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়া থাকেন। ৩

মহারাজ! রাজর্ষি নহুষ অতিশয় মহাতপস্বী ছিলেন। তিনি নিজের পুণ্য কর্মের প্রভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪

রাজন্! সেই স্বর্গে বাস করিয়াও শুদ্ধচিত্ত রাজা নহুষ নানাপ্রকার দিব্য ও মানুষ কর্মসকলের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ৫

হে রাজন্! স্বর্গেও মহাত্মা রাজা নহুষের সমস্ত মানুষী ক্রিয়াসকল ও দিব্য সনাতন ক্রিয়াসকলও সর্বদাই অনুষ্ঠিত হইতে ছিল। ৬

অগ্নিহোত্র, সমিধ্, কুশ, পুষ্প, অন্ন ও খৈয়ের বলি, ধূপদান এবং দীপদান কর্ম—এই সমস্ত কার্য্যই মহাত্মা রাজা নহুষের গৃহে প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। তিনি স্বর্গে থাকিয়াও জপযজ্ঞ ও মনোযজ্ঞ (ধ্যান) করিয়া যাইতে লাগিলেন। ৭-৮

শত্রুদমন যুধিষ্ঠির! এই দেবেশ্বর নহুষ বিধি অনুসারে সকল দেবতাকেই পূর্ববৎ যথোচিতরূপে পূজা করিতেছিলেন। ৯

কিন্তু কিছু কাল পর 'আমি ইন্দ্র' এরূপ জানিয়া তিনি অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে সেই ভূপালের সমস্ত ক্রিয়া নষ্টপ্রায় হইয়া যাইল। ১০

তিনি বরদানের মদে মোহিত হইয়া ঋষিগণকে নিজের যান বহন করাইতে লাগিলেন। তাহার ধর্মকর্ম তখন নষ্ট হইয়া যাইল। অতএব তিনি দুর্বল হইয়া পড়িলেন—তাহার ধর্মবলের অভাব হইল। ১১

তিনি অহঙ্কারে বশীভূত হইয়া ক্রমশঃ সমস্ত তপোধন শ্রেষ্ঠ ঋষিগণকে নিজের রথের বাহন করিলেন। এরূপ করিতে করিতে তাহার দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়া যাইল। ১২

নহুষ পর্য্যায়ক্রমে সমস্ত ঋষিগণকে নিজের বাহন করিতে আরম্ভ করিলেন। ভারত! একদিন মহর্ষি অগস্ত্যের পর্য্যায় (পালা) আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৩

অথাগত্য মহাতেজা ভৃগুর্ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
অগস্ত্যমাশ্রমস্থং বৈ সমুপেত্যেদমব্রবীৎ ॥ ১৪
এবং বয়মসৎকারং দেবেন্দ্রস্যাস্য দুর্মতেঃ।
নহুষস্য কিমর্থং বৈ মর্ষয়াম মহামুনে ॥ ১৫

অগস্ত্য উবাচ।

কথমেষ ময়া শক্যঃ শপ্তুং যস্য মহামুনে।
বরদেন বরো দত্তো ভবতো বিদিতশ্চ সঃ ॥ ১৬
যো মে দৃষ্টিপথং গচ্ছেৎ স মে বশ্যো ভবেদিতি।
ইত্যনেন বরং দেবো যাচিতো গচ্ছতা দিবম্ ॥ ১৭
এবং ন দগ্ধঃ স ময়া ভবতা চ ন সংশয়ঃ।
অন্যেনাপ্যৃষিমুখ্যেন ন দগ্ধো ন চ পাতিতঃ ॥ ১৮
অমৃতং চৈব পানায় দত্তমস্মৈ পুরা বিভো।
মহাত্মনা তদর্থঞ্চ নাস্মাভির্বিনিপাত্যতে ॥ ১৯
প্রাযচ্ছত বরং দেবঃ প্রজানাং দুঃখকারণম্।
দ্বিজেষ্বধর্মযুক্তানি স করোতি নরাধমঃ ॥ ২০
অত্র যৎপ্রাপ্তকালং নস্তদ্ ব্রূহি বদতাং বর।
ভবাংশ্চাপি যথা ব্রূয়াৎ তৎকর্তাস্মি ন সংশয়ঃ ॥ ২১

ভৃগুরুবাচ।

পিতামহনিয়োগেন ভবন্তং সোঽহমাগতঃ।
প্রতিকর্তুং বলবতি নহুষে দৈবমোহিতে ॥ ২২
অদ্য হি ত্বাং সুদুর্বুদ্ধী রথে যোক্ষ্যতি দেবরাট্।
অদ্যৈনমহমুদ্বৃত্তং করিষ্যেঽনিন্দ্রমোজসা ॥ ২৩
অদ্যেন্দ্রং স্থাপয়িষ্যামি পশ্যতস্তে শতক্রতুম্।
সংচাল্য পাপকর্মাণমৈন্দ্রাৎ স্থানাৎ সুদুর্মতিম্ ॥ ২৪
অদ্য চাসৌ কুদেবেন্দ্রস্ত্বাং পদা ধর্ষয়িষ্যতি।
দৈবোপহতচিত্তত্বাদাত্মনাশায় মন্দধীঃ ॥ ২৫
ব্যুৎক্রান্তধর্মং তমহং ধর্ষণামর্ষিতো ভৃশম্।
অহির্ভবস্বেতি রুষা শপ্স্যে পাপং দ্বিজদ্রুহম্ ॥ ২৬

সেই দিন ব্রহ্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী ভৃগু নিজের আশ্রমে উপবিষ্ট অগস্ত্যের নিকটে আসিলেন এবং এই কথা বলিলেন। ১৪

মহামুনে! দেবরাজ হইয়া অবস্থিত এই দুর্মতি নহুষের অত্যাচারকে আমরা কিজন্য সহ্য করিয়া যাইব? ১৫

অগস্ত্য বলিলেন,—মহামুনে! আমি এই নহুষকে কিভাবে শাপদান করিতে পারি, যখন কি বরদাতা ব্রহ্মা ইহাকে বরদান করিয়াছেন? সে যে বরলাভ করিয়াছে, এই কথা আপনিও জানেন। ১৬

স্বর্গলোকে আসিবার সময় এই নহুষ ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা করে যে, যে আমার দৃষ্টিপথে আসিবে, সে-ই যেন আমার বশীভূত হইয়া যায়। ১৭

এই বরদান প্রাপ্ত হওয়ায় আমি এবং আপনিও এখন পর্যন্ত ইহাকে দগ্ধ করিতে পারি নাই—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। অন্য কোনও শ্রেষ্ঠ ঋষি সেই বরদানের জন্যই এখনও পর্যন্ত ইহাকে ভস্মীভূত করেন নাই এবং স্বর্গ হইতে পাতিতও করেন নাই। ১৮

প্রভো! পূর্বকালে মহাত্মা ব্রহ্মা ইহাকে পান করিবার জন্য অমৃতও প্রদান করিয়াছেন। সেইজন্য আমরা এই নহুষকে স্বর্গ হইতে পাতিত করিতে পারিতেছি না। ১৯

ভগবান্ ব্রহ্মা যে ইহাকে বরদান করিয়াছেন, তাহাই প্রজাগণের দুঃখের কারণ হইয়া গিয়াছে। এই নরাধম ব্রাহ্মণগণের সহিত অধর্মযুক্ত ব্যবহার করিতেছে। ২০

বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিপ্রবর! এই সময়ে আমাদের পক্ষে যাহা কর্তব্য হইবে, তাহা বলুন। আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২১

ভৃগু বলিলেন,—মুনে! ব্রহ্মার আজ্ঞায় আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। বলবান্ নহুষ দৈববশে মোহিত হইয়া গিয়াছে। আজ তাহার দ্বারা কৃত ঋষিগণের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে হইবে। ২২

আজ এই মহামূর্খ দেবরাজ নহুষ আপনাকে রথে সংযোজিত করিবে। অতএব আজই আমি এই উচ্ছৃঙ্খল নহুষকে নিজের তেজে ইন্দ্রপদ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দিব। ২৩

আজ এই পাপাচারী দুর্মতি নহুষকে ইন্দ্রপদ হইতে চ্যুত করিয়া আমি আপনার সাক্ষাতেই পুনরায় শতক্রতুকে ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত করিব। ২৪

দৈব ইহার বুদ্ধিকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। অতএব এই দেবরাজ মন্দমতি নীচ নহুষ নিজেরই বিনাশের জন্য আজ আপনাকে পদাঘাত করিবে। ২৫

আপনার প্রতি কৃত এই অত্যাচারে অত্যন্ত অমর্ষপূর্ণ হইয়া আমি ধর্ম উল্লঙ্ঘনকারী দ্বিজদ্রোহী পাপীকে রোষ সহকারে এই শাপদান করিব যে, তুমি সর্প হইয়া যাও। ২৬

ততঃ এনং মুহুর্মুহুঃ ধিক্‌শব্দাভিহতত্বিষম্।
ধরণ্যাং পাতয়িষ্যামি পশ্যতস্তে মহামুনে ॥ ২৭

নহুষং পাপকর্ম্মাণমৈশ্বর্য্যবলমোহিতম্।
যথা চ রোচতে তুভ্যং তথা কর্ত্তাস্ম্যহং মুনে ॥ ২৮

এবমুক্তস্তু ভৃগুণা মৈত্রাবরুণিরব্যয়ঃ।
অগস্ত্যঃ পরমপ্রীতো বভূব বিগতজ্বরঃ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি অগস্ত্যভৃগুসংবাদো নাম নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৯

মহামুনে! তদনন্তর চারিদিক্ হইতে ধিক্কার শব্দ শ্রবণ করিয়া এই দুর্ম্মতি দেবেন্দ্র নহুষ শ্রীহীন হইয়া যাইবে এবং আমি ঐশ্বর্য্যবলে মোহিত এই পাপচারী নহুষকে আপনার সাক্ষাতেই ভূতলে পাতিত করিব। মুনে! অথবা আপনি যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিবেন, আমি তাহাই করিব। ২৭-২৮

ভৃগু এই কথা বলিলে পর অবিনাশী মিত্র-বরুণনন্দন অগস্ত্য অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং নিশ্চিন্ত হইয়া যাইলেন। ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে অগস্ত্য ও ভৃগুর সংবাদনামক নবনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শততমোঽধ্যায়ঃ।

[নহুষস্য পতনম্, শতক্রতোরিন্দ্রপদে পুনরভিষেকঃ, দীপদানস্য মহিমকথনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং বৈ স বিপন্নশ্চ কথং বৈ পাতিতো ভুবি।
কথং চানিন্দ্রতাং প্রাপ্তস্তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

এবং তয়োঃ সংবদতোঃ ক্রিয়াস্তস্য মহাত্মনঃ
সর্ব্বা এব প্রবর্ত্তন্তে যা দিব্যা যাশ্চ মানুষীঃ ॥ ২

তথৈব দীপদানানি সর্ব্বোপকরণানি বৈ।
বলিকর্ম্ম চ যচ্চান্যদুৎসেকাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৩

সর্ব্বে তস্য সমুৎপন্না দেবেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
দেবলোকে নৃলোকে চ সদাচারা বুধৈঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪

তে চেদ্ ভবন্তি রাজেন্দ্র ঋধ্যন্তে গৃহমেধিনঃ।
ধূপপ্রদানৈর্দীপৈশ্চ নমস্কারৈস্তথৈব চ ॥ ৫

যথা সিদ্ধস্য চান্নস্য গ্রহায়াগ্রং প্রদীয়তে।
বলয়শ্চ গৃহোদ্দেশে অতঃ প্রীয়ন্তি দেবতাঃ ॥ ৬

যথা চ গৃহিণস্তোষো ভবেদ্ বৈ বলিকর্ম্মণি।
তথা শতগুণা প্রীতির্দেবতানাং প্রজায়তে ॥ ৭

এবং ধূপপ্রদানঞ্চ দীপদানঞ্চ সাধবঃ।
প্রযচ্ছন্তি নমস্কারৈর্যুক্তমাত্মগুণাবহম্ ॥ ৮

শততম অধ্যায়

[নহুষের পতন, শতক্রতুর ইন্দ্রপদে পুনরায় অভিষেক এবং দীপদানের মহিমাকথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! রাজা নহুষের উপর কিভাবে বিপত্তি আসিল? তিনি কিরূপে ভূতলে পাতিত হইলেন এবং কিভাবেই বা তিনি ইন্দ্রপদ হইতে বঞ্চিত হইলেন? ইহা আপনি কৃপা করিয়া বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! যখন মহর্ষি ভৃগু ও অগস্ত্য উপরোক্ত বার্ত্তালাপ করিতেছিলেন, তখন মহাত্মা নহুষের গৃহে দৈবী ও মানুষী ক্রিয়াসকল অনুষ্ঠিত হইতেছিল। ২

দীপদান, সমস্ত উপকরণ সহ অন্নদান, বলিকর্ম্ম এবং নানাপ্রকার স্নান-অভিষেকাদিকার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিতেছিল। দেবলোক ও মনুষ্যলোকে বিদ্বান্ পুরুষগণ যে সব সদাচার বলিয়াছেন, সে সমস্তই মহাত্মা দেবরাজ নহুষের ভবনে পালিত হইতেছিল। ৩ ৪

রাজেন্দ্র! গৃহস্থের গৃহে যদি এই সব সদাচার পালিত হইতে থাকে, তবে সেই গৃহস্থ সর্ব্বথা উন্নতি লাভ করেন। ধূপদান, দীপদান এবং দেবতাদিগকে কৃত নমস্কারাদি দ্বারাও গৃহস্থের সমৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ৫

যেরূপ প্রস্তুত অন্নের মধ্যে প্রথমে অতিথিকে ভোজন দেওয়া হয়, সেইরূপ গৃহে দেবতাগণের জন্যও অন্নের বলি প্রদান করিতে হয়, ইহাতে দেবতারা প্রসন্ন হন। ৬

বলিকর্ম্ম করিলে পর গৃহস্থের যেরূপ সন্তোষ হয়, তাহা হইতে শতগুণ প্রীতি দেবতাগণের হইয়া থাকে। ৭

এইরূপ সজ্জন পুরুষগণ নিজেদের পক্ষে লাভজনক মনে করিয়া দেবতাদিগকে নমস্কারের সহিত ধূপদান ও দীপদান করিয়া থাকেন। ৮

স্নানেনাদ্ভিশ্চ বৎ কর্ম ক্রিয়তে বৈ বিপশ্চিতা ।
নমস্কারপ্রযুক্তেন তেন প্রীয়ন্তি দেবতাঃ ॥ ৯
পিতরশ্চ মহাভাগা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ।
গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ সর্বাঃ প্রীয়ন্তে বিধিনার্চিতাঃ ॥ ১০
ইত্যেতাং বুদ্ধিমাস্থায় নহুষঃ স নরেশ্বরঃ ।
সুরেন্দ্রত্বং মহৎ প্রাপ্য কৃতবানেতদদ্ভুতম্ ॥ ১১
কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য ভাগ্যক্ষয় উপস্থিতে ।
সর্বমেতদবজ্ঞায় কৃতবানিদমীদৃশম্ ॥ ১২
ততঃ স পরিহীনোঽভূৎ সুরেন্দ্রো বলদর্পতঃ ।
ধূপদীপোদকবিধিং ন যথাবচ্চকার হ ॥ ১৩
ততোঽস্য যজ্ঞবিষয়ো রক্ষোভিঃ পর্য্যবধ্যত ।
অথাগস্ত্যমৃষিশ্রেষ্ঠং বাহনায়াজুহাব হ ॥ ১৪
দ্রুতং সরস্বতীকূলাৎ স্ময়ন্নিব মহাবলঃ ।
ততো ভৃগুর্মহাতেজা মৈত্রাবরুণিমব্রবীৎ ॥ ১৫
নিমীলয় স্বনয়নে জটাং যাবদ্ বিশামি তে ।
স্থাণুভূতস্য তস্যাথ জটাং প্রাবিশদচ্যুতঃ ॥ ১৬
ভৃগুঃ স সুমহাতেজাঃ পাতনায় নৃপস্য চ ।
ততঃ স দেবরাট্ প্রাপ্তস্তমৃষিং বাহনায় বৈ ॥ ১৭
ততোঽগস্ত্যঃ সুরপতিং বাক্যমাহ বিশাম্পতে ।
যোজয়স্বেতি মাং ক্ষিপ্রং কঞ্চ দেশং বহামি তে ॥১৮
যত্র বক্ষ্যসি তত্র ত্বাং নয়িষ্যামি সুরাধিপ ।
ইত্যুক্তো নহুষস্তেন যোজয়ামাস তং মুনিম্ ॥ ১৯
ভৃগুস্তস্য জটান্তঃস্থো বভূব হৃষিতো ভৃশম্ ।
ন চাপি দর্শনং তস্য চকার স ভৃগুস্তদা ॥ ২০
বরদানপ্রভাবজ্ঞো নহুষস্য মহাত্মনঃ ।
ন চুকোপ তদাগস্ত্যো যুক্তোঽপি নহুষেণ বৈ ॥ ২১
তং তু রাজা প্রতোদেন চোদয়ামাস ভারত ।
ন চুকোপ স ধর্মাত্মা ততঃ পাদেন দেবরাট্ ॥ ২২
অগস্ত্যস্য তদা ক্রুদ্ধো বামেনাভ্যহনচ্ছিরঃ ।
তস্মিন্ শিরস্যভিহতে স জটান্তর্গতো ভৃগুঃ ॥ ২৩

বিদ্বান্ পুরুষ জলের দ্বারা স্নান করিয়া দেবতা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নমস্কার পূর্বক যে তর্পণাদি কর্ম করেন, তাহার দ্বারা দেবতা, মহাভাগ পিতৃপুরুষ ও ঋষিগণ সন্তুষ্ট হন এবং বিধিপূর্বক পূজিত হইয়া গৃহস্থ সমস্ত দেবতারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন ॥ ৯-১০

এইরূপ বিচার দ্বারা-অবলম্বন করত রাজা নহুষ মহৎ দেবেন্দ্র-পদ প্রাপ্ত হইয়া এই অদ্ভুত পুণ্য কর্ম সদা অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ১১

কিন্তু কিছুকালের পর যখন তাঁহার সৌভাগ্যনাশের সময় উপস্থিত হইল, তখন তিনি এই সব পুণ্যজনক আচারকে অবহেলা করিয়া এইরূপ পাপকর্ম আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ১২

বলের দর্পবশতঃ দেবরাজ নহুষ সেই সব সৎকর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যাইলেন। তিনি ধূপদান, দীপদান এবং জলদানের বিধি যথাযথরূপে পালন করা পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৩

ইহাতে তাঁহার এই ফল হইল যে, তাঁহার যজ্ঞস্থলে রাক্ষসগণ আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া মহাবল নহুষ ঈষৎ হাস্য সহকারে মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে সরস্বতী নদীর তীর হইতে সত্বর নিজের রথ বহন করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তখন মহাতেজস্বী ভৃগু মিত্রাবরুণনন্দন অগস্ত্যকে বলিলেন ॥ ১৪-১৫

মুনে! আপনি আপনার চক্ষু মুদ্রিত করুন, আমি আপনার জটামধ্যে প্রবেশ করিতেছি। তখন মহর্ষি অগস্ত্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কাষ্ঠের ন্যায় স্থির হইয়া যাইলেন। স্বীয় মর্য্যাদা হইতে অবিচ্যুত মহাতেজস্বী ভৃগু রাজা নহুষকে স্বর্গ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য অগস্ত্যের জটামধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে দেবরাজ নহুষ ঋষি অগস্ত্যকে বাহন করিবার জন্য তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৬-১৭

প্রজানাথ! তখন অগস্ত্য দেবরাজ নহুষকে বলিলেন,— রাজন্! আমাকে সত্বর রথে যোজিত করুন এবং বলুন, আমি আপনাকে কোন্ স্থানে লইয়া যাইব। তিনি এই কথা বলিলে পর নহুষ মুনিকে রথে যোজিত করিলেন ॥ ১৮-১৯

ইহা দেখিয়া তাঁহার জটামধ্যে অবস্থিত ভৃগু অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। সেই সময় ভৃগু নহুষকে দর্শন করিলেন না ॥ ২০

অগস্ত্য মুনি মহাত্মা নহুষের প্রাপ্ত বরদানের প্রভাব জানিতেন, সেইজন্য তাঁহার দ্বারা রথে যোজিত হইলেও তিনি কুপিত হইলেন না ॥ ২১

ভারত! যখন রাজা নহুষ বেত্র প্রহার করিয়া রথ চালনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখনও ধর্মাত্মা মুনি অগস্ত্য কুপিত হইলেন না। তারপর ক্রুদ্ধ দেবরাজ নহুষ মহাত্মা অগস্ত্যের মস্তকে বাম পদের দ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ২২½

তাঁহার মস্তকে আঘাত লাগিতেই ইহার মধ্যে অবস্থিত মহর্ষি ভৃগু অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং তিনি পাপাত্মা নহুষকে এইরূপ শাপদান করিলেন। অরে দুর্মতে! তুমি এই

শশাপ বলবৎক্রুদ্ধো নহুষং পাপচেতসম্।
যস্মাৎ পদাঽহতঃ ক্রোধাচ্ছিরসীমং মহামুনিম্ ॥ ২৪
তস্মাদাশু মহীং গচ্ছ সর্পো ভূত্বা সুদুর্মতে।
ইত্যুক্তঃ স তদা তেন সর্পো ভূত্বা পপাত হ ॥ ২৫
অদৃষ্টেনাথ ভৃগুণা ভূতলে ভরতর্ষভ।
ভৃগুং হি যদি সোঽদ্রক্ষ্যন্নহুষঃ পৃথিবীপতে ॥ ২৬
ন চ শক্তোঽভবিষ্যদ্ বৈ পাতেন তস্য তেজসা।
স তু তৈস্তৈঃ প্রদানৈশ্চ তপোভির্নিয়মৈস্তথা ॥ ২৭
পতিতোঽপি মহারাজ ভূতলে স্মৃতিমানভূৎ
প্রসাদয়ামাস ভৃগুং শাপান্তো মে ভবেদিতি ॥ ২৮
ততোঽগস্ত্যঃ কৃপাবিষ্টঃ প্রাসাদয়ত তং ভৃগুম্।
শাপান্তার্থং মহারাজ স চ প্রাদাৎ কৃপান্বিতঃ ॥ ২৯

ভৃগুরুবাচ।

রাজা যুধিষ্ঠিরো নাম ভবিষ্যতি কুলোদ্বহঃ।
স ত্বাং মোক্ষয়িতা শাপাদিত্যুক্ত্বাস্তরধীয়ত ॥ ৩০

মহামুনির মস্তকে ক্রোধসহকারে পদাঘাত করিয়াছ, সেইজন্য তুমি সত্বর সর্প হইয়া পৃথিবীতে গমন কর ।২৩-২৪½

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভৃগু নহুষকে দর্শনদান করেন নাই। সেই অবস্থায় তিনি এইভাবে শাপ দান করিলে পর নহুষ সর্প হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ২৫½

পৃথিবীপতে! যদি নহুষ ভৃগুকে দেখিতে পাইতেন, তবে তাঁহার তেজে প্রতিহত হইয়া তিনি নহুষকে এইভাবে স্বর্গ হইতে পাতিত করিতে সমর্থ হইতেন না ॥ ২৬½

মহারাজ! নহুষ যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দান কার্য্য করিয়াছিলেন, তপ ও নিয়মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে তিনি পৃথিবীতে পতিত হইয়াও পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি হইতে বঞ্চিত হইলেন না। তিনি ভৃগুকে প্রসন্ন করিতে করিতে বলিলেন—প্রভো! আমার এই প্রাপ্ত শাপের যেন অন্ত হয় ॥ ২৭-২৮

মহারাজ! তখন অগস্ত্য দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার শাপান্তের জন্য ভৃগুকে প্রসন্ন করিলেন। ইহাতে কৃপান্বিত হইয়া ভৃগু তাঁহার শাপের অন্ত এইভাবে নিশ্চিত করিয়া দিলেন ॥ ২৯

ভৃগু বলিলেন,—রাজন্! তোমার কুলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নামে এক রাজা হইবে, সে তোমাকে এই শাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিবে। এই কথা বলিয়া ভৃগুমুনি অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৩০

অগস্ত্যোঽপি মহাতেজাঃ কৃত্বা কার্য্যং শতক্রতোঃ।
স্বমাশ্রমপদং প্রায়াৎ পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৩১
নহুষোঽপি ত্বয়া রাজংস্তস্মাচ্ছাপাৎ সমুদ্ধৃতঃ।
জগাম ব্রহ্মভবনং পশ্যতস্তে জনাধিপ ॥ ৩২
তদা স পাতয়িত্বা তং নহুষং ভূতলে ভৃগুঃ।
জগাম ব্রহ্মভবনং ব্রহ্মণে চ ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩৩
ততঃ শক্রং সমানায্য দেবানাহ পিতামহঃ।
বরদানান্মম সুরা নহুষো রাজ্যমাপ্তবান্ ॥ ৩৪
স চাগস্ত্যেন ক্রুদ্ধেন ভ্রংশিতো ভূতলং গতঃ।
ন চ শক্যং বিনা রাজ্ঞা সুরা বর্ত্তয়িতুং কচিৎ ॥ ৩৫
তস্মাদয়ং পুনঃ শক্রো দেবরাজ্যেঽভিষিচ্যতাম্।
এবং সম্ভাষমাণং তু দেবাঃ পার্থ পিতামহম্ ॥ ৩৬
এবমস্ত্বিতি সংহৃষ্টাঃ প্রত্যূচুস্তং নরাধিপ।
সোঽভিষিক্তো ভগবতা দেবরাজ্যে চ বাসবঃ ॥ ৩৭

মহাতেজস্বী অগস্ত্যও শতক্রতু ইন্দ্রের কার্য্য সিদ্ধি করত দ্বিজাতিগণের দ্বারা পূজিত হইয়া নিজ আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৩১

রাজন্! তুমিও নহুষকে সেই পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়াছ। জননাথ! তিনি তোমার সাক্ষাতেই ব্রহ্মলোকে চলিয়া গিয়াছেন ॥ ৩২

ভৃগু সেই সময় নহুষকে পৃথিবীতে পাতিত করিয়া ব্রহ্মার ধামে গমন করিলেন এবং তাঁহাকেও এই সব বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥ ৩৩

তখন পিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণকে আহ্বান করিয়া উঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন—দেবগণ! আমার বরদানের প্রভাবে নহুষ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কুপিত হইয়া অগস্ত্য তাহাকে স্বর্গ হইতে পাতিত করিয়াছে। এখন সে পৃথিবীতে চলিয়া গিয়াছে ॥ ৩৪½

দেবগণ! রাজা ব্যতীত কোথাও থাকা সম্ভব নয়। অতএব তোমরা পূর্ব্ব ইন্দ্রকে পুনরায় দেবরাজের পদে অভিষিক্ত কর ॥ ৩৫½

কুন্তীনন্দন! নরনাথ! পিতামহ ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত দেবতাগণ হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—ভগবন্! তাহাই হইবে ॥ ৩৬½

রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ভগবান্ ব্রহ্মার দ্বারা দেবরাজের পদে

ব্রাহ্মণা রাজশার্দূল যথাপূর্বং যথোচিতম্।
এবমেতৎ পুরাবৃত্তং নহুষস্য ব্যতিক্রমাৎ ॥ ৩৮
স চ তৈরেব সংসিদ্ধো নহুষঃ কর্মভিঃ পুনঃ।
তস্মাদ্ দীপাঃ প্রদাতব্যাঃ সায়ং বৈ গৃহমেধিভিঃ ॥ ৩৯
দিব্যং চক্ষুরবাপ্নোতি প্রেত্য দীপস্য দায়কঃ
পূর্ণচন্দ্রপ্রতীকাশা দীপদাশ্চ ভবন্ত্যুত ॥ ৪০
যাবদক্ষিনিমেষাণি জ্বলন্তে তাবতীঃ সমাঃ।
রূপবান্ বলবাংশ্চাপি নরো ভবতি দীপদঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি অগস্ত্যভৃগুসংবাদো নাম শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০০

অভিষিক্ত হইয়া শতক্রতু ইন্দ্র পুনরায় পূর্ববৎ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৭½

এইভাবে পুরাকালে নহুষের অপরাধে এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। সেই নহুষ বারংবার দীপদানাদি পুণ্য কর্মসকলের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ৩৮½

সেইজন্য গৃহস্থগণের সায়ংকালে অবশ্যই দীপদান করা উচিত। দীপদানকারী মানুষ পরলোকে দিব্য নেত্র লাভ করেন।৩৯½

দীপদানকারী মানুষ নিশ্চয়ই পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান্ হন। প্রদত্ত দীপ চক্ষুর যত নিমেষ পর্যন্ত জ্বলিতে থাকে, বর্ষকাল দীপদানকারী মানুষ রূপবান্ ও বলবান্ হন। ৪০-৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে অগস্ত্য ও ভৃগুর সংবাদনামক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ব্রাহ্মণধনাপহরণজন্যপ্রাপ্তদোষবিষয়ে ক্ষত্রিয়স্য শ্বপাকস্য চ সংবাদকথনম্, ব্রহ্মস্বরক্ষায়াং প্রাণানুৎসৃজ্য চাণ্ডালস্য মোক্ষপ্রাপ্তিবর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রাহ্মণস্বানি যে মন্দা হরন্তি ভরতর্ষভ।
নৃশংসকারিণো মূঢ়াঃ ক্ব তে গচ্ছন্তি মানবাঃ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

(পাতকানাং পরং হ্যেতদ্ ব্রহ্মস্বহরণং বলাৎ।
সান্বয়াস্তে বিনশ্যন্তি চণ্ডালাঃ প্রেত্য চেহ চ ॥)
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
চাণ্ডালস্য চ সংবাদং ক্ষত্রবন্ধোশ্চ ভারত ॥ ২

রাজন্য উবাচ।

বৃদ্ধরূপোঽসি চাণ্ডাল বালবচ্চ বিচেষ্টসে
শ্বখরাণাং রজঃসেবী কস্মাদুদ্বিজসে গবাম্ ॥ ৩
সাধুভির্গর্হিতং কর্ম চাণ্ডালস্য বিধীয়তে।
কস্মাদ্ গোরজসা ধ্বস্তমপাং কুণ্ডে নিষিঞ্চসি ॥ ৪

চাণ্ডাল উবাচ।

ব্রাহ্মণস্য গবাং রাজন্ হ্রিয়তীনাং রজঃ পুরা।
সোমমুদ্ধ্বংসয়ামাস তং সোমং যেঽপিবন্ দ্বিজাঃ ॥৫

একাধিকশততম অধ্যায়

[ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিলে প্রাপ্ত দোষ বিষয়ে ক্ষত্রিয় ও চণ্ডালের সংবাদ কথন এবং ব্রহ্মস্ব রক্ষায় প্রাণোৎসর্গ করিয়া চাণ্ডালের মোক্ষপ্রাপ্তি বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! যে মূর্খ মন্দবুদ্ধি মানুষেরা ক্রূরতাপূর্ণ কর্মে সংলগ্ন থাকিয়া ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে, তাহারা কোন্ লোকে গমন করে? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—(ব্রাহ্মণগণের ধন বলপূর্বক হরণ সর্বাপেক্ষা অধিক পাপ হয়। ব্রাহ্মণগণের ধন অপহরণকারী চাণ্ডাল-স্বভাবযুক্ত মানুষেরা নিজেদের সবংশে ধ্বংস হইয়া যায়।) ভারত! এবিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ এক চণ্ডাল ও ক্ষত্রিয়বন্ধুর সংবাদরূপ প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ২

ক্ষত্রিয় বলিলেন,—চাণ্ডাল! তুমি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছ, তথাপি বালকের ন্যায় আচরণ করিতেছ কেন? কুকুর ও গাধার ধূলি সেবনকারী হইয়াও তুমি এই গোগণের ধূলিতে কেন এত উদ্বিগ্ন হইতেছ? ৩

চাণ্ডালের পক্ষে বিহিত কর্মকে সাধু পুরুষগণ নিন্দা করেন। তুমি গোধূলিতে ধ্বস্ত নিজের শরীরকে কেন জলের কুণ্ডে নামিয়া ধৌত করিতেছ? ৪

চাণ্ডাল বলিল,—রাজন্! পুরাকালের ঘটনা, এক ব্রাহ্মণের কিছু গরুকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল। সেই সময় সেই গোসকলের দুগ্ধকণা মিশ্রিত চরণধূলি সোমরসের উপর

দীক্ষিতশ্চ স রাজাপি ক্ষিপ্রং নরকমাবিশৎ
সহ তৈর্যাজকৈঃ সর্বৈর্হৃতমুপজীব্য তৎ ॥ ৬
যেঽপি তত্রাপিবন্ ক্ষীরং ঘৃতং দধি চ মানবাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ সহরাজন্যাঃ সর্বে নরকমাবিশন্ ॥ ৭
জঘ্নুস্তাঃ পয়সা পুত্রাংস্তথা পৌত্রান্ বিধুন্বতীঃ।
পশূনবেক্ষমাণাশ্চ সাধুবৃত্তেন দম্পতী ॥ ৮
অহং তত্রাবসং রাজন্ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তাসাং মে রজসা ধ্বস্তং ভৈক্ষমাসীন্নরাধিপ ॥ ৯
চাণ্ডালোঽহং ততো রাজন্ ভুক্ত্বা তদভবং নৃপ।
ব্রহ্মস্বহারী চ নৃপঃ সোঽপ্রতিষ্ঠাং গতিং যযৌ ॥ ১০
তস্মাদ্ধরেন্ন বিপ্রস্বং কদাচিদপি কিঞ্চন।
ব্রহ্মস্বং রজসা ধ্বস্তং ভুক্ত্বা মাং পশ্য যাদৃশম্ ॥ ১১
তস্মাৎ সোমোঽপ্যবিক্রেয়ঃ পুরুষেণ বিপশ্চিতা।
বিক্রয়ং ত্বিহ সোমস্য গর্হয়ন্তি মনীষিণঃ ॥ ১২
যে চৈনং ক্রীণতে তাত যে চ বিক্রীণতে জনাঃ।
তে তু বৈবস্বতং প্রাপ্য রৌরবং যান্তি সর্বশঃ ॥ ১৩
সোমং তু রজসা ধ্বস্তং বিক্রীণন্ বিধিপূর্বকম্।
শ্রোত্রিয়ো বার্ধুষী ভূত্বা ন চিরং স বিনশ্যতি ॥ ১৪
নরকং ত্রিশতং প্রাপ্য স্ববিষ্ঠামুপজীবতি।
শ্বচর্য্যামভিমানঞ্চ সখিদারে চ বিপ্লবম্ ॥ ১৫
তুলয়া ধারয়ন্ ধর্মমভিমানোঽতিরিচ্যতে।
শ্বানং বৈ পাপিনং পশ্য বিবর্ণং হরিণং কৃশম্। ১৬
অভিমানেন ভূতানামিমাং গতিমুপাগতম্।
অহং বৈ বিপুলে তাত কুলে ধনসমন্বিতে ॥ ১৭

পতিত হইয়া তাহাকে দূষিত করিয়া দেয়। সেই সোমরস যে সব ব্রহ্মণগণ পান করেন, তাঁহারা এবং সেই যজ্ঞের দীক্ষা-গ্রহণকারী রাজারাও সত্বর নরকে পতিত হইলেন। সেই যজ্ঞের যাজক সমস্ত ব্রহ্মণগণের সহিত রাজা ব্রাহ্মণের অপহৃত ধন উপভোগ করিয়া নরকগামী হন। ৫-৬

যেখানে সেই সব গো অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সেখানে যে সকল মানুষ তাহাদের দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত উপভোগ করিয়াছিল, সেই সব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদিও নরকে পতিত হন। ৭

সেই অপহৃত গোগণ যখন অন্ত পশুদিগকে দেখিতে ছিল এবং নিজেদের স্বামী ও বৎসগণকে দেখিতে পাইতেছিল না, তখন পীড়া অনুভব করিয়া শরীরকে কম্পিত করিতে লাগিল। সেই সময় তাহারা সদ্ভাবেই দুগ্ধ প্রদান করিয়া সেই অপহরণকারী পতি-পত্নী এবং তাহাদের পুত্র ও পৌত্রগণকেও নষ্ট করিয়া দিল। ৮

রাজন্! আমিও সেই গ্রামে ব্রহ্মচর্য্যপালন পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয়ভাবে নিবাস করিতেছিলাম। নরপতে! একদিন সেই সব গাভীর দুগ্ধ ও ধূলিকণাতে আমার ভিক্ষান্নও দূষিত হইয়া যাইল। ৯

মহারাজ! সেই ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিয়া আমি চাণ্ডাল হইয়া যাইলাম এবং ব্রাহ্মণের ধন অপহরণকারী সেই রাজাও নরকগামী হইলেন। ১০

সেইজন্ত কখনও অল্পমাত্রও ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিবে না। ব্রাহ্মণের ধূলিধূসরিত দুগ্ধরূপে ধন ভোগ করিয়া আমার যে দশা হইয়াছে, তাহা আপনি প্রত্যক্ষ দর্শন করুন। ১১

সেইহেতু বিদ্বান্ পুরুষের সোমরসের বিক্রয় করা উচিত নয়; কারণ, মনীষী পুরুষগণ এজগতে সোমরসের বিক্রয়কে নিন্দা করেন। ১২

তাত! যাহারা সোমরস ক্রয় করে এবং যে সব মানুষ উহা বিক্রয় করে, তাহারা সকলেই যমলোকে গমন করত রৌরব-নরকে পতিত হয়। ১৩

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যদি গোগণের চরণের ধূলি ও দুগ্ধে পূর্ণ সোমরসকে বিধিপূর্ব্বক বিক্রয় করেন অথবা বন্ধক রাখিয়া অর্থ-অর্জনকারী হন, তবে তিনিও সত্বর নষ্ট হইয়া যান। ১৪

তিনি তিন শত নরক প্রাপ্ত হইয়া শেষে নিজেরই বিষ্ঠায় জন্মগ্রহণকারী কীট হন। কুকুর পালন করা, অভিমান ও মিত্রের স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার—এই তিন পাপকে যদি তুলাদণ্ডে রাখিয়া ধর্মানুসারে তোলন (ওজন) করা হয়, তবে অভিমানই অধিক ভারী হইবে। ১৫½

আপনি আমার এই পাপী কুকুরকে দর্শন করুন, যে কান্তিহীন, শ্বেতবর্ণ ও দুর্বল হইয়া গিয়াছে। সেই পূর্ব্বে মানুষ ছিল; কিন্তু সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি অভিমান প্রকাশ করিতে থাকায় এই দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৬½

তাত! প্রভো! আমিও পূর্ব্বজন্মে ধনসম্পন্ন উচ্চ বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলাম, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলাম। এই সব দোষকে আমি জানিতাম, তথাপি অভিমানবশতঃ সর্ব্বদা

অন্তস্মিন্ জন্মনি বিপ্রো জ্ঞানবিজ্ঞানপারগঃ।
অভবং তত্র জানানো হ্যেতান্ দোষান্ মদাৎ সদা ॥১৮
সংরব্ধ এব ভূতানাং পৃষ্ঠমাংসমভক্ষয়ম্।
সোঽহং তেন চ বৃত্তেন ভোজনেন চ তেন বৈ ॥ ১৯
ইমামবস্থাং সম্প্রাপ্তঃ পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্।
আদীপ্তমিব চৈলান্তং ভ্রমরৈরিব চাদিতম্ ॥ ২০
ধাবমানং সুসংরব্ধং পশ্য মাং রজসান্বিতম্।
স্বাধ্যায়ৈস্তু মহৎপাপং হরন্তি গৃহমেধিনঃ ॥ ২১
দানৈঃ পৃথগ্বিধৈশ্চাপি যথা প্রাহুর্মনীষিণঃ।
তথা পাপকৃতং বিপ্রমাশ্রমস্থং মহীপতে ॥ ২২
সর্বসঙ্গবিনির্মুক্তং ছন্দাংস্যুত্তারয়ন্ত্যুত।
অহং হি পাপযোন্যাং বৈ প্রসূতঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ।
নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছামি কথং মুচ্যেয়মিত্যুত ॥ ২৩
জাতিস্মরত্বঞ্চ মম কেনচিৎ পূর্বকর্মণা।
শুভেন যেন মোক্ষং বৈ প্রাপ্তুমিচ্ছাম্যহং নৃপ ॥ ২৪
ত্বমিমং সম্প্রপন্নায় সংশয়ং ব্রূহি পৃচ্ছতে।
চাণ্ডালত্বাৎ কথমহং মুচ্যেয়মিতি সত্তম ॥ ২৫

রাজন্য উবাচ।

চাণ্ডাল প্রতিজানীহি যেন মোক্ষমবাপ্স্যসি।
ব্রাহ্মণার্থে ত্যজন্ প্রাণান্ গতিমিষ্টামবাপ্স্যসি ॥ ২৬
দত্বা শরীরং ক্রব্যাদ্ভ্যো রণাগ্নৌ দ্বিজহেতুকম্।
হুত্বা প্রাণান্ প্রমোক্ষস্তে নান্যথা মোক্ষমর্হসি ॥ ২৭

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তদা তেন ব্রহ্মস্বার্থে পরন্তপ।
হুত্বা রণমুখে প্রাণান্ গতিমিষ্টামবাপ হ ॥ ২৮
তস্মাদ্ রক্ষ্যং ত্বয়া পুত্র ব্রহ্মস্বং ভরতর্ষভ।
যদীচ্ছসি মহাবাহো শাশ্বতীং গতিমাত্মনঃ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি রাজন্য-চাণ্ডালসংবাদো নামৈকোত্তরশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০১ ॥

সকল প্রাণীর প্রতি ক্রোধ করিতাম এবং পশুদিগের পৃষ্ঠমাংস ভক্ষণ করিতাম ; সেই দুরাচার ও অভক্ষ্য ভক্ষণের দ্বারা আমি দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। কালের এই বৈপরীত্যকে আপনি দর্শন করুন। ১৭-১৯½

আমার এখন এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, যেন আমার বস্ত্রের প্রান্তভাগে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে অথবা ভ্রমরগণ যেন আমাকে দংশন করিয়া পীড়িত করিতেছে। আমি রজোগুণে যুক্ত হইয়া অত্যন্ত রোষ ও আবেগে চারিদিকে ধাবিত হইতেছি। আমার এই অবস্থা আপনি প্রত্যক্ষ করুন। ২০½

গৃহস্থ মনুষ্যগণ বেদশাস্ত্রের স্বাধ্যায়ের দ্বারা এবং নানাবিধ দানের দ্বারা নিজেদের পাপসমূহ নাশ করিয়া থাকেন। যেরূপ এবিষয়ে মনীষী পুরুষগণ বলেন। ২১½

মহীপতে! আশ্রমে বাস করত সর্বপ্রকার আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া বেদপাঠকারী ব্রাহ্মণ যদি পাপচারীও হন, তবে তাঁহার দ্বারা পঠিত বেদ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া দেন। ২২½

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! আমি পাপযোনিতে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি এরূপ কোন নিশ্চয় পাইতেছি না যে, আমি কোন্ উপায়ে মুক্ত হইতে পারিব? ২৩

হে নৃপ! পূর্বে কৃত কোন শুভ কর্মের প্রভাবে আমার পূর্বজন্মের কথা স্মরণ হইতেছে, যাহার জন্য আমি মোক্ষলাভ করিবার বাসনা করিতেছি। ২৪

সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিয়া নিজের এই সংশয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি আমাকে ইহার সমাধান বলুন। আমি চণ্ডালযোনি হইতে কিভাবে মুক্ত হইতে পারিব? ২৫

ক্ষত্রিয় বলিলেন,—চাণ্ডাল! তুমি সেই উপায়কে অবগত হও, যাহাতে তুমি মোক্ষলাভ করিতে পারিবে। যদি ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার অভীষ্ট গতি লাভ হইবে। ২৬

যদি ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের এই শরীরকে সমরাগ্নিতে হোম করত মাংসভক্ষণকারী জীব-জন্তুগণকে প্রদান করিয়া প্রাণকে আহুতি দান করিতে পার, তবে তোমার মুক্তিলাভ হইবে, অন্যথা তোমার মোক্ষলাভ হইবে না। ২৭

ভীষ্ম বলিলেন,—পরন্তপ যুধিষ্ঠির! ক্ষত্রিয় এই কথা বলিলে পর সেই চাণ্ডাল ব্রাহ্মণের ধন রক্ষার জন্য যুদ্ধের সম্মুখভাগে নিজের প্রাণকে আহুতি দান করত অভীষ্ট গতি প্রাপ্ত হইল। ২৮

পুত্র! ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাবাহো! যদি তুমি সনাতন গতি লাভ করিতে বাসনা কর, তবে তোমার ব্রাহ্মণের ধনকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত। ২৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে ক্ষত্রিয় ও চাণ্ডালের সংবাদ-নামক একাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[বিভিন্নকর্মানুসারেণ বিভিন্নলোকপ্রাপ্তিং বর্ণয়িতুং ধৃতরাষ্ট্ররূপধারিণ ইন্দ্রস্য গৌতমব্রাহ্মণস্য চ সংবাদবর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

একে লোকাঃ সুকৃতিনঃ সর্বে ত্বাহো পিতামহ ।
তত্র তত্রাপি ভিন্নাস্তে তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

কর্মভিঃ পার্থ নানাত্বং লোকানাং যান্তি মানবাঃ ।
পুণ্যান্ পুণ্যকৃতো যান্তি পাপান্ পাপকৃতো নরাঃ ॥ ২
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
গৌতমস্য মুনেস্তাত সংবাদং বাসবস্য চ ॥ ৩
ব্রাহ্মণো গৌতমঃ কশ্চিন্মৃদুর্দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
মহাবনে হস্তিশিশুং পরিদ্যূনমমাতৃকম্ ॥ ৪
তং দৃষ্ট্বা জীবয়ামাস সানুক্রোশো ধৃতব্রতঃ ।
স তু দীর্ঘেণ কালেন বভূবাতিবলো মহান্ ॥ ৫

তং প্রভিন্নং মহানাগং প্রস্রুতং পর্বতোপমম্ ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য রূপেণ শক্রো জগ্রাহ হস্তিনম্ ॥ ৬
হ্রিয়মাণং তু তং দৃষ্ট্বা গৌতমঃ সংশিতব্রতঃ ।
অভ্যভাষত রাজানং ধৃতরাষ্ট্রং মহাতপাঃ ॥ ৭
মা মেঽহার্ষীর্হস্তিনং পুত্রমেনং
দুঃখাৎ পুষ্টং ধৃতরাষ্ট্রাকৃতজ্ঞ ।
মৈত্রং সতাং সপ্তপদং বদন্তি
মিত্রদ্রোহো নৈব রাজন্ স্পৃশেৎ ত্বাম্ ॥৮
ইধ্মোদকপ্রদাতারং শূন্যপালং মমাশ্রমে ।
বিনীতমাচার্য্যকুলে সুযুক্তং গুরুকর্মণি ॥৯
শিষ্টং দান্তং কৃতজ্ঞঞ্চ প্রিয়ঞ্চ সততং মম
ন মে বিক্রোশতো রাজন্ হর্তুমর্হসি কুঞ্জরম্ ॥ ১০

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়

[ভিন্ন ভিন্ন কর্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকসমূহের প্রাপ্তি বলিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্ররূপধারী ইন্দ্র ও গৌতমব্রাহ্মণের সংবাদ বর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! মৃত্যুর পর সমস্ত পুণ্যাত্মাগণ একই লোকে গমন করেন কিংবা তাঁহাদের প্রাপ্ত লোকসমূহে কোন ভিন্নতা আছে? পিতামহ! ইহা আপনি আমাকে বলুন । ১

ভীষ্ম বলিলেন,—কুন্তীনন্দন! মনুষ্যগণ নিজেদের কর্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকে গমন করেন। পুণ্য কর্মকারী ব্যক্তিগণ পুণ্যলোকে গমন করেন এবং পাপকর্মকারী ব্যক্তিরা পাপময় লোকে গমন করে । ২

তাত! এ বিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষগণ ইন্দ্র ও গৌতম-মুনির সংবাদ রূপ এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়া থাকেন । ৩

পুরাকালে গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার স্বভাব অতিশয় কোমল ছিল। তিনি মনঃসংযমী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। সেই ব্রতধারী মুনি এক হস্তী শিশুকে নিজের মাতা ব্যতীত অত্যন্ত কষ্ট পাইতে দেখিয়া তাহাকে কৃপাপূর্বক জীবনদান করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পরে সেই হস্তী বড় হইয়া অতিশয় বলবান্ হইল । ৪-৫

সেই বিশালকায় হস্তীর কুম্ভস্থল ভেদ করিয়া মদধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন এরূপ মনে হইতেছিল যেন কোনও পর্বত হইতে ঝরণা প্রবাহিত হইতেছে। এক দিন ইন্দ্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রূপ ধারণ করত সেখানে আসিয়া সেই হস্তীকে নিজের অধিকারে আনয়ন করিলেন । ৬

কঠোর ব্রতপালনকারী মহাতেজস্বী গৌতম সেই হস্তীর অপহরণ হইতে দেখিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন । ৭

কৃতজ্ঞতা জ্ঞানশূন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র! তুমি আমার এই হস্তীকে লইয়া যাইও না। এই হস্তী আমার পুত্র। আমি অতিশয় দুঃখের সহিত ইহাকে পালন-পোষণ করিয়াছি। সৎপুরুষগণের সহিত সাত পদ গমন করিলেই মিত্রতা স্থাপিত হয়। এই সুবাদে আমি ও তুমি উভয়ে উভয়ের মিত্র। আমার এই হস্তীকে লইয়া যাইলে তোমার মিত্রদ্রোহের পাপ হইবে। যাহাতে তোমাকে এই পাপ স্পর্শ করিতে না পারে, তাহার জন্য চেষ্টা কর । ৮

রাজন্! এই হাতী আমাকে সমিধ্ ও জল আনিয়া দেয়। আমার আশ্রমে যখন কেহ থাকে না, তখন এই হস্তীই এই আশ্রমকে রক্ষা করে। আচার্য্যকুলে থাকিয়া সে বিনয়শিক্ষা করিয়াছে। গুরুসেবা কার্য্যে সে পূর্ণরূপে নিরত আছে। এই হস্তী শিষ্ট, জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ এবং আমার সর্ব্বদাই প্রিয়। আমি উচ্চৈঃস্বরে তোমাকে বলিতেছি যে, তুমি আমার এই হস্তীকে লইয়া যাইও না । ৯-১০

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

গবাং সহস্রং ভবতে দদানি
দাসীশতং নিষ্কশতানি পঞ্চ।
অন্যচ্চ বিত্তং বিবিধং মহর্ষে
কিং ব্রাহ্মণস্যেহ গজেন কৃত্যম্ ॥ ১১

গৌতম উবাচ

তবৈব গাবো হি ভবন্তু রাজন্
দাস্যঃ সনিষ্কা বিবিধঞ্চ রত্নম্।
অন্যচ্চ বিত্তং বিবিধং মহর্ষে
কিং ব্রাহ্মণস্যেহ ধনেন কৃত্যম্ ॥ ১২

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ব্রাহ্মণানাং হস্তিভির্নাস্তি কৃত্যং
রাজন্যানাং নাগকুলানি বিপ্র।
স্বং বাহনং নয়তো নাস্ত্যধর্মো
নাগশ্রেষ্ঠং গৌতমাস্মান্নিবর্ত্ত ॥ ১৩

গৌতম উবাচ।

যত্র প্রেতো নন্দতি পুণ্যকর্মা
যত্র প্রেতঃ শোচতে পাপকর্মা।
বৈবস্বতস্য সদনে মহাত্মং-
স্তত্র ত্বাহং হস্তিনং যাতয়িষ্যে ॥ ১৪

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যে নিষ্ক্রিয়া নাস্তিকাশ্রদ্দধানাঃ
পাপাত্মান ইন্দ্রিয়ার্থে নিবিষ্টাঃ।
যমস্য তে যাতনাং প্রাপ্নুবন্তি
পরং গন্তা ধৃতরাষ্ট্রো ন তত্র ॥ ১৫

গৌতম উবাচ

বৈবস্বতী সংযমনী জনানাং
যত্রানৃতং নোচ্যতে যত্র সত্যম্।
যত্রাবলা বলিনং যাতয়ন্তি
তত্র ত্বাহং হস্তিনং যাতয়িষ্যে ॥ ১৬

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

জ্যেষ্ঠাং স্বসারং পিতরং মাতরঞ্চ
যথা শত্রুং মদমত্তাশ্চরন্তি।
তথাবিধানামেষ লোকো মহর্ষে
পরং গন্তা ধৃতরাষ্ট্রো ন তত্র ॥ ১৭

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—মহর্ষে! আমি আপনাকে এক হাজার গো প্রদান করিব। একশত দাসী ও পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা দান করিব এবং অন্য নানাপ্রকার ধনও প্রদান করিব। ব্রাহ্মণের গৃহে হস্তীর দ্বারা কোন্ কার্য্য সাধিত হইবে? ১১

গৌতম বলিলেন,—রাজন্! এই সব গো, দাসী, স্বর্ণমুদ্রা, নানাপ্রকার রত্ন এবং বিবিধ ধন তোমার নিকটেই থাকুক। নরেন্দ্র! ব্রাহ্মণের গৃহে ধনের দ্বারা কোন্ কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে? ১২

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিপ্রবর গৌতম! ব্রাহ্মণগণের হস্তীর দ্বারা কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইবে না। হস্তিসকল রাজাদেরই প্রয়োজন হয়। হস্তী আমার বাহন, অতএব এই শ্রেষ্ঠ হস্তীকে লইয়া যাইলে আমার কোনও অধর্ম হইবে না। আপনি এই হস্তীর আশা হইতে নিবৃত্ত হউন। ১৩

গৌতম বলিলেন,—মহাত্মন্! মৃত্যুর পর যেখানে যাইয়া পুণ্যকর্মা মানুষ আনন্দিত হন এবং যেখানে যাইয়া পাপকর্মা মানুষ শোক করে, সেই যমরাজের লোকে আমি তোমার নিকট হইতে নিজের হস্তী ফিরাইয়া লইব। ১৪

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—যাহারা নিষ্ক্রিয়, নাস্তিক, শ্রদ্ধাহীন, পাপাত্মা ও ইন্দ্রিয়গণের বিষয়সমূহে আসক্ত, তাহারাই যমযাতনা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেখানে যাইবে না। ১৫

গৌতম বলিলেন, যেখানে কেহ মিথ্যা কথা বলেন না, যেখানে সর্ব্বদা সত্যকথাই সকলে বলেন এবং যেখানে নির্ব্বল মানুষও বলবান্‌গণের দ্বারা কৃত অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করে, মনুষ্যদিগকে সংযমের মধ্যে স্থাপনা করিতে সমর্থ যমরাজের সেই পুরী 'সংযমী' নামে প্রসিদ্ধ। সেখানে আমি তোমার নিকট হইতে নিজের হস্তী ফিরাইয়া লইব। ১৬

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—মহর্ষে! যে মদমত্ত মনুষ্যগণ জ্যেষ্ঠা ভগিনী, মাতা ও পিতার সহিত শত্রুর ন্যায় আচরণ করে, তাহাদের জন্যই এই যমরাজের লোক; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সেই লোকে যাইবে না। ১৭

গৌতম উবাচ।

মন্দাকিনী বৈশ্রবণস্য রাজ্ঞো
মহাভাগা ভোগিজনপ্রবেশ্যা।
গন্ধর্ব-যক্ষৈরপ্সরোভিশ্চ জুষ্টা
তত্র ত্বাহং হস্তিনং যাতয়িষ্যে ॥ ১৮

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অতিথিব্রতাঃ সুব্রতা যে জনা বৈ
প্রতিশ্রয়ং দদতি ব্রাহ্মণেভ্যঃ।
শিষ্টাশিনঃ সংবিভজ্যাশ্রিতাংশ্চ
মন্দাকিনীং তেঽপি বিভূষয়ন্তি ॥ ১৯

গৌতম উবাচ

মেরোরগ্রে যদ্ বনং ভাতি রম্যং
সুপুষ্পিতং কিন্নরীগীতজুষ্টম্।
সুদর্শনা যত্র জম্বূর্বিশালা
তত্র ত্বাহং হস্তিনং যাতয়িষ্যে ॥ ২০

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

যে ব্রাহ্মণা মৃদবঃ সত্যশীলা
বহুশ্রুতাঃ সর্বভূতাভিরামাঃ।
যেঽধীয়তে সেতিহাসং পুরাণং
মধ্বাহুত্যা জুহ্বতি বৈ দ্বিজেভ্যঃ ॥ ২১
তথাবিধানামেষ লোকো মহর্ষে
পরং গন্তা ধৃতরাষ্ট্রো ন তত্র।
যদ্ বিদ্যতে বিদিতং স্থানমস্তি
তদ্ ব্রূহি ত্বং ত্বরিতো হ্যেষ যামি ॥ ২২

গৌতম উবাচ।

সুপুষ্পিতং কিন্নররাজজুষ্টং
প্রিয়ং বনং নন্দনং নারদস্য।
গন্ধর্বাণামপ্সরসাঞ্চ শশ্বৎ
তত্র ত্বাহং হস্তিনং যাতয়িষ্যে ॥ ২৩

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যে নৃত্যগীতে কুশলা জনাঃ সদা
হ্যযাচমানাঃ সহিতাশ্চরন্তি।
তথাবিধানামেষ লোকো মহর্ষে
পরং গন্তা ধৃতরাষ্ট্রো ন তত্র ॥ ২৪

গৌতম উবাচ।

যত্রোত্তরাঃ কুরবো ভান্তি রম্যা
দেবৈঃ সার্ধং মোদমানা নরেন্দ্র।
যত্রাগ্নিযৌনাশ্চ বসন্তি লোকা
অব্‌যোনয়ঃ পর্বতযোনয়শ্চ ॥ ২৫

গৌতম বলিলেন,—মহাসৌভাগ্যশালিনী মন্দাকিনী নদী রাজা কুবেরের নগরে বিরাজ করিতেছে, যেখানে নাগগণের পক্ষেই যাওয়া সম্ভব; গন্ধর্ব, যক্ষ ও অপ্সরাগণই সেই মন্দাকিনী নদীর সেবা করেন, সেখানে যাইয়া আমি তোমার নিকট হইতে নিজের হস্তী গ্রহণ করিব। ১৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—যাঁহারা সর্বদা অতিথিগণের সেবায় তৎপর থাকিয়া উত্তম ব্রতপালন করেন, যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে আশ্রয় দান করেন এবং যাঁহারা আশ্রিত জনসকলকে অন্নসমূহ বিভাগ করিয়া প্রদান করিবার পর অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারাই সেই মন্দাকিনীর শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকেন (কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র ত' এখানেও যাইবে না।) ॥ ১৯

গৌতম বলিলেন,—মেরুপর্বতের সম্মুখে যে রমণীয় বন শোভিত আছে, যেখানে সুন্দর পুষ্পসমূহ বিকসিত রহিয়াছে, কিন্নরীগণের মধুর গীত উচ্চারিত হয় এবং যেখানে দেখিতে অতিশয় মনোহর বিশাল জম্বুবৃক্ষ শোভা পাইতেছে, সেখানে যাইয়াও আমি নিজের হাতী গ্রহণ করিব। ২০

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—মহর্ষে! যে সব ব্রাহ্মণ কোমল স্বভাব, সত্যশীল, অনেক শাস্ত্রে বিদ্বান্, সমস্ত ভূতগণের প্রিয়, যাঁহারা ইতিহাস ও পুরাণসকল অধ্যয়ন করেন, ব্রাহ্মণদিগকে মধুর ভোজন প্রদান করেন, এরূপ ব্যক্তিগণের জন্যই পূর্বোক্ত লোক; রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেখানেও যাইবে না। আপনার যে যে স্থান জানা আছে, সে সমস্ত এখন বর্ণনা করুন। আমি যাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। এই দেখুন, আমি যাইতেছি। ২১-২২

গৌতম বলিলেন,—সুন্দর সুন্দর পুষ্পসমূহে সুশোভিত, কিন্নররাজগণের দ্বারা সেবিত এবং নারদ, গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের সর্বদা প্রিয় যে নন্দন নামক বন, সেখানে যাইয়াও আমি হাতী ফিরাইয়া আনিব। ২৩

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—মহর্ষে! যাঁহারা নৃত্য ও গীতে নিপুণ, কখনও কাহার নিকট হইতে যাচ্ঞা করেন না এবং সর্বদা সজ্জনগণের সহিত বিচরণ করেন, এরূপ ব্যক্তিগণের জন্যই এই নন্দনবনের লোক; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এখানেও যাইবে না। ২৪

গৌতম বলিলেন,—নরেন্দ্র! যেখানে রমণীয় আকৃতিবিশিষ্ট

যত্র শক্রো বর্ষতি সর্বকামান্
যত্র স্ত্রিয়ঃ কামচারা ভবন্তি।
যত্র চের্ষ্যা নাস্তি নারী-নরাণাং
তত্র ত্বাহং হস্তিনং যাতয়িষ্যে ॥ ২৬
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
যে সর্বভূতেষু নিবৃত্তকামা
অমাংসাদা ন্যস্তদণ্ডাশ্চরন্তি।
ন হিংসন্তি স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ
ভূতানাং যে সর্বভূতাত্মভূতাঃ ॥ ২৭
নিরাশিষো নির্মমা বীতরাগা
লাভালাভে তুল্যনিন্দাপ্রশংসাঃ।
তথাবিধানামেষ লোকো মহর্ষে
পরং গন্তা ধৃতরাষ্ট্রো ন তত্র ॥ ২৮
গৌতম উবাচ।
ততোঽপরে ভান্তি লোকাঃ সনাতনাঃ
সুপুণ্যগন্ধা বিরজা বীতশোকাঃ।
সোমস্য রাজ্ঞঃ সদনে মহাত্মন-
স্তত্র ত্বাহং হস্তিনং যাতয়িষ্যে ॥ ২৯

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ
যে দানশীলা ন প্রতিগৃহ্ণতে সদা
ন চাপ্যর্থাংশ্চাদদতে পরেভ্যঃ
যেষামদেয়মর্হতে নাস্তি কিঞ্চিৎ
সর্বাতিথ্যাঃ সুপ্রসাদা জনাশ্চ ॥ ৩০
যে ক্ষন্তারো নাভিজল্পন্তি চান্যান্
সত্রীভূতাঃ সততং পুণ্যশীলাঃ
তথাবিধানামেষ লোকো মহর্ষে
পরং গন্তা ধৃতরাষ্ট্রো ন তত্র ॥ ৩১
গৌতম উবাচ
ততোঽপরে ভান্তি লোকাঃ সনাতনা
বিরজসো বিতমস্কা বিশোকাঃ
আদিত্যদেবস্য পদং মহাত্মন-
স্তত্র ত্বাহং হস্তিনং যাতয়িষ্যে ॥ ৩২
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ
স্বাধ্যায়শীলা গুরুশুশ্রূষণে রতা-
স্তপস্বিনঃ সুব্রতাঃ সত্যসন্ধাঃ।
আচার্য্যাণামপ্রতিকূলভাষিণো
নিত্যোত্থিতা গুরুকর্মস্বচোদ্যাঃ ॥ ৩৩

উত্তরকুরুবাসীরা অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হন, দেবতাগণের সহিত থাকিয়া আনন্দ ভোগ করেন, অগ্নি, জল, ও পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন দিব্য মানবগণ যে দেশে বাস করেন, যেখানে ইন্দ্র সমস্ত কামনা বর্ষণ করেন, যেখানে স্ত্রীগণ ইচ্ছানুসারে বিচরণ করেন এবং যেখানে স্ত্রী ও পুরুষসকলের মধ্যে ঈর্ষাভাব নাই, সেখানে যাইয়াও আমি তোমার নিকট হইতে নিজের হাতী ফিরাইয়া আনিব। ২৫-২৬

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—যাঁহারা সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে নিষ্কাম, যাঁহারা মাংস ভক্ষণ করেন না, কোনও প্রাণীকে দণ্ডদান করেন না, স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিগণের হিংসা করেন না, যাঁহাদের নিকট সকল প্রাণীই নিজের আত্মার তুল্য, যাঁহারা কামনা, মমতা ও আসক্তিরহিত, লাভ-ক্ষতি ও নিন্দা-প্রশংসায় যাঁহারা সমভাবাপন্ন, এরূপ ব্যক্তিগণের জন্যই এই উত্তরকুরু নামক লোক; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এই লোকেও যাইবে না। ২৭-২৮

গৌতম বলিলেন,—রাজন্! ইহা হইতে ভিন্ন আরও বহু সনাতন লোক আছে, যে সব লোকে পবিত্র গন্ধসমূহ বিদ্যমান আছে। সেই সব লোক রজোগুণ এবং শোকরহিত। মহাত্মা রাজা সোমের লোকে তাঁহাদের অবস্থিতি আছে। এ স্থানে যাইয়াও আমি তোমার নিকট হইতে হস্তী ফিরাইয়া আনিব। ২৯

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—মহর্ষে! যাঁহারা সর্ব্বদা দান করেন, অথচ দান গ্রহণ করেন না, সুযোগ্য ব্যক্তিগণকে যাঁহাদের অদেয় বলিতে কিছুই নাই, যাঁহারা সকলের অতিথিসৎকার করেন, সকলের প্রতি দয়াভাব রাখেন, যাঁহারা ক্ষমতাশীল, অপর ব্যক্তিগণকে কখনও কিছু বলেন না এবং যে পুণ্যশীল মহাত্মাগণ সর্ব্বদা সকলের জন্য অন্নসত্রস্বরূপ, এরূপ ব্যক্তিদিগের জন্যই এই সোমলোক; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এই লোকেও যাইবে না। ৩০-৩১

গৌতম বলিলেন,—রাজন্! সোমলোক হইতেও উপরে অন্য বহু সনাতন লোক শোভা পাইতেছে। এই সব লোক রজোগুণ, তমোগুণ ও শোকরহিত; এই সকল হইল মহাত্মা সূর্য্যদেবের স্থান। সেখানে যাইয়াও আমি স্বীয় হস্তী ফিরাইয়া আনিব। ৩২

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—মহর্ষে! যাঁহারা স্বাধ্যায়শীল, গুরুসেবাপরায়ণ, তপস্বী, উত্তম ব্রতধারী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, আচার্য্যগণের প্রতিকূলভাষী নন, সদা উদ্যোগশীল, বিনা প্রেরণায় গুরু-

তথাবিধানামেষ লোকো মহর্ষে
বিশুদ্ধানাং ভাবিতো বাগ্‌যতানাম্‌
সত্যে স্থিতানাং বেদবিদাং মহাত্মনাং
পরং গন্তা ধৃতরাষ্ট্রো ন তত্র ॥ ৩৪

গৌতম উবাচ।
ততোহপরে ভান্তি লোকাঃ সনাতনাঃ
সুপুণ্যগন্ধা বিরজা বিশোকাঃ।
বরুণস্য রাজ্ঞঃ সদনে মহাত্মন-
স্তত্র ত্বাহং হস্তিনং যাতয়িষ্যে। ৩৫

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
চাতুর্মাস্যৈর্যে যজন্তে জনাঃ সদা
তথেষ্টীনাং দশশতং প্রাপ্নুবন্তি।
যে চাগ্নিহোত্রং জুহ্বতি শ্রদ্দধানা
যথাম্নায়ং ত্রীণি বর্ষাণি বিপ্রাঃ ॥ ৩৬
সুধারিণাং ধর্মধুরে মহাত্মনাং
যথোদিতে বর্ত্মনি সুস্থিতানাম্‌।
ধর্মাত্মনামুদ্বহতাং গতিং তাং
পরং গন্তা ধৃতরাষ্ট্রো ন তত্র ॥ ৩৭

গৌতম উবাচ।
ইন্দ্রস্য লোকা বিরজা বিশোকা
দুরন্বয়াঃ কাঙ্ক্ষিতা মানবানাম্‌।
তস্যাহং তে ভবনে ভূরিতেজসো
রাজন্নিমং হস্তিনং যাতয়িষ্যে ৩৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
শতবর্ষজীবী যশ্চ শূরো মনুষ্যো
বেদাধ্যায়ী যশ্চ যজ্ঞাপ্রমত্তঃ।
এতে সর্বে শক্রলোকং ব্রজন্তি
পরং গন্তা ধৃতরাষ্ট্রো ন তত্র ॥ ৩৯

গৌতম উবাচ।
প্রাজাপত্যাঃ সন্তি লোকা মহান্তো
নাকস্য পৃষ্ঠে পুষ্কলা বীতশোকাঃ।
মনীষিতাঃ সর্বলোকোদ্ভবানাং
তত্র ত্বাহং হস্তিনং যাতয়িষ্যে। ৪০

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
যে রাজানো রাজসূয়াভিষিক্তা
ধর্মাত্মানো রক্ষিতারঃ প্রজানাম্‌।
যে চাশ্বমেধাবভৃথে প্লুতাঙ্গা-
স্তেষাং লোকা ধৃতরাষ্ট্রো ন তত্র। ৪১

কার্য্যকরী, যাঁহাদের ভাব বিশুদ্ধ, যাঁহারা মৌনব্রতাবলম্বী, সত্যনিষ্ঠ এবং বেদজ্ঞ মহাত্মা, তাঁহাদের জন্যই এই সূর্য্যলোক। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র এই লোকেও গমন করিবে না। ৩৩-৩৪

গৌতম বলিলেন,—ইহা ব্যতীতও আরও বহু সনাতন লোক শোভিত আছে। যে সব লোকে সতত পবিত্র গন্ধ বিদ্যমান আছে। এই সব লোক রজোগুণ ও শোকশূন্য। মহাত্মা রাজা বরুণের লোকে এই স্থান বিদ্যমান। আমি সেখানে যাইয়াও নিজের হস্তী লইয়া আসিব। ৩৫

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—যাঁহারা সর্ব্বদা চাতুর্মাস্য যাগ করেন, হাজার ইষ্টির অনুষ্ঠান করেন, যে সব ব্রাহ্মণ তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত বৈদিক বিধি অনুসারে প্রতিদিন শ্রদ্ধাসহকারে অগ্নিহোত্র করেন, ধর্ম্মের ভার উত্তমরূপে বহন করেন এবং বেদোক্ত মার্গে সর্ব্বতোভাবে অবস্থান করেন, সেই ধর্ম্মাত্মা মহাত্মা ব্রাহ্মণগণই বরুণলোকে গমন করিয়া থাকেন, ধৃতরাষ্ট্র এই লোকেও যাইবে না। সে ইহা হইতেও উত্তম লোকে গমন করিবে। ৩৬-৩৭

গৌতম বলিলেন,—রাজন্‌! ইন্দ্রের লোক রজোগুণ ও শোকরহিত। এই লোক প্রাপ্ত হওয়া অতিশয় কঠিন। সকল মানুষই এই লোকে যাইতে বাসনা করেন। সেই মহাতেজস্বী ইন্দ্রের ভবনে গমন করত আমি তোমার নিকট হইতে নিজের হস্তী ফিরাইয়া আনিব। ৩৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—যে শতবর্ষজীবী বীর মনুষ্য বেদের স্বাধ্যায় করেন, যজ্ঞে নিরত থাকেন এবং কখনও অসাবধান হন না, এরূপ মানুষই ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন। ধৃতরাষ্ট্র ইহা হইতেও উত্তম লোকে যাইবে। সে এই লোকে যাইবে না। ৩৯

গৌতম বলিলেন,—রাজন্‌! স্বর্গের শিখর দেশে প্রজাপতির মহৎ লোকসমূহ আছে। এই সব লোক সুসমৃদ্ধ এবং শোকরহিত। সমস্ত প্রাণীরাই এই লোকে যাইতে বাসনা করেন। আমি এই লোকে যাইয়া তোমার নিকট হইতে হস্তী ফিরাইয়া আনিব। ৪০

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—মুনে! যে সব ধর্ম্মাত্মা রাজা রাজসূয় যজ্ঞে অভিষিক্ত হন, প্রজাগণকে রক্ষা করেন এবং অশ্বমেধ-যজ্ঞের অবভৃথ-স্নানে যাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ আপ্লুত হইয়াছে, তাঁহাদের জন্যই এই প্রজাপতি লোক। ধৃতরাষ্ট্র এই লোকেও যাইবে না। ৪১

গৌতম উবাচ ।

ততঃ পরং ভান্তি লোকাঃ সনাতনাঃ ।
সুপুণ্যগন্ধা বিরজা বীতশোকাঃ ।
তস্মিন্নহং দুর্লভে চাপ্যধৃষ্যে
গবাং লোকে হস্তিনং যাতয়িষ্যে ॥ ৪২

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

যো গোসহস্রী শতদঃ সমাং সমাং
গবাং শতী দশ দদ্যাচ্চ শক্ত্যা ।
তথা দশভ্যো যশ্চ দদ্যাদিহৈকাং
পঞ্চভ্যো বা দানশীলস্তথৈকাম্ ॥ ৪৩
যে জীর্যন্তে ব্রহ্মচর্যেণ বিপ্রা
ব্রাহ্মীং বাচং পরিরক্ষন্তি চৈব
মনস্বিনস্তীর্থযাত্রাপরায়ণা-
স্তে তত্র মোদন্তি গবাং নিবাসে ॥ ৪৪
প্রভাসং মানসং তীর্থং পুষ্করাণি মহৎসরঃ ।
পুণ্যঞ্চ নৈমিষং তীর্থং বাহুদাং করতোয়িনীম্ ॥ ৪৫
গয়াং গয়শিরশ্চৈব বিপাশাং স্থূলবালুকাম্ ।
কৃষ্ণাং গঙ্গাং পঞ্চনদং মহাহ্রদমথাপি চ ॥ ৪৬
গোমতীং কৌশিকীং পম্পাং মহাত্মানো ধৃতব্রতাঃ ।
সরস্বতী-দৃষদ্বত্যৌ যমুনাং যে তু যান্তি চ ॥ ৪৭
তত্র তে দিব্যসংস্থানা দিব্যমাল্যধরাঃ শিবাঃ ।
প্রয়ান্তি পুণ্যগন্ধাঢ্যা ধৃতরাষ্ট্রো ন তত্র বৈ ॥ ৪৮

গৌতম উবাচ

যত্র শীতভয়ং নাস্তি ন চোষ্ণভয়মপি ।
ন ক্ষুৎপিপাসে ন গ্লানির্ন দুঃখং ন সুখং তথা ॥ ৪৯
ন দ্বেষ্যো ন প্রিয়ঃ কশ্চিন্ন বন্ধুর্ন রিপুস্তথা ।
ন জরা-মরণে তত্র ন পুণ্যং ন চ পাতকম্ ॥ ৫০
তস্মিন্ বিরজসি স্ফীতে প্রজ্ঞাসত্ত্বব্যবস্থিতে ।
স্বয়ম্ভুভবনে পুণ্যে হস্তিনং মে প্রদাস্যসি ॥ ৫১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

নির্মুক্তাঃ সর্বসঙ্গেভ্যো কৃতাত্মানো যতব্রতাঃ ।
অধ্যাত্মযোগসংস্থানৈর্যুক্তাঃ স্বর্গগতিং গতাঃ ॥ ৫২

গৌতম বলিলেন,—তাহার উপরে পবিত্র গন্ধে পরিপূর্ণ, রজোগুণরহিত ও শোকশূন্য যে সনাতন লোকসকল শোভিত আছে, তাহাকে গোলোক বলা হয়। এই দুর্লভ ও দুর্দ্ধর্ষ গোলোকে যাইয়া আমি তোমার নিকট হইতে নিজের হস্তী লইয়া আসিব ॥ ৪২

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—যিনি সহস্র গোসকলের স্বামী হইয়া প্রতিবর্ষ একশত গো দান করেন, শত গোসকলের স্বামী হইয়া যথাশক্তি দশটি গো দান করেন, যাহার নিকট দশটি গো আছে, তিনি যদি তাহাদের মধ্যে একটি গো দান করেন, অথবা যে দানশীল পুরুষ পাঁচটি গোর মধ্যে একটি গো দান করেন, তিনি গোলোকে গমন করিয়া থাকেন। যে সব ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়া যান, যাঁহারা বেদবাণীকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন এবং যে সকল মনস্বী ব্রাহ্মণ সদা তীর্থ-যাত্রাতেই নিরত থাকেন, তাঁহারাই গোগণের নিবাসস্থান গোলোকে আনন্দ ভোগ করেন ॥ ৪৩-৪৪

প্রভাস, মানস সরোবর তীর্থ, ত্রিপুষ্কর নামক মহৎ সরোবর, পবিত্র নৈমিষতীর্থ, বাহুদা নদী, করতোয়া নদী, গয়া, গয়াশির, স্থূল বালুকাপূর্ণ বিপাশা (ব্যাস), কৃষ্ণা, গঙ্গা, পঞ্চনদ, মহাহ্রদ, গোমতী, কৌশিকী, পম্পাসরোবর, সরস্বতী, দৃষদ্বতী ও যমুনা—এই সব তীর্থে যে সকল মহাত্মা গমন করেন, তাঁহারাই দিব্যরূপ ধারণ করত দিব্য মাল্যসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া গোলোকে গমন করিয়া থাকেন এবং কল্যাণময় স্বরূপ ও পবিত্র সুগন্ধে ব্যাপ্ত হইয়া সেখানে নিবাস করেন। ধৃতরাষ্ট্র সেই লোকেও যাইবে না ॥ ৪৫-৪৮

গৌতম বলিলেন,—যেখানে শীতের ভয় নাই, যেখানে অল্পমাত্রও উষ্ণতা (গরমভাব) নাই, যেখানে ক্ষুধা লাগে না, পিপাসা হয় না, কোনরূপ গ্লানি লাভ হয় না, না দুঃখ ও না সুখ লাভ হয়, যেখানে কোনও দ্বেষের পাত্র নাই, প্রেমেরও পাত্র নাই, কোনও বন্ধু নাই ও শত্রুও নাই, যেখানে জরা-মৃত্যু, পুণ্য এবং পাপ কিছুই নাই, সেই রজোগুণরহিত, সমৃদ্ধিশালী, বুদ্ধি ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন এবং পুণ্যময় ব্রহ্মলোকে যাইয়া আমাকে তুমি আমার এই হস্তী প্রদান করিবে ॥ ৪৯-৫১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—মহামুনে! যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার আসক্তিশূন্য ও যাঁহারা নিজেদের মনকে বশীভূত করিয়াছেন, যাঁহারা নিয়মপূর্ব্বক ব্রত পালন করেন, যাঁহারা অধ্যাত্মজ্ঞানসম্পন্ন, যোগসম্বন্ধী আসনযুক্ত এবং যাঁহারা স্বর্গলোকের অধিকারী

তে ব্রহ্মভবনং পুণ্যং প্রাপ্নুবন্তীহ সাত্ত্বিকাঃ।
ন তত্র ধৃতরাষ্ট্রং তে শক্যো দ্রষ্টুং মহামুনে ॥ ৫৩

গৌতম উবাচ

রথন্তরং যত্র বৃহচ্চ গীয়তে
যত্র বেদী পুণ্ডরীকৈস্তৃণোতি।
যত্রোপযাতি হরিভিঃ সোমপাথী
তত্র ত্বাহং হস্তিনং যাতয়িষ্যে ॥ ৫৪

বুধ্যামি ত্বাং বৃত্রহণং শতক্রতুং
ব্যতিক্রমন্তং ভুবনানি বিশ্বা।
কচ্চিন্ন বাচা বৃজিনং কদাচি—
দকার্ষ্যং তে মনসোঽভিষঙ্গাৎ ॥ ৫৫

শতক্রতুরুবাচ।

মমবাহং লোকপথং প্রজানা-
মধাগমং পরিবাদে গজস্য।
তস্মাদ্ ভবান্ প্রণতং মানুশাস্তু
ব্রবীষি যৎ তৎ করবাণি সর্বম্ ॥ ৫৬

গৌতম উবাচ।

শ্বেতং করেণুং মম পুত্রং হি নাগং
যং মেঽহার্ষীর্দশবর্ষাণি বালম্।
যো মে বনে বসতোঽভূদ্ দ্বিতীয়-
স্তমেব মে দেহি সুরেন্দ্র নাগম্ ॥ ৫৭

শতক্রতুরুবাচ।

অয়ং সুতস্তে দ্বিজমুখ্য নাগ
আগচ্ছতি ত্বামভিবীক্ষমাণঃ।
পাদৌ চ তে নাসিকয়োপজিঘ্রতে
শ্রেয়ো মমাধ্যাহি নমস্ত তেঽস্তু ॥ ৫৮

গৌতম উবাচ।

শিবং সদৈবেহ সুরেন্দ্র তুভ্যং
ধ্যায়ামি পূজাঞ্চ সদা প্রযুঞ্জে।
মমাপি ত্বং শক্র শিবং দদস্ব
ত্বয়া দত্তং প্রতিগৃহ্ণামি নাগম্ ॥ ৫৯

শতক্রতুরুবাচ।

যেষাং বেদা নিহিতা বৈ গুহায়াং
মনীষিণাং সত্যবতাং মহাত্মনাম্।
তেষাং ত্বয়ৈকেন মহাত্মনাস্মি
বুদ্ধস্তস্মাৎ প্রীতিমাংস্তেঽহমদ্য ॥ ৬০

হইয়াছেন, এরূপ সাত্ত্বিক পুরুষগণই পুণ্যময় ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। সেখানেও আপনি ধৃতরাষ্ট্রকে দেখিতে পাইবেন না। ৫২-৫৩

গৌতম বলিলেন,—যেখানে রথন্তর ও বৃহৎসাম গীত হইয়া থাকে, যেখানে যাজ্ঞিক পুরুষ বেদীকে পদ্মপুষ্পসমূহে আচ্ছাদিত করেন এবং যেখানে সোমপানকারী পুরুষ দিব্য অশ্বগণের দ্বারা যাত্রা করেন, সেখানে যাইয়াও আমি তোমার নিকট হইতে নিজের হস্তীকে ফিরাইয়া আনিব। ৫৪

আমি জানি, আপনি রাজা ধৃতরাষ্ট্র নন, বৃত্রাসুরবধকারী শতক্রতু ইন্দ্র এবং সম্পূর্ণ জগৎকে নিরীক্ষণ করিবার জন্য সর্বদিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন। আমি মানসিক আবেগবশতঃ বাক্যের দ্বারা কোনও সময়ে আপনার প্রতি কোন অপরাধ করিয়া ফেলি নাই ত'? ৫৫

শতক্রতু ইন্দ্র বলিলেন,—আমি ইন্দ্র এবং আপনার এই হস্তী অপহরণ করায় মানব-প্রজাগণের দৃষ্টিতে নিন্দিত হইয়া গিয়াছি। এখন আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি আমাকে কর্তব্যের উপদেশ করুন। আপনি যাহা যাহা বলিবেন; আমি তৎ সমস্তই পালন করিব। ৫৬

গৌতম বলিলেন,—দেবেন্দ্র! এই শ্বেত গজরাজকুমার যে বর্তমানে নবযুবক হস্তীর রূপে পরিণত হইয়াছে, আমার পুত্র এবং সে এখন দশ বৎসরের বালক। সে এই বনে থাকিয়া আমার সহচর ও সহযোগী হইয়াছে। ইহাকে আপনি অপহরণ করিয়াছেন। আমার প্রার্থনা, আপনি আমার এই হাতীকে ফিরাইয়া দিন। ৫৭

শতক্রতু বলিলেন,—বিপ্রবর! আপনার পুত্রস্বরূপ এই হস্তী আপনার দিকেই দৃষ্টিপাত করিতে করিতে আসিতেছে এবং আসিয়া আপনার দুই চরণে নিজ নাসিকার দ্বারা আঘ্রাণ করিতেছে। এখন আপনি আমার কল্যাণ চিন্তা করুন, আপনাকে নমস্কার। ৫৮

গৌতম বলিলেন,—সুরেন্দ্র! আমি সর্বদাই এখানে আপনার কল্যাণ চিন্তা করিতেছি এবং সদা আপনার জন্য নিজের এই পূজা অর্পণ করিতেছি। ইন্দ্র! আপনিও আমাকে কল্যাণ প্রদান করুন। আমি আপনার প্রদত্ত এই হস্তী গ্রহণ করিলাম। ৫৯

শতক্রতু বলিলেন,—যে সব সত্যবাদী মনীষী মহাত্মাগণের হৃদয়-গুহায় সম্পূর্ণ বেদ নিহিত আছে, আপনি তাঁহাদের মধ্যে প্রধান মহাত্মা। কেবল আপনার কল্যাণচিন্তাতেই আমি সমৃদ্ধিশালী হইয়া গিয়াছি। সেইজন্য আজ আমি আপনার

হস্তেহি ব্রাহ্মণ ক্ষিপ্রং সহ পুত্রেণ হস্তিনা।
ত্বং হি প্রাপ্তং শুভাঁল্লোকানহ্নায় চ চিরায় চ ॥ ৬১
স গৌতমং পুরস্কৃত্য সহ পুত্রেণ হস্তিনা।
দিবমাচক্রমে বজ্রী সদ্ভিঃ সহ দুরাসদম্ ॥ ৬২
ইদং যঃ শৃণুয়ান্নিত্যং যঃ পঠেদ্ বা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স যাতি ব্রহ্মণো লোকং ব্রাহ্মণো গৌতমো যথা॥৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি হস্তিকূটো নাম
দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০২

উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। ব্রাহ্মণ! আমি অতিশয় হর্ষের সহিত বলিতেছি যে, আপনি আপনার এই পুত্রকৃত হস্তীর সহিত সত্বর গমন করুন। আপনি এখন চিরকালের জন্য কল্যাণময় লোকসকলের প্রাপ্তির অধিকারী হইয়াছেন। ৬০-৬১

পুত্ররূপী হস্তীর সহিত গৌতমকে অগ্রে করিয়া বজ্রধারী ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ পুরুষগণসহকারে দুর্গম দেবলোকে গমন করিলেন। ৬২

যে পুরুষ জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রতিদিন এই প্রসঙ্গ শ্রবণ করিবেন অথবা ইহা পাঠ করিবেন, তিনি গৌতম ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন। ৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা ভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে হস্তিকূটনামক দ্ব্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্ম-ভগীরথয়োঃ সংবাদঃ, যজ্ঞ-দান-তপপ্রভৃতিভ্যোঽনশনব্রতস্য বিশেষমহিমকথনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
দানং বহুবিধাকারং শান্তিঃ সত্যমহিংসিতম্।
স্বদারতুষ্টিশ্চোক্তা তে ফলং দানস্য চৈব যৎ ॥ ১
পিতামহস্য বিদিতং কিমন্যৎ তপসো বলাৎ।
তপসো যৎপরং তেঽস্তু তন্মো ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥
ভীষ্ম উবাচ।
তপঃ প্রচক্ষতে যাবৎ তাবল্লোকো যুধিষ্ঠির।
মতং মমাত্র কৌন্তেয় তপো নানশনাৎ পরম্ ॥ ৩

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

[ব্রহ্মা ও ভগীরথসংবাদ বর্ণন এবং যজ্ঞ, দান, তপ প্রভৃতি হইতেও অনশন-ব্রতের বিশেষ মহিমা কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনি অনেক প্রকারের দান, শান্তি, সত্য ও অহিংসা প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। নিজেরই স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকিবার কথা বলিয়াছেন এবং দানের ফলও নিরূপণ করিয়াছেন। আপনার বিদিত বিষয়ে তপোবল হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনও বল আছে? যদি আপনার মতে তপস্যা হইতেও উৎকৃষ্ট কোনও সাধন থাকে, তবে আমার নিকটে তাহার ব্যাখ্যা করুন। ১-২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! মানুষ যেরূপ তপস্যা করে, তদনুসারে সে উত্তম লোক প্রাপ্ত হয়; কিন্তু কুন্তীনন্দন! আমার মতে অনশন হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনও তপস্যা নাই ॥৩

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
ভগীরথস্য সংবাদং ব্রহ্মণশ্চ মহাত্মনঃ ॥ ৪
অতীত্য সুরলোকঞ্চ গবাং লোকঞ্চ ভারত।
ঋষিলোকঞ্চ সোঽগচ্ছদ্ ভগীরথ ইতি শ্রুতম্ ॥ ৫
তং তু দৃষ্ট্বা বচঃ প্রাহ ব্রহ্মা রাজন্ ভগীরথম্।
কথং ভগীরথাগাস্ত্বমিমং লোকং দুরাসদম্ ॥ ৬
ন হি দেবা ন গন্ধর্বা ন মনুষ্যা ভগীরথ।
আয়ান্ত্যতপ্ততপসঃ কথং বৈ ত্বমিহাগতঃ ॥ ৭

এ বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ রাজা ভগীরথ ও মহাত্মা ব্রহ্মার সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। ৪

ভারত! শুনা যায়, রাজা ভগীরথ দেবলোক, গোলোক ও ঋষিলোকও অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। ৫

রাজন্! রাজা ভগীরথকে সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগীরথ! এই লোকে আসাই অত্যন্ত কঠিন, তুমি কিভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলে? ৬

ভগীরথ! দেবতা, গন্ধর্ব ও মনুষ্যগণ তপস্যা না করিয়া এখানে আসিতে পারে না। সুতরাং তুমি কিরূপে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে? ৭

ভগীরথ উবাচ।

নিষ্কাণাং বৈ হ্যদদং ব্রাহ্মণেভ্যঃ
শতঃ সহস্রাণি সদৈব দানম্।
ব্রাহ্মং ব্রতং নিত্যমাস্থায় বিদ্বন্
ন ত্বেবাহং তস্য ফলাদিহাগাম্॥ ৮

দশৈকরাত্রান্ দশপঞ্চরাত্রা-
নেকাদশৈকাদশকান্ ক্রতূংশ্চ।
জ্যোতিষ্টোমানাঞ্চ শতং যদিষ্টং
ফলেন তেনাপি চ নাগতোঽহম্॥ ৯

যচ্চাবসং জাহ্নবীতীরনিত্যঃ
শতং সমাস্তপ্যমানস্তপোঽহম্।
অদাঞ্চ তত্রাশ্বতরীসহস্রং
নারীপুরং ন চ তেনাহমাগাম্॥ ১০

দশাযুতানি চাশ্বানাং গোঽযুতানি চ বিংশতিম্।
পুষ্করেষু দ্বিজাতিভ্যঃ প্রাদাং শতসহস্রশঃ॥ ১১

সুবর্ণচন্দ্রোত্তমধারিণীনাং
কন্যোত্তমানামদদং সহস্রম্।
ষষ্টিং সহস্রাণি বিভূষিতানাং
জাম্বূনদৈরাভরণৈর্ন তেন॥ ১২

দশার্ব্বুদান্যদদং গোসবেজ্যা-
স্বেকৈকশো দশ গা লোকনাথ।
সমানবৎসাঃ পয়সা সমন্বিতাঃ
সুবর্ণকাংস্যোপদুহা ন তেন॥ ১৩

আপ্তোর্য্যামেষু নিয়তমেকৈকস্মিন্ দশাদদম্।
গৃষ্টীনাং ক্ষীরদাত্রীণাং রোহিণীনাং শতানি চ॥ ১৪
দোগ্ধ্রীণাং বৈ গবাং চাপি প্রযুতানি দশৈব হ।
প্রাদাং দশগুণং ব্রহ্মন্ ন তেনাহমিহাগতঃ॥ ১৫
বাজিনাং বহ্লিজাতানামযুতান্যদদং দশ।
কর্কাণাং হেমমালানাং ন চ তেনাহমাগতঃ॥ ১৬
কোটীশ্চ কাঞ্চনস্যাষ্টৌ প্রাদাং ব্রহ্মন্ দশাস্বহম্।
একৈকস্মিন্ ক্রতৌ তেন ফলেনাহং ন চাগতঃ॥ ১৭

ভগীরথ বলিলেন,—বিদ্বন্! আমি ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া প্রতিদিন এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়াছি, কিন্তু আমি সেই দানের ফলে এই লোকে আসি নাই। ৮

এক রাত্রে নিষ্পাদনযোগ্য একাদশ যজ্ঞ এবং জ্যোতিষ্টোম নামক একশত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছি; কিন্তু এই সব যজ্ঞের ফলেও আমি এখানে আসি নাই। ৯

আমি যে ঘোর তপস্যা করিতে করিতে ক্রমশঃ শতবর্ষকাল প্রতিদিন গঙ্গার তীরে বাস করিয়াছি এবং সহস্র খচ্চরী ও বহু কন্যা দান করিয়াছি, সেই পুণ্যের প্রভাবেও আমি এখানে আসি নাই। ১০

পুষ্করতীর্থে যে শত হাজার বার আমি ব্রাহ্মণগণকে একলক্ষ অশ্ব ও দুই লক্ষ গো দান করিয়াছি এবং স্বর্ণের উত্তম চন্দ্রহার-ধারণকারিণী জাম্বূনদের আভরণে বিভূষিতা ষাট্ হাজার সুন্দরী কন্যাকে যে সহস্রবার দান করিয়াছি, সেই পুণ্যের দ্বারাও আমি এ স্থানে আসি নাই। ১১-১২

লোকনাথ! গোসবনামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আমি সেই যজ্ঞে দুগ্ধবতী শতকোটি গোদান করিয়াছি। সেই সময় এক এক ব্রাহ্মণ দশ দশটি করিয়া গো প্রাপ্ত হইয়াছিলেন প্রত্যেক গাভীর সহিত তাহাদেরই তায় বর্ণবিশিষ্ট বৎস এব স্বর্ণময় দুগ্ধপাত্রও দিয়াছি, কিন্তু সেই যজ্ঞের পুণ্যেও আমি এখানে আসি নাই। ১৩

অনেক বার সোমযাগের দীক্ষা গ্রহণ করত সেই সব যজ্ঞে আমি প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে একবার প্রসূতা দুগ্ধবতী দশটি গো ও রোহিণীজাতির শত গো দান করিয়াছি। ১৪

ব্রহ্মন্! এই সবের অতিরিক্তও আমি দশ বার দশ দশ লক্ষ দুগ্ধবতী গাভী দান করিয়াছি; কিন্তু সেই পুণ্যেও আমি এই লোকে আসি নাই। ১৫

বাহ্লীকদেশে উৎপন্ন শ্বেতবর্ণের এক লক্ষ অশ্বকে স্বর্ণের মাল্যে সজ্জিত করিয়া আমি ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছি; কিন্তু সেই পুণ্যেও আমি এই লোকে আসি নাই। ১৬

ব্রহ্মন্! আমি এক এক যজ্ঞে প্রতিদিন আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছি; কিন্তু সেই পুণ্যেও আমি এখানে আসি নাই। ১৭

বাজিনাং শ্যামকর্ণানাং হরিতানাং পিতামহ।
প্রাদাং হেমস্রজাং ব্রহ্মন্ কোটীর্দশ চ সপ্ত চ ॥ ১৮
ঈষাদন্তান্ মহাকায়ান্ কাঞ্চনস্রগ্বিভূষিতান্।
পদ্মিনো বৈ সহস্রাণি প্রাদাং দশ চ সপ্ত চ ॥ ১৯
অলঙ্কৃতানাং দেবেশ দিব্যৈঃ কনকভূষণৈঃ।
রথানাং কাঞ্চনাঙ্গানাং সহস্রাণ্যদদং দশ ॥ ২০
সপ্ত চান্যানি যুক্তানি বাজিভিঃ সমলঙ্কৃতৈঃ।
দক্ষিণাবয়বাঃ কেচিদ্ বেদৈর্যে সম্প্রকীর্তিতাঃ ॥ ২১
বাজপেয়েষু দশসু প্রাদাং তেষপি চাপ্যহম্।
শক্রতুল্যপ্রভাবাণামিজ্যয়া বিক্রমেণ হ ॥ ২২
সহস্রং নিষ্ককণ্ঠানামদদং দক্ষিণামহম্।
বিজিত্য নৃপতীন্ সর্বানর্থৈরিষ্ট্বা পিতামহ ॥ ২৩
অষ্টভ্যো রাজসূয়েভ্যো ন চ তেনাহমাগতঃ
স্রোতশ্চ যাবদ্গঙ্গায়াশ্ছন্নমাসীজ্জগৎপতে ॥ ২৪

দক্ষিণাভিঃ প্রবৃত্তাভির্মম নাগাচ্ছ তৎকৃতে।
বাজিনাঞ্চ সহস্রে দ্বে সুবর্ণশতভূষিতে ॥ ২৫
বরং গ্রামশতং চাহমেকৈকস্য ত্রিধাদদম্।
তপস্বী নিয়তাহারঃ শমমাস্থায় বাগ্যতঃ ॥ ২৬
দীর্ঘকালং হিমবতি গঙ্গায়াশ্চ দুরুৎসহাম্।
মূর্ধ্না ধারাং মহাদেবঃ শিরসা যামধারয়ৎ।
ন তেনাপ্যহমাগচ্ছং ফলেনেহ পিতামহ ॥ ২৭
শম্যাক্ষেপৈরযজং যচ্চ দেবান্
সাদ্যস্কানামযুতৈশ্চাপি যত্তৎ।
ত্রয়োদশ-দ্বাদশাহৈশ্চ দেব
সপৌণ্ডরীকাণ্ন চ তেষাং ফলেন ॥ ২৮
অষ্টৌ সহস্রাণি ককুদ্মিনামহং
শুক্লর্ষভাণামদদং দ্বিজেভ্যঃ।
একৈকং বৈ কাঞ্চনং শৃঙ্গমেভ্যঃ
পত্নীশ্চৈষামদদং নিষ্ককণ্ঠীঃ ॥ ২৯

ব্রহ্মন্! দেবেশ্বর! পিতামহ! তারপর স্বর্ণহারে বিভূষিত হরিতবর্ণ সতের কোটি শ্যামবর্ণ অশ্ব, ঈষাদণ্ডতুল্য দন্তযুক্ত, স্বর্ণমালামণ্ডিত এবং বিশালদেহ পদ্মচিহ্নযুক্ত সতের হাজার হাতী এবং স্বর্ণনির্মিত দিব্য আভরণে বিভূষিত স্বর্ণময় উপকরণযুক্ত ও সুসজ্জিত অশ্বযোজিত সতের হাজার রথ দান করিয়াছি। ১৮-২০½

ইহার অতিরিক্ত আরও যে সব বস্তু বেদে দক্ষিণার অবয়বরূপে কথিত হইয়াছে, সেই সব আমি দশ বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দান করিয়াছি। ২১½

পিতামহ! যজ্ঞ ও পরাক্রমে যাঁহারা ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী, যাঁহাদের কণ্ঠে স্বর্ণের হার শোভা পাইতেছে, এইরূপ হাজার রাজাকে যুদ্ধে জয় করত প্রচুর ধনের দ্বারা আটটি রাজসূয়-যজ্ঞ করত আমি সেই সব যজ্ঞে তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণগণের দক্ষিণারূপে দান করিয়াছি; কিন্তু এই সব পুণ্যেও আমি এই লোকে আসি নাই। ২২-২৩½

জগৎপতে! আমার প্রদত্ত দক্ষিণাসমূহে গঙ্গানদী আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু সেজন্যও আমি এই লোকে আসি নাই। ২৪½

সেই যজ্ঞে আমি প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে তিন তিন বার স্বর্ণের শত শত আভরণে বিভূষিত দুই দুই হাজার অশ্ব এবং এক এক শত সমৃদ্ধ গ্রাম প্রদান করিয়াছি। ২৫½

পিতামহ! মিতাহারী, মৌন ও শান্তভাবে থাকিয়া আমি হিমালয় পর্বতের উপর সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছি। যাহাতে প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ শঙ্কর গঙ্গাদেবীর দুঃসহ-ধারাকে নিজের মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই তপস্যার ফলেও আমি এই লোকে আসি নাই। ২৬-২৭

দেব! আমি অনেকবার 'শম্যাক্ষেপ'* যাগ করিয়াছি। দশ হাজার 'সাদ্যস্ক' যাগের অনুষ্ঠান করিয়াছি। বহুবার ত্রয়োদশ ও দ্বাদশ দিনে সমাপনযোগ্য যাগ এবং 'পুণ্ডরীক' নামক যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছি; কিন্তু এই সব যজ্ঞের ফলেও আমি এই লোকে আসি নাই। ২৮

কেবল ইহাই নহে, আমি শ্বেতবর্ণের কুকুদযুক্ত আট হাজার বৃষও ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছি। এই সব বৃষের এক একটি শৃঙ্গ স্বর্ণসজ্জিত ছিল। সেই ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণময়হারে বিভূষিতা গাভীসকলও আমি দান করিয়াছি। ২৯

---

* যজ্ঞকারী মানুষ 'শম্যা' নামক এক কাষ্ঠদণ্ড অতিশয় বেগসহকারে নিক্ষেপ করিলে পর সে যত দূরে গিয়া পতিত হয়, ততদূরে যজ্ঞের বেদী নির্মাণ করিতে হয়। সেই বেদীতে যে যজ্ঞ করা হয়, তাহাকে 'শম্যাক্ষেপ' কিংবা 'শম্যাপ্রাস' যজ্ঞ বলে।

হিরণ্যরত্ননিচয়ানদদং রত্নপর্বতান্ ।
ধনধান্যসমৃদ্ধাংশ্চ গ্রামাংশ্চাপ্তে সহস্রশঃ ॥ ৩০

শতং শতানাং গৃষ্টীনামদদং চাপ্যতন্দ্রিতঃ ।
ইষ্টানেকৈর্মহাযজ্ঞৈর্দত্ত্বা বিপ্রেভ্যো ন তেন চ ॥ ৩১

একাদশাহৈরযজং সদক্ষিণৈ-
র্দ্বির্দ্বাদশাহৈরশ্বমেধৈশ্চ দেব ।
আর্কায়ণৈঃ ষোড়শভিশ্চ ব্রহ্মং-
স্তেষাং ফলেনেহ ন চাগতোঽস্মি ॥ ৩২

নিষ্কৈককণ্ঠমদদং যোজনায়তং
তাবত্তীর্ণং কাঞ্চনপাদপানাম্ ।
বনং বৃতানাং রত্নবিভূষিতানাং
ন চৈব তেষামাগতোঽহং ফলেন ॥ ৩৩

তুরায়ণং হি ব্রতমপ্যধৃষ্য-
মক্রোধনোঽকরবং ত্রিংশতোঽব্দান্ ।
শতং গবামষ্টশতানি চৈব
দিনে দিনে হ্যদদং ব্রাহ্মণেভ্যঃ ॥ ৩৪

পয়স্বিনীনামথ রোহিণীনাং
তথৈবাপ্যানডুহো লোকনাথ ।
প্রাদাং নিত্যং ব্রাহ্মণেভ্যঃ সুরেশ
নেহাগতস্তেন ফলেন চাহম্ ॥ ৩৫

ত্রিংশদগ্নীনহং ব্রহ্মন্নযজং যচ্চ নিত্যদা ।
অষ্টাভিঃ সর্বমেধৈশ্চ নরমেধৈশ্চ সপ্তভিঃ ৩৬

দশভির্বিশ্বজিদ্ভিশ্চ শতৈরষ্টাদশোত্তরৈঃ ।
ন চৈব তেষাং দেবেশ ফলেনাহমিহাগমম্ ॥ ৩৭

সরয্বাং বাহুদায়াঞ্চ গঙ্গায়ামথ নৈমিষে ।
গবাং শতানামযুতমদদং ন চ তেন বৈ ॥ ৩৮

ইন্দ্রেণ গুহ্যং নিহিতং বৈ গুহায়াং
যদ্ভার্গবস্তপসেহাভ্যবিন্দৎ ।
জাজ্বল্যমানমুশনস্তেজসেহ
তৎসাধয়ামাসমহং বরেণ্য ॥ ৩৯

ততো মে ব্রাহ্মণাস্তুষ্টাস্তস্মিন্ কর্মণি সাধিতে ।
সহস্রমৃষয়শ্চাসন্ যে বৈ তত্র সমাগতাঃ ॥ ৪০

আমি আলস্যরহিত হইয়া অনেক মহাযজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করত সেই সব যজ্ঞে স্বর্ণ ও রত্নের রাশি, রত্নময় পর্ব্বত, ধনধান্যসম্পন্ন হাজার হাজার গ্রাম এবং একবার প্রসূতা সহস্র গাভীও ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছি ; কিন্তু সেই পুণ্যের বলেও আমি এখানে আসি নাই ॥ ৩০-৩১

দেব ! ব্রহ্মন্ ! আমি একাদশ দিনসাধ্য এবং চতুর্বিংশতি দিবসসাধ্য দক্ষিণাসহ যজ্ঞ করিয়াছি। বহু অশ্বমেধ যজ্ঞও আমি করিয়াছি এবং ষোলবার আর্কায়ণ যজ্ঞের অনুষ্ঠানও আমি করিয়াছি ; কিন্তু এই সব যজ্ঞের ফলেও আমি এই লোকে আসি নাই। ৩২

চারি ক্রোশ আয়ত ও বিস্তৃত এক চম্পাবৃক্ষসকলের বন ছিল যাহার প্রত্যেক বৃক্ষই রত্ন-ভূষিত, বস্ত্রাবৃত ও কণ্ঠদেশে স্বর্ণমালা, ধৃত ছিল। সেই বনকে আমি দান করিয়াছি, কিন্তু এই দানের প্রভাবেও আমি এই লোকে আসি নাই। ৩৩

আমি ত্রিশ বৎসর ক্রোধ-রহিত হইয়া তুরায়ণনামক দুষ্কর ব্রতপালন করিয়াছি। এই সময় আমি প্রতিদিন নয়শত গো-ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছি ।৩৪

লোকনাথ ! সুরেশ্বর ! ইহার অতিরিক্ত রোহিণী (কপিলা) জাতির বহু সংখ্যক দুগ্ধবতী গাভী এবং বহু সংখ্যক বৃষও ব্রাহ্মণগণকে দিয়াছি ; কিন্তু এই সব দানের ফলেও আমি এই লোকে আসি নাই। ৩৫

ব্রহ্মন্ ! আমি প্রতিদিন এক এক করিয়া ত্রিশ বার অগ্নি-চয়ন এবং যজন করিয়াছি। আট বার সর্ব্বমেধ, সাতবার নরমেধ এবং একশত আঠাশ বার বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়াছি ; কিন্তু দেবেশ্বর ! এই সব যজ্ঞের ফলেও আমি এখানে আসি নাই ।৩৬-৩৭

সরযূ, বাহুদা, গঙ্গা ও নৈমিষারণ্যতীর্থে যাইয়া আমি দশ লক্ষ গোদান করিয়াছি ; কিন্তু এই সবের ফলেও আমি এখানে আসি নাই। কেবল (অনশনব্রতের প্রভাবেই আমার এই দুর্লভ লোক লাভ হইয়াছে।) ॥ ৩৮

প্রথমে ইন্দ্র স্বয়ং অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ইহাকে গুপ্ত রাখিয়াছিলেন। তাহার পর শুক্রাচার্য্য তপস্যার দ্বারা উহার জ্ঞান প্রাপ্ত হন। অনন্তর তাঁহারই তেজে উহার মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র প্রকাশিত হয়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পিতামহ ! আমিও শেষে সেই অনশনব্রতের সাধন আরম্ভ করি। ৩৯

যখন সেই কর্ম্মের পূর্ত্তি হইল, সেই সময় আমার নিকট হাজার ব্রাহ্মণ ও ঋষি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলে আমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। প্রভো ! তাঁহারা সকলে প্রসন্ন

উত্তরৈরপি গচ্ছ ত্বং ব্রহ্মলোকমিতি প্রভো।
প্রীতেনোক্তসহস্রেণ ব্রাহ্মণানামহং প্রভো :
ইমং লোকমনুপ্রাপ্তো মা ভূৎ তেঽত্র বিচারণা ॥ ৪১
কামং যথাবদ্‌বিহিতং বিধাত্রা
পৃষ্টেন বাচ্যং তু ময়া যথাবৎ :
তপো হি নান্যচ্চানশনাম্মতং মে
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ ॥ ৪২
ভীষ্ম উবাচ।
ইত্যুক্তবন্তং ব্রহ্মা তু রাজানং স ভগীরথম্।
পূজয়ামাস পূজার্হং বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ৪৩
তস্মাদনশনৈর্যুক্তো বিপ্রান্ পূজয় নিত্যদা।
বিপ্রাণাং বচনাৎ সর্বং পরত্রেহ চ সিধ্যতি ॥ ৪৪
বাসোভিরন্নৈর্গোভিশ্চ শুভ্রৈর্বেশ্মৈকৈরপি
শুভৈঃ সুরগণৈশ্চাপি তোষ্যা এব দ্বিজাস্তথা ॥
এতদেব পরং গুহ্যমলোভেন সমাচর ॥ ৪৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি ব্রহ্ম-ভগীরথসংবাদে
ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৩

হইয়া আমাকে আজ্ঞা করিলেন যে, তুমি ব্রহ্মলোকে গমন কর। ভগবন্! প্রসন্ন হইয়া সেই হাজার ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদে আমি এই লোকে আসিয়াছি। ইহাতে আপনি অন্ত কোন বিচার করিবেন না। ৪০-৪১

দেবেশ্বর! আমি নিজের ইচ্ছানুসারে বিধি পূর্ব্বক অনশন ব্রতপালন করিয়াছি। আপনি সমস্ত জগতের বিধাতা। আপনি জিজ্ঞাসা করিলে পর সেই সব কথা আমার যথাযথরূপে বলা উচিত বলিয়া আমি এই সব কিছু বলিলাম। আমার মতে অনশনব্রত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্ত কোনও তপস্যা নাই। আপনাকে নমস্কার, আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন। ৪২

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! রাজা ভগীরথ যখন এই কথা বলিলেন, তখন ব্রহ্মা শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে আদরণীয় নরপতিকে বিশেষ আদর-সৎকার করিলেন। ৪৩

অতঃপর তুমিও অনশনব্রতে যুক্ত হইয়া সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণকে পূজা কর; কারণ, ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদে ইহলোক ও পরলোকেও সমস্ত কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৪৪

অন্ন, বস্ত্র, গো ও সুন্দর গৃহ দান করিয়া এবং কল্যাণকারী দেবতাগণের আরাধনা করিয়াও ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করা উচিত। তুমি লোভ ত্যাগ করিয়া এই পরম গোপনীয় ধর্ম্মের আচরণ কর। ৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে ব্রহ্মা ও ভগীরথের সংবাদবিষয়ক ত্র্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[আয়ুষো বৃদ্ধি-ক্ষয়কারিণাং শুভাশুভকর্মণাং বর্ণনপ্রসঙ্গেন গৃহাশ্রমকর্তব্যানাং সবিস্তরং নিরূপণম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
শতায়ুরুক্তঃ পুরুষঃ শতবীর্য্যশ্চ জায়তে।
কস্মান্ম্রিয়ন্তে পুরুষা বালা অপি পিতামহ ॥১
আয়ুষ্মান্ কেন ভবতি অল্পায়ুর্বাপি মানবঃ।
কেন বা লভতে কীর্তিং কেন বা লভতে শ্রিয়ম্ ॥ ২
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ জপ-হোমৈস্তথৌষধৈঃ।
কর্মণা মনসা বাচা তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ৩

চতুরধিক শততম অধ্যায়।

[আয়ুর বৃদ্ধি ও ক্ষয়কারক শুভাশুভ কর্ম্মসকলের বর্ণনাপ্রসঙ্গে গৃহস্থাশ্রমের কর্ত্তব্য সবিস্তরে নিরূপণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—শাস্ত্রে কথিত আছে, মানুষের আয়ু শত বৎসর। সে শতপ্রকার শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু দেখা যায়, কত মানুষ বাল্যকালেই মৃত্যুবরণ করে। এরূপ কেন হয়? ১

মানুষ কোন্ উপায়ে দীর্ঘায়ু হয় অথবা কি কারণে তাহার আয়ু কমিয়া যায়? কোন্ কর্ম্মের দ্বারা সে কীর্ত্তি লাভ করে অথবা কি করিলে তাহার সম্পদ প্রাপ্তি হয়? ২

পিতামহ! মানুষ মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা এবং তপ, ব্রহ্মচর্য্য, জপ, হোম ও ঔষধ প্রভৃতির দ্বারা এই সব প্রাপ্ত হয়, তাহা আমাকে বলুন। ৩

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র তেঽহং প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বমনুপৃচ্ছসি।
অল্পায়ুর্যেন ভবতি দীর্ঘায়ুর্বাপি মানবঃ ॥ ৪
যেন বা লভতে কীর্তিং যেন বা লভতে শ্রিয়ম্।
যথা বর্তয়ন্ পুরুষঃ শ্রেয়সা সম্প্রযুজ্যতে ॥ ৫
আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাল্লভতে শ্রিয়ম্।
আচারাৎ কীর্তিমাপ্নোতি পুরুষঃ প্রেত্য চেহ চ ॥ ৬
দুরাচারো হি পুরুষো নেহায়ুর্বিন্দতে মহৎ।
ত্রসন্তি যস্মাদ্ ভূতানি তথা পরিভবন্তি চ ॥ ৭
তস্মাৎ কুর্যাদিহাচারং যদীচ্ছেদ্ ভূতিমাত্মনঃ।
অপি পাপশরীরস্য আচারো হন্ত্যলক্ষণম্ ॥ ৮
আচারলক্ষণো ধর্মঃ সন্তশ্চারিত্রলক্ষণাঃ।
সাধূনাঞ্চ যথাবৃত্তমেতদাচারলক্ষণম্ ॥ ৯
অপ্যদৃষ্টং শ্রবাদেব পুরুষং ধর্মচারিণম্।
ভূতিকর্মাণি কুর্বাণং তং জনাঃ কুর্বতে প্রিয়ম্ ॥ ১০

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর দিতেছি মানুষ যে কারণে অল্পায়ু হয়, যে উপায়ে দীর্ঘায়ু হয়, যাহার দ্বারা সে কীর্তি লাভ করে, সম্পত্তিভাগী হয় এবং যে আচরণে মানুষের শ্রেয়ের সহিত সংযোগ হয়, এ সবই বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৪-৫

সদাচারের দ্বারাই মানুষের আয়ু লাভ হয়, সদাচারেই সে সম্পত্তি লাভ করে এবং সদাচারের দ্বারাই তাহার ইহলোক ও পরলোকে কীর্তি প্রাপ্তি হয়। ৬

দুরাচারী পুরুষ, যাহা হইতে সমস্ত প্রাণী ভীত হয় ও পরাভূত হয়, এ সংসারে দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারে না। ৭

অতএব মানুষ যদি নিজের কল্যাণ করিতে বাসনা করে, তবে তাহার এ জগতে সদাচার পালন করা উচিত। যাহার সম্পূর্ণ শরীরই পাপময়, সে-ও যদি সদাচার পালন করে, তাহা হইলে সেই সদাচার তাহার শরীর ও মনের মন্দ লক্ষণসকল নষ্ট করিয়া দেয়। ৮

সদাচারই ধর্মের লক্ষণ। সচ্চরিত্রতাই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের পরিচায়ক। সৎপুরুষগণ যেরূপ আচরণ করেন, তাহাই সদাচারের স্বরূপ অথবা লক্ষণ। ৯

যে মানুষ ধর্মের আচরণ করে এবং লোককল্যাণের কার্যে নিরত থাকে, তাহাকে দর্শন না করিলেও তাহার নাম শুনিয়াই সকল মানুষ তাহাকে ভালবাসে। ১০

যে নাস্তিকা নিষ্ক্রিয়াশ্চ গুরুশাস্ত্রাভিলঙ্ঘিনঃ।
অধর্মজ্ঞা দুরাচারাস্তে ভবন্তি গতায়ুষঃ ॥ ১১
বিশীলা ভিন্নমর্যাদা নিত্যং সংকীর্ণমৈথুনাঃ।
অল্পায়ুষো ভবন্তীহ নরা নিরয়গামিনঃ ॥ ১২
সর্বলক্ষণহীনোঽপি সমুদাচারবান্ নরঃ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি ॥ ১৩
অক্রোধনঃ সত্যবাদী ভূতানামবিহিংসকঃ।
অনসূয়ুরজিহ্মশ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি ॥ ১৪
লোষ্টমর্দী তৃণচ্ছেদী নখখাদী চ যো নরঃ।
নিত্যোচ্ছিষ্টঃ সংকুসুকো নেহায়ুর্বিন্দতে মহৎ ॥ ১৫
ব্রাহ্মে মুহূর্তে বুধ্যেত ধর্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ।
উত্থায়াচম্য তিষ্ঠেত পূর্বাং সন্ধ্যাং কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১৬
এবমেবাপরাং সন্ধ্যাং সমুপাসীত বাগ্‌যতঃ।
নেক্ষেতাদিত্যমুদ্যন্তং নাস্তং যান্তং কদাচন ॥ ১৭

যাহারা নাস্তিক, ক্রিয়াহীন, গুরু ও শাস্ত্রের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনকারী, ধর্মকে মানে না এবং দুরাচারী, সেই সব মানুষের আয়ু ক্ষীণ হইয়া যায়। ১১

যে সব মানুষ শীলহীন, সদা ধর্মের মর্যাদা ভঙ্গকারী এবং অন্যের স্ত্রীর সহিত সম্পর্কযুক্ত, তাহারা এজগতে অল্পায়ু হয় ও মৃত্যুর পর নরকে গমন করে। ১২

সর্বপ্রকার শুভ লক্ষণসমূহ হইতে হীন হইলে পরও যে মানুষ সদাচারী, শ্রদ্ধালু এবং দোষদৃষ্টি-রহিত হয়, সে শত বৎসর কাল জীবিত থাকে। ১৩

যে ক্রোধহীন, সত্যবাদী, কোনও প্রাণীর হিংসা করে না, অদোষদর্শী এবং কপটতাশূন্য, সেই মানুষ শতবর্ষ জীবিত থাকে। ১৪

যে মানুষ চরণদ্বারা লোষ্ট্রমর্দন করে তৃণচ্ছেদন করে, নখ চর্বণ করে এবং সর্বদা উচ্ছিষ্ট (অশুচি) ও চঞ্চল থাকে, এরূপ কুলক্ষণযুক্ত মানুষ দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারে না। ১৫

প্রতিদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে (সূর্যোদয়ের পৌনে দুই ঘণ্টা পূর্বে) জাগরিত হইবে এবং ধর্ম ও অর্থ বিষয়ে বিচার করিবে। তারপর শয্যা হইতে উঠিয়া শৌচ-স্নানের পর আচমন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রাতঃকালের সন্ধ্যা করিবে। ১৬

এইভাবে সায়ংকালেও মৌন হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করিবে। উদয় ও অস্তের সময়ে সূর্যের দিকে কদাপি দৃষ্টিপাত করিবে না। ১৭

নোপস্পৃষ্টং ন বারিস্থং ন মধ্যং নভসো গতম্।
ঋষয়ো নিত্যসন্ধ্যত্বাদ্ দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুবন্ ॥ ১৮
তস্মাৎ তিষ্ঠেৎ সদা পূর্বাং পশ্চিমাং চৈব বাগ্যতঃ।
যে ন পূর্বামুপাসন্তে দ্বিজাঃ সন্ধ্যাং ন পশ্চিমাম্ ॥ ১৯
সর্বাংস্তান্ ধার্মিকো রাজা শূদ্রকর্মাণি কারয়েৎ।
পরদারা ন গন্তব্যা সর্ববর্ণেষু কর্হিচিৎ ॥ ২০
ন হীদৃশমনায়ুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরদারোপসেবনম্ ॥ ২১
যাবন্তো রোমকূপাঃ স্যুঃ স্ত্রীণাং গাত্রেষু নির্মিতাঃ।
তাবদ্ বর্ষসহস্রাণি নরকং পর্যুপাসতে ॥ ২২
প্রসাধনঞ্চ কেশানামঞ্জনং দন্তধাবনম্।
পূর্বাহ্ণ এব কার্য্যাণি দেবতানাঞ্চ পূজনম্ ॥ ২৩
পুরীষমূত্রে নোদীক্ষেন্নাধিতিষ্ঠেৎ কদাচন।
নাতিকল্যং নাতিসায়ং ন চ মধ্যন্দিনে স্থিতে ॥ ২৪
নাজ্ঞাতৈঃ সহ গচ্ছেত নৈকো ন বৃষলৈঃ সহ।

পন্থা দেয়ো ব্রাহ্মণায় গোভ্যো রাজভ্য এব চ ॥ ২৫
বৃদ্ধায় ভারতপ্তায় গর্ভিণ্যৈ দুর্বলায় চ।
প্রদক্ষিণঞ্চ কুর্বীত পরিজ্ঞাতান্ বনস্পতীন্ ॥ ২৬
চতুষ্পথান্ প্রকুর্বীত সর্বানেব প্রদক্ষিণান্।
মধ্যন্দিনে নিশাকালে অর্ধরাত্রে চ সর্বদা ॥ ২৭
চতুষ্পথং ন সেবেত উভে সন্ধ্যে তথৈব চ।
উপানহৌ চ বস্ত্রঞ্চ ধৃতমন্যৈর্ন ধারয়েৎ ॥ ২৮
ব্রহ্মচারী চ নিত্যং স্যাৎ পাদং পাদেন নাক্রমেৎ।
অমাবাস্যাং পৌর্ণমাস্যাং চতুর্দশ্যাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২৯
অষ্টম্যাং সর্বপক্ষাণাং ব্রহ্মচারী সদা ভবেৎ।
আক্রোশং পরিবাদঞ্চ পৈশুন্যঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ৩০
নারুন্তুদঃ স্যান্ন নৃশংসবাদী
ন হীনতঃ পরমভ্যাদদীত।
যয়াস্য বাচা পর উদ্বিজেত
ন তাং বদেদ্ রুশতীং পাপলোক্যাম্ ॥ ৩১

গ্রহণ ও মধ্যাহ্নের সময়েও সূর্য্যকে দেখিবে না। জলে স্থিত সূর্য্যের প্রতিবিম্বও দর্শন করিবে না। ঋষিগণ প্রতিদিন সন্ধ্যোপাসনা করিয়াই দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছেন। সেইজন্য সদা মৌন থাকিয়াই দ্বিজমাত্রেরই প্রাতঃকাল ও সায়ংকালের সন্ধ্যা অবশ্য করা উচিত। ১৮½

যে দ্বিজগণ প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে না এবং সায়ংসন্ধ্যাও করিবে না, ধার্ম্মিক রাজা তাহাদের দিয়া শূদ্রোচিত কর্মসকল করাইবেন। ১৯½

কোনও বর্ণের পুরুষেরই কখনও পরস্ত্রীর সহিত সংসর্গ করা উচিত নয়। পরস্ত্রী-সেবনে মানুষের আয়ু যতখানি ক্ষয় হইয়া যায়। জগতে পরস্ত্রীসংসর্গের তুল্য পুরুষের আয়ুর্নষ্টকারী অন্য কোন কার্য্য নাই। ২০-২১

স্ত্রীগণের শরীরে যত রোমকূপ আছে, তত হাজার বৎসর পর্য্যন্ত ব্যভিচারী পুরুষ নরকে পতিত থাকে। ২২

কেশসমূহের প্রসাধন, চক্ষুতে অঞ্জনলেপন, দন্তধাবন ও দেবতাগণের পূজা—এই সব কার্য্য দিনের প্রথম প্রহরেই করা কর্তব্য। ২৩

মল-মূত্র দেখিবে না, ইহাদের উপর দাঁড়াইবে না। না অতিশয় প্রাতঃকালে, না অধিক সন্ধ্যায় এবং না মধ্যাহ্নকালে কোথাও বাহিরে যাইবে। অপরিচিত পুরুষগণের সহিতও কোথাও যাত্রা করিবে না। শূদ্রগণের সহিত এবং একাকীও কোথাও যাইবে না। ২৪½

ব্রাহ্মণ, গো, রাজা, বৃদ্ধ পুরুষ, গর্ভিণী স্ত্রী, দুর্বল ও ভারপীড়িত মানুষ যদি সম্মুখে আসে, তবে স্বয়ং সরিয়া যাইয়া তাঁহাদের অগ্রে যাইবার পথ প্রদান করিবে। ২৫½

পথে যাইবার সময় অশ্বত্থাদি পরিচিত বৃক্ষসকল এবং সমস্ত চতুষ্পথ (চৌরাস্তা)-কে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইবে। ২৬½

মধ্যাহ্নকালে, রাত্রিতে, বিশেষতঃ অর্দ্ধরাত্রের সময় এবং উভয় সন্ধ্যায় (প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে) সময়ে কখনও চতুষ্পথে থাকিবে না। ২৭½

অপরের পরিহিত বস্ত্র ও জুতা ধারণ করিবে না। সর্বদা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে। পায়ের দ্বারা পাকে দাবাইবে না। সকল পক্ষের অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী তিথিতে সদা ব্রহ্মচারী থাকিবে—স্ত্রীর সহিত সমাগম করিবে না। কাহারও প্রতি আক্রোশ, নিন্দা ও খলতা করিবে না ॥ ২৮-৩০

কাহারও মর্মে আঘাত করিবে না। ক্রূরতাপূর্ণ বাক্য বলিবে না। নিম্নাক দেখাইবে না। যে বাক্যের দ্বারা অপরের উদ্বেগ হয়, সেরূপ কর্কশ বাক্য পাপীদিগের লোকে লইয়া যায়, অতএব এতাদৃশ অমঙ্গলকর বাক্য কখনও বলিবে না। ৩১

বাক্‌সায়কা বদনান্নিষ্পতন্তি
যৈরাহতঃ শোচতি রাত্র্যহানি ।
পরস্য বা মর্মসু যে পতন্তি
তান্ পণ্ডিতো নাবসৃজেৎ পরেষু ॥ ৩২
রোহতে সায়কৈর্বিদ্ধং বনং পরশুনা হতম্ ।
বাচা দুরুক্তং বীভৎসং ন সংরোহতি বাক্‌ক্ষতম্ ॥ ৩৩
কর্ণিনালীক-নারাচান্ নির্হরন্তি শরীরতঃ ।
বাক্‌শল্যস্তু ন নির্হর্তুং শক্যো হৃদিশয়ো হি সঃ ॥ ৩৪
হীনাঙ্গানতিরিক্তাঙ্গান্ বিদ্যাহীনান্ বিগর্হিতান্ ।
রূপ-দ্রবিণহীনাংশ্চ সত্ত্বহীনাংশ্চ নাক্ষিপেৎ ॥ ৩৫
নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনম্ ।
দ্বেষস্তম্ভোঽভিমানঞ্চ তৈক্ষ্ণ্যঞ্চ পরিবর্জয়েৎ ॥ ৩৬
পরস্য দণ্ডং নোদ্যচ্ছেৎ ক্রুদ্ধো নৈনং নিপাতয়েৎ ।
অন্যত্র পুত্রাচ্ছিষ্যাচ্চ শিক্ষার্থং তাড়নং স্মৃতম্ ॥ ৩৭
ন ব্রাহ্মণান্ পরিবদেন্নক্ষত্রাণি ন নির্দিশেৎ ।
তিথিং পক্ষস্য ন ব্রূয়াৎ তথাস্যায়ুর্ন রিষ্যতে ॥ ৩৮
(অমাবাস্যামৃতে নিত্যং দন্তধাবনমাচরেৎ ।
ইতিহাস-পুরাণানি দানং বেদঞ্চ নিত্যশঃ ॥
গায়ত্রীমননং নিত্যং কুর্য্যাৎ সন্ধ্যাং সমাহিতঃ ॥)
কৃত্বা মূত্রপুরীষে তু রথ্যামাক্রম্য বা পুনঃ ।
পাদপ্রক্ষালনং কুর্য্যাৎ স্বাধ্যায়ে ভোজনে তথা ॥৩৯
ত্রীণি দেবাঃ পবিত্রাণি ব্রাহ্মণানামকল্পয়ন্ ।
অদৃষ্টমদ্ভির্নির্ণিক্তং যচ্চ বাচা প্রশস্যতে ॥ ৪০
সংযাবং কৃসরং মাংসং শষ্কুলীং পায়সং তথা ।
আত্মার্থং ন প্রকর্তব্যং দেবার্থং তু প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪১
নিত্যমগ্নিং পরিচরেদ্ ভিক্ষাং দদ্যাচ্চ নিত্যদা ।
বাগ্‌যতো দন্তকাষ্ঠঞ্চ নিত্যমেব সমাচরেৎ ॥ ৪২
(ন সংধ্যায়াং স্বপেন্নিত্যং স্নায়াচ্ছুচিঃ সদা ভবেৎ ।)
ন চাভ্যুদিতশায়ী স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তী তথা ভবেৎ ।
মাতাপিতরমুত্থায় পূর্বমেবাভিবাদয়েৎ ॥ ৪৩

বাক্যরূপী বাণ মুখ হইতে নির্গত হয়, যাহার দ্বারা আহত হইয়া মানুষ দিবারাত্র শোকে পতিত হয়। অতএব যে বাক্য অপরের মর্মস্থানে আঘাত করে, এরূপ বাক্য বিদ্বান্ পুরুষ অপর ব্যক্তিগণের প্রতি কখনও বলিবেন না। ৩২

বাণসমূহে বিদ্ধ ও কুঠারের দ্বারা খণ্ডিত বন পুনরায় অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু দুর্বাক্যরূপী অস্ত্রের দ্বারা উৎপন্ন ভয়ঙ্কর ক্ষত কখনও পূর্ণ হয় না। ৩৩

কর্ণি, নালীক ও নারাচ—ইহারা যদি দেহে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, তবে চিকিৎসক মানুষ তাহাদিগকে দেহ হইতে নিঃসারিত করিয়া থাকে, কিন্তু বাক্যরূপী বাণকে নিঃসারণ করা অসম্ভব ; কারণ, সে হৃদয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। ৩৪

হীনাঙ্গ (অন্ধ-কাণ প্রভৃতি), অধিকাঙ্গ (অঙ্গুলি প্রভৃতি), বিদ্যাহীন, নিন্দিত, কুরূপ, নির্ধন ও দুর্বল মনুষ্যগণকে আক্ষেপ (নিন্দা) করা উচিত নয় ।৩৫

নাস্তিকতা, বেদের নিন্দা, দেবতাগণের কুৎসা করা, দ্বেষ, উদ্ধতা, অভিমান ও কঠোরতা—এই সব দুর্গুণ পরিত্যাগ করা উচিত। ৩৬

ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্র বা শিষ্য ব্যতীত অন্য কাহারও উপর দণ্ড দ্বারা আঘাত করিবে না এবং ভূতলেও পাতিত করিবে না। কিন্তু শিক্ষার জন্য পুত্র বা শিষ্যকে তাড়না করা উচিত বলা হইয়াছে। ৩৭

ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করিবে না, গৃহে গৃহে ঘুরিয়া নক্ষত্র ও কোনও পক্ষের তিথি বলিবে না। এরূপ করিলে মানুষের আয়ু অবশিষ্ট থাকে না। ৩৮

(অমাবস্যা ব্যতীত প্রতিদিন দন্তধাবন করিবে। ইতিহাস, পুরাণপাঠ, বেদের স্বাধ্যায়, দান, একাগ্রচিত্ত হইয়া সন্ধ্যোপাসনা ও গায়ত্রী মন্ত্র জপ—এই সব কার্য্য নিত্য করা কর্তব্য) মল-মূত্র ত্যাগের পর এবং পথ চলিবার পর ও স্বাধ্যায় এবং ভোজন করিবার পূর্বে পাদ ধৌত করা উচিত। ৩৯

যাহার উপর কাহারও দূষিত দৃষ্টি পতিত হয় নাই, যাহা জলের দ্বারা ধৌত করা হইয়াছে এবং যাহাকে ব্রাহ্মণগণ বাক্যের দ্বারা প্রশংসা করেন—এই তিনটি বস্তু দেবতারা ব্রাহ্মণদিগকে উপভোগের যোগ্য ও পবিত্র বলিয়া অভিহিত করেন ।৪০

যবের পালো, খিচুড়ী, মাংস, শষ্কুলী (ঘৃতপক্ব গমচূর্ণ-পিষ্টক) ও পায়স—এই সব বস্তু নিজের জন্য প্রস্তুত করিবে না। দেবতাগণকে অর্পণ করিবার জন্যই ইহাদের প্রস্তুত করিবে। ৪১

প্রতিদিন অগ্নির সেবা করিবে, নিত্য প্রতি ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিবে এবং মৌন হইয়া প্রতিদিন দন্তধাবন করিবে। ৪২

সায়ংকালে শয়ন করিবে না, নিত্য স্নান করিবে এবং সদা পবিত্র হইয়া থাকিবে। সূর্যোদয় হইবার সময় শুইয়া থাকিবে না। যদি কোনদিন এরূপ হইয়া যায়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয়ন হইতে উঠিবার পর প্রথমে মাতা-

আচার্য্যমথবাপ্যন্যং তথাযুর্বিন্দতে মহৎ।
বর্জয়েদ্ দন্তকাষ্ঠানি বর্জনীয়ানি নিত্যশঃ ॥ ৪৪
ভক্ষয়েচ্ছাস্ত্রদৃষ্টানি পর্বস্বপি বিবর্জয়েৎ।
উদঙ্মুখশ্চ সততং শৌচং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥৪৫
অকৃত্বা দেবপূজাঞ্চ নাচরেদ্ দন্তধাবনম্।
অকৃত্বা দেবপূজাঞ্চ নাভিগচ্ছেৎ কদাচন।
অন্যত্র তু গুরুং বৃদ্ধং ধার্মিকং বা বিচক্ষণম্ ॥ ৪৬
অবলোক্যো ন চাদর্শো মলিনো বুদ্ধিমত্তরৈঃ
ন চাজ্ঞাতাং স্ত্রিয়ং গচ্ছেদ্ গর্ভিণীং বা কদাচন ॥ ৪৭
(দারসংগ্রহণাৎ পূর্বং নাচরেন্মৈথুনং বুধঃ।
অন্যথা হ্যবকীর্ণঃ স্যাৎ প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥
নোদীক্ষেৎ পরদারাংশ্চ রহস্যেকাসনো ভবেৎ।
ইন্দ্রিয়াণি সদা যচ্ছেৎ স্বপ্নে শুদ্ধমনা ভবেৎ ॥)
উদক্‌শিরা ন স্বপেত্ত তথা প্রত্যক্‌শিরা ন চ।
প্রাক্‌শিরাস্তু স্বপেদ্ বিদ্বানথবা দক্ষিণাশিরাঃ ॥ ৪৮

পিতাকে প্রণাম করিবে। তারপর আচার্য্য ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে প্রণাম করিবে। ইহাতে দীর্ঘায়ু লাভ হয় ॥ ৪৩½

শাস্ত্রে যে সব কাষ্ঠকে দন্তধাবনে নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে, সেই সব কাষ্ঠকে সর্ব্বদাই পরিত্যাগ করিবে। শাস্ত্রবিহিত কাষ্ঠের দ্বারাই দন্তধাবন করিবে; কিন্তু পর্ব্বদিনে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া দিবে ॥ ৪৪½

সদা একাগ্রচিত্ত হইয়া দিনের বেলায় উত্তর মুখেই মল-মূত্র ত্যাগ করিবে। দন্তধাবন না করিয়া দেবতাগণের পূজা করিবে না ॥ ৪৫½

দেবপূজা না করিয়া গুরু, বৃদ্ধ, ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট যাইবে না ॥ ৪৬½

অতিশয় বুদ্ধিমান্ পুরুষগণের মলিন দর্পণে কখনও নিজেদের মুখ দেখা উচিত নয়। অপরিচিতা ও গর্ভিণী স্ত্রীর নিকটেও যাইবে না ॥ ৪৭

(বিদ্বান্ পুরুষ বিবাহের পূর্ব্বে কখনও মৈথুন করিবেন না, অন্যথা তিনি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হইবেন। এরূপ অবস্থায় প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। তিনি পরের স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না এবং নির্জ্জনে তাহার সহিত একাসনে উপবেশনও করিবেন না। ইন্দ্রিয়গণকে সর্বদা নিজের বশীভূত করিয়া রাখিবেন। স্বপ্নেও শুদ্ধ মন হইয়া থাকিবেন।) উত্তর ও পশ্চিম দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবে না। বিদ্বান্ পুরুষ পূর্ব্বে অথবা দক্ষিণ দিকে মস্তক রাখিয়াই শয়ন করিবেন ॥ ৪৮

ন ভগ্নে নাবশীর্ণে চ শয়নে প্রস্বপীত চ।
নান্তর্ধানে ন সংযুক্তে ন চ তির্য্যক্ কদাচন ॥ ৪৯
ন চাপি গচ্ছেৎ কার্য্যেণ সময়াদ্ বাপি নাস্তিকৈঃ।
আসনং তু পদাকৃষ্য ন প্রসজ্জেৎ তথা নরঃ ॥ ৫০
ন নগ্নঃ কর্হিচিৎ স্নায়ান্ন নিশায়াং কদাচন.
স্নাত্বা চ নাবমৃজ্যেত গাত্রাণি সুবিচক্ষণঃ ॥ ৫১
ন চানুলিম্পেদস্নাত্বা স্নাত্বা বাসো ন নির্ধুনেৎ।
ন চৈবার্দ্রাণি বাসাংসি নিত্যং সেবেত মানবঃ ॥ ৫২
স্রজশ্চ নাবকৃষ্যেত ন বহির্ধারয়ীত চ।
উদক্যয়া চ সম্ভাষাং ন কুর্বীত কদাচন ॥ ৫৩
নোৎসৃজেত পুরীষঞ্চ ক্ষেত্রে গ্রামস্য চান্তিকে।
উভে মূত্রপুরীষে তু নাপ্সু কুর্য্যাৎ কদাচন ॥ ৫৪
(দেবালয়েঽথ গোবৃন্দে চৈত্যে শস্যেষু বিশ্রমে।
ভক্ষ্যান্ ভুক্ত্বা ক্ষুতেঽধ্বানং গত্বা মূত্রপুরীষয়োঃ ॥

না ভগ্ন খাটে এবং না জীর্ণ শীর্ণ (নড়বড়ে) খাটে শয়ন করিবে। অন্ধকারে স্থিত শয্যায় সহসা আসিয়া শয়ন করিবে না। (আলো জ্বালিয়া তাহা ভালভবে দেখিয়াই শয়ন করিতে হয়।) অন্য কাহারও সহিত এক খাটে শয়ন করা উচিত নয়। এইরূপ পালঙ্কের উপরেও তির্য্যক্‌ভাবে নয়, সরলভাবেই শয়ন করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৯

নাস্তিকগণের সহিত কোনও কার্য্য করিবার সময় আসিলেও তথায় যাইবে না। তাহার সহিত শপথ বা প্রতিজ্ঞাও করিবে না। তাহার সহিত কোথাও যাত্রা করিবে না। আসনকে পদের দ্বারা টানিয়া আনিয়া তাহার উপর বসিবে না ॥ ৫০

বিদ্বান্ পুরুষ কখনও নগ্ন হইয়া স্নান করিবেন না। রাত্রিতে কখনও স্নান করিবেন না। স্নানের পর নিজের গাত্রে তৈলাদি মর্দ্দন করাইবেন না ॥ ৫১

স্নান না করিয়া নিজের অঙ্গে চন্দন বা অন্য কোনও অঙ্গরাগ লেপন করিবে না। স্নান করিবার পর পরিহিত বস্ত্রকে কাঁপাইবে না। আর্দ্রবস্ত্র মানুষ সর্ব্বদা পরিধান করিবে না ॥৫২

কণ্ঠে যুক্ত মাল্যকে কখনও টানিবে না। উত্তরীয় বস্ত্রের উপরে মাল্য ধারণ করিবে না। রজস্বলা স্ত্রীর সহিত কখনও বার্ত্তালাপ করিবে না ॥ ৫৩

ত্রিরাচামেদ্ যথাক্তায়ং হৃদ্গতং তু পিবন্নপঃ ॥)
অন্নং বুভুক্ষমাণস্তু ত্রির্মুখেন স্পৃশেদপঃ।
ভুক্ত্বা চান্নং তথৈব ত্রির্দ্বিঃ পুনঃ পরিমার্জ্জয়েৎ ॥ ৫৫
প্রাঙ্‌মুখো নিত্যমশ্নীয়াদ্ বাগ্‌যতোঽন্নমকুৎসয়ন্।
প্রস্কন্দয়েচ্চ মনসা ভুক্ত্বা চাগ্নিমুপস্পৃশেৎ ॥ ৫৬
আয়ুষ্যং প্রাঙ্‌মুখো ভুঙ্‌ক্তে যশস্যং দক্ষিণামুখঃ।
ধন্যং পশ্চান্মুখো ভুঙ্‌ক্তে ঋতং ভুঙ্‌ক্তে উদঙ্‌মুখঃ ॥ ৫৭
অগ্নিমালভ্য তোয়েন সর্বান্ প্রাণানুপস্পৃশেৎ।
গাত্রাণি চৈব সর্বাণি নাভিং পাণিতলে তথা ॥ ৫৮
নাধিতিষ্ঠেৎ তুষং জাতু কেশভস্মকপালিকাঃ।
অন্যস্য চাপ্যবস্নাতং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৯
শান্তিহোমাংশ্চ কুর্বীত সাবিত্রাণি চ ধারয়েৎ
নিষণ্ণশ্চাপি খাদেত ন তু গচ্ছন্ কদাচন ॥ ৬০
মূত্রং নোত্তিষ্ঠতা কার্য্যং ন ভস্মনি ন গোব্রজে।
আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জীত নার্দ্রপাদস্তু সংবিশেৎ ॥ ৬১
আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জানো বর্ষাণাং জীবতে শতম্।
ত্রীণি তেজাংসি নোচ্ছিষ্ট আলভেত কদাচন ॥ ৬২
অগ্নিং গাং ব্রাহ্মণং চৈব তথা হ্যায়ুর্ন রিষ্যতে।
ত্রীণি তেজাংসি নোচ্ছিষ্ট উদীক্ষেত কদাচন ॥ ৬৩
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ চৈব নক্ষত্রাণি চ সর্বশঃ।
ঊর্দ্ধং প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আয়তি ॥ ৬৪
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে।
অভিবাদয়ীত বৃদ্ধাংশ্চ দদ্যাচ্চৈবাসনং স্বয়ম্ ॥ ৬৫

শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে ও গ্রামের নিকটে মলত্যাগ করিবে না এবং জলের উপর কখন মল ও মূত্র—এই উভয়ই ত্যাগ করিবে না ।৫৪

(দেবমন্দির, গো-সমুদায়, দেবসম্বন্ধী বৃক্ষ ও বিশ্রাম স্থানের নিকটে এবং শস্যপূর্ণক্ষেত্রেও মল-মূত্র ত্যাগ করা উচিত নয়। ভোজন করিলে পর, হাঁচি আসিলে পর, পথ চলিলে পর এবং মল-মূত্র ত্যাগের পর যথোচিত শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া দুই বার আচমন করিবে। আচমনকালে এরূপ জলপান করিবে, যাহা হৃদয় পর্য্যন্ত যাইবে।)

ভোজন করিতে ইচ্ছুক পুরুষ প্রথমে তিনবার মুখের দ্বারা জলের স্পর্শ (আচমন) করিবে। অনন্তর ভোজনের পরেও তিনবার আচমন করিবে। তারপর অঙ্গুষ্ঠের মূলভাগের দ্বারা দুইবার মুখ মার্জন করিবে। ৫৫

মানুষ প্রতিদিন পূর্ব্বমুখে মৌন হইয়া ভোজন করিবে। ভোজন করিবার সময় পরিবেশিত অন্নের নিন্দা করিবে না। কিঞ্চিন্মাত্র অন্ন পাত্রেতে রাখিয়া দিবে এবং ভোজন করত মনে মনেই অগ্নিদেবকে স্মরণ করিবে। ৫৬

যে মানুষ পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া ভোজন করে, তাহার দীর্ঘায়ু, যে দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া ভোজন করে, তাহার যশ, যে পশ্চিম-দিকে মুখ করিয়া ভোজন করে, তাহার ধন, যে উত্তরদিকে মুখ করিয়া ভোজন করে, তাহার সত্য লাভ হয়। ৫৭

(মনের দ্বারা) অগ্নিকে স্পর্শ করত জলের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়-গণকে, সকল অঙ্গকে, নাভিকে এবং দুই হস্ততলকে স্পর্শ করিবে। ৫৮

তুষ (তুষি), ভস্ম, কেশ ও মৃতের মস্তকের খুলির (বা ভগ্ন ঘটপ্রভৃতির) উপরে কখনও বসিবে না। অপরের স্নান করা জলকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে। ৫৯

শান্তি-হোম করিবে, সাবিত্র-সংজ্ঞক মন্ত্রসমূহ জপ করিবে এবং স্বাধ্যায় করিবে। বসিয়াই ভোজন করিবে, চলিতে চলিতে কখনও ভোজন করিবে না। ৬০

দাঁড়াইয়া থাকিয়া প্রস্রাব করিবে না। না ভস্মের উপর এবং না গোশালায় মল-মূত্র ত্যাগ করিবে। আর্দ্রপদে ভোজন করিবে, কিন্তু আর্দ্রপদে কখনও শয়ন করিবে না। ৬১

আর্দ্রপদে ভোজনকারী মানুষ শতবৎসর জীবনধারণ করে। ভোজন করিয়া হস্ত-পদ ধৌত না করিলে মানুষ উচ্ছিষ্ট (অপবিত্র) থাকে। এরূপ অবস্থায় তাহার অগ্নি, গো ও ব্রাহ্মণ --এই তিন তেজস্বীকে স্পর্শ করা উচিত নয়। এরূপ আচরণ করিলে আয়ু নাশ হইয়া যায়। ৬২½

উচ্ছিষ্ট মানুষের সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসকল—এই ত্রিবিধ তেজের দিকে কখনও দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়। ৬৩½

বৃদ্ধ মানুষ আসিলে পর তরুণ মানুষের প্রাণ উৎক্রান্ত হইতে (উপরের দিকে উঠিতে) থাকে। এরূপ অবস্থায় সে যখন দণ্ডায়মান হইয়া বৃদ্ধ পুরুষগণকে স্বাগত-সৎকার ও প্রণাম করে, তখন সেই প্রাণ পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। ৬৪½

সেইজন্য যখন কোনও বৃদ্ধ পুরুষ নিজের নিকটে আসিবেন, তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিবার আসন দিবে এবং স্বয়ং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সেবায় উপস্থিত থাকিবে। যখন তিনি গমন করিবেন, তখন তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে কিয়দ্দূরে গমন করিবে। ৬৫½

কৃতাঞ্জলিরুপাসীত গচ্ছন্তং পৃষ্ঠতোহন্বিয়াৎ।
ন চাসীতাসনে ভিন্নে ভিন্নকাংস্যঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ ৬৬
নৈকবস্ত্রেণ ভোক্তব্যং ন নগ্নঃ স্নাতুমর্হতি।
স্বপ্তব্যং নৈব নগ্নেন ন চোচ্ছিষ্টোহপি সংবিশেৎ ॥ ৬৭
উচ্ছিষ্টো ন স্পৃশেচ্ছীর্ষং সর্বে প্রাণাস্তদাশ্রয়াঃ।
কেশগ্রহং প্রহারাংশ্চ শিরস্যেতান্ বিবর্জয়েৎ ॥ ৬৮
ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং কণ্ডূয়েদাত্মনঃ শিরঃ।
ন চাভীক্ষ্ণং শিরঃ স্নায়াৎ তথাস্যায়ুর্ন রিষ্যতে ॥ ৬৯
শিরঃস্নাতস্তু তৈলেন নাঙ্গং কিঞ্চিদপি স্পৃশেৎ।
তিলসৃষ্টং ন চাশ্নীয়াৎ তথাস্যায়ুর্ন রিষ্যতে ॥ ৭০
নাধ্যাপয়েৎ তথোচ্ছিষ্টো নাধীয়ীত কদাচন।
বাতে চ পূতিগন্ধে চ মনসাপি ন চিন্তয়েৎ ॥ ৭১
অত্র গাথা যমোদ্গীতাঃ কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ।
আয়ুরস্য নিকৃন্তামি প্রজাস্তস্যাদদে তথা ॥ ৭২
উচ্ছিষ্টো যঃ প্রাদ্রবতি স্বাধ্যায়ং চাধিগচ্ছতি।
যশ্চানধ্যায়কালেহপি মোহাদভ্যসতি দ্বিজঃ ॥ ৭৩
তস্য বেদঃ প্রণশ্যেত আয়ুশ্চ পরিহীয়তে।
তস্মাদ্ যুক্তো হ্যনধ্যায়ে নাধীয়ীত কদাচন ॥ ৭৪
প্রত্যাদিত্যং প্রত্যনলং প্রতি গাঞ্চ প্রতি দ্বিজান্।
যে মেহন্তি চ পন্থানং তে ভবন্তি গতায়ুষঃ ॥ ৭৫
উভে মূত্র-পুরীষে তু দিবা কুর্যাদুদঙ্মুখঃ।
দক্ষিণাভিমুখো রাত্রৌ তথা হ্যায়ুর্ন রিষ্যতে ॥ ৭৬
ত্রীন্ কৃশান্ নাবজানীয়াদ্ দীর্ঘমায়ুর্জিজীবিষুঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং সর্পং সর্বে হ্যাশীবিষাস্ত্রয়ঃ ॥ ৭৭
দহত্যাশীবিষঃ ক্রুদ্ধো যাবৎ পশ্যতি চক্ষুষা;
ক্ষত্রিয়োহপি দহেৎ ক্রুদ্ধো যাবৎ স্পৃশতি তেজসা ॥ ৭৮
ব্রাহ্মণস্তু কুলং হন্যাদ্ ধ্যানেনাবেক্ষিতেন চ।
তস্মাদেতৎ ত্রয়ং যত্নাদুপসেবেত পণ্ডিতঃ ॥ ৭৯
গুরুণা চৈব নির্বন্ধো ন কর্তব্যঃ কদাচন।
অনুমান্যঃ প্রসাদ্যশ্চ গুরুঃ ক্রুদ্ধো যুধিষ্ঠির ॥ ৮০

ভিন্ন (ভগ্ন বা ছিন্ন) আসনে বসিবে না। ভগ্ন কাংস্যপাত্রকে পরিত্যাগ করিবে। একটি বস্ত্র পরিধান করিয়া ভোজন করিবে না (সঙ্গে গামছাও রাখিবে)। নগ্ন হইয়া স্নান করিবে না। ৬৬½

উচ্ছিষ্ট অবস্থাতেও শয়ন করিবে না। নগ্ন হইয়া শয়ন করিবে না। উচ্ছিষ্ট হস্তে মস্তক স্পর্শ করিবে না; কারণ, সমস্ত প্রাণ মস্তক আশ্রয় করিয়াই থাকে। ৬৭½

মস্তকের কেশ ধরিয়া আকর্ষণ করা এবং মস্তকের উপর আঘাত করা পরিত্যাগ করিবে। দুই হস্তকে একত্রে জড়াইয়া নিজের মস্তক চুলকাইবে না, বারংবার মস্তকে জল দিয়া স্নান করিবে না। এরূপ আচরণ করিলে আয়ু নষ্ট হয় না। ৬৮-৬৯

মস্তকে তৈল মাখিবার পর সেই হস্তে অন্য অঙ্গসমূহে স্পর্শ করিবে না এবং তিলের দ্বারা নির্মিত পদার্থ ভক্ষণ করিবে না। এরূপ করিলে মানুষের আয়ু ক্ষীণ হইয়া যায় না। ৭০

উচ্ছিষ্ট মুখে পড়াইবে না এবং উচ্ছিষ্ট অবস্থায় স্বয়ংও কখনও অধ্যয়ন করিবে না। যদি দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসারিত হইতে থাকে, তবে মনের দ্বারাও অধ্যয়নের চিন্তা করিবে না। ৭১

প্রাচীন ইতিহাসবিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ এ বিষয়ে যমরাজ কর্তৃক গীত গাথাসমূহ কীর্তন করেন—(যমরাজ বলেন যে,) যে মানুষ উচ্ছিষ্ট মুখে উঠিয়া দৌড়াইতে থাকে এবং অধ্যয়ন করে, আমি তাহার আয়ু নষ্ট করিয়া দিই ও তাহার সন্তানদিগকেও আমি লইয়া আসি। যে দ্বিজ মোহবশতঃ অনধ্যায়ের সময়েও অধ্যয়ন করে, তাহার বৈদিক জ্ঞান ও আয়ুও নষ্ট হইয়া যায়। অতএব সাবধানী পুরুষ নিষিদ্ধ সময়ে কখনও বেদাধ্যয়ন করিবে না ॥ ৭২-৭৪

যাহারা সূর্য্য, অগ্নি ও ব্রাহ্মণগণের দিকে মুখ করিয়া প্রস্রাব করে এবং যাহারা পথের মধ্যে প্রস্রাব করে, তাহারা গতায়ু হইয়া যায়। ৭৫

মল ও মূত্র এই উভয়ই দিনের বেলায় উত্তর মুখে এবং রাত্রিকালে দক্ষিণমুখে ত্যাগ করিবে। এরূপ করিলে আয়ুর ক্ষয় হয় না। ৭৬

যাহার দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবার বাসনা আছে, সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও সর্প—এই তিন জনকে দুর্বল হইলেও অবজ্ঞা করিবে না; কারণ, ইহাদের সকলেরই বিষ অতিশয় তীক্ষ্ণ। ৭৭

ক্রুদ্ধ সর্প যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি যাইবে, ততদূর পর্য্যন্ত দাহিত হয়। ক্ষত্রিয়ও কুপিত হইলে পর নিজের শক্তিবলে শত্রুকে দগ্ধ করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ যখন ক্রুদ্ধ হন, তখন তিনি নিজের দৃষ্টি ও সঙ্কল্পের দ্বারা অপমানকারী পুরুষের সম্পূর্ণ কুলকে দগ্ধ করিয়া থাকেন; সেইজন্য বিজ্ঞ মানুষ যত্ন সহকারে এই তিন জনের সেবা করিয়া যাইবেন। ৭৮-৭৯

গুরুর সহিত কখনও হঠতা করা উচিত নয়। যদি গুরু

সম্যঙ্ মিথ্যাপ্রবৃত্তেঽপি বর্তিতব্যং গুরাবিহ।
গুরুনিন্দা দহত্যায়ুর্মনুষ্যাণাং ন সংশয়ঃ ॥ ৮১
দূরাদাবসথান্মূত্রং দূরাৎ পাদাবসেচনম্।
উচ্ছিষ্টোৎসর্জনং চৈব দূরে কার্য্যং হিতৈষিণা ॥ ৮২
রক্তমাল্যং ন ধার্য্যং স্যাচ্ছুক্লং ধার্য্যং তু পণ্ডিতৈঃ।
বর্জয়িত্বা তু কমলং তথা কুবলয়ং প্রভো ॥ ৮৩
রক্তং শিরসি ধার্য্যং তু তথা বানেয়মিত্যপি।
কাঞ্চনীয়াপি মালা যা ন সা দুষ্যতি কর্হিচিৎ ॥ ৮৪
স্নাতস্য বর্ণকং নিত্যমার্দ্রং দদ্যাদ্ বিশাম্পতে।
বিপর্য্যয়ং ন কুর্বীত বাসসো বুদ্ধিমান্ নরঃ ॥ ৮৫
তথা নান্যধৃতং ধার্য্যং ন চাপদশমেব চ।
অন্যদেব ভবেদ্ বাসঃ শয়নীয়ে নরোত্তম ॥ ৮৬
অন্যদ্ রথ্যাসু দেবানামর্চায়ামন্যদেব হি।
প্রিয়ঙ্গু-চন্দনাভ্যাঞ্চ বিল্বেন তগরেণ চ ॥ ৮৭

অপ্রসন্ন হন, তবে সর্বদা মান দান করত তাহাকে প্রসন্ন করিতে হইবে। ৮০

গুরু যদি প্রতিকূল আচরণও করেন; তবে তাঁহার সহিত উত্তম আচরণই করিয়া যাইবে; কারণ, গুরুনিন্দা মানুষের আয়ুকে দগ্ধ করিয়া দেয়,—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৮১

নিজের হিতকামী মানুষ গৃহ হইতে দূরে যাইয়া প্রস্রাব করিবে, দূরেই পাদধৌত করিবে এবং দূরেই উচ্ছিষ্ট পরিত্যাগ করিবে। ৮২

প্রভো! বিদ্বান্ পুরুষগণ রক্ত পুষ্পের মাল্য ধারণ করিবে না, শ্বেতপুষ্পের মাল্যই ধারণ করিবেন; কিন্তু এই নিয়ম পদ্মপুষ্প, কুবলয়(উৎপল) ত্যাগ করিয়া মানিতে হইবে অর্থাৎ পদ্ম ও কুবলয় রক্তবর্ণ হইলেও ধারণ করা চলিবে। ৮৩

রক্তবর্ণের পুষ্প ও বনজাত পুষ্প মস্তকে ধারণ করিতে হইবে। স্বর্ণের মাল্য পরিধান করিলেও কখনও অশুদ্ধ হয় না। ৮৪

প্রজানাথ! স্নানের পর মানুষের নিজের ললাটে তরলচন্দন লেপন করা উচিত। বুদ্ধিমান্ মানুষ কখনও নিজের বস্ত্রের বৈপরীত্য করিবেন না অর্থাৎ উত্তরীয় বস্ত্রকে অধোবস্ত্রের স্থানে এবং অধোবস্ত্রকে উত্তরীয়ের স্থানে পরিধান করিবেন না। ৮৫

নরশ্রেষ্ঠ! অপরের পরিহিত বস্ত্র পরিধান করিবে না। যাহার পাড় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এরূপ বস্ত্রও পরিধান করিবে না। শয়ন করিবার জন্য পৃথক্ বস্ত্র থাকা আবশ্যক। রাজপথে পরিভ্রমণ করিবার সময় এক বস্ত্র এবং দেবতাগণের পূজা করিবার সময় অন্য বস্ত্র রাখিতে হইবে। ৮৬½

পৃথগেবানুলিম্পেত কেশরেণ চ বুদ্ধিমান্।
উপবাসঞ্চ কুর্বীত স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ ॥ ৮৮
পর্বকালেষু সর্বেষু ব্রহ্মচারী সদা ভবেৎ।
সমানমেকপাত্রে তু ভুঞ্জেন্নান্নং জনেশ্বরঃ ॥ ৮৯
নালীঢ়য়া পরিহতং ভক্ষয়ীত কদাচন।
তথা নোদ্ধৃতসারাণি প্রেক্ষতে নাপ্রদায় চ ॥ ৯০
ন সংনিকৃষ্টে মেধাবী নাশুচের্ন চ সৎসু চ।
প্রতিষিদ্ধান্ ন ধর্মেষু ভক্ষ্যান্ ভুঞ্জীত পৃষ্ঠতঃ ॥ ৯১
পিপ্পলঞ্চ বটং চৈব শণশাকং তথৈব চ।
উদুম্বরং ন খাদেচ্চ ভবার্থী পুরুষোত্তমঃ ॥ ৯২
ন পাণৌ লবণং বিদ্বান্ প্রাশ্নীয়ান্ন চ রাত্রিষু।
দধিসক্তূন্ ন ভুঞ্জীত বৃথা মাংসঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ ৯৩
সায়ংপ্রাতশ্চ ভুঞ্জীত নান্তরালে সমাহিতঃ।
বালেন তু ন ভুঞ্জীত পরশ্রাদ্ধং তথৈব চ ॥ ৯৪

বুদ্ধিমান্ মানুষ প্রিয়ঙ্গু, চন্দন, বিল্ব, তগর ও কেশরের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ নিজের দেহে অনুলেপন করিবেন। ৮৭½

মানুষ সমস্ত পর্বকালেই স্নান করত পবিত্র হইয়া বস্ত্র ও আভরণে বিভূষিত হইয়া উপবাস করিবে এবং পর্বকালে সতত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে। ৮৮½

জনেশ্বর! কাহারও সহিত একপাত্রে ভোজন করিবে না। যে অন্নকে রজস্বলা স্ত্রী নিজের স্পর্শের দ্বারা দূষিত করিয়া দিয়াছে, সেরূপ অন্ন কখনও ভোজন করিবে না এবং যাহা হইতে সার পদার্থ নিঃসারণ করিয়া লওয়া হইয়াছে, এরূপ খাদ্যও ভোজন করিবে না। যে অন্নকে অন্য ব্যক্তি লোলুপ দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, সেই অন্ন তাহাকে না দিয়া ভক্ষণ করিবে না। ৮৯-৯০

বুদ্ধিমান্ মানুষ কোনও অপবিত্র মানুষের নিকট অথবা সৎপুরুষগণের সম্মুখে বসিয়া ভোজন করিবেন না। ধর্মশাস্ত্রে যাহার নিষেধ করা হইয়াছে, এরূপ খাদ্য বস্তু খাইবে না এবং সকলের পরেও খাইবে না। ৯১

নিজের কল্যাণকামী শ্রেষ্ঠ পুরুষ অশ্বত্থ, বট ও উদুম্বর (ডুমুর) ফল এবং শণশাক ভোজন করিবেন না। ৯২

বিদ্বান্ মানুষ হস্তে লবণ লইয়া খাইবেন না। রাত্রিতে দধি ও ছাতু খাইবেন না। বৃথা (অনিবেদিত) মাংস অখাদ্য বস্তু, তাহাকে বর্জন করিবেন। ৯৩

প্রতিদিন প্রাতঃকালে (দিনের বেলায়) ও সায়ংকালে (রাত্রিতে) একাগ্রচিত্ত হইয়া ভোজন করিবে। মধ্যে আর

বাগ্যতো নৈকবস্ত্রশ্চ নাসংবিষ্টঃ কদাচন।
ভূমৌ সদৈব নাশ্নীয়ান্নাসীনো ন শব্দবৎ ॥ ৯৫
তোয়পূর্বং প্রদায়ান্নমতিথিভ্যো বিশাম্পতে।
পশ্চাদ্ ভুঞ্জীত মেধাবী ন চাপ্যন্যমনা নরঃ ॥ ৯৬
সমানমেকপঙ্ক্ত্যাং তু ভোজ্যমন্নং নরেশ্বর।
বিষং হালাহলং ভুঙ্‌ক্তে যোঽপ্রদায় সুহৃজ্জনে ॥ ৯৭
পানীয়ং পায়সং সক্তূন্ দধি-সর্পির্মধূন্যপি।
নিরস্য শেষমন্যেষাং ন প্রদেয়ং তু কস্যচিৎ ॥ ৯৮
ভুঞ্জানো মনুজব্যাঘ্র নৈব শঙ্কাং সমাচরেৎ।
দধি চাপ্যনুপানং বৈ ন কর্তব্যং ভবার্থিনা ॥ ৯৯
আচম্য চৈকহস্তেন পরিপ্লাব্যং তথোদকম্।
অঙ্গুষ্ঠং চরণস্যাথ দক্ষিণস্যাবসেচয়েৎ ॥ ১০০
পাণিং মূর্ধ্নি সমাধায় স্পৃষ্ট্বা চাগ্নিং সমাহিতঃ।
জ্ঞাতিশ্রৈষ্ঠ্যমবাপ্নোতি প্রয়োগকুশলো নরঃ ॥ ১০১
অদ্ভিঃ প্রাণান্ সমালভ্য নাভিং পাণিতলে তথা।
স্পৃশংশ্চৈব প্রতিষ্ঠেত ন চাপ্যার্দ্রেণ পাণিনা ॥ ১০২
অঙ্গুষ্ঠস্যান্তরালে চ ব্রাহ্মং তীর্থমুদাহৃতম্।
কনিষ্ঠিকায়াঃ পশ্চাৎ তু দেবতীর্থমিহোচ্যতে ॥ ১০৩
অঙ্গুষ্ঠস্য চ যন্মধ্যং প্রদেশিন্যাশ্চ ভারত।
তেন পিত্র্যাণি কুর্বীত স্পৃষ্ট্বাপো ন্যায়তঃ সদা ॥ ১০৪
পরাপবাদং ন ব্রূয়াদপ্রিয়ঞ্চ কদাচন।
ন মন্যুঃ কশ্চিদুৎপাদ্যঃ পুরুষেণ ভবার্থিনা ॥ ১০৫
পতিতৈস্তু কথাং নেচ্ছেদ্ দর্শনঞ্চ বিবর্জয়েৎ।
সংসর্গঞ্চ ন গচ্ছেত তথাঽঽয়ুর্বিন্দতে মহৎ ॥ ১০৬
ন দিবা মৈথুনং গচ্ছেন্ন কন্যাং ন চ বন্ধকীম্।
ন চাস্নাতাং স্ত্রিয়ং গচ্ছেদ্ তথায়ুর্বিন্দতে মহৎ ॥ ১০৭

কোনও কিছু ভোজন করিবে না। যে খাদ্যে কেশ পতিত হইয়াছে, তাহা খাইবে না এবং শত্রুর শ্রাদ্ধে কখনও অন্ন গ্রহণ করিবে না। ৯৪

ভোজনের সময় মৌন হইয়া থাকিবে। একটি বস্ত্র ধারণ করিয়া অথবা শয়ন করিয়া কখনও ভোজন করিবে না। ভোজ্য বস্তুকে ভূমিতে রাখিয়া কদাপি ভোজন করিবে না। দণ্ডায়মান থাকিয়া বা কথাবার্তা বলিতে বলিতে কখনও ভোজন করিবে না। ৯৫

প্রজানাথ! বুদ্ধিমান্ মানুষ প্রথমে অতিথিকে অন্ন ও জল দিয়া পরে স্বয়ং একাগ্রচিত্ত হইয়া ভোজন করিবেন। ৯৬

নরেশ্বর! একপঙ্‌ক্তিতে বসিয়া সকলের এক সমান ভোজন করাই উচিত। যে ব্যক্তি নিজের সুহৃদ্ জনকে না দিয়া স্বয়ং একাকীই ভোজন করে, সেই ব্যক্তি হলাহল বিষই ভোজন করিয়া থাকে। ৯৭

জল, পায়স, ছাতু, দধি, ঘৃত ও মধু—এই সব ত্যাগ করিয়া অন্য ভক্ষ্য পদার্থসমূহের অবশিষ্ট ভাগ অন্য কাহাকেও দিবে না। ৯৮

মানুষশ্রেষ্ঠ! ভোজন করিবার সময় ভোজনবিষয়ে কোনরূপ শঙ্কা করিবে না এবং নিজের হিতকামী পুরুষের ভোজনের শেষে দধি ভোজন করা উচিত নয়। ৯৯

ভোজন করিবার পর আচমন করিয়া একহস্তে জল অলোড়ন করিবে। (কিংবা কুল্লা করিয়া মুখ ধৌত করিবে।) এক হস্তের দ্বারা দক্ষিণ পাদের অঙ্গুষ্ঠের উপর দিয়া জল সেক করিবে। ১০০

তারপর প্রয়োগকুশল মানুষ একাগ্রচিত্ত হইয়া নিজের হস্তকে মস্তকে রাখিবে। অনন্তর অগ্নিদেবকে মনের দ্বারা স্পর্শ করিবে। এরূপ করিলে পর সেই মানুষ জ্ঞাতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হয়। ১০১

ইহার পর জলের দ্বারা চক্ষু, নাসিকাদি ইন্দ্রিয়গণ এবং নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া দুই হস্তের তলপ্রদেশ ধৌত করিবে। ধৌত করিবার পর আর্দ্র হস্তেই বসিবে না অর্থাৎ গামছা প্রভৃতি দ্বারা মুছিয়া হস্তকে শুষ্ক করিয়া দিবে। ১০২

অঙ্গুষ্ঠের অন্তরাল (মূলস্থান)-কে ব্রাহ্মতীর্থ বলে, কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলিসকলের পশ্চাদ্ভাগ (অগ্রভাগ)-কে দেবতীর্থ বলে। ১০৩

ভারত! অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যভাগকে পিতৃতীর্থ বলা হয়। ইহার দ্বারা শাস্ত্রবিধি অনুসারে জল লইয়া সদা পিতৃকার্য করিবে। ১০৪

নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষ অপরের নিন্দা ও অপ্রিয় বাক্য বলিবে না এবং কাহাকেও ক্রোধ দেখান উচিত নয়। ১০৫

পতিত মনুষ্যগণের সহিত বার্তালাপের ইচ্ছা করিবে না। তাহাদের দর্শনও ত্যাগ করিবে এবং তাহাদের সম্পর্কে কখনও যাইবে না। এরূপ করিলে মানুষ দীর্ঘ আয়ু লাভ করে। ১০৬

দিনের বেলায় কখনও মৈথুন করিবে না। কুমারী কন্যা ও কুলটা স্ত্রীর সহিতও সমাগম করিবে না। নিজের পত্নীর সহিতও

যে যে তীর্থে সমাচম্য কার্য্যে সমুপকল্পিতে।
ত্রিঃ পীত্বাঽপো দ্বিঃ প্রমৃজ্য কৃতশৌচো ভবেন্নরঃ ॥১০৮
ইন্দ্রিয়াণি সকৃৎস্পৃশ্য ত্রিরভ্যুক্ষ্য চ মানবঃ।
কুর্বীত পিত্র্যং দৈবঞ্চ বেদদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ১০৯
ব্রাহ্মণার্থে চ যচ্ছৌচং তচ্চ মে শৃণু কৌরব।
পবিত্রঞ্চ হিতং চৈব ভোজনাদ্যন্তয়োস্তথা ॥ ১১০
সর্বশৌচেষু ব্রাহ্মেণ তীর্থেন সমুপস্পৃশেৎ।
নিষ্ঠীব্য তু তথা ক্ষুত্বা স্পৃশ্যাপো হি শুচির্ভবেৎ ॥ ১১১
বৃদ্ধো জ্ঞাতিস্তথা মিত্রং দরিদ্রো যো ভবেদপি।
(কুলীনঃ পণ্ডিত ইতি রক্ষ্যা নিঃস্বাঃ স্বশক্তিতঃ।)
গৃহে বাসয়িতব্যাস্তে ধন্যমায়ুষ্যমেব চ ॥ ১১২
গৃহে পারাবতা ধন্যাঃ শুকাশ্চ সহসারিকাঃ
গৃহেষ্বেতে ন পাপায় তথা বৈ তৈলপায়িকাঃ ॥ ১১৩
(দেবতা প্রতিমাঽঽদর্শাশ্চন্দনাঃ পুষ্পবল্লিকাঃ।
শুদ্ধং জলং সুবর্ণঞ্চ রজতং গৃহমঙ্গলম্ ॥)
উদ্দীপকাশ্চ গৃধ্রাশ্চ কপোতা ভ্রমরাস্তথা।
নিবিশেয়ুর্যদা তত্র শান্তিমেব তদাঽঽচরেৎ ॥
অমঙ্গল্যানি চৈতানি তথাক্রোশো মহাত্মনাম্ ॥ ১১৪
মহাত্মনোঽতিগুহ্যানি ন বক্তব্যানি কর্হিচিৎ।
অগম্যাশ্চ ন গচ্ছেত রাজ্ঞঃ পত্নীং সখীস্তথা ॥ ১১৫
বৈদ্যানাং বালবৃদ্ধানাং ভৃত্যানাঞ্চ যুধিষ্ঠির।
বন্ধূনাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ তথা শারণিকস্য চ ॥ ১১৬
সম্বন্ধিনাঞ্চ রাজেন্দ্র তথাঽঽয়ুর্বিন্দতে মহৎ।
ব্রাহ্মণ-স্থপতিভ্যাঞ্চ নির্মিতং যন্নিবেশনম্ ॥ ১১৭
তদাবসেৎ সদা রাজ্ঞো তদর্থী মনুজেশ্বর।
সন্ধ্যায়াং ন স্বপেদ্ রাজন্ বিদ্যাং ন চ সমাচরেৎ ॥১১৮
ন ভুঞ্জীত চ মেধাবী তথায়ুর্বিন্দতে মহৎ।
নক্তং ন কুর্য্যাৎ পিত্র্যাণি ভুক্ত্বা চৈব প্রসাধনম্ ॥১১৯

ঋতুস্নাতা না হওয়া পর্য্যন্ত সমাগম করিবে না। ইহার দ্বারা মানুষ দীর্ঘ আয়ু লাভ করে। ১০৭

কার্য্য উপস্থিত হইলে পর নিজ নিজে তীর্থে (ব্রাহ্মতীর্থে) আচমন করত তিন বার জল পান করিবে এবং দুইবার ওষ্ঠকে মার্জন করিবে—এরূপ করিলে মানুষ শুদ্ধ হইয়া যায়।১০৮

প্রথমে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়সকলকে একবার স্পর্শ করত তিনবার নিজের উপর জল অভ্যুক্ষণ করিয়া বেদোক্ত বিধি অনুসারে দেবযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ করিবে। ১০৯

কুরুনন্দন! এখন ব্রাহ্মণের জন্য ভোজনাদিরও অন্তে যে পবিত্র এবং হিতকারক শুদ্ধির বিধান আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১১০

সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধিকর কার্য্যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মতীর্থে আচমন করিতে হইবে। থুথু ফেলা ও হাঁচিবার পর জলের স্পর্শ (আচমন) করিলে ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হইবেন। ১১১

বৃদ্ধ জ্ঞাতি, দরিদ্র মিত্র ও কুলীন পণ্ডিত যদি নির্ধন হন, তবে তাঁহাকে যথাশক্তি রক্ষা করিতে হইবে। ইঁহাদিগকে গৃহে বাস করাইবে। তাহাতে ধন ও আয়ুর বৃদ্ধি হইবে। ১১২

পারাবত (পায়রা), শুক ও ময়না প্রভৃতি পক্ষীদের গৃহে বাস অভ্যুদয়কারী ও মঙ্গলময়। ইহারা তৈলপায়িক পক্ষিগণের ন্যায় অমঙ্গলকারী হয় না। দেবপ্রতিমা, দর্পণ, চন্দন, পুষ্পলতা, শুদ্ধ জল, স্বর্ণ ও রৌপ্য—এই সব বস্তু গৃহে রাখা মঙ্গলকারক। ১১৩

উদ্দীপক (বন্য কুক্কুট) শকুনি, কপোত (বড় পায়রা) ও ভ্রমরাদি পক্ষীরা যদি কখনও গৃহে আসে, তবে তাহার জন্য শান্তি করাইতে হইবে। মহাত্মা পুরুষগণের নিন্দাও মানুষের অকল্যাণকারিণী হয়। ১১৪

মহাত্মা পুরুষগণের গুপ্ত কর্ম কোথাও কোনরূপে প্রকাশ করিবে না। পরস্ত্রীগণ সর্ব্বদা অগম্যা, তাহাদের সহিত কখনও সমাগম করিবে না। রাজার পত্নী ও সখীগণের নিকটেও কখনও যাইবে না। ১১৫

রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির! বৈদ্য, বালক, বৃদ্ধ, ভৃত্য, বন্ধু, ব্রাহ্মণ, শরণার্থী ও সম্বন্ধিগণের স্ত্রীর পার্শ্বেও কখনও যাইবে না। এরূপ করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হয়। ১১৬½

নরনাথ! নিজের হিতাভিলাষী বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণের দ্বারা বাস্তুপূজাপূর্ব্বক আরম্ভ করাইয়া স্থপতির (উত্তম গৃহনির্মাণকারী শিল্পীর) দ্বারা নির্মিত গৃহে সর্ব্বদা বাস করিবেন। ১১৭½

রাজন্! বুদ্ধিমান্ পুরুষ সায়ংকালে গোধূলিবেলায় শয়ন করিবেন না, বিদ্যা পাঠ করিবেন না এবং কোনও কিছু ভোজন করিবেন না। এরূপ করিলে দীর্ঘ আয়ু লাভ হয়। ১১৮½

নিজের কল্যাণকামী পুরুষ রাত্রিতে শ্রাদ্ধ করিবে না। ভোজন করিয়া কেশসমূহের সংস্কার-(ক্ষৌরকর্ম)-ও করিবে না এবং রাত্রিতে জলের দ্বারা স্নান করিবে না। ১১৯½

পানীয়স্য ক্রিয়া নক্তং ন কার্য্যা তৃপ্তিমিচ্ছতা।
বর্জনীয়াশ্চৈব নিত্যং সক্তবো নিশি ভারত ॥ ১২০
শেষাণি চৈব পানানি পানীয়ং চাপি ভোজনে।
সৌহিত্যং ন চ কর্ত্তব্যং রাত্রৌ ন চ সমাচরেৎ ॥ ১২১
দ্বিজচ্ছেদং ন কুর্ব্বীত ভুক্ত্বা ন চ সমাচরেৎ।
মহাকুলে প্রসূতাঞ্চ প্রশস্তাং লক্ষণৈস্তথা ॥ ১২২
বয়ঃস্থাঞ্চ মহাপ্রাজ্ঞঃ কন্যামাবোঢ়ুমর্হতি।
অপত্যমুৎপাদ্য ততঃ প্রতিষ্ঠাপ্য কুলং তথা ॥ ১২৩
পুত্রাঃ প্রদেয়া জ্ঞানেষু কুলধর্ম্মেষু ভারত।
কন্যা চোৎপাদ্য দাতব্যা কুলপুত্রায় ধীমতে ॥ ১২৪
পুত্রা নিবেশ্যাশ্চ কুলাদ্ ভৃত্যা লভ্যাশ্চ ভারত।
শিরঃস্নাতোঽথ কুর্ব্বীত দৈবং পিত্র্যমথাপি চ ॥ ১২৫
নক্ষত্রে ন চ কুর্ব্বীত যস্মিন্ জাতো ভবেন্নরঃ।
ন প্রোষ্ঠপদয়োঃ কার্য্যং তথাগ্নেয়ে চ ভারত ॥ ১২৬
দারুণেষু চ সর্ব্বেষু প্রত্যরিঞ্চ বিবর্জয়েৎ।
জ্যোতিষে যানি চোক্তানি তানি সর্ব্বাণি বর্জয়েৎ ॥ ১২৭
প্রাঙ্মুখঃ শ্মশ্রুকর্ম্মাণি কারয়েৎ সুসমাহিতঃ।
উদঙ্মুখো বা রাজেন্দ্র তথায়ুর্বিন্দতে মহৎ ॥ ১২৮
(সতাং গুরূণাং বৃদ্ধানাং কুলস্ত্রীণাং বিশেষতঃ।)
পরিবাদং ন চ ব্রূয়াদ্ পরেষামাত্মনস্তথা।
পরিবাদো হ্যধর্ম্মায় প্রোচ্যতে ভরতর্ষভ ॥ ১২৯
বর্জয়েদ্ ব্যঙ্গিনীং নারীং তথা কন্যাং নরোত্তম।
সমার্ষাং ব্যঙ্গিতাং চৈব মাতুঃ স্বকুলজাং তথা ॥ ১৩০
বৃদ্ধাং প্রব্রজিতাং চৈব তথৈব চ পতিব্রতাম্।
তথা নিকৃষ্টবর্ণাঞ্চ বর্ণোৎকৃষ্টাঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ ১৩১
অযোনিঞ্চ বিযোনিঞ্চ ন গচ্ছেত বিচক্ষণঃ।
পিঙ্গলাং কুষ্ঠিনীং নারীং ন ত্বমুদ্বোঢ়ুমর্হসি ॥ ১৩২

হে ভারত! রাত্রিতে ছাতু খাওয়া সর্ব্বতোভাবে বর্জন করিবে। অন্নভোজনের পর যে পানযোগ্য পদার্থ ও জল অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাও পরিত্যাগ করিবে। ১২০½

রাত্রিতে স্বয়ং আকণ্ঠ ভোজন করিবে না এবং অপরকেও আকণ্ঠ ভোজন করাইবে না। পক্ষিবধ করিবে না, পক্ষির মাংস ভোজন করিলেও নিজে পক্ষিবধ করিবে না। ১২১½

যে শ্রেষ্ঠ কুলে উৎপন্না হইয়াছে, উত্তম লক্ষণসমূহে প্রশংসিত এবং বিবাহযোগ্য বয়সপ্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ সুলক্ষণা কন্যাকে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ মানুষ বিবাহ করিবে। ১২২½

ভারত! তাহার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়া নিজের বংশপরম্পরাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং জ্ঞান ও কুলধর্ম্মের শিক্ষা পাইবার জন্য পুত্রগণকে গুরুর আশ্রমে পাঠাইয়া দিবে। ১২৩½

ভারত! যদি কন্যা উৎপাদন করে, তবে বুদ্ধিমান্ ও কুলীন বরের সহিত তাহার বিবাহ দিবে। পুত্রের বিবাহও উত্তম কুলের কন্যার সহিতই দিবে এবং ভৃত্যও উত্তমকুলের মনুষ্যকেই করিবে। ১২৪½

ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! মস্তক হইতে স্নান করিয়া দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য করিবে। যে নক্ষত্রে নিজের জন্ম হইয়াছে, উহাতে এবং পূর্ব্বা ও উত্তরা এই দুই ভাদ্রপদা নক্ষত্রে তথা কৃত্তিকা নক্ষত্রেও শ্রাদ্ধ করিবে না। ১২৫-১২৬

(অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা ও মূলাদি) সমস্ত দারুণ নক্ষত্রে এবং প্রত্যরিতারাকেও* শ্রাদ্ধে বর্জন করিবে। সারাংশ হইল যে, জ্যোতিষশাস্ত্রে যে যে নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ আছে, সেই সব নক্ষত্রে দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য করিবে না। ১২৭

রাজেন্দ্র! মানুষ একাগ্রচিত্ত হইয়া পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে মুখ করিয়া শ্মশ্রুকার্য্য (দাড়ি কামান) করাইবে। এরূপ করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হয়। ১২৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! সৎপুরুষ, গুরুজন, বৃদ্ধ ও বিশেষতঃ কুলাঙ্গনাগণের, অন্য লোকসকলের ও নিজেরও নিন্দা করিবে না; কারণ, নিন্দা করা অধর্ম্মের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১২৯

নরোত্তম! যে কন্যা কোনও অঙ্গহীনা অথবা যে অধিকাঙ্গবিশিষ্টা, যাহার গোত্র ও প্রবর নিজেরই সমান এবং যে মাতার কুলে (মাতামহবংশে) উৎপন্না হইয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিবে না। ১৩০

যে স্ত্রী বৃদ্ধা, সন্ন্যাসিনী, পতিব্রতা, নীচবর্ণজাতা ও উচ্চবর্ণসম্ভূতা, তাহাদের সম্পর্ক বর্জন করিবে। ১৩১

যাহার যোনি অর্থাৎ কুলের কোনও পরিচয় পাওয়া যাইবে না এবং যে নীচকুলে উৎপন্না, তাহার সহিত বিদ্বান্ পুরুষ সমাগম

* নিজের জন্মনক্ষত্র হইতে বর্তমান নক্ষত্র পর্য্যন্ত গণনা করিবে। গণনার পর যত সংখ্যা হইবে, তাহাকে নয় দিয়া ভাগ করিবে, যদি উহাতে পাঁচ অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই দিনের নক্ষত্রকে 'প্রত্যরি তারা' বলিয়া জানিবে।

অপস্মারিকুলে জাতাং নিহীনাং চাপি বর্জ্জয়েৎ।
শ্বিত্রিণাঞ্চ কুলে জাতাং ক্ষয়িণাং মনুজেশ্বর ॥১৩৩
লক্ষণৈরন্বিতা যা চ প্রশস্তা যা চ লক্ষণৈঃ।
মনোজ্ঞাং দর্শনীয়াঞ্চ তাং ভবান্ বোঢ়ুমর্হতি ॥ ১৩৪
মহাকুলে নিবেষ্টব্যং সদৃশে বা যুধিষ্ঠির।
অবরা পতিতা চৈব ন গ্রাহ্যা ভূতিমিচ্ছতা ॥ ১৩৫
অগ্নীনুৎপাদ্য যত্নেন ক্রিয়া সুবিহিতাশ্চ যাঃ।
বেদে চ ব্রাহ্মণৈঃ প্রোক্তাস্তাশ্চ সর্বাঃ সমাচরেৎ ॥১৩৬
ন চের্ষ্যা স্ত্রীষু কর্তব্যা রক্ষ্যা দারাশ্চ সর্বশঃ।
অনায়ুষ্যা ভবেদীর্ষ্যা তস্মাদীর্ষ্যাং বিবর্জয়েৎ ॥ ১৩৭
অনায়ুষ্যং দিবা স্বপ্নং তথাভ্যুদিতশায়িতা।
প্রগে নিশামাশু তথা নৈবোচ্ছিষ্টাঃ স্বপন্তি বৈ ॥ ১৩৮
পারদার্য্যমনায়ুষ্যং নাপিতোচ্ছিষ্টতা তথা।
যত্নতো বৈ ন কর্তব্যমভ্যাসশ্চৈব ভারত ॥ ১৩৯

সন্ধ্যায়াঞ্চ ন ভুঞ্জীত ন স্নায়েন্ন তথা পঠেৎ।
প্রযতশ্চ ভবেৎ তস্যাং ন চ কিঞ্চিৎ সমাচরেৎ ॥ ১৪০
ব্রাহ্মণান্ পূজয়েচ্চাপি তথা স্নাত্বা নরাধিপ।
দেবাংশ্চ প্রণমেৎ স্নাতো গুরূংশ্চাপ্যভিবাদয়েৎ ॥১৪১
অনিমন্ত্রিতো ন গচ্ছেত যজ্ঞং গচ্ছেত দর্শকঃ।
অনর্চিতে হ্যনায়ুষ্যং গমনং তত্র ভারত ॥ ১৪২
ন চৈকেন পরিব্রজ্যং ন গন্তব্যং তথা নিশি।
অনাগতায়াং সন্ধ্যায়াং পশ্চিমায়াং গৃহে বসেৎ ॥ ১৪৩
মাতুঃ পিতুর্গুরূণাঞ্চ কার্য্যমেবানুশাসনম্।
হিতঞ্চাপ্যহিতঞ্চাপি ন বিচার্য্যং নরর্ষভ ॥১৪৪
ধনুর্বেদে চ বেদে চ যত্নঃ কার্য্যো নরাধিপ।
হস্তিপৃষ্ঠেঽশ্বপৃষ্ঠে চ রথচর্য্যাসু চৈব হ ॥১৪৫
যত্নবান্ ভব রাজেন্দ্র যত্নবান্ সুখমেধতে।
অপ্রধৃষ্যশ্চ শত্রূণাং ভৃত্যানাং স্বজনস্য চ ॥ ১৪৬

করিবেন না। যুধিষ্ঠির! যাহার দেহের বর্ণ পীত এবং যে কুষ্ঠ রোগগ্রস্তা, তাহার সহিত তুমি বিবাহ করিবে না ॥ ১৩২

নরনাথ! যে মৃগীরোগে দূষিত কুলে জন্মিয়াছে, যে নীচবর্ণ জাতা, যাহার শ্বেত রোগ হইয়াছে এবং যে রাজযক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত মানুষের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকেও বর্জন করিবে ॥ ১৩৩

যে উত্তম লক্ষণসম্পন্না, শ্রেষ্ঠ আচরণসমূহের দ্বারা প্রশংসিতা, মনোহারিণী ও দর্শনীয়া, তাহাকে তুমি বিবাহ করিবে ॥ ১৩৪

যুধিষ্ঠির! নিজের কল্যাণকামী পুরুষের নিজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা সমানকুলে জাত কন্যার সহিত বিবাহ করা উচিত। নীচকুল-জাতা ও পতিতা কন্যার পাণিগ্রহণ করা কদাপি উচিত নয় ॥১৩৫

(অরণী-মন্থনের দ্বারা) অগ্নির উৎপাদন এবং স্থাপন করত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা কথিত সম্পূর্ণ বেদবিহিত ক্রিয়াসমূহের যত্নসহকারে অনুষ্ঠান করা কর্তব্য ॥ ১৩৬

স্ত্রীগণের উপর ঈর্ষ্যা করা উচিত নয়। সর্বতোভাবে নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করা কর্তব্য। ঈর্ষ্যা করিলে আয়ু ক্ষীণ হয়। সেইজন্য ঈর্ষ্যাকে পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৩৭

দিনে এবং সূর্য্যোদয়ের সময় নিদ্রা (শয়ন) আয়ুকে ক্ষীণ করে। প্রাতঃকালে এবং রাত্রির আরম্ভে শয়ন করা উচিত নয়। উত্তম মনুষ্যগণ অপবিত্র হইয়া শয়ন করিবে না ॥ ১৩৮

পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা এবং অপবিত্র হইয়া ক্ষৌরকর্ম করাও আয়ুনাশক হয়। ভারত! অপবিত্র অবস্থায় বেদাধ্যয়ন যত্নসহকারে ত্যাগ করা কর্তব্য ॥ ১৩৯

সন্ধ্যাকালে স্নান, ভোজন ও স্বাধ্যায় করিবে না। এই সময় শুদ্ধচিত্ত হইয়া ধ্যান ও উপাসনা করা উচিত। অন্য কোন কার্য্য করাও এই সময় উচিত নয় ॥ ১৪০

নরাধিপ! ব্রাহ্মণগণের পূজা, দেবতাদিগের নমস্কার এবং গুরুজনবর্গের প্রণাম স্নানের পরই করা কর্তব্য ॥ ১৪১

নিমন্ত্রিত না হইয়া কোথাও যাইবে না। কিন্তু যজ্ঞদর্শনের জন্য বিনা নিমন্ত্রণেও গমন করিবে। ভারত! যেস্থানে নিজের সমাদর হইবে না, সেস্থানে যাইলে নিজের আয়ু নাশ হয় ॥ ১৪২

একাকী প্রবাসে যাওয়া এবং রাত্রিতে যাত্রা করা নিষিদ্ধ। যদি কোনও কার্য্যের জন্য বাহিরে যাইতে হয়, তবে সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বেই গৃহে ফিরিয়া আসা কর্তব্য ॥ ১৪৩

নরশ্রেষ্ঠ! মাতা-পিতা ও গুরুজনগণের আজ্ঞা অবিলম্বে পালন করা কর্তব্য। ইঁহাদের আজ্ঞা হিতকর বা অহিতকর ইহার বিচার করা উচিত নয় ॥ ১৪৪

নরনাথ! ক্ষত্রিয়ের ধনুর্বেদ ও বেদাধ্যয়নের জন্য যত্ন করা কর্তব্য। রাজেন্দ্র! তুমি হস্তী অশ্বযুক্ত যান ও রথ পরিচালনা বিদ্যায় নিপুণতা লাভ করিবার জন্য প্রযত্নশীল হও; কারণ, যত্নপরায়ণ মানুষ সুখের সহিত উন্নতিশীল হয়। সেই ব্যক্তি শত্রু, স্বজন ও ভৃত্যগণের পক্ষেও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া যায় ॥ ১৪৫-১৪৬

প্রজাপালনযুক্তশ্চ ন ক্ষতিং লভতে ক্বচিৎ।
যুক্তিশাস্ত্রঞ্চ তে জ্ঞেয়ং শব্দশাস্ত্রঞ্চ ভারত ॥ ১৪৭
গান্ধর্বশাস্ত্রঞ্চ কলাঃ পরিজ্ঞেয়া নরাধিপ।
পুরাণমিতিহাসাশ্চ তথাখ্যানানি যানি চ ॥ ১৪৮
মহাত্মনাঞ্চ চরিতং শ্রোতব্যং নিত্যমেব তে।
(মান্যানাং মাননং কুর্য্যান্নিন্দ্যানাং নিন্দনং তথা।
গোব্রাহ্মণার্থে যুধ্যেত প্রাণানপি পরিত্যজেৎ।)
পত্নী রজস্বলা যা চ নাভিগচ্ছেন্ন চাহ্বয়েৎ ॥ ১৪৯
স্নাতাং চতুর্থে দিবসে রাত্রৌ গচ্ছেদ্ বিচক্ষণঃ।
পঞ্চমে দিবসে নারী ষষ্ঠেঽহনি পুমান্ ভবেৎ ॥ ১৫০
এতেন বিধিনা পত্নীমুপগচ্ছেত পণ্ডিতঃ।
জ্ঞাতিসম্বন্ধিমিত্রাণি পূজনীয়ানি সর্বশঃ ॥ ১৫১
যষ্টব্যঞ্চ যথাশক্তি যজ্ঞৈর্বিবিধদক্ষিণৈঃ।
অত ঊর্ধ্বমরণ্যঞ্চ সেবিতব্যং নরাধিপ ॥ ১৫২

এষ তে লক্ষণোদ্দেশ আয়ুষ্যাণাং প্রকীর্তিতঃ
শেষস্ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধেভ্যঃ প্রত্যাহার্য্যো যুধিষ্ঠির ॥ ১৫৩
আচারো ভূতিজনন আচারঃ কীর্তিবর্ধনঃ।
আচারাদ্ বর্ধতে হ্যায়ুরাচারো হন্ত্যলক্ষণম্ ॥ ১৫৪
আগমানাং হি সর্বেষামাচারঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
আচারপ্রভবো ধর্মো ধর্মাদায়ুর্বিবর্ধতে। ১৫৫
এতদ্ যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
অনুকম্প্য সর্ববর্ণান্ ব্রহ্মণা সমুদাহৃতম্ ॥ ১৫৬
(য ইমং শৃণুয়ান্নিত্যং যশ্চাপি পরিকীর্তয়েৎ।
স শুভান্ প্রাপ্নুতে লোকান্ সদাচারব্রতান্নৃপ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি আয়ুষ্যাখ্যানে
চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৪

যে রাজা সর্বদা প্রজাপালনে তৎপর থাকেন, তিনি কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হন না। হে ভারত! তোমার তর্কশাস্ত্র ও শব্দশাস্ত্র এই উভয় শাস্ত্রের জ্ঞানলাভ করা উচিত ॥ ১৪৭

নরনাথ! গন্ধর্বশাস্ত্র (সঙ্গীত শাস্ত্র) ও সমস্ত কলাসমূহের জ্ঞানলাভ করাও তোমার উচিত। তোমার প্রতিদিন পুরাণ, ইতিহাস, উপাখ্যান ও মহাত্মাগণের চরিত্র শ্রবণ করা কর্তব্য ॥ ১৪৮½

(রাজা মাননীয় পুরুষগণের সম্মান ও নিন্দনীয় মনুষ্যগণের নিন্দা করিবেন। তিনি গো ও ব্রাহ্মণদিগের জন্য যুদ্ধ করিবেন। তাঁহাদের রক্ষার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তবে তিনি প্রাণও পরিত্যাগ করিবেন।)

নিজের পত্নীও যদি রজস্বলা হন, তাহা হইলে তাঁহার পার্শ্বে যাইবে না এবং তাঁহাকেও নিজের নিকট আহ্বান করিবে না। যখন চতুর্থ দিনে তিনি স্নান করিবেন, তখন রাত্রিতে বুদ্ধিমান্ মানুষ তাঁহার নিকটে যাইবেন। পঞ্চম দিনে গর্ভাধান করিলে কন্যার উৎপত্তি হয় এবং ষষ্ঠ দিনে গর্ভাধান করিলে পুত্রের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ সম রাত্রিতে গর্ভাধানে পুত্র এবং বিষম রাত্রিতে গর্ভাধানে কন্যার জন্ম হয় ॥ ১৪৯-১৫০

এই বিধি অনুসারে বিদ্বান্ পুরুষ পত্নীর সহিত সমাগম করিবেন। জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্র—ইঁহাদের সকলকে সর্বপ্রকারে আদর-সৎকার করিবে ॥ ১৫১

নিজের শক্তি অনুসারে নানাবিধ দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিবে। নরাধিপ! তদনন্তর গার্হস্থ্য অবধি ধর্ম পালন শেষ হইলে পর বানপ্রস্থের নিয়মসমূহ পালন করিতে করিতে বনে বাস করা কর্তব্য ॥ ১৫২

যুধিষ্ঠির! এইভাবে আমি তোমার নিকটে আয়ুবৃদ্ধিকারী নিয়মসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। যে সব নিয়ম জানিতে অবশিষ্ট রহিল, তৎসমস্ত তুমি তিন বেদের জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইবে ॥ ১৫৩

সদাচারই কল্যাণের জনক এবং সদাচারই কীর্তির বর্ধক। সদাচার হইতে আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং সদাচার দুর্লক্ষণসকলকে নষ্ট করিয়া দেয় ॥ ১৫৪

সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে সদাচারই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সদাচার হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হয় এবং ধর্ম হইতে আয়ু বর্ধিত হয় ॥ ১৫৫

পুরাকালে সমস্ত বর্ণের লোকসকলের প্রতি দয়া করিয়া ব্রহ্মা এই সদাচারের উপদেশ করিয়াছেন। এই সদাচার যশ, আয়ু ও স্বর্গ প্রাপ্তিকারক এবং কল্যাণের পরম আধার ॥ ১৫৬

(হে নৃপ যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই প্রসঙ্গ শ্রবণ করেন ও বর্ণনা করেন, তিনি সদাচার-ব্রতের প্রভাবে শুভ লোকসমূহে গমন করেন।)

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে আয়ুর্বৃদ্ধির সাধনবর্ণনবিষয়ক চতুরধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[অগ্রজানুজয়োর্ভ্রাত্রোঃ পারস্পরিকাচারবর্ণনম্, মাতৃ-পিত্রাচার্য্যাদিগুরুজনানাং গৌরবকথনঞ্চ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।
যথা জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠেষু বর্ত্তেত ভরতর্ষভ ।
কনিষ্ঠাশ্চ যথা জ্যেষ্ঠে বর্ত্তেরংস্তদ্ ব্রবীহি মে ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।
জ্যেষ্ঠবৎ তাত বর্ত্তস্ব জ্যেষ্ঠোঽসি সততং ভবান্ ।
গুরোর্গরীয়সী বৃত্তির্যা চ শিষ্যস্য ভারত ॥ ২
ন গুরাবকৃতপ্রজ্ঞে শক্যং শিষ্যেণ বর্ত্তিতুম্ ।
গুরোর্হি দীর্ঘদর্শিত্বং যৎ তচ্ছিষ্যস্য ভারত ॥ ৩
অন্ধঃ স্যাদন্ধবেলায়াং জড়ঃ স্যাদপি বা বুধঃ ।
পরিহারেণ তদ্ ব্রূয়াদ্ যস্তেষাং স্যাদ্ ব্যতিক্রমঃ ॥৪
প্রত্যক্ষং ভিন্নহৃদয়া ভেদয়েয়ুঃ কৃতং নরাঃ ।
শ্রিয়াভিতপ্তাঃ কৌন্তেয় ভেদকামাস্তথারয়ঃ ॥৫
জ্যেষ্ঠঃ কুলং বর্দ্ধয়তি বিনাশয়তি বা পুনঃ ।
হন্তি সর্ব্বমপি জ্যেষ্ঠঃ কুলং যত্রাবজায়তে ॥ ৬
অথ যো বিনিকুর্ব্বীত জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যবীয়সঃ ।
অজ্যেষ্ঠঃ স্যাদভাগশ্চ নিয়ম্যো রাজভিশ্চ সঃ ॥ ৭
নিকৃতী হি নরো লোকান্ পাপান্ গচ্ছত্যসংশয়ম্ ।
বিদুলস্যেব তৎপুষ্পং মোঘং জনয়িতুঃ স্মৃতম্ ॥ ৮
সর্ব্বানর্থঃ কুলে যত্র জায়তে পাপপূরুষঃ ।
অকীর্ত্তিং জনয়ত্যেব কীর্ত্তিমন্তর্দধাতি চ ॥ ৯
সর্ব্বে চাপি বিকর্ম্মস্থা ভাগং নার্হন্তি সোদরাঃ ।
নাপ্রদায় কনিষ্ঠেভ্যো জ্যেষ্ঠঃ কুর্ব্বীত যৌতকম্ ॥ ১০

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়

[জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পারস্পরিক আচরণ বর্ণন এবং মাতা-পিতা, আচার্য্যাদি গুরুজনগণের গৌরব কথন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ ! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের সহিত কিরূপে আচরণ করিবেন ? এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে ? ইহা আমাকে বলুন । ১

ভীষ্ম বলিলেন,—তাত ভরতনন্দন ! তুমি নিজের ভ্রাতৃগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ, অতএব তুমি সর্ব্বদা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায়ই আচরণ করিবে । গুরু যেরূপ নিজের শিষ্যের প্রতি গৌরবযুক্ত ব্যবহার করেন, সেইরূপ ব্যবহারই তোমারও নিজের ভ্রাতৃগণের সহিত করা কর্ত্তব্য । ২

যদি গুরু অথবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিচার শুদ্ধ না হয়, তবে শিষ্য বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাদের আজ্ঞার অধীনে থাকিতে পারে না । ভারত ! শ্রেষ্ঠ ভ্রাতা যদি দীর্ঘদর্শী হন, তবে কনিষ্ঠ ভ্রাতাও দীর্ঘদর্শী হইয়া থাকে । ৩

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সময়ানুসারে অন্ধ, জড় ও বিদ্বান্ হইবেন অর্থাৎ যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোনও অপরাধ করে, তবে তাহা দেখিয়াও দেখিবেন না, তাহা জানিয়াও না জানার ভাণ করিয়া থাকিবেন এবং তাহার সহিত এরূপ বিবেচিত ব্যবহার করিবেন, যাহাতে কনিষ্ঠ ভ্রাতার অপরাধ করিবার প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া যায় । ৪

যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রত্যক্ষরূপে অপরাধের দণ্ডদান করেন, তবে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের হৃদয় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায় । আর যদি তিনি তাহাদের দুর্ব্যবহার লোকসকলের মধ্যে প্রচার করিয়া দেন, তবে তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষ্যাকারী শত্রু মনুষ্যেরা তাহাদের মধ্যে মতভেদ জন্মাইবার চেষ্টা করে । ৫

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিজের উত্তম নীতির দ্বারা বংশের উন্নতি-সাধন করিবেন ; কিন্তু যদি তিনি দুর্নীতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তিনি বিনষ্ট হইয়া যান । যেস্থলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিচার দোষযুক্ত হইবে, সেস্থলে তিনি যে কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, নিজের সেই কুলকে কলঙ্কিত করিয়া থাকেন । ৬

যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের সহিত কুটিলতা পূর্ণ ব্যবহার করিবে, তাহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলা যায় না এবং সে জ্যেষ্ঠাংশ পাইবার অধিকারীও হইবে না । রাজগণের দ্বারা এরূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দণ্ডযোগ্য হইয়া থাকে । ৭

কপটতাকারী মানুষ নিঃসন্দেহে পাপময় লোকসমূহে (নরকে) গমন করে । তাহার জন্ম পিতার পক্ষে বেত্র পুষ্পের ন্যায় নিরর্থক বলিয়া কথিত হয় । ৮

যে কুলে পাপী পুরুষ জন্মগ্রহণ করে, সেই পাপী পুরুষ নিজের কুলের পক্ষে অনর্থের কারণ হইয়া থাকে । পাপাত্মা মানুষ কুলকে কলঙ্কিত করে এবং তাহার সুযশ নষ্ট করিয়া দেয় । ৯

যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতারাও পাপকর্ম্মে নিরত থাকে, তবে তাহারাও পৈতৃক ধনের ভাগ পাইবার অধিকারী হয় না । কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে তাহাদের উচিত ভাগ না দিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ গ্রহণ করিবে না ॥ ১০

১৩শ বর্ষ, মাঘমাস, ১৩৮১]

[অষ্টমসংখ্যা —শতোদ্যোগী মাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

• • •

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর ঃ—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি;
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় ঃ—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন্ নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮.০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১.৭৫ টাকা।

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সঞ্চালক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৩৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্ট-ভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

অনুপঘ্নন্ পিতুর্দায়ং জঙ্ঘাশ্রমফলোঽধ্বগঃ।
স্বয়মীহিতলব্ধং তু নাকামো দাতুমর্হতি ॥ ১১
ভ্রাতৃণামবিভক্তানামুত্থানমপি চেৎ সহ।
ন পুত্রভাগং বিষমং পিতা দদ্যাৎ কদাচন ॥ ১২
ন জ্যেষ্ঠো বাবমন্যেত দুষ্কৃতঃ সুকৃতোঽপি বা।
যদি স্ত্রী যদ্যবরজঃ শ্রেয়শ্চেৎ তৎ তদাচরেৎ ॥ ১৩
ধর্মং হি শ্রেয় ইত্যাহুরিতি ধর্মবিদো জনাঃ।
দশাচার্য্যানুপাধ্যায় উপাধ্যায়ান্ পিতা দশ ॥১৪
দশ চৈব পিতৄন্ মাতা সর্বাং বা পৃথিবীমপি।
গৌরবেণাভিভবতি নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ ॥ ১৫
মাতা গরীয়সী যচ্চ তেনৈতাং মন্যতে জনঃ।
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতৃসমো মৃতে পিতরি ভারত ॥ ১৬
স হ্যেষাং বৃত্তিদাতা স্যাৎ স চৈতান্ প্রতিপালয়েৎ।
কনিষ্ঠাস্তং নমস্যেরন্ সর্বে ছন্দানুবর্তিনঃ ॥ ১৭
তমেব চোপজীবেরন্ যথৈব পিতরং তথা।
শরীরমেতৌ সৃজতঃ পিতা মাতা চ ভারত ॥ ১৮
আচার্য্যশাস্তা যা জাতিঃ সা সত্যা সাজরামরা।
জ্যেষ্ঠা মাতৃসমা চাপি ভগিনী ভরতর্ষভ ॥ ১৯
ভ্রাতুর্ভার্য্যা চ তদ্বৎ স্যাদ্ যস্যা বাল্যে স্তনং পিবেৎ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠবৃত্তির্নাম
পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৫ ॥

যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পৈতৃক ধনের ক্ষতি সাধন না করিয়া কেবল জঙ্ঘার পরিশ্রমে প্রবাসে গমন করত ধন উপার্জন করে, তবে উহা তাহার পারিশ্রমিক বলিয়া কথিত হয়। অতএব তাহার যদি ইচ্ছা না হয়, তবে সেই ধন ভ্রাতৃদিগকে না দিতেও পারে ॥১১

যদি ভ্রাতৃগণের মধ্যে ধনের বিভাগ না হয় এবং সকলে এক সঙ্গে থাকিয়া বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারা ধনের উন্নতি সাধন করে, তবে এই অবস্থায় যদি পিতা জীবিত থাকিতেই তাহারা পৃথক্ হইবার বাসনা করে, তাহা হইলে পিতা সকল পুত্রকে ধন সমভাগে ভাগ করিয়া দিবেন, কোনরূপে কাহাকেও অধিক বা কাহাকে অল্প এরূপ অসম ভাগ করিবেন না ॥ ১২

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুষ্কর্মকারী হউক বা সুকর্মকারীই হউক, কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহাকে অপমান করিবে না। এইরূপ যদি স্ত্রী বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা মন্দপথে গমন করে, তবে শ্রেষ্ঠ পুরুষের যাহাতে তাহাদের মঙ্গল হয়, সেরূপ উপায় স্থির করা উচিত। ধর্মজ্ঞ পুরুষগণ বলেন যে, ধর্মই কল্যাণের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন ॥ ১৩½

গৌরবে দশ আচার্য্য হইতে উপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ, দশ উপাধ্যায় হইতে পিতা শ্রেষ্ঠ এবং দশ পিতা হইতে মাতা শ্রেষ্ঠ। মাতা নিজগৌরবে সম্পূর্ণ পৃথিবীকেও অতিক্রম করেন। অতএব মাতার সমান অন্য কোন গুরু নাই ॥ ১৪-১৫

ভরতনন্দন! মাতার গৌরব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেইজন্য মানুষ তাঁহাকেই বিশেষ সমাদর করে। ভারত! পিতার মৃত্যু হইলে পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেই পিতার সমান বলিয়া মান্য করিতে হইবে ॥ ১৬

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কর্তব্য হইল, তিনি নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে জীবিকা প্রদান করিবেন এবং তাহাদের পালন-পোষণ করিবেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতারা সকলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নমস্কার করিবে এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে চলিবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেই পিতা মনে করিয়া তাঁহারই আশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করিবে ॥ ১৭½

ভারত! পিতা ও মাতা কেবল দেহের সৃষ্টি করেন, কিন্তু আচার্য্যের উপদেশের দ্বারা যে জ্ঞানরূপ নবজীবন লাভ হয়, তাহা সত্য, অজর ও অমর ॥ ১৮½

ভরতশ্রেষ্ঠ! জ্যেষ্ঠা ভগিনী মাতার তুল্যা। এইরূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী ও শিশুকাল হইতে যাঁহার দুগ্ধ পান করা হইয়াছে, সেই ধাত্রীও মাতারই তুল্যা ॥ ১৯-২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের পারস্পরিক আচরণবিষয়ক পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[মাস-পক্ষ-তিথিসম্বন্ধিবিভিন্ন-ব্রতোপবাসানাং ফলবর্ণনম্

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সর্বেষামেব বর্ণানাং ম্লেচ্ছানাঞ্চ পিতামহ।
উপবাসে মতিরিয়ং কারণঞ্চ ন বিদ্মহে ॥ ১

ব্রহ্মক্ষত্রেণ নিয়মাশ্চর্তব্যা ইতি নঃ শ্রুতম্।
উপবাসে কথং তেষাং কৃত্যমস্তি পিতামহ ॥ ২

নিয়মাংস্তোপবাসাংশ্চ সর্বেষাং ব্রূহি পার্থিব।
আপ্নোতি কাং গতিং তাত উপবাসপরায়ণঃ ॥ ৩

উপবাসঃ পরং পুণ্যমুপবাসঃ পরায়ণম্।
উপোষ্যেহ নরশ্রেষ্ঠ কিং ফলং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪

অধর্মান্মুচ্যতে কেন ধর্মমাপ্নোতি বা কথম্।
স্বর্গং পুণ্যঞ্চ লভতে কথং ভরতসত্তম ॥ ৫

উপোষ্য চাপি কিং তেন প্রদেয়ং স্যান্নরাধিপ।
ধর্মেণ চ সুখানর্থাংল্লভেদ্ যেন ব্রবীহি তম্ ॥ ৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং ব্রুবাণং কৌন্তেয়ং ধর্মজ্ঞং ধর্মতত্ত্ববিৎ।
ধর্মপুত্রমিদং বাক্যং ভীষ্মঃ শান্তনবোঽব্রবীৎ ॥ ৭

ভীষ্ম উবাচ।

ইদং খলু ময়া রাজন্ শ্রুতমাসীৎ পুরাতনম্।
উপবাসবিধৌ শ্রেষ্ঠা গুণা যে ভরতর্ষভ ॥ ৮

ঋষিমঙ্গিরসং পূর্বং পৃষ্টবানস্মি ভারত।
যথা মাং ত্বং তথৈবাহং পৃষ্টবাংস্তং তপোধনম্ ॥ ৯

প্রশ্নমেতং ময়া পৃষ্টো ভগবানগ্নিসম্ভবঃ।
উপবাসবিধিং পুণ্যমাচষ্ট ভরতর্ষভ ॥ ১০

অঙ্গিরা উবাচ।

ব্রহ্ম-ক্ষত্রে ত্রিরাত্রং তু বিহিতং কুরুনন্দন।
দ্বিত্রিরাত্রমথৈকাহং নির্দিষ্টং পুরুষর্ষভ ॥ ১১

বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ যন্মোহাদুপবাসং প্রচক্রিরে।
ত্রিরাত্রং বা দ্বিরাত্রং বা তয়োর্ব্যুষ্টির্ন বিদ্যতে ॥ ১২

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

[মাস, পক্ষ ও তিথি সম্বন্ধী বিভিন্ন ব্রতোপবাসের ফল বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! সমস্ত বর্ণের মানুষেরা ও ম্লেচ্ছজাতির মানুষেরাও উপবাসে মনঃসংযোগ করিয়া থাকে, কিন্তু ইহার কারণ কি? আমি ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। ১

পিতামহ! শুনা যায়, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের নিয়মসমূহ পালন করা উচিত; কিন্তু উপবাস করিলে তাহাদের কিভাবে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহা জানিতে পারা যায় না। ২

ভূপাল! আপনি কৃপা করিয়া আমাকে সমস্ত নিয়ম ও উপবাসের বিধি বলুন। তাত! উপবাসকারী মানুষ কোন্ গতি প্রাপ্ত হয়? ৩

নরশ্রেষ্ঠ! শুনা যায়, উপবাস অত্যন্ত পুণ্যকর কর্ম এবং উপবাস সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়, কিন্তু উপবাস করিলে মানুষ এ সংসারে কোন্ ফল প্রাপ্ত হয়? ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! মানুষ কোন্ কর্মের দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং কোন্ উপায়ে তাহার ধর্মপ্রাপ্তি হয়? সে পুণ্য ও স্বর্গ কিরূপে লাভ করিতে পারে? ৫

নরনাথ! উপবাস করিয়া মানুষের কোন্ বস্তু দান করা উচিত? যে ধর্মের দ্বারা মানুষ সুখ ও ধন লাভ করিতে পারে, তাহা আমাকে বলুন। ৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! ধর্মজ্ঞ ধর্মপুত্র কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর ধর্মের তত্ত্বসম্বন্ধে অভিজ্ঞ শান্তনুকুমার ভীষ্ম তাঁহাকে বলিলেন। ৭

ভীষ্ম বলিলেন - রাজন্! ভরতশ্রেষ্ঠ! উপবাসে যে সব শ্রেষ্ঠ গুণ আছে, তদ্বিষয়ে আমি প্রাচীন কালে এইরূপ শুনিয়াছি। ৮

ভারত! আজ তুমি আমাকে যে ভাবে প্রশ্ন করিলে এইরূপে আমিও পূর্বে তপোধন অঙ্গিরামুনিকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। ৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! যখন আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন অগ্নিনন্দন ভগবান্ অঙ্গিরা আমাকে উপবাসের পবিত্র বিধি এইভাবে বলিলেন। ১০

অঙ্গিরা বলিলেন, কুরুনন্দন! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তিন রাত্রি উপবাস করিবার বিধান আছে। পুরুষশ্রেষ্ঠ! কোন কোন স্থলে দুই রাত্রি, তিন রাত্রি ও একদিন সর্বসাকুল্যে ছয়রাত্রি উপবাস করিবার বিধি নির্দিষ্ট আছে। ১১

বৈশ্যগণ ও শূদ্রগণ যে মোহবশতঃ তিন রাত্রি অথবা দুই রাত্রি উপবাস করে, উহাতে তাহাদের কোনও ফল লাভ হয় না। ১২

চতুর্থভক্তক্ষপণং বৈশ্যে শূদ্রে বিধীয়তে।
ত্রিরাত্রং ন তু ধর্মজ্ঞৈর্বিহিতং ধর্মদর্শিভিঃ ॥ ১৩
পঞ্চম্যাং বাপি ষষ্ঠ্যাঞ্চ পৌর্ণমাস্যাঞ্চ ভারত।
উপোষ্য একভক্তেন নিয়তাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৪
ক্ষমাবান্ রূপসম্পন্নঃ শ্রুতবাংশ্চৈব জায়তে।
নানপত্যো ভবেৎ প্রাজ্ঞো দরিদ্রো বা কদাচন ॥ ১৫
যজিষ্ণুঃ পঞ্চমীং ষষ্ঠীং কুলে ভোজয়তে দ্বিজান্
অষ্টমীমথ কৌরব্য কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীম্ ॥ ১৬
উপোষ্য ব্যাধিরহিতো বীর্য্যবানভিজায়তে।
মার্গশীর্ষং তু যো মাসমেকভক্তেন সংক্ষিপেৎ ॥ ১৭
ভোজয়েচ্চ দ্বিজান্ শক্ত্যা স মুচ্যেদ্ ব্যাধিকিল্বিষৈঃ।
সর্ব্বকল্যাণসম্পূর্ণঃ সর্ব্বৌষধিসমন্বিতঃ ॥ ১৮
উপোষ্য ব্যাধিরহিতো বীর্য্যবানভিজায়তে।
কৃষিভাগী বহুধনো বহুধান্যশ্চ জায়তে ॥ ১৯
পৌষমাসং তু কৌন্তেয় ভক্তেনৈকেন যঃ ক্ষিপেৎ।
সুভগো দর্শনীয়শ্চ যশোভাগী চ জায়তে ॥২০
মাঘং তু নিয়তো মাসমেকভক্তেন যঃ ক্ষিপেৎ।
শ্রীমৎকুলে জ্ঞাতিমধ্যে স মহত্ত্বং প্রপদ্যতে ॥ ২১
ভগদৈবতমাসং তু একভক্তেন যঃ ক্ষিপেৎ।
স্ত্রীষু বল্লভতাং যাতি বশ্যাশ্চাস্য ভবন্তি তাঃ ॥ ২২
চৈত্রং তু নিয়তো মাসমেকভক্তেন যঃ ক্ষিপেৎ।
সুবর্ণমণিমুক্তাঢ্যে কুলে মহতি জায়তে ॥ ২৩
নিস্তরেদেকভক্তেন বৈশাখং যো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নরো বা যদি বা নারী জ্ঞাতীনাং শ্রেষ্ঠতাং ব্রজেৎ ॥২৪
জ্যৈষ্ঠামূলং তু যো মাসমেকভক্তেন সংক্ষিপেৎ।
ঐশ্বর্য্যমতুলং শ্রেষ্ঠং পুমান্ স্ত্রী বা প্রপদ্যতে ॥ ২৫
আষাঢ়মেকভক্তেন স্থিত্বা মাসমতন্দ্রিতঃ।
বহুধান্যো বহুধনো বহুপুত্রশ্চ জায়তে ॥ ২৬
শ্রাবণং নিয়তো মাসমেকভক্তেন যঃ ক্ষিপেৎ।
যত্র তত্রাভিষেকেণ যুজ্যতে জ্ঞাতিবর্দ্ধনঃ ॥ ২৭

বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে চতুর্থ দিবসপর্য্যন্ত ভোজনত্যাগের বিধান আছে অর্থাৎ তাহারা কেবল দুই দিন ও দুই রাত্রি উপবাস করিবে; কারণ, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মদর্শী বিদ্বান্‌গণ তাহাদের জন্য তিন রাত্রি পর্য্যন্ত উপবাস করিবার বিধান নির্দ্দিষ্ট করেন নাই ।১৩

ভারত! যদি মানুষ পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও পূর্ণিমার দিন নিজের মন এবং ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া একবার মাত্র ভক্ত (অন্ন—ভাত) ভোজন করত উপবাস করে, তবে সে ক্ষমাবান্ রূপবান্ ও বিদ্বান্ হয়। সেই বুদ্ধিমান্ মানুষ কখনও সন্তানহীন বা দরিদ্র হয় না। ১৪-১৫

কুরুনন্দন! যে মানুষ ভগবানের আরাধনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া পঞ্চমী, ষষ্ঠী, অষ্টমী ও কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে নিজের গৃহে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করায় এবং স্বয়ং উপবাস করে, সে রোগহীন ও বলবান্ হয়। ১৬½

যে ব্যক্তি অগ্রহায়ণ মাসে এক সময় ভোজন করিয়া মাস অতিবাহিত করে এবং নিজের শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করায়, সে রোগ ও পাপসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ।১৭½

সে সর্ব্বপ্রকার কল্যাণময় সাধনসম্পন্ন এবং সর্ব্ববিধ ওষধিসমূহে (অন্ন-ফলাদিতে) পরিপূর্ণ থাকে। অগ্রহায়ণমাসে উপবাস করিলে মানুষ পরজন্মেও রোগহীন ও বলবান্ হয়। সে কৃষিযোগ্য ক্ষেত্র (জমী)-ভাগী হয় এবং বহু ধন ও বহু ধান্য প্রাপ্ত হয় ।১৮-১৯

কুন্তীনন্দন! যে পৌষমাসে একবার মাত্র ভক্ত (ভাত) ভোজন করিয়া অতিবাহিত করে, সে সৌভাগ্যশালী, দর্শনীয় এবং যশোভাগী হয়। ২০

যে ব্যক্তি মাঘমাসে এক সময় ভোজন করত বিনয়পূর্ব্বক অতিবাহিত করে, সে ধনবান্ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজের জ্ঞাতিগণের মধ্যে মহত্ব লাভ করে। ২১

যে ফাল্গুনমাসে এক সময় ভোজন করিয়া মাস যাপন করে, সে স্ত্রীগণের প্রিয় হয় এবং তাহারা তাহার অধীনে থাকে। ২২

যে নিয়মপূর্ব্বক অবস্থান করত চৈত্রমাসে একবার ভোজন করিয়া মাসযাপন করে, সে সুবর্ণ, মণি ও মুক্তাসমূহে সমৃদ্ধ উচ্চ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ২৩

যে স্ত্রী বা পুরুষ ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক এক সময়ে ভোজন করত বৈশাখ মাস অতিবাহিত করে, সে সজাতীয় বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়। ২৪

যে জ্যৈষ্ঠ মাসে এক সময় ভোজন করিয়া মাসযাপন করে, সে স্ত্রী হউক বা পুরুষ হউক, অনুপম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। ২৫

যে ব্যক্তি আষাঢ় মাসে এক সময় ভোজন করিয়া আলস্য ত্যাগ করে, সে বহু ধন-ধান্যসম্পন্ন এবং বহু পুত্রবান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ২৬

যে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া এক সময় ভোজন করিতে করিতে শ্রাবণ মাস অতিবাহিত করে, সে বিভিন্ন তীর্থে

প্রোষ্ঠপদং তু যো মাসমেকাহারো ভবেন্নরঃ।
গবাঢ্যং স্ফীতমচলমৈশ্বর্য্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৮
তথৈবাশ্বযুজং মাসমেকভক্তেন যঃ ক্ষিপেৎ।
মৃজাবান্ বাহনাঢ্যশ্চ বহুপুত্রশ্চ জায়তে ॥ ২৯
কার্ত্তিকং তু নরো মাসং যঃ কুর্য্যাদেকভোজনম্।
শূরশ্চ বহুভার্য্যশ্চ কীর্ত্তিমাংশ্চৈব জায়তে ॥৩০
ইতি মাসা নরব্যাঘ্র ক্ষিপতাং পরকীর্ত্তিতাঃ।
তিথীনাং নিয়মা যে তু শৃণু তানপি পার্থিব ॥ ৩১
পক্ষে পক্ষে গতে যস্তু ভক্তমশ্নাতি ভারত।
গবাঢ্যো বহুপুত্রশ্চ বহুভার্য্যঃ স জায়তে ॥ ৩২
মাসি মাসি ত্রিরাত্রাণি কৃত্বা বর্ষাণি দ্বাদশ।
গণাধিপত্যং প্রাপ্নোতি নিঃসপত্নমনাবিলম্ ॥ ৩৩
এতে তু নিয়মাঃ সর্বে কর্ত্তব্যাঃ শরদো দশ।
যে চাপ্তে ভরতশ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তিমনুবর্ত্ততা ॥ ৩৪

স্নান করিবার পুণ্যফলে যুক্ত হয় এবং নিজের জ্ঞাতিগণের বৃদ্ধি-কারক হয়। ২৭

যে মানুষ ভাদ্র মাসে এক সময় ভোজন করিয়া কালাতিপাত করে, সে গোধনসম্পন্ন, সমৃদ্ধিশালী ও অবিচল ঐশ্বর্য্যভাগী হয়। ২৮

যে আশ্বিন মাসে একবার ভোজন করত মাসযাপন করে, সে পবিত্র, নানাপ্রকার বাহনে সমৃদ্ধ ও অনেক পুত্রের পিতা হয়। ২৯

যে মানুষ কার্ত্তিক মাসে একবার ভোজন করত এই মাস অতিবাহিত করে, সে শৌর্য্যশালী বীর, বহু ভার্য্যাযুক্ত ও কীর্ত্তিমান্ হয়। ৩০

নরশ্রেষ্ঠ! এইভাবে আমি একমাস পর্য্যন্ত একাহারী হইয়া ব্রতপালনকারী মনুষ্যগণের জন্য বিভিন্ন মাসের ফল বলিলাম। ভূপাল! এখন তিথিসকলের যে নিয়ম আছে সেই সমস্ত শ্রবণ কর। ৩১

ভরতনন্দন! যে ব্যক্তি পক্ষে পক্ষে অর্থাৎ পনের দিন পনের দিন পর ভোজন করে, সে জন্মগ্রহণ করিয়া গোধনে সমৃদ্ধ হয় এবং বহু পুত্র ও বহু ভার্য্যা লাভ করে। ৩২

যে ব্যক্তি বার বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসে বহু ত্রিরাত্রি ব্রত পালন করে, সে ভগবান্ শিবের গণসমূহের নিষ্কণ্টক ও নির্মল আধিপত্য প্রাপ্ত হয়। ৩৩

যস্তু প্রাতস্তথা সায়ং ভুঞ্জানো নান্তরা পিবেৎ।
অহিংসানিরতো নিত্যং জুহ্বানো জাতবেদসম্ ॥ ৩৫
ষড়্ভিঃ স বর্ষৈর্নৃপতে সিধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩৬
অধিবাসে সোঽপ্সরসাং নৃত্যগীতবিনাদিতে।
রমতে স্ত্রীসহস্রাঢ্যে সুকৃতী বিরজো নরঃ ॥ ৩৭
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং বিমানমধিরোহতি।
পূর্ণং বর্ষসহস্রঞ্চ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৩৮
তৎক্ষয়াদিহ চাগম্য মাহাত্ম্যং প্রতিপদ্যতে।
যস্তু সংবৎসরং পূর্ণমেকাহারো ভবেন্নরঃ ॥ ৩৯
অতিরাত্রস্য যজ্ঞস্য স ফলং সমুপাশ্নুতে।
দশবর্ষসহস্রাণি স্বর্গে চ স মহীয়তে ॥ ৪০
তৎক্ষয়াদিহ চাগম্য মাহাত্ম্যং প্রতিপদ্যতে।
যস্তু সংবৎসরং পূর্ণং চতুর্থং ভক্তমশ্নুতে ॥ ৪১

ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রবৃত্তিমার্গের অনুসরণকারী মানুষের এই সব নিয়ম বার বৎসর পর্য্যন্ত পালন করা কর্ত্তব্য। ৩৪

যে মানুষ প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভোজন করে, মধ্যে জলপান পর্য্যন্ত করে না এবং সর্ব্বদা অহিংসাপরায়ণ হইয়া নিত্য অগ্নিহোত্র করে, সেই মানুষ ছয় বৎসরে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। নৃপতে! সেই মানুষ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করে। ৩৫-৩৬

এই পুণ্যাত্মা ও রজোগুণ-রহিত মানুষ সহস্র দিব্য রমণীগণে পরিপূর্ণ এবং নৃত্য ও গীত ধ্বনিতে শব্দায়মান অপ্সরালোকে রমণ করে। ৩৭

কেবল ইহাই নহে, সে তপ্ত সুবর্ণতুল্য কান্তিমান্ বিমানে আরোহণ করে এবং পূর্ণ এক হাজার বৎসর ব্রহ্মলোকে সসম্মানে বাস করে। পুণ্য ক্ষীণ হইলে পর এই ভূলোকে আসিয়া মহত্ত্ব-পূর্ণ স্থান প্রাপ্ত হয়। ৩৮½

যে মানুষ পূর্ণ এক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া অবস্থান করে, সে অতিরাত্র যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। ৩৯½

সেই মানুষ দশ হাজার বৎসর কাল স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারপর পুণ্য ক্ষীণ হইয়া যাইলে এই জগতে আসিয়া মহত্ত্বপূর্ণ স্থান প্রাপ্ত হয়। ৪০½

যে ব্যক্তি পূর্ণ এক বৎসর ধরিয়া দুই দিন উপবাস করিয়া তৃতীয় দিনের রাত্রিতে ভোজন করে এবং অহিংসা, সত্য ও

অহিংসানিরতো নিত্যং সত্যবাগ্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
বাজপেয়স্য যজ্ঞস্য স ফলং সমুপাশ্নুতে ॥ ৪২
দশবর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ।
ষষ্ঠে কালে তু কৌন্তেয় নরঃ সংবৎসরং ক্ষিপন্ ॥ ৪৩
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ।
চক্রবাকপ্রযুক্তেন বিমানেন স গচ্ছতি ॥ ৪৪
চত্বারিংশৎ সহস্রাণি বর্ষাণাং দিবি মোদতে ।
অষ্টমেন তু ভক্তেন জীবন্ সংবৎসরং নৃপ ॥ ৪৫
গবাময়স্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ।
হংসসারসযুক্তেন বিমানেন স গচ্ছতি ॥ ৪৬
পঞ্চাশতং সহস্রাণি বর্ষাণাং দিবি মোদতে ।
পক্ষে পক্ষে গতে রাজন্ যোঽশ্নীয়াদ্ বর্ষমেব তু ॥ ৪৭
ষণ্মাসানশনং তস্য ভগবানঙ্গিরাঽব্রবীৎ ।
ষষ্টির্বর্ষসহস্রাণি দিবমাবসতে চ সঃ ॥ ৪৮

ইন্দ্রিয়সংযমপালন করে, সে বাজপেয়-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং দশ হাজার বৎসর স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকে ॥ ৪১-৪২½

কুন্তীনন্দন! যে ব্যক্তি এক বর্ষকাল ষষ্ঠ সময়ে অর্থাৎ দুই দিন ও দুই রাত্রি তৃতীয় দিনে দিবাভাগ ত্যাগ করিয়া রাত্রিতে ভোজন করে, সেই ব্যক্তি অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৩½

সে চক্রবাকগণের দ্বারা বাহিত বিমানে করিয়া স্বর্গলোকে গমন করে এবং সেখানে চল্লিশ হাজার বৎসর পর্যন্ত সানন্দে বাস করে ॥ ৪৪½

নৃপ যুধিষ্ঠির! যে মানুষ তিন দিন উপবাস করিয়া চতুর্থ-দিনে রাত্রিতে ভোজন করত এক বৎসর জীবন ধারণ করে, সেই মানুষ গবাময়-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৫½

সে হংস ও সারসগণ-যোজিত বিমানের দ্বারা গমন করে এবং পঞ্চাশ হাজার বৎসর ধরিয়া স্বর্গলোকে সুখভোগ করিতে থাকে ॥ ৪৬½

যে ব্যক্তি এক এক পক্ষ অতিক্রান্ত হইলে পর ভোজন করে এবং এইভাবে এক বৎসর পূর্ণ করে, তাহার ছয় মাস পর্যন্ত অনশন করিবার ফললাভ হয়। ইহাই ভগবান্ অঙ্গিরামুনি বলিয়াছেন ॥ ৪৭½

প্রজানাথ! সে ষাট হাজার বৎসর ধরিয়া স্বর্গলোকে নিবাস করে এবং সেখানে বীণা, বল্লকী, বেণুপ্রভৃতি বাদ্যসমূহের

বীণানাং বল্লকীনাঞ্চ বেণূনাঞ্চ বিশাম্পতে ।
সুঘোষৈর্মধুরৈঃ শব্দৈঃ সুপ্তঃ স প্রতিবোধ্যতে ॥ ৪৯
সংবৎসরমিহৈকং তু মাসি মাসি পিবেৎপয়ঃ ।
ফলং বিশ্বজিতস্তাত প্রাপ্নোতি স নরো নৃপ ॥ ৫০
সিংহ-ব্যাঘ্রপ্রযুক্তেন বিমানেন স গচ্ছতি
সপ্ততিঞ্চ সহস্রাণি বর্ষাণাং দিবি মোদতে ॥ ৫১
মাসাদূর্দ্ধং নরব্যাঘ্র নোপবাসো বিধীয়তে ।
বিধিং ত্বনশনস্যাহুঃ পার্থ ধর্মবিদো জনাঃ ॥ ৫২
অনার্ত্তো ব্যাধিরহিতো গচ্ছেদনশনং তু যঃ ।
পদে পদে যজ্ঞফলং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩
দিবং হংসপ্রযুক্তেন বিমানেন স গচ্ছতি ।
শতং বর্ষসহস্রাণাং মোদতে স দিবি প্রভো ॥ ৫৪
শতং চাপ্সরসঃ কন্যা রময়ন্ত্যপি তং নরম্ ।
আর্ত্তো বা ব্যাধিতো বাপি গচ্ছেদনশনং তু যঃ ॥ ৫৫

মনোহর ধ্বনি ও সুমধুর শব্দের দ্বারা নিদ্রা হইতে জাগরিত হয় ॥ ৪৮-৪৯

তাত! নরেশ্বর! যে মানুষ একবর্ষ পর্যন্ত প্রতিমাসে একবার মাত্র জলপান করিয়া অবস্থান করে, সে বিশ্বজিৎ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৫০

সে সিংহ ও ব্যাঘ্র যোজিত বিমানে গমন করে এবং সত্তর হাজার বর্ষ পর্যন্ত স্বর্গলোকে সুখভোগ করে ॥ ৫১

নরশ্রেষ্ঠ! এক মাসের অধিক সময় পর্যন্ত উপবাস করিবার বিধান নাই। কুন্তীনন্দন! ধর্মজ্ঞ পুরুষগণ অনশনের এই বিধি বলিয়াছেন ॥ ৫২

যে ব্যক্তি রোগ ও ব্যাধিহীন হইয়া অনশনব্রত করে, (শোকে দুঃখে পীড়িত হইয়া এবং ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ভোজন না করাকে অনশন-ব্রত বলে না), তাহার পদে পদে যজ্ঞফল লাভ হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৫৩

প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! এরূপ মানুষ হংসযোজিত দিব্যবিমানে গমন করে এবং এক লক্ষ বর্ষ পর্যন্ত দেবলোকে আনন্দভোগ করে। সেখানে শত কুমারী অপ্সরা সেই মানুষের মনোরঞ্জন করে ॥ ৫৪½

প্রভো! রোগী অথবা পীড়িত মানুষও যদি উপবাস করে, তবে সে এক লক্ষ বর্ষ পর্যন্ত স্বর্গলোকে সুখের সহিত বাস করিয়া থাকে ॥ ৫৫½

শতং বর্ষসহস্রাণাং মোদতে স দিবি প্রভো।
কাঞ্চীনূপুরশব্দেন সুপ্তশ্চৈব প্রবোধ্যতে ॥ ৫৬
সহস্রহংসযুক্তেন বিমানেন তু গচ্ছতি।
স গত্বা স্ত্রীশতাকীর্ণে রমতে ভরতর্ষভ ॥ ৫৭
ক্ষীণস্যাপ্যায়নং দৃষ্টং ক্ষতস্য ক্ষতরোহণম্।
ব্যাধিতস্যৌষধগ্রামঃ ক্রুদ্ধস্য চ প্রসাদনম্ ॥ ৫৮
দুঃখিতস্যার্থমানাভ্যাং দুঃখানাং প্রতিষেধনম্।
ন চৈতে স্বর্গকামস্য রোচন্তে সুখমেধসঃ ॥ ৫৯
অতঃ স কামসংযুক্তে বিমানে হেমসন্নিভে।
রমতে স্ত্রীশতাকীর্ণে পুরুষোঽলঙ্কৃতঃ শুচিঃ ॥ ৬০
স্বস্থঃ সফলসঙ্কল্পঃ সুখী বিগতকল্মষঃ।
অনশ্নন্ দেহমুৎসৃজ্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৬১
বালসূর্য্যপ্রতীকাশে বিমানে হেমবর্চসি।
বৈদূর্য্যমুক্তাখচিতে বীণামুরজনাদিতে ॥ ৬২
পতাকাদীপিকাকীর্ণে দিব্যঘণ্টানিনাদিতে।
স্ত্রীসহস্রানুচরিতে স নরঃ সুখমেধতে ॥ ৬৩
যাবন্তি রোমকূপাণি তস্য গাত্রেষু পাণ্ডব।
তাবন্ত্যেব সহস্রাণি বর্ষাণাং দিবি মোদতে ॥ ৬৪
নাস্তি বেদাৎ পরং শাস্ত্রং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।
ন ধর্মাৎ পরমো লাভস্তপো নানশনাৎ পরম্ ॥ ৬৫
ব্রাহ্মণেভ্যঃ পরং নাস্তি পাবনং দিবি চেহ চ।
উপবাসৈস্তথা তুল্যং তপঃকর্ম ন বিদ্যতে ॥ ৬৬
উপোষ্য বিধিবদ্ দেবাস্ত্রিদিবং প্রতিপেদিরে।
ঋষয়শ্চ পরাং সিদ্ধিমুপবাসৈরবাপ্নুবন্ ॥ ৬৭
দিব্যবর্ষসহস্রাণি বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
ক্ষান্তমেকেন ভক্তেন তেন বিপ্রত্বমাগতঃ ॥ ৬৮
চ্যবনো জমদগ্নিশ্চ বসিষ্ঠো গৌতমো ভৃগুঃ।
সর্ব এব দিবং প্রাপ্তাঃ ক্ষমাবন্তো মহর্ষয়ঃ ॥ ৬৯
ইদমঙ্গিরসা পূর্বং মহর্ষিভ্যঃ প্রদর্শিতম্
যঃ প্রদর্শয়তে নিত্যং ন স দুঃখমবাপ্নুতে ॥ ৭০

সে স্থানে সে নিদ্রিত হইলে পর দিব্য রমণীগণের কাঞ্চী ও নূপুরসমূহের ধ্বনির দ্বারা জাগরিত হয় এবং এরূপ বিমানে গমন করে, যাহাতে এক হাজার হংস যোজিত আছে। ৫৫½

ভরতশ্রেষ্ঠ! সে স্বর্গলোকে গমন করত শত রমণীগণে পূর্ণ অন্তঃপুরে সানন্দে বাস করে। এ জগতে দুর্বল মানুষকেও হৃষ্ট-পুষ্ট হইতে দেখা যায়। যাহার ক্ষত হইয়াছে, সেই ক্ষতও পূর্ণ হইয়া যাইতে দেখা যায়। রোগীর নিজের রোগ নিবৃত্তির জন্য ঔষধসমূহ লাভ হয়। ক্রুদ্ধ মানুষকে প্রসন্ন করিবার উপায়ও দেখা যায়। অর্থ ও মানের দ্বারা দুঃখিত মানুষের দুঃখনিবারণও দেখা যায়; কিন্তু স্বর্গকামী ও দিব্য সুখাভিলাষী মানুষের এই সব অর্থাৎ এই জগতের সুখের কথা ভাল লাগে না। ৫৭-৫৯

অতএব সেই পবিত্র পুরুষ বস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া শত স্ত্রীগণে পূর্ণ এবং ইচ্ছানুসারে গমনকারী সুবর্ণতুল্য বিমানে উপবেশন করত রমণ করে। সে স্বস্থ, সফলমনোরথ, সুখী ও নিষ্পাপ হয়। ৬০½

যে মানুষ অনশনব্রত করিয়া দেহত্যাগ করে, সে নিম্নলিখিত ফল লাভ করিয়া থাকে। প্রাতঃকালের সূর্য্যতুল্য প্রকাশমান, স্বর্ণসদৃশ কান্তিমান্, বৈদূর্য্যমণি ও মুক্তাবিজড়িত, বীণা ও মৃদঙ্গের ধ্বনিতে নিনাদিত, পতাকা এবং দীপসমূহে আলোকিত এবং দিব্য ঘণ্টানাদে গুঞ্জরিত, সহস্র অপ্সরাগণে যুক্ত বিমানে উপবেশন করত দিব্য সুখভোগ করে। ৬১-৬৩

পাণ্ডুনন্দন! তাহার দেহে যত রোমকূপ আছে, তত সহস্র বৎসর কাল সে স্বর্গলোকে সুখের সহিত নিবাস করে। ৬৪

বেদ হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও শাস্ত্র নাই, মাতার সমান গুরু নাই, ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ কোন লাভ নাই এবং উপবাস হইতে উৎকৃষ্ট কোনও তপস্যা নাই। ৬৫

যেরূপ ইহলোক ও পরলোকে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও পাবন নাই, সেইরূপ উপবাসের সমান কোন তপস্যা নাই। ৬৬

দেবতাগণ বিধি অনুসারে উপবাস করিয়াই স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ঋষিরাও উপবাসের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ৬৭

পরম বুদ্ধিমান্ বিশ্বামিত্র একহাজার দিব্য বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক সময় ভোজন করত ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিতে করিতে তপস্যায় নিরত ছিলেন। ইহার দ্বারা তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ৬৮

চ্যবন, জমদগ্নি, বসিষ্ঠ, গৌতম ও ভৃগু—এই সব ক্ষমাবান্ মহর্ষিগণ উপবাস করিয়াই দিব্য লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৬৯

পুরাকালে অঙ্গিরামুনি মহর্ষিগণকে এই অনশন-ব্রতের দিগ্‌দর্শন করাইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি সদা এই অনশনব্রত লোকসকলের মধ্যে প্রচার করে, সে কখনও দুঃখ প্রাপ্ত হয় না। ৭০

ইমং তু কৌন্তেয় যথাক্রমং বিধিং
প্রবর্তিতং হ্যঙ্গিরসা মহর্ষিণা।
পঠেচ্চ যো বৈ শৃণুয়াচ্চ নিত্যদা
ন বিদ্যতে তস্য নরস্য কিল্বিষম্ ॥ ৭১
বিমুচ্যতে চাপি স সর্বসঙ্করৈ-
র্ন চাস্য দোষৈরভিভূয়তে মনঃ।

কুন্তীনন্দন! মহর্ষি অঙ্গিরা কথিত এই উপবাস-ব্রতের বিধি যে প্রতিদিন ক্রমশঃ পাঠ করে ও শ্রবণ করে, তাহার আর কোনও পাপ থাকে না ॥ ৭১

সে সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় এবং তাহার

বিযোনিজানাঞ্চ বিজানতে রুতং
ধ্রুবাঞ্চ কীর্তিং লভতে নরোত্তমঃ ॥ ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি উপবাসবিধৌ ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৬

মন কখনও দোষসমূহে অভিভূত হয় না। কেবল ইহাই নহে, সেই শ্রেষ্ঠ মানুষ অন্য যোনিতে জন্মগ্রহণকারী সকল প্রাণীর ভাষা বুঝিতে পারে এবং অক্ষয় কীর্তিভাগী হয় ॥ ৭২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে উপবাসের বিধিবিষয়ক ষড়ধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দরিদ্রাণাং যজ্ঞতুল্যফলদায়কোপবাসব্রতস্য তৎফলস্য চ সবিস্তরং বর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

পিতামহেন বিধিবদ্ যজ্ঞাঃ প্রোক্তা মহাত্মনা।
গুণাশ্চৈষাং যথাতথ্যং প্রেত্য চেহ চ সর্বশঃ ॥ ১
ন তে শক্যা দরিদ্রেণ যজ্ঞাঃ প্রাপ্তুং পিতামহ।
বহূপকরণা যজ্ঞা নানাসম্ভারবিস্তরাঃ ॥ ২
পার্থিবৈ রাজপুত্রৈর্বা শক্যাঃ প্রাপ্তুং পিতামহ।
নার্থন্যূনৈরবগুণৈরেকাত্মভিরসংহতৈঃ ॥ ৩
যো দরিদ্রৈরপি বিধিঃ শক্যঃ প্রাপ্তুং সদা ভবেৎ
অর্থন্যূনৈরবগুণৈরেকাত্মভিরসংহতৈঃ ॥ ৪
তুল্যো যজ্ঞফলৈরেতৈস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ।

ভীষ্ম উবাচ।

ইদমঙ্গিরসা প্রোক্তমুপবাসফলাত্মকম্ ॥ ৫
বিধিং যজ্ঞফলৈস্তুল্যং তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির।
যস্তু কল্যং তথা সায়ং ভুঞ্জানো নান্তরা পিবেৎ ॥৬
অহিংসানিরতো নিত্যং জুহ্বানো জাতবেদসম্।
ষড্ভিরেব স বর্ষৈস্তু সিধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়

[দরিদ্র ব্যক্তিগণের জন্য যজ্ঞতুল্য ফলদায়ক উপবাসব্রত এবং তাহার ফল সবিস্তারে বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাত্মা পিতামহ বিধি অনুসারে যজ্ঞসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহলোক ও পরলোকে যে সব তাহাদের গুণ আছে, তৎসমস্তই যথাযথভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ১

পিতামহ! কিন্তু দরিদ্র মানুষ সেই সব যজ্ঞ লাভ করিতে পারে না; কারণ, এই সব যজ্ঞের উপকরণ বহু এবং অনেক প্রকারের আয়োজন আবশ্যক বলিয়া তাহার বিস্তার অতিশয় বর্ধিত হইয়া যায়। ২

পিতামহ! রাজা অথবা রাজপুত্রই সেই যজ্ঞসকল লাভ করেন। যাহাদের নিকট ধনের অল্পতা আছে, যাহারা গুণহীন, একাকী এবং অসহায়, তাহারা কোনপ্রকারেই যজ্ঞ করিতে পারে না।। ৩

পিতামহ! সেইজন্য যে কর্মের অনুষ্ঠান দরিদ্র, গুণহীন, একাকী ও অসহায় ব্যক্তিগণের পক্ষেও সহজ ও মহাযজ্ঞসকলের তুল্য ফলদায়ক হয়, তাহা আমার আমার নিকট বর্ণন করুন ।। ৪½

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! অঙ্গিরা মুনি-কথিত এই যে উপবাস বিধি, ইহা যজ্ঞের তুল্য ফলদায়ক। উহা পুনরায় বর্ণনা করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৫½

যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ভোজন করেন, মধ্যে আর জল পর্যন্ত পান করেন না এবং অহিংসাপরায়ণ হইয়া নিত্য অগ্নিহোত্র করেন, তিনি ছয় মাসের মধ্যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৬-৭

তপ্তকাঞ্চনবর্ণঞ্চ বিমানং লভতে নরঃ।
দেবস্ত্রীণামধীবাসে নৃত্যগীতনিনাদিতে ॥ ৮
প্রাজাপত্যে বসেৎ পদ্মং বর্ষাণামগ্নিসন্নিভে।
ত্রীণি বর্ষাণি যঃ প্রাশেৎ সততং ত্বেকভোজনম্ ॥ ৯
ধর্মপত্নীরতো নিত্যমগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ।
যজ্ঞং বহুসুবর্ণং বা বাসবপ্রিয়মাচরেৎ ॥ ১০
সত্যবান্ দানশীলশ্চ ব্রহ্মণ্যশ্চানসূয়কঃ।
ক্ষান্তো দান্তো জিতক্রোধঃ স গচ্ছতি পরাং গতিম্ ॥১১
পাণ্ডুরাভ্রপ্রতীকাশে বিমানে হংসলক্ষণে।
দ্বে সমাপ্তে ততঃ পদ্মে সোঽপ্সরোভির্বসেৎ সহ ॥ ১২
দ্বিতীয়ে দিবসে যস্তু প্রাশ্নীয়াদেকভোজনম্।
সদা দ্বাদশমাসাংস্তু জুহ্বানো জাতবেদসম্ ॥ ১৩
অগ্নিকার্যপরো নিত্যং নিত্যং কল্যপ্রবোধনঃ।
অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৪
হংসসারসযুক্তঞ্চ বিমানং লভতে নরঃ।
ইন্দ্রলোকে চ বসতে বরস্ত্রীভিঃ সমাবৃতঃ ॥ ১৫
তৃতীয়ে দিবসে যস্তু প্রাশ্নীয়াদেকভোজনম্।
সদা দ্বাদশমাসাংস্তু জুহ্বানো জাতবেদসম্ ॥ ১৬
অগ্নিকার্যপরো নিত্যং নিত্যং কল্যপ্রবোধনঃ।
অতিরাত্রস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ১৭
ময়ূরহংসযুক্তঞ্চ বিমানং লভতে নরঃ।
সপ্তর্ষীণাং সদা লোকে সোঽপ্সরোভির্বসেৎ সহ ॥ ১৮
নিবর্তনঞ্চ তত্রাপি ত্রীণি পদ্মানি চৈব হ
দিবসে যশ্চতুর্থে তু প্রাশ্নীয়াদেকভোজনম্ ॥ ১৯
সদা দ্বাদশমাসান্ বৈ জুহ্বানো জাতবেদসম্।
বাজপেয়স্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ২০
ইন্দ্রকন্যাভিরারূঢ়ঞ্চ বিমানং লভতে নরঃ।
সাগরস্য চ পর্যন্তে বাসবং লোকমাবসেৎ ॥ ২১
দেবরাজস্য চ ক্রীড়াং নিত্যকালমবেক্ষতে।
দিবসে পঞ্চমে যস্তু প্রাশ্নীয়াদেকভোজনম্ ॥ ২২
সদা দ্বাদশমাসাংস্তু জুহ্বানো জাতবেদসম্।
অলুব্ধঃ সত্যবাদী চ ব্রহ্মণ্যশ্চাবিহিংসকঃ ॥২৩

সেই মানুষ তপ্ত সুবর্ণ-তুল্য কান্তিমান্ বিমান লাভ করেন এবং অগ্নি-সদৃশ তেজস্বী প্রজাপতিলোকে নৃত্য ও গীতমুখরিত দেবাঙ্গনাগণের অন্তঃপুরে এক পদ্ম বর্ষ পর্যন্ত নিবাস করিয়া থাকেন ॥৮½

যিনি নিজের ধর্মপত্নীর উপরেই অনুরাগী হইয়া নিরন্তর তিন বর্ষ পর্যন্ত প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করেন, তিনি অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন ॥৯½

যে ব্যক্তি বহু সুবর্ণ দক্ষিণাযুক্ত ইন্দ্রপ্রিয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং সত্যবাদী, দানশীল, ব্রাহ্মণভক্ত, অদোষদর্শী, ক্ষমাবান্, জিতেন্দ্রিয় ও ক্রোধজয়ী হন, তিনি উত্তম গতি প্রাপ্ত হন ॥ ১০-১১

তিনি শুভ্র মেঘসদৃশ উজ্জ্বল হংসোপলক্ষিত বিমানে উপবিষ্ট হইয়া দুই পদ্ম বর্ষের সমাপ্তি পর্যন্ত অপ্সরাগণের সহিত নিবাস করেন ॥ ১২

যে মানুষ নিত্য অগ্নিতে হোম করিতে করিতে এক বৎসর পর্যন্ত প্রতি দ্বিতীয় দিবসে একবার ভোজন করেন এবং প্রতিদিন অগ্নি উপাসনায় নিরত থাকিয়া নিত্য প্রাতঃকালে জাগরিত হন, তিনি অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন ॥ ১৩-১৪

সেই মানুষ হংস ও সারসগণে যোজিত বিমান লাভ করেন এবং ইন্দ্রলোকে সুন্দরী স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া বাস করেন ॥ ১৫

যিনি বার মাস পর্যন্ত প্রতি তিন দিন অন্তর একবার ভোজন করেন, নিত্য প্রাতঃকালে জাগরিত হন এবং অগ্নির পরিচর্যায় তৎপর থাকিয়া নিত্য অগ্নিতে আহুতি দান করেন, তিনি অতিরাত্র-যাগের সর্বোত্তম ফল প্রাপ্ত হন ॥ ১৬-১৭

সেই মানুষ ময়ূর ও হংস-যোজিত বিমান লাভ করেন এবং তিনি সদা সপ্তর্ষিগণের লোকে অপ্সরাদিগের সহিত নিবাস করেন। তিনি সেখানে তিন পদ্ম বর্ষ পর্যন্ত বাস করিয়া থাকেন ॥ ১৮½

যিনি প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করিতে করিতে বার মাস পর্যন্ত প্রতি চতুর্থ দিবসে একবার ভোজন করেন, তিনি বাজপেয়-যজ্ঞের সর্বোত্তম ফল প্রাপ্ত হন ॥ ১৯-২০

সেই মানুষ দেবকন্যাগণের দ্বারা আরূঢ় বিমান লাভ করেন এবং পূর্বসাগরের তীরে ইন্দ্রলোকে নিবাস করেন। তিনি সেখানে বাস করিয়া প্রতিদিন দেবরাজের ক্রীড়াসকল দর্শন করিতে থাকেন ॥ ২১½

যে ব্যক্তি বার মাস পর্যন্ত প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করিতে করিতে প্রতি পঞ্চম দিবসে একবার ভোজন করেন এবং নির্লোভ, সত্যবাদী, ব্রাহ্মণভক্ত, অহিংসক ও অদোষদর্শী হইয়া সদা পাপকর্ম

অনসূয়ুরপাপস্থো দ্বাদশাহফলং লভেৎ।
জাম্বূনদময়ং দিব্যং বিমানং হংসলক্ষণম্ ॥ ২৪
সূর্য্যমালাসমাভাসমারোহেৎ পাণ্ডুরং গৃহম্।
আবর্ত্তনানি চত্বারি তথা পদ্মানি দ্বাদশ ॥ ২৫
শরাগ্নিপরিমাণঞ্চ তত্রাসৌ বসতে সুখম্।
দিবসে যস্তু ষষ্ঠে বৈ মুনিঃ প্রাশেত ভোজনম্ ॥ ২৬
সদা দ্বাদশমাসান্ বৈ জুহ্বানো জাতবেদসম্।
সদা ত্রিষবণস্নায়ী ব্রহ্মচার্য্যনসূয়কঃ ॥ ২৭
গবাং মেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্।
অগ্নিজ্বালাসমাভাসং হংসবর্হিণসেবিতম্ ॥ ২৮
শাতকুম্ভসমাযুক্তং সাধয়েদ্ যানমুত্তমম্।
তথৈবাপ্সরসামঙ্কে প্রতিসুপ্তঃ প্রবোধ্যতে ॥ ২৯
নূপুরাণাং নিনাদেন মেখলানাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ।
কোটীসহস্রং বর্ষাণাং ত্রীণি কোটিশতানি চ ॥৩০
পদ্মান্যষ্টাদশ তথা পতাকে দ্বে তথৈব চ।
অযুতানি চ পঞ্চাশদৃক্ষচর্মশতস্য চ ॥ ৩১
লোম্নাং প্রমাণেন সমং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
দিবসে সপ্তমে যস্তু প্রাশ্নীয়াদেকভোজনম্ ॥ ৩২
সদা দ্বাদশমাসান্ বৈ জুহ্বানো জাতবেদসম্।
সরস্বতীং গোপয়ানো ব্রহ্মচর্য্যং সমাচরন্ ॥৩৩
সুমনোবর্ণকং চৈব মধু-মাংসঞ্চ বর্জয়ন্।
পুরুষো মরুতাং লোকমিন্দ্রলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৩৪
তত্র তত্র হি সিদ্ধার্থো দেবকন্যাভিরর্চ্যতে।
ফলং বহুসুবর্ণস্য যজ্ঞস্য লভতে নরঃ ॥ ৩৫
সংখ্যামতিগুণাং চাপি তেষু লোকেষু মোদতে।
যস্তু সংবৎসরং ক্ষান্তো ভুঙ্‌ক্তেঽহন্যষ্টমে নরঃ ॥৩৬
দেবকার্য্যপরো নিত্যং জুহ্বানো জাতবেদসম্।
পৌণ্ডরীকস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ৩৭
পদ্মবর্ণনিভং চৈব বিমানমধিরোহতি।
কৃষ্ণাঃ কনকগৌর্য্যশ্চ নার্য্যঃ শ্যামাস্তথাপরাঃ ॥ ৩৮
বয়োরূপবিলাসিন্যো লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
যস্তু সংবৎসরং ভুঙ্‌ক্তে নবমে নবমেঽহনি ॥ ৩৯
সদা দ্বাদশমাসান্ বৈ জুহ্বানো জাতবেদসম্।
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ৪০

হইতে দূরে থাকেন, তিনি দ্বাদশাহ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন ॥২২-২৩½

তিনি সূর্য্যের কিরণমালার ন্যায় প্রকাশমান এবং জাম্বূনদ-নামক সুবর্ণনির্ম্মিত শ্বেতকান্তিবিশিষ্ট হংসলক্ষিত বিমানে আরোহণ করেন ও চার, বার এবং পঁয়ত্রিশ অর্থাৎ সর্ব্বসাকুল্যে একান্ন পদ্ম বর্ষ পর্য্যন্ত স্বর্গলোকে সুখের সহিত বাস করেন ॥ ২৪-২৫½

যে ব্যক্তি বার মাস পর্য্যন্ত সদা অগ্নিহোত্র করেন, তিন সন্ধ্যায় স্নান করেন, ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করেন, অপরের দোষদর্শন করেন না এবং মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রতি ষষ্ঠ দিবসে একবার ভোজন করেন, তিনি গোমেধ-যজ্ঞের সর্ব্বোত্তম ফল প্রাপ্ত হন ॥ ২৬-২৭½

তিনি অগ্নির শিখাসদৃশ প্রকাশমান, হংস ও ময়ূর-সেবিত, সুবর্ণখচিত উত্তম বিমান লাভ করেন এবং তিনি অপ্সরাগণের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া তাঁহাদের কাঞ্চীকলাপ ও নূপুরসমূহের ধ্বনিতে জাগরিত হন ॥ ২৮-২৯½

সেই মনুষ্য দুই পতাকা (মহাপদ্ম), আঠার পদ্ম, এক হাজার তিন শত কোটি ও পঞ্চাশ অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত এবং শত বরাহের চর্ম্মে যত লোম আছে, তত বর্ষকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হন ॥ ৩০-৩১½

যে ব্যক্তি বার মাস পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তম দিনে একবার ভোজন করেন, প্রতিদিন অগ্নিতে আহুতি দেন, বাক্যকে সংযত রাখেন, ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করেন এবং পুষ্পমালা, চন্দন, মধু ও মাংস চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করেন, সেই ব্যক্তি মরুদ্গণ এবং ইন্দ্রের লোকে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৩২-৩৪

সেই সব স্থানে তিনি সফলমনোরথ হইয়া দেবকন্যাগণের দ্বারা পূজিত হন এবং যে যজ্ঞে বহু সুবর্ণের দক্ষিণা দেওয়া হয়, সেই যজ্ঞের ফললাভ করেন। তিনি অসংখ্য বর্ষ পর্য্যন্ত সেই সব লোকে আনন্দভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫½

যে ব্যক্তি এক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি অষ্টম দিনে একবার ভোজন করেন, ক্ষমাবান্ হন, দেবকার্য্যে নিরত থাকেন এবং নিত্য অগ্নিহোত্র করেন, তিনি পৌণ্ডরীক-যাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৩৬-৩৭

তিনি পদ্মতুল্য বর্ণবিশিষ্ট বিমানে আরোহণ করেন এবং সেখানে তিনি শ্যামবর্ণা, সুবর্ণতুল্য গৌরবর্ণা, ষোড়শবর্ষীয়া, নব-যৌবনা ও মনোহর রূপবিলাসে সুশোভিতা দেবকন্যাগণকে প্রাপ্ত হন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩৮½

যে ব্যক্তি এক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি নবম দিনে একবার ভোজন করেন এবং বার মাস প্রতিদিন অগ্নিতে আহুতি দেন, তিনি এক হাজার অশ্বমেধ-যজ্ঞের সর্ব্বোত্তম ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৩৯-৪০

পুণ্ডরীকপ্রকাশঞ্চ বিমানং লভতে নরঃ ।
দীপ্তসূর্য্যাগ্নিতেজোভির্দিব্যমালাভিরেব চ ॥ ৪১
নীয়তে রুদ্রকন্যাভিঃ সোঽন্তরিক্ষং সনাতনম্ ।
অষ্টাদশসহস্রাণি বর্ষাণাং কল্পমেব চ ॥ ৪২
কোটীশতসহস্রঞ্চ তেষু লোকেষু মোদতে ।
যস্তু সংবৎসরং ভুঙ্‌ক্তে দশাহে বৈ গতে গতে ॥ ৪৩
সদা দ্বাদশমাসান্ বৈ জুহ্বানো জাতবেদসম্ ।
ব্রহ্মকন্যানিবাসে চ সর্বভূতমনোহরে ॥ ৪৪
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ।
রূপবত্যশ্চ তং কন্যা রময়ন্তি সনাতনম্ ॥ ৪৫
নীলোৎপলনিভৈর্বর্ণৈ রক্তোৎপলনিভৈস্তথা ।
বিমানং মণ্ডলাবর্তমাবর্তগহনাকুলম্ ॥ ৪৬
সাগরোর্মিপ্রতীকাশং লভেদ্ যানমনুত্তমম্ ।
বিচিত্রমণিমালাভির্নাদিতং শঙ্খনিঃস্বনৈঃ ॥ ৪৭
স্ফটিকৈর্বজ্রসারৈশ্চ স্তম্ভৈঃ সুকৃতবেদিকম্ ।
আরোহতি মহদ্ যানং হংস-সারসনাদিতম্ ॥ ৪৮

একাদশে তু দিবসে যঃ প্রাপ্তে প্রাশতে হবিঃ ।
তদা দ্বাদশমাসাংস্তু জুহ্বানো জাতবেদসম্ ॥ ৪৯
পরস্ত্রিয়ং নাভিলষেদ্ বাচাথ মনসাপি বা ।
অনৃতঞ্চ ন ভাষেত মাতাপিত্রোঃ কৃতেঽপি বা ॥ ৫০
অভিগচ্ছেন্মহাদেবং বিমানস্থং মহাবলম্ ।
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ৫১
স্বায়ম্ভুবঞ্চ পশ্যেত বিমানং সমুপস্থিতম্ ।
কুমার্য্যঃ কাঞ্চনাভাসা রূপবত্যো নয়ন্তি তম্ ॥ ৫২
রুদ্রাণাং তমধীবাসং দিবি দিব্যং মনোহরম্ ।
বর্ষাণ্যপরিমেয়ানি যুগান্তাগ্নিসমপ্রভঃ ॥ ৫৩
কোটীশতসহস্রঞ্চ দশকোটীশতানি চ
রুদ্রং নিত্যং প্রণমতে দেব-দানবসম্মতম্ ॥ ৫৪
স তস্মৈ দর্শনং প্রাপ্তো দিবসে দিবসে ভবেৎ ।
দিবসে দ্বাদশে যস্তু প্রাপ্তে বৈ প্রাশতে হবিঃ ॥ ৫৫
সদা দ্বাদশমাসান্ বৈ সর্বমেধফলং লভেৎ ।
আদিত্যৈর্দ্বাদশৈস্তস্য বিমানং সংবিধীয়তে ॥ ৫৬

তিনি পুণ্ডরীক (শ্বেতপদ্ম)-তুল্য শ্বেতবর্ণের বিমান লাভ করেন। দীপ্তিমান্ সূর্য্য ও অগ্নিসদৃশ তেজস্বিনী এবং দিব্যমাল্য-ধারিণী রুদ্রকন্যাগণ তাঁহাকে সনাতন অন্তরিক্ষলোকে লইয়া যান। সেখানে তিনি এক কল্প, লক্ষ কোটি এবং আঠার হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত সুখভোগ করেন। ৪১-৪২½

যে ব্যক্তি এক বর্ষ পর্য্যন্ত দশ-দশ দিন গত হইলে পর একবার ভোজন করেন এবং বার মাস প্রতিদিন অগ্নিতে আহুতি দেন, তিনি সমস্ত ভূতগণের মনোহর ব্রহ্মকন্যাগণের নিবাসস্থানে গমন করত একহাজার অশ্বমেধ-যজ্ঞের সর্বোত্তম ফল লাভ করেন ও সেই সনাতন পুরুষকে সেখানের রূপবতী কন্যাগণ মনোরঞ্জন করেন। ৪৩-৪৫

তিনি নীল ও রক্ত পদ্মের তুল্য অনেক বর্ণে সুশোভিত, মণ্ডলাকারে ভ্রাম্যমাণ, আবর্তের ন্যায় গহন ঘূর্ণায়মান, সাগরের তরঙ্গমালার তুল্য উর্দ্ধে নিয়ে উত্থায়মান, বিচিত্র মণিমালাসমূহে অলঙ্কৃত এবং শঙ্খ ধ্বনিতে পরিপূর্ণ সর্বোত্তম বিমান প্রাপ্ত হন ॥ ৪৬-৪৭

এই বিমানে স্ফটিক ও বজ্রসার মণির স্তম্ভসমূহ বিদ্যমান আছে। ইহার উপর সুন্দর রীতিতে নির্মিত বেদী শোভা পাইতেছে এবং হংস ও সারস পক্ষীরা কলরব করিতেছে। এরূপ বিশাল বিমানে তিনি আরোহণ করেন এবং স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করেন। ৪৮

যে ব্যক্তি বার মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করিতে করিতে প্রতি এগার দিনে একবার হবিষ্যান্ন করেন, মন ও বাক্যের দ্বারা কখনও পরস্ত্রীকে অভিলাষ করেন না এবং মাতা-পিতার জন্যও কখনও মিথ্যা কথা বলেন না, তিনি বিমানে বিরাজমান পরম শক্তিশালী মহাদেবের নিকটে গমন করেন ও এক হাজার অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। ৪৯-৫১

তিনি নিজের নিকটে ব্রহ্মাকর্তৃক প্রেরিত বিমানকে স্বতই উপস্থিত হইতে দেখেন। সুবর্ণতুল্য বর্ণবিশিষ্টা রূপবতী কুমারীগণ তাঁহাকে সেই বিমানে করিয়া দ্যুলোকে দিব্য মনোহর রুদ্রলোকে লইয়া যান। ৫২½

সেখানে তিনি প্রলয়কালীন অগ্নিতুল্য তেজস্বী শরীর ধারণ করত অসংখ্য বর্ষ পর্য্যন্ত এক লক্ষ এক হাজার কোটি বর্ষকাল নিবাস করিতে করিতে প্রতিদিন দেব-দানব সম্মানিত ভগবান্ রুদ্রকে প্রণাম করেন। এই ভগবান্ রুদ্র তাঁহাকে প্রতিদিন দর্শন দান করেন। ৫৩-৫৪½

যে ব্যক্তি এক বৎসরকাল প্রতি বার দিনে কেবল হবিষ্যান্ন ভোজন করেন, তিনি সর্বমেধ-যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হন। ৫৫½

তাঁহার জন্য দ্বাদশ সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বিমান প্রস্তুত থাকে।

মণিমুক্তাপ্রবালৈশ্চ মহার্হৈরুপশোভিতম্ ।
হংসমালাপরিক্ষিপ্তং নাগবীথিসমাকুলম্ ॥ ৫৭

ময়ূরৈশ্চক্রবাকৈশ্চ কূজদ্ভিরুপশোভিতম্ ।
অট্টৈর্মহদ্ভিঃ সংযুক্তং ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৫৮

নিত্যমাবসথং রাজন্ নর-নারীসমাবৃতম্ ।
ঋষিরেবং মহাভাগস্ত্বঙ্গিরা প্রাহ ধর্মবিৎ ॥৫৯

ত্রয়োদশে তু দিবসে প্রাপ্তে যঃ প্রাশতে হবিঃ ।
সদা দ্বাদশমাসান্ বৈ দেবসত্রফলং লভেৎ ॥ ৬০

রক্তপদ্মোদয়ং নাম বিমানং সাধয়েন্নরঃ ।
জাতরূপপ্রযুক্তঞ্চ রত্নসঞ্চয়ভূষিতম্ ॥ ৬১

দেবকন্যাভিরাকীর্ণং দিব্যাভরণভূষিতম্ ।
পুণ্যগন্ধোদয়ং দিব্যং বায়ব্যৈরুপশোভিতম্ ॥ ৬২

তত্র শঙ্খপতাকে দ্বে যুগান্তং কল্পমেব চ ।
অযুতাযুতং তথা পদ্মং সমুদ্রঞ্চ তথা বসেৎ ॥ ৬৩

গীতগন্ধর্বঘোষৈশ্চ ভেরীপণবনিঃস্বনৈঃ ।
সদা প্রহ্লাদিতস্তাভির্দেবকন্যাভিরিজ্যতে ॥ ৬৪

চতুর্দশে তু দিবসে যঃ পূর্ণে প্রাশতে হবিঃ ।
সদা দ্বাদশমাসাংস্তু মহামেধফলং লভেৎ ॥ ৬৫

অনির্দেশ্যবয়োরূপা দেবকন্যাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ।
মৃষ্টতপ্তাঙ্গদধরা বিমানৈরুপযান্তি তম্ ॥ ৬৬

কলহংসবিনির্ঘোষৈর্নূপুরাণাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ ।
কাঞ্চীনাঞ্চ সমুৎকর্ষৈস্তত্র তত্র নিবোধ্যতে ॥ ৬৭

দেবকন্যানিবাসে চ তস্মিন্ বসতি মানবঃ ।
জাহ্নবীবালুকাকীর্ণং পূর্ণং সংবৎসরং নরঃ ॥ ৬৮

যস্তু পক্ষে গতে ভুঙ্‌ক্তে একভক্তং জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সদা দ্বাদশমাসাংস্তু জুহ্বানো জাতবেদসম্ ॥ ৬৯

রাজসূয়সহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ।
যানমারোহতে দিব্যং হংসবর্হিণসেবিতম্ ॥ ৭০

মণিমণ্ডলকৈশ্চিত্রং জাতরূপসমাবৃতম্ ।
দিব্যাভরণশোভাভির্বরস্ত্রীভিরলঙ্কৃতম্ ॥ ৭১

বহুমূল্য মণি, মুক্তা ও প্রবাল সেই বিমানের শোভাবর্দ্ধন করে। হংসশ্রেণীপরিবেষ্টিত ও নাগশ্রেণীতে পরিব্যাপ্ত সেই বিমান কলরব করিতে করিতে ময়ূর এবং চক্রবাকে সুশোভিত হইয়া ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাহার মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত আছে। রাজন্! এই বিমান নিত্য নিবাসস্থান অনেক নর-নারীতে পূর্ণ থাকে। এই কথা মহাভাগ ধর্মজ্ঞ অঙ্গিরাঋষি বলিয়াছেন। ৫৬-৫৯

যে ব্যক্তি বার মাস পর্য্যন্ত সদা তের দিনে একবার হবিষ্যান্ন ভোজন করেন, তিনি দেবসত্রের ফল প্রাপ্ত হন। ৬০

সেই মানুষ রক্তপদ্মোদয়নামক বিমান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই বিমান সুবর্ণখচিত ও রত্নসমূহে বিভূষিত। উহাতে দেবকন্যাগণ পূর্ণ থাকেন। দিব্য আভরণে বিভূষিত হইয়া এই বিমানের অতিশয় শোভা হয়। উহা হইতে পবিত্র সুগন্ধ বাহির হয় এবং এই দিব্য বিমান বায়ব্যাস্ত্রে শোভিত থাকে। ৬১-৬২

সেই ব্রতধারী মানুষ দুই শঙ্খ, দুই পতাকা (মহাপদ্ম), এক কল্প, এক চতুর্যুগ এবং দশ কোটি ও চার পদ্ম বৎসর কাল ব্রহ্মলোকে নিবাস করেন। ৬৩

সেখানে দেবকন্যাগণ গীত ও বাদ্যসমূহের শব্দ এবং ভেরী ও পণবের মধুর ধ্বনির দ্বারা সেই মানুষকে আনন্দদান করিতে করিতে সদা তাঁহার পূজা করেন। ৬৪

যে ব্যক্তি বার মাস পর্য্যন্ত প্রতি চৌদ্দ দিবসে এক বার হবিষ্যান্ন ভোজন করেন, তিনি মহামেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। ৬৫

যাঁহাদের যৌবন ও রূপ বর্ণনা করা যায় না, এরূপ দেবকন্যাগণ তপ্ত সুবর্ণের অঙ্গদ ও অন্যান্য অলঙ্কার ধারণ করত বিমানসমূহের দ্বারা সেই পুরুষের সেবায় উপস্থিত হন। ৬৬

তিনি নিদ্রিত হইলে পর কলহংসগণের কলরব, নূপুরের মধুর ঝনৎকার এবং কাঞ্চীর মনোহর ধ্বনির দ্বারা তাঁহাকে জাগরিত করা হয়। ৬৭

সেই মানুষ দেব-কন্যাগণের সেই নিবাসস্থানে তত বর্ষকাল বাস করেন, যত সংখ্যক বালুকার কণা গঙ্গানদীতে আছে। ৬৮

যে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ বার মাস পর্য্যন্ত প্রতি পনের দিনে একবার ভোজন করেন এবং প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করেন, তিনি এক হাজার রাজসূয়-যজ্ঞের উত্তম ফল প্রাপ্ত হন। তিনি হংস ও ময়ূরগণ সেবিত দিব্য বিমানে আরোহণ করেন। ৬৯-৭০

এই বিমান সুবর্ণ পত্রখচিত ও মণিময় মণ্ডলাকার চিহ্নসমূহে বিচিত্র শোভাসম্পন্ন। দিব্য বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিতা সুন্দরী রমণীগণে এই বিমান অলঙ্কৃত। ৭১

একস্তম্ভং চতুর্দ্বারং সপ্তভৌমং সুমঙ্গলম্ ।
বৈজয়ন্তীসহস্রৈশ্চ শোভিতং গীতনিঃস্বনৈঃ ॥ ৭২
দিব্যং দিব্যগুণোপেতং বিমানমধিরোহতি ।
মণিমুক্তাপ্রবালৈশ্চ ভূষিতং বৈদ্যুতপ্রভম্ ॥৭৩
বসেদ্ যুগসহস্রঞ্চ খড়্গ-কুঞ্জরবাহনঃ ।
ষোড়শে দিবসে প্রাপ্তে যঃ কুর্য্যাদেকভোজনম্ ॥ ৭৪
সদা দ্বাদশমাসান্ বৈ সোমযজ্ঞফলং লভেৎ ।
সোমকন্যানিবাসেষু সোঽধ্যাবসতি নিত্যশঃ ॥ ৭৫
সৌম্যগন্ধানুলিপ্তশ্চ কামকারগতির্ভবেৎ ।
সুদর্শনাভির্নারীভির্মধুরাভিস্তথৈব চ ॥ ৭৬
অর্চ্যতে বৈ বিমানস্থঃ কামভোগৈশ্চ সেব্যতে ।
ফলং পদ্মশতপ্রখ্যং মহাকল্পং দশাধিকম্ ॥ ৭৭
আবর্ত্তনানি চত্বারি সাধয়েচ্চাপ্যসৌ নরঃ ।
দিবসে সপ্তদশমে যঃ প্রাপ্তে প্রাশতে হবিঃ ॥ ৭৮
সদা দ্বাদশমাসান্ বৈ জুহ্বানো জাতবেদসম্ ।
স্থানং বারুণমৈন্দ্রঞ্চ রৌদ্রং বাপ্যধিগচ্ছতি ॥ ৭৯
মারুতৌশনসে চৈব ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ।
তত্র দৈবতকন্যাভিরাসনেনোপচর্য্যতে ॥ ৮০
ভূর্ভুবং চাপি দেবর্ষিং বিশ্বরূপমবেক্ষতে ।
তত্র দেবাধিদেবস্য কুমার্য্যো রময়ন্তি তম্ ॥৮১
দ্বাত্রিংশদ্ রূপধারিণ্যো মধুরাঃ সমলঙ্কৃতাঃ ।
চন্দ্রাদিত্যাবুভৌ যাবদ্ গগনে চরতঃ প্রভো ॥ ৮২
তাবচ্চরত্যসৌ ধীরঃ সুধামৃতরসাশনঃ ।
অষ্টাদশে যো দিবসে প্রাশ্নীয়াদেকভোজনম্ ॥ ৮৩
সদা দ্বাদশমাসান্ বৈ সপ্তলোকান্ স পশ্যতি ।
রথৈঃ সনন্দিঘোষৈশ্চ পৃষ্ঠতঃ সোঽনুগম্যতে ॥ ৮৪
দেবকন্যাধিরূঢ়ৈস্তু ভ্রাজমানৈঃ স্বলঙ্কৃতৈঃ ।
ব্যাঘ্রসিংহপ্রযুক্তঞ্চ মেঘস্বননিনাদিতম্ ॥ ৮৫

সেই বিমানে একটিই স্তম্ভ আছে। উহাতে চারিটি দ্বার আছে। উহা সপ্ততলবিশিষ্ট। পরম মঙ্গলময় এই বিমান সহস্র বৈজয়ন্তী পতাকাতে সুশোভিত এবং গীতের মধুর ধ্বনিতে পরিব্যাপ্ত। ৭২

মণি, মুক্তা ও প্রবালে বিভূষিত এই দিব্য বিমান বিদ্যুৎ প্রভায় উদ্ভাসিত এবং দিব্য গুণসমূহে সম্পন্ন। এই ব্রতধারী পুরুষ সেই বিমানে আরূঢ় হন। উহাতে গণ্ডার ও হস্তী যোজিত আছে এবং এই বিমানে তিনি এক সহস্র যুগ পর্য্যন্ত নিবাস করেন। ৭৩½

যে ব্যক্তি বার মাস পর্য্যন্ত প্রতি ষোল দিনে একবার ভোজন করেন, তিনি সোমযাগের ফলে লাভ করিয়া থাকেন। ৭৪½

তিনি সোমকন্যাগণের নিবাসস্থানে নিত্য বাস করেন। তাঁহার অঙ্গসমূহে সৌম্য গন্ধযুক্ত অনুলেপন লেপন করা হয় এবং তিনি নিজের ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র গমন করিয়া থাকেন। ৭৫½

তিনি বিমানে অবস্থান করেন। সুদর্শনা ও মধুরভাষিণী দিব্য রমণীগণ তাঁহার পরিচর্য্যা করেন এবং তাঁহাকে কামনভোগ দ্বারা সেবা করিয়া থাকেন। ৭৬½

সেই মানুষ শত পদ্ম বর্ষ তুল্য দশ মহাকল্প এবং চার চতুর্যুগের আবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত নিজের পুণ্য ফল ভোগ করিয়া থাকেন। ৭৭½

যে মানুষ প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করিতে করিতে ষোল দিন উপবাস করত সতের দিনে কেবল হবিষ্যান্ন ভোজন করেন, তিনি বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, মরুৎ, শুক্রাচার্য্য ও ব্রহ্মার লোকে গমন করিয়া থাকেন। সেই সব লোকে দেবকন্যাগণ আসন প্রদান করত তাঁহার পূজা করেন। ৭৮-৮০

সেই মানুষ ভূর্লোক, ভুবর্লোক এবং বিশ্বরূপধারী দেবর্ষিকে সেখানে দর্শন করেন। দেবাধিদেবের কুমারীগণ তাঁহার মনোরঞ্জন করেন। তাঁহাদের সংখ্যা হইল বত্রিশ। তাঁহারা মনোহর রূপধারিণী, মধুরভাষিণী এবং দিব্য অলঙ্কারসমূহে অলঙ্কৃতা। ৮১½

প্রভো! যতকাল আকাশে চন্দ্র ও সূর্য্য বিচরণ করেন, তত কাল সেই বীর পুরুষ সুধা ও অমৃত রস ভোজন করিতে করিতে ব্রহ্মলোকে বিহার করেন॥ ৮২½

যে ব্যক্তি বার মাস পর্য্যন্ত প্রতি আঠার দিনে একবার মাত্র ভোজন করেন, তিনি ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য— এই সপ্ত লোক দর্শন করিয়া থাকেন। ৮৩½

তাঁহার পশ্চাতে আনন্দ সহকারে জয়ধ্বনি করিতে করিতে বহুসংখ্যক তেজস্বী ও সুসজ্জিত রথ চলিতে থাকে। এই সব রথে দেবকন্যাগণ উপবিষ্ট থাকেন। ৮৪½

তাঁহার সম্মুখে ব্যাঘ্র ও সিংহযোজিত এবং মেঘতুল্য গম্ভীর গর্জনকারী দিব্য ও উত্তম বিমান প্রস্তুত থাকে। ইহার উপর তিনি অত্যন্ত সুখের সহিত আরোহণ করেন। ৮৫½

বিমানমুত্তমং দিব্যং সুসুখী হ্যধিরোহতি।
তত্র কল্পসহস্রং স কন্যাভিঃ সহ মোদতে ॥ ৮৬
সুধারসঞ্চ ভুঞ্জীত অমৃতোপমমুত্তমম্।
একোনবিংশতিদিনে যো ভুঙ্‌ক্তে একভোজনম্ ॥ ৮৭
সদা দ্বাদশমাসান্ বৈ সপ্তলোকান্ স পশ্যতি।
উত্তমং লভতে স্থানমপ্সরোগণসেবিতম্ ॥ ৮৮
গন্ধর্বৈরুপগীতঞ্চ বিমানং সূর্যবর্চসম্
তত্রামরবরস্ত্রীভির্মোদতে বিগতজ্বরঃ ॥ ৮৯
দিব্যাম্বরধরঃ শ্রীমানযুতানাং শতং শতম্।
পূর্ণেঽথ বিংশে দিবসে যো ভুঙ্‌ক্তে হ্যেকভোজনম্ ॥ ৯০
সদা দ্বাদশমাসাংস্তু সত্যবাদী ধৃতব্রতঃ।
অমাংসাশী ব্রহ্মচারী সর্বভূতহিতে রতঃ ॥ ৯১
স লোকান্ বিপুলান্ রম্যানাদিত্যানামুপাশ্নুতে।
গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ দিব্যমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ৯২
বিমানৈঃ কাঞ্চনৈর্হৃদ্যৈঃ পৃষ্ঠতশ্চানুগম্যতে।

একবিংশে তু দিবসে যো ভুঙ্‌ক্তে হ্যেকভোজনম্ ॥ ৯৩
সদা দ্বাদশমাসান্ বৈ জুহ্বানো জাতবেদসম্।
লোকমৌশনসং দিব্যং শক্রলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৯৪
অশ্বিনোর্মরুতাং চৈব সুখেষভিরতঃ সদা।
অনভিজ্ঞশ্চ দুঃখানাং বিমানবরমাস্থিতঃ ॥ ৯৫
সেব্যমানো বরস্ত্রীভিঃ ক্রীড়ত্যমরবৎ প্রভুঃ।
দ্বাবিংশে দিবসে প্রাপ্তে যো ভুঙ্‌ক্তে হ্যেকভোজনম্ ॥ ৯৬
সদা দ্বাদশ মাসান্ বৈ জুহ্বানো জাতবেদসম্।
অহিংসানিরতো ধীমান্ সত্যবাগনসূয়কঃ ॥ ৯৭
লোকান্ বসূনামাপ্নোতি দিবাকরসমপ্রভঃ।
কামচারী সুধাহারো বিমানবরমাস্থিতঃ ॥ ৯৮
রমতে দেবকন্যাভির্দিব্যাভরণভূষিতঃ।
ত্রয়োবিংশে তু দিবসে প্রাশেদ্ যস্ত্বেকভোজনম্ ॥ ৯৯
সদা দ্বাদশমাসাংস্তু মিতাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বায়োরুশনসশ্চৈব রুদ্রলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ১০০

সেই দিব্যলোকে তিনি একহাজার কল্পকাল পর্যন্ত দেবকন্যাগণের সহিত আনন্দ ভোগ করেন এবং অমৃততুল্য মধুর সুধারস পান করিতে থাকেন। ৮৬½

যে ব্যক্তি বারমাস পর্যন্ত প্রতি ঊনিশ দিনে একবারমাত্র ভোজন করেন, তিনি পূর্বোক্ত (৮৩ শ্লোক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ভূঃ প্রভৃতি সপ্ত লোক দর্শন করেন। ৮৭½

তিনি অপ্সরাগণের দ্বারা সেবিত উত্তম স্থান এবং গন্ধর্বগণের গীতধ্বনিতে মুখরিত ও সূর্যতুল্য তেজস্বী বিমান প্রাপ্ত হন। ৮৮½

সেই বিমানে তিনি সুন্দরী দেবকন্যাগণের সহিত আনন্দ ভোগ করেন। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া যান, তাঁহার কোনও মানসিক তাপ হয় না। দিব্য বস্ত্র ধারণ করিয়া ও শ্রীসম্পন্ন রূপ ধারণ করিয়া তিনি দশকোটি বর্ষকাল পর্যন্ত সেখানে নিবাস করেন। ৮৯½

যে ব্যক্তি বার মাস পর্যন্ত পূর্ণ বিশ দিনে একবার ভোজন করেন, সত্য কথা বলেন, ব্রত পালন করেন, মাংস ভক্ষণ করেন না, ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন এবং সমস্ত প্রাণীর হিতে নিরত থাকেন, তিনি সূর্য্যদেবের বিশাল ও রমণীয় লোকে গমন করিয়া থাকেন। ৯০-৯১½

তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে দিব্য মাল্য ও অনুলেপন ধারণকারী গন্ধর্বগণ এবং অপ্সরাবৃন্দের দ্বারা সেবিত স্বর্ণনির্মিত বিমানসমূহ চলিতে থাকে। ৯২½

যে ব্যক্তি বার মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করিতে করিতে প্রতি একুশ দিনে একবার ভোজন করে, তিনি শুক্রাচার্য্য ও ইন্দ্রের দিব্য লোকে গমন করিয়া থাকেন। কেবল ইহাই নহে, তাহার অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের ও মরুদ্‌গণের লোকও লাভ হয়। এই সব লোকে তিনি সর্বদা সুখ ভোগেই নিরত থাকেন। কোনও দুঃখই তিনি অনুভব করেন না। শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করিয়া তিনি সুন্দরী স্ত্রীগণের দ্বারা মোহিত হইতে হইতে শক্তিশালী দেবতার ন্যায় ক্রীড়া করেন। ৯৩-৯৫½

যে ব্যক্তি বারমাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করিতে করিতে বাইশ দিন প্রাপ্ত হইলে পর একবার ভোজন করেন এবং অহিংসাপরায়ণ, বুদ্ধিমান্ ও সত্যবাদী ও দোষদৃষ্টিরহিত হন, তিনি সূর্য্যতুল্য তেজস্বী রূপ ধারণ করত শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করিয়া বসুলোকে গমন করিয়া থাকেন। সেখানে তিনি ইচ্ছানুসারে বিচরণ করেন, অমৃত ভোজন করেন এবং দিব্য আভরণে বিভূষিত হইয়া দেবকন্যাগণের সহিত রমণ করেন ॥ ৯৬-৯৮½

যে ব্যক্তি বার মাস পর্য্যন্ত মিতাহারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তেইশ দিনে একবার ভোজন করেন, তিনি বায়ু, শুক্রাচার্য্য ও রুদ্রের লোকে গমন করিয়া থাকেন। ৯৯-১০০

কামচারী কামগমঃ পূজ্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ ।
অনেকগুণপর্য্যন্তং বিমানবরমাস্থিতঃ ॥ ১০১
রমতে দেবকন্যাভির্দিব্যাভরণভূষিতঃ ।
চতুর্বিংশে তু দিবসে যঃ প্রাপ্তে প্রাশতে হবিঃ ॥ ১০২
সদা দ্বাদশমাসাংস্তু জুহ্বানো জাতবেদসম্ ।
আদিত্যানামধীবাসে মোদমানে বসেচ্চিরম্ ॥ ১০৩
দিব্যমাল্যাম্বরধরো দিব্যগন্ধানুলেপনঃ ।
বিমানে কাঞ্চনে দিব্যে হংসযুক্তে মনোরমে ॥ ১০৪
রমতে দেবকন্যানাং সহস্রৈরযুতৈস্তথা । .
পঞ্চবিংশে তু দিবসে যঃ প্রাশেদেকভোজনম্ ॥ ১০৫
সদা দ্বাদশমাসাংস্তু পুষ্কলং যানমারুহেৎ
সিংহব্যাঘ্রপ্রযুক্তৈশ্চ মেঘনিঃস্বননাদিতৈঃ ॥ ১০৬
স রথৈর্নন্দিঘোষৈশ্চ পৃষ্ঠতো হ্যনুগম্যতে ।
দেবকন্যাসমারূঢ়ৈঃ কাঞ্চনৈর্বিমলৈঃ শুভৈঃ ॥ ১০৭
বিমানমুত্তমং দিব্যমাস্থায় সুমনোহরম্ ।

তত্র কল্পসহস্রং বৈ বসতে স্ত্রীশতাবৃতে ॥ ১০৮
সুধারসং চোপজীবন্নমৃতোপমমুত্তমম্ ।
ষড়্বিংশে দিবসে যস্তু প্রকুর্য্যাদেকভোজনম্ ॥ ১০৯
সদা দ্বাদশমাসাংস্তু নিয়তো নিয়তাশনঃ ।
জিতেন্দ্রিয়ো বীতরাগো জুহ্বানো জাতবেদসম্ ॥ ১১০
স প্রাপ্নোতি মহাভাগঃ পূজ্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ ।
সপ্তানাং মরুতাং লোকান্ বসূনাং চাপি সোঽশ্নুতে॥১১১
বিমানৈঃ স্ফাটিকৈর্দিব্যৈঃ সর্বরত্নৈরলঙ্কৃতৈঃ ।
গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ পূজ্যমানঃ প্রমোদতে ॥ ১১২
দ্বে যুগানাং সহস্রে তু দিব্যে দিব্যেন তেজসা ।
সপ্তবিংশেঽথ দিবসে যঃ কুর্য্যাদেকভোজনম্ ॥ ১১৩
সদা দ্বাদশমাসাংস্তু জুহ্বানো জাতবেদসম্ ।
ফলং প্রাপ্নোতি বিপুলং দেবলোকে চ পূজ্যতে । ১১৪
অমৃতাশী বসংস্তত্র স বিতৃষ্ণঃ প্রমোদতে ।
দেবর্ষিচরিতং রাজন্ রাজর্ষিভিরনুষ্ঠিতম্ ॥ ১১৫

সেই সব লোকে অনেক গুণযুক্ত শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করিয়া ইচ্ছানুসারে বিচরণ করেন। যেখানে যাইবার ইচ্ছা হয়, সেখানে গমন করেন এবং অপ্সরাগণের দ্বারা পূজিত হন। সেই সব লোকে তিনি দিব্য আভরণসমূহে বিভূষিত হইয়া দেবকন্যাগণের সহিত রমণ করেন। ১০১½

যে ব্যক্তি বার মাস পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্র করিতে করিতে চব্বিশ দিনে একবার হবিষ্যান্ন ভোজন করেন, তিনি দিব্য মাল্য, দিব্য বস্ত্র, দিব্য গন্ধ ও দিব্য অনুলেপন ধারণ করত সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আদিত্যলোকে সানন্দে বাস করিয়া থাকেন। ১০২-১০৩½

সেখানে হংসযুক্ত মনোরম ও দিব্য স্বর্ণময় বিমানে তিনি সহস্র এবং অযুত দেবকন্যাগণের সহিত রমণ করেন। ১০৪½

যে ব্যক্তি বার মাস পর্য্যন্ত প্রতি পঁচিশ দিনে একবার ভোজন করেন, তিনি আরোহণের জন্য বহু বিমান ও বাহন প্রাপ্ত হন। ১০৫½

তাঁহার পশ্চাতে সিংহ ও ব্যাঘ্র-যোজিত এবং মেঘসদৃশ গম্ভীর গর্জনে নিনাদকারী বহুসংখ্যক রথ সানন্দে জয় ঘোষণা করিতে করিতে চলিতে থাকে। সেই স্বর্ণময়, নির্মল এবং মঙ্গলকারী রথসমূহের উপর দেবকন্যাগণ আরূঢ় থাকেন ॥ ১০৬-১০৭

তিনি দিব্য, উত্তম ও মনোহর বিমানে অবস্থান করত শত সুন্দরীগণে পূর্ণ অন্তঃপুরে সহস্র কল্পকাল পর্য্যন্ত বাস করেন। সেখানে দেবতাগণের ভোজ্য অমৃততুল্য উত্তম সুধারস পান করত জীবন ধারণ করেন। ১০৮½

যে ব্যক্তি সদা বারমাস পর্য্যন্ত মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া মিতাহারী হইয়া প্রতি ছাব্বিশ দিনে একবার ভোজন করেন, এবং বীতরাগ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রতিদিন অগ্নিতে আহুতি করেন, সেই মহাভাগ মনুষ্য অপ্সরাদিগের দ্বারা পূজিত হইয়া সপ্ত মরুৎ ও অষ্ট বসুর লোকে গমন করিয়া থাকেন। ১০৯-১১১

সমস্ত রত্নসমূহে অলঙ্কৃত স্ফটিক-মণিময় দিব্য বিমানসকল লাভ করত গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের দ্বারা পূজিত হইতে হইতে দিব্য তেজস্বী হইয়া দেবতাদিগের দুই হাজার দিব্য যুগ পর্য্যন্ত তিনি সেই সব লোকে আনন্দ ভোগ করেন। ১১২½

যে ব্যক্তি বার মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করিতে করিতে প্রতি সাতাশ দিনে একবার ভোজন করেন, তিনি প্রভূত পুণ্যফলভাগী হন এবং দেবলোকে সম্মান লাভ করেন। ১১৩-১১৪

সেখানে তিনি অমৃত আহার করেন এবং তৃষ্ণারহিত হইয়া সেখানে অবস্থান করত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। রাজন্! এই দিব্য রূপধারী পুরুষ রাজর্ষিগণের দ্বারা বর্ণিত

অধ্যাবসতি দিব্যাত্মা বিমানবরমাস্থিতঃ।
স্ত্রীভির্মনোভিরামাভী রমমাণো মদোৎকটঃ ॥ ১১৬
যুগকল্পসহস্রাণি ত্রীণ্যাবসতি বৈ সুখম্
যোঽষ্টাবিংশে তু দিবসে প্রাশ্নীয়াদেকভোজনম্ ॥ ১১৭
সদা দ্বাদশমাসাংস্তু জিতাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ফলং দেবর্ষিচরিতং বিপুলং সমুপাশ্নুতে ॥ ১১৮
ভোগবাংস্তেজসা ভাতি সহস্রাংশুরিবামলঃ।
সুকুমার্য্যশ্চ নার্য্যস্তং রমমাণাঃ সুবর্চসঃ ॥ ১১৯
পীনস্তনোরুজঘনা দিব্যাভরণভূষিতাঃ।
রময়ন্তি মনঃকান্তে বিমানে সূর্য্যসন্নিভে ॥ ১২০
সর্বকামগমে দিব্যে কল্পাযুতশতং সমাঃ
একোনত্রিংশে দিবসে যঃ প্রাশেদেকভোজনম্ ॥ ১২১
সদা দ্বাদশমাসান্ বৈ সত্যব্রতপরায়ণঃ।
তস্য লোকাঃ শুভা দিব্যা দেবরাজর্ষিপূজিতাঃ ॥ ১২২
বিমানং সূর্য্য-চন্দ্রাভং দিব্যং সমধিগচ্ছতি।
জাতরূপময়ং যুক্তং সর্বরত্নসমন্বিতম্ ॥ ১২৩
অপ্সরোগণসম্পূর্ণং গন্ধর্বৈরভিনাদিতম্।
তত্র চৈনং শুভা নার্য্যো দিব্যাভরণভূষিতাঃ ॥ ১২৪
মনোঽভিরামা মধুরা রময়ন্তি মদোৎকটাঃ।
ভোগবাংস্তেজসা যুক্তো বৈশ্বানরসমপ্রভঃ ॥ ১২৫
দিব্যো দিব্যেন বপুষা ভ্রাজমান ইবামরঃ।
বসুনাং মরুতাং চৈব সাধ্যানামশ্বিনোস্তথা ॥ ১২৬
রুদ্রাণাঞ্চ তথা লোকং ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি।
যস্তু মাসে গতে ভুঙ্ক্তে একভক্তং শমাত্মকঃ ॥ ১২৭
সদা দ্বাদশমাসান্ বৈ ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ।
সুধারসকৃতাহারঃ শ্রীমান্ সর্বমনোহরঃ ॥ ১২৮
তেজসা বপুষা লক্ষ্ম্যা ভ্রাজতে রশ্মিবানিব।
দিব্যমাল্যাম্বরধরো দিব্যগন্ধানুলেপনঃ ॥ ১২৯
সুখেষভিরতো ভোগী দুঃখানামবিজানকঃ
স্বয়ংপ্রভাভির্নারীভির্বিমানস্থো মহীয়তে ॥ ১৩০
রুদ্রদেবর্ষিকন্যাভিঃ সততং চাভিপূজ্যতে।
নানারমণরূপাভির্নানারাগাভিরেব চ ॥ ১৩১

দেবর্ষিদিগের চরিত্র শ্রবণ ও মনন করেন এবং শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করত মনোরম সুন্দরীগণের সহিত মনোরমভাবে রমণ করিতে করিতে তিন হাজার যুগ ও কল্পকাল পর্য্যন্ত সেখানে সুখ-সহকারে নিবাস করেন। ১১৫-১১৬½

যে ব্যক্তি বার মাস পর্য্যন্ত সদা নিজের মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া আটাশ দিনে একবার ভোজন করেন, তিনি দেবর্ষিগণের প্রাপ্য মহৎ ফল উপভোগ করিয়া থাকেন। ১১৭-১১৮

তিনি ভোগসম্পন্ন হইয়া নিজের তেজে নির্মল সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হন এবং সুন্দর কান্তিমতী, পীন স্তন, জঙ্ঘা ও জঘনপ্রদেশযুক্তা দিব্য বস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃতা ও সুকুমারী রমণীগণ সূর্য্যসদৃশ প্রকাশমান এবং সমস্ত কামনাপ্রাপ্তিকারক মনোরম দিব্য বিমানে উপবেশন করত সেই পুণ্যাত্মা পুরুষের দশ লক্ষ কল্পকাল বর্ষ পর্য্যন্ত মনোরঞ্জন করেন ১১৯-১২০½

যে ব্যক্তি বার মাস সদা সত্যব্রত পালন করিতে করিতে ঊনত্রিশ দিনে একবার ভোজন করেন, তিনি দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণের দ্বারা পূজিত দিব্য মঙ্গলময় লোক প্রাপ্ত হন। ১২১-১২২

তিনি সূর্য্য ও চন্দ্রতুল্য প্রকাশিত, সমস্ত রত্নসমূহে বিভূষিত এবং আবশ্যক সামগ্রীসমূহে যুক্ত সুবর্ণময় দিব্য বিমান প্রাপ্ত হন। ১২৩

এই বিমান অপ্সরাগণে পূর্ণ এবং গন্ধর্ব্বদিগের মধুর ধ্বনিতে উহা মুখরিত। এই বিমানে দিব্য আভরণে বিভূষিতা, শুভলক্ষণসম্পন্না, মনোরমা, মদমত্তা ও মধুরভাষিণী রমণীগণ সেই পুরুষের মনোরঞ্জন করেন। ১২৪½

সেই পুরুষ ভোগসম্পন্ন, তেজস্বী, অগ্নিসদৃশ দীপ্তিমান্ স্বীয় দিব্য শরীরে দেবতাতুল্য প্রকাশমান এবং দিব্য ভাবযুক্ত হইয়া বসু, মরুৎ, সাধ্য, অশ্বিনীকুমার এবং রুদ্রগণের ও ব্রহ্মার লোকেও গমন করিয়া থাকেন। ১২৫-১২৬½

যে ব্যক্তি বার মাস পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাস অতিক্রান্ত হইলে পর ত্রিশ দিনে একবার ভোজন করেন এবং সদা শান্ত ভাবে অবস্থান করেন, তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। ১২৭½

তিনি সেখানে সুধারস ভোজন করেন এবং সকলের মনোহরণকারী কান্তিমান্ রূপ ধারণ করেন। তিনি নিজের তেজ, সুন্দর শরীর ও অঙ্গকান্তিতে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হন। ১২৮½

দিব্য মাল্য, দিব্য বস্ত্র, দিব্য গন্ধ ও দিব্য অনুলেপন ধারণ করত তিনি ভোগের শক্তি এবং সাধনসম্পন্ন হইয়া সুখ-ভোগে রত থাকেন। তাঁহার কখনও দুঃখ অনুভব হয় না। ১২৯½

তিনি বিমানে আরোহণ করত নিজেরই প্রভায় প্রকাশিত দিব্য রমণীগণের দ্বারা সম্মানিত হন। রুদ্র ও দেবর্ষিকন্যাগণ সদা তাঁহার পূজা করেন। এই সব কন্যা নানাপ্রকার রমণীয় রূপ, বিভিন্ন প্রকারের রাগ, নানাবিধ মধুর ভাষণকলা এবং অনেকপ্রকার রতিক্রীড়ায় সুশোভিতা॥ ১৩০-১৩১½

নানামধুরভাবাভির্নানাবৃত্তিভিরেব চ
বিমানে গগনাকারে সূর্য্য বৈদূর্য্যসন্নিভে ॥ ১৩১
পৃষ্ঠতঃ সোমসঙ্কাশে উদর্কে চাভ্রবন্নিভে।
দক্ষিণায়াং তু রক্তাভে অধস্তান্নীলমণ্ডলে ॥ ১৩৩
ঊর্দ্ধং বিচিত্রসঙ্কাশে নৈকো বসতি পূজিতঃ
যাবদ্ বর্ষসহস্রং বৈ জম্বুদ্বীপে প্রবর্ষতি ॥ ১৩৪
তাবৎ সংবৎসরাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মলোকেঽস্য ধীমতঃ।
বিপ্রুষশ্চৈব যাবন্ত্যো নিপতন্তি নভস্তলাৎ ॥ ১৩৫
বর্ষাসু বর্ষতস্তাবন্নিবসত্যমরপ্রভঃ।
মাসোপবাসী বর্ষৈস্তু দশভিঃ স্বর্গমুত্তমম্ ॥ ১৩৬
মহর্ষিত্বমথাসাদ্য সশরীরগতির্ভবেৎ।
মুনির্দান্তো জিতক্রোধো জিতশিশ্নোদরঃ সদা ॥ ১৩৭
জুহ্বন্নগ্নীংশ্চ নিয়তঃ সন্ধ্যোপাসনসেবিতা।
বহুভির্নিয়মৈরেবং শুচিরশ্নাতি যো নরঃ ॥১৩৮
অভ্রাবকাশশীলস্চ তস্য ভানোরিব ত্বিষঃ।
দিবং গত্বা শরীরেণ স্বেন রাজন্ যথামরঃ ॥ ১৩৯
স্বর্গে পুণ্যং যথাকামমুপভুঙ্‌ক্তে তথাবিধঃ।
এষ তে ভরতশ্রেষ্ঠ যজ্ঞানাং বিধিরুত্তমঃ ॥ ১৪০
ব্যাখ্যাতো হ্যানুপূর্ব্যেণ উপবাসফলাত্মকঃ।
দরিদ্রৈর্মনুজৈঃ পার্থ প্রাপ্যং যজ্ঞফলং যথা ॥ ১৪১
উপবাসানিমান্ কৃত্বা গচ্ছেচ্চ পরমাং গতিম্।
দেবদ্বিজাতিপূজায়াং রতো ভরতসত্তম ॥ ১৪২
উপবাসবিধিস্ত্বেষ বিস্তরেণ প্রকীর্তিতঃ।
নিয়তেষ্বপ্রমত্তেষু শৌচবৎসু মহাত্মসু ॥১৪৩
দম্ভদ্রোহনিবৃত্তেষু কৃতবুদ্ধিষু ভারত
অচলেষ্বপ্রকম্পেষু মা তে ভূদত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি উপবাসবিধির্নাম
সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৭

যে বিমানে তিনি আরোহণ করেন, সেই বিমান আকাশতুল্য বিশাল এবং সূর্য্য ও বৈদূর্য্যমণি সদৃশ তেজস্বী। তাহার পশ্চাদ্ভাগ চন্দ্রসমান, বামভাগ মেঘসদৃশ, দক্ষিণভাগ লালপ্রভাযুক্ত, নিম্নভাগ নীলমণ্ডলতুল্য এবং উপরিভাগ বহু বর্ণের সংমিশ্রণে বিচিত্রিত। এই বিমানে তিনি বহু নর-নারীর দ্বারা সম্মানিত হইয়া অবস্থান করেন। ১৩২-১৩৩½

মেঘ জম্বুদ্বীপে যত জলবিন্দু বর্ষণ করে, তত হাজার বৎসর পর্য্যন্ত সেই বুদ্ধিমান্ পুরুষ ব্রহ্মলোকে বাস করেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৩৪½

বর্ষাকালে আকাশ হইতে ধরাতলে যত বারি-বিন্দু বর্ষিত হয়, তত বর্ষকাল পর্য্যন্ত সেই দেবোপম তেজস্বী পুরুষ ব্রহ্মলোকে নিবাস করেন। ১৩৫½

দশ বর্ষ পর্য্যন্ত এক এক মাস উপবাস করত একত্রিশ দিনে ভোজনকারী মানুষ উত্তম স্বর্গলোকে গমন করেন। তিনি মহর্ষিপদ প্রাপ্ত হইয়া সশরীরে দিব্য লোকে যাত্রা করিয়া থাকেন।১৩৬½

যে মানুষ সদা মুনি, জিতেন্দ্রিয়, ক্রোধজয়ী, শিশ্ন (লিঙ্গ) ও উদরের বেগসংযতকারী, নিয়মপূর্ব্বক তিন অগ্নিতে আহুতি প্রদানকারী, সন্ধ্যোপাসনায় নিরত এবং যিনি পবিত্র হইয়া পূর্ব্বোক্ত অনেকপ্রকার নিয়মসমূহ পালনপূর্ব্বক ভোজন করেন, তিনি আকাশের ন্যায় নির্মল হইয়া যান ও তাঁহার কান্তি সূর্য্যের প্রভার ন্যায় প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৩৭-১৩৮½

রাজন্! এইরূপ গুণযুক্ত পুরুষ দেবতার ন্যায় নিজের শরীরের সহিতই দেবলোকে গমন করত সেখানে ইচ্ছানুসারে স্বর্গের পুণ্যফল উপভোগ করেন। ১৩৯½

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই আমি তোমার নিকট যজ্ঞসমূহের উত্তম বিধান ক্রমশঃ সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম কুন্তীনন্দন! ইহাতে উপবাসের ফল প্রকাশিত হইয়াছে। দরিদ্র মনুষ্যগণ এই উপবাসাত্মক ব্রতসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়। ১৪০-১৪১

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজায় নিরত থাকিয়া এই সব উপবাস পালন করেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৪২

ভারত! নিয়মশীল, সাবধান, শৌচাচারসম্পন্ন, মহামনস্বী, দম্ভ ও দ্রোহরহিত, বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত, অচল ও স্থির স্বভাববিশিষ্ট মনুষ্যগণের জন্য আমি এই উপবাস বিধি সবিস্তরে বর্ণনা করিলাম। এ বিষয়ে তুমি কোনরূপে সন্দেহ করিবে না। ১৪৩-১৪৪

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে উপবাসবিধিনামক সপ্তাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(মানসানাং পার্থিবানাঞ্চ তীর্থানাং মহত্ত্বকথনম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যৎ বরং সর্বতীর্থানাং তন্মে ব্রূহি পিতামহ।
যত্র চৈব পরং শৌচং তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

সর্বাণি খলু তীর্থানি গুণবন্তি মনীষিণঃ।
যত্তু তীর্থঞ্চ শৌচঞ্চ তন্মে শৃণু সমাহিতঃ ॥ ২

অগাধে বিমলে শুদ্ধে সত্যতোয়ে ধৃতিহ্রদে।
স্নাতব্যং মানসে তীর্থে সত্ত্বমালম্ব্য শাশ্বতম্ ॥৩

তীর্থশৌচমনর্থিত্বমার্জবং সত্যমার্দবম্।
অহিংসা সর্বভূতানামানৃশংস্যং দমঃ শমঃ ॥ ৪

নির্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ।
শুচয়স্তীর্থভূতাস্তে যে ভৈক্ষ্যমুপভুঞ্জতে ॥ ৫

তত্ত্ববিত্ত্বনহংবুদ্ধিস্তীর্থপ্রবরমুচ্যতে।
(নারায়ণেঽথ রুদ্রে বা ভক্তিস্তীর্থং পরং মতা।)
শৌচলক্ষণমেতত্তে সর্বত্রৈবান্ববেক্ষতঃ ॥ ৬

রজস্তমঃ সত্ত্বমথো যেষাং নির্ধৌতমাত্মনঃ।
শৌচাশৌচসমাযুক্তাঃ স্বকার্যপরিমার্গিণঃ ॥ ৭

সর্বত্যাগেষ্বভিরতাঃ সর্বজ্ঞাঃ সমদর্শিনঃ।
শৌচেন বৃত্তশৌচার্থাস্তে তীর্থাঃ শুচয়শ্চ যে ॥ ৮

নোদকক্লিন্নগাত্রস্তু স্নাত ইত্যভিধীয়তে
স স্নাতো যো দমস্নাতঃ স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥ ৯

অতীতেষ্বনপেক্ষা যে প্রাপ্তেষর্থেষু নির্মমাঃ।
শৌচমেব পরং তেষাং যেষাং নোৎপদ্যতে স্পৃহা ॥ ১০

প্রজ্ঞানং শৌচমেবেহ শরীরস্য বিশেষতঃ।
তথা নিষ্কিঞ্চনত্বঞ্চ মনসশ্চ প্রসন্নতা ॥ ১১

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

[মানস ও পার্থিব তীর্থসমূহের মহত্ত্ব কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! সমস্ত তীর্থের মধ্যে যে তীর্থ শ্রেষ্ঠ এবং যেখানে যাইলে পরম শুদ্ধি লাভ হয়, সেই তীর্থ আমাকে সবিস্তারে বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, সেই সবই মনীষী পুরুষগণের পক্ষে গুণকারক; কিন্তু এই সবের মধ্যে যে তীর্থ পরম পবিত্র ও প্রধান, তাহার বর্ণনা আমি করিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ২

যাহার মধ্যে সত্যরূপ জলে পূর্ণ ধৈর্য্যরূপ হ্রদ আছে, যাহা অগাধ, নির্মল ও অত্যন্ত শুদ্ধ, সেই মানস তীর্থে সদা পরমাত্মাকে আশ্রয় করত স্নান করা কর্তব্য। ৩

কামনা ও যাচ্ঞার অভাব, সরলতা, সত্য, মৃদুতা, অহিংসা, সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি ক্রূরতার অভাব—দয়া, ইন্দ্রিয়সংযম এবং মনোনিগ্রহ—এই সব এই মানস তীর্থের সেবনে প্রাপ্য পবিত্রতার লক্ষণ। ৪

যাঁহারা মমতা, অহঙ্কার, রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্ব ও পরিগ্রহ-রহিত হইয়া ভিক্ষার দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করেন, সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট সাধু পুরুষগণ তীর্থস্বরূপ। ৫

কিন্তু যাঁহার বুদ্ধিতে অহঙ্কারের লেশ মাত্র নাই, সেই তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া কথিত হন। ভগবান্ নারায়ণ অথবা ভগবান্ শিবে যে ভক্তি, তাহাও উত্তম তীর্থ বলিয়া অভিহিত হয়। পবিত্রতার এই লক্ষণ তুমি বিচার করিলে সর্বত্রই দেখিতে পাইবে। ৬

যাঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে তমোগুণ, রজোগুণ ও সত্ত্বগুণ ধৌত হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ যাঁহারা ত্রিগুণরহিত, যাঁহারা বাহ্য পবিত্রতা ও অপবিত্রতায় যুক্ত থাকিয়াও নিজেদের কর্তব্যেরই (তত্ত্ববিচার, ধ্যান ও উপাসনাদির) অনুসন্ধান করেন, যাঁহারা সর্বস্ব ত্যাগ করিতেই অভিলাষী, সর্বজ্ঞ ও সমদর্শী হইয়া শৌচাচার পালনের দ্বারা আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করেন, সেই সৎপুরুষগণ পরম পবিত্র তীর্থস্বরূপ। ৭-৮

শরীরকে কেবল জলের দ্বারা আপ্লাবিত করাকেই স্নান করা বলে না। প্রকৃত স্নান ত' তিনিই করেন, যিনি মন-ইন্দ্রিয়গণের সংযমরূপ জলে অবগাহন করিতে পারেন। তিনি বাহিরে ও অভ্যন্তরে পবিত্র হইয়া যান। ৯

যাঁহারা অতীত বা নষ্ট বিষয়ের অপেক্ষা করেন না, প্রাপ্ত পদার্থসমূহে মমতাশূন্য থাকেন এবং যাঁহাদের মনে কোনও বাসনা উৎপন্ন হয় না, তাঁহারাই পরম পবিত্র হইয়া যান। ১০

এই জগতে প্রজ্ঞান-ই শরীর শুদ্ধির বিশেষ সাধন। এইরূপ অকিঞ্চনতা ও মনের প্রসন্নতাও শরীর-শুদ্ধিকারক। ১১

বৃত্তশৌচং মনঃশৌচং তীর্থশৌচমতঃ পরম্।
জ্ঞানোৎপন্নঞ্চ যচ্ছৌচং তচ্ছৌচং পরমং স্মৃতম্ ॥ ১২
মনসা চ প্রদীপ্তেন ব্রহ্মজ্ঞানজলেন চ।
স্নাতি যো মানসে তীর্থে তৎস্নানং তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ১৩
সমারোপিতশৌচস্তু নিত্যং ভাবসমাহিতঃ।
কেবলং গুণসম্পন্নঃ শুচিরেব নরঃ সদা ॥ ১৪
শরীরস্থানি তীর্থানি প্রোক্তান্যেতানি ভারত।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যানি শৃণু তান্যপি ॥ ১৫
শরীরস্য যথোদ্দেশাঃ শুচয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তথা পৃথিব্যা ভাগাশ্চ পুণ্যানি সলিলানি চ ॥১৬
কীর্ত্তনাচ্চৈব তীর্থস্য স্নানাচ্চ পিতৃতর্পণাৎ।
ধুনন্তি পাপং তীর্থেষু তে প্রয়ান্তি সুখং দিবম্ ॥ ১৭
পরিগ্রহাচ্চ সাধূনাং পৃথিব্যাশ্চৈব তেজসা।
অতীব পুণ্যভাগাস্তে সলিলস্য চ তেজসা ॥ ১৮
মনসশ্চ পৃথিব্যাশ্চ পুণ্যাস্তীর্থাস্তথাপরে।
উভয়োরেব যঃ স্নায়াৎ স সিদ্ধিং শীঘ্রমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯
যথা বলং ক্রিয়াহীনং ক্রিয়া বা বলবর্জ্জিতা
নেহ সাধয়তে কার্য্যং সমাযুক্তা তু সিধ্যতি ॥ ২০
এবং শরীরশৌচেন তীর্থশৌচেন চান্বিতঃ।
শুচিঃ সিদ্ধিমবাপ্নোতি দ্বিবিধং শৌচমুত্তমম্ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি শৌচানুপৃচ্ছা
নামাষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৮

শুদ্ধি চারিপ্রকার কথিত হয়—আচারশুদ্ধি, মনঃশুদ্ধি, তীর্থশুদ্ধি ও জ্ঞানশুদ্ধি; ইহাদের মধ্যে জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্য শুদ্ধিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। ১২

যে ব্যক্তি প্রসন্ন ও শুদ্ধমনে ব্রহ্মজ্ঞানরূপী জলের দ্বারা মানসতীর্থে স্নান করেন, তাঁহার সেই স্নানই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর স্নান বলিয়া মান্য করা হয়॥ ১৩

যে সদা শৌচাচারসম্পন্ন, বিশুদ্ধভাবযুক্ত এবং কেবল সদ্গুণসমূহে বিভূষিত, সেই মানুষ সদাই শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। ১৪

ভারত! এই আমি শরীরে স্থিত তীর্থসমূহের কথা বর্ণনা করিলাম। এখন পৃথিবীতে যে সব পুণ্যতীর্থ আছে, তাহাদের মহত্ত্ব শ্রবণ কর। ১৫

যেরূপ শরীরের বিভিন্ন স্থানকে পবিত্র বলা হইয়াছে, সেইরূপ পৃথিবীরও ভিন্ন ভিন্ন ভাগও পবিত্র তীর্থ এবং সেই সব স্থানের জল পুণ্যদায়ক হয়। ১৬

যাঁহারা তীর্থের নাম কীর্ত্তন করিয়া সেই তীর্থে স্নান করত পিতৃগণের তর্পণ করিয়া নিজেদের পাপক্ষালন করেন, তাঁহারা সুখের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন। ১৭

পৃথিবীর কোন কোন ভাগ সাধু-পুরুষগণের নিবাসে এবং স্বয়ং পৃথিবীর জলের তেজে অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।১৮

এইরূপ পৃথিবী ও মনের মধ্যে অনেক পুণ্যময় তীর্থ আছে। যে ব্যক্তি এই উভয় প্রকার তীর্থেই স্নান করেন, তিনি সত্বর পরমাত্মপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।১৯

যেরূপ ক্রিয়াহীন বল অথবা বলহীন ক্রিয়া এ জগতে কার্য্য সাধন করিতে পারে না; পরন্তু বল ও ক্রিয়া এই উভয়ে সংযুক্ত হইলে পরই কার্য্য সিদ্ধ হয়, সেইরূপ শরীর-শুদ্ধি ও তীর্থশুদ্ধিযুক্ত পুরুষই পবিত্র হইয়া পরমাত্মপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি লাভ করেন। অতএব উভয় প্রকার সিদ্ধিই উত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২০-২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে শুদ্ধিজিজ্ঞাসানামক অষ্টাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(প্রতিমাসং দ্বাদশ্যাং তিথাবুপবাসস্য ভগবতো বিষ্ণোঃ পূজায়াশ্চ বিশেষমাহাত্ম্যকথনম্ ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ

সর্বেষামুপবাসানাং যচ্ছ্রেয়ঃ সুমহৎফলম্ ।
যচ্চাপ্যসংশয়ং লোকে তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

শৃণু রাজন্ যথা গীতং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা ।
যৎ কৃত্বা নির্বৃতো ভূয়াৎ পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ ॥২
দ্বাদশ্যাং মার্গশীর্ষে তু অহোরাত্রেণ কেশবম্ ।
অর্চ্যাশ্বমেধং প্রাপ্নোতি দুষ্কৃতং চাস্য নশ্যতি ॥ ৩
তথৈব পৌষমাসে তু পূজ্যো নারায়ণেতি চ ।
বাজপেয়মবাপ্নোতি সিদ্ধিঞ্চ পরমাং ব্রজেৎ ॥ ৪
অহোরাত্রেণ দ্বাদশ্যাং মাঘমাসে তু মাধবম্ ।
রাজসূয়মবাপ্নোতি কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥ ৫
তথৈব ফাল্গুনে মাসি গোবিন্দেতি চ পূজয়ন্ ।
অতিরাত্রমবাপ্নোতি সোমলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৬
অহোরাত্রেণ দ্বাদশ্যাং চৈত্রে বিষ্ণুরিতি স্মরন্ ।
পৌণ্ডরীকমবাপ্নোতি দেবলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৭
বৈশাখমাসে দ্বাদশ্যাং পূজয়ন্ মধুসূদনম্ ।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি সোমলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮
অহোরাত্রেণ দ্বাদশ্যাং জ্যৈষ্ঠে মাসি ত্রিবিক্রমম্ ।
গবাং মেধমবাপ্নোতি অপ্সরোভিশ্চ মোদতে ॥ ৯
আষাঢ়ে মাসি দ্বাদশ্যাং বামনেতি চ পূজয়ন্ ।
নরমেধমবাপ্নোতি পুণ্যঞ্চ লভতে মহৎ ॥ ১০
অহোরাত্রেণ দ্বাদশ্যাং শ্রাবণে মাসি শ্রীধরম্ ।
পঞ্চযজ্ঞানবাপ্নোতি বিমানস্থশ্চ মোদতে ॥ ১১
তথা ভাদ্রপদে মাসি হৃষীকেশেতি পূজয়ন্ ।
সৌত্রামণিমবাপ্নোতি পূতাত্মা ভবতে চ হি ॥ ১২

নবাধিকশততম অধ্যায়

[প্রত্যেক মাসের দ্বাদশী তিথিতে উপবাস ও ভগবান্ বিষ্ণুর পূজায় বিশেষ মাহাত্ম্য কথন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! সমস্ত উপবাসের মধ্যে যাহা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অত্যন্ত মহাফলদায়ক এবং যাহার বিষয়ে মনুষ্যলোকে কোনও সংশয় নাই, তাহা আপনি আমাকে বলুন । ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। তাহার অনুষ্ঠানকারী মানুষ পরম সুখী হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই । ২

মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) মাসে দ্বাদশী তিথিতে দিবারাত্র উপবাস করিয়া ভগবান্ কেশবের পূজা অর্চনা করিলে মানুষ অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করেন এবং তাঁহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায় । ৩

এইরূপ পৌষ মাসের দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া ভগবান্ নারায়ণের পূজা করা উচিত। এরূপ করিলে মানুষ বাজপেয়-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন এবং তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন । ৪

মাঘ মাসের দ্বাদশী তিথিতে দিবারাত্র উপবাস করিয়া ভগবান্ মাধবের পূজা করিলে মানুষ রাজসূয়-যজ্ঞের ফল লাভ করেন এবং তিনি নিজের সম্পূর্ণ কুলকে উদ্ধার করেন । ৫

এই ভাবে ফাল্গুন মাসের দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া ভগবান্ গোবিন্দের পূজা করিলে পর মানুষ অতিরাত্র যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন এবং মৃত্যুর পর সোমলোকে গমন করিয়া থাকেন । ৬

চৈত্র মাসের দ্বাদশী তিথিতে দিন রাত্রি উপবাস করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর চিন্তা পূর্বক পূজা অর্চনা করিলে পর মানুষ পৌণ্ডরীক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন এবং তিনি দেবলোকে গমন করেন । ৭

বৈশাখ মাসের দ্বাদশী তিথিতে উপবাস পূর্বক ভগবান্ মধুসূদনের পূজাকারী মানুষ অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল লাভ করেন এবং তিনি সোমলোকে গমন করিয়া থাকেন । ৮

জ্যৈষ্ঠমাসের দ্বাদশী তিথিতে দিন-রাত্রি উপবাস করিয়া যিনি ভগবান্ ত্রিবিক্রমের পূজা করেন, তিনি গোমেধ-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন এবং অপ্সরাগণের সহিত আনন্দ ভোগ করেন । ৯

আষাঢ় মাসের দ্বাদশী তিথিতে উপবাস পূর্বক বামন-নামে প্রসিদ্ধ ভগবানের পূজাকারী মানুষ নরমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করেন এবং মহা পুণ্যভাগী হন ।১০

শ্রাবণমাসের দ্বাদশী তিথিতে দিবারাত্র উপবাস করিয়া যিনি ভগবান্ শ্রীধরের আরাধনা করেন, তিনি পঞ্চমহাযজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হন এবং বিমানে উপবিষ্ট থাকিয়া সুখভোগ করেন । ১১

ভাদ্রমাসের দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করত ভগবান্ হৃষীকেশের পূজাকারী মানুষ সৌত্রামণি-যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হন এবং তিনি পবিত্রাত্মা হইয়া যান । ১২

দ্বাদশ্যামাশ্বিনে মাসি পদ্মনাভেতি চার্চয়ন্ ।
গোসহস্রফলং পুণ্যং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥১৩
দ্বাদশ্যাং কার্ত্তিকে মাসি পূজ্য দামোদরেতি চ ।
গবাং যজ্ঞমবাপ্নোতি পুমান্ স্ত্রী বা ন সংশয়ঃ ॥১৪
অর্চয়েৎ পুণ্ডরীকাক্ষমেবং সংবৎসরং তু যঃ ।
জাতিস্মরত্বং প্রাপ্নোতি বিন্দ্যাদ্ বহু সুবর্ণকম্ ॥ ১৫
অহন্যহনি তদ্ভাবমুপেন্দ্রং যোঽধিগচ্ছতি ।
সমাপ্তে ভোজয়েদ্ বিপ্রানথবা দাপয়েদ্ ঘৃতম্ ॥ ১৬
অতঃ পরং নোপবাসো ভবতীতি বিনিশ্চয়ঃ ।
উবাচ ভগবান্ বিষ্ণুঃ স্বয়মেব পুরাতনম্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি বিষ্ণোর্দ্বাদশকং নাম নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৯

আশ্বিনমাসের দ্বাদশীতিথিতে দিবারাত্রি উপবাস করিয়া ভগবান্ পদ্মনাভের পূজা করিলে পর মানুষ সহস্র গো-দানের পুণ্যফল প্রাপ্ত হন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই । ১৩

কার্ত্তিক-মাসের দ্বাদশী তিথিতে দিবা-রাত্র উপবাস করত ভগবান্ দামোদরের পূজা করিলে স্ত্রী বা পুরুষ উভয়েই গো-যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ।১৪

এই ভাবে যিনি একবর্ষ পর্য্যন্ত কমললোচন ভগবান্ পূজা করেন, তিনি জাতিস্মর হইয়া যান এবং বহু সুবর্ণরাশি লাভ করেন ॥ ১৫

যিনি প্রতিদিন এইভাবে ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করেন, তিনি বিষ্ণুভাব প্রাপ্ত হন। এই ব্রত সমাপ্ত হইলে পর ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন অথবা ঘৃতদান করিবেন ॥ ১৬

এই উপবাস হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন উপবাস নাই, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুই এই পুরাতন ব্রতের বিষয় বলিয়াছেন ॥ ১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণুর দ্বাদশী-ব্রত নামক নবাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(রূপ-সৌন্দর্য্যস্য লোকপ্রিয়তায়াশ্চ প্রাপ্তয়ে মার্গশীর্ষ-মাসি চন্দ্রব্রতকরণবিধিবর্ণনম্ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শরতল্পগতং ভীষ্মং বৃদ্ধং কুরুপিতামহম্ ।
উপগম্য মহাপ্রাজ্ঞঃ পর্য্যপৃচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অঙ্গানাং রূপসৌভাগ্যং প্রিয়ং চৈব কথং ভবেৎ
ধর্মার্থকামসংযুক্তঃ সুখভাগী কথং ভবেৎ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ ।

মার্গশীর্ষস্য মাসস্য চন্দ্রে মূলেন সংযুতে ।
পাদৌ মূলেন রাজেন্দ্র জঙ্ঘায়ামথ রোহিণীম্ ॥ ৩
অশ্বিন্যাং সক্থিনী চৈব ঊরূ চাষাঢ়য়োস্তথা ।
গুহ্যং তু ফাল্গুনী বিদ্যাৎ কৃত্তিকা কটিকাস্তথা ॥ ৪

দশাধিকশততম অধ্যায়

[রূপ-সৌন্দর্য্য ও লোকপ্রিয়তা প্রাপ্তির জন্য মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ)-মাসে চন্দ্রব্রত করিবার বিধি বর্ণন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! মহাজ্ঞানী যুধিষ্ঠির বাণশয্যায় শায়িত কুরুকুলের বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ১ ।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! মানুষের অঙ্গসকলের সুন্দর-রূপসৌভাগ্য কিভাবে লাভ হয় ? তাহার লোকপ্রিয়তাই বা কিরূপে প্রাপ্তি হয় ? ধর্ম, অর্থ ও কামযুক্ত মানুষ কি প্রকারে সুখভাগী হয় ? ২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজেন্দ্র ! মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ)-মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপৎ তিথিতে মূলনক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইলে পর চান্দ্র-ব্রত আরম্ভ করিতে হয়। সেই সময় চন্দ্রের স্বরূপ এইভাবে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। দেবতাসহ মূলানক্ষত্রের দ্বারা তাহার দুই চরণ ভাবনা করিবে এবং জঙ্ঘামধ্যে রোহিণী নক্ষত্রকে স্থাপিত করিবে । ৩

এইরূপ জানুদ্বয়ে অশ্বিনী নক্ষত্র, উরুদ্বয়ে পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র, গুহ্যভাগে পূর্ব্ব ফাল্গুনী এবং কোটিভাগে কৃত্তিকা নক্ষত্রের স্থিতি জানিবে । ৪

নাভিং ভাদ্রপদে বিস্তাদ্ রেবত্যামক্ষিমণ্ডলম্ ।
পৃষ্ঠমেব ধনিষ্ঠাসু অনুরাধোত্তরাস্তথা ॥ ৫
বাহুভ্যাং তু বিশাখাসু হস্তৌ হস্তেন নির্দিশেৎ
পুনর্বস্বঙ্গুলী রাজন্নশ্লেষাসু নখাস্তথা ॥ ৬
গ্রীবাং জ্যেষ্ঠা চ রাজেন্দ্র শ্রবণেন তু কর্ণয়োঃ ।
মুখং পুষ্যেণ দানেন দন্তোষ্ঠৌ স্বাতিরুচ্যতে ॥ ৭
হাসং শতভিষাং চৈব মঘাং চৈবাথ নাসিকাম্ ।
নেত্রে মৃগশিরো বিস্তাল্ললাটে মিত্রমেব তু ॥ ৮
ভরণ্যাং তু শিরো বিস্তাৎ কেশানার্দ্রাং নরাধিপ ।
সমাপ্তে তু ঘৃতং দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণে বেদপারগে ॥ ৯
সুভগো দর্শনীয়শ্চ জ্ঞানভাগ্যথ জায়তে ।
জায়তে পরিপূর্ণাঙ্গঃ পৌর্ণমাস্যেব চন্দ্রমাঃ ॥ ১০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্মপর্ব্বণি দশাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১১০ ॥

নাভিতে পূর্বভাদ্রপদা এবং উত্তর ভাদ্রপদাকে জানিবে। নেত্রমণ্ডলে রেবতী, পৃষ্ঠভাগে ধনিষ্ঠা, অনুরাধা ও উত্তরাকে স্থাপিত করিবে। ৫

রাজন্! দুই বাহুতে বিশাখা, দুই হস্তে হস্তা, অঙ্গুলিসকলে পুনর্বসু এবং নখসমূহে অশ্লেষাকে স্থাপিত করিবে। ৬

রাজেন্দ্র! জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের দ্বারা গ্রীবাকে, শ্রবণার দ্বারা দুই কর্ণকে, পুষ্য নক্ষত্রের স্থাপনার দ্বারা মুখকে এবং স্বাতী নক্ষত্রের দ্বারা দন্তসমূহকে ও ওষ্ঠদ্বয়কে ভাবনা করিবে। ৭

শতভিষা নক্ষত্রকে হাস্যে, মঘাকে নাসিকায়, মৃগশিরাকে নেত্রদ্বয়ে এবং মিত্রকে (অনুরাধাকে) ললাটে স্থাপন করিতে হয় বলিয়া জানিবে। ৮

নরনাথ! ভরণীকে মস্তকে ও আর্দ্রাকে কেশসমূহে স্থাপিত বলিয়া জানিবে। (এইরূপ বিভিন্ন অঙ্গসকলে নক্ষত্রসমূহের স্থাপনা করত তৎসম্বন্ধী মন্ত্রসকলের দ্বারা সেই সেই অঙ্গের পূজা-জপ ও হোমাদি প্রতিদিন করিবে।) এইভাবে চান্দ্রব্রত সমাপ্ত হইলে পর বেদ-পারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে ঘৃতদান করিবে। ৯

এইরূপ করিলে পর মানব পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় পরিপূর্ণাঙ্গ, সৌভাগ্যশালী, দর্শনীয় ও জ্ঞানভাগী হয়। ১০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে দশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

(বৃহস্পতিনা যুধিষ্ঠিরসমীপে প্রাণিনাং জন্মভেদস্য, নানাবিধপাপানাং ফলস্বরূপনরকাদিপ্রাপ্তেঃ তির্য্যগ্‌যোনৌ জন্মগ্রহণস্য চ বিষয়বর্ণনম্ ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।
পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ ।
শ্রোতুমিচ্ছামি মর্ত্যানাং সংসারবিধিমুত্তমম্ ॥ ১
কেন বৃত্তেন রাজেন্দ্র বর্তমানা নরা ভুবি ।
প্রাপ্নুবন্ত্যুত্তমং স্বর্গং কথঞ্চ নরকং নৃপ ॥ ২
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং জনাঃ ।
প্রয়ান্ত্যমুং লোকমিতঃ কো বৈ তাননুগচ্ছতি ॥ ৩
ভীষ্ম উবাচ ।
অয়মায়াতি ভগবান্ বৃহস্পতিরুদারধীঃ ।
পৃচ্ছৈনং সুমহাভাগমেতদ্ গুহ্যং সনাতনম্ ॥ ৪

একাদশাধিকশততম অধ্যায়

[বৃহস্পতি কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রাণিগণের জন্মের প্রকার, নানাবিধ পাপের ফলস্বরূপ নরকাদি প্রাপ্তি এবং তির্য্যগ্‌ যোনিতে জন্মগ্রহণের বিষয় বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞানে নিপুণ মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ! এখন আমি মনুষ্যগণের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের উত্তম বিধি শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১

রাজেন্দ্র! পৃথিবীতে স্থিত মনুষ্যগণ কোন্ আচরণের দ্বারা উত্তম স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়? নৃপ! কিরূপ আচরণে তাহারা নরকে পতিত হয়? ২

মনুষ্যগণ নিজেদের দেহকে কাষ্ঠ ও মৃত্তিকাখণ্ডের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া যখন এখান হইতে পরলোকে গমন করে, তখন তাহাদের পশ্চাতে কে গমন করে? ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—বৎস! এই উদারবুদ্ধি ভগবান্ বৃহস্পতি এখানে আগমন করিতেছেন। এই মহাভাগের নিকটে এই সনাতন গুহ্য বিষয় জিজ্ঞাসা কর। ৪

নৈতদন্যেন শক্যং হি বক্তুং কেনচিদপ্ত বৈ।
বক্তা বৃহস্পতিসমো ন হ্যন্যো বিদ্যতে কচিৎ ॥ ৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তয়োঃ সংবাদতোরেবং পার্থ-গাঙ্গেয়য়োস্তদা।
আজগাম বিশুদ্ধাত্মা নাকপৃষ্ঠাদ্ বৃহস্পতিঃ ॥ ৬
ততো রাজা সমুত্থায় ধৃতরাষ্ট্রপুরোগমঃ
পূজামনুপমাং চক্রে সর্ব্বে তে চ সভাসদঃ ॥ ৭
ততো ধর্ম্মসুতো রাজা ভগবন্তং বৃহস্পতিম্।
উপগম্য যথান্যায়ং প্রশ্নং পপ্রচ্ছ তত্ত্বতঃ ॥ ৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ।
মর্ত্ত্যস্য কঃ সহায়ো বৈ পিতা মাতা সুতো গুরুঃ ॥ ৯
জ্ঞাতি-সম্বন্ধিবর্গশ্চ মিত্রবর্গস্তথৈব চ।
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং জনাঃ ॥ ১০
গচ্ছন্ত্যমুত্র লোকং বৈ ক এনমনুগচ্ছতি।

বৃহস্পতিরুবাচ।

একঃ প্রসূয়তে রাজন্নেক এব বিনশ্যতি ॥ ১১
একস্তরতি দুর্গাণি গচ্ছত্যেকস্তু দুর্গতিম্।
অসহায়ঃ পিতা মাতা তথা ভ্রাতা সুতো গুরুঃ ॥ ১২
জ্ঞাতি-সম্বন্ধিবর্গশ্চ মিত্রবর্গস্তথৈব চ।
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্টসমং জনাঃ ॥১৩
মুহূর্ত্তমিব রোদিত্বা ততো যান্তি পরাঙ্মুখাঃ।
তৈস্তচ্ছরীরমুৎসৃষ্টং ধর্ম্ম একোঽনুগচ্ছতি ॥ ১৪
তস্মাদ্ ধর্ম্মঃ সহায়শ্চ সেবিতব্যঃ সদা নৃভিঃ।
প্রাণী ধর্ম্মসমাযুক্তো গচ্ছেৎ স্বর্গগতিং পরাম্ ॥ ১৫
তথৈবাধর্ম্মসংযুক্তো নরকং চোপপদ্যতে।
তস্মান্ন্যায়াগতৈরর্থৈর্ধর্ম্মং সেবেত পণ্ডিতঃ ॥ ১৬
ধর্ম্ম একো মনুষ্যাণাং সহায়ঃ পারলৌকিকঃ।
লোভাম্মোহাদনুক্রোশাদ্ ভয়াদ্ বাপ্যবহুশ্রুতঃ ॥ ১৭

আর অন্য কেহ এই বিষয় বলিতে সমর্থ হইবে না। আর বৃহস্পতিতুল্য (স্বর্গে ও মর্ত্তে) কোথাও দ্বিতীয় কোন বক্তা নাই ॥৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ও গঙ্গানন্দন ভীষ্ম এই ভাবে উভয়ে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, এই সময় বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট বৃহস্পতি স্বর্গলোক হইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৬

তাহার পর তাঁহাকে দর্শন করিয়াই রাজা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করত দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে ও সভাসদগণও বৃহস্পতির অনুপম পূজা করিলেন। ৭

তদনন্তর ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ বৃহস্পতির নিকটে গমন করত যথোচিতরীতিতে এই তাত্ত্বিক প্রশ্ন উপস্থাপিত করিলেন। ৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! আপনি সমস্ত ধর্ম্ম জানেন এবং সর্ব্বশাস্ত্রে বিদ্বান্, অতএব বলুন—পিতা, মাতা, পুত্র, গুরু, সজাতীয় সম্বন্ধী এবং মিত্র প্রভৃতির মধ্যে মানুষের প্রকৃত সহায়ক কে? যখন সকল মানুষ নিজেদের মৃত দেহকে কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সেই সময় তাহার কে অনুগমন করে? ১০½

বৃহস্পতি বলিলেন,—রাজন্! প্রাণী একাকীই জন্মগ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়, একাকীই দুঃখসমূহ হইতে পার হইয়া যায় এবং একাকীই দুর্গতি ভোগ করে। ১১½

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, গুরু, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও বন্ধুবর্গ—ইঁহাদের কেহই তাহার সহায়ক হয় না। ১২½

মনুষ্যগণ মৃত শরীরকে কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া মুহূর্ত্তকাল রোদন করে এবং পরে তাহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া যায়। ১৩½

তাহার আত্মীয় স্বজনগণও তাহার সেই দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করে। কিন্তু একমাত্র ধর্ম্মই সেই জীবাত্মাকে অনুসরণ করিয়া থাকেন। অতএব মনুষ্যগণের কর্ত্তব্য হইল—সর্ব্বদা তাহারা ধর্ম্মের উপাসনা করিবে। ১৪½

ধর্ম্মযুক্ত প্রাণী উত্তম স্বর্গলোকে গমন করে এবং অধর্ম্মপরায়ণ জীব নরকে পতিত হয়। ১৫½

সেইজন্য বিদ্বান্ পুরুষ ন্যায়ানুসারে প্রাপ্ত ধনের দ্বারা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। একমাত্র ধর্ম্মই পরলোকে মনুষ্যগণের সহায়ক হন। ১৬½

যে বহুশ্রুত বিদ্বান্ নয়, সেই মানুষ লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া পরের জন্য লোভ, মোহ, দয়া অথবা ভয়ে অকরণীয় পাপকার্য্য করিয়া থাকে। ১৭½

নরঃ করোত্যকার্যাণি পরার্থে লোভমোহিতঃ।
ধর্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ ত্রিতয়ং জীবিতে ফলম্ ॥ ১৮
এতৎ ত্রয়মবাপ্তব্যমধর্মপরিবর্জিতম্।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রুতং ভগবতো বাক্যং ধর্মযুক্তং পরং হিতম্ ॥ ১৯
শরীরনিচয়ং জ্ঞাতুং বুদ্ধিস্তু মম জায়তে।
মৃতং শরীরং হি নৃণাং সূক্ষ্মমব্যক্ততাং গতম্ ॥ ২০
অচক্ষুর্বিষয়ং প্রাপ্তং কথং ধর্মোঽনুগচ্ছতি

বৃহস্পতিরুবাচ

পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতির্মনোঽন্তকঃ ॥ ২১
বুদ্ধিরাত্মা চ সহিতা ধর্মং পশ্যন্তি নিত্যদা।
প্রাণিনামিহ সর্বেষাং সাক্ষিভূতা নিশানিশম্ ॥ ২২
এতৈশ্চ সহ ধর্মোঽপি তং জীবমনুগচ্ছতি।
ত্বগস্থিমাংসং শুক্রঞ্চ শোণিতঞ্চ মহামতে ॥ ২৩
শরীরং বর্জয়ন্ত্যেতে জীবিতেন বিবর্জিতম্।
ততো ধর্মসমাযুক্তঃ প্রাপ্নুতে জীব এব হি ॥ ২৪
ততোঽস্য কর্ম পশ্যন্তি শুভং বা যদি বাশুভম্।
দেবতাঃ পঞ্চভূতস্থাঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২৫
ততো ধর্মসমাযুক্তঃ স জীবঃ সুখমেধতে।
ইহলোকে পরে চৈব কিং ভূয়ঃ কথয়ামি তে ॥ ২৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

তদ্ দর্শিতং ভগবতা যথা ধর্মোঽনুগচ্ছতি
এতৎ তু জ্ঞাতুমিচ্ছামি কথং রেতঃ প্রবর্ততে ॥ ২৭

বৃহস্পতিরুবাচ

অন্নমশ্নন্তি যদ্ দেবাঃ শরীরস্থা নরেশ্বর।
পৃথিবী বায়ুরাকাশমাপো জ্যোতির্মনস্তথা ॥ ২৮
ততস্তৃপ্তেষু রাজেন্দ্র তেষু ভূতেষু পঞ্চসু।
মনঃষষ্ঠেষু শুদ্ধাত্মন্ রেতঃ সম্পদ্যতে মহৎ ॥ ২৯
ততো গর্ভঃ সম্ভবতি শ্লেষ্মাৎ স্ত্রীপুংসয়োর্নৃপ।
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং ভূয়ঃ কিং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৩০

ধর্ম, অর্থ, ও কাম এই তিনটি জীবনের ফল; অতএব মানুষের অধর্ম পরিত্যাগ করিয়া এই তিনটিকে লাভ করা কর্তব্য ॥ ১৮½

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! আপনার নিকট হইতে আমি ধর্মযুক্ত পরম হিতকর বাক্য শুনিলাম। এখন শরীরের স্থিতি জানিবার জন্য আমার মতি উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১৯½

মানুষের স্থূল দেহ ত' মৃত হইয়া এজগতে পতিত থাকে এবং তাহার সূক্ষ্ম দেহ অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়, যাহা চক্ষুর গোচরীভূত নহে; সুতরাং এরূপ অবস্থায় ধর্ম কিভাবে তাহার অনুসরণ করেন? ২০½

বৃহস্পতি বলিলেন,—ধর্মরাজ! পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, যম, বুদ্ধি ও আত্মা—ইঁহারা সকলেই একসঙ্গে মানুষের ধর্মের উপর দৃষ্টি রাখেন ॥ ২১½

দিন ও রাত্রি এজগতের সমস্ত প্রাণিগণের কর্মসকলের সাক্ষী। এই সকলের সহিত ধর্মও জীবের অনুসরণ করেন। ২২½

মহামতে! ত্বক্ (চর্ম), অস্থি, মাংস, শুক্র ও শোণিত—এই সব ধাতু নিষ্প্রাণ দেহকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে অর্থাৎ ইঁহারা সেই দেহধারী জীবাত্মার সঙ্গ পরিত্যাগ করে, একমাত্র ধর্মই তাহার সঙ্গে যান ॥ ২৩½

সেইজন্য ধর্মযুক্ত জীবই পরম গতি প্রাপ্ত হয়। তারপর পরলোকে নিজের কর্মসকলের ভোগ শেষ করিয়া প্রাণী যখন অন্য দেহ ধারণ করে, সেই সময় তাহার শরীরের পঞ্চভূতে স্থিত অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ সেই জীবের শুভ ও অশুভ কর্ম নিরীক্ষণ করেন। এখন তুমি আর কি শুনিতে বাসনা কর? ২৪-২৫

তদনন্তর ধর্মযুক্ত সেই জীব ইহলোক ও পরলোকে সুখ অনুভব করে। এখন তোমাকে আর কি বলিব? ২৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন, ভগবন্! ধর্ম যেভাবে জীবের অনুসরণ করেন, তাহা ত' আপনি দেখাইলেন। এখন আমি ইহা জানিতে অভিলাষী হইয়াছি যে, এই শরীরে বীর্যের উৎপত্তি কিভাবে হয়? ২৭

বৃহস্পতি বলিলেন, শুদ্ধাত্মন্! নরেশ্বর! রাজেন্দ্র! এই শরীরে স্থিত পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও মনের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ যে অন্ন ভক্ষণ করেন এবং সেই অন্নের দ্বারা মনসহ পঞ্চভূত যখন পূর্ণ তৃপ্ত হয়, তখন মহান্ রেতের (বীর্যের) উৎপত্তি হইয়া থাকে। ২৮-২৯

রাজন্! তারপর স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ হইলে পর সেই বীর্য গর্ভের রূপ ধারণ করে। এই সব বিষয় আমি তোমাকে বলিলাম। পুনরায় কি শুনিতে বাসনা কর? ৩০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আখ্যাতং মে ভগবতা গর্ভঃ সংজায়তে যথা

যথা জাতস্তু পুরুষঃ প্রপদ্যতি তদুচ্যতাম্ ॥ ৩১

বৃহস্পতিরুবাচ।

আসন্নমাত্রঃ পুরুষৈস্তৈর্ভূতৈরভিভূয়তে।

বিপ্রযুক্তশ্চ তৈর্ভূতৈঃ পুনর্যাত্যপরাং গতিম্ ॥ ৩২

সর্ব্বভূতসমাযুক্তঃ প্রাপ্নুতে জীব এব হি।

ততোঽস্য কর্ম পশ্যন্তি শুভং বা যদি বাঽশুভম্।

দেবতাঃ পঞ্চভূতস্থাঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৩৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ত্বগস্থিমাংসমুৎসৃজ্য তৈশ্চ ভূতৈর্বিবর্জ্জিতঃ।

জীবঃ স ভগবান্ কস্থঃ সুখদুঃখে সমশ্নুতে ॥ ৩৪

বৃহস্পতিরুবাচ।

জীবঃ কর্মসমাযুক্তঃ শীঘ্রং রেতস্ত্বমাগতঃ।

স্ত্রীণাং পুষ্পং সমাসাদ্য সূতে কালেন ভারত ॥ ৩৫

যমস্য পুরুষৈঃ ক্লেশং যমস্য পুরুষৈর্ব্বধম্।

দুঃখং সংসারচক্রঞ্চ নরঃ ক্লেশং স বিন্দতি ॥ ৩৬

ইহলোকে চ স প্রাণী জন্মপ্রভৃতি পার্থিব।

সুকৃতং কর্ম্ম বৈ ভুঙ্‌ক্তে ধর্ম্মস্য ফলমাশ্রিতঃ ॥ ৩৭

যদি ধর্মং যথাশক্তি জন্মপ্রভৃতি সেবতে।

ততঃ স পুরুষো ভূত্বা সেবতে নিত্যদা সুখম্ ॥ ৩৮

অথান্তরা তু ধর্মস্যাপ্যধর্মমুপসেবতে।

সুখস্যানন্তরং দুঃখং জীবোঽপ্যধিগচ্ছতি ॥ ৩৯

অধর্মেণ সমাযুক্তো যমস্য বিষয়ং গতঃ।

মহদ্ দুঃখং সমাসাদ্য তির্য্যগ্‌যোনৌ প্রজায়তে ॥৪০

কর্মণা যেন যেনেহ যস্যাং যোনৌ প্রজায়তে।

জীবো মোহসমাযুক্তস্তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৪১

যদেতদুচ্যতে শাস্ত্রে সেতিহাসে চ ছন্দসি।

যমস্য বিষয়ং ঘোরং মর্ত্ত্যো লোকঃ প্রপদ্যতে ॥ ৪২

ইহ স্থানানি পুণ্যানি দেবতুল্যানি ভূপতে।

তির্য্যগ্‌যোন্যতিরিক্তানি গতিমন্তি চ সর্বশঃ ॥ ৪৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! গর্ভ যেভাবে উৎপন্ন হয়, তাহা আপনি বলিলেন। এখন এই কথা বলুন যে, উৎপন্ন মানুষ পুনরায় কিভাবে বন্ধনে পতিত হয়? ৩১

বৃহস্পতি বলিলেন,—রাজন্! জীব সেই বীর্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া যখন গর্ভে সন্নিহিত হয়, তখন পঞ্চভূত শরীররূপে পরিণত হইয়া তাহাকে বদ্ধ করে, পুনরায় এই পঞ্চভূত হইতে পৃথক্ হইয়া সে অন্য গতি লাভ করে। ৩২

শরীরে সমস্ত ভূতগণে যুক্ত এই জীবই সুখ বা দুঃখ প্রাপ্ত হয়। সেই পঞ্চভূতে স্থিত তাহাদের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ জীবের শুভ বা অশুভ কর্ম্ম অবলোকন করেন। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর? ৩৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন, ভগবন্! জীব ত্বক্, অস্থি ও মাংসময় দেহ ত্যাগ করিয়া যখন পঞ্চভূতের সম্বন্ধ হইতে পৃথক্ হইয়া যায়, তখন সে কোথায় থাকিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে? ৩৪

বৃহস্পতি বলিলেন,—ভারত! জীব নিজের কর্ম্মসমূহের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সত্বর বীর্য্যভাব প্রাপ্ত হয় এবং স্ত্রীর রজোমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সময়ানুসারে জন্মগ্রহণ করে। ৩৫

(গর্ভে আসিবার পূর্ব্বে সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করত নিজের দুষ্কর্ম্মের জন্য) সে যমদূতগণের দ্বারা নানাপ্রকার ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের প্রহার সহ্য করে এবং দুঃখময় সংসারচক্রে মানুষ নানাবিধ কষ্ট ভোগ করে। ৩৬

পৃথ্বীনাথ! যদি প্রাণী জন্ম হইতেই এই লোকে পুণ্যকর্ম্মে রত থাকে, তবে সে ধর্ম্মের ফল আশ্রয় করিয়া তদনুসারে সুখ ভোগ করিতে থাকে। ৩৭-৩৮

কিন্তু ধর্ম্মের মধ্যে যদি কখনও কখনও সে অধর্ম্মেরও আচরণ করে, তবে তাহাকে সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয়। ৩৯

অধর্ম্মপরায়ণ মানুষ যমলোকে গমন করে এবং সেখানে মহাদুঃখ লাভ করিয়া এই লোকে পশু-পক্ষীর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ৪০

জীব মোহের বশীভূত হইয়া যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে যে যোনিতে জন্মধারণ করে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৪১

শাস্ত্র, ইতিহাস ও বেদে এই কথা বলা হইয়াছে যে, মানুষ এ-জগতে পাপ কর্ম্ম করিলে মৃত্যুর পর যমরাজের ভয়ঙ্কর লোকে গমন করিয়া থাকে, ইহা সত্যই। ৪২

ভূপতে! এই যমলোকে দেবলোকের সমান পুণ্যময় স্থানও আছে, সেখানে তির্য্যক্ (ও কীট-পতঙ্গাদি) যোনির প্রাণিগণ ব্যতীত সমস্ত পুণ্যাত্মা জঙ্গম জীবগণ গমন করিয়া থাকে ॥৪৩

যমস্য ভবনে দিব্যে ব্রহ্মলোকসমে গুণৈঃ ।
কর্ম্মভির্নিয়তৈর্বদ্ধো জন্তুর্দুঃখান্যুপাশ্নুতে ॥ ৪৪
যেন যেন তু ভাবেন কর্ম্মণা পুরুষো গতিম্ ।
প্রয়াতি পরুষাং ঘোরাং তত্তে বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্ ॥ ৪৫
অধীত্য চতুরো বেদান্ দ্বিজো মোহসমন্বিতঃ ।
পতিতাৎ প্রতিগৃহ্যাথ খরযোনৌ প্রজায়তে ॥ ৪৬
খরো জীবতি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ভারত ।
খরো মৃতো বলীবর্দ্দঃ সপ্ত বর্ষাণি জীবতি ॥ ৪৭
বলীবর্দ্দো মৃতশ্চাপি জায়তে ব্রহ্মরাক্ষসঃ ।
ব্রহ্মরক্ষশ্চ মাসাংস্ত্রীংস্ততো জায়তি ব্রাহ্মণঃ ॥ ৪৮
পতিতং যাজয়িত্বা তু কৃমিযোনৌ প্রজায়তে ।
তত্র জীবতি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ভারত ॥৪৯
কৃমিভাবাদ্ বিমুক্তস্তু ততো জায়তি গর্দ্দভঃ ।
গর্দ্দভঃ পঞ্চ বর্ষাণি পঞ্চ বর্ষাণি শূকরঃ ॥৫০
কুক্কুটঃ পঞ্চ বর্ষাণি পঞ্চ বর্ষাণি জম্বুকঃ ।
শ্বা বর্ষমেকং ভবতি ততো জায়তি মানবঃ ॥ ৫১
উপাধ্যায়স্য যঃ পাপং শিষ্যঃ কুর্য্যাদবুদ্ধিমান্ ।
স জীব ইহ সংসারাংস্ত্রীনাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫২
প্রাক্ শ্বা ভবতি রাজেন্দ্র ততঃ ক্রব্যাত্ততঃ খরঃ ।
ততঃ প্রেতঃ পরিক্লিষ্টঃ পশ্চাজ্জায়তি ব্রাহ্মণঃ ॥ ৫৩
মনসাপি গুরোর্ভার্য্যাং যঃ শিষ্যো যাতি পাপকৃৎ ।
স উগ্রান্ প্রৈতি সংসারানধর্ম্মেণেহ চেতসা ॥ ৫৪
শ্বযোনৌ তু স সম্ভূতস্ত্রীণি বর্ষাণি জীবতি ।
তত্রাপি নিধনং প্রাপ্তঃ কৃমিযোনৌ প্রজায়তে ॥ ৫৫
কৃমিভাবমনুপ্রাপ্তো বর্ষমেকং তু জীবতি ।
ততস্তু নিধনং প্রাপ্তো ব্রহ্মযোনৌ প্রজায়তে ॥ ৫৬
যদি পুত্রসমং শিষ্যং গুরুর্হন্যাদকারণে
আত্মনঃ কামকারেণ সোঽপি হিংস্রঃ প্রজায়তে ॥ ৫৭
পিতরং মাতরঞ্চৈব যস্তু পুত্রোঽবমন্যতে ।
সোঽপি রাজন্ মৃতো জন্তুঃ পূর্ব্বং জায়েত গর্দ্দভঃ ॥ ৫৮

যমরাজের ভবন সৌন্দর্য্যাদি গুণসমূহের জন্য ব্রহ্মলোকের ন্যায় দিব্য। কিন্তু নিজের নিয়ত পাপকর্ম্মসমূহে বদ্ধ জীব এখানে ও নরকে পতিত হইয়া দুঃখ ভোগ করে ॥ ৪৪

মানুষ যে যে ভাব ও যে যে কর্ম্মের দ্বারা নিষ্ঠুরতাপূর্ণ ভয়ঙ্কর গতি প্রাপ্ত হয়, অতঃপর আমি তাহা বর্ণনা করিব ॥ ৪৫

যে দ্বিজ চার বেদ অধ্যয়ন করিয়াও মোহবশতঃ পতিত মনুষ্যগণের দান গ্রহণ করে, তাহার গর্দ্দভের যোনিতে জন্মলাভ হয় ॥ ৪৬

ভারত! গর্দ্দভের যোনিতে সে পনের বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। তারপর মৃত হইয়া বলীবর্দ্দ (বলদ গরু) হয়। এই যোনিতে সে সাত বৎসর পর্য্যন্ত থাকে ॥ ৪৭

যখন বলীবর্দ্দের দেহ নষ্ট হইয়া যায়, তখন সে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া জন্মায়। তিন মাস ব্রহ্মরাক্ষস থাকিবার পর পুনরায় ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ৪৮

ভারত! যে ব্রাহ্মণ পতিত পুরুষকে যজ্ঞ করায়, সে মৃত্যুর পর কৃমি-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং এই যোনিতে পনের বৎসর জীবিত থাকে ॥৪৯

কৃমিযোনি হইতে মুক্তি পাইবার পর সে গর্দ্দভ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। পাঁচ বৎসর গর্দ্দভ থাকিয়া পাঁচ বৎসর শূকর, পাঁচ বৎসর মোরগ, পাঁচ বৎসর শৃগাল এবং এক বৎসর কুকুর হয়। তাহার পর সে মনুষ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৫০-৫১

যে মূর্খ শিষ্য নিজের অধ্যাপকের অপরাধ করে, সে এ জগতে নিম্নকথিত তিনটি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। রাজেন্দ্র! প্রথমে সে কুকুর হয়, তারপর রাক্ষস ও গর্দ্দভ হইয়া জন্মায়। তারপর মৃত হইয়া প্রেতাবস্থায় অনেক কষ্টভোগ করিবার পর ব্রাহ্মণ-জন্ম লাভ করে ॥ ৫২-৫৩

যে পাপকারী শিষ্য গুরুপত্নীর সহিত সমাগমের চিন্তা মনে মনেও করে, সে নিজের এই মানসিক পাপের জন্য ভয়ঙ্কর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৫৪

প্রথমে সে কুকুরের যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত জীবনধারণ করে। এই যোনিতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া সে কৃমি-যোনিতে উৎপন্ন হয়। কৃমি-যোনিতে জন্মিয়া সে এক বৎসর জীবিত থাকে। তারপর মৃত্যুবরণ করিয়া সে ব্রাহ্মণ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৫৫-৫৬

যদি গুরু নিজের পুত্রতুল্য শিষ্যকে বিনা কারণেই প্রহার করেন, তবে তিনি নিজের এই স্বেচ্ছাচারিতার জন্য হিংস্র পশু-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন ॥৫৭

রাজন্! যে পুত্র নিজের পিতা-মাতাকে অনাদর করে, সে-ও মৃত্যুর পর প্রথমে গর্দ্দভ নামক প্রাণী হয় ॥৫৮

গর্দ্দভত্বং তু সম্প্রাপ্য দশ বর্ষাণি জীবতি।
সংবৎসরং তু কুম্ভীরস্ততো জায়েত মানবঃ ॥ ৫৯
পুত্রস্য মাতাপিতরৌ যস্য রুষ্টাবুভাবপি।
গুর্বপধ্যানতঃ সোঽপি মৃতো জায়তি গর্দ্দভঃ ॥ ৬০
খরো জীবতি মাসাংস্তু দশ শ্বা চ চতুর্দ্দশ।
বিড়ালঃ সপ্তমাসাংস্তু ততো জায়তি মানবঃ ॥ ৬১
মাতাপিতরাবাক্রুশ্য সারিকঃ সম্প্রজায়তে।
তাড়য়িত্বা তু তাবেব জায়তে কচ্ছপো নৃপ ॥ ৬২
কচ্ছপো দশ বর্ষাণি ত্রীণি বর্ষাণি শল্যকঃ
ব্যালো ভূত্বা চ ষণ্মাসাংস্ততো জায়তি মানুষঃ ॥ ৬৩
ভর্ত্তৃপিণ্ডমুপাশ্নন্ যো রাজদ্বিষ্টানি সেবতে।
সোঽপি মোহসমাপন্নো মৃতো জায়তি বানরঃ ॥ ৬৪
বানরো দশ বর্ষাণি পঞ্চ বর্ষাণি মূষিকঃ।
শ্বাথ ভূত্বা তু ষণ্মাসাংস্ততো জায়তি মানুষঃ ॥ ৬৫
ন্যাসাপহর্ত্তা তু নরো যমস্য বিষয়ং গতঃ।
সংসারাণাং শতং গত্বা কৃমিযোনৌ প্রজায়তে ॥ ৬৬

তত্র জীবতি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ভারত।
দুষ্কৃতস্য ক্ষয়ং কৃত্বা ততো জায়তি মানুষঃ ॥ ৬৭
অসূয়কো নরশ্চাপি মৃতো জায়তি শার্ঙ্গকঃ।
বিশ্বাসহর্ত্তা তু নরো মীনো জায়তি দুর্মতিঃ ॥ ৬৮
ভূত্বা মীনোঽষ্ট বর্ষাণি মৃতো জায়তি ভারত।
মৃগস্তু চতুরো মাসাংস্ততশ্ছাগঃ প্রজায়তে ॥ ৬৯
ছাগস্তু নিধনং প্রাপ্য পূর্ণে সংবৎসরে ততঃ।
কীটঃ সঞ্জায়তে জন্তুস্ততো জায়তি মানুষঃ ॥ ৭০
ধান্যান্ যবাংস্তিলান্ মাষান্ কুলত্থান্ সর্ষপাংশ্চণান্।
কলাপানথ মুদ্গাংশ্চ গোধূমানতসীংস্তথা ॥ ৭১
শস্যস্যান্যস্য হর্ত্তা চ মোহাজ্জন্তুরচেতনঃ।
স জায়তে মহারাজ মূষিকো নিরপত্রপঃ ॥ ৭২
ততঃ প্রেত্য মহারাজ মৃতো জায়তি শূকরঃ।
শূকরো জাতমাত্রস্তু রোগেণ ম্রিয়তে নৃপ ॥ ৭৩
শ্বা ততো জায়তে মূঢ়ঃ কর্ম্মণা তেন পার্থিব।
ভূত্বা শ্বা পঞ্চ বর্ষাণি ততো জায়তি মানবঃ ॥ ৭৪

গর্দ্দভ-দেহ প্রাপ্ত হইয়া সে দশবৎসর জীবিত থাকে। তারপর এক বৎসর কুম্ভীর হইবার পর মানব-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥৫৯

যে পুত্রের উপর মাতা ও পিতা উভয়েই রুষ্ট হন, সে এই গুরুজনগণের অনিষ্ট চিন্তার জন্য মৃত্যুর পর গাধা হইয়া জন্মায় ॥৬০

গাধা-যোনিতে সে দশ মাস জীবিত থাকে। তাহার পর সে চৌদ্দ মাস কুকুর এবং সাত মাস বিড়াল হইয়া শেষে মনুষ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৬১

মাতা-পিতার নিন্দা করিয়া অথবা গালি দিয়া মানুষ পরজন্মে সারিকপক্ষী হয়। নৃপ! যে মাতা-পিতাকে প্রহার করে (মারে) সে কচ্ছপ হয় ॥৬২

দশ বৎসর কচ্ছপ থাকিবার পর তিন বৎসর শল্যক ও ছয় মাস সর্প হয়। তাহার পর সে মনুষ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥৬৩

যে মানুষ রাজার অন্ন খাইয়া পালিত হইয়াও মোহবশতঃ রাজার শত্রুগণের সেবা করে, সে মৃত্যুর পর বানর হইয়া জন্মায় ॥ ৬৪

দশ বৎসর বানর, পাঁচ বৎসর ইঁদুর এবং ছয় মাস কুকুর হইয়া পরে সে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ৬৫

অপরের গচ্ছিত বস্তু অপহরণকারী মানুষ যমলোকে গমন করে এবং ক্রমশঃ শত যোনিতে ভ্রমণ করিয়া শেষে কৃমি-যোনিতে জন্মপ্রাপ্ত হয় ॥ ৬৬

ভারত! কৃমি-যোনিতে সে পনের বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে এবং নিজের পাপ ক্ষয় করিয়া অন্তে সে মনুষ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৬৭

অপরের দোষ অন্বেষণকারী মানুষ মৃত হইয়া হরিণ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যে নিজের নীচ বুদ্ধির জন্য কাহারও সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে, সেই মানুষ মৎস্য হইয়া জন্মায় ॥ ৬৮

ভারত! আট বৎসর মৎস্য থাকিবার পর মৃত্যু লাভ করিয়া চার মাস মৃগ হয়। তারপর সে ছাগল হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ৬৯

ছাগল হইয়া পূর্ণ এক বৎসরের পর মৃত্যু লাভ করত কীট হইয়া জন্মায়। তাহার পর সেই জীব মনুষ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৭০

মহারাজ! যে মানুষ লজ্জা পরিত্যাগ করত অজ্ঞানতা ও মোহের বশীভূত হইয়া ধান, যব, তিল, মাষ, কুলত্থ, সরিষা, ছোলা, মটর, মুগ, গম, তিসি এবং অন্যান্য শস্য চুরি করে, সে মৃত্যুর পর প্রথমে ইঁদুর হয় ॥ ৭১-৭২

রাজন্! তারপর সেই ইঁদুর মৃত্যুলাভ করিয়া শূকর হইয়া জন্মায়। নৃপ! সে শূকর জন্ম পাইয়াই রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করে ॥ ৭৩

ভূপাল! তারপর সেই কর্ম্মের দ্বারা সেই মূর্খ জীব কুকুর হইয়া জন্মায় এবং পাঁচ বৎসর কুকুর থাকিবার পর শেষে মনুষ্য-যোনি প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৪

পরদারাভিমর্শং তু কৃত্বা জায়তি বৈ বৃকঃ।
শ্বা শৃগালস্ততো গৃধ্রো ব্যালঃ কঙ্কো বকস্তথা ॥ ৭৫

ভ্রাতুর্ভার্য্যাং তু পাপাত্মা যো ধর্ষয়তি মোহিতঃ।
পুংস্কোকিলত্বমাপ্নোতি সোহপি সংবৎসরং নৃপ ॥ ৭৬

সখিভার্য্যাং গুরোর্ভার্য্যাং রাজভার্য্যাং তথৈব চ।
প্রধর্ষয়িত্বা কামায় মৃতো জায়তি শূকরঃ ॥ ৭৭

শূকরঃ পঞ্চ বর্ষাণি দশ বর্ষাণি শ্বাবিধঃ।
বিড়ালঃ পঞ্চ বর্ষাণি দশ বর্ষাণি কুক্কুটঃ ॥ ৭৮

পিপীলিকস্তু মাসাংস্ত্রীন্ কীটঃ স্যান্মাসমেব তু।
এতানাসাদ্য সংসারান্ কৃমিযোনৌ প্রজায়তে ॥ ৭৯

তত্র জীবতি মাসাংস্তু কৃমিযোনৌ চতুর্দশ।
ততোহধর্মক্ষয়ং কৃত্বা পুনর্জায়তি মানবঃ ॥ ৮০

উপস্থিতে বিবাহে তু যজ্ঞে দানেহপি বা বিভো।
মোহাৎ করোতি যো বিঘ্নং স মৃতো জায়তে কৃমিঃ ॥ ৮১

কৃমির্জীবতি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ভারত।
অধর্মস্য ক্ষয়ং কৃত্বা ততো জায়তি মানবঃ ॥ ৮২

পূর্বং দত্ত্বা তু যঃ কন্যাং দ্বিতীয়ে দাতুমিচ্ছতি।
সোহপি রাজন্ মৃতো জন্তুঃ কৃমিযোনৌ প্রজায়তে ॥ ৮৩

তত্র জীবতি বর্ষাণি ত্রয়োদশ যুধিষ্ঠির।
অধর্মসংক্ষয়ে যুক্তস্ততো জায়তি মানবঃ ॥ ৮৪

দেবকার্য্যমকৃত্বা তু পিতৃকার্য্যমথাপি বা।
অনির্বাপ্য সমশ্নন্ বৈ মৃতো জায়তি বায়সঃ ॥ ৮৫

বায়সঃ শতবর্ষাণি ততো জায়তি কুক্কুটঃ।
জায়তে ব্যালকশ্চাপি মাসং তস্মাৎ তু মানুষঃ ॥ ৮৬

জ্যেষ্ঠং পিতৃসমং চাপি ভ্রাতরং যোহবমন্যতে।
সোহপি মৃত্যুমুপাগম্য ক্রৌঞ্চযোনৌ প্রজায়তে ॥ ৮৭

ক্রৌঞ্চো জীবতি বর্ষং তু ততো জায়তি চীরকঃ।
ততো নিধনমাপন্নো মানুষত্বমুপাশ্নুতে ॥ ৮৮

বৃষলো ব্রাহ্মণীং গত্বা কৃমিযোনৌ প্রজায়তে।
ততঃ সম্প্রাপ্য নিধনং জায়তে শূকরঃ পুনঃ ॥ ৮৯

পরস্ত্রী গমনের পাপ করিলে মানুষ ক্রমশঃ বৃক (নেকড়ে বাঘ) কুকুর, শৃগাল, গর্দভ, সর্প, কোচবক ও বক হয়। ৭৫

নৃপ! যে পাপাত্মা মানুষ মোহবশতঃ ভ্রাতার স্ত্রীর সহিত বলাৎকার করে, সে এক বৎসর কোকিল-যোনি প্রাপ্ত হয়। ৭৬

যে ব্যক্তি কামনাপূর্ত্তির জন্য মিত্র, গুরু ও রাজার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করে, সে মৃত্যুর পর শূকর হয়। ৭৭

পাঁচ বৎসর শূকর থাকিয়া দশ বৎসর শ্বাবিধ (শজারু), পাঁচ বৎসর বিড়াল, পাঁচ বৎসর মোরগ, তিন মাস পিপীলিকা ও এক মাস কীট হইয়া থাকে। এই যোনিতে ভ্রমণ করিবার পর সে পুনরায় কৃমি-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৭৮-৭৯

এই কৃমিযোনিতে সে চৌদ্দ মাস জীবিত থাকে। তদনন্তর পাপক্ষয়ের পর সে পুনরায় মনুষ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৮০

প্রভো! বিবাহ, যজ্ঞ অথবা দানের সময় উপস্থিত হইলে পর যে ব্যক্তি মোহবশতঃ উহাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, সেই ব্যক্তিও মৃত্যুর পর কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৮১

ভারত! এই কৃমি পনের বৎসর জীবিত থাকে। তদনন্তর পাপক্ষয়ের পর মানব হইয়া জন্মায়। ৮২

রাজন্! যে ব্যক্তি প্রথমে কোন পুরুষকে কন্যাদান করিয়া পরে অন্য পুরুষকে সেই কন্যা দান করিবার বাসনা করে, সেই ব্যক্তিও মৃত্যুর পর কৃমি-যোনি প্রাপ্ত হয়। ৮৩

যুধিষ্ঠির! এই যোনিতে সে তের বৎসর জীবনধারণ করে। অনন্তর পাপক্ষয়ের পর সে পুনরায় মানুষ হইয়া জন্মলাভ করে। ৮৪

যে ব্যক্তি দেবকার্য্য অথবা পিতৃকার্য্য না করিয়া এবং বলি-বৈশ্বদেব কার্য্য না করিয়াই অন্নগ্রহণ করে, সে মৃত্যুর পর কাক হইয়া জন্মায়। ৮৫

শত বৎসর কাক থাকিয়া সে মোরগ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। তাহার পর সে এক মাস সর্প হয়। তদনন্তর মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৮৬

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য আদরণীয়, যে ব্যক্তি তাঁহার অপমান করে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর ক্রৌঞ্চ পক্ষীর যোনিতে জন্ম প্রাপ্ত হয়। ৮৭

সে এক বৎসর ক্রৌঞ্চ হইয়া জীবিত থাকে। তাহার পর সে চীর জাতির পক্ষী (চড়ুই পাখী) হয় এবং এই পক্ষি-যোনি হইতে মৃত্যুর পর সে মনুষ্য বংশে জন্মগ্রহণ করে। ৮৮

শূদ্র-জাতির পুরুষ ব্রাহ্মণ-জাতির স্ত্রীর সহিত সমাগম করিয়া দেহত্যাগের পর প্রথমে কৃমি-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। তদনন্তর মৃত্যুর পর শূকর হয়। ৮৯

শূকরো জাতমাত্রস্তু রোগেণ ম্রিয়তে নৃপ।
শ্বা ততো জায়তে মূঢ়ঃ কর্মণা তেন পার্থিব ॥ ৯০
শ্বা ভূত্বা কৃতকর্মাসৌ জায়তে মানুষস্ততঃ।
তত্রাপত্যং সমুৎপাদ্য মৃতো জায়তি মূষিকঃ ॥ ৯১
কৃতঘ্নস্তু মৃতো রাজন্ যমস্য বিষয়ং গতঃ।
যমস্য পুরুষৈঃ ক্রুদ্ধৈর্বধং প্রাপ্নোতি দারুণম্ ॥৯২
দণ্ডং সমুদ্গরং শূলমগ্নিকুম্ভঞ্চ দারুণম্
অসিপত্রবনং ঘোরবালুকং কূটশাল্মলীম্ ॥ ৯৩
এতাশ্চান্যাশ্চ বহ্বীশ্চ যমস্য বিষয়ং গতঃ।
যাতনাঃ প্রাপ্য তত্রোগ্রাস্ততো বধ্যতি ভারত ॥ ৯৪
ততো হতঃ কৃতঘ্নঃ স তত্রোগ্রৈর্ভরতর্ষভ।
সংসারচক্রমাসাদ্য কৃমিযোনৌ প্রজায়তে ॥ ৯৫
কৃমির্ভবতি বর্ষাণি দশ পঞ্চ চ ভারত।
ততো গর্ভং সমাসাদ্য তত্রৈব ম্রিয়তে শিশুঃ ॥ ৯৬
ততো গর্ভশতৈর্জন্তুর্বহুভিঃ সম্প্রপদ্যতে।
সংসারাংশ্চ বহূন্ গত্বা ততস্তির্য্যক্ষু জায়তে ॥ ৯৭
ততো দুঃখমনুপ্রাপ্য বহু বর্ষগণানিহ।
অপুনর্ভবসংযুক্তস্ততঃ কূর্মঃ প্রজায়তে ॥ ৯৮
দধি হৃত্বা বকশ্চাপি প্লবো মৎস্যানসংস্কৃতান্।
চোরয়িত্বা তু দুর্বুদ্ধির্মধু দংশঃ প্রজায়তে ॥৯৯
ফলং বা মূলকং হৃত্বা অপূপং বা পিপীলিকাঃ।
চোরয়িত্বা চ নিষ্পাবং জায়তে হলগোলকঃ ॥ ১০০
পায়সং চোরয়িত্বা তু তিত্তিরিত্বমবাপ্নুতে।
হৃত্বা পিষ্টময়ং পূপং কুম্ভোলূকঃ প্রজায়তে ॥ ১০১
অয়ো হৃত্বা তু দুর্বুদ্ধির্বায়সো জায়তে নরঃ।
কাংস্যং হৃত্বা তু দুর্বুদ্ধির্হারিতো জায়তে নরঃ ॥১০২
রাজতং ভাজনং হৃত্বা কপোতঃ সম্প্রজায়তে।
হৃত্বা তু কাঞ্চনং ভাণ্ডং কৃমিযোনৌ প্রজায়তে ॥১০৩
পত্রোর্ণং চোরয়িত্বা তু কৃকলত্বং নিগচ্ছতি।
কৌশিকং তু ততো হৃত্বা নরো জায়তি বর্তকঃ ॥১০৪

নৃপ! শূকর হইয়া জন্মিবামাত্রই রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু বরণ করে। পৃথ্বীনাথ! তাহার পর সেই মূর্খ জীব সেই পাপকর্মের জন্ত কুকুর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৯০

কুকুর হইয়া পাপকর্ম ভোগের সমাপ্তির পর সে মানুষ হইয়া জন্মায়। মনুষ্য-যোনিতেও সে একটিমাত্র সন্তান জন্মাইয়া মৃত্যু লাভ করে এবং শেষ পাপ ভোগের জন্য ইঁদুর হয় ॥৯১

রাজন্! কৃতঘ্ন মানুষ মৃত্যুর পর যমরাজের লোকে গমন করে। সেখানে ক্রুদ্ধ যমদূতগণ তাহার উপর অতিশয় নির্দয়ভাবে সহিত প্রহার করিতে থাকে। ৯২

ভারত! সে দণ্ড, মুদ্গর ও শূলের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া নিদারুণ অগ্নিকুম্ভ (কুম্ভীপাক), অসিপত্রবন, তপ্ত ভয়ঙ্কর বালুকা, কণ্টকপূর্ণ শাল্মলী প্রভৃতি নরকসমূহে কষ্ট ভোগ করে। যমলোকে যাইয়া পূর্বোক্ত এবং অন্যান্য আরও বহু নরকসমূহের ভয়ঙ্কর যাতনা ভোগ করত সে সেখানে যমদূতগণের দ্বারা প্রহৃত হইতে থাকে। ৯৩-৯৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইভাবে নির্দয় যমদূতগণের দ্বারা পীড়িত কৃতঘ্ন পুরুষ পুনরায় সংসারচক্রে আসে এবং কৃমি-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৯৫

ভারত! পনের বৎসর পর্য্যন্ত সে কৃমি হইয়া থাকে। তারপর গর্ভে আসিয়া সেখানে গর্ভস্থ শিশু অবস্থাতেই মারা যায়। ৯৬

এইভাবে কয়েক শতবার সেই জীব গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ করে। তদনন্তর বহুবার জন্মগ্রহণের পর সে তির্য্যগ্‌যোনিতে উৎপন্ন হয়। ৯৭

এই তির্য্যগ্‌যোনিতে বহু বর্ষ পর্য্যন্ত দুঃখভোগ করিবার পর সে পুনরায় মনুষ্য-যোনিতে না আসিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া কচ্ছপ হইয়া থাকে। ৯৮

দুর্বুদ্ধি মানুষ দধি চুরি করিয়া বক হয়। অপক্ব মৎস্য চুরি করিয়া কারণ্ডব নামক জলপক্ষী হয় এবং মধু চুরি করিয়া সে দংশ (ডাঁস) হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ৯৯

ফল, মূল অথবা অপূপ (পিষ্টক) চুরি করিয়া মানুষ পিপীলিকা হইয়া জন্মায়. নিষ্পাব (মটর বা রাজমাষ কলায়) চুরি করিলে মানুষ হলগোলক (দীর্ঘপুচ্ছ গোলাকার কীট) নামক কীট হইয়া থাকে। ১০০

পায়স চুরি করিয়া মানুষ তিত্তিরি পক্ষি-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। গমজাত ময়দার বা পিটুলির পিষ্টক চুরি করিলে মানুষ মৃত্যুর পর উলূক (পেচক) হইয়া জন্মায়। ১০১

লৌহ চুরি করিয়া মূর্খ মানুষ কাক হয়। কাঁসা অপহরণকারী দুর্বুদ্ধি মানুষ হারীত পক্ষী হইয়া জন্মায় ॥১০২

রূপার পাত্র চুরি করিয়া মানুষ পায়রা হইয়া জন্মায় এবং স্বর্ণের পাত্র চুরি করিলে কৃমিযোনি লাভ হয়। ১০৩

কুশময় বস্ত্র চুরি করিলে মানুষ গিরগিটি-যোনিতে জন্মগ্রহণ

অংশুকং চোরয়িত্বা তু শুকো জায়তি মানবঃ।
চোরয়িত্বা দুকূলং তু মৃতো হংসঃ প্রজায়তে ॥ ১০৫
ক্রৌঞ্চঃ কার্পাসিকং হৃত্বা মৃতো জায়তি মানবঃ।
চোরয়িত্বা নরঃ পট্টং হ্যাবিকং চৈব ভারত ॥ ১০৬
ক্ষৌমঞ্চ বস্ত্রমাদায় শশো জন্তুঃ প্রজায়তে।
বর্ণান্ হৃত্বা তু পুরুষো মৃতো জায়তি বর্হিণঃ ॥ ১০৭
হৃত্বা রক্তানি বস্ত্রাণি জায়তে জীবজীবকঃ।
বর্ণকাদীংস্তথা গন্ধাংশ্চোরয়িত্বেহ মানবঃ ॥ ১০৮
ছুচ্ছুন্দরিত্বমবাপ্নোতি রাজল্লোঁভপরায়ণঃ।
তত্র জীবতি বর্ষাণি ততো দশ চ পঞ্চ চ ॥ ১০৯
অধর্মস্য ক্ষয়ং গত্বা ততো জায়তি মানুষঃ।
চোরয়িত্বা পয়শ্চাপি বলাকা সম্প্রজায়তে ॥ ১১০
যস্তু চোরয়তে তৈলং নরো মোহসমন্বিতঃ।
সোঽপি রাজন্ মৃতো জন্তুস্তৈলপায়ী প্রজায়তে ॥ ১১১

অশস্ত্রং পুরুষং হত্বা সশস্ত্রঃ পুরুষাধমঃ।
অর্থার্থী যদি বা বৈরী স মৃতো জায়তে খরঃ ॥ ১১২
খরো জীবতি বর্ষে দ্বে ততঃ শস্ত্রেণ বধ্যতে।
স মৃতো মৃগযোনৌ তু নিত্যোদ্বিগ্নোঽভিজায়তে ॥ ১১৩
মৃগো বধ্যতি শস্ত্রেণ গতে সংবৎসরে তু সঃ।
হতো মৃগস্ততো মীনঃ সোঽপি জালেন বধ্যতে ॥ ১১৪
মাসে চতুর্থে সম্প্রাপ্তে শ্বাপদঃ সম্প্রজায়তে।
শ্বাপদো দশ বর্ষাণি দ্বীপো বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ ১১৫
ততস্তু নিধনং প্রাপ্তঃ কালপর্য্যায়চোদিতঃ।
অধর্মস্য ক্ষয়ং কৃত্বা ততো জায়তি মানুষঃ ॥ ১১৬
স্ত্রিয়ং হত্বা তু দুর্বুদ্ধির্যমস্য বিষয়ং গতঃ।
বহূন্ ক্লেশান্ সমাসাদ্য সংসারাংশ্চৈব বিংশতিম্ ॥ ১১৭
ততঃ পশ্চান্মহারাজ কৃমিযোনৌ প্রজায়তে।
কৃমির্বিংশতিবর্ষাণি ভূত্বা জায়তি মানুষঃ ॥ ১১৮

করে। কুশময় আসন কিংবা কৌশেয় (রেশমী) বস্ত্র চুরি করিয়া মানুষ বর্তক পক্ষী হয়। ১০৪

অংশুক (শণসূত্রনির্মিত মসৃণ বস্ত্র) চুরি করিলে মানুষ শুকপক্ষী হয় এবং দুকূল (উত্তরীয় বস্ত্র) চুরি করিয়া মৃত্যুর পর হাঁস হইয়া জন্মায়। ১০৫

কার্পাস সূতার বস্ত্র চুরি করিয়া মৃত মানুষ ক্রৌঞ্চ পক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ভারত! পট্টবস্ত্র, ভেড়ার লোমজাত বস্ত্র ও ও ক্ষৌম (রেশমী) বস্ত্র চুরি করিলে মানুষ খরগোশনামক জন্তু অথবা হরিণ হয়। ১০৬½

হরিতাল প্রভৃতি বর্ণ চুরি করিয়া মৃত্যুর পর মানুষ ময়ূর পক্ষী হয়। রক্ত বস্ত্রসকল চুরি করিলে মানুষ চকোরপক্ষী-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ১০৭½

রাজন্! যে মানুষ লোভের বশীভূত হইয়া বর্ণক (অঙ্গলেপন) আদি এবং চন্দন চুরি করে, সে ছুছুন্দর (ছুঁচো)-যোনিতে জন্ম লাভ করে। এই যোনিতে সে পনের বৎসর জীবিত থাকে। ১০৮-১০৯

তদন্তর পাপক্ষয়ের পর সে পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। দুধ চুরি করিয়া স্ত্রী-বলাকা হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ১১০

রাজন্! যে মানুষ মোহযুক্ত হইয়া তেল চুরি করে, সে মৃত্যুর পর তৈলপায়ী নামক কীট হইয়া জন্মায়। ১১১

যে নীচ পুরুষ ধনের লোভে অথবা শত্রুতাবশতঃ অস্ত্র ধারণ করিয়া নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে, সে মৃত্যুর পর গর্দভ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ১১২

গর্দভ হইয়া সে দুই বৎসর জীবিত থাকে। তারপর সে অস্ত্রের দ্বারা নিহত হয়। এইরূপে মৃত্যুর পর সে মৃগ-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং হিংস্র পশুগণের ভয়ে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে। ১১৩

মৃগ হইয়া সে একবৎসরের পর অস্ত্রের দ্বারা হত হয়। মৃত্যুর পর সে মৎস্য হইয়া জন্মায়। তখন সে জালের দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে। ১১৪

তারপর সে কোনরূপে জালের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া চতুর্থ মাস আসিলে পর মৃত্যু বরণ করে এবং তখন সে শ্বাপদ (হিংস্র জন্তু) হইয়া জন্মায়। শ্বাপদ হইয়া দশ বৎসর থাকিবার পর সে পাঁচ বৎসরের জন্য ব্যাঘ্রযোনিতে যায়। ১১৫

তদনন্তর পাপ ক্ষয় হইলে পর কালের প্রেরণায় মৃত্যুলাভ করিয়া সে পুনরায় মনুষ্য হইয়া জন্মায়। ১১৬

যে দুর্বুদ্ধি মানুষ স্ত্রীকে হত্যা করিয়া থাকে, সে যমলোকে গমন করিয়া নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিবার পর বিশ বৎসর দুঃখদায়ক যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ১১৭

মহারাজ! তদনন্তর সে কৃমি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং বিশ বৎসর পর্যন্ত কৃমি-যোনিতে থাকিয়া শেষে মানুষ হইয়া জন্মায়। ১১৮

ভোজনং চোরয়িত্বা তু মক্ষিকা জায়তে নরঃ।
মক্ষিকাসঙ্ঘবশগো বহূন্ মাসান্ ভবত্যুত ॥ ১১৯

ততঃ পাপক্ষয়ং কৃত্বা মানুষত্বমবাপ্নুতে।
ধান্যং হৃত্বা তু পুরুষো লোমশঃ সম্প্রজায়তে ॥ ১২০

তথা পিণ্যাকসম্মিশ্রমশনং চোরয়েন্নরঃ।
স জায়তে বভ্রুসমো দারুণো মূষিকো নরঃ ॥ ১২১

দশন্ বৈ মানুষানিত্যং পাপাত্মা স বিশাম্পতে।
ঘৃতং হৃত্বা তু দুর্বুদ্ধিঃ কাকমদ্গুঃ প্রজায়তে ॥ ১২২

মৎস্যমাংসমথো হৃত্বা কাকো জায়তি দুর্মতিঃ।
লবণং চোরয়িত্বা তু চিরিকাকঃ প্রজায়তে ॥১২৩

বিশ্বাসেন তু নিক্ষিপ্তং যো বিনিহ্নোতি মানবঃ।
স গতায়ুর্নরস্তাত মৎস্যযোনৌ প্রজায়তে ॥ ১২৪

মৎস্যযোনিমনুপ্রাপ্য মৃতো জায়তি মানুষঃ।
মানুষত্বমনুপ্রাপ্য ক্ষীণায়ুরুপপদ্যতে ॥ ১২৫

পাপানি তু নরাঃ কৃত্বা তির্য্যগ্ জায়ন্তি ভারত।
ন চাত্মনঃ প্রমাণং তে ধর্মং জানন্তি কিঞ্চন ॥ ১২৬

যে পাপানি নরাঃ কৃত্বা নিরস্যন্তি ব্রতৈঃ সদা।
সুখদুঃখসমাযুক্তা ব্যথিতাস্তে ভবন্ত্যুত ॥ ১২৭

অসংবাসাঃ প্রজায়ন্তে ম্লেচ্ছাশ্চাপি ন সংশয়ঃ।
নরাঃ পাপসমাচারা লোভমোহসমন্বিতাঃ ॥ ১২৮

বর্জয়ন্তি চ পাপানি জন্মপ্রভৃতি যে নরাঃ।
অরোগা রূপবন্তস্তে ধনিনশ্চ ভবন্ত্যুত ॥ ১২৯

স্ত্রিয়োঽপ্যেতেন কল্পেন কৃত্বা পাপমবাপ্নুয়ুঃ।
এতেষামেব জন্তুনাং ভার্য্যাত্বমুপযান্তি তাঃ ॥১৩০

পরস্বহরণে দোষাঃ সর্ব এব প্রকীর্তিতাঃ।
এতদ্ধি লেশমাত্রেণ কথিতং তে ময়ানঘ ॥১৩১

অপরস্মিন্ কথাযোগে ভূয়ঃ শ্রোষ্যসি ভারত।
এতন্ময়া মহারাজ ব্রহ্মণো বদতঃ পুরা ॥ ১৩২

ভোজন চুরি করিয়া মানুষ মাছি হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং বহু মাস ধরিয়া সে মাছির দলের অধীনে থাকে। তদনন্তর পাপ ক্ষয় হইলে পর সে পুনরায় মানুষ-যোনিতে আসে। ১১৯½

ধান্য চুরি করিলে মানুষের দেহে পর জন্মে বহু লোম হয়। প্রজানাথ! যে মানুষ তিলচূর্ণ মিশ্রিত ভোজন চুরি করে, সে নকুলতুল্য আকারবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর ইঁদুর হয় এবং সেই পাপী ইঁদুর মনুষ্যগণকে দংশন করিতে থাকে। ১২০-১২১½

যে দুর্বুদ্ধি মানুষ ঘৃত চুরি করে, সে কাক মদ্গু (শৃঙ্গযুক্ত জলপক্ষী) হইয়া জন্মায়। যে দুর্মতি মানুষ মৎস্য ও মাংস চুরি করে, সে পরজন্মে কাক হইয়া যায়। লবণ চুরি করিলে মানুষকে চিরিকাক-যোনিতে (ক্ষুদ্র কাক) জন্মগ্রহণ করিতে হয়।১২২-১২৩

বৎস! যে মানুষ বিশ্বাস সহকারে স্থাপিত অন্যের গচ্ছিত বস্তু অপহরণ করে, সে মৃত্যুর পর মৎস্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ১২৪

মৎস্য-যোনিতে জন্মগ্রহণের পর যখন সে মৃত্যুলাভ করে, তখন সে পুনরায় মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য-যোনিতে আসিয়া তাহার আয়ু কমিয়া যায়। ১২৫

পাপকর্মসকল করিয়া মানুষেরা পশু-পক্ষি-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। এই সব জন্মে তারা নিজেদের উদ্ধারকর্তা ধর্মের বিষয়ে কিছুই জানিতে পারে না।১২৬

যে সব মানুষ লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া পাপ কর্ম সকল করিয়া উহা ব্রতাদি পালনের দ্বারা নষ্ট করিবার চেষ্টা করে, তাহারা সর্বদা সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে করিতে ব্যথিত থাকে। তাহারা কোথাও বাস করিবার স্থান পায় না এবং ম্লেচ্ছ হইয়া চারিদিকে ঘুরিতে থাকে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই।১২৭-১২৮

যে সব মানুষ জন্ম হইতেই পাপকে পরিত্যাগ করে, তাহারা নীরোগ, রূপবান্ ও ধনী হয়। ১২৯

স্ত্রীগণও যদি পূর্বোক্ত পাপকর্মসকল করে, তবে তাহারাও পাপভাগিনী হয় এবং তাহারা সেই পাপভোগকারী প্রাণীদিগের পত্নী হইয়া থাকে। ১৩০

নিষ্পাপ রাজন্! পর ধন অপহরণ করিলে যে সব দোষ হয়, তৎসমস্তই আমি বলিলাম। এস্থলে আমি সংক্ষেপে লেশমাত্রায় এই বিষয় বর্ণনা করিলাম। ১৩১

ভরতনন্দন! এখন অন্যপ্রকার কথাবার্তা প্রসঙ্গে পুনরায় এই বিষয় শ্রবণ করিবে। মহারাজ! পুরাকালে ব্রহ্মা দেবর্ষিগণের মধ্যে এই প্রসঙ্গ বলিয়াছিলেন। সেখানে আমি তাঁহারই নিকট হইতে এই বৃত্তান্ত পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়াছি। এখন তুমি জিজ্ঞাসা করিলে পর সেই সব কথা আমিও যথাযথ

সুরর্ষীণাং শ্রুতং মধ্যে পৃষ্টশ্চাপি যথাতথম্।
ময়াপি তচ্চ কাৎস্ন্যেন যথাবদনুবর্ণিতম্।
এতচ্ছ্রুত্বা মহারাজ ধর্মে কুরু মনঃ সদা ॥১৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি সংসারচক্রং নাম একাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১১

ভাবে বর্ণনা করিলাম। রাজন্! ইহা শ্রবণ করিয়া তুমি সর্বদা ধর্মেই মনকে সংযুক্ত করিয়া রাখ। ১৩২-১৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে সংসারচক্রনামক একাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

[পাপতো মুক্তিলাভস্যোপায়কথনম্, অন্নদানস্য বিশেষমাহাত্ম্যবর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
অধর্মস্য গতির্ব্রহ্মন্ কথিতা মে ত্বয়ানঘ।
ধর্মস্য তু গতিং শ্রোতুমিচ্ছামি বদতাং বর ॥ ১
কৃত্বা কর্মাণি পাপানি কথং যান্তি শুভাং গতিম্।
কর্মণা চ কৃতেনেহ কেন যান্তি শুভাং গতিম্ ॥ ২

বৃহস্পতিরুবাচ।
কৃত্বা পাপানি কর্মাণি অধর্মবশমাগতঃ।
মনসা বিপরীতেন নিরয়ং প্রতিপদ্যতে ॥ ৩
মোহাদধর্মং যঃ কৃত্বা পুনঃ সমনুতপ্যতে।
মনঃসমাধিসংযুক্তো ন স সেবেত দুষ্কৃতম্ ॥ ৪
যথা যথা মনস্তস্য দুষ্কৃতং কর্ম গর্হতে।
তথা তথা শরীরং তু তেনাধর্মেণ মুচ্যতে ॥ ৫
যদি ব্যাহরতে রাজন বিপ্রাণাং ধর্মবাদিনাম্।
ততোহধর্মকৃতাৎ ক্ষিপ্রমপবাদাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৬
যথা যথা নরঃ সম্যগধর্মমনুভাষতে।
সমাহিতেন মনসা বিমুচ্যেত তথা তথা।
ভুজঙ্গ ইব নির্মোকাৎ পূর্বমুক্তাজ্জরাম্বিতাৎ ॥ ৭
দত্ত্বা বিপ্রস্য দানানি বিবিধানি সমাহিতঃ।
মনঃসমাধিসংযুক্তঃ সুগতিং প্রতিপদ্যতে ॥ ৮
প্রদানানি তু বক্ষ্যামি যানি দত্ত্বা যুধিষ্ঠির।
নরঃ কৃত্বাপ্যকার্য্যাণি ততো ধর্মেণ যুজ্যতে ॥ ৯

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

[পাপ হইতে মুক্তিলাভের উপায় কথন এবং অন্নদানের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি অধর্মের গতি বলিলেন। নিষ্পাপ! বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! এখন আমি ধর্মের গতি শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ১

মানুষ পাপ কর্মসকল করিয়াও কিভাবে শুভ গতি লাভ করিতে পারে? এবং কোন্ কর্মের অনুষ্ঠানে তাহারা উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়? ২

বৃহস্পতি বলিলেন,—মানুষ পাপ কর্মসকল করিয়া অধর্মের বশীভূত হইয়া যায়, তাহার মন ধর্মের বিপরীত মার্গে গমন করে; সেই জন্য সে নরকে পতিত হয়। ৩

কিন্তু যে ব্যক্তি মোহবশতঃ অধর্ম করিয়াও পুনরায় তাহার জন্য অনুতাপ করে, তাহার কর্তব্য হইল—সে মনকে বশীভূত করিয়া কখনও আর পাপ কর্মের সেবা করিবে না। ৪

মানুষের মন যেরূপ যেরূপ পাপ কর্মের নিন্দা করিবে, তাহার শরীর সেইরূপ সেইরূপ অধর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে। ৫

রাজন্! যদি পাপী পুরুষ ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নিকটে নিজের পাপ বলিয়া দেয়, তবে সে সেই পাপের জন্য নিন্দা হইতে সত্বর মুক্তি পায়। ৬

মানুষ নিজের মনকে স্থির করিয়া যেরূপ যেরূপ নিজের পাপ প্রকাশ করে, সেইরূপ সেইরূপই সে সেইভাবে মুক্ত হইয়া যায়; যেরূপ সর্প পূর্বমুক্ত জরাজীর্ণ খোলোস হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৭

মানুষ একাগ্রচিত্ত হইয়া সাবধানে যদি ব্রাহ্মণকে নানাবিধ বস্তু দান করে, তবে সে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। ৮

এখন আমি সেই সব উৎকৃষ্ট দানের কথা বর্ণনা করিব, যে সব বস্তু দান করত সে অকার্য্য করিয়াও ধর্মফলের দ্বারা সংযুক্ত হইতে পারে। ৯

সর্বেষামেব দানানামন্নং শ্রেষ্ঠমুদাহৃতম্।
পূর্বমন্নং প্রদাতব্যমৃজুনা ধর্মমিচ্ছতা ॥ ১০
প্রাণা হ্যন্নং মনুষ্যাণাং তস্মাজ্জন্তুশ্চ জায়তে।
অন্নে প্রতিষ্ঠিতো লোকস্তস্মাদন্নং প্রশস্যতে ॥ ১১
অন্নমেব প্রশংসন্তি দেবর্ষি-পিতৃ-মানবাঃ।
অন্নস্য হি প্রদানেন রন্তিদেবো দিবং গতঃ ॥ ১২
ন্যায়লব্ধং প্রদাতব্যং দ্বিজাতিভ্যোঽন্নমুত্তমম্।
স্বাধ্যায়ং সমুপেতেভ্যঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ১৩
যস্য হ্যন্নমুপাশ্নন্তি ব্রাহ্মণানাং শতং দশ।
হৃষ্টেন মনসা দত্তং ন স তির্যগ্গতির্ভবেৎ ॥ ১৪
ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি দশ ভোজ্য নরর্ষভ।
নরোঽধর্মাৎ প্রমুচ্যেত যোগেষভিরতঃ সদা ॥ ১৫
ভৈক্ষ্যেণান্নং সমাহৃত্য বিপ্রো বেদপুরস্কৃতঃ।
স্বাধ্যায়নিরতে বিপ্রে দত্ত্বেহ সুখমেধতে ॥ ১৬
(ভৈক্ষ্যেণাপি সমাহৃত্য দত্তাদন্নং দ্বিজেষু বৈ।
সুবর্ণদানাৎ পাপানি নশ্যন্তি সুবহূন্যপি ॥
দত্ত্বা বৃত্তিকরীং ভূমিং পাতকেনাপি মুচ্যতে।
পারায়ণৈঃ পুরাণানাং মুচ্যতে পাতকৈর্দ্বিজঃ ॥
গায়ত্র্যাশ্চৈব লক্ষেণ গোসহস্রস্য তর্পণাৎ
বেদার্থং জ্ঞাপয়িত্বা তু শুদ্ধান্ বিপ্রান্ যথার্থতঃ ॥
সর্বত্যাগাদিভিশ্চাপি মুচ্যতে পাতকৈর্দ্বিজঃ।
সর্বাতিথ্যং পরং হ্যেষাং তস্মাদন্নং পরং স্মৃতম্ ॥)
অহিংসন্ ব্রাহ্মণস্বানি ন্যায়েন পরিপাল্য চ।
ক্ষত্রিয়স্তরসা প্রাপ্তমন্নং যো বৈ প্রযচ্ছতি ॥ ১৭
দ্বিজেভ্যো বেদবৃদ্ধেভ্যঃ প্রয়তঃ সুসমাহিতঃ।
তেনাপোহতি ধর্মাত্মন্ দুষ্কৃতং কর্ম পাণ্ডব ॥ ১৮
ষড়্‌ভাগপরিশুদ্ধঞ্চ কৃষের্ভাগমুপার্জিতম্।
বৈশ্যো দদদ্ দ্বিজাতিভ্যঃ পাপেভ্যঃ পরিমুচ্যতে ॥ ১৯
অবাপ্য প্রাণসন্দেহং কার্কশ্যেন সমার্জিতম্।
অন্নং দত্ত্বা দ্বিজাতিভ্যঃ শূদ্রঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ২০

সকলপ্রকার দানের মধ্যে অন্নদান শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব ধর্মকামী মানুষের প্রথম সরলভাবে অন্নদান করা কর্তব্য। ১০

অন্ন মনুষ্যগণের প্রাণ, অন্ন হইতেই প্রাণীর উৎপত্তি হয় এবং অন্নেরই আধারে সারা জগৎ সংসার স্থিত আছে। সেইজন্য অন্নই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। ১১

দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ ও মনুষ্যগণ সকলেই অন্নের প্রশংসা করেন। অন্নেরই দানে রাজা রন্তিদেব স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১২

অতএব স্বাধ্যায়ে নিরত ব্রাহ্মণগণকে প্রসন্নচিত্তে ন্যায়োপার্জিত উত্তম অন্ন দান করা উচিত। ১৩

যে পুরুষের প্রসন্নচিত্তে প্রদত্ত অন্ন এক হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করেন, সে কখনও পশু-পক্ষিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে না। ১৪

নরশ্রেষ্ঠ! যে মানুষ সদা যোগসাধনে নিরত থাকিয়া দশ হাজার ব্রাহ্মণকে অন্ন ভোজন করায়, সে পাপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ১৫

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যদি ভিক্ষা করিয়া আনীত অন্ন স্বাধ্যায়পরায়ণ বিপ্রকে প্রদান করেন, তবে তিনি এ জগতে সুখী হন। ১৬

(যদি কেহ ভিক্ষা করিয়াও অন্ন সংগ্রহ করত ব্রাহ্মণগণকে দান করে এবং সুবর্ণ দান করে, তবে তাহার বহুবিধ পাপসকল নষ্ট হইয়া যায়। জীবিকাদায়িনী ভূমি দান করিয়াও মানুষ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। পুরাণসমূহের পাঠেও ব্রাহ্মণ পাপ সকল হইতে মুক্তি লাভ করেন। এক লক্ষ গায়ত্রী জপ করিলে, এক হাজার গরুকে তৃপ্ত করিলে, বেদার্থ জ্ঞাপন করিলে এবং সর্বত্যাগাদির দ্বারাও দ্বিজ সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান। এই সব কর্মেও সকলকে অন্নের দ্বারা আতিথ্য সৎকার করাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেইজন্য অন্নকে সর্বাপেক্ষা উত্তম বলা হয়।)

ধর্মাত্মা পাণ্ডুনন্দন! যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ না করিয়া ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন করিতে করিতে নিজের বাহুবলে প্রাপ্ত অন্ন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে শুদ্ধ ও সমাহিত চিত্তে দান করে, সেই ক্ষত্রিয় নিজের এই অন্নদানের প্রভাবে স্বীয় পূর্বকৃত পাপকে নাশ করিয়া থাকে। ১৭-১৮

যে বৈশ্য কৃষি হইতে অন্ন উৎপাদন করত তাহার ছয় ভাগের এক ভাগ কররূপে রাজাকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অন্ন হইতে শুদ্ধ অন্ন ব্রাহ্মণগণকে দান করে, সে পাপসকল হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ১৯

শূদ্রও যদি প্রাণের মায়া না করিয়া কঠোর পরিশ্রমে উপার্জিত অন্ন ব্রাহ্মণগণকে দান করে, তবে সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ২০

ঔরসেন বলেনান্নমর্জয়িত্বাবিহিংসকঃ।
যঃ প্রযচ্ছতি বিপ্রেভ্যো ন স দুর্গাণি পশ্যতি ॥ ২১
ন্যায়েনৈবাপ্তমন্নং তু নরো হর্ষসমন্বিতঃ।
দ্বিজেভ্যো বেদবৃদ্ধেভ্যো দত্ত্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ২২
অন্নমূর্জস্করং লোকে দত্ত্বোর্জস্বী ভবেন্নরঃ।
সতাং পন্থানমাবৃত্য সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৩
দানবদ্ভিঃ কৃতঃ পন্থা যেন যান্তি মনীষিণঃ।
তে হি প্রাণস্য দাতারস্তেভ্যো ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ২৪
সর্বাবস্থং মনুষ্যেণ ন্যায়েনান্নমুপার্জিতম্।
কার্য্যং পাত্রাগতং নিত্যমন্নং হি পরমা গতিঃ ॥২৫
অন্নস্য হি প্রদানেন নরো রৌদ্রং ন সেবতে।
তস্মাদন্নং প্রদাতব্যমন্যায়পরিবর্জিতম্ ॥ ২৬
যতেদ্ ব্রাহ্মণপূর্বং হি ভোক্তুমন্নং গৃহী সদা।
অবন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাদন্নদানেন মানবঃ ॥২৭
ভোজয়িত্বা দশশতং নরো বেদবিদাং নৃপ।
ন্যায়বিদ্ধর্মবিদুষামিতিহাসবিদাং তথা ॥ ২৮
ন যাতি নরকং ঘোরং সংসারাংশ্চ ন সেবতে।
সর্বকামসমাযুক্তঃ প্রেত্য চাপ্যশ্নুতে সুখম্ ॥ ২৯
এবং খলু সমাযুক্তো রমতে বিগতজ্বরঃ।
রূপবান্ কীর্তিমাংশ্চৈব ধনবাংশ্চোপপদ্যতে ॥ ৩০
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতমন্নদানফলং মহৎ।
মূলমেতৎ তু ধর্মাণাং প্রদানানাঞ্চ ভারত ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি সংসারচক্রে দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১২

যে ব্যক্তি কোন প্রাণীকে হিংসা না করিয়া নিজের বাহুবলের দ্বারা উৎপাদিত অন্ন ব্রাহ্মণগণকে দান করে, সে কখনও সঙ্কট অনুভব করে না ॥ ২১

ন্যায়পথে অন্ন প্রাপ্ত হইয়া তাহা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে হৃষ্টচিত্তে প্রদান করত মানুষ নিজের পাপসমূহের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥২২

সংসারে অন্নই বলের বৃদ্ধিকারী, অতএব অন্নদান করিয়া মনুষ্য বলবান্ হয় এবং সৎপুরুষগণের পথ আশ্রয় করিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে ॥ ২৩

দাতা পুরুষগণ যে পথ প্রবর্তন করিয়াছেন, সেই পথেই মনীষী পুরুষেরা গমন করেন। অন্নদাতা পুরুষগণই বাস্তবে প্রাণদাতা। তাঁহাদের নিকট হইতে সনাতন ধর্মের বৃদ্ধি হয় ॥ ২৪

মানুষের প্রত্যেক অবস্থাতেই ন্যায়ানুসারে উপার্জিত অন্ন সৎপাত্রে অর্পণ করা উচিত; কারণ, অন্নই সকল প্রাণীর আধার ॥ ২৫

অন্নদান কারণে মানুষকে কখনও নরকের ভয়ঙ্কর যাতনা ভোগ করিতে হয় না। সেইহেতু অন্যায়পথ ত্যাগ করিয়া ন্যায়োপার্জিত অন্নই সর্বদা দান করা উচিত ॥ ২৬

প্রত্যেক গৃহস্থ মানুষের উচিত হইল প্রথমে সে ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিবে এবং অন্নদানের দ্বারা প্রত্যেক দিনকে সফল করিবে ॥ ২৭

নৃপ যুধিষ্ঠির! যে মানুষ বেদ, ন্যায়, ধর্ম ও ইতিহাসে অভিজ্ঞ এক হাজার ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়, সে ঘোর নরক ও সংসার চক্রে পতিত হয় না। ইহ লোকে তাহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয় এবং মৃত্যুর পর সে পরলোকে সুখ ভোগ করে ॥ ২৮-২৯

এইভাবে অন্নদানে নিরত মানুষ নিশ্চিন্ত হইয়া সুখ অনুভব করে এবং রূপবান্, কীর্তিমান্ ও ধনবান্ হয় ॥ ৩০

ভারত! অন্নদান সর্বপ্রকার ধর্ম ও দানের মূল। এইরূপে আমি তোমাকে অন্নদানের সর্বপ্রকার মহৎ ফল বলিলাম ॥ ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে সংসারচক্রপ্রসঙ্গে দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

[যুধিষ্ঠিরসমীপে অহিংসায়া ধর্ম্মস্য চ মহিমানং বর্ণয়িত্বা বৃহস্পতেঃ স্বর্গলোকে প্রস্থানম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অহিংসা বৈদিকং কর্ম ধ্যানমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
তপোঽথ গুরুশুশ্রূষা কিং শ্রেয়ঃ পুরুষং প্রতি ॥ ১

বৃহস্পতিরুবাচ।

সর্বাণ্যেতানি ধর্ম্যাণি পৃথগ্‌দ্বারাণি সর্বশঃ।
শৃণু সঙ্কীর্ত্ত্যমানানি ষড়েব ভরতর্ষভ ॥ ২
হন্ত নিঃশ্রেয়সং জন্তোরহং বক্ষ্যাম্যনুত্তমম্।
অহিংসাপাশ্রয়ং ধর্মং যঃ সাধয়তি বৈ নরঃ ॥ ৩
ত্রীন্ দোষান্ সর্বভূতেষু নিধায় পুরুষঃ সদা।
কাম-ক্রোধৌ চ সংযম্য ততঃ সিদ্ধিমবাপ্নুতে ॥ ৪
অহিংসকানি ভূতানি দণ্ডেন বিনিহন্তি যঃ।
আত্মনঃ সুখমিচ্ছন্ স প্রেত্য ন সুখী ভবেৎ ॥ ৫
আত্মোপমস্তু ভূতেষু যো বৈ ভবতি পুরুষঃ।
ন্যস্তদণ্ডো জিতক্রোধঃ স প্রেত্য সুখমেধতে ॥ ৬
সর্বভূতাত্মভূতস্য সর্বভূতানি পশ্যতঃ।
দেবাঽপি মার্গে মুহ্যন্তি অপদস্য পদৈষিণঃ ॥ ৭
ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ।
এষ সংক্ষেপতো ধর্মঃ কামাদন্যঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৮
প্রত্যাখ্যানে চ দানে চ সুখ-দুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে।
আত্মৌপম্যেন পুরুষঃ প্রমাণমধিগচ্ছতি ॥ ৯
যথা পরঃ প্রক্রমতে পরেষু
তথাপরে প্রক্রমন্তে পরস্মিন্।
তথৈব তেঽস্তূপমা জীবলোকে
যথা ধর্মো নৈপুণেনোপদিষ্টঃ ॥ ১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং সুরগুরুর্ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
দিবমাচক্রমে ধীমান্ পশ্যতামেব নস্তদা ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি সংসারচক্রসমাপ্তৌ
ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৩

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়

[যুধিষ্ঠিরের নিকট অহিংসা ও ধর্মের মহিমা বর্ণনা করিয়া বৃহস্পতির স্বর্গলোকে প্রস্থান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! অহিংসা, বেদোক্ত কর্ম, ধ্যান, ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষা এই ছয় প্রকার কর্মের মধ্যে কোন্ কর্ম মানুষের বিশেষ কল্যাণকারী হয়? ১

বৃহস্পতি বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! এই ছয় প্রকার কর্মই ধর্মজনক এবং এ সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন কারণ হইতে প্রকটিত হইয়াছে। আমি এই ছয়টি কর্ম বর্ণনা করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ২

আমি এখন মনুষ্যগণের জন্য কল্যাণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিব। যে মানুষ অহিংসাযুক্ত ধর্ম পালন করে, সে মোহ, মদ ও মৎসরতারূপ তিনটি দোষকে অন্য সমস্ত প্রাণীর মধ্যে স্থাপিত করিয়া এবং সদা কাম-ক্রোধকে সংযত করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ৩-৪

যে মানুষ নিজের সুখের ইচ্ছা রাখিয়া অহিংসক প্রাণিগণকে দণ্ডের দ্বারা আঘাত করে, সে পরলোকে সুখী হইতে পারে না। ৫

যে মানুষ সমস্ত প্রাণিগণকে নিজের সমান বলিয়া মনে করে, দণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছে (কাহারও উপর দণ্ডপ্রহারের বাসনা সর্বতোভাবে ত্যাগ করিয়াছে) এবং ক্রোধকে জয় করিয়াছে, সে-ই মৃত্যুর পর সুখ ভোগ করে। ৬

যিনি সমস্ত ভূতের আত্মা অর্থাৎ সকলের আত্মাকে নিজেরই আত্মা বলিয়া মনে করেন এবং সকল প্রাণীকে যিনি সমানভাবে দেখেন, সেই গমনাগমনরহিত জ্ঞানী ব্যক্তির গতি জানিবার সময় দেবতারাও মোহিত হইয়া যান। ৭

যে কথা নিজের প্রতিকূল বলিয়া মনে হয়, সেরূপ কথা অন্যের প্রতিও প্রয়োগ করিবে না। ইহাই ধর্মের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ। ইহা ব্যতীত যে ব্যবহার হয়, তাহা কামনামূলক। ৮

প্রার্থনা করিলে পর দান করিলে বা প্রত্যাখ্যান করিলে, সুখ-দুঃখ প্রদানে এবং প্রিয় অপ্রিয়কার্য্য করিলে মানুষের স্বয়ং যেরূপ হর্ষশোকের অনুভব হয়, তাহা অপরের পক্ষেও বুঝিতে হইবে। ৯

যেরূপ এক মানুষ অপর মানুষের উপর আক্রমণ করে, সেইরূপ সুযোগ আসিলেই অপর মানুষেরাও তাহার উপর আক্রমণ করে। ইহাকে তুমি জগতে নিজের পক্ষেও দৃষ্টান্ত বলিয়া জানিও, অতঃপর কাহারও উপর আক্রমণ করা উচিত নয়। এইরূপে জগতে কৌশলতার সহিত ধর্মের উপদেশ করা হইয়াছে। ১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া পরম জ্ঞানী দেবগুরু বৃহস্পতি সেই সময় আমাদের সাক্ষাতেই দেবলোকে চলিয়া যাইলেন। ১১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে সংসারচক্রের সমাপ্তিবিষয়ক ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ চতুর্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[হিংসায়া মাংসভক্ষণস্য চ নিন্দা।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা শরতল্পে পিতামহম্।
পুনরেব মহাতেজাঃ পপ্রচ্ছ বদতাং বরঃ। ১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ঋষয়ো ব্রাহ্মণা দেবাঃ প্রশংসন্তি মহামতে।
অহিংসালক্ষণং ধর্মং বেদপ্রামাণ্যদর্শনাৎ ॥ ২

কর্মণা মনুজঃ কুর্বন্ হিংসাং পার্থিবসত্তম।
বাচা চ মনসা চৈব কথং দুঃখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ।

চতুর্বিধেয়ং নির্দিষ্টা হ্যহিংসা ব্রহ্মবাদিভিঃ।
একৈকতোঽপি বিভ্রষ্টা ন ভবত্যরিসূদন ॥ ৪

যথা সর্বচতুষ্পাদ্ বৈ ত্রিভিঃ পাদৈর্ন তিষ্ঠতি।
যথৈবেয়ং মহীপাল কারণৈঃ প্রোচ্যতে ত্রিভিঃ ॥ ৫

যথা নাগপদেঽন্যানি পদানি পদগামিনাম্।
সর্বাণ্যেবাপিধীয়ন্তে পদজাতানি কৌঞ্জরে ॥৬

এবং লোকেষ্বহিংসা তু নির্দিষ্টা ধর্মতঃ পুরা।
কর্মণা লিপ্যতে জন্তুর্বাচা চ মনসাপি চ ॥ ৭

পূর্বং তু মনসা ত্যক্ত্বা তথা বাচাথ কর্মণা।
ন ভক্ষয়তি যো মাংসং ত্রিবিধং স বিমুচ্যতে ॥ ৮

ত্রিকারণং তু নির্দিষ্টং শ্রূয়তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
মনো বাচি তথাঽঽস্বাদে দোষা হ্যেষু প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৯

ন ভক্ষয়ন্ত্যতো মাংসং তপোযুক্তা মনীষিণঃ।
দোষাংস্তু ভক্ষণে রাজন্ মাংসস্যেহ নিবোধ মে ॥ ১০

পুত্রমাংসোপমং জানন্ খাদতে যোঽবিচক্ষণঃ।
মাংসং মোহসমাযুক্তঃ পুরুষঃ সোঽধমঃ স্মৃতঃ ॥ ১১

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়।

[হিংসা ও মাংসভক্ষণের নিন্দা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর মহাতেজস্বী ও বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির বাণশয্যায় স্থিত পিতামহ ভীষ্মকে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন। ১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহামতে! দেবতা, ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ বৈদিক প্রমাণানুসারে সর্ব্বদা অহিংসা-ধর্ম্মের প্রশংসা করেন। নৃপশ্রেষ্ঠ! অতএব আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা হিংসারই আচরণকারী মানুষ কিভাবে দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে? ২-৩

ভীষ্ম বলিলেন,—শত্রুসূদন! ব্রহ্মবাদীপুরুষগণ মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা হিংসা না করা এবং মাংস ভক্ষণ না করা—এই চারি উপায়ে অহিংসা ধর্ম্মপালনের কথা বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কোনও এক অংশ যদি অবশিষ্ট থাকে, তবে অহিংসা ধর্ম্ম পূর্ণভাবে পালন করা হয় না। ৪

মহীপাল! যেরূপ চারিপদযুক্ত পশু তিনটি পদের দ্বারা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ কেবল তিনটি উপায়ে পালিত অহিংসা ধর্ম্মকেও পূর্ণভাবে অহিংসা ধর্ম্ম বলা যায় না। ৫

যেরূপ হস্তীর পদচিহ্নে পাদগামী সকল প্রাণীর পদচিহ্ন প্রবিষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ পুরাকালে জগতের মধ্যে ধর্ম্মতঃ অহিংসারই নির্দেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ অহিংসাধর্ম্মে সকল ধর্ম্মের সমাবেশ হইয়া যায়—এরূপ মানা হইয়াছে। ৬ই

জীব মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা হিংসার দোষে লিপ্ত হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রমশঃ প্রথমে মনের দ্বারা, পরে বাক্যের দ্বারা এবং পরে ক্রিয়ার দ্বারা হিংসা ত্যাগ করিয়া কখনও মাংস ভক্ষণ না করে, সেই ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার হিংসার দোষ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৭-৮

ব্রহ্মবাদী মহাত্মাগণ হিংসাদোষের প্রধান তিনটি কারণ বলিয়াছেন—মন (মাংস ভক্ষণের ইচ্ছা), বাক্য (মাংস ভক্ষণের উপদেশ) এবং আস্বাদ (প্রত্যক্ষভাবে মাংসের স্বাদগ্রহণ)। এই তিনটিই হিংসাদোষের আধার। ৯

সেইজন্য তপস্যারত মনীষী পুরুষগণ কখনও মাংস ভক্ষণ করেন না। রাজন্! এখন আমি মাংস ভক্ষণের যে সব দোষ, তৎসমস্তই বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ১০

যে মূর্খ মানুষ (ইহা জানিয়াও যে পুত্রের মাংস এবং অপর সাধারণ মাংসমধ্যে কোনও পার্থক্য নাই,) মোহবশতঃ পুত্রের মাংসতুল্য অন্য প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে, সেই মানুষ নরাধম। ১১

পিতৃমাতৃসমাযোগে পুত্রত্বং জায়তে যথা ।
হিংসাং কৃত্বাবশঃ পাপো ভূয়িষ্ঠং জায়তে তথা ॥ ১২
রসঞ্চ প্রতিজিহ্বায়া জ্ঞানং প্রজায়তে যথা ।
তথা শাস্ত্রেষু নিয়তং রাগো হ্যাস্বাদিতাদ্ ভবেৎ ॥ ১৩
সংস্কৃতাসংস্কৃতাঃ পক্বা লবণালবণাস্তথা ।
প্রজায়ন্তে যথা ভাবাস্তথা চিত্তং নিরুধ্যতে ॥ ১৪
ভেরীমৃদঙ্গশব্দাংশ্চ তন্ত্রীশব্দাংশ্চ পুষ্কলান্ ।
নিষেবিষ্যন্তি বৈ মন্দা মাংসভক্ষাঃ কথং নরাঃ ॥ ১৫
(পরেষাং ধন-ধান্যানাং হিংসকাস্তাবকাস্তথা ।
প্রশংসকাশ্চ মাংসস্য নিত্যং স্বর্গে বহিষ্কৃতাঃ ॥)
অচিন্তিতমনির্দিষ্টমসঙ্কল্পিতমেব চ ।
রসগৃধ্যাভিভূতা যে প্রশংসন্তি ফলার্থিনঃ ॥ ১৬
(ভস্ম বিষ্ঠা কৃমির্বাপি নিষ্ঠা যস্যেদৃশী ধ্রুবা ।
স কায়ঃ পরপীড়াভিঃ কথং ধার্য্যো বিপশ্চিতা ॥)
প্রশংসা হ্যেব মাংসস্য দোষকর্মফলান্বিতা ॥ ১৭
জীবিতং হি পরিত্যজ্য বহবঃ সাধবো জনাঃ ।
স্বমাংসৈঃ পরমাংসানি পরিপাল্য দিবং গতাঃ ॥ ১৮
এবমেষা মহারাজ চতুর্ভিঃ কারণৈর্বৃতা ।
অহিংসা তব নির্দিষ্টা সর্বধর্মানুসংহিতা ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি মাংসবর্জনকথনে
চতুর্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৪

যেরূপ পিতা ও মাতার সংযোগে পুত্রের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ হিংসা করিলে পর পাপী মানুষকে অবশ হইয়া পাপ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় । ১২

যেরূপ জিহ্বার দ্বারা যখন রসের জ্ঞান হয়, তখন তাহার প্রতি সে আকৃষ্ট হইতে থাকে, সেইরূপ মাংসের আস্বাদন করিলে পর তাহার আসক্তি বর্দ্ধিত হয় । সকল শাস্ত্রেই বলা হইয়াছে যে, বিষয়সমূহের আস্বাদনেই তাহার প্রতি আসক্তি উৎপন্ন হয় । ১৩

সংস্কৃত (মসলা প্রভৃতি দিয়া যাহার সংস্কার করা হইয়াছে) অসংস্কৃত (মসলা প্রভৃতির দ্বারা সংস্কাররহিত), পক্ব, কেবল লবণমিশ্রিত ও লবণহীন—এইভাবে মাংসের যে যে অবস্থা হয়, সেই সেই অবস্থায় রুচিভেদে মাংসাহারী মানুষের চিত্ত আসক্ত হয় । ১৪

মাংসভক্ষণকারী মূর্খ মনুষ্যগণ স্বর্গে পূর্ণভাবে সুলভ ভেরী, মৃদঙ্গ ও বীণার দিব্য মধুর শব্দসমূহের সেবা (শ্রবণ-উপভোগ) কিভাবে করিতে পারে ? কারণ, তাহারা স্বর্গে যাইতে পারে না । ১৫

(অপরের ধন-ধান্য নষ্টকারী এবং মাংসভক্ষণের স্তুতি-প্রশংসাকারী মানুষেরা সর্বদাই স্বর্গ হইতে বহিষ্কৃত হয় ।)

যাহারা লোভবশতঃ মাংসের রসের আসক্তিতে অভিভূত হইয়া তাহার অভীষ্ট ফল মাংসের অভিলাষ করে এবং তাহারই বারংবার গুণগান করে, তাহাদের এরূপ দুর্গতি লাভ হয়, যাহা কখনও চিন্তা করাও যায় না, যাহা বাক্যের দ্বারা নির্দেশ করা যায় না এবং যাহা মনের দ্বারা কখনও কল্পনা করাও যায় না । ১৬

যাহা মৃত্যুর পর চিতায় জ্বালাইয়া দিলে ভস্মীভূত হইয়া যায় অথবা কোনও হিংসক প্রাণীর খাদ্য হইয়া তাহারা বিষ্ঠারূপে পরিণত হয় কিংবা ফেলিয়া দিলে যাহার মধ্যে কৃমি জন্মাইয়া থাকে—এই তিনটির মধ্যে যাহার একটি না একটি পরিণাম সুনিশ্চিত, সেই শরীরকে বিদ্বান্ পুরুষ অপরকে পীড়া দিয়া তাহার মাংসে কিভাবে নিজের পোষণ করিতে পারেন ? মাংসের প্রশংসাও পাপময় কর্মফলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া দেয় । ১৭

উশীনর শিবি প্রভৃতি বহু শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ অপরকে রক্ষা করিবার জন্য নিজেদের প্রাণ দান করত নিজেদের মাংসের দ্বারা অপরের মাংস রক্ষা করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন । ১৮

মহারাজ ! এইভাবে চারিপ্রকার উপায়ে যাহার পালন হয়, সেই অহিংসা-ধর্ম তোমার জন্য প্রতিপাদন করিলাম । ইহা সর্বধর্মেই ওতপ্রোত রহিয়াছে । ১৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে মাংসবর্জনকথনবিষয়ক চতুর্দশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[সুরায়া মাংসস্য চ ভক্ষণে মহাদোষকথনম্, অনয়োস্ত্যাগমহিমবর্ণনম্, ত্যাগে পরমলাভস্য প্রতিপাদনঞ্চ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অহিংসা পরমো ধর্ম ইত্যুক্তং বহুশস্ত্বয়া ।
জাতো নঃ সংশয়ো ধর্মে মাংসস্য পরিবর্জনে ॥
দোষো ভক্ষয়তঃ কঃ স্যাৎ কশ্চাভক্ষয়তো গুণঃ ॥ ১
হত্বা ভক্ষয়তো বাপি পরেণোপহৃতস্য বা ।
হন্যাদ্ বা যঃ পরস্যার্থে ক্রীত্বা বা ভক্ষয়েন্নরঃ ॥ ২
এতদিচ্ছামি তত্ত্বেন কথ্যমানং ত্বয়ানঘ ।
নিশ্চয়েন চিকীর্ষামি ধর্মমেতং সনাতনম্ ॥ ৩
কথমায়ুরবাপ্নোতি কথং ভবতি সত্ত্ববান্ ।
কথমব্যঙ্গতামেতি লক্ষণ্যো জায়তে কথম্ ॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ ।

মাংসস্যাভক্ষণাদ্ রাজন্ যো ধর্মঃ কুরুনন্দন ।
তন্মে শৃণু যথাতত্ত্বং যথাস্য বিধিরুত্তমঃ ॥ ৫
রূপমব্যঙ্গতামায়ুর্বুদ্ধিং সত্ত্বং বলং স্মৃতিম্ ।
প্রাপ্তুকামৈর্নরৈর্হিংসা বর্জিতা বৈ মহাত্মভিঃ ॥ ৬
ঋষীণামত্র সংবাদো বহুশঃ কুরুনন্দন ।
বভূব তেষাং তু মতং যৎ তচ্ছৃণু যুধিষ্ঠির ॥ ৭
যো যজেতাশ্বমেধেন মাসি মাসি যতব্রতঃ ।
বর্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ সমমেতদ্ যুধিষ্ঠির ॥ ৮
সপ্তর্ষয়ো বালখিল্যাস্তথৈব চ মরীচিপাঃ ।
অমাংসভক্ষণং রাজন্ প্রশংসন্তি মনীষিণঃ ॥ ৯
ন ভক্ষয়তি যো মাংসং ন চ হন্যান্ন ঘাতয়েৎ ।
তন্মিত্রং সর্বভূতানাং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥ ১০
অধৃষ্যঃ সর্বভূতানাং বিশ্বাস্যঃ সর্বজন্তুষু ।
সাধূনাং সম্মতো নিত্যং ভবেন্মাংসং বিবর্জয়ন্ ॥ ১১

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় ।

[মদ্য ও মাংস ভক্ষণে মহাদোষ কথন, ইহাদের ত্যাগের মহিমা এবং ত্যাগে পরম লাভের প্রতিপাদন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! আপনি বহু বার এই কথা বলিয়াছেন যে, অহিংসা পরম ধর্ম ; অতএব মাংস পরিত্যাগরূপ ধর্মবিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে। সেইজন্য আমি জানিতে অভিলাষী হইয়াছি যে, মাংস ভক্ষণকারীর কি দোষ হয় এবং যে মাংস ভক্ষণ করে না, তাহার কি লাভ হয় ? ১

যে স্বয়ং পশু বধ করিয়া তাহার মাংসভক্ষণ করে কিংবা অপর কর্তৃক প্রদত্ত মাংস ভক্ষণ করে, যে অন্যের ভক্ষণের জন্য পশু বধ করে অথবা যে ক্রয় করিয়া মাংস ভক্ষণ করে, তাহাদের কি দণ্ড প্রাপ্য হয় ? ২

নিষ্পাপ পিতামহ ! আমার ইচ্ছা যে, আপনি এই বিষয় যথাযথভাবে বিচার করিয়া আমাকে বলুন। আমি নিশ্চিতরূপে এই সনাতন ধর্ম পালনের বাসনা করিতেছি ।৩

মানুষ কিভাবে আয়ু লাভ করে, কিরূপে বলবান্ হয়, কি প্রকারে তাহার পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তি হয় এবং কিভাবে সে শুভ লক্ষণসমূহে সংযুক্ত হইতে পারে ? ৪

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! কুরুনন্দন ! মাংস ভক্ষণ না করিলে যে ধর্ম হয়, আমার নিকট হইতে তাহার যথাযথভাবে বর্ণনা শ্রবণ কর এবং সেই ধর্মের যে উত্তম বিধি, তাহাও শ্রবণ কর । ৫

যাঁহারা সুন্দর রূপ, পূর্ণাঙ্গতা, পূর্ণ আয়ু, উত্তম বুদ্ধি, সত্ত্ব, বল এবং স্মরণশক্তি লাভ করিতে বাসনা করেন, সেই মহাত্মা পুরুষগণের সর্বতোভাবে হিংসা পরিত্যাগ করা উচিত । ৬

কুরুনন্দন যুধিষ্ঠির ! এই বিষয় লইয়া ঋষিগণের মধ্যেও বহুবার প্রশ্নোত্তর হইয়া গিয়াছে। শেষে তাঁহাদের সকলের মতানুসারে যে সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হইয়াছে, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর । ৭

যুধিষ্ঠির ! যে ব্যক্তি নিয়মানুসারে ব্রতপালন করিতে করিতে প্রতিমাসে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এবং যে কেবল মদ্য ও মাংস পরিত্যাগ করেন, ইঁহাদের উভয়েরই ফললাভ সমান হয় । ৮

রাজন্ ! সপ্তর্ষি, বালখিল্য ও সূর্য্যকিরণপায়ী অন্যান্য মনীষী মহর্ষিগণ মাংস ভক্ষণ না করারই প্রশংসা করিয়াছেন । ৯

স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন—যে মানুষ মাংসভক্ষণ করে না ও পশুহত্যা করে না (এবং অপরের হিংসা করে না,) সেই মানুষ সর্ব্ব প্রাণীর বন্ধু । ১০

যে মানুষ মাংস ভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া দেয়, তাহাকে কোনও প্রাণী তিরস্কার করিতে পারে না, সে সকল প্রাণীর

অমা ংসং পরমাংসেন যো বর্ধয়িতুমিচ্ছতি।
নারদঃ প্রাহ ধর্মাত্মা নিয়তং সোঽবসীদতি ॥ ১২
দদাতি যজতে চাপি তপস্বী চ ভবত্যপি।
মধুমাংসনিবৃত্ত্যেতি প্রাহ চৈবং বৃহস্পতিঃ ॥ ১৩
মাসি মাস্যশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
ন খাদতি চ যো মাংসং সমমেতন্মতং মম ॥ ১৪
সদা যজতি সত্রেণ সদা দানং প্রযচ্ছতি।
সদা তপস্বী ভবতি মধুমাংসবিবর্জনাৎ ॥ ১৫
সর্বে বেদা ন তৎ কুর্যুঃ সর্বে যজ্ঞাশ্চ ভারত।
যো ভক্ষয়িত্বা মাংসানি পশ্চাদপি নিবর্ততে ॥ ১৬
দুষ্করঞ্চ রসজ্ঞানে মাংসস্য পরিবর্জনম্।
চর্তুং ব্রতমিদং শ্রেষ্ঠং সর্বপ্রাণ্যভয়প্রদম্ ॥ ১৭
সর্বভূতেষু যো বিদ্বান্ দদাত্যভয়দক্ষিণাম্।
দাতা ভবতি লোকে স প্রাণানাং নাত্র সংশয়ঃ ১৮

এবং বৈ পরমং ধর্মং প্রশংসন্তি মনীষিণঃ।
প্রাণা যথাঽঽত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি বৈ তথা ॥১৯
আত্মৌপম্যেন মন্তব্যং বুদ্ধিমদ্ভিঃ কৃতাত্মভিঃ।
মৃত্যুতো ভয়মস্তীতি বিদুষাং ভূতিমিচ্ছতাম্ ॥ ২০
কিং পুনর্হন্যমানানাং তরসা জীবিতার্থিনাম্।
অরোগাণামপাপানাং পাপৈর্মাংসোপজীবিভিঃ ॥ ২১
তস্মাদ্ বিদ্ধি মহারাজ মাংসস্য পরিবর্জনম্।
ধর্মস্যায়তনং শ্রেষ্ঠং স্বর্গস্য চ সুখস্য চ ॥২২
অহিংসা পরমো ধর্মস্তথাহিংসা পরং তপঃ।
অহিংসা পরমং সত্যং যতো ধর্মঃ প্রবর্ততে ২৩
ন হি মাংসং তৃণাৎ কাষ্ঠাদুপলাদ্ বাপি জায়তে।
হত্বা জন্তুং ততো মাংসং তস্মাদ্ দোষস্তু ভক্ষণে ॥ ২৪
স্বাহাস্বধামৃতভুজো দেবাঃ সত্যার্জবপ্রিয়াঃ।
ক্রব্যাদান্ রাক্ষসান্ বিদ্ধি জিহ্মানৃতপরায়ণান্ ॥ ২৫

বিধানের পাত্র হইয়া যায়, শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সর্বদা তাহার সম্মান করেন। ১১

ধর্মাত্মা নারদ বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি অপরের মাংসের দ্বারা নিজের মাংস বৃদ্ধি করিতে বাসনা করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ১২

বৃহস্পতি বলিয়াছেন,—যে ব্যক্তি মদ্য ও মাংস পরিত্যাগ করে, সে দান করে, যজ্ঞ করে ও তপস্যা করে অর্থাৎ তাহার দান, যজ্ঞ ও তপস্যার ফল লাভ হয়। ১৩

যে ব্যক্তি শতবর্ষ পর্যন্ত প্রতিমাসে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে এবং যে কখন মাংস ভক্ষণ করে না,—এই উভয়েরই সমান ফললাভ হয়। ১৪

মদ্য ও মাংস পরিত্যাগ করিলে মানুষ সদা যজ্ঞকারী, সদা দানকারী এবং সদা তপস্বী হইয়া যায়। ১৫

ভারত! যে পূর্ব্বে মাংস ভক্ষণ করিত এবং পরে তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছে, তাহার যে পুণ্য প্রাপ্তি হয়, তাহা সমস্ত বেদ ও যজ্ঞও প্রদান করিতে পারেন না। ১৬

মাংসের রসের আস্বাদন ও অনুভব করিলে পর তাহা ত্যাগ করা এবং সমস্ত প্রাণিগণের অভয়প্রদ এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অহিংসা-ব্রত আচরণ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া যায়। ১৭

যে বিদ্বান্ পুরুষ সর্ব্ব প্রাণীকে অভয় দান করেন, তিনি এই সংসারে নিঃসন্দেহে 'প্রাণদাতা' বলিয়া কথিত হন। ১৮

এইভাবে মনীষী পুরুষগণ অহিংসারূপ পরম ধর্মের প্রশংসা করেন। যেরূপ মানুষের নিজের প্রাণ প্রিয়, সেইরূপ সমস্ত প্রাণীরই নিজ নিজ প্রাণ অতিশয় প্রিয়। ১৯

অতএব যাঁহারা বুদ্ধিমান্ ও পুণ্যাত্মা, তাঁহারা সমস্ত প্রাণীকেই আত্মতুল্য বলিয়া মনে করিবেন। যখন নিজেদের কল্যাণকামী বিদ্বান্ পুরুষগণেরও মৃত্যু ভয় থাকে, তখন জীবিত থাকিবার বাসনাপোষণকারী নীরোগ ও নিরপরাধ প্রাণিগণ, যাহারা মাংসের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, সেই পাপী পুরুষগণ কর্তৃক নিহত হইতে থাকিলে কেন ভীত হইবে না। ২০-২১

মহারাজ! সেইজন্য তুমি ইহা জানিও যে, মাংসের পরিত্যাগই ধর্ম, স্বর্গ ও সুখের সর্ব্বোত্তম আধার। ২২

অহিংসা পরম ধর্ম, অহিংসা পরম তপস্যা এবং অহিংসা পরম সত্য; কারণ, তাহা হইতেই ধর্ম প্রবর্তিত হন। ২৩

তৃণ হইতে, কাষ্ঠ হইতে অথবা প্রস্তর হইতে মাংস উৎপন্ন হয় না, তাহা জীব হত্যা করিলেই লাভ হয়; অতএব মাংস ভক্ষণ করিলে দোষ হয়। ২৪

যাঁহারা স্বাহা (দেব যজ্ঞ) ও স্বধা (পিতৃযজ্ঞ)—এই দুই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞাবিশিষ্ট অমৃতভোজনকারী এবং সত্য ও সরলতাপ্রিয়, তাঁহারা দেবতা; কিন্তু যে সব ব্যক্তি কুটিলতা ও অসত্য-ভাষণে প্রবৃত্ত হইয়া সদা মাংস ভক্ষণ করে, তাহাদের সকলকে তুমি রাক্ষস বলিয়া জানিও। ২৫

কান্তারেষথ ঘোরেষু দুর্গেষু গহনেষু চ।
রাত্রাবহনি সন্ধ্যাসু চত্বরেষু সভাসু চ॥ ২৬
উদ্যতেষু চ শস্ত্রেষু মৃগ-ব্যালভয়েষু চ।
অমাংসভক্ষণে রাজন্ ভয়মন্যৈর্ন গচ্ছতি॥ ২৭
শরণ্যঃ সর্বভূতানাং বিশ্বাস্যঃ সর্বজন্তুষু।
অনুদ্বেগকরো লোকে ন চাপ্যুদ্বিজতে সদা॥ ২৮
যদি চেৎ খাদকো ন স্যান্ন তদা ঘাতকো ভবেৎ।
ঘাতকঃ খাদকার্থায় তদ্ ঘাতয়তি বৈ নরঃ॥ ২৯
অভক্ষ্যমেতদিতি বৈ ইতি হিংসা নিবর্ত্ততে।
খাদকার্থমতো হিংসা মৃগাদীনাং প্রবর্ত্ততে॥৩০
যস্মাদ্ গ্রসতি চৈবায়ুর্হিংসকানাং মহাদ্যুতে।
তস্মাদ্ বিবর্জয়েন্মাংসং য ইচ্ছেদ্ ভূতিমাত্মনঃ॥ ৩১
ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তি রৌদ্রাঃ প্রাণিবিহিংসকাঃ।
উদ্বেজনীয়া ভূতানাং যথা ব্যালমৃগাস্তথা॥৩২
লোভাদ্ বা বুদ্ধিমোহাদ্ বা বলবীর্য্যার্থমেব চ।
সংসর্গাদথ পাপানামধর্মরুচিতা নৃণাম্॥ ৩৩
স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
উদ্বিগ্নবাসো বসতি যত্র যত্রাভিজায়তে॥ ৩৪
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
মাংসস্যাভক্ষণং প্রাহুর্নিয়তাঃ পরমর্ষয়ঃ॥ ৩৫
ইদং তু খলু কৌন্তেয় শ্রুতমাসীৎ পুরা ময়া।
মার্কণ্ডেয়স্য বদতো যে দোষা মাংসভক্ষণে॥ ৩৬
যো হি খাদতি মাংসানি প্রাণিনাং জীবিতৈষিণাম্।
হতানাং বা মৃতানাং বা যথা হন্তা তথৈব সঃ॥ ৩৭
ধনেন ক্রায়কো হন্তি খাদকশ্চোপভোগতঃ।
ঘাতকো বধ-বন্ধাভ্যামিত্যেষ ত্রিবিধো বধঃ॥ ৩৮

রাজন্! যে মানুষ মাংস ভক্ষণ করে না, তাহার সঙ্কটপূর্ণ স্থানসমূহ, ভয়ঙ্কর দুর্গ, গহন বন, দিন-রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা, অঙ্গন এবং সভাস্থল সমূহেও অপর ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ভয় থাকে না। যদি নিজের বিরুদ্ধ ব্যক্তিরা অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া থাকে অথবা হিংস্র পশু ও সর্পসকলেরও ভয় সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তথাপি সে অন্য ব্যক্তিগণের দ্বারা ভীত হয় না। ২৬-২৭

কেবল ইহাই নহে, সে সমস্ত প্রাণিগণের শরণদাতা ও তাহাদের সকলের বিশ্বাসপাত্র হইয়া যায়। সংসারে সে কাহাকেও উদ্বিগ্ন করে না এবং স্বয়ংও কাহারও দ্বারা উদ্বিগ্ন হয় না। ২৮

যদি কেহই মাংসখাদক না হয়, তবে ত' পশুগণের হিংসাকারী ঘাতক কে-ও থাকে না; কারণ, ঘাতক মানুষ মাংসখাদকের জন্যই পশুহত্যা করে। ২৯

যদি মাংস 'অভক্ষ্য' জানিয়া সকল মানুষ উহার ভক্ষণ পরিত্যাগ করে, তবে পশুগণের হত্যা স্বতই বন্ধ হইয়া যাইবে; কারণ, মাংসখাদকদের জন্যই মৃগ প্রভৃতি পশুগণের হত্যা হইয়া থাকে। ৩০

মহাতেজস্বী নরেশ! হিংসকগণের আয়ু তাহাদের পাপ গ্রাস করিয়া থাকে। সেই হেতু যদি কেও নিজের কল্যাণকামনা করে, তবে সেই মানুষের মাংস সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা উচিত।৩১

যেরূপ এ জগতে প্রাণিহিংসক ব্যক্তিরা পশুগণকে হত্যা করে এবং সেই পশুরা নিজেদের জন্য কোনও রক্ষক পায় না, সেইরূপ প্রাণিহিংসাকারী ভয়ঙ্কর মনুষ্যগণ পর জন্মেও সকল প্রাণীর উদ্বেগের পাত্র হয় এবং নিজেদের জন্য কোনও রক্ষক তাহারা পায় না। ৩২

লোভবশতঃ, বুদ্ধির মোহে, বলবীর্য্য প্রাপ্তির জন্য অথবা পাপী ব্যক্তিদের সংসর্গে আসিলে পর মনুষ্যগণের অধর্মে রুচি জন্মিয়া থাকে। ৩৩

যে ব্যক্তি অপরের মাংসের দ্বারা নিজের মাংসবৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি যে কোন স্থানেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন সে নিরুদ্বেগে থাকিতে পারে না। ৩৪

নিয়মপরায়ণ মহর্ষিগণ মাংসভক্ষণ ত্যাগকেই ধন, যশ, আয়ু ও স্বর্গ প্রাপ্তির প্রধান উপায় এবং পরমকল্যাণের সাধন বলিয়াছেন। ৩৫

কুন্তীনন্দন! মাংসভক্ষণে যে সব দোষ হয়, তাহার বর্ণনাকারী মার্কণ্ডেয়ের নিকট হইতে আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। ৩৬

যে ব্যক্তি জীবিত থাকিতেই প্রাণিগণকে বধ করিয়া অথবা স্বয়ং মৃত হইলে পর তাহাদের মাংস ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তি তাহাদের বধ না করিলেও তাহাকে হত্যাকারী বলিয়াই জানিবে। ৩৭

ক্রয়কারী ব্যক্তি ধনের দ্বারা, খাদক ব্যক্তি উপভোগের দ্বারা এবং ঘাতক বধ ও বন্ধনের দ্বারা পশুগণের হিংসা করে। এই ভাবে এই তিন প্রকারে প্রাণিগণের বধ হয়। ৩৮

অখাদন্নমুমোদংশ্চ ভাবদোষেণ মানবঃ।
যোঽনুমোদতি হন্যন্তং সোঽপি দোষেণ লিপ্যতে ॥৩৯
অধৃষ্যঃ সর্বভূতানামায়ুষ্মান্ নীরুজঃ সদা।
ভবত্যভক্ষয়ন্ মাংসং দয়াবান্ প্রাণিনামিহ ॥ ৪০
হিরণ্যদানৈর্গোদানৈর্ভূমিদানৈশ্চ সর্বশঃ।
মাংসস্যাভক্ষণে ধর্মো বিশিষ্ট ইতি নঃ শ্রুতিঃ ॥ ৪১
খাদকস্য কৃতে জন্তূন্ যো হন্যাৎ পুরুষাধমঃ।
মহাদোষতরস্তত্র ঘাতকো ন তু খাদকঃ ॥ ৪২
ইজ্যাযজ্ঞশ্রুতিকৃতৈর্যো মার্গৈরবুধোঽধমঃ।
হন্যাজ্জন্তূন্ মাংসগৃধ্নুঃ স বৈ নরকভাঙ্ নরঃ ॥ ৪৩
ভক্ষয়িত্বাপি যো মাংসং পশ্চাদপি নিবর্ত্ততে।
তস্যাপি সুমহান্ ধর্মো যঃ পাপাদ্ বিনিবর্ত্ততে ॥ ৪৪
আহর্ত্তা চানুমন্তা চ বিশস্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপভোক্তা চ খাদকাঃ সর্ব এব তে ॥ ৪৫
ইদমন্যত্তু বক্ষ্যামি প্রমাণং বিধিনির্মিতম্।
পুরাণমৃষিভির্জুষ্টং বেদেষু পরিনিষ্ঠিতম্ ॥ ৪৬
প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্মঃ প্রজার্থিভিরুদাহৃতঃ।
যথোক্তং রাজশার্দূল ন তু তন্মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥ ৪৭
য ইচ্ছেৎ পুরুষোঽত্যন্তমাত্মানং নিরুপদ্রবম্।
স বর্জয়েত মাংসানি প্রাণিনামিহ সর্বশঃ ॥ ৪৮
শ্রূয়তে হি পুরা কল্পে নৃণাং ব্রীহিময়ঃ পশুঃ।
যেনাযজন্ত যজ্বানঃ পুণ্যলোকপরায়ণাঃ ॥ ৪৯
ঋষিভিঃ সংশয়ং পৃষ্টো বসুশ্চেদিপতিঃ পুরা।
অভক্ষ্যমপি মাংসং যঃ প্রাহ ভক্ষ্যমিতি প্রভো ॥ ৫০
আকাশাদবনিং প্রাপ্তস্ততঃ স পৃথিবীপতিঃ।
এতদেব পুনশ্চোক্ত্বা বিবেশ ধরণীতলম্ ॥ ৫১

যে ব্যক্তি স্বয়ং মাংস ভোজন না করিলেও মাংসখাদককে যদি অনুমোদন করে, তবে সেই মানুষও ভাবদোষের জন্য মাংসভক্ষণ পাপের ভাগী হইয়া থাকে। এইরূপ যে ঘাতককে অনুমোদন করে, সে-ও হিংসাদোষে লিপ্ত হয়। ৩৯

যে মানুষ স্বয়ং মাংস ভক্ষণ করে না এবং এ জগতে সকল প্রাণীর প্রতিই দয়া করে, তাহাকে কোনও প্রাণীই তিরস্কার করে না এবং সে সর্ব্বদা দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হয়। ৪০

সুবর্ণদান, গোদান, ও ভূমিদান করিলে যে ধর্ম লাভ হয়, মাংস ভক্ষণ না করিলে তাহা অপেক্ষাও বিশিষ্ট ধর্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে—ইহা আমরা শুনিয়াছি। ৪১

যে ব্যক্তি মাংসখাদকের জন্য পশুদিগকে হত্যা করে, সে মনুষ্যগণের মধ্যে অধম। ইহাতে ঘাতকের মহাদোষ হয়, কিন্তু খাদকের তত দোষ হয় না। ৪২

যে মাংসলোভী মূর্খ ও অধম মানুষ যাগ-যজ্ঞাদি বৈদিক মার্গের নামে প্রাণিগণের হিংসা করে, সেই মানুষ নরকভাগী হয়। ৪৩

যে ব্যক্তি প্রথমে মাংস ভোজন করিয়াও পরে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহারও অতিশয় মহৎ ধর্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে; কারণ, সে পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে। ৪৪

যে মানুষ হত্যার জন্য পশুকে আনে, যে তাহাকে হত্যা করিবার অনুমতি দেয়, যে তাহাকে হত্যা করে, যে তাহাকে ক্রয় বিক্রয় করে, যে তাহার মাংস পাক করে এবং যে মাংস খায়, ইহারা সকলেই খাদক বলিয়াই স্বীকৃত হয় অর্থাৎ ইহারা সকলেই মাংসভক্ষণকারীর সমানপাপে পাপভাগী হয়। ৪৫

এখন আমি এ বিষয়ে অন্য প্রমাণ বলিতেছি, যাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মা কর্তৃক প্রতিপাদিত, পুরাতন ঋষিগণ কর্ত্তৃক সেবিত এবং বেদমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। ৪৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! প্রজাকামী পুরুষগণ প্রবৃত্তিরূপ ধর্ম্মের প্রতিপাদন করিয়াছেন; কিন্তু তাহা মোক্ষাভিলাষী বিরক্ত পুরুষদিগের পক্ষে অভীষ্ট নহে। ৪৭

যে মানুষ নিজেকে নিজে অত্যন্ত উপদ্রবহীন করিয়া রাখিতে বাসনা করেন, তিনি এ জগতে প্রাণিগণের মাংস-ভোজন সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া দিবেন। ৪৮

শুনা যায়, পূর্ব্ব কল্পে মনুষ্যগণের যজ্ঞে পুরোডাশাদিরূপে অন্নময় পশুরই উপযোগ (ব্যবহার) হইয়াছিল। পুণ্যলোক-প্রাপ্তির সাধনায় নিরত যাজ্ঞিক পুরুষগণ সেই অন্নেরই দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছেন। ৪৯

প্রভো! প্রাচীন কালে ঋষিগণ চেদিরাজ বসুকে নিজেদের সন্দেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সেই সময় বসু অভক্ষ্য মাংসকেও ভক্ষ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ৫০

সেই সময় আকাশচারী রাজা বসু অনুচিত নির্ণয় করিয়া দেওয়ায় আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন। তদনন্তর পৃথিবীতেও তিনি পুনরায় এই সিদ্ধান্ত দেওয়ায় পাতালে প্রবিষ্ট হন। ৫১

ইদং তু শৃণু রাজেন্দ্র কীর্ত্ত্যমানং ময়ানঘ।
অভক্ষণে সর্বসুখং মাংসস্য মনুজাধিপ ॥ ৫২
যস্তু বর্ষশতং পূর্ণং তপস্তপ্যেৎ সুদারুণম্।
যশ্চৈব বর্জয়েন্মাংসং সমমেতন্মতং মম ॥ ৫৩
কৌমুদে তু বিশেষেণ শুক্লপক্ষে নরাধিপ।
বর্জয়েন্মধুমাংসানি ধর্ম্মো হ্যত্র বিধীয়তে ॥ ৫৪
চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ যো মাংসং পরিবর্জয়েৎ।
চত্বারি ভদ্রাণ্যবাপ্নোতি কীর্তিমায়ুর্যশোবলম্ ॥ ৫৫
অথবা মাসমেকং বৈ সর্বমাংসান্যভক্ষয়ন্।
অতীত্য সর্বদুঃখানি সুখং জীবেন্নিরাময়ঃ ॥ ৫৬
বর্জয়ন্তি হি মাংসানি মাসশঃ পক্ষশোঽপি বা।
তেষাং হিংসানিবৃত্তানাং ব্রহ্মলোকে বিধীয়তে ॥ ৫৭
মাংসং তু কৌমুদং পক্ষং বর্জিতং পার্থ রাজভিঃ।
সর্বভূতাত্মভূতৈর্বিদিতার্থপরাবরৈঃ ॥ ৫৮
নাভাগেনাম্বরীষেণ গয়েন চ মহাত্মনা।
আয়ুনাথানরণ্যেন দিলীপ-রঘু-পূরুভিঃ ॥৫৯
কার্ত্তবীর্য্যানিরুদ্ধাভ্যাং নহুষেণ যযাতিনা।
নৃগেণ বিষ্বগশ্বেন তথৈব শশবিন্দুনা ॥ ৬০
যুবনাশ্বেন চ তথা শিবিনৌশীনরেণ চ।
মুচুকুন্দেন মান্ধাত্রা হরিশ্চন্দ্রেণ বা বিভো ॥ ৬১
সত্যং বদত মাসত্যং সত্যং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
হরিশ্চন্দ্রশ্চরতি বৈ দিবি সত্যেন চন্দ্রবৎ ॥ ৬২
শ্যেনচিত্রেণ রাজেন্দ্র সোমকেন বৃকেণ চ।
রৈবতে রন্তিদেবেন বসুনা সৃঞ্জয়েন চ ॥ ৬৩
এতৈশ্চান্যৈশ্চ রাজেন্দ্র বৃকেণ ভরতেন চ।
দুষ্মন্তেন করূষেণ রামালর্কনরৈস্তথা ॥ ৬৪
বিরূপাশ্বেন নিমিনা জনকেন চ ধীমতা।
ঐলেন পৃথুনা চৈব বীরসেনেন চৈব হ ॥ ৬৫
ইক্ষ্বাকুণা শম্ভুনা চ শ্বেতেন সগরেণ চ।
অজেন ধুন্ধুনা চৈব তথৈব চ সুবাহুনা ॥ ৬৬
হর্য্যশ্বেন চ রাজেন্দ্র ক্ষুপেণ ভরতেন চ।
এতৈশ্চান্যৈশ্চ রাজেন্দ্র পুরা মাংসং ন ভক্ষিতম্ ॥ ৬৭
ব্রহ্মলোকে চ তিষ্ঠন্তি জ্বলমানাঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ।
উপাস্যমানা গন্ধর্বৈঃ স্ত্রীসহস্রসমন্বিতাঃ ॥ ৬৮

নিষ্পাপ রাজেন্দ্র! নরনাথ! আমার কথিত এই বাক্যও তুমি শ্রবণ কর—মাংস ভক্ষণ না করিলেই সর্বপ্রকার সুখ লাভ হইয়া থাকে। ৫২

যে মানুষ শতবৎসর কঠোর তপস্যা করেন এবং যিনি কেবল মাংসভক্ষণ পরিত্যাগ করেন—ইঁহারা উভয়ে আমার দৃষ্টিতে সমান। ৫৩

নরাধিপ! বিশেষতঃ শরদৃঋতু এবং শুক্লপক্ষে মদ্য ও মাংস সর্বথা পরিত্যাগ করিবে; কারণ, এইরূপ করিলে ধর্ম পালিত হয়। ৫৪

যে মানুষ বর্ষার চারি মাস মাংস পরিত্যাগ করেন, তিনি চারিটি কল্যাণময় বস্তু—কীর্তি, আয়ু, যশ ও বল প্রাপ্ত হন। ৫৫

অথবা একমাস সর্বপ্রকার মাংস ভক্ষণ না করিলে পর মানুষ সমস্ত দুঃখকেই অতিক্রম করত সুখী ও নীরোগ হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন। ৫৬

যাঁহারা এক এক মাস অথবা এক এক পক্ষ মাংসভক্ষণ পরিত্যাগ করেন, হিংসা হইতে নিবৃত্ত হওয়ায় তাঁহারা ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন (সুতরাং যাঁহারা মাংস ভক্ষণ করেন না, তাঁহাদের কথা আর কি বলিবার আছে?)। ৫৭

কুন্তীনন্দন! যে রাজারা আশ্বিন মাসের দুই পক্ষ অথবা এক পক্ষ মাংসভক্ষণ বর্জন করিয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত ভূতগণের আত্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছেন এবং পরাবর-তত্ত্বের জ্ঞানলাভও তাঁহারা করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম হইল—নাভাগ, অম্বরীষ, মহাত্মা গয়, আয়ু, অনরণ্য, দিলীপ, রঘু, পূরু, কার্ত্তবীর্য্য, অনিরুদ্ধ, যযাতি নৃগ, বিষ্বগশ্ব, শশবিন্দু, যুবনাশ্ব, উশীনরপুত্র শিবি, মুচুকুন্দ, মান্ধাতা কিংবা হরিশ্চন্দ্র। ৫৮-৬১

সত্য কথা বলিবে, অসত্য কথা বলিবে না, সত্যই সনাতন ধর্ম। রাজা হরিশ্চন্দ্র সত্যের প্রভাবেই আকাশে চন্দ্রের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। ৬২

রাজেন্দ্র! শ্যেনচিত্র, সোমক, বৃক, রৈবত, রন্তিদেব, বসু, সৃঞ্জয়, অন্যান্য নরপতি, বৃক, ভরত, দুষ্মন্ত, করূষ, রাম, অলর্ক, নর, বিরূপাশ্ব, নিমি, বুদ্ধিমান্ জনক, পুরূরবা, পৃথু, বীরসেন, ইক্ষ্বাকু, শম্ভু, শ্বেত সাগর, অজ, ধুন্ধু, সুবাহু, হর্য্যশ্ব, ক্ষুপ, ভরত—ইঁহারা সকলে এবং অন্যান্য রাজারাও কখনও মাংস ভক্ষণ করেন নাই। ৬৩-৬৭

এই সব নরপতিগণ নিজেদের কান্তিতে দেদীপ্যমান হইয়া ব্রহ্মলোকে বিরাজ করিতেছেন। গন্ধর্বগণ তাঁহাদের উপাসনা

তদেতদুত্তমং ধর্মমহিংসাধর্মলক্ষণম্ ।
যে চরন্তি মহাত্মানো নাকপৃষ্ঠে বসন্তি তে ॥ ৬৯
মধু মাংসঞ্চ যে নিত্যং বর্জয়ন্তীহ ধার্মিকাঃ ।
জন্ম-প্রভৃতি মদ্যঞ্চ সর্বে তে মুনয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭০
ইমং ধর্মমমাংসাদং যশ্চরেচ্ছ্রাবয়ীত বা ।
অপি চেৎ সুদুরাচারো ন জাতু নিরয়ং ব্রজেৎ ॥ ৭১
পঠেদ্ বা য ইদং রাজন্ শৃণুয়াদ্ বাপ্যভীক্ষ্ণশঃ ।
অমাংসভক্ষণবিধিং পবিত্রমৃষিপূজিতম্ ॥ ৭২
বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যঃ সর্বকামৈর্মহীয়তে ।
বিশিষ্টতাং জ্ঞাতিষু চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৩
আপন্নশ্চাপদো মুচ্যেদ্ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ।
মুচ্যেত্তথাহঽতুরো রোগাদ্ দুঃখান্মুচ্যেত দুঃখিতঃ ॥ ৭৪
তির্য্যগ্‌যোনিং ন গচ্ছেত রূপবাংশ্চ ভবেন্নরঃ ।
ঋদ্ধিমান্ বৈ কুরুশ্রেষ্ঠ প্রাপ্নুয়াচ্চ মহদ্ যশঃ ॥ ৭৫
এতত্তে কথিতং রাজন্ মাংসস্য পরিবর্জনে ।
প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ বিধানমৃষিনির্মিতম্ ॥ ৭৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি মাংসভক্ষণনিষেধে
পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৫

করিতেছেন এবং সহস্র দেবাঙ্গনাগণ তাঁহাদের পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছেন । ৬৮

অতএব এই অহিংসারূপ ধর্ম সর্ব্ব ধর্ম হইতে উত্তম । যে মহাত্মাগণ ইহার আচরণ করেন, তাঁহারা স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকেন । ৬৯

যে ধার্ম্মিক মনুষ্যগণ জন্ম হইতেই মধু, মাংস ও মদ্য সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মুনি বলিয়া কথিত হন । ৭০

যে ব্যক্তি মাংসভক্ষণ পরিত্যাগরূপ এই ধর্ম্মের আচরণ করেন অথবা এই প্রসঙ্গ অপরকে শ্রবণ করান; তিনি যতই দুরাচারী হউক না কেন নরকে পতিত হন না । ৭১

রাজন্! যে ব্যক্তি ঋষিগণের দ্বারা সম্মানিত ও পবিত্র এই মাংসভক্ষণ ত্যাগ-প্রকরণ পাঠ করেন অথবা বারংবার শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার মনোবাঞ্ছিত ভোগসমূহের দ্বারা সম্মানিত হন এবং নিজের সজাতীয় বন্ধুগণের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান প্রাপ্ত হন—ইহাতে কোনও সংশয় নাই । ৭২-৭৩

কেবল ইহাই নহে, ইহার শ্রবণ বা পঠনে আপদে পতিত ব্যক্তি আপদ হইতে, বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে, রোগী রোগ হইতে এবং দুঃখী মানুষ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায় । ৭৪

কুরুশ্রেষ্ঠ! ইহার প্রভাবে মানুষ তির্য্যগ্‌যোনিতে পতিত হয় না এবং তাহার সুন্দর রূপ, সম্পত্তি এবং মহৎ যশ প্রাপ্তি হয় । ৭৫

রাজন্! এই আমি তোমাকে ঋষিগণ কর্তৃক সম্পাদিত নিবৃত্তিমূলক মাংসত্যাগের বিধান এবং প্রবৃত্তিবিষয়ক ধর্ম্মের বিধান বলিলাম ॥ ৭৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে মাংসভক্ষণ নিষেধবিষয়ক পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(মাংসাভক্ষণে লাভঃ, অহিংসাধর্মস্য প্রশংসা চ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ

ইমে বৈ মানবা লোকে নৃশংসা মাংসগৃদ্ধিনঃ।
বিসৃজ্য বিবিধান্ ভক্ষ্যান্ মহারক্ষোগণা ইব ॥ ১

অপূপান্ বিবিধাকারান্ শাকানি বিবিধানি চ।
খাণ্ডবান্ রসযোগান্ন তথেচ্ছন্তি যথাঽঽমিষম্ ॥ ২

তদিচ্ছামি গুণান্ শ্রোতুং মাংসস্যাভক্ষণে প্রভো।
ভক্ষণে চৈব যে দোষাস্তাংশ্চৈব পুরুষর্ষভ ॥ ৩

সর্বং তত্ত্বেন ধর্মজ্ঞ যথাবদিহ ধর্মতঃ।
কিঞ্চ ভক্ষ্যমভক্ষ্যং বা সর্বমেতদ্ বদস্ব মে ॥ ৪

যথৈতদ্ যাদৃশং চৈব গুণা যে চাস্য বর্জনে।
দোষা ভক্ষয়তো যেঽপি তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ৫

ভীষ্ম উবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি ভারত।
বিবর্জিতে তু বহবো গুণাঃ কৌরবনন্দন।
যে ভবন্তি মনুষ্যাণাং তান্ মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৬

স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্ধয়িতুমিচ্ছতি।
নাস্তি ক্ষুদ্রতরস্তস্মাৎ স নৃশংসতরো নরঃ ॥ ৭

ন হি প্রাণাৎ প্রিয়তরং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
তস্মাদ্ দয়াং নরঃ কুর্য্যাদ্ যথাঽঽত্মনি তথাপরে ॥ ৮

শুক্রাচ্চ তাত সম্ভূতির্মাংসস্যেহ ন সংশয়ঃ।
ভক্ষণে তু মহান্ দোষো নিবৃত্ত্যা পুণ্যমুচ্যতে ॥ ৯

ন হ্যতঃ সদৃশং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ।
যৎ সর্বেষিহ ভূতেষু দয়া কৌরবনন্দন ॥ ১০

ন ভয়ং বিদ্যতে জাতু নরস্যেহ দয়াবতঃ
দয়াবতামিমে লোকাঃ পরে চাপি তপস্বিনাম্ ॥ ১১

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

[মাংসভক্ষণ না করিলে লাভ এবং অহিংসা-ধর্মের প্রশংসা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! অতিশয় খেদের বিষয় এই যে, সংসারে এই নির্দয়ী মনুষ্যগণ নানাবিধ উত্তম খাদ্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া মহারাক্ষসগণের ন্যায় মাংস ভক্ষণ করিতে অভিলাষ করে। ১

তাহারা বিবিধ অপূপ (পিষ্টক), নানাবিধ শাক এবং রসাল মিষ্টান্নের ইচ্ছাও সেরূপ করে না, যেরূপ রুচি তাহাদের মাংসের জন্য হয়। ২

প্রভো! পুরুষপ্রবর! অতএব মাংস ভক্ষণ না করিলে যে সব দোষ হয়, তাহা আমি পুনরায় শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ৩

ধর্মজ্ঞ পিতামহ! এই সময় ধর্মানুসারে যথাযথভাবে এই সব তত্ত্ব-কথা আপনি আমাকে বলুন। আর ইহাও বলুন যে, কোন্ কোন্ বস্তু ভোজন করিবার যোগ্য এবং কোন্ কোন্ বস্তু ভোজন করা উচিত নয়। ৪

পিতামহ! মাংসের যে স্বরূপ, উহা ত্যাগ করিলে যে লাভ হয় এবং মাংসখাদকের যে সব দোষ—এ সমস্তই আপনি আমাকে বলুন। ৫

ভীষ্ম বলিলেন,—মহাবাহো! ভরতনন্দন! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্যই। কুরুবংশের আনন্দদায়ক যুধিষ্ঠির! মাংস ভক্ষণ না করিলে মনুষ্যগণের যে বহু লাভ হয়, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৬

যে ব্যক্তি অন্যের মাংসের দ্বারা নিজের মাংস বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইতে অধিক নীচ ও নির্দয়ী মানুষ আর দ্বিতীয় নাই। ৭

জগতে নিজের প্রাণ হইতে অধিক প্রিয় বস্তু আর কিছুই নাই। সেইজন্য মানুষ যেরূপ নিজের উপর দয়া (আকাঙ্ক্ষা) করে, সেইরূপ অন্যের উপরও দয়া করিবে। ৮

তাত! মাংস-ভক্ষণ করিলে মহাদোষ হয়; কারণ, মাংসের উৎপত্তি বীর্য্য হইতে হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। অতএব উহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াকেই পুণ্য বলা হইয়াছে। ৯

কৌরবনন্দন! ইহলোকে ও পরলোকে ইহার তুল্য দ্বিতীয় আর কিছু পুণ্যকার্য্য নাই যে, এ জগতে সমস্ত প্রাণীর প্রতিই দয়া করিবে। ১০

এ জগতে দয়ালু মানুষের কখনও কোনও কিছু ভয় থাকে না। দয়ালু ও তপস্বী মনুষ্যগণের ইহলোক ও পরলোক সকল লোকই সুখকর হয়। ১১

অহিংসালক্ষণো ধর্ম ইতি ধর্মবিদো বিদুঃ।
যদহিংসাত্মকং কর্ম্ম তৎ কুর্য্যাদাত্মবান্ নরঃ ॥ ১২
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো যো দদাতি দয়াপরঃ।
অভয়ং তস্য ভূতানি দদতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ১৩
ক্ষতঞ্চ স্খলিতং চৈব পতিতং কৃষ্টমাহতম্।
সর্বভূতানি রক্ষন্তি সমেষু বিষমেষু চ ॥ ১৪
নৈনং ব্যালমৃগা ঘ্নন্তি ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ।
মুচ্যন্তে ভয়কালেষু মোক্ষয়েদ্ যো ভয়ে পরান্ ॥ ১৫
প্রাণদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
ন হ্যাত্মনঃ প্রিয়তরং কিঞ্চিদস্তীহ নিশ্চিতম্ ॥ ১৬
অনিষ্টং সর্বভূতানাং মরণং নাম ভারত।
মৃত্যুকালে হি ভূতানাং সদ্যো জায়তি বেপথুঃ ॥ ১৭
জাতি-জন্ম-জরাদুঃখৈর্নিত্যং সংসারসাগরে।
জন্তবঃ পরিবর্তন্তে মরণাদুদ্বিজন্তি চ ॥ ১৮
গর্ভবাসেষু পচ্যন্তে ক্ষারাম্লকটুকৈ রসৈঃ।
মূত্র-স্বেদ-পুরীষাণাং পরুষৈর্ভৃশদারুণৈঃ ॥ ১৯
জাতাশ্চাপ্যবশাস্তত্র ছিদ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ।
পাচ্যমানাশ্চ দৃশ্যন্তে বিবশা মাংসগৃদ্ধিনঃ ॥ ২০
কুম্ভীপাকে চ পচ্যন্তে তাং তাং যোনিমুপাগতাঃ।
আক্রম্য মার্য্যমাণাশ্চ ভ্রাম্যন্তে বৈ পুনঃ পুনঃ ॥২১
নাত্মনোঽস্তি প্রিয়তরঃ পৃথিবীমনুসৃত্য হ।
তস্মাৎ প্রাণিষু সর্বেষু দয়াবানাত্মবান্ ভবেৎ ॥২২
সর্বমাংসানি যো রাজন্ যাবজ্জীবং ন ভক্ষয়েৎ।
স্বর্গে স বিপুলং স্থানং প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩
যে ভক্ষয়ন্তি মাংসানি ভূতানাং জীবিতৈষিণাম্
ভক্ষ্যন্তে তেঽপি ভূতৈস্তৈরিতি মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥২৪

ধর্মজ্ঞ পুরুষগণ ইহা জানেন যে, অহিংসাই ধর্মের লক্ষণ। অতএব মনস্বী পুরুষ যাহা অহিংসাত্মক কর্ম, তাহাই পালন করিবেন। ১২

যে দয়াপরায়ণ মানুষ সমস্ত জীবকে অভয়দান করেন, তাঁহাকেও সকল প্রাণী অভয় দিয়া থাকে—ইহা আমরা শুনিয়াছি। ১৩

যে ব্যক্তি ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, খলিত হইয়াছে, পতিত হইয়াছে, জলের প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে, আহত হইয়াছে অথবা কোনও সম-বিষম অবস্থায় পতিত হইয়াছে, সকল প্রাণী তাহাকে রক্ষা করে। ১৪

যে ব্যক্তি অন্য প্রাণিগণকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করে, তাহাকে হিংস্র পশুরা বধ করে না, পিশাচগণ তাহাকে আঘাত করে না এবং রাক্ষসেরাও তাহাকে প্রহার করে না। সে ভয়ের সময়েও ভয় হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ১৫

প্রাণদান হইতে শ্রেষ্ঠ দান আর কিছু হয় নাই এবং হইবেও না। নিজের আত্মা হইতে প্রিয় বস্তু অন্য কিছুই নাই, ইহা নিশ্চিত বিষয়। ১৬

ভরতনন্দন! কোনও প্রাণীর মৃত্যু অভীষ্ট নয়; কারণ, মৃত্যুকালে সকল প্রাণীরই শরীর তৎক্ষণাৎ কম্পিত হইয়া উঠে। ১৭

এই সংসার-সাগরে সমস্ত প্রাণী সদা গর্ভবাস, জন্ম ও বার্দ্ধক্যাদি দুঃখসমূহে দুঃখিত হইয়া চারিদিকে ঘুরিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে মৃত্যুর ভয়ে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকে। ১৮

গর্ভে স্থিত প্রাণীরা মল-মূত্র ও ঘর্মের মধ্যে থাকিয়া অত্যন্ত কঠোর স্পর্শযুক্ত ও দুঃখদায়ক ক্ষার, অম্ল ও কটু প্রভৃতি রস-সমূহের দ্বারা পক্ব হইতে থাকে, ইহাতে তাহাদের অতিশয় কষ্টভোগ করিতে হয়। ১৯

ইহা দেখা যায় যে, জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রাণিগণ নিজেদের কামনা-পূরণাদি বিষয়ে স্বাধীন থাকিতে পারে না। তাহারা সুখলাভ হইতে কর্মদোষে পুনঃ পুনঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, দুঃখে পাক হইতে থাকে, এই দুঃখ প্রতীকার করিতে অসমর্থ হয় এবং মাংসলোলুপ হয়। ২০

তাহারা নিজেদের পাপের জন্য কুম্ভীপাক নরকে পক্ব হইতে থাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করত আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করে। এইভাবে তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে ঘুরিতে থাকে। ২১

এই পৃথিবীতে সর্বত্র অনুসরণ করিয়া দেখা যায় যে, নিজের আত্মা হইতে অধিক প্রিয় আর কিছুই নাই। সেইজন্য সকল প্রাণীকে দয়া করিবে এবং সকলকে নিজের আত্মা বলিয়াই মনে করিবে। ২২

রাজন্! যে ব্যক্তি জীবনভর কোনও প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করেন না, তিনি স্বর্গে শ্রেষ্ঠ ও বিশাল স্থান লাভ করিয়া থাকেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ২৩

যাহারা জীবিত থাকিতে ইচ্ছুক প্রাণিগণের মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা পর জন্মে সেই প্রাণিগণের দ্বারা ভক্ষিত হয়। ইহাতে আমার কোনও সংশয় নাই। ২৪

মাং স ভক্ষয়তে যস্মাদ্ ভক্ষয়িষ্যে তমপ্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বমনুবুধ্যস্ব ভারত ॥ ২৫
ঘাতকো বধ্যতে নিত্যং তথা বধ্যতি ভক্ষিতা।
আক্রোষ্টা ক্রুধ্যতে রাজংস্তথা দ্বেষত্বমাপ্নুতে ॥ ২৬
যেন যেন শরীরেণ যদ্ যৎ কর্ম্ম করোতি যঃ।
তেন তেন শরীরেণ তত্তৎ ফলমুপাশ্নুতে ॥ ২৭
অহিংসা পরমো ধর্মস্তথাহিংসা পরো দমঃ।
অহিংসা পরমং দানমহিংসা পরমং তপঃ ॥ ২৮
অহিংসা পরমো যজ্ঞস্তথাহিংসা পরং ফলম্।
অহিংসা পরমং মিত্রমহিংসা পরমং সুখম্ ॥ ২৯

হে ভারত! (যাহাকে বধ করা হয়, সেই প্রাণী বলে—) এই ব্যক্তি যেহেতু আজ আমাকে ভক্ষণ করিতেছে, সেইহেতু আমিও তোমাকে কখনও না কখনও ভক্ষণ করিব। ইহাই মাংসের মাংসত্ব—ইহাকেই মাংস-শব্দের তাৎপর্য্য বলিয়া জানিও। ২৫

রাজন্! এই জন্মে যে জীবের হিংসা করা হয়, সেই জীব পর জন্মে নিজের ঘাতককে সর্ব্বদা বধ করে। পরে ভক্ষণকারীকেও সে বধ করে। যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিগণের নিন্দা করে, সে নিজেও অপরের ক্রোধ ও দ্বেষের পাত্র হয়। ২৬

যে ব্যক্তি যে যে শরীরে যে যে কর্ম্ম করে, সেই ব্যক্তি সেই সেই শরীরেই তত্তৎ কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। ২৭

অহিংসা পরম ধর্ম্ম, অহিংসা পরম সংযম, অহিংসা পরম দান এবং অহিংসা পরম তপস্যা। ২৮

অহিংসা পরম যজ্ঞ, অহিংসা পরম ফল, অহিংসা পরম মিত্র ও অহিংসা পরম সুখ। ২৯

সর্ব্বযজ্ঞেষু বা দানং সর্ব্বতীর্থেষু বাঽঽপ্লুতম্।
সর্ব্বদানফলং বাপি নৈতত্তুল্যমহিংসয়া ॥ ৩০
অহিংস্রস্য তপোঽক্ষয্যমহিংস্রো যজতে সদা।
অহিংস্রঃ সর্ব্বভূতানাং যথা মাতা যথা পিতা ॥ ৩১
এতৎ ফলমহিংসায়া ভূয়শ্চ কুরুপুঙ্গব।
ন হি শক্যা গুণা বক্তুমপি বর্ষশতৈরপি ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি অহিংসাফলকথনে ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৬

সমস্ত যজ্ঞে যে দান করা হয়, সমস্ত তীর্থে যে স্নান করা হয় এবং সমস্ত দানের যে ফল, এই সব মিলিত হইয়াও অহিংসার তুল্য হইতে পারে না। ৩০

যে হিংসা করে না, তাঁহার তপস্যা অক্ষয় হইয়া যায়। সে সর্ব্বদা যজ্ঞ করিবার ফল লাভ করে। অহিংসাপরায়ণ মানুষ সমস্ত প্রাণীর মাতা-পিতার সমান। ৩১

কুরুশ্রেষ্ঠ! ইহাই অহিংসার ফল। কেবল ইহাই নহে, ইহা হইতেও অধিক ফল অহিংসার দ্বারা লাভ হয়। অহিংসার দ্বারা প্রাপ্য গুণসমূহের বর্ণনা শতবর্ষেও করা যায় না। ৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে অহিংসার ফলবর্ণন বিষয়ক ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শুভকর্ম্মপ্রভাবেণ কস্যচিৎ কীটস্য পূর্ব্বজন্মস্মৃতিলাভঃ, কীটজন্মন্যপি মৃত্যুভয়ং সুখানুভূতিং চোপবর্ণ্য তস্য কল্যাণোপায়জিজ্ঞাসা চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অকামাশ্চ সকামাশ্চ যে হতাঃ স্ম মহামৃধে।
কাং গতিং প্রতিপন্নাস্তে তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১
দুঃখং প্রাণপরিত্যাগঃ পুরুষাণাং মহামৃধে।
জানাসি ত্বং মহাপ্রাজ্ঞ প্রাণত্যাগং সুদুষ্করম্ ॥ ২
সমৃদ্ধো বাসমৃদ্ধো বা শুভে বা যদি বাশুভে।
কারণং তত্র মে ব্রূহি সর্ব্বজ্ঞো হ্যসি মে মতঃ ॥ ৩

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়

[শুভকর্ম্মের প্রভাবে কোনও এক কীটের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি লাভ, কীটজন্মেও মৃত্যুর ভয় এবং সুখের অনুভূতি বলিয়া কীট কর্ত্তৃক নিজের কল্যাণের উপায় জিজ্ঞাসা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন! পিতামহ! যে যোদ্ধারা মহাসমরে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নিহত হন, তাঁহারা কিরূপ গতি লাভ করেন? তাহা আপনি আমাকে বলুন। ১

মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি ত' জানেন যে, মহারণে মানুষগণের পক্ষে প্রাণপরিত্যাগ করা কিরূপ দুঃখদায়ক হয়; কারণ, প্রাণত্যাগ করা অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য। ২

প্রাণী উন্নতি বা অবনতি, শুভ বা অশুভ কোনও অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করিতে ইচ্ছুক হয় না। ইহার কারণ আপনি আমাকে বলুন; যেহেতু আমার মতে আপনি সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ। ৩

ভীষ্ম উবাচ।

সমৃদ্ধো বাসমৃদ্ধো বা শুভে বা যদি বাশুভে।
সংসারেঽস্মিন্ সমায়াতাঃ প্রাণিনঃ পৃথিবীপতে॥ ৪

নিরতা যেন ভাবেন তত্র মে শৃণু কারণম্।
সম্যক্ চায়মনুপ্রশ্নস্ত্বয়োক্তস্তু যুধিষ্ঠির॥ ৫

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি পুরাবৃত্তমিদং নৃপ।
দ্বৈপায়নস্য সংবাদং কীটস্য চ যুধিষ্ঠির॥ ৬

ব্রহ্মভূতশ্চরন্ বিপ্রঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ পুরা।
দদর্শ কীটং ধাবন্তং শীঘ্রং শকটবর্ত্মনি॥ ৭

গতিজ্ঞঃ সর্বভূতানাং ভাষাজ্ঞশ্চ শরীরিণাম্।
সর্বজ্ঞঃ স তদা দৃষ্ট্বা কীটং বচনমব্রবীৎ॥ ৮

ব্যাস উবাচ।

কীট সন্ত্রস্তরূপোঽসি ত্বরিতশ্চৈব লক্ষ্যসে।
ক্ব ধাবসি তদাচক্ষ্ব কুতস্তে ভয়মাগতম্॥ ৯

ভীষ্ম বলিলেন,—পৃথিবীপতে! এই সংসারে আগত প্রাণীরা উন্নতি বা অবনতিতে এবং শুভ বা অশুভ সকল অবস্থাতেই সুখ মনে করে। তাহারা মৃত্যুবরণ করিতে বাসনা করে না। ইহার কারণ কি? তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যুধিষ্ঠির! তুমি এখন উত্তম প্রশ্ন উপস্থাপিত করিয়াছ। ৪-৫

নৃপ! যুধিষ্ঠির! এই বিষয়ে দ্বৈপায়ন ব্যাস ও এক কীটের সংবাদরূপ যে প্রাচীন প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত আছে, তাহা আমি তোমাকে বলিব। ৬

পুরাকালের বৃত্তান্ত, ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিপ্রবর ব্যাসদেব কোথাও যাইতেছেন। এমন সময় তিনি দেখিলেন,—একটি কীট শকট (গাড়ী) যাওয়ার পথ দিয়া অতি দ্রুততার সহিত পলায়ন করিতেছে। ৭

সর্বজ্ঞ ব্যাসদেব সমস্ত প্রাণিগণের গতি জানেন এবং সকল দেহধারী জীবের ভাষা বুঝিতে পারেন। তিনি সেই কীটকে দেখিয়া তাহাকে এই কথা বলিলেন। ৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—কীট! আজ তুমি অত্যন্ত ভীত এবং ব্যগ্র দেখিতেছি। বল, তুমি আজ কোথায় ধাবিত হইয়া যাইতেছ এবং কোথা হইতে তুমি ভয় প্রাপ্ত হইয়াছ? ৯

কীট বলিল,—মহামতে! এই যে বিশাল শকট (গরুর গাড়ী)

কীট উবাচ।

শকটস্যাস্য মহতো ঘোষং শ্রুত্বা ভয়ং মম।
আগতং বৈ মহাবুদ্ধে স্বন এষ হি দারুণঃ॥ ১০

শ্রূয়তে ন চ মাং হন্যাদিতি তস্মাদপক্রমে।
শ্বসতাঞ্চ শৃণোম্যেনং গোপুত্রাণাং প্রতোদ্যতাম্॥ ১১

বহতাং সুমহাভারং সন্নিকর্ষে স্বনং প্রভো।
নৃণাঞ্চ সংবাহয়তাং শ্রূয়তে বিবিধঃ স্বনঃ॥ ১২

শ্রোতুমস্মদ্বিধেনৈষ ন শক্যঃ কীটযোনিনা।
তস্মাদপক্রমাম্যেষ ভয়াদস্মাৎ সুদারুণাৎ॥ ১৩

দুঃখং হি মৃত্যুর্ভূতানাং জীবিতঞ্চ সুদুর্লভম্।
অতো ভীতঃ পলায়ামি গচ্ছেয়ং নাসুখং সুখাৎ॥ ১৪

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তু তং প্রাহ কুতঃ কীট সুখং তব।
মরণং তে সুখং মন্যে তির্যগ্‌যোনৌ তু বর্তসে॥ ১৫

শব্দং স্পর্শং রসং গন্ধং ভোগাংশ্চোচ্চাবচান্ বহূন্।
নাভিজানাসি কীট ত্বং শ্রেয়ো মরণমেব তে॥ ১৬

আসিতেছে, ইহার ঘর্ঘর শব্দ শুনিয়া আমার ভয় হইতেছে; কারণ, তাহার এই শব্দ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ১০

এই শব্দ যখন আমার কর্ণগোচর হয়, তখনই আমি পলাইয়া যাই, যাহাতে এই গাড়ী আসিয়া আমাকে না বিধ্বস্ত করিতে পারে। এই দেখুন, বৃষগণ বেত্রের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় বিশাল ভার বহন করিতে করিতে এদিকে আসিতেছে। প্রভো! উহার শব্দ অত্যন্ত নিকটে শুনা যাইতেছে। শকটের উপরে উপবিষ্ট মনুষ্যগণেরও নানাপ্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। ১১-১২

আমার ন্যায় কীটের পক্ষে এই ভয়ঙ্কর শব্দ ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ করা অসম্ভব। অতএব এই অতিশয় দারুণ ভয় হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য আমি এস্থান হইতে পলায়ন করিতেছি। ১৩

প্রাণিগণের পক্ষে মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখদায়ক হয়। নিজের জীবন সকলেরই অতিশয় দুর্লভ। অতএব আমি ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছি, যাহাতে আমি সুখ হইতে দুঃখে পতিত না হই। ১৪

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! কীট এই কথা বলিলে পর ব্যাসদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কীট! তোমার সুখ কোথায়? আমি ত' মনে করি যে, তোমার মৃত্যুই তোমার পক্ষে সুখের বিষয়, কারণ, তুমি তির্য্যগ্‌যোনিতে কীট হইয়া জন্মিয়াছ। ১৫

কীট উবাচ।

সর্বত্র নিরতো জীব ইতশ্চাপি সুখং মম।
চিন্তয়ামি মহাপ্রাজ্ঞ তস্মাদিচ্ছামি জীবিতুম্ ॥ ১৭
ইহাপি বিষয়ঃ সর্বো যথাদেহং প্রবর্তিতঃ।
মানুষাঃ স্থৈর্য্যজাশ্চৈব পৃথগ্‌ভোগা বিশেষতঃ ॥ ১৮
অহমাসং মনুষ্যো বৈ শূদ্রো বহুধনঃ প্রভো।
অব্রহ্মণ্যো নৃশংসশ্চ কদর্য্যো বৃদ্ধিজীবিনঃ ॥ ১৯
বাক্‌তীক্ষ্ণো নিকৃতিপ্রজ্ঞো দ্বেষ্টা বিশ্বস্য সর্বশঃ।
মিথ্যাকৃতোঽপি বিধিনা পরস্বহরণে রতঃ ॥ ২০
ভৃত্যাতিথিজনশ্চাপি গৃহে পর্য্যাশিতো ময়া।
মাৎসর্য্যাৎ স্বাদুকামেন নৃশংসেন বুভুক্ষতা ॥ ২১
দেবার্থং পিতৃযজ্ঞার্থমন্নং শ্রদ্ধাঽঽহৃতং ময়া।
ন দত্তমর্থকামেন দেয়মন্নং পুরা কিল ॥ ২২
গুপ্তং শরণমাশ্রিত্য ভয়েষু শরণাগতাঃ।
অকস্মাৎ তে ময়া ত্যক্তা ন ত্রাতা অভয়ৈষিণঃ ॥ ২৩
ধনং ধান্যং প্রিয়ান্ দারান্ যানং বাসস্তথাদ্ভুতম্।
শ্রিয়ং দৃষ্ট্বা মনুষ্যাণামসূয়ামি নিরর্থকম্ ॥ ২৪
ঈর্ষ্যুঃ পরসুখং দৃষ্ট্বা অন্যস্য ন বুভূষকঃ।
ত্রিবর্গহন্তা চান্যেষামাত্মকামানুবর্তকঃ ॥ ২৫
নৃশংসগুণভূয়িষ্ঠং পুরা কর্ম কৃতং ময়া।
স্মৃত্বা তদনুতপ্যেঽহং হিত্বা প্রিয়মিবাত্মজম্ ॥ ২৬
শুভানাং নাভিজানামি কৃতানাং কর্মণাং ফলম্।
মাতা চ পূজিতা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণশ্চার্চিতো ময়া ॥ ২৭
সকৃজ্জাতিগুণোপেতঃ সঙ্গত্যা গৃহমাগতঃ।
অতিথিঃ পূজিতো ব্রহ্মংস্তেন মাং নাজহাৎ স্মৃতিঃ ॥ ২৮

কীট! তোমার শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ ও বহু ক্ষুদ্র-বৃহৎ ভোগের অনুভব হয় না। অতএব তোমার মৃত্যুই তোমার পক্ষে কল্যাণকর ॥ ১৬

কীট বলিল,—মহাপ্রাজ্ঞ! জীব সকল যোনিতেই সুখ অনুভব করে। আমারও এই যোনিতে সুখ লাভ হইতেছে এবং এই চিন্তা করিয়াই আমি জীবিত থাকিবার বাসনা করিতেছি ॥ ১৭

এ জগতেও এই দেহানুসারে সকল বিষয় উপলব্ধ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মনুষ্যগণ ও স্থাবর প্রাণীরা পৃথক্ পৃথক্ ভোগ লাভ করে ॥ ১৮

প্রভো! আমি পূর্ব্ব জন্মে এক মনুষ্য ছিলাম, অতিশয় ধনশালী শূদ্র হইয়া জন্মিয়া ছিলাম। ব্রাহ্মণগণের প্রতি আমার মনে সমাদরের ভাব ছিল না। আমি নৃশংস, কদর্য্য (কৃপণ) ও সুদখোর ছিলাম ॥ ১৯

সকলকে কর্কশ বাক্য বলা, বুদ্ধিবলে প্রতারণা করা এবং সংসারের সমস্ত মানুষের প্রতি দ্বেষ করা—ইহাই আমার স্বভাব ছিল। মিথ্যা কথা বলিয়া ছলনা করা এবং অপরের ধন চুরি করা—ইহাই আমার কার্য্য ছিল ॥ ২০

আমি এরূপ নির্দয় ছিলাম যে, কেবল স্বাদগ্রহণের বাসনায় একাকীই ভোজন করিবার ইচ্ছা করিতাম এবং গৃহে অতিথি ও আশ্রিত জনগণকে ভোজন না করাইয়াই ঈর্ষ্যাবশতঃ আমি নিজেই ভোজন করিতাম ॥ ২১

পূর্ব্বজন্মে আমি দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের যজ্ঞের জন্য শ্রদ্ধাসহকারে অন্ন সংগ্রহ করিতাম; কিন্তু ধনসংগ্রহের বাসনায় সেই দেয় অন্নও আমি দান করিতাম না ॥ ২২

ভয়ের সময় অভয় লাভের ইচ্ছায় বহু শরণার্থী আমার নিকট আসিত, কিন্তু তাহাদিগকে শরণগ্রহণের যোগ্য সুরক্ষিত স্থানে লইয়া যাইয়াও আমি অকস্মাৎ তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিতাম, তাহাদের রক্ষা করিতাম না ॥ ২৩

অপর মনুষ্যগণের নিকটে ধন-ধান্য, সুন্দরী স্ত্রী, উত্তম যান, অদ্ভুত বস্ত্র ও অতিশয় সম্পত্তি দেখিয়া আমি অকারণ তাহাদের দোষ আবিষ্কার করিতাম ॥ ২৪

অপরের সুখ দেখিয়া আমার ঈর্ষ্যা হইত, অন্য কাহারও উন্নতি হউক, ইহা আমি ইচ্ছা করিতাম না। অপরের ধর্ম, অর্থ ও কামে বাধা সৃষ্টি করিতাম এবং সর্ব্বদা নিজের ইচ্ছারই অনুসরণ করিয়া যাইতাম ॥ ২৫

পূর্ব্বজন্মে প্রায়শঃ আমি এই কার্য্যই করিতাম, যাহাতে নৃশংসতারই প্রাচুর্য্য থাকিত। এখন সেই সব স্মরণ হওয়ায় আমার সেইভাবে অনুতাপ হইতেছে, যেরূপ কেহ নিজের প্রিয় পুত্রকে ত্যাগ করিয়া অনুতাপ করিতে থাকে ॥ ২৬

আমার পূর্ব্বকৃত শুভ কর্মসমূহের ফল এখন পর্য্যন্ত অনুভব হয় নাই। পূর্ব্বজন্মে আমি কেবল আমার বৃদ্ধা মাতার সেবা করিয়াছি এবং কাহারও সঙ্গবশতঃ আমার গৃহে আগত নিজ জাতীয় গুণসমূহে সম্পন্ন কোন এক ব্রাহ্মণ অতিথির আমি একবার সেবা করিয়াছিলাম। ব্রহ্মন্! সেই পুণ্যের প্রভাবেই আজ পর্য্যন্ত পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি আমাকে ত্যাগ করিয়া যায় নাই ॥ ২৭-২৮

কর্ম্মণা পুনরেবাহং সুখমাগামি লক্ষয়ে।
তচ্ছ্রোতুমহমিচ্ছামি ত্বত্তঃ শ্রেয়স্তপোধন ॥ ২৯

তপোধন! এখন আমি পুনরায় কোন শুভকর্ম্মের দ্বারা ভবিষ্যতে সুখ পাইবার আশা পোষণ করিতেছি। আমার সেই কল্যাণকারী কর্ম্ম কি? ইহা আমি আপনার নিকট হইতে শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি কীটোপাখ্যানে সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৭ ॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে কীটের উপাখ্যানবিষয়ক সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[কীটস্য ক্রমেণ ক্ষত্রিয়যোনৌ জন্ম গৃহীত্বা ব্যাসদেবস্য দর্শনলাভঃ, ব্যাসদেবেন তস্মৈ ব্রাহ্মণত্বস্য স্বর্গসুখস্যাক্ষয়-সুখস্য চ প্রাপ্তের্বরদানঞ্চ।]

ব্যাস উবাচ।

শুভেন কর্ম্মণা যদ্ বৈ তির্য্যগ্‌যোনৌ ন মুহ্যসে।
মমৈব কীট তৎ কর্ম্ম যেন ত্বং ন প্রমুহ্যসে ॥ ১
অহং ত্বাং দর্শনাদেব তারয়ামি তপোবলাৎ
তপোবলাদ্ধি বলবদ্ বলমন্যন্ন বিদ্যতে ॥ ২
জানামি পাপৈঃ স্বকৃতৈর্গতং ত্বাং কীট কীটতাম্
অবাপ্স্যসি পুনর্ধর্ম্মং ধর্ম্মং ত্বু যদি মন্যসে ॥ ৩
কর্ম্ম ভূমিকৃতং দেবা ভুঞ্জতে তির্য্যগাশ্চ যে।
ধর্ম্মোঽপি হি মনুষ্যেষু কামার্থশ্চ তথা গুণাঃ ॥ ৪
বাগ্-বুদ্ধি-পাণি-পাদৈশ্চ ব্যপেতস্য বিপশ্চিতঃ।
কিং হাস্যতি মনুষ্যস্য মন্দস্যাপি হি জীবতঃ ॥ ৫
জীবন্ হি কুরুতে পূজাং বিপ্রাগ্র্যঃ শশিসূর্য্যয়োঃ
ব্রুবন্নপি কথাং পুণ্যাং তত্র কীট ত্বমেষ্যসি ॥ ৬
গুণভূতানি ভূতানি তত্র ত্বমুপভোক্ষ্যসে।
তত্র তেঽহং বিনেষ্যামি ব্রহ্ম ত্বং যত্র বৈষ্যসি ॥ ৭
স তথেতি প্রতিশ্রুত্য কীটো বর্ত্ম্যতিষ্ঠত।
শকটো ব্রজংশ্চ সুমহানাগতশ্চ যদৃচ্ছয়া ॥ ৮

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

[কীটের ক্রমশঃ ক্ষত্রিয় যোনিতে জন্ম লইয়া ব্যাসদেবের দর্শন লাভ এবং ব্যাসদেব কর্ত্তৃক তাহাকে ব্রাহ্মণ হইবার ও স্বর্গসুখ এবং অক্ষয় সুখ প্রাপ্তির বরদান।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—কীট! তুমি যে শুভকর্ম্মের প্রভাবে তির্য্যক্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও মোহিত হও নাই, তাহা আমারই কর্ম্ম। আমার দর্শনপ্রভাবেই তুমি মোহগ্রস্ত হও নাই। ১

আমি নিজের তপোবলে কেবল দর্শনদান করিয়াই তোমাকে উদ্ধার করিয়া দিব; কারণ, তপোবল হইতে শ্রেষ্ঠ বল অন্য আর কিছুই নাই। ২

কীট! আমি জানি, নিজের পূর্ব্বকৃত পাপসমূহের জন্যই তোমাকে কীটযোনিতে আসিতে হইয়াছে। যদি এই সময় তোমার ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, তবে অবশ্যই তোমার ধর্ম্মপ্রাপ্তি হইবে। ৩

দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যক্‌যোনিতে জাত প্রাণীরা সকলেই এই কর্ম্মভূমিতে কৃত কর্ম্মসমূহেরই ফল ভোগ করে। অজ্ঞান মানুষের ধর্ম্মও কামনার জন্যই হইয়া থাকে এবং সে কামনাসিদ্ধির জন্যই নানা গুণসকলকে আশ্রয় করে। ৪

মানুষ মূর্খ হউক বা বিদ্বান্ হউক, যদি সে বাণী, বুদ্ধি, হস্ত ও পদরহিত হইয়া জীবিত থাকে, তবে সে কোন্ বস্তু ত্যাগ করিবে, সে ত' সকল পুরুষার্থ হইতে স্বয়ংই পরিত্যক্ত। ৫

কীট! কোন এক স্থানে এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাস করেন। তিনি জীবনে সদা সূর্য্য ও চন্দ্রেরই পূজা করিতেন এবং লোকসকলকে পবিত্র কথাসমূহ শ্রবণ করাইতেন। তাঁহার গৃহে তুমি (ক্রমশঃ) পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবে। ৬

সেখানে তুমি বিষয়সমূহকে সকল ভূতের বিকার মানিয়া অনাসক্তভাবে উপভোগ করিবে। সেই সময় আমি তোমার নিকট আসিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিব এবং তুমি যে লোকে যাইতে বাসনা করিবে, সেই লোকে তোমাকে পাঠাইয়া দিব। ৭

ব্যাসদেব এই কথা বলিলে পর সেই কীট 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইল এবং পথের মধ্যে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। এই সময়ে এক বিশাল

চক্রাক্রমেণ ভিন্নশ্চ কীটঃ প্রাণান্ মুমোচ হ ।
সম্ভূতঃ ক্ষত্রিয়কুলে প্রসাদাদমিতৌজসঃ ॥ ৯
তমৃষিং দ্রষ্টুমগমৎ সর্বাস্বন্যাসু যোনিষু ।
শ্বাবিদেগাধাবরাহাণাং তথৈব মৃগ-পক্ষিণাম্ ॥ ১০
শ্বপাক-শূদ্র-বৈশ্যানাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ যোনিষু ।
স কীট এবমাভাষ্য ঋষিণা সত্যবাদিনা ।
প্রতিস্মৃত্যাথ জগ্রাহ পাদৌ মূর্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১১

কীট উবাচ ।

ইদং তদতুল্যস্থানমীপ্সিতং দশভির্গুণৈঃ ।
যদহং প্রাপ্য কীটত্বমাগতো রাজপুত্রতাম্ ॥ ১২
বহন্তি মামতিবলাঃ কুঞ্জরা হেমমালিনঃ ।
স্যন্দনেষু চ কাম্বোজা যুক্তাঃ পরমবাজিনঃ ॥ ১৩
উষ্ট্রাশ্বতরযুক্তানি যানানি চ বহন্তি মাম্ ।
সবান্ধবঃ সহামাত্যশ্চাশ্নামি পিশিতৌদনম্ ॥ ১৪
গৃহেষু স্বনিবাসেষু সুখেষু শয়নেষু চ ।
বরার্হেষু মহাভাগ স্বপামি চ সুপূজিতঃ ॥ ১৫
সর্বেষ্বপররাত্রেষু সূত-মাগধ-বন্দিনঃ ।
স্তুবন্তি মাং যথা দেবা মহেন্দ্রং প্রিয়বাদিনঃ ॥ ১৬
প্রসাদাৎ সত্যসন্ধস্য ভবতোঽমিততেজসঃ ।
যদহং কীটতাং প্রাপ্য সম্প্রাপ্তো রাজপুত্রতাম্ ॥ ১৭
নমস্তেঽস্তু মহাপ্রাজ্ঞ কিং করোমি প্রশাধি মাম্ ।
ত্বত্তপোবলনির্দিষ্টমিদং প্রাপ্তং ময়া ॥ ১৮

ব্যাস উবাচ ।

অর্চিতোঽহং ত্বয়া রাজন্ বাগ্ভিরদ্য যদৃচ্ছয়া ।
অদ্য তে কীটতাং প্রাপ্য স্মৃতির্জাতা জুগুপ্সিতা ॥ ১৯
ন তু নাশোঽস্তি পাপস্য যত্ত্বয়োপচিতং পুরা ।
শূদ্রেণার্থপ্রধানেন নৃশংসেনাততায়িনা ॥ ২০
মম তে দর্শনং প্রাপ্তং তচ্চ বৈ সুকৃতং ত্বয়া ।
তির্যগ্যোনৌ স্ম জাতেন মম চাভ্যর্চনাৎ তথা ॥ ২১

যান অকস্মাৎ সেস্থানে আসিল এবং তাহার চক্রের চাপে ছিন্নভিন্ন হইয়া সেই কীট প্রাণত্যাগ করিল ॥ ৮½

তাহার পর সে ক্রমশঃ শ্বাবিৎ (সজারু), গোধা, শূকর, মৃগ, পক্ষী, চাণ্ডাল, শূদ্র ও বৈশ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে ক্ষত্রিয় জাতিতে উৎপন্ন হইয়া সে মহর্ষিকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করিল ॥ ৯-১০½

সে কীটযোনিতে সেই সত্যবাদী মহর্ষি ব্যাসদেবের সহিত কথাবার্তা বলিয়া যে এইভাবে উন্নতিশীল হইয়াছে, তাহা স্মরণ করত সেই ক্ষত্রিয় কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার চরণদ্বয়ে নিজের মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল ॥ ১১

কীট (ক্ষত্রিয়) বলিল,—ভগবন্ ! আজ আমার এই স্থান লাভ হইয়াছে, যাহার কোনও তুলনা নাই। ইহা আমি দশ জন্মে লাভ করিবার বাসনা করিতাম। ইহা আপনারই করুণা যে, আমি নিজের দোষে কীট হইয়াও আজ রাজকুমার হইয়াছি ॥ ১২

এখন স্বর্ণমাল্যে বিভূষিত অত্যন্ত বলবান্ গজরাজগণ আমাকে বহন করিয়া থাকে। উত্তম জাতির কাবুলদেশ জাত অশ্বগণ আমার রথে যোজিত আছে ॥ ১৩

উষ্ট্র ও খচ্চরগণে যোজিত যানসকল আমাকে বহন করিয়া লইয়া যায়। আমি বন্ধু-বান্ধব ও মন্ত্রিগণের সহিত মাংসসহ অন্ন ভোজন করি ॥ ১৪

মহাভাগ ! শ্রেষ্ঠপুরুষগণের থাকিবার যোগ্য নিজের নিবাসভূত সুন্দর অন্তঃপুরের মধ্যে সুখপ্রদ শয্যায় আমি অতিশয় সম্মানের সহিত নিদ্রা সুখ অনুভব করি ॥ ১৫

প্রতিদিন রাত্রির প্রথম প্রহরে সূত, মাগধ ও বন্দী জনগণ সেইভাবে আমার স্তুতি করে, যেরূপ দেবতারা প্রিয় বাক্য বলিয়া মহেন্দ্রের গুণ-গান করে ॥ ১৬

আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, অমিত তেজস্বী, আপনার কৃপা-প্রসাদেই আজ আমি কীট হইতে রাজপুত্র হইতে পারিয়াছি ॥ ১৭

মহাপ্রাজ্ঞ ! আপনাকে নমস্কার, আমাকে অনুমতি করুন, আমি আপনার কি সেবা করিব ? আপনার তপোবলেই আমার এই রাজপদ লাভ হইয়াছে ॥ ১৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—রাজন্ ! আজ তুমি নিজের বাক্যের দ্বারা আমার ভালভাবে স্তব করিয়াছ। আজ পর্য্যন্ত তোমার স্বীয় কীটযোনির ঘৃণিত স্মৃতি অর্থাৎ মাংস খাইবার প্রবৃত্তি রহিয়াছে ॥ ১৯

তুমি পূর্ব্বজন্মে প্রভূত অর্থবান্, নৃশংস ও আততায়ী শূদ্র হইয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলে, তাহার নাশ হয় নাই ॥ ২০

কীট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও যে তুমি আমার দর্শন লাভ করিয়াছ, তাহার পুণ্যের এই ফল যে, তুমি রাজপুত্র হইয়াছ এবং আজ যে তুমি আমার পূজা করিলে, ইহার ফলস্বরূপ তুমি এই ক্ষত্রিয়-জন্মের পর ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে ॥ ২১½

ইত্থং রাজপুত্রত্বাদ্ ব্রাহ্মণ্যং সমবাপ্স্যসি।
গোব্রাহ্মণকৃতে প্রাণান্ হুত্বাঽত্মানং রণাজিরে ॥ ২২
রাজপুত্র সুখং প্রাপ্য ক্রতূংশ্চৈবাপ্তদক্ষিণান্।
অথ মোদিষ্যসে স্বর্গে ব্রহ্মভূতোঽব্যয়ঃ সুখী ॥ ২৩
তির্য্যগ্‌যোন্যাঃ শূদ্রতামভ্যুপৈতি
শূদ্রো বৈশ্যং ক্ষত্রিয়ত্বঞ্চ বৈশ্যঃ।

রাজকুমার! তুমি নানাপ্রকার সুখ ভোগ করিয়া শেষে গো ও ব্রাহ্মণগণের রক্ষার জন্য রণাঙ্গনে নিজের প্রাণ আহুতি দান করিবে। তারপর ব্রাহ্মণরূপে পর্য্যাপ্ত দক্ষিণাবিশিষ্ট যজ্ঞ সমূহের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করিবে। তদনন্তর অবিনাশী ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া অক্ষয় আনন্দ অনুভব করিবে। ২২-২৩

বৃত্তশ্লাঘী ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণত্বং
স্বর্গং পুণ্যং ব্রাহ্মণঃ সাধুবৃত্তঃ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্মপর্ব্বণি কীটোপাখ্যানে অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৮

তির্য্যগ্‌যোনিতে পতিত জীব যখন ক্রমশঃ উন্নীত হইতে থাকে, তখন সে সেখান হইতে প্রথমে শূদ্রত্ব লাভ করে। শূদ্র বৈশ্যযোনি, বৈশ্য ক্ষত্রিয়যোনি এবং সদাচারে সুশোভিত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণযোনি প্রাপ্ত হয়। তারপর সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ পুণ্যময় স্বর্গলোকে গমন করেন। ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে কীটের উপাখ্যানবিষয়ক অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রাহ্মণযোনিজাতস্য কীটস্য ব্রহ্মলোকং গত্বা সনাতনব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ]

ভীষ্ম উবাচ।
ক্ষত্রধর্মমনুপ্রাপ্তঃ স্মরন্নেব চ বীর্য্যবান্।
ত্যক্ত্বা স কীটতাং রাজংশ্চচার বিপুলং তপঃ ॥ ১
তস্য ধর্মার্থবিদুষো দৃষ্ট্বা তদ্ বিপুলং তপঃ।
আজগাম দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা ॥ ২
ব্যাস উবাচ।
ক্ষাত্রং দেবব্রতং কীট ভূতানাং পরিপালনম্।
ক্ষাত্রং দেবব্রতং ধ্যায়ংস্ততো বিপ্রত্বমেষ্যসি ॥ ৩

পাহি সর্বাঃ প্রজাঃ সম্যক্ শুভাশুভবিদাত্মবান্।
শুভৈঃ সংবিভজন্ কামৈরশুভানাঞ্চ পাবনৈঃ ॥ ৪
আত্মবান্ ভব সুপ্রীতঃ স্বধর্মাচরণে রতঃ।
ক্ষাত্রীং তনুং সমুৎসৃজ্য ততো বিপ্রত্বমেষ্যসি ॥ ৫
ভীষ্ম উবাচ।
সোঽপ্যরণ্যমনুপ্রাপ্য পুনরেব যুধিষ্ঠির।
মহর্ষের্বচনং শ্রুত্বা প্রজা ধর্মেণ পাল্য চ ॥ ৬
অচিরেণৈব কালেন কীটঃ পার্থিবসত্তম।
প্রজাপালনধর্মেণ প্রেত্য বিপ্রত্বমাগতঃ ॥ ৭

একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[কীটের ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করত সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্তি।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এইভাবে কীট-জন্ম ত্যাগ করিয়া (নিজের পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্তস্মরণকারী) সেই জীব ক্ষত্রিয় ধর্ম্মলাভ করত বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিল এবং কঠোর তপস্যা করিতে লাগিল। ১

ধর্ম ও অর্থ তত্ত্বসম্বন্ধে অভিজ্ঞ এই রাজকুমারের সেই কঠোর তপস্যা দেখিয়া বিপ্রবর শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব সেই সময় তাঁহার নিকটে আসিলেন। ২

ব্যাসদেব বলিলেন,—পূর্ব্বজন্মের কীট! প্রাণিগণকে রক্ষা করাই হইল দেবতাদিগের ব্রত এবং ইহাই ক্ষাত্র ধর্ম। ইহার চিন্তা ও পালন করিয়া তুমি পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। ৩

তুমি শুভ ও অশুভের জ্ঞান লাভ করিয়াছ, অতএব নিজের মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া প্রজা পালন কর। উত্তম ভোগসমূহ দান করিতে করিতে অশুভ দোষসকলকে ক্ষালিত করিয়া প্রজাদিগকে পবিত্র করত আত্মজ্ঞানী ও সুপ্রসন্ন হও এবং সদা স্বধর্ম্মের আচরণে নিরত থাক। তদনন্তর ক্ষত্রিয়-দেহ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবে। ৪-৫

ভীষ্ম বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! তারপর অরণ্যে গমন করত সেই ভূতপূর্ব্ব কীট মহর্ষি বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনরূপ ধর্ম্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিল। ৬-৭

ততস্তং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা পুনরেব মহাযশাঃ।
আজগাম মহাপ্রাজ্ঞঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা ॥ ৮

ব্যাস উবাচ।

ভো ভো ব্রহ্মর্ষভ শ্রীমন্ মা ব্যথিষ্ঠাঃ কথঞ্চন।
শুভকৃচ্ছুভযোনীষু পাপকৃৎ পাপযোনিষু ॥ ৯
উপপদ্যতি ধর্মজ্ঞ যথাপাপফলোপগম্।
তস্মান্মৃত্যুভয়াৎ কীট মা ব্যথিষ্ঠাঃ কথঞ্চন ॥ ১০
ধর্মলোপভয়ং তে স্যাৎ তস্মাদ্ ধর্মং চরোত্তমম্।

কীট উবাচ।

সুখাৎ সুখতরং প্রাপ্তো ভগবংস্ত্বৎকৃতে হ্যহম্ ॥ ১১
ধর্মমূলাং শ্রিয়ং প্রাপ্য পাপ্মা নষ্ট ইহাদ্য মে।

ভীষ্ম উবাচ।

ভগবদ্বচনাৎ কীটো ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্য দুর্লভম্ ॥ ১২
অকরোৎ পৃথিবীং রাজন্ যজ্ঞযূপশতাঙ্কিতাম্।
ততঃ সালোক্যমগমদ্ ব্রহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ১৩
অবাপ চ পদং কীটঃ পার্থ ব্রহ্ম সনাতনম্।
স্বকর্মফলনির্বৃত্তং ব্যাসস্য বচনাৎ তদা ॥ ১৪
তেঽপি যস্মাৎ প্রভাবেণ হতাঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ।
সম্প্রাপ্তাস্তে গতিং পুণ্যাং তস্মান্মা শোচ পুত্রক ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি কীটোপাখ্যানে
একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৯

তাহাকে ব্রাহ্মণ হইতে দেখিয়া মহাযশস্বী মহাজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব পুনরায় তাঁহার নিকটে আসিলেন ॥ ৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—শ্রীমন্! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! এখন তুমি কোনরূপেই ব্যথিত হইওনা। উত্তম কর্মকারী উত্তম যোনিতে এবং পাপ কর্মকারী পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৯

ধর্মজ্ঞ! মানুষ যেরূপ পাপকর্ম করে, সে তদনুসারেই তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে। ভূতপূর্ব কীট! অতএব এখন তুমি মৃত্যুর ভয়ে কোনরূপ ব্যথিত হইও না। কিন্তু তোমার ধর্মলোপের ভয় অবশ্যই হওয়া উচিত, সেইজন্য উত্তম ধর্মের আচরণ করিতে থাক ॥ ১০½

ভূতপূর্ব কীট বলিল,—ভগবন্! আপনারই করুণায় আমি সুখ হইতে অধিক সুখ প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন এই জন্মে ধর্মমূলক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া আমার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ১১½

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ ব্যাসদেবের কথানুসারে সেই ভূতপূর্ব কীট দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া পৃথিবীকে শতযজ্ঞ যূপের চিহ্নে অঙ্কিত করিয়া দিল। তদনন্তর ব্রহ্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া তিনি ব্রহ্মসালোক্য প্রাপ্ত হইলেন অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করত সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিলেন ॥ ১২-১৩

পার্থ! ব্যাসদেবের বাক্যানুসারে তিনি স্বধর্ম পালন করিয়াছিলেন। তাহারই এই ফল হইল যে, সেই ভূতপূর্ব কীট সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইল ॥ ১৪

পুত্র! (ক্ষত্রিয়-জন্মে সেই কীট যুদ্ধ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল, সেইজন্য সে উত্তম গতি লাভ করে।) এইভাবে যে সব প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয় নিজের শক্তির পরিচয় দান করিতে করিতে এই রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছেন, তাঁহারাও পুণ্যময়ী গতি লাভ করিয়াছেন। অতএব তুমি তাঁহাদের জন্য শোক করিও না ॥ ১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে কীটের উপাখ্যানবিষয়ক একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্যাসদেব-মৈত্রেয়সংবাদঃ—দানস্য প্রশংসা, কর্ম্মণাং রহস্যকথনঞ্চ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

বিদ্যা তপশ্চ দানঞ্চ কিমেতেষাং বিশিষ্যতে ।
পৃচ্ছামি ত্বাং সতাং শ্রেষ্ঠ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
মৈত্রেয়স্য চ সংবাদং কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্য চ ॥ ২
কৃষ্ণদ্বৈপায়নো রাজন্নজ্ঞাতচরিতং চরন্ ।
বারাণস্যামুপতিষ্ঠন্মৈত্রেয়ং স্বৈরিণীকুলে ॥ ৩
তমুপস্থিতমাসীনং জ্ঞাত্বা স মুনিসত্তম ।
অর্চিত্বা ভোজয়ামাস মৈত্রেয়োঽশনমুত্তমম্ ॥ ৪
তদন্নমুত্তমং ভুক্ত্বা গুণবৎ সার্ব্বকামিকম্ ।
প্রতিষ্ঠমানোঽস্ময়ত প্রীতঃ কৃষ্ণো মহামনাঃ ॥ ৫
তমুৎস্ময়ন্তং সম্প্রেক্ষ্য মৈত্রেয়ঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ ।
কারণং ব্রূহি ধর্ম্মাত্মন্ ব্যস্ময়িষ্ঠাঃ কুতশ্চ তে ॥ ৬
তপস্বিনো ধৃতিমতঃ প্রমোদঃ সমুপাগতঃ ।
এতৎ পৃচ্ছামি তে বিদ্বন্নভিবাদ্য প্রণম্য চ ॥ ৭
আত্মনশ্চ তপোভাগ্যং মহাভাগ্যং তবেহ চ ।
পৃথগাচারতস্তাত পৃথগাত্মসুখাত্মনোঃ ॥
অল্পান্তরমহং মন্যে বিশিষ্টমপি চাম্বয়াৎ ॥ ৮

ব্যাস উবাচ ।

অতিচ্ছন্দাতিবাদাভ্যাং স্ময়োঽয়ং সমুপাগতঃ ।
অসত্যং বেদবচনং কস্মাদ্ বেদোঽনৃতং বদেৎ ॥ ৯

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

[ব্যাসদেব ও মৈত্রেয়ের সংবাদ—দানের প্রশংসা ও কর্ম্মের রহস্য কথন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ ! বিদ্যা, তপ ও দান—ইহাদের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ ? ইহা আমি আপনার নিকট হইতে শুনিতে বাসনা করি, আপনি আমাকে বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! এ বিষয়ে মহাত্মা পুরুষগণ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ও মৈত্রেয়ের সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ২

রাজন্ ! কোনও এক সময়ের কথা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব গুপ্তরূপে বিচরণ করিতে করিতে বারাণসী পুরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । সেখানে মুনিগণের মণ্ডলীমধ্যে (বা গৃহে) উপবিষ্ট মুনিবর মৈত্রেয়ের নিকট গমন করিলেন ॥ ৩

পার্শ্বে আসিয়া উপবিষ্ট মুনিবর ব্যাসদেবকে জানিতে পারিয়া মৈত্রেয়মুনি তাঁহার পূজা করিলেন এবং তাঁহাকে উত্তম অন্ন ভোজন করাইলেন ॥ ৪

সেই উত্তম গুণকারক ও সকলের রুচির অনুকূল অন্ন ভোজন করিয়া মহামনাঃ ব্যাসদেব প্রীত হইলেন । তারপর সেস্থান হইতে গমন করিবার সময় তিনি বিস্মিত হইলেন ॥ ৫

তাঁহাকে বিস্ময়প্রকাশ করিতে দেখিয়া মৈত্রেয়মুনি ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ধর্ম্মাত্মন্ ! বিদ্বন্ ! আমি আপনাকে অভিবাদন * এবং প্রণাম করিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনি যে বিস্ময়প্রকাশ করিলেন, ইহার কারণ কি ? আপনার এই বিস্ময় কোথা হইতে আসিল ? আপনি তপস্বী ও ধৈর্য্যবান্ । আপনার কিরূপে সহসা উল্লাস আসিয়া উপস্থিত হইল ? ইহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ৬-৭

তাত ! আমি আপনার মধ্যে তপস্যাজনিত সৌভাগ্য দেখিতে পাইতেছি এবং আপনার মধ্যে (সহজাত) মহাভাগ্য প্রতিষ্ঠিত আছে । (কারণ, আপনি আমার গুরুপুত্র ।) জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে আমি অত্যন্ত অল্পই পার্থক্য আছে বলিয়া মনে করি । পরমাত্মার সকল পদার্থের সহিত সম্বন্ধ আছে; কারণ, তিনি সর্ব্বব্যাপী । সেই জন্য আমি তাঁহাকে জীবাত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি । কিন্তু আপনি ত' জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভিন্ন বলিয়া জানেন, অথচ আপনার আচরণ এই জ্ঞান হইতে ভিন্ন প্রতিভাত হইতেছে ; কারণ, আপনার কিছু বিস্ময় হইয়াছে এবং আমার হয় নাই ॥ ৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! অতিথিকে অত্যন্ত গৌরব প্রদান করিতে করিতে তাঁহার ইচ্ছানুসারে সৎকার করাকে

---

* পূজনীয় পুরুষের চরণদ্বয় হস্তে ধারণ করিয়া যে নমস্কার করা হয়, তাহাকে 'অভিবাদন' বলে এবং দুই হস্ত অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া উহাকে নিজের ললাটে স্পর্শ করত মস্তক নত করিয়া বন্দনীয় পুরুষকে যে নমস্কার করা হয়, তাহাকে 'প্রণাম' বলা হইয়া থাকে ।

ত্রীণ্যেব তু পদান্যাহুঃ পুরুষস্যোত্তমং ব্রতম্ ।
ন দ্রুহ্যেচ্চৈব দদ্যাচ্চ সত্যং চৈব পরং বদেৎ ॥ ১০
ইতি বেদোক্তমৃষিভিঃ পুরস্তাৎ পরিকল্পিতম্ ।
ইদানীং চৈব নঃ কৃত্যং পুরস্তাচ্চ পরিশ্রুতম্ ॥ ১১
অল্পোঽপি তাদৃশো দায়ো ভবত্যুত মহাফলঃ ।
তৃষিতায় চ যে দত্তং হৃদয়েনানসূয়তা ॥ ১২
তৃষিতক্ষুধিতায় ত্বং দত্ত্বৈতদ্ দর্শনং মম ।
অজৈষীর্মহতো লোকান্ মহাযজ্ঞৈরিব প্রভো ॥ ১৩
ততো দানপবিত্রেণ প্রীতোঽস্মি তপসৈব চ ।
পুণ্যস্যৈব হি তে সত্ত্বং পুণ্যস্যৈব চ দর্শনম্ ॥ ১৪
পুণ্যস্যৈবাভিগন্ধস্তে মন্যে কর্ম্মবিধানজম্ ।
অধিকং মার্জনাৎ তাত তথা চৈবানুলেপনাৎ ॥ ১৫

শুভং সর্বপবিত্রেভ্যো দানমেব পরং দ্বিজ ।
নো চেৎ সর্বপবিত্রেভ্যো দানমেব পরং ভবেৎ ॥ ১৬
যানীমান্যুত্তমানীহ বেদোক্তানি প্রশংসসি ।
তেষাং শ্রেষ্ঠতরং দানমিতি মে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭
দানকৃদ্ভিঃ কৃতঃ পন্থা যেন যান্তি মনীষিণঃ ।
তে হি প্রাণস্য দাতারস্তেষু ধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৮
যথা বেদাঃ স্বধীতাশ্চ যথা চেন্দ্রিয়সংযমঃ ।
সর্বত্যাগো যথা চেমং তথা দানমনুত্তমম্ ॥ ১৯
ত্বং হি তাত মহাবুদ্ধে সুখমেষ্যসি শোভনম্ ।
সুখাৎ সুখতরপ্রাপ্তিমাপ্নুতে মতিমান্নরঃ ॥ ২০
তন্নঃ প্রত্যক্ষমেবেদমুপলভ্যমসংশয়ম্ ।
শ্রীমন্তঃ প্রাপ্নুবন্ত্যর্থান্ দানং যজ্ঞং তথা সুখম্ ॥ ২১

'অভিচ্ছন্দ' বলে এবং বাক্যের দ্বারা অতিথির যে গৌরব প্রকাশ করা হয়, তাহাকে 'অভিবাদ' বলে। আমি এস্থানে অভিচ্ছন্দ ও অভিবাদ উভয়ই প্রাপ্ত হইয়াছি, সেইজন্য আমার এই বিস্ময় ও হর্ষোল্লাস প্রকাশিত হইয়াছে। (দান ও আতিথ্যাদির মহত্ত্ব বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে।) বেদবাক্য কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। কেনই বা বেদ মিথ্যা বলিবেন ? ৯

বেদ মনুষ্যের জন্য তিনটি বাক্যে উত্তম ব্রতের কথা বলিয়াছেন— ১। কাহারও প্রতি দ্রোহ করিবে না। ২। দান করিবে। ৩। এবং অপরকে সদা সত্য কথা বলিবে॥ ১০

বেদের এই বাক্য সর্ব্বপ্রথমে ঋষিগণ পালন করিয়াছেন। আমরাও বহু পূর্ব হইতেই ইহা শ্রবণ করিয়াছি এবং এই সময়েও বেদের এই আজ্ঞা পালন করা আমাদের কর্ত্তব্য। ১১

শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রদত্ত অল্পও দান মহাফল প্রদান করে। তুমিও ঈর্ষ্যারহিত হৃদয়ে তৃষিত ও ক্ষুধিত অতিথিকে অন্ন-জলদান করিয়াছ। ১২

প্রভো! আমি ক্ষুধিত ও তৃষিত ছিলাম। তুমি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অন্ন এবং জল আমাকে প্রদান করিয়া তৃপ্ত করিয়াছ। এই পুণ্যের প্রভাবে মহাযজ্ঞসমূহের দ্বারা প্রাপ্য উত্তম লোকসকল তুমি জয় করিয়াছ—ইহা আমার প্রত্যক্ষ দর্শন হইতেছে। ১৩

এই দানের দ্বারা পবিত্র তোমার তপস্যায় আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার বল পুণ্যেরই বল এবং তোমার দর্শনও পুণ্যেরই দর্শন। ১৪

তোমার দেহ হইতে যে সদা পুণ্যের গন্ধ বাহির হইতেছে, ইহাকে আমি দানরূপ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানেরই ফল বলিয়া মনে করি। তাত! দান করা তীর্থস্নান এবং বৈদিক ব্রত পূরণ করা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ১৫

ব্রহ্মন্! যত পবিত্র কর্ম আছে, সেই সবের মধ্যে দানই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পবিত্র ও কল্যাণকারী কর্ম। যদি দান-ই সমস্ত পবিত্র বস্তুসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ না হইত, তাহা হইলে বেদশাস্ত্রে এইভাবে তাহার প্রশংসা করা হইত না। ১৬

তুমি যে যে বেদোক্ত উত্তম কর্মকে এ জগতে প্রশংসা কর, সেই সব হইতে দান শ্রেষ্ঠ—এ বিষয়ে আমার কোনও সংশয় নাই। ১৭

দাতাগণ যে পথ দেখাইয়াছেন, সেই পথেই মনীষী পুরুষেরা গমন করেন। দাতাগণ প্রাণদাতা বলিয়াই অভিহিত হন। তাঁহাদের মধ্যেই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন। ১৮

যেরূপ বেদের স্বাধ্যায়, ইন্দ্রিয়গণের সংযম ও সর্বস্বত্যাগ উত্তম, সেইরূপ এ সংসারে দানও সর্বোত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৯

তাত! মহাবুদ্ধে! এই দানের জন্য তুমি উত্তম সুখ লাভ করিবে। বুদ্ধিমান্ মানুষ দান করিয়া উত্তরোত্তর সুখ লাভ করিয়া থাকে। ২০

এ বিষয় আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। আমাদের নিঃসংশয়ে ইহাই বুঝিতে হইবে। তোমার ন্যায় গুণসম্পন্ন পুরুষগণ যখন ধনপ্রাপ্ত হন, তখন উহার দ্বারা তাঁহারা দান, যজ্ঞ ও সুখভোগ করেন। ২১

সুখাদেব পরং দুঃখং দুঃখাদপ্যপরং সুখম্।
দৃশ্যতে হি মহাপ্রাজ্ঞ নিয়তং বৈ স্বভাবতঃ ॥ ২২
ত্রিবিধানীহ বৃত্তানি নরস্যাহুর্মনীষিণঃ।
পুণ্যমন্যৎ পাপমন্যন্ন পুণ্যং ন চ পাপকম্ ॥ ২৩
ন বৃত্তং মন্যতে তস্য মন্যতে ন চ পাতকম্।
অথ স্বকর্মনির্বৃত্তং ন পুণ্যং ন চ পাপকম্ ॥ ২৪
যজ্ঞ-দান-তপঃশীলা নরা বৈ পুণ্যকর্মিণঃ।
যেঽভিদ্রুহ্যন্তি ভূতানি তে বৈ পাপকৃতো জনাঃ ॥ ২৫

দ্রব্যাণ্যাদদতে চৈব দুঃখং যান্তি পতন্তি চ।
ততোঽন্যৎ কর্ম যৎকিঞ্চিন্ন পুণ্যং ন চ পাতকম্ ॥২৬
রমস্বৈধস্ব মোদস্ব দেহি চৈব যজস্ব চ।
ন ত্বামভিভবিষ্যন্তি বৈদ্যা ন চ তপস্বিনঃ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্মপর্ব্বণি মৈত্রেয়ভিক্ষায়াং
বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২০

মহাপ্রাজ্ঞ! কিন্তু যাহারা বিষয় সুখে আসক্ত থাকে, তাহারা সুখ হইতে মহাদুঃখে পতিত হয়। যাঁহারা তপস্যাদির দ্বারা দুঃখ ভোগ করেন, তাঁহারা দুঃখ হইতেই সুখ লাভ করিয়া থাকেন। সুখ ও দুঃখ মানুষের স্বভাবানুসারে নিয়ত আছে ॥২২

জগতে মনীষী পুরুষগণ মানুষের তিন প্রকার আচরণের কথা বলেন—পুণ্যময়, পাপময় ও পুণ্য-পাপ এই উভয় রহিত।

ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ কর্ত্তৃত্বের অভিমানরহিত হন। অতএব তাঁহার কৃত কর্ম্মকে না পুণ্য ও না পাপ বলা যায়। তাঁহার নিজের কর্ম্মজনিত পুণ্য ও পাপ লাভ হয় না ॥ ২৪

যাঁহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যায় নিরত থাকেন, সেই মনুষ্যগণই পুণ্যকর্মকারী হন এবং যাহারা প্রাণীদিগের সহিত দ্রোহ করে, সেই সব মানুষই পাপকর্ম্মকারী হয় ॥ ২৫

যে মানুষেরা অপরের ধন চুরি করে, তাহারা দুঃখ পায় এবং নরকে পতিত হয়। এই পূর্ব্বোক্ত শুভাশুভ কর্ম্ম হইতে ভিন্ন যে সাধারণ চেষ্টা, তাহা পুণ্যও নহে ও পাপও নহে ॥ ২৬

মহর্ষে! তুমি আনন্দ সহকারে স্বধর্ম্মপালনে নিরত থাক, তোমার নিরন্তর উন্নতি হউক, তুমি প্রসন্ন থাক, দান কর এবং যজ্ঞ কর। তাহা হইলে বিদ্বান্ এবং তপস্বিগণও তোমাকে পরাভূত করিতে পারিবেন না ॥ ২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে মৈত্রেয়ের ভিক্ষাবিষয়ক বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্যাস-মৈত্রেয়সংবাদে—বিদ্বন্-সদাচারি-ব্রাহ্মণস্য সমীপে অন্নদানস্য প্রশংসা।]

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ মৈত্রেয়ঃ কর্ম্মপূজকঃ।
অত্যন্তশ্রীমতি কুলে জাতঃ প্রাজ্ঞো বহুশ্রুতঃ ॥ ১

মৈত্রেয় উবাচ।

অসংশয়ং মহাপ্রাজ্ঞ যথৈবাত্থ তথৈব তৎ।
অনুজ্ঞাতশ্চ ভবতা কিঞ্চিদ্ ব্রূয়ামহং বিভো ॥ ২

ব্যাস উবাচ।

যদ্ যদিচ্ছসি মৈত্রেয় যাবদ্ যাবদ্ যথা যথা।
ব্রূহি তত্ত্বং মহাপ্রাজ্ঞ শুশ্রূষে বচনং তব ॥ ৩

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ব্যাস-মৈত্রেয়-সংবাদে—বিদ্বান্ ও সদাচারী ব্রাহ্মণের নিকট অন্নদানের প্রশংসা।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ব্যাসদেব এই কথা বলিলে পর অত্যন্ত শ্রীসম্পন্ন কুলে উৎপন্ন, বহুশ্রুত বিদ্বান্ এবং কর্ম্মপূজক মৈত্রেয় তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১

মৈত্রেয় বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি যেরূপ বলিলেন, তাহা যথার্থই—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। প্রভো! যদি আপনি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি কিছু বলিব ॥ ২

ব্যাসদেব বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ মৈত্রেয়! তুমি যাহা যাহা, যত যত এবং যেরূপ যেরূপ কথা বলিতে ইচ্ছা কর, বল। আমি তোমার কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩

মৈত্রেয় উবাচ।

নির্দোষং নির্মলং চৈবং বচনং দানসংহিতম্।
বিদ্যা-তপোভ্যাং হি ভবান্ ভাবিতাত্মা ন সংশয়ঃ ॥ ৪
ভবতো ভাবিতাত্মস্য লাভোঽয়ং সুমহান্ মম।
ভূয়ো বুদ্ধ্যানুপশ্যামি সুসমৃদ্ধতপা ইব ॥ ৫
অপি নো দর্শনাদেব ভবতোঽভ্যুদয়ো ভবেৎ।
মন্যে ভবৎপ্রসাদোঽয়ং তদ্ধি কর্ম স্বভাবতঃ ॥ ৬
তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চাপ্যেতদ্ ব্রাহ্মণ্যকারণম্।
ত্রিভির্গুণৈঃ সমুদিতস্ততো ভবতি বৈ দ্বিজঃ ॥ ৭
অস্মিংস্তৃপ্তে চ তৃপ্যন্তে পিতরো দৈবতানি চ।
ন হি শ্রুতবতাং কিঞ্চিদধিকং ব্রাহ্মণাদৃতে ॥ ৮
অন্ধং স্যাৎ তম এবেদং ন প্রজ্ঞায়েত কিঞ্চন।
চাতুর্বর্ণ্যং ন বর্ত্তেত ধর্মাধর্মাবৃতানৃতে ॥ ৯
যথা হি সুকৃতে ক্ষেত্রে ফলং বিন্দতি মানবঃ।
এবং দত্ত্বা শ্রুতবতি ফলং দাতা সমশ্নুতে ॥ ১০
ব্রাহ্মণশ্চেন্ন বিন্দেত শ্রুতবৃত্তোপসংহিতঃ।
প্রতিগ্রহীতা দানস্য মোঘং স্যাদ্ ধনিনাং ধনম্ ॥ ১১
অদন্নবিদ্বান্ হন্ত্যন্নমদ্যমানঞ্চ হন্তি তম্।
তং চান্নং পাতি যশ্চান্নং স হত্বা হন্যতেঽবুধঃ ॥ ১২
প্রভুর্হ্যন্নমদন্ বিদ্বান্ পুনর্জনয়তীশ্বরঃ।
স চান্নাজ্জায়তে তস্মাৎ সূক্ষ্ম এষ ব্যতিক্রমঃ ॥ ১৩
যদেব দদতঃ পুণ্যং তদেব প্রতিগৃহ্ণতঃ।
ন হ্যেকচক্রং বর্ত্তেত ইত্যেবমৃষয়ো বিদুঃ ॥ ১৪

মৈত্রেয় বলিলেন,—মুনে! আপনি দানের সম্বন্ধে যে কথা বলিলেন; তাহা নির্দোষ ও নির্মল। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, আপনি বিদ্যা ও তপস্যার দ্বারা নিজের অন্তঃকরণকে পরম পবিত্র করিয়াছেন। ৪

আপনি শুদ্ধচিত্ত, সেইজন্য আপনার আগমনে আমার এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট লাভ হইয়াছে। এই বিষয় আমি সমৃদ্ধিশালী তপস্বী মহর্ষিগণের ন্যায় বুদ্ধির দ্বারা বারংবার বিচার করিয়া প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। ৫

আপনার দর্শনেই আমাদের মহৎ অভ্যুদয় হইতে পারে। আপনি যে আজ দর্শন দিলেন, তাহা আপনার করুণা বলিয়াই আমি মনে করি। এই কর্ম্মও আপনার কৃপায় স্বভাবতই হইয়াছে। ৬

ব্রাহ্মণত্বের তিনটি কারণ স্বীকৃত হইয়াছে—তপস্যা, শাস্ত্রজ্ঞান ও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে জন্ম। যিনি এই ত্রিবিধ গুণসম্পন্ন, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। ৭

এরূপ ব্রাহ্মণ তৃপ্ত হইলে পর দেবতা ও পিতৃগণও তৃপ্ত হন। বিদ্বান্‌গণের পক্ষে ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনও মান্য পুরুষ নাই। ৮

যদি ব্রাহ্মণ না থাকেন, তবে এই সম্পূর্ণ জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। কাহারও কোনও কিছু বোধ থাকে না এবং চারি বর্ণের স্থিতি, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সত্যাসত্য কিছুই থাকে না। ৯

যেরূপ মানুষ উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া প্রস্তুত ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে পর তাহার ফল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া দাতা নিশ্চয়ই তাহার ফলভাগী হইয়া থাকে। ১০

যদি দানগ্রহণের প্রধান অধিকারী বিদ্যা ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ধন না পান, তবে ধনিগণের ধন বিফল হইয়া যায়। ১১

মূর্খ মানুষ যদি কাহারও অন্ন ভোজন করে, তবে সেই অন্নকে নষ্ট করিয়া দেয় অর্থাৎ অন্নদাতা সেই অন্নের কিছু ফল পান না। এইভাবে অন্ন ভোজন করিলে সেই ভুক্ত অন্নও মূর্খ ভোক্তাকে নষ্ট করিয়া দেয়। যে ব্যক্তি ইহা বুঝিয়া অন্ন ও দাতাকে রক্ষা করেন, তাঁহাকে সেই অন্নও রক্ষা করিয়া থাকে। যে মূর্খ দানের ফলকে নষ্ট করে, সে স্বয়ংও নষ্ট হইয়া যায়। ১২

প্রভাব ও শক্তিশালী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যদি অন্নভোজন করেন, তবে তিনি পুনরায় অন্নের উৎপাদন করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং অন্ন হইতে উৎপন্ন হন, সেইজন্য এই ব্যতিক্রম সূক্ষ্ম (দুর্বিজ্ঞেয়) অর্থাৎ যদিও বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে প্রজাগণের উৎপত্তি হয়; কিন্তু এই প্রজা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ হইতে অন্নের উৎপত্তির বিষয় দুর্বিজ্ঞেয়। ১৩

দানকারীর যে পুণ্য হয়, তাহা দান গ্রহণকারীরও হইয়া থাকে (যদি তিনি যোগ্য অধিকারী হন)। (কারণ,ইঁহারা উভয়ে উভয়ের উপকারকারী হন) এক চক্রে যান চলে না—প্রতিগ্রহীতা ব্যতীত দাতার দানও সফল হয় না। ইহাই ঋষিগণ বলেন। ১৪

যত্র বৈ ব্রাহ্মণাঃ সন্তি শ্রুতবৃত্তোপসংহিতাঃ।
তত্র দানফলং পুণ্যমিহ চামুত্র চাপ্নুতে ॥ ১৫

যে যোনিশুদ্ধাঃ সততং তপস্যভিরতা ভৃশম্।
দানাধ্যায়নসম্পন্নাস্তে বৈ পূজ্যতমাঃ সদা ॥ ১৬

তৈর্হি সদ্ভিঃ কৃতঃ পন্থাস্তেন যাতো ন মুহ্যতে।
তে হি স্বর্গস্য নেতারো যজ্ঞবাহাঃ সনাতনাঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি মৈত্রেয়-
ভিক্ষায়ামেকবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২১

যেখানে বিদ্বান্ ও সদাচারী ব্রাহ্মণগণ থাকেন, সেখানে প্রদত্ত দানের ফল মানুষ ইহলোক এবং পরলোকেও ভোগ করে। ১৫

যে সব ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ-বংশে উৎপন্ন, নিরন্তর তপস্যায় রত, প্রভূত দানপরায়ণ ও অধ্যয়নসম্পন্ন, তাঁহারাই সদা পূজ্যতম বলিয়া অভিহিত হন। ১৬

এরূপ সৎপুরুষগণ যে পথ (আচারপদ্ধতি) নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই পথ দিয়া গমনকারী মানুষ কখনও মোহগ্রস্ত হন না; কারণ, তাঁহারা মনুষ্যগণকে স্বর্গলোকে লইয়া যান এবং চিরকাল যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করেন। ১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে মৈত্রেয়ের ভিক্ষাবিষয়ক একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্যাস-মৈত্রেয়সংবাদে—তপস্যায়াঃ প্রশংসা, গৃহস্থানাং মুখ্যকর্ত্তব্যনির্দ্দেশশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্তঃ স ভগবান্ মৈত্রেয়ং প্রত্যভাষত।
দিষ্ট্যৈবং ত্বং বিজানাসি দিষ্ট্যা তে বুদ্ধিরীদৃশী ॥ ১

লোকো হ্যার্য্যগুণানেব ভূয়িষ্ঠং তু প্রশংসতি।
রূপমান-বয়োমান-শ্রীমানাশ্চাপ্যসংশয়ম্ ॥ ২

দিষ্ট্যা নাভিভবন্তি ত্বাং দৈবস্তেঽয়মনুগ্রহঃ।
যৎ তে ভৃশতরং দানাদ্ বর্ত্তয়িষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ৩

যানীহাগমশাস্ত্রাণি যাশ্চ কাশ্চিৎ প্রবৃত্তয়ঃ।
তানি বেদং পুরস্কৃত্য প্রবৃত্তানি যথাক্রমম্ ॥ ৪

অহং দানং প্রশংসামি ভবানপি তপঃশ্রুতে।
তপঃ পবিত্রং বেদস্য তপঃ স্বর্গস্য সাধনম্ ॥ ৫

তপসা মহদাপ্নোতি বিদ্যয়া চেতি নঃ শ্রুতম্।
তপসৈব চাপনুদেদ্ যচ্চান্যদপি দুষ্কৃতম্ ॥ ৬

যদ্ যদ্ধি কিঞ্চিৎ সন্ধায় পুরুষস্তপ্যতে তপঃ।
সর্বমেতদবাপ্নোতি বিদ্যয়া চেতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৭

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়

[ব্যাস-মৈত্রেয় সংবাদে—তপস্যার প্রশংসা এবং গৃহস্থের উত্তম কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ।]

ভীষ্ম বলিলেন,- যুধিষ্ঠির! মৈত্রেয় এই কথা বলিলে পর ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহাকে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন ব্রহ্মন্! তুমি সৌভাগ্যবশতঃ এই বিষয় জানিতে পারিয়াছ এবং ভাগ্য-বলেই তোমার এরূপ বুদ্ধি লাভ হইয়াছে। ১

জগতের সকল মানুষ উত্তম গুণবিশিষ্ট মানুষেরই সদা প্রশংসা করে। সৌভাগ্যের কথা যে, রূপ, বয়স ও সম্পত্তির অভিমান তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ইহা তোমার উপর দেবতাগণের অনুগ্রহ—এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। ২-৩

আচ্ছা, এখন আমি দান হইতেও উত্তম ধর্ম্মের কথা তোমার নিকট বর্ণনা করিব, শ্রবণ কর। এজগতে যত ধর্ম্মশাস্ত্র ও যে সমস্ত প্রবৃত্তি (আচার) আছে, সে সমস্তই বেদকে সম্মুখে রাখিয়া ক্রমশঃ (প্রথমে ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার পর আচার এই ক্রমে) প্রবৃত্ত হইয়াছে। ৩-৪

আমি দানের প্রশংসা করি, তুমিও তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞানের প্রশংসা করিতেছ; প্রকৃতপক্ষে তপস্যা পবিত্র এবং বেদাধ্যয়ন ও স্বর্গের উত্তম সাধন। ৫

আমরা শুনিয়াছি, তপস্যা ও বিদ্যা উভয়েরই দ্বারা মানুষ মহৎ পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অন্যান্য যে সব পাপ আছে, সেই সবও তপস্যার দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়। ৬

যে কোনও উদ্দেশ্য লইয়া মানুষ যদি তপস্যা আরম্ভ করে, তবে সে সেই সমস্ত তপস্যা ও বিদ্যার দ্বারা লাভ করিয়া থাকে; ইহা আমরা শুনিয়াছি। ৭

দুরন্বয়ং দুষ্প্রধর্ষং দুরাপং দুরতিক্রমম্।
সর্বং বৈ তপসাভ্যেতি তপো হি বলবত্তরম্ ॥ ৮
সুরাপোঽসম্মতাদায়ী ভ্রূণহা গুরুতল্পগঃ।
তপসা তরতে সর্বমেনসশ্চ প্রমুচ্যতে ॥ ৯
সর্ববিদ্ যস্তু চক্ষুষ্মানপি যাদৃশ-তাদৃশম্।
তপস্বিনং তথৈবাহুস্তাভ্যাং কার্য্যং সদা নমঃ ॥১০
সর্বে পূজ্যাঃ শ্রুতধনাস্তথৈব চ তপস্বিনঃ
দানপ্রদাঃ সুখং প্রেত্য প্রাপ্নুবন্তীহ চ শ্রিয়ম্ ॥১১
ইমঞ্চ ব্রহ্মলোকঞ্চ লোকঞ্চ বলবত্তরম্।
অন্নদানৈঃ সুকৃতিনঃ প্রতিপদ্যন্তি লৌকিকাঃ ॥ ১২
পূজিতাঃ পূজয়ন্ত্যেতে মানিতা মানয়ন্তি চ।
স দাতা যত্র যত্রেতি সর্বতঃ সম্প্রণূয়তে ॥ ১৩
অকর্তা চৈব কর্তা চ লভতে যস্য যাদৃশম্।
যদি চোর্দ্ধ্বং যদ্যধো বা স্বাঁল্লোকানভিযাস্যতি ॥ ১৪
প্রাপ্স্যসি ত্বন্নপানানি যানি বাঞ্ছসি কানিচিৎ।
মেধাব্যসি কুলে জাতঃ শ্রুতবাননৃশংসবান্ ॥ ১৫
কৌমারচারী ব্রতবান্ মৈত্রেয় নিরতো ভব।
এতদ্ গৃহাণ প্রথমং প্রশস্তং গৃহমেধিনাম্ ॥ ১৬
যো ভর্তা বাসিতাতুষ্টো ভর্তুর্ভার্য্যা চ বাসিতা।
যস্মিন্নেবং কুলে সর্বং কল্যাণং তত্র বর্ততে ॥ ১৭
অদ্ভির্গাত্রান্মলমিব তমোঽগ্নিপ্রভয়া যথা।
দানেন তপসা চৈব সর্বপাপমপোহতি ॥ ১৮
(দানেন তপসা চৈব বিষ্ণোরভ্যর্চনেন চ।
ব্রাহ্মণঃ স মহাভাগ তরেৎ সংসারসাগরাৎ ॥
স্বকর্মশুদ্ধসত্ত্বানাং তপোভির্নির্মলাত্মনাম্।
বিদ্যয়া গতমোহানাং তারণায় হরিঃ স্মৃতঃ ॥

যাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য, যাহা দুর্দ্ধর্ষ, দুর্লভ ও দুর্লঙ্ঘ্য, সে সবই তপস্যার দ্বারা সুলভ হইয়া যায়, কারণ, তপস্যার বল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥৮

সুরাপানকারী, অপহরণকারী, ভ্রূণহত্যাকারী ও গুরুশয্যায় শয়নকারী বা গুরু-পত্নীগামী পাপীও তপস্যার দ্বারা সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে এবং সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ৯

যিনি সর্ব্বপ্রকার বিদ্যায় নিপুণ, তিনিই চক্ষুষ্মান্ ও তপস্বী; তিনি যেরূপ সেরূপই হউন না কেন, তাঁহাকে মহাত্মাগণ তপস্বী বলেন। এই উভয় ব্যক্তিকেই (চক্ষুষ্মান্ ও তপস্বীকে) সর্ব্বদা নমস্কার করা উচিত ॥ ১০

যাঁহারা বিদ্যায় ধনী (শাস্ত্রজ্ঞ) ও তপস্বী, তাঁহারা সকলেই পূজনীয় এবং দান-প্রদানকারী ব্যক্তিগণও ইহলোকে ধন সম্পত্তি লাভ করেন এবং পরলোকে সুখ প্রাপ্ত হন ॥ ১১

সংসারের পুণ্যাত্মা পুরুষগণ অন্নদান করিয়া ইহলোকেও সুখী হন এবং মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক ও অন্যান্য শক্তিশালী লোকে গমন করেন ॥ ১২

এই দাতা ব্যক্তিগণ স্বয়ং পূজিত ও সম্মানিত হইয়া অন্যকে পূজা ও সম্মান করেন। দাতা যে যে স্থানে গমন করেন, সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রশংসা হইতে থাকে ॥ ১৩

মানুষ দান করুক আর না করুক, সে ঊর্দ্ধলোকে গমন করুক বা অধোলোকে পতিত হউক, যাহার যেরূপ কর্ম, সেই কর্ম্মানুসারেই সে সেই লোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ১৪

মৈত্রেয়! তুমি যাহা কিছু কামনা করিবে, তদনুসারে তোমার অন্ন-পানসামগ্রী লাভ হইবে। তুমি বুদ্ধিমান্, কুলীন, শাস্ত্রজ্ঞ ও দয়ালু, তুমি বয়সে তরুণ, তুমি ব্রতধারী, অতএব সর্ব্বদা ধর্ম পালনে রত থাক এবং গৃহস্থগণের পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও মুখ্য কর্ত্তব্য, তাহা গ্রহণ কর—একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ১৫ ১৬

যে কুলে পতি নিজের পত্নীর ব্যবহারের দ্বারা সন্তুষ্ট থাকেন এবং পত্নী নিজের পতির আচরণের দ্বারা সন্তোষলাভ করেন, সেই কুলে সর্ব্বদা কল্যাণ হইতে থাকে ॥ ১৭

যেরূপ জলের দ্বারা শরীরের মল ধৌত হইয়া যায়, অগ্নির প্রভায় অন্ধকার নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ দান ও তপস্যার দ্বারা মানুষের সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮

(মহাভাগ! ব্রাহ্মণ দান, তপস্যা ও ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনার দ্বারা সংসারসাগর হইতে পার হইয়া যান। যাঁহারা স্ব-স্ব বর্ণোচিত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করিয়াছেন, তপস্যার দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল হইয়া গিয়াছে এবং বিদ্যার প্রভাবে যাঁহাদের মোহ দূরীভূত হইয়াছে, এরূপ মনুষ্যগণের উদ্ধারের জন্য ভগবান্ শ্রীহরি আছেন অর্থাৎ ইঁহারা স্মরণ করিলেই শ্রীহরি তাঁহাদের উদ্ধার করিয়া থাকেন। অতএব তুমি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় নিরত থাকিয়া তাঁহার ভক্ত হও এবং নিরন্তর তাঁহাকে নমস্কার কর। অষ্টাক্ষর মন্ত্র (ওঁ নমো নারায়ণায়) জপে নিরত ভগবদ্‌ভক্ত কখনও নষ্ট হন না।

তদর্চনপরো নিত্যং তদ্ভক্তস্তং নমস্কুরু।
তদ্ভক্তা ন বিনশ্যন্তি হ্যষ্টাক্ষরপরায়ণাঃ ॥
প্রণবোপাসনপরাঃ পরমার্থপরাস্ত্বিহ।
এতৈঃ পাবয় চাত্মানং সর্বপাপমপোহ চ ॥)
স্বস্তি প্রাপ্নুহি মৈত্রেয় গৃহান্ সাধু ব্রজাম্যহম্
এতন্মনসি কর্তব্যং শ্রেয় এবং ভবিষ্যতি ॥ ১৯

যাঁহারা এজগতে প্রণবোপাসনায় সংলগ্ন ও পরমার্থ সাধনায় তৎপর আছেন, এরূপ শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সংসর্গে সমস্ত পাপ নষ্ট করিয়া নিজেকে নিজে পবিত্র কর।)

মৈত্রেয়! তোমার কল্যাণ হউক। এখন আমি সাবধানতার সহিত নিজ আশ্রমে গমন করিতেছি। আমি যাহা কিছু বলিলাম, তৎ সমস্ত স্মরণ রাখিবে, ইহার দ্বারা তোমার কল্যাণ হইবে। ১৯

তং প্রণম্যাথ মৈত্রেয় কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
স্বস্তি প্রাপ্নোতু ভগবানিত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি মৈত্রেয়ভিক্ষায়াং দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৩

তখন মৈত্রেয় ব্যাসদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—ভগবন্! আপনি কল্যাণ লাভ করুন। ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে মৈত্রেয়ভিক্ষাবিষয়ক দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শাণ্ডিলী-সুমনয়োঃ সংবাদে—পতিব্রতা-স্ত্রীণাং কর্তব্যবর্ণনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
সৎস্ত্রীণাং সমুদাচারং সর্বধর্মবিদাং বর।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ত্বত্তস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১
ভীষ্ম উবাচ।
সর্বজ্ঞাং সর্বতত্ত্বজ্ঞাং দেবলোকে মনস্বিনীম্।
কৈকেয়ী সুমনা নাম শাণ্ডিলীং পর্য্যপৃচ্ছত ॥ ২
কেন বৃত্তেন কল্যাণি সমাচারেণ কেন বা।
বিধূয় সর্বপাপানি দেবলোকং ত্বমাগতা ॥ ৩

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়

[শাণ্ডিলী ও সুমনার সংবাদে—পতিব্রতা স্ত্রীগণের কর্তব্য বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সমস্ত ধর্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ! সাধ্বী স্ত্রীগণের সদাচার আমি আপনার নিকট হইতে শুনিতে বাসনা করি। আপনি আমাকে তাহা বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! ইহা দেবলোকের কথা, একদিন সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্না, সর্বজ্ঞা ও মনস্বিনী শাণ্ডিলী দেবীকে কেকয়রাজকন্যা সুমনা এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। ২

কল্যাণি! আপনি কোন্ ব্যবহার বা কোন্ সদাচারের প্রভাবে সমস্ত পাপ নাশ করিয়া এই দেবলোকে আসিয়াছেন? ৩

হুতাশনশিখেব ত্বং জ্বলমানা স্বতেজসা।
সুতা তারাধিপস্যেব প্রভয়া দিবমাগতা ॥ ৪
অরজাংসি চ বস্ত্রাণি ধারয়ন্তী গতক্লমা।
বিমানস্থা শুভা ভাসি সহস্রগুণমোজসা ॥ ৫
ন ত্বমল্পেন তপসা দানেন নিয়মেন বা।
ইমং লোকমনুপ্রাপ্তা ত্বং হি তত্ত্বং বদস্ব মে ॥ ৬
ইতি পৃষ্টা সুমনয়া মধুরং চারুহাসিনী।
শাণ্ডিলী নিভৃতং বাক্যং সুমনামিদমব্রবীৎ ॥ ৭

আপনি স্বীয় তেজে অগ্নির শিখার ন্যায় প্রজ্বলিতা হইতেছেন এবং চন্দ্রকন্যার তুল্য নিজের উজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত হইতে হইতে স্বর্গলোকে আসিয়াছেন। ৪

নির্মল বস্ত্রসকল ধারণ করত পরিশ্রমরহিত হইয়া আপনি বিমানে অবস্থান করিতেছেন। আপনার আকৃতি মঙ্গলময়ী এবং আপনি নিজ তেজে সহস্র গুণ শোভা পাইতেছেন। ৫

আপনি অল্প তপস্যা, দান বা নিয়ম পালন করিয়া এই লোকে আগমন করেন নাই। অতএব নিজের সাধনা-সম্বন্ধে যথার্থ বিষয় আমাকে বলুন। ৬

সুমনা মধুর বাক্যে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর মনোহর হাস্যশোভিতা শাণ্ডিলী তাঁহাকে নম্রতাপূর্ণ বাক্যে এই কথা বলিলেন। ৭

নাহং কাষায়বসনা নাপি বল্কলধারিণী।
ন চ মুণ্ডা চ জটিলা ভূত্বা দেবত্বমাগতা ॥ ৮
অহিতানি চ বাক্যানি সর্বাণি পরুষাণি চ।
অপ্রমত্তা চ ভর্তারং কদাচিন্নাহমব্রুবম্ ॥ ৯
দেবতানাং পিতৄণাঞ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনে।
অপ্রমত্তা সদা যুক্তা শ্বশ্রূশ্বশুরবর্তিনী ॥ ১০
পৈশুন্যে ন প্রবর্তামি ন মমৈতন্মনোগতম্।
অদ্বারি ন চ তিষ্ঠামি চিরং ন কথয়ামি চ ॥ ১১
অসদ্ বা হসিতং কিঞ্চিদহিতং বাপি কর্মণা।
রহস্যমরহস্যং বা ন প্রবর্তামি সর্বথা ॥ ১২
কার্য্যার্থে নির্গতং চাপি ভর্তারং গৃহমাগতম্।
আসনেনোপসংযোজ্য পূজয়ামি সমাহিতা ॥ ১৩
যদন্নং নাভিজানাতি যদ্ ভোজ্যং নাভিনন্দতি।
ভক্ষ্যং বা যদি বা লেহ্যং তৎসর্বং বর্জয়াম্যহম্ ॥ ১৪

দেবি! আমি কাষায় (গেরুয়া) বস্ত্র ধারণ করি নাই, বল্কল-বস্ত্রও পরিধান করি নাই, মস্তক মুণ্ডন করি নাই এবং জটাধারণও করি নাই। আর আমি এই সব করিয়া এই দেবলোকে আসি নাই। ৮

আমি সদা সাবধানে থাকিয়া নিজের পতিদেবের প্রতি কখনও অহিতকর ও কঠোর বাক্য বলি নাই। ৯

আমি সর্বদা শ্বশুর-শাশুড়ীর আজ্ঞায় থাকিয়া সদা সাবধানে দেবতা, পিতৃপুরুষ ও ব্রাহ্মণগণের পূজায় নিযুক্তা ছিলাম। ১০

আমি কাহারও সহিত খলতা করি নাই। কাহারও প্রতি খলতা করা আমার মনোভাবও ছিল না। আমি গৃহের দ্বার ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া অবস্থান করিতাম না এবং বহুক্ষণ ধরিয়া কাহারও সহিত কথাবার্তা বলিতাম না। ১১

আমি কখনও নির্জনে বা প্রকাশ্যে কাহারও সহিত অশ্লীল পরিহাস করিতাম না এবং আমার কোনও কার্য্যের দ্বারা কাহারও অহিতও হয় নাই। আমি এরূপ কার্য্যে কখনও প্রবৃত্তও হইতাম না। ১২

যদি আমার পতিদেব কোনও কার্য্যের জন্য বাহিরে যাইয়া পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসিতেন, তাহা হইলে আমি তখন উঠিয়া তাঁহাকে বসিবার আসন দিতাম এবং একাগ্রচিত্তা হইয়া তাঁহার পূজা করিতাম। ১৩

আমার স্বামী যে অন্নকে গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া মনে করিতেন এবং যে ভক্ষ্য, ভোজ্য ও লেহ্য পদার্থকে তিনি ভাল বাসিতেন না, আমি সেই সব পরিত্যাগ করিতাম। ১৪

কুটুম্বার্থে সমানীতং যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যমেব তু।
প্রাতরুত্থায় তৎ সর্বং কারয়ামি করোমি চ ॥ ১৫
(অগ্নিসংরক্ষণপরা গৃহশুদ্ধিঞ্চ কারয়ে।
কুমারান্ পালয়ে নিত্যং কুমারীং পরিশিক্ষয়ে ॥
আত্মপ্রিয়াণি হিত্বাপি গর্ভসংরক্ষণে রতা।
বালানাং বর্জয়ে নিত্যং শাপং কোপং প্রতাপনম্ ॥
অবিক্ষিপ্তানি ধান্যানি নাত্রবিক্ষেপণং গৃহে।
রত্নবৎ স্পৃহয়ে গেহে গাবঃ সযবসোদকাঃ ॥
সমুদ্যম্য চ শুদ্ধাহং ভিক্ষাং দদ্যাং দ্বিজাতিষু।)
প্রবাসং যদি মে যাতি ভর্তা কার্য্যেণ কেনচিৎ।
মঙ্গলৈর্বহুভির্যুক্তা ভবামি নিয়তা তদা ॥ ১৬
অঞ্জনং রোচনাং চৈব স্নানং মাল্যানুলেপনম্।
প্রসাধনঞ্চ নিষ্ক্রান্তে নাভিনন্দামি ভর্তরি ॥ ১৭

সমস্ত আত্মীয় স্বজনগণের জন্য যে সব দ্রব্য-সামগ্রী আনিতে হইত এবং যে সকল কার্য্য করিতে হইত, সেই সবই আমি প্রাতঃকালে উঠিয়া করাইতাম ও নিজেও করিতাম। ১৫

(আমি অগ্নিহোত্রের অগ্নিকে রক্ষা করিতাম এবং গৃহকে মার্জনাদির দ্বারা শুদ্ধ করিয়া রাখিতাম। বালকগণকে প্রতিদিন পালন করিতাম ও কন্যাদিগকে নারীধর্মের শিক্ষা দিতাম। নিজের প্রিয় খাদ্য বস্তুসকল ত্যাগ করিয়া গর্ভকে সযত্নে রক্ষা করিতাম। বালকদিগকে শাপ (গালি) দান, তাহাদের প্রতি ক্রোধ করা এবং তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করাও আমি ত্যাগ করিয়াছিলাম। আমার গৃহে কখনও ধান্যসকল ছড়ান থাকিত না। অন্যান্য বস্তুও এদিক্ ওদিক্ বিক্ষিপ্ত থাকিত না। আমি নিজ গৃহে গোসকলকে ঘাস ও জল পান করাইয়া তৃপ্ত রাখিতাম এবং রত্নের ন্যায় তাঁহাদের সুরক্ষিত করিয়া রাখিবার ইচ্ছা করিতাম। আমি শুদ্ধ অবস্থায় অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ভিক্ষা দিতাম।)

যদি আমার পতিদেব কোনও আবশ্যক কার্য্যবশতঃ প্রবাসে যাইতেন, তাহা হইলে নিয়ম পালন করিতে করিতে তাঁহার কল্যাণের জন্য নানাপ্রকার মাঙ্গলিক কার্য্যসমূহে নিযুক্তা থাকিতাম। ১৬

স্বামী প্রবাসে গমন করিলে পর আমি নেত্রে কজ্জলদান, ললাটে গোরচনার দ্বারা তিলক করা, তৈল মাখিয়া স্নান করা, পুষ্পমাল্যধারণ, অঙ্গে অঙ্গরাগলেপন ও প্রসাধন করাকে আদর করিতাম (ভালবাসিতাম) না। ১৭

নোত্থাপয়ামি ভর্তারং সুখসুপ্তমহং সদা।
আতুরেষ্বপি কার্য্যেষু তেন তুষ্যতি মে মনঃ ॥ ১৮
নায়াসয়ামি ভর্তারং কুটুম্বার্থেঽপি সর্বদা।
গুপ্তগুহ্যা সদা চাস্মি সুসম্মৃষ্টনিবেশনা ॥ ১৯
ইমং ধর্মপথং নারী পালয়ন্তী সমাহিতা।
অরুন্ধতীব নারীণাং স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২০

ভীষ্ম উবাচ।
এতদাখ্যায় সা দেবী সুমনায়ৈ তপস্বিনী।
পতিধর্মং মহাভাগা জগামাদর্শনং তদা। ২১
যশ্চেদং পাণ্ডবাখ্যানং পঠেৎ পর্বণি পর্বণি।
স দেবলোকং সম্প্রাপ্য নন্দনে স সুখী বসেৎ ॥ ২২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি শাণ্ডিলী-সুমনসংবাদে ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৩

যখন স্বামী সুখের সহিত নিদ্রা যাইতেন, সেই সময় কোন আবশ্যক কার্য্য আসিলেও তাঁহাকে কখনও জাগাইতাম না। ইহাতে আমার মন বিশেষ সন্তোষ লাভ করিত। ১৮

পরিবারস্থ কুটুম্বগণের পালন পোষণের জন্যও আমি তাঁহাকে কখনও কষ্টকর কার্য্য করিতে দিতাম না। গৃহের গোপন কথা সর্বদা গুপ্ত রাখিতাম এবং গৃহকে মার্জনাদির দ্বারা সর্বদা পরিষ্কার রাখিতাম। ১৯

যে নারী সদা সাবধানে থাকিয়া এই ধর্মপথ পালন করেন, তিনি নারীসকলের মধ্যে অরুন্ধতীর ন্যায় আদরণীয়া হন এবং স্বর্গলোকেও তিনি সম্মানিতা হন। ২০

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! সুমনাকে এইভাবে পাতিব্রত্য ধর্মের উপদেশ দিয়া তপস্বিনী মহাভাগা শাণ্ডিলীদেবী তৎক্ষণাৎ সেখানে অদৃশ্যা হইয়া যাইলেন। ২১

পাণ্ডুনন্দন! যে ব্যক্তি প্রত্যেক পর্ব্বে এই উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি দেবলোকে গমন করত নন্দনবনে সুখের সহিত বাস করিয়া থাকেন। ২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে শাণ্ডিলী ও সুমনার সংবাদ বিষয়ক ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নারদেন পুণ্ডরীকায় ভগবতো নারায়ণস্যারাধনায় উপদেশঃ, তস্যোর্দ্ধগতিপ্রাপ্তিঃ, শমগুণস্য প্রশংসা, ব্রাহ্মণেন রাক্ষসসমীপে তস্য শ্বেতবর্ণত্বস্য দুর্বলত্বস্য চ কারণবর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
যজ্জ্রেয়ং পরমং কৃত্যমনুষ্ঠেয়ং মহাত্মভিঃ।
সারং মে সর্বশাস্ত্রাণাং বক্তুমর্হস্যনুগ্রহাৎ ॥ ১
ভীষ্ম উবাচ।
শ্রূয়তামিদমত্যন্তং গূঢ়ং সংসারমোচনম্।
শ্রোতব্যঞ্চ ত্বয়া সম্যগ্ জ্ঞাতব্যঞ্চ বিশাম্পতে ॥ ২
পুণ্ডরীকঃ পুরা বিপ্রঃ পুণ্যতীর্থে জপান্বিতঃ।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ শ্রেয়ো যোগপরং মুনিম্ ॥ ৩
নারদশ্চাব্রবীদেনং ব্রহ্মণোক্তং মহাত্মনা ॥ ৪
নারদ উবাচ।
শৃণুষ্বাবহিতস্তাত জ্ঞানযোগমিমুত্তমম্।
অপ্রভূতং প্রভূতার্থং বেদশাস্ত্রার্থসারকম্ ॥ ৫

চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[নারদকর্তৃক পুণ্ডরীককে ভগবান্ নারায়ণের আরাধনার উপদেশ এবং তাঁহার ঊর্দ্ধগতিপ্রাপ্তি, শমগুণের প্রশংসা, ব্রাহ্মণের দ্বারা রাক্ষসের শ্বেতবর্ণ ও দুর্বল হইবার কারণ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যাহা সর্ব্বোত্তম কর্তব্যরূপে জানিবার যোগ্য, মহাত্মাপুরুষগণ যাহার অনুষ্ঠানকে নিজের ধর্ম বলিয়া মনে করেন এবং যাহা সমস্ত শাস্ত্রের সার, তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—প্রজানাথ! যাহা অত্যন্ত গূঢ়, সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তকারী, তোমার দ্বারা শ্রবণ করিবার যোগ্য এবং যাহা তোমার সম্যগ্‌রূপে জানা আবশ্যক, সেই পরম শ্রেয়কথা শ্রবণ কর। ২

পুরাকালের ঘটনা, পুণ্ডরীক নামে প্রসিদ্ধ কোনও এক ব্রাহ্মণ কোনও পুণ্যতীর্থে সদা জপ করিতেছিলেন। তিনি যোগপরায়ণ মুনিবর নারদকে শ্রেয়ের (কল্যাণকারী সাধনের) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখন নারদ মহাত্মা ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত শ্রেয়ের উপদেশ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। ৩-৪

নারদ বলিলেন,—তাত! তুমি সাবধান হইয়া সর্ব্বোত্তম

যঃ পরঃ প্রকৃতেঃ প্রোক্তঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ।
স এব সর্বভূতাত্মা নর ইত্যভিধীয়তে ॥ ৬
নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারানীতি ততো বিদুঃ।
তান্যেব চায়নং তস্য তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥৭
নারায়ণাজ্জগৎ সর্বং সর্গকালে প্রজায়তে।
তস্মিন্নেব পুনস্তচ্চ প্রলয়ে সম্প্রলীয়তে ॥ ৮
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ।
পরাদপি পরশ্চাসৌ তস্মান্নাস্তি পরাৎ পরম্ ॥৯
বাসুদেবং তথা বিষ্ণুমাত্মানঞ্চ তথা বিদুঃ।
সংজ্ঞাভেদৈঃ স এবৈকঃ সর্বশাস্ত্রাভিসংস্কৃতঃ ॥১০
আলোড্য সর্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥ ১১
তস্মাত্ত্বং গহনান্ সর্বাংস্ত্যক্ত্বা শাস্ত্রার্থবিস্তরান্।
অনন্যচেতা ধ্যায়স্ব নারায়ণমজং বিভুম্ ॥ ১২
মুহূর্তমপি যো ধ্যায়েন্নারায়ণমতন্দ্রিতঃ।
সোঽপি সদ্গতিমাপ্নোতি কিং পুনস্তৎপরায়ণঃ ॥ ১৩
নমো নারায়ণায়েতি যো বেদ ব্রহ্ম শাশ্বতম্।
অন্তকালে জপন্নেতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ১৪
শ্রবণামননাচ্চৈব গীতিস্তুত্যর্চনাদিভিঃ।
আরাধ্যং সর্বদা ব্রহ্ম পুরুষেণ হিতৈষিণা ॥ ১৫
লিপ্যতে ন স পাপেন নারায়ণপরায়ণঃ।
পুনাতি সকলং লোকং সহস্রাংশুরিবোদিতঃ ॥ ১৬
ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ।
কেশবারাধনং হিত্বা নৈব যাতি পরাং গতিম্ ॥১৭
জন্মান্তরসহস্রেষু দুর্লভা তদ্গতা মতিঃ।
তদ্ভক্তবৎসলং দেবং সমারাধয় সুব্রত ॥ ১৮

ভীষ্ম উবাচ।

নারদেনৈবমুক্তস্তু স বিপ্রোঽভ্যর্চয়দ্ধরিম্।
স্বপ্নেঽপি পুণ্ডরীকাক্ষং শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥১৯
কিরীটকুণ্ডলধরং লসচ্ছ্রীবৎসকৌস্তুভম্।
তং দৃষ্ট্বা দেবদেবেশং প্রাণমৎ সম্ভ্রমান্বিতঃ ॥২০

জ্ঞান-যোগের বর্ণনা শ্রবণ কর। ইহা কোনও ব্যক্তিবিশেষ হইতে প্রকাশিত হয় নাই—অনাদি, প্রভৃত অর্থের সাধক এবং বেদ ও শাস্ত্রসমূহের অর্থের সারভূত। ৫

যিনি চতুর্বিংশতি তত্ত্বময়ী প্রকৃতি হইতে তাঁহার সাক্ষিভূত পঞ্চবিংশ তত্ত্বরূপী পুরুষ রূপে কথিত হইয়াছেন এবং যিনি সমস্ত ভূতগণের আত্মা, তাঁহাকে 'নর' বলা হয়। ৬

সেই নর হইতে তত্ত্বসকল উদ্ভূত হইয়াছে, সেইজন্য সেই তত্ত্বকে 'নার' বলা হয়। নার-ই ভগবানের অয়ন—নিবাসস্থান, সেইহেতু তিনি নারায়ণ বলিয়া কথিত হন। ৭

সৃষ্টিকালে এই নারায়ণ হইতেই সম্পূর্ণ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং প্রলয়কালে তাঁহাতেই পুনরায় ইহার লয় হইয়া যায়। ৮

নারায়ণ পরব্রহ্ম, নারায়ণই সমস্ত তত্ত্ব, তিনিই পর হইতেও পর। তাঁহা হইতে অন্য কিছু পরাৎপর তত্ত্ব নাই। ৯

তাঁহাকেই বাসুদেব, বিষ্ণু ও আত্মা বলা হয়। সংজ্ঞাভেদে একমাত্র নারায়ণই সর্বশাস্ত্রের দ্বারা বর্ণিত হন। ১০

সমস্ত শাস্ত্রকে আলোড়িত (মথিত) করিয়া বারংবার বিচার করিলে পর এই সিদ্ধান্তই স্থির হয় যে, সদা ভগবান্ নারায়ণেরই ধ্যান করা উচিত। ১১

অতএব তুমি শাস্ত্রার্থের সম্পূর্ণ গহন বিস্তারকে ত্যাগ করিয়া অনন্যচিত্তে সর্বব্যাপী অজন্মা ভগবান্ নারায়ণের ধ্যান কর। ১২

যে ব্যক্তি আলস্য ত্যাগ করিয়া মুহূর্তকালও নারায়ণের ধ্যান করেন, তিনিও উত্তম গতি প্রাপ্ত হন। আর যিনি নিরন্তর তাঁহারই ভজনসাধনে নিরত থাকেন, তাঁহার কথা আর কি বলিবার আছে। ১৩

যিনি 'ওঁ নমো নারায়ণায়' এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রকে সনাতন ব্রহ্মরূপে জানেন এবং অন্তকালে ইহার জপ করেন, তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন। ১৪

যে মানুষ নিজের কল্যাণ কামনা করেন, তিনি সর্বদা শ্রবণ, মনন, গীত, স্তুতি ও পূজা প্রভৃতির দ্বারা সদা ব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণের আরাধনা করিবেন। ১৫

নারায়ণের ভজন-সাধনে নিরত মানুষ পাপে লিপ্ত হন না। তিনি উদিত সহস্রকিরণবিশিষ্ট সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত লোককে পবিত্র করিয়া থাকেন। ১৬

ব্রহ্মচারী হউন বা গৃহস্থ হউন, বানপ্রস্থী হউন বা কিংবা সন্ন্যাসী হউন, ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা ত্যাগ করিয়া দিলে কেহই পরম গতি প্রাপ্ত হন না। ১৭

উত্তম ব্রতপালনকারী পুণ্ডরীক! সহস্র জন্ম ধারণ করিলে পরও ভগবান্ বিষ্ণুতে মন ও বুদ্ধি নিবিষ্ট করা অত্যন্ত দুর্লভ। অতএব তুমি সেই ভক্তবৎসল নারায়ণদেবের সর্বতোভাবে আরাধনা কর। ১৮

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! নারদ এইভাবে উপদেশ

অথ কালেন মহতা তথা প্রত্যক্ষতাং গতঃ।
সংস্তুতঃ স্তুতিভির্বেদৈর্দেব-গন্ধর্ব-কিন্নরৈঃ ॥ ২১

অথ তেনৈব ভগবানাত্মলোকমধোক্ষজঃ।
গতঃ সম্পূজিতঃ সর্বৈঃ স যোগনিলয়ো হরিঃ ॥ ২২

তস্মাৎ ত্বমপি রাজেন্দ্র তদ্ভক্তস্তৎপরায়ণঃ।
অর্চয়িত্বা যথাযোগং ভজস্ব পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৩

অজরমমরমেকং ধ্যেয়মাদ্যন্তশূন্যং
সগুণমগুণমাদ্যং স্থূলমত্যন্তসূক্ষ্মম্।
নিরুপমমুপমেয়ং যোগবিজ্ঞানগম্যং
ত্রিভুবনগুরুমীশং সম্প্রপদ্যস্ব বিষ্ণুম্ ॥২৪)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সাম্নি চাপি প্রদানে চ জ্যায়ঃ কিং ভবতো মতম্।
প্রব্রূহি ভরতশ্রেষ্ঠ যদত্র ব্যতিরিচ্যতে ॥ ১

করিলে পর বিপ্রবর পুণ্ডরীক শ্রীহরির আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি স্বপ্নেও শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, কিরীট-কুণ্ডল-সুশোভিত, সুন্দর শ্রীবৎসচিহ্নভূষিত ও কৌস্তুভ মণিধারী কমললোচন নারায়ণদেবের দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি দেবদেবেশ্বর ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াই তীব্র বেগে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ১৯-২০

তদনন্তর দীর্ঘকালপরে ভগবান্ শ্রীহরি তাঁহাকে সেইরূপে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করিলেন। সেই সময় সম্পূর্ণ বেদ এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ নানাপ্রকার স্তোত্রের দ্বারা তাঁহার স্তুতি করিতেছিলেন ॥২১

যোগই যাঁহার নিবাসস্থান, সেই ভগবান্ অধোক্ষজ শ্রীহরি সকলের দ্বারা পূজিত হইয়া সেই ভক্ত পুণ্ডরীককে সঙ্গে লইয়াই পুনর্ব্বার নিজ ধামে গমন করিলেন। ২২

রাজেন্দ্র! সেইজন্য তুমি ভগবান্ শ্রীহরির ভক্ত ও শরণাগত হইয়া তাঁহার যথাযোগ্য পূজা করত সেই পুরুষোত্তমের ভজন-সাধনে নিরত থাক। ২৩

যিনি অজর, অমর, এক (অদ্বিতীয়), ধ্যেয়, অনাদি, অনন্ত, সগুণ, নির্গুণ, সকলের আদি কারণ, স্থূল, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, উপমারহিত, উপমাযোগ্য এবং যোগিগণের অনুভবগম্য, সেই ত্রিভুবনগুরু ভগবান্ বিষ্ণুর শরণগ্রহণ কর। ২৪)

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার মতে সাম ও দানের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? ইহাদের মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট, তাহা আমাকে বলুন। ১

ভীষ্ম উবাচ।

সাম্না প্রসাদ্যতে কশ্চিদ্ দানেন চ তথা পরঃ।
পুরুষপ্রকৃতিং জ্ঞাত্বা তয়োরেকতরং ভজেৎ ॥ ২

গুণাংস্তু শৃণু মে রাজন্ সান্ত্বস্য ভরতর্ষভ।
দারুণান্যপি ভূতানি সান্ত্বেনারাধয়েদ্ যথা ॥ ৩

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
গৃহীত্বা রক্ষসা মুক্তো দ্বিজাতিঃ কাননে যথা ॥ ৪

কশ্চিদ্ বাগ্‌বুদ্ধিসম্পন্নো ব্রাহ্মণো বিজনে বনে।
গৃহীতঃ কৃচ্ছ্রমাপন্নো রক্ষসা ভক্ষয়িষ্যতা ॥ ৫

স বুদ্ধিশ্রুতিসম্পন্নস্তং দৃষ্ট্বাতীব ভীষণম্।
সামৈবাস্মিন্ প্রযুযুজে ন মুমোহ ন বিব্যথে ॥ ৬

রক্ষস্তু বাচং সম্পূজ্য প্রশ্নং পপ্রচ্ছ তং দ্বিজম্।
মোক্ষ্যসে ব্রূহি মে প্রশ্নং কেনাস্মি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ৭

ভীষ্ম বলিলেন,—কোনও মানুষ সামের দ্বারা প্রসন্ন হয় এবং অন্যে আবার দানের দ্বারা প্রসন্ন হয়। অতএব মানুষের স্বভাব জানিয়া দুইয়ের মধ্যে একটি গ্রহণ করিবে। ২

রাজন্! ভরতশ্রেষ্ঠ! এখন তুমি সামের গুণসমূহ শ্রবণ কর। যেভাবে সামের দ্বারা মানুষ ভয়ঙ্কর প্রাণিগণকেও বশীভূত করিতে পারে। ৩

এবিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষগণ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। যদনুসারে এক ব্রাহ্মণ কোন এক বনে রাক্ষসের দ্বারা গৃহীত হইয়াও সামনীতির দ্বারা তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। ৪

এক বুদ্ধিমান্ ও বাচাল ব্রাহ্মণ কোনও এক নির্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই সময় এক রাক্ষস আসিয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার ইচ্ছায় গ্রহণ করিল। তখন সেই ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইলেন। ৫

ব্রাহ্মণের বুদ্ধি উত্তম ছিল এবং তিনি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্নও ছিলেন। সেইজন্য সেই অত্যন্ত ভয়ানক রাক্ষসকে দেখিয়াও বিভ্রান্ত হইলেন না এবং ব্যথিতও হইলেন না। বরং তাহার প্রতি তিনি সামনীতির প্রয়োগ করিলেন ॥৬

রাক্ষস ব্রাহ্মণের শান্তিময় বাক্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে নিজের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল—যদি তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে মুক্ত করিয়া দিব। বল, আমি কোন্ কারণে অত্যন্ত দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছি? ৭

মুহূর্তমথ সংচিন্ত্য ব্রাহ্মণস্তস্য রক্ষসঃ
আভির্গাথাভিরব্যগ্রঃ প্রশ্নং প্রতিজগাদ হ ॥ ৮
ব্রাহ্মণ উবাচ।
বিদেশস্থো বিলোকস্থো বিনা নূনং সুহৃজ্জনৈঃ।
বিষয়ানতুলান্ ভুঙ্‌ক্তে তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ৯ ॥
নূনং মিত্রাণি তে রক্ষঃ সাধুপচরিতান্যপি।
স্বদোষাদপরজ্যন্তে তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ১০
ধনৈশ্বর্য্যাধিকাঃ স্তব্ধাস্ত্বদ্‌গুণৈঃ পরমাবরাঃ।
অবজানন্তি নূনং ত্বাং তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ১১
গুণবান্ বিগুণানন্যান্ নূনং পশ্যসি সংকৃতান্।
প্রাজ্ঞোঽপ্রাজ্ঞান্ বিনীতাত্মা তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ১২
অবৃত্ত্যা ক্লিশ্যমানোঽপি বৃত্ত্যুপায়ান্ বিগর্হয়ন্।
মাহাত্ম্যাদ্ ব্যথসে নূনং তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ১৩

সম্পীড্যাত্মানমার্য্যত্বাৎ ত্বয়া কশ্চিদুপকৃতঃ।
জিতং ত্বাং মন্যতে সাধো তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ১৪
ক্লিশ্যমানান্ বিমার্গেষু কাম-ক্রোধাবৃতাত্মনঃ।
মন্যে ত্বং ধ্যায়সি জনাংস্তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ১৫
প্রজ্ঞাসম্ভাবিতো নূনমপ্রজ্ঞৈরুপসংহিতৈঃ।
হ্রীয়মাণোঽসি দুর্বৃত্তৈস্তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ১৬
নূনং মিত্রমুখঃ শত্রুঃ কশ্চিদার্য্যবদাচরন্।
বঞ্চয়িত্বা গতস্ত্বাং বৈ তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ১৭
প্রকাশার্থগতির্নূনং রহস্যকুশলঃ কৃতী।
তজ্‌জ্ঞৈর্ন পূজ্যসে নূনং তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ১৮
অসৎস্বপি নিবিষ্টেষু ব্রুবতো মুক্তসংশয়ম্।
গুণাস্তে ন বিরাজন্তে তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ১৯

ইহা শ্রবণ করত ব্রাহ্মণ মুহূর্ত্তকাল বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া শান্তভাবে নিম্নকথিত গাথার দ্বারা (বাক্যসমূহের দ্বারা) সেই রাক্ষসের প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। ৮

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রাক্ষস! নিশ্চয়ই তুমি সুহৃজ্জনগণ হইতে পৃথক্ হইয়া বিদেশে অবস্থান করত অন্য লোকসকলের সহিত বাস করিতেছ এবং অনুপম বিষয়সমূহ উপভোগ করিতেছ; সেইজন্য চিন্তার কারণে তুমি দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইতেছ। ৯

নিশাচর! তোমার মিত্রগণ তোমার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সম্মানিত হইলে পরও নিজের স্বভাব-দোষবশতঃ তোমার প্রতি তাহারা অনুরাগী হইতেছে না; সেইজন্য চিন্তাবশতঃ তুমি দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ১০

যাহারা গুণে তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্ট, সেই জড় লোকেরাও ধন ও ঐশ্বর্য্যে অধিক হওয়ায় নিশ্চয়ই সদা তোমাকে অবহেলা করিতেছে, সেইজন্য তুমি দুর্বল এবং পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ১১

তুমি গুণবান্, বিদ্বান্ ও বিনীত হইলেও সম্মান পাইতেছ না এবং গুণহীন ও মূঢ় ব্যক্তিদিগকে তুমি সম্মানিত হইতে দেখিতেছ; সেইজন্য তোমার শরীরের বর্ণ পাণ্ডু হইয়া যাইতেছে এবং তুমি দুর্বল হইতেছ। ১২

জীবিকার কোন উপায় না থাকায় তুমি ক্লেশ ভোগ করিতেছ, কিন্তু নিজের গৌরবের জন্য জীবিকার প্রতিগ্রহাদি উপায়সমূহকে নিন্দা করিতে করিতে সেই সব গ্রহণ করিতেছ না; সেইজন্য তুমি কৃশ ও হরিণবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ১৩

সাধো! সজ্জনতার জন্য তুমি নিজের শরীরকে কষ্ট দিয়াও যখন কাহারও উপকার কর, তখন সে তোমাকে নিজের শক্তির দ্বারা পরাজিত বলিয়া মনে করে, সেইজন্য তুমি কৃশ ও হরিণবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ১৪

যাহাদের চিত্ত কাম-ক্রোধে আক্রান্ত, অতএব যাহারা কুপথে যাইয়া কষ্ট ভোগ করিতেছে; সম্ভবতঃ সেই সব ব্যক্তিদের জন্য তুমি সদা চিন্তিত আছ; সেইজন্য তুমি দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ১৫

যদিও তুমি নিজের উত্তম বুদ্ধির দ্বারা সম্মানের যোগ্য, তথাপি অজ্ঞান ব্যক্তিরা তোমাকে উপহাস করে এবং দুরাচারী পুরুষেরা তোমাকে হেয় জ্ঞান করে, এই চিন্তায় তোমার শরীর শুষ্ক হইয়া কৃশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছে। ১৬

নিশ্চয়ই কোন শত্রু মুখে মিত্রতার কথা বলিয়া এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষের ন্যায় আচরণ করিয়া তোমাকে প্রতারিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে সেইজন্য তুমি দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছ। ১৭

তোমার অর্থগতি—কার্য্যপদ্ধতি সকলের বিদিত, তুমি রহস্য কথা বুঝিতে নিপুণ এবং বিদ্বান্, তথাপি গুণজ্ঞ পুরুষেরা তোমার সম্মান করিতেছে না; সেইজন্য তুমি চিন্তায় দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ১৮

তুমি দুরাগ্রহী দুষ্ট পুরুষগণের মধ্যেই সংশয়-রহিত উত্তম কথা বলিয়া থাক, তথাপি তোমার গুণ সেখানে প্রকাশিত হয় না; সেইজন্য তুমি দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ১৯

ধনবুদ্ধিশ্রুতৈর্হীনঃ কেবলং তেজসান্বিতঃ।
মহৎ প্রার্থয়সে নূনং তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥ ২০
তপঃপ্রণিহিতাত্মানং মন্যে ত্বারণ্যকাঙ্ক্ষিণম্।
বান্ধবা নাভিনন্দন্তি তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥ ২১
(সুদুর্বিনীতঃ পুত্রো বা জামাতা বা প্রমার্জকঃ।
দারা বা প্রতিকূলাস্তে তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥
ভ্রাতরোঽতীব বিষমাঃ পিতা বা ক্ষুৎক্ষতো মৃতঃ।
মাতা জ্যেষ্ঠো গুরুর্বাপি তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥
ব্রাহ্মণো বা হতো গৌর্বা ব্রহ্মস্বং বা হৃতং পুরা।
দেবস্বং বাধিকং কালে তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥
হৃতদারোঽথ বৃদ্ধো বা লোকে দ্বিষ্টোঽথ বা নরৈঃ।
অবিজ্ঞানেন বা বৃদ্ধস্তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥
বার্দ্ধক্যার্থং ধনং দৃষ্ট্বা স্বা জীবিকাপি পরৈর্হৃতা।
বৃত্তির্বা দুর্জনাপেক্ষা তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥)
ইষ্টভার্য্যস্য তে নূনং প্রাতিবেশ্যো মহাধনঃ।
যুবা সুললিতঃ কামী তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥ ২২
নূনমর্থবতাং মধ্যে তব বাক্যমনুত্তমম্।
ন ভাতি কালেঽভিহিতং তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥ ২৩
দৃঢ়পূর্বং শ্রুতং মূর্খং কুপিতং হৃদয়প্রিয়ম্।
অনুনেতুং ন শক্নোষি তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥ ২৪
নূনমাসঞ্জয়িত্বা ত্বাং কৃত্যে কস্মিংশ্চিদীপ্সিতে।
কশ্চিদর্থয়তে নিত্যং তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ॥ ২৫

অথবা ইহাও হইতে পারে যে, তুমি ধন, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে হীন হইয়াও কেবল শারীরিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া উচ্চপদ আকাঙ্ক্ষা করিতেছ এবং ইহাতে তুমি সফলতা লাভ করিতে পার নাই, সেইজন্য তুমি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ ও তোমার শরীর শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। ২০

আমি ইহাও মনে করি যে, তোমার মন তপস্যায় আকৃষ্ট এবং সেই কারণে তুমি বনে থাকিবার বাসনা করিতেছ, কিন্তু তোমার বন্ধু-বান্ধবগণ তাহাকে অভিনন্দিত অর্থাৎ বনে যাইবার বিষয় অনুমোদন করিতেছে না; সেইজন্য তুমি চিন্তায় পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়া যাইতেছ। ২১

(অথবা ইহাও হইতে পারে যে, তোমার পুত্র অত্যন্ত দুর্বিনীত কিংবা তোমার জামাতা তোমার গৃহের সম্পূর্ণ ধন-সম্পত্তি নিঃশেষে লইয়া যাইতেছে এবং তোমার পত্নী প্রতিকূল-স্বভাবযুক্তা. সেইজন্য তোমার শরীর পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়া যাইতেছে।

তোমার ভ্রাতারা অতীব বিষম প্রকৃতির (বেইমান), অথবা তোমার পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও গুরুজনগণ ক্ষুধায় দুর্বল হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে, এই সব চিন্তা করিয়া তুমি দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ।

অথবা ইহাও হইতে পারে যে, তুমি পূর্ব্বে কোনও ব্রাহ্মণ বা গো-কে হত্যা করিয়াছ, কিংবা কোনও ব্রাহ্মণ বা দেবতার কোনও সময়ে প্রচুর ধন চুরি করিয়াছ, সেইজন্য তুমি পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়া যাইতেছ।

অথবা ইহাও হইতে পারে যে, তোমার স্ত্রীকে কেহ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। অথবা তুমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছ বা জগতের সকল মানুষ তোমাকে দ্বেষ করে, কিংবা অজ্ঞানের দ্বারাই তুমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছ, এই সব চিন্তার জন্য তোমার দেহ দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছে।

বার্দ্ধক্যের জন্য তোমার নিকট ধন দেখিয়া অপর ব্যক্তিরা তোমার সেই নিজস্ব সম্পত্তি অপহরণ করিয়া লইয়াছে অথবা জীবিকার জন্য তোমাকে কোনও দুষ্ট পুরুষের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, সেই চিন্তায় তোমার দেহ দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছে।)

আবার ইহাও হইতে পারে যে, তোমার স্ত্রী পরমা সুন্দরী বলিয়া তোমার অত্যন্ত প্রিয় এবং তোমার প্রতিবেশী কোনও ব্যক্তি অতিশয় সুন্দর, মহাধনশালী ও কামী নবযুবক বাস করে, এই চিন্তায় তুমি দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ২২

নিশ্চয়ই তুমি ধনবান্‌গণের মধ্যে পরম উত্তম ও সময়োচিত বাক্য বলিয়া থাক, কিন্তু সেই বাক্য তাহাদের অভিপ্রেত হয় না বলিয়া তোমার মনোবাঞ্ছিত ফল লাভ হইতেছে না, সেইজন্য তুমি পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়া যাইতেছ। ২৩

তোমার কোন পূর্ব্বেকার দৃঢ়নিশ্চয় প্রিয়ব্যক্তি মূর্খতাবশতঃ তোমার উপর কুপিত হইয়াছে এবং তুমি তাহাকে কোনরূপেই বুঝাইয়া শান্ত করিতে পারিতেছ না, সেইজন্য তুমি পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়া পড়িতেছ। ২৪

নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি তোমাকে নিজের ইচ্ছানুসারে কোনও অভীষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বদা স্বার্থসিদ্ধি করিতে বাসনা করিতেছে; সেইজন্য তুমি পাণ্ডুবর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িতেছ। ২৫

নূনং ত্বাং স্বগুণৈর্যুক্তং পূজয়ানং সুহৃদ্‌ব্রুবম্।
মন্যসে ইতি জানীতে তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ২৬
অন্তর্গতমভিপ্রায়ং নূনং নেচ্ছসি লজ্জয়া।
বিবেক্তুং প্রাপ্তিশৈথিল্যাৎ তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥২৭
নানাবুদ্ধিরুচো লোকে মনুষ্যান্ নূনমিচ্ছসি।
গ্রহীতুং স্বগুণৈঃ সর্বাংস্তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ২৮
অবিদ্বান্ ভীরুরল্পার্থে বিদ্যাবিক্রমদানজম্।
যশঃ প্রার্থয়সে নূনং তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ২৯
চিরাভিলষিতং কিঞ্চিৎ ফলমপ্রাপ্তমেব তে।
কৃতমন্যৈরপহৃতং তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ৩০
নূনমাত্মকৃতং দোষমপশ্যন্ কিঞ্চিদাত্মনঃ।
অকারণেঽভিশপ্তোঽসি তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ৩১

তুমি সদ্‌গুণসমূহে যুক্ত থাকায় নিশ্চয়ই অন্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা পূজিত হইতেছ, কিন্তু তোমার মিত্র মনে করিতেছে, এ আমার প্রভাবেই সমাদর পাইতেছে; সেইজন্য তুমি চিন্তায় দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ২৬

নিশ্চয়ই তুমি লজ্জাবশতঃ কাহারও নিকট নিজের আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নও; কারণ, তোমার অভীষ্ট বিষয়-প্রাপ্তিতে সন্দেহ আছে, সেইজন্ত চিন্তায় শুষ্ক হইয়া যাইতেছে ও পাণ্ডুবর্ণ হইতেছ। ২৭

নিশ্চয়ই সংসারে নানা প্রকার বুদ্ধিযুক্ত ও ভিন্ন ভিন্ন রুচি-বিশিষ্ট বহু মানুষ আছে। তাহাদের সকলকে তুমি নিজ গুণে বশীভূত করিতে বাসনা করিতেছ। সেইজন্ত তুমি ক্ষীণকায় ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ২৮

অথবা ইহাও হইতে পারে যে, তুমি বিদ্বান্ না হইয়াও বিদ্যার দ্বারা প্রাপ্য যশ লাভ করিতে বাসনা করিতেছ, ভীরু হইয়াও পরাক্রমজনিত কীর্তি পাইতে ইচ্ছুক হইয়াছ এবং নিজের নিকটে অত্যন্ত অল্প ধন থাকিলেও দানবীর হইবার যশ লাভে উৎসুক হইয়াছ, সেইজন্ত দুর্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ২৯

তুমি কোন কার্য্য করিয়াছ, যাহার দ্বারা চিরকাল হইতে অভিলষিত কোন ফল তুমি লাভ করিতে বাসনা করিয়াছিলে, কিন্তু তুমি তাহা লাভ কর নাই এবং অন্ত ব্যক্তিগণ তাহা অপহরণ করিয়া লইয়াছে। সেইজন্ত তোমার দেহের বর্ণ পাণ্ডু হইয়া গিয়াছে এবং তোমার দেহ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। ৩০

নিশ্চয়ই তুমি নিজের কোনও দোষ দেখিতে পাইতেছ না, অথচ অকারণে অন্ত ব্যক্তি তোমাকে আক্রোশ করিয়া থাকে; সেইজন্তও তুমি কান্তিহীন ও দুর্বল হইয়া যাইতেছ। ৩১

সাধূন্ গৃহস্থান্ দৃষ্ট্বা চ তথা সাধূন্ বনেচরান্।
মুক্তাংশ্চাবসথে সক্তাংস্তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ৩২
সুহৃদাং দুঃখমার্তানাং ন প্রমোক্ষ্যসি চার্তিজম্।
অলমর্থগুণৈর্হীনং তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ৩৩
ধর্ম্মমর্থ্যঞ্চ কাম্যঞ্চ কালে চাভিহিতং বচঃ।
ন প্রতীয়ন্তি তে নূনং তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ৩৪
দত্তানকুশলৈরর্থান্ মনীষী সংজিজীবিষুঃ।
প্রাপ্য বর্ত্তয়সে নূনং তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ৩৫
পাপান্ প্রবর্ধতো দৃষ্ট্বা কল্যাণানাবসীদতঃ।
ধ্রুবং গর্হয়সে নিত্যং তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ৩৬
পরস্পরবিরুদ্ধানাং প্রিয়ং নূনং চিকীর্ষসি।
সুহৃদামুপরোধেন তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ৩৭

তুমি বিরক্ত সাধুগণকে গৃহস্থ, দুর্জনদিগকে বনবাসী এবং সন্ন্যাসীসকলকে মঠ-মন্দিরে আসক্ত দেখিতেছ; সেইজন্য তুমি পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়া যাইতেছ। ৩২

অথবা তোমার বন্ধু-বান্ধবগণ রোগাদিতে পীড়িত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং তুমি তাহাদিগকে সেই পীড়াজনিত কষ্ট হইতে মুক্ত করিতে পারিতেছ না ও নিজেকে তুমি অর্থলাভ হইতে বঞ্চিত দেখিতেছ, সেইজন্তই তুমি পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়া যাইতেছ। ৩৩

তোমার বাক্য ধর্ম, অর্থ ও কামের অনুকূল এবং সাময়িক, অথচ অন্ত ব্যক্তিগণ তাহা বিশ্বাস করিতেছে না, সেইজন্ত তুমি কান্তিহীন ও ক্ষীণদেহ হইয়া যাইতেছ। ৩৪

মনীষী হইলেও তুমি জীবন-নির্ব্বাহের ইচ্ছাতেই অজ্ঞান পুরুষগণের প্রদত্ত ধন লইয়া তাহার দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিতেছ; সেইজন্ত তোমার দেহ কান্তিহীন ও ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। ৩৫

পাপী পুরুষদিগকে উন্নতিলাভ করিতে এবং কল্যাণকর কার্য্যে নিরত পুণ্যাত্মা পুরুষগণকে কষ্টভোগ করিতে দেখিয়া তুমি অবশ্যই সর্ব্বদা এই পরিস্থিতির নিন্দা করিতেছ; সেইজন্ত তুমি দুর্ব্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছ। ৩৬

পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিরোধে রত নিজের সুহৃদ্‌গণকে তুমি প্রতিরুদ্ধ করিয়া তাহাদের প্রিয় করিতে বাসনা করিতেছ, সেইজন্ত চিন্তার কারণে তুমি শ্রীহীন ও দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছ। ৩৭

শ্রোত্রিয়াংশ্চ বিকর্মস্থান্ প্রাজ্ঞাংশ্চাপ্যজিতেন্দ্রিয়ান্।
মন্যেঽনুধ্যায়সি জনাংস্তেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ৩৮

এবং সম্পূজিতং রক্ষো বিপ্রং তং প্রত্যপূজয়ৎ।
সখায়মকরোচ্চৈনং সংযোজ্যার্থৈর্মুমোচ হ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্মপর্ব্বণি হরিণকৃশকাখ্যানে চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৪

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে বেদবিরুদ্ধ কর্মে আসক্ত ও বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে ইন্দ্রিয়বর্গের অধীনস্থ দেখিয়া তুমি নিরন্তর চিন্তিত আছ, ইহা আমি মনে করি; সেইজন্য সম্ভবতঃ তোমার দেহ কান্তিহীন ও দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। ৩৮

এই কথা বলিয়া যখন সেই ব্রাহ্মণ রাক্ষসকে সমাদর করিলেন, তখন রাক্ষসও ব্রাহ্মণকে অত্যন্ত সম্মানিত করিল এবং ব্রাহ্মণকে নিজের মিত্র করিল। তারপর তাঁহাকে প্রচুর ধন দিয়া মুক্ত করিয়া দিল। ৩৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে পাণ্ডুবর্ণ কৃশ-রাক্ষসের উপাখ্যান-বিষয়ক চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রাদ্ধবিষয়ে দেবদূত-পিতৃণাম্, পাপেভ্যো মুক্তিলাভ-বিষয়ে ইন্দ্র-বিদ্যুৎপ্রভয়োঃ, ধর্ম্মবিষয়ে, ইন্দ্র-বৃহস্পত্যোঃ, বৃষোৎসর্গাদিবিষয়ে দেবর্ষি-পিতৃণাঞ্চ সংবাদবর্ণনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ

জন্ম মানুষ্যকং প্রাপ্য কর্মক্ষেত্রং সুদুর্লভম্।
শ্রেয়োঽর্থিনা দরিদ্রেণ কিং কর্তব্যং পিতামহ ॥ ১

দানানামুত্তমং যচ্চ দেয়ং যচ্চ যথা যথা।
মান্যান্ পূজ্যাংশ্চ গাঙ্গেয় রহস্যং বক্তুমর্হসি ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং পৃষ্টো নরেন্দ্রেণ পাণ্ডবেন যশস্বিনা।
ধর্মাণাং পরমং গুহ্যং ভীষ্মঃ প্রোবাচ পার্থিবম্ ॥৩

ভীষ্ম উবাচ।

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্ ধর্মগুহ্যানি ভারত।
যথা হি ভগবান্ ব্যাসঃ পুরা কথিতবান্ ময়ি ॥ ৪

দেবগুহ্যমিদং রাজন্ যমেনাক্লিষ্টকর্মণা।
নিয়মস্থেন যুক্তেন তপসো মহতঃ ফলম্ ॥ ৫

যেন যঃ প্রীয়তে দেবঃ প্রীয়ন্তে পিতরস্তথা।
ঋষয়ঃ প্রমথাঃ শ্রীশ্চ চিত্রগুপ্তো দিশাং গজাঃ ॥ ৬

ঋষিধর্মঃ স্মৃতো যত্র সরহস্যো মহাফলঃ।
মহাদানফলং চৈব সর্বযজ্ঞফলং তথা ॥ ৭

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[শ্রাদ্ধের বিষয়ে দেবদূত ও পিতৃগণের, পাপসমূহ হইতে মুক্তিলাভ বিষয়ে মহর্ষি ইন্দ্র ও বিদ্যুৎপ্রভের, ধর্মবিষয়ে ইন্দ্র ও বৃহস্পতির এবং বৃষোৎসর্গাদি বিষয়ে দেবর্ষি ও পিতৃগণের সংবাদ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! মনুষ্যকুলে জন্ম ও পরম দুর্লভ কর্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া নিজের কল্যাণকামী দরিদ্র মানুষের কি করা কর্ত্তব্য? ১

গঙ্গানন্দন! সকল দান হইতে যাহা উত্তম দান, যে দানযোগ্য বস্তু যে যেভাবে দান করা উচিত এবং যাঁহারা মাননীয় ও পূজনীয়—এই সবের রহস্য (গোপনীয়) বিষয় আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যশস্বী পাণ্ডুপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলে পর ভীষ্ম তাঁহাকে ধর্ম্মের পরম গুহ্য রহস্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ভরতনন্দন! পূর্ব্বকালে ভগবান্ বেদব্যাস আমাকে ধর্ম্মের যে গূঢ় রহস্য বলিয়াছিলেন, উহা বলিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। ৪

রাজন্! অনায়াসেই মহৎকর্ম্মকারী যম নিয়মপরায়ণ ও যোগযুক্ত হইয়া মহাতপস্যার ফলস্বরূপ এই দেবগুহ্য রহস্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৫

যাহার দ্বারা দেবতা, পিতৃপুরুষ, ঋষি ও প্রমথগণ এবং লক্ষ্মী, চিত্রগুপ্ত ও দিগ্গজগণ প্রসন্ন হন। ৬

যাহার মধ্যে মহাফলদায়ক ঋষিধর্ম্মের রহস্য সন্নিবিষ্ট আছে এবং যাহার অনুষ্ঠানে মহাদানসমূহ ও সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ৭

যশ্চৈতদেবং জানীয়াজ্জ্ঞাত্বা বা কুরুতেঽনঘ ।
সদোষোঽদোষবাংশ্চেহ তৈর্গুণৈঃ সহ যুজ্যতে ॥ ৮

দশসূনাসমং চক্রং দশচক্রসমো ধ্বজঃ ।
দশধ্বজসমা বেশ্যা দশবেশ্যাসমো নৃপঃ ॥ ৯

অর্ধেনৈতানি সর্বাণি নৃপতিঃ কথ্যতেঽধিকঃ ।
ত্রিবর্গসহিতং শাস্ত্রং পবিত্রং পুণ্যলক্ষণম্ ॥ ১০

ধর্মব্যাকরণং পুণ্যং রহস্যশ্রবণং মহৎ ।
শ্রোতব্যং ধর্মসংযুক্তং বিহিতং ত্রিদশৈঃ স্বয়ম্ ॥ ১১

পিতৄণাং যত্র গুহ্যানি প্রোচ্যন্তে শ্রাদ্ধকর্মণি ।
দেবতানাঞ্চ সর্বেষাং রহস্যং কথ্যতেঽখিলম্ ॥ ১২

ঋষিধর্মঃ স্মৃতো যত্র সরহস্যো মহাফলঃ ।
মহাযজ্ঞফলং চৈব সর্বদানফলং তথা ॥ ১৩

যে পঠন্তি সদা মর্ত্যা যেষাং চৈবোপতিষ্ঠতি ।

নিষ্পাপ নরেশ ! যে ব্যক্তি সেই ধর্মকে এইভাবে জানেন এবং জানিয়া তদনুসারে আচরণ করেন, তিনি সদোষ (পাপী) হইয়াও সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত হন ও সদ্গুণসমূহে যুক্ত হন ॥ ৮

দশ পশুবধকারী জাতিতুল্য (কসাইতুল্য) এক তেলী, দশ তেলিতুল্য এক সুরাপায়ী, দশ সুরাপায়ীতুল্য এক বেশ্যা এবং দশ বেশ্যার সদৃশ এক রাজা* ॥ ৯

রাজা ইহাদের সকলের অপেক্ষা অধিক দোষযুক্ত বলিয়া কথিত হয় ; কারণ, ইহাদের পাপ রাজার পাপের অর্দ্ধ হইতেও কম। (সেইজন্য রাজার দান গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।) ধর্ম, অর্থ ও কামের প্রতিপাদনকারী যে শাস্ত্র, তাহা পবিত্র ও পুণ্যের পরিচয়প্রদানকারী । ১০

তাহার মধ্যে ধর্ম ও ধর্মের রহস্যের ব্যাখ্যা আছে। এই শাস্ত্র পরম পবিত্র, মহৎ রহস্যময় তত্ত্বের শ্রবণকারক, ধর্মপূর্ণ এবং সাক্ষাৎ দেবতাগণের দ্বারা নির্মিত। অতএব এই শাস্ত্র শ্রবণ করা উচিত । ১১

যাহার মধ্যে পিতৃগণের শ্রাদ্ধের বিষয়ে গূঢ় কথা বর্ণিত আছে, যাহার মধ্যে দেবতাদিগের রহস্য পূর্ণভাবে উল্লিখিত আছে, যাহার মধ্যে রহস্যসহ মহাফলদায়ক ঋষি ধর্মের, মহাযজ্ঞসকলের এবং সকল দানের ফল প্রতিপাদন করা হইয়াছে । ১২-১৩

শ্রুত্বা চ ফলমাচষ্টে স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ১৪

গবাং ফলং তীর্থফলং যজ্ঞানাং চৈব যৎ ফলম্ ।
এতৎ ফলমবাপ্নোতি যো নরোঽতিথিপূজকঃ ॥ ১৫

শ্রোতারঃ শ্রদ্দধানাশ্চ যেষাং শুদ্ধঞ্চ মানসম্ ।
তেষাং ব্যক্তং জিতা লোকাঃ শ্রদ্দধানেন সাধুনা ॥ ১৬

মুচ্যতে কিল্বিষাচ্চৈব ন স পাপেন লিপ্যতে ।
ধর্মঞ্চ লভতে নিত্যং প্রেত্য লোকগতো নরঃ ॥ ১৭

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য দেবদূতো যদৃচ্ছয়া ।
স্থিতো হ্যন্তর্হিতো ভূত্বা পর্যভাষত বাসবম্ ॥ ১৮

যৌ তৌ কামগুণোপেতাবশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ ।
আজ্ঞয়াহং তয়োঃ প্রাপ্তঃ নরান্ পিতৃদৈবতান্ ॥১৯

কস্মাদ্ধি মৈথুনং শ্রাদ্ধে দাতুর্ভোক্তুশ্চ বর্জিতম্ ।
কিমর্থঞ্চ ত্রয়ঃ পিণ্ডাঃ প্রবিভক্তাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২০

যে সব মানুষ এই শাস্ত্র পাঠ করেন, যাঁহাদের শাস্ত্রের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায় এবং তাঁহার ফল শ্রবণ করিয়া যিনি অন্য ব্যক্তিগণের সম্মুখে ব্যাখ্যা করেন, তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ হইয়া যান । ১৪

যে মানুষ অতিথিগণের পূজা করেন, তিনি গোদান, তীর্থস্নান ও যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করিয়া থাকেন । ১৫

যাহারা শ্রদ্ধাসহকারে ধর্মশাস্ত্র শ্রবণ করেন এবং যাঁহাদের হৃদয় শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা শ্রদ্ধালু ও শ্রেষ্ঠ মনের দ্বারা অবশ্যই পুণ্যলোকসমূহ জয় করিয়া থাকেন । ১৬

শুদ্ধচিত্ত মানুষ শ্রদ্ধাসহকারে শাস্ত্র-শ্রবণ করিলে পূর্বকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান এবং ভবিষ্যতে কোনও পাপে লিপ্ত হন না। তিনি নিত্য ধর্মানুষ্ঠান করেন ও মৃত্যুর পর উত্তম লোক প্রাপ্ত হন । ১৭

কোনও এক সময়ের কথা, এক দেবদূত অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া আকাশে অন্তর্হিত হইয়া অবস্থিত ইন্দ্রকে বলিলেন । ১৮

এই যে কমনীয় গুণসম্পন্ন বৈদ্যপ্রবর অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আমি তাঁহাদের অনুমতিক্রমে দেবতা, পিতৃপুরুষ ও মনুষ্যগণের নিকট আসিয়াছি । ১৯

আমার মনে এই জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইয়াছে যে, শ্রাদ্ধের দিন শ্রাদ্ধকর্তা ও শ্রাদ্ধান্ন ভোজনকারী ব্রাহ্মণের পক্ষে যে মৈথুনের নিষেধ করা হইয়াছে, তাহার কারণ কি ? এবং শ্রাদ্ধে পৃথক্ পৃথক্ তিনটি পিণ্ড কি জন্য দেওয়া হয় ? ২০

---

* এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নিম্নলিখিত ভাবেও দৃষ্ট হয়,—
দশ পশুবধকারী জাতির তুল্য এক ক্ষুদ্র রাজ্য, সেইরূপ দশটি ক্ষুদ্র রাজ্যের তুল্য একটি ধ্বজ, সেইরূপ দশটি ধ্বজের তুল্য একটি বেশ্যা এবং সেইরূপ বেশ্যার তুল্য এক নৃপ । ৯

প্রথমঃ কস্য দাতব্যো মধ্যমঃ ক চ গচ্ছতি
উত্তরশ্চ স্মৃতঃ কস্য এতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ২১
শ্রদ্দধানেন দূতেন ভাষিতং ধর্মসংহিতম্।
পূর্বস্থাস্ত্রিদশাঃ সর্বে পিতরঃ পূজ্য খেচরম্ ॥ ২২

পিতর উচুঃ

স্বাগতং তেঽস্তু ভদ্রং তে শ্রূয়তাং খেচরোত্তম।
গূঢ়ার্থঃ পরমঃ প্রশ্নো ভবতা সমুদীরিতঃ ॥ ২৩
শ্রাদ্ধং দত্ত্বা চ ভুক্ত্বা চ পুরুষো যঃ স্ত্রিয়ং ব্রজেৎ।
পিতরস্তস্য তং মাসং তস্মিন্ রেতসি শেরতে ॥ ২৪
প্রবিভাগং তু পিণ্ডানাং প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্বশঃ।
পিণ্ডো অধস্তাদ্ গচ্ছংস্তু অপ আবিশ্য ভাবয়েৎ ॥ ২৫
পিণ্ডং তু মধ্যমং তত্র পত্নী ত্বেকা সমশ্নুতে।
পিণ্ডস্তৃতীয়ো যস্তেষাং তং দদ্যাজ্জাতবেদসি ॥ ২৬
এষ শ্রাদ্ধবিধিঃ প্রোক্তো যথা ধর্মো ন লুপ্যতে।
পিতরস্তস্য তুষ্যন্তি প্রহৃষ্টমনসঃ সদা ॥ ২৭
প্রজা বিবর্ধতে চাস্য অক্ষয়ং চোপতিষ্ঠতি।

দেবদূত উবাচ।

আনুপূর্ব্যেণ পিণ্ডানাং প্রবিভাগঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৮
পিতৄণাং ত্রিষু সর্বেষাং নিরুক্তং কথিতং ত্বয়া।
একঃ সমুদ্ধৃতঃ পিণ্ডো অধস্তাৎ কস্য গচ্ছতি ॥ ২৯
কং বা প্রীণয়তে দেবং কথং তারয়তে পিতৄন্।
মধ্যমং তু তদা পত্নী ভুঙ্‌ক্তেঽনুজ্ঞাতমেব হি ॥ ৩০
কিমর্থং পিতরস্তস্য কব্যমেব চ ভুঞ্জতে।
অত্র যস্ত্বন্তিমঃ পিণ্ডো গচ্ছতে জাতবেদসম্ ॥ ৩১
ভবতে কা গতিস্তস্য কং বা সমনুগচ্ছতি।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পিণ্ডেষু ত্রিষু যা গতিঃ ॥ ৩২
ফলং বৃত্তিঞ্চ মার্গঞ্চ যশ্চৈনং প্রতিপদ্যতে।

পিতর উচুঃ।

সুমহানেষ প্রশ্নো বৈ যস্ত্বয়া সমুদীরিতঃ ॥ ৩৩
রহস্যমদ্ভুতং চাপি পৃষ্টাঃ স্ম গগনেচর।
এতদেব প্রশংসন্তি দেবাশ্চ মুনয়স্তথা ॥ ৩৪

প্রথম পিণ্ড কাঁহাকে দেওয়া উচিত? দ্বিতীয় পিণ্ড কে প্রাপ্ত হন এবং তৃতীয় পিণ্ড কাঁহার অধিকাররূপে স্বীকৃত হইয়াছে? এই সব কিছু আমি জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ২১

সেই শ্রদ্ধাবান্ দেবদূতের এইরূপ ধর্মযুক্ত ভাষণ শেষ হইলে পর পূর্বদিকে অবস্থিত সকল দেবতা ও পিতৃগণ সেই আকাশ-চারী পুরুষের প্রশংসা করিতে করিতে বলিলেন। ২২

পিতৃগণ বলিলেন, –আকাশচারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবদূত! তোমার শুভাগমন হউক। তুমি কল্যাণভাগী হও। তুমি গূঢ় অভিপ্রায়যুক্ত উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। ইহার উত্তর শ্রবণ কর। ২৩

যে মানুষ শ্রাদ্ধের দান ও ভোজন করিয়া স্ত্রীর সহিত সমাগম করে, তাহার পিতৃগণ একমাস ধরিয়া তাহার বীর্য্যে শয়ন করিয়া থাকেন। ২৪

এখন আমি পিণ্ডসমূহের ক্রমশঃ বিভাগের বর্ণনা করিব। শ্রাদ্ধে যে তিন পিণ্ডের বিধান আছে, তাহার মধ্যে প্রথম পিণ্ড জলে নিক্ষেপ করা উচিত। দ্বিতীয় পিণ্ড কেবল শ্রাদ্ধকর্তার পত্নী ভোজন করিবে এবং তাহাদের মধ্যে যে তৃতীয় পিণ্ড, তাহা অগ্নিতে প্রদান করিতে হয়। ২৫-২৬

এই শ্রাদ্ধ বিধি কথিত হইয়াছে। তদনুসারে কার্য্য করিলে পর ধর্মলোপ হয় না। যে ব্যক্তি এই ধর্ম পালন করে, তাহার পিতৃগণ প্রসন্নচিত্ত ও সন্তুষ্ট থাকেন। তাহার সন্তান বর্ধিত হয় এবং কখনও ক্ষীণ হয় না। ২৭½

দেবদূত বলিলেন,–পিতৃগণ! আপনারা ক্রমশঃ পিণ্ড সমূহের বিভাগ বলিলেন এবং তিনলোকে যে সমস্ত পিতৃগণ আছেন, তাঁহাদের পিণ্ডদান করিবার শাস্ত্রোক্ত বিধানও আপনারা বলিলেন। ২৮½

কিন্তু প্রথমে পিণ্ডকে উত্তোলিত করিয়া জলের নীচেই যে প্রদান করিবার কথা বলিলেন, তদনুসারে যদি সেই পিণ্ড জলে দেওয়া হয়, তবে তাহা কে প্রাপ্ত হন? সেই পিণ্ড কোন্ দেবতাকে তৃপ্ত করে? এবং কিভাবে পিতৃগণকে উদ্ধার করে? ২৯½

এইভাবে যদি গুরুজনগণের অনুমতিক্রমে দ্বিতীয় পিণ্ড পত্নী ভক্ষণ করে, তাহা হইলে পিতৃগণ সেই পিণ্ড কিভাবে উপভোগ করেন। ৩০½

এবং অন্তিম পিণ্ড যদি অগ্নিতে দেওয়া হয়, তবে তাহার গতি কি হইবে? সেই পিণ্ড কোন্ দেবতা প্রাপ্ত হন্? ৩১½

এই সব আমি শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। তিন পিণ্ডের যে গতি হয়, তাহার যে ফল, বৃত্তি এবং মার্গ ও যে দেবতা সেই সব পিণ্ড প্রাপ্ত হন, এ সমস্তই প্রকাশিত করুন। ৩২½

পিতৃগণ বলিলেন,—আকাশচারী দেবদূত! তুমি এই অত্যন্ত উত্তম প্রশ্ন উপস্থাপিত করিয়াছ এবং আমাদের নিকট

তেঽপ্যেবং নাভিজানন্তি পিতৃকার্য্যবিনিশ্চয়ম্।
বর্জয়িত্বা মহাত্মানং চিরজীবিনমুত্তমম্ ॥ ৩৫
পিতৃভক্তস্তু যো বিপ্রো বরলব্ধো মহাযশাঃ।
ত্রয়াণামপি পিণ্ডানাং শ্রুত্বা ভগবতো গতিম্ ॥ ৩৬
দেবদূতেন যঃ পৃষ্টঃ শ্রাদ্ধস্য বিধিনিশ্চয়ঃ।
গতিং ত্রয়াণাং পিণ্ডানাং শৃণুষ্বাবহিতো মম ॥ ৩৭
অপো গচ্ছতি যো হ্যত্র শশিনং হ্যেষ প্রীণয়েৎ।
শশী প্রীণয়তে দেবান্ পিতৄংশ্চৈব মহামতে ॥ ৩৮
ভুঙ্ক্তে তু পত্নী যং চৈষামনুজ্ঞাতা তু মধ্যমম্।
পুত্রকামায় পুত্রং তু প্রযচ্ছন্তি পিতামহাঃ ॥ ৩৯
হব্যবাহে তু যঃ পিণ্ডো দীয়তে তন্নিবোধ মে।
পিতরস্তেন তৃপ্যন্তি প্রীতাঃ কামান্ দিশন্তি চ ॥ ৪০
এতৎ তে কথিতং সর্বং ত্রিষু পিণ্ডেষু যা গতিঃ।
ঋত্বিগ্ যো যজমানস্য পিতৃত্বমনুগচ্ছতি ॥ ৪১
তস্মিন্নহনি মন্যন্তে পরিহার্য্যং হি মৈথুনম্।
শুচিনা তু সদা শ্রাদ্ধং ভোক্তব্যং খেচরোত্তম ॥ ৪২
যে ময়া কথিতা দোষাস্তে তথা স্যুর্ন চান্যথা।
তস্মাৎ স্নাতঃ শুচিঃ ক্ষান্তঃ শ্রাদ্ধং ভুঞ্জীত বৈ দ্বিজঃ ॥ ৪৩
প্রজা বিবর্দ্ধতে চাস্য যশ্চৈবং সম্প্রযচ্ছতি।
ততো বিদ্যুৎপ্রভো নাম ঋষিরাহ মহাতপাঃ ॥ ৪৪
আদিত্যতেজসা তস্য তুল্যং রূপং প্রকাশতে।
স চ ধর্মরহস্যানি শ্রুত্বা শক্রমথাব্রবীৎ ॥ ৪৫
তির্য্যগ্‌যোনিগতান্ সত্ত্বান্ মর্ত্ত্যা হিংসন্তি মোহিতাঃ।
কীটান্ পিপীলিকান্ সর্পান্ মেষান্ সমৃগপক্ষিণঃ ॥ ৪৬
কিল্বিষং সুবহু প্রাপ্তাঃ কিংস্বিদেষাং প্রতিক্রিয়া।
ততো দেবগণাঃ সর্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ৪৭

তুমি অদ্ভুত রহস্যের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ! দেবতা ও মুনিগণও এই পিতৃকার্য্যের প্রশংসা করেন ॥ ৩৩-৩৪

কিন্তু তাঁহারা এইরূপ পিতৃকার্য্যের রহস্যকে নিশ্চিতরূপে জানেন না। যিনি পিতৃভক্ত এবং যে মহাযশস্বী পুরুষ ব্রাহ্মণের বর লাভ করিয়াছেন, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ চিরজীবী মহাত্মা মার্কণ্ডেয় ব্যতীত আর কেহই ইহার পরিচয় জানেন না। ৩৫½

তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট হইতে তিন পিণ্ডের গতি শ্রবণ করিয়া শ্রাদ্ধের রহস্য জানিতে পারিয়াছেন। দেবদূত! তুমি যে শ্রাদ্ধ বিধির নির্ণয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তদনুসারে তিন পিণ্ডের গতি বলিতেছি, সাবধান হইয়া তুমি শ্রবণ কর। ৩৬-৩৭

মহামতে! এই শ্রাদ্ধে যে প্রথম পিণ্ড জলের মধ্যে যায়, সেই পিণ্ড চন্দ্রকে তৃপ্ত করে এবং চন্দ্র স্বয়ং দেবতা ও পিতৃগণকে তৃপ্ত করেন। ৩৮

এইরূপ শ্রাদ্ধকর্ত্তার পত্নী গুরুজনগণের অনুমতিক্রমে যে মধ্যম পিণ্ড ভক্ষণ করে, তাহার দ্বারা প্রসন্ন হইয়া পিতামহ পুত্রকামী পুরুষকে পুত্র প্রদান করেন। ৩৯

অগ্নিতে যে তৃতীয় পিণ্ড দেওয়া হয়, তাহারও তত্ত্ব আমার নিকটে শ্রবণ কর। তাহার দ্বারা পিতৃগণ তৃপ্ত হন এবং তৃপ্ত হইয়া তাঁহারা সেই মানুষের সমস্ত কামনা পূর্ণ করেন। ৪০

এইভাবে তোমাকে সব কিছুই বলা হইল। তিন পিণ্ডের যে গতি হয়, তাহাও প্রতিপাদিত হইল। শ্রাদ্ধে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ সেই দিনের জন্য যজমানের পিতৃভাব প্রাপ্ত হন; সেইজন্য তাঁহাদের পক্ষে সেইদিনে মৈথুন ত্যাজ্য বলিয়া মনে করা হয়। আকাশচারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবদূত! ব্রাহ্মণ স্নানাদির দ্বারা পবিত্র হইয়া সদা শ্রাদ্ধে ভোজন করিবেন। ৪১-৪২

আমি যে সব দোষের কথা বলিয়াছি, তাহারা সে সমস্তই প্রাপ্ত হয়; ইহাতে কোনরূপ অন্যথা হয় না। অতএব ব্রাহ্মণ স্নান করত পবিত্র ও ক্ষমাশীল হইয়া শ্রাদ্ধে ভোজন করিবেন। ৪৩

যে এইভাবে শ্রাদ্ধে দান করে, তাহার সন্তান বর্দ্ধিত হয়। পিতৃগণ এই কথা বলিলে পর বিদ্যুৎপ্রভ নামক এক মহাতপস্বী মহর্ষি বলিলেন। ৪৪

তাঁহার রূপ তখন সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া প্রকাশিত হইতেছিল। তিনি ধর্মের রহস্যসকল শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪৫

দেবরাজ! মনুষ্যগণ যে মোহবশতঃ তির্য্যগ্‌যোনিতে পতিত প্রাণী, মৃগ, পক্ষী ও মেষাদি এবং কীট, পিপীলিকা ও সর্পসকলের হিংসা করে, ইহার দ্বারা তাহারা বহু পাপ করিয়া থাকে। তাহাদের পক্ষে এই সব পাপ হইতে মুক্তি লাভের উপায় কি? ৪৬½

তাঁহার এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সমস্ত দেবতা, তপোধন ঋষি ও মহাভাগ পিতৃগণ বিদ্যুৎপ্রভমুনির ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন। ৪৭½

পিতরশ্চ মহাভাগাঃ পূজয়ন্তি স্ম তং মুনিম্ ।

শক্র উবাচ

কুরুক্ষেত্রং গয়াং গঙ্গাং প্রভাসং পুষ্করাণি চ ॥ ৪৮

এতানি মনসা ধ্যাত্বা অবগাহেৎ ততো জলম ।

তথা মুচ্যতি পাপেন রাহুণা চন্দ্রমা যথা ॥ ৪৯

ত্র্যহং স্নাতঃ স ভবতি নিরাহারশ্চ বর্ততে ।

স্পৃশতে যো গবাং পৃষ্ঠং বালধিং নমস্যতি ॥ ৫০

ততো বিদ্যুৎপ্রভো বাক্যমভ্যভাষত বাসবম্ ।

অয়ং সূক্ষ্মতরো ধর্মস্তং নিবোধ শতক্রতো ॥ ৫১

মৃষ্টো বটকষায়েণ অনুলিপ্তঃ প্রিয়ঙ্গুণা ।

ক্ষীরেণ ষষ্টিকান্ ভুক্ত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫২

শ্রূয়তাং চাপরং গুহ্যং রহস্যমৃষিচিন্তিতম্ ।

শ্রুতং মে ভাষমাণস্য স্থাণোঃ স্থানে বৃহস্পতেঃ ॥ ৫৩

রুদ্রেণ সহ দেবেশ তন্নিবোধ শচীপতে ।

পর্বতারোহণং কৃত্বা একপাদো বিভাবসুম্ ॥ ৫৪

নিরীক্ষেত নিরাহার ঊর্ধ্ববাহুঃ কৃতাঞ্জলিঃ ।

তপসা মহতা যুক্ত উপবাসফলং লভেৎ ॥ ৫৫

রশ্মিভিস্তাপিতোঽর্কস্য সর্বপাপমপোহতি ।

গ্রীষ্মকালেঽথ বা শীতে এবং পাপমপোহতি ॥ ৫৬

ততঃ পাপাৎ প্রমুক্তস্য দ্যুতির্ভবতি শাশ্বতী ।

তেজসা সূর্যবদ্ দীপ্তো ভ্রাজতে সোমবৎ পুনঃ ॥৫৭

মধ্যে ত্রিদশবর্গস্য দেবরাজঃ শতক্রতুঃ ।

উবাচ মধুরং বাক্যং বৃহস্পতিমনুত্তমম্ ॥ ৫৮

ধর্মগুহ্যং তু ভগবন্ মানুষাণাং সুখাবহম্ ।

সরহস্যাশ্চ যে দোষাস্তান্ যথাবদুদীরয় ॥ ৫৯

বৃহস্পতিরুবাচ ।

প্রতিমেহন্তি যে সূর্যমনিলং দ্বিষতে চ যে ।

হব্যবাহে প্রদীপ্তে চ সমিধং যে ন জুহ্বতি ॥ ৬০

ইন্দ্র বলিলেন,—মুনে! মানুষের কর্তব্য হইল - কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুষ্করক্ষেত্রকে মনে মনেই চিন্তা করিয়া সে জলে স্নান করিবে। এরূপ করিলে পর সেই মানুষ পাপ হইতে সেইভাবে মুক্ত হইয়া যায়, যেরূপ চন্দ্র রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ৪৮ ৪৯

যে মানুষ গোগণের পৃষ্ঠ স্পর্শ করে এবং তাহাদের পুচ্ছকে নমস্কার করে, সেই মানুষ পূর্বোক্ত কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থে তিনদিন উপবাস পূর্বক স্নান করিয়া থাকে অর্থাৎ তিনদিন উপবাস পূর্বক এই সব তীর্থ স্নানের ফল লাভ করে। ৫০

তদনন্তর বিদ্যুৎপ্রভ ইন্দ্রকে এই কথা বলিলেন—শতক্রতো! এই সূক্ষ্মতর ধর্ম আমি বলিতেছি, আপনি ইহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। ৫১

বটবৃক্ষের জটার দ্বারা নিজের দেহকে যদি ঘর্ষণ করা হয়, প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষের চূর্ণ যদি শরীরে লেপন করা হয় এবং দুগ্ধের সহিত ষষ্টিক ধান্যের তণ্ডুলের ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া যদি ভোজন করা হয়, তবে মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৫২

ঋষিগণ কর্তৃক চিন্তিত অন্য এক গূঢ় রহস্যের কথা শ্রবণ করুন। ইহা আমি ভগবান্ শঙ্করের স্থানে ভাষণদানকারী বৃহস্পতির মুখ হইতে ভগবান্ রুদ্রের সহিত শ্রবণ করিয়াছি। দেবেশ! শচীপতে! তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। ৫৩

যে মানুষ পর্বতে আরোহণ করিয়া ভোজনের পূর্বে একপদে দাঁড়াইয়া দুই বাহু উত্তোলিত করত কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্নিদেবকে নিরীক্ষণ করে, সেই মানুষ মহাতপস্যাযুক্ত হইয়া উপবাস করিবার ফল প্রাপ্ত হয়। ৫৪-৫৫

যে মানুষ গ্রীষ্ম অথবা শীতকালে সূর্যের কিরণে তাপিত হয়, সে নিজের সমস্ত পাপকে নাশ করিয়া থাকে। এইভাবে মানুষ পাপমুক্ত হইয়া যায়। পাপমুক্ত মানুষ সনাতন কান্তি লাভ করে। সে নিজের তেজে সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান এবং চন্দ্রের তুল্য প্রকাশিত হইতে থাকে। ৫৬-৫৭

তাহার পর শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী দেবরাজ ইন্দ্র দেবমণ্ডলীর মধ্যে নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু বৃহস্পতিকে মধুর বাক্যে বলিলেন। ৫৮

ভগবন্! মনুষ্যগণের সুখদায়ক গুহ্য ধর্ম ও ধর্মের গূঢ় রহস্য সহ যে সমস্ত দোষ আছে, এই সবই আপনি যথাযথরূপে বর্ণনা করুন। ৫৯

বৃহস্পতি বলিলেন,—শচীপতে! যে সূর্যদেবের দিকে মুখ করিয়া প্রস্রাব করে, বায়ুদেবের সহিত দ্বেষ করে অর্থাৎ বায়ুর সম্মুখে প্রস্রাব করে, যে প্রজ্বলিত অগ্নিতে সমিধের আহুতি দেয় না এবং যে দুগ্ধের লোভে অত্যন্ত ক্ষুদ্রবৎসযুক্তা ধেনুকে

বালবৎসাশ্চ যে ধেনূর্দুহন্তি ক্ষীরকারণাৎ।
তেষাং দোষান্ প্রবক্ষ্যামি তান্ নিবোধ শচীপতে ॥ ৬১
ভানুমাননিলশ্চৈব হব্যবাহশ্চ বাসব।
লোকানাং মাতরশ্চৈব গাবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ৬২
লোকাংস্তারয়িতুং শক্তা মর্ত্যেষ্বেতেষু দেবতাঃ।
সর্বে ভবন্তঃ শৃণ্বন্ত একৈকং ধর্মনিশ্চয়ম্ ॥ ৬৩
বর্ষাণি ষড়শীতিং তু দুর্বৃত্তাঃ কুলপাংসনাঃ।
স্ত্রিয়ঃ সর্বাশ্চ দুর্বৃত্তাঃ প্রতিমেহন্তি যা রবিম্ ॥ ৬৪
অনিলদ্বেষিণঃ শক্র গর্ভস্থা চ্যবতে প্রজা।
হব্যবাহস্য দীপ্তস্য সমিধং যে ন জুহ্বতি ॥ ৬৫
অগ্নিকার্য্যেষু বৈ তেষাং হব্যং নাশ্নাতি পাবকঃ।
ক্ষীরং তু বালবৎসানাং যে পিবন্তীহ মানবাঃ ॥ ৬৬
ন তেষাং ক্ষীরপাঃ কেচিজ্জায়ন্তে কুলবর্দ্ধনাঃ।
প্রজাক্ষয়েণ যুজ্যন্তে কুলবংশক্ষয়েণ চ ॥ ৬৭

দোহন করে, এই সবের দোষের কথা বলিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥ ৬০-৬১

বাসব! সাক্ষাৎ ব্রহ্মা সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি ও লোকমাতা ধেনুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ৬২

ইঁহারা মর্ত্যলোকের দেবতা এবং সম্পূর্ণ জগৎকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। আপনারা সকলে শ্রবণ করুন, আমি এক এক করিয়া ধর্মের নিশ্চিত বিষয় বলিতেছি। ৬৩

ইন্দ্র! যে সব দুরাচারী ও কুলাঙ্গার পুরুষ এবং যে সমস্ত দুরাচারিণী স্ত্রী সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া প্রস্রাব করে ও যাহারা বায়ুকে দ্বেষ করে অর্থাৎ বায়ুর সম্মুখে প্রস্রাব করে, তাহাদের সকলের ছিয়াশী বৎসর পর্য্যন্ত গর্ভস্থ সন্তান চ্যুত হইয়া যায়। ৬৪½

যাহারা প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে সমিধ্ আহুতি দেয় না, তাহাদের অগ্নিহোত্রে অগ্নিদেব হবিঃ গ্রহণ করেন না (অতএব অগ্নি প্রজ্বলিত না করিয়া তাঁহার মধ্যে আহুতি দেওয়া উচিত নয়)। ৬৫½

যে সব মানুষ ক্ষুদ্র বৎসযুক্তা ধেনুর দুগ্ধ দোহন করিয়া পান করে, তাহাদের বংশে দুগ্ধপানকারী ও কুলের বৃদ্ধিকারী কোন বালক উৎপন্ন হয় না। তাহাদের সন্তান নষ্ট হইয়া যায় এবং কুল ও বংশ ক্ষয় হইয়া থাকে। ৬৬-৬৭

এইভাবে উত্তমকুলে উৎপন্ন ব্রাহ্মণগণ পুরাকালে ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভব করিয়াছেন, অতএব আত্মকল্যাণকামী মানুষ

এবমেতৎ পুরা দৃষ্টং কুলবৃদ্ধৈর্দ্বিজাতিভিঃ।
তস্মাদ্ বর্জ্যানি বর্জ্যানি কার্য্যং কার্য্যঞ্চ নিত্যশঃ ॥ ৬৮
ভূতিকামেন মর্ত্যেন সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।
ততঃ সর্বা মহাভাগ দেবতাঃ সমরুদ্গণাঃ ॥ ৬৯
ঋষয়শ্চ মহাভাগাঃ পৃচ্ছন্তি স্ম পিতৄংস্ততঃ।
পিতরঃ কেন তুষ্যন্তি মর্ত্যানামল্পচেতসাম্ ॥ ৭০
অক্ষয়ঞ্চ কথং দানং ভবেচ্চৈবৌর্দ্ধ্বদেহিকম্।
আনৃণ্যং বা কথং মর্ত্যা গচ্ছেয়ুঃ কেন কর্মণা ॥ ৭১
এতদিচ্ছামহে শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি নঃ।
ন্যায়তো বৈ মহাভাগাঃ সংশয়ঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ৭২

পিতর উচুঃ।

শ্রূয়তাং যেন তুষ্যামো মর্ত্যানাং সাধুকর্মণাম্।
নীলষণ্ডপ্রমোক্ষেণ অমাবাস্যাং তিলোদকৈঃ ॥ ৭৩

শাস্ত্রে যে সব ত্যাজ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, সে সমস্ত পরিত্যাগ করিবে এবং যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই পালন করিবে। এই সত্য কথা আমি আপনাদের বলিলাম। ৬৮½

তখন মরুদ্গণের সহিত সমস্ত মহাভাগ দেবতারা ও পরম সৌভাগ্যশালী ঋষিরা পিতৃগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৬৯½

মনুষ্যদিগের বুদ্ধি অতিশয় অল্প; অতএব তাহারা কোন্ কার্য্য করিবে, যাহার দ্বারা সমস্ত পিতৃগণ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন? শ্রাদ্ধে প্রদত্ত দান কিভাবে অক্ষয় হয়? অথবা কোন্ কর্ম্মের দ্বারা কিপ্রকারে পিতৃগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে? আমরা ইহা শুনিতে বাসনা করি। এই সব শ্রবণ করিবার জন্য আমাদের মনে অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ৭০-৭১½

পিতৃগণ বলিলেন,—মহাভাগ দেববৃন্দ! আপনারা ন্যায়ানুসারে আপনাদের সন্দেহ উপস্থাপিত করিলেন। উত্তম কর্মকারী মনুষ্যগণের যে কার্য্যের দ্বারা আমরা সন্তুষ্ট হই, তাহা শ্রবণ করুন। ৭২½

নীলবর্ণের বৃষ উৎসর্গ করিয়া মুক্ত করিলে, অমাবস্যায় তিল মিশ্রিত জলের দ্বারা তর্পণ করিলে এবং বর্ষাঋতুতে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দীপদান করিলে মানুষ পিতৃগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৭৩½

বর্ষাসু দীপকৈশ্চৈব পিতৄণামনৃণো ভবেৎ।
অক্ষয়ং নির্ব্যলীকঞ্চ দানমেতন্মহাফলম্ ॥ ৭৪
অস্মাকং পরিতোষশ্চ অক্ষয়ঃ পরিকীর্ত্তাতে।
শ্রদ্দধানাশ্চ যে মর্ত্ত্যা আহরিষ্যন্তি সন্ততিম্ ॥ ৭৫
দুর্গাৎ তে তারয়িষ্যন্তি নরকাৎ প্রপিতামহান্।
পিতৄণাং ভাষিতং শ্রুত্বা হৃষ্টরোমা তপোধনঃ ॥ ৭৬
বৃদ্ধগার্গ্যো মহাতেজাস্তানেবং বাক্যমব্রবীৎ।
কে গুণা নীলষণ্ডস্য প্রমুক্তস্য তপোধনাঃ ॥ ৭৭
বর্ষাসু দীপদানেন তথৈব চ তিলোদকৈঃ।

পিতর ঊচুঃ।

নীলষণ্ডস্য লাঙ্গূলং তোয়মভ্যুদ্ধরেদ্ যদি ॥ ৭৮
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি পিতরস্তেন তর্পিতাঃ।
যস্তু শৃঙ্গগতং পঙ্কং কুলাদুদ্ধৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ৭৯

পিতরস্তেন গচ্ছন্তি সোমলোকমসংশয়ম্।
বর্ষাসু দীপদানেন শশিবচ্ছোভতে নরঃ ॥ ৮০
তমোরূপং ন তস্যাস্তি দীপকং যঃ প্রযচ্ছতি।
অমাবাস্যাং তু যে মর্ত্ত্যাঃ প্রযচ্ছন্তি তিলোদকম্ ॥ ৮১
পাত্রমৌদুম্বরং গৃহ্য মধুমিশ্রং তপোধন।
কৃতং ভবতি তৈঃ শ্রাদ্ধং সরহস্যং যথার্থবৎ ॥ ৮২
হৃষ্টপুষ্টমনাস্তেষাং প্রজা ভবতি নিত্যদা।
কুলবংশস্য বৃদ্ধিস্তু পিণ্ডদস্য ফলং ভবেৎ ॥
শ্রদ্দধানস্তু যঃ কুর্য্যাৎ পিতৄণামনৃণো ভবেৎ ॥ ৮৩
এবমেব সমুদ্দিষ্টঃ শ্রাদ্ধকালক্রমস্তথা।
বিধিঃ পাত্রং ফলং চৈব যথাবদনুকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্মপর্ব্বণি পিতৃরহস্যং নাম
পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৫

এইরূপে নিষ্কপটভাবে প্রদত্ত দান অক্ষয় ও মহাফলদায়ক হয় এবং ইহার দ্বারা আমাদেরও অক্ষয় সন্তোষ লাভ হয়—ইহা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৭৪½

যে সব মানুষ পিতৃগণের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া সন্তান উৎপন্ন করিবে, তাহারা নিজেদের প্রপিতামহদিগকে দুর্গম নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। ৭৫½

পিতৃগণের এই ভাষণ শ্রবণ করিয়া তপোধন মহাতেজস্বী বৃদ্ধ গার্গ্যের শরীরে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। তিনি তখন সেই পিতৃগণকে এই কথা বলিলেন। ৭৬½

তপোধনগণ! নীলবর্ণের বৃষ মোচন, বর্ষাকালে দীপদান এবং অমাবস্যায় তিলমিশ্রিত জল দ্বারা তর্পণ করিলে কি লাভ হয়? ৭৭½

পিতৃগণ বলিলেন,—মুনে! মুক্ত নীলবর্ণের বৃষের পুচ্ছ নদী প্রভৃতির জলে সিক্ত হইয়া সেই জলকে যদি উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত করে, তবে যে ব্যক্তি সেই বৃষমোচন করিয়াছে, তাহার পিতৃগণ ষাট্ হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত সেই জলের দ্বারা তৃপ্ত থাকেন। ৭৮½

যে বৃষ নদী বা পুষ্করিণীর তীর হইতে শৃঙ্গের দ্বারা পঙ্ক উত্তোলিত করিয়া অবস্থান করে, তাহার দ্বারা বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধকারী মানুষের পিতৃগণ নিঃসন্দেহে চন্দ্রলোকে গমন করেন। ৭৯½

বর্ষাকালে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দীপ দান করিলে মানুষ চন্দ্রের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি দীপদান করে, তাহার পক্ষে নরকের অন্ধকারই থাকে না। ৮০½

তপোধন! যে সব মানুষ অমাবস্যার দিন তামার পাত্রে মধু ও তিল মিশ্রিত জল লইয়া তাহার দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করে, তাহাদের দ্বারা রহস্যসহ শ্রাদ্ধ কার্য্য যথার্থরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ৮১-৮২

তাহাদের সন্তানগণ সদা হৃষ্ট-পুষ্টমনা হয়। কুল ও বংশ পরম্পরায় বৃদ্ধি শ্রাদ্ধের ফল। পিণ্ডদানকারীর এই ফল সুলভ হয়। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করে, সেই ব্যক্তি তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৮৩

এইভাবে এই শ্রাদ্ধের কাল, ক্রম, বিধি, পাত্র ও ফলের বর্ণনা যথাযথরূপে এস্থলে প্রদর্শিত হইল। ৮৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে পিতৃগণের রহস্যনামক পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বিষ্ণু-বলদেব-দেবগণ-ধর্ম্ম-বহ্নি-বিশ্বামিত্র-গোগণ-ব্রহ্মাভির্ধর্ম্মস্য গূঢ়রহস্যস্য প্রতিপাদনম্]

ভীষ্ম উবাচ

কেন তে চ ভবেৎ প্রীতিঃ কথং তুষ্টিং তু গচ্ছসি

ইতি পৃষ্টঃ সুরেন্দ্রেণ প্রোবাচ হরিরীশ্বরঃ ॥ ১

বিষ্ণুরুবাচ।

ব্রাহ্মণানাং পরীবাদো মম বিদ্বেষণং মহৎ।

ব্রাহ্মণৈঃ পূজিতৈর্নিত্যং পূজিতোঽহং ন সংশয়ঃ ॥ ২

নিত্যাভিবাদ্যা বিপ্রেন্দ্রা ভুক্ত্বা পাদৌ তথাত্মনঃ।

তেষাং তুষ্যামি মর্ত্যানাং যশ্চক্রে চ বলিং হরেৎ ॥ ৩

বামনং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা বরাহঞ্চ জলোত্থিতম্।

উদ্ধৃতাং ধরণীং চৈব মূর্দ্ধ্না ধারয়তে তু যঃ ॥ ৪

ন তেষামশুভং কিঞ্চিৎ কল্মষং চোপপদ্যতে।

অশ্বত্থং রোচনাং গাঞ্চ পূজয়েদ্ যো নরঃ সদা ॥ ৫

পূজিতঞ্চ জগৎ তেন সদেবাসুর-মানুষম্।

তেন রূপেণ তেষাঞ্চ পূজাং গৃহ্নামি তত্ত্বতঃ ॥ ৬

পূজা মমৈষা নাস্ত্যন্যা যাবল্লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।

অন্যথা হি বৃথা মর্ত্যাঃ পূজয়ন্ত্যল্পবুদ্ধয়ঃ ॥ ৭

নাহং তৎ প্রতিগৃহ্নামি ন সা তুষ্টিকরী মম ॥ ৮

ইন্দ্র উবাচ।

চক্রং পাদৌ বরাহঞ্চ ব্রাহ্মণং চাপি বামনম্।

উদ্ধৃতাং ধরণীং চৈব কিমর্থং ত্বং প্রশংসসি ॥ ৯

ভবান্ সৃজতি ভূতানি ভবান্ সংহরতি প্রজাঃ।

প্রকৃতিঃ সর্বভূতানাং সমর্ত্যানাং সনাতনী ॥ ১০

ভীষ্ম উবাচ।

সম্প্রহস্য ততো বিষ্ণুরিদং বচনমব্রবীৎ।

চক্রেণ নিহতা দৈত্যাঃ পদ্ভ্যাং ক্রান্তা বসুন্ধরা ॥ ১১

ষড়্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[বিষ্ণু, বলদেব, দেবগণ, ধর্ম্ম, অগ্নি, বিশ্বামিত্র, গোসকল ও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! পুরাকালের ঘটনা, একবার দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান্ বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করেন, ভগবন্! আপনি কোন্ কর্ম্মের দ্বারা প্রসন্ন হন? কিভাবে আপনি তুষ্টি লাভ করেন? সুরেন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া জগদীশ্বর শ্রীহরি বলিলেন ॥ ১

বিষ্ণু বলিলেন,—ইন্দ্র! ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করিলে আমার সহিত অত্যন্ত বিদ্বেষ করা হয়। ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে পর সর্ব্বদা আমার পূজা করা হয়—তাহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে প্রতিদিন প্রণাম করা কর্ত্তব্য। ভোজনের পর নিজের দুই পদের সেবা করিবে অর্থাৎ পদদ্বয়কে ভালভাবে শুদ্ধ জলের দ্বারা ধৌত করিবে এবং তীর্থের মৃত্তিকার দ্বারা সুদর্শন চক্র নির্ম্মাণ করত তাহার উপরে আমার পূজা করিবে ও নানাপ্রকার উপহার প্রদান করিবে। যাহারা এরূপ করে, আমি সেই মনুষ্যগণের উপর সন্তুষ্ট হই ॥ ৩

যে মানুষ বামন ব্রাহ্মণ ও জল হইতে উত্থিত বরাহকে দেখিয়া নমস্কার করে এবং তাহার উত্থিত মৃত্তিকা মস্তকে লেপন করে, এরূপ মনুষ্যগণের কখনও কোনও অশুভ এবং পাপ হয় না ॥ ৪

যে মানুষ অশ্বত্থ বৃক্ষ, গোরচনা ও গো-কে সদা পূজা করে, তাহার দ্বারা দেবতা, অসুর এবং মনুষ্যগণের সহিত সম্পূর্ণ জগতের পূজা হইয়া থাকে ॥ ৫

সেইরূপে তাহার দ্বারা কৃত পূজাকে আমি যথার্থরূপে নিজের পূজা মনে করিয়া গ্রহণ করি। যে পর্য্যন্ত এই লোকসকল প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই পর্য্যন্ত এই পূজাই আমার পূজা। ইহা হইতে ভিন্ন অন্য প্রকারের পূজা আমার নয় ॥ ৬

অল্পবুদ্ধি মানবেরা অন্যপ্রকারে আমার বৃথা পূজা করিয়া থাকে। আমি তাহা গ্রহণ করি না, কারণ, সেই পূজা আমাকে তুষ্টি প্রদান করিতে পারে না ॥ ৭-৮

ইন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! আপনি চক্র, দুই পদ, বামন ব্রাহ্মণ, বরাহ ও তাহার দ্বারা উত্থিত মৃত্তিকার প্রশংসা কেন করেন? ৯

আপনিই প্রাণিগণকে সৃজন করেন, আপনিই সমস্ত প্রজাকে সংহার করেন এবং আপনিই মনুষ্যগণের সহিত সকল প্রাণীর সনাতন প্রকৃতি (মূল কারণ) ॥ ১০

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তখন ভগবান্ বিষ্ণু হাস্য করিয়া এই কথা বলিলেন—দেবরাজ! আমি চক্রের দ্বারা দৈত্যগণকে বধ করিয়াছি। দুইপদের দ্বারা পৃথিবীকে আক্রান্ত (ব্যাপ্ত)

বারাহং রূপমাস্থায় হিরণ্যাক্ষো নিপাতিতঃ।
বামনং রূপমাস্থায় জিতো রাজা ময়া বলিঃ ॥ ১২
পরিতুষ্টো ভবাম্যেবং মানুষাণাং মহাত্মনাম্।
তস্মাং যে পূজয়িষ্যন্তি নাস্তি তেষাং পরাভবঃ ॥ ১৩
অপি বা ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মচারিণমাগতম্।
ব্রাহ্মণাগ্র্যাহুতিং দত্ত্বা অমৃতং তস্য ভোজনম্ ॥ ১৪
ঐন্দ্রীং সন্ধ্যামুপাসিত্বা আদিত্যাভিমুখঃ স্থিতঃ।
সর্বতীর্থেষু স স্নাতো মুচ্যতে সর্বকিল্বিষৈঃ ॥ ১৫
এতদ্ বঃ কথিতং গুহ্যমখিলেন তপোধনাঃ।
সংশয়ং পৃচ্ছমানানাং কিং ভূয়ঃ কথয়াম্যহম্ ॥ ১৬
বলদেব উবাচ।
শ্রূয়তাং পরমং গুহ্যং মানুষাণাং সুখাবহম্।
অজানন্তো যদবুধাঃ ক্লিশ্যন্তে ভূতপীড়িতাঃ ॥ ১৭
কল্য উত্থায় যো মর্ত্যঃ স্পৃশেদ্ গাং বৈ ঘৃতং দধি।
সর্ষপঞ্চ প্রিয়ঙ্গুঞ্চ কল্মষাৎ প্রতিমুচ্যতে ॥ ১৮
ভূতানি চৈব সর্ব্বাণি অগ্রতঃ পৃষ্ঠতোঽপি বা।
উচ্ছিষ্টং বাপি ছিদ্রেষু বর্জয়ন্তি তপোধনাঃ ॥ ১৯
দেবা ঊচুঃ।
প্রগৃহ্যৌদুম্বরং পাত্রং তোয়পূর্ণমুদঙ্মুখঃ।
উপবাসং তু গৃহ্নীয়াদ্ যদ্ বা সঙ্কল্পয়েদ্ ব্রতম্ ॥ ২০
দেবতাস্তস্য তুষ্যন্তি কামিকং চাপি সিধ্যতি।
অন্যথা হি বৃথা মর্ত্ত্যাঃ কুর্বতে স্বল্পবুদ্ধয়ঃ ॥ ২১
উপবাসে বলৌ চাপি তাম্রপাত্রং বিশিষ্যতে।
বলিভিক্ষা তথার্ঘ্যঞ্চ পিতৄণাঞ্চ তিলোদকম্ ॥ ২২
তাম্রপাত্রেণ দাতব্যমন্যথাল্পফলং ভবেৎ।
গুহ্যমেতৎ সমুদ্দিষ্টং যথা তুষ্যন্তি দেবতাঃ ॥ ২৩
ধর্ম উবাচ।
রাজপৌরুষিকে বিপ্রে ঘাণ্টিকে পরিচারিকে।
গোরক্ষকে বাণিজকে তথা কারুকুশীলবে ॥ ২৪

করিয়াছি। বরাহরূপ ধারণ করত হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে ভূপাতিত করিয়াছি এবং বামন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করত আমি রাজা বলিকে জয় করিয়াছি। ১১-১২

এইভাবে এই সবের পূজা করিলে আমি মহাত্মা মনুষ্যগণের উপর সন্তুষ্ট হই। যে সকল মানুষ আমার পূজা করিবে, তাহারা কখনও পরাভব প্রাপ্ত হয় না। ১৩

ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে গৃহে আসিতে দেখিয়া গৃহস্থ মানুষ সেই ব্রাহ্মণকে প্রথমে ভোজন করাইবে, তাহার পর যদি স্বয়ং অবশিষ্ট অন্ন গ্রহণ করে, তবে তাহার সেই ভোজন অমৃতের তুল্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ১৪

যে মানুষ প্রাতঃকালের সন্ধ্যা করিয়া সূর্য্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, তাহার সমস্ত তীর্থস্নানের ফললাভ হয় এবং সে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ১৫

তপোধনগণ! তোমরা যে সংশয়ের বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহার সমাধানের জন্য আমি এই সমস্ত গূঢ় রহস্য তোমাদের নিকট বলিলাম। বল, আর কি বলিব? ১৬

বলদেব বলিলেন,—যাহা মনুষ্যগণের সুখদায়ক এবং মূর্খ মানুষেরা যাহাকে না জানায় ভূতসকলের দ্বারা পীড়িত হইয়া নানাপ্রকার কষ্টভোগ করে, সেই পরম গোপনীয় বিষয় আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৭

যে মানুষ প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া গো, ঘৃত, দধি, সর্ষপ ও প্রিয়ঙ্গু স্পর্শ করে, সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ১৮

যেরূপ তপস্বী পুরুষগণ অগ্রে ও পশ্চাতে আগমনকারী সকল হিংস্র জন্তুকে পরিত্যাগ করে—তাহাদের ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যায়, সেইরূপ সঙ্কট-সময় আসিলেও তাহারা উচ্ছিষ্ট বস্তুকে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ১৯

দেবগণ বলিলেন,—মানুষ জলে পূর্ণ তাম্রপাত্র গ্রহণ করত উত্তরাভিমুখ হইয়া উপবাসের নিয়ম গ্রহণ করিবে অথবা কোনও ব্রতের সঙ্কল্প গ্রহণ করিবে। ২০

যে মানুষ এরূপ করে, তাহার উপর সমস্ত দেবতাগণ সন্তুষ্ট হন এবং তাহার সকল মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইয়া যায়; কিন্তু মন্দবুদ্ধি মানবেরা এরূপ না করিয়া বৃথা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিয়া থাকে। ২১

উপবাসের সঙ্কল্পগ্রহণে এবং পূজার উপচার সামগ্রী সমর্পণ করিতে তাম্রপাত্রকেই উত্তম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। পূজাসামগ্রী, ভিক্ষা, অর্ঘ্য ও পিতৃগণের জন্য তিলমিশ্রিত জল তাম্রপাত্রের দ্বারা দান করা কর্ত্তব্য; অন্যথা তাহার ফল অল্প হইয়া যায়। এই অত্যন্ত গোপনীয় বিষয় বলিলাম, ইহার দ্বারা সমস্ত দেবতাগণ সন্তুষ্ট হন। ২২-২৩

ধর্ম বলিলেন,—ব্রাহ্মণ যদি রাজার কর্মচারী হয়, বেতন লইয়া ঘণ্টা বাজাইবার কার্য্য করে, অপরের সেবক হয়, গোরক্ষা ও বাণিজ্যাদি ব্যবসায় কার্য্য করে, শিল্পী বা নট হয়, মিত্রদ্রোহী হয়, বেদাধ্যয়ন না করে, অথবা শূদ্র জাতির স্ত্রীর পতি হয়, এরূপ

মিত্রধ্রুহ্বনধীয়ানে যশ্চ স্যাদ্ বৃষলীপতিঃ।
এতেষু দৈবং পিত্র্যং বা ন দেয়ং স্যাৎ কথঞ্চন ॥ ২৫
পিণ্ডদাস্তস্য হীয়ন্তে ন চ প্রীণাতি বৈ পিতৄন্।
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে ॥ ২৬
পিতরস্তস্য দেবাশ্চ অগ্নয়শ্চ তথৈব হি।
নিরাশাঃ প্রতিগচ্ছন্তি অতিথেরপ্রতিগ্রহাৎ ॥ ২৭
স্ত্রীঘ্নৈর্গোঘ্নৈঃ কৃতঘ্নৈশ্চ ব্রহ্মঘ্নৈর্গুরুতল্পগৈঃ।
তুল্যদোষো ভবত্যেভির্যস্যাতিথিরনর্চিতঃ ॥ ২৮

অগ্নিরুবাচ।

পাদমুদ্যম্য যো মর্ত্ত্যঃ স্পৃশেদ্ গাশ্চ সুদুর্মতিঃ।
ব্রাহ্মণং বা মহাভাগং দীপ্যমানং তথানলম্ ॥ ২৯
তস্য দোষান্ প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুধ্বং সমাহিতাঃ।
দিবং স্পৃশত্যশব্দোঽস্য ত্রস্যন্তি পিতরশ্চ বৈ ॥ ৩০
বৈমনস্যঞ্চ দেবানাং কৃতং ভবতি পুষ্কলম্।
পাবকশ্চ মহাতেজা হব্যং ন প্রতিগৃহ্ণতি ॥ ৩১
আজন্মনাং শতং চৈব নরকে পচ্যতে তু সঃ।
নিষ্কৃতিশ্চ ন তস্যাপি অনুমন্যন্তি কর্হিচিৎ ॥ ৩২
তস্মাদ্ গাবো ন পাদেন স্প্রষ্টব্যা বৈ কদাচন।
ব্রাহ্মণশ্চ মহাতেজা দীপ্যমানস্তথানলঃ ॥ ৩৩
শ্রদ্দধানেন মর্ত্ত্যেন আত্মনো হিতমিচ্ছতা।
এতে দোষা ময়া প্রোক্তাস্ত্রিষু যঃ পাদমুৎসৃজেৎ ॥ ৩৪

বিশ্বামিত্র উবাচ।

শ্রূয়তাং পরমং গুহ্যং রহস্যং ধর্মসংহিতম্।
পরমান্নেন যো দদ্যাৎ পিতৄণামোপহারিকম্ ॥ ৩৫
গজচ্ছায়ায়াং পূর্বস্যাং কুতপে দক্ষিণামুখঃ।
যদা ভাদ্রপদে মাসি ভবতে বহুলে মঘা ॥ ৩৬
শ্রূয়তাং তস্য দানস্য যাদৃশো গুণবিস্তরঃ।
কৃতং তেন মহচ্ছ্রাদ্ধং বর্ষাণীহ ত্রয়োদশ ॥ ৩৭

গাব ঊচুঃ।

বহুলে সমঙ্গে হ্যকুতোভয়ে চ
ক্ষেমে চ সখ্যেব হি ভূয়সী চ।
যথা পুরা ব্রহ্মপুরে সবৎসা
শতক্রতোর্বজ্রধরস্য যজ্ঞে ॥ ৩৮

ব্রাহ্মণগণকে কোন প্রকারেই দেবকার্য্য (যজ্ঞ) ও পিতৃকার্য্যের (শ্রাদ্ধের) অন্নাদি দান করা উচিত নয়। যাহারা ইহাদের পিণ্ড বা অন্ন দান করে, তাহাদের অবনতি হয় এবং তাহাদের পিতৃগণেরও তৃপ্তি হয় না। ২৪-২৫½

যাহার গৃহ হইতে অতিথি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়, তাহার গৃহে দানের দ্বারা অতিথির সৎকার না হওয়ায় দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অগ্নিসকলও নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান। ২৬-২৭

যাহার গৃহে অতিথির সৎকার হয় না, সেই মানুষের স্ত্রীহত্যাকারী, গোঘাতক, কৃতঘ্ন, ব্রহ্মহত্যাকারী ও গুরুপত্নীগামী পুরুষগণের সমান পাপ হয়। ২৮

অগ্নি বলিলেন,—যে দুর্বুদ্ধি মানুষ পাদ তুলিয়া তাহার দ্বারা গোকে আঘাত করে, মহাভাগ ব্রাহ্মণকে অথবা প্রজ্বলিত অগ্নিকে স্পর্শ করে, তাহার দোষ বলিতেছি, সকল মানুষ একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। ২৯½

এরূপ মানুষের অপকীর্ত্তি স্বর্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাহার পিতৃগণ ভীত হন। দেবতারা তাহার প্রতি বিমনা হইয়া উঠেন এবং মহাতেজস্বী পাবক তাহার প্রদত্ত হবির গ্রহণ করেন না। ৩০-৩১

সে শতজন্ম পর্য্যন্ত নরকে পাক হইতে থাকে। ঋষিগণ কখনও তাহার উদ্ধারের অনুমোদন করেন না। ৩২

সেইজন্য নিজের হিতকামী শ্রদ্ধাবান্ মানুষ গোসকলকে, মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণকে এবং প্রজ্বলিত অগ্নিকে কখনও পদের দ্বারা স্পর্শ করিবে না। যে ব্যক্তি ইঁহাদের দিকে পাদ উত্তোলন করে, তাহার যে সমস্ত দোষ হয়, তাহা বর্ণন করিলাম। ৩৩-৩৪

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—দেবগণ! ধর্মসম্বন্ধীয় এই পরম গোপনীয় রহস্য শ্রবণ করুন। যখন ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথির সহিত মঘানক্ষত্রের যোগ হইবে, সেই সময় যে মানুষ দক্ষিণাভিমুখে কুতপকালে (মধ্যাহ্নের পর অষ্টম মুহূর্ত্তে) যখন হস্তীর ছায়া পূর্ব্বদিকে পতিত হয়, সেই ছায়ায় অবস্থিত হইয়া পিতৃগণের নিমিত্ত উপহার রূপে উত্তম অন্ন দান করে, সেই দানে যেরূপ বিস্তৃত ফল কথিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন। সেইরূপ অন্নদাতা মানুষ এজগতে ত্রয়োদশ বর্ষের জন্য পিতৃগণের সর্ব্বোত্তম শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, ইহা জানিবেন। ৩৫-৩৭

গোগণ বলিলেন,—পুরাকালে ব্রহ্মলোকের মধ্যে বজ্রধারী ইন্দ্রের যজ্ঞে 'বহুলে! সমঙ্গে! অকুতোভয়ে! ক্ষেমে! সখী, ভূয়সী' এই সব নাম উচ্চারণ করিয়া বৎসসহ গোগণের যে স্তুতি

ভূমস্থ যা বিষ্ণুপদে স্থিতা যা
বিভাবসোশ্চাপি পথে স্থিতা যা ।
দেবাশ্চ সর্বে সহ নারদেন
প্রকুর্বতে সর্বসহেতি নাম ॥ ৩৯

মন্ত্রেণৈতেনাভিবন্দেত যো বৈ
বিমুচ্যতে পাপকৃতেন কর্মণা ।
লোকানবাপ্নোতি পুরন্দরস্য
গবাং ফলং চন্দ্রমসো দ্যুতিঞ্চ ॥ ৪০

এতং হি মন্ত্রং ত্রিদশাভিজুষ্টং
পঠেত যঃ পর্বসু গোষ্ঠমধ্যে ।
ন তস্য পাপং ন ভয়ং ন শোকঃ
সহস্রনেত্রস্য চ যাতি লোকম্ ॥ ৪১

ভীষ্ম উবাচ ।

অথ সপ্ত মহাভাগা ঋষয়ো লোকবিশ্রুতাঃ ।
বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে ব্রহ্মাণং পদ্মসম্ভবম্ ॥ ৪২
প্রদক্ষিণমভিক্রম্য সর্বে প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ
উবাচ বচনং তেষাং বসিষ্ঠো ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ৪৩
সর্বপ্রাণিহিতং প্রশ্নং ব্রহ্মক্ষেত্রে বিশেষতঃ ।
দ্রব্যহীনাঃ কথং মর্ত্যা দরিদ্রাঃ সাধুবৃত্তিনঃ ॥ ৪৪
প্রাপ্নুবন্তীহ যজ্ঞস্য ফলং কেন চ কর্মণা
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তেষাং ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৫

ব্রহ্মোবাচ ।

অহো প্রশ্নো মহাভাগা গূঢ়ার্থঃ পরমঃ শুভঃ ।
সূক্ষ্মঃ শ্রেয়াংশ্চ মর্ত্যানাং ভবদ্ভিঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ৪৬
শ্রূয়তাং সর্বমাখ্যাস্যে নিখিলেন তপোধনাঃ ।
যথা যজ্ঞফলং মর্ত্যো লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৭
পৌষমাসস্য শুক্লে বৈ যদা যুজ্যেত রোহিণী ।
তেন নক্ষত্রযোগেন আকাশশয়নো ভবেৎ ॥ ৪৮
একবস্ত্রঃ শুচিঃ স্নাতঃ শ্রদ্দধানঃ সমাহিতঃ ।
সোমস্য রশ্ময়ঃ পীত্বা মহাযজ্ঞফলং লভেৎ ॥ ৪৯
এতদ্ বঃ পরমং গুহ্যং কথিতং দ্বিজসত্তমাঃ ।
যন্মাদ্ ভবন্তঃ পৃচ্ছন্তি সূক্ষ্মতত্ত্বার্থদর্শিনঃ ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি দেবরহস্যে
ষড়্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৬

করা হইয়াছিল, পুনরায় যে সমস্ত গো আকাশে অবস্থিত ছিলেন এবং যে গো সূর্য্যমার্গে বিদ্যমান ছিলেন, নারদসহ সমস্ত দেবতারা তাঁহাদের 'সর্ব্বসহা' নাম রাখিয়াছিলেন। ৩৮-৩৯

এই উভয় শ্লোক মিলিত হইয়া একটি মন্ত্র। এই মন্ত্রের দ্বারা যে ব্যক্তি গোগণের বন্দনা করে, সেই ব্যক্তি পাপকর্ম হইতে মুক্ত হইয়া যায়। গোসেবার ফলস্বরূপ তাহার ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয় এবং সে চন্দ্রের ন্যায় কান্তি লাভ করে। ৪০

যে ব্যক্তি সমস্ত পর্ব্বদিনে গোশালা-মধ্যে এই দেবসেবিত মন্ত্র পাঠ করে, তাহার কোনও পাপ হয় না, ভয় হয় না এবং শোকও হয় না। সে সহস্রলোচন ইন্দ্রের লোকে গমন করে। ৪১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর মহাসৌভাগ্যশালী বিশ্ববিখ্যাত বসিষ্ঠাদি সকল সপ্তর্ষিগণ পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং সকলেই কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ৪২½

তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞগণশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠমুনি সমস্ত প্রাণীর পক্ষে হিতকর ও বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে লাভদায়ক এই প্রশ্ন উপস্থাপিত করিলেন। ৪৩½

ভগবন্! এ সংসারে সদাচারী মনুষ্যগণ প্রায়শঃ দরিদ্র ও দ্রব্যহীন হয়। তাহারা কোন্ কর্ম্মের দ্বারা কিভাবে যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারে? তাঁহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন। ৪৪-৪৫

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাভাগ সপ্তর্ষিগণ! তোমরা পরম শুভ কারক, গূঢ় অর্থপূর্ণ, সূক্ষ্ম ও মনুষ্যগণের পক্ষে কল্যাণকারী প্রশ্ন করিয়াছ। ৪৬

তপোধনগণ! মানুষ যেভাবে বিনা সংশয়ে যজ্ঞফল লাভ করিতে পারে, সেই সব আমি পূর্ণরূপে বলিব, শ্রবণ কর। ৪৭

পৌষমাসের শুক্লপক্ষে যেদিনে রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইবে, সেইদিনের রাত্রিতে মানুষ স্নানাদির দ্বারা শুদ্ধ হইয়া এক বস্ত্র ধারণ করত শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার সহিত অনাচ্ছাদিত আকাশের নিম্নে শয়ন করিবে এবং চন্দ্রের কিরণই পান করিবে। এরূপ করিলে সে এক মহাযজ্ঞফল লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ৪৮-৪৯

বিপ্রবরগণ! তোমরা সূক্ষ্মতত্ত্ব ও অর্থের পারদর্শী বিদ্বান্; তোমরা আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তদনুসারে তোমাদের নিকট এই পরম গুহ্য বিষয় বলিলাম। ৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে দেবতাগণের রহস্যবিষয়ক ষড়্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

(অগ্নি-লক্ষ্ম্যঙ্গিরো-গার্গ্য-জমদগ্নিভির্ধর্মস্য রহস্যবর্ণনম্ ।)

বিভাবসুরুবাচ ।

সলিলস্যাঞ্জলিং পূর্ণমক্ষতাংশ্চ ঘৃতোত্তরাঃ ।
সোমস্যোত্তিষ্ঠমানস্য তজ্জলং চাক্ষতাংশ্চ তান্ ॥ ১

স্থিতো হ্যভিমুখো মর্ত্যঃ পৌর্ণমাস্যাং বলিং হরেৎ ।
অগ্নিকার্য্যং কৃতং তেন হুতাশ্চাস্যাগ্নয়স্ত্রয়ঃ ॥ ২

বনস্পতিঞ্চ যো হন্যাদমাবস্যামবুদ্ধিমান্ ।
অপি হ্যেকেন পত্রেণ লিপ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৩

দন্তকাষ্ঠং তু যঃ খাদেদমাবস্যামবুদ্ধিমান্ ।
হিংসিতশ্চন্দ্রমাস্তেন পিতরশ্চোদ্বিজন্তি চ ॥ ৪

হব্যং ন তস্য দেবাশ্চ প্রতিগৃহ্ণন্তি পর্বসু
কুপ্যন্তে পিতরশ্চাস্য কুলে বংশোঽস্য হীয়তে ॥ ৫

শ্রীরুবাচ ।

প্রকীর্ণং ভাজনং যত্র ভিন্নভাণ্ডমথাসনম্ ।
যোষিতশ্চৈব হন্যন্তে কশ্মলোপহতে গৃহে ॥ ৬

দেবতাঃ পিতরশ্চৈব উৎসবে পর্বণীষু বা ।
নিরাশাঃ প্রতিগচ্ছন্তি কশ্মলোপহতাদ্ গৃহাৎ ॥ ৭

অঙ্গিরা উবাচ ।

যস্তু সংবৎসরং পূর্ণং দদ্যাদ্ দীপং করঞ্জকে ।
সুবর্চলামূলহস্তঃ প্রজা তস্য বিবর্ধতে ॥ ৮

গার্গ্য উবাচ ।

আতিথ্যং সততং কুর্য্যাদ্ দীপং দদ্যাৎ প্রতিশ্রয়ে ।
বর্জয়ানো দিবা স্বাপং ন চ মাংসানি ভক্ষয়েৎ ॥ ৯

গো-ব্রাহ্মণং ন হিংস্যাচ্চ পুষ্করাণি চ কীর্তয়েৎ ।
এষ শ্রেষ্ঠতমো ধর্মঃ সরহস্যো মহাফলঃ ॥ ১০

অপি ক্রতুশতৈরিষ্ট্বা ক্ষয়ং গচ্ছতি তদ্ধবিঃ ।
ন তু ক্ষীয়ন্তি তে ধর্মাঃ শ্রদ্দধানৈঃ প্রযোজিতাঃ ॥ ১১

ইদঞ্চ পরমং গুহ্যং সরহস্যং নিবোধত ।
শ্রাদ্ধকল্পে চ দৈবে চ তৈর্থিকে পর্বণীষু চ ॥ ১২

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

[অগ্নি, লক্ষ্মী, অঙ্গিরা, গার্গ্য ও জমদগ্নিকর্তৃক ধর্মের রহস্য বর্ণন ।]

অগ্নিদেব বলিলেন,—যে মানুষ পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রোদয়ের সময় চন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া তাঁহাকে পূর্ণ এক অঞ্জলি জল ঘৃত ও অক্ষত (আতপতণ্ডুল) সহ উপহার প্রদান করে, ইহার দ্বারা তাহার অগ্নিহোত্র কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায় । ইহার দ্বারা গার্হপত্য আহবনীয় ও দক্ষিণ—এই তিন অগ্নিরও আহুতি কার্য্য হইয়া যায় । ১-২

যে মূর্খ মানুষ অমাবস্যার দিন কোন বনস্পতির একটিও পাতা যদি ছিন্ন করে, তবে সে ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হয় । ৩

যে বুদ্ধিহীন মানুষ অমাবস্যা তিথিতে দন্তধাবনের কাষ্ঠ চর্বণ করে, তাহার দ্বারা চন্দ্রের হিংসা করা হয় এবং পিতৃগণও তাহাতে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন । ৪

পর্বসমূহে তাহার প্রদত্ত হবিষ্য দেবতাগণ গ্রহণ করেন না। তাহার পিতৃগণও ক্রুদ্ধ হন এবং তাহার বংশ হানি হয় । ৫

লক্ষ্মী বলিলেন,—যাহার গৃহে পাত্রসকল এদিক্ ওদিকে পতিত থাকে, বাসন-পত্র ভগ্ন থাকে, আসন ছিন্ন হইয়া পতিত থাকে এবং যে গৃহে স্ত্রীগণ প্রহৃত হয়, সেই গৃহ পাপের জন্য দূষিত হইয়া যায় । পাপে দূষিত সেই গৃহ হইতে উৎসব ও পর্বের সময়ে দেবতা এবং পিতৃগণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান—সেই গৃহের পূজা তাঁহারা গ্রহণ করেন না । ৬-৭

অঙ্গিরা বলিলেন,—যে ব্যক্তি পূর্ণ এক বর্ষ পর্য্যন্ত করঞ্জ বৃক্ষের নিম্নে দীপদান করে এবং ব্রাহ্মীলতার মূল হস্তে ধারণ করিয়া রাখে, তাহার সন্তান বর্দ্ধিত হয় । ৮

গার্গ্য বলিলেন,—সর্ব্বদা অতিথিগণের সৎকার করিবে, গৃহে দীপ প্রজ্বলিত করিবে, দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। মাংস ভক্ষণ করিবে না। গো ও ব্রহ্মহত্যা করিবে না। তিন পুষ্কর তীর্থের নাম গ্রহণ করিবে। এই সব পালন করিলে এই রহস্যসহ শ্রেষ্ঠতম ধর্ম তাহাকে মহাফল প্রদান করেন ।৯-১০

শতবার অনুষ্ঠিত যজ্ঞের ফলও ক্ষীণ হইয়া যায় ; কিন্তু শ্রদ্ধাবান্ পুরুষগণের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম যদি পালিত হয়, তবে তাহা কখনও ক্ষীণ হয় না । ১১

এই পরম গোপনীয় রহস্যের কথা শ্রবণ কর । শ্রাদ্ধে, যজ্ঞে, তীর্থে ও পর্ব্বসমূহে দেবতাদিগের জন্য যে হবিষ্য প্রস্তুত করা হয়, তাহা যদি রজস্বলা স্ত্রী, শ্বেতরোগাক্রান্তা রমণী ও বন্ধ্যা স্ত্রী দর্শন করে, তবে তাহাদের নেত্রের দ্বারা দৃষ্ট হবিষ্য দেবতারা গ্রহণ

রজস্বলা চ যা নারী শ্বিত্রিকাপুত্রিকা চ যা।
এতাভিশ্চক্ষুষা দৃষ্টং হবির্নাশ্নন্তি দেবতাঃ ॥ ১৩
পিতরশ্চ ন ভুঞ্জন্তি বর্ষাণ্যপি ত্রয়োদশ।
শুক্লবাসাঃ শুচির্ভূত্বা ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ ॥
কীর্ত্তয়েদ্ ভারতং চৈব তথা স্যাদক্ষয়ং হবিঃ ॥ ১৪

ধৌম্য উবাচ।

ভিন্নভাণ্ডঞ্চ খট্বাঞ্চ কুক্কুটং শুনকং তথা।
অপ্রশস্তানি সর্ব্বাণি যশ্চ বৃক্ষো গৃহেরুহঃ ॥ ১৫
ভিন্নভাণ্ডে কলিং প্রাহুঃ খট্বায়াং তু ধনক্ষয়ঃ ॥
কুক্কুটে শুনকে চৈব হবির্নাশ্নন্তি দেবতাঃ।
বৃক্ষমূলে ধ্রুবং সত্ত্বং তস্মাদ্ বৃক্ষং ন রোপয়েৎ ॥ ১৬

জমদগ্নিরুবাচ।

যো যজেদশ্বমেধেন বাজপেয়শতেন হ।
অবাক্শিরা বা লম্বেত সত্রং বা স্ফীতমাহরেৎ ॥ ১৭
ন যস্য হৃদয়ং শুদ্ধং নরকং স ধ্রুবং ব্রজেৎ।
তুল্যং যজ্ঞশ্চ সত্যঞ্চ হৃদয়স্য চ শুদ্ধতা ॥ ১৮
শুদ্ধেন মনসা দত্ত্বা সক্তুপ্রস্থং দ্বিজাতয়ে।
ব্রহ্মলোকমনুপ্রাপ্তঃ পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি দেবরহস্যে সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৭

করেন না এবং পিতৃগণও তের বৎসর যাবৎ অসন্তুষ্ট থাকেন ॥ ১২-১৩½

শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞের দিনে মানুষ স্নানাদির দ্বারা পবিত্র হইয়া শুভ্র বস্ত্র ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণগণকে দিয়া স্বস্তিবাচন করাইবে এবং মহাভারত (গীতাপ্রভৃতি) পাঠ করিবে। এরূপ করিলে তাহার হব্য ও কব্য অক্ষয় হইয়া যায় ॥ ১৪

ধৌম্য বলিলেন,—গৃহে ছিদ্রযুক্ত বা ভগ্ন বাসনপত্র, ভগ্ন খাট, মুরগ এবং কুকুর থাকা ও অশ্বত্থাদি বৃক্ষ হওয়া প্রশস্ত নয় ॥ ১৫

ছিদ্রযুক্ত বা ভগ্ন পাত্রে কলিযুগের বাস বলিয়া কথিত আছে। ভগ্ন খাট থাকিলে ধনহানি হয়। মুরগ ও কুকুর থাকিলে দেবতাগণ সেই গৃহে হবিঃ গ্রহণ করেন না এবং গৃহের মধ্যে কোনও বৃহদ্ বৃক্ষ হইলে পর তাহার মূলের মধ্যে সর্প, বিছা প্রভৃতি জন্তুগণের বাস অবশ্যই হইয়া থাকে, সেইজন্য গৃহমধ্যে বৃক্ষরোপণ করিবে না ॥ ১৬

জমদগ্নি বলিলেন,—কেহ যদি অশ্বমেধ যজ্ঞ বা শত বাজপেয় যজ্ঞ করে, নিম্নে মস্তক করিয়া বৃক্ষে ঝুলিতে থাকে অথবা সমৃদ্ধিশালী কোনও সত্রের প্রবর্তন করে; কিন্তু যাহার হৃদয় শুদ্ধ না, সেই পাপী নিশ্চয়ই নরকে গমন করিয়া থাকে; কারণ, যজ্ঞ, সত্য ও হৃদয়ের শুদ্ধি—এই তিনটিই সমান (বরং হৃদয়ের শুদ্ধি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) ॥ ১৭-১৮

(প্রাচীনকালে এক ব্রাহ্মণ) শুদ্ধ হৃদয়ে ব্রাহ্মণকে এক প্রস্থ (সের) সক্তু (ছাতু) দান করিয়াই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; হৃদয়ের শুদ্ধির মহত্ত্ব বলিবার জন্য এই একটি মাত্র দৃষ্টান্তই যথেষ্ট ॥ ১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে দেবতাগণের রহস্যবিষয়ক সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

(বায়ুনা ধর্মাধর্ময়োঃ রহস্যবর্ণনম্ ।)

বায়ুরুবাচ ।

কিঞ্চিদ্ ধর্মং প্রবক্ষ্যামি মানুষাণাং সুখাবহম্ ।
সরহস্যাশ্চ যে দোষাস্তান্ শৃণুধ্বং সমাহিতাঃ ॥ ১
অগ্নিকার্য্যঞ্চ কর্ত্তব্যং পরমান্নেন ভোজনম্ ।
দীপকশ্চাপি কর্ত্তব্যঃ পিতৃণাং সতিলোদকঃ ॥ ২
এতেন বিধিনা মর্ত্ত্যঃ শ্রদ্দধান সমাহিতঃ ।
চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ যো দদাতি তিলোদকম্ ॥ ৩
ভোজনঞ্চ যথাশক্ত্যা ব্রাহ্মণে বেদপারগে ।
পশুবন্ধশতস্যেহ ফলং প্রাপ্নোতি পুষ্কলম্ ॥ ৪
ইদং চৈবাপরং গুহ্যমপ্রশস্তং নিবোধত ।
অগ্নেস্তু বৃষলো নেতা হবির্মূঢ়াশ্চ যোষিতঃ ॥ ৫
মন্যতে ধর্ম এবেতি স চাধর্মেণ লিপ্যতে ।
অগ্নয়স্তস্য কুপ্যন্তি শূদ্রযোনিং স গচ্ছতি ॥ ৬
পিতরশ্চ ন তুষ্যন্তি সহ দেবৈর্বিশেষতঃ ।
প্রায়শ্চিত্তং তু যৎ তত্র ব্রুবতস্তন্নিবোধ মে ॥ ৭
যৎ কৃত্বা তু নরঃ সম্যক্ সুখী ভবতি বিজ্বরঃ ।
গবাং মূত্র-পুরীষেণ পয়সা চ ঘৃতেন চ ॥ ৮
অগ্নিকার্য্যং ত্র্যহং কুর্য্যান্নিরাহারঃ সমাহিতঃ ।
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে প্রতিগৃহ্ণন্তি দেবতাঃ ॥ ৯
হৃষ্যন্তি পিতরশ্চাস্য শ্রাদ্ধকাল উপস্থিতে ।
এষ হ্যধর্মো ধর্মশ্চ সরহস্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০
মর্ত্ত্যানাং স্বর্গকামানাং প্রেত্য স্বর্গসুখাবহঃ ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্মপর্ব্বণি
অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৮

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[বায়ু কর্ত্তৃক ধর্মাধর্মের রহস্য বর্ণন।]

বায়ু বলিলেন,—আমি মনুষ্যগণের পক্ষে সুখদায়ক ধর্মের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব এবং রহস্যসহ যে সমস্ত দোষ আছে, সেই সবও বলিব। তোমরা সকলে একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। ১

প্রতিদিন অগ্নিহোত্র কার্য্য করা কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধের দিনে উত্তম অন্নের দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করান উচিত। পিতৃগণের জন্য দীপদান ও তিলমিশ্রিত জলে তর্পণ করা বিধেয়। ২

যে মানুষ শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা সহকারে বর্ষাকালের চারমাস পিতৃগণকে তিলমিশ্রিত জলদান করে এবং বেদ-শাস্ত্রের পারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি ভোজন করায়, সেই মানুষ শত যজ্ঞের পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়। ৩-৪

এখন অন্য এক গোপনীয় কথা শ্রবণ কর, যাহা উত্তম নহে অর্থাৎ নিন্দনীয়। যদি শূদ্র কোনও ব্রাহ্মণের অগ্নিহোত্রের অগ্নিকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায় এবং মূর্খা স্ত্রীগণ যজ্ঞের হবিষ্যকে অন্যত্র লইয়া যায়—এই কার্য্যকে যে ধর্ম বলিয়াই মনে করে, সে অধর্মে লিপ্ত হয়। তাহার প্রতি অগ্নিগণ ক্রুদ্ধ হন ও সে শূদ্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৫-৬

তাহার উপর বিশেষতঃ দেবতা ও পিতৃগণও সন্তুষ্ট হন না। এরূপ স্থলে যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৭

তাহা ভালভাবে অনুষ্ঠান করিয়া মানুষ সুখী ও নিশ্চিন্ত হইয়া যায়। দ্বিজের কর্ত্তব্য হইল—সে নিরাহার ও একাগ্রচিত্ত হইয়া তিন দিন যাবৎ গোমূত্র, গোময়, গোদুগ্ধ ও গোঘৃতের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দান করিবে। তাহার পর একবৎসর পূর্ণ হইলে দেবতাগণ তাহার পূজা গ্রহণ করেন এবং পিতৃগণও তাহার গৃহে শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হইলে প্রসন্ন হন। ৮-৯½

এইরূপে আমি রহস্যসহ ধর্ম ও অধর্ম বর্ণনা করিলাম। ইহা স্বর্গকামী মনুষ্যগণের পক্ষে মৃত্যুর পর স্বর্গীয় সুখ-প্রাপ্তিকারক হয়। ১০-১১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে দেবতাগণের রহস্যবিষয়ক অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

(লোমশমুনিনা ধর্মস্য রহস্যকথনম্ ।)

লোমশ উবাচ ।

পরদারেষু যে সক্তা অকৃত্বা দারসংগ্রহম্ ।
নিরাশাঃ পিতরস্তেষাং শ্রাদ্ধকালে ভবন্তি বৈ ॥ ১
পরদাররতির্যশ্চ যশ্চ বন্ধ্যামুপাসতে ।
ব্রহ্মস্বং হরতে যশ্চ সমদোষা ভবন্তি তে ॥ ২
অসম্ভাষ্যা ভবন্ত্যেতে পিতৄণাং নাত্র সংশয়ঃ ।
দেবতাঃ পিতরশ্চৈষাং নাভিনন্দন্তি তদ্ধবিঃ ॥ ৩
তস্মাৎ পরস্য বৈ দারাংস্ত্যজেদ্ বন্ধ্যাঞ্চ যোষিতম্ ।
ব্রহ্মস্বং হি ন হর্তব্যমাত্মনো হিতমিচ্ছতা ॥ ৪
শ্রূয়তাং চাপরং গুহ্যং রহস্যং ধর্মসংহিতম্ ।
শ্রদ্দধানেন কর্তব্যং গুরূণাং বচনং সদা ॥ ৫
দ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ মাসি মাসি ঘৃতাক্ষতম্ ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছেত তস্য পুণ্যং নিবোধত ॥ ৬
সোমশ্চ বর্ধতে তেন সমুদ্রশ্চ মহোদধিঃ ।
অশ্বমেধচতুর্ভাগং ফলং সৃজতি বাসবঃ ॥ ৭
দানেনৈতেন তেজস্বী বীর্য্যবাংশ্চ ভবেন্নরঃ ।
প্রীতশ্চ ভগবান্ সোম ইষ্টান্ কামান্ প্রযচ্ছতি ॥ ৮
শ্রূয়তাং চাপরো ধর্মঃ সরহস্যো মহাফলঃ ।
ইদং কলিযুগং প্রাপ্য মনুষ্যাণাং সুখাবহঃ ॥ ৯
কল্যমুত্থায় যো মর্ত্ত্যঃ স্নাতঃ শুক্লেন বাসসা ।
তিলপাত্রং প্রযচ্ছেত ব্রাহ্মণেভ্যঃ সমাহিতঃ ॥ ১০
তিলোদকঞ্চ যো দদ্যাৎ পিতৄণাং মধুনা সহ ।
দীপকং কৃসরং চৈব শ্রূয়তাং তস্য যৎ ফলম্ ॥ ১১
তিলপাত্রে ফলং প্রাহ ভগবান্ পাকশাসনঃ ।
গোপ্রদানঞ্চ যঃ কুর্য্যাদ্ ভূমিদানঞ্চ শাশ্বতম্ ॥ ১২
অগ্নিষ্টোমঞ্চ যো যজ্ঞং যজেত বহুদক্ষিণম্ ।
তিলপাত্রং সহৈতেন সমং মন্যন্তি দেবতাঃ ॥ ১৩

একোনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[লোমশমুনি কর্তৃক ধর্মের রহস্য কথন ।]

লোমশমুনি বলিলেন,—যাহারা স্বয়ং বিবাহ না করিয়া পরস্ত্রীগণের উপর আসক্ত হয়, তাহাদের গৃহে শ্রাদ্ধকাল আসিলে পর পিতৃগণ নিরাশ হইয়া যান । ১

যে ব্যক্তি পরস্ত্রীতে আসক্ত, যে বন্ধ্যা স্ত্রীর সেবা করে এবং যে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে,— এই তিন ব্যক্তি সমান দোষ ভাগী হয় । ২

ইহারা পিতৃগণের দৃষ্টিতে আলাপ করিবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত থাকিয়া যায় ; ইহাতে কোনও সংশয় নাই এবং দেবতা ও পিতৃগণ তাহার হবিষ্যের সমাদর করেন না । ৩

অতএব নিজের হিতকামী মানুষের পরস্ত্রী ও বন্ধ্যা স্ত্রী পরিত্যাগ করা উচিত এবং ব্রাহ্মণের ধন কখনও অপহরণ করা কর্তব্য নহে । ৪

এখন অন্য এক ধর্মযুক্ত গোপনীয় রহস্যের কথা শ্রবণ কর সদা শ্রদ্ধা সহকারে গুরুজনগণের আজ্ঞা পালন করা উচিত । ৫

প্রত্যেক মাসের দ্বাদশী ও পূর্ণিমার দিনে ব্রাহ্মণগণকে ঘৃত সহ তণ্ডুল দান করিবে । ইহার যে পুণ্য, তাহা শ্রবণ কর । ৬

ইহার দ্বারা চন্দ্র ও মহোদধি সমুদ্রের বৃদ্ধি হয় এবং এই দাতাকে দেবরাজ ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের চারিভাগের একভাগ ফল প্রদান করেন । ৭

ইহার দানে মানুষ তেজস্বী ও বলবান্ হয় এবং ভগবান সোম প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অভীষ্ট কামনাসমূহ প্রদান করেন । ৮

এখন অন্য মহাফলদায়ক রহস্যযুক্ত ধর্মের বর্ণনা শ্রবণ কর যাহা এই কলিযুগ প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যগণের পক্ষে সুখ-প্রাপ্তিকারক হইয়া থাকে । ৯

যে মানুষ প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া স্নান করত মনকে একাগ্র করিয়া ব্রাহ্মণগণকে শুভ্রবর্ণের বস্ত্রের সহিত তিলপাত্র দান করে এবং পিতৃগণের উদ্দেশ্যে মধুযুক্ত তিলোদক, দীপ ও কৃশরান্ন (খিচুড়ী) প্রদান করে তাহার যে ফল হয়, তাহা শ্রবণ কর । ১০-১১

ভগবান্ ইন্দ্র তিল পাত্র দানের ফল এইরূপ বলিয়াছেন যে সর্ব্বদা গো দান ও ভূদান করে এবং যে বহু দক্ষিণাযুক্ত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের এই পুণ্য-কর্ম্মের সহিত তিলপাত্র দানকেও সমান বলিয়াই দেবতারা মনে করেন । ১২-১৩

তিলোদকং সদা শ্রাদ্ধে মন্যন্তে পিতরোঽক্ষয়ম্।
দীপে চ কৃসরে চৈব তুষ্যন্ত্যস্য পিতামহাঃ ॥ ১৪

স্বর্গে চ পিতৃলোকে চ পিতৃদেবাভিপূজিতম্।
এবমেতন্ময়োদ্দিষ্টমৃষিদৃষ্টং পুরাতনম্ ॥ ১৫

পিতৃগণ সদা শ্রাদ্ধে তিল সহ জলদান করাকে অক্ষয় মনে করেন। দীপদান ও কৃশরান্নদানে তাঁহার পিতামহগণ সন্তুষ্ট হন। ১৪

এই পুরাতন ধর্ম্মরহস্য ঋষিগণের দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে। স্বর্গলোক এবং পিতৃলোকের দেবতা ও পিতৃগণ ইহার সমাদর করেন। এইভাবে আমি এই ধর্ম্মের বর্ণনা করিলাম। ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি লোমশরহস্যে একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে লোমশবর্ণিত ধর্ম্মের রহস্য-বিষয়ক একোনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

(অরুন্ধতী-ধর্ম্মরাজ-চিত্রগুপ্তকর্তৃক ধর্ম্মরহস্যবর্ণনম্।)

ভীষ্ম উবাচ।

ততস্ত্বৃষিগণাঃ সর্বে পিতরশ্চ সদেবতাঃ।
অরুন্ধতীং তপোবৃদ্ধামপৃচ্ছন্ত সমাহিতাঃ ॥ ১

সমানশীলাং বীর্যেণ বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
ত্বত্তো ধর্মরহস্যানি শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্।

যত্তে গুহ্যতমং ভদ্রে তৎ প্রভাষিতুমর্হসি ॥ ২

অরুন্ধত্যুবাচ।

তপোবৃদ্ধির্ময়া প্রাপ্তা ভবতাং স্মরণেন বৈ
ভবতাঞ্চ প্রসাদেন ধর্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্ ॥ ৩

সগুহ্যান্ সরহস্যাংশ্চ তান্ শৃণুধ্বমশেষতঃ।
শ্রদ্দধানে প্রযোক্তব্যা যস্য শুদ্ধং তথা মনঃ ॥ ৪

অশ্রদ্দধানো মানী চ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
অসম্ভাষ্যা হি চত্বারো নৈষাং ধর্মঃ প্রকাশয়েৎ ॥ ৫

অহন্যহনি যো দদ্যাৎ কপিলাং দ্বাদশীঃ সমাঃ।
মাসি মাসি চ সত্রেণ যো যজেত সদা নরঃ ॥ ৬

গবাং শতসহস্রঞ্চ যো দদ্যাজ্জ্যেষ্ঠ-পুষ্করে।
ন তদ্ধর্মফলং তুল্যমতিথির্যস্য তুষ্যতি ॥ ৭

শ্রূয়তাং চাপরো ধর্মো মনুষ্যাণাং সুখাবহঃ।
শ্রদ্দধানেন কর্তব্যঃ সরহস্যো মহাফলঃ ॥ ৮

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[অরুন্ধতী, ধর্ম্মরাজ এবং চিত্রগুপ্ত কর্ত্তৃক ধর্ম্মরহস্য বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর সমস্ত ঋষি, পিতৃপুরুষ ও দেবতাগণ তপোবৃদ্ধা এবং বসিষ্ঠতুল্য শীল ও শক্তিযুক্তা অরুন্ধতী দেবীকে একাগ্রচিত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদ্রে! আমরা আপনার নিকট হইতে ধর্ম্মের রহস্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনার দৃষ্টিতে যাহা গুহ্যতম ধর্ম্ম, তাহা কৃপা করিয়া বলুন। ১-২

অরুন্ধতী বলিলেন,- দেবগণ! আপনারা যে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, ইহাতেই আমার তপস্যার বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন আমি আপনাদেরই করুণায় গোপনীয় রহস্য সহ সমস্ত সনাতন ধর্ম্ম বর্ণনা করিব, আপনারা সেই সব শ্রবণ করুন। যাহার মন শুদ্ধ, সেই শ্রদ্ধাবান্ মানুষকেই ধর্ম্মের উপদেশ করা উচিত। ৩-৪

শ্রদ্ধাহীন, অভিমানী, ব্রহ্মহত্যাকারী ও গুরুপত্নীগামী, এই চারিপ্রকার মানুষের সহিত বাক্যালাপ করাও উচিত নয়। ইহাদের নিকট ধর্ম্মের রহস্য প্রকাশ করিবে না। ৫

যে মানুষ বার বৎসরকাল প্রতিদিন এক একটি কপিলা ধেনু দান করে, প্রতি মাসে নিরন্তর সত্রযাগ চালাইয়া যায় এবং জ্যেষ্ঠ পুষ্কর তীর্থে গমন করিয়া এক লক্ষ গো দান করে, ইহাদের ধর্ম্মের ফল সেই মানুষের তুল্য হইতে পারে না, যে মানুষের দ্বারা অতিথি সন্তুষ্ট হয়। ৬-৭

এখন মনুষ্যগণের পক্ষে সুখদায়ক ও মহাফলপ্রদ অন্য ধর্ম্মের রহস্যের কথা শ্রবণ করুন। শ্রদ্ধাসহকারে ইহা পালন করা কর্ত্তব্য। ৮

কল্যামুত্থায় গোমধ্যে গৃহ্য দর্ভান্ সহোদকান্।
নিষিঞ্চেত গবাং শৃঙ্গে মস্তকেন চ তজ্জলম্॥ ৯
প্রতীচ্ছেত নিরাহারস্তস্য ধর্মফলং শৃণু।
শ্রূয়ন্তে যানি তীর্থানি ত্রিষু লোকেষু কানিচিৎ॥ ১০
সিদ্ধ-চারণজুষ্টানি সেবিতানি মহর্ষিভিঃ।
অভিষেকঃ সমস্তেষাং গবাং শৃঙ্গোদকস্য চ॥ ১১
সাধু সাধ্বিতি চোদ্দিষ্টং দৈবতৈঃ পিতৃভিস্তথা।
ভূতৈশ্চৈব সুসংহৃষ্টৈঃ পূজিতা সাপ্যরুন্ধতী॥ ১২

পিতামহ উবাচ

অহো ধর্মো মহাভাগে সরহস্য উদাহৃতঃ।
বরং দদামি তে ধন্যে তপস্তে বর্দ্ধতাং সদা॥ ১৩

যম উবাচ।

রমণীয়া কথা দিব্যা যুষ্মত্তো যা ময়া শ্রুতা।
শ্রূয়তাং চিত্রগুপ্তস্য ভাষিতং মম চ প্রিয়ম্॥ ১৪
রহস্যং ধর্মসংযুক্তং শক্যং শ্রোতুং মহর্ষিভিঃ।
শ্রদ্দধানেন মর্ত্ত্যেন আত্মনো হিতমিচ্ছতা॥ ১৫
ন হি পুণ্যং তথা পাপং কৃতং কিঞ্চিদ্ বিনশ্যতি।
পর্ব্বকালে চ যৎ কিঞ্চিদাদিত্যং চাধিতিষ্ঠতি॥ ১৬
প্রেতলোকং গতে মর্ত্ত্যে তৎ তৎ সর্ব্বং বিভাবসুঃ।
প্রতিজানাতি পুণ্যাত্মা তচ্চ তত্রোপযুজ্যতে॥ ১৭
কিঞ্চিদ্ ধর্ম্মং প্রবক্ষ্যামি চিত্রগুপ্তমতং শুভম্।
পানীয়ং চৈব দীপঞ্চ দাতব্যং সততং তথা॥ ১৮
উপানহৌ চ ছত্রঞ্চ কপিলা চ যথাতথম্।
পুষ্করে কপিলা দেয়া ব্রাহ্মণে বেদপারগে॥ ১৯
অগ্নিহোত্রঞ্চ যত্নেন সর্ব্বশঃ প্রতিপালয়েৎ।
অয়ং চৈবাপরো ধর্ম্মশ্চিত্রগুপ্তেন ভাষিতঃ॥ ২০
ফলমস্য পৃথক্ত্বেন শ্রোতুমর্হন্তি সত্তমাঃ।
প্রলয়ং সর্ব্বভূতৈস্তু গন্তব্যং কালপর্য্যয়াৎ॥ ২১
তত্র দুর্গমনুপ্রাপ্তাঃ ক্ষুত্তৃষ্ণাপরিপীড়িতাঃ।
দহ্যমানা বিপচ্যন্তে ন তত্রাস্তি পলায়নম্॥ ২২

প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া কুশ ও জল গ্রহণ করতে গো-সকলের গমন করিবে। সেখানে গোগণের শৃঙ্গে জলের সিঞ্চন করিবে এবং শৃঙ্গ হইতে পতিত জল নিজের মস্তকে ধারণ করিবে। এই সঙ্গে সেইদিন নিরাহার হইয়া থাকিবে। এরূপ করিলে মানুষের যে ধর্ম্মফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন। ৯½

তিন লোকের মধ্যে সিদ্ধ, চারণ ও মহর্ষিগণ সেবিত যে সমস্ত তীর্থের কথা শুনা যায়, সেই সব তীর্থে স্নান করিলে যে ফললাভ হয়, তাহা গোগণের শৃঙ্গ হইতে পতিত জলে মস্তকে সিঞ্চনে লাভ হইয়া থাকে। ১০-১১

ইহা শ্রবণ করিয়া দেবতা, পিতৃপুরুষ ও সমস্ত প্রাণিগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং অরুন্ধতী দেবীর ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন। ১২

ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাভাগে! তুমি ধন্য, তুমি রহস্য সহ অদ্ভুত ধর্ম্মের কথা বর্ণনা করিলে। অতএব তোমাকে বরদান করিতেছি, তোমার তপস্যা সদা বর্দ্ধিত হউক। ১৩

যমরাজ বলিলেন,—আমি আপনাদের নিকট হইতে দিব্য ও মনোরম কথা শুনিয়াছি। এখন আপনারা চিত্রগুপ্তের ও আমার প্রিয় কথা শ্রবণ করুন। ১৪

এই ধর্ম্মযুক্ত রহস্য মহর্ষিগণও শুনিতে পারেন। নিজের হিতকামী শ্রদ্ধাবান্ মানুষেরও ইহা শ্রবণ করা উচিত। ১৫

মানুষের কৃত কোনও পুণ্য এবং পাপ ভোগ ব্যতীত নষ্ট হয় না। পূর্ব্বকালে যাহা কিছু দান করা হয়, সে সবই সূর্য্যদেবের নিকট উপস্থিত হয়। ১৬

যখন মানুষ প্রেতলোকে গমন করে, সেই সময় সূর্য্যদেব তাহার প্রদত্ত সমস্ত বস্তু তাহাকে সমর্পণ করেন। আর সেই পুণ্যাত্মা মানুষ পরলোকে সেই সব বস্তু উপভোগ করে। ১৭

এখন আমি চিত্রগুপ্তের মতানুসারে কিছু কল্যাণকারী ধর্ম্মের কথা বলিব। মানুষের সতত জলদান ও দীপদান করা কর্ত্তব্য। ১৮

উপানহ (জুতা), ছত্র ও কপিলা গাভী যথোচিত রীতিতে দান করা উচিত। পুষ্কর তীর্থে বেদপারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কপিলা গাভী দান করিতে হয়। অগ্নিহোত্রের নিয়ম সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত পালন করা কর্ত্তব্য। ১৯½

ইহা ব্যতীত অন্য এক ধর্ম্মের কথাও চিত্রগুপ্ত বলিয়াছেন তাহার পৃথক্ পৃথক্ ফলের বর্ণনা সাধুপুরুষগণ শ্রবণ করিবেন। সমস্ত প্রাণীই কালক্রমে প্রলয়প্রাপ্ত হয়॥ ২০-২১

পাপের কারণে দুর্গম নরকে পতিত প্রাণী ক্ষুৎ-পিপাসায় পীড়িত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে পাক হইতে থাকে। সেখানে সেই যাতনা হইতে পলায়ন করিবার কোনও উপায় সেই প্রাণীর থাকে না। ২২

অন্ধকারং তমো ঘোরং প্রবিশন্ত্যল্পবুদ্ধয়ঃ।
তত্র ধর্মং প্রবক্ষ্যামি যেন দুর্গাণি সন্তরেৎ ॥ ২৩
অল্পব্যয়ং মহার্থঞ্চ প্রেত্য চৈব সুখোদয়ম্
পানীয়স্য গুণা দিব্যাঃ প্রেতলোকে বিশেষতঃ ॥২৪
তত্র পুণ্যোদকা নাম নদী তেষাং বিধীয়তে।
অক্ষয়ং সলিলং তত্র শীতলং হ্যমৃতোপমম্ ॥ ২৫
স তত্র তোয়ং পিবতি পানীয়ং যঃ প্রযচ্ছতি।
প্রদীপস্য প্রদানেন শ্রূয়তাং গুণবিস্তরঃ ॥ ২৬
তমোঽন্ধকারং নিয়তং দীপদো ন প্রপশ্যতি।
প্রভাং চাস্য প্রযচ্ছন্তি সোমভাস্করপাবকাঃ ॥ ২৭
দেবতাশ্চানুমন্যন্তে বিমলাঃ সর্বতো দিশঃ।
দ্যোততে চ যথাঽঽদিত্যঃ প্রেতলোকগতো নরঃ ॥ ২৮
তস্মাদ্ দীপ প্রদাতব্যঃ পানীয়ঞ্চ বিশেষতঃ।
কপিলাং যে প্রযচ্ছন্তি ব্রাহ্মণে বেদপারগে ॥ ২৯
পুষ্করে চ বিশেষেণ শ্রূয়তাং তস্য যৎ ফলম্।

গোশতং সবৃষং তেন দত্তং ভবতি শাশ্বতম্ ॥ ৩০
পাপং কর্ম চ যৎ কিঞ্চিদ্ ব্রহ্মহত্যাসমং ভবেৎ।
শোধয়েৎ কপিলা হ্যেকা প্রদত্তং গোশতং যথা ॥ ৩১
তস্মাত্তু কপিলা দেয়া কৌমুদ্যাং জ্যেষ্ঠপুষ্করে।
ন তেষাং বিষমং কিংচিন্ন দুঃখং ন চ কণ্টকাঃ ॥ ৩২
উপানহৌ চ যো দদ্যাৎ পাত্রভূতে দ্বিজোত্তমে।
ছত্রদানে সুখাং ছায়াং লভতে পরলোকগঃ ॥ ৩৩
ন হি দত্তস্য দানস্য নাশোঽস্তীহ কদাচন।
চিত্রগুপ্তমতং শ্রুত্বা হৃষ্টরোমা বিভাবসুঃ ॥ ৩৪
উবাচ দেবতাঃ সর্বাঃ পিতৃংশ্চৈব মহাদ্যুতিঃ।
শ্রুতং হি চিত্রগুপ্তস্য ধর্মগুহ্যং মহাত্মনঃ ॥ ৩৫
শ্রদ্দধানাশ্চ যে মর্ত্যা ব্রাহ্মণেষু মহাত্মসু।
দানমেতৎ প্রযচ্ছন্তি ন তেষাং বিদ্যতে ভয়ম্ ॥ ৩৬
ধর্মদোষাস্ত্বিমে পঞ্চ যেষাং নাস্তীহ নিষ্কৃতিঃ।
অসম্ভাষ্যা অনাচারা বর্জনীয়া নরাধমাঃ ॥ ৩৭

মন্দবুদ্ধি মানুষই নরকের ঘোর দুঃখময় অন্ধকারে প্রবেশ করে। সেই সময়ের জন্য আমি ধর্মের উপদেশ করিতেছি, যাহাতে মানুষ দুর্গম নরক হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে। ২৩

এই ধর্মে ব্যয় অতি অল্প কিন্তু লাভ হয় প্রভূত। তাহার মৃত্যুর পরও উত্তম সুখ লাভ হইয়া থাকে। জলের গুণ দিব্য। প্রেতলোকে এই গুণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ২৪

সেখানে পুণ্যোদকা নামে প্রসিদ্ধ এক নদী আছে, যাহা যমলোকবাসিগণের জন্যই নির্দিষ্ট রহিয়াছে। উহাতে অমৃততুল্য মধুর, শীতল ও অক্ষয় জল পূর্ণ থাকে। ২৫

যে ব্যক্তি এ সংসারে জল দান করে, সেই ব্যক্তিই পরলোকে যাইয়া সেই নদীর জল পান করিতে পায়। এখন দীপদানে যে অত্যধিক লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন। ২৬

দীপদানকারী মানুষ নরকের নিয়ত অন্ধকার দর্শন করে না। তাহাকে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি প্রভা (আলোক) দান করেন। ২৭

দেবতারাও দীপদানকারী মানুষকে সমাদর করেন। তাহার নিকট সমস্ত দিকসমূহ নির্মল হইয়া যায় এবং প্রেতলোকে যাইয়া সেই মানুষ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতে থাকে। ২৮

সেইজন্য বিশেষ যত্নের সহিত দীপ ও জল দান করা উচিত। বিশেষতঃ পুষ্করতীর্থে যে ব্যক্তি বেদপারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কপিলা গাভী দান করে, ইহাতে সেই দানের যে ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন। বৃষসহ শত ধেনু দানের অক্ষয় ফল লাভ তাহার হইয়া থাকে। ২৯-৩০

ব্রহ্মহত্যাতুল্য যাহা কিছু পাপ হয়, তাহা একমাত্র কপিলা ধেনু দানের দ্বারাই শুদ্ধ হয়। পুষ্কর তীর্থে একটি গোদানই শত গোদানের তুল্য হইয়া যায়। সেইজন্য জ্যেষ্ঠ পুষ্কর তীর্থে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অবশ্যই কপিলা ধেনু দান করা কর্ত্তব্য। ৩১½

যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ও সুপাত্র ব্রাহ্মণকে উপানহ (জুতা) দান করে, তাহার পক্ষে কোনও বিষম স্থান থাকে না। তাহাকে কোনও দুঃখ ভোগ করিতে হয় না এবং কণ্টকসকলেরও সম্মুখীন হইতে হয় না। ছত্রদান করিলে পরলোকে গমন করিয়া তাহার সুখদায়িনী ছায়া লাভ হয়। ৩২-৩৩

এ জগতে প্রদত্ত দানের কখনও নাশ হয় না। চিত্রগুপ্তের এই মত শ্রবণ করিয়া ভগবান্ সূর্য্যদেব রোমাঞ্চিত হইলেন। সেই মহাতেজস্বী সূর্য্য সমস্ত দেবতা ও পিতৃগণকে বলিলেন,—আপনারা মহাত্মা চিত্রগুপ্তের ধর্মবিষয়ক গুপ্ত রহস্য শ্রবণ করিলেন॥ ৩৪-৩৫

যে সব মানুষ মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে শ্রদ্ধা সহকারে উক্ত বস্তু দান করেন, তাহাদের কোনও ভয় থাকে না। ৩৬

নিম্নে কথিত পাঁচপ্রকার ধর্মবিষয়ক দোষ যাহাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে, তাহাদের ইহলোকে কখনও উদ্ধার হয় না।

ব্রহ্মহা চৈব গোঘ্নশ্চ পরদাররতশ্চ যঃ।
অশ্রদ্দধানশ্চ নরঃ স্ত্রিয়ং সংশ্রোপজীবতি ॥ ৩৮
প্রেতলোকগতা হ্যেতে নরকে পাপকর্ম্মিণঃ।
পচ্যন্তে বৈ যথা মীনাঃ পূয়শোণিতভোজনাঃ ॥ ৩৯

এরূপ অনাচারী নরাধমগণের সহিত বাক্যালাপও করিতে নাই। তাহাদের দূর হইতেই পরিত্যাগ করা উচিত। ৩৭

ব্রহ্মহত্যাকারী, গোহত্যাকারী, পরস্ত্রীলম্পট, শ্রদ্ধাহীন এবং স্ত্রীর উপর নির্ভর করিয়া জীবিকানির্ব্বাহকারী—ইহারাই পূর্ব্বোক্ত পাঁচপ্রকার দুরাচারী মানুষ। ৩৮

এই সব পাপকর্ম্মকারী মানুষ প্রেতলোকে যাইয়া নরকের

অসম্ভাষ্যা পিতৃণাঞ্চ দেবানাং চৈব পঞ্চ তে।
স্নাতকানাঞ্চ বিপ্রাণাং যে চান্যে চ তপোধনাঃ ॥ ৪০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি অরুন্ধতীচিত্রগুপ্তরহস্যে ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩০

অগ্নিতে মৎস্যের ন্যায় পাক হইতে থাকে এবং পূঁয ও রক্ত ভোজন করে। ৩৯

এই পাঁচপ্রকার পাপাচারী মানুষের সহিত দেবতা, পিতৃপুরুষ স্নাতক ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য তপোধনগণের বাক্যালাপও করাও উচিত নয়। ৪০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে অরুন্ধতী ও চিত্রগুপ্তের ধর্ম সম্বন্ধী রহস্যবিষয়ক ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(প্রমথগণকর্ত্তৃকং ধর্ম্মাধর্ম্মরহস্যবর্ণনম্)

ভীষ্ম উবাচ।

ততঃ সর্ব্বে মহাভাগা দেবাশ্চ পিতরশ্চ হ।
ঋষয়শ্চ মহাভাগাঃ প্রমথান্ বাক্যমব্রুবন্ ॥ ১
ভবন্তো বৈ মহাভাগা অপরোক্ষনিশাচরাঃ।
উচ্ছিষ্টানশুচীন্ ক্ষুদ্রান্ কথং হিংসথ মানবান্ ॥ ২
কে চ স্মৃতাঃ প্রতীঘাতা যেন মর্ত্ত্যান্ ন হিংসথ।
রক্ষোঘ্নানি চ কানি স্যুর্যৈর্গৃহেষু প্রণশ্যথ।
শ্রোতুমিচ্ছামি যুষ্মাকং সর্ব্বমেতন্নিশাচরাঃ ॥ ৩

প্রমথা ঊচুঃ।

মৈথুনেন সদোচ্ছিষ্টাঃ কৃতে চৈবাধরোত্তরে।
মোহান্মাংসানি খাদেত বৃক্ষমূলে চ যঃ স্বপেৎ ॥ ৪
আমিষং শীর্ষতো যস্য পাদতো যশ্চ সংবিশেৎ।
তত উচ্ছিষ্টকাঃ সর্ব্বে বহুচ্ছিদ্রাশ্চ মানবাঃ ॥ ৫
উদকে চাপ্যমেধ্যানি শ্লেষ্মাণঞ্চ প্রমুঞ্চতি।
এতে ভক্ষ্যাশ্চ বধ্যাশ্চ মানুষা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬
এবংশীলসমাচারান্ ধর্ষয়ামো হি মানবান্।
শ্রূয়তাঞ্চ প্রতীঘাতান্ যৈর্ন শক্নুম হিংসিতুম্ ॥ ৭

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[প্রমথগণকর্ত্তৃক ধর্ম্মাধর্ম্মসম্বন্ধী রহস্যবর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর সকল মহাভাগ দেবতা পিতৃপুরুষ ও মহাসৌভাগ্যশালী মহর্ষিরা প্রমথগণকে বলিলেন। ১

মহাভাগগণ! আপনারা প্রত্যক্ষ নিশাচর। বলুন, আপনারা কেন অপবিত্র, উচ্ছিষ্ট ও শূদ্র মনুষ্যদিগকে হিংসা করেন? ২

এরূপ কি প্রতীঘাত (শত্রুর আঘাতনিবারক উপায়) আছে, যাহা অবলম্বন করিলে আপনারা সেই সব মানুষকে হিংসা করেন না? সেই সব রক্ষোঘ্ন মন্ত্র কি? যাহাদের উচ্চারণেই আপনারা গৃহমধ্যেই নষ্ট হইয়া যান অথবা পলায়ন করেন? নিশাচরগণ! এই সব বৃত্তান্ত আমরা আপনাদের নিকট হইতে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ৩

প্রমথগণ বলিলেন,—যে মানুষ সদা স্ত্রীসহবাসের জন্য দূষিত থাকে, জ্যেষ্ঠ পুরুষগণকে অপমান করে, মোহবশতঃ মাংস ভক্ষণ করে, বৃক্ষের মূলে শয়ন করে, মস্তকে মাংসের ভার বহন করে, শয্যায় পদ রাখিবার স্থানে মস্তক রাখিয়া শয়ন করে, এই সমস্ত মানুষই উচ্ছিষ্ট (অপবিত্র) এবং বহু ছিদ্রযুক্ত বলিয়া কথিত হয়। যাহারা জলে মল-মূত্র ও থুথু নিক্ষেপ করে, তাহারাও উচ্ছিষ্ট পুরুষের মধ্যে পরিগণিত হয়। এই সব মানুষ আমাদের দৃষ্টিতে ভক্ষণ ও বধ করিবার যোগ্য, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৪-৬

যাহাদের এরূপ স্বভাব ও আচার, সেই সব মানুষকে আমরা নিগৃহীত করি। এখন ইহার প্রতিরোধের উপায়সমূহ শ্রবণ করুন, যাহাদের দ্বারা আমরা মনুষ্যগণকে হিংসা করিতে পারি না। ৭

গোরোচনাসমালব্ধো বচাহস্তশ্চ যো ভবেৎ।
ঘৃতাক্ষতক্ষ যো দত্তামস্তকে তৎপরায়ণঃ ॥ ৮
যে চ মাংসং ন খাদন্তি তান্ ন শক্নুম হিংসিতুম্।
যস্ত চাগ্নির্গৃহে নিত্যং দিবারাত্রৌ চ দীপ্যতে ॥ ৯
তরক্ষোশ্চর্ম দংষ্ট্রাশ্চ তথৈব গিরিকচ্ছপঃ।
আজ্যধূমো বিড়ালশ্চ চ্ছাগঃ কৃষ্ণোঽথ পিঙ্গলঃ ॥ ১০
যেষামেতানি তিষ্ঠন্তি গৃহেষু গৃহমেধিনাম্

যে মানুষ নিজের দেহে গোরচনা লেপন করে, হস্তে বচ নামক ঔষধ ধারণ করে, ললাটে ঘৃত ও অক্ষত ধারণ করে এবং মাংস ভক্ষণ করে না, এরূপ মনুষ্যগণকে আমরা হিংসা করিতে পারি না। ৮।

যাহার গৃহে অগ্নিহোত্রের অগ্নি নিত্য দিবারাত্র দেদীপ্যমান থাকে, ক্ষুদ্র জাতির ব্যাঘ্রের চর্ম, তাহার দন্তসকল, পর্বতীয় কচ্ছপ বিদ্যমান থাকে, ঘৃতাহুতিতে সুগন্ধযুক্ত ধূম নির্গত হয়, বিড়াল এবং কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণের ছাগল থাকে, যে সব গৃহস্থের

তান্যধৃষ্যাণ্যগারাণি পিশিতাশৈঃ সুদারুণৈঃ ॥ ১১
লোকানস্মদ্বিধা যে চ বিচরন্তি যথাসুখম্।
তস্মাদেতানি গেহেষু রক্ষোঘ্নানি বিশাম্পতে ॥
এতদ্ বঃ কথিতং সর্বং যত্র বঃ সংশয়ো মহান্ ॥ ১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি প্রথমরহস্যে
একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩১

গৃহে এই সব বস্তু থাকে, সেই গৃহের উপর ভয়ঙ্কর মাংসভক্ষী নিশাচরগণ আক্রমণ করিতে পারে না। ৯-১১

আমাদের ন্যায় যে সব নিশাচরগণ সুখের সহিত সমস্ত লোকে বিচরণ করে, তাহারা পূর্বোক্ত গৃহসকলে কোন হানি করিতে পারে না। প্রজানাথ! অতএব নিজেদের গৃহে এই সব রক্ষোঘ্ন বস্তুসকল অবশ্যই রাখিয়া দিবে। সমস্ত বিষয়ে আপনাদের মহাসংশয় ছিল, সেই সব আমরা বলিলাম। ১২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে প্রথমগণের ধর্মসম্বন্ধী রহস্য-বিষয়ক একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দিগ্‌গজানাং ধর্মরহস্যস্য তৎপ্রভাবস্য চ বর্ণনম্]

ভীষ্ম উবাচ।
ততঃ পদ্মপ্রতীকাশঃ পদ্মোদ্ভূতঃ পিতামহঃ।
উবাচ বচনং দেবান্ বাসবঞ্চ শচীপতিম্ ॥ ১
অয়ং মহাবলো নাগো রসাতলচরো বলী।
তেজস্বী রেণুকো নাম মহাসত্ত্বপরাক্রমঃ ॥ ২
অতিতেজস্বিনঃ সর্বে মহাবীর্য্যা মহাগজাঃ।
ধারয়ন্তি মহীং কৃৎস্নাং সশৈল-বন-কাননম্ ॥ ৩
ভবদ্ভিঃ সমনুজ্ঞাতো রেণুকস্তান্ মহাগজান্।
ধর্মগুহ্যানি সর্বাণি গত্বা পৃচ্ছতু তত্র বৈ ॥ ৪
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা তে দেবা রেণুকং তদা।
প্রেষয়াঞ্চক্রিরে যত্র তে ধরণীধরাঃ ॥ ৫
রেণুক উবাচ।
অনুজ্ঞাতোঽস্মি দেবৈশ্চ পিতৃভিশ্চ মহাবলাঃ।
ধর্মগুহ্যানি যুষ্মাকং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
কথয়ধ্বং মহাভাগা যদ্ বস্তুতং মনীষিতম্ ॥ ৬

দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[দিগ্‌গজগণের ধর্মসম্বন্ধী রহস্য ও প্রভাব বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর পদ্মতুল্য কান্তিমান্ পদ্ম হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মা দেবগণকে এবং শচীপতি ইন্দ্রকে এই কথা বলিলেন। ১

এই রসাতলে বিচরণকারী, মহাবল, শক্তিশালী, অত্যন্ত ধৈর্য্য ও পরাক্রমশালী তেজস্বী রেণুকনামক নাগ এখানে উপস্থিত আছে। এই সব মহাগজগণ (দিগ্‌গজগণ) অত্যন্ত তেজস্বী ও মহাপরাক্রমশালী। ইহারা পর্বত, বন ও কানন-সমূহ সহ সমগ্র পৃথিবীকে ধারণ করিতে পারে। ২-৩

যদি আপনারা আজ্ঞা প্রদান করেন, তবে রেণুক সেই মহাগজগণের নিকট যাইয়া ধর্মের সমস্ত গোপনীয় রহস্য জিজ্ঞাসা করুক। ৪

পিতামহ ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণ করিয়া শান্তচিত্ত দেবতাগণ সেই সময় রেণুককে সেই স্থানে প্রেরণ করিলেন, যেখানে পৃথিবীধারণকারী সেই দিগ্‌গজগণ বিদ্যমান ছিলেন। ৫

রেণুক বলিলেন,—মহাবল দিগ্‌গজগণ! আমাকে দেবতা ও পিতৃগণ আজ্ঞা করিয়াছেন, সেইজন্য এখানে আসিয়াছি এবং আপনাদের যে ধর্মবিষয়ক গূঢ় তত্ত্ব, তাহা আমি যথাযথভাবে শুনিতে বাসনা করি। মহাভাগ দিগ্‌গজগণ! আপনাদের

দিগ্‌গজা ঊচুঃ।

কার্ত্তিকে মাসি চাশ্লেষা বহুলস্যাষ্টমী শিবা।
তেন নক্ষত্রযোগেন যো দদাতি গুড়ৌদনম্ ॥ ৭
ইমং মন্ত্রং জপন্ শ্রাদ্ধে যতাহারো হ্যকোপনঃ।
বলদেবপ্রভৃতয়ো যে নাগা বলবত্তরাঃ ॥ ৮
অনন্তা হ্যক্ষয়া নিত্যং ভোগিনঃ সুমহাবলাঃ।
তেষাং কুলোদ্ভবা যে চ মহাভূতা ভুজঙ্গমাঃ ॥ ৯
তে মে বলিং প্রতীচ্ছন্তু বলতেজোঽভিবৃদ্ধয়ে।
যদা নারায়ণঃ শ্রীমানুজ্জহার বসুন্ধরাম্ ॥ ১০
তদ্ বলং তস্য দেবস্য ধরামুদ্ধরতস্তথা।
এবমুক্ত্বা বলিং তত্র বল্মীকে তু নিবেদয়েৎ ॥ ১১
গজেন্দ্রকুসুমাকীর্ণং নীলবস্ত্রানুলেপনম্।
নির্বপেৎ তং তু বল্মীকে অস্তং যাতে দিবাকরে ॥ ১২

যে ধর্মবিষয়ক গূঢ় মত, তাহা আমি যথাযথভাবে শুনিতে বাসনা করি। মহাভাগ দিগ্‌গজগণ! আপনাদের বুদ্ধিতে ধর্মের যে যে তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা বলুন। ৬

দিগ্‌গজগণ বলিলেন,—কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণপক্ষে অশ্লেষা নক্ষত্র ও মঙ্গলময়ী অষ্টমী তিথির যোগ হইলে পর যে মানুষ আহার সংযমপূর্ব্বক ক্রোধশূন্য হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে শ্রাদ্ধের সময়ে আমাদের জন্য গুড়মিশ্রিত অন্ন প্রদান করে, (সে মহাফল লাভ করিয়া থাকে)। ৭½

বলদেব (শেষ বা অনন্ত) প্রভৃতি যে নাগ আছেন, তাঁহারা অনন্ত, অক্ষয়, নিত্য ফণাধারী ও অত্যন্ত মহাবলশালী। তাঁহারা এবং তাঁহাদের কুলে উৎপন্ন যে সব অন্য বিশাল ভুজঙ্গম (সর্প) আছেন, তাঁহারাও আমার তেজ ও বল বৃদ্ধির জন্য আমার প্রদত্ত এই বলি গ্রহণ করুন। যখন শ্রীমান্ ভগবান্ নারায়ণ এই পৃথিবীদেবীকে একার্ণব জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই সময় এই বসুন্ধরাকে উদ্ধারকারী সেই ভগবানের শ্রীবিগ্রহে যে বলছিল, তাহা আমার লাভ হউক। ৮-১০½

এই কথা বলিয়া কোনও বল্মীকের উপরে বলি নিবেদন করিতে হয়। তাহার উপর নাগকেশরের পুষ্প বিকীর্ণ করিয়া দিবে, চন্দন প্রদান করিবে এবং বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে।

এবং তুষ্টাস্ততঃ সর্বে অধস্তাদ্ভারপীড়িতাঃ।
শ্রমং তং নাববুধ্যামো ধারয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ১৩
এবং মন্যামহে সর্বে ভারার্তা নিরপেক্ষিণঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদ্যুপোষিতঃ ॥ ১৪
এবং সংবৎসরং কৃত্বা দানং বহুফলং লভেৎ।
বল্মীকে বলিমাদায় তন্নো বহুফলং মতম্ ॥ ১৫
যে চ নাগা মহাবীর্য্যাস্ত্রিষু লোকেষু কৃৎস্নশঃ।
কৃতাতিথ্যা ভবেয়ুস্তে শতং বর্ষাণি তত্ত্বতঃ ॥ ১৬
দিগ্‌গজানাঞ্চ যচ্ছ্রুত্বা দেবতাঃ পিতরস্তথা।
ঋষয়শ্চ মহাভাগাঃ পূজয়ন্তি স্ম রেণুকম্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি দিগ্‌গজানাং রহস্যে
দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩২

তারপর সূর্য্যাস্ত হইলে সেই বলিকে বল্মীকের পার্শ্বে রাখিয়া দিবে। ১১-১২

এইভাবে সন্তুষ্ট হইয়া পৃথিবীর নিম্নে ভারপীড়িত হইলেও আমাদের সকলের সেই পরিশ্রম প্রতীত হয় না এবং আমরা সুখের সহিত বসুধার ভার বহন করিতে পারি। ভারের দ্বারা পীড়িত হইলেও কাহারও নিকট হইতে কিছু প্রত্যাশা না করিয়া আমরা সকলে বলিদানে এইরূপই মনে করি। ১৩½

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রগণ যদি উপবাস পূর্ব্বক এক বৎসরকাল এইভাবে আমাদের জন্য বলি প্রদান করে, তবে তাহাদের মহাফললাভ হয়। বল্মীকের নিকট বলি সমর্পণ করিলে পর তাহা আমাদের পক্ষে অধিক ফলদায়ক বলিয়া অভিহিত হয়। ১৪-১৫

তিন লোকের মধ্যে যে সমস্ত মহাপরাক্রমশালী নাগ আছেন, তাঁহারা এই বলি দানের দ্বারা শত বৎসরের জন্য যথার্থরূপে সৎকৃত হইয়া যান। ১৬

দিগ্‌গজগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাভাগ দেবতা, পিতৃপুরুষ ও ঋষিগণ রেণুক নাগকে অতিশয় সম্মানিত করিলেন। ১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে দিগ্‌গজগণের ধর্মসম্বন্ধী রহস্য-বিষয়ক দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(মহাদেবস্য ধর্মরহস্যকথনম্।)

মহেশ্বর উবাচ।

সারমুদ্ধৃত্য যুষ্মাভিঃ সাধুধর্ম উদাহৃতঃ।
ধর্মগুহ্যমিদং মত্তঃ শৃণুধ্বং সর্ব এব হ ॥ ১

যেষাং ধর্মাশ্রিতা বুদ্ধিঃ শ্রদ্দধানাশ্চ যে নরাঃ।
তেষাং স্যাদুপদেষ্টব্যঃ সরহস্যো মহাফলঃ ॥ ২

নিরুদ্বিগ্নস্তু যো দদ্যান্মাসমেকং গবাহ্নিকম্।
একভক্তং তথাশ্নীয়াচ্ছ্রূয়তাং তস্য যৎ ফলম্ ॥ ৩

ইমা গাবো মহাভাগাঃ পবিত্রং পরমং স্মৃতাঃ।
ত্রীঁল্লোকান্ ধারয়ন্তি স্ম সদেবাসুর-মানুষান্ ॥ ৪

তাসু চৈব মহাপুণ্যং শুশ্রূষা চ মহাফলম্।
অহন্যহনি ধর্মেণ যুজ্যতে বৈ গবাহ্নিকঃ ॥ ৫

ময়া হ্যেতা হ্যনুজ্ঞাতাঃ পূর্বমাসন্ কৃতে যুগে।
ততোঽহমনুনীতো বৈ ব্রহ্মণা পদ্মযোনিনা ॥ ৬

তস্মাদ্ ব্রজস্থানগতস্তিষ্ঠত্যুপরি মে বৃষঃ।
রমেঽহং সহ গোভিশ্চ তস্মাৎ পূজ্যাঃ সদৈব তাঃ ॥ ৭

মহাপ্রভাবা বরদা বরং দদ্যুরুপাসিতাঃ।
তা গাবোঽস্যানুমন্যন্তে সর্বকর্মসু যৎ ফলম্ ॥ ৮

তস্য তত্র চতুর্ভাগো যো দদাতি গবাহ্নিকম্ ॥ ৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি মহাদেবরহস্যে
ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৩

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[মহাদেব কর্তৃক ধর্মরহস্য কথন।]

(ঋষি, মুনি, দেবতা ও পিতৃগণকে) মহেশ্বর বলিলেন,—তোমরা সকলে ধর্মশাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া উত্তম ধর্ম বর্ণনা করিয়াছ। এখন তোমরা সকলে আমার নিকট ধর্মসম্বন্ধী গূঢ় রহস্য শ্রবণ কর। ১

যাহাদের বুদ্ধি সদা ধর্মযুক্তা এবং যাহারা অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্। সেই সব মানুষকে এই মহাফলদায়ক রহস্যযুক্ত ধর্ম উপদেশ করা উচিত। ২

যাহারা উদ্বেগরহিত হইয়া একমাস যাবৎ প্রতিদিন গোকে ভোজন দান করে এবং স্বয়ং একবার ভোজন করে। তাহাদের যে ফল লাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর। ৩

এই গোসকল পরম সৌভাগ্যবতী ও অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহারা দেবতা, অসুর এবং মনুষ্যগণের সহিত তিন লোককে ধারণ করে ॥ ৪

ইহাদের সেবা করিলে মহাপুণ্য ও মহাফল লাভ হয়। প্রতিদিন গোকে ভোজনদানকারী মানুষ ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫

আমি পূর্বে সত্যযুগে গোগণকে আমার নিকটে থাকিতে আজ্ঞা দিয়াছিলাম। পদ্মযোনি ব্রহ্মা ইহাদের জন্য আমাকে অত্যন্ত অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলেন। ৬

সেইজন্য গোষ্ঠমধ্যে স্থিত বৃষ আমার উপরে আমার রথের ধ্বজে বিদ্যমান আছে। আমি সমস্ত গোগণের সহিত বাস করিয়াই আনন্দ অনুভব করি। অতএব এই গোসকলের সর্বদাই পূজা করা উচিত। ৭

এই গোগণ অতিশয় প্রভাবশালিনী ও বরদায়িনী। ইহাদের উপাসনা করিলে ইহারা অভীষ্ট বর প্রদান করে। উপাসনাকারী মানুষের সমস্ত কর্মে যে ফল অভীষ্ট, তাহা এই গোগণ অনুমোদন করে—তাহার সিদ্ধির জন্য বরদান করে। যে মানুষ পূর্বোক্তরূপে গবাহ্নিক অর্থাৎ গোকে একমাস যাবৎ ঘাস-জলাদি ভোজনদান করে, তাহার সর্বদা কৃত গোসেবার ফলের এক চতুর্থাংশ লাভ হয়। ৮-৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে মহাদেবের ধর্মসম্বন্ধী রহস্য-বিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(স্কন্দদেবেন ধর্ম্মরহস্যকথনম্, ভগবতা বিষ্ণুনা ভীষ্মেণ চ ধর্ম্মমাহাত্ম্যস্য বর্ণনঞ্চ।)

স্কন্দ উবাচ।

মমাপ্যনুমতো ধর্ম্মস্তং শৃণুধ্বং সমাহিতাঃ।
নীলষণ্ডস্য শৃঙ্গাভ্যাং গৃহীত্বা মৃত্তিকাং তু যঃ॥ ১
অভিষেকং ত্র্যহং কুর্য্যাৎ তস্য ধর্ম্মং নিবোধত।
শোধয়েদশুভং সর্বমাধিপত্যং পরত্র চ॥ ২
যাবচ্চ জায়তে মর্ত্ত্যেষু শূরো ভবিষ্যতি
ইদং চাপ্যপরং গুহ্যং সরহস্যং নিবোধত॥ ৩
প্রগৃহ্যৌদুম্বরং পাত্রং পক্বান্নং মধুনা সহ।
সোমস্যোত্তিষ্ঠমানস্য পৌর্ণমাস্যাং বলিং হরেৎ॥ ৪
তস্য ধর্ম্মফলং নিত্যং শ্রদ্দধানা নিবোধত
সাধ্যা রুদ্রাস্তথাদিত্যা বিশ্বেদেবাস্তথাশ্বিনৌ॥ ৫
মরুতো বসবশ্চৈব প্রতিগৃহ্ণন্তি তং বলিম্
সোমশ্চ বর্দ্ধতে তেন সমুদ্রশ্চ মহোদধিঃ॥ ৬
এষ ধর্ম্মো ময়োদ্দিষ্টঃ সরহস্যঃ সুখাবহঃ॥ ৭

বিষ্ণুরুবাচ।

সগুহ্যানি সর্বাণি দেবতানাং মহাত্মনাম্।
ঋষীণাং চৈব গুহ্যানি যঃ পঠেদাহ্নিকং সদা॥ ৮
শৃণুয়াদ্ বানসূয়ুর্যঃ শ্রদ্দধানঃ সমাহিতঃ।
নাস্য বিঘ্নঃ প্রভবতি ভয়ং চাস্য ন বিদ্যতে॥ ৯
যে চ ধর্ম্মাঃ শুভাঃ পুণ্যাঃ সরহস্যা উদাহৃতাঃ।
তেষাং ধর্ম্মফলং তস্য যঃ পঠেত জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ ১০
নাস্য পাপং প্রভবতি ন চ পাপেন লিপ্যতে।
পঠেদ্ বা শ্রাবয়েদ্ বাপি শ্রুত্বা বা লভতে ফলম্॥ ১১
ভুঞ্জতে পিতরো দেবা হব্যং কব্যমথাক্ষয়ম্।
শ্রাবয়ংশ্চাপি বিপ্রেন্দ্রান পর্বসু প্রযতো নরঃ॥ ১২
ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ পিতৄণাং চৈব নিত্যদা
ভবত্যভিমতঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মেষু প্রযতঃ সদা॥ ১৩
কৃত্বাপি পাপকং কর্ম্ম মহাপাতকবর্জ্জিতম্।
রহস্যধর্ম্মং শ্রুত্বেমং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১৪

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[স্কন্দ দেবকর্ত্তৃক ধর্ম্মরহস্য কথন এবং ভগবান বিষ্ণু ও ভীষ্মের দ্বারা ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণন।]

স্কন্দ বলিলেন, দেবতাগণ! এখন একাগ্রচিত্তে আমার মতানুসারেও ধর্ম্মের গোপনীয় রহস্য শ্রবণ করুন। যে মানুষ নীলবর্ণের বৃষের শৃঙ্গদ্বয়ে লগ্ন মৃত্তিকা গ্রহণ করত তাহার দ্বারা তিন দিন স্নান করে, তাহার প্রাপ্য পুণ্য কথা শ্রবণ করুন। ১½

সেই মানুষ নিজের সমস্ত পাপকে শোধন করিয়া থাকে এবং পরলোকে আধিপত্য লাভ করে। তারপর যখন সে পুনরায় মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তখন সে শৌর্য্যশালী বীর হয়। ২½

এখন ধর্ম্মের অন্য এক গুপ্ত রহস্য শ্রবণ করুন। পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রোদয়ের সময় উদুম্বর (তাম্র) পাত্রে মধুর সহিত পক্ব অন্ন গ্রহণ করত যে চন্দ্রের জন্য বলি সমর্পণ করে, তাহার যে নিত্যধর্ম্ম ফলের প্রাপ্তি হয়,তাহা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করুন সেই মানুষের প্রদত্ত সেই বলিকে সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, বিশ্বেদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ ও বসুদেবগণও গ্রহণ করেন এবং ইহার দ্বারা চন্দ্র ও সমুদ্রের বৃদ্ধি হয়। এইরূপে আমি রহস্যসহ সুখদায়ক ধর্ম্মের বর্ণনা করিলাম। ৩-৭

ভগবান বিষ্ণু বলিলেন, যে ব্যক্তি দেবতা ও মহাত্মা ঋষিগণ কর্ত্তৃক কথিত ধর্ম্মসম্বন্ধী এই সব গূঢ় রহস্য প্রতিদিন পাঠ করিবে অথবা দোষদৃষ্টি রহিত হইয়া সদা একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিবে, তাহার উপর কোনও বিঘ্ন প্রভাব দেখাইতে পারিবে না এবং তাহার কোনও ভয়ও থাকিবে না। ৮-৯

এস্থলে যে যে পবিত্র ও কল্যাণকারী ধর্ম্মসমূহ রহস্যসকলের সহিত বর্ণিত হইয়াছে, সেই সব যাহারা ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক পাঠ করিবে, তাহাদের সেই সব ধর্ম্মের পুণ্য ফল লাভ হইবে। ১০

তাহার উপরে কখনও পাপের প্রভাব পতিত হয় না, সে কখনও কোনও পাপে লিপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি এই প্রসঙ্গ পাঠ করিবে, অপরকে শুনাইবে অথবা স্বয়ং শ্রবণ করিবে, তাহারও এই সব ধর্ম্মাচরণের ফল লাভ হইবে। তাহার প্রদত্ত হব্য-কব্য অক্ষয় হইয়া যাইবে এবং পিতৃগণ তাহা উপভোগ করিবে। ১১½

যে মানুষ পর্ব্বসমূহে শুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ধর্ম্মের এই রহস্য শ্রবণ করাইবে, সে সদা দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের আদরের পাত্র হইবে এবং শ্রীসম্পন্ন হইবে। তাহার সর্ব্বদা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিবে। ১২-১৩

মানুষ ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতকব্যতীত অন্য পাপ কর্ম্ম করিয়াও যদি এই রহস্যধর্ম্ম শ্রবণ করে, তবে সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ১৪

ভীষ্ম উবাচ

এতদ্ ধর্মরহস্যং বৈ দেবতানাং নরাধিপ
ব্যাসোদ্দিষ্টং ময়া প্রোক্তং সর্বদেবনমস্কৃতম্ ॥ ১৫

পৃথিবী রত্নসম্পূর্ণা জ্ঞানং চেদমনুত্তমম্
ইদমেব ততঃ শ্রাব্যমিতি মন্যেত ধর্মবিৎ ॥ ১৬

নাশ্রদ্দধানায় ন নাস্তিকায়
ন নষ্টধর্মায় ন নির্ঘৃণায়
ন হেতুদুষ্টায় গুরুদ্বিষে বা
নানাত্মভূতায় নিবেদ্যমেতৎ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি স্কন্দদেবরহস্যে চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৪

ভীষ্ম বলিলেন,—নরাধিপ ! [illegible] ধর্মরহস্য ব্যাসদেব আমাকে বলিয়াছিলেন ; [illegible] আমি তোমাকে বলিলাম। [illegible] সমাদর করেন ॥ ১৫

একদিকে যদি রত্নসমূহে পূ[illegible] এবং অন্যদিকে এই সর্বোত্তম জ্ঞান থাকে, [illegible] পরিত্যাগ করিয়া এই সর্বোত্তম জ্ঞানই শ্রবণ ও গ্রহণ করা উচিত। ধর্মজ্ঞ পুরুষ [illegible] মনে করেন ॥ ১৬

না শ্রদ্ধাহীনকে, না নাস্তিককে, না ধর্মনষ্টকারীকে, না নির্দয়কে, না হেতুবাদ (তর্ক) অবলম্বন করিয়া দুষ্টতাকারীকে, না গুরুদ্রোহীকে এবং না দেহাভিমানী ব্যক্তিকে এই ধর্মের উপদেশ করিবে ॥ ১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী [illegible] মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত স্কন্দদেবের রহস্যবিষয়ক চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[illegible] ভোজ্যান্নাঃ [illegible] মনুষ্যাণাং বর্ণনম্ ।

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কে ভোজ্যা ব্রাহ্মণস্যেহ কে ভোজ্যাঃ ক্ষত্রিয়স্য চ
তথা বৈশ্যস্য কে ভোজ্যাঃ কে শূদ্রস্য চ [illegible] ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণস্যেহ ভোজ্যা যে চৈব ক্ষত্রিয়াঃ ।
বৈশ্যাশ্চাপি তথা ভোজ্যাঃ শূদ্রাশ্চ পরিবর্জিতাঃ ॥ ২

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ভোজ্যা বৈ ক্ষত্রিয়স্য হ ।
বর্জনীয়াস্তু বৈ শূদ্রাঃ সর্বভক্ষা বিকর্মিণঃ ॥ ৩

বৈশ্যাস্তু ভোজ্যা বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং তথৈব চ ।
নিত্যাগ্নয়ো বিবিক্তাশ্চ চাতুর্মাস্যরতাশ্চ যে ॥ ৪

শূদ্রাণামথ যো ভুঙ্‌ক্তে স ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমলম্ ।
মলং নৃণাং স পিবতি মলং ভুঙ্‌ক্তে জনস্য চ ॥ ৫

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

[কাহাদের অন্ন গ্রহণযোগ্য ও কাহাদের গ্রহণযোগ্য নয় [illegible] মনুষ্যগণের বর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভারত ! [illegible] জগতে ব্রাহ্মণের কাহাদের গৃহে ভোজন করা উচিত, ক্ষত্রিয় কাহাদের গৃহে অন্ন গ্রহণ করিবে, বৈশ্যের কাহাদের অন্ন গ্রহণযোগ্য এবং শূদ্র কাহাদের গৃহে ভোজন করিবে ? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—জগতে ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গৃহে অন্ন ভোজন করা উচিত। শূদ্রের গৃহে তাঁহার পক্ষে অন্ন গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ॥ ২

এইরূপ ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গৃহেই অন্ন ভোজন করা কর্তব্য। ভক্ষ্য ও অভক্ষ্যের বিচার না করিয়া সব কিছুই ভক্ষণকারী ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধ আচরণকারী শূদ্রের অন্ন তাঁহার পক্ষে ত্যাজ্য ॥ ৩

বৈশ্যদের মধ্যেও যাহারা নিত্য অগ্নিহোত্র করে, পবিত্রভাবে অবস্থান করে এবং চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করে, সেই বৈশ্যদের অন্নই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের গ্রাহ্য ॥ ৪

যে দ্বিজ শূদ্রগণের গৃহে অন্ন ভোজন করেন, তিনি সমস্ত পৃথিবী ও সম্পূর্ণ মনুষ্যগণের মলই পান এবং ভক্ষণ করেন ॥ ৫

শূদ্রাণাং যত্তথা ভুঙ্‌ক্তে স ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমলম্ ।
পৃথিবীমলমশ্নন্তি যে দ্বিজাঃ শূদ্রভোজিনঃ ॥ ৬

শূদ্রস্য কর্মনিষ্ঠায়াং বিকর্মস্থোঽপি পচ্যতে ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যো বিকর্মস্থশ্চ পচ্যতে ॥ ৭

স্বাধ্যায়নিরতা বিপ্রাস্তথা স্বস্ত্যয়নে নৃণাম্ ।
রক্ষণে ক্ষত্রিয়ং প্রাহুর্বৈশ্যং পুষ্ট্যর্থমেব চ ॥ ৮

করোতি কর্ম যদ্ বৈশ্যস্তদ্ গত্বা হ্যপজীবতি ।
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যমকুৎসা বৈশ্যকর্মণি ॥ ৯

শূদ্রকর্ম তু যঃ কুর্য্যাদবহায় স্বকর্ম চ ।
স বিজ্ঞেয়ো যথা শূদ্রো ন চ ভোজ্যঃ কদাচন ॥ ১০

চিকিৎসকঃ কাণ্ডপৃষ্ঠঃ পুরাধ্যক্ষঃ পুরোহিতঃ ।
সাংবৎসরো বৃথাধ্যায়ী সর্বে তে শূদ্রসম্মিতাঃ ॥ ১১

শূদ্রকর্মস্বথৈতেষু যো ভুঙ্‌ক্তে নিরপত্রপঃ ।
অভোজ্যভোজনং ভুক্ত্বা ভয়ং প্রাপ্নোতি দারুণম্ ॥১২

কুলং বীর্য্যঞ্চ তেজশ্চ তির্য্যগ্‌যোনিমেব চ ।
স প্রযাতি যথা শ্বা বৈ নিষ্ক্রিয়ো ধর্মবর্জিতঃ ॥ ১৩

ভুঙ্‌ক্তে চিকিৎসকস্যান্নং তদন্নঞ্চ পুরীষবৎ ।
পুংশ্চল্যন্নঞ্চ মূত্রং স্যাৎ কারুকান্নঞ্চ শোণিতম্ ॥১৪

বিদ্যোপজীবিনোঽন্নঞ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে সাধুসম্মতঃ ।
তদপ্যন্নং যথা শৌদ্রং তৎ সাধুঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ ১৫

বচনীয়স্য যো ভুঙ্‌ক্তে তমাহুঃ শোণিতং হ্রদম্ ।
পিশুনং ভোজনং ভুঙ্‌ক্তে ব্রহ্মহত্যাসমং বিদুঃ ॥ ১৬
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং ন ভোক্তব্যং কদাচন ॥ ১৭

ব্যাধিং কুলক্ষয়ং চৈব ক্ষিপ্রং প্রাপ্নোতি ব্রাহ্মণঃ ।
নগরীরক্ষিণো ভুঙ্‌ক্তে শ্বপচপ্রবণো ভবেৎ ॥ ১৮

যে দ্বিজ শূদ্রের অন্ন ভক্ষণ করেন, তিনি পৃথিবীর মল ভোজন করেন। যে দ্বিজগণ শূদ্রান্নভোজী, তাঁহারা সকলে পৃথিবীর মলই ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ৬

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি শূদ্রের কর্মে সংলগ্ন থাকেন, অথচ তাঁহারা যদি বিশিষ্ট কর্ম—সন্ধ্যাবন্দনাদিতে রত থাকেন, তাহা হইলেও নরকের যাতনা ভোগ করেন। যদি শূদ্রের কর্ম না করিয়াও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কর্ম করেন, তবে তাঁহাদের নরকের যাতনা ভোগ করিতেই হয়। ৭

ব্রাহ্মণগণ বেদের স্বাধ্যায়ে নিরত থাকিবেন এবং মনুষ্যদিগের মঙ্গলকর কার্য্য করিয়া যাইবেন; ক্ষত্রিয় সকলের রক্ষাকার্য্যে নিরত থাকিবেন—ইহাই মহাপুরুষগণ বলেন। বৈশ্য প্রজাগণের পুষ্টির জন্য কৃষি, গোরক্ষাদি কার্য্যসমূহ করিবেন—ইহাই মহাত্মাগণের অভিমত। ৮

বৈশ্য যে কর্ম করেন, তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করত সকল মানুষ জীবিকা পরিচালিত করে। কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য—এই সব বৈশ্যের নিজের কর্ম। ইহাতে তাহার কোনও কুৎসা হয় না। ৯

যে বৈশ্য নিজের কর্ম ত্যাগ করিয়া শূদ্রের কর্ম করেন, তাঁহাকে শূদ্র বলিয়াই জানিতে হইবে। তাঁহার গৃহে কখনও অন্ন ভোজন করা উচিত নয়। ১০

চিকিৎসক, শস্ত্রবিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জনকারী, পুরাধ্যক্ষ, বেতন গ্রহণ করিয়া দেবপূজাকারী, বর্ষফল বর্ণনাকারী জ্যোতিষী এবং বেদশাস্ত্র হইতে ভিন্ন বৃথা অন্য গ্রন্থ অধ্যয়নকারী,—এই সব ব্রাহ্মণই শূদ্রের সমান। ১১

যে নির্লজ্জ ব্যক্তি শূদ্রোচিত কর্মকারী এই দ্বিজগণের গৃহে অন্ন ভোজন করে, সেই মানুষ অভক্ষ্য ভক্ষণের পাপ করিয়া নিদারুণ ভয় প্রাপ্ত হয়। ১২

তাহার কুল, বীর্য্য ও তেজ নষ্ট হইয়া যায় এবং সে ধর্মকর্মহীন হইয়া কুকুরের ন্যায় তির্য্যগ্‌যোনিতে গমন করে। ১৩

যে চিকিৎসাকারী বৈদ্যের অন্ন ভোজন করে, তাহার সেই অন্ন বিষ্ঠার সদৃশ। ব্যভিচারিণী স্ত্রী ও বেশ্যার অন্ন মূত্রের তুল্য। কারুকার্য্যকারীর অন্ন রক্তের সমান। ১৪

যে সৎপুরুষগণের দ্বারা সম্মানিত পুরুষ বিদ্যা বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জনকারী ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করে, তাহার সেই অন্নও শূদ্রের অন্নতুল্য। অতএব সজ্জন মানুষ সেই অন্ন পরিত্যাগ করিবেন। ১৫

যে মানুষ কলঙ্কিত ব্যক্তির অন্ন গ্রহণ করে, তাহাকে রক্তের কুণ্ড বলা হয়। যে ব্যক্তি খল মানুষের অন্ন ভোজন করে, তাহার সেই ভোজন করা ব্রহ্মহত্যার সমান বলিয়া জানিতে হইবে। অসৎকার ও অবহেলাপূর্বক প্রাপ্ত অন্ন কদাপি ভোজন করা উচিত নয়। ১৬-১৭

যে ব্রাহ্মণ এরূপ অন্ন ভোজন করেন, তিনি ব্যাধিগ্রস্ত হন এবং তাঁহার বংশ ধ্বংস হইয়া যায়। যে নগররক্ষকের অন্ন ভোজন করে, সে চাণ্ডালতুল্য হইয়া যায়। ১৮

গোঘ্নে চ ব্রাহ্মণঘ্নে চ সুরাপে গুরুতল্পগে।
ভুক্ত্বান্নং জায়তে বিপ্রো রক্ষসাং কুলবর্দ্ধনঃ ॥ ১৯

ন্যাসাপহারিণো ভুক্ত্বা কৃতঘ্নে ক্লীববৃত্তিনি।
জায়তে শবরাবাসে মধ্যদেশবহিষ্কৃতে ॥ ২০

অভোজ্যাশ্চৈব ভোজ্যাশ্চ ময়া প্রোক্তা যথাবিধি।
কিমন্যদদ্য কৌন্তেয় মত্তস্ত্বং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্মপর্ব্বণি ভোজ্যাভোজ্যান্নকথনং নাম পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৫

গোবধ, ব্রাহ্মণবধ, সুরাপান ও গুরুপত্নীগমনকারী মানুষের গৃহে ভোজন করিলে পর ব্রাহ্মণ রাক্ষসগণের কুলবৃদ্ধিকারী হয় অর্থাৎ রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করে। ১৯

গচ্ছিত ধনাপহারী, কৃতঘ্ন ও নপুংসকের অন্ন ভোজন করিলে মানুষ মধ্যদেশবহিষ্কৃত (আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে) চণ্ডালগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করে। ২০

কুন্তীনন্দন! যাহাদের অন্ন ভোজন করা উচিত ও যাহাদের অন্ন ভোজন করা উচিত নয়, এরূপ মনুষ্যগণের বিধি অনুসারে আমি পরিচয় প্রদান করিলাম। এখন আমার নিকট হইতে আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা কর? ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে ভোজ্যাভোজ্য অন্নকথননামক পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(দানগ্রহণস্যানুচিতভোজনস্য চ প্রায়শ্চিত্তকথনম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উক্তাস্তু ভবতা ভোজ্যাস্তথাভোজ্যাশ্চ সর্ব্বশঃ।
অত্র মে প্রশ্নসন্দেহস্তন্মে বদ পিতামহ ॥ ১

ব্রাহ্মণানাং বিশেষেণ হব্যকব্যপ্রতিগ্রহে।
নানাবিধেষু ভোজ্যেষু প্রায়শ্চিত্তানি শংস মে ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

হন্ত বক্ষ্যামি তে রাজন্ ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্
প্রতিগ্রহেষু ভোজ্যে চ মুচ্যতে যেন পাপ্মনঃ ॥ ৩

ঘৃতপ্রতিগ্রহে চৈব সাবিত্রী সমিদাহুতিঃ।
তিলপ্রতিগ্রহে চৈব সমমেতদ্ যুধিষ্ঠির ॥ ৪

মাংসপ্রতিগ্রহে চৈব মধুনো লবণস্য চ।
আদিত্যোদয়নং স্থিত্বা পূতো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ॥ ৫

কাঞ্চনং প্রতিগৃহ্যাথ জপমানো গুরুশ্রুতিম্।
কৃষ্ণায়সঞ্চ বিবৃতং ধারয়ন্ মুচ্যতে দ্বিজঃ ॥ ৬

এবং প্রতিগৃহীতেঽথ ধনে বস্ত্রে তথা স্ত্রিয়াম্।
এবমেব নরশ্রেষ্ঠ সুবর্ণস্য প্রতিগ্রহে ॥ ৭

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[দানগ্রহণ ও অনুচিত ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনি ভোজ্যান্ন ও অভোজ্যান্ন সর্ব্বপ্রকার মানুষের কথা বর্ণনা করিলেন; কিন্তু এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাযোগ্য এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাহার সমাধানের কথা আমাকে বলুন। ১

প্রায়শঃ ব্রাহ্মণগণকে হব্য ও কব্য প্রতিগ্রহ করিতে হয় এবং তাঁহাদের নানাপ্রকার অন্নগ্রহণেরও সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হয় ও তাঁহারা উহা গ্রহণও করেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের পাপ হয়, সুতরাং ইহার প্রায়শ্চিত্ত কি? তাহা আমাকে বলুন। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের প্রতিগ্রহ ও অন্নভোজনে প্রাপ্ত পাপ হইতে যেভাবে মুক্তিলাভ হয়, সেই প্রায়শ্চিত্ত আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৩

যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ যদি ঘৃতদান গ্রহণ করেন, তবে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিয়া অগ্নিতে সমিধ্ আহুতি দিবেন। তিলদান গ্রহণ করিলেও এই প্রায়শ্চিত্তই করিতে হয়, কারণ, উভয় কার্য্যই সমান। ৪

মাংস, মধু ও লবণের দান গ্রহণ করিলে পর সেই সময় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিলে ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হইয়া যান। ৫

সুবর্ণের দান গ্রহণ করিয়া গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিলে এবং উন্মুক্ত কৃষ্ণ বর্ণের লৌহ দণ্ড ধারণ করিলে ব্রাহ্মণ সেই পাপ হইতে মুক্ত হন। ৬

নরশ্রেষ্ঠ! এইরূপ ধন, বস্ত্র, কন্যা, অন্ন, পায়স ও ইক্ষুরসের দান গ্রহণ করিলেও সুবর্ণদানের সমানই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ৭

অন্নপ্রতিগ্রহে চৈব পায়সেক্ষুরসে তথা।
ইক্ষুতৈলপবিত্রাণাং ত্রিসন্ধ্যং স্নানমাচরেৎ । ৮
ব্রীহৌ পুষ্পে ফলে চৈব জলে পিষ্টময়ে তথা।
যাবকে দধিদুগ্ধে চ সাবিত্রীং শতশোঽম্বিতাম্ ॥ ৯
উপানহৌ চ ছত্রঞ্চ প্রতিগৃহ্যোর্দ্ধ্বদেহিকে।
জপেচ্ছতং সমাযুক্তস্তেন মুচ্যেত পাপ্মনা ॥ ১০
ক্ষেত্রপ্রতিগ্রহে চৈব গ্রহ-সূতকয়োস্তথা।
ত্রীণি রাত্রাণ্যুপোষিত্বা তেন পাপাদ্ বিমুচ্যতে ॥ ১১
কৃষ্ণপক্ষে তু যঃ শ্রাদ্ধং পিতৄণামশ্নুতে দ্বিজঃ।
অন্নমেতদহোরাত্রাৎ পূতো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ॥ ১২
ন চ সন্ধ্যামুপাসীত ন চ জাপ্যং প্রবর্ত্তয়েৎ।
ন সঙ্কিরেৎ তদন্নঞ্চ ততঃ পূয়েত ব্রাহ্মণঃ ॥ ১৩

ইত্যর্থমপরাহ্নে তু পিতৄণাং শ্রাদ্ধমুচ্যতে।
যথোক্তানাং যদশ্নীয়ুর্ব্রাহ্মণাঃ পূর্বকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৪
মৃতকস্য তৃতীয়াহে ব্রাহ্মণো যোঽন্নমশ্নুতে।
স ত্রিবেলং সমুন্মজ্জ্য দ্বাদশাহেন শুধ্যতি ॥ ১৫
দ্বাদশাহে ব্যতীতে তু কৃতশৌচো বিশেষতঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো হবির্দত্ত্বা মুচ্যতে তেন পাপ্মনা ॥ ১৬
মৃতস্য দশরাত্রেণ প্রায়শ্চিত্তানি দাপয়েৎ।
সাবিত্রীং রৈবতীমিষ্টিং কুষ্মাণ্ডমঘমর্ষণম্। ১৭
মৃতকস্য ত্রিরাত্রে যঃ সমুদ্দিষ্টে সমশ্নুতে।
সপ্ত ত্রিষবণং স্নাত্বা পূতো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ॥ ১৮
সিদ্ধিমাপ্নোতি বিপুলামাপদঞ্চৈব নাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯
যস্তু শূদ্রৈঃ সমশ্নীয়াদ্ ব্রাহ্মণোঽপ্যেকভোজনে।
অশৌচং বিধিবৎ তস্য শৌচমত্র বিধীয়তে ॥ ২০

ইক্ষু, তৈল ও কুশের দান গ্রহণ করিলে ত্রিকালে স্নান করা কর্ত্তব্য। ধান, পুষ্প, ফল, জল, পিষ্টক, যবের পালো এবং দধি-দুগ্ধের দান গ্রহণ করিলে শতবার গায়ত্রীমন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য ॥ ৮-৯

শ্রাদ্ধে চর্ম্মপাদুকা ও ছত্র গ্রহণ করিলে একাগ্রচিত্ত হইয়া যদি শতবার গায়ত্রীমন্ত্র জপ করা হয়, তবে সেই প্রতিগ্রহের পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১০

গ্রহণের সময় অথবা অশৌচের সময়* কাহারও প্রদত্ত ক্ষেত্রের (ভূমির) দান স্বীকার করিলে পর তিন রাত্রি উপবাস করিলে সেই দোষ হইতে মুক্তি লাভ হয় ॥ ১১

যে দ্বিজ কৃষ্ণপক্ষে কৃত পিতৃশ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন করেন, তিনি একদিন ও একরাত্রি অতিবাহিত হইলে পর শুদ্ধ হইয়া যান ॥ ১২

ব্রাহ্মণ যে দিনে শ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন করেন, সেই দিন সন্ধ্যা, গায়ত্রীজপ ও দ্বিতীয় বার ভোজন পরিত্যাগ করিবেন। ইহাতে সেই ব্রাহ্মণ শুদ্ধ হন ॥ ১৩

সেইজন্য অপরাহ্নকালে পিতৃগণের শ্রাদ্ধের বিধান করা হইয়াছে। (যাহাতে প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্নকালের সন্ধ্যোপাসনা করা যায় এবং রাত্রিতে আর ভোজন করিতে না হয়।) ব্রাহ্মণগণকে একদিন পূর্বেই শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করা উচিত। যাহাতে তাঁহারা পূর্বোক্ত প্রকারে বিশুদ্ধ পুরুষের গৃহে যথাযথভাবে ভোজন করিতে পারেন ॥ ১৪

গৃহে কাহারও মৃত্যু হইলে পর তাহার গৃহে মরণাশৌচের তৃতীয় দিনে অন্ন গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ বার দিন তিন বেলা স্নান করিলে শুদ্ধ হন ॥ ১৫

বারদিন পর্য্যন্ত স্নানের নিয়ম পূর্ণ হইলে পর তের দিনে তিনি বিশেষরূপে স্নানাদির দ্বারা পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণগণকে হবিষ্য ভোজন করাইবেন। ইহার দ্বারা তিনি পাপমুক্ত হইবেন ॥ ১৬

যে ব্রাহ্মণ কাহারও গৃহে মরণাশৌচে দশ দিনই অন্ন ভোজন করেন, তিনি গায়ত্রীমন্ত্রজপ, রৈবতসাম, পবিত্রেষ্টি, কুষ্মাণ্ড অনুবাক্ ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিয়া সেই দোষের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন ॥ ১৭

এইরূপ যিনি মরণাশৌচভাগী মানুষের গৃহে পর পর তিন রাত্রি ভোজন করেন, সেই ব্রাহ্মণ সাত দিন পর্য্যন্ত ত্রিকালে স্নান করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকেন ॥ ১৮

এইভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিলে সেই ব্রাহ্মণ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন এবং কখনও ঘোরতর বিপদে পতিত হন না ॥ ১৯

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রগণের সহিত এক পঙ্ক্তিতে ভোজন করেন, তিনি অশুদ্ধ হইয়া যান। অতএব তাহার শুদ্ধির জন্য বিধি অনুসারে এস্থলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান পালন করিতে হয় ॥ ২০

* কেহ কেহ "গ্রহ-সূতকয়োঃ" এই অংশের ব্যাখ্যা করেন—"কারাগারস্থাশৌচবতোঃ"। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারাগারে (জেলে) আছে ও যে জনন-মরণসম্বন্ধী অশৌচভাগী হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তির প্রদত্ত ক্ষেত্রদান গ্রহণ করিলে তিন রাত্রি উপবাসের দ্বারা সেই পাপ নষ্ট হয়।

যস্তু বৈশ্যৈঃ সমাশ্নীয়াদ্ ব্রাহ্মণোঽপ্যেকভোজনে।
স বৈ ত্রিরাত্রং দীক্ষিত্বা মুচ্যতে তেন কর্মণা ॥ ২১
ক্ষত্রিয়ৈঃ সহ যোঽশ্নীয়াদ্ ব্রাহ্মণোঽপ্যেকভোজনে।
আপ্লুতঃ সহ বাসোভিস্তেন মুচ্যেত পাপ্মনা ॥২২
শূদ্রস্তু তু কুলং হন্তি বৈশ্যস্য পশুবান্ধবান্।
ক্ষত্রিয়স্য শ্রিয়ং হন্তি ব্রাহ্মণস্য সুবর্চসম্ ॥ ২৩
প্রায়শ্চিত্তঞ্চ শান্তিঞ্চ জুহুয়াৎ তেন মুচ্যতে।
সাবিত্রীং রৈবতীমিষ্টিং কুষ্মাণ্ডমঘমর্ষণম্ ॥ ২৪
তথোচ্ছিষ্টমথান্যোন্যং সম্প্রাশেন্নাত্র সংশয়ঃ।
রোচনা বিরজা রাত্রির্মঙ্গলালম্ভনানি চ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মণি প্রায়শ্চিত্তবিধির্নাম
ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

যে ব্রাহ্মণ বৈশ্যগণের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করেন, তিনি তিন রাত্রি ব্রত পালন করিলে পর সেই কর্মদোষ হইতে মুক্ত হন। ২১

যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করেন, তিনি পরিহিত বস্ত্রসহ স্নান করিলে পাপমুক্ত হইয়া যান। ২২

ব্রাহ্মণের তেজ তাহার সহিত ভোজনকারী শূদ্রের কুলকে, বৈশ্যের পশু ও বান্ধবগণকে এবং ক্ষত্রিয়ের সম্পত্তিকে নষ্ট করিয়া থাকে। ২৩

সেইজন্য প্রায়শ্চিত্ত ও শান্তি-হোম করা আবশ্যক। অধিকারী অনুসারে গায়ত্রীমন্ত্র, রৈবতসাম, পবিত্রেষ্টি, কুষ্মাণ্ড অষ্টবাক্ ও অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিতে হয়। ইহার দ্বারা পাপ মুক্ত হইয়া থাকে। ২৪

কাহারও উচ্ছিষ্ট অথবা তাহার সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিবে না। পূর্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে কোনরূপ সংশয় করা উচিত নয়। প্রায়শ্চিত্ত করিবার পর গোরোচনা, দূর্বা ও হরিদ্রাদি মাঙ্গলিক বস্তুসমূহ স্পর্শকরা কর্তব্য। ২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে প্রায়শ্চিত্তবিধিনামক ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(দানেন স্বর্গলোকগতানাং রাজ্ঞাং বর্ণনম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।
দানেন বর্ততেত্যাহ তপসা চৈব ভারত।
তদেতন্মে মনোদুঃখং ব্যপোহ ত্বং পিতামহ।
কিংস্বিৎ পৃথিব্যাং হ্যেতন্মে ভবান্ শংসিতুমর্হসি ॥ ১
ভীষ্ম উবাচ।
শৃণু যৈর্ধর্মনিরতৈস্তপসা ভাবিতাত্মভিঃ।
লোকা হ্যসংশয়ং প্রাপ্তা দানপুণ্যরতৈর্নৃপৈঃ ॥ ২
সৎকৃতশ্চ তথাঽঽত্রেয়ঃ শিষ্যেভ্যো ব্রহ্ম নির্গুণম্।
উপদিশ্য তদা রাজন্ গতো লোকাননুত্তমান্ ॥ ৩
শিবিরৌশীনরঃ প্রাণান্ প্রিয়স্য তনয়স্য চ।
ব্রাহ্মণার্থমুপাকৃত্য নাকপৃষ্ঠমিতো গতঃ ॥ ৪
প্রতর্দনঃ কাশিপতিঃ প্রদায় তনয়ং স্বকম্।
ব্রাহ্মণায়াতুলাং কীর্তিমিহ চামুত্র চাশ্নুতে ॥ ৫

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

[দানের দ্বারা স্বর্গলোকগত রাজগণের বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন, ভরতনন্দন! পিতামহ! আপনি বলিলেন,—দান ও তপ এই উভয়ের দ্বারাই মানুষ স্বর্গলোকে গমন করে; কিন্তু আমার মনে এ বিষয়ে সংশয়জনিত দুঃখ হইতেছে। আপনি ইহা নিবারণ করুন। এই পৃথিবীতে দান ও তপের মধ্যে কোন্ সাধন শ্রেষ্ঠ, ইহা আপনি কৃপা করিয়া বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! তপস্যার দ্বারা শুদ্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট ধর্মাত্মা রাজারা দান-পুণ্যে নিরত থাকিয়া নিঃসন্দেহে বহু উত্তম লোকসকল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ কর। ২

রাজন্! লোকসম্মানিত মহর্ষি আত্রেয় নিজের শিষ্যগণকে নির্গুণ ব্রহ্মের উপদেশ দান করিয়া উত্তম লোকে গমন করিয়াছেন। ৩

উশীনরপুত্র শিবি নিজের প্রিয় প্রাণকে ব্রাহ্মণের জন্য উৎসর্গ করিয়া ইহলোক হইতে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। ৪

কাশীর রাজা প্রতর্দন নিজের প্রিয় পুত্রকে ব্রাহ্মণের সেবা করিবার জন্য প্রদান করিয়া এই লোকে অনুপম কীর্তি ও পরলোকেও অক্ষয় আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। ৫

রন্তিদেবশ্চ সাঙ্কৃত্যো বসিষ্ঠায় মহাত্মনে।
অর্ঘ্যং প্রদায় বিধিবল্লেভে লোকাননুত্তমান্ ॥ ৬
দিব্যং শতশলাকঞ্চ যজ্ঞার্থং কাঞ্চনং শুভম্।
ছত্রং দেবাবৃধো দত্ত্বা ব্রাহ্মণায়াস্থিতো দিবম্ ॥ ৭
ভগবানম্বরীষশ্চ ব্রাহ্মণায়ামিতৌজসে।
প্রদায় সকলং রাষ্ট্রং সুরলোকমবাপ্তবান্ ॥ ৮
সাবিত্রঃ কুণ্ডলং দিব্যং যানঞ্চ জনমেজয়ঃ।
ব্রাহ্মণায় চ গা দত্ত্বা গতো লোকাননুত্তমান্ ॥ ৯
বৃষাদর্ভিশ্চ রাজর্ষী রত্নানি বিবিধানি চ।
রম্যাংশ্চাবসথান্ দত্ত্বা দ্বিজেভ্যো দিবমাগতঃ ॥ ১০
নিমী রাষ্ট্রঞ্চ বৈদর্ভিঃ কন্যাং দত্ত্বা মহাত্মনে।
অগস্ত্যায় গতঃ স্বর্গং সপুত্রপশুবান্ধবঃ ॥ ১১
জামদগ্ন্যশ্চ বিপ্রায় ভূমিং দত্ত্বা মহাযশাঃ।
রামোঽক্ষয়াংস্তথা লোকান্ জগাম মনসোঽধিকান্ ॥১২
অবর্ষতি চ পর্জন্যে সর্বভূতানি দেবরাট্।
বসিষ্ঠো জীবয়ামাস যেন যাতোঽক্ষয়াং গতিম্ ॥১৩
রামো দাশরথিশ্চৈব হুত্বা যজ্ঞেষু বৈ বসু।
স গতো হ্যক্ষয়াঁল্লোকান্ যস্য লোকে মহদ্ যশঃ ॥ ১৪
কক্ষসেনশ্চ রাজর্ষির্বসিষ্ঠায় মহাত্মনে।
ন্যাসং যথাবৎ সংন্যস্য জগাম সুমহাযশাঃ ॥ ১৫
করন্ধমস্য পৌত্রস্তু মরুত্তোঽবিক্ষিতঃ সুতঃ।
কন্যামাঙ্গিরসে দত্ত্বা দিবমাশু জগাম সঃ ॥ ১৬
ব্রহ্মদত্তশ্চ পাঞ্চাল্যো রাজা ধর্মভৃতাং বরঃ।
নিধিং শঙ্খমনুজ্ঞাপ্য জগাম পরমাং গতিম্ ॥ ১৭
রাজা মিত্রসহশ্চৈব বসিষ্ঠায় মহাত্মনে।
মদয়ন্তীং প্রিয়াং ভার্য্যাং দত্ত্বা চ ত্রিদিবং গতঃ ॥ ১৮
মনোঃ পুত্রশ্চ সুদ্যুম্নো লিখিতায় মহাত্মনে।
দণ্ডমুদ্ধৃত্য ধর্মেণ গতো লোকাননুত্তমান্ ॥ ১৯
সহস্রচিত্যো রাজর্ষিঃ প্রাণানিষ্টান্ মহাযশাঃ।
ব্রাহ্মণার্থে পরিত্যজ্য গতো লোকাননুত্তমান্ ॥ ২০

সঙ্কৃতির পুত্র রাজা রন্তিদেব মহাত্মা বসিষ্ঠমুনিকে বিধি-অনুসারে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া সর্বোত্তম লোকসকল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৬

রাজা দেবাবৃধ যজ্ঞে স্বর্ণের শত শলাকাযুক্ত সুন্দর দিব্য ছত্র ব্রাহ্মণকে দান করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৭

ঐশ্বর্য্যশালী রাজা অম্বরীষ অমিততেজস্বী ব্রাহ্মণকে নিজের সম্পূর্ণ রাজ্য সমর্পণ করিয়া দেবলোক লাভ করিয়াছেন। ৮

সূর্য্যপুত্র কর্ণ নিজের দিব্য কুণ্ডল দান করিয়া এবং মহারাজ জনমেজয় ব্রাহ্মণকে যান ও গোদান করিয়া উত্তম লোকসমূহে গমন করিয়াছেন। ৯

রাজর্ষি বৃষাদর্ভি ব্রাহ্মণকে নানাপ্রকার রত্ন ও রমণীয় গৃহ প্রদান করিয়া স্বর্গলোকে আসিয়াছেন। ১০

বিদর্ভের পুত্র রাজা নিমি অগস্ত্যমুনিকে নিজের কন্যা ও রাজ্য দান করত পুত্র, পশু ও বান্ধবগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। ১১

মহাযশস্বী জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করত সেই সব অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে সমস্ত লোক লাভ করিবার বাসনা মনে কল্পনাও করা যায় না। ১২

একবার জগতে পর্জন্যদেব বারিবর্ষণ না করায় মুনিবর বসিষ্ঠ সমস্ত প্রাণিগণকে জীবনদান করিয়াছিলেন, ইহার ফলে তিনি অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৩

দশরথনন্দন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যজ্ঞসমূহে প্রচুর ধন আহুতি-দান করিয়া জগতে নিজের মহাযশ স্থাপনা করত অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছেন। ১৪

মহাযশস্বী রাজর্ষি কক্ষসেন মহাত্মা বসিষ্ঠকে নিজের সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। ১৫

করন্ধমের পৌত্র এবং অবিক্ষিতের পুত্র মহারাজ মরুত্ত অঙ্গিরার পুত্র সংবর্ত্তকে কন্যাদান করিয়া অতিসত্বরই স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। ১৬

পাঞ্চালদেশের রাজা ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মদত্ত ব্রাহ্মণকে শঙ্খনামক নিধি প্রদান করত পরম গতি লাভ করিয়াছেন। ১৭

রাজা মিত্রসহ মহাত্মা বসিষ্ঠমুনিকে নিজের প্রিয় পত্নী মদয়ন্তীকে সেবার জন্য প্রদান করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। ১৮

মনুপুত্র রাজা সুদ্যুম্ন মহাত্মা লিখিতকে ধর্মানুসারে দণ্ডদান করিয়া সর্বোত্তম লোকে গমন করিয়াছেন। ১৯

মহাযশস্বী রাজর্ষি সহস্রচিত্য ব্রাহ্মণের জন্য নিজের প্রিয় প্রাণকে বলি দিয়া শ্রেষ্ঠ লোকসমূহে গমন করিয়াছেন। ২০

১৩শ বর্ষ, ফাল্গুনমাস, ১৩৮১]　　　　[নবমসংখ্যা — দোলযাত্রা

সীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষায় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

•　　•　　•

মুখ্য-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ　　　　শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ　　　　শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

মুখ্য-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয়

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮'০০ টাকা　　　　প্রতি সংখ্যা ১'৭৫ টাকা।

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সঞ্চালক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৩৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৯৪০৮। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্ট-ভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নিদেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নিদেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা-

১।	মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—	২৭·০০
২।	শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ—	৪০·০০
৩।	শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—	৯·০০
৪।	শ্রীমদ্ভাগবত—	৬০·০০

সর্ব্বকামৈশ্চ সম্পূর্ণং দত্ত্বা বেশ্ম হিরণ্ময়ম্ ।
মৌদগল্যায় গতঃ স্বর্গং শতদ্যুম্নো মহীপতিঃ ॥ ২১
ভক্ষ্য-ভোজ্যস্য চ কৃতান্ রাশয়ঃ পর্ব্বতোপমান্ ।
শাণ্ডিল্যায় পুরা দত্ত্বা সুমন্যুর্দিবমাস্থিতঃ ॥ ২২
নাম্না চ দ্যুতিমান্ নাম শাল্বরাজো মহাদ্যুতিঃ ।
দত্ত্বা রাজ্যমৃচীকায় গতো লোকাননুত্তমান্ ॥ ২৩
মদিরাশ্বশ্চ রাজর্ষির্দত্ত্বা কন্যাং সুমধ্যমাম্
হিরণ্যহস্তায় গতো লোকান্ দেবৈরধিষ্ঠিতান্ ॥২৪
লোমপাদশ্চ রাজর্ষিঃ শান্তাং দত্ত্বা সুতাং প্রভুঃ ।
ঋষ্যশৃঙ্গায় বিপুলৈঃ সর্ব্বৈঃ কামৈরযুজ্যত ॥ ২৫
কৌৎস্যায় দত্ত্বা কন্যাং তু হংসীং নাম যশস্বিনীম্ ।
গতোঽক্ষয়ানতো লোকান্ রাজর্ষিশ্চ ভগীরথঃ ॥ ২৬
দত্ত্বা শতসহস্রং তু গবাং রাজা ভগীরথঃ ।
সবৎসানাং কোহলায় গতো লোকাননুত্তমান্ ॥ ২৭
এতে চান্যে চ বহবো দানেন তপসা চ হ ।
যুধিষ্ঠির গতাঃ স্বর্গং নিবর্ত্তন্তে পুনঃ পুনঃ ॥ ২৮
তেষাং প্রতিষ্ঠিতা কীর্ত্তির্যাবৎ স্থাস্যতি মেদিনী ।
গৃহস্থৈর্দানতপসা যৈর্লোকা বৈ বিনির্জ্জিতাঃ ॥ ২৯
শিষ্টানাং চরিতং হ্যেতৎ কীর্ত্তিতং মে যুধিষ্ঠির ।
দানযজ্ঞপ্রজাসর্গৈরেতে হি দিবমাস্থিতাঃ ॥ ৩০
দত্ত্বা তু সততং তেঽস্তু কৌরবাণাং ধুরন্ধর ।
দানযজ্ঞক্রিয়াযুক্তা বুদ্ধির্ধর্মোপচায়িনী ॥ ৩১
যত্র তে নৃপশার্দ্দূল সন্দেহো বৈ ভবিষ্যতি ।
শ্বঃ প্রভাতে হি বক্ষ্যামি সন্ধ্যা হি সমুপস্থিতা ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৭

মহারাজ শতদ্যুম্ন মৌদগল্য নামক ব্রাহ্মণকে সমস্ত কামনাসমূহে পরিপূর্ণ সুবর্ণময় গৃহ দান করিয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২১

রাজা সুমন্যু ভক্ষ্য ও ভোজ্য পদার্থসমূহের পর্ব্বততুল্য বহু রাশি নির্ম্মাণ করিয়া সেই সব শাণ্ডিল্যকে প্রদান করত স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন ॥ ২২

মহাতেজস্বী শাল্বরাজ দ্যুতিমান্ মহর্ষি ঋচীককে রাজ্য দান করিয়া সর্ব্বোত্তম লোকসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২৩

রাজর্ষি মদিরাশ্ব নিজের সুন্দরী কন্যা বিপ্রবর হিরণ্যহস্তকে দান করিয়া দেবতাগণের দ্বারা বিরাজিত লোকসমূহে গমন করিয়াছেন ॥ ২৪

প্রভাবশালী রাজর্ষি লোমপাদ মুনিবর ঋষ্যশৃঙ্গকে নিজের শান্তানাম্নী কন্যাকে দান করিয়া সর্ব্ববিধ বিপুল কামনাসমূহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন ॥ ২৫

রাজর্ষি ভগীরথ নিজের যশস্বিনী কন্যা হংসীকে কৌৎস-ঋষির হস্তে সমর্পণ করিয়া অক্ষয় লোকসকল লাভ করিয়াছেন ॥২৬

রাজা ভগীরথ কোহল নামক ব্রাহ্মণকে একলক্ষ সবৎসা ধেনু দান করিয়া সর্ব্বোত্তম লোকসকল লাভ করিয়াছেন ॥ ২৭

যুধিষ্ঠির! ইঁহারা এবং আরও বহু রাজা দান ও তপস্যার প্রভাবে বারংবার স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন এবং পুনরায় এজগতে ফিরিয়া আসিয়াছেন ॥ ২৮

যে সব গৃহস্থ দান ও তপস্যার বলে উত্তম লোকসমূহ জয় করিয়াছেন, তাঁহাদের কীর্ত্তি ইহলোকে সেই পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, যতকাল এই পৃথিবী সুস্থির আছে ॥ ২৯

যুধিষ্ঠির! এই সব শিষ্ট পুরুষগণের চরিত্র আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। এই সব নরপতিগণ দান, যজ্ঞ ও সন্তানোৎপাদন করিয়া স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ॥ ৩০

কৌরবকুলের ভারবহনকারী যুধিষ্ঠির! তুমিও সর্ব্বদা দান করিতে থাক। তোমার বুদ্ধি দান ও যজ্ঞের ক্রিয়ায় সংলগ্ন হইয়া ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করুক ॥৩১

নৃপশ্রেষ্ঠ! এখন তোমার যে বিষয়ে সন্দেহ হইবে, তাহা আমি আগামী কাল প্রভাতে বলিব; কারণ, এখন সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[পঞ্চবিধানাং দানানাং বর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।
শ্রুতং মে ভবতস্তাত সত্যব্রতপরাক্রম ।
দানধর্মেণ মহতা যে প্রাপ্তাস্ত্রিদিবং নৃপাঃ ॥ ১
ইমাংস্তু শ্রোতুমিচ্ছামি ধর্মান্ ধর্মভৃতাং বর ।
দানং কতিবিধং দেয়ং কিং তস্য চ ফলং লভেৎ ॥ ২
কথং কেভ্যশ্চ ধর্ম্যঞ্চ দানং দাতব্যমিষ্যতে ।
কৈঃ কারণৈঃ কতিবিধং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৩
ভীষ্ম উবাচ ।
শৃণু তত্ত্বেন কৌন্তেয় দানং প্রতি মমানঘ ।
যথা দানং প্রদাতব্যং সর্ববর্ণেষু ভারত ॥ ৪
ধর্মদর্থাদ্ ভয়াৎ কামাৎ কারুণ্যাদিতি ভারত ।
দানং পঞ্চবিধং জ্ঞেয়ং কারণৈর্যৈর্নিবোধ তৎ ॥ ৫
ইহ কীর্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্ ।
ইতি দানং প্রদাতব্যং ব্রাহ্মণেভ্যোঽনসূয়তা ॥ ৬
দদাতি বা দাস্যতি বা মহ্যং দত্তমনেন বা ।
ইত্যর্থিভ্যো নিশম্যৈব সর্বং দাতব্যমর্থিনে ॥ ৭
নাস্যাহং ন মদীয়োঽয়ং পাপং কুর্য্যাদ্ বিমানিতঃ ।
ইতি দদ্যাদ্ ভয়াদেব দৃঢ়ং মূঢ়ায় পণ্ডিতঃ ॥ ৮
প্রিয়ো মেঽয়ং প্রিয়োঽস্যাহমিতি সম্প্রেক্ষ্য বুদ্ধিমান্ ।
বয়স্যায়ৈবমক্লিষ্টং দানং দদ্যাদতন্দ্রিতঃ ॥ ৯
দীনশ্চ যাচতে চায়মল্পেনাপি হি তুষ্যতি ।
ইতি দদ্যাদ্ দরিদ্রায় কারুণ্যাদিতি সর্বথা ॥ ১০
ইতি পঞ্চবিধং দানং পুণ্যকীর্তিবিবর্ধনম্ ।
যথাশক্ত্যা প্রদাতব্যমেবমাহ প্রজাপতিঃ ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি
অষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৮

অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

[পঞ্চ প্রকার দান বর্ণন ।]

(পরদিন প্রাতঃকালে) যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সত্যব্রতী ও পরাক্রমশালী তাত ! দানজনিত মহৎ ধর্মের প্রভাবে যে যে নরপতি স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের পরিচয় আমি আপনার নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১

ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ ! এখন আমি দানের সম্বন্ধে এই সব ধর্ম শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি যে, দানের কত প্রকার ভেদ আছে ? এবং যে দান করা হয়, তাহার কি ফল লাভ হয় ? ২

কিভাবে এবং কোন্ সব মানুষের ধর্মানুসারে দান করা অভীষ্ট ? কি কারণে দান করিতে হয় ? এবং দানের কতপ্রকার ভেদ আছে ? এই সমস্ত আমি যথাযথভাবে শুনিতে বাসনা করি ॥ ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—নিষ্পাপ কুন্তীকুমার ! ভরতনন্দন ! দান সম্বন্ধে আমি যথাযথভাবে যাহা কিছু বলিব, সেই সমস্ত শ্রবণ কর। সকল বর্ণের মানুষের কি প্রকারে দান করিতে হয়, তাহা বলিতেছি ॥ ৪

ভারত ! ধর্ম, অর্থ, ভয়, কামনা ও দয়া—এই পাঁচ কারণে দানকে পাঁচ প্রকার জানিতে হইবে। এখন যে সব কারণে দান করা উচিত, সেই সমস্ত শ্রবণ কর ॥ ৫

দানকারী মানুষ ইহলোকে কীর্তি ও পরলোকে সর্বোত্তম সুখ প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য ঈর্ষ্যা-রহিত হইয়া মানুষ ব্রাহ্মণগণকে অবশ্যই দান করিবে। (ইহা ধর্মমূলক দান।) ॥ ৬

"ইনি দান করিতেছেন, ইনি দান করিবেন অথবা ইনি আমাকে দান করিয়াছেন" যাচকগণের নিকট হইতে এই সব কথা শ্রবণ করিয়া নিজের কীর্তির ইচ্ছায় যাচককে তাহার ইচ্ছানুসারে সব কিছু দান করা কর্তব্য। (ইহা অর্থমূলক দান।) ॥ ৭

"আমি ইহার নহি, এই ব্যক্তি আমার কেহ নহে, তথাপি যদি ইহাকে আমি কিছু না দান করি, তবে অপমানিত হইয়া সে আমার অনিষ্ট করিবে"—এই ভয়েই বিদ্বান্ মানুষ যখন কোনও মূর্খ মানুষকে দান করেন, তখন তাহা ভয়মূলক দান হয় ॥ ৮

'এই ব্যক্তি আমার প্রিয় এবং আমি ইহার প্রিয়' এরূপ বিচার করিয়া বুদ্ধিমান্ মানুষ আলস্য ত্যাগ করিয়া নিজের মিত্রকে প্রসন্নতা পূর্বক দান করিবেন। (ইহা কামনামূলক দান।) ॥ ৯

'এই ব্যক্তি দীন (গরীব) এবং আমার নিকট যাচ্ঞা করিতেছে, অল্পদানেই সে সন্তুষ্ট হইবে'—এরূপ চিন্তা করিয়া দরিদ্র মানুষকে সর্বদা দয়াপরবশ হইয়া দান করিবে ॥ ১০

এই পাঁচপ্রকার দান পুণ্য ও কীর্তিবর্দ্ধক। যথাশক্তি সকলকেই দান করা উচিত। ইহা প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন ॥ ১১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে দানধর্মপর্বে অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[তপস্বি-শ্রীকৃষ্ণসমীপে ঋষীণামাগমনম্, তস্য প্রভাবদর্শনম্, তেন সহ বার্ত্তালাপশ্চ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ ।
আগমৈর্বহুভিঃ স্ফীতো ভবান্ নঃ প্রবরে কুলে ॥ ১

ত্বত্তো ধর্মার্থসংযুক্তমায়ত্যাঞ্চ সুখোদয়ম্ ।
আশ্চর্য্যভূতং লোকস্য শ্রোতুমিচ্ছামারিন্দম ॥ ২

অয়ঞ্চ কালঃ সম্প্রাপ্তো দুর্লভো জ্ঞাতিবান্ধবৈঃ ।
শাস্তা চ ন হি নঃ কশ্চিৎ ত্বামৃতে পুরুষর্ষভ ॥ ৩

যদি তেঽহমনুগ্রাহ্যো ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘ ।
বক্তুমর্হসি নঃ প্রশ্নং যং ত্বাং পৃচ্ছামি পার্থিব ॥ ৪

অয়ং নারায়ণঃ শ্রীমান্ সর্বপার্থিবসম্মতঃ ।
ভবন্তং বহুমানেন প্রশ্রয়েণ চ সেবতে ॥ ৫

অস্য চৈব সমক্ষং ত্বং পার্থিবানাঞ্চ সর্বশঃ ।
ভ্রাতৃণাঞ্চ প্রিয়ার্থং মে স্নেহাদ্ ভাষিতুমর্হসি ॥ ৬

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা স্নেহাদাগতসম্ভ্রমঃ ।
ভীষ্মো ভাগীরথীপুত্র ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭

ভীষ্ম উবাচ ।

অহং তে কথয়িষ্যামি কথামতিমনোহরাম্ ।
অস্য বিষ্ণোঃ পুরা রাজন্ প্রভাবো যো ময়া শ্রুতঃ ॥ ৮

যশ্চ গোবৃষভাঙ্কস্য প্রভাবস্তঞ্চ মে শৃণু ।
রুদ্রাণ্যাঃ সংশয়ো যশ্চ দম্পত্যোস্তঞ্চ মে শৃণু ॥ ৯

ব্রতং চচার ধর্মাত্মা কৃষ্ণো দ্বাদশবার্ষিকম্ ।
দীক্ষিতং চাগতৌ দ্রষ্টুমুভৌ নারদ-পর্বতৌ ॥ ১০

কৃষ্ণদ্বৈপায়নশ্চৈব ধৌম্যশ্চ জপতাং বরঃ ।
দেবলঃ কাশ্যপশ্চৈব হস্তিকাশ্যপ এব চ ॥ ১১

অপরে চর্ষয়ঃ সন্তো দীক্ষাদমসমাহিতাঃ ।
শিষ্যৈরনুগতাঃ সিদ্ধৈর্দেবকল্পৈস্তপোধনৈঃ ॥ ১২

একোনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[তপস্বী শ্রীকৃষ্ণের নিকট ঋষিগণের আগমন, তাঁহার প্রভাব দর্শন ও তাঁহার সহিত বার্ত্তালাপ ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ! আপনি আমাদের শ্রেষ্ঠ কুলে সমস্ত শাস্ত্রের বিশিষ্ট বিদ্বান্ এবং অনেক আগম সমূহের বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন । ১

শত্রুদমন! আমি আপনার নিকট হইতে এমন একরূপ বিষয়ের বর্ণনা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, যাহা ধর্ম ও অর্থসম্বন্ধযুক্ত, ভবিষ্যতে সুখপ্রদ এবং সংসারের পক্ষে যাহা অদ্ভুতস্বরূপ (বিস্ময়কারক)। ২

পুরুষপ্রবর! আমাদের জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণের এই এক দুর্লভ সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের জন্য আপনি ব্যতীত অন্য কেহই সমস্ত ধর্ম্মের উপদেশকারী নাই। ৩

নিষ্পাপ ভূপাল! যদি ভ্রাতৃগণের সহিত আমার উপর আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে আমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা আমাদের সকলের জন্য উত্তর দান করুন। ৪

সমস্ত ভূপতিগণের দ্বারা সম্মানিত এই শ্রীমান্ ভগবান্ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় আদর ও বিনয়ের সহিত আপনার সেবা করিতেছেন। ৫

ইঁহার ও এই সব ভূপতিগণের সম্মুখে আমার এবং আমার ভ্রাতৃগণের সর্ব্বপ্রকারে প্রিয় করিবার জন্য এই জিজ্ঞাসিত বিষয়ের স্নেহে আপনি বর্ণনা করুন। ৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া স্নেহের আবেগে যুক্ত হইয়া গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম এই কথা বলিলেন। ৭

ভীষ্ম বলিলেন,—পুত্র! এখন আমি তোমাকে এক অত্যন্ত মনোহর কথা বলিয়া শুনাইব। রাজন্! পূর্ব্বকালে এই ভগবান্ নারায়ণ ও মহাদেবের যে প্রভাব আমি শুনিয়াছি, তাহা এবং পার্ব্বতীদেবী সন্দেহ করিলে পর শিব ও পার্ব্বতীর মধ্যে যে সংবাদ হইয়াছিল, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮-৯

পূর্ব্বকালের কথা, ধর্ম্মাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাদশবৎসরসাধ্য এক ব্রতের দীক্ষা গ্রহণ করত পর্ব্বতের উপর কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য নারদ ও পর্ব্বত—এই দুই দেবর্ষি সেখানে আসিলেন। ১০

ইহা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস, জপকারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধৌম্য, দেবল, কাশ্যপ, হস্তিকাশ্যপ এবং অন্যান্য ব্রতদীক্ষা গ্রহণকারী ও ইন্দ্রিয়সংযমপরায়ণ ঋষিরাও দেবোপম, তপস্বী এবং সিদ্ধ শিষ্যগণের সহিত সেখানে আসিলেন। ১১-১২

তেষামতিথিসৎকারমর্চনীয়ং কুলোচিতম্।
দেবকীতনয়ঃ প্রীতো দেবকল্পমকল্পয়ৎ ॥ ১৩
হরিতেষু সুবর্ণেষু বর্হিষ্কেষু নবেষু চ।
উপোপবিবিশুঃ প্রীতা বিষ্টরেষু মহর্ষয়ঃ ॥১৪
কথাশ্চক্রুস্ততস্তে তু মধুরা ধর্মসংশ্রিতাঃ।
রাজর্ষীণাং সুরাণাঞ্চ যে বসন্তি তপোধনাঃ ॥ ১৫
ততো নারায়ণং তেজো ব্রতচর্য্যেন্ধনোত্থিতম্।
বক্ত্রান্নিঃসৃত্য কৃষ্ণস্য বহ্নিরদ্ভুতকর্মণঃ ॥১৬
সোঽগ্নির্দদাহ তং শৈলং সদ্রুমং সলতাক্ষুপম্।
সপক্ষি-মৃগসঙ্ঘাতং সশ্বাপদসরীসৃপম্ ॥ ১৭
মৃগৈশ্চ বিবিধাকারৈর্হাহাভূতমচেতনম্।
শিখরং তস্য শৈলস্য মথিতং দীনদর্শনম্ ॥ ১৮
স তু বহ্নির্মহাজ্বালো দগ্ধ্বা সর্বমশেষতঃ।
বিষ্ণোঃ সমীপ আগম্য পাদৌ শিষ্যবদস্পৃশৎ ॥ ১৯

দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় প্রসন্নতার সহিত দেবোচিত উপচারসমূহের দ্বারা সেই মহর্ষিগণের নিজের কুলের অনুরূপ আতিথ্যসৎকার করিলেন ॥ ১৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত হরিত ও স্বর্ণবর্ণের কুশসমূহের নূতন আসনের উপর সেই মহর্ষিগণ প্রীতিসহকারে উপবেশন করিলেন ॥ ১৪

তদনন্তর তাঁহারা রাজর্ষি ও দেবতাগণ এবং যে সব তপস্বী মুনিরা সেখানে বাস করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ধর্মযুক্ত মধুর কথাসমূহ বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫

তাহার পর ব্রতচর্য্যারূপী ইন্ধন হইতে প্রজ্বলিত ভগবান্ নারায়ণের তেজ অদ্ভুতকর্মা শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে নির্গত হইয়া অগ্নিরূপে প্রকাশপূর্ব্বক বৃক্ষ, লতা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ, পক্ষী, মৃগসমুদায়, হিংস্র জন্তু ও সর্পসকলের সহিত সেই পর্ব্বতকে দগ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৬-১৭

সেই সময় চারিদিকে নানাপ্রকার জীব-জন্তুগণের আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল, ইহাতে মনে হইতেছিল—পর্ব্বতের সেই অচেতন শিখর স্বয়ংই হাহাকার করিতেছে। সেই তেজে দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় এই পর্ব্বত দীনদর্শন হইয়া পড়িল ॥ ১৮

প্রচণ্ড শিখাযুক্ত সেই অগ্নি সমস্ত পর্ব্বতশিখরকে দগ্ধ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর (শ্রীকৃষ্ণের) নিকট আসিয়া শিষ্য কর্তৃক শ্রীগুরুর চরণস্পর্শের ন্যায় তাঁহার চরণদ্বয় স্পর্শ করিল এবং তাঁহাতেই লীন হইয়া যাইল ॥১৯

ততো বিষ্ণুর্গিরিং দৃষ্ট্বা নির্দগ্ধমরিকর্শনঃ।
সৌম্যৈর্দৃষ্টিনিপাতৈস্তং পুনঃ প্রকৃতিমানয়ৎ ॥ ২০
তথৈব স গিরির্ভূয়ঃ প্রপুষ্পিতলতাদ্রুমঃ।
সপক্ষিগণসঙ্ঘুষ্টঃ সশ্বাপদ-সরীসৃপঃ ॥২১
(সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘৈশ্চ প্রসন্নৈরুপশোভিতঃ।
মত্তবারণসংযুক্তো নানাপক্ষিগণৈর্বৃতঃ ॥)
তমদ্ভুতমচিন্ত্যঞ্চ দৃষ্ট্বা মুনিগণস্তদা।
বিস্মিতো হৃষ্টরোমা চ বভূবাস্রাবিলেক্ষণঃ ॥ ২২
ততো নারায়ণো দৃষ্ট্বা তানৃষীন্ বিস্ময়ান্বিতান্।
প্রশ্রিতং মধুরং স্নিগ্ধং পপ্রচ্ছ বদতাং বরঃ ॥ ২৩
কিমর্থমৃষিপূগস্য ত্যক্তসঙ্গস্য নিত্যশঃ।
নির্মমস্যাগমবতো বিস্ময়ঃ সমুপাগতঃ ॥ ২৪
এতন্মে সংশয়ং সর্বে যাথাতথ্যমনিন্দিতাঃ।
ঋষয়ো বক্তুমর্হন্তি নিশ্চিতার্থং তপোধনাঃ ॥ ২৫

তদনন্তর শত্রুদমন শ্রীকৃষ্ণ সেই পর্ব্বতকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া নিজের সৌম্য দৃষ্টির দ্বারা তাহাকে পুনরায় প্রকৃতাবস্থায় আনয়ন করিলেন—পূর্ব্বের ন্যায় করিয়া দিলেন ॥ ২০

সেই পর্ব্বত তখন পূর্ব্বের ন্যায় পুষ্পিত লতা ও বৃক্ষসমূহের দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল। পক্ষীরা নানাস্বরে কোলাহল করিতে থাকিল। সেখানে হিংস্র পশু ও সর্পাদি জীবজন্তুরা জীবিত হইয়া উঠিল ॥ ২১

(সিদ্ধ ও চারণগণের সমুদায় প্রসন্ন হইয়া সেই পর্ব্বতের শোভা বর্দ্ধন করিল। সেই স্থান পুনরায় মদমত্ত হস্তী ও নানা প্রকার পক্ষিগণে পূর্ণ হইয়া উঠিল।)

এই অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় ঘটনা দেখিয়া মুনিগণ বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল ॥ ২২

তাহার পর বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ সেই ঋষিগণকে বিস্ময়বিমুগ্ধ দেখিয়া বিনয় ও স্নেহযুক্ত মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৩

(মহর্ষিগণ!) ঋষিসমুদায় ত' আসক্তি ও মমতা-রহিত। সকল শাস্ত্রের জ্ঞান তাঁহাদের আছে, তথাপি আপনাদের কি কারণে বিস্ময় উপস্থিত হইল? ২৪

তপোধন ঋষিগণ! আপনারা সকলেই সকলের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসিত, অতএব আমার এই সংশয়ের বিষয় নিশ্চিত ও যথার্থরূপে আপনারা বলুন ॥ ২৫

ঋষয়ঃ উচুঃ।

ভবান্ বিসৃজতে লোকান্ ভবান্ সংহরতে পুনঃ
ভবান্ শীতং ভবানুষ্ণং ভবানেব চ বর্ষতি ॥ ২৬
পৃথিব্যাং যানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
তেষাং পিতা ত্বং মাতা ত্বং প্রভুঃ প্রভব এব চ ॥ ২৭
এবং নো বিস্ময়করং সংশয়ং মধুসূদন।
ত্বমেবার্হসি কল্যাণ বক্তুং বক্ত্রেবিনির্গমম্ ॥ ২৮
ততো বিগতসন্ত্রাসা বয়মপ্যরিকর্ষণ।
যচ্ছ্রুতং যচ্চ দৃষ্টং নস্তৎ প্রবক্ষ্যামহে হরে ॥ ২৯

বাসুদেব উবাচ।

এতদ্ বৈ বৈষ্ণবং তেজো মম বক্ত্রাদ্ বিনিঃসৃতম্।
কৃষ্ণবর্ত্মা যুগান্তাভো যেনায়ং প্রথিতো গিরিঃ ॥ ৩০
ঋষয়শ্চার্তিমাপন্না জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ
ভবন্তো ব্যথিতাশ্চাসন্ দেবকল্পাস্তপোধনাঃ ॥ ৩১
ব্রতচর্য্যাপরীতস্য তপস্বিব্রতসেবয়া।
মম বহ্নিঃ সমুদ্ভূতো ন বৈ ব্যথিতুমর্হথ ॥ ৩২
ব্রতং চর্তুমিহায়াতস্ত্বহং গিরিমিমং শুভম্।
পুত্রং চাত্মসমং বীর্য্যে তপসা লব্ধুমাগতঃ ॥ ৩৩
ততো মমাত্মা যো দেহে সোঽগ্নির্ভূত্বা বিনিঃসৃতঃ।
গতশ্চ বরদং দ্রষ্টুং সর্বলোকপিতামহম্ ॥ ৩৪
তেন চাত্মানুশিষ্টো মে পুত্রত্বে মুনিসত্তমাঃ।
তেজসোঽর্দ্ধেন পুত্রস্তে ভবিতেতি বৃষধ্বজঃ ॥ ৩৫
সোঽয়ং বহ্নিরুপাগম্য পাদমূলে মমান্তিকম্।
শিষ্যবৎ পরিচর্য্যার্থং শান্তঃ প্রকৃতিমাগতঃ ॥৩৬
এতদেব রহস্যং বঃ পদ্মনাভস্য ধীমতঃ।
ময়া প্রোক্তং সমাসেন ন ভীঃ কার্য্যা তপোধনাঃ ॥ ৩৭
সর্বত্র গতিরব্যগ্রা ভবতাং দীর্ঘদর্শনাৎ।
তপস্বিব্রতসন্দীপ্তা জ্ঞানবিজ্ঞানশোভিতাঃ ॥ ৩৮

ঋষিগণ বলিলেন,—ভগবন্! আপনিই সকল জগতের সৃষ্টি করেন এবং আপনিই পুনরায় সেই সব সংহার করেন। আপনি শীত, আপনি উষ্ণ (গ্রীষ্ম) এবং আপনিই বর্ষণ করেন। ২৬

এই পৃথিবীতে যে সমস্ত চরাচর প্রাণী আছে, তাহাদের পিতা, মাতা, প্রভু এবং উৎপত্তিস্থানও আপনিই। ২৭

মধুসূদন! আপনার মুখ হইতে অগ্নির প্রাদুর্ভাব আমাদের পক্ষে এইরূপ বিস্ময়জনক হইয়াছে। আমরা সংশয়ে পতিত হইয়াছি। কল্যাণময় শ্রীকৃষ্ণ! আপনিই ইহার কারণ বলিয়া আমাদের সন্দেহ ও বিস্ময় নিবারণ করুন। ২৮

শত্রুসূদন হরে! তাহা শ্রবণ করিয়া আমরাও নির্ভয় হইয়া যাইব এবং আমরা যে আশ্চর্য্য বিষয় দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহা আমরা আপনার সম্মুখে বর্ণনা করিব। ২৯

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—আমার মুখ হইতে আমার এই বৈষ্ণব তেজ নির্গত হইয়াছিল, যাহা প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় রূপধারণ করিয়া এই পর্বতকে দগ্ধ করিয়াছিল। ৩০

সেই তেজেই আপনাদের ন্যায় তপোধন, দেবোপম শক্তিশালী, ক্রোধজয়ী ও জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণও পীড়িত এবং ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ৩১

আমি ব্রতপালনে নিরত আছি, তপস্বীদিগের ব্রতপালনের দ্বারা আমার তেজই অগ্নিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল। অতএব আপনারা ইহাতে ব্যথিত হইবেন না। ৩২

আমি তপস্যা দ্বারা নিজেরই তুল্য বীর্য্যবান্ পুত্র লাভ করিবার বাসনায় ব্রতপালনের জন্য এই মঙ্গলকর পর্বতে আসিয়াছি। ৩৩

আমার শরীরে স্থিত প্রাণই অগ্নিরূপে বিনির্গত হইয়া সকলের বরদাতা সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিবার জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিল। ৩৪

মুনিবরগণ! সেই ব্রহ্মা আমার প্রাণকে এই সংবাদ দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন যে, সাক্ষাৎ ভগবান্ শঙ্কর নিজের তেজের অর্দ্ধভাগে আপনার পুত্র হইবেন। ৩৫

সেই এই অগ্নিরূপী প্রাণই আমার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে এবং নিকটে উপস্থিত হইয়া শিষ্যের ন্যায় পরিচর্য্যা করিবার জন্য সে আমার চরণমূলে প্রণাম করিয়াছে। ইহার পর শান্ত হইয়া সে নিজের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ৩৬

তপোধনগণ! এই আমি আপনাদের নিকট সর্বজ্ঞ ভগবান্ বিষ্ণুর গুপ্ত রহস্য সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। আপনাদের ইহাতে ভয় করা উচিত নয়। ৩৭

আপনাদের গতি সর্বত্র; তাহার কোথাও প্রতিরোধ হয় না; কারণ, আপনারা দূরদর্শী। তপস্বী জনোচিত ব্রত আচরণ করায় আপনারা দেদীপ্যমান হইতেছেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান আপনাদের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ৩৮

যচ্চ শ্রুতং যচ্চ বো দৃষ্টং দিবি বা যদি বা ভুবি।
আশ্চর্য্যং পরমং কিঞ্চিৎ তদ্ ভবন্তো ব্রুবন্তু মে ॥৩৯
তস্মাদমৃতনিকাশস্য বাক্যস্যোরস্তি মে স্পৃহা।
ভবদ্ভিঃ কথিতস্যেহ তপোবননিবাসিভিঃ ॥৪০
যদ্যপ্যহমদৃষ্টং বো দিব্যমদ্ভুতদর্শনম্।
দিবি বা ভুবি বা কিঞ্চিৎ পশ্যাম্যমরদর্শনাঃ ॥ ৪১
প্রকৃতিঃ সা মম পরা ন কচিৎ প্রতিহন্যতে।
ন চাত্মগতমৈশ্বর্য্যমাশ্চর্য্যং প্রতিভাতি মে ॥৪২
শ্রদ্ধেয়ঃ কথিতো হ্যর্থঃ সজ্জনশ্রবণং গতঃ।
চিরং তিষ্ঠতি মেদিন্যাং শৈলে লেখ্যামিবার্পিতম্ ॥ ৪৩
তদহং সজ্জনমুখান্নিঃসৃতং তৎসমাগমে।
কথয়িষ্যাম্যহমহো বুদ্ধিদীপকরং নৃণাম্ ॥ ৪৪
ততো মুনিগণাঃ সর্বে বিস্মিতাঃ কৃষ্ণসন্নিধৌ।
নেত্রৈঃ পদ্মদলপ্রখ্যৈরপশ্যংস্তং জনার্দনম্ ॥ ৪৫
বর্দ্ধয়ন্তস্তথৈবান্যে পূজয়ন্তস্তথাপরে।
বাগ্‌ভিঋ‍্গ্‌ভূষিতার্থাভিঃ স্তুবন্তো মধুসূদনম্ ॥ ৪৬
ততো মুনিগণাঃ সর্বে নারদং দেবদর্শনম্।
তদা নিযোজয়ামাসুর্বচনে বাক্যকোবিদম্ ॥৪৭

মুনয় ঊচুঃ।

যদাশ্চর্য্যমচিন্ত্যঞ্চ গিরৌ হিমবতি প্রভো।
অনুভূতং মুনিগণৈস্তীর্থযাত্রাপরৈর্মুনে ॥ ৪৮
তদ্ ভবানৃষিসঙ্ঘস্য হিতার্থং সর্বমাদিতঃ।
যথা দৃষ্টং হৃষীকেশে সর্বমাখ্যাতুমর্হসি ॥৪৯
এবমুক্তঃ স মুনিভির্নারদো ভগবান্ মুনিঃ।
কথয়ামাস দেবর্ষিঃ পূর্ববৃত্তামিমাং কথাম্ ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্বণি একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৯ ॥

সেইজন্য আমার প্রার্থনা যে, যদি আপনারা এই পৃথিবীতে বা স্বর্গলোকে কোন আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিয়া থাকেন কিংবা শ্রবণ করিয়া থাকেন, তবে তাহা আমাকে বলুন। ৩৯

আপনারা তপোবনে বাস করেন, সেইজন্য এ জগতে আপনাদের দ্বারা কথিত অমৃততুল্য মধুর বাক্য শুনিবার বাসনা আমার হইয়াছে। ৪০

মহর্ষিগণ! আপনাদের দর্শন দেবতাগণের ন্যায় দিব্য। যদিও দ্যুলোক অথবা পৃথিবীতে যে দিব্য ও অদ্ভুতদর্শন বস্তু আছে, যাহা আপনারাও প্রত্যক্ষ দর্শন করেন নাই, তাহা আমি সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছি। সর্বজ্ঞতা আমার উত্তম স্বভাব। তাহা কোথাও প্রতিহত হয় না এবং আমার মধ্যে যে ঐশ্বর্য্য আছে, তাহাও আমার আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয় না, তথাপি সৎপুরুষগণের প্রতিগোচর হইলে পরই কথিত বিষয় বিশ্বাসের যোগ্য হয় ও তাহা প্রস্তরের উপর অঙ্কিত চিহ্নের ন্যায় পৃথিবীতে দীর্ঘদিন ধরিয়া অবস্থান করে। ৪১-৪৩

অতএব আমি সৎপুরুষ আপনাদের মুখ হইতে নির্গত বাক্যকে মনুষ্যগণের বুদ্ধির উদ্দীপক (প্রকাশক) মনে করিয়া তাহা সজ্জনগণের সমাজে বলিব। ৪৪

ইহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপবিষ্ট সমস্ত ঋষিগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা পদ্মপত্রতুল্য নেত্রকে বিস্ফারিত করিয়া সেই জনার্দনকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ৪৫

কেহ কেহ তখন তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিলেন, অন্য বহু ঋষি তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন এবং বহু ঋষি আবার ঋগ্‌বেদের অর্থযুক্ত ঋক্‌সমূহের দ্বারা সেই মধুসূদনের স্তব আরম্ভ করিলেন। ৪৬

তদনন্তর সেই সব মুনিগণ বাক্যালাপ করিতে নিপুণ দেবদর্শী নারদকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের উত্তর দানের জন্য নিযুক্ত করিলেন। ৪৭

মুনিগণ বলিলেন,—প্রভো! মুনে! তীর্থযাত্রাপরায়ণ মুনিগণ হিমালয় পর্বতে যে অচিন্তনীয় আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন ও অনুভব করিয়াছেন, সেই সবই আপনি আরম্ভ হইতেই ঋষিগণের হিতের জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলুন। ৪৮-৪৯

মুনিগণ এই কথা বলিলে পর দেবর্ষি ভগবান্ নারদমুনি পূর্বে সংঘটিত এই কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। ৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে একোনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নারদেন হিমালয়পর্ব্বতে ভূতৈঃ সহ শিবস্য সবিস্তরঃ সৌন্দর্য্যবর্ণনম্, পার্ব্বত্যা আগমনম্, তয়া স্বহস্তাভ্যাং শিবস্য চক্ষুর্দ্বয়স্যাচ্ছাদনম্, তৃতীয়নেত্রস্যাবির্ভাবঃ, হিমালয়স্য প্রদাহঃ, পুনঃ পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তিঃ, শিব-পার্ব্বত্যোর্ধর্ম্মবিষয়কসংবাদোত্থাপনঞ্চ]

ভীষ্ম উবাচ।

ততো নারায়ণসুহৃন্নারদো ভগবানৃষিঃ।
শঙ্করস্যোময়া সার্দ্ধং সংবাদং প্রত্যভাষত ॥ ১

নারদ উবাচ।

তপশ্চচার ধর্ম্মাত্মা বৃষভাঙ্কঃ সুরেশ্বরঃ।
পুণ্যে গিরৌ হিমবতি সিদ্ধ-চারণসেবিতে ॥ ২
নানৌষধিযুতে রম্যে নানাপুষ্পসমাকুলে।
অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণে ভূতসঙ্ঘনিষেবিতে ॥ ৩
তত্র দেবো মুদা যুক্তো ভূতসঙ্ঘশতৈর্বৃতঃ।
নানারূপৈর্বিরূপৈশ্চ দিব্যৈরদ্ভুতদর্শনৈঃ ॥ ৪
সিংহ-ব্যাঘ্র-গজপ্রখ্যৈঃ সর্ব্বজাতিসমন্বিতৈঃ।
ক্রোষ্টুক-দ্বীপিবদনৈরৃক্ষর্ষভমুখৈস্তথা ॥ ৫
উলূকবদনৈর্ভীমৈর্বৃক-শ্যেনমুখৈস্তথা।
নানাবর্ণৈর্মৃগমুখৈঃ সর্ব্বজাতিসমন্বিতৈঃ ॥ ৬
কিন্নরৈর্যক্ষ-গন্ধর্বৈঃ রক্ষোভূতগণৈস্তথা।
দিব্যপুষ্পসমাকীর্ণং দিব্যজ্বালাসমাকুলম্ ॥ ৭
দিব্যচন্দনসংযুক্তং দিব্যধূপেন ধূপিতম্।
তৎ সদো বৃষভাঙ্কস্য দিব্যবাদিত্রনাদিতম্।
মৃদঙ্গপণবোদ্ঘুষ্টং শঙ্খভেরীনিনাদিতম্।
নৃত্যদ্ভির্ভূতসঙ্ঘৈশ্চ বর্হিণৈশ্চ সমন্ততঃ ॥ ৯
প্রনৃত্তাপ্সরসং দিব্যং দেবর্ষিগণসেবিতম্।
দৃষ্টিকান্তমনির্দ্দেশ্যং দিব্যমদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ১০
স গিরিস্তপসা তস্য গিরিশস্য ব্যরোচত।
স্বাধ্যায়পরমৈর্বিপ্রৈর্ব্রহ্মঘোষৈর্নিনাদিতঃ ॥ ১১

চত্বারিংশধিক শততম অধ্যায়।

[নারদ কর্ত্তৃক হিমালয় পর্ব্বতে ভূতগণের সহিত শিবের সবিস্তরে সৌন্দর্য্য বর্ণন, পার্ব্বতীর আগমন, শিবের দুই নেত্রকে স্বীয় হস্তের দ্বারা আচ্ছাদন ও তৃতীয় নেত্রের আবির্ভাব, হিমালয়ের প্রদাহ এবং পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি ও শিব পার্ব্বতীর ধর্ম্মবিষয়ক সংবাদের উত্থাপন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তদনন্তর শ্রীনারায়ণের সুহৃৎ ভগবান্ নারদমুনি শঙ্করের পার্ব্বতীর সহিত যে সংবাদ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১

নারদ বলিলেন,—ভগবন! যেস্থানে সিদ্ধ ও চারণগণ বাস করেন, যাহা নানাবিধ ঔষধিসমূহে পরিপূর্ণ এবং নানাপ্রকার পুষ্পসমূহে ব্যাপ্ত থাকায় রমণীয় বলিয়া মনে হয়, যেস্থান অপ্সরাগণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং ভূতগণ যেস্থানে বাস করেন, সেই পরম পবিত্র হিমালয়-পর্ব্বতে ধর্ম্মাত্মা দেবাধিদেব ভগবান্ শঙ্কর তপস্যা করিতেছিলেন। ২-৩

সেইস্থানে মহাদেব শত শত ভূতবর্গে পরিবৃত হইয়া অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই সব ভূতগণের রূপ নানাপ্রকার এবং বিকৃত ছিল। কাহারও কাহারও রূপ দিব্য এবং অদ্ভুতদর্শন ছিল। ৪

বহু ভূতের আকৃতি সিংহ, ব্যাঘ্র ও হস্তীর তুল্য ছিল। তাহাদের মধ্যে সমস্ত জাতির প্রাণীই সম্মিলিত ছিল। বহু ভূতের মুখ শৃগাল, চিতাবাঘ, ভল্লুক ও বৃষের মুখের ন্যায় ছিল। ৫

তাঁহাদের মুখ আবার পেচকের মুখতুল্য ছিল। বহু ভূত ভয়ঙ্কর বৃক ও শ্যেনপক্ষীর ন্যায় মুখ ধারণ করিয়াছিলেন। সকল মুখ হরিণের মুখের সদৃশ ছিল। তাঁহাদের সকলের বর্ণ নানাপ্রকার ছিল এবং তাঁহারা সর্ব্ববিধ জাতিসম্পন্ন ছিলেন। ৬

ইহা ব্যতীত বহু কিন্নর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং অন্যান্য ভূতগণও মহাদেবকে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভগবান শঙ্করের এই সভা দিব্য পুষ্পসমূহে আচ্ছাদিত, দিব্য তেজে পরিব্যাপ্ত, দিব্য চন্দনে চর্চিত এবং দিব্য ধূপের গন্ধে সুবাসিত ছিল। সেস্থানে দিব্য বাদ্যসমূহের ধ্বনি হইতেছিল। মৃদঙ্গ ও পণব বাদ্যের শব্দও উত্থিত হইতেছিল। শঙ্খ এবং ভেরীসকলের নাদ সর্ব্বদিক পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। চারিদিকে নৃত্য করিতে করিতে ভূতগণ ও ময়ূরেরা তাহার শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল। ৭-৯

সেস্থানে অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেছিল, সেই দিব্য সভা দেবর্ষিগণের দ্বারা শোভিত, দেখিতে মনোহর, অনির্বচনীয়, অলৌকিক এবং অদ্ভুত ছিল। ১০

ভগবান্ শঙ্করের তপস্যার দ্বারা সেই পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের অতিশয় শোভা হইতেছিল। স্বাধ্যায়পরায়ণ ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনিতে সেই স্থান নিনাদিত হইতেছিল। ১১

ষট্‌পদৈরুপগীতৈশ্চ মাধবাপ্রতিমো গিরিঃ।
তন্মহোৎসবসঙ্কাশং ভীমরূপধরং ততঃ॥ ১২
দৃষ্ট্বা মুনিগণাস্তাসীদ্ পরা প্রীতির্জনার্দন।
মুনয়শ্চ মহাভাগাঃ সিদ্ধাশ্চৈবোর্দ্ধরেতসঃ॥ ১৩
মরুতো বসবঃ সাধ্যা বিশ্বেদেবাঃ সবাসবাঃ;
যক্ষা নাগাঃ পিশাচাশ্চ লোকপালা হুতাশনাঃ ১৪
বাতাঃ সর্বে মহাভূতাস্তত্রৈবাসন্ সমাগতাঃ।
ঋতবঃ সর্বপুষ্পৈশ্চ ব্যকিরন্ত মহাদ্ভুতৈঃ॥ ১৫
ওষধ্যো জ্বলমানাশ্চ দ্যোতয়ন্তি স্ম তদ্ বনম্।
বিহঙ্গাশ্চ মুদা যুক্তাঃ প্রানৃত্যন্ ব্যনদংশ্চ হ॥ ১৬
গিরিপৃষ্ঠেষু রম্যেষু ব্যাহরন্তো জনপ্রিয়াঃ।
তত্র দেবো গিরিতটে দিব্যধাতুবিভূষিতে॥ ১৭
পর্য্যঙ্ক ইব বিভ্রাজন্নুপবিষ্টো মহামনাঃ।
ব্যাঘ্রচর্মাম্বরধরঃ সিংহচর্মোত্তরচ্ছদঃ॥ ১৮
ব্যালযজ্ঞোপবীতী চ লোহিতাঙ্গদভূষণঃ।
হরিশ্মশ্রুর্জটী ভীমো ভয়কর্তা সুরদ্বিষাম্॥ ১৯
অভয়ঃ সর্বভূতানাং ভক্তানাং বৃষভধ্বজঃ।
দৃষ্ট্বা মহর্ষয়ঃ সর্বে শিরোভিরবনিং গতাঃ॥ ২০
(গীর্ভিঃ পরমশুদ্ধাভিস্তুষ্টুবুশ্চ মনোহরম্।)
বিমুক্তাঃ সর্বপাপেভ্যঃ ক্ষান্তা বিগতকল্মষাঃ॥
তস্য ভূতপতেঃ স্থানং ভীমরূপধরং বভৌ॥ ২১
অপ্রধৃষ্যতরঞ্চৈব মহোরগসমাকুলম্।
ক্ষণেনৈবাভবৎ সর্বমদ্ভুতং মধুসূদন॥ ২২
তৎ সদো বৃষভাঙ্কস্য ভীমরূপধরং বভৌ।
তমভ্যয়াচ্ছৈলসুতা ভূতস্ত্রীগণসংবৃতা॥ ২৩
হরতুল্যাম্বরধরা সমানব্রতধারিণী।
বিভ্রতী কলসং রৌক্মং সর্বতীর্থজলোদ্ভবম্॥ ২৪

মাধব! এই অনুপম পর্ব্বত ভ্রমরগণের গীতশব্দে অত্যন্ত মুখরিত হইতেছিল। জনার্দ্দন! সেই স্থান অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইলেও মহোৎসবতুল্য প্রতীয়মান হইতেছিল। তাহা দেখিয়া মুনিগণ অত্যন্ত প্রসন্নতা লাভ করিলেন। ১২½

মহাসৌভাগ্যশালী মুনিগণ, ঊর্দ্ধরেতা সিদ্ধগণ, মরুদ্গণ এবং বসু, সাধ্য ও ইন্দ্রসহ বিশ্বেদেবগণ এবং যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, লোকপাল, অগ্নি, সর্ব্বপ্রকার বায়ু ও প্রধান ভূতগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ১৩-১৪½

ঋতুসকল সেখানে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রকারের অদ্ভুত পুষ্পসমূহ বিকীরণ করিতেছিল। ঔষধিসমূহ প্রজ্বলিত হইয়া সেই বনকে প্রকাশিত করিতেছিল॥ ১৫½

সেখানে রমণীয় পর্ব্বত-শিখরসমূহে সকল ব্যক্তির প্রিয়কর অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে পক্ষীরা আনন্দের সহিত নৃত্য ও কলরব করিতে লাগিল॥ ১৬½

দিব্য ধাতুসমূহে বিভূষিত পর্য্যঙ্কের সদৃশ পর্ব্বতশিখরে উপবেশন করত মহামনা মহাদেব অতিশয় শোভা পাইতেছিলেন। ১৭½

তিনি ব্যাঘ্র-চর্ম্মকেই বস্ত্ররূপে ধারণ করিয়াছিলেন। সিংহের চর্ম্ম তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র (চাদর) ছিল। তাঁহার কণ্ঠে সর্পময় যজ্ঞোপবীত শোভা পাইতেছিল। তিনি লোহিতবর্ণের অঙ্গদ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্মশ্রু (দাড়ি) কৃষ্ণবর্ণ ছিল। তাঁহার মস্তকে জটাজূট শোভা পাইতেছে। এই ভীষণরূপ রুদ্র দেবদ্রোহিগণের মনে ভয় উৎপন্ন করিতেছিলেন। নিজের ধ্বজে বৃষভের চিহ্ন ধারণকারী এই ভগবান্ শিব ভক্ত এবং সমস্ত ভূতগণের ভয় নিবারণ করিতেছিলেন। ১৮-১৯½

ভগবান্ শঙ্করকে দর্শন করিয়া সেই সব মহর্ষিগণ ভূতলে মস্তক রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পরম শুদ্ধ বাক্যের দ্বারা তাঁহার মনোহর স্তুতি করিলেন। এই সব ঋষিগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত, ক্ষমাশীল ও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন। ২০½

ভগবান্ ভূতনাথের এই ভয়ানক স্থান অতিশয় শোভা পাইতেছিল। তাহা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ও মহাসর্পগণের দ্বারা পূর্ণ ছিল। ২১½

মধুসূদন! সেখানে ক্ষণকালের মধ্যেই সব কিছু অদ্ভুত হইয়া উঠিল। বৃষভধ্বজ ভগবান্ শঙ্করের সেই সভাস্থল তখন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল। ২২½

সেই ভূতগণের স্ত্রীসকলে পরিবৃতা গিরিরাজনন্দিনী উমা সমস্ত তীর্থের জলে পূর্ণ স্বর্ণের কলস লইয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিলেন। তিনিও ভগবান্ শঙ্করেরই ন্যায় বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই তুল্য উত্তম ব্রত পালন করিতেছিলেন। ২৩-২৪

গিরিস্রবাভিঃ সর্বাভিঃ পৃষ্ঠতোঽনুগতা তদা।
পুষ্পবৃষ্ট্যাভিবর্ষন্তী গন্ধৈর্বহুবিধৈস্তথা ॥
সেবন্তী হিমবৎপার্শ্বং হরপার্শ্বমুপাগমৎ ॥ ২৫

ততঃ স্ময়ন্তী পাণিভ্যাং নর্মার্থং চারুহাসিনী।
হরনেত্রে শুভে দেবী সহসা সা সমাবৃণোৎ ॥ ২৬

সংবৃতাভ্যাং তু নেত্রাভ্যাং তমোভূতমচেতনম্।
নির্হোমং নির্বষট্কারং জগদ্ বৈ সহসাভবৎ ॥ ২৭

জনশ্চ বিমনাঃ সর্বোঽভবৎ ত্রাসসমন্বিতঃ।
নিমীলিতে ভূতপতৌ নষ্টসূর্য্য ইবাভবৎ ॥ ২৮

ততো বিতিমিরো লোকঃ ক্ষণেন সমপদ্যত।
জ্বালা চ মহতী দীপ্তা ললাটাৎ তস্য নিঃসৃতা ॥ ২৯

তৃতীয়ং চাস্য সম্ভূতং নেত্রমাদিত্যসন্নিভম্।
যুগান্তসদৃশং দীপ্তং যেনাসৌ মথিতো গিরিঃ ॥ ৩০

ততো গিরিসুতা দৃষ্ট্বা দীপ্তাগ্নিসদৃশেক্ষণম্।
হরং প্রণম্য শিরসা দদর্শায়তলোচনা ॥ ৩১

দহ্যমানে বনে তস্মিন্ সসালসরলদ্রুমে।
সচন্দনবরে রম্যে দিব্যৌষধিবিদীপিতে ॥ ৩২

মৃগযূথৈর্দ্রুতৈর্ভীতৈর্হরপার্শ্বমুপাগতৈঃ।
শরণং চাপ্যবিন্দদ্ভিস্তৎ সদঃ সঙ্কুলং বভৌ ॥ ৩৩

ততো নভঃস্পৃশজ্জ্বালো বিদ্যুল্লোলাগ্নিরুল্বণঃ।
দ্বাদশাদিত্যসদৃশো যুগান্তাগ্নিরিবাপরঃ ॥ ৩৪

ক্ষণেন তেন নির্দগ্ধো হিমবানভবন্নগঃ।
সধাতুশিখরাভোগো দীপ্তদগ্ধলতৌষধিঃ ॥ ৩৫

তং দৃষ্ট্বা মথিতং শৈলং শৈলরাজসুতা ততঃ।
ভগবন্তং প্রপন্না বৈ সাঞ্জলিপ্রগ্রহা স্থিতা ॥ ৩৬

উমাং শর্বস্তদা দৃষ্ট্বা স্ত্রীভাবগতমার্দবাম্।
পিতুর্দৈন্যমনিচ্ছন্তীং প্রীত্যপশ্যৎ তদা গিরিম্ ॥ ৩৭

তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে সেই পর্ব্বত হইতে নিঃসৃতা বহু নদীও গমন করিতেছিল। শুভলক্ষণা পার্ব্বতীদেবী পুষ্পসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে এবং নানা প্রকার সুগন্ধে সুবাসিত করিতে করিতে ভগবান্ শিবের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনিও হিমালয়ের পার্শ্বভাগের সেবা করিতেছিলেন অর্থাৎ সেই স্থানে বাস করিতেছিলেন ॥ ২৫

আসিয়াই মনোহর হাস্যময়ী দেবী উমা মনোরঞ্জন বা হাস্য-পরিহাসের জন্য ঈষৎ হাস্য সহকারে নিজের দুই হস্তের দ্বারা সহসা ভগবান্ শঙ্করের দুই চক্ষু আবৃত করিলেন ॥ ২৬

তাঁহার দুই চক্ষু আবৃত হইতেই সম্পূর্ণ জগৎ সহসা অন্ধকার-ময়, চেতনা-শূন্য এবং হোম ও বষট্কাররহিত হইয়া যাইল ॥ ২৭

সকল ব্যক্তি বিমনা হইয়া উঠিল এবং সকলেই ভীত হইয়া পড়িল। ভূতনাথ শঙ্করের নেত্রদ্বয় বন্ধ হইয়া যাইতেই জগতের এইরূপ অবস্থা হইল, যেন সূর্য্যদেব নষ্ট হইয়া গিয়াছেন ॥ ২৮

তদনন্তর ক্ষণকালের মধ্যেই সম্পূর্ণ জগতের অন্ধকার দূর হইয়া যাইল। ভগবান্ শিবের ললাট হইতে অত্যন্ত দীপ্তিযুক্তা এক মহাশিখা উৎপন্না হইল ॥ ২৯

তাঁহার ললাটে আদিত্যতুল্য তেজস্বী তৃতীয় নয়নের আবির্ভাব হইল। এই নয়ন প্রলয়াগ্নি-সদৃশ দেদীপ্যমান হইতে-ছিল। এই নেত্র হইতে উদ্ভূত প্রদীপ্ত বহ্নি সেই পর্ব্বতকে দগ্ধ করিয়া মথিত করিল ॥ ৩০

তখন মহাদেবকে প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ তৃতীয় নেত্রের দ্বারা যুক্ত দেখিয়া গিরিরাজনন্দিনী বিশাললোচনা উমাদেবী মস্তকের দ্বারা প্রণাম করত তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

শাল ও সরলাদি বৃক্ষসমূহে পূর্ণ, শ্রেষ্ঠ চন্দন বৃক্ষে সুশোভিত এবং দিব্য ঔষধিসকলে প্রকাশিত সেই রমণীয় বনে তখন অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছিল ॥ ৩২

ভীত মৃগের দল যখন কোথাও শরণ গ্রহণ করিবার আশ্রয় পাইল না, তখন তাহারা পলায়ন করিতে করিতে মহাদেবের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের দ্বারা সেই সভাস্থল পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তখন তাহা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল ॥ ৩৩

সেখানে প্রজ্বলিত অগ্নির শিখা আকাশকে স্পর্শ করিতে-ছিল। বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল সেই অগ্নি অত্যন্ত ভয়নক হইয়া উঠিল। এই অগ্নি তখন দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া দ্বিতীয় প্রলয়াগ্নির সদৃশ প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৩৪

সেই অগ্নি ক্ষণকালের মধ্যেই হিমালয়কে ধাতু ও বিশাল শিখর সমূহের সহিত দগ্ধ করিয়া ফেলিল। তাহার লতা ঔষধিসকল প্রজ্বলিত হইয়া দগ্ধ হইয়া যাইল ॥ ৩৫

তাহার পর শৈলরাজসুতা হিমালয় পর্ব্বতকে দগ্ধ দর্শন করত ভগবান্ শঙ্করের শরণাপন্না হইয়া কৃতাঞ্জলি অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ৩৬

সেই সময় উমার মধ্যে নারী-স্বভাব সুলভ মৃদুতা (কাতরতা) আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি পিতার সেই দয়নীয় দুরবস্থা দেখিতে ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্ন-দৃষ্টিতে হিমালয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ৩৭

ক্ষণেন হিমবান্ সর্বঃ প্রকৃতিস্থঃ সুদর্শনঃ।
প্রহৃষ্টবিহগশ্চৈব সুপুষ্পিতবনদ্রুমঃ ॥ ৩৮

প্রকৃতিস্থং গিরিং দৃষ্ট্বা প্রীতা দেবং মহেশ্বরম্।
উবাচ সর্বলোকানাং পতিং শিবমনিন্দিতা ॥ ৩৯

উমোবাচ।

ভগবন্ সর্বভূতেশ শূলপাণে মহাব্রত।
সংশয়ো মে মহান্ জাতস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৪০

কিমর্থং তে ললাটে বৈ তৃতীয়ং নেত্রমুত্থিতম্।
কিমর্থঞ্চ গিরির্দগ্ধঃ সপক্ষিগণ-কাননঃ ॥ ৪১

কিমর্থঞ্চ পুনর্দেব প্রকৃতিস্থঃ কৃতঃ।
তথৈব দ্রুমসংছন্নঃ কৃতোহয়ং তে পিতা মম ॥৪২

(এষ মে সংশয়ো দেব হৃদি মে সম্প্রবর্ততে।
দেবদেব নমস্তুভ্যং তন্মে শংসিতুমর্হসি।

নারদ উবাচ।

এবমুক্তস্তথা দেব্যা প্রীয়মাণোহব্রবীদ্ ভবঃ ॥)

তাঁহার সেই প্রসন্ন দৃষ্টি পতিত হইলে পরক্ষণকালের মধ্যেই সম্পূর্ণ হিমালয় পর্ব্বত পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সুদর্শনীয় হইলেন। সেখানে হৃষ্ট হইয়া পাক্ষিগণ পুনরায় কলরব করিতে লাগিল এবং বনের সমস্ত বৃক্ষই সুন্দর পুষ্পসমূহে সুশোভিত হইয়া উঠিল। ৩৮

হিমালয় পর্ব্বতকে পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থান করিতে দেখিয়া পতিব্রতা পার্ব্বতীদেবী অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। তিনি সমস্ত জগতের অধিপতি কল্যাণময় মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩৯

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! সর্ব্বভূতেশ্বর! শূলপাণে! মহাব্রতপালনকারী মহেশ্বর! আমার মনে এক মহাসংশয় উৎপন্ন হইয়াছে। আপনি আমাকে তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলুন। ৪০

কেন আপনার ললাটে তৃতীয় নেত্র উত্থিত হইল? কি কারণে আপনি পক্ষী ও বনসকল সহ এই পর্ব্বতকে দগ্ধ করিলেন? দেব! কি জন্যই বা আপনি পুনরায় তাহাকে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত করাইলেন? আমার পিতাকে যে আপনি পূর্ব্ববৎ বৃক্ষসমূহে আচ্ছাদিত করিলেন, ইহার কারণ কি? ৪১-৪২

(দেব! আমার মনে এই সংশয় বর্ত্তমান আছে। আপনি ইহা আমাকে বিস্তার সহকারে বলুন। দেবদেব! আপনাকে নমস্কার।

নারদ বলিলেন,—দেবী পার্ব্বতী এই কথা বলিলে পর ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন।

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

(স্থানে সংশয়িতুং দেবি ধর্মজ্ঞে প্রিয়ভাষিণি ॥
ত্বদৃতে মাং হি বৈ প্রষ্টুং ন শক্যং কেনচিৎ প্রিয়ে।
প্রকাশং যদি বা গুহ্যং প্রিয়ার্থং প্রব্রবীম্যহম্ ॥
শৃণু তৎ সর্বমখিলমস্যাং সংসদি ভামিনি।
সর্বেষামেব লোকানাং কূটস্থং বিদ্ধি মাং প্রিয়ে।
যদধীনাস্ত্রয়ো লোকা যথা বিষ্ণৌ তথা ময়ি।
স্রষ্টা বিষ্ণুরহং গোপ্তা ইত্যেতদ্ বিদ্ধি ভামিনি ॥
তস্মাদ্ যদা মাং স্পৃশতি শুভং বা যদি বেতরৎ।
তথৈবেদং জগৎ সর্বং তত্তদ্ ভবতি শোভনে ॥)

নেত্রে মে সংবৃতে দেবি ত্বয়া বাল্যাদনিন্দিতে।
নষ্টালোকস্তদা লোকঃ ক্ষণেন সমপদ্যত ॥ ৪৩

নষ্টাদিত্যে তথা লোকে তমোভূতে নগাত্মজে।
তৃতীয়ং লোচনং দীপ্তং সৃষ্টং মে রক্ষতা প্রজাঃ ॥ ৪৪

মহেশ্বর বলিলেন,—ধর্মজ্ঞানসম্পন্নে! প্রিয়ভাষিণি দেবি! তুমি যে সংশয়ের কথা উত্থাপন করিয়াছ, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। প্রিয়ে! তুমি ব্যতীত অন্য কেহ আমাকে এরূপ প্রশ্ন করিতে পারে না।

ভামিনি! প্রকাশ্য বা গোপনীয় যে কথাই হউক না কেন, আমি তোমার প্রিয় করিবার জন্য সেই সবই তোমাকে বলিব; তুমি এই সভামধ্যে আমার নিকট সকল কথা শ্রবণ কর।

প্রিয়ে! সমস্ত লোকসকলের মধ্যে তুমি আমাকে কূটস্থ—সর্ব্বদা একভাবে স্থিত, নিত্য নির্ব্বিকার পরমাত্মা বলিয়া জানিও। এই লোকত্রয় যেরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর অধীন, সেইরূপ আমারও অধীন। ভামিনি! তুমি ইহা জানিও যে, ভগবান্ বিষ্ণু জগতের স্রষ্টা এবং আমি তাহার রক্ষাকারী।

শোভনে! সেইজন্য যখন আমাকে শুভ বা অশুভ স্পর্শ করে, তখন এই সম্পূর্ণ জগৎ সেইরূপ শুভ বা অশুভসম্পন্ন হইয়া যায়।)

দেবি! অনিন্দিতে! তুমি বালসুলভ চপলতাবশতঃ আমার যে দুই চক্ষু আবৃত করিয়া দিয়াছিলে, ইহাতে ক্ষণকালের মধ্যেই সম্পূর্ণ জগতের প্রকাশ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ৪৩

গিরিরাজনন্দিনি! জগতে যখন সূর্য্য অদৃশ্য হইয়া যাইল

তস্য চাক্ষো মহৎ তেজো যেনায়ং মথিতো গিরিঃ।
ত্বৎপ্রিয়ার্থঞ্চ মে দেবি প্রকৃতিস্থঃ পুনঃ কৃতঃ ॥ ৪৫

উমোবাচ।

ভগবন্ কেন তে বক্ত্রং চন্দ্রবৎ প্রিয়দর্শনম্।
পূর্ব্বং তথৈব শ্রীকান্তমুত্তরং পশ্চিমং তথা ॥ ৪৬
দক্ষিণঞ্চ মুখং রৌদ্রং কেনোর্দ্ধ্বং কপিলাঃ জটাঃ।
কেন কণ্ঠশ্চ তে নীলো বর্হিবর্হনিভঃ কৃতঃ ॥ ৪৭
হস্তে দেব পিনাকং তে সততং কেন তিষ্ঠতি
জটিলো ব্রহ্মচারী চ কিমর্থমসি নিত্যদা ॥ ৪৮
এতন্মে সংশয়ং সর্ব্বং বক্তুমর্হসি বৈ প্রভো।
সধর্ম্মচারিণী চাহং ভক্তা চেতি বৃষধ্বজ ॥ ৪৯

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্তঃ স ভগবান্ শৈলপুত্র্যা পিনাকধৃক্।
তস্যা ধৃত্যা চ বুদ্ধ্যা চ প্রীতিমানভবৎ প্রভুঃ ॥ ৫০
ততস্তামব্রবীদ্ দেবঃ সুভগে শ্রূয়তামিতি।
হেতুভির্যৈর্মমৈতানি রূপাণি রুচিরাননে ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি উমা-মহেশ্বরসংবাদো নামচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪০

এবং সর্ব্বদিক্ অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়িল, তখন আমি প্রজাগণের রক্ষার জন্য আমার ললাটে তৃতীয় তেজস্বী নেত্রের সৃষ্টি করিলাম। ৪৪

সেই তৃতীয় নেত্রের এরূপ প্রচণ্ড তেজ ছিল যে, সে এই পর্ব্বতকে দগ্ধ করিয়া মথিত করিয়াছিল। দেবি! পুনরায় তোমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় আমি এই গিরিরাজ হিমালয়কে প্রকৃতিস্থ করিয়া দিয়াছি। ৪৫

উমা বলিলেন, ভগবন্! (আপনার চারিটি মুখ কেন হইয়াছে?) আপনার পূর্ব্ব দিক্স্থিত মুখ চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ এবং দেখিতে অত্যন্ত প্রিয়। উত্তর ও পশ্চিম দিকের মুখদ্বয়ও পূর্ব্বদিক্স্থিত মুখের ন্যায় কমনীয় কান্তিযুক্ত। কিন্তু দক্ষিণ দিক্স্থিত মুখ অতিশয় ভয়ঙ্কর—এই পার্থক্য কেন? আপনার মস্তকে কপিল বর্ণের জটাসমূহ কেন হইয়াছে? এবং কি কারণে আপনার কণ্ঠ ময়ূর পক্ষীর পক্ষতুল্য নীল বর্ণ হইয়াছে? ৪৬।৪৭

দেব! আপনার হস্তে কেন পিনাক ধনু সতত বিদ্যমান আছে? আপনি কিজন্য জটাধারী ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করিয়াছেন? ৪৮

প্রভো! বৃষধ্বজ! আপনি আমার এই সমস্ত সংশয়ের কথা বলুন; কারণ, আমি আপনার সহধর্ম্মিণী ও ভক্ত। ৪৯

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! গিরিরাজকুমারী উমা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর পিনাকধারী ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার ধৈর্য্য ও বুদ্ধিতে অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। ৫০

তদনন্তর তিনি পার্ব্বতীদেবীকে বলিলেন,—সুভগে! রুচিরাননে! যে সব কারণে আমার এই সব রূপ হইয়াছে, তৎসমস্তই বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে উমা ও মহেশ্বরের সংবাদনামক চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শিব-পার্ব্বত্যোর্ধর্ম্মবিষয়কঃ সংবাদঃ— বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সম্পৃক্তাচারাণাং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপধর্ম্মস্য চ নিরূপণম্ ।]

শ্রীভগবানুবাচ

তিলোত্তমা নাম পুরা ব্রহ্মণা যোষিদুত্তমা
তিলং তিলং সমুদ্ধৃত্য রত্নানাং নির্মিতা শুভা ॥ ১

সাভ্যগচ্ছত মাং দেবি রূপেণাপ্রতিমং ভুবি
প্রদক্ষিণং লোভয়ন্তী মাং শুভে রুচিরাননা ॥ ২

যতো যতঃ সা সুদতী মামুপধাবদন্তিকে ।
ততস্ততো মুখং চারু মম দেবি বিনির্গতম্ ॥ ৩

তাং দিদৃক্ষুরহং যোগাচ্চতুর্মূর্ত্তিত্বমাগতঃ ।
চতুর্মুখশ্চ সংবৃত্তো দর্শয়ন্ যোগমুত্তমম্ ॥ ৪

পূর্ব্বেণ বদনেনাহমিন্দ্রত্বমনুশাস্মি হ ।
উত্তরেণ ত্বয়া সার্দ্ধং রমাম্যহমনিন্দিতে ॥ ৫

পশ্চিমং মে মুখং সৌম্যং সর্বপ্রাণিসুখাবহম্ ।
দক্ষিণং ভীমসঙ্কাশং রৌদ্রং সংহরতি প্রজাঃ ॥ ৬

জটিলো ব্রহ্মচারী চ লোকানাং হিতকাম্যয়া ।
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং পিনাকং মে করে স্থিতম্ ॥৭

ইন্দ্রেণ চ পুরা বজ্রং ক্ষিপ্তং শ্রীকাঙ্ক্ষিণা মম ।
দগ্ধ্বা কণ্ঠং তু তদ্ যাতং তেন শ্রীকণ্ঠতা মম ॥ ৮

(পুরা যুগান্তরে যত্নাদমৃতার্থং সুরাসুরৈঃ ।
বলবদ্ভির্বিমথিতশ্চিরকালং মহোদধিঃ ॥

রজ্জুনা নাগরাজেন মথ্যমানে মহোদধৌ
বিষং তত্র সমুদ্ভূতং সর্বলোকবিনাশনম্ ॥

তদ্ দৃষ্ট্বা বিবুধাঃ সর্বে তদা বিমনসোঽভবন্ ।
গ্রস্তং হি তন্ময়া দেবি লোকানাং হিতকারণাৎ ॥

তৎকৃতা নীলতা চাসীৎ কণ্ঠে বর্হিনিভা শুভে ।
তদা প্রভৃতি চৈবাহং নীলকণ্ঠ ইতি স্মৃতঃ ॥

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[শিব-পার্ব্বতীর ধর্ম্মবিষয়ক সংবাদ—বর্ণাশ্রমধর্ম্মসম্বন্ধী আচার ও প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মের নিরূপণ।]

শ্রীভগবান্ শিব বলিলেন,—প্রিয়ে! পুরাকালে ব্রহ্মা এক সর্ব্বোত্তম নারীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত রত্নসমূহের তিল তিল করিয়া সার উদ্ধৃত করত সেই শুভলক্ষণা সুন্দরীর অঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার তিলোত্তমা নাম হয়। ১

দেবি! শুভে! এ পৃথিবীতে তিলোত্তমার রূপের কোনও তুলনা নাই। এই সুমুখী কন্যা আমাকে প্রলুব্ধ করিতে করিতে আমাকে প্রদক্ষিণ করিবার জন্য আসিল। ২

দেবি! সুন্দর দন্ত-শোভিতা সেই সুন্দরী নিকট হইতে আমাকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে যে যে দিকে গমন করিতে লাগিল, সেই সেই দিকে আমার মনোরম মুখ উৎপন্ন হইল। ৩

তিলোত্তমার রূপ দেখিবার ইচ্ছায় আমি যোগবলে চতুর্মূর্ত্তি ও চতুর্মুখ হইয়া যাইলাম। এইরূপে আমি লোকসকলকে উত্তম যোগশক্তি দর্শন করাইয়াছি ॥৪

আমি পূর্ব্বদিক্স্থিত মুখের দ্বারা ইন্দ্রপদের অনুশাসন করি। অনিন্দিতে! আমি উত্তরবর্ত্তী মুখের দ্বারা তোমার সহিত বাক্যালাপের সুখ অনুভব করি। ৫

আমার পশ্চিমদিক্স্থিত মুখ সৌম্য ও সমস্ত প্রাণিগণের সুখদায়ক। কিন্তু আমার দক্ষিণদিক্ স্থিত ভয়ানক মুখ রৌদ্র। এই মুখই সমস্ত প্রজাগণকে সংহার করে। ৬

লোকসকলের হিত কামনা করিয়াই আমি জটাধারী ব্রহ্মচারীর বেশে অবস্থান করি। দেবতাগণের হিত করিবার জন্যই পিনাক-ধনু সর্ব্বদা আমার হস্তে থাকে। ৭

পুরাকালে ইন্দ্র আমার শ্রীলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া আমার উপর বজ্রের প্রহার করিয়াছিল। সেই বজ্র আমার কণ্ঠ দগ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। ইহাতে শ্রীকণ্ঠ নামে আমার খ্যাতি হইয়াছে। ৮

(পুরাকালের অন্য যুগের কথা, বলবান্ দেবতা ও অসুরগণ মিলিত হইয়া অমৃত লাভ করিবার ইচ্ছায় দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মহাসাগরকে মন্থন করিয়াছিল।

নাগরাজ বাসুকিরূপ রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ করিয়া মন্দরাচলরূপী মন্থনদণ্ডের দ্বারা যখন মহাসাগরকে মথিত করা হইতে লাগিল, তখন তাহা হইতে সমস্ত লোকসকলের বিনাশকারী বিষ উৎপন্ন হইল

তাহা দেখিয়া সকল দেবতা তখন বিমনা হইয়া উঠিল। দেবি! সেই সময় আমি তিন লোকের হিত করিবার জন্যই সেই বিষয় স্বয়ং পান করিলাম।

শুভে! সেই বিষভক্ষণের জন্যই আমার কণ্ঠে ময়ূর পক্ষীর পক্ষের তুল্য নীলবর্ণের চিহ্ন হইয়া যাইল। সেই হইতে আমি নীলকণ্ঠ নামে অভিহিত হইতেছি। এই সমস্ত বিষয়ই আমি তোমাকে বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর?

এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং কিং ভূয়: শ্রোতুমিচ্ছসি।

উমোবাচ।

নীলকণ্ঠ নমস্তেঽস্তু সর্বলোকসুখাবহ ॥
বহূনামায়ুধানাং ত্বং পিনাকং ধর্তুমিচ্ছসি।
কিমর্থং দেবদেবেশ তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

শস্ত্রাগমং তে বক্ষ্যামি শৃণু ধর্ম্যং শুচিস্মিতে।
যুগান্তরে মহাদেবি কণ্বো নাম মহামুনি: ॥
স হি দিব্যাং তপশ্চর্য্যাং কর্তুমেবোপচক্রমে।
তথা তস্য তপো ঘোরং চরত: কালপর্য্যয়াৎ ॥
বল্মীকং পুনরুদ্ভূতং তস্যৈব শিরসি প্রিয়ে।
ধরমাণশ্চ তৎ সর্বং তপশ্চর্য্যাং তথাকরোৎ।
তস্মৈ ব্রহ্মা বরং দাতুং জগাম তপসার্চিত: ॥
দত্ত্বা তস্মৈ বরং দেবো বেণুং দৃষ্ট্বা ত্বচিন্তয়ৎ।
লোককার্য্যং সমুদ্দিশ্য বেণুনানেন ভামিনি।
চিন্তয়িত্বা তমাদায় কার্মুকার্থে ন্যযোজয়ৎ।
বিষ্ণোর্মম চ সামর্থ্যং জ্ঞাত্বা লোকপিতামহ: ॥
ধনুষী দ্বে তদা প্রাদাদ্ বিষ্ণবে মম চৈব তু।
পিনাকং নাম মে চাপং শার্ঙ্গং নাম হরের্ধনু: ॥
তৃতীয়মবশেষেণ গাণ্ডীবমভবদ্ ধনু:।
তচ্চ সোমায় নির্দিশ্য ব্রহ্মা লোকং গত: পুন: ॥
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং শস্ত্রাগমমনিন্দিতে।)

উমোবাচ।

বাহনেষত্র সর্বেষু শ্রীমৎস্বন্যেষু সত্তম
কথঞ্চ বৃষভো দেব বাহনত্বমুপাগত: ॥ ৯

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

সুরভীমসৃজদ্ ব্রহ্মা দেবধেনুং পয়োমুচম্।
সা সৃষ্টা বহুধা জাতা ক্ষরমাণা পয়োঽমৃতম্ ॥ ১০
তস্যা বৎসমুখোৎসৃষ্ট: ফেনো মদ্গাত্রমাগত:।
ততো দগ্ধা ময়া গাবো নানাবর্ণত্বমাগতা: ॥ ১১
ততোঽহং লোকগুরুণা শমং নীতোঽর্থবেদিনা।
বৃষং চৈনং ধ্বজার্থং মে দদৌ বাহনমেব চ ॥ ১২

উমা বলিলেন,—সমস্ত লোকের সুখপ্রদ নীলকণ্ঠ! আপনাকে নমস্কার। দেবদেবেশ্বর! অন্য বহুবিধ অস্ত্র থাকিতেও আপনি কেন পিনাককেই (অজগব ধনুকেই) ধারণ করিয়া রাখিতে অভিলাষ করেন? ইহা আপনি কৃপা করিয়া আমাকে বলুন।

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—পবিত্র ঈষৎ হাস্যময়ী মহাদেবি! তাহা শ্রবণ কর। আমি যেভাবে ধর্মানুকূল অস্ত্র লাভ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি। যুগান্তরে কণ্ব নামে প্রসিদ্ধ এক মহামুনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিব্য তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রিয়ে! এইভাবে কঠোর তপস্যা করিতে করিতে মুনির মস্তকের উপরে কালক্রমে বল্মীক উৎপন্ন হইল। তিনি সেই সব মস্তকে ধারণ করিয়া পূর্ববৎ তপস্যা করিয়া যাইতে লাগিলেন।

মুনির তপস্যার দ্বারা পূজিত হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে বরদান করিবার জন্য গমন করিলেন। তাঁহাকে বরদান করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা সেখানে একটি বংশ (বাঁশ) দেখিতে পাইলেন এবং তাহার ব্যবহার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ভামিনি! সেই বেণুর দ্বারা জগতের উপকার করিবার উদ্দেশ্যে কিছু চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা সেই বেণুকে গ্রহণ করত তাহাকে ধনুর উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর ও আমার শক্তি জানিয়া সেই বেণু হইতে তৎক্ষণাৎ দুইটি ধনু নির্মাণ করত বিষ্ণুকে এবং আমাকে প্রদান করিলেন।

আমার ধনুর নাম হইল পিনাক এবং শ্রীহরির ধনুর নাম হইল শার্ঙ্গ। সেই বেণুর শেষাংশের দ্বারা তৃতীয় ধনু নির্মিত হইল, তাহার নাম গাণ্ডীব।

গাণ্ডীব ধনু সোমকে দান করিয়া পুনরায় ব্রহ্মা নিজের লোকে গমন করিলেন। অনিন্দিতে! অস্ত্রপ্রাপ্তির এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমি তোমাকে বলিলাম।)

উমা বলিলেন,—সৎপুরুষগণশ্রেষ্ঠ মহাদেব! এ জগতে অন্য সব সুলক্ষণ বাহনসকল থাকিতে আপনি কেন বৃষভকেই নিজের বাহন করিলেন?৯

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—প্রিয়ে! ব্রহ্মা দেবতাগণের জন্য দুগ্ধপ্রদা সুরভি-ধেনুকে সৃষ্টি করিলেন। এই ধেনু মেঘের জল বর্ষণের ন্যায় নিজের দুগ্ধ বর্ষণ করিত। সেই সুরভি উৎপন্না হইয়া অমৃতময় দুগ্ধ ক্ষরণ করিতে করিতে বহুরূপে প্রকটিত হইল।১০

একদিন তাহার বৎসের মুখ হইতে নির্গত ফেন আমার দেহে পতিত হইল। ইহাতে আমি কুপিত হইয়া ক্রোধবহ্নিতে গো-সকলকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার রোষে দগ্ধ গোগণের বর্ণ তখন নানাপ্রকার হইয়া যাইল।১১

তখন অর্থনীতিবিৎ লোকগুরু ব্রহ্মা আমাকে শান্ত করিলেন এবং ধ্বজচিহ্ন ও বাহনরূপে এই বৃষকে আমায় প্রদান করিলেন।১২

উমোবাচ।

নিবাসা বহুরূপাস্তে দিবি সর্বগুণান্বিতাঃ।
তাংশ্চ সন্ত্যজ্য ভগবন্ শ্মশানে রমসে কথম্ ॥১৩
কেশাস্থিকলিলে ভীমে কপালঘটসঙ্কুলে।
গৃধ্রগোমায়ুবহুলে চিতাগ্নিশতসঙ্কুলে ॥ ১৪
অশুচৌ মাংসকলিলে বসাশোণিতকর্দমে।
বিকীর্ণান্ত্রাস্থিনিচয়ে শিবানাদবিনাদিতে ॥ ১৫

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

মেধ্যান্বেষী মহীং কৃৎস্নাং বিচরামি নিশং সদা।
ন চ মেধ্যতরং কিঞ্চিৎ শ্মশানাদিহ লক্ষ্যতে ॥ ১৬
তেন মে সর্ববাসানাং শ্মশানে রমতে মনঃ।
ন্যগ্রোধশাখাসংছন্নে নির্ভুগ্নস্রগ্ বিভূষিতে ॥ ১৭
তত্র চৈব রমন্তীমে ভূতসঙ্ঘাঃ শুচিস্মিতে।

উমা বলিলেন,—ভগবন্! স্বর্গলোকে অনেক প্রকারের সর্ব্ব গুণসম্পন্ন নিবাসস্থান আছে, আপনি সেই সব ত্যাগ করিয়া কেন এই শ্মশানভূমিতে সানন্দে বাস করেন ॥ ১৩

শ্মশানভূমি শবের কেশ ও অস্থিসমূহে পরিপূর্ণ। এই ভয়ানক স্থানে মনুষ্যগণের কপাল ও কলস পতিত থাকে। শকুনি ও শৃগালগণ এখানে প্রভূত সংখ্যায় অবস্থান করে। এখানে সর্বদিকে চিতা প্রজ্বলিত হয়। মাংস, বসা ও রক্তের কর্দমে এই স্থান পূর্ণ থাকে। বিকীর্ণ হইয়া পতিত অন্ত্রযুক্ত অস্থিসমূহের রাশি এখানে বিদ্যমান আছে এবং শৃগালেরা নিজেদের শব্দে এই স্থানকে মুখরিত করিয়া রাখে। আপনি এরূপ অপবিত্র স্থানে কেন বাস করেন? ১৪ ১৫

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—প্রিয়ে! আমি একবার পবিত্রস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে সর্বদা সম্পূর্ণ পৃথিবীতে দিবা রাত্রি বিচরণ করিতেছিলাম, কিন্তু শ্মশান • হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনও পবিত্রতর স্থান আমি দেখিতে পাই নাই ॥১৬

সেইজন্য সমস্ত নিবাসস্থান-সমূহের মধ্যে শ্মশানেই আমার মন অধিক রমণ করে। এই শ্মশানভূমি বটবৃক্ষের শাখাসমূহে আচ্ছাদিত এবং মৃতদেহ হইতে ছিন্ন হইয়া পতিতপুষ্পমালা-সমূহে বিভূষিত থাকে। ১৭

• মহাভারতের লোকবিখ্যাত টীকাকার মহামতি আচার্য্য নীলকণ্ঠ 'শ্মশান'-শব্দে 'কাশীর মহাশ্মশানকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—কাশীক্ষেত্রে শ্মশানভূমিতে শব দর্শন করিলে শিব-দর্শনের ফললাভ হয়।

ন চ ভূতগণৈর্দেবি বিনাহং বস্তুমুৎসহে ॥ ১৮
এষ বাসো হি মে মেধ্যঃ স্বর্গীয়শ্চ মতঃ শুভে।
পুণ্যঃ পরমকশ্চৈব মেধ্যকামৈরুপাস্যতে ॥১৯
(অস্মাৎ শ্মশানমেধ্যং তু নাস্তি কিঞ্চিদনিন্দিতে।
নিঃসম্পাতান্মনুষ্যাণাং তস্মাচ্ছুচিতমং স্মৃতম্ ॥
স্থানং মে তত্র বিহিতং বীরস্থানমিতি প্রিয়ে ॥
কপালশতসম্পূর্ণমভিরূপং ভয়ানকম্ ॥
মধ্যাহ্নে সন্ধ্যয়োস্তত্র নক্ষত্রে রুদ্রদৈবতে।
আয়ুষ্কামৈরশুদ্ধৈর্বা ন গন্তব্যমিতি স্থিতিঃ ॥
মদন্যেন ন শক্যং হি নিহন্তুং ভূতজং ভয়ম্।
তত্রস্থোঽহং প্রজাঃ সর্বাঃ পালয়ামি দিনে দিনে ॥
মন্নিয়োগাদ্ ভূতসঙ্ঘা ন চ ঘ্নন্তীহ কঞ্চন।
তাংস্তু লোকহিতার্থায় শ্মশানে রময়াম্যহম্ ॥

পবিত্রহাস্যময়ি দেবি! এই আমার ভূতগণ শ্মশানেই রমণ করে। আমি এই ভূতগণ ব্যতীত কোথাও বাস করিতে পারি না ॥ ১৮

মঙ্গলময়ি! এই শ্মশান বাসকেই আমি নিজেই অত্য পবিত্র ও স্বর্গীয় বলিয়া মনে করি। ইহা পরম পুণ্যস্থল। পবিত্র বস্তু-কামনাকারী পুরুষগণ ইহার উপাসনা করে॥ ১৯

(অনিন্দিতে! এই শ্মশানভূমি হইতে শ্রেষ্ঠ পবিত্র স্থান আর কিছুই নাই; কারণ, এখানে মনুষ্যগণের অধিক যাতায়াত হয় না। সেইজন্য এই স্থান পবিত্রতম বলিয়া কথিত হয়।

প্রিয়ে! ইহা বীরগণের স্থান, সেইজন্য আমি ইহাকে নিজের বাসস্থানরূপে গ্রহণ করিয়াছি। মৃত মনুষ্যগণের শত শত কপালে পরিপূর্ণ এই ভয়ানক স্থানও আমার সুন্দর লাগে।

দ্বিপ্রহরের সময়, উভয় সন্ধ্যাকালে ও আর্দ্রা নক্ষত্রে দীর্ঘায়ু কামনাকারী অথবা অশুদ্ধ পুরুষগণের এখানে গমন করা উচিত নয়—ইহাই নিয়ম।

আমি ব্যতীত অন্য কেহ ভূতজনিত ভয় নাশ করিতে পারে না। সেইজন্য আমি শ্মশানে অবস্থান করিয়া সমস্ত প্রজাগণকে প্রতিদিন পালন করি।

আমার আজ্ঞা মনে করিয়াই ভূতসমুদায় এখন এ জগতে কাহাকেও হত্যা করে না। সম্পূর্ণ জগতের হিতের জন্যই আমি সেই ভূতগণকে শ্মশানভূমিতে আনন্দে বাস করাইয়া থাকি।

এতত্তে সর্বমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি।
উমোবাচ।
ভগবন্ দেবদেবেশ ত্রিনেত্র বৃষভধ্বজ।
পিঙ্গলং বিকৃতং ভাতি রূপং তে তু ভয়ানকম্ ॥
ভস্মদিগ্ধং বিরূপাক্ষং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং জটাকুলম্।
ব্যাঘ্রোদরত্বক্সংবীতং কপিলশ্মশ্রুসন্ততম্ ॥
রৌদ্রং ভয়ানকং ঘোরং শূলপট্টিশসংযুতম্।
কিমর্থং ত্বীদৃশং রূপং তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥
শ্রীমহেশ্বর উবাচ।
তদহং কথয়িষ্যামি শৃণু তত্ত্বং সমাহিতা।
দ্বিবিধো লৌকিকো ভাবঃ শীতমুষ্ণমিতি প্রিয়ে ॥
তয়োর্হি গ্রথিতং সর্বং সৌম্যাগ্নেয়মিদং জগৎ।
সৌম্যত্বং সততং বিষ্ণৌ ময্যাগ্নেয়ং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
অনেন বপুষা নিত্যং সর্বলোকান্ বিভর্ম্যহম্।
রৌদ্রাকৃতিং বিরূপাক্ষং শূলপট্টিশসংযুতম্।
আগ্নেয়মিতি মে রূপং দেবি লোকহিতে রতম্ ॥
যদ্যহং বিপরীতঃ স্যামেতৎ ত্যক্ত্বা শুভাননে।
তদৈব সর্বলোকানাং বিপরীতং প্রবর্ততে ॥
তস্মান্ময়েদং ধ্রিয়তে রূপং লোকহিতৈষিণা।
ইতি তে কথিতং দেবি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥
নারদ উবাচ।
এবং ব্রুবতি দেবেশে বিস্মিতাঃ পরমর্ষয়ঃ।
বাগ্‌ভিঃ সাঞ্জলিমালাভিরভিতুষ্টুবুরীশ্বরম্ ॥
ঋষয় ঊচুঃ।
নমঃ শঙ্কর সর্বেশ নমঃ সর্বজগদ্গুরো।
নমো দেবাদিদেবায় নমঃ শশিকলাধর ॥
নমো ঘোরতরাদ্ ঘোর নমো রুদ্রায় শঙ্কর।
নমঃ শান্ততরাচ্ছান্ত নমশ্চন্দ্রস্য পালক ॥
নমঃ সোমায় দেবায় নমস্তুভ্যং চতুর্মুখ।
নমো ভূতপতে শম্ভো জহ্নুকন্যাম্বুশেখর ॥

শ্মশানভূমিতে বাস করিবার এই সব রহস্য আমি তোমাকে ব'লিলাম। এখন আর কি শুনিতে ব'সনা কর?

উমা বলিলেন,—ভগবন্! দেবদেবেশ্বর! ত্রিলোচন! বৃষভধ্বজ! আপনার রূপ পিঙ্গল, বিকৃত ও ভয়ানক বলিয়া প্রতিভাত হয়।

আপনার সর্বাঙ্গ ভস্মলিপ্ত, আপনার চক্ষু বিকরাল, দন্তসকল তীক্ষ্ণ এবং মস্তকে জটাসমূহ বিদ্যমান আছে, আপনি ব্যাঘ্রের চর্মকে বস্ত্ররূপে পরিধান করেন ও আপনার বদনমণ্ডলে কপিল বর্ণের শ্মশ্রু বিস্তৃত আছে।

আপনার রূপ এতাদৃশ রৌদ্র, ভয়ানক, ঘোর এবং শূল ও পট্টিশাদিতে যুক্ত কেন হইয়াছে? ইহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—প্রিয়ে! আমি ইহারও কারণ যথাযথ ভাবে বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তা হইয়া শ্রবণ কর। জগতের সমস্ত পদার্থই দুই ভাগে বিভক্ত আছে—শীত ও উষ্ণ (সোম ও অগ্নি)।

অগ্নি-সোমস্বরূপ এই সম্পূর্ণ জগৎ সেই শীত ও উষ্ণ তত্ত্বে গ্রথিত আছে। সৌম্য-গুণের স্থিতি সদা ভগবান্ বিষ্ণুতে এবং আমার মধ্যে আগ্নেয় (তৈজস) গুণ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এইভাবে এই বিষ্ণু ও শিবরূপ শরীরের দ্বারা আমি সর্বদা সমস্ত লোকসকলকে রক্ষা করি।

দেবি! এই যে বিকরাল নেত্রযুক্ত ও শূল-পট্টিশাদিতে সুশোভিত ভয়ানক আকৃতিবিশিষ্ট আমার রূপ, ইহাই আগ্নেয়। আমার এই রূপ সম্পূর্ণ জগতের হিতে নিরত আছে।

শুভাননে! যদি আমি এই রূপকে ত্যাগ করিয়া ইহার বিপরীত হইয়া যাই, তবে সেই সময় সম্পূর্ণ লোকসকলের অবস্থাও বিপরীত হইয়া যাইবে।

দেবি! সেইজন্য লোকহিতের ইচ্ছাতেই আমি এই রূপ ধারণ করিয়াছি। আমার রূপের এই রহস্য তোমাকে বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর?

নারদ বলিলেন,—দেবেশ্বর ভগবান্ শঙ্কর এই কথা বলিলে পর সমস্ত মহর্ষিগণ বিস্মিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া নিজেদের বাক্যের দ্বারা সেই মহাদেবের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

ঋষিগণ বলিলেন,—সর্বেশ্বর শঙ্কর! আপনাকে নমস্কার। সম্পূর্ণ জগতের গুরুদেব! আপনাকে নমস্কার। দেবতাগণেরও আদি দেবতা! আপনাকে নমস্কার। চন্দ্রকলাধারী শিব! আপনাকে নমস্কার।

অত্যন্ত ঘোর হইতেও ঘোর রুদ্রদেব! শঙ্কর! আপনাকে বারংবার নমস্কার। আপনি অত্যন্ত শান্ত হইতেও শান্ত, আপনাকে নমস্কার। আপনি চন্দ্রের পালক! আপনাকে নমস্কার।

নমস্ত্রিশূলহস্তায় পন্নগাভরণায় চ।
নমোঽস্তু বিষমাক্ষায় দক্ষযজ্ঞপ্রদাহক ॥
নমোঽস্তু বহুনেত্রায় লোকরক্ষণতৎপর।
অহো দেবস্য মাহাত্ম্যমহো দেবস্য বৈ কৃপা ॥
এবং ধর্মপরত্বঞ্চ দেবদেবস্য চার্হতি।

নারদ উবাচ।

এবং ব্রুবৎসু মুনিষু বচো দেব্যব্রবীদ্বরম্।
সম্প্রীত্যর্থং মুনীনাং সা ক্ষণজ্ঞা পরমং হিতম্ ॥)

উমোবাচ।

ভগবন্ সর্বভূতেশ সর্বধর্মবিদাং বর।
পিনাকপাণে বরদ সংশয়ো মে মহানয়ম্ ॥ ২০
অয়ং মুনিগণঃ সর্বস্তপস্তেপ ইতি প্রভো।
তপোবেষকরো লোকে ভ্রমতে বিবিধাকৃতিঃ ॥ ২১
অস্য চৈবর্ষিসঙ্ঘস্য মম চ প্রিয়কাম্যয়া।
এতং মমেহ সন্দেহং বক্তুমর্হস্যরিন্দম ॥ ২২

উমাসহ মহাদেবকে নমস্কার। চতুর্মুখ! আপনাকে নমস্কার। জহ্নুমুনির কন্যা গঙ্গার জল মস্তকে ধারণকারী ভূতনাথ শম্ভো! আপনাকে নমস্কার।

হস্তে শূলধারী এবং সর্পময় আভরণে বিভূষিত মহাদেব আপনাকে নমস্কার। দক্ষযজ্ঞ দগ্ধকারী ত্রিলোচন! আপনাকে নমস্কার।

লোকরক্ষায় তৎপর শঙ্কর! আপনার নেত্র বহু, আপনাকে নমস্কার। অহো! মহাদেবের কিরূপ মাহাত্ম্য? অহো মহাদেবের কিরূপ কৃপা। এরূপ ধর্মপরায়ণতা দেবদেব মহাদেবেরই যোগ্য।

নারদ বলিলেন,—যখন মুনিগণ এইরূপ স্তব করিতেছিলেন, তখন সময়সম্বন্ধে অভিজ্ঞা দেবী পার্ব্বতী মুনিগণের প্রসন্নতার জন্য ভগবান্ শঙ্করকে এই পরম হিতকথা বলিলেন।)

উমা বলিলেন,—সমস্ত ধর্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! সর্ব্বভূত মহেশ্বর! ভগবন্! বরদায়ক! পিনাকপাণে! আমার মনে আরও এক মহাসংশয় রহিয়াছে। ২০

প্রভো! এই যে মুনিগণের সকল সমুদায় এখানে উপস্থিত আছেন, সদা তপস্যা করিতেছেন এবং তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়া জগতে ভ্রমণ করিতেছেন; ইঁহাদের সকলের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। শত্রুদমন শিব! এই ঋষিসমুদায়ের এবং আমারও প্রিয় করিবার ইচ্ছায় আপনি আমার এই সন্দেহের সমাধান করুন। ২১-২২

ধর্মঃ কিংলক্ষণঃ প্রোক্তঃ কথং বা চরিতুং নরৈঃ।
শক্যো ধর্মমবিন্দদ্ভির্ধর্মজ্ঞ বদ মে প্রভো ॥ ২৩

নারদ উবাচ।

ততো মুনিগণঃ সর্বস্তাং দেবীং প্রত্যপূজয়ৎ।
বাগ্‌ভির্ঋগ্‌ভূষিতার্থাভিঃ স্তবৈশ্চার্থবিশারদৈঃ ॥ ২৪

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

অহিংসা সত্যবচনং সর্বভূতানুকম্পনম্।
শমো দানং যথাশক্তি গার্হস্থ্যো ধর্ম উত্তমঃ ॥ ২৫
পরদারেষ্বসংসর্গো ন্যাসস্ত্রীপরিরক্ষণম্।
অদত্তাদানবিরমো মধুমাংসস্য বর্জনম্ ॥ ২৬
এষ পঞ্চবিধো ধর্মো বহুশাখঃ সুখোদয়ঃ।
দেহিভির্ধর্মপরমৈশ্চর্তব্যো ধর্মসম্ভবঃ ॥ ২৭

উমোবাচ।

ভগবন্ সংশয়ঃ পৃষ্টস্তন্মে শংসিতুমর্হসি।
চাতুর্বর্ণস্য যো ধর্মঃ স্বে স্বে বর্ণে গুণাবহঃ ॥ ২৮

প্রভো! ধর্মজ্ঞ! ধর্মের কি লক্ষণ কথিত হইয়াছে? যাহারা ধর্ম জানেন না, এরূপ মনুষ্যগণ সেই ধর্মের আচরণ কিরূপে করিবে? ইহা আপনি আমাকে বলুন। ২৩

নারদ বলিলেন,—তদনন্তর সমস্ত মুনিগণ দেবী পার্ব্বতীর ঋগ্‌বেদের মন্ত্রার্থসমূহে সুশোভিত বাক্য ও উত্তম অর্থযুক্ত স্তবসকলের দ্বারা স্তুতি এবং প্রশংসা করিলেন। ২৪

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! কোনও জীবের হিংসা না করা, সত্য কথা বলা, সকল প্রাণীর প্রতিই দয়া করা, মন এবং ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখা, ও নিজের শক্তি অনুসারে দান করা—এই সব হইল গৃহস্থ-আশ্রমের উত্তম ধর্ম। ২৫

(এই সব গৃহস্থ-ধর্ম পালন করা) পরস্ত্রীর সহিত সংসর্গ না করা, গচ্ছিত বস্তু ও স্ত্রীকে রক্ষা করা, কোনও বস্তু প্রদান না করিলে তাহার গ্রহণ না করা করা এবং মাংস ও মদিরা ত্যাগ—এই ধর্মের পাঁচ প্রকার ভেদ, যাহা আচরণ করিলে সুখপ্রাপ্তিকারক হয়। ইহাদের মধ্যে এক এক ধর্মেরও অনেক শাখা আছে। ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্যকারী মনুষ্যগণের কর্তব্য হইল—তাহারা এই পুণ্যপ্রদ ধর্ম অবশ্যই পালন করিবে। ২৬-২৭

উমা বলিলেন, ভগবন্! আমি আরও এক সংশয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের যে যে ধর্ম নিজ নিজ বর্ণের পক্ষে বিশেষ লাভকারী হয়, তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ২৮

ব্রাহ্মণে কীদৃশো ধর্মঃ ক্ষত্রিয়ে কীদৃশোঽভবৎ।
বৈশ্যে কিংলক্ষণো ধর্মঃ শূদ্রে কিংলক্ষণো ভবেৎ ॥ ২৯

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

(এতত্তে কথয়িষ্যামি যত্তে দেবি মনঃপ্রিয়ম্।
শৃণু তৎ সর্বমখিলং ধর্মং বর্ণাশ্রমাশ্রিতম্ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চেতি চতুর্বিধা
ব্রহ্মণা বিহিতাঃ পূর্বং লোকতন্ত্রমভীপ্সতা ॥
কর্মাণি চ তদর্হাণি শাস্ত্রেষু বিহিতানি বৈ।
যদীদমেকবর্ণং স্যাজ্জগৎ সর্বং বিনশ্যতি ॥
সহৈব দেবি বর্ণানি চত্বারি বিহিতাস্ততঃ।
মুখতো ব্রাহ্মণাঃ সৃষ্টাস্তস্মাৎ তে বাগ্‌বিশারদাঃ।
বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়াঃ সৃষ্টাস্তস্মাৎ তে বাহুগর্বিতাঃ।
উদরাদুদ্গতা বৈশ্যাস্তস্মাদ্ বার্তোপজীবিনঃ।
শূদ্রাশ্চ পাদতঃ সৃষ্টাস্তস্মাৎ তে পরিচারকাঃ।
তেষাং ধর্মাংশ্চ কর্মাণি শৃণু দেবি সমাহিতা ॥

বিপ্রাঃ কৃতা ভূমিদেবা লোকানাং ধারণে কৃতাঃ।
তে কৈশ্চিন্নাবমন্তব্যা ব্রাহ্মণা হিতমিচ্ছুভিঃ ॥
যদি তে ব্রাহ্মণা ন স্যুর্দানযোগবহাঃ সদা।
উভয়োর্লোকয়োর্দেবি স্থিতির্ন স্যাৎ সমাসতঃ ॥
ব্রাহ্মণান্ যোঽবমন্যেত নিন্দেচ্চ ক্রোধয়েচ্চ বা।
প্রহরেত হরেদ্ বাপি ধনং তেষাং নরাধমঃ ॥
কারয়েদ্ধীনকর্মাণি কামলোভবিমোহনাৎ।
স চ মামবমন্যেত মাং ক্রোধয়তি নিন্দতি ॥
মামেব প্রহরেন্মূঢ়ো মদ্ধনস্যাপহারকঃ।
মামেব প্রেষণং কৃত্বা নিন্দতে মূঢ়চেতনঃ ॥
স্বাধ্যায়ো যজনং দানং তস্য ধর্ম ইতি স্থিতিঃ।
কর্মাণ্যধ্যাপনং চৈব যাজনঞ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥
সত্যং শান্তিস্তপঃ শৌচং তস্য ধর্মঃ সনাতনঃ।
বিক্রয়ো রসধান্যানাং ব্রাহ্মণস্য বিগর্হিতঃ ॥

ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্মের স্বরূপ কিরূপ? তাহা ক্ষত্রিয়ে কিরূপ হয়, বৈশ্যের পক্ষে ধর্মের লক্ষণ কিপ্রকার এবং শূদ্রের ধর্মের লক্ষণ কিরূপ? ২৯

(শ্রীমহেশ্বর বলিলেন, দেবি! তোমার মনের প্রিয়কর এই যে ধর্মের বিষয়, তাহা আমি বলিব। তুমি বর্ণ এবং আশ্রমসমূহকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত সমস্ত ধর্মের পূর্ণরূপে বর্ণনা শ্রবণ কর।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—বর্ণসকলের এই চারিপ্রকার ভেদ। লোকতন্ত্রের বাসনাকারী বিধাতা সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মণগণকে সৃষ্টি করেন এবং শাস্ত্রসমূহে তাঁহাদের যোগ্য কর্মসকলের বিধান করিয়া দিয়াছেন।

দেবি! যদি এই সম্পূর্ণ জগৎ একই বর্ণের হইত, তবে সব এক সঙ্গে নষ্ট হইয়া যাইত। সেইজন্য বিধাতা চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি বিধাতার মুখ হইতে হইয়াছে, সেইজন্য তাঁহারা বাক্যবিশারদ অর্থাৎ বাক্‌শক্তি লাভ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়দিগের সৃষ্টি তাঁহার দুই বাহু হইতে হইয়াছে, এই কারণে তাহারা নিজেদের বাহুবলের উপর গর্ব্ব প্রকাশ করে।

বৈশ্যগণের উৎপত্তি তাঁহার উদর হইতে হইয়াছে, সেইজন্য ইহারা উদরপোষণের নিমিত্ত কৃষি, বাণিজ্যাদি বার্ত্তাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করত জীবন-নির্ব্বাহ করে। শূদ্রদিগের সৃষ্টি তাঁহার পাদ হইতে হইয়াছে, এই কারণে তাহারা পরিচারক হয়। দেবি! এখন তুমি চারিবর্ণের ধর্ম ও কর্মসকল একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর।

ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণকে এই ভূমির দেবতা করিয়াছেন। তাঁহারা সকল লোকের রক্ষার জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন। অতএব নিজেদের হিতকামনাকারী যে কোনও মনুষ্যগণের পক্ষে ব্রাহ্মণদিগের অপমান করা উচিত নয়।

দেবি! যদি দান ও যোগের বহনকারী এই ব্রাহ্মণগণ না হইতেন, তবে ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকের স্থিতি কদাপি থাকিত না।

যে ব্রাহ্মণগণের অপমান ও নিন্দা করে অথবা তাহাদিগকে ক্রোধ প্রদর্শন করে (ক্রোধ উৎপাদন করে) কিংবা প্রহার করে বা তাহাদের ধন অপহরণ করে, অথবা কাম, লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া তাহাদের দিয়া নীচ কর্ম করায়, সেই নরাধম আমারই অপমান বা নিন্দা করে। আমাকেই ক্রোধ দেখায়, আমারই উপর প্রহার করে। সেই মূঢ় আমারই ধন অপহরণ করে এবং সেই মূঢ়চিত্ত মানুষ আমাকেই এদিক্ ওদিক্ পাঠাইয়া নীচ কর্ম করাইয়া থাকে ও আমারই নিন্দা করে।

বেদের স্বাধ্যায়, যজ্ঞ ও দান ব্রাহ্মণের ধর্ম, ইহা শাস্ত্রের নির্ণয়। বেদের পাঠ-দান করা, যজমানকে যজ্ঞ করান এবং দান গ্রহণ করা—ইহা তাঁহাদের জীবিকার সাধনভূত কর্ম। সত্য,

তপ এব সদা ধর্মো ব্রাহ্মণস্য ন সংশয়ঃ।
স তু ধর্মার্থমুৎপন্নঃ পূর্বং ধাত্রা তপোবলাৎ ॥)
ন্যায়তস্তে মহাভাগে সর্বশঃ সমুদীরিতঃ।
ভূমিদেবা মহাভাগাঃ সদা লোকে দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩০
উপবাসঃ সদা ধর্মো ব্রাহ্মণস্য ন সংশয়ঃ।
স হি ধর্মার্থসম্পন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৩১
তস্য ধর্মক্রিয়া দেবি ব্রহ্মচর্য্যা চ ন্যায়তঃ।
ব্রতোপনয়নং চৈব দ্বিজো যেনোপপদ্যতে ॥ ৩২
গুরুদৈবতপূজার্থং স্বাধ্যায়াভ্যসনাত্মকঃ।
দেহিভির্ধর্মপরৈশ্চর্তব্যো ধর্মসম্ভবঃ ॥ ৩৩
উমোবাচ।
ভগবন্ সংশয়ো মেঽস্তি তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি।
চাতুর্বর্ণস্য ধর্মং বৈ নৈপুণ্যেন প্রকীর্তয় ॥ ৩৪
শ্রীমহেশ্বর উবাচ।
রহস্যশ্রবণং ধর্মো বেদব্রতনিষেবণম্।
অগ্নিকার্য্যং তথা ধর্মো গুরুকার্য্যপ্রসাধনম্ ॥ ৩৫
ভৈক্ষচর্য্যা পরো ধর্মো নিত্যযজ্ঞোপবীতিতা।
নিত্যং স্বাধ্যায়িতা ধর্মো ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্তথা ॥ ৩৬
গুরুণা চাভ্যনুজ্ঞাতঃ সমাবর্তেন বৈ দ্বিজঃ।
বিন্দেতানন্তরং ভার্য্যামনুরূপাং যথাবিধি ॥ ৩৭
শূদ্রান্নবর্জনং ধর্মস্তথা সৎপথসেবনম্।
ধর্মো নিত্যোপবাসিত্বং ব্রহ্মচর্য্যং তথৈব চ ॥ ৩৮
আহিতাগ্নিরধীয়ানো জুহ্বানঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
বিঘসাশী যতাহারো গৃহস্থঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৩৯

মনোনিগ্রহ, তপ ও শৌচাচার পালন—এই সবই তাহার সনাতন ধর্ম। রস ও ধান্য (শস্য-আনাজ) বিক্রয় করা ব্রাহ্মণের নিন্দিত কর্ম।

সদা তপস্যা করা ব্রাহ্মণের ধর্ম—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। বিধাতা পুরাকালে ধর্মের অনুষ্ঠান করিবার জন্যই স্বীয় তপোবল হইতে এই ব্রাহ্মণকে উৎপন্ন করিয়াছেন।)

মহাভাগ্যবতী দেবি! আমি তোমার নিকট সর্বপ্রকারে ন্যায়ানুসারে ধর্মের নির্ণয় বর্ণনা করিলাম। মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ এ জগতে সদা 'ভূদেব' বলিয়া পরিগণিত হন। ৩০

ইহাতে কোনও সংশয় নাই যে, উপবাস* (ইন্দ্রিয়-সংযম) ব্রতের আচরণ করাই ব্রাহ্মণের পক্ষে সদা ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। ধর্মার্থসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া যান। ৩১

দেবি! এই ব্রাহ্মণের ধর্মানুষ্ঠান ও ন্যায়তঃ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করা উচিত। ব্রতপালনপূর্বক উপনয়ন-সংস্কার তাহার একান্ত আবশ্যক; কারণ, ইহারই দ্বারা তিনি দ্বিজ হইয়া যান। ৩২

গুরু ও দেবতাগণের পূজা এবং স্বাধ্যায় ও অভ্যাস-রূপ ধর্ম পালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য। ধর্মপরায়ণ দেহধারী মনুষ্যগণের উচিত হইল—তাহারা পুণ্যপ্রদ ধর্মের আচরণ অবশ্যই করিবে। ৩৩

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! আমার মনে এখনও সংশয় রহিয়া গিয়াছে। অতএব তাহা বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহকারে আমাকে বলুন। চারি বর্ণের যে ধর্ম, তাহা পূর্ণরূপে (নিপুণতার সহিত) প্রতিপাদন করুন। ৩৪

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—ধর্মের রহস্য শ্রবণ করা, বেদোক্ত ব্রত পালন করা, হোম ও গুরুসেবা করা—ইহাই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ধর্ম। ৩৫

ব্রহ্মচারীর পক্ষে ভৈক্ষচর্য্যা (গ্রামসমূহ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনা ও গুরুকে সেই সব সমর্পণ করা) পরম ধর্ম। সর্বদা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকা, প্রতিদিন বেদের স্বাধ্যায় করা এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের নিয়মসমূহের পালনে রত থাকা—এই সব ব্রহ্মচারীর প্রধান কর্ম ॥ ৩৬

ব্রহ্মচর্য্যের কাল সমাপ্ত হইলে পর দ্বিজ নিজের গুরুর অনুমতি লইয়া সমাবর্তন করিবেন অর্থাৎ স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিবেন এবং গৃহে আগমন করিয়া যোগ্যা স্ত্রীকে বিধি অনুসারে বিবাহ করিবেন। ৩৭

ব্রাহ্মণের শূদ্রের অন্ন ভোজন করা উচিত নয়, তাহা ত্যাগ করাই ব্রাহ্মণের ধর্ম। সৎপথের সেবা, নিত্য উপবাস-ব্রত এবং ব্রহ্মচর্য্য পালনও তাহার ধর্ম। ৩৮

গৃহস্থের অগ্নিস্থাপন পূর্বক অগ্নিহোত্র করা, স্বাধ্যায়শীল, হোমপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, বিঘসাশী, মিতাহারী সত্যবাদী ও পবিত্র হওয়া আবশ্যক। ৩৯

* উপ ব্রহ্মসমীপে বাসো বস্মাদিত্যুপবাস ইন্দ্রিয়জয়ঃ।

অতিথিব্রততা ধর্মো ধর্মস্ত্রেতাগ্নিধারণম্ ।
ইষ্টীশ্চ পশুবন্ধাংশ্চ বিধিপূর্বং সমাচরেৎ ॥ ৪০
যজ্ঞশ্চ পরমো ধর্মস্তথাহিংসা চ দেহিষু ।
অপূর্বভোজনং ধর্মো বিঘসাশিত্বমেব চ ॥ ৪১
ভুক্তে পরিজনে পশ্চাদ্ ভোজনং ধর্ম উচ্যতে ।
ব্রাহ্মণস্য গৃহস্থস্য শ্রোত্রিয়স্য বিশেষতঃ ॥ ৪২
দম্পত্যোঃ সমশীলত্বং ধর্মঃ স্যাদ্ গৃহমেধিনঃ ।
গৃহ্যাণাং চৈব দেবানাং নিত্যপুষ্পবলিক্রিয়া ॥ ৪৩
নিত্যোপলেপনং ধর্মস্তথা নিত্যোপবাসিতা ।
সুসম্মৃষ্টোপলিপ্তে চ সাজ্যধূমো ভবেদ্ গৃহে ॥ ৪৪
এষ দ্বিজজনে ধর্মো গার্হস্থ্যো লোকধারণঃ ।
দ্বিজাতীনাঞ্চ সতাং নিত্যং সদৈবৈষ প্রবর্ত্ততে ॥ ৪৫
যস্তু ক্ষত্রগতো দেবি ময়া ধর্ম উদীরিতঃ ।
তমহং তে প্রবক্ষ্যামি তন্মে শৃণু সমাহিতা ॥ ৪৬

অতিথি-সৎকার করা এবং গার্হপত্যাদি ত্রিবিধ অগ্নিকে রক্ষা করা তাহার ধর্ম। গৃহস্থ নানাপ্রকার ইষ্টি ও পশুরক্ষা-কর্মেরও বিধি অনুসারে আচরণ করিবে। ৪০

যজ্ঞ করা এবং কোনও জীবকে হিংসা না করা তাহার পক্ষে পরম ধর্ম। গৃহে প্রথমে নিজে ভোজন না করা এবং বিঘসাশী হওয়া অর্থাৎ কুটুম্ব-স্বজনগণকে ভোজন করাইবার পর অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করা—ইহাও তাহার পরম ধর্ম। ৪১

পরিজনবর্গ ভোজন করিবার পর স্বয়ং ভোজন করা—ইহা গৃহস্থ ব্রাহ্মণের বিশেষতঃ শ্রোত্রিয়ের মুখ্য ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। ৪২

পতি ও পত্নীর স্বভাব সমান হওয়া উচিত। ইহা গৃহস্থের ধর্ম। গৃহের দেবতাগণকে প্রতিদিন পুষ্পসমূহের দ্বারা পূজা করা, তাঁহাদিগকে অন্নের বলি সমর্পণ করা, প্রত্যহ গৃহে গোময়াদি লেপন করা এবং নিত্য ব্রতপালন করাও গৃহস্থের ধর্ম। ৪৩½

সম্মার্জনাদির দ্বারা পরিষ্কৃত ও গোময়াদি লেপন করিয়া শুদ্ধ গৃহে ঘৃতযুক্ত আহুতি দান করিয়া তাহার ধূম চারিদিকে বিস্তৃত হইবে। ইহাই ব্রাহ্মণের গার্হস্থ্য ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা জগৎ-সংসারের রক্ষা হয়। সজ্জন ব্রাহ্মণগণের গৃহে প্রত্যহ সততই এই ধর্ম পালিত হইয়া থাকে। ৪৪-৪৫

ক্ষত্রিয়স্য স্মৃতো ধর্মঃ প্রজাপালনমাদিতঃ ।
নির্দিষ্টফলভোক্তা হি রাজা ধর্মেণ যুজ্যতে ॥ ৪৭
(ক্ষত্রিয়াস্তু ততো দেবি দ্বিজানাং পালনে স্মৃতাঃ ।
যদি ন ক্ষত্রিয়ো লোকে জগৎ স্যাদধরোত্তরম্ ॥
রক্ষণাৎ ক্ষত্রিয়ৈরেব জগদ্ ভবতি শাশ্বতম্ ।
সম্যগ্‌গুণহিতো ধর্মো ধর্মঃ পৌরহিতক্রিয়া ।
ব্যবহারস্থিতির্নিত্যং গুণযুক্তো মহীপতিঃ ॥)
প্রজাঃ পালয়তে যো হি ধর্মেণ মনুজাধিপঃ ।
তস্য ধর্মার্জিতা লোকাঃ প্রজাপালনসঞ্চিতাঃ ॥ ৪৮
তস্য রাজ্ঞঃ পরো ধর্মো দমঃ স্বাধ্যায় এব চ ।
অগ্নিহোত্রপরিস্পন্দো দানাধ্যয়নমেব চ ॥ ৪৯
যজ্ঞোপবীতধরণং যজ্ঞো ধর্মক্রিয়াস্তথা ।
ভৃত্যানাং ভরণং ধর্মঃ কৃতে কর্মণ্যমোঘতা ॥ ৫০
সম্যগ্ দণ্ডে স্থিতির্ধর্মো ধর্মো বেদক্রতুক্রিয়াঃ ।
ব্যবহারস্থিতির্ধর্মঃ সত্যবাক্যরতিস্তথা ॥ ৫১

দেবি! আমি যে ক্ষত্রিয় ধর্মের কথা বলিয়াছি, তাহাই এখন তোমার সমক্ষে বর্ণনা করিতেছি, আমার নিকট হইতে তাহা তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ৪৬

ক্ষত্রিয়ের সর্বপ্রথম ধর্ম হইল প্রজা পালন করা। প্রজাগণের আয়ের ষষ্ঠ ভাগ উপভোগকারী রাজা ধর্মের দ্বারা যুক্ত হয়। ৪৭

(দেবি! ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণগণের পালনে রত থাকে বলিয়া কথিত হয়। যদি সংসারে ক্ষত্রিয় না থাকিত, তবে জগতের সব কিছু উলট-পালট বা বিপ্লুত হইয়া যাইত। ক্ষত্রিয়গণের দ্বারা রক্ষিত হওয়ায় এই জগৎ সদা স্থির আছে।

উত্তম গুণসমূহের সম্পাদন এবং পুরবাসিগণের হিতসাধন করা তাহার ধর্ম। গুণবান্ রাজা সর্বদা ন্যায়োচিত ব্যবহারে রত থাকে।)

যে রাজা ধর্মানুসারে প্রজা পালন করে, তাহার সেই প্রজা-পালনরূপ ধর্মের প্রভাবে উত্তম লোকসকল প্রাপ্তি হয়। ৪৮

রাজার পরম ধর্ম—ইন্দ্রিয়সংযম, স্বাধ্যায়, অগ্নিহোত্র কর্ম, দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞোপবীত ধারণ, যজ্ঞানুষ্ঠান, ধার্মিক কার্য্য-সকলের সম্পাদন, পোষ্যবর্গের ভরণ-পোষণ, আরব্ধ কর্মকে সম্পন্ন করা, অপরাধ অনুসারে উচিত দণ্ড দান করা, বৈদিক যজ্ঞাদি কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করা, ব্যবহারে ন্যায়ের রক্ষা করা

আর্তহস্তপ্রদো রাজা প্রেত্য চেহ মহীয়তে।
গোব্রাহ্মণার্থে বিক্রান্তঃ সংগ্রামে নিধনং গতঃ ॥ ৫২
অশ্বমেধজিতাঁল্লোকানাপ্নোতি ত্রিদিবালয়ে ॥ ৫৩
(তথৈব দেবি বৈশ্যাশ্চ লোকযাত্রাহিতাঃ স্মৃতাঃ।
অন্যে তানুপজীবন্তি প্রত্যক্ষফলদা হি তে।
যদি ন স্যুস্তথা বৈশ্যা ন ভবেয়ুস্তথা পরে ॥)
বৈশ্যস্য সততং ধর্মঃ পাশুপাল্যং কৃষিস্তথা।
অগ্নিহোত্রপরিস্পন্দো দানাধ্যয়নমেব চ ॥ ৫৪
বাণিজ্যং সৎপথস্থানমাতিথ্যং প্রশমো দমঃ।
বিপ্রাণাং স্বাগতং ত্যাগো বৈশ্যধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৫৫
তিলান্ গন্ধান্ রসাংশ্চৈব বিক্রীণীয়ান্ন চৈব হি।
বণিক্‌পথমুপাসীনো বৈশ্যঃ সৎপথমাশ্রিতঃ ॥ ৫৬
সর্বাতিথ্যং ত্রিবর্গস্য যথাশক্তি যথার্হতঃ।
শূদ্রধর্মঃ পরো নিত্যং শুশ্রূষা চ দ্বিজাতিষু ॥ ৫৭

এবং সত্যভাষণে অনুরক্ত হওয়া। এই সব কর্ম রাজার ধর্ম। ৪৯-৫১

যে রাজা আর্ত মনুষ্যগণকে নিজের হস্তের আশ্রয় দেয়, সেই রাজা ইহলোক ও পরলোকে সম্মানিত হয়। গো এবং ব্রাহ্মণগণকে সঙ্কট হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে রাজা পরাক্রম দেখাইয়া সংগ্রামে নিহত হয়, সেই রাজা স্বর্গে অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা জিত লোকসকল লাভ করিয়া থাকে। ৫২-৫৩

(দেবি! এইরূপ বৈশ্যগণও লোকসকলের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহে সহায়ক বলিয়া কথিত হয়। অন্য মনুষ্যগণ তাহাদের আশ্রয়ে জীবন নির্ব্বাহ করে; কারণ, তাহারা প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করিয়া থাকে। যদি বৈশ্যেরা না থাকিত, তবে অন্য মনুষ্যগণও স্থিতি লাভ করিতে পারিত না।)

পশুগণের পালন, কৃষিকার্য্য করা, বাণিজ্য, অগ্নিহোত্র কর্ম, দান, অধ্যয়ন, সৎপথ আশ্রয় করিয়া সদাচার পালন, অতিথি-সৎকার, শম, ব্রাহ্মণগণের স্বাগত-সৎকার এবং ত্যাগ—এই সব হইল বৈশ্যদিগের সনাতন ধর্ম। ৫৪-৫৫

বাণিজ্যকারী সদাচারপরায়ণ বৈশ্য তিল, চন্দন ও রস বিক্রয় করিবে না এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই ত্রিবর্গের সর্ব্বপ্রকারে যথাশক্তি যোগ্যতানুসারে আতিথ্য-সৎকার করিব। ৫৬½

শূদ্রের পরম ধর্ম হইল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের সেবা

স শূদ্রঃ সংশিততপাঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শুশ্রূষুরতিথিং প্রাপ্তং তপঃ সঞ্চিনুতে মহৎ ॥ ৫৮
নিত্যং স হি শুভাচারো দেবতাদ্বিজপূজকঃ।
শূদ্রো ধর্মফলৈরিষ্টৈঃ সম্প্রযুজ্যেত বুদ্ধিমান্ ॥ ৫৯
(তথৈব শূদ্রা বিহিতাঃ সর্বধর্মপ্রসাধকাঃ।
শূদ্রাশ্চ যদি তে ন স্যুঃ কর্মকর্তা ন বিদ্যতে ॥
ত্রয়ঃ পূর্বে শূদ্রমূলাঃ সর্বে কর্মকরাঃ স্মৃতাঃ।
ব্রাহ্মণাদিষু শুশ্রূষা দানধর্ম ইতি স্মৃতঃ ॥
বার্তা চ কারুকর্মাণি শিল্পং নাট্যং তথৈব চ।
অহিংসকঃ শুভাচারো দৈবতদ্বিজবন্দকঃ ॥
শূদ্রো ধর্মফলৈরিষ্টৈঃ স্বধর্মেণোপযুজ্যতে।
এবমাদি তথান্যচ্চ শূদ্রধর্ম ইতি স্মৃতঃ ॥)
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং চাতুর্বর্ণ্যস্য শোভনে।
ঐকৈকস্যেহ সুভগে কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬০

করা। যে শূদ্র সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও গৃহে আগত অতিথির সেবা-শুশ্রূষাকারী হয়, সে উত্তম তপস্যা সঞ্চয় করিয়া থাকে। তাহার সেবারূপ ধর্ম তাহার পক্ষে কঠোর তপস্যা। ৫৭-৫৮

নিত্য সদাচার পালনকারী এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজাকারী শূদ্র ধর্মের মনোবাঞ্ছিত ফললাভ করিয়া থাকে। ৫৯

(এইভাবে শূদ্রগণও সমস্ত ধর্মের সাধক বলিয়া কথিত হয়। যদি শূদ্রগণ না হইত, তাহা হইলে সেবাকার্য্যকারী কেহই থাকিত না।

পূর্ব্বোক্ত যে তিন বর্ণ, তাহারা সকলেই শূদ্রমূলক; কারণ, শূদ্রগণই সেবা কর্মকারী বলিয়া কথিত হয়। ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সেবাই দান বা শূদ্রের ধর্ম।

বাণিজ্য, কারুকার্য্য, শিল্প ও নাট্যও শূদ্রের ধর্ম। শূদ্র অহিংসক, সদাচারী এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজক হইবে।

এরূপ শূদ্র নিজের ধর্মের দ্বারা সংযুক্ত হয় এবং তাহার অভীষ্ট ফলসমূহের ভাগী হইয়া থাকে। এই সব ও অন্যবিধ আরও শূদ্র-ধর্ম কথিত হইয়াছে।)

শোভনে! এইরূপে আমি তোমাকে একএক করিয়া ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের সমস্ত ধর্ম বলিলাম। সুভগে! এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর? ৬০

উমোবাচ।
(ভগবন্ দেবদেবেশ নমস্তে বৃষভধ্বজ।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং দেব ধর্মমাশ্রমিণাং বিভো॥
শ্রীমহেশ্বর উবাচ।
তথাশ্রমগতং ধর্মং শৃণু দেবি সমাহিতা।
আশ্রমাণাং তু যো ধর্মঃ ক্রিয়তে ব্রহ্মবাদিভিঃ॥
গৃহস্থঃ প্রবরস্তেষাং গার্হস্থ্যং ধর্মমাশ্রিতঃ।
পঞ্চযজ্ঞক্রিয়া শৌচং দারতুষ্টিরতন্দ্রিতা॥
ঋতুকালাভিগমনং দানযজ্ঞতপাংসি চ।
অবিপ্রবাসস্তস্যেষ্টঃ স্বাধ্যায়শ্চাগ্নিপূর্বকম্॥
তথৈব বানপ্রস্থস্য ধর্মাঃ প্রোক্তাঃ সনাতনাঃ।
গৃহবাসং সমুৎসৃজ্য নিশ্চিত্যৈকমনাঃ শুভৈঃ॥
বন্যৈরেব সদাহারৈর্বর্তয়েদিতি চ স্থিতিঃ।
ভূমিশয্যা জটাশ্মশ্রুচর্মবল্কলধারণম্॥
দেবতাতিথিসৎকারো মহাকৃচ্ছ্রাভিপূজনম্।
অগ্নিহোত্রং ত্রিষবণং তস্য নিত্যং বিধীয়তে॥
ব্রহ্মচর্য্যং ক্ষমা শৌচং তস্য ধর্মঃ সনাতনঃ।
এবং স বিগতে প্রাণে দেবলোকে মহীয়তে॥
যতিধর্মাংস্তথা দেবি গৃহাংস্ত্যক্ত্বা যতস্ততঃ।
আকিঞ্চন্যমনারম্ভঃ সর্বতঃ শৌচমার্জবম্॥
সর্বত্র ভৈক্ষচর্য্যা চ সর্বত্রৈব বিবাসনম্।
সদা ধ্যানপরত্বঞ্চ দোষশুদ্ধিঃ ক্ষমা দয়া॥
তত্ত্বানুগতবুদ্ধিত্বং তস্য ধর্মবিধির্ভবেৎ।
বুভুক্ষিতং পিপাসার্তমতিথিং শ্রান্তমাগতম্॥
অর্চয়ন্তি বরারোহে তেষামপি ফলং মহৎ॥
পাত্রমিত্যেব দাতব্যং সর্বস্মৈ ধর্মকাঙ্ক্ষিভিঃ।
আগমিষ্যতি যৎ পাত্রং তৎ পাত্রং তারয়িষ্যতি॥

(উমা বলিলেন,—ভগবন্! দেবদেবেশ্বর! বৃষভধ্বজ! দেব! আপনাকে নমস্কার। প্রভো! এখন আমি আশ্রমবাসিগণের ধর্ম শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! একাগ্রচিত্তা হইয়া তুমি আশ্রম-ধর্মের বর্ণনা শ্রবণ কর। ব্রহ্মবাদী মুনিগণ আশ্রমবাসীদের যে ধর্ম নিশ্চিত করিয়াছেন, তাহাই এখন আমি বলিব।

আশ্রমসমূহের মধ্যে গৃহস্থ-আশ্রম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাহা গার্হস্থ্য ধর্মে প্রতিষ্ঠিত আছে। পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান, অন্তর-বাহিরে পবিত্রতা, নিজেরই স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকা, আলস্য ত্যাগ করা, ঋতুকালেই পত্নীর সহিত সমাগম করা, দান, যজ্ঞ ও তপস্যায় নিরত থাকা, প্রবাসে না যাওয়া এবং অগ্নিহোত্র পূর্বক বেদ শাস্ত্রের স্বাধ্যায় করা—এই সব গৃহস্থের অভীষ্ট ধর্ম।

এইরূপ বানপ্রস্থ আশ্রমের সনাতন ধর্মসমূহ কথিত হইয়াছে। বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিতে অভিলাষী মানুষ একমনা হইয়া নিশ্চয় করিবার পর গৃহ পরিত্যাগ করত বনে গমন করিবে এবং বনজাত ফলাদি উত্তম আহারের দ্বারাই জীবন নির্বাহ করিবে। ইহাই তাহার পক্ষে শাস্ত্রবিহিত মর্য্যাদা।

ভূমিতে শয়ন, জটা ও শ্মশ্রু ধারণ, মৃগচর্ম ও বল্কল বস্ত্র ধারণ করা, দেবতা ও অতিথিগণের সৎকার করা, উৎকট কষ্ট সহ্য করিয়াও দেবতাগণের পূজাদি কার্য্য নির্বাহ করা—ইহা বানপ্রস্থের নিয়ম। তাহার পক্ষে প্রতিদিন অগ্নিহোত্র ও ত্রিকালে স্নান করার বিধান আছে। ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা ও শৌচাদি তাহার সনাতন ধর্ম। এরূপ ধর্মপালনকারী বানপ্রস্থী মানুষ প্রাণত্যাগের পর দেবলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দেবি! যতি ধর্ম এইরূপ—সন্ন্যাসী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যত্র তত্র বিচরণ করিবে। সে নিজের নিকটে কোনও বস্তু সংগ্রহ করিয়া রাখিবে না। কর্মসকলের আরম্ভ বা আয়োজন করিবে না। সর্বতোভাবে পবিত্রতা ও সরলতাকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে। সর্বত্র ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে। সর্বত্রই নিজের কোন বাসস্থান স্থির করিয়া রাখিবে না। সর্বদা ধ্যানপরায়ণ হইবে। নিজের দোষকে শুদ্ধ করিবে। সকলের উপর ক্ষমা ও দয়াভাব রাখিবে এবং বুদ্ধিতত্ত্বের চিন্তায় নিরত থাকিবে—এই সব হইল সন্ন্যাসীর ধর্মকার্য্য।

বরারোহে! যে সব ব্যক্তি ক্ষুধা ও পিপাসায় পীড়িত এবং শ্রান্ত হইয়া আগত অতিথির সেবা পূজা করে, তাহারাও উত্তম ফললাভ করিয়া থাকে।

ধর্মকামনাকারী পুরুষগণের কর্তব্য হইল—তাহারা নিজেদের গৃহে আগত সমস্ত অতিথিদিগকেই দানের উত্তম পাত্র মনে করিয়া দান করিবে। তাহাদের এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে, আজ যে পাত্র (অতিথি) আমার গৃহে আসিবে, সে আমাদের উদ্ধার করিবে।

কালে সম্প্রাপ্তমতিথিং ভোক্তুকামমুপস্থিতম্ ।
মন্তং সম্ভাবয়েৎ তত্র ব্যাসোঽয়ং সমুপস্থিতঃ ॥
তস্য পূজাং যথাশক্ত্যা সৌম্যচিত্তঃ প্রযোজয়েৎ ।
চিত্তমূলো ভবেদ্ ধর্ম্মো ধর্ম্মমূলং ভবেদ্ যশঃ ॥
তস্মাৎ সৌম্যেন চিত্তেন দাতব্যং দেবি সর্বথা ।
সৌম্যচিত্তস্তু যো দদ্যাৎ তদ্ধি দানমনুত্তমম্ ॥
যথাম্বুবিন্দুভিঃ সূক্ষ্মৈঃ পতদ্ভির্মেদিনীতলে ।
কেদারাশ্চ তটাকানি সরাংসি সরিতস্তথা ॥
তোয়পূর্ণানি দৃশ্যন্তে অপ্রতর্ক্যানি শোভনে ।
অল্পমল্পমপি হ্যেকং দীয়মানং বিবর্দ্ধতে ।
পীড়য়াপি চ ভৃত্যানাং দানমেব বিশিষ্যতে ।
পুত্রদারধনং ধান্যং ন মৃতানমুগচ্ছতি ॥
শ্রেয়ো দানঞ্চ ভোগশ্চ ধনং প্রাপ্য যশস্বিনি ।
দানেন হি মহাভাগা ভবন্তি মনুজাধিপাঃ ॥
নাস্তি ভূমৌ দানসমং নাস্তি দানসমো নিধিঃ ।

যথাসময়ে ভোজনের বাসনায় আগত অথবা উপস্থিত অতিথিকে এই ভাবিয়া সমাদর করিবে যে, এখানে আজ এই সাক্ষাৎ ব্যাসদেব উপস্থিত হইয়াছেন।

অতএব সৌম্যচিত্ত হইয়া সেই অতিথির যথাশক্তি পূজা করিবে ; কারণ, ধর্মের মূল হইল চিত্তের বিশুদ্ধ ভাব এবং যশের মূল হইল ধর্ম।

দেবি ! অতএব সর্ব্বথা সৌম্যচিত্তে দান করা উচিত ; কারণ, যে ব্যক্তি সৌম্যচিত্তে দান করে, তাহার সেই দান সর্বোত্তম হয়।

শোভনে ! যেরূপ ভূতলে বর্ষার সময় পতিত জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুতে ক্ষেত্রের কুষ্ঠ খাদ, তড়াগ, সরোবর ও নদীসকল অতর্কণীয়ভাবে জলপূর্ণ দেখা যায়, সেইরূপ এক একটি করিয়া অল্প অল্প প্রদত্ত দানও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ভরণ পোষণযোগ্য ব্যক্তিবর্গকে অল্প কষ্টদান করিয়াও যদি দান করা হয়, তবে সেই দান শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। স্ত্রী-পুত্র, ধন ও ধান্য—এই সব বস্তু মৃত মনুষ্যগণের সহিত গমন করে না। যশস্বিনি ! ধনপ্রাপ্ত হইয়া তাহার দান ও ভোগ করাও শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু দান করিলে মনুষ্যগণ মহাসৌভাগ্যশালী নরপতি হয়। এই পৃথিবীতে দানের সমান অন্য কোনও বস্তু নাই। দানের তুল্য

নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো নানৃতাৎ পাতকং পরম্ ॥
আশ্রমে যস্তু তপ্যেত তপো মূলফলাশনঃ ।
আদিত্যাভিমুখো ভূত্বা জটাবল্কলসংবৃতঃ ॥
মণ্ডূকশায়ী হেমন্তে গ্রীষ্মে পঞ্চতপা ভবেৎ ।
সম্যক্ তপশ্চরন্তীহ শ্রদ্দধানা বনাশ্রমে ॥
গৃহাশ্রমস্য তে দেবি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ।

উমোবাচ ।

গৃহাশ্রমস্য যা চর্য্যা ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে ॥
যথা চ দৈবতাঃ পূজ্যাঃ সততং গৃহমেধিনা ।
যদ্ যচ্চ পরিহর্তব্যং গৃহিণা তিথিপর্বসু ॥
তৎ সর্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যমানং ত্বয়া বিভো ।

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

গৃহাশ্রমস্য যন্মূলং ফলং ধর্মোঽয়মুত্তমঃ ॥
পাদৈশ্চতুর্ভিঃ সততং ধর্ম্মো যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ ।
সারভূতং বরারোহে দধ্নো ঘৃতমিবোদ্ধৃতম্ ॥
তদহং তে প্রবক্ষ্যামি শ্রূয়তাং ধর্ম্মচারিণি ।

অন্য কোনও নিধি নাই। সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ কোন ধর্ম নাই এবং মিথ্যা হইতে অধিক কোনও পাপ নাই।

যে মানুষ বানপ্রস্থ আশ্রমে ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া জটাধারণ ও বল্কল বস্ত্র পরিধান করত সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া তপস্যা করে হেমন্ত ঋতুতে মণ্ডুকের (ব্যাঙের) ন্যায় জলে শয়ন করে এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে পঞ্চাগ্নির তাপ সহ্য করে, এইভাবে যে মানুষ বানপ্রস্থ আশ্রমে থাকিয়া শ্রদ্ধাসহকারে উত্তম তপস্যা করে, সেই মানুষও গৃহস্থাশ্রমের পালনে প্রাপ্য ধর্মের ষোড়শ ভাগের এক ভাগের সমান হইতে পারে না।

উমা বলিলেন,—প্রভো ! গৃহস্থাশ্রমের যে আচার, যে ব্রত ও নিয়ম, গৃহস্থের সর্ব্বদা যেভাবে দেবতাগণের পূজা করা উচিত এবং তিথি ও পর্ব্বদিনে তাহার যে যে বস্তু পরিত্যাগ করা আবশ্যক, সেই সবই আমি আপনার নিকট হইতে শুনিতে বাসনা করি আপনি তাহা বলুন।

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি ! গৃহস্থ-আশ্রমের যাহা মূল ও ফল এই উত্তম ধর্ম যেখানে নিজের চারি চরণে সদা বিরাজমান থাকে, বরারোহে ! যেরূপ দধি হইতে ঘৃত নির্গত হয়, সেইরূপ যাহা সকল ধর্মের সারভূত, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি। ধর্মচারিণি ! তুমি শ্রবণ কর।

তদহং তে প্রবক্ষ্যামি শ্রূয়তাং ধর্ম্মচারিণি।
শুশ্রূষন্তে যে পিতরং মাতরঞ্চ গৃহাশ্রমে ॥
ভর্তারং চৈব যা নারী অগ্নিহোত্রঞ্চ যে দ্বিজাঃ
তেষু তেষু চ প্রীণন্তি দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ॥
পিতরঃ পিতৃলোকস্থাঃ স্বধর্ম্মেণ স রজ্যতে।

উমোবাচ।

মাতাপিতৃবিযুক্তানাং কা চর্য্যা গৃহমেধিনাম্ ॥
বিধবানাঞ্চ নারীণাং ভবানেতদ্ ব্রবীতু মে ॥

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

দেবতাতিথিশুশ্রূষা গুরুবৃদ্ধাভিবাদনম্ ॥
অহিংসা সর্বভূতানামলোভঃ সত্যসন্ধতা।
ব্রহ্মচর্য্যং শরণ্যত্বং শৌচং পূর্বাভিভাষণম্ ॥
কৃতজ্ঞত্বমপৈশুন্যং সততং ধর্মশীলতা।
দিনে দ্বিরভিষেকঞ্চ পিতৃদৈবতপূজনম্ ॥
গবাহ্নিকপ্রদানঞ্চ সংবিভাগোঽতিথিষ্বপি।
দীপং প্রতিশ্রয়ং চৈব দদ্যাৎ পাদ্যাসনং তথা ॥
পঞ্চমেঽহনি ষষ্ঠে বা দ্বাদশেঽপ্যষ্টমেঽপি বা।
চতুর্দশে পঞ্চদশে ব্রহ্মচারী সদা ভবেৎ ॥

শ্মশ্রুকর্ম শিরোঽভ্যঞ্জনমঞ্জনং দন্তধাবনম্।
নৈতেষ্বহঃসু কুর্বীত তেষু লক্ষ্মীঃ প্রতিষ্ঠিতা ॥
ব্রতোপবাসনিয়মস্তপো দানঞ্চ শক্তিতঃ।
ভরণং ভৃত্যবর্গস্য দীনানামনুকম্পনম্ ॥
পরদারনিবৃত্তিশ্চ স্বদারেষু রতিঃ সদা।
শরীরমেকদম্পত্যোর্বিধাত্রা পূর্বনির্মিতম্ ॥
তস্মাৎ স্বদারনিরতো ব্রহ্মচারী বিধীয়তে।
শীলবৃত্তিবিনীতস্য নিগৃহীতেন্দ্রিয়স্য চ ॥
আর্জবে বর্তমানস্য সর্বভূতহিতৈষিণঃ।
প্রিয়াতিথেশ্চ ক্ষান্তস্য ধর্ম্মার্জিতধনস্য চ ॥
গৃহাশ্রমপদস্থস্য কিমন্যৈঃ কৃত্যমাশ্রমৈঃ।
যথা মাতরমাশ্রিত্য সর্বে জীবন্তি জন্তবঃ ॥
তথা গৃহাশ্রমং প্রাপ্য সর্বে জীবন্তি চাশ্রমাঃ।
রাজানঃ সর্বপাষণ্ডাঃ সর্বে বৈ রঙ্গোপজীবিনঃ ॥
ব্যালগ্রাহাশ্চ দম্ভাশ্চ চোরা রাজভটাস্তথা।
সবিদ্যাঃ সর্ব্বশীলকাঃ সর্বে বৈ বিচিকিৎসকাঃ ॥
দূরাধ্বানং প্রপন্নাশ্চ ক্ষীণপথ্যোদনা নরাঃ।
এ'ত চা'না 5 বহবঃ তর্কযন্তি গৃহাশ্রমম্ ॥

যাহারা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া মাতা পিতার সেবা করে, যে নারী পতির সেবা করে এবং যে সব ব্রাহ্মণ নিত্য অগ্নিহোত্র কর্ম করেন, তাহাদের সকলের উপর ইন্দ্রাদি দেবতাগণ এবং পিতৃলোকবাসী পিতৃগণ প্রসন্ন হন ও সেই মানুষ নিজের ধর্মের দ্বারা আনন্দিত হয়।

উমাদেবী বলিলেন, যে গৃহস্থ পুরুষগণের মাতা পিতা নেই, তাহাদের অথবা বিধবা নারীদিগের জীবনচর্য্যা কিরূপ হওয়া উচিত? আপনি তাহা আমাকে বলুন।

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন, দেবতা ও অতিথিগণের সেবা, গুরুজন এবং বৃদ্ধ পুরুষগণের অভিবাদন, কোনও প্রাণীকে হিংসা না করা লোভ পরিত্যাগ করা, সত্যপ্রতিজ্ঞ হওয়া, ব্রহ্মচর্য্য পালন করা, শরণাগতবাৎসল্য, শৌচাচার, প্রথমে বাক্যালাপ করা, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া, কাহারও প্রতি খলতা না করা, সদা ধর্মশীল হওয়া, দিনে দুইবার স্নান করা, দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করা, গোগণকে প্রতিদিন অন্নের গ্রাস ও ঘাস দেওয়া, অতিথিদিগকে বিভাগপূর্ব্বক ভোজন দান করা, দীপ, থাকিবার স্থান, পাদ্য ও আসন দান করা, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দ্বাদশী, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা তিথিতে সদা ব্রহ্মচর্য্য পালন করা, এই সব তিথিতে ক্ষৌর কর্ম, মস্তকে তৈলমর্দ্দন, স্বচক্ষুতে অঞ্জন লেপন এবং দন্তধাবনাদি কার্য্য করিবে না। যাহারা এই সব বিধি-নিষেধ পালন করে, তাহাদের গৃহে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত থাকে।

ব্রত ও উপবাসের নিয়ম পালন করা, তপস্যা করা, যথাশক্তি দান করা, পোষ্যবর্গের পোষণ করা, দীনগণের প্রতি করুণা করা, পরস্ত্রী সংসর্গ হইতে নিবৃত্ত হওয়া এবং সদা নিজের স্ত্রীর প্রতিই অনুরক্ত থাকা গৃহস্থের ধর্ম।

বিধাতা পূর্ব্বকালে পতি-পত্নীর একই শরীর নির্মাণ করিয়াছেন, অতএব নিজেরই স্ত্রীতে অনুরক্ত মানুষ ব্রহ্মচারী বলিয়া কথিত হয়।

যে ব্যক্তি শীল ও সদাচারে বিনীত, যে নিজের ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া রাখে, যে সরলতাপূর্ণ ব্যবহার করে, যে সমস্ত প্রাণিগণের হিতৈষী, যে অতিথিপ্রিয়, যে ক্ষমাশীল এবং যে ধর্মানুসারে ধন উপার্জন করে— এরূপ গৃহস্থগণের পক্ষে অন্য আশ্রমসকলের কি আবশ্যকতা আছে?

যেরূপ সকল জীব মাতার আশ্রয় লইয়া জীবনযাপন করে,

মার্জারা মূষিকাঃ শ্বানঃ শূকরাশ্চ শুকাস্তথা।
কপোতকাঃ কর্কটকা সরীসৃপনিষেবণাঃ॥
অরণ্যবাসিনশ্চান্যে সত্ত্বা যে মৃগপক্ষিণাম্।
এবং বহুবিধা দেবি লোকেঽস্মিন্ সচরাচরাঃ॥
গৃহে ক্ষেত্রে বিলে চৈব শতশোঽথ সহস্রশঃ।
গৃহস্থেন কৃতং কর্ম সর্বৈস্তৈরিহ ভুজ্যতে॥
উপযুক্তঞ্চ যৎ তেষাং মতিমান্ নানুশোচতি।
ধর্ম্ম ইত্যেব সঙ্কল্প্য যস্তু তস্য ফলং শৃণু॥
সর্বযজ্ঞপ্রণীতস্য হয়মেধেন যৎ ফলম্।
বর্ষে স দ্বাদশে দেবি ফলেনৈতেন যুজ্যতে॥)

উমোবাচ।

উক্তস্ত্বয়া পৃথক্‌কর্ম্মশ্চাতুর্বর্ণ্যহিতঃ শুভঃ।
সর্বব্যাপী তু যো ধর্ম্মো ভগবংস্তদ্ ব্রবীহি মে॥ ৬১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

ব্রাহ্মণা লোকসারেণ সৃষ্টা ধাত্রা গুণার্থিনা।
লোকাংস্তারয়িতুং কৃৎস্নান্ মর্ত্যেষু ক্ষিতিদেবতাঃ॥৬২
তেষামপি প্রবক্ষ্যামি ধর্মকর্মফলোদয়ম্।
ব্রাহ্মণেষু হি যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মঃ পরমো মতঃ॥ ৬৩
ইমে তে লোকধর্ম্মার্থং ত্রয়ঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা।
পৃথিব্যাং সর্জনে নিত্যং সৃষ্টাংস্তানপি মে শৃণু॥ ৬৪
বেদোক্তঃ পরমো ধর্ম্মঃ স্মৃতিশাস্ত্রগতোঽপরঃ।
শিষ্টাচীর্ণোঽপরঃ প্রোক্তস্ত্রয়ো ধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ॥ ৬৫
ত্রৈবিদ্যো ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ ন চাধ্যয়নজীবকঃ।
ত্রিকর্ম্মা ত্রিপরিক্রান্তো মৈত্র এষ স্মৃতো দ্বিজঃ॥ ৬৬
ষড়িমানি তু কর্ম্মাণি প্রোবাচ ভুবনেশ্বরঃ।
বৃত্ত্যর্থং ব্রাহ্মণানাং বৈ শৃণু ধর্ম্মান্ সনাতনান্॥ ৬৭

সেইরূপ অন্য সব আশ্রমই গৃহস্থ-আশ্রমকে আশ্রয় করিয়াই জীবিত আছে।

রাজা, পাষণ্ডী, নট, হিংসক, দম্ভ, চোর, রাজপুরুষ, বিদ্বান্, সর্বশীলজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সংশয়ালু, দূর পথ হইতে আগত পাথেয়হীন পথিক ইহারা এবং আরও অনাক্ত বহু মানুষ গৃহস্থাশ্রমবিষয়ে নানাবিধ তর্কাতর্কি করে।

দেবি! বিড়াল, ইঁদুর, কুকুর, শূকর, শুক, পায়রা, কর্কটক (কাকাদি) ও সরীসৃপসেবী—ইহারা এবং আরও অনাক্ত মৃগ পক্ষিগণের বনবাসী সমুদায় ও এইরূপ এই জগতে যে নানাপ্রকার শত শত ও সহস্র সহস্র চরাচর প্রাণী গৃহ, ক্ষেত্র ও বিলে বাস করে, ইহারা সকলেই এ জগতে গৃহস্থ কর্তৃক কৃত কর্মকেই ভোগ করে।

যে বস্তু তাহাদের উপভোগে আসিয়াছে, তাহার জন্য যে বুদ্ধিমান্ মানুষ কখনও শোক করে না, এই সব পালন করাই ধর্ম—এরূপ বুঝিয়া সন্তুষ্ট থাকে, তাহার প্রাপ্য ফলের কথা শ্রবণ কর।

দেবি! যে সমস্ত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছে, তাহার অশ্বমেধ-যজ্ঞের দ্বারা যে ফল লাভ হয়, সেই ফল এই গৃহস্থের বার বৎসর পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত নিয়মসমূহ পালন করিলে প্রাপ্তি হইয়া থাকে।)

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! আপনি চারি বর্ণের পক্ষে হিতকারী এবং শুভ ধর্ম পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বর্ণনা করিলেন। এখন আমাকে সেই ধর্ম বলুন, যাহা সকল বর্ণের পক্ষেই সমানরূপে উপযোগী হইবে। ৬১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! গুণসমূহের বাসনাকারী জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা সমস্ত লোকসকলকে উদ্ধার করিবার জন্য জগতের সার বস্তুর দ্বারা মর্ত্ত্যলোকে ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ এই ভূমণ্ডলের দেবতা, অতএব প্রথমে তাহাদের ধর্ম-কর্ম ও তাহার ফল বর্ণনা করিতেছি; কারণ, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহাই পরম ধর্ম বলিয়া অভিহিত হয়। ৬২-৬৩

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা সম্পূর্ণ জগতের রক্ষার জন্য এই তিনপ্রকার ধর্মের বিধান করিয়াছেন। পৃথিবীর সৃষ্টির সহিতই এই তিন ধর্মেরও সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সব ধর্ম তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ৬৪

প্রথম—বেদোক্ত ধর্ম, যাহা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, দ্বিতীয়—বেদানুকূল স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত—স্মার্ত্ত-ধর্ম এবং তৃতীয়—শিষ্ট পুরুষগণের দ্বারা আচরিত ধর্ম (শিষ্টাচার)। এই তিন সনাতন ধর্ম। ৬৫

যে তিন বেদবিদ্যায় জ্ঞানী ও বিদ্বান্, যে পঠন-পাঠনের কার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জন করে না; দান, ধর্ম ও যজ্ঞ—এই তিন কর্মের সদা অনুষ্ঠান করে, কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিন দোষ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং যে সকল প্রাণীর প্রতিই মিত্র-ভাবাপন্ন, এরূপ পুরুষই বাস্তবে ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হয়। ৬৬

ভুবনেশ্বর ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণের জীবিকার জন্য এই ছয়টি কর্মের কথা বলিয়াছেন। এই ছয়টি কর্মই তাহাদের সনাতন ধর্ম। তাহাদের নাম শ্রবণ কর। ৬৭

যজনং যাজনং চৈব তথা দান-প্রতিগ্রহৌ।
অধ্যাপনং চাধ্যয়নং ষট্‌কর্মা ধর্মভাগ্ দ্বিজঃ॥ ৬৮
নিত্যঃ স্বাধ্যায়িতা ধর্মো ধর্মো যজ্ঞঃ সনাতনঃ।
দানং প্রশস্যতে চাস্য যথাশক্তি যথাবিধি॥ ৬৯
শমস্তু পরমো ধর্মঃ প্রবৃত্তঃ সৎসু নিত্যশঃ।
গৃহস্থানাং বিশুদ্ধানাং ধর্মস্য নিচয়ো মহান্॥ ৭০
পঞ্চযজ্ঞবিশুদ্ধাত্মা সত্যবাগনসূয়কঃ
দাতা ব্রাহ্মণসৎকর্তা সুসংসৃষ্টনিবেশনঃ॥ ৭১
অমানী চ সদাজিহ্মঃ স্নিগ্ধবাণীপ্রদস্তথা।
অতিথ্যভ্যাগতরতিঃ শেষান্নকৃতভোজনঃ॥ ৭২
পাদ্যমর্ঘ্যং যথান্যায়মাসনং শয়নং তথা।
দীপং প্রতিশ্রয়ং চৈব যো দদাতি স ধার্মিকঃ॥ ৭৩
প্রাতরুত্থায় চাচম্য ভোজনেনোপমন্ত্র্য চ।
সৎকৃত্যানুব্রজেদ্ যস্তু তস্য ধর্মঃ সনাতনঃ॥ ৭৪
সর্বাতিথ্যং ত্রিবর্গস্য যথাশক্তি নিশানিশম্।
শূদ্রধর্মঃ সমাখ্যাতস্ত্রিবর্গপরিচারণম্॥ ৭৫
প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্মো গৃহস্থেষু বিধীয়তে।
তমহং বর্তয়িষ্যামি সর্বভূতহিতং শুভম্॥ ৭৬
দাতব্যমসকৃচ্ছক্ত্যা যষ্টব্যমসকৃৎ তথা।
পুষ্টিকর্মবিধানঞ্চ কর্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা॥ ৭৭
ধর্মেণার্থঃ সমাহার্যো ধর্মলব্ধং ত্রিধা ধনম্।
কর্তব্যং ধর্মপরমং মানবেন প্রযত্নতঃ॥ ৭৮
একেনাংশেন ধর্মার্থৌ কর্তব্যৌ ভূতিমিচ্ছতা।
একেনাংশেন কামার্থ একমংশং বিবর্ধয়েৎ॥ ৭৯
নিবৃত্তিলক্ষণস্ত্বন্যো ধর্মো মোক্ষায় তিষ্ঠতি।
তস্য বৃত্তিং প্রবক্ষ্যামি শৃণু মে দেবি তত্ত্বতঃ॥ ৮০

যজন (যজ্ঞ-পূজাদি কার্য্য স্বয়ং করা), যাজন (যজ্ঞাদি কার্য্য করান), দান (স্বয়ং দান প্রদান করা), প্রতিগ্রহ (স্বয়ং অন্যের প্রদত্ত দান গ্রহণ করা), অধ্যয়ন (স্বয়ং বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করা) এবং অধ্যাপন (অন্যকে বেদাদি শাস্ত্রের পাঠ দান করা)। এই ছয় কর্মে নিরত ব্রাহ্মণ ধর্মভাগী হয়। ৬৮

ইহাদের মধ্যেও সদা স্বাধ্যায়শীল হওয়া ব্রাহ্মণের মুখ্য ধর্ম, যজ্ঞ করা সনাতন ধর্ম এবং নিজের শক্তি অনুসারে বিধি পূর্ব্বক দান দেওয়া তাহার পক্ষে প্রশস্ত ধর্ম। ৬৯

রূপাদি সর্ব্বপ্রকার বিষয়সমূহ হইতে উপরত হওয়াকে 'শম' বলা হয়। ইহা সদা সৎপুরুষগণের মধ্যেই দেখা যায়। ইহার পালন করিলে শুদ্ধচিত্ত গৃহস্থগণের মহান্ ধর্মরাশি প্রাপ্তি হয়। ৭০

যে গৃহস্থ পুরুষ পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিয়া নিজের চিত্তকে শুদ্ধ করিয়াছে, যে সদা সত্য কথা বলে, যে কাহারও দোষ দর্শন করে না, দান করে, ব্রাহ্মণগণকে সৎকার করে, গৃহকে মার্জন ও অনুলেপনাদির দ্বারা পরিষ্কার রাখে, অভিমান ত্যাগ করে সদা সরলভাবে থাকে, স্নেহযুক্ত বাক্য বলে, অতিথি ও অভ্যাগতের সেবায় মনকে আসক্ত রাখে, যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে এবং অতিথিকে শাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন, শয্যা, দীপ ও বাসস্থানের জন্য গৃহ প্রদান করে, তাহাকে ধার্মিক বলিয়া জানিতে হইবে। ৭১-৭৩

যে প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া আচমন করত ব্রাহ্মণকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করে এবং সেই ব্রাহ্মণকে যথাসময়ে সৎকার পূর্ব্বক ভোজন করাইবার পর কিছু দূর পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করে, তাহার দ্বারা সনাতন ধর্ম পালিত হয়। ৭৪

শূদ্র গৃহস্থের নিজের শক্তি অনুসারে তিন বর্ণের দিবারাত্রি সর্ব্বপ্রকারে আতিথ্য-সৎকার করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের পরিচর্য্যায় নিরত থাকা তাহার পক্ষে ধর্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ৭৫

প্রবৃত্তিরূপ ধর্মের বিধান গৃহস্থ পুরুষগণের জন্য করা হইয়াছে। ইহা সকল প্রাণীরই হিতকারী ও শুভ। এখন আমি তাহাই বর্ণনা করিব। ৭৬

নিজের কল্যাণকামী পুরুষের সামর্থ্যানুসারে সদা দান করা উচিত। সর্ব্বদা যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য ও সতত পুষ্টিজনক কর্ম করাও তাহার উচিত। ৭৭

ধর্মসহকারে মানুষের ধন উপার্জন করা কর্ত্তব্য। ধর্মানুসারে উপার্জিত ধনকে তিন ভাগ করা উচিত এবং সর্ব্বপ্রকারে ধর্ম-প্রধান কর্মেরই অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। ৭৮

নিজের উন্নতিকামী মানুষের ধনের পূর্ব্বোক্ত তিন ভাগের মধ্যে এক ভাগের দ্বারা ধর্ম ও অর্থ সিদ্ধি করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় ভাগের দ্বারা নিজের কামনা পূরণ করা উচিত অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগ নিজের উপভোগে ব্যয় করিবে এবং তৃতীয় ভাগকে পরিবর্দ্ধন করিবে (এইভাবে প্রবৃত্তি-ধর্ম বর্ণিত হইল)। ৭৯

নিবৃত্তরূপ ধর্ম ইহা হইতে ভিন্ন। তাহা মোক্ষের সাধনায় নিরত। দেবি! আমি যথাযথভাবে তাহার স্বরূপ বলিব, তুমি শ্রবণ কর। ৮০

সর্বভূতদয়া ধর্মো ন চৈকগ্রামবাসিতা।
আশাপাশবিমোক্ষশ্চ শস্যতে মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥ ৮১
ন কুট্যাং নোদকে সঙ্গো ন বাসসি ন চাসনে।
ন ত্রিদণ্ডে ন শয়নে নাগ্নৌ ন শরণালয়ে ॥ ৮২
অধ্যাত্মগতিচিন্তো যস্তন্মনাস্তৎপরায়ণঃ।
যুক্তো যোগং প্রতি সদা প্রতিসংখ্যানমেব চ ॥ ৮৩
বৃক্ষমূলশয়ো নিত্যং শূন্যাগারনিবেশনঃ।
নদীপুলিনশায়ী চ নদীতীররতিশ্চ যঃ ॥ ৮৪
বিমুক্তঃ সর্বসঙ্গেষু স্নেহবন্ধেষু চ দ্বিজঃ।
আত্মন্যেবাত্মনো ভাবং সমাসজ্যেত বৈ দ্বিজঃ ॥ ৮৫
স্থাণুভূতো নিরাহারো মোক্ষদৃষ্টেন কর্মণা।
পরিব্রজেতি যো যুক্তস্তস্য ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৮৬
ন চৈকত্র সমাসক্তো ন চৈকগ্রামগোচরঃ।

মোক্ষাভিলাষী পুরুষগণের সমস্ত প্রাণীর প্রতিই দয়া করা উচিত। ইহাই তাঁহাদের ধর্ম। তাঁহাদের সর্ব্বদা একই গ্রামে বাস করা উচিত নয় এবং নিজেদের আশারূপী বন্ধনকে ছেদন করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিয়া যাইবে। ইহাই মুমুক্ষু পুরুষগণের প্রশংসাসূচক বাক্য ॥ ৮১

মোক্ষাভিলাষী পুরুষ কুটীরে (গৃহে) আসক্তি রাখিবে না, এইরূপে না জলে, না বস্ত্রে, না আসনে, না ত্রিদণ্ডে, না শয্যায়, না অগ্নিতে এবং না কোন বাসস্থানে সেই ব্যক্তি আসক্ত থাকিবে ॥ ৮২

মুমুক্ষু পুরুষের অধ্যাত্মজ্ঞানের চিন্তা, মনন ও নিদিধ্যাসন করা উচিত। তাহার এই সবেই সদা আসক্তি রাখা কর্ত্তব্য। সে নিরন্তর যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া তত্ত্ব বিচার করিয়া যাইবে ॥ ৮৩

সন্ন্যাসী দ্বিজের কর্ত্তব্য হইল—সে সর্ব্বপ্রকার আসক্তি ও স্নেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বদা বৃক্ষের তলায়, শূন্য গৃহে অথবা নদীর তীরে বাস করিয়া নিজের অন্তঃকরণেই পরমাত্মার ধ্যানে আসক্ত থাকিবে ॥ ৮৪-৮৫

যে যোগযুক্ত সন্ন্যাসী মোক্ষোপযোগী কর্ম্ম শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদির দ্বারা সময় অতিবাহিত করিতে করিতে নিরাহার (বিষয়ভোগরহিত) ও কাষ্ঠদণ্ডের ন্যায় স্থির হইয়া অবস্থান করে, তাহার সনাতন ধর্ম্মের মোক্ষরূপ ধর্ম লাভ হয় ॥ ৮৬

মুক্তো হ্যটতি নির্মুক্তো ন চৈকপুলিনেশয়ঃ ॥ ৮৭
এষ মোক্ষবিদাং ধর্মো বেদোক্তঃ সৎপথঃ সতাম্।
যো মার্গমনুযাতীমং পদং তস্য চ বিদ্যতে ॥ ৮৮
চতুর্বিধা ভিক্ষবস্তে কুটীচক-বহূদকৌ।
হংসঃ পরমহংসশ্চ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ ॥ ৮৯
অতঃ পরতরং নাস্তি নাবরং ন তিরোগ্রতঃ।
অদুঃখমসুখং সৌম্যমজরামরমব্যয়ম্ ॥ ৯০

উমোবাচ।

গার্হস্থ্যো মোক্ষধর্মশ্চ সজ্জনাচরিতস্ত্বয়া।
ভাষিতো জীবলোকস্য মার্গঃ শ্রেয়স্করো মহান্ ॥ ৯১
ঋষিধর্মং তু ধর্মজ্ঞ শ্রোতুমিচ্ছাম্যতঃ পরম্।
স্পৃহা ভবতি মে নিত্যং তপোবননিবাসিষু ॥ ৯২
আজ্যধূমোদ্ভবো গন্ধো রুণদ্ধীব তপোবনম্।
তং দৃষ্ট্বা মে মনঃ প্রীতং মহেশ্বর সদা ভবেৎ ॥ ৯৩

সন্ন্যাসী কোনও এক স্থানে আসক্তি রাখিবে না, একই গ্রামে বসবাস করিবে না এবং কোনও একই তীরে শয়ন করিবে না। সে সর্ব্বপ্রকার আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিবে ॥ ৮৭

ইহাই মোক্ষধর্মজ্ঞ সৎপুরুষগণের বেদপ্রতিপাদিত ধর্ম ও সৎপুরুষগণ কর্ত্তৃক আচরিত সৎপথ। যে এই পথে গমন করে, তাহার ব্রহ্মপদ লাভ হয় ॥ ৮৮

সন্ন্যাসী চারি প্রকার—কুটীচক, বহূদক হংস ও পরমহংস। ইহাদের মধ্যে পর পর সন্ন্যাসী শ্রেষ্ঠ ॥ ৮৯

এই পরমহংস জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্য আত্মজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কিছুই নাই। এই পরমহংস-জ্ঞান কোন জ্ঞান হইতে নিকৃষ্ট নয়। পরমহংসজ্ঞানের সম্মুখে পরমাত্মা তিরোহিত হন না। উহা দুঃখ ও সুখরহিত, সৌম্য, অজর, অমর ও অবিনাশী পদ ॥ ৯০

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! আপনি সৎপুরুষগণ কর্ত্তৃক আচরিত গার্হস্থ্য ধর্ম ও মোক্ষ ধর্ম বর্ণনা করিলেন। এই উভয় পথই জীবজগতের মহাকল্যাণকারী ॥ ৯১

ধর্মজ্ঞ! এখন আমি ঋষিধর্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। তপোবনবাসী মুনিগণের উপর আমার সর্ব্বদা স্নেহ আছে ॥ ৯২

মহেশ্বর! এই ঋষিগণ যখন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেন, সেই সময় তাহার ধূম হইতে উত্থিত সুগন্ধ যেন সমগ্র তপোবন আবৃত করিয়া থাকে। ইহা দেখিয়া আমার মন সদা প্রসন্ন থাকে ॥ ৯৩

এতন্মে সংশয়ং দেব মুনিধর্মকৃতং বিভো।
সর্বধর্মার্থতত্ত্বজ্ঞ দেবদেব বদস্ব মে।
নিখিলেন ময়া পৃষ্টং মহাদেব যথাতথম্ ॥ ৯৪

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তেঽহং প্রবক্ষ্যামি মুনিধর্মমনুত্তমম্।
যং কৃত্বা মুনয়ো যান্তি সিদ্ধিং স্বতপসা শুভে ॥ ৯৫
ফেনপানামৃষীণাং যো ধর্মো ধর্মবিদাং সতাম্।
তন্মে শৃণু মহাভাগে ধর্মজ্ঞে ধর্মমাদিতঃ ॥ ৯৬
উঞ্ছন্তি সততং যে তে ব্রাহ্ম্যং ফেনোৎকরং শুভম্।
অমৃতং ব্রহ্মণা পীতমধ্বরে প্রসৃতং দিবি ॥ ৯৭
এষ তেষাং বিশুদ্ধানাং ফেনপানাং তপোধনে।
ধর্মচর্য্যাকৃতো মার্গো বালখিল্যগণৈঃ শৃণু ॥ ৯৮
বালখিল্যাস্তপঃসিদ্ধা মুনয়ঃ সূর্য্যমণ্ডলে।
উঞ্ছে তিষ্ঠন্তি ধর্মজ্ঞাঃ শাকুনীং বৃত্তিমাস্থিতাঃ ॥ ৯৯
মৃগনির্মোকবসনাশ্চীরবল্কলবাসসঃ।
নির্দ্বন্দ্বাঃ সৎপথং প্রাপ্তা বালখিল্যাস্তপোধনাঃ ॥ ১০০
অঙ্গুষ্ঠপর্বমাত্রা যে ভূত্বা স্বে স্বে ব্যবস্থিতাঃ।
তপশ্চরণমীহন্তে তেষাং ধর্মফলং মহৎ ॥ ১০১
তে সুরৈঃ সমতাং যান্তি সুরকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
দ্যোতয়ন্তি দিশঃ সর্বাস্তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ ॥ ১০২
যে ত্বন্যে শুদ্ধমনসো দয়াধর্মপরায়ণাঃ।
সন্তশ্চক্রচরাঃ পুণ্যাঃ সোমলোকচরাশ্চ যে ॥ ১০৩
পিতৃলোকসমীপস্থাস্ত উঞ্ছন্তি যথাবিধি।
সম্প্রক্ষালাশ্মকুট্টাশ্চ দন্তোলূখলিকাশ্চ তে ॥ ১০৪

বিভো দেব! এই মুনিগণের ধর্ম সম্বন্ধে আমার মনের সংশয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। দেবদেব! আপনি সমস্ত ধর্ম ও অর্থনীতির তত্ত্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, অতএব মহাদেব! আমি যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তৎসমস্তই পূর্ণরূপে যথাযথভাবে আমাকে বলুন। ৯৪

শ্রীভগবান্ শঙ্কর বলিলেন,—ভদ্রে! তোমার প্রশ্নে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। এখন আমি মুনিগণের সর্ব্বোত্তম ধর্ম বর্ণনা করিব, যাহা পালন করিয়া তাঁহারা নিজেদের তপস্যা দ্বারা পরম সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ৯৫

মহাভাগে ধর্মজ্ঞে! সর্ব্ব প্রথমে ধর্মবেত্তা সাধুপুরুষ ফেনপ ঋষিগণের যে ধর্ম, তাহার বর্ণনা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ৯৬

পুরাকালে ব্রহ্মা যজ্ঞ করিবার সময় যাহা পান করিয়াছিলেন এবং যাহা স্বর্গে বিস্তৃত হইয়া গিয়াছিল, সেই অমৃতকে (ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রথমে পীত হওয়ায়) ব্রাহ্ম বলা হয়। সেই অমৃতের ফেনকে যাহারা অল্প অল্প করিয়া সংগ্রহ করত পান করে (এবং তাহারই দ্বারা জীবন-ধারণ করত তপস্যায় নিরত থাকে), তাহাদিগকে ফেনপ * ঋষি বলা হয়। ৯৭

তপোধনে! এই ধর্মাচরণের মার্গ সেই বিশুদ্ধ ফেনপ মহাত্মাগণেরই মার্গ। এখন বালখিল্যনামক ঋষিগণের দ্বারা যে ধর্মপথ কথিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। ৯৮

এই বালখিল্যগণ তপস্যা দ্বারা সিদ্ধ মুনি। ইহারা সকলেই ধর্মজ্ঞ ও সূর্য্যমণ্ডলে বাস করে। সেখানে তাহারা উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া পক্ষিগণের ন্যায় এক একটি শস্যকণা সংগ্রহ করত তাহারই দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করে। ৯৯

মৃগচর্ম, চীর (বস্ত্রখণ্ড) ও বল্কল (বৃক্ষত্বক্)—এই সবই হইল তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র। এই সব বালখিল্যগণ শীত-উষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-রহিত, সৎপথ অবলম্বন করিয়া গমনকারী ও তপোধন। ১০০

ইহাদের প্রত্যেকের শরীর অঙ্গুষ্ঠের পর্ব্ব-পরিমাণ। এরূপ ক্ষুদ্রকায় হইলে পরও তাহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্যে অবস্থিত থাকিয়া সদা তপস্যায় নিরত আছে। তাহাদের ধর্মের ফল মহৎ। ১০১

ইহারা দেবগণের কার্য্য সিদ্ধি করিবার জন্য তাঁহাদের সমান রূপ ধারণ করে এবং তপস্যার দ্বারা সমস্ত পাপকে দগ্ধ করিয়া নিজেদের তেজে সম্পূর্ণ দিঙ্মণ্ডলকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। ১০২

ইহাদের অতিরিক্ত আরও বহু শুদ্ধচিত্ত, দয়াধর্মপরায়ণ এবং পুণ্যাত্মা ঋষি আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে চক্রচর (চক্রের ন্যায় বিচরণকারী), অনেকে সোমলোক নিবাসী এবং অনেকে আবার পিতৃলোকের নিকটে বাস করে। ইহারা সকলেই শাস্ত্র-বিধি অনুসারে উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ১০৩

বহু ঋষি সম্প্রক্ষাল (ভোজনের পর যাঁহারা পাত্র ধৌত করিয়া রাখিয়া দেন, অন্যদিনের জন্য কিছুই সংগ্রহ করিয়া

---

* কেহ কেহ বলেন—দুগ্ধ পানের সময় বৎসের মুখে যে দুগ্ধ-ফেন লাগিয়া থাকে; তাহাই অমৃত; সেই দুগ্ধ-ফেনরূপ অমৃত পানকারীকে 'ফেনপ' বলিয়া বুঝিতে হইবে। মহামতি টীকাকার আচার্য্য নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—মন্থনের পর অন্নের যে অগ্রভাগ নিঃসারণ করিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে 'ফেন' বলা হয়। এই অন্নের ফেনভক্ষণকারীকেই 'ফেনপ' বলা হইয়া থাকে।

সোমপানাঞ্চ দেবানামুষ্মপানাং তথৈব চ।
উঞ্ছন্তি যে সমীপস্থাঃ সদারা নিয়তেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১০৫
তেষামগ্নিপরিস্পন্দঃ পিতৄণাং চার্চনং তথা।
যজ্ঞানাং চৈব পঞ্চানাং যজনং ধর্ম উচ্যতে ॥ ১০৬
এষ চক্রচরৈর্দেবি দেবলোকচরৈর্দ্বিজৈঃ।
ঋষিধর্মঃ সদা চীর্ণো যোঽন্যস্তমপি মে শৃণু ॥ ১০৭
সর্বেষ্বেবর্ষিধর্মেষু জ্ঞেয়োঽত্মা সংযতেন্দ্রিয়ৈঃ।
কাম-ক্রোধৌ ততঃ পশ্চাজ্জেতব্যাবিতি মে মতিঃ ॥১০৮
অগ্নিহোত্রপরিস্পন্দো ধর্মরাত্রিসমাসনম্।
সোমযজ্ঞাভ্যনুজ্ঞানং পঞ্চমী যজ্ঞদক্ষিণা ॥ ১০৯
নিত্যং যজ্ঞক্রিয়া ধর্মঃ পিতৃদেবার্চনে রতিঃ।
সর্বাতিথ্যঞ্চ কর্তব্যমন্নেনোঞ্ছার্জিতেন বৈ ॥১১০
নিবৃত্তিরুপভোগেষু গোরসানাং শমে রতিঃ
স্থণ্ডিলে শয়নে যোগঃ শাকপর্ণনিষেবণম্ ॥ ১১১
ফলমূলাশনং বায়ুরাপঃ শৈবলভক্ষণম্।
ঋষীণাং নিয়মা হ্যেতে যৈর্জয়ন্ত্যজিতাং গতিম্ ॥ ১১২
বিধূমে সন্নমুসলে ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে।
অতীতপাত্রসঞ্চারে কালে বিগতভিক্ষুকে ॥ ১১৩
অতিথিং কাঙ্ক্ষমাণো বৈ শেষান্নকৃতভোজনঃ।
সত্যধর্মরতঃ শান্তো মুনিধর্মেণ যুজ্যতে ॥ ১১৪
ন স্তম্ভী ন চ মানী যো নাপ্রসন্নো ন বিস্মিতঃ।
মিত্রামিত্রসমো মৈত্রী যঃ স ধর্মবিদুত্তমঃ ॥ ১১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি
একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪১

রাখেন না, তাঁহাদিগকে 'সম্প্রকাল' ঋষি বলে), বহুঋষি অশ্মকুট্ট (প্রস্তরের দ্বারা চূর্ণ করিয়া ভক্ষণকারীদিগকে 'অশ্মকুট্ট' বলে) এবং বহু ঋষি আবার দন্তোলূখলিক (দন্তসকলের দ্বারা যাঁহারা উলূখলের কার্য্য সমাধা করেন অর্থাৎ কেবল দন্তের দ্বারাই চর্ব্বণ করিয়া যাঁহারা ভক্ষণ করেন, তাঁহাদিগকে দন্তোলূখলিক বলে)। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে সোমপ (চন্দ্রকিরণপানকারী) ও উষ্মপ (সূর্য্যকিরণপায়ী) হইয়া দেবতাগণের নিকটে বাস করত নিজেদের স্ত্রীসকলের সহিত উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবন-নির্ব্বাহ করে এবং ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া রাখে। ১০৪-১০৫

অগ্নিহোত্র, পিতৃগণের পূজা (শ্রাদ্ধ) এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান—এই সবই তাহাদেরই মুখ্য ধর্ম বলিয়া কথিত হয়।১০৬

দেবি! চক্রতুল্য বিচরণকারী ও দেবলোকে বাসকারী পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণ এই ঋষিধর্ম্মের সর্ব্বদাই অনুষ্ঠান করিয়াছে। ইঁহাদের অতিরিক্ত আর যে সব ঋষি আছে, তাহাদের ধর্ম্মও তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর।১০৭

সমস্ত আর্য-ধর্ম্মেই ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। তারপর শেষে কাম ও ক্রোধকেও জয় করা কর্ত্তব্য—ইহাই আমার অভিমত। ১০৮

প্রত্যেক ঋষির পক্ষেই অগ্নিহোত্রের সম্পাদন, ধর্ম্মসত্রে স্থিতি, সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান, যজ্ঞ-বিধির জ্ঞান ও যজ্ঞে দক্ষিণাদান—এই পঞ্চ কর্ম্মের বিধানও জানা আবশ্যক। ১০৯

নিত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং ধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য। উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা উপার্জ্জিত অন্নে সকলের আতিথ্য-সৎকার করা ঋষিগণের পরম ধর্ম্ম। ১১০

বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্তি, গোরস (গব্য-দুগ্ধ) আহার, শমে (অন্তরিন্দ্রিয়গণের সংযমসাধনায়) অনুরাগ, স্থণ্ডিলে (অগ্নিশালায়) শয়ন, যোগের অভ্যাস, শাক ও পত্র ভোজন, ফল-মূল ভক্ষণ এবং বায়ু, জল ও শেয়লা আহার—এই সব হইল ঋষিগণের নিয়ম। ইহাদের পালনে তাহারা অজিত অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হয়। ১১১-১১২

যখন গৃহস্থগণের গৃহে রন্ধনের ধূমনির্গমন বন্ধ হইয়া যায়, মূসলের দ্বারা ধান্যকুট্টনের শব্দ আর হয় না, উনুনের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, গৃহের সমস্ত মানুষের ভোজন সমাপ্ত হইয়া যায়, বর্ত্তনের (বাসন পত্রের) এদিক্ ওদিকে আনা নেওয়া বন্ধ হয় এবং ভিক্ষুকগণ ভিক্ষা লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, এরূপ সময় পর্য্যন্ত ঋষিগণ অতিথির জন্য অপেক্ষা করিবে এবং অতিথিদিগের ভোজনের পর অবশিষ্ট অন্নাদি স্বয়ং ভোজন করিবে। এরূপ করিলে সত্যধর্ম্মে অনুরাগী শান্ত পুরুষগণ ঋষি ধর্ম্মে যুক্ত হয় অর্থাৎ তাহাদের মুনিধর্ম্ম পালনের ফল লাভ হয়। যে পুরুষ শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমান বোধ করে ও সকলের প্রতি মৈত্রী ভাবসম্পন্ন, সেই পুরুষই ধর্ম্মজ্ঞগণের মধ্যে উত্তম ঋষি। ১১৩-১১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[উমা-মহেশ্বরয়োঃ সংবাদঃ, বানপ্রস্থধর্মস্য তৎপালনস্য চ বিধের্মাহাত্ম্যস্য চ বর্ণনম্ ।]

উমোবাচ।

দেশেষু রমণীয়েষু নদীনাং নির্ঝরেষু চ।
স্রবন্তীনাং নিকুঞ্জেষু পর্বতেষু বনেষু চ ॥ ১
দেশেষু চ পবিত্রেষু ফলবৎসু সমাহিতাঃ।
মূলবৎসু চ মধ্যেষু বসন্তি নিয়তব্রতাঃ ॥ ২
তেষামপি বিধিং পুণ্যং শ্রোতুমিচ্ছামি শঙ্কর ॥
বানপ্রস্থেষু দেবেশ স্বশরীরোপজীবিষু ॥ ৩

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

বানপ্রস্থেষু যো ধর্মস্তং মে শৃণু সমাহিতা।
শ্রুত্বা চৈকমনা দেবি ধর্মবুদ্ধিপরা ভব ॥ ৪
সংসিদ্ধৈর্নিয়মৈঃ সদ্ভির্বনবাসমুপাগতৈঃ।
বানপ্রস্থৈরিদং কর্ম কর্তব্যং শৃণু যাদৃশম্ ॥ ৫
(ভূত্বা পূর্বং গৃহস্থস্তু পুত্রানৃণ্যমবাপ্য চ।
কলত্রকার্যাং সন্ত্যজ্য কারণাৎ সন্ত্যজেদ্ গৃহম্ ॥
অবস্থাপ্য মনো ধৃত্যা ব্যবসায়পুরঃসরঃ।
নির্দ্বন্দ্বো বা সদারো বা বানবাসায় স ব্রজেৎ ॥
দেশাঃ পরমপুণ্যা যে নদীবনসমন্বিতাঃ।
অবোধমুক্তাঃ প্রায়েণ তীর্থায়তনসংযুতাঃ ॥
তত্র গত্বা বিধিং জ্ঞাত্বা দীক্ষাং কুর্যাদ্ যথাক্রমম্ :
দীক্ষিতৈকমনা ভূত্বা পরিচর্যাং সমাচরেৎ ॥
কল্যোত্থানঞ্চ শৌচঞ্চ সর্বদেবপ্রণামনম্।
শকৃদালেপনং কায়ে ত্যক্তদোষপ্রমাদতা ॥
সায়ম্প্রাতস্ত্বভিষেকং চাগ্নিহোত্রং যথাবিধি।
কালে শৌচঞ্চ কার্যাঞ্চ জটাবল্কলধারণম্ ॥
সততং বনচর্য্যা চ সমিৎকুসুমকারণাৎ।
নীবারাগ্রয়ণং কালে শাকমূলোপচায়নম্ ॥

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[উমা-মহেশ্বর সংবাদ, বানপ্রস্থ ধর্ম এবং তাহার পালনের বিধি ও মাহাত্ম্য বর্ণন।]

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! নিয়ম পূর্বক ব্রতপালনকারী একাগ্রচিত্ত বানপ্রস্থী মহাত্মারা নদীসমূহের রমণীয় তীর প্রদেশে, ঝরণাসমীপে, নদীর তীরবর্তী নিকুঞ্জ প্রদেশে, পর্ব্বতে, বনমধ্যে এবং ফল-মূলযুক্ত পবিত্র স্থানসমূহে বাস করে। ১-২

কল্যাণকারী দেবেশ্বর! বানপ্রস্থী মহাত্মাগণ নিজেদের শরীরকে কষ্ট দিয়াই জীবন নির্ব্বাহ করে; অতএব তাহাদের পালনযোগ্য যে পবিত্র কর্ত্তব্য বা নিয়ম আছে, আমি তাহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ৩

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,— দেবি! (গৃহস্থ এবং) বানপ্রস্থগণের যে ধর্ম, তাহা আমার নিকট হইতে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর এবং শ্রবণ করত একমনা হইয়া নিজের বুদ্ধিকে ধর্মে আসক্ত করিয়া রাখ। ৪

নিয়মসমূহ পালন করিয়া সিদ্ধ বনবাসী সাধু বানপ্রস্থদিগের যেরূপ কর্ম করা কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫

(মানুষ প্রথমে গৃহস্থ হইয়া পুত্রগণের উৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্তি লাভ করত পত্নীর সহিত করণীয় কার্য্য পূর্ণ করিয়া ধর্মসম্পাদনের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিবে।

ধৈর্য্যের দ্বারা মনকে স্থির করত মানুষ দৃঢ় নিশ্চয়ের সহিত নির্দ্বন্দ্ব (একাকী) হইয়া অথবা স্ত্রীর সহিত বনবাসের জন্য প্রস্থান করিবে।

নদী ও বনযুক্ত যে পরম রমণীয় পুণ্যপ্রদেশ, যাহা সাধারণতঃ অজ্ঞান হইতে মুক্ত, তীর্থ ও দেবস্থানসমূহে সুশোভিত, সেই স্থানে গমন করিয়া বিধি জ্ঞান লাভ করত ক্রমশঃ ঋষি-ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করিবে এবং দীক্ষিত হইবার পর একমনা হইয়া পরিচর্য্যা আরম্ভ করিবে।

প্রাতঃকালে উত্থিত হওয়া, শৌচাচার পালন করা, সকল দেবতাকে নমস্কার করা, শরীরে গোময় (গোবর) লেপন করিয়া স্নান করা, দোষ ও প্রমাদ ত্যাগ করা, সায়ংকাল ও ও প্রাতঃকালে স্নান এবং বিধি অনুসারে অগ্নিহোত্র করা, যথাসময়ে শৌচাচার পালন করা, মস্তকে জটা ধারণ করা, কটি-দেশে বল্কল ধারণ করা, সমিধ ও পুষ্পসংগ্রহের জন্য সদা বনে বিচরণ করা, যথাসময়ে নীবারের (তৃণধান্যের) দ্বারা আগ্রয়ণ কর্ম (নব শস্যেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন) করা, শাক ও মূল সংগ্রহ করা এবং সর্ব্বদা নিজের গৃহকে শুদ্ধ রাখা—এই সব কার্য্য বানপ্রস্থী মুনির পক্ষে অভীষ্ট। ইহাদের দ্বারা তাহার ধর্ম সিদ্ধি হয়।

সদারত্তনশৌচঞ্চ তস্য ধর্ম্মায় চেষ্যতে।
অতিথীনামাভিমুখ্যং তৎপরত্বঞ্চ সর্বদা ॥
পাদ্যাসনাভ্যাং সম্পূজ্য তথাহারনিমন্ত্রণম্।
অগ্রাম্যপচনং কালে পিতৃদেবার্চনং তথা ॥
পশ্চাদতিথিসৎকারস্তস্ত ধর্মাঃ সনাতনাঃ।
শিষ্টৈর্ধর্মাসনে চৈব ধর্মার্থসহিতাঃ কথাঃ ॥
প্রতিশ্রয়বিভাগশ্চ ভূমিশয্যা শিলাসু বা।
ব্রতোপবাসযোগশ্চ ক্ষমা চেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ॥
দিবারাত্রং যথাযোগং শৌচং ধর্মস্ত চিন্তনম্।)
ত্রিকালমভিষেকঞ্চ পিতৃদেবার্চনং তথা।
অগ্নিহোত্রপরিস্পন্দ ইষ্টিহোমবিধিস্তথা ॥ ৬
নীবারগ্রহণং চৈব ফলমূলনিষেবণম্।
ইঙ্গুদৈরণ্ডতৈলানাং স্নেহার্থে চ নিষেবণম্ ॥ ৭

যোগচর্য্যাকৃতৈঃ সিদ্ধৈঃ কাম-ক্রোধবিবর্জিতৈঃ।
বীরশয্যামুপাসদ্ভির্বীরস্থানোপসেবিভিঃ ॥ ৮
যুক্তৈর্যোগবহৈঃ সদ্ভির্গ্রীষ্মে পঞ্চতপৈস্তথা।
মণ্ডুকযোগনিয়তৈর্যথান্যায়ং নিষেবিভিঃ ॥ ৯
বীরাসনরতৈর্নিত্যং স্থণ্ডিলে শয়নং তথা।
শীততোয়াগ্নিযোগশ্চ চর্তব্যো ধর্মবুদ্ধিভিঃ ॥ ১০
অব্‌ভক্ষৈর্বায়ুভক্ষৈশ্চ শৈবলোত্তরভোজনৈঃ।
অশ্মকুট্টৈস্তথা দান্তৈঃ সম্প্রক্ষালৈস্তথাপরৈঃ ॥ ১১
চীরবল্কলসংবীতৈর্মৃগচর্মনিবাসিভিঃ।
কার্য্যা যাত্রা যথাকালং যথাধর্মং যথাবিধি ॥১২
বননিত্যৈর্বনচরৈর্বনস্থৈর্বনগোচরৈঃ।
বনং গুরুমিবাসাদ্য বস্তব্যং বনজীবিভিঃ ॥ ১৩

প্রথমে অতিথিগণের সম্মুখে যাইবে, তারপর সর্বদা তাহাদের সেবায় নিরত থাকিবে। পাদ্য ও আসনাদি দিয়া তাহাদের পূজা করিয়া ভোজনের জন্য তাহাদের নিমন্ত্রণ করিবে।

যথাসময়ে এতাদৃশ বস্তুসমূহের দ্বারা অন্নাদি পাক করিবে, যাহা গ্রামে উৎপন্ন হয় না। সেই পক্ব অন্নের দ্বারা প্রথমে দেবতা ও পিতৃগণের পূজা করিবে। তাহার পর অতিথিসৎকার করিয়া ভোজন করাইবে। এরূপ করিলে পর বানপ্রস্থাবলম্বনকারী মুনির সনাতন ধর্মের সিদ্ধি হয়।

ধর্মাসনে উপবিষ্ট শিষ্ট পুরুষগণের দ্বারা তাহার ধর্মার্থযুক্ত কথাসমূহ শ্রবণ করা উচিত। তাহার নিজের জন্য পৃথক্ আশ্রম নির্মাণ করা কর্তব্য। বানপ্রস্থী ভূমিতে অথবা প্রস্তরের শয্যায় শয়ন করিবে।

বানপ্রস্থাশ্রমী মুনি ব্রত ও উপবাসপালনে রত থাকিবে। সর্বদা ক্ষমাভাব অবলম্বন করিয়া থাকিবে, ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিবে এবং দিবারাত্র যথাসম্ভব শৌচাচার পালন করত ধর্মের চিন্তা করিতে থাকিবে।)

তাহার তিনবার স্নান, পিতৃপুরুষ ও দেবতাগণের পূজা, অগ্নিহোত্র এবং বিধি অনুসারে যজ্ঞ করা কর্তব্য। ৬

বানপ্রস্থের জীবিকার জন্য নীবার (তৃণধান্য হইতে উৎপন্ন তণ্ডুল) এবং ফল মূল সেবন করা উচিত এবং শরীরে স্নিগ্ধতা আনিবার জন্য অথবা তৈলের দ্বারা সম্পাদনযোগ্য কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ইঙ্গুদ ও রেড়ীর তেল সেবন করা কর্তব্য। ৭

তাহাদের যোগের অভ্যাস করিয়া উহাতে সিদ্ধি প্রাপ্ত করা আবশ্যক। কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। বীরাসনে উপবেশন করত বীরস্থানে (বিশাল ও ঘন বনমধ্যে) নিবাস করিবে। ৮

মনকে একাগ্র করিয়া যোগসাধনায় তৎপর থাকিবে। শ্রেষ্ঠ বানপ্রস্থীর গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির সেবা করা কর্তব্য। হঠযোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ মণ্ডুক-যোগের অভ্যাসে নিয়মসহকারে নিরত থাকিবে। যে কোনও বস্তুকে ন্যায়ানুসারে সেবন করা কর্তব্য। ৯

তাহার সদা বীরাসনে উপবেশন করা এবং বেদী অথবা অগ্নিশালায় শয়ন করা কর্তব্য। ধর্মবুদ্ধিযুক্ত বানপ্রস্থী মুনিগণের শীততোয়াগ্নি যোগের আচরণ করা কর্তব্য অর্থাৎ শীতের সময় রাত্রিতে জলের মধ্যে থাকা, বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে বাস করা এবং গ্রীষ্ম কালে পঞ্চাগ্নি সেবন করা উচিত। ১০

তাহারা বায়ু অথবা জলপান করিয়া জীবন ধারণ করিবে। শেওয়ালা ভোজন করিবে। প্রস্তরে অন্ন ও ফলকে চূর্ণ করিয়া ভোজন করিবে অথবা দন্তের দ্বারাই চর্ব্বণ করিয়া ভোজন করিবে। সম্প্রক্ষাল-নিয়ম অবলম্বন করিয়া বাস করিবে অর্থাৎ অন্য দিনের জন্য আহার সংগ্রহ করিয়া রাখিবে না। ১১

অধোবস্ত্রের স্থানে চীর ও বল্কল পরিধান করিবে, উত্তরীয়ের স্থানে মৃগচর্মের দ্বারা নিজের গাত্র আচ্ছাদিত করিবে। তাহাদের সময়ানুসারে ধর্মের উদ্দেশ্যে বিধি সহকারে তীর্থাদিস্থানে যাত্রা করা কর্তব্য। ১২

বানপ্রস্থগণের সদা বনেই থাকা, বনেই বিচরণ করা, বনেই

তেষাং হোমক্রিয়া ধর্মঃ পঞ্চযজ্ঞনিষেবণম্ ।
ভাগশঃ পঞ্চযজ্ঞস্য বেদোক্তস্যানুপালনম্ ॥ ১৪

অষ্টমীযজ্ঞপরতা চাতুর্মাস্যনিষেবণম্ ।
পৌর্ণমাসাদয়ো যজ্ঞা নিত্যযজ্ঞস্তথৈব চ ॥ ১৫

বিমুক্তাঃ দারসংযোগৈর্বিমুক্তাঃ সর্বসঙ্করৈঃ ।
বিমুক্তাঃ সর্বপাপৈশ্চ চরন্তি মুনয়ো বনে ॥ ১৬

স্রুগ্‌ভাণ্ডপরমা নিত্যং ত্রেতাগ্নিশরণাঃ সদা ।
সন্তঃ সৎপথনিত্যা যে তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১৭

ব্রহ্মলোকং মহাপুণ্যং সোমলোকঞ্চ শাশ্বতম্ ।
গচ্ছন্তি মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ সত্যধর্মব্যপাশ্রয়াঃ ॥ ১৮

এষ ধর্মো ময়া দেবি বানপ্রস্থাশ্রিতঃ শুভঃ ।
বিস্তরেণাথ সম্পন্নো যথাস্থূলমুদাহৃতঃ ॥ ১৯

উমোবাচ ।

ভগবন্ সর্বভূতেশ সর্বভূতনমস্কৃত ।
যো ধর্মো মুনিসঙ্ঘস্য সিদ্ধিবাদেষু তং বদ ॥ ২০

সিদ্ধিবাদেষু সংসিদ্ধাস্তথা বননিবাসিনঃ
স্বৈরিণো দারসংযুক্তাস্তেষাং ধর্মঃ কথং স্মৃতঃ ॥ ২১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

স্বৈরিণস্তপসা দেবি সর্বে দারবিহারিণঃ ।
তেষাং মৌণ্ড্যং কষায়শ্চ বাসে রাত্রিশ্চ কারণম্ ॥ ২২

ত্রিকালমভিষেকশ্চ হোত্রং ত্বৃষিকৃতং মহৎ ।
সমাধিসৎপথস্থানং যথোদ্দিষ্টনিষেবণম্ ॥ ২৩

যে চ তে পূর্বকথিতা ধর্মাস্তে বনবাসিনাম্ ।
যদি সেবন্তি ধর্মাংস্তানাপ্নুবন্তি তপঃফলম্ ॥ ২৪

যে চ দম্পতিধর্মাণঃ স্বদারনিয়তেন্দ্রিয়াঃ ।
চরন্তি বিধিবদ্ দৃষ্টং তদৃতুকালাভিগামিনঃ ॥ ২৫

বাস করা, বনেরই পথ দিয়া গমনাগমন করা এবং গুরুর ন্যায় বনের শরণ গ্রহণ করিয়া বনেই জীবন নির্ব্বাহ করা উচিত ॥ ১৩

প্রতিদিন অগ্নিহোত্র ও পঞ্চ মহাযজ্ঞের সেবন বানপ্রস্থগণের ধর্ম্ম। তাঁহাদের বিভাগপূর্ব্বক বেদোক্ত পঞ্চযজ্ঞের নিরন্তর পালন করা কর্ত্তব্য ॥ ১৪

অষ্টমী তিথিতে করণীয় অষ্টকা-শ্রাদ্ধরূপ যজ্ঞে নিরত থাকা, চাতুর্মাস্য-ব্রত পালন করা, পৌর্ণমাস ও দর্শ-আদি যজ্ঞ ও নিত্য-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা বানপ্রস্থ মুনির ধর্ম্ম ॥ ১৫

বানপ্রস্থমুনিরা স্ত্রী-সমাগম, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কর এবং সমস্ত পাপ হইতে দূরে থাকিয়া বনে বিচরণ করিবে ॥ ১৬

স্রুক্-স্রুবাদি যজ্ঞপাত্রই তাঁহার পক্ষে উত্তম উপকরণ। তাঁহারা আহবনীয়, দক্ষিণ ও গার্হপত্য এই ত্রিবিধ অগ্নির শরণ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদেরই পরিচর্য্যায় নিরত থাকিবে এবং নিত্য সৎপথে বিচরণ করিবে। এইভাবে স্বীয় ধর্ম্মে নিরত থাকিয়া সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ পরম গতি লাভ করে ॥ ১৭

সেই মুনিগণ এইরূপে সত্যধর্ম্মাশ্রয়ী ও সিদ্ধ হয়, সেইজন্য তাঁহারা মহাপুণ্যময় ব্রহ্মলোক ও সনাতন সোমলোকে গমন করে ॥ ১৮

দেবি! এই আমি তোমার নিকট বিস্তারসহকারে মঙ্গলময় বানপ্রস্থ-ধর্ম স্থূলভাবে বর্ণনা করিলাম ॥ ১৯

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! সর্ব্বভূতেশ্বর! সমস্ত প্রাণিগণের দ্বারা বন্দিত মহেশ্বর! জ্ঞানগোষ্ঠীমধ্যে মুনিগণের যে ধর্ম নিশ্চিত করা হইয়াছে, তাহা আমাকে বলুন ॥ ২০

জ্ঞানগোষ্ঠীমধ্যে যাহারা সর্ব্বোত্তোভাবে সিদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেই বনবাসী মুনিগণ কোন কোনও স্থলে একাকীই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে এবং কাহারা আবার পত্নীর সহিতই অবস্থান করে। তাহাদের ধর্ম্ম কিরূপ কথিত হইয়াছে? ২১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! সকল বানপ্রস্থ মুনিই তপস্যায় নিরত থাকে, তাহাদের মধ্যে অনেকে স্বচ্ছন্দে একাকীই বিচরণ করে (স্ত্রীকে সঙ্গে রাখে না) এবং অনেকে আবার নিজ নিজ স্ত্রীর সহিতই অবস্থান করে। স্বচ্ছন্দে বিচরণকারী মুনিরা মস্তকে মুণ্ডন করত গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে; (তাহাদের জন্য কোন এক স্থান নিশ্চিত থাকে না); কিন্তু যাহারা নিজ নিজ স্ত্রীর সহিত বিচরণ করে, তাহারা রাত্রিকালে নিজেদের আশ্রমেই অবস্থিত থাকে ॥ ২২

এই দুই প্রকারেরই ঋষিগণের এই প্রধান কর্ত্তব্য পালন করা উচিত—তাহারা প্রতিদিন তিন কালে জলে স্নান করিবে অগ্নিতে আহুতি দিবে, সমাধিস্থ হইবে, সৎপথে চলিবে এবং শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২৩

পূর্বে তোমার নিকটে বনবাসিগণের যে সব ধর্ম্ম বলিয়াছি, সেই সব যদি তাহারা পালন করে, তবে তাহাদের নিজ নিজ তপস্যার পূর্ণ ফল লাভ হয় ॥ ২৪

যে গৃহস্থগণ দাম্পত্য ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে স্ত্রীকে নিজের সঙ্গে রাখে, তাহার সহিতই ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক বেদবিহিত ধর্ম্মের

তেষামৃষিকৃতো ধর্ম্মো ধর্ম্মিণামুপপদ্যতে।
ন কামকারাৎ কামোঽন্যঃ সংসেব্যো ধর্ম্মদর্শিভিঃ ॥ ২৬
সর্ব্বভূতেষু যঃ সম্যগ্ দদাত্যভয়দক্ষিণাম্।
হিংসাদোষবিমুক্তাত্মা স বৈ ধর্ম্মেণ যুজ্যতে ॥ ২৭
সর্ব্বভূতানুকম্পী যঃ সর্ব্বভূতার্জ্জবব্রতঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতশ্চ স বৈ ধর্ম্মেণ যুজ্যতে ॥ ২৮
সর্ব্ববেদেষু বা স্নানং সর্ব্বভূতেষু চার্জ্জবম্।
উভে এতে সমে স্যাতামার্জ্জবং বা বিশিষ্যতে ॥ ২৯
আর্জ্জবং ধর্ম্মমিত্যাহুরধর্ম্মো জিহ্ম উচ্যতে।
আর্জ্জবেনেহ সংযুক্তো নরো ধর্ম্মেণ যুজ্যতে ॥ ৩০
আর্জ্জবে তু রতো নিত্যং বসত্যমরসন্নিধৌ।
তস্মাদার্জ্জবযুক্তঃ স্যাদ্ য ইচ্ছেদ্ ধর্ম্মমাত্মনঃ ॥ ৩১
ক্ষান্তো দান্তো জিতক্রোধো ধর্ম্মভূতো বিহিংসকঃ।
ধর্ম্মে রতমনা নিত্যং নরো ধর্ম্মেণ যুজ্যতে ॥ ৩২
ব্যপেততন্দ্রির্ধর্ম্মাত্মা শক্ত্যা সৎপথমাশ্রিতঃ।
চারিত্রপরমো বুদ্ধো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৩৩

উমোবাচ।

(এষাং যাযাবরাণাং তু ধর্ম্মমিচ্ছামি মানদ।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টস্তন্মে ব্রূহি মহেশ্বর ॥

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

ধর্ম্মং যাযাবরাণাং ত্বং শৃণু ভামিনি তৎপরা ॥
ব্রতোপবাসশুদ্ধাঙ্গাস্তীর্থস্নানপরায়ণাঃ।
ধৃতিমন্তঃ ক্ষমাযুক্তাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ॥
পক্ষমাসোপবাসৈশ্চ কর্শিতা ধর্ম্মদর্শিনঃ।
বর্ষৈঃ শীতাতপৈরেব কুর্ব্বন্তঃ পরমং তপঃ ॥
কালযোগেন গচ্ছন্তি শক্রলোকং শুচিস্মিতে।
তত্র মে ভোগসংযুক্তা দিব্যগন্ধসমন্বিতাঃ ॥
দিব্যভূষণসংযুক্তা বিমানবরসংবৃতাঃ।
বিচরন্তি যথাকামং দিব্যস্ত্রীগণসংবৃতাঃ ॥

আচরণ করে এবং ঋতুকালেই স্ত্রীসমাগম করে, সেই ধর্ম্মাত্মাগণের ঋষিপ্রোক্ত ধর্ম্মপালন করিবার ফল লাভ হয়। ধর্ম্মদর্শী পুরুষগণের কামনাবশতঃ কোনও ভোগের সেবা করা উচিত নয়। ২৫ ২৬

যে মানুষ হিংসাদোষ হইতে মুক্ত হইয়া সমস্ত প্রাণিগণকে অভয় দক্ষিণা দান করে, তাহার ধর্ম্মের ফল লাভ হইয়া থাকে। ২৭

যে সমস্ত প্রাণিগণের উপর দয়া করে, সকলের সহিত সরলতাপূর্ণ ব্যবহার করে এবং সমস্ত ভূতগণকে আত্মভাবে দর্শন করে, সে ধর্ম্মফলের দ্বারা যুক্ত হয়। ২৮

চারিবেদে স্নাতক হইয়া বিদ্বান্ হওয়া এবং সকল জীবের প্রতি সরলতাপূর্ণ ব্যবহার করা—এই উভয়কেই সমান বলিয়া বুঝিতে হইবে অথবা সরলতারই মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া কথিত হয়। ২৯

সরলতাকে ধর্ম্ম এবং কুটিলতাকে অধর্ম্ম বলে। সরলভাবাপন্ন মানুষই এ সংসারে ধর্ম্মের ফলভাগী হয়। ৩০

যে সর্ব্বদা সরলভাবে যুক্ত থাকে, সে দেবগণেরই নিকটে বাস করে। সেইহেতু যে ধর্ম্মের ফল লাভ করিতে বাসনা করে, তাহার সরলতাপূর্ণ ব্যবহারপরায়ণ হওয়া উচিত। ৩১

ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, ক্রোধবিজয়ী, ধর্ম্মনিষ্ঠ, অহিংসক এবং সদা ধর্ম্মপরায়ণ মানুষই ধর্ম্মের ফলভাগী হয়। ৩২

যে মানুষ আলস্যরহিত, ধর্ম্মাত্মা, শক্তি অনুসারে সৎপথে গমন করে, সচ্চরিত্র ও জ্ঞানী হয়, সেই মানুষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৩

উমাদেবী বলিলেন,—(সকলকে মানদানকারী মহেশ্বর! আমি যাযাবরগণের ধর্ম্ম শুনিতে বাসনা করি। আপনি মহতী কৃপা করিয়া আমাকে ইহা বলুন।

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—ভামিনি! তুমি তৎপর হইয়া যাযাবরগণের ধর্ম্ম শ্রবণ কর। ব্রত ও উপবাসের দ্বারা তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শুদ্ধ হইয়া যায় এবং তাহারা তীর্থস্নানে রত থাকে।

তাহারা ধৈর্য্যশালী, ক্ষমাবান্ ও সত্যব্রতপরায়ণ হইয়া এক এক পক্ষ ও এক এক এক মাস উপবাস করত অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যায়। তাহাদের দৃষ্টি সদা ধর্ম্মেই নিবদ্ধ থাকে।

পবিত্রহাস্যময়ী দেবি! তাহারা বর্ষা, শীত ও গ্রীষ্মের কা[ল] সহ্য করিতে করিতে কঠোর তপস্যায় রত থাকে এবং কালক্রমে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে।

সেখানেও নানাপ্রকার ভোগসমূহে সংযুক্ত ও দিব্য গন্ধে পূ[র্ণ] হইয়া দিব্য আভরণসমূহ ধারণ করত সুন্দর বিমানে উপবি[ষ্ট] থাকে এবং দিব্যাঙ্গনাগণের সহিত ইচ্ছানুসারে বিচরণ করে।

দেবি! এই সব যাযাবরগণের ধর্ম্ম আমি তোমাকে বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর?

এতৎ তে কথিতং দেবি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

উমোবাচ।

তেষাং চক্রচরাণাঞ্চ ধর্মমিচ্ছামি বৈ প্রভো ॥

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

এতৎ তে কথয়িষ্যামি শৃণু শাকটিকং শুভে ॥

সংবহন্তো ধুরং দারৈঃ শকটানাং তু সর্বদা।

প্রার্থয়ন্তে যথাকালং শকটৈর্ভৈক্ষচর্য্যয়া ॥

তপোঽর্জনপরা ধীরাস্তপসা ক্ষীণকল্মষাঃ।

পর্য্যটন্তো দিশঃ সর্বাঃ কামক্রোধবিবর্জিতাঃ ॥

তেনৈব কালযোগেন ত্রিদিবং যান্তি শোভনে।

তত্র প্রমুদিতা ভোগৈর্বিচরন্তি যথাসুখম্ ॥

এতৎ তে কথিতং দেবি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

উমোবাচ।

বৈখানসানাং বৈ ধর্মং শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং প্রভো ॥

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

তে বৈ বৈখানসা নাম বানপ্রস্থাঃ শুভেক্ষণে।

তীব্রেণ তপসা যুক্তা দীপ্তিমন্তঃ স্বতেজসা ॥

সত্যব্রতপরা ধীরাস্তেষাং নিষ্কল্মষং তপঃ ॥

অশ্মকুট্টাস্তথাপ্যন্যে চ দন্তোলূখলিনস্তথা।

শীর্ণপর্ণাশিনশ্চান্যে উঞ্ছবৃত্তাস্তথা পরে ॥

কপোতবৃত্তয়শ্চান্যে কাপোতীং বৃত্তিমাশ্রিতাঃ।

পশুপ্রচারনিরতাঃ ফেনপাশ্চ তথা পরে ॥

মৃগবন্মৃগচর্য্যায়াং সঞ্চরন্তি তথা পরে।

অব্ভক্ষা বায়ুভক্ষাশ্চ নিরাহারাস্তথৈব চ ॥

কেচিচ্চরন্তি সবিষ্ণোঃ পাদপূজনমুত্তমম্।

সঞ্চরন্তি তপো ঘোরং ব্যাধিমৃত্যুবিবর্জিতাঃ ॥

স্ববশাদেব তে মৃত্যুং ভীষয়ন্তি চ নিত্যশঃ ॥

ইন্দ্রলোকে তথা তেষাং নির্মিতা ভোগসঞ্চয়াঃ।

অমরৈঃ সমতাং যান্তি দেববদ্ভোগসংবৃতাঃ ॥

বরাপ্সরোভিঃ সংযুক্তাশ্চিরকালমনিন্দিতে।

এতৎ তে কথিতং দেবি ভূয়ঃ শ্রোতুং কিমিচ্ছসি ॥

উমাদেবী বলিলেন,—প্রভো! বানপ্রস্থ ঋষিগণের মধ্যে যাহারা চক্রচর (চক্রযুক্ত যানে করিয়া বিচরণকারী), তাহাদের ধর্মের কথা আমি শুনিতে বাসনা করি।

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—শুভে! এই আমি তোমাকে চক্রধারী বা শাকটিক মুনিগণের ধর্ম বলিব, তুমি তাহা শ্রবণ কর।

তাহারা নিজ নিজ স্ত্রীর সহিত সদা যানের ভার বহন করিতে করিতে যথাসময়ে যানেরই দ্বারা যাইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করে। সদা তপস্যা অর্জন করে। এই ধীর মুনিগণ তপস্যা দ্বারা নিজেদের সমস্ত পাপ নাশ করিয়া থাকে এবং কাম ও ক্রোধরহিত হইয়া সকল দিকে পর্য্যটন করে।

শোভনে! এইভাবে জীবনযাপন করিতে করিতে তাহারা কাল-যোগে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে এবং সেখানে দিব্য ভোগসমূহে আনন্দিত হইয়া যথাসুখে বিচরণ করিতে থাকে। দেবি! তোমার প্রশ্নের এই উত্তর প্রদান করিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর?

উমাদেবী বলিলেন,—প্রভো! এখন আমি বৈখানসগণের ধর্ম শুনিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—শুভলোচনে! সেই বৈখানসনামক বানপ্রস্থ মুনিগণ অত্যন্ত কঠোর তপস্যায় নিরত থাকে। তাহারা নিজ নিজ তেজে দেদীপ্যমান থাকে। তাহারা সত্যব্রতপরায়ণ ও ধীর হয়। তাহাদের তপস্যায় কোনরূপ ত্রুটি থাকে না।

তাহাদের মধ্যে অনেকে অশ্মকুট্ট (প্রস্তরের দ্বারা অন্ন বা ফল পেষণ করিয়া ভক্ষণ করে)। অপরে দন্তোলূখলিন (দন্তেরই দ্বারা উদূখলের কার্য্য সম্পন্ন করে)। অন্যেরা শুষ্কপত্র ভক্ষণ করে এবং অনেকে আবার উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কেহ কেহ কাপোতী-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কপোতের ন্যায় এক একটি শস্য কণা সংগ্রহ করিয়া জীবিকা অর্জন করে। অনেকে পশুচর্য্যাব্রত গ্রহণ করিয়া পশুগণের ন্যায় তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করে। অপরে ফেন সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণ করে এবং অন্য অনেক বৈখানস মৃগচর্য্যা আশ্রয় করত মৃগগণের ন্যায় তাহাদের সহিত বিচরণ করে।

বহু বৈখানস কেবল জলই ভক্ষণ করে। অনেকে আবার বায়ু পান করিয়াই জীবন অতিবাহিত করে এবং অন্যেরা আবার কিছুই আহার করে না। কেহ কেহ ভগবান্ বিষ্ণুর চরণারবিন্দ উত্তম রীতিতে পূজা করে।

তাহারা রোগ ও মৃত্যুরহিত হইয়া ঘোর তপস্যা করে এবং নিজেদেরই শক্তিবলে প্রতিদিন মৃত্যুকে ভীত করে। তাহাদের জন্য ইন্দ্রলোকে রাশি রাশি ভোগ সঞ্চিত থাকে। তাহারা দেবতুল্য ভোগসম্পন্ন হইয়া দেবতাগণের সমানতা প্রাপ্ত হয়।

সতী সাধ্বী দেবি! তাহারা চিরকাল শ্রেষ্ঠ অপ্সরাগণের

উমোবাচ ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি বালখিল্যাংস্তপোধনান্ ॥

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

ধর্মচর্য্যাং তথা দেবি বালখিল্যগতাং শৃণু ॥

মৃগনির্মোকবসনা নির্দ্দ্বন্দ্বাস্তে তপোধনাঃ ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রাঃ সুশ্রোণি তেষেবাঙ্গেষু সংস্থিতাঃ ॥

উদ্যন্তং সততং সূর্য্যং স্তুবন্তো বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ।

ভাস্করস্যেব কিরণৈঃ সহসা যান্তি নিত্যদা ॥

ভোতয়ন্তো দিশঃ সর্বা ধর্মজ্ঞাঃ সত্যবাদিনঃ ॥

তেষেব নির্মলং সত্যং লোকার্থং তু প্রতিষ্ঠিতম্ ।

লোকোঽয়ং ধার্য্যতে দেবি তেষামেব তপোবলাৎ ॥

মহাত্মনাং তু তপসা সত্যেন চ শুচিস্মিতে ।

ক্ষময়া চ মহাভাগে ভূতানাং সংস্থিতিং বিদুঃ ॥

প্রজার্থমপি লোকার্থং মহদ্ভিঃ ক্রিয়তে তপঃ ।

তপসা প্রাপ্যতে সর্বং তপসা প্রাপ্যতে ফলম্ ॥

সহিত বাস করিয়া সুখ অনুভব করিতে থাকে। এই আমি তোমাকে বৈখানসগণের ধর্ম বলিলাম। আর কি শুনিতে বাসনা কর ?

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! এখন আমি তপোধন বালখিল্য মুনিগণের পরিচয় শুনিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! বালখিল্যগণের ধর্মচর্য্যা শ্রবণ কর। তাহারা মৃগচর্ম পরিধান করে, শীত উষ্ণাদি দ্বন্দ্বমুক্ত ও তপস্যাই তাহাদের ধন। সুশ্রোণি! তাহাদের দেহের উচ্চতা অঙ্গুষ্ঠঅঙ্গুলি পরিমাণ এবং এই দেহেই তাহারা একসঙ্গে বাস করে।

তাহারা প্রতিদিন নানাপ্রকার স্তোত্রের দ্বারা নিরন্তর উদীয়মান সূর্য্যের স্তব করিতে করিতে সহসা তাহার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং নিজেদের সূর্য্যতুল্য কিরণসমূহের দ্বারা সকল দিককে উদ্ভাসিত করিতে থাকে। ইহারা সকলেই ধর্মজ্ঞ এবং সত্যবাদী।

ইহাদেরই মধ্যে লোকরক্ষার জন্য নির্মল সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবি! এই বালখিল্যগণেরই তপোবলে এই সম্পূর্ণ জগৎ ধৃত আছে। পবিত্র-হাস্যময়ী মহাভাগে! এই মহাত্মাদিগের তপস্যা, সত্য ও ক্ষমার প্রভাবে সমস্ত ভূতগণের স্থিতি আছে; ইহাই মনীষী পুরুষগণ মনে করেন।

এই মহাপুরুষগণ সমস্ত প্রজাবর্গ ও লোকসকলের হিতের

দুষ্প্রাপমপি যল্লোকে তপসা প্রাপ্যতে হি তৎ ॥)

উমোবাচ ।

আশ্রমাভিরতা দেব তপসা যে তপোধনাঃ ।

দীপ্তিমন্তঃ কয়া চৈব চর্য্যয়াথ ভবন্তি তে ॥ ৩৪

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ নির্ধনা যে মহাধনাঃ ।

কর্মণা কেন ভগবন্ প্রাপ্নুবন্তি মহাফলম্ ॥ ৩৫

নিত্যং স্থানমুপাগম্য দিব্যচন্দনভূষিতাঃ ।

কেন বা কর্মণা দেব ভবন্তি বনগোচরাঃ ॥ ৩৬

এতন্মে সংশয়ং দেব তপশ্চর্য্যাঽঽশ্রিতং শুভম্ ।

শংস সর্বমশেষেণ ত্র্যক্ষ ত্রিপুরনাশন ॥ ৩৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

উপবাসব্রতৈর্দান্তা হ্যহিংস্রাঃ সত্যবাদিনঃ ।

সংসিদ্ধাঃ প্রেত্য গন্ধর্বৈঃ সহ মোদন্ত্যনাময়াঃ ॥ ৩৮

মণ্ডূকযোগশয়নো যথান্যায়ং যথাবিধি ।

দীক্ষাং চরতি ধর্মাত্মা স নাগৈঃ সহ মোদতে ॥ ৩৯

জন্যই তপস্যা করে। তপস্যার দ্বারা সব কিছুই লাভ হয়। তপস্যার দ্বারা অভীষ্ট ফল প্রাপ্তি হয়। জগতে যে সব দুর্লভ বস্তু আছে, তাহা তপস্যারই দ্বারা সুলভ হইয়া থাকে।)

উমাদেবী বলিলেন,—দেব! যে সব তপোধন তপস্বী নিজেদের আশ্রম-ধর্মেই রত থাকে, তাহারা কোন্ আচরণের দ্বারা তপস্বী বলিয়া অভিহিত হয় ? ৩৪

ভগবন্! যাহারা রাজা বা রাজকুমার অথবা যাহারা নির্ধন বা প্রভূত ধনশালী তাহারা কোন্ কর্মের প্রভাবে মহাফল প্রাপ্ত হয় ? ৩৫

দেব! বনবাসী মুনিগণ কোন্ কর্মের দ্বারা দিব্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া দিব্য চন্দনে বিভূষিত হয় ? ৩৬

দেব! ত্রিপুরনাশন ত্রিলোচন! তপস্যাকে আশ্রয় করিয়া স্থিত শুভ ফলের বিষয়ে আমার এই সন্দেহ আছে। ইহার সকল বিষয় আপনি পূর্ণরূপে বলুন। ৩৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—যাহারা উপবাস ব্রতসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, হিংসারহিত ও সত্যবাদী হইয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহারা মৃত্যুর পর রোগ-শোকহীন হইয়া গন্ধর্বগণের সহিত অবস্থান করত আনন্দ ভোগ করে। ৩৮

যে ধর্মাত্মা মানুষ ন্যায়ানুসারে বিধি পূর্বক হঠযোগপ্রসিদ্ধ মণ্ডূক-যোগ অবলম্বন করিয়া শয়ন করে এবং যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ

শষ্পং মৃগমুখোচ্ছিষ্টং যো মৃগৈঃ সহ ভক্ষতি।
দীক্ষিতো বৈ মুদা যুক্তঃ স গচ্ছত্যমরাবতীম্ ॥ ৪০
শৈবালং শীর্ণপর্ণং বা তদ্‌ব্রতী যো নিষেবতে।
শীতযোগবহো নিত্যং স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥ ৪১
বায়ুভক্ষোঽম্বুভক্ষো বা ফলমূলাশনোঽপি বা।
যক্ষেষ্বৈশ্বর্য্যমাধায় মোদতেঽপ্সরসাং গণৈঃ ॥ ॥ ৪২
অগ্নিযোগবহো গ্রীষ্মে বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
চীর্ত্বা দ্বাদশবর্ষাণি রাজা ভবতি পার্থিবঃ ॥ ৪৩
আহারনিয়মং কৃত্বা মুনির্দ্বাদশবার্ষিকম্।
মরুং সংসাধ্য যত্নেন রাজা ভবতি পার্থিবঃ ॥ ৪৪
স্থণ্ডিলে শুদ্ধমাকাশং পরিগৃহ্য সমন্ততঃ।
প্রবিশ্য চ মুদা যুক্তো দীক্ষাং দ্বাদশবার্ষিকীম্ ॥ ৪৫
দেহং চানশনে ত্যক্ত্বা স স্বর্গে সুখমেধতে।
স্থণ্ডিলস্য ফলান্যাহুর্যানানি শয়নানি চ ॥ ৪৬
গৃহাণি চ মহার্হাণি চন্দ্রশুভ্রাণি ভামিনি।
আত্মানমুপজীবন্ যো নিয়তো নিয়তাশনঃ ॥ ৪৭
দেহং বানশনে ত্যক্ত্বা স স্বর্গং সমুপাশ্নুতে।
আত্মানমুপজীবন্ যো দীক্ষাং দ্বাদশবার্ষিকীম্ ॥ ৪৮
ত্যক্ত্বা মহার্ণবে দেহং বারুণং লোকমশ্নুতে।
আত্মানমুপজীবন্ যো দীক্ষাং দ্বাদশবার্ষিকীম্ ॥ ৪৯
অশ্মনা চরণৌ ভিত্ত্বা গুহ্যকেষু স মোদতে।
সাধয়িত্বাঽঽত্মনাঽঽত্মানং নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ ॥ ৫০
চীর্ত্বা দ্বাদশবর্ষাণি দীক্ষামেতাং মনোগতাম্।
স্বর্গলোকমবাপ্নোতি দেবৈশ্চ সহ মোদতে ॥ ৫১
আত্মানমুপজীবন্ যো দীক্ষাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
হুত্বাগ্নৌ দেহমুৎসৃজ্য বহ্নিলোকে মহীয়তে ॥ ৫২
যস্তু দেবি যথান্যায়ং দীক্ষিতো নিয়তো দ্বিজঃ।
আত্মন্যাত্মানমাধায় নির্মমো ধর্ম্মলালসঃ ॥ ৫৩

করে, সেই মানুষ নাগলোকে নাগগণের সহিত সুখ ভোগ করিয়া থাকে। ৩৯

যে পুরুষ মৃগচর্য্যা ব্রতের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মৃগগণের মুখ হইতে উচ্ছিষ্ট নব নব তৃণ আনন্দ সহকারে তাহাদের সহিত বাস করত ভক্ষণ করে, সেই পুরুষ মৃত্যুর পর অমরাবতী পুরীতে গমন করিয়া থাকে। ৪০

যে ব্রতধারী বানপ্রস্থ মুনি শেওলা অথবা জীর্ণ শীর্ণ পত্র আহার করে এবং শীতের সময় প্রতিদিন শীতের কষ্ট সহ্য করে, সে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ৪১

যে বায়ু, জল, ফল অথবা মূল আহার করিয়া জীবন অতিবাহিত করে, সে যক্ষগণের উপর নিজের প্রভুত্ব স্থাপিত করিয়া অপ্সরাদিগের সহিত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে। ৪২

যে গ্রীষ্মকালে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে পঞ্চাগ্নির সেবা করে, সে বার বৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রতপালন করিয়া জন্মান্তরে ভূমণ্ডলের রাজা হয়। ৪৩

যে মুনি বার বর্ষ পর্য্যন্ত আহার সংযম করিয়া যত্ন সহকারে মরুসাধনা করত অর্থাৎ জলও ত্যাগ করত তপস্যা করে, সে-ও এই পৃথিবীর রাজা হয়। ৪৪

যে বানপ্রস্থ নিজের চারিদিকে বিশুদ্ধ আকাশকে গ্রহণ করিয়া অনাবৃত স্থানে বেদীর উপর শয়ন করে এবং বার বৎসরের জন্য প্রসন্নতাপূর্ব্বক ব্রতদীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজের দেহ ত্যাগ করে, সে স্বর্গলোকে সুখভোগ করিয়া থাকে। ৪৫½

ভামিনি! বেদীর উপর শয়ন করিলে প্রাপ্য ফলের বিষয় এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে—যান, শয্যা ও চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল বহুমূল্য গৃহসকল প্রাপ্তি হয়। ৪৬½

যে কেবল নিজেরই আশ্রয়ে জীবনযাপন করিতে করিতে নিয়ম পূর্ব্বক বাস করে এবং নিয়মিত ভোজন করে অথবা অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়া দেহ ত্যাগ করে, সে স্বর্গ সুখ ভোগ করে। ৪৭½

যে নিজেকেই অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করিতে করিতে বার বৎসরের জন্য ব্রত দীক্ষা গ্রহণ করত মহাসাগরে নিজের দেহ ত্যাগ করে, সে বরুণলোকে গমন করিয়া থাকে। ৪৮½

যে নিজেরই আশ্রয়ে জীবনযাপন করিতে করিতে নির্দ্বন্দ্ব ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া বার বৎসরের জন্য ব্রতের দীক্ষা গ্রহণ করত শেষে প্রস্তরের দ্বারা নিজের পদদ্বয়কে বিদীর্ণ করিয়া স্বয়ংই নিজের দেহ ত্যাগ করে, সে গুহ্যলোকে আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে। ৪৯-৫০

মানুষ বার বৎসর পর্য্যন্ত এই মনোগত দীক্ষা পালন করিয়া স্বর্গলোক লাভ করে এবং দেবতাগণের সহিত সেখানে আনন্দ ভোগ করে। ৫১

যে বার বৎসরের জন্য দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজেরই আশ্রয়ে জীবন-যাপন করিতে করিতে স্বীয় দেহকে অগ্নিতে হোম করে, সে অগ্নিলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৫২

দেবি! যে ব্রাহ্মণ নিয়ম সহকারে অবস্থান করিয়া যথারীতি বনবাস-ব্রতের দীক্ষা গ্রহণ করত নিজের মনকে পরমাত্মচিন্তনে

চীর্ত্বা দ্বাদশবর্ষাণি দীক্ষামেতাং মনোগতাম্ ।
অরণীসহিতং স্কন্ধে বদ্ধ্বা গচ্ছত্যনাবৃতঃ ॥ ৫৪
বীরাধ্বানগতো নিত্যং বীরাসনরতস্তথা ।
বীরস্থায়ী চ সততং স বীরগতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৫
স শক্রলোকগো নিত্যং সর্বকামপুরস্কৃতঃ ।
দিব্যপুষ্পসমাকীর্ণো দিব্যচন্দনভূষিতঃ ॥ ৫৬
সুখং বসতি ধর্মাত্মা দিবি দেবগণৈঃ সহ ।
বীরলোকগতো নিত্যং বীরযোগসহঃ সদা ॥ ৫৭
সত্ত্বস্থঃ সর্বমুৎসৃজ্য দীক্ষিতো নিয়তঃ শুচিঃ ।
বীরাধ্বানং প্রপদ্যেদ্ যস্তস্য লোকাঃ সনাতনাঃ ॥ ৫৮
কামগেন বিমানেন স বৈ চরতি ছন্দতঃ ।
শক্রলোকগতঃ শ্রীমান্ মোদতে চ নিরাময়ঃ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি উমামহেশ্বরসংবাদে দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪২

ব্যাপৃত রাখিয়া মমতাশূন্য ও ধর্মাভিলাষী হইয়া বারবৎসর যাবৎ এই মনোগত দীক্ষা পালন পূর্ব্বক অরণীসহ অগ্নিকে বৃক্ষের শাখায় বন্ধন করিয়া অর্থাৎ অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া অনাবৃতভাবে যাত্রা করে, সদা বীরমার্গে গমন করে, বীরাসনে উপবেশন করে এবং বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হয়, সেই ব্রাহ্মণ বীর গতি লাভ করে ॥ ৫৩-৫৫

সে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া সদা সমস্ত কামনাসমূহে সম্পন্ন হয়। তাহার উপর দিব্য পুষ্পসমূহের বর্ষণ হয় এবং সে দিব্য চন্দনে বিভূষিত হয় ॥ ৫৬

সেই ধর্মাত্মা দেবলোকে দেবগণের সহিত সুখে বাস করে এবং বীরলোকে থাকিয়া বীরগণের সহিত সংযুক্ত হয় ॥ ৫৭

যে সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া বনবাসের দীক্ষা গ্রহণ করত সত্ত্বগুণে স্থিত নিয়মপরায়ণ ও পবিত্র হইয়া বীরপথের আশ্রয় গ্রহণ করে, সে সনাতন লোকসকল প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৮

সে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া নীরোগ ও দিব্য শোভাসম্পন্ন হইয়া আনন্দ ভোগ করে এবং ইচ্ছানুসারে গমনকারী বিমানের দ্বারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে থাকে ॥ ৫৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে উমা মহেশ্বর সংবাদবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্রাহ্মণাদিবর্ণপ্রাপ্তিবিষয়ে মানুষাণাং শুভাশুভকর্মণাং প্রাধান্যপ্রতিপাদনম্ ।]

উমোবাচ ।
ভগবন্ ভগনেত্রঘ্ন পূষ্ণো দন্তনিপাতন ।
দক্ষক্রতুহর ত্র্যক্ষ সংশয়ো মে মহানয়ম্ ॥ ১
চাতুর্বর্ণ্যং ভগবতা পূর্বং সৃষ্টং স্বয়ম্ভুবা ।
কেন কর্মবিপাকেন বৈশ্যো গচ্ছতি শূদ্রতাম্ ॥ ২
বৈশ্যো বা ক্ষত্রিয়ঃ কেন দ্বিজো বা ক্ষত্রিয়ো ভবেৎ ।
প্রতিলোমঃ কথং দেব শক্যো ধর্মো নিবর্তিতুম্ ॥ ৩
কেন বা কর্মণা বিপ্রঃ শূদ্রযোনৌ প্রজায়তে ।
ক্ষত্রিয়ঃ শূদ্রতামেতি কেন বা কর্মণা বিভো ॥ ৪
এতন্মে সংশয়ং দেব বদ ভূতপতেঽনঘ ।
ত্রয়ো বর্ণাঃ প্রকৃত্যেহ কথং ব্রাহ্মণ্যমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৫

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

[ব্রাহ্মণাদি বর্ণ প্রাপ্তি বিষয়ে মানুষের শুভাশুভ কর্ম্মসমূহের প্রধানতাপ্রতিপাদন ।]

উমাদেবী বলিলেন,—ভগদেবতার নেত্রাপহারী, পূষার দন্ত উৎপাটনকারী, দক্ষের যজ্ঞধ্বংসকারী ভগবন্ ত্রিলোচন! আমার মনে এই এক গভীর সংশয় আছে ॥ ১

ভগবান্ ব্রহ্মা পুরাকালে যে চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বৈশ্য কোন্ কর্ম্মের পরিণামে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়? ২

অথবা ক্ষত্রিয় কোন্ কর্ম্মের দ্বারা বৈশ্য হয় এবং ব্রাহ্মণ কোন্ কর্ম্মবশতঃ ক্ষত্রিয় হয়? দেব! প্রতিলোম ধর্ম কিরূপে নিবৃত্ত করা যাইতে পারে? প্রভো! কোন্ কর্ম্মের দ্বারাই বা ব্রাহ্মণ শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করে? অথবা কোন্ কর্ম্মের দোষে ক্ষত্রিয় শূদ্র হইয়া যায়? ৪

দেব! পাপরহিত ভূতনাথ! আপনি আমার এই সংশয়ের কথা বলুন। শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়—এই তিন বর্ণের মানুষ কি প্রকারে স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে? ৫

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ;

ব্রাহ্মণ্যং দেবি দুষ্প্রাপং নিসর্গাদ্ ব্রাহ্মণঃ শুভে।
ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য-শূদ্রৌ বা নিসর্গাদিতি মে মতিঃ ॥ ৬
কর্মণা দুষ্কৃতেনেহ স্থানাদ্ ভ্রশ্যতি বৈ দ্বিজঃ।
জ্যেষ্ঠং বর্ণমনুপ্রাপ্য তস্মাদ্ রক্ষেদ্ বৈ দ্বিজঃ ॥ ৭
স্থিতো ব্রাহ্মণধর্মেণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি।
ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা ব্রহ্মভূয়ং স গচ্ছতি ॥ ৮
যস্তু বিপ্রত্বমুৎসৃজ্য ক্ষাত্রং ধর্মং নিষেবতে।
ব্রাহ্মণ্যাৎ স পরিভ্রষ্টঃ ক্ষত্রযোনৌ প্রজায়তে ॥ ৯
বৈশ্যকর্ম চ যো বিপ্রো লোভ-মোহব্যপাশ্রয়ঃ।
ব্রাহ্মণ্যং দুর্লভং প্রাপ্য করোত্যল্পমতিঃ সদা ॥ ১০
স দ্বিজো বৈশ্যতামেতি বৈশ্যো বা শূদ্রতামিয়াৎ।
স্বধর্মাৎ প্রচ্যুতো বিপ্রস্ততঃ শূদ্রত্বমাপ্নুতে ॥ ১১
তত্রাসৌ নিরয়ং প্রাপ্তো বর্ণভ্রষ্টো বহিষ্কৃতঃ।
ব্রহ্মলোকাৎ পরিভ্রষ্টঃ শূদ্রঃ সমুপজায়তে ॥ ১২

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! ব্রাহ্মণত্ব দুর্লভ। শুভে! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণ নৈসর্গিক (প্রাকৃতিক বা স্বভাবসিদ্ধ), ইহাই আমার অভিমত। ৬

ইহা অবশ্যই যে, এসংসারে পাপ কর্ম করিলে দ্বিজ নিজের স্থান হইতে অর্থাৎ স্বীয় মহত্ত্ব হইতে ভ্রষ্ট হয়। অতএব দ্বিজের উত্তম বর্ণে জন্ম প্রাপ্ত হইয়া নিজের মর্যাদা রক্ষা করা উচিত। ৭

যদি ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য ব্রাহ্মণ ধর্ম পালন করিতে করিতে ব্রাহ্মণত্বের আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে সে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। ৮

যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়-ধর্মের সেবা করে, সে নিজের ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ৯

যে বিপ্র দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করত লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া নিজের মন্দবুদ্ধির জন্য বৈশ্যের কর্ম করে, সে বৈশ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অথবা যদি বৈশ্য শূদ্রের কর্ম অবলম্বন করে, তবে সে-ও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। শূদ্রোচিত কর্ম করিয়া নিজের ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব লাভ করে। ১০-১১

ব্রাহ্মণ শূদ্র-কর্ম করিয়া নিজের বর্ণ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া জাতি হইতে বহিষ্কৃত হয় এবং মৃত্যুর পর সে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া নরকে পতিত হয়। ইহার পর সে শূদ্র-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ১২

ক্ষত্রিয়ো বা মহাভাগে বৈশ্যো বা ধর্মচারিণি।
স্বানি কর্মাণ্যপাহায় শূদ্রকর্ম নিষেবতে ॥ ১৩
স্বস্থানাৎ স পরিভ্রষ্টো বর্ণসঙ্করতাং গতঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রত্বং যাতি তাদৃশঃ ॥ ১৪
যস্তু শুদ্ধঃ স্বধর্মেণ জ্ঞানবিজ্ঞানবান্ শুচিঃ।
ধর্মজ্ঞো ধর্মনিরতঃ স ধর্মফলমশ্নুতে ॥ ১৫
ইদং চৈবাপরং দেবি ব্রহ্মণা সমুদাহৃতম্।
অধ্যাত্মং নৈষ্ঠিকং সদ্ভির্ধর্মকামৈর্নিষেব্যতে ॥ ১৬
উগ্রান্নং গর্হিতং দেবি গণান্নং শ্রাদ্ধসূতকম্।
দুষ্টান্নং নৈব ভোক্তব্যং শূদ্রান্নং নৈব কর্হিচিৎ ॥ ১৭
শূদ্রান্নং গর্হিতং দেবি সদা দেবৈর্মহাত্মভিঃ।
পিতামহমুখোৎসৃষ্টং প্রমাণমিতি মে মতিঃ ॥ ১৮
শূদ্রান্নেনাবশেষেণ জঠরে যো ম্রিয়েদ্ দ্বিজঃ।
আহিতাগ্নিস্তথা যজ্বা স শূদ্রগতিভাগ্ ভবেৎ ॥ ১৯

মহাভাগে! ধর্মচারিণি! ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যও নিজ নিজ কর্ম পরিত্যাগ করিয়া যদি শূদ্রের কর্ম করিতে থাকে, তবে তাহারা নিজ নিজ জাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বর্ণসঙ্করতা প্রাপ্ত হয় এবং পরজন্মে শূদ্র-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। এরূপ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যাহা হউক না কেন, সে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৩-১৪

যে মানুষ নিজের বর্ণধর্ম পালন করিতে করিতে বোধ লাভ করে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানসম্পন্ন, পবিত্র ও ধর্মজ্ঞ হইয়া ধর্মেই নিরত থাকে, সে ধর্মের বাস্তবিক ফল উপভোগ করে। ১৫

দেবি! ব্রহ্মা আরও এক কথা বলিয়াছেন—ধর্মাভিলাষী সৎপুরুষগণের আজীবন অধ্যাত্মতত্ত্বেরই সেবা করা উচিত। ১৬

দেবি! উগ্রস্বভাব মানুষের অন্ন নিন্দিত। কোনও সঙ্ঘের অন্ন, শ্রাদ্ধের অন্ন, জননাশৌচভাগীর অন্ন ও দুষ্ট পুরুষের অন্নও নিষিদ্ধ। শূদ্রের অন্নও নিষিদ্ধ—তাহা কখনও ভোজন করা উচিত নয়। ১৭

দেবতা ও মহাত্মাগণ শূদ্রের অন্নকে সর্বদা নিন্দা করেন। এ বিষয়ে পিতামহ ব্রহ্মার শ্রীমুখনিঃসৃত বচনই প্রমাণ—ইহাই আমার অভিমত। ১৮

যে ব্রাহ্মণ উদরে শূদ্রের অন্ন লইয়া মৃত্যু বরণ করে, সেই ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্রী বা যজ্ঞকারী যাহাই হউক না কেন তাহাকে শূদ্র-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। ১৯

তেন শূদ্রান্নশেষেণ ব্রহ্মস্থানাদপাকৃতঃ
ব্রাহ্মণঃ শূদ্রতামেতি নাস্তি তত্র বিচারণা ॥ ২০
যস্যান্নেনাবশেষেণ জঠরে যো ম্রিয়েদ্ দ্বিজঃ।
তাং তাং যোনিং ব্রজেদ্ বিপ্রো যস্যান্নমুপজীবতি ॥২১
ব্রাহ্মণত্বং শুভং প্রাপ্য দুর্লভং যোঽবমন্যতে।
অভোজ্যান্নানি চাশ্নাতি স দ্বিজত্বাৎ পতেত বৈ ॥ ২২
সুরাপো ব্রহ্মহা ক্ষুদ্রশ্চৌরো ভগ্নব্রতোঽশুচিঃ।
স্বাধ্যায়বর্জিতঃ পাপো লুব্ধো নৈকৃতিকঃ শঠঃ ॥ ২৩
অব্রতী বৃষলীভর্তা কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী।
নিহীনসেবী বিপ্রো হি পততি ব্রহ্মযোনিতঃ ॥ ২৪
গুরুতল্পী গুরুদ্রোহী গুরুকুৎসারতিশ্চ যঃ।
ব্রহ্মবিচ্চাপি পততি ব্রাহ্মণো ব্রহ্মযোনিতঃ ॥ ২৫
এভিস্তু কর্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥ ২৬

উদরে শূদ্রান্নের শেষভাগ স্থিত থাকায় ব্রাহ্মণ মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক হইতে বঞ্চিত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহাতে আর অন্য কিছুই বিচার করিবার নাই। ২০

উদরে যাহার অন্নের শেষ ভাগ লইয়া যে ব্রাহ্মণ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, এই ব্রাহ্মণ সেই সেই যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করে। যাহার অন্নের দ্বারা ব্রাহ্মণ জীবন নির্বাহ করে, তাহারই যোনিতে সেই ব্রাহ্মণকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। ২১

যে শুভ ও দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া তাহাকে অবহেলা করে এবং ভোজন করিবার অযোগ্য অন্ন ভোজন করে, সে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণত্ব হইতে চ্যুত হইয়া যায়। ২২

সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, নীচ, চোর, ব্রতভঙ্গকারী, অপবিত্র, স্বাধ্যায়হীন, পাপী, লোভী, কপটী, শঠ, যে ব্রত পালন করে না, শূদ্র জাতির স্ত্রীর পতি, কুণ্ডাশী (পতি জীবিত থাকিতে উপপতির দ্বারা উৎপাদিত জারজ পুত্রের গৃহে ভোজনকারী), সোমরসবিক্রয়কারী এবং নীচসেবী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণজাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায়। ২৩-২৪

যে গুরুর শয্যায় শয়ন করে, গুরুদ্রোহী এবং গুরু নিন্দায় অনুরক্ত, সেই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞ হইলেও ব্রহ্মযোনি হইতে পতিত হয়। ২৫

দেবি! এই সব শুভ কর্ম ও আচরণের দ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করে। ২৬

শূদ্রকর্মাণি সর্বাণি যথান্যায়ং যথাবিধি।
শুশ্রূষাং পরিচর্যাঞ্চ জ্যেষ্ঠে বর্ণে প্রযত্নতঃ ॥ ২৭
কুর্যাদবিমনাঃ শূদ্রঃ সততং সৎপথে স্থিতঃ।
দেবদ্বিজাতিসৎকর্তা সর্বাতিথ্যকৃতব্রতঃ ॥ ২৮
ঋতুকালাভিগামী চ নিয়তো নিয়তাশনঃ।
চোক্ষশ্চোক্ষজনান্বেষী শেষান্নকৃতভোজনঃ ॥ ২৯
বৃথামাংসং ন ভুঞ্জীত শূদ্রো বৈশ্যত্বমৃচ্ছতি।
ঋতবাগনহংবাদী নির্দ্বন্দ্বঃ শমকোবিদঃ ॥ ৩০
যজতে নিত্যযজ্ঞৈশ্চ স্বাধ্যায়পরমঃ শুচিঃ।
দান্তো ব্রাহ্মণসৎকর্তা সর্ববর্ণবুভূষকঃ ॥ ৩১
গৃহস্থব্রতমাতিষ্ঠন্ দ্বিকালকৃতভোজনঃ।
শেষাশী বিজিতাহারো নিষ্কামো নিরহংবদঃ ॥ ৩২
অগ্নিহোত্রমুপাসংশ্চ জুহ্বানশ্চ যথাবিধি।
সর্বাতিথ্যমুপাতিষ্ঠন্ শেষান্নকৃতভোজনঃ ॥ ৩৩

শূদ্র নিজের সকল কর্ম ন্যায়ানুসারে বিধিপূর্বক সম্পন্ন করিবে। নিজের কর্তব্য পালন হইতে কখনও উন্মুখ হইবে না। সদা সৎপথে থাকিবে। দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের সৎকার করিবে। সকলের আতিথ্যব্রত গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিবে। ঋতুকালেই স্ত্রীর সহিত সমাগম করিবে। নিয়ম পূর্বক অবস্থান করিয়া নিয়মিত ভোজন করিবে। স্বয়ং শুদ্ধ থাকিয়া শুদ্ধ পুরুষগণের অন্বেষণ করিবে। অতিথিসৎকার ও কুটুম্ব স্বজনের ভোজনের পর অবশিষ্ট অন্নই ভোজন করিবে এবং বৃথা মাংস ভোজন করিবে না। এই নিয়মে অবস্থিত শূদ্র (মৃত্যুর পর পুণ্য কর্মের ফল ভোগ করিয়া) বৈশ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ২৭-২৯½

বৈশ্য সত্যবাদী, অহংকারশূন্য, শীত-উষ্ণাদি দ্বন্দ্বরহিত, শান্তির সাধন বিষয়ে অভিজ্ঞ, স্বাধ্যায়পরায়ণ এবং পবিত্র হইয়া নিত্য যজ্ঞের দ্বারা যজন করিবে। জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণগণের সৎকার করিতে করিতে সমস্ত বর্ণের উন্নতি কামনা করিবে। গৃহস্থ-ব্রত পালন করিতে করিতে প্রতিদিন দুই বেলা ভোজন করিবে। যজ্ঞশেষ অন্নই আহার করিবে। আহারকে জয় করিবে। সমস্ত কামনাই ত্যাগ করিবে। অহংকার শূন্য হইয়া বিধি অনুসারে আহুতি দান করিতে করিতে অগ্নিহোত্র কর্ম সম্পাদন করিবে। সকলের আতিথ্যসৎকার করিয়া অবশিষ্ট অন্নই স্বয়ং ভোজন করিবে। আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ—

ত্রেতাগ্নিমন্ত্রবিহিতো বৈশ্যো ভবতি বৈ দ্বিজঃ ।
স বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়কুলে শুচৌ মহতি জায়তে ॥ ৩৪
স বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়ো জাতো জন্মপ্রভৃতি সংস্কৃতঃ ।
উপনীতো ব্রতপরো দ্বিজো ভবতি সৎকৃতঃ ॥ ৩৫
দদাতি যজতে যজ্ঞৈঃ সমৃদ্ধৈরাপ্তদক্ষিণৈঃ ।
অধীত্য স্বর্গমন্বিচ্ছংস্ত্রেতাগ্নিশরণঃ সদা ৩৬
আর্তহস্তপ্রদো নিত্যং প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্ ।
সত্যঃ সত্যানি কুরুতে নিত্যং যঃ সুখদর্শনঃ ॥ ৩৭
ধর্মদণ্ডো ন নির্দণ্ডো ধর্মকার্যানুশাসকঃ ।
যন্ত্রিতঃ কার্যকরণৈঃ ষড়্‌ভাগকৃতলক্ষণঃ ॥ ৩৮
গ্রাম্যধর্মং ন সেবেত স্বচ্ছন্দেনার্থকোবিদঃ ।
ঋতুকালে তু ধর্মাত্মা পত্নীমুপশয়েৎ সদা ॥ ৩৯
সদোপবাসী নিয়তঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ ।
বর্হিকান্তরিতে নিত্যং শয়ানোঽগ্নিগৃহে সদা ॥৪০
সর্বাতিথ্যং ত্রিবর্গস্য কুর্বাণঃ সুমনাঃ সদা ।
শূদ্রাণাং চান্নকামানাং নিত্যং সিদ্ধমিতি ব্রুবন্ ॥ ৪১
অর্থাদ্ বা যদি বা কামান্ন কিঞ্চিদুপলক্ষয়েৎ ।
পিতৃদেবাতিথিকৃতে সাধনং কুরুতে চ যঃ ॥ ৪২
স্ববেশ্মনি যথান্যায়মুপাস্তে ভৈক্ষ্যমেব চ ।
ত্রিকালমগ্নিহোত্রঞ্চ জুহ্বানো বৈ যথাবিধি ॥ ৪৩
গোব্রাহ্মণহিতার্থায় রণে চাভিমুখো হতঃ ।
ত্রেতাগ্নিমন্ত্রপূতাত্মা সমাবিশ্য দ্বিজো ভবেৎ ॥ ৪৪
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নং সংস্কৃতো বেদপারগঃ ।
বিপ্রো ভবতি ধর্মাত্মা ক্ষত্রিয়ঃ স্বেন কর্মণা ॥ ৪৫
এতৈঃ কর্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ ॥ ৪৬

এই ত্রিবিধ অগ্নিকে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক পরিচর্য্যা করিবে। এরূপ করিলে পর বৈশ্য দ্বিজ হয়। সেই বৈশ্য পবিত্র ও মহৎ ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করে। ৩০-৩৪

ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন সেই বৈশ্য জন্ম হইতেই ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারে সম্পন্ন হইয়া উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্য পালনে তৎপর থাকিয়া সর্বসম্মানিত দ্বিজ হয়। সে নানাবিধ বস্তু দান করে, প্রভূত দক্ষিণাযুক্ত সমৃদ্ধিশালী যজ্ঞসমূহের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করে। বেদের অধ্যয়ন করিয়া স্বর্গবাসনাকারী সেই বৈশ্য সদা বিবিধ অগ্নির শরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের আরাধনা করে। সে দুঃখিত ও পীড়িত ব্যক্তিগণকে নিজের হস্তের আশ্রয় দান করে। প্রতিদিন ধর্মানুসারে প্রজা পালন করে, স্বয়ং সত্যপরায়ণ হইয়া সত্যপূর্ণ ব্যবহার করে এবং দর্শন দিয়াই সকলকে সুখ প্রদান করে, সে-ই শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় অথবা রাজা। ৩৫-৩৭

সে ধর্মানুসারে অপরাধীকে দণ্ড দান করে, কখনও দণ্ড ত্যাগ করে না, প্রজাগণকে ধর্মকার্য্যের উপদেশ করে, রাজকার্য্য করিবার জন্য নিয়ম ও বিধানে আবদ্ধ থাকে এবং প্রজাদিগের নিকট হইতে তাহাদের আয়ের ছয় ভাগের একভাগ কররূপে গ্রহণ করে। ৩৮

কার্য্যকুশল ধর্মাত্মা ক্ষত্রিয় স্বচ্ছন্দতা পূর্বক গ্রাম্য ধর্মের (মৈথুনের) সেবা করিবে না। কেবল ঋতুকালেই সদা পত্নীর নিকট শয়ন করিবে। ৩৯

সদা উপবাস করিবে অর্থাৎ একাদশী প্রভৃতি দিনে উপবাস করিবে এবং অন্য দিনে কেবল দুইবার ভোজন করিবে, মধ্যে আর কিছু ভক্ষণ করিবে না। নিয়ম অবলম্বন করিয়া থাকিবে, বেদাদি শাস্ত্রের স্বাধ্যায়ে নিরত থাকিবে এবং প্রতিদিন পবিত্র হইয়া অগ্নিশালায় কুশের উপর বস্ত্রাবৃতদেহে শয়ন করিবে। ৪০

ক্ষত্রিয় সদা প্রীতমনে সকলের আতিথ্য সৎকার করিতে করিতে ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের সেবা করিবে। শূদ্রও যদি অন্ন কামনা করিয়া তাহার নিকট অন্ন প্রার্থনা করে, তবে তাহাকে এই উত্তর দিবে যে, অন্ন প্রস্তুত আছে, যাইয়া গ্রহণ কর। ৪১

ক্ষত্রিয় স্বার্থ বা কামনাবশতঃ কোনও বস্তুর প্রদর্শন করিবে না। যে পিতৃপুরুষ, দেবতা ও অতিথিগণের সেবার জন্য চেষ্টা করে, সে-ই শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়। ৪২

ক্ষত্রিয় উপনয়নের পর নিজেরই গৃহে ন্যায়ানুসারে ভিক্ষা করিবে। তিন বেলা যথাবিধি অগ্নিহোত্রকার্য্য সম্পন্ন করিবে। ৪৩

ক্ষত্রিয়ধর্মে অবস্থান পূর্বক ত্রিবিধ অগ্নির মন্ত্রসহকারে পরিচর্য্যা করিয়া পবিত্র হইয়া যদি গো এবং ব্রাহ্মণগণের হিতের জন্য যুদ্ধে শত্রুর সম্মুখে নিহত হয়, তবে সে পরজন্মে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। ৪৪

এইরূপ ধর্মাত্মা ক্ষত্রিয় নিজের কর্মের দ্বারা জন্মান্তরে জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন, সংস্কারযুক্ত ও বেদপারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ হয়। ৪৫

দেবি! এই কর্মফলের প্রভাবে নীচ জাতি ও হীন কুলে উৎপন্ন শূদ্রও জন্মান্তরে শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন এবং সংস্কারযুক্ত ব্রাহ্মণ হয়। ৪৬

ব্রাহ্মণো বাপ্যসদ্বৃত্তঃ সর্ব্বসঙ্করভোজনঃ ।
ব্রাহ্মণ্যং স সমুৎসৃজ্য শূদ্রো ভবতি তাদৃশঃ ॥ ৪৭
কর্মভিঃ শুচিভির্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মাব্রবীৎ স্বয়ম্ ॥ ৪৮
স্বভাবঃ কর্ম চ শুভং যত্র শূদ্রোঽপি তিষ্ঠতি ।
বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতের্বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ ॥ ৪৯
ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্ ॥ ৫০
সর্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে ।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি ॥ ৫১
ব্রাহ্মঃ স্বভাবঃ সুশ্রোণি সমঃ সর্বত্র মে মতিঃ ।
নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ ॥ ৫২
এতে যোনিফলা দেবি স্থানভাগনিদর্শকাঃ ।
স্বয়ঞ্চ বরদেনোক্তা ব্রহ্মণা সৃজতা প্রজাঃ ॥ ৫৩
ব্রাহ্মণোঽপি মহৎ ক্ষেত্রং লোকে চরতি পাদবৎ ।
যৎ তত্র বীজং বপতি সা কৃষিঃ প্রেত্য ভাবিনি ॥ ৫৪
বিঘসাশিনা সদা ভাব্যং সৎপথালম্বিনা তথা ।
ব্রাহ্মং হি মার্গমাক্রম্য বর্ত্তিতব্যং বুভূষতা ॥ ৫৫
সংহিতাধ্যায়িনা ভাব্যং গৃহে বৈ গৃহমেধিনা ।
নিত্যং স্বাধ্যায়িনা ভাব্যং ন চাধ্যায়নজীবিনা ॥ ৫৬
এবম্ভূতো হি যো বিপ্রঃ সৎপথং সৎপথে স্থিতঃ ।
অহিতাগ্নিরধীয়ানো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৭
ব্রাহ্মণ্যং দেবি সম্প্রাপ্য রক্ষিতব্যং যতাত্মনা ।
যোনিপ্রতিগ্রহদানৈঃ কর্মভিশ্চ শুচিস্মিতে ॥ ৫৮
এতৎ তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রো ভবেদ্ দ্বিজঃ ।
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতো ধর্ম্মাদ্ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুতে ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্ব্বণি দানধর্ম্মপর্ব্বণি উমামহেশ্বরসংবাদে
ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৩

ব্রাহ্মণও যদি দুরাচারী হইয়া সমস্ত সঙ্কর জাতির গৃহে ভোজন করিতে থাকে, তবে সে ব্রাহ্মণত্ব পরিত্যাগ করিয়া সেইরূপ শূদ্র হইয়া যায় । ৪৭

শূদ্রও যদি জিতেন্দ্রিয় হইয়া পবিত্র কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠানের দ্বারা নিজের অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করে, তবে সে-ও দ্বিজেরই ন্যায় সেব্য হয়—ইহা স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন । ৪৮

আমারও এই অভিমত যে, যদি শূদ্রের মধ্যে সৎস্বভাব ও উত্তম কর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, তবে সে দ্বিজাতি হইতেও অধিক মাননীয় । ৪৯

ব্রাহ্মণত্বের প্রাপ্তিতে না কেবল জন্ম, না সংস্কার, না শাস্ত্রজ্ঞান ও না সন্ততিই কারণ। ব্রাহ্মণত্বের প্রধান কারণ হইল সদাচার । ৫০

জগতে এই সকল ব্রাহ্মণ সদাচারের দ্বারাই স্বপদে স্থির থাকে। সদাচারে অবস্থিত শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে । ৫১

সুশ্রোণি! ব্রহ্মের স্বভাব সর্ব্বত্র সমান। যাহার মধ্যে সেই নির্গুণ ও নির্ম্মল ব্রহ্ম-জ্ঞান আছে, সে-ই বাস্তবে ব্রাহ্মণ—ইহাই আমার মত । ৫২

এই যে চার বর্ণের স্থান ও বিভাগ কথিত হইয়াছে, তাহা সেই সেই জাতিতে জন্মগ্রহণ করিবার ফল। প্রজাগণের সৃষ্টি করিবার সময় বরদাতা ব্রহ্মা স্বয়ংই এই কথা বলিয়াছেন । ৫৩

ভাবিনি! ব্রাহ্মণ সংসারে এক মহান্ ক্ষেত্র। অন্য ক্ষেত্র-সকল অপেক্ষা ইহার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আছে যে, এই ক্ষেত্র দুই চরণে যুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করে। এই ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করা হয়, তাহা পরলোকে জীবিকার সাধন-স্বরূপ কৃষিরূপে পরিণত হইয়া যায় । ৫৪

নিজের কল্যাণকামী ব্রাহ্মণের উচিত যে, সে সজ্জনগণের পথ অবলম্বনকরত সদা অতিথি ও পোষ্যবর্গকে ভোজন করাইবার পর স্বয়ং অন্ন গ্রহণ করিবে এবং বেদোক্ত পথ আশ্রয় করিয়া উত্তম আচরণ করিয়া যাইবে । ৫৫

গৃহস্থ ব্রাহ্মণ গৃহে অবস্থান করিয়া প্রতিদিন সংহিতা পাঠ ও শাস্ত্রের স্বাধ্যায় করিবে। অধ্যয়নকে জীবিকার সাধন করিবে না । ৫৬

এইভাবে যে ব্রাহ্মণ সৎপথে অবস্থান করত সৎপথেরই অনুসরণ করে এবং অগ্নিহোত্র ও স্বাধ্যায় করিয়া জীবন অতিবাহিত করে, সে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় । ৫৭

দেবি! শুচিস্মিতে! মানুষের কর্ত্তব্য হইল—সে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া যোনি, প্রতিগ্রহ ও দানের শুদ্ধি দ্বারা এবং সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারা তাহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে । ৫৮

শূদ্র ধর্ম্মাচরণ করিলে যেভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করত জাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যে প্রকারে শূদ্র হইয়া যায়, এই গূঢ় রহস্যের কথা আমি তোমাকে বলিলাম । ৫৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্ম্মপর্ব্বে উমা-মহেশ্বরসংবাদে
ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(বন্ধনমুক্তি-স্বর্গ-নরক-দীর্ঘজীবনাল্পজীবনপ্রদানাং মনোবাক্‌কায়কৃতানাং শুভাশুভকর্ম্মণাং বর্ণনম্ ।)

উমোবাচ।
ভগবন্ সর্ব্বভূতেশ দেবাসুরনমস্কৃত।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ নৃণাং দেব ব্রূহি মেঽসংশয়ং বিভো ॥ ১
কর্ম্মণা মনসা বাচা ত্রিবিধং হি নরঃ সদা।
বধ্যতে বন্ধনৈঃ পাশৈর্মুচ্যতেঽপ্যথবা পুনঃ ॥ ২
কেন শীলেন বৃত্তেন কর্ম্মণা কীদৃশেন বা।
সমাচারৈগু ণৈঃ কৈর্ব্বা স্বর্গং যান্তীহ মানবাঃ ॥ ৩
শ্রীমহেশ্বর উবাচ।
দেবি ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞে ধর্ম নিত্যে দমে রতে।
সর্ব্বপ্রাণিহিতঃ প্রশ্নঃ শ্রূয়তাং বুদ্ধিবর্দ্ধনঃ ॥ ৪
সত্যধর্ম্মরতাঃ সন্তঃ সর্ব্বলিঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
ধর্ম্মলব্ধার্থভোক্তারস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥৫
নাধর্ম্মেণ ন ধর্ম্মেণ বধ্যন্তে ছিন্নসংশয়াঃ।
প্রলয়োৎপত্তিতত্ত্বজ্ঞাঃ সর্ব্বজ্ঞাঃ সর্ব্বদর্শিনঃ ॥ ৬
বীতরাগা বিমুচ্যন্তে পুরুষাঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা যে ন হিংসন্তি কিঞ্চন ॥ ৭
যে ন সজ্জন্তি কস্মিংশ্চিৎ তে ন বধ্যন্তি কর্ম্মভিঃ।
প্রাণাতিপাতাদ্ বিরতাঃ শীলবন্তো দয়ান্বিতাঃ ॥ ৮
তুল্যদ্বেষ্যপ্রিয়া দান্তা মুচ্যন্তে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সর্ব্বভূতদয়াবন্তো বিশ্বাস্যাঃ সর্ব্বজন্তুষু ॥ ৯
ত্যক্তহিংসাসমাচারাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।
পরস্বে নির্ম্মমা নিত্যং পরদারবিবর্জ্জকাঃ ॥ ১০
ধর্ম্মলব্ধান্নভোক্তারস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।
মাতৃবৎ স্বসৃবচ্চৈব নিত্যং দুহিতৃবচ্চ যে ॥ ১১

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[বন্ধনমুক্তি, স্বর্গ, নরক ও দীর্ঘায়ু এবং অল্পায়ু প্রদানকারী শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা কৃত শুভাশুভ কর্ম্মসমূহের বর্ণন।]

উমা বলিলেন,—ভগবন্! সর্ব্বভূতেশ্বর! দেবাসুরবন্দিত দেব! বিভো! এখন আমাকে আপনি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের স্বরূপ বলুন; যাহাতে এই বিষয়ে আমার সংশয় অপনোদিত হয়। ১

মানুষ সর্ব্বদা মন, বাক্য ও কর্ম্ম—এই তিনপ্রকার বন্ধনে আবদ্ধ আছে, সুতরাং এই বন্ধনসমূহ হইতে সে পুনরায় কিভাবে মুক্ত হইতে পারিবে? ২

প্রভো! কিপ্রকার স্বভাব, কোন্ সদ্ব্যবহার, কিরূপ কর্ম্ম, কোন্ সদাচারসমূহ অথবা গুণসকলের দ্বারা এ জগতে মানুষ (বদ্ধ হয়, মুক্ত হয় এবং) স্বর্গে গমন করে? ৩

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—ধর্ম্ম ও অর্থতত্ত্বসম্বন্ধে অভিজ্ঞা, সদা ধর্ম্মে অবস্থিতা, ইন্দ্রিয়সংযমপরায়ণা দেবি! তোমার প্রশ্ন সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষেই হিতকর এবং বুদ্ধিবৃদ্ধিকারী; তুমি ইহার উত্তর শ্রবণ কর। ৪

যে সব মানুষ ধর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জিত ধন ভোগ করে, সমস্ত আশ্রমসম্বন্ধী চিহ্নসমূহ হইতে পৃথক্ থাকিয়াও সত্য এবং ধর্ম্মেই তৎপর থাকে, তাহারাই স্বর্গে গমন করে। ৫

যাহাদের সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যাহারা প্রলয় ও উৎপত্তির তত্ত্ব জানে, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদ্রষ্টা, সেই মহাত্মাগণ ধর্ম্মের দ্বারাও বদ্ধ হয় না এবং অধর্ম্মের দ্বারাও বদ্ধ হয় না। ৬

যাহারা মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা কোনও প্রাণীর হিংসা করে না এবং যাহাদের আসক্তি সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই সব পুরুষই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ৭

যাহারা কোনও বিষয়ে আসক্ত হয় না, কোনও প্রাণীর প্রাণহরণ কার্য্যে রত থাকে না, যাহারা সুশীল ও দয়ালু, তাহারাও কর্ম্মবন্ধনে পতিত হয় না। যাহাদের নিকট শত্রু ও মিত্র উভয়ই সমান, সেই সব জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কর্ম্মসকলের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৮½

যাহারা সকল প্রাণীর প্রতিই দয়াবান্, সমস্ত জীবের বিশ্বাসপাত্র এবং হিংসাময় আচরণ পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছে, সেই সব মানুষ স্বর্গে গমন করে। ৯½

যাহাদের অপরের ধনে কোনরূপ মমতা নাই, পরস্ত্রী-সংসর্গ হইতে সদা দূরে থাকে এবং ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত অন্নই ভোজন করে, সেই সব মানুষ স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। ১০½

যাহারা পরস্ত্রীগণকে সদা মাতৃবৎ, ভগিনীবৎ ও কন্যাবৎ বুঝিয়া তদনুরূপ আচরণ করে, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গলোকে যায়। ১১½

পরদারেষু বর্ত্তন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।
স্তৈন্যান্নিবৃত্তাঃ সততং সন্তুষ্টাঃ স্বধনেন চ ॥ ১২
স্বভাগ্যান্যুপজীবন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।
স্বদারনিরতা যে চ ঋতুকালাভিগামিনঃ ॥ ১৩
অগ্রাম্যসুখভোগাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।
পরদারেষু যে নিত্যং চারিত্রাবৃতলোচনাঃ ॥ ১৪
জিতেন্দ্রিয়াঃ শীলপরাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ।
এষ দেবকৃতো মার্গঃ সেবিতব্যঃ সদা নরৈঃ ॥ ১৫
অকষায়কৃতশ্চৈব মার্গঃ সেব্যঃ সদা বুধৈঃ।
দানধর্ম্মতপোযুক্তঃ শীলশৌচদয়াত্মকঃ ॥ ১৬
বৃত্ত্যর্থং ধর্ম্মহেতোর্ব্বা সেবিতব্যঃ সদা নরৈঃ।
স্বর্গবাসমভীপ্সদ্ভির্ন সেব্যস্তত উত্তরঃ ॥ ১৭

উমোবাচ।

বাচা তু বধ্যতে যেন মুচ্যতেঽপ্যথবা পুনঃ।
তানি কর্ম্মাণি মে দেব বদ ভূতপতেঽনঘ ॥ ১৮

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

আত্মহেতোঃ পরার্থে বা নর্ম্মহাস্যাশ্রয়াৎ তথা।
যে মৃষা ন বদন্তীহ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ১৯
বৃত্ত্যর্থং ধর্ম্মহেতোর্ব্বা কামকারাৎ তথৈব চ।
অনৃতং যে ন ভাষন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ২০
শ্লক্ষ্ণাং বাণীং নিরাবাধাং মধুরাং পাপবর্জ্জিতাম্।
স্বাগতেনাভিভাষন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ২১
পরুষং যে ন ভাষন্তে কটুকং নিষ্ঠুরং তথা।
অপৈশুন্যরতাঃ সন্তস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ২২
পিশুনাং ন প্রভাষন্তে মিত্রভেদকরীং গিরম্।
ঋতং মৈত্রং তু ভাষন্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ২৩
যে বর্জ্জয়ন্তি পরুষং পরদ্রোহঞ্চ মানবাঃ।
সর্ব্বভূতসমা দান্তাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ২৪

যাহারা সতত নিজেদেরই ধনে সন্তুষ্ট থাকিয়া চৌর্য্যবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে এবং যাহারা নিজেদের ভাগ্যের উপরই নির্ভর করিয়া জীবনযাপন করে, সেই সব মানুষ স্বর্গগামী হয় ।১২½

যাহারা নিজেদের স্ত্রীরই উপর অনুরক্ত থাকিয়া ঋতুকালেই তাহাদের সহিত সমাগম করে এবং গ্রাম্য সুখভোগে আসক্ত হয় না, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গে গমন করে । ১৩½

যাহারা নিজেদের সদাচারের দ্বারা সর্ব্বদাই পরস্ত্রীগণের দিক্ হইতে নিজেদের চক্ষুকে আবৃত করিয়া রাখে, সেই জিতেন্দ্রিয় ও শীলপরায়ণ মনুষ্যগণ স্বর্গে গমন করে । ১৪½

এই পথ দেবগণ কর্ত্তৃক রচিত। রাগ ও দ্বেষকে দূর করিবার জন্য এই পথের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব সাধারণ মনুষ্য ও বিদ্বান্ মনুষ্য উভয় মনুষ্যগণের সদাই ইহার সেবা করা উচিত । ১৫½

এই পথ দান, ধর্ম্ম ও তপস্যাযুক্ত এবং শীল, শৌচ ও দয়াময় পথ। জীবিকা এবং ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বদাই মনুষ্যগণের এই পথের সেবা করা উচিত। যাহারা স্বর্গলোকে বাস করিতে বাসনা করে, তাহাদের পক্ষে সেবা করিবার যোগ্য ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট পথ আর নাই । ১৬-১৭

উমাদেবী বলিলেন,—নিষ্পাপ ভূতনাথ! মহাদেব! কিরূপ বাক্য বলিলে অথবা সেই বাক্যের দ্বারা কীদৃশ কর্ম্ম করিলে মানুষ বন্ধনগ্রস্ত হয় এবং সেই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে? সেই বাচিক কর্ম্মসকলের বর্ণনা আমার নিকটে করুন । ১৮

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—হাস্য ও পরিহাস অবলম্বন করিয়াও নিজের জন্য কিংবা অপরের জন্য যাহারা কখনও মিথ্যা কথা বলে না, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গলোকে গমন করে । ১৯

যাহারা জীবিকার জন্য অথবা ধর্ম্মের জন্য কিংবা স্বেচ্ছাচারিতা-বশতঃ কখনও অসত্য কথা বলে না, সেই মনুষ্যগণই স্বর্গগামী হয় । ২০

যাহারা স্নিগ্ধ, মধুর, বাধারহিত, পাপহীন ও স্বাগতসম্ভাষণ-রূপে বাক্য প্রয়োগ করে, সেই মানুষেরাই স্বর্গে গমন করিয়া থাকে । ২১

যাহারা খলতা করে না, কখনও কাহাকেও কঠোর, কটু (উত্তেজক) ও নিষ্ঠুরতাপূর্ণ বাক্য বলে না, সেই সজ্জন পুরুষগণ স্বর্গে গমন করে । ২২

যাহারা দুই বন্ধুর মধ্যে বন্ধুত্বভেদকারী খলতাপূর্ণ ভাষা বলে না, সত্য ও মিত্রতাপূর্ণ বাক্য বলে, সেই মানুষেরা স্বর্গে গমন করে । ২৩

যে সব মানুষ অন্যকে তীক্ষ্ণ কথা বলা এবং অপরের সহিত দ্রোহ করা পরিত্যাগ করে, সকল প্রাণীর প্রতি সমান ভাব রাখে ও জিতেন্দ্রিয় হয়, সেই সব মানুষই স্বর্গে গমন করে । ২৪

শঠপ্রলাপাদ্ বিরতা বিরুদ্ধপরিবর্জকাঃ।
সৌম্যপ্রলাপিনো নিত্যং তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ২৫
ন কোপাদ্ ব্যাহরন্তে যে বাচং হৃদয়দারণীম্।
সান্ত্বং বদন্তি ক্রুদ্ধাঽপি তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ২৬
এষ বাণীকৃতো দেবি ধর্মঃ সেব্যঃ সদা নরৈঃ।
শুভঃ সত্যগুণো নিত্যং বর্জনীয়ো মৃষা বুধৈঃ ॥ ২৭
উমোবাচ।
মনসা বধ্যতে যেন কর্মণা পুরুষঃ সদা।
তন্মে ব্রূহি মহাভাগ দেবদেব পিনাকধৃক্ ॥ ২৮
শ্রীমহেশ্বর উবাচ।
মানসেনেহ ধর্মেণ সংযুক্তাঃ পুরুষাঃ সদা।
স্বর্গং গচ্ছন্তি কল্যাণি তন্মে কীর্তয়তঃ শৃণু ॥ ২৯
দুষ্প্রণীতেন মনসা দুষ্প্রণীততরা কৃতিঃ।
মনো বধ্যতি যেনেহ শৃণু বাক্যং শুভাননে ॥ ৩০
অরণ্যে বিজনে ন্যস্তং পরস্বং দৃশ্যতে যদা।
মনসাপি ন হিংসন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩১
গ্রামে গৃহে বা যে দ্রব্যং পারক্যং বিজনে স্থিতম্।
নাভিনন্দন্তি বৈ নিত্যং তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩২
তথৈব পরদারান্ যে কামবৃত্তান্ রহোগতান্।
মনসাপি ন হিংসন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩৩
শত্রুং মিত্রঞ্চ যে নিত্যং তুল্যেন মনসা নরাঃ।
ভজন্তি মৈত্রাঃ সঙ্গম্য তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩৪
শ্রুতবন্তো দয়াবন্তঃ শুচয়ঃ সত্যসঙ্গরাঃ।
স্বৈরর্থৈঃ পরিসন্তুষ্টাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩৫
অবৈরা যে ত্বনায়াসা মৈত্রীচিত্তরতাঃ সদা।
সর্বভূতদয়াবন্তস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩৬
শ্রদ্ধাবন্তো দয়াবন্তশ্চোক্ষাশ্চোক্ষজনপ্রিয়াঃ।
ধর্মাধর্মবিদো নিত্যং তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩৭

যাহাদের মুখ হইতে কখনও শঠতাপূর্ণ কথা নির্গত হয় না, যাহারা বিরুদ্ধ কথা বলা পরিত্যাগ করে এবং সদা সৌম্য (ভদ্রতাসূচক) বাক্যই বলে, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গগামী হয় ॥ ২৫

যাহারা ক্রোধবশতঃ হৃদয়বিদীর্ণকারী বাক্য বলে না এবং ক্রুদ্ধ হইলেও সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যই বলিয়া থাকে, সেই সব মানুষই স্বর্গে গমন করে ॥ ২৬

দেবি! এই বাক্যজনিত ধর্ম কথিত হইল। মনুষ্যগণের সর্ব্বদা এই ধর্মের সেবা করা উচিত। বিদ্বান্গণের কর্ত্তব্য হইল—তাহারা সদা শুভ ও সত্য কথাই বলিবে এবং মিথ্যাকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া দিবে। (এই বাক্যজনিত ধর্ম নিষ্কামভাবে আচরণ করিলে পরমাত্মপদ লাভ হয়) ॥ ২৭

উমাদেবী বলিলেন,—মহাভাগ! পিনাকধারী দেবদেব! যে মানসিক কর্মের দ্বারা সকল মানুষ সদা বন্ধনগ্রস্ত হয়, তাহা আমাকে বলুন ॥ ২৮

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—কল্যাণি! যে সব মানুষ সদা মানস ধর্মের দ্বারা যুক্ত থাকে অর্থাৎ মনের দ্বারা ধর্মেরই চিন্তা ও আচরণ করে, তাহারা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। আমি এবিষয়ে যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর ॥ ২৯

সুমুখি! মানুষের মনে যদি দুর্বিচার আসে, তবে তাহার কার্য্যও দুর্নীতিপূর্ণ ও দূষিত হইয়া যায়, যাহার দ্বারা মন বন্ধনগ্রস্ত হয়। এবিষয়ে আমার বাক্য শ্রবণ কর ॥ ৩০

যখন অন্যের ধন নির্জন বনে পতিত দেখা যায়, সেই সময়েও উহার গ্রহণেচ্ছায় যাহারা তাহার জন্য মনে মনেও কাহারও হিংসা করে না, সেই সব মানুষ স্বর্গগামী হয় ॥ ৩১

গ্রামে বা গৃহে নির্জন স্থানে স্থিত অন্যের ধনকে কখনও সমাদর করে না, সেই মনুষ্যগণই স্বর্গে গমন করিয়া থাকে ॥ ৩২

এইভাবে যাহারা নির্জন স্থানে প্রাপ্ত কামাসক্ত পরস্ত্রীগণকে মনের দ্বারাও তাহাদের সহিত অন্যায় করিবার বিচার করে না, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গগামী হয় ॥ ৩৩

যে সব মনুষ্য সকলের প্রতি মৈত্রীভাব রাখিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হয় এবং শত্রু ও মিত্রকেও সদা সমানহৃদয়ে গ্রহণ করে, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গে গমন করিয়া থাকে ॥ ৩৪

যাহারা শাস্ত্রজ্ঞ, দয়ালু, পবিত্র, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও নীয় ধনেই সন্তুষ্ট থাকে, সেই সব মানুষই স্বর্গে গমন করে ॥ ৩৫

যাহাদের মনে কাহারও প্রতি বৈরী ভাব নাই, যাহারা আয়াসরহিত, মৈত্রীভাবে পূর্ণহৃদয় এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতিই সদা দয়াপরায়ণ, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গে গমন করে ॥ ৩৬

যাহারা শ্রদ্ধালু, দয়ালু, শুদ্ধ জনপ্রিয় এবং ধর্ম ও অধর্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গগামী হয় ॥ ৩৭

শুভানামশুভানাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলসঞ্চয়ে।
বিপাকজ্ঞাশ্চ যে দেবি তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩৮
ন্যায়োপেতা গুণোপেতা দেবদ্বিজপরাঃ সদা।
সমুত্থানমনুপ্রাপ্তাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥ ৩৯
শুভৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ময়ৈতে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
স্বর্গমার্গপরা ভূয়ঃ কিং ত্বং শ্রোতুমিহেচ্ছসি ॥ ৪০
উমোবাচ।
মহান্ মে সংশয়ঃ কশ্চিন্মর্ত্ত্যান্ প্রতি মহেশ্বর।
তস্মাৎ ত্বং নৈপুণেনাদ্য মম ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৪১
কেনায়ুর্লভতে দীর্ঘং কর্ম্মণা পুরুষঃ প্রভো।
তপসা বাপি দেবেশ কেনায়ুর্লভতে মহৎ ॥ ৪২
ক্ষীণায়ুঃ কেন ভবতি কর্ম্মণা ভুবি মানবঃ।
বিপাকং কর্ম্মণাং দেব বক্তুমর্হস্যনিন্দিত ॥ ৪৩
অপরে চ মহাভাগ্যা মন্দভাগ্যাস্তথাপরে।

দেবি! যাহারা শুভ ও অশুভ কর্ম্মসমূহের ফলসঞ্চয় বিষয়ে পরিণামের জ্ঞাতা, সেই সব মানুষ স্বর্গে গমন করে ॥৩৮

যাহারা ন্যায়পরায়ণ, গুণবান্, দেবতা ও দ্বিজগণের ভক্ত এবং উত্থান (উন্নতি) প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গে গমন করিয়া থাকে ॥ ৩৯

দেবি! যাহারা শুভ কর্ম্মসমূহের ফলের দ্বারা স্বর্গপথে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের বর্ণনা আমি এই স্থলে করিলাম। এখন তুমি আর কি শুনিতে বাসনা কর? ৪০

উমাদেবী বলিলেন,—মহেশ্বর! আমার মনুষ্যগণের সম্বন্ধে এক গভীর সংশয় রহিয়াছে। সেইহেতু আপনি নৈপুণ্যের সহিত তাহা আমার নিকট পরিষ্কার করিয়া বলুন ॥ ৪১

প্রভো! মানুষ কোন্ কর্ম্মের দ্বারা দীর্ঘায়ু লাভ করে? দেবেশ! কোন্ তপস্যার দ্বারাই বা মানুষ দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হয়? ৪২

অনিন্দনীয় মহাদেব! এই ভূতলে কোন্ কর্ম্মের দ্বারা মানুষের আয়ু ক্ষীণ হইয়া যায়? আপনি আমাকে কর্ম্মসমূহের বিপাক (পরিণাম) বলুন ॥ ৪৩

এ জগতে কিছু মানুষ মহাসৌভাগ্যশালী হয়, আবার অন্য বহু মানুষ মন্দভাগ্য হয়। কিছু মানুষ নিন্দিত কুলে উৎপন্ন হয়, আবার অন্য বহু মানুষ উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৪৪

কিছু মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া কাষ্ঠময় (জড়বৎ) প্রতীত হয়,

অকুলীনাস্তথা চান্যে কুলীনাশ্চ তথাপরে ॥ ৪৪
দুর্দর্শাঃ কেচিদাভান্তি নরাঃ কাষ্ঠময়া ইব।
প্রিয়দর্শাস্তথা চান্যে দর্শনাদেব মানবাঃ ॥ ৪৫
দুষ্প্রজ্ঞাঃ কেচিদাভান্তি কেচিদাভান্তি পণ্ডিতাঃ।
মহাপ্রাজ্ঞাস্তথৈবান্যে জ্ঞানবিজ্ঞানভাবিনঃ ॥ ৪৬
অল্পাবাধাস্তথা কেচিন্মহাবাধাস্তথাপরে।
দৃশ্যন্তে পুরুষা দেব তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৪৭
শ্রীমহেশ্বর উবাচ।
হন্ত তেঽহং প্রবক্ষ্যামি দেবি কর্ম্মফলোদয়ম্।
মর্ত্ত্যলোকে নরঃ সর্ব্বো যেন স্বফলমশ্নুতে ॥ ৪৮
প্রাণাতিপাতে যো রৌদ্রো দণ্ডহস্তোদ্যতঃ সদা।
নিত্যমুদ্যতশস্ত্রশ্চ হন্তি ভূতগণান্ নরঃ ॥ ৪৯
নির্দয়ঃ সর্ব্বভূতানাং নিত্যমুদ্বেগকারকঃ।
অপি কীটপিপীলানামশরণ্যঃ সুনির্ঘৃণঃ ॥ ৫০

তখন তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করাই কঠিন হইয়া পড়ে। আবার অন্য এরূপ বহু মানুষ আছে, যাহাদের দেখিলেই মন প্রসন্ন হইয়া যায়, তাহাদের দেখিতেও ভাল লাগে ॥ ৪৫

কিছু মানুষ দুর্বুদ্ধি বলিয়া প্রতীত হয়, কিছু মানুষ পণ্ডিত বলিয়া মনে হয় এবং অন্য বহু মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন মহাপ্রাজ্ঞ বলিয়া প্রতীত হয় ॥ ৪৬

দেব! কিছু মানুষ সাধারণ ও অল্প বাধাগ্রস্ত হয় এবং অন্য বহু মানুষ আবার মহাবাধাসমূহে পরিবৃত হইয়া থাকে। এইরূপ যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিষম অবস্থায় পতিত মনুষ্যগণকে দেখা যায়, তাহাদের এই বিষমতার কারণ কি? তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! এখন আমি প্রসন্নতাসহকারে তোমাকে এই কথা বলিব, কোন্ কর্ম্মের ফলের উদয় কিভাবে হয় এবং মর্ত্ত্যলোকের সকল মানুষ কিভাবে নিজ নিজ কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে ॥ ৪৮

দেবি! যে মানুষ অন্যের প্রাণহরণের জন্য হস্তে দণ্ড লইয়া সর্ব্বদা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া থাকে, যে মানুষ প্রতিদিন অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া জগতের প্রাণিগণকে হত্যা করিতে থাকে, যাহার অন্তরে কাহারও প্রতি দয়া হয় না, যে মানুষ সমস্ত প্রাণীদিগকে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন করে এবং যে অত্যন্ত ক্রূর হওয়ায় কীট ও পিপীলিকাগণকেও শরণদান করে না, এরূপ মানুষ ঘোর নরকে পতিত হয় ॥ ৪৯-৫০½

এবম্ভূতো নরো দেবি নিরয়ং প্রতিপদ্যতে।
বিপরীতস্তু ধর্মাত্মা রূপবানভিজায়তে ॥ ৫১
পাপেন কর্মণা দেবি বধ্যো হিংসারতির্নরঃ।
অপ্রিয়ঃ সর্বভূতানাং হীনায়ুরুপজায়তে ॥ ৫২
নিরয়ং যাতি হিংসাত্মা যাতি স্বর্গমহিংসকঃ।
যাতনাং নিরয়ে রৌদ্রাং স কৃচ্ছ্রাং লভতে নরঃ ॥ ৫৩
যঃ কশ্চিন্নিরয়াৎ তস্মাৎ সমুত্তরতি কর্হিচিৎ।
মানুষ্যং লভতে চাপি হীনায়ুস্তত্র জায়তে ॥ ৫৪
পাপেন কর্মণা দেবি বদ্ধো হিংসারতির্নরঃ।
অপ্রিয়ঃ সর্বভূতানাং হীনায়ুরুপজায়তে ॥ ৫৫
যস্তু শুক্লাভিজাতীয়ঃ প্রাণিঘাতবিবর্জকঃ।
নিক্ষিপ্তশস্ত্রো নির্দণ্ডো ন হিংসতি কদাচন ॥ ৫৬

যাহার স্বভাব ইহার বিপরীত, সে ধর্মাত্মা ও রূপবান্ হয়। দেবি! হিংসাপ্রিয় মানুষ নিজের পাপকর্মের জন্য অপর প্রাণিগণের বধ্য, সমস্ত প্রাণীরই অপ্রিয় এবং অল্পায়ু হইয়া যায় ॥ ৫১-৫২

যাহার চিত্ত হিংসায় রত, সে নরকে গমন করে এবং যে কাহারও হিংসা করে না, সে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। নরকে পতিত মানুষ অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও ভয়ঙ্কর যাতনা ভোগ করে ॥ ৫৩

যদি কখনও কোনও জীব সেই নরক হইতে মুক্তিলাভ করে, তবে সে মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু সেখানে তাহার আয়ু অত্যন্ত অল্প হয় ॥ ৫৪

দেবি! পাপকর্মের দ্বারা বদ্ধ হিংসাপরায়ণ মানুষ সমস্ত প্রাণিগণের অপ্রিয় হওয়ায় অল্পায়ু হইয়া যায় ॥ ৫৫

ইহার বিপরীত যে মানুষ শুদ্ধ কুলে উৎপন্ন হইয়া জীবহিংসা

ন ঘাতয়তি নো হন্তি ঘ্নন্তং নৈবানুমোদতে।
সর্বভূতেষু সস্নেহো যথাঽঽত্মনি তথাপরে ॥ ৫৭
ঈদৃশঃ পুরুষোৎকর্ষো দেবি দেবত্বমশ্নুতে।
উপপন্নান্ সুখান্ ভোগানুপাশ্নাতি মুদা যুতঃ ॥ ৫৮
অথ চেন্মানুষে লোকে কদাচিদুপপদ্যতে।
তত্র দীর্ঘায়ুরুৎপন্নঃ স নরঃ সুখমেধতে ॥৫৯
এষ দীর্ঘায়ুষাং মার্গঃ সুবৃত্তানাং সুকর্মিণাম্।
প্রাণিহিংসাবিমোক্ষেণ ব্রহ্মণা সমুদীরিতঃ ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি উমামহেশ্বরসংবাদে চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৪

পরিত্যাগ করে, যে অস্ত্র ও দণ্ড ত্যাগ করিয়া দিয়াছে, যাহার দ্বারা কখনও কাহারও হিংসা হয় না, যে আঘাত করে না, আঘাত করিবার অনুমতি দেয় না এবং আঘাতকারীকে কখনও অনুমোদন করে না, যাহার মনে সকল প্রাণীর প্রতিই স্নেহ বিদ্যমান থাকে এবং যে নিজেরই তুল্য অন্য প্রাণিগণকেও দয়া দৃষ্টিতে দর্শন করে, দেবি! এরূপ শ্রেষ্ঠ মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয় ও দেবলোকে আনন্দ সহকারে স্বতই উপলব্ধ সুখপ্রদ ভোগসমূহ অনুভব করে ॥ ৫৬-৫৮

অথবা যদি কোনও সময়ে সে মনুষ্য-লোকে জন্মগ্রহণ করে, তবে সেই মানুষ দীর্ঘায়ু লাভ করে ও সুখী হয় ॥ ৫৯

ইহাই সৎকর্মের অনুষ্ঠানকারী, সদাচারী ও দীর্ঘজীবী মনুষ্যগণের লক্ষণ। সমস্ত প্রাণিগণের হিংসা পরিত্যাগকারী স্বয়ং ব্রহ্মা এই পথের উপদেশ করিয়াছেন ॥ ৬০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে উমা-মহেশ্বরসংবাদবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(স্বর্গ-নরকপ্রদানাম্ উত্তমাধমকুলে জন্মপ্রাপ্তিকারকাণাঞ্চ কর্মণাং বর্ণনম্ ।)

উমোবাচ

কিংশীলঃ কিংসমাচারঃ পুরুষঃ কৈশ্চ কর্মভিঃ ।
স্বর্গং সমভিপদ্যেত সম্প্রদানেন কেন বা ॥ ১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

দাতা ব্রাহ্মণসৎকর্তা দীনার্তকৃপণাদিষু ।
ভক্ষ্যভোজ্যান্নপানানাং বাসসাঞ্চ প্রদায়কঃ ॥ ২
প্রতিশ্রয়ান্ সভাঃ কূপান্ প্রপাঃ পুষ্করিণীস্তথা ।
নৈত্যকানি চ সর্বাণি কিমিচ্ছকমতীব চ ॥ ৩
আসনং শয়নং যানং গৃহং রত্নং ধনং তথা ।
তস্য জাতানি সর্বাণি গাঃ ক্ষেত্রাণ্যথ যোষিতঃ ॥ ৪
সুপ্রতীতমনা নিত্যং যঃ প্রযচ্ছতি মানবঃ ।
এবংভূতো নরো দেবি দেবলোকেঽভিজায়তে ॥ ৫
তত্রোষ্য সুচিরং কালং ভুক্ত্বা ভোগাননুত্তমান্
সহাপ্সরোভির্মুদিতো রমতে নন্দনাদিষু ॥ ৬
তস্মাৎ স্বর্গাচ্চ্যুতো লোকান্ মানুষেষু প্রজায়তে ।
মহাভোগকুলে দেবি ধনধান্যসমন্বিতঃ ॥ ৭
তত্র কামগুণৈঃ সর্বৈঃ সমুপেতো মুদা যুতঃ ।
মহাভোগো মহাকোশো ধনী ভবতি মানবঃ ॥ ৮
এতে দেবি মহাভাগাঃ প্রাণিনো দানশীলিনঃ ।
ব্রাহ্মণা বৈ পুরা প্রোক্তাঃ সর্বস্য প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৯
অপরে মানবা দেবি প্রদানকৃপণা দ্বিজৈঃ ।
যাচিতা ন প্রযচ্ছন্তি বিদ্যমানেঽপ্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ১০
দীনান্ধকৃপণান্ দৃষ্ট্বা ভিক্ষুকানতিথীনপি ।
যাচ্যমানা নিবর্তন্তে জিহ্বালোভসমন্বিতাঃ ॥ ১১
ন ধনানি ন বাসাংসি ন ভোগান্ ন চ কাঞ্চনম্ ।
ন গাবো নান্নবিকৃতিং প্রযচ্ছন্তি কদাচন ॥ ১২
অপ্রবৃত্তাশ্চ যে লুব্ধা নাস্তিকা দানবর্জিতাঃ ।
এবংভূতা নরা দেবি নিরয়ং যান্ত্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৩

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[স্বর্গ ও নরকপ্রদ এবং উত্তম ও অধম কুলে জন্ম প্রাপ্তিকারক কর্মসমূহের বর্ণন ।]

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! মানুষ কিরূপ স্বভাব, কিরূপ সদাচার ও কোন্ কর্মসমূহের দ্বারা অথবা কোন্ দানের দ্বারা স্বর্গে গমন করে? ১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে মানুষ ব্রাহ্মণগণকে সম্মান করে ও নানাবিধ বস্তু দান করে, দীন, দুঃখী ও দরিদ্রাদি মনুষ্যগণকে ভক্ষ্য, ভোজ্য, অন্ন-পান এবং বস্ত্র প্রদান করে, বাস করিবার স্থান, ধর্মশালা, কূপ, প্রপা (পানীয়শালা) ও পুষ্করিণী নির্মাণ করে, দানগ্রহণকারী ব্যক্তিগণের ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিয়া নিত্য দান যোগ্য বস্তুসমূহ দান করে, সমস্ত নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান করে, আসন, শয্যা, যান, গৃহ, রত্ন, ধন, ধান্য, গো, ক্ষেত্র ও কন্যাগণকে প্রসন্নতা পূর্বক দান করে, দেবি! এরূপ মানুষ দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে। ২-৫

সেখানে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাস করিয়া উত্তম ভোগসমূহ ভোগ করিতে করিতে নন্দনাদি বনসকলে অপ্সরাগণের সহিত সে আনন্দিতচিত্তে রমণ করে। ৬

দেবি! তারপর সেই স্বর্গলোক হইতে চ্যুত হইয়া সে মর্ত্যলোকে আসিলে পর মনুষ্যজাতির মধ্যে মহাভোগসংযুক্ত কুলে জন্মগ্রহণ করে এবং ধন-ধান্যসম্পন্ন হয়। ৭

মানব-যোনিতে সে সমস্ত কমনীয় গুণে সম্পন্ন হয় এবং সানন্দে বাস করে। তাহার নিকট প্রভূত ভোগসামগ্রী সঞ্চিত থাকে। তাহার কোনও (ধনভাণ্ডার) বিশাল হয়। সেই মানুষ এইভাবে ধনবান্ হয়। ৮

দেবি! এই দানশীল প্রাণীরাই এরূপ মহাসৌভাগ্যশালী হয়। পুরাকালে ব্রহ্মা ইহাদের এইভাবেই পরিচয় দিয়াছেন। দাতা মনুষ্যগণ সকলেরই দৃষ্টিতে প্রিয় হয়। ৯

দেবি! অন্য বহু মানুষ দানপ্রদানে কৃপণতা করে। এই সব মন্দবুদ্ধি মানুষ ব্রাহ্মণগণ প্রার্থনা করিলে পর নিজেদের নিকট ধন থাকিলেও তাহাদিগকে কিছুই দেয় না। ১০

তাহারা দীন, অন্ধ, দরিদ্র, ভিক্ষুক ও অতিথিগণকে দেখিয়াই দূরে সরিয়া যায়। এই সব ব্যক্তিগণ যাচ্ঞা করিলেও জিহ্বার লোলুপতার জন্য তাহাদিগকে অন্নদান করে না। ১১

তাহারা না ধন, না বস্ত্র, না ভোগ, না সুবর্ণ, না গো ও না অন্ন হইতে উৎপন্ন নানাবিধ খাদ্য বস্তু দান করে। ১২

দেবি! এইরূপ অকর্মণ্য, লোভী, নাস্তিক ও দানধর্মবর্জিত বুদ্ধিহীন মনুষ্যগণ নরকে পতিত হয়। ১৩

তে বৈ মনুষ্যতাং যান্তি যদা কালস্য পর্য্যয়াৎ।
ধনরিক্তে কুলে জন্ম লভন্তে স্বল্পবুদ্ধয়ঃ ॥১৪
ক্ষুৎপিপাসাপরীতাশ্চ সর্বলোকবহিষ্কৃতাঃ।
নিরাশাঃ সর্বভোগেভ্যো জীবন্ত্যধর্ম্মজীবিকাম্ ॥ ১৫
অল্পভোগকুলে জাতা অল্পভোগরতা নরাঃ।
অনেন কর্মণা দেবি ভবন্ত্যধনিনো নরাঃ ॥ ১৬
অপরে স্তম্ভিনো নিত্যং মানিনঃ পাপতো রতাঃ
আসনার্হস্য যে পীঠং ন প্রযচ্ছন্ত্যচেতসঃ ॥ ১৭
মার্গার্হস্য চ যে মার্গং ন যচ্ছন্ত্যল্পবুদ্ধয়ঃ।
পাদ্যার্হস্য চ যে পাদ্যং ন দদত্যল্পবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৮
অর্ঘ্যার্হান্ ন চ সৎকারৈরর্চয়ন্তি যথাবিধি।
অর্ঘ্যমাচমনীয়ং বা ন যচ্ছন্ত্যল্পবুদ্ধয়ঃ ॥ ১৯
গুরুং চাভিগতং প্রেম্ণা গুরুবন্ন বুভূষতে
অভিমানপ্রবৃত্তেন লোভেন সমবস্থিতাঃ ॥ ২০

যদি কালের বিপর্য্যয়বশতঃ এই সব মন্দবুদ্ধি মানুষ পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তবে তাহারা নির্ধন কুলেই উৎপন্ন হয়। ১৪

সেখানে ইহারা সদা ক্ষুধা ও পিপাসায় কষ্ট পাইতে থাকে। সকল লোক তাহাদের সমাজ হইতে বহিষ্কার করিয়া দেয়। তাহারা সর্ব্বপ্রকার ভোগ হইতে নিরাশ হইয়া পাপাচারের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ১৫

দেবি! এই পাপকর্ম্মবশতই মনুষ্যগণ অল্পভোগসম্পন্ন কুলে জন্মগ্রহণ করে, অল্পভোগই ভোগ করে এবং সদা নির্ধন হইয়া থাকে। ১৬

ইহা ব্যতীতও অন্য এরূপ বহু মানুষ আছে, যাহারা সদা গর্ব্ব ও অভিমানে পূর্ণ থাকে এবং পাপে রত থাকে। এইসব অল্পবুদ্ধি মূর্খ মানুষ আসনদানের যোগ্য পূজ্য পুরুষকে বসিবার কোনও পীঠ (পীড়া বা চৌকী) পর্য্যন্ত দেয় না। ১৭

এইসব বুদ্ধিহীন অথবা মন্দবুদ্ধি মানুষ পথদানের যোগ্য পুরুষকে যাইবার পথ দেয় না এবং পাদ্য অর্পণ করিবার যোগ্য পূজনীয় মানুষকে পাদ্য (পাদ ধৌত করিবার জল) ও প্রদান করে না। ১৮

কেবল ইহাই নহে, ইহারা অর্ঘ্যদানের যোগ্য মাননীয় ব্যক্তিগণকে নানাবিধ সৎকারের দ্বারা বিধি অনুসারে পূজা করে না অথবা এই মূর্খেরা তাহাদিগকে অর্ঘ্য ও আচমনীয় প্রদান করে না। ১৯

সম্মান্যাংশ্চাবমন্যন্তে বৃদ্ধান্ পরিভবন্তি চ।
এবংবিধা নরা দেবি সর্বে নিরয়গামিনঃ ॥ ২১
তে বৈ যদি নরাস্তস্মান্নিরয়াদুত্তরন্তি বৈ।
বর্ষপূগৈস্ততো জন্ম লভন্তে কুৎসিতে কুলে ॥ ২২
শ্বপাক-পুক্কসাদীনাং কুৎসিতানামচেতসাম্।
কুলেষু তেষু জায়ন্তে গুরুবৃদ্ধাপচায়িনঃ ॥ ২৩
ন স্তব্ধো ন চ মানী যো দেবতা-দ্বিজপূজকঃ।
লোকপূজ্যো নমস্কর্তা প্রশ্রিতো মধুরং বচঃ ॥২৪
সর্ববর্ণপ্রিয়করঃ সর্বভূতহিতঃ সদা।
অদ্বেষী সুমুখঃ শ্লক্ষ্ণঃ স্নিগ্ধবাণীপ্রদঃ সদা ॥ ২৫
স্বাগতেনৈব সর্বেষাং ভূতানামবিহিংসকঃ।
যথার্হসৎক্রিয়াপূর্বমর্চয়ন্নবতিষ্ঠতি ॥ ২৬
মার্গার্হায় দদন্মার্গং গুরুং গুরুবদর্চয়ন্।
অতিথিপ্রগ্রহরতস্তথাভ্যাগতপূজকঃ ॥ ২৭

শ্রীগুরু আগমন করিলে পর তাঁহাকে পূজা করে না—তাঁহাকে গুরুবৎ সম্মান দান করিতে ইচ্ছুক হয় না, অভিমান এবং লোভের বশীভূত হইয়া তাহারা সম্মানীয় মনুষ্যগণকে অপমান ও বৃদ্ধ পুরুষদিগকে তিরস্কার করে। দেবি! এইরূপ আচরণকারী সকল মানুষই নরকগামী হয়। ২০-২১

বহু বর্ষ অতিবাহিত হইবার পর যখন তাহারা নরক হইতে মুক্তি পায়, তখন তাহারা চাণ্ডাল ও পুক্কসাদি নিন্দিত এবং মূঢ় মনুষ্যগণের কুৎসিত কুলে জন্মগ্রহণ করে। গুরুজন ও বৃদ্ধ পুরুষগণকে তিরস্কারকারী এই সব অধম মানুষ চাণ্ডালদিগের এই নিন্দিতকুলে উৎপন্ন হয়। ২২-২৩

দেবি! যে না উদ্ধত, না অভিমানী এবং যে দেবতা ও দ্বিজগণের পূজা করে, সংসারের সকল মানুষ যাহাকে পূজ্য বলিয়া মনে করে, যে জ্যেষ্ঠগণকে নমস্কার করে, বিনয়ী, মধুরভাষী, সকল বর্ণের মানুষেরই প্রিয়, সমস্ত প্রাণিবর্গের হিতকারী, যাহার কাহারও সহিত দ্বেষ নাই, যাহার মুখ প্রসন্ন ও স্বভাব কোমল, যে সর্ব্বদা স্বাগতসম্ভাষণসূচক স্নেহপূর্ণ কথা বলে, কোনও প্রাণীকে হিংসা করে না, সকলকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়া পূজা করে, যে পথপ্রদান করিবার যোগ্য পুরুষকে পথপ্রদান করে, গুরুদেবকে তাঁহার যোগ্য সমাদর করে, অতিথিদিগকে আমন্ত্রিত করিয়া তাহাদের সেবায় নিরত থাকে এবং স্বয়ং আগত অতিথিগণকে

এবম্ভূতো নরো দেবি স্বর্গতিং প্রতিপদ্যতে।
ততো মানুষতাং প্রাপ্য বিশিষ্টকুলজো ভবেৎ ॥ ২৮
তত্রাসৌ বিপুলৈর্ভোগৈঃ সর্বরত্নসমাবৃতঃ।
যথার্হদাতা চার্হেষু ধর্মচর্য্যাপরো ভবেৎ ॥ ২৯
সম্মতঃ সর্বভূতানাং সর্বলোকনমস্কৃতঃ।
স্বকর্মফলমাপ্নোতি স্বয়মেব নরঃ সদা ॥ ৩০
উদাত্তকুলজাতীয় উদাত্তাভিজনঃ সদা।
এষ ধর্মো ময়া প্রোক্তো বিধাত্রা স্বয়মীরিতঃ। ৩১
যস্তু রৌদ্রসমাচারঃ সর্বসত্ত্বভয়ঙ্করঃ।
হস্তাভ্যাং যদি বা পদ্ভ্যাং রজ্জ্বা দণ্ডেন বা পুনঃ ॥ ৩২
লোষ্টৈঃ স্তম্ভৈরায়ুধৈর্বা জন্তূন্ বাধতি শোভনে।
হিংসার্থং নিকৃতিপ্রজ্ঞঃ প্রোদ্বেজয়তি চৈব হ ॥ ৩৩
উপক্রামতি জন্তূংশ্চ উদ্বেগজননঃ সদা।
এবংশীলসমাচারো নিরয়ং প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৪
স বৈ মনুষ্যতাং গচ্ছেদ্ যদি কালস্য পর্য্যয়াৎ।

পূজা করে, এরূপ মানুষ স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। তাহার পর মানবযোনিতে আসিয়া বিশিষ্ট বংশে উৎপন্ন হয়। ২৪-২৮

সেই জন্মে সে বিপুল ভোগসমূহে ও সর্বপ্রকার রত্নসম্ভারে যুক্ত হইয়া সুযোগ্য ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগ্য দান করে এবং ধর্মানুষ্ঠানে তৎপর থাকে। ২৯

সেখানে সকল প্রাণীই তাহাকে সম্মান করে এবং সমস্ত মানুষই তাহাকে নমস্কার করে। এইভাবে সেই মানুষ নিজের কর্মসমূহের ফল সদা স্বয়ংই ভোগ করে। ৩০

ধর্মাত্মা মানুষ সদা উত্তম কুল, উত্তম জাতি ও উত্তম স্থানে জন্মলাভ করে। সাক্ষাৎ ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত এই ধর্ম আমি বর্ণনা করিলাম। ৩১

শোভনে! যে মানুষের আচরণ ক্রূরতায় পূর্ণ, যে সকল প্রাণীরই ভয়দ, যে হস্ত, পদ, রজ্জু, দণ্ড ও লোষ্টের (মাটীর ঢিল) দ্বারা প্রহার করিয়া, স্তম্ভে বদ্ধ করিয়া এবং অস্ত্রের দ্বারা জীবজন্তুগণকে পীড়াদান করে, ছল-কপটতায় নিপুণ হইয়া হিংসার জন্য সেই জীবগণের মধ্যে উদ্বেগজনক হইয়া সেই সব জন্তুদিগের উপর আক্রমণ করে, এরূপ স্বভাব ও আচরণপরায়ণ মানুষ নরকে পতিত হয়। ৩২-৩৪

যদি কালের বিপর্য্যয়ে পুনরায় মনুষ্যযোনিতে আসে, তবে

বহ্বাবাধপরিক্লিষ্টে জায়তে সোঽধমে কুলে। ৩৫
লোকদ্বেষ্যোঽধমঃ পুংসাং স্বয়ং কর্মফলৈঃ কৃতৈঃ।
এষ দেবি মনুষ্যেষু বোদ্ধব্যো জ্ঞাতিবন্ধুষু। ৩৬
অপরঃ সর্বভূতানি দয়াবাননুপশ্যতি।
মৈত্রদৃষ্টিঃ পিতৃসমো নির্বৈরো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৭
নোদ্বেজয়তি ভূতানি ন বিঘাতয়তে তথা।
হস্তপাদৈঃ সুনিয়তৈর্বিশ্বাস্যঃ সর্বজন্তুষু ॥ ৩৮
ন রজ্জ্বা ন চ দণ্ডেন ন লোষ্টৈর্নায়ুধেন চ।
উদ্বেজয়তি ভূতানি শ্লক্ষ্ণকর্মা দয়াপরঃ ॥ ৩৯
এবংশীলসমাচারঃ স্বর্গে সমুপজায়তে।
তত্রাসৌ ভবনে দিব্যে মুদা বসতি দেববৎ ॥ ৪০
স চেৎ কর্মক্ষয়ান্মর্ত্যো মনুষ্যেষূপজায়তে।
অল্পাবাধো নিরাতঙ্কঃ স জাতঃ সুখমেধতে ॥ ৪১
সুখভাগী নিরায়াসো নিরুদ্বেগঃ সদা নরঃ।
এষ দেবি সতাং মার্গো বাধা যত্র ন বিদ্যতে ॥ ৪২

বহুবিধ বাধাবিঘ্নের দ্বারা ক্লেশকর অধমকুলে জন্মগ্রহণ করে। ৩৫

দেবি! এরূপ মানুষ নিজেরই কৃত কর্মসমূহের ফলানুসারে মনুষ্যগণের মধ্যে এবং জ্ঞাতিবন্ধুবর্গের মধ্যে নীচ বলিয়া পরিগণিত হয় ও সকল মানবই তাহাকে দ্বেষ করে। ৩৬

ইহার বিপরীত যে মানুষ সকল প্রাণীর প্রতি দয়াদৃষ্টি রাখে, সকলের প্রতি মিত্রভাবসম্পন্ন হয়, সকলের উপর পিতার ন্যায় স্নেহ করে, কাহারও সহিত শত্রুতা করে না, ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া রাখে, যে হস্ত-পদ প্রভৃতিকে নিজের অধীনে রাখিয়া কোনও জীবকে উদ্বিগ্ন করে না এবং প্রহার করে না, যাহার উপর সকল প্রাণী বিশ্বাস করে, যে রজ্জু, দণ্ড ও অস্ত্রসমূহের দ্বারা প্রাণিগণকে কষ্ট দেয় না, যাহার কর্ম কোমল ও নির্দোষ হয় এবং সর্বদা দয়াপরায়ণ, এরূপ স্বভাব ও আচরণসম্পন্ন মানুষ স্বর্গলোকে দিব্য দেহধারণ করে এবং সেখানের দিব্য ভবনে দেবতাদিগের ন্যায় আনন্দসহকারে বাস করে। ৩৭-৪০

তারপর তাহার পুণ্যকর্ম ক্ষীণ হইয়া যাইলে যদি সে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে, তবে তাহার উপর বাধা-বিপত্তি অল্পই আসে এবং নির্ভয় হইয়া সুখে উন্নতি লাভ করে। সুখভাগী হইয়া সে আয়াস ও উদ্বেগরহিত জীবনযাপন করিয়া থাকে। দেবি! ইহাই হইল সৎপুরুষগণের মার্গ, যেখানে কোনরূপ বাধাবিঘ্ন থাকে না। ৪১-৪২

উমোবাচ।
ইমে মনুষ্যা দৃশ্যন্তে ঊহাপোহবিশারদাঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নাঃ প্রজ্ঞাবন্তোঽর্থকোবিদাঃ ॥ ৪৩
দুষ্প্রজ্ঞাশ্চাপরে দেব জ্ঞানবিজ্ঞানবর্জিতাঃ।
কেন কর্মবিশেষেণ প্রজ্ঞাবান্ পুরুষো ভবেৎ ॥ ৪৪
অল্পপ্রজ্ঞো বিরূপাক্ষ কথং ভবতি মানবঃ।
এতন্মে সংশয়ং ছিন্ধি সর্বধর্মবিদাং বর ॥ ৪৫
জাত্যন্ধাশ্চাপরে দেব রোগার্তাশ্চাপরে তথা।
নরাঃ ক্লীবাশ্চ দৃশ্যন্তে কারণং ব্রূহি তত্র বৈ ॥৪৬
শ্রীমহেশ্বর উবাচ।
ব্রাহ্মণান্ বেদবিদুষঃ সিদ্ধান্ ধর্মবিদস্তথা।
পরিপৃচ্ছন্ত্যহরহঃ কুশলাঃ কুশলং তথা ॥ ৪৭
বর্জয়ন্তোঽশুভং কর্ম সেবমানাঃ শুভং তথা।
লভন্তে স্বর্গতিং নিত্যমিহলোকে তথা সুখম্ ॥ ৪৮
স চেন্মানুষতাং যাতি মেধাবী তত্র জায়তে।
শ্রুতং প্রজ্ঞানুগং যস্য কল্যাণমুপজায়তে ॥ ৪৯
পরদারেষু যে চাপি চক্ষুর্দুষ্টং প্রযুঞ্জতে।
তেন দুষ্টস্বভাবেন জাত্যন্ধাস্তে ভবন্তি হ ॥ ৫০
মনসা তু প্রদুষ্টেন নগ্নাং পশ্যন্তি যে স্ত্রিয়ম্।
রোগার্তাস্তে ভবন্তীহ নরা দুষ্কৃতকর্মিণঃ ॥ ৫১
যে তু মূঢ়া দুরাচারা বিযোনৌ মৈথুনে রতাঃ।
পুরুষেষু সুদুষ্প্রজ্ঞা ক্লীবত্বমুপয়ান্তি তে ॥ ৫২
পশূংশ্চ যে ঘাতয়ন্তি যে চৈব গুরুতল্পগাঃ।
প্রকীর্ণমৈথুনা যে চ ক্লীবা জায়ন্তি তে নরাঃ ॥ ৫৩
উমোবাচ।
সাবদ্যং কিন্নু বৈ কর্ম নিরবদ্যং তথৈব চ।
শ্রেয়ঃ কুর্বন্নবাপ্নোতি মানবো দেবসত্তম ॥ ৫৪
শ্রীমহেশ্বর উবাচ।
শ্রেয়াংসং মার্গমাত্মিচ্ছন্ সদা যঃ পৃচ্ছতি দ্বিজান্।
ধর্মান্বেষী গুণাকাঙ্ক্ষী স স্বর্গং সমুপাশ্নুতে ॥ ৫৫
যদি মানুষতাং দেবি কদাচিৎ স নিগচ্ছতি।
মেধাবী ধারণাযুক্তঃ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিজায়তে ॥ ৫৬

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! এই মনুষ্যগণের মধ্যে কিছু মানুষ বাদ-প্রতিবাদাত্মক জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন, বুদ্ধিমান্ ও অর্থনিপুণ হয়—ইহা দেখা যায় ॥৪৩

দেব! আবার অন্য কিছু মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানশূন্য ও দুর্বুদ্ধি হইতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় মানুষ কোন্ বিশেষ কর্ম করিলে বুদ্ধিমান্ হইয়া থাকে? ॥ ৪৪

বিরূপাক্ষ! মানুষ কেন মন্দবুদ্ধি হয়? সমস্ত ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাদেব! আপনি আমার এই সন্দেহ নিবারণ করুন ॥ ৪৫

দেব! কিছু মানুষ জন্মান্ধ, কিছু মানুষ রোগপীড়িত এবং অন্য বহু মানুষ আবার নপুংসক হয়। ইহারই বা কারণ কি? তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪৬

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে কুশল মনুষ্যগণ সিদ্ধ, বেদজ্ঞ ও ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে প্রতিদিন তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করে এবং অশুভ কর্ম ত্যাগ করিয়া শুভ কর্মের সেবা করে, সেই সব মানুষই পরলোকে স্বর্গ ও ইহলোকে সদা সুখলাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৭-৪৮

এরূপ আচরণপরায়ণ মানুষ যদি স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তবে সে মেধাবী হয়। শাস্ত্র তাহার বুদ্ধির অনুসরণ করে, অতএব সে সদা কল্যাণভাগী হইয়া থাকে ॥ ৪৯

যাহারা পরস্ত্রীগণের প্রতি সদা দোষপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহারা এই দুষ্ট স্বভাবের জন্য পরজন্মে জন্মান্ধ হইয়া যায় ॥ ৫০

যাহারা দূষিত মনে কোন নগ্না স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, সেই পাপকর্মকারী মনুষ্যগণ ইহলোকে রোগপীড়িত হইয়া থাকে ॥ ৫১

যে সব দুরাচারী দুর্বুদ্ধি ও মূর্খ মানুষ পশু প্রভৃতির যোনিতে মৈথুন করে, তাহারা পরজন্মে পুরুষগণের মধ্যে নপুংসক হয় ॥ ৫২

যাহারা পশুগণকে হত্যা করায়, যাহারা গুরুর শয্যায় শয়ন করে এবং বর্ণসঙ্কর জাতির স্ত্রীগণের সহিত সমাগম করে, সেই সব মানুষও নপুংসক হয় ॥ ৫৩

উমাদেবী বলিলেন,—দেবশ্রেষ্ঠ! কোন্ কর্ম সদোষ ও কোন্ কর্ম নির্দোষ? মানুষ কিরূপ কর্ম করিয়া কল্যাণভাগী হয়? ॥ ৫৪

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—যে মানুষ শ্রেষ্ঠ পথ লাভ করিবার বাসনায় সর্বদাই ব্রাহ্মণগণকে সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে, ধর্মের অন্বেষণ করে এবং সদ্গুণসমূহের আকাঙ্ক্ষা করে, সেই মানুষই স্বর্গলোকে সুখভোগ করিয়া থাকে ॥ ৫৫

দেবি! এরূপ মানুষ যদি কখনও পরে মানবযোনি প্রাপ্ত

এষ দেবি সতাং ধর্মো মন্তব্যো ভূতিকারকঃ।
নৃণাং হিতার্থায় ময়া তব বৈ সমুদাহৃতঃ ॥ ৫৭

উমোবাচ।

অপরে স্বল্পবিজ্ঞানা ধর্মবিদ্বেষিণো নরাঃ।
ব্রাহ্মণান্ বেদবিদুষো নেচ্ছন্তি পরিসর্পিতুম্ ॥৫৮
ব্রতবন্তো নরাঃ কেচিচ্ছ্রদ্ধাধর্মপরায়ণাঃ।
অব্রতা ভ্রষ্টনিয়মাস্তথান্যে রাক্ষসোপমাঃ ॥ ৫৯
যজ্বানশ্চ তথৈবান্যে নির্হোমাশ্চ তথাপরে
কেন কর্মবিপাকেন ভবন্তীহ বদস্ব মে ॥ ৬০

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

আগমা লোকধর্মাণাং মর্য্যাদাঃ সর্বনির্মিতাঃ।
প্রামাণ্যেনানুবর্তন্তে দৃশ্যন্তে চ দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৬১
অধর্মং ধর্মমিত্যাহুর্যে চ মোহবশং গতাঃ।
অব্রতা নষ্টমর্য্যাদাস্তে প্রোক্তা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥৬২
তে চেৎ কালকৃতোদ্যোগাৎ সম্ভবন্তীহ মানুষাঃ।
নির্হোমা নির্বষট্কারাস্তে ভবন্তি নরাধমাঃ ॥ ৬৩
এষ দেবি ময়া সর্বঃ সংশয়চ্ছেদনায় তে।
কুশলাকুশলো নৃণাং ব্যাখ্যাতো ধর্মসাগরঃ ॥ ৬৪

অধিকঃ প্রথমঃ অধ্যায়ঃ।

[রাজধর্ম্মবর্ণনম্।]

(উমোবাচ।

দেবদেব নমস্তুভ্যং ত্র্যক্ষ বৃষভধ্বজ।
শ্রুতং মে ভগবন্ সর্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥ ১
সংগৃহীতং ময়া তচ্চ তব বাক্যমনুত্তমম্।
ইদানীমস্তি সন্দেহো মানুষেষিহ কশ্চন ॥২
তুল্যপ্রাণশিরঃকায়ো রাজায়মিতি দৃশ্যতে।
কেন কর্মবিপাকেন সর্বপ্রাধান্যমর্হতি ॥৩

হয়, তবে সে সেখানে প্রায়শঃ মেধাবী এবং ধারণাশক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে। ৫৬

দেবি! ইহা সৎপুরুষগণের ধর্ম। ইহাকে কল্যাণকারী বলিয়া মনে করা উচিত। আমি মনুষ্যগণের হিতের জন্য তোমাকে এই ধর্মের উপদেশ করিলাম। ৫৭

উমাদেবী বলিলেন, ভগবন্! অন্য এরূপ বহু মানুষ আছে, যাহারা অল্পবুদ্ধি হওয়ায় ধর্মকে দ্বেষ করে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নিকট তাহারা যাইতে ইচ্ছা করে না। ৫৮

কিছু মানুষ ব্রতধারী, শ্রদ্ধালু ও ধর্মপরায়ণ হয়, আবার অন্য বহু মানুষ ব্রতহীন, নিয়মভ্রষ্ট ও রাক্ষসতুল্য হইয়া থাকে। ৫৯

কত মানুষ যজ্ঞশীল হয়, আবার অন্য বহু মানুষ হোম ও যজ্ঞকার্য্য পরিত্যাগী হয়। কোন্ কর্মবিপাকে মনুষ্যগণ এইরূপ পরস্পর বিরোধী স্বভাবের হইয়া থাকে? ইহা আপনি আমার নিকট বর্ণনা করুন। ৬০

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! শাস্ত্র লোকধর্মসমূহের সেই সব মর্য্যাদা স্থাপিত করেন, যে সব মর্য্যাদা সকলের হিতের জন্য নির্মিত হইয়াছে। যাহারা এই সব শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া মনে করে, তাহাদিগকেই দৃঢ়তাসহকারে ব্রতপালন করিতে দেখা যায়। ৬১

যাহারা মোহের বশীভূত হইয়া অধর্মকে ধর্ম বলে, সেই ব্রতহীন মর্য্যাদাভঙ্গকারী পুরুষগণ ব্রহ্মরাক্ষস বলিয়া কথিত হয়। ৬২

সেই সব মানুষ যদি কালের বিপর্য্যয়ে পুনরায় এই সংসারে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তবে তাহারা হোম ও বষট্কারহীন এবং নরাধম হইয়া থাকে। ৬৩

দেবি! ইহা ধর্মের সাগর, ধর্মাত্মাগণের প্রিয় ও পাপাত্মাগণের অপ্রিয়। আমি তোমার সন্দেহ নিবারণের জন্য এই সব বিষয় বিস্তার সহকারে তোমাকে বলিলাম। ৬৪

অধিক প্রথম অধ্যায়।

[রাজধর্ম বর্ণন।]

(উমাদেবী বলিলেন,—দেবদেব! ত্রিলোচন! বৃষভধ্বজ! ভগবন্ মহেশ্বর! আপনার কৃপায় আমি পূর্বোক্ত সকল বিষয় শ্রবণ করিয়াছি। ১

এই সব শ্রবণ করিয়া আমি আপনার সেই সর্বোত্তম উপদেশ বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করিয়াছি। এই সময়ে মনুষ্যগণের বিষয়ে এক সন্দেহ এরূপ রহিয়া গিয়াছে, ইহার সমাধান আবশ্যক। ২

মনুষ্যগণের মধ্যে এই যে যাহাকে 'রাজা' বলিয়া দেখা যায়, তাহারও প্রাণ, মস্তক ও দেহ সবই অন্য মনুষ্যদিগেরই সমান; তথাপি কোন্ কর্মের ফলে সে সকলের মধ্যে প্রধান পদ পাইবার অধিকারী হইয়াছে? ৩

স চাপি দণ্ডয়ন্ মর্ত্যান্ ভর্ৎসয়ন্ বিবিধানপি । ৪
প্রেত্যভাবে কথং লোকাল্লভতে পুণ্যকর্মণাম্ ।
রাজবৃত্তমহং তস্মাচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি মানদ ।

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

তদহং তে প্রবক্ষ্যামি রাজধর্মং শুভাননে ॥ ৫
রাজায়ত্তং হি যৎ সর্বং লোকবৃত্তং শুভাশুভম্ ।
মহত্তপসো দেবি ফলং রাজ্যমিতি স্মৃতম্ ॥ ৬
অরাজকে পুরা হ্যাসীৎ প্রজানাং সঙ্কুলং মহৎ
তদ্দৃষ্ট্বা সঙ্কুলং ব্রহ্মা মনুং রাজ্যে ন্যবেশয়ৎ ॥ ৭
তদাপ্রভৃতি সন্দৃষ্টং রাজ্ঞাং বৃত্তং শুভাশুভম্ ।
তন্মে শৃণু বরারোহে তস্য পথ্যং জগদ্ধিতম্ ॥ ৮
যথা প্রেত্য লভেৎ স্বর্গং যথা বীর্যাং যশস্তথা ।
পিত্র্যং বা ভূতপূর্বং বা স্বয়মুৎপাদ্য বা পুনঃ ॥ ৯
রাজ্যধর্মমনুষ্ঠায় বিধিবদ্ ভোক্তুমর্হতি ॥১০

এই রাজা নানাপ্রকার মনুষ্যগণকে দণ্ড দান করে ও তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করে। সে মৃত্যুর পর কেন পুণ্যাত্মাগণের লোকপ্রাপ্ত হয়? মানদ! অতএব আমি রাজার আচার-ব্যবহার শুনিতে বাসনা করি ॥ ৪½

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—সুমুখি! এখন আমি তোমাকে রাজধর্মের কথা বলিব; কারণ, জগতের সমস্ত শুভাশুভ আচার ব্যবহার রাজারই অধীন। দেবি! রাজ্যকেই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপস্যার ফল বলিয়া অভিহিত করা হয় ॥ ৫-৬

পুরাকালের কথা, সর্বত্র অরাজকতা বিদ্যমান ছিল; তাহার ফলে প্রজাগণের উপর মহাসঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রজাদিগের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া ব্রহ্মা মনুকে রাজসিংহাসনে স্থাপিত করিলেন ॥ ৭

তৎকাল হইতেই রাজাদের শুভাশুভ বৃত্তান্ত দেখা যায়। বরারোহে! রাজার যে আচরণ জগতের পক্ষে হিতকর ও লাভদায়ক হয়, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ৮

যে ব্যবহারের জন্য রাজা মৃত্যুর পর স্বর্গভাগী হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ কর। তাহার মধ্যে যেরূপ পরাক্রম ও যেরূপ যশ থাকা বাঞ্ছনীয়, তাহাও শ্রবণ কর। পৈতৃক রাজ্য অথবা তাহারও পূর্ব হইতে প্রচলিত রাজ্য কিংবা স্বয়ংই পরাক্রমের দ্বারা প্রাপ্ত রাজ্য রাজা ধর্মের আশ্রয় করিয়া বিধিপূর্বক উপভোগ করিবে ॥ ৯-১০

আত্মানমেব প্রথমং বিনয়ৈরুপপাদয়েৎ ।
অনুভৃত্যান্ প্রজাঃ পশ্চাদিত্যেষ বিনয়ক্রমঃ ॥ ১১
আত্মানং চোপমাং কৃত্বা প্রজাস্তদ্বৃত্তকাঙ্ক্ষয়া ।
স্বয়ং বিনয়সম্পন্না ভবন্তীহ শুভেক্ষণে ॥১২
স্বস্মাৎ পূর্বতরং রাজা বিনয়ত্যেব বৈ প্রজাঃ ।
অপহাস্যো ভবেৎ তাদৃক্ স্বদোষস্যানবেক্ষণাৎ ॥ ১৩
বিদ্যাভ্যাসৈর্বৃদ্ধযোগৈরাত্মানং বিনয়ং নয়েৎ ।
বিদ্যা ধর্মার্থফলিনী তদ্বিদো বৃদ্ধসংজ্ঞিতাঃ ॥১৪
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ো দেবি অত ঊর্ধ্বমুদাহৃতঃ ।
অজয়ে সুমহান্ দোষো রাজানং বিনিপাতয়েৎ ॥ ১৫
পঞ্চৈব স্ববশে কৃত্বা তদর্থান্ পঞ্চ শোষয়েৎ ।
ষড়ুৎসৃজ্য যথাযোগং জ্ঞানেন বিনয়েন চ ॥ ১৬
শাস্ত্রচক্ষুর্নয়পরো ভূত্বা ভৃত্যান্ সমাহরেৎ ॥ ১৭

প্রথমে রাজা নিজেকে নিজেই বিনয়সম্পন্ন অর্থাৎ বিনীত করিবে। তাহার পর সেবক এবং প্রজাগণকে বিনয়ের শিক্ষা দিবে। ইহাই হইল বিনয়ের ক্রম ॥ ১১

শুভলোচনে! রাজাকেই আদর্শরূপে মানিয়া তাহার আচরণ শিক্ষা করিবার জন্য প্রজারা স্বয়ংও এজগতে বিনয়সম্পন্ন হয় ॥ ১২

যে রাজা স্বয়ং বিনয়শিক্ষা লাভের পূর্বে প্রজাগণকে বিনয়শিক্ষা দেয়, সেই রাজা নিজের দোষের দিকে দৃষ্টি না দেওয়ায় সকলের উপহাসের পাত্র হয় ॥ ১৩

বিদ্যার অভ্যাস ও বৃদ্ধ পুরুষগণের সঙ্গ করিয়া রাজা নিজেকে নিজে বিনয়ী করিবে। বিদ্যা ধর্ম ও অর্থরূপ ফল প্রদান করে। যাহারা এই বিদ্যাকে জানে, তাহাদিগকেই বৃদ্ধ বলা হয় ॥১৪

দেবি! ইহার পর রাজার ইন্দ্রিয়গণকে জয় করা উচিত—এই কথা বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করিতে না পারিলে যে গুরুতর দোষ হয়, তাহাই রাজাকে অধঃপাতিত করিয়া থাকে ॥ ১৫

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে নিজের বশীভূত করিয়া তাহাদের রূপ, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ও রস—এই পঞ্চ বিষয় শুষ্ক করিয়া দিবে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা আবশ্যক যত্ন করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য—এই ছয় দোষকে পরিত্যাগ করিবে। শাস্ত্রীয় দৃষ্টি

বৃত্তশ্রুতকুলোপেতাসুপধাভিঃ পরীক্ষিতান্।
অমাত্যানুপধাতীতান্ সাপসর্পান্ জিতেন্দ্রিয়ান্ ॥ ১৮
যোজয়েত যথাযোগং যথার্হং স্বেষু কর্মসু ॥ ১৯
অমাত্যা বুদ্ধিসম্পন্না রাষ্ট্রং বহুজনপ্রিয়ম্।
দুরাধর্ষং পুরশ্রেষ্ঠং কোশঃ কৃচ্ছ্রসহঃ স্মৃতঃ ॥ ২০
অনুরক্তং বলং সাম্নামদ্বৈধং মিত্রমেব চ।
এতাঃ প্রকৃতয়ঃ স্বেষু স্বামী বিনয়তত্ত্ববিৎ ॥২১
প্রজানাং রক্ষণার্থায় সর্বমেতদ্ বিনির্মিতম্
আভিঃ করণভূতাভিঃ কুর্য্যাল্লোকহিতং নৃপঃ ॥২২
আত্মরক্ষা নরেন্দ্রস্য প্রজারক্ষার্থমিষ্যতে।
তস্মাৎ সততমাত্মানং সংরক্ষেদপ্রমাদবান্ ॥২৩
ভোজনাচ্ছাদনস্নানাদ্ বহির্নিষ্ক্রমণাদপি।
নিত্যং স্ত্রীগণসংযোগাদ্ রক্ষেদাত্মানমাত্মবান্ ॥ ২৪

স্বেভ্যশ্চৈব পরেভ্যশ্চ শস্ত্রাদপি বিষাদপি।
সততং পুত্রদারেভ্যো রক্ষেদাত্মানমাত্মবান্ ॥ ২৫
সর্বেভ্য এব স্থানেভ্যো রক্ষেদাত্মানমাত্মবান্।
প্রজানাং রক্ষণার্থায় প্রজাহিতকরো ভবেৎ ॥২৬
প্রজাকার্য্যং তু তৎকার্য্যং প্রজাসৌখ্যং তু তৎসুখম্।
প্রজাপ্রিয়ং প্রিয়ং তস্য স্বহিতং তু প্রজাহিতম্ ॥ ২৭
প্রজার্থং তস্য সর্বস্বমাত্মার্থং ন বিধীয়তে ॥ ২৮
প্রকৃতীনাং হি রক্ষার্থং রাগ-দ্বেষৌ ব্যুদস্য চ।
উভয়োঃ পক্ষয়োর্বাদং শ্রুত্বা চৈব যথাতথম্ ॥ ২৯
তমর্থং বিমৃশেদ্ বুদ্ধ্যা স্বয়মাতত্ত্বদর্শনাৎ ॥ ৩০
তত্ত্ববিদ্ভিশ্চ বহুভিঃ সহাসীনো নরোত্তমৈঃ।
কর্তারমপরাধস্য দেশ-কালৌ নয়ানয়ৌ ॥ ৩১
জ্ঞাত্বা সম্যগ্ যথাশাস্ত্রং ততো দণ্ডং নয়েন্নৃষু ॥৩২
এবং কুর্বন্নৃপো ভেদ্ ধর্মং পক্ষপাতবিবর্জনাৎ ॥ ৩৩

অবলম্বন করত তৎপরায়ণ হইয়া রাজা সেবকগণকে সংগ্রহ করিবে। ১৬-১৭

যাহারা সদাচার, শাস্ত্রজ্ঞান ও উত্তম কুলসম্পন্ন, যাহাদের সত্যতা ও শীলতা পরীক্ষা করা হইয়াছে, যাহারা সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, যাহাদের সহিত বহু অপসর্প (গুপ্তচর) আছে এবং যাহারা জিতেন্দ্রিয়—এরূপ অমাত্যগণকে যোগ্যতানুসারে নিজ কর্মসমূহে যথাযথভাবে নিযুক্ত করিবে। ১৮-১৯

১। বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী, ২। বহু জনপ্রিয় রাষ্ট্র, ৩। দুর্ধর্ষ শ্রেষ্ঠ নগর বা দুর্গ, ৪। কঠিন সময়ে কাযকারী কোষ, ৫। সামনীতির দ্বারা রাজার উপর অনুরক্ত সেনা, ৬। দ্বিধাপ্রবৃত্তহীন মিত্র এবং ৭। বিনয়তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ রাজ্যের স্বামী—এই সপ্ত প্রকৃতি বলিয়া কথিত হয়। ২০-২১

প্রজাগণের রক্ষার জন্য এই সব অর্থাৎ এই সপ্ত প্রকৃতি নির্মিত হইয়াছে। রক্ষার হেতুভূত এই যে সপ্ত প্রকৃতি,, ইহাদেরই সহযোগে রাজা লোকহিত সম্পাদন করে। ২২

রাজার প্রজাগণের রক্ষার জন্যই আত্মরক্ষা করা অভীষ্ট, অতএব রাজা সতত সাবধান হইয়া আত্মরক্ষা করিবে। ২৩

মনকে বশীভূত করিয়া রাখিতে সমর্থ রাজা ভোজন, আচ্ছাদন, স্নান, বহির্গমন এবং সদা স্ত্রীগণের সহিত সংযোগ—এই সব হইতে নিজেকে রক্ষা করিবে। ২৪

রাজা মনকে সদা বশীভূত রাখিয়া স্বজনবর্গ, অন্য ব্যক্তিগণ, অস্ত্র, বিষ এবং স্ত্রী-পুত্র—ইহাদের দিক্ হইতেও নিরন্তর নিজেকে রক্ষা করিয়া চলিবে। ২৫

আত্মবান্ (মনস্বী) রাজা প্রজাগণের রক্ষার জন্য সকল স্থান হইতে নিজেকে রক্ষা করিবে এবং সর্বদা প্রজাদের হিতকারী হইবে। ২৬

প্রজাগণের কার্য্যই রাজার কার্য্য, প্রজাদের সুখই তাহার সুখ, প্রজাগণের প্রিয়ই তাহার প্রিয় এবং প্রজাদের হিতই তাহার নিজের হিত। প্রজাদের হিতের জন্যই তাহার সর্বস্ব, নিজের জন্য তাহার কিছুই নহে। ২৭-২৮

প্রকৃতিবর্গের রক্ষার জন্য রাগ-দ্বেষ ত্যাগ করিয়া কোনও বিবাদের নির্ণয় করিতে প্রথমে উভয় পক্ষের যথার্থ বাক্য শ্রবণ করিবে। তারপর নিজের বুদ্ধির দ্বারা স্বয়ং সেই বিবাদের উপর ততকাল বিচার করিবে, যতকাল না তাহার সে বিষয়ে যথার্থ সুস্পষ্ট জ্ঞান হয়। ২৯-৩০

তত্ত্বজ্ঞ বহু শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সহিত বসিয়া পরামর্শ করিবার পর অপরাধী, অপরাধ, দেশ, কাল, ন্যায় ও অন্যায়ের যথার্থ জ্ঞান লাভ করত রাজা শাস্ত্রানুসারে অপরাধী মনুষ্যগণকে দণ্ডদান করিবে। ৩১-৩২

পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া এরূপ বিচারকারী রাজা ধর্মভাগী হয়। প্রত্যক্ষ দেখিয়া, মাননীয় পুরুষগণের উপদেশ শুনিয়া অথবা বুদ্ধিযুক্ত অনুমান করিয়া রাজার সর্বদাই নিজের দেশের শুভাশুভ বৃত্তান্ত জানা প্রয়োজন। ৩৩-৩৪

প্রত্যক্ষাপ্তোপদেশাভ্যামনুমানেন বা পুনঃ।
বোদ্ধব্যং সততং রাজ্ঞা দেশবৃত্তং শুভাশুভম্ ॥ ৩৪
চারৈঃ কর্মপ্রবৃত্ত্যা চ তদ্ বিজ্ঞায় বিচারয়েৎ।
অশুভং নির্হরেৎ সদ্যো জোষয়েচ্ছুভমাত্মনঃ ॥ ৩৫
গর্হ্যান্ বিগর্হয়েদেব পূজ্যান্ সম্পূজয়েৎ তথা।
দণ্ড্যাংশ্চ দণ্ডয়েদ্ দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৬
পঞ্চাপেক্ষং সদা মন্ত্রং কুর্য্যাদ্ বুদ্ধিযুতৈর্নরৈঃ।
কুলবৃত্তশ্রুতোপেতৈর্নিত্যং মন্ত্রপরো ভবেৎ ॥ ৩৭
কামকারেণ বৈমুখ্যৈর্নৈব মন্ত্রমনা ভবেৎ।
রাজা রাষ্ট্রহিতাপেক্ষং সত্যধর্মাণি কারয়েৎ ॥ ৩৮
সর্বোদ্যোগং স্বয়ং কুর্য্যাদ্ দুর্গাদিষু সদা নৃষু।
দেশবৃদ্ধিকরান্ ভৃত্যানপ্রমাদেন কারয়েৎ ॥৩৯
দেশক্ষয়করান্ সর্বানপ্রিয়াংশ্চ বিসর্জয়েৎ।
অহন্যহনি সম্পশ্যেদনুজীবিগণং স্বয়ম্ ॥ ৪০

সুমুখঃ সুপ্রিয়ো দত্ত্বা সম্যগ্‌বৃত্তং সমাচরেৎ।
অধর্ম্যং পরুষং তীক্ষ্ণং বাক্যং বক্তুং ন চার্হতি ॥ ৪১
অবিশ্বাস্যং হি বচনং বক্তুং সৎসু ন চার্হতি।
নয়ে নয়ে গুণান্ দোষান্ সম্যগ্‌বেদিতুমর্হতি ॥ ৪২
স্বেঙ্গিতং বৃণুয়াদ্ ধৈর্য্যান্ন কুর্য্যাৎ ক্ষুদ্রসংবিদম্।
পরেঙ্গিতজ্ঞো লোকেষু ভূত্বা সংসর্গমাচরেৎ ॥ ৪৩
স্বতশ্চ পরতশ্চৈব পরস্পরভয়াদপি।
অমানুষভয়েভ্যশ্চ স্বাঃ প্রজাঃ পালয়েন্নৃপঃ ॥ ৪৪
লুব্ধাঃ কঠোরাশ্চাপ্যস্য মানবা দস্যুবৃত্তয়ঃ।
নিগ্রাহ্যা এব তে রাজ্ঞা সংগৃহীত্বা যততঃ ॥ ৪৫
কুমারান্ বিনয়েদেব জন্মপ্রভৃতি যোজয়েৎ।
তেষামাত্মগুণোপেতং যৌবরাজ্যেন যোজয়েৎ ॥ ৪৬
অরাজকং ক্ষণমপি রাজ্যং ন স্যাদ্ধি শোভনে।
আত্মনোঽনুবিধানায় যৌবরাজ্যং সদেষ্যতে ॥ ৪৭

গুপ্তচরগণের দ্বারা এবং কার্য্যের প্রবৃত্তির দ্বারা দেশের শুভাশুভ বৃত্তান্ত জানিয়া রাজা তাহার উপর বিচার করিবে। তাহার পর তৎক্ষণাৎ অশুভ নিবারণ করিবে এবং নিজের শুভকার্য্য সম্পাদন করিবে। ৩৫

দেবি! রাজা নিন্দনীয় মনুষ্যগণের নিন্দা করিবে, পূজনীয় পুরুষদিগের পূজা করিবে এবং দণ্ডনীয় অপরাধী মনুষ্যদের দণ্ডদান করিবে। এবিষয়ে কোনরূপ অন্যথা বিচার করিবে না। ৩৬

পঞ্চ ব্যক্তির অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ পঞ্চ মন্ত্রীর সহিত বসিয়া সদা রাজকার্য্য বিষয়ে গুপ্ত মন্ত্রণা করিবে। যাহারা বুদ্ধিমান্, কুলীন, সদাচারী ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, তাহাদেরই সহিত রাজার সদা মন্ত্রণা করা উচিত। ৩৭

যাহারা ইচ্ছানুসারে রাজকার্য্য হইতে বিমুখ হয়, এরূপ মনুষ্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিবার বিচার রাজা মনেও আনিবে না। রাজা রাজ্যের হিতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সত্য ধর্ম পালন করিবে এবং করাইবে। ৩৮

দুর্গ প্রভৃতি ও অন্যান্য মনুষ্যগণের রক্ষার জন্য রাজা সমস্ত উদ্যোগ সদা নিজেই করিবে। রাজা দেশের উন্নতিকারী ভৃত্যগণকে সাবধানতার সহিত কার্য্যে নিযুক্ত করিবে এবং দেশের ক্ষতিকারক সমস্ত অপ্রিয়জনকে পরিত্যাগ করিয়া দিবে। যাহারা রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এরূপ ব্যক্তিগণের দেখা-শুনাও রাজা প্রতিদিন স্বয়ংই করিবে। ৩৯-৪০

রাজা প্রসন্নবদন ও সকলের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া মনুষ্যগণকে জীবিকা দান করিবে এবং তাহাদের সহিত উত্তম ব্যবহার করিবে। কাহাকেও পাপপূর্ণ, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ বাক্য বলা রাজার কদাপি উচিত নয়। ৪১

সৎপুরুষগণের মধ্যে রাজা কখনও এরূপ কথা বলিবে না, যাহা বিশ্বাসযোগ্য হইবে না। প্রত্যেক মানুষের গুণ ও দোষ-সকল তাহার সর্ব্বতোভাবে জানা আবশ্যক। ৪২

নিজের চেষ্টাকে রাজা ধৈর্য্যসহকারে গোপন করিয়া রাখিবে। ক্ষুদ্র বুদ্ধির প্রদর্শন করিবে না অথবা মনে ক্ষুদ্র বিচার আনিবে না। অন্য ব্যক্তিগণের চেষ্টাকে ভালভাবে জানিয়া রাজা তাহাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত করিবে। ৪৩

রাজা নিজের ভয় হইতে, অন্যের ভয় হইতে, পরস্পরের ভয় হইতে এবং অমানুষ ভয় হইতে সতত স্বীয় প্রজাগণকে সুরক্ষিত রাখিবে। ৪৪

যাহারা লোভী, কঠোর ও দস্যুবৃত্তিপরায়ণ, তাহাদিগকে যে কোন স্থান হইতে ধরিয়া রাজা কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিবে অথবা তাহাদের কঠোর শাস্তি দান করিবে। ৪৫

রাজকুমারগণকে জন্ম হইতেই বিনয়শীল করিবে। তাহাদের মধ্যে যে নিজের অনুরূপ গুণসম্পন্ন হইবে, তাহাকেই যুবরাজ পদে নিযুক্ত করিবে। ৪৬

শোভনে! একক্ষণও রাজা ব্যতীত রাজ্য থাকে না। সেইজন্য নিজের পরেই রাজা হইবার জন্য এক পুত্রকে যুবরাজ-পদে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা আবশ্যক। ৪৭

কুলজানাঞ্চ বৈদ্যানাং শ্রোত্রিয়াণাং তপস্বিনাম্।
অন্যেষাং বৃত্তিযুক্তানাং বিশেষং কর্তুমর্হতি ॥ ৪৮
আত্মার্থং রাজ্যতন্ত্রার্থং কোশার্থঞ্চ সমাচরেৎ ॥ ৪৯
চতুর্ধা বিভজেৎ কোশং ধর্মভৃত্যাত্মকারণাৎ।
আপদর্থঞ্চ নীতিজ্ঞো দেশকালবশেন তু ॥৫০
অনাথান্ ব্যাধিতান্ বৃদ্ধান্ স্বদেশে পোষয়েন্নৃপঃ ॥৫১
সন্ধিঞ্চ বিগ্রহং চৈব তদ্‌বিশেষাংস্তথা পরান্।
যথাবৎ সংবিমৃশ্যৈব বুদ্ধিপূর্বং সমাচরেৎ ॥ ৫২
সর্বেষাং সম্প্রিয়ো ভূত্বা মণ্ডলং সততং চরেৎ।
শুভেষ্বপি চ কার্যেষু ন চৈকান্তঃ সমাচরেৎ ॥৫৩
স্বতশ্চ পরতশ্চৈব ব্যসনানি বিমৃশ্য সঃ।
পরেণ ধার্মিকান্ যোগান্ নাতীয়াদ্ দ্বেষলোভতঃ ॥ ৫৪
রক্ষ্যত্বং বৈ প্রজাধর্মঃ ক্ষত্রধর্মস্তু রক্ষণম্।
কুনৃপৈঃ পীড়িতাস্তস্মাৎ প্রজাঃ সর্বত্র পালয়েৎ ॥ ৫৫
ব্যসনেভ্যো বলং রক্ষেন্নয়তো ব্যয়তোঽপি বা
প্রায়শো বর্জয়েদ্ যুদ্ধং প্রাণরক্ষণকারণাৎ ॥ ৫৬

কারণাদেব যোদ্ধব্যং নাত্মনঃ পরতোঽথবা।
সুযুদ্ধে প্রাণমোক্ষস্তু তস্য ধর্মায় ইষ্যতে ॥ ৫৭
অভিযুক্তো বলবতা কুর্যাদাপদ্বিধিং নৃপঃ।
অনুনীয় তথা সর্বান্ প্রজানাং হিতকারণাৎ ॥ ৫৮
এষ দেবি সমাসেন রাজধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৫৯
এবং সংবর্তমানস্তু দণ্ডয়ন্ ভর্ৎসয়ন্ প্রজাঃ।
নিষ্কল্মষমবাপ্নোতি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥৬০
এবং সংবর্তমানস্য কালধর্মো যদা ভবেৎ।
স্বর্গলোকে তদা রাজা ত্রিদশৈঃ সহ মোদতে ॥ ৬১

ইত্যাধিকঃ প্রথমঃ অধ্যায়ঃ ॥

আধিকঃ দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

[যোধানাং ধর্মবর্ণনম্, রণ-যজ্ঞে প্রাণোৎসর্গকারিণাং বীরাণাং মাহাত্ম্যকথনঞ্চ।]

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।
অথ যস্তু সহায়ার্থমুক্তঃ স্যাৎ পার্থিবৈর্নরৈঃ ॥ ১

কুলীন পুরুষ, বৈদ্য, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, তপস্বী মুনি এবং বৃত্তিযুক্ত অন্য পুরুষগণকেও রাজা বিশেষ সৎকার করিবে। নিজের জন্য, রাজ্যের হিতের জন্য ও কোষসংগ্রহের জন্য রাজার এরূপ করা অবশ্য প্রয়োজন। ৪৮-৪৯

নীতিজ্ঞ রাজা নিজের কোষকে চারিভাগে বিভক্ত করিবে—ধর্মের জন্য, পোষ্যবর্গের পোষণের জন্য, নিজের জন্য এবং দেশ-কালবশে সম্ভাব্য বিপদ নিবারণের জন্য। ৫০

রাজা নিজের দেশের মধ্যে যাহারা অনাথ, রোগী ও বৃদ্ধ, ইহাদের সকলকে স্বয়ংই পোষণ করিবে। সন্ধি, বিগ্রহ ও অন্যান্য নীতিসকল বুদ্ধিপূর্বক ভালভাবে বিচার করিয়া প্রয়োগ করিবে। ৫১-৫২

রাজা সকলের প্রিয় হইয়া সদা নিজের মণ্ডলমধ্যে (দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে) বিচরণ করিবে। সমস্ত শুভকার্যেই রাজা একাকী কিছুই করিবে না। ৫৩

নিজের ও অন্যের সঙ্কটের সম্ভাবনা বিচার করিয়া দ্বেষ বা লোভবশতঃ সেই রাজা ধার্মিক পুরুষগণের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবে না। ৫৪

প্রজার ধর্ম হইল রক্ষণীয়তা এবং ক্ষত্রিয় রাজার ধর্ম হইল রক্ষা করা; অতএব দুষ্ট রাজগণের দ্বারা পীড়িত প্রজাদিগকে রাজা সর্বত্র রক্ষা করিবে। ৫৫

বিবিধ সঙ্কট হইতে সৈন্যবাহিনীকে রক্ষা করিবে, নীতির দ্বারা অথবা ব্যয়ভার বহন করিয়া প্রায়শঃ যুদ্ধকে বর্জন করিবে। সৈন্য ও প্রজাজনগণের রক্ষার উদ্দেশ্যেই এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। ৫৬

অনিবার্য্য কারণ উপস্থিত হইলেই যুদ্ধ করা কর্তব্য, নিজের, কিংবা পরের দোষ হইতে নহে। উত্তম যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন করা বীর যোদ্ধার পক্ষে ধর্মপ্রাপ্তিকারক হইয়া থাকে। ৫৭

কোনও বলবান্ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে পর রাজা সেই বিপদ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার উপায় স্থির করিবে। প্রজাগণের হিতের জন্য সমস্ত বিরোধী ব্যক্তিগণকে অনুনয়-বিনয়ের দ্বারা অনুকূলে আনিবে। দেবি! এই সংক্ষেপে রাজধর্ম কথিত হইল। ৫৮-৫৯

এইরূপ আচরণকারী রাজা প্রজাদিগকে দণ্ডদান ও ভর্ৎসনা করিয়া থাইলেও জলের সহিত নির্লিপ্ত পদ্মপত্রের ন্যায় পাপ হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া পুণ্যপ্রাপ্ত হয়। ৬০

এরূপ আচরণপরায়ণ রাজার যখন মৃত্যু হয়, তখনই সেই রাজা স্বর্গলোকে গমন করিয়া দেবতাগণের সহিত আনন্দভোগ করে। ৬১

আধিক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

আধিক দ্বিতীয় অধ্যায়

[যোদ্ধাগণের ধর্মবর্ণন এবং রণযজ্ঞে প্রাণোৎসর্গকারী বীরবৃন্দের মাহাত্ম্যকথন।]

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—রাজা নানাবিধ ভোগ, বস্ত্র ও আভরণ দান করিয়া যে মনুষ্যগণকে নিজের সহায়তা করিবার জন্য আহ্বান

ভোগানাং সংবিভাগেন বস্ত্রাভরণভূষণৈঃ।
সহভোজনসম্বন্ধৈঃ সৎকারৈর্বিবিধৈরপি ॥২
সহায়কালে সম্প্রাপ্তে সংগ্রামে শস্ত্রমুদ্বহেৎ ॥ ৩
হন্যমানেষ্বভিমৃৎসু শূরেষু রণসঙ্কটে।
পৃষ্ঠং দত্ত্বা চ যে তত্র নায়কস্য নরাধমাঃ ॥ ৪
অনাহতা নিবর্তন্তে নায়কে চাপ্যনীপ্সতি।
তে দুষ্কৃতং প্রপদ্যন্তে নায়কস্যাখিলং নরাঃ ॥ ৫
যচ্চাপি সুকৃতং তেষাং যুজ্যতে তেন নায়কঃ ॥ ৬
অহিংসা পরমো ধর্ম ইতি যেঽপি নরা বিদুঃ।
সংগ্রামেষু ন যুধ্যন্তে ভৃত্যাশ্চৈবানুরূপতঃ ॥ ৭
নরকং যান্তি তে ঘোরং ভর্তৃপিণ্ডাপহারিণঃ ॥ ৮
যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজ্য প্রবিশেদুদ্যতায়ুধঃ।
সংগ্রামমগ্নিপ্রতিমং পতঙ্গ ইব নির্ভয়ঃ ॥ ৯
স্বর্গমাবিশতে জ্ঞাত্বা যোধস্য গতিনিশ্চয়ম্ ॥ ১০

যস্তু স্বং নায়কং রক্ষেদতিঘোরে রণাজিরে।
তাপয়ন্নরিসৈন্যানি সিংহো মৃগগণানিব ॥১১
আদিত্য ইব মধ্যাহ্নে দুর্নিরীক্ষ্যো রণাজিরে ॥১২
নির্দয়ো যস্তু সংগ্রামে প্রহরন্নুদ্যতায়ুধঃ।
যজতে স তু পূতাত্মা সংগ্রামেণ মহাক্রতুম্ ॥ ১৩
বর্ম কৃষ্ণাজিনং তস্য দন্তকাষ্ঠং ধনুঃ স্মৃতম্।
রথো বেদির্ধ্বজো যূপঃ কুশাশ্চ রথরশ্ময়ঃ ॥১৪
মানো দর্পস্ত্বহঙ্কারস্ত্রয়স্ত্রেতাগ্নয়ঃ স্মৃতাঃ।
প্রতোদশ্চ স্রুবস্তস্য উপাধ্যায়ো হি সারথিঃ ॥ ১৫
স্রুগ্‌ভাণ্ডং চাপি যৎ কিঞ্চিদ্ যজ্ঞোপকরণানি চ।
আয়ুধান্যস্য তৎ সর্বং সমিধঃ সায়কাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৬
স্বেদস্রবশ্চ গাত্রেভ্যঃ ক্ষৌদ্রং তস্য যশস্বিনঃ।
পুরোডাশা নৃশীর্ষাণি রুধিরং চাহুতিঃ স্মৃতা ॥ ১৭
তৃণানি চৈব চরুর্জ্ঞেয়া বসোর্ধারা বসা স্মৃতাঃ ॥ ১৮

করে এবং তাহাদের সহিত ভোজন করিয়া ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত করে এবং নানা প্রকার সৎকার্যসমূহের দ্বারা তাহাদের সন্তোষ বিধান করে, এরূপ যোদ্ধাদিগের উচিত হইল—যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর সহায়তার জন্য তাহারা সেই সময় অস্ত্র ধারণ করিবে। ১-৩

যখন ঘোর সংগ্রামে বীর যোদ্ধারা পরস্পর পরস্পরকে বধ করে এবং নিহত হয়, সেই সময়ে যে নরাধম সৈন্যরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত সেনাপতির ইচ্ছা না থাকিলেও এবং আহত না হইলেও যুদ্ধ হইতে বিমুখ হয়, তাহারা সেনাপতির সমস্ত পাপকে নিজেরাই গ্রহণ করে ও সেই রণভঙ্গকারী সৈন্যদের যে পুণ্য থাকে তাহা সেনাপতি প্রাপ্ত হয়। ৪-৬

অহিংসা পরম ধর্ম ইহা যে সব মানুষ জানে, তাহারাও যদি রাজার সেবক হয়, তাহার নিকট হইতে ভরণ-পোষণের সুবিধা এবং ভোজন প্রাপ্ত হয়, এরূপ অবস্থাতেও সেই সব মানুষ যদি নিজেদের শক্তি অনুসারে সংগ্রামে যুদ্ধ না করে, তবে ঘোর নরকে পতিত হয়; কারণ, তাহারা স্বামীর (রাজার) অন্নের অপহরণকারী বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ৭-৮

যে ব্যক্তি নিজের প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পতঙ্গতুল্য নির্ভয় হইয়া হস্তে অস্ত্র উত্তোলন পূর্বক অগ্নির সদৃশ বিনাশকারী সংগ্রামে প্রবেশ করে এবং যোদ্ধার প্রাপ্য নিশ্চিত গতির কথা জানিয়া উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ করে, সেই ব্যক্তি স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। ৯-১০

যে অত্যন্ত ঘোর সমরাঙ্গনে মৃগগণের সন্তাপকারী সিংহসদৃশ শত্রু-সৈন্যদিগকে সন্তাপিত করিতে করিতে নিজের নায়ককে (রাজা বা সেনাপতিকে) রক্ষা করে, মধ্যাহ্নকালের সূর্যের ন্যায় রণক্ষেত্রে যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা শত্রুদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া যায় এবং যে সংগ্রামে অস্ত্র উত্তোলন করত নির্দয়তা-সহকারে প্রহার করে, সেই যোদ্ধা শুদ্ধচিত্ত হইয়া সেই যুদ্ধের দ্বারাই যেন মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ১১-১৩

সেই সময় কবচই তাহার কৃষ্ণমৃগচর্ম, ধনুই দন্তকাষ্ঠ, রথ বেদি, ধ্বজ যূপ এবং রথের রজ্জুই বিস্তৃত কুশস্বরূপ হইয়া থাকে। মান, দর্প ও অহংকার – এই তিনটি ত্রিবিধ অগ্নি, প্রতোদ (চাবুক) স্রুবা, সারথি উপাধ্যায়, স্রুক-ভাণ্ডাদি যাহা কিছু যজ্ঞের সামগ্রী, সেই সবের স্থানে সেই যোদ্ধার ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্রসকল পরিগণিত হইয়া থাকে। বাণসমূহ সমিধ বলিয়া কথিত হয়। ১৪-১৬

সেই যশস্বী বীরের অঙ্গসকল হইতে যে ঘর্ম নির্গত হয়, তাহা-ই মধু বলিয়া জানিতে হইবে। মনুষ্যগণের মস্তক পুরোডাশ, রুধির আহুতি এবং তূণীরসকলকে চরু বুঝিতে হইবে। বসাসমূহই বসুধারা বলিয়া কথিত হয় এবং মাংসভক্ষী ভূতগণই সেই যজ্ঞে দ্বিজ জানিতে হইবে। মৃত মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বগণই তাহাদের ভোজন এবং অন্নপান। ১৭-১৯

ক্রব্যাদা ভূতসঙ্ঘাশ্চ তস্মিন্ যজ্ঞে দ্বিজাতয়ঃ।
তেষাং ভক্ষান্নপানানি হতা নৃগজবাজিনঃ ॥ ১৯
নিহতানাং তু যোধানাং বস্ত্রাভরণভূষণম্।
হিরণ্যঞ্চ সুবর্ণঞ্চ যদ্ বৈ যজ্ঞস্য দক্ষিণা ॥ ২০
যস্তত্র হন্যতে দেবি গজস্কন্ধগতো নরঃ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি রণেষভিমুখো হতঃ ॥ ২১
রথমধ্যগতো বাপি হয়পৃষ্ঠগতোঽপি বা।
হন্যতে যস্তু সংগ্রামে শক্রলোকে মহীয়তে ॥ ২২
স্বর্গে হতাঃ প্রপূজ্যন্তে হন্তা তত্রৈব পূজ্যতে।
যাবেতৌ সুখমেধেতে হন্তা যশ্চৈব হন্যতে ॥ ২৩
তস্মাৎ সংগ্রামমাসাদ্য প্রহর্তব্যমভীতবৎ।
নির্ভয়ো যস্তু সংগ্রামে প্রহরেদুদ্যতায়ুধঃ ॥ ২৪
যথা নদীসহস্রাণি প্রবিষ্টানি মহোদধিম্।
তথা সর্বে ন সন্দেহো ধর্মা ধর্মভৃতাং বরম্ ॥ ২৫

ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ ধর্মো ন হন্তব্যঃ পার্থিবেন বিশেষতঃ ॥ ২৬
প্রজাঃ পালয়তে যত্র ধর্মেণ বসুধাধিপঃ।
ষট্কর্মনিরতা বিপ্রাঃ পূজ্যন্তে পিতৃদৈবতৈঃ ॥২৭
নৈব তস্মিন্ননাবৃষ্টির্ন রোগা নাপ্যুপদ্রবাঃ।
ধর্মশীলাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ স্বধর্মনিরতে নৃপে ॥ ২৮
এষ্টব্যঃ সততং দেবি যুক্তাচারো নরাধিপঃ।
ছিদ্রজ্ঞশ্চৈব শত্রূণামপ্রমত্তঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৯
ক্ষুদ্রাঃ পৃথিব্যাং বহবো রাজ্ঞাং বহুবিনাশকাঃ।
তস্মাৎ প্রমাদং সুশ্রোণি ন কুর্য্যাৎ পণ্ডিতো নৃপঃ ॥৩০
তেষু মিত্রেষু ত্যক্তেষু তথা মর্ত্যেষু হস্তিষু।
বিশ্রম্ভো নোপগন্তব্যঃ স্নানপানেষু নিত্যশঃ ॥৩১
রাজ্ঞো বল্লভতামেতি কুলং ভাবয়তে স্বকম্।
যস্তু রাষ্ট্রহিতার্থায় গোব্রাহ্মণকৃতে তথা ॥ ৩২

নিহত যোদ্ধাদের যে বস্ত্র, আভরণ, রত্ন ও স্বর্ণ থাকে, সেই সবই হইল এই রণযজ্ঞের দক্ষিণা ॥ ২০

দেবি! যে মানুষ সংগ্রামে হস্তীর পৃষ্ঠে বসিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধের সম্মুখভাগে নিহত হয়, সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় ॥২১

রথের মধ্যে স্থিত অথবা অশ্বের পৃষ্ঠে স্থিত হইয়া যে বীর যুদ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে নিহত হয়, সে ইন্দ্রলোকে সসম্মানে বাস করে। ২২

নিহত যোদ্ধাগণ স্বর্গে পূজিত হয়; কিন্তু বধকারী যোদ্ধা এই ভূলোকেই প্রশংসিত হইয়া থাকে। অতএব যুদ্ধে সেই দুই জনই সুখী হয়,—যে বধ করে এবং যে নিহত হয়। ২৩

সেইহেতু সংগ্রাম স্থলে উপস্থিত হইয়া নির্ভয়ে শত্রুদের উপর অস্ত্র প্রহার করা উচিত। যে অস্ত্র উত্তোলন করত সংগ্রামে নির্ভয় হইয়া প্রহার করে, ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই বীরের নিঃসন্দেহে সমস্ত ধর্মই সেইভাবে লাভ হইয়া থাকে, যেরূপ মহাসাগরে সহস্র নদী আসিয়া সম্মিলিত হয়। ২৪-২৫

ধর্মই যদি নষ্ট হয়, তবে সেও নষ্টকারীকে বিনাশ করে এবং ধর্ম যদি সুরক্ষিত থাকে, তবে সে রক্ষককে রক্ষা করে; অতএব প্রত্যেক মানুষের বিশেষতঃ রাজার ধর্মকে নষ্ট করা উচিত নয়।২৬

যেখানে রাজা ধর্মানুসারে প্রজাগণকে পালন করে এবং যেখানে পিতৃপুরুষ ও দেবতাগণের সহিত যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও দান-প্রতিগ্রহ—এই ছয় কর্মে নিরত ব্রাহ্মণসকল পূজিত হয়, সেই দেশে কখনও অনাবৃষ্টি হয় না, রোগ-সমূহের আক্রমণ হয় না এবং কোনভাবেই কোনরূপ উপদ্রব আসে না। রাজা স্বধর্মপরায়ণ হইলেই সেই দেশের সমস্ত প্রজাই ধর্মশীল হয়। ২৭-২৮

দেবি! প্রজাগণের সর্বদা এরূপ রাজারই বাসনা করা উচিত, যে রাজা সদাচারী, দেশে সর্বস্থানে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া শত্রুদের ছিদ্র জানিয়া থাকে, প্রমাদশূন্য এবং প্রতাপশালী। ২৯

সুশ্রোণি! পৃথিবীতে এরূপ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র (নীচ) মানুষ আছে, যাহারা রাজাদের সর্বতোভাবে বিনাশ করিয়া থাকে; অতএব বিদ্বান্ রাজা কখনও প্রমাদ করিবে না অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্য সর্বদা সাবধানে থাকিবে। ৩০

পূর্বে পরিত্যক্ত মিত্র, অন্যান্য মানুষ ও হস্তিগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়। প্রতিদিন স্নান ও ভোজন-পান বিষয়েও কাহাকেও পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিবে না। ৩১

যে ব্যক্তি রাজ্যের হিতের জন্য, গো ও ব্রাহ্মণগণের উপকারের জন্য, কাহাকেও বন্ধন মুক্ত করিবার জন্য এবং মিত্র-গণের সহায়তার জন্য নিজের দুস্ত্যজ প্রাণ পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি রাজার প্রিয় হয় ও নিজের কুলের উন্নতি সাধন করে। ৩২-৩৩

বরারোহে! যদি কেহ সমস্ত বাসনা পূর্ণকারিণী কামধেনু এবং পর্বত ও বনসহ সমুদ্র পর্যন্ত লোকধারিণী পৃথিবীকে ধনে পরিপূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করে, তবে তাহার সেই দানও

বন্দীগ্রহায় মিত্রার্থে প্রাণাংস্ত্যজতি শূরজান্ ॥ ৩৩
সর্বকামদুঘাং ধেনুং ধরণীং লোকধারিণীম্।
সমুদ্রান্তাং বরারোহে সশৈলবনকাননাম্ ॥৩৪
দত্তাদ্ দেবি দ্বিজাতিভ্যো বসুপূর্ণাং বসুন্ধরাম্।
ন তৎসমং বরারোহে প্রাণত্যাগী বিশিষ্যতে ॥৩৫
সহস্রমপি যজ্ঞানাং যজতে চ ধনর্দ্ধিমান।
যজ্ঞৈস্তস্য কিমাশ্চর্য্যং প্রাণত্যাগঃ সুদুষ্করঃ ॥ ৩৬
তস্মাৎ সর্বেষু যজ্ঞেষু প্রাণযজ্ঞো বিশিষ্যতে।
এবং সংগ্রামযজ্ঞাস্তে যথার্থং সমুদাহৃতাঃ ॥৩৭

ইত্যধিকঃ দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

অধিকঃ তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

[সমাসতো রাজধর্মবর্ণনম্ ।]

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

সম্প্রহাসশ্চ ভৃত্যেষু ন কর্তব্যো নরাধিপৈঃ।
লঘুত্বং চৈব প্রাপ্নোতি আজ্ঞা চাস্য নিবর্ততে ॥১
ভৃত্যানাং সম্প্রহাসেন পার্থিব পরিভূয়তে।
অযাচ্যানি চ যাচন্তি অবক্তব্যং ব্রুবন্তি চ ॥ ২
পূর্বমপ্যাচিতৈর্লাভৈঃ পরিতোষং ন যান্তি তে।
তস্মাদ্ ভৃত্যেষু নৃপতিঃ সম্প্রহাসং বিবর্জয়েৎ ॥ ৩
ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে ন চ বিশ্বসেৎ।
সগোত্রেষু বিশেষেণ সর্বোপায়ৈর্ন বিশ্বসেৎ ॥ ৪
বিশ্বাসাদ্ ভয়মুৎপন্নং হন্যাদ্ বৃক্ষমিবাশনিঃ।
প্রমাদাদ্ধন্যতে রাজা লোভেন চ বশীকৃতঃ ॥ ৫
তস্মাৎ প্রমাদং লোভঞ্চ ন চ কুর্য্যান্ন বিশ্বসেৎ ॥৬
ভয়ার্তানাং ভয়াৎ ত্রাতা দীনানুগ্রহকারণাৎ।
কার্য্যাকার্য্যবিশেষজ্ঞো নিত্যং রাষ্ট্রহিতে রতঃ ॥৭
সত্যঃ সত্যস্থিতো রাজ্যে প্রজাপালনতৎপরঃ।
অলুব্ধো ন্যায়বাদী চ ষড়্‌ভাগমুপজীবতি ॥ ৮
কার্য্যাকার্য্যবিশেষজ্ঞঃ সর্বং ধর্মেণ পশ্যতি।
স্বরাষ্ট্রেষু দয়াং কুর্য্যাদকার্যে ন প্রবর্ততে ॥৯

পূর্বোক্তরূপে প্রাণত্যাগী যোদ্ধার ত্যাগের সমান হয় না। সেই প্রাণত্যাগী উক্ত দাতা হইতেও শ্রেষ্ঠ। ৩৪-৩৫

যাহার নিকট ধন ও সম্পত্তি আছে, সে সহস্র যজ্ঞ করিতে পারে। তাহার সেই সব যজ্ঞ আর এরূপ কি আশ্চর্য্যকর, বরং প্রাণত্যাগ করাই হইল অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য। ৩৬

অতএব সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে প্রাণযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। দেবি! এই ভাবে আমি তোমার নিকটে এই রণযজ্ঞের সমস্ত বিষয় যথাযথভাবে বর্ণনা করিলাম।

অধিক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

অধিক তৃতীয় অধ্যায়।

[সংক্ষেপে রাজধর্ম বর্ণন।]

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! রাজাদের নিজের সেবকগণের সহিত হাস্য পরিহাস করা উচিত নয়; কারণ, এরূপ করিলে তাহারা লঘুতা প্রাপ্ত হয় অর্থৎ গাম্ভীর্য নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাদের আজ্ঞাও নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ রাজাজ্ঞা পালনে উপেক্ষা আসে। ১

সেবকগণের সহিত হাস্যপরিহাস করিলে রাজার পরাভব হয়। সেই সব ধৃষ্ট সেবক যাচ্‌ঞা করিবার অযোগ্য বস্তুসকলও যাচ্‌ঞা করে এবং না বলিবার যোগ্য কথাও বলিয়া থাকে। ২

প্রথম হইতেই উচিত লাভ প্রাপ্ত হইলেও তাহারা সন্তুষ্ট হয় না; সেইজন্য রাজা ভৃত্যগণের মধ্যে হাস্য-পরিহাস করা পরিত্যাগ করিবে। ৩

রাজা অবিশ্বস্ত পুরুষের উপর কখনও বিশ্বাস করিবে না; বিশেষতঃ নিজের সগোত্র জ্ঞাতি-বন্ধুগণের উপর কোনরূপেই বিশ্বাস করিবে না। ৪

যেরূপ বজ্র বৃক্ষকে নষ্ট করিয়া দেয়, সেইরূপ বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন ভয় রাজাকে নষ্ট করিয়া থাকে। প্রমাদবশতঃ লোভের বশীভূত হইয়া রাজা নিহত হয়। অতএব রাজা প্রমাদ ও লোভ করিবে না এবং কাহারও উপর বিশ্বাস করিবে না। ৫-৬

রাজা ভয়পীড়িত মনুষ্যগণকে ভয় হইতে রক্ষা করিবে, দীন-দুঃখী মনুষ্যদের উপর দয়া করিবে, কর্তব্য ও অকর্তব্যকে বিশেষভাবে জানিবে এবং সর্বদা রাজ্যের হিতে নিরত থাকিবে। ৭

নিজের প্রতিজ্ঞাকে সত্য করিয়া দেখাইবে। রাজ্যে অবস্থান করত প্রজাগণের পালনে রত থাকিবে। লোভশূন্য হইয়া ন্যায়-যুক্ত কথা বলিবে এবং প্রজাগণের আয়ের ষষ্ঠ ভাগকে কররূপে গ্রহণ করিয়া তাহারই দ্বারা জীবননির্বাহ করিবে। ৮

কর্তব্য ও অকর্তব্যকে বিশেষভাবে জানিবে। ধর্মদৃষ্টিতে সকলকে দেখিবে। নিজের রাজ্যবাসী সকলেরই প্রতি দয়া করিবে এবং অকরণীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না। ৯

যে চৈবৈনং প্রশংসন্তি যে চ নিন্দন্তি মানবাঃ।
শত্রুঞ্চ মিত্রবৎ পশ্যেদপরাধবিবর্জিতম্॥ ১০
অপরাধানুরূপেণ দুষ্টং দণ্ডেন শাসয়েৎ।
ধর্মঃ প্রবর্ত্ততে তত্র যত্র দণ্ডরুচির্নৃপঃ॥ ১১
নাধর্মো বিদ্যতে তত্র যত্র রাজাক্ষমান্বিতঃ॥১২
অশিষ্টশাসনং ধর্মঃ শিষ্টানাং পরিপালনম্।
বধ্যাংশ্চ ঘাতয়েদ্ যস্তু অবধ্যান্ পরিরক্ষতি॥১৩
অবধ্যা ব্রাহ্মণা গাবো দূতাশ্চৈব পিতা তথা।
বিদ্যাং গ্রাহয়তে যশ্চ যে চ পূর্বোপকারিণঃ॥ ১৪
স্ত্রিয়শ্চৈব ন হন্তব্যা যশ্চ সর্বাতিথির্নরঃ॥ ১৫
ধরণীং গাং হিরণ্যঞ্চ সিদ্ধান্নঞ্চ তিলান্ ঘৃতম্।
দদন্নিত্যং দ্বিজাতিভ্যো মুচ্যতে রাজকিল্বিষাৎ॥ ১৬
এবং চরতি যো নিত্যং রাজা রাষ্ট্রহিতে রতঃ।
তস্য রাষ্ট্রং ধনং ধর্মো যশঃ কীর্ত্তিশ্চ বর্ধতে॥ ১৭

ন চ পাপৈর্ন চানর্থৈর্যুজ্যতে স নরাধিপঃ॥১৮
ষড়্ভাগমুপভুঞ্জন্ যঃ প্রজা রাজা ন রক্ষতি॥১৯
স্বচক্র-পরচক্রাভ্যাং ধর্মৈর্বা বিক্রমেণ বা।
নিরুদ্যোগো নৃপো যশ্চ পররাষ্ট্রাবঘাতনে॥ ২০
স্বরাষ্ট্রং নিষ্প্রতাপস্য পরচক্রেণ হন্যতে॥ ২১
যৎ পাপং পরচক্রস্য পররাষ্ট্রাভিঘাতনে।
তৎ পাপং সকলং রাজা হতরাষ্ট্রঃ প্রপদ্যতে॥ ২২
মাতুলং ভাগিনেয়ং বা মাতরং শ্বশুরং গুরুম্।
পিতরং বর্জয়িত্বৈকং হন্যাদ্ ঘাতকমাগতম্॥ ২৩
স্বস্য রাষ্ট্রস্য রক্ষার্থং যুধ্যমানস্তু যো হতঃ।
সংগ্রামে পরচক্রেণ শ্রূয়তাং তস্য যা গতিঃ॥ ২৪
বিমানে তু বরারোহে অপ্সরোগণসেবিতে।
শক্রলোকমিতো যাতি সংগ্রামে নিহতো নৃপঃ॥ ২৫

যে সব মানুষ রাজার প্রশংসা করে এবং যাহারা তাহার নিন্দা করে, ইহাদের মধ্যে শত্রুও যদি নিরপরাধ হয়, তবে মিত্র বলিয়া জানিবে। ১০

দুষ্টকে অপরাধ অনুসারে দণ্ডদান করিয়া তাহাকে শাসন করিবে। যেখানে রাজা ন্যায়োচিত দণ্ডে রুচি রাখে, সেখানে ধর্ম পালিত হয়। ১১

যেখানে রাজা ক্ষমাশীল হয় না, সেখানে অধর্ম থাকিতে পারে না। অশিষ্ট পুরুষগণকে দণ্ড দেওয়া এবং শিষ্ট পুরুষদিগকে পালন করা রাজার ধর্ম। ১২।

রাজা বধযোগ্য ব্যক্তিগণকে বধ করিবে এবং যাহারা বধের যোগ্য নয়, তাহাদিগকে রক্ষা করিবে। ব্রাহ্মণ, গো, দূত, পিতা, যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াইছে, সেই অধ্যাপক এবং যাহারা পূর্ব্বে কোন উপকার করিয়াছে, সেই সব মানুষ—ইহারা সকলেই 'অবধ্য' বলিয়া কথিত হয়। স্ত্রীগণকে ও যে মানুষ অতিথি-সৎকারকারী, সেই মানুষকেও বধ করা উচিত নয়। ১৩-১৫

পৃথিবী, গো, সুবর্ণ, সিদ্ধান্ন, তিল ও ঘৃত—এই সব বস্তু প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণকে প্রদানকারী রাজা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ১৬

যে রাজা এইভাবে রাজ্যের হিতে তৎপর থাকিয়া প্রতিদিন এরূপ আচরণ করে, তাহার রাজ্য, ধন, ধর্ম, যশ ও কীর্তির বিস্তার হয়। ১৭

এরূপ আচরণকারী রাজা পাপলিপ্ত হয় না এবং কোনও অনর্থভাগীও হয় না। যে রাজা প্রজার আয়ের ছয় ভাগের এক ভাগ উপভোগ করে; কিন্তু ধর্ম বা পরাক্রম দ্বারা স্বচক্র (স্বমণ্ডলীয় মন্ত্রগণ) ও পরচক্রের (শত্রুমণ্ডলীয় মন্ত্রগণের) দ্বারা প্রজাদিগকে রক্ষা করে না এবং যে রাজা অন্য রাজ্যের উপর আক্রমণ করিবার বিষয়ে সদা উদ্যোগহীন হইয়া থাকে, সেই প্রতাপরহিত রাজার রাজ্য শত্রুদের দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে। ১৮-২১

অন্য চক্রের রাজার পক্ষে পররাষ্ট্র বিনাশ করিলে পর যে পাপ হয়, সেই সব পাপ সেই রাজারও লাভ হয়, যাহার রাজ্য তাহারই দুর্বলতার জন্য শত্রুগণের দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে। ২২

মাতুল, ভাগিনেয়, মাতা, শ্বশুর, গুরু ও পিতা—ইহাদের প্রত্যেককেই পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোনও মানুষ যদি বধ করিবার উদ্দেশ্যে আসিতে থাকে, তবে তাহাকে আততায়ী বুঝিয়া বিনাশ করিবে। ২৩

যে রাজা নিজের রাজ্যের রক্ষার জন্য রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রুমণ্ডলের দ্বারা নিহত হয়, তবে তাহার যে গতি লাভ হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ কর।২৪

বরারোহে! সংগ্রামে নিহত নরপতি অপ্সরাগণের দ্বারা সেবিত বিমানে আরোহণ করিয়া এই লোক হইতে ইন্দ্রলোকে গমন করে। ২৫

সুন্দরি! তাহার গাত্রে যত রোমকূপ আছে, তত হাজার বৎসর কাল পর্য্যন্ত সে ইন্দ্রলোকে সসম্মানে বাস করিয়া থাকে।২৬

যাবন্তো রোমকূপাঃ স্যুস্তস্য গাত্রেষু সুন্দরি।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি শক্রলোকে মহীয়তে ॥ ২৬
যদি বৈ মানুষে লোকে কদাচিদুপপদ্যতে।
রাজা বা রাজমাত্রো বা ভূয়ো ভবতি বীর্য্যবান্ ॥ ২৭
তস্মাদ্ যত্নেন কর্ত্তব্যং স্বরাষ্ট্রপরিপালনম্।
ব্যবহারাশ্চ চারশ্চ সততং সত্যসন্ধতা ॥ ২৮
অপ্রমাদঃ প্রমোদশ্চ ব্যবসায়েঽপ্যচণ্ডতা।
ভরণং চৈব ভৃত্যানাং বাহনানাঞ্চ পোষণম্ ॥ ২৯
যোধানাং চৈব সৎকারঃ কৃতে কর্মণ্যমোঘতা।
শ্রেয় এব নরেন্দ্রাণামিহ চৈব পরত্র চ ॥৩০

ইত্যধিকঃ তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

অধিকঃ চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ।

[অহিংসায়া ইন্দ্রিসংযমস্য চ প্রশংসা, দৈবস্য প্রাধান্যকথনঞ্চ।]

উমোবাচ।

দেবদেব মহাদেব সর্বদেবনমস্কৃত।
যানি ধর্মরহস্যানি শ্রোতুমিচ্ছামি তান্যহম্ ॥ ১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

অহিংসা পরমো ধর্মো অহিংসা পরমং সুখম্।
অহিংসা ধর্মশাস্ত্রেষু সর্বেষু পরমং পদম্ ॥ ২
দেবতাতিথিশুশ্রূষা সততং ধর্মশীলতা।
বেদাধ্যয়নযজ্ঞাশ্চ তপো দানং দমস্তথা ॥ ৩
আচার্য্যগুরুশুশ্রূষা তীর্থাভিগমনং তথা।
অহিংসায়া বরারোহে কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৪
এতৎ তে পরমং গুহ্যমাখ্যাতং পরমার্চিতম্ ॥৫
নিরুণদ্ধীন্দ্রিয়াণ্যেষ স সুখী স বিচক্ষণঃ ॥৬
ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন দানেন চ দমেন চ।
নরঃ সর্বমবাপ্নোতি মনসা যদ্ যদিচ্ছতি ॥ ৭
যতো যতো মহাভাগে হিংসা স্যাদগুরুতী ততঃ।
নিবৃত্তো মধু-মাংসাভ্যাং হিংসা গুরুতরা ভবেৎ ॥৮
নিবৃত্তিঃ পরমো ধর্মো নিবৃত্তিঃ পরমং সুখম্।
মনসা বিনিবৃত্তানাং ধর্মস্য নিচয়ো মহান্ ॥ ৯
মনঃপূর্ব্বাগমা ধর্মা অধর্মাশ্চ ন সংশয়ঃ।
মনসা বধ্যতে চাপি মুচ্যতে চাপি মানবঃ ॥ ১০
নিগৃহীতে ভবেৎ স্বর্গো বিসৃষ্টে নরকো ধ্রুবঃ।
জীবাঃ পুরাকৃতেনৈব তির্য্যগ্‌যোনিসরীসৃপাঃ।

যদি কদাচিৎ সে মনুষ্যলোকে আসে, তবে সে পুনরায় রাজা বা রাজারই তুল্য শক্তিশালী পুরুষ হয়। ২৭

সেইজন্য রাজার যত্ন সহকারে নিজের রাজ্যকে রক্ষা করা উচিত। রাজোচিত ব্যবহার পালন, গুপ্তচর নিযুক্তি, সদা সত্যপ্রতিজ্ঞ হওয়া, প্রমাদ না করা, প্রসন্ন থাকা, ব্যবসায়ে অত্যন্ত কুপিত না হওয়া, ভৃত্যবর্গের ভরণ ও বাহনগণের পোষণ করা এবং কৃত কার্য্যে সাফল্য আনা—এই সব হইল রাজার কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে রাজা ইহলোক ও পরলোকেও শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকে। ২৮-৩০

অধিক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

অধিক চতুর্থ অধ্যায়।

[অহিংসা ও ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রশংসা এবং দৈবের প্রাধান্যকথন।]

উমা দেবী বলিলেন,—সর্ব্বদেববন্দিত দেবদেব মহাদেব! ধর্মের যে সমস্ত রহস্য আছে, এখন আমি সেই সব শুনিতে ইচ্ছা করি। ১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—অহিংসা পরম ধর্ম। অহিংসা পরম সুখ। সকল ধর্মশাস্ত্রে অহিংসাই পরম পদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ২

বরারোহে! দেবতা ও অতিথিগণের সেবা, নিরন্তর ধর্মশীলতা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপ, দান, দম, গুরু (মন্ত্রদাতা) ও আচার্য্যের (শিক্ষাদাতা) সেবা এবং তীর্থযাত্রা—এই সব অহিংসা ধর্মের ষোল ভাগের এক ভাগের সমানও নহে। এই আমি তোমাকে ধর্মের পরম গুহ্য রহস্য বলিলাম, যাহার শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রশংসা করা হইয়াছে। ৩-৫

যে ব্যক্তি নিজের ইন্দ্রিয়গণকে নিরুদ্ধ করে, সেই ব্যক্তিই সুখী হয় এবং সেই ব্যক্তিই বিদ্বান্। ইন্দ্রিয়গণের নিরোধের দ্বারা, দানের দ্বারা ও ইন্দ্রিয়-সংযমের দ্বারা মানুষ মনে মনে যে যে বস্তু লাভ করিতে বাসনা করে, সেই সব বস্তুই প্রাপ্ত হয়। ৬-৭

মহাসৌভাগ্যশালিনী দেবি! যাহা হইতে গুরুতর হিংসার সম্ভাবনা হইবে, সেই সব হইতে এবং মদ্য ও মাংস হইতে মানুষের নিবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহাতে হিংসার সম্ভাবনা অত্যন্ত কমিয়া যায়। ৮

নিবৃত্তি পরম ধর্ম ও নিবৃত্তি পরম সুখ। যাহারা মনের দ্বারা বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের বিশাল ধর্মরাশি প্রাপ্তি হয়। ৯

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, প্রথমে ধর্ম ও অধর্ম মনের মধ্যেই আসিয়া থাকে। মনের দ্বারাই মানুষ সংসারে বদ্ধ হয় এবং মনেরই দ্বারা মানুষ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়।

নানাযোনিষু জায়ন্তে স্বকর্মপরিবেষ্টিতাঃ ॥ ১১
জায়মানস্য জীবস্য মৃত্যুঃ পূর্বং প্রজায়তে।
সুখং বা যদি বা দুঃখং যথাপূর্বং কৃতং তু বা ॥ ১২
অপ্রমত্তঃ প্রমত্তেষু বিধির্জাগর্ত্তি জন্তুষু।
ন হি তস্য প্রিয়ঃ কশ্চিন্ন দ্বেষ্যো ন চ মধ্যমঃ ॥১৩
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু কালঃ কালং নিরীক্ষতে।
গতায়ুষো হ্যাক্ষিপতে জীবঃ সর্বস্য দেহিনঃ ॥১৪
ইত্যধিকঃ চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

অধিকঃ পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

[ত্রিবর্গনিরূপণম্, কল্যাণকরাচার-ব্যবহারবর্ণনঞ্চ।]

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

বিদ্যা বার্ত্তা চ সেবা চ কারুত্বং নাট্যতা তথা।
ইত্যেতে জীবনার্থায় মর্ত্ত্যানাং বিহিতাঃ প্রিয়ে ॥ ১
বিদ্যাযোগস্তু সর্বেষাং পূর্বমেব বিধীয়তে।

যদি মনকে বশীভূত করা হইয়া থাকে, তবে স্বর্গ লাভ হয়; আর যদি তাহাকে বিষয়ের দিকে ধাবিত হইবার জন্য মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে নরকপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। ১০½

জীবগণ নিজেদের পূর্বকৃত কর্মেরই ফলে পশু-পক্ষী ও কীটাদি হয়। নিজ নিজ কর্মসমূহের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া প্রাণীরা ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ১১

যে জীব জন্ম গ্রহণ করে, তাহার মৃত্যু পূর্বেই উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ জন্মের পূর্ব হইতেই মৃত্যুর দিন নির্দিষ্ট হইয়া যায়। মানুষ পূর্ব জন্মে যেরূপ কর্ম করে, তদনুসারেই সে সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হয়। ১২

প্রাণীরা প্রমাদে পতিত হইয়া শয়ন করিয়া থাকিলেও তাহাদের প্রারব্ধ বা দৈব প্রমাদশূন্য—সাবধান হইয়া সদা জাগরিত থাকে। তাহার কেহ প্রিয় নহে এবং কেহই মধ্যস্থও (নিরপেক্ষও) নহে। ১৩

কাল সমস্ত প্রাণীর প্রতিই সমভাবাপন্ন থাকে। কিন্তু সে কেবল সময়ের প্রতীক্ষা করে। যাহাদের আয়ু শেষ হইয়া যায়, এই কাল তাহাদেরই সংহার করে। এই কালই আবার সমস্ত দেহধারী জীবগণের জীবন। ১৪

অধিক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

অধিক পঞ্চম অধ্যায়।

[ত্রিবর্গের নিরূপণ এবং কল্যাণকারী আচার-ব্যবহারের বর্ণন।]

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—প্রিয়ে! বিদ্যা, বার্ত্তা, সেবা, শিল্পকলা

কার্য্যাকার্য্যং বিজানন্তি বিদ্যয়া দেবি নান্যথা ॥২
বিদ্যয়া ক্ষীয়তে জ্ঞানং জ্ঞানাৎ তত্ত্ববিদর্শনম্।
দৃষ্টতত্ত্বো বিনীতাত্মা সর্বার্থস্য চ ভাজনম্ ॥ ৩
শক্যং বিদ্যাবিনীতেন লোকে সংজীবনং শুভম্ ॥৪
আত্মানং বিদ্যয়া তস্মাৎ পূর্বং কৃত্বা তু ভাজনম্।
বশ্যেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধো ভূতাত্মানং তু ভাবয়েৎ ॥ ৫
ভাবয়িত্বা তদাহঽত্মানং পূজনীয়ঃ সতামপি।
কুলানুবৃত্তং বৃত্তং বা পূর্বমাত্মা সমাশ্রয়েৎ।
যদি চেদ্ বিদ্যয়া চৈব বৃত্তিং কাঙ্ক্ষেদথাত্মনঃ ॥ ৬
রাজবিদ্যাং তু বা দেবি লোকবিদ্যামথাপি বা।
তীর্থতশ্চাপি গৃহ্ণীয়াচ্ছুশ্রূষাদিগুণৈর্যুতঃ ॥ ৭
গ্রন্থতশ্চার্থতশ্চৈব দৃঢ়ং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥৮
এবং বিদ্যাফলং দেবি প্রাপ্নুয়ান্নান্যথা নরঃ।
ন্যায়াদ্ বিদ্যাফলানীচ্ছেদধর্মং তত্র বর্জয়েৎ ॥ ৯

ও অভিনয় কলা—মনুষ্যগণের জীবন নির্বাহের জন্য এই পঞ্চ বৃত্তি বিহিত হইয়াছে। ১

দেবি! সকল মনুষ্যগণের জন্য বিদ্যার যোগ পূর্বেই নিশ্চিত করিয়া দেওয়া হয়। বিদ্যার দ্বারা মানুষ কর্তব্য ও অকর্তব্যকে জানিতে পারে, অন্যথা নহে। ২

বিদ্যার দ্বারা জ্ঞান বর্দ্ধিত হয়, জ্ঞানের দ্বারা তত্ত্বের দর্শন হয় এবং তত্ত্বের দর্শন লাভ হইয়া যাইলে পর মানুষ বিনীতচিত্ত হইয়া সমস্ত পুরুষার্থের ভাজন হয়। ৩

বিদ্যার দ্বারা বিনীত মানুষ সংসারে শুভ জীবন অতিবাহিত করে; অতএব প্রথমে নিজেকে নিজে বিদ্যার দ্বারা পুরুষার্থভাজন করিয়া ক্রোধবিজয়ী ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ সমস্ত ভূতগণের আত্মা—পরমাত্মার চিন্তা করিবে। ৪-৫

পরমাত্মার চিন্তা করিয়া মানুষ সৎপুরুষগণেরও পূজনীয় হইয়া থাকে। জীবাত্মা প্রথমে কুলপরম্পরায় প্রচলিত সদাচারই আশ্রয় করিবে।

দেবি! যদি বিদ্যার দ্বারা নিজের জীবিকা চালাইবার ইচ্ছা হয়, তবে শুশ্রূষাদি গুণসম্পন্ন হইয়া কোনও গুরুর নিকট হইতে রাজবিদ্যা অথবা লোকবিদ্যার শিক্ষা গ্রহণ করিবে এবং গ্রন্থ ও অর্থের অভ্যাসের দ্বারা বিশেষ যত্নসহকারে তাহাকে দৃঢ় করিবে। ৬-৮

দেবি! এরূপ করিলে পর মানুষ বিদ্যার ফললাভ করিতে পারিবে, অন্যথা নহে। ন্যায়ানুসারেই বিদ্যাজনিত ফলসমূহ

যদিচ্ছেদ্ বার্ত্তয়া বৃত্তিং কাঙ্ক্ষেত বিধিপূর্ব্বকম্।
ক্ষেত্রে জলোপপন্নে চ তদ্‌যোগ্যাং কৃষিমাচরেৎ ॥ ১০
বাণিজ্যং বা যথাকালং কুর্য্যাৎ তদ্দেশযোগতঃ।
মূল্যমর্ঘং প্রয়াসঞ্চ বিচার্য্যৈব ব্যয়োদয়ৌ ॥ ১১
পশুসংজীবনং চৈব দেশগঃ পোষয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥১২
বহুপ্রকারা বহবঃ পশবস্তস্য সাধকাঃ ॥ ১৩
যঃ কশ্চিৎ সেবয়া বৃত্তিং কাঙ্ক্ষেত মতিমান্ নরঃ।
যতাত্মা শ্রবণীয়ানাং ভবেদ্ বৈ সম্প্রয়োজকঃ। ১৪
যথা যথা স তুষ্যেত তথা সন্তোষয়েৎ তু তম্।
অনুজীবিগুণোপেতঃ কুর্য্যাদাত্মানমাশ্রিতম্ ॥ ১৫
বিপ্রিয়ং নাচরেৎ তস্য এষা সেবা সমাসতঃ ॥ ১৬
বিপ্রয়োগাৎ পুরা তেন গতিমন্যাং ন লক্ষয়েৎ ॥ ১৭
কারুকর্ম্ম চ নাট্যঞ্চ প্রায়শো নীচযোনিষু।
তয়োরপি যথাযোগং নায়তঃ কর্ম্মবেতনম্ ॥ ১৮
আর্জ্জবেভ্যোঽপি সর্ব্বেভ্যঃ আর্জ্জবাদ্ বেতনং হরেৎ।
অনার্জ্জবাদাহরতস্তৎ তু পাপায় কল্পতে ॥ ১৯
সর্ব্বেষাং পূর্ব্বমারম্ভাংশ্চিন্তয়েন্নয়পূর্ব্বকম্।
আত্মশক্তিমুপায়াংশ্চ দেশ-কালৌ চ যুক্তিতঃ ॥ ২০
কারণানি প্রবাসঞ্চ প্রক্ষেপঞ্চ ফলোদয়ম্ ॥ ২১
এবমাদীনি সংচিন্ত্য দৃষ্ট্বা দৈবানুকূলতাম্।
অতঃ পরং সমারম্ভেদ্ যত্রাত্মহিতমাহিতম্ ॥ ২২
বৃত্তিমেবং সমাসাদ্য তাং সদা পরিপালয়েৎ।
দৈবমানুষবিঘ্নেভ্যো ন পুনর্ভ্রশ্যতে যথা ॥ ২৩
পালয়ন্ বর্দ্ধয়ন্ ভুঞ্জংস্তাং প্রাপ্য ন বিনাশয়েৎ।
ক্ষীয়তে গিরিসঙ্কাশমশ্নতো হ্যনপেক্ষয়া ॥ ২৪

প্রাপ্ত হইবার বাসনা করিবে। সেস্থলে অধর্মকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। ৯

যদি বার্ত্তাবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে যেস্থানে সেচের জন্য জলের ব্যবস্থা আছে, এরূপ ক্ষেত্রে তদনুরূপ কৃষিকার্য্য বিধি অনুসারে করিবে। ১০

অথবা যথাসময়ে সেই দেশের আবশ্যকতানুসারে বস্তু, তাহার মূল্য, ব্যয়, লাভ ও পরিশ্রমাদি যথাযথভাবে বিচার করিয়া বাণিজ্য করিবে। দেশবাসী মানুষ পশুগণের পালন-পোষণও অবশ্যই করিবে। অনেক প্রকারের বহুসংখ্যক পশুও তাহার পক্ষে অর্থপ্রাপ্তির সাধক হইতে পারে। ১১-১৩

যে কেহ বুদ্ধিমান্ মানুষ যদি সেবাকার্য্যের দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে মনকে সংযত রাখিয়া শ্রবণ করিবার যোগ্য মধুর বাক্য প্রয়োগ করিবে। ১৪

যেভাবে যেভাবে সেই স্বামী সন্তুষ্ট হইবে, সেইভাবে সেইভাবে কার্য্য করিয়া তাহার সন্তোষ বিধান করিবে। সেবকের গুণসমূহে যুক্ত থাকিয়া নিজেকে নিজের স্বামীর আশ্রিত করিয়া রাখিবে। ১৫

স্বামীর অপ্রিয় আচরণ করিবে না, ইহাই সেবার সংক্ষিপ্ত স্বরূপ। তাহার সহিত বিয়োগ হইবার পূর্ব্বে নিজের জন্য অন্য কোন গতির (আশ্রয়ের) অন্বেষণ করিবে না। ১৬-১৭

শিল্পকর্ম অথবা গৃহ নির্ম্মাণাদি কর্ম এবং নাট্যকর্ম প্রায় নীচ জাতির মনুষ্যগণের মধ্যেই প্রচলিত আছে। শিল্প ও নাট্যকার্য্যেও যথাযোগ্য ন্যায়ানুসারে কার্য্যের বেতন লওয়া কর্ত্তব্য। ১৮

সরলব্যবহারপরায়ণ সকল মানুষের নিকট হইতে সরলভাবেই বেতন গ্রহণ করিতে হয়। এস্থলে কুটিলতাসহকারে বেতন গ্রহণকারীর পক্ষে সেই বেতন পাপেরই কারণ বলিয়া কথিত হয়। ১৯

জীবিকা সাধনভূত যত উপায় আছে, সেই সবের উপর আরম্ভের পূর্ব্বেই ন্যায়ানুসারে বিচার করিবে। নিজের শক্তি, উপায়, দেশ, কাল, কারণ, প্রবাস, প্রক্ষেপ ও ফলোদয় প্রভৃতি বিষয়ে যুক্তিপূর্ব্বক বিচার এবং চিন্তা করত দৈবের অনুকূলতা দেখিয়া যাহার মধ্যে নিজের হিত নিহিত আছে বলিয়া দেখা যাইবে, সেই উপায়ই অবলম্বন করিবে। ২০-২২

এইভাবে নিজের জন্য জীবিকাবৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া গ্রহণ করত তাহা সদাই পালন করিয়া যাইবে এবং এরূপ প্রযত্ন করিবে, যাহাতে দৈব ও মানুষকৃত বিঘ্নসমূহের জন্য পুনরায় তাহা হইতে চ্যুত হইতে না হয়। ২৩

রক্ষা, বৃদ্ধি ও উপভোগ করিতে করিতে সেই বৃত্তি লাভ করত তাহাকে নষ্ট করিবে না। যদি রক্ষা প্রভৃতির চিন্তা ত্যাগ করিয়া কেবল উপভোগই করা যায়, তবে পর্ব্বততুল্য ধনরাশিও নষ্ট হইয়া যায়। ২৪

আজীবিকার উপায়সমূহ হইতে ধনের উপার্জ্জন করত বিদ্বান্ মানুষ ধর্ম, অর্থ, কাম ও সঙ্কট নিবারণ—এই চারি উদ্দেশ্যের জন্য সেই ধনকে চারিভাগে বিভক্ত করিবে। ২৫

ভাবিনি! এই চার বিভাগেও যেরূপ বিধান আছে, তাহা শ্রবণ কর। যজ্ঞের জন্য, দীন-দুঃখী ব্যক্তিগণের উপর অনু-

আজীবেভ্যো ধনং প্রাপ্য চতুর্দ্ধা বিভজেদ্ বুধঃ।
ধর্ম্মায়ার্থায় কামায় আপৎপ্রশমনায় চ ॥ ২৫
চতুর্ষ্বপি বিভাগেষু বিধানং শৃণু ভামিনি ॥ ২৬
যজ্ঞার্থং চান্নদানার্থং দীনানুগ্রহকারণাৎ।
দেব-ব্রাহ্মণপূজার্থং পিতৃপূজার্থমেব চ ॥ ২৭
মূলার্থং সংনিবাসার্থং ক্রিয়ানিত্যৈশ্চ ধার্ম্মিকৈঃ।
এবমাদিষু চান্যেষু ধর্মার্থং সন্ত্যজেদ্ ধনম্ ॥ ২৮
ধর্ম্মকার্য্যে ধনং দদ্যাদনবেক্ষ্য ফলোদয়ম্।
ঐশ্বর্য্যস্থানলাভার্থং রাজবাল্লভ্যকারণাৎ ॥ ২৯
বার্ত্তায়াঞ্চ সমারম্ভেহমাত্যমিত্রপরিগ্রহে।
আবাহে চ বিবাহে চ পূর্ব্বানাং বৃত্তিকারণাৎ ॥ ৩০
অর্থোদয়সমাবাপ্ত্যাবনর্থস্য বিঘাতনে।
এবমাদিষু চান্যেষু অর্থার্থং বিসৃজেদ্ ধনম্ ॥ ৩১
অনুবন্ধং হেতুযুক্তং দৃষ্ট্বা বিত্তং পরিত্যজেৎ।
অনর্থং বাধতে হ্যর্থো অর্থং চৈব ফলান্যুত ॥ ৩২
নাধনাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যর্থং নরা যত্নশতৈরপি।
তস্মাদ্ ধনং রক্ষিতব্যং দাতব্যঞ্চ বিধানতঃ ॥ ৩৩
শরীরপোষণার্থায় আহারস্য বিশেষণে।
এবমাদিষু চান্যেষু কামার্থং বিসৃজেদ্ ধনম্ ॥ ৩৪
বিচার্য্য গুণ-দোষৌ তু ত্রয়াণাং তত্র সন্ত্যজেৎ।
চতুর্থং সংনিদধ্যাচ্চ আপদর্থং শুচিস্মিতে ॥ ৩৫
রাজ্যভ্রংশবিনাশার্থং দুর্ভিক্ষার্থঞ্চ শোভনে।
মহাব্যাধিবিমোক্ষার্থং বার্দ্ধক্যস্যৈব কারণাৎ ॥ ৩৬
শত্রূণাং প্রতিকারায় সাহসৈশ্চাপ্যমর্ষণাৎ।
প্রস্থানে চান্যদেশার্থমাপদাং বিপ্রমোক্ষণে ॥ ৩৭
এবমাদি সমুদ্দিশ্য সংনিদধ্যাৎ স্বকং ধনম্ ॥ ৩৮
সুখমর্থবতাং লোকে কৃচ্ছ্রাণাং বিপ্রমোক্ষণম্।
ধনাৎ যশসামায়ুষ্যং স্বর্গ্যঞ্চ পরমং যশঃ।
ত্রিবর্গো হি বশে যুক্তঃ সর্বেষাং সংবিধীয়তে ॥ ৩৯
তথা সংবর্দ্ধমানাস্তু লোকয়োর্হিতমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৪০

গ্রহ করিয়া অন্নদানের জন্য, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃগণের পূজা করিবার জন্য, মূল ধনকে রক্ষা করিবার জন্য, সৎপুরুষগণের বাসের জন্য, ক্রিয়াপরায়ণ ধর্ম্মাত্মা পুরুষগণের সহযোগের জন্য এবং এইরূপ অন্যান্য সৎকর্ম্মসমূহের জন্য ধর্ম্মার্থ ধন দান করিবে। ২৬-২৮

ফলপ্রাপ্তির কথা বিচার না করিয়া ধর্ম্মকার্য্যে ধনদান করিবে। ঐশ্বর্য্যপূর্ণ স্থান প্রাপ্তির জন্য, রাজার প্রিয় হইবার জন্য, কৃষি, গোরক্ষা অথবা বাণিজ্য আরম্ভের জন্য, মন্ত্রী ও মিত্রগণের সংগ্রহের জন্য, আবাহন ও বিবাহের জন্য, পূর্ব্ব পুরুষগণের বৃত্তির জন্য, ধনের উৎপত্তি ও প্রাপ্তির জন্য, অনর্থ নিবারণের জন্য এবং এইরূপ অন্যান্য কার্য্যের জন্য অর্থার্থ ধনত্যাগ অর্থাৎ বিনিয়োগ করিবে। ২৯-৩১

হেতুযুক্ত অনুবন্ধ (সকারণ সম্বন্ধ) দেখিয়া তাহার জন্য ধন ব্যয় করিবে। অর্থ অনর্থ নিবারণ করে এবং অভীষ্ট ফলসকল প্রাপ্তি করায়। ৩২

নির্ধন মনুষ্যগণ বহু যত্ন করিয়াও ধন লাভ করিতে পারে না। অতএব ধনকে রক্ষা করা উচিত এবং বিধি পূর্ব্বক তাহার দান করা কর্ত্তব্য। ৩৩

শরীরের পোষণের জন্য বিশেষপ্রকার আহারের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কার্য্যসকলের নিমিত্ত কামার্থ ধন ব্যয় করিবে। ৩৪

গুণ ও দোষ বিচার করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কামসম্বন্ধী ধন তত্তৎ কার্য্যে ব্যয় করা উচিত। শুচিস্মিতে! ধনের যে চতুর্থভাগ, তাহা আপদকালের জন্য সর্ব্বদা সুরক্ষিত রাখিবে। ৩৫

শোভনে! রাজ্যধ্বংস নিবারণের জন্য, দুর্ভিক্ষের সময় প্রয়োজনসাধনের জন্য, দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য, বৃদ্ধবয়সে জীবন-নির্ব্বাহের জন্য, সাহস ও অমর্ষপূর্ব্বক শত্রুগণের প্রতীকারের জন্য, বিদেশ যাত্রা করিবার জন্য এবং সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য নিজের ধন নিজেরই নিকট রক্ষিত করিয়া রাখিবে। ৩৬-৩৮

ধন সমস্ত সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া থাকে, সেইজন্য এই জগতে ধনবান্‌গণেরই সুখ হয়। এই ধন যশ, আয়ু ও স্বর্গ-প্রাপ্তিকারক। কেবল ইহাই নহে, এই ধন পরম যশস্বরূপ। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গও তাহাকেই বলে। সেই ধন যাহাদের বশে থাকে, সেই সবেরই পক্ষে উহা কল্যাণকারী হয়। এরূপ আচরণকারী মনুষ্যগণ ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই নিজের হিত সাধন করে। ৩৯-৪০

কাল্যোত্থানঞ্চ শৌচঞ্চ দেব-ব্রাহ্মণভক্তিতঃ।
গুরূণামেব শুশ্রূষা ব্রাহ্মণেষ্বভিবাদনম্ ॥ ৪১
প্রত্যুত্থানঞ্চ বৃদ্ধানাং দেবস্থানপ্রণামনম্।
আভিমুখ্যং পুরস্কৃত্য অতিথীনাঞ্চ পূজনম্ ॥ ৪২
বৃদ্ধোপদেশকরণং শ্রবণং হিত-পথ্যয়োঃ।
পোষণং ভৃত্যবর্গস্য সান্ত্বদানপরিগ্রহৈঃ ॥ ৪৩
ন্যায়তঃ কর্মকরণমন্যায়াহিতবর্জিতম্।
সম্যগ্বৃত্তঃ স্বদারেষু দোষাণাং প্রতিষেধনম্ ॥ ৪৪
পুত্রাণাং বিনয়ং কুর্য্যাৎ তত্তৎকার্য্যনিয়োজনম্।
বর্জনং চাশুভার্থানাং শুভানাং জোষণং তথা ॥ ৪৫
কুলোচিতানাং ধর্ম্মাণাং যথাবৎ পরিপালনম্।
কুলসন্ধারণং চৈব পৌরুষেণৈব সর্বশঃ ॥ ৪৬
এবমাদি শুভং সর্বং তস্য বৃত্তমিতি স্থিতম্ ॥ ৪৭
বৃদ্ধসেবী ভবেন্নিত্যং হিতার্থং জ্ঞানকাঙ্ক্ষয়া।
পরার্থং নাহরেদ্ দ্রব্যমনামন্ত্র্য তু সর্বদা ॥ ৪৮
ন যাচেত পরান্ ধীরঃ স্ববাহুবলমাশ্রয়েৎ ॥ ৪৯
স্বশরীরং সদা রক্ষেদাহারাচারয়োরপি।
হিতং পথ্যং সদাহারং জীর্ণং ভুঞ্জীত মাত্রয়া ॥ ৫০
দেবতাতিথিসৎকারং কৃত্বা সর্বং যথাবিধি।
শেষং ভুঞ্জেচ্ছুচির্ভূত্বা ন চ ভাষেত বিপ্রিয়ম্ ॥ ৫১
প্রতিশ্রয়ঞ্চ পানীয়ং বলিং ভিক্ষাঞ্চ সর্বতঃ।
গৃহস্থবাসী ব্রতবান্ দদ্যাদ্ গাশ্চৈব পোষয়েৎ ॥ ৫২
বহির্নিষ্ক্রমণং চৈব কুর্য্যাৎ কারণতোঽপি বা।
মধ্যাহ্নে বার্দ্ধরাত্রে বা গমনং নৈব রোচয়েৎ ॥ ৫৩
বিষয়ান্ নাবগাহেত স্বশক্ত্যা তু সমাচরেৎ।
যথাঽহয়ব্যয়তা লোকে গৃহস্থানাং প্রপূজিতা ॥ ৫৪
অযশস্করমর্থঘ্নং কর্ম যৎ পরপীড়নম্।
ভয়াদ্ বা যদি বা লোভান্ন কুর্বীত কদাচন ॥ ৫৫

প্রাতঃকালে উত্থিত হওয়া, শৌচ-স্নান করত শুচিলাভ করা, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তি রাখিয়া গুরুজনগণের সেবা করা, ব্রাহ্মণবর্গকে প্রণাম করা, বৃদ্ধ পুরুষগণ আসিলে উঠিয়া তাহাদের স্বাগতসৎকার করা, দেবস্থানে প্রণাম করা, অতিথিগণের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের যথোচিত আদর-সৎকার করা, বৃদ্ধ পুরুষগণের উপদেশ গ্রহণ করা ও আচরণ করা, তাহাদের হিতকর ও লাভদায়ক বাক্য শ্রবণ করা, ভৃত্যবর্গকে সান্ত্বনা এবং এবং অভীষ্ট বস্তু দান করিয়া আনুকূল্য করত তাহাদের পালন পোষণ করা, ন্যায়যুক্ত কর্ম করা, অন্যায় ও অহিতকর কার্য্য ত্যাগ করা, নিজের স্ত্রীর সহিত উত্তম ব্যবহার করা, দোষসকল নিবারণ করা, পুত্রগণকে বিনয়-শিক্ষা দেওয়া, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন আবশ্যক কার্য্যে নিয়োগ করা, অশুভ পদার্থসমূহ পরিত্যাগ করা, শুভ পদার্থসমূহ গ্রহণ করা, কুলোচিত ধর্ম্মের যথাযথভাবে পালন করা এবং পুরুষার্থের দ্বারা সর্ব্বথা নিজের কুলকে রক্ষা করা—এই সব শুভ ব্যবহারকে 'বৃত্ত' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে ॥ ৪১-৪৭

প্রতিদিন নিজের হিতের জন্য ও জ্ঞানপ্রাপ্তির ইচ্ছায় বৃদ্ধ পুরুষগণের সেবা করিবে। সদা অপরের দ্রব্য তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া লইবে না ॥ ৪৮

ধীর পুরুষ অপর ব্যক্তিগণের নিকট যাচ্ঞা করিবে না। নিজের বাহুবল আশ্রয় করিয়া থাকিবে। আহার ও আচার-ব্যবহারেও সদা নিজের শরীরকে রক্ষা করিবে। যে ভোজন হিতকর ও লাভদায়ক হইবে এবং উত্তমরূপে যাহা পাক করা হইয়াছে, তাহাই নিয়তমাত্রায় গ্রহণ করিবে ॥ ৪৯-৫০

দেবতা ও অতিথিগণকে পূর্ণরূপে বিধিপূর্ব্বক সৎকার করত অর্থাৎ প্রথমে তাহাদিগকে অন্নপ্রদান করত অবশিষ্ট অন্ন পবিত্র হইয়া ভোজন করিবে এবং কখনও কাহাকে অপ্রিয় কথা বলিবে না ॥ ৫১

গৃহস্থ মানুষ ধর্ম্মপালন-ব্রত গ্রহণ করিয়া অতিথির জন্য বাস করিবার স্থান, জল, উপহার ও ভিক্ষা দান করিবে এবং গোগণকে পালন-পোষণ করিবে ॥ ৫২

যদি কোনও বিশেষ কারণে বাহিরে যাত্রা করিতে হয় তবে মানুষ সেই যাত্রা করিতে পারিবে, কিন্তু মধ্যাহ্নকালে বা অর্দ্ধরাত্রের সময় সেই যাত্রা করিবার বাসনা করিবে না ॥ ৫৩

বিষয়সমূহে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া থাকিবে না। নিজের শক্তি অনুসারে ধর্ম্মাচরণ করিবে। গৃহস্থ মানুষগণের যেরূপ আয় হইবে, তদনুসারে যদি ব্যয় করে, তবে তাহারা প্রশংসিত হয় ॥ ৫৪

ভয় অথবা লোভবশতঃ কখনও এরূপ কার্য্য করিবে না, যাহা যশ ও অর্থের নাশক হইবে এবং অপরের পীড়াদায়ক হইবে ॥ ৫৫

কোনও কর্ম্মের মূল হইতেই গুণ ও দোষ বুদ্ধিপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া যদি সেই শুভ কর্ম্মকে লাভদায়ক বলিয়া বুঝিতে

বুদ্ধিপূর্ব্বং সমালোক্য দূরতো গুণ-দোষতঃ ।
আরভেৎ তদা কর্ম শুভং বা যদি বেতরৎ ॥ ৫৬
আত্মসাক্ষী ভবেন্নিত্যমাত্মনস্তু শুভাশুভে ।
মনসা কর্মণা বাচা ন চ কাঙ্ক্ষেত পাতকম্ ॥ ৫৭

ইত্যাধিকঃ পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ ।

অধিকঃ ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ

[বিবিধ-কর্ম্মফলানাং বর্ণনম্]

উমোবাচ ।

সুরাসুরপতে দেব বরদ প্রীতিবর্দ্ধন ।
মানুষেষেব যে কেচিদাঢ্যাঃ ক্লেশবিবর্জিতাঃ ॥ ১
ভুঞ্জানা বিবিধান্ ভোগান্ দৃশ্যন্তে নিরুপদ্রবা ॥২
অপরে ক্লেশসংযুক্তা দরিদ্রা ভোগবর্জিতাঃ ॥ ৩
কিমর্থং মানুষে লোকে ন সমত্বেন কল্পিতাঃ ।
এতচ্ছ্রোতুং মহাদেব কৌতূহলমতীব মে ॥ ৪

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

যাদৃশং কুরুতে কর্ম তাদৃশং ফলমশ্নুতে ।
স্বকৃতস্য ফলং ভুঙ্ক্তে নান্যস্তদ্ ভোক্তুমর্হতি ॥ ৫
অপরে ধর্মকামেভ্যো নিবৃত্তাশ্চ শুভেক্ষণে ।
কদর্য্যা নিরনুক্রোশাঃ প্রায়েণাত্মপরায়ণাঃ ॥ ৬
তাদৃশা মরণং প্রাপ্তাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে ।
দরিদ্রাঃ ক্লেশভূয়িষ্ঠা ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৭

উমোবাচ ।

মানুষেষ্বেব যে কেচিদ্ ধন-ধান্যসমন্বিতাঃ ।
ভোগহীনাঃ প্রদৃশ্যন্তে সর্বভোগেষু সংস্বপি ॥ ৮
ন ভুঞ্জতে কিমর্থং তে তন্মে সংশিতুমর্হসি ॥ ৯

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

পরৈঃ সংকোদিতা ধর্মং কুর্বতে ন স্বকামতঃ ।
ধর্মশ্রদ্ধাং বহিষ্কৃত্য কুর্বন্তি চ রুদন্তি চ ॥ ১০
তাদৃশা মরণং প্রাপ্তা পুনর্জন্মনি শোভনে ।
ফলানি তানি সম্প্রাপ্য ভুঞ্জতে ন কদাচন ॥ ১১
রক্ষন্তো বর্ধয়ন্তশ্চ আসতে নিধিপালবৎ ॥ ১২

পায়, তবে আরম্ভ করিবে কিংবা অশুভ কর্ম পরিত্যাগ করিবে ॥ ৫৬

নিজের শুভ ও অশুভ কর্মে সদা নিজে নিজেকেই সাক্ষী মানিবে এবং মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা কখনও পাপকার্য্য করিবার ইচ্ছা করিবে না ॥ ৫৭

অধিক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

অধিক ষষ্ঠঃ অধ্যায় ।

[বিবিধপ্রকার কর্মফলসমূহের বর্ণন ।]

উমাদেবী বলিলেন,—সুরাসুরপতে ! সকলের প্রীতিবর্দ্ধনকারী বরদায়ক দেব ! মনুষ্যগণের মধ্যে কত মানুষকে ক্লেশশূন্য, উপদ্রবরহিত ও ধন-ধান্যসম্পন্ন হইয়া নানাবিধ ভোগসমূহ উপভোগ করিতে দেখা যায়, আবার অন্য বহু মানুষ ক্লেশযুক্ত, দরিদ্র ও ভোগসকল হইতে বঞ্চিত হয় । মহাদেব ! মনুষ্যলোকে সকল মানুষ সমানভাবে কেন সৃষ্ট হয় নাই ? (এ জগতে মনুষ্যগণের এই বিষমতা কেন হয় ?) ইহা শুনিবার জন্য আমার মনে কৌতূহল জন্মিয়াছে ॥ ১-৪

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন, দেবি ! জীব যেরূপ কর্ম করে, সেইরূপই ফল পাইয়া থাকে । সে তাহার কৃত কর্মের ফল স্বয়ংই ভোগ করে, অন্য কেহ তাহার ফলভোগের অধিকারী হয় না ॥ ৫

শুভলোচনে ! যে সব মানুষ ধর্ম ও কাম হইতে নিবৃত্ত হইয়া লোভী, নির্দয়ী এবং প্রায়শঃ নিজেরই শরীরের পোষক হয়, শোভনে ! এরূপ মানুষেরা মৃত্যুর পর যখন পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, তখন দরিদ্র ও অধিক ক্লেশভাগী হইয়া থাকে,—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥৬-৭

উমাদেবী বলিলেন,– ভগবন্ ! মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা ধন-ধান্যসম্পন্ন হয়, তাহাদের মধ্যেও বহু মানুষ আবার এরূপ হয় যে, তাহাদের ভোগরাশি থাকিলেও তাহাদিগকে ভোগহীন দেখা যায় । তাহারা সেইসব ভোগ্যবস্তু কেন ভোগ করিতে পারে না ? আপনি ইহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন ॥ ৮-৯

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি ! যাহারা অন্য ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধর্ম করে, স্বেচ্ছায় নহে এবং ধর্মবিষয়ক শ্রদ্ধা পরিহার করিয়া অশ্রদ্ধায় দান বা ধর্ম করে ও তাহার জন্য রোদন করে কিংবা অনুতাপ করে ; শোভনে ! এইরূপ মানুষেরা যখন মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহারা ধর্মের সেই সব ফল প্রাপ্ত হইয়া কখনও ভোগ করিতে পারে না । কেবল কোষাগার রক্ষাকারী রক্ষীর ন্যায় সেই ধনকে রক্ষা করিতে করিতে বর্দ্ধিত করিতে থাকে ॥ ১০-১২

উমোবাচ।

কেচিদ্ ধনবিযুক্তাশ্চ ভোগযুক্তা মহেশ্বর।
মানুষাঃ সম্প্রদৃশ্যন্তে তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ১৩

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

নিত্যং যে দাতুমনসো নরা বিত্তেষ্বসৎস্বপি ॥ ১৪
কালধর্মবশং প্রাপ্তাঃ পুনর্জন্মনি তে নরাঃ।
এতে ধনবিহীনাশ্চ ভোগযুক্তা ভবন্ত্যত ॥ ১৫
ধর্মদানোপদেশং বা কর্তব্যমিতি নিশ্চয়ঃ।
ইতি তে কথিতং দেবি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৬

উমোবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ ত্রিনেত্র বৃষভধ্বজ
মানুষাস্ত্রিবিধা দেব দৃশ্যন্তে সততং বিভো ॥ ১৭
আসীনা এব ভুঞ্জন্তে স্থানৈশ্বর্য্যপরিগ্রহৈঃ।
অপরে যত্নপূর্বং তু লভন্তে ভোগসংগ্রহম্ ॥ ১৮
অপরে যত্নমানাশ্চ ন লভন্তে তু কিঞ্চন।
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ১৯

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

তারতম্যং মহাভাগে শ্রোতুকামাসি ভামিনি ॥ ২০
যে লোকে মানুষা দেবি দান-ধর্মপরায়ণাঃ।
পাত্রাণি বিধিবজ্জ্ঞাত্বা দূরতোঽপ্যনুমানতঃ ॥২১
অভিগম্য স্বয়ং তত্র গ্রাহয়ন্তি প্রসাদ্য চ।
দানাদি চেদিতৈরেব তৈরবিজ্ঞাতমেব বা ॥ ২২
পুনর্জন্মনি তে দেবি তাদৃশাঃ শোভনা নরাঃ।
অযত্নতস্তান্যেব ফলানি প্রাপ্নুবন্ত্যত ॥ ২৩
আসীনা এব ভুঞ্জন্তে ভোগান্ প্রকৃতভাগিনঃ।
অপরে যে চ দানানি দদত্যেব প্রযাচিতাঃ ॥ ২৪
যদা যদার্থিনে দত্ত্বা পুনর্দানঞ্চ যাচিতাঃ।
তাবৎকালং ততো দেবি পুনর্জন্মনি তে নরাঃ।
যত্নতঃ শ্রমসংযুক্তাঃ পুনস্তান্ প্রাপ্নুবন্তি চ ॥ ২৫
যাচিতা অপি কেচিৎ তু ন দদত্যেব কিঞ্চন।
অভ্যসূয়াপরা মর্ত্যা লোভোপহতচেতসঃ ॥ ২৬

উমাদেবী বলিলেন,—মহেশ্বর! কত মানুষ ধনহীন হইলেও ভোগযুক্ত দেখা যায়। ইহার কারণ কি? তাহা আমাকে বলুন ॥ ১৩

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে সব মানুষ ধন না থাকিলেও সদা মনে দান করিবার বাসনা পোষণ করে, সেই সব মানুষ মৃত্যুর পর যখন পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহারা ধনহীন হইলেও ভোগযুক্ত হইয়া থাকে (ধর্মের প্রভাবে তাহাদের যোগক্ষেমের ব্যবস্থা চলিতেই থাকে।) ॥ ১৪-১৫

অতএব ধর্ম ও দানের উপদেশ করা কর্তব্য—ইহাই শাস্ত্র এবং মহাপুরুষগণের সিদ্ধান্ত। দেবি! তোমার প্রশ্নের উত্তর এই আমি প্রদান করিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর? ॥১৬

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! মহেশ্বর! ত্রিলোচন! বৃষভধ্বজ! দেব! বিভো! সতত মানুষকে তিন প্রকারের দেখা যায় ॥ ১৭

কিছু মানুষ বসিয়া বসিয়াই উত্তম স্থান, ঐশ্বর্য্য এবং বিবিধ ভোগসংগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া সেই সব উপভোগ করিতে থাকে। অপর মনুষ্যগণ যত্নসহকারে ভোগসমূহ সংগ্রহ করিয়া লাভ করে এবং তৃতীয় এরূপ মানুষেরা আছে যে, যাহারা বহু প্রযত্ন করিয়াও কিছুই প্রাপ্ত হয় না। কোন্ কর্মবিপাকে এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন ॥ ১৮-১৯

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—মহাভাগে! ভামিনি! তুমি তারতম্যানুসারে আমার উপদেশ শুনিতে বাসনা করিতেছ; অতএব শ্রবণ কর। দেবি! দান-ধর্মপরায়ণ সকল মানুষ সংসারে দানের সুযোগ্য পাত্রগণের বিধিবৎ জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া অথবা অনুমানেও তাহাদের বিষয় জ্ঞাত হইয়া দূর হইতেও তাহাদের নিকট স্বয়ং গমনপূর্বক তাহাদের প্রসন্ন করিয়া নিজেদের প্রদত্ত বস্তুসকল গ্রহণ করাইবে। তাহাদের দানাদি কর্ম সঙ্কেতের দ্বারাই হইয়া থাকে; অতএব দান-পাত্রদিগকে না জানিয়াই তাহাদের জন্য দানের বস্তু প্রদান করিবে; দেবি! তাহারাই পুনর্জন্মে এইরূপ শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয় এবং বিনা প্রযত্নেই সেই সব কর্মের ফল লাভ করে ও পুণ্য-ভাগী হওয়ায় বসিয়া বসিয়াই সর্বপ্রকার ভোগসমূহ উপভোগ করে ॥ ২০-২৩½

অপর যে সব মানুষ যাচকগণ প্রার্থনা করিলে পর দান করে এবং যখন যখন যাচকেরা প্রার্থনা করে, তখন তখনই সেই দান প্রদান করিয়া পুনরায় তাহারা প্রার্থনা করিলে আবার দান করে; দেবি! এই সব মানুষ পুনর্জন্ম লাভ করিয়া যত্ন ও পরিশ্রমের দ্বারা বারংবার সেই দানকর্মের ফল প্রাপ্ত হইতে থাকে ॥ ২৪-২৫

এরূপ কিছু মানুষ আছে, যাহারা যাচ্ঞা করিলেও যাচককে কোন কিছু প্রদান করে না। তাহাদের চিত্ত লোভের দ্বারা দূষিত হয় এবং তাহারা সর্বদা অপরের দোষই দেখিতে থাকে ॥২৬

তে পুনর্জন্মনি শুভে যত্নতো বহুধা নরাঃ।
ন প্রাপ্নুবন্তি মনুজা মার্গমাণেঽপি কিঞ্চন ॥ ২৭
নানুপ্তং রোহতে শস্যং তদ্বদ্ দানফলং বিদুঃ।
যদ্ যদ্ দদাতি পুরুষস্তৎ তৎ প্রাপ্নোতি কেবলম্ ॥ ২৮
ইতি তে কথিতং দেবি ভূয়ঃ শ্রোতুং কিমিচ্ছসি ॥ ২৯

উমোবাচ।

ভগবন্ ভগনেত্রঘ্ন কেচিদ্ বার্ধক্যসংযুতাঃ।
অভোগযোগ্যকালে তু ভোগাংশ্চৈব ধনানি চ ॥ ৩০
লভন্তে স্থবিরা ভূত্বা ভোগৈশ্বর্য্যং যতস্ততঃ।
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৩১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণু তত্ত্বং সমাহিতা ॥ ৩২
ধর্মকার্য্যং চিরং কালং বিস্মৃত্য ধনসংযুতাঃ।
প্রাণান্তকালে সম্প্রাপ্তে ব্যাধিভিশ্চ নিপীড়িতাঃ ॥ ৩৩
আরভন্তে পুনর্ধর্মান্ দাতুং দানানি বা নরাঃ ॥ ৩৪
তে পুনর্জন্মনি শুভে ভূত্বা দুঃখপরিপ্লুতাঃ।
অতীতযৌবনে কালে স্থবিরত্বমুপাগতাঃ ॥ ৩৫
লভন্তে পূর্বদত্তানাং ফলানি শুভলক্ষণে ॥ ৩৬
এতৎ কর্মফলং দেবি কালযোগাদ্ ভবত্যুত ॥ ৩৭

উমোবাচ।

ভোগযুক্তা মহাদেব কেচিদ্ ব্যাধিপরিপ্লুতাঃ।
অসমর্থাশ্চ তাং ভোক্তুং ভবন্তি কিল কারণম্ ॥ ৩৮

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

ব্যাধিরোগপরিক্লিষ্টা যে নিরাশাঃ স্বজীবিতে।
আরভন্তে তদা কর্তুং দানানি শুভলক্ষণে ॥ ৩৯
তে পুনর্জন্মনি শুভে প্রাপ্য তানি ফলান্যুত।
অসমর্থাশ্চ তান্ ভোক্তুং ব্যাধিতাস্তে ভবন্ত্যুত ॥ ৪০

উমোবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ মানুষেষেব কেচন।
রূপযুক্তাঃ প্রদৃশ্যন্তে শুভাকাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৪১
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৪২

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণু তত্ত্বং সমাহিতা ॥ ৪৩

শুভে! এরূপ মনুষ্যগণ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে পর বহু যত্ন করিতে থাকিলেও কিছুই প্রাপ্ত হয় না। বহুভাবে অন্বেষণ করিলেও তাহাদের কোনও ভোগ সুলভ হয় না। ২৭

যেরূপ বীজ বপন না করিলে শস্য উৎপন্ন হয় না, এই বিষয় দানের ফলেও জানিতে হইবে—অর্থাৎ দান না করিলে কিছুই লাভ হয় না। মানুষ যে যে বস্তু দান করে, কেবল তত্তৎ বস্তুই প্রাপ্ত হয়। দেবি! ইহা তোমাকে বলিলাম। আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ২৮-২৯

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! ভগদেবের নেত্রনষ্টকারী মহাদেব! কিছু মানুষ বৃদ্ধ হইলেও যেখান-সেখান হইতে ভোগ ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে; এরূপ কোন্ কর্মবিপাকে সম্ভব হয়? ইহা আমাকে বলুন। ৩০-৩১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! আমি প্রসন্নতা সহকারে তোমাকে ইহার উত্তর প্রদান করিতেছি; তুমি একাগ্রচিত্তা হইয়া ইহার প্রকৃত তত্ত্ব শ্রবণ কর। যে সব মানুষ ধনশালী হইলেও দীর্ঘকাল ধরিয়া ধর্মচর্য্যা বিস্মৃত থাকে এবং যখন রোগসমূহে পীড়িত হয়, তখন প্রাণান্তকাল নিকটে আসিলে পর ধর্মকর্ম কিংবা দান করিতে আরম্ভ করে, শুভে! ইহারা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে পর দুঃখে মগ্ন হইয়া যৌবনকাল অতিক্রান্ত হইয়া যাইলে যখন বৃদ্ধ হয়, তখন সেই পূর্ব্ব প্রদত্ত দানের ফল লাভ করিয়া থাকে। দেবি! এই কর্মফল কালযোগেই প্রাপ্ত হয়। ৩২-৩৭

উমা দেবি বলিলেন,—মহাদেব! কিছু মানুষ যুবাবস্থাতেই ভোগসম্পন্ন হইলেও রোগসমূহে পীড়িত থাকায় তাহারা ভোগে অসমর্থ হইয়া যায়, ইহার কারণ কি? ৩৮

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—শুভলক্ষণে! যাহারা রোগসমূহের কষ্টে পতিত হইলে পর যখন জীবনে নিরাশ হইয়া যায়, তখন দান করিতে আরম্ভ করে। শুভে! তাহারাই পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে পর সেই দান কর্মের ফল লাভ করত রোগসমূহে আক্রান্ত হইয়া তাহার ভোগে অসমর্থ হইয়া পড়ে। ৩৯-৪০

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! দেবদেবেশ্বর! মনুষ্যগণের মধ্যে কিছু মানুষ রূপবান্, শুভলক্ষণসম্পন্ন ও প্রিয়দর্শন হয়—ইহা দেখা যায়। কোন্ কর্মের ফলে ইহা হয়, তাহা আমাকে বলুন। ৪১-৪২

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! আমি প্রসন্নতা সহকারে ইহার রহস্য বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তা হইয়া শ্রবণ কর। ৪৩

যে পুরা মানুষা দেবি লজ্জাযুক্তাঃ প্রিয়ংবদাঃ ।
শক্তাঃ সুমধুরা নিত্যং ভূত্বা চৈব স্বভাবতঃ ॥ ৪৪
অমাংসভোজিনশ্চৈব সদা প্রাণিদয়াযুতাঃ ।
প্রতিকর্মপ্রদা বাপি বস্ত্রদা ধর্মকারণাৎ ॥ ৪৫
ভূমিশুদ্ধিকরা বাপি কারণাদগ্নিপূজকাঃ ॥ ৪৬
এবংযুক্তসমাচারাঃ পুনর্জন্মনি তে নরাঃ ।
রূপেণ স্পৃহণীয়াস্তে ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭

উমোবাচ ।

বিরূপাস্তু প্রদৃশ্যন্তে মানুষেষেব কেচন ।
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৪৮

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

তদহং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু কল্যাণি কারণম্ ॥ ৪৯
রূপযোগাৎ পুরা মর্ত্যা দর্পাহঙ্কারসংযুতাঃ ।
বিরূপহাসকাশ্চৈব স্তুতিনিন্দাদিভির্ভৃশম্ ॥ ৫০
পরোপতাপিনশ্চৈব মাংসাদাশ্চ তথৈব চ ।
অভ্যসূয়াপরাশ্চৈব অশুচাশ্চ তথা নরাঃ ॥ ৫১
এবংযুক্তসমাচারা যমলোকে সুদণ্ডিতাঃ ।
কথঞ্চিৎ প্রাপ্য মানুষ্যং তত্র তে রূপবর্জিতাঃ ॥ ৫২
বিরূপাঃ সম্ভবন্ত্যেব নাস্তি তত্র বিচারণা ।

উমোবাচ ।

ভগবন্ দেবদেবেশ কেচিৎ সৌভাগ্যসংযুতাঃ ।
রূপভোগবিহীনাশ্চ দৃশ্যন্তে প্রমদাপ্রিয়াঃ ॥ ৫৩
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৫৪

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

যে পুরা মানুষা দেবি সৌম্যশীলাঃ প্রিয়ংবদাঃ ।
স্বদারৈরেব সন্তুষ্টা দারেষু সমবৃত্তয়ঃ ॥ ৫৫
দাক্ষিণ্যেনৈব বর্তন্তে প্রমদাস্বপ্রিয়াস্বপি ।
ন তু প্রত্যাদিশন্ত্যেব স্ত্রীদোষান্ গুণসংশ্রিতান্ ॥ ৫৬
অন্নপানীয়দাঃ কালে নৃণাং স্বাদুপ্রদাশ্চ যে ।
স্বদারব্রতিনশ্চৈব ধৃতিমন্তো নিরত্যয়াঃ ॥ ৫৭
এবংযুক্তসমাচারাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে ।
মানুষাস্তে ভবন্ত্যেব সততং সুভগা ভৃশম্ ॥ ৫৮
অর্থাদৃতেঽপি তে দেবি ভবন্তি প্রমদাপ্রিয়াঃ ॥ ৫৯

যে সব মানুষ পূর্ব্বজন্মে লজ্জাযুক্ত, প্রিয়ভাষী, শক্তিশালী এবং সদা স্বভাবতই মধুর স্বভাববিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা সকল প্রাণীর প্রতি দয়া করে, কখনও মাংস ভক্ষণ করে না, ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে বস্ত্র ও আভরণসমূহ প্রদান করে, ভূমির শুদ্ধি করে এবং বিশেষ কারণবশতঃ অগ্নির পূজা করে, এরূপ সদাচারপরায়ণ মনুষ্যগণ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে পর রূপ-সৌন্দর্য্যের দ্বারা সকলের স্পৃহণীয় হয়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৪৪-৪৭

উমাদেবী বলিলেন—ভগবন্! মনুষ্যগণেরই মধ্যে বহু মানুষকে অত্যন্ত কুরূপ হইতে দেখা যায়, ইহা কোন্ কর্ম্মের ফলে হয়, তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪৮

মহেশ্বর বলিলেন,—কল্যাণি! শ্রবণ কর, আমি তোমাকে ইহার কারণ বলিতেছি। পূর্ব্বজন্মে সুন্দর রূপ প্রাপ্ত হইয়া যে সব মানুষ দর্প ও অহঙ্কারে যুক্ত হইয়া স্তুতি এবং নিন্দা প্রভৃতির দ্বারা কুরূপ মনুষ্যদিগকে অত্যন্ত উপহাস করে, অন্য ব্যক্তিগণকে সন্তাপিত করে, মাংস ভক্ষণ করে, পরের দোষ দর্শন করে এবং সর্ব্বদা অশুচ থাকে, এরূপ অনাচারী মনুষ্যগণ যমলোকে বিশেষভাবে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া যখন পুনরায় কোনরূপে মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা তখন রূপহীন ও কুরূপ হয়। এবিষয়ে আর অন্য কোনও বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই ॥ ৪৯-৫২॥

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! দেবদেবেশ্বর! কিছু মানুষ সৌভাগ্যশালী হয়, তাহারা রূপহীন ও ভোগহীন হইলে পরও নারীগণের প্রিয় হইয়া থাকে। কোন্ কর্ম্মের বিপাকে এরূপ হয়, তাহা আমাকে বলুন ॥ ৫৩-৫৪

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে সব মানুষ পূর্ব্বজন্মে সৌম্যস্বভাব ও প্রিয়ভাষী হয়, নিজেদেরই পত্নীতে সন্তুষ্ট থাকে, যদি একাধিক পত্নী থাকে, তবে সকলের প্রতি সমান ভাব রাখে, নিজেদের স্বভাবের জন্য অপ্রিয়া স্ত্রীগণের প্রতিও উদারতাপূর্ণ ব্যবহার করে, স্ত্রীদিগের দোষের চর্চা করে না, তাহাদের গুণেরই প্রশংসা করে, যথাকালে অন্ন ও জল দান করে, অতিথিদিগকে স্বাদিষ্ট অন্ন ভোজন করায়, নিজেদের পত্নীর উপরেই অনুরক্ত থাকিবার নিয়ম গ্রহণ করে, ধৈর্য্যবান্ ও দুঃখরহিত হয়, শোভনে! এরূপ আচরণপরায়ণ হইলে পর সদা সৌভাগ্যশালী হয়। দেবি! এই সব মানুষ ধনহীন হইলেও নিজেদের পত্নীর প্রীতিপাত্র হইয়া থাকে ॥ ৫৫-৫৯

উমোবাচ ।

দুর্ভগাঃ সম্প্রদৃশ্যন্তে আর্য্যা ভোগযুতা অপি ।
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৬০

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

তদহং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্বং সমাহিতা ॥ ৬১
যে পুরা মনুজা দেবি স্বদারেষনপেক্ষয়া ।
যথেষ্টবৃত্তয়শ্চৈব নির্লজ্জা বীতসম্ভ্রমাঃ ॥ ৬২
পরেষাং বিপ্রিয়করা বাঙ্মনঃকায়কর্মভিঃ ।
নিরাশ্রয়া নিরন্নাস্তাঃ স্ত্রীণাং হৃদয়কোপনাঃ ॥ ৬৩
এবং যুক্তসমাচারাঃ পুনর্জন্মনি তে নরাঃ ।
দুর্ভগাস্ত ভবন্ত্যেব স্ত্রীণাং হৃদয়বিপ্রিয়াঃ ॥ ৬৪
নাস্তি তেষাং রতিসুখং স্বদারেষপি কিঞ্চন ॥ ৬৫

উমোবাচ ।

ভগবন্ দেবদেবেশ মানুষেষপি কেচন ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্না বুদ্ধিমন্তো বিচক্ষণাঃ ॥ ৬৬
দুর্গতাস্ত প্রদৃশ্যন্তে যতমানা যথাবিধি ।
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৬৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

তদহং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু কল্যাণি কারণম্ ॥ ৬৮
যে পুরা মনুজা দেবি শ্রুতবন্তোঽপি কেবলম্ ।
নিরাশ্রয়া নিরন্নাস্তা ভূণমাত্রপরায়ণাঃ ॥ ৬৯
তে পুনর্জন্মনি শুভে জ্ঞানবুদ্ধিযুতা অপি ।
নিষ্কিঞ্চনা ভবন্ত্যেব অনুপ্তং হি ন রোহতি ॥ ৭০

উমোবাচ ।

মূর্খা লোকে প্রদৃশ্যন্তে দৃঢ়মূলা বিচেতসঃ ।
জ্ঞানবিজ্ঞানরহিতাঃ সমৃদ্ধাশ্চ সমন্ততঃ ॥ ৭১
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৭২

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

যে পুরা মনুজা দেবি বালিশা অপি সর্বতঃ ।
সমাচরন্তি দানানি দীনানুগ্রহকারণাৎ ॥ ৭৩
অবুদ্ধিপূর্বং বা দানং দদন্ত্যেব ততস্ততঃ ।
তে পুনর্জন্মনি শুভে প্রাপ্নুবন্ত্যেব তত্তথা ॥ ৭৪
পণ্ডিতোঽপণ্ডিতো বাপি ভুঙ্‌ক্তে দানফলং নরঃ ।
বুদ্ধ্যাহনপেক্ষিতং দানং সর্বথা তৎ ফলত্যুত ॥ ৭৫

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! বহু শ্রেষ্ঠ মানুষ ভোগসমূহে সম্পন্ন হইলে পরও দুর্ভাগা হইতে দেখা যায়। কোন্ কর্ম্মের ফলে এরূপ হয়, তাহা আমাকে বলুন। ৬০

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! এই কথা আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তা হইয়া সকল বিষয় শ্রবণ কর। যে সব মানুষ পূর্ব্বে নিজেদের পত্নীকে উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, লজ্জা ও ভয়কে পরিত্যাগ করিয়াছে, মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা অন্যদের অপ্রিয় করে এবং আশ্রয়হীন ও নিরাহার থাকিয়া পত্নীর হৃদয়ে ক্রোধ উৎপন্ন করে, এরূপ দূষিত আচারযুক্ত মনুষ্যগণ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইয়া দুর্ভাগা হয় এবং নারী জাতির পক্ষে অপ্রিয় হয় এবং আশ্রয়হীন ও নিরাহার থাকিয়া পত্নীর হৃদয়ে ক্রোধ উৎপন্ন করে, এরূপ দূষিত ভাগ্যহীন ব্যক্তিগণের নিজেদের পত্নী হইতেও অনুরাগজনিত সুখ সুলভ হয় না। ৬১-৬৫

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! দেবদেবেশ্বর! মনুষ্যগণের মধ্যে কিছু মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন, বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ হইলেও দুর্গতিগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। তাহারা বিধিপূর্ব্বক যত্ন করিয়াও সেই দুর্গতি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। কোন্ কর্ম্ম-বিপাকের দ্বারা এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন। ৬৬-৬৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—কল্যাণি! আমি ইহার কারণ বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। দেবি! যে সব মানুষ পূর্ব্বজন্মে বিদ্বান্ হইলেও আশ্রয়হীন এবং ভোজনসামগ্রী হইতে বঞ্চিত হইয়া কেবল নিজেদের উদর-পোষণের চেষ্টায় নিরত থাকে, শুভে! তাহারা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে পর জ্ঞান ও বুদ্ধিযুক্ত হইলেও অকিঞ্চনই থাকিয়া যায়; কারণ, বীজ বপন না করিলে তাহা অঙ্কুরিত হয় না। ৬৮-৭০

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! এ জগতে মূর্খ, অচেতন (অবোধ) ও জ্ঞান-বিজ্ঞান রহিত মনুষ্যগণও সর্ব্বদিক্ দিয়া সমৃদ্ধিশালী ও দৃঢ়মূল হয়—ইহা দেখা যায়। কোন্ কর্ম্মের ফলে এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন। ৭১-৭২

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে সব মানুষ পূর্ব্বে মূর্খ হইলেও সর্ব্বতোভাবে দীন দুঃখী ব্যক্তিগণের উপর অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বহুবিধ বস্তু দান করে এবং যাহারা পূর্ব্বে দানের মাহাত্ম্য না জানিয়াও যেখানে সেখানে দান করিতে থাকে, শুভে! সেই মানুষেরা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ অবস্থা লাভ করিয়া থাকে। মানুষ পণ্ডিত হউক বা মূর্খ হউক, প্রত্যেক মানুষ দানের ফল ভোগ করে। বুদ্ধির দ্বারা অনপেক্ষিত দানও সর্ব্বথা ফল দান করিয়া থাকে। ৭৩-৭৫

উমোবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ মানুষেষু চ কেচন।
মেধাবিনঃ শ্রুতিধরা ভবন্তি বিশদাক্ষরাঃ ॥ ৭৬
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৭৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

যে পুরা মনুজা দেবি গুরুশুশ্রূষকাস্তুশম্।
জ্ঞানার্থং তে তু সংগৃহ্য তীর্থং তে বিধিপূর্বকম্ ॥ ৭৮
বিধিনৈব পরাংশ্চৈব গ্রাহয়ন্তি চ নান্যথা।
অশ্লাঘমানা জ্ঞানেন প্রশান্তা যতবাচকাঃ ॥ ৭৯
বিদ্যাস্থানানি যে লোকে স্থাপয়ন্তি চ যত্নতঃ।
তাদৃশা মরণং প্রাপ্তাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে ॥ ৮০
মেধাবিনঃ শ্রুতিধরা ভবন্তি বিশদাক্ষরাঃ। ৮১

উমোবাচ।

অপরে মানুষা দেব যতন্তোঽপি যত্নতঃ।
বহিষ্কৃতাঃ প্রদৃশ্যন্তে শ্রুতবিজ্ঞানবুদ্ধিতঃ ॥ ৮২
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৮৩

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

যে পুরা মনুজা দেবি জ্ঞানদর্পসমন্বিতাঃ।
শ্লাঘমানাশ্চ তৎপ্রাপ্য জ্ঞানাহঙ্কারমোহিতাঃ ॥ ৮৪
বদন্তি যে পরান্ নিত্যং জ্ঞানাধিক্যেন দর্পিতাঃ।
জ্ঞানাদসূয়াং কুর্বন্তি ন সহন্তে হি চাপরান্ ॥ ৮৫
তাদৃশা মরণং প্রাপ্তাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে।
মানুষ্যং সুচিরাৎ প্রাপ্য তত্র বোধবিবর্জিতাঃ ॥ ৮৬
ভবন্তি সততং দেবি যতন্তো হীনমেধসঃ ॥ ৮৭

উমোবাচ।

ভগবন্ মনুষ্যাঃ কেচিৎ সর্বকল্যাণসংযুতাঃ।
পুত্রৈর্দারৈশ্চ পশুভির্দাসীদাসপরিচ্ছদৈঃ ॥ ৮৮
পরস্পরর্দ্ধিসংযুক্তাঃ জ্ঞানৈশ্বর্যমনোহরৈঃ।
ব্যাধিহীনা নিরাবাধা রূপারোগ্যবলৈর্যুতাঃ ॥ ৮৯
ধনধান্যেন সম্পন্নাঃ প্রসাদৈর্যানবাহনৈঃ।
সর্বোপভোগসংযুক্তা নানাচিত্রৈর্মনোহরৈঃ ॥৯০
জ্ঞাতিভিঃ সহ মোদন্তে অবিঘ্নং তু দিনে দিনে।
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৯১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

তদহং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্বং সমাহিতা ॥ ৯২

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! দেবদেবেশ্বর! মনুষ্যগণেরই মধ্যে কিছু ব্যক্তি মেধাবী হয়, কেহ কোনও কথাকে একবার শুনিয়াই তাহা ধারণ করিয়া রাখে এবং অনেকে আবার বিশদ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হয়। কোন্ কর্মবিপাকে এরূপ হয়? ইহা আমাকে বলুন। ৭৬-৭৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে মানুষেরা পূর্বে অত্যন্ত সুচারুরূপে গুরু শুশ্রূষা করিয়াছে এবং জ্ঞানের জন্য বিধিপূর্বক শুরুর আশ্রয় গ্রহণকারী বরংও অন্যদিগকে বিধি অনুসারে নিজের বিদ্যা গ্রহণ করায়, অবিধি পূর্বক নহে, নিজেদের জ্ঞানের দ্বারা যাহারা কখনও নিজেদের বৃথা আত্মশ্লাঘা করে না, বরং অতিশয় শান্ত ও মৌন হইয়া থাকে এবং যাহারা জগতে যত্নসহকারে বহু বিদ্যালয় স্থাপন করে, শোভনে! এরূপ মানুষেরাই যখন মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহারা মেধাবী, শ্রুতিধর ও বিশদ অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্ন হয়। ৭৮-৮১

উমাদেবী বলিলেন,—দেব! অন্য বহু মানুষ যত্ন করিলে পরও বহু তত্ত্ব শাস্ত্রজ্ঞান এবং বুদ্ধি হইতে বহিষ্কৃত—ইহা দেখা যায়। কোন্ কর্মের ফলে এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন। ৮২-৮৩

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে মনুষ্যগণ জ্ঞানের গর্বে গর্বিত হইয়া বৃথা আত্মপ্রশংসা করে এবং জ্ঞান লাভ করত তাহার অহঙ্কারে মোহিত হইয়া অপর ব্যক্তিগণকে নিন্দা করে অন্য জ্ঞানী পুরুষদিগকে সহ্য করিতে পারে না, শোভনে! এরূপ মানুষেরা মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে বহু কাল অতিবাহিত হইবার পর মনুষ্য-জন্ম লাভ করে। দেবি! সেই জন্মে তাহারা সদা যত্ন করিলেও বোধহীন ও বুদ্ধিরহিত হইয়া যায়। ৮৪-৮৭

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! কত মানুষ সমস্ত কল্যাণময় গুণসমূহে যুক্ত হয়। তাহারা গুণবান্ স্ত্রী-পুত্র, দাস-দাসী ও অন্যান্য উপকরণসমূহে যুক্ত হয়। জ্ঞান, ঐশ্বর্য, মনোহর ভোগসমূহ এবং পারস্পরিক সমৃদ্ধিতে অনেকে সংযুক্ত হয়। রোগহীন, বাধারহিত, রূপ-আরোগ্য ও বল সম্পন্ন, ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ, নানাবিধ বিচিত্র ও মনোহর প্রাসাদ, যান এবং বাহনসমূহে যুক্ত হয় ও সর্বপ্রকার ভোগসমূহে সংযুক্ত হইয়া তাহারা প্রতিদিন জ্ঞাতিগণের সহিত নির্বিঘ্নে আনন্দ ভোগ করে। কোন্ কর্মবিপাকে এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন। ৮৮-৯১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! ইহা আমি তোমাকে

যে পুরা মনুজা দেবি আঢ্যা বা ইতরেঽপি বা।
শ্রুতিবৃত্তসমাযুক্তা দানকামাঃ শ্রুতপ্রিয়াঃ ॥ ৯৩
পরেঙ্গিতপরা নিত্যং দাতব্যমিতি নিশ্চিতাঃ।
সত্যসন্ধাঃ ক্ষমাশীলা লোভমোহবিবর্জিতাঃ ॥ ৯৪
দাতারঃ পাত্রতো দানং ব্রতৈর্নিয়মসংযুতাঃ।
স্বদুঃখমিব সংস্মৃত্য পরদুঃখবিবর্জিতাঃ ॥ ৯৫
সৌম্যশীলা শুভাচারা দেবব্রাহ্মণপূজকাঃ ॥ ৯৬
এবংশীলসমাচারাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে।
দিবি বা ভুবি বা দেবি জায়ন্তে কর্মভোগিনঃ ॥ ৯৭
মানুষেষপি যে জাতাস্তাদৃশাঃ সম্ভবন্তি তে।
যাদৃশাস্ত ত্বয়া প্রোক্তাঃ সর্বে কল্যাণসংযুতাঃ ॥ ৯৮
রূপং দ্রব্যং বলং চায়ুর্ভোগৈশ্বর্য্যং কুলং শ্রুতম্।
ইত্যেতৎ সর্বসাদ্গুণ্যং দানাদ্ ভবতি নান্যথা ॥ ৯৯
তপোদানময়ং সর্বমিতি বিদ্ধি শুভাননে ॥১০০
উমোবাচ।
অথ কেচিৎ প্রদৃশ্যন্তে মানুষেষেব মানুষাঃ।
দুর্গতাঃ ক্লেশভূয়িষ্ঠা দানভোগবিবর্জিতাঃ ॥ ১০১
ভয়ৈস্ত্রিভিঃ সমাযুক্তা ব্যাধিক্ষুদ্ভয়সংযুতাঃ।
দুষ্কলত্রাভিভূতাশ্চ সততং বিপ্রদর্শকাঃ ॥ ১০২
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ১০৩
শ্রীমহেশ্বর উবাচ।
যে পুরা মনুজা দেবি আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।
ক্রোধ-লোভসমাযুক্তা নিরন্নাদাশ্চ নিষ্ক্রিয়াঃ ॥ ১০৪
নাস্তিকাশ্চৈব ধূর্তাশ্চ মূর্খাশ্চাত্মপরায়ণাঃ।
পরোপতাপিনো দেবি প্রায়শঃ প্রাণিনির্দয়াঃ ॥ ১০৫
এবংযুক্তসমাচারাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে।
কথঞ্চিৎ প্রাপ্য মানুষ্যং তত্র তে দুঃখপীড়িতাঃ ॥ ১০৬
সর্বতঃ সম্ভবন্ত্যেব পূর্বমাত্মপ্রমাদতঃ।
যথা তে পূর্বকথিতাস্তথা তে সম্ভবন্ত্যত ॥ ১০৭
শুভাশুভং কৃতং কর্ম সুখদুঃখফলোদয়ম্।
ইতি তে কথিতং দেবি ভূয়ঃ শ্রোতুং কিমিচ্ছসি ॥ ১০৮
ইত্যাধিকঃ ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ।

বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তা হইয়া সকল কথা শ্রবণ কর। যে সব ধনাঢ্য বা নির্ধন মানুষ পূর্ব্বে শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচারযুক্ত, দান করিতে ইচ্ছুক, শাস্ত্রপ্রেমী, অপরের ইঙ্গিত বুঝিয়া সদা দান করিবার দৃঢ় নিশ্চয় পোষণকারী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ক্ষমাশীল, লোভ-মোহরহিত, সুপাত্রে দানকারী, ব্রত ও নিয়মপরায়ণ, নিজের দুঃখেরই সমান অপরেরও দুঃখকে বুঝিয়া কাহাকেও যাহারা দুঃখ প্রদান করে না, যাহাদের শীল-স্বভাব সৌম্য হয় এবং যাহারা দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজক, শোভাময়ী দেবি! এইরূপ শীল ও সদাচারপরায়ণ মনুষ্যগণ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে স্বর্গে বা পৃথিবীতে নিজেদের সৎকর্মসমূহের ফল ভোগ করে। ৯২-৯৭

এরূপ মানুষেরা যখন মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহারা সকলেই তোমার কথিত বাক্যানুসারে কল্যাণময় গুণসমূহে সম্পন্ন হয়। তাহারা রূপ, দ্রব্য, বল, আয়ু, ভোগ, ঐশ্বর্য্য, উত্তম কুল ও শাস্ত্রজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। এই সব সদ্গুণপ্রাপ্তি দানেরই দ্বারা হয়, অন্যথা নহে। শুভাননে! তুমি ইহা জানিবে যে, এই সব কিছুই তপস্যা এবং দানেরই ফল। ৯৮-১০০

উমাদেবী বলিলেন,—মনুষ্যগণের মধ্যে বহু মানুষ দুর্গতিযুক্ত, অধিক ক্লেশপীড়িত, দান ও ভোগবঞ্চিত, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিনপ্রকার ভয়যুক্ত, রোগের ও ভোগের ভয়ে পীড়িত, দুষ্ট পত্নীর দ্বারা তিরস্কৃত এবং সর্ব্বদা সকল কার্য্যে বিঘ্নই দেখিয়া থাকে। কোন কর্ম্মের বিপাকে এরূপ হয়, তাহা আমাকে বলুন। ১০১-১০৩

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন, দেবি যে সব মানব পূর্ব্বে আসুর ভাবকে আশ্রয় করিয়াছে, যাহারা ক্রোধ ও লোভযুক্ত, ভোজন-সামগ্রী হইতে বঞ্চিত, অকর্ম্মণ্য, নাস্তিক, ধূর্ত্ত, মূর্খ, নিজেরই উদরপোষণকারী, যাহারা অপরকে সন্তাপিত করে এবং প্রায় সকল প্রাণীর প্রতিই নির্দয় ব্যবহার করে, শোভনে! এরূপ আচার-ব্যবহারযুক্ত মানুষেরা পুনর্জন্মের সময় কোনপ্রকারে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া যে কোনও স্থানে উৎপন্ন হইলে সর্ব্বত্র নিজেরই প্রমাদের জন্য দুঃখপীড়িত হয় এবং যেরূপ তুমি বলিলে, সেইরূপ অবাঞ্ছনীয় দোষযুক্ত হয়। ১০৪-১০৭

দেবি! মানুষের কৃত শুভ বা অশুভ কর্ম্মই তাহার সুখ কিংবা দুঃখরূপ ফলপ্রাপ্তিকারক হয়। এই কথা আমি তোমাকে বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর? ১০৮

অধিক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

অধিকঃ সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ।

[অন্ধত্ব-পঙ্গুত্বাদি নানাবিধদোষাণাং রোগাণাঞ্চ কারণভূতানাং দুষ্কর্মণাং বর্ণনম্‌।]

উমোবাচ

ভগবন্‌ দেবদেবেশ মম প্রীতিবিবর্দ্ধন।
জাত্যন্ধাশ্চৈব দৃশ্যন্তে জাতা বা নষ্টচক্ষুষঃ॥
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে সংশিতুমর্হসি॥ ১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

যে পুরা কামকারেণ পরবেশ্মসু লোলুপাঃ।
পরস্ত্রিয়োঽভিবীক্ষন্তে দুষ্টেনৈব চ চক্ষুষা॥ ২
অন্ধীকুর্বন্তি যে মর্ত্যাঃ ক্রোধ-লোভসমন্বিতাঃ।
লক্ষণজ্ঞাশ্চ রূপেষু অযথাবৎপ্রদর্শকাঃ॥ ৩
এবংযুক্তসমাচারাঃ কালধর্মবশাস্তু তে।
দণ্ডিতা যমদণ্ডেন নিরয়স্থাশ্চিরং প্রিয়ে॥ ৪
যদি চেন্মানুষং জন্ম লভেরংস্তে তথাপি বা।
স্বভাবতো বা জাতা বা অন্ধা এব ভবন্তি তে॥ ৫
অক্ষিরোগযুতা বাপি নাস্তি তত্র বিচারণা॥ ৬

উমোবাচ

মুখরোগযুতাঃ কেচিদ্‌ দৃশ্যন্তে সততং নরাঃ।
দন্ত-কণ্ঠ-কপোলস্থৈর্ব্যাধিভির্বহুপীড়িতাঃ॥ ৭
আদিপ্রভৃতি বৈ মর্ত্যা জাতা বাপ্যথ কারণাৎ।
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি॥ ৮

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণু দেবি সমাহিতা॥ ৯
কুবক্তারশ্চ যে দেবি জিহ্বয়া কটুকং ভৃশম্‌।
অসত্যং পরুষং ঘোরং গুরূন্‌ প্রতি পরান্‌ প্রতি॥ ১০
জিহ্বাবাধাং তদান্যেষাং কুর্বতে কোপকারণাৎ।
প্রায়শোঽনৃতভূয়িষ্ঠা নরাঃ কার্য্যবশেন বা॥ ১১
তেষাং জিহ্বাপ্রদেশস্থা ব্যাধয়ঃ সম্ভবন্তি তে॥ ১২
কুশ্রোতারশ্চ যে চার্থং পরেষাং কর্মনাশকাঃ।
কর্ণরোগান্‌ বহুবিধাঁল্লভন্তে তে পুনর্ভবে॥ ১৩

অধিক সপ্তম অধ্যায়।

[অন্ধত্ব ও পঙ্গুত্বাদি নানাপ্রকার দোষসমূহ এবং রোগসকলের কারণভূত দুষ্কর্মসমূহের বর্ণন।]

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্‌! আমার প্রীতিবর্দ্ধনকারী দেবদেবেশ্বর! এ সংসারে কিছু মানুষকে জন্ম হইতেই অন্ধ দেখা যায়, আবার কিছু মানুষের জন্মগ্রহণের পর চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। কোন্‌ কর্মের বিপাকে এরূপ হয়? ইহা আমাকে বলুন। ১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন, প্রিয়ে! যাহারা কাম ও স্বেচ্ছাচারিতা-বশতঃ পূর্ব্বজন্মে অপরের গৃহে নিজেদের লোলুপতার পরিচয় দেয়, পরস্ত্রীগণের প্রতি নিজেদের দূষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, যে সব মানুষ ক্রোধ ও লোভের বশীভূত হইয়া অন্য মানুষকে অন্ধ করিয়া দেয় অথবা রূপবিষয়ক লক্ষণফল জানিয়া তৎসম্বন্ধে মিথ্যা বলিয়া প্রদর্শন করে, এরূপ আচরণকারী মনুষ্যগণ মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে পর যমদণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত হইয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নরকে পতিত থাকে। ২-৪

তাহার পর তাহারা যদি মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে স্বভাবতই অন্ধ হইয়া যায় অথবা জন্মগ্রহণের পর অন্ধ হয় কিংবা সর্ব্বদাই চক্ষুরোগে পীড়িত হইতে থাকে এ বিষয়ে অন্য কিছু আর বিচার করিবার নাই। ৫-৬

উমাদেবী বলিলেন,—প্রভো! কিছু মানুষকে সর্ব্বদা মুখের রোগে বাধিত থাকিতে দেখা যায়, কিছু মানুষ দন্ত, কণ্ঠ ও কপালের রোগে অত্যন্ত কষ্টভোগ করে, তাহারা জন্ম হইতেই রোগী হয় এবং অন্য বহু মানুষ আবার জন্মগ্রহণের পর কারণবশতঃ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। কোন্‌ কর্মের পরিণতিতে এরূপ হয়? তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ৭-৮

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! একাগ্রচিত্তা হইয়া তুমি শ্রবণ কর, আমি প্রসন্নতার সহিত তোমাকে সব কিছুই বলিতেছি। যে সব কুবাক্যভাষী মানুষ নিজেদের জিহ্বার দ্বারা গুরুজনগণ বা অন্য ব্যক্তিদের প্রতি অত্যন্ত কটু, মিথ্যা, কঠোর ও ভয়ঙ্কর বাক্য বলে, যাহারা ক্রোধের কারণে অন্য মনুষ্যগণের জিহ্বা ছেদন করিয়া দেয় অথবা কার্য্যবশতঃ প্রায়শঃ অধিক মিথ্যাকথাই বলে, তাহাদের জিহ্বাপ্রদেশেই বহুবিধ রোগ হয়। ৯-১২

যাহারা পরদোষ ও নিন্দাদিযুক্ত কুবচন শ্রবণ করে এবং যাহারা অন্যদের কর্মের হানি করে, তাহারা পর জন্মে কর্ণ-সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার রোগের কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। ১৩

দন্তরোগশিরোরোগকর্ণরোগাস্তথৈব চ।
অন্যে মুখাশ্রিতা দোষাঃ সর্ব্বে চাত্মকৃতং ফলম্ ॥ ১৪
উমোবাচ।
পীড্যন্তে সততং দেব মানুষেষেব কেচন।
কুক্ষিপক্ষশ্রিতৈর্দোষৈর্ব্যাধিভিশ্চোদরাশ্রিতৈঃ ॥ ১৫
তীক্ষ্ণশূলৈশ্চ পীড্যন্তে নরা দুঃখপরিপ্লুতাঃ।
কেন কর্ম্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ১৬
শ্রীমহেশ্বর উবাচ।
যে পুরা মনুজা দেবি কামক্রোধবশা ভৃশম্।
আত্মার্থমেব চাহারং ভুঞ্জন্তে নিরপেক্ষকাঃ ॥ ১৭
অভক্ষ্যাহারদানৈশ্চ বিশ্বস্তানাং বিষপ্রদাঃ।
অভক্ষ্যভক্ষদাশ্চৈব শৌচমঙ্গলবৰ্জ্জিতাঃ ॥ ১৮
এবংযুক্তসমাচারাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে।
কথঞ্চিৎ প্রাপ্য মানুষ্যং তত্র তে ব্যাধিপীড়িতাঃ ॥ ১৯
তৈস্তৈর্বহুবিধাকারৈর্ব্যাধিভির্দুঃখসংশ্রিতাঃ।
ভবন্ত্যেব তথা দেবি যথা চৈব কৃতং পুরা ॥ ২০
উমোবাচ।
দৃশ্যন্তে সততং দেব ব্যাধিভির্মেহনাশ্রিতৈঃ।
পীড্যমানাস্তথা মর্ত্ত্যা অশ্মরী-শর্করাদিভিঃ ॥ ২১
কেন কর্ম্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ২২
শ্রীমহেশ্বর উবাচ।
যে পুরা মনুজা দেবি পরদারপ্রধর্ষকাঃ।
তির্য্যগ্যোনিষু ধূর্ত্তা বৈ মৈথুনার্থং চরন্তি চ ॥ ২৩
কামদোষেণ যে ধূর্ত্তাঃ কন্যাসু বিধবাসু চ।
বলাৎকারেণ গচ্ছন্তি রূপদর্পসমন্বিতাঃ ॥ ২৪
তাদৃশা মরণং প্রাপ্তাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে।
যদি চেন্মানুষং জন্ম লভেরংস্তে তথাবিধাঃ ॥ ২৫
মেহনৈস্তৈস্ততো ঘোরৈঃ পীড্যন্তে ব্যাধিভিঃ প্রিয়ে
উমোবাচ।
ভগবন্ মানুষাঃ কেচিদ্ দৃশ্যন্তে শোষিণঃ কৃশাঃ।
কেন কর্ম্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ২৬

এরূপ মনুষ্যগণই দন্তরোগ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ এবং অন্য সব মুখসম্বন্ধী দোষ নিজেদের কৃত কর্ম্মের ফলরূপেই প্রাপ্ত হয়। ১৪

উমাদেবী বলিলেন,—দেব! মনুষ্যগণের মধ্যে কিছু মানুষ সদা কুক্ষি ও পক্ষসম্বন্ধী দোষ এবং উদরসম্বন্ধীরোগসমূহে পীড়িত হইতে থাকে। ১৫

বহু মানুষ উদরে তীক্ষ্ণ শূলের বেদনায় পীড়িত হয়; সেইজন্য তাহারা সর্ব্বদা দুঃখে নিমগ্ন থাকে। কোন্ কর্ম্মের বিপাকে এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন। ১৬

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! পূর্ব্বে যে মানুষেরা কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া অন্য ব্যক্তিগণকে কোনরূপ গণ্য না করিয়াই কেবল নিজেদের জন্য আহার সংগ্রহ করে ও ভোজন করে, অভক্ষ্য ভোজন দান করিয়া বিশ্বস্ত মনুষ্যদিগকে বিষ প্রদান করে, অভক্ষ্য ভক্ষ দান করে এবং শৌচ ও মঙ্গলাচারহীন হয়; শোভনে! এরূপ আচরণকারী মানুষেরা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে কোনরূপ মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া এই সব রোগে পীড়িত হইতে থাকে। ১৭-১৯

দেবি! নানাপ্রকার রূপবিশিষ্ট এই সব রোগে পীড়িত হইয়া তাহারা দুঃখে নিমগ্ন হয়। পূর্ব্বজন্মে যেরূপ করিয়া থাকে, পরজন্মে সেইরূপই ফল ভোগ করে। ২০

উমাদেবী বলিলেন,—দেব! বহু মানুষকে প্রমেহসম্বন্ধী রোগসমূহে পীড়িত হইতে দেখা যায়, বহু মানুষ প্রস্তর ও শর্করা (প্রস্রাবে চিনি বাহির হওয়া) প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়। কোন্ কর্ম্মের ফলে এরূপ হয়; তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ২১-২২

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে সব মানুষ পূর্ব্বজন্মে পরস্ত্রী গমন করে, যে ধূর্ত্ত মানুষেরা পশুযোনিতে মৈথুনের জন্য চেষ্টা করে, যে ধূর্ত্তগণ নিজেদের রূপের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া কামদোষে কুমারী কন্যাদিগের সহিত এবং বিধবা স্ত্রীগণের সহিত বলাৎকার করে; শোভনে! এরূপ মনুষ্যগণ মৃত্যুর পর যখন পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে, তখন মনুষ্যযোনিতে আসিবার পর ঐ রোগে ভুগিতে থাকে। প্রিয়ে! তাহারা প্রমেহসম্বন্ধী নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর রোগে পীড়িত হয়। ২৩-২৫½

উমাদেবী বলিলেন,—বহু মানুষকে শুষ্ক (যাহাতে দেহ শুষ্ক হইয়া যায়) রোগে পীড়িত ও দুর্ব্বল হইতে দেখা যায়। কোন্ কর্ম্মের বিপাকে এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন। ২৬

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

যে পুরা মনুজা দেবি মাংসলুব্ধাঃ সুলোলুপাঃ।
আস্বার্থং স্বাদুগৃধ্নাশ্চ পরভোগোপতাপিনঃ॥ ২৭
অত্যাসূয়াপরাশ্চাপি পরভোগেষু যে নরাঃ॥ ২৮
এবংযুক্তসমাচারাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে।
শোষব্যাধিযুতাস্তত্র নরা ধমনিসন্ততাঃ॥ ২৯
ভবন্ত্যেব নরা দেবি পাপকর্মোপভোগিনঃ॥ ৩০

উমোবাচ।

ভগবন্ মানুষাঃ কেচিৎ ক্লিশ্যন্তে কুষ্ঠরোগিণঃ।
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি॥ ৩১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

যে পুরা মনুজা দেবি পরেষাং রূপনাশনাঃ।
আঘাতবধবন্ধৈশ্চ বৃথা দণ্ডেন মোহিতাঃ॥ ৩২
ইষ্টনাশকরা যে তু অপথ্যাহারদা নরাঃ।
চিকিৎসকা বা দুষ্টাশ্চ দ্বেষলোভসমন্বিতাঃ॥ ৩৩
নির্দয়াঃ প্রাণিহিংসায়াং মদদাশ্চিত্তনাশনাঃ॥ ৩৪
এবংযুক্তসমাচারাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে।
যদি বৈ মানুষং জন্ম লভেরংস্তেষু দুঃখিতাঃ॥ ৩৫
তত্র তে ক্লেশসংযুক্তাঃ কুষ্ঠরোগশতৈর্বৃতাঃ॥ ৩৬
কেচিৎ ত্বগ্দোষসংযুক্তা ব্রণকুষ্ঠৈশ্চ সংযুতাঃ।
শ্বিত্রকুষ্ঠযুতা বাপি বহুধা কুষ্ঠসংযুতাঃ॥ ৩৭
ভবন্ত্যেব নরা দেবি যথা যেন কৃতং ফলম্॥ ৩৮

উমোবাচ।

ভগবন্ মানুষাঃ কেচিদঙ্গহীনাশ্চ পঙ্গবঃ।
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি॥ ৩৯

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

যে পুরা মনুজা দেবি লোভ-মোহসমাবৃতাঃ।
প্রাণিনাং প্রাণহিংসার্থমঙ্গবিঘ্নং প্রকুর্বতে॥ ৪০
শাস্ত্রেণোৎকৃত্য বা দেবি প্রাণিনাং চেষ্টনাশকাঃ॥৪১
এবংযুক্তসমাচারাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে।
অঙ্গহীনা বৈ প্রেত্য ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ৪২
স্বভাবতো বা জাতা বা পঙ্গবস্তে ভবন্তি বৈ॥ ৪৩

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে মনুষ্যগণ পূর্বজন্মে মাংসলোভী হয়, অত্যন্ত লোলুপ হয়, নিজেদের জন্য খাদিষ্ট ভোজন আকাঙ্ক্ষা করে, অন্য ব্যক্তিদের ভোগ সামগ্রী দেখিয়া জ্বলিতে থাকে এবং যাহারা অন্যদের ভোগসমূহে দোষদৃষ্টি রাখে, শোভনে! এরূপ আচরণকারী মানুষেরা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে পর শুষরোগে পীড়িত হইয়া এরূপ দুর্বল হয় যে, তাহাদের শরীরে চারিদিকে বিস্তৃত নাড়ীসকলও দেখিতে পাওয়া যায়। দেবি! এই সব পাপ কর্মের ফলভোগকারী মনুষ্যগণ এইরূপই হয়। ২৭-৩০½

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! কিছু মানুষ কুষ্ঠ রোগী হইয়া কষ্ট ভোগ করে। কোন্ কর্মবিপাকে ইহা হয়? তাহা আমাকে বলুন। ৩১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে সব মানুষ পূর্বজন্মে মোহবশতঃ আঘাত, বধ, বন্ধন ও বৃথা দণ্ডের দ্বারা অপর ব্যক্তিগণের রূপ নাশ করে, কাহারও প্রিয় বস্তু নষ্ট করিয়া দেয়, চিকিৎসক হইয়া অপরকে অপথ্য ভোজন দান করে, দ্বেষ ও লোভের বশীভূত হইয়া দুষ্টতা করে, প্রাণিগণের হিংসায় জন্য নির্দয় হয়, মদ দান করে এবং অপরের চেতনা শক্তিকে নষ্ট করিয়া দেয়; শোভনে! এরূপ আচরণকারী মানুষের যদি পুনর্জন্মে মনুষ্যজন্ম লাভ করে, তবে তাহারা মনুষ্যগণের মধ্যে সর্বদা দুঃখী হয়। ৩২-৩৫

এই জন্মে তাহারা শতকুষ্ঠ রোগে আবৃত হইয়া কেবল ক্লেশভোগ করিতে থাকে। কেহ কেহ চর্ম-দোষযুক্ত হয়, কেহ কেহ ব্রণকুষ্ঠে পীড়িত হয় অথবা কেহ কেহ শ্বেত-কুষ্ঠে আক্রান্ত হয়। দেবি! যাহারা যেরূপ কর্ম করে, তাহারা নিজ নিজ কর্মানুসারে নানাপ্রকার কুষ্ঠ রোগের দ্বারা সেই সেই কর্মের ফল ভোগ করে। ৩৬-৩৮

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! কোন্ কর্মবিপাকে মনুষ্যগণ অঙ্গহীন এবং পঙ্গু হয়? তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ৩৯

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে মানুষেরা পূর্বজন্মে লোভ ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া প্রাণিগণের প্রাণের হিংসার জন্য তাহাদের অঙ্গ ভঙ্গ করে, অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া সেই প্রাণিগণকে নিশ্চেষ্ট করিয়া দেয়; শোভনে! এরূপ আচরণকারী মনুষ্যগণ মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে অঙ্গহীন হয়; ইহাতে কোনও সংশয় নাই। তাহারা স্বভাবতই পঙ্গুরূপে উৎপন্ন হয় অথবা জন্মের পর পঙ্গু হইয়া যায়। ৪০-৪৩

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! কত মানুষ গ্রন্থি, পিল্লক (পাদরোগবিশেষ) আদি রোগসমূহের দ্বারা কষ্ট পাইতেছে—ইহা দেখা যায়, ইহার কারণ কি? তাহা আমাকে বলুন। ৪৪

উমোবাচ।

ভগবন্ মানুষাঃ কেচিদ্ গ্রন্থিভিঃ পিল্লকৈস্তথা।
ক্লিশ্যমানা প্রদৃশ্যন্তে তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৪৪

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

যে পুরা মনুজা দেবি গ্রন্থিভেদকরা নৃণাম্।
মুষ্টিপ্রহারপরুষা নৃশংসাঃ পাপকারিণঃ ॥ ৪৫
পাটকাস্ফোটকাশ্চৈব শূলতুন্দাস্তথৈব চ।
এবংযুক্তসমাচারাঃ পুনর্জন্মানি শোভনে।
গ্রন্থিভিঃ পিল্লকৈশ্চৈব ক্লিশ্যন্তে ভৃশদুঃখিতাঃ ॥ ৪৬

উমোবাচ।

ভগবন্ মনুষ্যাঃ কেচিৎ পাদরোগসমন্বিতাঃ।
দৃশ্যন্তে সততং দেব তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৪৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

যে পুরা মনুজা দেবি ক্রোধলোভসমন্বিতাঃ।
মনুজা দেবতাস্থানং স্বপাদৈভ্রংশয়ন্ত্যত ॥ ৪৮
জানুভিঃ পাঞ্চিভিশ্চৈব প্রাণিহিংসাং প্রকুর্বতে ॥ ৪৯
এবংযুক্তসমাচারাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে।
পাদরোগৈর্বহুবিধৈর্বাধ্যন্তে শ্বপদাদিভিঃ ॥ ৫০

উমোবাচ।

ভগবন্ মানুষাঃ কেচিদ্ দৃশ্যন্তে বহবো ভুবি।
বাতজৈঃ পিত্তজৈ রোগৈর্যুগপৎ সন্নিপাতজৈঃ ॥ ৫১
রোগৈর্বহুবিধৈর্দেব ক্লিশ্যমানাঃ সুদুঃখিতাঃ।
অসমস্তৈঃ সমস্তৈশ্চ আঢ্যা বা দুর্গতাস্তথা ॥ ৫২
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৫৩

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

তদহং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু কল্যাণি কারণম্ ॥ ৫৪
যে পুরা মনুজা দেবি হ্যাসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ
স্ববশাঃ কোপনপরা গুরুবিদ্বেষিণস্তথা ॥ ৫৫
পরেষাং দুঃখজনকা মনোবাক্‌কায়কর্মভিঃ।
ছিন্দন্ ভিন্দংস্তুদন্নেব নিত্যং প্রাণিষু নির্দয়াঃ ॥ ৫৬
এবংযুক্তসমাচারাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে।
যদি বৈ মানুষং জন্ম লভেরংস্তে তথাবিধাঃ ॥ ৫৭
তত্র তে বহুভির্ঘোরৈস্তপ্যন্তে ব্যাধিভিঃ প্রিয়ে ॥ ৫৮

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে মানুষেরা পূর্ব্বজন্মে অন্য মনুষ্যগণের গ্রন্থি ভেদ করে, যাহারা মুষ্টি প্রহার করিতে নির্দয়তা দেখায় যাহারা নৃশংস, পাপাচারী, দীর্ণ-বিদীর্ণকারী এবং শূলের আঘাত করিয়া পীড়া দান করে; শোভনে! এরূপ আচরণকারী মনুষ্যগণ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে পর পিল্লক-রোগে কষ্ট ভোগ করে এবং অত্যন্ত দুঃখপ্রাপ্ত হয়। ৪৫-৪৬

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! দেব! কত মানুষকে সর্ব্বদা পাদরোগে পীড়িত হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ কি? তাহা আমাকে বলুন। ৪৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! পূর্ব্বজন্মে যে সব মানুষ ক্রোধ ও লোভের বশীভূত হইয়া দেবতার স্থানকে পদের দ্বারা বিচ্যুত করে অর্থাৎ ভাঙিয়া দেয়, জানু ও পার্ষ্ণি দ্বারা প্রাণিগণের হিংসা করে; শোভনে! এরূপ আচরণকারী মনুষ্যগণ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে শ্বপদাদি নানাপ্রকার পাদরোগে পীড়িত হয়। ৪৮-৫০

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! দেব! এই পৃথিবীতে এরূপ মনুষ্যগণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক দেখা যায়, যাহারা বাত, পিত্ত ও কফজনিত রোগসমূহে এবং একই সঙ্গে এই তিন রোগে সন্নিপাতের দ্বারা ও অন্যান্য অনেক রোগের দ্বারা কষ্ট পাইয়া অতিশয় দুঃখ ভোগ করে।

তাহারা ধনী হউক বা দরিদ্র হউক, তাহারা পূর্ব্বোক্ত রোগসমূহের মধ্যে কোনও একটির দ্বারা অথবা সমস্ত রোগের দ্বারা কষ্ট পাইতে থাকে। কোন্ কর্ম্মের ফলে এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন। ৫১-৫৩

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—কল্যাণি! ইহার কারণ আমি তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেবি! যে সব মানুষ পূর্ব্ব জন্মে আসুর-ভাব অবলম্বন করিয়া স্বচ্ছন্দচারী, ক্রোধী ও গুরু-দ্রোহী হয়, মন, বাক্য, দেহ ও ক্রিয়ার দ্বারা অপরকে দুঃখ দান করে, ছেদন করে, বিদীর্ণ করে, পীড়িত করিতে করিতে সর্ব্বদাই প্রাণিগণের প্রতি নির্দয়তা দেখায়; শোভনে! এরূপ আচরণ-কারী মানুষেরা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে যদি মনুষ্যজন্ম লাভ করে, তবে তাহারা পূর্ব্বোক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। ৫৪-৫৫

প্রিয়ে! সেই শরীরে তাহারা বহু ভয়ঙ্কর রোগে সন্তাপিত হইতে থাকে। কাহারা সর্দ্দী রোগযুক্ত হয়, আবার কাহারা কাস রোগে আক্রান্ত হয়। অন্য বহু মানুষ জ্বর, অতিসার ও তৃষ্ণার দ্বারা পীড়িত হয়। অনেকে বহুপ্রকার পাদজন্য রোগে সন্তাপিত হয়। কিছু মানুষ কফদোষে পীড়িত হয়। বহু

কেচিচ্চ হর্দিসংযুক্তাঃ কেচিৎকাসসমন্বিতাঃ ।
অত্যাতিসারতৃষ্ণাভিঃ পীড্যমানাস্তথা পরে ॥ ৫৯
পাদগণ্ডৈশ্চ বহুভিঃ শ্লেষ্মদোষসমন্বিতাঃ ।
পাদরোগৈশ্চ বিবিধৈর্ব্রণকুষ্ঠভগন্দরৈঃ ॥ ৬০
আঢ্যা বা দুর্গতা বাপি দৃশ্যন্তে ব্যাধিপীড়িতাঃ ॥৬১
এবমাত্মকৃতং কর্ম ভুঞ্জতে তত্র তত্র তে ।
প্রহীতুং ন চ শক্যং হি কেনচিচ্চাকৃতং ফলম্ ॥ ৬২
ইতি তে কথিতং দেবি ভূয়ঃ শ্রোতুং কিমিচ্ছসি ॥৬৩

উমোবাচ ।

ভগবন্ দেবদেবেশ ভূতপাল নমোঽস্তু তে ।
হ্রস্বাঙ্গাশ্চৈব বক্রাঙ্গাঃ কুব্জা বামনকাস্তথা ॥ ৬৪
অপরে মানুষা দেব দৃশ্যন্তে কুণিবাহবঃ ।
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে সংশিতুমর্হসি ॥ ৬৫

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

যে পুরা মনুজা দেবি লোভমোহসমন্বিতাঃ ।
ধান্যমানান্ বিকুর্বন্তি ক্রয়বিক্রয়কারণাৎ ॥ ৬৬
তুলাদোষং তদা দেবি ধৃতমানেষু নিত্যশঃ ।
অর্ধাপকর্ষণাচ্চৈব সর্বেষাং ক্রয়বিক্রয়ে ॥ ৬৭
অঙ্গদোষকরা যে তু পরেষাং কোপকারণাৎ ।
মাংসাদাশ্চৈব যে মূর্খা অযথাবৎপ্রথাঃ সদা ॥৬৮
এবংযুক্তসমাচারাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে ।
হ্রস্বাঙ্গা বামনাশ্চৈব কুব্জাশ্চৈব ভবন্তি তে ॥ ৬৯

উমোবাচ ।

ভগবন্ মানুষাঃ কেচিদ্ দৃশ্যন্তে মানুষেষু বৈ ।
উন্মত্তাশ্চ পিশাচাশ্চ পর্যটন্তো যতস্ততঃ ॥ ৭০
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৭১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

যে পুরা মনুজা দেবি দর্পাহঙ্কারসংযুতাঃ ।
বহুধা প্রলপন্ত্যেব হসন্তি চ পরান্ ভৃশম্ ॥ ৭২
মোহয়ন্তি পরান্ ভোগৈর্মদনৈর্লোভকারণাৎ ।
বৃদ্ধান্ গুরূংশ্চ যে মূর্খা বৃথৈবাপহসন্তি চ ॥ ৭৩
শৌণ্ডা বিদগ্ধাঃ শাস্ত্রেষু তথৈবানৃতবাদিনঃ ॥ ৭৪
এবংযুক্তসমাচারাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে ।
উন্মত্তাশ্চ পিশাচাশ্চ ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৭৫

মানুষ নানাপ্রকার পাদরোগ, ব্রণকুষ্ঠ ও ভগন্দর রোগে কষ্ট হইয়া যায়। তাহারা ধনীই হউক আর দরিদ্রই হউক, সকলকে রোগে পীড়িত হইতে দেখা যায়। ৫৮-৬১

এইভাবে তাহারা নিজ নিজ দেহে নিজেদের কৃত কর্মেরই ফল ভোগ করে। কেহই অকৃত কর্মের ফল ভোগ করে না। দেবি! এইরূপে আমি তোমাকে এই বিষয় বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর? ৬২-৬৩

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! দেবদেবেশ্বর! ভূতনাথ! আপনাকে নমস্কার। দেব! অত বহু মানুষ ক্ষুদ্র দেহ, বক্র দেহ, কুব্জ, বামন এবং কুণিবাহু (নুলো) হয়,—ইহা দেখা যায়। কোন্ কর্মের ফলে এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন। ৬৪-৬৫

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে মানুষ পূর্বজন্মে লোভ ও মোহে যুক্ত হইয়া ক্রয় বিক্রয়ের জন্য দ্রব্য ওজন করিবার সময় পাল্লাকে (কাটছাট করিয়া) ক্ষুদ্র করে, তুলাদণ্ডেও কিছু দোষ রাখিয়া দেয় এবং প্রতিদিন ক্রয় বিক্রয় করিবার কালে যখন সেই তুলাদণ্ডেই রাখিয়া দ্রব্যাদি ওজন করে, তখন সেই সব দ্রব্য হইতে অর্ধেক দ্রব্য চুরি করিয়া থাকে, যাহারা ক্রোধ করে, অপরের দেহে আঘাত করিয়া তাহার অঙ্গে দোষ উৎপন্ন করে, যে মূর্খেরা মাংস ভক্ষণ করে এবং সদা মিথ্যা কথা বলে, শোভনে! এরূপ আচরণকারী মনুষ্যগণ পুনর্জন্মে হ্রস্ব দেহ, বামন ও কুব্জ হয়। ৬৬-৬৯

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! কত মানুষকে উন্মত্ত ও পিশাচগণের ন্যায় এদিক ওদিকে ঘুরিতে দেখা যায়। তাহাদের এইরূপ অবস্থা কোন্ কর্মের ফলে হয়? তাহা আমাকে বলুন। ৭০-৭১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে সব মানুষ পূর্বজন্মে দর্প ও অহঙ্কারযুক্ত হইয়া নানাপ্রকার অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে, অপর ব্যক্তিদিগকে অত্যন্ত উপহাস করে, লোভবশতঃ উন্মাদনাকারী ভোগসমূহের দ্বারা অন্য মনুষ্যগণকে মোহিত করে, যে মূর্খেরা বৃদ্ধ ও গুরুজনদিগকে বৃথাই উপহাস করে এবং শাস্ত্রজ্ঞানে চতুর ও প্রবীণ হইয়াও সদা মিথ্যা কথা বলে; শোভনে! এতাদৃশ আচরণকারী মনুষ্যগণ পরজন্মে উন্মত্ত ও পিশাচতুল্য হইয়া যায়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৭২-৭৫

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! কত মানুষ সন্তানহীন হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত হয়। তাহারা যেভাবে সেভাবে বহু কষ্ট

উমোবাচ।

ভগবন্ মানুষাঃ কেচিন্নিরপত্যাঃ সুদুঃখিতাঃ।
যতন্তো ন লভন্ত্যেব অপত্যানি যতব্রতাঃ॥ ৭৬
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি। ৭৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

যে পুরা মনুজা দেবি সর্বপ্রাণিষু নির্দয়াঃ।
ঘ্নন্তি বালাংশ্চ ভুঞ্জন্তে মৃগাণাং পক্ষিণামপি॥ ৭৮
গুরুবিদ্বেষিণশ্চৈব পরপুত্রাভ্যসূয়কাঃ।
পিতৃপূজাং ন কুর্বন্তি যথোক্তাং চাষ্টকাদিভিঃ॥ ৭৯
এবংযুক্তসমাচারাঃ পুনর্জন্মনি শোভনে।
মানুষ্যং সুচিরাৎ প্রাপ্য নিরপত্যা ভবন্তি তে।
পুত্রশোকযুতাশ্চাপি নাস্তি তত্র বিচারণা॥ ৮০

উমোবাচ।

ভগবন্ মানুষাঃ কেচিৎ প্রদৃশ্যন্তে সুদুঃখিতাঃ।
উদ্বেগবাসনিরতাঃ সোদ্বেগাশ্চ যতব্রতাঃ॥ ৮১
নিত্যং শোকসমাবিষ্টা দুর্গতাশ্চ তথৈব চ।
কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি॥ ৮২

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

যে পুরা মনুজা নিত্যমুৎকোচনপরায়ণাঃ।
ভীষয়ন্তি পরান্ নিত্যং বিকুর্বন্তি তথৈব চ॥ ৮৩
ঋণবৃদ্ধিকরাশ্চৈব দরিদ্রেভ্যো যথেষ্টতঃ।
যে শ্বভিঃ ক্রীড়মানাশ্চ ত্রাসয়ন্তি বনে মৃগান্॥ ৮৪
প্রাণিহিংসাং তথা দেবি কুর্বন্তি চ যতস্ততঃ।
যেষাং গৃহেষু বৈ শ্বানঃ ত্রাসয়ন্তি বৃথা নরান্॥ ৮৫
এবংযুক্তসমাচারাঃ কালধর্মগতাঃ পুনঃ।
পীড়িতা যমদণ্ডেন নিরয়াশ্চিরং প্রিয়ে॥৮৬
কথঞ্চিৎ প্রাপ্য মানুষ্যং তত্র তে দুঃখসংযুতাঃ॥ ৮৭
কুদেশে দুঃখভূয়িষ্ঠে ব্যাঘাতশতসঙ্কুলে।
জায়ন্তে তত্র শোচন্তঃ সোদ্বেগাশ্চ যতস্ততঃ॥ ৮৮

উমোবাচ।

ভগবন্ ভগনেত্রঘ্ন মানুষেষু চ কেচন।
ক্লীবা নপুংসকাশ্চৈব দৃশ্যন্তে ষণ্ডকাস্তথা॥৮৯

করিয়াও সন্তানলাভে বঞ্চিত হয়। কোন্ কর্মের বিপাকে এরূপ হয়? তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন॥ ৭৬-৭৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে মনুষ্যগণ পূর্বজন্মে সমস্ত প্রাণীর প্রতিই নির্দয়তাপূর্ণ ব্যবহার করে, মৃগ ও পক্ষিগণের শিশু পুত্রদিগকেও বধ করিয়া ভক্ষণ করে, গুরুর সহিত দ্বেষ করে, অপরের পুত্রগণের দোষ দর্শন করে, পার্বণাদি শ্রাদ্ধের দ্বারা শাস্ত্রোক্তরীতিতে পিতৃপুরুষগণের পূজা করে না; শোভনে! এরূপ আচরণকারী জীবগণ যখন পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়, তখন দীর্ঘ কালের পর মানুষ জন্ম লাভ করত সন্তানহীন ও পুত্রশোকে সন্তপ্ত হয়। ইহাতে বিচার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। ৭৮-৮০

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! মনুষ্যগণের মধ্যে কিছু মানুষকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখা যায়। তাহাদের বাসস্থানসমূহ উদ্বেগের বাতাবরণে আচ্ছাদিত থাকে। তাহারা উদ্বিগ্ন থাকিয়া সংযমপূর্বক ব্রতপালন করে। নিত্য শোকমগ্ন ও দুর্গতিপ্রস্ত হয়। কোন্ কর্মফলে এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন। ৮১-৮২

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে সব মানুষ প্রতিদিন উৎকোচ (ঘুষ) গ্রহণ করে, অপর ব্যক্তিদিগকে ভয় প্রদর্শন করে, তাহাদের মনে বিকার উৎপন্ন করে, নিজের ইচ্ছানুসারে দরিদ্রের ঋণ বাড়াইয়া দেয়, যাহারা কুকুরের সহিত ক্রীড়া করে, বনে মৃগগণকে সন্ত্রাসিত করে, যেখানে সেখানে প্রাণিবর্গকে হিংসা করে, যাহাদের গৃহে পালিত কুকুরেরা বৃথা অন্য মনুষ্যদিগকে ভীত করে, প্রিয়ে! এরূপ আচরণকারী মনুষ্যগণ মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াও যমদণ্ডের দ্বারা পীড়িত হইয়া দীর্ঘকাল নরকে পতিত থাকে। তারপর কোনরূপে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া অধিক দুঃখে পূর্ণ শত শত বাধাসমূহে ব্যাপ্ত কুৎসিত দেশে উৎপন্ন হয়। সেখানে তাহারা দুঃখিত, শোকমগ্ন ও সর্বদিক্ দিয়া উদ্বিগ্ন থাকে। ৮৩-৮৮

উমাদেবী বলিলেন, ভগবন্! ভগদেবতার নেত্র নষ্টকারী মহাদেব! মনুষ্যগণের মধ্যে কিছু মানুষ কাতর, নপুংসক ও ষণ্ডক (হিজড়া) হয়—ইহা দেখা যায়। তাহারা এ পৃথিবীতে খর্ব নীচ হয়, নীচ কর্মে তৎপর থাকে এবং নীচগণেরই সঙ্গ করে। কোন্ কর্মের ফলে এরূপ হয়? তাহা আমাকে বলুন। ৮৯-৯০

নীচকর্ম্মরতা নীচা নীচসখ্যাস্তথা ভুবি ।
কেন কর্ম্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ১০

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

তদহং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু কল্যাণি কারণম্ ।
যে পুরা মনুজা ভূত্বা ঘোরকর্ম্মরতাস্তথা ।
পশুপুংস্ত্বোপঘাতেন জীবন্তি চ রমন্তি চ ॥ ১১
এবংযুক্তসমাচারাঃ কালধর্ম্মং গতাস্তু তে ।
দণ্ডিতা যমদণ্ডেন নিরয়স্থাশ্চিরং প্রিয়ে ॥ ১২
যদি চেন্মানুষং জন্ম লভেরংস্তে তথাবিধাঃ ।
ক্লীবা বর্ব্বরাশ্চৈব ষণ্ডকাশ্চ ভবন্তি তে ॥ ১৩
স্ত্রীণামপি তথা দেবি যথা পুংসাং তু কর্ম্মজম্ ।
ইতি তে কথিতং দেবি ভূয়ঃ শ্রোতুং কিমিচ্ছসি ॥ ১৪

ইত্যধিকঃ সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ ।

অধিকঃ অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ ॥

[উমা-মহেশ্বরসংবাদে বহু-মহত্ত্বপূর্ণবিষয়াণাং বিচারঃ ।]

উমোবাচ ।

ভগবন্ দেবদেবেশ প্রমদা বিধবা ভৃশম্ ।
দৃশ্যন্তে মানুষে লোকে সর্ব্বকল্যাণবর্জিতাঃ ।
কেন কর্ম্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

যাঃ পুরা মনুজা দেবি বুদ্ধিমোহসমন্বিতাঃ ।
কুটুম্বং তত্র বৈ পত্যুর্নাশয়ন্তি বৃথা তথা ॥ ২
বিষদাশ্চাগ্নিদাশ্চৈব পতীন্ প্রতি সুনির্দয়াঃ ।
অন্যাসাং হি পতীন্ যান্তি স্বপতীন্ দ্বেষকারণাৎ ॥ ৩
এবংযুক্তসমাচারাঃ যমলোকে সুদণ্ডিতাঃ ।
নিরয়স্থাশ্চিরং কালং কথঞ্চিৎ প্রাপ্য মানুষম্ ॥ ৪
তত্র তা ভোগরহিতা বিধবাশ্চ ভবন্তি বৈ ॥ ৫

উমোবাচ ।

ভগবন্ দেবদেবেশ মানুষেষেব কেচন ।
দাসভূতাঃ প্রদৃশ্যন্তে সর্ব্বকর্ম্মপরা ভৃশম্ ॥ ৬
আঘাতভর্ৎসনসহাঃ পীড্যমানাশ্চ সর্ব্বশঃ ।
কেন কর্ম্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

তদহং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু কল্যাণি কারণম্ ॥ ৮

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন, কল্যাণি ! ইহার কারণ আমি তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে সব মানুষ পূর্ব্বজন্মে ভয়ঙ্কর কর্ম্মে তৎপর থাকিয়া পশুর পুরুষত্ব নষ্ট করে অর্থাৎ পশুগণের পুরুষত্ব-নাশকর কার্য্য করিয়াই জীবন নির্ব্বাহ করে এবং তাহাকেই সুখ বলিয়া মনে করে ; প্রিয়ে ! এরূপ আচরণকারী মানুষগণ মৃত্যু লাভ করত যমদণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত হইয়া দীর্ঘকাল নরকে বাস করে। পরে যদি তাহারা মনুষ্যজন্ম ধারণ করে, তবে তাহারাই কাতর, নপুংসক ও ষণ্ডক হয় । ১১-১৩

দেবি ! যেরূপ পুরুষগণের নিজ নিজ কর্ম্মজনিত ফলপ্রাপ্তি হয়, সেইরূপ স্ত্রীদিগেরও নিজ নিজ কর্ম্মের ফল ভোগ হয়। এই বিষয়ে আমি তোমাকে বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর ? ১৪

অধিক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

অধিক অষ্টম অধ্যায় ।

[উমা-মহেশ্বর সংবাদে বহু মহত্ত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের বিচার ।]

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্ ! দেবদেবেশ্বর ! মনুষ্যলোকে বহু-যুবতী-স্ত্রীকে সমস্ত কল্যাণরহিত হইয়া বিধবা হইতে দেখা যায়। কোন্ কর্ম্মবিপাকে এরূপ হয় ? তাহা আমাকে বলুন । ১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন দেবি ! যে স্ত্রীগণ পূর্ব্বজন্মে বুদ্ধিতে মোহ আচ্ছন্ন হওয়ায় পতির জ্ঞাতিগণকে বৃথা নাশ করে, বিষদান করে, অগ্নিসংযোগ করে, পতির প্রতি অত্যন্ত নির্দয় হয়, নিজের পতির উপর দ্বেষ থাকায় অন্য স্ত্রীর পতির সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করে, এরূপ আচরণপরায়ণা নারীগণ যমলোকে ভয়ঙ্কর দণ্ডে দণ্ডিতা হইয়া দীর্ঘকাল নরকে পতিত থাকে। তাহার পর কোন প্রকারে মনুষ্যজন্ম লাভ করত ভোগহীন বিধবা হইয়া যায় । ২-৫

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্ ! দেবদেবেশ্বর ! মনুষ্যগণের মধ্যে অনেক মানুষকে দাসত্ব করিতে দেখা যায়, যাহারা সর্ব্ব-প্রকার কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে নিরত থাকে। তাহারা নিজেদের উপর আঘাত ও ভর্ৎসনা সহ্য করে এবং নানাভাবে পীড়িত হইতে থাকে, কোন্ কর্ম্মের বিপাকে এরূপ হয়, তাহা আমাকে বলুন । ৬-৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—কল্যাণি ! তাহার কারণ আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেবি ! যে সব মানুষ পূর্ব্বজন্মে অত্যন্ত

যে পুরা মনুজা দেবি পরেষাং বিত্তহারকাঃ ॥ ৯
ঋণবৃদ্ধিকরং ক্রৌর্য্যান্ন্যাসদত্তং তথৈব চ।
নিক্ষেপকারণাদ্ দত্তপরদ্রব্যাপহারিণঃ ॥ ১০
প্রমাদাদ্ বিস্মৃতং নষ্টং পরেষাং ধনহারকাঃ।
বধবন্ধপরিক্লেশৈর্দাসত্বং কুর্বতে পরান্ ॥ ১১
তাদৃশা মরণং প্রাপ্তা দণ্ডিতা যমশাসনৈঃ।
কথঞ্চিৎ প্রাপ্য মানুষ্যং তত্র তে দেবি সর্বথা ॥ ১২
দাসভূতা ভবিষ্যন্তি জন্মপ্রভৃতি মানবাঃ ॥ ১৩
তেষাং কর্মাণি কুর্বন্তি যেষাং তে ধনহারকাঃ।
আসমাপ্তেঃ স্বপাপস্য কুর্বন্তীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৪
পশুভূতাস্তথা চান্যে ভবন্তি ধনহারকাঃ।
তং তথা ক্ষীয়তে কর্ম তেষাং পূর্বাপরাধজম্ ॥ ১৫
কিন্তু মোক্ষবিধিস্তেষাং সর্বথা তৎপ্রসাদনম্।
অযথাবন্মোক্ষকামঃ পুনর্জন্মনি চেষ্যতে ॥ ১৬
মোক্ষকামী যথান্যায়ং কুর্বন্ কর্মাণি সর্বশঃ।
ভর্ত্তুঃ প্রসাদমাকাঙ্ক্ষেদায়াসান্ সর্বথা সহন্ ॥ ১৭
প্রীতিপূর্বং তু যো ভর্ত্রা মুক্তো মুক্তঃ স পাবনঃ।
তথাভূতান্ কর্মকরান্ সদা সন্তোষয়েৎ পতিঃ ॥ ১৮
যথার্হং কারয়েৎ কর্ম দণ্ডং কারণতঃ ক্ষিপেৎ।
বৃদ্ধান্ বালাংস্তথা ক্ষীণান্ পালয়ন্ ধর্মমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯
ইতি তে কথিতং দেবি ভূয়ঃ শ্রোতুং কিমিচ্ছসি ॥ ২০

উমোবাচ।

ভগবন্ ভুবি মর্ত্ত্যানাং দণ্ডিতানাং নরেশ্বরৈঃ।
দণ্ডেনৈব কৃতেনেহ পাপনাশো ভবেন্ন বা ॥ ২১
এতন্ময়া সংশয়িতুং তদ্ ভবাংশ্ছেত্তুমর্হতি ॥ ২২

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

স্থানে সংশয়িতং দেবি শৃণু তত্ত্বং সমাহিতা ॥ ২৩
যে নৃপৈর্দণ্ডিতা ভূমাবপরাধাপদেশতঃ।
যমলোকে ন দণ্ড্যন্তে তত্র তে যমদণ্ডনৈঃ ॥ ২৪
অদণ্ডিতা বা যে তথ্যা মিথ্যা বা দণ্ডিতা ভুবি।
তান্ যমো দণ্ডয়ত্যেব স হি বেদ কৃতাকৃতম্ ॥ ২৫
নাতিক্রমেদ্ যমং কশ্চিৎ কর্ম কৃত্বেহ মানুষঃ।
রাজা যমশ্চ কুর্বাতে দণ্ডমাত্রং তু শোভনে ॥ ২৬

ধন অপহরণ করে, যাহারা ক্রূরতাবশতঃ অপরের গচ্ছিত ধন এরূপভাবে অপহরণ করে, যাহাতে তাহার ঋণ বাড়িয়া যায়, যাহারা রাখিবার জন্য প্রদত্ত ধন অথবা গচ্ছিত রূপে প্রদত্ত অন্যের ধন হরণ করে, কিংবা প্রমাদবশতঃ অন্যের বিস্মৃত বা হারাইয়া যাওয়া ধন গ্রহণ করে, অন্য ব্যক্তিগণকে বধ, বন্ধন ও ক্লেশে পাতিত করিয়া তাহাদের দিয়া নিজের দাসত্ব করায়; দেবি! এরূপ মানুষেরা মৃত্যুলাভ করত যমদণ্ড প্রাপ্ত হইয়া যখন কোনও প্রকারে মনুষ্যযোনিতে জন্ম প্রাপ্ত হয়, তখন জন্ম হইতে দাস হয় এবং তাহাদেরই সেবা করিতে থাকে, যাহাদের ধন সে পূর্বজন্মে হরণ করিয়াছিল। যতক্ষণ না তাহার পাপের ভোগ সমাপ্ত হয়, ততকাল সে দাস কর্ম করিতে থাকে—ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ৮-১৪

অপরের ধন অপহরণকারী অন্য ব্যক্তিরা পশু হইয়া সেই ধনীর সেবা করিয়া থাকে। এরূপ করিলে তাহাদের পূর্বাপরাধ জনিত কর্ম ক্ষীণ হইয়া যায়। ১৫

সর্বপ্রকারে সেই ধনের স্বামীকে প্রসন্ন করাই হইল তাহার ঋণ হইতে মুক্তি পাইবার উপায়। কিন্তু যে ব্যক্তি যথাযথভাবে সেই ঋণ হইতে মুক্তি লাভের বাসনা করে না, তাহাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই ধনীর সেবা করিতেই হয়। ১৬

যে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে বাসনা করে, সে যথোচিতরূপে সমস্ত কর্ম করিয়া থাকে এবং নিজের পরিশ্রমকে সর্বতোভাবে সহ্য করিতে করিতে ধন-স্বামীকে প্রসন্ন করিবার আকাঙ্ক্ষা করে। ১৭

যাহাকে ধনস্বামী প্রীতিসহকারে দাসত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়, সে-ই মুক্ত ও শুদ্ধ হইয়া যায়। স্বামীও সর্বদা তাদৃশ কর্মকারী সেবকগণকে সন্তুষ্ট করিবে। ১৮

তাহাদিগকে যথাযোগ্য কর্ম করাইবে এবং বিশেষ কারণ থাকিলেই তাহাদের দণ্ডদান করিবে। যাহারা বৃদ্ধ, বালক ও দুর্বল মনুষ্যগণকে পালন করে, তাহারা ধর্মভাগী হয়। দেবি! এই বিষয় আমি তোমাকে বলিলাম। পুনরায় কি শুনিতে বাসনা কর? ১৯-২০

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! এ জগতে নরপতিগণ যে সব মানুষকে দণ্ড দান করে, সেই দণ্ডের দ্বারা তাহাদের পাপনাশ হয় কিংবা হয় না? ইহাই আমার সন্দেহ। আপনি কৃপা করিয়া আমার এই সংশয় অপনোদন করুন। ২১-২২

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন, দেবি! যথার্থস্থানে তুমি সংশয়প্রকাশ করিয়াছ। এখন একাগ্রচিত্তা হইয়া তুমি ইহার উত্তর শ্রবণ কর। এই ভূতলে রাজারা যে অপরাধের নাম লইয়া যে সব

১৩শ বর্ষ, চৈত্রমাস, ১৩৮১]

[দশমসংখ্যা — মদনভঞ্জিকা যাত্রা

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মাধ্যক্ষ :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি, ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ., ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)। এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮'০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১'৭৫ টাকা

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতিমাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৮·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৭৫ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২৪·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·৫০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়। নিম্ন ঠিকানায় বার্ষিক মূল্য পাঠাইবেন—সঞ্চালক-'আর্য্যশাস্ত্র', ৩৮সি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩ সকল প্রকার যোগাযোগ, অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত অভিযোগ পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪ ৫৪০৮। মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্ট-ভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

মাসিকপত্রের কেবল মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন ভুল থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

নাভিকর্মফলচ্ছেত্তা কশ্চিল্লোকত্রয়েঽপি চ।
ইতি তে কথিতং সর্বং নির্বিশঙ্কা ভব প্রিয়ে ॥ ২৭

উমোবাচ।

কিমর্থং দুষ্কৃতং কৃত্বা মানুষা ভুবি নিত্যশঃ।
পুনস্তৎকর্মনাশায় প্রায়শ্চিত্তানি কুর্বতে ॥ ২৮

সর্বপাপহরং চেতি হয়মেধং বদন্তি চ।
প্রায়শ্চিত্তানি চান্যানি পাপনাশায় কুর্বতে ॥ ২৯

তস্মান্মন্না সংশয়িতং ত্বং তচ্ছেত্তুমিহার্হসি।

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

স্থানে সংশয়িতং দেবি শৃণু তত্ত্বং সমাহিতা।
সংশয়ো হি মহানেব পূর্বেষামপি মনীষিণাম্ ॥ ৩০

দ্বিধা তু ক্রিয়তে পাপং সদ্ভিশ্চাসদ্ভিরেব চ
অভিসন্ধায় বা নিত্যমন্যথা বা যদৃচ্ছয়া ॥ ৩১

কেবলঞ্চাভিসন্ধায় সংরম্ভাচ্চ করোতি যৎ।
কর্মণস্তস্য নাশস্তু ন কথঞ্চন বিদ্যতে ॥ ৩২

অভিসন্ধিকৃতস্যৈব নৈব নাশোঽস্তি কর্মণঃ।
অশ্বমেধসহস্রৈশ্চ প্রায়শ্চিত্তশতৈরপি ॥ ৩৩

অন্যথা যৎ কৃতং পাপং প্রমাদাদ্ বা যদৃচ্ছয়া।
প্রায়শ্চিত্তাশ্বমেধাভ্যাং শ্রেয়সা তৎ প্রণশ্যতি ॥ ৩৪

বিদ্ধ্যেবং পাপকে কার্যে নির্বিশঙ্কা ভব প্রিয়ে।
ইতি তে কথিতং দেবি ভূয়ঃ শ্রোতুং কিমিচ্ছসি ॥ ৩৫

উমোবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ মানুষাশ্চেতরা অপি।
ম্রিয়ন্তে মানুষা লোকে কারণাকারণাদপি ॥ ৩৬

মানুষকে দণ্ড দান করে, ইহার জন্য তাহারা যমলোকে যমরাজের দণ্ডের দ্বারা আর দণ্ডিত হয় না। ২৩-২৪

এই পৃথিবীতে যে সব প্রকৃত অপরাধী দণ্ডিত হয় না অথবা মিথ্যা অন্য ব্যক্তিরা দণ্ডিত হয়, এই অবস্থায় যমরাজ সেই সব প্রকৃত অপরাধীকে দণ্ডদান করেন ; কারণ, যমরাজ ইহা ভালভাবে জানেন যে, কোন্ ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে এবং কোন্ ব্যক্তি অপরাধ করে নাই। ২৫

কোনও মানুষ এই জগতে কর্ম করিয়া যমরাজকে অতিক্রম করিতে পারে না, তাহাকে অবশ্যই দণ্ডভোগ করিতে হয়। শোভনে! রাজা ও যম সকলকে পূর্ণমাত্রায় দণ্ড দিয়া থাকে। ২৬

তিন লোকে এরূপ কোনও পুরুষ নাই, যে কর্মের ফল ভোগ না করিয়া তাহাকে নাশ করিতে পারে। প্রিয়ে! এই বিষয়ে তোমাকে আমি সমস্ত কথাই বলিলাম। এখন তুমি নিঃসন্দেহ হও। ২৭

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! যদি এই কথাই হয়, তবে পৃথিবীতে সকল মানুষ পাপ কর্ম করিয়া তাঁহার নাশের জন্য কেন প্রায়শ্চিত্ত করে? ২৮

জ্ঞানী মহাত্মারা বলেন যে, অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমস্ত পাপকে নাশ করে। মানুষ অন্যান্য নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্তও পাপক্ষালনের জন্য করিয়া থাকে। (অন্যদিকে আপনি বলিলেন যে, তিন লোকে কোনও পুরুষ কর্মফল বিনা ভোগে নাশ করিতে পারে না) অতএব এ বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে। আপনি আমার এই সন্দেহ নিবারণ করুন। ২৯

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! তুমি যথার্থ সংশয় উপস্থাপিত করিয়াছ। এখন একাগ্রচিত্তা হইয়া ইহার বাস্তবিক উত্তর শ্রবণ কর। প্রাচীন মনীষী পুরুষগণেরও এ-বিষয়ে মহাসংশয় হইয়াছিল ॥ ৩০

সজ্জন হউক বা অসজ্জন হউক, সকল মানবেরই দ্বারা দুই প্রকার পাপ অনুষ্ঠিত হয়। এক যাহা সদা কোনও উদ্দেশ্য মনে লইয়া জ্ঞাত সহকারে করা হয় এবং দ্বিতীয় হইল—যাহা অকস্মাৎ দৈবেচ্ছায় অজ্ঞানসহকারে হইয়া যায়। ৩১

কেবল উদ্দেশ্য সিদ্ধির কামনা লইয়া ক্রোধ সহকারে কোনও ব্যক্তি যে অসৎকর্ম করে, তাহার সেই কর্মের কোনপ্রকারেই নাশ হয় না। ৩২

ফলাভিসন্ধিপূর্বক কৃত কর্মের নাশ সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ ও শত প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাও হইবে না। ইহা ব্যতীত অন্য প্রকারে—অসাবধান বা দৈবেচ্ছায় যে পাপ হইয়া যায় তাহা প্রায়শ্চিত্ত ও অশ্বমেধ-যজ্ঞের দ্বারা কিংবা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে। ৩৩-৩৪

প্রিয়ে! পাপকর্মের বিষয়ে তুমি এইরূপ জানিও। অতএব এ বিষয়ে তুমি নিঃসন্দেহ হও। দেবি! পাপকর্মের বিষয়ে তোমাকে এই কথা আমি বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে অভিলাষ কর? ৩৫

কেন কর্মবিপাকেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৩৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

যে পুরা মনুজা দেবি কারণাকারণাদপি
যথাস্বভিবিমুক্তাস্তে প্রাণিনঃ প্রাণিনির্দয়াঃ ॥ ৩৮
তথৈব তে প্রাপ্নুবন্তি যথৈবাত্মকৃতং ফলম্।
বিষদাস্তু বিষেণৈব শস্ত্রৈঃ শস্ত্রেণ ঘাতকাঃ ॥ ৩৯
ইতি সত্যং প্রজানীহি লোকে তত্র বিধিং প্রতি।
কর্মকর্তা নরোঽভোক্তা স নাস্তি দিবি বা ভুবি
ন শক্যং কর্ম চাভোক্তুং সদেবাসুরমানুষৈঃ ॥ ৪০
কর্মণা গ্রথিতো লোক আদিপ্রভৃতি বর্ততে।
এতদুদ্দেশতঃ প্রোক্তং কর্মপাকফলং প্রতি ॥ ৪১
যদন্যচ্চ ময়া নোক্তং যস্মিংস্তে কর্মসংগ্রহে।
বুদ্ধিতর্কেণ তৎ সর্বং তথা বেদিতুমর্হসি ॥ ৪২
কথিতং শ্রোতুকামায়া ভূয়ঃ শ্রোতুং কিমিচ্ছসি ॥৪৩

উমোবাচ।

ভগবন্ ভগনেত্রঘ্ন মানুষাণাং বিচেষ্টিতম্।
সর্বমাত্মকৃতং চেতি শ্রুতং মে ভগবন্মতম্ ॥ ৪৪
লোকে গ্রহকৃতং সর্বং মত্বা কর্ম শুভাশুভম্।
তদেব গ্রহনক্ষত্রং প্রায়শঃ পর্যুপাসতে ॥ ৪৫
এষ মে সংশয়ো দেব তং মে ত্বং ছেত্তুমর্হসি।

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

স্থানে সংশয়িতং দেবি শৃণু তত্ত্ববিনিশ্চয়ম্ ॥ ৪৬
নক্ষত্রাণি গ্রহাশ্চৈব শুভাশুভনিবেদকাঃ।
মানবানাং মহাভাগে ন তু কর্মকরাঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৭
প্রজানাং তু হিতার্থায় শুভাশুভবিধিং প্রতি।
অনাগতমতিক্রান্তং জ্যোতিশ্চক্রেণ বোধ্যতে ॥ ৪৮
কিংতু তত্র শুভং কর্ম সুগ্রহৈস্তু নিবেদ্যতে।
দুষ্কৃতস্যাশুভৈরেব সমবায়ো ভবেদিতি ॥ ৪৯
কেবলং গ্রহনক্ষত্রং ন করোতি শুভাশুভম্।
সর্বমাত্মকৃতং কর্ম লোকবাদো গ্রহা ইতি ॥ ৫০

উমাদেবী বলিলেন, ভগবন্! দেবদেবেশ্বর! জগতের সকল মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীরা যে কোনও কারণে বা অকারণে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। কোন্ কর্মবিপাকের ফলে এরূপ হয়, তাহা আমাকে বলুন। ৩৬-৩৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! প্রাণিগণের প্রতি নির্দয় যে সব মানুষ পূর্বজন্মে কারণে বা অকারণে অপর প্রাণীদিগের প্রাণ হরণ করে, তাহারা সেইভাবে নিজ নিজ কর্মের ফল প্রাপ্ত হয়। বিষপ্রদানকারী বিষেরই দ্বারা মৃত্যুলাভ করে এবং অস্ত্রের দ্বারা হত্যাকারী ঘাতকেরা স্বয়ংও জন্মান্তরে অস্ত্রের আঘাতেই মৃত্যুবরণ করে। ৩৮-৩৯

জগতে কর্মের বিধি বিষয়ে তুমি ইহাকেই সত্য বলিয়া জানিও। কর্মকারী মানুষ সেই কর্মে ফল ভোগ করে না, এরূপ কোনও পুরুষ এ পৃথিবীতে নাই এবং স্বর্গেও নাই। দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণ কেহই নিজ নিজ কর্মের ফল ভোগ না করিয়া থাকিতে পারে না। আদিকাল হইতেই এই সংসার কর্মের দ্বারা গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। ৪০½

কর্মসমূহের পরিণামবিষয়ে এই বার্তা সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। কর্মসঞ্চয়ের বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমি যে কথা বলি নাই, তাহাও নিজের বুদ্ধির দ্বারা তর্ক—উহাপোহ করিয়া জ্ঞাত হও। তোমার এবিষয়ে শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, সেইজন্য আমি তোমাকে এই সব কথাই বলিলাম। এখন তুমি আর কি শুনিতে বাসনা কর? ৪১-৪৩

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! ভগনেত্রবিনাশন! আপনার মত হইল যে, মনুষ্যগণের যে ভালমন্দ অবস্থা, তৎসমস্তই তাহাদের নিজ নিজ কর্মেরই কৃত ফল। আপনার এই মত আমি শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু জগতে ইহা দেখা যায় যে, মানুষেরা সমস্ত শুভাশুভ কর্মফলকে গ্রহজনিত মনে করিয়া প্রায়শঃ গ্রহনক্ষত্র সকলেরই আরাধনা করিতে থাকে। তাহাদের ইহা মনে করা যথার্থ কি না? ইহাই আমার সংশয়। আপনি আমার এই সংশয় নিবারণ করুন। ৪৪-৪৫½

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যথাস্থানে তোমার এই সংশয় হইয়াছে। এ-বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত মত, তাহা শ্রবণ কর। মহাভাগে! গ্রহ ও নক্ষত্রসকল মনুষ্যগণের শুভ ও অশুভের সূচনামাত্র জানাইয়া থাকে। তাহারা স্বয়ং কোনও কর্ম করে না। ৪৬-৪৭

প্রজাগণের হিতের জন্য জ্যোতিষ্চক্র (গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডল) কর্তৃক অতীত ও ভবিষ্যতের শুভাশুভ ফলের বোধ সঞ্জাত হয়। ৪৮

কিন্তু সেস্থলে শুভ কর্মফলের সূচনা উত্তম (শুভ) গ্রহগণের দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়। এবং দুষ্কর্মের ফলের সূচনা অশুভ গ্রহগণের দ্বারা হইয়া থাকে। ৪৯

উমোবাচ।

ভগবন্ বিবিধং কর্ম কৃত্বা জন্তুঃ শুভাশুভম্।
কিং তয়োঃ পূর্বকতরং ভুঙ্‌ক্তে জন্মান্তরে পুনঃ ॥৫১
এষ মে সংশয়ো দেব তং মে ত্বং ছেত্তুমর্হসি।

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

স্থানে সংশয়িতং দেবি তৎ তে বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ ॥ ৫২
অশুভং পূর্বমিত্যাহুরপরে শুভমিত্যপি।
মিথ্যা তদুভয়ং প্রোক্তং কেবলং তদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৫৩
ভুঞ্জানাশ্চাপি দৃশ্যন্তে ক্রমশো ভুবি মানবাঃ।
বৃদ্ধিং হানিং সুখং দুঃখং তৎ সর্বময়ং ভয়ম্ ॥ ৫৪
দুঃখান্যনুভবন্ত্যাঢ্যা দরিদ্রাশ্চ সুখানি চ।
যৌগপদ্যাদ্ধি ভুঞ্জানা দৃশ্যন্তে লোকসাক্ষিকম্ ॥ ৫৫
নরকে স্বর্গলোকে চ ন তথা সংস্থিতিঃ প্রিয়ে।
নিত্যং দুঃখং হি নরকে স্বর্গে নিত্যং সুখং তথা ॥৫৬

তত্রাপি সুমহদ্ ভুক্ত্বা পূর্বমল্পং পুনঃ শুভে।
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৫৭

উমোবাচ।

ভগবন্ প্রাণিনো লোকে ম্রিয়ন্তে কেন হেতুনা।
জাতা জাতা ন তিষ্ঠন্তি তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৫৮

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

তদহং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু সত্যং সমাহিতা।
আত্মা কর্মক্ষয়াদ্ দেহং যথা মুঞ্চতি তচ্ছৃণু ॥ ৫৯
শরীরাত্মসমাচারো জন্তুরিত্যভিধীয়তে।
তত্রাত্মানং নিত্যমাহুরনিত্যং ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥ ৬০
এবং কালেন সংক্রান্তং শরীরং জর্জরীকৃতম্।
অকর্মযোগ্যং সংশীর্ণং ত্যক্ত্বা দেহী ততো ব্রজেৎ ॥৬১
নিত্যস্যানিত্যসত্যাগাল্লোকে তন্মরণং বিদুঃ।
কালং নাতিক্রমেরন্ হি সদেবাসুর-মানবাঃ ॥ ৬২

কেবল গ্রহ ও নক্ষত্রসকল শুভাশুভ কর্মফলের উপস্থিতি করে না। নিজেরই কৃত সমস্ত কর্ম শুভাশুভ ফলের উৎপাদক হয়। গ্রহগণ করে—এই কথা লোকপ্রবাদমাত্র। ৫০

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! জীব নানাপ্রকার শুভাশুভ কর্ম করিয়া যখন অন্য জন্মগ্রহণ করে, তখন উভয়ের মধ্যে কোন্ ফল প্রথম ভোগ করিয়া থাকে—শুভ অথবা অশুভের? দেব! ইহাই আমার সংশয়। আপনি ইহা অপনোদন করুন। ৫১½

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! উচিত স্থানেই তোমার সংশয় জন্মিয়াছে। এখন ইহার যথাযথ উত্তর বলিব। কিছু লোক বলে যে, প্রথমে অশুভ কর্মের ফল লাভ হয়; অন্যেরা বলে যে, প্রথমে শুভ কর্মের ফল প্রাপ্তি হয়। কিন্তু এই উভয় কথাই মিথ্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সত্য কথা কি? তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি। ৫২-৫৩

এই পৃথিবীতে সকল মানুষকে ক্রমশঃ দুই প্রকারেরই ফল ভোগ করিতে দেখা যায়। কখনও ধনের বৃদ্ধি হয়, কখনও হানি হয়, কখনও সুখলাভ হয়, কখনও দুঃখভোগ হয়, কখনও নির্ভরতা থাকে, আবার কখনও ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়। এইভাবে সকল ফল ক্রমশঃ ভোগ করিতে হয়। ৫৪

কখনও ধনশালী মনুষ্যগণ দুঃখ অনুভব করে এবং কখনও দরিদ্র ব্যক্তিরা সুখভোগ করে। এইভাবে একই সঙ্গে সকল মানুষকে শুভ ও অশুভ ভোগ করিতে দেখা যায়। সমগ্র জগৎ এই কথার সাক্ষী। ৫৫

প্রিয়ে! কিন্তু নরক ও স্বর্গলোকে এরূপ স্থিতি নাই। নরকে সতত দুঃখ এবং স্বর্গে নিরন্তর সুখভোগ হয়। ৫৬

শুভে! সেখানেও শুভ ও অশুভের মধ্যে যাহা অধিক হয়, তাহারই ফল প্রথমে এবং যাহা অল্প, তাহার ভোগ পরে হয়। এই সকল কথা আমি তোমাকে বলিলাম। এখন আর তুমি কি শুনিতে বাসনা কর? ৫৭

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! এ-জগতে প্রাণীরা কোন্ কারণে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়? জন্মিয়া জন্মিয়া তাহারা কেন এ-সংসারে থাকে না? ইহা আপনি আমাকে বলুন। ৫৮

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! এ বিষয়ে যাহা যথার্থ কথা, তাহাই আমি তোমাকে বলিব। কর্মসমূহের ফলভোগ সমাপ্ত হইলে পর আত্মা এই দেহকে কিভাবে পরিত্যাগ করেন? ইহা তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। ৫৯

শরীর ও আত্মার (জড় ও চেতনের) যে সংযোগ, তাহাকেই জীব বা প্রাণী বলা হয়। ইহাদের মধ্যে আত্মাকে নিত্য এবং দেহকে অনিত্য বলা হয়। ৬০

যখন কালের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দেহ জরাবস্থায় জর্জরিত হইয়া যায়, কোনও কর্ম করিবার যোগ্যতা থাকে না এবং সর্বতোভাবে জীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন দেহধারী জীব তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ৬১

যথাহহকাশে ন তিষ্ঠেত দ্রব্যং কিঞ্চিদচেতনম্।
তথা ধাবতি কালোহয়ং ক্ষণং কিঞ্চিন্ন তিষ্ঠতি ॥ ৬৩

স পুনর্জায়তেহন্যত্র শরীরং নবমাবিশন্।
এবং লোকগতির্নিত্যমাদিপ্রভৃতি বর্ততে ॥ ৬৪

উমোবাচ।

ভগবন্ প্রাণিনো বালা দৃশ্যন্তে মরণং গতাঃ।
অতিবৃদ্ধাশ্চ জীবন্তে দৃশ্যন্তে চিরজীবিনঃ ॥ ৬৫

কেবলং কালমরণং ন প্রমাণং মহেশ্বর।
তস্মান্মে সংশয়ং ব্রূহি প্রাণিনাং জীবকারণম্ ॥ ৬৬

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

শৃণু তৎ কারণং দেবি নির্ণয়স্ত্বেক এব সঃ।
যাবৎ পূর্বকৃতং কর্ম তাবজ্জীবতি মানবঃ।
তত্র কর্মবশাদ্ বালা ম্রিয়ন্তে কালসংক্ষয়াৎ ॥ ৬৭

চিরং জীবন্তি বৃদ্ধাশ্চ তথা কর্মপ্রমাণতঃ।
ইতি তে কথিতং দেবি নির্বিশঙ্কা ভব প্রিয়ে ॥ ৬৮

উমোবাচ।

ভগবন্ কেন বৃত্তেন ভবন্তি চিরজীবিনঃ।
অল্পায়ুষো নরাঃ কেন তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৬৯

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

শৃণু তৎ সর্বমখিলং গুহ্যং পথ্যতরং নৃণাম্।
যেন বৃত্তেন সম্পন্না ভবন্তি চিরজীবিনঃ ॥ ৭০

অহিংসা সত্যবচনমক্রোধঃ ক্ষান্তিরার্জবম্।
গুরূণাং নিত্যশুশ্রূষা বৃদ্ধানামপি পূজনম্ ॥৭১

শৌচাদকার্যসংত্যাগঃ সদা পথ্যস্য ভোজনম্।
এবমাদিগুণং বৃত্তং নরাণাং দীর্ঘজীবিনাম্ ॥৭২

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ রসায়ননিষেবণাৎ।
উদগ্রসত্ত্বা বলিনো ভবন্তি চিরজীবিনঃ ॥ ৭৩

নিত্য জীবাত্মা যখন অনিত্য দেহকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তখন জগতে (অজ্ঞ মানুষেরা) ইহাকে মৃত্যু বলিয়া মনে করে। দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণ কেহই কালকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। ৬২

যেরূপ আকাশে কোনও জড় দ্রব্য স্থির থাকিতে পারে না, সেইরূপ এই কাল নিরন্তর ধাবিত হইতেছে, এক ক্ষণও স্থির থাকে না। ৬৩

এই জীব পুনরায় অন্য শরীরে প্রবেশ করত অন্যত্র জন্মগ্রহণ করে। এইভাবে আদিকাল হইতেই লোকের গতি সদা চলিয়া আসিতেছে। ৬৪

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! এ সংসারে বাল্যাবস্থাতেও প্রাণিগণের মৃত্যু হইতে দেখা যায় এবং অত্যন্ত বৃদ্ধ মানুষও চিরজীবী হইয়া জীবিত আছে—ইহা দেখা যায়। ৬৫

মহেশ্বর! কেবল কালমৃত্যু অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থাতেই মৃত্যু হইবার কথায় কোন প্রমাণ ইহাতে থাকিল না। সুতরাং প্রাণিগণের জীবনের বিষয়ে উত্থিত আমার এই সন্দেহের কথা আপনি বলুন। ৬৬

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! ইহার কারণ শ্রবণ কর। এই বিষয়ে একটিই নির্ণয় আছে। যতকাল পূর্বকৃত কর্ম (প্রারব্ধ) অবশিষ্ট থাকে, ততকালই মানুষ জীবিত থাকে। সেই কর্মের অধীন হইয়া প্রারব্ধভোগের কাল সমাপ্ত হইলে পর বালকও মৃত্যুবরণ করে এই কর্মেরই মাত্রানুসারে বৃদ্ধ পুরুষ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া যায়। দেবি! এই সকল কথা আমি তোমাকে বলিলাম। প্রিয়ে! এ বিষয়ে তুমি এখন সংশয়রহিত হইয়া যাও। ৬৭-৬৮

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! কোন্ আচরণে মনুষ্যগণ চিরজীবী হয় এবং কাহার দ্বারা তাহারা অল্পায়ু হইয়া যায়? তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ৬৯

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! এই সব গূঢ় রহস্য মনুষ্যগণের পক্ষে পরম লাভদায়ক। যে আচরণে যুক্ত থাকিয়া মানুষ চিরজীবী হয়, তাহা শ্রবণ কর। ৭০

অহিংসা, সত্যভাষণ, ক্রোধত্যাগ, ক্ষমা, সরলতা, গুরুজনগণের নিত্য সেবা, বৃদ্ধপুরুষদিগের পূজা, পবিত্রতার কথা মনে রাখিয়া অকরণীয় কার্য পরিত্যাগ করা, সর্বদাই পথ্যভোজন ইত্যাদি গুণবান্ আমার দীর্ঘজীবী মনুষ্যগণের। ৭১-৭২

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও রসায়ন সেবনের দ্বারা মনুষ্যগণ অধিক বৈর্যশালী, বলবান্ ও চিরজীবী হয়। ৭৩

স্বর্গে বা মানুষে বাপি চিরং তিষ্ঠন্তি ধার্ম্মিকাঃ ॥ ৭৪

অপরে পাপকর্ম্মাণঃ প্রায়শোঽনৃতবাদিনঃ।
হিংসাপ্রিয়া গুরুদ্বিষ্টা নিষ্ক্রিয়াঃ শৌচবর্জিতাঃ ॥ ৭৫

নাস্তিকা ঘোরকর্ম্মাণঃ সততং মাংসপানপাঃ।
পাপাচারা গুরুদ্বিষ্টাঃ কোপনাঃ কলহপ্রিয়াঃ ॥ ৭৬

এবমেবাশুভাচারাস্তিষ্ঠন্তি নিরয়ে চিরম্।
তির্য্যগ্‌যোনৌ তথাত্যন্তমল্পাস্তিষ্ঠন্তি মানবাঃ ॥ ৭৭

তস্মাদল্পায়ুষো মর্ত্যাস্তাদৃশাঃ সম্ভবন্তি তে ॥ ৭৮

অগম্যদেশগমনাদপথ্যানাঞ্চ ভোজনাৎ।
আয়ুঃক্ষয়ো ভবেন্ন্ণামায়ুক্ষয়করা হি তে ॥ ৭৯

ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তৈস্তৈরন্যথা চিরজীবিনঃ।
এতৎ তে কথিতং সর্ব্বং ভূয়ঃ শ্রোতুং কিমিচ্ছসি ॥ ৮০

উমোবাচ।

দেবদেব মহাদেব শ্রুতং মে ভগবন্নিদম্।
আত্মনো জাতিসম্বন্ধং ব্রূহি স্ত্রীপুরুষান্তরে ॥ ৮১

স্ত্রীপ্রাণঃ পুরুষপ্রাণ একঃ স পৃথগেব বা।
এষ মে সংশয়ো দেব তং মে ছেত্তুং ত্বমর্হসি ॥ ৮২

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

নির্ব্বিকারঃ সদৈবাত্মা স্ত্রীত্বং পুংস্ত্বং ন চাশ্নুতে।
কর্ম্মপ্রকারেণ তথা জাত্যাং জাত্যাং প্রজায়তে ॥ ৮৩

কৃত্বা তু পৌরুষং কর্ম্ম স্ত্রী পুমানপি জায়তে।
স্ত্রীভাবযুক্ পুমান্ কৃত্বা কর্ম্মণা প্রমদা ভবেৎ ॥ ৮৪

উমোবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বলোকেশ কর্ম্মাত্মা ন করোতি চেৎ।
কোঽন্যঃ কর্ম্মকরো দেহে তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৮৫

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

শৃণু ভামিনি কর্ত্তারমাত্মা হি ন চ কর্ম্মকৃৎ।
প্রকৃত্যা গুণযুক্তেন ক্রিয়তে কর্ম্ম নিত্যশঃ ॥ ৮৬

শরীরং প্রাণিনাং লোকে যথা পিত্তকফানিলৈঃ।
ব্যাপ্তমেভিস্ত্রিভির্দোষৈস্তথা ব্যাপ্তং ত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৮৭

সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণাস্ত্বেতে শরীরিণঃ।
প্রকাশাত্মকমেতেষাং সত্ত্বং সততমিষ্যতে ॥ ৮৮

রজো দুঃখাত্মকং তত্র তমো মোহাত্মকং স্মৃতম্।
ত্রিভিরেতৈর্গুণৈর্যুক্তং লোকে কর্ম্ম প্রবর্ত্ততে ॥ ৮৯

ধার্ম্মিক পুরুষগণ স্বর্গে হউক বা মর্ত্ত্যে হউক, তাহারা দীর্ঘকাল নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকে। ইহারা ব্যতীত অন্য যে সব পাপকর্ম্মকারী মানুষ, প্রায়শঃ মিথ্যাবাদী, হিংসাপ্রেমী, গুরুদ্রোহী, অকর্ম্মণ্য, শৌচাচাররহিত, নাস্তিক, ভয়ঙ্কর কার্য্যকারী, সদামাংসভক্ষী, মদ্যপায়ী, পাপাচারী, গুরুদ্বেষী, ক্রোধী এবং কলহপ্রিয় হয়, এরূপ অসদাচারী পুরুষেরা সতত নরকে পতিত থাকে এবং তির্য্যগ্‌যোনিতে অবস্থান করে ও তাহারা মনুষ্যযোনিতে অতি অল্পসময় পর্য্যন্তই জীবিত থাকে ॥ ৭৪-৭৭

সেইজন্য এরূপ মানুষ অল্পায়ু হয়। অগম্যস্থানে গমন করিলে এবং অপথ্য বস্তু ভোজন করিলে মনুষ্যগণের আয়ু ক্ষীণ হইয়া যায়, কারণ, এই সব হইল আয়ুক্ষয়কারক। ৭৮-৭৯

এই সব কারণেই মানুষেরা অল্পায়ু হয়, অন্যথা চিরজীবী হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিষয়ই তোমাকে বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর? ৮০

উমাদেবী বলিলেন,—দেবদেব! মহাদেব! ভগবন্! এই বিষয় আমি শ্রবণ করিলাম। এখন ইহা বলুন যে, আত্মার স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে কোন্ জাতির সহিত সম্বন্ধ হয়? ৮১

জীবাত্মা স্ত্রী-রূপ কিংবা পুরুষ-রূপ? এক অথবা পৃথক্ পৃথক্। দেব! ইহাই আমার সংশয়। আপনি আমার এই সংশয় ছেদন করুন। ৮২

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—জীবাত্মা সদাই নির্ব্বিকার। তিনি স্ত্রীও নন্ এবং পুরুষও নন। তিনি কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন। পুরুষোচিত কর্ম্ম করিয়া স্ত্রীও পুরুষ হইতে পারে এবং স্ত্রীভাবনাযুক্ত পুরুষ তদনুরূপ কার্য্য করিয়া সেই কর্ম্মানুসারে স্ত্রী হইয়া থাকে। ৮৩-৮৪

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! সর্ব্বলোকেশ্বর! যদি আত্মা কর্ম্ম না করেন, তবে দেহে অন্য কে কর্ম্ম করিয়া থাকে? ইহা আমাকে বলুন। ৮৫

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—ভামিনি! কর্ত্তা কে? তাহা শ্রবণ কর। আত্মা কোনও কর্ম্ম করেন না। প্রকৃতির গুণসমূহে যুক্ত প্রাণীরাই দ্বারা সদা কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। ৮৬

জগতে প্রাণিগণের শরীর যেরূপ বাত, পিত্ত ও কফ—এই তিন দোষে ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ সকল প্রাণী সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনগুণেও ব্যাপ্ত থাকে। ৮৭

সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি দেহধারী প্রাণিগণের গুণ। ইহাদের সত্ত্ব গুণ সদা প্রকাশ-স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হয়।

সত্যং প্রাণিদয়া শৌচং শ্রেয়ঃ প্রীতিঃ ক্ষমা দমঃ ।
এবমাদি তথাভঞ্চ কর্ম সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ৯০
দাক্ষ্যং কর্মপরত্বঞ্চ লোভো মোহো বিধিং প্রতি ।
কলত্রসঙ্গো মাধুর্য্যং নিত্যমৈশ্বর্য্যলুব্ধতা ॥ ৯১
রজসম্ভোদ্ভবং চৈতৎ কর্ম নানাবিধং সদা ॥ ৯২
অনৃতং চৈব পারুষ্যং ধৃতির্বিদ্বেষিতা ভৃশম্ ।
হিংসাসত্যঞ্চ নাস্তিক্যং নিদ্রালস্যভয়ানি চ ॥ ৯৩
তমসম্ভোদ্ভবং চৈতৎ কর্ম পাপযুতং তথা ॥ ৯৪
তস্মাদ্ গুণময়ঃ সর্বঃ কার্য্যারম্ভঃ শুভাশুভঃ ।
তস্মাদাত্মানমব্যগ্রং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ৯৫
সাত্ত্বিকাঃ পুণ্যলোকেষু রাজসা মানুষে পদে ।
তির্য্যগ্‌যোনৌ চ নরকে তিষ্ঠেয়ুস্তামসা নরাঃ ॥৯৬

উমোবাচ ।

কিমর্থমাত্মা তিষ্ঠেহস্মিন্ দেহে শস্ত্রেণ বা হতে ।
স্বয়ং প্রযাস্যতি তদা তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৯৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

তদহং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু কল্যাণি কারণম্ ।
এতস্মিন্নপি কৈশ্চাপি মুহ্যন্তে সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ ॥ ৯৮
কর্মক্ষয়ে তু সম্প্রাপ্তে প্রাণিনাং জন্মধারিণাম্ ।
উপদ্রবো ভবেদ্ দেহে যেন কেনাপি হেতুনা ॥ ৯৯
তন্নিমিত্তং শরীরী তু শরীরং প্রাপ্য সংক্ষয়ম্ ।
অপযাতি পরিত্যজ্য ততঃ কর্মবশেন সঃ ॥ ১০০
দেহঃ ক্ষয়তি নৈবাত্মা বেদনাভির্ন চাল্যতে ।
তিষ্ঠেৎ কর্মফলং যাবদ্ ব্রজেৎ কর্মক্ষয়ে পুনঃ ॥ ১০১
আদিপ্রভৃতি লোকেঽস্মিন্নেবমাত্মগতিঃ স্মৃতাঃ ।
এতৎ তে কথিতং দেবি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥১০২

ইত্যধিকঃ অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ ।

রজোগুণ দুঃখরূপ ও তমোগুণ মোহরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। জগতে এই তিনগুণের দ্বারা যুক্ত কর্মই প্রবর্তিত হয়। ৮৮-৮৯

সত্যভাষণ, প্রাণিগণের উপর দয়া, শৌচ, শ্রেয়, প্রীতি, ক্ষমা, ও ইন্দ্রিয়সংযম—এই সব এবং আরও অন্যান্য কর্মও সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত হয়। ৯০

দক্ষতা, কর্মপরায়ণতা, লোভ, বিধির প্রতি মোহ, স্ত্রীসঙ্গ, মাধুর্য্য এবং সদা ঐশ্বর্য্যের লোভ—এই সব নানাপ্রকার ভাব ও কর্ম রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। ৯১-৯২

অসত্যভাষণ, বাক্‌পারুষ্য, অত্যন্ত অধীরতা, সতত বিদ্বেষ-পরায়ণতা, হিংসা, অসত্য, নাস্তিকতা, নিদ্রা, আলস্য ও ভয়—এই সব এবং পাপযুক্ত অন্যান্য কর্ম তমোগুণ হইতে উদ্ভূত হয়। ৯৩-৯৪

সেইজন্য সমস্ত শুভাশুভ কার্য্যারম্ভ গুণময়, অতএব আত্মাকে ব্যগ্রতারহিত, অকর্তা ও অবিনাশী বলিয়া জানিও। ৯৫

সাত্ত্বিক মনুষ্যগণ পুণ্যলোকসমূহে গমন করে। রাজস জীব মনুষ্যলোকে অবস্থান করে এবং তামস মানুষেরা পশু-পক্ষী প্রভৃতির যোনিতে ও নরকে স্থিত হয়। ৯৬

উমাদেবী বলিলেন,—এই শরীরের ভেদনের দ্বারা অথবা অস্ত্রের দ্বারা হত হইলে পর আত্মা স্বয়ং কেন চলিয়া যান? ইহা আমাকে বলুন। ৯৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—কল্যাণি! ইহার কারণ আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। এ বিষয়ে সূক্ষ্ম বুদ্ধিবিশিষ্ট বিদ্বান্‌গণও মোহিত হইয়া যায়। ৯৮

জন্মগ্রহণকারী প্রাণিগণের কর্মসমূহ ক্ষয় হইয়া যাইলে পর এই দেহে যে কোনও কারণে নানাপ্রকার উপদ্রব হইতে থাকে। এই কারণবশতঃ শরীরের ক্ষয় হইলে দেহাভিমানী জীব কর্মের অধীন হইয়া সেই শরীরকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ৯৯-১০০

শরীর ক্ষীণ হইয়া যায়, আত্মা নন। তিনি নানাবিধ বেদনাতেও বিচলিত হন না। যতক্ষণ কর্মফলের শেষ থাকে, ততক্ষণ জীবাত্মা এই শরীরে অবস্থান করেন এবং কর্মসমূহের ক্ষয় হইয়া যাইলে পর পুনরায় চলিয়া যান। ১০১

আদিকাল হইতেই আত্মার এইরূপ গতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দেবি! এই সব বিষয় আমি তোমাকে বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে অভিলাষ কর? ১০২

অধিক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

অধিকঃ নবমঃ অধ্যায়ঃ

[প্রাণিনাং চতুর্ভেদনিরূপণম্ পূর্বজন্মস্মৃতিরহস্যঞ্চ বিবেচনম্ ।]

মৈত্রেয় উবাচ ।

ভগবন্ দেবদেবেশ কর্মণৈব শুভাশুভম্
যথাযোগং ফলং জন্তুঃ প্রাপ্নোতীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১
পরেষাং বিপ্রিয়ং কুর্বন্ যথা সম্প্রাপ্নুয়াচ্ছুভম্ ।
যদেতদপি শ্চেদ দেহে তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ২

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

তদপ্যস্তি মহাভাগে অভিসন্ধিবলান্নৃণাম্ ।
হিতার্থং দুঃখমন্যেষাং কৃত্বা সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩
দণ্ডয়ন্ ভর্ৎসয়ন্ রাজা প্রজাঃ পুণ্যমবাপ্নুয়াৎ ।
গুরুঃ সন্তর্জয়ন্ শিষ্যান্ ভর্তা ভৃত্যজনান্ স্বকান্ ॥ ৪
উন্মার্গপ্রতিপন্নাংশ্চ শাস্তা ধর্মফলং লভেৎ ॥ ৫
চিকিৎসকশ্চ দুঃখানি জনয়ন্ হিতমাপ্নুয়াৎ ।
এবমন্যে সুমনসো হিংসকাঃ স্বর্গমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৬
একস্মিন্ নিহতে ভদ্রে বহবঃ সুখমাপ্নুয়ুঃ ।
তস্মিন্ হতে ভবেদ্ ধর্মঃ কুত এব তু পাতকম্ ॥ ৭
অভিসন্ধেরজিহ্মত্বাচ্ছুদ্ধে ধর্মস্য গৌরবাৎ ।
এতৎ কৃত্বা তু পাপেভ্যো ন দোষং প্রাপ্নুয়ুঃ ক্বচিৎ ॥৮

উমোবাচ ।

চতুর্বিধানাং জন্তুনাঃ কথং জ্ঞানমিহ স্মৃতম্ ।
কৃত্রিমং তৎ স্বভাবং বা তন্মে শংসিতু মর্হসি ॥ ৯

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

স্থাবরং জঙ্গমং চেতি জগদ্ দ্বিবিধমুচ্যতে ।
চতস্রো যোনয়স্তত্র প্রজানাং ক্রমশো যথা ॥ ১০
তেষামুদ্ভিদজা বৃক্ষা লতাবল্ল্যশ্চ বীরুধঃ ।
দংশযূকাদয়শ্চান্যে স্বেদজাঃ কৃমিজাতয়ঃ ॥১১
পক্ষিণশ্ছিদ্রকর্ণাশ্চ প্রাণিনশ্চাণ্ডজা মতাঃ ।
মৃগব্যালমনুষ্যাংশ্চ বিদ্ধি তেষাং জরায়ুজান্ ॥ ১২

অধিক নবম অধ্যায় ।

[প্রাণিগণের চারিপ্রকার ভেদনিরূপণ, পূর্বজন্মের স্মৃতির রহস্যকথন, মৃত্যুবরণ করিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্তনের কারণ স্বপ্নদর্শন, দৈব ও পুরুষার্থ এবং পুনর্জন্মের বিচারপ্রদর্শন ।]

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! দেবদেবেশ্বর! জীব নিজেরই কর্মের দ্বারা যথাযোগ্য শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হয়—ইহাই শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের নিশ্চয় । ১

অপর মনুষ্যগণের অপ্রিয় করিয়াও এই শরীরে অবস্থিত জীবাত্মা কিভাবে শুভফল প্রাপ্ত হয়? ইহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন । ২

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—মহাভাগে! এরূপও হইতে পারে যে, শুভ সঙ্কল্পের বলে মনুষ্যগণের হিতের জন্য তাহাদের দুঃখদান করিয়াও মানুষ সুখলাভ করিতে পারে । ৩

রাজা প্রজাদিগকে তাহাদের অপরাধের জন্য দণ্ডদান করে ও উৎসর্গ করে, তথাপি এই রাজা পুণ্যভাগী হয় । গুরু নিজের শিষ্যগণকে এবং প্রভু নিজের সেবকদিগকে শিক্ষাদানের জন্য তাহাদের উপর তর্জন গর্জন করে, ইহাতেও তাহারা সুখভাগী হইয়াই থাকে । ৪

যাহারা কুপথে গমন করে, তাহাদের শাসনকারী রাজা ধর্মের ফল প্রাপ্ত হয় । চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসার সময় তাহাকে কষ্ট দিয়া থাকে, তথাপি রোগ উপশমের জন্য চেষ্টা করায় সেই চিকিৎসক হিত লাভ করিয়া থাকে । ৫½

এইরূপ অন্য মনুষ্যগণও যদি শুদ্ধহৃদয়ে কাহাকেও কষ্ট দিয়াও থাকে, তবে তাহারা স্বর্গপ্রাপ্ত হয় । ভদ্রে! যেস্থানে কোন এক দুষ্ট নিহত হইলে পর বহু সৎপুরুষের সুখ লাভ হয় । সেখানে তাহাকে বধ করিলে পাপ হইবে কেন? বরং ধর্মই হইবে । ৬-৭

যদি উদ্দেশ্য কুটিলতাপূর্ণ না হয়, বরং ধর্মের গৌরবে শুদ্ধই হয়, তবে পাপী ব্যক্তিগণের এরূপ ব্যবহার করিয়াও কোথাও দোষপ্রাপ্তি হয় না । ৮

উমাদেবী বলিলেন,—এজগতে স্থিত চারি প্রকারের প্রাণীর জ্ঞান কিভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়? তাহা কৃত্রিম বা স্বাভাবিক? ইহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন । ৯

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! এই জগৎ স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দুইপ্রকার বলিয়া কথিত হয় । ইহার মধ্যে প্রজাগণের ক্রমশঃ চারি প্রকার যোনি—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ । ১০

ইহাদের মধ্যে বৃক্ষ, লতা, বল্লী ও তৃণাদিকে উদ্ভিজ্জ বলে । দংশ (ডাঁস) ও যূক (উঁকুন) আদি কীট জাতির প্রাণী স্বেদজ বলিয়া অভিহিত হয় । ১১

যাহাদের পক্ষ হয় এবং কর্ণের স্থানে একটি মাত্র ছিদ্র হয়, এরূপ প্রাণীরা অণ্ডজ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে । পশু, ব্যাল (হিংস্র জন্তু ব্যাঘ্রাদি) ও মনুষ্য—ইহাদিগকে জরায়ুজ বলিয়া জানিও । ১২

এবং চতুর্বিধাং জাতিমাত্মা সংসৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩
তথা ভূম্যম্বুসংযোগাদ্ ভবন্ত্যুদ্ভিজ্জাঃ প্রিয়ে।
শীতোষ্ণয়োশ্চ সংযোগাজ্জায়ন্তে স্বেদজাঃ প্রিয়ে ॥ ১৪
অণ্ডজাশ্চাপি জায়ন্তে সংযোগাৎ স্নেহবীজয়োঃ।
শুক্রশোণিতসংযোগাৎ সম্ভবন্তি জরায়ুজাঃ ॥ ১৫
জরায়ুজানাং সর্বেষাং মানুষং পদমুত্তমম্ ॥ ১৬
অতঃ পরং তমোৎপত্তিং শৃণু দেবি সমাহিতা।
দ্বিবিধং হি তমো লোকে শার্বরং দেহজং তথা ॥ ১৭
জ্যোতির্ভিশ্চ তমো লোকে নাশং গচ্ছতি শার্বরম্।
দেহজং তু তমো লোকে তৈঃ সমস্তৈর্ন শাম্যতি ॥ ১৮
তমসস্তস্য নাশার্থং নোপায়মধিজগ্মিবান্।
তপশ্চচার বিপুলং লোককর্তা পিতামহঃ ॥ ১৯
চরতস্তু সমুদ্ভূতা বেদাঃ সাঙ্গাঃ সহোত্তরাঃ।
তাঁল্লব্ধ্বা মুমুদে ব্রহ্মা লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ২০
দেহজং তৎ তমো ঘোরং বেদৈরেব বিনাশিতম্ ॥ ২১
কার্য্যাকার্য্যমিদং চেতি বাচ্যাবাচ্যমিদং স্থিতি।
যদি চেন্ন ভবেল্লোকে শ্রুতং চারিত্রদৈশিকম্ ॥ ২২
পশুভির্নির্বিশেষং তু চেষ্টন্তে মানুষা অপি ॥ ২৩
যজ্ঞাদীনাং সমারম্ভঃ শ্রুতেনৈব বিধীয়তে।
যজ্ঞস্য ফলযোগেন দেবলোকঃ সমৃধ্যতে ॥ ২৪
প্রীতিযুক্তা পুনর্দেবা মানুষাণাং ভবন্ত্যত।
এবং নিত্যং প্রবর্ধেতে রোদসী চ পরস্পরম্ ॥ ২৫
লোকসংধারণং তস্মাচ্ছ্রুতমিত্যবধারয়।
জ্ঞানাদ্ বিশিষ্টং জন্তূনাং নাস্তি লোকত্রয়েঽপি চ ॥ ২৬
সম্প্রাগৃহ্য শ্রুতং সর্বং কৃতকৃত্যো ভবত্যত।
উপর্য্যুপরি মর্ত্যানাং দেববৎ সম্প্রকাশতে ॥ ২৭
কামং ক্রোধং ভয়ং দর্পমজ্ঞানং চৈব বুদ্ধিজম্।
তচ্ছ্রুতং নুদতি ক্ষিপ্রং যথা বায়ুর্বলাহকান্ ॥ ২৮

এইরূপ আত্মা এই চারিপ্রকার জাতি আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। ১৩

প্রিয়ে! পৃথিবী ও জলের সংযোগে উদ্ভিজ্জ প্রাণিগণের উৎপত্তি হয় এবং স্বেদজ জীবগণ শীত ও গ্রীষ্মের সহযোগে জীবন গ্রহণ করে। ১৪

স্নেহ ও বীজের সংযোগে অণ্ডজ প্রাণিগণের জন্ম হয় এবং জরায়ুজ প্রাণীরা রজ-বীর্য্যের সংযোগে উৎপন্ন হয়। সমস্ত জরায়ুজ প্রাণিবর্গের মধ্যে মনুষ্যদের স্থান সর্ব্ব উচ্চে। ১৫-১৬

দেবি! এখন একাগ্রচিত্তা হইয়া তমের উৎপত্তি শ্রবণ কর। জগতে দুই প্রকার তম কথিত হইয়াছে—প্রথম রাত্রিজাত ও দ্বিতীয় দেহজাত। ১৭

জগতে জ্যোতি বা তেজের দ্বারা রাত্রির তম (অন্ধকার) নষ্ট হয়; কিন্তু দেহজাত যে তম, তাহা সমস্ত জ্যোতি প্রকাশিত হইলেও শান্ত হয় না। ১৮

লোককর্তা পিতামহ ব্রহ্মা যখন সেই দেহজাত তম নাশ করিবার জন্য কোনও উপায় স্থির করিতে পরিলেন না, তখন তিনি অত্যন্ত কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ১৯

তপস্যা করিবার সময় তাঁহার মুখ হইতে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ছয় অঙ্গ এবং উপনিষদসহ চারি বেদ আবির্ভূত হইলেন। এই সব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। তিনি লোকসমূহের হিত কামনায় বেদোক্ত জ্ঞানের দ্বারা সেই দেহজাত ভয়ঙ্কর তমকে বিনষ্ট করিলেন। ২০-২১

এই বেদজ্ঞান কর্তব্য ও অকর্তব্যের শিক্ষাপ্রদায়ক এবং বাচ্য ও অবাচ্যের বোধ্যকারক। যদি সংসারে সদাচারে শিক্ষাপ্রদানকারী বেদ না থাকিতেন, তবে মানুষ ও পশু উভয়ে সমানই চেষ্টা করিয়া যাইত। ২২

বেদেরই দ্বারা যজ্ঞাদি কর্মসমূহের আরম্ভ করা হইয়া থাকে। যজ্ঞফলের সংযোগে দেবলোকের সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হয়। ২৩

ইহাতে দেবগণ মনুষ্যদের উপর প্রসন্ন হন। এইভাবে পৃথিবী ও স্বর্গলোক উভয়ে পরস্পরের উন্নতিতে সদা সহযোগী হয়। ২৪

অতএব তুমি ইহা জানিও যে, বেদই জগতের প্রবৃত্তির দ্বারা সম্পূর্ণ জগৎকে ধারণ করেন। জীবগণের পক্ষে এই ত্রিলোকে জ্ঞান হইতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। ২৫

সকল বেদের যথার্থ জ্ঞানলাভ করিয়া দ্বিজ কৃতকৃত্য হইয়া যায় এবং সাধারণ মনুষ্যগণ অপেক্ষা উচ্চ স্থিতিতে উপস্থিত হইয়া দেবতুল্য প্রকাশিত হইতে থাকে। ২৬

যেরূপ বায়ু মেঘমণ্ডলকে উড়াইয়া দিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ বেদশাস্ত্র-জনিত জ্ঞান কাম, ক্রোধ, ভয়, দর্প ও বুদ্ধিজাত অজ্ঞানকেও সত্বর নষ্ট করিয়া থাকে। ২৭

জ্ঞানবান্ মানব কর্তৃক অনুষ্ঠিত অল্পও ধর্ম মহৎ হইয়া যায় এবং অজ্ঞান পূর্ব্বক কৃত মহান্ ধর্মও নিষ্ফল হইয়া থাকে। ২৮

অল্পমাত্রং কৃতো ধর্ম্মো ভবেজ্জ্ঞানবতা মহান্।
মহানপি কৃতো ধর্ম্মো হ্যজ্ঞানান্নিষ্ফলো ভবেৎ ॥ ২৯

উমোবাচ।

ভগবন্ মানুষাঃ কেচিজ্জাতিস্মরণসংবৃতাঃ।
কিমর্থমভিজায়ন্তে জানন্তঃ পৌর্বদেহিকম্ ॥৩০

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

তদহং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বং সমাহিতা ॥ ৩১
যে মৃতাঃ সহসা মর্ত্ত্যা জায়ন্তে সহসা পুনঃ।
তেষাং পৌরাণিকোঽভ্যাসঃ
কঞ্চিৎ কালং হি তিষ্ঠতি ॥ ৩২
তস্মাজ্জাতিস্মরা লোকে জায়ন্তে বোধসংবৃতাঃ।
তেষাং বিবর্দ্ধতাং সংজ্ঞা স্বপ্নবৎ সা প্রণশ্যতি ॥ ৩৩
পরলোকস্য চাস্তিত্বে মূঢ়ানাং কারণং ভবেৎ ॥ ৩৪

উমোবাচ।

ভগবন্ মানুষাঃ কেচিন্মৃতা ভূয়াপি সম্প্রতি।
নিবর্ত্তমানা দৃশ্যন্তে দেহেষ্বেব পুনর্নরাঃ ॥ ৩৫

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

তদহং তে প্রবক্ষ্যামি কারণং শৃণু শোভনে ॥ ৩৬
প্রাণৈর্বিযুজ্যমানানাং বহুত্বাৎ প্রাণিনাং ক্ষয়ে।
তথৈব নামসামান্যাদ্ যমদূতা নৃণাং প্রতি ॥ ৩৭
বহন্তি তে কচিন্মোহাদন্যং মর্ত্ত্যং তু ধার্ম্মিকাঃ।
নির্ব্বিকারং হি তৎ সর্ব্বং যমো বেদ কৃতাকৃতম্ ॥ ৩৮
তস্মাৎ সংযমনীং প্রাপ্য যমেনৈকেন মোক্ষিতাঃ।
পুনরেবং নিবর্ত্তন্তে শেষং ভোক্তুং স্বকর্ম্মণঃ ॥ ৩৯
স্বকর্ম্মণ্যসমাপ্তে তু নিবর্ত্তন্তে হি মানবাঃ ॥ ৪০

উমোবাচ।

ভগবন্ সুপ্তমাত্রেণ প্রাণিনাং স্বপ্নদর্শনম্।
কিং তৎ স্বভাবমন্যদ্ বা তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৪১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

সুপ্তানাং তু মনশ্চেষ্টা স্বপ্ন ইত্যভিধীয়তে।
অনাগতমতিক্রান্তং পশ্যতে সকলমনঃ ॥ ৪২

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! কিছু মানুষ জাতিস্মর হয় অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারে। তাহারা কি জন্য পূর্ব্ব দেহের বৃত্তান্ত জানিয়াও জন্মগ্রহণ করে ?২৯

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! আমি তোমাকে তত্ত্বের কথা বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তা হইয়া শ্রবণ কর। যে সব মানুষ সহসা মৃত্যু লাভ করিয়া পুনরায় কোথাও সহসা জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের পুরাতন অভ্যাস বা সংস্কার কিছুকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। ৩০-৩১

সেইজন্য তাহারা জগতে পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্তের দ্বারা জ্ঞানযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং জাতিস্মর বলিয়া কথিত হয়। তারপর যখন তাহারা যেরূপ যেরূপ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ সেইরূপ তাহাদের তখন স্বপ্নের ন্যায় পুরাতন স্মৃতি নষ্ট হইতে থাকে। এইরূপ ঘটনা মূর্খ মানুষদের পরলোকের সত্তার উপর বিশ্বাস করাইবার কারণ হইয়া থাকে। ৩২-৩৩

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! কিছু মানুষকে মৃত্যুর পরও পুনরায় সেই শরীরে ফিরিয়া আসিতে দেখা যায়। ইহার কারণ কি ? ৩৪

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—শোভনে! সেই কারণ আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রাণী বহু এবং মৃত্যুকাল আসিলে সকলেই নিজ নিজ প্রাণ হইতে বিযুক্ত হইয়া যায়। ধার্ম্মিক যমদূতগণ কোনও কোনও মানুষকে এক নামই হওয়ায় মোহ-বশতঃ একের পরিবর্ত্তে অন্যকে ধরিয়া লইয়া যায়; কিন্তু যমরাজ নির্ব্বিকার ভাবের দ্বারা দূতগণ কর্ত্তৃক কৃত ও অকৃত সকল কার্য্যকেই জানিতে পারেন। ৩৫-৩৭

সেইহেতু সংযমন-পুরীতে যাইলে পর ভ্রমবশতঃ আনীত মনুষ্যগণকে একমাত্র যমরাজ পুনরায় ফিরিয়া আনে। সেই সব মানুষ প্রত্যাবর্ত্তন করে, যাহাদের কর্ম্মভোগ সমাপ্ত হয় নাই। ৩৮-৩৯

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! নিদ্রিত হইবামাত্র প্রাণিগণের স্বপ্ন দর্শন হইতে থাকে। ইহা তাহাদের স্বভাব কিংবা অন্য কিছু? ইহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ৪০

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—প্রিয়ে! নিদ্রিত প্রাণিগণের মনের যে চেষ্টা, তাহাকেই স্বপ্ন বলা হয়। স্বপ্নে বিচরণ করিতে করিতে মন অতীত ও ভবিষ্যতে ঘটনাসমূহ দেখিতে থাকে। ৪১

সেইহেতু সেই সব ঘটনা দর্শন বিষয়ে প্রাণিগণের পক্ষে স্বপ্নদর্শন নিমিত্ত হইয়া থাকে। দেবি! তোমাকে এই স্বপ্নের বিষয় বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর? ৪২

নিমিত্তঞ্চ ভবেৎ তস্মাৎ প্রাণিনাং স্বপ্নদর্শনম্।
এতৎ তে কথিতং দেবি ভূয়: শ্রোতুং কিমিচ্ছসি ॥৪৩

উমোবাচ।

ভগবন্ সর্বভূতেশ লোকে কর্মক্রিয়াপথে।
দৈবাৎ প্রবর্ততে সর্বমিতি কেচিদ্ ব্যবস্থিতা: ॥ ৪৪

অপরে চেষ্টয়া চেতি দৃষ্টা প্রত্যক্ষত: ক্রিয়াম্।
পক্ষভেদে দ্বিধা চাস্মিন্ সংশয়স্থং মনো মম ॥ ৪৫
তত্ত্বং বদ মহাদেব শ্রোতুং কৌতূহলং হি মে ॥ ৪৬

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

তদহং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বং সমাহিতা।
লক্ষ্যতে দ্বিবিধং কর্ম মানুষেষেব তচ্ছৃণু ॥
পুরাকৃতং তয়োরেকমৈহিকং দ্বিতয়ং তথা ॥ ৪৭

লৌকিকং তু প্রবক্ষ্যামি দৈবমানুষনির্মিতম্।
কৃষৌ তু দৃশ্যতে কর্ম কর্ষণং বপনং তথা ॥ ৪৮

রোপণং চৈব লবনং যচ্চান্যৎ পৌরুষং স্মৃতম্।
দৈবাদসিদ্ধিশ্চ ভবেদ্ দুষ্কৃতং চাপি পৌরুষে ॥ ৪৯
সুবৃত্তাদ্রভ্যতে কীর্তিদুর্বৃত্তাদযশস্তথা।
এবং লোকগতির্দেবি আদিপ্রভৃতি বর্ততে ॥ ৫০
রোপণং চৈব লবনং যচ্চান্যৎ পৌরুষং স্মৃতম্ ॥ ৫১
কালে বৃষ্টি: সুবাপঞ্চ প্ররোহ: পংক্তিরেব চ।
এবমাদি তু যচ্চান্যৎ তদ্ দৈবতমিতি স্মৃতম্ ॥ ৫২
পঞ্চভূতস্থিতিশ্চৈব জ্যোতিষাময়নং তথা।
অবুদ্ধিগম্যং যদ্যত্রৈর্হেতুভির্বা ন বিদ্যতে ॥ ৫৩
তাদৃশং কারণং দৈবং শুভং বা যদি বেতরৎ।
যাদৃশং চাত্মনা শক্যং তৎপৌরুষমিতি স্মৃতম্ ॥ ৫৪
কেবলং ফলনিষ্পত্তিরেকেন তু ন শক্যতে।
পৌরুষেণৈব দৈবেন যুগপদ্ গ্রথিতং প্রিয়ে ॥ ৫৫
তয়ো: সমাহিতং কর্ম শীতোষ্ণং যুগপৎ তথা।
পৌরুষং তু তয়ো: পূর্বমারব্ধব্যং বিজানতা ॥ ৫৬

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! সর্বভূতমহেশ্বর! জগতে দৈবের প্রেরণায় সকলের কর্মমার্গে প্রবৃত্তি হয়, কিছু লোক ইহাই মত দিয়া থাকে। ৪৩

অন্য বহু মানুষ ক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া এরূপ মনে করে যে, চেষ্টারই দ্বারা সকলের কর্মে প্রবৃত্তি হয়, দৈবের প্রেরণায় নহে। এই দুইটি পক্ষ। এই দুইটি বিষয়েই আমার মনে সংশয় রহিয়াছে; মহাদেব! অতএব আপনি এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করুন। ইহা শুনিবার জন্য আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। ৪৪-৪৫

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! আমি তোমাকে ইহার তত্ত্ব বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তা হইয়া শ্রবণ কর। মনুষ্যগণের মধ্যে দুই প্রকারের কর্ম দেখা যায়, তাহা শ্রবণ কর। ইহাদের মধ্যে প্রথম পূর্বকৃত কর্ম এবং দ্বিতীয় ইহলোকে কৃত কর্ম। ৪৬

এখন আমি দৈব ও মনুষ্য উভয়ের দ্বারা সম্পাদিত লৌকিক কর্ম বর্ণনা করিতেছি। কৃষিতে যে জমী কর্ষণ, বীজ বপন, রোপণ, ছেদন ও এরূপ অন্যান্য যে কার্য্য দেখা যায়, তৎ সমস্তই মানুষ কর্তৃক কৃত বলিয়া অভিহিত হয়। দৈবের দ্বারা এই কর্মে সফলতা ও অসফলতা আসে। মানুষ কর্তৃক কৃত কর্মে দুষ্কার্য্যও সম্ভব হয়। ৪৭-৪৮

উত্তম প্রযত্ন করিলে কীর্তি লাভ হয় এবং মন্দ উপায় অবলম্বন করিলে অপযশ হয়। দেবি! আদিকাল হইতেই জগতের এইরূপ গতি চলিয়া আসিতেছে। ৪৯

বীজ বপন করা ও ছেদন করা প্রভৃতি মানুষের কার্য্য। কিন্তু যথাসময়ে বর্ষণ হওয়া, বপনে সুন্দর পরিণতি আসা, বীজে অঙ্কুর উৎপন্ন হওয়া এবং শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শস্যের উদ্ভব হওয়া ইত্যাদি কার্য্য দেবকৃত বলিয়া অভিহিত হয়। দৈবের আনুকূল্যেই এই সব কার্য্য সম্পাদিত হয়। ৫০-৫১

পঞ্চভূতের (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূতের) স্থিতি, গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলের পরিক্রমা এবং যেখানে মনুষ্যগণের বুদ্ধি যাইতে পারে না অথবা কোন কারণসমূহ ও যুক্তিসমূহের দ্বারা যাহা বুঝিতে পারা যায় না—এরূপ কর্ম শুভ হউক বা অশুভ হউক দৈব বলিয়া কথিত হয় এবং যে কর্ম মানুষ স্বয়ং করিতে পারে, তাহাকে 'পৌরুষ' (পুরুষ—মানুষ সম্পাদিত) কর্ম বলা হয়। ৫২-৫৩

কেবল দৈব বা পুরুষার্থের দ্বারাই ফলের সিদ্ধি হয় না। প্রিয়ে! প্রত্যেক বস্তু বা কার্য্য একই সঙ্গে পুরুষার্থ ও দৈব উভয়ের দ্বারা গ্রথিত আছে। ৫৪

দৈব ও পুরুষার্থ উভয়ের সমানকালিক সহযোগে কর্ম সম্পন্ন হয়। যেরূপ একই কালে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই হয়, সেইরূপ একই সময়ে দৈব এবং পুরুষার্থ উভয়েই কার্য্য করে। এই উভয়ের মধ্যে যে পুরুষার্থ, তাহার আরম্ভ বিজ্ঞ পুরুষের

আত্মনা তু ন শক্যং হি তথা কীর্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৭
খননান্মথনাল্লোকে জলাগ্নিপ্রাপণং তথা।
তথা পুরুষকারে তু দৈবসম্পৎ সমাহিতা ॥ ৫৮
নরস্যাকুর্বতঃ কর্ম দৈবসম্পন্ন লভ্যতে।
তস্মাৎ সর্বসমারম্ভো দৈবমানুষনির্মিতঃ ॥ ৫৯

উমোবাচ।

ভগবন্ সর্বলোকেশ লোকনাথ বৃষধ্বজ।
নাস্ত্যাত্মা কর্মভোক্তেতি মৃতো জন্তুর্ন জায়তে ॥ ৬০
স্বভাবজ্জায়তে সর্বং যথা বৃক্ষফলং তথা।
যথোর্ময়ঃ সম্ভবন্তি তথৈব জগদাকৃতিঃ ॥ ৬১
তপোদানানি যৎ কর্ম তত্র তদ্ দৃশ্যতে বৃথা।
নাস্তি পৌনর্ভবং জন্ম ইতি কেচিদ্ ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৬২
পরোক্ষবচনং শ্রুত্বা ন প্রত্যক্ষস্য দর্শনাৎ।
তৎ সর্বং নাস্তি নাস্তীতি সংশয়স্থাস্তথা পরে ॥ ৬৩
পক্ষভেদান্তরে চাস্মিংস্তদ্বং মে বক্তুমর্হসি।
উক্তং ভগবতা যৎ তু তৎ তু লোকস্য সংস্থিতিঃ ॥ ৬৪

নারদ উবাচ।

প্রশ্নমেতৎ তু পৃষ্টবত্যা রুদ্রাণ্যা পরিষৎ তদা।
কৌতূহলযুতা শ্রোতুং সমাহিতমনাভবৎ ॥ ৬৫

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

নৈতদস্তি মহাভাগে যদ্ বদন্তীহ নাস্তিকাঃ।
এতদেবাভিশস্তানাং শ্রুতবিদ্বেষিণাং মতম্ ॥ ৬৬
সর্বমর্থং শ্রুতং দৃষ্টং যৎ প্রাগুক্তং ময়া তব।
তদাপ্রভৃতি মর্ত্যানাং শ্রুতমাশ্রিত্য পণ্ডিতাঃ ॥ ৬৭
কামান্ সংছিদ্য পরিধান্ ধৃত্যা বৈ পরমাসনাঃ।
অভিযান্ত্যেব তে স্বর্গং পশ্যন্তঃ কর্মণঃ ফলম্ ॥ ৬৮
এবং শ্রদ্ধাভবং লোকে পরতঃ সুমহৎ ফলম্।
বুদ্ধিঃ শ্রদ্ধা চ বিনয়ঃ করণানি হিতৈষিণাম্ ৬৯
তস্মাৎ স্বর্গাভিগন্তারঃ কতিচিৎ বৃত্তবন্ নরাঃ।
অন্যে করণহীনত্বান্নাস্তিক্যং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥৭০

প্রথমেই করা উচিত। যাহা স্বতই হওয়া সম্ভব নহে, তাহার আরম্ভ করিলে মানুষ কান্তিভাগী হয়। ৫৫-৫৬

যেরূপ জগতে ভূমি খনন করিলে জল এবং কাষ্ঠ মন্থন করিলে অগ্নি লাভ হয়, সেইরূপ পুরুষার্থ করিলে পর দৈবের সহযোগ স্বতই লাভ হইয়া থাকে। ৫৭

যে মানুষ কর্ম করে না, তাহার দৈবের সহায়তা প্রাপ্তি হয় না; অতএব সমস্ত কার্যের আরম্ভ দৈব ও পুরুষার্থ উভয়েরই উপর নির্ভর করে। ৫৮

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! সর্বলোকেশ্বর! লোকনাথ! বৃষধ্বজ! কর্মসমূহের ফল ভোগকারী জীবাত্মা নামক কোনও দ্রব্যের সত্তা নাই; সেইজন্য মৃত জীব পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে না। ৫৯

যেরূপ বৃক্ষ হইতে ফলের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ স্বভাব হইতেই সব কিছুই উৎপন্ন হয় এবং যেরূপ সমুদ্র হইতে তরঙ্গমালার উদ্ভব হয়, সেইরূপ স্বভাব হইতেই জগতের আকৃতি উদ্ভূত হইয়াছে। ৬০

তপ ও দান প্রভৃতি যে সব কর্ম, সেই সমস্তই ব্যর্থ দেখা যায়; কিন্তু জীবাত্মার পুনর্জন্ম হয় না—এরূপ কিছু লোক অভিমত প্রকাশ করে। ৬১

শাস্ত্রসকলের পরোক্ষবাদী বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং প্রত্যক্ষ দর্শন সম্ভব না হওয়ায় বহু লোক এই সংশয়ে পতিত হয় যে, সেই সব (পরলোক) নাই, নাই। এই পক্ষভেদের মধ্যে যথার্থ বাদ কি? ইহা আমাকে কৃপাপূর্বক বলুন। আপনি যাহা কিছু বলিলেন, তাহাই লোকের স্থিতি। ৬২-৬৩

নারদ বলিলেন,—রুদ্রপত্নী উমাদেবী এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিলে পর সম্পূর্ণ মুনিমণ্ডলী একাগ্রচিত্ত হইয়া তাহার উত্তর শ্রবণ করিবার জন্য কৌতূহলান্বিত হইলেন। ৬৪

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—মহাসৌভাগ্যশালিনী দেবি! এবিষয়ে নাস্তিকগণ যে কথা বলে, তাহা যথার্থ নহে। ইহা ত' কলঙ্কিত শাস্ত্রদ্রোহী পুরুষদের মত। ৬৫

আমি পূর্বে তোমাকে যাহা কিছু বলিয়াছি, তৎসমস্ত বিষয়ই শাস্ত্রসম্মত ও অনুভূত। সেই সময় হইতে মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা বিদ্বান্ পুরুষ, তাহারা বেদশাস্ত্র অবলম্বন করত পরিধতুল্য কামনাসমূহকে উচ্ছেদ করত ধৈর্যপূর্বক উত্তম আসন স্থাপন করিয়া ধ্যানমগ্ন থাকে, তাহারা কর্মসমূহের ফল প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে করিতে স্বর্গ (ব্রহ্ম)-লোকে গমন করে। ৬৬-৬৭

এইভাবে পরলোকে শ্রদ্ধাজনিত মহৎ ফল লাভ হয়। যাহারা নিজেদের হিত কামনা করে, তাহাদের পক্ষে বুদ্ধি, শ্রদ্ধা ও বিনয়—এই সব হইল করণ (উন্নতির সাধন)। ৬৮

অতএব কিছু মানুষ এই সব সাধনসম্পন্ন হওয়ায় স্বর্গাদি পুণ্যলোকে গমন করে। অন্য মনুষ্যগণ আবার এই সব সাধনহীন হওয়ায় নাস্তিকভাব অবলম্বন গ্রহণ করে। ৬৯

শ্রুতিবিদ্বেষিণো মূর্খা নাস্তিকাদৃঢ়নিশ্চয়াঃ।
নিষ্ক্রিয়াশ্চ নিরন্নাদাঃ পতন্ত্যেবাধমাং গতিম্ ॥ ১১

নাস্ত্যস্তীতি পুনর্জন্ম ন্যবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
নাধিগচ্ছন্তি তদ্বিদ্যাং হেতুবাদশতৈরপি ॥ ১২

এষা ব্রহ্মকৃতা মায়া দুর্বিজ্ঞেয়া সুরাসুরৈঃ।
কিং পুনর্মানবৈর্লোকে জাতুকামৈঃ কুবুদ্ধিভিঃ ॥ ১৩

বেদবিদ্বেষী মূর্খ, নাস্তিক, দৃঢ় নিশ্চয়তাহীন ও ক্রিয়ারহিত মনুষ্যগণ এবং যাহারা অন্নার্থীকে অন্ন না দিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কার করিয়া দেয়, সেই সব পাপী মানুষ অধম গতি প্রাপ্ত হয়। ১০

পুনর্জন্ম হয় না কিংবা হয়—এ বিষয়ে জ্ঞানী পুরুষেরাও মোহিত হইয়া পড়ে। তাহারা শত শত যুক্তিবাদের দ্বারাও উহাকে সর্বথা বুঝিতে পারে না। ১১

ইহা ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট মায়া। এই মায়াকে দেবতা ও অসুরগণ অতিশয় কষ্টের সহিত কোনও রূপে বুঝিতে পারে; সুতরাং মন্দমতি মনুষ্যগণ যদি এ জগতে সেই মায়াকে জানিবার কামনা করে, তবে কিরূপে জানিতে সমর্থ হইবে? ১২

কেবলং শ্রদ্ধয়া দেবি শ্রুতিমাত্রনিবিষ্টয়া।
তথোঽস্তীত্যেব মন্তব্যং তথা হিতমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪

দৈবগুহ্যেষু চান্যেষু হেতুর্দেবি নিরর্থকঃ।
বধিরান্ধবদেবাত্র বর্তিতব্যং হিতৈষিণা ॥ ১৫

এতৎ তে কথিতং দেবি ঋষিগুহ্যং প্রজাহিতম্ ॥ ১৬

ইত্যাধিকঃ নবমঃ অধ্যায়ঃ।

দেবি! কেবল বেদের উপর পূর্ণরূপে শ্রদ্ধা করিয়া 'পরলোক আছে এবং পুনর্জন্ম হয়' এরূপ মানা উচিত। ইহার দ্বারা আস্তিক মানুষের হিত হয়। ১৩

দেবি! দেবসম্বন্ধী যে অন্যান্য গুহ্য বিষয় আছে, সেই সবে যুক্তিবাদ নিষ্ফল। যে মানুষ নিজের হিতকামী, তাহার এ বিষয়ে অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আচরণ করা উচিত অর্থাৎ সে নাস্তিকের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না ও তাহার কোনও কথা শ্রবণ করিবে না। দেবি! ঋষিগণের পক্ষে গোপনীয় এবং সকল প্রজার পক্ষেই হিতকর এই কথা আমি তোমাকে বলিলাম। ১৪-১৬

অধিক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

অধিকঃ দশমঃ অধ্যায়ঃ।

[যমলোকস্যতন্মার্গাণাঞ্চ বর্ণনম্, পাপীনাং নরকযাতনানাং কর্মানুসারেণ নানাযোনিষু তজ্জন্মনাঞ্চ বর্ণনম্।]

উমোবাচ।

ভগবন্ সর্বলোকেশ ত্রিপুরার্দন শঙ্কর।
কীদৃশা যমদণ্ডাস্তে কীদৃশাঃ পরিচারকাঃ ॥ ১

কথং মৃতাস্তে গচ্ছন্তি প্রাণিনো যমসাদনম্।
কীদৃশং ভবনং তস্য কথং দণ্ডয়তি প্রজাঃ ॥ ২

এতৎ সর্বং মহাদেব শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং প্রভো ॥ ৩

অধিক দশম অধ্যায়।

[যমলোক ও সেখানে মার্গসমূহের বর্ণন, পাপীগণের নরকযাতনা এবং কর্মানুসারে বিভিন্ন যোনিতে তাহাদের জন্মের উল্লেখ।]

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! সর্বলোকেশ্বর! ত্রিপুরনাশন শঙ্কর! যমদণ্ড কিরূপ? এবং যমরাজের সেবকগণই বা কি প্রকার? ১

মৃত প্রাণীরা যমলোকে কেন গমন করে? যমরাজের ভবন কিরূপ? তিনি প্রজাবর্গকে কিভাবে দণ্ডদান করেন? প্রভো! মহাদেব! এই সব আমি শুনিতে বাসনা করি ২-৩

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

শৃণু কল্যাণি তৎ সর্বং যৎ তে দেবি মনঃপ্রিয়ম্।
দক্ষিণস্যাং দিশি শুভে যমস্য সদনং মহৎ ॥ ৪

বিচিত্রং রমণীয়ঞ্চ নানাভাবসমন্বিতম্।
পিতৃভিঃ প্রেতসংঘৈশ্চ যমদূতৈশ্চ সন্ততম্ ॥ ৫

প্রাণিসংঘৈশ্চ বহুভিঃ কর্মবশ্যৈশ্চ পূরিতম্।
তত্রাস্তে দণ্ডয়ন্ নিত্যং যমো লোকহিতে রতঃ ॥ ৬

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—কল্যাণি! দেবি! তোমার মনের প্রিয় যে সব প্রশ্ন করিলে, তৎসমস্তের উত্তর শ্রবণ কর। শুভে! দক্ষিণদিকে যমরাজের বিশাল ভবন আছে। ৪

সেই ভবন বিচিত্র, রমণীয় ও নানাপ্রকার ভাবসমূহে যুক্ত এবং পিতৃপুরুষ, প্রেত ও যমদূতগণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ॥ ৫

কর্মসমূহের অধীন বহু প্রাণিবর্গের দ্বারা সেই যমলোক পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সেখানে লোকহিতে নিরত যম পাপিগণকে দণ্ডদান করিতে করিতে বাস করিতেছেন। ৬

মায়য়া সততং বেত্তি প্রাণিনাং যচ্ছুভাশুভম্ ।
মায়য়া সংহরংস্তত্র প্রাণিসঙ্ঘান্ যতস্ততঃ ॥ ৭

তস্য মায়াময়াঃ পাশা ন বেত্ততে সুরাসুরৈঃ ।
কো হি মানুষমাত্রস্তু দেবস্য চরিতং মহৎ ॥ ৮

এবং সংযসতস্তস্য যমস্য পরিচারকাঃ ।
গৃহীত্বা সংনয়ন্ত্যেব প্রাণিনঃ ক্ষীণকর্মণঃ ॥ ৯

যেন কেনাপদেশেন ব্যপদেশস্তদুদ্ভবঃ ।
কর্মণা প্রাণিনো লোকে উত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥ ১০

যথার্হং তান্ সমাদায় নয়ন্তি যমসাদনম্ ।
ধার্মিকানুত্তমান্ বিদ্ধি স্বর্গিণস্তে যথামরাঃ ॥ ১১

নৃষু জন্ম লভন্তে যে কর্মণা মধ্যমাঃ স্মৃতাঃ ।
তির্যঙ্নরকগন্তারো হ্যধমাস্তে নরাধমাঃ ॥ ১২

পন্থানস্ত্রিবিধা দৃষ্টাঃ সর্বেষাং গতজীবিনাম্ ।
রমণীয়ং নিরাবাধং দুর্দর্শমিতি নামতঃ ॥ ১৩

রমণীয়ং তু যন্মার্গং পতাকাধ্বজসঙ্কুলম্ ।
ধূপিতং সিক্তসম্মৃষ্টং পুষ্পমালাভিসঙ্কুলম্ ॥ ১৪

মনোহরং সুখস্পর্শং গচ্ছতামেব তদ্ ভবেৎ ।
নিরাবাধং যথালোকং সুপ্রশস্তং কৃতং ভবেৎ ॥ ১৫

তৃতীয়ং যৎ তু দুর্দর্শং দুর্গন্ধি তমসা বৃতম্ ।
পরুষং শর্করাকীর্ণং শ্বদংষ্ট্রাবহুলং ভৃশম্ ॥ ১৬

কৃমিকীটসমাকীর্ণং ভৃশত্যামতিদুর্গমম্ ।
মার্গৈরেবং ত্রিভির্নিত্যমুত্তমাধমমধ্যমান্ ॥ ১৭

সংনয়ন্তি যথা কালে তন্মে শৃণু শুচিস্মিতে ।
উত্তমানন্তকালে তু যমদূতাঃ সুসংবৃতাঃ ॥
নয়ন্তি সুখমাদায় রমণীয়পথেন বৈ ॥ ১৮

তিনি স্বীয় মায়াশক্তির বলেই সর্বদা প্রাণিগণের শুভাশুভ-কর্ম জানেন এবং মায়ার দ্বারাই যত্র তত্র প্রাণিবর্গকে সংহার করিয়া থাকেন ॥ ৭

তাঁহার যে মায়াময় পাশ আছে, তাহা দেবতা ও অসুরগণও জানে না। সুতরাং মনুষ্যগণের মধ্যে এরূপ কে আছে যে সেই যমদেবের মহৎ চরিত্রকে জানিতে সমর্থ হইবে? ৮

এইরূপে যমলোকে নিবাস করিতে করিতে যমরাজের দূতগণ যাহাদের প্রারব্ধ কর্মক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, সেই প্রাণিবর্গকে ধরিয়া তাঁহার নিকট লইয়া যায় ॥ ৯

যে কোনও নিমিত্তের দ্বারা তাহারা প্রাণিগণকে লইয়া যায়, সেই নিমিত্তকে তাহারা নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া থাকে। জগতে কর্মানুসারে উত্তম, মধ্যম ও অধম তিন প্রকারের প্রাণী হয়। যথাযোগ্যরূপে সেই সব প্রাণিগণকে লইয়া তাহারা যম-লোকে উপস্থিত করিয়া থাকে ॥ ১০½

ধার্মিক পুরুষগণকে তুমি উত্তম বলিয়া জানিও। তাহারা দেবতাদিগের ন্যায় স্বর্গের অধিকারী হয়। যাহারা নিজেদের কর্মানুসারে মনুষ্যগণের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা মধ্যম বলিয়া কথিত হয় ॥ ১১½

যে নরাধমেরা পশু-পক্ষিযোনি ও নরকে গমন করে, তাহারা অধম বলিয়া জানিও। মৃত সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষে তিন প্রকারের মার্গ দেখা যায়—এক রমণীয়, দ্বিতীয় নিরাবাধ ও তৃতীয় দুর্দর্শ ॥ ১২-১৩

যে মার্গ রমণীয়, তাহা ধ্বজ পতাকাসমূহে সুশোভিত এবং পুষ্পমাল্যসমূহে অলঙ্কৃত। ইহাকে সম্মার্জনাদির দ্বারা পরিষ্কার করিয়া তাহার উপর জলের সিঞ্চন করিয়া দেওয়া আছে। সেখানে ধূপের সুগন্ধে পরিব্যাপ্ত আছে। এই মার্গের স্পর্শ গমনকারী-দিগের সুখপ্রদ ও মনোহর। সেই মার্গকে নিরাবাধ বলা হয়, যাহা লৌকিক মার্গের ন্যায় সুন্দর ও প্রশস্তরূপে নির্মাণ করা হইয়াছে। সেই মার্গে কোন প্রকারের বাধা নাই ॥ ১৪-১৫

যাহা তৃতীয় মার্গ, তাহা দেখিতেও দুঃখকর বলিয়া দুর্দর্শ নামে কথিত হয়। এই মার্গ দুর্গন্ধযুক্ত ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কঠোর এবং কঙ্কর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ। এই মার্গে কুক্কুর ও দন্তুর হিংস্র জন্তু অধিক আছে। কৃমি ও কীট সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই মার্গে গমনকারীদিগের পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুর্গম বলিয়া প্রতীত হয় ॥ ১৬½

শুচিস্মিতে! এইরূপে তিন মার্গের দ্বারা যমদূতগণ সদা যথা সময়ে উত্তম, মধ্যম ও অধম পুরুষদিগকে যেভাবে লইয়া যায়, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ১৭½

উত্তম পুরুষগণের অন্তের সময়ে লইয়া যাইবার জন্য যে যম-দূতগণ আসে, তাহারা সুন্দর বস্ত্রাভরণে বিভূষিত থাকে এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রমণীয় মার্গের দ্বারা সুখের সহিত গমন করে ॥ ১৮

মধ্যমকোটির প্রাণীগণকে মধ্যম মার্গের দ্বারা যোদ্ধার বেশধারী যমদূতেরা লইয়া যায় এবং চাণ্ডালবেশধারী যমদূতেরা অধমকোটির প্রাণিগণকে ধরিয়া তাহাদিগকে ভর্ৎসন ও তর্জন

মধ্যমান্ যোধবেষেণ মধ্যমেন পথা তথা ॥ ১৯
চাণ্ডালবেষাস্ত্বধমান্ গৃহীত্বা ভৃশতর্জ্জনৈঃ ।
আকর্ষন্তস্তথা পাশৈর্দুর্দর্শেন নয়ন্তি তান্ ॥ ২০
ত্রিবিধানেবমাদায় নয়ন্তি যমসাদনম্ ॥ ২১
ধর্ম্মাসনগতং দক্ষং ভ্রাজমানং স্বতেজসা ।
লোকপালং সভাধ্যক্ষং তত্রৈব পরিষদ্গতম্ ॥ ২২
দর্শয়ন্তি মহাভাগে যামিকাস্তং নিবেদ্য তে ।
পূজয়ন্ দণ্ডয়ন্ কাংশ্চিৎ তেষাং শৃণ্বন্ শুভাশুভম্ ।
ব্যাবৃতো বহুসাহস্রৈস্তত্রাস্তে সততং যমঃ ॥ ২৩
গতানাং তু যমস্তেষামুত্তমানভিপূজয়েৎ ।
অভিসংগৃহ্য বিধিবৎ পৃষ্ট্বা স্বাগতকৌশলম্ ॥ ২৪
প্রশস্য তৎ কৃতং তেষাং লোকং সংদিশতে যমঃ ॥ ২৫
যমেনৈবমনুজ্ঞাতা যান্তি পশ্চাৎ ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ২৬
মধ্যমানাং যমস্তেষাং শ্রুত্বা কর্ম যথাতথম্ ।
জায়ন্তাং মানুষেষ্বেব ইতি সংদিশতে চ তান্ ॥ ২৭
অধমান্ পাশসংযুক্তান্ যমো নাবেক্ষতে গতান্ ।
যমস্য পুরুষা ঘোরাশ্চণ্ডালসমদর্শনাঃ ॥ ২৮
যাতনাঃ প্রাপয়ন্ত্যেতাঁল্লোকপালস্য শাসনাৎ ॥ ২৯
ভিন্দন্তশ্চ তুদন্তশ্চ প্রকর্ষন্তো যতস্ততঃ ।
ক্রোশন্তঃ পাতয়ন্ত্যেতান্ মিথো গর্ত্তেষবাঙ্মুখান্ ॥৩০
সংঘাষিণ্যঃ শিলাশ্চৈষাং পতন্তি শিরসি প্রিয়ে ।
অয়োমুখাঃ কঙ্কবলা ভক্ষয়ন্তি সুদারুণাঃ ॥ ৩১
অসিপত্রবনে ঘোরে চারয়ন্তি তথা পরান্ ।
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাস্তথা শ্বানঃ কাংশ্চিৎ তত্র খদন্তি বৈ ॥ ৩২
তত্র বৈতরণী নাম নদী গ্রাহসমাকুলা ।
দুষ্প্রবেশা চ ঘোরা চ মূত্রশোণিতবাহিনী ॥ ৩৩

সহকারে পাশের দ্বারা বন্ধন করত টানিতে টানিতে দুর্দর্শ নামক মার্গ দিয়া লইয়া যায়। এইভাবে ত্রিবিধ প্রাণিগণকে লইয়া তাহারা যমলোকে উপস্থিত করে। ১৯ ২১

মহাভাগে! সেখানে ধর্ম্মের আসনে স্বীয় তেজে প্রকাশিত হইতে হইতে নিজের সভার সভাপতিরূপে নিপুণ লোকপাল যম উপবিষ্ট থাকেন। যমদূতগণ তাহাকে নিবেদন করিয়া নিজেদের সঙ্গে আনীত প্রাণীদিগকে দেখাইয়া থাকে। ২২

যমরাজ বহু সহস্র সদস্যের দ্বারা পরিবৃত নিজের সভায় বিরাজমান থাকেন। তিনি সেখানে আনীত প্রাণিগণের শুভাশুভ কর্ম্মসমূহের বিস্তৃত বিবরণ শ্রবণ করত তাহাদের মধ্যে কাহাকেও আদর করেন এবং কাহাকে দণ্ডদান করেন। ২৩

যমলোকে আগত প্রাণিগণের মধ্যে যাহারা উত্তম, তাহাদের বিধিপূর্ব্বক গ্রহণ করত স্বাগত সহকারে কুশল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া যমরাজ তাহাদের পূজা করেন। ২৪

তাহাদের সৎকর্ম্মসমূহের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া যমরাজ তাহাদের এই সংবাদ জানান যে, আপনাকে অমুক পুণ্যলোকে যাইতে হইবে। যমরাজের এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবার পর তাহারা স্বর্গলোকে গমন করে। ২৫

মধ্যমকোটির মনুষ্যগণের কর্ম্মসমূহের যথাযথ বর্ণনা শ্রবণ করত যমরাজ তাহাদিগকে এই আজ্ঞা দেন যে, ইহারা পুনরায় মনুষ্যলোকেই জন্মগ্রহণ করুক। ২৬

পাশে আবদ্ধ যে সব অধমকোটির প্রাণী যমলোকে নীত হয়, যমরাজ তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না। দেখিতে চণ্ডাল-তুল্য ভয়ঙ্কর যমদূতেরাই লোকপাল যমের আজ্ঞায় এই পাপীদিগকে যাতনার স্থানে লইয়া যায়। ২৭-২৮

তাহারা সেখানে পাপিগণকে বিদীর্ণ করিতে থাকে, নানাবিধ পীড়াদান করে, যেখানে সেখানে টানিয়া লইয়া যায় এবং তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে তাড়না করিতে করিতে নীচের দিকে মুখ করাইয়া নরকের গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করে। ২৯

প্রিয়ে! তদনন্তর তাহাদের মস্তকের উপর সংঘাষিণী শিলাসমূহ নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং লৌহতুল্য চঞ্চুবিশিষ্ট অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কাক ও বকেরা তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। ৩০

অন্য পাপিগণকে যমদূতেরা ঘোর অসিপত্রবনে পরিভ্রমণ করায়। সেখানে তীক্ষ্ণ দন্তযুক্ত কুকুরগণ কিছু পাপীকে দংশন-পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে থাকে। ৩১

যমলোকে বৈতরণী নামে একটি নদী আছে, উহাতে জলের পরিবর্ত্তে মূত্র ও শোণিতই জলরূপে প্রবাহিত হয়। হিংস্র জলজন্তুগণে পূর্ণ থাকায় এই নদী ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হয়। ইহার মধ্যে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন। ৩৩

যমদূতেরা পাপিগণকে এই নদীতে ডুবাইয়া দেয়। পিপাসিত প্রাণিবর্গকে সেই নদীরই জল পান করায়। সেখানে কণ্টকপূর্ণ বহু শাল্মলী বৃক্ষ আছে। যমদূতগণ বহু পাপীকে এই সব বৃক্ষে আরোহণ করায়। ৩৩

যেরূপ কলুর ঘাতার মধ্যে তিলকে পেষণ করা হয়, সেইরূপ বহু পাপীকে যন্ত্রের চক্রের উপর বাঁধিয়া যমদূতেরা পেষণ করিয়া

তস্যাং সম্মজ্জয়ন্ত্যেতে তৃষিতান্ পায়য়ন্তি তান্ ।
আরোপয়ন্তি বৈ কাংশ্চিৎ তত্র কণ্টকশাল্মলীম্ ॥ ৩৪
যন্ত্রচক্রেষু তিলবৎ পীড্যন্তে তত্র কেচন ।
অঙ্গারেষু চ দহ্যন্তে তথা দুষ্কৃতকারিণঃ ॥ ৩৫
কুম্ভীপাকেষু পচ্যন্তে পচ্যন্তে সিকতাসু বৈ ।
পাট্যন্তে তরুবচ্ছস্ত্রৈঃ পাপিনঃ ক্রকচাদিভিঃ । ৩৬
ভিদ্যন্তে ভাগশঃ শূলৈস্তুদ্যন্তে সূক্ষ্মসূচিভিঃ । ৩৭
এবং ত্বয়া কৃতো দোষস্তদর্থং দণ্ডনং ত্বিতি ।
বাচৈবং ঘোষয়ন্তি স্ম দণ্ডমানাঃ সমন্ততঃ । ৩৮
এবং তে যাতনাং প্রাপ্য শরীরৈর্যাতনাশয়ৈঃ ।
প্রসহন্তশ্চ তদ্ দুঃখং স্মরন্তঃ স্বাপরাধজম্ । ৩৯
ক্রোশন্তশ্চ রুদন্তশ্চ ন মুচ্যন্তে কথঞ্চন ।
স্মরন্তস্তত্র তপ্যন্তে পাপমাত্মকৃতং ভৃশম্ ॥ ৪০
এবং বহুবিধা দণ্ডা ভুজ্যন্তে পাপকারিভিঃ ।
যাতনাভিশ্চ পচ্যন্তে নরকেষু পুনঃ পুনঃ ॥ ৪১

অপরে যাতনা ভুক্ত্বা মুচ্যন্তে তত্র কিল্বিষাৎ । ৪২
পাপদোষক্ষয়করা যাতনা সংস্মৃতা নৃণাম্ ।
বহ্নৌ তপ্তং যথা লোহমমলং তৎ তথা ভবেৎ । ৪৩

উমোবাচ ।

ভগবংস্তে কথং তত্র দণ্ড্যন্তে নরকেষু বৈ ।
কতি তে নরকা ঘোরাঃ কীদৃশাস্তে মহেশ্বর । ৪৪

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

শৃণু ভামিনি তৎ সর্বং পঞ্চৈতে নরকাঃ স্মৃতাঃ ।
ভূমেরধস্তাদ্ বিহিতা ঘোরা দুষ্কৃতকর্মণাম্ ॥ ৪৫
প্রথমং রৌরবং নাম শতযোজনমায়তম্ ।
তাবৎপ্রমাণবিস্তীর্ণং তামসং পাপপীড়িতম্ ।৪৬
ভৃশং দুর্গন্ধি পরুষং কৃমিভির্দারুণৈর্বৃতম্ ।
অতিঘোরমনির্দেশ্যং প্রতিকূলং ততস্ততঃ । ৪৭
তে চিরং তত্র তিষ্ঠন্তি ন তত্র শয়নাসনে ।
কৃমিভির্ভক্ষ্যমাণাশ্চ বিষ্ঠাগন্ধসমাবৃতাঃ । ৪৮

থাকে। বহু পাপীকে আবার অঙ্গারসমূহের উপর নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করা হয়।

কিছু পাপী কুম্ভীপাক নরকে পাক করা হয়, কিছু পাপীকে তপ্ত বালুকার উপর রাখিয়া দগ্ধ করা হইয়া থাকে এবং অন্য বহু পাপীকে করাত প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা বৃক্ষের ন্যায় বিদীর্ণ করা হয়। ৩৪-৩৬

কত পাপীকে শূলের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেওয়া হয়। কিছু পাপীর শরীরে সূক্ষ্ম সূচিকা ফুটাইয়া কষ্ট দেওয়া হয়। দণ্ডদাতা যমদূতগণ নিজেদের বাক্যের চারিদিকে এই ঘোষণা করিতে থাকে যে, তুমি অমুক পাপ করিয়াছ, যাহার জন্য এই দণ্ড তুমি প্রাপ্ত হইলে। ৩৭-৩৮

এইরূপ যাতনাধীন শরীরের দ্বারা যাতনা প্রাপ্ত হইয়া নারকী জীবেরা তাহার দুঃখ সহ্য করিতে, নিজেদের পাপ স্মরণ করিতে, চীৎকার করিতে এবং রোদন করিতে থাকে; কিন্তু কোন রূপেই সেই যাতনা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। নিজেদের কৃত পাপসমূহ স্মরণ করত তাহারা অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া উঠে। ৩৯-৪০

এইভাবে পাপকর্মকারী প্রাণিগণকে নানা প্রকার দণ্ড ভোগ করিতে হয়। তাহারা বারংবার নরকের বিবিধ যাতনাসমূহের দ্বারা পাক হইতে থাকে। ৪১

অন্যেরা সেখানে যাতনা ভোগ করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। যেরূপ অধিক সন্তপ্ত লৌহ নির্মল ও শুদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ মনুষ্যগণের যে নরকে বহুবিধ যাতনা ভোগ হয়, ইহার দ্বারা তাহাদের পাপদোষ ক্ষয় হইয়া যায় বলিয়া কথিত হয়। ৪২-৪৩

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! মহেশ্বর! নরকে পাপীগণকে কেন দণ্ড দেওয়া হয়? সেই ভয়ানক নরক কত ও কিরূপ? ৪৪

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—ভামিনি! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সেই সব শ্রবণ কর। পাপকর্মকারী মনুষ্যগণের জন্য ভূমির নিম্নে যে সব ভয়ানক নরক সৃষ্ট আছে, তাহা মুখ্যতঃ পাঁচটি বলিয়া কথিত হয়। ৪৫

তাহাদের মধ্যে প্রথম হইল রৌরব নামক নরক। ইহা লম্বায় শতযোজন এবং প্রস্থেও শতযোজন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই তমোময় (অন্ধকারাচ্ছন্ন) নরক পাপের জন্য লব্ধ পীড়াসমূহে পরিপূর্ণ। ৪৬

ইহা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হয়। এই কঠোর নরক ক্রূরস্বভাব কীটগণে পরিপূর্ণ। ইহা অত্যন্ত ঘোর, অবর্ণনীয় এবং সর্বদা প্রতিকূল। ৪৭

সেই পাপীরা এই নরকে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকে, সেখানে শয়ন করিবার বা বসিবার কোনই সুবিধা নাই। বিষ্ঠার গন্ধে যুক্ত সেই পাপিগণকে সেখানের কীটেরা ভক্ষণ করিতে থাকে। ৪৮

এবং প্রমাণমূর্দ্ধিয়া যাবৎ তিষ্ঠন্তি তত্র তে ।
যাতনাভ্যো দশগুণং নরকে দুঃখমিষ্যতে ॥ ৪৯
তত্র চাত্যন্তিকং দুঃখমিষ্যতে চ শুভেক্ষণে ।
ক্রোশন্তশ্চ রুদন্তশ্চ বেদনাস্তত্র ভুঞ্জতে ॥ ৫০
ভ্রমন্তি দুঃখমোক্ষার্থং ত্রাতা কশ্চিন্ন বিদ্যতে ।
দুঃখস্যান্তরমাত্রং তু জ্ঞানং বা ন চ লভ্যতে ॥ ৫১
মহারৌরবসংজ্ঞং তু দ্বিতীয়ং নরকং প্রিয়ে ।
তস্মাদ্ দ্বিগুণিতং বিদ্ধি মানে দুঃখে চ রৌরবাৎ ॥ ৫২
তৃতীয়ং নরকং তত্র কণ্টকাবনসংজ্ঞিতম্ ।
ততো দ্বিগুণিতং তচ্চ পূর্বাভ্যাং দুঃখমানয়োঃ ॥ ৫৩
মহাপাতকসংযুক্তা ঘোরাস্তস্মিন্ বিশন্তি হি ॥ ৫৪
অগ্নিকুণ্ডমিতি খ্যাতং চতুর্থং নরকং প্রিয়ে ।
এতদ্ দ্বিগুণিতং তস্মাদ্ যথানিষ্টসুখং তথা ॥ ৫৫
ততো দুঃখং হি সুমহদমানুষমিতি স্মৃতম্ ।
ভুঞ্জতে তত্র তত্রৈব দুঃখং দুষ্কৃতকারিণঃ ॥ ৫৬
পঞ্চকষ্টমিতি খ্যাতং নরকং পঞ্চমং প্রিয়ে ।
তত্র দুঃখমনির্দেশ্যং মহাঘোরং যথাতথম্ ॥ ৫৭
পঞ্চেন্দ্রিয়ৈরসহ্যত্বাৎ পঞ্চকষ্টমিতি স্মৃতম্ ।
ভুঞ্জতে তত্র তত্রৈবং দুঃখং দুষ্কৃতকারিণঃ ॥ ৫৮
অমানুষাহ্নিকং দুঃখং মহাভূতৈশ্চ ভুজ্যতে ।
অতিঘোরং চিরং কৃত্বা মহাভূতানি যান্তি তম্ ॥ ৫৯
পঞ্চকষ্টেন হি সমং নাস্তি দুঃখং তথা পরম্ ।
দুঃখস্থানমিতি প্রাহুঃ পঞ্চকষ্টমিতি প্রিয়ে ॥৬০
এবং ক্ষেত্রেষু তিষ্ঠন্তি প্রাণিনো দুঃখভাগিনঃ ।
অন্যে চ নরকাঃ সন্ত্যবীচিপ্রমুখাঃ প্রিয়ে ॥ ৬১
ক্রোশন্তশ্চ রুদন্তশ্চ বেদনার্তা ভৃশাতুরাঃ ।
কেচিদ্ ভ্রমন্তস্তেষ্টন্তে কেচিদ্ ধাবন্তি চাতুরাঃ ॥ ৬২
আধাবন্তো নিবার্য্যন্তে শূলহস্তৈর্যতস্ততঃ ।
রুজাদিতাতৃষাযুক্তাঃ প্রাণিনঃ পাপকারিণঃ ॥ ৬৩

এরূপ বিশাল নরকে তাহারা যতকাল থাকে, ততকাল ঊর্দ্ধভাবে তাহাদিগকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। সাধারণ যাতনা অপেক্ষা নরকে দশ গুণ অধিক দুঃখ ভোগ হয় ।৪৯

শুভলোচনে! সেখানে আত্যন্তিক দুঃখ লাভ হয়। পাপী জীবেরা চীৎকার করিতে থাকে এবং রোদন করিতে করিতে সেখানের যাতনাসমূহ ভোগ করে । ৫০

তাহারা দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য চারিদিকে ঘুরিতে থাকে; কিন্তু সেখানে তদ্বিষয়ে কোনও জ্ঞানী মানুষ নাই। সেই দুঃখের অল্পও অন্তর হয় না এবং মুক্তিকারক জ্ঞানও লাভ লাভ হয় না । ৫১

প্রিয়ে! দ্বিতীয় নরকের নাম হইল মহারৌরব। ইহা পরিমাণে ও দুঃখে রৌরব নরক অপেক্ষা দ্বিগুণ অধিক । ৫২

সেখানে তৃতীয় নরক হইল কণ্টকাবন, যাহা দুঃখ এবং পরিমাণে পূর্ব্বোক্ত দুই নরক হইতে দ্বিগুণ অধিক। ইহাতে মহাপাতকযুক্ত প্রাণীরা প্রবেশ করে । ৫৩-৫৪

প্রিয়ে! চতুর্থ নরক অগ্নিকুণ্ড নামে বিখ্যাত। ইহা পূর্ব্ব অপেক্ষা দ্বিগুণ দুঃখদায়ক। সেইহেতু ইহা অত্যন্ত অমানুষিক দুঃখকর বলিয়া কথিত হয়। সেখানে পাপকারী প্রাণীরা দুঃখ ভোগ করিতে থাকে । ৫৫-৫৬

পঞ্চম নরকের নাম হইল পঞ্চকষ্ট। এখানে যে মহাভয়ানক দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহা যথাযথভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে না । ৫৭

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অসহ্য হওয়ার জন্য ইহার নাম পঞ্চকষ্ট। পাপীরা সেই সেই নরকে দুঃখ ভোগ করে । ৫৮

এখানে অতিশয় বৃহৎ জীবগণ চিরকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত ঘোর অমানুষিক দুঃখ ভোগ করে এবং মহাভূতসকল সেই পাপী পুরুষদের অনুসরণ করে । ৫৯

প্রিয়ে! পঞ্চকষ্ট নরকের সমান বা তাহা হইতে অধিক দুঃখ কিছুই নাই। পঞ্চকষ্ট সমস্ত দুঃখের নিবাসস্থান বলিয়া কথিত হয় । ৬০

এইরূপে এই সব নরকে দুঃখভোগকারী প্রাণীরা বাস করে। প্রিয়ে! এই সব নরক ব্যতীত আরও বহু সংখ্যক অবীচি প্রভৃতি নরক আছে । ৬১

বেদনায় পীড়িত ও অত্যন্ত আতুর হইয়া নরকবাসী জীবগণ চীৎকার করিতে এবং রোদন করিতে থাকে। অনেকে চারিদিকে ঘুরিতে থাকে, অন্যেরা ভূতলে পতিত হইয়া ছটফট করিতে থাকে এবং অপর প্রাণীরা আতুর হইয়া দৌড়াইতে থাকে । ৬২

যাবৎ পূর্ব্বকৃতং তাবন্ন মুচ্যন্তে কথঞ্চন।
কৃমিভির্ভক্ষ্যমাণাশ্চ বেদনার্ত্তাস্তৃষান্বিতাঃ ॥ ৬৪

সংস্মরন্তঃ স্বকং পাপং কৃতমাত্মাপরাধজম্।
শোচন্তস্তত্র তিষ্ঠন্তি যাবৎ পাপক্ষয়ং প্রিয়ে ॥ ৬৫

এবং ভুক্ত্বা তু নরকং মুচ্যন্তে পাপসংক্ষয়াৎ ॥ ৬৬

উমোবাচ।

ভগবন্ কতি কালং তে তিষ্ঠন্তি নরকেষু বৈ।
এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামি তন্মে ব্রূহি মহেশ্বর ॥ ৬৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

শতবর্ষসহস্রাণামাদিং কৃত্বা হি জন্তবঃ।
তিষ্ঠন্তি নরকাবাসাঃ প্রলয়ান্তমিতি স্থিতিঃ ॥ ৬৮

উমোবাচ।

ভগবংস্তেষু কে তত্র তিষ্ঠন্তীতি বদ প্রভো ॥ ৬৯

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

রৌরবে শতসাহস্রং বর্ষাণামিতি সংস্থিতিঃ।
মানুষঘ্নাঃ কৃতঘ্নাশ্চ তথৈবানৃতবাদিনঃ ॥ ৭০

দ্বিতীয়ে দ্বিগুণং কালং পচ্যন্তে তাদৃশা নরাঃ।
মহাপাতকযুক্তাস্তু তৃতীয়ে দুঃখমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৭১

চতুর্থে পরিতপ্যন্তে যাবদ্ যুগবিপর্য্যয়ঃ ॥ ৭২

সহন্তস্তাদৃশং ঘোরং পঙ্ককষ্টে তু যাদৃশম্।
তত্রাস্ত চিরদুঃখস্থ হ্যধোঽন্যান্ বিদ্ধি মানুষান্ ॥ ৭৩

এবং তে নরকান্ ভুক্ত্বা তত্র ক্ষপিতকল্মষাঃ।
নরকেভ্যো বিমুক্তাশ্চ জায়ন্তে কৃমিজাতিষু ॥ ৭৪

উদ্ভেদজেষু বা কেচিদত্রাপি ক্ষীণকল্মষাঃ।
পুনরেব প্রজায়ন্তে মৃগপক্ষিষু শোভনে ॥ ৭৫

মৃগপক্ষিষু তদ্ ভুক্ত্বা লভন্তে মানুষং পদম্ ॥ ৭৬

উমোবাচ।

নানাজাতিষু কেনৈব জায়ন্তে পাপকারিণঃ ॥ ৭৭

অনেকে দৌড়াইতে থাকিলে হস্তে শূল লইয়া যমদূতগণ তাহাদের যেখানে সেখানে নিবারিত করে। সেখানে পাপকর্মকারী প্রাণীকে রোগে পীড়িত এবং পিপাসায় ব্যথিত হইতে থাকে। ৬৩

যতক্ষণ না পূর্ব্বকৃত পাপভোগ শেষ হয়, ততক্ষণ কোন প্রকারেই তাহাদের নরক হইতে মুক্তিলাভ হয় না। তাহাদের সকলকে কৃমিতে দংশন করিতে থাকে এবং তাহারা বেদনায় পীড়িত ও পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া উঠে। ৬৪

প্রিয়ে! যতক্ষণ না সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়, ততক্ষণ তাহারা নিজেদের কৃত অপরাধজনিত পাপ স্মরণ করিতে করিতে সেখানে শোকমগ্ন থাকে। এইভাবে নরক ভোগ করিয়া পাপসকল নাশ করিবার পর তাহারা সেই কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৬৫-৬৬

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! মহেশ্বর! পাপী জীবগণ কতকাল পর্য্যন্ত নরকসমূহে থাকে? ইহা আমি জানিতে বাসনা করি; অতএব তাহা আমাকে বলুন। ৬৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—প্রাণীরা নিজ নিজ পাপানুসারে এক লক্ষ বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকসমূহে বাস করে—ইহাই শাস্ত্রের নিশ্চয়। ৬৮

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! প্রভো! সেই সব নরকে কিরূপ পাপীরা বাস করে? ইহা আমাকে বলুন। ৬৯

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—রৌরব নরকে একলক্ষ বর্ষ পর্য্যন্ত বাস করিবার নিয়ম আছে। এই নরকে মানুষহত্যাকারী, কৃতঘ্ন ও অসত্যবাদী মনুষ্যগণ গমন করে। ৭০

দ্বিতীয় নরক মহারৌরবে এইরূপ পাপীরাই দ্বিগুণকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ দুইলক্ষ বর্ষ পর্য্যন্ত পচিতে থাকে। তৃতীয় নরক কণ্টকবনে মহাপাপী মানুষেরা কষ্ট ভোগ করে। ৭১

চতুর্থ নরক অগ্নিকুণ্ডে পাপীরা ততকাল সন্তপ্ত হইতে থাকে, যতকাল না মহাপ্রলয় হয়। ৭২

পঞ্চম নরক পঙ্ককষ্টে যেরূপ ভয়ঙ্কর দুঃখ ভোগ হয়, তাহাও এই নরকে সহ্য করিতে হয়। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত দুঃখদায়ক এই ঘোর নরক হইতে নিম্নে মানবসম্বন্ধী অন্য বহু নরকের স্থিতি আছে বলিয়া জানিও। ৭৩

এইভাবে নরকসমূহ ভোগ করিয়া পাপ নষ্ট হইয়া যাইলে পর সেই মনুষ্যগণ এই সব নরক হইতে মুক্ত হইয়া কৃমিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৭৪

শোভনে! অথবা অনেকে উদ্ভিজ্জযোনিতে জন্মলাভ করে। ইহাদের মধ্যে কিছু পাপক্ষয় হইয়া যাইলে পর তাহারা পুনরায় পশু-পক্ষী যোনিতে জন্মপ্রাপ্ত হয়। সেখানে কর্মফল ভোগ করিয়া তাহাদের মনুষ্যদেহ লাভ হয়। ৭৫-৭৬

উমাদেবী বলিলেন,—প্রভো! পাপকর্মকারী মনুষ্যগণ কিভাবে নানাপ্রকার যোনিতে জন্মগ্রহণ করে? ৭৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

তদহং তে প্রবক্ষ্যামি যৎ ত্বমিচ্ছসি শোভনে।
সর্বদাত্মা কর্মবশো নানাজাতিষু জায়তে ॥ ৭৮
যস্তু মাংসপ্রিয়ো নিত্যং কাকগৃধ্রান্ স সংস্পৃশেৎ।
সুরাপঃ সততং মর্ত্যঃ শূকরত্বং ব্রজেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৭৯
অভক্ষ্যভক্ষণো মর্ত্যঃ কাকজাতিষু জায়তে।
আত্মঘ্নো যো নরঃ কোপাৎ প্রেতজাতিষু তিষ্ঠতি ॥৮০
পৈশুন্যাৎ পরিবাদাচ্চ কুক্কুটত্বমবাপ্নুয়াৎ।
নাস্তিকশ্চৈব যো মূর্খো মৃগজাতিং স গচ্ছতি ॥ ৮১
হিংসাবিহারস্তু নরঃ কৃমিকীটেষু জায়তে।
অতিমানযুতো নিত্যং প্রেত্য গর্দভতাং ব্রজেৎ ॥ ৮২
অগম্যাগমনাচ্চৈব পরদারনিষেবণাৎ।
মূষিকত্বং ব্রজেন্মর্ত্যো নাস্তি তত্র বিচারণা ॥ ৮৩
কৃতঘ্নো মিত্রঘাতী চ শৃগালবৃকজাতিষু।
কৃতঘ্নঃ পুত্রঘাতী চ স্থাবরেষ্বথ তিষ্ঠতি ॥ ৮৪
এবমাদ্যশুভং কৃত্বা নরা নিরয়গামিনঃ।
তাং তাং যোনিং প্রপদ্যন্তে স্বকৃতস্যৈব কারণাৎ ॥ ৮৫
এবং জাতিষু নির্দেশ্যাঃ প্রাণিনঃ পাপকারিণঃ।
কথঞ্চিৎ পুনরুৎপন্ন লভন্তে মানুষং পদম্ ॥ ৮৬
বহুশস্তাগ্নিসংক্রান্তং লোহং শুচিময়ং যথা।
বহুদুঃখাভিসন্তপ্তস্তথাত্মা শোধ্যতে বলাৎ ॥৮৭
তস্মাৎ সুদুর্লভং চেতি বিদ্ধি জন্মনু মানুষম্ ॥ ৮৮

ইত্যাধিকঃ দশমঃ অধ্যায়ঃ।

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন, শোভনে! তুমি যাহা যাসনা করিলে, আমি তাহাই বলিতেছি। জীবাত্মা সদা কর্মের অধীনস্থ হইয়া নানাপ্রকার যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৭৮

যে মানুষ প্রতিদিন মাংসের জন্য লালসান্বিত থাকে, সেই মানুষ কাক ও শকুনির যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। সদা মদ্যপায়ী মানুষ নিশ্চয়ই শূকর হয়। ৭৯

অভক্ষ্য ভক্ষণকারী মানুষ কাকজাতিতে উৎপন্ন হয় এবং ক্রোধ সহকারে আত্মহত্যাকারী মানুষ প্রেত যোনিতে পতিত হয়। ৮০

অপরের সহিত খলতা করিলে বা অপরের নিন্দা করিলে কুক্কুট (মুর্গী)-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে মূর্খ মানুষ নাস্তিক হয়, সে মৃগজাতিতে জন্মগ্রহণ করে। ৮১

হিংসা বা মৃগয়া করিবার জন্য ভ্রমণকারী মানুষ কৃমি কীট যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। অত্যন্ত অভিমানযুক্ত মানুষ সদা মৃত্যুর পর গর্দভযোনিতে জন্ম লাভ করে। ৮২

অগম্যাগমন করিলে এবং পরস্ত্রী সেবন করিলে মানুষ ইঁদুর হয়। এ বিষয়ে আর অন্য কিছু বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। ৮৩

কৃতঘ্ন ও মিত্রঘাতী মানুষ শৃগাল এবং বৃক (নেঁকড়া) জাতিতে জন্মগ্রহণ করে। অপরের কৃত উপকারকে যে মানে না এবং পুত্রহত্যাকারী মানুষ স্থাবরযোনিতে জন্মলাভ করে। ৮৪

ইত্যাদি প্রকারের অশুভ কর্ম করিয়া মানুষ নরকগামী হয় এবং নিজেরই কৃত কর্মের কারণ ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৮৫

এইভাবে বিভিন্ন জাতিতে জন্মগ্রহণকারী পাপকর্মকারী প্রাণিগণের নির্দেশ করা উচিত। ইহারা কোনও ভাবে সেই যোনি হইতে মুক্ত হইয়া যখন পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, তখন মানুষের পদপ্রাপ্ত হয়। ৮৬

যেরূপ লৌহকে বারংবার অগ্নিতে সন্তাপিত করিলে সে শুদ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ বহুবিধ দুঃখে অত্যন্ত সন্তাপিত হইয়া জীবাত্মা তাহারই ফলে শুদ্ধ হইয়া যায়। অতএব সকল জন্ম হইতে মানব জন্মকে অতিশয় দুর্লভ বলিয়া জানিও। ৮৭-৮৮

অধিক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

অধিকঃ একাদশঃ অধ্যায়ঃ।

[শুভাশুভমানসাদিত্রিবিধকর্মণাং স্বরূপফলয়োঃ কথনম্; মদ্যসেবনদোষস্য বর্ণনম্, আহারশুদ্ধিঃ, মাংস-ভক্ষণেন দোষঃ, মাংসাভক্ষণেন লাভঃ, জীবদয়ামহত্বম্, গুরুপূজাবিধিঃ, উপবাসবিধিঃ, ব্রহ্মচর্য্যপালনম্, তীর্থযাত্রা, সর্ব্বসাধারণ-দ্রব্যদানেন পুণ্যম্, অন্ন-সুবর্ণ-গো-ভূমি-কন্যা-বিদ্যাদানানাং মাহাত্ম্যম্, পুণ্যতম-দেশ-কালকথনম্, প্রদত্তদানস্য ধর্মস্য চ নিষ্ফলতা, নানা-বিধদানম্, লৌকিক-বৈদিকযজ্ঞস্য দেবতানাঞ্চ পূজায়া নিরূপণঞ্চ।]

উমোবাচ।

শ্রোতুং ভূয়োঽহমিচ্ছামি প্রজানাং হিতকারণাৎ।
শুভাশুভমিতি প্রোক্তং কর্ম স্বং স্বং সমাসতঃ ॥১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

তদহং তে প্রবক্ষ্যামি তৎ সর্বং শৃণু শোভনে।
সুকৃতং দুষ্কৃতং চেতি দ্বিবিধং কর্মবিস্তরম্ ॥ ২

তয়োর্যদ্ দুষ্কৃতং কর্ম তচ্চ সঞ্জায়তে ত্রিধা।
মনসা কর্মণা বাচা বুদ্ধিমোহসমুদ্ভবাৎ ॥ ৩

মনঃপূর্বং তু বা কর্ম বর্ততে বাঙ্ময়ং ততঃ।
জায়তে বৈ ক্রিয়াযোগমনু চেষ্টাক্রমঃ প্রিয়ে ॥ ৪

অভিদ্রোহোঽভ্যসূয়া চ পরার্থেষু চ স্পৃহা।
ধর্মকার্য্যে যদাশ্রদ্ধা পাপকর্মণি হর্ষণম্ ॥ ৫

এবমাদ্যশুভং কর্ম মনসা পাপমুচ্যতে।
অনৃতং যচ্চ পরুষমবদ্ধং যচ্চ শঙ্করি।
অসত্যং পরিবাদশ্চ পাপমেতৎ তু বাঙ্ময়ম্ ॥ ৬

অগম্যাগমনং চৈব পরদারনিষেবণম্।
বধবন্ধপরিক্লেশৈঃ পরপ্রাণোপতাপনম্ ॥ ৭

চৌর্য্যং পরেষাং দ্রব্যাণাং হরণং নাশনং তথা।
অভক্ষ্যভক্ষণং চৈব ব্যসনেষ্বভিষক্ততা ॥ ৮

দর্পাৎ স্তম্ভাভিমানাচ্চ পরেষামুপতাপনম্।
অকার্য্যাণাঞ্চ করণমশৌচং পানসেবনম্ ॥ ৯

দৌঃশীল্যং পাপসম্পর্কে সাহায্যং পাপকর্মণি।
অধর্ম্যমযশস্যঞ্চ কার্য্যং তস্য নিষেবণম্ ॥ ১০

এবমাদ্যশুভং চাস্যচ্ছারীরং পাপমুচ্যতে ॥ ১১

অধিক একাদশ অধ্যায়।

[শুভাশুভ মানসাদি তিন প্রকার কর্মের স্বরূপ ও তাহাদের ফল কথন, মদ্যপানের দোষ বর্ণন, আহার শুদ্ধি, মাংসভক্ষণে দোষ, মাংস অভক্ষণে লাভ, জীবদয়ার মহত্ত্ব, গুরুপূজা বিধি, উপবাস বিধি, ব্রহ্মচর্য্যপালন, তীর্থচর্চা, সর্ব্বসাধারণ দ্রব্যদানে পুণ্য, অন্ন, সুবর্ণ, গো, ভূমি, কন্যা ও বিদ্যাদানের মাহাত্ম্য, পুণ্যতম দেশ কাল-কথন, প্রদত্ত দান ও ধর্মের নিষ্ফলতা, বিবিধ প্রকারের দান, লৌকিক-বৈদিক যজ্ঞ এবং দেবতাগণের পূজা নিরূপণ।]

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! এখন আমি পুনরায় প্রজা-বর্গের হিতের জন্য শুভ ও অশুভ বলিয়া কথিত নিজ নিজ কর্মের সংক্ষেপে বর্ণনা শ্রবণ করিতে বাসনা করি। ১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—শোভনে! এই সব আমি তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে পর্য্যন্ত কর্মের বিস্তার আছে, তাহাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এক সুকৃত (পুণ্য) ও দ্বিতীয় দুষ্কৃত (পাপ)। ২

এই উভয়ের মধ্যে যে দুষ্কৃত কর্ম, তাহা তিন প্রকার উৎপন্ন হয়। এক মনের দ্বারা, দ্বিতীয় ক্রিয়ার দ্বারা এবং তৃতীয় বাক্যের দ্বারা দুষ্কর্ম উদ্ভূত হয়। বুদ্ধিতে মোহের প্রাদুর্ভাব হইলেই পাপ হয়। ৩

প্রিয়ে! প্রথমে মনের দ্বারা কর্মের চিন্তা হয়, তারপর বাক্যের দ্বারা উহার প্রকাশ হয়। তদনন্তর ক্রিয়ার দ্বারা তাহাকে সম্পন্ন করা হয়। ইহার সহিত চেষ্টারও ক্রম চলিতে থাকে। ৪

অভিদ্রোহ, অসূয়া ও পরের অর্থে অভিলাষ—ইহারা মানসিক অশুভ কর্ম। যখন ধর্মকার্য্যে অশ্রদ্ধা হয়, পাপকার্য্যে হর্ষ ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়, তখন এইরূপ অশুভ কর্মকে মানসিক পাপ বলে। ৫½

কল্যাণকারিণী দেবি! যাহা মিথ্যা, কঠোর ও যে অসম্বদ্ধ বাক্য বলা হয়, অসত্যভাষণ এবং অপরের নিন্দা—এই সব বাক্য হইতে উৎপন্ন পাপ। ৬

অগম্যা স্ত্রীর সহিত সমাগম, পরস্ত্রীসেবন, বধ, বন্ধন ও নানা প্রকার ক্লেশসমূহের দ্বারা অন্য প্রাণীদিগকে সন্তাপিত করা, পরধন চুরি, অপহরণ ও নাশ করা, অভক্ষ্য পদার্থ ভক্ষণ করা, দুর্ব্যসনে আসক্তি, দর্প, উদ্দণ্ডতা ও অভিমানের দ্বারা অপরকে সন্তাপিত করা, অকরণীয় কার্য্য করা, অপবিত্র বস্তু পান করা অথবা সেবন করা, পাপিগণের সংসর্গে থাকিয়া দুরাচারী হওয়া, পাপকার্য্যে সহায়তা করা, অধর্ম ও অপযশবর্দ্ধক কার্য্য অবলম্বন করা—

মানসাদ্ বাঙ্ময়ং পাপং বিশিষ্টমিতি লক্ষ্যতে।
বাঙ্ময়াদপি বৈ পাপাচ্ছারীরং গণ্যতে বহু ॥ ১২
এবং পাপযুতং কর্ম ত্রিবিধং পাতয়েন্নরম্।
পরোপতাপজননমত্যন্তং পাতকং স্মৃতম্ ॥ ১৩
ত্রিবিধং তৎ কৃতং পাপং কর্তারং পাপকং নয়েৎ।
পাতকং চাপি যৎ কর্ম কর্মণা বুদ্ধিপূর্বকম্ ॥ ১৪
সাপদেশমবশ্যং তু কর্তব্যমিতি তৎ কৃতম্।
কথঞ্চিৎ তৎ কৃতমপি কর্তা তেন ন লিপ্যতে ॥ ১৫
উমোবাচ।
ভগবন্ পাপকং কর্ম যথা কৃত্বা ন লিপ্যতে ॥ ১৬
শ্রীমহেশ্বর উবাচ।
যো নরোঽনপরাধী চ স্বাত্মপ্রাণস্য রক্ষণাৎ।
শত্রুমুদ্যতশস্ত্রং বা পূর্বং তেন হতোঽপি বা ॥ ১৭
প্রতিহন্তায়ো হিংস্যান্ন স পাপেন লিপ্যতে।
চোরাদধিকসন্ত্রস্তস্তৎপ্রতীকারচেষ্টয়া।
যঃ প্রজহ্নন্ নরো হন্যান্ন স পাপেন লিপ্যতে ॥ ১৮
গ্রামার্থং ভর্তৃপিণ্ডার্থং দীনানুগ্রহকারণাৎ।
বধবন্ধপরিক্লেশান্ কুর্বন্ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৯
দুর্ভিক্ষে চাত্মবৃত্ত্যর্থমেকায়নগতস্তথা।
অকার্য্যং বাপ্যভক্ষ্যং বা কৃত্বা পাপান্ন লিপ্যতে ॥২০
কেচিদ্ধসন্তি তৎ পীত্বা প্রবদন্তি তথা পরে।
নৃত্যন্তি মুদিতাঃ কেচিদ্ গায়ন্তি চ শুভাশুভান্ ॥২১
কলিং তে কুর্বতেঽভীষ্টং প্রহরন্তি পরস্পরম্।
কচিদ্ ধাবন্তি সহসা প্রস্খলন্তি পতন্তি চ ॥ ২২
অযুক্তং বহু ভাষন্তে যত্র কচন শোভনে।
নগ্না বিক্ষিপ্য গাত্রাণি নষ্টজ্ঞানা ইবাসতে ॥ ২৩
এবং বহুবিধান্ ভাবান্ কুর্বন্তি ভ্রান্তচেতনাঃ
যে পিবন্তি মহামোহং পানং পাপযুতা নরাঃ ॥ ২৪

ইত্যাদি যে-সব অশুভ কর্ম আছে, সেই সমস্তকেই শারীরিক পাপ বলা হয় ॥ ৭-১১

মানস পাপ হইতে বাগ্জ পাপ অধিক—ইহা দেখা যায়। আবার বাগ্জ পাপ হইতে শারীরিক পাপ অধিক বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ১২

এইরূপ যে তিন প্রকার পাপকর্ম, তাহা মানুষকে অধঃপাতিত করে। অন্য ব্যক্তির সন্তাপ উৎপাদন করা অত্যন্ত পাতক বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ১৩

নিজের কৃত ত্রিবিধ পাপ পাপকারীকে পাপময় যোনিতে লইয়া যায়। পাতকরূপ কর্মও যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক কাহারও প্রাণ-রক্ষাদি উদ্দেশ্যে অবশ্যকর্তব্য মানিয়া ক্রিয়া (শরীর) দ্বারা কোন প্রকারে করা হইয়া থাকে, তবে উহার দ্বারা কর্তা লিপ্ত হয় না ॥ ১৪-১৫

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! কিরূপ পাপকার্য্য করিয়া মানুষ তাহার দ্বারা লিপ্ত হয় না ? ১৬

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যে নিরপরাধ মানুষ অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া বধ করিবার উদ্দেশ্যে আগত শত্রুর উপর প্রথমে তাহার দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে পর নিজের প্রাণরক্ষার জন্য প্রত্যাঘাত করে ও তাহাকে বিনাশ করে, সেই মানুষ উক্ত পাপের দ্বারা লিপ্ত হয় না ॥ ১৭½

যে মানুষ চোরের নিকট হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া তাহার প্রতীকারের জন্য চেষ্টা করিতে করিতে তাহার উপর প্রহার করে ও তাহাকে হত্যা করে, সেই মানুষ পাপলিপ্ত হয় না ॥ ১৮

যে ব্যক্তি গ্রামের রক্ষার জন্য, প্রভুর অন্নের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া তাহার ঋণ শোধ করিবার জন্য বা প্রভুর অন্ন রক্ষা করিবার জন্য অথবা দীন-দুঃখীর প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য কোনও শত্রুকে বধ করে বা বন্ধন করিয়া ক্লেশদান করিলে, সেই ব্যক্তিও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ১৯

যে ব্যক্তি অকালে নিজের জীবিকা চালাইবার জন্য এবং অন্য কোনও উপায় না থাকিলে অকার্য্য বা অভক্ষ্য ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তি পাপলিপ্ত হয় না ॥ ২০

(এখন মদ্যপানের দোষ বলিতেছি) মদ্যপান করিয়া অনেকে আবেশে অট্টহাস্য করে, অনেকে নানাবিধ অসম্বদ্ধ কথা বলে, কত মানুষ আনন্দে নৃত্য করে ও তাল-মন্দ নানা গান করে ॥ ২১

তাহারা পরস্পর ইচ্ছানুসারে কলহ করে এবং পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে থাকে। কখনও সহসা দৌড়াইতে থাকে, কখনও তাহাদের পাদস্খলন হয় ও কখনও ভূতলে পতিত হয় ॥ ২২

শোভনে! তাহারা যেখানে সেখানে অনুচিত কথা বলে

ধৃতিং লজ্জাঞ্চ বুদ্ধিঞ্চ পানং পীতং প্রণাশয়েৎ ।
তস্মান্নরাঃ সম্ভবন্তি নির্লজ্জা নিরপত্রপাঃ ॥ ২৫
পানপস্তু সুরাং পীত্বা তদা বুদ্ধিপ্রণাশনাৎ ।
কার্য্যাকার্য্যস্য চাজ্ঞানাদ্ যথেষ্টকারণাৎ স্বয়ম্ ॥ ২৬
বিদুষামবিধেয়ত্বাৎ পাপমেবাভিপদ্যতে ॥ ২৭
পরিভূতো ভবেল্লোকে মদ্যপো মিত্রভেদকঃ ।
সর্বকালমশুদ্ধশ্চ সর্বভক্ষস্তথা ভবেৎ ॥ ২৮
বিনষ্টো জ্ঞানবিদ্বদ্ভ্যঃ সততং কলিভাবগঃ ।
পরুষং কটুকং ঘোরং বাক্যং বদতি সর্বশঃ ॥ ২৯
গুরূনতিবদেন্মত্তঃ পরদারান্ প্রধর্ষয়েৎ ।
সংবিদং কুরুতে শৌণ্ডৈর্ন শৃণোতি হিতং কচিৎ ॥৩০
এবং বহুবিধা দোষাঃ পানপে সন্তি শোভনে ।
কেবলং নরকং যান্তি নাস্তি তত্র বিচারণা ॥ ৩১
তস্মাৎ তদ্ বর্জিতং সদ্ভিঃ পানমাত্মহিতৈষিভিঃ ।
যদি পানং ন বর্জেয়ন্ সন্তশ্চারিত্রকারণাৎ ।
ভবেদেতজ্জগৎ সর্বমমর্য্যাদঞ্চ নিষ্ক্রিয়ম্ ॥ ৩২
তস্মাদ্ বুদ্ধেহি রক্ষার্থং সদ্ভিঃ পানং বিবর্জিতম্ ।
বিধানং সুকৃতস্যাপি ভূয়ঃ শৃণু শুচিস্মিতে ।
প্রোচ্যতে তৎ ত্রিধা দেবি সুকৃতঞ্চ সমাসতঃ ॥ ৩৩
ত্রৈবিধ্যদোষোপরমে যস্তু দোষব্যপেক্ষয়া ।
স হি প্রাপ্নোতি সকলং সর্বদুষ্কৃতবর্জনাৎ ॥ ৩৪
প্রথমং বর্জয়েদ্ দোষান্ যুগপৎ পৃথগেব বা ।
তথা ধর্মমবাপ্নোতি দোষত্যাগো হি দুষ্করঃ ॥ ৩৫
দোষসাকল্যসন্ত্যাগান্মুনির্ভবতি মানবঃ ॥ ৩৬
সৌকর্য্যং পশ্য ধর্মস্য কার্য্যারম্ভাদৃতেঽপি চ ।
আত্মোপলব্ধোপরমাল্লভতে সুকৃতং পরম্ ॥ ৩৭
অহো নৃশংসাঃ পচ্যন্তে মানুষাঃ স্বল্পবুদ্ধয়ঃ ।
যে তাদৃশং ন বুধ্যন্তে আত্মাধীনঞ্চ নির্বৃতাঃ ॥ ৩৮

কখনও নগ্ন হইয়া হস্ত পদ চারিদিকে নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং যেন অচৈতন্য হইয়া পড়ে । ২৩

এইভাবে ভ্রান্তচিত্ত হইয়া তাহারা নানাপ্রকার ভাব প্রকাশ করিতে থাকে । যে সব মানুষ মহামোহে পাতিতকারী মদ্য পান করে, তাহারা পাপী হইয়া যায় ॥ ২৪

পীত মদ্য মানুষের ধৈর্য্য, লজ্জা ও বুদ্ধিকে নষ্ট করিয়া দেয় । ইহাতে সকল মানুষই নির্লজ্জ ও নিরপত্রপ (বেহায়া) হইয়া যায় । ২৫

মদ্যপায়ী মানুষ মদ্য পান করিয়া বুদ্ধির নাশ হইয়া যাইলে কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্যের জ্ঞান না থাকায় ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিলে ও বিদ্বান্ পুরুষগণের আজ্ঞার অধীন না থাকিলে পাপই প্রাপ্ত হয় ॥ ২৬-২৭

মদ্যপায়ী মানুষ জগতে অপমানিত হয়, মিত্রগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, সব কিছুই ভক্ষণ করে এবং সব সময় অশুদ্ধ থাকে । ২৮

যে নিজে সর্ব্বপ্রকারে নষ্ট হইয়া বিদ্বান্ বিবেকী পুরুষগণের সহিত কলহ করে । সর্ব্বদা সে রুক্ষ, কঠোর ও ভয়ঙ্কর কথা বলিতে থাকে । ২৯

সে-ই উন্মত্ত হইয়া গুরুজনগণকে অবজ্ঞাসূচক নানা কথা বলে । পরস্ত্রীগণের সহিত বলাৎকার করে, ধূর্ত্ত ও পাশাখেলা-কারী (জুয়ারী)-দিগের সহিত পরামর্শ করে এবং কখনও কাহারও হিতকথা শ্রবণ করে না । ৩০

শোভনে ! এইরূপ মদ্যপানকারীর মধ্যে বহুবিধ দোষ থাকে । তাহারা কেবল নরকে গমন করে—সে বিষয়ে আর কিছু বিচারের আবশ্যকতা নাই । ৩১

সেইজন্য নিজের হিতকামী সৎপুরুষগণের কখনও মদ্য পান করা উচিত নয় । উহা সর্ব্বতোভাবে বর্জন করিবে । যদি সদাচারের রক্ষার জন্য সৎপুরুষগণ মদ্যপান ত্যাগ না করে, তবে সম্পূর্ণ জগৎ মর্য্যাদারহিত ও অকর্মণ্য হইয়া যাইবে (ইহা শারীরিক মহাপাপ) । ৩২

অতএব শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ বুদ্ধিকে রক্ষা করিবার জন্য মদ্যপান পরিত্যাগ করিয়া দিবে । পবিত্রহাস্যময়ী দেবি ! এখন পুণ্যের বিধান শ্রবণ কর । সংক্ষেপে তিন প্রকারের পুণ্যের কথাও বলা হয় । ৩৩

মানসিক, বাচিক ও কায়িক এই তিন দোষের নিবৃত্তি হইলে যে ব্যক্তি দোষের উপেক্ষা করিয়া সমস্ত দুষ্কর্ম ত্যাগ করিয়া দেয়, সে সকল শুভ কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয় । ৩৪

প্রথমে সমস্ত দোষ একসঙ্গে অথবা ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য । এরূপ করিলে মানুষের ধর্মাচরণের ফললাভ হয়, কারণ, দোষসকল ত্যাগ করাই অত্যন্ত কঠিন । ৩৫

সমস্ত দোষকে ত্যাগ করিয়া দিলে মানুষ মুনি হইয়া যায় । দেখ, ধর্ম্মকার্য্য করায় কত সুবিধা বা সুগমতা লাভ হয় যে, কোনও কার্য্য না করিয়াই নিজের প্রাপ্ত দোষসমূহ ত্যাগ করামাত্রই মানুষ পরম পুণ্য লাভ করিতে পারে । ৩৬-৩৭

দুষ্কৃতত্যাগমাত্রেণ পদমূর্দ্ধং হি লভ্যতে ॥ ৩৯
পাপভীরুত্বমাত্রেণ দোষাণাং পরিবর্জনাৎ।
সুশোভনো ভবেদ্ দেবি ঋজুর্ধর্মব্যপেক্ষয়া ॥ ৪০
শ্রুত্বা চ বৃদ্ধসংযোগাদিন্দ্রিয়াণাঞ্চ নিগ্রহাৎ।
সন্তোষাচ্চ ধৃতেশ্চৈব শক্যতে দোষবর্জনম্ ॥ ৪১
তদেব ধর্মমিত্যাহুর্দোষসংযমনং প্রিয়ে।
যমধর্মেণ ধর্মোঽস্তি নান্যঃ শুভতরঃ প্রিয়ে ॥ ৪২
যমধর্মেণ যতয়ঃ প্রাপ্নুবন্ত্যুত্তমাং গতিম্ ॥ ৪৩
ঈশ্বরাণাং প্রভবতাং দরিদ্রাণাঞ্চ বৈ নৃণাম্।
সফলো দোষসন্ত্যাগো দানাদপি শুভাদপি ॥ ৪৪
তপো দানং মহাদেবি দোষমল্পং হি নির্হরেৎ।
সুকৃতং যামিকং চোক্তং বক্ষ্যে নিরূপসাধনম্ ॥ ৪৫
সুখাভিসন্ধির্লোকানাং সত্যং শৌচমথার্জবম্।
ব্রতোপবাসঃ প্রীতিশ্চ ব্রহ্মচর্য্যং দমঃ শমঃ ॥ ৪৬
এবমাদি শুভং কর্ম সুকৃতং নিয়মাশ্রিতম্।
শৃণু তেষাং বিশেষাংশ্চ কীর্ত্তয়িষ্যামি ভামিনি ॥ ৪৭
সত্যং স্বর্গস্য সোপানং পারাবারস্য নৌরিব।
নাস্তি সত্যাৎ পরং দানং নাস্তি সত্যাৎ পরং তপঃ ॥ ৪৮
যথা শ্রুতং যথা দৃষ্টমাত্মনা যদ্ যথা কৃতম্।
তথা তস্যাবিকারেণ বচনং সত্যলক্ষণম্ ॥ ৪৯
যচ্ছলেনাভিসংযুক্তং সত্যরূপং মৃষৈব তৎ।
সত্যমেব প্রবক্তব্যং পারাবর্য্যং বিজানতা ॥ ৫০
দীর্ঘায়ুশ্চ ভবেৎ সত্যাৎ কুলসন্তানপালকঃ।
লোকসংস্থিতিপালশ্চ ভবেৎ সত্যেন মানবঃ ॥ ৫১
উমোবাচ।
কথং সন্ধারয়ন্ মর্ত্ত্যো ব্রতং শুভমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫২
শ্রীমহেশ্বর উবাচ।
পূর্ব্বমুক্তং তু যৎ পাপং মনোবাক্কায়কর্মভিঃ।
ব্রতবৎ তস্য সন্ত্যাগস্তপোব্রতমিতি স্মৃতম্ ॥ ৫৩
শুদ্ধকায়ো নরো ভূত্বা স্নাত্বা তীর্থে যথাবিধি।
পঞ্চভূতানি চন্দ্রার্কৌ সন্ধ্যে ধর্মযমৌ পিতৄন্ ॥ ৫৪

অহো! অল্পবুদ্ধি মানুষেরা কিরূপ ক্রূর হয় যে, তাহারা পাপ কর্ম করিয়া নিজেদেরকে নরকাগ্নিতে পাক করিতে থাকে। তাহারা সন্তোষপূর্ব্বক ইহা বুঝিতে পারে না যে, সেইরূপ পুণ্য কর্মও সর্ব্বথা নিজেরই অধীনে থাকে। দুষ্কর্ম ত্যাগ করামাত্রই মানুষ উর্দ্ধপদ (স্বর্গলোক) লাভ করে। ৩৮-৩৯

দেবি! পাপভয় হওয়ামাত্রই, দোষসমূহ পরিত্যাগ করিলে এবং নিষ্কপট ধর্মের অপেক্ষা রাখিলে মানুষ উত্তম পরিণামভাগী হয়। ৪০

জ্ঞানী পুরুষগণের সম্পর্কে আসিয়া ধর্মোপদেশ শ্রবণ করত ইন্দ্রিয়সকলের সংযম করিলে এবং সন্তোষ ও ধৈর্য্য ধারণ করিলে মানুষ দোষসমূহ পরিত্যাগ করিতে পারে। ৪১

প্রিয়ে! দোষবর্জনকেই ধর্মাত্মা পুরুষগণ 'ধর্ম' বলে। সংযমরূপ ধর্ম পালন করিলে যে ধর্ম হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণকারী হইয়া থাকে, অন্য কোনও সাধন নহে। ৪২

সংযমধর্ম পালনের দ্বারা যতিগণ উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। প্রভাবশালী ধনীরা দান করিলে এবং দরিদ্র মনুষ্যগণ শুভ কর্মসমূহের আচরণ করিলেও দোষত্যাগ সফল হয়। ৪৩-৪৪

মহাদেবি! তপ ও দান অল্প দোষ হরণ করে। এস্থলে সংযমসম্বন্ধী সুকৃত কথিত হইয়াছে। এখন সহায়ক সাধনসমূহ বিনা প্রাপ্য সুকৃতের বর্ণনা করিব। ৪৫

জগতের সকল লোকের সুখী হইবার কামনা, সত্য, শৌচ, সরলতা, ব্রতসম্বন্ধী উপবাস, প্রীতি, ব্রহ্মচর্য্য, দম ও শম—এই সব শুভ কর্ম নিয়মকে আশ্রয় করিয়া স্থিত সুকৃত। ভামিনি! এখন ইহাদের বিশেষ ভেদসকল বর্ণনা করিব, শ্রবণ কর। ৪৬-৪৭

যেরূপ নৌকা সমুদ্র পার হইবার সাধন, সেইরূপ সত্য স্বর্গলোকে যাইবার সোপান (সিঁড়ি)। সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও দান নাই এবং সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোনও তপস্যা নাই। ৪৮

যাহা যেরূপ শ্রবণ করা হইয়াছে, যেরূপ দর্শন করা হইয়াছে এবং নিজের দ্বারা যেরূপ আচরণ করা হইয়াছে, তাহাকে কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা হইল সত্যের লক্ষণ। ৪৯

যে সত্য ছলের দ্বারা যুক্ত, তাহা মিথ্যা। অতএব সত্যাসত্যের শুভাশুভ পরিণাম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ মানুষের সর্ব্বদা সত্য কথাই বলা উচিত। ৫০

সত্যপালনে মানুষ দীর্ঘায়ু হয়। সত্যের দ্বারা কুল-পরম্পরার পালক হওয়া যায় এবং সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলে মানুষ লোকমর্য্যাদার সংরক্ষক হইয়া থাকে। ৫১

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! মানুষ কিভাবে ব্রতধারণ করিয়া শুভফল প্রাপ্ত হয়? ৫২

আত্মনৈব তথাঽঽত্মানং নিবেদ্য ব্রতমাচরেৎ ।
ব্রতমামরণাদ্ বাপি কালচ্ছেদেন বা হরেৎ ॥৫৫

শাকাদিষু ব্রতং কুর্য্যাৎ তথা পুষ্পফলাদিষু ।
ব্রহ্মচর্য্যব্রতং কুর্য্যাদুপবাসব্রতং তথা ॥ ৫৬

এবমন্যেষু বহুষু ব্রতং কার্য্যং হিতৈষিণা
ব্রতভঙ্গো যথা ন স্যাদ্ রক্ষিতব্যং তথা বুধৈঃ ॥৫৭

ব্রতভঙ্গে মহৎ পাপমিতি বিদ্ধি শুভেক্ষণে ॥ ৫৮

ঔষধার্থং যদজ্ঞানাদ্ গুরূণাং বচনাদপি ।
অনুগ্রহার্থং বন্ধূনাং ব্রতভঙ্গো ন দুষ্যতে ॥ ৫৯

ব্রতাপবর্গকালে তু দৈবব্রাহ্মণপূজনম্ ।
নরেণ তু যথাবদ্ধি কার্য্যসিদ্ধিং যথাপ্নুয়াৎ ॥ ৬০

উমোবাচ ।

কথং শৌচবিধিস্তত্র তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৬১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি ! পূর্ব্বে যে মন, বাক্য, শরীর ও ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন পাপসমূহ বর্ণিত হইয়াছে, ব্রতের ন্যায় সেই সব ত্যাগ করিবার নিয়ম গ্রহণ করাকে তপোব্রত বলা হয় । ৫৩

মানব তীর্থে বিধি অনুসারে স্নান করত শুদ্ধদেহ হইয়া স্বয়ংই নিজেকে নিজে পঞ্চ মহাভূত, চন্দ্র, সূর্য্য, উভয়কালীন সন্ধ্যা, ধর্ম্ম, যম ও পিতৃগণের সেবায় নিবেদন করিয়া ব্রতগ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিবে । ৫৪½

নিজের ব্রতকে মৃত্যু পর্য্যন্ত পালন করিবে অথবা সময়সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া তত সময় পর্য্যন্ত ব্রত নির্ব্বাহ করিবে । শাক প্রভৃতি ও ফল-মূলাদি আহার করিয়া ব্রত পালন করিবে । সেই সময় ব্রহ্মচর্য্যপালন ও উপবাস করাও আবশ্যক । ৫৫-৫৬

নিজের হিতকামী মানুষের দুগ্ধ প্রভৃতি অন্য বহু বস্তুসমূহের মধ্যে কোনও একটি উপভোগ করত ব্রতপালন করা উচিত । বিদ্বান্ পুরুষগণের কর্ত্তব্য হইল তাহারা নিজেদের ব্রতভঙ্গ হইতে দিবে না । সর্ব্ব প্রকারে তাহাকে রক্ষা করিয়া যাইবে ।৫৭

শুভলোচনে ! তুমি ইহা জানিও যে, ব্রতভঙ্গ করিলে পর মহাপাপ হয় । কিন্তু ঔষধের জন্য, অজ্ঞানতাবশতঃ, গুরুজনগণের আজ্ঞায় এবং বন্ধুবর্গের উপর অনুগ্রহ করিবার জন্য যদি ব্রতভঙ্গ হয়, তবে তাহা দোষের হইবে না । ৫৮-৫৯

ব্রতের সমাপ্তিকালে মানুষের দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের যথাযথ ভাবে পূজা করা উচিত । ইহাতে তাহার নিজের কার্য্যে সফলতা প্রাপ্তি হয় । ৬০

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

বাহ্যমাভ্যন্তরং চেতি দ্বিবিধং শৌচমিষ্যতে ।
মানসং সুকৃতং যৎ তচ্ছৌচমাভ্যন্তরং স্মৃতম্ ॥ ৬২

সদাহারবিশুদ্ধিশ্চ কায়প্রক্ষালনং তু যৎ ।
বাহ্যশৌচং ভবেদেতৎ তথৈবাচমনাদিনা ॥ ৬৩

মৃচ্চৈব শুদ্ধদেশস্থা গোশকৃন্মূত্রমেব চ ।
দ্রব্যাণি গন্ধযুক্তানি যানি পুষ্টিকরাণি চ ॥ ৬৪

এতৈঃ সম্মার্জনৈঃ কায়মদ্ভসা চ পুনঃ পুনঃ ।
অক্ষোভ্যং যৎ প্রকীর্ণঞ্চ নিত্যস্রোতশ্চ যজ্জলম্ ॥৬৫
প্রায়শস্তাদৃশে মজ্জেদন্যথা চ বিবর্জয়েৎ ॥ ৬৬

ত্রিস্ত্রিরাচমনং শ্রেষ্ঠং নির্মলৈরুদধৃতৈর্জলৈঃ ।
তথা শিশ্নুত্রয়োঃ শুদ্ধিরদ্ভির্বহুমৃদা ভবেৎ ॥৬৭
তথৈব জলসংশুদ্ধির্যৎ সংশুদ্ধং তু সংস্পৃশেৎ ॥৬৮

শকৃতা ভূমিশুদ্ধিঃ স্যাল্লোহানাং ভস্মনা স্মৃতম্ ।
তক্ষণং ঘর্ষণঞ্চৈব দারবাণাং বিশোধনম্ ॥ ৬৯

উমাদেবী বলিলেন, ভগবন্ ! ব্রতগ্রহণ করিবার সময় শৌচাচারের বিধান কিরূপ ? তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন ॥ ৬১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি ! শৌচ দুই প্রকার কথিত হইয়াছে । এক বাহ্য শৌচ, দ্বিতীয় আভ্যন্তর শৌচ । যাহাকে পূর্ব্বে মানসিক সুকৃত বলা হইয়াছে, তাহাকেই এ স্থলে আভ্যন্তর শৌচ বলা হয় । ৬২

সর্ব্বদা বিশুদ্ধ আহার গ্রহণ করা, দেহকে ধৌত করিয়া পরিষ্কার করা এবং আচমনাদির দ্বারাও দেহকে শুদ্ধ করিয়া রাখাকে বলে বাহ্য শৌচ ॥ ৬৩

উত্তম স্থানের মৃত্তিকা, গোবর, গোমূত্র, সুগন্ধিত দ্রব্য ও পৌষ্টিক পদার্থ-- এই সব বস্তুসমূহে মিশ্রিত জলের দ্বারা মার্জন করিয়া দেহকে বারংবার জলে প্রক্ষালিত করিবে । ৬৪½

যে স্থানে জল অক্ষোভ্য (স্নান করিলেও অস্বচ্ছ হয় না) ও বিস্তৃত হইয়া থাকে, যাহার প্রবাহ কখনও বন্ধ হয় না, প্রায়শঃ এরূপ জলেই নিমজ্জিত হইয়া স্নান করিবে । অন্যথা সেই জল পরিত্যাগ করিবে । ৬৫-৬৬

নির্মল জল হস্তে লইয়া উহার দ্বারা তিন তিন বার আচমন করাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে । মল ও মূত্রস্থানদ্বয়ের শুদ্ধি বহু মৃত্তিকা লেপন করত জলের দ্বারা ধৌত করিলে হইবে । ৬৭

দহনং মৃণ্ময়ানাঞ্চ মর্ত্যানাং কৃচ্ছ্রধারণম্।
শেষাণাং দেবি সর্বেষামাতপেন জলেন চ।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ বাক্যেন সদা সংশোধনং ভবেৎ ॥ ৭০
অদৃষ্টমদ্ভির্নির্ণিক্তং যচ্চ বাচা প্রশস্যতে।
এবমাপদি সংশুদ্ধিরেবং শৌচং বিধীয়তে ॥ ৭১

উমোবাচ।

আহারশুদ্ধিস্তু কথং দেবদেব মহেশ্বর ॥ ৭২

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

অমাংসমদ্যমক্লেদমপর্য্যুষিতমেব চ।
অতিকট্বম্ললবণহীনঞ্চ শুভগন্ধি চ ॥৭৩
কৃমিকেশমলৈর্হীনং সংবৃতং শুদ্ধদর্শনম্।
এবংবিধং সদাহহার্য্যং দেব-ব্রাহ্মণসংকৃতম্ ॥৭৪
শ্রেষ্ঠমিত্যেব তজ্‌জ্ঞেয়মন্যথা মন্যতেহশুভম্।
গ্রাম্যাদারণ্যকৈঃ সিদ্ধং শ্রেষ্ঠমিত্যবধারয় ॥ ৭৫

এইভাবে জলের শুদ্ধির দিকেও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। যে জল সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ, তাহাই স্পর্শ করিবে অর্থাৎ সেই জলেরই দ্বারা হস্ত, পদ ও মুখ ধৌত করিবে এবং স্নান করিবে। ৬৮

গোবরের দ্বারা লেপন করিলে পর ভূমির শুদ্ধি হয়, ভস্মের দ্বারা লৌহ অর্থাৎ ধাতুনির্ম্মিত পাত্রসমূহের শুদ্ধি হয়। কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রের শুদ্ধি তাহাকে চাঁচিয়া দিলে, ছেদন করিলে ও ঘর্ষণ করিলে হয়। ৬৯

মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্র অগ্নিতে দগ্ধ করিলে শুদ্ধ হয়, মনুষ্যগণের শুদ্ধি কৃচ্ছ্র-সান্তপনাদি ব্রতধারণ করিলে হয়। দেবি! অবশিষ্ট বস্তুসকলের শুদ্ধি সূর্য্যতাপে সন্তাপিত করিলে, জলের দ্বারা ধৌত করিলে এবং ব্রাহ্মণগণের বাক্যের দ্বারা হয়। ৭০

যাহার কোনও দোষ দেখা যায় না, এরূপ বস্তুকে জলের দ্বারা ধৌত করিলে তাহা শুদ্ধ হয়। যাহাকে বাক্যের দ্বারা প্রশংসা করা হয়, তাহাকেও শুদ্ধ বলিয়া জানিতে হইবে। এইভাবে আপৎকালে শুদ্ধির ব্যবস্থা আছে এবং এইরূপই হইল শৌচের বিধান। ৭১

উমাদেবী বলিলেন,—দেবদেব মহেশ্বর! আহার শুদ্ধি কিভাবে হয়? ৭২

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যাহার মধ্যে মাংস ও মদ্য নাই, যাহা পাঁচিয়া যায় নাই, যাহা পর্য্যুসিত (বাসী) নয়, যাহা অধিক কটু, অম্ল ও লবণাক্ত নয়, যাহা হইতে উত্তম গন্ধ বাহির হয়, যাহার মধ্যে কীট বা কেশ পতিত হয় নাই, যাহা নির্ম্মল, আবৃত এবং দেখিতেও শুদ্ধ এবং যাহা দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সংকৃত হইয়াছে, এরূপ অন্নই সর্ব্বদা আহার করা কর্ত্তব্য। তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই জানিতে হইবে, ইহার বিপরীত যে অন্ন তাহাকে অশুভ বলিয়া মনে করা হয়। ৭৩-৭৪½

অতিমাত্রগৃহীতাৎ তু অল্পদত্তং ভবেচ্ছুচি।
যজ্ঞশেষং হবিঃশেষং পিতৃশেষঞ্চ নির্মলম্ ॥ ৭৬
ইতি তে কথিতং দেবি ভূয়ঃ শ্রোতুং কিমিচ্ছসি ॥ ৭৭

উমোবাচ।

ভক্ষয়ন্ত্যপরে মাংসং বর্জয়ন্ত্যপরে বিভো।
তন্মে বদ মহাদেব ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিনির্ণয়ম্ ॥ ৭৮

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

মাংসস্য ভক্ষণে দোষো যশ্চাস্যাভক্ষণে গুণঃ।
তদহং কীর্তয়িষ্যামি তন্নিবোধ যথাতথম্ ॥ ৭৯
ইষ্টং দত্তমধীতঞ্চ ক্রতবশ্চ সদক্ষিণাঃ।
অমাংসভক্ষণস্যৈব কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥৮০
আত্মার্থং যঃ পরপ্রাণান্ হিংস্যাৎ স্বাদুফলেপ্সয়া।
ব্যাঘ্রগৃধ্রশৃগালৈশ্চ রাক্ষসৈশ্চ সমস্ত সঃ ॥ ৮১

গ্রামজাত অন্ন অপেক্ষা বনে উৎপন্ন পদার্থসমূহের দ্বারা সিদ্ধ অন্ন শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিও। অতিমাত্রায় গৃহীত অন্ন অপেক্ষা অল্পমাত্রায় প্রদত্ত অন্ন পবিত্র। ৭৫½

যজ্ঞশেষ (দেবগণকে অর্পণ করিবার পর অবশিষ্ট), হবিঃশেষ (অগ্নিতে দেওয়ার পর অবশিষ্ট) এবং পিতৃশেষ (শ্রাদ্ধ করিবার পর অবশিষ্ট) অন্ন নির্মল বলিয়া কথিত হয়। এই বিষয় তোমাকে বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে অভিলাষ কর? ৭৬-৭৭

উমাদেবী বলিলেন,—প্রভো! অনেক মানুষ মাংস ভক্ষণ করে এবং অন্য বহু মানুষ উহাকে পরিত্যাগ করে। মহাদেব! এরূপ অবস্থায় আমাকে ভক্ষ্য ও অভক্ষ্যের নির্ণয়বিষয়ক বিধান বলুন। ৭৮

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! মাংস ভক্ষণে যে দোষ হয় এবং মাংস অভক্ষণে যে গুণ হয়, তাহা আমি যথাযথভাবে বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। ৭৯

যজ্ঞ, দান, বেদাধ্যয়ন এবং দক্ষিণাসহ বহু যজ্ঞ—এই সব মিলিত হইয়াও মাংসভক্ষণত্যাগীর যোলভাগের এক ভাগও হইতে পারে না। ৮০

স্বমাংসং পরমাংসেন যো বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছতি।
উদ্বিগ্নবাসং লভতে যত্র যত্রোপজায়তে ॥ ৮২
সংছেদনং স্বমাংসস্য যথা সঞ্জনয়েদ্ রুজম্।
তথৈব পরমাংসেঽপি বেদিতব্যং বিজানতা ॥ ৮৩
যস্তু সর্বাণি মাংসানি যাবজ্জীবং ন ভক্ষয়েৎ।
স স্বর্গে বিপুলং স্থানং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৪
যৎ তু বর্ষশতং পূর্ণং তপ্যতে পরমং তপঃ।
যচ্চাপি বর্জয়েন্মাংসং সমমেতন্ন বা সমম্ ॥ ৮৫
ন হি প্রাণৈঃ প্রিয়তমং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
তস্মাৎ প্রাণিদয়া কার্য্যা যথাঽঽত্মনি তথা পরে ॥৮৬
ইত্যেবং মুনয়ঃ প্রাহুর্মাংসস্যাভক্ষণে গুণান্।

উমোবাচ।

গুরুপূজা কথং দেব ক্রিয়তে ধর্মচারিভিঃ ॥ ৮৭

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

গুরুপূজাং প্রবক্ষ্যামি যথাবৎ তব শোভনে।
কৃতজ্ঞানাং পরো ধর্ম ইতি বেদানুশাসনম্ ॥ ৮৮
তস্মাৎ সগুরবঃ পূজ্যাস্তে হি পূর্বোপকারিণঃ।
গুরূণাঞ্চ গরীয়াংসস্ত্রয়ো লোকেষু পূজিতাঃ ॥ ৮৯
উপাধ্যায়ঃ পিতা মাতা সম্পূজ্যাস্তে বিশেষতঃ।
যে পিতুর্ভ্রাতরো জ্যেষ্ঠা যে চ তস্যানুজাস্তথা ॥৯০
পিতুঃ পিতা চ সর্বে তে পূজনীয়াঃ পিতা তথা ॥৯১
মাতুর্যা ভগিনী জ্যেষ্ঠা মাতুর্যা চ যবীয়সী।
মাতামহী চ ধাত্রী চ সর্বাস্তা মাতরঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯২
উপাধ্যায়স্য যঃ পুত্রো যশ্চ তস্য ভবেদ্ গুরুঃ।
ঋত্বিগ্ গুরুঃ পিতা চেতি গুরবঃ সম্প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৯৩
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা নরেন্দ্রশ্চ মাতুলঃ শ্বশুরস্তথা।
ভয়ত্রাতা চ ভর্তা চ গুরবস্তে প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৯৪
ইত্যেষ কথিতাঃ সাধ্বি গুরূণাং সর্বসংগ্রহঃ।
অনুবৃত্তিঞ্চ পূজাঞ্চ তেষামপি নিবোধ মে ॥ ৯৫

যে ব্যক্তি স্বাদের ইচ্ছায় নিজের জন্য অন্যের প্রাণের হিংসা করে, সেই ব্যক্তি ব্যাঘ্র, শকুনি, শৃগাল ও রাক্ষসগণের সমান। ৮১

যে পরের মাংসের দ্বারা নিজের মাংসকে বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করে, সে যেখানে যেখানেই জন্মগ্রহণ করে, সেই সেই স্থানে উদ্বেগের সহিত তাহাকে বাস করিতে হয়। ৮২

যেরূপ নিজের মাংসকে ছেদন করা নিজের পক্ষে পীড়াজনক, সেইরূপ অন্যেরও মাংস ছেদন করিলে পর তাহারও পীড়া হইয়া থাকে। ইহা প্রত্যেক জ্ঞানবান্ মানুষেরই বুঝা উচিত। ৮৩

যে ব্যক্তি নিজের জীবনভর সর্ব্বপ্রকার মাংস ত্যাগ করিয়া দেয়—কখনও মাংস ভক্ষণ করে না, সেই ব্যক্তি স্বর্গে বিশাল স্থান প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৮৪

মানুষ পূর্ণ শত বৎসর যাবৎ যে উৎকৃষ্ট তপস্যা করে এবং যে চিরকালের জন্য সর্ব্বতোভাবে মাংস পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছে,—ইহাদের এই উভয় কর্ম্মই সমান অথবা সমান না-ও হইতে পারে (বরং তপস্যা হইতে মাংস ত্যাগ উৎকৃষ্ট হইবে)। ৮৫

সংসারে প্রাণের সমান প্রিয়তম অন্য কোনও বস্তু নাই। সেইহেতু সমস্ত প্রাণিগণের উপর দয়া করিবে। যেরূপ নিজের উপর দয়া অভীষ্ট হয়, সেইরূপই অন্যের উপরেও হওয়া আবশ্যক। ৮৬

মুনিগণ এই প্রকার মাংস না খাইবার গুণ বলিয়াছেন। উমাদেবী বলিলেন,—দেব! ধর্মাচারী মনুষ্যগণ কেন গুরুজনদিগের পূজা করে? ৮৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—শোভনে! এখন আমি তোমাকে যথাযথভাবে গুরুজনগণের পূজার বিধি বলিব। বেদের এই আজ্ঞা যে, কৃতজ্ঞ পুরুষগণের পক্ষে গুরুজনদিগের পূজা পরম ধর্ম। ৮৮

সেইহেতু সকল মানুষের নিজ নিজ গুরুজনগণের পূজা করা উচিত; কারণ, এই গুরুজনগণ সন্তান ও শিষ্যদের উপর প্রথমেই উপকার করিয়া থাকেন। গুরুজনগণের মধ্যে উপাধ্যায় (অধ্যাপক), পিতা ও মাতা—এই তিন জন অধিক গৌরবশালী। তিন লোকেই ইঁহাদের পূজা হয়; অতএব ইঁহাদের সকলের বিশেষভাবে আদর-সৎকার করা কর্ত্তব্য। ৮৯½

যাঁহারা পিতার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহারা এবং পিতারও পিতা—ইঁহারা সকলেই পিতারই তুল্য পূজনীয়। ৯০-৯১

মাতার যে জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও কনিষ্ঠা ভগিনী, তাঁহারা এবং মাতামহী ও ধাত্রী মাতা—ইঁহারা সকলেই মাতার তুল্য বলিয়াই কথিত হয়। ৯২

উপাধ্যায়ের যে পুত্র, তিনি-ও গুরু; তাঁহার যিনি গুরু, তিনিও নিজেরও গুরু, ঋত্বিক্ গুরু এবং পিতাও গুরু—ইঁহারা সকলেই গুরু বলিয়া কথিত হন। ৯৩

আরাধ্যা মাতাপিতরাবুপাধ্যায়স্তথৈব চ
কথঞ্চিন্নাবমন্তব্যা নরেণ হিতমিচ্ছতা ॥ ৯৬
তেন প্রীণন্তি পিতরস্তেন প্রীতঃ প্রজাপতিঃ।
যেন প্রীণাতি চেন্মাতা প্রীতাঃ স্যুর্দেবমাতরঃ ॥ ৯৭
যেন প্রীণাত্যুপাধ্যায়ো ব্রহ্মা তেনাভিপূজিতঃ।
অপ্রীতেষু পুনস্তেষু নরো নরকমেতি হি ॥ ৯৮
গুরূণাং বৈরনির্বন্ধো ন কর্তব্যঃ কথঞ্চন।
নরকং গুরুপ্রীত্যা মনসাপি ন গচ্ছতি ॥ ৯৯
ন ব্রূয়াদ্ বিপ্রিয়ং তেষামনিষ্টং ন প্রবর্তয়েৎ।
বিগৃহ্য ন বদেৎ তেষাং সমীপে স্পর্দ্ধয়া কচিৎ। ১০০
যদ্ যদিচ্ছন্তি তে কর্তুমস্বতন্ত্রস্তদাচরেৎ।
বেদানুশাসনসমং গুরুশাসনমিষ্যতে ॥ ১০১
কলহাংশ্চ বিবাদাংশ্চ গুরুভিঃ সহ বর্জয়েৎ।
কৈতবং পরিহাসাংশ্চ মন্যুকামাশ্রয়াংস্তথা ॥১০২
গুরূণাং যোঽনহংবাদী করোত্যাজ্ঞামতন্দ্রিতঃ।
ন তস্মাৎ সর্বমর্ত্যেষু বিদ্যতে পুণ্যকৃত্তমঃ ॥ ১০৩
অসূয়ামপবাদঞ্চ গুরূণাং পরিবর্জয়েৎ।
তেষাং প্রিয়হিতান্বেষী ভূত্বা পরিচরেৎ সদা ॥ ১০৪
ন তদ্ যজ্ঞফলং কুর্য্যাৎ তপো বাচরিতং মহৎ।
যৎ কুর্য্যাৎ পুরুষস্যেহ গুরুপূজা সদা কৃতা ॥১০৫
অনুবৃত্তেবিনা ধর্মো নাস্তি সর্বাশ্রমেষ্বপি
তস্মাৎ ক্ষমাবৃতঃ ক্ষান্তো গুরুবৃত্তিং সমাচরেৎ ॥১০৬
স্বমর্থং স্বশরীরঞ্চ গুর্বর্থে সন্ত্যজেদ্ বুধঃ।
বিবাদং ধনহেতোর্বা মোহাদ্ বা মৈর্ন রোচয়েৎ ॥১০৭
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ দানানি বিবিধানি চ।
গুরুভিঃ প্রতিষিদ্ধস্য সর্বমেতদপার্থকম্ ॥ ১০৮
উপাধ্যায়ং পিতরং মাতরঞ্চ
যেঽভিদ্রুহ্যর্মনসা কর্মণা বা।
তেষাং পাপং ভ্রূণহত্যাবিশিষ্টং
তেভ্যো ন্যায়ঃ পাপকৃদস্তি লোকে ॥১০৯

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, রাজা, মাতুল, শ্বশুর, ভয় হইতে রক্ষাকারী এবং ভর্তা (স্বামী)—ইঁহারা সকলেই গুরু বলিয়া কথিত হন। ৯৪

পতিব্রতে! এই গুরুকটি মধ্যে যাহাদের গণনা করা হয়, তাঁহাদের সকলের নাম সংগ্রহ করিয়া এখানে কথিত হইল। এখন তাঁহাদের অনুবৃত্তি ও পূজার বিষয়ও শ্রবণ কর। ৯৫

নিজের হিতকামী পুরুষের মাতা, পিতা ও উপাধ্যায়—এই তিনজনের আরাধনা করা কর্তব্য। কোনরূপেই ইঁহাদের অপমান করা উচিত নয়। ৯৬

ইহাতে পিতৃগণ প্রসন্ন হন, ইহার দ্বারা প্রজাপতি প্রসন্নতা লাভ করেন। যে আরাধনার দ্বারা মাতা প্রসন্ন হন, তাহার দ্বারা দেবমাতৃগণও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যাহার দ্বারা উপাধ্যায় সন্তুষ্ট হন, তাহাতে ব্রহ্মা পূজিত হইয়া থাকেন। যদি মানুষ আরাধনার দ্বারা ইঁহাদের সকলকে সন্তুষ্ট না করে, তবে সে নরকপ্রাপ্ত হয়। ৯৭-৯৮

গুরুজনগণের সহিত কোনরূপেই শত্রুতাচরণ করা কর্তব্য নহে। গুরুজনগণ প্রসন্ন হইলে মানুষ কখনও মনের দ্বারাও নরকে গমন করে না। ৯৯

তাঁহাদের যাহা অপ্রিয়, সেরূপ কথা বলিবে না। যাহার দ্বারা তাঁহাদের অনিষ্ট হইবে, এরূপ কার্য্য করাও উচিত নয়। তাঁহাদের সহিত বিবাদসূচক কথা বলিবে না এবং তাঁহাদের নিকটে কখনও কোনভাবে স্পর্দ্ধা দেখাইয়া কথা বলিবে না। ১০০

তাঁহারা যে যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের আজ্ঞার অধীনে থাকিয়া সেই সব কিছুই পরিপালন করিবে। বেদের আজ্ঞার তুল্য গুরুজনগণের আজ্ঞাপালন অভীষ্ট বলিয়া স্বীকৃত আছে। ১০১

গুরুজনগণের সহিত কলহ ও বিবাদ পরিত্যাগ করিবে। তাঁহাদের সহিত ছল-কপটতা, পরিহাস এবং কাম-ক্রোধের আধারভূত ব্যবহারও ত্যাগ করিয়া দিবে। ১০২

যে ব্যক্তি আলস্য ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া গুরুজনগণের আজ্ঞা পালন করে, সমস্ত মনুষ্যদিগের মধ্যে তাহা অপেক্ষা অধিক পুণ্যকর্মকারী পুণ্যাত্মা মানুষ আর কেহ নাই ১০৩

গুরুজনদিগের দোষ দেখা ও তাঁহাদের নিন্দা করা বর্জন করিবে, তাঁহাদের প্রিয় ও হিতের কথা চিন্তা করিয়া সর্বদা তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিবে। ১০৪

এসংসারে যজ্ঞফল ও সম্পাদিত কঠোর তপস্যাও মানুষের তাদৃশ অভীষ্ট সাধন করিতে পারে না, যাহা সদা কৃত গুরুপূজা করিয়া থাকে। ১০৫

সকল আশ্রমেই অনুবৃত্তি (গুরুসেবা) ব্যতীত কোনও ধর্মই সফল হইতে পারে না। সেইহেতু ক্ষমাবান্ ও সহনশীল হইয়া গুরুসেবা করিয়া যাইবে। ১০৬

বিদ্বান্ মানুষ গুরুর জন্য নিজের ধন এবং শরীরও সমর্পণ

উমোবাচ।

উপবাসবিধিং তত্র তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ১১০

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

শরীরমলশান্ত্যর্থমিন্দ্রিয়োচ্ছোষণায় চ।
একভুক্তোপবাসৈস্ত ধারয়ন্তে ব্রতং নরাঃ ॥ ১১১
লভন্তে বিপুলং ধর্মং তথাহহহারপরিক্রিয়াৎ
বহূনামুপরোধং তু ন কুর্য্যাদাত্মকারণাৎ ॥১১২
জীবোপঘাতকশ্চ তথা স জীবন্ ধন্য ইষ্যতে।
তস্মাৎ পুণ্যং লভেন্মর্ত্ত্যঃ স্বয়মাহারকর্শনাৎ ॥ ১১৩
তদ্ গৃহস্থৈর্যথাশক্তি কর্তব্যমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১১৪
উপবাসার্দিতে কায়ে আপদর্থং পয়ো জলম্।
ভুঞ্জন্নপ্রতিঘাতী স্যাদ্ ব্রাহ্মণানভুমাস্য চ ॥ ১১৫

উমোবাচ।

ব্রহ্মচর্য্যং কথং দেব রক্ষিতব্যং বিজানতা ॥ ১১৬

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

তদহং তে প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি সমাহিতা ॥ ১১৭
ব্রহ্মচর্য্যং পরং শৌচং ব্রহ্মচর্য্যং পরং তপঃ।
কেবলং ব্রহ্মচর্য্যেণ প্রাপ্যতে পরমং পদম্ ॥১১৮
সঙ্কল্পাদ্ দর্শনাচ্চৈব তদযুক্তবচনাদপি।
সংস্পর্শাদথ সংযোগাৎ পঞ্চধা রক্ষিতং ব্রতম্ ॥ ১১৯
ব্রতবচ্চারিতস্যৈব ব্রহ্মচর্য্যমকল্মষম্।
নিত্যং সংরক্ষিতং তস্য নৈষ্ঠিকানাং বিধীয়তে ॥১২০
তদিষ্যতে গৃহস্থানাং কালমুদ্দিশ্য কারণম্ ॥ ১২১
জন্মনক্ষত্রযোগেষু পুণ্যবাসেষু পর্বসু।
দেবতাধর্মকার্য্যেষু ব্রহ্মচর্য্যব্রতং চরেৎ ॥ ১২২
ব্রহ্মচর্য্যব্রতফলং লভেদ্ দাররতী সদা।
শৌচমায়ুস্তথাহহরোগ্যং লভ্যতে ব্রহ্মচারিভিঃ ॥১২৩

করিয়া থাকে। ধনের নিমিত্ত কিংবা মোহবশতঃ তাঁহার সহিত বিবাদ করিবে না। ১০৭

যে ব্যক্তি গুরুজনগণের দ্বারা অভিশপ্ত হইয়াছে, তাহার কৃত ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা এবং নানাবিধ দান—এই সবই নিরর্থক হইয়া যায়। ১০৮

যাহারা উপাধ্যায়, পিতা ও মাতার সহিত মন, বাক্য এবং ক্রিয়ার দ্বারা দ্রোহ করে, তাহাদের ভ্রূণহত্যা হইতে অধিক পাপ হয়। এজগতে তাহাদের অপেক্ষা পাপকর্মকারী আর কেহ নাই। ১০৯

উমাদেবী বলিলেন,- প্রভো! এখন আপনি আমাকে উপবাসের বিধি বলুন। ১১০

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—প্রিয়ে! শারীরিক দোষের শান্তির জন্য এবং ইন্দ্রিয়গণকে শুষ্ক করিয়া বশীভূত করিবার জন্য মনুষ্যেরা দিনে একবার মাত্র ভোজন করিয়া অথবা ভোজনই না করিয়া উপবাস সহকারে ব্রতধারণ করে এবং আহার ক্ষীণ করিয়া দেওয়ায় তাহারা মহৎ ধর্মফল প্রাপ্ত হয়। ১১১½

যে ব্যক্তি নিজের জন্য বহুসংখ্যক প্রাণীকে বন্ধনগ্রস্ত করে না এবং তাহাদের জীবন হরণ করে না, সেই ব্যক্তির জীবনই ধন্য বলিয়া মনে করা হয়। ১১২½

অতএব ইহাতে এই বিষয়ই প্রতিপন্ন হইল যে, যে মানুষ স্বয়ং নিজের আহার সঙ্কোচ করে, সে অবশ্যই পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। সেইজন্য গৃহস্থ মনুষ্যগণের কর্তব্য হইল তাহারা যথাশক্তি আহার সংযম করিবে, ইহাই শাস্ত্রের নিশ্চিত আদেশ। ১১৩-১১৪

উপবাসের দ্বারা যখন দেহের অধিক পীড়া হইতে থাকিবে, তখন সেই আপৎকালে ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া যদি মানুষ দুগ্ধ অথবা জল গ্রহণ করে, তবে ইহাতে তাহার ব্রতভঙ্গ হইবে না। ১১৫

উমাদেবী বলিলেন,—দেব! বিজ্ঞ পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা কিভাবে করা উচিত? । ১১৬

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! এই বিষয় আমি তোমাকে বলিব, তুমি একাগ্রচিত্তা হইয়া তাহা শ্রবণ কর। ব্রহ্মচর্য্য সর্বোত্তম শৌচাচার, ব্রহ্মচর্য্য উৎকৃষ্ট তপস্যা এবং কেবল ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা পরম পদ লাভ হয়। ১১৭-১১৮

সঙ্কল্প হইতে, দৃষ্টি হইতে, ন্যায়োচিত বাক্য হইতে, স্পর্শ হইতে এবং সংযোগ হইতে—এই পঞ্চ প্রকারে ব্রতের রক্ষা হয়। ১১৯

ব্রতের ন্যায় ধারণ করিয়া রাখা নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচর্য্য সদা সুরক্ষিত থাকে, এরূপ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণের পক্ষে বিধান। ১২০

এই ব্রহ্মচর্য্য গৃহস্থ পুরুষগণের পক্ষেও অভীষ্ট, ইহাতে কালই কারণ। জন্ম নক্ষত্রের যোগ হইলে পর পবিত্র স্থানসমূহে পর্ব দিনে এবং দেবতাসম্বন্ধী ধর্মকৃত্যে গৃহস্থ মনুষ্যগণের ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালন অবশ্য করা উচিত। ১২১-১২২

উমোবাচ।
তীর্থচর্য্যাব্রতং দেব ক্রিয়তে ধর্মকাঙ্ক্ষিভিঃ।
কানি তীর্থানি লোকেষু তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ১২৪
শ্রীমহেশ্বর উবাচ
হন্ত তে কথয়িষ্যামি তীর্থস্নানবিধিং প্রিয়ে।
পাবনার্থঞ্চ শৌচার্থং ব্রহ্মণা নির্মিতং পুরা ॥ ১২৫
যাশ্চ লোকে মহানদ্যস্তাঃ সর্বাস্তীর্থসংজ্ঞিকাঃ।
তাসাং প্রাক্‌স্রোতসঃ শ্রেষ্ঠাঃ সঙ্গমশ্চ পরস্পরম্ ॥ ১২৬
তাসাং সাগরসংযোগো বরিষ্ঠশ্চেতি বিশ্রুতে ॥ ১২৭
তাসামুভয়তঃ কূলং তত্র তত্র মনীষিভিঃ।
দেবৈর্বা সেবিতং দেবি তৎ তীর্থং পরমং স্মৃতম্ ॥১২৮
সমুদ্রশ্চ মহাতীর্থং পাবনং পরমং শুভম্।
তস্য কূলগতাস্তীর্থা মহদ্ভিশ্চ সমাপ্লুতাঃ ॥ ১২৯
স্রোতসাং পর্বতানাঞ্চ জোষিতানাং মহর্ষিভিঃ।
অপি কূলং তটাকং বা সেবিতং মুনিভিঃ প্রিয়ে ॥ ১৩০
তৎ তু তীর্থমিতি জ্ঞেয়ং প্রভাবাৎ তু তপস্বিনাম্ ॥১৩১
তদাপ্রভৃতি তীর্থত্বং লভেল্লোকহিতায় বৈ।
এবং তীর্থং ভবেদ্ দেবি তস্য স্নানবিধিং শৃণু ॥ ১৩২
জন্মনা ব্রতভূয়িষ্ঠো গত্বা তীর্থানি কাঙ্ক্ষয়া।
উপবাসত্রয়ং কুর্য্যাদেকং বা নিয়মান্বিতঃ ॥ ১৩৩
পুণ্যমাসযুতে কালে পৌর্ণমাস্যাং যথাবিধি।
বহিরেব শুচির্ভূত্বা তৎ তীর্থং মনসা বিশেৎ ॥ ১৩৪
ত্রিরাপ্লুত্য জলাভ্যাসে দত্ত্বা ব্রাহ্মণদক্ষিণাম্।
অভ্যর্চ্য দেবায়তনং ততঃ প্রায়াদ্ যথাগতম্ ॥১৩৫
এতদ্ বিধানং সর্বেষাং তীর্থং তীর্থমিতি প্রিয়ে।
সমীপতীর্থস্নানাৎ তু দূরতীর্থং সুপূজিতম্ ॥ ১৩৬
আদিপ্রভৃতি শুদ্ধস্য তীর্থস্নানং শুভং ভবেৎ।
তপোঽর্থং পাপনাশার্থং শৌচার্থং তীর্থগাহনম্ ॥ ১৩৭
এবং পুণ্যেষু তীর্থেষু তীর্থস্নানং শুভং ভবেৎ।
এতন্নৈয়মিকং সর্বং সুকৃতং কথিতং তব ॥ ১৩৮

যে ব্যক্তি সদা একপত্নীব্রতী হইয়া অবস্থান করে, সে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালনের ফল লাভ করিয়া থাকে। ব্রহ্মচারিগণের পবিত্রতা, আয়ু ও আরোগ্য প্রাপ্তি হয়। ১২৩

উমাদেবী বলিলেন,—দেব! বহু ধর্মাভিলাষী মানুষ তীর্থযাত্রার ব্রত ধারণ করে; অতএব লোকসমূহে কোন্ কোন্ তীর্থ আছে? তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। ১২৪

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—প্রিয়ে! আমি প্রসন্নতা সহকারে তোমাকে তীর্থস্নানের বিধি বলিব, শ্রবণ কর। পুরাকালে ব্রহ্মা অন্যদের পবিত্র করিবার জন্য এবং স্বয়ংও পবিত্র হইবার জন্য এই বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। ১২৫

জগতে যে সমস্ত মহানদী আছে, তাহাদের সকলেরই নাম তীর্থ। তাহাদের মধ্যে যাহাদের প্রবাহ পূর্ব্বদিকে, তাহারা শ্রেষ্ঠ এবং যেস্থানে দুই নদী পরস্পর মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানও উত্তম তীর্থ বলিয়া কথিত হয়। ১২৬

আর এই সব নদীর যেস্থানে সমুদ্রের সহিত সংযোগ হইয়াছে, সেই স্থানও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া কথিত হয়। দেবি! এই সব নদীর দুই তীরে মনীষী পুরুষগণ যেস্থানের সেবা করিয়াছে, তাহা উৎকৃষ্ট তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। ১২৭-১২৮

সমুদ্রও পরম পাবন এবং শুভ মহাতীর্থ। তাহার তীরে যে সব তীর্থ আছে, সেই সকলেও মহাত্মাগণ স্নান করিয়া থাকে। ১২৯

প্রিয়ে! মহর্ষিগণ কর্তৃক সেবিত যে সব জলস্রোত ও পর্ব্বত আছে, তাহাদের তীর ও তড়াগের নিকটে বহু মুনি বাস করে। ১৩০

সেই সব তপস্বী মুনিগণের প্রভাবে সেই স্থানকেও তীর্থ বলিয়া জানিতে হইবে। ঋষিগণের নিবাসকাল হইতেই সেই স্থান জগতের হিতের জন্য তীর্থত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। দেবি! এইভাবে স্থানবিশেষও তীর্থ হইয়া থাকে। এখন তীর্থের স্নানবিধি শ্রবণ কর। ১৩১-১৩২

যে জন্ম হইতেই বহু ব্রত করিয়া আসিতেছে, সেই পুরুষ তীর্থসেবার বাসনায় যদি সেস্থানে যায়, তবে সে নিয়ম সহকারে থাকিয়া তিন দিন বা একদিন অথবা তিনবার বা একবার উপবাস করিবে। ১৩৩

পবিত্র মাসযুক্ত কালে পূর্ণিমা তিথিতে বিধি অনুসারে বাহির হইয়া পবিত্রভাবে আমাতে মনঃসংযোগ করত তীর্থের মধ্যে প্রবেশ করিবে। ১৩৪

তাহাতে তিনবার নিমজ্জিত হইয়া স্নান করত জলের নিকটেই ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করিবে। তারপর দেবালয়ে দেবতার পূজা করত যেস্থানে ইচ্ছা হইবে, সেস্থানে যাইবে। ১৩৫

প্রিয়ে! প্রত্যেক তীর্থে সকলের জন্য স্নানের ইহাই বিধান। নিকটবর্ত্তী তীর্থে স্নান করা অপেক্ষা দূরবর্ত্তী তীর্থে স্নান করা অধিক মহত্বপূর্ণ বলিয়া কথিত আছে। ১৩৬

উমোবাচ।
লোকসিদ্ধং তু যদ্ দ্রব্যং সর্বসাধারণং ভবেৎ।
তদ্ দদৎ সর্বসামান্যং কথং ধর্মং লভেন্নরঃ॥ ১৩৯

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।
লোকে ভূতময়ং দ্রব্যং সর্বসাধারণং তথা।
তথৈব তদ্ দদমর্ত্যো লভেৎ পুণ্যং স তচ্ছৃণু॥ ১৪০
দাতা প্রতিগ্রহীতা চ দেয়ং সোপক্রমং তথা।
দেশ-কালৌ চ যৎ ত্বেতদ্ দানং ষড়্গুণমুচ্যতে॥১৪১
তেষাং সম্পদ্বিশেষাংশ্চ কীর্ত্যমানান্ নিবোধ মে।
আদিপ্রভৃতি যঃ শুদ্ধো মনোবাকায়কর্মভিঃ।
সত্যবাদী জিতক্রোধস্ত্বলুব্ধো নাভ্যসূয়কঃ॥ ১৪২
শ্রদ্ধাবানাস্তিকশ্চৈব এবং দাতা প্রশস্যতে॥ ১৪৩
শুদ্ধো দান্তো জিতক্রোধস্তথাদীনকুলোদ্ভবঃ।
শ্রুতচারিত্রসম্পন্নস্তথা বহুকলত্রবান্॥ ১৪৪
পঞ্চযজ্ঞপরো নিত্যং নির্বিকারশরীরবান্।
এতান্ পাত্রগুণান্ বিদ্ধি তাদৃক্পাত্রং প্রশস্যতে॥১৪৫
পিতৃদেবাগ্নিকার্য্যেষু তস্য দত্তং মহৎ ফলম্।
যদ্ যদর্হতি যো লোকে পাত্রং তস্য ভবেচ্চ সঃ॥১৪৬
মুচ্যেদাপদমাপন্নো যেন পাত্রং তদস্য তু।
অন্নস্য ক্ষুধিতং পাত্রং তৃষিতং তু জলস্য বৈ॥ ১৪৭
এবং পাত্রেষু নানাত্বমিষ্টুতে পুরুষং প্রতি।
জারশ্চোরশ্চ ষণ্ডশ্চ হিংস্রঃ সময়ভেদকঃ।
লোকবিঘ্নকরাশ্চাত্তে বর্জিতাঃ সর্বশঃ প্রিয়ে॥ ১৪৮
পরোপঘাতাদ্ যদ্ দ্রব্যং চৌর্য্যাদ্ বালভ্যতে নৃভিঃ।
নির্দয়াল্লভ্যতে যচ্চ ধূর্তভাবেন বৈ তথা॥ ১৪৯
অধর্মাদর্থমোহাদ্ বা বহূনামুপরোধনাৎ।
লভ্যতে যদ্ ধনং দেবি তদত্যন্তবিগর্হিতম্॥ ১৫০
তাদৃশেন কৃতং ধর্মং নিষ্ফলং বিদ্ধি ভামিনি।
তস্মান্ন্যায়াগতেনৈব দাতব্যং শুভমিচ্ছতা॥১৫১

যে ব্যক্তি প্রথম হইতেই শুদ্ধ, তাহার পক্ষে তীর্থস্নান শুভকারক হয়। তপস্যা, পাপনাশ এবং অন্তরে বাহিরে পবিত্রতার জন্য তীর্থস্নান করিতে হয়। ১৩৭

এইভাবে পুণ্য তীর্থসমূহে স্নান করা কল্যাণকারী হইয়া থাকে। এই সব নিয়মসংস্কারে সম্পাদিত পুণ্যের কথা তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। ১৩৮

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! যে দ্রব্য লোকে সকলেই প্রাপ্ত হয়, যাহা সর্ব্বসাধারণের বস্তু, সেই সর্ব্বসামান্য বস্তু দানকারী মানুষ কিভাবে ধর্মলাভ করিতে পারে? ১৩৯

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! লোকে যে ভৌতিক দ্রব্য, তাহাই সকলেরই পক্ষে সাধারণ; সেই বস্তুদানকারী মানুষ কি ভাবে ধর্মলাভ করে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৪০

দাতা, প্রতিগ্রহীতা (দান গ্রহণকারী), দেয় বস্তু, উপক্রম (দানের প্রবন্ধ), দেশ ও কাল—এই ছয় গুণযুক্ত দান উত্তম বলিয়া কথিত হয়। ১৪১

এখন আমি ছয়টির বিশেষ গুণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি আদি কাল হইতেই মন, বাক্য, শরীর ও ক্রিয়ার দ্বারা শুদ্ধ, সত্যবাদী, ক্রোধজয়ী, লোভহীন, অদোষদর্শী, শ্রদ্ধালু এবং আস্তিক, এরূপ দাতা উত্তম বলিয়া কথিত হয়। ১৪২-১৪৩

যে শুদ্ধ, জিতেন্দ্রিয়, ক্রোধকে জয় করিয়াছে, উদার, উচ্চ কুলে উৎপন্ন, শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচারসম্পন্ন, বহু স্ত্রী-পুত্রে যুক্ত, পঞ্চ যজ্ঞপরায়ণ এবং সদা নীরোগ শরীরধারী; এরূপ পুরুষই দানগ্রহণের উত্তম পাত্র। পূর্ব্বোক্ত এই সব গুণই দানপাত্রের উত্তম গুণ বলিয়া জানিও। এরূপ পাত্রই প্রশংসিত হয়। ১৪৪-১৪৫

দেবতা, পিতৃপুরুষ ও অগ্নিহোত্র সম্বন্ধযুক্ত কার্য্যে তাহার প্রদত্ত দান মহাফলদায়ক হয়। সংসারে যে যে-বস্তুর যোগ্য, সে-ই উক্ত বস্তু পাইবার পাত্র হয়। ১৪৬

যে বস্তু পাইলে আপদে পতিত মানুষ আপদ হইতে মুক্ত হইয়া যায়, সেই মানুষই উক্ত বস্তুর পাত্র হয়। যেরূপ ক্ষুধিত মানুষ অন্নের (অন্নগ্রহণের) এবং তৃষিত মানুষ জলের (জল গ্রহণের) পাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। এইরূপ প্রত্যেক মানুষেরই দানের ভিন্ন-ভিন্ন পাত্র হইয়া থাকে। ১৪৭½

প্রিয়ে! চোর, ব্যভিচারী, নপুংসক, হিংসক, মর্য্যাদাভেদকারী এবং লোকসকলের কার্য্যে বিঘ্নসৃষ্টিকারী অন্যান্য পুরুষ সর্ব্বপ্রকার দানে বর্জিত অর্থাৎ এই সব মানুষকে কোনও কিছুই দান করিতে নাই। ১৪৮

দেবি! অপরকে বধ করিলে বা চুরি করিলে মনুষ্যগণ যে ধন লাভ করে, নির্দয়তা বা ধূর্ত্ততা করিলে যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, অধর্ম হইতে, ধনবিষয়ক মোহ হইতে এবং বহু প্রাণীর

যদ্ যদাত্মপ্রিয়ং নিত্যং তৎ তদ্ দেয়মিতি স্থিতিঃ।
উপক্রমমিমং বিদ্ধি দাতৄণাং পরমং হিতম্ ॥১৫২
পাত্রভূতং তু দূরস্থমভিগম্য প্রসাদ্য চ।
দাতা দানং তথা দদ্যাদ্ যথা তুষ্যেত তেন সঃ ॥ ১৫৩
এষ দানবিধিঃ শ্রেষ্ঠঃ সমাহূয় তু মধ্যমঃ ॥ ১৫৪
পূর্বঞ্চ পাত্রতাং জ্ঞাত্বা সমাহূয় নিবেদ্য চ।
শৌচাচমনসংযুক্তং দাতব্যং শ্রদ্ধয়া প্রিয়ে ॥ ১৫৫
যাচিতৄণাং তু পরমমাভিমুখ্যং পুরস্কৃতম্।
সম্মানপূর্বং সংগ্রাহ্যং দাতব্যং দেশ-কালয়োঃ ॥ ১৫৬
অপাত্রেভ্যোঽপি চান্যেভ্যো দাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥১৫৭
পাত্রাণি সম্পরীক্ষ্যৈব দাত্রা বৈ দানমাত্রয়া।
অতিশক্ত্যা পরং দানং যথাশক্ত্যা তু মধ্যমম্ ॥ ১৫৮
তৃতীয়ং চাপরং দানং নানুরূপমিবাত্মনঃ ॥ ১৫৯
যথা সম্ভাবিতং পূর্বং দাতব্যং তৎ তথৈব চ।
পুণ্যক্ষেত্রেষু যদ্ দত্তং পুণ্যকালেষু বা তথা ॥ ১৬০
তচ্ছোভনতরং বিদ্ধি গৌরবাদ্ দেশ-কালয়োঃ।

উমোবাচ।

যশ্চ পুণ্যতমো দেশস্তথা কালশ্চ শংস মে ॥ ১৬১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

কুরুক্ষেত্রং মহানদ্যো যচ্চ দেবর্ষিসেবিতম্।
গিরির্বরশ্চ তীর্থানি দেশভাগেষু পূজিতঃ ॥ ১৬২
গ্রহীতুমীপ্সতে যত্র তত্র দত্তং মহাফলম্ ॥ ১৬৩
শরদ্বসন্তকালশ্চ পুণ্যমাসস্তথৈব চ।
শুক্লপক্ষশ্চ পক্ষাণাং পৌর্ণমাসী চ পর্বসু ॥ ১৬৪
পিতৃদৈবতনক্ষত্রনির্মলো দিবসস্তথা।
তচ্ছোভনতরং বিদ্ধি চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তথা ॥১৬৫
দাতা দেয়ঞ্চ পাত্রঞ্চ উপক্রমযুতা ক্রিয়া।
দেশকালং তথেত্যেষাং সম্পচ্ছুদ্ধিঃ প্রকীর্তিতা ॥১৬৬

জীবিকায় অবরোধ করিলে যে ধন লাভ হয়, তৎ সমস্তই অত্যন্ত নিন্দিত। ১৪৯-৫০

ভামিনি! এরূপ ধনের দ্বারা কৃত ধর্ম নিষ্ফল বলিয়া জানিও। অতএব শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষের ন্যায়ানুসারে প্রাপ্ত ধনের দ্বারাই দান কার্য্য করা উচিত। ১৫১

যে যে বস্তু নিজের প্রিয়, সেই সেই বস্তুই সদা দান করা কর্তব্য; ইহাই দান ক্রিয়ার বিধি। এরূপ প্রযত্ন বা চেষ্টাকেই উপক্রম বলিয়া জানিও। ইহা দাতাগণের অত্যন্ত হিতকারী। ১৫২

দানের সুযোগ্য পাত্র ব্রাহ্মণ যদি দূরেও বাস করে, তবে তাহার নিকটে যাইয়া তাহাকে প্রসন্ন করত দাতা সেইভাবে দান করিবে, যাহাতে সেই ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। ১৫৩

ইহাই দানের শ্রেষ্ঠ বিধি। দানপাত্রকে যে নিজের গৃহে আহ্বান করিয়া আনিয়া দান করা হয়, তাহা মধ্যম শ্রেণীর দান। প্রিয়ে! প্রথমে পাত্রতায় জ্ঞান লাভ করত পরে সেই সুপাত্র ব্রাহ্মণকে গৃহে আহ্বান করিবে এবং তাহার সম্মুখে নিজের দানবিষয়ক অভিলাষ নিবেদন করিবে। পশ্চাৎ স্বয়ংই স্নানাদির দ্বারা পবিত্র হইয়া আচমন করত শ্রদ্ধাসহকারে বস্তুটি দান করিবে। ১৫৪-১৫৫

যাচকগণকে সম্মুখে পাইয়া তাহাদিগকে সসম্মানে গ্রহণ করিবে এবং দেশ-কালানুসারে তাহাদিগকে দেয় বস্তু দান করিবে। ঐশ্বর্য্যকামী মনুষ্যগণের কর্তব্য হইল—তাহার অন্য অপাত্র মানুষদিগকেও আবশ্যকতা বেধে অন্ন-বস্ত্রাদি দান করিবে। ১৫৬-১৫৭

পাত্রসকলের পরীক্ষা করিয়া দাতা যদি দানের মাত্রা নিজের শক্তি অনুসারে বর্দ্ধিত করে, তবে তাহা উত্তম দান হয়। যথাশক্তি কৃত দান মধ্যম এবং সেই দান হইল তৃতীয় অর্থাৎ অধম, যাহা নিজের সামর্থ্যের অনুরূপ হইবে না (নিজের সামর্থ্য অপেক্ষা অল্প দান হইবে) ১৫৮-১৫৯

পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইভাবেই দান করা কর্তব্য। পুণ্য ক্ষেত্রসমূহে এবং সর্ব্বপ্রকার পুণ্যকালে যাহা কিছু দান করা হয়, তাহা দেশ ও কালের গৌরবে অত্যন্ত শুভকারক বলিয়া জানিও। ১৬০½

উমাদেবী বলিলেন,—প্রভো! পুণ্যতম দেশ ও কাল কি? তাহা আমাকে বলুন। ১৬১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! কুরুক্ষেত্র, গঙ্গাদি মহানদী-সমূহ, দেবতা ও ঋষিগণকর্তৃক সেবিত স্থানসকল এবং শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত—এই সবই হইল তীর্থ। যেখানে দেশের সকলভাগে পূজিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ দান গ্রহণ করিতে বাসনা করে, সেখানে প্রদত্ত দান মহাফলদায়ক হয়। ১৬২-১৬৩

শরৎ ও বসন্তকাল, পবিত্র মাস, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে শুক্লপক্ষ, পর্ব্বসমূহের মধ্যে পূর্ণিমা, মঘানক্ষত্রযুক্ত নির্ম্মল দিবস, চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্য্যগ্রহণ—এই সকলকে অত্যন্ত শুভকারক বলিয়া জানিবে। ১৬৪-১৬৫

যদৈব যুগপৎ সম্পৎ তত্র দানং মহদ্ ভবেৎ ॥ ১৬৭
অত্যল্পমপি যদ্ দানমেভিঃ ষড়্‌ভির্গুণৈর্যুতম্ ।
ভূত্বানন্তং নয়েৎ স্বর্গং দাতারং দোষবর্জিতম্ ॥ ১৬৮

উমোবাচ ।

এবংগুণযুতং দানং দত্তং চাফলতাং ব্রজেৎ ।

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

তদপ্যস্তি মহাভাগে নরাণাং ভাবদোষতঃ ॥ ১৬৯
কৃত্বা ধর্মং তু বিধিবৎ পশ্চাত্তাপং করোতি চেৎ ।
শ্লাঘয়া বা যদি ব্রূয়াদ্ বৃথা সংসদি যৎ কৃতম্ ॥ ১৭০
এতে দোষা বিবর্জ্যাশ্চ দাতৃভিঃ পুণ্যকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥১৭১
সনাতনমিদং বৃত্তং সদ্ভিরাচরিতং তথা ।
অনুগ্রহাৎ পরেষাং তু গৃহস্থানামৃণং হি তৎ ॥১৭২
ইত্যেবং মন আবিশ্য দাতব্যং সততং বুধৈঃ ॥ ১৭৩
এবমেব কৃতং নিত্যং সুকৃতং তদ্ ভবেন্মহৎ ।
সর্বসাধারণং দ্রব্যমেবং দত্ত্বা মহৎ ফলম্ ॥ ১৭৪

উমোবাচ ।

ভগবন্ কানি দেয়ানি ধর্মবুদ্ধিস্থ মানবৈঃ ।
তান্যহং শ্রোতুমিচ্ছামি তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ১৭৫

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

অজস্রং ধর্মকার্য্যঞ্চ তথা নৈমিত্তিকং প্রিয়ে ।
অন্নং প্রতিশ্রয়ো দীপঃ পানীয়ং তৃণমিন্ধনম্ ॥ ১৭৬
স্নেহো গন্ধশ্চ ভৈষজ্যং তিলাশ্চ লবণং তথা ।
এবমাদি তথান্যচ্চ দানমাজস্রমুচ্যতে ॥ ১৭৭
অন্নং প্রাণো মনুষ্যাণামন্নদঃ প্রাণদো ভবেৎ
তস্মাদন্নং বিশেষেণ দাতুমিচ্ছন্তি মানবঃ ॥ ১৭৮
ব্রাহ্মণায়াভিরূপায় যো দদ্যাদন্নমীপ্সিতম্ ।
নিদধাতি নিধিং শ্রেষ্ঠং সোঽনন্তং পারলৌকিকম্ ॥১৭৯
শ্রান্তমধ্বপরিশ্রান্তমতিথিং গৃহমাগতম্ ।
অর্চয়ীত প্রযত্নেন স হি যজ্ঞো বরপ্রদঃ ॥ ১৮০
পিতরস্তস্য নন্দন্তি সুবৃষ্ট্যা কর্ষকা ইব ।
পুত্রো যস্য তু পৌত্রো বা
শ্রোত্রিয়ং ভোজয়িষ্যতি ॥ ১৮১

দাতা, দানযোগ্য বস্তু, দানগ্রহণকারী পাত্র, উপকারযুক্ত ক্রিয়া ও উত্তম দেশ-কাল এই সবে সম্পন্ন হওয়াকে ধন-ভক্তি বলা হইয়াছে । ১৬৬

যে কোনও সময়ে যদি এই সবের এককালীন একত্র সংযোগ হয়, তবে সেই সময়ে দান করা মহাফলদায়ক হইয়া থাকে । এই ছয় গুণযুক্ত যে দান, তাহা অত্যন্ত অল্প হইলেও অনন্ত হইয়া নির্দোষ দাতাকে স্বর্গলোকে লইয়া যায় । ১৬৭-১৬৮

উমাদেবী বলিলেন,—প্রভো ! এইরূপ গুণযুক্ত দান যদি দেওয়া হয়, তবে তাহা কি নিষ্ফল হইতে পারে ? শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—মহাভাগে ! মনুষ্যগণের ভাব-দোষের দ্বারা এরূপ হইতে পারে । যদি কেহ বিধি অনুসারে ধর্মকার্য্য সম্পাদন করিয়া তাহার জন্য পরে অনুতাপ করিতে থাকে এবং জনসভায় নিজের সেই কর্ম্মের প্রশংসা করিতে করিতে আত্মশ্লাঘা-সূচক নানা কথা বলিতে থাকে, তবে তাহার সেই ধর্ম বৃথা হইয়া যায় । ১৬৯-১৭০

পুণ্যাভিলাষী দাতাগণের পক্ষে এই সব দোষ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য । দানসম্বন্ধী এই আচার সনাতন । সৎপুরুষগণ কর্তৃক সদা ইহা আচরিত হইয়া থাকে । ১৭১ ½

অন্য ব্যক্তিগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য দান করা হয় । গৃহস্থ পুরুষদিগের অন্য প্রাণিগণের উপর ঋণ হয়, যাহা দান করিলে পর মুক্ত হওয়া যায় এরূপ মনে মনে বুঝিয়া বিদ্বান্ পুরুষদের সতত দান করা কর্ত্তব্য । ১৭১-১৭৩

এইরূপে প্রদত্ত সুকৃত সদা মহাফলদায়ক হয় । সর্ব্বসাধারণ দ্রব্যেরও এইভাবে দান করিলে মহাফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে ।১৭৪

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্ ! ধর্মের উদ্দেশ্যে মনুষ্যগণের কোন্ কোন্ বস্তু দান করা উচিত ? ইহা আমি শুনিতে বাসনা করি । আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমাকে বলুন । ১৭৫

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন, প্রিয়ে ! নিরন্তর ধর্মকার্য্য ও নৈমিত্তিক কার্য্যও করা উচিত । অন্ন, নিবাস দান, দীপ, জল, তৃণ, ইন্ধন, তৈল, গন্ধ, ঔষধি, তিল ও লবণ—এই সব আরও বহু বস্তু নিরন্তর দান করিবার মত বলিয়া কথিত হয় । ১৭৬-১৭৭

মনুষ্যগণের অন্নই প্রাণ । যে অন্ন দান করে, সে-ই প্রাণদাতা হয় । অতএব মানুষ বিশেষভাবে অন্ন দান করিতে বাসনা করে । ১৭৮

অনুরূপ (যোগ্য) ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি অভীষ্ট অন্নপ্রদান করে, সেই ব্যক্তি পরলোকে নিজের জন্য অনন্ত ও উত্তম নিধি স্থাপন করিয়া থাকে । ১৭৯

পথপরিশ্রান্ত অতিথি যদি গৃহে আসে, তবে যত্নসহকারে তাহার আদর-সৎকার করিবে ; কারণ, এই অতিথি-সৎকার মনোবাঞ্ছিত ফলপ্রদানকারী এক বিশেষ যজ্ঞ । ১৮০

অপি চাণ্ডালশূদ্রাণামন্নদানং ন গর্হ্যতে।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন দত্তাদন্নমমৎসরঃ ॥ ১৮২

অন্নদানাচ্চ লোকাংস্তান্ সম্প্রবক্ষ্যাম্যনিন্দিতে।
ভবনানি প্রকাশন্তে দিবি তেষাং মহাত্মনাম্ ॥ ১৮৩

অনেকশততৌমানি সান্তর্জলবনানি চ।
বৈডূর্য্যার্চিঃপ্রকাশানি হেমরূপ্যনিভানি চ ॥ ১৮৪

নানারূপাণি সংস্থানং নানারত্নময়ানি চ।
চন্দ্রমণ্ডলশুভ্রাণি কিঙ্কিণীজালবন্তি চ ॥ ১৮৫

তরুণাদিত্যবর্ণানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
যথেষ্টভোক্ষ্যভোজ্যানি শয়নাসনবন্তি চ ॥ ১৮৬

সর্বকামফলাশ্চাত্র বৃক্ষা ভবনসংস্থিতাঃ।
বাপ্যো বহ্ব্যশ্চ কূপাশ্চ দীর্ঘিকাশ্চ সহস্রশঃ ॥ ১৮৭

অরুজানি বিশোকানি নিত্যানি বিবিধানি চ।
ভবনানি বিচিত্রাণি প্রাণদানাং ত্রিবিষ্টপে ॥ ১৮৮

বিবস্বতশ্চ সোমস্য ব্রহ্মণশ্চ প্রজাপতেঃ।
বিশন্তি লোকাংস্তে নিত্যং জগত্যন্নোদকপ্রদাঃ ॥ ১৮৯

তত্র তে সুচিরং কালং বিহৃত্যাপ্সরসাং গণৈঃ।
জায়ন্তে মানুষে লোকে সর্বকল্যাণসংযুতাঃ ॥১৯০

বলসংহননোপেতা নীরোগাশ্চিরজীবিনঃ।
কুলীনা মতিমন্তশ্চ ভবন্ত্যন্নপ্রদা নরাঃ ॥ ১৯১

তস্মাদন্নং বিশেষেণ দাতব্যং ভূতিমিচ্ছতা।
সর্বকালঞ্চ সর্বস্ব সর্বত্র চ সদৈব চ ॥ ১৯২

সুবর্ণদানং পরমং স্বর্গ্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
তস্মাৎ তে বর্ণয়িষ্যামি যথাবদনুপূর্বশঃ ॥ ১৯৩

অপি পাপকৃতং ক্রূরং দত্তং রুক্মং প্রকাশয়েৎ ॥ ১৯৪

সুবর্ণং যে প্রযচ্ছন্তি শ্রোত্রিয়েভ্যঃ সুচেতসঃ।
দেবতাস্তে তর্পয়ন্তি সমস্তা ইতি বৈদিকম্ ॥ ১৯৫

অগ্নির্হি দেবতাঃ সর্বাঃ সুবর্ণং চাগ্নিরুচ্যতে।
তস্মাৎ সুবর্ণদানেন তৃপ্তাঃ স্যুঃ সর্বদেবতাঃ ॥১৯৬

যাহার পুত্র অথবা পৌত্র কোনও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে যদি ভোজন করায়, তবে তাহার পিতৃগণ সুবৃষ্টি হইলে যেরূপ কৃষকেরা আনন্দিত হয়, সেইরূপ আনন্দই লাভ করিয়া থাকেন। ১৮১

চণ্ডাল ও শূদ্রগণেরও প্রদত্ত অন্নদান নিন্দিত হয় না। অতএব ঈর্ষ্যা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রকার যত্ন সহকারে অন্ন দান করিবে। ১৮২

আনন্দিতে! অন্নদান হইতে যে সব লোক লাভ হয়, তাহাদের বর্ণনা করিতেছি। সেই মহাত্মা দাতা পুরুষগণের প্রাপ্ত ভবনসকল দেবলোকে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৩

সেই সব ভবন বহু শতভলবিশিষ্ট। তাহাদের মধ্যে জল ও বন আছে। তাহারা বৈদূর্য্যমণির প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে স্বর্ণ ও রজতুল্য দীপ্তি প্রকাশিত আছে। এই সব ভবনের অনেক রূপ আছে। নানাপ্রকার রত্নসমূহের দ্বারা ইহারা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহারা চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ উজ্জ্বল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটিকাসমূহের জালে (ঝালরে) আবৃত। কোন কোন ভবনের কান্তি প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে। সেই মহাত্মাগণের এই সব ভবন স্থাবর (স্থিতিশীল) এবং জঙ্গম (গতিশীল)। ইহাদের মধ্যে ইচ্ছানুসারে ভক্ষ্য-ভোজ্য পদার্থ পাওয়া যায় এবং উত্তম শয্যা ও আসনসমূহ পাতা আছে। সে স্থানে সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ফলদায়ক বৃক্ষ প্রত্যেক গৃহে বিরাজমান আছে। সেস্থানে বহু পুষ্করিণী, কূপ ও দীঘী জলাশয় আছে। ১৮৪-১৮৭

প্রাণস্বরূপ অন্নদানকারী মনুষ্যগণের স্বর্গলোকে যে সকল বিবিধ বিচিত্র ভবন লাভ হয়, তৎসমস্তই রোগ-শোকরহিত এবং নিত্য (চিরস্থায়ী)। ১৮৮

জগতে সদা অন্ন এবং জল দানকারী মনুষ্যগণ সূর্য্য, চন্দ্র ও প্রজাপতি ব্রহ্মার লোকে গমন করে। ১৮৯

তাহারা সেস্থানে অত্যন্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া অপ্সরোগণের সহিত বিহার করত পুনরায় মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে এবং সমস্ত কল্যাণকারী গুণসমূহে যুক্ত হয়। ১৯০

তাহারা সকলে সবল শরীরসম্পন্ন, নীরোগ, চিরজীবী, কুলীন, বুদ্ধিমান্ এবং অন্নদাতা হইয়া থাকে। ১৯১

অতএব নিজের কল্যাণকামী মানুষের সদা, সর্ব্বত্র, সকলের জন্য, সব সময় বিশেষভাবে অন্নদান করা কর্ত্তব্য। ১৯২

সুবর্ণদান সর্ব্বোত্তম, স্বর্গপ্রাপ্তিকারক এবং মহৎ কল্যাণকারী। সেইজন্য আমি তোমার নিকট ক্রমশঃ তাহারই যথাযথভাবে বর্ণনা করিব। প্রদত্ত সুবর্ণদান ক্রূর এবং পাপকারীকেও প্রকাশিত করিয়া থাকে। ১৯৩-১৯৪

যে সব শুদ্ধচিত্ত মানুষ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণদান করে তাহারা সমস্ত দেবতাদিগকে তৃপ্ত করিয়া থাকে,—ইহাই বেদের মত। ১৯৫

অগ্ন্যভাবে তু কুর্বন্তি বহ্নিস্থানেষু কাঞ্চনম্।
তস্মাৎ সুবর্ণদাতারঃ সর্বান্ কামানবাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৯৭

আদিত্যস্য হুতাশস্য লোকান্ নানাবিধান্ শুভান্।
কাঞ্চনং সম্প্রদায়াশু প্রবিশন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৯৮

অলঙ্কারং কৃতঞ্চাপি কেবলাৎ প্রবিশিষ্যতে।
সৌবর্ণৈর্ব্রাহ্মণং কালে তৈরলঙ্কৃত্য ভোজয়েৎ ॥ ১৯৯

য এতৎ পরমং দানং দত্ত্বা সৌবর্ণমদ্ভুতম্।
দ্যুতিং মেধাং বপুঃ কীর্ত্তিং
পুনর্জাতে লভেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ২০০

তস্মাৎ স্বশক্ত্যা দাতব্যং কাঞ্চনং ভুবি মানবৈঃ।
ন হ্যেতস্মাৎ পরং লোকেষন্যৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ২০১

অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি গবাং দানমনিন্দিতে।
ন হি গোভ্যঃ পরং দানং বিদ্যতে জগতি প্রিয়ে ॥ ২০২

লোকান্ সিসৃক্ষুণা পূর্বং গাবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা।
বৃত্ত্যর্থং সর্বভূতানাং তস্মাৎ তা মাতরঃ স্মৃতাঃ ॥ ২০৩

লোকজ্যেষ্ঠা লোকবৃত্ত্যাং প্রবৃত্তা
মধ্যায়ত্তাঃ সোমনিষ্যন্দভূতাঃ।
সৌম্যাঃ পুণ্যাঃ কামদাঃ প্রাণদাশ্চ
তস্মাৎ পূজ্যাঃ পুণ্যকামৈর্মনুষ্যৈঃ ॥ ২০৪

ধেনুং দত্ত্বা নিভৃতাং সুশীলাং
কল্যাণবৎসাঞ্চ পয়স্বিনীঞ্চ।
যাবন্তি রোমাণি ভবন্তি তস্যা-
স্তাবৎসমাঃ স্বর্গফলানি ভুঙ্‌ক্তে ॥ ২০৫

প্রযচ্ছতে যঃ কপিলাং সচৈলাং
সকাংস্যদোহাং কনকাগ্র্যশৃঙ্গীম্।
পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চ কুলঞ্চ সর্ব-
মাসপ্তমং তারয়তে পরত্র ॥ ২০৬

অন্তর্জাতাঃ ক্রীতকা দ্যূতলব্ধাঃ
প্রাণক্রীতাঃ সোদকাশ্চৌজসা বা।
কৃচ্ছোৎসৃষ্টাঃ পোষণার্থাগতাশ্চ
দ্বারৈরেতৈস্তাঃ প্রলব্ধাঃ প্রদত্তাৎ ॥ ২০৭

অগ্নি সমস্ত দেবতাগণের স্বরূপ এবং সুবর্ণও অগ্নিরূপী বলিয়া কথিত হয়। সেইজন্য সুবর্ণদানে সমস্ত দেবতাগণ তৃপ্ত হন। ১৯৬

অগ্নির অভাব হইলে পর বেদজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ তাহার স্থানে সুবর্ণকে স্থাপিত করেন। অতএব সুবর্ণদানকারী সকল মানুষ সমস্ত কামনাসমূহ প্রাপ্ত হয়। ১৯৭

সুবর্ণদাতা মানুষেরা অতি সত্বর সূর্য ও অগ্নির নানাপ্রকার মঙ্গলকারী লোকসমূহে প্রবেশ করে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১৯৮

কেবল সুবর্ণ অপেক্ষা তাহার দ্বারা অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইয়া দান করা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। অতএব দানকালে ব্রাহ্মণকে স্বর্ণের আভরণে বিভূষিত করিয়া ভোজন করাইবে। যে ব্যক্তি এই অদ্ভুত বা উৎকৃষ্ট সুবর্ণ দান করে, সে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হইলে পর নিশ্চয়ই সুন্দর দেহ, কান্তি, বুদ্ধি ও কীর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। ১৯৯-২০০

অতএব সকল মানুষেরই নিজের শক্তি অনুসারে পৃথিবীতে স্বর্ণদান করা উচিত। সংসারে ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন দান নাই। সুবর্ণ দান করিয়া মানুষ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ২০১

অনিন্দিতে! ইহার পর আমি গোদানের বর্ণনা করিব। প্রিয়ে! এ সংসারে গোদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দ্বিতীয় কোনও দান নাই। ২০২

পুরাকালে লোকসৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা সমস্ত প্রাণিগণের জীবন-বৃত্তির জন্য গোসকলকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই জন্য ইহারা সকলেই মাতা বলিয়া কথিত হয়। ২০৩

গোগণই সম্পূর্ণ জগতে জ্যেষ্ঠ। তাহারা সকল লোকের জীবিকা-দানের কার্য্যে প্রবৃত্ত আছে। তাহারা আমার অধীন এবং চন্দ্রতুল্য অমৃতময় দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা সৌম্য, পুণ্যময়ী, কামনাপূর্ণকারিণী ও প্রাণদায়িনী। সেইহেতু পুণ্যাভিলাষী সকল মনুষ্যগণেরই পূজনীয়। ২০৪

যে ব্যক্তি হৃষ্ট-পুষ্ট উত্তম স্বভাববিশিষ্টা, উত্তম বৎসযুক্তা ও দুগ্ধবতী ধেনু প্রদান করে, সেই ব্যক্তি ধেনুর দেহে যত রোম আছে, তত বৎসরকাল স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করে। ২০৫

যে মানুষ কাংস্যনির্ম্মিত দুগ্ধপাত্র সহ স্বর্ণশৃঙ্গবিশিষ্টা কপিলা ধেনু যত্নসহকারে দান করে, সেই মানুষ নিজের পুত্র, পৌত্র ও সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সমুদয় কুলকে পরলোকে উদ্ধার করিয়া থাকে। ২০৬

যে সব ধেনু নিজেরই গৃহে উৎপন্ন হইয়াছে, ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে, দ্যূত ক্রীড়ায় জয় করিয়া লাভ হইয়াছে, অপর কোনও প্রাণীর পরিবর্ত্তে ক্রয় করা হইয়াছে, হস্তে জল লইয়া সঙ্কল্প পূর্ব্বক প্রদত্ত হইয়াছে, অথবা যুদ্ধে বলপূর্ব্বক জয় করা হইয়াছে, সঙ্কট

কৃশায় বহুপুত্রায় শ্রোত্রিয়ায়াহিতাগ্নয়ে।
প্রদায় নিরুজাং ধেনুং লোকান্ প্রাপ্নোত্যনুত্তমান্ ॥২০৮
নৃশংসস্য কৃতঘ্নস্য লুব্ধস্যানৃতবাদিনঃ।
হব্যকব্যব্যপেতস্য ন দত্যাদ্ গাঃ কথঞ্চন ॥ ২০৯
সমানবৎসাং যো দত্যাদ্ ধেনুং বিপ্রে পয়স্বিনীম্।
সুবৃত্তাং বস্ত্রসংছন্নাং সোমলোকে মহীয়তে ॥ ২১০
সমানবৎসাং যো দত্যাৎ কৃষ্ণাং ধেনুং পয়স্বিনীম্।
সুবৃত্তাং বস্ত্রসংছন্নাং লোকান্ প্রাপ্নোত্যপাম্পতেঃ ॥২১১
হিরণ্যবর্ণাং পিঙ্গাক্ষীং সবৎসাং কাংস্যদোহনাম্।
প্রদায় বস্ত্রসংছন্নাং যাতি কৌবেরসদ্মনঃ ॥ ২১২
বায়ুরেণুসবর্ণাঞ্চ সবৎসাং কাংস্যদোহনাম্।
প্রদায় বস্ত্রসংছন্নাং বায়ুলোকে মহীয়তে ॥ ২১৩
সমানবৎসাং যো ধেনুং দত্ত্বা গৌরীং পয়স্বিনীম্।
সুবৃত্তাং বস্ত্রসংছন্নামগ্নিলোকে মহীয়তে ॥২১৪

যুবানং বলিনং শ্যামং শতেন সহ যূথপম্।
গবেন্দ্রং ব্রাহ্মণেন্দ্রায় ভূরিশৃঙ্গমলঙ্কৃতম্ ॥ ২১৫
ঋষভং যে প্রযচ্ছন্তি শ্রোত্রিয়াণাং মহাত্মনাম্।
ঐশ্বর্য্যমভিজায়ন্তে জায়মানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥২১৬
গবাং মূত্রপুরীষাণি নোদ্বিজেত কদাচন।
ন চাসাং মাংসমশ্নীয়াদ্ গোষু ভক্তঃ সদা ভবেৎ ॥২১৭
গ্রাসমুষ্টিং পরগবে দত্যাৎ সম্বৎসরং শুচিঃ।
অকৃত্বা স্বয়মাহারং ব্রতং তৎ সার্বকামিকম্ ॥ ২১৮
গবামুভয়তঃ কালে নিত্যং স্বস্ত্যয়নং বদেৎ।
ন চাসাং চিন্তয়েৎ পাপমিতি ধর্মবিদো বিদুঃ ॥ ২১৯
গাবঃ পবিত্রং পরমং গোষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
কথঞ্চিন্নাবমন্তব্যা গাবো লোকস্য মাতরঃ ॥ ২২০
তস্মাদেব গবাং দানং বিশিষ্টমিতি কথ্যতে।
গোষু পূজা চ ভক্তিশ্চ নরস্যায়ুষ্যতাং বহেৎ ॥ ২২১

হইতে মুক্ত করিয়া আনা হইয়াছে এবং যাহাদের পালন-পোষণের জন্য আনা হইয়াছে,—এই সব ধার দ্বারা অর্থাৎ উপায়ে প্রাপ্ত গো-সকলকেই দান করা কর্তব্য। ২০৭

জীবিকা বিনা দুর্বল, অনেক পুত্রবান্, অগ্নিহোত্রী ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দুগ্ধবতী রোগহীনা ধেনু দান করিয়া দাতা সর্বোত্তম লোকসকল প্রাপ্ত হয়। ২০৮

যে ক্রূর, লোভী, অসত্যবাদী ও হব্যকব্যহীন, এরূপ মানুষকে কখনও গো-সকল দান করিবে না ॥২০৯

যে মানুষ সমান বর্ণের বৎসযুক্তা, স্বভাবসরলা এবং দুগ্ধবতী ধেনু বস্ত্রাবৃতা করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করে, সেই মানুষ সোমলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২১০

যে সমানবর্ণের বৎসযুক্তা, স্বভাবসরলা এবং দুগ্ধপ্রদাত্রী কৃষ্ণবর্ণা গাভী বস্ত্র সহকারে ব্রাহ্মণকে প্রদান করে, সেই মানুষ জলাধিপতি বরুণলোকে গমন করে। ২১১

স্বর্ণবর্ণা, পিঙ্গলোচনা, সবৎসা ও কাংস্যনির্মিত দোহনপাত্র-যুক্তা গাভী বস্ত্রাবৃত করিয়া দান করিলে পর মানুষ কুবের-ভবনে গমন করে। ২১২

বায়ুর দ্বারা উড্ডীয়মান ধূলিতুল্য বর্ণবিশিষ্টা, বৎসযুক্তা দুগ্ধবতী গাভী বস্ত্রাবৃত করিয়া কাংস্যনির্মিত দোহন পাত্রের সহিত প্রদান করিয়া দাতা বায়ুলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২১৩

সমানবর্ণ বৎসযুক্তা, সরলস্বভাববিশিষ্টা, গৌরবর্ণা ও দুগ্ধবতী ধেনু বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া যে মানুষ দান করে, সে অগ্নিলোকে সসম্মানে বাস করে। ২১৪

যে সব মানুষ মহাত্মা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের যুবা, বিশাল শৃঙ্গযুক্ত, বলবান্, শ্যামবর্ণ, একশত গো সহ যূথপতি গবেন্দ্র (বৃষভ)-কে পূর্ণরূপে অলঙ্কৃত করিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে প্রদান করে, তাহারা বারংবার জন্মগ্রহণ করিলেও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। ২১৫-২১৬

গোগণের মল-মূত্র হইতে কখনও উদ্বিগ্ন হইবে না এবং তাহাদের মাংসও কখনও ভোজন করিবে না। সর্ব্বদা গো-সকলের ভক্ত হইবে। ২১৭

যে মানুষ পবিত্রভাবে থাকিয়া এক বর্ষ পর্য্যন্ত পরের গাভীকে একমুষ্টি করিয়া গ্রাস দান করে এবং স্বয়ং কোনও কিছুই আহার করে না, তাহার সেই ব্রত সমস্ত কামনা পূর্ণ করিয়া থাকে। ২১৮

গোগণের নিকট প্রতিদিন উভয় সময়ে তাহাদের কল্যাণের কথা বলিবে। কখনও তাহাদের অনিষ্ট-চিন্তা করিবে না। ইহাই ধর্মজ্ঞ পুরুষগণের অভিমত ॥২১৯

গো-সকল পরম পবিত্র বস্তু, গোগণের মধ্যে সম্পূর্ণ লোক-সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব কোনরূপেই গোগণকে অপমান করা উচিত নয়; কারণ, ইহারা সম্পূর্ণ জগতের মাতা। ২২০

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি ভূমিদানং মহাফলম্ ।
ভূমিদানসমং দানং লোকে নাস্তীতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২২২
গৃহযুক্ ক্ষেত্রযুগ্ বাপি ভূমিভাগঃ প্রদীয়তে ।
সুখভোগং নিরাক্রোশং বাস্তুপূর্বং প্রকল্প্য চ ॥ ২২৩
গ্রহীতারমলঙ্কৃত্য বস্ত্রপুষ্পানুলেপনৈঃ ।
সভৃত্যং সপরীবারং ভোজয়িত্বা যথেষ্টতঃ ॥ ২২৪
যো দদ্যাদ্ দক্ষিণাং কালে ত্রিরদ্ভির্গৃহ্যতামিতি ॥ ২২৫
এবং ভূম্যাং প্রদত্তায়াং শ্রদ্ধয়া বীতমৎসরৈঃ ।
যাবৎ তিষ্ঠতি সা ভূমিস্তাবৎ তস্য ফলং বিদুঃ ॥ ২২৬
ভূমিদঃ স্বর্গমারুহ্য রমতে শাশ্বতীঃ সমাঃ
অচলা হ্যক্ষয়া ভূমিঃ সর্বকামান্ দুধুক্ষতি ॥ ২২৭
যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে পাপং পুরুষো বৃত্তিকর্শিতঃ ।
অপি গোকর্ণমাত্রেণ ভূমিদানেন মুচ্যতে ॥ ২২৮
সুবর্ণং রজতং বস্ত্রং মণি-মুক্তা-বসূনি চ ।
সর্বমেতন্মহাভাগে ভূমিদানে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২২৯

ভর্তৃনিঃশ্রেয়সে যুক্তাস্ত্যক্তাত্মানো রণে হতাঃ ।
ব্রহ্মলোকায় সংসিদ্ধা নাতিক্রামন্তি ভূমিদম্ ॥ ২৩০
হলকৃষ্টাং মহীং দদ্যাদ্ যৎসবীজফলান্বিতাম্ ।
সুকূপশরণাং বাপি সা ভবেৎ সর্বকামদা ॥ ২৩১
নিষ্পন্নশস্যাং পৃথিবীং যো দদাতি দ্বিজন্মনাম্ ।
বিমুক্তঃ কলুষৈঃ সর্বৈঃ শক্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৩২
যথা জনিত্রী ক্ষীরেণ স্বপুত্রমভিবর্ধয়েৎ ।
এবং সর্বফলৈর্ভূমির্দাতারমভিবর্ধয়েৎ ॥ ২৩৩
ব্রাহ্মণং বৃত্তসম্পন্নমাহিতাগ্নিং শুচিব্রতম্ ।
গ্রাহয়িত্বা নিজাং ভূমিং ন যান্তি যমসাদনম্ ॥ ২৩৪
যথা চন্দ্রমসো বৃদ্ধিরহন্যহনি দৃশ্যতে ।
তথা ভূমেঃ কৃতং দানং শস্যে শস্যে বিবর্ধতে ॥ ২৩৫
যথা বীজানি রোহন্তি প্রকীর্ণানি মহীতলে ।
তথা কামাঃ প্ররোহন্তি ভূমিদানগুণার্জিতাঃ ॥ ২৩৬

সেইহেতু গোসকলের দান সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলা হইয়াছে। গোগণের পূজা এবং তাহাদের প্রতি ভক্তি মানুষের আয়ু বর্দ্ধিত করে ॥ ২২১

ইহার পর আমি ভূমিদানের মহত্ত্ব বলিব। এই ভূমিদান মহাফলদায়ক। জগতে ভূমিদানের সমান অন্য কোনও দান নাই। ইহাই ধর্মাত্মা পুরুষগণের নিশ্চয় ॥ ২২২

গৃহ অথবা ক্ষেত্রযুক্ত ভূভাগ প্রদান করা উচিত। যেখানে সুখভোগের সুবিধা আছে ও যাহা অনিন্দনীয় স্থান, সেখানে বাস্তুপূজাপূর্ব্বক গৃহ নির্মাণ করিয়া দানগ্রহণকারীকে বস্ত্র, পুষ্পমাল্য ও চন্দনে অলঙ্কৃত করত সেবক ও পরিবারবর্গের সহিত তাহাকে যথেষ্ট ভোজন করাইবে। তাহার পর যথাসময়ে তিন বার হস্তে জল লইয়া 'দান গ্রহণ করুন' এই কথা বলিয়া তাহাকে সেই ভূমি দান করিবে এবং দক্ষিণা প্রদান করিবে ॥ ২২৩-২২৫

এইভাবে ঈর্ষ্যারহিত পুরুষগণের দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভূদান প্রদত্ত হইলে পর যতকাল সেই ভূমি থাকিবে, ততকাল দাতা তাহার দান-জনিত ফল উপভোগ করে ॥ ২২৬

ভূমিদাতা মানুষ স্বর্গলোকে গমন করত সদাই সুখভোগ করে; কারণ, সেই অচল ও অক্ষয় ভূমি সমস্ত কামনা পূর্ণ করিয়া থাকে ॥ ২২৭

জীবিকার জন্য কষ্টভোগকারী মানুষ যাহা কিছু পাপকর্ম করে, সে যদি গোকর্ণপরিমিত ভূমিও দান করিয়া থাকে, তবে সে সেই সব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ২২৮

মহাভাগে! ভূমিদানে সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র, মণি, মুক্তা এবং রত্ন—এই সব দানই প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ২২৯

প্রভুর কল্যাণসাধনে নিরত থাকিয়া যুদ্ধে নিহত হইয়া নিজের শরীর পরিত্যাগকারী বীর যোদ্ধারা উত্তম সিদ্ধিলাভ করত ব্রহ্মলোকের দিকে যাত্রা করে; কিন্তু ইহারাও ভূমিদানকারীকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ২৩০

যেখানে সুন্দর কূপ ও বাস করিবার গৃহ নির্ম্মিত আছে, যাহা হলের দ্বারা কর্ষণ করা হইয়াছে এবং যাহাতে বীজসহ ফল ধরিয়াছে, এরূপ ভূমিদান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে সমস্ত কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ২৩১

যে ব্যক্তি উৎপন্ন শস্যযুক্তা ভূমি ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ২৩২

যেরূপ মাতা দুগ্ধ পান করাইয়া নিজের পুত্রের পালন-পোষণ করে, সেইরূপ ভূমি সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ফলপ্রদান করত দাতাকে অভ্যুদয়শীল করিয়া থাকে ॥ ২৩৩

যে সব ব্যক্তি উত্তম ব্রতপালনকারী, অগ্নিহোত্রী ও সদাচারী ব্রাহ্মণকে দিয়া নিজের ভূমি গ্রহণ করাইয়া থাকে, তাহারা কখনও যমলোকে গমন করে না ॥ ২৩৪

পিতরঃ পিতৃলোকস্থা দেবতাশ্চ দিবি স্থিতাঃ।
সন্তর্পয়ন্তি ভোগৈস্তং যো দদাতি বসুন্ধরাম্ ॥ ২৩৭
দীর্ঘায়ুষ্ট্বং বরাঙ্গত্বং স্ফীতাঞ্চ শ্রিয়মুত্তমাম্।
পরত্র লভতে মর্ত্যাঃ সম্প্রদায় বসুন্ধরাম্ ॥ ২৩৮
এতৎ সর্বং ময়োদ্দিষ্টং ভূমিদানস্য যৎ ফলম্।
শ্রদ্দধানৈর্নরৈর্নিত্যং শ্রাব্যমেতৎ সনাতনম্ ॥ ২৩৯
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি কন্যাদানং যথাবিধি।
কন্যা দেয়া মহাদেবি পরেষামাত্মনোঽপি বা ॥ ২৪০
কন্যাং শুদ্ধব্রতাচারাং কুলরূপসমন্বিতাম্।
যস্মৈ দিৎসতি পাত্রায় তেনাপি ভৃশকামিতাম্ ॥২৪১
প্রথমং তাং সমাকল্প্য বন্ধুভিঃ কৃতনিশ্চয়াম্।
কারয়িত্বা গৃহং পূর্বং দাসীদাসপরিচ্ছদৈঃ ॥ ২৪২
গৃহোপকরণৈশ্চৈব পশুধান্যেন সংযুতাম্।
তদর্থিনে তদর্হায় কন্যাং তাং সমলঙ্কৃতাম্ ॥ ২৪৩
সবিবাহং যথান্যায়ং প্রযচ্ছেদগ্নিসাক্ষিকম্ ॥২৪৪

যেরূপ শুক্লপক্ষে চন্দ্রের প্রতিদিন বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, সেইরূপ কৃত ভূমিদানের মহত্ত্ব প্রত্যেক নব শস্য উৎপন্ন হইলে আরও বর্দ্ধিত হইয়া যায়। ২৩৫

যেরূপ পৃথিবীতে বিকীর্ণ (ছড়ান) বীজ অঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ ভূমিদানের গুণসমূহে প্রাপ্ত সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ভোগ অঙ্কুরিত হয় এবং বর্দ্ধিত হয়। ২৩৬

যে মানুষ ভূমিদান করে, তাহাকে পিতৃলোকবাসী পিতৃগণ এবং স্বর্গবাসী দেবতারা অভীষ্ট ভোগসমূহের দ্বারা তৃপ্ত করেন ॥ ২৩৭

ভূমিদান করিয়া মানুষ পরলোকে দীর্ঘায়ু সুন্দর শরীর এবং প্রভূত সর্বোত্তম ধনসম্পদ প্রাপ্ত হয়। ২৩৮

এই সব আমি ভূমিদানের ফল বর্ণনা করিলাম। শ্রদ্ধালু মনুষ্যগণের প্রতিদিন এই সনাতন দানমাহাত্ম্য শ্রবণ করা উচিত। ২৩৯

এখন আমি বিধি অনুসারে কন্যাদানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিব। মহাদেবি! অপরের এবং নিজেরও কন্যাদান করা কর্তব্য ।২৪০

যে মানুষ শুভ ব্রত ও আচারপরায়ণা, কুলীন ও সুন্দররূপবতী কন্যা কোনও সুপাত্র পুরুষকে দান করিতে কামনা করে, তাহার এই বিষয়টি লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সেই পাত্র উক্ত কন্যাকে সর্বতোভাবে কামনা করে কি না? অর্থাৎ সেই পাত্র যদি কন্যাকে সর্বান্তঃকরণে কামনা করে, তবে তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিবে। ২৪১

প্রথমে বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কন্যার বিবাহ নিশ্চয় করিবে, তাহার পর তাহাকে বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করিবে। অনন্তর তাহার জন্য মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া দাস-দাসী, অন্যান্য সামগ্রী, গৃহের আবশ্যক উপকরণ, পশু ও ধান্যসম্পন্না এবং বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা সেই কন্যাকে তাহাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী যোগ্য বরের হস্তে অগ্নিদেবকে সাক্ষী রাখিয়া যথোচিত রীতিতে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দান করিবে। ২৪২-২৪৪

বৃত্ত্যায়তীং যথা কৃত্বা সদম্পতী তৌ নিবেশয়েৎ ॥২৪৫
এবং কৃত্বা বধূদানং তস্য দানস্য গৌরবাৎ।
প্রেত্যভাবে মহীয়েত স্বর্গলোকে যথাসুখম্ ॥ ॥২৪৬
পুনর্জাতশ্চ সৌভাগ্যং কুলবৃদ্ধিং তথাঽঽপ্নুয়াৎ ॥২৪৭
বিদ্যাদানং তথা দেবি পাত্রভূতায় বৈ দদৎ।
প্রেত্যভাবে লভেন্মর্ত্যো মেধাং বুদ্ধিং ধৃতিং স্মৃতিম্ ॥২৪৮
অনুরূপায় শিষ্যায় যশ্চ বিদ্যাং প্রযচ্ছতি।
যথোক্তস্য প্রদানস্য ফলমানন্ত্যমশ্নুতে ॥ ২৪৯
দাপনং ত্বথ বিদ্যানাং দরিদ্রেভ্যোঽর্থবেদনৈঃ
স্বয়ং দত্তেন তুল্যং স্যাদিতি বিদ্ধি শুভাননে ॥ ২৫০
এবং তে কথিতান্যেব মহাদানানি মানিনি।
ত্বৎপ্রিয়ার্থং ময়া দেবি ভূয়ঃ শ্রোতুং কিমিচ্ছসি ॥২৫১

উমোবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ কথং দেয়ং তিলান্বিতম্।
তস্য তস্য ফলং ব্রূহি দত্তস্য চ কৃতস্য চ ॥ ২৫২

ভবিষ্যৎকালের জীবননির্বাহের পূর্ণ ব্যবস্থা করিয়া সেই দুই দম্পতিকে উত্তম গৃহে প্রবেশ করাইবে। এইভাবে বধূবেশে কন্যাকে দান করত সেই দানের মহিমায় দাতা মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে সুখ ও সম্মানের সহিত বাস করে। পুনরায় জন্মলাভ করিলে পর তাহার সৌভাগ্যপ্রাপ্তি হয় এবং সে নিজের কুলকে বর্দ্ধিত করে। ২৪৫-২৪৭

দেবি! সুপাত্র শিষ্যকে বিদ্যাদানকারী মানুষ মৃত্যুর পর বুদ্ধি, ধৃতি ও স্মৃতি লাভ করে। ২৪৮

যে মানুষ সুযোগ্য শিষ্যকে বিদ্যাদান করে, তাহার শাস্ত্রোক্ত দানের অক্ষয় ফললাভ হয়। ২৪৯

শুভাননে! নির্ধন দরিদ্র ছাত্রদিগকে ধনের সহায়তা করিয়া বিদ্যালাভ করানও স্বয়ং প্রদত্ত বিদ্যাদানেরই তুল্য—তুমি ইহা জানিও। ২৫০

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

তিলকল্পবিধিং দেবি তন্মে শৃণু সমাহিতা ॥ ২৫৩
সমৃদ্ধৈরসমৃদ্ধৈর্বা তিলা দেয়া বিশেষতঃ।
তিলা পবিত্রাঃ পাপঘ্নাঃ সুপুণ্যা ইতি সংস্মৃতাঃ ॥২৫৪
ন্যায়তস্তু তিলান্ শুদ্ধান্ সংহৃত্যাথ স্বশক্তিতঃ।
তিলরাশিং পুনঃ কুর্য্যাৎ পর্বতাভং সরত্নকম্ ॥ ২৫৫
মহান্তং যদি বা স্তোকং নানাদ্রব্যসমন্বিতম্ ॥ ২৫৬
সুবর্ণ-রজতাভ্যাঞ্চ মণিমুক্তাপ্রবালকৈঃ।
অলঙ্কৃত্য যথাযোগং সপতাকং সবেদিকম্ ॥ ২৫৭
সভূষণং সবস্ত্রঞ্চ শয়নাসনসম্মিতম্ ॥ ২৫৮
প্রায়শঃ কৌমুদীমাসে পৌর্ণমাস্যাং বিশেষতঃ।
ভোজয়িত্বা চ বিধিবদ্ ব্রাহ্মণানর্হতো বহূন্ ॥ ২৫৯
স্বয়ং কৃতোপবাসশ্চ বৃত্তশৌচসমন্বিতঃ।
দদ্যাৎ প্রদক্ষিণীকৃত্য তিলরাশিং সদক্ষিণম্ ॥ ২৬০
একস্যাপি বহূনাং বা দাতব্যঃ ভূতিমিচ্ছতা।
তস্য দানফলং দেবি অগ্নিষ্টোমেন সংযুতম্ ॥ ২৬১

কেবলং বা তিলৈরেব ভূমৌ কৃত্বা গবাকৃতিম্।
সবৎসকং সরত্নঞ্চ পুংসা গোদানকাঙ্ক্ষিণা ॥ ২৬২
তদর্হায় প্রদাতব্যাং তস্য গোদানতঃ ফলম্ ॥ ২৬৩
শরাবাংস্তিলসম্পূর্ণান্ সহিরণ্যান্ সচম্পকান্।
নৃপো দদদ্ ব্রাহ্মণায় স পুণ্যফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ২৬৪
এবং তিলময়ং দেয়ং নরেণ হিতমিচ্ছতা।
নানাদানফলং ভূয়ঃ শৃণু দেবি সমাহিতা ॥ ২৬৫
বলমায়ুস্তথারোগ্যমন্নদানাল্লভেন্নরঃ।
পানীয়দস্তু সৌভাগ্যং রসজ্ঞানং লভেন্নরঃ ॥ ২৬৬
বস্ত্রদানাদ্ বপুঃশোভামলঙ্কারং লভেন্নরঃ।
দীপদো বুদ্ধিবৈশদ্যং দ্যুতিশোভাং লভেন্নরঃ ॥ ২৬৭
রাজপীড়াবিমোক্ষং তু ছত্রদো লভতে ফলম্।
দাসীদাসপ্রদানাৎ তু ভবেৎ কর্মান্তভাঙ্ নরঃ ॥ ২৬৮
দাসীদাসঞ্চ বিবিধং লভেৎ প্রেত্য গুণান্বিতম্ ॥ ২৬৯
যানানি বাহনং চৈব তদর্হায় দদন্নরঃ।
পাদরোগপরিক্লেশান্মুক্তঃ শ্বসনবাহবান্ ॥ ২৭০

মানিনি! দেবি! আমি তোমার প্রীতিবর্ধনের জন্য এইরূপ মহাদানসমূহ বর্ণনা করিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর? ২৫১

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! দেবদেবেশ্বর! তিলদান কিভাবে করিতে হয়? এবং তিলদানের ফলই বা কি? ইহা আমাকে বলুন। ২৫২

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার নিকট হইতে তিল-কল্পের বিধি শ্রবণ কর। মানুষ ধনী হউক বা নির্ধন হউক, তাহার বিশেষভাবে তিলদান করা কর্তব্য; কারণ, তিল পবিত্র, পাপনাশক ও পুণ্যময় বলিয়া কথিত হয়। ২৫৩-২৫৪

নিজের শক্তি অনুসারে শুদ্ধ তিলসমূহ সংগ্রহ করত সেই সব দিয়া পর্বতাকার রাশি নির্মাণ করিবে। সেই রাশি ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক তাহাকে নানাপ্রকার দ্রব্য ও রত্নের দ্বারা যুক্ত করিবে। তারপর যথাশক্তি স্বর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা ও প্রবালের দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া পতাকা, বেদী, ভূষণ, বস্ত্র, শয্যা ও আসনের দ্বারা সুশোভিত করিবে। প্রায়শঃ আশ্বিন মাসে বিশেষতঃ পূর্ণিমা তিথিতে বহু সুযোগ্য ব্রাহ্মণকে বিধি অনুসারে ভোজন করাইয়া স্বয়ং উপবাস করত শৌচাচারসম্পন্ন হইয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ করত দক্ষিণাসহ সেই তিলরাশি প্রদান করিবে। ২৫৫-২৬০

কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য হইল—সে একজন ব্রাহ্মণকে বা বহু ব্রাহ্মণকে দান করিবে। দেবি! তাহার দানের ফল অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সমান হইয়া যায়। ২৬১

অথবা পৃথিবীতে কেবল তিলসমূহেরই দ্বারা গরুর আকৃতি নির্মাণ করত গোদানের ফললাভ করিতে অভিলাষী মানুষ রত্ন ও বৎসসহকারে সেই তিলধেনু সুযোগ্য ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহাতে দাতার গোদান করিবার ফল লাভ হয়। ২৬২-২৬৩

যে রাজা স্বর্ণ ও চম্পাযুক্ত এবং তিলপূর্ণ বহু শরাব ব্রাহ্মণকে দান করে, সেই রাজা পুণ্য ফলভাগী হয়। ২৬৪

দেবি! নিজের হিতকামী মানুষের এইভাবে তিলময়ী ধেনুদান করা কর্তব্য। এখন পুনরায় একাগ্রচিত্তা হইয়া নানা প্রকার দানের ফল শ্রবণ কর। ২৬৫

অন্নদান করিলে মানুষের বল, আয়ু ও আরোগ্য প্রাপ্তি হয়। জলদানকারী মানুষ সৌভাগ্য লাভ করে এবং রসের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। ২৬৬

বস্ত্রদান করিলে মানুষের শারীরিক শোভা ও আভরণ লাভ হয়। দীপদাতা নির্মলবুদ্ধি, কান্তি ও শোভা প্রাপ্ত হয়। ২৬৭

ছত্রদানকারী মানুষ কোনও অংশে রাজবংশ হইতে চ্যুত

বিচিত্রং রমণীয়ঞ্চ লভতে যানবাহনম্ ॥ ২৭১

সেতুকূপতটাকানাং কর্ত্তা তু লভতে নরঃ।
দীর্ঘায়ুষ্ঞ্চ সৌভাগ্যং তথা প্রেত্য গতিং শুভাম্ ॥২৭২

বৃক্ষসংরোপকো যস্তু ছায়াপুষ্পফলপ্রদঃ।
প্রেত্যভাবে লভেৎ পুণ্যমভিগম্যো ভবেন্নরঃ ॥ ২৭৩

যস্তু সংক্রমকৃল্লোকে নদীষু জলহারিণাম্।
লভেৎ পুণ্যফলং প্রেত্য ব্যসনেভ্যো বিমোক্ষণম্ ॥২৭৪

মার্গকৃৎ সততং মর্ত্ত্যো ভবেৎ সন্তানবান্ পুনঃ।
কায়দোষবিমুক্তস্তু তীর্থকৃৎ সততং ভবেৎ ॥ ২৭৫

ঔষধানাং প্রদানাৎ তু সততং কৃপয়ান্বিতঃ।
ভবেদ্ ব্যাধিবিহীনশ্চ দীর্ঘায়ুশ্চ বিশেষতঃ ॥ ২৭৬

অনাথান্ পোষয়েদ্ যস্তু কৃপণান্ধকপঙ্গুকান্।
স তু পুণ্যফলং প্রেত্য লভতে কৃচ্ছ্রমোক্ষণম্ ॥ ২৭৭

বেদগোষ্ঠাঃ সভাঃ শালা ভিক্ষূণাঞ্চ প্রতিশ্রয়ম্।
যঃ কুর্য্যাল্লভতে নিত্যং নরঃ প্রেত্য শুভং ফলম্ ॥২৭৮

বিবিধং বিবিধাকারং ভক্ষ্যভোজ্যগুণান্বিতম্।
রম্যং সদৈব গোবাটং যঃ কুর্য্যাল্লভতে নরঃ ॥ ২৭৯

প্রেত্যভাবে শুভাং জাতিং ব্যাধিমোক্ষং তথৈব চ।
এবং নানাবিধং দ্রব্যং দানকর্ত্তা লভেৎ ফলম্ ॥ ২৮০

বুদ্ধিমায়ুস্তমারোগ্যং বলং ভাগ্যং তথাऽऽগমম্।
রূপেণ সপ্তধা ভূত্বা মানুষং ফলতি ধ্রুবম্ ॥ ২৮১

উমোবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ বিশিষ্টং যজ্ঞমুচ্যতে।
লৌকিকং বৈদিকং চৈব তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ২৮২

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

দেবতানাং তু পূজা যা যজ্ঞেম্বেব সমাহিতা।
যজ্ঞা বেদেষধীতাশ্চ বেদা ব্রাহ্মণসংবৃতাঃ ॥ ২৮৩

ইদং তু সকলং দ্রব্যং দিবি বা ভুবি বা প্রিয়ে।
যজ্ঞার্থং বিদ্ধি তৎ সৃষ্টং লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥২৮৪

এবং বিজ্ঞায় তৎ কর্ত্তা সদারঃ সততং দ্বিজঃ।
প্রেত্যভাবে লভেল্লোকান্ ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ২৮৫

হয় না। দাসী ও দাস দান করিলে মানুষ কর্মসমূহের অন্ত করিয়া থাকে এবং মৃত্যুর পর উত্তম গুণযুক্ত নানাবিধ দাস ও দাসী প্রাপ্ত হয়। ২৬৮-২৬৯

যে মানুষ সুযোগ্য ব্রাহ্মণকে যথাবিধি যান ও বাহনসমূহ দান করে, সেই মানুষ পাদসম্বন্ধী রোগ ও ক্লেশসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। সে বায়ুতুল্য বেগগামী বাহন লাভ করে। সে বিচিত্র ও রমণীয় যান এবং বাহন প্রাপ্ত হয়। ২৭০-২৭১

সেতু, কূপ ও পুষ্করিণী নির্মাণকারী মানুষ দীর্ঘায়ু, সৌভাগ্য এবং মৃত্যুর পর শুভ গতি প্রাপ্ত হয়। ২৭২

যে মানুষ বৃক্ষ রোপণ করে এবং ছায়া, পুষ্প ও ফল প্রদান করে, সে মৃত্যুর পর পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয় এবং সকলের সহিত মিলনযোগ্য হয়। ২৭৩

যে মানুষ এ জগতে নদীর উপর দিয়া জল লইয়া গমনকারী মনুষ্যগণের সুবিধার জন্য সেতু নির্মাণ করিয়া দেয়, সে মৃত্যুর পর তাহার পুণ্যফল প্রাপ্ত হয় এবং সর্বপ্রকার সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ২৭৪

যে মানুষ সদা পথ নির্মাণ করে, সে সন্তানবান্ হয় এবং যে জলে নামিবার জন্য সোপান (সিঁড়ি) ও ঘাট নির্মাণ করে, সে শারীরিক সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ২৭৫

যে মানুষ সদা কৃপাপূর্বক রোগীদিগকে ঔষধ প্রদান করে, সে রোগহীন এবং বিশেষতঃ দীর্ঘায়ু হয়। ২৭৬

যে মানুষ অনাথ, দীন-দুঃখী ও পঙ্গু মনুষ্যগণকে পালন-পোষণ করে, সে মৃত্যুর পর তাহার পুণ্যফল প্রাপ্ত হয় এবং সমস্ত সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ২৭৭

যে মানুষ বেদবিদ্যালয়, সভাভবন, ধর্মশালা এবং ভিক্ষুকগণের জন্য আশ্রম নির্মাণ করে, সে মৃত্যুর পর শুভ ফল প্রাপ্ত হয়। ২৭৮

যে মানুষ উত্তম ভক্ষ্য-ভোজ্যসম্বন্ধী গুণসমূহে যুক্ত এবং নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট বিবিধ রমণীয় গোশালা নির্মাণ করে, সে মৃত্যুর পর উত্তম জন্ম লাভ করে এবং রোগমুক্ত হয়। এইরূপ নানাবিধ দ্রব্য দানকারী মানুষ পুণ্যফলভাগী হয়। ২৭৯-২৮০

বুদ্ধি, আয়ু, আরোগ্য, বল, ভাগ্য, আগম এবং রূপ—এই সাতভাগে বিভক্ত হইয়া মানুষের পুণ্যকর্ম অবশ্যই নিজের নিজের ফল প্রদান করে। ২৮১

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! দেবদেবেশ্বর! লৌকিক ও বৈদিক যজ্ঞ উত্তম বলিয়া কথিত হয়। অতএব এই বিষয় আমাকে বলুন। ২৮২

ব্রাহ্মণেষেব তদ্ ব্রহ্ম নিত্যং দেবি সমাহিতম্ ॥২৮৩
তস্মাদ্ বিপ্রৈর্যথাশাস্ত্রং বিধিদৃষ্টেন কর্মণা।
যজ্ঞকর্ম কৃতং সর্বং দেবতা অভিতর্পয়েৎ ॥ ২৮৭
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব যজ্ঞার্থং প্রায়শঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৮৮
অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈর্বেদেষু পরিকল্পিতৈঃ।
সুশুদ্ধৈর্যজমানৈশ্চ ঋত্বিগ্‌ভিশ্চ যথাবিধি ॥ ২৮৯
শুদ্ধৈর্দ্রব্যোপকরণৈর্যষ্টব্যমিতি নিশ্চয়ঃ ॥২৯০
তথা কৃতেষু যজ্ঞেষু দেবানাং তোষণং ভবেৎ।
তুষ্টেষু সর্বদেবেষু যজ্বা যজ্ঞফলং লভেৎ ॥২৯১
দেবাঃ সন্তোষিতা যজ্ঞৈর্লোকান্ সংবর্ধয়ন্ত্যুত।
তস্মাদ্ যজ্বা দিবং গত্বামরৈঃ সহ মোদতে।
নাস্তি যজ্ঞসমং দানং নাস্তি যজ্ঞসমো বিধিঃ ॥ ২৯২
সর্বধর্মসমুদ্দেশো দেবি যজ্ঞে সমাহিতঃ।

এষা যজ্ঞকৃতা পূজা লৌকিকীমপরাং শৃণু ॥ ২৯৩
দেবসৎকারমুদ্দিশ্য ক্রিয়তে লৌকিকোৎসবঃ ॥ ২৯৪
দেবগোষ্ঠেষ্বিসংস্কৃত্য চোৎসবং যঃ করোতি বৈ।
যাগান্ দেবোপহারাংশ্চ শুচির্ভূত্বা যথাবিধি ॥ ২৯৫
দেবান্ সন্তোষয়িত্বা স দেবি ধর্মমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯৬
গন্ধমাল্যৈশ্চ বিবিধৈঃ পরমান্নেন ধূপনৈঃ।
বহ্বীভিঃ স্তুতিভিশ্চৈব স্তবস্তিঃ প্রযতৈর্নরৈঃ ॥ ২৯৭
নৃত্তৈর্বাদ্যৈশ্চ গান্ধর্বৈরন্যৈর্দৃষ্টিবিলোভনৈঃ।
দেবসৎকারমুদ্দিশ্য কুর্বতে যে নরা ভুবি ॥ ২৯৮
তেষাং ভক্তিকৃতেনৈব সৎকারেণৈব পূজিতাঃ।
তেনৈব তোষং সংযান্তি দেবি দেবাস্ত্রিবিষ্টপে ॥ ২৯৯

ইত্যাধিকঃ একাদশঃ অধ্যায়ঃ।

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! দেবতাগণের যে পূজা, তাহা যজ্ঞেরই অন্তর্গত। সমস্ত যজ্ঞই বেদে বর্ণিত আছে এবং সেই বেদ ব্রাহ্মণগণের নিকট বিদ্যমান ॥ ২৮৩

প্রিয়ে! স্বর্গলোকে এবং পৃথিবীতে যে সব দ্রব্য দৃষ্টিগোচর হয়, তৎ সমস্তেরই সৃষ্টি বিধাতা কর্তৃক লোকহিত কামনায় যজ্ঞের জন্য সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া জানিও। ২৮৪

এরূপ জানিয়া যে দ্বিজ সদা নিজের স্ত্রীর সহিত অবস্থান করত যজ্ঞ কর্ম করে, সেই দ্বিজ ব্রহ্ম-কর্মে নিরত থাকায় মৃত্যুর পর পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়। ২৮৫

দেবি! সেই ব্রহ্ম (বেদ) সদা ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই অবস্থিত। অতএব শাস্ত্রবিধি অনুসারে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক কৃত সমস্ত যজ্ঞ কর্ম দেবতাদিগকে তৃপ্ত করে ॥ ২৮৬-২৮৭

ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণের সৃষ্টি প্রায়শঃ যজ্ঞের জন্যই হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। শুদ্ধ যজমান এবং ঋত্বিক্‌গণের দ্বারা সম্পাদিত বেদবর্ণিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞসমূহ ও বিশুদ্ধ দ্রব্য উপকরণসকলের দ্বারা যজন করা কর্তব্য—ইহাই শাস্ত্রের নিশ্চয়। ২৮৮-২৯০

এইভাবে কৃত যজ্ঞসমূহে দেবতাগণের সন্তোষ লাভ হয় এবং দেবতারা সন্তুষ্ট হইলে পর যজমানের যজ্ঞের পূর্ণ ফলপ্রাপ্তি হয়। ২৯১

যজ্ঞসমূহের দ্বারা দেবতাগণের সন্তোষবিধান করিলে তাঁহারা সমস্ত লোকসমূহের বৃদ্ধি করেন। সেইজন্য যজমান স্বর্গলোকে গমন করত দেবতাগণের সহিত আনন্দ ভোগ করে। যজ্ঞের সমান কোনও দান নাই এবং যজ্ঞের সমান কোনও বিধি নাই। দেবি! সমস্ত ধর্মের উদ্দেশ্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছে। ২৯২½

এই যজ্ঞের দ্বারা কৃত দেবপূজা বৈদিকী। ইহা হইতে ভিন্ন যে অন্য লৌকিকী পূজা, তাহা শ্রবণ কর। দেবতাগণের সৎকারের উদ্দেশ্যে জগতে নানা সময়ে লোকসকলের দ্বারা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২৯৩-২৯৪

দেবি! যে মানুষ দেবালয়ে দেবতার সংস্কার করিয়া উৎসব পালন করে এবং পবিত্র হইয়া বিধিপূর্বক যজ্ঞ এবং দেবতাগণকে উপহার সমর্পণ করিয়া সন্তুষ্ট করে, সেই মানুষ ধর্মের পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়। ২৯৫-২৯৬

দেবি! এ জগতে যে মানুষ দেবতাগণের সৎকারের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার গন্ধ, মাল্য, উত্তম অন্ন ও ধূপ দান করে এবং বহু স্তব-স্তুতির দ্বারা স্তব করে, সংযতচিত্ত হইয়া নৃত্য, বাদ্য, গান এবং দৃষ্টিলোলুপ অন্যান্য কার্যাক্রমের দ্বারা দেবারাধনা করে, তাহার ভক্তিজনিত সৎকারের দ্বারাই পূজিত হইয়া দেবগণ স্বর্গে উহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া যান। ২৯৭-২৯৯

অধিক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অধিকঃ দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ।

[শ্রাদ্ধবিধানাদিবর্ণনম্, দানস্য ত্রৈবিধ্যেন ফলস্যাপি ত্রৈবিধ্যস্যোল্লেখঃ, দানস্য পঞ্চফলানাং নিরূপণম্, নানাবিধধর্ম্মাণাং তথা তৎফলানাং প্রতিপাদনঞ্চ।]

উমোবাচ।

পিতৃমেধঃ কথং দেব তন্মে শংসিতুমর্হসি।
সর্বেষাং পিতরঃ পূজ্যাঃ সর্বসম্পৎপ্রদায়িনঃ॥ ১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

পিতৃমেধং প্রবক্ষ্যামি যথাবৎ তন্মনাঃ শৃণু।
দেশ-কালৌ বিধানঞ্চ তৎক্রিয়ায়াঃ শুভাশুভম্॥ ২
লোকেষু পিতরঃ পূজ্যা দেবতানাঞ্চ দেবতাঃ।
শুচয়ো নির্ম্মলাঃ পুণ্যা দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতাঃ॥ ৩
যথা বৃষ্টিং প্রতীক্ষন্তে ভূমিষ্ঠাঃ সর্বজন্তবঃ।
পিতরস্ত তথা লোকে পিতৃমেধং শুভেক্ষণে॥ ৪
তস্য দেশাঃ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা সরস্বতী।
প্রভাসং পুষ্করং চেতি তেষু দত্তং মহাফলম্॥ ৫
তীর্থানি সরিতঃ পুণ্যা বিবিক্তানি বনানি চ।
নদীনাং পুলিনানীতি দেশাঃ শ্রাদ্ধস্য পূজিতাঃ॥ ৬
মাঘ-প্রোষ্ঠপদৌ মাসৌ শ্রাদ্ধকর্মণি পূজিতৌ।
পক্ষয়োঃ কৃষ্ণপক্ষস্ত পূর্বপক্ষাৎ প্রশস্যতে॥ ৭
অমাবস্যাং ত্রয়োদশ্যাং নবম্যাং প্রতিপৎসু চ।
তিথিষ্বেতাসু তুষ্যন্তি দত্তেনেহ পিতামহাঃ॥ ৮
পূর্বাহ্ণে শুক্লপক্ষে চ রাত্রৌ জন্মদিনেষু বা।
যুগ্মেষ্বহঃসু চ শ্রাদ্ধং ন চ কুর্বীত পণ্ডিতঃ॥ ৯
এষ কালো ময়া প্রোক্তঃ পিতৃমেধস্য পূজিতঃ।
যস্মিংস্তু ব্রাহ্মণং পাত্রং পশ্যেৎ কালঃ স চ স্মৃতঃ॥ ১০
অপাঙ্ক্তেয়া দ্বিজা বর্জ্যা গ্রাহ্যাস্তে পঙ্ক্তিপাবনাঃ।
ভোজয়েদ্ যদি পাপিষ্ঠান্ শ্রাদ্ধেষু নরকং ব্রজেৎ॥ ১১
বৃত্তশ্রুতকুলোপেতান্ সকলজ্ঞান্ গুণান্বিতান্।
তদর্হান্ শ্রোত্রিয়ান্ বিদ্ধি ব্রাহ্মণানযুজঃ শুভে॥ ১২
এতান্ নিমন্ত্রয়েদ্ বিদ্বান্ পূর্বেদ্যুঃ প্রাতরেব বা।
ততঃ শ্রাদ্ধক্রিয়াং পশ্চাদারভেত যথাবিধি॥ ১৩

অধিক দ্বাদশ অধ্যায়।

[শ্রাদ্ধবিধানাদি বর্ণন, দানের ত্রিবিধতার জন্য তাহার ফলেরও ত্রিবিধতার উল্লেখ, দানের পঞ্চ ফল নিরূপণ, নানাপ্রকার ধর্ম্ম এবং তাহাদের ফলসমূহের প্রতিপাদন।]

উমাদেবী বলিলেন,—দেব! পিতৃমেধ (শ্রাদ্ধ) কিভাবে করিতে হয়? তাহা আমাকে বলুন। সর্ব্বপ্রকার সম্পদদাতা এই পিতৃগণ সকলেরই পূজনীয়। ১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! আমি যথাযথভাবে পিতৃমেধ বর্ণনা করিব, তুমি একাগ্রচিত্তা হইয়া শ্রবণ কর। দেশ, কাল, বিধান এবং ক্রিয়ার শুভাশুভ ফলের বর্ণনা আমি করিব। ২

সকল লোকেই পিতৃগণ পূজনীয়। ইঁহারা দেবতাগণেরও দেবতা। ইঁহাদের স্বরূপ শুভ, নির্ম্মল এবং পবিত্র। ইঁহারা দক্ষিণ দিকে বাস করেন। ৩

শুভলোচনে! যেরূপ ভূতলে অবস্থিত সকল প্রাণীই বৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকে, সেইরূপ পিতৃলোকে অবস্থিত পিতৃগণ শ্রাদ্ধের প্রতীক্ষা করেন। ৪

শ্রাদ্ধের পবিত্র দেশ হইল—কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, সরস্বতী, প্রভাস ও পুষ্কর—এই সব তীর্থস্থানে প্রদত্ত শ্রাদ্ধের দান মহাফলদায়ক হয়। ৫

তীর্থ, পবিত্র নদী, নির্জন বন এবং নদীর তীর—এই সমস্তই শ্রাদ্ধের পক্ষে প্রশংসিত দেশ। ৬

শ্রাদ্ধকার্য্যে মাঘমাস ও ভাদ্রমাস প্রশংসিত। দুই পক্ষের মধ্যে পূর্ব্বপক্ষ (শুক্লপক্ষ) অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষ উত্তম বলিয়া কথিত হয়। ৭

অমাবস্যা, ত্রয়োদশী, নবমী ও প্রতিপৎ—এই তিথিসমূহে ইহ জগতে শ্রাদ্ধের দান করিলে পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন। ৮

বিদ্বান্ মানুষ পূর্ব্বাহ্নে, শুক্লপক্ষে, রাত্রিতে, নিজের জন্মদিনে এবং যুগ্মদিনে শ্রাদ্ধ করিবে না। ৯

আমি এই পিতৃমেধের (শ্রাদ্ধের) প্রশস্ত সময় বলিলাম। যে দিন সুপাত্র ব্রাহ্মণের দর্শনলাভ হইবে, সেই দিনও শ্রাদ্ধের উত্তম কাল বলিয়া কথিত হয়। ১০

শ্রাদ্ধে অপাঙ্ক্তেয় ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ এবং পঙ্ক্তিপাবন ব্রাহ্মণগণকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যদি কেহ শ্রাদ্ধে পাপিষ্ঠ মনুষ্যগণকে ভোজন করায়, তবে সে নরকে পতিত হয়। ১১

শুভে! যাহারা সদাচার, শাস্ত্রজ্ঞান ও উত্তম কুলসম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ ও সদ্‌গুণী হইবে, এইরূপ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে তুমি শ্রাদ্ধের যোগ্য বলিয়া জানিও। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা বিষম হইবে। ১২

ত্রীণি শ্রাদ্ধে পবিত্রাণি দৌহিত্রঃ কুতপস্তিলাঃ ।
ত্রীণি চাত্র প্রশংসন্তি শৌচমক্রোধমত্বরাম্ ॥ ১৪
কুতপঃ খড়্গপাত্রঞ্চ কুশা দর্ভাস্তিলা মধু ।
কালশাকং গজচ্ছায়া পবিত্রং শ্রাদ্ধকর্মসু ॥ ১৫
তিলানবকিরেৎ তত্র নানাবর্ণান্ সমন্ততঃ ।
অশুদ্ধমপবিত্রঞ্চ তিলৈঃ শুধ্যতি শোভনে ॥ ১৬
নীল-কাষায়বস্ত্রঞ্চ ভিন্নবর্ণং নবব্রণম্ ।
হীনাঙ্গমশুচিং বাপি বর্জয়েৎ তত্র দূরতঃ ॥ ১৭
উপকল্প্য তদাহারং ব্রাহ্মণানর্চয়েৎ ততঃ ॥ ১৮
শ্মশ্রুকর্মশিরঃস্নাতান্ সমারোপ্যাসনং ক্রমাৎ ।
সুগন্ধমাল্যাভরণৈঃ স্রগ্ভিরেতান্ বিভূষয়েৎ ॥ ১৯
অলঙ্কৃত্যোপবিষ্টাংস্তান্ পিণ্ডাবাপং নিবেদয়েৎ ॥ ২০
ততঃ প্রস্তীর্য দর্ভাণাং প্রস্তরং দক্ষিণামুখম্ ।
তৎসমীপেঽগ্নিমিদ্ধ্বা চ যথাবজ্জুহুয়াৎ ততঃ ॥ ২১
সমীপে যমসোমাভ্যাং পিতৃভ্যো জুহুয়াৎ তদা ॥ ২২
তথা দর্ভেষু পিণ্ডাংস্ত্রীন্ নির্বপেদ্ দক্ষিণামুখঃ ।
অপসব্যমপাঙ্গুষ্ঠং নামধেয়পুরস্কৃতম্ ॥ ২৩
এতেন বিধিনা দত্তং পিতৄণামক্ষয়ং ভবেৎ ।
ততো বিপ্রান্ যথাশক্তি পূজয়েন্নিয়তঃ শুচিঃ ॥ ২৪
সদক্ষিণং সসম্ভারং যথা তুষ্যন্তি তে দ্বিজাঃ ॥ ২৫
যত্র তৎ ক্রিয়তে তত্র ন জল্পেন্ন জপেন্মিথঃ ।
নিয়ম্য বাচং দেহঞ্চ শ্রাদ্ধকর্ম সমারভেৎ ॥ ২৬
ততো নির্বপণে বৃত্তে তান্ পিণ্ডাংস্তদনন্তরম্ ।
ব্রাহ্মণোঽগ্নিরজো গৌর্বা ভক্ষয়েদপ্সু বা ক্ষিপেৎ ॥ ২৭
পত্নীং বা মধ্যমং পিণ্ডং পুত্রকামাং হি প্রাশয়েৎ ।
আধত্ত পিতরো গর্ভং কুমারং পুষ্করস্রজম্ ॥ ২৮
তৃপ্তানুত্থাপ্য তান্ বিপ্রানন্নশেষং নিবেদয়েৎ ।
তচ্ছেষং বহুভিঃ পশ্চাৎ সভৃত্যোঽভক্ষয়েন্নরঃ ॥ ২৯

বিদ্বান্ মানুষ এই ব্রাহ্মণগণকে শ্রাদ্ধের পূর্বদিনে নিমন্ত্রণ করিবে অথবা শ্রাদ্ধেরই দিনে প্রাতঃকালে নিমন্ত্রণ করিবে। তাহার পর বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিবে। ১৩

শ্রাদ্ধে তিনটি বস্তু পবিত্র—দৌহিত্র, কুতপকাল (দিনের পনের ভাগের মধ্যে অষ্টমভাগকে কুতপ বলে) এবং তিল। এই কার্যে তিনটি গুণের প্রশংসা করা হয়—পবিত্রতা, ক্রোধহীনতা ও অত্বরা (তাড়াতাড়ি না করা)। ১৪

কুতপ, খড়্গপাত্র, কুশ, দর্ভ, তিল, মধু, কালশাক ও গজচ্ছায়া—এই সব বস্তু শ্রাদ্ধ কার্যে পবিত্র বলিয়া কথিত হয়। ১৫

শ্রাদ্ধের স্থানে চারিদিকে বহু বর্ণের তিল ছড়াইয়া দিবে। শোভনে! তিলের দ্বারা অশুদ্ধ ও অপবিত্র স্থান শুদ্ধ হইয়া যায়। ১৬

শ্রাদ্ধে নীল ও কাষায় (গেরুয়া) বস্ত্রধারী, ভিন্ন বর্ণজাত মানুষ, নূতন ব্রণযুক্ত, কোনও অঙ্গহীন এবং অপবিত্র মানুষকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। ১৭

শ্রাদ্ধের অন্ন প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে। শ্মশ্রুকার্য সম্পন্ন করিয়া অর্থাৎ দাড়ি কামাইয়া মস্তক হইতে স্নাত সেই ব্রাহ্মণগণকে ক্রমশঃ আসনে বসাইয়া সুগন্ধ, মালা, আভরণ এবং পুষ্পোপহারসমূহে বিভূষিত করিবে। ১৮-১৯

অলঙ্কৃত হইয়া উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণগণকে নিবেদন করিবে যে, এখন আমি পিণ্ডদান করিব। তদনন্তর দক্ষিণাভিমুখে কুশ পাতিয়া তাহাদের সমীপে অগ্নি প্রজ্বলিত করত তাহার মধ্যে [illegible] আহুতি দিবে (আহুতির মন্ত্র এইরূপ—ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা, ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা)। ২০-২১

এইরূপে অগ্নি ও সোমের জন্য আহুতি দান করত তাঁহাদের সম্মুখে পিতৃগণের নিমিত্ত হোম করিবে এবং দক্ষিণমুখে অপসব্য হইয়া অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতকে দক্ষিণস্কন্ধে ধারণ করত পিতৃগণের নাম ও গোত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কুশের উপর তিনটি পিণ্ডদান করিবে। সেই পিণ্ডে অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলির স্পর্শ হইবে না। ২২-২৩

এই বিধি অনুসারে প্রদত্ত পিণ্ডদান পিতৃগণের উদ্দেশে অক্ষয় হইয়া যায়। তাহার পর মনকে সংযত করত পবিত্র হইয়া দক্ষিণা ও দ্রব্যসামগ্রী প্রদান করত ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিবে; যাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া যান। ২৪-২৫

যেখানে এই শ্রাদ্ধ বা পূজা করা হয়, সেখানে কোন কথা বলিবে না এবং পরস্পর অন্য কোন বিষয়ে আলাপ-আলোচনাও করিবে না। বাক্য ও দেহকে সংযত রাখিয়া শ্রাদ্ধ কর্ম আরম্ভ করিবে। ২৬

পিণ্ডদান কার্য পূর্ণ হইয়া যাইলে পর সেই সব পিণ্ড ব্রাহ্মণ, অগ্নি, ছাগল অথবা গরু ভক্ষণ করিবে কিংবা জলে নিক্ষেপ করিয়া দিবে। ২৭

এষ প্রোক্তঃ সমাসেন পিতৃযজ্ঞঃ সনাতনঃ।
পিতরস্তেন তুষ্যন্তি কর্তা চ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩০
অহন্যহনি বা কুর্য্যান্মাসে মাসেঽথবা পুনঃ।
সংবৎসরং দ্বিঃ কুর্য্যাচ্চ চতুর্বাপি স্বশক্তিতঃ ॥ ৩১
দীর্ঘায়ুশ্চ ভবেৎ স্বস্থঃ পিতৃমেধেন বা পুনঃ।
সপুত্রো বহুভৃত্যশ্চ প্রভূতধনধান্যবান্ ॥ ৩২
শ্রাদ্ধদঃ স্বর্গমাপ্নোতি নির্মলং বিবিধাত্মকম্।
অপ্সরোগণসঙ্ঘুষ্টং বিরজস্কমনন্তরম্ ॥ ৩৩
শ্রাদ্ধানি পুষ্টিকামা বৈ যে প্রকুর্বন্তি পণ্ডিতাঃ।
তেষাং পুষ্টিং প্রজাং চৈব দাস্যন্তি পিতরঃ সদা ॥৩৪
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গং শত্রুবিনাশনম্।
কুলসন্ধারকং চেতি শ্রাদ্ধমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৩৫
প্রমাণকল্পনাং দেবি দানস্য শৃণু ভামিনি ॥ ৩৬
যৎসারস্তু নরো লোকে তদ্ দানং চোত্তমং স্মৃতম্
সর্বদানবিধিং প্রাহুস্তদেব ভুবি শোভনে ॥ ৩৭
প্রস্থং সারং দরিদ্রস্য সারং কোটিধনস্য চ।
প্রস্থসারস্তু তৎ প্রস্থং দদন্মহদবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৮
কোটিসারস্তু তাং কোটিং দদন্মহদবাপ্নুয়াৎ।
উভয়ং তন্মহৎ তচ্চ ফলেনৈব সমং স্মৃতম্ ॥ ৩৯
ধর্মার্থকামভোগেষু শক্ত্যভাবস্তু মধ্যমম্।
স্বদ্রব্যাদতিহীনং তু তদ্ দানমধমং স্মৃতম্ ॥ ৪০
শৃণু দত্তস্য বৈ দেবি পঞ্চধা ফলকল্পনাম্।
আনন্ত্যঞ্চ মহচ্চৈব সমং হীনং হি পাতকম্ ॥ ৪১
তেষাং বিশেষং বক্ষ্যামি শৃণু দেবি সমাহিতা।
ভূত্যজস্য চ বৈ দানং পাত্র আনন্ত্যমুচ্যতে ॥ ৪২
দানং ষড় গুণযুক্তং তু মহদিত্যভিধীয়তে।
যথাশ্রদ্ধং তু বৈ দানং যথার্হং সমমুচ্যতে ॥ ৪৩

যদি শ্রাদ্ধকর্তার পত্নীর পুত্রের কামনা থাকে, তবে সে মধ্যম পিণ্ড অর্থাৎ পিতামহের উদ্দেশে সমর্পিত পিণ্ড ভোজন করিবে এবং প্রার্থনা করিবে যে, হে পিতৃগণ! আপনারা আমার গর্ভে পদ্মপুষ্পমাল্যে সুশোভিত এক সুন্দর কুমারকে স্থাপিত করুন। ২৮

যখন ব্রাহ্মণগণ ভোজন করত তৃপ্ত হইয়া যাইবেন, তখন তাঁহাদের উঠাইয়া অবশিষ্ট অন্ন অন্য ব্যক্তিদিগকে নিবেদন করিবে। তাহার পর বহুসংখ্যক অন্য মানুষ ও ভৃত্যের সহিত শ্রাদ্ধকর্তা মানুষ স্বয়ং অবশিষ্ট অন্নভোজন করিবে। ২৯

এই সনাতন পিতৃযজ্ঞ সংক্ষেপে কথিত হইল। ইহার দ্বারা পিতৃগণ সন্তুষ্ট হন এবং শ্রাদ্ধকর্তার উত্তম ফললাভ হয়। ৩০

মানুষ নিজের শক্তি অনুসারে প্রতিদিন, প্রতিমাস, বৎসরে দুইবার অথবা চারবারও শ্রাদ্ধ করিতে পারে। ৩১

পিতৃযজ্ঞের দ্বারা মানুষ দীর্ঘায়ু ও স্বস্থ হয়। সে বহু পুত্র, সেবক এবং ধন-ধান্যসম্পন্ন হইয়া থাকে। ৩২

শ্রাদ্ধদাতা মানুষ বিবিধ আকৃতিবিশিষ্ট, নির্মল, রজোগুণ-রহিত এবং অপ্সরাগণের দ্বারা সেবিত স্বর্গলোকে নিরন্তর বাসস্থান প্রাপ্ত হয়। ৩৩

পুষ্টি কামনা করিয়া যে পণ্ডিতগণ শ্রাদ্ধ করে, পিতৃগণ তাহাদিগকে সদা পুষ্টি ও সন্তান প্রদান করেন। ৩৪

মনীষী পুরুষগণ শ্রাদ্ধকে ধন, যশ, আয়ু ও স্বর্গপ্রাপ্তিকারক, শত্রুনাশক এবং কুলধারক বলিয়া থাকেন। ৩৫

দেবি! ভামিনি! দানের ফলের যে প্রমাণ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। জগতে মনুষ্যের নিকট যে সার বস্তু থাকে, তাহারই দান সেই মনুষ্যের পক্ষে উত্তম বলিয়া কথিত হয়। শোভনে! এই পৃথিবীতে ইহাকেই সমস্ত দানের বিধি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ৩৬-৩৭

দরিদ্রের সার এক প্রস্থ পরিমিত অন্ন এবং যে কোটিপতি, তাহার সার হইল কোটি। যাহার প্রস্থ প্রমাণই সার, তাহার সেই পরিমাণ দানেই মহাফল লাভ হয় এবং যাহার সার এক কোটি মুদ্রা, সে যদি এক কোটি মুদ্রা দান করে, তবে মহাফলভাগী হইয়া থাকে। এই উভয়দানই মহৎ এবং ফলেও ইহারা উভয়েই সমান বলিয়া কথিত হয়। ৩৮-৩৯

ধর্ম, অর্থ ও কামভোগে শক্তির অভাব হইয়া যাইলে এবং সেই অবস্থায় যদি কিছু দান করা হয়, তাহা হইলে সেই দান মধ্যম-কোটির দান বলিয়া পরিগণিত হয়। নিজের ধন ও শক্তি অপেক্ষা অত্যন্ত হীন কোটির যে দান, সেই দান অধম বলিয়া জানিবে। ৪০

দেবি! দানের ফল পাঁচ প্রকার বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। ১। অনন্ত, ২। মহান্ ৩। সম, ৪। হীন ও ৫। পাপ—এই পাঁচ প্রকার দানের ফল হয়। ৪১

গুণতস্তু তথা হীনং দানং হীনমিতি স্মৃতম্।
দানং পাতকমিত্যাহুঃ ষড়্গুণানাং বিপর্য্যয়ে ॥ ৪৪
দেবলোকে মহৎ কালমানন্ত্যস্য ফলং বিদুঃ।
মহতস্তু তথা কালং স্বর্গলোকে তু পূজ্যতে ॥ ৪৫
সমস্য তু তথা দানং মানুষ্যং ভোগমাবহেৎ।
দানং নিষ্ফলমিত্যাহুর্বিহীনং ক্রিয়য়া শুভে ॥ ৪৬
অথবা ম্লেচ্ছদেশেষু তত্র তৎফলতাং ব্রজেৎ।
নরকং প্রেত্য তির্য্যক্ষু গচ্ছেদশুভদানতঃ ॥ ৪৭

উমোবাচ।

অশুভস্যাপি দানস্য শুভং স্যাচ্চ ফলং কথম্ ॥ ৪৮

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

মনসা তত্ত্বতঃ শুদ্ধমানৃশংস্যপুরঃসরম্।
প্রীত্যা তু সর্বদানানি দত্ত্বা ফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৯
রহস্যং সর্বদানানামেতদ্ বিদ্ধি শুভেক্ষণে।
অন্যানি ধর্মকার্য্যাণি শৃণু সদ্ভিঃ কৃতানি চ ॥ ৫০
আরামদেবগোষ্ঠানি সংক্রমাঃ কূপ এব চ।
গোবাটশ্চ তটাকশ্চ সভা শালা চ সর্বশঃ ॥ ৫১
পাষণ্ডাবসথশ্চৈব পানীয়ং গোতৃণানি চ।
ব্যাধিতানাঞ্চ ভৈষজ্যমনাথানাঞ্চ পোষণম্ ॥ ৫২
অনাথশবসংস্কারস্তীর্থমার্গবিশোধনম্।
ব্যসনাভ্যবপত্তিশ্চ সর্বেষাঞ্চ স্বশক্তিতঃ ॥ ৫৩
এতৎ সর্বং সমাসেন ধর্মকার্য্যমিতি স্মৃতম্।
তৎ কর্ত্তব্যং মনুষ্যেণ স্বশক্ত্যা শ্রদ্ধয়া শুভে ॥ ৫৪
প্রেত্যভাবে লভেৎ পুণ্যং নাস্তি তত্র বিচারণা।
রূপং সৌভাগ্যমারোগ্যং বলং সৌখ্যং লভেন্নরঃ ॥ ৫৫
স্বর্গে বা মানুষে বাপি তৈস্তৈরাপ্যায়তে হি সঃ ॥ ৫৬

উমোবাচ।

ভগবন্ লোকপালেশ ধর্মস্তু কতিভেদকঃ।
দৃশ্যতে পরিতঃ সদ্ভিস্তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥ ৫৭

দেবি! ইহাদের যে বিশেষত্ব, তাহা বলিতেছি; তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। যে ধন ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, তাহা সুপাত্রে দান করাকে বলে—'আনন্ত্য' অর্থাৎ সেই দানের ফল অনন্ত—অক্ষয় হইয়া যায়। ৪২

পূর্বোক্ত ষড়্গুণযুক্ত (অধিক একাদশ অধ্যায়ের ১৪১ শ্লোক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) যে দান, তাহাকেই 'মহান্' বলা হয়। যেরূপ নিজের শ্রদ্ধা হইবে, তদনুসারে যথাযোগ্য দান দেওয়াকে 'সম' বলা হইয়া থাকে। ৪৩

গুণহীন দান 'হীন' বলিয়া কথিত হয়। যদি পূর্বোক্ত (পূর্বাধ্যায়ের ১৪১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।) ছয় গুণের বিপরীত দান করা হয়, তবে তাহাকে 'পাতক' দান বলিয়া মহাত্মাগণ অভিহিত করেন। ৪৪

আনন্ত্য অর্থাৎ অনন্তনামক দানের ফল দেবলোকে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ভোগ হইতে থাকে বলিয়া মহাত্মারা জানেন। মহৎ দানের ফল হইল—মানুষ স্বর্গলোকে অধিককাল পর্য্যন্ত পূজিত হয়। ৪৫

সম-দান মনুষ্যলোকের ভোগ প্রদান করে। শুভে! ক্রিয়াহীন দান নিষ্ফল বলিয়া কথিত হয়। ৪৬

অথবা ম্লেচ্ছ দেশসমূহে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষ সেখানে হীন-দানের ফল প্রাপ্ত হয়। অশুভদানের দ্বারা পাপ হয় এবং তাহার ফল ভোগ করিবার জন্য সেই দাতা মৃত্যুর পর নরক বা তির্য্যক্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৪৭

উমা দেবী বলিলেন,—ভগবন্! অশুভদানেরও ফল শুভ কিভাবে হইতে পারে? ৪৮

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—প্রিয়ে! যে দান শুদ্ধ-হৃদয়ে অর্থাৎ নিষ্কামভাবে প্রদত্ত হওয়ায় তত্ত্বতঃ শুদ্ধ, যাহার মধ্যে ক্রূরতার অভাব, যাহা দয়াপূর্বক প্রদত্ত হয়, তাহা শুভ ফল প্রদান করে। সর্বপ্রকার দানকে প্রসন্নতার সহিত প্রদান করত দাতা শুভফল-ভাগী হয়। ৪৯

শুভলোচনে! ইহাকেই তুমি সমস্ত দানের রহস্য বলিয়া জানিও। এখন সৎপুরুষগণ কর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য ধর্মকার্য্য সকলের বর্ণনা শ্রবণ কর। ৫০

উপবন, দেবস্থান, সেতু ও কূপ নির্মাণ করা, গোশালা, পুষ্করিণী, ধর্মশালা, সকলের জন্য গৃহ, পাষণ্ডীদিগকেও বাসস্থান দান, জলদান, গোগণকে ঘাস প্রদান, রোগীদের জন্য ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করা, অনাথ বালকদিগকে পালন-পোষণ করা, অনাথ মনুষ্যগণের মৃতদেহের দাহাদি সংস্কার করা, তীর্থ-মার্গ শোধন করা, নিজের শক্তি অনুসারে সকলের সঙ্কট মোচনের চেষ্টা করা,—এই সমস্তই সংক্ষেপে ধর্মকার্য্য বলিয়া কথিত হয়। শুভে! মনুষ্যের নিজের শক্তি অনুসারে শ্রদ্ধাপূর্বক এই সব ধর্মকার্য্য করা কর্তব্য। ৫১-৫৪

এই সব করিলে মৃত্যুর পর মানুষের পুণ্য লাভ হয়, ইহাতে বিচার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। সেই ধর্মকার্য্যকারী

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।
স্মৃতিধর্মশ্চ বহুধা সদ্ভিরাচার ইষ্যতে। ৫৮
দেশধর্মাশ্চ দৃশ্যন্তে কুলধর্মাস্তথৈব চ
জাতিধর্মাশ্চ বৈ ধর্মা গণধর্মাশ্চ শোভনে। ৫৯
শরীরকালবৈষম্যাদাপদ্ধর্মশ্চ দৃশ্যতে।

এতদ্ধর্মস্য নানাত্বং ক্রিয়তে লোকবাসিভিঃ। ৬০
তৎকারণসমাযোগে লভেৎ কুর্বন্ ফলং নরঃ। ৬১
শ্রৌত-স্মার্তস্তু ধর্মাণাং প্রকৃতো ধর্ম উচ্যতে।
ইতি তে কথিতং দেবি ভূয়ঃ শ্রোতুং কিমিচ্ছসি। ৬২
ইত্যাধিকঃ দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ।

মানুষ রূপ, সৌভাগ্য, আরোগ্য, বল ও সুখ প্রাপ্ত হয়। সেই মানুষ স্বর্গলোকেই থাকুক বা মনুষ্যলোকে থাকুক, সেই সেই পুণ্যফলে তৃপ্ত হইয়া যায়। ৫৫-৫৬

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! লোকপালেশ্বর! ধর্মের কত প্রকার ভেদ আছে? সৎপুরুষগণ সর্ব্বদিকে তাহার কত প্রকার ভেদ নিরীক্ষণ করে? ইহা আমাকে বলুন। ৫৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—স্মৃতি-কথিত ধর্ম অনেক প্রকার। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের আচার-ধর্মই সকলের অভীষ্ট হয়। শোভনে! দেশ-ধর্ম, কুলধর্ম, জাতিধর্ম ও গণধর্মও দৃষ্টিগোচর হয়। ৫৮-৫৯

দেহ এবং কালের বিষমতায় আপদ্ধর্মও পরিলক্ষিত হয়। জগদ্বাসী মনুষ্যগণই ধর্মের এই নানাপ্রকার ভেদ করিয়া থাকে। ৬০

কারণের সংযোগ হইলে পরই ধর্মাচরণকারী মানুষ সেই ধর্মের ফল প্রাপ্ত হয়। ৬১

ধর্মসকলের মধ্যে যাহা শ্রৌত (বেদকথিত) এবং স্মার্ত (স্মৃতিশাস্ত্রকথিত) ধর্ম, তাহাই প্রকৃত ধর্ম। দেবি! এই আমি তোমাকে ধর্মের কথা বলিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর? ৬২

আধিক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

আধিকঃ ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ।

[প্রাণিনাং শুভাশুভগতিনির্ণায়কলক্ষণানাং বর্ণনম্, মৃত্যোর্দ্বিবিধভেদকথনম্, যত্নসাধ্য-মৃত্যোশ্চতুর্বিধভেদ-নিরূপণম্, কর্তব্যপালনপূর্ব্বকদেহত্যাগেন মহাফললাভ-কথনম্, কাম-ক্রোধাদিভির্দেহত্যাগেন নরকপ্রাপ্তেরুল্লেখশ্চ।]

উমোবাচ।
মানুষেষেব জীবৎসু গতির্বিজ্ঞায়তে ন বা।
যথা শুভগতির্জীবন্ নাসৌ যশুভভাগিতি।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তন্মে শংসিতুমর্হসি। ১
শ্রীমহেশ্বর উবাচ।
তত্তহং তে প্রবক্ষ্যামি জীবিতং বিদ্যতে যথা।
দ্বিবিধাঃ প্রাণিনো লোকে দৈবাসুরসমাশ্রিতাঃ। ২

মনসা কর্মণা বাচা প্রতিকূলা ভবন্তি যে
তাদৃশানাসুরান্ বিদ্ধি মর্ত্যাস্তে নরকালয়াঃ। ৩
হিংস্রাশ্চোরাশ্চ ধূর্তাশ্চ পরদারাভিমর্শকাঃ।
নীচকর্মরতা যে চ শৌচমঙ্গলবর্জিতাঃ। ৪
শুচিবিদ্বেষিণঃ পাপা লোকচারিত্রদূষকাঃ।
এবংযুক্তসমাচারাঃ জীবন্তো নরকালয়াঃ। ৫

আধিক ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[প্রাণিগণের শুভ অশুভ গতি নিশ্চয়কারী লক্ষণসমূহের বর্ণন, মৃত্যুর দুই প্রকার ভেদ কথন, যত্নসাধ্য মৃত্যুর চারি প্রকার ভেদ নিরূপণ, কর্তব্যপালনপূর্ব্বক দেহত্যাগের মহৎ ফল লাভ কথন এবং কাম-ক্রোধাদির দ্বারা দেহত্যাগ করিলে নরকপ্রাপ্তির উল্লেখ।]

উমাদেবী বলিলেন,—প্রভো! মনুষ্যগণ জীবিত থাকিতে তাহাদের গতির জ্ঞান হয় কিংবা হয় না? শুভগতিসম্পন্ন মানুষের যেরূপ জীবন, সেরূপ জীবন অশুভ গতিসম্পন্ন মানুষের হইতে পারে না। আমি এই বিষয় শুনিতে বাসনা করি, আপনি কৃপা করিয়া ইহা আমাকে বলুন

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! প্রাণিগণের জীবন যেরূপ হয়, তাহাই আমি তোমাকে বলিব। সংসারে দুই প্রকার প্রাণী দেখা যায়;—এক—দৈবভাবাশ্রিত, দুই—আসুরভাবাশ্রিত। ২

যে সব মানুষ সদা মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা সদা সকলের প্রতিকূলই আচরণ করে, তাহাদের সকলকে 'আসুর' বলিয়া জানিও। এই মনুষ্যগণকে নরকে বাস করিতে হয়। ৩

যাহারা হিংস্র, চোর, ধূর্ত, পরস্ত্রীগামী, নীচকর্মপরায়ণ, শৌচ ও মঙ্গলাচাররহিত, পবিত্রতায় দ্বেষপরায়ণ, পাপী এবং সকল লোকের চরিত্রের উপর কলঙ্কারোপকারী, এরূপ আচার-বিশিষ্ট মনুষ্যগণ জীবিত অবস্থাতেই নরকে পতিত হয়। ৪-৫

লোকোদ্বেগকরাশ্চান্যে পশবশ্চ সরীসৃপাঃ।
বৃক্ষাঃ কণ্টকিনো রূক্ষাস্তাদৃশান্ বিদ্ধি চাসুরান্॥ ৬
অপরান্ দেবপক্ষাংস্তু শৃণু দেবি সমাহিতা॥ ৭
মনোবাক্কর্মভির্নিত্যমনুকূলা ভবন্তি যে।
তাদৃশানমরান্ বিদ্ধি তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ ৮
শৌচার্জবপরা ধীরাঃ পরার্থান্ ন হরন্তি যে।
যে সমাঃ সর্বভূতেষু তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ ৯
ধার্মিকাঃ শৌচসম্পন্নাঃ শুক্লা মধুরবাদিনঃ।
নাকার্য্যং মনসেচ্ছন্তি তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ ১০
দরিদ্রা অপি যে কেচিদ্ যাচিতাঃ প্রীতিপূর্বকম্।
দদত্যেব চ যৎ কিঞ্চিৎ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ ১১
আস্তিকা মঙ্গলপরাঃ সততং বৃদ্ধসেবিনঃ।
পুণ্যকর্মপরা নিত্যং তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ ১২
নির্মমা নিরহঙ্কারাঃ সানুক্রোশাঃ স্ববন্ধুষু।
দীনানুকম্পিনো নিত্যং তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ ১৩
স্বদুঃখমিব মন্যন্তে পরেষাং দুঃখবেদনম্।
গুরুশুশ্রূষণপরা দেব-ব্রাহ্মণপূজকাঃ॥ ১৪
কৃতজ্ঞাঃ কৃতবিদ্যাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ ১৫
জিতেন্দ্রিয়া জিতক্রোধা জিতমানমদাস্তথা।
লোভ-মাৎসর্য্যহীনা যে তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ ১৬
শক্ত্যা চাভ্যবপত্তারস্তে তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ ১৭
ব্রতিনো দানশীলাশ্চ ধর্মশীলাশ্চ মানবাঃ।
ঋজবো মৃদবো নিত্যং তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ ১৮
ঐহিকেন তু বৃত্তেন পারত্রমনুমীয়তে।
এবংবিধা নরা লোকে জীবন্তঃ স্বর্গগামিনঃ॥ ১৯
যদন্যচ্চ শুভং লোকে প্রজানুগ্রহকারি চ।
পশবশ্চৈব বৃক্ষাশ্চ প্রজানাং হিতকারিণঃ॥ ২০
তাদৃশান্ দেবপক্ষ্যানিতি বিদ্ধি শুভাননে॥ ২১
শুভাশুভময়ং লোকে সর্বং স্থাবর-জঙ্গমম্।
দৈবং শুভমিতি প্রাহুরাসুরং চাশুভং প্রিয়ে॥ ২২

লোকসকলকে উদ্বিগ্নকারী যে সব পশু, সর্প-বিছা প্রভৃতি জন্তু, রুক্ষ ও কণ্টকপূর্ণ বৃক্ষ আছে, তাহারা সকলে পূর্বজন্মে আসুর স্বভাবেরই মানুষ ছিল বলিয়া জানিবে। ৬

দেবি! এখন তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া অন্য দেবপক্ষীয় অর্থাৎ দৈবী স্বভাব-বিশিষ্ট মনুষ্যগণের পরিচয় শ্রবণ কর। যাহারা মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা সকলের আনুকূল্য করে, এরূপ মনুষ্যগণকে অমর (দেবতা) বলিয়া জানিও। তাহারা স্বর্গে গমন করে। ৭-৮

যাহারা শৌচ ও সরলতাপরায়ণ, ধীর, যাহারা অপরের ধন অপহরণ করে না এবং সকল প্রাণীর প্রতিই সমানভাববিশিষ্ট, সেই সব মানুষ স্বর্গগামী হয়। ৯

যাহারা ধার্মিক, শৌচাচারসম্পন্ন, শুদ্ধ, মধুরভাষী এবং কখনও মনে মনেও অকার্য্য করিবার ইচ্ছা পোষণ করে না, সেই মানুষেরা স্বর্গে গমন করে। ১০

যাহারা দরিদ্র হইলেও কোনও যাচক কিছু প্রার্থনা করিলে প্রসন্নতার সহিত কিছু না কিছু প্রদান করে, সেই সব মানুষেরাও স্বর্গগামী হয়। ১১

যাহারা আস্তিক, মঙ্গলপরায়ণ, সতত বৃদ্ধগণের সেবা করে এবং প্রতিদিন পুণ্যকর্মে রত থাকে, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গে গমন করে। ১২

যাহারা মমতা ও অহংকারশূন্য, স্বীয় বন্ধুবর্গের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ এবং সদা দীনগণের উপর করুণাপ্রকাশকারী, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গলোকে গমন করে। ১৩

যাহারা অপরের দুঃখ-বেদনাকে নিজের দুঃখের সমান বলিয়াই মনে করে, গুরুজনগণের সেবায় নিরত থাকে, দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের পূজা করে, কৃতজ্ঞ এবং বিদ্বান্, সেই সব মানুষ স্বর্গগামী হয়। ১৪-১৫

যাহারা জিতেন্দ্রিয়, ক্রোধকে জয় করিয়াছে, মান ও মদকে পরাভূত করিয়াছে এবং লোভ ও মাৎসর্য্যহীন, সেই সব মানুষ স্বর্গে গমন করে। যাহারা শক্তি অনুসারে পরোপকারে নিরত থাকে, সেই মনুষ্যগণ স্বর্গগামী হয়। ১৬-১৭

যাহারা ব্রতধারী, দানশীল, ধর্মশীল, সরল ও সদা কোমলতাপূর্ণ ব্যবহারকারী, সেই মানুষেরা স্বর্গভাগী হয়। ১৮

ইহলোকের আচারের দ্বারা পরলোকে প্রাপ্য গতির অনুমান করা যায়। যাহারা জগতে এরূপ ভাবে জীবন অতিবাহিত করে, সেই সব মানুষ স্বর্গগামী হয়। ১৯

জগতে আরও যে অন্যপ্রকার শুভ ও প্রজাদের প্রতি অনুগ্রহকারক কর্ম আছে, তাহাও স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন। শুভাননে! প্রজাগণের হিতকারী যে সব পশু ও বৃক্ষ আছে, তাহাদের সকলকে দেবপক্ষীয় বলিয়া জানিও। ২০-২১

উমোবাচ।

ভগবন্ মানুষাঃ কেচিৎ কালধর্মমুপস্থিতাঃ।
প্রাণমোক্ষং কথং কৃত্বা পরত্র হিতমাপ্নুয়ুঃ ॥২৩

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণু দেবি সমাহিতা।
দ্বিবিধং মরণং লোকে স্বভাবাদ্ যত্নতস্তথা ॥ ২৪
তয়োঃ স্বভাবং নাপায়ং যত্নতঃ করণোদ্ভবম্।
এতয়োরুভয়োর্দেবি বিধানং শৃণু শোভনে ॥ ২৫
কল্যাকল্যশরীরস্য যত্নজং দ্বিবিধং স্মৃতম্
যত্নজং নাম মরণমাত্মত্যাগো মুমূর্ষয়া ॥ ২৬
তত্রাকল্যশরীরস্য জরা ব্যাধিশ্চ কারণম্।
মহাপ্রস্থানগমনং তথা প্রায়োপবেশনম্ ॥ ২৭
জলাবগাহনঞ্চৈব অগ্নিচিত্যাপ্রবেশনম্।
এবং চতুর্বিধঃ প্রোক্ত আত্মত্যাগো মুমূর্ষতাম্ ॥ ২৮
এতেষাং ক্রমযোগেন বিধানং শৃণু শোভনে ॥ ২৯
স্বধর্মযুক্তং গার্হস্থ্যং চিরমূঢ়্বা বিধানতঃ।
ততোঽনৃণ্যঞ্চ সম্প্রাপ্য বৃদ্ধো বা ব্যাধিতোঽপি বা ॥ ৩০
দর্শয়িত্বা স্বদৌর্বল্যং সর্বানেবানুমান্য চ।
সর্বং বিহায় বন্ধূংশ্চ কর্মণাং ত্যজনং তথা ॥৩১
দানানি বিধিবৎ কৃত্বা ধর্মকার্য্যার্থমাত্মনঃ।
অনুজ্ঞাপ্য জনং সর্বং বাচা মধুরয়া ব্রুবন্ ॥ ৩২
অহতং বস্ত্রমাচ্ছাদ্য বদ্ধ্বা তৎ কুশরজ্জুনা।
উপস্পৃশ্য প্রতিজ্ঞায় ব্যবসায়পুরঃসরম্ ॥ ৩৩
পরিত্যজ্য ততো গ্রাম্যং ধর্মং কুর্য্যাদ্ যথেপ্সিতম্ ॥৩৪
মহাপ্রস্থানমিচ্ছেচ্চেৎ প্রতিষ্ঠেতোত্তরাং দিশম্ ॥ ৩৫
ভূত্বা তাবন্নিরাহারো যাবৎ প্রাণবিমোক্ষণম্।
চেষ্টাহানৌ শয়িত্বাপি তন্মনাঃ প্রাণমুৎসৃজেৎ ॥৩৬
এবং পুণ্যকৃতাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৭
প্রায়োপবেশনং চেচ্ছেৎ তেনৈব বিধিনা নরঃ।
দেশে পুণ্যতমে শ্রেষ্ঠে নিরাহারস্তু সংবিশেৎ ॥ ৩৮

জগতে সমস্ত চরাচরসমুদায় শুভ ও অশুভময়। প্রিয়ে! ইহাদের মধ্যে যাহা শুভ, তাহা দেব এবং যাহা অশুভ, তাহা আসুর বলিয়া কথিত হয়। ২২

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! যে সকল মানুষ কালধর্ম অর্থাৎ মৃত্যুর নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা কিভাবে নিজেদের প্রাণত্যাগ করিবে, যাহাতে পরলোকে তাহাদের কল্যাণলাভ হইতে পারে? ২৩

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন, দেবি! আমি আনন্দের সহিত তোমার নিকটে এই বিষয় বর্ণনা করিব, তুমি একাগ্রচিত্তা হইয়া শ্রবণ কর। জগতে মৃত্যু দুই প্রকার; এক—স্বাভাবিক, অন্য—যত্নসাধ্য। ২৪

দেবি! এই উভয়ের মধ্যে যাহা স্বাভাবিক মৃত্যু, তাহা অটল, উহাতে কোনও বাধা নাই। কিন্তু যাহা যত্নসাধ্য মৃত্যু, তাহা নানা উপায়ে সম্ভব হয়। শোভনে! এই উভয় মৃত্যুরই যাহা বিধান আছে, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ২৫

যাহা যত্নসাধ্য মৃত্যু, তাহা সমর্থ ও অসমর্থ শরীরের সহিত সম্বন্ধ থাকায় দুই প্রকার বলিয়া কথিত হয়। মরিবার ইচ্ছায় জানিয়া শুনিয়া নিজের যে দেহত্যাগ, তাহাই যত্নসাধ্য মৃত্যু। ২৬

যে মানুষ অসমর্থ শরীরের জন্য অর্থাৎ বার্দ্ধক্য বা রোগের কারণে অসমর্থ হইয়া গিয়াছে, তাহার দেহ ত্যাগের কারণ হইল চারি প্রকার—মহাপ্রস্থান গমন, আমরণ উপবাস, জলে নিমজ্জন অথবা চিতার অগ্নিতে প্রবেশ। মরিতে ইচ্ছুক মনুষ্যগণের এইভাবে চারি প্রকার দেহত্যাগ কথিত হইয়াছে। ২৭-২৮

হে শোভনে! এখন ক্রমশঃ ইহাদের বিধি শ্রবণ কর। মানুষ স্বধর্মযুক্ত গার্হস্থ্য আশ্রম দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিধি অনুসারে পালন করত তাহা হইতে ঋণমুক্ত হইয়া বৃদ্ধ অথবা রোগগ্রস্ত হইলে পর নিজের দুর্বলতা দেখাইয়া সকল লোকের নিকট হইতে গৃহত্যাগের অনুমতি গ্রহণ করত সমস্ত বন্ধু-বান্ধব ও কর্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া নিজের ধর্মকার্য্যের জন্য বিধি অনুসারে দান করিবার পর মধুর বাক্যের দ্বারা সকল মানুষের নিকট হইতে আজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক নূতন বস্ত্র ধারণ করত উহাকে কুশ-নির্মিত রজ্জুতে বদ্ধ করিবে। তাহার পর আচমন পূর্বক দৃঢ় নিশ্চয়ের সহিত আত্মত্যাগের প্রতিজ্ঞা করিয়া গ্রাম্য ধর্ম পরিত্যাগ করত ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবে। ২৯-৩৪

যদি মহাপ্রস্থানের ইচ্ছা হয়, তবে নিরাহার থাকিয়া যতক্ষণ না প্রাণত্যাগ হয়, ততক্ষণ উত্তর দিক অভিমুখে নিরন্তর গমন করিতে থাকিবে। যখন শরীর নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইবে, তখনই সেখানে শয়ন করত সেই পরমেশ্বরে মন নিবিষ্ট করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। এরূপ করিলে সে পুণ্যাত্মাগণের নির্মল লোকসকল প্রাপ্ত হইবে। ৩৫-৩৭

আপ্রাণান্তং শুচির্ভূত্বা কুর্বন্ দানং যথাশক্তিতঃ।
হরিং স্মরংস্ত্যজেৎ প্রাণানেষ ধর্মঃ সনাতনঃ॥ ৩৯
এবং কলেবরং ত্যক্ত্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ৪০
অগ্নিপ্রবেশনং চেচ্ছেৎ তেনৈব বিধিনা শুভে।
কৃত্বা কাষ্ঠময়ং চিত্যং পুণ্যক্ষেত্রে নদীষু বা॥ ৪১
দৈবতেভ্যো নমস্কৃত্য কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
দৃঢ়া শুচির্ব্যবসিতো স্মরন্ নারায়ণং হরিম্॥ ৪২
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য প্রবিশেদগ্নিসংস্তরম্॥ ৪৩
সোঽপি লোকান্ যথান্যায়ং প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্॥ ৪৪
জলাবগাহনং চেচ্ছেৎ তেনৈব বিধিনা শুভে।
খ্যাতে পুণ্যতমে তীর্থে নিমজ্জেৎ সুকৃতং স্মরন্॥ ৪৫
সোঽপি পুণ্যতমাঁল্লোকান্ নিসর্গাৎ প্রতিপদ্যতে॥ ৪৬
ততঃ কল্যশরীরস্য সংত্যাগং শৃণু তত্ত্বতঃ॥ ৪৭
রক্ষার্থং ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠঃ প্রজাপালনকারণাৎ॥ ৪৮
যোধানাং ভর্তৃপিণ্ডার্থং গুর্বর্থং ব্রহ্মচারিণাম্॥ ৪৯
গোব্রাহ্মণার্থং সর্বেষাং প্রাণত্যাগো বিধীয়তে॥ ৫০
স্বরাজ্যরক্ষণার্থং বা দুর্নৃপৈঃ পীড়িতাঃ প্রজাঃ।
মোক্তুকামস্ত্যজেৎ প্রাণান্ যুদ্ধমার্গে যথাবিধি॥ ৫১
সুসন্নদ্ধো ব্যবসিতঃ সম্প্রবিশ্যাপরাঙ্মুখঃ॥ ৫২
এবং রাজা মৃতঃ সদ্যঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে।
তাদৃশী সুগতির্নাস্তি ক্ষত্রিয়স্য বিশেষতঃ॥ ৫৩
ভৃত্যো বা ভর্তৃপিণ্ডার্থং ভর্তৃকর্মণ্যুপস্থিতে।
কুর্বংস্তত্র তু সাহায্যমাত্মপ্রাণানপেক্ষয়া॥ ৫৪
স্বাম্যর্থং সন্ত্যজেৎ প্রাণান্ পুণ্যাঁল্লোকান্ স গচ্ছতি।
স্পৃহণীয়ঃ সুরগণৈস্তত্র নাস্তি বিচারণা॥ ৫৫
এবং গোব্রাহ্মণার্থং বা দীনার্থং বা ত্যজেৎ তনুম্॥ ৫৬

যদি মানুষ প্রায়োপবেশন (আমরণ উপবাস) করিতে ইচ্ছা করে, তবে পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে গৃহ ত্যাগ করিয়া পরম পবিত্র শ্রেষ্ঠ দেশে নিরাহার হইয়া উপবেশন করিবে। ৩৮

যতক্ষণ না প্রাণান্ত হয়, ততক্ষণ শুদ্ধ হইয়া নিজের শক্তি অনুসারে দান করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে থাকিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে—ইহাই সনাতন ধর্ম। ৩৯

শুভে! এইভাবে শরীর ত্যাগ করিয়া মানুষ স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি মানুষ অগ্নিতে প্রবেশ করিতে বাসনা করে, তবে পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে গৃহ ত্যাগ করিয়া কোনও পুণ্য ক্ষেত্রে অথবা নদীর তীরে কাষ্ঠের দ্বারা চিতা সজ্জিত করিবে। তারপর দেবতাগণকে নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করত শুদ্ধ এবং দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া শ্রীনারায়ণ হরিকে স্মরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করত সেই প্রজ্বলিত চিতাগ্নিতে প্রবেশ করিবে। ৪০-৪৩

এরূপ মানুষও যথাযথভাবে উক্ত কার্য করিয়া পুণ্যকর্মকারী মহাত্মাগণের লোকসকল প্রাপ্ত হয়। শুভে! যদি কেহ জলে প্রবেশ করিতে বাসনা করে, তবে এই বিধি অনুসারেই কোনও বিখ্যাত পবিত্রতম তীর্থে পুণ্য চিন্তা করিতে করিতে নিমজ্জিত হইবে। এরূপ মানুষও স্বভাবতই পুণ্যতম লোকসমূহ প্রাপ্ত হয়। ৪৪-৪৬

ইহার পর সমর্থ শরীরধারী মানুষের আত্মত্যাগের তাত্ত্বিক বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দীন-দুঃখী ব্যক্তিগণের রক্ষা ও প্রজাপালনের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ অভীষ্ট বলিয়া কথিত হয়। যোদ্ধাদের স্বামীর অন্নের ঋণ পরিশোধের জন্য অথবা স্বামীর অন্ন রক্ষার জন্য, ব্রহ্মচারিগণের গুরুর হিতের জন্য এবং সকল মানুষেরই গো ও ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নিজ নিজ প্রাণ ত্যাগ করা কর্তব্য—ইহা শাস্ত্রের বিধান। ৪৭-৫০

রাজা নিজের রাজ্যরক্ষার জন্য, অথবা দুষ্ট নরপতিগণ কর্তৃক পীড়িত প্রজাসকলকে সঙ্কট হইতে মুক্ত করিবার জন্য বিধি অনুসারে যুদ্ধপথে অর্থাৎ যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। ৫১

যে রাজা কবচবন্ধন করত মনে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া যুদ্ধে প্রবেশ পূর্বক পরাঙ্মুখ হয় না এবং শত্রুর সম্মুখে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সেই রাজা তৎক্ষণাৎ স্বর্গলোকে সম্মানিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সকলের পক্ষে এবং বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এরূপ উত্তমগতি আর দ্বিতীয় নাই। ৫২-৫৩

যে ভৃত্য স্বামীর অন্নের ঋণ শোধ করিবার জন্য বা স্বামীর জন্য স্বামীর কার্যকাল উপস্থিত হইলে পর নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করত তাহার কার্যে সহায়তা করে এবং স্বামীর জন্য প্রাণ ত্যাগ করে, সে দেবগণের পক্ষে স্পৃহণীয় হইয়া পুণ্যলোকসমূহে গমন করে। এ বিষয়ে কোন কিছু বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। ৫৪-৫৫

এইভাবে যে ব্যক্তি গো, ব্রাহ্মণ ও দীন-দুঃখী মনুষ্যগণের রক্ষার জন্য দেহ ত্যাগ করে, সে-ও দয়াধর্ম অবলম্বন করায়

সোঽপি পুণ্যমবাপ্নোতি আনৃশংস্যব্যপেক্ষয়া ॥৫৭
ইতোঽন্যে জীবিতত্যাগে মার্গাস্তে সমুদাহৃতাঃ ॥ ৫৮
কামাৎ ক্রোধাদ্ ভয়াদ্ বাপি যদি চেৎ সন্ত্যজেৎ তনুম্ ।
সোঽনন্তং নরকং যাতি আত্মহত্যাকারণাৎ ॥ ৫৯
স্বভাবং মরণং নাম ন তু চাত্মেচ্ছয়া ভবেৎ ।
যথা মৃতানাং যৎ কার্য্যং তন্মে শৃণু যথাবিধি ॥ ৬০
তত্রাপি মরণং ত্যাগো মূঢ়ত্যাগাদ্ বিশিষ্যতে ।
ভূমৌ সংবেশয়েদ্ দেহং নরস্য বিনশিষ্যতঃ ॥ ৬১
নির্জীবং বৃণুয়াৎ সদ্যো বাসসা তু কলেবরম্ ।
মাল্যগন্ধৈরলঙ্কৃত্য সুবর্ণেন চ ভামিনি ॥ ৬২
শ্মশানে দক্ষিণে দেশে চিতাগ্নৌ প্রদহেন্মৃতম্ ।
অথবা নিক্ষিপেদ্ ভূমৌ শরীরং জীববর্জ্জিতম্ ॥ ৬৩
দিবা চ শুক্লপক্ষশ্চ উত্তরায়ণমেব চ ।
মুমূর্ষূণাং প্রশস্তানি বিপরীতং তু গর্হিতম্ ॥ ৬৪
ঔদকং চাষ্টকাশ্রাদ্ধং বহুভির্বহুভিঃ কৃতম্ ।
আপ্যায়নং মৃতানাং তৎ পরলোকে ভবেচ্ছুভম্ ॥ ৬৫
এতৎ সর্বং ময়া প্রোক্তং মানুষাণাং হিতং বচঃ ॥ ৬৬

ইত্যধিকঃ ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ ।

পুণ্যলোকভাগী হয়। এইরূপে প্রাণত্যাগবিষয়ে এই সব পথ আমি তোমাকে বলিলাম ॥ ৫৬-৫৮

যদি কেহ কাম, ক্রোধ অথবা ভয়ে শরীর ত্যাগ করে, তবে তাহা আত্মহত্যা হওয়ায় অনন্ত নরকে গমন করে। ৫৯

স্বাভাবিক মৃত্যু তাহাকে বলে, যাহা নিজের ইচ্ছায় হয় না, স্বতই হইয়া থাকে। স্বাভাবিক ভাবে মৃত মনুষ্যগণের জন্য যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ৬০

যেস্থলেও সে মরণ বা ত্যাগ হয়, তাহা কোনও মূর্খের দেহ-ত্যাগ অপেক্ষা প্রশস্ত। মৃত্যুশয্যায় স্থিত মানুষের দেহকে ভূতলে (মাটীর উপরে) শুয়াইয়া দেওয়া উচিত। এবং যখন প্রাণ নির্গত হইয়া যাইবে, তখন তৎক্ষণাৎ তাহার শরীর নূতন বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া দিবে। ভামিনি! তারপর সেই শবদেহকে মালা, গন্ধ ও সুবর্ণের দ্বারা অলঙ্কৃত করত শ্মশানভূমির দক্ষিণ দিক অভিমুখে চিতার অগ্নিতে সেই শবকে দগ্ধ করিবে। অথবা নিষ্প্রাণ দেহকে ভূমিতে গর্ত্ত করিয়া উহার মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ৬১-৬৩

দিন, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ—এই তিনটি কাল মুমূর্ষুগণের পক্ষে উত্তম। ইহার বিপরীত রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন নিন্দিত। ৬৪

বহুসংখ্যক পুরুষগণের দ্বারা কৃত জলদান এবং অষ্টকাশ্রাদ্ধ পরলোকে মৃত মনুষ্যগণকে তৃপ্তি করে ও শুভপ্রদ হয়। এই আমি তোমাকে মনুষ্যগণের হিতকারক সকল বাক্য বলিলাম। ৬৫-৬৬

অধিক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অধিকঃ চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ ।

[মোক্ষধর্ম্মস্য শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদনম্, মোক্ষসাধক-জ্ঞানপ্রাপ্তেরুপায়কথনম্, মোক্ষপ্রাপ্তৌ বৈরাগ্যস্য প্রাধান্যবর্ণনঞ্চ।]

দেবদেব নমস্তেঽস্তু কালসূদন শঙ্কর ।
লোকেষু বিবিধা ধর্মাস্ত্বৎপ্রসাদান্ময়া শ্রুতাঃ ।
বিশিষ্টং সর্বধর্মেভ্যঃ শাশ্বতং ধ্রুবমব্যয়ম্ ॥ ১

নারদ উবাচ

এবং পৃষ্টস্তয়া দেব্যা মহাদেবঃ পিনাকধৃক্ ।
প্রোবাচ মধুরং বাক্যং সূক্ষ্মমধ্যাত্মসংশ্রিতম্ ॥২

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

তারতম্যং মহাভাগে শ্রোতুকামাসি নিশ্চয়ম্ ।
এতদেব বিশিষ্টং তে যৎ ত্বং পৃচ্ছসি মাং প্রিয়ে ॥ ৩

অধিক চতুর্দ্দশ অধ্যায় ।

[মোক্ষধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, মোক্ষসাধক জ্ঞান-প্রাপ্তির উপায় কথন এবং মোক্ষপ্রাপ্তিতে বৈরাগ্যের প্রাধান্য বর্ণন।]

উমাদেবী বলিলেন,—দেবদেব! কালসূদন শঙ্কর! আপনাকে নমস্কার। আপনার কৃপায় আমি অনেকপ্রকার ধর্ম্ম শুনিয়াছি। এখন এই কথা বলুন যে, সমস্ত ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সনাতন, অটল ও অবিনাশী ধর্ম কি? ১

নারদ বলিলেন,—দেবী পার্ব্বতী কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে পর পিনাকধারী মহাদেব সূক্ষ্ম অধ্যাত্মভাবযুক্ত মধুর বাক্যে এই কথা বলিলেন ॥ ২

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,- মহাভাগে! তুমি তারতম্যানুসারে শুনিবার নিশ্চিত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ। প্রিয়ে! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা তোমার বিশিষ্ট গুণ। ৩

সর্বত্র বিহিতো ধর্মঃ স্বর্গলোকফলাশ্রিতঃ ।
বহুদ্বারস্য ধর্মস্য নেহাস্তি বিফলা ক্রিয়া ॥ ৪
যস্মিন্ যস্মিংশ্চ বিষয়ে যো যো যাতি বিনিশ্চয়ম্ ।
তং তমেবাভিজানাতি নান্যং ধর্মং শুচিস্মিতে ॥ ৫
শৃণু দেবি সমাসেন মোক্ষদ্বারমনুত্তমম্ ।
এতদ্ধি সর্বধর্মাণাং বিশিষ্টং শুভমব্যয়ম্ ॥ ৬
নাস্তি মোক্ষাৎ পরং দেবি নাস্তি মোক্ষাৎ পরা গতিঃ ।
সুখমাত্যন্তিকং শ্রেষ্ঠমনিবৃত্তঞ্চ তদ্ বিদুঃ ॥ ৭
নাত্র দেবি জরা মৃত্যুঃ শোকো বা দুঃখমেব বা ।
অনুত্তমমচিন্ত্যঞ্চ তদ্ দেবি পরমং সুখম্ ॥ ৮
জ্ঞানানামুত্তমং জ্ঞানং মোক্ষজ্ঞানং বিদুর্বুধাঃ
ঋষিভির্দেবসঙ্ঘৈশ্চ প্রোচ্যতে পরমং পদম্ ॥ ৯
নিত্যমক্ষরমক্ষোভ্যমজেয়ং শাশ্বতং শিবম্
বিশন্তি তৎপদং প্রাজ্ঞাঃ স্পৃহণীয়ং সুরাসুরৈঃ ॥ ১০
দুঃখাদিশ্চ দুরন্তশ্চ সংসারোঽয়ং প্রকীর্তিতঃ ।
শোকব্যাধিজরাদোষৈর্মরণেন চ সংবৃতঃ ॥ ১১
যথা জ্যোতির্গণা ব্যোম্নি নিবর্তন্তে পুনঃ পুনঃ ।
এবং জীবা অমী লোকে নিবর্তন্তে পুনঃ পুনঃ ॥ ১২
তস্য মোক্ষস্য মার্গোঽয়ং শ্রূয়তাং শুভলক্ষণে ॥ ১৩
ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তশ্চ সংসারো যঃ প্রকীর্তিতঃ ।
সংসারে প্রাণিনঃ সর্বে নিবর্তন্তে যথা পুনঃ ॥ ১৪
তত্র সংসারচক্রস্য মোক্ষো জ্ঞানেন দৃশ্যতে ।
অধ্যাত্মতত্ত্ববিজ্ঞানং জ্ঞানমিত্যভিধীয়তে ॥ ১৫
জ্ঞানস্য গ্রহণোপায়মাচারং জ্ঞানিনস্তথা ।
যথাবৎ সম্প্রবক্ষ্যামি তং ত্বমেকমনাঃ শৃণু ॥ ১৬
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ভূত্বা পূর্বং গৃহে স্থিতঃ ।
আনৃণ্যং সর্বতঃ প্রাপ্য ততস্তান্ সন্ত্যজেদ্ গৃহান্ ॥ ১৭
ততঃ সন্ত্যজ্য গার্হস্থ্যং নিশ্চিতো বনমাশ্রয়েৎ ॥ ১৮
বনে গুরুং সমাজ্ঞায় দীক্ষিতো বিধিপূর্বকম্ ।
দীক্ষাং প্রাপ্য যথান্যায়ং স্ববৃত্তং পরিপালয়েৎ ॥ ১৯
গৃহ্ণীয়াদপ্যুপাধ্যায়ান্মোক্ষজ্ঞানমনিন্দিতঃ ।
দ্বিবিধশ্চ পুনর্মোক্ষঃ সাংখ্যং যোগমিতি স্মৃতিঃ ॥ ২০
পঞ্চবিংশতিবিজ্ঞানং সাংখ্যমিত্যভিধীয়তে ।
ঐশ্বর্যাৎ দেবসারূপ্যং যোগশাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ ॥ ২১

সর্বত্র স্বর্গলোকরূপী ফলের আশ্রয়ভূত ধর্মের বিধান করা হইয়াছে। ধর্মের বহু দ্বার (উপায় সাধন) এবং উহার কোনও ক্রিয়া এ জগতে নিষ্ফল হয় না। ৪

শুচিস্মিতে! যে যে ব্যক্তি যে যে বিষয়ে নিশ্চয় লাভ করে, সেই সেই ব্যক্তি তত্তৎ বিষয়কেই ধর্ম বলিয়া মনে করে, অন্য কিছুকেই নহে। ৫

দেবি! এখন তুমি সংক্ষেপে পরম উত্তম মোক্ষ-দ্বারের বর্ণনা শ্রবণ কর। ইহা সমস্ত ধর্মের মধ্যে উত্তম, শুভ এবং অবিনাশী। ৬

দেবি! মোক্ষ হইতে উত্তম কোনও তত্ত্ব নাই এবং মোক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও গতি নাই। জ্ঞানী পুরুষগণ মোক্ষকে অনিবৃত্ত, শ্রেষ্ঠ এবং আত্যন্তিক সুখ বলিয়া মনে করে। ৭

দেবি! ইহাতে জরা, মৃত্যু, শোক অথবা দুঃখ নাই। ইহা সর্বোত্তম অচিন্তনীয় পরম সুখ। ৮

বিদ্বান্ পুরুষগণ মোক্ষজ্ঞানকেই সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে উত্তম বলিয়া জানে। ঋষি ও দেবসমুদায় ইহাকে পরমপদ বলেন। ৯

নিত্য, অবিনাশী, অক্ষোভ্য, অজেয়, শাশ্বত ও শিবস্বরূপ এই মোক্ষপদ দেবতা এবং অসুরগণেরও স্পৃহণীয়। জ্ঞানী পুরুষেরাই ইহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। ১০

এই জগৎ সংসার আদি ও অন্তে দুঃখময় বলিয়া কথিত হয়। ইহা শোক, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু দোষে যুক্ত। ১১

যেরূপ আকাশে নক্ষত্রগণ বারংবার উদিত হয় ও নিবৃত্ত অর্থাৎ অস্তমিত হয়, সেইরূপ এই জীবগণ মর্ত্যলোকে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকে। শুভলক্ষণে! সেই মোক্ষের পথ এখন শ্রবণ কর। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া এই স্থাবর বৃক্ষ পর্যন্ত যাহা সংসার বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাতে সকল প্রাণী বারংবার প্রত্যাবর্তন করে। ১২-১৪

সেখানে সংসারচক্রের মোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাত্মতত্ত্বকে উত্তমরূপে জানাকেই 'জ্ঞান' বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রিয়ে! সেই জ্ঞানকে গ্রহণ করিবার যে উপায় এবং জ্ঞানীর যে আচার, তাহা আমি যথাযথভাবে বর্ণনা করিব। তুমি একাগ্রচিত্তা হইয়া তাহা শ্রবণ কর। ১৫-১৬

ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় প্রথমে গৃহে থাকিয়াই সর্বপ্রকার ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করিবে; শেষে সেই গৃহ পরিত্যাগ করিবে। এইভাবে গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করত সে বনকে আশ্রয় করিবে। বনমধ্যে গুরুর অনুমতি লইয়া বিধি অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ করিবে এবং দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যথোচিত রীতিতে নিজের সদাচার পালন করিয়া যাইবে। তদনন্তর গুরুর নিকট হইতে মোক্ষজ্ঞান গ্রহণ করিবে এবং অনিন্দনীয় আচারপরায়ণ হইবে। মোক্ষও দুই

তয়োরন্যতরং জ্ঞানং শৃণুয়াচ্ছিষ্যতাং গতঃ।
নাকালো নাপ্যকাষায়ী নাপ্যসংবৎসরোষিতঃ।
নাসাংখ্যযোগো নাশ্রদ্ধং গুরুণা স্নেহপূর্বকম্ ॥ ২২
সমঃ শীতোষ্ণহর্ষাদীন্ বিষহেত স বৈ মুনিঃ ॥ ২৩
অযুক্তঃ ক্ষুৎপিপাসাভ্যামুচিতেভ্যো নিবর্তয়েৎ।
ত্যজেৎ সঙ্গজান্ গ্রন্থীন্ সদা ধ্যানপরো ভবেৎ ॥ ২৪
মৃত্তিকা চমসং শিক্যং ছত্রং যষ্টিমুপানহৌ
চৈলমিত্যেষ নৈতেষু স্থাপয়েৎ স্বাম্যমাত্মনঃ ॥ ২৫
গুরোঃ পূর্বং সমুত্তিষ্ঠেজ্জঘন্যং তস্য সংবিশেৎ।
নৈবাবিজ্ঞাপ্য ভর্তারমাবশ্যকমপি ব্রজেৎ ॥ ২৬
দ্বিরহ্নি স্নানশাটেন সন্ধ্যয়োরভিষেচনম্।
এককালাশনং চাস্য বিহিতং যতিভিঃ পুরা ॥ ২৭
ভৈক্ষং সর্বত্র গৃহ্ণীয়াচ্চিন্তয়েৎ সততং নিশি
কারণে চাপি সম্প্রাপ্তে ন কুপ্যেত কদাচন ॥ ২৮

প্রকার—এক সাংখ্যশাস্ত্র, দ্বিতীয় যোগশাস্ত্র। ইহাই শাস্ত্রের বাণী ॥ ১৭-২০

পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানকে সাংখ্য বলা হয়। অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য এবং দেবতাগণের সমান রূপ—ইহা যোগশাস্ত্রের নির্ণয়। এই উভয় জ্ঞানের মধ্যে কোনও এক জ্ঞানকে শিষ্যরূপে গুরুর নিকট হইতে শ্রবণ করিবে। না অসময়ে, না গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিয়া, না এক বর্ষ পর্যন্ত গুরু-সেবায় নিরত থাকিয়া, না সাংখ্য বা যোগ এই উভয়ের মধ্যে কোনও একটি অবলম্বন করিয়া এবং না শ্রদ্ধাব্যতীতই শ্রীগুরুর স্নেহপূর্বক উপদেশ গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ এই বিধি অনুসারে সাংখ্য বা যোগের উপদেশ শ্রীগুরুর নিকট হইতে গ্রহণ করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়া স্থির থাকিবে, অন্যথায় সমস্ত উপদেশই নিষ্ফল হইয়া যাইবে ॥ ২১-২২

যিনি সর্বত্র সমান ভাব রাখিয়া শীত-উষ্ণ ও হর্ষ-শোকাদি দ্বন্দ্বসমূহ সহ্য করেন, তিনিই মুনি। ক্ষুধা ও পিপাসার বশীভূত হইবে না, উচিত ভোগসমূহ হইতেও মনকে নিবৃত্ত করিবে, সঙ্গজনিত গ্রন্থিসমূহ পরিত্যাগ করিবে এবং সর্বদা ধ্যান-পরায়ণ হইবে। মৃত্তিকা, চমস (হাতা), শিকা, ছাতা, দণ্ড, চর্মপাদুকা ও বস্ত্র এই বস্তুসমূহের মধ্যেও নিজের স্বামিত্ব স্থাপিত করিবে না। শ্রীগুরুর শয্যা ত্যাগের পূর্বেই শয্যা ত্যাগ করিয়া উত্থিত হইবে এবং তাঁহার পশ্চাতে শয়ন করিবে। স্বামীকে (শ্রীগুরুকে) নিবেদন না করিয়া কোনও আবশ্যক কার্যের জন্যও কোথাও যাইবে না। প্রতিদিন দিনে দুই বার

ব্রহ্মচর্যং বনে বাসঃ শৌচমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
দয়া চ সর্বভূতেষু তস্য ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ২৯
বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আত্মযুক্তঃ পরাং বুদ্ধিং লভতে পাপনাশিনীম্ ॥ ৩০
যদা ভাবং ন কুরুতে সর্বভূতেষু পাপকম্।
কর্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩১
অনিষ্ঠুরোঽনহঙ্কারো নির্দ্বন্দ্বো বীতমৎসরঃ।
বীতশোকভয়াবাধঃ পদং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ৩২
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ নির্বাণমধিগচ্ছতি ॥ ৩৩
এবংযুক্তসমাচারস্তৎপরোঽধ্যাত্মচিন্তকঃ।
জ্ঞানাভ্যাসেন তেনৈব প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥ ৩৪
অনুদ্বিগ্নমতের্জন্তোরস্মিন্ সংসারমণ্ডলে।
শোকব্যাধিজরাদুঃখৈর্নির্বাণং নোপপদ্যতে ॥ ৩৫

দুই সন্ধ্যায় সময় পরিহিত বস্ত্রসহ স্নান করিবে। তাহার জন্য ২৪ ঘন্টার মধ্যে একবার একসময়ে ভোজনের বিধান আছে। পূর্বকালে যতিগণ এরূপ নিয়মই পালন করিয়াছেন ॥ ২৩-২৭

সর্বত্র ভিক্ষা গ্রহণ করিবে, রাত্রিতে সর্বদা পরমাত্মার চিন্তা করিবে এবং কোপের কারণ হইলেও কুপিত হইবে না ॥ ২৮

ব্রহ্মচর্য, বনবাস, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়সংযম, এবং সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়া ইহা সন্ন্যাসীর সনাতন ধর্ম ॥ ২৯

সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত থাকিয়া সহজপাচ্য হবিষ্যাদি লঘু আহার করিবে, ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত রাখিবে এবং পরমাত্ম-চিন্তনে রত থাকিবে। ইহার দ্বারা তাহার পাপনাশিনী শ্রেষ্ঠা বুদ্ধি লাভ হইবে ॥ ৩০

যখন মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা কোনও প্রাণীর প্রতি পাপ-ভাব না করেন, তখন সেই যতি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। নিষ্ঠুরতা-শূন্য, অহঙ্কাররহিত, দ্বন্দ্বাতীত ও মাৎসর্যহীন যতি শোক, ভয় ও বাধারহিত হইয়া সর্বোত্তম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। যাঁহার দৃষ্টিতে নিন্দা ও স্তুতি সমান, যিনি মৌন থাকেন, মৃত্তিকার ঢিল, প্রস্তর ও স্বর্ণ যে সমান বলিয়াই বোধ করে এবং যাহার শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমান ভাব আছে, সে-ই নির্বাণ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয় ॥ ৩১-৩৩

এরূপ আচারপরায়ণ, সদা তৎপর এবং অধ্যাত্ম চিন্তনশীল যতি সেই জ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৪

তস্মাদুদ্বেগজননং মনোঽবস্থাপনং তথা।
জ্ঞানং তে সম্প্রবক্ষ্যামি তন্মূলমমৃতং হি বৈ ॥ ৩৬
শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্ ॥ ৩৭
নষ্টে ধনে বা দারে বা পুত্রে পিতরি বা মৃতে।
অহো দুঃখমিতি ধ্যায়ন্ শোকস্য পদমাব্রজেৎ ॥ ৩৮
দ্রব্যেষু সমতীতেষু যে গুণাস্তান্ ন চিন্তয়েৎ।
তাননাদ্রিয়মাণস্য শোকবন্ধঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩৯
সম্প্রয়োগাদনিষ্টস্য বিপ্রয়োগাৎ প্রিয়স্য চ।
মানুষা মানসৈর্দুঃখৈঃ সংযুজ্যন্তেঽল্পবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪০
মৃতং বা যদি বা নষ্টং যোঽতীতমনুশোচতি।
সন্তাপেন চ যুজ্যেত তচ্চাস্য ন নিবর্ত্ততে ॥ ৪১
উৎপন্নমিহ মানুষ্যে গর্ভপ্রভৃতি মানবম্।
বিবিধান্যুপবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥ ৪২
তয়োরেকতরো মার্গো যদ্যেনমভিসংনয়েৎ।
সুখং প্রাপ্য ন সংহৃষ্যেন্ন দুঃখং প্রাপ্য সংজ্বরেৎ ॥ ৪৩
দোষদর্শী ভবেৎ তত্র যত্র স্নেহঃ প্রবর্ত্ততে।
অনিষ্টেনান্বিতং পশ্যেদ্ যথা ক্ষিপ্রং বিরজ্যতে ॥ ৪৪
যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহোদধৌ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্বজ্জ্ঞাতিসমাগমঃ ॥ ৪৫
অদর্শনাদাপতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনং গতাঃ।
স্নেহস্তত্র ন কর্ত্তব্যো বিপ্রয়োগো হি তৈর্ধ্রুবঃ ॥ ৪৬
কুটুম্বপুত্রদারাংশ্চ শরীরং ধনসঞ্চয়ঃ।
ঐশ্বর্য্যং স্বস্থতা চেতি ন মুহ্যেৎ তত্র পণ্ডিতঃ ॥ ৪৭
সুখমেকান্ততো নাস্তি শক্রস্যাপি ত্রিবিষ্টপে।
তত্রাপি সুমহদ্ দুঃখং সুখমল্পতরং ভবেৎ ॥ ৪৮
ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখম্।
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্ ॥ ৪৯
ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ সর্ব্বে পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্ ॥ ৫০

এই সংসারমণ্ডলে যে প্রাণীর বুদ্ধি উদ্বেগ-শূন্য, সে শোক, ব্যাধি ও বার্দ্ধক্যের দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করে। সেইজন্য সংসার হইতে বৈরাগ্য উৎপন্নকারী ও মনকে স্থিরভাবে স্থাপিতকারী জ্ঞানের উপদেশ তোমাকে করিব; কারণ, অমৃতের (মোক্ষের) মূল কারণ হইল 'জ্ঞান'। ৩৫-৩৬

শোকে সহস্র স্থান আছে এবং ভয়েরও শত স্থান আছে। ইহারা মূর্খ মানুষের উপর প্রতিদিন নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করে, বিদ্বান্ পুরুষের উপর নহে। ৩৭

ধন নষ্ট হইয়া যাইলে কিংবা স্ত্রী, পুত্র বা পিতার মৃত্যু হইলে, 'অহো' আমার উপর অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে এরূপ চিন্তা করিতে করিতে মানুষ শোকের স্থানে উপনীত হয়। ৩৮

কোনও দ্রব্য নষ্ট হইয়া যাইলে পর তাহার যে সব ভাল গুণ আছে, তাহাদের চিন্তা করিবে না। সেই সব গুণের অনাদরকারী মানুষের শোকের বন্ধন নষ্ট হইয়া যায়। ৩৯

অপ্রিয় বস্তুর সংযোগ এবং প্রিয় বস্তুর বিয়োগ প্রাপ্ত হইলে পর অল্পবুদ্ধি মানুষ মানসিক দুঃখসমূহের দ্বারা সংযুক্ত হয়। ৪০

যে ব্যক্তি মৃত মানুষ বা নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করে, সেই ব্যক্তি কেবল সন্তাপেরই ভাগী হইয়া থাকে। তাহার দুঃখ আর নিবৃত্ত হয় না। মনুষ্য-যোনিতে উৎপন্ন মানুষের নিকট গর্ভাবস্থা হইতেই নানাপ্রকার দুঃখ এবং সুখ আসিতে থাকে। ৪১-৪২

সেই উভয়ের মধ্যে যদি কোনও একটি মার্গ কাহারও প্রাপ্তি হয়, তবে সেই মানুষ সুখ প্রাপ্ত হইয়া হর্ষে উল্লসিত হইবে না এবং দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া মানসিক চিন্তায় অভিভূত হইবে না। ৪৩

যেখানে আসক্তি হইতে থাকিবে, সেখানে দোষদর্শী হইবে। সেই বস্তুকে অনিষ্ট দৃষ্টিতে দর্শন করিবে, যাহাতে তাহার বিষয়ে সত্বরই বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। ৪৪

যেরূপ মহাসাগরে দুইটি কাষ্ঠ এদিক্ ওদিক্ হইতে ভাসিয়া আসিয়া পরস্পর মিলিত হয় এবং মিলিত হইয়া পুনরায় তাহারা পৃথক্ হইয়া যায়, সেইরূপে জ্ঞাতিগণেরও মিলন হইয়া থাকে। ৪৫

সকল মানুষই অদৃশ্য স্থান হইতে আসিয়া থাকে এবং পুনরায় অদৃশ্য স্থানেই চলিয়া যায়। অতএব তাহাদের প্রতি আসক্তি-মূলক স্নেহ করা উচিত নয়; কারণ, তাহাদের সহিত বিয়োগ সুনিশ্চিত। ৪৬

কুটুম্ব, পুত্র, স্ত্রী, শরীর, ধনসঞ্চয়, ঐশ্বর্য্য ও স্বস্থতা—এই সবের প্রতি বিদ্বান্ মানুষের আসক্ত হওয়া উচিত নয়। স্বর্গে বিরাজমান দেবরাজ ইন্দ্রেরও কেবল সুখ হইতে সুখই লাভ হয় না। সেখানেও অত্যন্ত অধিক দুঃখ ভোগ হয় এবং সুখ অল্পই লাভ হয়। ৪৭-৪৮

কাহারও সর্ব্বদা দুঃখ লাভ হয় না এবং সদা কেহ সুখ লাভও করিতে পারে না। সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ লাভ হইয়া থাকে। ৪৯

উচ্ছ্রয়ান্ বিনিপাতাংশ্চ দৃষ্ট্বা প্রত্যক্ষতঃ স্বয়ম্।
অনিত্যমসুখং চেতি ব্যবস্যেৎ সর্বমেব চ ॥ ৫১
অর্থানামার্জনে দুঃখমর্জিতানাং তু রক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থং দুঃখভাজনম্ ॥ ৫২
অর্থবন্তং নরং নিত্যং পঞ্চাভিঘ্নন্তি শত্রবঃ
রাজা চৌরশ্চ দায়াদা ভূতানি ক্ষয় এব চ ॥ ৫৩
অর্থমেবমনর্থস্য মূলমিত্যবধারয়।
ন হ্যনর্থাঃ প্রবাধন্তে নরমর্থবিবর্জিতম্ ॥ ৫৪
অর্থপ্রাপ্তির্মহদ্ দুঃখমাকিঞ্চন্যং পরং সুখম্।
উপদ্রবেষু চার্থানাং দুঃখং হি নিয়তং ভবেৎ ॥ ৫৫
ধনলোভেন তৃষ্ণায়া ন তৃপ্তিরুপলভ্যতে।
লব্ধাশ্রয়ো বিবর্ধেত সমিদ্ধ ইব পাবকঃ ॥ ৫৬
জিত্বাপি পৃথিবীং কৃৎস্নাং চতুঃসাগরমেখলাম্
সাগরাণাং পুনঃ পারং জেতুমিচ্ছত্যসংশয়ম্ ॥ ৫৭
অলং পরিগ্রহেণেহ দোষবান্ হি পরিগ্রহঃ
কোশকারঃ কৃমির্দেবি বধ্যতে হি পরিগ্রহাৎ ॥ ৫৮
একোঽপি পৃথিবীং কৃৎস্নামেকচ্ছত্রাং প্রশাস্তি চ।
একস্মিন্নেব রাষ্ট্রে তু স চাপি নিবসেন্নৃপঃ ॥ ৫৯
তস্মিন্ রাষ্ট্রেঽপি নগরমেকমেবাধিতিষ্ঠতি।
নগরেঽপি গৃহং চৈকং ভবেৎ তস্য নিবেশনম্ ॥ ৬০
এক এব প্রবিষ্টঃ স্যাদাবাসস্তদ্গৃহেঽপি চ।
আবাসে শয়নং চৈকং নিশি যত্র প্রলীয়তে ॥ ৬১
শয়নস্যার্ধমেবাস্য স্ত্রিয়াশ্চার্ধং বিধীয়তে।
তদনেন প্রসঙ্গেন স্বল্পেনৈবেহ যুজ্যতে ॥ ৬২
সর্বং মমেতি সম্মূঢ়ো বলং পশ্যতি বালিশঃ।
এবং সর্বোপযুগেষু স্বল্পমস্য প্রয়োজনম্ ॥ ৬৩
তণ্ডুলপ্রস্থমাত্রেণ যাত্রা স্যাৎ সর্বদেহিনাম্।
ততো ভূয়স্তরো ভোগো দুঃখায় তপনায় চ ॥ ৬৪
নাস্তি তৃষ্ণাসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্।
সর্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৬৫

সমস্ত সংগ্রহেরই অন্ত বিনাশ, সকল উন্নতিরই অন্ত পতন, সংযোগের অন্ত বিয়োগ এবং জীবনের অন্ত মৃত্যু। উত্থান ও পতন স্বয়ংই প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া ইহা নিশ্চয় করিবে যে, এ সংসারের সব কিছুই অনিত্য ও দুঃখস্বরূপ। ৫০-৫১

অর্থের (ধনের) উপার্জনে দুঃখ ভোগ হয়, উপার্জিত অর্থসমূহের রক্ষা বিষয়েও দুঃখ লাভ হইয়া থাকে। ধনের নাশ ও ব্যয়েও দুঃখ হয়। এইরূপ দুঃখভাজন ধনকে সতত ধিক্কার। ৫২

ধনবান্ মানুষের উপর সর্বদা পঞ্চবিধ শত্রু আঘাত করে— রাজা, চোর, উত্তরাধিকারী ভ্রাতাদি, অন্যান্য প্রাণী এবং ক্ষয়। প্রিয়ে! এইভাবে তুমি অর্থকে সদা অনর্থের মূল বলিয়াই জানিবে। ধনহীন মানুষকে অনর্থ বাধা দিতে পারে না। ৫৩-৫৪

ধনের প্রাপ্তি অতিশয় দুঃখদায়ক এবং অকিঞ্চনত্ব (নির্ধনতা)-ই পরম সুখ ; কারণ, যখন ধনের উপর নানা উপদ্রব আসে, তখন নিশ্চয়ই অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ৫৫

ধনের লোভের দ্বারা তৃষ্ণার কখনও নিবৃত্তি হয় না। তৃষ্ণা যা লোভের আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে পর প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তাহার বৃদ্ধিই হইতে থাকে। ৫৬

চারি সমুদ্র যাহার মেখলা, সেই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে জয় করিয়া মানুষ সন্তুষ্ট হয় না। সে পুনরায় সমুদ্রের পরপার স্থিত দেশসমূহও জয় করিবার ইচ্ছা করে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৫৭

পরিগ্রহের (সংগ্রহের) দ্বারা এ সংসারে কোনও লাভ হয় না, কারণ, পরিগ্রহ নানাদোষে পূর্ণ থাকে। দেবি! রেশমের কীট পরিগ্রহের দ্বারাই বন্ধনগ্রস্ত হয়। ৫৮

যে রাজা একাকীই সমগ্র পৃথিবীকে একচ্ছত্র শাসন করে সেই রাজাও কোনও একটি রাজ্যে বাস করে। আবার সেই রাজ্যের কোনও এক নগরেই রাজা অবস্থান করে। সেই নগরেও কোনও এক গৃহেই তাহার নিবাসস্থান থাকে। ৫৯-৬০

সেই গৃহেও তাহার জন্য একটি মাত্র কক্ষই নির্দিষ্ট থাকে। আবার সেই কক্ষেও তাহার জন্য একটি মাত্র শয্যা থাকে, যাহাতে রাজা রাত্রিকালে শয়ন করে। ৬১

সেই শয্যার মধ্যেও অর্দ্ধ ভাগ তাহার, আর অপর অর্দ্ধভাগ রাণীর ব্যবহারে স্থির থাকে। এই প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, সেই রাজা অতি অল্প ভাগই নিজে উপভোগ করিতে পায়। তথাপি সেই অতিশয় মূঢ় ও অজ্ঞান রাজা সমগ্র ভূমণ্ডলকে নিজের বলিয়াই মনে করে এবং সর্বদা নিজের বল প্রদর্শন করে। এই ভাবে সমস্ত বস্তুসমূহের উপভোগবিষয়ে তাহার অতি অল্প বস্তুই প্রয়োজন হয়। প্রতিদিন এক প্রস্থ (এক সের) তণ্ডুলের দ্বারাই সমস্ত দেহধারী মনুষ্যগণের প্রাণযাত্রা নির্বাহ হইয়া থাকে। তাহার অধিক ভোগ দুঃখ এবং সন্তাপের কারণ হয়। ৬২-৬৪

যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ
সুখম্ ॥ ৬৬

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ৬৭

অলাভেনৈব কামানাং শোকং ত্যজতি পণ্ডিতঃ
আয়াসবিটপস্তীব্রঃ কামাগ্নিঃ কর্ষণারণিঃ ॥ ৬৮

ইন্দ্রিয়ার্থেন সম্মোহ্য দহত্যকুশলং জনম্। ৬৯
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ
নালমেকস্য পর্য্যাপ্তমিতি পশ্যন্ ন মুহ্যতি ॥৭০

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥৭১

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু নৈব ধীরো নিয়োজয়েৎ।
মনঃষষ্ঠানি সংযম্য নিত্যমাত্মনি যোজয়েৎ ॥ ৭২

ইন্দ্রিয়াণাং বিসর্গেণ দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৩

মন্নামাত্মনি ভূতানামৈশ্বর্য্যং যোঽধিগচ্ছতি।
ন চ পাপৈর্ন চানর্থৈঃ সংযুজ্যেত বিচক্ষণঃ ॥ ৭৪

অপ্রমত্তঃ সদা রক্ষেদিন্দ্রিয়াণি বিচক্ষণঃ।
অরক্ষিতেষু তেষ্বাশু নরো নরকমেতি হি ॥ ৭৫

হৃদি কামদ্রুমশ্চিত্রো মোহসঞ্চয়সম্ভবঃ।
অজ্ঞানরূঢ়মূলস্তু বিবিৎসাপরিষেচনঃ ॥ ৭৬

রোষলোভমহাস্কন্ধঃ পুরা দুষ্কৃতসারবান্।
আয়াসবিটপস্তীব্রশোকপুষ্পো ভয়াঙ্কুরঃ ॥ ৭৭

নানাসঙ্কল্পপত্রাঢ্যঃ প্রমাদাৎ পরিবর্দ্ধিতঃ।
মহতীভিঃ পিপাসাভিঃ সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৭৮

সংরোহত্যকৃতপ্রজ্ঞে পাদপঃ কামসম্ভবঃ ॥ ৭৯
নৈব রোহতি তত্ত্বজ্ঞে রূঢ়ো বা ছিদ্যতে পুনঃ ॥ ৮০

কৃচ্ছ্রোপায়েষনিত্যেষু নিঃসারেষু কলেষু চ।
দুঃখাদিষু দুরন্তেষু কামযোগেষু কা রতিঃ ॥ ৮১

তৃষ্ণার সমান কোনও দুঃখ নাই, ত্যাগের সমান কোনও সুখ নাই। সমস্ত কামনাকে পরিত্যাগ করিয়া মানুষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। ৬৫

দুর্ম্মতি মনুষ্যগণের পক্ষে যাহাকে ত্যাগ করা কঠিন, মানুষ বৃদ্ধ হইলেও তাহার অন্তরে স্থিত যাহা কখনও স্বয়ং বৃদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত অর্থাৎ ক্ষীণ হয় না এবং যাহা প্রাণনাশক রোগ বলিয়া অভিহিত করা হয়, সেই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিলেই সুখ লাভ হইয়া থাকে। ৬৬

ভোগের তৃষ্ণা কখনও বিষয়সমূহের উপভোগের দ্বারা শান্ত হয় না; বরং ঘৃতের দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির তুল্য সেই তৃষ্ণা বিষয়ভোগের দ্বারা পুনরায় আরও অধিক বর্দ্ধিত হইয়া যায়। ৬৭

বিদ্বান্ মানুষ ভোগসমূহ প্রাপ্ত না হইলেই শোক পরিত্যাগ করে। আয়াসরূপী বৃক্ষপত্র তীব্রবেগে প্রজ্বলিত ও আকর্ষণরূপী অগ্নি হইতে উদ্ভূত কামনারূপ অগ্নি মূর্খ মনুষ্যকে বিষয়সমূহের দ্বারা মোহিত করিয়া দগ্ধ করে। ৬৮-৬৯

এই পৃথিবীতে যে সমস্ত ধান্য, যব, স্বর্ণ; পশু ও স্ত্রী আছে, সেই সব মিলিত হইয়াও এক পুরুষের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় না। এরূপ দর্শনকারী বা জ্ঞানবান্ মানুষ কখনও মোহগ্রস্ত হয় না। ৭০

এ জগতে যে কামসুখ ও পরলোকে যে দিব্য মহান্ সুখ—এই উভয় মিলিত হইয়াও তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের ষোলভাগের এক ভাগের সমান হইতে পারে না। ৭১

ধীর মানুষ নিজের নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে রূপাদি বিষয়সমূহে নিযুক্ত রাখিবে না। মনের সহিত তাহাদিগকে সংযম করিয়া সর্ব্বদা পরমাত্মার ধ্যানে নিযুক্ত করিবে। ইন্দ্রিয়গণকে যথেচ্ছভাবে পরিচালিত হইতে দিলে নিশ্চয়ই দোষপ্রাপ্তি হয় এবং তাহাদের সংযত করিয়া রাখিলে মানুষ সিদ্ধি লাভ করে। যে ব্যক্তি পরমাত্মচিন্তনে নিরত মন সহ ছয় ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব স্থাপিত করিতে পারে, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি পাপ ও অনর্থসমূহে যুক্ত হয় না। ৭২-৭৪

বিদ্বান্ মানুষ সদা সাবধানে থাকিয়া নিজের ইন্দ্রিয়গণকে রক্ষা করিবে; কারণ, ইহাদের রক্ষা না করিলে পর মানুষ সত্বর নরকে পতিত হয়। ৭৫

এক কামময় বৃক্ষ, যাহা মোহসঞ্চয়রূপী বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই কামময় বিচিত্র বৃক্ষ হৃদয়দেশেই অবস্থিত আছে। অজ্ঞানই হইল তাহার সুদৃঢ় মূল। সকাম কর্ম করিবার ইচ্ছাই তাহার জলসেচনক্রিয়া। রোষ ও লোভ তাহার বিশাল স্কন্ধ; পূর্ব্বকৃত পাপই তাহার সারভাগ। আয়াস-প্রয়াসই তাহারই শাখা-প্রশাখা। তীব্র শোক পুষ্প এবং ভয় অঙ্কুর। নানাপ্রকার সঙ্কল্প তাহার পত্র। ইহা প্রমাদের দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। অতিশয় তীব্র পিপাসা বা তৃষ্ণাই লতা হইয়া সেই কামবৃক্ষকে সর্ব্বদিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। অজ্ঞান মনুষ্যমধ্যেই এই কামময় বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

ইন্দ্রিয়েষু চ জীর্য্যৎসু ছিদ্যমানে তথাঽঽয়ুষি ।
পুরস্তাচ্চ স্থিতে মৃত্যৌ কিং সুখং পশ্যতঃ শুভে ॥৮২
ব্যাধিভিঃ পীড্যমানস্য নিত্যং শারীর-মানসৈঃ ।
নরস্যাকৃতকৃত্যস্য কিং সুখং মরণে সতি ॥ ৮৩
সঞ্চিন্বানমেবার্থং কামানামবিতৃপ্তকম্ ।
ব্যাঘ্রঃ পশুমিবারণ্যে মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি ॥৮৪
জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখৈঃ সততং সমভিদ্রুতঃ ।
সংসারে পচ্যমানশ্চ পাপান্নোদ্বিজতে জনঃ ॥ ৮৫
উমোবাচ ।
কেনোপায়েন মর্ত্ত্যানাং নিবর্ত্তেতে জরান্তকৌ ।
বদন্তি ভগবন্ মহ্যমেতদাচক্ষ্ব মা চিরম্ ॥ ৮৬
তপসা বা সুমহতা কর্ম্মণা বা শ্রুতেন বা ।
রসায়নপ্রয়োগৈর্ব্বা কেনাত্যেতি জরান্তকৌ ॥৮৭
শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।
নৈতদস্তি মহাভাগে জরামৃত্যুনিবর্ত্তনম্ ।
সর্বলোকেষু জানীহি মোক্ষাদন্যত্র ভামিনি ॥ ৮৮
ন ধনেন ন রাজ্যেন নাগ্র্যেণ তপসাপি বা ।
মরণং নাতিতরন্তে বিনা মুক্ত্যা শরীরিণঃ ॥৮৯
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ ।
ন তরন্তি জরামৃত্যু নির্বাণাধিগমাদ্ বিনা ॥ ৯০
ঐশ্বর্য্যং ধনধান্যঞ্চ বিদ্যালাভস্তপস্তথা ।
রসায়নপ্রয়োগো বা ন তরন্তি জরান্তকৌ ॥ ৯১
দেব-দানব-গন্ধর্ব-কিন্নরোরগ-রাক্ষসান্ ।
স্ববশে কুরুতে কালো ন কালস্যাস্ত্যগোচরঃ ॥৯২
ন হ্যহানি নিবর্ত্তন্তে ন মাসা ন পুনঃ ক্ষপাঃ ।
সোঽয়ং প্রপদ্যতেঽধ্বানমজস্রং ধ্রুবমব্যয়ম্ ॥ ৯৩
প্রবৃত্তি ন নিবর্ত্তন্তে স্রোতাংসি সরিতামিব ।
আয়ুরাদায় মর্ত্ত্যানামহোরাত্রেষু সন্ততম্ ॥ ৯৪
জীবিতং সর্বভূতানামক্ষয়ঃ ক্ষপয়ন্নসৌ ।
আদিত্যো হ্যস্তমভ্যেতি পুনঃ পুনরুদেতি চ ॥ ৯৫

তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের মধ্যে ইহা অঙ্কুরিত হয় না। যদি বা হইয়া থাকে, তবে তাহা পুনরায় ছিন্ন হইয়া যায়। এই কাম কঠিন উপায়সমূহের দ্বারা সাধ্য, অনিত্য, তাহার ফল নিঃসার, তাহার আদি ও অন্তও দুঃখময়, সুতরাং ইহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিলে কি অনুরাগ হইতে পারে ? । ৭৮-৮১

শুভে ! ইন্দ্রিয়গণ সদা জীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আয়ু নষ্ট হইতে চলিয়াছে এবং মৃত্যু সম্মুখে বিদ্যমান—এই সব দেখিয়া সংসারে কাহার সুখের প্রতীতি হইবে ? । ৮২

মানুষ সদা শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিসমূহে পীড়িত হয় এবং নিজের অপূর্ণ ইচ্ছা লইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতএব এ জগতে সুখ আর কি আছে ? ৮৩

মানুষ নিজের মনোরথ পূরণের জন্য নানা উপায় চিন্তা করিতে থাকে এবং কামনাসমূহে সদা অতৃপ্তই থাকিয়া যায়। তথাপি যেরূপ বনমধ্যে ব্যাঘ্র আসিয়া সহসা কোন পশুকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ মৃত্যু সহসা আসিয়া সেই মানুষকে লইয়া যায়। জন্ম, মৃত্যু ও বার্দ্ধক্য সম্বন্ধী নানাদুঃখে সদা আক্রান্ত হইয়া সংসারে মানুষ সদা পাক হইতে থাকে, তথাপি সে পাপ হইতে উদ্বিগ্ন হয় না (কি আশ্চর্য্যের বিষয় !) । ৮৪-৮৫

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্ ! মনুষ্যগণের বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু কোন্ উপায়ের দ্বারা নিবৃত্ত হয় ? যদি ইহার কোনও উপায় থাকে, তাহা হইলে উহা আমাকে বলুন, বিলম্ব করিবেন না । ৮৬

অতিশয় কঠোর তপস্যা, শাস্ত্রজ্ঞান অথবা রাসায়নিক প্রয়োগ—কোন্ উপায়ের দ্বারা মানুষ জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে ? ৮৭

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—মহাভাগে ! এরূপ কোন বিষয় নাই। ভামিনি ! তুমি ইহা জানিও যে মোক্ষ ব্যতীত অন্যত্র জরা ও মৃত্যুর নিবৃত্তি হয় না । ৮৮

আত্মার মুক্তি ব্যতীত মানুষ না ধনের দ্বারা, না রাজ্যের দ্বারা এবং না শ্রেষ্ঠ তপস্যার দ্বারাই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে । ৮৯

সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞও মোক্ষের উপলব্ধি না হইলে জরা এবং মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না । ৯০

ঐশ্বর্য্য, ধন-ধান্য, বিদ্যালাভ, তপস্যা ও রসায়নপ্রয়োগ—ইহারা কেহই জরা এবং মৃত্যুকে পার হইয়া যাইতে পারে না ।৯১

দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগ ও রাক্ষসগণকেও কাল নিজের বশীভূত করে। কেহই কালের অগোচরে থাকিতে পারে না। অতিবাহিত দিন, মাস ও রাত্রি পুনরায় ফিরিয়া আসে না। এই জীবাত্মা সেই নিরন্তর চলমান, অটল ও অবিনাশী মার্গ অবলম্বন করে। নদীসকলের স্রোতের ন্যায় অতিক্রান্ত আয়ুর দিন আর ফিরিয়া আসে না। দিন ও রাত্রিতে ব্যাপ্ত মনুষ্যগণের আয়ু লইয়া কাল চলিয়া যায় । ৯২-৯৪

রাত্র্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামায়ুরল্পতরং ভবেৎ।
গাধোদকে মৎস্য ইব কিং নু তস্য কুমারতা ॥ ৯৬
মরণং হি শরীরস্য নিয়তং ধ্রুবমেব চ।
তিষ্ঠন্নপি ক্ষণং সর্বঃ কালস্যৈতি বশং পুনঃ ॥ ৯৭
ন ম্রিয়েরন্ ন জীর্য্যেরন্ যদি স্যুঃ সর্বদেহিনঃ।
ন চানিষ্টং প্রবর্ত্তেত শোকে বা প্রাণিনাং কচিৎ ॥ ৯৮
অপ্রমত্তঃ প্রমত্তেষু কালো ভূতেষু তিষ্ঠতি।
অপ্রমত্তস্য কালস্য ক্ষয়ং প্রাপ্তো ন মুচ্যতে ॥ ৯৯
শ্বঃ কার্য্যমদ্য কুর্বীত পূর্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকম্।
কোঽপি তদ্ বেদ যত্রাসৌ
মৃত্যুনা নাভিবীক্ষিতঃ ॥ ১০০
বর্ষাস্বিদং করিষ্যামি ইদং গ্রীষ্ম-বসন্তয়োঃ।
ইতি বালশ্চিন্তয়তি অন্তরায়ং ন বুধ্যতে ॥ ১০১
ইদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিত্যেবং মনসা নরাঃ।
অনবাপ্তেষু কামেষু হ্রিয়ন্তে মরণং প্রতি ॥ ১০২
কালপাশেন বদ্ধানামহন্যহনি জীর্য্যতাম্।
কা শ্রদ্ধা প্রাণিনাং মার্গে বিষমে ভ্রমতাং সদা ॥ ১০৩
যুবৈব ধর্মশীলঃ স্যাদনিমিত্তং হি জীবিতম্।
ফলানামিব পক্কানাং সদা হি পতনাদ্ ভয়ম্ ॥ ১০৪
মর্ত্তস্য কিমু তৈর্দারৈঃ পুত্রৈর্ভোগৈঃ প্রিয়ৈরপি !
একাহ্না সর্বমুৎসৃজ্য মৃত্যোস্তু বশমন্বিয়াৎ ॥ ১০৫
জায়মানাংশ্চ সম্প্রেক্ষ্য ম্রিয়মাণাংস্তথৈব চ।
ন সংবেগোঽস্তি চেৎ পুংসঃ কাষ্ঠলোষ্টসমো হি সঃ ॥১০৬
বিনাশিনো হ্যধ্রুবজীবিতস্য
কিং বন্ধুভির্মিত্রপরিগ্রহৈশ্চ।
বিহায় যদ্ গচ্ছতি সর্বমেবং
ক্ষণেন গত্বা ন নিবর্ত্ততে চ ॥ ১০৭
এবং চিন্তয়তো নিত্যং সর্বার্থানামনিত্যতাম্।
উদ্বেগো জায়তে শীঘ্রং নির্বাণস্য পরম্পরম্ ॥ ১০৮

অতএব সূর্য্য সমস্ত প্রাণিগণের জীবকে ক্ষীণ করিতে করিতে অস্তগমন করে এবং পুনরায় উদিত হয়। ৯৫

এক এক রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর আয়ু অতি অল্প হইয়া যায়। যেরূপ অল্প জলে স্থিত মৎস্য সুখী হইতে পারে না, সেরূপ যাহার আয়ু ক্ষীণ হইতে থাকে, সেই পরিমিত আয়ুবিশিষ্ট মানুষের কুমারাবস্থায় কি সুখ ? ৯৬

শরীরের মৃত্যু নিশ্চিত ও অটল। সকল প্রাণীই এস্থানে ক্ষণকাল থাকিয়া পুনরায় কালের অধীন হইয়া যায়। ৯৭

যদি সমস্ত দেহধারী প্রাণী না মরে এবং না জরাগ্রস্ত হয়, তবে তাহার অনিষ্টপ্রাপ্তিও হয় না ও শোকও হয় না। ৯৮

সমস্ত প্রাণিগণ অসাবধান থাকিলেও কাল সদা সাবধানে থাকে। সেই সাবধান কালের আশ্রয়ে আসিয়া কোনও প্রাণীই রক্ষা পায় না। ৯৯

আগামী কালের করণীয় কার্য্যকে আজই নিষ্পন্ন করিবে। যে কার্য্য অপরাহ্ণে কর্ত্তব্য, তাহা পূর্ব্বাহ্ণেই সম্পন্ন করিবে। কোন্ ব্যক্তি সেই স্থানকে জানে, যে স্থানের উপর মৃত্যুর দৃষ্টি পতিত হয় না ? ১০০

অবিবেকী মানুষ এরূপ চিন্তা করে যে আগামী বর্ষাকালে এই কার্য্য করিব, এই কার্য্য গ্রীষ্ম বা বসন্তঋতুতে আরম্ভ করিব ; কিন্তু উহাতে যে মৃত্যু বিঘ্নস্বরূপ হইয়া বিদ্যমান আছে, তাহার দিকে সেই মানুষের কোনও খেয়ালই নাই। 'ইহা আমার হউক, ইহা আমার হউক' এইরূপ মনে মনেই সকল মানুষ কামনা করে, কিন্তু তাহাদের সেই সব কামনা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহারা মৃত্যুর দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কালপাশের দ্বারা বদ্ধ হইয়া প্রতিদিন জীর্ণ হইতে হইতে এবং সদা বিষম পথে ভ্রমণকারী প্রাণিগণের এই জীবনের উপর কি বিশ্বাস আছে ? যুবক বয়সেই মানুষ ধর্মশীল হইবে ; কারণ, জীবনের কোনও সুদৃঢ় নিমিত্ত নাই। পক্ক ফলসকলের ন্যায় সদাই তাহাদের পতনের ভয় থাকে। ১০১-১০৪

মনুষ্যের সেই স্ত্রী, পুত্র ও প্রিয় ভোগসমূহের দ্বারাও কি প্রয়োজন আছে, যখন কি সে একই দিনে সকলকে ত্যাগ করিয়া মৃত্যুর বশীভূত হইয়া পড়ে। ১০৫

সংসারে জন্মগ্রহণকারী ও ম্রিয়মাণ প্রাণিগণকে দেখিয়াও যদি মানুষের বৈরাগ্য না হয়, তবে সে চেতন নয় কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রের ন্যায় অচেতন। ১০৬

যে বিনাশশীল, যাহার জীবন নিশ্চিত নহে, এরূপ মানুষের বন্ধু ও মিত্রগণের সংগ্রহে কি প্রয়োজন সাধিত হইবে ? কারণ, সে ক্ষণকালের মধ্যেই সকলকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং যাইয়া আর ফিরিয়া আসিবে না। ১০৭

তেনোদ্বেগেন চাপ্যস্য বিমর্শো জায়তে পুনঃ।
বিমর্শো নাম বৈরাগ্যং সর্ব্বদ্রব্যেষু জায়তে॥ ১০৯
বৈরাগ্যেণ পরং শান্তিং লভন্তে মানবাঃ শুভে।
মোক্ষস্যোপনিষদ্ দিব্যং বৈরাগ্যমিতি নিশ্চিতম্॥১১০
এতৎ তে কথিতং দেবি বৈরাগ্যোৎপাদনং বচঃ।
এবং সঞ্চিন্ত্য সঞ্চিন্ত্য মুচ্যন্তে হি মুমুক্ষবঃ॥ ১১১

ইত্যধিকঃ চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ

এইরূপে সদা সকল পদার্থেরই অনিত্যতা চিন্তা করিতে করিতে মানুষের সহসাই পরম্পর বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, যাহা মোক্ষের কারণ। সেই উদ্বেগ হইতেই তাহার মনে পুনরায় বিমর্শ উৎপন্ন হয়। সমস্ত দ্রব্যেই যে বৈরাগ্য উদ্ভূত হয়, তাহারই নাম বিমর্শ। শুভে! বৈরাগ্যের দ্বারা মানুষের পরম শান্তি লাভ হয়। বৈরাগ্য মোক্ষের নিকটতম ও দিব্য সাধন, ইহা নিশ্চিতরূপে কথিত হইয়াছে। দেবি! এই আমি তোমাকে বৈরাগ্য উৎপন্নকারী বাক্য বলিলাম। মুমুক্ষু মনুষ্যগণ এইরূপে বারংবার বিচার করিলে পর মুক্ত হইয়া যায়। ১০৮-১১১

অধিক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অধিকঃ পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ।

(সাংখ্যজ্ঞানস্য প্রতিপাদনং কুর্ব্বতা ভগবতা মহেশ্বরেণাব্যক্তাদিচতুর্বিংশতিতত্ত্বোৎপত্তিপ্রভৃতীনাং বর্ণনম্।)

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

সাংখ্যজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি যথাবৎ তে শুচিস্মিতে
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মর্ত্ত্যাঃ সংসারেষু প্রবর্ত্ততে॥১
জ্ঞানেনৈব বিমুক্তাস্তে সাংখ্যাঃ সন্ন্যাসকোবিদাঃ।
শারীরং তু তপো ঘোরং সাংখ্যাঃ প্রাহুর্নিরর্থকম্॥ ২
পঞ্চবিংশতিকং জ্ঞানং তেষাং জ্ঞানমিতি স্মৃতম্
মূলপ্রকৃতিরব্যক্তমব্যক্তাজ্জায়তে মহান্। ৩
মহতোঽহঙ্কৃদহঙ্কারত্তস্মাৎ তন্মাত্রপঞ্চকম্।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ তন্মাত্রেভ্যো ভবন্ত্যত॥৪
তেভ্যো ভূতানি পঞ্চভ্যঃ শরীরং বৈ প্রবর্ত্ততে।
ইতি ক্ষেত্রস্য সংক্ষেপঃ চতুর্বিংশতিরিষ্যতে॥৫
পঞ্চবিংশতিরিত্যাহুঃ পুরুষেণেহ সংখ্যয়া॥ ৬
সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
তৈঃ সৃজত্যখিলং লোকং প্রকৃতিস্বাত্মজৈর্গুণৈঃ॥ ৭
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
বিকারাঃ প্রকৃতেশ্চৈতে বেদিতব্যা মনীষিভিঃ॥ ৮
লক্ষণং চাপি সর্ব্বেষাং বিকল্পত্বাদিতঃ পৃথক্।
বিস্তরেণৈব বক্ষ্যামি তস্য ব্যাখ্যামহং শৃণু॥ ৯
নিত্যমেকমণু ব্যাপি ক্রিয়াহীনমহেতুকম্।
অগ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বৈরেতদব্যক্তলক্ষণম্॥১০

অধিক পঞ্চদশ অধ্যায়।

[সাংখ্যজ্ঞানের প্রতিপাদন করিতে করিতে ভগবান্ মহেশ্বর কর্ত্তৃক অব্যক্তাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি প্রভৃতির বর্ণন।]

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন, শুচিস্মিতে! এখন আমি তোমার নিকট সাংখ্যজ্ঞানের যথাযথভাবে বর্ণন করিব, যাহা জানিয়া মানুষ পুনরায় সংসার-বন্ধনে পতিত হয় না। ১

সন্ন্যাসকুশল সাংখ্যজ্ঞানীরা জ্ঞানেরই দ্বারা মুক্ত হইয়া যান। সাংখ্যবিদ্‌গণ ভয়ঙ্কর শারীরিক তপস্যাকে নিরর্থক বলিয়া অভিহিত করেন। ২

পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানই সাংখ্যজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। মূল প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলে, অব্যক্ত হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয় এবং অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রার উৎপত্তি হয়। তন্মাত্রা হইতে দশ ইন্দ্রিয় ও এক মনের উদ্ভব হয়। এই সব হইতে পঞ্চভূত উৎপন্ন হয় এবং পঞ্চভূতের দ্বারা এই শরীরের উৎপত্তি হয়। ইহাই ক্ষেত্রের সংক্ষেপ স্বরূপ। ইহাদিগকেই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সমুদায় বলা হয়। ইহাদের সহিত পুরুষকেও গণনা করিলে পর সর্ব্বসাকুল্যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হয় বলিয়া সাংখ্যবিদ্‌গণ বলেন। ৩-৬

সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি প্রকৃতিজাত গুণ। প্রকৃতি এই তিনটি আত্মজ গুণের দ্বারা সকল লোককে সৃষ্টি করে। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ দুঃখ, স্থূল শরীর, চেতনা ও ধৃতি—এই সকলকে মনীষী পুরুষগণের প্রকৃতির বিকার বলিয়া জানা আবশ্যক। ৭-৮

এই সবের লক্ষণ এবং আরম্ভ হইতেই পৃথক্ পৃথক্ বিকল্প আমি সবিস্তরে বর্ণনা করিব, তাহার ব্যাখ্যা তুমি শ্রবণ কর। ৯

নিত্য, এক, অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ব্যাপক, ক্রিয়াহীন, হেতুরহিত এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের অগ্রাহ্য—ইহা অব্যক্তের লক্ষণ। অব্যক্ত,

অব্যক্তং প্রকৃতির্মূলং প্রধানং যোনিরব্যয়ম্।
অব্যক্তস্যৈব নামানি শব্দৈঃ পর্য্যায়বাচকৈঃ ॥ ১১
তৎ সূক্ষ্মত্বাদনির্দেশ্যং তৎ সদিত্যভিধীয়তে।
তন্মূলঞ্চ জগৎ সর্বং তন্মূলা সৃষ্টিরিষ্যতে ॥ ১২
সত্ত্বাদয়ঃ প্রকৃতিজা গুণাস্তান্ প্রব্রবীম্যহম্ ॥ ১৩
সুখং তুষ্টিঃ প্রকাশশ্চ ত্রয়স্তে সাত্ত্বিকা গুণাঃ।
রাগ-দ্বেষৌ সুখং দুঃখং স্তম্ভশ্চ রজসো গুণাঃ ॥ ১৪
অপ্রকাশো ভয়ং মোহস্তন্দ্রী চ তমসো গুণাঃ ॥ ১৫
শ্রদ্ধা প্রহর্ষো বিজ্ঞানমসম্মোহো দয়া ধৃতিঃ
সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে বর্দ্ধন্তে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥১৬
কাম-ক্রোধৌ মনস্তাপো লোভো মোহস্তথা মৃষা।
প্রবৃদ্ধে পরিবর্দ্ধন্তে রজস্যেতানি সর্বশঃ ॥ ১৭
বিষাদঃ সংশয়ো মোহস্তন্দ্রী নিদ্রা ভয়ং তথা।
তমস্যেতানি বর্দ্ধন্তে প্রবৃদ্ধে হেতুহেতুকম্ ॥
এবমন্যোন্যমেতানি বর্দ্ধন্তে চ পুনঃ পুনঃ।
হীয়ন্তে চ তথা নিত্যমাভভূতানি ভূরিশঃ ॥ ১৯

প্রকৃতি, মূল, প্রধান, যোনি ও অবিনাশী—এই সব পর্য্যায়বাচী শব্দের দ্বারা অব্যক্তেরই নাম কথিত হয় ॥ ১০-১১

এই অব্যক্ত অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া অনির্দেশ্য বাক্যের দ্বারা ইহার কোনও সঙ্কেত করা যায় না। ইহাকে 'সৎ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। সম্পূর্ণ জগতের মূল এই অব্যক্ত এবং সৃষ্টির মূলও এই অব্যক্ত বলিয়া কথিত হয় ॥ ১২

সত্ত্বাদি যে সব প্রাকৃত গুণ আছে, এখন তৎ সমস্ত বলিতেছি। সুখ, সন্তোষ ও প্রকাশ—এই তিনটি সাত্ত্বিক গুণ। রাগ-দ্বেষ, সুখ-দুঃখ ও স্তব্ধতা—এই সব রাজসিক গুণ ॥ ১৩-১৪

অপ্রকাশ, ভয়, মোহ ও আলস্য—এই সব তামসিক গুণ। শ্রদ্ধা, হর্ষ, বিজ্ঞান, অসম্মোহ, দয়া ও ধৈর্য্য এই সকল ভাব সত্ত্ব-গুণ বর্দ্ধিত হইলে পর বর্দ্ধিত হয় এবং তমোগুণ বর্দ্ধিত হইলে ইহাদের বিপরীত ভাব অশ্রদ্ধাদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥১৫-১৬

কাম, ক্রোধ, মানসিক সন্তাপ, লোভ, মোহ (আসক্তি) ও মিথ্যাভাষণ—এই সমস্ত দোষ রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে বর্দ্ধিত হয়। বিষাদ, সংশয়, মোহ, আলস্য, নিদ্রা ও ভয়—এই সব দোষ তমোগুণের বৃদ্ধিতে বর্দ্ধিত হয় ১৭-১৮

এইভাবে এই তিন গুণ বারংবার পরস্পর বর্দ্ধিত হয় এবং পরস্পর পরস্পরের দ্বারা অভিভূত হইলে পর সদাই ক্ষীণ হইয়া যায় ॥ ১৯

তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কায়েন মনসাপি বা।
বর্ত্ততে সাত্ত্বিকো ভাব ইত্যুপেক্ষেত তৎতদা ॥ ২০
যদা সন্তাপসংযুক্তং চিত্তক্ষোভকরং ভবেৎ।
বর্ত্ততে রজ ইত্যেব তদা তদাভিচিন্তয়েৎ ॥ ২১
যদা সম্মোহসংযুক্তং যদ্ বিষাদকরং ভবেৎ।
অপ্রতর্কামবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ॥ ২২
সমাসাৎ সাত্ত্বিকো ধর্মঃ সমাসাদ্ রাজসং ধনম্।
সমাসাৎ তামসঃ কামস্ত্রিবর্গে ত্রিগুণাঃ ক্রমাৎ ॥ ২৩
ব্রহ্মাদিদেবসৃষ্টির্যা সাত্ত্বিকীতি প্রকীর্ত্তাতে।
রাজসী মানুষী সৃষ্টিঃ তির্য্যগ্‌যোনিস্তু তামসী ॥২৪
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ২৫
দেব-মানুষ-তির্য্যক্ষু যদ্ভূতং সচরাচরম্।
আদিপ্রভৃতি সংযুক্তং ব্যাপ্তমেভিস্ত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ২৬
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি মহাদাদীনি লিঙ্গতঃ।
বিজ্ঞানঞ্চ বিবেকশ্চ মহতো লক্ষণং ভবেৎ ॥ ২৭

ইহাদের মধ্যে শরীর অথবা মনের দ্বারা যে প্রসন্নতাযুক্ত ভাব হয়, তাহাকে সাত্ত্বিকভাব বলিয়া মাত্র করিবে এবং অন্ত ভাবসমূহ উপেক্ষা করিবে। যখন চিত্তে ক্ষোভ উৎপন্নকারী সন্তাপযুক্ত ভাব জাগিবে, তখন তাহাকে রজোগুণের প্রবৃত্তি বলিয়া চিন্তা করিবে ॥ ২০-২১

যখন মোহযুক্ত ও বিষাদ উৎপন্নকারী ভাব অতর্কণীয় এবং অজ্ঞাতভাবে উদ্ভূত হইবে, তখন তাহাকে তমোগুণের কার্য্য বলিয়া জানিবে। ধর্ম সাত্ত্বিক, ধন রাজস ও কাম তামস বলিয়া কথিত হয়। এইভাবে ত্রিবর্গে (ধর্ম, অর্থ ও কামে) ক্রমশঃ তিন গুণের স্থিতি সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মাদি দেবতাগণের যে সৃষ্টি, তাহা সাত্ত্বিকী সৃষ্টি বলিয়া কথিত হয়। মনুষ্যগণের সৃষ্টি রাজসী এবং তির্য্যগ্‌যোনির সৃষ্টি তামসী বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ২২-২৪

সত্ত্বগুণে স্থিত মানব ঊর্দ্ধলোকে (স্বর্গাদিতে) গমন করে, রজোগুণী মানুষ মধ্যলোকে (মনুষ্যযোনিতে) অবস্থান করে এবং তমোগুণের কার্য্যরূপ নিদ্রা, প্রমাদ ও আলস্যাদিতে স্থিত তামস পুরুষ অধোগতি—কীট-পশু প্রভৃতি নীচযোনি এবং নরকাদি প্রাপ্ত হয়। দেবতা, মানুষ ও তির্য্যগাদি যোনিতে যে চরাচর প্রাণী আছে, তাহারা আদিকাল হইতেই এই তিন গুণের দ্বারা

মহান্ বুদ্ধির্মতিঃ প্রজ্ঞা নামানি মহতো বিদুঃ।
অহঙ্কারঃ স বিজ্ঞেয়ো লক্ষণেন সমাসতঃ ॥ ২৮
অহঙ্কারেণ ভূতানাং সর্গো নানাবিধো ভবেৎ।
অহঙ্কারনিবৃত্তির্হি নির্বাণায়োপপদ্যতে ॥২৯
খং বায়ুরগ্নিঃ সলিলং পৃথিবী চেতি পঞ্চমী।
মহাভূতানি ভূতানাং সর্বেষাং প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ৩০
শব্দঃ শ্রোত্রং তথা খানি ত্রয়মাকাশসম্ভবম্।
স্পর্শবৎ প্রাণিনাং চেষ্টা পবনস্য গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩১
রূপং পাকোঽক্ষিণী জ্যোতিশ্চত্বারস্তেজসো গুণাঃ।
রসঃ স্নেহস্তথা জিহ্বা শৈত্যঞ্চ জলজাঃ গুণাঃ ॥ ৩২
গন্ধো ঘ্রাণং শরীরঞ্চ পৃথিব্যাস্তে গুণাস্ত্রয়ঃ।
ইতি সর্বগুণা দেবি বিখ্যাতাঃ পাঞ্চভৌতিকাঃ ॥ ৩৩
গুণান্ পূর্বস্য পূর্বস্য প্রাপ্নুবন্ত্যুত্তরাণি তু।
তস্মান্নৈকগুণাংশ্চেহ দৃশ্যন্তে ভূতসৃষ্টয়ঃ ॥ ৩৪
উপলভ্যাপ্সু যে গন্ধং কেচিদ্ ব্রূয়ুরনৈপুণাঃ।
অপাং গন্ধগুণং প্রাজ্ঞা নেচ্ছন্তি কমলেক্ষণে ॥ ৩৫
তদ্ গন্ধত্বমপাং নাস্তি পৃথিব্যা এব তদ্ গুণঃ।
ভূমির্গন্ধে রসে স্নেহো জ্যোতিশ্চক্ষুষি সংস্থিতম্ ॥ ৩৬
প্রাণাপানাশ্রয়ো বায়ুঃ খেষ্বাকাশঃ শরীরিণাম্।
কেশাস্থিনখদন্তত্বক্পাণিপাদশিরাংসি চ।
পৃষ্ঠোদরকটিগ্রীবাঃ সর্বং ভূম্যাত্মকং স্মৃতম্ ॥ ৩৭
যৎ কিঞ্চিদপি কায়েঽস্মিন্ ধাতুদোষমলাশ্রিতম্।
তৎ সর্বং ভৌতিকং বিদ্ধি দেহেঽয়েষাস্তু স্বামিকম্ ॥৩৮
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি কর্ণ-ত্বক্-চক্ষুর্জিহ্বাথ নাসিকা।
কর্মেন্দ্রিয়াণি বাক্পাণিপাদৌ মেঢ্রং গুদস্তথা ॥ ৩৯
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
বুদ্ধীন্দ্রিয়ার্থান্ জানীয়াদ্ ভূতেভ্যস্ত্বভিনিঃসৃতান্ ॥ ৪০
বাক্যং ক্রিয়া গতিঃ প্রীতিরুৎসর্গশ্চেতি পঞ্চধা।
কর্মেন্দ্রিয়ার্থান্ জানীয়াৎ তে চ ভূতোদ্ভবা মতাঃ ৪১
ইন্দ্রিয়াণাং তু সর্বেষামীশ্বরং মন উচ্যতে।
প্রার্থনালক্ষণং তচ্চ ইন্দ্রিয়ং তু মনঃ স্মৃতম্ ॥ ৪২

সংযুক্ত এবং ব্যাপ্ত আছে। এখন আমি মহৎ আদি তত্ত্বসমূহের লক্ষণ বলিব। বুদ্ধির দ্বারা যে বিবেক ও জ্ঞান হয়, তাহাই শরীরে মহত্তত্ত্বের লক্ষণ ২৫-২৭

মহান্, বুদ্ধি; মতি ও প্রজ্ঞা—এই সব মহত্তত্ত্বেরই নাম বলিয়া জানিবে। সংক্ষেপে লক্ষণের দ্বারা অহঙ্কারের বিশেষ জ্ঞান লাভ করা কর্তব্য। অহঙ্কারের দ্বারাই প্রাণিগণের নানাপ্রকার সৃষ্টি হয়। অহঙ্কারের নিবৃত্তিই মোক্ষপ্রাপ্তিকারক হইয়া থাকে ।২৮-২৯

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পঞ্চমে পৃথিবী—এই পঞ্চ মহাভূত। ইহারাই সমস্ত প্রাণিগণের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান। ৩০

শব্দ, শ্রবণেন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গণের ছিদ্র—এই তিনটি আকাশ হইতে উদ্ভূত হয়। স্পর্শ ও প্রাণিগণের চেষ্টা–ইহা বায়ুর গুণ বলিয়া কথিত হয়। ৩১

রূপ, পাক, নেত্র ও জ্যোতি—এই চারিটি তেজের গুণ। রস, স্নেহ, জিহ্বা ও শীতলতা—এই চারিটি জলের গুণ। ৩২

গন্ধ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও শরীর—এই তিনটি পৃথিবীর গুণ। দেবি! এইভাবে পঞ্চভূতের সমস্ত গুণই বিখ্যাত। ৩৩

উত্তরোত্তর ভূত পূর্ব পূর্ব ভূতের গুণ গ্রহণ করে (ভূতগণের পারম্পর্য্য ৩০ শ্লোকে দ্রষ্টব্য)। সেইজন্য এ জগতে প্রাণিগণের সৃষ্টি অনেক গুণসমূহে যুক্ত দেখা যায়। কমললোচনে! কিছু অযোগ্য মানুষ যে জলে সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ প্রাপ্ত হইয়া গন্ধকে জলের গুণ বলে, তাহা বিদ্বান্ পুরুষগণ স্বীকার করেন না। ৩৪-৩৫

জলে কোনও গন্ধই থাকে না, সেই গন্ধ পৃথিবীরই গুণ। গন্ধে ভূমি, রসে জল এবং নেত্রে তেজ বিদ্যমান আছে। ৩৬

প্রাণ ও অপানের আশ্রয় বায়ু। দেহধারীদিগের দেহে যত ছিদ্র আছে, সেই সবের মধ্যে আকাশ ব্যাপ্ত আছে। কেশ, অস্থি, নখ, দন্ত, ত্বক্ (চর্ম), হস্ত, পদ, মস্তক, পৃষ্ঠ, উদর, কটি (কোমর) ও গ্রীবা—এই সবই ভূমির কার্য্য বলিয়া কথিত হয় ।৩৭

এই দেহে যাহা কিছু ধাতু, দোষ ও মলসম্বন্ধী বস্তু আছে, সেই সবকে পাঞ্চভৌতিক বলিয়া জানিও। সমস্ত শরীরের দ্বারাই এই বিশ্বের উপর পঞ্চভূতের স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে। ৩৮

কর্ণ, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা ও নাসিকা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। হস্ত, পদ, বাক্য, মেঢ্র (লিঙ্গ) ও গুহ্য—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও পঞ্চমে গন্ধ—এই পাঁচটিকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া জানিও। ইহারা পঞ্চভূত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ৩৯-৪০

বাক্য, ক্রিয়া, গতি, প্রীতি ও উৎসর্গ—এই পাঁচটিকে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া জানিও। ইহারাও পঞ্চভূত হইতে

নিযুঙ্‌ক্তে চ সদা তানি ভূতানি মনসা সহ।
নিয়মে চ বিসর্গে চ মনসঃ কারণং প্রভুঃ ॥ ৪৩
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ স্বভাবশ্চেতনা ধৃতিঃ।
ভূতাভূতবিকারাশ্চ শরীরমিতি সংজ্ঞিতম্ ॥ ৪৪
শরীরাচ্চ পরো দেহী শরীরঞ্চ ব্যপাশ্রিতঃ।
শরীরিণঃ শরীরস্য সোঽন্তরং বেত্তি বৈ মুনিঃ ॥ ৪৫
রসঃ স্পর্শশ্চ গন্ধশ্চ রূপং শব্দবিবর্জিতম্।
অশরীরং শরীরেষু দিদৃক্ষেত নিরিন্দ্রিয়ম্ ॥ ৪৬
অব্যক্তং সর্বদেহেষু মর্ত্ত্যেষমরমাশ্রিতম্।
যঃ পশ্যেৎ পরমাত্মানং বন্ধনৈঃ স বিমুচ্যতে ॥ ৪৭
স হি সর্বেষু ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ।
বসত্যেকো মহাবীর্যো নানাভাবসমন্বিতঃ ॥ ৪৮
নৈব চোর্দ্ধ্বং ন তির্য্যক্ চ নাধস্তান্ন কদাচন।
ইন্দ্রিয়ৈরিহ বুদ্ধ্যা বা ন দৃশ্যেত কদাচন ॥ ৪৯

নবদ্বারং পুরং গত্বা সততং নিয়তো বশী।
ঈশ্বরঃ সর্বলোকেষু স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ৫০
তমেবাহুরণুভ্যোঽণুং তং মহদ্ভ্যো মহত্তরম্।
বহুধা সর্বভূতানি ব্যাপ্য তিষ্ঠতি শাশ্বতম্ ॥ ৫১
ক্ষেত্রজ্ঞমেকতঃ কৃত্বা সর্বং ক্ষেত্রমথৈকতঃ।
এবং সংবিমৃশেজ্‌জ্ঞানী সংযতঃ সততং হৃদি ॥ ৫২
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
অকর্ত্তালেপকো নিত্যো মধ্যস্থঃ সর্বকর্মণাম্ ॥ ৫৩
কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখ-দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ৫৪
অজরোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মব্যক্তোঽয়ং সনাতনঃ।
দেহী তেজময়ো দেহে তিষ্ঠতীত্যপরে বিদুঃ ॥ ৫৫
অপরে সর্বলোকাংশ্চ ব্যাপ্য তিষ্ঠন্তমীশ্বরম্।
ব্রুবতে কেচিদত্রৈব তিলতৈলবদাস্থিতম্ ॥ ৫৬

উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অভিহিত হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের স্বামী বা প্রেরক মনকে বলা হয়। তাহার লক্ষণ হইল প্রার্থনা (কোনও বস্তুর বাসনা)। এই মনকেও ইন্দ্রিয় বলিয়া মানা হয়। ৪১-৪২

যে প্রভু (আত্মা) মনের নিয়ন্ত্রণ ও সৃষ্টির কারণ, তিনিই মন সহ সমস্ত ভূতগণকে সদা বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ, স্বভাব, চেতনা, ধৃতি এবং ভূতাভূত বিকার—এই সব মিলিত হইয়াই শরীর (রূপে স্থিত) হয়। ৪৩-৪৪

শরীর হইতে পর শরীরধারী আত্মা যিনি শরীরকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। যিনি শরীর ও শরীরীর (শরীরধারী আত্মার) মধ্যে পার্থক্য জানেন, তিনিই মুনি। ৪৫

রস, স্পর্শ, গন্ধ, রূপ ও শব্দরহিত, ইন্দ্রিয়হীন অশরীরী আত্মাকে শরীরের মধ্যেই দর্শন করিবার বাসনা করিবে। ৪৬

যিনি সমস্ত মর্ত্যদেহে অব্যক্তভাবে স্থিত এবং অমর, সেই পরমাত্মাকে যিনি দর্শন করেন, তিনি বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান। ৪৭

নানা ভাবসমূহে যুক্ত এবং মহাপরাক্রমশালী পরমাত্মা একাকীই সমস্ত চরাচর ভূতসকলে বাস করেন। তিনি না ঊর্দ্ধে, না এদিক্ ওদিকে এবং না নিম্নে কখনও দৃষ্টিগোচর হন। তিনি এ জগতে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বা বুদ্ধির দ্বারা কদাপি দৃষ্ট হন না। ৪৮-৪৯

নবদ্বারবিশিষ্ট নগরে (শরীরে) যাইয়া তিনি সদা নিয়ম সহকারে বাস করেন এবং সকলকে বশীভূত করিয়া রাখেন। সম্পূর্ণ লোকসমূহে চরাচর প্রাণিগণের শাসনকারী ঈশ্বরও তিনি। তাঁহাকে অণু হইতেও অণু এবং মহৎ হইতেও মহত্তর বলিয়া বর্ণনা করা হয়। তিনি নানাপ্রকারের সকল প্রাণিগণকে ব্যাপ্ত করত সদা অবস্থিত আছেন। ক্ষেত্রজ্ঞকে (আত্মাকে) এক দিকে এবং অন্য দিকে সমস্ত ক্ষেত্রকে (দেহকে) পৃথক্ করিয়া রাখিবে। সংযমপরায়ণ জ্ঞানী পুরুষ সদা এইভাবে নিজের হৃদয়ে বিচার করিবেন—জড় ও চেতনের পার্থক্য বিবেচনা করিবেন। ৫০-৫২

পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থান করিয়াই তাহার দ্বারা উৎপন্ন ত্রিগুণাত্মক পদার্থসমূহ ভোগ করেন। তিনি অকর্ত্তা, নির্লেপ, নিত্য ও সমস্ত কর্মসমূহের মধ্যস্থ (সাক্ষী)। ৫৩

কার্য্য ও করণকে উৎপন্ন করিবার হেতুকেই প্রকৃতি বলা হয় এবং পুরুষ (জীবাত্মা) সুখ-দুঃখসমূহের উপভোগের হেতু বলিয়া কথিত হন। অপরে অনেকে মনে করেন যে, তেজোময় আত্মা এই শরীরের মধ্যে অবস্থিত। তিনি অজর, অচিন্তনীয়, অব্যক্ত ও সনাতন। অন্য বিচারকগণ বলেন যে, সমস্ত লোকসকলকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত পরমেশ্বরই তিলমধ্যে তেলের ন্যায় এই শরীরে জীবাত্মারূপে বিদ্যমান আছেন। ৫৪-৫৬

অপরে নাস্তিকা মূঢ়া ভিন্নত্বাৎ স্থূললক্ষণৈঃ ।
নাস্ত্যাত্মেতি বিনিশ্চিত্য প্রজাস্তে নিরয়ালয়াঃ ॥ ৫৭
এবং নানাবিধানেন বিমৃশন্তি মহেশ্বরম্ ॥ ৫৮

উমোবাচ ।

উহবান্ ব্রাহ্মণো লোকে নিত্যমক্ষরমব্যয়ম্ ।
অস্ত্যাত্মা সর্বদেহেষু হেতুস্তত্র সুদুর্গমঃ ॥ ৫৯

অপর নাস্তিক মূর্খ মনুষ্যগণ স্থূল লক্ষণসমূহের দ্বারা ভিন্ন হওয়ায় আত্মা সত্তাই মানে না। 'আত্মা নাই' এরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই প্রজারা নরকেই বাস করে। এই ভাবে মহেশ্বরের বিষয়ে সকল মানুষ নানাপ্রকার পরামর্শ করে। ৫৭-৫৮

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! জগতে যে বিচারশীল ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি বলেন যে, সমস্ত শরীরে নিত্য, অক্ষর, অবিনাশী আত্মা অবশ্যই আছেন। কিন্তু তাঁহার সত্তার কি কারণ আছে, তাহা জানা অত্যন্ত কঠিন ॥ ৫৯

শ্রীমহেশ্বর উবাচ

ঋষিভিশ্চাপি দেবৈশ্চ ব্যক্তমেষ ন দৃশ্যতে ।
দৃষ্ট্বা তু তং মহাত্মানং পুনস্তন্ন নিবর্ত্ততে ॥ ৬০
তস্মাৎ তদ্দর্শনাদেব বিন্দন্তে পরমাং গতিম্
ইতি তে কথিতো দেবি সাংখ্যধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৬১
কপিলাদিভিরাচার্য্যৈঃ সেবিতঃ পরমর্ষিভিঃ ॥ ৬২

ইত্যাধিকঃ পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন, দেবি! ঋষি ও দেবতাগণও এই পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পান না। যিনি বাস্তবে সেই পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করেন, তিনি পুনরায় এসংসারে ফিরিয়া আসেন না। দেবি! অতএব সেই পরমাত্মার দর্শনেরই দ্বারা তাঁহার পরম গতি লাভ হইয়া যায়। এইভাবে এই সনাতন সাংখ্য ধর্ম তোমাকে আমি বলিলাম! এই সাংখ্যধর্ম কপিলাদি আচার্য্য ও মহর্ষিগণের দ্বারা সেবিত। ৬০-৬২

অধিক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

॥ অধিকঃ ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ ॥

[যোগধর্মপ্রতিপাদনপূর্ব্বকং তৎফলবর্ণনম্]

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

সাংখ্যজ্ঞানে নিযুক্তানাং যথাবৎ কীর্তিতং ময়া ।
যোগধর্মং পুনঃ কৃৎস্নং কীর্তয়িষ্যামি তে শৃণু ॥ ১
স চ যোগো দ্বিধা ভিন্নো ব্রহ্মদেবর্ষিসম্মতঃ ।
সমানমুভয়ত্রাপি বৃত্তং শাস্ত্রপ্রচোদিতম্ ॥ ২
স চাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যমধিকৃত্য বিধীয়তে ।
সাযুজ্যং সর্বদেবানাং যোগধর্মঃ পরাশ্রিতঃ ॥ ৩
জ্ঞানং সর্বস্য যোগস্য মূলমিত্যবধারয় ।
ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ তৎ সর্বং চাপি বৃংহয়েৎ ॥ ৪

অধিক ষোড়শ অধ্যায়।

[যোগধর্ম প্রতিপাদন পূর্ব্বক তাহার ফল বর্ণন।]

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! যাহারা সাংখ্যজ্ঞানে নিযুক্ত, তাঁহাদের ধর্ম আমি যথাযথভাবে বর্ণনা করিলাম। এখন আমি তোমাকে পুনরায় সম্পূর্ণ যোগধর্ম বলিব, তুমি তাহা শ্রবণ কর। ১

ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণের সম্মত সেই যোগ সবীজ ও নির্বীজ ভেদে দুই প্রকার। এই উভয়েরই শাস্ত্রোক্ত সদাচার সমান। ২

অণিমা, মহিমা, গরিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব ও বশিত্ব—এই আট ভেদবিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যের উপর অধিকার করিয়া

ঐকাগ্র্যং বুদ্ধিমনসোরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সর্বশঃ ।
আত্মনোঽব্যয়িনঃ প্রোক্তং জ্ঞানমেতৎ তু যোগিনাম্ ॥ ৫
অর্চয়েদ্ ব্রাহ্মণানগ্নিং দেবতায়তনানি চ ।
বর্জ্জয়েদশিবং ভাবং সর্বসত্ত্বমুপাশ্রিতঃ ॥ ৬
দানমধ্যয়নং শ্রদ্ধা ব্রতানি নিয়মাস্তথা ।
সত্যমাহারশুদ্ধিশ্চ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ॥ ৭
এতৈশ্চ বর্ধতে তেজঃ পাপং চাপ্যবধূয়তে ॥ ৮
নির্ধূতপাপস্তেজস্বী নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
অমোঘো নির্মলো দান্তঃ পশ্চাদ্ যোগং সমাচরেৎ ॥ ৯

যোগের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। সমস্ত দেবতাগণের সাযুজ্য রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত এই যোগধর্ম। জ্ঞানই হইল সমস্ত যোগের মূল, ইহা জানিও। ব্রত, উপবাস ও নিয়মসমূহের দ্বারা সাধকের সেই সব জ্ঞান বৃদ্ধি করা কর্তব্য। ৩-৪

বুদ্ধিমতী দেবি! অবিনাশী আত্মার বুদ্ধি, মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতা হউক, ইহাই যোগিগণের জ্ঞান। (এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে) ব্রাহ্মণগণ, অগ্নি ও দেবমন্দির-সমূহের পূজা করিবে এবং পূর্ণভাবে সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া অমাঙ্গলিক ভাবকে পরিত্যাগ করিবে। ৫-৬

একান্তে বিজনে দেশে সর্বতঃ সংবৃতে শুচৌ।
কল্পয়েদাসনং তত্র স্বাস্তীর্ণং মৃদুভিঃ কুশৈঃ ॥ ১০
উপবিশ্যাসনে তস্মিন্নৃজুকায়শিরোধরঃ।
অব্যগ্রঃ সুখমাসীনঃ সাঙ্গানি ন বিকম্পয়েৎ ॥ ১১
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১২
মনোঽবস্থাপনং দেবি যোগস্যোপনিষদ্ ভবেৎ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন মনোঽবস্থাপয়েৎ সদা ॥ ১৩
ত্বক্‌শ্রোত্রঞ্চ ততো জিহ্বাং ঘ্রাণং চক্ষুশ্চ সংহরেৎ।
পঞ্চেন্দ্রিয়াণি সন্ধায় মনসি স্থাপয়েদ্ বুধঃ ॥ ১৪
সর্বং চাপোহ্য সংকল্পমাত্মনি স্থাপয়েন্মনঃ।
যদৈতান্যবতিষ্ঠন্তে মনঃষষ্ঠানি চাত্মনি ॥ ১৫
প্রাণাপানৌ তদা তস্য যুগপৎ তিষ্ঠতো বশে।
প্রাণে হি বশমাপন্নে যোগসিদ্ধির্ধ্রুবা ভবেৎ ॥ ১৬
শরীরং চিন্তয়েৎ সর্বং বিপাট্য চ সমীপতঃ।
অন্তর্দেহগতিং চাপি প্রাণানাং পরিচিন্তয়েৎ ॥ ১৭
ততো মূর্ধানমগ্নিঞ্চ শরীরং পরিপালয়েৎ।
প্রাণো মূর্ধনি চ স্বান্তো বর্তমানো বিচেষ্টতে ॥ ১৮
সন্নদ্ধঃ সর্বভূতাত্মা পুরুষঃ স সনাতনঃ।
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারো ভূতানি বিষয়াশ্চ সঃ ॥ ১৯
বস্তিমূলং গুদং চৈব পাবকঞ্চ সমাশ্রিতঃ।
বহন্ মূত্রং পুরীষঞ্চ সদাপানঃ প্রবর্ততে ॥ ২০
অধ প্রবৃত্তির্দেহেষু কর্মাপানস্য সম্মতম্।
উদীরয়ন্ সর্বধাতূন্ অত ঊর্ধ্বং প্রবর্ততে ॥ ২১
উদান ইতি তং বিদুরধ্যাত্মকুশলা জনাঃ ॥ ২২
সন্ধৌ সন্ধৌ স নিবিষ্টঃ সর্বচেষ্টাপ্রবর্তকঃ।
শরীরেষু মনুষ্যাণাং ব্যান ইত্যুপদিশ্যতে ॥ ২৩
ধাতুষগ্নৌ চ বিততঃ সমানোঽগ্নিঃ সমীরণঃ।
স এব সর্বচেষ্টানামন্তকালে নিবর্তকঃ ॥ ২৪

দান, অধ্যয়ন, শ্রদ্ধা, ব্রত, নিয়ম, সত্য, আহার শুদ্ধি, শৌচ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ইহাদের দ্বারা তেজের বৃদ্ধি হয় এবং পাপ ক্ষালিত হইয়া যায়। ৭-৮

যাহার পাপ ধৌত হইয়া গিয়াছে, সে প্রথমে তেজস্বী, নিরাহার, জিতেন্দ্রিয়, অক্রোধ, নির্মল এবং মনকে দমন করিতে সমর্থ হয়। তাহার পর যোগের অভ্যাস করিবে। ৯

একান্ত নির্জন প্রদেশে, যাহা চারিদিকেই আবৃত ও পবিত্র, সেখানে কোমল কুশসমূহের দ্বারা এক আসন রচনা করিবে এবং তাহা ভালভাবে সেখানে পাতিত করিবে। ১০

সেই আসনে উপবেশন করত নিজের শরীর ও গ্রীবাকে ঋজু (সোজা) করিয়া রাখিবে। মনে কোনও রূপ ব্যগ্রতা আসিতে দিবে না। সুখের সহিত সেই আসনে বসিয়া নিজের অঙ্গসকলকে কম্পিত করিবে না অর্থাৎ এদিক্ ওদিক্ হেলাইবে না ও দুলাইবে না। নিজের নাসিকার অগ্রভাগের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া এবং কোনও দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া ধ্যানমগ্ন হইবে। ১১-১২

দেবি! মনকে দৃঢ়তাপূর্বক স্থাপিত করাই যোগসিদ্ধির সূচক; অতএব সর্বতোভাবে বিশেষ যত্নের দ্বারা মনকে সদা স্থির রাখিবে। ত্বক্, কর্ণ, জিহ্বা নাসিকা ও নেত্র—এই সব ইন্দ্রিয়কে স্পর্শাদি বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখিবে। এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে একাগ্র করত বিদ্বান্ পুরুষ তাহাদিগকে মনে স্থাপিত করিবে। ১৩-১৪

তারপর সমস্ত সঙ্কল্পকে ত্যাগ করিয়া মনকে আত্মার মধ্যে স্থাপিত করিবে। যখন মন সহ পঞ্চ ইন্দ্রিয় আত্মাতে স্থির হইয়া যাইবে, তখন প্রাণ ও অপান বায়ু একই সঙ্গে সাধকের বশে আসিবে। প্রাণ বশীভূত হইবার পর যোগসিদ্ধি নিশ্চিত হইয়া যায়। এই সময় সম্পূর্ণ শরীরকে নিকট হইতেই বিপাটিত করিয়া চিন্তা করিবে যে, ইহা কি? শরীরে মধ্যে যে প্রাণের গতি, তাহারও উপর বিশেষ চিন্তা করিবে। ১৫-১৭

তাহার পর মূর্ধা, অগ্নি ও শরীরের পরিপালন করিবে। মূর্ধাতেই প্রাণের স্থিতি, যাহা স্বান্তরূপে বর্তমান থাকিয়া নানারূপ চেষ্টা করে। সদা সন্নদ্ধ হইয়া স্থিত প্রাণই সমস্ত ভূতগণের আত্মা সনাতন পুরুষ। তিনিই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চভূত ও এই বিষয়-স্বরূপ। বস্তির মূলভাগ, গুহ্য ও অগ্নির আশ্রিত হইয়া স্থিত অপান বায়ু সদা মলমূত্র বহন করিতে করিতে নিজের কার্যে প্রবৃত্ত থাকে। যে বায়ু সমস্ত ধাতুসমূহকে উপরে উত্থাপিত করিতে করিতে অপান বায়ু হইতেও উপরের দিকে উত্থিত হইতে থাকে, অধ্যাত্মকুশল মনুষ্যগণ তাহাকে 'উদান' বায়ু বলিয়া জানে। ১৮-২২

যে বায়ু মনুষ্যগণের শরীরের প্রতি সন্ধিতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের সমস্ত চেষ্টার প্রবর্তক হয়, সেই বায়ুকে 'ব্যান' বলা হয়। যে বায়ু সকল ধাতুতে এবং অগ্নিতেও ব্যাপ্ত থাকে, সেই

প্রাণানাং সন্নিপাতেষু সংসর্গাদ্ যঃ প্রজায়তে।
উষ্মা সোঽগ্নিরিতি জ্ঞেয়ঃ সোঽন্নং পচতি দেহিনাম্ ॥২৫
অপান-প্রাণয়োর্মধ্যে ব্যানোদানাবুপাশ্রিতৌ।
সমন্বিতঃ সমানেন সম্যক্ পচতি পাবকঃ ॥ ২৬
শরীরমধ্যে নাভিঃ স্যাত্তস্যামগ্নিঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
অগ্নৌ প্রাণাশ্চ সংযুক্তা প্রাণেষ্বাত্মা ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৭
পক্বাশয়স্বধো নাভেরূর্ধ্বমামাশয়স্তথা।
নাভির্মধ্যে শরীরস্য সর্বপ্রাণাশ্চ সংশ্রিতাঃ ॥ ২৮
স্থিতাঃ প্রাণাদয়ঃ সর্বে তির্য্যগূর্ধ্বমধশ্চরাঃ।
বহন্ত্যন্নরসান্ নাড্যো দশপ্রাণাগ্নিচোদিতাঃ ॥ ২৯
যোগিনামেষ মার্গস্তু পঞ্চস্বেতেষু তিষ্ঠতি।
জিতশ্রমঃ সমাসীনো মূর্ধন্যাত্মানমাদধেৎ ॥ ৩০
মূর্ধন্যাত্মানমাধায় ভ্রুবোর্মধ্যে মনস্তথা।
সংনিরুধ্য ততঃ প্রাণানাত্মানং চিন্তয়েৎ পরম্ ॥ ৩১
প্রাণে ত্বপানং যুঞ্জীত প্রাণাংশ্চাপানকর্মণি।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরো ভবেৎ ॥ ৩২
এবমন্তঃ প্রযুঞ্জীত পঞ্চ প্রাণান্ পরস্পরম্।
বিজনে সম্মিতাহারো মুনিস্তূষ্ণীং নিরুচ্ছ্বসন্ ॥ ৩৩
অশ্রান্তশ্চিন্তয়েদ্ যোগী উত্থায় চ পুনঃ পুনঃ।
তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ স্বপন্ বাপি যুঞ্জীতৈবমতন্দ্রিতঃ ॥৩৪
এবং নিযুক্তস্য যোগিনো যুক্তচেতসঃ।
প্রসীদতি মনঃ ক্ষিপ্রং প্রসন্নো দৃশ্যতে পরম্ ॥ ৩৫
বিধূম ইব দীপ্তোঽগ্নিরাদিত্য ইব রশ্মিমান্।
বৈদ্যুতোঽগ্নিরিবাকাশে পুরুষো দৃশ্যতেঽব্যয়ঃ ॥ ৩৬
দৃষ্ট্বা তদা মনো জ্যোতিরৈশ্বর্য্যাষ্টগুণৈর্যুতঃ।
প্রাপ্নোতি পরমং স্থানং স্পৃহণীয়ং সুরৈরপি ॥ ৩৭
ইমান্ যোগস্য দোষাংশ্চ দশৈব পরিচক্ষতে।
দোষৈর্বিঘ্নো বরারোহে যোগিনাং কবিভিঃ স্মৃতঃ ॥৩৮
কামঃ ক্রোধো ভয়ং স্বপ্নঃ স্নেহমত্যশনং তথা।
বৈচিন্ত্যং ব্যাধিরালস্যং লোভশ্চ দশমঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৯

অগ্নিস্বরূপ বায়ুকে 'সমান' বায়ু বলে। এই বায়ুই অন্তিমকালে সমস্ত চেষ্টাকে নিবৃত্ত করিয়া দেয় ॥ ২৩-২৪

সমস্ত প্রাণবায়ুর পরস্পর সংযোগ হইলে পর সংসর্গবশতঃ যে তাপের উদ্ভব হয়, তাহাকে অগ্নি বলিয়া জানিবে। এই অগ্নিই দেহধারিগণের ভক্ষিত অন্নকে পরিপাক করে। অপান ও প্রাণ বায়ুর মধ্যভাগে ব্যান এবং উদান বায়ু অবস্থান করে। সমান বায়ুর দ্বারা যুক্ত হইয়া অগ্নি সম্যগ্‌রূপে অন্নকে পরিপাক করিয়া থাকে। শরীরের মধ্যভাগে নাভি। এই নাভির মধ্যেই অগ্নি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই অগ্নিতে প্রাণ সংযুক্ত হইয়া আছে এবং প্রাণে আত্মা অবস্থিত আছেন। ২৫-২৭

নাভির নিম্নে পক্বাশয় ও উপরে আমাশয়। শরীরের মধ্যভাগে নাভি এবং সমস্ত প্রাণ ইহাকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করিতেছে। সমস্ত প্রাণাদি বায়ু উপরে, নিম্নে ও পার্শ্বে সর্ব্বত্রই বিচরণ করে। নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়, প্রাণ, অপান সমান, উদান ও ব্যান—এই দশ প্রাণ বায়ু এবং অগ্নির দ্বারা প্রেরিত হইয়া নাড়ীসমূহ অন্নরস বহন করে। ইহাই যোগিগণের মার্গ, যাহা প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুতে অবস্থিত। সাধকের কর্ত্তব্য হইল—সে শ্রমকে জয় করত আসনের উপর আসীন থাকিয়া আত্মাকে ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপিত করিবে। ২৮-৩০

মূর্ধাতে আত্মাকে স্থাপিত করিয়া দুই ভ্রূর মধ্যে মনকে অবরুদ্ধ করিবে। তাহার পর প্রাণকে সর্ব্বতোভাবে রুদ্ধ করিয়া পরমাত্মার চিন্তা করিবে। প্রাণে অপানকে এবং অপান কর্মে প্রাণকে যোগ করিবে। তদনন্তর প্রাণ ও অপানের গতি অবরোধ করিয়া প্রাণায়ামে তৎপর হইবে। ৩১-৩২

এইভাবে একান্ত প্রদেশে উপবেশন করত মিতাহারী মুনি নিজের অন্তঃকরণে পঞ্চ প্রাণকে পরস্পর যোগ করিবে এবং নীরবে উচ্ছ্বাসরহিত হইয়া অশ্রান্ত অবস্থায় ধ্যানমগ্ন রহিবে। যোগী পুরুষ বারংবার উত্থিত হইয়াও গমন, শয়ন ও অবস্থান করিয়াও অলসতা ত্যাগ করত যোগাভ্যাসে নিরত থাকে। ৩৩-৩৪

এইভাবে যাহার চিত্ত ধ্যানে সংলগ্ন থাকে, এরূপ যোগাভ্যাস-পরায়ণ যোগীর মন শীঘ্রই প্রসন্ন হইয়া যায় এবং মন প্রসন্ন হইলে পর পরমাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইয়া যায়। ৩৫

সেই সময় অবিনাশী পুরুষ পরমাত্মা ধূমহীন প্রকাশিত অগ্নি, কিরণাবলিযুক্ত সূর্য্য এবং আকাশে চমকিত বিদ্যুতের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন। ৩৬

এই অবস্থায় মনের দ্বারা জ্যোতির্ময় পরমেশ্বরের দর্শন লাভ করত যোগী অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যে যুক্ত হইয়া দেবতাগণেরও স্পৃহণীয় পরম পদ প্রাপ্ত হন। ৩৭

বরারোহে! বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন যে, দোষসমূহের দ্বারা যোগীদিগের মার্গে বিঘ্নপ্রাপ্তি হয়। তাঁহারা যোগের নিম্নলিখিত দশ প্রকার দোষ বলিয়া থাকেন। ৩৮

এতৈস্তেষাং ভবেদ্ বিঘ্নো দশভির্দৈবকারিতৈঃ
তস্মাদেতানপাস্যাদৌ যুঞ্জীত চ পরং মনঃ ॥ ৪০
ইমানপি গুণানষ্টৌ যোগস্য পরিচক্ষতে ।
গুণৈস্তৈরষ্টভির্দিব্যমৈশ্বর্য্যমধিগম্যতে ॥ ৪১
অণিমা মহিমা চৈব প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমেব হি ।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ যত্র কামাবসায়িতা ॥ ৪২
এতানষ্টৌ গুণান্ প্রাপ্য কথঞ্চিদ্ যোগিনাং বরাঃ ।
ঈশাঃ সর্বস্য লোকস্য দেবানপ্যতিশেরতে ॥ ৪৩
যোগোঽস্তি নৈবাত্যশিনো ন চৈকান্তমনশ্নতঃ ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য নাতিজাগরতস্তথা ॥ ৪৪
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু ।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ৪৫
অনেনৈব বিধানেন সাযুজ্যং তৎ প্রকল্পতে ।
সাযুজ্যং দেবসাৎ কৃত্বা প্রযুঞ্জীতাত্মভক্তিত ॥ ৪৬
অনন্যমনসা দেবি নিত্যং তদ্গতচেতসা ।
সাযুজ্য প্রাপ্যতে দেবৈর্যত্নেন মহতা চিরাৎ ॥ ৪৭
হবির্ভিরর্চনৈর্হোমৈঃ প্রণামৈর্নিত্যচিন্তয়া ।
অর্চয়িত্বা যথাশক্তি স্বকং দেবং বিশন্তি তে ॥ ৪৮
সাযুজ্যানাং বিশিষ্টঞ্চ মামকং বৈষ্ণবং তথা ।
মাং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে বিষ্ণুং বা শুভলোচনে ॥ ৪৯
ইতি তে কথিতো দেবি যোগধর্মঃ সনাতনঃ ।
ন শক্যং প্রষ্টুমন্যৈর্যো যোগধর্মস্ত্বয়া বিনা ॥৫০

ইত্যাধিকঃ ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ ।

কাম, ক্রোধ, ভয়, স্বপ্ন, স্নেহ, অধিক ভোজন, বৈচিন্ত্য (মানসিক বিকলতা), ব্যাধি, আলস্য ও দশম দোষ লাভ—এই দশবিধ যোগের দোষ কথিত হয় ।৩৯

দেবতাগণের দ্বারা উৎপাদিত এই দশ দোষের দ্বারা যোগিগণের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, অতএব প্রথমেই এই দশ দোষকে পরিহার করিয়া মনকে পরমাত্মায় সংযোজিত করিবে। যোগের নিম্নলিখিত অষ্ট গুণ কথিত হইয়াছে, যাহাদের দ্বারা যুক্ত হইয়া দিব্য ঐশ্বর্য্য লাভ হয় । ৪০-৪১

অণিমা, মহিমা ও লঘিমা, গরিমা এবং প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব ও বশিত্ব, যেস্থলে সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া থাকে। যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষসকল কোনও প্রকারে এই অষ্ট গুণ প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ জগৎকে শাসন করিবার সামর্থ্য লাভ করত দেবতাগণকেও অতিক্রম করিয়া যান। যে ব্যক্তি অধিক ভোজনশীল অথবা সর্ব্বথা ভোজনই করে না, অধিক নিদ্রাপরায়ণ কিংবা অতিশয় জাগরণশীল, তাহার যোগসিদ্ধি লাভ হয় না । ৪২-৪৪

দুঃখসমূহের নাশকারী এই যোগ সেই পুরুষের সিদ্ধ হয়, যে ব্যক্তি যথাযোগ্য আহার-বিহারকারী, সকল কর্মে উপযুক্ত চেষ্টাপরায়ণ, প্রয়োজনমত নির্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত নিদ্রা যায় এবং জাগরিত থাকে। এই বিধানের দ্বারা দেবসাযুজ্য লাভ হয়। নিজের ভক্তির দ্বারা দেবসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া যোগসাধনায় তৎপর রহিবে। দেবি ! প্রতিদিন একাগ্র ও অনন্য চিত্ত হইয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিশেষ প্রযত্ন করিলে পর দেবতাগণের সহিত সাযুজ্য লাভ হয়। যোগীরা হবিষ্য, পূজা, হোম, প্রণাম এবং নিত্য ধ্যানের দ্বারা যথাশক্তি আরাধনা করত নিজ নিজ ইষ্টদেবের স্বরূপে প্রবিষ্ট হইয়া যান । ৪৫-৪৮

শুভ-লোচনে ! সকল দেবসাযুজ্যের মধ্যে আমার এবং শ্রীবিষ্ণুর সাযুজ্য শ্রেষ্ঠ। আমাকে বা শ্রীবিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া মানুষেরা পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসে না। দেবি ! এইভাবে আমি তোমার নিকট সনাতন যোগধর্ম বর্ণনা করিলাম। তুমি ব্যতীত অন্য কেহই এই যোগধর্মের বিষয়ে প্রশ্ন করিতে সমর্থ হয় না । ৪৯-৫০

অধিক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অধিকঃ সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ।

[পাশুপত-যোগবর্ণনম্, শিবলিঙ্গপূজামাহাত্ম্যকথনঞ্চ।]

উমোবাচ।

ত্রিবক্ষ ত্রিদশশ্রেষ্ঠ ত্র্যম্বক ত্রিদশাধিপ।
ত্রিপুরান্তক কামাঙ্গহর ত্রিপথগাধর ॥ ১

দক্ষযজ্ঞপ্রমথন শূলপাণেঽরিসূদন।
নমস্তে লোকপালেশ লোকপালবরপ্রদ ॥ ২

নৈকশাখমপর্য্যন্তমধ্যাত্মজ্ঞানমুত্তমম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং সাংখ্যযোগসমন্বিতম্ ॥ ৩

ভবতা পরিপৃষ্টেন শৃণ্বত্যা মম ভাষিতম্।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি সাযুজ্যং ত্বদ্‌গতং বিভো ॥৪

কথং পরিচরন্ত্যেতে ভক্তাস্ত্বাং পরমেষ্ঠিনম্।
আচারঃ কীদৃশস্তেষাং কেন তুষ্টো ভবেদ্ ভবান্ ॥৫

বর্ণ্যমানং ত্বয়া সাক্ষাৎ প্রীণয়ত্যধিকং হি মাম্ ॥৬

অধিক সপ্তদশ অধ্যায়।

[পাশুপত-যোগ বর্ণন এবং শিবলিঙ্গ পূজনের মাহাত্ম্য কথন।]

উমাদেবী বলিলেন,—ত্রিলোচন! ত্রিদশ (দেব)-শ্রেষ্ঠ! আপনি ত্রিলোকের পিতা দেবেশ্বর, আপনি ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়াছেন, কামদেবের সম্পূর্ণ অঙ্গকে ভস্মীভূত করিয়াছেন, আপনি নিজমস্তকে গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছিলেন, আমার বিয়োগ সহ্য করিতে না পারিয়া আপনি আমার পিতা প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন, আপনি স্বীয় হস্তে ত্রিশূল ধারণ করেন, সকল শত্রুকে নাশ করেন এবং লোকপালগণেরও বর-দাতা ও লোকপালদিগের ঈশ্বর। আপনাকে নমস্কার। ১-২

আমি জিজ্ঞাসা করিলে পর শুনিতে উৎসুক আমাকে আপনি এই উত্তম আধ্যাত্মজ্ঞান বলিলেন। ইহা অনেক শাখাসমূহে যুক্ত, অনন্ত, অতর্কণীয়, অবিজ্ঞেয় এবং সাংখ্যযোগের দ্বারা সংযুক্ত। প্রভো! এখন আমি আপনার নিকট হইতে আপনারই সাযুজ্যের বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। এই ভক্তগণ পরমেষ্ঠী আপনাকে কিভাবে পরিচর্য্যা (আরাধনা) করেন? তাহাদের আচার কিরূপ? কোন্ সাধনার দ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হন? সাক্ষাৎ আপনার দ্বারা প্রতিপাদিত হইলে পর এই বিষয় আমাকে অধিক প্রীতি প্রদান করিবে। ৩-৬

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম সাযুজ্যমদ্ভুতম্।
যেন তে ন নিবর্ত্তন্তে যুক্তাঃ পরমযোগিনঃ ॥ ৭

অব্যক্তোঽহমচিন্ত্যোঽহং পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
সাংখ্য-যোগৌ ময়া সৃষ্টৌ সর্বং চাপি চরাচরম্ ॥৮

অর্চনীয়োঽহমীশোঽহমব্যয়োঽহং সনাতনঃ।
অহং প্রসন্নো ভক্তানাং দদাম্যমরতামপি ॥ ৯

ন মাং বিদুঃ সুরগণাঃ মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।
ত্বৎপ্রিয়ার্থমহং দেবি মদ্বিভূতিং ব্রবীমি তে ॥ ১০

আশ্রমেভ্যশ্চতুর্ভ্যোঽহং চতুরো ব্রাহ্মণান্ শুভে।
মদ্ভক্তান্ নির্মলান্ পুণ্যান্ সমানীয় তপস্বিনঃ ॥ ১১
ব্যাচখ্যেঽহং তথা দেবি যোগং পাশুপতং মহৎ ১২

গৃহীতং তচ্চ তৈঃ সর্বং মুখাচ্চ মম দক্ষিণাৎ।
শ্রুত্বা তৎ ত্রিষু লোকেষু স্থাপিতং চাপি তৈঃ পুনঃ ॥১৩

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—দেবি! আমি প্রসন্নতার সহিত আমার এই অদ্ভুত সাযুজ্যের কথা তোমার নিকট বর্ণনা করিব। যাহার দ্বারা যুক্ত হইয়া সেই মহাযোগী পুরুষগণ আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। ৭

পূর্ব্বজাত অতএব মহাপ্রাজ্ঞ মুমুক্ষু পুরুষগণের দ্বারাও আমি অব্যক্ত ও অচিন্তনীয়ই রহিয়াছি। আমি সাংখ্য ও যোগের সৃষ্টি করিয়াছি। সমস্ত চরাচর জগৎকেও আমিই উৎপন্ন করিয়াছি। ৮

আমি পূজনীয় ঈশ্বর। আমিই অবিনাশী সনাতন পরম পুরুষ। আমি প্রসন্ন হইয়া নিজের ভক্তগণকে অমরত্বও প্রদান করি। ৯

দেবতা ও তপোধন মুনিগণও আমাকে যথার্থরূপে জানিতে পারেন না। দেবি! তোমার প্রিয় করিবার বাসনায় আমি আমার বিভূতির কথা বলিব। শুভে! দেবি! আমি ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চার আশ্রম হইতে পুণ্যাত্মা, আমার ভক্ত, নির্মলচিত্ত চারিজন তপস্বী ব্রাহ্মণকে আনিয়া তাহাদের সমক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাশুপত যোগের ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। ১০-১২

আমার দক্ষিণবর্তী মুখ হইতে এই সব উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহারা গ্রহণ করিয়াছিল এবং পুনরায় এই তিন লোকে তাহা

ইদানীঞ্চ ত্বয়া পৃষ্টো বদাম্যেকমনাঃ শৃণু ॥ ১৪
অহং পশুপতির্নাম মদ্ভক্তা যে চ মানবাঃ।
সর্বে পাশুপতা জ্ঞেয়া ভস্মদিগ্ধতনূরুহাঃ ॥ ১৫
রক্ষার্থং মঙ্গলার্থঞ্চ পবিত্রার্থঞ্চ ভামিনি।
লিঙ্গার্থং চৈব ভক্তানাং ভস্ম দত্তং ময়া পুরা ॥ ১৬
তেন সন্দিগ্ধসর্বাঙ্গা ভস্মনা ব্রহ্মচারিণঃ।
জটিলা মুণ্ডিতা বাপি নানাকারশিখণ্ডিনঃ ॥ ১৭
বিকৃতাঃ পিঙ্গলাভাশ্চ নগ্না নানাপ্রকারিণঃ।
ভৈক্ষং চরন্তঃ সর্বত্র নিঃস্পৃহা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ ১৮
মৃৎপাত্রহস্তা মদ্ভক্তা সন্নিবেশিতবুদ্ধয়ঃ।
চরন্তো নিখিলং লোকং মম হর্ষবিবর্ধনাঃ ॥ ১৯
মম পাশুপতং দিব্যং যোগশাস্ত্রমনুত্তমম্।
সূক্ষ্মং সর্বেষু লোকেষু বিমৃশন্তশ্চরন্তি তে ॥ ২০
এবং নিত্যাভিযুক্তানাং মদ্ভক্তানাং তপস্বিনাম্।
উপায়ং চিন্তয়াম্যাশু যেন মামুপযন্তি তে ॥ ২১

স্থাপিতং ত্রিষু লোকেষু শিবলিঙ্গং ময়া মম।
নমস্কারেণ বা তস্য মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ ॥ ২২
ইষ্টং দত্তমধীতঞ্চ যজ্ঞাশ্চ বহুদক্ষিণাঃ।
শিবলিঙ্গপ্রণামস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ২৩
অর্চয়া শিবলিঙ্গস্য পরিতুষ্যাম্যহং প্রিয়ে।
শিবলিঙ্গার্চনায়াং তু বিধানমপি মে শৃণু ॥ ২৪
গোক্ষীর-নবনীতাভ্যামর্চয়েদ্ যঃ শিবং মম।
ইষ্টস্য হয়মেধস্য যৎ ফলং তৎ ফলং ভবেৎ ॥ ২৫
ঘৃতমণ্ডেন যো নিত্যমর্চয়েদ্ যঃ শিবং মম।
স ফলং প্রাপ্নুয়ান্মর্ত্যো ব্রাহ্মণস্যাগ্নিহোত্রিণঃ ॥ ২৬
কেবলেনাপি তোয়েন স্নাপয়েদ্ যঃ শিবং মম।
স চাপি লভতে পুণ্যং প্রিয়ঞ্চ লভতে নরঃ ॥ ২৭
সঘৃতং গুগ্‌গুলং সম্যগ্ ধূপয়েদ্ যঃ শিবান্তিকে।
গোসবস্য তু যজ্ঞস্য যৎ ফলং তস্য তদ্ ভবেদ্ ॥ ২৮
যস্তু গুগ্‌গুলপিণ্ডেন কেবলেনাপি ধূপয়েৎ।
তস্য রুক্মপ্রদানস্য যৎ ফলং তস্য তদ্ ভবেৎ ॥ ২৯

স্থাপিত করে। এই সময় তুমি জিজ্ঞাসা করিলে পর আমি সেই পাশুপত-যোগ বর্ণনা করিতেছি; একমনে তাহা শ্রবণ কর। আমারই নাম পশুপতি। নিজেদের রোমে রোমে ভস্মলেপনকারী অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপনকারী যে সকল মানুষ আমার ভক্ত, তাহাদিগকে 'পাশুপত' বলিয়া জানিও। ১৩-১৫

ভামিনি! পুরাকালে আমি রক্ষার জন্য, মঙ্গলের জন্য, পবিত্রতার জন্য এবং পরিচয়ের (চিহ্নের) জন্যও নিজের ভক্তগণকে ভস্ম প্রদান করিয়াছিলাম। সেই ভস্মের দ্বারা সমস্ত অঙ্গকে লিপ্ত করিয়া ব্রহ্মচর্য্যপালনকারী জটাধারী, মুণ্ডিত কিংবা নানাপ্রকার শিখাধারী, বিকৃতবেশ, পিঙ্গলবর্ণ, নগ্নদেহ এবং নানাবিধ বেশ ধারণ করত নিঃস্পৃহ ও পরিগ্রহশূন্য ভক্তগণ আমাতেই মনঃসংযোগ করিয়া মৃত্তিকার পাত্র হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বদিকে ভিক্ষার জন্য বিচরণ করিতে থাকে। সমস্ত লোকে বিচরণ করিতে করিতে এই ভক্তেরা বিশেষভাবে আমার হর্ষ বর্দ্ধন করে। ১৬-১৯

সকল লোকে আমার উত্তম সূক্ষ্ম ও দিব্য পাশুপত যোগশাস্ত্রের বিচার করিতে করিতে সেই ভক্তগণ বিচরণ করে। ২০

এইভাবে নিত্য আমারই চিন্তায় সংলগ্ন আমার তপস্বী ভক্তগণের জন্য আমি এরূপ উপায় চিন্তা করিতে থাকি, যাহাতে তাহারা শীঘ্রই আমাকে লাভ করিতে পারে। ২১

তিন লোকে আমি আমারই স্বরূপভূত শিবলিঙ্গ স্থাপিত করিয়াছি, যাহাকে নমস্কার মাত্র করিয়াই সকল মানুষ সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। হোম, দান, অধ্যয়ন ও বহুদক্ষিণাবিশিষ্ট যজ্ঞও শিবলিঙ্গকে প্রণাম করিয়া প্রাপ্ত পুণ্যের ষোল ভাগের একভাগের সমান হইতে পারে না। ২২-২৩

প্রিয়ে! শিবলিঙ্গ-পূজার দ্বারা আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই। তুমি শিবলিঙ্গ-পূজা বিধান আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ২৪

যে ব্যক্তি গোদুগ্ধ ও নবনীতের (মাখনের) দ্বারা আমার শিবলিঙ্গের পূজা করে, তাহার সেই ফলই লাভ হইয়া থাকে, যাহা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে প্রতিদিন ঘৃতমণ্ডের দ্বারা আমার শিবলিঙ্গের পূজা করে, সেই মানুষ প্রতিদিন অগ্নিহোত্রকারী ব্রাহ্মণের তুল্য পুণ্যভাগী হইয়া থাকে। যে কেবল জলের দ্বারাও আমার শিবলিঙ্গকে স্নান করায়, সেই মানুষও পুণ্য লাভ করে এবং অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়। ২৫-২৭

যে মানুষ শিবলিঙ্গের নিকটে ঘৃতমিশ্রিত গুগ্‌গুলের উত্তম ধূপ নিবেদন করে, সেই মানুষ গোসবনামক যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হয়। যে কেবল গুগ্‌গুলেরই পিণ্ডের দ্বারা ধূপদান করে, তাহার স্বর্ণ-

যস্তু নানাবিধৈঃ পুষ্পৈর্মম লিঙ্গং সমর্চয়েৎ।
স হি ধেনুসহস্রস্য দত্তস্য ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩০
যস্তু দেশান্তরং গত্বা শিবলিঙ্গং সমর্চয়েৎ।
তস্মাৎ সর্বমনুষ্যেষু নাস্তি মে প্রিয়কৃত্তমঃ ॥ ৩১
এবং নানাবিধৈর্দ্রব্যৈঃ শিবলিঙ্গং সমর্চয়েৎ।
মৎসমানো মনুষ্যেষু ন পুনর্জায়তে নরঃ ॥ ৩২
অর্চনাভির্নমস্কারৈরুপহারৈঃ স্তবৈরপি।
ভক্তো মামর্চয়েন্নিত্যং শিবলিঙ্গেষ্বতন্দ্রিতঃ ॥ ৩৩
পলাশবিল্বপত্রাণি রাজবৃক্ষস্রজস্তথা।
অর্কপুষ্পাণি মেধ্যানি মৎপ্রিয়াণি বিশেষতঃ ॥ ৩৪
ফলং বা যদি বা শাকং পুষ্পং বা যদি বা জলম্।
দত্তং সম্প্রীণয়েদ্ দেবি ভক্তৈর্মদ্গতমানসৈঃ ॥ ৩৫
মমাপি পরিতুষ্টস্য নাস্তি লোকেষু দুর্লভম্।

দানের ফললাভ হয়। যে নানাপ্রকার পুষ্পসমূহের দ্বারা আমার লিঙ্গের পূজা করে, সে সহস্র ধেনুদানের ফলপ্রাপ্ত হয়। যে দেশান্তরে যাইয়া শিবলিঙ্গের পূজা করে, সকল মানুষের মধ্যে তাহা হইতে আমার অধিক প্রিয়কারী মানুষ আর কেহ নাই। ২৮-৩১

এইভাবে নানাবিধ দ্রব্যসমূহের দ্বারা যে শিবলিঙ্গের পূজা করে, সে মনুষ্যগণের মধ্যে আমারই সমান হইয়া যায়। সে আর এ সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না। অতএব ভক্ত মানুষ প্রতিদিন অর্চনা, নমস্কার, উপহার ও স্তোত্রসমূহের দ্বারা আলস্য ত্যাগ করত শিবলিঙ্গরূপী আমার পূজা করিবে। পলাশ ও বিল্বপত্র, রাজবৃক্ষের পুষ্পমাল্য এবং পবিত্র আকন্দপুষ্পসমূহ আমার বিশেষ প্রিয় বস্তু। ৩২-৩৪

দেবি! আমাতে মনোনিবেশকারী আমার ভক্তগণ প্রদত্ত ফল, পুষ্প, শাক অথবা জলও আমাকে বিশেষ প্রীতিপ্রদান করে। আমি সন্তুষ্ট হইয়া যাইলে পর সকল লোকে আর কিছুই দুর্লভ

তস্মাৎ তে সততং ভক্ত্যা মামেবাভ্যর্চয়ন্ত্যুত ॥ ৩৬
মদ্ভক্তা ন বিনশ্যন্তি মদ্ভক্তা বীতকল্মষাঃ।
মদ্ভক্তাঃ সর্বলোকেষু পূজনীয়া বিশেষতঃ ॥ ৩৭
মদ্‌দ্বেষিণশ্চ যে মর্ত্যা মদ্ভক্তদ্বেষিণোঽপি বা।
যান্তি তে নরকং ঘোরমিষ্ট্বা ক্রতুশতৈরপি ॥ ৩৮
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যোগং পাশুপতং মহৎ।
মদ্ভক্তৈর্মনুজৈর্দেবি শ্রাব্যমেতদ্ দিনে দিনে ॥ ৩৯
শৃণুয়াদ্ যঃ পঠেদ্ বাপি মমেদং ধর্মনিশ্চয়ম্।
স্বর্গং কীর্তিং ধনং ধান্যং লভতে স নরোত্তমঃ ॥ ৪০
ইত্যধিকঃ সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্ অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি উমামহেশ্বরসংবাদে পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৫

থাকে না; সেইজন্য ভক্তগণ সর্বদা আমারই পূজা করে। ৩৫-৩৬

আমার ভক্তগণ কখনও নষ্ট হয় না, আমার ভক্তগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় এবং আমার ভক্তগণ তিন লোকে বিশেষ ভাবে পূজনীয় হয়। যে সব মানুষ আমাকে বা আমার ভক্তদিগকে দ্বেষ করে, তাহারা শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও নরকে পতিত হয়। ৩৭-৩৮

দেবি! এইভাবে আমি তোমার নিকটে মহান্ পাশুপত-যোগের ব্যাখ্যা করিলাম। আমার প্রতি ভক্তিমান্ সকল মানুষেরই প্রতিদিন এই উপাখ্যান শ্রবণ করা উচিত। যে নরোত্তম মানুষ আমার এই ধর্মনিশ্চয় অর্থাৎ ধর্মবিষয়ে আমার এই সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে বা পাঠ করে, সে ইহলোকে ধন-ধান্য ও কীর্তি এবং পরলোকে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। ৩৯-৪০

অধিক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে উমা-মহেশ্বর সংবাদবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পার্ব্বতীদেবীকর্তৃকং স্ত্রীধর্ম্মবর্ণনম্]

নারদ উবাচ।

এবমুক্ত্বা মহাদেবঃ শ্রোতুকামঃ স্বয়ং প্রভুঃ।
অনুকূলাং প্রিয়াং ভার্য্যাং পার্শ্বস্থাং সমভাষত ॥ ১

শ্রীমহেশ্বর উবাচ।

পরাবরজ্ঞে ধর্মজ্ঞে তপোবননিবাসিনি।
সাধ্বি সুভ্রু সুকেশান্তে হিমবৎপর্ব্বতাত্মজে ॥ ২
দক্ষে শমদমোপেতে নির্মমে ধর্মচারিণি।
পৃচ্ছামি ত্বাং বরারোহে পৃষ্টা বদ মমেপ্সিতম্ ॥ ৩
সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ সাধ্বী কৌশিকস্য শচী সতী।
(লক্ষ্মীর্বিষ্ণোঃ প্রিয়া ভার্য্যা ধৃতির্ভার্য্যা যমস্য তু)
মার্কণ্ডেয়স্য ধূমোর্ণা ঋদ্ধির্বৈশ্রবণস্য চ ॥ ৪
বরুণস্য তথা গৌরী সূর্য্যস্য চ সুবর্চলা।
রোহিণী শশিনঃ সাধ্বী স্বাহা চৈব বিভাবসোঃ ॥ ৫
অদিতিঃ কশ্যপস্যাথ সর্বাস্তাঃ পতিদেবতাঃ।
পৃষ্টাশ্চোপাসিতাশ্চৈব তাস্ত্বয়া দেবি নিত্যশঃ ॥ ৬
তেন ত্বাং পরিপৃচ্ছামি ধর্মজ্ঞে ধর্মবাদিনি।
স্ত্রীধর্মং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বয়োদাহৃতমাদিতঃ ॥ ৭
সধর্মচারিণী মে ত্বং সমশীলা সমব্রতা।
সমানসারবীর্য্যা চ তপস্তীব্রং কৃতঞ্চ তে ॥ ৮
ত্বয়া হ্যুক্তো বিশেষেণ গুণবান্ স ভবিষ্যতি।
লোকে চৈব ত্বয়া দেবি প্রমাণত্বমুপৈষ্যতি ॥ ৯
স্ত্রিয়শ্চৈব বিশেষেণ স্ত্রীজনস্য গতিঃ পরা।
গৌর্য্যাং গচ্ছতি সুশ্রোণি লোকেষেষা গতিঃ সদা ॥ ১০
মম চার্দ্ধং শরীরস্য তব চার্দ্ধেন নির্মিতম্।
সুরকার্য্যকরী চ ত্বং লোকসন্তানকারিণী ॥ ১১
(প্রমদোক্তং তু যৎ কিঞ্চিৎ তৎ স্ত্রীষু বহু মন্যতে।
ন তথা মন্যতে স্ত্রীষু পুরুষোক্তমনিন্দিতে ॥)
তব সর্বঃ সুবিদিতঃ স্ত্রীধর্মঃ শাশ্বতঃ শুভে।
তস্মাদশেষতো ব্রূহি স্বধর্মং বিস্তরেণ মে ॥ ১২

ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[পার্ব্বতীদেবীকর্তৃক স্ত্রী-ধর্ম্মবর্ণন।]

নারদ বলিলেন,—এই কথা বলিয়া স্বয়ং প্রভু মহাদেবও পার্ব্বতীদেবীর নিকট হইতে কিছু ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। অতএব তিনি পার্শ্বে উপবিষ্টা নিজের প্রিয়া ও অনুকূলা ভার্য্যা পার্ব্বতীদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

শ্রীমহেশ্বর বলিলেন,—তপোবনে বাসকারিণী দেবি! তুমি অতীত ও অনাগতকালের সকল বিষয় অবগত আছ, ধর্ম্মের সকল তত্ত্ব জান এবং স্বয়ং ধর্ম্মের আচরণ করিতেছ। সুন্দর কেশরাশি ও ভ্রূযুগ-সুশোভিতা সতী সাধ্বী হিমালয়নন্দিনি! তুমি সকল কার্য্যে নিপুণ, ইন্দ্রিয়সংযম-পরায়ণা ও মনোনিগ্রহ-কারিণী। তোমার মধ্যে অহংতা ও মমতা নাই। বরারোহে! অতএব তোমাকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলে পর তুমি আমার সেই অভীষ্ট বিষয় আমাকে বল। ২-৩

ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রীদেবী সাধ্বী। ইন্দ্রপত্নী শচীও সতী। শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়া পত্নী লক্ষ্মী পতিব্রতা। এইরূপ যমের ভার্য্যা ধৃতি, মার্কণ্ডেয়ের পত্নী ধূমোর্ণা, কুবেরের স্ত্রী ঋদ্ধি, বরুণের ভার্য্যা গৌরী, সূর্য্যের পত্নী সুবর্চলা, চন্দ্রের সাধ্বী স্ত্রী রোহিণী, অগ্নির ভার্য্যা স্বাহা এবং কশ্যপের পত্নী অদিতি—ইঁহারা সকলেই পতিব্রতা দেবী। দেবি! তুমি ইঁহাদের সকলের সর্ব্বদা সঙ্গ করিয়াছ এবং ইঁহাদের সকলকে ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। ৪-৬

ধর্ম্মবাদিনি ধর্ম্মজ্ঞে! অতএব আমি তোমার নিকট হইতে স্ত্রী-ধর্ম্ম বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছি এবং তোমার দ্বারা বর্ণিত নারীধর্ম্ম আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ৭

তুমি আমার সহধর্ম্মিণী। তোমার শীল-স্বভাব ও ব্রত আমারই সমান। তোমার সারভূত শক্তিও আমারই তুল্য এবং তুমি তীব্র তপস্যাও করিয়াছ। ৮

দেবি! অতএব তোমার দ্বারা কথিত স্ত্রীধর্ম্ম বিশেষ গুণবান্ হইবে এবং জগতে প্রমাণভূত বলিয়া গৃহীত হইবে। ৯

বিশেষতঃ স্ত্রীগণই স্ত্রীদিগের পরমগতি। সুশ্রোণি! সংসারে ভূতলে এই কথা সদা প্রচলিত আছে। ১০

আমার অর্দ্ধশরীর তোমার অর্দ্ধ শরীরের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। তুমি দেবতাগণের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাক এবং লোকসকলের বিস্তার করিয়াছ। ১১

(অনিন্দিতে! নারী কর্তৃক যাহা কিছু কথিত হয়, তাহাই সকল স্ত্রীর মধ্যে অধিক সমাদৃত হইয়া থাকে; কিন্তু কোন

উমোবাচ।

ভগবন্ সর্বভূতেশ ভূতভব্যভবোত্তম।
ত্বৎপ্রভাবাদিয়ং দেব বাক্ চৈব প্রতিভাতি মে ॥ ১৩

ইমাস্ত নদ্যো দেবেশ সর্বতীর্থোদকৈর্যুতাঃ।
উপস্পর্শনহেতোস্ত্বামুপযান্তি সমীপতঃ ॥ ১৪

এতাভিঃ সহ সম্মন্ত্র্য প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্বশঃ।
প্রভবন্ যোঽনহংবাদী স বৈ পুরুষ উচ্যতে ॥ ১৫

স্ত্রী চ ভূতেশ সততং স্ত্রিয়মেবানুধাবতি।
ময়া সম্মানিতাশ্চৈব ভবিষ্যন্তি সরিদ্বরাঃ ॥ ১৬

এষা সরস্বতী পুণ্যা নদীনামুত্তমা নদী।
প্রথমা সর্বসরিতাং নদী সাগরগামিনী ॥ ১৭

বিপাশা চ বিতস্তা চ চন্দ্রভাগা ইরাবতী।
শতদ্রুর্দেবিকা সিন্ধুঃ কৌশিকী গৌতমী তথা ॥ ১৮

(যমুনাং নর্মদাঞ্চৈব কাবেরীমথ নিম্নগাম্।)
তথা দেবনদী চেয়ং সর্বতীর্থাভিসংবৃতা।
গগনাদ্ গাং গতা দেবী গঙ্গা সর্বসরিদ্বরা ॥ ১৯

ইত্যুক্ত্বা দেবদেবস্য পত্নী ধর্মভৃতাং বরা।
স্মিতপূর্বমথাভাষ্য সর্বাস্তাঃ সরিতস্তথা ॥ ২০

অপৃচ্ছদ্ দেবমহিষী স্ত্রীধর্মং ধর্মবৎসলা।
স্ত্রীধর্মকুশলাস্তা বৈ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতাং বরাঃ ॥ ২১

উমোবাচ।

(হে পুণ্যাঃ সরিতঃ শ্রেষ্ঠাঃ সর্বপাপবিনাশিকাঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নাঃ শৃণুধ্বং বচনং মম ॥)

অয়ং ভগবতা প্রোক্তঃ প্রশ্নঃ স্ত্রীধর্মসংশ্রিতঃ।
তং তু সম্মন্ত্র্য যুষ্মাভির্বক্তুমিচ্ছামি শঙ্করম্ ॥ ২২

ন চৈকসাধ্যং পশ্যামি বিজ্ঞানং ভুবি কস্যচিৎ।
দিবি বা সাগরগমাস্তেন বো মানয়াম্যহম্ ॥ ২৩

পুরুষ কর্তৃক কথিত বিষয় স্ত্রীগণের মধ্যে তাদৃশ গুরুত্বলাভ করে না।) বরবর্ণিনী দেবি! সম্পূর্ণ সনাতন স্ত্রীধর্ম তোমার ভাল ভাবেই জানা আছে; অতএব তুমি আমার নিকটে নিজের ধর্ম (স্ত্রীধর্ম) পূর্ণরূপে বিস্তার সহকারে বর্ণনা কর। ১২

উমাদেবী বলিলেন,—ভগবন্! সর্ব্বভূতেশ্বর! অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমানকাল স্বরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাদেব! আপনার প্রভাবেই আমার এই বাক্য প্রতিভাসম্পন্ন হইয়াছে এখন আমি স্ত্রীধর্ম বর্ণনা করিতে পারিব। দেবেশ্বর! কিন্তু এই সম্মুখে দৃশ্যমানা নদীসকল সমস্ত তীর্থের জলে পূর্ণা হইয়া আপনার স্নান ও আচমনাদির জন্য অথবা আপনার শ্রীচরণ স্পর্শ করিবার জন্য এখানে আপনার সম্মুখে আসিতেছে। আমি ইহাদের সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া ক্রমশঃ স্ত্রীধর্ম বর্ণনা করিব। যে ব্যক্তি সমর্থ হইয়াও অহঙ্কারশূন্য থাকে, তাহাকেই 'পুরুষ' বলা হয়। ১৩-১৫

ভূতনাথ! স্ত্রী সর্ব্বদা স্ত্রীরই অনুসরণ করিয়া থাকে। আমিও এরূপ করিলে পর এই শ্রেষ্ঠ নদীরা আমার দ্বারা সম্মানিতা হইবে। ১৬

সকল নদীর মধ্যে উত্তমা পুণ্যসলিলা এই সরস্বতী নদী বিরাজমানা, এই নদী সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদীই সমস্ত নদীর মধ্যে প্রথম (প্রধান) বলিয়া অভিহিতা হয়। ইহা ব্যতীত এই বিপাশা (ব্যাস), বিতস্তা (ঝেলম), চন্দ্রভাগা (চেনাব), ইরাবতী (রাবী), শতদ্রু (শতলজ), দেবিকা, সিন্ধু, কৌশিকী (কোশী), গৌতমী (গোদাবরী), যমুনা, নর্মদা ও কাবেরী নদীও এখানে বিদ্যমান আছে। ১৭-১৮

সমস্ত তীর্থের দ্বারা সেবিতা ও সকল নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা দেবনদী গঙ্গাদেবীও আকাশ হইতে পৃথিবীতে নির্গতা হইয়া এখানে বিরাজমানা আছেন। ১৯

এই কথা বলিয়া দেবাধিদেব মহাদেবের পত্নী, ধর্ম্মাচারিণীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, ধর্ম্মবৎসলা, দেবমহিষী উমাদেবী স্ত্রীধর্ম্মের জ্ঞানে নিপুণ গঙ্গাদি সেই সব শ্রেষ্ঠ নদীদিগকে ঈষৎহাস্যসহকারে সম্বোধন করত তাঁহাদিগকে স্ত্রীধর্ম-বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। ২০-২১

উমাদেবী বলিলেন,—হে সর্ব্বপাপনাশিনী, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্না, পুণ্যসলিলা, শ্রেষ্ঠা নদীগণ! আমার কথা তোমরা শ্রবণ কর। ভগবান্ শঙ্কর এই স্ত্রীধর্ম সম্বন্ধে এক প্রশ্ন করিয়াছেন। সেই বিষয়ে আমি তোমাদের সহিত পরামর্শ করিয়াই ভগবান্ শঙ্করকে কিছু বলিব। ২২

সমুদ্রগামিনী নদীগণ! পৃথিবীতে বা স্বর্গে আমি কাহারও এরূপ কোনও বিজ্ঞান দেখিতে পাই না, যে তাহার দ্বারা একাকীই অর্থাৎ অপরের সহযোগিতা না লইয়াই কোনও কার্য্য সাধন করিতে পারিয়াছে, সেইজন্য আমি তোমাদের সহিত সাদর পরামর্শ করিতেছি। ২৩

এবং সর্বাঃ সরিচ্ছ্রেষ্ঠাঃ পৃষ্টাঃ পুণ্যতমাঃ শিবাঃ ।
ততো দেবনদী গঙ্গা নিযুক্তা প্রতিপূজ্য চ ॥ ২৪

বহ্বীভির্বুদ্ধিভিঃ স্ফীতা স্ত্রীধর্মজ্ঞা শুচিস্মিতা ।
শৈলরাজসুতাং দেবীং পুণ্যা পাপভয়াপহা ॥ ২৫

বুদ্ধ্যা বিনয়সম্পন্না সর্বধর্মবিশারদা ।
সস্মিতং বহুবুদ্ধ্যাঢ্যা গঙ্গা বচনমব্রবীৎ ॥ ২৬

গঙ্গোবাচ ।

ধন্যাস্ম্যনুগৃহীতাস্মি দেবি ধর্মপরায়ণে ।
যা ত্বং সর্বজগন্মান্যা নদীং মানয়সেঽনঘে ॥ ২৭

প্রভবন্ পৃচ্ছতে যো হি সম্মানয়তি বা পুনঃ ।
নূনং জনমদুষ্টাত্মা পণ্ডিতাখ্যাং স গচ্ছতি ॥ ২৮

জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নানূহাপোহবিশারদান্ ।
প্রবক্তৄন্ পৃচ্ছতে যোঽন্যান্ স বৈ নাপদমৃচ্ছতি ॥২৯

অন্যথা বহুবুদ্ধ্যাঢ্যো বাক্যং বদতি সংসদি ।
অন্যথৈব হ্যহংমানী দুর্বলং বদতে বচঃ ॥ ৩০

এইভাবে উমাদেবী যখন সমস্ত কল্যাণস্বরূপা পরম পুণ্যময়ী শ্রেষ্ঠা নদীগণের সমক্ষে এই প্রশ্ন উপস্থাপিত করিলেন, তখন তাঁহারা ইহার উত্তরদানের জন্য দেবনদী গঙ্গাদেবীকে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক নিযুক্ত করিলেন ॥ ২৪

পবিত্র হাস্যময়ী গঙ্গাদেবী বহু বুদ্ধির দ্বারা গরীয়সী, স্ত্রীধর্মে জ্ঞানবতী, পাপভয়নাশিনী, পুণ্যময়ী, বুদ্ধি ও বিনয়সম্পন্না, সর্বধর্মে বিশেষজ্ঞা এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি গিরিরাজনন্দিনী উমাদেবীকে মন্দ মন্দ হাস্যসহকারে এই কথা বলিলেন ॥ ২৫-২৬

গঙ্গাদেবী বলিলেন,—দেবি ! ধর্মপরায়ণে ! অনঘে ! আমি ধন্যা। আমার প্রতি ইহা আপনার অতিশয় অনুগ্রহ যে, আপনি সম্পূর্ণ জগতের সম্মাননীয়া হইয়াও এক তুচ্ছ নদীকে এরূপ মান্যতা প্রদান করিলেন ॥ ২৭

যে ব্যক্তি সর্বপ্রকারে সমর্থ হইয়াও অন্যের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করেন, অন্যকে সর্বথা সম্মান প্রদান করেন এবং যাঁহার মনে কোনরূপ কখনও দুষ্টতা আসে না, সেই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে পণ্ডিতাখ্যা লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৮

যে মনুষ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন এবং বাদ-প্রতিবাদে কুশল অন্যান্য বক্তাগণের নিকট নিজের সন্দেহ জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কখনও বিপন্ন হন না। বিশেষ বুদ্ধিমান্ মানুষ সভায় একরূপ কথা বলেন এবং অহঙ্কারী মানুষ আবার অন্যরূপ দুর্বলতাযুক্ত কথা বলে ॥ ২৯-৩০

দিব্যজ্ঞানে দিবি শ্রেষ্ঠে দিব্যপুণ্যৈঃ সহোত্থিতে ।
ত্বমেবার্হসি নো দেবি স্ত্রীধর্মানভুভাষিতুম্ ॥৩১

ততঃ সারাধিতা দেবী গঙ্গয়া বহুভির্গুণৈঃ ।
প্রাহ সর্বমশেষেণ স্ত্রীধর্মং সুরসুন্দরী ॥ ৩২

উমোবাচ ।

স্ত্রীধর্মো মাং প্রতি যথা প্রতিভাতি যথাবিধি ।
তমহং কীর্তয়িষ্যামি তথৈব প্রথিতা ভব ॥ ৩৩

স্ত্রীধর্মঃ পূর্ব এবায়ং বিবাহে বন্ধুভিঃ কৃতঃ ।
সহধর্মচরী ভর্তুর্ভবত্যগ্নিসমীপতঃ ॥ ৩৪

সুস্বভাবা সুবচনা সুবৃত্তা সুখদর্শনা ।
অনন্যচিত্তা সুমুখী ভর্তুঃ সা ধর্মচারিণী ॥ ৩৫

সা ভবেদ্ ধর্মপরমা সা ভবেদ্ ধর্মভাগিনী ।
দেববৎ সততং সাধ্বী যা ভর্তারং প্রপশ্যতি ॥ ৩৬

শুশ্রূষাং পরিচারঞ্চ দেববদ্ যা করোতি চ ।
নান্যভাবা হ্যবিমনাঃ সুব্রতা সুখদর্শনা ॥৩৭

দেবি ! তুমি দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন এবং দেবলোকে সর্বশ্রেষ্ঠা। দিব্য পুণ্যসমূহের সহিত তোমার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তুমিই আমাদের সকলের নিকট স্ত্রীধর্মের উপদেশ করিবার যোগ্যা ॥৩১

তদনন্তর গঙ্গাদেবী কর্তৃক বহুবিধ গুণবাক্যের দ্বারা পূজিতা হইয়া দেবসুন্দরী দেবী উমা পূর্ণরূপে সমস্ত স্ত্রীধর্ম বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩২

উমাদেবী বলিলেন,—স্ত্রীধর্মের স্বরূপ আমার বুদ্ধিতে যেরূপ প্রতীত হইতেছে, তাহাই আমি বিধি অনুসারে বর্ণনা করিব। তুমি বিনীতা ও উৎসুকযুক্তা হইয়া ইহা শ্রবণ কর ॥ ৩৩

বিবাহের সময় কন্যার ভ্রাতাদি বন্ধুরা পূর্বেই তাহাকে স্ত্রীধর্মের উপদেশ করিয়া থাকে। যখন সেই কন্যা অগ্নির নিকটে নিজের পতির সহধর্মিণী হয় ॥ ৩৪

যাহার স্বভাব, কথাবার্তা ও আচরণ উত্তম, যাহাকে দর্শন করিলে পতির সুখলাভ হয়, যে নিজের পতি ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষে মনঃসংযোগ করে না এবং পতির সম্মুখে সর্বদা প্রসন্নমুখে অবস্থান করে, সেই স্ত্রী ধর্মাচরণকারিণী বলিয়া অভিহিতা হয়। যে সাধ্বী স্ত্রী নিজের পতিকে সদা দেবতুল্য মনে করে, সেই স্ত্রী ধর্মপরায়ণা ও ধর্মের ফলভাগিনী হয় ॥ ৩৫-৩৬

যে স্ত্রী দেবতার ন্যায় পতির সেবা ও পরিচর্য্যা করে, পতি ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষের সহিত হার্দিক প্রেম করে না,

পুত্রবক্ত্রং যিবাভীক্ষং ভর্তুর্বদনমীক্ষতে।
যা সাধ্বী নিয়তাহারা সা ভবেদ্ ধর্মচারিণী ॥ ৩৮

শ্রুত্বা দম্পতিধর্মং বৈ সহধর্মং কৃতং শুভম্।
যা ভবেদ্ ধর্মপরমা নারী ভর্তৃসমব্রতা ॥ ৩৯

দেববৎ সততং সাধ্বী ভর্তারমনুপশ্যতি।
দম্পত্যোরেষ বৈ ধর্মঃ সহধর্মকৃতঃ শুভঃ ॥ ৪০

শুশ্রূষাং পরিচারঞ্চ দেবতুল্যং প্রকুর্বতী।
বশ্যা ভবেন সুমনাঃ সুব্রতা সুখদর্শনা।
অনন্যচিত্তা সুমুখী ভর্তুঃ সা ধর্মচারিণী ॥ ৪১

পরুষাণ্যপি চোক্তা যা দৃষ্টা দুষ্টেন চক্ষুষা।
সুপ্রসন্নমুখী ভর্তুর্যা নারী সা পতিব্রতা ॥ ৪২

ন চন্দ্র-সূর্যৌ ন তরুং পুংনাম্না যা নিরীক্ষতে।
ভর্তৃবর্জং বরারোহা সা ভবেদ্ ধর্মচারিণী ॥ ৪৩

দরিদ্রং ব্যাধিতং দীনমধ্বনা পরিকর্ষিতম্।
পতিং পুত্রমিবোপাস্তে সা নারী ধর্মভাগিনী ॥ ৪৪

যা নারী প্রযতা দক্ষা যা নারী পুত্রিণী ভবেৎ।
পতিপ্রিয়া পতিপ্রাণা সা নারী ধর্মভাগিনী ॥ ৪৫

শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ করোত্যবিমনাঃ সদা।
সুপ্রতীতা বিনীতা চ সা নারী ধর্মভাগিনী ॥ ৪৬

ন কামেষু ন ভোগেষু নৈশ্বর্য্যে ন সুখে তথা।
স্পৃহা যস্যা যথা পত্যৌ সা নারী ধর্মভাগিনী ॥ ৪৭

কল্যোত্থানরতির্নিত্যং গৃহশুশ্রূষণে রতা।
সুসম্মৃষ্টক্ষয়া চৈব গোশকৃৎকৃতলেপনা ॥ ৪৮

অগ্নিকার্যপরা নিত্যং সদা পুষ্পবলিপ্রদা।
দেবতাতিথিভৃত্যানাং নির্বাপ্য পতিনা সহ ॥ ৪৯

শেষান্নমুপভুঞ্জানা যথান্যায়ং যথাবিধি।
তুষ্টপুষ্টজনা নিত্যং নারী ধর্মেণ যুজ্যতে ॥ ৫০

কখনও বিমনা হয় না এবং এবং উত্তম ব্রতপালন করে, যাহার দর্শন পতির সুখপ্রদ হয়, যে স্ত্রী পুত্রের মুখের ন্যায় সদা নিজের পতির মুখ দর্শন করে এবং যে সাধ্বী স্ত্রী নিয়মিত আহার করে, সেই স্ত্রী ধর্মচারিণী বলিয়া কথিতা হয়। ৩৭-৩৮

'পতি ও পত্নীর একসঙ্গে থাকিয়া ধর্মাচরণ করা কর্তব্য'। এই মঙ্গলময় দাম্পত্য ধর্ম শ্রবণ করিয়া যে স্ত্রী ধর্মপরায়ণা হয়, সে পতির তুল্য ব্রতপালনকারিণী অর্থাৎ পতিব্রতা হইয়া যায়। ৩৯

সাধ্বী স্ত্রী নিজের পতিকে সদা দেবতা বলিয়াই মনে করে। পতি ও পত্নীর এই সহধর্ম (একসঙ্গে থাকিয়া ধর্মাচরণ করা) রূপ ধর্ম পরম মঙ্গলময় হইয়া থাকে। ৪০

যে স্ত্রী নিজের হৃদয়ের অনুরাগবশতঃ স্বামীর অধীনে থাকে, নিজের মনকে সদা প্রসন্ন রাখে, দেবতার ন্যায় পতির সেবা ও পরিচর্য্যা করে, উত্তম ব্রতপালন করে যাহার দর্শন পতির সুখদায়ক হয় অথবা পতির সুখদায়ক সুন্দর বেশ ধারণ করে, যাহার চিত্ত পতি ব্যতীত অন্য পুরুষে আসক্ত হয় না এবং পতির সম্মুখে সদা প্রসন্নবদনে অবস্থান করে, সেই স্ত্রী ধর্মচারিণী বলিয়া কথিত হয়। যে স্ত্রী স্বামী কঠোর বাক্য বলিলেও এবং রোষপূর্ণ দৃষ্টি দর্শন করিলেও সদা প্রসন্ন বদনে অবস্থান করে, সেই নারীই 'পতিব্রতা'। ৪১-৪২

যে সুন্দরী নারী পতি ব্যতীত অন্য পুরুষ নামধারী চন্দ্র, সূর্য্য ও কোনও বৃক্ষের দিকেও দৃষ্টিপাত করে না, সেই নারীই পাতিব্রত্য ধর্মপালনকারিণী। যে নারী নিজের দরিদ্র, রোগী, দীন অথবা পথশ্রমে ক্লান্ত পতির পুত্রের ন্যায় সেবা করে, সেই নারীই ধর্মফলভাগিনী হয়। ৪৩-৪৪

যে স্ত্রী নিজের হৃদয়কে শুদ্ধ সংযত রাখে, গৃহকার্য্য করিতে নিপুণা, পুত্রবতী, পতিপ্রিয়া এবং পতিকেই নিজের প্রাণ বলিয়া মনে করে, সেই স্ত্রীই ধর্ম ফল পাইবার অধিকারিণী হয়। যে সর্বদা প্রসন্নচিত্তে পতির সেবা-শুশ্রূষায় নিরত থাকে, পতির উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে এবং তাঁহার সহিত বিনয়পূর্ণ ব্যবহার করে, সেই নারীই ধর্মের ফলভাগিনী হয়। ৪৫-৪৬

যাহার হৃদয়ে পতির জন্য যেরূপ বাসনা থাকে, সেরূপ বাসনা না কামভোগ, না বিলাসভোগ এবং না সুখৈশ্বর্য্যের জন্য হয়, সেই নারী পাতিব্রত্য ধর্মের ফলভাগিনী হইয়া থাকে। ৪৭

যে প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিবার রুচি পোষণ করে, গৃহের নানা কর্মে রত থাকে, গৃহকে মার্জনাদির দ্বারা পরিষ্কার রাখে, গোময়ের (গোবরের) দ্বারা লেপন করিয়া গৃহকে সদা শুদ্ধ রাখে, যে পতির সহিত থাকিয়া প্রতিদিন অগ্নিহোত্র কার্য্য সম্পন্ন করে, দেবতাগণকে পুষ্প, বলি ও উপহার সমর্পণ করে, দেবতা, অতিথি ও পোষ্যবর্গকে ভোজনের দ্বারা তৃপ্ত করত ন্যায় ও বিধি অনুসারে অবশিষ্ট অন্ন স্বয়ং ভোজন করে এবং গৃহের অন্যান্য মনুষ্যগণকে হৃষ্ট-পুষ্ট ও সন্তুষ্ট রাখে, এরূপ নারীই সতীধর্মের ফলের দ্বারা সংযুক্তা হয়। ৪৮-৫০

শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ পাদৌ জোষয়ন্তী গুণান্বিতা
মাতাপিতৃপরা নিত্যং যা নারী সা তপোধনা ॥ ৫১
ব্রাহ্মণান্ দুর্বলানাথান্ দীনান্ধকৃপণাংস্তথা।
বিভর্ত্যন্নেন যা নারী সা পতিব্রতভাগিনী ॥ ৫২
ব্রতং চরতি যা নিত্যং দুশ্চরং লঘুসত্ত্বয়া।
পতিচিত্তা পতিহিতা সা পতিব্রতভাগিনী ॥ ৫৩
পুণ্যমেতৎ তপশ্চৈতৎ স্বর্গশ্চৈষ সনাতনঃ।
যা নারী ভর্তৃপরমা ভবেদ্ ভর্তৃব্রতা সতী ॥ ৫৪
পতির্হি দেবো নারীণাং পতির্বন্ধুঃ পতির্গতিঃ।
পত্যা সমা গতির্নাস্তি দৈবতং বা যথা পতিঃ ॥ ৫৫
পতিপ্রসাদঃ স্বর্গো বা তুল্যো নার্য্যা ন বা ভবেৎ।
অহং স্বর্গং ন হীচ্ছেয়ং ত্বয্যপ্রীতে মহেশ্বরে ॥ ৫৬
যদ্যকার্য্যমধর্মং বা যদি বা প্রাণনাশনম্।
পতির্ব্রূয়াদ্ দরিদ্রো বা ব্যাধিতো বা কথঞ্চন ॥ ৫৭
আপন্নো রিপুসংস্থো বা ব্রহ্মশাপার্দিতোঽপি বা।
আপদ্ধর্মাননুপ্রেক্ষ্য তৎকার্য্যমবিশঙ্কয়া ॥ ৫৮
এষ দেব ময়া প্রোক্তঃ স্ত্রীধর্মো বচনাৎ তব।
যা ত্বেবংভাবিনী নারী সা পতিব্রতভাগিনী ॥ ৫৯

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তু দেবেশঃ প্রতিপূজ্য গিরেঃ সুতাম্।
লোকান্ বিসর্জয়ামাস সর্বৈরনুচরৈর্বৃতান্ ॥ ৬০
ততো যযুর্ভূতগণাঃ সরিতশ্চ যথাগতম্।
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব প্রণম্য শিরসা ভবম্ ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি উমামহেশ্বরসংবাদে স্ত্রীধর্ম-
কথনে ষট্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৬

উত্তম গুণসমূহে সংযুক্ত হইয়া সর্বদা শ্বশুর শাশুড়ীর চরণদ্বয় সেবায় সংলগ্ন থাকে এবং মাতা-পিতার প্রতিও সদা উত্তম ভক্তিভাব পোষণ করে, সেই স্ত্রীই তপস্যারূপ ধনের দ্বারা ধনবতী হয়। যে নারী ব্রাহ্মণ, দুর্বল, অনাথ, দীন, অন্ধ এবং কৃপণ (কাঙাল) গণকে অন্নের দ্বারা ভরণ-পোষণ করে, সেই নারী পাতিব্রত্য ধর্মপালনের ফলভাগিনী হয়। ৫১-৫২

যে নারী প্রতিদিন অতি সত্বর মর্যাদা বোধদায়িনী বুদ্ধির দ্বারা দুষ্কর ব্রতের আচরণ করে, পতিতেই নিজের মন নিবিষ্ট করিয়া রাখে এবং নিরন্তর পতির হিতসাধনে নিরত থাকে, সেই নারী পতিব্রত-ধর্মের ফলভাগিনী হয়। ৫৩

যে সাধ্বী নারী পতিব্রত ধর্মপালন করিতে করিতে পতির সেবায় নিরত থাকে, তাহার এই কার্য্য পুণ্যময়, তপস্যাস্বরূপ ও সনাতন স্বর্গের সাধন। ৫৪

পতিই নারীগণের দেবতা, পতিই বন্ধু-বান্ধব, পতিই তাহাদের গতি এবং পতির তুল্য তাহাদের অন্য কোন আশ্রয় ও অন্য কোনও দেবতা নাই। ৫৫

একদিকে পতির প্রসন্নতা এবং অন্যদিকে স্বর্গ—এই দুইটিই নারীর দৃষ্টিতে সমান হইতে পারে এবং না হইতেও পারে, ইহাতে সন্দেহ আছে। মহেশ্বর! আপনাকে প্রাপ্ত না হইলে অথবা আপনাকে অপ্রসন্ন রাখিয়া আমি স্বর্গেও বাস করিতে ইচ্ছা করি না। ৫৬

পতি দরিদ্র হউন, কোনও রোগের দ্বারা আক্রান্ত হউন, বিপদে পতিত হউন, শত্রুর মধ্যে অবস্থিত থাকুন অথবা ব্রাহ্মণের অভিশাপে পীড়িত হউন, সেই অবস্থায় পতি যদি কোনও অকরণীয় কার্য্য, অধর্ম, বা প্রাণত্যাগেরও আজ্ঞা করেন, তবে তাহা আপৎকালের ধর্ম বুঝিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অতি সত্বর পালন করিবে। ৫৭-৫৮

দেব! আপনার আদেশে আমি এই স্ত্রীধর্ম বর্ণনা করিলাম। যে নারী পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে নিজের জীবন অতিবাহিত করে, সেই নারী পতিব্রত্য ধর্মের ফলভাগিনী হয়। ৫৯

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! পার্বতী কর্তৃক এইভাবে নারী ধর্মের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া দেবাধিদেব মহাদেব গিরিরাজনন্দিনী উমাদেবীকে অত্যন্ত সমাদর করিলেন এবং সেখানে সমস্ত অনুচরগণের সহিত আগত ব্যক্তিদিগকে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন সমস্ত ভূতগণ, নদী, গন্ধর্ব ও অপ্সরাবৃন্দ ভগবান্ শঙ্করকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত স্ব-স্ব-স্থানে চলিয়া যাইলেন। ৬০-৬১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্বান্তর্গত দানধর্মপর্বে উমা ও মহেশ্বরসংবাদপ্রসঙ্গে স্ত্রীধর্মকথনবিষয়ক ষট্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

।। সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।।

[বংশপরম্পরাকথনম্, ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যবর্ণনঞ্চ ।]

ঋষয় ঊচুঃ ।

পিনাকিন্ ভগনেত্রঘ্ন সর্বলোকনমস্কৃত ।
মাহাত্ম্যং বাসুদেবস্য শ্রোতুমিচ্ছামি শঙ্কর ॥ ১

ঈশ্বর উবাচ ।

পিতামহাদপি বরঃ শাশ্বতঃ পুরুষো হরিঃ ।
কৃষ্ণো জাম্বুনদাভাসো ব্যভ্রে সূর্য্য ইবোদিতঃ ॥ ২
দশবাহুর্মহাতেজা দেবতারিনিষূদনঃ ।
শ্রীবৎসাঙ্কো হৃষীকেশঃ সর্বদৈবতপূজিতঃ ॥৩
ব্রহ্মা তস্যোদরভবস্তস্যাহঞ্চ শিরোভবঃ ।
শিরোরুহেভ্যো জ্যোতিংষি রোমভ্যশ্চ সুরাসুরাঃ ॥৪
ঋষয়ো দেহসম্ভূতাস্তস্য লোকাশ্চ শাশ্বতাঃ ।
পিতামহগৃহং সাক্ষাৎ সর্ব্বদেবগৃহঞ্চ সঃ ॥ ৫
সোঽস্যাঃ পৃথিব্যাঃ কৃৎস্নায়াঃ স্রষ্টা ত্রিভুবনেশ্বরঃ ।
সংহর্তা চৈব ভূতানাং স্থাবরস্য চরস্য চ ॥ ৬
স হি দেববরঃ সাক্ষাদ্ দেবনাথঃ পরন্তপঃ ।
সর্বজ্ঞঃ সর্বসংশ্লিষ্টঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ৭
পরমাত্মা হৃষীকেশঃ সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বরঃ ।
ন তস্মাৎ পরমং ভূতং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ॥ ৮
সনাতনো বৈ মধুহা গোবিন্দ ইতি বিশ্রুতঃ ।
স সর্ব্বান্ পার্থিবান্ সংখ্যে ঘাতয়িষ্যতি মানদঃ ॥ ৯
সুরকার্য্যার্থমুৎপন্নো মানুষং বপুরাস্থিতঃ ।
ন হি দেবগণাঃ শক্তাস্ত্রিবিক্রমবিনাকৃতাঃ ॥ ১০
ভুবনে দেবকার্য্যাণি কর্তুং নায়কবর্জিতাঃ ।
নায়কঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ ॥১১
এতস্য দেবনাথস্য দেবকার্য্যপরস্য চ ।
ব্রহ্মভূতস্য সততং ব্রহ্মর্ষিশরণস্য চ ॥ ১২

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

[বংশপরম্পরাকথন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণন ।]

ঋষিগণ বলিলেন,--ভগদেবতার নেত্রবিনষ্টকারী পিনাকধারী বিশ্ববন্দিত ভগবান্ শঙ্কর ! এখন আমরা বাসুদেবের (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি । ১

মহেশ্বর শঙ্কর বলিলেন,—মুনিবরগণ ! ভগবান্ সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা হইতেও শ্রেষ্ঠ । এই শ্রীহরি জাম্বুনদনামক সুবর্ণতুল্য শ্যামকান্তিযুক্ত এবং বিনা মেঘে আকাশে উদিত সূর্য্যের সদৃশ তেজস্বী । ২

তাঁহার বাহু দশ, তিনি মহাতেজস্বী, দেবদ্রোহিগণের বিনাশকারী এবং শ্রীবৎসভূষিত এই ভগবান্ হৃষীকেশ সমস্ত দেবতাগণের দ্বারাই পূজিত হন । ৩

ব্রহ্মা তাঁহার উদর হইতে এবং আমি তাঁহার মস্তক হইতে উৎপন্ন হইয়াছি । তাঁহার মস্তকের কেশরাশি হইতে নক্ষত্র ও তারাসকলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে । তাঁহার রোমাবলি হইতে দেবতা ও অসুরগণ উদ্ভূত হইয়াছে । ৪

সমস্ত ঋষি ও সনাতন লোকসকল তাঁহার শ্রীবিগ্রহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । এই শ্রীহরি স্বয়ংই সমস্ত দেবতাগণের গৃহ এবং ব্রহ্মারও নিবাসস্থান । ৫

এই সমগ্র পৃথিবীর স্রষ্টা ও তিন লোকের ঈশ্বরও ইনিই । ইনিই চরাচর প্রাণিগণের সংহারও করেন । ৬

তিনি দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সাক্ষাৎ দেবতাদিগের রক্ষক, শত্রুসকলের সন্তাপক, সর্ব্বজ্ঞ, সকলেরই মধ্যে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত সর্ব্বব্যাপক এবং সর্ব্বদিকে মুখবিশিষ্ট ।৭

তিনি পরমাত্মা, ইন্দ্রিয়গণের প্রেরক ও সর্ব্বব্যাপী মহেশ্বর । এই তিনলোকে তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য আর কেহই নাই । ৮

তিনিই সনাতন, মধুসূদন ও গোবিন্দ প্রভৃতি নামসমূহের দ্বারা বিখ্যাত । সকলকে মানদানকারী এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাভারত-যুদ্ধে সমস্ত রাজাদিগকে সংহার করাইবেন । ৯

তিনি বর্ত্তমানে দেবতাগণের কার্য্যসিদ্ধি করিবার জন্য পৃথিবীতে মানব দেহ ধারণ করত আবির্ভূত হইয়া বিরাজমান আছেন । এই ভগবান্ ত্রিবিক্রমের শক্তি ও সহায়তা না পাইলে সমস্ত দেবতাগণও কোনও কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না । ১০

জগতে নেতা ব্যতীত দেবতারাও নিজেদের কোনও কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না এবং এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সকল প্রাণীর নেতা । সেইজন্য সমস্ত দেবতাগণ তাঁহার চরণে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করেন ।। ১১

দেবতাগণের রক্ষা এবং তাঁহাদের কার্য্যসাধনে নিরত এই ভগবান্ বাসুদেব ব্রহ্মস্বরূপ । ইনিই ব্রহ্মর্ষিগণকে সর্ব্বদা শরণ দান করেন । ব্রহ্মা ইঁহার শরীরের মধ্যে অর্থাৎ তাঁহার গর্ভে

ব্রহ্মা বসতি গর্ভস্থঃ শরীরে সুখসংস্থিতঃ ।
শর্বঃ সুখং সংশ্রিতস্য শরীরে সুখসংস্থিতঃ ॥ ১৩
সর্বাঃ সুখং সংশ্রিতাশ্চ শরীরে তস্য দেবতাঃ ।
স দেবঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ শ্রীগর্ভঃ শ্রীসহোষিতঃ ॥১৪
শার্ঙ্গচক্রায়ুধঃ খড়্গী সর্বনাগরিপুধ্বজঃ ।
উত্তমেন স শীলেন দমেন চ শমেন চ ॥ ১৫
পরাক্রমেণ বীর্য্যেণ বপুষা দর্শনেন চ ।
আরোহেণ প্রমাণেন ধৈর্য্যেণার্জবসম্পদা ॥১৬
আনৃশংস্যেন রূপেণ বলেন চ সমন্বিতঃ ।
অস্ত্রৈঃ সমুদিতঃ সর্বৈর্দিব্যৈরদ্ভুতদর্শনৈঃ ॥১৭
যোগমায়ঃ সহস্রাক্ষো নিরপায়ো মহামনাঃ ।
বীরো মিত্রজনশ্লাঘী জ্ঞাতিবন্ধুজনপ্রিয়ঃ ॥ ১৮
ক্ষমাবাংশ্চানহংবাদী ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মনায়কঃ ।
ভয়হর্তা ভয়ার্তানাং মিত্রাণাং নন্দিবর্ধনঃ ॥ ১৯
শরণ্যঃ সর্বভূতানাং দীনানাং পালনে রতঃ ।
শ্রুতবানর্থসম্পন্নঃ সর্বভূতনমস্কৃতঃ ॥ ২০
সমাশ্রিতানাং বরদঃ শত্রূণামপি ধর্মবিৎ ।
নীতিজ্ঞো নীতিসম্পন্নো ব্রহ্মবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২১
ভবার্থমিহ দেবানাং বুদ্ধ্যা পরময়া যুতঃ ।
প্রাজাপত্যে শুভে মার্গে মানবে ধর্মসংস্কৃতে ॥ ২২
সমুৎপৎস্যতি গোবিন্দো মনোর্বংশে মহাত্মনঃ ।
অঙ্গো নাম মনোঃ পুত্রো অন্তর্ধামা ততঃ পরঃ ॥ ২৩
অন্তর্ধাম্নো হবির্ধামা প্রজাপতিরনিন্দিতঃ ।
প্রাচীনবর্হির্ভবিতা হবির্ধাম্নঃ সুতো মহান্ ॥ ২৪
তস্য প্রচেতঃপ্রমুখা ভবিষ্যন্তি দশাত্মজাঃ ।
প্রাচেতসস্তথা দক্ষো ভবিতেহ প্রজাপতিঃ ॥ ২৫
দাক্ষায়ণ্যাস্তথাদিত্যো মনুরাদিত্যতস্তথা ।
মনোশ্চ বংশজ ইলা সুদ্যুম্নশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ২৬
বুধাৎ পুরূরবাশ্চাপি তস্মাদায়ুর্ভবিষ্যতি ।
নহুষো ভবিতা তস্মাদ্ যযাতিস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ২৭

অতিশয় সুখের সহিত অবস্থান করেন। সদা সুখে অবস্থিত শিব আমিও তাঁহার শ্রীবিগ্রহের মধ্যে সুখের সহিত বাস করি। ১২-১৩

সমস্ত দেবতাগণই তাঁহার শ্রীবিগ্রহে সুখ সহকারে বাস করেন। এই কমললোচন শ্রীহরি নিজের গর্ভে (বক্ষঃস্থলে) লক্ষ্মীকে বাসদান করিয়াছেন। এই লক্ষ্মীদেবীর সহিতই তিনি সর্ব্বদা বাস করেন॥ ১৪

শার্ঙ্গধনু, সুদর্শন চক্র ও নন্দক খড়্গ—এই সব তাঁহার অস্ত্র। তাঁহার ধ্বজে সমস্ত নাগগণের শত্রু গরুড়ের চিহ্ন সুশোভিত আছে। তিনি উত্তম শীল, শম, দম, পরাক্রম, বীর্য্য, সুন্দর শরীর, উত্তম দর্শন, সুগোল আকৃতি, ধৈর্য্য, সরলতা, কোমলতা, রূপ ও বলাদি সদ্‌গুণে বিভূষিত। সর্ব্বপ্রকার দিব্য ও অদ্ভুত অস্ত্রসকল সর্ব্বদা তাঁহার নিকট বিদ্যমান আছে। ১৫-১৭

তিনি যোগমায়াসম্পন্ন ও সহস্র নয়নবিশিষ্ট, তাঁহার হৃদয় বিশাল, তিনি অবিনাশী, বীর, মিত্রগণের প্রশংসাকারী, জ্ঞাতি ও বন্ধু-বান্ধবগণের প্রিয়, ক্ষমাশীল, অহঙ্কাররহিত, ব্রাহ্মণভক্ত, বেদের উদ্ধারকর্ত্তা, ভয়াতুর মনুষ্যগণের ভয়হারী এবং মিত্রদিগের আনন্দবর্দ্ধনকারী। ১৮-১৯

তিনি সমস্ত প্রাণিগণের শরণদাতা, দীন-দুঃখীদিগের পালনে নিরত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, ধনবান্, সর্ব্বভূতবন্দিত, শরণাগত, শত্রুগণেরও বরদাতা, ধর্মজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, নীতিমান্, ব্রহ্মবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। ২০-২১

পরম বুদ্ধিমান্ ভগবান্ গোবিন্দ ইহ লোকে দেবতাগণের উন্নতির জন্য প্রজাপতির শুভমার্গে অবস্থান করত মনুর ধর্মসংস্কৃত কুলে অবতীর্ণ হইবেন। মহাত্মা মনুর বংশে মনুপুত্র অঙ্গনামে একজন রাজা হইবে। তাহা হইতে অন্তর্ধামা নামক এক পুত্রের জন্ম হইবে। ২২-২৩

অন্তর্ধামা হইতে অনিন্দনীয় প্রজাপতি হবির্ধামার উৎপত্তি হইবে। হবির্ধামার পুত্র হইবে মহারাজ প্রাচীনবর্হি। ২৪

প্রাচীনবর্হির প্রচেতা প্রভৃতি দশ পুত্র হইবে। সেই দশ প্রচেতাগণ হইতে জগতে প্রজাপতি দক্ষের প্রাদুর্ভাব হইবে। ২৫

দক্ষকন্যা অদিতি হইতে আদিত্য (সূর্য্য) উৎপন্ন হইবে। সূর্য্য হইতে মনু উৎপন্ন হইবে। মনুর বংশে ইলানাম্নী এক কন্যা হইবে। সে-ই পরে যাইয়া সুদ্যুম্ন নামক পুত্ররূপে পরিণত হইয়া যাইবে। ২৬

কন্যাবস্থায় বুধের সহিত সমাগম হইলে পর তাহা হইতে পুরূরবার জন্ম হইবে। পুরূরবা হইতে আয়ুনামক পুত্রের উৎপত্তি হইবে। আয়ুর পুত্র নহুষ এবং নহুষের পুত্র যযাতি হইবে। ২৭

যদুস্তস্মান্মহাসত্ত্বঃ ক্রোষ্টা তস্মাদ্ ভবিষ্যতি।
ক্রোষ্টুশ্চৈব মহান্ পুত্রো বৃজিনীবান্ ভবিষ্যতি ॥ ২৮

বৃজিনীবতশ্চ ভবিতা উষঙ্গুরপরাজিতঃ।
উষঙ্গোর্ভবিতা পুত্রঃ শূরশ্চিত্ররথস্তথা ॥ ২৯

তস্য ত্ববরজঃ পুত্রঃ শূরো নাম ভবিষ্যতি।
তেষাং বিখ্যাতবীর্য্যাণাং চরিত্রগুণশালিনাম্ ॥ ৩০

যজ্বনাং সুবিশুদ্ধানাং বংশে ব্রাহ্মণসম্মতে।
স শূরঃ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠো মহাবীর্য্যো মহাযশাঃ
স্ববংশবিস্তরকরং জনয়িষ্যতি মানদঃ ॥ ৩১

বসুদেব ইতি খ্যাতং পুত্রমানকদুন্দুভিম্
তস্য পুত্রশ্চতুর্বাহুর্বাসুদেবো ভবিষ্যতি ॥ ৩২

দাতা ব্রাহ্মণসংকর্ত্তা ব্রহ্মভূতো দ্বিজপ্রিয়ঃ।
রাজ্ঞো মাগধসংরুদ্ধান্ মোক্ষয়িষ্যতি যাদবঃ ॥ ৩৩

জরাসন্ধং তু রাজানং নির্জিত্য গিরিগহ্বরে।
সর্বপার্থিবরত্নাঢ্যো ভবিষ্যতি স বীর্য্যবান্ ॥ ৩৪

যযাতি হইতে মহাবলশালী যদু উৎপন্ন হইবে। যদু হইতে ক্রোষ্টার জন্ম হইবে এবং ক্রোষ্টার মহান্ পুত্র বৃজিনীবান্ হইবে। ২৮

বৃজিনীবান্ হইতে বিজয়ী বীর উষঙ্গুর জন্ম হইবে। উষঙ্গুর পুত্র বীরবর চিত্ররথ হইবে। ২৯

তাহার কনিষ্ঠ পুত্র শূর নামে বিখ্যাত হইবে। এই শূর সমস্ত যদুবংশের মধ্যে বিখ্যাত পরাক্রমী, সদাচার ও সদ্গুণে সুশোভিত যজ্ঞশীল এবং বিশুদ্ধ আচার-বিচারবান্ হইবে। তাহার বংশ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সম্মানিত হইবে। সেই কুলে মহাপরাক্রমশালী, মহাযশস্বী এবং অপরকে সম্মান প্রদানকারী ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ শূর নিজের বংশের বিস্তারকারী বসুদেবনামক পুত্রের জন্মদান করিবে, যাহার অন্য এক নাম আনকদুন্দুভি হইবে। তাহারই পুত্র চতুর্বাহু ভগবান্ বাসুদেব হইবেন। ৩০-৩২

ভগবান্ বাসুদেব দাতা, ব্রাহ্মণগণের সৎকারকারী, ব্রহ্মভূত ও ব্রাহ্মণপ্রিয় হইবেন। এই যদুবংশভূষণ শ্রীকৃষ্ণ মগধরাজ জরাসন্ধ কর্তৃক কারাগারে আবদ্ধ রাজাদিগকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন। ৩৩

এই পরাক্রমশালী শ্রীহরি পর্বতের কন্দরে (রাজগৃহে) রাজা জরাসন্ধকে জয় করত সমস্ত রাজগণের দ্বারা উপহাররূপে প্রদত্ত রত্নসমূহে সমৃদ্ধ হইবেন। ৩৪

পৃথিব্যামপ্রতিহতো বীর্য্যেণ চ ভবিষ্যতি।
বিক্রমেণ চ সম্পন্নঃ সর্বপার্থিবপার্থিবঃ ॥ ৩৫

শূরসেনেষু ভূত্বা স দ্বারকায়াং বসন্ প্রভুঃ।
পালয়িষ্যতি গাং দেবীং বিজিত্য নয়বিৎ সদা ॥ ৩৬

তং ভবন্তঃ সমাসাদ্য বাঙ্মাল্যৈরর্হণৈর্বরৈঃ।
অর্চয়ন্তু যথান্যায়ং ব্রহ্মাণমিব শাশ্বতম্ ॥ ৩৭

যো হি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছেত ব্রহ্মাণঞ্চ পিতামহম্।
দ্রষ্টব্যস্তেন ভগবান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩৮

দৃষ্টে তস্মিন্নহং দৃষ্টো ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা।
পিতামহো বা দেবেশ ইতি বিত্ত তপোধনাঃ ॥ ৩৯

স যস্য পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রীতিযুক্তো ভবিষ্যতি।
তস্য দেবগণঃ প্রীতো ব্রহ্মপূর্ব্বো ভবিষ্যতি ॥ ৪০

যশ্চ তং মানবে লোকে সংশ্রয়িষ্যতি কেশবম্।
তস্য কীর্ত্তির্জয়শ্চৈব স্বর্গশ্চৈব ভবিষ্যতি ॥ ৪১

তিনি এই ভূমণ্ডলে স্বীয় বল-পরাক্রমের দ্বারা অজেয় হইবেন। বিক্রমশালী ও সমস্ত রাজাগণেরও তিনি রাজা হইবেন। ৩৫

নীতিজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শূরসেনদেশে (মথুরামণ্ডলে) অবতীর্ণ হইয়া সেখানে দ্বারকাপুরীতে গমন করত বাস করিবেন এবং রাজাদিগকে জয় করিয়া সর্ব্বদা এই পৃথিবীকে পালন করিবেন। ৩৬

আপনারা সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ গ্রহণ করিয়া নিজেদের বাঙ্ময়ী মালার দ্বারা এবং শ্রেষ্ঠ পূজোপচার সমূহের সনাতন ব্রহ্মার ন্যায় তাঁহার যথোচিত পূজা করুন। ৩৭

যে ব্যক্তি আমার এবং পিতামহ ব্রহ্মার দর্শন কামনা করে, তাহার প্রতাপশালী ভগবান্ বাসুদেবের দর্শন লাভ করা কর্ত্তব্য। ৩৮

তপোধনগণ! তাঁহার দর্শন হইয়া যাইলে পর আমারই দর্শন হইয়া যায়, অথবা তাঁহার দর্শনে দেবেশ্বর ব্রহ্মারও দর্শন হইয়া যায় বলিয়া জানিবেন, এ বিষয়ে আমার আর অন্য কোন বিচার করিবার নাই অর্থাৎ আমার কোনও সন্দেহ নাই। ৩৯

যাহার প্রতি কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইবেন, তাহার উপর ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতাগণও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ৪০

মানবলোকে যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণগ্রহণ করে, তাহার কীর্তি, বিজয় ও উত্তম স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে। ৪১

ধর্ম্মাণাং দেশিকঃ সাক্ষাৎ স ভবিষ্যতি ধর্ম্মভাক্ ।
ধর্ম বিদ্ভিঃ স দেবেশো নমস্কার্য্যঃ সদোত্তমৈঃ ॥ ৪২
ধর্ম্ম এব পরো হি স্যাৎ তস্মিন্নভ্যর্চিতে বিভৌ ।
সা হি দেবো মহাতেজাঃ প্রজাহিতচিকীর্ষয়া ॥ ৪৫
ধর্ম্মার্থং পুরুষব্যাঘ্র ঋষিকোটীঃ সসর্জ হ ।
তাঃ সৃষ্টাস্তেন বিভুনা পর্ব্বতে গন্ধমাদনে ॥ ৪৪
সনৎকুমারপ্রমুখাস্তিষ্ঠন্তি তপসান্বিতাঃ ।
তস্মাৎ স বাগ্মী ধর্ম্মজ্ঞো নমস্যো দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ৪৫
দিবি শ্রেষ্ঠো হি ভগবান্ হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ ।
বন্দিতো হি স বন্দেত মানিতো মানয়ীত চ ।
অর্হিতশ্চার্হয়েন্নিত্যং পূজিতঃ প্রতিপূজয়েৎ ॥ ৪৬
দৃষ্টঃ পশ্যেদহরহঃ সংশ্রিতঃ প্রতিসংশ্রয়েৎ ।
অর্চিতশ্চার্হয়েন্নিত্যং স দেবো দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪৭
এতৎ তস্যানবদ্যস্য বিষ্ণোর্বৈ পরমং ব্রতম্ ।
আদিদেবস্য মহতঃ সজ্জনাচরিতং সদা ॥ ৪৮

ভুবনেঽভ্যর্চিতো নিত্যং দেবৈরপি সনাতনঃ ।
অভয়েনানুরূপেণ যুজ্যন্তে তমনুব্রতাঃ ॥ ৪৯
কর্ম্মণা মনসা বাচা স নমস্যো দ্বিজৈঃ সদা ।
যত্নবদ্ভিরুপস্থায় দ্রষ্টব্যো দেবকীসুতঃ ॥ ৫০
এষ বোঽভিহিতো মার্গো ময়া বৈ মুনিসত্তমাঃ ।
তং দৃষ্ট্বা সর্বশো দেবং দৃষ্টাঃ স্যুঃ সুরসত্তমাঃ ॥ ৫১
মহাবরাহং তং দেবং সর্বলোকপিতামহম্ ।
অহং চৈব নমস্যামি নিত্যমেব জগৎপতিম্ ॥ ৫২
তত্র চ ত্রিতয়ং দৃষ্টং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
সমস্তা হি বয়ং দেবাস্তস্য দেহে বসামহে ॥ ৫৩
তস্য চৈবাগ্রজো ভ্রাতা সিতাদ্রিনিচয়প্রভঃ ।
হলী বল ইতি খ্যাতো ভবিষ্যতি ধরাধরঃ ॥ ৫৪
ত্রিশিরাস্তস্য দিব্যশ্চ শাতকুম্ভময়ো দ্রুমঃ ।
ধ্বজস্তৃণেন্দ্রো দেবস্য ভবিষ্যতি রথাশ্রিতঃ ॥ ৫৫

কেবল ইহাই নহে, সেই ব্যক্তি ধর্ম্মের উপদেষ্টা, সাক্ষাৎ ধর্ম্মাচার্য্য ও ধর্ম্মফলভাগী হইবে। অতএব ধর্ম্মাত্মা পুরুষগণের কর্ত্তব্য হইল তাহারা সর্ব্বদা উৎসাহিত থাকিয়া দেবেশ্বর ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করিবে। ৪২

সেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের পূজা করিলে পরমধর্ম্মের সিদ্ধি হইবে। তিনিই মহাতেজস্বী দেবতা। সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ প্রজাগণের হিত করিবার ইচ্ছায় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার জন্য কোটি ঋষির সৃষ্টি করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইয়া এই সনৎকুমারাদি ঋষিগণ গন্ধমাদন পর্ব্বতে সর্ব্বদা তপস্যায় নিরত আছেন। দ্বিজবরগণ! অতএব সেই বাগ্মী ধর্ম্মজ্ঞ বাসুদেবকে সর্ব্বদা প্রণাম করা কর্ত্তব্য। ৪৩-৪৫

এই ভগবান্ নারায়ণ হরি দেবলোকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি তাঁহার বন্দনা করেন, তিনিও তাঁহাকে বন্দনা করিয়া থাকেন এবং যে ব্যক্তি তাঁহার সম্মান করেন, তিনিও তাঁহাকে সম্মান দান করেন। এইভাবে তিনি অর্চিত হইলে পর তিনি পূজা বা প্রশংসা করিয়া থাকেন। ৪৬

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যিনি প্রতিদিন তাঁহাকে দর্শন করেন, তাঁহার প্রতিও তিনি কৃপাদৃষ্টি করিয়া থাকেন। যিনি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার হৃদয়ে তিনিও আশ্রয় করিয়া থাকেন এবং যিনি তাঁহার পূজা করেন, তিনি সেই ভক্তেরও সর্ব্বদা পূজা করেন। ৪৭

সেই প্রশংসনীয় আদিদেব ভগবান্ মহাবিষ্ণুর ইহা হইল উত্তম ব্রত, যাহা সাধুপুরুষ সর্ব্বদা আচরণ করিয়া থাকেন। ৪৮

তিনিই সনাতন দেবতা, সেইজন্য এই ভুবনে দেবগণ সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করেন। যাঁহারা তাঁহার অনন্ত ভক্ত, তাঁহারা নিজেদের ভজনানুরূপ নির্ভর পদপ্রাপ্ত হন। ৪৯

দ্বিজগণের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য হইল—তাঁহারা মন, বাক্য ও কর্ম্মের দ্বারা নিত্য সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিবেন এবং যত্নসহকারে উপাসনা করত সেই দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবেন। ৫০

মুনিবরগণ! এই আমি আপনাদিগকে উত্তম পথ বলিয়া দিলাম। সেই ভগবান্ বাসুদেবকে সর্ব্বপ্রকারে দর্শন করিলে পর সমস্ত শ্রেষ্ঠ দেবতাগণেরও দর্শনলাভ হইয়া যায়। ৫১

আমিও মহাবরাহরূপধারণকারী সেই সর্ব্বলোকপিতামহ জগদীশ্বরকে নিত্য প্রণাম করি। ৫২

আমরা সকল দেবতাই তাঁহারই শ্রীবিগ্রহে বাস করি। অতএব তাঁহাকে দর্শন করিলে পর তিন দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবেরও দর্শন হইয়া যায়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ৫৩

ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৈলাসপর্ব্বতমালাতুল্য শ্বেতকান্তিতে প্রকাশমান হলধর ও বলরাম নামে বিখ্যাত। পৃথিবীধারণকারী শেষনাগই বলরামের রূপে অবতীর্ণ হইবেন। ৫৪

বলরামের রথের উপর তিন শিখাবিশিষ্ট দিব্য সুবর্ণময় তালবৃক্ষ ধ্বজের রূপে সুশোভিত হইবে। ৫৫

শিরো নাগৈর্মহাভোগৈঃ পরিকীর্ণং মহাযতিঃ ।
ভবিষ্যতি মহাবাহোঃ সর্বলোকেশ্বরস্য চ ॥ ৫৬
চিন্তিতানি সমেষ্যন্তি শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চৈব হ ।
অনন্তশ্চ স এবোক্তো ভগবান্ হরিরব্যয়ঃ ॥ ৫৭
সমাদিষ্টশ্চ বিবুধৈর্দর্শয় ত্বমিতি প্রভো ।
সুপর্ণো যস্য বীর্য্যেণ কশ্যপস্যাত্মজো বলী ।
অন্তং নৈবাশকদ্ দ্রষ্টুং দেবস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৫৮
স চ শেষো বিচরতে পরয়া বৈ মুদা যুতঃ ।
অন্তর্বসতি ভোগেন পরিরভ্য বসুন্ধরাম্ ॥ ৫৯

য এব বিষ্ণুঃ সোঽনন্তো ভগবান্ বসুধাধরঃ ।
যো রামঃ স হৃষীকেশো যোঽচ্যুতঃ স ধরাধরঃ ॥ ৬০
তাবুভৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ দিব্যৌ দিব্যপরাক্রমৌ ।
দ্রষ্টব্যৌ মাননীয়ৌ চ চক্র-লাঙ্গলধারিণৌ ॥ ৬১
এষ বোঽনুগ্রহঃ প্রোক্তো ময়া পুণ্যস্তপোধনাঃ
যদ্ ভবন্তো যদুশ্রেষ্ঠং পূজয়েযুঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৬২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাম্
অনুশাসনপর্বণি দানধর্মপর্বণি পুরুষমাহাত্ম্যে
সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

সর্বলোকেশ্বর মহাবাহু বলরামের মস্তক বিশাল ফণাবিশিষ্ট মহাকায় সর্পগণের দ্বারা আবৃত থাকিবে । ৫৬

তিনি চিন্তা করিবামাত্র সমস্ত দিব্য অস্ত্রসকল তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইবে। অবিনাশী ভগবান্ শ্রীহরিই অনন্ত শেষনাগ বলিয়া অভিহিত হন । ৫৭

পুরাকালে দেবতাগণ গরুড়কে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, আপনি আমাদের ভগবান্ শেষের অন্ত দর্শন করান। তখন কশ্যপের বলবান্ পুত্র গরুড় নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াও সেই পরমাত্মদেব অনন্তের অন্ত দেখিতে পায় নাই । ৫৮

সেই ভগবান্ শেষ অতিশয় আনন্দের সহিত সর্বত্র বিচরণ করেন এবং নিজের বিশাল শরীরের দ্বারা পৃথিবীকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া পাতাললোকে নিবাস করিতেছেন । ৫৯

যিনিই ভগবান্ বিষ্ণু, তিনিই এই পৃথিবীধারণকারী ভগবান্ অনন্ত। যিনি বলরাম, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই ধরাধারী বলরাম । ৬০

এই দুই দিব্য রূপ ও দিব্য পরাক্রমসম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ ক্রমশঃ হল ও চক্র ধারণ করেন। আপনাদের সকলের তাঁহাদের উভয়কে দর্শন এবং সম্মান করা উচিত । ৬১

তপোধনগণ! আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই পবিত্র মাহাত্ম্য সেইজন্য বর্ণনা করিলাম যে, আপনারা যত্নসহকারে সেই যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করুন ।৬২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বান্তর্গত দানধর্মপর্ব্বে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য-বিষয়ক সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যবর্ণনম্, ভীষ্মেণ যুধিষ্ঠিরায় রাজ্যং কর্তুমাদেশদানঞ্চ ।]

নারদ উবাচ ।
অথ ব্যোম্নি মহান্ শব্দঃ সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুমান্
মেঘৈশ্চ গগনং নীলং সংরুদ্ধমভবদ্ ঘনৈঃ ॥ ১
প্রাবৃষীব চ পর্জন্যো ববৃষে নির্মলং পয়ঃ ।
তমশ্চৈবাভবদ্ ঘোরং দিশশ্চ ন চকাশিরে ॥ ২
ততো দেবগিরৌ তস্মিন্ রম্যে পুণ্যে সনাতনে ।
ন শর্বং ভূতসঙ্ঘং বা দদৃশুর্মুনয়স্তদা ॥ ৩

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যবর্ণন এবং ভীষ্মকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য করিবার আদেশদান ।]

নারদ বলিলেন,—অনন্তর আকাশে বিদ্যুতের ঘর্ঘর ও মেঘের গভীর ধ্বনির সহিত প্রচণ্ড শব্দ হইতে লাগিল। মেঘমণ্ডলের ঘন ঘোরঘটার দ্বারা আকাশ নীলবর্ণ হইয়া যাইল । ১

বর্ষাকালের ন্যায় মেঘমণ্ডল নির্মল জল বর্ষণ করিতে লাগিল। সর্বদিকে ঘোর অন্ধকার নামিয়া আসিল। দিঙ্মণ্ডল অপ্রকাশিত হইয়া পড়িল । ২

সেই সময় সেই রমণীয়, পবিত্র ও সনাতন দেবগিরির উপর ঋষিগণ যখন দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন তাঁহারা সেখানে ভগবান্ শঙ্করকে দেখিতে পাইলেন না এবং ভূতগণকেও সেখানে দেখিতে পাইলেন না । ৩

ব্যভ্রঞ্চ গগনং সত্তঃ ক্ষণেন সমপত্তত ।
তীর্থযাত্রাং ততো বিপ্রা জগ্মুস্তান্তে যথাগতম্ ॥ ৪
তদদ্ভুতমচিন্ত্যঞ্চ দৃষ্ট্বা তে বিস্মিতাঽভবন্ ।
শঙ্করস্যোময়া সার্দ্ধং সংবাদং ত্বৎকথাশ্রয়ম্ ॥৫
স ভবান্ পুরুষব্যাঘ্র ব্রহ্মভূতঃ সনাতনঃ ।
যদর্থমনুশিষ্টাঃ স্মো গিরিপৃষ্ঠে মহাত্মনা ॥ ৬
দ্বিতীয়ং ত্বদ্ভুতমিদং ত্বত্তেজঃ কৃতমত্ত বৈ ।
দৃষ্ট্বা চ বিস্মিতাঃ কৃষ্ণ সা চ নঃ স্মৃতিরাগতাঃ ॥ ৭
এতৎ তে দেবদেবস্য মাহাত্ম্যং কথিতং প্রভো ।
কপর্দিনো গিরীশস্য মহাবাহো জনার্দন ॥ ৮
ইত্যুক্তঃ স তদা কৃষ্ণস্তপোবননিবাসিভিঃ ।
মানয়ামাস তান্ সর্বানৃষীন্ দেবকীনন্দনঃ ॥ ৯
অথর্ষয়ঃ সম্প্রহৃষ্টাঃ পুনস্তে কৃষ্ণমব্রুবন্ ।
পুনঃ পুনঃ দর্শয়াস্মান্ সদৈব মধুসূদন ॥ ১০
ন হি নঃ সা রতিঃ স্বর্গে যা চ ত্বদ্দর্শনে বিভো ।
তদৃতঞ্চ মহাবাহো যদাহ ভগবান্ ভবঃ ॥ ১১
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং রহস্যমরিকর্শন ।
ত্বমেব হ্যর্থতত্ত্বজ্ঞঃ পৃষ্টোঽস্মান্ পৃচ্ছসে যদা ॥ ১২
তদস্মাভিরিদং গুহ্যং ত্বৎপ্রিয়ার্থমুদাহৃতম্ ।
ন চ তেঽবিদিতং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥১৩
জন্ম চৈব প্রসূতিশ্চ যচ্চান্যৎ কারণং বিভো ।
বয়ং তু বহুচাপল্যাদশক্তা গুহ্যধারণে ॥ ১৪
ততঃ স্থিতে ত্বয়ি বিভো লঘুত্বাৎ প্রলপামহে ।
ন হি কিঞ্চিৎ তদাশ্চর্য্যং যন্ন বেত্তি ভবানিহ ॥১৫
দিবি বা ভুবি বা দেব সর্বং হি বিদিতং তব ।
সাধয়াম বয়ং কৃষ্ণ বুদ্ধিং পুষ্টিমবাপ্নুহি ॥ ১৬

অনন্তর তৎকালে একক্ষণমধ্যেই সম্পূর্ণ আকাশ মেঘযুক্ত হইয়া যাইল। তখন সেই ব্রাহ্মণগণ সেস্থান হইতে তীর্থযাত্রায় গমন করিলেন এবং অন্য ব্যক্তিগণও যাঁহারা যেভাবে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সেইভাবে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যাইলেন ॥ ৪

এই অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় ঘটনা দেখিয়া তখন তাঁহারা সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ! ভগবান্ শঙ্করের পার্ব্বতীদেবীর সহিত আপনার সম্বন্ধে যে সংবাদ হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া আমরা এই নিশ্চয়ে উপস্থিত হইয়াছি যে, সেই ব্রহ্মভূত সনাতন পুরুষ আপনিই। যাঁহার জন্য হিমালয়-শিখরের উপর মহাদেব আমাদের সকলকে উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৫-৬

হে কৃষ্ণ! আপনার তেজে অন্য এক অদ্ভুত ঘটনা আজ এই সংঘটিত হইল, যাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি এবং আমাদের এখন পুরাকালে সেই শঙ্করকথিত বাক্য স্মরণ হইতেছে ॥ ৭

প্রভো! মহাবাহু জনার্দ্দন! এই আমি আপনার সম্বন্ধে জটাজূটধারী দেবাধিদেব ভগবান্ গিরীশের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলাম ॥ ৮

তপোবনবাসী মুনিগণ এই কথা বলিলে পর দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় তাঁহাদের বিশেষ সমাদর করিলেন ॥ ৯

তদনন্তর সেই মহর্ষিগণ পুনরায় হৃষ্ট হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—মধুসূদন! আপনি সর্ব্বদাই আমাদের পুনঃ পুনঃ দর্শন দান করুন ॥ ১০

প্রভো! আপনার দর্শনে আমাদের যেরূপ অনুরাগ আছে, তাহা স্বর্গেও নাই। মহাবাহো! ভগবান্ শিব যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বথা সত্যই হইয়াছে ॥ ১১

শত্রুসূদন! এই সমস্ত রহস্য আমি আপনাকে বলিলাম, আপনিই অর্থতত্ত্বের জ্ঞাতা। আমরা আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, পরন্তু আপনি স্বয়ংই যখন আমাদিগকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তখন আমরা আপনার প্রসন্নতার জন্য এই গোপনীয় রহস্য বর্ণনা করিলাম। তিন লোকে এরূপ কোনও বিষয়ই নাই, যাহা আপনার জ্ঞাত নহে ॥ ১২-১৩

প্রভো! আপনার যে এই অবতার অর্থাৎ মানব শরীরে জন্ম হইয়াছে এবং যাহা ইহার গুপ্ত কারণ, এই সব ও অন্য বিষয়ও আপনার অজ্ঞাত নহে। আমরা নিজেদের অত্যন্ত চপলতার জন্য এই গূঢ় বিষয় নিজেদের মনে গোপন করিয়া রাখিতে অসমর্থ ॥ ১৪

ভগবন্! সেইজন্য আপনি বিরাজমান থাকিতেও আমরা নিজেদের ব্যগ্রতার জন্য প্রলাপ করিতেছি অর্থাৎ ছোটমুখে বড় কথা বলিতেছি। দেব! পৃথিবীতে ও স্বর্গে এরূপ কোনও আশ্চর্য্যের বিষয় নাই, যাহা আপনি জানেন না। আপনি সব কিছুই বিদিত আছেন ॥ ১৫

হে কৃষ্ণ! এখন আপনি আমাদের গমনের অনুমতি প্রদান করুন, যাহাতে আমরা নিজেদের কার্য্য সাধন করিতে পারি। আপনি উত্তম বুদ্ধি ও পুষ্টি লাভ করুন ॥ ১৬

পুত্রস্তে সদৃশস্তাত বিশিষ্টো বা ভবিষ্যতি।
মহাপ্রভাবসংযুক্তো দীপ্তিকীর্ত্তিকরঃ প্রভুঃ ॥ ১৭

ভীষ্ম উবাচ

ততঃ প্রণম্য দেবেশং যাদবং পুরুষোত্তমম্।
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য প্রজগ্মুস্তে মহর্ষয়ঃ॥ ১৮

সোঽয়ং নারায়ণঃ শ্রীমান্ দীপ্ত্যা পরময়া বৃতঃ।
ব্রতং যথাবৎ তচ্চীর্ত্ব্বা দ্বারকাং পুনরাগমৎ ॥ ১৯

পূর্ণে চ দশমে মাসি পুত্রোঽস্য পরমাদ্ভুতঃ।
রুক্মিণ্যাং সম্মতো জজ্ঞে শূরো বংশধরঃ প্রভুঃ ॥২০

স কামঃ সর্ব্বভূতানাং সর্বভাবগতো নৃপ।
অসুরাণাং সুরাণাঞ্চ চরত্যন্তর্গতঃ সদা ॥ ২১

সোঽয়ং পুরুষশার্দুলো মেঘবর্ণশ্চতুর্ভুজঃ।
সংশ্রিতঃ পাণ্ডবান্ প্রেম্না ভবন্তশ্চৈনমাশ্রিতাঃ॥ ২২

কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতিশ্চৈব স্বর্গমার্গস্তথৈব চ।
যত্রৈষ সংস্থিতস্তত্র দেবো বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমঃ॥ ২৩

সেন্দ্রা দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশদেষ নাত্র বিচারণা।
আদিদেবো মহাদেবঃ সর্ব্বভূতপ্রতিশ্রয়ঃ॥ ২৪

অনাদিনিধনোঽব্যক্তো মহাত্মা মধুসূদনঃ।
অয়ং জাতো মহাতেজাঃ সুরাণামর্থসিদ্ধয়ে॥ ২৫

সুদুস্তরার্থতত্ত্বস্য বক্তা কর্ত্তা চ মাধবঃ।
তব পার্থ জয়ঃ কৃৎস্নস্তব কীর্ত্তিস্তথাতুলা ॥ ২৬

তবেয়ং পৃথিবী দেবী কৃৎস্না নারায়ণাশ্রয়াৎ।
অয়ং নাথস্তবাচিন্ত্যো যস্য নারায়ণো গতিঃ॥ ২৭

স ভবাংস্ত্বমুপাধ্বর্য্যু রণাগ্নৌ হুতবান্ নৃপান্।
কৃষ্ণস্রুবেণ মহতা যুগান্তাগ্নিসমেন বৈ ॥২৮

দুর্য্যোধনশ্চ শোচ্যোঽসৌ সপুত্র-ভ্রাতৃ-বান্ধবঃ।
কৃতবান্ যোঽবুদ্ধিঃ ক্রোধাদ্ধরিগাণ্ডীবিবিগ্রহম্ ॥২৯

দৈত্যেন্দ্রা দানবেন্দ্রাশ্চ মহাকায়া মহাবলাঃ।
চক্রাগ্নৌ ক্ষয়মাপন্না দাবাগ্নৌ শলভা ইব ॥ ৩০

তাত! আপনার আপনার সমান অথবা আপনা অপেক্ষা বিশিষ্ট পুত্র লাভ হউক। সে মহাপ্রভাবশালী, দীপ্তিমান্, কীর্ত্তি বিস্তারকারী ও সর্ব্বসমর্থ হউক। ১৭

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তদনন্তর সেই মহর্ষিগণ এই যদুবংশভূষণ, দেবেশ্বর ও পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করত প্রস্থিত হইলেন॥ ১৮

তাহার পর পরম কান্তিমান্ এই শ্রীমান্ নিজের ব্রত যথাযথভাবে পূর্ণ করত পুনরায় দ্বারকাপুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। ১৯

প্রভো। দশম মাস পূর্ণ হইলে পর এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীদেবীর গর্ভ হইতে এক পরম অদ্ভুত, মনোরম এবং শৌর্য্যশালী বীর পুত্র উৎপন্ন হইলেন, যিনি ইঁহার বংশধর হইলেন। ২০

নৃপ যুধিষ্ঠির! যিনি সমস্ত প্রাণিগণের মানসিক সবরে ব্যাপ্ত এবং দেবতা ও অসুরদিগেরও অন্তঃকরণে সদা বিচরণ করেন, সেই কামদেবই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বংশধর পুত্র হইলেন। ২১

সেই এই চতুর্বাহুধারী ঘনশ্যাম পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বশীভূত হইয়া পাণ্ডব তোমাদের আশ্রয়ে অবস্থিত আছেন এবং তোমরাও ইঁহার শরণাগত হইয়া রহিয়াছ ॥২২

এই ত্রিবিক্রম দেবরূপ বিষ্ণু যেখানে বিদ্যমান থাকেন, সেখানেই কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্বর্গের মার্গ অবস্থান করে। ২৩

ইন্দ্রাদি তেত্রিশ দেবতা ইঁহারই স্বরূপ, ইহাতে আর কোনও বিচার করিবার নাই। ইনিই সমস্ত প্রাণিগণের আশ্রয়দাতা আদিদেব মহাদেব। ২৪

ইঁহার আদি নাই এবং অন্তও নাই। ইনি অব্যক্তস্বরূপ, মহাতেজস্বী মহাত্মা মধুসূদন দেবগণের কার্য্যসিদ্ধি করিবার জন্য যদুকুলে আবির্ভূত হইয়াছেন। ২৫

এই মাধব দুর্বোধ তত্ত্বের বক্তা ও কর্ত্তা। কুন্তীনন্দন! তোমার এই সম্পূর্ণ জয়, অনুপম কীর্ত্তি এবং অখিল ভূমণ্ডলের রাজ্য—এই সমস্ত ভগবান্ নারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করায় তোমার লাভ হইয়াছে। এই অচিন্ত্যস্বরূপ নারায়ণই তোমার রক্ষক ও পরম গতি। ২৬-২৭

তুমি স্বয়ং হোতা হইয়া প্রলয়কালীন অগ্নির সমান তেজস্বী শ্রীকৃষ্ণরূপী বিশাল স্রুবের দ্বারা সমরাগ্নির মধ্যে সমস্ত রাজগণকে আহুতি প্রদান করিয়াছ। ২৮

আর এই দুর্য্যোধন নিজের পুত্র, ভ্রাতা ও বান্ধবগণের সহিত শোকের বিষয় হইয়া গিয়াছে; কারণ, সেই মূর্খ ক্রোধের বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল। ২৯

কত বিশালদেহ মহাবল দৈত্য ও দানবশ্রেষ্ঠগণ দাবানলে দগ্ধ পতঙ্গসকলের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের চক্রাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। ৩০